চিরন্তন ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি কৃত

রামায়ণম্

অনুবাদ, আলোচনা ও সম্পাদনা

আচার্য ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী



মহর্ষি বাল্মীকি'কৃত

রামায়ণম্

প্রথম খন্ড

(আদি, অযোধ্যা, অরণ্য ও কিষ্কিন্ধা)

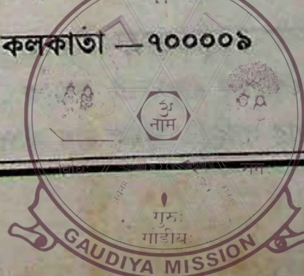
অনুবাদ আলোচনা সম্পাদনা

আচার্য ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

নিউলাইট

১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট

কলকাতা — ৭০০০০৯



প্রকাশক ❑ চন্দন মাইতি

নিউ লাইট
১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯, ফোন-২৪১-৪২৫২

প্রথম সংস্করণ ❑ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
মূল্য ❑ ৩০০ টাকা

প্রকল্প সম্পাদক ❑ গুরুপ্রসাদ মহান্তি
প্রধান উপদেষ্টা ❑ ডঃ অলোক রায়
পাণ্ডুলিপি নিয়ামক ❑ ডঃ মুক্তিপদ চক্রবর্তী

গ্রাফিক্স ❑ জ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
নির্মাণ-নিয়ন্তা ❑ উত্তম দাস
প্রচ্ছদ রচনা ❑ ইন্দ্রনীল ঘোষ
বর্ণায়নে ❑
লেসার ইম্প্রেসান
২, গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৪
বর্ণায়ন
১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
মুদ্রণ ❑
নিরঞ্জন পাল, চারু প্রেস
৭৩, ধনদেবী খান্না রোড,
কলকাতা - ৭০০ ০৫৪
গ্রন্থক ❑ জলিল-উদ্দিন এন্ড কোং

Chandan Maity ❑ **Publisher**

New Light
10/2 B, Ramanath Mazumdar Street
Calcutta-700009, Ph.- 241-4252

February 1996 ❑ **First Edition**
Rs. 300/- ❑ Price

Guruprasad Mohanti ❑ **Project Editor**
Dr. Alok Ray ❑ **Chief Advisor**
❑ **Manuscript Controller**
Dr. Muktipada Chakraborty

Joytiprokash Bandyopadhyay ❑ **Graphics**
Uttam Das ❑ **Production-in-Charge**
Indranil Ghosh ❑ **Cover**
❑ **Composing**
Laser Jmpressions
2, Ganendra Mitra Lane
Calcutta - 700 004
Barnayan
10/2B Ramanath Majumdar Street
Calcutta 700 009
❑ **Printer**
Niranjan Pal, Charu Press,
73, Dhan Devi Khanna Road,
Calcutta - 700 054
Jaliluddin & Co ❑ **Binders**

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

অপূর্ণ মাইতি, পার্থ সরকার, কৌশিক মজুমদার, সুধাংশু ভৌমিক, আশিস মিশ্র, ঝর্ণা মাইতি, মনীষা মাইতি, প্রদীপকুমার লাহিড়ী, নির্মল দাস, দীপক দাস, সাধনপ্রসাদ মহান্তি।

সমর্পণ-পত্রম্

যুগান্তরে শ্রীশ্রী সীতারামের

নবকলেবর-কলিকল্মষ-নাশন-শাস্ত্রাবতার-নামপ্রেমবিগ্রহ

অনন্তশ্রীবিভূষিত সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের উদ্দেশ্যে

বঙ্গভাষাশ্রিত এই বাল্মীকি-রামায়ণ

বাঙ্‌ময়ী পূজারূপে

সমর্পিত হলো



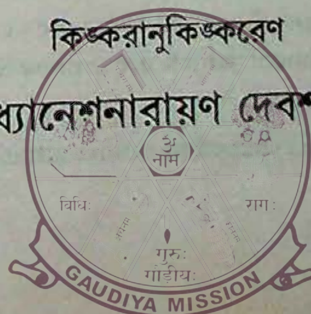
শ্রীমদোঙ্কারনাথায় সীতারাম-স্বরূপিণে।

বঙ্গ-রামায়ণং গ্রন্থং সমর্পয়ামি পুণ্যদম্ ।।

ইতি

কিঙ্করানুকিঙ্করেণ

শ্রীধ্যানেশনারায়ণ দেবশর্মণা



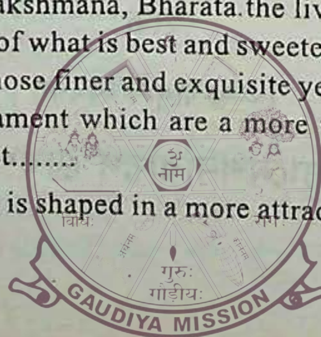
প্রস্তাবনা

নমামি রামচন্দ্রং বৈ পরমং ব্রহ্মরূপিণম্। দেবোঽপি মানুষং পূর্ণং জীবানাং হৃদয়েশ্বরম্ ।।১।।
কবিচূডামণিং দীপ্তং বাল্মীকিং তপসোজ্জ্বলম্। মহাসারস্বতং বন্দে মহর্ষিং বিশ্ব-পাবনম্।।২।।
ওঙ্কারনাথদেবায় গুরবে পরমাত্মনে। সীতারাম-স্বরূপায় নমামি প্রেমমূর্তয়ে।।৩।।
বন্দে বিশ্বেশ্বরং পূজ্যং পিতরং কবিশেখরম্। শিক্ষাগুরূন্ পুণ্যশীলাং মহামায়াং চ মাতরম্।।৪।।
পাথেয়ীকৃত্য সর্বেষামাশিষং শক্তিদায়কম্। রামায়ণং মহাকাব্যং সম্পাদয়ামি পুণ্যদম্।।৫।।
অনুবাদং যথাসাধ্যমালোচনা-সমন্বিতম্।গুম্ফিতং বঙ্গভাষয়া লৌকিকং সুখদায়কম্।।৬।।
সমর্পয়ামি গ্রন্থার্ঘ্যং লোকানাং মঙ্গলাবহম্।
সজ্জনানাং করেষু তৎ শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমন্বিতম্।।৭।।
সংস্তৌতি সর্বান্ রসিকান্ গুণজ্ঞান্ সংনৌতি রামস্য জনাংশ্চ ভক্তগান্।
শ্রীরামচন্দ্র-চরণানুবর্তী ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী।।৮।।

শাশ্বত ভারতীয় সংস্কৃতির রম্য রূপায়ণ বাল্মীকি-রামায়ণ। মহাকালের যাত্রাপথে যুগ থেকে যুগান্তরে রুচির কত পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু রামায়ণের রোচনীয়তা কমেনি। ভারতের আপামর-জনগণের হৃদয়ের সামগ্রী রামকথা।পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী, সন্ন্যাসী-গৃহী, রাজা-প্রজা, শ্রমিক-কৃষক, আস্তিক-নাস্তিক, সাধু-শিল্পী, প্রাচীন-প্রগতিশীল—সবারই হৃদয়ের ধন রামায়ণ। বিশ্বের অন্যতম যথার্থ গণ-সাহিত্য এই গ্রন্থ। সেকাল থেকে একাল্ পর্যন্ত এর আবেদন সমানই রয়েছে। সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মে এর প্রভাব অপরিসীম। ভারতের এমন কোনো নগর এবং জনপদ নেই যেখানে কোনো না কোনো ভাবে রামকথা পৌঁছায়নি। ঋষির তপোবন থেকে ভোগীর বিলাস-ভবন, পর্ণশালা থেকে নৃত্যশালা, তরুমূল থেকে অট্টালিকা, নির্জন বনপ্রান্তর থেকে জনাকীর্ণ মহানগরী সর্বত্রই নানাভাবে রামকথা কীর্তিত হয়; রামলীলা পরিবেশিত হয়। জল এবং বায়ুর মতোই রামায়ণীকথা ভারতে মানবের জীবনদায়ী অপরিহার্য উপাদান। ভারতের এমন কোনো প্রচলিত ভাষা নেই যাতে রামকথা পরিবেশিত হয়নি। ভারতের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে সংহতির সূত্র এই রামকথা। অতি অল্প কথায় ঋষি শ্রী অরবিন্দ বাল্মীকির মূল সংস্কৃত রামায়ণের মূল্যায়নে বলেছেন—

The Ramayana embodied for the Indian imagination its highest and tenderest human ideals of character, made strength and courage, and gentleness and purity, and fidelity and self-sacrifice familiar to it in the suavest and most harmonious forms coloured so as to attract the emotion and the aesthetic sense, stripped morals of all repellent austerity on one side or on the other of mere commonness and lent a certain high divineness to the ordinary things of life, conjugal and filial, and maternal and fraternal feeling, the duty of the prince and leader and the loyalty of follower and subject, the greatness of the great and the truth and worth of the simple, toning things ethical to the beauty of a more psychical meaning by the glow of its ideal hues. The work of valmiki has been an agent of almost incalculable power in the moulding of the cultural mind of India : it has presented to it to be loved and imitated in figures like Rama and Sita, made so divinely and with such a revelation of reality as to become objects of enduring cult and worship, or like Hanuman, Lakshmana, Bharata the living human image of its ethical ideals; it has fashioned much of what is best and sweetest in the national character, and it has evoked and fixed in it those finer and exquisite yet firm soul-tones and that more delicate humanity of temperament which are a more valuable thing then the formal outsides of virtue and conduct........

The diction of the Ramayana is shaped in a more attractive mould, a marvel of sweet-



ness and strength, lucidity and warnmth and grace; its phrase has not only poetic truth and epic force and diction but a constant intimate vibration of the feeling of the idea, emotion or object: there is an eliment of fine ideal delicacy in its sustained strength and breath of power. [The Foundations of India Culture—Sri Aurobindo-P-290--291]

রামায়ণ সম্বন্ধে বিখ্যাত বৈদেশিক ঐতিহাসিক Will Durrant তাঁর "History of Civilization" গ্রন্থের ১ম খণ্ডে অতি সংক্ষেপে যে মূল্যায়ন করেছেন তাতে দেখা যায়—It is a delightful story, which even a modern cynic can enjoy if he is wise enough to yield himself now and then to romance and the lilt of song. These poems.... are distinguished by fine feeling, a lofty idealization of woman and man, and a Vigorous—sometimes realistic-representation of life. Rama and Sita are too good to be true,....To him (Hindu) they are not mere stories, they are a gallery of ideal characters upon whom he may mould his conduct; they are a repertory of the traditions, philosophy and theology of his people. (P.—570)

রামায়ণের মহিমা এবং বৈশিষ্ট্য ভারতের শাশ্বত জীবনকে কিভাবে এবং কেন সমৃদ্ধ করেছে তার বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য। সেযুগের কবিকুলগুরু এযুগের কবিসার্বভৌমকে কিভাবে প্রবুদ্ধ করেছে প্রাচীন সাহিত্যের 'রামায়ণ' প্রবন্ধে অতুলনীয় ভাব ও ভাষায় তা প্রকাশিত।

"শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে; মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমাদর। ধন্য সেই কবি-যুগলকে, কালের মহাপ্রান্তরের মধ্যে যাঁহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্তু যাঁহাদের বাণী বহুকোটি নরনারীর দ্বারে দ্বারে আজিও অজস্র ধারায় শক্তি ও শান্তি বহন করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলিমৃত্তিকা অহরহ আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের চিত্তভূমিকে আজিও উর্বরা করিয়া রাখিতেছে।

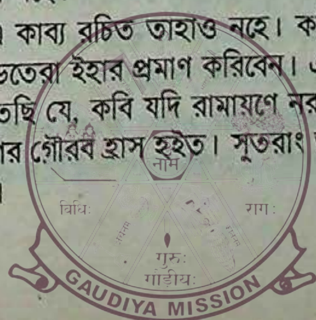
এমন অবস্থায় রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে; কারণ সেরূপ ইতিহাস সময়বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।

এই কারণে রামায়ণ-মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য কাব্যসমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। রামের চরিত্র উচ্চ কি নীচ, লক্ষ্মণের চরিত্র আমার ভালো লাগে কি মন্দ লাগে, এই আলোচনাই যথেষ্ট নহে। স্তব্ধ হইয়া শ্রদ্ধার সহিত বিচার করিতে হইবে সমস্ত ভারতবর্ষ অনেক সহস্র বৎসর ইহাদিগকে কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

রামায়ণে ভারতবর্ষ কী বলিতেছে, রামায়ণে ভারতবর্ষ কোন্ আদর্শকে মহৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, ইহাই বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সবিনয়ে বিচার করিবার বিষয়।

বীররসপ্রধান কাব্যকেই এপিক বলে, এইরূপ সাধারণের ধারণা। তাহার কারণ, যে দেশে যে কালে বীররসের গৌরব প্রাধান্য পাইয়াছে সে দেশে সে কালে স্বভাবতই এপিক বীররসপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। রামায়ণেও যুদ্ধ-ব্যাপার যথেষ্ট আছে, রামের বাহুবলও সামান্য নহে, কিন্তু তথাপি রামায়ণে যে রস সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহা বীররস নহে। তাহাতে বাহুবলের গৌরব ঘোষিত হয় নাই যুদ্ধঘটনাই তাহার মুখ্য বর্ণনার বিষয় নহে।

দেবতার অবতারলীলা লইয়াই যে এ কাব্য রচিত তাহাও নহে। কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন, পন্ডিতেরা ইহার প্রমাণ করিবেন। এই ভূমিকায় পান্ডিত্যের অবকাশ নাই। এখানে এইটুকু সংক্ষেপে বলিতেছি যে, কবি যদি রামায়ণে নরচরিত্র বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণনা করিতেন তবে তাহাতে রামায়ণের গৌরব হ্রাস হইত। সুতরাং তাহা কাব্যাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। মানুষ বলিয়াই রামচরিত্র মহিমান্বিত।



আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি তাঁহার কাব্যের উপযুক্ত নায়ক সন্ধান করিয়া যখন বহুগুণের উল্লেখ করিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন— **সমগ্রারূপিণী লক্ষ্মীঃ কমেকং সংশ্রিতা নরম্।**

কোন্ একটিমাত্র নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্রা লক্ষ্মী রূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন নারদ কহিলেন—

দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভির্‌গুণৈর্‌যুতম্।

শ্রূয়তাং তু গুণৈরেভির্যো যুক্তো নরচন্দ্রমাঃ।

এত গুণযুক্ত পুরুষ তো দেবতাদের মধ্যেও দেখি না। তবে যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এই-সকল গুণ আছে তাঁহার কথা শুন।

রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষই নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।

মানুষেরই চরম আদর্শ-স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, এবং সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই আদর্শচরিতবর্ণনা ভারতের পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছেন।

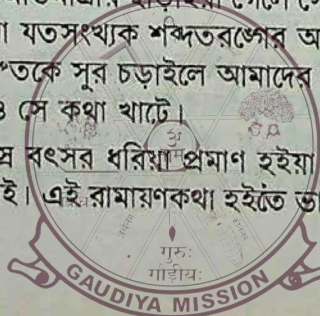
রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে ভ্রাতায়-ভ্রাতায় স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশজয়, শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধীপক্ষের প্রচণ্ড আঘাত-সংঘাত, এইসমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই, সে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য-প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্যমাত্র; পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার আত্মত্যাগ, পতিপত্নীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য কত দূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইতেছে। এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমনভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না, ভারতবর্ষের পরিচয় হয়। গৃহ ও গৃহধর্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতখানি ইহা হইতে তাহা বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে গার্হস্থ্য-আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল, এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম আমাদের নিজের সুখের জন্য, সুবিধার জন্য ছিল না; গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত। গৃহাশ্রম ভারতবর্ষীয় আর্য-সমাজের ভিত্তি। রামায়ণ সেই গৃহাশ্রমের কাব্য। এই গৃহাশ্রমধর্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া বনবাসদুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান করিয়াছে। কৈকেয়ী-মন্থরার কুচক্রান্তের কঠিন আঘাতে অযোধ্যার রাজগৃহকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দিয়া, তৎসত্ত্বেও এই গৃহধর্মের দুর্ভেদ্য দৃঢ়তা রামায়ণ ঘোষণা করিয়াছে। বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্রগৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই রামায়ণ করুণার অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

শ্রদ্ধাহীন পাঠকেরা বলিতে পারেন, এমন অবস্থায় চরিত্রবর্ণনা অতিশয়োক্তিতে পরিণত হইয়া উঠে। যথাযথের সীমা কোন্‌খানে এবং কল্পনার কোন্ সীমা লঙ্ঘন করিলে কাব্যকলা অতিশয়ে গিয়া পৌঁছে, এক কথায় তাহার মীমাংসা হইতে পারে না। বিদেশী যে সমালোচক বলিয়াছেন যে 'রামায়ণে চরিত্রবর্ণনা অতিপ্রাকৃত হইয়াছে' তাঁহাকে এই কথা বলিব যে, প্রকৃতিভেদে একের কাছে যাহা অতিপ্রাকৃত অন্যের কাছে তাহাই প্রাকৃত। ভারতবর্ষ রামায়ণের মধ্যে অতিপ্রাকৃতের আতিশয্য দেখে নাই।

যেখানে যে আদর্শ প্রচলিত তাহাকে অতিমাত্রায় ছাড়াইয়া গেলে সেখানকার লোকের কাছে তাহা গ্রাহ্যই হয় না। আমাদের শ্রুতিযন্ত্রে আমরা যতসংখ্যক শব্দতরঙ্গের আঘাত উপলব্ধি করিতে পারি তাহার সীমা আছে, সেই সীমার উপরের সপ্তকে সুর চড়াইলে আমাদের কর্ণ তাহাকে গ্রহণই করে না। কাব্যে চরিত্র এবং ভাব-উদ্ভাবন সম্বন্ধেও সে কথা খাটে।

এ যদি সত্য হয় তবে এ কথা সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রমাণ হইয়া গেছে যে, রামায়ণকথা ভারতবর্ষের কাছে কোনো অংশে অতিমাত্র হয় নাই। এই রামায়ণকথা হইতে ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা আপামর



সাধারণ কেবল যে শিক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে, আনন্দ পাইয়াছে ;

কেবল যে ইহাকে শিরোধার্য করিয়াছে তাহা নহে, ইহাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছে; ইহা যে কেবল তাহাদের ধর্মশাস্ত্র তাহা নহে, ইহা তাহাদের কাব্য।

রাম যে একই কালে আমাদের কাছে দেবতা এবং মানুষ, রামায়ণ যে একই কালে আমাদের কাছে ভক্তি এবং প্রীতি পাইয়াছে, ইহা কখনোই সম্ভব হইত না যদি এই মহাগ্রন্থের কবিত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল সুদূর কল্পলোকেরই সামগ্রী হইত—যদি তাহা আমাদের সংসার-সীমার মধ্যেও ধরা না দিত।

এমন গ্রন্থকে যদি অন্যদেশী সমালোচক তাঁহাদের কাব্যবিচারের আদর্শ অনুসারে অপ্রাকৃত বলেন, তবে তাঁহাদের দেশের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের একটি বিশেষত্ব আরো পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রামায়ণে ভারতবর্ষ যাহা চায় তাহা পাইয়াছে।

রামায়ণ, এবং মহাভারতকেও, আমি বিশেষত এই ভাবে দেখি। ইহার সরল অনুষ্টুপ ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বৎসরের হৃৎপিন্ড স্পন্দিত হইয়া আসিয়াছে। আমি কেবল এই কথাটুকু মাত্র জানাইতে চাহি যে, বাল্মীকির রামচরিত-কথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র কবির কাব্য বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামায়ণ বলিয়া জানিবেন। তাহা হইলে রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন। ইহা স্মরণ রাখিবেন যে, কোনো ঐতিহাসিক গৌরবকাহিনী নহে, পরন্ত পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত ভারতবর্ষ শুনিতে চাহিয়াছিল, এবং আজ পর্যন্ত তাহা অশ্রান্ত আনন্দের সহিত শুনিয়া আসিতেছে। এ কথা বলে নাই যে, বড়ো বাড়াবাড়ি হইতেছে; এ কথা বলে নাই যে, এ কেবল কাব্যকথা মাত্র। ভারতবাসীর ঘরের লোক এত সত্য নহে, রাম লক্ষ্মণ সীতা তাহার পক্ষে যত সত্য।

পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাকে সে বাস্তব সত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, অবিশ্বাস করে নাই। ইহাকেও সে যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকেই উদ্‌বোধিত ও তৃপ্ত করিয়া রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভক্তহৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিয়াছেন।

যে জাতি খন্ড সত্যকে প্রাধান্য দেন, যাঁহারা বাস্তব সত্যের অনুসরণে ক্লান্তিবোধ করেন না, কাব্যকে যাঁহারা প্রকৃতির দর্পণমাত্র বলেন, তাঁহারা জগতে অনেক কাজ করিতেছেন, তাঁহারা বিশেষভাবে ধন্য হইয়াছেন; মানবজাতি তাঁহাদের কাছে ঋণী। অন্য দিকে যাঁহারা বলিয়াছেন 'ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'—যাঁহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খন্ডতার সুষমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি, উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন—তাঁহাদেরও ঋণ কোনো কালে পরিশোধ হইবার নহে। তাঁহাদের পরিচয় বিলুপ্ত হইলে, তাঁহাদের উপদেশ বিস্মৃত হইলে, মানবসভ্যতা আপন ধূলিধূমসমাকীর্ণ কারখানাঘরের জনতা-মধ্যে নিশ্বাসকলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়া কৃশ হইয়া মরিতে থাকিবে। রামায়ণ সেই অখন্ড অমৃতপিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি তবে আমাদের কারখানা-ঘরের বাতায়ন-মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মল বায়ু প্রবেশের পথ পাইবে। ব্রহ্মচর্যাশ্রম। বোলপুর ৫ পৌষ ১৩১০

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "ভাষা ও ছন্দ" কবিতাটিও আমাদের পঠনীয়। মূল রামায়ণের মর্মানুধ্যানে ও রামচরিতের উপলব্ধিতে রস-ভাব-সমুজ্জ্বল এই কবিতাটি স্মরণীয়।—

ভাষা ও ছন্দ

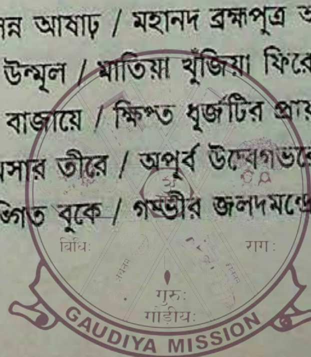
যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ় / মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার

দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মূল / মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল-উপকূল

তট অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে / ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়; সেইমতো বননীর ছায়ে

স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে / অপূর্ব উদ্বেগভরে সঙ্গিহীন ভ্রমিছেন ফিরে

মহর্ষি বাল্মীকি কবি,—রক্তবেগ তরঙ্গিত বুকে / গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারংবার আবর্তিয়া মুখে



নব ছন্দ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত / মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত,
তারে লয়ে কী করিবে, ভাবে মুনি কি তার উদ্দেশ, / তরুণগরুড়সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ
পীড়ন করিছে তারে, কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা, / অমর বিহঙ্গ শিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা,
আপন বিরাট নীড়। —অলৌকিক আনন্দের ভার/ বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার
তার নিত্য জাগরণ, অগ্নি সম দেবতার দান / ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ
অস্তে গেল দিনমণি। দেবর্ষি নারদ সন্ধ্যাকালে / শাখাসুপ্ত পাখিদের সচকিয়া জটারশ্মিজালে,
স্বর্গের নন্দনগন্ধে অসময়ে শ্রান্তমধুকরে / বিস্মিত ব্যাকুল করি, উত্তরিলা তপোভূমি' পরে।
নমস্কার করি কবি, শুধাইলা সাঁপিয়া আসন, / "কী মহৎ দৈবকার্যে, দেব, তব মর্ত্যে আগমন?"
নারদ কহিলা হাসি, "করুণার উৎসমুখে মুনি, / যে ছন্দ উঠিল ঊর্ধ্বে, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা তাহা শুনি,
আমারে কহিলা ডাকি, যাও তুমি তমসার তীরে, / বাণীর বিদ্যুদ্-দীপ্ত ছন্দোবাণ-বিদ্ধ বাল্মীকিরে
বারেক শুধায়ে এসো,—বলো তারে, "ওগো ভাগ্যবান,/এ মহাসংগীতধন কাহারে করিবে তুমি দান।
এই ছন্দে গাঁথি লয়ে কোন্ দেবতার যশঃকথা / স্বর্গেরে অমর করি মর্ত্যলোকে দিবে অমরতা?"
কহিলেন শির নাড়ি ভাবোন্মত্ত মহামুনিবর, / "দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর,
ভাষাশূন্য অর্থহারা। বহ্নি ঊর্ধ্বে মেলিয়া অঙ্গুলি / ইঙ্গিতে করিছে স্তব; সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলি
কী কহিছে স্বর্গ জানে, অরণ্য উঠায়ে লক্ষশাখা / মর্মরিছে মহামন্ত্র; ঝটিকা উঠায়ে রুদ্র পাখা
গাহিছে গর্জনগান; নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হতে / অরণ্যের পতঙ্গ অবধি মিলাইছে এক স্রোতে
সংগীতের তরঙ্গিণী বৈকুণ্ঠের শান্তিসিন্ধুপারে। / মানুষের ভাষাটুকু অর্থদিয়ে বন্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন / মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে; / ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন / মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্ত পক্ষ অর্থভারহীন।
প্রভাতের শুভ্রভাষা বাক্যহীন প্রত্যক্ষ কিরণ / জগতের মর্মদ্বার মুহূর্তেকে করি উদ্‌ঘাটন
নির্বারিত করি দেয় ত্রিলোকের গীতের ভান্ডার; / যামিনীর শান্তিবাণী ক্ষণমাত্রে অনন্ত সংসার
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বাক্যহীন পরম নিষেধ / বিশ্বকর্ম কোলাহল মন্ত্রবলে করি দিয়া ভেদ
নিমেষে নিবায়ে দেয় সর্ব খেদ সকল প্রয়াস, / জীবলোক মাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস;
নক্ষত্রের ধ্রুব ভাষা অনির্বাণ অনলের কণা / জ্যোতিষ্কের সূচীপত্রে আপনার করিছে সূচনা
নিত্যকাল মহাকাশে, দক্ষিণের সমীরের ভাষা / কেবল নিঃশ্বাসমাত্রে নিকুঞ্জে জাগায় আশা,
দুর্গম পল্লবদুর্গে অরণ্যের ঘন অন্তঃপুরে / নিমেষে প্রবেশ করে, নিয়ে যায় দূর হতে দূরে
যৌবনের জয়গান;—সেই মতো প্রত্যক্ষ প্রকাশ / কোথা মানবের বাক্যে, কোথা সেই অনন্ত আভাস,
কোথা সেই অর্থভেদী অভ্রভেদী সংগীত উচ্ছ্বাস, / আত্মবিদারণকারী মর্মান্তিক মহান নিঃশ্বাস?
মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর, / অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজসম / উদ্দাম সুন্দরগতি,—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।
সূর্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নিতরী / মহাব্যোম-নীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাপার করি;
ছন্দ সেই অগ্নিসম বাক্যেরে করিব সমর্পণ, / যাবে চলি মর্ত্যসীমা অবাধে করিয়া সন্তরণ, /
গুরুভারে পৃথিবীরে টানিয়া লইবে ঊর্ধ্বপানে,
কথারে ভাবের স্বর্গে, মানবেরে দেব পীঠস্থানে। / মহাম্বুধি যেই মতো ধ্বনিহীন স্তব্ধ ধরণীরে
বাঁধিয়াছে চতুর্দিকে অন্তহীন নৃত্যগীতে ঘিরে,— / তেমনি আমার ছন্দ, ভাষারে ঘেরিয়া আলিঙ্গনে

গাবে যুগে যুগান্তরে সরল গম্ভীর কলস্বনে / দিক হতে দিগন্তরে মহামানবের স্তবগান,— ক্ষণস্থায়ী নরজন্মে মহৎমর্যাদা করি দান। / হে দেবর্ষি, দেবদূত, নিবেদিয়ো পিতামহপায়ে স্বর্গ হতে যাহা এলো স্বর্গে তাহা নিয়ো না ফিরায়ে। / দেবতার স্তবগীতে দেবেরে মানব করি আনে, তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে। / ভগবন, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে। কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে। / কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম— / ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো, মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত, / সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক, কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক, / কে লয়েছে নিজ শিরে, রাজভালে মুকুটের সম সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,— / কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।

নারদ কহিলা ধীরে, "অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

"জানি আমি জানি তাঁরে, শুনেছি তাঁহার কীর্তিকথা,"/ কহিলা বাল্মীকি, "তবু নাহি জানি সমগ্র বারতা, সকল ঘটনা তাঁর—ইতিবৃত্ত রচিব কেমনে। / পাছে সত্য ভ্রষ্ট হই, এই ভয় জাগে মোর মনে।"

নারদ কহিলা হাসি, "সেই সত্য যা রচিবে তুমি, / ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো," / এত বলি দেবদূত মিলাইল দিব্যস্বপ্ন হেন সুদুর সপ্তর্ষিলোকে। বাল্মীকি বসিলা ধ্যানাসনে, / তমসা রহিল মৌন, স্তব্ধতা জাগিল তপোবনে।

(রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খন্ড পৃঃ—৯৯৪)

পূর্বে বিদগ্ধ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রামাকথাকে নূতন দৃষ্টিতে পরিবেশন করতে গিয়েও মহর্ষি বাল্মীকিকেই বন্দনা করেছেন—

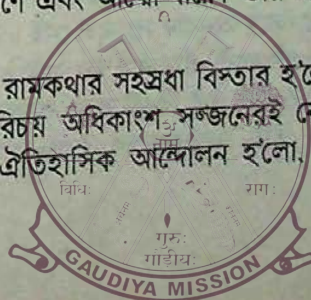
নমি আমি, কবি-গুরু তব পদাম্বুজে, / বাল্মীকি। হে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে / দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে!
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি, / পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে— / অমর! শ্রী ভর্তৃহরি; সূরী ভবভূতি
শ্রীকন্ঠ, ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি / ভারতীর-কালিদাস, সুমধুর ভাষী;
মুরারিমুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি / মনোহর; কীর্ত্তিবাস, কৃত্তিবাস কবি
এ বঙ্গের অলঙ্কার! হে পিতঃ কেমনে / কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কূলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি! / গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে / বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্ত কোথা পাব
(দীন আমি!) রত্ন রাজি, তুমি নাহি দিলে, / রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।—

(মধুসূদন রচনাবলী-পৃ-২৬৮, হরফ)

ভারতে ও বিশ্বে রামায়ণের দিগ্‌বিজয় নিয়ে কিছু তথ্য পৃথগ্‌ভাবে আমরা পরিবেশন করছি।

রামায়ণের মূল্যায়নে, চরিতাবলীর বিশ্লেষণে দেশে-বিদেশে বিদগ্ধ মনীষীরা অজস্র আলোচনা করেছেন এবং এখনো করছেন। এই কাহিনীর উৎসানুসন্ধানে বিতর্ক আজও চলেছে। আর বিশ্বাসী ভক্তেরা রামায়ণ—পারায়ণ করেন বিশ্বকল্যাণে এবং আত্মোদ্ধারে। তার পদ্ধতি ও প্রয়োগ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হয়েছে।

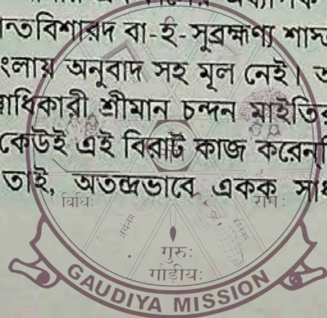
ধর্মে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে রামকথার সহস্রধা বিস্তার হ'লেও তার মূল রূপ মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় অধিকাংশ সজ্জনেরই নেই। এমনকি বর্তমানে অযোধ্যার "রামজন্মভূমি" উদ্ধারের জন্য যে ঐতিহাসিক আন্দোলন হ'লো, তার ফলে ভারতের রাজনৈতিক



ক্ষেত্রে যুগান্তরের সূচনা হ'লো। এই গণ-আন্দোলনে কোটি-কোটি নরনারী যোগ দিলেন, অনেকে আত্মদান করলেন। এই ঐতিহাসিক গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদেরও অধিকাংশই বাল্মীকির মূল রামায়ণ শুধু পড়েননি নয়, চোখেও দেখেননি। আর এই যুক্তিনিষ্ঠ আন্দোলনের বিরোধীরা, যাঁরা নিরস্ত্র সমবেত ভক্তদের নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছেন এবং যাঁরা এই অত্যাচারকে উৎসাহের সঙ্গে সমর্থন করেছেন, ভারতের অধিকাংশ জনগণের রামবিষয়ক অনুভূতিকে কটূক্তি করেছেন, তাঁরাও বোধহয় বেশীর ভাগই, হয়তো সকলেই বাল্মীকির মূল রামায়ণ সম্পূর্ণ অংশও পড়েননি। জাতির মর্মগ্রন্থের সঙ্গে অ-পরিচয় জাতীয় অপরাধ। এই অপরাধ থেকে মুক্তি দেবার জন্য ঊনবিংশ শতকে বঙ্গভারতের নবজাগরণে বহু মনীষীর প্রয়াস উল্লেখনীয়। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অনুবাদ করেয়েছিলেন পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা; যদিও তাতে মূল ছিলো না। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ঐ অনুবাদ শেষ হবার পর রামায়ণের অনুবাদের জন্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিলো। কিন্তু মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে ১৮৮৮ তেই তিনি পরলোকে চলে গেলেন। মহাভারতের ঐ অনুবাদকণ্ডলীর অন্যতম পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন একক প্রচেষ্টায় ১৮৬৯-১৮৮৪ তে রামায়ণের মূলানুগামী অনুবাদ করেন। তাতেও মূল নেই। তারপর মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, বেদমূর্তি সত্যব্রত সামশ্রমী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং আরো কয়েকজন মনীষীকে নিয়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীকে সাংস্কৃতিক পিতৃপরিচয়ে সচেতন করার জন্য "হিন্দুশাস্ত্র" নামে একটি সংকলন-গ্রন্থ ৯ খণ্ডে কিছুটা মূল ও অনুবাদসহ ১৩০০ বঙ্গাব্দের ১ লা বৈশাখ প্রকাশ করেন। একশত বৎসর পরে ১৪০১ বঙ্গাব্দে এই অধমের পুনঃসম্পাদনায় ও সংযোজনে সেটি আবার নব কলেবরে প্রকাশিত হয়। তাতে রামায়ণের অতি সামান্য অংশই রয়েছে। সেযুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নববিবাহিতা পত্নীকে মূল রামায়ণ পড়াতে আরম্ভ করেছিলেন।

১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে তথা ১৩৮৯ বঙ্গাব্দে নবপত্রপ্রকাশন রামায়ণের বালকাণ্ড প্রকাশ করেন। অনুবাদ করেন শ্রী সরোজাক্ষ নন্দ। মদীয় গুরুদেব ভুবনমঙ্গলবিগ্রহ অনন্তশ্রীবিভূষিত সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব আর্যশাস্ত্র প্রকাশের এক বিরাট প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ করেন। বৈকুণ্ঠগত বিপ্লবী বৈষ্ণব সাধক ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারজীর আর্তি ছিলো এই বিষয়ে সমধিক। কত মঠ-মন্দির, সম্প্রদায়, প্রকাশনসংস্থা, বিদ্বদ্‌গোষ্ঠী, এবং বিশ্ববিদ্যালয় লক্ষ লক্ষ অর্থ ব্যয় ক'রে উৎসব করেন, মন্দির নির্মাণ করেন, গ্রন্থ প্রকাশ করেন; কিন্তু মূল রামায়ণ প্রকাশে কারোই আগ্রহ সরকারী-বেসরকারী কোনো পর্যায়েই দেখা গেলো না। তখন তাই মদীয় গুরুদেব বাংলার খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা এক এক অংশে অনুবাদ করিয়ে রামায়ণ মূল সহ প্রকাশ করলেন। কালক্রমে সেটাও দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেলো। পুনঃপ্রকাশের জন্য বহু অনুরোধ করেও তথাকার কোষাধীশকে রাজী করাতে পারিনি। তবে উৎসাহ এবং আশীর্বাদে পেয়েছি অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের বর্তমান সর্বাধীশ তপোমূর্তি আনন্দবিগ্রহ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বিট্‌ঠল রামানুজদাসজীর। শ্রীপতি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলাধিপতি, ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক প্রবক্তা অগ্রজোপম ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের সতত প্রীতিস্নিগ্ধ অনুপ্রেরণা উল্লেখনীয়।

আশ্চর্যের বিষয় ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই সংস্কৃত মূল রামায়ণ-মহাভারত পাঠ্য নেই। ইতোমধ্যে মদীয় প্রাক্তন কর্মতীর্থ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগের প্রধানরূপে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে সকল অধ্যাপকের সমর্থনে মূল রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ্য করালাম। পাঠ দিতাম নিজেই। বঙ্গাক্ষরে মূল গ্রন্থ নেই। তখন আর্যশাস্ত্রের "রামায়ণের" জেরক্স প্রতিলিপি বিদ্যার্থীদের দিতাম। দেবনাগরী অক্ষরে ১৯৩৩-এ রামায়ণের ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রীর সম্পাদনায়। শুধু মূলই এতে রয়েছে। ১৯৫৮ তে মাদ্রাজ থেকে সুসম্পাদিত হয়ে শ্রী এন্ রামরত্নমের দ্বারা তারই ২য় সংস্করণ সুদৃশ্যভাবে প্রকাশিত হয়। আমার এককালের অধ্যাপক শাস্ত্রমূর্তি মহামহোপাধ্যায় চিন্নস্বামী শাস্ত্রী এবং পণ্ডিতকুলতিলক বেদান্তবিশারদ বা-ই-সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী ছিলেন তার সম্পাদক। হিন্দীতেও দুয়েকটি এই ধরণের গ্রন্থ আছে। বাংলায় অনুবাদ সহ মূল নেই। অথচ জনগণের আগ্রহ প্রভূত। তখন বর্তমান প্রকাশক নিউ লাইটের স্বত্বাধিকারী শ্রীমান চন্দন মাইতির উদ্যোগের সঙ্গে আমার সাধনাকে যুক্ত করলাম। ইতঃপূর্বে এককভাবে কেউই এই বিরাট কাজ করেননি। বহুজনে মিলে করলে ভাষা এবং ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। তাই, অতন্দ্রভাবে একক সাধনায় নিমগ্ন হলাম। রবীন্দ্রভারতী



বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যুক্ত একমাত্র জীবিত সদস্য হয়েও কর্ম থেকে নির্ধারিত সময়ের দুবৎসর পূর্বেই অবসর নিলাম। নানা স্থানের নানা লোভনীয় পদ প্রত্যাখ্যান করলাম। আত্মীয় এবং বন্ধুদের সঙ্গে সম্বন্ধ ও গণ-সংযোগ ছিন্ন করলাম। তপস্যা রূপে গ্রহণ করলাম এই সম্পাদনা। প্রামাণ্য মূল সংস্কৃত শ্লোক সংকলন করলাম। বর্তমান বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত আর্যশাস্ত্রের সংস্করণ ও মাদ্রাজের পূর্বোক্ত সংস্করণ এবং নাগেশভট্ট-কৃত তিলক-টীকাকে অবলম্বন ক'রে সম্পাদিত হলো এই সংস্করণের ১ম খণ্ড মাত্র ছয়মাসের একক সাধনায়। গোবিন্দরাজকৃত প্রাচীনতম ভাষ্য যে "রামায়ণ ভূষণ" তার সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। সর্বজনের কাছে এই সম্পদ পৌঁছে দেবার জন্য অনুবাদে ভাষার চলতি রূপকেই গ্রহণ করেছি। প্রয়োজনীয় স্থলে আলোচনা করেছি।' বন্ধনীর মধ্যে তা দৃশ্যমান। শুধু পণ্ডিত এবং ভক্তদের জন্য নয়, সর্বজনের কাছে এই অমৃত পরিবেশন আমার লক্ষ্য। তাই ভাষায় এবং আলোচনায় সহজ রূপটিই গ্রহণ করেছি। অনুবাদ মূলানুগ করতে গিয়েও বোধসৌকর্যের জন্য সংস্কৃতের দৃঢ় বন্ধনকে বাংলায় কোথাও কোথাও শিথিল করতে হয়েছে। আনুষঙ্গিক কিছু আলোচনাও পৃথগ্‌ভাবে আছে। আরো বিশদ করলে মূলধারা হারিয়ে যাবে বলে সংক্ষিপ্তই করেছি। অনুবাদসহ বাল্মীকির মূল রামায়ণের এই ধরণের প্রকাশ এই প্রথম। প্রথম প্রয়াসে বহু ত্রুটি থাকা সম্ভব। তার জন্য পূর্বেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তুলে আনা গঙ্গাজলে নয়, মূল গঙ্গাধারায় বঙ্গভাষীকে অভিষিক্ত করানোই আমার এই সাধনা। তাই, আমার আত্মপ্রসাদ। সকল পূর্বসূরীদের বন্দনা করি। সহৃদয় পাঠকদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

জীর্ণদেহে অনলস সাধনায় শক্তিসঞ্চার করেছেন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র এবং মহর্ষি বাল্মীকি। মদীয় গুরুদেব শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব এবং স্বর্গত পিতৃদেব কবিশেখর বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ ও জননী ঋষিমাতা মহামায়া দেবীর আশীর্বাদই ছিলো পাথেয়। সাংসারিক নানা প্রতিকূলতার মধ্যে সহধর্মিণী শ্রীমতী ঊষা দেবী এম. এ. বি. টি. এবং সারস্বতব্রতী পুত্র অধ্যাপক শ্রীমান্ ডঃ নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তী এম. এ. (ব্রক্), পি-এইচ. ডি (ওয়াটারলু)-র নিরন্তর আনুকূল্যদান উল্লেখনীয়। সাংবাদিক সারস্বত শ্রীগুরুপ্রসাদ মহান্তি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতি, তথ্যসংগ্রহে, প্রুফসংশোধনে এবং সর্ববিধ সহায়তায় ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। আর তরুণ জাতীয়তাবাদী নিষ্কাম কর্মযোগী প্রকাশক শ্রীমান চন্দন মাইতির অপরিমিত অর্থব্যয়, প্রভূত শ্রম, নিরন্তর অধ্যবসায় না হলে এই গ্রন্থ প্রকাশিতই হতো না। সহৃদয় গ্রাহকবৃন্দের অসীম আগ্রহই এই দুরূহকর্মে আমাদের বলাধান করেছে। এখন বলি—

রামায়ণামৃতং তাবৎ পেপীয়তাং সুধীজনঃ।
সন্তৃপ্তিং যান্ত তে সর্বে সদা বৈ বঙ্গভাষিণঃ।।

ইতি
বিনত—
শ্রী ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

শ্রীপঞ্চমী। ১৪০২ বঙ্গাব্দ। ঋষিধাম।
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগণা।



প্রকাশকের কথা

কোনো বইতে প্রকাশকের বলার কথা কম। এটিই বাংলা গ্রন্থ-প্রকাশন সমাজের অলিখিত আইন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এই নিয়মের যুক্তিগ্রাহ্যতাকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা, প্রকাশনাই কেবল প্রকাশকের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু এক্ষেত্রে কয়েকটা কথা বলবার দরকার আছে।

প্রথমতঃ আমরা বইটি আপনাদের হাতে যে তারিখে তুলে দেবার অঙ্গীকার করেছিলাম, তা মেনে চলতে পারি নি। সর্বাগ্রে এজন্য আমরা নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু তারপরও বাস্তব কয়েকটি পরিস্থিতির কথা আপনাদের গোচরে আনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমরা যে বইটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি, মনে রাখতে হবে, সেটি ভারতের অন্যতম মহাকাব্য। এমন কি অনন্য আকরগ্রন্থ। আমরা প্রতি মুহূর্তে এর গুরুত্ব মাথায় রেখেছি বলেই, সময়ের হিসেবে গোলমাল হয়েছে।

বইটির পরিকল্পনা গ্রহণ থেকে মুদ্রণ প্রক্রিয়া পর্যন্ত প্রস্থে প্রস্থে যান্ত্রিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যান্ত্রিক সুবিধা যতটা নেবার তা নেবার পরও মানবিক হাতের স্পর্শ ছাড়া বইটি তৈরি হতে পারেনি। বাস্তবে এজন্যও সময় লেগেছে বেশি। বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে একটা উদাহরণেই স্পষ্ট হবে ব্যাপারটি — কম্পিউটার 'লুপ্ত-অ' তৈরি করতে পারে নি, অথচ সংস্কৃতের ক্ষেত্রে 'লুপ্ত-অ' ছাড়া পথ হাঁটবার উপায় ছিল না। অগত্যা অর্ধেক অংশ যান্ত্রিক উপায়ে, অর্ধাংশ মানবিক হাতের চিত্রণে 'লুপ্ত-অ' বইতে আদল পেয়েছে। প্রতিটি পাতায় 'লুপ্ত-অ' তৈরির জন্য এবং তা পরখ করে মেলাবার প্রয়োজনে কতটা সময় লাগতে পারে তা আপনারাই অনুমান করতে পারবেন।

গ্রন্থটিতে মূল সংস্কৃত শ্লোকের অনুপম লালিত্যকে যথাসাধ্য নির্ভুলভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বাস্তবে সংস্কৃত প্রুফ যথাযথভাবে দেখবার মতো প্রুফ রিডারের বড়ই অভাব। যে ক'জন পুরাতন প্রুফ-রিডার আছেন তাঁদের কাজের গতি অত্যন্ত শ্লথ। ফলে আমরা সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে নিতান্ত নিরুপায় ছিলাম।

আরো কারণ আছে। অনুবাদক যথাসাধ্য, এমন কি সাধ্যের বাইরে গিয়ে পরিশ্রম করার পরও পাণ্ডুলিপি পেতে আমাদের দেরি হয়েছে। অবশ্য এই বিলম্বের কারণও যুক্তিগ্রাহ্য। আমরা সবসময়েই অনুবাদকে সাবলীল ও সুললিত করার ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রয়াসী হয়েছি।

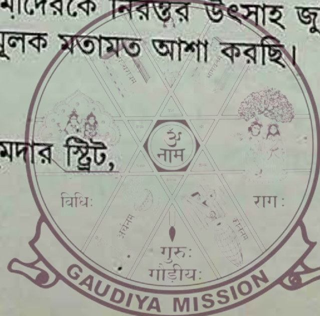
কথাটা ভাঙা রেকর্ডের মতো শোনালেও একথা না বলে উপায় নেই যে, কাগজের দাম শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে অনিবার্যভাবে বেড়েছে প্রকল্প-ব্যয়। তার ভোগান্তি তো রয়েইছে।

বঙ্গভাষা বিবিধ রত্নরাজিতে ভরা হলেও আদিকবির অনির্বচনীয় কাব্যসুষমামণ্ডিত এই মহাকাব্যের সঙ্গে বাঙালি পাঠক সমাজের পরিচয় ছিল না। উৎসরসসন্ধানী পাঠককুলের সেই অভাব পূরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের সদিচ্ছা এবং চেষ্টায় কতখানি সমীহ ও শ্রদ্ধা আছে তা পাঠকেরা উপলব্ধি করবেন বলে আশা রাখি।

সর্বোপরি গ্রাহকদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা আমাদের উপর পূর্ণ আস্থা রেখেছেন এবং এ ধরনের ধ্রুপদী সাহিত্য প্রকাশে আমাদেরকে নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছেন। উৎসাহী পাঠকদের কাছ থেকে আমরা গ্রন্থটির বিষয়ে গঠনমূলক মতামত আশা করছি।

শ্রীপঞ্চমী, ১৪০২,
নিউলাইট, ১০/২-বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট,
কলকাতা - ৯

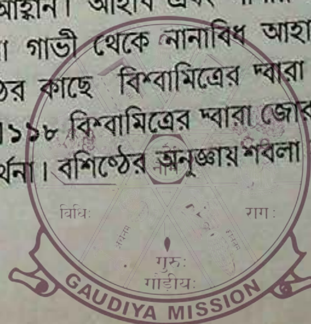
চন্দন মাইতি



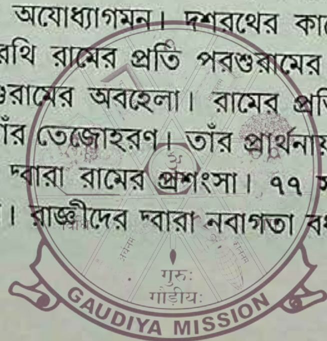
সূচীপত্রম্



আদি কাণ্ড


GAUDIYA MISSION

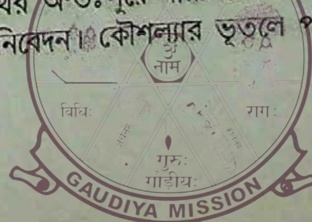
উৎপত্তি। তাদের দ্বারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যসংহার। ৫৫ সর্গ □১২০ বশিষ্ঠের হুঙ্কারে বিশ্বামিত্রের শতপুত্র ধ্বংস। পরাজিত বিশ্বামিত্রের তপস্যা। মহাদেবের কৃপায় নানাবিধি স্বর্গীয় অস্ত্রলাভ। প্রতিশোধগ্রহণের জন্য বশিষ্ঠাশ্রমে বিশ্বামিত্রের পুনঃপ্রবেশ। বিশ্বামিত্রকে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ড ধারণ। ৫৬ সর্গ □১২২ বশিষ্ঠের ওপর বিশ্বামিত্রের দ্বারা নানাবিধ দিব্য অস্ত্রের প্রয়োগ। ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা বশিষ্ঠ কর্তৃক সেই অস্ত্রসমূহের প্রতিবিধান। ব্রাহ্মণত্ব-লাভের জন্য বিশ্বামিত্রের তপস্যার অভিলষ ৫৭ সর্গ □১২৪ বিশ্বামিত্রের তপস্যা। সশরীরে স্বর্গগমনের অভিলাষে যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য রাজা ত্রিশঙ্কুর বশিষ্ঠের সমীপে গমন। বশিষ্ঠের প্রত্যাখ্যানে তাঁর পুত্রদের নিকটে ত্রিশঙ্কুর গমন। ৫৮ সর্গ □১২৬ বশিষ্ঠের পুত্রদের অভিশাপে ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালরূপ ধারণ। ত্রিশঙ্কুর অতঃপর বিশ্বামিত্রের কাছে গমন ও নিজের বাসনা-জ্ঞাপন। ৫৯ সর্গ □১২৭ ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ সম্পাদনে বিশ্বামিত্রের স্বীকৃতি। দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ এবং ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণের জন্য পুত্র এবং শিষ্যদিগকে প্রেরণ। বশিষ্ঠ পুত্রের বাক্য শুনে বিশ্বামিত্রের ক্রোধ এবং তাদের বিনাশ। ৬০ সর্গ □১২৯ সশরীরে স্বর্গ গমনের জন্য যজ্ঞ সম্পাদনে ত্রিশঙ্কুর অভিলাষ সেই যজ্ঞে ব্রতী হবার জন্য ঋষিদের প্রতি বিশ্বামিত্রের অনুরোধ। ঋষিদের দ্বারা যজ্ঞের আরম্ভ। ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গে গমন। ইন্দ্রের দ্বারা তার স্বর্গ থেকে বিতাড়ন। ফলে ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্রের দ্বারা অন্য স্বর্গ সৃষ্টি। দেবতাদের অনুরোধে সেই কর্ম থেকে নিবৃত্তি। ৬১ সর্গ □১৩১ পুষ্কর তীর্থে বিশ্বামিত্রের তপস্যা। ঋচীকের মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে যজ্ঞীয় পশুরূপে রাজর্ষি অম্বরীশের ক্রয়। ৬২ সর্গ □১৩৩ শুনঃশেফকে বাঁচাবার জন্য বিশ্বামিত্রের অব্যর্থ প্রয়াস। পুষ্করতীর্থে পুনরায় তপশ্চর্যা। ৬৩ সর্গ □১৩৫ বিশ্বামিত্রের ঋষি এবং মহর্ষি পদপ্রাপ্তি। মেনকার দ্বারা তাঁর তপোভঙ্গ। ব্রহ্মর্ষিপদ লাভের জন্য তাঁর দুষ্কর তপশ্চরণ। ৬৪ সর্গ □১৩৭ বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রম্ভার পাষাণমূর্তি ধারণ। ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য বিশ্বামিত্রের আবার দুশ্চর তপস্যা। ৬৫ সর্গ □১৩৯ বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যা। বশিষ্ঠের সঙ্গে মৈত্রী। রাজা জনকের দ্বারা বিশ্বামিত্রের প্রশংসা। ৬৬ সর্গ □১৪১ বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণকে মহারাজ জনকের অর্চনা। সংরক্ষিত ধনুর ইতিহাস। ধনুতে গুণ যোজনা করতে পারলে রামচন্দ্রের হস্তে অযোনিসম্ভবা সীতাকে সম্প্রদানের সঙ্কল্প ঘোষণা। ৬৭ সর্গ □১৪৩ শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা ধনুর্ভঙ্গ। বিশ্বামিত্রের নির্দেশে অযোধ্যাপতি দশরথের নিকট মন্ত্রীদের প্রেরণ। ৬৮ সর্গ □১৪৫ রাজা জনকের প্রেরিত মন্ত্রিগণের কাছ থেকে রাজা দশরথের রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ প্রাপ্তি। দশরথের মিথিলায় যাবার উদ্যোগ। ৬৯ সর্গ □১৪৭ রাজা দশরথের প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে মিথিলায় গমন। সঙ্গে গেলেন বশিষ্ঠপ্রমুখ মুনি-মণ্ডলী। চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী ও সঙ্গে গেল। রাজা জনকের দ্বারা তাদের সম্বর্ধনা। ৭০ সর্গ □১৪৮ রাজা জনকের ইচ্ছাতে তাঁর ভাই কুশধ্বজকে সাঙ্কাশ্যা নগরী থেকে আনয়ন, দশরথের অনুরোধে বশিষ্ঠ দ্বারা সূর্যবংশের পরিচয় দান এবং শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের হাতে জনককন্যা সীতা ও ঊর্মিলার সম্প্রদান বিষয়ে বশিষ্ঠের সাদর অনুমোদন। ৭১ সর্গ □১৫১ রাজা জনকের দ্বারা নিজের বংশকীর্তন। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের হাতে সীতা ও ঊর্মিলাকে সমর্পণের প্রতিজ্ঞা। ৭২ সর্গ □১৫৩ জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যাকে ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে বিবাহের জন্য এবং বিশ্বামিত্রের প্রস্তাব। বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রকে বন্দনা। দশরথের দ্বারা জনক এবং কুশধ্বজের প্রশংশা। নির্দিষ্টগৃহে গমন এবং কল্যাণের জন্য পিতৃগণের শ্রাদ্ধদি সম্পাদন। ৭৩ সর্গ □১৫৫ দশরথের নিকট যুধাজিতের আগমন। জনকের যজ্ঞস্থলে দশরথের গমন। বশিষ্ঠ এবং জনকের উক্তি-প্রত্যুক্তি। জনকের বাক্যে বশিষ্ঠের পৌরহিত্য রোহিত গ্রহণ। রাম-প্রমুখের বিবাহ। ৭৪ সর্গ □১৫৮ বিশ্বামিত্রের প্রতিগমন। দশরথের অযোধ্যাগমন। দশরথের কাছে পরশুরামের আগমন। ঋষিপ্রদত্ত অর্ঘগ্রহণ। ৭৫ সর্গ □১৬০ দাশরথি রামের প্রতি পরশুরামের উক্তি-প্রত্যুক্তি। তাঁর প্রতি দশরথের অনুনয়। দশরথের অনুরোধে পরশুরামের অবহেলা। রামের প্রতি পুনরায় উক্তি। ৭৬ সর্গ □১৬২ পরশুরামের প্রতি রামের বাক্য। তাঁর তেজোহরণ। তাঁর প্রার্থনায় তাঁর অর্জিত লোকসমূহের বিনাশ। পরশুরামের প্রতিগমন। দেবগণের দ্বারা রামের প্রশংসা। ৭৭ সর্গ □১৬৪ রামের কথায় দশরথের অযোধ্যায় গমন। অন্তঃপুরে প্রবেশ। রাজ্ঞীদের দ্বারা নবাগতা বধূদের বরণ। পিতার নির্দেশে ভরতের



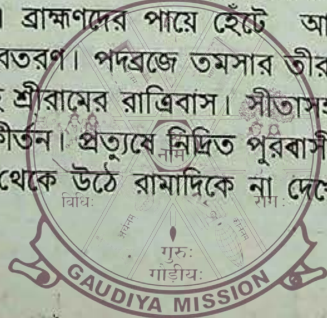
মাতুলালয়ে গমন। রামের দ্বারা পিতৃসেবা।

অযোধ্যা কাণ্ড

১ সর্গ □ ১৬৯ শত্রুঘ্নের সঙ্গে ভরতের মাতুলালয়ে গমন। রামচন্দ্রের জন্মের কারণ কথন। তাঁর গুণকীর্তন। রামের অভিষেকের জন্য দশরথের চিন্তা। অমাত্যদের সঙ্গে মন্ত্রণায় রামের যৌবরাজ অভিষেক নিয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ। রাজশ্রীমণ্ডলী আমন্ত্রণের জন্য দশরথের আদেশ। রাজণ্যমণ্ডলীর দশরথের নিকট গমন। ২ সর্গ □ ১৭৩ রাজা দশরথের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব উত্থাপন। রামের গুণকীর্তনকারী সভাসদ্‌বর্গের দ্বারা যুক্তি দিয়ে সেই প্রস্তাবের সমর্থন। ৩ সর্গ □ ১৭৬ রামের অভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য দশরথ কর্তৃক বশিষ্ঠের অনুমতি প্রার্থনা। রাজকর্মীদের প্রতি বশিষ্ঠের অনুমতি দান। রাজার নির্দেশে সুমন্ত্রের দ্বারা রামের আনয়ন। রামের প্রতি দশরথের উপদেশ। ৪ সর্গ □ ১৮০ রামের অভিষেক নিয়ে দশরথের মন্ত্রণা। পিতার কাছ থেকে নিজের অন্তঃপুরে গমন। কৌশল্যার কাছে নিজের অভিষেকের সংবাদ প্রদান। মায়ের আশীর্বাদ। মা এবং ভাইদের সঙ্গে আলাপ। ৫ সর্গ □ ১৮৩ রামের নিকট বশিষ্ঠের গমন। তারপর দশরথের নিকট গমন। ৬ সর্গ □ ১৮৫ রামের দ্বারা বিষ্ণুপূজা। পুরবাসীদের দ্বারা নগর-সজ্জা। পরস্পরের সানন্দে সংলাপ। ৭ সর্গ □ ১৮৮ অযোধ্যার শোভা দেখে মন্থরার রামের ধাত্রীর প্রতি জিজ্ঞাসা। মন্থরার প্রতি ধাত্রীর কথা। তার কথা শুনে অসহিষ্ণু মন্থরার কৈকেয়ীর প্রতি বাক্য। কৈকেয়ীর দ্বারা তার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা। মন্থরার দ্বারা বিষাদের কারণ বর্ণনা। মন্থরাকে কৈকেয়ীর পুরস্কার প্রদান। তার প্রতি উক্তি। ৮ সর্গ □ ১৯০ রামের অভিষেক নিয়ে কৈকেয়ী এবং মন্থরার উক্তি-প্রত্যুক্তি। ৯ সর্গ □ ১৯৩ রামের অভিষেক বন্ধের উপায় চিন্তার জন্য মন্থরার প্রতি কৈকেয়ীর উপদেশ। মন্থরার উপায় কথন। ক্রোধাগারে প্রবেশ করে কৈকেয়ীর মন্থরার সঙ্গে কথাবার্তা। ভূমিতে শয়ন। ১০ সর্গ □ ১৯৭ কুব্‌জার পরামর্শে রাগের ছল করে কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে গমন। অলঙ্কার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাটিতে শয়ন। কৈকেয়ীর ভবনে গিয়ে এই অবস্থায় দেখে দশরথের চিন্তা এবং বিস্ময়। তাঁর ক্রোধাগারে প্রবেশ। ভূতলে শায়িতা কৈকেয়ীকে দেখে দুঃখপ্রকাশ। নানাভাবে তাঁকে সান্ত্বনাদান। ১১ সর্গ □ ২০০ কৈকেয়ী এবং দশরথের উক্তি-প্রত্যুক্তি। রামের নির্বাসন এবং ভরতের অভিষেক নিয়ে কৈকেয়ীর বর দু'টির প্রার্থনা। ১২ সর্গ □ ২০২ কৈকেয়ীর কথা শুনে দশরথের বিলাপ। ১৩ সর্গ □ ২১০ মহারাজ দশরথের বিলাপ। কৈকেয়ীর অনমনীয় মনোভাব। ১৪ সর্গ □ ২১২ প্রতিজ্ঞারক্ষায় কঠোর হবার জন্য মহারাজের প্রতি কৈকেয়ীর প্ররোচনা। প্রার্থিত বরের জন্য তার দুরাগ্রহ। অন্তঃপুরের দ্বারে মহর্ষি বশিষ্ঠের আগমন। তাঁর অনুমতিতে মহারাজের নিকট সুমন্ত্রের গমন। তারপর রাজনির্দেশে রামকে ডাকার জন্য তার কাছে সুমন্ত্রের গমন। ১৫ সর্গ □ ২১৭ রাজ্যাভিষেকের জন্য আনীত বিবিধ দ্রব্যের বর্ণনা। মহারাজ দশরথের অনুপস্থিতির জন্য সবারই জিজ্ঞাসা। সংবাদ নেবার জন্য সুমন্ত্রের গমন। সুমন্ত্রের প্রতি দশরথের অনুযোগ। রামকে ডাকার জন্যে রাজার আদেশ। বিচিত্র-সুন্দর রাম-ভবনে সুমন্ত্রের আগমন। ১৬ সর্গ □ ২২১ সীতাসহ সমাসীন রামচন্দ্র। সুমন্ত্রের দ্বারা কৈকেয়ীসহ মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্রের দর্শনাভিলাষ জ্ঞাপন। রাম কর্তৃক নিজের অভিষেকের অনুমান। সীতার আনন্দপ্রকাশ ও মাঙ্গলিক কর্মের অনুষ্ঠান। লক্ষ্মণকে নিয়ে রামের রথে করে যাত্রা। জনতার আনন্দধ্বনি। জানলায় বসে স্ত্রীলোকেদের সীতার সৌভাগ্য নিয়ে পরস্পর আলাপ। ভাবী রাজা রামের প্রতি প্রজাগণের সম্মতিসূচক আলাপ-আলোচনা। ১৭ সর্গ □ ২২৪ রাজপথের শোভা দেখতে দেখতে এবং সজ্জনদের আলাপ শুনতে শুনতে রামের পিতৃভবনে প্রবেশ। ১৮ সর্গ □ ২২৬ রাম দেখলেন পিতা চিন্তিত। কৈকেয়ীর কাছে কারণ জিজ্ঞাসা। কঠিনহৃদয়া কৈকেয়ীর নিজের প্রার্থিত বরের বর্ণনা। বনে যাবার জন্য রামকে প্রেরণাদান। ১৯ সর্গ □ ২২৯ রাম এবং কৈকেয়ীর উক্তি-প্রত্যুক্তি। দশরথের অন্তঃপুর থেকে নির্গত হয়ে রামের সুহৃদবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ। লক্ষ্মণের তাঁর অনুগমন। মায়ের কাছে গমন। ২০ সর্গ □ ২৩২ দশরথের অন্তঃপুরে নারীগণের বিলাপ। আশীর্বাদপ্রদানে রত কৌশল্যার কাছে রামের বনগমনের সংবাদ নিবেদন। কৌশল্যার ভূতলে পতন ও বিলাপ। ২১ সর্গ □ ২৩৫

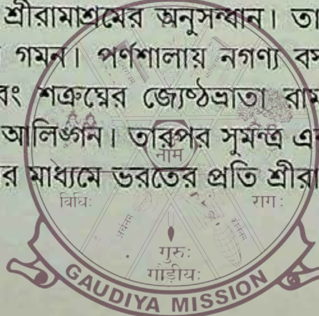


কৌশল্যার সন্তাপ দেখে রাজাদির উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণের ক্রুদ্ধ বাক্য। রামের বনগমনে কৌশল্যার নিষেধাজ্ঞা। ২২ সর্গ □ ২৪০ কৌশল্যা ও লক্ষ্মণকে রামের উপদেশদান। ২৩ সর্গ □ ২৪২ ভরত-প্রমুখের উদ্দেশ্যে রামের কাছে লক্ষ্মণের ক্রুদ্ধ বাক্য। ২৪ সর্গ □ ২৪৬ রাম বনগমনে উদ্যত। সঙ্গে যাবার জন্য ক্রন্দনরতা কৌশল্যার "অভিলাষ। পতি সেবাই নারীধর্ম'—বলে রামচন্দ্র তাঁকে বোঝালেন এবং নিবৃত্ত করলেন। নিজের বনগমনের জন্য মায়ের কাছে অনুমতি গ্রহণ। ২৫ সর্গ □ ২৪৮ শ্রীরামের মঙ্গলকামনায় বনবাস-যাত্রায় কৌশল্যার মাঙ্গলিক আচার সম্পাদন। মাকে প্রণাম করে সহধর্মিণী সীতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রামের গমন। ২৬ সর্গ □ ২৫২ রামকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখে সীতার দ্বারা কারণ জিজ্ঞাসা। সেবায় সবাইকে প্রীতি করে গৃহে অবস্থানের জন্য উপদেশ দিয়ে রামের নিজের বনগমনের বৃত্তান্ত বর্ণনা। ২৭ সর্গ □ ২৫৪ শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে সঙ্গিনী হবার জন্য সীতার প্রার্থনা। ২৮ সর্গ □ ২৫৬ বনবাসের সম্ভাবিত কষ্টের কথা রামচন্দ্র কর্তৃক বর্ণনা। বনগমনে স্বামীর সঙ্গে যেতে অভিলাষী সীতাকে নিবৃত্ত করার জন্য রামের চেষ্টা। ২৯ সর্গ □ ২৫৮ স্ত্রীর স্বাধিকার নিয়ে সীতার প্রশ্ন। পতির বনগমনে পত্নীরও অনুসরণের ঔচিত্য প্রদান। ৩০ সর্গ □ ২৬০ সীতাকে তাঁর সঙ্গে বনগমনে রামের সম্মতিদান। ৩১ সর্গ □ ২৬৩ বনগমনের আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্মণের রামের প্রতি উক্তি। বনগমনে নিবারণের জন্য রামের লক্ষ্মণের প্রতি উপদেশ। তাঁদের দু'জনের উক্তি-প্রত্যুক্তি। ৩২ সর্গ □ ২৬৫ বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞ, ব্রাহ্মণমণ্ডলী, ব্রহ্মচারিবৃন্দ, সেবকগণ, ত্রিজট নামক দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং বন্ধুবর্গকে শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা ধন, রত্ন, গাভী অলঙ্কার প্রভৃতি দান। ৩৩ সর্গ □ ২৬৯ শোকার্ত পুরবাসিদের নানা বাক্যালাপ শুনে সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের পিতাকে দর্শনের জন্য কৈকেয়ীর ভবনে গমন। ৩৪ সর্গ □ ২৭১ মহিষীগণ পরিবৃত হয়ে রাজা দশরথ। তাঁর কাছে সীতা ও লক্ষ্মণসহ বনগমনের জন্য রামের প্রার্থনা। রাজার শোক ও মূর্ছা। রামের দ্বারা সান্ত্বনাদান। মহারাজার প্রিয়পুত্রকে আলিঙ্গন। পুনরায় মূর্ছা। ৩৫ সর্গ □ ২৭৫ সুমন্ত্রের তীব্র শ্লেষপূর্ণ বাক্য। কৈকেয়ীর অপরিবর্তনীয় মনোভাব। ৩৬ সর্গ □ ২৭৮ বনগমনে কটিবদ্ধ রামের সঙ্গে সেনাবাহিনী এবং ধনরত্ন প্রেরণের জন্য রাজা দশরথের আদেশ। তাতে কৈকেয়ীর বিরোধ। সিদ্ধার্থের সদ্‌যুক্তি প্রদর্শন। রামের সঙ্গে বনে চলে যাবার জন্য দশরথের ইচ্ছাপ্রকাশ। ৩৭ সর্গ □ ২৮০ শ্রীরাম এবং সহযাত্রীদের বল্কলধারণ। সীতার বল্কল পরিধানে অন্তঃপুরবাসিনীদের অশ্রুবর্জন। কৈকেয়ীর প্রতি মহর্ষি বশিষ্ঠের ক্রুদ্ধ বাক্য। তাঁর দ্বারা সীতার বল্কল-পরিধানের অনৌচিত্য প্রদর্শন। ৩৮ সর্গ □ ২৮৩ কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের বিলাপোক্তি। কৌশল্যাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দশরথের প্রতি রামের অনুরোধ। ৩৯ সর্গ □ ২৮৪ মুনিবেশে রামকে দেখে দশরথের বিলাপ। তাঁর আদেশ সুমন্ত্রের রথ আনয়ন। সীতাকে আলিঙ্গন করে কৌশল্যার উপদেশ। সীতার উত্তর। কৌশল্যার প্রতি রামের আশ্বাস দান। মাতৃবৃন্দের আমন্ত্রণ। ৪০ সর্গ □ ২৮৭ সীতাকে নিয়ে রাম-লক্ষ্মণের পিতার এবং মাতৃগণের চরণবন্দনা। সুমন্ত্রের প্রার্থনায় রাম প্রমুখের রথে আরোহণ। সীতাকে দশরথের বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দান। পুরবাসিগণের রামের অনুগমন। পত্নীদের নিয়ে দশরথের অন্তঃপুর থেকে বহির্গমন। পুরবাসীদের বিলাপ। ৪১ সর্গ □ ২৯১ শ্রীরামের বনগমনে অন্তঃপুরবাসিনীদের বিলাপ। নাগরিকদের শোকাকুল অবস্থার বর্ণনা। অরন্ধন-পালন। ৪২ সর্গ □ ২৯২ পুত্রের অদর্শনে মহারাজ দশরথের ভূতলে পতন। কৈকেয়ীর প্রতিবিরক্তি প্রকাশ। রামের জন্য বিলাপ। ভৃত্যদের সহায়তায় কৌশল্যার ভবনে গমন। রামের জন্য দারুণ শোক অনুভব। ৪৩ সর্গ □ ২৯৫ শোকার্ত দশরথের কাছে কৌশল্যার বিলাপ। ৪৪ সর্গ □ ২৯৬ কৌশল্যার প্রতি সুমিত্রাদেবীর আশ্বাসবাক্য। ৪৫ সর্গ □ ২৯৮ অনুগমনকারী অযোধ্যাবাসিগণের কাছে শ্রীরামের দ্বারা ভরতের গুণকীর্তন। তাদের নিবৃত্ত করার জন্য রামের মঙ্গলকর উপদেশ। বনগমন হতে নিবৃত্ত করার জন্য নগরের বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণদের প্রার্থনা। ব্রাহ্মণদের পায়ে হেঁটে আসতে দেখে তাঁদের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য রামের রথ থেকে অবতরণ। পদব্রজে তমসার তীর পর্যন্ত গমন। ৪৬ সর্গ □ ৩০১ তমসানদীর তীরে সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের রাত্রিবাস। সীতাসহ রামের নিদ্রাকালে সুমন্ত্রের কাছে বীতনিদ্র লক্ষ্মণের দ্বারা রামের গুণকীর্তন। প্রত্যুষে নিদ্রিত পুরবাসীদের অলক্ষ্যে রথে চড়ে শ্রীরামাদির বনগমন। ৪৭ সর্গ □ ৩০৩ ঘুম থেকে উঠে রামাদিকে না দেখে পুরবাসীদের বিলাপ। অযোধ্যায়



প্রত্যাবর্তন। ৪৮ সর্গ □ ৩০৫ পুরবাসিনী নারীদের বিলাপ। পতিরা ফিরে আসায় তাদের তিরস্কার। ৪৯ □সর্গ গ্রামবাসীরা রামপ্রীতিমূলক বাক্য বলছেন। তা শুনতে শুনতে রামের কোশলদেশ অতিক্রম। বেদশ্রুতি, গোমতী ও স্যন্দিকী নদী অতিক্রম। ৫০ সর্গ □ ৩০৯ রামের ভোজরাজ্যে গমন। গঙ্গার শোভা দর্শন। গঙ্গার নিকটে অবস্থানের জন্য সুমন্ত্রের প্রতি আদেশ। রামের রথ থেকে অবতরণ। রামের আগমনবার্তা শুনে গুহের কাছে তাঁর গমন। উভয়ের বার্তালাপ। রামের সেইখানেই রাত্রিযাপন। ৫১ সর্গ □ ৩১২ নিষাদরাজ গুহের কাছে লক্ষ্মণের বিলাপ। ৫২ সর্গ □ ৩১৪ শ্রীরাম প্রমুখের গঙ্গা পার হবার জন্য গুহের দ্বারা নৌকার ব্যবস্থা। অযোধ্যায় ফিরে যাবার জন্য সুমন্ত্রের প্রতি রামের আদেশ। পিতামাতার চিন্তা দূর করার জন্য নিজেদের সংবাদদান। রামের সঙ্গে বনগমনে সুমন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ। রামের যুক্তি প্রদর্শন ও সান্ত্বনা দান। গুহের প্রতি রামের উপদেশ। রাম প্রমুখের নৌকায় আরোহণ। গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে সীতার প্রার্থনা। শ্রীরামাদির বৎসদেশে প্রবেশ। সন্ধ্যায় তরুমূলে আশ্রয় গ্রহণ। ৫৩ সর্গ □ ৩২১ রামের দুঃখপ্রকাশ। লক্ষ্মণের দ্বারা তার আশ্বাসন। ৫৪ সর্গ □ ৩২৩ ভরদ্বাজের কাছে রামের গমন। সেখানে অবস্থান। চিত্রকূটে গমনের জন্য ভরদ্বাজের আদেশ। ৫৫ সর্গ □ ৩২৬ শ্রীরাম প্রমুখের উদ্দেশে মহর্ষি ভরদ্বাজের স্বস্তিবচন। চিত্রকূটে যাবার পথের পরিচয় বর্ণনা। সেখানে যাবার জন্য নির্দেশ দান। নিজেদের নির্মিত ভেলার সাহায্যে শ্রীরামাদির যমুনা অতিক্রম। যমুনার তীরে "শ্যাম" নামক বটবৃক্ষের কাছে সীতাদেবীর প্রার্থনা। যমুনার তীরে বনে বিচরণ। সমতলস্থানে রাত্রিযাপন। ৫৬ সর্গ □ ৩২৯ বনের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে শ্রীরামাদির চিত্রকূটে গমন। সেখানে বাল্মীকি নামে অন্য একজনের দর্শনলাভ। লক্ষ্মণের দ্বারা পর্ণকুটীর নির্মাণ। মৃগের মাংস উৎসর্গ করে বাস্তুপূজা করে সকলের পর্ণশালায় প্রবেশ। ৫৭ সর্গ □ ৩৩২ সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন। শ্রীরাম প্রভৃতির সংবাদ শুনে পুরবাসীদের বিলাপ। রাজা দশরথ ও কৌশল্যার মূর্ছা। অন্তঃপুরবাসিনী রমণীদের বিলাপ। ৫৮ সর্গ □ ৩৩৪ মহারাজ দশরথের জিজ্ঞাসা। সুমন্ত্রের যথাযথভাবে রামের সংবাদ পরিবেশন। ৫৯ সর্গ □ ৩৩৭ সুমন্ত্র কর্তৃক শ্রীরামের বিরহে ব্যাকুল অযোধ্যাবাসীদের দুরবস্থার বর্ণনা। রাজা দশরথের বিলাপ। ৬০ সর্গ □ ৩৩৯ সুমন্ত্রের কাছে কৌশল্যার বিলাপ। তাঁর প্রতি সুমন্ত্রের আশ্বাস দান। ৬১ সর্গ □ ৩৪১ রামের জন্য বিলাপ করতে করতে দশরথের প্রতি কৌশল্যার কর্কশবাক্য প্রয়োগ। ৬২ সর্গ □ ৩৪৩ কৌশল্যার কথা শুনে দশরথের সান্ত্বনা বাক্য। দশরথের প্রতি কৌশল্যার সান্ত্বনাবাক্য। ৬৩ সর্গ □ ৩৪৪ কৌশল্যার কাছে দশরথের শোকপ্রকাশ। অসাবধানতার জন্য মুনি-কুমারের জীবন-বিনাশের ঘটনা বর্ণনা। ৬৪ সর্গ □ ৩৪৮ মুনিকুমারের জীবন-বিনাশে রাজা দশরথের ব্যাকুলতা। দশরথের মুখ থেকে পুত্রবধের সংবাদ শুনে বৃদ্ধ মাতাপিতার বিলাপ। পুত্রের মৃত্যুতে মুনির দশরথকে অভিশাপ প্রদান। কৌশল্যার কাছে নিজের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে পুত্রশোকে দশরথের প্রাণত্যাগ। ৬৫ সর্গ □ ৩৫৩ রাজা দশরথকে জাগাবার জন্য সূতাদির স্তুতিপাঠ। সুপ্তিমগ্ন রাজার গাত্রস্পর্শ করে মৃত বলে জেনে রাজপত্নীদের বিলাপ। ৬৬ সর্গ □ দশরথকে মৃত দেখে অত্যন্ত বিলাপরতা কৌশল্যার কৈকেয়ীর প্রতি তিরস্কার। তৈলপাত্রে রাজার শরীরকে অমাত্যদের দ্বারা স্থাপন। পুরবাসীদের বিলাপ। ৬৭ সর্গ □ ৩৫৭ মার্কণ্ডেয়-প্রমুখ মুনি এবং অমাত্যগণের দ্বারা অরাজক রাজ্যের দূরবস্থা বর্ণনা। অন্য কোনো ইক্ষ্বাকুবংশীকে রাজপদে অভিষিক্ত করার জন্য বশিষ্ঠের নিকট সকলের অনুরোধ। ৬৮ সর্গ □ ৩৬০ পুরোহিত বশিষ্ঠের আদেশে পাঁচজন দূতের কেকয়দেশে রাজগৃহ নগরে গমন। ৬৯ সর্গ □ ৩৬২ ভরতের দুশ্চিন্তা। তার প্রসন্নতার জন্য বন্ধুদের চেষ্টা। ভরতকে জিজ্ঞেস করায় বন্ধুদের কাছে নিজের দেখা ভয়ঙ্কর দুঃসপ্নের বর্ণনা। ৭০ সর্গ □ ৩৬৩ দূতগণের দ্বারা ভরতের হাতে তাঁর মাতামহ এবং মাতুলের জন্য আনীত মূল্যবান উপহারাদি সমর্পণ। ভরতের কাছে পুরোহিত বশিষ্ঠের কথিত বার্তা -জ্ঞাপন। ভরতের পিতৃদেবাদির কুশল জিজ্ঞাসা। তারপর মাতামহ ও মাতুলের কাছে ভরতের অনুমতি গ্রহণ। শত্রুঘ্নের সঙ্গে রথে আরোহণ করে ভরতের অযোধ্যায় গমন। ৭১ সর্গ □ ৩৬৫ রথ এবং পদাতিকসহ ভরতের যাত্রা। নানা দেশ অতিক্রম করে উজ্জিহান নগরের উদ্যানে উপস্থিত হয়ে পদাতিকদের ধীরে ধীরে চলার অনুমতি দিয়ে রথে আরোহণ করে ভরতের দ্রুতগমন। সালবন ছেড়ে

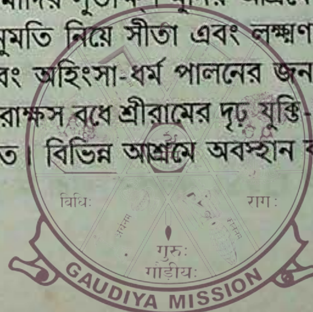
অযোধ্যার সন্নিকটে গমন। সেখান থেকে অযোধ্যার দুরবস্থা দর্শন। সারথির কাছে দুঃখময় স্বীয় মনোভাব জানিয়ে ভরতের রাজভবনে গমন। ৭২ সর্গ □ ৩৬৯ কৈকেয়ীর ভবনে প্রবেশ করে ভরতের মাতৃপ্রণাম। মায়ের কাছে পিতার মৃত্যুর খবর শুনে তাঁর শোক ও বিলাপ। শোকার্ত ভরতের রামের সংবাদ জিজ্ঞাসা। মাতা কৈকেয়ীর কাছে রামের বনগমনের বৃত্তান্ত শ্রবণ। ৭৩ সর্গ □ ৩৭৩ কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের তিরস্কার। ৭৪ সর্গ □ ৩৭৫ কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের তীব্র তিরস্কার। ৭৫ সর্গ □ ৩৭৭ কৌশল্যার কাছে ভরতের শপথ। ৭৬ সর্গ □ ৩৮২ রাজা দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। ৭৭ সর্গ □ ৩৮৩ ভরতের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদেরকে প্রভূত ধনরত্নদান ত্রয়োদশ দিবসে অস্থিসংগ্রহের জন্য চিতাস্থানে গিয়ে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিলাপ। বশিষ্ঠের সান্ত্বনা। ৭৮ সর্গ □ ৩৮৫ শত্রুঘ্নের ক্রোধ। জোর করে কুঁজী মন্থরাকে টেনে এনে শাস্তিদানের উপক্রম। ভরতের বাক্যে স্ত্রীহত্যা থেকে নিবৃত্তি। মূর্ছিতা কুঁজীর কৈকেয়ীর চরণে আশ্রয়গ্রহণ। ৭৯ সর্গ □ ৩৮৭ রাজ্যগ্রহণের জন্য ভরতের কাছে মন্ত্রীদের প্রস্তাব। ভরতের দ্বারা অভিষেকে দ্রব্যাদির প্রদক্ষিণ। রাজ্যের যথার্থ অধিকারী রামকে বন থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভরতের সঙ্কল্প। সেজন্য সৈন্য সমাবেশ এবং বনগমনের পথ নির্মাণের জন্য ভরতের আদেশদান। ৮০ সর্গ □ ২৮৯ অযোধ্যা থেকে গঙ্গাতীর পর্যন্ত বিবিধ শিল্পীদের দ্বারা সুরম্য বাসস্থান কূপাদিযুক্ত রাজপথ নির্মাণ। ৮১ সর্গ □ ৩৯০ প্রভাতে মঙ্গলবাদ্য শুনে ভরতের দুঃখপ্রকাশ ও বিলাপ সভামধ্যে বশিষ্ঠের আগমন। তখন সেখানে ভরতকে নিয়ে আসার জন্য দূত প্রেরণে মন্ত্রিগণকে বশিষ্ঠের অনুমতি দান। ৮২ সর্গ □ ৩৯২ রাজ্যাভিষেক হবার জন্য ভরতের প্রতি রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের আদেশ। অনৌচিত্য দেখিয়ে তাতে ভরতের অস্বীকৃতি। রামকে বন থেকে ফিরিয়ে আনতে বনে যাত্রার জন্য সকলের প্রতি ভরতের নির্দেশ। ৮৩ সর্গ □ ৩৯৪ ভরতের বনযাত্রা। শৃঙ্গারপুরে রাত্রিযাপন। ৮৪ সর্গ □ ৩৯৬ নিষাদরাজ গুহের ভরতের সৈন্যবাহিনী দর্শন। রামের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কায় তাঁর জ্ঞাতিদের প্রতি যুদ্ধের জন্য তৈরী হবার নির্দেশ। উপচার দ্রব্যাদি নিয়ে ভরতের কাছে গমন। আতিথ্যগ্রহণের জন্য ভরতের প্রতি তাঁর অনুরোধ। ৮৫ সর্গ □ ৩৯৭ গুহের সঙ্গে ভরতের আলাপ। তাঁর শোক। ৮৬ সর্গ □ ৩৯৯ নিষাদরাজ গুহের দ্বারা লক্ষ্মণের রামভক্তি এবং মানসিক দুঃখের বর্ণনা। ৮৭ সর্গ □ ৪০১ ভরতের মূর্ছা। তাতে গুহ, শত্রুঘ্ন এবং মায়েদের দুঃখ। সংজ্ঞালাভের পর শ্রীরাম প্রমুখের ভোজন শয়নাদি বিষয়ে ভরতের জিজ্ঞাসা। গুহের দ্বারা তার বর্ণনা। ৮৮ সর্গ □ ৪০২ শ্রীরামের কুশের তৈরী শয্যা দেখে ভরতের শোকবাক্য। বল্কল-জটা ধারণ করে নিজের বনবাসের আলোচনা। ৮৯ সর্গ □ ৪০৫ সসৈন্যে ভরতের গঙ্গা অতিক্রম। মুনির আশ্রমে গমন। ৯০ সর্গ □ ৪০৭ বশিষ্ঠকে সামনে নিয়ে ভরতের ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে গমন। ভরদ্বাজের দ্বারা উভয়ের সম্বর্ধনা। ভরদ্বাজ মুনির অনুরোধে তাঁর আশ্রমে ভরতের রাত্রিবাসের সঙ্কল্প। ৯১ সর্গ □ ৪০৯ বিভূতিবলে ভরদ্বাজমুনির দ্বারা বহুসেনাসমন্বিত ভরতের অলৌকিকভাবে সৎকারসাধন। ৯২ সর্গ □ ৪১৪ ভরদ্বাজমুনির কাছে প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা। শ্রীরামের আশ্রমে সবার পথনির্দেশ প্রাপ্তি। মুনি জিজ্ঞেস করায় ভরতের দ্বারা মায়েদের পরিচয়প্রদান। এবারে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভরতের চিত্রকূটের দিকে যাত্রা। ৯৩ সর্গ □ ৪১৭ সেনাবাহিনীসহ ভরতের চিত্রকূটযাত্রা বর্ণনা। ৯৪ সর্গ □ ৪১৯ সীতাদেবীর কাছে শ্রীরামের চিত্রকূটের শোভাপ্রদর্শন। ৯৫ সর্গ □ ৪২১ সীতার কাছে রামের মন্দাকিনীর শোভা বর্ণনা। ৯৬ সর্গ □ ৪২২ বন্যজন্তুদের পলায়নের কারণ অনুসন্ধানের জন্য লক্ষ্মণের প্রতি শ্রীরামের আদেশ। বিশাল বৃক্ষে আরোহণ করে ভরতের সেনা দেখে লক্ষ্মণের ভুলধারণা। রামের কাছে নিজের ক্রোধপূর্ণ মনোভাব জ্ঞাপন। ৯৭ সর্গ □ ৪২৪ রামের দ্বারা ভরতের সদভাব এবং সদিচ্ছার বর্ণনা। তাঁর কথা শুনে লক্ষ্মণের লজ্জা। চিত্রকূট পর্বতের চারদিকে ভরতের বাসস্থান কল্পনা। ৯৮ সর্গ □ ৪২৬ ভরতের নির্দেশে শ্রীরামাশ্রমের অনুসন্ধান। তার প্রাপ্তি। ৯৯ সর্গ □ ৪২৮ শত্রুঘ্ন প্রমুখের সঙ্গে ভরতের শ্রীরামাশ্রমে গমন। পর্ণশালায় নগণ্য বস্ত্রখণ্ড এবং বল্কলধারী রামচন্দ্রকে উপবিষ্ট দেখে শোকার্ত ভরত এবং শত্রুঘ্নের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের চরণতলে পতন। উভয়েরই অশ্রুমোচনকারী রামচন্দ্রের উভয়কে আলিঙ্গন। তারপর সুমন্ত্র এবং গুহের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের মিলন। ১০০ সর্গ □ ৪৩১ কুশল জিজ্ঞাসার মাধ্যমে ভরতের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ।

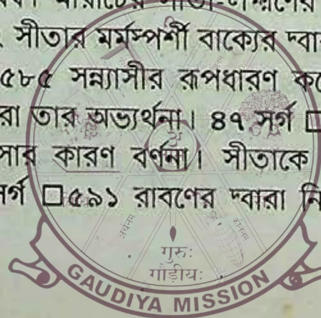


১০১ সর্গ □ ৪৩৭ রামের দ্বারা ভরতের কাছে বনে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা। রাম এবং ভরতের পারস্পরিক কথাবার্তা। ১০২ সর্গ □ ৪৩৯ ভরতের দ্বারা পিতা দশরথের মৃত্যু-সংবাদ রামের নিকট জ্ঞাপন। ১০৩ সর্গ □ ৪৪০ ভরতের মুখ থেকে পিতার মৃত্যুর খবর পেয়ে রাম মূর্ছিত। চেতনা লাভের পর তাঁর বিলাপ। মন্দাকিনীনদীতে গিয়ে ইঙ্গুদি ও তিলবাটা দিয়ে পিতাকে পিণ্ডদান। ভাইদের নিয়ে আশ্রমে আগমন। ১০৪ সর্গ □ ৪৪৩ বশিষ্ঠের সঙ্গে দশরথপত্নীদের রামদর্শনে গমন। পথে কৌশল্যা এবং সুমিত্রাদেবীর উক্তি-প্রত্যুক্তি। কৌশল্যা-প্রমুখের রামদর্শন। তার সঙ্গে কথোপকথন। ১০৫ সর্গ □ ৪৪৬ রাজ্যগ্রহণের জন্য রামের কাছে ভরতের প্রার্থনা। ভরতের প্রতি রামের উপদেশ। ১০৬ সর্গ □ ৪৪৯ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন এবং রাজ্যগ্রহণের জন্য শ্রীরামের নিকট ভরতের পুনরায় প্রার্থনা। ১০৭ সর্গ □ ৪৫১ ভরতের কথা শুনে তাঁর প্রতি পিতৃসত্য রক্ষার জন্য শ্রীরামের উপদেশ। ১০৮ সর্গ □ ৪৫৩ নাস্তিক মত অবলম্বন করে শ্রীরামকে বোঝাবার জন্য জাবালির উদ্যোগ। ১০৯ সর্গ □ ৪৫৪ জাবালির নাস্তিক মত খণ্ডন করে শ্রীরামের দ্বারা আস্তিক মত স্থাপন। ১১০ সর্গ □ ৪৫৭ সৃষ্টির পরম্পরার সঙ্গে ইক্ষ্বাকুকুলের পরম্পরা বলে জ্যেষ্ঠের দ্বারাই রাজ্য গ্রহণীয় প্রতিপাদন করে রাজ্যগ্রহণের জন্য শ্রীরামের প্রতি বশিষ্ঠদের উপদেশ। ১১১ সর্গ □ ৪৬০ রাজ্যগ্রহণের জন্য রামের প্রতি বশিষ্ঠদেবের অনুরোধ। পিতৃসত্য রক্ষণে দৃঢ়সঙ্কল্প রামের তা গ্রহণে অস্বীকার। ফলে ভরতের অনশনব্রতের উদ্যোগ। রামের কথায় তা থেকে প্রতিনিবৃত্ত ভরতের নিজের চৌদ্দবৎসর বনবাসের জন্য সঙ্কল্প। তাঁর প্রতি রামের আবার উপদেশ। ১১২ সর্গ □ ৪৬২ রাবণবধে ইচ্ছুক ঋষিদের ভরতের প্রতি উপদেশ। রাজ্যগ্রহণের জন্য রামের প্রতি ভরতের প্রার্থনা। ভরতের প্রতি রামের আশ্বাস। তাঁর প্রার্থনা অনুসারে পাদুকাদান। ১১৩ সর্গ □ ৪৬৪ রামের পাদুকা নিয়ে শত্রুঘ্নসহ ভরতের অযোধ্যার। ১১৪ সর্গ □ ভরতের দ্বারা শ্রীরামের বিরহে বিগতশ্রী অযোধ্যার অভিমুখে যাত্রা। রূপদর্শন। দশরথহীন অন্তঃপুর দেখে ভরতের শোক। ১১৫ সর্গ □ ৪৬৯ নন্দীগ্রামে গিয়ে শ্রীরামের পাদুকাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে তাঁকে সব নিবেদন করে ভরতের রাজ্য পরিচালনা। ১১৬ সর্গ □ ৪৭১ চিত্রকূটপর্বত পরিত্যাগ করে বৃদ্ধ কুলপতির সঙ্গে বহু ঋষির অন্যত্র গমন। ১১৭ সর্গ □ ৪৭৩ শ্রীরামাদির অত্রিমুনির আশ্রমে গমন। অত্রির দ্বারা তাঁদের আতিথ্যবিধান। অনসূয়ার দ্বারা সীতার সম্বর্ধনা। ১১৮ সর্গ □ ৪৭৫ সীতা ও অনসূয়ার সংলাপ। সীতাকে অনসূয়ার স্নেহোপহার দান। তাঁর জিজ্ঞাসায় সীতার দ্বারা স্বয়ংবর সভা বর্ণনা। ১১৯ সর্গ □ ৪৭৮ তাঁর অনুমতি অনুসারে সীতার অনসূয়া-প্রদত্ত বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি ধারণ। সুসজ্জিতা সীতার রামের কাছে আগমন। আশ্রমে রাত্রিবাস করে প্রাতে অন্যত্র গমনের জন্য শ্রীরামাদির বিদায়গ্রহণ।

অরণ্য কাণ্ড

১ সর্গ □ ৪৮৩ তপস্বীর আশ্রমে রাম-লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সৎকারলাভ। ২ সর্গ □ ৪৮৪ বনের মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতার ওপর ভীষণদর্শন বিরাধের আক্রমণ। ৩ সর্গ □ ৪৮৬ রাম ও বিরাধের মধ্যে বাক্য বিনিময়। বিরাধের ওপর রাম ও লক্ষ্মণের অস্ত্রাঘাত। দুই ভাইকে কাঁধে নিয়ে বিরাধের গভীর বনে প্রবেশ। ৪ সর্গ □ ৪৯১ রাম ও লক্ষ্মণের দ্বারা বিরাধ-বধ। ৫ সর্গ □৪৯১ শ্রীরাম-প্রমুখের শরভঙ্গ মুনির আশ্রমে গমন। সেখানে দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্রের দর্শনলাভ। শ্রীরামাদির প্রতি মুনির দ্বারা সাদর অভ্যর্থনা। তারপর মুনির ব্রহ্মলোকে গমন। ৬ সর্গ □ ৪৯৪ রাক্ষসদের পীড়ন থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য বাণপ্রস্থী মুনিদের শ্রীরামচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা। তাঁদের প্রতি রামের আশ্বাস দান। ৭ সর্গ □ ৪৯৬ সীতা এবং লক্ষ্মণ সহ রামের সুতীক্ষ্ণমুনির আশ্রমে গমন। মুনির সঙ্গে তাঁর কথোপকথন। মুনির আতিথ্যে সম্বর্ধিত হয়ে শ্রীরামাদির সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে রাত্রিযাপন। ৮ সর্গ □৪৯৮ প্রভাতে সুতীক্ষ্ণের কাছ থেকে গমনের অনুমতি নিয়ে সীতা এবং লক্ষ্মণসহ রামের প্রস্থান। ৯ সর্গ □ ৪৯৯ নির্দোষ প্রাণিহত্যা থেকে নিবৃত্ত এবং অহিংসা-ধর্ম পালনের জন্য রামের প্রতি সীতার অনুরোধ। ১০ সর্গ □ ৫০১ ঋষিদের রক্ষার জন্য রাক্ষস বধে শ্রীরামের দৃঢ় যুক্তি-প্রদর্শন। ১১ সর্গ □ ৫০৩ পঞ্চাপসর তীর্থের এবং মাণ্ডকর্ণিমুনির বৃত্তান্ত। বিভিন্ন আশ্রমে অবস্থান করে করে শ্রীরামাদির সুতীক্ষ্ণ-ঋষির

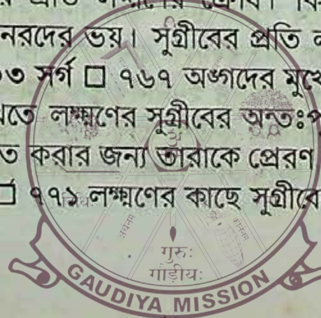



GAUDIYA MISSION

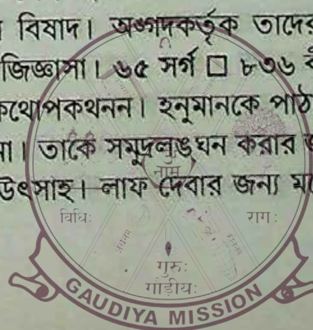
সীতার রাবণের প্রতি ভয় প্রদর্শন। **৪৯ সর্গ** □৫৯৩ রাবণের সীতাহরণ। সীতার বিলাপ। জটায়ুর দর্শনলাভ। **৫০ সর্গ** □৫৯৬ সীতাহরণরূপ দুষ্কর্ম হতে নিবৃত্ত হবার জন্য রাবণের প্রতি জটায়ুর সাবধান বাণী। রামের হাতে তার মৃত্যু নিশ্চিত জ্ঞাপন। যুদ্ধের জন্য আহ্বান। **৫১ সর্গ** □৫৯৮ জটায়ু এবং রাবণের মধ্যে মহাযুদ্ধ। রাবণের দ্বারা জটায়ু বধ। **৫২ সর্গ** □৬০১ রাবণের সীতাহরণ। **৫৩ সর্গ** □৬০৪ রাবণের প্রতি সীতার ধিক্কার। **৫৪ সর্গ** □৬০৬ পাঁচটি বানরের মধ্যে সীতার বস্ত্র এবং অলঙ্কার নিক্ষেপ। লঙ্কায় উপস্থিতি ও রাবণের দ্বারা সীতাকে অন্তঃপুরমধ্যে স্থাপন। জনস্থানে স্থিত রামের কছে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য আটজন রাক্ষসকে প্রেরণ। **৫৫ সর্গ** □৬০৮ রাবণ কর্তৃক সীতাকে অন্তঃপুর প্রদর্শন। পত্নীত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন। **৫৬ সর্গ** □৬১০ শ্রীরামের প্রতি সীতার অনন্যসাধারণ অনুরাগ দেখে রাবণের দ্বারা ভীতিপ্রদর্শন। সীতাকে অশোকবনে নিয়ে ভয় দেখাবার জন্য রাক্ষসীদের প্রতি আদেশ। **প্রক্ষিপ্ত সর্গ** □৬১৩ ব্রহ্মার নির্দেশে নিদ্রাদেবীসহ দেবরাজ ইন্দ্রের লঙ্কায় গমন ও সীতাকে দিব্য হবি-প্রদান ও বিদায় নিয়ে প্রত্যাগমন। **৫৭ সর্গ** □৬১৫ রাক্ষস বধ করে ফেরার পথে বিঘ্নসূচক শকুনি দেখে শ্রীরামের চিন্তা। পথে লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ পাওয়ায় সীতাকে নিয়ে নানা আতঙ্ক। **৫৮ সর্গ** □৬১৭ পথের মধ্যে বহু আশঙ্কা করে লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন। সীতাকে দেখতে না পেয়ে দুঃখপ্রকাশ। **৫৯ সর্গ** □৬১৮ শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের কথোপকথন। **৬০ সর্গ** □৬২০ শ্রীরাম বিলাপ করছেন। গাছপালা এবং পশুদের কাছে সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা। পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে রামের দ্বারা সীতার অন্বেষণ। **৬১ সর্গ** □৬২৩ শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের দ্বারা সীতার অন্বেষণ। তাঁকে না পেয়ে রামের ব্যাকুলতা। **৬২ সর্গ** □৬২৬ শ্রীরামের বিলাপ। **৬৩ সর্গ** □৬২৭ শ্রীরামের বিলাপ। **৬৪ সর্গ** □৬২৯ শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের সীতার অন্বেষণ। শ্রীরামের শোকাবেগ বৃদ্ধি। মৃগের সঙ্কেত অনুসরণ করে দুইভাইয়ের দক্ষিণে গমন। পর্বতের প্রতি শ্রীরামের ক্রোধ। সীতার অন্বেষণ। সীতার অলঙ্কার চিহ্ন এবং যুদ্ধের নিদর্শন দেখে দেবতা প্রভৃতির প্রতি শ্রীরামের ক্রোধ। **৬৫ সর্গ** □৬৩৪ শ্রীরামকে লক্ষ্মণের সান্ত্বনাদান। **৬৬ সর্গ** □৬৩৬ শ্রীরামের প্রতি লক্ষ্মণের সান্ত্বনা বাক্য। **৬৭ সর্গ** □৬৩৯ শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে জটায়ুর সাক্ষাৎ। তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে রামের ক্রন্দন। **৬৮ সর্গ** □৬৩৭ জটায়ুর প্রাণত্যাগ। শ্রীরামের দ্বারা তাঁর অন্তিম সংস্কার। **৬৯ সর্গ** □৬৪২ লক্ষ্মণের অয়োমুখীকে দণ্ডদান। কবন্ধের বাহুবন্ধনে পতিত হয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের চিন্তা। **৭০ সর্গ** □৬৪৫ মন্ত্রণা করে শ্রীরাম লক্ষ্মণের দ্বারা কবন্ধের হাত দুটির ছেদন। কবন্ধের দ্বারা তাঁদের দু'জনের স্বাগত ভাষণ। **৭১ সর্গ** □৬৪৭ কবন্ধের নিজের বৃত্তান্ত কথন। নিজের শরীর দগ্ধ হলে সীতার অন্বেষণে সহায়তার জন্য শ্রীরামের প্রতি কবন্ধের আশ্বাস দান। **৭২ সর্গ** □৬৪৯ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের দ্বারা চিতার মধ্যে কবন্ধের দাহ। তাঁর দিব্যরূপ লাভ। সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের জন্য কবন্ধের পরমর্শদান। **৭৩ সর্গ** □৬৫০ শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছে দিব্যরূপধারী কবন্ধের দ্বারা ঋষ্যমূক পর্বত এবং পম্পা সরোবরের বর্ণনা। মতঙ্গমুনির অরণ্য ও আশ্রমের পরিচয় দিয়ে প্রস্থান। **৭৪ সর্গ** □৬৫৪ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের শবরীর আবাসস্থল পম্পা সরোবরের তীরে মতঙ্গমুনির আশ্রমে গমন। তার আতিথ্যগ্রহণ। তার সঙ্গে মতঙ্গ বন দর্শন। শবরীর আত্মাহুতি এবং দিব্যলোক গমন। **৭৫ সর্গ** □৬৫৭ শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের বার্তালাপ। দুই ভাইয়ের পম্পা সরোবরের তীরে গমন।

কিষ্‌কিন্ধা-কাণ্ড

১ সর্গ □৬৬৩ পম্পা সরোবর দর্শনের ফলে শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাকুলতা। লক্ষ্মণের কাছে শ্রীরামের দ্বারা পম্পার সৌন্দর্য এবং কামোদ্দীপক বিবিধ দ্রব্যের বর্ণনা। লক্ষ্মণের দ্বারা শ্রীরামকে সান্ত্বনাদান। ঋষ্যমূক পর্বতের দিকে দুই ভাইকে আসতে দেখে সুগ্রীব এবং অন্য বানরদের ভয়। **২ সর্গ** □৬৭২ রাম-লক্ষ্মণকে দেখে বানরদের ভয়। হনুমানের দ্বারা অভয়দান। রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় জানার জন্য সুগ্রীবের দ্বারা তাঁদের কাছে হনুমানকে প্রেরণ। **৩ সর্গ** □৬৭৪ হনুমানকর্তৃক রাম-লক্ষ্মণকে বনাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা। নিজের এবং সুগ্রীবের পরিচয়দান। শ্রীরাম কর্তৃক তাঁর বাক্যের প্রশংসা। তাঁর সঙ্গে আলাপের জন্য লক্ষ্মণকে আদেশদান। রামের আদেশে হনুমানের সঙ্গে লক্ষ্মণের আলাপ। তাতে হনুমানের আনন্দ। **৪**


গুরুঃ
গৌড়ীয়ঃ
GAUDIYA MISSION

৩৫ সর্গ □ ৭৭৩ যুক্তিযুক্ত বাক্যে তারার দ্বারা লক্ষ্মণকে শান্তিদান। ৩৬ সর্গ □ ৭৭৪ সুগ্রীবের দ্বারা নিজের লঘুত্ব এবং রামের গুরুত্ব কথন। লক্ষ্মণের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা। লক্ষ্মণের দ্বারা সুগ্রীবের প্রশংসা। রামের কাছে যাবার জন্য অনুরোধ। ৩৭ সর্গ □ বানর সেনা সংগ্রহের জন্য হনুমানের প্রতি দূতপ্রেরণে সুগ্রীবের নির্দেশ। বানর সেনাদের কিষ্‌কিন্ধায় আগমন। ৩৮ সর্গ □ লক্ষ্মণের সঙ্গে এসে শ্রীরামের চরণে সুগ্রীবের প্রণাম নিবেদন। তাঁকে শ্রীরামের উপদেশদান। সুগ্রীবের দ্বারা সৈন্যসংগ্রহাদি কর্মের বিজ্ঞাপন। ৩৯ সর্গ □ ৭৮১ সুগ্রীবের প্রতি শ্রীরামের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ। নিজের সৈন্যদের নিয়ে সুগ্রীবের পুনরায় রামের কাছে আগমন। ৪০ সর্গ □ ৭৮৪ শ্রীরামের আদেশে সীতাকে অন্বেষণের জন্য সুগ্রীবের পূর্বদিকে বানরদের প্রেরণ। বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা। ৪১ সর্গ □ ৭৮৮ সুগ্রীবের দ্বারা দক্ষিণ দিকে স্থিতস্থান সমূহের পরিচয় প্রদান—সেই সব স্থানে সন্ধানের জন্য প্রধান বীর বানরদের নিয়োগ। ৪২ সর্গ □ ৭৯২ সুগ্রীবের দ্বারা পশ্চিমদিকের স্থানসমূহের বর্ণনা। সেইদিকে সুষেণাদি বানরদের প্রেরণ। ৪৩ সর্গ □ ৭৯৫ সুগ্রীবের দ্বারা উত্তরদিকের স্থানসমূহের বর্ণনা। সেইদিকে শতবলি-প্রমুখ বানরদের প্রেরণ। ৪৪ সর্গ □ ৮০০ আংটি দিয়ে শ্রীরামের দ্বারা হনুমানের প্রেরণ। ৪৫ সর্গ □ ৮০১ নানাদিকে গমনকারী বানরদের সুগ্রীবের কাছে উৎসাহসূচক বাক্যকথন। ৪৬ সর্গ □ ৮০২ শ্রীরামের কাছে সুগ্রীবের নিজের ভূমণ্ডল-ভ্রমণ বৃত্তান্ত কথন। ৪৭ সর্গ □ ৮০৪ পূর্বাদি তিনদিকে গিয়ে অন্বেষণ করে বিফল মনোরথ হয়ে বানরদের প্রত্যাবর্তন। ৪৮ সর্গ □ ৮০৫ দক্ষিণদিকে প্রস্থিত বানরদের সীতার সন্ধান আরম্ভ। ৪৯ সর্গ □ ৮০৭ অঙ্গদ এবং গন্ধমাদনের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে আবার উৎসোহর সঙ্গে বানরদের সীতার সন্ধানে আত্মনিয়োগ। ৫০ সর্গ □ ৮০৮ ক্ষুধা পিপাসায় আর্ত বানরদের কোনো এক গুহায় প্রবেশ। সেখানে স্বর্গীয় বৃক্ষ, সরোবর, ভবন এবং এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর দর্শন। হনুমানের দ্বারা সেই বৃদ্ধার কাছে পরিচয় জিজ্ঞাসা। ৫১ সর্গ □ ৮১১ হনুমানের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে তাপসীর দ্বারা নিজের ও সেই দিব্যস্থানের পরিচয়দান। বানরদের প্রতি ভোজনের নির্দেশ। ৫২ সর্গ □ ৮১৩ তাপসী সয়ম্প্রভার জিজ্ঞাসার উত্তরে হনুমানের দ্বারা নিজের বৃত্তান্তবর্ণনা। তারপর সেই তাপসীর দিব্যপ্রভাবে গুহা থেকে বানরদের নিষ্ক্রমণ। এবং সমুদ্রতীরে গমন। ৫৩ সর্গ □ ৮১৫ বিল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে এবং কার্যসিদ্ধির অভাব দেখে অঙ্গদাদি বানরগণের প্রায়োপবেশনের তথা আমরণ উপবাসে বসার সঙ্কল্প। ৫৪ সর্গ □ ৮১৭ ভেদনীতির দ্বারা নিজের সঙ্গে বানরদের এনে অঙ্গদকে নিজের সঙ্গে যাবার জন্য হনুমানের বোঝাবার চেষ্টা। ৫৫ সর্গ □ ৮১৯ অঙ্গদের সঙ্গে বানরদের প্রায়োপবেশনের। ৫৬ সর্গ □ ৮২০ সম্পাতির কাছ থেকে বানরদের ভয়। তাদের মুখে জটায়ুর মৃত্যুসংবাদ শুনে সম্পাতির শোক। পর্বতের চূড়া থেকে তাকে নীচে নামিয়ে আনার জন্য বানরদের কাছে সম্পাতির অনুরোধ। ৫৭ সর্গ □ ৮২২ অঙ্গদের দ্বারা পর্বতশিখর থেকে সম্পাতিকে নীচে আনয়ন। জটায়ুবধের ঘটনা বর্ণনা। বালিবধ এবং রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতার কথা জ্ঞাপন। উপবাসের দ্বারা নিজের মৃত্যুবরণের সঙ্কল্প-বর্ণনা। ৫৮ সর্গ □ ৮২৪ সম্পাতির নিজের পাখা জ্বলে যাবার বর্ণনা সীতা ও রাবণের সংবাদ-জ্ঞাপন। বানরদের সাহায্যে সমুদ্রতীরে গিয়ে মৃত ভ্রাতা জটায়ুর উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিয়ে তর্পণ। ৫৯ সর্গ □ ৮২৬ নিজের পুত্র সুপার্শ্বের কাছ থেকে সীতা ও রাবণের দর্শণ-বৃত্তান্ত জেনে সম্পাতি কর্তৃক তার বর্ণনা। ৬০ সর্গ □ ৮২৮ সম্পতির আত্মকথা। ৬১ সর্গ □ ৮৩০ সম্পাতির দ্বারা নিশাকর ঋষির কাছে নিজের পাখা জ্বলে যাবার ঘটনা-বর্ণনা। ৬২ সর্গ □ ৮৩২ নিশাকর মুনির দ্বারা সম্পাতিকে সান্ত্বনা-দান। রামের কার্যে সাহায্যের জন্য বেঁচে থাকতে আদেশদান। ৬৩ সর্গ □ ৮৩৩ সম্পাতির পাখা-লাভ। তাঁর দ্বারা বানরদেরকে উৎসাহদান। তারপর সেই স্থান থেকে বানরদের দক্ষিণদিকে গমন। ৬৪ সর্গ □ ৮৩৪ সমুদ্রের বিশালতা দেখে বানরদের বিষাদ। অঙ্গদকর্তৃক তাদের আশ্বাসদান। সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য সবার কাছে পৃথক পৃথগভাবে শক্তিজিজ্ঞাসা। ৬৫ সর্গ □ ৮৩৬ বীর-বানরদের নিজের নিজের গমনশক্তি বর্ণনা। অঙ্গদ এবং জাম্ববানের কথোপকথনন। হনুমানকে পাঠাবার জন্য তাঁর কাছে গমন। ৬৬ সর্গ □ ৮৩৮ হনুমানের উৎপত্তির বর্ণনা। তাকে সমুদ্রলঙ্ঘন করার জন্য জাম্ববানের উৎসাহদান। ৬৭ সর্গ □ ৮৪১ হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘনে উৎসাহ। লাফ দেবার জন্য মহেন্দ্রপর্বতে আরোহণ।



ভারতের বিভিন্নভাষায় শ্রীরামকথা

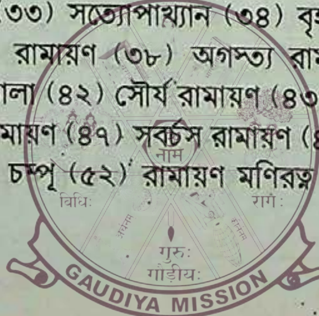
শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকাহিনী এবং আনুষঙ্গিক বিচিত্র বৃত্ত, দেশ ও বিদেশে নানাভাবে প্রসারিত হয়েছে। বৈশিষ্ট্য হলো যে রামকথা প্রসারে কোনো রাজশক্তি, ধনশক্তি এবং সঙ্ঘবদ্ধ কোনো সম্প্রদায়-শক্তির ভয় বা লোভপ্রদর্শন ছিলো না। কোরাণ এবং বাইবেল রাজশক্তির নেতৃত্বে অস্ত্রের দ্বারা দেশে দেশে প্রসারিত হয়েছে। রাজশক্তির আনুকূল্যলাভের জন্য লোভেও কেউ কেউ ঐসব গ্রন্থের পঠন-পাঠনে প্রবৃত্ত হয়েছে। বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক মতবাদের গ্রন্থাবলীও বিভিন্ন প্রশাসকশক্তির ছলেবলে কৌশলে প্রচারের ধারা লক্ষণীয়। রামায়ণের ক্ষেত্রে তা হয়নি।

রামকাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণেই দেশে ও বিদেশে এর এতো প্রসার সে যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত চলেছে। শ্রীরামচন্দ্র যে হিন্দুধর্মের, সেই ধর্মের বিরোধী ছিলেন পাঠান, মোগল, ইংরেজশাসকেরা। কিন্তু তাঁদের শাসনকালে ভারতে রামকথা-প্রসার রুদ্ধ করা যায়নি। বরঞ্চ অনেক শাসক রামায়ণের ভক্ত হয়ে যান এবং বিভিন্ন ভাষায় রামায়ণের অনুবাদের পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বিদেশাগত ধর্মসমূহের তোষণে এবং ভারতীয় সনাতনধর্মের বিরুদ্ধতায় অগ্রবর্তী। তাই অযোধ্যার রামজন্মভূমিকে প্রশাসনিকভাবে বহুপূর্বে মন্দিররূপে স্বীকৃতি দিয়ে, তার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে ও মন্দিরের পুনর্নির্মাণে বিরোধিতা করেন। ফলে হয় ঐতিহাসিক গণ আন্দোলন। তামিলনাদ রাজ্যে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তিকে পাদুকা-প্রহার করতে করতে ক্ষমতাসীন দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগামের নেতা ই. ভি. রামস্বামী নায়ারের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা হয়। তা সত্বেও সারা ভারতের এখনোও সর্বাধিক জনপ্রিয় উৎসব রামলীলা, ভরতমিলাপ। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সামাজিক উৎসব দুর্গাপূজাও রামচন্দ্রের অকালবোধনকেই অবলম্বন করে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। মুসলিম রাজ্য ইন্দোনেশিয়ার সরকারী শ্রেষ্ঠ উৎসব রামায়ণকে নিয়ে। তাতে ভারত থেকে প্রতিনিধিরা আমন্ত্রিত হন। ইদানীন্তনকালে রামের মর্যাদা-ক্ষুণ্ণ করতে যেসব সরকার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলো তারা আপনা থেকে সব ভেঙে গেছে। বাস্তব সত্য হলো এই ঃ রামকাহিনীর জনপ্রিয়তা কখনোই ভারতে বিনষ্ট হয়নি।

এই রামকাহিনী ভারতে সংস্কৃত ও বিভিন্ন আঞ্চলিকভাষায় নানাগ্রন্থে রূপায়িত হয়েছে। তাতে বাল্মীকিবর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে মিল এবং অমিল যথেষ্টই রয়েছে। তা নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা এবং বিতর্কের অবকাশ যথেষ্ট। সম্প্রতি ডঃ প্রসাদকুমার মাইতি "রামকথা বিকাশের ধারা" নামে তিন খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থে বহু তথ্যযোগে সেইসব আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে রামকথা প্রসারের ধারাটি তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সংস্কৃতভাষায় রামকাহিনী

(১)বেদব্যাসের মহাভারত-শান্তিপর্ব, দ্রোণপর্ব, হরিবংশ (২) ব্রহ্মপুরাণ (৩) পদ্মপুরাণ (৪) অগ্নিপুরাণ (৫) বিষ্ণুপুরাণ (৬) ভাগবতপুরাণ (৭) কূর্মপুরাণ (৮) লিঙ্গপুরাণ (৯) বায়ুপুরাণ (১০) গরুড়পুরাণ (১১) শিবপুরাণ (১২) নারদীয়পুরাণ (১৩) বরাহপুরাণ (১৪) নৃসিংহপুরাণ (১৫) বহ্নিপুরাণ (১৬) সৌরপুরাণ (১৭) কল্কিপুরাণ (১৮) বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ (১৯) আদিপুরাণ (২০) দেবীভাগবতপুরাণ (২১) মহাভাগবতপুরাণ (২২) কালিকাপুরাণ (২৩) বৃহৎধর্মপুরাণ (২৪) স্কন্দপুরাণ (২৫) রাম-তাপনীয় উপনিষদ্ (২৬) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (২৭) অধ্যাত্ম রামায়ণ (২৮) অদ্ভুত রামায়ণ (২৯) আনন্দ রামায়ণ (৩০) তত্ত্বসংগ্রহ রামায়ণ (৩১) ভূশুণ্ডী রামায়ণ (আদি রামায়ণ ও ব্রহ্মরামায়ণ নামেও খ্যাত) (৩২) রামলিঙ্গামৃত (৩৩) সত্যোপাখ্যান (৩৪) বৃহৎকোশল খণ্ড (৩৫) মহারামায়ণ (৩৬) সংবৃতরামায়ণ (৩৭) লোমশ রামায়ণ (৩৮) অগস্ত্য রামায়ণ (৩৯) মঞ্জুল রামায়ণ (৪০) সৌপদ্ম রামায়ণ (৪১) রামায়ণ মহামালা (৪২) সৌর্য রামায়ণ (৪৩) চান্দ্র রামায়ণ (৪৪) মৈন্দ রামায়ণ (৪৫) স্বয়ম্ভূ রামায়ণ (৪৬) সুব্রহ্ম রামায়ণ (৪৭) সুবর্চস রামায়ণ (৪৮) দেবরামায়ণ (৪৯) শ্রবণরামায়ণ (৫০) দুরন্ত রামায়ণ (৫১) রামায়ণ চম্পূ (৫২) রামায়ণ মণিরত্ন (৫৩) ধর্মখণ্ড (৫৪) কালিদাসের



রঘুবংশম্ (৫৫) রাবণবধ মহাকাব্য বা ভট্টিকাব্য (৫৬) রাবণবধ বা সেতুবন্ধ (প্রাকৃতভাষায় রচিত) (৫৭) জানকীহরণ মহাকাব্য (৫৮) রামায়ণমঞ্জরী (৫৯) অভিনন্দের রামচরিত (৬০) উদার-রাঘব (৬১) রঘুনাথচরিত (৬২) জানকী-পরিণয় (৬৩) রাঘবোল্লাস (৬৪) রামরহস্য (৬৫) রামচরিত—সন্ধ্যাকর নন্দী (৬৬) রাঘব-পাণ্ডবীয় (৬৭) হংস-সন্দেশ (৬৮) ভ্রমরদূত (৬৯) রামগীতগোবিন্দ (৭০) সঙ্গীত রঘুনন্দন (৭১) বৃহৎকথামঞ্জরী (৭২) কথাসরিৎসাগর (৭৩) প্রতিমা-নাটকম্ (৭৪) অভিষেক-নাটকম্ (৭৫) মহাবীর-চরিতম্ (৭৬) উত্তর-রামচরিতম্ (৭৭) অনর্ঘ-রাঘব (৭৮) আশ্চর্য চূড়ামণি (৭৯) বাল-রামায়ণ (৮০) প্রসন্ন-রাঘব (৮১) কুন্দমালা (৮২) শ্রী হনুমন্নাটক বা মহানাটক (৮৩) অদ্‌ভুত দর্পণ (৮৪) জানকী পরিণয় (৮৫) দূতাঙ্গদ (৮৬) উন্মত্ত রাঘব (৮৭) মৈথিলী কল্যাণ (৮৮) রামাভ্যুদয় (৮৯) কৃত্যা রাবণ (৯০) ছলিত রাম (৯১) জানকী রাঘব (৯২) রাঘবাভ্যুদয় (৯৩) রামানন্দ (৯৪) মায়াপুষ্পক (৯৫) রাঘবানন্দ (৯৬) স্বপ্নদশানন (৯৭) অভিজাত-জানকী (৯৮) মারীচ-বঞ্চিত (৯৯) রামবিক্রম (১০০) বাল্মীকি-সম্বর্ধনম্ (বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ'কৃত)(১০১)সৌর্য রামায়ণ।

এই সব গ্রন্থ সংস্কৃতকাব্য ও নাটকাকারে রামকথাকে বর্ণনা করেছে। বাংলায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ, হিন্দিতে তুলসীদাসী রামচরিতমানস এবং ওড়িয়া রামায়ণ উল্লেখনীয়, যাদের উপজীব্য হলো রামকথা।

বৌদ্ধ সাহিত্যে ও সংস্কৃতে, পালিতে ও প্রাকৃতে রামকথা নিয়ে কিছু গ্রন্থ মেলে। যেমন—

(১) দশরথজাতক (২) অনামক জাতক (৩) দশরথ কথা (৪) সামজাতক (৫) বিশ্বন্তর জাতক (৬) শম্বুলা জাতক (৭) জগদ্দিস জাতক (৮) দেব ধম্মজাতক

জৈন সাহিত্যের রামকথা স্থান পেয়েছে।

(১) বিমলসূরি'কৃত পউম চরিঅ (২) সংঘদাস'কৃত বসুদেব হিন্ডি (৩) রবিষেণ'কৃত পদ্মপুরাণ (৪) হরিভদ্রসুরি'কৃত উপদেশপদ (৫) স্বয়ম্ভূ'কৃত পউম চরিঅ (৬) পুষ্পদন্ত'কৃত মহাপুরাণ (৭) শোলাচার্য'কৃত চউপন্ন মহাপুরিস চরিত (৮) গুণভদ্র'কৃত উত্তরপুরাণ (৯) হরিষেণ'কৃত বৃহৎকথা-কোষ (১০) ভদ্রেশ্বর'কৃত কথাবলী (১১) হেমচন্দ্র'কৃত ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষে জৈন রামায়ণ (১২) হেমচন্দ্র'কৃত যোগশাস্ত্রের অন্তর্গত সীতা-রাবণ কথানক (১৩) ধনেশ্বর-সূরিকৃত শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্য (১৪) মেঘবিজয় গণিবর'কৃত লঘুত্রিষষ্টি-শলাকা-পুরুষ-চরিত

তামিলভাষায়

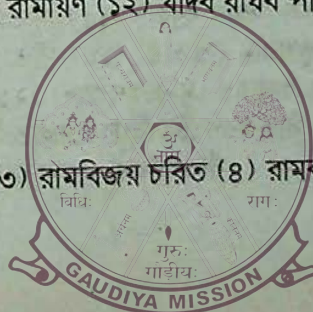
(১) তৃতীয় সংঘম্ সাহিত্য (২) চিলপ্পধিকারম্ (৩) মণিমেখলৈ (৪) জীবকচিন্তামণি (৫) তেবারম্ (৬) অপ্পর (৭) তিরুযায়মোড়ি (৮) পেরুমল তিরুমোড়ি (৯) কম্বনের রামাবতার কাব্যম্ (১০) অরুণাচল কবির রামায়ণ নাটকম্ (১১) রামলিঙ্গর'কৃত-শ্রীরমণ-মত-তিরুপট্রিকম্ (১২) রামায়ণ বেণব (১৩) রামস্বামীয়ম্ (১৪) রামনাটকম্ (১৫) তিরপুগজ (১৬) রামর থোথিরাম (১৭) রামায়ণ বিরুথম্ (১৮) রামায়ণ চূড়ামণি (১৯) রামদস্তম্ (২০) রামায়ণ করুম্পোরল (২১) রামায়ণ কুম্মি (২২) ইল্লানকাই পারণি (২৩) রামায়ণ ত্রিবেণী (২৪) কম্বন তামিল বাল্মীকিয়ম্ (২৫) কাম্বরুম

তেলেগুভাষায়

(১) রঙ্গনাথ রামায়ণ (২) ভাস্কর রামায়ণ (৩) ইরাণা রামায়ণ (৪) রামকথা (৫) কন্তবরদারাজু রামায়ণ (৬) রামাভ্যুদয় (৭) মোল্লরামায়ণ (৮) অচ্চতেনুলু রামায়ণমু (৯) রাঘব পাণ্ডবীয় (১০) রাঘব-যাদব-পাণ্ডবীয় (১১) গদ্য রামায়ণ (১২) যাদব রাঘব পাণ্ডবীয় (১৩) প্রসন্নরাঘব শতক (১৪) ভক্তিগীতি (১৫) উত্তর রামায়ণ

কন্নডভাষায়

(১) পম্প রামায়ণ (২) রামায়ণ (৩) রামবিজয় চরিত (৪) রামকথাবতার (৫) চাবুণ্ডারায় পুরাণ (৬)



জিবন সংবোধন (৭) তোরবেয় রামায়ণ (৮) মূলক রামায়ণ (৯) উত্তর রামকথা (১০) মার্কণ্ডেয় রামায়ণ (১১) শঙ্কর রামায়ণ (১২) অদ্বৈত রামায়ণ (১৩) রামচন্দ্র চরিত্র (১৪) সীতাকল্যাণ (১৫) হনুভদ্রা রামায়ণ (১৬) উত্তর রামায়ণ (১৭) মূলবাল রামায়ণ (১৮) ঐকামাত্য রামায়ণ (১৯) জৈমিনী ভারত (২০) রামোদয় কথে (২১) বনবাস রামায়ণ (২২) বালি সুগ্রীব (২৩) সীতানহার (২৪) সীতাস্বয়ম্বর (২৫) সেতুবন্ধ (২৬) রামাশ্বমেধ (২৭) শ্রীমদ্ রামায়ণ (২৮) শ্রীরামচরিত (২৯) সংগ্রহ রামায়ণ (৩০) অচ্চতান্নড রামায়ণ (৩১) রামায়ণ দর্শন (৩২) কর্ণাটক শেষ রামায়ণ (৩৩) রঘুপতি চরিতম্ (৩৪) উত্তরচরিত নাটক (৩৫) নবনীত রামায়ণ (৩৬) শ্রীরাম পরীক্ষণ (৩৭) অহল্যা (৩৮) শ্রীহনুমদ্ বিলাস (৩৯) রামচরিত মানস (৪০) শ্রীরামচরিত (৪১) সীতাকল্যান

মলয়ালমভাষায়

(১) রামচরিথম (২) কন্নশ্শ রামায়ণ (৩) রামকথা পাট্টু (৪) চম্পূ রামায়ণ (৫) অধ্যাত্মরামায়ণ (৬) রাম নাট্যম্ (৭) সীতা স্বয়ম্বরম্ (৮) আশ্চর্য চূড়ামণি (৯) রামচন্দ্রবিলাস (১০) প্রতিমা নাটকম্ (১১) চাকইয়ার

বাংলাভাষায়

(১) রামায়ণ (কৃত্তিবাস) (২) রামায়ণ (অদ্ভুত আচার্য) (৩) চন্দ্রাবতী রামায়ণ (৪) রামায়ণ (রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) (৫) নূতন রামায়ণ (রামানন্দ ঘোষ) (৬) রামায়ণ (জগৎরাম ও রামপ্রসাদ) (৭) রামরসায়ন (রঘুনন্দন গোস্বামী) (৮) রামায়ণ (ষষ্ঠীবর ও গঙ্গানাথ দাস) (৯) রাবণ রামায়ণ (তিনকড়ি বিশ্বাস)

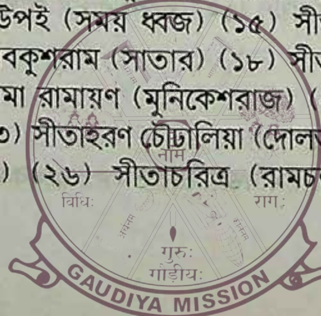
এছাড়া মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধ" কাব্য এবং আরো বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

অসমীয়ভাষায়

(১) পদ রামায়ণ (২) গীতি রামায়ণ (২) কথারামায়ণ, কীর্তনিয়া রামায়ণ (মাধব কন্দলী, শঙ্করদেব, মাধবদেব, অনন্ত কন্দলী) (৩) গীতি রামায়ণ (দুর্গাবর কায়স্থ) (৪) রামায়ণ (অনন্ত কন্দলী) (৫)উত্তর কাণ্ড (শঙ্করদেব) (৬) আদি কাণ্ড (মাধবদেব) (৭) শ্রীরামকীর্তন রামায়ণ (অনন্ত ঠাকুর) (৮) কথা রামায়ণ (অনন্ত ঠাকুর) (৯) মহীরাবণবধ (চন্দ্রভারতী) (১০) গণৎচরিত (ধনঞ্জয়) (১১)সীতাস্বয়ম্বর (শঙ্কর দেব) (১২) রামভাবনা (মাধবদেব) (১৩) সীতার পাতাল প্রবেশ (অনন্ত কন্দলী) (১৪) রামনবমী (গুণাভিরাম) (১৫) বালিবধ (দুর্গেশ্বর শর্মা) (১৬) সীতাহরণ (ভোলানাথ দাস) (১৭) বৈদেহী বিচ্ছেদ (রমাকান্ত চৌধুরী) (১৮) কথারামায়ণ (রঘুনাথ মহন্ত) (১৯) অদ্ভুত রামায়ণ (২০) শত্রুঞ্জয় (রঘুনাথ মহন্ত) (২১) মহীরাবণ বধ (চন্দ্রাবতী) (২২) গণকচরিত (ধনঞ্জয়)

হিন্দীভাষায়

(১) ভাষা বাল্মীকি রামায়ণ (বিষ্ণুদাস) (২) রামায়ণকথ (বিষ্ণুদাস) (৩) শ্রীরামচরিত মানস (তুলসী দাস) (৪) রামাজ্ঞাপ্রশ্ন (তুলসীদাস) (৫) জানকীমঙ্গল (তুলসীদাস) (৬) গীতাবলী (তুলসীদাস) (৭) ধ্যানমঞ্জরী, কুণ্ডলিয়া, পদাবলী (অগ্রদাস) (৮) অষ্টযাম (নাভাদাস) (৯) রামচন্দ্রিকা (কেশব দাস) (১০) আদিরামায়ণ (সোঢ়ী মেহরবান) (১১) হনুমন্নাটক (হৃদয়রাম) (১২) অওববিলাস (লালা দাস) (১৩) সীতা চৌপাই (১৪) সীতা চউপই (সময় ধ্বজ) (১৫) সীতাপ্রবন্ধ (রণযং ভোরে সাহচোখা) (১৬) সীতাচরিত্র (হৈমরত্ন) (১৭) লবকুশরাম (সাতার) (১৮) সীতাচৌপাই (সময়সুন্দর) (১৯) সীতা বিরহলেখ (অমরচন্দ্র) (২০) রাম রামা রামায়ণ (মুনিকেশরাজ) (২১) রামচন্দ্রচরিত্র (শ্রীবিক্রম কবি) (২২) সীতা-আলোচনা (কুশকবি) (২৩) সীতাহরণ চৌঢালিয়া (দৌলতকীর্তি) (২৪) রামায়ণ (বিদ্যাকুশল) (২৫) রামচন্দ্র আখ্যান (ধর্মবিজয়) (২৬) সীতাচরিত্র (রামচন্দ্র) (২৭) সীতাহরণ (ময়সাগর)



(২৮)ঢালমঞ্জরী রামায়ণ (সুঝানসাগর কার্ব) (২৯) রামসীতা ঢালীয় (ঋষভ বিজয়) (৩০) রঘুনাথ রূপক (৩১) রঘুত্তর জসপ্রকাশ (কিসনজী আঢা) (৩২) গীত রামায়ণ (অমৃতলাল মাথুর) (৩৩) রামচরিত্র (শ্রীমতী চন্দ্রজী) (৩৪) শ্রীমানব মিশ্র রামায়ণ (মহারাজ সাহেব চতুর সিংহ) (৩৫) গোবিন্দ রামায়ণ (শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ) (৩৬) কবিত্ব রত্নাকর (কবি সেনাপতি) (৩৭) সুসিদ্ধান্তোত্তম (রুদ্রপ্রতাপ সিংহ) (৩৮) শ্রীরাম রহস্য (স্বামী ভাগবত দাস রামানুজজী) (৩৯) রাম কণ্ঠাভরণ (ঐ) (৪০) আনন্দরঘুনন্দন নাটক (বিশ্বনাথ সিংহ) (৪১) শ্লোক রামায়ণ (ঐ) (৪২) আনন্দ রামায়ণ (ঐ) (৪৩) গীতাবলী (ঐ) (৪৪) সংক্ষেপ রামায়ণ (রামনাথ প্রধান) (৪৫) রামরঙ্গ (ঐ) (৪৬) রামচরিত চিন্তামণি (রামচরিত উপাধ্যায়) (৪৭) রমচরিতচন্দ্রিকা (ঐ) (৪৮) সাকেত (মৈথিলী শরণ গুপ্ত) (৪৯) লীলা (ঐ) (৫০) পঞ্চবটী (ঐ) (৫১) রামকী শক্তিপূজা (সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী) (৫২) বৈদেহী বনবাস (ঐ) (৫৩) সাকেত সন্ত (বলদেব মিশ্র) (৫৪) কৌশল-কিশোর (ঐ) (৫৫) রামরাজ্য (ঐ) (৫৬) কৈকেয়ী (কেদারনাথ মিশ্র) (৫৭) রাবণ (হরদয়াল সিংহ) (৫৮) বিদেহ (পোদ্দার রামাবতার অরুণ) (৫৯) অরুণ-রামায়ণ (ঐ) (৬০) ঊর্মিলা (বাণকৃষ্ণ শর্মা) (৬১) শ্রীরামচন্দ্রোদয় (শ্রীরামনাথ জ্যোতিষ)। মৈথিলী ভাষাতেও কিছু গ্রন্থ রয়েছে রামকথা কাহিনীকে নিয়ে। বিস্তার-ভয়ে তার আলোচনায় নিবৃত্ত হলাম।

ওড়িয়াভাষায়

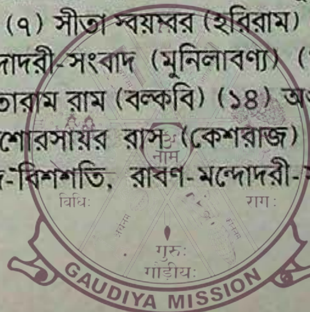
(১) বিলঙ্কা রামায়ণ (সারলা দাস) (২) রামবিভা (অর্জুন দাস) (৩) টীকা রামায়ণ (নীলাম্বর দাস) (৪) জগমোহন রামায়ণ, দাণ্ডি রামায়ণ (বলরামদাস) (৫) বিলঙ্কা রামায়ণ (বলরামদাস) (৬)রঘুনাথ বিলাস (ধনঞ্জয় ভঞ্জ) (৭) বিলঙ্কা রামায়ণ (বারানিধি দাস) (৮) টীকা রামায়ণ (মহেশ্বর দাস) (৯) রামরসামৃতসিন্ধু (কানু দাস) (১০) অধ্যাত্ম রামায়ণ (হলধর দাস) (১১) বারমাসী কৌইলী (শঙ্কর বিলাস)(ঐ) (১২) বিচিত্র রামায়ণ (ভুঁইয়া মাধবদাস) (১৩) রামলীলামৃত (উপেন্দ্র ভঞ্জ) (১৪) বৈদেহীশ-বিলাস (ঐ) (১৫) ষোরা পোই (ঐ) (১৬) অবনী-রস-তরঙ্গ (ঐ) (১৬) পঁচিশ পই (গোবর্ধন দাস) (১৭) রামচন্দ্র বিহার (ভাগুনী গোপীনাথ) (২০) রামায়ণ চম্পূ (বনমালী দাস) (২১) সীতা বিলাস (সত্যবাদী সামন্ত রায়) (২২) রামলীলা (সেবাদাস) (২৩) ভৃত্যরামায়ণ (কেশব পট্টনায়ক)(২৪)রাঘব-বিলাস (যদুমণি মহাপাত্র)

মারাঠীভাষায়

(১) ভাবার্থ রামায়ণ (একনাথ স্বামী) (২) রামায়ণ (শ্রীকৃষ্ণদাস মুদ্গল) (৩) রামায়ণ (সমর্থ রামদাস স্বামী) (৪) রামায়ণ (শ্রীমতী বেনাবাঈ) (৫) সীতাস্বয়ম্বর ভরতভাব (বামন) (৬) শ্রীরামবিজয় কাব্য (শ্রীধর স্বামী) (৭) শ্লোকবন্ধ রামায়ণ (মাধব) (৮) চিদ্‌বোধ রামায়ণ, রামকথামৃত, খত্র রামায়ণ, নির্বোষ্ট রাঘব (নিরঞ্জন মাধব) (৯) অবু রামায়ণ, মঙ্গলরামায়ণ, ছন্দ রামায়ণ, সুন্দর রামায়ণ সংকেত রামায়ণ, করুণা রামায়ণ (গিরিধর স্বামী) (১০) রামায়ণ (মোরে পন্থ) (১১) রামচরিত কথানক (শায়র পরশুরাম) (১২) অভঙ্গো রামায়ণ (জ্ঞানেশ্বর), (তুকারাম), (১৩) বনবিহার গৃহবিহার (সাধুদাস)।

গুজরাতীভাষায়

গুজরাতী ভাষায় প্রারম্ভ থেকে ১৩৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১০৭ জন কবির সাহিত্যকৃতি রামায়ণ অবলম্বনে রচিত। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি উল্লেখিত হলো (১) রামলীলা না-পদো (আসাইত) (২) রামবিবাহ (বৈকুণ্ঠ) (৩) হনুমানচরিত (শেঠাজী) (৪) সীতাদিন শোলো (তুলসী) (৫) পরশুরাম আখ্যান (শিবদাস) (৬) মেহে রাবণ আখ্যান (রণসুত) (৭) সীতা স্বয়ম্বর (হরিরাম) (৮) সীতাবিরহ (হরিদাস) (৯)রামচরিত্র (দেবগণী সূরি) (১০) রাবণ-মন্দোদরী-সংবাদ (মুনিলাবণ্য) (১১) রামবাস (চন্দ্রগনি) (১২) অঞ্জনা সুন্দরী প্রবন্ধ (গুণশীল) (১৩) সীতারাম রাম (বল্কবি) (১৪) অঙ্গদভিষ্টি (কনকসুন্দর) (১৫) রামসীতা প্রবন্ধ (সময়সুন্দর) (১৬) রামযশোরসায়র রাস (কেশরাজ) (১৭) সীতাহরণ (জয় সাগর) (১৮) রণযজ্ঞ (প্রেমানন্দ) (১৯) অঙ্গদ-বিশশতি, রাবণ-মন্দোদরী-সংবাদ (শ্যামল) (২০) হনুমান-গরুড়



(দয়ারাম) (২১) সীতামঙ্গল (পুরী বাই) (২২) সীতা বিবাহ (কৃষ্ণা বাই) (২৩) রামচরিত্র (গিরিধর) (২৪) রামায়ণ-নো-সার (নর্মদ) (২৫) রামজানকী-দর্শন (নর্মদ) (২৬) সীতানিবাস (ললিত) (২৭) রামবিয়োগ (লালুবাই দেশাই) (২৮) সীতাহরণ (মণিলাল ভট্ট) (২৯) সীতা (মেচেতা) (৩০) সীতাহরণ (চন্দ্রশেখর শুক্ল) (৩১) রামায়ণ-লো-পাত্রে (ননীলাল ভট্ট) (৩২) শ্রীরামকথা (বল্যিভাই দেশাই) (৩৩) রামায়ণ কথা (রমণ ভাই সোম) (৩৪) রামায়ণ (গিরিধর)

কাশ্মীরীভাষায়

(১)রামাবতারচরিত (প্রকাশ ভট্ট) (২) শঙ্কর রামায়ণ (শঙ্কর) (৩) রামায়ণ (বিষ্ণুপ্রতাপ) (৪)রামায়ণি শর্মা (নীলকণ্ঠ শর্মা) (৫) রামাবতারচরিত (আনন্দরাম) (৬) রামায়ণ (তারাচাঁদ) (৭) তারাচাঁদ রামায়ণ (তারাচাঁদ)

উর্দুভাষায়

(১) রামায়ণ (দ্বারকাপ্রসাদ উফাগ) (২) সঙ্গীতরামায়ণ (যশোবন্ত সিং) (৩) সহাই রামায়ণ (রাম সহাই) (৪) রামায়ণমঞ্জুম (মুন্‌সী শঙ্করদয়াল ফরহাদ) (৬) রামায়ণ খুস্তর (মুন্‌সী জগন্নাথ খুস্তর)

পার্সীভাষায়

(১) রায়ামণ (মোল্লা আবদুল কাদির), আকবরের আদেশে বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ (২) মোল্লা মসীহী রামায়ণ (৩) রামায়ণ (গিরিধর দাস) (৪) পার্সীগদ্যে রামায়ণ (গোপাল) (৫) রামায়ণ (চন্দ্রভাব রেদিল), (৬)অমরপ্রকাশ (অমর সিং),(৭)খুলস রামায়ণ (মুন্‌সী বাঁদে লাল) (৮) রামাশ্বমেধ (মাখনলাল জাকল), (৯) রামায়ণ (দেবীদল) (১০) রামায়ণ-ই-ফারসী (মুন্‌সী হরলাল রুষয়া) (১১) রামায়ণ (মোহেসিং) (১২) গদ্য রামায়ণ (আনন্দ খনখুল)

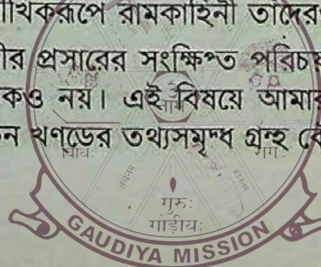
পাঞ্জাবীভাষায়

(১) গুরু নানকের বহু গীতে রাম কথা রয়েছে। রামকথা বিষয়ক অনেক কাব্য রচনা করেন তিনি। (২) হনুমান নাটক-(হিন্দাই রাম) (৩) লেহেন্দ্র নাটক (কাপুরচাঁদ) (৪) অধ্যাত্মরামায়ণ (গুলাব সিংহ) (৫) রামায়ণ (সন্তোষ সিংহ) (৬) রামায়ণ (কালিদাস) (৭) অমর রামায়ণী (অমর সিংহ) (৮)রামকাহিনী(সাউন্ধ্যা) (৯) রামকথা (কবিদাস) (১০)রামায়ণ (করম সিং) (১১) রামায়ণ (বুধ সিং)। কৃষ্ণদয়াল, কৃষ্ণচাঁদ, বাতালিয়া রাম, দৌলত রাম, যশোবন্ত সিং, গোপাল সিংহ, চক্রধারী, ধনীরাম—এঁরা প্রত্যেকেই কেউ তামুবাদ, কেউ রামকে নিয়ে গীতি কবিতা রচনা করেন। (১২) পাঞ্জাবী রামায়ণ (শ্রীরামল ভায়া আনন্দ দিলশাদ) (১৩) গোবিন্দ রামায়ণ (গুরুগোবিন্দ সিং) (১৪) সম্পূরণ রামায়ণ (আই . এস . জ্ঞানী)

নেপালীভাষায়

(১) রামাশ্বমেধ (রচয়িতার নাম নেই) (২) রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড (পদশর্মা) (৩) অধ্যাত্ম রামায়ণ (সুন্দরানন্দ) (৪) নেপালী সংক্ষিপ্ত রামায়ণ (চক্রপাণি) (৫) আমরামায়ণ (ভৈরবসিং থাপার) (৬) পদ্য রামায়ণ (গুমানি পন্হ) (৭) নেপালী রামায়ণ (ভানুভক্ত) (৮) আদর্শ রাঘব (সোমনাথ) (৯) মেরো রাম (লেখনাথ শর্মা) (১০) চিত্রকূটোপাখ্যান (বাণীবিলাস পাণ্ডে) (১১) সঙ্গীতরামায়ণ (তুলসী প্রসাদ দুঁমাল), গিরিবাসী এবং বনবাসীদের মধ্যে ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, বীরহোড় প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহু গীতি, লোকনাটক, কথাকাহিনী রামকথাকে অবলম্বন করে প্রচলিত। তাঁদের উপভাষায় অন্য বিষয়ে গ্রন্থ রচিত হয়নি। কিন্তু মৌখিকরূপে রামকাহিনী তাঁদেরও হৃদয়কে আন্দোলিত করেছে।

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রামকাহিনীর প্রসারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়মাত্র প্রদত্ত হলো। বিশদ আলোচনা এই মূল গ্রন্থে সম্ভব নয়, প্রাসঙ্গিকও নয়। এই বিষয়ে আমার সুহৃদ্বর ডঃ প্রসাদকুমার মাইতির "রামকথা বিকাশের ধারা" নামক তিন খণ্ডের তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ কৌতূহলীদের চিত্তকে সন্তৃপ্ত করবে।



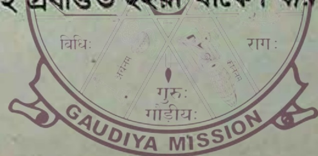
আমার উদ্দেশ্য বাল্মীকির মূল রামায়ণ। তারই বিচিত্র বিকাশ এবং প্রসার প্রসঙ্গত : আলোচিত হলো।

ভুবনমঙ্গল বিগ্রহ শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ দেবকৃত শ্রীরামনামমাহাত্ম্য-ভূমিকাটি স্মরণীয়

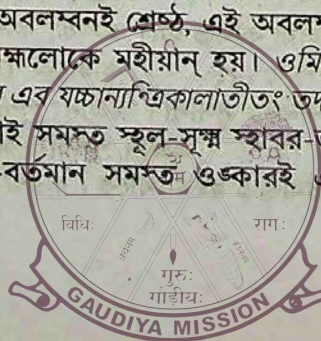
শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ। ওঙ্কারমঠ। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১।

বোধন

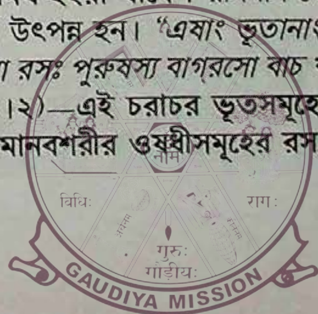
রাম এব পরং ব্রহ্ম রাম এব পরাৎ পরম্। রাম এব পরং তত্ত্বং শ্রীরামো ব্রহ্মতারকম্।। (শ্রীরামরহস্যোপনিষদি) **রামই পরম ব্রহ্ম, রামই পরাৎপর, রামই পরম তত্ত্ব, শ্রীরাম তারক ব্রহ্ম।** নামমহিমা বেদে, উপনিষদে, পুরাণে, তন্ত্রে, সংহিতায়, রহস্যে সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। মাত্র নাম অবলম্বনে মানুষ কৃতার্থ হইতে পারে—শাস্ত্রসমূহ উচ্চকণ্ঠে কীর্তন করিতেছেন বেদ বলেন,—*তমু স্তোতারঃ পূর্বং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন। আস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন। মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে।।* (ঋগ্বেদ সংহিতা অ ২, অ ২, ব ২৬) —**হে স্বার্থকুশল জনগণ! সেই পুরাতন সর্বাধিষ্ঠান সর্বকর্তা বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সিদ্ধ পরমাত্মাকে যথাজ্ঞান স্তব কর, তাহার দ্বারা জন্ম সফল কর। স্তব করিতে অসমর্থ হইলে শ্রীভগবানের চিদানন্দময় নাম-সকল সর্বদা কীর্তন করিতে থাক। হে বিষ্ণো! তোমার সাক্ষাৎকাররূপা স্বরূপপ্রকাশিকা প্রকাশকে ভজনা করি।** *প্র তৎ তে অদ্য শিপিবিষ্ট নামা—র্য শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্। তং ত্বা গৃণামি তব সমতব্যাণ্ ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে।।* (ঋ, সং—অ ৫, অ ৬, ব ২৫) —**হে অন্তর্যামিন্! সেই প্রসিদ্ধ নাম উত্তমরূপে কীর্তন করিতেছি, এই লোকের পরপারে মহান্ লোকে অবস্থিত তোমার নামের শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য অবগত হইয়া ক্ষুদ্র আমি তোমার স্তব করিতেছি।।** একমাত্র নাম অবলম্বনে জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত স্ব স্ব ঈপ্সিততমকে লাভ করিতে সমর্থ হন। মাত্র নামকীর্তনের দ্বারা মানুষ জ্ঞান-লাভে সমর্থ হয়। *ধর্মমার্গং চরিত্রেণ জ্ঞানমার্গণ্ড নামতঃ।/ তথা ধ্যানেন বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং স্বস্য পূজনাৎ।* (শ্রীরামপূর্বতাপিন্যুপনিষদি)—**শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র চরিত্রের দ্বারা ধর্ম-মার্গ, নামের দ্বারা জ্ঞান-মার্গ, ধ্যানের দ্বারা বৈরাগ্য এবং পূজার দ্বারা ঐশ্বর্য প্রদান করেন।** নামকীর্তনে ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন, কিন্তু নামের দ্বারা জ্ঞানমার্গ কি করিয়া লাভ হয়, ইহাই আমরা আলোচনা করিব। রাম উবাচ— *প্রাণস্পন্দনিরোধেন বাসনাবিলয়োদয়ে। / জীবন্মুক্তপদে ব্রহ্মন্ বদ বিশ্রম্যতে কথম্ ।।২।।* (যোগবাশিষ্ঠ নির্বাণ-প্রকরণে, পূর্বখণ্ডে, ত্রয়োদশ সর্গে)—**হে ব্রহ্মন্! প্রাণস্পন্দ নিরোধের দ্বারা বাসনা-বিলয়ে জীবন্মুক্তপদে কি প্রকারে বিশ্রাম লাভ করে, আপনি আমায় তাহা বলুন।।** বশিষ্ঠ উবাচ—*সংসারোত্তরণে যুক্তির্যোগশব্দেন কথ্যতে। তাং বিদ্ধি দ্বিপ্রকারাং ত্বং চিত্তোপশমধর্মিণীম্।।৩।। / আত্মজ্ঞানপ্রকারোঽস্যা একঃ প্রকটিতো ভুবি। / দ্বিতীয়ঃ প্রাণসংরোধঃ শৃণু যোঽয়ং ময়োচ্যতে।।৪।।*— **সংসার হইতে উদ্ধার হইবার যুক্তি যোগ-শব্দে কথিত হয়, চিত্তোপশমধর্মিণী সেই যুক্তি দুই প্রকার জানিবে। এক আত্মজ্ঞান, আর দ্বিতীয় প্রাণ-সংরোধ— আমি তোমায় বলিতেছি শ্রবণ কর।** রাম উবাচ—*সুলভত্বাদ্ দুঃখত্বাচ্চ কতরঃ শোভনোঽনয়োঃ। / যেনাবগতমাত্রেণ ভূয়ঃ ক্ষৌভৈর্ন বাধতে।।৫।।*— **সুলভত্ব ও দুঃখত্ব হেতু এই দুইটির মধ্যে কোন্‌টি উৎকৃষ্ট, যাহা অবগত হইলেই পুনরায় চিত্তক্ষোভের দ্বারা বাধিত হইবে না?** বশিষ্ঠ উবাচ—*প্রকারৌ দ্বাবপি প্রোক্তৌ যোগশব্দেন যদ্যপি। তথাপি রূঢ়িমায়াতঃ প্রাণযুক্তাবসৌ ভৃশম্।।৬।।*— **যদিও জ্ঞান ও যোগ দুইটিকেই যোগ-শব্দের দ্বারা বলা হইয়াছে, তথাপি যোগ-শব্দে প্রাণ-নিরোধই রূঢ়, যোগ বলিলে প্রাণ-নিরোধই বুঝায়।** *একো যোগস্তথা জ্ঞানং সংসারোত্তরণে ক্রমে। সমাবুপায়ৌ দ্বাবেব প্রোক্তাবেকফলপ্রদৌ।।৭।।* —**এক যোগ, অপর জ্ঞান— সংসার উত্তরণে দুইটিই সমান উপায়— একফলপ্রদ বলিয়া কথিত হয়।** *অসাধ্যঃ কস্যচিদ্ যোগঃ কস্যচিদ্ জ্ঞাননিশ্চয়ঃ। মম ত্বভিমতঃ সাধো সুসাধ্যো জ্ঞাননিশ্চয়ঃ।।৮।।*— **কাহারো যোগ, কাহারও বা জ্ঞানসিদ্ধান্ত অসাধ্য। হে সাধো! আমার মতে জ্ঞাননির্ণয় সুসাধ্য।** *অজ্ঞানং পুনরজ্ঞাতং স্বপ্নেষ্বপি ন তদ্ভবেৎ।/ জ্ঞানং সর্বাস্ববস্থাসু নিত্যমেব প্রবর্ততে।।৯।।*— **অজ্ঞান পুনরায় অবিদিত হয় না, স্বপ্নেও আর হয় না।—জ্ঞান সকল অবস্থাতে নিত্যই প্রবর্তিত হইয়া থাকে।** *ধারণাসন-দেশাদিসাধ্যত্বেন সুসাধ্যতাম্।/*



নায়াতি যোগো হ্যথবা বিকল্পো নৈব শোভনঃ।।১০।।— ধারণা-আসন-দেশাদি-সাধ্যতা-প্রযুক্ত যোগ সুসাধ্য নয়, অথবা বিবিধ কল্পনা শোভন নয়। *দ্বাবেব কিল শাস্ত্রোক্তৌ জ্ঞান-যোগৌ রঘূদ্বহ। / তত্রোক্তং ভবতে জ্ঞানমন্তস্থং জ্ঞেয়-নির্মলম্।।১১।।*— হে রঘুশ্রেষ্ঠ! জ্ঞান ও যোগ— শাস্ত্রোক্ত দুইটি সত্য, অন্তস্থ জ্ঞেয় নির্মল জ্ঞান তোমায় বলিয়াছি। হে সাধো! দৃঢ়দেহ গুহাশয় প্রাণ-অপান-সংযোগ-হেতু রূঢ় অনন্ত-সিদ্ধিপ্রদ বুদ্ধিদ যোগ শ্রবণ কর। ভগবান বশিষ্ঠদেব সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার ক্রম দুইটি বলিলেন। একটি জ্ঞানবিচার দ্বিতীয় প্রাণায়াম-মূলক যোগ। অন্যত্র বলিয়াছেন,—*দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব।/ যোগস্তদ্ বৃত্তিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্।।৮।।* (যোগবাশিষ্ঠ উপনিষদ্, প্র ৫৫) — হে রাঘব! যোগ ও জ্ঞান চিত্তনাশের দুইটি ক্রম (বিধি); যোগ—বৃত্তি-নিরোধ এবং জ্ঞান— উত্তমরূপে বিচার। বিচারের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়— জ্ঞান-শাস্ত্রে ইহা কথিত হইয়াছে। নামের দ্বারা জ্ঞান লাভের উপায় হইল— অবিরাম নাম করা। নাম করিতে করিতে জিহ্বা ও কণ্ঠ শুদ্ধ হইলে "রাম" নাম বৈখরী হইতে মধ্যমায় পরিণত হইবেন— ইষ্ট-সাক্ষাৎকার ও প্রণব-লাভ হইবে। *প্রণবঃ সর্বদা তিষ্ঠেৎ সর্বজীবেষু ভোগতঃ।/অভিরামস্তু সর্বাসু হ্যবস্থাসু হ্যধোমুখঃ।।৭৩।।* (যোগচূড়ামণ্যুপনিষৎ) —প্রণব রমণীয় হইলেও সর্বজীবের ভোগকালে সকল অবস্থাতেই অধোমুখে অবস্থান করেন। *জ্ঞানিনার্ধমূর্গো ভুয়াদজ্ঞানে স্যাদধোমুখঃ।/এবং বৈ প্রণবস্তিষ্ঠেদ্ যস্তং বেদ স বেদবিৎ। / অনাহতস্বরূপেণ জ্ঞানিনার্ধমূর্গো ভবেৎ।।৭৯।।তৈলধারমিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ। / প্রণবস্য ধ্বনিস্তদ্বত্তদগ্রং ব্রহ্ম চোচ্যতে।।৮০।।*—জ্ঞানিগণের উর্ধ্বগত হন, অজ্ঞানীর অধোমুখে থাকেন। প্রণব এইরূপে অবস্থান করেন। যিনি তাঁহাকে জানেন, তিনি বেদজ্ঞ। অনাহত শব্দরূপে জ্ঞানিগণের উর্ধ্বগত হন। তৈলধারার মত অচ্ছিন্ন দীর্ঘ ঘন্টাধ্বনির ন্যায় প্রণবের ধ্বনি। তাহার অগ্রভাগ ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন। তাহার অগ্রভাগ জ্যোতির্ময়, তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। যে মহাত্মাগণ সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা তাহা দর্শন করেন, তাঁহারাই বেদবেত্তা। যোগচূড়ামণি শ্রুতি বলেন,—প্রণব ঊর্ধ্বমুখ হইলেই মানুষ জ্ঞানী বলিয়া কথিত হন। মাত্র "রাম" নাম জপ করিতে করিতে প্রণব ঊর্ধ্বমুখ হন; অনায়াসে ভক্ত জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই হেতু জ্ঞানমার্গ নামের দ্বারা লাভ হয় বলিয়াছেন। *জ্ঞানানাং পরমং জ্ঞানং ধ্যানানাং পরমো লয়ঃ। / যোগানাং পরমো যোগো রামনামানুকীর্তনম্।।(শাতাতপ-স্মৃতৌ)*—জ্ঞান-সমূহের মধ্যে পরম জ্ঞান, সর্বপ্রকার ধ্যানের মধ্যে পরম লয়, নিখিল যোগের মধ্যে পরম যোগ হইল—সুনিয়মে "রাম"-নাম-কীর্তন। সংসারে একটি পরম তত্ত্ব আছেন। সেই তত্ত্বই ত্রিবিধরূপে বিরাজ করিতেছেন। চতুর্বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, ষড়্দর্শন, রামায়ণ, ঊনবিংশতি সংহিতা, অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, তন্ত্রসমূহ, পঞ্চরাত্রাগমসকল, অন্যান্য যাহা কিছু বাঙ্ময়—সবই সেই একমাত্র প্রণব-বীজ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। কঠোপনিষদে দেখা যায় নচিকেতা যমকে বলেন,—*অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। / অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ।।* —ধর্ম ও অধর্মের অতীত, কার্য ও কারণ হইতে পৃথক্ এবং অতীত, অনাগত ও বর্তমান হইতে ভিন্ন যে বস্তু আপনি দেখিতেছেন, তাহা আমাকে বলুন। তদুত্তরে যম বলেন,—*সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি। / যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি/ তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।।*—সমুদয় বেদ যাঁহাকে প্রাপ্তব্য বলিয়া নির্দেশ করেন, নিখিল তপস্যা যাঁহাকে প্রতিপাদন (ব্যক্ত) করেন, যাঁহার লাভের ইচ্ছায় মানবগণ ব্রহ্মচর্যব্রত আচরণ করিয়া থাকেন, আমি সর্ববেদের সার সংগ্রহ করিয়া সংক্ষেপে সেই ঈপ্সিততমকে বলিতেছি, তিনি এই "ওম"। *এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম। / এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।। / এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরম্। / এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।।*—এই অক্ষরই অপর ব্রহ্ম, এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ পরব্রহ্ম; এই অক্ষরকে জ্ঞাত হইয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহা হইয়া থাকে। এই অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বনই পর ও অপর উভয় ব্রহ্মবিষয়ক, এই অবলম্বনকে জ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হয়। *ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূত-ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব যচ্চান্যৎত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব।।* (মাণ্ডুক্যোপনিষৎ)— 'ওম্' এই অক্ষর পরম পদ, ইহাই সমস্ত স্থূল-সূক্ষ্ম স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ; ওঙ্কারের সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সমস্ত ওঙ্কারই এবং যাহা অন্য ত্রিকালাতীত, তাহা



ওঙ্কারই। উপনিষৎ-সমূহে ও নিখিলশাস্ত্রে ওঙ্কারকেই ব্রহ্ম, আত্মা, পরমতত্ত্ব বলিয়াছেন। রামনামের দ্বারা সে ওঙ্কার লাভ হয়। পরমজ্ঞান—*"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম", "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", "বাসুদেবঃ সর্বম্", "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" পরমার্থসারভূতং যদদ্বৈতমশেষতঃ।।* (বিষ্ণুপুরাণ)—**অশেষ ও অদ্বৈতই পরমার্থ সারভূত।** *একং সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ / তদচ্যুতো নাস্তি পরং ততোঽন্যৎ।/ সোঽহং স চ ত্বং স চ সর্বমেতদ্। / আত্ম-স্বরূপং ত্যজ ভেদমোহম্।।* (বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, ১৬)—**এই সংসারে যাহা কিছু আছে, সমস্ত এক—তাহা অচ্যুত। তাহা ভিন্ন অন্য পর কিছু নাই। সেই আমি, তুমিও সেই, এই চরাচর জগৎও তিনি—তিনি আত্মস্বরূপ। ভেদ-মোহ ত্যাগ কর।** এই পরমজ্ঞান রামনাম-জপকারী স্বতঃই লাভ করেন। ওঙ্কার-ব্রহ্ম সগুণ নির্গুণ। তিনিই চক্ষু-কর্ণাদি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়গণ, তিনিই প্রাণোপলক্ষিত আধিদৈবিক চন্দ্র, সূর্য, বিদ্যুৎ প্রভৃতি, তিনিই আধিভৌতিক বস্তুসমূহ। এ জগৎ মহাপ্রাণ প্রণবস্পন্দন হইতে উদ্ভূত। যাহা কিছু স্থূল পদার্থ নয়নগোচর হয়, তাহা সেই প্রণবস্পন্দনের স্থূলাবস্থা। সূক্ষ্মরূপে স্পন্দন ও তাহার আধার চিদাকাশ সর্বত্র বিরাজিত। ওঙ্কার কুলকুণ্ডলিনী, ওঙ্কারই আত্মা। ওঙ্কারই যখন রামনামের দ্বারা আবির্ভূত হন, তখন ওঙ্কার-সম্ভূত সমস্ত জগৎ যে এক, এই অদ্বৈত জ্ঞান লাভ হইবে—তাহার আর আশ্চর্য কি? "ধ্যানের মধ্যে পরম লয়"। এই রামনাম কীর্তন করিতে করিতে অনাহত নাদ স্বতঃই আবির্ভূত হন। যতপ্রকার লয়যোগ আছে, তন্মধ্যে নাদানুসন্ধানই সকলের শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবান শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,—*সদাশিবোক্তানি সপাদলক্ষ—লয়াবধানানি বসন্তি লোকে। নাদানুসন্ধানসমাধিমেকং মন্যামহে মান্যতমং লয়ানাম্।।২।।* (যোগতারাবলী) *নাদানুসন্ধান নমোঽস্তু তুভ্যং ত্বাং সাধনং তত্ত্বপদস্য জানে। ভবৎপ্রসাদাৎ পবনেন সাকং বিলীয়তে বিষ্ণুপদে মনো মে।।৩।।* (যোগতারাবলী)—**জগতে সদাশিব কথিত সপাদলক্ষ লয়যোগ আছে। তন্মধ্যে নাদানুসন্ধান-জাত সমাধিকেই সমস্ত লয়যোগের মান্যতম মনে করি।।২।। হে নাদানুসন্ধান! তোমায় নমস্কার! তোমাকে তত্ত্বপদের সাধন বলিয়া জানি। তোমার প্রসাদে পবনের সহিত আমার মন বিষ্ণুপদে বিলীন হইবে।** এইজন্যই 'রামনাম' ধ্যানের মধ্যে পরম লয় বলিয়া কথিত হন। *'যোগানাং পরমো যোগঃ'*—**যোগসমূহের মধ্যে রামনামকীর্তন পরম যোগ।** শিবযোগ, মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগ। মন্ত্রযোগের সিদ্ধির নাম মহাভাব, হঠযোগের সিদ্ধির নাম মহাবোধ আর লয়যোগের সিদ্ধির নাম মহালয়। রামনাম কীর্তন করিতে করিতে কোথা দিয়া কি ভাবে যে মহাভাব, মহাবোধ ও মহালয় সিদ্ধিত্রয় আসিয়া নামকারীকে পরমানন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করেন, নামকারী তাহা জানিতেও পারেন না। রাজযোগ বা পাতঞ্জল-যোগের সর্বচিত্তবৃত্তিনিরোধ নামকারীকে চেষ্টা করিয়া করিতে হয় না। রামনামে জাগরিতা প্রেমময়ী নাদময়ী জগজ্জননী কুলকুণ্ডলিনী আবেশে বিভোরা হইয়া রামনামকারীকে সতত সুমধুর সঙ্গীত শুনাইতে শুনাইতে কখন যে প্রাণনাথের সহিত একীভূতা হইয়া যান, নামপ্রেমী তাহা জানিতেও পারেন না। সেইজন্য শাস্ত্র উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন—যোগের মধ্যে পরম যোগ রামনামকীর্তন। *নামৈব পরমং জ্ঞানং ধ্যানং যোগস্তথা রতিঃ।/বিজ্ঞানং পরমং গুহ্যং রামনামৈব কেবলম্।।* (মৎস্যপুরাণে)—**নামই পরম জ্ঞান, ধ্যান, যোগ ও প্রেম। একমাত্র রামনামই পরম গোপনীয় বিজ্ঞান।** *নামৈব পরমং জ্ঞানং নামৈব চাখিলং জগৎ।/ নামৈব জীবনং জন্তোর্নামৈব বিপুলং ধনম্।।* (আদিপুরাণে)—**নামই পরম জ্ঞান, নামই অখিল জগৎ, নামই জীবগণের জীবন, নামই বিপুল ধন।** *রামনাম পরং জ্ঞানং রামনাম পরো রসঃ।/রামনাম পরো মন্ত্রো রামনাম পরো জপঃ।।*(রুদ্রযামলে)—**রামনাম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, রামনাম পরম রস, রামনাম অতি প্রশস্ত মন্ত্র, রামনাম পরম শোভন জপ।** শ্রুতি বলেন,—*"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"* (তৈত্তিরীয়)—**ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ।** *যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।* (তৈত্তিরীয়)—**যিনি স্বয়ং কর্তা, তিনিই রসস্বরূপ। এই জীব সেই রসকে লাভ করিয়া আনন্দী ভূমা-সুখসম্পন্ন হয়। রসই ব্রহ্ম। রামনাম-রসপানে মানব ভূমা-সুখ লাভে সমর্থ হইয়া থাকে।** রামনাম কেবল রস নহেন, রসতম ওঙ্কারেরও আকর। ওঙ্কারও রাম নাম হইতে উৎপন্ন হন। *"এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো রসঃ। অপামোষধয়ো রস ওষধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য বাগ্‌রসো বাচ ঋগ্‌রস ঋচঃ সামরসঃ সাম্ন উদ্‌গীথো রসঃ।।২"* (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১।১।২)—**এই চরাচর ভূতসমূহের পৃথিবী রস, সলিলরাশি পৃথিবীর রস, ওষধিসকল জলরাশির রস, মানবশরীর ওষধীসমূহের রস, ঋক্‌মন্ত্র বাকের রস, সাম ঋকের**



রস, উদ্গীথ ওঙ্কার সাম-মন্ত্রের রস।। *স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথ।*— সেই উদ্গীথ নামক ওঙ্কার তাহাই রস সকলের মধ্যে রসতম, সর্বোত্তম পরমাত্মার স্থানীয় এবং অষ্টম। এই রামনামগ্রহণে যোগী, জ্ঞানী, কর্মী সকলেই স্ব স্ব অভীষ্ট লাভে কৃতার্থ হইতে পারিবেন। এখানে জিজ্ঞাস্য—যদি রামনামের দ্বারা সকলেই কৃতার্থ হইতে সমর্থ হন, তাহা হইলে সাংখ্য-যোগ-বেদান্তাদি শাস্ত্র নিরর্থক?—না, নিরর্থক বলিতে পার না। কেন না, সকলের অধিকার একরূপ নহে; জন্মান্তরের কর্ম অনুসারে মানুষের প্রকৃতি গঠিত হয়। যিনি পূর্বজন্মে যে শাস্ত্রে ও সাধনে অনুরাগী ছিলেন, পরজন্মে তিনি সেই শাস্ত্রে ও সাধনে অনুরাগসম্পন্ন হন। মূল সূত্র—"বহু হইব—জন্ম গ্রহণ করিব"। তজ্জন্য অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন; তাঁহারা স্ব স্ব অভিমত শাস্ত্র অবলম্বনে সাধন করত পরমানন্দ প্রেম-পারাবারে অভিসার করিয়া থাকেন। এই রামনাম-পরমপাথেয় যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার জ্ঞান, যোগ ও মুক্তি না চাহিলেও স্বতঃই হইয়া যায়।—ভক্তগণ সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি ভগবান দান করিলেও গ্রহণ করেন না। তাঁহারা চাহেন সেবা। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, *"দদাত্যপি ন গৃহ্নন্তি ভক্তা মৎসেবনং বিনা"।*—ভক্তকে মুক্তিসকল দান করিলেও ভক্তগণ মুক্তি গ্রহণ করেন না। একমাত্র ভগবদ্ভক্তি প্রভাবেই ভক্তগণ শ্রীভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান এ যুগেও দর্শন দান এবং যোগক্ষেম বহন করেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—*যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞান-বৈরাগ্যতশ্চ যৎ।/যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।।৩২ সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।/ স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি।।৩৩* (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২০)—কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা যোগ এবং দান, ধর্ম বা শ্রেয়ঃসাধন অন্যান্য কর্মের দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, সেই সকল এবং স্বর্গমুক্তি এমন কি আমার বৈকুণ্ঠলোকও যদি অভিলাষ করেন, তবে আমার ভক্ত আমার ভক্তির দ্বারা তাহাও তৎক্ষণাৎ লাভ করিয়া থাকেন।। *ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম। / বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্।।৩৪।।*—আমার একান্তী ভক্ত ধীর সাধুগণ কিছুই ইচ্ছা করেন না। অধিক কি, আমি আত্যন্তিক মুক্তি প্রদান করিলেও তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন না। শ্রীভগবান ভক্তগণের গতির কথা বলিয়াছেন,—*যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়ো মলাঃ।/মহর্জন-তপঃ-সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ।।* (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৪।১৪)—যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের অমল গতি যোগাদির তারতম্য অনুসারে মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোকে হয় এবং ভক্তির যোগের গতি আমার বৈকুণ্ঠলোকে। যোগ জ্ঞান, তপস্যা—ভক্তকে কিছুই করিতে হয় না। অনন্যভাবে নাম-অবলম্বনকারী ভক্তের অঙ্গরক্ষী হইয়া যোগ, জ্ঞান, তপস্যা, মুক্তি প্রভৃতি শ্রীভগবানের চরণপ্রান্তে ভক্তকে লইয়া যান। *যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে। / তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ।।* (শ্রুতি)—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সাধনের যা সম্পত্তি, সেই সকল ব্যতীতও নারায়ণের আশ্রিত মানব ধর্মাদি চতুর্বর্গ লাভে সমর্থ হন। কিন্তু তাহা তো তাহারা প্রার্থনা করেন না। শ্রীভগবান স্বমুখে বলিতেছেন,—*মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্। / নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্।।৪৭* (শ্রীমদ্ভাগবত ৯।৪।।)—সেবাপূর্ণ ভক্তগণ আমার, সেবায় উপস্থিত সালোক্যাদি ইচ্ছা করেন না। তখন কালনাশ্য অপর দ্রব্যে বাসনার সম্ভব কোথায়? *মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।/সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।।৫।।* (শ্রীমদ্ভাগবত ৬।১৪।।)—হে মহামুনে! কোটিসংখ্যক মুক্ত-সিদ্ধগণের মধ্যেও প্রশান্তচিত্ত নারায়ণ-পরায়ণ প্রেমী ভক্ত সুদুর্লভ। ভক্তের আর কিছু করিতে হয় না। তাঁহার চিন্ময় নাম অবলম্বন করিয়া থাকিলেই পরমানন্দ-পারাবারে চির-নিমজ্জিত হইবেন। *হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।/স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নির্গুণো ভবেৎ।।২।।* (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮৮।।)—হরি সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, তিনি সর্বদৃক্ অর্থাৎ সাক্ষীরূপে সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতেছেন; সুতরাং তিনি প্রকৃতির অতীত। তাঁহার উপাসনা করিলেই গুণাতীত হওয়া যায়। শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন,—*সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।/ অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। ৬৬* (শ্রীগীতা)—হে অর্জুন! তুমি সমস্ত ধর্মবিধি-কৈঙ্কর্য পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব। শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—*তস্মাৎ ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।/ প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব বা।।১৪।। মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্। / যা হি*

সর্বাত্মভাবেন ময়াস্যাহ্যকুতোভয়ঃ।।১৫।। (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১২।।)—**অতএব হে উদ্ধব! শ্রুতি-স্মৃতি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, শ্রোতব্য-শ্রুত সমস্ত উৎসর্জনপূর্বক সর্বদেহীর শরণ্য পরমাত্মা আমার শরণ গ্রহণ করো; তাহা হইলে আমার দ্বারা তোমার নিখিল ভয় বিদূরিত হইবে। ভক্তগণের প্রতি কি অভয় আশ্বাস! অন্য কোন সাধন-ভজন করিবার প্রয়োজন নাই! কিছু শুনিতে হইবে না!** একমাত্র—*"মামেকং শরণং ব্রজ"*—**আমার শরণাগত হও।** আমি তোমায় সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব। তোমার কোনস্থানে—ইহলোকে, পরলোকে, জাগ্রতে, স্বপ্নে সুষুপ্তিতে ভয় থাকিবে না। আমি তোমায় বক্ষে করিয়া সতত রক্ষা করিব। তাঁহার শ্রীমুখের বাণী—*সুকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।/ অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম।* (রামায়ণে)—**যে একবারও 'তবাস্মি' বলিয়া শরণ গ্রহণ করে, সর্বভূত হইতে তাহাকে অভয়দান করা আমার ব্রত।** তাঁহার শরণাগত হইয়া নাম লইয়া ভক্তগণ পরমানন্দে অবস্থান করেন। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—*মদুক্তং সত্যমেতত্ত্ব বাক্যং মে শৃণুতাধুনা। / সকৃদুচ্চার্য মন্নাম মে তুল্যো জায়তে নরঃ।।* (বায়ুপুরাণে)—**অধুনা আমার সত্য বাক্য শ্রবণ কর, আমার নাম একবার উচ্চারণ করিলে মানব আমার তুল্য হয়।** একবার শ্রীনাম উচ্চারণে মানুষ শ্রীভগবানের ন্যায় আনন্দময় হইয়া যায়। তাঁহার শ্রীমুখের বাণী—*নাহং বেদৈর্নতপসা নেজ্যয়া নাপিতীর্থতঃ। / সন্তুষ্যামি দ্বিজশ্রেষ্ঠ যথা নাম্নাং প্রকীর্তনাৎ।। / গানেন নাম গুণয়োর্মম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।।* (অদ্ভুত রামায়ণে)—**হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বেদপাঠ, তপস্যা, যজ্ঞ ও তীর্থের দ্বারা আমি তদ্রূপ সন্তুষ্ট হই না, যে প্রকার নামকীর্তনে হইয়া থাকি। মানব আমার নাম বা গুণকীর্তনে সাযুজ্যলাভে সমর্থ হয়।** জয় নামের জয়! জয় নাম! জয় নাম! এই "শ্রীরামনাম-মাহাত্ম্য" গ্রন্থে শ্রীভগবান রামচন্দ্রের নাম-মহিমা সঙ্কলিত হইয়াছে।

শ্রীগুরুদেব রামনাম পূর্বেই দিয়াছিলেন। আত্মশুদ্ধির জন্যই প্রথমে নাম-মহিমা-সংগ্রহের বাসনা জাগ্রত হয়। সে অনেক দিনের কথা। বোধ হয় ১৩২৭ সাল। ঠাকুরটির কৃপায় এমন একটি অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়—মনকে কিছুতেই স্থির করিতে পারি না। নাম করি, পাঠ করি, তাহার কোন সংস্কার মনের উপর পড়ে না। মন উন্মত্তের মত চতুর্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে থাকে। হতাশ হইয়া পড়ি। এই সময় পরমগুরুদেবের পুত্র শ্রীমদ্ লক্ষ্মীনারায়ণ দাস মহারাজকে সর্বদা রামনাম করিতে দেখি। তাঁহার দেখাদেখি আমরাও রাম রাম করিতে আরম্ভ করি এবং বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে নাম-মহিমা-সংগ্রহ আরম্ভ করা হয়।

এই দীর্ঘ জীবন-সংগ্রামে কত মান, কত অপমান, কত নিন্দা, কত সুখ্যাতি, কত দারিদ্র্যের পীড়ন, কত রোগভোগ করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করিবার সামর্থ নাই। কেবল শ্রীগুরুপাদুকা ও রামনামের বলে সে সংগ্রামে জয়লাভে সমর্থ হইয়াছি। উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে জিহ্বা অবিরাম রাম রাম জপ করিত। সকল অবস্থাতেই আনন্দ দান করিতে করিতে সেই রামনাম ও শ্রীগুরুপাদুকা—ছাত্রজীবন ও অধ্যাপকজীবনের অবসান করিয়া প্রচারকজীবন আনিয়া দিলেন। ১৭/১৮ বৎসরকাল প্রচারকজীবন নাম লইয়া অতিবাহিত হইয়াছে। বর্তমানে ঠাকুরটির কৃপায় একান্তী জীবন পাইয়াছি। জানি না কতদিন তিনি এভাবে রাখিবেন। এই অবসরে দীর্ঘকালের সংগৃহীত নামমাহাত্ম্যগুলি একত্র করিতে ঠাকুরটি প্রেরণা দেন। এই পুস্তকে কেবল রামনামের মহিমা বিবৃত হইল। শ্রীরামরহস্য-উপনিষদ, শ্রীরামপূর্বতাপিনী, শ্রীরামউত্তরতাপিনী, মুক্তিকোপনিষদ, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্মপুরাণাদি বিবিধ পুরাণ, শ্রীরামনাম-মহিমা (হিন্দী সংগ্রহ-গ্রন্থ), বেদার্থ-প্রকাশ রামায়ণ (সংগ্রহ-গ্রন্থ), শ্রীভগবন্নামমাহাত্ম্য-সংগ্রহ এবং অন্যান্য বহু গ্রন্থ হইতে রামনাম-মহিমা সংগ্রহ করত মাত্র অনুবাদ করা হইল।

ইতঃপূর্বে ১৩৫৮ সালের ১০মাস মৌনকালটিতে পুরীধামে "শ্রীশ্রীনামামৃত লহরী" নামে নাম-মহিমা ছয়টি প্রকরণে দেড়শত উচ্ছাসে বিস্তৃতভাবে ঠাকুরটি লিখাইয়াছেন। মাত্র প্রথম প্রকরণটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। "দেবযান", "কল্যাণ", "সুদর্শন" প্রভৃতি মাসিকপত্রসমূহে অন্যান্য উচ্ছাস ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। এই গ্রন্থে কেবল সানুবাদ রামনাম-মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ঠাকুরটির যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণনাম—বাসুদেব, নারায়ণ, গোবিন্দ প্রভৃতি নাম-মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ করাইবেন। পরিশেষে নিবেদন—সীতারামের মত একটি অপদার্থকে শ্রীনাম যে অবস্থায় আনিয়া উপস্থিত

করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা নামের মাহাত্ম্য আর কিছু আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। অতঃপর জ্ঞানগ্রন্থ যোগবাশিষ্ঠ-মহারামায়ণের চরম কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিতেছি। জয় নাম! জয় নাম! জয় নাম!

শ্রীভগবান বিশ্বামিত্র—হে নিখিল জনগণ! তোমরা শ্রীভগবান রামচন্দ্রকে প্রণাম কর। তাহা হইলে তোমরা সর্বোৎকর্ষ লাভ করিবে। আশা করি কেহ কেহ শ্রীরামের ন্যায় জীবন্মুক্ত হইয়া চিরসুখী হইবে। জ্ঞান যেমন মুক্তির কারণ, কর্মও সেইরূপ মুক্তির কারণ। ইহা শ্রীভগবান রামচন্দ্র নিজে জ্ঞান ও কর্ম পালন করিয়া লোককে শিক্ষা দিয়াছেন। **যাঁহারা ইঁহার দর্শন, নামস্মরণ, গুণশ্রবণ এবং ইঁহার চরিত্রের অনুকরণ করিবে, ইঁহাকে ভক্তি করিবে, ইনি—সেই সমস্ত লোক যেরূপ অবস্থায় থাকুক না কেন, তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান করিবেন।** মহাত্মা রামচন্দ্র ত্রিলোকবাসীর অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছেন।(যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ শেষ অধ্যায়) *জয় রাম! জয় নাম!/ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামায় পরমাত্মনে।/ সর্বভূতান্তরস্থায় সসীতায় নমো নমঃ।।১।।/ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামচন্দ্রায় বেধসে।/ সর্ববেদান্তবেদ্যায় সসীতায় নমো নমঃ।।২।।/ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীবিষ্ণবে পরমাত্মনে।/ পরাৎপরায় রামায় সসীতায় নমো নমঃ।।৩।। / ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরঘুনাথায় শার্ঙ্গিণে।/ চিন্ময়ানন্দরূপায় সসীতায় নমো নমঃ।।৪।। / ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় চক্রিণে। / বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় সসীতায় নমো নমঃ।।৫।। / ওঁ নমো ভগবতে শ্রীবাসুদেবায় বিষ্ণবে।/পূর্ণানন্দৈকরূপায় সসীতায় নমো নমঃ।।৬।।/ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামভদ্রায় বেধসে। / সর্বলোকশরণ্যায় সসীতায় নমো নমঃ।।৭।। / ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরামায়ামিততেজসে। / ব্রহ্মানন্দৈকরূপায় সসীতায় নমো নমঃ।।৮।।/ কণকনিকষভাসা সীতয়ালিঙ্গিতাঙ্গো / নবকুবলয়দাম-শ্যামবর্ণাভিরামঃ। / অভিনব ইব বিদ্যুন্মণ্ডিতো মেঘখণ্ডঃ / শময়তু মম তাপং সর্বতো রামচন্দ্রঃ।। / কামতোঽকামতো বাপি যৎকরোমি শুভাশুভম্। / তৎ সর্বং ত্বয়ি সন্ন্যস্তং তৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্।।*

সীতারাম ওঙ্কার মঠ / স্নানযাত্রা—১লা আষাঢ় ১৩৬১

শ্রীশ্রীরামনামসংকীর্তনম্

পশ্চিমোত্তর এবং দক্ষিণভারতে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিয়মিত কেউ নিত্য, কেউ বা পূর্ণিমায় শ্রীরামনাম সংকীর্তন পাঠ করান। স্বামী বিবেকানন্দ তা দেখে বাংলায় নিয়ে রামনাম সংকীর্তন প্রকাশ করেন। জনগণকে পাঠে প্রবৃত্ত করেন। শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব এক নিত্য প্রার্থনায় বইটিতে সন্নিবেশিত করেন। সংক্ষেপে সমগ্র রামায়ণ কাহিনী এতে বিধৃত।

আবৃত্তিস্তৃতীয়া

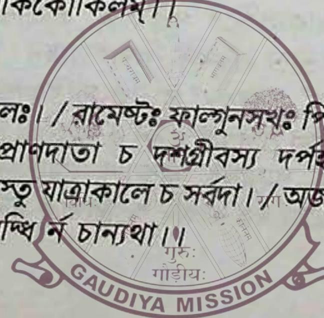
মঙ্গলাচরণম্

অপ্রমেয়ত্রয়াতীতনির্মলজ্ঞানমূর্তয়ে। / মনোগিরাং বিদূরায় দক্ষিণামূর্তয়ে নমঃ।।

যঃ পৃথ্বীভরবারণায় দিবিজৈঃ সম্প্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ। / সংজাতঃ পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোঽব্যয়ঃ।। নিশ্চক্রং হতরাক্ষসঃ পুনরাগাদ্ ব্রহ্মত্বমাদ্যং স্থিরাং। / কীর্তিং পাপহরাং বিধায় জগতাং তং জানকীশং ভজে।। / বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়াদিষু হেতুমেকং / মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমূর্তিম্। / আনন্দসান্দ্রমমলং নিজবোধরূপং / সীতাপতিং বিদিততত্ত্বমহং নমামি।। / কূজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরং।/ আরূঢ়কবিতাশাখং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্।।

যাত্রামঙ্গলম্

হনুমান্ অঞ্জনাসূনুর্বায়ুপুত্রো মহাবলঃ। / রামেষ্টঃ ফাল্গুনসখঃ পিঙ্গাক্ষোঽমিতবিক্রমঃ।/ উদধিক্রমণশ্চৈব সীতাশোকবিনাশনঃ। / লক্ষণপ্রাণদাতা চ দশগ্রীবস্য দর্পহা। / দ্বাদশৈতানি নামানি কপীন্দ্রস্য মহাত্মনঃ। / প্রাতঃকালে পঠেৎ যস্তু যাত্রাকালে চ সর্বদা। / অজাড্যং বকপুটুত্বং স্যাৎ নির্ভয়ত্বমরোগিতা। / ভয়ানি তস্য নশ্যন্তি কার্যসিদ্ধির্ন চান্যথা।।



শ্রীহনুমৎ ধ্যান-স্তোত্র-প্রণামাঃ

ধ্যানম্

মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি। / তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন্।। / লাক্ষারক্তারুণং রৌদ্রং কালান্তকথামাপ্রমং জ্বলদগ্নিসমানত্রং সূর্যকোটিসমপ্রভম্।। / অঙ্গদাদ্যৈর্মহাবীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্। / এবংরূপং হনুমন্তং ধ্যাত্বা যঃ প্রজপেন্মনুং।। / লক্ষজপাৎ প্রসন্ন স্যাৎ সত্যং তে কথিতং ময়া।।

স্তোত্র

যো জাতমাত্রসময়ে বলবান্ গভস্তে, র্বিম্বং নিরীক্ষ্য ফলমিত্যবিচার্য সম্যক্। জগ্রাহ পাণিযুগলে সহসা মুমোচ, শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনুমান্।।১।।অত্যুৎকটপ্রকটিতাতলধৈর্যবর্যঃশ্রীরামকার্যকরণে প্রথিতৈকবীরঃ। গত্বা বিলঙ্ঘ্য গতবারিধিবারিতীরঃ, শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনুমান্।।২।। নিঘ্নন্নশোকবনভূরুহরক্ষপালান্, ভঞ্জন্ মহাবহুপশূংশ্চ শতং সহস্রম্।ভুঞ্জন্ ফলানি বিবিধানি হি বীক্ষ্য সীতাং, শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনুমান্।।৩।। বিভ্রৎ সদা বপুষি বজ্রচয়ে বলীয়ান্, তেজঃসহায়সময়ং প্রকটীচকার। লঙ্কাং দদাহ দশবক্ত্র সভাসমক্ষং, শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনুমান্।।৪।। মুদ্রাং সমর্প্যরঘুনন্দননামচিহ্নাং, চূড়ামণিং জনকরাজসুতাগতন্তম্। আনীয় রামমভিবাদয়তি স্ম বীরঃ, শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনুমান্।।৫।। রামানুজে মহতি যো জগতীতলে চ, শক্ত্যাহতে রণমুখে দশকন্ধরেণ। আনীয় ভেষজমজীবয়দেব চাশু, শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনুমান্।।৬।। কারাগৃহে মনসি চিন্তিত এব যস্মিন্, বন্ধো জনো হি লভতে তত আশু মোক্ষম্। ক্রব্যাদ-যক্ষ-শবরাদিভয়াপহারী, শ্রীমানসৌ জয়তি বায়ুসুতো হনুমান্।।৭।। তুভ্যং নমঃ সকলমঙ্গলদায়কায়, তুভ্যং নমোঽস্তু পবনানলসম্ভবায়। তুভ্যং নমোঽস্তু জগতাং পরমোপকর্ত্রে, সর্বার্থদুঃখহরণায় নমো নমস্তে।।৮।। ইদং হনুমতঃ স্তোত্রং মহাপাতকনাশনম্। / সংগ্রামজয়দং পুণ্যং দেবানামপি দুর্লভম্।।/যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় স্নানে বা শয়নেঽপি বা। / বিষং ন বাধতে তস্য ন চ হিংসন্তি হিংসকাঃ।।/বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং ধনার্থী লভতে ধনম্। / পুত্রার্থী পুত্রমাপ্নোতি নারী পত্যুঃ প্রিয়া ভবেৎ।।/বায়ুসুতস্য স্তোত্রস্য পঠনাৎ শ্রবণাত্তথা। / লভতে সকলান্ কামান্ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।। / রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। / দুর্বলো বলমাপ্নোতি ভবেৎ বায়ুসুতোপমঃ।। / বিঘ্নাঃ সর্বে পলায়ন্তে তং দৃষ্ট্বা নাত্র সংশয়ঃ। / সংগ্রামে ব্যবহারে চ বিজয়স্তস্য জায়তে। / বন্ধানান্মুক্তিমাপ্নোতি যাত্রায়াং সিদ্ধিরেব চ।। / ইতি শ্রীগরুড়তন্ত্রে হনুমৎকল্পে শ্রীহনুমৎস্তোত্রং সমাপ্তম্।

প্রণামঃ

অতুলিতবলধামং স্বর্ণ শৈলাভদেহং, দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্। সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং, রঘুপতিবরদূতং বাতজাতং নমামি।। গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্ রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্। অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকীশোকনাশনং, কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্।। উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং, যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ। আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং, নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্।। মনোজবং মারুততুল্যবেগং, জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্। বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং, শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি।। যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং তত্র তত্র শিরসাকৃতাঞ্জলিম্। বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং, মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্।।

শ্রীশ্রীনামরামায়ণ-কীর্তনম্

শ্রীরামাবতার

ধ্যান



কালাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং। বীরাসনাধ্যাসিনং মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি।। সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং। পশ্যন্তীং মুকুটাঙ্গদাদিবিবিধাঽকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে।।১।।

ধ্যান

ধ্যায়েদাজানুবাহুং ধৃতশরধনুষং বদ্ধপদ্মাসনস্থং।। পীতং বাসো বসানং নবকমলদলস্পর্ধিনেত্রং প্রসন্নম্।। বামাঙ্কারূঢসীতামুখকমলমিলল্লোচনং নীরদাভং। নানাঽলঙ্কারদীপ্তং দধতমুরুজটামণ্ডলং রামচন্দ্রম্।।২।।

ধ্যান

অযোধ্যানগরে রম্যে রত্নমণ্ডপমধ্যগে। স্মরেৎ কল্পতরোর্মূলে রত্নসিংহাসনং শুভম্।।৩।। তন্মধ্যেঽষ্টদলং পদ্মং নানারত্নৈশ্চ বেষ্টিতং স্মরেন্মধ্যে দাশরথিং সহস্রাদিত্যতেজসম্।।৪।। বৈদেহীসহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামণ্ডপে মধ্যেপুষ্পকমাসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্। অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসুতে তত্ত্বং মুনিভ্যঃ পরং ব্যাখ্যান্তং ভরতাদিভিং পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্।।৫।। রাজরাজং রঘুবরং কৌশল্যানন্দবর্ধনম্। ভর্গং বরেণ্যং বিশ্বেশং রঘুনাথং জগদ্গুরুম্।।৬।। রামরত্নমহং বন্দে চিত্রকূটকপেটকম্। কৌশল্যাশুক্তিসম্ভূতং জানকীকণ্ঠভূষণম্।।৭।।

শ্রীশ্রীনামরামায়ণ-কীর্তনম্

বালকাণ্ডম্।

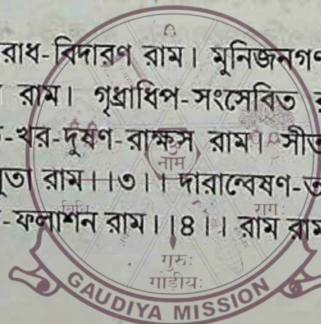
পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম। তুরীয় নির্গুণ গুণময় রাম। স্বপ্ন-সুষুপ্তি-নিয়ামক রাম। সুর-নর-তির্যক্-রূপ ধৃত রাম।।১। প্রণবান্তর্গত সীতা-রাম। কালান্তক পরমেশ্বর রাম। শেষতল্পসুখ-নিদ্রিত রাম। লক্ষ্মী-লক্ষ্মণ-সেবিত রাম।।২।। ব্রহ্মাদ্যমর-প্রার্থিত রাম। চণ্ডকিরণ-কুল-মণ্ডন রাম। কৌশল্যা-সুখবর্ধন রাম। দশরথ-তোষণ কারণ রাম।।৩।। বিশ্বামিত্র-প্রিয়ধন রাম। ঘোর-তাটকা-ঘাতক রাম। কৌশিক-মখ-সংরক্ষক রাম। মারীচবিস্ময়-কারক রাম।।৪।। চৈতন্যদ-পটু-পদরজো রাম । শ্রীমদহল্যোদ্ধারক রাম। নাবিক-ধাবিত-পদযুগ রাম। মিথিলাপুর-জন-মোহক রাম।।৫।। ত্র্যম্বক-কার্মুক-ভঞ্জক রাম। জনকতপঃফল-রূপক রাম। সীতার্পিত-বরমালিক রাম ক্ষৌণীতনয়া-সঙ্গত রাম।।৬।। কৃত-বৈবাহিক-কৌতুক রাম। ভার্গব-দর্প-বিনাশক রাম। শ্রীমদযোধ্যাভূষণ রাম। সীতা-হৃৎপঞ্জর-শুক রাম।।৭।। রাম রাম জয় রাজা রাম। গৌরীশঙ্কর সীতারাম। রাম রাম জয় রাজা রাম। গৌরীশঙ্কর সীতারাম।।৮।।

অযোধ্যাকাণ্ডম্।

অগণিত-গুণ-গণ-ভূষিত রাম। শ্রীমদ্-রবিকুল দীপক রাম। কেকয়তনয়া-বঞ্চিত রাম। পিত্রাজ্ঞাশ্রিত-কানন রাম।।১।। প্রিয়-গুহপূজিত তাপস রাম। ভরদ্বাজমুখানন্দক রাম। চিত্রকূটাদ্রি-নিবসন রাম। দশরথ-সন্তত-চিন্তিত রাম।।২।। দুঃখিত-ভরত-প্রার্থিত রাম। কৃত-নিজ-পিতৃ-কর্মক রাম। কৈকেয়ী-শোক-নাশক রাম। ভরতার্পিত-নিজপাদুক রাম।।৩।। রাম রাম জয় রাজা রাম। গৌরীশঙ্কর সীতারাম। রাম রাম জয় রাজা রাম গৌরীশঙ্কর সীতারাম।।৪।।

অরণ্যকাণ্ডম্।

দণ্ডককানন-বিহরণ-রাম দুষ্ট-বিরাধ-বিদারণ রাম। মুনিজনগণ-দত্তাভয় রাম। সুতীক্ষ্ণ-শরভঙ্গার্চিত রাম।।১।। অগস্ত্য-দত্ত-মহায়ুধ রাম। গৃধ্রাধিপ-সংসেবিত রাম। পঞ্চবটীতট-সুস্থিত রাম। হৃত-শূর্পণখা-নাসিক রাম।।২।। হত-খর-দুষণ-রাক্ষস রাম। সীতাপ্রিয়-মৃগ-বঞ্চিত রাম। দারিত মারীচ রাক্ষস রাম। দৈত্যেশ্বর-হৃত-ভূসুতা রাম।।৩।। দারান্বেষণ-তৎপর রাম। গৃধ্রাধিপ-গতি-দায়ক রাম। কবন্ধ-বাহু-চ্ছেদন রাম। শবরীদত্ত-ফলাশন রাম।।৪।। রাম রাম জয় রাজা রাম। গৌরীশঙ্কর সীতারাম



রাম রাম জয় রাজা রাম। গৌরীশঙ্কর সীতারাম ।।৫।।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ডম্।

পম্পাসরসীতটগত রাম। দৃষ্টা বিস্মিত দুঃখিত রাম। ঋষ্যমূক-সমুপাগত রাম। দ্বিজাকৃতি-হনুমৎপূজিত রাম।।১। সুগ্রীবনিবেদিত-নিজকথ রাম। প্রাপ্তাবনিজা-ভূষণ রাম। লীলাক্ষিপ্ত-দুন্দুভি-শিরো রাম। সপ্ত-মহাতাল-খন্ডিত রাম।।২।। নত-সুগ্রীবাভীষ্টদ রাম। গর্বিত-বালি-সংহারক রাম। তারা-মুক্তিপ্রদায়ক রাম। অভিসিক্তাঙ্গদ-যুবরাজ রাম।।৩।। প্রবর্ষণ-শিখরাবাসক রাম। দত্ত-ক্রিয়াযোগ-লক্ষ্মণ রাম। সীতা-বিরহজ-শোকসহ রাম। বিস্মৃত-সুগ্রীব-ভয়প্রদ রাম।।৪।। বানরসেনা-পরিবৃত রাম। প্রেষিত বানর-নায়ক রাম। হনুমাদর্পিত-মুদ্রক রাম। বদরীপ্রস্থিত-যোগিনী রাম।।৫।। রাম রাম জয় রাজা রাম। গৌরীশঙ্কর সীতারাম। রাম রাম জয় রাজা রাম। গৌরীশঙ্কর সীতা রাম।।৬।।

সুন্দরকাণ্ডম্।

জলনিধি-লঙ্ঘনে সংস্মৃত রাম। হনুগতিবিঘ্নবিধ্বংসক রাম। সীতা-সন্তত-চিন্তিত রাম। সীতাপ্রাণাধারক রাম।।১।। দুষ্ট-দশানন-দূষিত রাম। শিষ্ট-হনূমদ্-ভূষিত রাম। মারুতি-নাশিত-রাক্ষস রাম। আগত-হনুমদ-বন্দিত রাম।।২।। প্রাপ্ত সীতাকথা দুঃখিত রাম। কৃত চূড়ামণি দর্শন রাম সীতার্তাতোষিত রাম। কপিবরদত্তালিঙ্গন রাম।।৩।। রাম রাম জয় রাজা রাম। গৌরীশঙ্কর সীতারাম। রাম রাম জয় রাজা রাম। গৌরীশঙ্কর সীতারাম ।।৪।।

যুদ্ধকাণ্ডম্।

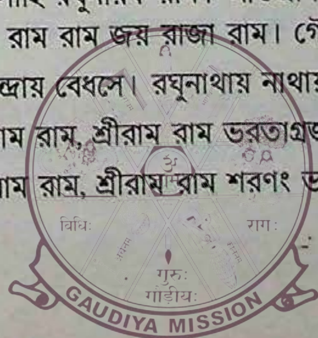
বানরসৈন্য-সমাবৃত রাম। সহ্যমলয়-সমতিক্রম রাম। জলনিধিবেলা বাসক রাম। বিভীষণাভয়দায়ক রাম।।১।। রাবণচর-শুকতারক রাম। জলনিধি-গর্ব-নিবারক রাম। সাগর-সেতুবন্ধক রাম। বিলুল-সুবেলাচল গত রাম।।২।। অতিকায়াসুর-বিনাশক রাম। রাক্ষসসঙ্ঘ-বিমর্দক রাম। কুম্ভকর্ণ-শিরশ্ছেদক রাম। মুনীশ্বর-নারদ-সংস্তত রাম।।৩।। অহি-মহীরাবণ-চারণ রাম রাবণকণ্ঠ-বিলুণ্ঠক রাম। অভিষিক্তবিভীষণনত রাম। সীতালোকন-তৎপর রাম।।৪।। অগ্নিপরিশোধিত সীতারাম। ব্রহ্মান্দ্রাদি সমীড়িত রাম। খস্থিত-দশরথ-বীক্ষিত রাম। মৃত-বানর-সংজীবন রাম।।৫।। পুষ্পকযানারোহণ রাম। ভরদ্বাজাভিনিষেবণ রাম। ভরত-প্রাণ-প্রীতিকর রাম। মাতৃগণ-গুরু-বন্দিত রাম।।৬।। অভিষেকোৎসব হর্ষিত রাম। বিধি-ভব-সুর-সম্মানিত রাম। কোশল-কুলানুগ্রহকর রাম। আজড়-মোক্ষ-প্রদপটু রাম।।৭।। রাম রাম জয় রাজা রাম। গৌরীশঙ্কর সীতারাম। রাম রাম জয় রাজা রাম। গৌরীশঙ্কর সীতারাম।৮।।

উত্তরকাণ্ডম্।

আগত-মুনিগণ-সংস্তত রাম। রাক্ষস-বানর-কথা-শ্রুত রাম। জনকতনয়াসুখবিহরণ রাম। নীতি সুরক্ষিত জনপদ রাম।।১।। লোকাপবাদাদতিভীত রাম বিপিনত্যাজিত-জনকজা-রাম সৌমিত্রি-প্রার্থিত-নিজ-গীত রাম। কারিত লবণাসুর বধ রাম।।২।। স্বর্গত-শম্বূকস্তুক রাম। স্বতনয়-কুশলব-বন্দিত রাম। অশ্বমেধ-ক্রতু-দীক্ষিত রাম। সীতা-লক্ষ্মণ-বর্জিত রাম।।৩।। অযোধ্যা জনগণ মুক্তিদাতা রাম। বিধিমুখ-বিবুধানন্দক রাম। তেজোময়-নিজরূপক রাম। সংসৃতি-বন্ধ-বিমোচক রাম।।৪।। বৈকুণ্ঠালয়-সংস্থিত রাম। ব্রহ্মানন্দপদস্থিত রাম। পাহি পাহি রঘুনায়ক রাম। আর্তত্রাণ-পরায়ণ রাম।।৫।। রাম রাম জয় রাজা রাম। গৌরীশঙ্কর সীতারাম। রাম রাম জয় রাজা রাম। গৌরীশঙ্কর সীতারাম।।৬।।

প্রণাম— রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।।

প্রার্থনা— শ্রীরাম রাম রঘুনন্দন রাম রাম, শ্রীরাম রাম ভরতাগ্রজ রাম রাম।
শ্রীরাম রাম রণকর্কশ রাম রাম, শ্রীরাম রাম শরণং ভব রাম রাম।।



শ্রীরামচন্দ্র চরণৌ মনসা স্মরামি। শ্রীরামচন্দ্র চরণৌ বচসা গৃণামি।
শ্রীরামচন্দ্র চরণৌ শিরসা নমামি। শ্রীরামচন্দ্র চরণৌ শরণং প্রপদ্যে।
মাতা রামো মৎপিতা রামচন্দ্রঃ। স্বামী রামো মৎসখো রামচন্দ্র।
সর্বস্বং মে রামচন্দ্র দয়ালু। নান্যং জানে নৈব জানে ন জানে।
ভর্জনং ভববীজানাং অর্জনং সুখসম্পদাং। তর্জনং যমদূতানাং রাম রামেতি গর্জনম্।।



শ্রীরামনাম-মাহাত্ম্য

বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে শ্রীরামনামের মাহাত্ম্য নিয়ে যে আলোচনা দেখা যায়, বঙ্গার্থসহ তা এখানে যথাসাধ্য উদ্ধৃত করা হলো।

ওঁ

মনোভিরামং নয়নাভিরামং বচোভিরামং শ্রবণাভিরামম্।/ সদাভিরামং সততাভিরামং বন্দে সদা দাশরথিঞ্চ রামম্।। (মহানাটকে) **মনের মনোহর, নয়নের রমনীয় বচনের মনোরম, শ্রবণের সুন্দর, সর্বদা অভিরাম, নিরন্তর রমণীয় দাশরথি রামকে সতত বন্দনা করি।**

শ্রীরামরহস্যোপনিষদ্

শ্রীরাম উবাচ—অথ পঞ্চ দণ্ডকানি পিতৃঘ্নো মাতৃঘ্নো ব্রহ্মঘ্নো গুরুহননঃ কোটিযতিঘ্নেঽনেক কৃত পাপো যে মম যণ্ণবতি কোটি নামানি জপতি স তেভ্যঃ পাপেভ্যঃ প্রমুচ্যতে। স্বয়মেব সচ্চিদানন্দ স্বরূপো ভবেন্ন কিম্।।১।। **যে মানব পিতৃঘাতী, মাতৃহন্তা, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুহননকারী, কোটি যতিবিনাশক এবং আরও অনেক পাপকারী, সে ব্যক্তি আমার ৯৬ কোটি নাম জপ করলে সেই সকল পাপ রাশি থেকে মুক্ত হয়। বেশী কি, সে স্বয়ং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ হয়ে যায়।।১।।** রাম এব পরং ব্রহ্ম রাম এব পরাৎপরম্। রাম এব পরং তত্ত্বং শ্রীরামো ব্রহ্ম-তারকম্।।২।। **রামই পরম ব্রহ্ম, রামই পরাৎপর, উত্তমের উত্তমতম, রামই পরতত্ত্ব, শ্রীরাম তারকব্রহ্ম।।২।।**

যথৈব বটবীজস্থঃ প্রাকৃতশ্চ মহাদ্রুমঃ। তথৈব রামবীজস্থং জগদেতচ্চরাচরম্।।৩।।

রামতত্ত্বং বিজানাতি হনুমানথ লক্ষ্মণঃ। তদ্‌বিমর্শে তু কা শক্তিরিতরস্যোদরম্ভরেঃ।।৪।।

রাম রামেতি রামেতি রমে রামমনোরমে। সহস্রনাম তত্তুল্যং রামনাম বরাননে।।৫।। অগ্নীষোমাত্মকং রূপং রামবীজে প্রতিষ্ঠিতম্।।৫(ক)।। আদ্যো রাতৎপদার্থঃ স্যান্মকারস্ত্বং পদার্থবান্। তয়োঃ সংযোজনমসীত্যাত্মতত্ত্ববিদো বিদুঃ।।৬।। রমন্তে যোগিনো নিত্যং যদ্বা রময়তি স্বকম্। নির্গুণং সচ্চিদানন্দং সগুণঞ্চেতি কীর্ত্যতে।।৭।।

যেরকম বটের বীজের মধ্যে বিশাল গাছটি লুকিয়ে থাকে সেইরকম এই চরাচর জগৎ রামবীজে অবস্থিত।।৩।। হনুমান এবং লক্ষ্মণ রামতত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত আছেন। তথ্যের বিচারে, যারা উদর-সর্বস্ব তাদের কি শক্তি আছে? ৪।। হে সুন্দরবদনে, রামমনোরমে, রমণীয়ে! রাম রাম রাম এই রামনাম হাজার বিষ্ণুনামের তুল্য।।৫।। রামবীজে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অগ্নিষোমাত্মক রূপ।।৫(ক)।। প্রথম "রা" তৎপদার্থ, "ম"-কার ত্বং-পদার্থবান, উভয়ের সংযোজন "অসি"—আত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ এটি অবগত আছেন অর্থাৎ তৎমাত্ব তুমিই ব্রহ্ম।।৬।। যোগিগণ নিত্য রমণ করেন অথবা নিজের দাসগণকে রমণ করান, তিনি একাধারে, নির্গুণ সচ্চিদানন্দ ও সগুণ বলিয়া কীর্তিত হন (নির্গুণ সগুণের অতীত এও নিশ্চিত)।।৭।।

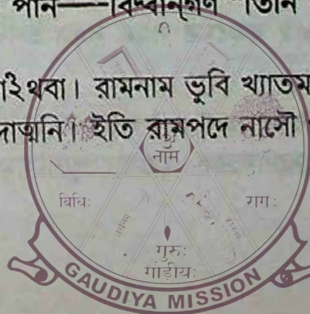
শ্রীরামপূর্বতাপিন্যুপনিষদ্

ধর্মমার্গং চরিত্রেণ জ্ঞানমার্গঞ্চ নামতঃ। তথা ধ্যানেন বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং স্বস্য পূজনাৎ।।৮।। ওঁ তৎসৎ ওঁ। ওঁ চিন্ময়েঽস্মিন মহাবিষ্ণৌ জাতে দশরথে হরৌ। রঘোঃ কুলেঽখিলং রাতিরাজতে যো মহীস্থিতঃ।। স রাম ইতি লোকেষু বিদ্বদ্‌ভিঃ প্রকটীকৃতঃ।।৯।।

শ্রীরামচন্দ্র চরিত্রের দ্বারা ধর্মমার্গ, নামের দ্বারা জ্ঞানমার্গ, ধ্যানের দ্বারা বৈরাগ্য এবং পূজার দ্বারা ঐশ্বর্য দান করেন।।৮।। শ্রীচিন্ময় মহাবিষ্ণু হরি দশরথ থেকে উৎপন্ন হয়ে রঘুকুলে অখিল দান করেন, যিনি পৃথিবীতে থেকে শোভা পান—বিদ্বানগণ "তিনি রাম" এই ভাবেই তাঁকে জগতে প্রকাশ করেছেন।।৯।।

রাক্ষসা যেন মরণং যান্তি স্বোদ্রেকতোঽথবা। রামনাম ভুবি খ্যাতমভিরামেণ বা পুনঃ।।১০।।

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি। ইতি রামপদে নাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে।।১১।।



রাক্ষসগণ যাঁর দ্বারা অথবা যাঁর আবির্ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো, তিনিই রামনামে পৃথিবীতে খ্যাত হয়েছেন অথবা অতি রমণীয় বলে রামনামে পরিচিত হন।।১০।। অনন্ত নিত্যানন্দময় চিদাত্মায় যোগিগণ রমণ করেন, এই জন্য রামপদের দ্বারা রাম পরম ব্রহ্ম বলে অভিহিত হন।।১১।।

শ্রীরামোত্তরতাপিনীয়োপনিষদ্

মন্বন্তরসহস্রৈস্তু জপ-হোমার্চনাদিভিঃ। ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীরামঃ প্রাহ শঙ্করম্।।
বৃণীষ্ব যদভীষ্টং তদ্দাস্যামি পরমেশ্বর। অথ সচ্চিদাত্মানং শ্রীরামমীশ্বরঃ পপ্রচ্ছ।
মণিকর্ণ্যাং মম ক্ষেত্রে গঙ্গায়াং বা তটে পুনঃ। ম্রিয়েত দেহী তজ্জন্তোর্মুক্তির্নাঽতো বরান্তরম্।
অথ স হোবাচ শ্রীরামঃ——
ক্ষেত্রেঽত্র তব দেবেশ যত্র কুত্রাপি বা মৃতাঃ। কৃমিকীটাদয়োঽপ্যাশু মুক্তাঃ সন্তু ন চান্যথা।।
অবিমুক্তে তব ক্ষেত্রে সর্বেষাং মুক্তিসিদ্ধয়ে। অহং সন্নিহিতস্তত্র পাষাণ প্রতিমাদিষু।।
ত্বত্তো বা ব্রহ্মণো বাপি যে লভন্তে ষড়ক্ষরম্। জীবন্তো মন্ত্রসিদ্ধা স্যু র্মুক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি তে।।
মুমূর্ষোর্দক্ষিণে কর্ণে যস্য কস্যাপি বা স্বয়ম্। উপদেক্ষ্যসি মন্মন্ত্রং স মুক্তো ভবিতা শিব।।
ক্ষেত্রেঽস্মিন্ যোঽর্চয়েদ্ভক্ত্যা মন্ত্রেনানেন মাং শিব। ব্রহ্মহত্যাদি পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

ভগবান শঙ্কর সহস্র-মন্বন্তর-কাল জপ-হোম-অর্চনাদির দ্বারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা করেন। অনন্তর শ্রীভগবান প্রসন্ন হয়ে শ্রীশঙ্করকে বলেন, হে পরমেশ্বর! আপনার যা অভীষ্ট, তাই প্রার্থনা করুন। অনন্তর শ্রীশঙ্কর সচ্চিদানন্দ শ্রীরামকে বললেন, আমার ক্ষেত্রে মণিকর্ণিকায়, গঙ্গায় অথবা তটে যে জীব দেহত্যাগ করবে, তার যেন মুক্তি হয়——এছাড়া অন্য বর চাই না। শ্রীরামচন্দ্র বললেন, হে দেবেশ, আপনার এই বাসক্ষেত্রে যে কোন স্থানে মৃত কৃমিকীটাদি পর্যন্ত আশু মুক্তি লাভ করবে। এতে অন্যথা হবে না। আপনার অবিমুক্ত ক্ষেত্রে সকলের মুক্তিসিদ্ধির জন্য আমি পাষাণপ্রতিমাদিতে সন্নিহিত হয়ে থাকবো। হে শিব! এই স্থানে যে মানুষ পূর্ব কথিত রাম মন্ত্রের দ্বারা ভক্তির সঙ্গে আমাকে পূজা করবে, আমি তাকে ব্রহ্মহত্যাদি-পাপ থেকে মুক্ত করবো, শোক করবেন না।

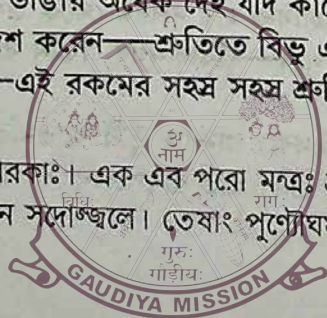
শ্রীমুক্তিকোপনিষদ্

দুরাচাররতো বাপি মন্নামভজনাৎ কপে। সালোক্যমুক্তিমাপ্নোতি ন তু লোকান্তরাদিকম্।।
জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে। যেনাসৌ অমৃতী ভূত্বা মোক্ষী ভবতি মানবঃ।।
পুনরাবৃত্তিরহিতাং মুক্তিমাপ্নোতি মানবঃ। যত্র কুত্রাপি বা কাশ্যাং মরণে স মহেশ্বরঃ।।
জন্তোর্দক্ষিণকর্ণে তু মত্তারং সমুপাদিশেৎ। নির্ধূতাশেষপাপৌঘো মৎসারূপ্যং ভজত্যয়ম্।।
মুমুক্ষোর্মণিকর্ণিকায়ামর্ধোদকনিবাসিনঃ। রুদ্রস্ত তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টেতি শ্রুতৌ বিভুঃ।।
সর্বেষামধিকারো বৈ জ্ঞাতব্যো দেশিকোত্তমৈঃ। ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ সন্তি স্মৃতয়শ্চ সহস্রশঃ।।

হে হনুমন্! দুরাচাররত ব্যক্তিও যদি আমার নাম ভজনা করে, তাহলেই সে সালোক্য-মুক্তি লাভ করে থাকে, অন্যলোকে তাকে যেতে হয় না। জীবের প্রাণ-উৎক্রমণকালে রুদ্র তারকব্রহ্ম উপদেশ করেন, যার দ্বারা মানুষ অমৃত হয়ে মোক্ষ লাভ করে থাকে। মানুষ পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি লাভ করে থাকে। কাশীতে যে কোন স্থানে মরণকালে মহেশ্বর জীবের দক্ষিণ কর্ণে আমার তারকব্রহ্ম নাম উপদেশ করেন। তার দ্বারা অশেষ পাপ থেকে মুক্ত হয়ে সে আমার সারূপ্য লাভ করে থাকে। মণিকর্ণিকায় জলে অর্ধেক এবং ডাঙায় অর্ধেক দেহ যদি কারো থাকে তাহলে সেই মুমুক্ষুর দক্ষিণ কর্ণে রুদ্র তারকব্রহ্ম নাম উপদেশ করেন——শ্রুতিতে বিভু এইকথা বলেছেন। সকলের অধিকার উত্তম আচার্যগণেরই জ্ঞাতব্য——এই রকমের সহস্র সহস্র শ্রুতি ও স্মৃতির বচন আছে।

বৃদ্ধমনু-স্মৃতি

সপ্তকোটি মহামন্ত্রাশ্চিত্তবিভ্রমকারকাঃ। এক এব পরো মন্ত্রঃ শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ম্।।
যেষাং নিত্যং রমেচ্চিত্তং রামনাম্নি সদোজ্জ্বলে। তেষাং পুণ্যৌঘমুৎকৃষ্টং জায়তে হি প্রতিক্ষণম্।।



সপ্তকোটি মহামন্ত্র চিত্তবিভ্রমকারক, একমাত্র পরমমন্ত্র শ্রী"রাম" এই অক্ষর দুইটি। যাঁদের চিত্ত সতত ভাস্বর রামনামে নিত্য যাঁদের মন রমণ করে তাঁদের পুণ্যরাশি প্রতিক্ষণে সম্যগ্‌ভাবে আকৃষ্ট হয়।

ধর্মরাজ-স্মৃতি

দৃষ্টা শ্রীরামনাম্নস্তু জাপকং ধ্যানতৎপরম্। অভ্যুত্থানং সদা স্নেহাৎ করিষ্যেঽহং মহামুনে।।

হে মহামুনে! ধ্যান-পরায়ণ শ্রীরামনাম-জাপককে দেখে সদা সর্বদা আমি গৌরবের জন্য উঠে দাঁড়াই।

কাত্যায়ন-স্মৃতি

মিথ্যাবাদে দিবাস্বাপে বহুশোঽম্বু নিষেবণে। রামনামাক্ষরং জপ্ত্বা সদ্যঃ পূতঃ প্রজায়তে।।

মিথ্যা বিচারে (বাক্যে), দিবানিদ্রায়, অনেকবার জলপানে, অবিনশ্বর রামনাম জপ করলে সদ্য পবিত্র হওয়া যায়।

সাংখল্য-স্মৃতি

শ্রবণাৎ কীর্তনাদ্ যস্য নরো যাতি নিরাপদম্। তচ্ছ্রীরামনামাখ্যং মন্ত্রং বৈ সংশ্রয়াম্যহম্।।

যাঁর শ্রবণ-কীর্তনে মানুষ নিরাপদ হয়, সেই শ্রীরামনাম-নামক মহামন্ত্র আমি নিশ্চয় উত্তমরূপে আশ্রয় করব।

হারীত-স্মৃতি

ইমং মন্ত্রমগস্ত্যস্তু জপ্ত্বা রুদ্রত্বমাপ্তবান্। ব্রহ্মত্বং কাশ্যপশ্চৈব কৌশিকোঽপ্যমরেশতাম্।।
কার্তিকেয়ো মনুশ্চৈব ইন্দ্রার্ক-গিরি-নারদাঃ। বালখিল্যাদিমুনয়ো দেবতাত্বং প্রপেদিরে।।
তস্মাৎ সর্বাত্মনা রামনামরূপং পরং প্রিয়ম্। মন্ত্রং জপেৎ সদা শ্রীমান্ সংবিহায়ান্যসাধনম্।
শ্রীরামায় নমো হ্যেষ তারকব্রহ্ম উচ্যতে। নাম্নাং বিষ্ণোঃ সহস্রাণাং তুল্য এব মহামনুঃ।।
রামিত্যেকাক্ষরং রামং যোগিনঃ সমুপাসতে।।

এই রামনাম মন্ত্র জপ করে অগস্ত্যমুনি রুদ্রত্ব লাভ করেছিলেন, কাশ্যপ ব্রহ্মত্ব, কৌশিক অমরাধিপত্ব, কার্তিকেয় মনু, ইন্দ্র, সূর্য, গিরি, নারদ ও বালখিল্যাদি মুনিগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই জন্য ধীমান্ মানব অন্য সাধন সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ করে সর্বদা রামনামরূপ পরম প্রিয় মন্ত্র সর্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে জপ করবে। "শ্রীরামায় নমঃ" এই মন্ত্র তারকব্রহ্ম বলে কথিত হয়। এই মহামন্ত্র বিষ্ণুর সহস্র নামের তুল্য। "রাং" এই একাক্ষর রামনাম যোগিগণ সম্যগ্ উপাসনা করেন।

অত্রি-স্মৃতি

কবলে কবলে কুর্বন্ রামনামানুকীর্তনম্। যঃ কশ্চিৎ পুরুষোঽশ্নাতি সোঽন্নদোষৈর্ন লিপ্যতে।।

যে পুরুষ গ্রাসে গ্রাসে রামনাম কীর্তন করিতে করিতে ভোজন করেন, তিনি অন্ন-দোষের দ্বারা লিপ্ত হন না।

সংবর্তক-স্মৃতি

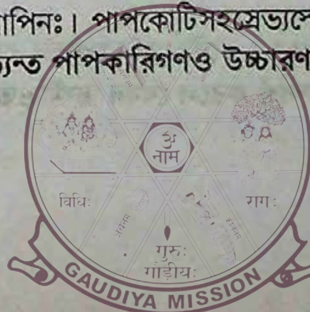
অসংখ্যজন্মসুকৃতৈর্যুক্তো যদি ভবেজ্জনঃ। তদা শ্রীরাম সন্মন্ত্রে রতিঃ সংজায়তে নৃণাম্।।

মানব যদি বহুজন্মকৃতি সুকৃতিযুক্ত হয়, তাহা হইলে শ্রীরামনামরূপ পরম মন্ত্রে নরগণের উত্তমরূপে রতি হয়ে থাকে।

বশিষ্ঠ-স্মৃতি

শ্রীরাম রাম রামেতি যে বদন্ত্যপি পাপিনঃ। পাপকোটিসহস্রেভ্যস্তেষামুদ্ধরণং ক্ষণাৎ।।

'শ্রীরাম রাম রাম'—এই নাম অত্যন্ত পাপকারিগণও উচ্চারণ করলে ক্ষণকালমধ্যেই সহস্রকোটি পাপ থেকে তাদের মুক্তি হয়।



শনৈশ্চর-স্মৃতি

মৎকৃতা যা ভবেদ্বাধা মহাদুঃখৌঘদায়িনী। রামনামজপাৎ সা হি মুচ্যতে স্বল্পকালতঃ।।

শনিদেব বলছেন——আমি যে সকল বাধা উৎপন্ন করে মহা দুঃখ দিয়ে থাকি রামনাম জপ করলেই মানুষ অতি অল্পকালের মধ্যেই তার থেকে মুক্ত হয়ে থাকে।

বৃহস্পতি-স্মৃতি

যাবচ্ছ্রীরামনাম্নস্তু স্মরণং নাস্তি ভো মুনে। তাবদ্ যমভটাঃ সর্বে বিচরন্তীহ নির্ভয়াঃ।।

যথা প্রলপতে মূর্খো দেশরাজ্যাদিকং বহু। তথা চেৎ প্রলপেদ্ রামং কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ।।

হে মুনে! যতক্ষণ শ্রীরামনাম স্মরণ না হবে, ততক্ষণ যমদূতেরা নির্ভয়ে জগতে বিচরণ করবে। মুর্খ যেমন দেশরাজ্যাদি (বিষয়ক) বহু প্রলাপ করে থাকে, সেইভাবে যদি কেউ রামনাম উচ্চারণ করে, তাহলে কে না বন্ধন থেকে মুক্ত হয়?

শাতাতপ-স্মৃতি

জ্ঞানানাং পরমং জ্ঞানং ধ্যানানাং পরমো লয়ঃ। যোগানাং পরমো যোগো রামনামানুকীর্তনম্।।

অয়মেব পরো লাভঃ সর্বেষাং জগতীতলে। নামব্যাহরণং নিত্যং শ্রীরামস্য সনাতনম্।।

তদ্দেহলক্ষণং বৃক্ষং পাপরূপাস্তু পক্ষিণঃ। ত্যক্ত্বা চোড্ডীয় গচ্ছন্তি বিলম্বং সংবিহায় চ।।

জ্ঞানসমূহের মধ্যে পরম জ্ঞান, নিখিল ধ্যানের মধ্যে পরম লয়, যোগ সকলের মধ্যে পরম যোগ হলো——পরিপাটীরূপে রামনামকীর্তন। এই জগতে সকলের পরম লাভ শ্রীরামের চিরস্থায়ী নাম উচ্চারণ। নামকীর্তনে দেহরূপ বৃক্ষ ত্যাগ করে পাপরূপ পাখীগুলো অবিলম্বে উড়ে পালিয়ে যায়।

চ্যবন-স্মৃতি

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেষু রামনাম সমীরিতম্। তন্নামকীর্তনং ভূয়স্তাপত্রয়বিনাশনম্।।

সর্বেষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্। নাতঃপরতরং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।।

নামসঙ্কীর্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে।।

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণসমূহে রামনামের মহিমা উত্তমরূপে কথিত হয়েছে। সেই নাম পুনঃ পুনঃ কীর্তন ত্রিতাপবিনাশক। সমস্ত পাপের এই নাম প্রায়শ্চিত্ত বলে স্মৃত হয়। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর পুণ্য ত্রিভুবনে নেই। নামসঙ্কীর্তনের দ্বারা তারকব্রহ্ম (ওঙ্কার) অথবা (জ্যোতিঃ) দৃষ্টিগোচর হয়।

পরাশর-স্মৃতি

রাম এব পরং ব্রহ্ম পরমাত্মাভিধীয়তে। রামাৎ পরতরং নাস্তি যৎকিঞ্চিৎ স্থূল-সূক্ষ্মকম্।।

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাঃ সর্বে ইন্দ্রোঽগ্নির্বরুণো যমঃ। সূর্যশ্চন্দ্রশ্চ খং ভূমি রাকাশ স্ত্বনিলোৎপদঃ।।

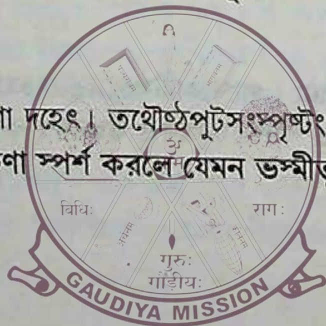
সর্বে তে রামচন্দ্রস্য তেজসা সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ। ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ সর্বং রামসমুদ্ভবম্।।

রামই পরমব্রহ্ম পরমাত্মা বলে কথিত হন। যা কিছু স্থূল সূক্ষ্ম——রামের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নেই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, সূর্য, চন্দ্র, শূন্য, আকাশ, ভূমি, বায়ু ও জল সমস্তই রামচন্দ্রের তেজের দ্বারা সম্যগ্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্তমান সমস্ত রাম থেকে সমুদ্ভূত।

ব্রহ্ম-পুরাণ

প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো যথানলকণো দহেৎ। তথৌষ্ঠপুটসংস্পৃষ্টং রামনাম দহেদঘম্।।

অনবধানতা-বশেও আগুনের কণা স্পর্শ করলে যেমন ভস্মীভূত হতে হয়, তেমনি মাত্র ওষ্ঠপুটের



দ্বারা উচ্চারিত রামনাম পাপ দগ্ধ করে থাকে।

বিষ্ণু-পুরাণ

প্রসঙ্গেনাপি শ্রীরামনাম নিত্যং বদন্তি যে। তে কৃতার্থা মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বদোষাদ্ গতাঃ সদা।।

তত্রৈব ব্রহ্মোক্তিঃ——

অহঞ্চ শঙ্করো বিষ্ণুস্তথা সর্বে দিবৌকসঃ। রামনামপ্রভাবেণ সংপ্রাপ্তাঃ সিদ্ধিমুত্তমাম্।।
যা জিহ্বা রঘুনাথস্য নামকীর্তনমাদরাৎ। করোতি বিপরীতা যা ফণিনো রসনা সমা।।
রামেতি নাম যচ্ছোত্রে বিশ্রম্ভাজ্জায়তে যদি। করোতি পাপং সদাহং তুলং বহ্নিকণো যথা।।

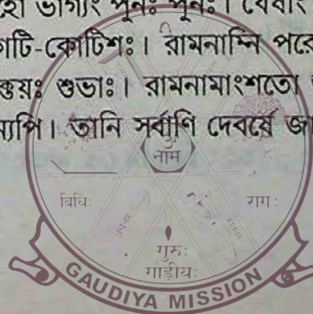
তত্রৈব ব্রহ্মা——

অহঞ্চ শঙ্করো বিষ্ণুস্তথা সর্বে দিবৌকসঃ। রামনামপ্রভাবেণ সংপ্রাপ্তাঃ সিদ্ধিমুত্তমাম্।
নির্বর্ণং রামনামেদং বর্ণানাং কারণং পরম্।। বিষ্ণুরেকৈকনামানি সর্ববেদাধিকং ফলম্।
তাদৃঙ্ নামসহস্রেণ রামনাম সমং মতম্।। শ্রীরামেতি পরং নাম রামস্যৈব সনাতনম্।
সহস্রনামসাদৃশ্যং বিষ্ণোর্নারায়ণস্য চ।।
নির্বর্ণং রামনামেদং বর্ণানাং কারণং পরম্। যে স্মরন্তি সদা ভক্ত্যা তে পূজ্যা ভুবনত্রয়ে।।
অধিকারী বিকারী বা সর্বদোষৈকভাজনঃ। পরমেশপদং যাতি রামনামনুকীর্তনাৎ।।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাঁরা নিত্য অবসর-ক্রমেও শ্রীরামনাম বলেন, তাঁরা সততই সর্বদোষ-পরিশূন্য কৃতকৃত্য হয়ে থাকেন। আমি, শঙ্কর, বিষ্ণু এবং সমস্ত দেবতাবৃন্দ রামনাম-প্রভাবে উত্তম সিদ্ধিলাভ করেছি। যে জিহ্বা সাদরে রঘুনাথের নামকীর্তন করে, সেই রসনাই প্রকৃত রসনা; যে জিহ্বা তার বিপরীত অর্থাৎ নাম করে না, তা সাপের জিহ্বার তুল্য।। যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুলাকে ভস্মীভূত করে, তেমনি, যাঁর শ্রবণবিবরে "রাম" এই নাম স্বচ্ছন্দ বিহারে প্রবিষ্ট হন, তাঁর সেই পাপসকলকে রামনাম নিঃশেষে বিনষ্ট করে থাকে।। আমি, শঙ্কর, বিষ্ণু ও নিখিল দেবতাগণ রামনাম-প্রভাবে উত্তম সিদ্ধি উত্তমরূপে লাভ করেছি।। এই রামনাম বর্ণবিহীন, সমস্ত বর্ণের পরম কারণ। (ওঙ্কারের অ-কার, উ-কার ও ম-কারের লয় হইলে রক্ত, কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণের আবির্ভাব হয়, কিন্তু রামনাম সকল বর্ণের আদি কারণ)। বিষ্ণুর এক একটি নাম সমস্ত বেদের চেয়েও বেশী ফলপ্রদ, সেই সহস্র নাম একটি রামনামের সদৃশ।। রামের সনাতন শ্রীরাম এই শ্রেষ্ঠ নাম বিষ্ণু-নারায়ণের সহস্র নামের সমান।। এই নির্বর্ণ রামনাম বর্ণসকলের শ্রেষ্ঠ, কারণ যাঁরা সতত এই রামনাম স্মরণ করেন, তাঁরা ত্রিজগতে পূজনীয়। রোগী অথবা নিরোগী, সকল দোষের একমাত্র আধার যেই ব্যক্তি, সেও পরিপাটীরূপে রামনামকীর্তনে পরমেশ্বরের পরমপদে গমন করে।।

পদ্ম-পুরাণ

জপতঃ সর্ববেদাংশ্চ সর্বমন্ত্রাংশ্চ পার্বতি। তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং রামনাম্নৈব লভ্যতে।।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে রামনাম সকৃৎ স্মরেৎ। স ভিত্বা মন্ডলং ভানোঃ পরং ধামাভিগচ্ছতি।।
তত্রৈব—— বিষ্ণু-নারায়ণাদীনি নামানি চামিতান্যপি। তাণি সর্বানি দেবর্ষে জাতানি রামনামতঃ।।
তত্রৈব—— মঙ্গলানি গৃহে তস্য সর্বসৌভাগ্যানি ভারত। অহোরাত্রঞ্চ যেনোক্তং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।।
তত্রৈব—— গঙ্গা-সরস্বতী-রেবা-যমুনা-সিন্ধু-পুষ্করে। কেদারে তুদকং পীতং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।।
তত্রৈব—— তেন দত্তং হুতং তপ্তং সদাবিষ্ণুঃ সমর্চিতঃ। জিহ্বাগ্রে বর্ততে যস্য রাম ইতক্ষরদ্বয়ম্।।
তত্রৈব——অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং পুনঃ পুনঃ। যেষাং শ্রীমদ্রঘূত্তমনাম্নি সংজায়তে রতিঃ।।
রামনামাংশতো জাতা ব্রহ্মান্ডাঃ কোটি-কোটিশঃ। রামনাম্নি পরে ধাম্নি সংস্থিতাঃ স্বামিভিঃ সহ।।
স্বাভাবিকী তথা জ্ঞান-ক্রিয়াদ্যাঃ শক্তয়ঃ শুভাঃ। রামনামাংশতো জাতাঃ সর্বলোকেষু পূজিতাঃ।।
বিষ্ণু-নারায়ণাদীনি নামানি চামিতান্যপি। তানি সর্বাণি দেবর্ষে জাতানি রামনামতঃ।।



সর্বেষাং হরিনাম্নাং হি বৈভবং রামনামতঃ। জ্ঞাতং ময়া বিশেষেণ তস্মাচ্ছ্রীনাম সংজপ।।
রুদ্রো দিশতি যন্মন্ত্রং যস্য নাম মহদ্ যশঃ। তস্য নাস্ত্যুপমা ক্বাপি তং রামং রাঘবং ভজে।।
সর্বপাপবিনির্মুক্তা নামমাত্রৈকজল্পকাঃ। জানকীবল্লভস্যাপি ধাম্নি গচ্ছন্তি সাদরম্।।
দুর্লভং যোগিনাং নিত্যং স্থানং সাকেতসংজ্ঞকম্। সুখপূর্বং লভেত্তত্তু নামসংরাধনাৎ প্রিয়ে।।

হে পার্বতি! সমস্ত বেদপাঠ ও নিখিল মন্ত্রজপ থকেও কোটিগুণ পুণ্য লাভ হয় রামনামের দ্বারা।। যে ব্যক্তি প্রাণের চিরপ্রয়াণকালে একবার রামনাম স্মরণ করে, সে সূর্যমন্ডল ভেদ করে পরমপদে গমন করে থাকে।। হে দেবর্ষে! বিষ্ণু-নারায়ণ-আদি অসীম নাম আছে, সেই সকল নাম রামনাম থকেই সমুদ্ভূত। হে ভারত! যে মানুষ——দিবানিশি "রাম" এই অক্ষর দুটি বলেন, তাঁর গঙ্গা-সরস্বতী-রেবা-যমুনা-সিন্ধু-পুষ্কর-কেদার-আদি তীর্থসমূহের জল পান করা হয়। যার জিহ্বাগ্রে "রাম" এই অক্ষর দুইটি নিরন্তর বর্তমান থাকে, তাঁর দ্বারা দান, হোম, তপস্যা ও সতত বিষ্ণুপূজা করা হয়।।

যাঁহাদের শ্রীমদ্ রঘুনাথের নামে অনুরাগ সমুৎপন্ন হয়, বারংবার তাঁহাদের ভাগ্য প্রশংসনীয়। তাঁরা অতিশয় সৌভাগ্যবান, তাঁদের মতো ভাগ্য কারোই হয় না।। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রামনামের অংশ থকে উৎপন্ন হয়েছে। স্বামিগণ পরমধাম রামনামে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতির সঙ্গে বিরাজমান।। সর্বলোক-পূজিতা স্বাভাবিকী জ্ঞান-ক্রিয়া প্রভৃতি শুভ শক্তিসমূহ রামনামের অংশ থেকে সমুৎপন্ন।। হে দেবর্ষে! বিষ্ণু-নারায়ণ-আদি অনন্ত নাম রয়েছে। সেই সকল নাম রামনাম থেকেই সমুৎপন্ন। সমস্ত হরিনামের বিভুতা-সামর্থ নিশ্চিত রামনাম থেকেই হয়েছে——আমি এটা ভালো করে জানি। সেই শ্রীরামনাম পঞ্চমুখে অবিরাম জপ করি।। রুদ্র যাঁর মন্ত্র উপদেশ করেন, যাঁর নাম মহান্ যশঃ, তাঁর উপমা কোথাও নেই——সেই রাঘব-রামকে ভজনা করি।। কেবল একমাত্র নামজপকারী মানব সমস্ত পাপ্ থেকে বিশেষরূপে মুক্ত হয়েই জানকী-জীবনের নিত্যসাকেতে গমন করেন। হে প্রিয়ে! নিত্যসাকেত-নামক স্থান যোগিগণের দুর্লভ। ভক্ত নাম আরাধনার ফলে পরম সুখে অনায়াসে তা লাভ করে।।

পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার

রামেতি সততং নাম পঠ্যতে সুন্দরাক্ষরম্। রামনাম পরং ব্রহ্ম সর্ব বেদাধিকং ফলম্।।
সমস্তপাতকধ্বংসী সঃ শুকস্তত্তদাপঠৎ। নামোচ্চারণমাত্রেণ তয়োশ্চ শুক-বেশ্যয়োঃ।।
বিনষ্টমভবৎ পাপং সর্বমেব সুদারুণম্। রামনামপ্রভাবেণ তৌ গতৌ ধাম সত্বরম্।।
তুলসী মস্তকে যস্য শিলা হৃদি মনোহরা। মুখে কর্ণেঽথবা রামনাম মুক্তস্তদৈব হি।।
দংষ্ট্রি-দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃ পুনঃ। উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্।।
ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে। ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে।।

রামনাম পরব্রহ্ম, সর্ববেদের অধিক ফলদাতা, সুন্দর-অক্ষর, শুক "রাম" এই নাম পাঠ করতো।। তখন সেই শুক সমস্ত পাতকবিনাশকারী রামনাম পাঠ করলো। নাম উচ্চারণমাত্রেই সেই শুক আর বেশ্যার অতি ভয়ঙ্কর সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়ে গেলো। রামনাম-প্রভাবে তারা উভয়েই আশু পরম ধামে গমন করেছিলো।। যাঁর মস্তকে তুলসী, হৃদয়ে মনোহরা শালগ্রাম শিলা, মুখে অথবা কর্ণে রামনাম, তৎক্ষণাৎ সে মুক্ত।। শূকরের দন্তাঘাতে পুনঃ পুনঃ 'হা রাম' বলিয়া মৃত ম্লেচ্ছ মুক্তিলাভ করেছিলো। শ্রদ্ধা সহকারে নামগ্রহণে মুক্তিলাভ করবে, তার আর সন্দেহ কি?।। "তুমি প্রভু, আমি দাস"——এই সম্বন্ধ যেখানে বিলুপ্ত হয়, আমি তোমাকে সেই ভববন্ধন-ছেদনকারী মুক্তির জন্য ইচ্ছা করি না।

পদ্মপুরাণে উত্তরাখণ্ডে

শ্রীরামং প্রতি শিববাক্যম্

মুমূর্ষোর্মণিকর্ণ্যান্ত অর্ধোদকনিবাসিনঃ। অহং দিশামি তে মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মবাচকম্।।



ওঁ শ্রীরাম রাম রামেত্যেতৎ তারকমুচ্যতে। অতস্ত্বং জানকীনাথ পরং ব্রহ্ম বিনিশ্চিতম্।।
রামান্নাস্তি পরো দেবো রামান্নাস্তি পরং ব্রতম্। ন হি রামাৎ পরো যাগো নহি রামাৎ পরো মখঃ।।
একো দেবো রামচন্দ্রো ব্রতমেকং তদর্চনম্। মন্ত্রোঽপ্যেকশ্চ তন্নাম শাস্ত্রং তদ্ধ্যেব তৎস্তুতিঃ।।
ব্রহ্ম বিষ্ণু-মহেশাদ্যা যস্যাংশা লোকসাধকাঃ। তমাদিদেবং শ্রীরামং বিশুদ্ধং পরমং ভজে।।

শিব বলছেন——মণিকর্ণিকায় অর্ধোদকনিবাসী মুমূর্ষুর কর্ণে তারকব্রহ্মবাচক তোমার মন্ত্র আমি উপদেশ করি।। ওঁ শ্রীরাম রাম রাম——এই তারকব্রহ্ম মন্ত্র। অতএব হে জানকীনাথ! তুমি নিশ্চিতই পরম ব্রহ্ম।। রাম থেকে শ্রেষ্ঠ দেবতা নেই, রাম অপেক্ষা অতি প্রশস্ত ব্রত নেই, রামের চেয়ে অতি শোভন যোগ নেই, রাম থেকে সর্বোত্তম যজ্ঞও নেই।। একমাত্র দেবতা রামচন্দ্র, একমাত্র ব্রত তাঁর অর্চনা, মন্ত্র একমাত্র তাঁর নাম, তাঁর স্তুতিমূলক শাস্ত্রই প্রকৃত শাস্ত্র।। লোকসমূহের আরাধ্য ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর যাঁর অংশ——সেই পরম বিশুদ্ধ আদিদেব শ্রীরামকে ভজনা করি।।

শিব-পুরাণ

শ্রীরামনাম নিখিলেশ্বরমাদিদেবং ধন্যা জনাঃ ক্ষিতিতলে সততং স্মরন্তি। তেষাৎ ভবেৎ পরমমুক্তিরযত্নতস্তথা শ্রীরামভক্তিরচলা বিমলাপ্রসাদদা।। রামনাম সদা সেব্যং জয়রূপেণ নারদ।
ক্ষণার্ধনামসংহীনং কালং কালাতিদুঃসহম্।।

শ্রীরামনাম অখিল জগতের ঈশ্বর, আদিদেব। জগতে সেই মানবগণ ধন্য, যাঁরা নিরন্তর তা স্মরণ করেন। চেষ্টা বিনাও তাঁদের পরমা মুক্তি, নির্মলা প্রসন্নতাদায়িনী অচলা শ্রীরামভক্তি লাভ হয়।। হে নারদ! "জয় রাম" এইরূপে রামনাম সর্বদা সেবনীয়। নামশূন্য ক্ষণার্ধকালকেও অতি কষ্টে সহ্য করতে হয়।।

নারদীয়-পুরাণ

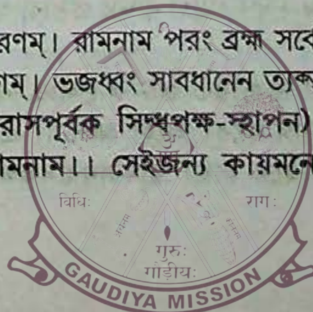
প্রতির্নিশি তথা সন্ধ্যা-মধ্যাহ্নাদিষু সংস্মরন্। শ্রীমদ্রামং সমাপ্নোতি স্বচ্ছঃ পাপক্ষয়ং নরঃ।।
রামং সংস্মরাচ্ছীঘ্রং সমস্ত ক্লেশ-সঞ্চয়ম্। মুক্তিং প্রয়াতি বিপ্রেন্দ্র তস্য বিঘ্নো ন বাধতে।।
নারদ উবাচ——
সর্বেষাং সাধনানাঞ্চ সংদৃষ্টং বৈভবং ময়া। পরন্তু নামমাহাত্ম্যকলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।।
ভবতাপি পরিজ্ঞাতং সর্ববেদার্থসংগ্রহম্। নাম্নঃ পরং ক্বচিত্তত্ত্বং দৃষ্টং সত্যং বদস্ব বৈ।।
বসুধাপি ময়া পূর্বং কৃতং যত্নং মহামুনে। নৈব প্রাপ্তং পরানন্দসাগরং জন্মকোটিভিঃ।।
যাবচ্ছ্রীরামনাম্নস্তু প্রভাবং বৈ পরাৎপরম্। নোঽভ্যস্তং হৃদয়ে ব্রহ্মন্ তাবন্নানার্থনিশ্চয়ম্।।

প্রাতে, নিশিতে, সন্ধ্যায় ও মধ্যাহ্ন প্রভৃতি সময়ে শ্রীরামকে স্মরণ করে মানব পাপবিহীন ও অতি নির্মল হয়।। হে বিপ্রেন্দ্র! রামের সম্যক্ চিন্তনে সত্বর ক্লেশসমূহ দূর হয়, কোন বিঘ্ন তাহাকে বাধা দিতে পারে না। নারদ বললেন, সকল সাধনার সামর্থ্য আমি সম্যগ্রূপে দেখেছি, কিন্তু সে সকল নামমাহাত্ম্যের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নয়। আপনিও তো সমস্ত বেদার্থ-সংগ্রহ পরিজ্ঞাত আছেন——নামের অপেক্ষা কোনো শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব দেখেছেন কি——সত্য বলুন।। হে মহামুনে! পুর্বে আমিও বহু প্রকার যত্ন করেছিলাম, কিন্তু পরমানন্দ-সাগর কোটি জন্মেও প্রাপ্ত হইনি।। হে ব্রহ্মন্! যতক্ষণ শ্রীরামনামের পরাৎপর প্রভাব হৃদয়ে অভ্যস্ত না হয়, ততক্ষণ মানুষ নানার্থ নিশ্চয় করে থাকে।।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণ

বেদানাং সারসিদ্ধান্তং সর্বসৌখ্যৈককারণম্। রামনাম পরং ব্রহ্ম সর্বেষাং প্রেমদায়কম্।।
তস্মাৎ সর্বাত্মনা রামনাম মাঙ্গল্যকারণম্। ভজধ্বং সাবধানেন ত্যক্ত্বা সর্বদূরাগ্রহান্।।

চতুর্বেদের সারসিদ্ধান্ত (পূর্বপক্ষ-নিরাসপূর্বক সিদ্ধপক্ষ-স্থাপন), সকল সুখের একমাত্র কারণ, লোকসমূহের প্রেমদায়ক, পরব্রহ্ম রামনাম।। সেইজন্য কায়মনোবাক্যের দ্বারা সাবধানে সকল



দুষ্ট অভিনিবেশ ত্যাগ করে কল্যাণ-কারণ রামনাম ভজনা করো।।

অগ্নি-পুরাণ

প্রাতর্যচ্চাপরাহ্নে চ মধ্যাহ্নে চ তথা নিশি। কায়েন মনসা বাচা কৃতং পাপং দুরাত্মনা।।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমঞ্চ যৎ। রামনামজপাচ্ছীঘ্রং বিনষ্টং ভবতি ধ্রুবম্।।

প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে ও রাত্রিকালে কায়মনোবাক্যে দুষ্টাত্মা-কৃত পাপ——পরব্রহ্ম পরমধাম পবিত্র মহৎ রামনাম-জপে নিশ্চয় সত্বর বিনষ্ট হয়।।

ভবিষ্যোত্তর-পুরাণ

ভজস্ব কমলে নিত্যং নাম সর্বেশ পূজিতম্। রামেতি মধুরং সাক্ষান্ময়া সংকীর্ত্যতে হৃদি।।

গমিষ্যন্তি দুরাচারা নিরয়ে নাত্র সংশয়ঃ। কথং সুখং ভবেদ্দেবি রামনাম বহির্মুখে।।

কায়েন মনসা বাচা সুমহদ্দুষ্কৃতং কৃতম্। রাম রামেতি সঙ্কীর্ত্য সদ্যস্তস্মাদ্ বিমুচ্যতে।।

হে কমলে! মহেশ্বর-পূজিত রাম এই মধুর নাম নিত্য ভজনা করো। আমি মূর্তিমান রামনাম হৃদয়ে সঙ্কীর্তন করি।। দুষ্টাচারিগণ নরকে গমন করবে——এ বিষয়ে সংশয় নেই। হে দেবি! রামনাম-বহির্মুখের কি ভাবে সুখ হবে? কায়মনোবাক্যের দ্বারা যদি অতিশয় ভীষণ পাপ অনুষ্ঠিত হয়, "রাম" "রাম" এই নাম সংঙ্কীর্তন করে মানব সদ্য তা থেকে বিমুক্ত হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ

অম্বরীষ মহাভাগ শৃণু মদ্বচনং বরম্। সর্বোপদ্রবনাশার্থং কুরু শ্রীরামকীর্তনম্।।

তত্রৈব—— রামনামসমং চান্যৎ সাধনং প্রবদন্তি যে। তে চন্ডালসমাঃ সর্বে সদা রৌরববাসিনঃ।

নাম্নাং সহস্র দিব্যানাং স্মরণে যৎ ফলং লভেৎ। তৎফলং লভতে নূনং রামোচ্চারণমাত্রতঃ।।

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।।

ইত্যেকাদশনামানি পঠেদ্ বা পাঠয়েদ্ যতিঃ। জন্মকোটিসহস্রাণাং পাতকাদেব মুচ্যতে।।

হে মহাভাগ অম্বরীষ! আমার উত্তম বাক্য শ্রবণ করো, সকল উৎপাত নাশের জন্য শ্রীরামনাম কীর্তন করো।। যারা অন্য সাধনকে রামনামের সমান বলে, তারা সকলে চণ্ডালের মতো সর্বদা নরকবাসী।। (স্ব স্ব ইষ্টই "রাম") মানব দিব্য সহস্র নামস্মরণে যে সকল ফল লাভ করে, সেই ফল "রাম" নাম উচ্চারণমাত্রই নিশ্চিত লাভ করে থাকে।। রাম, নারায়ণ, অনন্ত, মুকুন্দ, মধুসূদন, কৃষ্ণ, কেশব, কংসারে, হরে, বৈকুণ্ঠ ও বামন——এই একাদশটি নাম যতি পাঠ করেন বা পাঠ করান, তা হলে কোটি সহস্র জন্মের পাতক থেকে তিনি মুক্ত হন ।। (যতির পাঠ করবার অধিকার, সকলের পাঠের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।)

লিঙ্গ-পুরাণ

বৃথালাপং বদন্ ক্রীড়া যেষাং নায়াতি সত্বরম্। হিত্বা শ্রীরামনামেদং তে নরাঃ পশবঃ স্মৃতাঃ।।

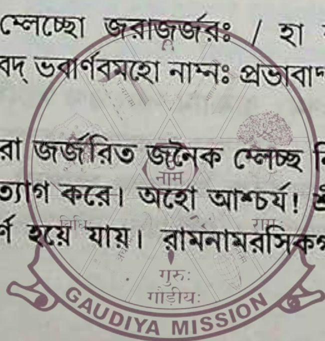
স্মর্তব্যং হি সদা রামনাম নির্বাণদায়কম্। ক্ষণার্ধমপি বিস্মৃত্য যাতি দুঃখালয়ং জনঃ।।

এই রামনাম-ত্যাগপূর্বক নিরর্থক কথোপকথনে যাদের সত্বর লজ্জা না আসে, তারা মানব হলেও পশু বলে স্মৃত হয়।। নিশ্চয়ই নির্বাণদায়ক রামনাম সর্বদা স্মরণীয়, মানব অর্ধক্ষণমাত্রও বিস্মৃত হলে দুঃখের আবাসে গমন করে আর্থাৎ অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হয়।।

বরাহ-পুরাণ

দৈবাচ্ছূকর-শাবকেন নিহতো ম্লেচ্ছো জরাজর্জরঃ / হা রামেণ হতোঽস্মি ভূমিপতিতো জল্পং স্তনূংস্ত্যক্তবান্। তীর্ণো গোষ্পদবদ্ ভবার্ণবমহো নাম্নঃ প্রভাবাদ্ধরেঃ / কিং চিত্রং যদি রামনাম রসিকাস্তে যান্তি রামাস্পদম্।।

দৈবাৎ শূকর শাবক কর্তৃক জরা জর্জরিত জনৈক ম্লেচ্ছ নিহত হয়। "হারামের দ্বারা হত হলাম" বলে ভূমিতে পতিত হয়ে দেহত্যাগ করে। অহো আশ্চর্য! শ্রীহরির নামের প্রভাবে সেও গোষ্পদের মতো ভীম ভবপারবার উত্তীর্ণ হয়ে যায়। রামনামরসিকগণ রামের পরমপদে গমন করেন——

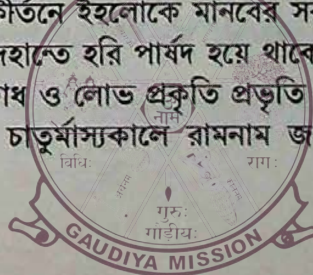


তাতে আর আশ্চর্য কি?

স্কন্দ-পুরাণ

সর্বেঽবতারাঃ শ্রীরামনামশক্তিসমুদ্ভবাঃ। সত্যং বদামি দেবেশি নামমাহাত্ম্যমদ্ভুতম্।।
তত্রৈব——ইতি পৃষ্টস্তদা শম্ভূরুবাচ হরিসেবকঃ। হরের্নামসহস্রাণাং সারং ধ্যায়ামি নিত্যশঃ।।
জপামি রামনামাঙ্কমবতারং স সপ্তমম্। চতুর্বিংশতিসঙ্খ্যকান্ প্রাদুর্ভাবান্ হরে গুণান্।।
এতেষামপি যৎসারং প্রণবাখ্যং মহৎ ফলম্। দ্বাদশাক্ষরসংযুক্তং ব্রহ্মরূপং সনাতনম্।।
অক্ষরত্রয়সম্বদ্ধং গ্রামত্রয়সমন্বিতম্। সবিন্দুং প্রণবং শশ্বজ্জপামি জপমালয়া।।
বেদসারমিদং নিত্যং দ্ব্যক্ষরং সততোদ্যতম্। নির্মলং হ্যমৃতং শান্তং সদ্রূপমমৃতোপমম্।
কলাতীতং নির্বশগং নির্ব্যাপারং মহৎ পরম্। বিশ্বাধারং জগন্মধ্যং কোটিব্রহ্মাণ্ডবীজকম্।।
জড়ং শুদ্ধ-ক্রিয়ং বাপি নিরঞ্জনং নিয়ামকম্। যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ক্ষিপ্রং ঘোরসংসারবন্ধনাৎ।।
বিপ্রভক্ত্যা চ দানেন বিষ্ণুধ্যাননে সিধ্যতি। তাসাং মন্ত্রো রামনামধেয়ঃ কোট্যধিকো ভবেৎ।।
রামেতি দ্ব্যক্ষরো জপঃ সর্বপাপাপনোদকঃ। গচ্ছাংস্তিষ্ঠন্ শয়ানো বা মনুজো রামকীর্তনাৎ।।
ইহ নির্বর্ততো যাতি প্রান্তে হরিগণো ভবেৎ। রামেতি দ্ব্যক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্রকোটিশতাধিকঃ।।
সর্বাসাং প্রকৃতীনাঞ্চ কথিতঃ পাপনাশকঃ। চাতুর্মাস্যেঽথ সম্প্রাপ্তে সোঽপ্যনন্তফলপ্রদঃ।।
চাতুর্মাস্যে মহাপূণ্যে লভ্যতে ভক্তিতৎপরৈঃ। দেববন্নিষ্কলং তেষাং যমলোকস্য সেবনম্।।
ন রামাদধিকং কিঞ্চিৎ পঠনং জগতীতলে। রামনামাশ্রয়া যে বৈ ন তেষাং যমযাতনা।
যে চ দোষা বিঘ্নকরা মৃতকা বিগ্রহাশ্চ যে। রামনাম্নৈব বিলয়ং যান্তি নাত্র বিচারণা।।
রমতে সর্বভুতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ। অন্তরাত্মস্বরূপেণ যচ্চ রামেতি কথ্যতে।।
রামেতি মন্ত্ররাজোঽয়ং ভবব্যাধিনিষূদকঃ। রণে বিজয়দশ্চাপি সর্বকার্যার্থসাধকঃ।।
সর্বতীর্থফলঃ প্রোক্তো বিপ্রাণামপি কামদঃ। রামচন্দ্রেতি রামেতি রামেতি সমুদাহৃতঃ।।
দ্ব্যক্ষরো মন্ত্ররাজোঽয়ং সর্বকার্যকরো ভুবি। দেবা অপি প্রগায়ন্তি রামনাম গুণাকরম্।।
তস্মাত্ত্বমপি দেবেশি রামনাম সদা বদ। রামনাম জপেদ্ যো বৈ মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ।।
সহস্র নামজং পুণ্যং রাম নাম্নৈব জায়তে। চাতুর্মাস্যে বিশেষেণ তৎপুণ্যং দশধোত্তরম্।
হীনজাতিপ্রজাতানাং মহদ্দহতি পাতকম্।।
ণমো হ্যয়ং বিশ্বমিদং সমগ্রং স্বতেজসা ব্যাপ্য জনান্তরাত্মনা।
পুনাতি জন্মান্তরপাতকানি স্থূলানি সূক্ষ্মানি ক্ষণাচ্চ দগ্ধবা।।

সমস্ত অবতার শ্রীরামনামশক্তি থেকে সমুদ্ভূত। হে দেবেশি! আমি সত্য বলছি, নাম-মাহাত্ম্য অদ্ভুত!।। এইরকম জিজ্ঞাসিত হয়ে হরিসেবক শঙ্কর বললেন, আমি সহস্র হরিনামের সার ধ্যান করি।। সপ্তম অবতার রামনাম অঙ্ক আমি জপ করি——যা থেকে চতুর্বিংশতি গুণ (তত্ত্ব) প্রাদুর্ভূত হয়েছে।। এই সকলের মধ্যে যা সার, তা প্রণবনামক মহৎ বল দ্বাদশাক্ষর সংযুক্ত সনাতন ব্রহ্মরূপ। আমি জপমালায় তিনটি অক্ষরের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত (মিলিত) ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিন স্বরসংঘাতসমন্বিত সবিন্দু প্রণব নিত্য জপ করি।। বেদসার, সতত উত্থিত নির্মল অমৃত, শান্ত সৎস্বরূপ, সুধাসদৃশ এই দুটি অক্ষর "রাম" (নাম নিত্য জপ করি)।। কলাতীত, অবশবর্তী, ব্যাপার বিরহিত, মহৎ, পর, বিশ্বের আধার, জগতের মধ্যে কোটি ব্রহ্মবীজ রামনাম (জপ করি)।। জড় ও শুদ্ধক্রিয়, নিরঞ্জন, নিয়ামক যা জেনে দারুণ সংসার বন্ধন থেকে মানব অতি শীঘ্র মুক্ত হয়।। রাম এই দুইটি অক্ষরের জপ নিখিল পাপকে দূর করে। যেতে যেতে, অবস্থিত হয়ে কিংবা শায়িত অবস্থায় মানবের রামনাম কীর্তনে ইহলোকে মানবের সব সম্পাদিত হয়। অন্ন বস্ত্রাদির জন্য কোন চিন্তা করতে হয় না। দেহান্তে হরি পার্ষদ হয়ে থাকেন। "রাম" এই দুই অক্ষর মন্ত্র শতকোটি মন্ত্রের অধিক।। কাম ক্রোধ ও লোভ প্রকৃতি প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতিগণের পাপনাশক বলে রামনাম কথিত হন। আরও, চাতুর্মাস্যকালে রামনাম জপ অনন্ত ফলপ্রদান করেন।।



মহাপুণ্যজনক চাতুর্মাস্যে ভক্তিতৎপরগণ এই রামনাম লাভ করেন। তাঁদের যমলোকের আশ্রয় দেবতাগণের ন্যায় ফলবিরহিত। তাঁদের যমালয়ে যেতে হয় না। "রাম" নামের অধিক কিছু অধ্যয়ন করবার নেই। যাঁরা রামনাম আশ্রয়কারী তাঁদের যমযাতনা ভোগ করতে হয় না।। যে সকল বিঘ্নকর দোষ ও যে সমস্ত মরণতুল্য বিপ্রিয় রামনামের দ্বারা তা ধ্বংস হয়ে যায়। এতে বিচারের কিছু নেই। অবশ্যই হয়।। রাম স্থাবর-জঙ্গম-সর্বভূতে অন্তরাত্মা স্বরূপে রমণ করেন বলে কথিত হন।। "রাম" এই মন্ত্ররাজ ভবরোগবিনাশক, সমরে বিজয়প্রদ, সর্বকার্যার্থসাধক।। উত্তমরূপে কথিত রামচন্দ্র রাম, এই নাম সর্বতীর্থের ফল এবং বিপ্রগণেরও কামদ বলে উক্ত হয়।। ধরণীতলে দুই অক্ষর মন্ত্ররাজ এই "রাম" নাম সব কাজই করে দেয়। দেবগণও গুণাকর রামনাম সর্বতোভাবে গান করেন।। হে দেবেশি! সেইহেতু তুমিও রামনাম সতত রটনা করো। যে ব্যক্তি রামনাম জপ করে, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।। রামনামের দ্বারা সহস্র নাম জপের পুণ্যলাভ হয়। বিশেষ চাতুর্মাস্যে দশগুণ অধিক পুণ্য হয়ে থাকে। রামানাম হীন জাতিতে সমুৎপন্নগণেরও মহান পাতক ভস্মীভূত করেন।। এই সম্পূর্ণ বিশ্বই রাম, স্বকীয় তেজের দ্বারা সকলের অন্তরের আত্মারূপে ব্যাপ্ত থেকে তিনি অবস্থান করছেন। জন্মান্তরকৃত স্থূল-সূক্ষ্ম-পাতকসকল ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মীভূত করে তিনি সকলকে পবিত্র করেন।।

স্কন্দ-পুরাণ, ব্রহ্ম-খণ্ড,ধর্মারণ্য-খণ্ড।

৩৪ অধ্যায়ে

অশনে শয়নে পানে গমনে চোপবেশনে। সুখে বাপ্যথবা দুঃখে রামচন্দ্রং সমুচ্চরেৎ।।
ন তস্য দুঃখদৌর্ভাগ্যং নাধি-ব্যাধিভয়ং ভবেৎ। আয়ুঃ শ্রিয়ং বলং তস্য বর্ধয়ন্তি দিনে দিনে।।
রামেতি নাম্না মুচ্যেত পাপাদ্ বৈ দারুণাদপি। নরকং নহি গচ্ছেত গতিং প্রাপ্নোতি শাশ্বতীম।।
আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা— মাচান্ডালমমুকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মোক্ষপ্রিয়ঃ।
নোদীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ পুরশ্চর্যাং মনাগীক্ষতে / মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীরামনামাত্মকঃ।।
শ্রীরামঃ শরণং সমস্তজগতাং রামং বিনা কা গতী / রামেন প্রতিহন্যতে কলিমলং রামায় কার্যং নমঃ।
রামাৎ ত্রস্যতি কালভীমভুজগো রামস্য সর্বো বশী / রামে ভক্তিরখন্ডিতা ভবতু মে রাম ত্বমেবাশ্রয়ঃ।।
মহৎসকলের চিত্ত-আকৃষ্টকারী, পাপসমূহের উচ্চাটনকারী, চন্ডাল অবধি বাক্‌শক্তিসম্পন্ন জীবমাত্রেরই সুলভ এবং মুখ্যসম্পত্তির বশীকারক——এই শ্রীরামনামাত্মক মন্ত্র কোনপ্রকার তান্ত্রিক কি বৈদিক দীক্ষা, সদাচার অথবা পুরশ্চরণাদি বিধির অপেক্ষা করেন না, কেবলমাত্র রসনা-স্পর্শমাত্রেই পাপসকল দূরীভূত করে থাকেন। শ্রীরাম সমস্ত জগতের শরণ; রাম বিনা জীবের আর কি গতি আছে; রাম কলিমল নাশ করেন; রামকে প্রণাম করা কর্তব্য। কালরূপ ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গম রাম থেকে ভীত হয়; সমস্ত রামের বশে; রামে আমার অখণ্ডিতা ভক্তি হোক! হে রাম, তুমি আমার আশ্রয়।

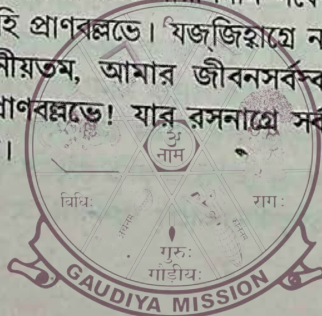
বামন-পুরাণ

পরদাররতো বাপি পরাপকৃতিকারকঃ। স শুদ্ধো মুক্তিমায়াতি রামনামানুকীর্তনাৎ।।
পরদার-অনুরক্ত কিংবা পরের অপকারকারী ব্যক্তিও পরিপাটীরূপে রামনামকীর্তনে শুদ্ধ হয়ে মুক্তি লাভ করে।

কুর্ম-পুরাণ

গোপ্যাদ্ গোপ্যতমং ভদ্রে সর্বস্বজীবনং মম। শ্রীরামনাম সর্বেশমদ্ভুতং ভুক্তিমুক্তিদম্।।
ধিক্ কৃতং তমহং মন্যে সত্যং হি প্রাণবল্লভে। যজ্‌জিহ্বাগ্রে ন শ্রীরামনাম সংরাজতে সদা।।
হে ভদ্রে! গুহ্য থেকে গোপনীয়তম, আমার জীবনসর্বস্ব সকলের ঈশ্বর, ভোগ-মোক্ষপ্রদাতা বিস্ময়জনক শ্রীরামনাম। হে প্রাণবল্লভে! যার রসনাগ্রে সর্বদা শ্রীরামনাম বিরাজ করে না, সত্যই আমি তাকে নিন্দিত মনে করি।

গরুড়-পুরাণ



শ্রীরামরামরামেতি যে বদন্ত্যপি পাপিনঃ। পাপকোটিসহস্রেভ্য স্তেষামুত্তরণং ধ্রুবম্।।
কলৌ সঙ্কীর্তনাদ্দেবি সর্বপাপং ব্যপোহতি। তস্মাচ্ছ্রীরামনাম্নস্তু কার্যং সঙ্কীর্তনং বরম্।।
পাপী হয়েও যারা 'শ্রীরাম রাম রাম' এই নাম বলে, তারা কোটিসহস্র পাপ হতে নিশ্চিত মুক্ত হয়। হে দেবি! কলিযুগে সঙ্কীর্তন দ্বারা সমস্ত পাপ নিঃশেষে বিনষ্ট হয়। সেই জন্য শ্রেষ্ঠ শ্রীরামনামসঙ্কীর্তন করণীয়।

মৎস্য-পুরাণ

ধ্যেয়ং জ্ঞেয়ং পরং সেব্যং রামনামাক্ষরং মুনে। সর্বসিদ্ধান্তসারং হিং সৌখ্য-সৌভাগ্যকারণম্।।
নামৈব পরমং জ্ঞানং ধ্যানং যোগস্তথা রতিঃ। বিজ্ঞানং পরমং গুহ্যং রামনামৈব কেবলম্।।
হে মুনে! সমুদয় সিদ্ধান্তের সার, সুখধারা ও সৌভাগ্যের কারণ, অক্ষর রামনাম ধ্যানযোগ্য, জ্ঞাতব্য ও পরম সেবনীয়। নামই পরম জ্ঞান, ধ্যান, যোগ ও অনুরাগ। পরম গোপনীয় বিজ্ঞান কেবল রামনামই জানবে।

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ

রামনামপ্রভা দিব্যা বেদবেদান্তপারগা। যেষাং স্বান্তে সদা ভাতি তে পুজ্যা ভুবনত্রয়ে।।
বেদ ও বেদান্তের পারগামিন রামনামের জ্যোতির্ময়ী প্রভা যাঁদের হৃদয়ে সর্বদা দীপ্তি পান, তাঁরা ত্রিভুবনে পূজনীয়।

উপপুরাণ

গণেশ-পুরাণ

অহং পূজ্যোঽভবং লোকে শ্রীমন্নামানুকীর্তনাৎ। অতঃ শ্রীরামনাম্নস্তু কীর্তনং সর্বদোচিতম্।।
রামনাম পরং ধ্যেয়ং জ্ঞেয়ং পেয়মহর্নিশম্। সর্বদা সদ্ভিরিত্যুক্তং পূর্বং মাং জগদীশ্বরৈঃ।।
পূর্বে আমাকে জগদীশ্বর ও সাধুগণ 'রামনাম শ্রেষ্ঠ ধ্যেয়-জ্ঞেয় এবং দিবানিশি পেয়' এই কথা বলিয়াছেন। শ্রীগণেশ বলেছেন, আমি শ্রীমদ্ রামনাম উত্তমরূপে কীর্তন করার জন্য জগতে সর্বপ্রথমে পূজনীয় হয়েছি। অতএব সর্বদা শ্রীরামনাম কীর্তন করা কর্তব্য।

বায়ুপুরাণ

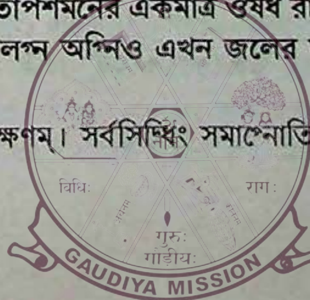
যাতনা যমলোকেষু তাবদেব ভবেন্নৃণাম্। যাবন্ন ভজতে প্রীত্যা রামনাম পরাৎপরম্।।
সর্বেষামবতারাণাং কারণং পরমাদ্ভুতম্। শ্রীমদ্রামেতি নামৈব কথ্যতে সদ্ভিরন্বহম্।।
যমালয়ে মানবগণকে ততক্ষণই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, যাবৎকাল প্রেমের সাঙ্গ পরাৎপর রামনাম ভজনা না করে। সাধুসকল অনুদিন শ্রীমদ্রামনামই সমস্ত অবতারের পরম আশ্চর্যজনক কারণ বলে থাকেন।

নৃসিংহ-পুরাণ

রামনামরতা নারী সুতং সৌভাগ্যমীপ্সিতম্। ভর্তুঃ প্রিয়ত্বং লভতে ন বৈধব্যং কদাচন।।
পরিব্রতানাং সর্বাসাং রামনামানুকীর্তনম্। ঐহিকামুষ্মিকসৌখ্যদায়কং সর্বশো মুনে।।
তত্রৈব কেদারখণ্ডে—রামনামজপতাং কুতো ভয়ং / সর্বতাপশমনৈকভেষজম্। / পশ্য তাত মম গাত্রসঙ্গতঃ / পাবকোঽপি সলিলায়তেঽধুনা।।
রামনামে অনুরাগবতী রমণী পুত্র, বাঞ্ছিত সৌভাগ্য, পতির প্রিয়ত্ব লাভ করে, কখনও বিধবা হয় না। হে মুনে! সমস্ত পতিব্রতাগণের পরিপাটীরূপে রামনামকীর্তন ইহলোক ও পরলোকের নিরন্তর অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলসুখদায়ক। সর্বতাপশমনের একমাত্র ঔষধ রামনাম-জপকারীর ভয় কোথায়! হে পিতঃ! তুমি দেখো, আমার গাত্র লগ্ন অগ্নিও এখন জলের মতো শৈত্য দান করছেন।

বৃহদ্বিষ্ণু-পুরাণ

রামরামেতি যো নিত্যং মধুরং জপতি ক্ষণম্। সর্বসিদ্ধিং সমাপ্নোতি রামনামানুভাবতঃ।।



যে ব্যক্তি নিত্য ক্ষণকাল 'রাম' 'রাম' এই মধুর নাম কীর্তন করে, রামনামের প্রভাবে সে সর্বসিদ্ধি (অনিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব) ও অন্যান্য সিদ্ধিসকল সম্যগ্‌রূপে লাভ করে।

বৃহন্নারদীয়-পুরাণ

স্মরণাৎ কীর্তনাচ্চৈব শ্রবণাল্লেখনাদপি। দর্শনাদ্ধারণাদেব রামনামাখিলেষ্টদম্।। মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ স্তেয়ী বিশ্বাসঘাতকঃ। দুহিত্রাসঙ্গমী দুষ্টো ভ্রাতৃপত্নীরতস্তথা।। বিপ্রদাররতো যস্তু বিপ্রবিত্তাপহারকঃ। পরাপবাদকারী চ বালঘাতী চ বৃদ্ধহা।। স্ত্রীজনানাঞ্চ সংঘাতী হিংসকঃ সর্বদেহিনাম্। মাতৃগামী গুরুদ্রোহী রামনাম্না বিশুধ্যতি।। মহাচিন্তাতুরো যস্তু মহাব্যাধিসমাকুলঃ। জ্বরাপস্মার-কুষ্ঠাদিমহারোগৈঃ প্রপীড়িতঃ।। মহোৎপাত-মহারিষ্ট-মহাক্রুরগ্রহার্দিতঃ। মহাশোকাগ্নিসন্তপ্তঃ সর্বলোকৈস্তিরস্কৃতঃ।। মহানিন্দ্যো নিরালম্বো মহাদুর্ভাগ্যদুঃখিতঃ। মহাদরিদ্রী সন্তাপী সুখী স্যাদ্ রামকীর্তনাৎ।। কামক্রোধাতুরঃ পাপী লোভ-মোহ-মদোদ্ধতঃ। রাগদ্বেষাদিভির্দগ্ধো মহাদুর্বাসনাবৃতঃ।। ষড়ভিরূর্মিভিরাক্রান্তঃ ষড়্‌বিকারৈর্বিখিদ্যতে। মনোরাগকষায়াদ্যৈর্ব্যাকুলঃ সমুপদ্রবৈঃ।। অনৈশ্চ বিবিধোৎপাতৈর্দারুণৈরতিদুঃখিতঃ। রামনামানুভাবেন পরানন্দমবাপ্নুয়াৎ।।

রামনাম স্মরণ অথবা কীর্তন কিংবা শ্রবণ অথবা লিখন কিংবা দর্শন বা ধারণ করলেও রামনাম ইহ-পরলোকে নিখিল ঈপ্সিত প্রদান করেন। মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, চৌর, বিশ্বাসঘাতক, কন্যাগামী, দুষ্ট, ভ্রাতৃপত্নীরত, বিপ্রদাররত, ব্রহ্মস্বাপহারক, পরনিন্দাকারী, বালঘাতী, বৃদ্ধহত্যাকারী, স্ত্রীগণের বিনাশ কারী, সর্বদেহিগণের হিংসক, মাতৃগামী, গুরুদ্রোহীও রামনামের দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। যে মানব মহাচিন্তাতুর, মহা-আধিব্যাধিব্যাকুল, জ্বর-অপস্মার-কুষ্ঠাদি মহারোগের দ্বারা প্রপীড়িত, মহোৎপাত-মহারিষ্ট-মহাক্রুর গ্রহদ্বারা পীড়িত, মহাশোকাগ্নি-সন্তপ্ত, সমস্ত লোককর্তৃক তিরস্কৃত, মহানিন্দনীয়, অবলম্বনশূন্য, মহাদুর্ভাগ্যে দুঃখিত, মহাদারিদ্র্যগ্রস্ত, মনস্তাপযুক্ত, সে ব্যক্তিও রামনামকীর্তনে সুখী হয়। তারা কামক্রোধাতুর, পাপী, লোভ-মোহের দ্বারা মহা উদ্ধত, রাগদ্বেষাদির দ্বারা দগ্ধ, মহা-দুর্বাসনা-সমাচ্ছন্ন, ষড় (অশনায়, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মরণ।) উর্মির দ্বারা আক্রান্ত ষট্ (জনন, অস্তি, বর্দ্ধন, পরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ।) বিকারের দ্বারা বিশেষরূপে খিন্ন, খেদপ্রাপ্ত, সম্যক্ উৎপাত (দৌরাত্ম্য) ও রাগদ্বেষাদির দ্বারা ব্যাকুল, অন্য ও বিবিধ ভয়ানক উৎপাতের দ্বারা অত্যন্ত দুঃখিত-এমন ব্যক্তিও রামনামের প্রভাবে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়।

নান্দি-পুরাণে

সর্বদা সর্বকালেষু যে চ কুর্বান্তি পাতকম্। রামনামজপং কৃত্বা যান্তি ধাম সনাতনম্।।

সদা সকল-সময়ে যারা পাপ করে, তারা রামনাম জপ করে সনাতন-চিরস্থায়ী-ধাম পরমপদে গমন করে থাকে।

আদিত্য-পুরাণে

রামনামজপাদেব ভাসকোঽহং বিশেষতঃ। তথৈব সর্বলোকানাং ক্রমণে শক্তিমানহম্।।
নামবিশ্রম্ভহীনানাং সাধনান্তরকল্পনা। কৃতা মহর্ষিভিঃ সর্বৈঃ পরানন্দৈকনৈষ্ঠিকৈঃ।।

সূর্যদেব বলছেন, বিশেষভাবে রামনাম জপ করার কারণেই আমি জগতের প্রকাশক, তদ্রূপ সর্বলোকের ক্রমণে আমি শক্তিমান্। একমাত্র পরমানন্দে স্থিতিশীল (নিষ্ঠাসম্পন্ন) সমস্ত মহর্ষিগণ ভগবন্নামে বিশ্বাসহীনগণের জন্য অন্য সাধনের কল্পনা করেছেন।

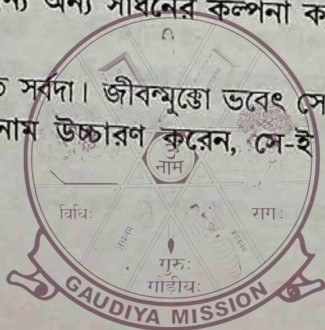
আঙ্গিরস-পুরাণে

শ্রীরামেতি মনুষ্যো যঃ সমুচ্চরতি সর্বদা। জীবন্মুক্তো ভবেৎ সো হি সাক্ষাৎ রামাত্মকঃ সুধীঃ।।

যে মানব সর্বদা শ্রীরাম এই নাম উচ্চারণ করেন, সে-ই সাক্ষাৎ রামাত্মক, রামময়, সুবুদ্ধি ও জীবন্মুক্ত হন।

শুক-পুরাণে

বাহান্ন



যৎ প্রভাবং সমাসাদ্য শুকো ব্রহ্মর্ষিসত্তমঃ। জপস্ব তন্মহামন্ত্রং রামনাম-রসায়নম্।।

যাঁদের প্রতাপ সম্যগ্‌রূপে লাভ করে শুক অতি উত্তম ব্রহ্মর্ষি হয়েছেন, সেই রামনাম-রসায়ন মহামন্ত্র জপ করো।

লঘু-ভাগবতে

কিং তাত বেদাগম-যোগশাস্ত্রৈস্তীর্থাদিকৈরন্যকৃতৈঃ প্রয়োজনম্। যদ্যাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তিকারণং শ্রীরামরামেতি নিরন্তরং রট।।

হে বৎস! বেদ-আগম-যোগশাস্ত্র-তীর্থাদি অন্য সাধনে কি প্রয়োজন! যদি আপনার মুক্তির কারণ ইচ্ছা করো, তা হলে অবিরত (নিরন্তর) "শ্রীরাম রাম" এই নাম ঘোষণা করো।

কালিকা-পুরাণে

রামেত্যভিহিতে দেবে পরাত্মনি নিরাময়ে। অসংখ্যমখতীর্থানাং ফলং তেষাং ভবেদ্ ধ্রুবম্।।

নিরাময় পরমাত্মা জ্যোতির্ময় "রাম" এই নাম উচ্চারণ করলে নামকারিগণের নিশ্চিত অগণ্য মখ (যজ্ঞ) তীর্থসকলের ফললাভ হয়।

দেবী-ভাগবতে

গর্ভমধ্যে তু যৎ প্রোক্তং করুণানিধিমগ্রতঃ। সততং কীর্তনং রামনাম্নঃ কর্বে সমাদরাৎ।।

করুণাসাগরের নিকট গর্ভমধ্যে যা বলেছিলে——সতত সমাদরের সঙ্গে রামনাম কীর্তন করবো, (তা করো)।

আদি-পুরাণে

কুর্বন্ বা কারয়ন্ বাপি রামনামজপস্তথা। নীত্বা কুলসহস্রাণি পরং ধামাভিগচ্ছতি।।

স্বপ্নেঽপি রামনাম্নস্তু যেষামুচ্চারণং ন হি। ভাগ্যহীনাস্তু তে নীচা পাপিনামগ্রগামিণঃ।।

তত্রৈব, শ্রীকৃষ্ণ——

রামনামসদাগ্রাহী রামনামপ্রিয়ঃ সদা। ভক্তিস্তস্মৈ প্রদাতব্যা ন চ মুক্তিঃ কদাচন।।

গায়ন্তি রামনামানি বৈষ্ণবাশ্চ যুগে যুগে। ত্যক্তা চ সর্বকর্মাণি ধর্মাণি চ কপিধ্বজ।।

রামনামৈব নামৈব রামনামৈব কেবলম্। গতিস্তেষ্যাং গতিস্তেষাং গতিস্তেষাং সুনিশ্চিতম্।।

শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম বদন্তি মনুজা ভুবি। তেষাং নাস্তি ভয়ং পার্থ রামনামপ্রসাদতঃ।।

রামনামরতা যত্র গচ্ছন্তি প্রেমসংপ্লুতাঃ। ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ স্তুতিভিঃ সহ।।

মানবা যে সুধাসারং রামনাম জপন্তি হি। তে ধন্যা মৃত্যুসন্ত্রাসরহিতা রামবল্লভাঃ।।

নামৈব পরমা মুক্তির্নামৈব পরমা গতিঃ। নামৈব পরমা শান্তির্নামৈব পরমা মতিঃ।।

নামৈব পরমা ভক্তির্নামৈব পরমা ধৃতিঃ। নামৈব পরমা প্রীতর্নামৈব পরমা স্মৃতিঃ।

নামৈব পরমং পুণ্যং নামৈব পরমং তপঃ। নামৈব পরমো ধর্মো নামৈব পরমো গুরুঃ।

নামৈব পরমং জ্ঞানং নামৈব চাখিলং জগৎ। নামৈব জীবনং জন্তোর্নামৈব বিপুলং ধনম্।।

নামৈব জগতাং সত্যং নামৈব জগতাং প্রিয়ম্। নামৈব জগতাং ধ্যানং নামৈব জগতাং পরম্।

নামৈব শরণং জন্তোর্নামৈব জগতাং গুরুঃ। নামৈব জগতাং বীজং নামৈব পাবনং পরম্।।

রামনামরতা যে চ তে বৈ শ্রীরামভাবুকাঃ। তেষাং সন্দর্শনাদেব ভবেত্তীরসাত্মিকা।।

কামাদিগুণসংযুক্তা নামমাত্রৈকবান্ধবাঃ। প্রীতিং কুর্বন্তি তে পার্থ ন তথা জিৎসুষড়্গুণাঃ।।

তং দেশং পতিতং মন্যে যত্র নাস্তি সুবৈষ্ণবঃ। রামনামপরো নিত্যং পরানন্দবিবর্ধনঃ।।

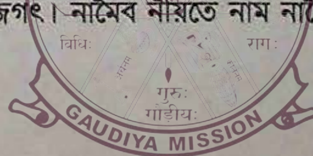
রামনামরতা জীবা ন পতন্তি কদাচন। ইন্দ্রাদ্যাঃ সম্পতন্ত্যন্যে তথা চান্যেঽধিকারিণঃ।।

নামস্মরণমাত্রেণ প্রাণান্ মুঞ্চন্তি যে নরাঃ। ফলং তেষাং ন পশ্যামি ভজামি তাংশ্চ পার্থিব।।

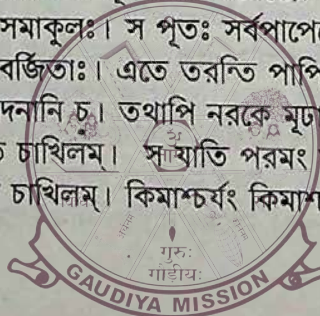
নামস্মরণমাত্রেণ নরো যাতি নিরাপদম্। যে স্মরন্তি সদা রামং তেষাং জ্ঞানেন কিং ফলম্।।

নামৈব জগতাং, বন্ধুর্নামৈব জগতাং প্রভুঃ। নামৈব জগতাং জন্ম নামৈব সচরাচরম্।।

নামৈব ধার্যতে বিশ্বং নামৈব পাল্যতে জগৎ। নামৈব নীয়তে নাম নামৈব ভুজ্যতে ফলম্।।

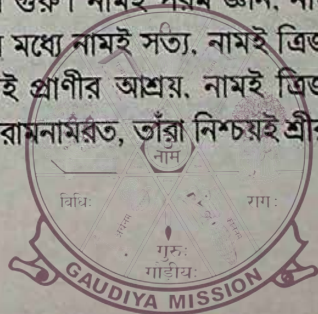


নাম্নৈব গৃহ্যতে নাম পরং গোপ্যং পরাৎ পরম্। নাম্নৈব কার্যতে কর্ম নাম্নৈব নীয়তে ফলম্।।
নাম্নৈব চাঙ্গশাস্ত্রাণাং তাৎপর্যার্থবরং মতম্। নাম্নৈব বেদসারাংশঃ সিদ্ধান্তঃ সর্বদা শিবঃ।।
নাম্নৈব নীয়তে মেধা পরে ব্রহ্মণি নিশ্চলা। নাম্নৈব চঞ্চলং চিত্তং মনস্তস্মিন্ প্রলীয়তে।।
শ্রীরামস্মরণেনৈব নরো যাতি পরাং গতিম্। সত্যং সত্যং সদা সত্যং ন জানে নামজং ফলম্।।
রামনাম প্রভাবোঽয়ং সর্বোত্তম উদাহৃতঃ। সমাসেন তথা পার্থ বক্ষ্যেঽহং তব হেতবে।।
ন নামসদৃশং ধ্যানং ন নামসদৃশো জপঃ। ন নামসদৃশস্ত্যাগো ন নামসদৃশী গতিঃ।।
ন নামসদৃশং তীর্থং ন নামসদৃশং তপঃ। ন নামসদৃশং কর্ম ন নামসদৃশঃ শমঃ।।
ন নামসদৃশী মুক্তির্ন নামসদৃশী প্রভা। যে গৃহ্নন্তি সদা নাম তে এব জিতষড়্গুণাঃ।।
কুর্বন্ বা কারয়ন্ বাপি রামনামজপস্তথা। নীত্বা কুলসহস্রাণি পরং ধামাভিগচ্ছতি।।
নাম্নৈব নীয়তে পুণ্যং নাম্নৈব নীয়তে তপঃ। নাম্নৈব নীয়তে ধর্মো জগদেতচ্চরাচরম্।।
রামনামপ্রভাবেণ সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ। বিশ্বাসেনৈব শ্রীরামনামজাপ্যং সদা বুধৈঃ।।
শান্তো দান্তঃ ক্ষমাশীলো রামনামপরায়ণঃ। অসংখ্যকুলজানাং বৈ তারণে সর্বদা ক্ষমঃ।।
যে নামযুক্তা বিচরন্তি ভূমৌ। ত্যক্ত্বার্থকামান্ বিষয়াংশ্চ ভোগান্।। তেষাঞ্চ ভক্তিঃ পরমা চ নিষ্ঠা।
সত্যং সদৈতে সুভগা ভবন্তি।। [পাঠান্তর——দাস্যামি সত্যং মনসা নিযুক্তঃ।]
স্মরন্তি রামনামানি ত্যক্ত্বা কর্মাণি চাখিলম্। তে পূতাঃ সর্বপাপেভ্যঃ পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।
ত্যক্ত্বা শ্রীরামনামানি কর্ম কুর্বন্তি যেঽধমাঃ। তেষাং কর্মাণি বন্ধায় ন সুখায় কদাচন।।
যস্য চেতসি শ্রীরামনাম মাঙ্গলিকং পরম্। স জিত্বা সকলাল্লোঁকান্ পরং ধাম পরিব্রজেৎ।
নামযুক্তা জনাঃ পার্থ জাত্যন্তরসমন্বিতাঃ। প্রীতিং কুর্বন্তি শ্রীরাম ন তথা নষ্টষড়্গুণাঃ।।
গায়ন্তি রামনামানি সততং যে জনা ভুবি। নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যঃ পুনঃ পুনঃ।।
রামনামাশ্রয়া যে বৈ ভাবুকাঃ প্রেমসংপ্লুতাঃ। তে কৃতার্থাঃ সদা তাত! সত্যং সত্যং ন চান্যথা।। ইতি
বিহিতং (?) তাত স্বয়া বুদ্ধ্যা বিধারয়। রামনামপ্রসাদেন সর্বং সুখমবাপ্স্যসি।।
তাং নাম গাথাং বিচরন্তি ভূমৌ। গীত্বা সদা তে পুরুষাঃ সুধন্যাঃ।
যে নামগাথা-পরতত্ত্বনিষ্ঠাস্তে ধন্যধন্যা ভুবি কৃত্যপুণ্যাঃ।। রামনামজপাসক্তো রামনামজপপ্রিয়ঃ।
স পূতো নির্বিকল্পশ্চ সর্বপাপবহির্মুখঃ।। রামনামপ্রসঙ্গেন যে জপন্তীহ চার্জুন। তেঽপি ধ্বস্তাখিলাঘৌঘা
যান্তি রামাস্পদং পরম্।।
ঘোষয়েন্নাম নির্বাণকারণং যস্ত্বনন্যধীঃ। তস্য পুণ্যফলং পার্থ বক্তুং কঃ শক্যতে ভুবি।।
তস্মান্নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢচেতসা। রামনামসমাযুক্তাস্তে মে প্রিয়তমাঃ সদা।।
সততং নাম গগয়ন্তি বিনির্বিঘ্নেন চেতসা। তেষাং মধ্যে সহাবাসঃ শ্রীরামস্য বিশেষতঃ।।
শ্রদ্ধয়া হেলয়া বাপি গায়ান্ত নামমঙ্গলম্। তেষাং মধ্যে পরং নাম বসেন্নিত্যং ন সংশয়ঃ।।
ন তত্র বিস্ময়ঃ কার্যো ভবতা রামনাম্নি চ। সত্যং বদামি তে পার্থ প্রিয়ায় মম চাত্মনে।।
যন্নাম স্মরতো নিত্যং মহাহ্যজ্ঞানবন্ধনম্। ছিদ্যতে চাভ্রমেণৈব তমহং রাঘবং ভজে।।
শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তো রামনামপরায়ণঃ। করোতি জানকীজানিস্তস্য চিন্তাং পুনঃপুনঃ।।
অশেষপাতকৈর্যুক্তঃ সর্বদোষপরিপ্লুতঃ। স পূতঃ সর্বপাপেভ্যো যস্য নাম পরং তপঃ।।
রামনাম সদা প্রেম্না সংস্মরামি জগদ্গুরুম্। ক্ষণং ন বিস্মৃতিং যাতি সত্যং সত্যং বচো মম।।
পরনিন্দা-সমাযুক্তঃ পরদার-পরায়ণঃ। স পূতঃ সর্বপাপেভ্যো যস্য নাম পরং তপঃ।।
পরহিংসাসমাযুক্তো লোভ-মোহ-সমাকুলঃ। স পূতঃ সর্বপাপেভ্যো যস্য নাম্নি সদা রুচিঃ।।
অশেষপাতকৈর্বাপ্তাঃ স্বধর্মপরিবর্জিতাঃ। এতে তরন্তি পাপিষ্ঠা রামনামপ্রসাদতঃ।।
নিষ্ঠন্তি রামনামানি তিষ্ঠন্তি বদনানি চ। তথাপি নরকে মূঢাঃ পতন্তীত্যদ্ভুতং মহৎ।।
গায়ন্তি রামনামানি কর্ম কুর্বন্তি চাখিলম্। স যাতি পরমং স্থানং রামেন সহ মোদতে।।
বিসৃজ্য রামনামানি কর্ম কুর্বন্তি চাখিলম্। কিমাশ্চর্যং কিমাশ্চর্যং কিমাশ্চর্যং ধনঞ্জয়।।



শান্তো দান্তঃ ক্ষমাশীলো রামনামার্থচিন্তকঃ। তস্য সদ্‌গুণসংখ্যানং বক্তুং নৈব ক্ষমোঽপ্যহম্।।
বিসৃজ্য রামনামামি কর্ম কুর্বন্তি যে নরাঃ। অপ্রাপ্য সদ্‌গতিং পার্থ ভ্রমিত্বা কর্মবর্ত্মসু।।
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় ভ্রমন্তি তে নরাধমঃ। বিসৃজ্য রামনামানি মায়ামোহিতচেতসঃ।।
যদৃচ্ছয়া তু শ্রীরামনাম গৃহ্নন্তি সাদরম্। তে পুতাঃ সর্বপাপেভ্যো রামনামপ্রসাদতঃ।।
যেন কেন প্রকারেণ নামমাত্রস্য জল্পকাঃ। শ্রমৎ বিনৈব গচ্ছন্তি পরে ধাম্নি সমাদরাৎ।।
নামযুক্তান্ জনান্ দৃষ্টা যঃ পশ্যেৎ সাদরং সখে। স যাতি পরমং স্থানং রামেণ সহ মোদতে।।
নামযুক্তান্ জনান্ দৃষ্টা প্রণমন্তি চ যে নরাঃ। তে পূতাঃ সর্বপাপেভ্যঃ কর্মণা তেন হেতুনা।।
নামযুক্তান জনান্ দৃষ্টা স্নিগ্ধো ভবতি যো নরঃ। স যাতি পরমং স্থানং পরমানন্দসাগরম্।।
গীত্বা চ রামনামানি বিচরেদ্ রামসন্নিধৌ। ইদং ব্রবীমি তে সত্যং তস্য বশ্যো জগৎপতিঃ।।
গীত্বা চ রামনামানি যে রুদন্তি নরোত্তমাঃ। তেষাং হরিঃ পরিক্রীতঃ পরমেশেন সংযুতঃ।।
গীত্বা চ রামনামেতি পতন্তি ভুবি যে নরাঃ। তে বৈ ধন্যতমা লোকে বৈষ্ণবানাং বরা মতা।।
যদৃচ্ছয়া ন গৃহ্নন্তি রামনামেতি মঙ্গলম্। অদৃশ্যাস্তে জনাঃ পার্থ দৃষ্টিমাত্রেণ বর্জিতাঃ।।
স্বপ্নেঽপি রামনাম্নস্তু যেষামুচ্চরণং নহি। ভাগ্যহীনাস্তু তে নীচাঃ পাপিনামগ্রগামিণঃ।।
ভিক্ষোপায়েন গৃহ্নন্তি রামনামপরেশ্বরম্। লোকাচারে তু নিরতাস্তে বৈ পাষন্ডিণো ধ্রুবম্।।
রামনামজপাজ্জীবা অনায়াসেন সংসৃতিম্। তরন্ত্যেব তরন্ত্যেব তরন্ত্যেব সুনিশ্চিতম্।।
তত্রৈবার্জুনবাক্যং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি—
ভবত্যেব ভবত্যেব ভবত্যেব মহামতে। সর্বপাপপরিব্যাপ্তাস্তরন্তি নাম বান্ধবাঃ।।
নমোঽস্তু নামরূপায় নমোঽস্তু নামজল্পিনে। নমোঽস্ত নামস্বাধ্যায় বেদবেদ্যায় শাশ্বতে।। নমোঽস্তু নামনিত্যায় নমো নামপ্রভাবিণে। নমোঽস্তু নামশুদ্ধায় নমো নামময়ায় চ।। শ্রীরামনামমাহাত্ম্যং যঃ পঠেচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। স যাতি পরমং স্থানং রামনামপ্রসাদতঃ।। রামনামার্থমুৎকৃষ্টং পবিত্রং পাবনং পরম্। যে ধ্যায়ন্তি সদা স্নেহাত্তে কৃতার্থা জগত্রয়ে।। ইতি আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ শ্রীরামনামমাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্।।

রামনাম জপ করলে অথবা করালে সহস্রকুলের সঙ্গে পরমধামে অনায়াসে গমন করে। যাদের স্বপ্নেও রামনাম উচ্চারণ হয় না, সেই দুর্ভাগ্য নীচগণ পাপিসমূহের অগ্রগামী। যে সর্বদা রামনামগ্রহণকারী ও সদা রামনামপ্রিয়, তাকে ভক্তিপ্রদান করা উচিত, কখনও মুক্তি দেওয়া কর্তব্য নয়। (তাকে ভক্তি দিই, কখনও মুক্তি দিই না)। হে অর্জুন! যুগে যুগে বৈষ্ণবগণ সমস্ত ধর্মকর্ম পরিত্যাগপূর্বক রামনামসকল গান করেন। রামনামই, রামনামই, কেবল রামনামই তাদের গতি, তাদের গতি, সুনিশ্চিত তাদের গতি। মানবগণ ইহলোকে যদি শ্রদ্ধা বা অবহেলা যে কোনও প্রকারে রামনাম বলেন, হে পার্থ! রামনামের প্রসাদে তাঁদের কোনও ভয় থাকে না। প্রেমবিগলিত রামনাম-পরায়ণগণ যে স্থানে গমন করেন, সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় স্তব করতে করতে সেই ভক্তসমূহের অনুগমন করে থাকে। যে মানবগণ সুধাসার রামনাম জপ করেন, দারুণমরণভয়বিরহিত সেই রাম-বল্লভ ধন্য—কৃতার্থ।
নামই পরমা মুক্তি, নামই পরমা গতি, নামই পরমা শান্তি, নামই পরমা মতি। নামই পরমা ভক্তি, নামই পরমা ধৃতি (ধৈর্য), নামই পরমা প্রীতি, নামই পরমা স্মৃতি। নামই পরম পুণ্য, নামই পরম তপস্যা, নামই পরম ধর্ম, নামই পরম গুরু। নামই পরম জ্ঞান, নামই অখিল জগৎ, নামই জীবের জীবন, নামই বিপুল ধন। ত্রিজগতের মধ্যে নামই সত্য, নামই ত্রিজগতের প্রিয়, নামই ত্রিজগতের ধ্যান, নামই ত্রিজগতের শ্রেষ্ঠ। নামই প্রাণীর আশ্রয়, নামই ত্রিজগতের গুরু, নামই ত্রিভুবনের বীজ, নামই উত্তম পবিত্রকারক। যাঁরা রামনামরত, তাঁরা নিশ্চয়ই শ্রীরামভাবনশীল, তাঁদের দর্শনমাত্রই



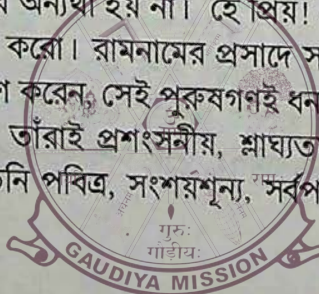
রসময়ী ভক্তি হয়।কাম-ক্রোধ-লোভাদিগুণসংযুক্ত একমাত্র নামাশ্রয়ী যে রকম (আমার) সেরকম প্রীতিসম্পাদন করে, সেরকম ষড়্ গুণজয়কারিগণ করে না। পরমানন্দবিবৃদ্ধিকারক নিত্য রামনাম-পরায়ণ সুবৈষ্ণব যে দেশে নেই, সে স্থানকে পতিত বলে মনে করি।

ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ ও অন্য অধিকারিগণ ভোগকাল শেষ হলে পতিত হন, কিন্তু রামনামে অনুরাগী, জীবগণ কোন সময়েও পতিত হন না। হে অর্জুন! যে মানবগণ নামস্মরণমাত্রেই প্রাণত্যাগ করেন, তাঁদের ফল দেখি না (অর্থাৎ তাঁরা অনন্ত অপরিমিত ফললাভ করেন) আমি তাঁদের ভজনা করি। নামস্মরণমাত্রেই মানব বিপদবিহীন হয়, যাঁরা সতত রামকে স্মরণ করেন, তাঁদের জ্ঞানে কি ফল (প্রয়োজন)? নামই ত্রিজগতের বন্ধু, নামই ত্রিজগতের প্রভু, নামই ত্রিজগতের জন্মের কারণ, নামই স-চরাচর ভূমন্ডল। নামই বিশ্ব ধারণ করে আছেন, নামই, জগৎ পালন করছেন, নামই নামকে প্রাপ্ত করান, নামই ফল ভোগ করেন। নামই পরম গোপনীয় পরাৎপর নামকে গ্রহণ করেন, নামই কর্ম করেন, নামই ফল প্রদান করেন। নামই শাস্ত্রসমূহের অঙ্গ, শ্রেষ্ঠ মর্মার্থ, নামই শ্রেষ্ঠ কল্যাণকর, বেদসারাংশ-সিদ্ধান্ত। নামের দ্বারাই পরমব্রহ্মে নিশ্চলা বুদ্ধি নীত হয়, নামের দ্বারাই চঞ্চল চিত্ত ও মন তাঁতে প্রলীন হয়। মানব শ্রীরামের স্মরণের দ্বারাই পরমগতি প্রাপ্ত হয়, সত্য-সত্য-সদা সত্য——নামজাত ফল আমি জানি না।

রামনামের এই প্রভাব সর্বোত্তম বলে কথিত হয়। আমি তোমার প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য সংক্ষেপে বলছি। নামের সমান ধ্যান, নামের তুল্য জপ, নামের মতো ত্যাগ, নামের সদৃশী গতি নেই। নামের সমান তীর্থ, নামের তুল্য তপস্যা, নামের মত কর্ম, নামের সদৃশ শম নেই। নামের সদৃশী মুক্তি, নামের সমান জ্যোতি নেই, যাঁরা নিরন্তর নাম গ্রহণ করেন, তাঁরাই ষড়্গুণকে জয় করেছেন। রামনাম জপ করলে অথবা করালে সহস্রকুলের সঙ্গে সে পরমধামে গমন করে। নামের দ্বারাই পুণ্য নীত হয়, নামের দ্বারাই তপস্যা প্রাপিত হয়, নামের দ্বারাই ধর্ম ও এই চরাচর জগৎ গ্রাহিত হয়ে থাকে। রামনামের প্রভাবে মানব সিদ্ধিসমূহের ঈশ্বর হয়। বিশ্বাস সহকারে বুধগণের সর্বদা শ্রীরামনাম জপ করা কর্তব্য।রামনামে অত্যাসক্ত শান্ত, দান্ত ও ক্ষমাশীল মানব অসংখ্য কুলজাতগণের উদ্ধারে সর্বদা সক্ষম।

অর্থ কাম্যবস্তু, বিষয় ও ভোগসকল ত্যাগ করে যাঁরা নাম গ্রহণ করে ধরণীতলে বিচরণ করেন, তাঁদের ভক্তি, পরমা নিষ্ঠা সকলকালেই সত্য সুখদ হয়ে থাকে। যাঁরা নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য প্রভৃতি সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে নিরন্তর রামনাম স্মরণ করেন, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় তাঁরা পাপসমূহের দ্বারা লিপ্ত হন না (সর্বপাপ থেকে পবিত্র হন)। যে অধমগণ শ্রীরামনাম ত্যাগ করে কর্মানুষ্ঠান করে, তাদের কর্মসকল নিষ্ফল হয়, কখনও সুখের কারণ হয় না। যাঁর চিত্তে পরমকল্যাণ (ভূমাসুখ) দায়ক শ্রীরামনাম বিরাজমান, তিনি সমস্ত লোক জয় করে পরমপদে গমন করেন। হে পার্থ! নামযুক্ত নরগণ যদি নিম্নবর্ণ হয়, তাহলে শ্রীরামচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে প্রেম করেন, কিন্তু উচ্চবর্ণ ষড়্গুণহীন হলে তাঁদের প্রতি প্রসন্ন হন না। এ জগতে যাঁরা সতত নামগান করেন, তাঁদেরকে প্রণাম——তাঁহাদের প্রণাম——পুনঃ পুনঃ তাঁদেরকে প্রণাম।

হে প্রিয়! প্রেমবিগলিত যে সকল ভাবুকগণ রামনাম আশ্রয় করেছেন তাঁরা সততই কৃতার্থ——এই কথা সত্য——সত্য——এর অন্যথা হয় না। হে প্রিয়! এই নাম মাহাত্ম্য বলা হল——নিজের বুদ্ধির দ্বারা বিশেষভাবে ধারণ করো। রামনামের প্রসাদে সমস্ত সুখই পেয়ে যাবে। যাঁরা জগতে নামগাথা গান করে সর্বদা বিচরণ করেন, সেই পুরুষগণই ধন্যতম——কৃতার্থ। যাঁরা নাম-গাথারূপ পরতত্ত্বে নিষ্ঠাসম্পন্ন, ধরাতলে তাঁরাই প্রশংসনীয়, শ্লাঘ্যতম, পুণ্যকর্মকারী। যিনি রামনামজপে আসক্ত——রামনামজপপ্রিয়, তিনি পবিত্র, সংশয়শূন্য, সর্বপাপবিমুখ। হে অর্জুন! যাঁরা ইহলোকে

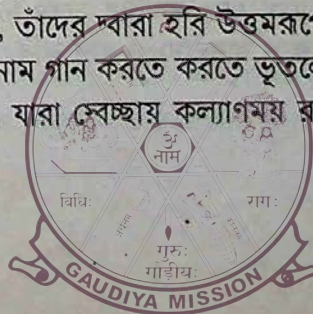


অবসরক্রমে রামনাম জপ করেন, তাঁরাও সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে অত্যুত্তম রামের পরমপদে গমন করে থাকেন। (প্রসঙ্গক্রমের অর্থ গৌণভাবে—যেমন খাজনা আদায় করতে গিয়ে গঙ্গাস্নান করা—যখন গঙ্গাতীরে এসেছি, তখন "একটি ডুব দিয়ে নিই"—এইভাবে কোনও কার্য উপলক্ষ্যে নামমণ্ডলীর কাছে গিয়ে নাম করা) যে অনন্যবুদ্ধি হয়ে নির্বাণকারণ নাম নিরন্তর ঘোষণা করেন, সংসারে তাঁর পুণ্যফল বলতে কে সমর্থ হবে?

হে কৌন্তেয়! সেইহেতু দৃঢ়চিত্তে নামসকল ভজনা করো, যাঁরা রামনামে উত্তমরূপে নিষ্ঠাসম্পন্ন, তাঁরা সতত আমার প্রিয়। যাঁরা বিশেষরূপে ভয়-শোকাদির দ্বারা কাতরচিত্তে সতত নাম করেন, বিশেষতঃ তাঁহাদের মধ্যেই শ্রীরামের সম্বন্ধ ও বাসস্থান। শ্রদ্ধা অথবা অবহেলা করেও যাঁরা মঙ্গলময় নামগান করেন, তাঁদের মধ্যে পর (শ্রেষ্ঠ) নাম ("ওঙ্কার") নিরন্তর বাস করেন—এতে কোনও সন্দেহ নেই। হে পার্থ! রামনাম মহিমায় বিস্ময় প্রকাশ করা কর্তব্য নয়—আমি আত্মপ্রীতির জন্য বলছি। যাঁর নাম অবিরত স্মরণ করলে সত্যজ্ঞান লাভ হয় ও ফলে কঠিন অজ্ঞান-বন্ধন ছিন্ন হয়, সেই রাঘবকে আমি ভজনা করি। যিনি পরমশ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে রামনামপরায়ণ (অত্যাসক্ত), জানকীজীবনকে (পতি) বারংবার চিন্তা করেন, যাঁর নামই হ'ল পরম তপস্যা, সেই নাম গ্রহণে অশেষ পাতকযুক্ত সর্বদোষসমাচ্ছন্ন ব্যক্তিও সর্বপাপ হতে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়। জগদ্গুরু রামনাম অনুক্ষণ প্রেমের সঙ্গে আমি উত্তমরূপে স্মরণ করি, ক্ষণমাত্রও ভুলে যাই না। আমার এই বাক্য সত্য—সত্য।

যাঁর নাম পরম তপস্যা, সেই নাম যদি পরনিন্দায় পরমপটু ও পরদারপরায়ণ ব্যক্তিও গ্রহণ করে, তা হলে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়। পরহিংসা-নিরত, লোভ-মোহ-পরিব্যাপ্ত ব্যক্তির ভাগ্যক্রমে যদি তাঁর নামে সতত অনুরাগ হয়, তা হলে সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়। সমুদয় পাতকের দ্বারা আচ্ছন্ন, স্বধর্মপরিত্যাগী—এমন পাপিষ্ঠগণও রামনামের প্রসাদে ভবপারাবার অতিক্রম করে। রামনামসকল আছে, সকলের বদনও আছে, তথাপি মুর্খগণ নরকে পতিত হয়, এ মহা আশ্চর্য ব্যাপার। যে মানব সমস্ত কর্ম করেও রামনামসকল গান করে, সে পরমপদে গমনপূর্বক রামের সঙ্গে আনন্দে যাবে। হে ধনঞ্জয়! মানব রামনাম ভুলে নিখিল কর্ম করে—কি আশ্চর্য!—কি অদ্ভুত!—কি আশ্চর্যজনক! শমগুণযুক্ত, জিতেন্দ্রিয় (দান্ত), তপঃক্লেশসহিষ্ণু, ক্ষমাশীল ও রামনামার্থচিন্তকের সদ্‌গুণের সংখ্যা আমিও বলতে পারি না। হে পার্থ! যে মানবগণ, রামনাম বিসর্জন করে কর্ম করে, তারা সদ্‌গতি প্রাপ্ত না হয়ে কর্মমার্গেই ভ্রমণ করতে থাকে।

মায়ামোহিতচিত্ত সেই নরাধমগণ রামনাম পরিত্যাগ করে সর্বযোনিতে ভ্রমণ করে। যাঁরা স্বেচ্ছাক্রমে আদরের সঙ্গে শ্রীরামনাম গ্রহণ করেন, তাঁরা রামনামের প্রতাপে অখিল পাপ থেকে বিশুদ্ধ হন। যে কোনও প্রকারে নামমাত্রের কীর্তনকারিগণ অনায়াসে সমাদরের সঙ্গে পরমপদে গমন করেন। হে সখে! যিনি নামযুক্তগণকে সসম্মানে দেখেন, তিনি পরমস্থানে গমন করেন—রামের সঙ্গে আনন্দিতচিত্তে অবস্থান করে থাকেন। যে মানবগণ নামকারী ভক্তগণকে দেখে প্রণাম করেন, সেই জন্য তাঁরা সমস্ত পাপ হতে পরিশুদ্ধ হন। নামযুক্ত জনগণকে দশর্ন করে যে মানব স্নেহযুক্ত হন, তিনি পরমানন্দ-পারাবার পরমপদে প্রয়াণ করেন। রামনাম গান করতে করতে রামের সমীপে বিচরণ করলে জগৎপতি বশীভূত হন, আমি তোমাকে একথা সত্যই বলছি। রামনাম গান করতে করতে যে নরোত্তমগণ ক্রন্দন করেন, তাঁদের দ্বারা হরি উত্তমরূপে ক্রীত হন এবং তাঁরা পরমাত্মা রামের সঙ্গে মিলিত হন। যাঁরা রামনাম গান করতে করতে ভূতলে পতিত হন, তাঁরা ধন্যতম—ইহলোকে বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যারা স্বেচ্ছায় কল্যাণময় রামনাম গ্রহণ করে না, হে পার্থ! তারা দৃষ্টিমাত্র-রহিত—অন্ধ।



যাদের স্বপ্নেও রামনাম উচ্চারণ হয় না, তারা ভাগ্যহীন, নীচ, পাপিগণের অগ্রগামী। যারা লোকাচারে নিরত, পরম ঈশ্বর রামনাম ভিক্ষা করবার জন্য শুধু গ্রহণ করে, তারা নিশ্চিত পাষণ্ড, নাস্তিক, সদাচারভ্রষ্ট।। জীবগণ রামনাম জপের দ্বারা অক্লেশে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়, উত্তীর্ণ হয়, অবশ্যই উত্তীর্ণ হয়ে থাকে।। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বললেন, ——
হে মহামতে! হয়, হয়, সুনিশ্চিত হয়——নামাশ্রয়ী সর্বপাপ-সমাচ্ছন্ন হলেও উত্তীর্ণ হয়ে থাকে। নামরূপকে নমস্কার, নামকীর্তনকারিকে নমস্কার, শাশ্বত বেদবেদ্য স্বাধ্যায়কারিকে নমস্কার।। নিত্যনামসম্বলকারিকে প্রণাম, নামের প্রভাবে প্রভাবশালিকে নমস্কার, নাম করে যিনি শুদ্ধ হয়েছেন, তাঁকে নমস্কার, নাম করতে করতে যিনি নামময় হয়ে গেছেন——যাঁর রক্তে মাংসে মেদে মজ্জায় নাম সম্মিলিত হয়ে গেছে, তাঁকে নমস্কার। যে মানব শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে শ্রীরামনাম মাহাত্ম্য পাঠ করবেন, তিনি রামনামের প্রতাপে পরম স্থানে অবশ্যই যাবেন।। যাঁরা উৎকৃষ্ট পরমপবিত্র পবমান রামনামার্থ সতত প্রেমের সঙ্গে ধ্যান করেন, তাঁরা ত্রিভুবনে কৃতার্থ——শ্লাঘনীয়।

মহাভারত

ঋগ্বেদে চ যজুর্বেদে তথৈবাথর্ব-সামসু। পুরাণে সোপনিষদি তথৈব জ্যোতিষেঽর্জুন।।
সাংখ্যে চ যোগশাস্ত্রে চ আয়ুর্বেদে তথৈব চ। বহূনি মম নামানি কীর্তিতানি মহর্ষিভিঃ।।
গৌণ্যানি তত্র নামানি কর্মজানি চ কানিচিৎ। সর্বেষু মন্ত্রতন্ত্রেষু রামনাম পরাৎপরম্।।

হে অর্জুন! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ব এবং সামবেদে, পুরাণে, উপনিষদে, জ্যোতিষে, সাংখ্য যোগশাস্ত্রে, আয়ুর্বেদে মহর্ষিগণ আমার বহু নামকীর্তন করেছেন। সেই নামসকল গুণহেতু, কোন নাম কর্মজন্য। নিখিল মন্ত্রতন্ত্রের মধ্যে রামনাম পরাৎপর——উত্তমেরও উত্তমতম।

মহাশম্ভু-সংহিতা

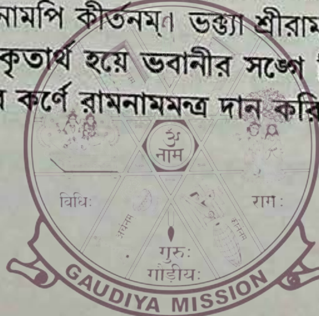
শ্রীরামনামাখিলমন্ত্রবীজং সঞ্জীবনং চেদ্ হৃদয়ে প্রবিষ্টম্। হালাহলং বা প্রলয়ানলং বা মৃত্যোর্মুখং বা বিশতাং কুতোভীঃ। রামনামপ্রভাবেণ স্বয়ম্ভূঃ সৃজতে জগৎ। বিভর্তি সকলং বিষ্ণুঃ শিবঃ সংহরতে পুনঃ।। বাঙ্মনোগোচরাতীতঃ সত্যলোকেশ ঈশ্বরঃ। তস্য নামাদিকং সর্বং রামনাম্না প্রকাশতে।। যস্য প্রসাদাদ্দেবেশি মম সামর্থমীদৃশম্। সংহরামি ক্ষণাদেব ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।। ধাতা সৃজতি ভূতানি বিষ্ণুর্ধারয়তে জগৎ। তথা ইন্দ্রাদয়ঃ সর্বে রামনাম্নাভিবর্ধিতাঃ।।

নিখিল মন্ত্রবীজসঞ্জীবন (জীবিতকারী) শ্রীরামনাম যদি হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন, তা হলে হলাহল-পানে অথবা প্রলয়-অনলে কিংবা মৃত্যুর মুখে প্রবেশ করতে ভয় কোথায়? রামনামের প্রভাবে প্রজাপতি ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টি করেন, বিষ্ণু সমস্ত পালন ও শব সমুদয় সংহার করিয়া থাকেন। বাক্য-মনের অগোচর, সত্যলোকের ঈশ্বরের ও পরমেশ্বর, তাঁর সমস্ত নামাদি, রামনামের দ্বারা প্রকাশিত হয়। হে দেবেশি! রামনামের প্রসাদে আমার এরূপ সামর্থ যে, ক্ষণকালের মধ্যেই আমি সচরাচর ত্রিভুবন সংহার করতে পারি। ধাতা প্রাণিসকল সৃজন করেন, বিষ্ণু জগৎ ধারণ করেন আর ইন্দ্রাদি দেবতাগণ রামনামের দ্বারা উত্তমরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন।

অগস্ত্য-সংহিতা

অহং ভবন্নাম জপন্ কৃতার্থো বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্যা। মরিষ্যমাণস্য বিমুক্তয়েঽহং দিশামি মন্ত্রং তব রামনাম।। র-কারো রামচন্দ্রঃ স্যাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। আ-কারো জানকী প্রোক্তা ম-কারো লক্ষ্মণঃ স্বরাট্।। নামসঙ্কীর্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্তনম্। ভক্ত্যা শ্রীরামচন্দ্রস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে।।

আমি তোমার নাম জপ করে কৃতার্থ হয়ে ভবানীর সঙ্গে নিয়ত কাশীতে বাস করি, মুমূর্ষুগণের (মরিষ্যমাণ) মুক্তির জন্য তাদের কর্ণে রামনামমন্ত্র দান করি। "র"কার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ রামচন্দ্র,



"আ"কার জানকী ও "ম" কার স্বরাট্ লক্ষ্মণ। ভক্তিসহকারে শ্রীরামচন্দ্রের নামসঙ্কীর্তন ও গুণসমূহের কীর্তন বাক্যের শুদ্ধিকারক।

বিশ্বামিত্র-সংহিতা

রামরামেতি যো নিত্যং মধুরং জপতি ক্ষণম্। সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি সত্যং নৈবাত্র সংশয়ঃ।।
ধন্যাঃ পুণ্যাঃ প্রপন্নাস্তে ভাগ্যযুক্তাঃ কলৌ যুগে। সংবিহায়াথ যোগাদীন্ রামনামৈকনৈষ্ঠিকাঃ।।
সর্বমন্ত্রময়ং নাম যন্ত্রাস্পদমনুত্তমম্। স্বাভাবিকীং পরাং সিদ্ধিং দুর্লভাং তজ্জপাল্লভেৎ।।
বৃথা নানা-প্রয়োগেষু মন্ত্রতন্ত্রেষু মানবাঃ। যত্নং কুর্বন্ত্যহো মূঢ়াস্ত্যক্ত্বা শ্রীরামসুন্দরম্।।
অন্ধানাং নেত্রমুৎকৃষ্টং স্বচ্ছং শ্রীনামমঙ্গলম্। বধিরাণাং তথাকর্ণৌ পঙ্গূনাং হস্ত-পাদকৌ।।

যিনি নিত্য ক্ষণকাল 'রাম' 'রাম' এই মধুর নাম জপ করেন, তিনি সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হন——একথা সত্য, এতে কোনও সংশয় নাই। কলিযুগে ধন্য ও পবিত্র সেই সৌভাগ্যসম্পন্ন প্রপন্নগণ, যাঁরা যোগ-জ্ঞান-কর্ম-আদি পথ উত্তমরূপে ত্যাগ করে একমাত্র রামনামেই নিষ্ঠাসম্পন্ন (স্থিতিশীল)। নাম সর্বমন্ত্রময়, সর্বোৎকৃষ্ট যন্ত্রের স্থান; দুষ্প্রাপ্য স্বাভাবিকী পরমা সিদ্ধি নামজপের দ্বারা লাভ হয়ে থাকে। অহো! সুন্দর শ্রীরামনাম ত্যাগ করে মূঢ় মানবগণ নানাবিধ অনুষ্ঠান ও মন্ত্রমন্ত্রে বৃথা যত্ন করে থাকে। কল্যাণজনক রামনাম অন্ধগণের উৎকৃষ্ট অতি নির্মল নয়ন, বধিরগণের কর্ণযুগল এবং পঙ্গুসকলের হস্তপদদ্বয়।

সৌর-সংহিতা

শ্রীরামনাম সততং পরিকীর্তনীয়ং বর্তেত মোদসুনিধানমশেষসারম্।
জন্মার্জিতানি বিবিধানি বিহায় দুঃখান্যত্যন্তধর্মনিচয়ং পরধাম যাতি।

আনন্দের সুন্দর আধার——নিখিলের সার শ্রীরামনাম নিরন্তর সর্বতোভাবে কীর্তনীয়; তার দ্বারা বহুজন্মার্জিত বিবিধ দুঃখ বিশেষরূপে ত্যাগ করে অতিশয় ধর্মসমূহ প্রাপ্ত হয়ে অন্তে মানুষ পরম ধামে গমন করে।

জবালি-সংহিতা

রামনামপ্রভা দিব্যা যস্যোরসি প্রকাশতে। তস্যাস্তি সুলভং সর্বং সৌখ্যং সর্বেশজং ফলম্।।
নাম্নি যস্য রতির্নাস্তি স বৈ চন্ডালতোঽধিকঃ। সম্ভাষণং ন কর্তব্যং তৎসমং নামতৎপরৈঃ।।

রামনামের অলৌকিকী প্রভা (দীপ্তি) যার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তার সমস্ত সুখের নিরন্তর প্রবাহ সর্বেশজ ফল অনায়াস-লভ্য হয়। যার নামে অনুরাগ নেই, সে ব্যক্তি চন্ডাল হতে অধম, ভগবৎ পরায়ণগণের তার সঙ্গে সম্ভাষণ করা কর্তব্য নয়।

সূত-সংহিতা

রিপবস্তস্য নশ্যন্তি ন বাধন্তে গ্রহাশ্চ তম্। রাক্ষসাশ্চ ন সীদন্তি নরং রামেতি বাদিনম্।।

তাঁর সমস্ত শত্রুকুল নির্মূল হয়, তাঁকে গ্রহগণ উপদ্রুত করতে পারেন না,——"রাম" এই নামকীর্তনকারী মানবকে রাক্ষসগণও ক্লেশ দিতে সমর্থ হয় না।

ব্রহ্ম-সংহিতা

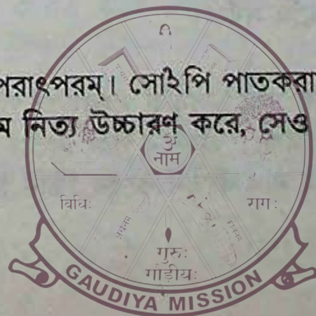
রামেতি বর্ণদ্বয়মাদরেণ সদা স্মরন্মুক্তমুপৈতি জন্তুঃ। কলৌ যুগে কল্মষমানসানামন্যত্র ধর্মে খলু নাধিকারঃ।।

'রাম' এই দুইটি বর্ণ সতত সাদরে স্মরণ করে জীব মুক্তিলাভ করে। কলিযুগে মলিনচিত্তগণের অন্য ধর্মে অর্থাৎ ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা সত্য ও অক্রোধ প্রভৃতিতে সামর্থ্যহীনতায়——অধিকার নাই।

তাপীয়-সংহিতা

স্বপ্নেঽপি যো বদেন্নিত্যং রামনাম পরাৎপরম্। সোঽপি পাতকরাশীনাং দাহকো ভবতি ধ্রুবম্।।

যে মানব স্বপ্নেও পরাৎপর রামনাম নিত্য উচ্চারণ করে, সেও পাপসমূহের নিশ্চিত দাহক হয়।



হিরণ্যগর্ভ সংহিতা

অভিরামেতি যন্নাম কীর্ততং বিবশৈশ্চ যৈঃ। তেহপি ধ্বস্তাখিলাঘৌঘান্ যান্তি রমাস্পদং পরম্।।
যাঁরা বিবশভাবে 'অভিরাম' বলে অর্থাৎ অভিরাম-শব্দ উচ্চারণ করে রামনাম কীর্তন করেন, তাঁরাও অখিল পাতকসকল বিনষ্ট করে শ্রেষ্ঠ রামের পরমপদ প্রাপ্ত হন।

পুলহ-সংহিতা

সাবিত্রী ব্রহ্মণা সার্দ্ধং লক্ষ্মীর্নারায়ণেন চ। শম্ভুনা রামনামেতি পার্বতী জপতি স্ফুটম্।। মহাশম্ভুর্মহামায়া মহাবিষ্ণুশ্চ শক্তয়ঃ। কাললে সমনুপ্রাপ্তা রাঘবং পরিচিন্তয়ন্।। রকারোচ্চারণেনৈব বহির্নির্যাতি পাতকম্। পুনঃ প্রবেশকালে চ মকারস্তু কপাটকম্।। ওঁ—— রকারার্থো রামঃ সগুণ-পরমৈশ্বর্য্যজলধি র্মকারার্থো জীবঃ সকলবিধকৈঙ্কর্যনিপুণঃ। তয়োর্মধ্যাকারো যুগলমথ সম্বনন্ধমনয়োরনন্যার্থঃ শ্রুত্যা নিগমসমরূপোহয়মতুলঃ।।

সাবিত্রী ব্রহ্মার সঙ্গে, লক্ষ্মী নারায়ণের সঙ্গে ও পার্বতী শঙ্করের সঙ্গে রামনাম সুস্পষ্টভাবে জপ করেন। মহাশিব, মহামায়া ও মহাবিষ্ণু শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করে যথাকালে নিজের শক্তি লাভ করে থাকেন। "র"কারের অর্থ পরম ঐশ্বর্যপারাবার সগুণ রাম, ম-কারের অর্থ সকল প্রকার কৈঙ্কর্যকুশল জীব। এই উভয়ের মধ্যস্থিত যে আকার, তাইই সর্বশ্বর্যশালী রামচন্দ্রের এবং কৈঙ্কর্যকুশল জীবের একাত্মা-প্রতিপাদক যুগ্মরূপ এবং এই উভয়ের যে সম্বন্ধ, তাইই শ্রুতিপ্রতিপাদিত সারার্থ। ঐরূপই বেদতুল্যরূপ এবং তা অতুলনীয়।

পরাশর-সংহিতা

শ্রীরামনামবিমুখং জীবং শোধয়িতুং ক্ষমম্। প্রায়শ্চিত্তং ন কৈরস্তি (?) কিঞ্চিৎ সত্যং বচো মম।।
রামনামবিমুখ জীবকে শোধন করতে পারে এমন কোনও প্রায়শ্চিত্ত নেই——আমার এ কথা সত্য।

সনৎকুমার-সংহিতা

শ্রীরামরামেতি জনা যে জপন্তি চ সর্বদা। তেষাং ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।। মানসং বাচিকং পাপং কর্মাণা সমুপার্জিতম্। শ্রীরামস্মরণেনৈব তৎক্ষণান্নশ্যতি ধ্রুবম্।। শ্রীরামেতি পরং জাপ্যং তারকং ব্রহ্মসংজ্ঞকম্। ব্রহ্মহত্যাদিপাপঘ্নমিতি বেদবিদো বিদুঃ।।

যে মানবগণ সর্বদা শ্রীরামনাম জপ করেন, তাঁদের ভোগ ও মোক্ষ লাভ হবে——এতে কোনও সন্দেহ নেই। মানস, বাচিক ও কর্মজনিত পাপ শ্রীরাম স্মরণমাত্রেই নিশ্চিত তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। বেদবিদ্‌গণ বলেন, ব্রহ্মহত্যাদি পাপনাশক তারক-ব্রহ্মসংজ্ঞক 'শ্রীরাম' নাম পরম জপনীয়।

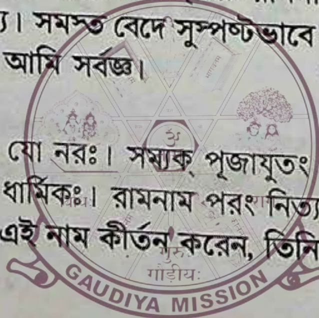
সুশ্রুত-সংহিতা

প্রমাদাদপি শ্রীরামনাম উচ্চারিতঃ জনৈঃ। ভস্মীভবন্তি পাপানি রোগা ইব রসায়নৈঃ।। রামনাম্নঃ পরং কিঞ্চিত্তত্বং বেদে স্মৃতিষ্বপি। সংহিতাষু পুরাণেষু নৈব তন্ত্রেষু বিদ্যতে।। কারণং প্রণবস্যাপি রামনাম জগদ্‌গুরুঃ। তস্মাদ্ধ্যেয়ং সদা চিত্তে যতিভিঃ শুদ্ধমানসৈঃ।। রামনাম পরং তত্ত্বং সর্ববেদেষু প্রস্ফুটম্। যস্য নামপ্রভাবেণ সর্বজ্ঞোঽহং বরাননে।।

যেমন রসায়নের দ্বারা রোগসকল দূর হয়, তেমনি অমনোযোগের সঙ্গে শ্রীরামনাম উচ্চারিত হলে পাপরাশি ভস্মীভূত হয়ে থাকে। বেদ, স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ ও তন্ত্রসমূহের মধ্যে রামনামের থেকে শ্রেষ্ঠ কিছুমাত্র তত্ত্ব নাই। প্রণবেরও কারণ জগদগুরু রামনাম, অতএব শুদ্ধচিত্ত যতিগণের সতত মানসে রামনাম ধ্যান করা কর্তব্য। সমস্ত বেদে সুস্পষ্টভাবে কীর্তিত হয়েছে——রামনাম পরমতত্ত্ব, হে সুমুখি! যাঁর নামের প্রভাবে আমি সর্বজ্ঞ।

কাত্যায়ন-সংহিতা

রামরামেতি রামেতি প্রত্যহং বক্তি যো নরঃ। সম্যক্ পূজাযুতং পুণ্যং তীর্থকোটিফলং লভেৎ।। যস্তু পুত্রঃ শুচির্দক্ষঃ পূর্বে বয়সি ধার্মিকঃ। রামনাম পরং নিত্যং তৎপুত্রং কবয়ো বিদুঃ।।
যে মানব প্রত্যহ 'রাম রাম রাম' এই নাম কীর্তন করেন, তিনি উত্তমরূপে পূজার অযুতগুণ পুণ্য ও



কোটিতীর্থের ফল লাভ করে থাকেন। যে পুত্র পবিত্রকর্মকুশল, প্রথমবয়সে ধার্মিক এবং নিত্য রামনামপরায়ণ, পণ্ডিতগণ তাঁকেই প্রকৃত পুত্র বলে জানেন।

বাৎসায়ণ সংহিতা

তুল্যাপুরুষদানানি দত্ত্বা যৎ ফলমশ্নুতে। তস্মাদসংখ্যগুণিতং রামনাম্নাপি সংলভেৎ।।

মানুষ তুলাপুরুষদান করে যে ফল পেয়েথাকে তাহা থেকে অসংখ্যগুণ বেশী পুণ্য রামনামজপের দ্বারা লাভ করে থাকে।

পতঞ্জলি-সংহিতা

কলৌযুগে রাঘবনামতঃ সদা পরং পদং যান্তি বিনা প্রযত্নম্। সর্বৈর্যুগৈঃ পূজিতমুন্নতং যুগং সমস্তকল্যাণনিকেতনং বরম্।।

নিখিলযুগকর্তৃক পূজিত উন্নতযুগ ও সমস্ত কল্যাণের শ্রেষ্ঠ নিকেতন এই কলিযুগে বিনা প্রযত্নে রামনামের দ্বারা সর্বদা মানবগণ পরমপদে গমন করে থাকে।

বৈশম্পায়ন-সংহিতা

রামনামজপাদেব মহাপাতককোটয়ঃ। বিনশ্যন্তি মহাভাগ অনায়াসেন তৎক্ষণাৎ।।

হে মহাভাগ! রামনাম জপমাত্রেই কোটি মহাপাতক অনায়াসে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

বৃহদ্‌বশিষ্ঠ-সংহিতা

রাম রামেতি রামেতি কীর্তয়ন্ শুদ্ধচেতসা। রাজসূয়সহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।।

মানব শুদ্ধচিত্তে 'রাম রাম রাম' এই নাম কীর্তন করে সহস্র রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন।

গার্গীয়-সংহিতা

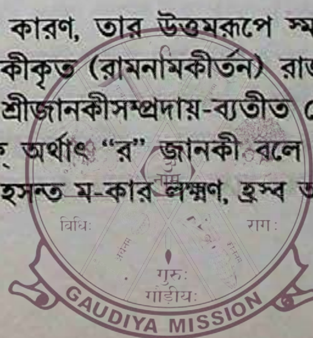
দূতাঃ শৃণুধ্বং মম শাসনং ধ্রুবং সদৈব মাঙ্গল্যকরং সুখাবহম্। স্মরন্তি যে রাঘবনাম নির্মলং ন তত্র যাত্রা ভবতাং সুখাবহাঃ।।

যমরাজ দূতগণকে বলছেন, হে দূতগণ! শ্রবণ করো—আমার শাসন সকল সময়েই কল্যাণকর ও সুখজনক, যাঁরা বিমল রামনাম স্মরণ করেন, তোমাদের সেই স্থানে গমন সুখদায়ক হবে না।

শিব-সংহিতা

রামনাম পরং তত্ত্বং মোক্ষকারণমুজ্জ্বলম্। তস্য সংস্মণাদেব সাক্ষাদ্ রামালয়ং ব্রজেৎ।। রাজমার্গমিমং বিদ্ধি রামোক্তং জানকীকৃতম্। যদৃতে চান্যমার্গস্তু চৌরাণাং বীথিকা তথা।। শ্রীজানকী সম্প্রদায়ং রামরাজ্যসমন্বিতম্। ঋতে কেঽপি ন যাস্যন্তি বাঞ্ছিতং ফলমেব চ।। রামনাম্নি শুচির্জ্ঞেয়া যন্মাত্রা তত্ত্ববোধতঃ। রামনাম্নি স্থিতো রেফো জানকী তেন কথ্যতে।। র-কারেণ তু বিজ্ঞেয়ঃ শ্রীরামঃ পুরুষোত্তমঃ। অ-কারণে তথা জ্ঞেয়ো ভরতো বিশ্বপালকঃ।। ব্যঞ্জনেন ম-কারেণ লক্ষ্মণোঽত্র নিগদ্যতে। হ্রস্বাকারেণ নিগমৈঃ শত্রুঘ্নঃ সমুদাহৃতঃ। ম-কারার্থো দ্বিধা জ্ঞেয়ঃ সানুনাসিকভেদতঃ। প্রোচ্যতে তেন হংসা বৈ জীবশ্চৈতণ্যবিগ্রহাঃ।। সংসারসাগরোত্তীর্ণাঃ পুনরাবৃত্তিবর্জিতাঃ। দাস্যাধিকারিণঃ সর্বে শ্রীরামস্য মহাত্মনঃ।। এতত্তাৎপর্যমুখ্যার্থাদন্যোঽর্থো যোঽনুভূয়তে। সোঽনর্থ ইতি বিজ্ঞেয়ঃ সংসারপ্রাপ্তিহেতুকঃ।। নারায়ণাদি-নামানি কীর্তিতানি বহূন্যপি। সম্যগ্ ভগবতস্তেষু রামনাম প্রকাশকম্।। নারায়ণাদীনি নামানি সাকারৈশ্বর্যমুত্তমম্। নিত্যব্রহ্ম নিরাকারমৈশ্বর্যং বৈ বিভাতি চ।। উভয়ৈশ্বর্যবান্ নিত্যো রামো দাশরথাত্মজঃ। সাকেতে নিত্যমাধুর্যে ধাম্নি সংরাজতে সদা।। যত্র যত্র সমুদ্ধারো দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽথবা। তৎ সর্বং রামনাম্নৈব সত্যং সত্য বচো মম।।

রামনাম পরমতত্ত্ব ভাস্বর, মোক্ষের কারণ, তার উত্তমরূপে স্মরণমাত্রেই মানব নিত্য সাকেত-ভবনে গমন করে। রামকথিত জানকীকৃত (রামনামকীর্তন) রাজপথ জানবে। এছাড়া অন্যমার্গ চোরেদের পথ। রামরাজ্য-সমন্বিত শ্রীজানকীসম্প্রদায়-ব্যতীত কোনও ব্যক্তিই বাঞ্ছিত ফললাভে সমর্থ হবে না। রামনামে স্থিত রেফ্ অর্থাৎ "র" জানকী বলে কথিত হন। র-কার পুরুষোত্তম শ্রীরাম, অ-কার বিশ্বপালক ভরত, হসন্ত ম-কার লক্ষ্মণ, হ্রস্ব অ-কার শত্রুঘ্ন। সানুনাসিক-ভেদে



ম-কারের অর্থ দুই প্রকার, তাহার দ্বারা হংস চৈতন্যবিগ্রহ জীবসকল কথিত হন। মহাত্মা শ্রীরামের দাস্যভাবে সেবকবৃন্দ সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের যাতায়াত নিবৃত্তি মনে আছে। এটিই মর্মার্থ, শ্রেষ্ঠ অর্থ। অন্য অর্থ যা অনুভূত হয়, তা সংসারপ্রাপ্তিজনক অনর্থ বলে জানবে। শ্রীভগবানের নারায়ণ-আদি বহু নাম বলা হয়েছে, তন্মধ্যে রামনাম সকল নামের প্রকাশক। নারায়ণ-আদি নাম উত্তম সাকার ঐশ্বর্য, নিত্যব্রহ্ম নিরাকার ঐশ্বর্যে বিভাসিত হন। সনাতন দশরথ-তনয় উভয় ঐশ্বর্য সম্পন্ন, রাম নিত্যমাধুর্য ধাম সাকেতে সতত বিরাজমান। যে যে স্থানে সম্যক্ উদ্ধার (মোচন) দেখা যায় অথবা শ্রুতিগোচর হয় সেই সমস্ত রামনামের দ্বারাই হয়ে থাকে সত্য—আমার এই বাক্য অতি সত্য।

লোমশ-সংহিতা

এখানে এবং পদ্মপুরাণে

যথা ভূষুন্ডি-শব্দেন পলায়ন্তে খগা মুনে। তরুং বিহায় বৈ তদ্বদ্ রামনাম্না দুরাশয়াঃ।। সাঙ্গাশ্চ সরহস্যাশ্চ পঠিতা বেদরাশয়ঃ। কৃতাশ্চ সকলা যজ্ঞা যেন রামেতি কীর্তিতম্।। লৌকিকা বৈদিকাঃ সর্বে শব্দাঃ শ্রীরামনামতঃ! সমুদ্ভবন্তি লীয়ন্তে কালে কালে ন সংশয়ঃ।। নামস্মরণমাত্রেণ নামী সম্মুখতাং ব্রজেৎ। তস্মাচ্ছ্রীরামনাম্নশ্চ কীর্তনং সর্বদোচিতম্।।

যেমন ভূষুন্ডির শব্দ শোনা পাখীগুলি বৃক্ষ পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়, তেমনি রামনাম-শ্রবণের দ্বারা দুষ্ট ইচ্ছা-সকল লয় হয়ে যায়।। যিনি রামনাম কীর্তন করেছেন, অঙ্গ ও রহস্যের সহিত বেদসমূহ পাঠ এবং সমস্ত যজ্ঞ তাঁর করা হয়ে গেছে।। কালে কালে লৌকিক ও বৈদিক শব্দসমূহ শ্রীরামনাম থেকে সমুদ্ভূত হয় এবং তাঁতেই প্রলীন হইয়া থাকে।। নামস্মরণমাত্রেই নামী সম্মুখতা প্রাপ্ত হন, সেইজন্য সর্বদা শ্রীরামনাম কীর্তন করা কর্তব্য।

পদ্ম-সংহিতা

পঠতি সকলশাস্ত্রং বেদপারংগতে বা যমনিয়মকৃতো বা বেদশাস্ত্রার্থকৃদ্বা। অপি চ সকলতীর্থং ব্রাজকো হ্যাহিতাগ্নির্নহি হৃদি যদি রামঃ সর্বমেতদ্ বৃথা স্যাৎ।।

সকল শাস্ত্র পাঠ করেন এমন অথবা বেদের পারগামী, যমনিয়মকারী কিংবা বেদ ও শাস্ত্রার্থ-নিপুণ, আরও সমস্ত তীর্থে গমনশীল অগ্নিহোত্রপরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়ে যদি রামনাম না থাকেন, তাহা হইলে এই সমস্তই (শাস্ত্রপাঠাদি) বৃথা হয়।।

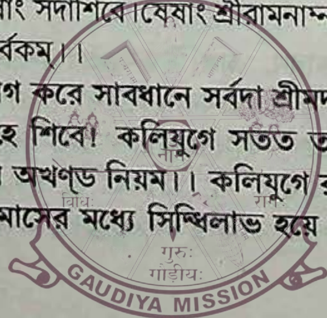
মার্কণ্ডেয়-সংহিতা

বসনা সর্পণী প্রোক্তা সংস্হিতা বিলবন্মুখে। যা ন বক্তি সুধাসারং রামনাম পরাৎপরম্।। কলৌ শ্রীরামনামৈব সর্বেষাং সম্মতং পরম্। আর্তানাং জীবনং নিত্যং তৃপ্তানাং বৈ মনোদদম্।। ভক্তানাং ত্রাণকর্তারং রামনামসমাশ্রয়ম্ (?)।।

যে রসনা সুধাসার পরাৎপর রামনাম বলে না, সে গর্তের মতো মুখে অবস্হিতা সর্পিণী বলে কথিত হয়। কলিযুগে শ্রীরামনামই শ্রেষ্ঠ, অতিশোভন, ইহা সকলের অনুমত (অভিপ্রেত, প্রিয়)—রামনামসমাশ্রয় আর্তগণের জীবন, তৃপ্তগণের স্হিরমনোদানকারী, ভক্তবৃন্দের পরিত্রাতা।।

অত্রি-সংহিতা

শ্রীমদ্ রামেতি নাম্নস্তু নিয়মং ধারণং সদা। কর্তব্যং সাবধানেন ত্যক্ত্বা প্রামাদিকং শিবে।। অহোভাগ্যমহোভাগ্যং কলৌ তেষাং সদাশিবে যেষাং শ্রীরামনাম্নস্তু নিয়মং সমখন্ডিতম্ (?)।। যন্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি কলৌ বিশ্বাসপূর্বকম্।।



হে শিবে! অমনোযোগিতা ত্যাগ করে সাবধানে সর্বদা শ্রীমদ্ রামনাম অবলম্বন করে জপ-ধ্যানের নিয়ম ধারণ করা কর্তব্য।। হে শিবে! কলিযুগে সতত তাঁহাদের প্রশংসাজনক সৌভাগ্য, অহো ভাগ্য, যাঁদের শ্রীরামনাম-জপে অখণ্ড নিয়ম।। কলিযুগে রামনামের দ্বারা অখণ্ড-প্রেমলাভ হয়, বিশ্বাসপূর্বক জপ করলে ছয়মাসের মধ্যে সিদ্ধিলাভ হয়ে থাকে।।

সনক-সনাতন-সংহিতা

হে জিহ্বে মধুরপ্রিয়ে সুমধুরং শ্রীরামনামাত্মকম্ পীযূষং পিব প্রেমভক্তিমনসা হিত্বা বিবাদানলম্। জন্মব্যাধিকষায়কামশমনং রম্যাতিরম্যং পরম্ শ্রীগৌরীশপ্রিয়ং সদৈবসুভগং সর্বেশ্বরং সৌখ্যদম্।।

হে মধুর-রসপ্রিয়ে রসনে! জন্মব্যাধি কষায়-রস ও কামদমন মনোরম হতেও অতি রমণীয়, উত্তম, শ্রীগৌরীশ্বঙ্করের প্রীতিপ্রদ, সততই সুন্দর, সকলের ঈশ্বর, নিরন্তর সুখপ্রদায়ক। বিবাদ-অনল পরিত্যাগ করে প্রেম-ভক্তিপূরিত মনের দ্বারা শ্রীরামনামাত্মক অমৃত পান করো।।

সদাশিব-সংহিতা

রামনাম্নি স্থিতো রেফো জানকী তেন কথ্যতে। র-কারেণ তু বিজ্ঞেয়ঃ শ্রীরামঃ পুরুষোত্তমঃ।। অ-কারেণ তু বিজ্ঞেয়ো ভরতো বিশ্বপালকঃ। ব্যঞ্জনেন ম-কারেণ লক্ষ্মণোঽত্র নিগদ্যতে হ্রস্বাকারেণ নিগমৈঃ শত্রুঘ্নঃ সমুদাহৃতঃ।।

রামনামে স্থিত "রেফ্" জানকী, "র"কার পুরুষোত্তম শ্রীরাম বলে জানবে, "অ"কার বিশ্বপালক ভরত, হসন্ত "ম"কার লক্ষ্মণ, "অ"কার শত্রুঘ্ন——নিগমবিদ্‌গণের দ্বারা কথিত হয়েছে।।

বৃহদ্‌ব্রহ্ম-সংহিতা

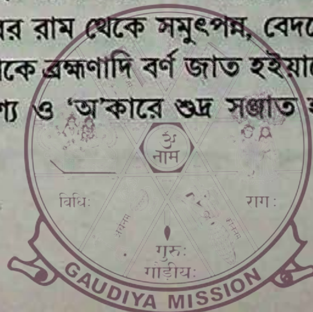
ন ভেদো নামরূপাণাং নামাৎ পরতরং নহি। তস্মান্নিরন্তরং দেবি নামসংস্মরণঞ্চরেৎ।।

হে দেবি! নাম-রূপের ভেদ নাই, নাম থেকে শ্রেষ্ঠতর কিছু নেই, এই জন্য উত্তমরূপে অবিরত নাম স্মরণ করবে।

পুলস্ত্য-সংহিতা

র-কারাজ্জায়তে ব্রহ্মা র-কারাজ্জায়তে হরিঃ। র-কারাজ্জায়তে শম্ভূ র-কারাৎ সর্বশক্তয়ঃ।। আদাবন্তে তথ মধ্যে র-কারেষু ব্যবস্থিতম্।বিশ্বং চরাচরং সর্বমবকাশেন নিত্যশঃ।। র-কারাজ্জায়তে বায়ূ র-কারাচ্ছব্দ উচ্যতে। বাক্‌তত্ত্বঞ্চ ম-কারেণ রাম এবেতি বৈ শ্রুতিঃ।। রা-কারাচ্ছেষলোকশ্চ অ-কারো মর্ত্যসম্ভবঃ। ম-কারাচ্ছূন্যলোকশ্চ ত্রয়ো লোকো নিরাময়াঃ।। রামেণ অক্ষরা জাতাঃ স্বরো রামেণ জায়তে। বেদ- বেদাঙ্গয়োর্ভেদো রামেণ জায়তে ধ্রুবম্।। রামশব্দেন বর্ণাশ্চ বিজানীয়াৎ প্রযত্নতঃ। র-কারাদ্ ব্রাহ্মণা জাতা অ-কারেণ নৃপাস্তথা।। মকারেণ বিশঃ প্রোক্তা অকারেণাধমাঃ স্মৃতাঃ। অনুস্বারেণ ব্রহ্মান্ডাঃ সর্বেরামেণ সংযুতাঃ।।রামনামপ্রভাবেণ স্বয়ম্ভূঃ সৃজতে জগৎ। তথৈব সর্বদেবাশ্চ সর্বৈশ্বর্য-সমন্বিতাঃ।।গবামযুতকোটীনাং কন্যাদানাযুতাযুতৈঃ। তীর্থকোটিসহস্রাণাং ফলং শ্রীনামকীর্তনম্।। রামনাম্নঃ সমুৎপন্নঃ প্রণবো মোক্ষদায়কঃ। রূপং তত্ত্বমসেশ্চাসৌ বেদতত্ত্বাধিকারিণঃ।। তথাচ প্রণবো জ্ঞেয়ো বীজং তদ্বর্ণসম্ভবম্। 'স'শব্দেন 'হ'কারেণ সোঽহমুক্তং তথৈব চ।। ইত্যাদয়ো মহামন্ত্রা বর্ততে সপ্তকোটয়ঃ। আত্মা তেষাঞ্চ সর্বেষাং রামানাম্না প্রকাশতে।। অংশাংশৈ রামনাম্নশ্চ ত্রয়ঃ সিদ্ধা ভবন্তি হি। বীজমোঙ্কারঃ সোঽহঞ্চ সূত্রমুক্তমিতি শ্রুতিঃ।। ছত্ররূপো 'র'কারোঽস্তি অনুস্বারঃ শিরোমণিঃ। রাজরাজাধিরাজেতি তস্মাদ্ রামঃ শিরোমণিঃ।।

র-কার থেকে ব্রহ্মা, হরি, শম্ভু ও শক্তিসকল সঞ্জাত হয়েছেন। নিত্য অবকাশের সঙ্গে চরাচর বিশ্ব আদিতে, অন্তে ও মধ্যে র-কারে সম্যক্ অবস্থিত। 'র'কার থেকে বায়ু উৎপন্ন হয়েছে, 'র'কার থেকে শব্দ কথিত হয়, বাক্-তত্ত্বও 'র'কার থেকে সঞ্জাত, 'ম'কারে রাম-এই কথা শ্রুতি বলেন। 'র'কার থেকে নাগলোক, 'অ'কার থেকে মর্ত্যলোক, 'ম'কার থেকে শূন্যলোক, 'রাম'শব্দ থেকে নিরাময় তিন লোক সমুৎপন্ন হয়েছে। রাম থেকে 'অ'কারাদি অক্ষরসকল জাত হয়েছে, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ ও ষড়্‌জাদি সপ্তস্বর রাম থেকে সমুৎপন্ন, বেদবেদাঙ্গের ভেদ নিশ্চিতই রামনাম থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 'রাম' শব্দ থেকে ব্রহ্মণাদি বর্ণ জাত হইয়াছে জানবে; 'র'কার থেকে ব্রাহ্মণ, 'অ'কার থেকে ক্ষত্রিয়, 'ম'কারে বৈশ্য ও 'অ'কারে শুদ্র সঞ্জাত হয়েছে, অনুস্বারের দ্বারা নিখিল



ব্রহ্মান্ড রামের সঙ্গে সংযুক্ত।রামনাম-প্রভাবে স্বয়ম্ভূ জগৎ সৃজন করেন, সেইভাবে সমস্ত দেবতা সকল ঐশ্বর্যে যুক্ত হয়েছেন। অযুত কোটি গো, অযুত কোটি কন্যাদান ও সহস্রকোটিতীর্থের ফল শ্রীরামনামকীর্তনে লাভ হয়। মোক্ষদায়ক প্রণব রামনাম থেকে সমুদ্ভূত এই প্রণব বেদতত্ত্বাধিকারিগণের তত্ত্বমসির স্বরূপ। তেমনি প্রণবকে বীজ বলে জানবে, বর্ণ-সমুদয় প্রণব থেকে সম্ভূত এবং সেই বর্ণসমূহের মধ্যে 'স'শব্দ ও 'হ'কারের দ্বারা 'সোহং' নিষ্পন্ন হয়েছে। ইত্যাদি সপ্তকোটি মহামন্ত্র আছে, সেই সকলের আত্মা রামনামের দ্বারা প্রকাশিত হয়। রামনামের অংশাংশসমূহের দ্বার বীজ, ওঙ্কার ও 'সোঽহম্' তিনটি সিদ্ধ হয়——শ্রুতি বলেছেন। 'র'কার ছত্ররূপ, অনুস্বার শিরোমণি, সেজন্য রামনাম রাজগমের রাজাধিরাজ শিরোরত্ন।

আনন্দ-সংহিতা

বিষ্ণোর্নাম সহস্রাণাং পাঠাদ্ যল্লভতে ফলম্। তৎফলং লভতে মর্ত্যে রামনামস্মরন্ সকৃৎ।।
বিষ্ণোর্নামানি বিপ্রেন্দ্র সর্ববেদাধিকানি বৈ। তেষাং মধ্যে তু তত্ত্বজ্ঞে রামনাম পরং স্মৃতম্।

ভগবান বিষ্ণুর সহস্র নামপাঠের দ্বারা যে ফললাভ হয়, মনুষ্য কেবলমাত্র একবার রামনাম স্মরণে সেই ফল লাভ করে। হে বিপ্রেন্দ্র! সমস্ত বেদ থেকে অধিক ফলপ্রদ শ্রীবিষ্ণুর নামসকল। কিন্তু উক্ত নামসকলের মধ্যে রামনামই হলো শ্রেষ্ঠ——এইমতো তত্ত্বজ্ঞগণ বলে থাকেন।

বৈশ্বানর-সংহিতা

ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা রঘূত্তমে। সঙ্কীর্ণযোনয়ঃ পূতা নাম গৃহ্ণন্তি যে সদা।।
ন দেশ-কাল-নিয়মঃ শৌচাশৌচবিনির্ণয়ঃ। পরং সঙ্কীর্তনাদেব রামরামেতি মুচ্যতে।।

রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের প্রতি যারা ভক্তিমান্ নন, তাঁরা শ্রেষ্ঠবংশোদ্ভূত হলেও ম্লেচ্ছতুল্য। নীচকুলোদ্ভূত হয়েও যাঁরা সর্বদা রামনাম গ্রহণ করেন, তাঁরা পবিত্র। রামনাম-উচ্চারণে দেশ এবং কালের কোন নিয়ম নেই, শুচি বা অশুচি এও নির্ণয় করবার প্রয়োজন থাকে না। 'রাম রাম' এই নামসঙ্কীর্তন থেকে পরামুক্তি লাভ হয়।

হনুমৎ-সংহিতা

হনুমান্—— রাম! ত্বত্তোঽধিকং নাম ইতি মে নিশ্চলা মতিঃ। ত্বয়া তু তারিতাযোধ্যা নাম্না তু ভুবনত্রয়ম্।।

হে রাম! আমার মনে এটি নিশ্চিত হচ্ছে যে, তোমার চেয়ে তোমার নাম শ্রেষ্ঠ; তুমি অযোধ্যানগরীকে পরিত্রাণ করেছো, আর তোমার নাম ত্রিভুবনকে পরিত্রাণ করে।

শুকদেব-সংহিতা

শুকদেবস্যোক্তিঃ—— যন্নামবৈভবং শ্রুত্বা শঙ্করাচ্ছুকজন্মনা। সাক্ষাদীশ্বরতাং প্রাপ্তঃ পূজিতোঽহং মুনীশ্বরৈঃ।।
নাতঃপরতরং বস্তু শ্রুতিসিদ্ধান্তগোচরে। দৃষ্টং শ্রুতং ময়া ক্বাপি সত্যং সত্যং বচো মম।।

শুকদেব বলেছেন,——নামের বৈভব (মাহাত্ম্য) শুকজন্মে শঙ্করের মুখে শ্রবণ করে আমি মুনীশ্বরগণ কর্তৃক পূজিত হয়ে সাক্ষাৎ ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েছি। শ্রুতিসিদ্ধান্ত-বিষয়ে রামনামের থেকে শ্রেষ্ঠতর বস্তু আমি কোন স্থানেও দেখি নি, শুনিনি——আমার একথা সত্য——সত্য।

শাতাতপ-সংহিতা

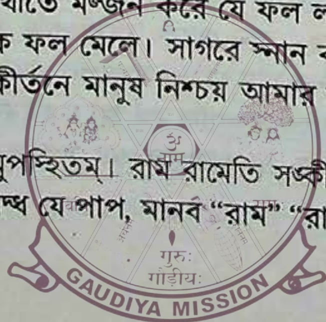
গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ত্রিপথগাং মজ্জন্ নরো যৎ ফলং বিন্দত্যাশু তদেব চাষ্টগুণিতং রামেতি সঙ্কীর্তনাৎ।
লব্ধবাচোত্তম রাজভোগতুলং যৎসাগরে স্নানতো নাম্নাং মে কিল কীর্তনান্ময়ি নরঃ সাযুজ্যমায়াত্যহো।।

মানব গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ভাগীরথীতে মজ্জন করে যে ফল লাভ করে, "রাম" এই নামসঙ্কীর্তনে আশু তা থেকেও আটগুণ অধিক ফল মেলে। সাগরে স্নান করলে উত্তম অতুল রাজভোগ লাভ হয়ে থাকে, অহো! আমার নামকীর্তনে মানুষ নিশ্চয় আমার সাযুজ্য লাভ করে থাকে।

ভার্গবীয়-সংহিতা

কোটিশো মনুজানাং যদ্দুরিতং সমুপস্থিতম্। রাম রামেতি সঙ্কীর্ত্য তন্নাশয়তি মানবঃ।।

কোটি কোটি মানবের সম্যগ আরব্ধ যে পাপ, মানব "রাম" "রাম" এই নাম উত্তমরূপে কীর্তন করে



তা নাশ করে থাকে।

শিবরহস্য

শোচন্তি তে তপোহীনাঃ স্বভাগ্যানি দিনে দিনে। প্রমাদেনাপি যেনোক্তং শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ম্।।

যে তপস্যাবিহীনগণ প্রতিদিন স্বকীয় ভাগ্যের জন্য শোক করে, তারা ভ্রমক্রমেও 'শ্রীরাম' এই অক্ষর দু'টি উচ্চারণ করে না।

নারায়ণরহস্য

যথৌষধং শ্রেষ্ঠতমং মহামুনে অজানতোঽপ্যাত্মগুণং করোতি। প্রয়োগতো রাঘবনাম্ন আরাৎ পরং পদং যাতি জনঃ কলৌ খলু।। শ্রীরামেত্যুক্তমাত্রেণ দৈহিকক্লেশবন্ধনঃ। পাপৌঘো বিলয়ং যাতি দানমশ্রোত্রিয়ে যথা।।

হে মহামুনে! যেমন শ্রেষ্ঠতম ঔষধ না জেনেও প্রয়োগ করলে নিরাময় করে, তেমনি মানব কলিযুগে রামনামের দ্বারা দূর পরমপদে নিশ্চয় গমন করে থাকে। যেরূপ অশ্রোত্রিয়কে দান করলে বৃথা হয়, সেই প্রকার "শ্রীরাম" এই নাম উচ্চারণমাত্রেই শারীরিক ক্লেশবন্ধনসাধন রজ্জু -স্বরূপ পাপসকল বিলীন হয়ে যায়।

ব্রহ্মরহস্য

সকৃদুচ্চারয়েদ্ যস্তু রামনামেতি মঙ্গলম্। হেলয়া শ্রদ্ধয়া বাপি স পূতঃ সর্বপাতকৈঃ।।

সর্বাচারবিহীনোঽপি তাপক্লেশাদিসংযুতঃ। শ্রীরামনাম সঙ্কীর্ত্য যাতি ব্রহ্মসনাতনম্।।

যে মানব অবহেলা অথবা শ্রদ্ধাসহকারে একবার কল্যাণপ্রদ "রাম" এই নাম উচ্চারণ করেন, তিনি সমস্ত পাপ থেকে পবিত্র হন। সকল আচারবিবর্জিত এবং ত্রিতাপ-ক্লেশপঙ্কযুক্ত মানবও শ্রীরামনাম সঙ্কীর্তন করে সনাতন ব্রহ্ম লাভ করে থাকেন।

বিষ্ণুরহস্য

শ্রীরামদিব্যনামানি সর্বদা পরিকীর্তয়েৎ। যতঃ সর্বাত্মকং নাম পাবনানাঞ্চ পাবনম্।।

যেহেতু নাম সকলের আত্মস্বরূপ, পবিত্রকারকেরও পবিত্রতাবিধায়ক, সেইজন্য শ্রীরামের অলৌকিক (জ্যোতির্ময়) নামসমূহ সতত উত্তমরূপে কীর্তন করবে।

সিদ্ধান্তরহস্য

অহোচিত্রমহোচিত্রমহোচিত্রমিদং দ্বিজাঃ। রামনাম পরিত্যজ্য সংসারে রুচিরুল্বনা।।

মাতৃগর্ভাদ্ যদা জীবো নিষ্ক্রান্তশ্চ তদৈব হি। মৃত্যুবক্ত্রাগতো বাঢং তস্মাদ্ রামং প্রকীর্তয়েৎ।।

হে দ্বিজগণ! এটা অতীব আশ্চর্য, অহো আশ্চর্যজনক, বিস্ময়প্রদায়ক যে——রামনাম পরিত্যাগপূর্বক সংসারে এত প্রদীপ্ত অনুরাগ! জীব যখনই মাতৃগর্ভ হতে বহির্গত হয়, তৎক্ষণাৎ মরণের বদনে পতিত হয়ে থাকে এটা সত্য। সেইহেতু সতত রামনাম সর্বতোভাবে কীর্তন করা কর্তব্য।

বশিষ্ঠ-রামায়ণ

নবদ্বারানি সংযম্য যে রমন্তি সমাদরাৎ। রামনাম্নি পরে মন্ত্রে ধন্যা ভাগবতোত্তমাঃ।

যাঁরা নবদ্বার সংযমপূর্বক পরমমন্ত্র রামনামে অতি আদরের সঙ্গে রমণ করেন, সেই মহাভাগবতগণই কৃতার্থ।

আদি-রামায়ণ

ধ্যানতো রামচন্দ্রস্য রামচন্দ্রস্য ভক্তিতঃ। রামচন্দ্রস্য যজনান্নাম্না রামস্য মুচ্যতে।।

তত্রৈব নারদং প্রতি রামবচনম্——

নারায়ণস্য যাবন্তি পুরাণেষ্বাগমেষু চ। দিব্যনামসহস্রাণি কীর্তয়ন্ যৎফলং লভেৎ।।

ততঃ কোটিগুণং পুণ্যং ফলং দিব্যং মদাত্মকম্। লভতে সহসা ব্রহ্মন্ সকৃদ্রামেতি কীর্তনাৎ।।

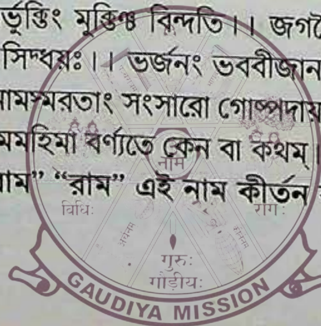
তত্রৈব ব্রহ্মাবাচ——



সন্তরন্তি স্ম গিরয়ো রামনামাঙ্কিতা জলে। তদ্দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্বে বভূবুর্বিস্মিতাস্তদা।।
ঐ হনুমদুক্তি— সকৃজ্জপং ধুনোত্যাশু পাপমাজন্মসম্ভবম্। দ্বিরাবৃত্ত্যা পুনর্জপ্তং কোটিযজ্ঞফলপ্রদম্।।
ত্রিরাবৃত্ত্যা পুনর্জপ্তং স্বরূপস্থং করোত্যয়ম্। চতুরাবৃত্তিজপ্ত্যা তু ঋণী ভবতি রাঘবঃ।।
চিন্তামণিঃ কল্পতরুঃ কামধেনুশ্চ বৈ নৃণাম্। অনন্যফলসন্দোহভবনং রামনাম বৈ।।
মানব রামচন্দ্রের ধ্যানে, রামচন্দ্রের ভক্তিতে, রামচন্দ্রের পূজায় ও রামের নামের দ্বারা মুক্ত হয়। হে ব্রহ্মন্! পুরাণ এবং আগমসমূহে নারায়ণের দিব্য সহস্র নামকীর্তনে মানুষ যে ফল লাভ করে, তদপেক্ষা কোটিগুণপুণ্য দিব্যফল মদাত্মক রামনাম একবার কীর্তন করে মানুষ পেয়ে থাকে। (ব্রহ্মা বলিকে,) রামনামাঙ্কিতা গিরিসকল জলে ভাসমান দেখে তখন সমস্ত বানর বিস্মিত হয়েছিল।(হনুমান বললেন—) একবার রামনাম জপ করলে আজন্মসম্ভূত পাতক আশু বিনষ্ট হয়, দু'বার জপ করলে কোটি যজ্ঞের ফল লাভ করা যায়।তিনবার জপ করলে এই রাম স্বরূপে স্থিতি করান, চারবার জপে রাঘব ঋণী হন। মানবগণের চিন্তামণি, কল্পতরু, কামধেনু, যা অন্য নয় অর্থাৎ আত্মস্বরূপ এমন ফলের সম্যক্ দোহনের আবাস, অথবা যা অন্য নয় এমন ফলসমূহের উৎপত্তি-স্থিতি-প্রাপ্তিকারক হল রামনাম।

অধ্যাত্ম-রামায়ণ

রাম-রামেতি যে নিত্যং পঠন্তি মনুজা ভুবি। তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন।।
রামনাম্নৈব মুক্তিঃ স্যাৎ কলৌ নান্যেন কেনচিৎ।।
যস্মিন্ রমন্তে মুনয়ো বিদ্যয়া জ্ঞানবিপ্লবে। তং গুরুং প্রাহ রামেতি রমণদ্রাম ইত্যপি।।
তত্রৈব শ্রীশিব উবাচ— সীতায়া সহিতং রামনাম জাপ্যং প্রযত্নতঃ।
ইদমেব পরং প্রেমকারণং সংশয়ং বিনা।।
তত্রৈব বাল্মীকি— অহং তে রামনাম্নশ্চ প্রভাবাদীদৃশোঽভবম্। অদ্য সাক্ষাৎ প্রপশ্যামি সসীতং লক্ষ্মণেন চ।।
তত্রৈব— ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ সোঽপি বিমানেনার্কবর্চসা। বিষ্ণোঃ পদং রামনাম স্মরণে ফলমীদৃশম্।।
বালী উবাচ— যন্নাম বিবশো গৃহ্নন্ ম্রিয়মাণঃ পরং পদম্। যাতি সাক্ষাৎ স এবাদ্য মুমূর্ষোর্মে পুরঃ স্থিতঃ।।
হনুমানপি তং প্রাহ নত্বা রামং প্রহৃষ্টধীঃ। ত্বন্নাম স্মরতো রাম ন তৃপ্যতি মনো মম।। যাবৎ স্থাস্যতি তে নাম লোকে তাবৎ কলেবরম্। মম তিষ্ঠতু রাজেন্দ্র বরোঽয়ং মেঽভিকাঙ্ক্ষিতঃ।। লোকান্ মদীয়ান্ পরিদীপ্যমানাংস্তদ্ভাবযুক্তাঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জা। যে চাপি তে রাম পবিত্রনাম গৃণন্তি মর্ত্যা লয়কাল এব।।
তত্রৈব শ্রীমহাদেব— অহং ভবন্নাম গৃণন্ কৃতার্থো বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্যা। মরিষ্যমাণস্য বিমুক্তয়েঽহং দিশামি মন্ত্রং তব রামনাম।।
শ্রীপার্বতী— ত্বন্মুখাদ্ গলিতং রামতত্ত্বামৃতরসায়নম্।
পিবন্ত্যা মে মনো দেব ন তৃপ্যতি ভবাপহম্।।
শ্রীমহাবীর— ইদং শরীরং শতসন্ধিজর্জরং পতত্যবশ্যং পরিণামদুর্বহম্।
কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্মতে নিরাময়ং রামরসায়নং পিব।।
ভগবান্ ব্রহ্মা— যে চাপি তে রাম পবিত্রনাম গৃণন্তি মত্যা লয়কাল এব।
অজ্ঞানতো বাপি ভজন্ত লোকাংস্তানেব যোগৈরপি চাধিগম্যম্।। রামেতি রামভদ্রেতি রামচন্দ্রেতি বা স্মরন্। নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি।। জগজ্জৈত্রৈকমন্ত্রেণ রামনাম্নাভিরক্ষিতম্। যঃ কণ্ঠে ধারয়েত্তস্য করস্থাঃ সর্ব-সিদ্ধয়ঃ।। ভর্জনং ভববীজানামর্জনং সুখসম্পদাম্। তর্জনং যমদূতানাং রাম রামেতি গর্জনম্।। যদ্দিব্যনামস্মরতাং সংসারো গোষ্পদায়তে। স্বানন্যভক্তির্ভবতি তদ্রামপদমাশ্রয়ে।।
ভগবান বাল্মীকি— রাম ত্বন্নামমহিমা বর্ণ্যতে কেন বা কথম্। যৎপ্রভাবাদহং রাম ব্রহ্মর্ষিত্বমবাপ্তবান্।।
সংসারে যে মানবগণ নিত্য "রাম" "রাম" এই নাম কীর্তন করেন, তাঁদের কখনও মরণাদি ভয় হয়



না। কলিযুগে রামনামের দ্বারাই মুক্তি হয়, অন্য কোনও উপায়ে তা হয় না। অজ্ঞান-উপদ্রবে মুনিগণ যাঁতে বিদ্যার দ্বারা রমণ করেন, তাঁকেই গুরু বশিষ্ঠদেব বলেছেন——"রাম" রমণ অর্থাৎ সর্বপ্রিয়ত্ব-হেতু রাম। প্রযত্ন-সহকারে সীতার সঙ্গে রামনাম জপ করা কর্তব্য এটাই পরম প্রেমলাভের কারণ, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

আমি তোমার রামনামের প্রভাবে দস্যু রত্নাকর থেকে ব্রহ্মর্ষি বাল্মীকি হয়েছি, আজ সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ তোমায় দর্শন করছি। এই কথা বলে তিনি সূর্যসদৃশ তেজোময় বিমানে আরোহণ করে পরমপদে গমন করলেন।——রামনাম স্মরণে এইরকম ফল লাভ হয়। আসন্ন-মৃত্যু জীব যাঁর নাম অবশভাবে গ্রহণ করে পরমপদে গমন করে, তিনি অদ্য মরণপথযাত্রী আমার সম্মুখে অবস্থিত (আমার আর চিন্তা কি!) আনন্দিত-চিত্ত হনুমানও রামকে প্রণাম করে বললেন, হে রাম! তোমার নাম স্মরণ করে আমার মন তৃপ্ত হচ্ছে না। যাবৎকাল জগতে তোমার নাম থাকবে, হে রাজেন্দ্র! ততকাল আমার শরীর থাকুক——এই বরই আমি বাঞ্ছা করি। (রাম বললেন, তাই হবে! তুমি অমর হয়ে যথাসুখে অবস্থান কর। জানকী প্রীত হয়ে তাঁকে বললেন, হে হনুমন্! তুমি যে কোনও স্থানে থাকবে, আমার আজ্ঞায় সকল ভোগ তোমার অনুগমন করবে।) হে রাম! যে মানবগণ মৃত্যুকালে তোমার পবিত্র নাম গ্রহণ করেন, তোমার ভাবযুক্ত বহুপুণ্যকারী তাঁদের স্থান আমার লোকেরও ওপরে ভাস্বৎ সান্তানিক লোকে।

হে রাম! আমি তোমার নামগ্রহণে কৃতার্থ হয়ে নিরন্তর ভবানীর সঙ্গে কাশীধামে বাস করি আর মুমুর্ষুগণের মুক্তি দেবার জন্য তোমার রামনাম মন্ত্র উপদেশ করে থাকি। পার্বতী বলছেন——হে দেব! তোমার মুখকমল-বিগলিত সংসার বিনাশক রামতত্ত্বামৃত-রসায়ন পান করে আমার মন তৃপ্ত হচ্ছে না। মহাবীর বলেছেন——এই শরীর শতছিদ্রবিশিষ্ট অতিজীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মতো, অবশ্যই একে ফেলে দিতে হবে। পরিণামে জরাজীর্ণ দেহ নিজের কাছেই নিতান্ত ভয়াবহ। রে মূঢ়! রে দুর্মতে! একে আবার ভাল করবার ঔষধ কি জিজ্ঞাসা করছ? সর্বরোগ-উপশমকারী শ্রীরামনাম-রসায়ন পান কর, অন্য ঔষধ তুচ্ছ। হে রাম! যে সকল মানব মৃত্যুকালে অজ্ঞানেও তোমার পবিত্র নাম গ্রহণ করে, তারাও যোগদ্বারা প্রাপণীয় সেই লোকসকল ভজনা করুক।

রাম, রামভদ্র অথবা রামচন্দ্র এই নাম স্মরণ করলে মানব পাপে লিপ্ত হতে পারে না——অধিকন্ত ভোগ-মোক্ষ লাভ করে থাকে। জগৎ-জয়ের একমাত্র মন্ত্র রামনামের দ্বারা সর্বতোভাবে রক্ষিত এই রাম-কবচ যে কণ্ঠে ধারণ করে, তার সর্বসিদ্ধি করতলগত হয়। ভববীজ-ভর্জন, সুখসম্পদের অর্জন ও যমদূতগণের তর্জনই হইল——"রাম রাম" এই গর্জন। যাঁর দিব্যনাম স্মরণ করলে সংসার গোষ্পদতুল্য হয় এবং অনন্যা ভক্তিলাভ হইয়া থাকে, সেই রামপদ আশ্রয় করিতেছি।

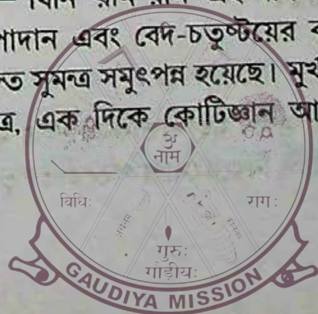
ভূষুণ্ডি-রামায়ণ

দ্বিজো বা রাক্ষসো বাপি পাপী বা ধার্মিকোঽপি বা। রাম রামেতি যো বক্তি স মুক্তো ভববন্ধনাৎ।।
অসংখ্যকোটিলোকানামুপাদানং পরাৎপরম্। তথৈব সর্ববেদানাং কারণং নাম উচ্যতে।।
রামনামাংশতো জাতাঃ সুমন্ত্রাশ্চাপ্যনন্তকাঃ। অবুধা নৈব জানন্তি নামমাহাত্ম্যমুজ্জ্বলম্।।
একতঃ সকলা মন্ত্রা একতো জ্ঞানকোটয়ঃ। একতো রামনাম স্যাত্তদপি স্যান্ন বৈ সমম্।।

হে রাম! যে নামপ্রভাবে আমি ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হয়েছি, তোমার সেই রামনাম মহিমা কোন্ ব্যক্তি কি ভাবে বর্ণনা করবে?——অর্থাৎ কেউই বর্ণনা করতে পারে না। দ্বিজ অথবা রাক্ষস, পাপী অথবা ধার্মিক, যে কেউ হোন না কেন—— যিনি 'রাম রাম' এই নাম বলেন, তিনি সংসারবন্ধন হতে মুক্ত হন। অসংখ্য কোটি লোকের উপাদান এবং বেদ-চতুষ্টয়ের কারণ পরাৎপররূপে নামকে বলা হয়েছে। রামনামের অংশ হতে অনন্ত সুমন্ত্র সমুৎপন্ন হয়েছে। মূর্খগণ ভাস্বর (দীপ্ত) রামনামমাহাত্ম্য জানে না। এক দিকে নিখিল মন্ত্র, এক দিকে কোটিজ্ঞান আর এক দিকে রামনাম তা হলেও কখনও ঐ ভয়ে সমান হয় না।

সাতষট্টি

রামায়ণম্



র-কারোঽনলবীজং স্যাদ্ যৎ সর্বে বাডবাদয়ঃ। কৃত্বা মনোমলং সর্বং ভস্ম কর্ম শুভাশুভম্।।
অ-কারো ভানুবীজং স্যাদ্ বেদশাস্ত্রপ্রকাশকঃ। নাশয়ত্যেব সা দীপ্ত্যা যা বিদ্যা হৃদয়ে তমঃ।।
ম-কারশ্চন্দ্রবীজং স্যাদ্ যদপাং পরিপূরণম্। ত্রিতাপং হরতে নিত্যং শীতলত্বং করোতি চ।।
র-কারো হেতুবৈরাগ্যং পরমং যজ্ঞ কথ্যতে। অ-কারো জ্ঞানহেতুশ্চ ম-কারো ভক্তিহেতুকঃ।।
র-কারো যোগিনাং ধ্যেয়ো গচ্ছন্তি পরমং পদম্। অ-কারো জ্ঞানিনাং ধ্যেয়স্তে সর্বে মোক্ষরূপিণঃ।।
পূর্ণং নাম মুদা দাসা ধ্যায়ন্ত্যচলমানসাঃ। প্রাপ্নুবন্তি পরাং ভক্তিং শ্রীরামস্য সমীপকম্।।
অ-কারঃ প্রণবে সত্ত্বমুকারশ্চ রজোগুণঃ। তমো হল্* -মকারঃ সাৎ ত্রয়োঽহঙ্কার-সমুদ্ভবাঃ।।
(হল-হসন্ত)
প্রিয়ে ভগবতো রূপে ত্রিবিধো জায়তেঽপি চ। বিষ্ণুর্বিধিরহং চৈব ত্রয়ো গুণবিধারিণঃ।।
নির্বর্ণং রামনামেদং কেবলঞ্চ স্বরাধিপম্। ছত্রং মুকুটং সর্বেষাং ম-কারো রেফোব্যঞ্জনম্ (?)।।

তত্রৈব শিব উবাচ—

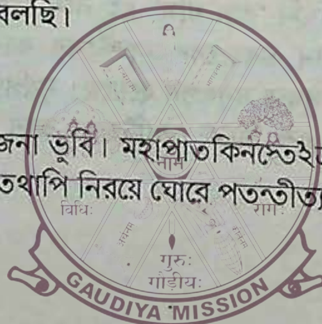
রামনামপরা যে চ রামনামার্থচিন্তকাঃ। তেষাং পাদরজঃ স্পর্শাৎ পাবনং ভুবনত্রয়ম্।। কৃষ্ণ-নারায়ণাদীনি নামানি জপতোঽনিশম্। সহস্রজন্মভী রামনাম্নি স্নেহো ভবত্যুত।। রাম এবাভিজানাতি রামনামফলং হৃদি। প্রবক্তুং নৈব শক্নোতি ব্রহ্মাদীনান্ত কা কথা।।
বেদাঃ সর্বে চ শাস্ত্রাণি মুনয়ো নির্জরর্ষভাঃ। নাম্নঃ প্রভাবমত্যুগ্রং ন তে জানন্তি সুব্রতে।। রাম এবাভিজানাতি কৃৎস্ননামার্থমদ্ভুতম্। ঈষদ্ বদামি নামার্থং দেবি তস্যানুকম্পয়া।।

র-কার অলন-বীজ—যা বাড়বাগ্নি প্রভৃতি; র-কার মনোমল ও সমস্ত শুভাশুভ কর্ম ভস্মীভূত করেন। অ-কার বেদশাস্ত্র-প্রকাশক, ভুবন-ভাস্কর বীজ তথ সূর্য-বীজ। এই বীজ দীপ্তির দ্বারা হৃদয়স্থ অবিদ্যার অন্ধকার অবশ্যই নাশ করে থাকেন।
ম-কার চন্দ্রবীজ, জলের পরিপূর্ণ কারক, তা নিত্য ত্রিতাপ হরণ করে জীবকে তা থেকে শীতল করে। র-কার বৈরাগ্যের হেতু—পরম যজ্ঞ বলে কথিত হয়, অ-কার জ্ঞানহেতু, ম-কার ভক্তিহেতু। র-কার যোগিগণের ধ্যেয়, ধ্যানবলে তাঁরা পরমপদে গমন করেন। অ-কার জ্ঞানিদিগের ধ্যাতব্য, তাঁরা মোক্ষরূপী। অচলমানস দাসগণ পূর্ণনাম হৃষ্টচিত্তে ধ্যান করেন, তা দিয়ে শ্রীরামের সামীপ্যকারিকা পরা ভক্তি লাভ করে থাকেন। প্রণবে অ-কার সত্ত্বগুণ, উ-কার রজোগুণ, হসন্ত ম-কার তমোগুণ—এই গুণত্রয় অহঙ্কার থেকে সমুৎপন্ন। হে প্রিয়ে! শ্রীভগবানের রূপে বিষ্ণু, বিধি এবং আমি (শিব)—এই ত্রিবিধ হয়ে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ তিনগুণ ধারণ করেছি। এই রামনাম বর্ণশূন্য, কেবল উদাত্ত,অনুদাত্ত স্বরিত আর ষাড়জাদি সপ্তস্বরের অথবা নাদের অধীশ্বর। সমস্ত বর্ণের হসন্ত ম-কার (০) ও রেফ্ (´) ছত্র এবং মুকুট। যাঁরা রামনামে অত্যন্ত আসক্ত, রামনামের অর্থচিন্তাকারী, তাঁদের পাদপদ্মের ধূলিস্পর্শে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ত্রিভুবন পবিত্র হয়ে যায়। কৃষ্ণ-নারায়ণ প্রভৃতি নামসকল সহস্রজন্ম অবিরাম জপ করলে তবে রামনামে প্রেমলাভ হয়। রামনামের ফল রামই হৃদয়ে জানেন, কিন্তু তিনি উত্তমরূপে তা বলার সামর্থ্য তাঁর নেই—ব্রহ্মা, শঙ্কর প্রভৃতির কথা কি বলবো!
হে সুব্রতে! চতুর্বেদ, নিখিল শাস্ত্র, মুনিমন্ডলী,সুরনিকর নামের অতিশয় বিষম (মহান্), প্রতাপ জানেন না। একমাত্র রামই সম্পূর্ণ আশ্চর্যজনক রামনামের অর্থ জানেন। হে দেবি! আমি তাঁর কৃপায় নামের অর্থ যৎকিঞ্চিৎ বলছি।

আনন্দ-রামায়ণ

মনোহরকাণ্ডে (৭ম সর্গ)

রাম রামেতি রামেতি যে বদন্তি জনা ভুবি। মহাপ্রাতকিনস্তেঽত্র মুক্তিং যান্তি ন সংশয়ঃ।। রামচন্দ্রেতি মন্ত্রোঽস্তি বাগস্তি বশবর্তিনী। তথাপি নিরয়ে ঘোরে পতন্তীত্যদ্ভূতং মহৎ।। শ্রীরামনামামৃত-মন্ত্রবীজ



রামায়ণম

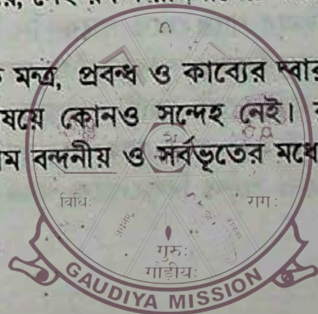
সঞ্জীবনী চেন্মনসি প্রবিষ্টা। হলাহলং বা প্রলয়ানলং বা মৃত্যোর্মুখং বা বিশতাং কুতো ভীঃ।। স্বর্গে সুরাণামমৃতং যথাস্তি পরমং শুভম্। রামনামামৃতং ভূম্যাং ক্ষয়ং নাপ্নোতি বৈ কদা।। রামেতি দ্ব্যক্ষরং নাম যে বদন্তি হ্যহর্নিশম্। ন কস্যাপি ভয়ং তেষাং জীবন্মুক্তাশ্চ তে নরাঃ।।জয় রামেতি যন্নাম কীর্তয়ন্নভিবর্ণয়েৎ। সর্বপাপৈর্বিনির্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।। শ্রীরামেতি পরং মন্ত্রং তদেব পরমং পদম্। তদেব তারকং বিদ্ধি জন্মমৃত্যুভয়াপহম্।। শ্রীরামেতি বদন্ ব্রহ্মভাবং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ। *ঐ মনোহর-কান্ডেঃ*শ্রীশব্দপূর্বং জয়শব্দমধ্যং জয়দ্বয়েনাপি ততঃ প্রযুক্তম্। ত্রিঃ সপ্তকৃত্বো রঘুনাথনামজপান্নিহন্যাদ্দ্বিজকোটিহত্যাঃ।গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গো রামমুদ্রাঙ্কিতো নরঃ। রামনামোচ্চারকশ্চ তুলসীকাষ্ঠমালিকঃ।। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারকো রামমানসঃ। যস্ত্বত্র স নরো ধন্যো নেতরশ্চ কদাচন।। রাম এব হরো জ্ঞেয়ঃ শিব এব রঘূত্তমঃ। উভয়োর্নান্তরং জ্ঞেয়ং ভেদদৃঙ্‌নারকী নরঃ।। যেন কেন প্রকারেণ কার্যং রাঘবচিন্তনম্। পাপরাশিঃ ক্ষণাদ্ দগ্ধঃ শ্রীরামচিন্তনেন হি।। ভবত্যত্র ন সন্দেহঃ পাবকেন যথা কুটী। দম্ভেন বাতি ভক্ত্যা বা নিষ্কামাদ্ বা সকামতঃ। যদ্যত্র রাঘবো গীতস্তেন পাপ হতং ভবেৎ।। যথাবহ্নিস্তূলরাশিং স্পর্শিতঃ কামনাং বিনা। কামেন বা দহত্যেব ক্ষণাত্তদ্বন্ন সংশয়ঃ।।মন্ত্রৈঃ প্রবন্ধৈঃ কাব্যৈশ্চ নামচরিত্রবর্ণ নৈঃ অপ্যশুদ্ধৈঃ স্ততো রামঃ কল্পিতৈরপি স্বেচ্ছায়া তৈশ্চ তুষ্টো ভবত্যত্র শ্রীরামো নাত্র সংশয়ঃ।। রামো গেয়শ্চিন্তনীয়োঽত্র রামঃ স্তব্যো রামঃ সেবনীয়োঽত্র রামঃ।। ধ্যেয়ো রামো বন্দনীয়োঽত্র রামঃ দর্শ্যো রামঃ সর্বভূতান্তরেষু।।

ভূতলে যে মানবগণ 'রাম রাম রাম' এই নাম বলে, তারা যদি মহাপাতকী হয়, তাহলেও মুক্তি লাভ করে, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। "রামচন্দ্র" এই মন্ত্র এবং বশবর্তিনী রসনাও আছে,তথাপি লোকে ঘোর নরকে পতিত হয়——এটাই মহৎ আশ্চর্য জনক। শ্রীরামনাম অমৃত মন্ত্রবীজ, এই সঞ্জীবনী অর্থাৎ জীবনদায়িনী যদি মনে প্রবিষ্ট ভয়, তাহলে কালকূট-বিষপানে, প্রলয়-অনলে কিংবা মৃত্যুর মুখে প্রবেশকারিগণের হয় কোথায়? স্বর্গে দেবগণের যেমন পরমকল্যাণদায়ক অমৃত আছে, সেইরকম পৃথিবীতে রামনাম অমৃত আছে, কখনও ক্ষয় তার নেই। যে মানবগণ দিবানিশি 'রাম' এই দুই অক্ষর নাম কীর্তন করেন (বলেন), তাঁদের কারো কোনও ভয় নাই, তাঁরা জীবন্মুক্ত।

"জয় রাম" এই নাম কীর্তন করে যিনি উৎকৃষ্টরূপে বর্ণনা করেন, তিনি সমস্ত পাপ হতে বিনির্মুক্ত হয়ে বিষ্ণুর পরমপদে গমন করেন। শ্রীরাম এই নাম মন্ত্রশ্রেষ্ঠ, তাই পরমপদ তাকেই জন্মমৃত্যুভয়হারী তারকমন্ত্র বলে জানবে। মানব শ্রীরামনাম-উচ্চারণে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন——এতে কোনো সংশয় নাই। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম'——পূর্বে শ্রী শব্দ, জয় শব্দ মধ্যে দুইটি জয়শব্দপ্রযুক্ত রঘুনাথের নাম একবিংশতিবার জপ করলে কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপ নষ্ট হয়।

যে মানব গোপীচন্দনলিপ্তাঙ্গ, রামমুদ্রাঙ্কিত-দেহ, রামনামউচ্চারণকারী, তুলসীমাল্যধারী, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারক, তিনিই ধন্য, তাছাড়া আর কেউই কখনও কৃতার্থ হতে পারেন না। রামই হর জানবে, শিবই রঘূত্তম, উভয়ে অভিন্ন——এই কথা জেনে রাখো। যে নর শিব-রামে ভেদ দর্শন করে, সে নারকী। যে কোনও প্রকারে হউক রামের চিন্তা করা কর্তব্য, শ্রীরামের চিন্তার দ্বারা ক্ষণকালমধ্যে রাশিকৃত পাপ অগ্নির দ্বারা পর্ণশালার মতো ভস্মীভূত হয়——এতে কোনও সন্দেহ নেই। দম্ভপূর্বক বা অতি ভক্তি-সহকারে নিষ্কাম অথবা সকামভাবে যদি রামনাম গীত হয়, তার দ্বারা পাপ দগ্ধ হয়ে যায়। যেমন তুলারাশিতে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক্ আগুনের স্পর্শ ঘটলে ক্ষণকালমধ্যে তা ভস্মীভূত করে, সেই রকম রামনামের দ্বারা পাপ ভস্মসাৎ হয়ে যায় এতে কোনও সংশয় নেই।

স্বেচ্ছাকল্পিত নাম, চরিত্র-বর্ণনামূলক মন্ত্র, প্রবন্ধ ও কাব্যের দ্বারা স্তত হলে তা যদি অশুদ্ধও হয়, শ্রীরামচন্দ্র সন্তুষ্ট হন——এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রাম গেয়, রাম চিন্তনীয়, রাম স্তবনীয়, রাম সেবনীয়, রাম ধ্যেয়, রাম বন্দনীয় ও সর্বভূতের মধ্যে রাম দর্শনীয়।



অসংখ্যকোটিনামানি নৈব সাম্যং প্রযান্তি চ। খদ্যোতরাশয়ো যান্তি রবেঃ সদৃশতাং কথম্।।

রামনামের সঙ্গে অসংখ্য কোটি নামের তুল্যতা হয় না, অন্যান্য খদ্যোতরাশি তথা জোনাকি পোকাসমূহ ভুবন-ভাস্করের সাদৃশ্য কিরূপে লাভ করবে ?

শারদা-রামায়ণ

চতুর্যুগেষু শ্রীরামনামমাহাত্ম্যমুজ্জ্বলম্। সর্বোৎকৃষ্টং ন সন্দেহঃ কলৌ তত্রাপি সর্বথা।।

চারযুগে শ্রীরামনামের মহিমা ভাস্বর ও সর্বোৎকৃষ্ট——এতে কোনও সংশয় নাই। তন্মধ্যে কলিযুগে সর্বপ্রকারে অনুত্তম পরম প্রেমদায়ক।

অদ্ভুত-রামায়ণ

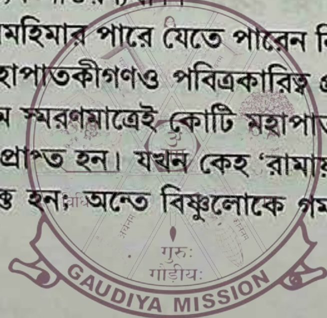
নাহং বেদৈর্ন তপসা নেজ্যয়া নাপি তীর্থতঃ। সন্তুষ্যামি দ্বিজশ্রেষ্ঠ যথা নাম্নাং প্রকীর্তনাৎ।।
গানেন নাম গুণয়োর্মম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ। যদ্দত্তং যদ্ধৃতৈশ্চৈব যচ্চাপি শ্রুতমেব হি।।
যদতীতঞ্চ গানস্য (?) কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্। বিষ্ণুর্মাহাত্ম্যযুক্তস্য গানযোগস্য বৈ ততঃ।।
অঘৌঘ তিষ্ঠ দূরে ত্বং রোগাস্তিষ্ঠন্তু দূরতঃ। বরীবর্তি সদাস্মাকং হৃদি লামো ধনুর্ধরঃ।।

নামকীর্তনে যেরকম আমি প্রহৃষ্ট হই. হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বেদপাঠ, তপস্যা,যজ্ঞ তীর্থসেবাদির দ্বারা সেরকম সন্তুষ্ট হই না। মানব নামগুণগানের দ্বারা আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়; যা দান করা হয়েছে, যা আহুতি দেওয়া হয়েছে; যে শাস্ত্রসকল শ্রুত, যা অতীত, তা বিষ্ণুর মাহাত্ম্যযুক্ত গানযোগের——গানের ষোড়শভাগের একভাগের যোগ্য নয়। হে পাপসমূহ! তোমরা দূরে থাক; হে রোগসকল! তোমরাও দূরে দূরে থাক; আমার হৃদয়ে ধনুর্ধর রাম নিরন্তর অবস্থান করছেন।

শ্রীরামায়ণ-মাহাত্ম্য

মহিমানং তু যন্নাম্নঃ পারং গন্তুং ন শক্যতে। মনবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং খুল্লকো ভজে।।
যন্নামশ্রবণেনাপি মহাপাতকিনোঽপি যে। পাবনত্বং প্রপদ্যন্তে কথং স্তোষ্যামি তুচ্ছধীঃ।।
যন্নামস্মরণাদেব মহাপাতককোটিভিঃ। বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো নরো যাতি পরাং গতিম্।।
রামায়ণেতি যন্নাম সকৃদপ্যুচ্যতে যদা। তদৈব পাপনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।।
নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ। নাস্তি বিষ্ণুসমো দেবো নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্।।
নাস্তি বেদসমং শাস্ত্রং নাস্তি শান্তসমং সুখম্। নাস্তি সূর্যসমং জ্যোতির্নাস্তি রামায়নাৎ পরম্।।
নাস্তি ক্ষমাসমং সারং নাস্তি কীর্তিসমং ধনম্। নাস্তি জ্ঞানসমো লাভো নাস্তি রামায়ণাৎ পরম্।।
রামায়ণপরা নিত্যং গঙ্গাস্নান-পরায়ণাঃ। ধর্মমার্গপ্রবক্তারো মুক্তো এব ন সংশয়ঃ।।
সর্বদেবময়ো রামঃ স্মৃতশ্চার্তিপ্রণাশনঃ। সদ্ভক্তবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা।।
অবশেনাপি যন্নাম্না কীর্তিতো বা স্মৃতোঽপি বা। বিমুক্তপাতকঃ সোঽপি পরমং পদমশ্নুতে।।
সংসার-ঘোর-কান্তারদাবাগ্নির্মধুসূদনঃ। স্মর্তৃণাং সর্বপাপানি নাশয়ত্যাশু সত্তমঃ।।
রামায়ণপরা যে তু রামনাম-পরায়ণাঃ। ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ।
রামনামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্। সংসারবিষয়ান্ধানাং নরাণাং পাপকর্মণাম্।।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

মনুগণ ও মুনীন্দ্রসকল যে নামমহিমার পারে যেতে পারেন নি, কি প্রকারে নীচ ক্ষুদ্র আমি তা ভজনা করবো। যে নাম শ্রবণমাত্র মহাপাতকীগণও পবিত্রকারিত্ব প্রাপ্ত হন, ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি সে নামের কি স্তব করবো? মানব তার নাম স্মরণমাত্রেই কোটি মহাপাতক ও জন্ম-জন্মান্তরকৃত সমস্ত পাপ থেকে বিমুক্ত হয়ে পরম গতি প্রাপ্ত হন। যখন কেহ 'রামায়ণ' এই নাম একবারও উচ্চারণ করেন, তখনই তিনি পাপ হতে বিমুক্ত হন; অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করেন।



গঙ্গার সমান তীর্থ নেই, মাতার মতো গুরু নেই, বিষ্ণুর তুল্য দেবতা নেই, রামায়ণের থেকে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। বেদের সমান শাস্ত্র নেই, শান্তির তুল্য সুখ নেই, সূর্যের সদৃশ জ্যোতি নেই, রামায়ণ থেকে অধিকতর আর কিছুই নাই। ক্ষমার সমান সার তথা উৎকৃষ্ট গুণ আর নেই, কীর্তির তুল্য ধন নাই, জ্ঞানের সদৃশ লাভ নাই, রামায়ণ থেকে অধিক শোভন আর কিছু নেই। যাঁরা নিত্য গঙ্গাস্নান-রত, রামায়ণ-পরায়ণ এবং ধর্মমার্গোপদেশক, তাঁরা মুক্তই——এতে কোন সংশয় নেই। রাম সর্বদেবময়,তাঁকে স্মরণ করলে আধি-ব্যাধি বিশেষভাবে নষ্ট হয়, সদ্‌ভক্তগণের প্রতি স্নেহযুক্ত দেব রঘুনাথ ভক্তির দ্বারা তুষ্ট হন, অন্য কোনো কিছুতে হন না।
যদি কেউ অবশভাবে নাম কীর্তন অথবা স্মরণ করে, তা হলে সে ব্যক্তিও পাতক হতে বিশেষরূপে মুক্ত হয়ে পরমপদ লাভ করে। পরমপাবন সর্বোত্তম মধুসূদন ঘোর সংসারকান্তারের দাবাগ্নি; স্মরণকারিগণের অশেষ পাপ আশু বিনাশ করেন। হে দ্বিজগণ! যাঁরা রামায়ণে রত, রামনামে অত্যাসক্ত, ঘোর কলিযুগে তাঁরাই কৃতার্থ। কেবল রামনাম, কেবল রামনাম, একমাত্র রামনামই আমার জীবন সংসার-বিষয়-অন্ধ পাপকর্মকারি-নরগণের রামনাম ব্যতীত অন্য কোন গতি নেই, নেই, নেই।

ভারত-বিভাগ

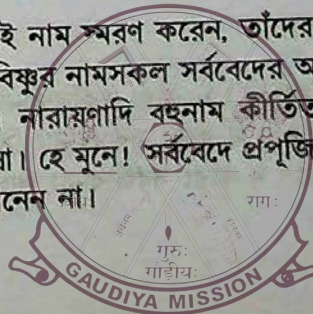
প্রাণপ্রয়াণপাথেয়ং সংসারব্যাধিভেষজম্। দুঃখশোকপরিত্রাণং শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ম্।।
"শ্রীরাম" এই অক্ষর দু'টি দেহ থেকে প্রাণের চিরপ্রস্থানের পাথেয়, সংসার- রোগের উত্তম ঔষধ ও দুঃখ শোকের পরিত্রাণকারক।

ইতিহাসোত্তম

শ্রীরামকীর্তনে নিত্যং যস্য পুংসো ন জায়তে। সলোমপুলকং গাত্রং স ভবেৎ কুলিশোপমম্ (?)।।
রামনামসমং নাম ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। তস্মাত্তদেব সঙ্কীর্ত্য মুচ্যতে কর্মবন্ধনাৎ।।
যে পুরুষের নিত্য রামনামকীর্তনে গাত্র পুলকিত হয় না, সে দেহ বজ্রের তুল্য জানবে। রামনামের সমান নাম হয়নি, হবে না; সেইজন্য তাইই সর্বতোভাবে কীর্তন করে কর্মপাশ থেকে মানব মুক্ত হয়।

ক্রিয়াযোগসার

যে মানবাঃ প্রতিদিনং রঘুনন্দনস্য নামানি ঘোর-দুরিতৌঘ-বিনাশকানি।
ভক্ত্যার্চয়ন্তি বিবুধপ্রবরার্চ্চিতস্য তে পাপিনোঽপি ভটা মম নৈব দন্ড্যাঃ।।
রামেতি নাম যাত্রায়াং যে স্মরন্তি মনীষিণঃ। সর্বসিদ্ধির্ভবেত্তেষাং যাত্রায়াং নাত্র সংশয়ঃ।।
তত্রৈব শিবঃ—
বিষ্ণোর্নামানি বিপ্রেন্দ্র সর্ববেদাধিকানি বৈ। তেষাং মধ্যে তু তত্ত্বজ্ঞৈঃ রামনাম পরং স্মৃতম্।।
নারায়ণাদি-নামানি কীর্তিতানি বহূন্যপি। আত্মা তেষাঞ্চ সর্বেষাং রামনামপ্রকাশকম্।।
তত্রৈব——
রামনামপ্রভাবোঽয়ং সর্ববেদৈঃ প্রপূজিতঃ। মহেশ এব জানাতি নান্যো জানাতি বৈ মুনে।।
হে দূতগণ! যে মানবগণ প্রতিদিন ব্রহ্মা-শঙ্কর আদি শ্রেষ্ঠদেববৃন্দপূজিত ও দারুণপাপসমূহ-বিনাশক রঘুনাথের নামনিকর ভক্তি-সহকারে অর্চনা করেন, তাঁরা পাপী হলেও আমার দণ্ডনীয় নন——জানবে।
যে বুদ্ধিমানগণ যাত্রাকালে 'রাম' এই নাম স্মরণ করেন, তাঁদের যাত্রায় সর্বসিদ্ধি হয়, এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। হে বিপ্রেন্দ্র! বিষ্ণুর নামসকল সর্ববেদের অধিক, তার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞগণ কর্তৃক রামনাম শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়। নারায়ণাদি বহুনাম কীর্তিত হয়েছে, রামনাম সেই সকলের বিকাশকারী অর্থাৎ ব্যক্তকারক আত্মা। হে মুনে! সর্ববেদে প্রপূজিত রামনামের এই প্রভাব (তেজ) মহেশ্বরই জানেন, অন্য কেউই জানেন না।



ভরদ্বাজ-স্তোত্র

সীতাপতে রাম রঘূত্তমেতি যো নাম জল্পেৎ যুধি তস্য তৎক্ষণাৎ। দিশং দ্রবন্ত্যেব যুযুৎসবোঽপি ভিয়ং দধানা হৃদয়েষু শত্রবঃ।।

যিনি যুদ্ধকালে "সীতাপতে রাম রঘূত্তম" এই নাম কীর্তন করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর যুদ্ধেচ্ছু অরিসকলও ভীতচিত্তে দিগ্‌দিগন্তরে পলায়ন করে।

প্রপন্নগীতা

যে কেচিদ্ দুস্তরং প্রাপ্য রঘুনাথং স্মরন্তি হি। তেষাং দুঃখোদধিঃ শুষ্কো ভবত্যপি ন সংশয়ঃ।।

যে কেউ পার হওয়া কঠিন এইরকম দুঃখ পেয়ে রঘুনাথকে স্মরণ করে, তার দুঃখসাগর শুকিয়ে যায় এতে কোনো সন্দেহ নেই।

শিবসর্বস্ব

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেষু রামনামসমীরিতম্। যন্নাম কীর্তনেনৈব তাপত্রয়বিনাশনম্।।
যাবন্ন কীর্তয়েদ্ রামং কলিকল্মষসম্ভবম্। তাবত্তিষ্ঠতি দেহেঽস্মিন্ ভয়ং চাত্র প্রবর্ততে।।

শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণসমূহে রামনাম উত্তমরূপে কথিত হইয়াছে, যে নাম কীর্তনমাত্রেই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয় বিনষ্ট হয়। যতক্ষণ রামনাম কীর্তন করা না হয়, তাবৎকাল এই শরীরে কলিকলুষসম্ভূত ভয় থাকে।

রহস্যনাকট

মধুর মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা স ভবতি ভবপারং রামনামানুভাবাৎ।।

এই রামনাম মধুর হতেও মধুর, মঙ্গলসমূহের মঙ্গল, সমস্ত বেদ-লতার চৈতন্যময় ফলস্বরূপ, অবহেলা অথবা শ্রদ্ধা-সহকারে যিনি একবারও সর্বতোভাবে গান করেন, তিনি রামনামের প্রভাবে ভব-পারাবার উত্তীর্ণ হয়ে যান।

বামনতন্ত্র

পৃথিব্যাং কতিধা লোকা ন জানে কতি নো মৃতাঃ। মুক্তাস্তেঽত্র ন সন্দেহো রামনামানুকীর্তনাৎ।।

পৃথিবীতে কত প্রকার নামকারী লোক আছে, জানি না কত লোক দেহত্যাগ করেছে, সুনিয়মে রামনাম-কীর্তনে তারা মুক্ত——এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই।

সম্মোহনতন্ত্র

সর্বেষাং সুপ্রয়োগাণাং সিদ্ধিরত্যন্তদুর্লভা। শ্রীরামনামস্মরণাদনায়াসেন সিধ্যতি।।

সমস্ত শুভ অনুষ্ঠানের সিদ্ধি অত্যন্ত দুর্লভ, কিন্তু শ্রীরামনামস্মরণে তা অক্লেশে সিদ্ধ হয়।

মন্ত্র মহোদধি

অসারে চৈব সংসারে সাগরোত্তরকারকম্। হারকং দুঃখ-জ্বালানাং শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ম্।।

অসার-সংসার-উত্তরণকারক, দুঃখসমূহের হারক "শ্রীরাম" এই দু'টি অক্ষর।

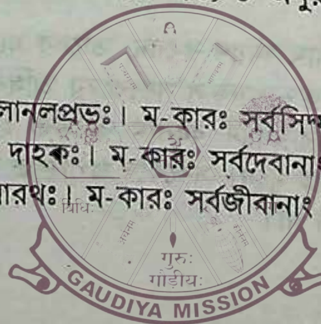
মন্ত্রপ্রকাশ

শ্রীরামনাম সংত্যক্ত্বান্যস্মিন্ যস্য সুরুচিঃ। স তু বদ্ধতমো লোকে পুনরায়াতি যাতি চ।।

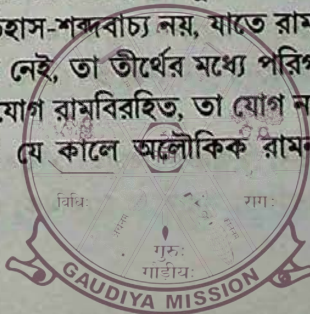
শ্রীরামনাম পরিত্যাগপূর্বক যার অন্য বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ, বদ্ধতম সেই ব্যক্তি সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে।

ব্রহ্মযামল

র-কারঃ সর্বদেবানাং সাক্ষাৎ কালানলপ্রভুঃ। ম-কারঃ সর্বসিদ্ধানাং সর্বসৌখ্যপ্রদস্তথা।।
র-কারঃ সর্বজীবানাং সর্বপাপস্য দাহকঃ। ম-কারঃ সর্বদেবানাং সিদ্ধিরস্তু সদা প্রিয়ে।।
র-কারঃ সর্বকামশ্চ পরিমূর্ণ-মনোরথঃ। ম-কারঃ সর্বজীবানাং পালকো জগদীশ্বরঃ।।



র-কারঃ সর্বদুষ্টানাং নাশকো রঘুনন্দনঃ। ম-কারঃ সর্বসিদ্ধীনাং কারণং নাত্র সংশয়ঃ।।
ওঁ তৎসৎ
ভক্তিভাব অনুরাগসে রামনাম কা ধ্যান। প্রতিদিন নির্মল চিত্তসে করতে রহো সুজান।।
র-কার সমস্ত দেবগণের সাক্ষাৎ কালানল-প্রভ, ম-কার সকল সিদ্ধসমূহের অবিচ্ছিন্ন সর্বসুখপ্রদ। হে প্রিয়ে! র-কার নিখিল জীবগণের সর্বপাপদাহক, ম-কার সমস্ত দেবগণের সর্বদা সিদ্ধপ্রদ। র-কার সর্বকাম——পরিপূর্ণমনোরথ, ম-কার জীবসমূহের পালক জগদীশ্বর। র-কার সর্বদুষ্টগণের নাশক রঘুনন্দন, ম-কার সর্বসিদ্ধির কারণ——এ বিষয়ে সংশয় নাই।
শ্রীরামশব্দ-ব্যুৎপত্তিঃ
রম্ ক্রীড়াদিষু ইতি রম্-ধাতো রাম-শব্দঃ সিধ্যতি। রময়তি লোকান্ ইতি রামঃ।।১।।
রমন্তে যোগিনোঽত্র ইতি রামঃ।।২।। রময়তি জন্মাদি-দাতৃত্বেন দেবয়তি ভূতানীতি রামঃ।।৩।।
রমন্তে লোকা অত্র ইতি রামঃ।।৪।। রময়তি মোদয়তি সর্বন্ ইতি রামঃ।।৫।।
রা-শব্দো বিশ্ববচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ। বিশ্বানামীশ্বরো যো হি তেন রামঃ প্রকীর্তিতঃ।।
ওঁ
রমতে রময়া সার্দ্ধং তেন রমং বিদুর্বুধাঃ। রমাণাং রমণস্থানং রামং রামবিদো বিদুঃ।।
ওঁ
রা চেতি লক্ষ্মীবচনো মশ্চাপীশ্বরবাচকঃ। লক্ষ্মীপতিং গতিং রামং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।।
"রম্ ক্রীড়াদিষু"—রম্ ধাতু থেকে রাম শব্দ সিদ্ধ হয়েছে। লোকসকলকে রমণ করান, এই জন্য ইনি রাম।।১ যোগিগণ এঁতে রমণ করেন বলে ইনি রাম।। ২ লোকসকলকে জন্ম-স্থিতি-নাশদানের দ্বারা ক্রীড়া করান বলে রাম।। ৩ লোকসকল এঁতে রমণ করেন, এই জন্য ইনি রাম।। ৪ সকলকে আনন্দিত করে থাকেন বলে ইনি রাম।। ৫ "রা" শব্দে বিশ্ব, "ম" ঈশ্বরবাচক, যিনি বিশ্বের ঈশ্বর, তিনি রাম।। রমা অর্থাৎ লক্ষ্মীর সহিত রমণ করেন, তজ্জন্য বুধগণ তাঁকে রাম বলে জানেন, রমার রমণ লীলা স্থান রাম, রামতত্ত্ববিদ্গণ এইজন্যে তা জানেন। "রা" শব্দের অর্থ লক্ষ্মী, "ম" ঈশ্বরবাচক, বুদ্ধিমানগণ রামকে লক্ষ্মীপতি ও গতি বলেন।
কৌশল্যাখণ্ড
র-কারো ধ্বজবৎ প্রোক্তো ম-কারশ্ছত্রবৎ তথা। সর্ববর্ণশিরঃস্থো হি রাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।। ন তৎ পুরাণং নহি যত্র রামো যস্যাং ন রামো ন হি সংহিতা সা। স নেতিহাসো ন হি যত্র রামঃ কাব্যং ন তৎ স্যান্নহি যত্র রামঃ।। শাস্ত্রং ন তৎ স্যান্নহি যত্র রামস্তীর্থং ন তদ্ যত্র ন রামচন্দ্রঃ। যাগঃ স আগো ন হি যত্র রামো যোগঃ স রোগো ন হি যত্র রামঃ।। ন সা সভা যত্র ন রামচন্দ্র কালোঽপ্যকালঃ কলিরেব সোঽস্তি। সংকীর্ত্যতে যত্র ন রামদেবো বিদ্যাপ্যবিদ্যা রহিতা হ্যনেন।।স্থানং ভয়স্থানমরামকীর্তি রামেতি রামামৃতশূন্যমস্য। সর্পালয়ং প্রেতগৃহং গৃহং তদ্ যত্রার্চ্যতে নৈব মহেশপূজ্যঃ।। উক্তেন কিং স্যাদ্ বহুনাত্মবিশ্বং সর্বং মৃষা স্যাদ্ যদি রামশূন্যম্। এতঞ্চ কৃষ্ণঃ পুনরাহ নোঽসৌ স্পৃষ্টোপবীতং জয়মালিকাঞ্চ।।
(বেদার্থ-রামায়ণ-ধৃত)
শ্রীরামেতি পরং জাপ্যং তারকং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্। ব্রহ্মহত্যাদিপাপঘ্নমিতি বেদবিদো বিদুঃ।।
র-কার ধ্বজের ন্যায় (´) ম-কার ছত্রের মতো (০), বুধগণ বলেন, রাম এই অক্ষর দু'টি সমস্ত বর্ণের মস্তকের উপর অবস্থিত। যাতে রাম নেই, সে পুরাণ নয়, যাতে রাম নেই, সে সংহিতা——সংহিতা নয়। যাতে রাম নেই, তা ইতিহাস-শব্দবাচ্য নয়, যাতে রাম নেই, তা কাব্য নয়। যাতে রাম নেই, তা শাস্ত্র নয়, যে স্থানে রামচন্দ্র নেই, তা তীর্থের মধ্যে পরিগণিত হয় না; যে যাগে রাম নেই তা যাগ নয়—— অপরাধ, পাপ! যে যোগ রামবিরহিত, তা যোগ নয়, রোগ বলে জানবে। যে স্থানে রামচন্দ্র নেই সে সভা——সভা নয়! যে কালে অলৌকিক রামনাম সঙ্কীর্তন হয় না, সে কাল



অকাল, নিশ্চিত কলিকাল! রামবিরহিতা বিদ্যা——বিদ্যা নয়, অবিদ্যা।

যে স্থানে রামকীর্তি নেই, রাম এই নামামৃত-শূন্য সে স্থান ভয়স্থান। যে গৃহে মহেশ্বরের পূজনীয় রাম পূজিত না হন, সে গৃহে সর্পালয়, প্রেতের আবাস। অধিক কি বলবো——যদি এ বিশ্ব রামশূন্য হয়, তা হলে সমস্ত মিথ্যা। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব আমাদেরকে জয়মালিকা ও উপবীত স্পর্শ করে এই কথা বলেছেন।

কেদারখণ্ড

রামনামসমং তত্ত্বং নাস্তি বেদান্তগোচ। যৎপ্রসাদাৎ পরাং সিদ্ধিং সংপ্রাপ্তা মুনয়োঽমলাঃ।।
অতঃ সর্বাত্মনা রামং নামরূপং স্মর প্রিয়ে। অনায়াসেন ভো দেবি অমরী ত্বং ভবিষ্যসি।।
রামনামপ্রভাবেণ হ্যবিনাশি-পদং প্রিয়ে। প্রাপ্তং ময়া বিশেষেণ সর্বাষাং দুর্লভং পরম্।।
তত্রৈব—— অন্যানি যানি নামানি তানি সর্বণি পার্বতি। কার্যার্থে সম্ভবানীহ রামনামাদিতঃ প্রিয়ে।।
মার্কণ্ডেয়োঽপি শ্রীরামনাম সংস্মৃত্য সাদরম্। মৃত্যুং তর্ত্তাহবিলম্বেন রামনাম পরং বলম্।।
তথৈব নারদো যোগীভক্তো ভূয়স্তথা পরে। মৃত্যোর্মহার্ণবং তীর্ত্বা সংনিমগ্নঃ সুধাম্বুধৌ।।
লম্বোদরোঽপি শ্রীরামনামমাহাত্ম্যমুজ্জ্বলম্। শ্রুত্বা চ ধারিতং চিত্তে ততঃ পূজ্য সুরাসুরৈঃ।।
এবং নামপ্রসাদেন ঋষয়ো দেবতাস্তথা। মনুষ্যাঃ কিন্নরা নাগা যক্ষ-বিদ্যাধরাস্তথা।
সর্বে কৃতার্থা অভবন্ তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে।।

রামনামের সমান তত্ত্ব বেদান্ত-বিষয়ে নেই, যাঁর প্রসাদে নির্মল মুনিগণ পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। অতএব হে প্রিয়ে! সর্বপ্রযত্নে রাম ও তাঁর নাম-রূপকে স্মরণ করো। অয়ি দেবি! অক্লেশে তুমি অমরী হবে। হে প্রিয়ে! রামনাম-প্রভাবে সকলের উত্তম শ্রেষ্ঠ অবিনাশী চিরস্থায়ী পদ আমি পেয়েছি। হে পার্বতি! অন্য যে সমস্ত নাম, সেই সকল কার্যের (?) জন্য সম্ভূত হয়েছে হে প্রিয়ে! রামনাম আদি হতেই অবস্থিত। শ্রেষ্ঠ বল (সার) রাম নাম মার্কণ্ডেয় মুনিও যত্নের সঙ্গে শ্রীরামনাম স্মরণ করে অতি শীঘ্র মৃত্যুকেও জয় করেছিলেন। সেইরূপ নারদ যোগীভক্ত হয়ে এবং অন্য ভক্তগণও রাম নামের প্রভাবে মৃত্যু-মহাপারাবার উত্তীর্ণ হয়ে সুধাসাগরে নিমজ্জিত হয়েছেন। লম্বোদর গণেশও ভাস্বর শ্রীরামনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ এবং চিত্তে ধারণ করে সুরাসুর কর্তৃক অগ্রে পূজ্য হয়েছেন।

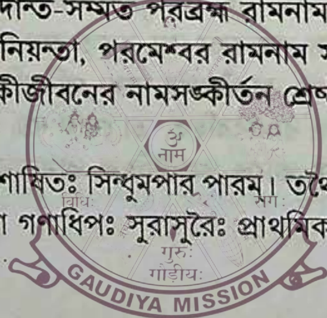
নির্বাণখণ্ড

ভবন্নামামৃতং পীত্বা গীত্বা চ ভবতাং যশঃ। শিবোঽহং সর্বদেবৈশ্চ পূজনীয়ো দয়ানিধে।।
নিরাকারঞ্চ সাকারং সগুণং নির্গুণং বিভো। উভৌ বিহায় সর্বস্বং তব নাম স্মরাম্যহম্।।
মন্দাত্মানো ন জানন্তি বহিরর্থ-স্পৃহাযুতাঃ। রামনাম পরং ব্রহ্ম সর্ববেদান্তসম্মতম্।।
জগৎপ্রভুং পরানন্দং কারণং সদসৎ পরম্। রামনামপরেশানং সর্বোপাস্যপরেশ্বরম্।।
সর্বেষাং মতসারাণামিদমেকমহন্মতম্। জানকীজীবনস্যাথ নামসঙ্কীর্তনং পরম্।।

এইরকম নামের প্রসাদে ঋষিগণ, দেবতানিকর, মনুষ্যসকল, কিন্নরসমুদয়, নাগসমূহ এবং যক্ষ ও বিদ্যাধরগণ সেই সেই যুগে কৃতার্থ হয়েছেন। হে দয়ানিধে! আপনার নামামৃত পান করে—— আপনার যশোগান করে আমি শিব সর্বদেবগণের পূজনীয় হয়েছি। হে বিভো! সাকার-নিরাকার সগুণ-নির্গুণ উভয়ই পরিত্যাগ করে সর্বস্ব (সকলধন) তোমার নাম স্মরণ করি। বাহ্যবিষয়ে অভিলাষযুক্ত মন্দাত্মাগণ সর্ববেদান্ত-সম্মত পরব্রহ্ম রামনাম জানে না। সৎ অসতের শ্রেষ্ঠ কারণ, জগতের প্রভু, পরানন্দ, পরম নিয়ন্তা, পরমেশ্বর রামনাম সকলের উপাসনা করা কর্তব্য। নিখিল শ্রেষ্ঠ মত-সমূহের মধ্যে জানকীজীবনের নামসঙ্কীর্তন শ্রেষ্ঠ, অতি প্রশস্ত,এই একটি মহান মত।

বিচিত্র-নাটক

প্রভাবতো যস্য হি কুম্ভজন্মা প্রশোষিতঃ সিন্ধুমপার পারম্। তথৈব বিন্ধ্যাচলরোধিতোঽদ্ভুতং মুনীন্দ্ররাজেন প্রভাকরেণ। যদীক্ষণাচ্ছম্ভুসুতো গণাধিপঃ সুরাসুরৈঃ প্রাথমিকঃ প্রপূজ্যঃ। প্রদক্ষিণে যস্য কৃতে সমস্তা



ক্ষমাবতী স্যাৎ পরিতঃ প্রদক্ষিণা। সহস্রাস্যেন শেষোঽপি রামনাম স্মরত্যলম্। তৎপ্রভাবেণ ব্রহ্মান্ডং ধৃত্বা ক্লেশং বিনা দ্বিজ।

যে রামনামের প্রভাবে কুম্ভোদ্ভব মুনি অগস্ত্য অকুল মহাপারাবার উত্তমরূপে শোষণ করেছিলেন, সেইরকম মুনীন্দ্ররাজ প্রভাকর বিবর্ধমান বিন্ধ্যাচলের দর্প চূর্ণ করেছিলেন, সেই রামনামকে প্রণাম করি। যে রামনামের কৃপাকটাক্ষে শঙ্কর-তনয় গণেশ সুর এবং অসুরগণ কর্তৃক সর্বাগ্রে পূজনীয় হয়েছেন, যে রামনামকে প্রদক্ষিণ করাতে সমস্ত ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করা হয়েছিল, (সে রামনামকে প্রণাম)। হে দ্বিজ! সহস্রবদনে অনন্তদেব নিরন্তর রামনাম স্মরণ করছেন, তাঁর প্রসাদে বিনা ক্লেশে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে আছেন।

শ্রীজানকী-বিলাস-নাটক

সীতাং বিনা ভজেদ্ রামং সীতাং রামং বিনা ভজেৎ। কল্পকোটিসহস্রৈন্তু লভতে ন প্রসন্নতাম্।।
সীতারামাত্মকং ধ্যানং সীতারামাত্মকার্চনম্। সীতারামাত্মকং নামজপং পরতরাৎ পরম্।।
স রামো ন ভবেদ্ যাতু সীতা যত্র ন বিদ্যতে। সীতা নৈব ভবেৎ সা হি যত্র রামো ন বিদ্যতে।।
সীতারামং বিনা নৈব রামঃ সীতাং বিনা নহি। শ্রীসীতারাময়োরেব সম্বন্ধঃ শাশ্বতো মতঃ।।
অহোরাত্রঞ্চ যেনোক্তং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ম্। সর্বপুণ্যং সমাপ্নোতি রামনামপ্রসাদতঃ।।

যে ব্যক্তি সীতা বিনা রামকে ভজনা করে, রাম বিনা সীতাকে ভজনা করে, সে সহস্রকোটিকল্পেও প্রসন্নতা লাভ করে না। সীতারামাত্মক ধ্যান, সীতারামাত্মক পূজা, পরাৎপরতর সীতারামাত্মক নাম জপ করা কর্তব্য। যে স্থানে সীতা নেই, সে স্থানে রাম নাই, যেখানে রাম বিরাজমান নন, সেখানে সীতা থাকেন না। রাম বিনা সীতা, সীতা ব্যতীত রাম থাকতে পারেন না, শ্রীসীতারামের এই সম্বন্ধ নিত্য সনাতন। যে মানব দিবানিশি 'রাম' এই অক্ষর দু'টি উচ্চারণ করেন, তিনি রাম-নামের প্রসাদে সমস্ত পুণ্য উত্তমরূপে প্রাপ্ত হন।

বিশ্বামিত্র-প্রাতঃপঞ্চক

প্রতার্বদামি বচসা রঘুনাথনাম বাগ্‌দোষহারি সকলং কলুষং নিহন্তৃ। যৎ পার্বতী স্বপতিনা সহ ভোক্তুকামা প্রীত্যা সহস্রহরিনামসমং জজাপ।।

বাগ্‌দোষহারি সকল পাপনাশক রঘুনাথের নাম প্রাতঃকালে বাক্যের দ্বারা উচ্চারণ করি——সহস্র হরিনামের তুল্য যে নাম স্বীয় স্বামীর সঙ্গে ভোজন-অভিলাষিণী পার্বতী প্রেমের সহিত জপ করেছিলেন।

কাশ্যপ-পঞ্চরাত্র

নারদং প্রতি ভগবদ্বাক্যম্ যে গৃহ্নন্তি নিরন্তরং মম পদং রামেতি ভক্তোত্তমা- অন্তঃসম্ভৃত-হর্ষজাতপুলকা জাতপ্রমোদাশ্রয়াঃ। তে নিঃসার্য ভবার্ণবং সুত-কলত্রাদ্যৈস্ত নক্রৈর্যুতং তৃষ্ণা-বারিসুদুস্তরং ময়ি পুনঃ সাযুজ্যমায়ান্তি বৈ।।

অন্তরে বর্ধিত হর্ষজাত পুলকজনিত প্রমোদের আশ্রয় রামনাম। যে উত্তম ভাগবতগণ অবিরাম 'রাম' আমার এই নাম গ্রহণ করেন, তাঁরা সুত-কলত্র আদি কুম্ভীরযুক্ত তৃষ্ণা-সলিল সুদুস্তর ভব-পারাবার নিরাপদে উত্তীর্ণ হয়ে অধিকন্তু আমাতে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন।।

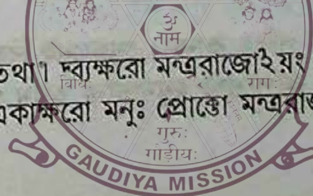
শ্রীবৈষ্ণব-চিন্তামণি

শিব উবাচ—— হিমবদ্‌বিন্ধ্যয়োর্মধ্যে জনা ভাগবতা মতাঃ। উচ্চারয়ন্তি রামেতি যেন ভাগবতোত্তমাঃ।।

হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যে যে ভক্তগণ বাস করেন, তাঁরা ভাগবত বলিয়া কথিত হ'ন, আর সেখানে বাস করে রামনাম যাঁরা উচ্চারণ করেন, তাঁরা ভাগবতোত্তম।।

তন্ত্রসার

বহ্নির্নারায়ণেনাঢ্যো জঠরং কেবলন্তথা। দ্ব্যক্ষরো মন্ত্ররাজোঽয়ং সর্বাভীষ্ট ফলপ্রদঃ।।রাম।। বহ্নিস্থং শয়নং বিজ্ঞোরর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতম্। একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ।।



বহ্নিতে (র-কারে) নারায়ণ (আ-কার) যোগ করে তার পরে জঠর (ম)——এই দুই অক্ষরে যে মন্ত্র হয়, তা মন্ত্ররাজ, এতে সকল কামনা সিদ্ধ হয়।। বহ্নিতে (র-কারে) বিষ্ণু শয়ন (আ-কার) যোগ করে অন্তে অর্ধচন্দ্র (ং) প্রদান করলে একাক্ষর মন্ত্র হইবে। এই একাক্ষর মন্ত্রও মন্ত্ররাজ এবং কল্পবৃক্ষবৎ সর্বফলপ্রদ।।

ভগবান শঙ্করাচার্য

সদা রাম রামেতি নামামৃতং তে সদা রামমানন্দনিষ্যন্দকন্দম্। পিবন্নন্বহং নন্বহং নৈব মৃত্যোর্বিভেমি প্রসাদাদসাদাত্তবৈব।।

হে রাম! সজ্জনগণের সতর্ত আরামপ্রদ আনন্দ-প্রস্রবণের মূল উৎস তোমার 'রাম' এই নামামৃত আমি প্রতিদিন পান করে তোমারই অব্যাহত প্রসাদে মৃত্যুকেও ভয় করি না।

ভগবান রামানন্দ

উপায়ার্থপরেণাসাবখন্ডনমসোচ্যতে। উপায়ো হি ম-বাচ্যস্য র-বাচ্যো রাম এব সঃ।। জিতেন্দ্রিয়শ্চাত্মরতো বুধোঽসকৃৎ সুনিশ্চিতং নাম হরেরনুত্তমম্। অপারসংসার-নিবারণক্ষমং সমুচ্চরেদ্ বৈদিকমাচরন্ সদা।। তদর্থপুষ্পপ্রচয়েন সন্ততং তথৈব তন্মন্দিরমার্জনাদিনা। তদীয়নামাভ্যসনেন তন্মনাঃ ক্ষিপেৎ স কালং নিতরাং নিরালসঃ।। (শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর)

হে সুর-সুরানন্দ! উপায়ার্থবাচক অখণ্ড নমঃ-শব্দের দ্বারা 'র'বাচ্য যে এই শ্রীরামচন্দ্র, তিনিই 'ম' বাচ্য জীবের নিশ্চয় ইহলোক-পরলোক-সাধন বলে মহর্ষিগণ প্রতিপন্ন করে থাকেন।। জিতেন্দ্রিয় এবং পরমাত্মানুরাগী বিদ্বান্ ব্যক্তি বেদবিহিত কর্মের আচরণ করে অপার সংসার অর্থাৎ জন্ম-মরণাদি বাধা-নিবারণে সক্ষম শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ শ্রীহরির "রাম"——আদি নামসকল নিরন্তর উচ্চারণ করবে। আলস্যশূন্য মুমুক্ষু বৈষ্ণব তাঁর জন্য পুষ্পচয়ন, মন্দিরমার্জন প্রভৃতি এবং তাঁর নাম নিরন্তর কীর্তনের দ্বারা তদ্‌গতচিত্ত হয়ে কালক্ষেপণ করবে।

হিন্দি রামচরিতমানস

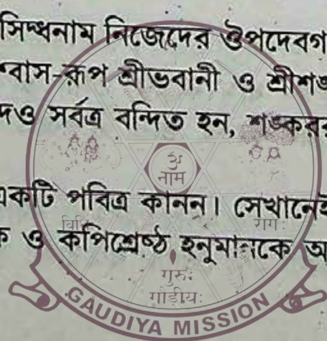
শ্রীমদ্ গোস্বামী তুলসীদাসজী বিরচিত হিন্দী শ্রীরামচরিতমানস-এর মঙ্গলাচরণ শ্লোক। শ্রীঃ।। বর্ণানাম সংঘানাং রসানাং ছন্দসামপি। মঙ্গলানাঞ্চ কর্তারৌ বন্দে বাণী-বিনায়কৌ।।১।। ভবানীশঙ্করৌ বন্দে শ্রদ্ধা বিশ্বাসরূপিণৌ। যাভ্যাং বিনা ন পশ্যন্তি সিদ্ধাঃ স্বান্তঃস্হমীশ্বরম্।।২।। বন্দে বোধময়ং নিত্যং গুরুং শঙ্কররূপিণম্। যমাশ্রিতো হি বক্রোঽপি চন্দ্রঃ সর্বত্র বন্দ্যতে।।৩।।সীতারাম-গুণগ্রাম-পুণ্যারণ্য-বিহারিণৌ। বন্দে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানৌ কবীশ্বর-কপীশ্বরৌ।।৪।।উদ্ভবস্হিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্। সর্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোঽহং রামবল্লভাম্।।৫।।যন্মায়াবশবর্তি বিশ্বমখিলং ব্রহ্মাদিদেবাসুরা যৎ সত্ত্বাদমৃষৈব ভাতি সকলং রজ্জৌ যথাহের্ভ্রমঃ। যৎপাদপ্লবমেকমেব হি ভবাম্বোধেস্তিতীর্ষাবতাং বন্দেঽহং তমশেষকারণপরং রামাখ্যমীশং হরিম্।। ৬।। নানাপুরাণনিগমাগমসম্মতং যদ্ রামায়ণে নিগদিতং ক্বচিদন্যতোঽপি। স্বান্তঃসুখায় তুলসী রঘুনাথগাথা -ভাষানিবন্ধমতি-মঞ্জুলমাতনোতি।।৭।।

অক্ষরসকল, অর্থসমূহ, নয়নিরস, নিখিলছন্দ এবং সর্ববিধ মঙ্গলের কারণ যে স্বরস্বতী ও গণেশকে তাঁদের আমি প্রণাম করছি।১

যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছেড়ে দিলে সিদ্ধনাম নিজেদের উপদেবগণও অবস্হিত ঈশ্বরকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না, সেই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস-রূপ শ্রীভবানী ও শ্রীশঙ্করকে আমি বন্দনা করছি।২

যাঁর আশ্রয় লাভ করে বাঁকা চাঁদও সর্বত্র বন্দিত হন, শঙ্কররূপী সেই জ্ঞানময় নিত্য বিনাশবিহীন শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করছি।৩

সীতা ও রামের গুণরাজি যেন একটি পবিত্র কানন। সেখানেই বিহার করেন অতি নির্মল-তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন কবিশিরোমণি বাল্মীকিকে ও কপিশ্রেষ্ঠ হনুমানকে আমি প্রণাম করি।৪



উৎপত্তি, পালন এবং নাশকারিণী, অশেষ ক্লেশনাশিনী সম্পূর্ণ মঙ্গলদায়িনী শ্রীরামচন্দ্রে প্রিয়তমা সীতাদেবীকে আমি নমস্কার করছি।৫

অখিল বিশ্ব, ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ ও অসুরসকল যাঁর মায়ার বশীভূত যাঁর অবস্থিতির জন্য রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় দৃশ্য জগৎ সত্য বলে প্রতীত হয় এবং যাঁর চরণই সংসারসাগর তরণেচ্ছুগণের একমাত্র প্লবতথা-স্বরূপ, নিখিল জগতের সেই নৌকা পরমকারণ রাম নামক শ্রীভগবান হরিকে আমি বন্দনা করি।৬

বিবিধপুরাণ, বেদ এবং বহু-শাস্ত্র সম্মত যা রামায়ণে ও অন্য কোন কোন স্থানেও কথিত হয়েছে, রঘুনাথের সেই কাহিনী তুলসীদাস নিজ চিত্তের আনন্দের নিমিত্ত অতি মনোহর ভাষাগ্রন্থে বিস্তারপূর্বক বর্ণনা করেছেন।।৭

আনন্দ-রামায়ণ

শ্রীরামের নামে গীত-প্রবন্ধ রচনা করে ভক্তিসহকারে নৃত্যসহ বীণাবাদ্যাদির সঙ্গে উত্তমরূপে গান করবে।

দশরথনন্দন মেঘশ্যাম। রবিকুলমন্ডন রাজারাম।।১।। রাম জয়, রাম জয়, রাম জয় রাম।।২।। রাজীবলোচন মেঘশ্যাম। সীতারঞ্জন রাজারাম।৩।। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।।৪।। সীতারঞ্জন মেঘশ্যাম কৌশল্যাসুত রাজা রাম।।৫।। রবিবরকুলজাতং বন্দে সুর-ভূসুরগীতম্।।৬।। কৌশল্যাসুত রাম সীতারঞ্জন মেঘশ্যাম।।৭।। দশরথনন্দন মেঘশ্যাম সীতারঞ্জন রাজা রাম।।৮।। বন্দে রঘুবীরং সীতাকান্ত রণধীরম্।।৯।। জয় রাম জয় রাম জয় জয় রাম।।১০।। সীতা রাঘব।।১১।। ভজ সীতারামং মানস ভজ রাজানং রামম্।।১২।। শ্রীসীতারামং বন্দে শ্রীরাজরামম্।।১৩।। রাবণমর্দন রাম রাঘব বালিমর্দন রাম।।১৪।। শ্রীসীতারামং মানস ভজ রাজানং রামম্।।১৫।। সীতারাম জয় রাঘব রাম।।১৬।। শ্রীসীতারামং বন্দে রামং জয় রামম্।।১৭।। মাং পাহ্যতিদীনং রাঘব ত্বৎপদযুগলীনম্।।১৮।। জয় জয় রাঘব।।১৯।। জয় জয় রঘুবর।।২০।। ত্বাং মাং পালয় সীতারাম।।২১।। সীতারাম জয়।।২২।। সীতারাম।।২৩।। শ্রীরাম।।২৪।। রাম।।২৫।। রাং।।২৬।। রাম জয় সীতা রাম রাঘব।।২৭।। দশরথনন্দন রঘুকুলভূষণ। কৌশল্যা-বিশ্রাম পঙ্কজলোচন রাম।।২৮।। সীতারাম জয় রাঘব রাম।।২৯।। পঞ্চবটীস্থিত রাম জয় জয় দশরথনন্দন রাম।।৩০।। দশরথসুতবালং বন্দে রামং ঘননীলম্।।৩১।। কোদন্ড-খন্ডন দশশিরোমর্দন কৌশল্যসুত রাম সীতারঞ্জন রাজন্ রাম।।৩২।। কোদন্ড বালি-তাড়ন লঙ্কা-দাহন পাষাণতারণ রাবণমর্দন রবিকুলভূষণ কৌশল্যা-বিশ্রাম সীতারঞ্জন রাজন্ রাম।।৩৩।।

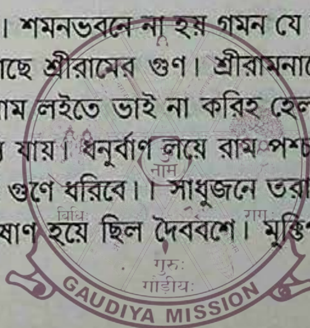
কৃত্তিবাস-রামায়ণ

আদিকাণ্ড

মনুষ্য গোহত্যা আদি যত পাপ করে। / একবার রামনামে সর্বপাপ তরে।। মহাপাপী হয়ে যদি রামনাম লয়। / সংসার সমুদ্র তার বৎসপদ হয়।। মরা মরা বলিতে আইল রামনাম। / পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ।। তুলারাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়। / একবার রামনামে সর্বপাপক্ষয়।। এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে। / তিনবার রামনাম বলালি তাহারে। মোর পুত্র হয়ে তোর অজ্ঞান বিশাল। / দূর হ রে বামদেব হবিরে চন্ডাল।।

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড

শমনদমন রাবণ রাজা রাবণদমন রাম। শমনভবনে না হয় গমন যে লয় রামের নাম।। চণ্ডালে যাঁহার দয়া বড় সকরুণ। পাষাণে নিষাণ আছে শ্রীরামের গুণ। শ্রীরামনামের গুণে কি দিব তুলনা। পাষাণ মনুষ্য হয় নৌকা হয় সোনা।। রাম নাম লইতে ভাই না করিহ হেলা। সংসার তারিতে রামনামে বান্ধ ভেলা।। রামনাম স্মরি যেবা মহারণ্যে যায়। ধনুর্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায়।। অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে। পতিতপাবন নাম কি গুণে ধরিবে।। সাধুজনে তরাইতে সর্বজনে পারে। অসাধু তরান যিনি ঠাকুর বলি তাঁরে।। অহল্যা পাষাণ হয়ে ছিল দৈববশে। মুক্তিপদ পাইল তব চরণপরশে।। পার



কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি। তরাবারে দু'টিপদ করেছ তরণী।। তুমি যদি ছাড় মোরে আমি না ছাড়িব। বাজন নূপুর হয়ে চরণে বাজিব।। রামনদী বয়ে যায় দেখ হে নয়নে। তাহে গিয়ে স্নান কর কূলে বসি কেনে।। যে নদীর মধ্যে নাই কুম্ভীর হাঙ্গর। ঝড়-বৃষ্টি না পাইবে তাহার উপর।। পিয় স্বচ্ছ সুশীতল সুমধুর জল। কোথায় চলিয়া যাবে অন্তরের মল।। যতই করিবে পান না মিটিবে আশা। জল পিতে পিতে পুনঃ বাড়িবে পিপাসা।। বারেক যাইলে রাম-নদীর ওপার। এপারে আসিতে নাহি হয় পুনর্বার।। হ্যাদেরে পামর লোক পার হবে যদি। পিয় রামনামামৃত বয়ে যায় নদী।। মৃত্যুকালে বারেক যে রাম বলে ডাকে। সেই স্বর্গে যায় যম দাঁড়াইয়া দেখে।। এমন রামের গুণ বর্ণিতে না পারি। হেলায় তরিয়া যাবে মুখে বল হরি।। কহিলেন তারে মুনি হইয়া নিষ্কাম। উলটিয়া আর বার বল রামনাম।। কাতর হইয়া কহে যোড় হাত বুকে। রামনাম মহামন্ত্র নিঃসরিল মুখে।। যত পাপ ছিল তার ভৌতিক শরীরে। রামনাম স্মরণে সকল গেল দূরে।। রামনাম স্মরণ করিল নিরন্তর। তপস্যা করিল দশ হাজার বৎসর।। মন দিয়া শুন এই অপূর্ব কাহিনী। মরা-মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হইল মুনি।। অসীম রামের গুণ কি বলিতে জানি। মরা-মন্ত্র জপিয়া বাল্মীকি হইল মুনি।। তারকব্রহ্ম রামনাম অনন্ত মহিমা। চারিবেদে বিচারিয়া দিতে নারে সীমা।। রামনাম জপ ভাই অন্য কর্ম পিছে। সর্বধর্মকর্ম রামনাম বিনা মিছে।। মৃত্যুকালে যদি নর রাম বলি ডাকে। বিমানে চড়িয়া যায় সেই দেবলোকে।। রামনাম লইতে ভাই না করিও হেলা। ভবসিন্ধু তরিবারে রামনাম ভেলা।। রামনাম স্মরণে যমের দায় তরি। ভবসিন্ধু তরিবারে রামপদ তরী।

সুন্দরকাণ্ড

মোরে ঘেরে রাখিয়াছে রাবণের চেড়ী। রাম বলে ডাকিলেই মারে মোরে ছড়ি।। আহারে অমৃত ফল না করি ভক্ষণ। রামনামে অভাগীর উদরপূরণ।। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যবে ব্যাকুলিত প্রাণ। কেবল আহার করি মিষ্ট রামনাম।। একমাত্র রামনাম পানীয় আহার। তাই আছে এই দেহে প্রাণের সঞ্চার।। ক্ষুধাতৃষ্ণা যত কিছু ভুলেছি সকল। একমাত্র রামনামে যত কিছু বল।। রাবণের অত্যাচারে মর্মে মরে রই। একমাত্র রামনামে সে সকল সই।। যদি কেহ রামচন্দ্রে করয়ে আশ্রয়। তবে মোর কতই পরমানন্দ হয়।। দেখ দেখ সংসার অসংখ্যজীবময়। তার মধ্যে হিতে রত কেহ কেহ হয়।। তার কোটিমধ্যে একজন ধর্মপর। তার কোটিমধ্যেতে মুমুক্ষু এক নর।। তার কোটিমধ্যে একজন হয় মুক্ত। তার কোটিমধ্যে এক রামভক্তিযুক্ত।। হেন রামভক্ত যদি হয় কোন জন। তাঁর গুণে কত লোক পায় বিমোচন।। অতএব সতত বাসনা মোর মনে। ভজুক সকল লোক শ্রীরামচরণে।। রামনাম লৈতে ভাই না করিহ হেলা। সংসার তরিতে রামনামে বান্ধ ভেলা।। রাম রাম বল ভাই মুখে বার বার। ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাহি আর।।

লঙ্কাকাণ্ড

অতিকায় মুন্ড গড়াগড়ি ভুমিতলে। ভূমিতে পড়িয়া মুন্ড রাম রাম বলে।। দুই খন্ড হয়ে বীর পড়েভূমিতলে। তরণীর কাটামুন্ড রাম রাম বলে।। অব্যর্থ বৈষ্ণব-বাণ কি কহিব কথা। মুকুট সহিত কাটে বীরবাহুর মাথা।। ভূমিতে পড়িয়া মুন্ড রাম রাম বলে। বিভীষণ দিল মুন্ড রামপদতলে।। রাম রাম বলিয়া পরাণ যায় যার। চরমে সে স্বর্গে যায় জন্ম নাহি তার।।

উত্তরকাণ্ড

ইহা বিনা পাপীর নাহিক পরিত্রাণ। রামনাম শুনিবেক পাপী সাবধান। ।চারিবেদ অধ্যয়নে যত পুণ্য হয়। একবার রামনামে তত ফলোদয়।। বিরিঞ্চি বলেন ইন্দ্র, কহি তব কাণে। রামনাম মহামন্ত্র জপ রাত্রি দিনে।। ইহা বিনা তোমার নাহিক প্রতিকার। রামনামে হয় সব পাপের সংহার।। এক নামে সহস্র নামের ফল হয়। রামনামের তুল্য নাহি চারিবেদে কয়।।

জগদ্রামী রামায়ণ

শ্রীরাম-পার্বতী-সংবাদ

আটাত্তর



রামায়ণম্

সগুণে সাকার দেহ নির্গুণে চৈতন্য। সগুণে নির্গুণে রস ভোক্তা তুমি ধন্য।। ত্রিলোকে যতেক আছে পুরুষ কি নারী। স্থাবর-জঙ্গম স্থূল-সূক্ষ্ম আদি করি।। সর্বমূর্তি হয়ে রস ভুঞ্জ গোবিন্দাই। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে এক রাম বই নাই।। তেঁই প্রাণনাথ তব কিছু জানি তত্ত্ব। পঞ্চমুখে রামনাম পাইয়া উন্মত্ত।। জ্যেষ্ঠপুত্র গণপতি ভজে তব নাম। কার্তিক সাত্ত্বিক সদা জপে রাম রাম।। এই রামনাম মোরে শিক্ষা দিল পতি। রাম জপি বৈষ্ণবী বলায় এ পার্বতী।। নন্দি মহাকাল মগ্ন শুনি রাম রাম। বৃষভ করয়ে নৃত্য মত্ত অবিশ্রাম।। ডম্বরু-সিঙ্গাতে সদা রাম রাম বলে। ইন্দুর ময়ূর সিংহে নাচে কুতূহলে।। মহেশের পরিবার যেখানে যে আছে। কেবল তোমার নাম ভরসা করেছে।। সীতাপতি পার্বতীরে প্রণাম করিল। শঙ্করী রামের পদে প্রণত হইল।।

কবিশেখর বিশ্বেশ্বর বিদ্যাভূষণ'কৃত বাল্মীকি-সংবর্ধনম্ নাটক

জয় সীতাপতে সুন্দরতনো মানস-বন-রঞ্জন। নবদূর্বাদল-শ্যামল-রূপ জনগণ-ভয়ভঞ্জন। আর্তমানব-পরিত্রাতা, ত্বং হি মঙ্গল-সুখদাতা, নির্জিতারে দুর্জয়বীর চিত্তকলুষ-নাশন। জয়তু মঙ্গলরামনাম ভুবন-মনোহারী আনন্দ-ঘন-পুণ্য-নির্ঝর-নন্দনবনচারী বাল্মীকি ধ্যান-শ্রুতি-সার নাশিত-বিশ্বকলুষভার পরমশরণ প্রাণরমণ রাম রাজীবলোচন। নমো নমো নমঃ করুণাঘন রাঘব রঘুভূষণ।।

কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভম্।
তৎ সর্বং ত্বয়ি সন্ন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্।।

ওঁ তৎসৎ পরমাত্মনে নমঃ।।

মঙ্গলাচরণম্

অথ স্মার্তানাং শ্রীরামায়ণপঠনোপক্রমানুসন্ধেয়ক্রমঃ।

অনন্তর স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে যাঁরা চলেন তাঁদের রামায়ণপাঠের প্রারম্ভে কর্তব্যের ক্রম বর্ণিত হচ্ছে। শ্রীমহাগণপতির ধ্যান।

শ্রীমহাগণপতিধ্যানম্—

শুক্লাম্বরধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্। প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে।।১।। বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্বার্থানামুপক্রমে। যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্।।২।। অনন্তরং শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদাদি গুরুপরম্পরানুসন্ধেয়া।

যাঁর পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, চন্দ্রের বর্ণের মতো যাঁর বর্ণ, যাঁর হাত চারটি, যাঁর মুখমন্ডল প্রসন্ন, সর্ববিধ বিঘ্ন প্রশমনের জন্য সেই দেবতাকে ধ্যান করবে। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সকল কাজের আরম্ভে যাঁকে নমস্কার করে কৃতার্থ হন, সেই গজাননকে নমস্কার করছি।১-২ অনন্তর শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদাদি গুরু পরম্পরার চিন্তা করবে অর্থাৎ পূজা-বন্দনাদি দ্বারা তাঁহাদের প্রসন্নতা বিধান করবে।

সরস্বতীপ্রার্থনা—

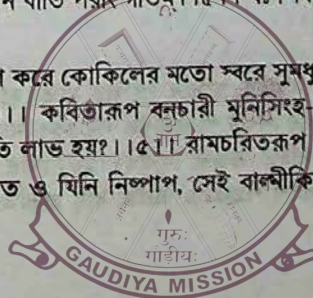
দোর্ভির্যুক্তা চতুর্ভিঃ স্ফটিকমণিময়ীমক্ষমালাং দধানা হস্তেনৈকেন পদ্মং সিতমপি চ শুকং পুস্তকং চাপরেণ। ভাসা কুন্দেন্দু-শঙ্খ-স্ফটিকমণিনিভা ভাসমানা সা মে বাগদেবতেয়ং নিবসতু বদনে সর্বদা সুপ্রসন্না।।৩।।

যাঁর হাত চারখানি, যিনি এক হাতে স্ফটিকমণিময়ী অক্ষমালা, অপর এক হাতে শ্বেত পদ্ম, এবং অপর দুই হাতে শুক ও পুস্তক ধারণ করে আছেন, কুন্দ কুসুম, চন্দ্র, শঙ্খ ও স্ফটিকমণির মতো যাঁর দীপ্তি, সর্বদা সুপ্রসন্না সেই বাগদেবী আমার মুখে বাস করুন।৩

বাল্মীকিনমস্ক্রিয়া—

কূজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্। আরুহ্য কবিতাশাখাং বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্।।৪।। বাল্মীকের্মুনিসিংহস্য কবিতাবনচারিণঃ। শৃণ্বন্ রামকথানাদং কো ন যাতি পরাং গতিম্।।৫।। যঃ পিবন্ সততং রামচরিতামৃতসাগরম্। অতৃপ্তস্তং মুনিং বন্দে প্রাচেতসমকল্মষম্।।৬।।

যিনি রামায়ণরূপ কবিতাশাখায় আরোহণ করে কোকিলের মতো স্বরে সুমধুর রাম রাম রব করেন, আমি সেই মহাকবি মুনিবর বাল্মীকিকে নমস্কার করছি।।৪।। কবিতারূপ বনচারী মুনিসিংহ-বাল্মীকি থেকে যে রামায়ণী কথা ধ্বনিত হচ্ছে, তা শ্রবণ করলে কার না শ্রেষ্ঠ গতি লাভ হয়?।।৫।। রামচরিতরূপ অমৃতসাগর হতে সর্বদা অমৃতপানেও যাঁর পরিতৃপ্তি নেই, যিনি প্রজাপতিবংশোদ্ভূত ও যিনি নিষ্পাপ, সেই বাল্মীকিকে বন্দনা করছি।।৬।।



হনুমন্নমস্ক্রিয়া

গোষ্পদীকৃতবারীশং মশকীকৃতরাক্ষসম্। রামায়ণমহামালারত্নং বন্দেঽনিলাত্মজম্।।৭ অঞ্জনানন্দং বীরং জানকীশোকনাশনম্। কপীশমক্ষহন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্।।৮।। উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং যঃ শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ। আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্।।৯।।আঞ্জনেয়মতিপাটলাননং কাঞ্চনাদ্রিকমনীয়বিগ্রহম্। পারিজাততরুমূলবাসিনং ভাবয়ামি পবমান-নন্দনম্।।১০।। যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্। বাষ্পবারিপরিপূর্ণলোচনং মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্।।১১।। মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্। বাতাত্মজং বানরযূথমুখ্যং শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি।।১২।।

যিনি গোষ্পদের মতো মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং রাক্ষসগণকে মশার মতো বধ করেছেন, যিনি, রামায়ণরূপমহামালার মধ্যস্থিত রত্নসদৃশ, সেই পবনপুত্র হনুমানকে নমস্কার করছি।।৭।। অঞ্জনানন্দন যে মহাবীর জানকীর শোক নিবারণ করেছিলেন, কবিগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ,অক্ষনামক রাক্ষস যাঁর হস্তে নিহত হয়েছিল, যিনি লঙ্কাপুরীর ভীতি উৎপাদন করেছিলেন, সেই হনুমানকে নমস্কার করেছি। যে হনুমান হেলায় সমুদ্রসলিল উল্লঙ্ঘন করে জনকনন্দিনীর শোকবহ্নি গ্রহণপূর্বক তা দিয়ে লঙ্কাপুরী দগ্ধ করেছিলেন, সেই অঞ্জনানন্দন হনুমানকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করছি।।৮-৯।। যাঁর বদনমন্ডল অতিশয় পাটল (গোলাপী) বর্ণ, সুবর্ণময়পর্বতের ন্যায় শরীর উজ্জ্বল, পারিজাত-তরুমূলে যাঁর বসতি, সেই পবনতনয়, অঞ্জনানন্দনকে চিন্তা করছি।।১০।। যে যে স্থানে রঘুনাথের কীর্তন হয়, সেই সেই স্থানে যিনি নতশিরে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করেন, রঘুনাথের কীর্তনে যাঁর নয়নযুগল অশ্রুবারিতে পরিপূর্ণ হয়, যিনি রাক্ষসহন্তা, সেই পবননন্দন হনুমানকে সবাই প্রণাম করেন।।১১।। যাঁর গতিবেগ মন ও বায়ুর গতিবেগতুল্য, যিনি জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধিমানব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁর শ্রেষ্ঠ স্থান, বানরসঙ্ঘের যিনি প্রধান, যিনি শ্রীরামের দূত ও পবনের পুত্র, সেই হনুমানকে অবনতমস্তকে নমস্কার করছি।।১২।।

শ্রীরামায়ণ প্রার্থনা——

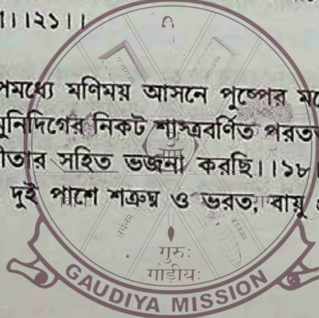
যঃ কর্ণাঞ্জলিসংপুটৈরহরহঃ সম্যক্ পিবত্যাদরাদ্ বাল্মীকের্বদনারবিন্দগলিতং রামায়ণাখ্যং মধু। জন্ম-ব্যাধি-জরা-বিপত্তি-মরণৈরত্যন্তসোপদ্রবং সংসারং স বিহায় গচ্ছতি পুমান্ বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্।।১৩।। তদুপগতসমাস-সন্ধিযোগং সমমধুরোপনতার্থ-বাক্যবদ্ধম্। রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্।।১৪।। বাল্মীকিগিরিসম্ভূতা রামসাগরগামিনী। পুনাতু ভুবনং পুণ্যা রামায়ণমহানদী।।১৫।। শ্লোকসারসমাকীর্ণং সর্গকল্লোলসঙ্কুলম্। কান্ডগ্রাহমহামীনং বন্দে রামায়ণার্ণবম্।।১৬।। বেদবেদ্যে পরে পুংসি জাতে দশরথাত্মজে। বেদঃ প্রাচেতসাদাসীৎ সাক্ষাদ্ রামায়ণাত্মনা।।১৭

শ্রীরামায়ণ প্রার্থনা——

যিনি প্রতিদিন কর্ণরূপ অঞ্জলিসম্পুট দ্বারা বাল্মীকিমুনির মুখপদ্মবিগলিত রামায়ণরূপ মধু সমাদরের সঙ্গে পান করেন, তিনি জন্ম, ব্যাধি, জরা বিপত্তি ও মৃত্যু ইত্যাদি দ্বারা অত্যন্ত উপদ্রুত সংসার ত্যাগ করে বিষ্ণুর শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হন।।১৩।।যে গ্রন্থ যথোপযুক্ত সমাস ও সন্ধি দ্বারা পরিশোভিত, যোগ্য অর্থ দ্বারা যুক্ত ও সুমধুর বাক্য দ্বারা নিবদ্ধ, মহামুনি বাল্মীকিপ্রণীত সেই দশানন রাবণের বধের কাহিনী সম্বলিত রামায়ণগ্রন্থ সকলে শ্রবণ করুণ। পবিত্রতাপ্রদায়িনী যে রামায়ণমহানদী বাল্মীকি-পর্বত হতে উৎপন্ন হয়ে রামসাগরে গমন করেছে, সেই রামায়ণ বিশ্ব ভুবনকে পবিত্র করুক।।১৪-১৫।। যে রমায়ণরূপসমুদ্রে শ্লোকসমূহ সারসের মতো বিকীর্ণ হয়ে আছে, যে রামায়ণে সর্গসমূহ কল্লোলসদৃশ কাণ্ডসমূহ কুম্ভীর ও মহামৎস্যতুল্য, সেই রামায়ণকে নমস্কার করছি।।১৬।। বেদ অধ্যয়ন করলে যাঁকে জানতে পারা যায়, সেই পরমপুরুষ দশরথতনয় রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করার পর প্রাচেতস বাল্মীকিমুনি হতে রামায়ণরূপে বেদ সাক্ষাদ্ভাবে প্রকাশিত হয়।।১৭।।

শ্রীরামধ্যানক্রমঃ——

বৈদেহীসহিতং সুরদ্রুমতলে হৈমে মহামন্ডপে মধ্যে পুষ্পকমাসনে মণিময়ে বীরাসনে সুস্থিতম্। অগ্রে বাচয়তি প্রভঞ্জনসুতে তত্ত্বং মুনিভ্যঃ পরং ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ পরিবৃতং রামং ভজে শ্যামলম্।।১৮।। বামে ভূমিসুতা পুরশ্চ হনুমান্ পশ্চাৎ সুমিত্রাসুতঃ শত্রুঘ্নো ভারতশ্চ পার্শ্বদলয়োর্বায়বাদিকোণেষু চ। সুগ্রীবশ্চ বিভীষণশ্চ যুবরাট্ তারাসুতো জাম্ববান্ মধ্যে নীলসরোজকোমলরুচিং রামং ভজে শ্যামলম্।।১৯।।নমোঽস্তু রামায় সলক্ষ্মণায় দেব্যৈ চ তস্যৈ জনকাত্মজায়ৈ। নমোঽস্তু রুদ্রেন্দ্র-যমানিলেভ্যো-নমোঽস্তু চন্দ্রার্ক-মরুদ্গণেভ্যঃ।।২০।। ততঃ শ্রীকোশোপরি শ্রীরামাবাহনাদি-নৈবেদ্যান্তপূজা বিধেয়া। পারায়ণাবসানে চ পুনঃ পূজা কর্তব্যা।।২১।।



যিনি সুরদ্রুমতলে হেমময়মহামণ্ডপমধ্যে মণিময় আসনে পুষ্পের মতো হয়ে বীরাসনে সুখে অবস্থিত আছেন, যাঁর সম্মুখভাগে হনুমান উপবিষ্ট হয়ে মুনিদিগের নিকট শাস্ত্রবর্ণিত পরতত্ত্বব্যাখ্যায় নিরত, যিনি ভরতাদির দ্বারা পরিবৃত, সেই শ্যামলরূপধারী রামচন্দ্রকে সীতার সহিত ভজনা করছি।।১৮।।যাঁর বামভাগে ভূমিতনয়া সীতা, সম্মুখভাগে হনুমান্, পশ্চাতে সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ, দুই পাশে শত্রুঘ্ন ও ভরত, বায়ু প্রভৃতি চতুষ্কোণে (যথাক্রমে) সুগ্রীব, বিভীষণ,

তারাপুত্র যুবরাজ অঙ্গদ ও জাম্ববান্, এদের মধ্যস্থলে অবস্থিত নীলপদ্মতুল্য কোমলকান্তি শ্যামলবর্ণ শ্রীরামকে ভজনা করছি।।১৯।। যিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে বিরাজমান, সেই শ্রীরামকে আমরা নমস্কার করছি এবং জনকদুহিতা সীতাদেবীকেও নমস্কার করছি। রুদ্র, ইন্দ্র, যম, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য ও মরুদ্গণকে নমস্কার করছি।।২০।। তারপর শ্রীকোশের উপর শ্রীরামের আবাহনাদি করে নৈবেদ্যাদি দিয়ে পূজা করবেন। পারায়ণসমাপ্তির পর পুনরায় পূজা করবেন।।২১।।

পারায়ণসমাপনসময়ানুসন্ধেয়শ্লোকক্রমঃ——

স্বস্তি প্রজাভ্যঃ পরিপালয়ন্তাং ন্যায়েন মার্গেণ মহীং মহীশাঃ। গো-ব্রাহ্মণেভ্যঃ শুভমস্তু নিত্যং লোকাঃ সমস্তাঃ সুখিনো ভবন্তু।।১।। কালে বর্ষতু পর্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী। দেশোহয়ং ক্ষোভরহিতো ব্রাহ্মণাঃ সন্তু নির্ভয়াঃ।।২।। অপুত্রাঃ পুত্রিণঃ সন্তু পুত্রিণঃ সন্তু পৌত্রিণঃ। অধনাঃ সধনাঃ সন্তু জীবন্তু শরদাং শতম্।।৩।। চরিতং রঘুনাথস্য শতকোটিপ্রবিস্তরম্। একৈকমক্ষরং প্রোক্তং মহাপাতকনাশনম্।।৪।। শৃণ্বন্ রামায়ণং ভক্ত্যা যঃ পাদং পদমেব বা। স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থানং ব্রহ্মণা পূজ্যতে সদা।।৫।। রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।।৬।। যন্মঙ্গলং সহস্রাক্ষে সর্বদেবনমস্কৃতে। বৃত্রনাসে সমভবত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্।।৭।। যন্মঙ্গলং সুপর্ণস্য বিনতাহকল্পয়ৎ পুরা। অমৃতং প্রার্থমানস্য তত্তে ভবতু মঙ্গলম্।।৮।। মঙ্গলং কোসলেন্দ্রায় মহনীয়গুণাত্মনে। চক্রবর্তিতনূজায় সার্বভৌমায় মঙ্গলম্।।৯।। অমৃতোৎপাদনে দৈত্যান ঘ্নতো বজ্রধরস্য যৎ। অদিতির্মঙ্গলং প্রাদাত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্।।১০।। ত্রিবিক্রমান প্রক্রমতো বিষ্ণোরমিততেজসঃ। যদাসীন্মঙ্গলং রাম তত্তে ভবতু মঙ্গলম্।।১১।। ঋতবঃ সাগরা দ্বীপা বেদা লোকা দিশশ্চ তে। মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্তু তব সর্বদা।।১২।। কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বা প্রকৃতিস্বভাবাৎ। করোমি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়ামি।।১৩।।

প্রজাগণের মঙ্গল হোক, মহীপতিগণ ন্যায়পথে থেকে রাজ্য পালন করুন। গো ও ব্রাহ্মণের নিত্য মঙ্গল হোক। সমস্ত লোক সুখী হোক। মেঘ যথাকালে বর্ষণ করুক, পৃথিবী শস্যশালিনী হোক, এই দেশ ক্ষোভরহিত হোক, ব্রাহ্মণগণ নির্ভয়ে অবস্থান করুক, পুত্রহীনগণ পুত্রবান, পুত্রবানগণ পৌত্রবান ও নির্ধনব্যক্তিরা ধনবান হোক এবং তারা সকলে শতায়ু হোক।।।১-৩।। রঘুনাথের চরিত্রমাহাত্ম্য শতকোটি বিস্তৃত, এর এক একটি অক্ষর মহাপাতক নষ্ট করে বলে শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে।।৪।। যিনি ভক্তিসহকারে রামায়ণের শ্লোকের এক পাদ বা একটি মাত্র পদ শ্রবণ করেন, তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা কর্তৃক সমাদৃত হন।।৫।। রাম, রামভদ্র, রামচন্দ্র, ব্রহ্মা, রঘুনাথ, নাথ, সীতাপতি প্রভৃতি নামে যিনি প্রখ্যাত, তাঁকে নমস্কার করছি।।৬।। বৃত্রাসুরবধের সময় সমস্ত দেবগণ যাঁকে নমস্কার করেন, সেই সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের যেরূপ মঙ্গল হয়েছিল আমার সেইরূপ মঙ্গল হোক। পুরাকালে বিনতা অমৃতের জন্য প্রার্থিত পুত্র গরুড়ের যে মঙ্গল কল্পনা করে ছিলেন, আমার সেই মঙ্গল হোক। যিনি মহনীয় গুণস্বরূপ, যিনি কোশলেন্দ্র, যিনি রাজচক্রবর্তীর ঔরসজাত এবং স্বয়ং সার্বভৌম, তাঁর মঙ্গল হোক।।৭-৯।। অমৃত উৎপাদনকালে দৈত্যবিনাশোদ্যত বজ্রধারী ইন্দ্রকে অদিতি যে মঙ্গল প্রদান করেছিলেন, আমার সেই মঙ্গল হোক।।১০।। অমিততেজের আধার ভগবান বিষ্ণু বামনরূপে বলিকে ছলনা করে ত্রিপাদভূমি প্রার্থনার পর নিজের বিরাটদেহ প্রদর্শন করে যেরকম মঙ্গলভাজন হয়েছিলেন, হে রাম! আপনিও সেইরূপ মঙ্গলভাজন হোন।।১১।। হে মহাবাহো! ঋতু, সাগর, দ্বীপ, বেদ, লোক ও দিক্সমূহ---এরা সকলে সর্বদা আমার মঙ্গল বিধান করুক।।১২।। শরীর বাক্য, মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও প্রকৃতির স্বভাববশতঃ অথবা আমি নিজে যা যা করছি, সমস্তই পরম ব্রহ্ম নারায়ণে সমর্পণ করছি।।১৩।।

সপ্তকাণ্ড-রামায়ণপাঠ করার পূর্বে

প্রতিকাণ্ডে যে বিনিয়োগ ও ঋষ্যাদিন্যাস-ক্রম আছে, তা প্রদর্শিত হল।

আদিকান্ড-বিনিয়োগঃ

অর্থ ঋষ্যাদিন্যাসঃ——অস্য শ্রীআদিকান্ডমহামন্ত্রস্য ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিঃ, অনুষ্টুপছন্দঃ, দাশরথিঃ পরমাত্মা দেবতা, রাং বীজং নমঃ, শক্তিঃ রামায়েতি কীলকম্, শ্রীরামপ্রীত্যর্থে আদিকান্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋষ্যশৃঙ্গ-ঋষয়ে নমঃ——শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ——মুখে, ওঁ দাশরথিপরমাত্মাদেবতায়ৈ নমঃ——হৃদি, ওঁ রাং বীজায় নমঃ——গুহ্যে, ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ——পাদয়োঃ, ওঁ রামায় কীলকায় নমঃ——সর্বাঙ্গে। করন্যাসঃ——ওঁ সুপ্রসন্নায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শান্তমনসে তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ সত্যসন্ধায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ জিতেন্দ্রিয়ায় অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ধর্মজ্ঞায় নয়সারজ্ঞায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ রাজ্ঞে দাশরথয়ে জয়িনে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। উক্ত মন্ত্রের দ্বারা ঋষ্যাদিন্যাস করে নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা ধ্যান ও প্রণাম করে 'বাল্মীকিরামায়ণে'র আদিকাণ্ড পাঠ করা কর্তব্য। **ধ্যান যথা——** শ্রীরামমাশ্রিতজনামরভূরুহেশমানন্দশুদ্ধমখিলামরবন্দিতাঙ্ঘ্রিম্। সীতাঙ্গনাসুমিলিতং সততং সুমিত্রাপুত্রান্বিতং ধৃতধনুঃ-শরমাদিদেবম্।। ওঁ সুপ্রসন্নঃ শান্তমনাঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ধর্মজ্ঞো নয়-সারজ্ঞো রাজা দাশরথির্জয়ী।।

অযোধ্যাকাণ্ড-বিনিয়োগঃ

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ——অস্য অযোধ্যাকান্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ বসিষ্ঠ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ, ভরতো দাশরথিঃ পরমাত্মা দেবতা, ভং বীজং, নমঃ শক্তি, ভরতায়েতি কীলকম্, মম ভরতপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থমযোধ্যাকান্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বসিষ্ঠায় ঋষয়ে নমঃ——শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ——মুখে, ওঁ দাশরথিভরতপরমাত্মদেবতায়ৈ নমঃ——হৃদি, ওঁ ভং বীজায় নমঃ——গুহ্যে, ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ——পাদয়োঃ, ওঁ ভরতায় কীলকায় নমঃ——সর্বাঙ্গে। করন্যাসঃ——ওঁ ভারতায় নমস্তস্মৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ সারজ্ঞায় তর্জনীভ্যাং নমঃ,ওঁ মহাত্মনে মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ তাপসায় অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ অতিশান্তায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শত্রুঘ্নসহিতায় চ করতলপৃষ্টাভ্যাং নমঃ। উক্ত প্রকারে ঋষ্যাদি ন্যাস করে নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা ধ্যান ও প্রণাম করে 'বাল্মীকিরামায়ণে'র অযোধ্যাকাণ্ড পাঠ করা কর্তব্য। শ্রীরামপাদদ্বয়পাদুকান্তসংসক্তচিত্তং কমলায়তাক্ষম্। শ্যামং প্রসন্নবদনং কমলাবদাতং শত্রুঘ্নযুক্তমনিশং ভরতং নমামি।। ভরতায় নমস্তস্মৈ সারজ্ঞায় মহাত্মনে। তাপসায়াতিশান্তায় শত্রুঘ্নসহিতায় চ।।

অরণ্যকান্ড-বিনিয়োগঃ

ঋষ্যাদিন্যাসঃ——অস্য শ্রীমদরণ্যকান্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ ঋষিঃ, অনুষ্টপ্‌ছন্দঃ, শ্রীরামো দাশরথিঃ পরমাত্মা মহেন্দ্রো দেবতা, ঈং বীজং,নমঃ শক্তিঃ, ইন্দ্রায়েতি কীলকম্। ইন্দ্রপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থমরণ্যকান্ডপারায়ণজপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভগবদৃষয়ে নমঃ——শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ——মুখে, ওঁ দাশরথি-শ্রীরাম-পরমাত্মা-মহেন্দ্রদেবতায়ৈ নমঃ——হৃদি, ওঁ ঈং বীজায় নমঃ——গুহ্যে, ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ——পাদয়োঃ, ওঁ ইন্দ্রায় কীলকায় নমঃ——সর্বাঙ্গে। করন্যাসঃ——ওঁ সহস্রনয়নায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ দেবায় তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ সর্বদেবনমস্কৃতায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ দিব্যবজ্রধরায় অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ মহেন্দ্রায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শচীপতয়ে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। উপরোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ঋষ্যাদিন্যাস করে নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা ধ্যান ও প্রণাম করে 'বাল্মীকিরামায়ণে'র অরণ্যকাণ্ড পাঠ করা কর্তব্য।

ধ্যান যথা——শচীপতিং সর্বসুরেশবন্দ্যং সর্বার্তিহর্তারমচিন্ত্যশক্তিম্। শ্রীরামসেবানিরতং মহান্তং বন্দে মহেন্দ্রং ধৃতবজ্রমীড্যম্।। সহস্রনয়নং দেবং সর্বদেবনমস্কৃতম্। দিব্য-বজ্রধরং বন্দে মহেন্দ্রঞ্চ শচীপতিম্।।

কিষ্কিন্ধাকান্ড-বিনিয়োগঃ

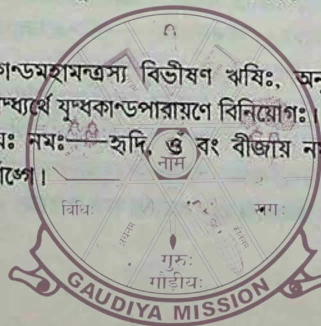
ঋষ্যাদিন্যাসঃ——অস্য শ্রীকিষ্কিন্ধাকান্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ, সুগ্রীবো দেবতা, সুং বীজং, নমঃ শক্তিঃ, সুগ্রীবেতি কীলকম্, মম সুগ্রীবপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে কিষ্কিন্ধাপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভগবদৃষয়ে নমঃ—— শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ——মুখে, ওঁ সুগ্রীবদেবতায়ৈ নমঃ——হৃদি, ওঁ সুং বীজায় নমঃ——গুহ্যে, ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ——পাদয়োঃ, ওঁ সুগ্রীবায় কীলকায় নমঃ——সর্বাঙ্গে। করন্যাসঃ——ওঁ সুগ্রীবায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ সূর্যতনয়ায় তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ সর্ববানরপুঙ্গবায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ বলবতে অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ রাঘবসখায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ বশীরাজ্যং প্রযচ্ছতু ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। উপরোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ঋষ্যাদিন্যাস করে নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা ধ্যান ও প্রণাম করে 'বাল্মীকি-রামায়ণে'র কিষ্কিন্ধাকাণ্ড পাঠ করা কর্তব্য। ধ্যান যথা——সুগ্রীবমর্কতনয়ং কপিবর্ষবন্দ্যমারোপিতাচ্যুতপদাম্বুজমাদরেণ। পাণিপ্রহারকুশলং বলপৌরুষাঢ্যমাশাস্যদাস্যনিপুণং হৃদি ভাবয়ামি।। সুং সুগ্রীবায় নমঃ, কিংবা——সুগ্রীবঃ সূর্যতনয়ঃ সর্ববানরপুঙ্গবঃ। বলবান্ রাঘবসখা বশী রাজ্যং প্রযচ্ছতু।। এই বলে প্রণাম করবেন।

সুন্দরকান্ড-বিনিয়োগঃ

ঋষ্যাদিন্যাসঃ——অস্য শ্রীমৎসুন্দরকাণ্ডমহামন্ত্রস্য ভগবান্ হনুমান, ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ; শ্রীজগন্মাতা সীতা দেবতা, শ্রীং বীজং, স্বাহা শক্তিঃ, সীতায়ৈ কীলকং, সীতাপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থং সুন্দরকান্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভগবদ্ধনুমদৃষয়ে নমঃ——শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ——মুখে, শ্রীজগন্মাতৃসীতাদেবতায়ৈ নমঃ——হৃদি, ওঁ শ্রীং বীজায় নমঃ——গুহ্যে, ওঁ স্বাহাশক্তয়ে নমঃ——পাদয়োঃ, সীতায়ৈ, কীলকায় নমঃ——সর্বাঙ্গে। করন্যাসঃ——ওঁ সীতায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ বিদেহরাজসুতায়ৈ, তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ রামসুন্দর্যৈ মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ হনুমতা সমাশ্রিতায়ৌ অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ভূমিসুতায়ৈ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ শরণং ভজে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। উপরোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ঋষ্যাদিন্যাস করে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করে ধ্যান করা কর্তব্য। ধ্যান যথাঃ——সীতামুদারচরিতাং বিধি-সাম্ব-বিষ্ণুবন্দ্যাং ত্রিলোকজননীং শতকল্পবল্লীম্। হেমৈরনেকমণিরঞ্জিতকোটিভাগৈর্ভূষাচয়ৈরনুদিনং সহিতাং নমামি।।

লঙ্কাকান্ড-বিনিয়োগঃ

ঋষ্যাদিন্যাসঃ——অস্য শ্রীযুদ্ধকান্ডমহামন্ত্রস্য বিভীষণ ঋষিঃ, অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ, বিধাতা দেবতা, বং বীজং নমঃ, শক্তিঃ বিধাতেতি কীলকং, শ্রীধাতৃপ্রসাদসিদ্ধ্যর্থে যুদ্ধকান্ডপারায়ণে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিভীষণ ঋষয়ে নমঃ——শিরসি, ওঁ অনুষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ——মুখে, ওঁ বিধাতৃদেবতায়ৈঃ নমঃ——হৃদি, ওঁ বং বীজায় নমঃ——গুহ্যে, ওঁ নমঃ শক্তয়ে নমঃ——পাদয়োঃ, ওঁ বিধাতেতি কীলকায় নমঃ——সর্বাঙ্গে।



করন্যাসঃ—ওঁ বিধাত্রে নমঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ মহাদেবায় তর্জনীভ্যাং নমঃ, ওঁ ভক্তানামভয়প্রদায় মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ওঁ সর্বদেবপ্রীতিকরায় অনামিকাভ্যাং নমঃ, ওঁ ভগবৎপ্রিয়ায় কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ঈশ্বরায় করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ। এই মন্ত্রের দ্বারা ঋষ্যাদিন্যাস করে নিম্নলিখিত মন্ত্রের দ্বারা ধ্যান করা কর্তব্য।

ধ্যান যথাঃ—দেবং বিধাতারমনন্তবীর্যং ভক্তাভয়ং শ্রীপরমাদিদেবম্
সর্বাবরপ্রীতিকরং প্রশান্তং বন্দে সদা ভূতপতিং সুভূতিম্।
বিধাতারং মহাদেবং ভক্তানামভয়প্রদম্।
সর্বদেবপ্রীতিকরং ভগবৎপ্রিয়মীশ্বরম্।।

উত্তরকান্ড-বিনিয়োগঃ

উত্তরকাণ্ডের বিনিয়োগ ও ঋষ্যাদিন্যাস পৃথগ্ভাবে নির্দিষ্ট না থাকলেও উত্তরকাণ্ড পাঠের পর যুদ্ধকাণ্ডের (লঙ্কাকাণ্ডের) শেষ সর্গ পাঠ করার বিধান থাকায় তার বিনিয়োগাদি যুদ্ধকাণ্ডের মতোই হবে। কেবল যেস্থলে কাণ্ডের উল্লেখ করতে হয়, সেইস্থলে 'উত্তরকাণ্ড' এই নাম উল্লেখ করতে হবে।

বৃহদ্ধর্ম পূর্বখণ্ডে প্রতি কাণ্ডের পৃথক্ পৃথক্ পাঠে যে ফলের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তা এখানে দেওয়া হলো।

অনাবৃষ্টির্মহাপীড়া-গ্রহপীড়াপ্রপীড়িতাঃ। আদিকান্ডং পঠেয়ুর্যে তে মুচ্যন্তে ততো ভয়াৎ।। পুত্রজন্ম-বিবাহাদৌ গুরুদর্শন এব চ। পঠেচ্চ শৃণুয়াচ্চৈব দ্বিতীয়ং কান্ডমুত্তমম্।। বনে রাজকুলে বহ্নি-জলপীড়াযুগে নরঃ। পঠেদারণ্যকং কান্ডং শৃণুয়াদ বা স মঙ্গলী।। মিত্রলাভে তথা নষ্টদ্রব্যস্য চ গবেষণে। শ্রুত্বা পঠিত্বা কৈস্কন্ধ্যং কান্ডং তত্তৎ ফলং ভবেৎ।। শ্রাদ্ধেষু দেবকার্যেষু পঠেৎ সুন্দরকান্ডকম্।। শত্রোর্জয়ে সমুৎসাহে জনবাদে বিগর্হিতে। লঙ্কাকান্ডং পঠেৎ কিংবা শৃণায়ুৎ স সুখী ভবেৎ।। যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্ বাপি কান্ডমভ্যুদয়োত্তরম্। আনন্দকার্যে যাত্রায়াং স জয়ী পরতোর্থত্র চ।। মোক্ষার্থী লভতে মোক্ষং ভক্ত্যাথী ভক্তিমেব চ। জ্ঞানার্থী লভতে জ্ঞানং ব্রহ্মতত্ত্বোপলম্ভকম্।।

সমগ্র রামায়ণ নয় দিনে পাঠ করতে হয়।

প্রথম দিন—সম্পূর্ণ আদিকাণ্ড এবং অযোধ্যাকাণ্ডের ষষ্ঠ সর্গ পর্যন্ত।/**দ্বিতীয়দিন**—অযোধ্যাকাণ্ডের ৭ম সর্গ থেকে ৮০ সর্গ পর্যন্ত।/**তৃতীয়দিন**—অযোধ্যাকাণ্ডের ৮১ সর্গ থেকে সম্পূর্ণ অযোধ্যাকাণ্ড এবং অরণ্যকাণ্ডের ২০ সর্গ পর্যন্ত।/**চতুর্থদিন**—অরণ্যকাণ্ডের ২১ সর্গ থেকে সম্পূর্ণ অরণ্যকাণ্ড এবং কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ৪৭ সর্গ পর্যন্ত।/**পঞ্চমদিন**—কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ৪৭ সর্গ থেকে সম্পূর্ণ কিষ্কিন্ধাকাণ্ড এবং সুন্দরকাণ্ডের ৪৭ সর্গ পর্যন্ত।/**ষষ্ঠদিন**—সুন্দরকাণ্ডের ৪৮ সর্গ থেকে সম্পূর্ণ সুন্দরকাণ্ড এবং যুদ্ধকাণ্ডের (লঙ্কাকাণ্ডের) ৫০ সর্গ পর্যন্ত।/**সপ্তমদিন**—যুদ্ধকাণ্ডের ৫১ সর্গ থেকে ৯৯ সর্গ পর্যন্ত।/**অষ্টমদিন**—যুদ্ধকাণ্ডের ১০০ সর্গ থেকে সম্পূর্ণ যুদ্ধকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ডের ৩৬ সর্গ পর্যন্ত।/**নবমদিন**—উত্তরকাণ্ডের ৩৭ সর্গ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরকাণ্ড এবং যুদ্ধকাণ্ডের শেষ সর্গটি পাঠ করতে হয়।

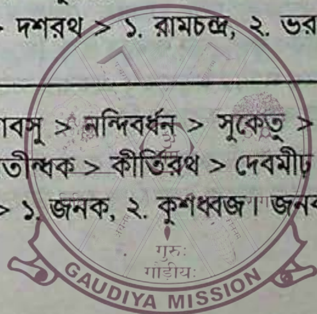
রামচন্দ্রের বংশলতিকা

ব্রহ্মা > মরীচি > কশ্যপ > বিবস্বান > মনু > ইক্ষ্বাকু (অযোধ্যার প্রথম রাজা) > শ্রীমান কুক্ষি > শ্রীমান বিকুক্ষি > বাণ > অরণ্য > পৃথু > ত্রিশঙ্কু > ধুন্ধুমার > যুবনাশ্ব > মান্ধাতা > সুসন্ধি > ১. ধ্রুবসন্ধি ২. প্রসেনজিৎ।

ধ্রুবসন্ধি > ভরত (প্রথম) > অসিত > সগর > অসমঞ্জ > অংশুমান > দিলীপ > ভগীরথ > ককুৎস্থ > রঘু > প্রবৃদ্ধ (কল্মাষপাদ) > শঙ্খণ > সুদর্শন > অগ্নিবর্ণ > শীঘ্রগ > মরু > প্রশুশ্রুক > অম্বরীষ > নহুষ > যযাতি > নাভাগ > অজ > দশরথ > ১. রামচন্দ্র, ২. ভরত, ৩. লক্ষ্মণ, ৪. শত্রুঘ্ন

সীতার বংশলতিকা

নিমি > সিথি > জনক (প্রথম) > উদাবসু > নন্দিবর্ধন > সুকেতু > দেবরাত > বৃহদ্রথ >মহাবীর > সুধৃতি > ধৃষ্টকেতু > হর্যশ্ব > মরু > প্রতীন্ধক > কীর্তিরথ > দেবমীঢ় > বিবুধ > মহীধ্রক > কীর্তিরাত > মহারোমা > স্বর্ণরোমা > হ্রস্বারোমা > ১. জনক, ২. কুশধ্বজ। জনক > ১, কন্যা সীতা (অযোনিজা) ২. কন্যা ঊর্মিলা।



প্রকল্প সম্পাদকের কৈফিয়ৎ

বাংলা বইতে একমাত্র অভিধান ছাড়া অন্য কোথাও সেই বই ব্যবহারের ব্যাপারে পাঠককুলকে কোনো নির্দেশনামা দেবার চল নেই। কিন্তু বিদেশী বইগুলিতে তা থাকে। থাকে বইটির সম্পাদনা ও আদল নির্মাণের নেপথ্যপট। শ'পাতার উপন্যাস বা প্রবন্ধের বইয়ের সম্পাদনার প্রেক্ষাপট না জানলেও পাঠকদের চলে, কিন্তু এই অনন্য মহাকাব্যের সম্পাদনার রীতিটি তাঁরা আগে ভাগে জেনে নিলে এটি ভেদ করতে তাঁদের অনেক সুবিধে হবে মনে হয়। পড়তে গিয়ে মনের মধ্যে ওঠা একের পর এক প্রশ্নের উত্তর আগাম তাঁরা এই কলম থেকেই জেনে যেতে পারবেন। এমন কি পুস্তক সম্পাদনার আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁদের একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।

আমরা এতোদিন জেনে এসেছি—যদি পংক্তির ডানদিকের কোনো শব্দ অংশে অংশে ভাগাভাগি হয় তাহলে পংক্তির শেষেই 'হাইফেন' দিয়ে কাজ চালানো হয়। এই পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু পুরাতন। আধুনিক নিয়মে হাইফেন দ্বিতীয় পংক্তির শুরুতে যাবে। এটা মাত্র একটি উদাহরণ।

বইটির নির্মাণে আমরা শব্দ ও বানানকে যেভাবে সাজাতে চেয়েছি তা পাঠকদের কাছে নতুন বলে মনে হতে পারে। প্রথমেই বলে নিই, আমরা মহাকাব্যটিকে শুধুমাত্র ভাষান্তরের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখি নি—তাকে কথনরীতির শৈলীতে রূপান্তরিত করেছি। আমরা লক্ষ্য রেখেছি 'রামায়ণম্'-এর 'পারায়ণ'-এর ক্ষেত্রেও যাতে শ্রদ্ধালু পাঠক অস্বস্তি অনুভব না করেন। সেকালের প্রবাদ আর একালের প্রবাদে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য অনুবাদের ক্ষেত্রে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে অনুবাদকর্ম জনগ্রাহ্যতা পায় এবং পাঠক-মনের কাছাকাছি পৌঁছুতে পারে। সংস্কৃত শ্লোকের বয়ন এবং বাংলার গদ্যরীতির মধ্যে একটা ব্যবধান থাকবেই। কিন্তু তবু বাংলা গদ্যের শরীরে সংস্কৃত শ্লোকের রসমাধুরী সঞ্চারের ক্ষেত্রে আমরা অধিক যত্নবান হয়েছি। যেমন বইটির অঙ্গসৌষ্ঠব রচনার ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক সূত্র এবং আগাম সমীক্ষা মেনে চলা হয়েছে। বয়স্ক পাঠককুলের কথা মাথায় রেখে হরফসজ্জাকে নয়নাভিরাম ও সু-পঠনের উপযুক্ত করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমীক্ষা চালিয়েই এধরনের হরফসজ্জা নির্বাচনের দিকে আমরা তৎপর হয়েছি। নজর করার ব্যাপার এই, আমরা শব্দের 'উ-কার' 'ঊ-কার' বর্ণের নীচে দিয়েছি। এটি আগামীদিনে চালু হতে চলেছে। বাংলায় 'ড', 'ন্ট' হয় না। সবটাই হবে 'ণ্ড' এবং 'ণ্ট'। এটিই শুদ্ধ। পাছে ভুল বানান থাকে তাই আমরা যুক্তাক্ষরকে ভেঙে নিয়েছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি অপরিচয়ের দোষে নতুন ঠেকলেও, শুদ্ধতার গুণে এটিকে পাঠকেরা মেনে নেবেন নিশ্চয়ই।

আমরা কিছু কিছু যুক্তাক্ষর ভেঙেছি — যেমন — 'পুষ্প' — 'পুষ্‌প', 'উদ্বিগ্ন' — 'উদ্‌বিগ্ন'। আবার সংস্কৃতের মতো 'গুণবান্', 'জ্ঞানবান' ইত্যাদি শব্দে অযথা 'হস' চিহ্ন ব্যবহার করে তাকে ভারাক্রান্ত যেমন করি নি, তেমনি 'বিদ্বান্' শব্দে আবার 'হস' চিহ্ন দেবার ক্ষেত্রেও যত্নবান হয়েছি।

পাঠকদের চোখে একটা যুক্তাক্ষর বারংবার আসবে — সেটি 'কণ্ঠ'। এখানেও যুক্তাক্ষর- 'ঠ' হবে না। এটাকে আমরা ভেঙে 'কণ্‌ঠ' করেছি। 'লুপ্ত-অ' তৈরির ক্ষেত্রে তো প্রখর 'কেতা-কসরৎ' ফলাতে হয়েছে।

'কৌশল্যা', 'বশিষ্ঠ' বাংলায় ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে 'কৌসল্যা' 'বসিষ্ঠ' রাখা হয়েছে সচেতন -ভাবেই। আমাদের হাতে যে মূল সংস্কৃত শ্লোক এসেছে, তাতে এই বানানই রয়েছে।

আমরা 'পূরো' লিখেছি 'পুরো' শব্দের সময়ে। মূল 'পূর্ণ' শব্দটির কথা মাথায় রেখে। 'ক্ষ্ণ'-কে ভেঙে 'ক্ষ্‌ণ' করেছি। সংস্কৃতে 'ড়' 'ঢ়' হয় না। তাই 'ড' 'ঢ' ব্যবহার করা হয়েছে।

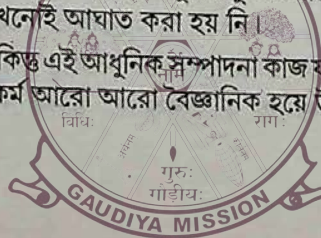
সর্বোপরি বাক্যবয়নের ক্ষেত্রে দেখবেন, বাক্য ছোট। ঘন ঘন পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি আধুনিক সম্পাদনার একটি দিক। যেখানে এটি করা সম্ভব হয়েছে এবং শ্রবণসুখকর মনে হয়েছে, করা হয়েছে। উচ্চারণের ধ্বনি বৈচিত্র্য আমাদের অনুবাদের ভাষায় ও লেখা বানানে অনুরণিত হয়েছে। এমতো অনেক রীতি আমরা মেনেছি। সহৃদয় পাঠকেরা তা লক্ষ্য করবেন।

আমরা 'পাদটীকা' ব্যবহারের অবৈজ্ঞানিক রীতিকে এক্ষেত্রে মানি নি। তাই প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আলোচনা এবং শব্দার্থ নির্দিষ্ট শ্লোকের অনুবাদের গায়ে গায়ে বন্ধনীযোগে উপস্থাপিত করেছি, যাতে পাদটীকা খুঁজতে গিয়ে অযথা পাঠকের পাঠ-প্রক্রিয়ায় ছেদ না পাড় কিংবা চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে। কোথাও কোথাও সংস্কৃত শ্লোকের একাংশ একটানা বিশ-পঁচিশবার আবৃত্ত হয়েছে — যার আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ কানকে পীড়া দিতো। সেক্ষেত্রে আমরা বাংলাভাষার বয়নের দিকে বেশি যত্নবান হয়েছি। আবার কোথাও গদ্যের অনুবাদ দু' একবার 'সম্বোধন' শব্দের অপেক্ষা করেছে। তা সংবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু মূলের বৃত্তে কখনোই আঘাত করা হয় নি।

নিয়মের কথা তো নিয়মেরই কথা। কিন্তু এই আধুনিক সম্পাদনা কাজ যদি বোদ্ধা পাঠককুলের সমাদর পায় তবে বাংলা প্রকাশনায় ভবিষ্যতের সম্পাদনাকর্ম আরো আরো বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে। নচেৎ নয়।

শ্রীপঞ্চমী, ১৪০২
সি-৩৯, রবীন্দ্রপল্লী
বাঘাযতীন, কলকাতা-৮৬

গুরুপ্রসাদ মহান্তি



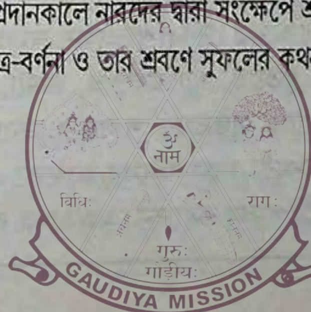
ওঁ
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।।
অনুবাদ ও আলোচনা
শ্রী ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

আদিকাণ্ডম্

।। প্রথমঃ সর্গঃ ।।

আদিকবি-শ্রীবাল্মীকের্নারদং প্রতি প্রশ্নঃ।
তস্যোত্তররূপেণ সংক্ষেপতো নারদকৃতং রামচরিতবর্ণনং
তচ্ছ্রবণফলকথনঞ্চ।

দেবর্ষি নারদের প্রতি মহর্ষি বাল্মীকির জিজ্ঞাসা।
তারই উত্তরপ্রদানকালে নারদের দ্বারা সংক্ষেপে শ্রীরামচন্দ্রের
চরিত্র-বর্ণনা ও তার শ্রবণে সুফলের কথন।



শ্রীঃ

তপঃ-স্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্‌বিদাং বরম্। নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবম্।। ১
কোঽন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্। ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যো দৃঢ়ব্রতঃ।। ২
চারিত্রেণ চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ। বিদ্বান্ কঃ কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকপ্রিয়দর্শনঃ।। ৩
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্ কোঽনসূয়কঃ। কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে।। ৪
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে। মহর্ষে ত্বং সমর্থোঽসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্।। ৫
শ্রুত্বা চৈতৎ ত্রিলোকজ্ঞো বাল্মীকের্নারদো বচঃ। শ্রূয়তামিতি চামন্ত্র্য প্রহৃষ্টো বাক্যমব্রবীৎ।। ৬
বহবো দুর্লভাশ্চৈব যে ত্বয়া কীর্তিতা গুণাঃ। মুনে বক্ষ্যাম্যহং বুদ্ধ্বা তৈর্যুক্তঃ শ্রূয়তাং নরঃ।। ৭
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ। নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান্ বশী।। ৮
বুদ্ধিমান্ নীতিমান্ বাগ্মী শ্রীমান্ শত্রুনিবর্হণঃ। বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ।। ৯
মহোরস্কো মহেষ্বাসো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ। আজানুবাহুঃ সুশিরাঃ সুললাটঃ সুবিক্রমঃ।। ১০
সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্। পীনবক্ষা বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবাঞ্ছুভলক্ষণঃ।। ১১
ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ। যশস্বী জ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্বশ্যঃ সমাধিমান্।। ১২
প্রজাপতিসমঃ শ্রীমান্ ধাতা রিপুনিষূদনঃ। রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্মস্য পরিরক্ষিতা।। ১৩

মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ বিদ্বদ্-বরেণ্য। তপস্যা এবং নিত্য বেদাদি-পাঠে নিরত। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—।। ১ ।। বর্তমানকালে এমন কোন মহাত্মা আছেন যিনি সর্ববিধ গুণে ভূষিত এবং বীরত্বে মণ্ডিত? যিনি ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ, সত্যভাষী এবং কর্তব্যপালনে দৃঢ়চিত্ত; যিনি সচ্চরিত্র এবং সকল প্রাণীর কল্যাণসাধনে উন্মুখ; কে সেই বিদ্বান যিনি সকল কর্মসাধনে সুদক্ষ এবং দেখতে সুন্দর বলে সবারই প্রিয় ।। ২-৩ ।। সেই মহাত্মা কে যিনি পরমাত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানবান, যিনি ক্রোধকে জয় করেছেন, যিনি উজ্জ্বল-কান্তিবিশিষ্ট, অন্যের দোষ যিনি দর্শন করেন না, যুদ্ধকালে ক্রুদ্ধ হয়েছেন দেখলে দেবতারাও যাঁকে ভয় করেন, হে মহর্ষি, কেবল আপনিই তাঁকে জানতে সমর্থ। তাঁর সম্বন্ধে আমার পরম কৌতূহল। আপনার কাছ থেকে তাঁর কথা আমি শুনতে চাই ।। ৪-৫ ।। বাল্মীকির কথা শ্রবণ করে স্বর্গ-মর্ত্য -পাতাল— এই ত্রিলোক সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ নারদ অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন—।। ৫-৬ ।। "তুমি যে গুণরাজির কথা বললে সেগুলি বাস্তবিকই দুর্লভ, তবে সেই গুণরাশিসমন্বিত একজন ব্যক্তিই আছেন। হে মুনি, তাঁর কথাই আমি বলছি। শোনো ।। ৭ ।। মনুষ্য-সমাজে রাম নামে তিনি পরিচিত। ইক্ষ্বাকুরাজার বংশে তাঁর জন্ম। তিনি নিজেকে সর্বদা সংযত রাখেন। অথচ বীর্যবান এবং ধৈর্যশীল তিনি। ইন্দ্রিয়গণকে সর্বদা বশীভূত রাখেন। এই মহাত্মা বুদ্ধিমান, নীতিনিষ্ঠ, বাগ্মী, শ্রীমান এবং শত্রুবিজয়ী। বিশাল তাঁর স্কন্ধদেশ। বাহুও তাঁর বিপুল। কম্বু তথা শঙ্খের মতো তিনটি সুদৃশ্য রেখাসমন্বিত তাঁর উন্নত গ্রীবা। হনু তথা গণ্ডস্থলের ঊর্ধ্বদিক তাঁর সুপুষ্ট।। ৮।। উরস্ অর্থাৎ বক্ষোদেশ তাঁর বিশাল। মহা ইষু তথা বিশাল ধনু তিনি ধারণ করে থাকেন। মাংসল দেহের জন্য তাঁর জত্রু অর্থাৎ কণ্ঠের অস্থি দেখা যেতো না। শত্রুদমনে তিনি ছিলেন সমর্থ। জানু পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো তাঁর বাহুদ্বয়। তাঁর শিরোদেশ সুন্দর। ললাট সমুন্নত। গমনাগমনে তিনি ছিলেন অতিশয় বিক্রমশালী।। ৯-১০।। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর সামঞ্জস্যময়। গাত্রবর্ণ স্নিগ্ধ। অথচ তিনি ছিলেন প্রতাপবান। বিশাল ছিলো বক্ষ। নেত্র তাঁর আয়ত। সকল শুভলক্ষণ-সমাহারে তিনি ছিলেন প্রকৃতই লক্ষ্মীবান। ধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, প্রজাবর্গের কল্যাণে ধৃতব্রত, খ্যাতিসম্পন্ন, জ্ঞানী, পবিত্র, বশীভূতেন্দ্রিয় এবং যোগ -সমাধিসম্পন্ন ছিলেন তিনি। প্রজাবর্গকে সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য তিনি ছিলেন প্রজাপতির তুল্য। ঐশ্বর্যসম্পন্ন, সর্বজনের রক্ষক, শত্রুমর্দনকারী, সকল জীবের, জগতের এবং ধর্মের তিনি ছিলেন সর্বতোভাবে সংরক্ষক।। ১১-১৩ ।। স্বধর্ম তিনি প্রতিপালন করতেন। স্বজনদের রক্ষা করতেন। ঋক্, সাম, যজু এবং

রক্ষিতা স্বস্য ধর্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা। বেদ-বেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ।। ১৪
সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্। সর্বলোকপ্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ।। ১৫
সর্বদাভিগতঃ সদ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ। আর্যঃ সর্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ।। ১৬
স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনঃ। সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেণ হিমবানিব।। ১৭
বিষ্ণুনা সদৃশো বীর্যে সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ। কালাগ্নিসদৃশঃ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ।। ১৮
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ। তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্।। ১৯
জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠগুণৈর্যুক্তং প্রিয়ং দশরথঃ সুতম্। প্রকৃতীনাং হিতৈর্যুক্তং প্রকৃতিপ্রিয়কাম্যয়া।। ২০
যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ প্রীত্যা মহীপতিঃ। তস্যাভিষেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা ভার্যাথ কৈকেয়ী।। ২১
পূর্বং দত্তবরা দেবী বরমেনমযাচত। বিবাসনঞ্চ রামস্য ভরতস্যাভিষেচনম্।। ২২
স সত্যবচনাদ্ রাজা ধর্মপাশেন সংযতঃ। বিবাসয়ামাস সুতং রামং দশরথঃ প্রিয়ম্।। ২৩
স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্। পিতুর্বচননির্দেশাৎ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কারণাৎ।। ২৪
তং ব্রজন্তং প্রিয়ো ভ্রাতা লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ। স্নেহাদ্ বিনয়সম্পন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।। ২৫
ভ্রাতরং দয়িতো ভ্রাতুঃ সৌভ্রাত্রমনুদর্শয়ন্। রামস্য দয়িতা ভার্যা নিত্যং প্রাণসমা হিতা।। ২৬
জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্মিতা। সর্বলক্ষণসম্পন্না নারীণামুত্তমা বধূঃ।। ২৭
সীতাপ্যনুগতা রামং শশিনং রোহিণী যথা। পৌরৈরনুগতো দূরং পিত্রা দশরথেন চ।। ২৮

অথর্ব—এই চার বেদ এবং শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয় বেদাঙ্গের গূঢ়রহস্য তিনি জানতেন। আবার যুদ্ধবিদ্যার অঙ্গ ধনুর্বেদেও তিনি ছিলেন নিষ্ণাত। সকল শাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব তিনি জানতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি প্রখর। প্রতিভা প্রভূত। তিনি ছিলেন সকল মানুষের প্রিয়। সৎ। উদার এবং সুনিপুণ। নদীসমূহ যেমন সমুদ্রকে আশ্রয় করে তেমনি সজ্জনেরাও সর্বদা তাঁরই শরণ গ্রহণ করতো। কর্তব্য তিনি পালন করতেন। অ-করণীয় কখনো করতেন না। সদাচারে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকতেন। তিনি সমদর্শী। তাঁকে দেখে সবাই প্রীতিলাভ করতো।। ১৪-১৬ ।। সর্ববিধ গুণসম্পন্ন হওয়ায় তিনি মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্ধন করতেন। গাম্ভীর্যে তিনি সমুদ্রের মতো। ধৈর্যে হিমালয়-সদৃশ। বিষ্ণুর মতো বীর্যবান। এবং চন্দ্রের মতো তিনি স্নিগ্ধদর্শন। ক্রুদ্ধ হলে তাঁকে মনে হতো যেন প্রলয়াগ্নি। ধরিত্রীর মতো তিনি ক্ষমাশীল।। ১৭-১৮ ।। অজস্র দান করলেও কুবেরের মতো তাঁর ধন অক্ষয় হয়ে থাকতো। সত্যপালনের জন্য তাঁকে মনে হতো ধর্মের দ্বিতীয় মূর্তি। রাজা দশরথ গুণী জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠগুণসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং প্রজাবর্গের কল্যাণনিরত দেখলেন। প্রজাগণের প্রিয়কর্ম বিবেচনা করে প্রীতচিত্তে তিনি রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন। রাজমহিষী কৈকেয়ী রামচন্দ্রের অভিষেকের উদ্দেশ্যে চয়ন-করা দ্রব্যসমূহ দেখে দশরথের দ্বারা পূর্বপ্রতিশ্রুত দু'টি বর এখন চাইলেন। একটি হলো রাজ্য হতে রামচন্দ্রের নির্বাসন এবং অপরটি, রামের পরিবর্তে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক।। ১৯-২২ ।। সত্যরক্ষার মাধ্যমে ধর্মের বন্ধনে রাজা আবদ্ধ। সেইজন্য দশরথ প্রিয়পুত্র রামকে বনে নির্বাসনে পাঠালেন। কৈকেয়ীর প্রীতিসাধনের জন্য এবং পিতার নির্দেশপালনের প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থে বীর রামচন্দ্র বনে গমন করলেন। মাতা সুমিত্রার আনন্দবর্ধক এবং সদা-বিনয়াম্বিত লক্ষ্মণ স্নেহবশতঃ গমনকারী সেই ভ্রাতার করলেন অনুগমন।। ২৩-২৫ ।। ভ্রাতার প্রতি অনুরক্ত লক্ষ্মণ এই অনুগমনের দ্বারা আপনার প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেমই প্রকটিত করলেন। সর্বদাই কল্যাণকারিণী, প্রাণতুল্যা সীতা রামচন্দ্রের প্রিয় পত্নী। রাজর্ষি জনকের বংশে তাঁর জন্ম। তিনি যেন দেবগণের মায়ায় বিনির্মিতা। সর্ববিধ সুলক্ষণযুক্তা বধূ সীতা নারীকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা। রোহিণী যেমন চন্দ্রের অনুগমন করে তেমনি সীতাও রামচন্দ্রের অনুগমন করলেন। অযোধ্যার নাগরিকবর্গ এবং পিতা দশরথও কিছুদূর পর্যন্ত রামচন্দ্রের অনুগমন করেছিলেন।। ২৬-২৮ ।। শৃঙ্গবেরপুরে গঙ্গাতীরে ধর্মাত্মা রামচন্দ্র সারথি সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়ে প্রিয়বন্ধু নিষাদরাজ গুহের সঙ্গে মিলিত হলেন। লক্ষ্মণ এবং

শৃঙ্গবেরপুরে সূতং গঙ্গাকূলে ব্যসর্জয়ৎ। গুহমাসাদ্য ধর্মাত্মা নিষাদাধিপতিং প্রিয়ম্।। ২৯
গুহেন সহিতো রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া। তে বনেন বনং গত্বা নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ।। ৩০
চিত্রকূটমনুপ্রাপ্য ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ। রম্যমাবসথং কৃত্বা রমমাণা বনে ত্রয়ঃ।। ৩১
দেব-গন্ধর্বসঙ্কাশাস্তত্র তে ন্যবসন্ সুখম্। চিত্রকূটং গতে রামে পুত্রশোকাতুরস্তদা।। ৩২
রাজা দশরথঃ স্বর্গং জগাম বিলপন্ সুতম্। গতে তু তস্মিন্ ভরতো বসিষ্ঠপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ।। ৩৩
নিযুজ্যমানো রাজ্যায় নৈচ্ছদ্ রাজ্যং মহাবলঃ। স জগাম বনং বীরো রামপাদপ্রসাদকঃ।। ৩৪
গত্বা তু স মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্। অযাচদ্ ভ্রাতরং রামমার্যভাবপুরস্কৃতঃ।। ৩৫
ত্বমেব রাজা ধর্মজ্ঞ ইতি রামং বচোঽব্রবীৎ। রামোঽপি পরমোদারঃ সুমুখঃ সুমহাযশাঃ।। ৩৬
ন চৈচ্ছৎ পিতুরাদেশাদ্ রাজ্যং রামো মহাবলঃ। পাদুকে চাস্য রাজ্যায় ন্যাসং দত্ত্বা পুনঃ পুনঃ।। ৩৭
নিবর্তয়ামাস ততো ভরতং ভরতাগ্রজঃ। স কামমনবাপ্যৈব রামপাদাবুপস্পৃশন্।। ৩৮
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্ রাজ্যং রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া। গতে তু ভরতে শ্রীমান্ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ। ৩৯
রামস্তু পুনরালক্ষ্য নাগরস্য জনস্য চ। তত্রাগমনমেকাগ্রো দণ্ডকান্ প্রবিবেশ হ।। ৪০
প্রবিশ্য তু মহারণ্যং রামো রাজীবলোচনঃ। বিরাধং রাক্ষসং হত্বা শরভঙ্গং দদর্শ হ।। ৪১
সুতীক্ষ্ণং চাপ্যগস্ত্যঞ্চ অগস্ত্যভ্রাতরং তথা। অগস্ত্যবচনাচ্চৈব জগ্রাহৈন্দ্রং শরাসনম্।। ৪২
খড়গঞ্চ পরমং প্রীতস্তূণী চাক্ষয়সায়কৌ। বসতস্তস্য রামস্য বনে বনচরৈঃ সহ।। ৪৩
ঋষয়োঽভ্যাগমন্ সর্বে বধায়াসুররক্ষসাম্। স তেষাং প্রতিশুশ্রাব রাক্ষসানাং তদা বনে।। ৪৪

সীতাকে নিয়ে রাম বান্ধব গুহের সঙ্গে বনের পর বন এবং প্রভূত-সলিলা নদীসমূহ অতিক্রম করে চিত্রকূট তীর্থে ভরদ্বাজের আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সেখানে মনোহর কুটীর-নির্মাণ করে দেবতা এবং গন্ধর্বের মতো মনের সুখে তাঁরা তিনজন বসবাস করতে লাগলেন। রাম চিত্রকূটে চলে যাবার পরে পুত্রশোকে কাতর হয়ে পুত্রের জন্য বিলাপ করতে করতে রাজা দশরথ স্বর্গে গমন করলেন।। ২৯-৩২।। তাঁর চলে যাবার পর বশিষ্ঠ-প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ মহাবীর ভরতকে রাজসিংহাসনে আরোহণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বীর ভরত পূজনীয় অগ্রজ রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করার জন্য বনে গমন করলেন। সত্যপরায়ণ বীর্যবান ভ্রাতা মহাত্মা রামচন্দ্রের কাছে তিনি বিনীতভাবে প্রার্থনা করে বললেন—"আপনি ধর্ম জানেন। সেই অনুসারে আপনিই রাজা।" অত্যন্ত উদার, সুন্দর মুখসম্পন্ন, অত্যন্ত যশস্বী, মহাবীর রামচন্দ্র পিতার আদেশ প্রতিপালনের জন্য সেই অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলেন না। রাজ্যগ্রহণের জন্য বারম্বার অনুরুদ্ধ হয়ে ভরতাগ্রজ রাম পাদুকাযুগল দান করে ভরতকে নিবৃত্ত করলেন। বহু প্রয়াসেও তাঁকে না পেয়ে তিনি রামচন্দ্রের চরণযুগল করলেন বন্দনা *(আর্য - কর্তব্যনিষ্ঠ এবং সদাচারপরায়ণ সজ্জন। অগ্রজের প্রতি অনুজের বিনয়ই হলো কর্তব্যনিষ্ঠা এবং সদাচারপরায়ণতা)*।। ৩৩-৩৮ ।। রামের প্রত্যাগমনের আকাঙ্ক্ষায় তিনি নন্দিগ্রামে সাময়িকভাবে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেন। ভরত চলে যাবার পর অযোধ্যার জনগণের আগমন আশঙ্কা করে সত্যরক্ষায় বদ্ধপরিকর রাম দণ্ডকায় প্রবেশ করলেন। পদ্মনেত্র রামচন্দ্র গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে বিরাধ নামক রাক্ষসকে হত্যা করে ঋষি শরভঙ্গ, সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য এবং অগস্ত্যের ভ্রাতাকে দর্শন করলেন। অগস্ত্যের নির্দেশে তিনি ইন্দ্রপ্রদত্ত ধনু, বাণ, খড়্গ, অক্ষয়শর এবং তূণীর পরমপ্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করলেন। বনবাসীদের সঙ্গে বনে রাম বসবাস করতে আরম্ভ করলেন। তখন অসুর এবং রাক্ষসদের বধের জন্য ঋষিরা এসে তাঁকে অনুরোধ জানালেন। তিনি তখন বনেই রাক্ষসদিগের বধের জন্য প্রতিশ্রুতি দান করলেন।। ৩৯-৪৪ ।। অগ্নির মতো তেজস্বী এবং পবিত্র দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণের নিকট তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যুদ্ধে রাক্ষসদেরকে তিনি হত্যা করবেন। ঐ দণ্ডকায় বাসকালে ইচ্ছানুসারে রূপধারিণী জনস্থানবাসিনী শূর্পণখাকে তিনি নাসিকা এবং কর্ণচ্ছেদন করে বিকৃতরূপা করে দিলেন। তারপর শূর্পণখার

প্রতিজ্ঞাতশ্চ রামেণ বধঃ সংযতি রক্ষসাম্। ঋষীণামগ্নিকল্পানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্।। ৪৫
তেন তত্রৈব বসতা জনস্থাননিবাসিনী। বিরূপিতা শূর্পণখা রাক্ষসী কামরূপিণী।। ৪৬
ততঃ শূর্পণখাবাক্যাদ্ উদ্যুক্তান্ সর্বরাক্ষসান্। খরং ত্রিশিরসং চৈব দূষণং চৈব রাক্ষসম্।। ৪৭
নিজঘান রণে রামস্তেষাং চৈব পদানুগান্। বনে তস্মিন্ নিবসতা জনস্থাননিবাসিনাম্।। ৪৮
রক্ষসাং নিহতান্যাসন্ সহস্রাণি চতুর্দশ। ততো জ্ঞাতিবধং শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ।। ৪৯
সহায়ং বরয়ামাস মারীচং নাম রাক্ষসম্। বার্যমাণঃ সুবহুশো মারীচেন স রাবণঃ।। ৫০
ন বিরোধো বলবতা ক্ষমো রাবণ! তেন তে। অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ।। ৫১
জগাম সহমারীচস্তস্যাশ্রমপদং তদা। তেন মায়াবিনা দূরমপবাহ্য নৃপাত্মজৌ।। ৫২
জহার ভার্যাং রামস্য গৃধ্রং হত্বা জটায়ুষম্। গৃধ্রঞ্চ নিহতং দৃষ্ট্বা হৃতাং শ্রুত্বা চ মৈথিলীম্।। ৫৩
রাঘবঃ শোকসন্তপ্তো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ। ততস্তেনৈব শোকেন গৃধ্রং দগ্ধ্বা জটায়ুষম্।। ৫৪
মার্গমাণো বনে সীতাং রাক্ষসং সন্দদর্শ হ। কবন্ধং নামরূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনম্।। ৫৫
তং নিহত্য মহাবাহুর্দদাহ স্বর্গতশ্চ সঃ। স চাস্য কথয়ামাস শবরীং ধর্মচারিণীম্।। ৫৬
শ্রমণাং ধর্মনিপুণামভিগচ্ছেতি রাঘব। সোঽভ্যগচ্ছন্মহাতেজাঃ শবরীং শত্রুসূদনঃ।। ৫৭
শবর্যা পূজিতঃ সম্যগ্ রামো দশরথাত্মজঃ। পম্পাতীরে হনুমতা সঙ্গতো বানরেণ হ।। ৫৮

বাক্যে উত্তেজিত হয়ে খর, ত্রিশিরা, দূষণ এবং তাদের অনুগামী যে রাক্ষসেরা যুদ্ধ করতে এসেছিলো, তাদেরকে নিয়ে জনস্থানবাসী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে তিনি হত্যা করেন। আত্মীয়গণের বধবার্তা শ্রবণ করে রাবণ ক্রোধে মূর্ছিত হয়ে মারীচ নামক রাক্ষসের সাহায্য-প্রার্থনা করলো। কিন্তু মারীচ রাবণকে প্রতিশোধ নেবার যুদ্ধ থেকে বারবার নিবৃত্ত করলো। বললো, হে রাবণ! শোনো, সেই অধিকতর বলবান রামের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করা উচিত নয়। যেন মৃত্যুর দ্বারাই প্রেরিত হয়ে রাবণ সেই উপদেশ প্রত্যাখ্যান করে মারীচের সঙ্গে রামচন্দ্রের আশ্রমে গমন করলো। মায়াবী মারীচের দ্বারা কৌশলে রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সে দূরে সরিয়ে দিলো। পক্ষিরাজ শকুনি জটায়ুকে হত্যা করে রামের ধর্মপত্নী সীতাকে সে করলো অপহরণ। জটায়ুকে নিহত এবং সীতাকে অপহৃতা দেখে রাম শোকে কাতর হয়ে আকুল-হৃদয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।। ৪৫-৫৪ ।। শোকার্ত-হৃদয়ে জটায়ুকে অগ্নিসৎকার করে তিনি সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হলেন। ভীষণদর্শন, বিকৃতরূপ কবন্ধ নামক এক রাক্ষসকে তখন দর্শন করে মহাবীর রামচন্দ্র তাকে হত্যা করে তার দাহকার্য সম্পাদন করলেন। ফলে সে স্বর্গে গমন করলো। মৃত্যুর পূর্বে সে রামচন্দ্রকে বললো যে, এই বনে শবরী নাম্নী এক তপস্বিনী বাস করে। হে রামচন্দ্র, তুমি ধর্মশীলা তপশ্চারিণীর নিকট গমন করো। শত্রুহন্তা মহাতেজস্বী রামচন্দ্র তখন শবরীর নিকট গমন করলেন।। ৫৫-৫৭ ।। দশরথপুত্র রাম শবরীর দ্বারা যথোচিতভাবে পূজিত হয়ে পম্পাসরোবরের তীরে হনুমান নামক বানরের সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর হনুমানের কথানুসারে তিনি সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হলেন। মহাবীর রামচন্দ্র প্রথম থেকে সব ঘটনা, বিশেষতঃ সীতার কথা সুগ্রীবকে জানালেন। সুগ্রীবও সেসব শুনে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে প্রীতচিত্তে রামের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হলো। তখন বানরাধিপতি সুগ্রীবকে রামচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, বালির সঙ্গে তার শত্রুতার কারণ কি? দুঃখিত সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বন্ধুত্ববশতঃ সব ঘটনা জানালো। রামচন্দ্র তখন বালিকে বধ করার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। বালির বলবত্তার কথা বানর সুগ্রীব তাঁকে জানালো। রাম তার সঙ্গে বীর্যবত্তায় সমান হবেন কিনা ভেবে সুগ্রীব আশঙ্কিত হলো। রামচন্দ্রের বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্য বালির দ্বারা নিহত দুন্দুভি নামক দৈত্যের বিশাল পর্বততুল্য দেহটি সুগ্রীব রামচন্দ্রকে দেখালো। উপহাসের হাসি হেসে দীর্ঘবাহু মহাবীর রামচন্দ্র পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের দ্বারা সেই অস্থিরাশি দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করলেন। আবার একটিমাত্র বাণের দ্বারা সাতটি তালবৃক্ষ, একটি পর্বত এবং পাতালকে তিনি ভেদ করলেন। এইভাবে তিনি

হনুমদ্‌বচনাচ্চৈব সুগ্রীবেণ সমাগতঃ। সুগ্রীবায় চ তৎসর্বং শংশদ্ রামো মহাবলঃ।। ৫৯
আদিতস্তদ্ যথা বৃত্তং সীতায়াশ্চ বিশেষতঃ। সুগ্রীবশ্চাপি তৎসর্বং শ্রুত্বা রামস্য বানরঃ।। ৬০
চকার সখ্যং রামেণ প্রীতশ্চৈবাগ্নিসাক্ষিকম্। ততো বানররাজেন বৈরানুকথনং প্রতি।। ৬১
রামায়াবেদিতং সর্বং প্রণয়াদ্দুঃখিতেন চ। প্রতিজ্ঞাতঞ্চ রামেণ তদা বালিবধং প্রতি।। ৬২
বালিনশ্চ বলং তত্র কথয়ামাস বানরঃ। সুগ্রীবঃ শঙ্কিতশ্চাসীন্নিত্যং বীর্যেণ রাঘবে।। ৬৩
রাঘবপ্রত্যয়ার্থং তু দুন্দুভেঃ কায়মুত্তমম্। দর্শয়ামাস সুগ্রীবো মহাপর্বতসন্নিভম্।। ৬৪
উৎস্ময়িত্বা মহাবাহুঃ প্রেক্ষ্য চাস্থি মহাবলঃ। পাদাঙ্গুষ্ঠেন চিক্ষেপ সম্পূর্ণং দশযোজনম্।। ৬৫
বিভেদ চ পুনস্তালান্ সপ্তৈকেন মহেষুণা। গিরিং রসাতলঞ্চৈব জনয়ন্ প্রত্যয়ং তদা।। ৬৬
ততঃ প্রীতমনাস্তেন বিশ্বস্তঃ স মহাকপিঃ। কিষ্কিন্ধাদ্ রামসহিতো জগাম চ গুহাং তদা।। ৬৭
ততোঽগর্জদ্ধরিবরঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ। তেন নাদেন মহতা নির্জগাম হরীশ্বরঃ।। ৬৮
অনুমান্য তদা তারাং সুগ্রীবেণ সমাগতঃ। নিজঘান চ তত্রৈনং শরেণৈকেন রাঘবঃ।। ৬৯
ততঃ সুগ্রীববচনাদ্ হত্বা বালিনমাহবে। সুগ্রীবমেব তদ্ রাজ্যে রাঘবঃ প্রত্যপাদয়ৎ।। ৭০
স চ সর্বান্ সমানীয় বানরান্ বানরর্ষভঃ। দিশঃ প্রস্থাপয়াস দিদৃক্ষুর্জনকাত্মজাম্।। ৭১
ততো গৃধ্রস্য বচনাৎ সম্পাতের্হনুমান্ বলী। শতযোজনবিস্তীর্ণং পুপ্লুবে লবণার্ণবম্।। ৭২
তত্র লঙ্কাং সমাসাদ্য পুরীং রাবণপালিতাম্। দদর্শ সীতাং ধ্যায়ন্তীমশোকবনিকাং গতাম্।। ৭৩
নিবেদয়িত্বাভিজ্ঞানং প্রবৃত্তিং বিনিবেদ্য চ। সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং মর্দয়ামাস তোরণম্।। ৭৪
পঞ্চ সেনাগ্রগান্ হত্বা সপ্ত মন্ত্রিসুতানপি। শূরমক্ষঞ্চ নিষ্পিষ্য গ্রহণং সমুপাগমৎ।। ৭৫
অস্ত্রেণোন্মুক্তমাত্মানং জ্ঞাত্বা পৈতামহাদ্ বরাৎ। মর্ষয়ন্ রাক্ষসান্ বীরো যন্ত্রিণস্তান্ যদৃচ্ছয়া।। ৭৬
ততো দগ্ধ্বা পুরীং লঙ্কামৃতে সীতাঞ্চ মৈথিলীম্। রামায় প্রিয়মাখ্যাতুং পুনরায়ান্মহাকপিঃ।। ৭৭

সুগ্রীবের আস্থা-উৎপাদন করলেন। আশ্বস্ত সেই মহাবানর সুগ্রীব তখন সন্তুষ্টচিত্তে কিষ্‌কিন্ধা থেকে এক গুহা-সন্নিধানে গমন করলো।। ৫৮-৬৭ ।। স্বর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ বানরাধিপতি সুগ্রীব সেখানে গর্জন করতে লাগলো। তুমুল গর্জন শুনে তারার অনুমতি নিয়ে কপিরাজ বালি বেরিয়ে এসে সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো। রামচন্দ্র তখন একটিমাত্র শরের দ্বারা তাকে হত্যা করলেন। সুগ্রীবের কথানুসারেই যুদ্ধে বালিকে বধ করে তিনি সুগ্রীবকে এবার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বানররাজ সুগ্রীব তখন বানর সকলকে আহ্বান করে জনকরাজকন্যা সীতার সন্ধানে তাদের বিভিন্নদিকে প্রেরণ করলো। তারপর সম্পাতি নামক পক্ষীর নির্দেশে মহাবলী হনুমান শত-যোজনবিস্তৃত লবণসমুদ্র অতিক্রম করলো। সেখানে রাবণের দ্বারা সুসজ্জিতা লঙ্কানগরীতে উপনীত হয়ে অশোকবনে রামচন্দ্রের ধ্যানে নিরতা সীতাকে সে দেখতে পেলো। হনুমান তখন বিদেহরাজকন্যা সীতাকে রামচন্দ্রের স্মারকচিহ্নস্বরূপ অঙ্গুরীয়টি দেখিয়ে রামচন্দ্রের সংবাদ নিবেদন করে আশ্বস্ত করলো। তারপর বিধ্বস্ত করলো লঙ্কার সমুন্নত প্রবেশদ্বার।। ৬৮-৭৪ ।। পাঁচজন সেনাপতি এবং সাতজন মন্ত্রিপুত্রকে হত্যা করে বীর অক্ষকে নিষ্পিষ্ট করে সে নিজে রাক্ষসদের বন্ধন-গ্রহণ করলো। "সকল অস্ত্রের বন্ধন হতে মুক্ত থাকবে"—পিতামহের এই বর জেনেও স্বেচ্ছায় সেই বীর ঐ বন্ধনস্বীকার করলো। এবং বন্ধনের কারণস্বরূপ রাক্ষসবর্গকে সে ক্ষমা করলো। তারপর মিথিলারাজদুহিতা সীতা-ব্যতীত সমগ্র লঙ্কানগরীকে দগ্ধ করে রামকে বাঞ্ছিত সংবাদ-প্রদানের জন্য কিষ্‌কিন্ধায় প্রত্যাবর্তন করলো। অমিত বীর্যশালী হনুমান মহাত্মা রামের কাছে গিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে বললো, "যথার্থই সীতাকে আমি দেখে এসেছি।" তারপর রাম সুগ্রীবকে সঙ্গে নিয়ে মহাসমুদ্রের তীরে গমন করে সূর্যের ন্যায় প্রখর এবং দীপ্ত শরজালের দ্বারা সমুদ্রকে করলেন ক্ষুব্ধ। সরিৎপতি সমুদ্রমূর্তি ধারণ করে রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যক্ষ হলেন। তাঁর কথানুসারে রাম ভারত-ভূখণ্ড থেকে লঙ্কা পর্যন্ত সাগরের উপর নলের দ্বারা সেতুনির্মাণ করালেন।

সোঽভিগম্য মহাত্মানং কৃত্বা রামং প্রদক্ষিণম্। ন্যবেদয়দমেয়াত্মা দৃষ্টা সীতেতি তত্ত্বতঃ।। ৭৮
ততঃ সুগ্রীবসহিতো গত্বা তীরং মহোদধেঃ। সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাস শরৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ।। ৭৯
দর্শয়ামাস চাত্মানং সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ। সমুদ্রবচনাচ্চৈব নলং সেতুমকারয়ৎ।। ৮০
তেন গত্বা পুরীং লঙ্কাং হত্বা রাবণমাহবে। রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য পরাং ব্রীডামুপাগমৎ।। ৮১
তামুবাচ ততো রামঃ পরুষং জনসংসদি। অমৃষ্যমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী।। ৮২
ততোঽগ্নিবচনাৎ সীতাং জ্ঞাত্বা বিগতকল্মষাম্। অগ্রহীদমলাং রামো বচনাচ্চ গুরোস্তদা।
কর্মণা তেন মহতা ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।। ৮৩
স দেবর্ষিগণং তুষ্টং রাঘবস্য মহাত্মনঃ। বভৌ রামঃ সম্প্রহৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্বদৈবতৈঃ।। ৮৪
অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্। কৃতকৃত্যস্তদা রামো বিজ্বরঃ প্রমুমোদ হ।। ৮৫
দেবতাভ্যো বরং প্রাপ্য সমুত্থাপ্য চ বানরান্। অযোধ্যাং প্রস্থিতো রামঃ পুষ্পকেণ সুহৃদ্‌বৃতঃ।। ৮৬
ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ। ভরতস্যান্তিকে রামো হনূমন্তং ব্যসর্জয়ৎ।। ৮৭
পুনরাখ্যায়িকাং জল্পন্ সুগ্রীবসহিতস্তদা। পুষ্পকং তৎ সমারুহ্য নন্দিগ্রামং যযৌ তদা।। ৮৮
নন্দিগ্রামে জটাং হিত্বা ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘঃ। রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্।। ৮৯
প্রহৃষ্টমুদিতো লোকস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্মিকঃ। নিরাময়ো হ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষভয়বর্জিতঃ।। ৯০

সেতুর সাহায্যে রাম লঙ্কায় গিয়ে যুদ্ধে রাবণকে হত্যা করে সীতাকে লাভ করে অত্যন্ত লজ্জা পেলেন। তারপর জনগণের সমক্ষে সীতার প্রতি কঠোরবাক্য প্রয়োগ করায় সীতা তা সহ্য করতে না পেরে জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।। ৭৫-৮২ ।। অগ্নিদেবতার কথায় রাম সীতাকে পাপরহিতা বলে জানলেন। তখন গুরুজনদের অনুমতিক্রমে নিষ্‌পাপা সীতাকে গ্রহণ করলেন। রঘুবংশ মহাত্মা রামচন্দ্রের সেই মহৎকর্মে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—এই ত্রিভুবনের স্থাবর-জঙ্গম সকলেই এবং দেবর্ষিগণ পরিতুষ্ট হলেন। দেবতাসকলের দ্বারা পূজিত হয়ে রামও অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। লঙ্কায় রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে কর্তব্যসমাপনান্তে রাম বীতচিন্ত এবং সাতিশয় আনন্দিত হলেন। দেবতাদের নিকট বর-প্রার্থনা করে, বানরদের সঞ্জীবিত করে বন্ধুবর্গকে নিয়ে রামচন্দ্র পুষ্‌পকরথে চড়ে অযোধ্যায় করলেন প্রস্থান।। ৮৩-৮৬ ।। সত্যসন্ধ পরাক্রমশালী রামচন্দ্র ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে গিয়ে হনুমানকে ভরতের নিকট প্রেরণ করলেন। তারপর অতীতের ঘটনাবলী সুগ্রীবের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে পুষ্‌পকবিমানে আরোহণ করে তিনি নন্দিগ্রামে গমন করলেন। নন্দিগ্রামে ভ্রাতাদের সঙ্গে নিষ্‌পাপ রামচন্দ্র জটাভার পরিত্যাগ করে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যভার পুনরায় গ্রহণ করলেন। ফলে জনগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলো। তাঁর সুশাসনে প্রজাবর্গ ধর্মপথে থেকে সন্তুষ্ট এবং সমৃদ্ধ হলো। রোগমুক্ত হয়ে তারা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলো। দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হলো জনসাধারণ। নাগরিকবর্গ কেউই পুত্রের মৃত্যুদর্শন করবে না। রমণীগণ হবেন পতিপরায়ণা। বৈধব্যের দুঃখ কাউকে পেতে হবে না। রামের সুশাসনে কেউ কারো গৃহে আগুন লাগাবে না। জলপ্লাবনে কেউ ভেসে যাবে না। ঝঞ্ঝার, জ্বরাদিরোগের, ক্ষুধার এবং চোরের ভয় আর নেই। রাজ্যের নগর এবং জনপদ সর্বত্র ধনধান্যের প্রাচুর্যে সত্যযুগের মতো সকলেই নিত্য আনন্দে নিমগ্ন। রামচন্দ্র প্রভূত সুবর্ণদান করে এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন। শাস্ত্রীয়নির্দেশ অনুসারে বিদ্বানদের দশ সহস্র কোটি গাভী তিনি দান করবেন। সেই মহাযশস্বী রামচন্দ্র ব্রাহ্মণবর্গকে অসংখ্য ধন দান করে শতগুণে-গুণান্বিত রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করবেন। এই সংসারে জনগণের মধ্যে চাতুর্বর্ণ্যের শৃঙ্খলাস্থাপন করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদের নিজের নিজের কর্তব্যপালনে নিযুক্ত করবেন। এইভাবে এগারো হাজার বৎসর ধর্মবোধে রাজ্যপালন করে ভগবান রামচন্দ্র ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ করবেন। পবিত্র, পাপবিনাশী, বেদের মতো পরিপূত এই রামচরিত যিনি পাঠ করবেন তিনি সর্ববিধ পাপ থেকে মুক্ত হবেন। আয়ুবর্ধক এই রামায়ণ (*রাম + অয়ন। অয়ন — গতি,*

ন পুত্রমরণং কেচিদ্ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ ক্বচিৎ। নার্যশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ।। ৯১
ন চাগ্নিজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপ্সু মজ্জন্তি জন্তবঃ। ন বাতজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপি জ্বরকৃতং তথা।। ৯২
ন চাপি ক্ষুদ্ভয়ং তত্র ন তস্করভয়ং তথা। নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি ধন-ধান্যযুতানি চ।। ৯৩
নিত্যং প্রমুদিতাঃ সর্বে যথা কৃতযুগে তথা। অশ্বমেধশতৈরিষ্ট্বা তথা বহুসুবর্ণকৈঃ।। ৯৪
গবাং কোট্যযুতং দত্ত্বা বিদ্বদ্ভ্যো বিধিপূর্বকম্। অসঙ্খ্যেয়ং ধনং দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহাযশাঃ।। ৯৫
রাজবংশান্ শত গুণান্ স্থাপয়িষ্যতি রাঘবঃ। চাতুর্বর্ণ্যঞ্চ লোকেঽস্মিন্ স্বে স্বে ধর্মে নিযোক্ষ্যতি।। ৯৬
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ। রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং প্রযাস্যতি।। ৯৭
ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্। যঃ পঠেদ্ রামচরিতং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।। ৯৮
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ। সপুত্র-পৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে।। ৯৯
পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্‌জনঃ পণ্যফলত্বমীয়াজ্জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্ত্বমীয়াৎ।। ১০০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ।

জীবনকথা) যিনি পাঠ করবেন তিনি পুত্র, পৌত্র এবং আত্মীয়বর্গসহ এই মর্ত্যলোক থেকে মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করবেন। এই রামায়ণ পাঠের দ্বারা ব্রাহ্মণ শাস্ত্রবাক্যে অত্যন্ত পারদর্শিতা (*বাক্ + ঋষভত্বম্ + ঈয়াৎ; বাক্-শাস্ত্র, ঋষভত্বম্—শ্রেষ্ঠত্ব, ঈয়াৎ—প্রাপ্ত হবেন*), ক্ষত্রিয় রাজ্যের আধিপত্য, বণিক তথা বৈশ্য বাণিজ্যের সুফল এবং শূদ্রও মহত্ত্বলাভ করবেন।। ৮৭-১০০ ।।

আদিকবি মহর্ষিবাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের
প্রথম (১) সর্গ (*সৃজ্ + ঘঞ্ = সর্গ = প্রথম সৃষ্ট অংশ*) সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।।

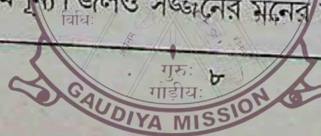
বাল্মীকি-কৃতনারদপূজনম্। তত্র দৃষ্টক্রৌঞ্চমিথুনাৎ ক্রৌঞ্চস্য ব্যাধকৃতহননং দৃষ্ট্বাঽঽদিকবেশ্ছন্দোময়্যা বাচঃ প্রবৃত্তিঃ। তত আদিকবেঃ স্বশিষ্যেণ ভরদ্বাজেন সহাশ্রমং প্রত্যাগমনম্। ততো ব্রহ্মণ আগমনং রামচরিত-বর্ণনে উপদেশকরণঞ্চ।।

নারদস্য তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা বাক্যবিশারদঃ। পূজয়ামাস ধর্মাত্মা সহশিষ্যো মহামুনিম্।। ১
যথাবৎ পূজিতস্তেন দেবর্ষির্নারদস্তথা। আপৃচ্ছ্যৈবাভ্যনুজ্ঞাতঃ স জগাম বিহায়সম্।। ২
স মুহূর্তং গতে তস্মিন্ দেবলোকং মুনিস্তদা। জগাম তমসাতীরং জাহ্নব্যাস্ত্ববিদূরতঃ।। ৩

দ্বিতীয় (২) সর্গ

বাল্মীকির দ্বারা নারদের পূজা। তমসাতীরে ক্রৌঞ্চদম্পতীর মধ্যে ব্যাধের দ্বারা ক্রৌঞ্চের হত্যাদর্শনে আদিকবির ছন্দোময়ী বাণীর স্ফুরণ। তারপর নিজের শিষ্য ভরদ্বাজকে নিয়ে আদিকবির আশ্রমে প্রত্যাবর্তন। তারপর ব্রহ্মার আবির্ভাব এবং রামচরিত বর্ণনার জন্য উপদেশপ্রদান।

সুবক্তা, ধর্মাত্মা বাল্মীকি নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করে শিষ্যদের নিয়ে মহর্ষি নারদকে অর্চনা করলেন।। ১।। শাস্ত্রবিধি অনুসারে পূজিত হয়ে নারদ বিদায়-প্রার্থনা করলেন। অনুমতিলাভ করে তিনি আকাশপথে চলে গেলেন। তাঁর দেবলোকে গমনের মুহূর্তমাত্র পরেই বাল্মীকি গঙ্গার অনতিদূরে তমসানদীর তীরে গমন করলেন। তমসার তীরে এসে পাশেই স্নানের ঘাটটি পঙ্কবিহীন দেখে মুনি তাঁর শিষ্যকে বললেন, শ্রীমন্ ভরদ্বাজ, দেখো, ঐ ঘাটটি কর্দমশূন্য। জলও সজ্জনের মনের মতো মনোহর। এবং স্বচ্ছ। বৎস, কলশটি



স তু তীরং সমাসাদ্য তমসায়া মুনিস্তদা। শিষ্যমাহ স্থিতং পার্শ্বে দৃষ্ট্বা তীর্থমকর্দমম্।। ৪
অকর্দমমিদং তীর্থং ভরদ্বাজ নিশাময়। রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা।। ৫
ন্যস্যতাং কলসস্তাত দীয়তাং বল্কলং মম। ইদমেবাবগাহিষ্যে তমসাতীর্থমুত্তমম্।। ৬
এবমুক্তো ভরদ্বাজো বাল্মীকেন মহাত্মনা। প্রাযচ্ছত মুনেস্তস্য বল্কলং নিয়তো গুরোঃ।। ৭
স শিষ্যহস্তাদাদায় বল্কলং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। বিচচার হ পশ্যংস্তৎ সর্বতো বিপুলং বনম্।। ৮
তস্যাভ্যাসে তু মিথুনং চরন্তমনপায়িনম্। দদর্শ ভগবাংস্তত্র ক্রৌঞ্চয়োশ্চারু নিঃস্বনম্।। ৯
তস্মাত্তু মিথুনাদেকং পুমাংসং পাপনিশ্চয়ঃ। জঘান বৈরনিলয়ো নিষাদস্তস্য পশ্যতঃ।। ১০।
তং শোণিতপরীতাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে। ভার্যা তু নিহতং দৃষ্ট্বা রুরাব করুণাং গিরম্।। ১১
বিযুক্তা পতিনা তেন দ্বিজেন সহচারিণা। তাম্রশীর্ষেণ মত্তেন পত্রিণা সহিতেন বৈ।। ১২
তথাবিধং দ্বিজং দৃষ্ট্বা নিষাদেন নিপাতিতম্। ঋষের্ধর্মাত্মনস্তস্য কারুণ্যং সমপদ্যত।। ১৩
ততঃ করুণবেদিত্বাদধর্মোঽয়মিতি দ্বিজঃ। নিশাম্য রুদতীং ক্রৌঞ্চীমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১৪
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।। ১৫
তস্যেত্থং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বিক্ষতঃ। শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া।। ১৬
চিন্তয়ন্ স মহাপ্রাজ্ঞশ্চকার মতিমান্ মতিম্। শিষ্যঞ্চৈবাব্রবীদ্ বাক্যমিদং স মুনিপুঙ্গবঃ।। ১৭
পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ। শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা।। ১৮
শিষ্যস্তু তস্য ব্রুবতো মুনের্বাক্যমনুত্তমম্। প্রতিজগ্রাহ সন্তুষ্টস্তস্য তুষ্টোঽভবন্মুনিঃ।। ১৯
সোঽভিষেকং ততঃ কৃত্বা তীর্থে তস্মিন্ যথাবিধি। তমেব চিন্তয়ন্নর্থমুপাবর্তত বৈ মুনিঃ।। ২০
ভরদ্বাজস্ততঃ শিষ্যো বিনীতঃ শ্রুতবান্ গুরোঃ। কলসং পূর্ণমাদায় পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ।। ২১
স প্রবিশ্যাশ্রমপদং শিষ্যেণ সহ ধর্মবিৎ। উপবিষ্টঃ কথাশ্চান্যাশ্চকার ধ্যানমাস্থিতঃ।। ২২

রাখো, আমার বল্কলটি দাও। তমসার এই ভালো ঘাটেই আজ স্নান করবো। মহর্ষি বাল্মীকি এই কথা বলায় তাঁর নির্দেশ অনুসারে ভরদ্বাজ ঋষিগুরুর বল্কলটি তাঁকে অর্পণ করলেন।। ২-৭ ।। সংযতেন্দ্রিয় সেই মুনি শিষ্যের হাত থেকে বল্কলবসন গ্রহণ করে বিশাল বনের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে চতুর্দিকে ভ্রমণ করতে লাগলেন। স্নানান্তে প্রত্যাবর্তন-পথে মহর্ষি ক্রৌঞ্চযুগলকে বিচরণ করতে দেখলেন। তাঁর দৃষ্টির সমক্ষে এক পাপকর্মা শত্রুতাপরায়ণ ব্যাধ ক্রৌঞ্চদম্পতীর মধ্যে পুরুষটিকে হত্যা করলো। নিহত, রক্তাক্ত ক্রৌঞ্চকে ভূতলে নিপতিত দেখে পত্নী ক্রৌঞ্চী করুণ ক্রন্দন করতে লাগলো। রক্তবর্ণ ছিলো ক্রৌঞ্চের শিরোদেশ। পক্ষ প্রসারিত করে প্রণয়মিলনে মত্ত ছিলো তারা। ব্যাধের দ্বারা তারা বিযুক্ত হলো।। ৮-১২ ।। ব্যাধের দ্বারা পক্ষীটিকে এইভাবে বিদ্ধ হয়ে ভূতলে পতিত হতে দেখে ধর্মপ্রাণ ঋষির হৃদয় করুণায় পূর্ণ হলো। বিলাপরতা ক্রৌঞ্চীর মর্মান্তিক অবস্থা দেখে ব্রাহ্মণ বাল্মীকি এই ক্রূরকর্মকে অত্যন্ত অন্যায় মনে করে উচ্চারণ করলেন, ওরে ব্যাধ, যেহেতু এই ক্রৌঞ্চদম্পতীর মধ্যে প্রেম-নিবেদনে নিরত ক্রৌঞ্চটিকে তুই হত্যা করেছিস, সেইজন্য চিরকাল সংসারজীবনে প্রতিষ্ঠালাভ হতে বঞ্চিত হবি *(একটি সুখের সংসার ভেঙেছিস বলে তোর কখনও সংসার হবে না)*। দুঃখে বিদীর্ণ হৃদয়ে এই কথা বলামাত্র তাঁর চিত্তে এক চিন্তা জাগ্রত হলো—এই পক্ষীর শোকে কাতর হয়ে আমি এ কী উচ্চারণ করলাম? মহাজ্ঞানী, বিদ্বান্, মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি নিজের এই মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করে শিষ্যকে বললেন, চারটি পদে বিন্যস্ত, সমান অক্ষরযুক্ত, বীণা এবং বাদ্যের সঙ্গে গীতযোগ্য এই বাক্য যেহেতু আমি শোকার্ত হয়ে উচ্চারণ করেছি, সেজন্য এটি শ্লোক নামেই পরিচিত হোক। মুনির এই উত্তমবাক্য শিষ্যও স্বীকার করে নিলেন। তাতে মুনিও হলেন সন্তুষ্ট। ঘাটে যথাযথভাবে স্নান সমাপন করে তারই অর্থচিন্তা করতে করতে মুনি প্রত্যাবর্তন করলেন। বিনয়ান্বিত, বিদ্বান্ শিষ্য ভরদ্বাজও জলপূর্ণ কলশ নিয়ে তাঁরই পশ্চাৎ প্রত্যাবৃত্ত হলো। শিষ্যের সঙ্গে আশ্রমে প্রবেশ করে ধর্মজ্ঞ ঋষি উপবেশন করে ধ্যানস্থ হবার পর অন্যান্য কথা বলতে আরম্ভ করলেন।। ১৩-২২ ।। এমন সময়ে জগৎস্রষ্টা, পরমেশ্বর,

আজগাম ততো ব্রহ্মা লোককর্তা স্বয়ং প্রভুঃ। চতুর্মুখো মহাতেজা দ্রষ্টুং তং মুনিপুঙ্গবম্।। ২৩
বাল্মীকিরথ তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় বাগ্‌যতঃ। প্রাঞ্জলিঃ প্রযতো ভূত্বা তস্থৌ পরমবিস্মিতঃ।। ২৪
পূজয়ামাস তং দেবং পাদ্যার্ঘ্যাসন-বন্দনৈঃ। প্রণম্য বিধিবচ্চৈনং পৃষ্ট্বা চৈব নিরাময়ম্।। ২৫
অথোপবিশ্য ভগবানাসনে পরমার্চিতে। বাল্মীকয়ে চ ঋষয়ে সন্দিদেশাসনং ততঃ।। ২৬
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতঃ সোঽপ্যুপাবিশদাসনে। উপবিষ্টে তদা তস্মিন্ সাক্ষাল্লোকপিতামহে।। ২৭
তদ্‌গতেনৈব মনসা বাল্মীকির্ধ্যানমাস্থিতঃ। পাপাত্মনা কৃতং কষ্টং বৈরগ্রহণবুদ্ধিনা।। ২৮
যস্তাদৃশং চারুরবং ক্রৌঞ্চং হন্যাদকারণাৎ। শোচন্নেব পুনঃ ক্রৌঞ্চীমুপশ্লোকমিমং জগৌ।। ২৯
পুনরন্তর্গতমনা ভূত্বা শোকপরায়ণঃ। তমুবাচ ততো ব্রহ্মা প্রহসন্ মুনিপুঙ্গবম্।। ৩০
শ্লোক এবাস্ত্বয়ং বদ্ধো নাত্র কার্যা বিচারণা। মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী।। ৩১
রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম। ধর্মাত্মনো ভগবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ।। ৩২
বৃত্তং কথয় রামস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্। রহস্যঞ্চ প্রকাশঞ্চ যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ।। ৩৩
রামস্য সহ সৌমিত্রে রাক্ষসানাঞ্চ সর্বশঃ। বৈদেহ্যাশ্চৈব যদ্বৃত্তং প্রকাশং যদি বা রহঃ।। ৩৪
তচ্চাপ্যবিদিতং সর্বং বিদিতং তে ভবিষ্যতি। ন তে বাগনৃতা কাব্যে কাচিদত্র ভবিষ্যতি।। ৩৫
কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম্। যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।। ৩৬
তাবদ্ রামায়ণীকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি। যাবদ্ রামস্য চ কথা ত্বৎকৃতা প্রচরিষ্যতি।। ৩৭
তাবদূর্ধ্বমধশ্চ ত্বং মল্লোকেষু নিবৎস্যসি। ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততঃ সশিষ্যো ভগবান্ মুনির্বিস্ময়মাযযৌ।। ৩৮

মহাতেজস্বী, চতুর্মুখ ব্রহ্মা সেই মুনিপ্রবরকে দর্শনের জন্য নিজেই চলে এলেন। বাল্মীকি অকস্মাৎ তাঁকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে মৌনভাবে করজোড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কুশল জিজ্ঞাসার পর পাদ্য, অর্ঘ, আসনাদির দ্বারা বন্দনা করে দেবতা ব্রহ্মাকে তিনি পূজা করলেন। ঐশ্বর্যশালী ব্রহ্মা। শোভন আসনে উপবেশন করে ঋষি বাল্মীকিকেও আসনগ্রহণ করতে আদেশপ্রদান করলেন। সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা বাল্মীকির প্রদত্ত আসনে প্রত্যক্ষভাবে উপবেশন করার পর তাঁর অনুজ্ঞায় বাল্মীকিও আসনগ্রহণ করলেন। পূর্বের ঘটে-যাওয়া ঘটনা মনে মনে স্মরণ করে বাল্মীকি ধ্যানস্থ হলেন। হিংস্রচিত্ত সেই পাপাত্মা অত্যন্ত দুঃখজনক কার্যই করেছে। শ্রুতিমধুর কূজনরত ক্রৌঞ্চকে সে বিনা কারণে হত্যা করেছে। মনে মনে ক্রৌঞ্চীর শোকে বিহ্বল হয়ে তিনি আবার সেই শ্লোকটি উচ্চারণ করে ফেললেন। ব্রহ্মা হেসে তখন মুনিবরকে বললেন, হে ব্রহ্মন্, আমার ইচ্ছানুসারেই এই বাণী তোমার কণ্ঠ হতে নির্গত হয়েছে। এটি শ্লোক নামেই পরিচিত হোক। এই প্রসঙ্গে অন্য কোনো বিচারের প্রয়োজন নেই। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, ধর্মমূর্তি, ধীমান, ভগবান রামচন্দ্রের সমগ্র জীবনকাহিনী তুমি রচনা করো। নারদের নিকট যেমন শুনেছো সেভাবেই প্রজ্ঞাবান রামচন্দ্রের জীবনের গোপন এবং প্রকাশ্য ঘটনাবলী করো বর্ণনা। রামের সঙ্গে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ, রাক্ষসবর্গ এবং বিদেহরাজপুত্রী সীতারও যা কিছু গোপন এবং প্রকাশ্য জীবনবৃত্ত তুমি জানো, রচনায় তাও সব প্রকাশ করো।। ২৩-৩৫ ।। তোমার যা অজ্ঞাত আছে, সে সবই তুমি জানতে পারবে। এই কাব্যে তুমি যা বলবে, তার কোনোটিই মিথ্যে হবে না। পবিত্র এবং রমণীয় রামকথা তুমি শ্লোকাকারে রচনা করো। পৃথিবীতে যতদিন পর্বতরাজি বিদ্যমান থাকবে, নদীধারা হবে প্রবাহিত, ততোদিন পর্যন্ত তোমার রচিত রামজীবনকথা সংসারে প্রচারিত থাকবে। ততোদিন তুমিও অপ্রতিহতভাবে আমার নিবাসস্থান ব্রহ্মলোকে বিরাজ করবে। এই কথা বলেই ভগবান ব্রহ্মা সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। ভগবান বাল্মীকি তখন শিষ্য ভরদ্বাজসহ বিস্মিত হলেন। তারপর তাঁর শিষ্যেরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে আনন্দিতচিত্তে বারবার এই শ্লোক গান করতে লাগলেন। মহর্ষি বাল্মীকি সমান অক্ষরযুক্ত চারটি পদে গ্রথিত করে এই বাক্য গান করেছিলেন। সেটি পুনরায় আবৃত্তি করায় শোক আবার

তস্য শিষ্যাস্ততঃ সর্বে জগুঃ শ্লোকমিমং পুনঃ। মুহুর্মুহুঃ প্রীয়মাণাঃ প্রাহুশ্চ ভৃশবিস্মিতাঃ।। ৩৯
সমাক্ষরৈশ্চতুর্ভির্যঃ পাদৈর্গীতো মহর্ষিণা। সোঽনুব্যাহরণাদ্ ভূয়ঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।। ৪০
তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ। কৃৎস্নং রামায়ণং কাব্যমীদৃশৈঃ করবাণ্যহম্।। ৪১
উদারবৃত্তার্থপদৈর্মনোরমৈস্তদাস্য রামস্য চকার কীর্তিমান্।
সমাক্ষরৈঃ শ্লোকশতৈর্যশস্বিনো যশস্করং কাব্যমুদারদর্শনঃ।। ৪২
তদুপগতসমাস-সন্ধিযোগং সমমধুরোপনতার্থবাক্যবদ্ধম্।
রঘুবরচরিতং মুনিপ্রণীতং দশশিরসশ্চ বধং নিশাময়ধ্বম্।। ৪৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

শ্লোকে পরিণত হলো। ভাবাবিষ্ট মহর্ষি বাল্মীকির তখন এই বুদ্ধি জাগ্রত হলো যে, এভাবেই সমগ্র রামায়ণ কাব্য আমি রচনা করবো। পুণ্যদর্শন, যশস্বী ঋষি তখন প্রশস্ত ঘটনা, গভীর অর্থসমন্বিত রম্য পদরাজির মাধ্যমে সমান অক্ষরযুক্ত বহুশত শ্লোকের দ্বারা এই মনোহর কাব্যরচনা করলেন। সুতরাং হে জগদ্বাসি -পাঠকবর্গ, ঋষি-রচিত সুন্দর সমাস এবং শোভন সন্ধিযুক্ত, মধুর এবং সঙ্গত অর্থযুক্ত, বাক্যরাজির দ্বারা গ্রথিত রামচরিত পাঠ করুন। শ্রবণ করুন দশমস্তকধারী রাবণের নিধনবার্তা।। ৩৬-৪৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বিতীয় (২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।।

বাল্মীকিনা রামায়ণনিবদ্ধবিষয়াণাং সংক্ষেপত উপাখ্যানম্।

শ্রুত্বা বস্তু সমগ্রং তদ্ধর্মার্থসহিতং হিতম্। ব্যক্তমন্বেষতে ভূয়ো যদ্বৃত্তং তস্য ধীমতঃ।। ১
উপস্পৃশ্যোদকং সম্যঙ্ মুনিঃ স্থিত্বা কৃতাঞ্জলিঃ। প্রাচীনাগ্রেষু দর্ভেষু ধর্মেণান্বেষতে গতিম্।। ২
রাম-লক্ষ্মণ-সীতাভী রাজ্ঞা দশরথেন চ। সভার্যেণ সরাষ্ট্রেণ যৎ প্রাপ্তং তত্র তত্ত্বতঃ।। ৩
সিতং ভাষিতঞ্চৈব গতির্যাবচ্চ চেষ্টিতম্। তৎ সর্বং ধর্মবীর্যেণ যথাবৎ সম্প্রপশ্যতি।। ৪
স্ত্রীতৃতীয়েন চ তথা যৎ প্রাপ্তং চরতা বনে। সত্যসন্ধেন রামেণ তৎসর্বঞ্চান্ববৈক্ষত।। ৫
ততঃ পশ্যতি ধর্মাত্মা তৎ সর্বং যোগমাস্থিতঃ। পুরা যত্তত্র নির্বৃত্তং পাণাবামলকং যথা।। ৬
তৎ সর্বং তত্ত্বতো দৃষ্ট্বা ধর্মেণ স মহামতিঃ। অভিরামস্য রামস্য তৎ সর্বং কর্তুমুদ্যতঃ।। ৭

তৃতীয় (৩) সর্গ

বাল্মীকির দ্বারা রামায়ণে বর্ণিত বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

ধর্ম এবং গভীর অর্থযুক্ত মঙ্গলকর সমগ্র রামকাহিনী শুনে মহর্ষি বাল্মীকি মূল বক্তব্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। পূর্বদিকে অগ্রভাগ রয়েছে এমনভাবে পাতা কুশাসনে কৃতাঞ্জলি হয়ে উপবেশন করে তিনি বিধি অনুসারে আচমন করে রামচরিতের গতি-প্রকৃতি অনুধ্যান করতে লাগলেন। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, পত্নী এবং প্রজাগণসহ রাজা দশরথ সুখ-দুঃখাদি জীবনে যা যা পেয়েছেন, সবই তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন। ধর্ম এবং ক্ষাত্রবীর্যসমন্বিত তাঁরা যেরকম হেসেছেন, যা বলেছেন এবং যা করেছেন—সবই তিনি দেখলেন। সত্যসন্ধ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ এবং তৃতীয়জন সীতাকে নিয়ে বনে বিচরণ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, সে সবই তিনি সুষ্ঠুভাবে ধ্যাননেত্রে দর্শন করলেন। যোগ অবলম্বন করে ধর্মমূর্তি ঋষি পূর্বে যা যা ঘটেছিলো সবই হস্তে আমলকী ফলের মতো স্পষ্টভাবে দেখলেন। অভিরাম রামচন্দ্রের জীবনবৃত্ত আনুপূর্বিক ও যথাযথভাবে

কামার্থগুণসংযুক্তং ধর্মার্থগুণবিস্তরম্। সমুদ্রমিব রত্নাঢ্যং সর্বশ্রুতিমনোহরম্।। ৮
স যথা কথিতং পূর্বং নারদেন মহাত্মনা। রঘুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্ মুনিঃ।। ৯
জন্ম রামস্য সুমহদ্ বীর্যং সর্বানুকূলতাম্। লোকস্য প্রিয়তাং ক্ষান্তিং সৌম্যতাং সত্যশীলতাম্।। ১০
নানা চিত্রাঃ কথাশ্চান্যা বিশ্বামিত্রসহায়নে। জানক্যাশ্চ বিবাহঞ্চ ধনুষশ্চ বিভেদনম্।। ১১
রাম-রামবিবাদঞ্চ গুণান্ দাশরথেস্তথা। তথাভিষেকং রামস্য কৈকেয্যা দুষ্টভাবতাম্।। ১২
বিঘাতঞ্চাভিষেকস্য রামস্য চ বিবাসনম্। রাজ্ঞঃ শোকং বিলাপঞ্চ পরলোকস্য চাশ্রয়ম্।। ১৩
প্রকৃতীনাং বিষাদঞ্চ প্রকৃতীনাং বিসর্জনম্। নিষাদাধিপসংবাদং সূতোপাবর্তনং তথা।। ১৪
গঙ্গায়াশ্চাপি সন্তারং ভরদ্বাজস্য দর্শনম্। ভরদ্বাজাভ্যনুজ্ঞানাচ্চিত্রকূটস্য দর্শনম্।। ১৫
বাস্তুকর্মনিবেশঞ্চ ভরতাগমনং তথা। প্রাসাদনঞ্চ রামস্য পিতুশ্চ সলিলক্রিয়াম্।। ১৬
পাদুকাগ্র্যাভিষেকঞ্চ নন্দিগ্রামনিবাসনম্। দণ্ডকারণ্যগমনং বিরাধস্য বধং তথা।। ১৭
দর্শনং শরভঙ্গস্য সুতীক্ষ্ণেণ সমাগমম্। অনসূয়াসমাখ্যাঞ্চ অঙ্গরাগস্য চার্পণম্।। ১৮
দর্শনং চাপ্যগস্ত্যস্য ধনুষো গ্রহণং তথা। শূর্পণখ্যাশ্চ সংবাদং বিরূপকরণন্তথা।। ১৯
বধং খর-ত্রিশিরসোরুত্থানং রাবণস্য চ। মারীচস্য বধঞ্চৈব বৈদেহ্যা হরণন্তথা।। ২০
রাঘবস্য বিলাপঞ্চ গৃধ্ররাজনিবর্হণম্। কবন্ধদর্শনঞ্চৈব পম্পায়াশ্চাপি দর্শনম্।। ২১
শবরীদর্শনঞ্চৈব ফলমূলাশনন্তথা। প্রলাপঞ্চৈব পম্পায়াং হনূমদ্দর্শনন্তথা।। ২২
ঋষ্যমূকস্য গমনং সুগ্রীবেণ সমাগমম্। প্রত্যয়োৎপাদনং সখ্যং বালি-সুগ্রীববিগ্রহম্।। ২৩
বালিপ্রমথনঞ্চৈব সুগ্রীবপ্রতিপাদনম্। তারাবিলাপং সময়ং বর্ষরাত্রনিবাসনম্।। ২৪
কোপং রাঘবসিংহস্য বলানামুপসংগ্রহম্। দিশঃ প্রস্থাপনঞ্চৈব পৃথিব্যাশ্চ নিবেদনম্।। ২৫

দেখে সেই মহামনস্বী ধর্মীয় কর্তব্যবোধে তা প্রকাশ করতে উদ্যত হলেন। সেই বাঙ্ময় প্রকাশ ছিলো সাগরের মতো রত্নপূর্ণ। সকলের শ্রুতিসুখকর। এবং চিত্তাকর্ষক। মহর্ষি নারদ পূর্বে যেভাবে বলেছেন ঠিক সেইভাবেই রঘুবংশীয় রাজন্যমণ্ডলীর চরিতকথা মহর্ষি বাল্মীকি রচনা করলেন। রামের জন্ম, মহত্ত্ব এবং বীর্যবত্তা, সকলের প্রিয়কর্মসাধন, জনপ্রিয়তা, ক্ষমা, স্নিগ্ধতা, সত্যনিষ্ঠা তিনি বর্ণনা করলেন। বিশ্বামিত্রের সাহায্যে নানা বিচিত্র ঘটনা, জানকীর বিবাহ, হরধনু ভঙ্গ, রঘুপতি রাম এবং পরশুরামের বিবাদ, রামচন্দ্রের গুণরাজি, অভিষেক, কৈকেয়ীর দুরভিসন্ধি, অভিষেকে বিঘ্ন, রামচন্দ্রের নির্বাসন, রাজা দশরথের শোক-বিলাপ, পরলোকপ্রয়াণ, প্রজাবর্গের বিষাদ, প্রজাগণকে পরিত্যাগ করে তাঁর বনগমন—সবই তিনি বিবৃত করেছেন। এই রচনায় রয়েছে নিষাদরাজ গুহের সঙ্গে ভরদ্বাজমুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাঁর অনুরোধে চিত্রকূট দর্শন, কুটীর -নির্মাণ এবং রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নেবার জন্য ভরতের আগমন। আছে ভরতের দ্বারা রামের প্রসন্নতাবিধানের প্রয়াস এবং স্বর্গত পিতা দশরথের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের তর্পণ। আছে রাম-পাদুকার অভিষেক, ভরতের নন্দিগ্রামে বাস, রামের দণ্ডকারণ্যে গমন, বিরাধ নামক রাক্ষসের নিধন, শরভঙ্গ নামক মুনির দর্শন, সুতীক্ষ্ণের সঙ্গে মিলন, অনসূয়ার সঙ্গে সীতার অবস্থান, সীতার দেহে অঙ্গরাগ দান। বর্ণিত হয়েছে অগস্ত্যের দর্শন, তাঁর নিকট হতে ধনুর্গ্রহণ, শূর্পণখার কাহিনী, তার নাসিকা-ছেদনের মাধ্যমে বৈরূপসাধন, খর এবং ত্রিশিরার সংহার, রাবণের আবির্ভাব, মারীচের বধ, সীতাহরণ, রামের বিলাপ, পক্ষিরাজ জটায়ুর মৃত্যু, কবন্ধের দর্শন, পম্পাসরোবরের সৌন্দর্য উপভোগ, শবরীর সাক্ষাৎ ও তার প্রদত্ত ফলমূল ভোজন, পম্পাতীরে বিলাপ এবং হনুমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ।। ১-২২।। তারপর আছে ঋষ্যমূকপর্বতে গমন। সুগ্রীবের সঙ্গে মিলন। তার বিশ্বাস উৎপাদন এবং মৈত্রীস্থাপন। বালি এবং সুগ্রীবের যুদ্ধ। বালি-নিধন। সুগ্রীবের অভিষেক। তারার বিলাপ। রাম ও সুগ্রীবের পরামর্শ। বর্ষাকাল-যাপন। রামচন্দ্রের ক্রোধ। সৈন্যসংগ্রহ। সৈন্যদের বিভিন্নদিকে প্রেরণ। পৃথিবীর বর্ণনা। রামের অঙ্গুরীয়ক দান। ভল্লুকের বিবরদর্শন। সাগরসৈকতে অনশনে উপবেশন এবং সম্পাতির দর্শন। বর্ণিত হয়েছে হনুমানের পর্বতারোহণ ও সাগর লঙ্ঘন। সমুদ্রের

অঙ্গুলীয়কদানঞ্চ ঋক্ষস্য বিলদর্শনম্। প্রায়োপবেশনঞ্চৈব সম্পাতেশ্চাপি দর্শনম্।। ২৬
পর্বতারোহণঞ্চৈব সাগরস্যাপি লঙ্ঘনম্। সমুদ্রবচনাচ্চৈব মৈনাকস্য চ দর্শনম্।। ২৭
রাক্ষসীতর্জনঞ্চৈব ছায়াগ্রাহস্য দর্শনম্। সিংহিকায়াশ্চ নিধনং লঙ্কা-মলয়দর্শনম্।। ২৮
রাত্রৌ লঙ্কাপ্রবেশঞ্চ একস্যাপি বিচিন্তনম্। অপানভূমিগমনমবরোধস্য দর্শনম্।। ২৯
দর্শনং রাবণস্যাপি পুষ্পকস্য চ দর্শনম্। অশোকবনিকাযানং সীতায়াশ্চাপি দর্শনম্।। ৩০
অভিজ্ঞানপ্রদানঞ্চ সীতায়াশ্চাপি ভাষণম্। রাক্ষসীতর্জনঞ্চৈব ত্রিজটাস্বপ্নদর্শনম্।। ৩১
মণিপ্রদানং সীতায়া বৃক্ষভঙ্গস্তথৈব চ। রাক্ষসীবিদ্রবঞ্চৈব কিঙ্করাণাং নিবর্হণম্।। ৩২
গ্রহণং বায়ুসূনোশ্চ লঙ্কাদাহাভিগর্জনম্। প্রতিপ্লবনমেবাথ মধূনাং হরণন্তথা।। ৩৩
রাঘবাশ্বাসনং চৈব মণিনির্যাতনন্তথা। সঙ্গমঞ্চ সমুদ্রেণ নলসেতোশ্চ বন্ধনম্।। ৩৪
প্রতারঞ্চ সমুদ্রস্য রাত্রৌ লঙ্কাবরোধনম্। বিভীষণেন নিধনং বধোপায়নিবেদনম্।। ৩৫
কুম্ভকর্ণস্য নিধনং মেঘনাদনিবর্হণম্। রাবণস্য বিনাশঞ্চ সীতাবাপ্তিমরেঃ পুরে।। ৩৬
বিভীষণাভিষেকঞ্চ পুষ্পকস্য চ দর্শনম্। অযোধ্যায়াশ্চ গমনং ভরদ্বাজসমাগমম্।। ৩৭
প্রেষণং বায়ুপুত্রস্য ভরতেন সমাগমম্। রামাভিষেকাভ্যুদয়ং সর্বসৈন্যবিসর্জনম্।
স্বরাষ্ট্ররঞ্জনঞ্চৈব বৈদেহ্যাশ্চ বিসর্জনম্।। ৩৮
অনাগতঞ্চ যৎকিঞ্চিদ্ রামস্য বসুধাতলে। তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ।। ৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

বাক্যে মৈনাকপর্বত দর্শন। রাক্ষসীদের তর্জন। ছায়াগ্রাহিনী সিংহিকার দর্শন ও নিধন। লঙ্কা ও মলয়ের দর্শন। রাত্রিতে লঙ্কাপ্রবেশ। একলা থাকার চিন্তা। রাবণের মদ্যপানস্থানে গমন। অন্তঃপুরে রাবণের এবং পুষ্পক রথের দর্শন। অশোকবনে গমন। তথায় সীতাদি দর্শন। রামের স্মারক-অঙ্গুরীয়ক-প্রদান। সীতার ভাষণ। রাক্ষসীদের তর্জন। ত্রিজটা নাম্নী রাক্ষসীর স্বপ্নদর্শন। সীতা কর্তৃক মণিপ্রদান। হনুমানের দ্বারা বৃক্ষরাজির ধ্বংসসাধন। রাক্ষসীদের পলায়ন। হনুমান কর্তৃক রাবণের ভৃত্যদের বধ। ইন্দ্রজিতের দ্বারা বায়ুপুত্র হনুমানের বন্ধন। লঙ্কাদাহকালে হনুমানের গর্জন। সমুদ্র লঙ্ঘন। বধূদের হরণ। রামচন্দ্রকে আশ্বাসপ্রদান ও মণিপ্রদান। রাম ও সমুদ্রের মিলন। নলের দ্বারা সেতুনির্মাণ। সমুদ্র উত্তরণ। রাত্রিতে লঙ্কাবরোধ। বিভীষণের সঙ্গে সাক্ষাৎ। রাবণের বধের উপায় নিবেদন। কুম্ভকর্ণের নিধন। মেঘনাদের সংহার। রাবণের ধ্বংস। সীতাকে ফিরে পাওয়া। লঙ্কার সিংহাসনে বিভীষণের অভিষেক। পুষ্পকবিমানের দর্শন। আরও আছে—রামচন্দ্র প্রমুখের অযোধ্যাযাত্রা। ভরদ্বাজের সঙ্গে মিলন। পবন-পুত্র হনুমানকে ভরতের নিকট প্রেরণ। ভরতের সঙ্গে মিলন। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক। সৈন্যসকলকে বিসর্জন। নিজের রাষ্ট্রের প্রজাবর্গের সন্তুষ্টিবিধান এবং সীতা-বিসর্জন। ধরিত্রীতে অনাগত কালেরও যা কিছু রামলীলা, এই কাব্যের উত্তরভাগে তাও ভগবান বাল্মীকি উপনিবদ্ধ করেছেন।। ২৩-৩৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের তৃতীয় (৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্থঃ সর্গঃ ।।

রামস্য রাজ্যপ্রাপ্ত্যনন্তরং পুত্রমুখাদেব স্বচরিতশ্রবণমিত্যেতাবদুপোদ্ঘাতরূপেণ বর্ণনম্।

প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ। চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ।। ১
চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ। তথা সর্গশতান্ পঞ্চষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরম্।। ২

চতুর্থ (৪) সর্গ

শ্রীরামচন্দ্র সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। তখন পুত্রের মুখ থেকে নিজের চরিতকথা শ্রবণ। কথারম্ভরূপে এই হলো বর্ণনা।

যে রামচন্দ্র রাজ্যলাভ করেছিলেন, তাঁরই সমগ্র জীবনকথা সুন্দর পদবিন্যাসে মনোহর অর্থযুক্ত করে রচনা করেছিলেন ভগবান বাল্মীকি। এই কাব্যে ঋষি-কবি চব্বিশ হাজার শ্লোক সন্নিবিষ্ট করেন। পাঁচ শত সর্গে এবং

কৃত্বা তু তন্মহাপ্রাজ্ঞঃ সভবিষ্যং সহোত্তরম্। চিন্তয়ামাস কো ন্বেতৎ প্রযুঞ্জীয়াদিতি প্রভুঃ।। ৩
তস্য চিন্তয়মানস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ। অগ্রহীতাং ততঃ পাদৌ মুনিবেষৌ কুশী-লবৌ।। ৪
কুশী-লবৌ তু ধর্মজ্ঞৌ রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ। ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ দদর্শাশ্রমবাসিনৌ।। ৫
স তু মেধাবিনৌ দৃষ্ট্বা বেদেষু পরিনিষ্ঠিতৌ। বেদোপবৃংহণার্থায় তাবগ্রাহয়ত প্রভুঃ।। ৬
কাব্যং রামায়ণং কৃৎস্নং সীতায়াশ্চরিতং মহৎ। পৌলস্ত্যবধমিত্যেবং চকার চরিতব্রতঃ।। ৭
পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্। জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্।। ৮
রসৈঃ শৃঙ্গার-করুণ-হাস্য-রৌদ্র-ভয়ানকৈঃ। বীরাদিভী রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্।। ৯
তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্চ্ছনকোবিদৌ। ভ্রাতরৌ স্বরসম্পন্নৌ গন্ধর্বাবিব রূপিণৌ।। ১০
রূপ-লক্ষণসম্পন্নৌ মধুরস্বরভাষিণৌ। বিম্বাদিবোত্থিতৌ বিম্বৌ রামদেহাত্তথাপরৌ।। ১১
তৌ রাজপুত্রৌ কাৎর্স্ন্যেন ধর্ম্যমাখ্যানমুত্তমম্। বাচোবিধেয়ং তৎ সর্বং কৃত্বা কাব্যমনিন্দিতৌ।। ১২
ঋষীণাঞ্চ দ্বিজাতীনাং সাধূনাঞ্চ সমাগমে। যথোপদেশং তত্ত্বজ্ঞৌ জগতুঃ সুসমাহিতৌ।। ১৩
মহাত্মানৌ মহাভাগৌ সর্বলক্ষণলক্ষিতৌ। তৌ কদাচিৎ সমেতানামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্।। ১৪
মধ্যেসভং সমীপস্থাবিদং কাব্যমগায়তাম্। তচ্ছ্রুত্বা মুনয়ঃ সর্বে বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণাঃ।। ১৫
সাধু সাধ্বিতি তাবূচুঃ পরং বিস্ময়মাগতাঃ। তে প্রীতমনসঃ সর্বে মুনয়ো ধর্মবৎসলাঃ।। ১৬
প্রশশংসুঃ প্রশস্তব্যৌ গায়মানৌ কুশী-লবৌ। অহো গীতস্য মাধুর্যং শ্লোকানাঞ্চ বিশেষতঃ।। ১৭
চিরনির্বৃত্তমপ্যেতৎ প্রত্যক্ষমিব দর্শিতম্। প্রবিশ্য তাবুভৌ সুষ্ঠু তথা ভাবমগায়তাম্।। ১৮

প্রথমে ছয় ও পরে উত্তরকাণ্ড নিয়ে সামগ্রিকভাবে সাতটি কাণ্ডে বিন্যস্ত এই মহাকাব্য। শক্তিমান কবি মহামনীষী বাল্মীকি রামচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কর্মধারাসহ উত্তরাকাণ্ডসমন্বিত এই মহাকাব্য রচনা করে চিন্তা করলেন—কে এই মহাকাব্য জনসমাজে প্রচার করবে? মহর্ষি এই বিষয়ে ভাবাবিষ্ট হয়ে যখন চিন্তা করছিলেন তখন ঋষিবালকের বেশধারী কুশী এবং লব এসে তাঁর চরণবন্দনা করলো। কুশী এবং লব এই দুই ভ্রাতা ধর্মজ্ঞ। এবং প্রখ্যাত রাজপুত্র। আশ্রমবাসী এই দু'জনকে স্বরজ্ঞানসম্পন্ন, মেধাযুক্ত এবং বেদে প্রভূত জ্ঞানীরূপে ঋষি দেখেছিলেন। বেদপ্রচারের যোগ্য বলে ঋষি তাদের গ্রহণ করেছিলেন। রামচরিত প্রচারে ধৃতব্রত ঋষি সীতার মহনীয় চরিত্র এবং রাবণ-নিধনাদিসহ সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্য তাদের শিক্ষাদান করলেন। পাঠে এই কাব্য মধুর। গানেও মধুর। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত—এই ত্রিবিধ তালে শ্রবণ-সুখকর। যড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ—এই সপ্তসুরে বীণা এবং মৃদঙ্গাদিযোগে এই রামায়ণ গান করা যেতে পারে। ঋষি তাদের বললেন—শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, ভয়ানক, বীরাদি রসের দ্বারা যুক্ত এই কাব্য তোমরা গান করো।। ১-৯ ।। কুশী এবং লব। দুই ভাই। সঙ্গীতশাস্ত্রে নিষ্ণাত। রূপবান এবং শুভলক্ষণযুক্ত। এই দু'জনের ভাষণ অতি মধুর। রামদেহ থেকে উৎপন্ন বলে তারা দেখতে ঠিক রামেরই মতো। যেন রামের রূপের দু'টি প্রতিবিম্ব। সুদর্শন দুই রাজকুমার ধর্মীয়কাহিনীযুক্ত এই কাব্য সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করে আবৃত্তি করতে শিখলো। ঋষিরা এলে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এই দ্বিজেরা এলে বা সাধুরা এলে ঋষির আদেশানুসারে তত্ত্ববেত্তা এই বালক দু'টি অত্যন্ত মনোযোগসহকারে রামায়ণ গান করতো।। ১০-১৩ ।। একদিন সমবেত আত্মজ্ঞানী ঋষিদের সভায় সর্বসুলক্ষণযুক্ত, মহনীয় চরিত্র, মহাভাগ্যবান এই দুই ভ্রাতা সম্মিলিতভাবে গানের মাধ্যমে এই কাব্য পরিবেশন করলো। ঐ গান শুনে ঋষিরা সকলেই বিস্মিত হয়ে অশ্রুপূর্ণলোচনে দুই কিশোরকে সাধুবাদে অভিনন্দিত করলেন। ধর্মনিষ্ঠ মুনিসকল সন্তুষ্টচিত্তে প্রশংসার যোগ্য গায়কদ্বয় কুশী এবং লবকে প্রশংসা করলেন। তাঁরা বললেন, আহা, সঙ্গীতের—বিশেষতঃ শ্লোকাবলীর কী অপূর্ব মাধুর্য! অতীতে ঘটে গেলেও ঘটনাবলী আজও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি! দুই ভাই সভায় প্রবেশ করে কী সুন্দরভাবে গাইছে! স্বরসম্পদে মধুর এবং মনোরঞ্জক তাদের গান। তপস্যার জন্য প্রশংসনীয় এই ঋষিরা কুশী-লবের

সহিতৌ মধুরং রক্তং সম্পন্নং স্বরসম্পদা। এবং প্রশস্যমানৌ তৌ তপঃশ্লাঘ্যৈর্মহর্ষিভিঃ।। ১৯
সংরক্ততরমত্যর্থং মধুরং তাবগায়তাম্। প্রীতঃ কশ্চিন্মুনিস্তাভ্যাং সংস্থিতঃ কলসং দদৌ।। ২০
প্রসন্নো বল্কলং কশ্চিদ্দদৌ তাভ্যাং মহাযশাঃ। অন্যঃ কৃষ্ণাজিনমদাদ্ যজ্ঞসূত্রন্তথাপরঃ।। ২১
কশ্চিৎ কমণ্ডলুং প্রাদান্মৌঞ্জীমন্যে মহামুনিঃ। বৃসীমন্যস্তদা প্রাদাৎ কৌপীনমপরো মুনিঃ।। ২২
তাভ্যাং দদৌ তদা হৃষ্টঃ কুঠারমপরো মুনিঃ। কাষায়মপরো বস্ত্রং চীরমন্যো দদৌ মুনিঃ।। ২৩
জটাবন্ধনমন্যস্ত্ত কাষ্ঠরজ্জুং মুদান্বিতঃ। যজ্ঞভাণ্ডমৃষিঃ কশ্চিৎ কাষ্ঠভারং তথাপরঃ।। ২৪
ঔদুম্বরীং বৃসীমন্যঃ স্বস্তি কেচিত্তদাবদন্। আয়ুষ্যমপরে প্রাহুর্মুদা তত্র মহর্ষয়ঃ।। ২৫
দদুশ্চৈবং বরান্ সর্বে মুনয়ঃ সত্যবাদিনঃ। আশ্চর্যমিদমাখ্যানং মুনীনাং সংপ্রকীর্তিতম্।। ২৬
পরং কবীনামাধারং সমাপ্তঞ্চ যথাক্রমম্। অভিগীতমিদং গীতং সর্বগীতেষু কোবিদৌ।। ২৭
আয়ুষ্যং পুষ্টিজননং সর্বশ্রুতিমনোহরম্। প্রশস্যমানৌ সর্বত্র কদাচিত্তত্র গায়কৌ।। ২৮
রথ্যাসু রাজমার্গেষু দদর্শ ভরতাগ্রজঃ। স্ববেশ্ম চানীয় ততো ভ্রাতরৌ স কুশী-লবৌ।। ২৯
পূজয়ামাস পূজার্হৌ রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ। আসীনঃ কাঞ্চনে দিব্যে স চ সিংহাসনে প্রভুঃ।। ৩০
উপোপবিষ্টৈঃ সচিবৈর্ভ্রাতৃভিশ্চ সমন্বিতঃ। দৃষ্ট্বা তু রূপসম্পন্নৌ বিনীতৌ ভ্রাতরাবুভৌ।। ৩১
উবাচ লক্ষ্মণং রামঃ শত্রুঘ্নং ভরতং তথা। শ্রূয়তামেতদাখ্যানমনয়োর্দেববর্চসোঃ।। ৩২
বিচিত্রার্থপদং সম্যগ্গায়কৌ সমচোদয়ৎ। তৌ চাপি মধুরং রক্তং স্বচিত্তায়ত নিঃস্বনম্।। ৩৩
তন্ত্রীলয়বদত্যর্থং বিশ্রুতার্থমগায়তাম্। হ্লাদয়ৎসর্বগাত্রাণি মনাংসি হৃদয়ানি চ।
শ্রোত্রাশ্রয়সুখং গেয়ং তদ্বভৌ জনসংসদি।। ৩৪

প্রশংসা করতে লাগলেন। তাতে তারা আরও দরদ দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে মধুরভাবে গান করতে লাগলো। তখন আনন্দিত হয়ে এক মুনি তাদের দুইভাইকে একটি কলম উপহার দিলেন।। ১৪-২০ ।। বিখ্যাত এক ঋষি সন্তুষ্ট হয়ে বল্কল-দান করলেন। আর একজন দিলেন কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম। অপরে দিলেন উপবীত। কেউ দিলেন কমণ্ডলু। আর একজন মহর্ষি দিলেন মুঞ্জ নামক তৃণে নির্মিত ব্রহ্মচারি-পরিধেয় মেখলা। আবার কেউ দিলেন কুঠার। অপরে দিলেন গেরুয়া বসন। কেউ দিলেন চীর তথা বস্ত্রখণ্ড। আরেকজন দিলেন জটা বাঁধবার সূত্র। সন্তুষ্ট হয়ে কেউ বা দিলেন কাষ্ঠভার-বহনের জন্য মোটা রজ্জু। কেউ দিলেন যজ্ঞপাত্র। কেউ বা কাষ্ঠভার। কোনো ঋষি দিলেন যজ্ঞডুমুরের কাষ্ঠনির্মিত পিঁড়ি। কেউ বললেন—মঙ্গল হোক। সানন্দে অন্য মহর্ষিরা বললেন—আয়ু বৃদ্ধি হোক। সত্যবাদী ঋষিরা এইভাবে তাদের দু'জনকে বরসমূহ তথা ভালো ভালো দ্রব্যাদি দান করলেন। মহর্ষি বাল্মীকির দ্বারা রচিত এই কাহিনীও অভূতপূর্ব মনোহর। পরবর্তী কবিকুলের এই রামকথাই হলো অবলম্বন। সুশিক্ষিত বালকদ্বয় ছিলো সর্বপ্রকার সঙ্গীতে সুনিপুণ। তারা শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সমগ্র কাব্য ভালোভাবে গান করলো। এই সঙ্গীত ছিলো আয়ুবর্ধক, সৌভাগ্যসম্পাদক। এবং সকলেরই শ্রুতিসুখকর। ফলে সকলেই তাদের প্রশংসা করতেন। একদিন ভরতের অগ্রজ রামচন্দ্র রাজপথে কুশী-লব ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখে নিজ গৃহে নিয়ে এলেন। শত্রুদমনকারী মহারাজ রামচন্দ্র স্বর্ণসিংহাসনে উপবেশন করে সম্বর্ধনার যোগ্য সেই দুইজনকে অভিনন্দিত করলেন।। ২১-৩০।। তাঁর নিকটেই ভ্রাতৃবর্গ এবং মন্ত্রিমণ্ডলী আসন পরিগ্রহ করেছেন। রূপবান এবং বিনম্র এই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখে লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন এবং ভরতকে রামচন্দ্র বললেন, দেবতার ন্যায় দীপ্তিমান এই বালকদ্বয়ের কাহিনীসমন্বিত গীতিকাব্য তোমরা শ্রবণ করো। এর অর্থ গম্ভীর। এবং পদবিন্যাসও সুন্দর। বালক দু'টিকে রামগান গাইতে বললেন। তারাও দু'জনে নিজেদের সামর্থ্যানুসারে উচ্চকণ্ঠে রাগ-রাগিণীযোগে রামায়ণ গান করতে লাগলো। শ্রোতৃসমাজে সেই শ্রুতিরম্য গান সকলের শরীর, মন ও চিত্তকে করলো আনন্দিত। রাম তখন ভ্রাতৃবর্গকে বললেন, দেখো, এই ঋষি-বালকদ্বয় রাজলক্ষণযুক্ত। কুশী-লব মহাতাপস। তাদের গান কল্যাণকর বলে আমার মনে হচ্ছে। এই মহদ্ভাবযুক্ত

ইমৌ মুনী পার্থিবলক্ষণান্বিতৌ কুশী-লবৌ চৈব মহাতপস্বিনৌ।
মমাপি তদ্‌ভূতিকরং প্রচক্ষতে মহানুভাবং চরিতং নিবোধত।। ৩৫
ততস্তু তৌ রামবচঃ প্রচোদিতাবগায়তাং মার্গ-বিধানসম্পদা।
স চাপি রামঃ পরিষদ্‌গতঃ শনৈর্বুভূষয়াসক্তমনা বভূব।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ।

চরিতকথা তোমরা সকলে শ্রবণ করো। রামচন্দ্রের বাক্যে প্রবুদ্ধ হয়ে দুই ভ্রাতা সংস্কৃতগানের বিধি অনুসারে গাইতে আরম্ভ করলো। পারিষদবর্গ নিয়ে উপবিষ্ট রামচন্দ্রও তখন ক্রমশঃ সেই গানে তন্ময় হয়ে গেলেন।। ৩১-৩৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের চতুর্থ (৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চমঃ সর্গঃ ।।

মনুনির্মিত-কোশলজনপদান্তর্বর্ত্যযোধ্যাবর্ণনম্‌।

সর্বাপূর্বমিয়ং যেষামাসীৎ কৃৎস্না বসুন্ধরা। প্রজাপতিমুপাদায় নৃপাণাং জয়শালিনাম্‌।। ১
যেষাং স সগরো নাম সাগরো যেন খানিতঃ। যষ্টিপুত্রসহস্রাণি যং যান্তং পর্যবারয়ন্‌।। ২
ইক্ষ্বাকূণামিদং তেষাং রাজ্ঞাং বংশে মহাত্মনাম্‌। মহদুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্‌।। ৩
তদিদং বর্তয়িষ্যাবঃ সর্বং নিখিলমাদিতঃ। ধর্ম-কামার্থসহিতং শ্রোতব্যমনসূয়তা।। ৪
কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্‌। নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধন-ধান্যবান্‌।। ৫
অযোধ্যানামনগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা। মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্মিতা স্বয়ম্‌।। ৬
আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী। শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা।। ৭
রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা। মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ।। ৮
তাং তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্রবিবর্ধনঃ। পুরীমাবাসয়ামাস দিবি দেবপতির্যথা।। ৯
কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরায়ণাম্‌। সর্বযন্ত্রায়ুধবতীমুষিতাং সর্বশিল্পিভিঃ।। ১০

পঞ্চম (৫) সর্গ

মনুনির্মিত কোশলরাজ্যের অন্তর্গত অযোধ্যা নগরীর বর্ণনা।

বিশাল এই পৃথিবী সকলেরই পূর্ব হতে বিরাজিতা ছিলো। প্রজাপতি ব্রহ্মাকে নিয়ে এইবংশের রাজারা ছিলেন বিজয়শ্রী-মণ্ডিত। তাঁদের একজন ছিলেন সগর। তিনি সাগরকে খনন করেছিলেন। ষাট হাজার পুত্র তাঁকে সর্বদা অনুগমন করতো। এই রাজবংশের নাম ছিলো ইক্ষ্বাকুবংশ। মহনীয়-চরিত্র এই রাজবংশের কাহিনীই হলো রামায়ণ নামক প্রখ্যাত কাব্য। এখন আমরা এই মহাকাব্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবো। ধর্ম, কাম এবং অর্থদায়ক এই মহাকাব্য অসূয়া অর্থাৎ অপরের দোষদর্শন পরিত্যাগ করে শ্রবণ করতে হবে। কোশল নামে ছিলো একটি সমৃদ্ধ এবং আনন্দদায়ক রাজ্য। সরযূনদীর তীরে অবস্থিত এই রাজ্য ছিলো ধনধান্যে পরিপূর্ণ।। ১-৫ ।। অযোধ্যা নামে জগদ্‌বিখ্যাত এক নগরী ছিলো এই রাজ্যে। মানবশ্রেষ্ঠ মনু স্বয়ং এই নগরী নির্মাণ করেন। নগরীর দৈর্ঘ্য ছিলো দ্বাদশ যোজন। প্রস্থ ছিলো তিন যোজন। শ্রীসম্পন্ন এই মহানগরীতে ছিলো সুপরিকল্পিত প্রশস্ত রাজপথ। জলের দ্বারা নিত্য সেগুলিকে সিক্ত করা হতো। পথের পার্শ্বে ছিলো কুসুমিত তরুলতা। তাদের ঝরে-পড়া কুসুমরাশি ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়ায় সৌরভ এবং সৌন্দর্যে পথগুলি হয়ে উঠতো সুখপ্রদ। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন স্বর্গের অমরাবতীতে বাস করেন, তেমনি বিশাল রাষ্ট্রের মহিমাবর্ধনকারী রাজা দশরথ এই অযোধ্যাপুরীতে বসবাস করতেন। রাজধানী অযোধ্যা প্রাচীর-পরিবেষ্টিত

সূত-মাগধসম্বাধাং শ্রীমতীমতুলপ্রভাম্। উচ্চাট্টাল-ধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্।। ১১
বধূনাটকসঙ্ঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্বতঃ পুরীম্। উদ্যানাম্রবনোপেতাং মহতীং সালমেখলাম্।। ১২
দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্। বাজি-বারণসম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা।। ১৩
সামন্তরাজসঙ্ঘৈশ্চ বলিকর্মভিরাবৃতাম্। নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগ্ভিরুপশোভিতাম্।। ১৪
প্রাসাদৈ রত্নবিকৃতৈঃ পর্বতৈরিব শোভিতাম্। কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্।। ১৫
চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণাযুতাম্। সর্বরত্নসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্।। ১৬
গৃহগাঢামবিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্। শালিতণ্ডুলসম্পূর্ণামিক্ষুকাণ্ডরসোদকাম্।। ১৭
দুন্দুভীভির্মৃদঙ্গৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা। নাদিতাং ভৃশমত্যর্থং পৃথিব্যাং তামনুত্তমাম্।। ১৮
বিমানমিব সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি। সুনিবেশিতবেশ্মান্তাং নরোত্তমসমাবৃতাম্।। ১৯
যে চ বাণৈর্ন বিধ্যন্তি বিবিক্তমপরাপরম্। শব্দবেধ্যঞ্চ বিততং লঘুহস্তা বিশারদাঃ।। ২০
সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহাণাং মত্তানাং নদতাং বনে। হন্তারো নিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্বলাদ্ বাহুবলৈরপি।। ২১
তাদৃশানাং সহস্রৈস্তামভিপূর্ণাং মহারথৈঃ। পুরীমাবাসয়ামাস রাজা দশরথস্তদা।। ২২
তামগ্নিমদ্ভির্গুণবদ্ভিরাবৃতাং দ্বিজোত্তমৈর্বেদ-ষড়ঙ্গপারগৈঃ।
সহস্রদৈঃ সত্যরতৈর্মহাত্মভির্মহর্ষিকল্পৈর্ঋষিভিশ্চ কেবলৈঃ।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ।

থাকায় মধ্যে মধ্যে ছিলো কপাট এবং সুদৃশ্য তোরণ। সর্বপ্রকার যন্ত্র এবং অস্ত্র সেখানে মজুত ছিলো। সর্বপ্রকারের শিল্পী সেখানে বাস করতেন। রাজস্তুতি পাঠক বৈতালিক এবং সঙ্গীতবৃত্তিধারী মাগধেরা সেখানে আশ্রয় পেয়েছিলেন। সমৃদ্ধ এবং অতুলনীয় শোভা-সম্পন্ন ছিলো এই নগরী। ছিলো উচ্চতল অট্টালিকা। সেগুলির শীর্ষে পতাকা উড্ডীণ থাকতো। নগরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শত শত নরহত্যায়-সমর্থ শ'য়ে শ'য়ে শতঘ্নী তথা কামান সন্নিবেশিত ছিলো। নারীদের অভিনয়যোগ্য বহু নাট্যশালা ছিলো। সুদৃশ্য উদ্যান, আম্রবন এবং মেখলার মতো শালতরুশ্রেণীর দ্বারা পরিশোভিত ছিলো এই নগরী। দুর্গম এবং গভীর পরিখার দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় এই নগরী শত্রুদের কাছে ছিলো অগম্য। প্রভূত অশ্ব, হস্তী, গোধন, উষ্ট্র এবং গর্দভাদি পশু সেখানে ছিলো। সামন্তরাজন্যমণ্ডলী সেখানে বলি তথা পূজার উপচার নিয়ে উপস্থিত থাকতেন। নানা দেশ থেকে বণিকগণ সেখানে সমবেত হতেন। রত্ননির্মিত পর্বতের মতো সমুচ্চ বিশাল প্রাসাদসমূহে শোভিত ছিলো এই নগরী। গোপন আলোচনার জন্য অনেক গুপ্তকক্ষ সেখানে ছিলো। সৌন্দর্যে এবং ঐশ্বর্যে ইন্দ্রের অমরাবতীর মতো মনে হতো অযোধ্যাকে। সুন্দরী নারীরা এই নগরে সুন্দর এবং কৈলাশপর্বতের (*অষ্টাপদ = কৈলাশপর্বত*) মতো সমৃদ্ধ অট্টালিকাসমূহে বাস করতেন। সর্বপ্রকার রত্নে সমৃদ্ধ ছিলো এই নগরী। সপ্ততল বিশিষ্ট (*বিমান = সপ্ততল গৃহ*) প্রাসাদসমূহে আকর্ষণীয় ছিলো এই নগরী। সমভূমিতে ঘনসন্নিবিষ্টভাবে ছিলো গৃহসমূহ। শালিতণ্ডুলে পূর্ণ ছিলো নগরী। জল ছিলো আখের রসের মতো সুমিষ্ট। ধরণীতলে এই রম্য নগরীতে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা, পটহ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি ভালোভাবে শ্রুত হতো। জনগণ ছিলো সংস্কৃতি-সচেতন। সিদ্ধগণের (*উপদেবতা*) তপোলব্ধ বিমানের মতো ছিলো এই নগরী। গৃহসমূহের প্রবেশপথ ছিলো সুপরিকল্পিত। সশস্ত্র বীর রক্ষিগণ সেখানে অবস্থান করতেন। তাঁরা তৎপর এবং অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ হলেও ইতস্ততঃ ছড়িয়ে-থাকা অসহায় শত্রুকে এবং যাদের বাক্যের দ্বারাই পরাজিত করা যায় তাদের বাণের দ্বারা বিদ্ধ করতেন না। প্রহরীরা বনে গর্জনরত মদমত্ত সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকরসমূহকে বীর্যবত্তার সঙ্গে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করতেন। হাজার হাজার মহাবীরের দ্বারা এইপ্রকারে সুরক্ষিত নগরীতে রাজা দশরথ বাস করতেন। নিত্য হোম-নিরত অগ্নিহোত্রী গুণবান উত্তম ব্রাহ্মণেরা সেখানে বাস করতেন। তাঁরা শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, নিরুক্ত এবং জ্যোতিষ এই ছয় অঙ্গসহ বেদবিদ্যায় ছিলেন নিষ্ণাত। সহস্র দানে অভ্যস্ত, সত্যনিষ্ঠ ও মহর্ষিতুল্য ছিলেন এই মহাত্মা ঋষিরা।। ৬-২৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চম (৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।।

অযোধ্যায়াং দশরথস্য শাসনকালে তৎকালীনাখিলজনানাবস্থাবর্ণনম্।

তস্যাং পূর্যামযোধ্যায়াং বেদবিৎ সর্বসংগ্রহঃ। দীর্ঘদর্শী মহাতেজাঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ।। ১
ইক্ষ্বাকূণামতিরথো যজ্বা ধর্মপরো বশী। মহর্ষিকল্পো রাজর্ষিস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।। ২
বলবান্নিহতামিত্রো মিত্রবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। ধনৈশ্চ সঞ্চয়ৈশ্চান্যৈঃ শক্রবৈশ্রবণোপমঃ।। ৩
যথা মনুর্মহাতেজা লোকস্য পরিরক্ষিতা। তথা দশরথো রাজা লোকস্য পরিরক্ষিতা।। ৪
তেন সত্যাভিসন্ধেন ত্রিবর্গমনুতিষ্ঠতা। পালিতা সা পুরী শ্রেষ্ঠা ইন্দ্রেণেবামরাবতী।। ৫
তস্মিন্ পুরবরে হৃষ্টা ধর্মাত্মানো বহুশ্রুতাঃ। নরাস্তুষ্টা ধনৈঃ স্বৈঃ স্বৈরলুব্ধাঃ সত্যবাদিনঃ।। ৬
নাল্পসন্নিচয়ঃ কশ্চিদাসীত্তস্মিন্ পুরোত্তমে। কুটুম্বী যো হ্যসিদ্ধার্থোঽগবাশ্ব-ধন-ধান্যবান্।। ৭
কামী বা ন কদর্যো বা নৃশংসঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ। দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাবিদ্বান্ ন চ নাস্তিকঃ।। ৮
সর্বে নরাশ্চ নার্যশ্চ ধর্মশীলাঃ সুসংযুতাঃ। মুদিতাঃ শীল-বৃত্তাভ্যাং মহর্ষয় ইবামলাঃ।। ৯

ষষ্ঠ (৬) সর্গ

অযোধ্যায় দশরথের শাসন-সময়ে তৎকালীন জনগণের অবস্থা বর্ণনা

ঐ অযোধ্যা নগরীতে বেদজ্ঞ দশরথ বাস করতেন। তিনি সর্ববিধ সজ্জনবর্গকে সংগ্রহ করেছিলেন। 'ক্রান্তদর্শী' তেজস্বী এই রাজা পুরবাসী এবং জনপদবাসী প্রজাবর্গের প্রিয়।। ১ ।। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অতিরথ তথা একাই দশসহস্র বীর মহারথের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ। আবার তিনি ছিলেন যজ্ঞানুষ্ঠান -পরায়ণ। ধর্মনিষ্ঠ এবং জিতেন্দ্রিয়। মহর্ষিপ্রতিম এই রাজর্ষি স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে তথা ত্রিলোকে প্রখ্যাত ছিলেন।। ২ ।। ইন্দ্রিয়জয়ী, বলবান এই রাজার ছিলো বহুবান্ধব। বহু শত্রুকে তিনি পরাভূত করেছিলেন। সঞ্চিত ধন এবং অর্জিত সম্পদের জন্য তিনি শক্রের তথা ইন্দ্রের এবং বৈশ্রবণ তথা কুবেরের তুল্য ছিলেন।। ৩ ।। মহাতেজস্বী মনু যেমন ছিলেন জগতের পরিপালক, তেমনি দশরথও ছিলেন রাজ্য ও জনগণের সংরক্ষক।। ৪।। ধর্ম, অর্থ, কাম—এই ত্রিবর্গের অনুসরণকারী, সত্যসন্ধ এই রাজা, ইন্দ্র যেমন অমরাবতীকে পালন করেন, সেইভাবে এই শ্রেষ্ঠনগরী অযোধ্যাকে পালন করতেন।।৫ ।। সেই শ্রেষ্ঠ নগরে যাঁরা বাস করতেন তাঁরাও ছিলেন ধর্মপ্রাণ। এবং বিদ্বান। তাঁরা ছিলেন নির্লোভ। সত্যপরায়ণ। নিজেদের উপার্জিত ধনে সদাসন্তুষ্ট।।৬ ।। সেই উত্তম নগরীতে যাঁরা বাস করতেন তাঁদের কারোরই সঞ্চয়স্বল্প ছিলো না। তাঁরা ছিলেন আত্মীয়বৎসল। ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ তাঁরা। নিজেদের প্রয়োজনসাধনে সক্ষম ছিলেন। কারো মুখাপেক্ষী তাঁদের হতে হতো না।।৭ ।। তাঁর শাসনে অযোধ্যায় কামুক, কদর্য তথা কৃপণ এবং নিষ্ঠুর কোনো ব্যক্তি ছিলো না। মূর্খ এবং নাস্তিক অযোধ্যায় দেখা যেতো না *(বৃহদারণ্যক উপনিষদে রাজা অশ্বপতি বলছেন - তাঁর রাজ্যে কোনো চোর নেই। কৃপণ নেই। নেই মদ্যপায়ী। যজ্ঞ করেন না এমন ব্রাহ্মণ নেই। অর্থাৎ সকল ব্রাহ্মণই ধর্মানুষ্ঠান তথা যজ্ঞপরায়ণ। চরিত্রহীন পুরুষ এবং চরিত্রহীনা নারী নেই। 'ন সে স্তেনো জনপদে ন কদর্যো ন মদ্যপঃ। ন অনাহিতাগ্নির্ ব্রাহ্মণো ন স্বৈরঃ স্বৈরিণী তথা।।" ভারতে উপনিষদ থেকে রামরাজা হয়ে শিবাজী পর্যন্ত ছিলো এই ধরনের রাজা এবং প্রজা। রাজা ভারতে শাসক এবং শোষক নন। স্বীয় চরিত্রের এবং কর্মের দ্বারা প্রজাবর্গকে রঞ্জিত করতেন বলেই তাঁরা রাজা—রঞ্জয়তি ইতি রাজা—এই হলো ব্যুৎপত্তি। আদর্শচরিত্র রাজার শাসনে প্রজারাও হয় আদর্শনিষ্ঠ)* ।।৮ ।।নরনারীসকল ছিলো ধর্মপরায়ণ। এবং সংযত-চরিত্র। স্বভাব এবং আচরণে মহর্ষিদের মতো ছিলো তারা। আনন্দিত। এবং নির্মলচরিত্র।।৯ ।। সবাই কর্ণে কুণ্ডল এবং মস্তকে মুকুট ধারণ করতো। সবাই যথেষ্ট সুখসম্পদ ভোগ করতো। তাদের দেহ ছিলো মার্জিত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চন্দনাদি প্রলেপহীন

নাকুণ্ডলী নামুকুটী নাস্রগ্বী নাল্পভোগবান্। নামৃষ্টো ন নলিপ্তাঙ্গো নাসুগন্ধশ্চ বিদ্যতে।। ১০
নামৃষ্টভোজী নাদাতা নাপ্যঙ্গদনিষ্কধৃক্। নাহস্তাভরণো বাপি দৃশ্যতে নাপ্যনাত্মবান্।। ১১
নানাহিতাগ্নির্নাযজ্বা ন ক্ষুদ্রো বা ন তস্করঃ। কশ্চিদাসীদযোধ্যায়াং ন চাবৃত্তো ন সঙ্করঃ।। ১২
স্বকর্মনিরতা নিত্যং ব্রাহ্মণা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ। দানাধ্যয়নশীলাশ্চ সংযতাশ্চ প্রতিগ্রহে।। ১৩
নাস্তিকো নানৃতো বাপি ন কশ্চিদবহুশ্রুতঃ। নাসূয়কো ন চাশক্তো নাবিদ্বান্ বিদ্যতে ক্বচিৎ।। ১৪
নাষডঙ্গবিদত্রাস্তি নাব্রতো নাসহস্রদঃ। ন দীনঃ ক্ষিপ্তচিত্তো বা ব্যথিতো বাপি কশ্চন।। ১৫
কশ্চিন্নরো বা নারী বা নাশ্রীমান্নাপ্যরূপবান্। দ্রষ্টুং শক্যমযোধ্যায়াং নাপি রাজন্যভক্তিমান্।। ১৬
বর্ণেষ্বগ্র্যচতুর্থেষু দেবতাতিথিপূজকাঃ। কৃতজ্ঞাশ্চ বদান্যাশ্চ শূরা বিক্রমসংযুতাঃ।। ১৭
দীর্ঘায়ুষো নরাঃ সর্বে ধর্মং সত্যঞ্চ সংশ্রিতাঃ। সহিতাঃ পুত্র-পৌত্রৈশ্চ নিত্যং স্ত্রীভিঃ পুরোত্তমে।। ১৮
ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখং চাসীৎ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ। শূদ্রাঃ স্বকর্মনিরতাঃ ত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ।। ১৯
সা তেনেক্ষ্বাকুনাথেন পুরী সুপরিরক্ষিতা। যথা পুরস্তান্মনুনা মানবেন্দ্রেণ ধীমতা।। ২০
যোধানামগ্নিকল্পানাং পেশলানামমর্ষিণাম্। সম্পূর্ণ-কৃতবিদ্যানাং গুহা কেশরিণামিব।। ২১
কাম্বোজবিষয়ে জাতৈর্বাহ্লীকৈশ্চ হয়োত্তমৈঃ। বনায়ুজৈর্নদীজৈশ্চ পূর্ণা হরিহয়োত্তমৈঃ।। ২২
বিন্ধ্যপর্বতজৈর্মত্তৈঃ পূর্ণা হৈমবতৈরপি। মদান্বিতৈরতিবলৈর্মাতঙ্গৈঃ পর্বতোপমৈঃ।। ২৩
ঐরাবতকুলীনৈশ্চ মহাপদ্মকুলৈস্তথা। অঞ্জনাদপি নিষ্ক্রান্তৈর্বামনাদপি চ দ্বিপৈঃ।। ২৪

কেউই থাকতো না। সবাই সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার করতো।। ১০ ।। অশুদ্ধ অন্ন কেউ ভোজন করতো না। দানশীল ছিলো সবাই। সবাই বাহুতে অঙ্গদ (*অলঙ্কার বিশেষ*) ধারণ করতো। সেখানে কেউই আত্মজ্ঞানহীন ছিলো না।। ১১ ।। অগ্নিতে আহুতিবিহীন কোনো যজ্ঞকারী সেখানে ছিলো না। নীচমনা এবং চোর সেখানে দেখা যেতো না। সদাচারবর্জিত এবং ভিন্নবর্ণে বিবাহসঞ্জাত সন্তান (*সঙ্কর*) অযোধ্যায় ছিলো না।। ১২ ।। ব্রাহ্মণেরা ছিলেন জিতেন্দ্রিয়। স্বীয় কর্তব্যপালনে সর্বদা নিরত। বিদ্যাদান এবং অধ্যয়নপরায়ণ ছিলেন তাঁরা। দানগ্রহণে সংযত থেকে তাঁরা ছিলেন নির্লোভ।। ১৩ ।। কোনো ব্রাহ্মণই নাস্তিক ছিলেন না। মিথ্যাবাদী ছিলেন না। সবাই ছিলেন সুশিক্ষিত। কোনো ব্রাহ্মণই পরশ্রীকাতর, দুর্বল এবং মূর্খ ছিলেন না।। ১৪ ।। সবাই ছিলেন বেদের ছয়টি অঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এবং নিরুক্তে নিষ্ণাত। ব্রতহীন এবং দানবিমুখ কেউ ছিলেন না। দরিদ্র, ক্ষিপ্ত এবং বিষণ্ণ কেউ ছিলেন না।। ১৫ ।। রূপহীন কোনো পুরুষ এবং লাবণ্যহীনা কোনো নারী সেখানে ছিলো না। রাজভক্তিশূন্য কোনো প্রজা অযোধ্যায় দেখা যেতো না।। ১৬ ।। জনগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চতুর্বর্ণের সবাই দেবতা এবং অতিথিকে অর্চনা করতেন। তাঁরা ছিলেন কৃতজ্ঞ। উদার। বীর এবং প্রতাপশালী।। ১৭ ।। সত্য এবং ধর্মকে আশ্রয় করে সকল মানুষই তখন ছিলো দীর্ঘজীবী। পত্নী, পুত্র ও পৌত্রদের নিয়ে সেই উত্তম-নগরে তাঁরা সুখেই সংসারজীবন পালন করতেন।। ১৮ ।। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের অনুগত ছিলো। বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়দের অনুসরণ করতো, শূদ্রেরা তিন বর্ণের সেবার মাধ্যমে নিজেদের কর্তব্যপালন করতো।। ১৯ ।। প্রাচীনকালের মানবশ্রেষ্ঠ, মনস্বী মনুর মতো ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের দ্বারা এই অযোধ্যাপুরী সুরক্ষিত ছিলো।। ২০ ।। সিংহের দ্বারা যেমন গুহা পূর্ণ থাকে সেরকমই অগ্নিকল্প তেজস্বী, পেশল তথা দক্ষ, অমর্ষি তথা পরাজয়ে অসহিষ্ণু এবং সম্পূর্ণ কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের দ্বারা অযোধ্যানগরী ছিলো পূর্ণ।। ২১ ।। কম্বোজ, বাহ্লীক, বনায়ু এবং নদীজ তথা সিন্ধুদেশ-জাত অশ্বসমূহের দ্বারা পূর্ণ ছিলো অযোধ্যা। হরি তথা ইন্দ্রের উত্তম অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবার তুল্য ছিলো এই অশ্বসমূহ।। ২২ ।। বিন্ধ্যাচল এবং হিমালয়-জাত অতি শক্তিশালী, পর্বতপ্রমাণ, মদমত্ত হস্তিরাজির দ্বারা পূর্ণ ছিলো এই মহানগরী।। ২৩ ।। ঐরাবত, মহাপদ্ম, অঞ্জন, বামন প্রভৃতি প্রখ্যাত হস্তিবংশে-জাত ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ এবং ভদ্রমন্দ্র, ভদ্রমৃগ, মৃগমন্দ্র প্রভৃতি হস্তীর দ্বারা সেই পুরী পূর্ণ ছিলো। এই হস্তীগুলি ছিলো নিত্য

ভদ্রৈর্মন্দ্রৈর্মৃগৈশ্চৈব ভদ্রমন্দ্রমৃগৈস্তথা। ভদ্রমন্দ্রৈর্ভদ্রমৃগৈর্মৃগমন্দ্রৈশ্চ সা পুরী।। ২৫
নিত্যমত্তৈঃ সদা পূর্ণা নাগৈরচলসন্নিভৈঃ। সা যোজনে দ্বে চ ভূয়ঃ সত্যনামা প্রকাশতে।। ২৬
যস্যাং দশরথো রাজা বসন্ জগদপালয়ৎ।।
তাং পুরীং স মহাতেজা রাজা দশরথো মহান্। শশাস শমিতামিত্রো নক্ষত্রাণীব চন্দ্রমাঃ।। ২৭
তাং সত্যনামাং দৃঢতোরণার্গলাং গৃহৈর্বিচিত্রৈরুপশোভিতাং শিবাম্।
পুরীমযোধ্যাং নৃসহস্রসঙ্কুলাং শসাস বৈ শক্রসমো মহীপতিঃ।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

শক্তিমদমত্ত। আকারে পর্বতের ন্যায় সমুচ্চ ।। ২৪-২৫ ।। দুই যোজন বিস্তারেই এই অযোধ্যা নাম সার্থক হয়ে উঠেছিলো। নক্ষত্রপতি চন্দ্র যেমন নক্ষত্ররাজিকে নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি সেখানেই মহাতেজস্বী মহারাজা দশরথ বাস করে জগৎ পরিপালন করতেন।। ২৬-২৭ ।। সার্থকনাম্নী অযোধ্যানগরীতে কেউ যুদ্ধ করতে পারে না বলে অযোধ্যায় সুদৃঢ় তোরণ এবং অর্গল নির্মাণ করে ইন্দ্রের ন্যায় রাজা দশরথ প্রশাসন পরিচালনা করতেন। কল্যাণময়ী এই নগরী মনোরম গৃহসমূহের দ্বারা সুশোভিত ছিলো। সহস্র বরনারী সেখানে বাস করতো।। ২৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের ষষ্ঠ (৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তমঃ সর্গঃ ।।

দশরথস্যাষ্টামাত্যানামন্যেষাঞ্চ নীতিবর্ণনম্

তস্যামাত্যা গুণৈরাসন্নিক্ষ্বাকোঃ সুমহাত্মনঃ। মন্ত্রজ্ঞাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ নিত্যং প্রিয়হিতে রতাঃ।। ১
অষ্টৌ বভূবুর্বীরস্য তস্যামাত্যা যশস্বিনঃ। শুচয়শ্চানুরক্তাশ্চ রাজকৃত্যেষু নিত্যশঃ।। ২
ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সুরাষ্ট্রো রাষ্ট্রবর্ধনঃ। অকোপো ধর্মপালশ্চ সুমন্ত্রশ্চাষ্টমোঽর্থবিৎ।। ৩
ঋত্বিজৌ দ্বাবভিমতৌ তস্যাস্তামৃষিসত্তমৌ। বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ মন্ত্রিণশ্চ তথাপরে।। ৪
সুযজ্ঞোঽপ্যথ জাবালিঃ কাশ্যপোঽপ্যথ গৌতমঃ। মার্কণ্ডেয়স্তু দীর্ঘায়ুস্তথা কাত্যায়নো দ্বিজঃ।। ৫
এতৈর্ব্রহ্মর্ষিভির্নিত্যমৃত্বিজস্তস্য পৌর্বকাঃ। বিদ্যাবিনীতা হ্রীমন্তঃ কুশলা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ।। ৬

সপ্তম (৭) সর্গ

রাজা দশরথের আটজন মন্ত্রী এবং অন্যান্যদের বর্ণনা।

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের মন্ত্রীরা ছিলেন রাজনৈতিক মন্ত্রণায় সুপণ্ডিত। ইঙ্গিতের দ্বারাই অপরের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হতেন। রাজ্যের কল্যাণে প্রিয় কর্মসাধনে তাঁরা সর্বদাই তৎপর থাকতেন। বীর রাজা দশরথের মন্ত্রীর সংখ্যা ছিলো আট। তাঁরা ছিলেন যশস্বী। পবিত্রকর্মা এবং নিত্যই রাজকর্মে অনুরক্ত। এঁরা হলেন ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্ধন, অকোপ ও ধর্মপাল। অর্থশাস্ত্রজ্ঞ সুমন্ত্র ছিলেন অষ্টম মন্ত্রী।।১-৩।। নিয়মিত যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ঋষিপ্রবর বশিষ্ঠ এবং বামদেব তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ছিলেন অন্য মন্ত্রীরাও। তাঁরা হলেন সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, বর্ষীয়ান মার্কণ্ডেয় এবং ব্রাহ্মণ কাত্যায়ন।।৪-৫ ।। আগে থেকেই বংশানুক্রমিকভাবে নিযুক্ত অমাত্য এবং ঋষিরা এইসকল ব্রহ্মর্ষিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজকার্য সম্পন্ন করতেন। তাঁরা ছিলেন বিদ্বান। বিনয়ান্বিত। লজ্জাশীল। দক্ষ এবং জিতেন্দ্রিয়। অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ। বিক্রমপ্রকাশে দৃঢ়চিত্ত। রূপৈশ্বর্যসম্পন্ন তাঁরা ছিলেন যশস্বী এবং সদাসতর্ক। তাঁরা কথায় যা

শ্রীমন্তশ্চ মহাত্মানঃ শস্ত্রজ্ঞা দৃঢবিক্রমাঃ। কীর্তিমন্তঃ প্রণিহিতাঃ যথাবচনকারিণঃ।। ৭
তেজঃ-ক্ষমা-যশঃপ্রাপ্তাঃ স্মিতপূর্বাভিভাষিণঃ। ক্রোধাৎ কামার্থহেতোর্বা ন ব্রূয়ুরনৃতং বচঃ।। ৮
তেষামবিদিতং কিঞ্চিৎ স্বেষু নাস্তি পরেষু বা। ক্রিয়মাণং কৃতং বাপি চারেণাপি চিকীর্ষিতম্।। ৯
কুশলা ব্যবহারেষু সৌহৃদেষু পরীক্ষিতাঃ। প্রাপ্তকালং যথাদণ্ডং ধারয়েয়ুঃ সুতেষ্বপি।। ১০
কোশসংগ্রহণে যুক্তা বলস্য চ পরিগ্রহে। অহিতং চাপি পুরুষং ন হিংস্যুরবিদূষকম্।। ১১
বীরাশ্চ নিয়তোৎসাহা রাজশাস্ত্রমনুষ্ঠিতাঃ। শুচীনাং রক্ষিতারশ্চ নিত্যং বিষয়বাসিনাম্।। ১২
ব্রহ্ম-ক্ষত্রমহিংসন্তস্তে কোশং সমপূরয়ন্। সুতীক্ষ্ণদণ্ডাঃ সংপ্রেক্ষ্য পুরুষস্য বলাবলম্।। ১৩
শুচীনামেকবুদ্ধীনাং সর্বেষাং সংপ্রজানতাম্। নাসীৎ পুরে রাষ্ট্রে বা মৃষাবাদী নরঃ ক্বচিৎ।। ১৪
কশ্চিন্ন দুষ্টস্তত্রাসীৎ পরদাররতির্নরঃ। প্রশান্তং সর্বমেবাসীদ্ রাষ্ট্রং পুরবরঞ্চ তৎ।। ১৫
সুবাসসঃ সুবেশাশ্চ তে চ সর্বে শুচিব্রতাঃ। হিতার্থাশ্চ নরেন্দ্রস্য জাগ্রতো নয়চক্ষুষা।। ১৬
গুরোর্গুণগৃহীতাশ্চ প্রখ্যাতাশ্চ পরাক্রমৈঃ। বিদেশেষ্বপি বিজ্ঞাতাঃ সর্বতো বুদ্ধিনিশ্চয়াঃ।। ১৭
অভিতো গুণবন্তশ্চ ন চাসন্ গুণবর্জিতাঃ। সন্ধি-বিগ্রহতত্ত্বজ্ঞাঃ প্রকৃত্যা সম্পদান্বিতাঃ।। ১৮
মন্ত্রসংবরণে শক্তাঃ শক্তাঃ সূক্ষ্মাসু বুদ্ধিষু। নীতিশাস্ত্রবিশেষজ্ঞাঃ সততং প্রিয়বাদিনঃ।। ১৯
ঈদৃশৈস্তৈরমাত্যৈশ্চ রাজা দশরথোঽনঘঃ। উপপন্নো গুণোপেতৈরন্বশাসদ্ বসুন্ধরাম্।। ২০
অবেক্ষ্যমাণশ্চারেণ প্রজা ধর্মেণ রক্ষয়ন্। প্রজানাং পালনং কুর্বন্নধর্মং পরিবর্জয়ন্।। ২১

বলতেন, কাজে তা রূপায়িত করতেন।।৬-৭ ।। যথোচিতভাবে তেজ এবং ক্ষমাপ্রদর্শনের জন্য তাঁরা ছিলেন প্রখ্যাত। পূর্বে মৃদু হেসে পরে তাঁরা কথা বলতেন। ক্রোধ, কাম বা অর্থের জন্য তাঁরা মিথ্যা কথা বলতেন না। নিজেদের এবং শত্রুপক্ষের কোনো কিছুই তাঁদের অজ্ঞাত ছিলো না। যা ঘটেছে এবং যা ঘটবে সবকিছুই তাঁরা গুপ্তচরের মাধ্যমে ইচ্ছা করলে জানতে পারতেন। ব্যবহারশাস্ত্রে (*মামলা-মোকদ্দমাদি বিষয়ে*) তাঁরা ছিলেন সুনিপুণ। পরীক্ষায় জানা যেতো যে তাঁদের বন্ধুত্ব ছিলো অকৃত্রিম। দোষী হলে পুত্রদেরও তাঁরা যথাকালে দণ্ডদান করতেন।। ৮-১০ ।। রাজকোষের জন্য ধনবৃদ্ধিতে এবং সৈন্যসংগ্রহে তাঁরা সর্বদা আত্মনিয়োগ করতেন। অমঙ্গলকারী, দোষী এবং নির্দোষ কাউকেও তাঁরা নিপীড়িত করতেন না।। ১১ ।। তাঁরা ছিলেন বীর। সতত উদ্যমশীল। তাঁদের আচরণ ছিলো রাজনীতিশাস্ত্র-সম্মত। দেশ (*বিষয়*)-বাসী পবিত্রচরিত্র সজ্জনবর্গকে তাঁরা রক্ষা করতেন।। ১২ ।। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের হিংসার দ্বারা পীড়ন না করে রাজার অর্থভাণ্ডার তাঁরা পূর্ণ করেছিলেন। অপরাধীর বলাবল তথা দোষগুণ বিচার করে তাঁরা কঠোর দণ্ডদান করতেন। পবিত্র-চরিত্র, স্থিরমতি, সম্যগ্ জ্ঞানী এই মন্ত্রীমণ্ডলের সুশাসনে নগরে এবং জনপদে রাষ্ট্রের সর্বত্র মিথ্যাবাদী, দুষ্টচরিত্র এবং পরস্ত্রীগামী কোনো মানুষ ছিলো না। নগরসহ রাষ্ট্রের সর্বত্র প্রশান্তি বিরাজ করতো।। ১৩-১৫ ।। পবিত্রকর্মা এই অমাত্যেরা সুন্দর বেশবাসে সুসজ্জিত থাকতেন। রাজার কল্যাণের জন্য নীতিরূপ নেত্রকে উন্মীলিত রেখে তাঁরা সর্বদা সজাগ থাকতেন।। ১৬ ।। গুরুজনদের গুণই তাঁরা গ্রহণ করতেন। দোষ নয়। বীরত্বে তাঁরা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা ভালোভাবে বৈদেশিক সংবাদ নিতেন। সর্বত্র স্থিরবুদ্ধিতে তাঁরা কার্যসম্পাদন করতেন।। ১৭ ।। সর্বগুণে তাঁরা ছিলেন গুণী। কেউই গুণহীন ছিলেন না। সন্ধি-বিগ্রহের রাজনীতিবিজ্ঞান তাঁরা জানতেন। স্বভাবতই তাঁরা ছিলেন ঐশ্বর্যসম্পন্ন।। ১৮ ।। এই মন্ত্রীরা সকলে মন্ত্রগোপনে সমর্থ ছিলেন। ছিলেন তাঁরা সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন। নীতিশাস্ত্র তাঁরা বিশেষভাবেই জানতেন। সর্বদাই তাঁরা প্রিয়ভাষী ছিলেন।। ১৯ ।। এইপ্রকার গুণসম্পন্ন অমাত্যদের দ্বারা নিষ্পাপ রাজা দশরথ বিশালরাজ্যকে শাসন করতেন।। ২০ ।। গুপ্তচরদের দ্বারা রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা তিনি অবহিত হতেন। প্রজাবর্গকে স্বধর্ম-রক্ষায় প্রবর্তিত করে শাসন করতেন। অধর্ম পরিহার করে প্রজাবর্গকে পালন করতেন তিনি।। ২১ ।। সত্যসন্ধ সমুদার রাজা ত্রিলোকে বিখ্যাত ছিলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ ধরিত্রীতে শাসন

বিশ্রুতস্ত্রিষু লোকেষু বদান্যঃ সত্যসঙ্গরঃ। স তত্র পুরুষব্যাঘ্রঃ শশাস পৃথিবীমিমাম্।। ২২
নাধ্যগচ্ছদ্ বিশিষ্টং বা তুল্যং বা শত্রুমাত্মনঃ। মিত্রবান্নতসামন্তঃ প্রতাপহতকণ্টকঃ।
স শশাস জগদ্ রাজা দিবি দেবপতির্যথা।। ২৩
তৈর্মন্ত্রিভির্মন্ত্রহিতে নিবিষ্টৈর্বৃতোঽনুরক্তৈঃ কুশলৈঃ সমর্থৈঃ।
স পার্থিবো দীপ্তিমবাপ যুক্তস্তেজোময়ৈর্গোভিরিবোদিতোঽর্কঃ।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ।

করতেন।। ২২ ।। রাজ্যশাসন-সময়ে তিনি নিজের চেয়ে অধিক বা সমান শক্তিসম্পন্ন শত্রুর সম্মুখীন হন নি। তিনি অনেক বন্ধুস্থানীয় রাজা পেয়েছিলেন। বীর্যবত্তার দ্বারা শত্রুদের তিনি নির্মূল করেছিলেন। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের মতো তিনি জগৎকে শাসন করেছেন।। ২৩ ।। দীপ্তিশালী কিরণরাজির (*গো-কিরণ*) দ্বারা উদয়কালীন সূর্য যেমন সমুজ্জ্বল হন, সেইরকম রাজা দশরথও মন্ত্রণার দ্বারা কল্যাণসাধনে নিরত, অনুগত, নিপুণ এবং শক্তিশালী মন্ত্রীমণ্ডলীর দ্বারা প্রদীপ্ত হয়েছিলেন।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের সপ্তম (৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টমঃ সর্গঃ ।।

তস্যাপুত্রত্বাদশ্বমেধকরণে সুমন্ত্রেণ সহ সংবাদঃ, তত্র সম্মিলিতানামমাত্যানাং সমীপেঽশ্বমেধপ্রশ্নঃ। তৎকারণে বসিষ্ঠাদীনামনুমতিঃ, অশ্বমোচনম্, সরয্বুত্তরতীরে যজ্ঞভূমিবিধানম্। গৃহাগতরাজ্ঞো দারাণাং পুত্রপ্রাপ্ত্যর্থং দীক্ষাগ্রহণানুমতিশ্চ।

তস্য চৈবং প্রভাবস্য ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ। সুতার্থং তপ্যমানস্য নাসীদ্ বংশকরঃ সুতঃ।। ১
চিন্তয়ানস্য তস্যৈবং বুদ্ধিরাসীন্মহাত্মনঃ। সুতার্থং বাজিমেধেন কিমর্থং ন যজাম্যহম্।। ২
স নিশ্চিতাং মতিং কৃত্বা যষ্টব্যমিতি বুদ্ধিমান্। মন্ত্রিভিঃ সহ ধর্মাত্মা সর্বৈরপি কৃতাত্মভিঃ।। ৩
ততোঽব্রবীন্মহাতেজাঃ সুমন্ত্রং মন্ত্রিসত্তমম্। শীঘ্রমানয় মে সর্বান্ গুরূংস্তান্ সপুরোহিতান্।। ৪
ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বরিতং গত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ। সমানয়ৎ স তান্ সর্বান্ সমস্তান্ বেদপারগান্।। ৫
সুযজ্ঞং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কাশ্যপম্। পুরোহিতং বসিষ্ঠঞ্চ যে চাপ্যন্যে দ্বিজোত্তমাঃ।। ৬
তান্ পূজয়িত্বা ধর্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা। ইদং ধর্মার্থসহিতং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ।। ৭

অষ্টম (৮) সর্গ

তিনি অপুত্রক ছিলেন বলে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার জন্য সুমন্ত্রের সঙ্গে আলোচনা। সেখানে সমবেত মন্ত্রীদের নিকট অশ্বমেধ বিষয়ে প্রশ্ন। সরযূনদীর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমিনির্মাণ। গৃহে গমন করে রাজা দশরথ পুত্রলাভের জন্য পত্নীদের যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণের অনুমতি প্রদান করলেন।

এইমতো প্রভাবশালী, ধার্মিক, মহাপ্রাণ, রাজা দশরথ পুত্রের জন্য তপস্যা করেও বংশধরপুত্র লাভ করতে পারলেন না।। ১ ।। এইজন্য চিন্তনরত মহাত্মা দশরথের মনে এলো—"পুত্রের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আমি করছি না কেন?"।। ২ ।। ধর্মনিষ্ঠ, বুদ্ধিমান সেই রাজা মন্ত্রীসমূহের সঙ্গে মন্ত্রণা করে স্থির করলেন, "যজ্ঞ আমায় করতে হবে"।।৩ ।। এবার তেজস্বী সেই রাজা মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ সুমন্ত্রকে বললেন, "পুরোহিতবর্গের সঙ্গে ঋষিসকলকে সত্বর নিয়ে এসো"।। ৪ ।। ত্বরিদ্‌গতি সুমন্ত্র তখন তাড়াতাড়ি গিয়ে বৈদিকযজ্ঞাদিতে যাঁরা পারদর্শী তাঁদেরকে নিয়ে এলেন।। ৫ ।। সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং অন্যসকল উত্তম ব্রাহ্মণদেরকে ধর্মপ্রাণ রাজা দশরথ অর্চনার দ্বারা সম্বর্ধিত করে মধুরভাবে অর্থযুক্ত বাক্য বললেন—।। ৬-৭ ।। "পুত্রলাভের জন্য উৎকণ্ঠায় আমার সুখ চলে গেছে। এইজন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের

মম লালপ্যমানস্য সুতার্থং নাস্তি বৈ সুখম্। তদর্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম।। ৮
তদহং যষ্টুমিচ্ছামি শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা। কথং প্রাপ্স্যাম্যহং কামং বুদ্ধিরত্র বিচিন্ত্যতাম্।। ৯
ততঃ সাধ্বিতি তদ্বাক্যং ব্রাহ্মণাঃ প্রত্যপূজয়ন্। বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে পার্থিবস্য মুখেরিতম্।। ১০
ঊচুশ্চ পরমপ্রীতাঃ সর্বে দশরথং বচঃ। সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তান্তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্।। ১১
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্। সর্বথা প্রাপ্স্যসে পুত্রানভিপ্রেতাংশ্চ পার্থিব।। ১২
যস্য তে ধার্মিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা। ততস্তুষ্টোঽভবদ্ রাজা শ্রুত্বৈতদ্দ্বিজভাষিতম্।। ১৩
অমাত্যানব্রবীদ্ রাজা হর্ষ-ব্যাকুললোচনঃ। সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং মে গুরূণাং বচনাদিহ।। ১৪
সমর্থাধিষ্ঠিতশ্চাশ্বঃ সোপাধ্যায়ো বিমুচ্যতাম্। সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্।। ১৫
শান্তয়শ্চাপি বর্ধন্তাং যথাকল্পং যথাবিধি। শক্যঃ প্রাপ্তুময়ং যজ্ঞঃ সর্বেণাপি মহীক্ষিতা।। ১৬
নাপরাধো ভবেৎ কষ্টো যদ্যস্মিন্ ক্রতুসত্তমে। ছিদ্রং হি মৃগয়ন্তে স্ম বিদ্বাংসো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।। ১৭
বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য সদ্যঃ কর্তা বিনশ্যতি। তদ্‌যথা বিধিপূর্বং মে ক্রতুরেষ সমাপ্যতে।। ১৮
তথাবিধানং ক্রিয়তাং সমর্থাঃ সাধনেষ্বিতি। তথেতি চাব্রুবন্ সর্বে মন্ত্রিণঃ প্রতিপূজিতাঃ।। ১৯
পার্থিবেন্দ্রস্য তদ্‌বাক্যং যথাপূর্বং নিশম্যতে। তথা দ্বিজাস্তে ধর্মজ্ঞা বর্ধয়ন্তো নৃপোত্তমম্।। ২০
অনুজ্ঞাতাস্ততঃ সর্বে পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্। বিসর্জয়িত্বা তান্ বিপ্রান্ সচিবানিদমব্রবীৎ।। ২১
ঋত্বিগ্‌ভিরুপসংদিষ্টো যথাবৎ ক্রতুরাপ্যতাম্। ইত্যুক্ত্বা নৃপশার্দূলঃ সচিবান্ সমুপস্থিতান্।। ২২
বিসর্জয়িত্বা স্বং বেশ্ম প্রবিবেশ মহামতিঃ। ততঃ স গত্বা তাঃ পত্নীর্নরেন্দ্রো হৃদয়ঙ্গমাঃ।। ২৩
উবাচ দীক্ষাং বিশত যক্ষ্যেঽহং সুতকারণাৎ। তাসাং তেনাতিকান্তেন বচনেন সুবর্চসাম্।
মুখপদ্মান্যশোভন্ত পদ্মানীব হিমাত্যয়ে।। ২৪

ইত্যার্যে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ।

অনুষ্ঠান করা আমার বাসনা।।৮ ।। আমি যে শাস্ত্রীয়-বিধি অনুসারে যজ্ঞ করবো, তারজন্য বাঞ্ছিত দ্রব্যসামগ্রী আমি কিভাবে লাভ করবো? আপনারা চিন্তা করে বলুন"।। ৯ ।। এবার বশিষ্ঠ-প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ রাজার সেই মুখোচ্চারিত বাক্যকে "সাধু, সাধু"—বলে অভিনন্দিত করলেন।। ১০ ।। অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁরা দশরথকে বললেন, যজ্ঞের জন্য দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করুন। অশ্বকেও যথেচ্ছ ভ্রমণের জন্য মুক্ত করে দিন।। ১১ ।। সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করান। মহারাজ, আপনি নিশ্চয়ই অভিলাষ অনুসারে পুত্রদের লাভ করবেন।। ১২ ।। যেহেতু পুত্রপ্রাপ্তির জন্য আপনার এই ধার্মিক বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে, তা নিশ্চয়ই সফল হবে। ব্রাহ্মণদের এই বাক্য শ্রবণ করে রাজা সন্তুষ্ট হলেন।। ১৩ ।। তাঁর নয়নে আনন্দের অশ্রু প্রবাহিত হলো। তিনি অমাত্যদের বললেন, গুরুজনদের নির্দেশমতো এখনই প্রয়োজনীয় দ্রব্যরাজি সংগ্রহ করুন।। ১৪ ।। যোগ্য রক্ষিবর্গ এবং পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে একটি অশ্ব ছেড়ে দিন। সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি তৈরী করুন।। ১৫ ।। শাস্ত্রবিধি অনুসরণ করে বেদাঙ্গ কল্পশাস্ত্র-সম্মত শান্তিকর্মসমূহের ব্যবস্থা করুন। এই মহাযজ্ঞে কষ্টকর কোনো অপরাধ না হলে সকল রাজাই এই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পারেন! বিদ্বান ব্রহ্মরাক্ষসেরা এই যজ্ঞের ত্রুটিসন্ধান করে থাকে।। ১৬-১৭ ।। বিধিবিহীনভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে যজ্ঞকর্তা সদ্যই বিনষ্ট হয়ে যান। তার জন্য শাস্ত্রীয়নিয়ম অনুসারে আমার এই যজ্ঞ যাতে সমাপ্ত হয়, তার ব্যবস্থা আপনারা করুন। আপনারা তাতে সমর্থ। রাজার দ্বারা সম্মানিত মন্ত্রীরা বললেন, নিশ্চয়ই তাই হবে।। ১৮-১৯ ।। রাজার বাক্য যথাযথভাবে শুনে সেই ব্রাহ্মণেরা তাঁর অভ্যুদয় কামনা করলেন। তারপর তাঁর অনুমতি নিয়ে সকলে স্ব স্ব স্থানে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণদের বিদায় দিয়ে রাজমন্ত্রিগণকে সবকিছু বললেন।। ২০-২২ ।। তাঁদের বিদায় দিয়ে মহামতি রাজা নিজে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে প্রিয় পত্নীদের বললেন, "তোমরা যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ করো। পুত্রের জন্য আমি যজ্ঞ করবো।" তাঁর অতিপ্রিয় এই বাক্য শ্রবণ করে দীপ্তিমতী রাজ্ঞীদের রমণীয় মুখগুলি শীতের অপগমে উজ্জ্বল পদ্মের মতো সমুজ্জ্বল শোভা ধারণ করলো।। ২৩-২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের আদিকাণ্ডের অষ্টম (৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। নবমঃ সর্গঃ।।

রাজ-সুমন্ত্রয়োঃ সংবাদঃ।

এতচ্ছ্রুত্বা রহঃ সূতো রাজানমিদমব্রবীৎ। শ্রূয়তাং তৎ পুরাবৃত্তং পুরাণে চ ময়া শ্রুতম্।। ১
ঋত্বিগ্‌ভিরুপদিষ্টোঽয়ং পুরাবৃত্তো ময়া শ্রুতঃ। সনৎকুমারো ভগবান্ পূর্বং কথিতবান্ কথাম্।। ২
ঋষীণাং সন্নিধৌ রাজংস্তব পুত্রাগমং প্রতি। কাশ্যপস্য চ পুত্রোঽস্তি বিভাণ্ডক ইতি শ্রুতঃ।। ৩
ঋষ্যশৃঙ্গ ইতি খ্যাতস্তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি। স বনে নিত্যসংবৃদ্ধো মুনির্বনচরঃ সদা।। ৪
নান্যং জানাতি বিপ্রেন্দ্রো নিত্যং পিত্রনুবর্তনাৎ। দ্বৈবিধ্যং ব্রহ্মচর্যস্য ভবিষ্যতি মহাত্মনঃ।। ৫
লোকেষু প্রথিতং রাজন্ বিপ্রৈশ্চ কথিতং সদা। তস্যৈবং বর্তমানস্য কালঃ সমভিবর্তত।। ৬
অগ্নিং শুশ্রূষমাণস্য পিতরঞ্চ যশস্বিনম্। এতস্মিন্নেব কালে তু রোমপাদঃ প্রতাপবান্।। ৭
অঙ্গেষু প্রথিতো রাজা ভবিষ্যতি মহাবলঃ। তস্য ব্যতিক্রমাদ্ রাজ্ঞো ভবিষ্যতি সুদারুণা।। ৮
অনাবৃষ্টিঃ সুঘোরা বৈ সর্বলোকভয়াবহা। অনাবৃষ্ট্যাং তু বৃত্তায়াং রাজা দুঃখসমন্বিতঃ।। ৯
ব্রাহ্মণাঞ্ছ্রুতসংবৃদ্ধান্ সমানীয় প্রবক্ষ্যতি। ভবন্তঃ শ্রুতকর্মাণো লোকচারিত্রবেদিনঃ।। ১০
সমাদিশন্তু নিয়মং প্রায়শ্চিত্তং যথা ভবেৎ। ইত্যুক্তাস্তে ততো রাজা সর্বে ব্রাহ্মণসত্তমাঃ।। ১১
বক্ষ্যন্তি তে মহীপালং ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। বিভাণ্ডকসুতঃ রাজন্ সর্বোপায়ৈরিহানয়।। ১২
আনায্য তু মহীপাল ঋষ্যশৃঙ্গং সুসৎকৃতম্। বিভাণ্ডকসুতং রাজন্ ব্রাহ্মণং বেদপারগম্।
প্রযচ্ছ কন্যাং শান্তাং বৈ বিধিনা সুসমাহিতঃ।। ১৩

নবম (৯) সর্গ

রাজা দশরথ এবং সুমন্ত্রের আলোচনা।

এইকথা শুনে সারথি সুমন্ত্র রাজা দশরথকে গোপনে বললেন, পুরাণে আমি প্রাচীন যে কাহিনী শুনেছি তা এবার শুনুন।। ১ ।। ঋষিগণ এই প্রাচীন কাহিনী পূর্বে যা বলেছিলেন আমি তা শুনেছি। পরমপূজ্য সনৎকুমার ঋষিদের কাছে পূর্বে এই কাহিনী বলেছিলেন। হে রাজন্, এই কাহিনী হলো আপনার পুত্রপ্রাপ্তির কথা। ঋষি কাশ্যপের পুত্র বিভাণ্ডক নামে প্রসিদ্ধ। ঋষ্যশৃঙ্গ নামে তাঁর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করবে। বনে মুনিদের নিকট বিচরণ করায় সেইখানেই তিনি প্রতিপালিত হবেন।। ২-৪ ।। পিতার অনুসরণ ব্যতীত সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ আর কিছুই জানতেন না। এই মহাত্মা দুইপ্রকারের ব্রহ্মচর্যপালনে সমর্থ হবেন (*মুখ্যব্রহ্মচর্য - মেখলা, দণ্ড, কমণ্ডলু ধারণপূর্বক উপনয়নের পর থেকে ব্রতপালন। গৌণ ব্রহ্মচর্য - বিবাহিত ব্যক্তির শাস্ত্রানুসারে জীবনযাপন। এই হলো দ্বিবিধব্রহ্মচর্য*)।।৫ ।। হে রাজন্, তাঁর এই ব্রহ্মচর্যের কথা জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করবে। ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রশংসিত হবে। এইভাবে তাঁর সময় কেটে যাবে।।৬ ।। যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি এবং প্রখ্যাত পিতৃদেবের সেবায় তিনি নিরত থাকবেন। এইসময়ে অঙ্গদেশে রোমপাদ নামে প্রতাপশালী এক বীর্যবান রাজা খ্যাতিলাভ করবেন। তাঁর অসদাচরণের জন্য রাজ্যে আসবে দারুণ দুর্দৈব। ঘোর অনাবৃষ্টিতে মানুষের জীবনে নেমে আসবে ঘোরতর সংকট। এই অনাবৃষ্টির জন্য রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হবেন।। ৭-৯ ।। তখন তিনি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের আহ্বান করে বলবেন, আপনারা পণ্ডিত। ধর্মকর্মে অভিজ্ঞ। সংসারের স্বরূপ আপনারা জানেন।। ১০ ।। কিভাবে আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো, আমায় আপনারা আদেশ দিন। এই কথা বলার পর সেই বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ এবং বরেণ্য ব্রাহ্মণবৃন্দ বললেন, যে কোনো উপায়ে বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আপনি এখানে নিয়ে আসুন।। ১১-১২ ।। হে রাজন্, বিভাণ্ডকপুত্র বেদজ্ঞব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গকে সম্বর্ধনা জানিয়ে এনে শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে শুদ্ধচিত্তে তাঁর হস্তে আপনার কন্যা শান্তাকে সম্প্রদান করুন।। ১৩ ।। তাঁদের বাক্য শ্রবণ

তেষাং তু বচনং শ্রুত্বা রাজা চিন্তাং প্রপৎস্যতে। কেনোপায়েন বৈ শক্যমিহানেতুং স বীর্যবান্।। ১৪
ততো রাজা বিনিশ্চিত্য সহ মন্ত্রিভিরাত্মবান্। পুরোহিতমমাত্যাংশ্চ প্রেষয়িষ্যতি সৎকৃতান্।। ১৫
তে তু রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা ব্যথিতাবনতাননাঃ। ন গচ্ছেম ঋষেভীতা অনুনেষ্যন্তি তং নৃপম্।। ১৬
বক্ষ্যন্তি চিন্তয়িত্বা তে তস্যোপায়াংশ্চ তান্ ক্ষমান্। আনেষ্যামো বয়ং বিপ্রং ন চ দোষো ভবিষ্যতি।। ১৭
এবমঙ্গাধিপেনৈব গণিকাভির্ঋষেঃ সুতঃ। আনীতোঽবর্ষয়দ্দেবঃ শান্তা চাস্মৈ প্রদীয়তে।। ১৮
ঋষ্যশৃঙ্গস্তু জামাতা পুত্রাংস্তব বিধাস্যতি। সনৎকুমারকথিতমেতাবদ্ ব্যাহৃতং ময়া।। ১৯
অথ হৃষ্টো দশরথঃ সুমন্ত্রং প্রত্যভাষত। যথর্ষ্যশৃঙ্গস্ত্বানীতো যেনোপায়েন সোচ্যতাম্।। ২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ।

করে রাজা চিন্তায় পড়লেন।ব্রহ্মচর্যব্রতেস্থিত সেই বীর্যবান ঋষ্যশৃঙ্গকে কিভাবে এখানে আনা যাবে?।। ১৪।। জ্ঞানীরাজা রোমপাদ তারপর মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে পুরোহিত এবং অমাত্যদের সম্মানিত করে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নের জন্য প্রেরণ করলেন।। ১৫ ।। রাজার বাক্য শ্রবণ করে তাঁদের কেউ কেউ অভিশাপের ভয়ে দুঃখিত হয়ে অবনতমুখে রাজাকে অনুনয় করে বললেন, আমরা যেতে পারবো না।। ১৬ ।। তাঁরা চিন্তা করে বললেন, তাঁকে আনার যোগ্য উপায় আমরা স্থির করেছি। সেই ব্রহ্মচারীকে ঐভাবে আনলে কোনো দোষ হবে না।। ১৭ ।। এই অনুসারে অঙ্গরাজ রোমপাদ রূপজীবিনীদের দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসবেন। ফলে রাজ্যে বর্ষণ হবে। রাজা কন্যা শান্তাকে তাঁর হস্তে সম্প্রদান করবেন।। ১৮।। জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গই আপনার পুত্রপ্রাপ্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। সনৎকুমার যা বলেছিলেন তাই আমি আপনার কাছে বললাম *(দশরথ নিজকন্যা শান্তাকে রোমপাদের কাছে দত্তক দিয়েছিলেন। তাই রোমপাদের জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথেরও জামাতা)*।। ১৯ ।। আনন্দিত হয়ে দশরথ তখন সুমন্ত্রকে বললেন, যে ভাবে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনা হয়েছিলো, তা আমায় বলো।। ২০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের নবম (৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দশমঃ সর্গঃ ।।

সনৎকুমারপ্রতিপাদিতর্ষ্যশৃঙ্গকথাবর্ণনম্ দশরথপ্রোৎসাহিত-সূতকৃত-তৎকথাকথনঞ্চ

সুমন্ত্রশ্চোদিতো রাজা প্রোবাচেদং বচস্তদা। যথর্ষ্যশৃঙ্গস্ত্বানীতো যেনোপায়েন মন্ত্রিভিঃ।
তন্মে নিগদিতং সর্বং শৃণু মে মন্ত্রিভিঃ সহ।। ১
রোমপাদমুবাচেদং সহামাত্যঃ পুরোহিতঃ। উপায়ো নিরপায়োঽয়মস্মাভিরভিচিন্তিতঃ।। ২
ঋষ্যশৃঙ্গো বনচরস্তপঃ-স্বাধ্যায়সংযুতঃ। অনভিজ্ঞস্তু নারীণাং বিষয়াণাং সুখস্য চ।। ৩

দশম (১০) সর্গ

সনৎকুমার-প্রতিপাদিত ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনীবর্ণনা। দশরথের দ্বারা প্রোৎসাহিত হয়ে সূত সুমন্ত্র-কথিত কথা।

রাজা একথা বলার পর সুমন্ত্র বললেন, যে ভাবে ঋষ্যশৃঙ্গকে আনা হয়েছিলো, হে রাজন্, মন্ত্রিবর্গসহ আপনি তা শ্রবণ করুন।। ১ ।। অমাত্যদের সঙ্গে নিয়ে পুরোহিত তখন রাজা রোমপাদকে বললেন, ঋষ্যশৃঙ্গকে আনার নিশ্চিত একটি উপায় আমরা স্থির করেছি।। ২ ।। ঋষ্যশৃঙ্গ বনেই ভ্রমণ করেন। তিনি তপস্বী। সর্বদাই বেদপাঠে নিরত।নারী এবং উপভোগের বিষয়ে তিনি অনভিজ্ঞ।।৩ ।। ইন্দ্রিয়ভোগ্য যে সব লোভনীয় বস্তুর দ্বারা মানুষের চিত্ত বিচলিত হয়, আকর্ষণীয় সেইসব বস্তুর দ্বারাই তারা তাঁকে সত্বর এখানে নিয়ে আসবো।

ইন্দ্রিয়ার্থৈরভিমতৈর্নরচিত্তপ্রমাথিভিঃ। পুরমানায়য়িষ্যামঃ ক্ষিপ্রঞ্চাধ্যবসীয়তাম্।। ৪
গণিকাস্তত্র গচ্ছন্তু রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ। প্রলোভ্য বিবিধোপায়ৈরানেষ্যন্তীহ সৎকৃতাঃ।। ৫
শ্রুত্বা তথেতি রাজা চ প্রত্যুবাচ পুরোহিতম্। পুরোহিতং মন্ত্রিণশ্চ তদা চক্রুশ্চ তে তথা।। ৬
বারমুখ্যাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বনং প্রবিবিশুর্মহৎ। আশ্রমস্যাবিদূরেঽস্মিন্ যত্নং কুর্বন্তি দর্শনে।। ৭
ঋষেঃ পুত্রস্য ধীরস্য নিত্যমাশ্রমবাসিনঃ। পিতুঃ স নিত্যসন্তুষ্টো নাতিচক্রাম চাশ্রমাৎ।। ৮
ন তেন জন্ম প্রভৃতি দৃষ্টপূর্বং তপস্বিনা। স্ত্রী বা পুমান্ বা যচ্চান্যৎ সত্ত্বং নগররাষ্ট্রজম্।। ৯
ততঃ কদাচিৎ তং দেশমাজগাম যদৃচ্ছয়া। বিভাণ্ডকসুতস্তত্র তাশ্চাপশ্যদ্ বরাঙ্গনাঃ।। ১০
তাশ্চিত্রবেষাঃ প্রমদা গায়ন্ত্যো মধুরস্বরম্। ঋষিপুত্রমুপাগম্য সর্বা বচনমব্রুবন্।। ১১
কস্ত্বং কিং বর্তসে ব্রহ্মন্ জ্ঞাতুমিচ্ছামহে বয়ম্। একস্ত্বং বিজনে দূরে বনে চরসি শংস নঃ।। ১২
অদৃষ্টরূপাস্তাস্তেন কাম্যরূপা বনে স্ত্রিয়ঃ। হার্দাত্তস্য মতির্জাতাশ্চাখ্যাতুং পিতরং স্বকম্।। ১৩
পিতার্বিভাণ্ডকোঽস্মাকং তস্যাহং সুত ঔরসঃ। ঋষ্যশৃঙ্গ ইতি খ্যাতং নাম কর্ম চ মে ভুবি।। ১৪
ইহাশ্রমপদোঽস্মাকং সমীপে শুভদর্শনাঃ। করিষ্যে বোঽত্র পূজাং বৈ সর্বেষাং বিধিপূর্বকম্।। ১৫
ঋষিপুত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্বাসাং মতিরাস বৈ। তদাশ্রমপদং দ্রষ্টুং জগ্মুঃ সর্বাস্ততোঽঙ্গনাঃ।। ১৬
গতানাং তু ততঃ পূজামৃষিপুত্রশ্চকার হ। ইদমর্ঘ্যমিদং পাদ্যমিদং মূলং ফলঞ্চ নঃ।। ১৭
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং সর্বা এব সমুৎসুকাঃ। ঋষেভীতাশ্চ শীঘ্রং তু গমনায় মতিং দধুঃ।। ১৮
অস্মাকমপি মুখ্যানি ফলানীমানি হে দ্বিজ! গৃহাণ বিপ্র ভদ্রং তে ভক্ষয়স্ব চ মা চিরম্।। ১৯
ততস্তাস্তং সমালিঙ্গ্য সর্বা হর্যসমন্বিতাঃ। মোদকান্ প্রদদুস্তস্মৈ ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধাঞ্ছুভান্।। ২০

সেজন্যে যা বলছি তা করুন।। ৪ ।। রূপবতী গণিকারা অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে তাঁর কাছে যাক। আপনার দ্বারা পুরস্কৃত হয়ে তারা নানাভাবে প্রলুব্ধ করে তাঁকে এখানে নিয়ে আসবে।। ৫ ।। রাজা রোমপাদ তা শুনে পুরোহিতকে বললেন, তাই হোক। পুরোহিত এবং মন্ত্রীরা মিলে তখন তাই করলেন।।৬ ।। প্রধান বারাঙ্গনারা নির্দেশমতো গভীর বনে প্রবেশ করলো। আশ্রমের নিকটে গিয়ে তাঁকে দেখার জন্য চেষ্টা করতে লাগলো।। ৭ ।। পিতৃসেবায় নিত্যতৃপ্ত, অবিচলচিত্ত ব্রহ্মচারী সর্বদাই আশ্রমে বাস করতেন। কখনো আশ্রমের বাইরে আসতেন না।। ৮ ।। জন্ম থেকেই এই তপস্বী স্ত্রী বা পুরুষ, নগর বা জনপদের কোনো প্রাণীকেই দেখেন নি।। ৯ ।। একদিন বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ আপনা থেকেই ঘুরতে ঘুরতে একটি স্থানে এসে সুন্দরী সেই রমণীদের দেখতে পেলেন।। ১০ ।। আকর্ষণীয় বেশ-ধারিণী সুন্দরীরা মধুর সুরে গান গাইতে গাইতে ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে বললো, হে ব্রাহ্মণ, তুমি কে? কি করো? লোকালয় থেকে দূরে নির্জনবনে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন? আমরা জানতে চাই। কারণ বলো তো দেখি!।। ১১-১২ ।। বনে ঐ কমনীয়রূপা রমণীদের তিনি কখনো দেখেন নি। পিতার এবং নিজের পরিচয় দেবার জন্য হৃদয় থেকে তাঁর ইচ্ছা হলো।। ১৩ ।। "আমার পিতা হলেন ঋষি বিভাণ্ডক। আমি তাঁর আত্মজাত পুত্র। ঋষ্যশৃঙ্গ আমার নাম। আমার কাজ হলো তপস্যা। তাতেই আমি সংসারে পরিচিত।। ১৪ ।। কাছেই আমাদের আশ্রম। ঐখানে চলুন। আতিথ্যের বিধি অনুসারে আমি আপনাদের সকলের অর্চনা করবো" *(সর্বেষাং- পুংলিঙ্গ হয়েছে এই জন্য যে, তাঁর তো স্ত্রী-পুরুষে ভেদাভেদ জ্ঞান এখনো হয়নি)*।। ১৫ ।। ঋষিপুত্রের বাক্য শুনে তাদের ও সেখানে যাবার ইচ্ছা হলো। সুন্দরীরা তখন আশ্রমদর্শনে গমন করলো।। ১৬ ।। তারা গেলে ঋষিপুত্র বললেন, এই আমার অর্ঘ্য, এই হলো পা-ধোবার জল, এই হলো আহারের জন্য ফল এবং মূল। এইসব দিয়ে তাদের অর্চনা করলেন।। ১৭ ।। অখণ্ড আগ্রহের সঙ্গে তারা সেই পূজা গ্রহণ করলো। কিন্তু বিভাণ্ডকমুনির ভয়ে তারা মনস্থ করলো তাড়াতাড়ি ফিরে যাবে।। ১৮ ।। তারা বললো, হে ব্রহ্মন্, আমাদেরও এই ভালো ফলগুলি তুমি গ্রহণ করো। হে সজ্জন, তুমি এইগুলি ভোজন করো। বিলম্ব কোরো না।। ১৯ ।। এবার তারা সকলে আনন্দের সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গকে আলিঙ্গন করলো। নানাপ্রকার ভালো ভালো খাবার তাঁকে দিলো।। ২০ ।।

তানি চাস্বাদ্য তেজস্বী ফলানীতি স্ম মন্যতে। অনাস্বাদিতপূর্বাণি বনে নিত্যনিবাসিনাম্।। ২১
আপৃচ্ছ্য চ তদা বিপ্রং ব্রতচর্যাং নিবেদ্য চ। গচ্ছন্তি স্মাপদেশাত্তা ভীতাস্তস্য পিতুঃ স্ত্রিয়ঃ।। ২২
গতাসু তাসু সর্বাসু কাশ্যপস্যাত্মজো দ্বিজঃ। অস্বস্থহৃদয়শ্চাসীদ্ দুঃখাচ্চ পরিবর্ততে।। ২৩
ততোঽপরেদ্যুস্তং দেশমাজগাম স বীর্যবান্। বিভাণ্ডকসুতঃ শ্রীমান্ মনসা চিন্তয়ন্ মহুঃ।। ২৪
মনোজ্ঞা যত্র তা দৃষ্টা বারমুখ্যাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ। দৃষ্ট্বৈব চ ততো বিপ্রমায়ান্তং হৃষ্টমানসাঃ।। ২৫
উপসৃত্য ততঃ সর্বাস্তাস্তমূচুরিদং বচঃ। এহ্যাশ্রমপদং সৌম্য অস্মাকমিতি চাব্রুবন্।। ২৬
চিত্রাণ্যত্র বহূনি স্যুর্মূলানি চ ফলানি চ। তত্রাপ্যেষ বিশেষেণে বিধির্হি ভবিতা ধ্রুবম্।। ২৭
শ্রুত্বা তু বচনং তাসাং সর্বাসাং হৃদয়ঙ্গমম্। গমনায় মতিঞ্চক্রে তঞ্চ নিন্যুস্তথা স্ত্রিয়ঃ।। ২৮
তত্র চানীয়মানে তু বিপ্রে তস্মিন্মহাত্মনি। ববর্ষ সহসা দেবো জগৎ প্রহ্লাদয়ংস্তদা।। ২৯
বর্ষেণৈবাগতং বিপ্রং তাপসং স নরাধিপঃ। প্রত্যুদ্গম্য মুনিঃ প্রহ্বঃ শিরসা চ মহীং গতঃ।। ৩০
অর্ঘ্যঞ্চ প্রদদৌ তস্মৈ ন্যায়তঃ সুসমাহিতঃ। বব্রে প্রসাদং বিপ্রেন্দ্রান্মা বিপ্রং মন্যুরাবিশেৎ।। ৩১
অন্তঃপুরং প্রবেশ্যাস্মৈ কন্যাং দত্ত্বা যথাবিধি। শান্তাং শান্তেন মনসা রাজা হর্ষমবাপ সঃ।। ৩২
এবং স ন্যবসত্তত্র সর্বকামৈঃ সুপূজিতঃ। ঋষ্যশৃঙ্গো মহাতেজাঃ শান্তয়া সহ ভার্যয়া।। ৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ।

তেজস্বী সেই ব্রহ্মচারী ফলগুলি আস্বাদন করে ভাবলেন সর্বদা বনে বাস করায় এই ধরণের ফল তো পূর্বে কখনো আস্বাদন করি নি।। ২১ ।। এদিকে সেই রমণীরা তাদের ব্রত আছে এইকথা ছল করে বলে বিদায় নিয়ে ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভাণ্ডকের ভয়ে আশ্রম থেকে চলে গেলো।। ২২ ।। তারা চলে গেলে কশ্যপ -বংশধর বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ চঞ্চলচিত্তে দুঃখে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।। ২৩ ।। বিভাণ্ডকপুত্র, রূপবান, বীর্যবান ঋষ্যশৃঙ্গ মনে মনে তাদের কথা অহরহঃ চিন্তা করে পরের দিন তাদের সেই পূর্বসাক্ষাতের স্থানে এসে উপস্থিত হলেন।। ২৪ ।। সুন্দরী, অলঙ্কারভূষিতা বারাঙ্গনাদের প্রধানেরা ঐস্থানে ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গকে আসতে দেখে মনে আনন্দ অনুভব করলো।। ২৫ ।। তারা কাছে গিয়ে বললো, হে সুন্দর, তুমি আমাদের আশ্রমে এসো।। ২৬ ।। বহুবিচিত্র ফলমূল সেখানে আছে। সেখানে তোমাকে বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করা হবে। এটা নিশ্চিত।। ২৭ ।। তাদের সকলের এই আন্তরিক আহ্বান শুনে তিনি যেতে রাজী হলেন। সেই রমণীরা তাঁকে নিয়ে গেলো।। ২৮ ।। মহাত্মা ব্রাহ্মণকে নিয়ে-যাওয়ামাত্রই হঠাৎ সবাইকে আনন্দিত করে বৃষ্টির অধিদেবতা পর্জন্য বর্ষণ করতে আরম্ভ করলেন।। ২৯ ।। রাজা রোমপাদ বর্ষণের সঙ্গেই সমবেত তপস্বী ব্রাহ্মণকুমারকে অভ্যর্থনা জানালেন। মুনিও বিনত হয়ে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়ে নমস্কার জানালেন।। ৩০ ।। রোমপাদ অন্তঃপুরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বিধি অনুসারে কন্যাদান করলেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে তিনি বরপ্রার্থনা করলেন, যেন তিনি ক্রোধাবিষ্ট না হন।। ৩১ ।। শান্তাকে শান্তচিত্তে প্রদান করে রাজা রোমপাদ আনন্দলাভ করলেন।। ৩২ ।। এইভাবে কাম্যবস্তুসমূহের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পূজিত হয়ে মহাতেজস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ পত্নী শান্তার সঙ্গে সেইখানে বাস করছিলেন।। ৩৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের দশম (১০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একাদশঃ সর্গঃ ।।

সনৎকুমারোক্তকথায়া এব বর্ণনম্।

ভূয় এব হি রাজেন্দ্র শৃণু মে বচনং হিতম্। যথা স দেবপ্রবরঃ কথয়ামাস বুদ্ধিমান্।। ১
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতো ভবিষ্যতি সুধার্মিকঃ। নাম্না দশরথো রাজা শ্রীমান্ সত্যপ্রতিশ্রবাঃ।। ২

একাদশ (১১) সর্গ

সনৎকুমার-কথিত কাহিনীর বিবরণ।

সেই দেবশ্রেষ্ঠ কাহিনী বলতে গিয়ে যেমন বলেছিলেন, হে রাজশ্রেষ্ঠ, সেই কল্যাণকর কথা আবার আপনি শ্রবণ করুন।। ১ ।। সত্যপরায়ণ, অত্যন্ত ধার্মিক, রূপবান রাজা দশরথ ইক্ষ্বাকুদের বংশে জন্মগ্রহণ করবেন।। ২।। অঙ্গরাজের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হবে। দশরথের একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তার নাম

অঙ্গরাজেন সখ্যঞ্চ তস্য রাজ্ঞো ভবিষ্যতি। কন্যা চাস্য মহাভাগা শান্তা নাম ভবিষ্যতি।। ৩
পুত্রস্ত্বঙ্গস্য রাজ্ঞস্তু রোমপাদ ইতি শ্রুতঃ। তং স রাজা দশরথো গমিষ্যতি মহাযশাঃ।। ৪
অনপত্যোঽস্মি ধর্মাত্মন্ শান্তাভর্তা মম ক্রতুম্। আহরেত ত্বয়াজ্ঞপ্তঃ সন্তানার্থং কুলস্য চ।। ৫
শ্রুত্বা রাজ্ঞোঽথ তদ্বাক্যং মনসা চ বিচিন্ত্য চ। প্রদাস্যতে পুত্রবন্তং শান্তাভর্তারমাত্মবান্।। ৬
প্রতিগৃহ্য চ তং বিপ্রং স রাজা বিগতজ্বরঃ। আহরিষ্যতি তং যজ্ঞং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।। ৭
তঞ্চ রাজা দশরথো যশস্কামঃ কৃতাঞ্জলিঃ। ঋষ্যশৃঙ্গং দ্বিজশ্রেষ্ঠং বরয়িষ্যতি ধর্মবিৎ।। ৮
যজ্ঞার্থং প্রসবার্থঞ্চ স্বর্গার্থঞ্চ নরেশ্বরঃ। লভতে চ স তং কামং দ্বিজমুখ্যাদ বিশাম্পতিঃ।। ৯
পুত্রাশ্চাস্য ভবিষ্যন্তি চত্বারোঽমিতবিক্রমাঃ। বংশপ্রতিষ্ঠানকরাঃ সর্বভূতেষু বিশ্রুতাঃ।। ১০
এবং স দেবপ্রবরঃ পূর্বং কথিতবান্ কথাম্। সনৎকুমারো ভগবান্ পুরা দেবযুগে প্রভুঃ।। ১১
স ত্বং পুরুষশার্দূল সমানয় সুসংস্কৃতম্। স্বয়মেব মহারাজ গত্বা সবলবাহনঃ।। ১২
সুমন্ত্রস্য বচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো দশরথোঽভবৎ। অনুমান্য বসিষ্ঠঞ্চ সূতবাক্যং নিশাম্য চ।। ১৩
সাঽন্তঃপুরঃ সহামাত্যঃ প্রযযৌ যত্র স দ্বিজঃ। বনানি সরিতশ্চৈব ব্যতিক্রম্য শনৈঃ শনৈঃ।। ১৪
অভিচক্রাম তং দেশং যত্র বৈ মুনিপুঙ্গবঃ। আসাদ্য তং দ্বিজশ্রেষ্ঠং রোমপাদসমীপগম্।। ১৫
ঋষিপুত্রং দদর্শাথ দীপ্যমানমিবানলম্। ততো রাজা যথাযোগ্যং পূজাং চক্রে বিশেষতঃ।। ১৬
সখিত্বাত্তস্য বৈ রাজ্ঞঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। রোমপাদেন চাখ্যাতমৃষিপুত্রায় ধীমতে।। ১৭
সখ্যং সম্বন্ধকং চৈব তদা তং প্রত্যপূজয়ৎ। এবং সুসৎকৃতস্তেন সহোষিত্বা নরর্ষভঃ।। ১৮
সপ্তাষ্ট দিবসান্ রাজা রাজানমিদমব্রবীৎ। শান্তা তব সুতা রাজন্ সহ ভর্ত্রা বিশাম্পতে।। ১৯

হবে শান্তা।। ৩ ।। অঙ্গরাজের পুত্র রোমপাদ নামে পরিচিত। খ্যাতিমান রাজা দশরথ তাঁর কাছে গমন করবেন। বলবেন, "হে ধর্মপ্রাণ রোমপাদ, আমি সন্তানহীন। বংশধারা রক্ষার্থে আমার সন্তানোৎপত্তির জন্য শান্তার পতি ঋষ্যশৃঙ্গকে আমার যজ্ঞে পৌরোহিত্যে ব্রতী হতে আদেশদান করুন।। ৪-৫ ।। রাজা দশরথের এই বাক্য শ্রবণ করে রোমপাদ মনে মনে চিন্তা করলেন যে, পুত্রসহ শান্তা ও তাঁর পতি ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজার সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন।। ৬ ।। রাজা দশরথ তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দিতচিত্তে ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসবেন।। ৭ ।। যশোভিলাষী, ধর্মজ্ঞ রাজা দশরথ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকে করজোড়ে যজ্ঞকর্মে বরণ করে নেবেন।। ৮ ।। রাজা স্বর্গকামনায় পুত্রের জন্য যজ্ঞ-সম্পাদন করলেন। নৃপতি দশরথ সেই ব্রাহ্মণমুখ্যের যজ্ঞফলে তাঁর কাম্য ফললাভ করবেন।। ৯ ।। অমিত পরাক্রমী চারটি পুত্র তিনি লাভ করবেন। তারা বংশের খ্যাতি রক্ষা করবে। সর্বজনের মধ্যে বিশেষভাবে যশস্বী হবে।। ১০ ।। দেবপ্রধান মনস্বী সনৎকুমার পূর্বে সত্যযুগে এই কাহিনী বলেছিলেন।। ১১ ।। হে পুরুষপ্রবর মহারাজ, সৈন্য এবং রথাদি বাহন নিয়ে স্বয়ং সম্বর্ধিত করে তাঁকে এখানে নিয়ে আসুন।। ১২ ।। সুমন্ত্রের বাক্য শুনে দশরথ আনন্দিত হলেন। তারপর সারথি সুমন্ত্রের বাক্য বশিষ্ঠকে জানিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে দশরথ ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গ যেখানে বাস করেন সেখানে গমন করলেন। সঙ্গে নিলেন অন্তঃপুরের রমণীগণকে। এবং অমাত্যবর্গকে। ক্রমশঃ অরণ্যরাজি এবং নদীসমূহ অতিক্রম করে যে দেশে মুনিশ্রেষ্ঠ বাস করেন, সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজা রোমপাদের সন্নিকটে সেই মহামুনিকে তিনি উপবিষ্ট দেখলেন।। ১৩-১৫ ।। অগ্নির মতো উজ্জ্বল ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে রাজা বিশেষ করে তাঁর পূজা করলেন।। ১৬ ।। রাজা রোমপাদও বন্ধুত্বের সূত্রে আনন্দিতচিত্তে ঋষিপুত্রকে রাজা দশরথের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যের কথা জানালেন। তখন তিনিও রাজা দশরথকে যথোচিত সম্বর্ধনা-জ্ঞাপন করলেন। এইভাবে নরশ্রেষ্ঠ দশরথ অঙ্গরাজ রোমপাদের সঙ্গে সাত আট দিন সমাদরে বাস করে তাঁকে বললেন, হে মহারাজ, তোমার কন্যা শান্তা পতির সঙ্গে আমার রাজধানী অযোধ্যায় আসুন। সেখানে একটি মহৎকার্য সম্পাদিত হবে। রোমপাদ ধীমান জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের অযোধ্যাগমন অনুমোদন

মদীয়ং নগরং যাতু কার্যং হি মহদুদ্যতম্। তথেতি রাজা সংশ্রুত্য গমনং তস্য ধীমতঃ।। ২০
উবাচ বচনং বিপ্রং গচ্ছ ত্বং সহ ভার্যয়া। ঋষিপুত্রঃ প্রতিশ্রুত্য তথেত্যাহ নৃপং তদা।। ২১
স নৃপেণাভ্যনুজ্ঞাতঃ প্রযযৌ সহ ভার্যয়া। তাবন্যোন্যাঞ্জলিং কৃত্বা স্নেহাৎ সংশ্লিষ্য চোরসা।। ২২
ননন্দতুর্দশরথো রোমপাদশ্চ বীর্যবান্। ততঃ সুহৃদমাপৃচ্ছ্য প্রস্থিতো রঘুনন্দনঃ।। ২৩
পৌরেষু প্রেষয়ামাস দূতান্ বৈ শীঘ্রগামিনঃ। ক্রিয়তাং নগরং সর্বং ক্ষিপ্রমেব স্বলঙ্কৃতম্।। ২৪
ধূপিতং সিক্তসংমৃষ্টং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্। ততঃ প্রহৃষ্টাঃ পৌরাস্তে শ্রুত্বা রাজানমাগতম্।। ২৫
তথা চক্রুশ্চ তৎসর্বং রাজ্ঞা যৎপ্রেষিতং তদা। ততঃ স্বলঙ্কৃতং রাজা নগরং প্রবিবেশ হ।। ২৬
শঙ্খ-দুন্দুভিনির্হ্রাদৈঃ পুরস্কৃত্য দ্বিজর্ষভম্। ততঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা বৈ নাগরা দ্বিজম্।। ২৭
প্রবেশ্যমানং সৎকৃত্য নরেন্দ্রেণেন্দ্রকর্মণা। যথা দিবি সুরেন্দ্রেণ সহস্রাক্ষেণ কাশ্যপম্।। ২৮
অন্তঃপুরং প্রবেশ্যৈনং পূজাং কৃত্বা চ শাস্ত্রতঃ। কৃতকৃত্যং তেনাত্মানং মেনে তস্যোপবাহনাৎ।। ২৯
অন্তঃপুরাণি সর্বাণি শান্তাং দৃষ্ট্বা তথাগতাম্। সহ ভর্ত্রা বিশালাক্ষীং প্রীত্যানন্দমুপাগমৎ।। ৩০
পূজ্যমানা তু তাভিঃ সা রাজ্ঞা চৈব বিশেষতঃ। উবাস তত্র সুখিতা কঞ্চিৎ কালং সহদ্বিজা।। ৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ।

করলেন। সেই ব্রাহ্মণকে বললেন, তুমি সপত্নীক অযোধ্যায় গমন করো। ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ রাজা রোমপাদকে বললেন, তাই হবে।। ১৭-২১ ।। রাজার অনুজ্ঞা নিয়ে পত্নীসহ তিনি অযোধ্যায় গমন করলেন। তখন রোমপাদ ও দশরথ পরস্পর করজোড়ে বক্ষে বক্ষ স্পর্শ করিয়ে নিবিড় আলিঙ্গন করে প্রীতি-বিনিময় করলেন। রাজা দশরথ এবং বীর্যবান রোমপাদ একে অপরকে করলেন অভিনন্দিত। এবার বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রঘুবংশের আনন্দ-ধন রাজা দশরথ অযোধ্যায় প্রস্থান করলেন।। ২২-২৩ ।। দ্রুতগামী দূতগণকে তিনি পুরবাসিগণের কাছে প্রেরণ করলেন। বলে পাঠালেন, সমগ্র নগরীকে সত্বর সাজিয়ে তোলো। ধূপ জ্বালিয়ে দাও। জলসিঞ্চন করে পথের ধূলিরাশিকে সিক্ত করো। পতাকার দ্বারা নগরকে সজ্জিত করো। রাজা আসছেন শুনে প্রজাবর্গ তখন অত্যন্ত আনন্দিত হলো। রাজা যেভাবে বলে পাঠিয়েছিলেন, সেভাবেই সবকিছু তারা সম্পাদিত করলো। এবার রাজা সুসজ্জিত নগরে প্রবেশ করলেন। শঙ্খ এবং দুন্দুভির মঙ্গলধ্বনির মধ্যে ব্রাহ্মণপ্রধান ঋষ্যশৃঙ্গকে রাখলেন সর্বাগ্রে। ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গকে নাগরিকসকল দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।। ২৪-২৭।। স্বর্গে যেমন সহস্রনয়ন দেবরাজ ইন্দ্র ঋষি কাশ্যপের অর্চনা করেছিলেন, তেমনিভাবে ইন্দ্রের তুল্য কর্মদক্ষ রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে সম্বর্ধিত করলেন। শাস্ত্রবিধান অনুসারে তাঁকে অর্চনার দ্বারা সম্বর্ধিত করে রাজা নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন।। ২৮-২৯ ।। অন্তঃপুরের রমণীগণ নববিবাহিতা সুন্দরনয়না শান্তাকে পতি ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে সমাগতা দেখে পরম প্রীতিলাভ করলেন।। ৩০ ।। রাজা দশরথের স্নেহে অভিষিক্ত হয়ে, বিশেষতঃ সেই অন্তঃপুরিকাদের দ্বারা অর্চিত হয়ে শান্তা তাঁর পতি ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে কিছুকাল বাস করতে লাগলেন।। ৩১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের একাদশ (১১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাদশঃ সর্গঃ ।।

পুত্রপ্রাপ্ত্যর্থমশ্বমেধকরণে রাজানং প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গস্যানুমতিঃ।

ততঃকালে বহুতিথে কস্মিংশ্চিৎ সুমনোহরে। বসন্তে সমনুপ্রাপ্তে রাজ্ঞো যষ্টুং মনোঽভবৎ।। ১

দ্বাদশ (১২) সর্গ

পুত্রলাভের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ-সম্পাদনে রাজার প্রতি ঋষ্যশৃঙ্গের অনুমতি।

এইভাবে বহুদিন চলে গেলো। এলো সুন্দর বসন্তকাল। রাজা তখন যজ্ঞের জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন।। ১।।

ততঃ প্রণম্য শিরসা তং বিপ্রং দেববর্ণিনম্। যজ্ঞায় বরয়ামাস সন্তানার্থং কুলস্য চ।। ২
তথেতি চ স রাজানমুবাচ বসুধাধিপম্। সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্।। ৩
সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্। ততোঽব্রবীন্নৃপো বাক্যং ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।। ৪
সুমন্ত্রাবাহয় ক্ষিপ্রমৃত্বিজো ব্রহ্মবাদিনঃ। সুযজ্ঞং বামদেবঞ্চ জাবালিমথ কাশ্যপম্।। ৫
পুরোহিতং বসিষ্ঠঞ্চ যে চান্যে দ্বিজসত্তমাঃ। ততঃ সুমন্ত্রস্ত্বরিতং গত্বা ত্বরিতবিক্রমঃ।। ৬
সমানয়ৎ স তান্ সর্বান্ সমস্তান্ বেদপারগান্। তান্ পূজয়িত্বা ধর্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা।। ৭
ধর্মার্থসহিতং যুক্তং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ। মম তাতপ্যমানস্য পুত্রার্থং নাস্তি বৈ সুখম্।। ৮
পুত্রার্থং হয়মেধেন যক্ষ্যামীতি মতির্মম। তদহং যষ্টুমিচ্ছামি হয়মেধেন কর্মণা।। ৯
ঋষিপুত্রপ্রভাবেণ কামান্ প্রাপ্স্যামি চাপ্যহম্। ততঃ সাধ্বিতি তদ্ বাক্যং ব্রাহ্মণাঃ প্রত্যপূজয়ন্।। ১০
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে পার্থিবস্য মুখাচ্চ্যুতম্। ঋষ্যশৃঙ্গপুরোগাশ্চ প্রত্যূচুর্নৃপতিং তদা।। ১১
সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তাং তে তুরগশ্চ বিমুচ্যতাম্। সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্।। ১২
সর্বথা প্রাপ্স্যসে পুত্রাংশ্চতুরোঽমিতবিক্রমান্। যস্য তে ধার্মিকী বুদ্ধিরিয়ং পুত্রার্থমাগতা।। ১৩
ততঃ প্রীতোঽভবদ্ রাজা শ্রুত্বা তু দ্বিজভাষিতম্। অমাত্যানব্রবীদ্ রাজা হর্ষেণেদং শুভাক্ষরম্।। ১৪
গুরূণাং বচনাচ্ছীঘ্রং সম্ভারাঃ সম্ভ্রিয়ন্তু মে। সমর্থাধিষ্ঠিতশ্চাশ্বঃ সোপাধ্যায়ো বিমুচ্যতাম্।। ১৫

দেবোপম সেই ব্রাহ্মণ ঋষ্যশৃঙ্গকে তখন বিনম্রশিরে প্রণাম করে বংশধারা রক্ষার্থে সন্তানলাভের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানের পৌরোহিত্যে বরণ করলেন।। ২ ।। ধরিত্রীপতি রাজা দশরথকে তিনি—"তাই হোক" বলে সম্মতি জানালেন। তিনি বললেন, দ্রব্যরাজি সংগ্রহ করুন। অশ্বকে মুক্ত করে দিন। সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন। রাজা তখন সুমন্ত্রকে আহ্বান করে বললেন, বৈদিকযজ্ঞে পারদর্শী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবাদী, সুযজ্ঞ বামদেব, জাবালি, কাশ্যপকে সত্বর ডেকে আনো। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং অন্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্গকেও নিয়ে এসো। ত্বরিদ্‌গতি সুমন্ত্র দ্রুতগতিতে বেদজ্ঞ সকলকে সেখানে নিয়ে এলেন। ধর্মপ্রাণ রাজা দশরথ তাঁদের অর্চনা করলেন।। ৩-৭ ।। ধর্মার্থযুক্ত মধুর বচনে তাঁদেরকে বললেন, পুত্রকামনায় আমি তপস্যা করছি। কিন্তু, পুত্রলাভ না-হওয়ায় মনে আমার সুখ নেই।। ৮ ।। পুত্রপ্রাপ্তির জন্য আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবো। এজন্য আমি অশ্বমেধ যজ্ঞের কর্মাদি এখন সম্পাদন করতে চাই (*হয় = অশ্ব। অশ্বের মেধ তথা মাংসের দ্বারা আহুতি দান করা হতো বলে অশ্বমেধ যজ্ঞ। মন্ত্রপূত অশ্বকে যদৃচ্ছা বিচরণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো। যে রাজ্যে তার গতি কেউ আটকাতো, তখন এই অশ্বের অনুসরণকারী সৈন্যরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে মুক্ত করতো। এইভাবে বহুরাজ্য ঘুরে বিজয়ীর বেশে অশ্ব স্ব-রাজ্যে ফিরে এলে তার মাংস দিয়ে যজ্ঞ করা হতো। পরে আবার অশ্বকে পুনর্জীবন দান করা হতো*)।। ৯ ।। বিভাণ্ডকঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের প্রভাবে আমার কামনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। ব্রাহ্মণগণ তখন "বেশ, বেশ" বলে দশরথের বাক্যকে অভিনন্দিত করলেন।। ১০ ।। রাজার মুখোচ্চারিত বাক্যের পর ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রে নিয়ে বশিষ্ঠ-প্রমুখ ঋষিসকল রাজাকে বললেন—।। ১১ ।। দ্রব্যরাজি সংগ্রহ করুন। অশ্বকে মোচন করুন। সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমি তৈরী করুন (*তুর - দ্রুত, তুরগ—দ্রুতগামী অশ্ব*)।। ১২ ।। যেহেতু পুত্রলাভের জন্য আপনার ধার্মিক বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে, সেইজন্য অমিতবিক্রমশালী চারটি পুত্র আপনি অবশ্যই লাভ করবেন।। ১৩ ।। ব্রাহ্মণদের এই কথা শুনে রাজা দশরথ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করলেন। আনন্দের সঙ্গে তিনি অমাত্যবর্গকে এই মঙ্গলকর বাক্য বললেন।। ১৪ ।। গুরুজনদের বাক্য অনুসারে শীঘ্রই আপনার দ্রব্যসামগ্রী যোগাড় করুন। শক্তিশালী সৈন্য এবং পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বকে মুক্ত করুন।। ১৫ ।। সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞভূমির বিধান করুন। কল্পশাস্ত্র

সরয্বাশ্চোত্তরে তীরে যজ্ঞভূমির্বিধীয়তাম্। শান্তয়শ্চাভিবর্ধন্তাং যথাকল্পং যথাবিধি।। ১৬
শক্যঃ কর্তুময়ং যজ্ঞঃ সর্বেণাপি মহীক্ষিতা। নাপরাধো ভবেৎ কষ্টো যদ্যস্মিন্ ক্রতুসত্তমে।। ১৭
ছিদ্রং হি মৃগয়ন্ত্যেতে বিদ্বাংসো ব্রহ্মরাক্ষসাঃ। বিধিহীনস্য যজ্ঞস্য সদ্যঃ কর্তা বিনশ্যতি।। ১৮
তদ্‌যথা বিধিপূর্বং মে ক্রতুরেষ সমাপ্যতে। তথা বিধানং ক্রিয়তাং সমর্থাঃ করণেষ্বিহ।। ১৯
তথেতি চ ততঃ সর্বে মন্ত্রিণঃ প্রত্যপূজয়ন্। পার্থিবেন্দ্রস্য তদ্বাক্যং যথাজ্ঞপ্তমকুর্বত।। ২০
ততো দ্বিজাস্তে ধর্মজ্ঞমস্তুবন্ পার্থিবর্ষভম্। অনুজ্ঞাতাস্ততঃ সর্বে পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্।। ২১
গতানাং তেষু বিপ্রেষু মন্ত্রিণস্তান্নরাধিপঃ। বিসর্জয়িত্বা স্বং বেশ্ম প্রবিবেশ মহামতিঃ।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ।

অনুসারে যথোচিতভাবে শান্তি-স্বস্ত্যয়নেরও ব্যবস্থা করুন।। ১৬ ।। শ্রেষ্ঠ এই যজ্ঞে দুঃখজনক কোনো অপরাধ কারো যদি না হয় তাহলে সকল রাজাই এই অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে পারেন।।। ১৭ ।। বিদ্বান ব্রহ্মরাক্ষসেরা সর্বদা এটি অন্বেষণ করে। নিয়ম অনুসারে যজ্ঞ না হলে তখনই যজ্ঞকর্তাকে তারা বিনাশ করে।। ১৮ ।। সুতরাং বিধি অনুসারে যাতে এই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়, তার ব্যবস্থা করুন। আপনার যজ্ঞকার্যে তো সুনিপুণ।। ১৯ ।। মন্ত্রীসকল তখন "তাই হবে" বলে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। রাজার আদেশ অনুসারে সব কার্য তাঁরা সমাধা করলেন।। ২০ ।। এবার সেই ব্রাহ্মণেরা ধর্মজ্ঞ রাজশ্রেষ্ঠ দশরথকে প্রশংসা করলেন। অনন্তর সকলে অনুমতি নিয়ে স্ব স্ব স্থানে করলেন প্রত্যাবর্তন।। ২১ ।। সেই ব্রাহ্মণেরা চলে গেলে মহাপ্রাজ্ঞ রাজা মন্ত্রীগণকেও বিদায় দিয়ে নিজের গৃহে প্রবেশ করলেন (*বেশ্ম— গৃহ*)।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বাদশ (১২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।।

রাজাজ্ঞয়াঽন্যমাণ্ডলিকানাং রাজ্ঞাঞ্চাহ্বানম্ অশ্বশালাদিকরণে তদনুশাসনঞ্চ।

পুনঃ প্রাপ্তে বসন্তে তু পূর্ণঃ সংবৎসরোঽভবৎ। প্রসবার্থং ততো যষ্টুং হয়মেধেন বীর্যবান্।। ১
অভিবাদ্য বসিষ্ঠঞ্চ ন্যায়তঃ প্রতিপূজ্য চ। অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং প্রসবার্থং দ্বিজোত্তমম্।। ২
যজ্ঞো মে ক্রিয়তাং ব্রহ্মন্ যথোক্তং মুনিপুঙ্গব। যথা ন বিঘ্নাঃ ক্রিয়ন্তে যজ্ঞাঙ্গেষু বিধীয়তাম্।। ৩
ভবান্ স্নিগ্ধঃ সুহৃন্মহ্যং গুরুশ্চ পরমো মহান্। বোঢব্যো ভবতা চৈব ভারো যজ্ঞস্য চোদ্যতঃ।। ৪
তথেতি চ স রাজানমব্রবীদ্ দ্বিজসত্তমঃ। করিষ্যে সর্বমেবৈতদ্ভবতা যৎ সমর্থিতম্।। ৫

ত্রয়োদশ (১৩) সর্গ

রাজার আদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রশাসকবর্গ এবং রাজাদের আহ্বান এবং অশ্বশালাদি নির্মাণে বিধানপ্রদান।

বসন্তকাল আবার ফিরে আসায় এক বৎসর পূর্ণ হলো। বীররাজা তখন পুত্রজন্মের জন্য অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হলেন।। ১ ।। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে প্রণাম এবং বিধি অনুসারে অর্চনা করে পুত্রের জন্য বিনীতভাবে বললেন—।।২ ।। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, শাস্ত্রবিধি অনুসারে আমার যজ্ঞ আপনি সম্পাদন করুন। যজ্ঞের কোনো অংশে যেন কেউ বিঘ্ন-উৎপাদন না করতে পারে। তারো ব্যবস্থা আপনি করুন।।৩ ।। আপনি আমার প্রতি স্নেহশীল। এবং সহৃদয়। আমার পরমারাধ্য গুরু। আপনাকেই এগিয়ে এসে এই ভার বহন করতে হবে।। ৪ ।। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজা দশরথকে বললেন, তাই হবে। আপনি যা যা বললেন, তাইই আমি করবো।। ৫ ।। এবার তিনি যজ্ঞকর্মে নিপুণ বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণগণকে বললেন, আপনারা সম্যগ্‌ভাবে

ততোঽব্রবীদ্দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ যজ্ঞকর্মসু নিষ্ঠিতান্। স্থাপত্যে নিষ্ঠিতাংশ্চৈব বৃদ্ধান্ পরমধার্মিকান্।। ৬
কর্মান্তিকান্ শিল্পকরান্ বর্ধকীন্ খনকানপি। গণকাঞ্ছিল্পিনশ্চৈব তথৈব নটনর্তকান্।। ৭
তথা শুচীঞ্ছাস্ত্রবিদঃ পুরুষান্ সুবহুশ্রুতান্। যজ্ঞকর্ম সমীহন্তাং ভবন্তো রাজশাসনাৎ।। ৮
ইষ্টকা বহুসাহস্রী শীঘ্রমানীয়তামিতি। ঔপকার্যাঃ ক্রিয়ন্তাঞ্চ রাজ্ঞো বহুগুণান্বিতাঃ।। ৯
ব্রাহ্মণাবসথাশ্চৈব কর্তব্যাঃ শতশঃ শুভাঃ। ভক্ষ্যান্নপানৈর্বহুভিঃ সমুপেতাঃ সুনিষ্ঠিতাঃ।। ১০
তথা পৌরজনস্যাপি কর্তব্যাশ্চ সুবিস্তরাঃ। আগতানাং সুদূরাচ্চ পার্থিবানাং পৃথক্ পৃথক্।। ১১
বাজি-বারণশালাশ্চ তথা শয্যাগৃহাণি চ। ভট্টানাং মহদাবাসা বৈদেশিকনিবাসিনাম্।। ১২
আবাসা বহুভক্ষ্যা বৈ সর্বকামৈরুপস্থিতাঃ। তথা পৌরজনস্যাপি জনস্য বহুশোভনম্।। ১৩
দাতব্যমন্নং বিধিবৎ সৎকৃত্য ন তু লীলয়া। সর্বে বর্ণা যথা পূজাং প্রাপ্নুবন্তি সুসৎকৃতাঃ।। ১৪
ন চাবজ্ঞা প্রয়োক্তব্যা কাম-ক্রোধবশাদপি। যজ্ঞকর্মসু যে ব্যগ্রাঃ পুরুষাঃ শিল্পিনস্তথা।। ১৫
তেষামপি বিশেষেণ পূজা কার্যা যথাক্রমম্। যে স্যুঃ সংপূজিতাঃ সর্বে বসুভির্ভোজনেন চ।। ১৬
যথা সর্বং সুবিহিতং ন কিঞ্চিৎ পরিহীয়তে। তথা ভবন্তঃ কুর্বন্তু প্রীতিযুক্তেন চেতসা।। ১৭
ততঃ সর্বে সমাগম্য বসিষ্ঠমিদমব্রুবন্। যথেষ্টং তৎসুবিহিতং ন কিঞ্চিৎ পরিহীয়তে।। ১৮
যথোক্তং তৎ করিষ্যামো ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে। ততঃ সুমন্ত্রমাহূয় বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ।। ১৯
নিমন্ত্রয়স্ব নৃপতীন্ পৃথিব্যাং যে চ ধার্মিকাঃ। ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চৈব সহস্রশঃ।। ২০
সমানয়স্ব সৎকৃত্য সর্বদেশেষু মানবান্। মিথিলাধিপতিং শূরং জনকং সত্যবাদিনম্।
নিষ্ঠিতং সর্বশাস্ত্রেষু তথা বেদেষু নিষ্ঠিতম্।। ২১

যজ্ঞকর্ম আরম্ভ করুন। স্থাপত্যবিজ্ঞানে দক্ষ, পরম ধার্মিক, কর্মী, শিল্পী, ছেদক (*বর্ধকী*), খননকারী, গণক, ললিতকলায় অভিজ্ঞ নট, নর্তক, পবিত্রকর্মা অস্ত্রবিজ্ঞানী এবং বিশেষ বিদগ্ধ ব্যক্তিদেরও জানালেন অনুরোধ। বললেন, আপনারা সকলে রাজার নির্দেশে নিজ নিজ কার্য আরম্ভ করুন।। ৬-৮।। শীঘ্রই বহুসহস্র ইষ্টক আনয়ন করুন। রাজাদের যোগ্য বিবিধ বৈশিষ্ট্যযুক্ত গৃহসকল নির্মাণ করুন। ব্রাহ্মণদের জন্য ভোজনের অন্নপানাদিসমন্বিত সপুরিকল্পিত শত শত রমণীয় গৃহ তৈরী করুন।। ৯-১০।। পুরবাসীদের এবং দূর থেকে আসা রাজাদের জন্য নির্মাণ করুন পৃথক্ পৃথক্ গৃহ।। ১১।। তৈরী করুন অশ্বশালা এবং হস্তিশালা। বিদগ্ধ ভট্ট পণ্ডিতবর্গের জন্য শয়নগৃহ এবং বিদেশাগত অতিথিগণের জন্য প্রশস্ত গৃহ নির্মাণ করুন। বহুবিধ ভোজনদ্রব্য যেন আবাসগুলিতে মজুত থাকে। উপকরণসমূহে যেন গৃহগুলি থাকে পূর্ণ। অন্য নগরবাসিগণের জন্য সুন্দর সব গৃহের ব্যবস্থা করুন।। ১২-১৩।। বিধি অনুসারে সমাদরের সঙ্গে অন্নদান করবেন। তাতে যেন অবহেলা না হয়। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র—সকল বর্ণের ব্যক্তিই যেন সমাদরে পূজিত হন, লক্ষ্য রাখবেন।। ১৪।। কামবশে বা ক্রোধে কাউকেও অবহেলা করবেন না। যে সকল ব্যক্তি এবং শিল্পী উৎসাহ -সহকারে যজ্ঞকর্মে প্রবৃত্ত তাঁদেরো যথাক্রমে বিশেষভাবে অর্চনা করবেন। যাঁরা যথোচিত অর্থ এবং ভোজনে সমাদৃত হন, তাঁদের দ্বারা কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। কোথাও ত্রুটি হয় না। সুতরাং আপনারা অনিন্দিতচিত্তে সবকিছুর ব্যবস্থা করুন।। ১৫-১৭।। এবার তাঁরা সবাই এসে মহর্ষি বশিষ্ঠকে বললেন, আপনার অভিলাষ অনুসারে সবকিছু সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও কোনো ত্রুটি রাখা হয় নি।। ১৮।। আপনি যেমন বলেছেন, সেভাবেই সব আমরা সম্পন্ন করবো। এতে কোনো ব্যতিক্রম হবে না। তারপর সুমন্ত্রকে ডেকে বশিষ্ঠ বললেন—।। ১৯।। পৃথিবীতে যেসব ধার্মিক রাজা আছেন, তাঁদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করুন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং হাজার হাজার শূদ্রকে আমন্ত্রণ করুন। সকলদেশের মানুষদের সমাদর করে নিয়ে আসুন। সর্বশাস্ত্রে নিষ্ণাত, সর্ববেদে পণ্ডিত, সত্যবাদী, বীর মিথিলারাজ জনককে নিজে গিয়ে, হে মহাত্মন্,

তমানয় মহাভাগঃ স্বয়মেব সুসৎকৃতম্। পূর্বং সম্বন্ধিনং জ্ঞাত্বা ততঃ পূর্বং ব্রবীমি তে।। ২২
তথা কাশীপতিং স্নিগ্ধং সততং প্রিয়বাদিনম্। সদ্‌বৃত্তং দেবসঙ্কাশং স্বয়মেবানয়স্ব হ।। ২৩
তথা কেকয়রাজানং বৃদ্ধং পরমধার্মিকম্। শ্বশুরং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয়।। ২৪
অঙ্গেশ্বরং মহেষ্বাসং রোমপাদং সুসৎকৃতম্। বয়স্যং রাজসিংহস্য সপুত্রং তমিহানয়।। ২৫
তথা কোসলরাজানং ভানুমন্তং সুসৎকৃতম্। মগধাধিপতিং শূরং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্।। ২৬
প্রাপ্তিজ্ঞং পরমোদারং সৎকৃতং পুরুষর্ষভম্। রাজ্ঞঃ শাসনমাদায় চোদয়স্ব নৃপর্ষভান্।
প্রাচীনান্ সিন্ধু-সৌবীরান্ সৌরাষ্ট্রেয়াংশ্চ পার্থিবান্।। ২৭
দাক্ষিণাত্যান্ নরেন্দ্রাংশ্চ সমস্তানানয়স্ব হ। সন্তি স্নিগ্ধাশ্চ যে চান্যে রাজানঃ পৃথিবীতলে।। ২৮
তানানয় যথাক্ষিপ্রং সানুগান্ সহবান্ধবান্। এতান্ দূতৈর্মহাভাগৈরানয়স্ব নৃপাজ্ঞয়া।। ২৯
বসিষ্ঠবাক্যং তচ্ছ্রুত্বা সুমন্ত্রস্ত্বরিতং তদা। ব্যাদিশৎ পুরুষাংস্তত্র রাজ্ঞামানয়নে শুভান্।। ৩০
স্বয়মেব হি ধর্মাত্মা প্রযযৌ মুনিশাসনাৎ। সুমন্ত্রস্ত্বরিতো ভূত্বা সমানেতুং মহামতিঃ।। ৩১
তে চ কর্মান্তিকাঃ সর্বে বসিষ্ঠায় মহর্ষয়ে। সর্বং নিবেদয়ন্তি স্ম যজ্ঞে যদুপকল্পিতম্।। ৩২
ততঃ প্রীতো দ্বিজশ্রেষ্ঠস্তান্ সর্বান্ মুনিরব্রবীৎ। অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্যচিল্লীলয়াপি বা।। ৩৩
অবজ্ঞয়া কৃতং হন্যাদ্ দাতারং নাত্র সংশয়ঃ। ততঃ কৈশ্চদহোরাত্রৈরুপযাতা মহীক্ষিতঃ।। ৩৪
বহূনি রত্নান্যাদায় রাজ্ঞো দশরথস্য হ। ততো বসিষ্ঠঃ সুপ্রীতো রাজানমিদমব্রবীৎ।। ৩৫
উপযাতা নরব্যাঘ্র! রাজানস্তব শাসনাৎ। ময়াপি সৎকৃতাঃ সর্বে যথার্হং রাজসত্তম।। ৩৬
যজ্ঞিয়ঞ্চ কৃতং সর্বং পুরুষৈঃ সুসমাহিতৈঃ। নির্যাতু চ ভবান্ যষ্টুং যজ্ঞায়তনমন্তিকাৎ।। ৩৭
সর্বকামৈরুপহৃতৈরুপেতং বৈ সমন্ততঃ। দ্রষ্টুমর্হসি রাজেন্দ্র মনসেব বিনির্মিতম্।। ৩৮

ভালোভাবে সমাদর করে নিয়ে আসুন। তাঁর সঙ্গে পূর্বের আত্মীয়তা স্মরণ করে তাঁকে সর্বাগ্রে আনার জন্য বলছি।। ২০-২২ ।। সর্বদা প্রিয়ভাষী, স্নেহশীল, সৎকর্মকারী, দেবোপম-চরিত্র কাশীরাজকে স্বয়ং গিয়ে নিয়ে আসুন।। ২৩ ।। তারপর রাজশ্রেষ্ঠ দশরথের শ্বশুর, পরম ধার্মিক, কেকয়রাজকে সপুত্র আনয়ন করুন।। ২৪ ।। মহারাজের বন্ধু, মহাধনুর্ধর অঙ্গরাজ রোমপাদকে সমাদরের সঙ্গে পুত্রসহ নিয়ে আসুন।। ২৫ ।। তারপর একে একে কোশলরাজ ভানুমান এবং বীর, সর্বশাস্ত্র-বিশারদ, মগধরাজকে সমাদরের সঙ্গে নিয়ে আসুন। তিনি অত্যন্ত উদার, কৃতজ্ঞ এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ। নিয়ে আসুন পূর্বদেশীয় রাজন্যমণ্ডলীকে। সিন্ধু সৌবীরদেশীয় এবং সৌরাষ্ট্রদেশীয় রাজগণকে। দাক্ষিণাত্যের রাজাসকলকেও নিয়ে আসুন। পৃথিবীতে অন্য যে সকল স্নিগ্ধ-চরিত্র রাজা রয়েছেন, অনুচর এবং বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আসুন। রাজার আদেশে মহচ্চরিত্র এই দূতদের দ্বারা তাঁদের সবাইকে নিয়ে আসুন।। ২৬-২৯ ।। বশিষ্ঠের সেই বাক্য শ্রবণ করে সুমন্ত্র কল্যাণকর্মা রাজাদের আনার জন্য যোগ্যকর্মীদেরকে আদেশদান করলেন।। ৩০ ।। মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশে মহামতি ধর্মপ্রাণ সুমন্ত্র ত্বরিদ্‌গতিতে তাঁদের আনবার জন্য উদ্যোগ নিলেন।। ৩১ ।। যজ্ঞের জন্য যা যা আয়োজন করেছেন, কর্মচারীরা সে সমূহ মহর্ষি বশিষ্ঠকে জানালেন।। ৩২ ।। সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তাঁদের সকলকে বললেন, অবজ্ঞা করে কিংবা হালকাভাবে কাউকে কিছু দেবে না।। ৩৩ ।। অবজ্ঞা করে দান করলে ঐ দান দাতাকেই ধ্বংস করে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর কয়েকদিনের মধ্যেই রাজারা দশরথের জন্য অনেক রত্নসম্ভার নিয়ে উপস্থিত হলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রাজা দশরথকে বললেন, হে রাজশ্রেষ্ঠ, আপনার আদেশে রাজন্যমণ্ডলী এসে গেছেন। তাঁদের সবাইকে আমি সম্বর্ধিত করেছি।। ৩৪-৩৬ ।। সুনিপুণ কর্মীরা যজ্ঞের সর্ববিধ ব্যবস্থা সমাধা করেছেন। এবার যজ্ঞ করার জন্য আপনি যজ্ঞভূমির নিকটে গমন করুন।। ৩৭ ।। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল চারদিকে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। আপনি সব দেখুন, মহারাজ! মনে হবে যেন কল্পনা করে সব কিছু এখানে রূপায়িত করা হয়েছে।। ৩৮ ।।

তথা বসিষ্ঠবচনাদৃষ্যশৃঙ্গস্য চোভয়োঃ। দিবসে শুভনক্ষত্রে নির্যাতো জগতীপতিঃ।। ৩৯
ততো বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বএব দ্বিজোত্তমাঃ। ঋষ্যশৃঙ্গং পুরস্কৃত্য যজ্ঞকর্মারভংস্তদা।। ৪০
যজ্ঞবাটং গতাঃ সর্বে যথাশাস্ত্রং যথাবিধি। শ্রীমাংশ্চ সহপত্নীভী রাজা দীক্ষামুপাবিশৎ।। ৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ—উভয়ের অনুমতি নিয়ে কল্যাণকর নক্ষত্র-সমন্বিত দিনে রাজা দশরথ অন্তঃপুর হতে অতঃপর বহির্গত হয়ে যজ্ঞভূমিতে গমন করলেন।।৩৯ ।। তখন বশিষ্ঠপ্রমুখ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সকলে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে যজ্ঞকার্য আরম্ভ করলেন।। ৪০ ।। যজ্ঞবিধি অনুসারে তাঁরা যজ্ঞে আত্মনিয়োগ করলেন। শ্রীমান রাজা দশরথও সহধর্মিণীদের নিয়ে যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ করলেন।। ৪১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের ত্রয়োদশ (১৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্দশঃ সর্গঃ ।।

দশরথস্য হয়মেধস্য বর্ণনম্, ঋষ্যশৃঙ্গাচ্চতুঃসুতভবন-বরপ্রাপ্তিঃ।

অথ সংবৎসরে পূর্ণে তস্মিন্ প্রাপ্তে তুরঙ্গমে। সরয়্বাশ্চোত্তরে তীরে রাজ্ঞো যজ্ঞোঽভ্যবর্তত।। ১
অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে রাজ্ঞোঽস্য সুমহাত্মনঃ।। ২
কর্ম কুর্বন্তি বিধিবদ্ যাজকা বেদপারগাঃ। যথাবিধি যথান্যায়ং পরিক্রামন্তি শাস্ত্রতঃ।। ৩
প্রবর্গ্যং শাস্ত্রতঃ কৃত্বা তথৈবোপসদং দ্বিজাঃ। চক্রুশ্চ বিধিবৎ সর্বমধিকং কর্ম শাস্ত্রতঃ।। ৪
অভিপূজ্য তদা হৃষ্টাঃ সর্বে চক্রুর্যথাবিধি। প্রাতঃসবনপূর্বাণি কর্মাণি মুনিপুঙ্গবাঃ।। ৫
ঐন্দ্রশ্চ বিধিবদ্দত্তো রাজা চাভিষুতোঽনঘঃ। মাধ্যন্দিনঞ্চ সবনং প্রাবর্তত যথাক্রমম্।। ৬
তৃতীয়সবনঞ্চৈব রাজ্ঞোঽস্য সুমহাত্মনঃ। চক্রুস্তে শাস্ত্রতো দৃষ্টা যথা ব্রাহ্মণপুঙ্গবাঃ।। ৭
আহ্বয়াঞ্চক্রিরে তত্র শক্রাদীন্ বিবুধোত্তমান্। ঋষ্যশৃঙ্গাদয়ো মন্ত্রৈঃ শিক্ষাক্ষরসমন্বিতৈঃ।। ৮

চতুর্দশ (১৪) সর্গ

রাজা দশরথের এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা। চারটি পুত্রপ্রাপ্তির জন্য ঋষ্যশৃঙ্গের কাছ থেকে বরলাভ।

ক্রমে একবৎসর পূর্ণ হলো। অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য পূর্বে ছেড়ে-দেওয়া দ্রুতগামী অশ্বটি (*তুরঙ্গম*) ফিরে এলো। সরযূনদীর উত্তরতীরে রাজা দশরথের যজ্ঞ আরম্ভ হলো।। ১ ।। অতিশয় মহাপ্রাণ রাজা দশরথের এই অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে অভিজ্ঞ যাজকেরা (*যজ্ঞের পুরোহিত*) শাস্ত্রনির্দেশ অনুসরণ করে বিধিসম্মতভাবে অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করতে শুরু করলেন।। ২-৩ ।। ঐ পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে সোমযাগের পূর্বে করণীয় প্রবর্গ্য নামক যজ্ঞ সম্পন্ন করে উপসদ নামক যজ্ঞীয় ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান করলেন। তার অঙ্গীভূত অন্যান্য কর্মাদিও শাস্ত্রের বিধি অনুসারে তাঁরা সম্পাদন করলেন।। ৪ ।। সেই মুনিশ্রেষ্ঠগণ তারপর আনন্দের সঙ্গে দেবগণের পূজা সমাপ্ত করে প্রাতঃসবনের (*প্রভাতকালে সোমরস নিষ্কাসন করে তার আহুতির দ্বারা যজ্ঞ হলো প্রাতঃসবন*) পূর্ববর্তী কর্মাদি করলেন সম্পন্ন।। ৫ ।। রাজা পাপনাশক আহুতি বিধি অনুসারে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করলেন। তারপর যথাক্রমে মাধ্যদিনসবনে (*মধ্যাহ্নে সোমরসের দ্বারা যজ্ঞ*) প্রবৃত্ত হলেন।।৬ ।। ব্রাহ্মণ-প্রধানেরা শাস্ত্রে যেমন দেখেছেন, সেইভাবেই অতিশয় মহাপ্রাণ রাজা দশরথের নির্দেশে তৃতীয় সবন (*সোমরসের আহুতি দ্বারা সায়ংকালীন যজ্ঞ*) সম্পন্ন করলেন।। ৭ ।। বেদাঙ্গ শিক্ষাশাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে অক্ষরের যথাযথ উচ্চারণসহ মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেবগণকে এবং ঋষ্যশৃঙ্গাদি ঋষিগণকে তাঁরা আহ্বান করলেন।।৮ ।। স্বর্গবাসী দেবগণকে গীতি-মধুর

গীতিভির্মধুরৈঃ স্নিগ্ধৈর্মন্ত্রাহ্বানৈর্যথার্হতঃ। হোতারো দদুরাবাহ্য হবির্ভাগান্ দিবৌকসাম্।। ৯
ন চাহুতমভূত্তত্র স্খলিতং বা ন কিঞ্চন। দৃশ্যতে ব্রহ্মবৎ সর্বং ক্ষেমযুক্তং হি চক্রিরে।। ১০
ন তেষ্বহঃসু শ্রান্তো বা ক্ষুধিতো বা ন দৃশ্যতে। নাবিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিন্নাশতানুচরস্তথা।। ১১
ব্রাহ্মণা ভুঞ্জতে নিত্যং নাথবন্তশ্চ ভুঞ্জতে। তাপসা ভুঞ্জতে চাপি শ্রমণাশ্চৈব ভুঞ্জতে। ১২
বৃদ্ধাশ্চ ব্যাধিতাশ্চৈব স্ত্রীবালাশ্চ তথৈব চ। অনিশং ভুঞ্জমানানাং ন তৃপ্তিরুপলভ্যতে।। ১৩
দীয়তাং দীয়তামন্নং বাসাংসি বিবিধানি চ। ইতি সঞ্চোদিতাস্তত্র তথা চক্রুরনেকশঃ।। ১৪
অন্নকূটাশ্চ দৃশ্যন্তে বহবঃ পর্বতোপমাঃ। দিবসে দিবসে তত্র সিদ্ধস্য বিধিবত্তদা।। ১৫
নানাদেশাদনুপ্রাপ্তাঃ পুরুষাঃ স্ত্রীগণাস্তথা । অন্নপানৈঃ সুবিহিতাস্তস্মিন্‌যজ্ঞে মহাত্মনঃ।। ১৬
অন্নং হি বিধিবৎ স্বাদু প্রশংসন্তি দ্বিজর্ষভাঃ। অহো তৃপ্তাঃ স্ম ভদ্রং তে ইতি শুশ্রাব রাঘবঃ।। ১৭
স্বলঙ্কৃতাশ্চ পুরুষা ব্রাহ্মণান্ পর্যবেষয়ন্। উপাসতে চ তানন্যে সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ।। ১৮
কর্মান্তরে তদা বিপ্রা হেতুবাদান্ বহূনপি। প্রাহুঃ সুবাগ্মিনো ধীরাঃ পরস্পরজিগীষয়া।। ১৯
দিবসে দিবসে তত্র সংস্তরে কুশলা দ্বিজাঃ। সর্বকর্মাণি চক্রুস্তে যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ।। ২০
নাষডঙ্গবিদত্রাসীন্নাব্রতো নাবহুশ্রুতঃ। সদস্যাস্তস্য বৈ রাজ্ঞো নাবাদকুশলো দ্বিজঃ।। ২১
প্রাপ্তে যূপোচ্ছ্রয়ে তস্মিন্ ষড় বৈল্বাঃ খাদিরাস্তথা। তাবন্তো বিল্বসহিতাঃ পর্ণিনশ্চ তথা পরে।। ২২
শ্লেষ্মাতকময়ো দিষ্টো দেবদারুময়স্তথা। দ্বাবেব তত্র বিহিতৌ বাহুব্যস্তপরিগ্রহৌ।। ২৩

মন্ত্রের দ্বারা স্নিগ্ধভাবে যথাযোগ্যভাবে আহ্বান করে হবির দ্বারা আহুতি-প্রদান করলেন।। ৯ ।। এই যজ্ঞে ত্রুটিযুক্ত কোনো আহুতি হয় নি। সবকিছুই ব্রহ্মভাবনায় সম্পাদিত হওয়ায় কল্যাণযুক্ত হয়েছিলো।। ১০ ।। এই শ্রমসাধ্য যজ্ঞে কোনো ব্রাহ্মণই দিবাভাগে ক্লান্ত হন নি। হন নি ক্ষুধার্ত। কোনো বিদ্যাবিহীন ব্রাহ্মণ সেখানে ব্রতী ছিলেন না। সকল ব্রাহ্মণেরই শতসংখ্যক কর্মসহায়ক অনুচর ছিলেন।। ১১ ।। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, তপস্বী এবং সন্ন্যাসীরা প্রত্যহ ভোজনে আপ্যায়িত হতেন। তেমনি বৃদ্ধ, রুগ্ন, স্ত্রীলোক, বালক—সবাই ভোজনে সন্তুষ্ট হয়ে সর্বদা প্রশংসা করতেন।। ১২-১৩ ।। "আরও অন্নদান করো, বিবিধ বসন দান করো"—এরকমের আদেশ পেয়ে কর্মীরাও সেইভাবে দান করছিলেন।। ১৪ ।। প্রতিদিন রন্ধনের বিধি অনুসারে সুপক্ক অন্নের স্তূপগুলিকে পর্বতের মতো দেখাচ্ছিলো।। ১৫ ।। মহাপ্রাণ দশরথের যজ্ঞে বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রিত নরনারীগণকে অন্ন এবং পানীয়ের দ্বারা সন্তৃপ্ত করা হয়েছিলো।। ১৬ ।। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ (*দ্বিজ - ব্রাহ্মণ। ঋষভ - শ্রেষ্ঠ*) সুস্বাদু অন্নের প্রশংসা করছিলেন। "আঃ, কী তৃপ্তি পেলাম, দাতার কল্যাণ হোক"—রঘুবংশধর দশরথকে এই কথা তাঁরা শোনাচ্ছিলেন।। ১৭ ।। সুন্দর অলঙ্কারে সেজে পরিবেশকগণ ব্রাহ্মণগণকে পরিবেশন করছিলেন। সমুজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডলধারী অন্য কর্মীরা তাঁদের সাহায্য করেছিলেন।। ১৮।। যজ্ঞের একটি অংশের সমাপ্তির পর অন্য অংশের আরম্ভের মধ্যবর্তীসময়ে সুবক্তা ধীর -স্বভাব (*বিকারের কারণ থাকলেও যাঁদের চিত্ত চঞ্চল হয় না তাঁরাই ধীর*) ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রালোচনায় পরস্পরকে জয় করবার ইচ্ছায় নানাবিধ হেতু উল্লেখ করে বিচারে প্রবৃত্ত হতে লাগলেন।। ১৯ ।। যজ্ঞকর্মে নিপুণ পুরোহিতগণ শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে প্রতিদিন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করছিলেন।। ২০ ।। শিক্ষা, কলা, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই ছয় বেদাঙ্গে যাঁরা নিষ্ণাত নন, ব্রত-পরায়ণ এবং বহুশাস্ত্রে পণ্ডিত নন, শাস্ত্রবিচারে নিপুণ নন, এমন কোনো ব্রাহ্মণ তাঁর যজ্ঞকর্মে সদস্যরূপে অংশগ্রহণ করেননি। যজ্ঞের পুরোহিত সবাই ছিলেন সুযোগ্য।। ২১।। শাস্ত্রজ্ঞ যজ্ঞকার্য অভিজ্ঞ পুরোহিতবর্গ ছয়টি বিল্বের, ছয়টি খয়ের গাছের (*খদির*), সম সংখ্যার পলাশের (*পর্ণিন*), একটি শ্লেষ্মাতক (*বৌহার বৃক্ষ*) এবং প্রসারিত বাহুর মতো দু'টি দেবদারু নির্মিত যূপকে স্থাপিত করলেন। (*যূপ—যজ্ঞে পশুবন্ধনের খুঁটি*)। যজ্ঞের শোভা-সম্পাদনের জন্য সবগুলোকে সোনায় মুড়ে দেওয়া হলো।।২২-২৩ ।। ঐ একুশটি যূপ প্রত্যেকটিই একুশ অরত্নি অর্থাৎ একুশ

কারিতাঃ সর্ব এবৈতে শাস্ত্রজ্ঞৈর্যজ্ঞকোবিদৈঃ। শোভার্থং তস্য যজ্ঞস্য কাঞ্চনালঙ্কৃতাভবন্।। ২৪
একবিংশতিযূপাস্তে একবিংশত্যরত্নয়ঃ। বাসোভিরেকবিংশদ্ভিরেকৈকং সমলঙ্কৃতাঃ।। ২৫
বিন্যস্তা বিধিবৎ সর্বে শিল্পিভিঃ সুকৃতা দৃঢাঃ। অষ্টাশ্রয়ঃ সর্ব এব শ্লক্ষ্ণরূপসমন্বিতাঃ।। ২৬
আচ্ছাদিতাস্তে বাসোভিঃ পুষ্পৈর্গন্ধৈশ্চ পূজিতাঃ। সপ্তর্ষয়ো দীপ্তিমন্তো বিরাজন্তে যথা দিবি।। ২৭
ইষ্টকাশ্চ যথান্যায়ং কারিতাশ্চ প্রমাণতঃ। চিতোঽগ্নির্ব্রাহ্মণৈস্তত্র কুশলৈঃ শিল্পকর্মণি।। ২৮
স চিত্যো রাজসিংহস্য সঞ্চিতঃ কুশলৈর্দ্বিজৈঃ। গরুড়ো রুক্মপক্ষো বৈ ত্রিগুণোঽষ্টাদশাত্মকঃ।। ২৯
নিযুক্তাস্তত্র পশবস্তত্তদুদ্দিশ্য দৈবতম্। উরগাঃ পক্ষিণশ্চৈব যথাশাস্ত্রং প্রচোদিতাঃ।। ৩০
শামিত্রে তু হয়স্তত্র তথা জলচরাশ্চ যে। ঋষিভিঃ সর্বমেবৈতন্নিযুক্তং শাস্ত্রতস্তদা।। ৩১
পশূনাং ত্রিশতং তত্র যূপেষু নিয়তং তদা। অশ্বরত্নোত্তমং তত্র রাজ্ঞো দশরথস্য হ।। ৩২
কৌসল্যা তং হয়ং তত্র পরিচর্য সমন্ততঃ। কৃপাণৈর্বিশশাসৈনং ত্রিভিঃ পরময়া মুদা।। ৩৩
পতৎত্রিণা তদা সার্ধং সুস্থিতেন চ চেতসা। অবসদ্ রজনীমেকাং কৌসল্যা ধর্মকাম্যয়া।। ৩৪
হোতাঽধ্বর্যুস্তথোদ্গাতা হয়েন সমযোজয়ন্। মাহিষ্যা পরিবৃত্ত্যাথ বাবাতামপরাং তথা।। ৩৫
পতৎত্রিণস্তস্য বপামুদ্ধৃত্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। ঋত্বিক্ পরমসম্পন্নঃ শ্রপয়ামাস শাস্ত্রতঃ।। ৩৬
ধূমগন্ধং বপায়াস্তু জিঘ্রতি স্ম নরাধিপঃ। যথাকালং যথান্যায়ং নির্ণুদন্ পাপমাত্মনঃ।। ৩৭
হয়স্য যানি চাঙ্গানি তানি সর্বাণি ব্রাহ্মণাঃ। অগ্নৌ প্রাস্যন্তি বিধিবৎ সমস্তাঃ ষোড়শর্ত্বিজঃ।। ৩৮
প্লক্ষশাখাসু যজ্ঞানামন্যেষাং ক্রিয়তে হবিঃ। অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য বৈতসো ভাগ ইষ্যতে।। ৩৯

হাত লম্বা।(*কনুই থেকে কনিষ্ঠা-অঙ্গুলি পর্যন্ত অংশকে অরত্নি বলা হয়*)। একুশটি বস্ত্রের দ্বারা ঐগুলিকে আবৃত করা হলো।। ২৪-২৫ ।। শিল্পীরা অষ্টকোণবিশিষ্ট এই যূপগুলিকে বেশ শক্ত করে তৈরী করেছিলেন। বেশ সুন্দর ঝকঝকে দেখাচ্ছিলো ঐ যূপগুলোকে।। ২৬ ।। সেইগুলোকে বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করে গন্ধ এবং পুষ্পাদির দ্বারা পূজা করা হয়েছিলো। আকাশের সমুজ্জ্বল সপ্তর্ষির মতো তাদের দেখাচ্ছিলো।। ২৭ ।। শাস্ত্রীয় প্রমাণ অনুসারে ইষ্টক বিন্যস্ত করে শিল্পকর্মে কুশলী ব্রাহ্মণেরা হোম নির্মাণ করেছিলেন।। ২৮ ।। মহারাজ দশরথের যজ্ঞনির্মাণ-কুশলী ব্রাহ্মণেরা ত্রিকোণাকৃতি অষ্টাদশ প্রস্তারযোগ্য (*অষ্টাদশ হস্ত পরিমিত*) সোনার পাখাযুক্ত গরুড়ের মতো দেখতে (*রুক্ম = স্বর্ণ*) যজ্ঞবেদি নির্মাণ করলেন।। ২৯ ।। শাস্ত্রীয়নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞবেদিতে দেবগণের সন্তুষ্টির জন্য পশু, সর্প এবং পক্ষীসমূহের সমাবেশ করা হয়েছিলো।।৩০।। শামিত্র নামক যজ্ঞীয় কর্মবিশেষের সময় অশ্ব এবং জলচর প্রাণিসকল রাখা হয়েছিলো। শাস্ত্রবিধি অনুসারে ঋষিরা এই সবেরই ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করেছিলেন।। ৩১ ।। সেখানে যজ্ঞীয় পশুবন্ধন-খুঁটি তথা যূপে তিন শত পশুকে বাঁধা হয়েছিলো। দশরথের উত্তম অশ্বটিকেও যূপে নিবদ্ধ করা হয়েছিলো।। ৩২ ।। মহারাণী কৌশল্যা সেই অশ্বটিকে সর্বপ্রকারে পরিচর্যা করে পরম আনন্দের সঙ্গে খড়্গের দ্বারা তিনবার প্রহার করে ছেদন করলেন।। ৩৩ ।। অবিচলচিত্তে তিনি সেই পক্ষবিশিষ্ট অশ্বের সঙ্গে ধর্মকামনায় একরাত্রি বাস করলেন।। ৩৪।। তারপর হোতা, অধ্বর্যু এবং উদ্গাতাদের সেই অশ্বের সঙ্গে যুক্ত করলেন। অন্য রাজমহিষী এবং অপর রাজপত্নীদেরও করলেন মিলিত (*ঋগ্বেদের মন্ত্রপাঠক—হোতা। যজুর্বেদ অনুসারে কর্মসম্পাদনকারী পুরোহিত—অধ্বর্যু। সামবেদের মন্ত্রগানকারী পুরোহিত—উদ্গাতা*)।। ৩৫ ।। পরম জ্ঞানী, সংযতেন্দ্রিয়, ঋগ্বেদীয় যাজ্ঞিক সেই অশ্বের চর্বী সংগ্রহ করে শাস্ত্র অনুসারে পাক করলেন।। ৩৬ ।। যথাকালে রাজা দশরথ নিজের পাপবিনাশের জন্য সেই সিদ্ধ চর্বীর ধূমের গন্ধ আঘ্রাণ করলেন।। ৩৭ ।। তারপর ষোলোজন ঋত্বিক তথা পুরোহিত অশ্বের যতো অঙ্গ ছিলো সবই বিধি অনুসারে অগ্নিতে আহুতি দিলেন।।৩৮ ।। অন্যান্য যজ্ঞে পাকুড়গাছের শাখার সাহায্যে হবি আহুতি দিতে হয়। কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞে বেতের পাত্রে হবি নিয়ে আহুতি দিতে হয়।। ৩৯ ।। ব্রাহ্মণেরা কল্পসূত্রে বলেছেন, সংখ্যানুসারে তিনদিন

ত্র্যহোঽশ্বমেধঃ সংখ্যাতঃ কল্পসূত্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ। চতুষ্টোমমহস্তস্য প্রথমং পরিকল্পিতম্।। ৪০
উক্থ্যং দ্বিতীয়ং সংখ্যাতমতিরাত্রং তথোত্তরম্। কারিতাস্তত্র বহবো বিহিতাঃ শাস্ত্রদর্শনাৎ।। ৪১
জ্যোতিষ্টোমায়ুষী চৈবমতিরাত্রৌ চ নির্মিতৌ। অভিজিদ্ বিশ্বজিচ্চৈবমপ্তোর্যামো মহাক্রতুঃ।। ৪২
প্রাচীং হোত্রে দদৌ রাজা দিশং স্বকুলবর্ধনঃ। অধ্বর্যবে প্রতীচীং তু ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দিশম্।। ৪৩
উদ্গাত্রে তু তথোদীচীং দক্ষিণৈষা বিনির্মিতা। অশ্বমেধে মহাযজ্ঞে স্বয়ম্ভূবিহিতে পুরা।। ৪৪
ক্রতুং সমাপ্য তু তদা ন্যায়তঃ পুরুষর্ষভঃ। ঋত্বিগ্‌ভ্যো হি দদৌ রাজা ধরাং তাং কুলবর্ধনঃ।। ৪৫
এবং দত্ত্বা প্রহৃষ্টোঽভূচ্ছ্রীমানিক্ষ্বাকুনন্দনঃ। ঋত্বিজস্ত্বব্রুবন্ সর্বে রাজানং গতকল্মষম্।। ৪৬
ভগবানেব মহীং কৃৎস্নামেকো রক্ষিতুমর্হতি। ন ভূম্যা কার্যমস্মাকং ন হি শক্তাঃ স্ম পালনে।। ৪৭
রতাঃ স্বাধ্যায়করণে বয়ং নিত্যং হি ভূমিপ। নিষ্ক্রয়ং কিঞ্চিদেবেহ প্রযচ্ছতু ভবানিতি।। ৪৮
মণিরত্নং সুবর্ণং বা গাবো যদ্ বা সমুদ্যতম্। তৎ প্রযচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ ধরণ্যা ন প্রয়োজনম্।। ৪৯
এবমুক্তো নরপতির্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ। গবাং শত সহস্রাণি দশ তেভ্যো দদৌ নৃপঃ।। ৫০
দশকোটিং সুবর্ণস্য রজতস্য চতুর্গুণম্। ঋত্বিজস্তু ততঃ সর্বে প্রদদুঃ সহিতা বসু।। ৫১
ঋষ্যশৃঙ্গায় মুনয়ে বসিষ্ঠায় চ ধীমতে। ততস্তে ন্যায়তঃ কৃত্বা প্রবিভাগং দ্বিজোত্তমাঃ।। ৫২
সুপ্রীতমনসঃ সর্বে প্রত্যূচুর্মুদিতা ভৃশম্। ততঃ প্রসর্পকেভ্যস্তু হিরণ্যং সুসমাহিতঃ।। ৫৩
জাম্বূনদং কোটিসংখ্যং ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ তদা। দরিদ্রায় দ্বিজায়াথ হস্তাভরণমুত্তমম্।। ৫৪
কস্মৈচিদ্ যাচমানায় দদৌ রাঘবনন্দনঃ। ততঃ প্রীতেষু বিধিবদ্দ্বিজেষু দ্বিজবৎসলঃ।। ৫৫
প্রণামমকরোত্তেষাং হর্ষ-ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ। তস্যাশিষোঽথ বিবিধা ব্রাহ্মণৈঃ সমুদাহৃতাঃ।। ৫৬

অশ্বমেধ যজ্ঞে আহুতি দিতে হয়। প্রথমদিনে চতুষ্টোম হোম করতে হবে।। ৪০ ।। শাস্ত্রীয় মতে দ্বিতীয়দিনে উক্থ্য, তারপর অতিরাত্র হোম করতে হবে। এরপরও অনেক হোম করতে হয়।। ৪১ ।। অনন্তর, জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম এবং অতিরাত্র মহাহোম তিনি করেছিলেন। তারপর অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ এবং আপ্তোর্যাম যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।। ৪২ ।। নিজের বংশের গৌরববর্ধনকারী রাজা দশরথ হোতাকে পূর্বদিক, অধ্বর্যুকে পশ্চিমদিক, অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণকে দক্ষিণদিক এবং সামবেদীয় উদ্‌গাতাকে উত্তরদিক দক্ষিণারূপে দান করলেন। প্রাচীনকালে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞে এই ব্যবস্থা স্বয়ং করেছিলেন।। ৪৩-৪৪ ।। নরশ্রেষ্ঠ, বংশের গৌরবর্ধক রাজা অতঃপর বিধিমতো যজ্ঞসমাপন করার জন্য ঋত্বিকদের দান করলেন সমগ্র পৃথিবী।। ৪৫ ।। শ্রীযুক্ত ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথ এইভাবে দান করে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বললেন, আপনিই কেবল সমগ্র পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারেন। দানরূপে পৃথিবীগ্রহণে আমাদের কাজ নেই। তাকে পালন করার শক্তি আমাদের নেই। হে রাজন্, আমরা নিত্য বেদপাঠে নিরত। দান করা পৃথিবীর বিনিময়ে সামান্য মূল্য আমাদের দিন।। ৪৬-৪৮ ।। হে রাজশ্রেষ্ঠ, মণি, রত্ন, সুবর্ণ বা গো-ধন যা আপনার ইচ্ছা হয় দান করুন। পৃথিবীকে নিয়ে আমাদের প্রয়োজন নেই।। ৪৯ ।। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এই কথা বললে রাজা তাঁদের দশ লক্ষ গো দান করলেন। আরো দিলেন দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা। তার চার গুণ রৌপ্যমুদ্রা। তখন ঋত্বিকরা সকলে সম্মিলিত হয়ে মুনি ঋষ্যশৃঙ্গ ও জ্ঞানী বশিষ্ঠকে সমস্ত রত্ন সমর্পণ করলেন। সেই সম্পদরাশি তাঁরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে ন্যায়ানুসারে ভাগ করে দিলেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ সন্তুষ্টচিত্তে বললেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। তারপর প্রশান্তচিত্ত দশরথ সমাগত ব্রাহ্মণগণকে (*প্রসর্পক - সমাগত*) বহু স্বর্ণ এবং কোটি -সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা (*জাম্বূনদ—স্বর্ণমুদ্রা*) দান করলেন। দরিদ্র এক দ্বিজ প্রার্থী হলে ইক্ষ্বাকুবংশীয় দশরথ তাঁর হস্তে দিলেন পরিধানের উত্তম অলঙ্কার। ব্রাহ্মণবৎসল রাজার ইন্দ্রিয়রাজি আনন্দে বিহ্বল হলো। সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণগণকে তিনি বিধিমতো প্রণাম করলেন। উদার, জনগণবীর, ভূলুণ্ঠিত রাজাকে ব্রাহ্মণগণ আশীর্বাদে নন্দিত করলেন। এইভাবে রাজা দশরথ সন্তুষ্টচিত্তে পাপবিনাশক স্বর্গদায়ক দুঃসাধ্য এই

উদারস্য নৃবীরস্য ধরণ্যাং পতিতস্য চ। ততঃ প্রীতমনা রাজা প্রাপ্য যজ্ঞমনুত্তমম্।। ৫৭
পাপাপহং স্বর্নয়নং দুস্তরং পার্থিবর্ষভৈঃ। ততোঽব্রবীদৃষ্যশৃঙ্গং রাজা দশরথস্তদা।। ৫৮
কুলস্য বর্ধনং তত্তু কর্তুমর্হসি সুব্রত। তথেতি চ স রাজানমুবাচ দ্বিজসত্তমঃ।
ভবিষ্যন্তি সুতা রাজংশ্চত্বারস্তে কুলোদ্বহাঃ।। ৫৯
স তস্য বাক্যং মধুরং নিশম্য প্রণম্য তস্মৈ প্রযতো নৃপেন্দ্রঃ।
জগাম হর্ষং পরমং মহাত্মা তমৃষ্যশৃঙ্গং পুনরপ্যুবাচ।। ৬০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ।

যজ্ঞ সম্পাদন করলেন। এবারে ঋষ্যশৃঙ্গকে তিনি বললেন—।। ৫০-৫৮ ।। হে শোভনব্রত-সম্পাদক ঋষি, যাতে আমার বংশ বর্ধিত হয়, তাই করুন। তখন সেই ব্রাহ্মণপ্রধান ঋষ্যশৃঙ্গ রাজাকে বললেন, তাই হবে। আপনার বংশরক্ষক চারটি পুত্র জন্মগ্রহণ করবে।। ৫৯ ।। সংযতচরিত্র রাজাধিরাজ তাঁর এই মধুরবাক্য শ্রবণ করে তাঁকে প্রণাম করলেন। পরম আনন্দলাভ করে আবার ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন সেই মহাত্মা।। ৬০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণে আদিকাণ্ডের চতুর্দশ (১৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চদশঃ সর্গঃ ।।

ঋষ্যশৃঙ্গেন দশরথস্য পুত্রেষ্টিবিধানম্। দেবৈ রাবণবধার্থং ব্রহ্মণঃ সমীপে প্রার্থনা।
ব্রহ্মণা দশরথগৃহেঽবতীর্য রাবণং জহীতি বিষ্ণুসমীপে প্রার্থনা।

মেধাবী তু ততো ধ্যাত্বা স কিঞ্চিদিদমুত্তরম্। লব্ধসংজ্ঞস্ততস্তং তু বেদজ্ঞো নৃপমব্রবীৎ।। ১
ইষ্টিং তেঽহং করিষ্যামি পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ। অথর্বশিরসি প্রোক্তৈর্মন্ত্রৈঃ সিদ্ধাং বিধানতঃ।। ২
ততঃ প্রাক্রমদিষ্টিং তাং পুত্রীয়াং পুত্রকারণাৎ। জুহাবাগ্নৌ চ তেজস্বী মন্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা।। ৩
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। ভাগপ্রতিগ্রহার্থং বৈ সমবেতা যথাবিধি।। ৪
তাঃ সমেত্য যথান্যায়ং তস্মিন্ সদসি দেবতাঃ। অব্রুবঁল্লোককর্তারং ব্রহ্মাণং বচনং ততঃ।। ৫
ভগবংস্ত্বৎ প্রসাদেন রাবণো নাম রাক্ষসঃ। সর্বান্নো বাধতে বীর্যাচ্ছাসি তু তং ন শক্নুমঃ।। ৬
ত্বয়া তস্মৈ বরো দত্তঃ প্রীতেন ভগবংস্তদা। মানয়ন্তশ্চ তন্নিত্যং সর্বং তস্য ক্ষমামহে।। ৭

পঞ্চদশ (১৫) সর্গ

ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা দশরথের পুত্রেষ্টিযজ্ঞ-সম্পাদন। রাবণবধের জন্য ব্রহ্মার কাছে দেবতাদের প্রার্থনা।
দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হয়ে রাবণকে নিধন করুন—বিষ্ণুর কাছে ব্রহ্মার ঈদৃশ প্রার্থনা।

মেধাবী, বেদবিদ্ ঋষ্যশৃঙ্গ কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রৈলেন। তারপর চেতনায় ফিরে এসে রাজা দশরথকে বললেন—।। ১ ।। মহারাজ, আপনার পুত্রলাভের জন্য আমি পুত্রেষ্টিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করবো। অথর্ববেদে যেসব মন্ত্র রয়েছে, যজ্ঞসিদ্ধির জন্য আমি বিধি অনুসারে সেইসব মন্ত্রপ্রয়োগ করবো।। ২ ।। পুত্রের জন্য তিনি তখন পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। মন্ত্রে যেভাবে বলা হয়েছে সেইভাবে অগ্নিতে আহুতি দিলেন তেজস্বী সেই ঋষি।। ৩ ।। তখন গন্ধর্বদের নিয়ে দেবগণ, সিদ্ধ নামক উপদেবতারা এবং মহর্ষিবৃন্দ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করার জন্য যথাবিধি যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হলেন।। ৪ ।। যজ্ঞসভায় যথানিয়মে সমবেত হয়ে দেবতারা বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাকে বললেন—।। ৫ ।। ভগবন্, আপনার কৃপায় বলীয়ান হয়ে রাবণ নামক রাক্ষস বলবত্তার দ্বারা আমাদের সকলকে পীড়িত করছে। তাকে আমরা কিছুতেই শাসন করতে পারছি না।। ৬ ।। সেই দুর্মতি

উদ্বেজয়তি লোকাংস্ত্রীনুচ্ছ্রিতান্ দ্বেষ্টি দুর্মতিঃ। শক্রং ত্রিদশরাজানং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি।। ৮
ঋষীন্ যক্ষান্ সগন্ধর্বান্ ব্রাহ্মণানসুরাংস্তথা। অতিক্রামতি দুর্ধর্ষো বরদানেন মোহিতঃ।। ৯
নৈনং সূর্যঃ প্রতপতি পার্শ্বে বাতি ন মারুতঃ। চলোর্মিমালী তং দৃষ্ট্বা সমুদ্রোঽপি ন কম্পতে।। ১০
তন্মহন্নো ভয়ং তস্মাদ্ রাক্ষসাদ্ ঘোর দর্শনাৎ। বধার্থং তস্য ভগবন্নুপায়ং কর্তুমর্হসি।। ১১
এবমুক্তঃ সুরৈঃ সর্বৈশ্চিন্তয়িত্বা ততোঽব্রবীৎ। হন্তায়ং বিদিতস্তস্য বধোপায়ো দুরাত্মনঃ।। ১২
তেন গন্ধর্ব-যক্ষাণাং দেবতানাঞ্চ রক্ষসাম্। অবধ্যোঽস্মীতি বাগুক্তা তথেত্যুক্তঞ্চ তন্ময়া।। ১৩
নাকীর্তয় দবজ্ঞানাত্তদ্রক্ষো মানুষাংস্তদা। তস্মাৎ স মানুষাদ্ বধ্যো মৃত্যুর্নান্যোঽস্য বিদ্যতে।। ১৪
এতচ্ছ্রুত্বা প্রিয়ং বাক্যং ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্। দেবা মহর্ষয়ঃ সর্বে প্রহৃষ্টাস্তেঽভবংস্তদা।। ১৫
এতস্মিন্নন্তরে বিষ্ণুরুপযাতো মহাদ্যুতিঃ। শঙ্খ-চক্র-গদা পাণি পীতবাসা জগৎপতিঃ।। ১৬
বৈনতেয়ং সমারুহ্য ভাস্করস্তোয়দং যথা। তপ্ত হাটককেয়ূরো বন্দ্যমানঃ সুরোত্তমৈঃ।। ১৭
ব্রহ্মণা চ সমাগত্য তত্র তস্থৌ সমাহিতঃ। তমব্রুবন্ সুরাঃ সর্বে সমভিষ্টুয়সন্নতা।। ১৮
ত্বাং নিয়োক্ষ্যামহে বিষ্ণো লোকানাং হিতকাম্যয়া। রাজ্ঞো দশরথস্য ত্বমযোধ্যাধিপতের্বিভো।। ১৯
ধর্মজ্ঞস্য বদান্যস্য মহর্ষিসমতেজসঃ। অস্য ভার্যাসু তিসৃষু হ্রী-শ্রী-কীর্ত্যুপমাসু চ।। ২০
বিষ্ণো পুত্রত্বমাগচ্ছ কৃত্বাত্মানং চতুর্বিধম্। তত্র ত্বং মানুষো ভূত্বা প্রবৃদ্ধং লোককণ্টকম্।। ২১
অবধ্যং দৈবতৈর্বিষ্ণো সমরে জহি রাবণম্। স হি দেবান্ সগন্ধর্বান্ সিদ্ধাংশ্চ ঋষি সত্তমান্।। ২২

উন্নতচরিত্রের ব্যক্তিবর্গকে উদ্‌বিগ্ন করছে। নারীদের প্রতি প্রদর্শন করছে বিদ্বেষ। ত্রিদশ তথা দেবগণের রাজা ইন্দ্রকে নিগৃহীত করার ইচ্ছাপোষণ করছে।। ৭-৮ ।। আপনার বরদানে আত্মহারা হয়ে সে দুর্ধর্ষ। ঋষি, উপদেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব, ব্রাহ্মণ এবং অসুরদেরো প্রতি অত্যাচার করছে।। ৯ ।। সূর্য তাকে প্রতপ্ত করে না। বায়ু তার পার্শ্বে প্রবাহিত হতে পারে না। চঞ্চল তরঙ্গময় সাগরও তাকে দেখে নিঃস্তব্ধ হয়ে যায়।। ১০।। সেই ভীষণদর্শন রাক্ষসকে দেখে আমাদের ভীষণ ভয় হয়েছে। ভগবন্, তাকে বধ করার কোনো উপায় বের করুন।। ১১ ।। দেবগণসকলে এইভাবে বললে 'পর চিন্তা করে তিনি বললেন, একে হত্যা করা হবে। এই দুর্জনের বিনাশের উপায় আমি স্থির করেছি।। ১২ ।। দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের যেন আমি অবধ্য হই—এই প্রার্থনা করায় আমি বলেছিলাম, বেশ তাই হবে।। ১৩ ।। রাক্ষস রাবণ বর-প্রার্থনার সময়ে অবজ্ঞা করে মানুষের কথা বলে নি। সেইজন্য সে মানুষের দ্বারাই বধ্য হবে। আর কারো হাতে তার মৃত্যু হবে না।। ১৪ ।। ব্রহ্মার মুখ থেকে উচ্চারিত এই বাঞ্ছিতবাক্য শুনে সেই দেবগণ এবং মহর্ষিমণ্ডলী সকলেই তখন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।। ১৫ ।। এই অবসরে অত্যন্ত দীপ্তিমান, পীতবসন, বিশ্বপতি বিষ্ণু শঙ্খ-চক্র -গদা এবং পদ্ম হস্তে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন।। ১৬ ।। সমুজ্জ্বল স্বর্ণের কেয়ূর-পরিহিত বন্দনীয় দেবপ্রধান বিষ্ণু যখন গরুড়ে আরোহণ করে আসছিলেন, মনে হচ্ছিলো মেঘের বাহনে সূর্যই বুঝি আসছেন (*হাটক - স্বর্ণ, কেয়ূর - বাহুতে পরার অলঙ্কার, বৈনতেয় - বিনতার পুত্র গরুড়। তাঁর পাখা আছে বলে উড়ে চলতে পারেন। তিনি বিষ্ণুর বাহন*)।। ১৭ ।। ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বিষ্ণু তখন ধ্যানাবিষ্ট হয়ে উপবেশন করলেন। দেবতারাসকলে প্রণত হয়ে তাঁকে সম্যগ্‌রূপে বন্দনা করে বললেন—।। ১৮ ।। হে প্রভো ভগবন্ বিষ্ণু, ত্রিজগতের কল্যাণের কামনায় অযোধ্যারাজ দশরথের যজ্ঞে আপনাকে আমরা নিয়োগ করছি।। ১৯ ।। তিনি ধর্মজ্ঞ। সমুদার। এবং মহর্ষিদের মতো তেজস্বী। হ্রী, শ্রী এবং কীর্তির ন্যায় তাঁর রয়েছে তিনজন পত্নী।।২০।। হে নারায়ণ, আপনি নিজেকে চার অংশে বিভক্ত করে মনুষ্যমূর্তিতে তাঁর ঐ তিন পত্নীতে জন্মগ্রহণ করুন। হে বিষ্ণু, মানুষের শত্রু, উদ্ধত, দেবতাদের দ্বারা অবধ্য রাবণকে আপনি যুদ্ধে হত্যা করুন। দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ নামক উপদেবতা এবং মহর্ষিদের ঔদ্ধত্যের দ্বারা পীড়িত করছে সেই মূর্খ রাক্ষস। ঋষিগণকে, নন্দনকাননে

রাক্ষসো রাবণো মূর্খো বীর্যোদ্রেকেণ বাধতে। ঋষয়শ্চ ততস্তেন গন্ধর্বাপ্সরস্তথা।। ২৩
ক্রীডন্তো নন্দনবনে রৌদ্রেণ বিনিপতিতাঃ। বধার্থং বয়মায়াতাস্তস্য বৈ মুনিভিঃ সহ।। ২৪
সিদ্ধ-গন্ধর্ব-যক্ষাশ্চ ততস্ত্বাং শরণং গতাঃ। ত্বং গতিঃ পরমা দেব সর্বেষাং নঃ পরন্তপ।। ২৫
বধায় দেবশত্রূণাং নৃণাং লোকে মনঃ কুরু। এবং স্তুতস্তু দেবেশো বিষ্ণুস্ত্রিদশপুঙ্গবঃ।। ২৬
পিতামহপুরোগাংস্তান্ সর্বলোকনমস্কৃতঃ। অব্রবীত্রিদশান্ সর্বান্ সমেতান্ ধর্মসংহিতান্।। ২৭
ভয়ং ত্যজত ভদ্রং বো হিতার্থং যুধি রাবণম্। সপুত্র-পৌত্রং সামাত্যং সমন্ত্রি-জ্ঞাতি-বান্ধবম্।। ২৮
হত্বা ক্রূরং দুরাধর্ষং দেবর্ষীণাং ভয়াবহম্। দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।। ২৯
বৎস্যামি মানুষে লোকে পালয়ন্ পৃথিবীমিমাম্। এবং দত্ত্বা বরং দেবো দেবানাং বিষ্ণুরাত্মবান্।। ৩০
মানুষ্যে চিন্তয়ামাস জন্মভূমিমথাত্মনঃ। ততঃ পদ্মপলাশাক্ষঃ কৃত্বাত্মানং চতুর্বিধম্।। ৩১
পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্। ততো দেবর্ষি-গন্ধর্বাঃ সরুদ্রাঃ সাপ্সরোগণাঃ।
স্তুতিভির্দিব্যরূপাভিস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্।। ৩২
তমুদ্ধতং রাবণমুগ্রতেজসং প্রবৃদ্ধদর্পং ত্রিদশেশ্বরদ্বিষম্।
বিরাবণং সাধু-তপস্বিকণ্টকং তপস্বিনামুদ্ধর তং ভয়াবহম্।। ৩৩
তমেব হত্বা সবলং সবান্ধবং বিরাবণং রাবণমুগ্রপৌরুষম্।
স্বর্ল্লোকমাগচ্ছ গতজ্বরশ্চিরং সুরেন্দ্রগুপ্তং গতদোষ-কল্মষম্।। ৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

ক্রীড়ারত গন্ধর্ব ও অপ্সরাদেরকে সেই ক্রূরকর্মা রাবণ হত্যা করছে। তার নিধনের জন্য মুনিদের সঙ্গে আমরা এসেছি।। ২১-২৪ ।। সিদ্ধ, গন্ধর্ব এবং যক্ষেরা সেইজন্য আপনার আশ্রয় নিয়েছেন আজ। হে শত্রুপীড়ক, (পর - শত্রু, পরন্তপ - শত্রুকে যিনি তাপ দেন), পরমদেবতা আপনি। আপনিই সকলের গতি।। ২৫ ।। দেব-শত্রুদের বধের উদ্দেশ্যে নরলোকে আবির্ভাবের জন্য আপনি মনস্থ করুন। এইভাবে সেই দেবাধিপতি দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু (ত্রিদশ - দেব, পুঙ্গব - শ্রেষ্ঠ) বন্দিত হলেন। তখন তিনি সমাগত ধর্মমূর্তি সকল দেবগণকে বললেন—।। ২৬-২৭ ।। আপনারা ভয় পরিত্যাগ করুন। আপনাদের কল্যাণ হোক। আপনাদের মঙ্গলের জন্য যুদ্ধে পুত্র, পৌত্র, অমাত্য, মন্ত্রী, আত্মীয় ও বন্ধুগণসহ ক্রূর, অপরাজেয়, দেবতা এবং ঋষিদের কাছে ভয়ঙ্কর রাবণকে আমি বিনাশ করবো। এগারো হাজার বৎসর পৃথিবীকে পালন করে আমি নরলোকে বাস করবো। এইভাবে পরমাত্মা, দেবতাদেরো যিনি দেবতা সেই ভগবান বিষ্ণু বরদান করলেন।। ২৮-৩০ ।। অনন্তর মনুষ্যলোকে নিজের যোগ্য জন্মভূমির কথা তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। পদ্মের পাপড়ির মতো নয়নবিশিষ্ট ভগবান বিষ্ণু তারপর নিজেকে চার অংশে বিভক্ত করলেন।। ৩১ ।। রাজা দশরথকেই তিনি পিতারূপে পছন্দ করলেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, রুদ্র এবং অপ্সরোগণ মনোহর স্তবের দ্বারা তখন মধু নামক দৈত্যের বিনাশকারী সেই ভগবান বিষ্ণুকে বন্দনা করলেন।।৩২ ।। হে ভগবান, উদ্ধত, উগ্রতেজঃসম্পন্ন, গর্বিত, দেবরাজের শত্রু, সাধু এবং তপস্বীদের পীড়নকারী, ভয়ঙ্কর রাবণকে নিধন করে সাধকবৃন্দকে আপনি উদ্ধার করুন।।৩৩ ।। সসৈন্যে সবান্ধবে সেই উদ্ধতবীর্য রাবণকে হত্যা করে রোগাদিবিহীন, সর্বদোষশূন্য, পাপমুক্ত, দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা সুরক্ষিত এই স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করুন।। ৩৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চদশ (১৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষোড়শঃ সর্গঃ ।।

বিষ্ণু-সুরাণাং রাবণবিষয়কঃ সংবাদঃ, ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্ রাবণস্য বরপ্রাপ্তিনিবেদনম্, বিষ্ণোরন্তর্ধানানন্তরং দশরথযজ্ঞভূমাবগ্নিতঃ প্রাদুর্ভূত-প্রাজাপত্যনরেণ দশরথায় পায়সদানম্। দশরথস্য ভাবিপুত্র প্রাপ্ত্যর্থং পায়সস্য স্বদারান্ প্রতি যথাক্রমং বিভাগশ্চ।

ততো নারায়ণো বিষ্ণুর্নিযুক্তঃ সুরসত্তমৈঃ। জানন্নপি সুরানেবং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ।। ১
উপায়ঃ কো বধে তস্য রাক্ষসাধিপতেঃ সুরাঃ। যমহং তং সমাস্থায় নিহন্যামৃষিকণ্টকম্।। ২
এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্বে প্রত্যুচুর্বিষ্ণুমব্যয়ম্। মানুষং রূপমাস্থায় রাবণং জহি সংযুগে।। ৩
স হি তেপে তপস্তীব্রং দীর্ঘকালমরিন্দমঃ। যেন তুষ্টোঽভবদ্ ব্রহ্মা লোককৃল্লোকপূর্বজঃ।। ৪
সন্তুষ্টঃ প্রদদৌ তস্মৈ রাক্ষসায় বরং প্রভুঃ। নানাবিধেভ্যো ভূতেভ্যো ভয়ং নান্যত্র মানুষাৎ।। ৫
অবজ্ঞাতাঃ পুরা তেন বরদানে হি মানবাঃ। এবং পিতামহাত্তস্মাদ্ বরদানেন গর্বিতঃ।। ৬
উৎসাদয়তি লোকাংস্ত্রীন্ স্ত্রিয়শ্চাপ্যপকর্ষতি। তস্মাত্তস্য বধো দৃষ্টো মানুষেভ্যঃ পরন্তপ।। ৭
ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা সুরাণাং বিষ্ণুরাত্মবান্। পিতরং রোচয়ামাস তদা দশরথং নৃপম্।। ৮
স চাপ্যপুত্রো নৃপতিস্তস্মিন্‌কালে মহাদ্যুতিঃ। অযজৎ পুত্রিয়ামিষ্টিং পুত্রেপ্সুররিসূদনঃ।। ৯
স কৃত্বা নিশ্চয়ং বিষ্ণুরামন্ত্র্য চ পিতামহম্। অন্তর্ধানং গতো দেবৈঃ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।। ১০।
ততো বৈ যজমানস্য পাবকাদতুলপ্রভম্। প্রাদুর্ভূতং মহদ্ভূতং মহাবীর্যং মহাবলম্।। ১১

ষোড়শ (১৬) সর্গ

বিষ্ণু এবং দেবগণের মধ্যে রাবণ-বিষয়ক আলোচনা। ব্রহ্মার কাছ থেকে রাবণের বরপ্রাপ্তির সংবাদ। বিষ্ণুর অন্তর্ধানের পর দশরথের যজ্ঞভূমি হতে উদ্‌ভূত প্রাজাপত্য নামক দিব্যমনুষ্য কর্তৃক দশরথকে পায়সপ্রদান। পুত্রপ্রাপ্তির জন্য নিজের পত্নীদের মধ্যে দশরথের দ্বারা সেই পায়সের বণ্টন।

প্রধান দেবতাগণের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে বিষ্ণু *(সর্বত্র ব্যাপ্ত)* -রূপী নারায়ণ সব জেনেও তারপর মধুরবচনে দেবতাদের জিজ্ঞেস করলেন—।। ১ ।। হে দেবগণ, রাক্ষসরাজ রাবণের বিনাশের উপায় কি? কিভাবে ঋষিদের সেই শত্রুকে আমি হত্যা করতে পারি?।। ২ ।। এই কথা বলার পর দেবতারা সদা-সম্পূর্ণ বিষ্ণুকে বললেন, মানুষের রূপ আশ্রয় করে যুদ্ধে আপনি রাবণকে বিনাশ করুন।। ৩ ।। শত্রুদমনকারী সেই রাবণ দীর্ঘকাল ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলো। জগতের পূর্বে জাত জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মা তাতে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।। ৪ ।। শক্তিমান ব্রহ্মা অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে রাক্ষস রাবণকে বর দিলেন যে, মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণিদের হাতে তার কোনো ভয় নেই।। ৫ ।। সেই প্রাচীনকালে শক্তিতে তুচ্ছ বলেই বরদানের সময় মানুষকে অবহেলা করে বাদ দেওয়া হয়েছিলো। পিতামহ ব্রহ্মার এই বরদানে রাবণ বেশ গর্বিত হলো।। ৬ ।। এখন সে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনকে বিপর্যস্ত করছে। নারীদের অপহরণ করছে। হে শত্রুদমনকারী ভগবন্ বিষ্ণু, সেইজন্য মানুষের হাতেই তার মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি।।৭ ।। আত্মসচেতন বিষ্ণু দেবতাদের এইসব কথা শুনে রাজা দশরথকেই পিতারূপে পছন্দ করলেন।।৮।। শত্রুহন্তা, সমুজ্জ্বলকান্তি অপুত্রক রাজা দশরথ ঠিক সেইসময়েই পুত্রপ্রাপ্তির ইচ্ছায় পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদন করলেন।। ৯ ।। ভগবান বিষ্ণু যজ্ঞের জন্য মনঃস্থির করে পিতামহ ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ করলেন। দেবতা এবং মহর্ষিরা তাঁকে অর্চনা করার পর তিনি অন্তর্হিত হলেন।। ১০ ।। অনন্তর যজমান দশরথের পবিত্র অগ্নি হতে অতুলনীয় দীপ্তিসম্পন্ন, অত্যন্ত বীর্যবান, অতি বলশালী, সর্বপ্রকারে অদ্‌ভুত এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন।। ১১ ।। বর্ণ তাঁর কৃষ্ণ। পরিধানে রক্তবস্ত্র। রক্তবর্ণ

কৃষ্ণং রক্তাম্বরধরং রক্তাস্যং দুন্দুভিস্বনম্। স্নিগ্ধহর্যক্ষতনুজ-শ্মশ্রুপ্রবরমূর্দ্ধজম্।। ১২
শুভলক্ষণসম্পন্নং দিব্যাভরণভূষিতম্। শৈলশৃঙ্গসমুৎসেধং দৃপ্তশার্দূলবিক্রমম্।। ১৩
দিবাকরসমাকারং দীপ্তানলশিখোপমম্। তপ্তজাম্বুনদময়ীং রাজতান্তপরিচ্ছদাম্।। ১৪
দিব্যপায়সসম্পূর্ণাং পাত্রীং পত্নীমিব প্রিয়াম্। প্রগৃহ্য বিপুলাং দোর্ভ্যাং স্বয়ং মায়াময়ীমিব।। ১৫
সমবেক্ষ্যাব্রবীদ্ বাক্যমিদং দশরথং নৃপম্। প্রাজাপত্যং নরং বিদ্ধি মামিহাভ্যাগতং নৃপ।। ১৬
ততঃ পরং তদা রাজা প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ। ভগবন্ স্বাগতং তেঽস্তু কিমহং করবাণি তে।। ১৭
অথো পুনরিদং বাক্যং প্রাজাপত্যো নরোঽব্রবীৎ। রাজন্নর্চ্চয়তা দেবানদ্য প্রাপ্তমিদং ত্বয়া।। ১৮
ইদং তু নৃপশার্দূল পায়সং দেবনির্মিতম্। প্রজাকরং গৃহাণ ত্বং ধন্যমারোগ্যবর্ধনম্।। ১৯
ভার্যাণামনুরূপাণামশ্নীতেতি প্রযচ্ছ বৈ। তাসু ত্বং লপ্স্যসে পুত্রান্ যদর্থং যজসে নৃপ।। ২০
তথেতি নৃপতিঃ প্রীতঃ শিরসা প্রতিগৃহ্য তাম্। পাত্রীং দেবান্নসম্পূর্ণাং দেবদত্তাং হিরণ্ময়ীম্।। ২১
অভিবাদ্য চ তদ্ভূতমদ্ভুতং প্রিয়দর্শনম্। মুদা পরময়া যুক্তশ্চকারাভিপ্রদক্ষিণম্।। ২২
ততো দশরথঃ প্রাপ্য পায়সং দেবনির্মিতম্। বভূব পরমপ্রীতঃ প্রাপ্য বিত্তমিবাধনঃ।। ২৩
ততস্তদদ্ভুতপ্রখ্যং ভূতং পরমভাস্বরম্। সংবর্তয়িত্বা তৎকর্ম তত্রৈবান্তরধীয়ত।। ২৪
হর্ষরশ্মিভিরুদ্যোতং তস্যান্তঃ পুরমাবভৌ। শারদস্যাভিরামস্য চন্দ্রস্যেব নভোঽংশুভিঃ।। ২৫
সোঽন্তঃপুরং প্রবিশ্যৈব কৌসল্যামিদমব্রবীৎ। পায়সং প্রতিগৃহ্ণীষ্ব পুত্রীয়ং ত্বিদমাত্মনঃ।। ২৬

মুখ। দুন্দুভির মতো তাঁর কণ্ঠস্বর। সিংহের ন্যায় তাঁর গাত্ররোম। শ্মশ্রু (*দাড়ি*) এবং কেশ দীর্ঘ।। ১২ ।। তাঁর দেহে শুভলক্ষণ সব লক্ষিত হচ্ছে। স্বর্গীয় অলঙ্কারে তিনি ভূষিত। পর্বতশৃঙ্গের মতো তিনি সমুচ্চ। পরাক্রমশালী ব্যাঘ্রের মতো তাঁর বিক্রম।। ১৩ ।। সূর্যের মতো তিনি দীপ্তিমান। প্রোজ্জ্বল অগ্নিশিখার মতো দীপ্যমান তিনি। স্বর্গীয় পায়সে পরিপূর্ণ, অগ্নিশুদ্ধ উজ্জ্বল স্বর্ণে নির্মিত, রৌপ্য-নির্মিত আচ্ছাদনযুক্ত (*রাজতান্ত - পরিচ্ছদাম্*) তথা রূপোর ঢাকনিতে ঢাকা-দেওয়া সোনার পাত্রটিকে দুই বিশাল বাহুর দ্বারা তিনি দশরথের কাছে তুলে ধরলেন। যেন দুই হাতে ধরে তিনি সমাদরে সহধর্মিনীকে নিয়ে আসছেন। এই পায়স-পাত্রটিকে ইন্দ্রজালের দ্বারা সৃষ্ট মনে হচ্ছিলো ।। ১৪-১৫ ।। রাজা দশরথের দিকে তাকিয়ে ঐ দিব্যপুরুষ বললেন, হে রাজন্, প্রজাপতি ব্রহ্মার দ্বারা প্রেরিত হয়ে আমি এখানে এসেছি। এটিই জানবেন।। ১৬ ।। কৃতাঞ্জলি হয়ে রাজা তখন প্রত্যুত্তরে বললেন, হে ভগ তথা ঐশ্বর্যশালী মহাত্মন্, আপনার আগমন কল্যাণযুক্ত হোক। আমায় কি করতে হবে কৃপা করে আদেশদান করুন।। ১৭ ।। তখন প্রজাপতি-প্রেরিত পুরুষ পুনরায় বললেন, হে রাজন্, দেবগণকে অর্চনা করায় এই দিব্য পায়স আজ আপনি পেলেন।। ১৮ ।। হে রাজশ্রেষ্ঠ, এই পায়স দেবতারা তৈরী করেছেন। এই পায়স সন্তান-সৃষ্টি করে। আরোগ্যদান করে। গ্রহীতাকে করে ধন্য।। ১৯ ।। অনুরূপ তথা শাস্ত্রসম্মত সবর্ণা পত্নীদের এই পায়স দান করে বলুন, তোমরা এই পায়স ভোজন করো। হে রাজন্! যার জন্য আপনি যজ্ঞ করছেন, সেই পুত্রদের আপনি পত্নীদের কাছ থেকে পাবেন।। ২০ ।। দেবপ্রসাদী অন্নে পূর্ণ দেবদত্ত সেই পাত্রটি সন্তুষ্টচিত্তে রাজা মস্তক অবনত করে গ্রহণ করে বললেন, বেশ, তাই হবে।। ২১ ।। রম্যদর্শন অলৌকিক পুরুষকে প্রণাম করে পরম আনন্দে তিনি প্রদক্ষিণ করলেন।। ২২।। দরিদ্র ধন পেলে যেমন পরম আনন্দলাভ করে তেমনি দশরথও দেবতাদের তৈরী সেই পায়স পেয়ে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন।। ২৩।। পরম জ্যোতির্ময়, অলৌকিকদর্শন ঐ পুরুষ নির্দিষ্ট কর্ম-সম্পাদন করে অচিরাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।। ২৪।। শরৎকালে চন্দ্রের মনোহর কিরণে উদ্ভাসিত আকাশের মতো তাঁর অন্তঃপুরিকাবর্গও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।। ২৫ ।। রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করেই কৌশল্যাকে বললেন, পুত্রজন্মের জন্য এই পায়স গ্রহণ করো।। ২৬ ।। ঐ পায়সের অর্ধভাগ রাজা কৌশল্যাকে দিলেন।

কৌসল্যায়ৈ নরপতিঃ পায়সার্ধং দদৌ তদা। অর্ধাদর্ধং দদৌ চাপি সুমিত্রায়ৈ নরাধিপঃ।। ২৭
কৈকেয্যৈ চাবশিষ্টার্ধং দদৌ পুত্রার্থকারণাৎ। প্রদদৌ চাবশিষ্টার্ধং পায়সস্যামৃতোপমম্।। ২৮
অনুচিন্ত্য সুমিত্রায়ৈ পুনরেব মহামতিঃ। এবং তাসাং দদৌ রাজা ভার্যাণাং পায়সং পৃথক্।। ২৯
তাশ্চৈবং পায়সং প্রাপ্য নরেন্দ্রস্যোত্তমাঃ স্ত্রিয়ঃ। সম্মানং মেনিরে সর্বাঃ প্রহর্ষোদিতচেতসঃ।। ৩০
ততস্তু তাঃ প্রাশ্য তদুত্তমস্ত্রিয়ো মহীপতেরুত্তমপায়সং পৃথক্।
হুতাশনাদিত্যসমানতেজসোঽচিরেণ গর্ভান্ প্রতিপেদিরে তদা।। ৩১
ততস্তু রাজা প্রতিবীক্ষ্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ প্ররূঢগর্ভাঃ প্রতিলব্ধমানসঃ।
বভূব হৃষ্টস্ত্রিদিবে যথা হরিঃ সুরেন্দ্রসিদ্ধর্ষিগণাভিপূজিতঃ।। ৩২

ইত্যার্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ।

অবশিষ্টের অর্ধেকের অর্ধেক দিলেন সুমিত্রাকে ।। ২৭ ।। পায়সের অমৃততুল্য অবশিষ্টের অর্ধাংশ পুত্রলাভের জন্য কৈকেয়ীকে দিলেন।। ২৮।। পুনরায় চিন্তা করে মহতী বুদ্ধিসম্পন্ন রাজা অবশিষ্ট অর্ধাংশ সুমিত্রাকে দান করলেন। এইভাবে রাজা তাঁর পত্নীদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করে পায়স ভাগ করে দিলেন *(তাহলে দাঁড়ালো ৪ ভাগের ২ ভাগ কৌশল্যাকে। অবশিষ্ট ২ ভাগের ১ ভাগ সুমিত্রাকে। অবশিষ্ট ১ ভাগের অর্ধেক কৈকেয়ী। অপর অর্ধেক পুনরায় সুমিত্রাকে)*।। ২৯ ।। রাজার উত্তম মহিষীরা এইভাবে পায়স পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে নিজেদের সম্মানিত মনে করলেন।। ৩০।। রাজার শ্রেষ্ঠ রাজ্ঞীরা পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে সেই দিব্যপায়স ভোজন করে অগ্নি এবং সূর্যের মতো তেজসম্পন্ন গর্ভ অচিরেই ধারণ করলেন।। ৩১ ।। রাজা দশরথ পত্নীগণকে গর্ভবতী দেখে সঙ্কল্পসিদ্ধির আনন্দে পূর্ণ হলেন। স্বর্গলোকে দেবরাজ ইন্দ্র, সিদ্ধ নাম উপদেবতা এবং ঋষিদের দ্বারা অর্চিত হলে শ্রীহরি যেমন আনন্দ লাভ করেন, রাজা দশরথ সেইরকম আনন্দই পেলেন মর্ত্যলোকে।। ৩২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের ষোড়শ (১৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তদশঃ সর্গঃ ।।

ভগবতো ব্রহ্মণো দেবৈঃ সহ সংবাদঃ।

পুত্রত্বং তু গতে বিষ্ণৌ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ। উবাচ দেবতাঃ সর্বাঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানিদম্।। ১
সত্যসন্ধস্য বীরস্য সর্বেষাং নো হিতৈষিণঃ। বিষ্ণোঃ সহায়ান্ বলিনঃ সৃজধ্বং কামরূপিণঃ।। ২
মায়াবিদশ্চ শূরাংশ্চ বায়ুবেগসমান্ জবে। নয়জ্ঞান্ বুদ্ধিসম্পন্নান্ বিষ্ণুতুল্যপরাক্রমান্।। ৩
অসংহার্যানুপায়জ্ঞান্ দিব্যসংহননান্বিতান্। সর্বাস্ত্রগুণসম্পন্নানমৃতপ্রাশনানিব।। ৪
অপ্সরঃসু চ মুখ্যাসু গন্ধর্বীণাং তনূষু চ। যক্ষ-পন্নগকন্যাসু ঋক্ষ-বিদ্যাধরীষু চ।। ৫
কিন্নরীণাঞ্চ গাত্রেষু বানরীণাং তনূষু চ। সৃজধ্বং হরিরূপেণ পুত্রাংস্তুল্যপরাক্রমান্।। ৬

সপ্তদশ (১৭) সর্গ

ভগবান ব্রহ্মার দেবগণের সঙ্গে সংলাপ।

মহাপ্রাণ রাজা দশরথের পুত্রত্ব গ্রহণ করায় দেবগণসকলকে আপন ইচ্ছায় রূপ-পরিগ্রহকারী ব্রহ্মা এই কথা বললেন—।। ১ ।। আপনাদের কল্যাণকামী, সত্যব্রত, বীর বিষ্ণুর বলবান সহায়কদের এবার সৃষ্টি করুন। তাঁরা যেন হন স্বেচ্ছায় নানারূপ ধারণে সমর্থ।। ২ ।। তাঁদের হওয়া চাই ছলনা-নিপুণ বীর। গতিতে বায়ুর মতো দ্রুত। নীতিশাস্ত্রজ্ঞ। বুদ্ধিমান। বিষ্ণুর মতো বীর্যবান।। ৩ ।। তাঁরা হবেন অপরের দ্বারা অবধ্য। কার্যসিদ্ধির বিবিধ উপায় তাঁরা জানবেন। অলৌকিকভাবে বিনাশে সমর্থ হবেন তাঁরা। অস্ত্র সকল ব্যবহারে সমর্থ এবং অমৃতভোজী দেবগণের মতো সর্বগুণসম্পন্ন হবেন তাঁরা।। ৪ ।। বানরের দেহধারণ করে প্রধান প্রধান অপ্সরা, গন্ধর্বী, যক্ষ, পন্নগী, তথা ভল্লুকী, বিদ্যাধরী, কিন্নরী এবং বানরীদের গর্ভে আপনাদের মতোই পরাক্রমশালী পুত্রদের সৃষ্টি করুন।।৫-৬ ।। আমি পূর্বেই ঋক্ষ তথা ভল্লুকশ্রেষ্ঠকে সৃষ্টি করেছি। আমি যখন

পূর্বমেব ময়া সৃষ্টো জাম্ববানৃক্ষপুঙ্গবঃ। জৃম্ভমাণস্য সহসা মম বক্ত্রাদজায়ত।। ৭
তে তথোক্তা ভগবতা তৎ প্রতিশ্রুত্য শাসনম্। জনয়ামাসুরেবন্তে পুত্রান্ বানররূপিণঃ।। ৮
ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সিদ্ধ-বিদ্যাধরোরগাঃ। চারণাশ্চ সুতান্ বীরান্ সসৃজুর্বনচারিণঃ।। ৯
বানরেন্দ্রং মহেন্দ্রাভমিন্দ্রো বালিনমাত্মজম্। সুগ্রীবং জনয়ামাস তপনস্তপতাং বরঃ।। ১০
বৃহস্পতিস্ত্বজনয়ত্তারং নাম মহাকপিম্। সর্ববানরমুখ্যানাং বুদ্ধিমন্তমনুত্তমম্।। ১১
ধনদস্য সুতঃ শ্রীমান্ বানরো গন্ধমাদনঃ। বিশ্বকর্মা ত্বজনয়ন্নলং নাম মহাকপিম্।। ১২
পাবকস্য সুতঃ শ্রীমান্নীলোঽগ্নিসদৃশপ্রভঃ। তেজসা যশসা বীর্যাদত্যরিচ্যত বীর্যবান্।। ১৩
রূপ-দ্রবিণসম্পন্নাবশ্বিনৌ রূপসম্মতৌ। মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদঞ্চৈব জনয়ামাসতুঃ স্বয়ম্।। ১৪
বরুণো জনয়ামাস সুষেণং নাম বানরম্। শরভং জনয়ামাস পর্জন্যস্তু মহাবলঃ।। ১৫
মারুতস্যৌরসঃ শ্রীমান্ হনূমান্নাম বানরঃ। বজ্রসংহননোপেতো বৈনতেয়সমো জবে।। ১৬
সর্ববানরমুখ্যেষু বুদ্ধিমান্ বলবানপি। তে সৃষ্টা বহুসাহস্রা দশগ্রীববধোদ্যতাঃ।। ১৭
অপ্রমেয়বলা বীরা বিক্রান্তাঃ কামরূপিণঃ। তে গজাচলসঙ্কাশা বপুষ্মন্তো মহাবলাঃ।। ১৮
ঋক্ষবানরগোপুচ্ছাঃ ক্ষিপ্রমেবাভিজজ্ঞিরে। যস্য দেবস্য যদ্রূপং বেষো যশ্চ পরাক্রমঃ।। ১৯
অজায়ত সমস্তেন তস্য তস্য পৃথক্ পৃথক্। গোলাঙ্গলেষু চোৎপন্নাঃ কিঞ্চিদুন্নতবিক্রমাঃ।। ২০
ঋক্ষীষু চ তথা জাতা বানরাঃ কিন্নরীষু চ। দেবা মহর্ষি-গন্ধর্বাস্তার্ক্ষ্যা যক্ষা যশস্বিনঃ।। ২১
নাগাঃ কিম্পুরুষাশ্চৈব সিদ্ধ-বিদ্যাধরোরগাঃ। বহবো জনয়ামাসুর্হৃষ্টাস্তত্র সহস্রশঃ।। ২২
চারণাশ্চ সুতান্ বীরান্ সসৃজুর্বনচারিণঃ। বানরান্ সুমহাকায়ান্ সর্বান্ বৈ বনচারিণঃ।। ২৩

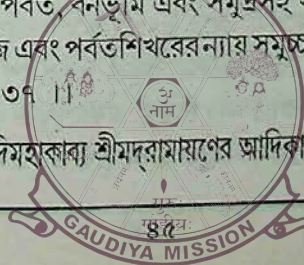
জৃম্ভন তথা হাই তুলেছিলাম, তখনই হঠাৎ সে আমার মুখ থেকে জন্মলাভ করেছিলো।। ৭ ।। ভগবান ব্রহ্মা এই কথা বলার পর তাঁর নির্দেশ পালন করে দেবগণ বানররূপী পুত্রদের জন্মদান করলেন। মহাপ্রাণ ঋষিগণ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উর তথা বক্ষের দ্বারা গমনশীল সর্প এবং বনচর বীর পুত্রদের সৃষ্টি করলেন।। ৮-৯ ।। দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দ্রতুল্যই বানরাধিপতি বালিকে এবং সূর্য মহাবলশালী সুগ্রীবকে পুত্ররূপে জন্মদান করলেন। বৃহস্পতি সৃষ্টি করলেন 'তার' নামক মহান বানরকে।। ১০ ।। এই 'তার' ছিলো বানরদের মধ্যে প্রধান। এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান।। ১১ ।। ধনদাতা কুবেরের পুত্র হলো গন্ধমাদন নামক রূপবান বানর। বিশ্বকর্মা জন্ম দিলেন নল নামক মহান কপিকে।। ১২ ।। অগ্নির পুত্র হলো নীল। অগ্নিরই মতো উজ্জ্বল। এবং শ্রীযুক্ত। বীর্যবান এই নীল তেজে, যশে এবং শক্তিমত্তায় পিতা অগ্নিদেবকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো।। ১৩ ।। রূপবান এবং ধনবান অশ্বিনীকুমার নামক সদাই ঐক্যবদ্ধ দেবতা দু'জন মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে জন্ম দিলেন।। ১৪ ।। বরুণদেব সুষেণ নামক বানরকে জন্ম দিলেন। মহাশক্তিশালী পর্জন্যদেব জন্ম দিলেন শরভকে।। ১৫ ।। পবন দেবের ঔরসে জন্মালো সুন্দরদর্শন হনুমান নামক বানর। বজ্র ধ্বংস করার মতো ছিলো তার শক্তি। বিনতাপুত্র গরুড়ের মতো ছিলো তার গতি।। ১৬ ।। শ্রেষ্ঠ বানরদের মধ্যে সে ছিলো সবচেয়ে বুদ্ধিমান। এবং বলবানও। এইভাবে বহুসহস্র সংখ্যক বানর সৃষ্টি হয়েছিলো। যারা পরে রাবণবধে ছিলো উদ্যোগী।। ১৭ ।। তারা সবাই ছিলো অপরিমিত বলশালী। বীর। পরাক্রমী। মায়াবী। হস্তী এবং পর্বতের মতো বিশালকায় এবং অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন।। ১৮ ।। ভল্লুক এবং গোপুচ্ছ নামক বানরেরা শীঘ্রই সৃষ্ট হলো। যে দেবতার যেমন বেশভূষা এবং যেমন পরাক্রম, পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে সেইরকমই হলো দেবসৃষ্ট বানরদের রূপ। বেশ এবং শক্তি। তাদের মধ্যে গোলাঙ্গুল জাতিতে যাদের জন্ম, তাদের শক্তি হলো আরও কিছুটা বেশী।। ১৯-২০ ।। ভল্লুকী এবং কিন্নরী থেকে যে সব বানর জন্ম নিলো, তারাও ছিলো কিছুটা উন্নতশক্তির। প্রখ্যাত দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব, তার্ক্ষ্য তথা গরুড়জাতীয় পক্ষী, যক্ষ, নাগ, কিম্পুরুষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধরাদি উপদেবতা এবং সর্পনামক বন্যজাতীয় ব্যক্তিগণ আনন্দিতচিত্তে সহস্র সহস্র সন্তান-উৎপাদন করলেন।। ২১-২২ ।। চারণগণ বনচারী, বীরপুত্র,

অপ্সরঃসু চ মুখ্যাসু তথা বিদ্যাধরীষু চ। নাগকন্যাসু চ তদা গন্ধর্বাণাং তনূষু চ।
কাম-রূপ-বলোপেতা যথাকামবিচারিণঃ।। ২৪
সিংহ-শার্দূলসদৃশা দর্পেণ চ বলেন চ। শিলাপ্রহরণাঃ সর্বে সর্বে পর্বতযোধিনঃ।। ২৫
নখ-দংষ্ট্রায়ুধাঃ সর্বে সর্বে সর্বাস্ত্রকোবিদাঃ। বিচালয়েয়ুঃ শৈলেন্দ্রান্ ভেদয়েয়ুঃ স্থিরান্ দ্রুমান্।। ২৬
ক্ষোভয়েয়ুশ্চ বেগেন সমুদ্রং সরিতাং পতিম্। দারয়েয়ুঃ ক্ষিতিং পদ্ভ্যামাপ্লবেয়ুর্মহার্ণবান্।। ২৭
নভস্তলং বিশেয়ুশ্চ গৃহ্ণীয়ুরপি তোয়দান্। গৃহ্ণীয়ুরপি মাতঙ্গান্ মত্তান্ প্রব্রজতো বনে।। ২৮
নর্দমানাংশ্চ নাদেন পাতয়েয়ুর্বিহঙ্গমান্। ঈদৃশানাং প্রসূতানি হরীণাং কামরূপিণাম্।। ২৯
শতং শতসহস্রাণি যূথপানাং মহাত্মনাম্। তে প্রধানেষু যূথেষু হরীণাং হরিযূথপাঃ।। ৩০
বভূবুর্যূথপশ্রেষ্ঠান্ বীরাংশ্চাজনয়ন্ হরীন্। অন্যে ঋক্ষবতঃ প্রস্থানুপতস্থুঃ সহস্রশঃ।। ৩১
অন্যে নানাবিধান্ শৈলান্ কাননানি চ ভেজিরে। সূর্যপুত্রঞ্চ সুগ্রীবং শক্রপুত্রঞ্চ বালিনম্।। ৩২
ভ্রাতরাবুপতস্থুস্তে সর্বে চ হরিযূথপাঃ। নলং নীলং হনুমন্তমন্যাংশ্চ হরিযূথপান্।। ৩৩
তে তার্ক্ষ্যবলসম্পন্নাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ। বিচরন্তোঽর্দয়ন্ সর্বান্ সিংহ-ব্যাঘ্র-মহোরগান্।। ৩৪
মহাবলো মহাবাহুর্বালী বিপুলবিক্রমঃ। জুগোপ ভুজবীর্যেণ ঋক্ষ-গোপুচ্ছবানরান্।। ৩৫
তৈরিয়ং পৃথিবী শূরৈঃ সপর্বত-বনার্ণবা। কীর্ণা বিবিধসংস্থানৈর্নানাব্যঞ্জনলক্ষণৈঃ।। ৩৬
তৈর্মেঘবৃন্দাচলকূটসন্নিভৈর্মহাবলৈর্বানরযূথপাধিপৈঃ।
বভূব ভূর্ভীমশরীররূপৈঃ সমাবৃতা রামসহায়হেতোঃ।। ৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ।

বিশালদেহী বানরবৃন্দকে প্রধান প্রধান অপ্‌সরা, বিদ্যাধরী, নাগকন্যা এবং গন্ধর্বীদের গর্ভে উৎপন্ন করলেন। তারা সকলে ইচ্ছানুসারে শক্তিধারণ করতে পারতো এবং যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে বিচরণ করতেও পারতো।। ২৩-২৪।। এরা গর্বে ছিলো সিংহের মতো। শক্তিতে ব্যাঘ্রের মতো। পর্বতে বিশাল শিলানিক্ষেপ করে সকলেই যুদ্ধে সমর্থ ছিলো। নখর এবং দন্তকে অস্ত্রের মতো এরা ব্যবহার করতো। সকলেই সর্বপ্রকার অস্ত্র ব্যবহারে নিপুণ। বিরাট পর্বতকে এরা নড়িয়ে দিতে পারতো। অচল বৃক্ষগুলিকে করতে পারতো বিদীর্ণ।। ২৫-২৬ ।। এরা সরিৎপতি সমুদ্রকে আন্দোলিত করে ক্ষুব্ধ করতো। পদাঘাতে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতো, সাগরকে লঙ্ঘন করতো। সমুচ্চ আকাশে তারা উড়ে যেতে পারতো। মেঘকে ধরে নামিয়ে আনতে পারতো। বনে গর্জনরত মদমত্ত হস্তীকে পারতো ধরে রাখতে ।। ২৭-২৮ ।। গর্জন করে উড়ন্ত পাখীকে তারা ভূপাতিত করতো। এইরকমের স্বেচ্ছারূপধারী অথচ মহাপ্রাণ এক কোটি বানর তারা সৃষ্টি করেছিলো। সেই বানরদের মধ্যে প্রধানেরা হলো দলপতি।। ২৯-৩০ ।। সেই বানরেরা শ্রেষ্ঠ যূথপতি বানরবীরদের সৃষ্টি করেছিলো। তাদের মধ্যে হাজার হাজার বানর ঋক্ষবান পর্বতে উপস্থিত হলো।।৩১ ।। অন্য বানরবৃন্দ নানা পর্বত এবং অরণ্যে চলে গেলো। হরি অর্থাৎ বানরদলপতিরা সূর্যপুত্র সুগ্রীব এবং ইন্দ্রপুত্র বালির আশ্রয়ে চলে গেলো। অন্য বানরযূথপতিরা কেউ নলের, কেউ বা নীলের এবং কেউ কেউ হনুমানের নেতৃত্ব মেনে নিলো।। ৩২-৩৩ ।। তারা সকলেই গরুড়ের মতো বলবান। এবং যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ। সিংহ, ব্যাঘ্র এবং মহাসর্পসকলকে দমন করে তারা বিচরণ করতে লাগলো।।৩৪ ।। মহাবলশালী, বিপুলবিক্রম, মহাবাহু বালি বাহুবলের দ্বারা ভল্লুক এবং গোপুচ্ছজাতীয় বানরদের রক্ষা করতে লাগলো।। ৩৫ ।। নানা আকৃতির নানা লক্ষণযুক্ত বীর সেই বানরদের দ্বারা পর্বত, বনভূমি এবং সমুদ্রসহ সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হলো।। ৩৬ ।। শ্রীরামচন্দ্রের সহায়তার জন্য মেঘরাজি এবং পর্বতশিখরের ন্যায় সমুচ্চ, বিশালকায় মহাবলী বানরযূথপতিদের দ্বারা সমগ্রা ধরিত্রী সমাচ্ছন্ন হলো।। ৩৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের সপ্তদশ (১৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।।

ক্রত্বনুষ্ঠানাদ্দ্বাদশে মাসি শ্রীরাম-লক্ষ্মণাদীনাং চোৎপত্তিঃ। অযোধ্যায়াং মহোৎসবশ্চ।

নির্বৃত্তে তু ক্রতৌ তস্মিন্ হয়মেধে মহাত্মনঃ। প্রতিগৃহ্যামরা ভাগান্ প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্।। ১
সমাপ্তদীক্ষানিয়মঃ পত্নীগণসমন্বিতঃ। প্রবিবেশ পুরীং রাজা সভৃত্য বলবাহনঃ।। ২
যথার্হং পূজিতাস্তেন রাজ্ঞা চ পৃথিবীশ্বরাঃ। মুদিতাঃ প্রযযুর্দেশান্ প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্।। ৩
শ্রীমতাং গচ্ছতাং তেষাং স্বগৃহাণি পুরাত্ততঃ। বলানি রাজ্ঞাং শুভ্রাণি প্রহৃষ্টানি চকাশিরে।। ৪
গতেষু পৃথিবীশেষু রাজা দশরথঃ পুনঃ। প্রবিবেশ পুরীং শ্রীমান্ পুরস্কৃত্য দ্বিজোত্তমাঃ।। ৫
শান্তয়া প্রযযৌ সার্ধমৃষ্যশৃঙ্গঃ সুপূজিতঃ। অনুগম্যমানো রাজ্ঞা চ সানুযাত্রেণ ধীমতা।। ৬
এবং বিসৃজ্য তান্ সর্বান্ রাজা সম্পূর্ণমানসঃ। উবাস সুখিতস্তত্র পুত্রোৎপত্তিং বিচিন্তয়ন্।। ৭
ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ঋতুনাং ষট্ সমত্যয়ুঃ। ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ।। ৮
নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু। গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্পতাবিন্দুনা সহ।। ৯
প্রোদ্যমানে জগন্নাথং সর্বলোকনমস্কৃতম্। কৌসল্যাজনয়দ্ রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্।। ১০
বিষ্ণোরর্ধং মহাভাগং পুত্রমৈক্ষ্বাকুনন্দনম্। লোহিতাক্ষং মহাবাহুং রক্তোষ্ঠং দুন্দুভিস্বনম্।। ১১
কৌসল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা। যথা বরেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাণিনা।। ১২
ভরতো নাম কৈকয্যাং জজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ। সাক্ষাদ্ বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ সর্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ।। ১৩
অথ লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাঽজনয়ৎ সুতৌ। বীরৌ সর্বাস্ত্রকুশলৌ বিষ্ণোরর্ধসমন্বিতৌ।। ১৪

অষ্টাদশ (১৮) সর্গ

যজ্ঞানুষ্ঠানের পর দ্বাদশমাসে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের জন্ম। অযোধ্যায় মহোৎসব।

অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হলো। মহাপ্রাণ দেবগণ যার যার নিজের যজ্ঞাংশ নিয়ে যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে চলে গেলেন।। ১ ।। মহারাজ দশরথও দীক্ষার নিয়মাদি সমাপ্ত করে পত্নীদের নিয়ে অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করলেন। ভৃত্য, সৈন্য ও হস্তী অশ্বাদি বাহনও সঙ্গে গেলো।। ২ ।। সমাগত রাজন্যমণ্ডলী রাজা দশরথের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে প্রণাম করে সানন্দে স্ব স্ব দেশে প্রতিগমন করলেন।। ৩ ।। ঐশ্বর্যশালী রাজারা অযোধ্যাপুরী থেকে নিজগৃহে যাবার সময় তাঁদের সৈন্যবাহিনী দশরথপ্রদত্ত শুভ্র আবরণে শোভিত হয়ে আনন্দে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো।। ৪ ।। রাজারা সব চলে গেলে শ্রীমান রাজা দশরথ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্গকে সামনে নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।। ৫ ।। ঋষ্যশৃঙ্গ সুষ্ঠুভাবে অর্চিত হয়ে পত্নী শান্তার সঙ্গে স্বগৃহে যাত্রা করলেন। সপরিজনে ধীমান রাজা দশরথ কিছুদূর তাঁদের অনুগমন করলেন।। ৬ ।। এইভাবে সবাইকে বিদায় দিয়ে রাজা পূর্ণমনোরথ হয়ে পুত্রজন্মের কথা চিন্তা করে আনন্দে বসবাস করছিলেন।। ৭ ।। যজ্ঞ সমাপ্ত হলে কালক্রমে ছয়টি ঋতু অতিক্রান্ত হলো। দ্বাদশমাসে এলো চৈত্রমাসের নবমী তিথি। পুনর্বসু নক্ষত্র। পাঁচটি গ্রহের তখন উচ্চস্থান। কর্কট লগ্ন। বৃহস্পতির সঙ্গে জগৎপতিতে স্বর্গীয়চিহ্ন-সমন্বিত রামরূপে জন্মদান করলেন।। ৮-১০ ।। ইক্ষ্বাকুবংশের আনন্দবর্ধক এই সন্তান ভগবান বিষ্ণুর অর্ধাংশ। নেত্র তাঁর লোহিতবর্ণ। বাহু দীর্ঘ। ওষ্ঠ রক্তবর্ণ। দুন্দুভি তথা বৃহৎ ঢাকের মতো গম্ভীর ছিলো তাঁর কণ্ঠস্বর।। ১১ ।। বজ্রপাণি ইন্দ্রকে পুত্ররূপে পেয়ে দেবমাতা অদিতির মতো কৌশল্যাও অত্যন্ত জ্যোতির্ময় পুত্রকে লাভ করে শোভান্বিত হয়ে উঠলেন।। ১২ ।। কৈকেয়ী হতে উৎপন্ন হলো ভরত নামক সত্যনিষ্ঠ এবং পরাক্রমশালী পুত্র। সকলগুণের মিলিত বিগ্রহ তিনি। তিনি ছিলেন বিষ্ণুর চতুর্থাংশ।। ১৩ ।। এবার দেবী সুমিত্রা লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন নামক দুইপুত্রকে জন্মদান করলেন। বিষ্ণুর অর্ধাংশযুক্ত তাঁরা ছিলেন বীর। এবং সকলপ্রকার অস্ত্রচালনায় কুশল।। ১৪ ।। পুষ্যানক্ষত্রে মীনলগ্নে উদারবুদ্ধি ভরত জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সূর্যোদয়ে তথা

পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ। সার্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ।। ১৫
রাজ্ঞঃ পুত্রা মহাত্মানশ্চত্বারো জজ্ঞিরে পৃথক্। গুণবন্তোঽনুরূপাশ্চ রুচ্যা প্রোষ্ঠপদোপমাঃ।। ১৬
জগুঃ কুলঞ্চ গন্ধর্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। দেব-দুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিশ্চ খাৎ পতৎ।। ১৭
উৎসবশ্চ মহানাসীদযোধ্যায়াং জনাকুলঃ। রথ্যাশ্চ জনসম্বাধা নট-নর্তকসঙ্কুলাঃ।। ১৮
গায়নৈশ্চ বিরাবিণ্যো বাদনৈশ্চ তথাপরৈঃ। বিরেজুর্বিপুলাস্তত্র সর্বরত্নসমন্বিতাঃ।। ১৯
প্রদেয়াংশ্চ দদৌ রাজা সূত-মাগধ-বন্দিনাম্। ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বিত্তং গোধনানি সহস্রশঃ।। ২০
অতীত্যৈকাদশাহং তু নামকর্ম তথাকরোৎ। জ্যেষ্ঠং রামং মহাত্মানং ভরতং কৈকয়ীসুতম্।। ২১
সৌমিত্রিং লক্ষ্মণমিতি শত্রুঘ্নমপরন্তথা। বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতো নামানি কুরুতে তদা।। ২২
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাস পৌর-জানপদানপি। অদদদ্ ব্রাহ্মণানাঞ্চ রত্নৌঘমমলং বহু।। ২৩
তেষাং জন্মক্রিয়াদীনি সর্বকর্মাণ্যকারয়ৎ। তেষাং কেতুরিব জ্যেষ্ঠো রামো রতিকরঃ পিতুঃ।। ২৪
বভূব ভূয়ো ভূতানাং স্বয়ম্ভূরিব সম্মতঃ। সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে লোকহিতে রতাঃ।। ২৫
সর্বে জ্ঞানোপসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ। তেষামপি মহাতেজা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।। ২৬
ইষ্টঃ সর্বস্য লোকস্য শশাঙ্ক ইব নির্মলঃ। গজস্কন্ধেঽশ্বপৃষ্ঠে চ রথচর্যাসু সম্মতঃ।। ২৭
ধনুর্বেদে চ নিরতঃ পিতুঃ শুশ্রূষণে রতঃ। বাল্যাৎ প্রভৃতি সুস্নিগ্ধো লক্ষ্মণো লক্ষ্মিবর্ধনঃ।। ২৮
রামস্য লোকরামস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য নিত্যশঃ। সর্বপ্রিয়করস্তস্য রামস্যাপি শরীরতঃ।। ২৯

কর্কটলগ্নে গেলে লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করলেন।। ১৫ ।। একইভাবে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে রাজার চারটি পুত্রের জন্ম হলো। তারা মহাপ্রাণ। গুণবান। রূপবান। এবং পূর্ব ও উত্তর-ভদ্রপদ নক্ষত্রের মতো প্রভাববিশিষ্ট।। ১৬ ।। সেইসময় গন্ধর্বেরা ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরবকীর্তন করছিলো। অপ্‌সরারা করছিলো নৃত্য। দেবতারা দুন্দুভি বাজিয়ে মঙ্গলধ্বনি করছিলেন। আকাশ পুষ্‌পবৃষ্টি।। ১৭ ।। অযোধ্যায় বিপুল জনসমাবেশের মাধ্যমে প্রতিপালিত হলো বিরাট উৎসব। রাজপথ নরনারীর ভিড়ে প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেলো. ভরে গেলো অভিনেতা এবং নাচের শিল্পীদের দ্বারা।। ১৮ ।। সঙ্গীত, বাদ্য এবং নানাবিধ আনন্দধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে উঠলো। শিল্পীদের প্রতি রাজ প্রদত্ত সর্বপ্রকার রত্নের প্রভায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো রাজপথ।। ১৯ ।। গায়ক, রথচালক এবং স্তুতিপাঠকদের রাজা পারিতোষিক দান করছিলেন। ব্রাহ্মণদের দিলেন অর্থ এবং হাজার হাজার গো-ধন।। ২০ ।। জন্মের পর এগারো দিন অতিবাহিত হলে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কুলপুরোহিত, কুলগুরু এবং প্রধানমন্ত্রী মহর্ষি বশিষ্ঠ দশরথের মহান জ্যেষ্ঠপুত্রের নামকরণ করলেন—রাম। কৈকেয়ীপুত্রের ভরত এবং সুমিত্রার পুত্রদ্বয়ের লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামকরণ করলেন যথাক্রমে।। ২১-২২ ।। ব্রাহ্মণবর্গ এবং নাগরিক ও পল্লীবাসীদের ভোজন করালেন। ব্রাহ্মণদের দান করলেন উৎকৃষ্ট বহু রত্ন।। ২৩ ।। তাদের জাতকর্মাদি সকল সংস্কার তিনি সম্পাদন করালেন। তাদের মধ্যে বংশের গৌরবধ্বজার মতো রাম পিতার সর্বাধিক আনন্দদায়ক হয়ে উঠলেন।। ২৪।। ব্রহ্মার মতো সকল প্রাণীর দ্বারা তিনি আবার বন্দিত হলেন। রাজপুত্র চারজনই হলেন বেদজ্ঞ। বীর। এবং সকল মানুষের এবং জগতের কল্যাণসাধনে নিরত।। ২৫ ।। সকলেই হলেন জ্ঞানবান এবং গুণান্বিত। তবুও তাদের মধ্যে রাম হলেন সর্ববিধ তেজস্বী। সত্যনিষ্ঠ ও পরাক্রমশালী।। ২৬ ।। চন্দ্রের মতো নির্মল তিনি। সকল মানুষের প্রিয় হয়ে উঠলেন। হস্তীর স্কন্ধে আরোহণে, অশ্বপৃষ্ঠে বিচরণে এবং রথ-পরিচালনায় তিনি হয়ে উঠলেন সুনিপুণ।। ২৭ ।। ধনুর্বেদে হলেন নিষ্ণাত। পিতার সেবায় সদা নিরত থাকতেন। ভ্রাতা লক্ষ্মণ বাল্যকাল থেকেই ছিলেন স্নিগ্ধ-স্বভাব। এবং সৌন্দর্যবর্ধক।। ২৮ ।। জগতের আনন্দদায়ক জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রিয়কর্মসকল নিত্য তিনি সম্পাদন করতেন। শারীরিক সেবায় নিরত থাকতেন।। ২৯ ।। রূপগুণসম্পন্ন লক্ষ্মণ যেন ছিলেন রামের

লক্ষ্মণো লক্ষ্মিসম্পন্নো বহিঃপ্রাণ ইবাপরঃ। ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ।। ৩০
মৃষ্টমন্নমুপানীতমশ্নাতি ন হি তং বিনা। যদা হি হয়মারূঢ়ো মৃগয়াং যাতি রাঘবঃ।। ৩১
অথৈনং পৃষ্ঠতোঽভ্যেতি সধনুঃ পরিপালয়ন্। ভরতস্যাপি শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণাবরজো হি সঃ।। ৩২
প্রাণৈঃ প্রিয়তরো নিত্যং তস্য চাসীৎ তথা প্রিয়ঃ। স চতুর্ভির্মহাভাগৈঃ পুত্রৈর্দশরথঃ প্রিয়ৈঃ।। ৩৩
বভূব পরমপ্রীতো দেবৈরিব পিতামহঃ। তে যদা জ্ঞানসম্পন্নাঃ সর্বে সমুদিতা গুণৈঃ।। ৩৪
হ্রীমন্তঃ কীর্তিমন্তশ্চ সর্বজ্ঞা দীর্ঘদর্শিনঃ। তেষামেবং প্রভাবাণাং সর্বেষাং দীপ্ততেজসাম্।। ৩৫
পিতা দশরথো হৃষ্টো ব্রহ্মা লোকাধিপো যথা। তে চাপি মনুজব্যাঘ্রা বৈদিকাধ্যয়নে রতাঃ।। ৩৬
পিতৃশুশ্রূষণরতা ধনুর্বেদে চ নিষ্ঠিতাঃ। অথ রাজা দশরথস্তেষাং দারক্রিয়াং প্রতি।। ৩৭
চিন্তয়ামাস ধর্মাত্মা সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ। তস্য চিন্তয়মানস্য মন্ত্রিমধ্যে মহাত্মনঃ।। ৩৮
অভ্যাগচ্ছন্মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। স রাজ্ঞো দর্শনাকাঙ্ক্ষী দ্বারাধ্যক্ষানুবাচ হ।। ৩৯
শীঘ্রমাখ্যাত মাং প্রাপ্তং কৌশিকং গাধিনঃ সুতম্। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য রাজ্ঞো বেশ্ম প্রদুদ্রুবুঃ।। ৪০
সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্বে তেন বাক্যেন চোদিতাঃ। তে গত্বা রাজভবনং বিশ্বামিত্রমৃষিং তদা।। ৪১
প্রাপ্তমাবেদয়ামাসুর্নৃপায়েক্ষ্বাকবে তদা। তেষাং তদ্‌বচনং শ্রুত্বা সপুরোধাঃ সমাহিতঃ।। ৪২
প্রত্যুজ্জগাম সংহৃষ্টো ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ। স দৃষ্ট্বা জ্বলিতং দীপ্ত্যা তাপসং সংশিতব্রতম্।। ৪৩
প্রহৃষ্টবদনো রাজা ততোঽর্ঘ্যমুপহারয়ৎ। স রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্যার্ঘ্যং শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা।। ৪৪
কুশলং চাব্যয়ঞ্চৈব পর্যপৃচ্ছন্নরাধিপম্। পুরে কোশে জনপদে বান্ধবেষু সুহৃৎসু চ।। ৪৫
কুশলং কৌশিকো রাজ্ঞঃ পর্যপৃচ্ছৎ সুধার্মিকঃ। অপি তে সন্নতাঃ সর্বে সামন্তা রিপবো জিতাঃ।। ৪৬

বহিঃস্থিত প্রাণ। পুরুষোত্তম রাম লক্ষ্মণকে ছেড়ে ঘুমুতেও পারতেন না।।৩০ ।। উত্তম অন্ন পরিবেশিত হলে তাঁকে ছাড়া তিনি গ্রহণ করতে পারতেন না। যখন রামচন্দ্র অশ্বে আরোহণ করে মৃগয়ায় যেতেন, তখন ধনুর্বাণ নিয়ে লক্ষ্মণ তাঁর অনুগমন করতেন। লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন ভরতের কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা যেমন চার দিকপালের দ্বারা পরম প্রীত হয়ে অবস্থান করতেন, তেমনি দশরথও চার মহান পুত্রের দ্বারা অত্যন্ত আনন্দে সময় কাটাতেন। তাঁরা সবাই ছিলেন জ্ঞানসম্পন্ন। এবং গুণান্বিত।। ৩১-৩৪ ।। তাঁরা ছিলেন যশস্বী, সর্বজ্ঞ, দূরদর্শী এবং লজ্জানম্র। এইরকম প্রভাবসম্পন্ন প্রদীপ্তপ্রজ্ঞ পুত্রদের দ্বারা জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার মতো পিতা দশরথ ছিলেন আনন্দমগ্ন। মনুষ্যশ্রেষ্ঠ এই পুত্রেরা বেদাধ্যয়নে থাকতো নিরত।।৩৫-৩৬ ।। তারা পিতৃসেবায় নিরত থাকতো। ধনুর্বেদে তারা ছিলো নিষ্ণাত। অনন্তর ধর্মপ্রাণ রাজা দশরথ উপাধ্যায় এবং সুহৃদ্‌বর্গের সঙ্গে পুত্রদের বিবাহ নিয়ে চিন্তা করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। মন্ত্রীদের সঙ্গে মহাপ্রাণ রাজা দশরথ এই বিষয়ে যখন চিন্তা করছিলেন, তখন মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করে দ্বারদেশের অধ্যক্ষকে বললেন—।।৩৭-৩৯।। আমি কুশিক গোত্রীয় গাধির পুত্র। আমি যে এসেছি সত্বর রাজাকে জানাও। এইকথা শুনে রাজদ্বারের প্রধানকর্মীরা রাজান্তঃপুরে ছুটে গেলো।। ৪০ ।। সম্ভ্রান্তচিত্তে তারা রাজভবনে গিয়ে ইক্ষ্বাকুবংশধর রাজা দশরথকে ঋষি বিশ্বামিত্রের আগমন-সংবাদ জানালো। তাদের এই কথা শুনে পুরোহিতকে সামনে নিয়ে রাজা আনন্দিতচিত্তে বিশ্বামিত্রকে সম্বর্ধনা জানালেন। ইন্দ্র যেন ব্রহ্মাকে সম্বর্ধিত করছেন। ব্রতপরায়ণ, দীপ্তি-সমুজ্জ্বল এই তপস্বীকে দেখে আনন্দিত মুখে রাজা অর্ঘ্য উপহার দিলেন। শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রদত্ত সেই অর্ঘ্য মুনি গ্রহণ করলেন।। ৪১-৪৪ ।। রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, নগরে, কোষাগারে, গ্রামে, সহৃদয় বন্ধুদের কুশল অক্ষুণ্ণ তো?।। ৪৫ ।। ধর্মব্রত বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কুশল জিজ্ঞেস করে বললেন—রাজন্, আপনার সামন্ত নরপতিরা সম্যগ্‌ভাবে আপনার কাছে নত আছে তো? শত্রুরা সব পরাজিত হয়েছে তো?।। ৪৬ ।। দেবতার

দেবঞ্চ মানুষং চৈব কর্ম তে সাধ্বনুষ্ঠিতম্। বসিষ্ঠঞ্চ সমাগম্য কুশলং মুনিপুঙ্গবঃ।। ৪৭
ঋষীংশ্চ তান্ যথান্যায়ং মহাভাগ উবাচ হ। তে সর্বে হৃষ্টমনসস্তস্য রাজ্ঞো নিবেশনম্।। ৪৮
বিবিশুঃ পূজিতাস্তেন নিষেদুশ্চ যথার্হতঃ। অথ হৃষ্টমনা রাজা বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।। ৪৯
উবাচ পরমোদারো হৃষ্টস্তমভিপূজয়ন্। যথামৃতস্য সম্প্রাপ্তির্যথা বর্ষমনূদকে।। ৫০
যথা সদৃশদারেষু পুত্রজন্মাঽপ্রজস্য বৈ। প্রণষ্টস্য যথা লাভো যথা হর্ষো মহোদয়ঃ।। ৫১
তথৈবাগমনং মন্যে স্বাগতং তে মহামুনে। কঞ্চ তে পরমং কামং করোমি কিমু হর্ষিতঃ।। ৫২
পাত্রভূতোঽসি মে ব্রহ্মন্ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি মানদ। অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।। ৫৩
যস্মাদ্ বিপ্রেন্দ্রমদ্রাক্ষং সুপ্রভাতা নিশা মম। পূর্বং রাজর্ষিশব্দেন তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ।। ৫৪
ব্রহ্মর্ষিত্বমনুপ্রাপ্তঃ পূজ্যোঽসি বহুধা ময়া। তদদ্ভুতমভূদ্ বিপ্র পবিত্রং পরমং মম।। ৫৫
শুভক্ষেত্রগতশ্চাহং তব সন্দর্শনাৎ প্রভো। ব্রূহি যৎপ্রার্থিতং তুভ্যং কার্যমাগমনং প্রতি।। ৫৬
ইচ্ছাম্যনুগৃহীতোঽহং ত্বদর্থং পরিবৃদ্ধয়ে। কার্যস্য ন বিমর্শঞ্চ গন্তুমর্হসি সুব্রত।। ৫৭
কর্তা চাহমশেষেণ দৈবতং হি ভবান্ মম। মম চায়মনুপ্রাপ্তো মহানভ্যুদয়ো দ্বিজ।
তবাগমনজঃ কৃৎস্নো ধর্মশ্চানুত্তমো দ্বিজ।। ৫৮
ইতি হৃদয়সুখং নিশম্য বাক্যং শ্রুতিসুখমাত্মবতা বিনীতমুক্তম্।
প্রথিতগুণযশা গুণৈর্বিশিষ্টঃ পরম ঋষিঃ পরমং জগাম হর্ষম্।। ৫৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

আরাধনা এবং মানুষের কল্যাণ ভালোভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তো? এবার সেই মুনিশ্রেষ্ঠ মহর্ষি বশিষ্ঠের কাছে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।। ৪৭ ।। ঋষিদেরও যথানিয়মে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন সেই মহাত্মা। তারপর তাঁরা সকলে আনন্দিতচিত্তে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।। ৪৮ ।। প্রবেশ করার পর সম্মানের সঙ্গে তাঁরা পূজিত হয়ে উপবেশন করলেন। আনন্দিতচিত্ত মহারাজ দশরথ তখন মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বাক্য বললেন।। ৪৯ ।। অত্যন্ত উদার এবং আনন্দিতচিত্ত রাজা বললেন, যেমন অমৃত-প্রাপ্তি, জলহীন দেশে বর্ষণ, যেমন শাস্ত্রসম্মত যোগ্য পত্নীতে অপুত্রকদের পুত্রের জন্ম, হে মহর্ষি, সেইরকমই মনে হচ্ছে আপনার আগমন। হে মহামুনি, আপনাকে আমরা স্বাগতি জানাই। আমরা আনন্দের সঙ্গে আপনার কোন্ কাজ সম্পাদন করবো।। ৫০-৫২।। হে ব্রহ্মন্, আপনি অন্যদেরকে সম্মানদান করে থাকেন। আমাকে ধন্য করার জন্য আপনার মতো সজ্জন আজ আমার কাছে এসেছেন। আমার জন্ম সফল। প্রাণ সফল। এবং সফল দীর্ঘ এই বেঁচে থাকাও।। ৫৩ ।। কারণ, আজ আপনার মতো শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আমরা দেখতে পেলাম। রাত্রির পর আজকের প্রভাত আমাদের কাছে মঙ্গলদায়ক হলো। আপনি তপস্যার দ্বারা ভাস্বর হওয়ার পূর্বেই রাজর্ষি ছিলেন। পূজনীয় আপনি। আজ সর্বপ্রকারে আমাদের অলৌকিকভাবে আমায় করেছে পরম পবিত্র।।৫৪-৫৫।। হে প্রভো, আপনাকে সম্যগ্ দর্শন করে আমি কল্যাণকে লাভ করলাম। বলুন কোন্ কার্যে আপনি এখানে এসেছেন? কি আপনার কামনা?।। ৫৬ ।। আপনার সন্তোষবৃদ্ধির জন্য কিছু করে আমি অনুগৃহীত হতে চাই। হে শোভনব্রতিন্, বলুন, কি কাজ, কি চিন্তা, যা আমি করতে পারি।। ৫৭ ।। আপনি আমার কাছে দেবতা। যা বলবেন, আমি তা সম্পূর্ণভাবে করবো। এই আমার অভিপ্রায়। হে ব্রাহ্মণ, তাতেই আমার অতিশয় অভ্যুদয় হবে মনে করি। হে বিপ্র, আপনার আগমনেই আমার সর্বাঙ্গীণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যলাভ হলো। হলো ধর্মার্জন।। ৫৮ ।। দশরথের কাছ থেকে এইরকম শ্রুতি-সুখকর, মনোহারী, বিনয়নম্র বচন আত্মজ্ঞানী শুনে সর্বগুণান্বিত এবং যশস্বী সেই মহর্ষি পরম আনন্দলাভ করলেন।। ৫৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের অষ্টাদশ (১৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একোনবিংশঃ সর্গঃ ।।

বিশ্বামিত্র-দশরথয়োঃ সংবাদঃ, বিশ্বামিত্রকৃত-বিঘ্নকরমারীচ-সুবাহ্বোর্বর্ণনম্, তন্নিবারণায় রামং দেহীতি যাচনম্, ঋষিকৃতরামপ্রতাপবর্ণনঞ্চ।

তচ্ছ্রুত্বা রাজসিংহস্য বাক্যমদ্ভুতবিস্তরম্। হৃষ্টরোমা মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত।। ১
সদৃশং রাজশার্দূল তবৈব ভুবি নান্যতঃ। মহাবংশপ্রসূতস্য বসিষ্ঠব্যপদেশিনঃ।। ২
যৎ তু মে হৃদ্গতং বাক্যং তস্য কার্যস্য নিশ্চয়ম্। কুরুষ্ব রাজশার্দূল ভব সত্যপ্রতিশ্রবঃ।। ৩
অহং নিয়মমাতিষ্ঠে বিধ্যর্থং পুরুষর্ষভ। তস্য বিঘ্নকরৌ দ্বৌ তু রাক্ষসৌ কামরূপিণৌ।। ৪
ব্রতে তু বহুশশ্চীর্ণে সমাপ্ত্যাং রাক্ষসাবিমৌ। মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ।। ৫
তৌ মাংস-রুধিরৌঘেণ বেদিং তামভ্যবর্ষতাম্। অবধূতে তথাভূতে তস্মিন্ নিয়মনিশ্চয়ে।। ৬
কৃতশ্রমো নিরুৎসাহস্তস্মাদ্ দেশাদপাক্রমে। ন চ মে ক্রোধমুৎস্রষ্টুং বুদ্ধির্ভবতি পার্থিব।। ৭
তথাভূতা হি সা চর্যা ন শাপস্তত্র মুচ্যতে। স্বপুত্রং রাজশার্দূল রামং সত্যপরাক্রমম্।। ৮
কাকপক্ষধরং বীরং জ্যেষ্ঠং মে দাতুমর্হসি। শক্তো হ্যেষ ময়া গুপ্তো দিব্যেন স্বেন তেজসা।। ৯
রাক্ষসা যে বিকর্তারস্তেষামপি বিনাশনে। শ্রেয়শ্চাস্মৈ প্রদাস্যামি বহুরূপং ন সংশয়ঃ।। ১০
ত্রয়াণামপি লোকানাং যেন খ্যাতিং গমিষ্যতি। ন চ তৌ রামমাসাদ্য শক্তৌ স্থাতুং কথঞ্চন।। ১১
ন চ তৌ রাঘবাদন্যো হন্তুমুৎসহতে পুমান্। বীর্যোৎসিক্তৌ হি তৌ পাপৌ কালপাশবশং গতৌ।। ১২

ঊনবিংশ (১৯) সর্গ

বিশ্বামিত্র এবং দশরথের আলোচনা। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে বিঘ্নসৃষ্টিকারী মারীচ এবং সুবাহুর বর্ণনা। উৎপাত-নিবারণের জন্য ঋষি কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে প্রার্থনা। ঋষির দ্বারা রামচন্দ্রের বীর্যবত্তার বর্ণনা।

রাজশ্রেষ্ঠ দশরথের এইসব আশ্চর্যজনক কথা বিস্তারিতভাবে শুনে আনন্দে ঋষি রোমাঞ্চিত হলেন। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র তখন বললেন—।। ১ ।। হে রাজশ্রেষ্ঠ, আপনি মহদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশে আপনি চলেন। আপনি ছাড়া বিশ্বে এইভাবে চলার আর কেউ নেই।। ২ ।। আমি একটি কথা মনে ভেবে এসেছি। হে রাজশ্রেষ্ঠ, আপনি সেই কাজ করবেন, আমায় কথা দিন।। ৩ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, আমি একটি ব্রতপালনে উদ্যোগী হয়েছি জেনে রাখুন। মায়াবী দু'টি রাক্ষস সেখানে বিঘ্ন-উৎপাদন করছে।। ৪।। ব্রতের অঙ্গীভূত যজ্ঞ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এমন সময় শক্তিশালী, যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ মারীচ এবং সুবাহু মাংস এবং রক্ত প্রভূতভাবে সেখানে বর্ষণ করছে। যজ্ঞ এইভাবে বিনষ্ট হওয়ায় আমার শ্রম ব্যর্থ হয়ে গেলো। তাই নিরুৎসাহ হয়ে দেশ থেকে চলে এসেছি। হে রাজন্, তাদের প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করতে কিন্তু আমার ইচ্ছা হচ্ছে না।। ৫-৭ ।। আমাদের ব্রতাচরণ এইভাবে বিপর্যস্ত হলেও যজ্ঞকাল বলে শাপ দেওয়া চলে না। হে রাজশ্রেষ্ঠ, আপনার সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমশালী, সুন্দর কেশধারী বীর, জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে আমায় দিন। আমি তাকে রক্ষা করবো। যে রাক্ষসেরা অন্যায় করছে, নিজের তেজোবীর্যে সে তাদের বিনাশ করতে পারবে। নানাভাবে তার কল্যাণসাধন আমি নিশ্চয়ই করবো *(কাকের পালকের মতো কুচকুচে কালো কেশগুচ্ছ -সমন্বিত জুলফিকে বলা কাকপক্ষ)*।। ৮-১০ ।। এই সৎকার্যের জন্য স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—এই ত্রিলোকে সে খ্যাতিলাভ করবে। ঐ রাক্ষস দু'জন রামের সামনে কখনো দাঁড়াতেই পারবে না।। ১১ ।। রামচন্দ্র ছাড়া আর কোনো বীর তাদের হত্যা করতে উৎসাহ পাচ্ছে না। তারা দু'জন পাপী। শক্তিমদে গর্বিত এবং এখন কালের কবলে পড়েছে।। ১২ ।। মহাপ্রাণ রামচন্দ্রের সঙ্গে ঐ দুই রাক্ষস শক্তিতে পেরে উঠবে না। মহারাজ, পুত্রের

রামস্য রাজশার্দূল ন পর্যাপ্তৌ মহাত্মনঃ। ন চ পুত্রগতং স্নেহং কর্তুমর্হসি পার্থিব।। ১৩
অহং তে প্রতিজানামি হতৌ তৌ বিদ্ধি রাক্ষসৌ। অহং বেদ্মি মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।। ১৪
বসিষ্ঠোঽপি মহাতেজা যে চেমে তপসি স্থিতাঃ। যদি তে ধর্মলাভং তু যশশ্চ পরমং ভুবি।। ১৫
স্থিরমিচ্ছসি রাজেন্দ্র রামং মে দাতুমর্হসি। যদ্যভ্যনুজ্ঞাং কাকুৎস্থ দদতে তব মন্ত্রিণঃ।। ১৬
বসিষ্ঠপ্রমুখাঃ সর্বে ততো রামং বিসর্জয়। অভিপ্রেতমসংসক্তমাত্মজং দাতুমর্হসি।। ১৭
দশরাত্রং হি যজ্ঞস্য রামং রাজীবলোচনম্। নাত্যেতি কালো যজ্ঞস্য যথায়ং মম রাঘব।। ১৮
তথা কুরুষ্ব ভদ্রং তে মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ। ইত্যেবমুক্ত্বা ধর্মাত্মা ধর্মার্থসহিতং বচঃ।। ১৯
বিররাম মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামতিঃ। স তন্নিশম্য রাজেন্দ্রো বিশ্বামিত্রবচঃ শুভম্।। ২০
শোকেন মহতাবিষ্টশ্চচাল চ মুমোহ চ। লব্ধসংজ্ঞস্তদোত্থায় ব্যষীদত ভয়ান্বিতঃ।। ২১
ইতি সহৃদয়মনোবিদারণং মুনিবচনং তদতীব শুশ্রুবান্।
নরপতিরভবন্মহান্ মহাত্মা ব্যথিতমনাঃ প্রচচাল চাসনাৎ।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে একোনবিংশঃ সর্গঃ।

প্রতি স্নেহবশতঃ আপনি এই কাজে না করবেন না।। ১৩ ।। আমি আপনাকে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, ঐ রাক্ষস দু'টি নিহত হবেই জেনে রাখুন। আমি জানি রাম মহাপ্রাণ। সত্যনিষ্ঠ এবং পরাক্রমশালী।। ১৪ ।। মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ আর আমাদের অরণ্যে তপস্যায় রত অন্য ঋষিরাও রামকে জানেন। যদি আপনি ধর্ম অর্জন করতে চান এবং যথার্থই জগতে পরম খ্যাতি পেতে চান, তাহলে হে রাজশ্রেষ্ঠ, রামকে আমায় দিয়ে দিন। হে ককুৎস্থ-বংশধর, বশিষ্ঠ-প্রমুখ আপনার মন্ত্রী সকলে যদি অনুমোদন করেন, তাহলে আমার বাঞ্ছিত আপনার পুত্র রামকে আসক্তিশূন্য হয়ে আমায় সমর্পণ করুন *(ইক্ষ্বাকুবংশের এক প্রাচীন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন পুরঞ্জয়। ইন্দ্র দানবদের পরাজিত করার জন্য তাঁর সাহায্য চাইলে তিনি সর্ত দিলেন—ইন্দ্রকে বৃষের রূপ ধারণ করে তাঁর স্কন্ধের উচ্চস্থানে বসে যুদ্ধ করতে দিতে হবে পুরঞ্জয়কে। বৃষের স্কন্ধের উঁচু মাংসপিণ্ডকে বলে ককুদ্। ককুদে বসে যুদ্ধ করেছিলেন বলে পুরঞ্জয়কে বলা হতো ককুৎস্থ—ককুদি তিষ্ঠতি যঃ স ককুৎস্থ। তাঁর বংশধর কাকুৎস্থ)*।। ১৫-১৭ ।। যজ্ঞ রক্ষার্থে দশটি রাতের জন্য পদ্মনেত্র রামচন্দ্রকে আপনি আমায় দিন। হে রঘুবংশধর, আমার যজ্ঞের সময় যেন বয়ে না যায়।। ১৮ ।। যাতে মঙ্গল হয় তাই করুন; মনকে শোকে আচ্ছন্ন করবেন না। ধর্মমূর্তি মহাতেজস্বী মহামতি ঋষি বিশ্বামিত্র ধর্মসঙ্গত এই কথা বলে বিরত হলেন। রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ বিশ্বামিত্রের কল্যাণকর এই বাক্য শ্রবণ করে অত্যন্ত শোকে আচ্ছন্ন হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। পরে জ্ঞানলাভ করলে তিনি ভয়ে বিষণ্ণ হয়ে বসে রৈলেন।। ১৯-২১ ।। কোমল-হৃদয়ের বিদারণকারী সেই মুনিবাক্য রাজা শুনলেন। চিত্তবেদনায়-বিহ্বল হওয়ায় সেই মহাপ্রাণ রাজা আসন থেকে উঠে পড়লেন।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের উনবিংশ (১৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। বিংশঃ সর্গঃ ।।

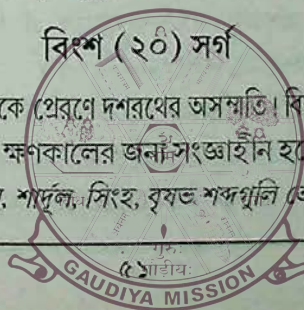
রক্ষোভিঃ সহ যুদ্ধায় রামং প্রেষয়িতুমক্ষমেন দশরথেন বিশ্বামিত্রসমীপে স্বাভিপ্রায়বর্ণনম্।

তচ্ছ্রুত্বা রাজশার্দূলো বিশ্বামিত্রস্য ভাষিতম্। মুহূর্তমিব নিঃসংজ্ঞঃ সংজ্ঞাবানিদমব্রবীৎ।। ১

বিংশ (২০) সর্গ

রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য রামচন্দ্রকে প্রেরণে দশরথের অসম্মতি। বিশ্বামিত্রের নিকট তাঁর অভিপ্রায়বর্ণনা।

বিশ্বামিত্রের কথা শুনে রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। একটু পরে চেতনা ফিরে এলে তিনি বললেন *(শার্দূল - ব্যাঘ্র। ব্যাঘ্র, শার্দূল, সিংহ, বৃষভ শব্দগুলি শ্রেষ্ঠার্থবোধকরূপে ব্যবহৃত হয়)*।। ১ ।।



ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ। ন যুদ্ধযোগ্যতামস্য পশ্যামি সহ রাক্ষসৈঃ।। ২
ইয়মক্ষৌহিণী সেনা যস্যাহং পতিরীশ্বরঃ। অনয়া সহিতো গত্বা যোদ্ধাহং তৈর্নিশাচরৈঃ।। ৩
ইমে শূরাশ্চ বিক্রান্তা ভৃত্যা মেঽস্ত্রবিশারদাঃ। যোগ্যা রক্ষোগণৈর্যোদ্ধুং ন রামং নেতুমর্হসি।। ৪
অহমেব ধনুষ্পাণির্গোপ্তা সমরমূর্ধনি। যাবৎ প্রাণান্ ধরিষ্যামি তাবদ্ যোৎস্যে নিশাচরৈঃ।। ৫
নির্বিঘ্না ব্রতচর্যা সা ভবিষ্যতি সুরক্ষিতা। অহং তত্র গমিষ্যামি ন রামং নেতুমর্হসি।। ৬
বালো হ্যকৃতবিদ্যশ্চ ন চ বেত্তি বলাবলম্। ন চাস্ত্রবলসংযুক্তো ন চ যুদ্ধবিশারদঃ।। ৭
ন চাসৌ রক্ষসাং যোগ্যঃ কূটযুদ্ধা হি রাক্ষসাঃ। বিপ্রযুক্তো হি রামেণ মুহূর্তমপি নোৎসহে।। ৮
জীবিতুং মুনিশার্দূলং ন রামং নেতুমর্হসি। যদি বা রাঘবং ব্রহ্মন্ নেতুমিচ্ছসি সুব্রত।। ৯
চতুরঙ্গসমাযুক্তং ময়া সহ চ তং নয়। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম কৌশিক।। ১০
কৃচ্ছ্রেণোৎপাদিতশ্চায়ং ন রামং নেতুমর্হসি। চতুর্ণামাত্মজানাং হি প্রীতিঃ পরমিকা মম।। ১১
জ্যেষ্ঠে ধর্মপ্রধানে চ ন রামং নেতুমর্হসি। কিং বীর্যা রাক্ষসাস্তে চ কস্য পুত্রাশ্চ কে চ তে।। ১২
কথং প্রমাণাঃ কে চৈতান্ রক্ষন্তি মুনিপুঙ্গব। কথঞ্চ প্রতিকর্তব্যং তেষাং রামেণ রক্ষসাম্।। ১৩
মামকৈর্বা বলৈর্ব্রহ্মন্ ময়া বা কূটযোধিনাম্। সর্বং মে শংস ভগবন্ কথং তেষাং ময়া রণে।। ১৪
স্থাতব্যং দুষ্টভাবানাং বীর্যোৎসিক্তা হি রাক্ষসাঃ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত।। ১৫
পৌলস্ত্যবংশপ্রভবো রাবণো নাম রাক্ষসঃ। স ব্রহ্মণা দত্তবরস্ত্রৈলোক্যং বাধতে ভৃশম্।। ১৬
মহাবলো মহাবীর্যো রাক্ষসৈর্বহুভির্বৃতঃ। শ্রূয়তে চ মহারাজ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।। ১৭

আমার কমলনয়ন রামের বয়স মোটে পনেরো। রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করার যোগ্যতা তার আমি দেখছি না।। ২ ।। এইখানে অক্ষৌহিণী সংখ্যার সৈন্য রয়েছে। আমিই তাদের অধিপতি। এদের সঙ্গে গিয়ে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে আমিই যুদ্ধ করবো *(অক্ষৌহিণী—১০৯৩৫০ পদাতিক, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী এবং ২১৮৭০ রথবাহিনীর সমষ্টি)*।। ৩ ।। আমার বেতনভোগী এই সৈন্যেরা অস্ত্রব্যবহারে নিপুণ। বীর এবং পরাক্রমশালী। রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে এরা যোগ্য। রামকে আপনার নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না।। ৪ ।। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে ততক্ষণ যুদ্ধের সামনে ধনু হাতে নিয়ে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি যজ্ঞ রক্ষা করবো।। ৫ ।। আমিই সেখানে যাবো। আমার দ্বারাই আপনার যজ্ঞব্রত সুরক্ষিত হবে। রামকে আপনি নিয়ে যাবেন না।। ৬ ।। রাম এখন বালকমাত্র। যুদ্ধবিদ্যায় এখনও সে পারদর্শী নয়। শত্রুর বলাবল সে বুঝতে পারবে না। এখনও সে অস্ত্রবিদ্যা শেখে নি, যুদ্ধে অর্জন করে নি নৈপুণ্য।। ৭ ।। সে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ্য নয়। রাক্ষসেরা কপটযুদ্ধে অভ্যস্ত। রামকে ছেড়ে আমি মুহূর্তমাত্রও বাঁচতে চাই না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, রামকে আপনি নিয়ে যাবেন না। যদি একান্তই রামকে নিতে চান, হস্তি, অশ্ব, রথ, পদাতিক—এই চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনীসহ আমায় তার সঙ্গে নিয়ে চলুন। হে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র, আমার জন্মের ষাট হাজার বৎসর পর অনেক কষ্টে রামের জন্ম দিতে পেরেছি। আমার চারটি পুত্রের মধ্যে রামেরই প্রতি স্নেহ সর্বাধিক।। ৮-১১।। রাম আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। ধর্মপ্রধান। তাকে আপনার নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। সেই রাক্ষসেরা কি রকম বীর্যবান? তারা কারই বা পুত্র?।। ১২ ।। তাদের আকার কি প্রকার? হে মুনিশ্রেষ্ঠ, কেই বা এদের রক্ষা করেন? কিভাবেই বা রাম এই রাক্ষসদের প্রতিকার করবে?।। ১৩ ।। হে ব্রাহ্মণ, কপটযোদ্ধা ঐ রাক্ষসগণের সঙ্গে আমার সৈন্যেরা বা আমি কিভাবে যুদ্ধজয়ে সমর্থ হবো, হে ভগবন্, তা সবই আমায় বলুন।। ১৪ ।। রাক্ষসেরা অত্যন্ত বীর্যশালী। দুষ্টচিন্তাপরায়ণ ঐ রাক্ষসদের সঙ্গে আমি কিভাবে অবস্থান করবো বলুন। তাঁর এই বাক্য শুনে বিশ্বামিত্র বললেন—।। ১৫ ।। "রাবণ নামে এক রাক্ষস পৌলস্ত্যের বংশে জন্মগ্রহণ করেছে। ব্রহ্মার বরে শক্তিমান হয়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—এই ত্রিলোককে পীড়িত করছে।। ১৬ ।। মহাবলশালী সে। এবং মহাবীর। বহু রাক্ষসের দ্বারা সে সর্বদা পরিবৃত থাকে। শোনা যায় মহারাজ রাবণ রাক্ষসদের রাজা।। ১৭ ।। সে বিশ্রবামুনির পুত্র এবং বৈশ্রবণের সাক্ষাদ্ভ্রাতা। যখন সেই

সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণভ্রাতা পুত্রো বিশ্রবসো মুনেঃ। যদা ন খলু যজ্ঞস্য বিঘ্নকর্তা মহাবলঃ।। ১৮
তেন সংচোদিতৌ তৌ তু রাক্ষসৌ চ মহাবলৌ। মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ যজ্ঞবিঘ্নং করিষ্যতঃ।। ১৯
ইত্যুক্তো মুনিনা তেন রাজোবাচ মুনিং তদা। নহি শক্তোঽস্মি সংগ্রামে স্থাতুং তস্য দুরাত্মনঃ।। ২০
স ত্বং প্রসাদং ধর্মজ্ঞ কুরুষ্ব মম পুত্রকে। মম চৈবাল্পভাগ্যস্য দৈবতং হি ভবান্ গুরুঃ।। ২১
দেব-দানব-গন্ধর্বা যক্ষাঃ পতগ-পন্নগাঃ। ন শক্তা রাবণং সোঢুং কি পুনর্মানবা যুধি।। ২২
স তু বীর্যবতাং বীর্যমাদত্তে যুধি রাবণঃ। তেন চাহং ন শক্তোঽস্মি সংযোদ্ধুং তস্য বা বলৈঃ।। ২৩
সবলো বা মুনিশ্রেষ্ঠ সহিতো বা মমাত্মজৈঃ। কথমপ্যমরপ্রখ্যং সংগ্রামাণামকোবিদম্।। ২৪
বালং মে তনয়ং ব্রহ্মন্নৈব দাস্যামি পুত্রকম্। অথ কালোপমৌ যুদ্ধে সুতৌ সুন্দোপসুন্দয়োঃ।। ২৫
যজ্ঞবিঘ্নকরৌ তৌ তে নৈব দাস্যামি পুত্রকম্। মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ বীর্যবন্তৌ সুশিক্ষিতৌ।। ২৬
তয়োরন্যতরং যোদ্ধুং যাস্যামি সসুহৃদ্গণঃ। অন্যথা ত্বনুনেষ্যামি ভবন্তং সহবান্ধবঃ।। ২৭
ইতি নরপতিজল্পনাদ্দ্বিজেন্দ্রং কুশিকসুতং সুমহান্ বিবেশ মন্যুঃ।
সুহুত ইব মখেঽগ্নিরাজ্যসিক্তঃ সমভবদুজ্জ্বলিতো মহর্ষিবহ্নিঃ।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ।

মহাবল রাবণ যজ্ঞের বিঘ্ন-উৎপাদনে আসতে পারে না তখন মারীচ আর সুবাহু এসে যজ্ঞে উৎপাত শুরু করতে থাকে।। ১৮-১৯ ।। বিশ্বামিত্র ঋষি এই কথা বলার পর রাজা দশরথ ঋষিকে বললেন, সেই দুরাত্মার সঙ্গে যুদ্ধে আমি স্থির থাকতে পারবো না।। ২০ ।। ধর্মজ্ঞানী আপনি। আমার পুত্রের প্রতি প্রসন্ন হোন। আমার মতো হতভাগ্যের আপনিই দেবতা। আপনিই গুরু।। ২১ ।। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, গরুড় এবং সর্পেরা পর্যন্ত যুদ্ধে রাবণের প্রতাপ সহ্য করতে পারে না। আমাদের মতো মানবেরা পারবে কিভাবে *(গরুড়, সর্প প্রভৃতি বিভিন্ন পার্বত্যজাতিবিশেষ)* ।। ২২ ।। রাবণ যুদ্ধে বীর্যবানদের বীর্যবত্তা হরণ করে। তার বা তার সৈনিকদের সঙ্গে আমার যুদ্ধ করার সামর্থ্য নেই।। ২৩ ।। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, যদি সৈন্যেরা আমার সঙ্গে থাকে, আমার অন্য পুত্রেরাও সঙ্গে যায়, তবুও, হে ব্রাহ্মণ, যুদ্ধবিদ্যায় অজ্ঞ, দেবতুল্য *(প্রখ্য — তুল্য)* আমার প্রিয় বালকপুত্রকে আমি যুদ্ধে যেতে দিতে পারবো না। এই যুদ্ধ হচ্ছে সুন্দ এবং উপসুন্দের পুত্র, যমের মতো ভয়ঙ্কর, যজ্ঞে বিঘ্নোৎপাদক, যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং বীর্যশালী মারীচ আর সুবাহুর সঙ্গে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে আমার প্রিয়পুত্রকে আমি কখনো যেতে দেবো না। *(আদরার্থে কন্ প্রত্যয়। তাই, পুত্রক্—প্রিয়পুত্র)*।। ২৪-২৬ ।। তাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধে সবান্ধবে আমি যাবো। নৈলে সুহৃদ্গণকে নিয়ে আপনার প্রসন্নতার জন্য আমি আপনাকে কাতরভাবে প্রার্থনা করবো।। ২৭ ।। রাজা দশরথের এইসব জল্পনা-কল্পনা শুনে কুশিকপুত্র ঋষি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হলেন। যজ্ঞের অগ্নিতে ভালোভাবে ঘৃতের আহুতি দিলে অগ্নি যেমন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি এই কথায় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ক্রোধাগ্নিও তীব্রভাবে প্রজ্জ্বলিত হলো *(মখ = যজ্ঞ। অগ্নিঃ + আজ্যসিক্তঃ = অগ্নিরাজ্যসিক্ত। আজ্য —যজ্ঞের হবনীয় ঘৃত)*।। ২৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের বিংশ (২০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একবিংশঃ সর্গঃ ।।

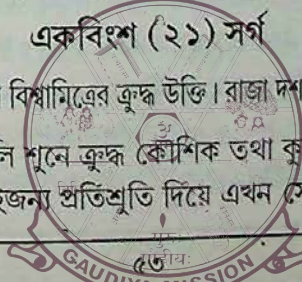
দশরথবাক্যং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ক্রোধপূর্ণবচনং তথা রাজ্ঞে দশরথায় বসিষ্ঠস্য প্রবোধদানম্।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য স্নেহপর্যাকুলাক্ষরম্। সমন্যুঃ কৌশিকো বাক্যং প্রত্যুবাচ মহীপতিম্।। ১

একবিংশ (২১) সর্গ

দশরথের বাক্য শ্রবণ করে বিশ্বামিত্রের ক্রুদ্ধ উক্তি। রাজা দশরথকে বশিষ্ঠের আশ্বাস।

রাজা দশরথের স্নেহে ব্যাকুল কথাগুলি শুনে ক্রুদ্ধ কৌশিক তথা কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্র রাজাকে প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ১ ।। আপনি পূর্বে এইজন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন সেই প্রতিশ্রুতি ত্যাগ করতে চাইছেন?



পূর্বমর্থং প্রতিশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং হাতুমিচ্ছসি। রাঘবাণামযুক্তোঽয়ং কুলস্যাস্য বিপর্যয়ঃ।। ২
যদীদং তে ক্ষমং রাজন্ গমিষ্যামি যথাগতম্। মিথ্যাপ্রতিজ্ঞঃ কাকুৎস্থ সুখী ভব সুহৃদ্‌বৃতঃ।। ৩
তস্য রোষপরীতস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ। চচাল বসুধা কৃৎস্না দেবানাঞ্চ ভয়ং মহৎ।। ৪
ত্রস্তরূপং তু বিজ্ঞায় জগৎ সর্বং মহান্ ঋষিঃ। নৃপতিং সুব্রতো ধীরো বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ।। ৫
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সাক্ষাদ্ ধর্ম ইবাপরঃ। ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শ্রীমান্ ন ধর্মং হাতুমর্হসি।। ৬
ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতো ধর্মাত্মা ইতি রাঘবঃ। স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব নাধর্মং বোঢ়ু মর্হসি।। ৭
প্রতিশ্রুত্য করিষ্যেতি উক্তং বাক্যমকুর্বতঃ। ইষ্টাপূর্তবধো ভূয়াৎ তস্মাদ্ রামং বিসর্জয়।। ৮
কৃতাস্ত্রমকৃতাস্ত্রং বা নৈনং শক্ষ্যন্তি রাক্ষসাঃ। গুপ্তং কুশিকপুত্রেণ জ্বলনেনামৃতং যথা।। ৯
এষ বিগ্রহবান্ ধর্ম এষ বীর্যবতাং বরঃ। এষ বিদ্যাধিকো লোকে তপসশ্চ পরায়ণম্।। ১০
এষোঽস্ত্রান্ বিবিধান্ বেত্তি ত্রৈলোক্য সচরাচরে। নৈনমন্যঃ পুমান্ বেত্তি ন চ বেৎস্যন্তি কেচন।। ১১
ন দেবা নর্ষয়ঃ কেচিন্নামরা ন চ রাক্ষসাঃ। গন্ধর্ব-যক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ।। ১২
সর্বাস্ত্রাণি কৃশাশ্বস্য পুত্রাঃ পরমধার্মিকাঃ। কৌশিকায় পুরা দত্তা যদা রাজ্যং প্রশাসতি।। ১৩
তেঽপি পুত্রাঃ কৃশাশ্বস্য প্রজাপতিসুতাসুতাঃ। নৈকরূপা মহাবীর্যা দীপ্তিমন্তো জয়াবহাঃ।। ১৪
জয়া চ সুপ্রভা চৈব দক্ষকন্যে সুমধ্যমে। তে সূতেঽস্ত্রাণি শস্ত্রাণি শতং পরমভাস্বরম্।। ১৫
পঞ্চাশতং সুতাঁল্লেভে জয়া লব্ধবরা বরান্। বধায়াসুরসৈন্যানামপ্রমেয়ানরূপিণঃ।। ১৬

মহারাজ রঘুর পবিত্র বংশধরের পক্ষে এই কার্য অত্যন্ত অনুচিত। এতে বংশের ধ্বংস হবে।। ২ ।। এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গকে যদি আপনি উচিত বলে মনে করেন, তাহলে আমি যেমন এসেছিলাম, তেমনই চলে যাচ্ছি। প্রতিজ্ঞাকে মিথ্যা করে হে মহারাজ ককুৎস্থের বংশধর দশরথ, বন্ধুদের সঙ্গে পরিবৃত হয়ে আপনি সুখে থাকুন।।৩ ।। ধীমান ঋষি বিশ্বামিত্রের ক্রোধের ফলে সমগ্র ধরিত্রী কাঁপতে লাগলো। দেবতারা ভীষণ ভয় পেলেন।। ৪ ।। নিখিল বিশ্বকে বিপন্ন দেখে শোভনব্রতচারী অচঞ্চল মহর্ষি বশিষ্ঠ বললেন—।। ৫ ।। মহারাজ, আপনি মহারাজ ইক্ষ্বাকুর মহদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনি যেন ধর্মের অপরমূর্তি। ধৈর্যশীল। শোভনকর্মা এবং শ্রীমান। আপনার পক্ষে ধর্মত্যাগ করা উচিত নয়।। ৬ ।। পবিত্রকর্মা মহারাজ রঘুর বংশধররূপে আপনি ত্রিভুবনে প্রখ্যাত। নিজের ধর্মই আপনি পালন করুন। অধর্মের অনুসরণ করা আপনার উচিত নয়।। ৭ ।। করবো বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে না করলে ইষ্টাপূর্তের বিনাশ হয়। সেইজন্য আপনি রামকে বিদায় দিন।। ৮ ।। ইষ্টাপূর্ত জনকল্যাণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং কূপ, তড়াগাদির খনন অস্ত্রে সুসজ্জিত হোক বা না হোক, রাক্ষসেরা তার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না। অগ্নির দ্বারা অমৃত যেমন সুরক্ষিত হয়, তেমনি বিশ্বামিত্রের দ্বারা রামও সুরক্ষিত হবে।। ৯ ।। ঋষি বিশ্বামিত্রের দেহে ধর্মই যেন মূর্ত হয়েছে। তিনি বীরমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জগতে তিনি বিদ্বানরূপে পরিচিত। তিনি তপস্বী ।। ১০ ।। অস্ত্রবিদ্যা যথাযথভাবে জানেন। ত্রিভুবনে স্থাবরে জঙ্গমে আর কোনো মানুষ এইসব অস্ত্রবিদ্যা জানেন না। এবং ভবিষ্যতে জানবেনও না।। ১১ ।। এমন কি ঋষিদের, দেবতাদের, রাক্ষসদের, গন্ধর্ব-যক্ষ-কিন্নর ও মহানাগগণেরও কেউ এই অস্ত্রবিদ্যা জানেন না।। ১২ ।। পুরাকালে বিশ্বামিত্র যখন রাজ্যশাসন করছিলেন, তখন পরম ধার্মিক পুত্রেরা কুশিক-নন্দন বিশ্বামিত্রকে এই অস্ত্ররাজি দান করেন।। ১৩ ।। ঐ অস্ত্রসমূহ মাননীয় ঔরসে দক্ষপ্রজাপতির রূপবতী কন্যা জয়া এবং সুপ্রভার গর্ভ হতে প্রসূত। তারা বিচিত্ররূপধারী, মহাশক্তিসম্পন্ন, দীপ্তিশালী এবং জয়প্রদ। সংখ্যায় শত শত অস্ত্রসকল ছিলো অত্যন্ত উজ্জ্বল (*সুমধ্যমা —দেহের মধ্যভাগ অর্থাৎ কটিদেশ যে মহিলাদের সুন্দর তাদের সুমধ্যমা বলে*)।। ১৪-১৫ ।। জয়া বরলাভ করে অসুর-সৈন্যদের নিধনের জন্য অদ্‌ভুত শক্তিসম্পন্ন অদৃশ্য পঞ্চাশটি পুত্রলাভ করেন।। ১৬ ।। সুপ্রভাও দুর্ধর্ষ, দুরতিক্রমণীয়, বলশালী সংহার নামক

সুপ্রভাইজনয়চ্চাপি পুত্রান্ পঞ্চশতং পুনঃ। সংহারান্ নাম দুর্ধর্ষান্ দুরাক্রামান্ বলীয়সঃ।। ১৭
তানি চাস্ত্রানি বেত্ত্যেষ যথাবৎ কুশিকাত্মজঃ। অপূর্বাণাঞ্চ জননে শক্তো ভূয়শ্চ ধর্মবিৎ।। ১৮
তেনাস্য মুনিমুখ্যস্য ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ। ন কিঞ্চিদস্ত্যবিদিতং ভূতং ভব্যঞ্চ রাঘব।। ১৯
এবং বীর্যো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহাযশাঃ। ন রামগমনে রাজন্ সংশয়ং গন্তুমর্হসি।। ২০
তেষাং নিগ্রহণে শক্তঃ স্বয়ঞ্চ কুশিকাত্মজঃ। তব পুত্রহিতার্থায় ত্বামুপেত্যাভিযাচতে।। ২১
ইতি মুনিবচনাৎ প্রসন্নচিত্তো রঘুবৃষভশ্চ মুমোদ পার্থিবাগ্র্যঃ।
গমনমভিরুরোচ রাঘবস্য প্রতিথযশাঃ কুশিকাত্মজায় বুদ্ধ্যা।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ।

পাঁচশত পুত্রের জন্মদান করেন।। ১৭ ।। কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্র সেইসকল অস্ত্রের প্রয়োগপদ্ধতি ভালোভাবে জানেন। অপূর্ব সব অস্ত্রনির্মাণেও তিনি সমর্থ। আবার তিনি ধর্মজ্ঞ।। ১৮ ।। ধর্মপ্রাণ, মহাত্মাপ্রধান এই ঋষির কিছুই অজানা নেই। হে রঘুবংশধর রাজা দশরথ, ভূত এবং ভবিষ্যতের কোনো কিছুই আপনার অজানা নেই।। ১৯ ।। ঋষি বিশ্বামিত্র বীর্যবান। মহাযশস্বী। মহাতেজস্বী। রামের গমন নিয়ে, মহারাজ, আপনি কোনো সংশয় করবেন না।। ২০ ।। কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র নিজেই তাদের নিগ্রহে সমর্থ। কেবল আপনার পুত্রের কল্যাণের জন্য আপনার কাছে এসে তিনি প্রার্থনা করছেন।। ২১ ।। ঋষি বশিষ্ঠের এই কথা শুনে রঘু-বংশীয়দের মধ্যে প্রধান রাজা দশরথ প্রসন্নচিত্ত হলেন। হলেন আনন্দিত। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামকে যাবার জন্য যশস্বী রাজা আনন্দিতচিত্তে অনুমতিপ্রদান করলেন।। ২২ ।।

আদিকবি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের একবিংশ (২১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ।।

রাজ্ঞা দশরথেন স্বস্তিবাচনপূর্বকং রাম-লক্ষ্মণয়োঃ কৌশিকেন সহ বনপ্রেষণম্, পথি তয়োঃ কৌশিকতো বলা অতিবলা চেতি বিদ্যাদ্বয়প্রাপ্তিঃ।

তথা বসিষ্ঠে ব্রুবতি রাজা দশরথঃ স্বয়ম্। প্রহৃষ্টবদনো রামমাজুহাব সলক্ষ্মণম্।। ১
কৃতস্বস্ত্যয়নং মাত্রা পিত্রা দশরথেন চ। পুরোধসা বসিষ্ঠেন মঙ্গলৈরভিমন্ত্রিতম্।। ২
স পুত্রং মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় রাজা দশরথস্তদা। দদৌ কুশিকপুত্রায় সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা।। ৩
ততো বায়ুঃ সুখস্পর্শো নীরজস্কো ববৌ তদা। বিশ্বামিত্রগতং রামং দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনম্।। ৪

দ্বাবিংশ (২২) সর্গ

রাজা দশরথ মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণ করে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণকে বনে প্রেরণ করলেন। পথে তারা বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে "বলা" ও "অতিবলা" নামক দু'টি বিদ্যা লাভ করলো।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইভাবে বললে রাজা দশরথের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি নিজেই লক্ষ্মণ সহ রামকে ডেকে পাঠালেন।। ১ ।। মাতা তার কল্যাণের জন্য মঙ্গলানুষ্ঠান করলেন। পিতা দশরথও সম্পন্ন করলেন মঙ্গলাচরণ। পুরোহিত ঋষি বশিষ্ঠ রামকে মঙ্গলমন্ত্রের দ্বারা করলেন সুসজ্জিত।। ২ ।। তারপর রাজা দশরথ মস্তক আঘ্রাণ করে প্রীতচিত্তে নিজপুত্রকে কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করলেন।। ৩ ।। পদ্মলোচন রামচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের অনুগমন করতে দেখে ধূলিহীন সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হতে লাগলো।। ৪ ।। রামের গমন সময়ে দেবতাদের দ্বারা নিনাদিত দুন্দুভির ধ্বনির সঙ্গে প্রভূত পুষ্পবর্ষণ হতে

পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্ দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ। শঙ্খ-দুন্দুভিনির্ঘোষঃ প্রয়াতে তু মহাত্মনি।। ৫
বিশ্বামিত্রো যযাবগ্রে ততো রামো মহাযশাঃ। কাকপক্ষধরো ধন্বী তঞ্চ সৌমিত্রিরন্বগাৎ।। ৬
কলাপিনৌ ধনুষ্পাণী শোভয়ানৌ দিশো দশ। বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং ত্রিশীর্ষাবিব পন্নগৌ।। ৭
অনুজগ্মতুরক্ষুদ্রৌ পিতামহমিবাশ্বিনৌ। অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়ন্তাবনিন্দিতৌ।। ৮
তদা কুশিকপুত্রন্তু ধনুষ্পাণী স্বলঙ্কৃতৌ। বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণৌ খড়্গবন্তৌ মহাদ্যুতী।। ৯
কুমারৌ চারুবপুষৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। অনুযাতৌ শ্রিয়া দীপ্তৌ শোভয়েতামনিন্দিতৌ।। ১০
স্থাণুং দেবমিবাচিন্ত্যং কুমারাবিব পাবকী। অধ্যর্ধযোজনং গত্বা সরয্বা দক্ষিণে তটে।। ১১
রামেতি মধুরাং বাণীং বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত। গৃহাণ বৎস সলিলং মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ।। ১২
মন্ত্রগ্রামং গৃহাণ ত্বং বলামতিবলাং তথা। ন শ্রমো ন জ্বরো বা তে ন রূপস্য বিপর্যয়ঃ।। ১৩
ন চ সুপ্তং প্রমত্তং বা ধর্ষয়িষ্যন্তি নৈর্ঋতাঃ। ন বাহ্বোঃ সদৃশো বীর্যে পৃথিব্যামস্তি কশ্চন।। ১৪
ত্রিষু লোকেষু বা রাম ন ভবেৎ সদৃশস্তব। বলামতিবলাঞ্চৈব পঠতস্তাত রাঘব।। ১৫
ন সৌভাগ্যে ন দাক্ষিণ্যে ন জ্ঞানে বুদ্ধিনিশ্চয়ে। নোত্তরে প্রতিবক্তব্যে সমো লোকে তবানঘ।। ১৬
এতদ্বিদ্যাদ্বয়ে লব্ধে ন ভবেৎ সদৃশস্তব। বলা চাতিবলা চৈব সর্বজ্ঞানস্য মাতরৌ।। ১৭
ক্ষুৎ-পিপাসে ন তে রাম ভবিষ্যেতে নরোত্তম। বলামতিবলাং চৈব পঠতস্তাত রাঘব।
গৃহাণ সর্বলোকস্য গুপ্তয়ে রঘুনন্দন।। ১৮
বিদ্যাদ্বয়মধীয়ানে যশশ্চাথ ভবেদ্ ভুবি। পিতামহসুতে হ্যেতে বিদ্যে তেজঃসমন্বিতে।। ১৯
প্রদাতুং তব কাকুৎস্থ সদৃশস্ত্বং হি পার্থিব। কামং বহুগুণাঃ সর্বে ত্বয্যেতে নাত্র সংশয়ঃ।। ২০

লাগলো। শোনা যেতে লাগলো শঙ্খের মঙ্গলধ্বনি।।৫ ।। বিশ্বামিত্র আগে আগে চলতে লাগলেন। মহাযশস্বী রামচন্দ্র তাঁর পশ্চাতে। তাঁকে অনুগমন করছে কৃষ্ণকেশশোভিত ধনুর্হস্ত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ।। ৬ ।। হস্তে ধনুর্ধারণ করে পৃষ্ঠে তূণীর দু'টি নিয়ে দশ দিক উদ্‌ভাসিত করে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে তারা দুইভাই অনুগমন করতে লাগলো। যেন তিনটি ফণাবিশিষ্ট সর্প এগিয়ে চলেছে। যুগ্মদেবতা মহান অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেন পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুগমন করছেন। অনিন্দিত-কান্তি দুই ভ্রাতার উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পথঘাট।। ৭-৮ ।। সুন্দরদেহী রাম-লক্ষ্মণ ভ্রাতৃদ্বয় কুশিক-পুত্র বিশ্বামিত্রকে অনুসরণ করছে। হাতে তাদের ধনু। নানা অলঙ্কারে শোভিত তারা। খড়্গ এবং গোধাচর্মনির্মিত অঙ্গুলিত্রাণ তারা ধারণ করেছে। অত্যন্ত দীপ্তিশালী দেখাচ্ছে তাদের। রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইয়ের দেহ ছিলো সুন্দর। অনিন্দনীয় সৌন্দর্যের দীপ্তিতে রাজকুমার দু'জন শোভা পাচ্ছিলো।। ৯-১০ ।। যেন পাবকপুত্র কার্তিকেয় এবং বিশাখ অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন দেবাদিদেব মহেশ্বরকে অনুসরণ করছে। সরযূর দক্ষিণতীরে সার্ধযোজন তথা ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করে বিশ্বামিত্র মধুরকণ্ঠে বললেন, বৎস, এই জল গ্রহণ করো। কালবিলম্ব কোরো না। *(স্থাণু — মহাদেব, পাবকী — পাবক তথা অগ্নির পুত্র)*।। ১১-১২ ।। বলা এবং অতিবলা নামক মন্ত্ররাজি তুমি গ্রহণ করো। এর ফলে ক্লান্তি, রোগ বা চেহারার কোনো ক্ষতি হবে না।। ১৩ ।। তুমি ঘুমিয়েই থাকো, বা অন্য কাজে প্রমত্ত থাকো রাক্ষসেরা তোমাকে নিগৃহীত করতে পারবে না। পৃথিবীতে বাহুবলে, বীর্যবত্তায় তোমার সমান কেউ থাকবে না।। ১৩-১৪ ।। বৎস রাম, ত্রিভুবনে তোমার সমান কেউ হবে না। বলা এবং অতিবলা মন্ত্র, হে রঘুবংশধর, তুমি পাঠ করো।। ১৫ ।। হে অনঘ তথা নিষ্‌পাপ, এই বিদ্যা দু'টি লাভ করলে সৌভাগ্যে তোমার সমান কেউই জগতে থাকবে না। এই বলা এবং অতিবলা সকল জ্ঞানের উৎস।। ১৬-১৭ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ রাম, ক্ষুধা -পিপাসা তোমার থাকবে না। হে রঘুবংশধর, বলা এবং অতিবলা তুমি পাঠ করো। সর্বজগতের রক্ষার জন্য তুমি এই মন্ত্রগ্রহণ করো।। ১৮ ।। এই বিদ্যা দু'টি অধ্যয়ন করলে জগতে তোমার খ্যাতি হবে। পিতামহ ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট এই বিদ্যাদ্বয় অত্যন্ত তেজঃসমন্বিত হে রাজন্, তুমি কাকুৎস্থেরই মতো। নিশ্চয়ই তোমাতে বহুগুণ রয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।। ১৯-২০ ।। তপস্যার দ্বারা আমি এই দু'টি বিদ্যা অর্জন করেছি। তোমার

তপসা সম্ভৃতে চৈতে বহুরূপে ভবিষ্যতঃ। ততো রামো জলং স্পৃষ্ট্বা প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ।। ২১
প্রতিজগ্রাহ তে বিদ্যে মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ। বিদ্যাসমুদিতো রামঃ শুশুভে ভীমবিক্রমঃ।। ২২
সহস্ররশ্মির্ভগবান্ শরদীব দিবাকরঃ। গুরুকার্যাণি সর্বাণি নিযুজ্য কুশিকাত্মজে।
ঊষুস্তাং রজনীং তত্র সরয্বাং সসুখং ত্রয়ঃ।। ২৩
দশরথনৃপসূনুসত্তমাভ্যাং তৃণশয়নেঽনুচিতে তদোষিতাভ্যাম্।
কুশিকসুতবচোঽনুলালিতাভ্যাং সুখমিব সা বিবভৌ বিভাবরী।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

দ্বারা এর প্রভাব প্রসারিত হবে। তখন আনন্দোজ্জ্বল মুখে বললেন।। ২১।। আত্মজ্ঞানী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে ঐ বিদ্যা দু'টি তিনি গ্রহণ করলেন। পরাক্রমশালী রাম নতুন বিদ্যালাভে সমুজ্জ্বল হয়ে শোভা পেতে লাগলেন।। ২২ ।। তাঁকে শরৎকালের সহস্রকিরণ ভগবান সূর্যের মতো ভাস্বর দেখাচ্ছিলো। গুরুর প্রতি করণীয় সব কাজ বিশ্বামিত্রের প্রতি সম্পাদন করে সরযূর তীরে সুখে তাঁরা রাত্রিবাস করলেন।। ২৩ ।। রাজা দশরথের পুত্রদ্বয় অনভ্যস্ত তৃণশয্যায় শয়ন করলেও বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রমণীয় আলাপের মাধ্যমে সুখেই তাঁদের রাত ভোর হয়ে গেলো।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বাবিংশ (২২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।।

রাম-লক্ষ্মণৌ প্রতি বিশ্বামিত্রস্য সন্ধ্যাকরণবিষয়ে উপদেশঃ, সরযূনদীতীরে রমণীয়াশ্রমদর্শনং তত্র বিশ্রামশ্চ।

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। অভ্যভাষত কাকুৎস্থৌ শয়ানৌ পর্ণসংস্তরে।। ১
কৌসল্যা সুপ্রজা রাম পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে। উত্তিষ্ঠ নরশার্দূল কর্তব্যং দৈবমাহ্নিকম্।। ২
তস্যর্ষেঃ পরমোদারং বচঃ শ্রুত্বা নরোত্তমৌ। স্নাত্বা কৃতোদকৌ বীরৌ জেপতুঃ পরমং জপম্।। ৩
কৃতাহ্নিকৌ মহাবীর্যৌ বিশ্বামিত্রং তপোধনম্। অভিবাদ্যাতিসংহৃষ্টৌ গমনায়াভিতস্থতুঃ।। ৪
তৌ প্রয়ান্তৌ মহাবীর্যৌ দিব্যাং ত্রিপথগাং নদীম্। দদৃশাতে ততস্তত্র সরয্বাঃ সঙ্গমে শুভে।। ৫
তত্রাশ্রমপদং পুণ্যমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্। বহুবর্ষসহস্রাণি তপ্যতাং পরমং তপঃ।। ৬

ত্রয়োবিংশ (২৩) সর্গ

ত্রিসন্ধ্যায় উপাসনারূপ সন্ধ্যা করার বিষয়ে রাম-লক্ষ্মণের প্রতি বিশ্বামিত্রের উপদেশ।
সরযূনদীর তীরে রমণীয় আশ্রমের দর্শন। সেখানে বিশ্রামগ্রহণ।

রাত্রি প্রভাত হলে মহামুনি বিশ্বামিত্র পর্ণশয্যায় শায়ী ককুৎস্থের বংশধর রাম-লক্ষ্মণকে বললেন।। ১ ।। হে রাম, রাজ্ঞী কৌশল্যা তোমার মতো সৎপুত্র পেয়ে ধন্য। এখন প্রাতঃসন্ধ্যার কাল এসে গেছে। হে নরশ্রেষ্ঠ, এখন ঘুম থেকে ওঠো। দেবপূজা এবং আহ্নিক করা এখন কর্তব্য।। ২ ।। ঋষির এই পরম উদারবাক্য শ্রবণ করে বীর ভ্রাতৃদ্বয় জল নিয়ে সঙ্কল্প করে পরম মন্ত্র তথা গায়ত্রী জপ করলেন।। ৩ ।। অত্যন্ত বীর্যবান রাম ও লক্ষ্মণ আহ্নিক সমাপন করে তপস্বী বিশ্বামিত্রকে নমস্কার করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে যাবার জন্য তৈরী হলেন।। ৪ ।। মহাবীর ঐ ভ্রাতৃদ্বয় যেতে যেতে সরযূর সঙ্গে পূত মিলনস্থলে স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্তে ভাগীরথী এবং পাতালে ভোগবতী নামে প্রবাহিতা ত্রিপথগামিনী পবিত্র গঙ্গাকে দেখতে পেলেন।। ৫ ।। সেখানে তাঁরা দেখলেন একটি পুণ্য আশ্রম। পরমাত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট ঋষিরা বহু সহস্রবৎসর ধরে ঐ আশ্রমে কঠোর তপস্যা করেছেন।। ৬।। পরিপূত সেই আশ্রম দেখে রঘুবংশধর রাম ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করলেন। মহাত্মা

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতৌ রাঘবৌ পুণ্যমাশ্রমম্। ঊচতুস্তং মহাত্মানং বিশ্বামিত্রমিদং বচঃ।। ৭
কস্যায়মাশ্রমঃ পুণ্যঃ কোঽন্বস্মিন্ বসতে পুমান্। ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছাবঃ পরং কৌতূহলং হি নৌ।। ৮
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য মুনিপুঙ্গবঃ। অব্রবীচ্ছ্রূয়তাং রাম যস্যায়ং পূর্ব আশ্রমঃ।। ৯
কন্দর্পো মূর্তিমানাসীৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ। তপস্যন্তমিহ স্থাণুং নিয়মেন সমাহিতম্।। ১০
কৃতোদ্বাহং তু দেবেশং গচ্ছন্তং সমরুদ্‌গণম্। ধর্ষয়ামাস দুর্মেধা হুঙ্কৃতশ্চ মহাত্মনা।। ১১
অবধ্যাতশ্চ রুদ্রেণ চক্ষুষা রঘুনন্দন। ব্যশীর্যন্ত শরীরাৎ স্বাৎ সর্বগাত্রাণি দুর্মতেঃ।। ১২
তত্র গাত্রং হতং তস্য নির্দগ্ধস্য মহাত্মনা। অশরীরঃ কৃতঃ কামঃ ক্রোধাদ্দেবেশ্বরেণ হ।। ১৩
অনঙ্গ ইতি বিখ্যাতস্তদা প্রভৃতি রাঘব। স চাঙ্গবিষয়ঃ শ্রীমান্ যত্রাঙ্গং স মুমোচ হ।। ১৪
তস্যায়মাশ্রমঃ পুণ্যস্তস্যেমে মুনয়ঃ পুরা। শিষ্যা ধর্মপরা বীর তেষাং পাপং ন বিদ্যতে।। ১৫
ইহাদ্য রজনীং রাম বসেম শুভদর্শন। পুণ্যয়োঃ সরিতোর্মধ্যে শ্বস্তরিষ্যামহে বয়ম্।। ১৬
অভিগচ্ছামহে সর্বে শুচয়ঃ পুণ্যমাশ্রমম্। ইহ বাসঃ পরোঽস্মাকং সুখং বৎস্যামহে নিশাম্।। ১৭
স্নাতাশ্চ কৃতজপ্যাশ্চ হুতহব্যা নরোত্তম। তেষাং সংবদতাং তত্র তপোদীর্ঘেণ চক্ষুষা।। ১৮
বিজ্ঞায় পরমপ্রীতা মুনয়ো হর্ষমাগমন্। অর্ঘ্যং পাদ্যং তথাতিথ্যং নিবেদ্য কুশিকাত্মজে।। ১৯
রাম-লক্ষ্মণয়োঃ পশ্চাদকুর্বন্নতিথিক্রিয়াম্। সৎকারং সমনুপ্রাপ্য কথাভিরভিরঞ্জয়ন্।। ২০
যথার্হমজপন্ সন্ধ্যামৃষয়স্তে সমাহিতাঃ। তত্র বাসিভিরানীতা মুনিভিঃ সুব্রতৈঃ সহ।। ২১
ন্যবসৎ স সুখং তত্র কামাশ্রমপদে তদা। কথাভিরভিরামাভিরভিরামৌ নৃপাত্মজৌ।
রময়ামাস ধর্মাত্মা কৌশিকো মুনিপুঙ্গবঃ।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

বিশ্বামিত্রকে তাঁরা তখন জিজ্ঞেস করলেন—।। ৭।। কার এই পবিত্র আশ্রম? এখানে কোন্ মুনি বাস করেন। ভগবন্, সেই সবই আমরা শুনতে চাই। আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল হচ্ছে।। ৮ ।। দুই ভ্রাতার এই কথা শুনে ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র কিঞ্চিৎ হেসে বলতে শুরু করলেন। পূর্বে এই আশ্রম যার ছিলো, রাম, শোনো, তাঁর কথা।। ৯ ।। কন্দর্প পূর্বকালে দেহধারণ করেছিলেন। পণ্ডিতেরা তাঁকেই বলতেন কাম। সংযমের সঙ্গে তপস্যায় মহাদেব এইখানে সমাধি-মগ্ন ছিলেন।। ১০।। বিবাহ করে অনুচর মরুদ্‌গণকে নিয়ে দেবাদিদেব মহেশ্বর চলছিলেন। এমন সময় দুর্বুদ্ধি কন্দর্প তাঁকে পীড়িত করে। তখন হে রঘুনন্দন, মহাদেব হুঙ্কার করে উগ্রনেত্রে তার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। তখন সেই দুর্মতির শরীরের অঙ্গসকল বিশীর্ণ হয়ে যায়।। ১১-১২।। দেবেশ্বর মহেশ্বরের ক্রোধে তার দেহ নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে যায়। অঙ্গহীন হয়ে কাম, হে রামচন্দ্র, সে অনঙ্গ নামে পরিচিত হলো।। ১৩-১৪ ।। মহাদেবের এই সেই পুণ্যতপঃস্থলী। ধর্মপরায়ণ এই মুনিরা তাঁরই শিষ্যরূপে পূর্বকালে এখানে তপস্যা করেন। হে বীর, এঁদের মধ্যে পাপের স্পর্শমাত্র নেই।। ১৫ ।। হে কল্যাণদর্শন রামচন্দ্র, চলো, আজকের রাতটা আমরা এই পবিত্র নদীদু'টির সঙ্গমতীরে বাস করি। কাল আমরা নদী অতিক্রম করবো।। ১৬ ।। এসো, আজ পবিত্র হয়ে আমরা পুণ্য আশ্রমে প্রবেশ করি। পরমসুখে এখানে রাত কাটিয়ে দিই।। ১৭ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, এখানে আমরা স্নান করবো। জপ করবো এবং যজ্ঞে ঘৃতের দ্বারা আহুতি দেবো। এইরকম কথা যখন তাঁরা বলছিলেন, তখন ঋষিরা তপস্যালব্ধ অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁদের আগমন জানতে পেরে অত্যন্ত আনন্দলাভ করেছিলেন। কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্রকে তাঁরা হর্ষভরে পাদ্য-অর্ঘ্যদিয়ে আতিথ্য নিবেদন করলেন।। ১৮-১৯ ।। পরে রাম-লক্ষ্মণকে আতিথ্যের উপচারে অর্চনা করলেন। অতিথিসৎকারাদির পর মধুরবাক্যে সকলে সন্তুষ্ট হলেন। ব্রতচারী সেই ঋষিদের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ সমাহিতচিত্তে যথোচিত জপ এবং সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করলেন।। ২০-২১ ।। রাজকুমারদ্বয় সেই আশ্রমে সুখেই বাস করেছিলেন। ঋষিপ্রবর ধর্মপ্রাণ বিশ্বামিত্র মনোহর রাজ্যে রাজপুত্রদ্বয়কে করেছিলেন আনন্দিত।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের ত্রয়োবিংশ (২৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ।।

নৌকাযোগেন গচ্ছতো রামস্য গঙ্গাজলনিনাদবিষয়কঃ প্রশ্নঃ। বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্য উত্তরদানকালে অপূর্বমাখ্যায়িকাবর্ণনম্, তাডকা-মারীচনিবাসস্থান-ঘোরবনবর্ণনঞ্চ।

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতাহ্নিকমরিন্দমৌ। বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য নদ্যাস্তীরমুপাগতৌ।। ১
তে চ সর্বে মহাত্মানো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। উপস্থাপ্য শুভাং নাবং বিশ্বামিত্রমথাব্রুবন্।। ২
আরোহতু ভবান্নাবং রাজপুত্রপুরস্কৃতঃ। অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ।। ৩
বিশ্বামিত্রস্তথেত্যুক্ত্বা তানৃষীন্ প্রতিপূজ্য চ। ততার সহিতস্তাভ্যাং সরিতং সাগরঙ্গমাম্।। ৪
তত্র শুশ্রাব বৈ শব্দং তোয়সংরম্ভবর্ধিতম্। মধ্যমাগম্য তোয়স্য তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ম্।। ৫
জ্ঞাতুকামো মহাতেজাঃ সহ রামঃ কনীয়সা। অথ রামঃ সরিন্মধ্যে পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্।। ৬
বারিণো ভিদ্যমানস্য কিময়ং তুমুলো ধ্বনিঃ। রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতম্।। ৭
কথয়ামাস ধর্মাত্মা তস্য শব্দস্য নিশ্চয়ম্। কৈলাসপর্বতে রাম মনসা নির্মিতং পরম্।। ৮
ব্রহ্মণা নরশার্দূল তেনেদং মানসং সরঃ। তস্মাৎ সুস্রাব সরসঃ সাযোধ্যামুপগূহতে।। ৯
সরঃপ্রবৃত্তা সরযূঃ পুণ্যা ব্রহ্মসরশ্চ্যুতা। তস্যায়মতুলঃ শব্দো জাহ্নবীমভিবর্ততে।। ১০
বারিসংক্ষোভজো রাম প্রণামং নিয়তঃ কুরু। তাভ্যাং তু তাবুভৌ কৃত্বা প্রণামমতিধার্মিকৌ।। ১১
তীরং দক্ষিণমাসাদ্য জগ্মতুর্লঘুবিক্রমৌ। স বনং ঘোরসঙ্কাশং দৃষ্ট্বা নরবরাত্মজঃ।। ১২
অবিপ্রহতমৈক্ষ্বাকঃ পপ্রচ্ছ মনিপুঙ্গবম্। অহো বনমিদং দুর্গং ঝিল্লিকাগণসংযুতম্।। ১৩
ভৈরবৈঃ শ্বাপদৈঃ কীর্ণং শকুন্তৈর্দারুণারবৈঃ। নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বাশ্যদ্ভির্ভৈরবস্বনৈঃ।। ১৪

চতুর্বিংশ (২৪) সর্গ

গঙ্গাবক্ষে নৌকো করে যাবার সময়ে জলের তুমুলধ্বনি শুনে সে বিষয়ে রামচন্দ্রের প্রশ্ন, বিশ্বামিত্রের উত্তর দান, অপূর্ব আখ্যান বর্ণনা এবং তাড়কা ও মারীচের নিবাসস্থল ভয়ঙ্কর বনের বর্ণনা।

নির্মল প্রভাতে ঋষি বিশ্বামিত্র তারপর নিত্যকৃত্য আহ্নিক সমাপন করলেন। শত্রুদমনকারী রাম-লক্ষ্মণ তাঁকে সামনে নিয়ে নদীর তীরে-উপস্থিত হলেন।। ১ ।। ব্রতপরায়ণ মহাপ্রাণ মুনিগণ একটি ভালো নৌকা আনিয়ে বিশ্বামিত্রকে বললেন—।। ২ ।। আপনি রাজপুত্রদের সামনে নিয়ে নৌকায় আরোহণ করুন। আর সময় নষ্ট করবেন না।। ৩।। বিশ্বামিত্র সেই ঋষিদের অর্চনা করে বললেন, তাই হবে। রাজকুমারদের নিয়ে তিনি সাগরগামিনী গঙ্গা পার হয়ে গেলেন।। ৪ ।। যখন নদীর মাঝে তাঁরা গিয়েছেন, তখন রাম ছোটোভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে জলস্রোতে পরিবর্ধিত একটি ধ্বনি শুনতে পেলেন।।৫ ।। নদী-মধ্যেই রাম মুনিবরকে জিজ্ঞেস করলেন, নৌকা যে জল কেটে চলেছে, এ কি তারই তুমুল ধ্বনি?।। ৬ ।। কৌতূহলাক্রান্ত রামচন্দ্রের কথা শুনে ধর্মপ্রাণ ঋষি এই ধ্বনির কারণ বললেন।। ৭ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, শোনো, কৈলাশপর্বতে ব্রহ্মার মনের দ্বারা সৃষ্ট হলো এক সরোবর। তাই তার নাম মানস-সরোবর।। ৮ ।। সেই সরোবর থেকে একটি নদী প্রবাহিত হয়ে অযোধ্যাকে আলিঙ্গন করেছে। ব্রহ্মসরোবর থেকে এসেছে বলে এই পুণ্যনদীর নাম সরযূ।। ৯ ।। সরযূ এখানে জাহ্নবীর সঙ্গে মিলিত হওয়ায় জলরাশির সংঘর্ষে এই তুমুল কল্লোল-ধ্বনি। এই পুণ্য নদীসঙ্গমকে সংযতচিত্তে, রাম, প্রণাম করো।। ১০ ।। অতি ধার্মিক রাম-লক্ষ্মণ উভয়েই সেই পুণ্য নদীদু'টিকে প্রণাম করে দক্ষিণতীরে এসে দ্রুতপদে চলতে লাগলেন।। ১১ ।। রাজপুত্র রামচন্দ্র জনশূন্য এক ভীষণ অরণ্য দেখে মুনিবরকে জিজ্ঞেস করলেন—।। ১২ ।। আরে, এই বন দেখছি দুর্গম। ঝিল্লিরবে পূর্ণ। ভীষণ জন্তু সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখীদের ভয়ঙ্কর শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। নানাধরনের বিহগের ভীষণ নিনাদে নিনাদিত এই বনভূমি। সিংহ, ব্যাঘ্র ও শূকর, হস্তীদের দ্বারা সমাকীর্ণ এই অরণ্য।। ১৩-১৪ ।। দিকে দিকে এই বনে ছড়িয়ে আছে

সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহৈশ্চ বারণৈশ্চাপি শোভিতম্। ধবাশ্বকর্ণ-ককুভৈর্বিল্ব-তিন্দুকপাটলৈঃ।। ১৫
সঙ্কীর্ণং বদরীভিশ্চ কিন্বিদং দারুণং বনম্। তমুবাচ মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।। ১৬
শ্রূয়তাং বৎস কাকুৎস্থ যস্যৈতদ্দারুণং বনম্। এতৌ জনপদৌ স্ফীতৌ পূর্বমাস্তাং নরোত্তম।। ১৭
মলদাশ্চ করূষাশ্চ দেবনির্মাণনির্মিতৌ। পুরা বৃত্রবধে রাম মলেন সমভিপ্লুতম্।। ১৮
ক্ষুধা চৈব সহস্রাক্ষং ব্রহ্মহত্যা সমাবিশৎ। তমিন্দ্রং মলিনং দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।। ১৯
কলশৈঃ স্নাপয়ামাসুর্মলং চাস্য প্রমোচয়ন্। ইহ ভূম্যাং মলং দত্ত্বা দেবাঃ কারূষমেব চ।। ২০
শরীরজং মহেন্দ্রস্য ততো হর্ষং প্রপেদিরে। নির্মলো নিষ্করূষশ্চ শুদ্ধ ইন্দ্রো যথাইভবৎ।। ২১
ততো দেশস্য সুপ্রীতো বরং প্রাদাদনুত্তমম্। ইমৌ জনপদৌ স্ফীতৌ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতঃ।। ২২
মলদাশ্চ করূষাশ্চ মমাঙ্গমলধারিণৌ। সাধু সাধ্বিতি তং দেবাঃ পাকশাসনমব্রুবন্।। ২৩
দেশস্য পূজাং তাং দৃষ্ট্বা কৃতাং শক্রেণ ধীমতা। এতৌ জনপদৌ স্ফীতৌ দীর্ঘকালমরিন্দম।। ২৪
মলদাশ্চ করূষাশ্চ মুদিতা ধন-ধান্যতঃ। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যক্ষিণী কামরূপিণী।। ২৫
বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ন্তী তদা হ্যভূৎ। তাডকা নাম ভদ্রং তে ভার্যা সুন্দস্য ধীমতঃ।। ২৬
মারীচো রাক্ষসঃ পুত্রো যস্যাঃ শক্রপরাক্রমঃ। বৃত্তবাহুর্মহাশীর্ষো বিপুলাস্য-তনুর্মহান্।। ২৭
রাক্ষসো ভৈরবাকারো নিত্যং ত্রাসয়তে প্রজাঃ। ইমৌ জনপদৌ নিত্যং বিনাশয়তি রাঘব।। ২৮
মলদাংশ্চ করূষাংশ্চ তাডকা দুষ্টচারিণী। সেয়ং পন্থানমাবৃত্য বসত্যত্যর্ধযোজনে।। ২৯
অত এব চ গন্তব্যং তাডকায়া বনং যতঃ। স্ববাহুবলমাশ্রিত্য জহীমাং দুষ্টচারিণীম্।। ৩০

ধব (*যার রস হতে কর্পূর উৎপন্ন হয়*), বিল্ব, তিন্দুক তথা গাব, পাটল তথা লতানো বন্য-গোলাপ, বদরী তথা কুল বৃক্ষরাজি। ফলে ভীষণ হয়েছে এই অরণ্যানী। এর কারণ কি?।। ১৫ ।। মহাতেজস্বী মহামুনি বিশ্বামিত্র তাঁকে তখন বললেন, বৎস রাম, শোনো, এই বনটি যার।। ১৬ ।। হে নরোত্তম, দেবতাদের দ্বারা নির্মিত মলদ এবং করুশ নামে দু'টি সমৃদ্ধ জনপদ প্রাচীনকালে এইখানে ছিলো।। ১৭ ।। হে রাম, পূর্বে বৃত্রাসুরকে বধ করায় মালিন্যযুক্ত হয়েছিলেন সহস্রনেত্র ইন্দ্র। তখন ক্ষুধা এবং ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে।।১৮।। দেবগণ ও তপস্বী ঋষিরা তখন ইন্দ্রকে স্নান করিয়ে অত্যন্ত কষ্ট করে মালিন্যমুক্ত করেন।। ১৯ ।। এই স্থানে ভূমিতে মহেন্দ্রের শরীরজাত ময়লা এবং কারুষ তথা ক্ষুধা ঢেলে দিয়ে তাঁরা আনন্দলাভ করেন।। ২০ ।। তখন ইন্দ্র নির্মল এবং ক্ষুধারহিত হয়ে পবিত্র হলেন। দেবরাজ প্রীত হয়ে এই দেশের দু'টি নাম দিলেন।। ২১।। বললেন আমার অঙ্গের মালিন্য ধারণ করায় এই জনপদ দু'টি সমৃদ্ধিলাভ করে কালক্রমে মলদ এবং করুশ নামে খ্যাত হবে।। ২২ ।। প্রজ্ঞাশীল ইন্দ্রকে এই দেশের ঐভাবে প্রশংসা করতে দেখে দেবগণ ইন্দ্রকে সাধুবাদের দ্বারা অভিনন্দিত করলেন।।২৩ ।। হে শত্রুজয়ী বীর রাম, মলদ এবং করুশ নামক এই দেশ দু'টি বহুকাল ধরে ধনধান্যে সমৃদ্ধ হয়ে বিরাজিত ছিলো।। ২৪ ।। পরে কোনো একসময়ে সহস্র হস্তীর বল-ধারণ করে ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারে, এমন এক যক্ষী ঐখানে এলো।। ২৫ ।। তাড়কা ছিলো তার সুন্দর নাম। বিদ্বান সুন্দের ছিলো পত্নী ইন্দ্রের মতো পরাক্রমশালী মারীচ ছিলো তার পুত্র।।২৬।। তার বাহুদু'টি ছিলো বর্তুলাকার। বিরাট তার মস্তক। বিশাল তার দেহ। ভীষণাকার ঐ রাক্ষসী সর্বদা জনগণকে ভয় দেখাতো।। ২৭ ।। হে রাম, দুষ্টচারিণী এই তাড়কা মলদ এবং করুশ নামক এই জনপদদু'টির ধ্বংস -সাধনে সর্বদাই নিরত থাকতো।। ২৮ ।। সেই তাড়কা এখন অর্ধযোজন দূরে আমাদের পথকে আটকে অবস্থান করছে। যেহেতু এখন থেকে সেই বনের মধ্য দিয়েই আমাদের যেতে হবে।। ২৯ ।। নিজেদের বাহুবল অবলম্বন করে এই দুর্বৃত্তাকে হত্যা করো। আমার আদেশে এই দেশকে আবার করো নিষ্কণ্টক ।। ৩০।।

ময়িয়োগাদিমং দেশং কুরু নিষ্কণ্টকং পুনঃ। নহি কশ্চিদিমং দেশং শক্তো হ্যাগন্তুমীদৃশম্।। ৩১
যক্ষিণ্যা ঘোরয়া রাম উৎসাদিতমসহ্যয়া। এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যথৈতদ্দারুণং বনম্।
যক্ষ্যা চোৎসাদিতং সর্বমদ্যাপি ন নিবর্ততে।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ।

ভীষণ সেই যক্ষিণীর দ্বারা উচ্ছন্নে গেছে এই দেশ। কেউ এখানে আসতে পারে না। ভীষণ এই বনের বৃত্তান্ত সবই তোমায় আমি বললাম। যক্ষিণীর দ্বারা সবই বিনষ্ট হয়েছে। আজো তাকে কেউ নিবৃত্ত করতে পারছে না।।৩১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের চতুর্বিংশ (২৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ।।

বিশ্বামিত্রসমীপে শ্রীরামস্য তাডকাবিষয়কঃ প্রশ্নঃ, বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্য উত্তরদানং তাডকাবধে উৎসাহদানঞ্চ।

অথ তস্যাপ্রমেয়স্য মুনের্বচনমুত্তমম্। শ্রুত্বা পুরুষশার্দূলঃ প্রত্যুবাচ শুভাং গিরম্।। ১
অল্পবীর্যা যদা যক্ষী শ্রূয়তে মুনিপুঙ্গব। কথং নাগসহস্রস্য ধারয়ত্যবলা বলম্।। ২
ইত্যুক্তং বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্যামিতৌজসঃ। হর্ষয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সলক্ষ্মণমরিন্দমম্।। ৩
বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদ্ বাক্যং শৃণু যেন বলোৎকটা। বরদানকৃতং বীর্যং ধারয়ত্যবলা বলম্।। ৪
পূর্বমাসীন্মহাযক্ষঃ সুকেতুর্নাম বীর্যবান্। অনপত্যঃ শুভাচারঃ স চ তেপে মহত্তপঃ।। ৫
পিতামহস্তু সুপ্রীতস্তস্য যক্ষপতেস্তদা। কন্যারত্নং দদৌ রাম তাড়কাং নাম নামতঃ।। ৬
দদৌ নাগসহস্রস্য বলং চাস্যাঃ পিতামহঃ। ন ত্বেব পুত্রং যক্ষায় দদৌ চাসৌ মহাযশাঃ।। ৭
তাং তু বালাং বিবর্ধন্তীং রূপ-যৌবনশালিনীম্। জম্ভপুত্রায় সুন্দায় দদৌ ভার্যাং যশস্বিনীম্।। ৮
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য যক্ষী পুত্রং ব্যজায়ত। মারীচং নাম দুর্ধর্ষং যঃ শাপাদ্ রাক্ষসোঽভবৎ।। ৯

পঞ্চবিংশ (২৫) সর্গ

বিশ্বামিত্রের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রের তাড়কা-বিষয়ে প্রশ্ন। বিশ্বামিত্রের উত্তর-প্রদান। এবং তাড়কাবধে প্রোৎসাহন।

অপরিমেয় তপঃশক্তিসম্পন্ন ঋষি বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনে পুরুষপ্রবর শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে কল্যাণকর বাক্যে বললেন—।। ১ ।। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, শোনা যায় যক্ষীরা অল্পশক্তিসম্পন্না। তাহলে এই তাড়কা যক্ষিণী সহস্র হস্তীর বল কিভাবে ধারণ করছে?।। ২ ।। অমিত-তেজস্বী রঘুবংশধর রামচন্দ্রের এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র আনন্দের সঙ্গে মধুরবাক্যে লক্ষ্মণসহ শত্রুদমনকারী রামচন্দ্রকে বললেন, শোনো, শক্তিমদমত্তা ঐ তাড়কা কিভাবে এক বরের প্রভাবে শক্তিধারণ করে আছে।।৩-৪ ।। পুরাকালে সুকেতু নামে শক্তিশালী এক মহাযক্ষ ছিলো। নিঃসন্তান থাকায় শুদ্ধ আচার পালন করে সে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়।।৫ ।। যক্ষপতির সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে পিতামহ ব্রহ্মা তাড়কা নাম্নী কন্যারত্ন তাকে দান করেন।।৬ ।। পিতামহ তাকে সহস্র হস্তীর বল প্রদান করেন। মহাযশস্বী ব্রহ্মা কিন্তু সুকেতু নামক যক্ষকে ঐ শক্তি দিলেন না।। ৭।। কালক্রমে বালিকা তাড়কা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রূপযৌবনবতী হয়ে উঠলো। জম্ভের পুত্র সুন্দের সঙ্গে যশোবতী কন্যা তাড়কাকে তিনি বিবাহ দিলেন।।৮ ।। কিছুকাল পরে তাড়কা নাম্নী সেই যক্ষী মারীচ নামক এক দুর্ধর্ষ পুত্রকে জন্মদান করলো। কিন্তু দেবতার অভিশাপে সে রাক্ষসে পরিণত হয়ে গেলো।। ৯ ।। হে রাম, অগস্ত্যের শাপে সুন্দ

সুন্দে তু নিহতে রাম অগস্ত্যমৃষিসত্তমম্। তাডকা সহ পুত্রেণ প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি।। ১০
ভক্ষার্থং জাতসংরম্ভা গর্জন্তী সাভ্যধাবত। আপতন্তীং তু তাং দৃষ্ট্বা অগস্ত্যো ভগবান্ ঋষিঃ।। ১১
রাক্ষসত্বং ভজস্বেতি মারীচং ব্যাজহার সঃ। অগস্ত্যঃ পরমামর্ষস্তাডকামপি শপ্তবান্।। ১২
পুরুষাদী মহাযক্ষী বিকৃতা বিকৃতাননা। ইদং রূপং বিহায়াশু দারুণং রূপমস্তু তে।। ১৩
সৈষা শাপকৃতামর্ষা তাড়কা ক্রোধমূর্চ্ছিতা। দেশমুৎসাদয়ত্যেনমগস্ত্যাচরিতং শুভম্।। ১৪
এনাং রাঘব দুর্বৃত্তাং যক্ষীং পরমদারুণাম্। গো-ব্রাহ্মণহিতার্থায় জহি দুষ্টপরাক্রমাম্।। ১৫
নহ্যেনাং শাপসংসৃষ্টাং কশ্চিদুৎসহতে পুমান্। নিহন্তুং ত্রিষু লোকেষু ত্বামৃতে রঘুনন্দন।। ১৬
নহি তে স্ত্রীবধকৃতে ঘৃণা কার্যা নরোত্তম। চাতুর্বর্ণহিতার্থং হি কর্তব্যং রাজসূনুনা।। ১৭
নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণকারণাৎ। পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা।। ১৮
রাজ্যভারনিযুক্তানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ। অধর্মাং জহি কাকুৎস্থ ধর্মো হ্যস্যাং ন বিদ্যতে।। ১৯
শ্রূয়তে হি পুরা শক্রো বিরোচনসুতাং নৃপ। পৃথিবীং হন্তুমিচ্ছন্তীং মন্থরামভ্যসূদয়ৎ।। ২০
বিষ্ণুনা চ পুরা রাম ভৃগুপত্নী পতিব্রতা। অনিন্দ্রং লোকমিচ্ছন্তী কাব্যমাতা নিষূদিতা।। ২১
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভী রাজপুত্রৈর্মহাত্মভিঃ। অধর্মসহিতা নার্যো হতাঃ পুরুষসত্তমৈঃ।
তস্মাদেনাং ঘৃণাং ত্যক্ত্বা জহি মচ্ছাসনান্নৃপ।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

নিহত হলে তাড়কা পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে অত্যাচার করতে চাইলো।। ১০ ।। রেগে গর্জন করতে করতে সে অগস্ত্যকে ভক্ষণ করার জন্য ছুটে গেলো। তাদের ছুটে আসতে দেখে মহর্ষি অগস্ত্য মারীচকে বললেন, তুমি রাক্ষস হয়ে যাও। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে অগস্ত্য তাড়কাকেও অভিশাপ দিলেন।। ১১-১২।। তুমি নরভোজী ভীষণ রাক্ষসীতে পরিণত হও। তোমার দেহ হোক বিকটদর্শন। মুখ হোক বিকৃত। এখনকার এই চেহারা তোমার পাল্টে যাক। রূপ হোক ভয়ঙ্কর।। ১৩ ।। সেই শাপে অমর্ষে তথা ক্রোধে আত্মহারা তাড়কা অগস্ত্যের তপঃস্থলীর মঙ্গলময় এই দেশকে বিনাশ করেছে।। ১৪ ।। হে রঘুবংশধর রাম, গো-ব্রাহ্মণের রক্ষার মাধ্যমে জগতের কল্যাণের জন্য দুর্বৃত্তা, ভয়ঙ্করী, অন্যায়-আচরণে পরাক্রমশালিনী এই যক্ষীকে তুমি হত্যা করো।। ১৫ ।। শাপভ্রষ্টা এই রাক্ষসীকে নিধন করার জন্য ত্রিভুবনে তুমি ছাড়া, হে রাম, আর কোনো পুরুষ সাহসী হবে না।। ১৬ ।। স্ত্রী-হত্যা হবে ভেবে এই কার্যে তুমি পিছিয়ে যেয়ো না। চাতুর্বর্ণ্যের রক্ষার দ্বারা সমাজের কল্যাণের জন্য রাজপুত্রের দ্বারা এই হত্যা কর্তব্য-বিশেষ।। ১৭।। প্রজাবর্গকে রক্ষা করার জন্য নিষ্ঠুরই হোক বা করুণই হোক, পাপযুক্তই হোক বা দোষযুক্তই হোক, রাজকর্তব্য পালন করতেই হবে।। ১৮ ।। রাজ্যপালনের ভার যাদের উপর সমর্পিত, এই হচ্ছে তাদের চিরন্তন কর্তব্য। যেহেতু এই রাক্ষসীতে ধর্মের লেশমাত্রও নেই, সেজন্য অধর্মচারিণী এই রাক্ষসীকে তুমি হত্যা করো।। ১৯।। শোনা যায় যে, পুরাকালে বিরোচন-কন্যা মন্থরা যখন পৃথিবীকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিলো, তখন শক্র তথা ইন্দ্র তাকে বিনাশ করেছিলেন।। ২০ ।। বৎস রাম, পতিব্রতা ভৃগুপত্নী, কাব্য তথা শুক্রাচার্যের মাতা স্বর্গলোককে যখন ইন্দ্রশূন্য করতে চেয়েছিলেন, তখন ভগবান বিষ্ণু তাঁকে হত্যা করেন।। ২১ ।। আরো অনেক নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা এবং রাজপুত্র এইভাবে অধর্মচারিণী নারীদের হত্যা করেছেন। ঘৃণা তথা করুণা ত্যাগ করে আমার আদেশে এই রাক্ষসীকে তুমি নিহত করো।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চবিংশ (২৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষড়বিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামেণ তাড়কায়া বধঃ।

মুনের্বচনমক্লীবং শ্রুত্বা নরবরাত্মজঃ। রাঘবঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা প্রত্যুবাচ দৃঢ়ব্রতঃ।। ১
পিতুর্বচননির্দেশাৎ পিতুর্বচনগৌরবাৎ। বচনং কৌশিকস্যেতি কর্তব্যমবিশঙ্কয়া।। ২
অনুশিষ্টোঽস্ম্যযোধ্যায়াং গুরুমধ্যে মহাত্মনা। পিত্রা দশরথেনাহং নাবজ্ঞেয়ং হি তদ্‌বচঃ।। ৩
সোঽহং পিতুর্বচঃ শ্রুত্বা শাসনাদ্ ব্রহ্মবাদিনঃ। করিষ্যামি ন সন্দেহস্তাড়কাবধমুত্তমম্।। ৪
গো-ব্রাহ্মণহিতার্থায় দেশস্য চ হিতায় চ। তব চৈবাপ্রমেয়স্য বচনং কর্তুমুদ্যতঃ।। ৫
এবমুক্ত্বা ধনুর্মধ্যে বদ্ধ্বা মুষ্টিমরিন্দমঃ। জ্যাঘোষমকরোৎ তীব্রং দিশঃ শব্দেন নাদয়ন্।। ৬
তেন শব্দেন বিত্রস্তাস্তাড়কাবনবাসিনঃ। তাড়কা চ সুসংক্রুদ্ধা তেন শব্দেন মোহিতা।। ৭
তং শব্দমভিনিধ্যায় রাক্ষসী ক্রোধমূর্চ্ছিতা। শ্রুত্বা চাভ্যদ্রবৎ ক্রুদ্ধা যত্র শব্দো বিনিঃসৃতঃ।। ৮
তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ ক্রুদ্ধাং বিকৃতাং বিকৃতাননাম্। প্রমাণেনাতিবৃদ্ধাঞ্চ লক্ষ্মণং সোঽভ্যভাষত।। ৯
পশ্য লক্ষ্মণ যক্ষিণ্যা ভৈরবং দারুণং বপুঃ। ভিদ্যেরন্ দর্শনাদস্যা ভীরূণাং হৃদয়ানি চ।। ১০
এতাং পশ্য দুরাধর্ষাং মায়া-বলসমন্বিতাম্। বিনিবৃত্তাং করোম্যদ্য হৃতকর্ণাগ্রনাসিকাম্।। ১১
নহ্যেনামুৎসহে হন্তুং স্ত্রীস্বভাবেন রক্ষিতাম্। বীর্যং চাস্যা গতিং চৈব হন্যামিতি হি মে মতিঃ।। ১২
এবং ব্রুবাণে রামে তু তাড়কা ক্রোধমূর্চ্ছিতা। উদ্যম্য বাহুং গর্জন্তী রামমেবাভ্যধাবত।। ১৩
বিশ্বামিত্রস্তু ব্রহ্মর্ষির্হুংকারেণাভিভর্ৎস্য তাম্। স্বস্তি রাঘবয়োরস্তু জয়ং চৈবাভ্যভাষত।। ১৪
উদ্ধুন্বানা রজো ঘোরং তাড়কা রাঘবাবুভৌ। রজোমেঘেন মহতা মুহূর্তং সা ব্যমোহয়ৎ।। ১৫

ষড়বিংশ (২৬) সর্গ

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা তাড়কারাক্ষসীর নিধন।

মুনির বীরবাণী শুনে স্থিরসঙ্কল্প রাজপুত্র রামচন্দ্র হাতজোড় করে অঞ্জলি রচনান্তে বললেন—।। ১ ।।পিতার নির্দেশপালন করা কর্তব্য। তাঁর বাক্যকে গুরুত্বদান করা সমুচিত। কুশিক-নন্দন বিশ্বামিত্রের বাক্যও প্রতিপালন করা একান্তই কর্তব্য। এইজন্য আপনি যা বলবেন, তা আমি নিশ্চয়ই পালন করবো। অযোধ্যায় গুরুজনদের মধ্যে মহাপ্রাণ পিতৃদেব এইজন্য আমায় আদেশ দিয়েছেন যে, বিশ্বামিত্রের বাক্য যেন আমি কখনো অবজ্ঞা না করি।।২-৩ ।। পিতার বাক্য শুনে এবং ব্রহ্মবাদী ঋষির নির্দেশে তাড়কাকে আমি ভালোভাবেই বধ করবো। এতে কোনোই সন্দেহ নেই।। ৪ ।। আপনি অপরিমেয় তপঃপ্রভাবসম্পন্ন। গো-ব্রাহ্মণের কল্যাণের জন্য দেশের মঙ্গলার্থে আপনার আদেশপালনে আমি প্রস্তুত।। ৫ ।। এই কথা বলে শত্রুদমনকারী শ্রীরামচন্দ্র দৃঢ়মুষ্টিতে ধনুর মধ্যভাগ ধরে জ্যা তথা গুণ যোজনা করলেন। তার তীব্র শব্দে সকলদিক প্রতিধ্বনিত হলো।। ৬ ।। সেই শব্দে তাড়কার বনবাসী জীবজন্তুসকল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। মোহগ্রস্ত হয়ে তাড়কা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হলো।।৭ ।। যেদিক থেকে শব্দটি এসেছে সেইদিক অনুসন্ধান করে ক্রোধমূর্ছিতা সেই রাক্ষসী ক্রোধভরে ছুটে গেলো।।৮ ।। বিকৃতরূপা, বিকটমুখী, বিশালদেহী সেই রাক্ষসীকে দেখে লক্ষ্মণকে রাম বললেন—।। ৯ ।। দেখো, লক্ষ্মণ, এই যক্ষিণীর বিকট ভীষণ দেহটি দেখে ভীরুদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে।। ১০ ।। এখন, তুমি দেখো, ছল-শক্তি-সমন্বিতা বলশালিনী এই রাক্ষসীর কর্ণ এবং নাসিকার অগ্রভাগ ছেদন করে তাকে এগিয়ে আসা থেকে কিভাবে নিবৃত্ত করছি।। ১১ ।। নারীরূপে সে রক্ষণীয়া হলেও তার গতি এবং শক্তি আমি বিনষ্ট করবো—এই আমার ইচ্ছা।। ১২ ।। রাম যখন এই কথা বলছেন, তখন ক্রোধে মোহগ্রস্তা হয়ে তাড়কা বাহু উৎক্ষেপ করে গর্জন করতে করতে রামের প্রতি ছুটে গেলো।। ১৩ ।। বিশ্বামিত্রও তখন হুঙ্কারের দ্বারা তাকে তিরস্কার করে রাম ও লক্ষ্মণকে বললেন, তোমাদের কল্যাণ হোক। তোমরা জয়লাভ করো।। ১৪ ।। তাড়কা ভীষণভাবে ধূলি উড়িয়ে ধূলোর মেঘে মুহূর্তকালের জন্য তাদের ঢেকে ফেললো।। ১৫ ।। তারপর মায়ার আশ্রয় নিয়ে সে দুই রঘুবংশধরের ওপর প্রভূতভাবে শিলাবর্ষণ করতে

ততো মায়াং সমাস্থায় শিলাবর্ষেণ রাঘবৌ। অবাকিরৎ সুমহতা ততশ্চুক্রোধ রাঘবঃ।। ১৬
শিলাবর্ষং মহত্তস্যাঃ শরবর্ষেণ রাঘবঃ। প্রতিবার্যোপধাবন্ত্যাঃ করৌ চিচ্ছেদ পত্রিভিঃ।। ১৭
ততশ্ছিন্নভুজাং শ্রান্তামভ্যাসে পরিগর্জতীম্। সৌমিত্রিরকরোৎ ক্রোধাদ্ধৃতকর্ণাগ্রনাসিকাম্।। ১৮
কামরূপধরা সা তু কৃত্বা রূপাণ্যনেকশঃ। অন্তর্ধানং গতা যক্ষী মোহয়ন্তী স্বমায়য়া।। ১৯
অশ্মবর্ষং বিমুঞ্চন্তী ভৈরবং বিচচার সা। ততস্তাবশ্মবর্ষেণ কীর্যমাণৌ সমন্ততঃ।। ২০
দৃষ্ট্বা গাধিসূতঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ। অলং তে ঘৃণয়া রাম পাপৈষা দুষ্টচারিণী।। ২১
যজ্ঞবিঘ্নকরী যক্ষী পুরা বর্ধেত মায়য়া। বধ্যতাং তাবদেবৈষা পুরা সন্ধ্যা প্রবর্ততে।। ২২
রক্ষাংসি সন্ধ্যাকালে তু দুর্ধর্ষাণি ভবন্তি হি। ইত্যুক্তঃ স তু তাং যক্ষীমশ্মবৃষ্ট্যাভিবর্ষিণীম্।। ২৩
দর্শয়ঞ্শব্দবেধিত্বং তাং রুরোধ সসায়কৈঃ। সা রুদ্ধা বাণজালেন মায়াবলসমন্বিতা।। ২৪
অভিদুদ্রাব কাকুৎস্থং লক্ষ্মণঞ্চ বিনেদুষী। তামাপতন্তীং বেগেন বিক্রান্তামশনীমিব।। ২৫
শরেণোরসি বিব্যাধ সা পপাত মমার চ। তাং হতাং ভীমসঙ্কাশাং দৃষ্ট্বা সুরপতিস্তদা।। ২৬
সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং সুরাশ্চাপ্যভিপূজয়ন্। উবাচ পরমপ্রীতঃ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।। ২৭
সুরাশ্চ সর্বে সংহৃষ্টা বিশ্বামিত্রমথাব্রুবন্। মুনেঃ কৌশিক ভদ্রং তে সেন্দ্রাঃ সর্বে মরুদ্‌গণাঃ।। ২৮
তোষিতাঃ কর্মণানেন স্নেহং দর্শয় রাঘবে। প্রজাপতেঃ কৃশাশ্বস্য পুত্রান্ সত্যপরাক্রমান্।। ২৯
তপোবলভৃতো ব্রহ্মন্ রাঘবায় নিবেদয়। পাত্রভূতশ্চ তে ব্রহ্মংস্তবানুগমনে রতঃ।। ৩০
কর্তব্যং সুমহৎ কর্ম সুরাণাং রাজসূনুনা। এবমুক্ত্বা সুরাঃ সর্বে জগ্মুর্হৃষ্টা বিহায়সম্।। ৩১

লাগলো। রামচন্দ্র তাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।। ১৬ ।। শরবর্ষণের দ্বারা ভীষণ শিলাবর্ষণকে প্রতিরোধ করে ছুটে গিয়ে বানের দ্বারা রাম তার হাত দু'টি কেটে দিলেন (*পত্রি—বাণ*)।। ১৭।। ছিন্নবাহু হয়ে সেই রাক্ষসী কাছে এসে গর্জন করতে থাকলে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে তার কর্ণ এবং নাসিকার অগ্রভাগ ছেদন করে দিলেন।। ১৮ ।। ইচ্ছামতো রূপধারণে সমর্থা সেই যক্ষী বহুবার নানাবিধ রূপধারণান্তে নিজের মায়ায় তাঁদের মোহিত করে অন্তর্হিত হয়ে গেলো।। ১৯ ।। প্রস্তর বর্ষণ করতে করতে সে তারপর ভয়ঙ্করভাবে বিচরণ করতে লাগলো। রাম-লক্ষ্মণ তখন চারদিকের সেই শিলাস্তূপে যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছেন।। ২০ ।। গাধিরাজপুত্র শ্রীযুক্ত বিশ্বামিত্র তখন এই অবস্থা দেখে বললেন, একে তোমরা করুণা করো না। এই পাপীয়সী হচ্ছে দুষ্কর্মপরায়ণা।। ২১ ।। যজ্ঞবিঘ্নকারী এই যক্ষী সায়ংকালে মায়ার দ্বারা বর্ধিত হয়ে থাকে। সামনে সন্ধ্যা এসে গেলো বলে! তাই, এখনই একে বধ করো।। ২২ ।। সন্ধ্যাবেলায় রাক্ষসেরা দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। এই কথা শুনে শিলাবর্ষণকারিণী সেই যক্ষীকে রাম শব্দভেদী বাণ প্রয়োগে অবরুদ্ধ করলেন। মায়াবলে শক্তিশালিনী হয়েও সে এই বাণজালে নিরুদ্ধ হলো।।২৪ ।। রাম এবং লক্ষ্মণের প্রতি গর্জন করতে করতে সে (*বিনেদুষী*) ছুটে গেলো। পরাক্রমশালিনী ক্ষুধার্ত সর্পিণীর মতো সে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলে রাম বাণের দ্বারা তার বক্ষোদেশ বিদ্ধ করলেন। সে ভূপতিত হলো। এবং মারাও গেলো। ভীষণাকার তাকে নিহত হতে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র "সাধু, সাধু" বলে রামকে অভিনন্দিত করলেন। দেবতারাও করলেন বন্দনা। তখন সহস্রনেত্র ইন্দ্র পরম প্রীত হয়ে বললেন—।। ২৫-২৭ ।। অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে দেবতারাও তখন সকলে বিশ্বামিত্রকে বললেন, মুনিদের মধ্যে হে কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্র, তোমার কল্যাণ হোক। এই কার্যের জন্য ইন্দ্রকে নিয়ে মরুদদেবগণসহ দেবতারা সন্তুষ্ট হয়েছেন। রামচন্দ্রের প্রতি তুমি স্নেহপ্রদর্শন করো। প্রজাপতি কৃশাশ্বের সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমশালী, তপোবলে বলীয়ান অস্ত্ররূপী পুত্রদের, হে ব্রহ্মন্, রামচন্দ্রকে সমর্পণ করুন। আপনার অনুসরণে নিরত হওয়ায় রাম এগুলির প্রাপ্তিবিষয়ে যোগ্যপাত্রে পরিণত হয়েছে।। ২৮-৩০।। দেবতাদের জন্য এই রাজপুত্র অতি মহৎকর্ম সম্পাদন করবেন। এই কথা বলে বিশ্বামিত্রকে অভিনন্দিত করে দেবতারা সকলে আনন্দের সঙ্গে আকাশপথে চলে গেলেন। সন্ধ্যা নেমে এলো। মুনিবর তাড়কাবধে তুষ্ট হয়ে প্রীতিভরে

বিশ্বামিত্রং পূজয়ন্তস্ততঃ সন্ধ্যা প্রবর্ততে। ততো মুনিবরঃ প্রীতস্তাড়কাবধতোষিতঃ।। ৩২
মূর্ধ্নি রামমুপাঘ্রায় ইদং বচনমব্রবীৎ। ইহাদ্য রজনীং রাম বসাম শুভদর্শন।। ৩৩
শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামস্তদাশ্রমপদং মম। বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টো দশরথাত্মজঃ।। ৩৪
উবাস রজনীং তত্র তাড়কায়া বনে সুখম্। মুক্তশাপং বনং তচ্চ তস্মিন্নেব তদাহনি।
রমণীয়ং বিবভ্রাজ যথা চৈত্ররথং বনম্।। ৩৫
নিহত্য তাং যক্ষসুতাং স রামঃ প্রশস্যমানঃ সুরসিদ্ধসঙ্ঘৈঃ।
উবাস তস্মিন্মুনিনা সহৈব প্রভাতবেলাং প্রতিবোধ্যমানঃ।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ষড়বিংশঃ সর্গঃ।

স্নেহে রামের মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন, হে কল্যাণদর্শন রাম, আজকের রাতটি আমরা এখানেই কাটাবো।। ৩১-৩৩ ।। কাল প্রভাতে আমার আশ্রমে চলে যাবো। বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনে দশরথপুত্র রাম আনন্দিত হলেন।।৩৪ ।। তাড়কার বনে সুখেই তাঁরা রাত কাটালেন। উৎপাতশূন্য হওয়ায় সেই বন সেদিন থেকেই চৈত্ররথ কুবেরের কাননের মতো শোভা ধারণ করলো।।৩৫ ।। যক্ষকন্যা তাড়কাকে বধ করে রাম দেবতা এবং সিদ্ধ নামক উপদেবতাদের দ্বারা প্রশংসিত হলেন। ঋষির সঙ্গে সেখানে রাত্রিবাস করলেন। প্রভাত হলে ঋষি তাঁকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুললেন।। ৩৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের ষড়বিংশ (২৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ।।

প্রীতেন বিশ্বামিত্রেণ শ্রীরামায় বহুবিধ-দিব্য-শস্ত্রদানম্।

অথ তাং রজনীমুষ্য বিশ্বামিত্রো মহাযশাঃ। প্রহস্য রাঘবং বাক্যমুবাচ মধুরস্বরম্।। ১
পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ। প্রীত্যা পরময়া যুক্তো দদাম্যস্ত্রাণি সর্বশঃ।। ২
দেবাসুরগণান্ বাপি সগন্ধর্বোরগান্ যুধি। যৈরমিত্রাদ্ প্রসহ্যাজৌ বশীকৃত্য জয়িষ্যসি।। ৩
তানি দিব্যানি ভদ্রং তে দদাম্যস্ত্রাণি সর্বশঃ। দণ্ডচক্রং মহদ্দিব্যং তব দাস্যামি রাঘব।। ৪
ধর্মচক্রং ততো বীর কালচক্রং তথৈব চ। বিষ্ণুচক্রং তথাত্যুগ্রমৈন্দ্রচক্রং তথৈব চ।। ৫
বজ্রমস্ত্রং নরশ্রেষ্ঠ শৈবং শূলবতং তথা। অস্ত্রং ব্রহ্মশিরশ্চৈব ঐষীকমপি রাঘব।। ৬
দদামি তে মহাবাহো ব্রাহ্মমস্ত্রমনুত্তমম্। গদে দ্বে চৈব কাকুৎস্থ মোদকী শিখরী শুভে।। ৭
প্রদীপ্তে নরশার্দূল প্রযচ্ছামি নৃপাত্মজ! ধর্মপাশমহং রাম কালপাশং তথৈব চ।। ৮
বারুণং পাশমস্ত্রঞ্চ দদাম্যহমনুত্তমম্। অশনী দ্বে প্রযচ্ছামি শুষ্কার্দ্রে রঘুনন্দন।। ৯
দদামি চাস্ত্রং পৈনাকমস্ত্রং নারায়ণং তথা। আগ্নেয়মস্ত্রং দয়িতং শিখরং নাম নামতঃ।। ১০

সপ্তবিংশ (২৭) সর্গ

সন্তুষ্ট বিশ্বামিত্রের রামচন্দ্রকে বহুপ্রকারের দিব্য অস্ত্রদান।

রাত্রিবাসের পর যশস্বী বিশ্বামিত্র হাস্যসহকারে মধুরস্বরে রামকে বললেন—।। ১ ।। হে যশস্বী রাজকুমার, আমি অত্যন্ত তুষ্ট হয়েছি। তোমার কল্যাণ হোক। অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে তোমায় আমি অস্ত্রসকল দান করছি।। ২ ।। দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব এবং নাগগণ যুদ্ধে যারাই তোমার শত্রুতা করবে, তাদের তুমি সহ্য করে, বশীভূত করে জয় করতে পারবে।। ৩ ।। তোমার মঙ্গলের জন্য স্বর্গীয় অস্ত্রসকল তোমায় আমি দান করছি।। ৪ ।। হে বীর, ধর্মচক্র যেমন আছে তেমনি আছে কালচক্র। রয়েছে বিষ্ণুচক্র। অতি উগ্র ঐন্দ্রচক্রও।। ৫ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, আছে বজ্র অস্ত্র। শূলবত নামক শৈব অস্ত্র। হে রাম, ব্রহ্মশির অস্ত্র, ঐষীক অস্ত্রও রয়েছে। আছে মোদকী এবং শিখরী নামের দু'টি কল্যাণকর উজ্জ্বল গদা।।৬-৭ ।। হে নরবীর রাজপুত্র রাম, তোমায় দেবো ধর্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ নামক উত্তম অস্ত্ররাজি। শুষ্ক এবং আর্দ্র দু'টি অশনি । দেবো পাশুপত অস্ত্র। নারায়ণ অস্ত্র। শিখর নামক প্রিয় আগ্নেয় অস্ত্র।। ৮-১০ ।। হে নিষ্পাপ রাম, প্রথমে দেবো

বায়ব্যং প্রথমং রাম দদামি তব চানঘ। অস্ত্রং হয়শিরো নাম ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ।। ১১
শক্তিদ্বয়ঞ্চ কাকুৎস্থ দদামি তব রাঘব। কঙ্কালং মুসলং ঘোরং কাপালমথ কিঙ্কিনীম্।। ১২
বধার্থং রক্ষসাং যানি দদাম্যেতানি সর্বশঃ। বৈদ্যাধরং মহাস্ত্রঞ্চ নন্দনং নাম নামতঃ।। ১৩
অসিরত্নং মহাবাহো দদামি নৃবরাত্মজ। গান্ধর্বমস্ত্রং দয়িতং মোহনং নাম নামতঃ।। ১৪
প্রস্বাপনং প্রশমনং দদ্মি সৌম্যঞ্চ রাঘব। বর্ষণং শোষণঞ্চৈব সন্তাপন-বিলাপনে।। ১৫
মাদনং চৈব দুর্ধর্ষং কন্দর্পদয়িতং তথা। গান্ধর্বমস্ত্রং দয়িতং মানবং নাম নামতঃ।। ১৬
পৈশাচমস্ত্রং দয়িতং মোহনং নাম নামতঃ। প্রতীচ্ছ নরশার্দূল রাজপুত্র মহাযশঃ।। ১৭
তামসং নরশার্দূল সৌমনঞ্চ মহাবলম্। সংবর্তঞ্চৈব দুর্ধর্ষং মৌসলঞ্চ নৃপাত্মজ।। ১৮
সত্যমস্ত্রং মহাবাহো তথা মায়াময়ং পরম্। সৌরং তেজঃপ্রভং নাম পরতেজোঽপকর্ষণম্।। ১৯
সোমাস্ত্রং শিশিরং নাম ত্বাষ্ট্রমস্ত্রং সুদারুণম্। দারুণঞ্চ ভগস্যাপি শীলেষুমথ মানবম্।। ২০
এতান্ রাম মহাবাহো কামরূপান্ মহাবলান্। গৃহাণ পরমোদারান্ ক্ষিপ্রমেব নৃপাত্মজ।। ২১
স্থিতস্তু প্রাঙ্মুখো ভূত্বা শুচির্মুনিবরস্তদা। দদৌ রামায় সুপ্রীতো মন্ত্রগ্রামমনুত্তমম্।। ২২
সর্বসংগ্রহণং যেষাং দৈবতৈরপি দুর্লভম্। তান্যস্ত্রাণি তদা বিপ্রো রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ।। ২৩
জপতস্তু মুনেস্তস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ। উপতস্থুর্মহার্হাণি সর্বাণ্যস্ত্রাণি রাঘবম্।। ২৪
উচুশ্চ মুদিতা রামং সর্বে প্রাঞ্জলয়স্তদা। ইমে চ পরমোদার! কিঙ্করাস্তব রাঘব।। ২৫
যদ্ যদিচ্ছসি ভদ্রং তে তৎসর্বং করবাম বৈ। ততো রামঃ প্রসন্নাত্মা তৈরিত্যুক্তো মহাবলৈঃ।। ২৬
প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থঃ সমালভ্য চ পাণিনা। মানসা মে ভবিষ্যধ্বমিতি তান্যভ্যচোদয়ৎ।। ২৭
ততঃ প্রীতমনা রামো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্। অভিবাদ্য মহাতেজা গমনায়োপচক্রমে।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

বায়ব্য অস্ত্র, তারপর হয়শির অস্ত্র। ক্রৌঞ্চ অস্ত্র, দু'টি শক্তি অস্ত্র, কঙ্কাল, মুসল, ভীষণ কাপাল অস্ত্র আর কিঙ্কিনী অস্ত্রও।। ১১-১২ ।। রাক্ষসদের সর্বপ্রকারে বধের জন্য দেবো বিদ্যাধর নামক মহা অস্ত্র। নন্দন নামক শ্রেষ্ঠ অসি, মোহন নামক অতি প্রিয় গান্ধর্ব অস্ত্র। হে সৌম্য রাম, দেবো প্রস্বাপন, প্রশমন, বর্ষণ, শোষণ, সন্তাপন, বিলাপন, মদন, দুর্ধর্ষ, কন্দর্পপ্রিয়, মানব নামক গান্ধর্ব অস্ত্র। মোহন নামক অতি প্রিয় পৈশাচ অস্ত্র তুমি গ্রহণ করো।। ১৩-১৬ ।। তামস, সৌমন, মহাবল, সংবর্ত, ভীষণ, মৌসল, সত্য, মায়াময়, অপরের তেজ অপকর্ষণকারী তেজপ্রভ সৌর অস্ত্র, সোমাস্ত্র শিশির, ভয়ঙ্কর ত্বাষ্ট্র অস্ত্র, ভগদেবতার শীলেষু নামক দারুণ অস্ত্র, মানদ অস্ত্র।। ১৭-২০ ।। রাজপুত্র হে বীর রাম, অত্যন্ত বলশালী এবং ইচ্ছামতো রূপধারী প্রশস্ত এই অস্ত্ররাজি সত্বর তুমি গ্রহণ করো।। ২১।। মহামুনি শুদ্ধ হয়ে এবার পূর্বদিকে মুখ করে বসে অত্যন্ত প্রীতিভরে উত্তম মন্ত্রসমূহ রামকে দান করলেন।। ২২ ।। যে সব অস্ত্রের সংগ্রহ দেবতাদেরও দুর্লভ, সেই অস্ত্রসব ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র রঘুবংশধর রামচন্দ্রকে প্রদান করলেন।। ২৩ ।। প্রজ্ঞাবান মুনি বিশ্বামিত্র জপ করতে লাগলেন। আর মহাশক্তিসম্পন্ন অস্ত্ররাজি রামচন্দ্রের কাছে এসে উপস্থিত হলো।। ২৪ ।। অস্ত্রসমূহ মূর্তি পরিগ্রহ করে আনন্দের সঙ্গে কৃতাঞ্জলি হয়ে রামকে বললে, হে সমুদারচিত্ত রাম, আমরা সকলে তোমার আজ্ঞাবাহী ভৃত্য। তুমি কল্যাণ কর্ম যা যা ইচ্ছা করো, তা সবই আমরা সম্পন্ন করবো। মহাশক্তিসম্পন্ন অস্ত্ররাজি এই কথা বলায় রামের চিত্ত প্রসন্ন হলো।। ২৫-২৬ ।। ককুৎস্থবংশপ্রদীপ রামচন্দ্র তাদের গ্রহণ করে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করে বললেন, তোমরা সকলে আমার মনোমধ্যে অবস্থান করো।। ২৭ ।। সন্তুষ্টচিত্তে মহাতেজস্বী রাম এবার মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করে যাবার জন্য তৈরী হলেন।। ২৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের সপ্তবিংশ (২৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ।।

বিশ্বামিত্রেণ রামং প্রতি শস্ত্রাণাং সংহারবিধেরুপদেশঃ, ততো রামচন্দ্রস্যান্যবিধাস্ত্রলাভশ্চ।
বিশ্বামিত্রসমীপে রামস্য যজ্ঞস্থানাশ্রমবিষয়কঃ প্রশ্নঃ।

প্রতিগৃহ্য ততোঽস্ত্রাণি প্রহৃষ্টবদনঃ শুচিঃ। গচ্ছন্নেব চ কাকুৎস্থো বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ।। ১
গৃহীতাস্ত্রোঽস্মি ভগবন্ দুরাধর্ষঃ সুরৈরপি। অস্ত্রাণাং ত্বহমিচ্ছামি সংহারান্মুনিপুঙ্গব।। ২
এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ। সংহারান্ ব্যজহারাথ ধৃতিমান্ সুব্রতঃ শুচিঃ।। ৩
সত্যবন্তং সত্যকীর্তিং ধৃষ্টং রভসমেব চ। প্রতিহারতরং নাম পরাঙ্‌মুখমবাঙ্‌মুখম্।। ৪
লক্ষ্যালক্ষ্যাবিমৌ চৈব দৃঢ়নাভ-সুনাভকৌ। দশাক্ষ-শতবক্ত্রৌ চ দশশীর্ষ-শতোদরৌ।। ৫
পদ্মনাভ-মহানাভৌ দুন্দুনাভ-স্বনাভকৌ। জ্যোতিষং শকুনং চৈব নৈরাশ্যবিমলাবুভৌ।। ৬
যৌগন্ধর-বিনিদ্রৌ চ দৈত্যপ্রমথনৌ তথা। শুচিবাহুর্মহাবাহুর্নিষ্কলির্বিরুচস্তথা।
সার্চিমালী ধৃতিমালী বৃত্তিমান্ রুচিরস্তথা।। ৭
পিত্র্যঃ সৌমনসশ্চৈব বিধূত-মকরাবুভৌ। করবীরং রতিং চৈব ধন-ধান্যৌ চ রাঘব।। ৮
কামরূপং কামরুচিং মোহমাবরণং তথা। জৃম্ভকং সর্পনাথঞ্চ পন্থান-বরুণৌ তথা।। ৯
কৃশাশ্বতনয়ান্ রাম ভাস্বরান্ কামরূপিণঃ। প্রতীচ্ছ মম ভদ্রন্তে পাত্রভূতোঽসি রাঘব।। ১০
বাঢ়মিত্যেব কাকুৎস্থঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা। দিব্যভাস্বরদেহাশ্চ মূর্তিমন্তঃ সুখপ্রদাঃ।। ১১
কেচিদঙ্গারসদৃশাঃ কোচিদ্ধূমোপমাস্তথা। চন্দ্রার্কসদৃশাঃ কেচিৎ প্রহ্বাঞ্জলিপুটাস্তথা। ১২
রামং প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বাঽব্রুবন্মধুরভাষিণঃ। ইমে স্ম নরশার্দূল শাধি কিং করবাম তে।। ১৩
গম্যতামিতি তানাহ যথেষ্টং রঘুনন্দনঃ। মানসাঃ কার্যকালেষু সাহায্যং মে করিষ্যথ।। ১৪

অষ্টাবিংশ সর্গ

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি অস্ত্রসংহারবিধি নিয়ে বিশ্বামিত্রের উপদেশ। তাঁর কাছ থেকে রামচন্দ্রের অন্যান্য অস্ত্রলাভ।
যজ্ঞস্থান এবং আশ্রমবিষয়ে বিশ্বামিত্রের কাছে রামচন্দ্রের প্রশ্ন।

অনন্তর পবিত্রচরিত্র রামচন্দ্র তাঁর কাছ থেকে অস্ত্রসমূহ গ্রহণ করে আনন্দোজ্জ্বল মুখে চলতে চলতে বললেন।। ১ ।। অস্ত্রসমূহ তো আমি নিলাম। এখন দেবতাদেরো আমি অজেয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, এখন অস্ত্রগুলির সংহরণের উপায় আমি জানতে চাই।। ২ ।। রাম এই কথা বললে মহাতপস্বী, ধৈর্যশীল, শোভনকর্মা, পবিত্রচরিত্র বিশ্বামিত্র অস্ত্ররাজির সংহরণের মন্ত্রসমূহ বললেন।।৩ ।। সত্যবান, সত্যকীর্তি, ধৃষ্ট, রভস, প্রতিহারতর, পরাঙ্‌মুখ, অবাঙ্‌মুখ, লক্ষ্য, অলক্ষ্য, দৃঢ়লাভ, সুনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, দৈত্যপ্রমথন, শুচিবাহু, মহাবাহু, নিষ্কলি, বিরুচ, অর্চিমালী, ধৃতিমালী, বৃত্তিমান্, রুচির, পিত্র্য, সৌমনস, বিধূত, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণ, জৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থান, বরুণ—নামক এই অস্ত্রসমূহ কৃশাশ্ব নামক প্রজাপতিবিশেষের পুত্র, এইগুলি উজ্জ্বল এবং ইচ্ছানুসারে রূপধারণ করতে পারে। হে রাম, তুমি এই অস্ত্ররাজিগ্রহণের যোগ্য অধিকারী। তাই, তুমি এই সব গ্রহণ করো।।৪-১০ ।। রাম আনন্দিত অন্তরে বললেন, বেশ, তাই হবে। এই অস্ত্রগুলি স্বর্গীয় উজ্জ্বলদেহধারী এবং সুখপ্রদ।। ১১ ।। এই অস্ত্রসমূহের কতোগুলি ছিলো অঙ্গারের মতো, কতোগুলি আবার ধূমসদৃশ, কতোগুলি ছিলো সূর্য এবং চন্দ্রের মতো। তারা কৃতাঞ্জলি হয়ে মধুর ভাষায় রামচন্দ্রকে বললো, হে নরশ্রেষ্ঠ, বলুন, আমরা এখন কি করবো?।। ১২-১৩ ।। রঘুনন্দন রাম তাদের বললেন, এখন তোমাদের ইচ্ছামতো তোমরা যাও। মানসিকভাবে যখন আমার কার্য করার ইচ্ছা হবে, তখনই তোমরা আমাকে সাহায্য করবে।। ১৪ ।।

অথ তে রামমামন্ত্র্য কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্। এবমস্ত্বিতি কাকুৎস্থমুক্ত্বা জগ্মুর্যথাগতম্।। ১৫
স চ তান্ রাঘবো জ্ঞাত্বা বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্। গচ্ছন্নেবাথ মধুরং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রবীৎ।। ১৬
কিমেতন্মেঘসঙ্কাশং পর্বতস্যাবিদূরতঃ। বৃক্ষষণ্ডমিতো ভাতি পরং কৌতূহলং হি মে।। ১৭
দর্শনীয়ং মৃগাকীর্ণং মনোহরমতীব চ। নানাপ্রকারৈঃ শকুনৈর্বল্গুভাষৈরলঙ্কৃতম্।। ১৮
নিঃসৃতাঃ স্মো মুনিশ্রেষ্ঠ কান্তারাদ্ রোমহর্ষণাৎ। অনয়া ত্ববগচ্ছামি দেশস্য সুখবত্তয়া।। ১৯
সর্বং মে শংস ভগবন্ কস্যাশ্রমপদং ত্বিদম্। সম্প্রাপ্তা যত্র তে পাপা ব্রহ্মঘ্না দুষ্টচারিণঃ।। ২০
তব যজ্ঞস্য বিঘ্নায় দুরাত্মানো মহামুনে। ভগবংস্তস্য কো দেশঃ সা যত্র তব যাজ্ঞিকী।। ২১
রক্ষিতব্যা ক্রিয়া ব্রহ্মন্ ময়া বধ্যাশ্চ রাক্ষসাঃ। এতৎ সর্ব মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং প্রভো।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

তারা রামকে এখন প্রদক্ষিণ করে, বিদায় জানিয়ে, "তাই হবে"—বলে যেখান থেকে এসেছিলো সেখানে চলে গেলো।। ১৫ ।। রাম মন্ত্রাদি জেনে চলতে চলতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে মধুরকণ্ঠে মনোহরবাক্যে বললেন—।। ১৬ ।। পর্বতের নিকটে মেঘপুঞ্জের মতো ঐ যে তরুরাজির সন্নিবেশ দেখা যাচ্ছে, তার যথার্থ বিবরণ জানার জন্য আমার খুবই কৌতূহল হয়েছে।। ১৭ ।। স্থানটি অতি সুন্দর। চিত্তাকর্ষক। হরিণকুল ইতস্ততঃ বিচরণ করছে। মধুর কূজনকারী বিবিধ পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে (*শকুন—পাখী, বল্গু—মধুর*)।। ১৮।। ভয়ঙ্কর বন থেকে আমরা বের হয়ে এসেছি। এজন্যে এই দেশটি বেশ সুখদায়ক বলে মনে করছি।। ১৯ ।। ভগবন্, সবিশদ বিবরণ দিয়ে বলুন, এই আশ্রমটি কার? পাপী, ব্রহ্মহত্যাকারী, দুরাচারী, দুরাত্মারা আপনার যজ্ঞের বিঘ্ন-উৎপাদন করছে যেই দেশে, যেখানে গিয়ে রাক্ষসদের হত্যা করে যজ্ঞক্রিয়াকে আমাদের রক্ষা করতে হবে, বলুন, সেই দেশটি কোথায়? মুনিবর, প্রভো, সবই আমি শুনতে চাই।। ২০-২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের অষ্টাবিংশ (২৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামং প্রতি বিশ্বামিত্রেণ পৃষ্টপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্, স্বীয়াশ্রমে যজ্ঞকরণঞ্চ।

অথ তস্যাপ্রমেয়স্য বচনং পরিপৃচ্ছতঃ। বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ব্যাখ্যাতুমুপচক্রমে।। ১
ইহ রাম মহাবাহো বিষ্ণুর্দেবনমস্কৃতঃ। বর্ষাণি সুবহূনীহ তথা যুগশতানি চ।। ২
তপশ্চরণ-যোগার্থমুবাস সুমহাতপাঃ। এষ পূর্বাশ্রমো রাম বামনস্য মহাত্মনঃ।। ৩
সিদ্ধাশ্রম ইতি খ্যাতঃ সিদ্ধো হ্যত্র মহাতপাঃ। এতস্মিন্নেব কালে তু রাজা বৈরোচনির্বলিঃ।। ৪
নির্জিত্য দৈবতগণান্ সেন্দ্রান্ সহমরুদ্‌গণান্। কারয়ামাস তদ্‌রাজ্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।। ৫

ঊনত্রিংশ (২৯) সর্গ

বিশ্বামিত্রের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের জিজ্ঞাসার উত্তর-প্রদান এবং নিজের আশ্রমে যজ্ঞ-সম্পাদন।

অপরিমেয় বলশালী শ্রীরামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে তেজস্বী বিশ্বামিত্র বলতে শুরু করলেন—।। ১ ।। বীরশ্রেষ্ঠ রাম, শোনো, দেববন্দিত ভগবান বিষ্ণু এখানে তপস্যার জন্য বহুবৎসর বাস করেছিলেন। সেই মহাতপস্বীর যোগসাধনায় শত শত যুগ সেখানে কেটে গেলো। মহাত্মা বামনেরও এটি পূর্ব তপোভূমি।। ২-৩ ।। মহান তপস্বীরা এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে সিদ্ধাশ্রম নামে এটি প্রসিদ্ধি লাভ করলো। এইসময়ে বিরোচনের পুত্র বলি ইন্দ্র এবং মরুদ্‌গণস্থ দেবগণকে পারজিত করে স্বর্গরাজ্য শাসন করতে থাকেন। ত্রিভুবনে তিনি লাভ করেন প্রভূত খ্যাতি।।৪-৫ ।। মহাবীর অসুরাধিপতি বলি তখন একটি যজ্ঞ করলেন। বলি যখন যজ্ঞ করছেন,

যজ্ঞশ্চকার সুমহানসুরেন্দ্রো মহাবলঃ। বলেস্তু যজমানস্য দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সমাগম্য স্বয়ঞ্চৈব বিষ্ণুমূচুরিহাশ্রমে।। ৬
বলির্বৈরোচনির্বিষ্ণো যজতে যজ্ঞমুত্তমম্। অসমাপ্তব্রতে তস্মিন্ স্বকার্যমভিপদ্যতাম্।। ৭
যে চৈনমভিবর্তন্তে যাচিতার ইতস্ততঃ। যচ্চ যত্র যথাবচ্চ সর্বং তেভ্যঃ প্রযচ্ছতি।। ৮
স ত্বং সুরহিতার্থায় মায়াযোগমুপাশ্রিতঃ। বামনত্বং গতো বিষ্ণো কুরু কল্যাণমুত্তমম্।। ৯
এতস্মিন্নন্তরে রাম কশ্যপোঽগ্নিসমপ্রভঃ। অদিত্যা সহিতো রাম দীপ্যমান ইবৌজসা।। ১০
দেবীসহায়ো ভগবান্ দিব্যং বর্ষসহস্রকম্। ব্রতং সমাপ্য বরদং তুষ্টাব মধুসূদনম্।। ১১
তপোময়ং তপোরাশিং তপোমূর্তিং তপাত্মকম্। তপসা ত্বাং সুতপ্তেন পশ্যামি পুরুষোত্তমম্।। ১২
শরীরে তব পশ্যামি জগৎ সর্বমিদং প্রভো। ত্বমনাদিরনির্দেশ্যস্ত্বামহং শরণং গতঃ।। ১৩
তমুবাচ হরিঃ প্রীতঃ কশ্যপং গতকল্মষম্। বরং বরয় ভদ্রং তে বরার্হোঽসি মতো মম।। ১৪
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মারীচঃ কশ্যপোঽব্রবীৎ। অদিত্যা দেবতানাঞ্চ মম চৈবানুযাচিতম্।। ১৫
বরং বরদ সুপ্রীতো দাতুমর্হসি সুব্রত। পুত্রত্বং গচ্ছ ভগবন্নদিত্যা মম চানঘ।। ১৬
ভ্রাতা ভব যবীয়াংস্ত্বং শক্রস্যাসুরসূদন। শোকার্তানাং তু দেবানাং সাহায্যং কর্তুমর্হসি।। ১৭
অয়ং সিদ্ধাশ্রমো নাম প্রসাদাত্তে ভবিষ্যতি। সিদ্ধে কর্মণি দেবেশ উত্তিষ্ঠ ভগবন্নিতঃ।। ১৮
অথ বিষ্ণুর্মহাতেজা অদিত্যাং সমজায়ত। বামনং রূপমাস্থায় বৈরোচনিমুপাগমৎ।। ১৯
ত্রীন্ পদানথ ভিক্ষিত্বা প্রতিগৃহ্য চ মেদিনীম্। আক্রম্য লোকাঁল্লোকার্থী সর্বলোকহিতে রতঃ।। ২০
মহেন্দ্রায় পুনঃ প্রাদান্নিয়ম্য বলিমোজসা। ত্রৈলোক্যং স মহাতেজাশ্চক্রে শক্রবশং পুনঃ।। ২১

তখন অগ্নিদেবকে সামনে নিয়ে দেবগণ নিজেরা এই আশ্রমে এসে ভগবান বিষ্ণুকে বললেন।। ৬ ।। হে বিষ্ণো, বিরোচনের পুত্র বলি একটি উত্তম-যজ্ঞ সম্পাদন করছে। তার সেই ব্রত সমাপ্ত হবার পূর্বেই আপনি আমাদের কল্যাণে নিজকার্য সম্পন্ন করুন।।৭ ।। এখান সেখান থেকে প্রার্থীরা এসে যে যা চাইছে বলি তাদের সবই দান করছে।। ৮ ।। ভগবন্, আপনি দেবতাদের কল্যাণের জন্য মায়াযোগ তথা ছলনার আশ্রয় নিয়ে খর্বদেহ ধারণ করে শ্রেষ্ঠ কল্যাণ সম্পাদন করুন।।৯।। রাম, এই অবসরে অগ্নির মতো সমুজ্জ্বল মহর্ষি কশ্যপ -পত্নী অদিতিকে নিয়ে তপস্তেজে প্রদীপ্ত হয়ে সেখানে এলেন। সেই ভগ তথা তপঃশক্তিরূপ ঐশ্বর্যশালী...।। ১০।। মহর্ষি কশ্যপ দেবী অদিতিসহ বরদানকারী, মধু নামক দৈত্যহন্তা ভগবান বিষ্ণুকে স্তুতিতে তুষ্ট করলেন। দেবতাদের কাল-পরিমাণে সহস্রবর্ষব্যাপী ব্রত তিনি সমাপন করে এসেছেন।। ১১।। স্তুতিতে তিনি বললেন, হে পুরুষোত্তম, আপনাকে আমি দেখছি তপস্যায় ভাস্বর। আপনি তপোময়। তপোমূর্তি। তপস্যাসমূহ আপনাতে প্রমূর্ত। তপস্যাই আপনার আত্মা।। ১২ ।। প্রভো, আপনার এই শরীরে আমি নিখিল জগতকে দেখছি। আপনি অনাদি। অনন্ত- রূপ আপনাকে কেউ নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করতে পারে না। আপনার আশ্রয় আমি গ্রহণ করছি।। ১৩ ।। তখন শ্রীহরি প্রীত হয়ে বীতপাপ কশ্যপকে বললেন, হে মঙ্গলমূর্তি ঋষি, তুমি বরলাভের যোগ্যতা অর্জন করেছো। বরপ্রার্থনা করো।।১৪ ।। ঋষি মরীচির পুত্র কশ্যপ সেই কথা শুনে বললেন, দেবমাতা অদিতি, দেবগণ এবং আমি সনির্বন্ধভাবে প্রার্থনা করছি, হে নিষ্পাপ পুণ্যমূর্তি, আপনি আমার ঔরসে অদিতির গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুন। প্রীতচিত্তে আমাদের এই বরদান করুন।। ১৫-১৬ ।। হে দানববিনাশকারী, ইন্দ্রের ছোটোভাই হয়ে আপনি আসুন। শোকার্ত দেবগণকে সাহায্য করুন।। ১৭ ।। হে দেবগণের ঈশ্বর, কার্যসিদ্ধ হওয়ায় আপনার কৃপায় এই স্থান সিদ্ধাশ্রম নামে খ্যাত হবে। এখন আপনি এখান থেকে উঠুন।। ১৮ ।। মহাতেজস্বী ভগবান বিষ্ণু তখন অদিতির গর্ভে বামন তথা খর্বাকৃতি ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করে বিরোচনের পুত্র বলির নিকট গমন করলেন।। ১৯ ।। সকল জগতের কল্যাণে রত বিষ্ণু বলিরূপে ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করে পৃথিবীকে গ্রহণ করলেন। তারপর অন্য দুই লোক স্বর্গ এবং পাতালের প্রার্থী হয়ে সেইগুলিও গ্রহণ করলেন। বলিকে তখন বন্ধন করে মহেন্দ্রকে তিনি ত্রিলোক প্রদান করেন। এইভাবে মহাতেজস্বী ভগবান বিষ্ণু ত্রৈলোক্যকে পুনরায় ইন্দ্রের অধীনে সমর্পণ করেন।।২০-২১ ।। এই আশ্রমে সকল শ্রম অপগত হয়। পূর্বে ভগবান বামনরূপে বিষ্ণু এই আশ্রমে অবস্থান

তেনৈব পূর্বমাক্রান্ত আশ্রমঃ শ্রমনাশনঃ। ময়াপি ভক্ত্যা তস্যৈব বামনস্যোপভুজ্যতে।। ২২
এনমাশ্রমমায়ান্তি রাক্ষসা বিঘ্নকারিণঃ। অত্র তে পুরুষব্যাঘ্র হন্তব্যা দুষ্টচারিণঃ।। ২৩
অদ্য গচ্ছামহে রাম সিদ্ধাশ্রমমনুত্তমম্। তদাশ্রমপদং তাত তবাপ্যেতদ্ যথা মম।। ২৪
ইত্যুক্ত্বা পরমপ্রীতো গৃহ্য রামং সলক্ষ্মণম্। প্রবিশন্নাশ্রমপদং ব্যরোচত মহামুনিঃ।
শশীব গতনীহারঃ পুনর্বসুসমন্বিতঃ।। ২৫
তং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্বে সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ। উৎপত্যোৎপত্য সহসা বিশ্বামিত্রমপূজয়ন্।। ২৬
যথার্হং চক্রিরে পূজাং বিশ্বামিত্রায় ধীমতে। তথৈব রাজপুত্রাভ্যামকুর্বন্নতিথিক্রিয়াম্।। ২৭
মুহূর্তমথ বিশ্রান্তৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ। প্রাঞ্জলী মুনিশার্দূলমূচতু রঘুনন্দনৌ।। ২৮
অদ্যৈব দীক্ষাং প্রবিশ ভদ্রং তে মুনিপুঙ্গব। সিদ্ধাশ্রমোঽয়ং সিদ্ধঃ স্যাৎ সত্যমস্তু বচস্তব।। ২৯
এবমুক্তো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহানৃষিঃ। প্রবিবেশ তদা দীক্ষাং নিয়তো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।। ৩০
কুমারাবপি তাং রাত্রিমুষিত্বা সুসমাহিতৌ। প্রভাতকালে চোত্থায় পূর্বাং সন্ধ্যামুপাস্য চ।। ৩১
প্রশুচী পরমং জাপ্যং সমাপ্য নিয়মেন চ। হুতাগ্নিহোত্রমাসীনং বিশ্বামিত্রমবন্দতাম্। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে একোনত্রিংশঃ সর্গঃ।

করেন। আমিও সেই বামনদেবের প্রতি ভক্তিবশতঃ এই আশ্রমেই বাস করছি।। ২২ ।। উপদ্রবকারী রাক্ষসেরা এখন এই আশ্রমে আসছে। হে বীর, সেই দুরাচারীদের তোমাকে হত্যা করতে হবে।।২৩।। আজ আমরা সেই দিব্যসুন্দর সিদ্ধাশ্রমে যাবো। এই আশ্রম যেমন আমার, তেমনি তোমারও।। ২৪ ।। এই কথা বলে পরম আনন্দসহকারে রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করে মহর্ষি বিশ্বামিত্র শোভা পেতে লাগলেন। তাঁকে দেখাচ্ছিলো পুনর্বসু নামক নক্ষত্রদুটির সঙ্গে হিমমুক্ত নির্মল চন্দ্রের মতো।। ২৫ ।। তাঁকে দেখে সিদ্ধাশ্রমবাসী ঋষিসকল ছোটাছুটি করে এসে তৎক্ষণাৎ অভ্যর্থনা জানালেন।। ২৬ ।। বিশ্বামিত্রকে যেভাবে তাঁরা অর্চনা করলেন, সেইভাবেই রাজকুমার দু'জনকেও তাঁরা আতিথ্য জানালেন।। ২৭ ।। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর শত্রুদমনকারী রাজপুত্রদ্বয় রঘুবংশধর রাম ও লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলি হয়ে মুনিবরকে বললেন—।। ২৮ ।। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আজই আপনি যজ্ঞের দীক্ষায় প্রবেশ করুন। আপনার মঙ্গল হবে। এই সিদ্ধাশ্রম আবার তপস্যায় সিদ্ধ হোক। আপনার বাক্য হোক সত্য।। ২৯ ।। এই কথা শুনে সংযতেন্দ্রিয় মহাতপস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র বিধিমতো যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ করলেন।।৩০।। রাজকুমার দু'জনও সমাহিত হয়ে রাত্রিবাস করে প্রভাতকালে শয্যাত্যাগ করে প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করলেন।। ৩১ ।। প্রকৃষ্টভাবে শুচি হয়ে পরমমন্ত্র গায়ত্রী জপ করে শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে উপাসনা সমাপনান্তে বিশ্বামিত্রকে বন্দনা করলেন। তিনি তখন যজ্ঞাগ্নিতে আহুতিদানান্তে আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন।। ৩২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের ঊনত্রিংশ (২৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

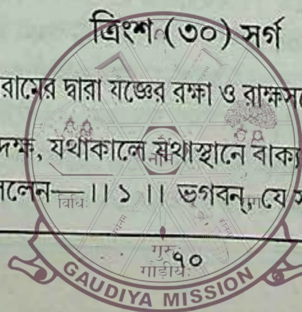
শ্রীরামেণ যজ্ঞস্য রক্ষণম্, রাক্ষসানাং বধশ্চ।

অথ তৌ দেশ-কালজ্ঞৌ রাজপুত্রাবরিন্দমৌ। দেশে কালে চ বাক্যজ্ঞাবব্রূতাং কৌশিকং বচঃ।। ১

ত্রিংশ (৩০) সর্গ

শ্রীরামের দ্বারা যজ্ঞের রক্ষা ও রাক্ষসদের নিধন।

দেশ-কালোচিত কর্তব্যসম্পাদনে দক্ষ, যথাকালে যথাস্থানে বাক্যপ্রয়োগে কুশল, শত্রুদমনকারী রাজপুত্রদ্বয় কুশিকনন্দন মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বললেন—।। ১ ।। ভগবন্, যে সময়ে মারীচ ও সুবাহু নামক রাক্ষস দু'টির



ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছাবো যস্মিন্ কালে নিশাচরৌ। সংরক্ষণীয়ৌ তৌ ব্রূহি নাতিবর্তেত তৎক্ষণম্।। ২
এবং ব্রুবাণৌ কাকুৎস্থৌ ত্বরমাণৌ যুযুৎসয়া। সর্বে তে মুনয়ঃ প্রীতাঃ প্রশশংসুর্নৃপাত্মজৌ।। ৩
অদ্য প্রভৃতি ষড়্‌রাত্রং রক্ষতাং রাঘবৌ যুবাম্। দীক্ষাং গতো হ্যেষ মুনির্মৌনিত্বঞ্চ গমিষ্যতি।। ৪
তৌ তু তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রৌ যশস্বিনৌ। অনিদ্রং ষড়হোরাত্রং তপোবনমরক্ষতাম্।। ৫
উপাসাঞ্চক্রতুর্বীরৌ যত্তৌ পরমধন্বিনৌ। ররক্ষতুর্মুনিবরং বিশ্বামিত্রমরিন্দমৌ।। ৬
অথ কালে গতে তস্মিন্ ষষ্ঠেঽহনি তথাগতে। সৌমিত্রিমব্রবীদ্ রামো যত্তো ভব সমাহিতঃ।। ৭
রামস্যৈবং ব্রুবাণস্য ত্বরিতস্য যুযুৎসয়া। প্রজজ্বাল ততো বেদিঃ সোপাধ্যায়পুরোহিতা।। ৮
সদর্ভ-চমস-স্রুক্কা সসমিৎ-কুসুমোচ্চয়া। বিশ্বামিত্রেণ সহিতা বেদির্জজ্বাল সর্ত্বিজা।। ৯
মন্ত্রবচ্চ যথান্যায়ং যজ্ঞোঽসৌ সংপ্রবর্ততে। আকাশে চ মহাঞ্ছব্দঃ প্রাদুরাসীদ্ভয়ানকঃ।। ১০
আবার্য গগনং মেঘো যথা প্রাবৃষি দৃশ্যতে। তথা মায়াং বিকুর্বাণৌ রাক্ষসাবভ্যধাবতাম্।। ১১
মারীচশ্চ সুবাহুশ্চ তয়োরনুচরাস্তথা। অগম্য ভীমসঙ্কাশা রুধিরৌঘানবাসৃজন্।। ১২
তাং তেন রুধিরৌঘেণ বেদিং বীক্ষ্য সমুক্ষিতাম্। সহসাভিদ্রুতো রামস্তানপশ্যত্ততো দিবি।। ১৩
তাবাপতন্তৌ সহসা দৃষ্ট্বা রাজীবলোচনঃ। লক্ষ্মণং ত্বভিসংপ্রেক্ষ্য রামো বচনমব্রবীৎ।। ১৪
পশ্য লক্ষ্মণ দুর্বৃত্তান্ রাক্ষসান্ পিশিতাশনান্। মানবাস্ত্রসমাধূতাননিলেন যথা ঘনান্।। ১৫
করিষ্যামি ন সন্দেহো নোৎসহে হন্তুমীদৃশান্। ইত্যুক্ত্বা বচনং রামশ্চাপে সন্ধায় বেগবান্।। ১৬
মানবং পরমোদারমস্ত্রং পরমভাস্বরম্। চিক্ষেপ পরমক্রুদ্ধো মারীচোরসি রাঘবঃ।। ১৭
স তেন পরমাস্ত্রেণ মানবেন সমাহতঃ। সম্পূর্ণং যোজনশতং ক্ষিপ্তঃ সাগরসংপ্লবে।। ১৮

আক্রমণ থেকে যজ্ঞকে রক্ষা করতে হবে, সেই সময়টা বলুন। সেই কালটা যেন চলে না যায়।। ২ ।। এই কথা বলে ককুৎস্থের বংশধর রাম ও লক্ষ্মণ যুদ্ধের ইচ্ছায় দ্রুত এগিয়ে এলেন। তখন মুনিরা প্রীত হয়ে রাজকুমার দু'জনের প্রশংসা করতে লাগলেন।। ৩ ।। তাঁরা বললেন, রাম-লক্ষ্মণ, তোমরা দু'জনে আজ থেকে ছয় রাত যজ্ঞরক্ষা করবে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞে দীক্ষা নিয়ে তখন মৌন থাকবেন।। ৪ ।। যশস্বী সেই রাজকুমারদ্বয় ঐ কথা শুনে অনিদ্র থেকে ছয় দিন ধরে অহোরাত্র তপোবনকে রক্ষা করলেন।। ৫ ।। শত্রুদমনকারী, ধনুশ্চালনায় সুদক্ষ সেই বীরকুমারেরা ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছে অবস্থান করে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন।।৬ ।। ঐভাবে পাঁচদিন কেটে যাবার পর ষষ্ঠদিনে রাম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বললেন, তুমি এখন তৈরী থাকো।। ৭ ।। যুদ্ধের জন্য তৎপর রাম যখন এই কথা বলছিলেন তখন উপাধ্যায় এবং পুরোহিতগণ যজ্ঞবেদিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলেন।। ৮ ।। বেদিতে তখন রক্ষিত হয়েছে দর্ভ *(কুশ)*, চমস *(হাতা)*, স্রুক্কা *(ঘৃতপাত্র)*, সমিধ *(জ্বালানি কাঠ)* এবং কুসুমরাশি। ঋত্বিগ্‌গণ *(ঋগ্‌বেদীয় পুরোহিত, যজ্ঞীয় পুরোহিত)* বিশ্বামিত্রের সঙ্গে সেখানে উপবিষ্ট। বেদিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো।। ৯ ।। মন্ত্রধ্বনির সঙ্গে যথাযথভাবে আরম্ভ হলো ঐ যজ্ঞ। এমন সময় আকাশে ভয়ঙ্কর বিকট শব্দ শোনা গেলো।। ১০ ।। বর্ষায় মেঘ যেমন আকাশকে আচ্ছন্ন করে, ঠিক তেমনি দু'টি রাক্ষস মায়াবিস্তার করে আকাশ আবৃত করে ফেললো।। ১১।। মারীচ, সুবাহু এবং তাদের ভীষণদর্শন অনুচরেরা এসে প্রভূত রক্তবর্ষণ করতে লাগলো।।১২ ।। যজ্ঞবেদিকে রক্তে প্লাবিত দেখে রাম ছুটে এসে আকাশে তাদের দেখতে পেলেন।। ১৩ ।। মারীচ এবং সুবাহুকে আক্রমণোদ্যত দেখে পদ্মনেত্র রাম ও লক্ষ্মণের দিকে তাকিয়ে বললেন—।। ১৪ ।। লক্ষ্মণ, কাঁচামাংস-ভোজী *(পিশিত—কাঁচা মাংস, অশন—ভোজন)* দুর্বৃত্ত রাক্ষসদের দেখো। তীব্র বায়ু যেমন মেঘকে সরিয়ে দেয়, তেমনি অমিত মানবাস্ত্র প্রয়োগ করে এদের দূরে তাড়িয়ে দেবো। এতে কোনো সন্দেহই নেই। এই ধরনের হীন দুর্বৃত্তদের হত্যা করতে আমি চাই না। বলেই দ্রুতগতিতে রাম ধনুতে বাণযোজনা করলেন।। ১৫-১৬ ।। অত্যন্ত উজ্জ্বল মানব নামক মহাস্ত্র রাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মারীচের বক্ষে নিক্ষেপ করলেন।। ১৭ ।।মারীচ সেই ভীষণ অস্ত্রে আহত হয়ে শতযোজন দূরে সমুদ্রগর্ভে নিপতিত হলো।। ১৮।।

বিচেতনং বিঘূর্ণন্তং শীতেষুবলপীড়িতম্। নিরস্তং দৃশ্য মারীচং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।। ১৯
পশ্য লক্ষ্মণ শীতেষুং মানবং মনুসংহিতম্। মোহয়িত্বা নয়ত্যেনং ন চ প্রাণৈর্বিযুজ্যতে।। ২০
ইমানপি বধিষ্যামি নির্ঘৃণান্ দুষ্টাচারিণঃ। রক্ষসান্ পাপকর্মস্থান্ যজ্ঞঘ্নান্ রুধিরাশনান্।। ২১
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণঞ্চাশু লাঘবং দর্শয়ন্নিব। বিগৃহ্য সুমহচ্চাস্ত্রমাগ্নেয়ং রঘুনন্দনঃ।। ২২
সুবাহূরসি চিক্ষেপ স বিদ্ধঃ প্রাপতদ্ভুবি! শেষান্ বায়ব্যমাদায় নিজঘান মহাযশাঃ।
রাঘবঃ পরমোদারো মুনীনাং মুদমাবহন্।। ২৩
স হত্বা রাক্ষসান্ সর্বান্ যজ্ঞঘ্নান্ রঘুনন্দনঃ। ঋষিভিঃ পূজিতস্তত্র যথেন্দ্রো বিজয়ে পুরা।। ২৪
অথ যজ্ঞে সমাপ্তে তু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। নিরীতিকা দিশো দৃষ্ট্বা কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ।। ২৫
কৃতার্থোঽস্মি মহাবাহো কৃতং গুরুবচস্তয়া। সিদ্ধাশ্রমমিদং সত্যং কৃতং বীর মহাযশঃ।
স হি রামং প্রশস্যৈবং তাভ্যাং সন্ধ্যামুপাগমৎ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ।

শীতেষু নামক অস্ত্রের শক্তিতে নিপীড়িত, বিঘূর্ণিত এবং চেতনারহিত মারীচকে যুদ্ধে নিরস্ত দেখে লক্ষ্মণকে রাম বললেন—।। ১৯ ।। লক্ষ্মণ, দেখো, মনুনির্মিত শীতেষু নামক মানবাস্ত্রের প্রভাব। মারীচকে এই অস্ত্র মূর্ছিত করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রাণে মারছে না।। ২০ ।। রক্তপায়ী, দুরাচারী, নিষ্করুণ, পাপী, যজ্ঞবিনাশী এই রাক্ষসদেরও আমি হত্যা করবো।। ২১ ।। এই কথা বলে রাম লক্ষ্মণকে অস্ত্রপ্রয়োগের ক্ষিপ্রতা দেখাবার জন্য সুমহৎ আগ্নেয় অস্ত্রগ্রহণ করলেন।। ২২ ।। সুবাহুর বক্ষে তিনি সেই অস্ত্রনিক্ষেপ করলেন। বিদ্ধ হয়ে সে ভূমিতে নিপতিত হলো। যশস্বী রাম বায়ব্য অস্ত্রগ্রহণ করে অবশিষ্ট রাক্ষসবর্গকে নিধন করলেন। পরমবীর রামচন্দ্রের এই বীরকর্মে মুনিরা আনন্দিত হলেন।। ২৩ ।। ইন্দ্র যেমন ঋষিদের দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন, তেমনি যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসগণকে নিধন করায় রামচন্দ্রও ঋষিদের দ্বারা অর্চিত হলেন।। ২৪ ।। তারপর, যজ্ঞ সমাপ্ত হলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র সকল দিক বিঘ্নমুক্ত দেখে রামচন্দ্রকে বললেন—।। ২৫ ।। হে বীর, আমি আজ কৃতার্থ হলাম। গুরুবাক্য তুমি পালন করেছো। হে মহাযশস্বী, সিদ্ধাশ্রমকে তুমি সার্থকনামা করলে। রামকে এইভাবে প্রশংসা করে তাদের দু'জনকে নিয়ে সন্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হলেন।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের ত্রিংশ (৩০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

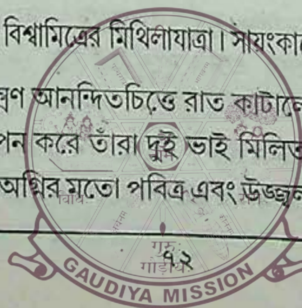
সর্ষি-রাম-লক্ষ্মণ-বিশ্বামিত্রস্য মিথিলাং প্রতি প্রস্থানম্, সায়ং শোণভদ্রতটোপরি বিশ্রামশ্চ।

অথ তাং রজনীং তত্র কৃতার্থৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। ঊষতুর্মুদিতৌ বীরৌ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।। ১
প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং কৃতপৌর্বাহ্নিকক্রিয়ৌ। বিশ্বামিত্রমৃষীংশ্চান্যান্ সহিতাবভিজগ্মতুঃ।। ২

একত্রিংশ (৩১) সর্গ

রাম-লক্ষ্মণ এবং ঋষিদের নিয়ে বিশ্বামিত্রের মিথিলাযাত্রা। সায়ংকালে শোণভদ্রনদীর তীরে বিশ্রামগ্রহণ।

অনন্তর কৃতকার্য হয়ে বীর রাম-লক্ষ্মণ আনন্দিতচিত্তে রাত কাটালেন।। ১ ।। রাত্রি প্রভাত হলে পূর্বসন্ধ্যায় অর্থাৎ প্রাতে করণীয় আহ্নিক সমাপন করে তাঁরা দুই ভাই মিলিত হয়ে ঋষি বিশ্বামিত্র এবং অন্য ঋষিদের নিকট গমন করলেন।। ২ ।। জ্বলন্ত অগ্নির মতো পবিত্র এবং উজ্জ্বল মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে মধুরভাষী দুই কুমার



অভিবাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠং জ্বলন্তমিব পাবকম্। উচতুঃ পরমোদারং বাক্যং মধুরভাষিণৌ।। ৩
ইমৌ স্ম মুনিশার্দূল কিঙ্করৌ সমুপাগতৌ। আজ্ঞাপয় মুনিশ্রেষ্ঠ শাসনং করবাব কিম্।। ৪
এবমুক্তে তয়োর্বাক্যে সর্ব এব মহর্ষয়ঃ। বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য রামং বচনমব্রুবন্।। ৫
মৈথিলস্য নরশ্রেষ্ঠ জনকস্য ভবিষ্যতি। যজ্ঞঃ পরমধর্মিষ্ঠস্তত্র যাস্যামহে বয়ম্।। ৬
ত্বঞ্চৈব নরশার্দূল সহাস্মাভির্গমিষ্যসি। অদ্ভুতঞ্চ ধনূরত্নং তত্র ত্বং দ্রষ্টুমর্হসি।। ৭
তদ্ধি পূর্বং নরশ্রেষ্ঠ দত্তং সদসি দৈবতৈঃ। অপ্রমেয়বলং ঘোরং মখে পরমভাস্বরম্।। ৮
নাস্য দেবা ন গন্ধর্বা নাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ। কর্তুমারোপণং শক্তা ন কথঞ্চন মানুষাঃ।। ৯
ধনুষস্তস্য বীর্যং হি জিজ্ঞাসন্তো মহীক্ষিতঃ। ন শেকুরারোপয়িতুং রাজপুত্রা মহাবলাঃ।। ১০
তদ্ধনুর্নরশার্দূল মৈথিলস্য মহাত্মনঃ। তত্র দ্রক্ষ্যসি কাকুৎস্থ যজ্ঞঞ্চ পরমাদ্ভুতম্।। ১১
তদ্ধি যজ্ঞফলং তেন মৈথিলেনোত্তমং ধনুঃ। যাচিতং নরশার্দূল সুনাভং সর্বদৈবতৈঃ।। ১২
আযাগভূতং নৃপতেস্তস্য বেশ্মনি রাঘব। অর্চিতং বিবিধৈর্গন্ধৈর্ধূপৈশ্চাগুরুগন্ধিভিঃ।। ১৩
এবমুক্ত্বা মুনিবরঃ প্রস্থানমকরোত্তদা। সর্ষিসঙ্ঘঃ সকাকুৎস্থ আমন্ত্র্য বনদেবতাঃ।। ১৪
স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি সিদ্ধঃ সিদ্ধাশ্রমাদহম্। উত্তরে জাহ্নবীতীরে হিমবন্তং শিলোচ্চয়ম্।। ১৫
ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দূলঃ কৌশিকঃ স তপোধনঃ। উত্তরাং দিশমুদ্দিশ্য প্রস্থাতুমুপচক্রমে।। ১৬
তং ব্রজন্তং মুনিবরমন্বগাদনুসারিণাম্। শকটীশতমাত্রন্তু প্রয়াণে ব্রহ্মবাদিনাম্।। ১৭
মৃগ-পক্ষিগণাশ্চৈব সিদ্ধাশ্রমনিবাসিনঃ। অনুজগ্মুর্মহাত্মানো বিশ্বামিত্রং তপোধনম্।। ১৮

মনোহরবাক্য বললেন।।৩ ।। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনার কিঙ্কর তথা ভৃত্যরূপে আমরা দু'জন উপস্থিত হয়েছি। আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ আদেশ আমরা পালন করবো?।। ৪ ।। তাঁরা এই বাক্য বললে মহর্ষিমণ্ডলী বিশ্বামিত্রকে সামনে নিয়ে রামকে বললেন।।৫ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, মিথিলাপতি জনক পরম ধার্মিক। তিনি একটি যজ্ঞ করছেন। আমরা সেইখানে যাবো।। ৬ ।। হে নরবীর, আমাদের সঙ্গে তুমিও সেখানে চলো। সেখানে বিস্ময়কর একটি ধনু তুমি দেখতে পাবে।। ৭ ।। পূর্বকালে অত্যন্ত উজ্জ্বল, অপরিমিত শক্তিসম্পন্ন ভীষণ এই ধনুটি দেবতারা সবাই মিলে যজ্ঞসভায় জনককে দান করেন।।৮ ।। দেবতারা, গন্ধর্বগণ, অসুরেরা এবং রাক্ষসেরা এই ধনুতে জ্যা-আরোপ করতে সমর্থ নন। আর মানুষ তো কথাই নেই।। ৯ ।। মহাবলী রাজা এবং রাজপুত্রেরা এই ধনুর শক্তিমত্তা জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে বাণ আরোপ করতে পারেন নি।। ১০।। হে রামচন্দ্র, সেখানে মিথিলাধিপতির সর্বপ্রকারে অদ্‌ভুত এই ধনু এবং যজ্ঞ তোমরা দেখতে পাবে।। ১১ ।। মিথিলারাজ সুনাভ নামক এই উত্তম ধনুটি যজ্ঞফলরূপে দেবতাসমূহের কাছ থেকে প্রার্থনা করেছিলেন।। ১২ ।। হে রঘুবংশধর, সেই রাজার গৃহে *(বেশ্মনি)* সম্পূর্ণরূপে যজনীয় এই ধনু নানাপ্রকারের গন্ধ, ধূপ, অগুরু প্রভৃতি উপচারের দ্বারা অর্চিত হয়ে আসছে।। ১৩ ।। এই কথা বলে রাম এবং ঋষিদের নিয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র মিথিলার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। বনদেবতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন—।। ১৪ ।। তোমাদের মঙ্গল হোক। আমি এই আশ্রমেই সিদ্ধিলাভ করেছি। এই সিদ্ধাশ্রম থেকে এবার আমি চললাম। গঙ্গার উত্তরতীরে শিলাময় হিমালয় হলো আমার লক্ষ্য।। ১৫ ।। এই কথা বলে তপস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র উত্তর দিকে চলতে শুরু করলেন।। ১৬।। মুনিবর চলতে আরম্ভ করলে তাঁর অনুসরণকারী ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের যজ্ঞীয় দ্রব্য এবং দানাদিতে পরিপূর্ণ একশত শকটও পেছনে পেছনে চলছিলো।। ১৭ ।। সিদ্ধাশ্রমবাসী মৃগ ও পক্ষীরাও তপস্যাই ছিলো যাঁর ধন সেই মহাত্মা বিশ্বামিত্রের অনুগমন করছিলো।। ১৮ ।। ঋষিদের নিয়ে তিনি তাদেরকে অনুগমন থেকে নিবৃত্ত করলেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর সূর্য যখন পাটে বসেছে

নিবর্তয়ামাস ততঃ সর্যিসঙ্ঘঃ স পক্ষিণঃ। তে গত্বা দূরমধ্বানং লম্বমানে দিবাকরে।। ১৯
বাসং চক্রুর্মুনিগণাঃ শোণাকূলে সমাহিতাঃ। তেঽস্তং গতে দিনকরে স্নাত্বা হুতহুতাশনাঃ।। ২০
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য নিষেদুরমিতৌজসঃ। রামোঽপি সহসৌমিত্রির্মুনীংস্তানভিপূজ্য চ।। ২১
অগ্রতো নিষসাদাথ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ। অথ রামো মহাতেজা বিশ্বামিত্রং তপোনিধিম্।। ২২
পপ্রচ্ছ মুনিশার্দূলং কৌতূহলসমন্বিতম্। ভগবন্ কোঽন্বয়ং দেশঃ সমৃদ্ধবনশোভিতঃ।। ২৩
শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ। চোদিতো রামবাক্যেন কথয়ামাস সুব্রতঃ।
তস্য দেশস্য নিখিলমৃষিমধ্যে মহাতপাঃ।। ২৪

ইত্যার্যে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ।

শোণনদীর তীরে তাঁরা স্থির হয়ে বাস করতে আরম্ভ করলেন। সূর্য অস্ত গেলে স্নান করে তাঁরা যজ্ঞাগ্নিতে আহুতিপ্রদান করলেন।। ১৯-২০ ।। বিশ্বামিত্রকে সামনে নিয়ে অনন্ততেজা ঋষিরা উপবেশন করলেন। রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে তাঁদের বন্দনা করে প্রজ্ঞাবান আসন গ্রহণ করলেন। বিশ্বামিত্রের সামনে মহাতেজস্বী রাম তপোধন মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে তারপর কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবন্, বনশোভাসমন্বিত সমৃদ্ধ এই দেশটির পরিচয় কি? (*সুন্দর বস্তু দেখে জানবার ইচ্ছা হলো কৌতূহল। রম্যবস্তু-সমালোকে লোলতা সাৎ কুতূহলম্*) ।। ২১-২৩ ।।আপনার কাছ থেকে যথাযথভাবে এই মঙ্গলসংবাদ আমি জানতে চাই। রামের বাক্যে প্রবুদ্ধ হয়ে শুভব্রত-পরায়ণ মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিদের মধ্যে বসে সেই দেশের বৃত্তান্তসকল বলতে আরম্ভ করলেন।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের একত্রিংশ (৩১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

ব্রহ্মপুত্র-কুশস্য পুত্রচতুষ্টয়ানাং বর্ণনম্, তেষু কুশনাভস্য শতকন্যালাভঃ, বায়ুনা তাসাং দেহসৌষ্ঠবস্য হরণম্।

ব্রহ্মযোনির্মহানাসীৎ কুশো নাম মহাতপাঃ। অক্লিষ্টব্রতধর্মজ্ঞঃ সজ্জনপ্রতিপূজকঃ।। ১
স মহাত্মা কুলীনায়াং যুক্তায়াং সুমহাবলান্। বৈদর্ভ্যাং জনয়ামাস চতুরঃ সদৃশান্ সুতান্।। ২
কুশাম্বং কুশনাভঞ্চ অসূর্তরজসং বসুম্। দীপ্তিযুক্তান্ মহোৎসাহান্ ক্ষত্রধর্মচিকীর্ষয়া।। ৩
তানুবাচ কুশঃ পুত্রান্ ধর্মিষ্ঠান্ সত্যবাদিনঃ। ক্রিয়তাং পালনং পুত্রা ধর্মং প্রাপ্স্যথ পুষ্কলম্।। ৪
কুশস্য বচনং শ্রুত্বা চত্বারো লোকসত্তমাঃ। নিবেশং চক্রিরে সর্বে পুরাণাং নৃবরাস্তদা।। ৫

দ্বাত্রিংশ (৩২) সর্গ

ব্রহ্মার পুত্র কুশের চার পুত্রের বর্ণনা। তাদের মধ্যে অন্যতম কুশনাভ।
তাঁর শতকন্যা লাভ। বায়ুর দ্বারা তাঁদের দৈহিক সৌন্দর্যের বিনাশ।

ব্রহ্মার মহনীয়-চরিত্র পুত্র ছিলেন মহাতপস্বী কুশ। ব্রতপালনে তাঁর ক্লান্তি ছিলো না। ধর্মজ্ঞ তিনি। সজ্জনদের পূজায় নিরত থাকতেন।। ১ ।। ওই মহাত্মা কুলীন কুলসম্ভবা তাঁর সুযোগ্যা পত্নী বৈদর্ভীর গর্ভে তাঁরই মতো মহাবীর চারটি পুত্রের জন্মদান করেন।। ২ ।। তাঁদের নাম হলো কুশাম্ব, কুশনাভ, অসূর্তরজাঃ এবং বসু। তাঁরা ছিলেন দীপ্তিযুক্ত। ক্ষাত্রধর্মপালনে অতীব উৎসাহী।। ৩ ।। কুশ সত্যবাদী ধর্মপ্রাণ সেই পুত্রদেরকে বললেন, বৎস, তোমরা সুষ্ঠুভাবে প্রজাপালন করো। প্রভূত পুণ্য তোমরা লাভ করবে।। ৪ ।। কুশের বচন শুনে লোকশ্রেষ্ঠ নরবরেণ্য এই চারপুত্র তখন চারটি নগর সংস্থাপন করলেন।। ৫ ।। মহাতেজস্বী কুশাম্ব

কুশাম্বস্তু মহাতেজাঃ কৌশাম্বীমকরোৎ পুরীম্। কুশনাভস্তু ধর্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্।। ৬
অসূর্তরজসো নাম ধর্মারণ্যং মহামতিঃ। চক্রে পুরবরং রাজা বসুনাম গিরিব্রজম্।। ৭
এষা বসুমতী নাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ। এতে শৈলবরাঃ পঞ্চ প্রকাশন্তে সমন্ততঃ।। ৮
সুমাগধী নদী রম্যা মাগধান্ বিশ্রুতা যযৌ। পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব শোভতে।। ৯
সৈষা হি মাগধী রাম বসোস্তস্য মহাত্মনঃ। পূর্বাভিচরিতা রাম সুক্ষেত্রা শস্যমালিনী।। ১০
কুশনাভস্তু রাজর্ষিঃ কন্যাশতমনুত্তমম্। জনয়ামাস ধর্মাত্মা ঘৃতাচ্যাং রঘুনন্দন।। ১১
তাস্তু যৌবনশালিন্যো রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ। উদ্যানভূমিমাগম্য প্রাবৃষীব শতহ্রদাঃ।। ১২
গায়ন্ত্যো নৃত্যমানাশ্চ বাদয়ন্ত্যস্তু রাঘব। আমোদং পরমং জগ্মুর্বরাভরণভূষিতাঃ।। ১৩
অথ তাশ্চারু সর্বাঙ্গ্যো রূপেণাপ্রতিমা ভুবি। উদ্যানভূমিমাগম্য তারা ইব ঘনান্তরে।। ১৪
তাঃ সর্বা গুণসম্পন্না রূপ-যৌবনসংযুতাঃ। দৃষ্ট্বা সর্বাত্মকো বায়ুরিদং বচনমব্রবীৎ।। ১৫
অহং বঃ কাময়ে সর্বা ভার্যা মম ভবিষ্যথ। মানুষস্ত্যজ্যতাং ভাবো দীর্ঘমায়ুরবাপ্স্যথ।। ১৬
চলং হি যৌবনং নিত্যং মানুষেষু বিশেষতঃ। অক্ষয়ং যৌবনং প্রাপ্তা অমর্যশ্চ ভবিষ্যথ।। ১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বায়োরক্লিষ্টকর্মণঃ। অপহাস্য ততো বাক্যং কন্যাশতমথাব্রবীৎ।। ১৮
অন্তশ্চরসি ভূতানাং সর্বেষাং সুরসত্তম। প্রভাবজ্ঞাশ্চ তে সর্বাঃ কিমর্থমবমন্যসে।। ১৯
কুশনাভসুতা দেব সমস্তাঃ সুরসত্তম। স্থানাচ্চ্যাবয়িতুং দেবং রক্ষামস্তু তপো বয়ম্।। ২০
মা ভূৎ স কালো দুর্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্। অবমন্য স্বধর্মেণ স্বয়ং বরমুপাস্মহে।। ২১
পিতা হি প্রভুরস্মাকং দৈবতং পরমঞ্চ সঃ। যস্য নো দাস্যতি পিতা স নো ভর্তা ভবিষ্যতি।। ২২

নির্মাণ করলেন কৌশাম্বীপুরী, ধর্মপ্রাণ কুশনাভ করলেন মহোদয় নামক নগর।। ৬ ।। মহামতি অসূর্তরজাঃ স্থাপন করলেন ধর্মারণ্য এবং বসু প্রতিষ্ঠা করলেন গিরিব্রজ নামক শ্রেষ্ঠ নগর।। ৭ ।। মহাত্মা বসুর এই নগরীটি বসুমতী নামে পরিচিত। এর চারপাশে সুন্দর পাঁচটি পর্বত বিরাজিত ছিলো।। ৮ ।। মগধদেশে বিখ্যাত সুমাগধী নাম্নী সুন্দর নদী এই প্রধান পাঁচটি পর্বতের মধ্যে মালার মতো হয়ে প্রবাহিত ছিলো।। ৯ ।। বৎস রাম, মহাপ্রাণ বসুর রাজ্যের পূর্বদিক দিয়ে ঐ মাগধীনদী বয়ে চলেছিলো। ফলে রাজ্যটি হলো উর্বর। ও শস্যপূর্ণ।। ১০ ।।রাজা হয়েও ঋষির মতো জীবনযাপন করতেন কুশনাভ। ধর্মপ্রাণ এই রাজর্ষি ঘৃতাচীর গর্ভে অত্যন্ত সুন্দরী একশত কন্যার জন্মদান করেন।। ১১ ।। যৌবনবতী, রূপবতী ঐ কন্যাকাগণ অলঙ্কারে শোভিতা হয়ে একদিন উদ্যানে বেড়াতে এলেন। বর্ষাকালের বিদ্যুতের মতো তাঁদের দেখাচ্ছিলো (*প্রাবৃট—বর্ষাকাল, শতহ্রদ—বিদ্যুৎ*) ।। ১২ ।। সুন্দর অলঙ্কারে সজ্জিতা তারা। সেখানে নৃত্য, গীত এবং বাদ্যের দ্বারা পরম আনন্দে মেতে ছিলো।। ১৩ ।।তারা ছিলো সর্বাঙ্গসুন্দরী। রূপে তারা জগতে অতুলনীয়। উদ্যানে তারা যখন এলো, মনে হচ্ছিলো মেঘের আড়ালে শোভা পাচ্ছে তারারাজি (*ঘন—মেঘ*)।। ১৪ ।। সকল গুণে গুণবতী, রূপযৌবনবতী তাদেরকে দেখে সর্বত্র গতিসম্পন্ন বায়ু তাদের বললেন—।। ১৫ ।। আমি তোমাদের সকলকে পেতে চাই। তোমরা আমার পত্নী হয়ে যাও। মানুষের ভাব তোমরা ত্যাগ করো। দীর্ঘ আয়ু তোমরা লাভ করবে।। ১৬ ।। বিশেষতঃ মানুষের যৌবন নিত্যচঞ্চল। অক্ষয়যৌবন পেয়ে তোমরা দেবীত্ব লাভ করবে।। ১৭ ।। কর্মনিপুণ বায়ুর এই কথা শুনে শতকন্যা উপহাসের সঙ্গে বললো—।। ১৮ ।। হে দেবপ্রধান, আপনি সকল প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করেন। আপনার প্রভাব আমরা সবাই জানি। আপনি আমাদের অপমান করছেন কেন?।। ১৯ ।। হে দেবমুখ্য, আমরা রাজা কুশনাভের কন্যা। আমরা আপনাকে স্থানচ্যুত করতে পারি। কিন্তু, আমরা এখন তপস্যা করছি।। ২০ ।। হে দুষ্টচিত্ত, সত্যবাদী পিতাকে অবজ্ঞা করে আমরা নিজেরাই পতিগ্রহণ করে স্বয়ম্বরা হবো, এমনসময় আমাদের যেন না আসে।। ২১ ।। পিতাই আমাদের প্রভু। পরমদেবতা। পিতা যাঁকে দেবেন, তিনিই হবেন আমাদের পতি।। ২২ ।। তাঁদের এই বাক্য

তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা হরিঃ পরমকোপনঃ। প্রবিশ্য সর্বগাত্রাণি বভঞ্জ ভগবান্ প্রভুঃ।। ২৩
অরত্নিমাত্রাকৃতয়ো ভগ্নগাত্রা ভয়ার্দিতাঃ। তাঃ কন্যা বায়ুনা ভগ্না বিবিশুর্নৃপতের্গৃহম্।
প্রবিশ্য চ সুসম্ভ্রান্তাঃ সলজ্জাঃ সাশ্রুলোচনাঃ।। ২৪
স চ তা দয়িতা ভগ্নাঃ কন্যাঃ পরমশোভনাঃ। দৃষ্ট্বা দীনাস্তদা রাজা সম্ভ্রান্ত ইদমব্রবীৎ।। ২৫
কিমিদং কথ্যতাং পুত্র্যঃ কো ধর্মমবমন্যতে। কুব্জাঃ কেন কৃতাঃ সর্বাশ্চেষ্টন্ত্যো নাভিভাষথ।
এবং রাজা বিনিঃশ্বস্য সমাধিং সন্দধে ততঃ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।

শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শক্তিসম্পন্ন ঐশ্বর্যশালী বায়ু তাঁদের শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন করে দিলেন (*হরি—বায়ু, হরি শব্দের বহু অর্থ হয়*) ।। ২৩ ।। বায়ুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় তাঁদের আকার হলো খর্ব। অরত্নি-পরিমাণ। হাত-পা সব ভেঙ্গে গেছে। ভীত বিপর্যস্ত হয়ে তাঁরা রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করেই উদ্বেগে ও লজ্জায় তাঁরা নয়ন দিয়ে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন।। ২৪ ।। পরমা সুন্দরী, প্রিয় কন্যাদের এই দৈন্যদশা দেখে রাজা উদ্‌বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—।। ২৫ ।। পুত্রীগণ, এ কি? বলো তো কে ধর্মের অপমান করেছে? কে তোমাদের সবাইকে কুঁজো করে দিয়েছে? চেষ্টা করেও তোমরা বলতে পারছো না কেন? এইভাবে না জানতে পেরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রাজা বৃত্তান্ত সব জানবার জন্য সমাধি অবলম্বন করলেন।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ (৩২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

রাজ্ঞা কুশনাভেন স্ব-তনয়ানাং ক্ষমায়াঃ প্রশংসনম্, মহামতি-ব্রহ্মদত্তেন সহ তাসাং বিবাহদানঞ্চ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কুশনাভস্য ধীমতঃ। শিরোভিশ্চরণৌ স্পৃষ্ট্বা কন্যাশতমভাষত।। ১
বায়ুঃ সর্বাত্মকো রাজন্ প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছতি। অশুভং মার্গমাস্থায় ন ধর্মং প্রত্যবেক্ষতে।। ২
পিতৃমত্যঃ স্ম ভদ্রং তে স্বচ্ছন্দে ন বয়ং স্থিতাঃ। পিতরং নো বৃণীষ্ব ত্বং যদি নো দাস্যতে তব।। ৩
তেন পাপানুবন্ধেন বচনং ন প্রতীচ্ছতা। এবং ব্রুবন্ত্যঃ সর্বাঃ স্ম বায়ুনাভিহতা ভৃশম্।। ৪
তাসাং তু বচনং শ্রুত্বা রাজা পরমধার্মিকঃ। প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ কন্যা শতমনুত্তমম্।। ৫
ক্ষান্তং ক্ষমাবতাং পুত্র্যঃ কর্তব্যং সুমহৎ কৃতম্। ঐকমত্যমুপাগম্য কুলং চাবেক্ষিতং মম।। ৬

ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) সর্গ

রাজা কুশনাভের দ্বারা নিজের কন্যাদের ক্ষমাগুণের প্রশংসা। মহামতি ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে তাদের বিবাহদান।

প্রজ্ঞাবান কুশানাভের বচন শুনে শতকন্যা মস্তকের দ্বারা তাঁর চরণস্পর্শ করে বললেন—।। ১ ।। রাজন্, সর্বত্র গতিশীল বায়ু অন্যায়পথ অবলম্বন করে আমাদের ধর্ষণ করতে ইচ্ছা করেছিলো। ধর্মের দিকে চেয়ে দেখলো না।। ২ ।। আমরা তাকে বলেছিলাম, আমাদের বাবা রয়েছেন। আপনার কল্যাণ হোক। আমরা স্বাধীনভাবে নেই। আমাদের বাবাকে আপনি অনুরোধ করুন। তিনি আমাদের দান করবেন।। ৩ ।। সে পাপবশতঃ আমাদের কথা শুনলো না। এই কথা বলার পর বায়ু আমাদের সবাইকে দেহে আঘাত করেছে।। ৪ ।। পরম ধার্মিক মহাতেজস্বী রাজা তাদের সেই কথা শুনে এই অতুলনীয় চরিত্রের শতকন্যাকে বললেন—।। ৫ ।। কন্যকাগণ, শোনো, ক্ষমা করার সামর্থ যাদের আছে, অপরাধীকে ক্ষমা করা তাদের কর্তব্য। তোমরা সবাই যে একমত হয়ে ক্ষমা করেছো, তাতে আমাদের বংশমর্যাদা রক্ষিত হয়েছে।। ৬ ।। নারীই হোক বা পুরুষই

অলঙ্কারো হি নারীণাং ক্ষমা তু পুরুষস্য বা। দুষ্করং তচ্চ বৈ ক্ষান্তং ত্রিদশেষু বিশেষতঃ।। ৭
যাদৃশী বঃ ক্ষমা পুত্র্যঃ সর্বাসামবিশেষতঃ। ক্ষমা দানং ক্ষমা সত্যং ক্ষমা যজ্ঞাশ্চ পুত্রিকাঃ।। ৮
ক্ষমা যশঃ ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমায়াং বিষ্ঠিতং জগৎ। বিসৃজ্য কন্যাঃ কাকুৎস্থ রাজা ত্রিদশবিক্রমঃ।। ৯
মন্ত্রজ্ঞো মন্ত্রয়ামাস প্রদানং সহ মন্ত্রিভিঃ। দেশে কালে চ কর্তব্যং সদৃশে প্রতিপাদনম্।। ১০
এতস্মিন্নেব কালে তু চূলী নাম মহাদ্যুতিঃ। ঊর্ধ্বরেতাঃ শুভাচারো ব্রাহ্মং তপ উপাগমৎ।। ১১
তপসন্তমৃষিং তত্র গন্ধর্বী পর্যুপাসতে। সোমদা নাম ভদ্রং তে ঊর্মিলাতনয়া তদা।। ১২
সা চ তং প্রণতা ভূত্বা শুশ্রূষণপরায়ণা। উবাস কালে ধর্মিষ্ঠা তস্যাস্তুষ্টোঽভবদ্ গুরুঃ।। ১৩
স চ তাং কালযোগেন প্রোবাচ রঘুনন্দন। পরিতুষ্টোঽস্মি ভদ্রং তে কিং করোমি তব প্রিয়ম্।। ১৪
পরিতুষ্টং মুনিং জ্ঞাত্বা গন্ধর্বী মধুরস্বরম্। উবাচ পরমপ্রীতা বাক্যজ্ঞা বাক্যকোবিদম্।। ১৫
লক্ষ্যা সমুদিতো ব্রাহ্ম্যা ব্রহ্মভূতো মহাতপাঃ। ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তং পুত্রমিচ্ছামি ধার্মিকম্।। ১৬
অপতিশ্চাস্মি ভদ্রং তে ভার্যা চাস্মি ন কস্যচিৎ। ব্রাহ্মেণোপগতায়াশ্চ দাতুমর্হসি মে সুতম্।। ১৭
তস্যাঃ প্রসন্নো ব্রহ্মর্ষির্দদৌ ব্রাহ্মমনুত্তমম্। ব্রহ্মদত্ত ইতি খ্যাতং মানসং চূলিনঃ সুতম্।। ১৮
স রাজা ব্রহ্মদত্তস্তু পুরীমধ্যবসত্তদা। কাম্পিল্যাং পরয়া লক্ষ্ম্যা দেবরাজো যথা দিবম্।। ১৯
স বুদ্ধিং কৃতবান্ রাজা কুশনাভঃ সুধার্মিকঃ। ব্রহ্মদত্তায় কাকুৎস্থ দাতুং কন্যাশতং তদা।। ২০
তমাহূয় মহাতেজা ব্রহ্মদত্তং মহীপতিঃ। দদৌ কন্যাশতং রাজা সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা।। ২১
যথাক্রমং তদা পাণিং জগ্রাহ রঘুনন্দন। ব্রহ্মদত্তো মহীপালস্তাসাং দেবপতির্যথা।। ২২

হোক, উভয়েরই অলঙ্কার হলো ক্ষমা। তোমরা যেভাবে ক্ষমা দেখিয়েছো, দেবতারাও তা করতে পারেন না।।৭ ।। স্নেহের পুত্রীগণ, তোমাদের সবারই যেরকম ক্ষমাগুণ, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ক্ষমাতেই যশোলাভ হয়। ক্ষমাই ধর্ম। ক্ষমাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। এই বলে হে কাকুৎস্থ, দেবপরাক্রমী রাজা কন্যাদের বিদায় দিলেন।। ৮-৯ ।। মন্ত্রজ্ঞ রাজা তারপর কন্যাদের বিবাহ বিষয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। দেশ-কাল বিবেচনা করে যোগ্যপাত্রে কন্যাদের সমর্পণ মানুষের বিশেষ কর্তব্য।। ১০ ।। এইসময়ে চূলী নামক অত্যন্ত দীপ্তিমান সদাচারী এক ব্রহ্মচারী ব্রহ্মবিষয়ক তপস্যা করছিলেন।। ১১ ।। ঊর্মিলা নামক এক গন্ধর্বীর কন্যা ছিল সোমদা। তপস্যারত ঋষিকে সে সর্বতোভাবে সেবা করছিলো।। ১২ ।। ধর্মনিষ্ঠা সোমদা তাঁর কাছে প্রণত হয়ে তাঁকে শুশ্রূষা করে বহু দিন কাটিয়েছিলো। কালে গুরু চূলী তার প্রতি তুষ্ট হলেন।। ১৩ ।। হে রঘুনন্দন, কালক্রমে সেই তপস্বী সোমদাকে বললেন, তোমার সেবায় আমি অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করেছি। তোমার কল্যাণ হোক। তোমার ভালো লাগে এমন কি কাজ আমি করবো? বলো।। ১৪ ।। মুনিকে সন্তুষ্ট জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বাক্যার্থবোধে বিদুষী সেই গন্ধর্বী মধুরকণ্ঠে বাগ্ব্যবহারে-সুনিপুণ মুনিকে বললেন—।। ১৫ ।। আপনি মহাতপস্বী। ব্রহ্মতেজে সমুজ্জ্বল। ব্রহ্মের তপস্যার দ্বারা আপনি ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে গেছেন। আপনার কাছ থেকে আমি একটি ধার্মিক পুত্র কামনা করি।। ১৬ ।। আমার পতি কেউ নেই। আমি কারো পত্নীও নই। ব্রাহ্মবিধিতে আপনি আমায় বিবাহ করে একটি মঙ্গলকর পুত্র দান করুন।। ১৭ ।। সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মর্ষি চূলী তাঁকে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন একটি উত্তম পুত্র দান করেন। সনকাদি যেমন ব্রহ্মার মানসপুত্র, তেমনি এই পুত্রও ঔরসজাত নয়। মানসপুত্র। ব্রহ্মদত্ত নামে সে পরিচিত হলো।। ১৮ ।। ব্রহ্মদত্ত পরে রাজা হয়ে কাম্পিল্য নগরীতে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের মতো পরম ঐশ্বর্যের সঙ্গে বসবাস করছিলেন।। ১৯ ।। হে কাকুৎস্থ, সুধার্মিক রাজা কুশনাভ তখন ব্রহ্মদত্তকে তাঁর শত কন্যাকে দান করার কথা চিন্তা করলেন।। ২০।। মহাতেজস্বী রাজা তখন ব্রহ্মদত্তকে আহ্বান করে অত্যন্ত প্রীতচিত্তে শতকন্যা দান করলেন।। ২১ ।। হে রঘু-বংশধর রামচন্দ্র, রাজা ব্রহ্মদত্তকে দেখে দেবরাজ ইন্দ্রের মতো মনে হতো। তিনি যথাক্রমে এক এক করে সেই কন্যাদের পাণিগ্রহণ করলেন।। ২২ ।। তিনি তাদের পাণিস্পর্শ করামাত্রই শত কন্যাই কুব্জভাব থেকে

স্পৃষ্টমাত্রে তদা পাণৌ বিকুব্জা বিগতজ্বরাঃ। যুক্তং পরময়া লক্ষ্ম্যা বভৌ কন্যাশতং তদা।। ২৩
স দৃষ্ট্বা বায়ুনা মুক্তাঃ কুশনাভো মহীপতিঃ। বভূব পরমপ্রীতো হর্ষং লেভে পুনঃ পুনঃ।। ২৪
কৃতোদ্বাহং তু রাজানং ব্রহ্মদত্তং মহীপতিম্। সদারং প্রেষয়ামাস সোপাধ্যায়গণং তদা।। ২৫
সোমদাপি সুতং দৃষ্ট্বা পুত্রস্য সদৃশীং ক্রিয়াম্। যথান্যায়ঞ্চ গন্ধর্বী স্নুষাস্তাঃ প্রত্যনন্দত।
স্পৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ তাঃ কন্যাঃ কুশনাভং প্রপস্য চ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

মুক্ত হলো। হলো দুশ্চিন্তামুক্ত। পরম সৌন্দর্যে তারা ভূষিত হলো। রাজা কুশনাভ কন্যাদের বায়ুর পীড়ন থেকে মুক্ত দেখে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করে বার বার আনন্দপ্রকাশ করতে লাগলেন।। ২৩-২৪ ।। বিবাহের পর ভূপতি রাজা ব্রহ্মদত্তকে তিনি পত্নী এবং উপাধ্যায়গণসহ কাম্পিল্যনগরে প্রেরণ করলেন।। ২৫ ।। ব্রহ্মদত্তের মাতা গন্ধর্বী সোমদাও পুত্রের যোগ্য বিবাহ দেখে তথা পুত্রবধূদের যথানিয়মে অভিনন্দিত করলেন। কুশনাভের প্রশংসা করে তিনি কন্যাগণকে বার বার স্পর্শ করে আদর করতে লাগলেন।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

পরমধার্মিকস্য গাধেরুৎপত্তিঃ, বিশ্বামিত্রেণ কৌশিক্যাঃ প্রশংসনম্, মধ্যরাত্রস্য বর্ণনঞ্চ।

কৃতোদ্বাহে গতে তস্মিন্ ব্রহ্মদত্তে চ রাঘব। অপুত্রঃ পুত্রলাভায় পৌত্রীমিষ্টিমকল্পয়ৎ।। ১
ইষ্ট্যাং তু বর্তমানায়াং কুশনাভং মহীপতিম্। উবাচ পরমোদারঃ কুশো ব্রহ্মসুতস্তদা।। ২
পুত্রস্তে সদৃশঃ পুত্র ভবিষ্যতি সুধার্মিকঃ। গাধিং প্রাপ্স্যসি তেন ত্বং কীর্তিং লোকে চ শাশ্বতীম্।। ৩
এবমুক্ত্বা কুশো রাম কুশনাভং মহীপতিম্। জগামাকাশমাবিশ্য ব্রহ্মলোকং সনাতনম্।। ৪
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কুশনাভস্য ধীমতঃ। জজ্ঞে পরমধর্মিষ্ঠো গাধিরিত্যেব নামতঃ।। ৫
স পিতা মম কাকুৎস্থ গাধিঃ পরমধার্মিকঃ। কুশবংশপ্রসূতোঽস্মি কৌশিকো রঘুনন্দন।। ৬
পূর্বজা ভগিনী চাপি মম রাঘব সুব্রতা। নাম্না সত্যবতী নাম ঋচীকে প্রতিপাদিতা।। ৭
সশরীরা গতা স্বর্গং ভর্তারমনুবর্তিনী। কৌশিকী পরমোদারা প্রবৃত্তা চ মহানদী।। ৮

চতুস্ত্রিংশ (৩৪) সর্গ

পরম ধর্মনিষ্ঠ গাধির উৎপত্তি। নিজের জ্যেষ্ঠা ভগিনী কৌশিকীর বিশ্বামিত্রের দ্বারা প্রশংসা। মধ্যরাত্রের বর্ণনা।

হে রাঘব, ব্রহ্মদত্ত বিবাহান্তে চলে গেলেন। তখন অপুত্রক রাজা কুশনাভ পুত্রপ্রাপ্তির জন্য পুত্রেষ্টিযজ্ঞের ব্যবস্থা করলেন *(ইষ্টি—ইচ্ছাপূরণের জন্য বৈদিক যজ্ঞ)* ।। ১ ।। পুত্রেষ্টিযজ্ঞ চলছে। এমন সময় পরম উদার-স্বভাব ব্রহ্মপুত্র কুশ এসে নিজপুত্র কুশনাভকে বললেন—।। ২ ।। বৎস, তোমারি মতো, অত্যন্ত ধার্মিক একটি পুত্র তুমি লাভ করবে। তার নাম হবে গাধি। তার দ্বারা জগতে তুমি চিরন্তনী কীর্তিলাভ করবে।।৩।। রাম, রাজা কুশনাভকে এই কথা বলে কুশ আকাশপথে সনাতন ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।। ৪ ।। কিছুকাল পরে প্রজ্ঞাবান কুশনাভের পরম ধার্মিক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলো। গাধি তার নাম।। ৫ ।। রাম, পরম ধার্মিক গাধি হলেন আমার পিতা। কুশের বংশে জন্মেছি বলে আমি কৌশিক নামে পরিচিত।।৬ ।। হে রাঘব, আমার এক শোভনব্রতপরায়ণা দিদি ছিলেন। নাম সত্যবতী। ঋচীকের সঙ্গে তাঁকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।। ৭ ।। উদার-হৃদয়া আমার দিদি পতির অনুগামিনী হয়ে সশরীরে স্বর্গে গেছেন। তারপর কৌশিকীনদীতে তিনি পরিণতা হন।।৮ ।। হিমালয় পর্বতকে আশ্রয় করে আমার ভগিনী ঐ পুণ্যতোয়া নদীরূপে জগতের কল্যাণের

দিব্যা পুষ্পোদকা রম্যা হিমবন্তমুপাশ্রিতা। লোকস্য হিতকার্যার্থং প্রবৃত্তা ভগিনী মম।। ৯
ততোঽহং হিমবৎপার্শ্বে বসামি নিয়তঃ সুখম্। ভগিন্যাং স্নেহসংযুক্তঃ কৌশিক্যাং রঘুনন্দন।। ১০
সা তু সত্যবতী পুণ্যা সত্যে ধর্মে প্রতিষ্ঠিতা। পতিব্রতা মহাভাগা কৌশিকী সরিতাং বরা।। ১১
অহং হি নিয়মাদ্ রাম হিত্বা তাং সমুপাগতঃ। সিদ্ধাশ্রমমনুপ্রাপ্য সিদ্ধোঽস্মি তব তেজসা।। ১২
এষা রাম মমোৎপত্তিঃ স্বস্য বংশস্য কীর্তিতা। দেশস্য হি মহাবাহো যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।। ১৩
গতোঽর্ধরাত্রঃ কাকুৎস্থ কথাঃ কথয়তো মম। নিদ্রামভ্যেহি ভদ্রংতে মা ভূদ্ বিঘ্নোঽধ্বনীহ নঃ।। ১৪
নিষ্পন্দাস্তরবঃ সর্বে নিলীনা মৃগ-পক্ষিণঃ। নৈশেন তমসা ব্যাপ্তা দিশশ্চ রঘুনন্দন।। ১৫
শনৈর্বিসৃজ্যতে সন্ধ্যা নভো নেত্রৈরিবাবৃতম্। নক্ষত্র-তারাগহনং জ্যোতির্ভিরবভাসতে।। ১৬
উত্তিষ্ঠতে চ শীতাংশুঃ শশী লোকতমোনুদঃ। হ্লাদয়ন্ প্রাণিনাং লোকে মনাংসি প্রভয়া স্বয়া।। ১৭
নৈশানি সর্বভূতানি প্রচরন্তি ততস্ততঃ। যক্ষ-রাক্ষসসঙ্ঘাশ্চ রৌদ্রাশ্চ পিশিতাশনাঃ।। ১৮
এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিররাম মহামুনিঃ। সাধু সাধ্বিতি তে সর্বে মুনয়ো হ্যভ্যপূজয়ন্।। ১৯
কুশিকানাময়ং বংশো মহান্ ধর্মপরঃ সদা। ব্রহ্মোপমা মহাত্মানঃ কুশবংশ্যা নরোত্তমাঃ।। ২০
বিশেষেণ ভবানেব বিশ্বামিত্র মহাযশঃ। কৌশিকী সরিতাং শ্রেষ্ঠা কুলোদ্দ্যোতকরী তব।। ২১
মুদিতৈর্মুনিশার্দূলৈঃ প্রশস্তঃ কুশিকাত্মজঃ। নিদ্রামুপাগমচ্ছ্রীমানস্তং গত ইবাংশুমান্।। ২২
রামোঽপি সহসৌমিত্রিঃ কিঞ্চিদাগতবিস্ময়ঃ। প্রশস্য মুনিশার্দূলং নিদ্রাং সমুপসেবতে।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

জন্য বয়ে চলেছে। তার জলে ভেসে চলে পুষ্পরাজি।। ৯ ।। তার জন্যে দিদি কৌশিকীর প্রতি স্নেহবশতঃ আমি হিমালয়ের পাশে সংযত হয়ে সুখে বাস করে থাকি।। ১০ ।। পতিব্রতা আমার সেই দিদি সত্যবতী। পুণ্যশীলা। সত্য এবং ধর্মপরায়ণা। তাই নদীশ্রেষ্ঠা কৌশিকীরূপে প্রবাহিতা।। ১১ ।। রাম, তপস্যার জন্য তাঁকে ছেড়ে সিদ্ধাশ্রমে এসেছিলাম। সেখানে তোমার তপোজ্যোতিতে আমি সিদ্ধিলাভ করলাম।। ১২ ।। রাম, ঐ হলো আমার উৎপত্তির ইতিহাস। হে বীর, তুমি আমায় জিজ্ঞেস করেছিলে বলে আমার দেশ এবং বংশের কথা তোমাকে বললাম।। ১৩ ।। হে কাকুৎস্থ, আমার কথা বলতে বলতে অর্ধেক রাত্রি কেটে গেলো। নিদ্রার মাধ্যমেই তোমার মঙ্গল হোক। আমাদের পথে যেন কোনো বিপদ না হয়।। ১৪ ।। রাত এখন গভীর। তরুরাজি নিস্পন্দ। পশুপাখীও সব নিদ্রায় মগ্ন। রাতের আঁধারে সব দিক আচ্ছন্ন।। ১৫ ।। সন্ধ্যা ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। আকাশ যেন নয়নের দ্বারা সমন্বিত। নক্ষত্র এবং তারকারা যেন আলোয় আকাশকে উদ্‌ভাসিত করছে।। ১৬ ।। শীতল-কিরণ চন্দ্র জগতের অন্ধকার বিদূরিত করে নিজের কিরণে জগতে প্রাণীদের আহ্লাদিত করছে।। ১৭ ।। যক্ষ এবং সকল নিশাচর প্রাণী এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাঁচা-মাংসভোজী রাক্ষসেরা বেরিয়ে এসেছে।। ১৮ ।। তপস্তেজঃসম্পন্ন মহর্ষি বিশ্বামিত্র এইরকম বলে বিরত হলেন। মুনিগণ তখন "সাধু", "সাধু" বলে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন।। ১৯ ।। তাঁরা বললেন, কুশিকদের এই বংশ সর্বদাই অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। মহান। কুশবংশীয় সজ্জনেরা শ্রেষ্ঠ মানব। মহাত্মা। এবং ব্রহ্মতুল্য।। ২০ ।। বিশেষতঃ মহাযশস্বী বিশ্বামিত্র, আপনার তো কথাই নেই। নদীশ্রেষ্ঠা কৌশিকীরূপে আপনার দিদিও বংশের মর্যাদা রক্ষা করেছেন।। ২১ ।। কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্র এইভাবে আনন্দিত শ্রেষ্ঠ মুনিদের দ্বারা প্রশংসিত হলেন। তারপর নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। কিরণমালী সূর্য যেন অস্ত যাচ্ছেন।। ২২ ।। লক্ষ্মণের সঙ্গে রামও এই রমণীয় কথায় কিছুটা বিস্মিত হয়ে মহর্ষির প্রশংসা করে নিদ্রামগ্ন হলেন।। ২৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের চতুস্ত্রিংশ (৩৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

গঙ্গোমায়োরুৎপত্তিবর্ণনম্।

উপাস্য রাত্রিশেষং তু শোণাকূলে মহর্ষিভিঃ। নিশায়াং সুপ্রভাতায়াং বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত।। ১
সুপ্রভাতা নিশা রাম পূর্বা সন্ধ্যা প্রবর্ততে। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে গমনায়াভিরোচয়।। ২
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৃতপূর্বাহ্নিকক্রিয়ঃ। গমনং রোচয়ামাস বাক্যঞ্চেদমুবাচ হ।। ৩
অয়ং শোণঃ শুভজলোঽগাধঃ পুলিনমণ্ডিতঃ। কতরেণ পথা ব্রহ্মন্ সন্তরিষ্যামহে বয়ম্।। ৪
এবমুক্তস্তু রামেণ বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্। এষ পন্থা ময়োদ্দিষ্টো যেন যান্তি মহর্ষয়ঃ।। ৫
তে গত্বা দূরমধ্বানং গতেঽর্ধদিবসে তদা। জাহ্নবীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং দদৃশুর্মুনিসেবিতাম্।। ৬
তাং দৃষ্ট্বা পুণ্যসলিলাং হংস-সারসসেবিতাম্। বভূবুর্মুনয়ঃ সর্বে মুদিতাঃ সহরাঘবাঃ।। ৭
তস্যাস্তীরে তদা সর্বে চক্রুর্বাসপরিগ্রহম্।। ততঃ স্নাত্বা যথান্যায়ং সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।। ৮
হুত্বা চৈবাগ্নিহোত্রাণি প্রাশ্য চামৃতবদ্ধবিঃ। বিবিশুর্জাহ্নবীতীরে শুভাঃ মুদিতমানসাঃ।। ৯
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং পরিবার্য সমন্ততঃ। বিষ্ঠিতাশ্চ যথান্যায়ং রাঘবৌ চ যথার্হত।। ১০
সম্প্রহৃষ্টমনা রামো বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ। ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্।
ত্রৈলোক্যং কথমাক্রম্য গতা নদ-নদীপতিম্।। ১১
চোদিতো রামবাক্যেন বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। বৃদ্ধিং জন্ম চ গঙ্গায়া বক্তুমেবোপচক্রমে।। ১২
শৈলেন্দ্রো হিমবান্ রাম ধাতূনামাকরো মহান্। তস্য কন্যাদ্বয়ং রাম রূপেণাপ্রতিমং ভুবি।। ১৩

পঞ্চত্রিংশ (৩৫) সর্গ

মাতা গঙ্গা এবং উমাদেবীর উৎপত্তি।

মহামুনি বিশ্বামিত্র শোণনদের তটে মহর্ষিগণের সঙ্গে অবশিষ্ট রাত্রি কাটিয়ে দিলেন। রাতের আঁধার কেটে গিয়ে এলো সুন্দর প্রভাতকাল। বিশ্বামিত্র তখন রামকে বললেন—।। ১ ।। বৎস রাম, রাত্রি চলে গেছে। এসেছে সুন্দর প্রভাত। এখন প্রাতঃসন্ধ্যার সময় হয়েছে। ওঠো, ওঠো, তোমার কল্যাণ হোক। এখন যাবার জন্য আয়োজন করো।। ২ ।। তাঁর কথা শুনে রাম প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করলেন। যাত্রা শুরু করলেন। যেতে যেতে বললেন—।।৩ ।। দেব, এই শোণনদের জলরাশি দেখছি বেশ স্বচ্ছ। এই নদ অত্যন্ত গভীর। দু'দিকে সুন্দর তটরেখা রয়েছে। কোন্ পথে আমরা একে অতিক্রম করবো?।।৪ ।। রামের এই কথার পর বিশ্বামিত্র বললেন, মহর্ষিরা যে পথে যান, সেই পথই আমি স্থির করেছি।।৫ ।। তাঁরা অনেকদূর গিয়ে মধ্যাহ্নে মুনিগণ - সেবিতা নদীশ্রেষ্ঠা জাহ্নবীকে দেখলেন।।৬ ।। হংস এবং সারসের দ্বারা শোভিতা সেই পুণ্যজলা গঙ্গাকে দেখে মুনিরা রামচন্দ্রের সঙ্গে আনন্দিত হলেন।। ৭ ।। গঙ্গার তীরে তাঁরা সকলে অবস্থান করলেন। তারপর স্নান সমাপন করে তাঁরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে পিতৃগণ এবং দেববৃন্দের উদ্দেশে তর্পণ করলেন।।৮ ।। অগ্নিতে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ সমাপনান্তে তাঁরা অমৃততুল্য যজ্ঞীয় ঘৃত পান করলেন। তারপর আনন্দিতচিত্তে কল্যাণমূর্তি তাঁরা গঙ্গাতীরে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করলেন।। ৯ ।। ঋষিরা সেখানে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে চারদিকে ঘিরে উপবেশন করলেন। রামলক্ষ্মণও যথোচিত স্থানগ্রহণ করলেন।। ১০ ।। অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে রাম তখন বিশ্বামিত্রকে বললেন, ভগবন্, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই ত্রিলোকে প্রবাহিত হয়ে ত্রিপথগা গঙ্গা কিভাবে নদ -নদীর পতি সমুদ্রে গিয়ে পতিত হলো—এই কাহিনী আমি শুনতে চাইছি।। ১১ ।। রাম এই কথা বলায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র গঙ্গার জন্ম এবং বৃদ্ধি বিষয়ে বলতে আরম্ভ করলেন।। ১২ ।। শোনো রাম, সকল ধাতুর আকর পর্বতরাজ হিমবান। তাঁর দু'টি কন্যা জগতে রূপে অতুলনীয়া।। ১৩ ।। হিমবানের পত্নী হলেন সুন্দরী,

যা মেরুদুহিতা রাম তয়োর্মাতা সুমধ্যমা। নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া।। ১৪
তস্যাং গঙ্গেয়মভবজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা। উমা নাম দ্বিতীয়াভূৎ কন্যা তস্যৈব রাঘব।। ১৫
অথ জ্যেষ্ঠাং সুরাঃ সর্বে দেবকার্যচিকীর্ষয়া। শৈলেন্দ্রং বরয়ামাসুর্গঙ্গাং ত্রিপথগাং নদীম্।। ১৬
দদৌ ধর্মেণ হিমবাংস্তনয়াং লোকপাবনীম্। স্বচ্ছন্দপথগাং গঙ্গাং ত্রৈলোক্যহিতকাম্যয়া।। ১৭
প্রতিগৃহ্য ত্রিলোকার্থং ত্রিলোকহিতকাঙ্ক্ষিণঃ। গঙ্গামাদায় তেঽগচ্ছন্ কৃতার্থেনান্তরাত্মনা।। ১৮
যা চান্যা শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্ রঘুনন্দন। উগ্রং সুব্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা।। ১৯
উগ্রেণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলবরঃ সুতাম্। রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উমাং লোকনমস্কৃতাম্।। ২০
এতে তে শৈলরাজস্য সুতে লোকনমস্কৃতে। গঙ্গা চ সরিতঃ শ্রেষ্ঠা উমাদেবী চ রাঘব।। ২১
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যথা ত্রিপথগামিনী। খং গতা প্রথমং তাত গতিং গতিমতাং বর।। ২২
সৈষা সুরনদী রম্যা শৈলেন্দ্রতনয়া তদা। সুরলোকং সমারূঢা বিপাপা জলবাহিনী।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

মনোজ্ঞা মেনা। তিনি সুমেরুপর্বতের কন্যা। আর তিনিই হলেন কন্যাদু'টির জননী।। ১৪ ।। হিমবানের জ্যেষ্ঠা কন্যা এই গঙ্গা। আর, রাম, তাঁর দ্বিতীয় তথা কনিষ্ঠাকন্যা হলেন উমা।। ১৫ ।। এদিকে দেবগণ সকলে তাঁদের অভীষ্টকার্যের জন্য ত্রিপথগা জ্যেষ্ঠাকন্যা গঙ্গাকে শৈলরাজের জন্য প্রার্থনা করলেন।। ১৬ ।। ত্রিভুবনপাবনী স্বচ্ছন্দগামিনী গঙ্গাকে হিমালয় ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য দেবগণকে ধর্মানুসারে দান করলেন।। ১৭ ।। সেই ত্রৈলোক্যমঙ্গলকামী দেবগণ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—এই ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য গঙ্গাকে নিয়ে আন্তরিকভাবে কৃতার্থ হয়ে চলে গেলেন।। ১৮ ।। হে রঘুনন্দন, উমা নাম্নী অপর যে শৈলকন্যা ছিলেন, তিনি কঠোরব্রত অবলম্বন করে তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলেন।। ১৯ ।। শৈলাধিপতি কঠোর তপশচারিণী উমাকে অদ্বিতীয় লোকবন্দনীয় রুদ্রদেবকে সমর্পণ করলেন।। ২০ ।। রাম, তাহলে তুমি জানতে পারলে যে জগৎপূজ্যা নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা এবং দেবী উমা হলেন পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা।। ২১ ।। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—এই তিনটি পথেই প্রবাহিতা গঙ্গা যেভাবে প্রথমে স্বর্গে গিয়েছিলেন, তার সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, বৎস, তোমায় বললাম।। ২২ ।। সামনে যে দেখছো, এই সেই শৈলরাজকন্যাকা রমণীয়া দেবনদী, স্রোতস্বিনীরূপে পাপরাশি বিধৌত করে দেবলোকে আরোহণ করেছেন।। ২৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চত্রিংশ (৩৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

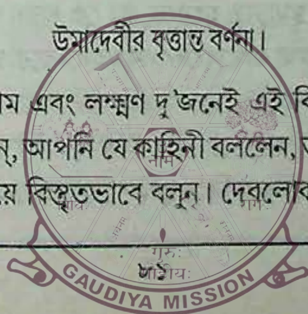
উমাদেব্যা বৃত্তান্তবর্ণনম্।

উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্নুভৌ রাঘব-লক্ষ্মণৌ। প্রতিনন্দ্য কথাং বীরাবূচতুর্মুনিপুঙ্গবম্।। ১
ধর্মযুক্তমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং ত্বয়া। দুহিতুঃ শৈলরাজস্য জ্যেষ্ঠায়া বক্তুমর্হসি।

ষট্‌ত্রিংশ (৩৬) সর্গ

উমাদেবীর বৃত্তান্ত বর্ণনা।

মহর্ষি এই কাহিনী বলার পর বীর রাম এবং লক্ষ্মণ দু'জনেই এই বিবরণকে অভিনন্দিত করে ঋষি-শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে বললেন—।। ১ ।। ব্রহ্মন্, আপনি যে কাহিনী বললেন, তা সত্যই পরম ধর্মযুক্ত। এবার আপনি পর্বতরাজের জ্যেষ্ঠাকন্যা গঙ্গার বিষয়ে বিস্তৃতভাবে বলুন। দেবলোক ও মনুষ্যলোক উভয়ের সঙ্গেই তাঁর



বিস্তরং বিস্তরজ্ঞোঽসি দিব্যমানুষসম্ভবম্।। ২
ত্রীন্ পথো হেতুনা কেন প্লাবয়েল্লোকপাবনী। কথং গঙ্গা ত্রিপথগা বিশ্রুতা সরিদুত্তমা।। ৩
ত্রিষু লোকেষু ধর্মজ্ঞ কর্মাভিঃ কৈঃ সমন্বিতা। তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ।। ৪
নিখিলেন কথাং সর্বামৃষিমধ্যে ন্যবেদয়ৎ। পুরা রাম কৃতোদ্বাহঃ শিতিকণ্ঠো মহাতপাঃ।। ৫
দৃষ্ট্বা চ ভগবান্ দেবীং মৈথুনায়োপচক্রমে। তস্য সংক্রীড়মানস্য মহাদেবস্য ধীমতঃ।
শিতিকণ্ঠস্য দেবস্য দিব্যং বর্ষশতং গতম্।। ৬
ন চাপি তনয়ো রাম তস্যামাসীৎ পরন্তপ। সর্বে দেবাঃ সমুদ্যুক্তাঃ পিতামহপুরোগমাঃ।। ৭
যদিহোৎপদ্যতে ভূতং কস্তৎ প্রতিসহিষ্যতি। অভিগম্য সুরাঃ সর্বে প্রণিপত্যেদমব্রুবন্।। ৮
দেবদেব মহাদেব লোকস্যাস্য হিতে রত। সুরাণাং প্রণিপাতেন প্রসাদং কর্তুমর্হসি।। ৯
ন লোকা ধারয়িষ্যন্তি তব তেজঃ সুরোত্তম। ব্রাহ্মেণ তপসা যুক্তো দেব্যা সহ তপশ্চর।। ১০
ত্রৈলোক্যহিতকামার্থং তেজস্তেজসি ধারয়। রক্ষ সর্বানিমাঁল্লোকান্নালোকং কর্তুমর্হসি।। ১১
দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকমহেশ্বরঃ। বাঢমিত্যব্রবীৎ সর্বান্ পুনশ্চেদমুবাচ হ।। ১২
ধারয়িষ্যাম্যহং তেজস্তেজসৈব সহোময়া। ত্রিদশাঃ পৃথিবী চৈব নির্বাণমধিগচ্ছতু।। ১৩
যদিদং ক্ষুভিতং স্থানান্মম তেজো হ্যনুত্তমম্। ধারয়িষ্যতি কস্তন্মে ব্রুবন্তু সুরসত্তমাঃ।। ১৪
এবমুক্তাস্ততো দেবাঃ প্রত্যূচুর্বৃষভধ্বজম্। যত্তেজঃ ক্ষুভিতং তেঽদ্য তদ্ধরা ধারয়িষ্যতি।। ১৫
এবমুক্তঃ সুরপতিঃ প্রমুমোচ মহাবলঃ। তেজসা পৃথিবী যেন ব্যাপ্তা সগিরি-কাননা।। ১৬
ততো দেবাঃ পুনরিদমূচুশ্চাপি হুতাশনম্। আবিশ ত্বং মহাতেজো রৌদ্রং বায়ুসমন্বিতঃ।। ১৭

সংযোগ রয়েছে। আপনিই তা বিশদভাবে জানেন।। ২ ।। ত্রিলোককে পবিত্র করেন এই গঙ্গা। তিনটি পথে তিনি কি কারণে প্রবাহিতা? এই নদীশ্রেষ্ঠা কেন ত্রিপথগা নামে খ্যাতা?।। ৩ ।। আপনি ধর্মজ্ঞ। বলুন, কোন্ কর্মসমূহের দ্বারা তাঁর এই রূপ? রামচন্দ্র এই কথা বলার পর তপস্যাই যাঁর ধন, সেই বিশ্বামিত্র ঋষিমণ্ডলীর মধ্যে সম্পূর্ণ-কাহিনী নিবেদন করলেন। রাম, শোনো, পুরাকালে মহাতপস্বী নীলকণ্ঠ মহাদেব বিবাহ করলেন।। ৪-৫ ।। দেবীকে দেখে ভগবান মহেশ্বর ইন্দ্রিয়মিলনের দ্বারা আনন্দ উপভোগ আরম্ভ করলেন। এইভাবে বিবাহ করতে করতে মহাদেবের দেবপরিমাণে শতবর্ষ গত হলো।।৬ ।। হে শত্রুতাপনকারী রাম, তাতেও দেবীর গর্ভে কোনো পুত্র এলো না। দেবতাসকল তখন পিতামহব্রহ্মাসহ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।। ৭ ।। যদি এইখানে শিবের বীর্যে কোনো সন্তান উৎপন্ন হয়, তাকে কে ধারণ করতে পারবে? এই চিন্তা করে দেবতারা সকলে তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করে বললেন—।।৮ ।। হে মহাদেব, আপনি দেবতাদেরো দেবতা। এই জগতের কল্যাণকর্মে আপনি সর্বদাই নিরত। দেবগণের প্রণামে আপনি প্রসন্ন হোন।। ৯ ।। হে দেবমুখ্য, জগতের কেউই আপনার তেজ ধারণ করতে পারবে না। তাই দেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে আপনি বৈদিকী তপস্যায় নিরত হোন।। ১০ ।। ত্রৈলোক্যের মঙ্গলের জন্য আপনার তেজ আপনিই ধারণ করুন। সকল জগৎকে আপনি রক্ষা করুন। সংসারকে আপনি ধ্বংস করবেন না।। ১১ ।। সর্বলোকের মহেশ্বর মহাদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণ করে বললেন, বেশ। তারপর দেবগণকে তিনি আবার বললেন—।। ১২ ।। হে দেবগণ, উমার সঙ্গে আমি আমার শক্তিতেই আমার তেজ ধারণ করবো। পৃথিবীর শান্তি হোক।। ১৩ ।। কিন্তু, এই যে আমার শ্রেষ্ঠ তেজ ক্ষুব্ধ হয়ে স্থানচ্যুত হয়েছে, তা কে ধারণ করবে, হে শ্রেষ্ঠ দেবগণ, তা আমায় বলুন।। ১৪ ।। দেবতাদের তিনি এই কথা বললে দেবগণ মহাদেবকে প্রত্যুত্তরে বললেন, আপনার যে তেজ ক্ষুব্ধ হয়েছে, তা এখন ধরিত্রীই ধারণ করবে।। ১৫ ।। এই কথা বলার পর মহাতেজস্বী দেবাদিদেব মহেশ্বর সেই তেজ মোচন করলেন। পর্বত এবং অরণ্যের সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীতে সেই তেজ পরিব্যাপ্ত হলো।। ১৬।। দেবতারা এবার অগ্নিকে বললেন, বায়ুকে সঙ্গে নিয়ে তুমি রুদ্রের মহাতেজে প্রবেশ করো।। ১৭ ।। অগ্নি তাতে

তদগ্নিনা পুনর্ব্যাপ্তং সঞ্জাতং শ্বেতপর্বতম্। দিব্যং শরবনঞ্চৈব পাবকাদিত্য-সন্নিভম্।। ১৮
যত্র জাতো মহাতেজাঃ কার্তিকেয়োঽগ্নিসম্ভবঃ। অথোমাঞ্চ শিবঞ্চৈব দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা।। ১৯
সমন্যুরশপৎ সর্বান্ ক্রোধসংরক্তলোচনা। যস্মান্নিবারিতা চাহং সঙ্গতা পুত্রকাম্যয়া।। ২০
অপত্যং স্বেষু দারেষু নোৎপাদয়িতুমর্হথ। অদ্য প্রভৃতি যুষ্মাকমপ্রজাঃ সন্তু পত্নয়ঃ।
পত্ন্যো ন জনয়িষ্যন্তি অদ্য প্রভৃতি চাত্মজান্।। ২১
এবমুক্ত্বা সুরান্ সর্বান্ শশাপ পৃথিবীমপি। অবনে নৈকরূপা ত্বং বহুভার্যা ভবিষ্যসি।। ২২
ন চ পুত্রকৃতাং প্রীতিং মৎক্রোধকলুষীকৃতা। প্রাপ্স্যসে ত্বং সুদুর্মেধে মম পুত্রমনিচ্ছতী।। ২৩
তান্ সর্বান্ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা সুরান্ সুরপতিস্তদা। গমনায়োপচক্রাম দিশং বরুণপালিতাম্।। ২৪
স গত্বা তপ আতিষ্ঠৎ পার্শ্বে তস্যোত্তরে গিরেঃ। হিমবৎপ্রভবে শৃঙ্গে সহ দেব্যা মহেশ্বরঃ।। ২৫
এষ তে বিস্তরো রাম শৈলপুত্র্যা নিবেদিতঃ। গঙ্গায়াঃ প্রভবং চৈব শৃণু মে সহলক্ষ্মণঃ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

প্রবেশ করার পর সেই তেজ শ্বেতপর্বত এবং শরবণে পরিণত হলো। অগ্নি এবং সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল হলো ঐ দু'টি।। ১৮ ।। ঐ শরবণে মহাতেজস্বী কার্ত্তিকেয় অগ্নি থেকে উৎপন্ন হলেন। তখন ঋষিদের নিয়ে দেবতারা উমা এবং শিবকে অর্চনা করলেন।। ১৯ ।। কিন্তু উমা তখন রেগে চোখ লাল করে দেবতাদের অভিশাপ দিলেন, পুত্রকামনায় আমি আমার পতি মহাদেবের সঙ্গে সঙ্গত হয়েছিলাম। তাতে তোমরা বাধা দিলে।। ২০ ।। তোমরা এখন থেকে নিজেদের পত্নীতে সন্তানের জন্ম দিতে পারবে না। তোমাদের পত্নীরা এখন থেকে নিঃসন্তান হবে।। ২১ ।। এই কথা বলে দেবতাদের সঙ্গে পৃথিবীকেও তিনি অভিশাপ দিলেন। ধরণি, তুমি বহুরূপিণী হবে। হবে বহুজনভোগ্যা।। ২২ ।। হে মন্দবুদ্ধি, যেহেতু তুমি আমার পুত্রজন্ম অনুমোদন করলে না, সেইজন্য তুমিও কখনো পুত্রলাভের আনন্দ উপভোগ করতে পারবে না। আমার ক্রোধে তুমি হবে কলুষিতা।। ২৩ ।। দেবগণকে এইভাবে বেদনাহত দেখে মহেশ্বর তখন পশ্চিমদিকে যাত্রার উপক্রম করলেন।। ২৪ ।। সেখানে গিয়ে পর্বতের উত্তরদিকে হিমবৎপ্রভব নামক শৃঙ্গে দেবীর সঙ্গে মহেশ্বর তপস্যায় নিরত হলেন।। ২৫ ।। রাম, পর্বতপুত্রী উমার কাহিনী বিস্তৃতভাবে তোমাকে বললাম। এবার তুমি লক্ষ্মণের সঙ্গে গঙ্গার উৎপত্তির কথা শোনো।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের ষট্‌ত্রিংশ (৩৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

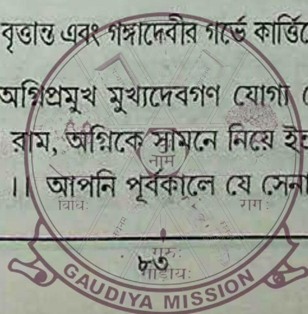
গঙ্গাদেব্যা বৃত্তান্তবর্ণনম্, গঙ্গাগর্ভে কার্তিকেয়োৎপত্তিশ্চ।

তপ্যমানে তদা দেবে সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ। সেনাপতিমভীপ্সন্তঃ পিতামহমুপাগমন্।। ১
ততোঽব্রুবন্ সুরাঃ সর্বে ভগবন্তং পিতামহম্। প্রণিপত্য সুরা রাম সেন্দ্রাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।। ২

সপ্তত্রিংশ (৩৭) সর্গ

গঙ্গাদেবীর বৃত্তান্ত এবং গঙ্গাদেবীর গর্ভে কার্ত্তিকেয়'র জন্ম।

মহেশ্বর তপস্যায় নিরত হলে ইন্দ্র, অগ্নিপ্রমুখ মুখ্যদেবগণ যোগ্য সেনাপতিলাভের অভিলাষে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন।। ১ ।। রাম, অগ্নিকে সামনে নিয়ে ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ তখন পূজ্য পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বললেন—।। ২ ।। আপনি পূর্বকালে যে সেনাপতিকে আমাদের দিয়েছিলেন, তিনি



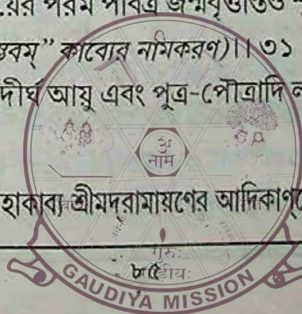
যেন সেনাপতির্দেব দত্তো ভগবতা পুরা। স তপঃ পরমাস্থায় তপ্যতে স্ম সহোময়া।। ৩
যদত্রানন্তরং কার্যং লোকানাং হিতকাম্যয়া। সংবিধৎস্ব বিধানজ্ঞ ত্বং হি নঃ পরমা গতিঃ।। ৪
দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ। সান্ত্বয়ন্মধুরৈর্বাক্যৈস্ত্রিদশানিদমব্রবীৎ।। ৫
শৈলপুত্র্যা যদুক্তং তন্নপ্রজাঃ স্বাসু পত্নিষু। তস্যা বচনমক্লিষ্টং সত্যমেব ন সংশয়ঃ।। ৬
ইয়মাকাশগঙ্গা চ যস্যাং পুত্রং হুতাশনঃ। জনয়িষ্যতি দেবানাং সেনাপতিমরিন্দমম্।। ৭
জ্যেষ্ঠা শৈলেন্দ্রদুহিতা মানয়িষ্যতি তং সুতম্। উমায়াস্তদ্বহুমতং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।। ৮
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কৃতার্থা রঘুনন্দন। প্রণিপত্য সুরাঃ সর্বে পিতামহমপূজয়ন্।। ৯
তে গত্বা পর্বতং রাম কৈলাসং ধাতুমণ্ডিতম্। অগ্নিং নিয়োজয়ামাসুঃ পুত্রার্থং সর্বদেবতাঃ।। ১০
দেবকার্যমিদং দেব সমাধৎস্ব হুতাশন। শৈলপুত্র্যাং মহাতেজো গঙ্গায়াং তেজ উৎসৃজ।। ১১
দেবতানাং প্রতিজ্ঞায় গঙ্গামভ্যেত্য পাবকঃ। গর্ভং ধারয় বৈ দেবি দেবতানামিদং প্রিয়ম্।। ১২
ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা দিব্যং রূপমধারয়ৎ। স তস্যা মহিমাং দৃষ্ট্বা সমন্তাদবশীর্যতঃ।। ১৩
সমন্ততস্তদা দেবীমভ্যষিঞ্চত পাবকঃ। সর্বস্রোতাংসি পূর্ণানি গঙ্গায়া রঘুনন্দন।। ১৪
তমুবাচ ততো গঙ্গা সর্বদেবপুরোগমম্। অশক্তা ধারণে দেব তেজস্তব সমুদ্ধতম্।। ১৫
দহ্যমানাগ্নিনা তেন সংপ্রব্যথিতচেতনা। অথাব্রবীদিদং গঙ্গাং সর্বদেবহুতাশনঃ।। ১৬
ইহ হৈমবতে পার্শ্বে গর্ভোঽয়ং সংনিবেশ্যতাম্। শ্রুত্বা ত্বগ্নিবচো গঙ্গা তং গর্ভমতিভাস্বরম্।। ১৭
উৎসসর্জ মহতেজাঃ স্রোতোভ্যো হি তদানঘ। যদস্যা নির্গতং তস্মাত্তপ্তজাম্বূনদপ্রভম্।। ১৮

এখন উমার সঙ্গে কঠোর-তপস্যা অবলম্বন করে সাধনায় নিমগ্ন।। ৩ ।। আপনি আমাদের পরম শরণ। জগতের কল্যাণের জন্য এরপর কি করতে হবে সে বিষয়ে আমাদের আপনি বিধান দিন।। ৪ ।। দেবতাদের বাক্য শুনে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা মধুরবাক্যে সান্ত্বনাদান করে দেবতাদের বললেন—।। ৫ ।। শৈলপুত্রী উমা যে বললেন, তোমাদের পত্নীদের গর্ভে সন্তানের জন্ম হবে না, তা সত্যিই। এতে কোনো সংশয় নেই।। ৬।। এই যে আকাশগঙ্গা, অগ্নিদেব এঁর মধ্যেই শত্রুদমনকারী দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়রূপী পুত্রকে জন্ম দেবেন।। ৭ ।। শৈলরাজ হিমাচলের জ্যেষ্ঠাকন্যা গঙ্গা ঐ পুত্রকে মেনে নেবেন। উমাও তা অনুমোদন করবেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই।। ৮ ।। হে রঘুনন্দন, তাঁর ঐ কথা শুনে দেবতারা কৃতার্থ হলেন। তাঁরা সবাই মিলে পিতামহ ব্রহ্মাকে অর্চনা করলেন।। ৯ ।। রাম, দেবতারা সকলে ধাতু-সমুজ্জ্বল কৈলাশপর্বতে গিয়ে পুত্র-উৎপাদনের জন্য অগ্নিদেবকে নিয়োজিত করলেন।। ১০ ।। তাঁরা বললেন, হে অগ্নিদেব, শৈলপুত্রী গঙ্গায় মহৎ শৈবতেজ বিসর্জন করুন (*হুতাশন = হুত—হোমে যা আহুতি দেওয়া হয়, সেই হুতদ্রব্য যিনি অশন তথা ভোজন করেন তিনিই হুতাশন = অগ্নি*)।। ১১ ।। অগ্নিদেব দেবতাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে গঙ্গার নিকট এসে বললেন, দেবগণের প্রিয় এই গর্ভ আপনি ধারণ করুন।। ১২ ।। অগ্নির এই কথা শুনে গঙ্গা দিব্য নারীরূপ ধারণ করলেন। তিনি তাঁর এই মহিমা দেখে একেবারে অবশ হয়ে গেলেন।। ১৩ ।। রাম, অগ্নি তখন গঙ্গাদেবীকে সর্বপ্রকারে বীর্যের দ্বারা অভিষিক্ত করলেন। অগ্নির দ্বারা নিষিক্ত শিববীর্যের দ্বারা গঙ্গার সকল স্রোত পূর্ণ হয়ে গেলো।। ১৪ ।। গঙ্গা তখন সকল দেবতার অগ্রগামী অগ্নিকে বললেন, দেব, তোমার তীব্র তেজোবীর্য ধারণ করার সামর্থ্য আমার নেই।। ১৫ ।। অগ্নিনিষিক্ত সেই শিববীর্যের দ্বারা আমি যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। ভীষণ বেদনা অনুভব করছি। সর্বদেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি যিনি গ্রহণ করেন সেই অগ্নিদেব তখন গঙ্গাকে বললেন—।। ১৬ ।। এইখানে হিমালয়ের পাশে তুমি এই গর্ভটি মোচন করো। অগ্নির এই বাক্য শুনে গঙ্গা তখন সেই সমুজ্জ্বল গর্ভটি স্রোতোরাশি থেকে তুলে, হে পবিত্রচরিত্র রাম, অন্যত্র স্থাপন করলেন। গঙ্গাস্রোত থেকে নির্গত হয়ে ঐ গর্ভ উজ্জ্বল তপ্তস্বর্ণে পরিণত হলো (*জাম্বূনদ = স্বর্ণ। সুমেরু পর্বতের নদীবিশেষ হলো জম্বূনদ। সুমেরুপতি স্বর্ণবর্ণ এবং স্বর্ণের আকর। তাই জাম্বূনদ নদী ও গলিত সুবর্ণবিশেষ। জম্বূনদী + অণ্ = জাম্বূনদ = স্বর্ণ*)।। ১৭-১৮ ।। ভূমিতে এসে ঐ গর্ভের কিছুটা বল অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণ, তার

কাঞ্চনং ধরণীং প্রাপ্তং হিরণ্যমতুলপ্রভম্। তাম্রং কার্ষ্ণায়সঞ্চৈব তৈক্ষ্ণ্যাদেবাভিজায়ত।। ১৯
মলং তস্যাভবত্তত্র ত্রপু সীসকমেব চ। তদেতদ্ধরণীং প্রাপ্য নানাধাতুরবর্ধত।। ২০
নিক্ষিপ্তমাত্রে গর্ভে তু তেজোভিরভিরঞ্জিতম্। সর্বং পর্বতসন্নদ্ধং সৌবর্ণমভবদ্ বনম্।। ২১
জাতরূপমিতি খ্যাতং তদাপ্রভৃতি রাঘব। সুবর্ণং পুরুষব্যাঘ্র হুতাশনসমপ্রভম্।। ২২
তং কুমারং ততো জাতং সেন্দ্রাঃ সহমরুদ্গণাঃ। ক্ষীরসম্ভাবনার্থায় কৃত্তিকাঃ সমযোজয়ন্।। ২৩
তাঃ ক্ষীরং জাতমাত্রস্য কৃত্বা সময়মুত্তমম্। দদুঃ পুত্রোঽয়মস্মাকং সর্বাসামিতি নিশ্চিতাঃ।। ২৪
ততস্তু দেবতাঃ সর্বাঃ কার্তিকেয় ইতি ব্রুবন্। পুত্রস্ত্রৈলোক্যবিখ্যাতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।। ২৫
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে। স্নাপয়ন্ পরয়া লক্ষ্ম্যা দীপ্যমানং যথানলম্।। ২৬
স্কন্দ ইত্যব্রুবন্ দেবাঃ স্কন্নং গর্ভপরিস্রবে। কার্তিকেয়ং মহাবাহুং কাকুৎস্থ জ্বলনোপমম্।। ২৭
প্রাদুর্ভূতং ততঃ ক্ষীরং কৃত্তিকানামনুত্তমম্। ষণ্ণাং ষড়াননো ভূত্বা জগ্রাহ স্তনজং পয়ঃ।। ২৮
গৃহীত্বা ক্ষীরমেকাহ্না সুকুমারবপুস্তদা। অজয়ৎ স্বেন বীর্যেণ দৈত্যসৈন্যগণান্ বিভুঃ।। ২৯
সুরসেনাগণপতিমভ্যষিঞ্চন্মহাদ্যুতিম্। ততস্তমমরাঃ সর্বে সমেত্যাগ্নিপুরোগমাঃ।। ৩০
এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া। কুমারসম্ভবশ্চৈব ধন্যঃ পুণ্যস্তথৈব চ।। ৩১
ভক্তশ্চ যঃ কার্তিকেয়ে কাকুৎস্থ ভুবি মানবঃ। আয়ুষ্মান্ পুত্র-পৌত্রৈশ্চ স্কন্দসালোক্যতাং ব্রজেৎ।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

তীক্ষ্ণতা থেকে উৎপন্ন হলো তাম্র এবং লৌহ *(কার্ষ্ণায়স)*।। ১৯ ।। তার মলিন অংশ থেকে হলো ত্রপু নামে পরিচিত সীসা। ঐ শিববীর্যজাত গর্ভ পৃথিবীতে পড়ে নানা প্রকারের ধাতুকে পরিবর্ধিত করলো।। ২০ ।। ঐ গর্ভ নিক্ষিপ্ত হওয়ামাত্রই পর্বতস্থিত বনের সবকিছুই তেজঃপ্রদীপ্ত হয়ে সুবর্ণে পরিণত হয়ে গেলো।। ২১ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রঘুবংশধর রাম, তখন থেকে অগ্নির মতো সমুজ্জ্বল সুবর্ণ "জাতরূপ" নামে পরিচিত হলো। *(জন্মাবামাত্র রূপে উজ্জ্বল হবার জন্য)*।। ২২ ।। সেই গর্ভ হতে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করলো। মরুদ্দেবতাদের নিয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ শিশুকে দুগ্ধপান করাবার জন্য কৃত্তিকাদি নক্ষত্রগণকে নিযুক্ত করলেন।। ২৩ ।। এই পুত্র নিশ্চয়ই আমাদের সকলের—এই ভেবে তাঁরা যথোচিতভাবে তাকে উত্তম দুগ্ধপান করাতে লাগলেন।। ২৪।। দেবতারা সকলে তখন বললেন, ভবিষ্যতে এই পুত্র *(কৃত্তিকাদের স্তন্যে লালিত বলে)* কার্তিকেয় নামে ত্রিভুবনে প্রখ্যাত হবে, এতে কোনো সংশয় নেই।। ২৫ ।। তাঁদের এই কথা শুনে কৃত্তিকারা ঐ শিশুর গর্ভবাসজনিত ক্লেদরাশি *(স্কন্ন = ক্লেদ)* স্নান করিয়ে অপসারিত করলেন। তখন সে অগ্নির মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।। ২৬ ।। গর্ভজনিত স্কন্ন থেকে মুক্ত হওয়ায় ঐ শিশুকে দেবতারা নাম দিলেন স্কন্দ। হে রাম, এইভাবে কালক্রমে অগ্নি-সমুজ্জ্বল মহাবীর কার্তিকেয়ে পরিণত হলো স্কন্দ। কৃত্তিকাদের স্তনক্ষরিত মধুর দুগ্ধ ঐ শিশু ছয়টি মুখ নিয়ে পান করেছিলেন বলে হলেন 'ষড়ানন'।। ২৭-২৮ ।। একদিন মাত্র দুগ্ধপান করে সুন্দরদেহী কার্তিকেয় এমন শক্তিলাভ করলেন যে পরবর্তীকালে তিনি সর্বত্র দৈত্য-সৈন্যদের পরাজিত করেছিলেন। *(বিভু = সর্বত্র বিরাজিত)*।। ২৯ ।। অগ্নিকে সামনে নিয়ে তখন দেবতা সকল দীপ্তিসমুজ্জ্বল কার্তিকেয়কে দেবসৈন্যদের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করলেন।।৩০ ।। রাম, তোমাকে আমি গঙ্গার কাহিনী বিস্তৃতভাবে বললাম। কুমার কার্তিকেয়ের পরম পবিত্র জন্মবৃত্তান্তও শুনলে। *(এই শ্লোকের "কুমার-সম্ভব"— এই শব্দ হতেই কালিদাসের "কুমার-সম্ভবম্" কাব্যের নামকরণ)*।। ৩১ ।। হে কাকুৎস্থ, যে মানুষ পৃথিবীতে কার্তিকেয়ের প্রতি ভক্তিমান হবে, সে দীর্ঘ আয়ু এবং পুত্র-পৌত্রাদি লাভ করে পরকালে কার্তিকেয়ের পুণ্য বাসস্থানে গমন করবে।। ৩২ ।।



আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ (৩৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

তপসা তুষ্ট-ভৃগুমুনিসমীপতঃ সগরস্য পুত্রপ্রাপ্তিবরলাভঃ, কিয়ৎকালং সংসারধর্মপ্রতিপালনানন্তরং যজ্ঞকরণে স্পৃহা চ।

তাং কথাং কৌশিকো রামে নিবেদ্য মধুরাক্ষরাম্। পুনরেবাপরং বাক্যং কাকুৎস্থমিদমব্রবীৎ।। ১
অযোধ্যাধিপতির্বীরঃ পূর্বমাসীন্নরাধিপঃ। সগরো নাম ধর্মাত্মা প্রজাকামঃ স চাপ্রজঃ।। ২
বৈদর্ভদুহিতা রাম কেশিনী নাম নামতঃ। জ্যেষ্ঠা সগরপত্নী সা ধর্মিষ্ঠা সত্যবাদিনী।। ৩
অরিষ্টনেমিদুহিতা সুপর্ণভগিনী তু সা। দ্বিতীয়া সগরস্যাসীৎ পত্নী সুমতিসংজ্ঞিতা।। ৪
তাভ্যাং সহ মহারাজঃ পত্নীভ্যাং তপ্তবাংস্তপঃ। হিমবন্তং সমাসাদ্য ভৃগুপ্রস্রবণে গিরৌ।। ৫
অথ বর্ষশতে পূর্ণে তপসারাধিতো মুনিঃ। সগরায় বরং প্রাদাদ্ ভৃগুঃ সত্যবতাং বরঃ।। ৬
অপত্যলাভঃ সুমহান্ ভবিষ্যতি তবানঘ। কীর্তিঞ্চাপ্রতিমাং লোকে প্রাপ্স্যসে পুরুষর্ষভ।। ৭
একা জনয়িতা তাত পুত্রং বংশকরং তব। ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি অপরা জনয়িষ্যতি।। ৮
ভাষমাণং নরব্যাঘ্রং রাজপুত্র্যৌ প্রসাদ্য তম্। ঊচতুঃ পরমপ্রীতে কৃতাঞ্জলিপুটে তদা।। ৯
একঃ কস্যাঃ সুতো ব্রহ্মন্ কা বহূন্ জনয়িষ্যতি। শ্রোতুমিচ্ছাবহে ব্রহ্মন্ সত্যমস্তু বচস্তব।। ১০
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভৃগুঃ পরমধার্মিকঃ। উবাচ পরমাং বাণীং স্বচ্ছন্দোঽত্র বিধীয়তাম্।। ১১
একো বংশকরো বাঽস্তু বহবো বা মহাবলাঃ। কীর্তিমন্তো মহোৎসাহাঃ কা বা কং বরমিচ্ছতি।। ১২
মুনেস্তু বচনং শ্রুত্বা কেশিনী রঘুনন্দন। পুত্রং বংশকরং রাম জগ্রাহ নৃপসন্নিধৌ।। ১৩
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি সুপর্ণভগিনী তদা। মহোৎসাহন্ কীর্তিমতো জগ্রাহ সুমতিঃ সুতান্।। ১৪
প্রদক্ষিণমৃষিং কৃত্বা শিরসাভিপ্রণম্য তম্। জগাম স্বপুরং রাজা সভার্যো রঘুনন্দন।। ১৫

অষ্টত্রিংশ (৩৮) সর্গ

তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ভৃগুমুনির সগরের প্রতি পুত্রপ্রাপ্তির বরদান। কিছুদিন সংসারধর্ম পালনের পর যজ্ঞ করবার অভিলাষ।

কুশিক-বংশধর মহর্ষি বিশ্বামিত্র মধুরভাষায় রামচন্দ্রকে এই কাহিনী-কীর্তন করার পর আরেকটি কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।। ১ ।। অনেকদিন পূর্বে অযোধ্যায় সগর নামে এক বীর ধর্মপ্রাণ রাজা বাস করতেন। পুত্রের জন্য তাঁর কামনা থাকলেও তিনি ছিলেন অপুত্রক।। ২ ।। রাম, তাঁর জ্যেষ্ঠা পত্নীর নাম ছিলো কেশিনী। তিনি ছিলেন বিদর্ভরাজকন্যা। সগরের এই পত্নী ধর্মপ্রাণা এবং সত্যপরায়ণা ছিলেন।।৩ ।। সগরের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম ছিলো সুমতি। তিনি ছিলেন অরিষ্টনেমির কন্যা এবং সুপর্ণের ভগ্নী।। ৪ ।। হিমালয়ে এসে ভৃগু-প্রস্রবণ নামক পর্বতে মহারাজ সগর দুই মহিষীর সঙ্গে তপস্যা করছিলেন।।৫ ।। এক শত বৎসর পূর্ণ হলো। সত্যবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষি ভৃগু তপস্যায় সন্তৃপ্ত হয়ে সগরকে বরদান করলেন।।৬ ।। হে পুণ্যশীল পুরুষপ্রধান, বহু পুত্র তুমি লাভ করবে। জগতে পাবে অতুলনীয় কীর্তি।। ৭ ।। বৎস, তোমার এক পত্নী বংশরক্ষাকারী একটি পুত্র জন্মদান করবেন। আর দ্বিতীয়া পত্নী জন্ম দেবেন ষাট হাজার।। ৮ ।। নরশ্রেষ্ঠ ভৃগু এই কথা বলায় রাজদুহিতা এই দুই মহিষী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে প্রসন্ন করে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—।। ৯ ।। ব্রহ্মন্, কার হবে একটি পুত্র, আর কারই বা হবে অনেক পুত্র? আমরা তা শুনতে চাইছি। আপনার বাক্য সত্য হোক।। ১০ ।। পরম ধার্মিক মহর্ষি ভৃগু তাঁদের দু'জনের কথা শুনে উদারভাষায় বললেন, তোমাদের নিজের নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করো।। ১১ ।। একটি মাত্র বংশরক্ষক পুত্র হোক বা অনেকগুলি মহাশক্তিধর যশস্বী পুত্র হোক—এই দু'টির মধ্যে কে কোন্ বর চাও?।। ১২ ।। রাম, মুনির বাক্য শুনে রাজা সগরের সান্নিধ্যেই কেশিনী বংশরক্ষাকারী একটি মাত্র পুত্রকেই প্রার্থনা করলেন।। ১৩ ।। সুপর্ণ-ভগ্নী সুমতি তখন চেয়ে নিলেন কীর্তিমান মহোৎসাহী ষাট হাজার পুত্র।। ১৪ ।। হে রাম, রাজা তখন ঋষিকে প্রদক্ষিণ করে মস্তক আনত করে প্রণাম করে পত্নীদেরকে নিয়ে নিজের পুরী অযোধ্যায় চলে গেলেন।। ১৫ ।।

অথ কালে গতে তস্য জ্যেষ্ঠা পুত্রং ব্যজায়ত। অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং কেশিনী সগরাত্মজম্।। ১৬
সুমতিস্তু নরব্যাঘ্র গর্ভতুম্বং ব্যজায়ত। ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি তুম্বভেদাদ্ বিনিঃসৃতা।। ১৭
ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু ধাত্র্যস্তান্ সমবর্ধয়ন্। কালেন মহতা সর্বে যৌবনং প্রতিপেদিরে।। ১৮
অথ দীর্ঘেণ কালেন রূপ-যৌবনশালিনঃ। ষষ্টি পুত্রসহস্রাণি সগরস্যাভবংস্তদা।। ১৯
স চ জ্যেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠঃ সগরস্যাত্মসম্ভবঃ। বালান্ গৃহীত্বা তু জলে সরয্বা রঘুনন্দন।। ২০
প্রক্ষিপ্য প্রাহসন্নিত্যং মজ্জতস্তাংনিরীক্ষ্য বৈ। এবং পাপসমাচারঃ সজ্জনপ্রতিবাধকঃ।। ২১
পৌরাণামহিতে যুক্তঃ পিত্রা নির্বাসিতঃ পুরাৎ। তস্য পুত্রোংংশুমান্নাম অসমঞ্জস্য বীর্যবান্।। ২২
সম্মতঃ সর্বলোকস্য সর্বস্যাপি প্রিয়ম্বদঃ। ততঃ কালেন মহতা মতিঃ সমভিজায়ত।। ২৩
সগরস্য নরশ্রেষ্ঠ যজেয়মিতি নিশ্চিতা। স কৃত্বা নিশ্চয়ং রাজা সোপাধ্যায়গণস্তদা।
যজ্ঞকর্মণি বেদজ্ঞো যষ্টুং সমুপচক্রমে।। ২৪

ইত্যার্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডেঽষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ।

কিছুকাল চলে গেলো। জ্যেষ্ঠামহিষী কেশিনী অসমঞ্জ নামক সগরপুত্রকে জন্মদান করলেন।। ১৬ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, সুমতি তাঁর গর্ভ থেকে একটি লাউকে প্রসব করলেন *(তুম্ব = অলাবু, লাউ)*। সেই লাউ ভেদ করে ষাট হাজার পুত্র বেরিয়ে এলো।। ১৭ ।। ধাত্রীরা ঘৃতপূর্ণ কলশের মধ্যে তাদের পরিবর্ধিত করতে লাগলো। বহুকাল পরে তারা যৌবনপ্রাপ্ত হলো।। ১৮ ।। দীর্ঘকাল পরে সগরের সেই ষাট হাজার পুত্র রূপযৌবনে মণ্ডিত হয়ে উঠলো।। ১৯ ।। সগরের জ্যেষ্ঠপুত্র নরশ্রেষ্ঠ অসমঞ্জ সরযূর জলে সেই বালকদের ছুঁড়ে দিতো। তাদের ডুবতে দেখে হাসতো। এইভাবে সে পাপ-আচরণ করতো এবং সজ্জনদের করতো পীড়ন।। ২০-২১ ।। পুরবাসীদের অনিষ্টসাধনে নিরত হওয়ায় পিতা সগর তাকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেন। সেই অসমঞ্জের একটি পুত্র হলো। অংশুমান তার নাম। সে বেশ বীর ছিলো।। ২২ ।। সবাই তাকে ভালোবাসতো। সকলের কাছে সে ছিলো প্রিয়ভাষী। এইভাবে, বহুদিন গত হবার পর সগরের ইচ্ছা হলো—।। ২৩ ।। নিশ্চয়ই আমি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবো। বেদজ্ঞ রাজা সগর এই সঙ্কল্প করে উপাধ্যায়গণের সঙ্গে মিলিত হয়ে যজ্ঞের জন্য উদ্যোগ নিলেন।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের অষ্টত্রিংশ (৩৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

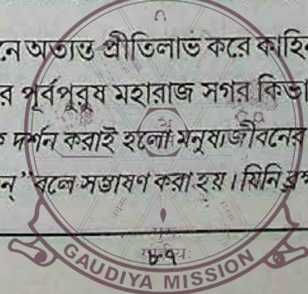
ইন্দ্রেণ যজ্ঞাশ্বস্য হরণম্, সগরপুত্রৈঃ পৃথিব্যাঃ সর্বত্রান্বেষণম্, দেবগণেন ব্রহ্মণঃ সমীপে তদ্‌বৃত্তান্তস্য বর্ণনঞ্চ।

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা কথান্তে রঘুনন্দনঃ। উবাচ পরমপ্রীতো মুনিং দীপ্তমিবানলম্।। ১

ঊন-চত্বারিংশ (৩৯) সর্গ

ইন্দ্রের দ্বারা সগরের যজ্ঞীয় অশ্বের হরণ। পৃথিবীর সর্বত্র সগরের পুত্রদের সেই অশ্বের অনুসন্ধান।
ব্রহ্মার নিকট দেবগণের দ্বারা সেই কাহিনীর বর্ণনা।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের কথা শুনে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করে কাহিনীর শেষে অগ্নির মতো প্রদীপ্ত মহর্ষিকে বললেন—।। ১ ।। হে ব্রহ্মন্, আমার পূর্বপুরুষ মহারাজ সগর কিভাবে সেই মঙ্গলকর যজ্ঞ করেছিলেন, তা বিশদভাবে আমি শুনতে চাই *(ব্রহ্মকে দর্শন করাই হলো মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য। সাধনে ক্রমে নিজেই ব্রহ্মভূত হয়ে যান। তাই, মাননীয় সাধককে "ব্রহ্মন্" বলে সম্ভাষণ করা হয়। যিনি ব্রহ্মভূত হন নি, তিনিও এই সম্ভাষণে সচেতন*



শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে বিস্তরেণ কথামিমাম্। পূর্বজো মে কথং ব্রহ্মন্ যজ্ঞং বৈ সমুপাহরৎ।। ২
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কৌতূহলসমন্বিতঃ। বিশ্বামিত্রস্তু কাকুৎস্থমুবাচ প্রহসন্নিব।। ৩
শ্রূয়তাং বিস্তরো রাম সগরস্য মহাত্মনঃ। শঙ্করশ্বশুরো নাম্না হিমবানিতি বিশ্রুতঃ।। ৪
বিন্ধ্যপর্বতমাসাদ্য নিরীক্ষেতে পরস্পরম্। তয়োর্মধ্যে সমভবদ্ যজ্ঞঃ স পুরুষোত্তম।। ৫
স হি দেশো নরব্যাঘ্র প্রশস্তো যজ্ঞকর্মণি। তস্যাশ্চর্যাং তু কাকুৎস্থ দৃঢ়ধন্বা মহারথঃ।। ৬
অংশুমানকরোত্তাত সগরস্য মতে স্থিতঃ। তস্য পর্বণি তং যজ্ঞং যজমানস্য বাসবঃ।। ৭
রাক্ষসীং তনুমাস্থায় যজ্ঞিয়াশ্বমপাহরৎ। হ্রিয়মাণে তু কাকুৎস্থ তস্মিন্নশ্বে মহাত্মনঃ।। ৮
উপাধ্যায়গণাঃ সর্বে যজমানমথাব্রুবন্। অয়ং পর্বণি বেগেন যজ্ঞিয়াশ্বোঽপনীয়তে।। ৯
হর্তারং জহি কাকুৎস্থ হয়শ্চৈবোপনীয়তাম্। যজ্ঞচ্ছিদ্রং ভবত্যেতৎ সর্বেষামশিবায় নঃ।। ১০
তত্তথা ক্রিয়তাং রাজন্ যজ্ঞোঽচ্ছিদ্রঃ কৃতো ভবেৎ। সোপাধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা তস্মিন্ সদসি পার্থিবঃ।। ১১
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি বাক্যমেতদুবাচ হ। গতিং পুত্রা ন পশ্যামি রক্ষসাং পুরুষর্ষভাঃ।। ১২
মন্ত্রপূতৈর্মহাভাগৈরাস্থিতোঽপি মহাক্রতুঃ। তদ্‌গচ্ছথ বিচিন্বধ্বং পুত্রকা ভদ্রমস্তু বঃ।। ১৩
সমুদ্রমালিনীং সর্বাং পৃথিবীমনুগচ্ছথ। একৈকং যোজনং পুত্রা বিস্তারমভিগচ্ছথ।। ১৪
যাবত্তুরগসন্দর্শস্তাবৎ খনত মেদিনীম্। তমেব হয়হর্তারং মার্গমাণা মমাজ্ঞয়া।। ১৫
দীক্ষিতঃ পৌত্রসহিতঃ সোপাধ্যায়গণস্ত্বহম্। ইহ স্থাস্যামি ভদ্রং বো যাবত্তুরগদর্শনম্।। ১৬
তে সর্বে হৃষ্টমনসো রাজপুত্রা মহাবলাঃ। জগ্মুর্মহীতলং রাম পিতুর্বচনযন্ত্রিতাঃ।। ১৭

হয়ে ব্রহ্মসাধনার জন্য তৎপর হবেন। ভদ্র—মঙ্গল)।। ২ ।। তাঁর সেই বাক্য শ্রবণ করে এই কাহিনী শুনিয়ে আনন্দলাভের কৌতূহলে বিশ্বামিত্র যেন হাসতে হাসতে রামকে বললেন—।।৩ ।। রাম, মহাপ্রাণ সগরের যজ্ঞের কথা বিশদভাবে শোনো। দেবাদিদেব শঙ্করের শ্বশুর হিমবান নামে বিখ্যাত।। ৪ ।। এই হিমবান এককালে বিন্ধ্যপর্বতের সমান উঁচু হয়ে একে অপরকে দেখতে লাগলো। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, এই পর্বতদু'টির মধ্যবর্তী স্থানে ঐ যজ্ঞটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।।৫ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, সেই দেশই হলো যজ্ঞকর্মের জন্য প্রশস্ত। সগরের অনুগত মহাধনুর্ধর মহাবীর অংশুমানকে যজ্ঞীয় অশ্বের পরিচর্যায় নিয়োজিত করা হলো।।৬ ।। ইন্দ্র সেই যজ্ঞে উপস্থিত হয়ে রাক্ষসের দেহধারণ করে যজ্ঞীয় অশ্বটিকে অপহরণ করেন। অশ্ব যখন অপহৃত হচ্ছিলো, রাম, উপাধ্যায়েরা সকলে যজমানকে বললেন, দেখুন এই পর্বদিনে যজ্ঞীয় অশ্বটিকে চুরি করা হচ্ছে।। ৭-৯ ।। বীর ককুৎস্থের বংশধর হে সগর, চোরকে হত্যা করুন। অশ্বটিকে ধরে নিয়ে আসুন। যজ্ঞের অঙ্গহানি হচ্ছে। এতে আমাদের সকলের অকল্যাণ হবে।। ১০ ।।সুতরাং, তাই করুন, যাতে যজ্ঞের অঙ্গহানি না হয়। সেই যজ্ঞসভায় উপাধ্যায়গণের সেই কথা শুনে রাজা সগর ষাট হাজার পুত্রকে বললেন—।। হে পুত্রগণ, তোমরা সকলে বীর। রাক্ষসদের এই যজ্ঞে আসার সম্ভাবনা আমি দেখছি না।। ১১-১২ ।। মনস্বী পুরোহিতগণ মন্ত্রের দ্বারা পবিত্র হয়ে এই মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করছেন। বৎসগণ, তোমরা যাও, অপহরণকারীকে খুঁজে আনো। তোমাদের কল্যাণ হোক *(বিচিন্বধ্ব—খুঁজে দেখো। মার্গমানা—পথে পথে অনুসন্ধানকারীরা)*।। ১৩।। অনুসন্ধানের জন্য সাগরবেষ্টিতা সমগ্রা পৃথিবীর সর্বত্র তোমরা যাও। বৎসগণ, একটি যোজন ভালো করে দেখে আর একটি যোজনে চলে যাও।। ১৪ ।। যতক্ষণ অশ্বটিকে না দেখো, ততক্ষণ পৃথিবীকে খনন করে যাও। সেই অশ্বচোরকে খোঁজ—এই আমার নির্দেশ।। ১৫ ।। আমি যজ্ঞে দীক্ষিত হয়েছি। তাই পুরোহিত এবং পৌত্রদের সঙ্গে আমি অশ্বটির মঙ্গলকর দর্শনের জন্য এইখানেই অপেক্ষা করছি।। ১৬ ।। রাম, মহাবীর রাজপুত্রেরা মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করলো। পিতার নির্দেশে পরিচালিত হয়ে তারা পৃথিবী-ভ্রমণে বহির্গত হলো।। ১৭ ।। বীর্যবান পুরুষশ্রেষ্ঠ পুত্রেরা সারা পৃথিবী খুঁজে অশ্বকে না পেয়ে প্রত্যেকে

গত্বা তু পৃথিবীং সর্বামদৃষ্ট্বা তং মহাবলাঃ। যোজনায়ামবিস্তারমেকৈকো ধরণীতলম্।।
বিভিদুঃ পুরুষব্যাঘ্রা বজ্রস্পর্শসমৈর্ভুজৈঃ।। ১৮
শূলৈরশনিকল্পৈশ্চ হলৈশ্চাপি সুদারুণৈঃ। ভিদ্যমানা বসুমতী ননাদ রঘুনন্দন।। ১৯
নাগানাং বধ্যমানানামসুরাণাঞ্চ রাঘব। রাক্ষসানাং দুরাধর্ষং সত্ত্বানাং নিনদোঽভবৎ।। ২০
যোজনানাং সহস্রাণি ষষ্টিন্তু রঘুনন্দন। বিভিদুর্ধরণীং রাম রসাতলমনুত্তমম্।। ২১
এবং পর্বতসম্বাধং জম্বুদ্বীপং নৃপাত্মজাঃ। খনন্তো নৃপশার্দূল সর্বতঃ পরিচক্রমুঃ।। ২২
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সাসুরাঃ সহপন্নগাঃ। সম্ভ্রান্তমনসঃ সর্বে পিতামহমুপাগমন্।। ২৩
তে প্রসাদ্য মহাত্মানং বিষণ্ণবদনাস্তদা। উচুঃ পরমসন্ত্রস্তাঃ পিতামহমিদং বচঃ।। ২৪
ভগবন্ পৃথিবী সর্বা খন্যতে সগরাত্মজৈঃ। বহবশ্চ মহাত্মানো বধ্যন্তে জলচারিণঃ।। ২৫
অয়ং যজ্ঞহরোঽস্মাকমনেনাশ্বোঽপনীয়তে। ইতি তে সর্বভূতানি হিংসন্তি সগরাত্মজাঃ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে একোনচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ভূতলের এক এক যোজন তাদের বজ্রের মতো বাহুর দ্বারা খনন করতে লাগলো।। ১৮ ।। রঘুনন্দন রাম, বজ্রের মতো ভীষণ শূল এবং হলের ঘায়ে বিদীর্ণ হয়ে ধরিত্রী যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে লাগলো (*যারা সৎকর্মের দ্বারা অপরকে আনন্দিত করে তারাই 'নন্দন'। রামের সৎকর্মের দ্বারা রঘুবংশ আনন্দিত হয়েছিলো। তাই তিনি "রঘুনন্দন"। যার সৎকার্যের দ্বারা কুল আনন্দিত হয়, সে 'কুলনন্দন'*)।। ১৯ ।। খননকালে ভূতলে অবস্থিত নাগ, অসুর এবং রাক্ষসেরা নিহত হতে লাগলো। তাদের মর্মান্তিক ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো।। ২০ ।। হে রাম, সগরের ষাট হাজার পুত্র প্রত্যেকে এক এক যোজন করে পৃথিবীর মোট ষাট হাজার যোজন ভূমিকে সুন্দরভাবে খনন করলো।। ২১ ।। হে রাজবীর, সেই রাজকুমারেরা শৈলসঙ্কুল সমগ্র জম্বূদ্বীপ খুঁড়ে সর্বত্র অশ্বটিকে খুঁজে দেখতে লাগলো।। ২২ ।। তখন গন্ধর্ব, অসুর ও সর্পকুলকে নিয়ে দেবগণ ভীতিবিহ্বলচিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার কাছে গেলেন।। ২৩ ।। অত্যন্ত বিপর্যস্ত দেবগণ মহাত্মা ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করে বিষণ্ণবদনে বললেন—।। ২৪ ।। ভগবন্, সগরের পুত্রেরা সমগ্রা পৃথিবীকে খনন করছে। বহু জলচারী এবং মহাত্মা নিহত হচ্ছেন।। ২৫ ।। এইই আমাদের যজ্ঞ বিনষ্ট করছে, এর দ্বারাই আমাদের অশ্ব অপহৃত হয়েছে এই বলে সগরপুত্রেরা সকল প্রাণীকে নিহত করছে।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের একোনচত্বারিংশ (৩৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

সগরপুত্রাণাং যজ্ঞীয়াশ্বান্বেষণং, কপিলদেবস্য ক্রোধবহ্নিনা তেষাং বিনাশশ্চ।

দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ বৈ পিতামহঃ। প্রত্যুবাচ সুসন্ত্রস্তান্ কৃতান্তবলমোহিতান্।। ১

চত্বারিংশ (৪০) সর্গ

যজ্ঞীয় অশ্বের জন্য সগরপুত্রদের অন্বেষণ। মহর্ষি কপিলের ক্রোধাগ্নিতে তাদের ধ্বংস।

দেবতাদের কথা শুনে ঐশ্বর্যবান পিতামহ ব্রহ্মা যমের মতো শক্তিশালী সগরসন্তানদের শক্তিতে মোহিত এবং বিপর্যস্ত দেবগণকে বললেন— (*ভগ—ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগ ইতি দ্রুতঃ। অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য, সমগ্রতা, বীর্য, যশঃ, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য—এই ছয়টি হলো ভগ। ভগবান = ঐশ্বর্যাদি যুক্ত*) ।। ১ ।। যে ধীমান বাসুদেব এই সমগ্রা পৃথিবীকে পালন করেন, তিনিই হলেন মাধব। ধরিত্রী

যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ। মহিষী মাধবস্যৈষা স এষ ভগবান্ প্রভুঃ।। ২
কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্। তস্য কোপাগ্নিনা দগ্ধা ভবিষ্যন্তি নৃপাত্মজাঃ।। ৩
পৃথিব্যাশ্চাপি নির্ভেদো দৃষ্ট এব সনাতনঃ। সগরস্য চ পুত্রাণাং বিনাশো দীর্ঘদর্শিনাম্।। ৪
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দমাঃ। দেবাঃ পরমসংহৃষ্টাঃ পুনর্জগ্মুর্যথাগতম্।। ৫
সগরস্য চ পুত্রাণাং প্রাদুরাসীন্মহাস্বনঃ। পৃথিব্যাং ভিদ্যমানায়াং নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ।। ৬
ততো ভিত্ত্বা মহীং সর্বাং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্। সহিতাঃ সাগরাঃ সর্বে পিতরং বাক্যমব্রুবন্।। ৭
পরিক্রান্তা মহী সর্বা সত্ত্ববন্তশ্চ সূদিতাঃ। দেব-দানব-রক্ষাংসি পিশাচোরগ-পন্নগাঃ।। ৮
ন চ পশ্যামহেঽশ্বং তে অশ্বহর্তারমেব চ। কিং করিষ্যাম ভদ্রং তে বুদ্ধিরত্র বিচার্যতাম্।। ৯
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা পুত্রাণাং রাজসত্তমঃ। সমন্যুরব্রবীদ্ বাক্যং সগরো রঘুনন্দন।। ১০
ভূয়ঃ খনত ভদ্রং বো বিভেদ্য বসুধাতলম্। অশ্বহর্তারমাসাদ্য কৃতার্থাশ্চ নিবর্তত।। ১১
পিতুর্বচনমাসাদ্য সগরস্য মহাত্মনঃ। ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি রসাতলমভিদ্রবন্।। ১২
খন্যমানে ততস্তস্মিন্ দদৃশুঃ পর্বতোপমম্। দিশাগজং বিরূপাক্ষং ধারয়ন্তং মহীতলম্।। ১৩
সপর্বতবনাং কৃৎস্নাং পৃথিবীং রঘুনন্দন। ধারয়ামাস শিরসা বিরূপাক্ষো মহাগজঃ।। ১৪
যদা পর্বণি কাকুৎস্থ বিশ্রামার্থং মহাগজঃ। খেদাচ্চালয়তে শীর্ষং ভূমিকম্পস্তদা ভবেৎ।। ১৫
তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা দিশাপালং মহাগজম্। মানয়ন্তো হি তে রাম জগ্মুর্ভিত্ত্বা রসাতলম্।। ১৬
ততঃ পূর্বাং দিশং ভিত্ত্বা দক্ষিণাং বিভিদুঃ পুনঃ। দক্ষিণস্যামপি দিশি দদৃশুস্তে মহাগজম্।। ১৭
মহাপদ্মং মহাত্মানং সুমহৎপর্বতোপমম্। শিরসা ধারয়ন্তং গাং বিস্ময়ং জগ্মুরুত্তমম্।। ১৮

তাঁরই মহিষী। সেই মাধবই হলেন বিশ্বচরাচরের পরমেশ্বর।। ২ ।। তিনি কপিলের মূর্তিধারণ করে সর্বদাই পৃথিবীকে ধারণ করছেন। তাঁর ক্রোধাগ্নিতে রাজপুত্রেরা দগ্ধ হয়ে যাবে।। ৩ ।। পৃথিবী একদিন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এই চিরন্তন সত্য। সগরের সন্তানগণও ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাও দূরদর্শীদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত।। ৪ ।। পিতামহ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করে তেত্রিশজন শত্রুদমনকারী দেবতা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানে চলে গেলেন।। ৫ ।। পৃথিবী বিদীর্ণ হবার সময় তুমুলধ্বনি সমুদ্ভূত হলো। সগরের পুত্রেরাও উচ্চ কোলাহল করতে লাগলো।। ৬ ।। সমগ্র পৃথিবীকে খনন ও পরিক্রমা করে সগরের সন্তান সকল একসঙ্গে এসে পিতাকে বললেন—।।৭ ।। আমরা সমগ্রা ধরিত্রী পরিক্রমা করেছি। দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, সর্প, পন্নগ প্রভৃতি প্রাণীসকলকে হত্যা করেছি।। ৮ ।। অশ্ব এবং অশ্বচোর কাউকেই দেখতে পাই নি। এখন আমরা কি করবো, বিবেচনা করে বলুন। আপনার কল্যাণ হোক।। ৯ ।। রাম, পুত্রদের এই কথা শুনে রাজশ্রেষ্ঠ সগর সক্রোধে বললেন—।। ১০ ।। আবার তোমরা ধরিত্রীকে খনন করো। ভূতল বিদীর্ণ করে অশ্বচোরকে খুঁজে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসো। তোমাদের মঙ্গল হোক।। ১১ ।। পিতার নির্দেশ মেনে নিয়ে মহাপ্রাণ সগরের ষাট হাজার পুত্র রসাতল পর্যন্ত খনন করলো।। ১২ ।। খনন করতে গিয়ে সেখানে তারা বিরূপাক্ষ নামক এক পর্বতাকার দিগ্‌হস্তীকে দেখতে পেলো। দেখলো, সে পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। *(আটটি দিকে অধিপতিরূপে আটটি দিগ্‌হস্তীকে দেখা হয়)*।। ১৩ ।। হে রাম, ঐ বিরূপাক্ষ নামক মহাগজ সপর্বত সমগ্রা পৃথিবীকে মস্তকের দ্বারা ধারণ করে রয়েছে।। ১৪ ।। কখনো ক্লান্ত হয়ে বিশেষ পর্বদিনে বিশ্রামের জন্য হস্তীটি মস্তক কম্পিত করে। তখনই হয় ভূমিকম্প।। ১৫ ।। রাম, তারা তখন রসাতল বিদীর্ণ করে সেই দিক্‌পাল মহাহস্তীকে প্রদক্ষিণ করে সম্মান জানালো।। ১৬ ।। তারপর তারা পূর্বদিক বিদীর্ণ করে আবার দক্ষিণদিক ও বিদীর্ণ করলো। তখন দক্ষিণদিকেও তারা একটি মহাগজকে দেখতে পেলো।। ১৭ ।। সমুচ্চ পর্বতের মতো ছিলো ঐ হস্তী। নাম ছিলো তার মহাপদ্ম। তাকে মস্তকের দ্বারা পৃথিবীকে ভালোভাবে ধারণ করতে দেখে সকলে বিস্মিত হলো *(গৌ = পৃথিবী, বাণী, গোরু, চন্দ্র, সূর্য, যজ্ঞবিশেষ, ঋষি, দিক, মাতা, গায়ত্রী)*।। ১৮ ।। মহাত্মা সগরের ষাট হাজার পুত্র সেই বিশালকায় গজকে প্রদক্ষিণ করে পশ্চিমদিক খনন

তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সগরস্য মহাত্মনঃ। যষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি পশ্চিমাং বিভিদুর্দিশম্।। ১৯
পশ্চিমায়ামপি দিশি মহান্তমচলোপমম্। দিশাগজং সৌমনসং দদৃশুস্তে মহাবলাঃ।। ২০
তে তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চাপি নিরাময়ম্। খনন্তঃ সমুপাক্রান্তা দিশং সোমবতীং তদা।। ২১
উত্তরস্যাং রঘুশ্রেষ্ঠ দদৃশুর্হিমপাণ্ডুরম্। ভদ্রং ভদ্রেণ বপুষা ধারয়ন্তং মহীমিমাম্।। ২২
সমালভ্য ততঃ সর্বে কৃত্বা চৈনং প্রদক্ষিণম্। যষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি বিভিদুর্বসুধাতলম্।। ২৩
ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা সাগরাঃ প্রথিতাং দিশম্। রোষাদভ্যখনন্ সর্বে পৃথিবীং সগরাত্মজাঃ।। ২৪
তে তু সর্বে মহাত্মানো ভীমবেগা মহাবলাঃ। দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্।। ২৫
হয়ঞ্চ তস্য দেবস্য চরন্তমবিদূরতঃ। প্রহর্ষমতুলং প্রাপ্তাঃ সর্বে তে রঘুনন্দন।। ২৬
তে তং যজ্ঞহনং জ্ঞাত্বা ক্রোধপর্যাকুলেক্ষণাঃ। খনিত্র-লাঙ্গলধরা নানাবৃক্ষ-শিলাধরাঃ।। ২৭
অভ্যধাবন্ত সংক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবন্। অস্মাকং ত্বং হি তুরগং যজ্ঞিয়ং হৃতবানসি।। ২৮
দুর্মেধস্ত্বং হি সংপ্রাপ্তান্ বিদ্ধি নঃ সগরাত্মজান্। শ্রুত্বা তদ্বচনং তেষাং কপিলো রঘুনন্দন।। ২৯
রোষেণ মহতাবিষ্টো হুঙ্কারমকরোত্তদা। ততস্তেনাপ্রমেয়েণ কপিলেন মহাত্মনা।
ভস্মরাশীকৃতাঃ সর্বে কাকুৎস্থ সগরাত্মজাঃ।। ৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

করতে গেলো।। ১৯ ।। মহাবীর রাজকুমারেরা পশ্চিমদিকে গিয়ে বিরাট পর্বতাকৃতি সৌমনস নামক দিগ্-গজকে দেখতে পেলো।। ২০ ।। তাকেও প্রদক্ষিণ করে কুশল জিজ্ঞাসা *(আময় = রোগ, নিরাময় = নীরোগ, ভালো থাকা)* করে তারা উত্তরদিক খননে প্রবৃত্ত হলো।। ২১ ।। হে রঘুশ্রেষ্ঠ, তারা মঙ্গলমূর্তিতে এই পৃথিবীধারণকারী হিমশুভ্র *(পাণ্ডুর = শুভ্র)* ভদ্র নামক হস্তীকে সেখানে দেখলো।। ২২ ।। ষাট হাজার রাজকুমার তাকে প্রদক্ষিণ করে ভূতল খনন করতে আরম্ভ করলো।।২৩ ।। তারপর, পূর্ব ও উত্তরদিকে গিয়ে সগরসন্তানেরা রেগে পৃথিবীকে খনন করতে আরম্ভ করলো।। ২৪ ।। দ্রুতগামী, মহাবলশালী, মহাপ্রাণ রাজকুমারেরা সেইখানে কপিলরূপী সনাতন বাসুদেবকে দেখলো।। ২৫ ।। রাম, সেই মহর্ষির অনতিদূরে অশ্বটিকে বিচরণ করতে দেখে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হলো।। ২৬ ।। তারা ভাবলো, এই কপিলমুনিই অশ্ব অপহরণ করে যজ্ঞকে বিনষ্ট করেছেন। তাদের দৃষ্টিতে ক্রোধ ফেটে পড়লো। খন্তা, লাঙ্গল, নানা বৃক্ষ এবং শিলাখণ্ড নিয়ে তারা ছুটে গেলো *(খনিত্র = খন্তা)* ।।২৭ ।।অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তারা ছুটে গিয়ে বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমাদের যজ্ঞীয় অশ্ব তাহলে তুমিই হরণ করেছো!।। ২৮ ।। দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন তুমি জেনে রাখো, আমরা রাজা সগরের পুত্রেরা এখানে এসেছি। রাম, তাদের সেই স্পষ্ট-বচন শুনে কপিল তখন তীব্র ক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। কাকুৎস্থ রাম, অপরিমিত তপঃশক্তিসম্পন্ন মহাপ্রাণ কপিলের অভিশাপে সগরপুত্রেরা সবাই সেদিন ভস্মীভূত হয়ে গেলো।। ২৯-৩০ ।।

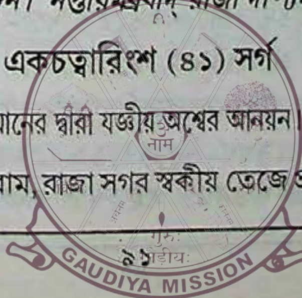
আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-রিচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের চত্বারিংশ (৪০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

রাজ্ঞা সগরেণ প্রেষিতস্যাংশুমতো যজ্ঞীয়াশ্বানয়নম্, পিতৃণাং নিধনবার্তাজ্ঞাপনঞ্চ।

পুত্রাংশ্চিরগতান্ জ্ঞাত্বা সগরো রঘুনন্দন। নপ্তারমব্রবীদ্ রাজা দীপ্যমানং স্বতেজসা।। ১

একচত্বারিংশ (৪১) সর্গ



রাজা সগরের দ্বারা প্রেরিত হয়ে অংশুমানের দ্বারা যজ্ঞীয় অশ্বের আনয়ন। পিতৃপুরুষদের নিধনসংবাদ-জ্ঞাপন।

পুত্রেরা অনেকদিন হলো গেছে ভেবে, রাম, রাজা সগর স্বকীয় তেজে প্রদীপ্ত পৌত্রকে বললেন— *(নপ্তা —*

শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ পূর্বৈস্তুল্যোঽসি তেজসা। পিতৃণাং গতিমন্বিচ্ছ যেন চাশ্বোঽপবাহিতঃ।। ২
অন্তর্ভৌমানি সত্ত্বানি বীর্যবন্তি মহান্তি চ। তেষাং তু প্রতিঘাতার্থং সাসিং গৃহ্ণীষ্ব কার্মুকম্।। ৩
অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংশ্চ হত্বা বিঘ্নকরানপি। সিদ্ধার্থঃ সন্নিবর্তস্ব মম যজ্ঞস্য পারগঃ।। ৪
এবমুক্তোংঽশুমান্ সম্যক্ সাগরেণ মহাত্মনা। ধনুরাদায় খড়্গঞ্চ জগাম লঘু বিক্রমঃ।। ৫
স খাতং পিতৃভির্মার্গমন্তর্ভৌমং মহাত্মভিঃ। প্রাপদ্যত নরশ্রেষ্ঠ তেন রাজ্ঞাভিচোদিতঃ।। ৬
দেব-দানব-রক্ষোভিঃ পিশাচ-পতগোরগৈঃ। পূজ্যমানং মহাতেজা দিশাগজমপশ্যত।। ৭
স তং প্রদক্ষিণং কৃত্বা পৃষ্ট্বা চৈব নিরাময়ম্। পিতৃন্ স পরিপপ্রচ্ছ বাজিহর্তারমেব চ।। ৮
দিশাগজস্তু তচ্ছ্রুত্বা প্রত্যুবাচ মহামতিঃ। আসমঞ্জ কৃতার্থস্ত্বং সহাশ্বঃ শীঘ্রমেষ্যসি।। ৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্বানেব দিশাগজান্। যথাক্রমং যথান্যায়ং প্রষ্টুং সমুপচক্রমে।। ১০
তৈশ্চ সর্বৈর্দিশাপালৈর্বাক্যজ্ঞৈর্বাক্যকোবিদৈঃ। পূজিতঃ সহয়শ্চৈবাগন্তাসীত্যভিচোদিতঃ।। ১১
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা জগাম লঘুবিক্রমঃ। ভস্মারাশীকৃতা যত্র পিতরস্তস্য সাগরাঃ।। ১২
স দুঃখবশমাপন্নস্ত্বসমঞ্জসুতস্তদা। চুক্রোশ পরমার্তস্তু বধাত্তেষাং সুদুঃখিতঃ।। ১৩
যজ্ঞিয়ঞ্চ হয়ং তত্র চরন্তমবিদূরতঃ। দদর্শ পুরুষব্যাঘ্রো দুঃখ-শোকসমন্বিতঃ।। ১৪
স তেষাং রাজপুত্রাণাং কর্তুকামো জলক্রিয়াম্। স জলার্থী মহাতেজা ন চাপশ্যজ্জলাশয়ম্।। ১৫
বিসার্য নিপুণাং দৃষ্টিং ততোঽপশ্যৎ খগাধিপম্। পিতৃণাং মাতুলং রাম সুপর্ণমনিলোপমম্।। ১৬
স চৈনমব্রবীদ্ বাক্যং বৈনতেয়ো মহাবলঃ। মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র বধোঽয়ং লোকসম্মতঃ।। ১৭

পৌত্র)।। ১ ।। তুমি বীর এবং বিদ্বান্। পূর্বজদের মতো তুমি তেজস্বী। অশ্ব যে হরণ করেছে, পিতৃগণের পথে গিয়ে তাকে খুঁজে বের করো।। ২ ।। মাটির নীচে যেসব প্রাণী রয়েছে, তারা সব বিশাল এবং বীর্যবান। তাদের প্রত্যাঘাত করার জন্য তরবারি এবং ধনু তুমি গ্রহণ করো *(অসি—তরবারি, কার্মুক—ধনু)*।। ৩ ।। প্রণম্যদের প্রণাম করে এবং বিঘ্নকারীদের হত্যা করে মনোরথ সিদ্ধ করে তুমি ফিরে এসো। আমার যজ্ঞ সফল করতে তুমিই সমর্থ হবে।। ৪ ।। মহাপ্রাণ সগর এই কথা বলায় অংশুমান ধনু এবং খড়্গ নিয়ে দ্রুতগতিতে চলে গেলেন।। ৫ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, রাজা সগরের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে সেই অংশুমান মহাপ্রাণ পিতৃগণের দ্বারা নির্মিত মৃত্তিকার অভ্যন্তরের পথটি খুঁজে পেলেন।।৬ ।। তেজস্বী অংশুমান ক্রমে দেখতে পেলেন, দেবতা, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, পক্ষী ও সর্পগণ একটি দিগ্‌গজকে পূজা করছে।। ৭ ।। অংশুমান ও তখন সেই হস্তীকে প্রদক্ষিণ করে তার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর পিতৃগণের কথা। এবং অশ্বচোরের সংবাদ।।৮ ।। মহাপ্রাজ্ঞ দিগ্‌গজ তাঁর কথা শুনে বললেন, ওহে অসমঞ্জতনয় অংশুমান, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। তুমি শীঘ্রই অশ্বকে নিয়ে আসবে।। ৯ ।। তাঁর কথা শুনে অংশুমান একে একে যথারীতি সকল দিগ্‌গজকেই জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।। ১০ ।। দিক্‌সমূহের অধিপতি দিগ্‌গজেরা সকলেই ছিলেন বাক্যপ্রয়োগে নিপুণ। তাঁরা অপরের বাক্যও ভালোভাবে বুঝতে পারতেন। তাঁরা বললেন, পূজিত হয়ে অশ্বকে নিয়েই তুমি ফিরে আসবে। ।। ১১ ।। তাঁদের কথা শুনে যেখানে তাঁর পিতৃপুরুষ সগরপুত্রেরা ভস্মীভূত হয়েছিলেন তিনি সেইস্থানে চলে গেলেন।। ১২ ।। অসমঞ্জপুত্র অংশুমান তখন দুঃখের বশীভূত হলেন। পিতৃগণের নিধনে অত্যন্ত বেদনাহত হয়ে গভীর দুঃখে ক্রন্দন করতে লাগলেন।। ১৩ ।। দুঃখার্ত, শোকসন্তপ্ত সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ যজ্ঞীয় অশ্বটিকে অনতিদূরে বিচরণ করতে দেখলেন।। ১৪ ।। মহাতেজস্বী অংশুমান জলের দ্বারা রাজপুত্রদের তর্পণ করার জন্য জলের সন্ধান করেও কোনো জলাশয় দেখতে পেলেন না।। ১৫ ।। নিপুণ দৃষ্টি প্রসারিত করে তিনি বায়ুর মতো বেগবান বিহগপতি গরুড়কে দেখতে পেলেন। রাম, এই গরুড় ছিলেন অংশুমানের পিতৃগণের মাতুল *(সুপর্ণ = গরুড়)*।। ১৬ ।। মহাবীর বিনতানন্দন গরুড় তাঁকে বললেন, হে নরশ্রেষ্ঠ, শোক কোরো না, সগর-সন্তানদের এই বিনাশ সবার দ্বারা সমর্থিত।। ১৭ ।। অপরিমেয়

কপিলেনাপ্রমেয়েণ দগ্ধা হীমে মহাবলাঃ। সলিলং নার্হসি প্রাজ্ঞ দাতুমেষাং হি লৌকিকম্।। ১৮
গঙ্গা হিমবতো জ্যেষ্ঠা দুহিতা পুরুষর্ষভ। তস্যাং কুরু মহাবাহো পিতৃণাং সলিলক্রিয়াম্।। ১৯
ভস্মরাশীকৃতানেতান্ প্লাবয়েল্লোকপাবনী। তয়া ক্লিন্নমিদং ভস্ম গঙ্গয়া লোককান্তয়া।
ষষ্টিং পুত্রসহস্রাণি স্বর্গলোকং গমিষ্যতি।। ২০
নির্গচ্ছাশ্বং মহাভাগ সংগৃহ্য পুরুষর্ষভ। যজ্ঞং পৈতামহং বীর নির্বর্তয়িতুমর্হসি।। ২১
সুপর্ণবচনং শ্রুত্বা সোঽংশুমানতিবীর্যবান্। ত্বরিতং হয়মাদায় পুনরায়ান্মহাতপাঃ।। ২২
ততো রাজানমাসাদ্য দীক্ষিতং রঘুনন্দন। ন্যবেদয়দ্ যথা বৃত্তং সুপর্ণবচনং তথা।। ২৩
তচ্ছ্রুত্বা ঘোরসঙ্কাশং বাক্যমংশুমতো নৃপঃ। যজ্ঞং নির্বর্তয়ামাস যথাকল্পং যথাবিধি।। ২৪
স্বপুরং ত্বগমচ্ছ্রীমানিষ্টযজ্ঞো মহীপতিঃ। গঙ্গায়াশ্চাগমে রাজা নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত।। ২৫
অগত্বা নিশ্চয়ং রাজা কালেন মহতা মহান্। ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজ্যং কৃত্বা দিবং গতঃ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

তপঃশক্তিসম্পন্ন কপিলের দ্বারা এই মহাবীরগণ দগ্ধ হয়েছেন। সাধারণ জাগতিক জল দিয়ে এদের তর্পণ করা উচিত হবে না।। ১৮ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হলেন গঙ্গা। হে বীর, ঐ গঙ্গাতে গিয়েই তুমি পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করো।। ১৯ ।। জগৎকে পবিত্র করেন এই গঙ্গা। তিনি এই ভস্মরাশিকে প্লাবিত করুন। লোক-বাঞ্ছিতা এই গঙ্গার দ্বারা এই ভস্মরাশি সিক্ত হলে সগরের এই ষাট হাজার পুত্র স্বর্গে গমন করবেন।। ২০ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, মহাভাগ্যবান, তুমি অশ্বটিকে নিয়ে চলে যাও। হে বীর, পিতামহের যজ্ঞ তোমার সম্পন্ন করা উচিত।। ২১ ।। সুপর্ণ তথা গরুড়ের বচন শুনে মহাবীর মহাতপস্বী সেই অংশুমান সত্বর অশ্ব নিয়ে ফিরে গেলেন।। ২২ ।। তারপর, হে রঘুনন্দন, যজ্ঞেব্রতী রাজা সগরের নিকটে গরুড়ের কথা তিনি যথাযথভাবে জানালেন।। ২৩ ।। রাজা সগর অংশুমানের কাছে সেই দুঃখজনক কথা শুনে শাস্ত্রবিধি অনুসারে সঙ্কল্পিত যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন।। ২৪ ।। রাজা সগর যজ্ঞ সমাপ্ত করে নিজপুরী অযোধ্যাতে চলে গেলেন। কিন্তু গঙ্গার আনয়নে রাজা কোনো প্রয়াস নিলেন না।। ২৫ ।। বহুকাল ধরেও কোনো উপায় স্থির করতে না পেরে মহান রাজা সগর ত্রিশ হাজার বৎসর রাজত্ব করে স্বর্গে গমন করলেন।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের একচত্বারিংশ (৪১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

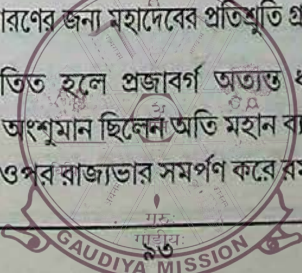
গঙ্গায়ৈ অংশুমদ্-ভগীরথয়োস্তপশ্চরণম্, ব্রহ্মণা ভগীরথায় বরদানম্, গঙ্গায়া ধারণার্থং শঙ্করস্যাঙ্গীকারায় উপদেশঃ।

কালধর্মং গতে রাম সগরে প্রকৃতীজনাঃ। রাজানং রোচয়ামাসুরংশুমন্তং সুধার্মিকম্।। ১
স রাজা সুমহানাসীদংশুমান্ রঘুনন্দন। তস্য পুত্রো মহানাসীদ্দিলীপ ইতি বিশ্রুতঃ।। ২

দ্বিচত্বারিংশ (৪২) সর্গ

গঙ্গাকে আনার জন্য অংশুমান এবং ভগীরথের তপস্যা। ভগীরথকে ব্রহ্মার বরদান।
গঙ্গার পতনবেগ ধারণের জন্য মহাদেবের প্রতিশ্রুতি গ্রহণের জন্য উপদেশ।

রাম, সগর কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হলে প্রজাবর্গ অত্যন্ত ধার্মিক অংশুমানকে রাজারূপে পছন্দ করলেন ।। ১ ।। হে রঘুনন্দন, রাজা অংশুমান ছিলেন অতি মহান ব্যক্তি। তাঁর পুত্রও ছিলেন মহান। দিলীপ তাঁর নাম ।। ২ ।। হে রাম, দিলীপের ওপর রাজ্যভার সমর্পণ করে রমণীয় হিমালয় শিখরে অংশুমান কঠোর



তস্মৈ রাজ্যং সমাদিশ্য দিলীপে রঘুনন্দন। হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে সুদারুণম্।। ৩
দ্বাত্রিংশচ্ছতসাহস্রং বর্ষাণি সুমহাযশাঃ। তপোবনগতো রাজা স্বর্গং লেভে তপোধনঃ।। ৪
দিলীপস্তু মহাতেজাঃ শ্রুত্বা পৈতামহং বধম্। দুঃখোপহতয়া বুদ্ধ্যা নিশ্চয়ং নাধ্যগচ্ছত।। ৫
কথং গঙ্গাবতরণং কথং তেষাং জলক্রিয়া। তারয়েয়ং কথং চৈতানিতি চিন্তাপরোঽভবৎ।। ৬
তস্য চিন্তয়তো নিত্যং ধর্মেণ বিদিতাত্মনঃ। পুত্রো ভগীরথো নাম জজ্ঞে পরমধার্মিকঃ।। ৭
দিলীপস্তু মহাতেজা যজ্ঞৈর্বহুভিরিষ্টবান্। ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ।। ৮
অগত্বা নিশ্চয়ং রাজা তেষামুদ্ধরণং প্রতি। ব্যাধিনা নরশার্দূল কালধর্মমুপেয়িবান্।। ৯
ইন্দ্রলোকং গতো রাজা স্বার্জিতেনৈব কর্মণা। রাজ্যে ভগীরথং পুত্রমভিষিচ্য নরর্ষভঃ।। ১০
ভগীরথস্তু রাজর্ষির্ধার্মিকো রঘুনন্দন। অনপত্যো মহারাজঃ প্রজাকামঃ স চ প্রজাঃ।। ১১
মন্ত্রিষ্বাধায় তদ্রাজ্যং গঙ্গাবতরণে রতঃ। তপো দীর্ঘং সমাতিষ্ঠদ্ গোকর্ণে রঘুনন্দন।। ১২
ঊর্ধ্ববাহুঃ পঞ্চতপা মাসাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ। তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরে তপসি তিষ্ঠতঃ।। ১৩
অতীতানি মহাবাহো তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ। সুপ্রীতো ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজানাং প্রভুরীশ্বরঃ।। ১৪
ততঃ সুরগণৈঃ সার্ধমুপাগম্য পিতামহঃ। ভগীরথং মহাত্মানং তপ্যমানমথাব্রবীৎ।। ১৫
ভগীরথ মহারাজ প্রীতস্তেঽহং জনাধিপ। তপসা চ সুতপ্তেন বরং বরয় সুব্রত।। ১৬
তমুবাচ মহাতেজাঃ সর্বলোকপিতামহম্। ভগীরথো মহাবাহুঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ।। ১৭

তপস্যায় চলে গেলেন।।৩ ।। মহাযশস্বী তপস্বী রাজা অংশুমান তপোবনে বত্রিশ শত শহস্র অর্থাৎ বত্রিশ লক্ষ বৎসর তপস্যা করে স্বর্গগমন করলেন. *(এক শত সহস্র = এক লক্ষ)*।। ৪ ।। মহাতেজস্বী দিলীপও পিতামহগণের নিধনবার্তা শুনে দুঃখে বিহ্বলচিত্ত হয়ে কি করবেন স্থির করতে পারলেন না।। ৫ ।। কিভাবে গঙ্গার অবতরণ হবে, কিভাবে হবে পিতৃপুরুষের তর্পণ, কিভাবেই বা তাঁদের উদ্ধার হবে—এইসব চিন্তায় দিলীপ মগ্ন হয়ে গেলেন।। ৬ ।। এইভাবে ধর্মচিন্তায় আত্মমগ্ন হয়ে দিলীপ যখন কাল কাটাচ্ছিলেন তখন ভগীরথ নামে তাঁর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলো। সেও ছিলো অত্যন্ত ধার্মিক।। ৭ ।। অত্যন্ত তেজঃসম্পন্ন দিলীপ বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি রাজ্যপালন করেছিলেন ত্রিশ হাজার বৎসর।। ৮ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, রাজা দিলীপ পূর্বপুরুষদের উদ্ধারের কোনো উপায় করতে পারলেন না। কালক্রমে রোগের আক্রমণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।। ৯ ।। নরশ্রেষ্ঠ রাজা দিলীপ পুত্র ভগীরথকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে নিজের অর্জিত কর্মফলের দ্বারা ইন্দ্রলোকে গমন করেন *(নর + ঋষভঃ = নরর্ষভঃ)*।। ১০ ।। হে রাম, মহারাজ ভগীরথ ছিলেন ধর্মপরায়ণ। রাজা হয়েও তিনি ঋষি ছিলেন। নিঃসন্তান হওয়ায় তিনি ছিলেন সন্তানকামী।। ১১ ।। মন্ত্রীদের ওপর রাজ্যভার সমর্পণ করে গঙ্গার অবতরণের জন্য এবং নিজের পুত্রপ্রাপ্তির জন্য গোকর্ণতীর্থে তিনি দীর্ঘ তপস্যায় প্রবৃত্ত হলেন।। ১২ ।। ইন্দ্রিয় সংযত করে মাসে একবার মাত্র আহার নিয়ে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে চারদিকে অগ্নি জ্বেলে এবং ওপরে সূর্যকে রেখে, এইভাবে পঞ্চাগ্নি তপস্যার দ্বারা তিনি বহু সহস্র বৎসর কাটালেন।। ১৩ ।। হে বীর, এইভাবে বহুকাল অতীত হলে জনগণের পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মা মহাতপস্বী রাজা ভগীরথের উপর অত্যন্ত তুষ্ট হলেন।। ১৪ ।।তারপর পিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের সঙ্গে এসে তপোনিরত মহাত্মা ভগীরথকে বললেন— *(কর্তুম্, অকর্তুম্, অন্যথা কর্তুং সমর্থঃ ঈশ্বরঃ—যিনি ইচ্ছামতো করতে পারেন, না করতেও পারেন, অন্যরকমও করতে পারেন তিনিই ঈশ্বর। সর্বশক্তিমান তিনি। এই ত্রিবিধ শক্তি ভগবান ব্যতীত আর কারো নেই। বৃহত্ত্বাদ্ ব্রহ্ম—যিনি সবচেয়ে বড় তিনিই ব্রহ্মা)*।। ১৫ ।। জনগণপতি মহারাজ ভগীরথ, তোমার কঠোর তপস্যায় আমি প্রীতিলাভ করেছি। হে সুষ্ঠুব্রতকারিন্, তুমি বর-প্রার্থনা করো।। ১৬ ।। তেজস্বী দীর্ঘবাহু ভগীরথ কৃতাঞ্জলি হয়ে সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন—।। ১৭ ।। হে ভগবন্, যদি আপনি

যদি মে ভগবান্ প্রীতো যদ্যস্তি তপসঃ ফলম্। সগরস্যাত্মজাঃ সর্বে মত্তঃ সলিলমাপ্নুয়ুঃ।। ১৮
গঙ্গায়াঃ সলিলক্লিন্নে ভস্মন্যেষাং মহাত্মনাম্। স্বর্গং গচ্ছেয়ুরত্যন্তং সর্বে চ প্রপিতামহাঃ।। ১৯
দেব যাচে হ সন্তত্যৈ নাবসীদেৎ কুলঞ্চ নঃ। ইক্ষ্বাকূণাং কুলে দেব এষ মেঽস্তু বরঃ পরঃ।। ২০
উক্তবাক্যং তু রাজানং সর্বলোকপিতামহঃ। প্রত্যুবাচ শুভাং বাণীং মধুরাং মধুরাক্ষরাম্।। ২১
মনোরথো মহানেষ ভগীরথ মহারথ। এবং ভবতু ভদ্রং তে ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধন।। ২২
ইয়ং হৈমবতী জ্যেষ্ঠা গঙ্গা হিমবতঃ সুতা। তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ হরস্তত্র নিযুজ্যতাম্।। ২৩
গঙ্গায়াঃ পতনং রাজন্ পৃথিবী ন সহিষ্যতে। তাং বৈ ধারয়িতুং রাজন্ নান্যং পশ্যামি শূলিনঃ।। ২৪
তমেবমুক্ত্বা রাজানং গঙ্গাং চাভাষ্য লোককৃৎ। জগাম ত্রিদিবং দেবৈঃ সর্বৈঃ সহ মরুদ্গণৈঃ।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন, তপস্যার যদি কোনো ফল থাকে, তাহলে আশীর্বাদ করুন, যাতে সগরের পুত্রেরা আমার কাছ থেকে যেন তর্পণের জল লাভ করেন।। ১৮।। মহাত্মাদের ভস্মরাশি যেন গঙ্গার জলে সিক্ত হয়। আমার পিতামহ সকল যেন তার ফলে স্বর্গে গমন করেন।। ১৯ ।। আরো প্রার্থনা করছি, হে দেব, আমার যেন সন্তান লাভ হয়। আমাদের বংশ যেন বিলুপ্ত না হয়। ইক্ষ্বাকুবংশের রক্ষার জন্য এই আমার পরম প্রার্থনা।। ২০ ।। এই কথা বলার পর সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে সুমিষ্টভাষায় মঙ্গল-মধুর বাণীতে বললেন—।। ২১ ।। মহাবীর হে ভগীরথ, তুমি ইক্ষ্বাকুবংশের মর্যাদাবর্ধনকারী। তোমার মনের এই মহতী প্রার্থনা পূর্ণ হোক।। ২২ ।। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হৈমবতী গঙ্গা। মহারাজ, তার প্রপাতবেগকে ধারণ করার জন্য মহাদেবকে নিয়োজিত করো।। ২৩ ।। গঙ্গার পতনবেগ পৃথিবী ধারণ করতে পারবে না। সেই বেগকে ধারণ করতে পারেন ত্রিশূলধারী মহেশ্বর বিনা আর কাউকে দেখছি না।। ২৪ ।। রাজা ভগীরথকে এই কথা বলে গঙ্গাকেও নির্দেশ দিয়ে জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মা দেবতাসকল এবং মরুদ্গণকে নিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।। ২৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বিচত্বারিংশ (৪২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

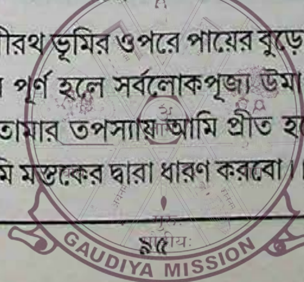
ভগীরথতপস্তুষ্টেন শিবেন গঙ্গায়া ধারণম্, গঙ্গায়া অহঙ্কারখণ্ডনম্, ততো বিন্দুসরোবরে নিক্ষেপণম্, গঙ্গায়াঃ সপ্তধারায়া বিবরণম্, জহ্নুসন্দেশঃ, ভগীরথস্য পূর্বপুরুষাণাং মুক্তিলাভশ্চ।

দেবদেবে গতে তস্মিন্ সোঽঙ্গুষ্ঠাগ্রনিপীড়িতাম্। কৃত্বা বসুমতীং রাম বৎসরং সমুপাসত।। ১
অথ সংবৎসরে পূর্ণে সর্বলোকনমস্কৃতঃ। উমাপতিঃ পশুপতী রাজানমিদমব্রবীৎ।। ২
প্রীতস্তেঽহং নরশ্রেষ্ঠ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্। শিরসা ধারয়িষ্যামি শৈলরাজসুতামহম্।। ৩

ত্রিচত্বারিংশ (৪৩) সর্গ

ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শিবের দ্বারা গঙ্গার পতনবেগ ধারণ। গঙ্গার অহঙ্কার খণ্ডন। তারপর বিন্দুসরোবরে নিক্ষেপ। গঙ্গার সপ্তধারার বর্ণনা। জহ্নুমুনির বার্তা। ভগীরথের পূর্বপুরুষদের মুক্তিপ্রাপ্তি।

দেবদেব ব্রহ্মা চলে গেলেন। রাম, ভগীরথ ভূমির ওপরে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে দাঁড়িয়ে এক বৎসর তপস্যা করলেন।। ১ ।। এক বৎসর পূর্ণ হলে সর্বলোকপূজ্য উমাপতি পশুপতি মহেশ্বর তখন রাজাকে বললেন—।। ২ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, তোমার তপস্যায় আমি প্রীত হয়েছি। তোমার প্রিয়কার্য আমি সম্পন্ন করবো। পর্বতরাজদুহিতা গঙ্গাকে আমি মস্তকের দ্বারা ধারণ করবো।।৩ ।। তারপর সর্বলোকনমস্য জ্যেষ্ঠা



ততো হৈমবতী জ্যেষ্ঠা সর্বলোকনমস্কৃতা। তদা সাতিমহদ্‌রূপং কৃত্বা বেগঞ্চ দুঃসহম্।। ৪
আকাশাদপতদ্ রাম শিবে শিবশিরস্যুত। অচিন্তয়চ্চ সা দেবী গঙ্গা পরমদুর্ধরা।। ৫
বিশাম্যহং হি পাতালং স্রোতসা গৃহ্য শঙ্করম্। তস্যাবলেপনং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধস্তু ভগবান্ হরঃ।। ৬
তিরোভাবয়িতুং বুদ্ধিং চক্রে ত্রিনয়নস্তদা। সা তস্মিন্ পতিতা পুণ্যা পুণ্যে রুদ্রস্য মূর্ধনি।। ৭
হিমবৎপ্রতিমে রাম জটামণ্ডলগহ্বরে। সা কথঞ্চিন্ মহীং গন্তুং নাশক্নোদ্ যত্নমাস্থিতা।। ৮
নৈব সা নির্গমং লেভে জটামণ্ডলমন্ততঃ। তত্রৈবাবভ্রমদ্দেবী সংবৎসরগণান্ বহূন্।। ৯
তামপশ্যৎ পুনস্তত্র তপঃ পরমমাস্থিতঃ। স তেন তোষিতশ্চাসীদত্যন্তং রঘুনন্দন।। ১০
বিসসর্জ ততো গঙ্গাং হরো বিন্দুসরঃ প্রতি। তস্যাং বিসৃজ্যমানায়াং সপ্ত স্রোতাংসি জজ্ঞিরে।। ১১
হ্লাদিনী পাবনী চৈব নলিনী চ তথৈব চ। তিস্রঃ প্রাচীং দিশং জগ্মুর্গঙ্গাঃ শিবজলাঃ শুভাঃ।। ১২
সুচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী। তিস্রশ্চৈতা দিশং জগ্মুঃ প্রতীচীং তু দিশং শুভাঃ ।। ১৩
সপ্তমী চান্বগাত্তাসাং ভগীরথরথং তদা। ভগীরথোঽপি রাজর্ষির্দিব্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ।। ১৪
প্রায়াদগ্রে মহাতেজা গঙ্গা তং চাপ্যনুব্রজেৎ। গগনাচ্ছঙ্করশিরস্ততো ধরণিমাগতা।। ১৫
অসর্পত জলং তত্র তীব্রশব্দপুরস্কৃতম্। মৎস্য-কচ্ছপসঙ্ঘৈশ্চ শিশুমারগণৈস্তথা।। ১৬
পতদ্ভিঃ পতিতৈশ্চৈব ব্যরোচত বসুন্ধরা। ততো দেবর্ষি-গন্ধর্বা যক্ষ-সিদ্ধ-গণাস্তথা।। ১৭
ব্যলোকয়ন্ত তে তত্র গগনাদ্ গাঙ্গতাং তদা। বিমানৈর্নগরাকারৈর্হয়ৈর্গজবরৈস্তদা।। ১৮
পারিপ্লবগতাশ্চাপি দেবতাস্তত্র বিষ্ঠিতাঃ। তদদ্ভুতমিমং লোকে গঙ্গাবতরমুত্তমম্।। ১৯
দিদৃক্ষবো দেবগণাঃ সমীয়ুরমিতৌজসঃ। সংপতদ্ভিঃ সুরগণৈস্তেষাং চাভরণৌজসা।। ২০
শতাদিত্যমিবাভাতি গগনং গততোয়দম্। শিশুমারোরগগণৈ র্মীনৈরপি চ চঞ্চলৈঃ।। ২১

হিমাচলকন্যা গঙ্গা বিরাট রূপ ধারণ করে দুঃসহ বেগে আকাশ থেকে মঙ্গলময় শিবের মস্তকে পতিত হলো। যাকে ধরে রাখা অত্যন্ত কষ্টকর, সেই দেবীগঙ্গা চিন্তা করলেন—।। ৪-৫ ।। শঙ্করকে ভাসিয়ে নিয়ে আমি পাতালে প্রবেশ করবো। তাঁর এই অহঙ্কার জেনে ভগবান শিব ক্রুদ্ধ হলেন।।৬ ।। ত্রিনয়ন মহাদেব তাঁকে গোপন করার জন্য বুদ্ধি আঁটিলেন। সেই পাবনী গঙ্গা মহেশ্বরের পবিত্র মস্তকে পতিত হলেন।। ৭ ।। হিমালয়ের মতো জটিল জটাগহ্বরে রুদ্ধা হয়ে বহু চেষ্টাতেও তিনি ভূতলে কিছুটাও যেতে পারলেন না।। ৮ ।। জটার জটিলতার মধ্য থেকে বের হতে না পেরে তিনি বহু বৎসর ধরে সেখানে ভ্রমণ করছিলেন।। ৯ ।। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে ভগীরথ পুনরায় শিবের তপস্যা আরম্ভ করলেন। রাম, সেই তপস্যায়, তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।। ১০ ।। মহাদেব তখন বিন্দুসরোবরে গঙ্গাকে বিসর্জন দিলেন। তাঁকে বিসর্জন দেওয়ায় সেখানে সাতটি স্রোতোধারার উৎপত্তি হলো।। ১১ ।। হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে কল্যাণদায়িনী কল্যাণসলিলা গঙ্গার তিনটি ধারা পূর্বদিকে প্রবাহিত হলো।। ১২ ।। পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হলো তিনটি কল্যাণকারী ধারা। তারা হলো মহানদী সুচক্ষু, সীতা এবং সিন্ধু।। ১৩ ।। সপ্তম ধারাটি তখন ভগীরথের রথকে অনুসরণ করতে লাগলো। মহাতেজস্বী রাজর্ষি ভগীরথ দিব্যরথে আরোহণ করে আগে আগে চলতে লাগলেন। গঙ্গা করছিলেন তার অনুগমন। গঙ্গা এইভাবে আকাশ থেকে মহাদেবের মস্তকে, তারপর ভূতলে চলে এলেন।। ১৪-১৫ ।। তীব্রশব্দে জলধারা বয়ে চললো। তাতে ভেসে চললো রাশি রাশি মৎস্য, কচ্ছপ আর শিশুমার নামক জলজন্তু।। ১৬ ।। তাদের উত্থান-পতনে পৃথিবী হলো সুশোভিতা। তখন দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, যক্ষ, সিদ্ধ ও গণেরা নগরাকার বিশাল বিমানে বিরাটকায় অশ্ব এবং হস্তীতে আরোহণ করে গগন থেকে ভূতলে প্রবাহিতা গঙ্গাকে দেখতে লাগলেন।। ১৭-১৮ ।। ভেসে যাবার শঙ্কায় দেবতারা ঐসব বাহনে এসেছিলেন। জগতে গঙ্গাবতরণের এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখার জন্য অপরিমিত ওজস্বী দেবগণ সম্মিলিত হলেন। তাঁদের অলঙ্কারের ঔজ্জ্বল্যে নির্মেঘ আকাশকে শত সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত মনে

বিদ্যুদ্ভিরিব বিক্ষিপ্তৈরাকাশমভবত্তদা। পাণ্ডুরৈঃ সলিলোৎপীড়ৈঃ কীর্যমাণৈঃ সহস্রধা।। ২২
শারদাভ্রৈরিবাকীর্ণং গগনং হংসসম্প্লবৈঃ। ক্বচিদ্ দ্রুততরং যাতি কুটিলং ক্বচিদায়তম্।। ২৩
বিনতঃ ক্বচিদুদ্ভূতং ক্বচিদ্ যাতি শনৈঃ শনৈঃ। সলিলেনৈব সলিলং ক্বচিদভ্যাহতং পুনঃ।। ২৪
মুহূরূর্ধ্বপথং গত্বা পপাত বসুধাং পুনঃ। তচ্ছঙ্করশিরোভ্রষ্টং ভ্রষ্টং ভূমিতলে পুনঃ।। ২৫
ব্যরোচত তদা তোয়ং নির্মলং গতকল্মষম্। তত্রর্ষিগণ-গন্ধর্বা বসুধাতলবাসিনঃ।। ২৬
ভবাঙ্গপতিতং তোয়ং পবিত্রমিতি পস্পৃশুঃ। শাপাৎ প্রপতিতা যে চ গগনাদ্ বসুধাতলম্।। ২৭
কৃত্বা তত্রাভিষেকং তে বুভূবর্গতকল্মষাঃ। ধূতপাপাঃ পুনস্তেন তোয়েনাথ শুভান্বিতাঃ।। ২৮
পুনরাকাশমাবিশ্য স্বাঁল্লোকান্ প্রতিপেদিরে। মুমুদে মুদিতো লোকস্তেন তোয়েন ভাস্বতা।। ২৯
কৃতাভিষেকো গঙ্গায়াং বভূব গতকল্মষঃ। ভগীরথো হি রাজর্ষির্দিব্যং স্যন্দনমাস্থিতঃ।। ৩০
প্রয়াদগ্রে মহারাজস্তং গঙ্গা পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ। দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বে দৈত্য-দানব-রাক্ষসাঃ।। ৩১
গন্ধর্ব-যক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নর-মহোরগাঃ। সর্বাশ্চাপ্সরসো রাম ভগীরথরথানুগাঃ।। ৩২
গঙ্গামন্বগমন্ প্রীতাঃ সর্বে জলচরাশ্চ যে। যতো ভগীরথো রাজা ততো গঙ্গা যশস্বিনী।। ৩৩
জগাম সরিতাং শ্রেষ্ঠা সর্বপাপপ্রণাশিনী। ততো হি যজমানস্য জহ্নোরদ্ভুতকর্মণঃ।। ৩৪
গঙ্গা সংপ্লাবয়ামাস যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ। তস্যাবলেপনং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধো জহ্নুশ্চ রাঘব।। ৩৫
অপিবত্তু জলং সর্বং গঙ্গায়াঃ পরমাদ্ভুতম্। ততো দেবাঃ সগন্ধর্বা ঋষয়শ্চ সুবিস্মিতাঃ।। ৩৬
পূজয়ন্তি মহাত্মানং জহ্নুং পুরুষসত্তমম্। গঙ্গা চাপি নয়ন্তি স্ম দুহিতৃত্বে মহাত্মনঃ।। ৩৭
ততস্তুষ্টো মহাতেজাঃ শ্রোত্রাভ্যামসৃজৎ প্রভুঃ। তস্মাজ্জহ্নুসুতা গঙ্গা প্রোচ্যতে জাহ্নবীতি চ।। ৩৮

হচ্ছিলো। শিশুমার *(জলজন্তুবিশেষ)*, উরগ এবং চঞ্চল মৎস্যসমূহের ছোটাছুটিতে সহস্রকণায় প্রকীর্ণ জলের উৎক্ষেপে আকাশকে দেখাচ্ছিলো শুভ্র।। ১৯-২২ ।। যেন হংসের প্রাচুর্য নিয়ে শরৎকালের শুভ্রমেঘের দ্বারা গগন আজ পরিপূর্ণ! গঙ্গার ধারা বয়ে চলেছে কোথাও তীব্রতরগতিতে। কোথাও বা কুটিলভাবে। কোথাও বা প্রসারিত স্রোতে।। ২৩ ।। জলের আঘাতে জল কখনো ওপরে ছিট্‌কে পড়ছে। আবার কোথাও ধীরে ধীরে বইছে।। ২৪ ।। হঠাৎ ক্ষণকালের জন্য ওপরে উঠে আবার ভূতলে নেমে পড়ছে। মহেশ্বরের মস্তক থেকে আবার মাটিতেই পড়ে যাচ্ছে।। ২৫ ।। নিষ্কলুষ এই নির্মল জল তখন বেশ শোভা পাচ্ছিলো। সেখানে ঋষি, গন্ধর্ব এবং পৃথিবীর জনগণ মহাদেবের অঙ্গ থেকে পতিত বলে এই জল পবিত্রবোধে স্পর্শ করেছিলো। শাপে যাঁরা স্বর্গ থেকে ভূতলে পতিত হয়েছেন, গঙ্গায় স্নান করে তাঁরা হলেন শাপমুক্ত। আর এই পবিত্রজলের স্পর্শে হলেন কল্যাণমণ্ডিত।।২৬-২৮ ।। তাঁরা আবার আকাশে আরোহণ করে নিজেদের বাঞ্ছিত লোকে প্রতিগমন করলেন। সেই সমুজ্জ্বল জলের দ্বারা সকল লোক আনন্দে নিমগ্ন হলো।। ২৯ ।। গঙ্গায় স্নান করে সবাই হলো কল্মষ তথা পাপ থেকে মুক্ত। মহারাজ রাজর্ষি ভগীরথ স্বর্গীয় রথে উপবেশন করে আগে আগে চলতে লাগলেন। আর দেবগণ, ঋষিকুল, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর, মহাসর্পসমূহ আর সকল অপ্‌সরারা, রাম, ভগীরথের রথের অনুগমন করলো।। ৩০-৩২ ।। প্রীত হয়ে জলচরগণ সকলে গঙ্গাকে অনুসরণ করতে লাগলো। যে পথে ভগীরথ চলেছেন, যশস্বিনী গঙ্গাও চলেছেন সেই পথে ।। ৩৩ ।। গঙ্গা নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তিনি সকলের সর্ববিধ-পাপ বিনাশ করেন। তারপর, অদ্‌ভুতকর্মা যজ্ঞনিরত জহ্নুর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন গঙ্গা।। ৩৪ ।। মহাত্মা জহ্নুর যজ্ঞস্থল ভাসিয়ে দিলেন। রাম, এই কার্য গঙ্গার গর্বপ্রসূত মনে করে জহ্নু ক্রুদ্ধ হলেন।। ৩৫ ।। গঙ্গার সব জল তিনি অদ্‌ভুতভাবে পান করে ফেললেন। তাতে দেবগণ, ঋষিকুল এবং গন্ধর্বেরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেলেন।। ৩৬ ।। তাঁরা পুরুষপ্রধান মহর্ষি জহ্নুকে বন্দনা করলেন। মহাত্মা জহ্নুর কন্যা বলে গঙ্গাকে তাঁরা মেনে নিলেন।। ৩৭।। শেষে তুষ্ট হয়ে সেই মহাতেজস্বী ঋষি কর্ণদু টির ছিদ্রপথ দিয়ে গঙ্গাকে বের করে দিলেন। এজন্য জহ্নুকন্যা রূপে গঙ্গাকে জাহ্নবী বলা হয় ।। ৩৮ ।। এবার ভগীরথের রথ অনুসরণ করে এই

জগাম চ পুনর্গঙ্গা ভাগীরথরথানুগা। সাগরং চাপি সংপ্রাপ্তা সা সরিৎপ্রবরা তদা।। ৩৯
রসাতলমুপাগচ্ছৎ সিদ্ধ্যর্থং তস্য কর্মণঃ। ভগীরথোঽপি রাজর্ষির্গঙ্গামাদায় যত্নতঃ।। ৪০
পিতামহান্ ভস্মকৃতানপশ্যদ্ গতচেতনঃ। অথ তদ্ভস্মনাং রাশিং গঙ্গাসলিলমুত্তমম্।
প্লাবয়ৎ পূতপাপ্মানঃ স্বর্গং প্রাপ্তা রঘূত্তম।। ৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা সাগরে গিয়ে মিলিত হলেন।। ৩৯।। রাজর্ষি ভগীরথ তাঁর কার্যসিদ্ধির জন্য যত্ন করে গঙ্গাকে রসাতলে নিয়ে গেলেন।। ৪০ ।। সেখানে গিয়ে দেখলেন বিগতচেতন ভস্মীভূত পিতামহবর্গকে। পবিত্র গঙ্গাসলিল সেই ভস্মরাশিকে প্লাবিত করলো। হে রঘূত্তম, পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁরা সবাই স্বর্গে চলে গেলেন।। ৪১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের ত্রিচত্বারিংশ (৪৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

ব্রহ্মণা ভগীরথস্য প্রশংসনম্, তং প্রতি পিতৃণাং সলিলক্রিয়োপদেশঃ, গঙ্গামহিমবর্ণনঞ্চ।

স গত্বা সাগরং রাজা গঙ্গয়ানুগতস্তদা। প্রবিবেশ তলং ভূমের্যত্র তে ভস্মসাৎকৃতাঃ।। ১
ভস্মন্যথাপ্লুতে রাম গঙ্গায়াঃ সলিলেন বৈ। সর্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা রাজানমিদমব্রবীৎ।। ২
তারিতা নরশার্দূল দিবং যাতাশ্চ দেববৎ। ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি সগরস্য মহাত্মনঃ।। ৩
সাগরস্য জলং লোকে যাবৎ স্থাস্যতি পার্থিব। সগরস্যাত্মজাঃ সর্বে দিবি স্থাস্যন্তি দেববৎ।। ৪
ইয়ঞ্চ দুহিতা জ্যেষ্ঠা তব গঙ্গা ভবিষ্যতি। ত্বৎকৃতেন চ নাম্নাথ লোকে স্থাস্যতি বিশ্রুতা।। ৫
গঙ্গা ত্রিপথগা নাম দিব্যা ভাগীরথীতি চ। ত্রীন্ পথো ভাবয়ন্তীতি তস্মাৎ ত্রিপথগা স্মৃতা।। ৬
পিতামহানাং সর্বেষাং ত্বমত্র মনুজাধিপ। কুরুষ্ব সলিলং রাজন্ প্রতিজ্ঞামপবর্জয়।। ৭

চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪) সর্গ

ব্রহ্মার দ্বারা ভগীরথের প্রশংসা। পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করার জন্য তাঁকে উপদেশ। গঙ্গার মহিমা বর্ণনা।

গঙ্গার অনুগমন করে সাগরে গিয়ে রাজা ভগীরথ ভূতলে প্রবেশ করলেন। এইখানেই ভগীরথের পূর্বপুরুষেরা ভস্মীভূত হয়েছিলেন।। ১ ।। রাম, গঙ্গাজলে ভস্মরাশি প্লাবিত হলে সর্বলোকপ্রভু ব্রহ্মা রাজা ভগীরথকে বললেন—।। ২ ।। মহাত্মা সগরের ষাট হাজার পুত্রকে, হে নরবীর, তুমি উদ্ধার করলে। এখন তাঁরা দেবতাদের মতো স্বর্গে চলে গেলেন।।৩ ।। হে রাজন্, এই পৃথিবীতে সাগরের জল যতদিন থাকবে, ততদিন সগরের পুত্ররা সকলে দেবতাদের মতো স্বর্গেই অবস্থান করবেন।। ৪ ।। এই গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা হলেন। বিশ্বে তোমার নামেই অর্থাৎ ভগীরথের দ্বারা আনীত "ভাগীরথী" রূপেই বিশেষভাবে তিনি খ্যাতা হবেন।। ৫ ।। এই পাবনী নদী গঙ্গা, ত্রিপথগা এবং ভাগীরথীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। তিনটি পথে প্রবাহিতা বলে তাঁকে 'ত্রিপথগা' নামে স্মরণ করা হয় (*স্বর্গে গঙ্গা, ভূতলে ভাগীরথী এবং পাতালে ভোগবতী নামে এই পুণ্যনদী প্রবাহিতা*)।। ৬ ।। হে নরপতি, তুমি এইখানে সকল পিতামহের তর্পণ সমাপন করো। নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করো (*গৃহীর নিত্য অবশ্য করণীয় পাঁচটি কার্যকে বলা হয় পঞ্চ মহাযজ্ঞ। (১) দেবযজ্ঞ—দেবপূজা, (২) ব্রহ্মযজ্ঞ—বেদপাঠ তথা শাস্ত্রপাঠ, (৩) পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধ এবং তর্পণ। শ্রদ্ধার সঙ্গে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে বন্দনা শ্রাদ্ধ। তাঁদের তৃপ্তির জন্য জল দান হলো শত্রু-মিত্র-নির্বিশেষে সকলেরই উল্লেখ করে মানব-মৈত্রীর মহতী চেতনায় মানুষকে প্রবুদ্ধকরা হয়। "পাপে ধর্মে রতাশ্চয়ে"—ধর্মের সঙ্গে পাপরতদেরো তর্পণ করা হয়। "যে বান্ধবা অবান্ধবা", "যে অন্যজন্মনি বান্ধবা"—তাঁদেরো তৃপ্তির জন্য জলদান করা হয়। (৪) নৃ-যজ্ঞ—অতিথিসেবা, এবং (৫) ভূতযজ্ঞ—পশুপক্ষীকে আহার্যদান। একই আত্মার সর্বত্র অস্তিত্বের জন্য তারাও যে আমাদের আত্মীয়। তাদের প্রতিও রয়েছে কর্তব্য*)।। ৭ ।। রাজন্, অতি যশস্বী, ধার্মিকপ্রবর, তোমার পূর্বপুরুষ সগর নিজের অভিলাষ পূর্ণ

পূর্বকেণ হি তে রাজংস্তেনাতিযশসা তদা। ধর্মিণাং প্রবরেণাথ নৈষ প্রাপ্তো মনোরথঃ।। ৮
তথৈবাংশুমতা বৎস লোকেঽপ্রতিমতেজসা। গঙ্গাং প্রার্থয়তা নেতুং প্রতিজ্ঞা নাপবর্জিতা।। ৯
রাজর্ষিণা গুণবতা মহর্ষিসমতেজসা। মত্তুল্যতপসা চৈব ক্ষত্রধর্মস্থিতেন চ।। ১০
দিলীপেন মহাভাগ তব পিত্রাতিতেজসা। পুনর্ন শকিতা নেতুং গঙ্গাং প্রার্থয়তানঘ।। ১১
সা ত্বয়া সমতিক্রান্তা প্রতিজ্ঞা পুরুষর্ষভ প্রাপ্তোঽসি পরমং লোকে যশঃ পরমসম্মতম্।। ১২
তচ্চ গঙ্গাবতরণং ত্বয়া কৃতমরিন্দম। অনেন চ ভবান্ প্রাপ্তো ধর্মস্যায়তনং মহৎ।। ১৩
প্লাবয়স্ব ত্বমাত্মানং নরোত্তম সদোচিতে। সলিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ শুচিঃ পুণ্যফলো ভব।। ১৪
পিতামহানাং সর্বেষাং কুরুষ্ব সলিলক্রিয়াম্। স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি স্বং লোকং গম্যতাং নৃপ।। ১৫
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবেশঃ সর্বলোকপিতামহঃ। যথাগতং তথাগচ্ছদ্দেবলোকং মহাযশাঃ।। ১৬
ভগীরথস্তু রাজর্ষিঃ কৃত্বা সলিলমুত্তমম্। যথাক্রমং যথান্যায়ং সাগরাণাং মহাযশাঃ।। ১৭
কৃতোদকঃ শুচী রাজা স্বপুরং প্রবিবেশ হ। সমৃদ্ধার্থো নরশ্রেষ্ঠ স্বরাজ্যং প্রশশাস হ।। ১৮
প্রমুমোদ চ লোকস্তং নৃপমাসাদ্য রাঘব। নষ্টশোকঃ সমৃদ্ধার্থো বভূব বিগতজ্বরঃ।। ১৯
এষ তে রাম গঙ্গায়া বিস্তরোঽভিহিতো ময়া। স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে সন্ধ্যাকালোঽতিবর্ততে।। ২০
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং পুত্র্যং স্বর্গ্যমথাপি চ। যঃ শ্রাবয়তি বিপ্রেষু ক্ষত্রিয়েষ্বিতরেষু চ।। ২১
প্রীয়ন্তে পিতরস্তস্য প্রীয়ন্তে দৈবতানি চ। ইদমাখ্যানমায়ুষ্যং গঙ্গাবতরণং শুভম্।। ২২
যঃ শৃণোতি চ কাকুৎস্থ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ। সর্বে পাপাঃ পণশ্যন্তি আয়ুঃ কীর্তিশ্চ বর্ধতে।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

করতে পারেন নি।। ৮ ।। সেইভাবেই, বৎস, অতুলনীয় তেজস্বী অংশুমানও গঙ্গাকে আনার প্রার্থনা করে প্রতিজ্ঞাপালন করতে পারেন নি।। ৯ ।। মহর্ষির মতো তেজস্বী, গুণে রাজর্ষি, ক্ষাত্রধর্মে স্থিত হয়েও আমার মতোই তপস্যা করেছেন তোমার পিতা দিলীপ। হে পুণ্যকর্মা, অতি তেজঃসম্পন্ন তোমার পিতাও প্রার্থনা করে গঙ্গাকে আনতে পারেন নি *(অঘ—পাপ, অনঘ—নিষ্পাপ, পুণ্যাত্মা)*।। ১০-১১ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, সেই পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা তুমি আজ পালন করতে পারলে। জগতে সর্বজনবাঞ্ছিত পরম খ্যাতি তুমি আজ লাভ করলে।। ১২।। হে শত্রুনাশক বীর, তুমি যেহেতু গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণ করিয়েছো, সেইজন্য তুমি ধর্মজগতে মহৎ স্থান লাভ করবে।। ১৩ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, সর্বদা স্নানযোগ্য এই পুণ্য গঙ্গাজলে তুমি নিজেকে প্লাবিত করো। তুমি পবিত্র হয়ে পুণ্যফল অর্জন করো।। ১৪ ।। পিতামহদের সকলের উদ্দেশ্যে তর্পণ করো। তোমার কল্যাণ হোক। আমি স্বস্থানে গমন করি। তুমিও নিজ রাজ্যে চলে যাও।। ১৫ ।। সর্বলোকপিতামহ মহাযশস্বী দেবাধিপতি ব্রহ্মা এইরকম বলে যেমন এসেছিলেন, সেইভাবে দেবলোকে চলে গেলেন।। ১৬ ।। প্রখ্যাত রাজর্ষি ভগীরথ ও শাস্ত্রবিধি অনুসারে যথাক্রমে সগরসন্তানদের উদ্দেশ্যে ভালোভাবে তর্পণ সম্পাদন করলেন।। ১৭ ।। স্নানান্তে পবিত্র হয়ে রাজা নিজপুরে প্রবেশ করলেন। নরশ্রেষ্ঠ রাজা অর্থাদিতে সমৃদ্ধ হয়ে নিজের রাজ্য সুষ্ঠুভাবে শাসন করেছিলেন।। ১৮ ।। রাম, জনগণ সেই রাজাকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলো। তাদের শোক চলে গিয়েছিলো। রোগও তাদের ছিলো না। বৈভবে তারা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলো।। ১৯ ।। রাম, গঙ্গার এই কাহিনী বিশদভাবে বললাম। তুমি স্বস্তিলাভ করো। তোমার কল্যাণ হোক। এখন সন্ধ্যার সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে।। ২০ ।। এই কাহিনী শুনলে এবং শোনালে সবাই ধন্য হয়। যশ, আয়ু, পুত্র এবং ধর্মলাভ হয়। যিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা অন্যদেরও এই কাহিনী শ্রবণ করান তাঁর পিতৃপুরুষগণ সন্তুপ্ত হন। দেবগণ তাঁর প্রতি হন সন্তুষ্ট। গঙ্গাবতরণের এই কাহিনী মঙ্গলজনক এবং আয়ুবর্ধক।। ২১-২২ ।। হে কাকুৎস্থ রাম, যিনি এই কাহিনী শোনেন, তাঁর সকল কামনা পূর্ণ হয়। সকল পাপ তাঁর বিনষ্ট হয়। বর্ধিত হয় তাঁর আয়ু। এবং কীর্তি।। ২৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

স্ববংশবৃত্তান্তশ্রবণেন জাতবিস্ময়স্য রামস্য বিশালানগরীদর্শনম্, তদ্‌বিষয়ক। প্রশ্নশ্চ ঃ; বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্। সুরাসুরৈঃ ক্ষীরসমুদ্রস্য মন্থনম্, রুদ্রস্য হলাহলপানম্, বিষ্ণোঃ কামঠরূপধারণম্ সমুদ্রমন্থনঞ্চ, ধন্বন্তরিঃ, অপ্সরসঃ, বারুণী, উচ্চৈঃশ্রবাঃ, কৌস্তুভশ্চৈতেত্যেদীনামুৎপত্তিঃ। দেবাসুরসংগ্রামঃ, ইন্দ্রস্য স্বর্গরাজ্যলাভঃ।

বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ। বিস্ময়ং পরমং গত্বা বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ।। ১
অত্যদ্ভুতমিদং ব্রহ্মন্ কথিতং পরমং ত্বয়া। গঙ্গাবতরণং পুণ্যং সাগরস্যাপি পূরণম্।। ২
ক্ষণভূতেব নৌ রাত্রিঃ সংবৃত্তেয়ং পরন্তপ। ইমাং চিন্তয়তঃ সর্বাং নিখিলেন কথাং তব।। ৩
তস্য সা শর্বরী সর্বা মম সৌমিত্রিণা সহ। জগাম চিন্তয়ানস্য বিশ্বামিত্রকথাং শুভাম্।। ৪
ততঃ প্রভাতে বিমলে বিশ্বামিত্রং তপোধনম্। উবাচ রাঘবো বাক্যং কৃতাহ্নিকমরিন্দমঃ।। ৫
গতা ভগবতী রাত্রিঃ শ্রোতব্যং পরমাদ্ভুতম্। তরাম সরিতাং শ্রেষ্ঠাং পুণ্যাং ত্রিপথগাং নদীম্।। ৬
নৌরেষা হি সুখাস্তীর্ণা ঋষীণাং পুণ্যকর্মণাম্। ভগবন্তমিহ প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা ত্বরিতমাগতা।। ৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ। সন্তারং কারয়ামাস সর্ষিসঙ্ঘস্য কৌশিকঃ।। ৮
উত্তরং তীরমাসাদ্য সংপূজ্যর্ষিগণং ততঃ। গঙ্গাকূলে নিবিষ্টাস্তে বিশালাং দদৃশুঃ পুরীম্।। ৯
ততো মুনিবরস্তূর্ণং জগাম সহরাঘবঃ। বিশালাং নগরীং রম্যাং দিব্যাং স্বর্গোপমাং তদা।। ১০
অথ রামো মহাপ্রাজ্ঞো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্। পপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বিশালামুত্তমাং পুরীম্।। ১১
কতমো রাজবংশোঽয়ং বিশালায়াং মহামুনে। শ্রোতুমিচ্ছামি ভদ্রং তে পরং কৌতূহলং হি মে।। ১২

পঞ্চ-চত্বারিংশ (৪৫) সর্গ

নিজের বংশ-শ্রবণে রামচন্দ্রের বিস্ময়। বিশালা-নগরী দর্শন। সেই বিষয়ে প্রশ্ন। বিশ্বামিত্র কর্তৃক উত্তর-প্রদান। দেবতা ও অসুরদের দ্বারা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন। মহাদেবের বিষপান। বিষ্ণুর কচ্ছপমূর্ত্তি ধারণ এবং সমুদ্র মন্থন। ধন্বন্তরি, অপ্সরোগণ, বারুণী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব এবং কৌস্তুভমণি প্রভৃতির উৎপত্তি। দেবাসুর সংগ্রাম। ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য লাভ।

বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনে লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। অনন্তর বিশ্বামিত্রকে তিনি বললেন— ।।১।। ব্রহ্মন্, আপনি গঙ্গার অবতরণের এবং সাগরের পূরণের যে পুণ্যকাহিনী বললেন, এ তো অত্যন্ত অদ্‌ভুত ঘটনা।। ২ ।। হে শত্রুনাশক মুনিবর, আপনার কথিত এই পূরো কাহিনী চিন্তা করতে করতে আমাদের দু'জনের দীর্ঘরাত্রি ক্ষণকালের মতো কেটে গেলো।। ৩ ।। রাম বললেন, বিশ্বামিত্রের কল্যাণকাহিনী লক্ষ্মণের সঙ্গে চিন্তা করতে করতে আমার সারা রাত যে চলে গেলো।।৪ ।। নির্মল প্রভাতে তপস্বী বিশ্বামিত্র কথিত আহ্নিক সেরে উঠলে শত্রুবিজয়ী রাম বললেন—।।৫ ।। রাত্রিদেবী চলে গেলেন। অত্যন্ত বিস্ময়কর কাহিনী শুনলাম। এখন আমরা নদীশ্রেষ্ঠা পবিত্র গঙ্গা অতিক্রম করবো।। ৬ ।। আপনি এখানে এসেছেন জেনে পুণ্যকর্মা ঋষিরা ত্বরিতে এই নৌকা পাঠিয়েছেন। তাতে বিছিয়ে দিয়েছেন সুখকর আস্তরণ তথা চাদর।।৭ ।। ঋষিকুলের সঙ্গে মহাপ্রাণ রামচন্দ্রের সেই বাক্য শুনে কুশিক-বংশধর বিশ্বামিত্র গঙ্গা অতিক্রম করলেন।।৮ ।। গঙ্গার উত্তরতীরে এসে সমাগত ঋষিদেরকে তাঁরা অর্চনা করলেন। তারপর গঙ্গাতীরে বসে তাঁরা বিশালা-নগরীকে দেখতে পেলেন।। ৯ ।। মুনিবর বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গের মতো সুন্দর রমণীয় বিশালা-নগরীর দিকে যাত্রা করলেন।। ১০ ।। তখন মহাজ্ঞানী রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হয়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে এই উত্তম নগরী বিশালা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন।। ১১ ।। হে মহর্ষে, বিশালায় কোন্ রাজবংশ এখন রাজত্ব করছে, তা আমি শুনতে চাইছি। এই বিষয়ে আমার কৌতূহল অনেক। আপনার কল্যাণ হোক।। ১২ ।। রামের সেই কথা শুনে মহামুনি বিশালার পুরানো ইতিহাস বলতে আরম্ভ

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রামস্য মুনিপুঙ্গবঃ। আখ্যাতুং তৎ সমারেভে বিশালায়াঃ পুরাতনম্।। ১৩
শ্রূয়তাং রাম শক্রস্য কথাং কথয়তঃ শ্রুতাম্। অস্মিন্ দেশে হি যদ্ বৃত্তং শৃণু তত্ত্বেন রাঘব।। ১৪
পূর্বং কৃতযুগে রাম দিতেঃ পুত্রামহাবলাঃ। অদিতেশ্চ মহাভাগা বীর্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ।। ১৫
ততস্তেষাং নরব্যাঘ্র বুদ্ধিরাসীন্মহাত্মনাম্। অমরা বিজরাশ্চৈব কথং স্যামো বিবাময়াঃ।। ১৬
তেষাং চিন্তয়তাং তত্র বুদ্ধিরাসীদ্ বিপশ্চিতাম্। ক্ষীরোদমথনং কৃত্বা রসং প্রাপ্স্যাম তত্র বৈ।। ১৭
ততো নিশ্চিত্য মথনং যোক্ত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্। মন্থানং মন্দরং কৃত্বা মমন্থু, রমিতৌজসঃ।। ১৮
অথ বর্ষসহস্রেণ যোক্ত্রসর্পশিরাংসি চ। বমন্তোঽতিবিষং তত্র দদংশুর্দশনৈঃ শিলাঃ।। ১৯
উৎপপাতাগ্নিসঙ্কাশং হালাহলমহাবিষম্। তেন দগ্ধং জগৎ সর্বং সদেবাসুর-মানুষম্।। ২০
অথ দেবা মহাদেবং শঙ্করং শরণার্থিনঃ। জগ্মুঃ পশুপতিং রুদ্রং ত্রাহি ত্রাহীতি তুষ্টুবুঃ।। ২১
এবমুক্তস্ততো দেবৈর্দেবদেবেশ্বরঃ প্রভুঃ। প্রাদুরাসীত্ততোঽত্রৈব শঙ্খ-চক্রধরো হরিঃ।। ২২
উবাচৈনং স্মিতং কৃত্বা রুদ্রং শূলধরং হরিঃ। দৈবতৈর্মথ্যমানে তু যৎপূর্বং সমুপস্থিতম্।। ২৩
তত্ত্বদীয়ং সুরশ্রেষ্ঠ সুরাণামগ্রতো হি যৎ। অগ্রপূজামিহ স্থিত্বা গৃহাণেদং বিষং প্রভো।। ২৪
ইত্যুক্ত্বা চ সুরশ্রেষ্ঠস্তত্রৈবান্তরধীয়ত। দেবতানাং ভয়ং দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা বাক্যং তু শার্ঙ্গিণঃ।। ২৫
হালাহলং বিষং ঘোরং সংজগ্রাহামৃতোপমম্। দেবান্ বিসৃজ্য দেবেশো জগাম ভগবান্ হরঃ।। ২৬
ততো দেবাঃ সুরাঃ সর্বে মমন্থু রঘুনন্দন। প্রবিবেশাথ পাতালং মন্থানঃ পর্বতোত্তমঃ।। ২৭
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্। ত্বং গতিঃ সর্বভূতানাং বিশেষেণ দিবৌকসাম্।। ২৮

করলেন।। ১৩ ।। রাম, শোনো, ইন্দ্রের কাছে আমি যে কাহিনী শুনেছি। এই দেশের যা ঘটনা তা যথাযথভাবে শুনে নাও।। ১৪ ।। রাম, পূর্বে কৃতযুগ অর্থাৎ সত্যযুগে দিতির পুত্রেরা ছিলো মহাবলসম্পন্ন। অদিতির পুত্রেরা ছিলো ভাগ্যবান। বীর এবং অতীব ধার্মিক।। ১৫ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, একদা তাদের মনে হলো, কিভাবে আমরা অমরত্ব লাভ করবো, বার্ধক্য এবং রোগ থেকে মুক্ত হবো?।। ১৬ ।। এইরকম চিন্তা করতে করতে বিদ্বান্ সেই পুত্রেরা ভাবলেন, আমরা ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করি। সেখানে মৃত্যু, জরা এবং রোগ-রোধক অমৃতরস আমরা পাবো।। ১৭ ।। এইভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ করে অমিত-তেজস্বী, অদিতির পুত্র আদিত্য তথা দেবগণ এবং দিতির পুত্র দৈত্যগণ বাসুকিকে মন্থনরজ্জু এবং মন্দরপর্বতকে মন্থনদণ্ড ক'রে ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থন করতে লাগলেন (যোক্ত্র- রজ্জু)।। ১৮ ।। সহস্রবর্ষ ধরে চললো মন্থন। ফলে রজ্জুরূপী বাসুকিনাগ ফনাসমূহের দ্বারা ভীষণ বিষ বমন করতে লাগলো, আর দন্তের দ্বারা পর্বতের শিলারাশিকে দংশন করতে শুরু করলো।। ১৯ ।। তখন হলাহল নামক অগ্নির মতো মহাবিষ উৎপন্ন হলো। তার দ্বারা দেবতা, অসুর এবং মানুষসহ নিখিল জগৎ দগ্ধ হয়ে গেলো।। ২০ ।। তখন দেবতারা রুদ্র তথা শঙ্কর তথা মহাদেবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" বলে স্তুতি করতে লাগলেন।। ২১ ।। দেবগণের দ্বারা এইভাবে স্তুত হয়ে দেবাদিদেব মহেশ্বর সেখানে আবির্ভূত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাদুর্ভূত হলেন শঙ্খ-চক্রধর শ্রীহরি।। ২২ ।। শ্রীহরি তখন স্মিত হেসে শূলধারী রুদ্রদেব মহেশ্বরকে বললেন, দেবতাদের মন্থনে যেটা সর্বাগ্রে উঠে এসেছে, হে দেবশ্রেষ্ঠ, সেটা আপনারই প্রাপ্য। আপনিই দেবতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। সেইজন্য এইখানে অবস্থান করে অগ্রপূজারূপে এই বিষ আপনি গ্রহণ করুন।। ২৩-২৪ ।। এই কথা বলে দেবমুখ্য শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন। দেবতাদের ভয় দেখে এবং শৃঙ্গনির্মিত ধনুর্ধারী বিষ্ণুর বাক্য শুনে দেবাদিদেব মহেশ্বর ভীষণ হলাহল বিষকে অমৃতের মতো গ্রহণ করলেন। তারপর ভগবান হর দেবতাদের পরিত্যাগ করে চলে গেলেন।। ২৫-২৬ ।। রাম, তারপর দেবতারা সকলে আবার মন্থন আরম্ভ করলেন। মন্থনদণ্ড পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দার তখন পাতালে প্রবেশ করলো।। ২৭ ।। তখন দেবতারা গন্ধর্বদের নিয়ে মধু দৈত্যবিনাশকারী শ্রীহরির উদ্দেশ্যে স্তুতি পাঠ করতে লাগলেন।—আপনিই সকল প্রাণীর গতি, বিশেষতঃ স্বর্গবাসী দেবগণের।। ২৮ ।। হে মহাবীর,

পালয়াস্মান্ মহাবাহো গিরিমুদ্ধর্তুমর্হসি। ইতি শ্রুত্বা হৃষীকেশঃ কামঠং রূপমাস্থিতঃ।। ২৯
পর্বতং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা শিশ্যে তত্রোদধৌ হরিঃ। পর্বতাগ্রং তু লোকাত্মা হস্তেনাক্রম্য কেশবঃ।। ৩০
দেবানাং মধ্যতঃ স্থিত্বা মমন্থ পুরুষোত্তমঃ। অথ বর্ষসহস্রেণ আয়ুর্বেদময়ঃ পুমান্।। ৩১
উদতিষ্ঠৎ সুধর্মাত্মা সদণ্ডঃ সকমণ্ডলুঃ। অথ ধন্বন্তরির্নাম অপ্সরাশ্চ সুবর্চসঃ।। ৩২
অপ্সু নির্মথনাদেব রসাত্তস্মাদ্ বারস্ত্রিয়ঃ। উৎপেতুর্মনুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদপ্সরসোঽভবন্।। ৩৩
ষষ্টিঃ কোট্যোঽভবংস্তাসামপ্সরাণাং সুবর্চসাম্। অসংখ্যেয়াস্তু কাকুৎস্থ যাস্তাসাং পরিচারিকাঃ।। ৩৪
ন তাঃ স্ম প্রতিগৃহ্ণন্তি সর্বে তে দেব-দানবাঃ। অপ্রতিগ্রহণাদেব তা বৈ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ।। ৩৫
বরুণস্য ততঃ কন্যা বারুণী রঘুনন্দন। উৎপপাত মহাভাগা মার্গমাণা পরিগ্রহম্।। ৩৬
দিতেঃ পুত্রা ন তাং রাম জগৃহুর্বরুণাত্মজাম্। অদিতেস্তু সুতা বীর জগৃহুস্তামনিন্দিতাম্।। ৩৭
অসুরাস্তেন দৈতেয়াঃ সুরাস্তেনাদিতেঃ সুতাঃ। হৃষ্টাঃ প্রমুদিতাশ্চাসন্ বারুণীগ্রহণাৎ সুরাঃ।। ৩৮
উচ্চৈঃশ্রবা হয়শ্রেষ্ঠো মণিরত্নঞ্চ কৌস্তুভম্। উদতিষ্ঠন্নরশ্রেষ্ঠ তথৈবামৃতমুত্তমম্।। ৩৯
অথ তস্য কৃতে রাম মহানাসীৎ কুলক্ষয়ঃ। অদিতেস্তু ততঃ পুত্রা দিদিপুত্রানযোধয়ন্।। ৪০
একতামগমন্ সর্বে অসুরা রাক্ষসৈঃ সহ। যুদ্ধমাসীন্মহাঘোরং বীর ত্রৈলোক্যমোহনম্।। ৪১
যদা ক্ষয়ং গতং সর্বং তদা বিষ্ণুর্মহাবলঃ। অমৃতং সোঽহরত্তূর্ণং মায়ামাস্থায় মোহিনীম্।। ৪২
যে গতাভিমুখং বিষ্ণুমক্ষরং পুরুষোত্তমম্। সংপিষ্টাস্তে তদা যুদ্ধে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।। ৪৩

আপনি আমাদের রক্ষা করুন। এই মন্দরপর্বতরূপ মন্থনদণ্ডটি পাতাল থেকে তুলে দিন। এই কথা শুনে শ্রীহরি কচ্ছপের রূপ পরিগ্রহণ করলেন *(হৃষীক—ইন্দ্রিয়, ঈশ—পরিচালক, হৃষীক + ঈশ—হৃষীকেশ। ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক তথা সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীহরি)* ।। ২৯ ।। পর্বতটিকে পিঠে নিয়ে শ্রীহরি সেই ক্ষীরসমুদ্রে শয়ন করলেন। কেশব তথা বিষ্ণু সকলের মধ্যেই অবস্থান করে হস্ত প্রসারিত করে পর্বতের অগ্রভাগ ধারণ করে মন্থন করতে আরম্ভ করলেন।।৩০ ।। সহস্রবৎসর মন্থনের পর দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে নিয়ে আয়ুর্বেদময় এক ধর্মপ্রাণ পুরুষ আবির্ভূত হলেন। তাঁর নাম ধন্বন্তরি। তারপর উঠলেন উজ্জ্বলকান্তি অপ্সরোরা।।৩১-৩২।। ক্ষীরসমুদ্রের জল মন্থনের ফলে তার রস তথা নির্যাস থেকে উদ্ভূত বলে, হে মানবশ্রেষ্ঠ, তাঁদের বলে অপ্সরা।। ৩৩ ।। উজ্জ্বলকান্তি অপ্সরাদের সংখ্যা হলো যাট কোটি। রাম, তাঁদের পরিচালিকা হলো অসংখ্য।।৩৪ ।। দেব-দানবেরা কেউই তাদের গ্রহণ করলো না। তাই তারা "সাধারণ" স্ত্রী বলে পরিচিত হলো।।৩৫ ।। হে রাম, তারপর বরুণের কন্যা বারুণী উঠে এলেন। তিনি বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করতে লাগলেন।।৩৬ ।। রাম, দিতির পুত্র দৈত্যেরা সেই বরুণকন্যাকে গ্রহণ করলো না। হে বীর, অদিতির পুত্র আদিত্য তথা দেবতারা সেই অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যাকে গ্রহণ করলেন।। ৩৭ ।। সুরকন্যা বারুণীকে গ্রহণ না করায় দৈত্যেরা অসুর বলে খ্যাত হলেন। এবং গ্রহণ করায় দেবতারা সুর বারুণীকে গ্রহণ করে সুরগণ অত্যন্ত আনন্দিত এবং পুলকিত হলেন।। ৩৮ ।। তারপর, হে নরশ্রেষ্ঠ, অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা, শ্রেষ্ঠমণি কৌস্তুভ এবং উত্তম অমৃতসমুদ্র থেকে উত্থিত হলো।।৩৯ ।। সেই অমৃতের জনাই হলো কুলক্ষয়। অদিতির পুত্র দেবগণ দিতির পুত্র দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।। ৪০ ।। অসুরেরা রাক্ষসদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হলো। হে বীর, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের বিস্ময়কর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হলো।। ৪১ ।। যখন সবাই দুর্বল হয়ে পড়লো। ভগবান বিষ্ণু তখন মোহিনী নারীমূর্তি ধারণ করে সত্বর অমৃত হরণ করে নিয়ে গেলেন।। ৪২ ।। অক্ষর তথা অবিনাশী পুরুষোত্তম বিষ্ণুর দিকে যারা ছুটে গিয়েছিলো, তারা যুদ্ধে প্রভাবশালী বিষ্ণুর দ্বারা হলো নিহত।। ৪৩ ।। দৈত্য এবং আদিত্যদের এই তুমুল সংগ্রামে অদিতির বীর পুত্রেরা দিতির পুত্রদের বিনাশ করে রাজ্যলাভ করে। পুরন্দর ইন্দ্র আনন্দের সঙ্গে ঋষিকুল এবং চারণকুলসমন্বিত সকল ভুবনকে শাসন

অদিতেরাত্মজা বীরা দিতেঃ পুত্রান্ নিজঘ্নিরে। অস্মিন্ ঘোরে মহাযুদ্ধে দৈতেয়াদিত্যয়োর্ভৃশম্।। ৪৪
নিহত্য দিতিপুত্রাংস্তু রাজ্যং প্রাপ্য পুরন্দরঃ। শশাস মুদিতো লোকান্ সর্ষিসঙ্ঘান্ সচারণান্।। ৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

করেছিলেন (*দৈত্যপুরীকে বিদারণ করেছিলেন বলে ইন্দ্র হলেন পুরন্দর*)।। ৪৪-৪৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চ-চত্বারিংশ (৪৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

পুত্রাণাং বধেন দুঃখিতায়া দিতেঃ কশ্যপসমীপে ইন্দ্রহন্তৃপুত্রপ্রার্থনা, পুত্রার্থিনীং দিতিং প্রতি তপশ্চরণায় কশ্যপস্যোপদেশঃ, কুশপ্লবস্থানে দিতেস্তপশ্চরণম্, তপোনিরতায়া দিতেঃ সেবায়ৈ ইন্দ্রস্যাত্মনিয়োগঃ, ইন্দ্রেণ দিতের্গর্ভস্য সপ্তধা ছেদনম্, দিতেঃ সমীপে ক্ষমাপ্রার্থনঞ্চ।

হতেষু তেষু পুত্রেষু দিতিঃ পরমদুঃখিতা। মারীচং কশ্যপং নাম ভর্ত্তারমিদমব্রবীৎ।। ১
হতপুত্রাস্মি ভগবংস্তব পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ। শক্রহন্তারমিচ্ছামি পুত্রং দীর্ঘতপোঽর্জিতম্।। ২
সাহং তপশ্চরিষ্যামি গর্ভং মে দাতুমর্হসি। ঈশ্বরং শক্রহন্তারং ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি।। ৩
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মারীচঃ কশ্যপস্তদা। প্রত্যুবাচ মহাতেজা দিতিং পরমদুঃখিতাম্।। ৪
এবং ভবতু ভদ্রং তে শুচির্ভব তপোধনে। জনয়িষ্যসি পুত্রং ত্বং শক্রহন্তারমাহবে।। ৫
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শুচির্যদি ভবিষ্যসি। পুত্রং ত্রৈলোক্যহন্তারং মত্তস্ত্বং জনয়িষ্যসি।। ৬
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পাণিনা সংমমার্জ তাম্। তামালভ্য ততঃ স্বস্তি ইত্যুক্ত্বা তপসে যযৌ।। ৭
গতে তস্মিন্নরশ্রেষ্ঠ দিতিঃ পরমহর্ষিতা। কুশপ্লবং সমাসাদ্য তপস্তেপে সুদারুণম্।। ৮
তপস্তস্যাং হি কুর্বত্যাং পরিচর্যাং চকার হ। সহস্রাক্ষো নরশ্রেষ্ঠ পরয়া গুণসম্পদা।। ৯

ষট্চত্বারিংশ (৪৬) সর্গ

পুত্রদের বধে বিষণ্ণা দিতির কশ্যপের নিকট ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারে এমন পুত্রের জন্য প্রার্থনা। তপশ্চরণের জন্য পুত্রার্থিনী দিতির প্রতি কশ্যপের উপদেশ। কুশপ্লব নামক স্থানে দিতির তপশ্চর্যা। তপোনিরতা দিতির সেবার জন্য ইন্দ্রের আত্মনিয়োগ। ইন্দ্রকর্তৃক দিতির গর্ভের সপ্তধা-ছেদন। দিতির নিকট ইন্দ্রের ক্ষমাপ্রার্থনা।

পুত্রেরা নিহত হলে দিতি অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পতি মরীচিপুত্র কশ্যপকে বললেন—।। ১ ।। ভগবন্, তোমার বলশালী পুত্রেরা আমার পুত্রদের হত্যা করেছে। আমি দীর্ঘ তপস্যা করছি। ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারে, এমন একটি পুত্র আপনার কাছে প্রার্থনা করছি।। ২ ।। পুত্রহীনা আমি। এখন তপস্যায় বসছি। আপনি আমার গর্ভে শক্তিমান ইন্দ্রহন্তা একটি পুত্র-উৎপাদন করুন। আপনাকে এই অনুনয় আমি জানাচ্ছি।। ৩ ।। তাঁর সেই বচন শুনে মরীচিপুত্র মহাতেজস্বী কশ্যপ তখন অত্যন্ত দুঃখিতা দিতিকে প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ৪ ।। ভদ্রে, এইভাবেই তোমার কল্যাণ হোক। তুমি পবিত্র থাকো। যুদ্ধে ইন্দ্রকে হত্যা করতে পারবে এমনই পুত্রকে তুমি জন্মদান করবে।। ৫ ।। পূরো একসহস্র বৎসর যদি তুমি পবিত্র থাকতে পারো, তাহলে ত্রৈলোক্যবিনাশী পুত্র তুমি আমার কাছ থেকে পাবে।। ৬ ।। এইরকম বলে মহাতেজস্বী কশ্যপ স্বহস্তে দিতির অঙ্গ ভালোভাবে মার্জনা করে দিলেন। তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, কল্যাণ হোক। এই কথা বলে তিনি তপস্যায় চলে গেলেন।। ৭ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, ঋষি চলে গেলে দিতি পরম আনন্দে কুশপ্লবে গিয়ে কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন।। ৮ ।। তিনি যখন তপস্যা করছিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ রাম, তখন সহস্রলোচন ইন্দ্র বিনয়াদিগুণের সঙ্গে নানা দ্রব্যসম্পদের দ্বারা তাঁকে সেবা করতে লাগলেন।। ৯ ।। অগ্নি, কুশরাশি, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ, জল, ফল, মূল

অগ্নিং কুশান্ কাষ্ঠমপঃ ফলং মূলং তথৈব চ। ন্যবেদয়ৎ সহস্রাক্ষো যচ্চান্যদপি কাঙ্ক্ষিতম্।। ১০
গাত্রসংবাহনৈশ্চৈব শ্রমাপনয়নৈস্তথা। শক্রঃ সর্বেষু কালেষু দিতিং পরিচচার হ।। ১১
পূর্ণে বর্ষসহস্রে সা দশোনে রঘুনন্দন। দিতিঃ পরমসংহৃষ্টা সহস্রাক্ষমথাব্রবীৎ।। ১২
তপশ্চরন্ত্যা বর্ষাণি দশ বীর্য্যবতাং বর। অবশিষ্টানি ভদ্রং তে ভ্রাতরং দ্রক্ষ্যসে ততঃ।। ১৩
যমহং ত্বৎকৃতে পুত্র তমাধাস্যে জয়োৎসুকম্। ত্রৈলোক্যবিজয়ং পুত্র সহ ভোক্ষ্যসি বিজ্বরঃ।। ১৪
যাচিতেন সুরশ্রেষ্ঠ পিত্রা তব মহাত্মনা। বরো বর্ষসহস্রান্তে মম দত্তঃ সুতং প্রতি।। ১৫
ইত্যুক্ত্বা চ দিতিস্তত্র প্রাপ্তে মধ্যং দিনেশ্বরে। নিদ্রয়াপহৃতা দেবী পাদৌ কৃত্বাথ শীর্ষতঃ।। ১৬
দৃষ্ট্বা তামশুচিং শক্রঃ পাদয়োঃ কৃতমূর্ধজাম্। শিরঃস্থানে কৃতৌ পাদৌ জহাস চ মুমোদ চ।। ১৭
তস্যাঃ শরীরবিবরং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ। গর্ভঞ্চ সপ্তধা রাম চিচ্ছেদ পরমাত্মবান্।। ১৮
ভিদ্যমানস্ততো গর্ভো বজ্রেণ শতপর্বণা। রুরোদ সুস্বরং রাম ততো দিতিরবুধ্যত।। ১৯
মা রুদো মা রুদশ্চেতি গর্ভং শক্রোঽভ্যভাষত। বিভেদ চ মহাতেজা রুদন্তমপি বাসবঃ।। ২০
ন হন্তব্যং ন হন্তব্যমিত্যেব দিতিরব্রবীৎ। নিষ্পপাত ততঃ শক্রো মাতুর্বচনগৌরবাৎ।। ২১
প্রাঞ্জলির্বজ্রসহিতো দিতিং শক্রোঽভ্যভাষত। অশুচির্দেবি সুপ্তাসি পাদয়োঃ কৃতমূর্ধজা।। ২২
তদন্তরমহং লব্ধ্বা শক্রহন্তারমাহবে। অভিন্দং সপ্তধা দেবি তন্মে ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

আরো যা যা তাঁর বাঞ্ছিত, সেই সবই ইন্দ্র তাঁকে নিবেদন করেছিলেন।। ১০ ।। ক্লান্তি দূর করার জন্য গাত্র সংবাহনাদির দ্বারা ইন্দ্র সর্বসময়ে দিতিকে সেবা করেছিলেন (*শক্র—ইন্দ্র, গাত্র সংবাহন—গা টিপে দেওয়া*)।। ১১ ।। এক সহস্র বৎসর পূর্ণ হতে যখন দশ বৎসর আর অবশিষ্ট রয়েছে (*৯৯০ বৎসর অতীত হলে*) তখন, হে রাম, দিতি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ইন্দ্রকে বললেন—।। ১২ ।। হে বীরশ্রেষ্ঠ, আমার তপস্যার কাল পূর্ণ হবার আর দশবৎসর মাত্র অবশিষ্ট আছে। তারপর তোমার কল্যাণকর্মা ভ্রাতাকে তুমি দেখতে পাবে।। ১৩ ।। বৎস, তোমাকে বিনাশ করার জন্য আমি পুত্রের কামনা করেছিলাম। হে দেবরাজ, তোমার মহাপ্রাণ পিতা আমাকে বরপ্রদান করে বলেছিলেন, তপস্যার মাধ্যমে সহস্র বৎসর কেটে গেলে তোমার ঐরকম পুত্র হবে। কিন্তু, বৎস, আমি ঐ পুত্রকে তোমার বিজয়ে অভিলাষী করে দেবো। তুমি তার সহায়তায় ত্রৈলোক্য জয় করে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখ উপভোগ করতে পারবে।। ১৪-১৫ ।। দিতি এইভাবে বলার পর সূর্য মধ্যগগনে এলে দিতির ঘুম পেলো। তখন তিনি ঘুমের কাতরতায় শয্যায় মস্তক রাখার স্থানে চরণ এবং চরণের স্থানে মস্তক রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।। ১৬ ।। চরণের স্থানে শিরোদেশ এবং শিরঃস্থানে চরণস্থাপনের জন্য দিতিকে অশুচি দেখে ইন্দ্র তখন হেসে উঠলেন। আনন্দিতও হলেন।। ১৭ ।। এই সুযোগে পরমাত্মবান পুরন্দর ইন্দ্র তখন তাঁর শরীরের ছিদ্রপথে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাঁর গর্ভকে সপ্তভাগে ছিন্ন করে দিলেন।। ১৮ ।। রাম, শতপর্ব নামক বজ্রের দ্বারা খণ্ডিত হয়ে গর্ভস্থ শিশু উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলো। দিতি এতে জেগে উঠলেন।। ১৯ ।। ইন্দ্র গর্ভস্থ শিশুকে বললেন, কেঁদো না, কেঁদো না, কেঁদো না। বাসব তথা ইন্দ্র ক্রন্দনরত সেই গর্ভকেও আবার খণ্ডিত করলেন।। ২০ ।। দিতি তখন বললেন, মেরো না, মেরো না। মাতৃবাক্যে গুরুত্ব দিয়ে ইন্দ্র তখন মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে এলেন।। ২১ ।। বজ্রসহ ইন্দ্র তখন দিতিকে বললেন, দেবি, আপনি পায়ের জায়গায় মাথা রাখায় অশুচি হয়েছিলেন।। ২২ ।। এই সুযোগ পেয়ে যুদ্ধে ইন্দ্রের হন্তা হবে মনে করে আমি ঐ গর্ভস্থ শিশুকে সাতটুকরো করে ফেলেছি। দেবি, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।। ২৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের ষট্‌চত্বারিংশ (৪৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

দিত্যা সপ্তধা-বিভক্ত স্বপুত্রাণাং 'মারুত' ইতি নামকরণম্, যথাযথস্থানে তেষাং নিয়োগঃ, বিশালানগরী নৃপাণাং বর্ণনঞ্চ।

সপ্তধা তু কৃতে গর্ভে দিতিঃ পরমদুঃখিতা। সহস্রাক্ষং দুরাধর্ষং বাক্যং সানুনয়াব্রবীৎ।। ১
মমাপরাধাদ্ গর্ভোঽয়ং সপ্তধা শকলীকৃতঃ। নাপরাধো হি দেবেশ তবাত্র বলসূদন।। ২
বাতস্কন্ধা ইমে সপ্ত চরন্তু দিবি পুত্রক। মরুতাং সপ্ত সপ্তানাং স্থানপালা ভবন্তু তে।। ৩
প্রিয়ং ত্বৎকৃতমিচ্ছামি মম গর্ভবিপর্যয়ে। মারুতা ইতি বিখ্যাতা দিব্যরূপা মমাত্মজাঃ।। ৪
ব্রহ্মলোকং চরত্বেক ইন্দ্রলোকং তথাপরঃ। দিব্যবায়ুরিতি খ্যাতস্তৃতীয়োঽপি মহাযশাঃ।। ৫
চত্বারস্তু সুরশ্রেষ্ঠ দিশো বৈ তব শাসনাৎ। সঞ্চরিষ্যন্তি ভদ্রং তে কালেন হি মমাত্মজাঃ।। ৬
ত্বৎকৃতেনৈব নাম্না বৈ মারুতা ইতি বিশ্রুতাঃ। তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।। ৭
উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যমিতীদং বলসূদনঃ। সর্বমেতদ্ যথোক্তং তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।। ৮
বিচরিষ্যন্তি ভদ্রং তে দেবরূপাস্তবাত্মজাঃ। এবং তৌ নিশ্চয়ং কৃত্বা মাতাপুত্রৌ তপোবনে।। ৯
জগ্মতুস্ত্রিদিবং রাম কৃতার্থাবিতি নঃ শ্রুতম্। এষ দেশঃ স কাকুৎস্থ মহেন্দ্রাধ্যুষিতঃ পুরা।। ১০
দিতিং যত্র তপঃসিদ্ধামেবং পরিচচার সঃ। ইক্ষ্বাকোস্তু নরব্যাঘ্র পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ।। ১১
অলম্বুষায়ামুৎপন্নো বিশাল ইতি বিশ্রুতঃ। তেন চাসীদিহ স্থানে বিশালেতি পুরী কৃতা।। ১২
বিশালস্য সুতো রাম হেমচন্দ্রো মহাবলঃ। সুচন্দ্র ইতি বিখ্যাতো হেমচন্দ্রাদনন্তরঃ।। ১৩
সুচন্দ্রতনয়ো রাম ধূম্রাশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ। ধূম্রাশ্বতনয়শ্চাপি সৃঞ্জয়ঃ সমপদ্যত।। ১৪

সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) সর্গ

সাতটি খণ্ডে বিভক্ত পুত্রদের দিতি "মারুত"-এই নামে নামকরণ করলেন।
যথাযথস্থানে তাদের নিয়োগ। বিশালানগরীর রাজাদের বর্ণনা।

ইন্দ্রের দ্বারা দিতির গর্ভ সাতটি খণ্ডে বিভক্ত হওয়ায় দিতি অত্যন্ত বেদনাহত হলেন। অপরাজেয় ইন্দ্রকে তিনি অনুনয় করে বললেন—।। ১ ।। আমারি অপরাধে এই গর্ভ সাতভাগে ছিন্ন হলো। হে দেবরাজ, তুমি বলবান শত্রুদের বিনাশক। বর্তমান ঘটনায় তোমার কোনো অপরাধ নেই।।২ ।। বৎস, আমার এই সপ্তসন্তান বায়ুর স্কন্ধে আরোহণ করে স্বর্গে বিচরণ করুক। সাতটি বায়ুলোকের এরা প্রতিপালক হোক।।৩ ।। আমার এই গর্ভ-বিপর্যয়ে তোমার প্রিয় কিছু করতে আমি চাই। আমার এই দিব্যরূপী পুত্রেরা মারুত নামে বিখ্যাত হোক।।৪ ।। এদের একজন ব্রহ্মলোকে, আর একজন ইন্দ্রলোকে অধিষ্ঠান করুক। তৃতীয় জন দিব্যবায়ু নামে প্রখ্যাতি লাভ করুক।। ৫ ।। হে দেবরাজ, আর আমার চারপুত্র যথাকালে তোমার শাসনে চারদিকে বিচরণ করুক। তোমার কল্যাণ হোক।। ৬ ।। তোমারি দেওয়া "মারুত" নামে এরা খ্যাত হবে। তাঁর সেই কথা শুনে বলবিনাশী পুরন্দর ইন্দ্র হাতজোড় করে বললেন, আপনি যা বললেন, তা সবই হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই *(খণ্ডিত গর্ভ শিশুদের "মারুদ"—কেঁদো না—ইন্দ্র বলেছিলেন বলে এদের নাম হলো "মারুত")*।। ৭ -৮ ।। দেবরূপে আপনার পুত্রেরা বিচরণ করবে। তাতে আপনার কল্যাণ হবে। মাতা দিতি এবং পুত্র ইন্দ্র—দু'জনে তপোবনে এইভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্বর্গে গমন করলেন। তাঁরা কৃতার্থ হলেন। রাম, আমরা শুনেছি, ইন্দ্র পূর্বে যেখানে বাস করেছিলেন, এই সেই দেশ।। ৯-১০ ।। তপঃসিদ্ধা দিতিকে ইন্দ্র এখানেই সেবা করেছিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ, রাজা ইক্ষ্বাকুর অলম্বুষা নাম্নী পত্নীর গর্ভে পরম ধার্মিক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলো। সে বিশাল নামে খ্যাত ছিলো। তিনিই এই স্থানে বিশালা নামক পুরী নির্মাণ করেছিলেন।। ১১-১২ ।। বিশালের পুত্র ছিলেন মহাবীর হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের পুত্র ছিলেন সুচন্দ্র নামে বিখ্যাত।। ১৩ ।। প্রখ্যাত ধূম্রাশ্ব ছিলেন সুচন্দ্রের পুত্র। আর ধূম্রাশ্বের পুত্র হলেন সঞ্জয়।। ১৪ ।। সঞ্জয়ের পুত্র হলেন রূপবান, প্রতাপবান সহদেব।

সৃঞ্জয়স্য সুতঃ শ্রীমান্ সহদেবঃ প্রতাপবান্। কুশাশ্বঃ সহদেবস্য পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ।। ১৫
কুশাশ্বস্য মহাতেজাঃ সোমদত্তঃ প্রতাপবান্। সোমদত্তস্য পুত্রস্তু কাকুৎস্থ ইতি বিশ্রুতঃ।। ১৬
তস্য পুত্রো মহাতেজাঃ সংপ্রত্যেষ পুরীমিমাম্। আবসৎ পরমপ্রখ্যঃ সুমতির্নাম দুর্জয়ঃ।। ১৭
ইক্ষ্বাকোস্তু প্রসাদেন সর্বে বৈশালিকা নৃপাঃ। দীর্ঘায়ুষো মহাত্মানো বীর্য্যবন্তঃ সুধার্মিকাঃ।। ১৮
ইহাদ্য রজনীমেকাং সুখং স্বপ্স্যামহে বয়ম্। শ্বঃ প্রভাতে নরশ্রেষ্ঠ জনকং দ্রষ্টুমর্হসি।। ১৯
সুমতিস্তু মহাতেজা বিশ্বামিত্রমুপাগতম্। শ্রুত্বা নরবরশ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাগচ্ছন্মহাযশাঃ।। ২০
পূজাঞ্চ পরমাং কৃত্বা সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ। প্রাঞ্জলিঃ কুশলং পৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ।। ২১
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে বিষয়ং মুনে। সংপ্রাপ্তো দর্শনং চৈব নাস্তি ধন্যতরো মম।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

সহদেবের পুত্র ছিলেন পরম ধার্মিক কুশাশ্ব।। ১৫ ।। কুশাশ্বের পুত্র হলেন মহাপ্রতাপী, মহাতেজস্বী সোমদত্ত। এই সোমদত্তের পুত্র কাকুৎস্থ নামে বিখ্যাত।। ১৬ ।। তাঁরই মহাতেজস্বী পুত্র সুমতি সম্প্রতি এই পুরীতে বাস করেছিলেন। তিনি দুর্জয় বীররূপে বিখ্যাত ছিলেন।। ১৭ ।। রাজা ইক্ষ্বাকুর প্রসন্ন আশীর্বাদে বিশালার সকল রাজাই ছিলেন দীর্ঘায়ু। মহাপ্রাণ। বীর্যবান। এবং অত্যন্ত ধার্মিক।। ১৮ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ রাম, আজ এই রাতটা আমরা এখানেই সুখে নিদ্রায় কাটিয়ে দেবো। আগামীকাল ভোরে জনককে দেখতে পাবে।। ১৯ ।। এমন সময়ে মহাতেজস্বী, মহাযশস্বী, রাজশ্রেষ্ঠ সুমতি বিশ্বামিত্র এসেছেন শুনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলেন।। ২০ ।। উপাধ্যায় এবং বন্ধুদের নিয়ে তিনি কুশল জিজ্ঞাসা করে বিশেষভাবে অর্চনা করে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বললেন—।। ২১ ।। আমার রাজ্যে আপনি এসেছেন বলে, হে মুনি, আমি ধন্য। আপনার দর্শনে আমি অনুগৃহীত। আমার রাজ্যে আপনি এসেছেন বলে মনে হচ্ছে আমার চেয়ে অধিকতর ধন্য আর কেউ নেই।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

বিশ্বামিত্রসমীপে বিশালাধিপতিসুমতেঃ প্রশ্নঃ, বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্, মিথিলায়ামুপবনমেকং দৃষ্ট্বা রামচন্দ্রস্য প্রশ্নঃ, তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানপ্রসঙ্গেন বিশ্বামিত্রস্য অহল্যোপাখ্যানবর্ণনম্।

পৃষ্ট্বা তু কুশলং তত্র পরস্পরসমাগমে। কথান্তে সুমতির্বাক্যং ব্যাজহার মহামুনিম্।। ১
ইমৌ কুমারৌ ভদ্রং তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ। গজসিংহগতী বীরৌ শার্দূলবৃষভোপমৌ।। ২

অষ্টচত্বারিংশ (৪৮) সর্গ

বিশ্বামিত্রের কাছে বিশাল-রাজ সুমতির জিজ্ঞাসা। বিশ্বামিত্রের দ্বারা তার প্রশ্নের উত্তরদান। মিথিলায় একটি উপবন দেখে রামচন্দ্রের প্রশ্ন। তার উত্তরদানকালে বিশ্বামিত্রের দ্বারা অহল্যার কাহিনী-বর্ণনা।

রাজা সুমতি এবং ঋষি বিশ্বামিত্র পরস্পরের সাক্ষাৎকালে কুশল বিনিময় করলেন। শিষ্টাচারমূলক কথার পর সুমতি মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বললেন—।। ১ ।। আপনার ভদ্র তথা কল্যাণ হোক। এই দুই রাজকুমার দেবগণের মতো অতুলনীয় পরাক্রমশালী। হস্তী এবং সিংহের মতো ধীর এবং অপ্রতিহত এঁদের গতি। ব্যাঘ্র এবং বৃষের মতো বীরত্ব এঁদের।। ২।। পদ্মের পত্রের মতো বিশাল এঁদের নয়ন। এঁরা খড়্গ, তূণীর এবং ধনু ধারণ করে আছেন। এঁদের দেহে এসেছে নবীন যৌবন। সর্বদাই একত্র অবস্থানকারী রূপবান অশ্বিনীকুমার

পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গ-তূণ-ধনুর্ধরৌ। অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ।। ৩
যদৃচ্ছয়েব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ। কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে।। ৪
ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্র-সূর্যাবিবাম্বরম্। পরস্পরেণ সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিত-চেষ্টিতৈঃ।। ৫
কিমর্থঞ্চ নরশ্রেষ্ঠৌ সংপ্রাপ্তৌ দুর্গমে পথি। বরায়ুধধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।। ৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা যথাবৃত্তং ন্যবেদয়ৎ। বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাজা পরমবিস্মিতঃ।। ৭
অতিথী পরমং প্রাপ্তৌ পুত্রৌ দশরথস্য তৌ। পূজয়ামাস বিধিবৎ সৎকারার্হৌ মহাবলৌ।। ৮
ততঃ পরমসৎকারং সুমতেঃ প্রাপ্য রাঘবৌ। উষ্য তত্র নিশামেকাং জগ্মতুর্মীথিলাং ততঃ।। ৯
তাং দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ সর্বে জনকস্য পুরীং শুভাম্। সাধু সাধ্বিতি শংসন্তো মিথিলাং সমপূজয়ন্।। ১০
মিথিলোপবনে তত্র আশ্রমং দৃশ্য রাঘবঃ। পুরাণং নির্জনং রম্যং পপ্রচ্ছ মুনিপুঙ্গবম্।। ১১
ইদমাশ্রমসঙ্কাশং কিং ন্বিদং মুনিবর্জিতম্। শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ কস্যায়ং পূর্ব আশ্রমঃ।। ১২
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ। প্রত্যুবাচ মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।। ১৩
হন্ত তে কথয়িষ্যামি শৃণু তত্ত্বেন রাঘব। যস্যৈতদাশ্রমপদং শপ্তং কোপান্মহাত্মনঃ।। ১৪
গৌতমস্য নরশ্রেষ্ঠ পূর্বমাসীন্মহাত্মনঃ। আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশঃ সুরৈরপি সুপূজিতঃ।। ১৫
স চাত্র তপ অতিষ্ঠদহল্যাসহিতঃ পুরা। বর্ষপূগাণ্যনেকানি রাজপুত্র মহাযশঃ।। ১৬
তস্যান্তরং বিদিত্বা চ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ। মুনিবেষধরো ভূত্বা অহল্যামিদমব্রবীৎ।। ১৭
ঋতুকালং প্রতীক্ষন্তে নার্থিনঃ সুসমাহিতে। সঙ্গমং ত্বহমিচ্ছামি ত্বয়া সহ সুমধ্যমে।। ১৮

নামক দেবদ্বয়ের মতো এঁরা দেখতে।।৩।। যেন স্বর্গলোক থেকে স্বেচ্ছায় এঁরা মর্ত্যে নেমে এসেছেন। পায়ে হেঁটে কেন এঁরা এখানে এলেন? কারণ কি? হে মুনে, কাদেরই বা এঁরা পুত্র?।।৪ ।। চন্দ্র এবং সূর্য যেমন আকাশকে অলঙ্কৃত করে এঁরাও তেমনি এই দেশকে বিভূষিত করছেন। এঁরা দু'জনেই দেবাকৃতি। ইঙ্গিত ও আচরণে একে অপরের মতো।।৫ ।। এই দুর্গম পথে নরশ্রেষ্ঠ এই বীর দু'জন শ্রেষ্ঠ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কেন এসেছেন তা আমি শুনতে চাই।।৬ ।। সুমতির এই কথা শুনে ঋষি বিশ্বামিত্র পূর্বে যা যা ঘটেছিলো সবই বললেন। বিশ্বামিত্রের বিবরণ শুনে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন।।৭ ।। দশরথের মহাবলশালী পুত্র দু'জন রাজা সুমতির সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা লাভ করে একরাত সেখানে কাটিয়ে মিথিলার দিকে যাত্রা করলেন।।৮-৯।। রাজর্ষি জনকের কল্যাণদর্শন সেই পুরী মিথিলাকে দেখে বিশ্বামিত্রের সঙ্গী মুনিরা "সাধু, সাধু" বলে প্রশংসা করতে লাগলেন।।১০ ।। সেখানে মিথিলার উপকণ্ঠে উপবনে একটি নির্জন সুন্দর আশ্রম দেখে রামচন্দ্র মুনিবরকে জিজ্ঞেস করলেন—।।১১ ।। এই স্থানটি তপোবনের মতো দেখতে। কিন্তু এটি কি মুনিদের দ্বারা বর্জিত? এই আশ্রমটি পূর্বে কার ছিলো—ভগবন্, সবই আমি শুনতে চাই।।১২।। রামচন্দ্রের এই কথা শুনে মহাতেজস্বী বাগ্মী মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রত্যুত্তরে বললেন—।।১৩।। যে মহাত্মার ক্রোধে এই আশ্রমস্থানটি অভিশপ্ত হয়েছিলো, রামচন্দ্র, শোনো, তোমাকে আমি বলছি।।১৪।। হে নরবর, পূর্বে আশ্রমটি ছিলো মহাত্মা গৌতমের। স্বর্গের মতো দেখতে এই আশ্রমকে দেবতারাও সুষ্ঠুভাবে পূজা করতেন।।১৫।। হে রাজকুমার, মহাযশস্বী গৌতমঋষি পূর্বে পত্নী অহল্যাকে নিয়ে অনেক অনেক বৎসর ধরে এইখানে তপস্যা করেছিলেন *(পূগ = সমূহ, সুপারি, ছন্দঃ, ভাব, কন্টিকারী। এইখানে বর্ষপূগ—বহুবৎসর)*।।১৬।। মুনি আশ্রমে নেই জেনে সহস্রলোচন শচীপতি ইন্দ্র মুনির বেশ ধারণ করে এসে অহল্যাকে বললেন—।।১৭।। ওগো তপস্বিনি, মিলনকামীরা সঙ্গমের জন্য উপযুক্ত সময় ঋতুকালের অপেক্ষা করতে পারে না। হে সুন্দরি, এখুনি আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গম করতে চাই।।১৮ ।। হে রঘুনন্দন, মুনির বেশ ধারণ করে এলেও ইনি যে ইন্দ্র তা জেনেও দুর্বুদ্ধি অহল্যা দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে মিলনের কৌতূহলে তাতে সম্মত হলেন।।১৯।।

মুনিবেষং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন। মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ।। ১৯
অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা। কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো।। ২০
আত্মানং মাঞ্চ দেবেশ সর্বথা রক্ষ গৌতমাৎ। ইন্দ্রস্তু প্রহসন্ বাক্যমহল্যামিদমব্রবীৎ।। ২১
সুশ্রোণি পরিতুষ্টোঽস্মি গমিষ্যামি যথাগতম্। এবং সঙ্গম্য তু তদা নিশ্চক্রামোটজাত্ততঃ।। ২২
স সম্ভ্রমাত্ত্বরন্ রাম শঙ্কিতো গৌতমং প্রতি। গৌতমং সন্দদর্শাথ প্রবিশন্তং মহামুনিম্।। ২৩
দেব-দানবদুর্ধর্ষং তপো-বলসমন্বিতম্। তীর্থোদকপরিক্লিন্নং দীপ্যমানমিবানলম্।। ২৪
গৃহীতসমিধং তত্র সকুশং মুনিপুঙ্গবম্। দৃষ্ট্বা সুরপতিস্ত্রস্তো বিষণ্ণবদনোঽভবৎ।। ২৫
অথ দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষং মুনিবেষধরং মুনিঃ। দুর্বৃত্তং বৃত্তসম্পন্নো রোষাদ্ বচনমব্রবীৎ।। ২৬
মম রূপং সমাস্থায় কৃতবানসি দুর্মতে। অকর্তব্যমিদং যস্মাদ্ বিফলস্ত্বং ভবিষ্যসি।। ২৭
গৌতমেনৈবমুক্তস্য সরোষেণ মহাত্মনা। পেততুর্বৃষণৌ ভূমৌ সহস্রাক্ষস্য তৎক্ষণাৎ।। ২৮
তথা শপ্ত্বা চ বৈ শক্রং ভার্যামপি চ শপ্তবান্। ইহ বর্ষসহস্রাণি বহূনি নিবসিষ্যসি।। ২৯
বাতভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী। অদৃশ্যা সর্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি।। ৩০
যদা ত্বেতদ্ বনং ঘোরং রামো দশরথাত্মজঃ। আগমিষ্যতি দুর্ধর্ষস্তদা পূতা ভবিষ্যসি।। ৩১
তস্যাতিথ্যেন দুর্বৃত্তে লোভ-মোহবিবর্জিতা। মৎসকাশং মুদা যুক্তা স্বং বপুর্ধারয়িষ্যসি।। ৩২
এবমুক্ত্বা মহাতেজা গৌতমো দুষ্টচারিণীম্। ইমমাশ্রমমুৎসৃজ্য সিদ্ধ-চারণসেবিতে।। ৩৩
হিমবচ্ছিখরে রম্যে তপস্তেপে মহাতপাঃ।। ৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

কর্মসমাপনান্তে অহল্যা তাঁকে সন্তৃপ্তচিত্তে বললেন, দেবশ্রেষ্ঠ, আমি কৃতার্থ হয়েছি। সত্বর আপনি এখান থেকে চলে যান।। ২০ ।। হে দেবরাজ, আপনি নিজেকে ও আমাকে গৌতমের হাত থেকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করুন। ইন্দ্র তখন হেসে অহল্যাকে বললেন—।। ২১ ।। ওগো সুন্দরি, আমি ভালোভাবেই তৃপ্ত হয়েছি। যেমন এসেছিলাম, তেমনি চলে যাচ্ছি। এইভাবে সঙ্গম করে তিনি পর্ণকুটীর থেকে বের হয়ে গেলেন *(সুশ্রোণি = সুন্দর যার নিতম্ব তথা পাছা = সুন্দরী। উট = তৃণ, পর্ণ। উটজ = তৃণ বা পর্ণনির্মিত কুটীর)*।। ২২ ।। রাম, গৌতমের আগমন আশঙ্কা করে তাড়াতাড়ি বের হয়ে চলে যাবার সময় ইন্দ্র দেখলেন মহর্ষি গৌতম প্রবেশ করছেন।। ২৩ ।। দেবতা এবং দানবদের দ্বারা অপরাজেয়, তপঃশক্তিসমন্বিত ঋষিকে তীর্থস্নানের পর প্রদীপ্ত অগ্নির মতো সমুজ্জ্বল দেখাচ্ছে।। ২৪ ।। কুশহস্তে যজ্ঞীয় কাষ্ঠ নিয়ে সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে আসতে দেখে দেবরাজ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর মুখে নেমে এলো বিষাদের ছায়া।। ২৫ ।। মুনিবেশধারী দুষ্কর্মকারী ইন্দ্রকে দেখে গৌতম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—।। ২৬ ।। দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ইন্দ্র, আমার বেশধারণ করে তুমি এই অধর্ম আচরণ করেছো। এজন্য তুমি পুরুষত্বলাভে বঞ্চিত হবে।। ২৭ ।। ক্রোধের সঙ্গে মহাত্মা গৌতম এই কথা বলা মাত্র তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের পুরুষত্বসূচক অণ্ডকোষ দু'টি খসে মাটিতে পড়ে গেলো।। ২৮ ।। ইন্দ্রকে এইভাবে অভিশাপ দেবার পর পত্নীকেও তিনি শাপ দিলেন—। এখানেই বহুহাজার বৎসর তোমাকে অনাহারে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে ভস্মশয্যায় শয়ন করে সর্বপ্রাণীর অদৃশ্যা হয়ে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অবস্থান করতে হবে।। ২৯-৩০ ।। যখন দশরথপুত্র বীর রামচন্দ্র এই গহন অরণ্যে আসবেন, তখন তুমি পাপমুক্তা হয়ে পবিত্রা হবে।। ৩১ ।। হে পাপাচারিণি, তুমি লোভ-মোহ ত্যাগ করে তাঁর আতিথ্যের দ্বারা পাপমুক্ত হয়ে সানন্দে আমার কাছেআসার যোগ্য শরীর আবার ধারণ করবে।।৩২ ।। মহাতপস্বী মহাতেজস্বী গৌতম পাপাচারিণী অহল্যাকে এই কথা বলে আশ্রম ত্যাগ করে সিদ্ধ এবং চারণসেবিত হিমালয়ের মনোরম শিখরে তপস্যায় চলে গেলেন।। ৩৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের অষ্টচত্বারিংশ (৪৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। উনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

মুষ্কহীনপুরন্দরস্য মেষবৃষণলাভঃ, শ্রীরামদর্শনেন অহল্যায়াঃ শাপমুক্তিঃ, অহল্যয়া সহ গৌতমস্য পুনর্মিলনম্, উভয়াভ্যাং শ্রীরামস্য সৎকারশ্চ।

অফলস্তু ততঃ শক্রো দেবানগ্নিপুরোগমান্। অব্রবীত্রস্তনয়নঃ সিদ্ধ-গন্ধর্ব-চারণান্।। ১
কুর্বতা তপসো বিঘ্নং গৌতমস্য মহাত্মনঃ। ক্রোধমুৎপাদ্য হি ময়া সুরকার্যমিদং কৃতম্।। ২
অফলোঽস্মি কৃতস্তেন ক্রোধাৎ সা চ নিরাকৃতা। শাপমোক্ষেণ মহতা তপোঽস্যাপহৃতং ময়া।। ৩
তস্মাৎ সুরবরাঃ সর্বে সর্ষিসঙ্ঘাঃ সচারণাঃ। সুরকার্যকরং যূয়ং সফলং কর্তুমর্হথ।। ৪
শতক্রতোর্বচঃ শ্রুত্বা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ। পিতৃদেবানুপেত্যাহুঃ সর্বে সহ মরুদ্গণৈঃ।। ৫
অয়ং মেষঃ সবৃষণঃ শক্রো হ্যবৃষণঃ কৃতঃ। মেষস্য বৃষণৌ গৃহ্য শক্রায়াশু প্রযচ্ছত।। ৬
অফলস্তু কৃতো মেষঃ পরাং তুষ্টিং প্রদাস্যতি। ভবতাং হর্ষণার্থঞ্চ যে চ দাস্যন্তি মানবাঃ।
অক্ষয়ং হি ফলং তেষাং যূয়ং দাস্যথ পুষ্কলম্।। ৭
অগ্নেস্তু বচনং শ্রুত্বা পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ। উৎপাট্য মেষবৃষণৌ সহস্রাক্ষে ন্যবেশয়ন্।। ৮
তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থ পিতৃদেবাঃ সমাগতাঃ। অফলান্ ভুঞ্জতে মেষান্ ফলৈস্তেষামযোজয়ন্।। ৯
ইন্দ্রস্তু মেষবৃষণস্তদাপ্রভৃতি রাঘব। গৌতমস্য প্রভাবেণ তপসা চ মহাত্মনঃ।। ১০
তদাগচ্ছ মহাতেজ আশ্রমং পুণ্যকর্মণঃ। তারয়ৈনাং মহাভাগাহল্যাং দেবরূপিণীম্।। ১১
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ। বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য আশ্রমং প্রবিবেশ হ।। ১২
দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্। লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ।। ১৩

একোনপঞ্চাশ (৪৯) সর্গ

অণ্ডকোষহীন ইন্দ্রের মেষের অণ্ডকোষ লাভ। শ্রী রামচন্দ্রের দর্শনে অহল্যার শাপমুক্তি। অহল্যার সঙ্গে গৌতমের পুনরায় মিলন। উভয়ের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের অর্চনা।

অণ্ডকোষহীন ইন্দ্র ভয়ার্তনয়নে অগ্নি-প্রমুখ দেবতা এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণ প্রভৃতি উপদেবগণকে বললেন—।। ১ ।। দেবতাদের কার্যসাধনের জন্য মহর্ষি গৌতমের তপস্যায় আমি বিঘ্নসৃষ্টি করেছি। তাতে তাঁর ক্রোধ উৎপন্ন হয়েছে।। ২ ।। তাঁর ক্রোধে আমি নিষ্ফল তথা পুরুষত্বহীন তথা অণ্ডকোষহীন হয়েছি। আর অহল্যাও হয়েছে অভিশপ্তা। ও পরিত্যক্তা। তাঁকে দিয়ে ভীষণ অভিশাপ প্রদান করিয়ে আমি তাঁর তপঃ -শক্তি হরণ করেছি।। ৩ ।। আমি দেবতাদের জন্য এই কার্য করেছি। তাই বরেণ্য দেবগণ, ঋষিগণ এবং চারণগণ, আপনারা সকলে আমাকে স-ফল তথা অণ্ডকোষযুক্ত করুন।।৪ ।। ইন্দ্রের কথা শুনে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ মরুদ্দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে পিতৃদেবগণের কাছে গিয়ে বললেন *(পিতৃদেব = দেবগোষ্ঠী বিশেষ)*।।৫ ।। এই মেষটি অণ্ডকোষযুক্ত। ইন্দ্রকে করা হয়েছে কোষহীন। মেষের কোষদু'টি নিয়ে সত্বর ইন্দ্রকে প্রদান করুন। *(বৃষণ = অণ্ডকোষ = মুষ্ক—পুরুষদেহের লিঙ্গের নীচে শুক্রের আধার)*।।৬ ।। কোষহীন মেষ আপনাদের পরম তৃপ্তি প্রদান করবে। যে মানুষেরা আনন্দের জন্য আপনাদের কোষহীন মেষ দান করবে, আপনারা তাদের অক্ষয় এবং প্রভূত ফল দান করবেন।।৭ ।। সমাগত পিতৃদেবগণ অগ্নির কথা শুনে মেষের কোষদু'টি উৎপাটন করে ইন্দ্রের দেহের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করলেন।।৮ ।। রাম, তখন থেকেই সমাগত পিতৃদেবগণ কোষ-বিহীন মেষমাংস ভক্ষণ করেন। অথচ, কোষযুক্ত মেষদানের ফলই প্রদান করে থাকেন ।।৯ ।। রাম, তখন থেকেই মহর্ষি গৌতমের তপঃপ্রভাবে ইন্দ্র হলেন মেষবৃষণ তথা মেষের অণ্ডকোষযুক্ত।। ১০ ।। তুমি মহাতেজস্বী, পুণ্যকর্মা গৌতমের এই আশ্রমে তুমি এখন প্রবেশ করো। মহাভাগা দেবরূপিনী এই অহল্যাকে উদ্ধার করো।। ১১ ।। বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বামিত্রকে সামনে রেখে আশ্রমে প্রবেশ করলেন।। ১২ ।। সেখানে মহাভাগা অহল্যাকে দেখলেন। তপস্যার জ্যোতিতে অহল্যা চারদিক আলো করে আছেন। শুধু মানুষ কেন, দেবদানবগণও এসে সেই প্রদীপ্ত মূর্তির দিকে তাকাতে পারছেন না।।১৩ ।। সৃষ্টিকর্তা যেন অতি যত্নে এই মায়াময়ী দিব্যমূর্তি নির্মাণ করেছেন! ধূমের দ্বারা সমাচ্ছন্না

প্রযত্নান্নির্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব। ধূমেনাভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব।। ১৪
সতুষারাবৃতাং সাভ্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব। মধ্যেঽম্ভসো দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্যপ্রভামিব।। ১৫
সা হি গৌতমবাক্যেন দুর্নিরীক্ষ্যা বভূব হ। ত্রয়াণামপি লোকানাং যাবদ্ রামস্য দর্শনম্।
শাপস্যান্তমুপাগম্য তেষাং দর্শনমাগতা।। ১৬
রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা। স্মরন্তী গৌতমবচঃ প্রতিজগ্রাহ সা হি তৌ।। ১৭
পাদ্যমর্ঘ্যং তথাতিথ্যং চকার সুসমাহিতা। প্রতিজগ্রাহ কাকুৎস্থো বিধিদৃষ্টেন কর্মণা।। ১৮
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদ্দেবদুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ। গন্ধর্বাপ্সরসাং চৈব মহানাসীৎ সমুৎসবঃ।। ১৯
সাধু সাধ্বিতি দেবাস্তামহল্যাং সমপূজয়ন্। তপো-বলবিশুদ্ধাঙ্গীং গৌতমস্য বশানুগাম্।। ২০
গৌতমোঽপি মহাতেজা অহল্যাসহিতঃ সুখী। রামং সংপূজ্য বিধিবত্তপস্তেপে মহাতপাঃ।। ২১
রামোঽপি পরমাং পূজাং গৌতমস্য মহামুনেঃ। সকাশাদ্ বিধিবৎ প্রাপ্য জগাম মিথিলাং ততঃ।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

উজ্জ্বল অগ্নিশিখার মতো তাঁকে দেখাচ্ছিলো।। ১৪ ।। তুষারের দ্বারা আবৃত এবং মেঘের দ্বারা পরিবৃত পূর্ণচন্দ্রের দীপ্তরশ্মির মতো এবং জলের মধ্যে নিপতিত সূর্যের ভাস্বর প্রভার মতো তিনি আশ্রমে বিরাজ করছিলেন।। ১৫ ।। গৌতমের বাক্যে অভিশপ্তা হয়ে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন না-মেলা পর্যন্ত তিনি ত্রিলোকের কাছেই অদৃশ্য হয়ে ছিলেন। এখন রামের দর্শনে তাঁর শাপকাল শেষ হয়ে গেলো। এখন তিনি সবারই দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠলেন।। ১৬ ।। রঘুবংশধর রাম ও লক্ষ্মণ তখন সানন্দে শাপমুক্তা ঋষিপত্নী অহল্যার চরণ বন্দনা করলেন। অহল্যাও গৌতমের পূর্ববাক্য স্মরণ করে তাঁদের মাননীয় অতিথিরূপে গ্রহণ করলেন।। ১৭।। একাগ্রচিত্তে পাদপ্রক্ষালনের জল এবং অর্ঘ্য নিবেদন করে তিনি তাঁদের আতিথ্যের দ্বারা অর্চনা করলেন। শ্রীরামও শাস্ত্রবিধি মেনে তা গ্রহণ করলেন *(জল, দুধ, কুশ, দৈ, ঘৃত, যব, শ্বেতসর্ষপ—এই আটটি বস্তু বা দূর্বা, আতপ চাল, জল এবং পুষ্প দিয়ে অর্ঘ্যরচনা করে মাননীয়কে দিতে হয়)*।। ১৮ ।। তখন সেখানে প্রভূত পুষ্পবৃষ্টি হলো। দেবগণের দুন্দুভির ধ্বনিতে পূর্ণ হলো আকাশ-বাতাস। যেন গন্ধর্ব এবং অপ্সরাদের মহোৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে (*দুন্দুভি—বড়ো ঢাক*)।। ১৯ ।। তপঃশক্তিকে পবিত্রদেহা অহল্যাকে গৌতমের অনুবর্তিনী দেখে দেবতারা "সাধু,সাধু" বলে অহল্যাকে অভিনন্দিত করলেন।। ২০ ।। মহাতপস্বী, মহাতেজস্বী গৌতমও অহল্যাকে সঙ্গে নিয়ে সুখী হয়ে রামচন্দ্রকে বন্দনা করে শাস্ত্রীয়নিয়মে তপস্যায় আত্মনিয়োগ করলেন।।২১ ।। রামও মহামুনি গৌতমের কাছ থেকে শাস্ত্রীয়বিধান অনুসারে আন্তরিক সম্বর্ধনা লাভ করে মিথিলায় যাত্রা করলেন।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের একোনপঞ্চাশ (৪৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

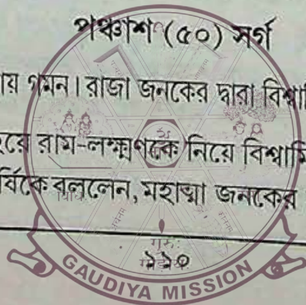
সরাম-লক্ষ্মণ-বিশ্বামিত্রস্য মিথিলাগমনং, রাজ্ঞা জনকেন বিশ্বামিত্রস্য সৎকারঃ, রাম-লক্ষ্মণয়োঃ পরিচয়লাভশ্চ।

ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা রামঃ সৌমিত্রিণা সহ। বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য যজ্ঞবাটমুপাগমৎ।। ১
রামস্তু মুনিশার্দূলমুবাচ সহলক্ষ্মণঃ। সাধ্বী যজ্ঞসমৃদ্ধির্হি জনকস্য মহাত্মনঃ।। ২

পঞ্চাশ (৫০) সর্গ

রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্রের মিথিলায় গমন। রাজা জনকের দ্বারা বিশ্বামিত্রের অর্চনা। রাম-লক্ষ্মণের পরিচয়গ্রহণ।

তারপর উত্তরদিকে কিছুটা অগ্রসর হয়ে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্রকে সামনে করে যজ্ঞশালায় উপস্থিত হলেন।। ১ ।।লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম মহর্ষিকে বললেন, মহাত্মা জনকের যজ্ঞের আয়োজন দেখছি প্রভূত।। ২।।



বহূনীহ সহস্রাণি নানাদেশনিবাসিনাম্। ব্রাহ্মণানাং মহাভাগ বেদাধ্যয়নশালিনাম্।। ৩
ঋষিবাটাশ্চ দৃশ্যন্তে শকটীশতসঙ্কুলাঃ। দেশো বিধীয়তাং ব্রহ্মন্ যত্র বৎস্যামহে বয়ম্।। ৪
রামস্য বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। নিবাসমকরোদ্দেশে বিবিক্তে সলিলান্বিতে।। ৫
বিশ্বামিত্রমনুপ্রাপ্তং শ্রুত্বা নৃপবরস্তদা। শতানন্দং পুরস্কৃত্য পুরোহিতমনিন্দিতঃ।। ৬
ঋত্বিজোঽপি মহাত্মানস্ত্বর্ঘ্যমাদায় সত্বরম্। প্রত্যুজ্জগাম সহসা বিনয়েন সমন্বিতঃ।। ৭
বিশ্বামিত্রায় ধর্মেণ দদৌ ধর্মপুরস্কৃতম্। প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং জনকস্য মহাত্মনঃ।। ৮
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্ঞো যজ্ঞস্য চ নিরাময়ম্। স তাংশ্চাথ মুনীন্ পৃষ্ট্বা সোপাধ্যায়পুরোধসঃ।। ৯
যথার্হমৃষিভিঃ সর্বৈঃ সমাগচ্ছৎ প্রহৃষ্টবৎ। অথ রাজা মুনিশ্রেষ্ঠং কৃতাঞ্জলিরভাষত।। ১০
আসনে ভগবানাস্তাং সহৈভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ। জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা নিষসাদ মহামুনিঃ।। ১১
পুরোধা ঋত্বিজশ্চৈব রাজা চ সহ মন্ত্রিভিঃ। আসনেষু যথান্যায়মুপবিষ্টাঃ সমন্ততঃ।। ১২
দৃষ্ট্বা স নৃপতিস্তত্র বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ। অদ্য যজ্ঞসমৃদ্ধির্মে সফলা দৈবতৈঃ কৃতা।। ১৩
অদ্য যজ্ঞফলং প্রাপ্তং ভগবদ্দর্শনান্ময়া। ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গব।। ১৪
যজ্ঞোপসদনং ব্রহ্মন্ প্রাপ্তোঽসি মুনিভিঃ সহ। দ্বাদশাহং তু ব্রহ্মর্ষে দীক্ষামাহুর্মনীষিণঃ ।। ১৫
ততো ভাগার্থিনো দেবান্ দ্রষ্টুমর্হসি কৌশিক। ইত্যুক্ত্বা মুনিশার্দূলং প্রহৃষ্টবদনস্তদা।। ১৬
পুনস্তং পরিপপ্রচ্ছ প্রাঞ্জলিঃ প্রয়তো নৃপঃ। ইমৌ কুমারৌ ভদ্রন্তে দেবতুল্যপরাক্রমৌ।। ১৭

হে মহাভাগ, বেদপাঠপরায়ণ নানাদেশবাসী বহু সহস্র ব্রাহ্মণ দেখছি এখানে এসেছেন।। ৩ ।। শত শত শকটপূর্ণ ঋষিদের বাসস্থলসমূহ দেখা যাচ্ছে। ব্রহ্মন্, আমরা যে স্থানে অবস্থান করতে পারি, আপনি তার ব্যবস্থা করুন।। ৪ ।। রামের কথা শুনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র জলযুক্ত নির্জন একটি স্থানে বাসের ব্যবস্থা করলেন।। ৫ ।। প্রশংসনীয় চরিত্র রাজা জনক শুনলেন, বিশ্বামিত্র এসেছেন। তৎক্ষণাৎ কুলপুরোহিত শতানন্দকে সামনে নিয়ে মহাপ্রাণ যজ্ঞীয় পুরোহিতবর্গকে সঙ্গে করে অর্ঘ্যসংগ্রহ করে ঋষিকে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন।।৬-৭ ।। ধর্মীয়বিধি অনুসারে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অর্ঘ্যদান করলেন। মহাত্মা জনকের সেই অর্চনা ঋষি গ্রহণ করলেন।।৮ ।। জিজ্ঞেস করলেন রাজার কুশল এবং যজ্ঞের নির্বিঘ্নতার কথা। সমবেত অন্য মুনি, উপাধ্যায় এবং পুরোহিতগণেরও কুশল তিনি জেনে নিলেন। আনন্দের সঙ্গে যথোচিতভাবে সকল ঋষির সঙ্গে হলেন সম্মিলিত। তারপর রাজা কৃতাঞ্জলি হয়ে ঋষিশ্রেষ্ঠকে বললেন—।। ৯-১০ ।। ভগবন্, মান্য মুনিবৃন্দকে নিয়ে আপনি আসন গ্রহণ করুন। জনকের কথা শুনে মহর্ষি উপবেশন করলেন।। ১১ ।। কুলপুরোহিত এবং যজ্ঞীয়পুরোহিত ঋত্বিকমণ্ডলী নির্দিষ্ট আসনগ্রহণ করলেন। রাজাও মন্ত্রীদের নিয়ে চারদিকে যথোচিতভাবে উপবিষ্ট হলেন।। ১২ ।। রাজা তখন বিশ্বামিত্রকে বললেন, আপনাকে দেখেই বুঝতে পারলাম, দেবগণ আমার যজ্ঞকে পূর্ণ করেছেন। আপনার দর্শনেই যজ্ঞের সুফল আজ আমি লাভ করলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আজ আমি ধন্য এবং অনুগৃহীত।। ১৩-১৪ ।। কারণ আপনি মুনিদের নিয়ে আমার যজ্ঞশালায় এসেছেন। হে বহ্মর্ষে, মনীষীরা বলেছেন যে, দীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময়ের আর বারোদিন মাত্র অবশিষ্ট রয়েছে।। ১৫ ।। হে কুশিকবংশধর ঋষি, তারপরই আপনি যজ্ঞভাগগ্রহণে যে দেবতারা আসবেন, তাঁদের দেখতে পাবেন। মুনিপ্রবরকে এইরকম বলে আনন্দোজ্জ্বল মুখে সংযতচরিত্র রাজা করজোড়ে তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কল্যাণ হোক। এই কুমার দু'টি কার পুত্র? শৌর্যে যেন এঁরা দেবতাদেরই মতো!।। ১৬ -১৭ ।। হস্তীর মতো গাম্ভীর্যপূর্ণ এঁদের চলা-ফেরা। ব্যাঘ্র এবং বৃষের মতো এরা বীর। পদ্মপত্রের মতো বিশাল এঁদের নয়ন। এঁরা খড়্গ, তূণ তথা বাণ রাখার খাপ এবং ধনু ধারণ করে আছেন।

গজতুল্যগতী বীরৌ শার্দূল-বৃষভোপমৌ। পদ্মপত্রবিশালাক্ষৌ খড়্গ-তূণী-ধনুর্ধরৌ।
অশ্বিনাবিব রূপেণ সমুপস্থিতযৌবনৌ।। ১৮
যদৃচ্ছয়েব গাং প্রাপ্তৌ দেবলোকাদিবামরৌ। কথং পদ্ভ্যামিহ প্রাপ্তৌ কিমর্থং কস্য বা মুনে।। ১৯
বরায়ুধধরৌ বীরৌ কস্য পুত্রৌ মহামুনে। ভূষয়ন্তাবিমং দেশং চন্দ্র-সূর্যাবিবাম্বরম্।। ২০
পরস্পরস্য সদৃশৌ প্রমাণেঙ্গিত-চেষ্টিতৈঃ। কাকপক্ষধরৌ বীরৌ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।। ২১
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা জনকস্য মহাত্মনঃ। ন্যবেদয়দমেয়াত্মা পুত্রৌ দশরথস্য তৌ।। ২২
সিদ্ধাশ্রমনিবাসঞ্চ রাক্ষসানাং বধং তথা। তত্রাগমনমব্যগ্রং বিশালায়াশ্চ দর্শনম্।। ২৩
অহল্যাদর্শনঞ্চৈব গৌতমেন সমাগমম্। মহাধনুষি জিজ্ঞাসাং কর্তুমাগমনং তথা।। ২৪
এতৎ সর্বং মহাতেজা জনকায় মহাত্মনে। নিবেদ্য বিররামাথ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

নব যৌবনের রূপে এঁরা অপরূপ। অশ্বিনীকুমার নামক দেবদ্বয় যেন আজ এখানে আবির্ভূত।। ১৮ ।। দেবতা দু'জন যেন দেবলোক থেকে স্বেচ্ছায় ধরণীর ধূলিতে নেমে এসেছেন। কেন এঁরা পায়ে হেঁটে এলেন? কি-ই বা কারণ? চন্দ্র-সূর্য যেমন আকাশকে অলঙ্কৃত করেন, তেমনি এঁরা এই দেশকে মণ্ডিত করছেন।। ১৯-২০ ।। আকারে, ইঙ্গিতে ও কার্যসম্পাদনায় এঁরা একে ঠিক অপরের মতো। বীর এই দু'জনে সুন্দর জুলফিতে-শোভিত। এঁদের সব তথ্য ভালো করে জানতে চাই।। ২১ ।। মহাত্মা জনকের সেই কথা শুনে পুণ্যাত্মা ঋষি বিশ্বামিত্র বললেন, এই দুই নবযুবক রাজা দশরথের পুত্র।। ২২ ।। এঁরা সিদ্ধাশ্রমে বাস করে রাক্ষসদের নিধন করেছেন। তারপর ধীরে সুস্থে এসে বিশালানগরী দর্শন করেছেন। অহল্যাকে দর্শন দিয়ে শাপমুক্ত করেছেন। মিলিত হয়েছেন মহর্ষি গৌতমের সঙ্গে। আপনার বিশাল ধনুটির সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছায় এখানে এসেছেন।। ২৩-২৪ ।। মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহাত্মা জনককে এইসব জানিয়ে তারপর বিরত হলেন।। ২৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চাশ (৫০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

রামদর্শনতুষ্টশতানন্দেন বিশ্বামিত্রসমীপে প্রশ্নঃ, বিশ্বামিত্রেণ তৎপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্, রামসমীপে শতানন্দেন বিশ্বামিত্রস্য জীবনচরিতবর্ণনঞ্চ।

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ। হৃষ্টরোমা মহাতেজাঃ শতানন্দো মহাতপাঃ।। ১
গৌতমস্য সুতো জ্যেষ্ঠস্তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ। রামসন্দর্শনাদেব পরং বিস্ময়মাগতঃ।। ২
এতৌ নিষণ্ণৌ সংপ্রেক্ষ্য শতানন্দো নৃপাত্মজৌ। সুখাসীনৌ মুনিশ্রেষ্ঠং বিশ্বামিত্রমথাব্রবীৎ।। ৩

একপঞ্চাশ (৫১) সর্গ

রামচন্দ্রকে দেখে সন্তুপ্ত শতানন্দের বিশ্বামিত্রের নিকট জিজ্ঞাসা। বিশ্বামিত্রের উত্তরপ্রদান। রামচন্দ্রের নিকটে শতানন্দের দ্বারা বিশ্বামিত্রের জীবন-বর্ণন।

প্রজ্ঞাবান বিশ্বামিত্রের এই সব কথা শুনে মহাতেজস্বী, মহাতপস্বী শতানন্দ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন।। ১ ।। মহর্ষি গৌতমের জ্যেষ্ঠপুত্র তিনি। তপস্যার জ্যোতিতে তিনি সমুজ্জ্বল। রামকে দেখেই তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়লেন।। ২ ।। রাজকুমার দু'জনকে সুখাসনে উপবিষ্ট দেখে শতানন্দ মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বললেন—।।৩।। হে মুনিপ্রবর, আমার মাতৃদেবী দীর্ঘ তপস্যায় আজ যশস্বিনী। রাজপুত্র রামচন্দ্রকে তাঁকে



অপি তে মুনিশার্দূল মম মাতা যশস্বিনী। দর্শিতা রাজপুত্রায় তপো-দীর্ঘমুপাগতা।। ৪
অপি রামে মহাতেজা মম মাতা যশস্বিনী। বন্যৈরুপাহরৎ পূজাং পূজার্হে সর্বদেহিনাম্।। ৫
অপি রামায় কথিতং যদ্বৃত্তং তৎপুরাতনম্। মম মাতুর্মহাতেজো দেবেন দুরনুষ্ঠিতম্।। ৬
অপি কৌশিক ভদ্রং তে গুরুণাহমসঙ্গতা। মম মাতা মুনিশ্রেষ্ঠ রামসন্দর্শনাদিতঃ।। ৭
অপি মে গুরুণা রামঃ পূজিতঃ কুশিকাত্মজ। ইহাগতো মহাতেজাঃ পূজাং প্রাপ্য মহাত্মনঃ।। ৮
অপি শান্তেন মনসা গুরুর্মে কুশিকাত্মজ। ইহাগতেন রামেণ পূজিতেনাভিবাদিতঃ।। ৯
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। প্রত্যুবাচ শতানন্দং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্।। ১০
নাতিক্রান্তং মুনিশ্রেষ্ঠ যৎকর্তব্যং কৃতং ময়া। সঙ্গতা মুনিনা পত্নী ভার্গবেণেব রেণুকা।। ১১
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ। শতানন্দো মহাতেজা রামং বচনমব্রবীৎ।। ১২
স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব। বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য মহর্ষিমপরাজিতম্।। ১৩
অচিন্ত্যকর্মা তপসা ব্রহ্মর্ষিরমিতপ্রভঃ। বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বেদ্যোনং পরমাং গতিম্ ।। ১৪
নাস্তি ধন্যতরো রাম ত্বত্তোঽন্যো ভুবি কশ্চন। গোপ্তা কুশিকপুত্রস্তে যেন তপ্তং মহত্তপঃ।। ১৫
শ্রূয়তাং চাভিধাস্যামি কৌশিকস্য মহাত্মনঃ। যথাবলং যথাতত্ত্বং তন্মে নিগদতঃ শৃণু।। ১৬
রাজাসীদেষ ধর্মাত্মা দীর্ঘকালমরিন্দমঃ। ধর্মজ্ঞঃ কৃতবিদ্যশ্চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ।। ১৭
প্রজাপতিসুতস্ত্বাসীৎ কুশো নাম মহীপতিঃ। কুশস্য পুত্রো বলবান্ কুশনাভঃ সুধার্মিকঃ।। ১৮
কুশনাভসুতস্ত্বাসীদ্ গাধিরিত্যেব বিশ্রুতঃ। গাধেঃ পুত্রো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।। ১৯

দেখিয়েছেন কি?।। ৪ ।। আমার তেজস্বিনী যশস্বিনী মাতা সর্বজনপূজ্য রামচন্দ্রকে বনজাত ফল-মূল -কুসুমাদির দ্বারা অর্চনা করেছেন তো?।। ৫ ।। হে মহাতেজঃসম্পন্ন ঋষিবর, দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা যে অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, সেই পুরোনো ঘটনা আপনি রামচন্দ্রকে বলেছেন কি?।। ৬ ।। হে কুশিকনন্দন ঋষি বিশ্বামিত্র, আপনার কল্যাণ হোক। রামকে দর্শনের পর আমার মা আমার বাবার সঙ্গে ভালোভাবে মিলিত হয়েছেন তো?।। ৭ ।। হে কুশিক-পুত্র, আমার বাবা রামকে অর্চনা করেছেন তো? সেই মহাত্মার পূজা নিয়ে মহাতেজস্বী রাম এখানে এসেছেন?।। ৮ ।। হে বিশ্বামিত্র, এখানে আসার সময় শান্তচিত্তে আমার বাবাকে রামচন্দ্র অভিবাদন করেছেন তো?।। ৯ ।। তাঁর এই কথা শুনে বাক্যনিপুণ মহর্ষি বিশ্বামিত্র বাক্‌কুশলী শতানন্দকে প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ১০ ।। হে মুনিবর, আমার যা কর্তব্য সবই করেছি। কিছুই ফেলে রাখি নি। ভৃগুপুত্র পরশুরামের সঙ্গে রেণুকা যেমন সানন্দে মিলিত হয়েছিলেন, তেমনি ঋষি গৌতমের সঙ্গে তাঁর পত্নী দেবী অহল্যাও আনন্দের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন।। ১১ ।। ধীমান বিশ্বামিত্রের সেই কথা শুনে মহাতেজস্বী শতানন্দ রামকে বললেন—।। ১২ ।। হে মানবশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র, আপনাকে স্বাগতি জানাই। আমার সৌভাগ্য -বশতঃই আপনি আজ এখানে এসেছেন। সামনে করে নিয়ে এসেছেন অপরাজেয় তপস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে।। ১৩ ।। এই ব্রহ্মর্ষি সাধনার দ্বারা অচিন্তনীয় কর্ম সকল সাধন করেছেন। তাঁর অপরিমিত তপজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হচ্ছে। এই মহাতেজস্বী ঋষিকে তোমার পরম আশ্রয় বলে আমি জানছি।। ১৪ ।। রাম, ধরিত্রীতে তোমার চেয়ে অধিকতর ধন্য কেউ নেই। যিনি মহতী তপস্যা করেছেন, সেই কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র হলেন তোমার রক্ষক।। ১৫ ।। এই মহাত্মা বিশ্বামিত্রের কী শক্তি, তা যথাযথভাবে আমি তোমায় বলছি। শোনো।। ১৬ ।। এই ধর্মাত্মা দীর্ঘকাল ধরে শত্রুদমনকারী অথচ ধর্মজ্ঞ রাজা ছিলেন। বিদ্বান্ এই রাজা প্রজাদের মঙ্গলসাধনেই সর্বদা নিরত থাকতেন।। ১৭ ।। একসময়ে প্রজাপতির এক পুত্র রাজা হয়েছিলেন। নাম ছিলো কুশ। কুশের পুত্র ছিলেন কুশনাভ। তিনি ছিলেন বীর। এবং অত্যন্ত ধার্মিক।। ১৮ ।। কুশনাভের পুত্র গাধি নামে ছিলেন প্রখ্যাত। এই গাধির পুত্র হলেন মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র।। ১৯ ।। মহাতেজস্বী

বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ পালয়ামাস মেদিনীম্। বহুবর্ষসহস্রাণি রাজা রাজ্যমকারয়ৎ।। ২০
কদাচিত্তু মহাতেজা যোজয়িত্বা বরূথিনীম্। অক্ষৌহিণীপরিবৃতঃ পরিচক্রাম মেদিনীম্।। ২১
নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি পরিতশ্চ মহাগিরীন্। আশ্রমান্ ক্রমশো রাজা বিচরন্নাজগাম হ।। ২২
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং নানাপুষ্পলতাদ্রুমম্। নানামৃগগণাকীর্ণং সিদ্ধ-চারণসেবিতম্।। ২৩
দেব-দানব-গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈরুপশোভিতম্। প্রশান্তহরিণাকীর্ণং দ্বিজসঙ্ঘনিষেবিতম্।। ২৪
ব্রহ্মর্ষিগণসঙ্কীর্ণং দেবর্ষিগণসেবিতম্। তপশ্চরণসংসিদ্ধৈরগ্নিকল্পৈর্মহাত্মভিঃ।। ২৫
সততং সঙ্কুলং শ্রীমদ্‌ব্রহ্মকল্পৈর্মহাত্মভিঃ। অব্ভক্ষৈর্বায়ুভক্ষৈশ্চ শীর্ণ-পর্ণাশনৈস্তথা।। ২৬
ফল-মূলাশনৈর্দান্তৈর্জিতদোষৈর্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ। ঋষিভির্বালখিল্যৈশ্চ জপ-হোমপরায়ণৈঃ।। ২৭
অন্যৈর্বৈখানসৈশ্চৈব সমন্তাদুপশোভিতম্। বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং ব্রহ্মলোকমিবাপরম্।
দদর্শ জয়তাং শ্রেষ্ঠো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

রাজা বিশ্বামিত্র বহু সহস্র বৎসর পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিলেন।। ২০ ।। একসময় সেই মহাতেজস্বী রাজা অক্ষৌহিণীসংখ্যক সেনা নিয়ে বিরাট সেনাবাহিনী পরিচালনা করে পৃথিবীকে পরিক্রমা করেন (*বরূথিনী—সেনাবাহিনী*) ।। ২১ ।। ক্রমে ক্রমে বহু নগর, রাষ্ট্র, চারপাশের পর্বতরাজি এবং আশ্রমসমূহ তিনি পরিক্রমা করলেন।। ২২ ।। অবশেষে ঋষি বশিষ্ঠের আশ্রমে এসে উপনীত হলেন। নানাবিধ কুসুম, লতা এবং তরুরাজিতে আশ্রমটি ছিলো শোভিত। নানা ধরনের পশুরা সেখানে বিচরণ করে বেড়াতো। সিদ্ধ-চারণ-দেব-দানব-গন্ধর্ব-কিন্নরেরা সেখানে এসে আশ্রমকে শোভান্বিত করতো। শান্তস্বভাব হরিণের দ্বারা আকীর্ণ ছিলো আশ্রমস্থলী। ব্রাহ্মণেরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সেখানে বাস করতেন।। ২৩-২৪ ।। ব্রহ্মর্ষিরা বাস করতেন সেখানে। দেবর্ষিরাও অবস্থান করতেন। তপঃসিদ্ধ, অগ্নির মতো উজ্জ্বল, পবিত্র মহাত্মারাও সেখানে থাকতেন।।২৫।। প্রায় ব্রহ্মের মতো উচ্চস্তরের মহাত্মারা প্রভূত সংখ্যায় সেখানে ছিলেন। বালখিল্য নামে পরিচিত ঋষিরা এবং অন্য ব্রহ্মচারিবৃন্দের দ্বারা সকল দিক সেখানে ছিলো পরিশোভিত। তাঁরা কেউ ছিলেন বায়ুমাত্রভোজী। কেউ বা জলাহারী। কেউ বা শুকনো খসে-পড়া পত্রমাত্র আহার করতেন। আবার কেউ বা ফলমূলই একমাত্র আহাররূপে গ্রহণ করতেন। তাঁরা ইন্দ্রিয় দমন করেছিলেন। জিতেন্দ্রিয় হয়ে, দোষমুক্ত হয়ে জপ এবং হোমেই তাঁরা একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বশিষ্ঠের এই আশ্রমকে দ্বিতীয় ব্রহ্মলোক বলেই মনে হতো। শ্রেষ্ঠ বিজেতা, শ্রেষ্ঠপুরুষ মহাবীর বিশ্বামিত্র এই আশ্রমকে দেখলেন।। ২৬-২৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের একপঞ্চাশ (৫১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রয়োঃ সংবাদঃ, অতিথিসৎকারায় বসিষ্ঠদেবেন হোমধেনোরাহ্বানম্, তৎপ্রতি অন্ন-পানীয়াদীনাং নির্মাণে নির্দেশশ্চ।

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতো বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ। প্রণতো বিনয়াদ্ বীরো বসিষ্ঠং জপতাং বরম্।। ১

দ্বিপঞ্চাশ (৫২) সর্গ

বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের কথোপকথন। অতিথিসৎকারের জন্য মহর্ষি বশিষ্ঠের দ্বারা কামধেনুর আহ্বান। আহার্য এবং পানীয় প্রভৃতি তৈরী করার জন্য তার প্রতি নির্দেশ।

আশ্রম দেখে মহাবীর বিশ্বামিত্র অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বিনয়ের সঙ্গে বীর বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে প্রণাম জানালেন। জপদ্বারা তপোনিরতদের মধ্যে বশিষ্ঠ ছিলেন শ্রেষ্ঠ তপস্বী।। ১ ।। মহাত্মা বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে

স্বাগতং তব চেত্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা। আসনং চাস্য ভগবান্ বসিষ্ঠো ব্যাদিদেশ হ।। ২
উপবিষ্টায় চ তদা বিশ্বামিত্রায় ধীমতে। যথান্যায়ং মুনিবরঃ ফল-মূলমুপাহরৎ।। ৩
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজাং বসিষ্ঠাদ্ রাজসত্তমঃ। তপোঽগ্নিহোত্রশিষ্যেষু কুশলং পর্যপৃচ্ছত।। ৪
বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বনস্পতিগণে তদা। সর্বত্র কুশলং প্রাহ বসিষ্ঠো রাজসত্তমম্।। ৫
সুখোপবিষ্টং রাজানং বিশ্বামিত্রং মহাতপাঃ। পপ্রচ্ছ জপতাং শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।। ৬
কচ্চিত্তে কুশলং রাজন্ কচ্চিদ্ধর্মেণ রঞ্জয়ন্। প্রজাঃ পালয়সে রাজন্ রাজবৃত্তেন ধার্মিক।। ৭
কচ্চিত্তে সম্ভৃতা ভৃত্যাঃ কচ্চিত্তিষ্ঠন্তি শাসনে। কচ্চিত্তে বিজিতাঃ সর্বে রিপবো রিপুসূদন।। ৮
কচ্চিদ্ বলেষু কোশেষু মিত্রেষু চ পরন্তপ। কুশলং তে নরব্যাঘ্র পুত্র-পৌত্রে তথানঘ।। ৯
সর্বত্র কুশলং রাজা বসিষ্ঠং প্রত্যুদাহরৎ। বিশ্বামিত্রো মহাতেজা বসিষ্ঠং বিনয়ান্বিতম্।। ১০
কৃত্বা তৌ সুচিরং কালং ধর্মিষ্ঠৌ তাঃ কথাস্তদা। মুদা পরময়া যুক্তৌ প্রীয়েতাং তৌ পরস্পরম্।। ১১
ততো বসিষ্ঠো ভগবান্ কথান্তে রঘুনন্দন। বিশ্বামিত্রমিদং বাক্যমুবাচ প্রহসন্নিব।। ১২
আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি বলস্যাস্য মহাবল। তব চৈবাপ্রমেয়স্য যথার্হং সংপ্রতীচ্ছ মে।। ১৩
সৎক্রিয়াং হি ভবানেতাং প্রতীচ্ছতু ময়া কৃতাম্। রাজংস্ত্বমতিথিশ্রেষ্ঠঃ পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ।। ১৪
এবমুক্তো বসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। কৃতমিত্যব্রবীদ্ রাজা পূজাবাক্যেন মে ত্বয়া।। ১৫
ফলমূলেন ভগবন্ বিদ্যতে যত্তবাশ্রমে। পাদ্যেনাচমনীয়েন ভগবদ্দর্শনেন চ।। ১৬
সর্বথা চ মহাপ্রাজ্ঞ পূজার্হেণ সুপূজিতঃ। নমস্তেঽস্তু গমিষ্যামি মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা।। ১৭
এবং ব্রুবন্তং রাজানং বসিষ্ঠঃ পুনরেব হি। ন্যমন্ত্রয়ত ধর্মাত্মা পুনঃ পুনরুদারধীঃ।। ১৮

স্বাগতি জানালেন। তাঁকে আসনদানের জন্য শিষ্যদের তিনি আদেশদান করলেন।। ২ ।। ধীমান বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হলে মহর্ষি তখন শাস্ত্রবিধি অনুসারে তাঁকে ফল-মূল দিয়ে আপ্যায়ন করলেন।। ৩ ।। রাজশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের কাছ থেকে সেই সম্বর্ধনা গ্রহণ করে তপস্যা, অগ্নিহোত্র এবং শিষ্যদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন।। ৪ ।। অতি তেজস্বী বিশ্বামিত্র বনস্পতিদের কুশলও জানতে চাইলেন। বশিষ্ঠ রাজশ্রেষ্ঠকে বললেন, সর্বত্রই কুশল বিরাজ করছে।। ৫ ।। জপপরায়ণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতপস্বী মহর্ষি বশিষ্ঠ সুখাসনে উপবিষ্ট রাজাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাজন্, আপনার কুশল তো? হে ধর্মনিষ্ঠ, ধর্মের দ্বারা প্রজাগণকে সন্তুষ্ট করে রাজকর্তব্যের মাধ্যমে আপনি রাজ্য পালন করছেন তো?।। ৬-৭ ।। আপনার বেতনভোগী কর্মীরা আপনার শাসন মানছে তো? হে শত্রুদমনকারী, আপনার শত্রুরা পরাজিত হয়েছে তো? আপনার সৈন্যবাহিনীতে, ধনভাণ্ডারে, মিত্রদের মধ্যে, হে শত্রুপীড়ক, সব কুশল তো? হে নিষ্পাপ নরশ্রেষ্ঠ, আপনার পুত্র-পৌত্রদের কুশল তো?।। ৮-৯ ।। মহাতেজঃসম্পন্ন রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যুত্তরে বললেন, সর্বত্রই কুশল।। ১০ ।। মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং মহারাজ বিশ্বামিত্র দু'জনেই ধর্মনিষ্ঠ সজ্জন। তাঁরা উভয়ে পরস্পর প্রীতি-বিনিময় করে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে পরম আনন্দলাভ করলেন।। ১১ ।। হে রঘুনন্দন, আলাপের শেষে ভগবান বশিষ্ঠ যেন হাসতে হাসতে বিশ্বামিত্রকে বললেন—।। ১২ ।। হে মহাবীর, আপনার এবং আপনার এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর যথোচিতভাবে অতিথিসৎকারে আমি ইচ্ছুক। আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি।। ১৩ ।। রাজন্, আপনি শ্রেষ্ঠ অতিথি। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আপনার অর্চনা করা আমার উচিত। আমার প্রদত্ত এই আতিথ্য আপনি গ্রহণ করুন।। ১৪ ।। বশিষ্ঠ এই কথা বললে মহামতি বিশ্বামিত্র বললেন, আপনার পূজাসূচক বাক্যের দ্বারাই আতিথ্যসম্পন্ন হয়ে গেছে।। ১৫ ।। পাদপ্রক্ষালনের জল, আচমনের জল, আপনার আশ্রমে ফল-মূল যা রয়েছে, তার দ্বারা, বিশেষতঃ আপনার দর্শনের দ্বারাই আতিথ্য সম্পাদিত হয়েছে।। ১৬ ।। হে মহাপ্রাজ্ঞ, পূজার যোগ্য এইসব বস্তুর দ্বারা আমি সুন্দরভাবেই পূজিত হয়েছি। আপনাকে প্রণাম। এবার আমি চলি। মৈত্রীর দৃষ্টিতে আপনি আমায় দেখবেন।। ১৭ ।। বারংবার রাজা এইরকম বললেও উদারবুদ্ধি ধর্মপ্রাণ বশিষ্ঠ তাঁকে আতিথ্যের জন্য আবার আমন্ত্রণ জানালেন।। ১৮ ।।

বাঢমিত্যেব গাধেয়ো বসিষ্ঠং প্রত্যুবাচ হ। যথাপ্রিয়ং ভগবতস্তথাস্তু মুনিপুঙ্গব।। ১৯
এবমুক্তস্তথা তেন বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ। আজুহাব ততঃ প্রীতঃ কল্মাষীং ধূতকল্মষাম্।। ২০
এহ্যেহি শবলে ক্ষিপ্রং শৃণু চাপি বচো মম। সবলস্যাস্য রাজর্ষেঃ কর্তুং ব্যবসিতোঽস্ম্যহম্।
ভোজনেন মহার্হেণ সৎকারং সংবিধৎস্ব মে।। ২১
যস্য যস্য যথাকামং ষড়্রসেম্বভিপূজিতম্। তৎসর্বং কামধুগ্ দিব্যে অভিবর্ষ কৃতে মম।। ২২
রসেনান্নেন পানেন লেহ্য-চোষ্যেণ সংযুতম্। অন্নানাং নিচয়ং সর্বং সৃজস্ব শবলে ত্বর।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

গাধিপুত্র তখন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে বললেন, বেশ, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনার যা ভালো মনে হয়, তাই হোক।।১৯।। তাঁর বচনে প্রীত হয়ে ঋষিপ্রবর বশিষ্ঠ পাপমুক্তা বিচিত্রবর্ণা কামধেনুকে আহ্বান করলেন *(কল্মাষী—চিত্রবর্ণ, রাক্ষসবিশেষ, কৃষ্ণবর্ণ। এইখানে বিচিত্রবর্ণা কামধেনু)*।। ২০ ।। হে চিত্রিতবর্ণা সুন্দরী ধেনু, সত্বর এসো। আমার কথা শোনো। আমি সৈন্যবাহিনীসহ এই রাজর্ষির সৎকার করতে চাই। খুব ভালো ভোজ্যদ্রব্যের দ্বারা আমার পক্ষ থেকে এঁদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করো *(শবল—চিত্রিত, সুন্দর)*।। ২১ ।। কামনা অনুসারে দ্রব্যপ্রদানকারিণি হে স্বর্গীয়া ধেনু, ছয় রকমের রসের মধ্যে যার যেটা ইচ্ছা, তাকে সেই রসের আহার্য আমার অনুরোধে প্রদান করো।। ২২ ।। রসযুক্ত অন্ন তথা পায়স, পানীয়, লেহ্য এবং চোষ্যসমেত সর্ববিধ আহার্য, হে চিত্রিতা ধেনু, সত্বর সৃষ্টি করো *(লেহ্য—যা লেহন অর্থাৎ চেটে খাওয়া যায়, যেমন চাটনি। চোষ্য—যা চুষে খাওয়া যায়, যেমন ডাঁটা প্রভৃতি)*।। ২৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বি-পঞ্চাশ (৫২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

শবলাধেনুত উত্তমোত্তমানি বিবিধানি ভোজ্যানি প্রাপ্য রাজ্ঞো বিশ্বামিত্রস্য তৎসৈন্যানাঞ্চ পরমতৃপ্তিলাভঃ, বসিষ্ঠসমীপে বিশ্বামিত্রস্য কামধেনু-প্রার্থনম্, প্রার্থনপূরণে বসিষ্ঠস্যাস্বীকারশ্চ।

এবমুক্তা বসিষ্ঠেন শবলা শত্রুসূদন। বিদধে কামধুক্কামান্ যস্য যস্যেপ্সিতং যথা।। ১
ইক্ষূন্ মধূংস্তথা লাজান্ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্। পানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাংশ্চোচ্চাবচানপি।। ২
উষ্ণাঢ্যস্যৌদনস্যাত্র রাশয়ঃ পর্বতোপমাঃ। মৃষ্টান্যন্নানি সূপাংশ্চ দধিকুল্যাস্তথৈব চ।। ৩
নানাস্বাদুরসানাঞ্চ খাণ্ডবানাং তথৈব চ। ভোজনানি সুপূর্ণানি গৌড়ানি চ সহস্রশঃ।। ৪

ত্রি-পঞ্চাশ (৫৩) সর্গ

শবলা গাভী হতে নানাবিধ আহার্যলাভ করে বিশ্বামিত্র এবং তাঁর সৈনিকদের প্রকৃত তৃপ্তি। বশিষ্ঠের কাছে বিশ্বামিত্রের দ্বারা এই কামধেনুর প্রার্থনা। প্রার্থনা পূরণে বশিষ্ঠের অস্বীকৃতি।

হে অরিন্দম, বশিষ্ঠের এই আদেশ শুনে শবলা নাম্নী সেই কামধেনু যার যা ইচ্ছা সেইভাবে খাদ্যবস্তু সৃষ্টি করলো *(এই গাভীর নামও শবলা। নাম এবং রূপেও এই কামধেনু শবলা)*।। ১ ।। সৃষ্ট হলো ইক্ষু তথা আখ, মধু, খৈ, মৈরেয় নামক মদ্য আরো সব নানারকমের ভোজ্যদ্রব্য তথা ভাজাভুজি *(মৈরেয়—মিরাদেশজাত মদ্য। মনে হয় ঐ মদ্য বিশেষ গুণসম্পন্ন)*।।২।। পাহাড়ের মতো উঁচু অন্নস্তূপ। সেই অন্ন আবার বেশ গরম। পায়সান্ন, নানারকমের ঝোল, দৈয়ের পুকুর তৈরী হলো *(ওদন—রান্না করা ভাত, মিষ্টান্ন—পায়সান্ন, সূপ—ঝোল, দধিকুল্যা—পুকুরের মতো বিশাল দৈয়ের চৌবাচ্চা)*।।৩ ।। নানারকমের সুস্বাদু খাজা, মিছরি, গুড়ের তৈরি নানাবিধ খাদ্যে হাজার হাজার পাত্র পূর্ণ হয়ে গেলো।। ৪ ।। রাম, বশিষ্ঠের দ্বারা এইভাবে বিশ্বামিত্রের

সর্বমাসীৎ সুসন্তুষ্টং হৃষ্ট-পুষ্টজনায়ুতম্। বিশ্বামিত্রবলং রাম বসিষ্ঠেন সুতর্পিতম্।। ৫
বিশ্বামিত্রো হি রাজর্ষির্হৃষ্ট-পুষ্টস্তদাভবৎ। সান্তঃপুরবরো রাজা সব্রাহ্মণ-পুরোহিতঃ।। ৬
সামাত্যো মন্ত্রিসহিতঃ সভৃত্যঃ পূজিতস্তদা। যুক্তঃ পরমহর্ষেণ বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ।। ৭
পূজিতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ পূজার্হেণ সুসৎকৃতঃ। শ্রূয়তামভিধাস্যামি বাক্যং বাক্যবিশারদ।। ৮
গবাং শতসহস্রেণ দীয়তাং শবলা মম। রত্নং হি ভগবন্নেতদ্ রত্নহারী চ পার্থিবঃ।। ৯
তস্মান্মে শবলাং দেহি মমৈষা ধর্মতো দ্বিজ। এবমুক্তস্তু ভগবান্ বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ।। ১০
বিশ্বামিত্রেণ ধর্মাত্মা প্রত্যুবাচ মহীপতিম্। নাহং শতসহস্রেণ নাপি কোটিশতৈর্গবাম্।। ১১
রাজন্ দাস্যামি শবলাং রাশিভী রজতস্য বা। ন পরিত্যাগমর্হেয়ং মৎসকাশাদরিন্দম।। ১২
শাশ্বতী শবলা মহ্যং কীর্তিরাত্মবতো যথা। অস্যাং হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ প্রাণযাত্রা তথৈব চ।। ১৩
আয়ত্তমগ্নিহোত্রঞ্চ বলির্হোমস্তথৈব চ। স্বাহাকার-বষট্কারৌ বিদ্যাশ্চ বিবিধাস্তথা।। ১৪
আয়ত্তমত্র রাজর্ষে সর্বমেতন্ন সংশয়ঃ। সর্বস্বমেতৎ সত্যেন মম তুষ্টিকরী তথা।। ১৫
কারণৈর্বহুভী রাজন্ন দাস্যে শবলাং তব। বসিষ্ঠেনৈবমুক্তস্তু বিশ্বামিত্রোঽব্রবীত্তদা।। ১৬
সংরব্ধতরমত্যর্থং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ। হৈরণ্যকক্ষ্য-গ্রৈবেয়ান্ সুবর্ণাঙ্কুশভূষিতান্।। ১৭
দদামি কুঞ্জরাণাং তে সহস্রাণি চতুর্দশ। হৈরণ্যানাং রথানাঞ্চ শ্বেতাশ্বানাং চতুর্যুজাম্।। ১৮
দদামি তে শতান্যষ্টৌ কিঙ্কিনী কবিভূষিতান্। হয়ানাং দেশজাতানাং কুলজানাং মহৌজসাম্।। ১৯

সৈনিকেরা সন্তৃপ্ত, হৃষ্ট এবং পুষ্ট হলো।। ৫ ।। অন্তঃপুরবাসীদের নিয়ে ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতবর্গসহ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রও এইভাবে আহার্যে সৎকৃত হয়ে আনন্দ এবং পুষ্টিলাভ করলেন।। ৬ ।। অমাত্য, মন্ত্রী এবং কর্মচারিসহ পূজিত হলেন বিশ্বামিত্র। তখন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তিনি বশিষ্ঠকে বললেন—।। ৭ ।। হে ব্রহ্মন্, আপনিই আমার পূজার যোগ্য। অথচ আপনিই আমায় পূজা করলেন। হে বাক্যনিপুণ, আমি যে বাক্য বলছি, তা শুনুন।।। ৮ ।। আমার একলক্ষ গাভীর বিনিময়ে শবলাকে আমায় দিন। দেব, এ এক রত্নবিশেষ। আর রত্নরক্ষার অধিকারী হলেন রাজা *(রাজা রাজ্যের সমগ্র ভূমির অধিকারী। রত্ন মৃত্তিকার মধ্যে থাকে। তাই রাজাই তার অধিকারী। বর্তমানেও যার জমিতেই খনি থাকুন না কেন, খনির কর্তৃত্ব রাজশক্তির, ভূমির অধিকারীর নয়)*।। ৯ ।। সুতরাং শবলাকে আমায় দিন। হে ব্রাহ্মণ, ধর্মানুসারে শবলা আমারি। বিশ্বামিত্র এই কথা বললে মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বললেন, রাজন্, শত সহস্র কেন, শত কোটি ধেনুর বিনিময়েও কিংবা রাশি রাশি রজতের তথা রূপোর বদলেও, হে শত্রুদমন, শবলাকে আমি ত্যাগ করতে পারবো না।। ১০-১২ ।। এই শবলা আমার আত্মার মতোই চিরকালের কীর্তি। এর দ্বারাই আমার হব্য, কব্য এবং জীবন চলে *(হব্য—হবি তথা ঘৃতের দ্বারা নিত্য যজ্ঞ। কব্য—পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রদেয় অন্ন। নিত্য করণীয় দেবযজ্ঞ এবং পিতৃযজ্ঞের হবি তথা ঘৃত শবলার কাছেই মেলে। নিত্য আহার্যের ঘৃতও শবলাই দেয়)*।। ১৩ ।। অগ্নিহোত্র, বলি, হোম, স্বাহা মন্ত্রের উচ্চারণের দ্বারা অগ্নিপ্রমুখ দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ, বষট্ মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রাদির উদ্দেশে করণীয় যজ্ঞ এবং বিভিন্ন বিদ্যা এই ধেনুর অধীন *(এই সব কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় ঘৃতাদি এই কামধেনু দান করে)*।। ১৪ ।। হে রাজর্ষে, আমার এখানে সবই এই শবলার অধীন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সত্যই, এ যেমন আমার সর্বস্ব, তেমনি আমার তুষ্টিবিধায়িনী।। ১৫ ।। রাজন্, এইসব অনেক কারণেই আমার শবলাকে আপনাকে দিতে পারছি না। বশিষ্ঠ এই কথা বলার পর বিশ্বামিত্র শুরু করলেন।। ১৬ ।। বাক্যে নিপুণ তিনি। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললেন, আপনাকে স্বর্ণনির্মিত কুণ্ঠভূষণে ভূষিত এবং স্বর্ণনির্মিত অঙ্কুশসহ চতুর্দশসহস্র হস্তী, চারটি শ্বেত অশ্বযোজিত, কিঙ্কিনীশোভিত, লাগামযুক্ত অষ্টশত স্বর্ণরথ দেবো। দেবো ভালোজাতের তেজীয়ান একহাজার দশটি অশ্ব। হে সুব্রত, বিভিন্নবর্ণের এবং বিভিন্নবয়সের এক কোটি গাভীও আমি

সহস্রমেকং দশ চ দদামি তব সুব্রত। নানাবর্ণবিভক্তানাং বয়ঃস্থানাং তথৈব চ।
দদাম্যেকাং গবাং কোটিং শবলা দীয়তাং মম।। ২০
যাবদিচ্ছসি রত্নানি হিরণ্যং বা দ্বিজোত্তম। তাবদ্দদামি তে সর্বং দীয়তাং শবলা মম।। ২১
এবমুক্তস্তু ভগবান্ বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা। না দাস্যামীতি শবলাং প্রাহ রাজন্ কথঞ্চন।। ২২
এতদেব হি মে রত্নমেতদেব হি মে ধনম্। এতদেব হি সর্বস্বমেতদেব হি জীবিতম্।। ২৩
দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ যজ্ঞাশ্চৈবাপ্তদক্ষিণাঃ। এতদেব হি মে রাজন্ বিবিধাশ্চ ক্রিয়াস্তথা।। ২৪
অতো মূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বা মম রাজন্ন সংশয়ঃ। বহুনা কিং প্রলাপেন ন দাস্যে কামদোহিনীম্।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

দেবো। বিনিময়ে শবলাকে আমায় দিন।। ১৭-২০ ।। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যত রত্ন বা স্বর্ণ আপনি ইচ্ছা করেন, সেই সবই আমি দেবো। আমায় শবলাকে দিন।। ২১ ।। প্রজ্ঞাবান বিশ্বামিত্র এইরকম বললে বশিষ্ঠ বললেন, রাজন্, শবলাকে কোনোভাবেই আমি দেবো না।। ২২ ।। এ-ই আমার রত্ন, এ-ই আমার ধন। এ-ই আমার সর্বস্ব, এ-ই জীবন আমার।। ২৩ ।। দর্শ, পৌর্ণমাস এবং দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞের তথা বিবিধ ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের এ-ই হলো আমার মূল। রাজন্, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বেশী বলে আর লাভ কি? এই কামধেনুকে আমি দেবো না।। ২৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের ত্রি-পঞ্চাশ (৫৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

বিশ্বামিত্রেণ বলপূর্বকং কামধের্নোগ্রহণম্, দুঃখিতায়াঃ শবলায়া বসিষ্ঠসমীপে তৎপ্রতীকার প্রার্থনম্, বসিষ্ঠানুজ্ঞয়া শবলাসঞ্জাত-সশস্ত্র-শক-যবন-পহলবপ্রভৃতীনাং বিশ্বামিত্রস্য সৈন্যসংহারশ্চ।

কামধেনুং বসিষ্ঠোঽপি যদা ন ত্যজতে মুনিঃ। তদাস্য শবলাং রাম বিশ্বামিত্রোঽন্বকর্ষত।। ১
নীয়মানা তু শবলা রাম রাজ্ঞা মহাত্মনা। দুঃখিতা চিন্তয়ামাস রুদন্তী শোককর্ষিতা।। ২
পরিত্যক্তা বসিষ্ঠেন কিমহং সুমহাত্মনা। যাহং রাজভৃতৈর্দীনা হ্রিয়েয়ং ভৃশদুঃখিতা।। ৩
কিং ময়াপকৃতং তস্য মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ। যন্মামনাগসং দৃষ্ট্বা ভক্তাং ত্যজতি ধার্মিকঃ।। ৪
ইতি সঞ্চিন্তয়িত্বা তু নিঃশ্বস্য চ পুনঃ পুনঃ। জগাম বেগেন তদা বসিষ্ঠং পরমৌজসম্।। ৫

চতুঃপঞ্চাশ (৫৪) সর্গ

বিশ্বামিত্রের দ্বারা জোর করে কামধেনু-গ্রহণ। দুঃখিতা শবলার বশিষ্ঠের কাছে প্রতিকার-প্রার্থনা। বশিষ্ঠের অনুজ্ঞায় শবলা থেকে সশস্ত্র শক-যবন-পহ্লব-প্রভৃতির উৎপত্তি। তাদের দ্বারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যসংহার।

শতানন্দ বললেন, হে রাম, মুনি বশিষ্ঠ যখন কামধেনু শবলাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইলেন না, তখন বিশ্বামিত্র শবলাকে জোর করে আকর্ষণ করছিলেন।। ১ ।। রাম, মহাত্মা রাজা বিশ্বামিত্র যখন শবলাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন শবলা শোকার্তা হয়ে দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে চিন্তা করছিলো।। ২ ।। সদাশয় মহাত্মা বশিষ্ঠের দ্বারা আমি কি পরিত্যক্ত হলাম? নৈলে রাজকর্মীরা অসহায়া আমায় এ কষ্ট দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কি করে?।। ৩ ।। আত্মজ্ঞানী মহর্ষির কি অপকার আমি করেছি যে, ধর্মনিষ্ঠ ঐ মহাত্মা আমাকে নিষ্পাপ দেখেও ত্যাগ করছেন? (আগস—পাপ, অপরাধ; অনাগস—নিষ্পাপ, নিরপরাধ)।। ৪ ।। এইরকম চিন্তা করে বার বার নিঃশ্বাস ফেলে সত্বর সে বেগে পরম তেজস্বী বশিষ্ঠের কাছে গেলো।। ৫ ।। হে শত্রুবিনাশক, শত শত সেই

নির্ধূয় তাংস্তদা ভৃত্যাঞ্শতশঃ শত্রুসূদন। জগামানিলবেগেন পাদমূলং মহাত্মনঃ।। ৬
শবলা সা রুদন্তী চ ক্রোশন্তী চেদমব্রবীৎ। বসিষ্ঠস্যাগ্রতঃ স্থিত্বা রুদন্তী মেঘনিস্বনা।। ৭
ভগবন্ কিং পরিত্যক্তা ত্বয়াহং ব্রহ্মণঃসুত। যস্মাদ্ রাজভৃতা মাং হি নয়ন্তে ত্বৎসকাশতঃ।। ৮
এবমুক্তস্তু ব্রহ্মর্ষিরিদং বচনমব্রবীৎ। শোকসন্তপ্তহৃদয়াং স্বসারমিব দুঃখিতাম্।। ৯
ন ত্বাং ত্যজামি শবলে নাপি মেঽপকৃতং ত্বয়া। এষ ত্বাং নয়তে রাজা বলান্মত্তো মহাবলঃ।। ১০
নহি তুল্যং বলং মহ্যং রাজা ত্বদ্য বিশেষতঃ। বলী রাজা ক্ষত্রিয়শ্চ পৃথিব্যাঃ পতিরেব চ।। ১১
ইয়মক্ষৌহিণী পূর্ণা গজ-বাজি-রথাকুলা। হস্তি-ধ্বজসমাকীর্ণা তেনসৌ বলবত্তমঃ।। ১২
এবমুক্তা বসিষ্ঠেন প্রত্যুবাচ বিনীতবৎ। বচনং বচনজ্ঞা সা ব্রহ্মর্ষিমতুলপ্রভম্।। ১৩
ন বলং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্ব্রাহ্মণাঃ বলবত্তরাঃ। ব্রহ্মন্ ব্রহ্মবলং দিব্যং ক্ষত্রাচ্চ বলবত্তরম্।। ১৪
অপ্রমেয়ং বলং তুভ্যং ন ত্বয়া বলবত্তরঃ। বিশ্বামিত্রো মহাবীর্যস্তেজস্তব দুরাসদম্।। ১৫
নিযুঙ্ক্ষ মাং মহাতেজস্ত্বং ব্রহ্মবলসম্ভৃতাম্। তস্য দর্পং বলং যত্নং নাশয়ামি দুরাত্মনঃ।। ১৬
ইত্যুক্তস্তু তয়া রাম বসিষ্ঠস্তু মহাযশাঃ। সৃজস্বেতি তদোবাচ বলং পরবলার্দনম্।। ১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সুরভিঃ সাসৃজত্তদা। তস্যা হুম্ভারবোৎসৃষ্টাঃ পহ্লবাঃ শতশো নৃপ।। ১৮
নাশয়ন্তি বলং সর্বং বিশ্বামিত্রস্য পশ্যতঃ। স রাজা পরমক্রুদ্ধঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ।। ১৯
পহ্লবান্নাশয়ামাস শস্ত্রৈরুচ্চাবচৈরপি। বিশ্বামিত্রার্দিতান্ দৃষ্ট্বা পহ্লবাঞ্শতশস্তদা।। ২০
ভূয় এবাসৃজদ্ ঘোরাঞ্শকান্ যবনমিশ্রিতান্। তৈরাসীৎ সংবৃতা ভূমিঃ শকৈর্যবনমিশ্রিতৈঃ।। ২১

রাজভৃত্যদের হাত ছাড়িয়ে শবলা বায়ুবেগে মহর্ষির চরণতলে গিয়ে পতিত হলো।। ৬ ।। ক্ষোভে রোদন করতে করতে মেঘমন্দ্রকণ্ঠে বশিষ্ঠের সামনে দাঁড়িয়ে বললো।। ৭ ।। হে ব্রহ্মাপুত্র, আপনি কি আমায় পরিত্যাগ করলেন? রাজার ভৃত্যেরা যে আমায় আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছে ।। ৮ ।। এই কথা বলার পর ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ শোকসন্তপ্তহৃদয়া দুঃখার্তা ভগীর মতো শবলাকে বললেন *(স্বসৃ = ভগ্নী)*।। ৯ ।। শবলে, আমি তোমাকে ত্যাগ করি নি। তুমিও আমার কোনো ক্ষতি করো নি। মহাবলশালী এই রাজা বিশ্বামিত্র শক্তিতে প্রমত্ত হয়ে তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।। ১০ ।। এঁর মতো শক্তি আজ আমার নেই। বিশেষতঃ ইনি রাজা। রাজা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়। এবং পৃথিবীর পতি।। ১১ ।। এঁর সেনাবাহিনীর সংখ্যা হলো অক্ষৌহিণী। এতে রয়েছে প্রভূত হস্তী, অশ্ব, রথ। হস্তি-পতাকা-সমন্বিত সেনা নিয়ে ইনি আমার চেয়ে অধিক বলশালী।। ১২ ।। বশিষ্ঠ এই কথা বললে বাক্যনিপুণ শবলা বিনয়ের সঙ্গে অনুপম দীপ্তিমান ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে বললো—।। ১৩ ।। হে ব্রহ্মন্, বলা হয়, ক্ষত্রিয়ের বল বলই নয়। ব্রাহ্মণের বল ক্ষত্রিয়ের চেয়ে অধিকতর। ব্রাহ্মণের শক্তি দিব্যশক্তি। তাই, ক্ষত্রিয়ের তুলনায় তা অধিকতর কার্যকর।। ১৪ ।। আপনার শক্তি অপরিমেয়। বিশ্বামিত্র মহাবীর্যবান হলেও আপনার তুলনায় বেশী বলবান নন। আপনার তেজ তিনি সহ্য করতে পারবেন না।। ১৫ ।। আমি ব্রহ্মবলে বলীয়সী। হে মহাতেজস্বিন্, আপনি শক্তিজাগ্রত করে আমায় নিযুক্ত করুন। এই দুরাত্মার গর্ব, সৈন্য এবং প্রয়াস আমি ধ্বংস করে দেবো।। ১৬ ।। রাম, বশিষ্ঠকে শবলা এই কথা বলার পর মহাযশস্বী বশিষ্ঠ বললেন, বেশ, শত্রুসৈন্যবিনাশক সেনাবাহিনী তুমি সৃষ্টি করো। *(অর্দন—বিনাশক, বল—সেনাবাহিনী)*।। ১৭ ।। হে জনপালক রাম, তাঁর সেই কথা শুনে গোমাতা শবলা তখন তাঁর 'হুম্বা' ধ্বনির দ্বারা পহ্লব শত শত নামক সৈন্য সৃষ্টি করলো *(সুরভি—গোমাতা, হুম্বা—গোরুর ডাক। পহ্লবা—শক্তিশালী সৈনিক গোষ্ঠীবিশেষ)*।। ১৮ ।। বিশ্বামিত্রের চোখের সামনেই তাঁর সকল সৈনিককে তারা বিনাশ করতে লাগলো। রাজা বিশ্বামিত্র তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর চক্ষু ক্রোধে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। *(ঈক্ষণঃ—চক্ষু)*।। ১৯ ।। তিনি নানাবিধ ছোটো এবং বড়ো অস্ত্রের দ্বারা পহ্লবসেনাদের ধ্বংস করতে লাগলেন। শত শত পহ্লবসেনাকে বিশ্বামিত্রের দ্বারা নিহত হতে দেখে শবলা আবার ভীষণ শক এবং যবন সৈন্যদের সৃষ্টি করলেন।। ২০-২১ ।। ঐসব শক এবং যবন সৈন্য ছিলো অত্যন্ত প্রভাবসম্পন্ন, শক্তিশালী,

প্রভাবদ্ভির্মহাবীর্যৈর্হেম-কিঞ্জল্কসন্নিভৈঃ। তীক্ষ্ণাসি-পট্টিশধরৈর্হেমবর্ণাম্বরাবৃতৈঃ।। ২২
নির্দগ্ধং তদ্বলং সর্বং প্রদীপ্তৈরিব পাবকৈঃ। ততোঽস্ত্রাণি মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মুমোচ হ।
তৈস্তে যবনকাম্বোজা বর্বরাশ্চাকুলীকৃতাঃ।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

স্বর্ণোজ্জ্বল পদ্মরেণুর মতো সুন্দর বেশ পরিহিত। ধারালো তরবারি এবং পট্টিশ নামক অস্ত্র তারা ধারণ করেছিল (*কিঞ্জল্ক—পদ্মরেণু। অসি তরবারি। পট্টিশ—অস্ত্রবিশেষ ; সামরিক পোষাক খুবই উজ্জ্বল হয়। সেই সমুজ্জ্বল পোষাক ধারণ করেছিল এই সৈনিকেরা*)।। ২২ ।। প্রদীপ্ত অগ্নির মতো তারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যসমূহকে যেন দগ্ধ করছিলো। তখন মহাতেজা বিশ্বামিত্র তাদের ওপর অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তাতে ঐ যবন, কাম্বোজ এবং বর্বর গোষ্ঠীর সৈনিকেরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো।। ২৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের চতুঃপঞ্চাশ (৫৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

বসিষ্ঠস্য হুঙ্কারেণ বিশ্বামিত্রস্য শতপুত্রবিনাশঃ, পরাজিত-বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণম্, মহাদেবানুগ্রহান্নানাবিধদিব্যাস্ত্রলাভঃ, প্রতিশোধায় বসিষ্ঠাশ্রমে বিশ্বামিত্রস্য পুনরাগমনম্, বিশ্বামিত্রায় সমুচিতশিক্ষাপ্রদানার্থং বসিষ্ঠস্য ব্রহ্মদণ্ডধারণঞ্চ।

ততস্তানাকুলান্ দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রাস্ত্রমোহিতান্। বসিষ্ঠশ্চোদয়ামাস কামধুক্ সৃজ যোগতঃ।। ১
তস্যা হুঙ্কারতো জাতাঃ কাম্বোজা রবিসন্নিভাঃ। ঊধসশ্চাথ সম্ভূতা বর্বরাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।। ২
যোনিদেশাচ্চ যবনা শকৃদ্দেশাচ্ছকাঃ স্মৃতাঃ। রোমকূপেষু ম্লেচ্ছাশ্চ হারীতাঃ সকিরাতকাঃ।। ৩
তৈস্তন্নিষূদিতং সর্বং বিশ্বামিত্রস্য তৎক্ষণাৎ। সপদাতি-গজং সাশ্বং সরথং রঘুনন্দন।। ৪
দৃষ্ট্বা নিষূদিতং সৈন্যং বসিষ্ঠেন মহাত্মনা। বিশ্বামিত্রসুতানাং তু শতং নানাবিধায়ুধম্।। ৫

পঞ্চ-পঞ্চাশ (৫৫) সর্গ

বশিষ্ঠের হুঙ্কারে বিশ্বামিত্রের শতপুত্র ধ্বংস। পরাজিত বিশ্বামিত্রের তপস্যা। মহাদেবের কৃপায় নানাবিধ স্বর্গীয় অস্ত্রলাভ। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বশিষ্ঠাশ্রমে বিশ্বামিত্রের পুনঃপ্রবেশ। বিশ্বামিত্রকে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ড ধারণ।

বিশ্বামিত্রের অস্ত্রে শবলাসৃষ্ট বিপর্যস্ত সৈনিকদের মোহিত হতে এবং পলায়ন করতে দেখে বশিষ্ঠ শবলাকে বললেন, হে কামধেনু, তুমি এবার যোগ অবলম্বন করে আবার সৈন্য সৃষ্টি করো।। ১ ।। তখন শবলার হুঙ্কার থেকে সূর্যের মতো তেজস্বী এবং সমুজ্জ্বল বহু কাম্বোজ সৈন্য সৃষ্টি হলো। স্তন হতে সৃষ্ট হলো শস্ত্রধারী বর্বর সৈন্যসমূহ (*অস্ত্র—"অস্ ক্ষেপণে" তাই যেই সব আয়ুধ হস্ত হতে নিক্ষেপ করা হয়। যেমন বল্লম, তীর প্রভৃতি শস্ত্র—যা হাতে রেখেই যুদ্ধ করা হয়। যেমন লাঠি, তরবারি, খড়্গ প্রভৃতি। ঊধস—স্তন। কাম্বোজ, শক, হারীত, বর্বর, কিরাত, ম্লেচ্ছ—এরা সব সামরিক জাতি। এই সব জাতির এবং দেশের মানুষেরা যুদ্ধনিপুণ, তাই দৈবশক্তিতে তাদেরই আবির্ভাব সূচিত হলো*)।। ২ ।। যোনিদেশ হতে সৃষ্ট হলো যবনসেনারা। মলদ্বার হতে শকসৈন্যরা। রোমকূপ হতে ম্লেচ্ছরা এবং হারীত ও কিরাতসৈন্যরাজি সৃষ্ট হলো। (*শকৃৎ—বিষ্ঠা, শকৃৎস্থান—মলদ্বার*)।। ৩ ।। তারা তৎক্ষণাৎ বিশ্বামিত্রের সকল সৈন্যকেই ধ্বংস করলো। রাম, পদাতিক, হস্তী, অশ্ব, রথ—এই চতুরঙ্গবাহিনীকেই শবলা-সৃষ্ট সেনারা নিহত করলো।। ৪ ।। মহর্ষি বশিষ্ঠের দ্বারা এই সৈন্যদের এইভাবে ধ্বংস হতে দেখে রাজা বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র নানারকমের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ক্রোধের সঙ্গে জপকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপস্বী বশিষ্ঠের দিকে ধাবিত হলো। হুঙ্কারের দ্বারাই মহর্ষি তাদের সবাইকে

অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্। হুঙ্কারেণৈব তান্ সর্বান্নির্দদাহ মহানৃষিঃ।। ৬
তে সাশ্ব-রথ-পাদাতা বসিষ্ঠেন মহাত্মনা। ভস্মীকৃতা মুহূর্তেন বিশ্বামিত্রসুতাস্তথা।। ৭
দৃষ্ট্বা বিনাশিতান্ সর্বান্ বলঞ্চ সুমহাযশাঃ। সব্রীড়ং চিন্তয়াবিষ্টো বিশ্বামিত্রোঽভবত্তদা।। ৮
সমুদ্র ইব নির্বেগো ভগ্নদংষ্ট্র ইবোরগঃ। উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সদ্যো নিষ্প্রভতাং গতঃ।। ৯
হতপুত্রবলো দীনো লূনপক্ষ ইব দ্বিজঃ। হতসর্ববলোৎসাহো নির্বেদং সমপদ্যত।। ১০
স পুত্রমেকং রাজ্যায় পালয়েতি নিযুজ্য চ। পৃথিবীং ক্ষত্রধর্মেণ বনমেবাভ্যপদ্যত।। ১১
স গত্বা হিমবৎপার্শ্বে কিন্নরোরগসেবিতে। মহাদেবপ্রাসাদার্থং তপস্তেপে মহাতপাঃ।। ১২
কেনচিত্ত্বথ কালেন দেবেশো বৃষভধ্বজঃ। দর্শয়ামাস বরদো বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্।। ১৩
কিমর্থং তপ্যসে রাজন্ ব্রূহি যত্তে বিবক্ষিতম্। বরদোঽস্মি বরো যস্তে কাঙ্ক্ষিতঃ সোঽভিধীয়তাম্।। ১৪
এবমুক্তস্তু দেবেন বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ। প্রণিপত্য মহাদেবং বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্।। ১৫
যদি তুষ্টো মহাদেব ধনুর্বেদো মমানঘ। সাঙ্গোপাঙ্গোপনিষদঃ সরহস্যঃ প্রদীয়তাম্।। ১৬
যানি দেবেষু চাস্ত্রাণি দানবেষু মহর্ষিষু। গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষঃসু প্রতিভান্তু মমানঘ।। ১৭
তব প্রসাদাদ্ ভবতু দেবদেব মমেপ্সিতম্। এবমস্ত্বিতি দেবেশো বাক্যমুক্ত্বা গতস্তদা।। ১৮
প্রাপ্য চাস্ত্রাণি দেবেশাদ্ বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ। দর্পেণ মহতা যুক্তো দর্পপূর্ণোঽভবত্তদা।। ১৯
বিবর্ধমানো বীর্যেণ সমুদ্র ইব পর্বণি। হতং মেনে তদা রাম বসিষ্ঠমৃষিসত্তমম্।। ২০

নিঃশেষে দগ্ধ করে ফেললেন (*বশিষ্ঠকে—"জপতাং বর" বলা হচ্ছে। জপই হলো শ্রেষ্ঠ তপস্যা। "জপাৎ সিদ্ধি"—শাস্ত্রের বাণী। বিভিন্নভাবে সাধনা করা যায়। তাতে সময়, শ্রম এবং অর্থের প্রয়োজন। "জপ" অনায়াসেই করা যায়। সবাই সব সময়েই করতে পারেন। সহজতম অথচ শ্রেষ্ঠ তপস্যা এই 'জপ' অভূতপূর্ব ফলদায়ক*)।। ৫-৬ ।। মহাত্মা বশিষ্ঠের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যেই অশ্ব-রথ-পদাতি-বাহিনীসহ বিশ্বামিত্র পুত্রেরা ভস্মীভূত হয়ে গেলো।। ৭ ।। সকল পুত্র এবং সৈন্যকে এইভাবে ভস্মীভূত হতে দেখে যশস্বী বিশ্বামিত্র লজ্জিত হয়ে তখন চিন্তামগ্ন হলেন।।৮ ।। তাঁকে সমুদ্রের মতো তরঙ্গহীন মনে হচ্ছিলো। যেন তিনি ভগ্নদন্ত সর্প এবং সদ্যই প্রভাহীন রাহুগ্রস্ত সূর্য (*উরস—বক্ষ। উরসা গচ্ছতি ইতি উরগ। বুকের ভর করে চলে বলে সর্প হল উরগ। উপরক্ত—রাহুগ্রস্ত*)।। ৯ ।। পুত্রেরা এবং সৈনিকেরা নিহত হওয়ায় সকল প্রকার শক্তি এবং উৎসাহহীন হয়ে রাজা বিশ্বামিত্র ছিন্নপক্ষ পক্ষীর মতো বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন (*লূন—ছিন্ন, পক্ষ—পাখা*)।। ১০ ।। তিনি একটি পুত্রকে 'পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে রাজ্যপালন কোরো' বলে রাজ্যপালনে নিযুক্ত করে বনে চলে গেলেন।। ১১ ।। সেই মহাতপস্বী কিন্নর এবং উরগসেবিত হিমালয়ের পাশে গিয়ে মহাদেবের প্রসন্নতার জন্য তপস্যা আরম্ভ করলেন।। ১২ ।। কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে বৃষবাহন দেবাদিদেব মহাদেব বরদানের জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কাছে আত্মপ্রকাশ করলেন।। ১৩ ।। বললেন, রাজন্, তপস্যা করছো কেন? কি চাও, বলো। আমি বরদানের জন্য এসেছি। যে বরলাভের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা, তা বলো।। ১৪ ।। মহেশ্বর এই কথা বললে মহাতপস্বী বিশ্বামিত্র মহাদেবকে প্রণাম করে বললেন—।। ১৫।। হে মহাদেব, হে পুণ্যবিগ্রহ, যদি আপনি তুষ্ট হয়েই থাকেন তাহলে অঙ্গ, উপাঙ্গ, উপনিষদ্ এবং মন্ত্রসহ আমাকে ধনুর্বেদ প্রদান করুন (*রহস্য—রহসি স্থিত, গুপ্তভাবে স্থিত তথা গুহ্য মন্ত্র*)।। ১৬ ।। দেবতা, দানব, মহর্ষি, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রক্ষদের মধ্যে যেসব অস্ত্র রয়েছে, সেগুলো যেন আমার আয়ত্তে চলে আসে।। ১৭।। হে দেবতাদের দেবতা, আপনার আশীর্বাদে আমার অভিলাষ যেন পূর্ণ হয়। তখন দেবাদিদেব বললেন, এই রকমই হোক। তারপর তিনি চলে গেলেন।। ১৮ ।। মহাশক্তিশালী বিশ্বামিত্র মহাদেবের থেকে অস্ত্রগুলি পেয়ে তখন দর্পে পূর্ণ হয়ে দাম্ভিক হয়ে গেলেন।। ১৯ ।। বিশেষ বিশেষ তিথিতে সমুদ্রের মতো তিনি বীরত্বে পরিবর্ধিত হয়ে গেলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে মৃত বলেই তিনি মনে করলেন (*সমুদ্রে বিশেষ বিশেষ তিথিতে জোয়ার আসে। চন্দ্রের আকর্ষণে এই জোয়ার ভাটার সৃষ্টি হয়*)।। ২০ ।। তারপর, রাজা বিশ্বামিত্র আশ্রমে গিয়ে

ততো গত্বাশ্রমপদং মুমোচাস্ত্রাণি পার্থিবঃ। যৈস্তত্তপোবনং নাম নির্দগ্ধং চাস্ত্রতেজসা।। ২১
উদীর্যমাণমস্ত্রং তদ্ বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ। দৃষ্ট্বা বিপ্রদ্রুতা ভীতা মুনয়ঃ শতশো দিশঃ।। ২২
বসিষ্ঠস্য চ যে শিষ্যা যে চ বৈ মৃগ-পক্ষিণঃ। বিদ্রবন্তি ভয়াদ্ ভীতা নানাদিগ্ভ্যঃ সহস্রশঃ।। ২৩
বসিষ্ঠস্যাশ্রমপদং শূন্যমাসীন্মহাত্মনঃ। মুহূর্তমিব নিঃশব্দমাসীদীরিণসন্নিভম্।। ২৪
বদতো বৈ বসিষ্ঠস্য মা ভৈরিতি মুহুর্মুহুঃ। নাশয়াম্যদ্য গাধেয়ং নীহারমিব ভাস্করঃ।। ২৫
এবমুক্ত্বা মহাতেজা বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ। বিশ্বামিত্রং তদা বাক্যং সরোষমিদমব্রবীৎ।। ২৬
আশ্রমং চিরসংবৃদ্ধং যদ্বিনাশিতবানসি। দুরাচারো হি যন্মূঢস্তস্মাত্ত্বং ন ভবিষ্যসি।। ২৭
ইত্যুক্ত্বা পরমক্রুদ্ধো দণ্ডমুদ্যম্য সত্বরঃ। বিধূম ইব কালাগ্নির্যমদণ্ডমিবাপরম্।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

অস্ত্রগুলি নিক্ষেপ করলেন। সেইসব অস্ত্রের তেজে তপোবন একেবারে দগ্ধ হয়ে গেলো।। ২১ ।। ধীমান বিশ্বামিত্রের অস্ত্রগুলিকে নিক্ষিপ্ত হতে দেখে মুনিরা শত শত ভীত হয়ে দিগ্‌বিদিকে পালিয়ে গেলেন।।২২।। বশিষ্ঠের যে শিষ্যেরা ঐখানে ছিলেন, যে সব প্রাণী এবং পাখী ছিলো, হাজারে হাজারে ভয়ে পালিয়ে গেলো।। ২৩ ।। মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম শূন্য হয়ে গেলো। মুহূর্তের মধ্যে নির্জন প্রান্তরের মতো নিঃশব্দ হয়ে গেলো *(ইরিণ—জনসংযোগহীন প্রান্তর)*।। ২৪ ।। বশিষ্ঠ মুহুর্মুহুঃ উচ্চারণ করছেন ভয় নেই, ভয় নেই। সূর্য যেমন কুয়াশাকে বিনাশ করে, তেমনি আমিও আজ গাধিপুত্রকে বিনাশ করবো।। ২৫ ।। এই কথা বলে জপিশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ ক্রোধের সঙ্গে বিশ্বামিত্রকে বললেন—।। ২৬ ।। বহুদিনের সমৃদ্ধ এই আশ্রমকে তুমি যেহেতু ধ্বংস করলে, হে দুরাচার, মূঢ়, সেইজন্য তোমারও ধ্বংস হবে।। ২৭ ।। এই কথা বলে যমদণ্ডের মতো একটি দণ্ড ঋষি দ্রুত তুলে ধরলেন। তাঁকে তখন দেখাচ্ছিলো প্রলয়কালীন ধূমহীন অগ্নির মতো ভীষণ। এবং ভাস্বর।। ২৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চ-পঞ্চাশ (৫৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

বিশ্বামিত্রেণ বসিষ্ঠোপরি নানাবিধ-দিব্যাস্ত্রাণাং প্রয়োগঃ, বসিষ্ঠেন ব্রহ্মদণ্ডদ্বারা প্রযুক্তাস্ত্রাণাং দমনম্, ব্রাহ্মণত্বলাভায় বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণাভিলাষশ্চ।

এবমুক্তো বসিষ্ঠেন বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ। আগ্নেয়মস্ত্রমুদ্দিশ্য তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ।। ১
ব্রহ্মদণ্ডং সমুদ্যম্য কালদণ্ডমিবাপরম্। বসিষ্ঠো ভগবান্ ক্রোধাদিদং বচনমব্রবীৎ।। ২
ক্ষত্রবন্ধো স্থিতোঽস্ম্যেষ যদ্বলং তদ্ বিদর্শয়। নাশয়াম্যদ্য তে দর্পং শস্ত্রস্য তব গাধিজ।। ৩

ষট্‌পঞ্চাশ (৫৬) সর্গ

বশিষ্ঠের ওপর বিশ্বামিত্রের দ্বারা নানাবিধ দিব্যঅস্ত্রের প্রয়োগ। ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা বশিষ্ঠ কর্তৃক সেই আশ্রমসমূহের প্রতিবিধান। ব্রাহ্মণত্বলাভের জন্য বিশ্বামিত্রের তপস্যার অভিলাষ।

বশিষ্ঠ এই কথা বলায় মহাবীর বিশ্বামিত্র আগ্নেয় অস্ত্রের উদ্দেশ্যে বললেন, "দাঁড়াও, দাঁড়াও।" *(মনে হয় বশিষ্ঠ আগ্নেয় অস্ত্র তথা কামান ব্যবহার করেছিলেন। কামান অগ্নি উদ্‌গিরণ করে)*।। ১ ।। বশিষ্ঠ অন্য একটি যমদণ্ডের মতো ব্রহ্মদণ্ড তুলে ক্রোধে বললেন—।। ২ ।। ওরে ক্ষত্রিয়াধম, এই আমি দাঁড়ালাম। দেখি, তোমার কতো শক্তি করে দেখাও। ওরে গাধিপুত্র, তোমার দর্প আজ আমি ধ্বংস করবো।।৩ ।। কোথায় ক্ষত্রিয়বল! আর

ক্ক চ তে ক্ষত্রিয়বলং ক্ক চ ব্রহ্মবলং মহৎ। পশ্য ব্রহ্মবলং দিব্যং মম ক্ষত্রিয়পাংসন।। ৪
তস্যাস্ত্রং গাধিপুত্রস্য ঘোরমাগ্নেয়মুত্তমম্। ব্রহ্মদণ্ডেন তচ্ছান্তমগ্নের্বেগ ইবাম্ভসা।। ৫
বারুণং চৈব রৌদ্রঞ্চ ঐন্দ্রং পাশুপতং তথা। ঐষীকং চাপি চিক্ষেপ কুপিতো গাধিনন্দনঃ।। ৬
মানবং মোহনং চৈব গান্ধর্বং স্বাপনং তথা। জৃম্ভণং মোহনঞ্চৈব সন্তাপন-বিলাপনে।। ৭
শোষণং দারুণঞ্চৈব বজ্রমস্ত্রং সুদুর্জয়ম্। ব্রহ্মপাশং কালপাশং বারুণং পাশমেব চ।। ৮
পিনাকমস্ত্রং দয়িতং শুষ্কার্দ্রে অশনী তথা। দণ্ডাস্ত্রমথ পৈশাচং ক্রৌঞ্চমস্ত্রং তথৈব চ।। ৯
ধর্মচক্রং কালচক্রং বিষ্ণুচক্রং তথৈব চ। বায়ব্যং মথনঞ্চৈব অস্ত্রং হয়শিরস্তথা।। ১০
শক্তিদ্বয়ঞ্চ চিক্ষেপ কঙ্কালং মুসলং তথা। বৈদ্যাধরং মহাস্ত্রঞ্চ কালাস্ত্রমথ দারুণম্।। ১১
ত্রিশূলমস্ত্রং ঘোরঞ্চ কাপালমথ কঙ্কণম্। এতান্যস্ত্রাণি চিক্ষেপ সর্বাণি রঘুনন্দন।। ১২
বশিষ্ঠে জপতাং শ্রেষ্ঠে তদদ্ভুতমিবাভবৎ। তানি সর্বাণি দণ্ডেন গ্রসতে ব্রহ্মণঃ সুতঃ।। ১৩
তেষু শান্তেষু ব্রহ্মাস্ত্রং ক্ষিপ্তবান্ গাধিনন্দনঃ। তদস্ত্রমুদ্যতং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।। ১৪
দেবর্ষয়শ্চ সম্ভ্রান্তা গন্ধর্বাঃ সমহোরগাঃ। ত্রৈলোক্যমাসীৎ সন্ত্রস্তং ব্রহ্মাস্ত্রে সমুদীরিতে।। ১৫
তদপ্যস্ত্রং মহাঘোরং ব্রাহ্মং ব্রাহ্মেণ তেজসা। বসিষ্ঠো গ্রসতে সর্বং ব্রহ্মদণ্ডেন রাঘব।। ১৬
ব্রহ্মাস্ত্রং গ্রসমানস্য বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ। ত্রৈলোক্যমোহনং রৌদ্রং রূপমাসীৎ সুদারুণম্।। ১৭
রোমকূপেষু সর্বেষু বসিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ। মারীচ্য ইব নিষ্পেতুরগ্নের্ধূমাকুলার্চিষঃ।। ১৮
প্রাজ্বলদ্ ব্রহ্মদণ্ডশ্চ বসিষ্ঠস্য করোদ্যতঃ। বিধূম ইব কালাগ্নির্যমদণ্ড ইবাপরঃ।। ১৯
ততোঽস্তুবন্ মুনিগণা বসিষ্ঠং জপতাং বরম্। অমোঘং তে বলং ব্রহ্মংস্তেজো ধারয় তেজসা।। ২০

কোথায় মহনীয় ব্রহ্মবল! ওরে ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক, দেখো, আমার দিব্য ব্রহ্মবল কি রকম! (*পাংসন—দূষক, কলঙ্ক*)।।৪ ।। জলের দ্বারা যেমন অগ্নির প্রসার প্রশমিত হয়, তেমনি সেই গাধিপুত্র রাজা বিশ্বামিত্রের ভীষণ অগ্নিবর্ষী অস্ত্র বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা প্রশমিত তথা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলো।।৫ ।। তাতে বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বারুণ, রৌদ্র, ইন্দ্র, পাশুপত এবং ঐষীক অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন (*সেকালেও বহুবিধ বিজ্ঞানসম্মত অস্ত্র ব্যবহৃত হতো। যেমন বারুণ অস্ত্রের দ্বারা জল বর্ষণ হতো, রৌদ্র অস্ত্রের দ্বারা উত্তাপ সৃষ্টি হতো, ঐন্দ্র অস্ত্রের দ্বারা ঝড়, মেঘ, বিদ্যুতের সৃষ্টি হতো*)।।৬ ।। প্রয়োগ করলেন একে একে মানব, মোহন, গান্ধর্ব, স্বাপন (*ঘুম পাড়িয়ে দেবার অস্ত্র*), জৃম্ভন, সন্তাপন, বিলাপন, শোষণ, দারুণ বজ্র, সুদুর্জয়, ব্রহ্মপাশ, কালপাশ, বরুণপাশ, প্রিয় পিণাক অস্ত্র, শুষ্ক এবং আর্দ্র বজ্র। তারপর পৈশাচ, ক্রৌঞ্চ, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, বায়ব্য মথন, হয়শির। এবার কঙ্কাল এবং মুসল নামক দুইরকমের শক্তি অস্ত্র, বিদ্যাধর নামক মহা অস্ত্র, কাল নামক ভীষণ অস্ত্র, ত্রিশূল, দারুণ কপাল অস্ত্র, কঙ্কণ অস্ত্র। হে রঘুনন্দন, এতসব অস্ত্র বিশ্বামিত্র নিক্ষেপ করলেন।। ৭-১২।। জপপরায়ণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপুরুষ বশিষ্ঠ। তাঁর ওপর এইসব অস্ত্র প্রযুক্ত হলে এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেলো। ব্রহ্মপুত্র বশিষ্ঠ তাঁর হস্তস্থিত দিব্যদণ্ড প্রয়োগে সেইসব অস্ত্র ধ্বংস করে দিলেন।। ১৩ ।। ঐগুলি ব্যর্থ হতে দেখে বিশ্বামিত্র ক্ষিপ্ত হয়ে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ঐ অস্ত্রকে ছুটে আসতে দেখে অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ, মহা উরগগণসহ গন্ধর্বেরা সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল—এই ত্রিলোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো।। ১৪-১৫।। হে রাম, বশিষ্ঠ ব্রহ্মতেজের দ্বারা ব্রহ্মদণ্ড প্রয়োগ করে সেই ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্রকেও ব্যর্থ করে দিলেন।। ১৬।। ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা ধ্বংস করার সময় মহর্ষি বশিষ্ঠের ত্রৈলোক্যমুগ্ধকর ভীষণ উজ্জ্বলরূপ ঝলসে উঠলো।। ১৭।। মহাত্মা বশিষ্ঠের সকল রোমকূপের ভেতর হতে অগ্নিশিখার মতো ধূমাকুল স্ফুলিঙ্গসমূহ বিকীর্ণ হতে লাগলো (*মরীচি, অর্চিষ — কিরণ*)।। ১৮ ।। বশিষ্ঠের হস্তস্থিত ব্রহ্মদণ্ড প্রলয়কালীন নির্ধূম অগ্নির মতো আর একটি যমদণ্ডের মতো জ্বলে উঠলো।। ১৯ ।। মুনিরা তখন জপিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে স্তুতি করে বললেন, আপনার শক্তি অব্যর্থ। হে ব্রহ্মন্, আপনি নিজের শক্তির দ্বারা এই ব্রহ্মতেজকে সংযত করুন।। ২০ ।।

নিগৃহীতস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ বিশ্বামিত্রো মহাবলঃ। অমোঘং তে বলং শ্রেষ্ঠ লোকাঃ সন্তু গতব্যথাঃ।। ২১
এবমুক্তো মহাতেজাঃ শমং চক্রে মহাবলঃ। বিশ্বামিত্রো বিনিকৃতো বিনিঃশ্বস্যেদমব্রবীৎ।। ২২
ধিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বরম্। একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্বাস্ত্রাণি হতানি মে।। ২৩
তদেতৎ প্রসমীক্ষ্যাহং প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ। তপো মহৎ সমাস্থাস্যে যদ্বৈ ব্রহ্মত্বকারণম্।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

হে ব্রহ্মন্, মহাশক্তিশালী বিশ্বামিত্রকে আপনি পর্যুদস্ত করেছেন। অব্যর্থ আপনার এই শ্রেষ্ঠশক্তি। সর্ব লোক আজ বিপন্মুক্ত হোক।। ২১ ।। ঋষিরা এই কথা বলার পর মহাশক্তিশালী মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রশান্ত হলেন। পরাজিত বিশ্বামিত্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—।। ২২ ।। ক্ষত্রিয়ের বলকে ধিক্। ব্রহ্মবলই শ্রেষ্ঠবল। একটিমাত্র ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা আমার সকল অস্ত্র ধ্বংস হয়ে গেলো।। ২৩ ।। এইঘটনা ভালোভাবে বিবেচনা করে ইন্দ্রিয়কে জয় করে, মনকে প্রসন্ন করে ব্রহ্মত্বের কারণ যে মহতী তপস্যা, তাতেই আমি আত্মনিয়োগ করবো।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের ষট্‌পঞ্চাশ (৫৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণম্, সশরীরস্বর্গগমনায় যজ্ঞং কর্তুং বসিষ্ঠসমীপে রাজ্ঞস্ত্রিশঙ্কোর্গমনম্,
বসিষ্ঠেন প্রত্যাখ্যাতস্য ত্রিশঙ্কোঃ পুত্রগণসমীপে গমনম্।

ততঃ সন্তপ্তহৃদয়ঃ স্মরন্নিগ্রহমাত্মনঃ। বিনিশ্বস্য বিনিশ্বস্য কৃতবৈরো মহাত্মনা।। ১
স দক্ষিণাং দিশং গত্বা মহিষ্যা সহ রাঘব। ততাপ পরমং ঘোরং বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।। ২
ফল-মূলাশনো দান্তশ্চচার পরমং তপঃ। অথাস্য জজ্ঞিরে পুত্রাঃ সত্য-ধর্মপরায়ণাঃ।। ৩
হবিষ্যন্দো মধুষ্যন্দো দৃঢ়নেত্রো মহারথঃ। পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।। ৪
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্। জিতা রাজর্ষিলোকাস্তে তপসা কুশিকাত্মজ।। ৫
অনেন তপসা ত্বাং হি রাজর্ষিরিতি বিদ্মহে। এবমুক্ত্বা মহাতেজা জগাম সহ দৈবতৈঃ।। ৬
ত্রিবিষ্টপং ব্রহ্মলোকং লোকানাং পরমেশ্বরঃ। বিশ্বামিত্রোঽপি তচ্ছ্রুত্বা হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্‌মুখঃ।। ৭

সপ্তপঞ্চাশ (৫৭) সর্গ

বিশ্বামিত্রের তপস্যা। সশরীরে স্বর্গগমনের অভিলাষে যজ্ঞ-সম্পাদনের জন্য রাজা ত্রিশঙ্কুর
বশিষ্ঠের প্রত্যাখ্যানে তাঁর পুত্রদের নিকটে ত্রিশঙ্কুর গমন।

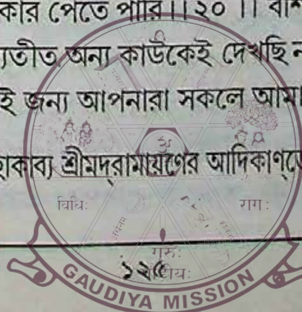
মহর্ষি বশিষ্ঠের সঙ্গে শত্রুতা-আচরণের জন্য বিশ্বামিত্র নিজের পরাজয়ের কথা চিন্তা করে সন্তপ্তহৃদয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।। ১ ।। মহাতপা বিশ্বামিত্র দক্ষিণদিকে গিয়ে মহিষীর সঙ্গে ঘোর তপস্যা আরম্ভ করলেন।। ২ ।। ফল-মূলমাত্র আহার করে ইন্দ্রিয় দমনের মাধ্যমে পরম তপস্যায় তিনি মগ্ন হলেন। তারপর সত্যনিষ্ঠ, ধর্মপরায়ণ চারটি পুত্রকে তিনি জন্ম দিলেন।।৩ ।। তাদের নাম হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ, দৃঢ়নেত্র এবং মহারথ। বিশ্বামিত্রের তপস্যার একসহস্র বৎসর পূর্ণ হলো। তখন তপস্যাকেই যিনি সম্পদরূপে গ্রহণ করেছেন সেই বিশ্বামিত্রকে লোকপিতামহ ব্রহ্মা মধুরভাষায় বললেন, হে কুশিকনন্দন, তুমি তপস্যার দ্বারা রাজর্ষিলোক জয় করেছো।। ৪-৫ ।। এই তপস্যার জন্য তোমাকে আমরা রাজর্ষি বলে জানলাম। এই কথা বলে পরম তেজস্বী পরমেশ্বর ব্রহ্মা দেবতাদের সঙ্গে স্বর্গে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। বিশ্বামিত্রও তা শুনে লজ্জায় কিছুটা অধোবদন হয়ে গেলেন *(ত্রিবিষ্টপ—স্বর্গ। অবাঙ্‌মুখ—অধোবদন)*।। ৬-৭ ।। গভীর দুঃখে

দুঃখেন মহতাবিষ্টঃ সমন্যুরিদমব্রবীৎ। তপশ্চ সুমহত্তপ্তং রাজর্ষিরিতি মাং বিদুঃ।। ৮
দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সর্বে নাস্তি মন্যে তপঃফলম্। এবং নিশ্চিত্য মনসা ভূয় এব মহাতপাঃ।। ৯
তপশ্চচার ধর্মাত্মা কাকুৎস্থ পরমাত্মবান্। এতস্মিন্নেব কালে তু সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।। ১০
ত্রিশঙ্কুরিতি বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুকুলবর্ধনঃ। তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না যজেয়মিতি রাঘব।। ১১
গচ্ছেয়ং সশরীরেণ দেবতানাং পরাং গতিম্। বসিষ্ঠং স সমাহূয় কথয়ামাস চিন্তিতম্।। ১২
অশক্যমিতি চাপ্যুক্তো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা। প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন স যযৌ দক্ষিণাং দিশম্।। ১৩
ততস্তৎকর্ম সিদ্ধ্যর্থং পুত্রাংস্তস্য গতো নৃপঃ। বাসিষ্ঠা দীর্ঘতপসস্তপো যত্র হি তেপিরে।। ১৪
ত্রিশঙ্কুস্তু মহাতেজাঃ শতং পরমভাস্বরম্। বসিষ্ঠপুত্রান্ দদৃশে তপ্যমানান্মনস্বিনঃ।। ১৫
সোঽভিগম্য মহাত্মানঃ সর্বানেব গুরোঃ সুতান্। অভিবাদ্যানুপূর্বেণ হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্‌মুখঃ।। ১৬
অব্রবীৎ স মহাত্মানঃ সর্বানেব কৃতাঞ্জলিঃ। শরণং বঃ প্রপন্নোঽহং শরণ্যান্ শরণং গতঃ।। ১৭
প্রত্যাখ্যাতো হি ভদ্রং বো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা। যষ্টুকামো মহাযজ্ঞং তদনুজ্ঞাতুমর্হথ।। ১৮
গুরুপুত্রানহং সর্বান্নমস্কৃত্য প্রসাদয়ে। শিরসা প্রণতো যাচে ব্রাহ্মণাংস্তপসি স্থিতান্।। ১৯
তে মাং ভবন্তঃ সিদ্ধ্যর্থং যাজয়ন্তু সমাহিতাঃ। সশরীরো যথাহং বৈ দেবলোকমবাপ্নুয়াম্।। ২০
প্রত্যাখ্যাতো বসিষ্ঠেন গতিমন্যাং তপোধনাঃ। গুরুপুত্রানৃতে সর্বান্নাহং পশ্যামি কাঞ্চন।। ২১
ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ। তস্মাদনন্তরং সর্বে ভবন্তো দৈবতং মম।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

নিমগ্ন হয়ে ক্রোধের সঙ্গে তিনি বললেন, এতো কঠোর তপস্যা আমি করলাম। তবুও আমায় কেবল রাজর্ষি বলেই আপনারা বিচার করলেন।। ৮ ।। দেবতা এবং ঋষিদের এই হলো বিবেচনা! মনে হচ্ছে এই তপস্যার কোনো ফল নেই। হে কাকুৎস্থ, মনে মনে এটি নিশ্চয় করে পরমাত্মনিষ্ঠ মহাসাধক বিশ্বামিত্র পুনরায় তপস্যা শুরু করলেন। এইসময়ে ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরবর্ধনকারী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এক রাজা জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর নাম ত্রিশঙ্কু। হে রাঘব তাঁর ইচ্ছা হলো—আমি যজ্ঞ করবো।। ৯-১১ ।। তিনি ভাবলেন, সশরীরে আমি তাহলে স্বর্গে গমন করবো। তখন বশিষ্ঠকে ডেকে তিনি যা ভেবেছেন বললেন।। ১২ ।। মহাত্মা বশিষ্ঠ বললেন, এ কখনো সম্ভব নয়। বশিষ্ঠের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি দক্ষিণদিকে চলে গেলেন। সেখানে দেখলেন, বশিষ্ঠপুত্রেরা দীর্ঘতপস্যায় নিরত।। ১৩-১৪ ।। মহাতেজস্বী ত্রিশঙ্কু দেখলেন বশিষ্ঠের এক শত পুত্র সাধনায় নিরত। তাঁরা সবাই মনস্ব। পরম উজ্জ্বল মূর্তি।। ১৫ ।। তিনি গুরুর মহাপ্রাণ পুত্রদের কাছে গিয়ে প্রণাম জানিয়ে কিছুটা নতমুখে রৈলেন।। ১৬ ।। করজোড়ে সেই মহাত্মাদের বললেন, শরণাগতের আপনারাই আশ্রয়। আপনাদের আশ্রয় আমি গ্রহণ করলাম।। ১৭ ।। আপনাদের কল্যাণ হোক। আমি মহাযজ্ঞ করতে ইচ্ছা করছি। মহর্ষি বশিষ্ঠ আমায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। আপনারা আমায় অনুমতিদান করুন।। ১৮ ।। আপনারা সবাই আমার গুরুপুত্র। আপনাদের সকলকে নমস্কার করে আমি প্রসন্ন করছি। আপনারা তপস্যায় নিরত। ব্রাহ্মণ আপনারা আপনাদের কাছে মস্তক আনত করে আমি প্রার্থনা করছি—।। ১৯ ।। আমার সিদ্ধিলাভের জন্য আপনারা একত্র হয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করুন। আশীর্বাদ করুন, যাতে আমি সশরীরে স্বর্গলোকের অধিকার পেতে পারি।। ২০ ।। বশিষ্ঠের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে আমি অন্য কোনো পন্থা দেখছি না। গুরুপুত্রদের ব্যতীত অন্য কাউকেই দেখছি না আমি।। ২১ ।। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের পরম আশ্রয় হলেন পুরোহিতবর্গ। সেই জন্য আপনারা সকলে আমার পরম দেবতা।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের সপ্তপঞ্চাশ (৫৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।



বসিষ্ঠপুত্রাণাং শাপেন ত্রিশঙ্কোশ্চাণ্ডালরূপধারণম্, তস্য বিশ্বামিত্রসমীপে গমনং স্বাভিপ্রায়জ্ঞাপনঞ্চ।

ততস্ত্রিশঙ্কোর্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধসমন্বিতম্। ঋষিপুত্রশতং রাম রাজানমিদমব্রবীৎ।। ১
প্রত্যাখ্যাতোঽসি দুর্মেধো গুরুণা সত্যবাদিনা। তং কথং সমতিক্রম্য শাখান্তরমুপেয়িবান্।। ২
ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং পুরোধাঃ পরমা গতিঃ। ন চাতিক্রমিতুং শক্যং বচনং সত্যবাদিনঃ।। ৩
অশক্যমিতি সোবাচ বসিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ। তং বয়ং বৈ সমাহর্তুং ক্রতুং শক্তাঃ কথঞ্চ ন।। ৪
বালিশস্ত্বং নরশ্রেষ্ঠ গম্যতাং স্বপুরং পুনঃ। যাজনে ভগবান্ শক্তস্ত্রৈলোক্যস্যাপি পার্থিব।। ৫
অবমানং কথং কর্তুং তস্য শক্ষ্যামহে বয়ম্। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধপর্যাকুলাক্ষরম্।। ৬
স রাজা পুনরেবৈতানিদং বচনমব্রবীৎ। প্রত্যাখ্যাতো ভগবতা গুরুপুত্রৈস্তথৈব চ।। ৭
অন্যাং গতিং গমিষ্যামি স্বস্তি বোঽস্তু তপোধনাঃ। ঋষিপুত্রাস্তু তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং ঘোরাভিসংহিতম্।। ৮
শেপুঃ পরমসংক্রুদ্ধাশ্চণ্ডালত্বং গমিষ্যসি। ইত্যুক্ত্বা তে মহাত্মানো বিবিশুঃ স্বং স্বমাশ্রমম্ ।। ৯
অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং রাজা চণ্ডালতাং গতঃ। নীলবস্ত্রধরো নীলঃ পরুষো ধ্বস্তমূর্ধজঃ।। ১০
চিত্যমাল্যাঙ্গরাগশ্চ আয়সাভরণোঽভবৎ। তং দৃষ্ট্বা মন্ত্রিণঃ সর্বে ত্যক্ত্বা চণ্ডালরূপিণম্।। ১১
পাদ্রবন্ সহিতা রাম পৌরা যেঽস্যানুগামিনঃ। একো হি রাজা কাকুৎস্থ জগাম পরমাত্মবান্।। ১২
দহ্যমানো দিবারাত্রং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্। বিশ্বামিত্রস্তু তং দৃষ্ট্বা রাজানং বিফলীকৃতম্।। ১৩
চণ্ডালরূপিণং রাম মুনিঃ কারুণ্যমাগতঃ। কারুণ্যাৎ স মহাতেজা বাক্যং পরমধার্মিকঃ।। ১৪

অষ্টপঞ্চাশ (৫৮) সর্গ

বশিষ্ঠপুত্রদের অভিশাপে ত্রিশঙ্কুর চণ্ডালরূপ ধারণ। ত্রিশঙ্কুর অতঃপর বিশ্বামিত্রের কাছে গমন ও নিজের বাসনা জ্ঞাপন।

রাম, ত্রিশঙ্কুর বাক্য শ্রবণ করে মহর্ষি বশিষ্ঠের একশত পুত্র ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে বললেন—।। ১ ।। ওরে দুর্বুদ্ধে, আমাদের পিতৃদেব সত্যনিষ্ঠ। তাঁর দ্বারা তুমি প্রত্যাখ্যাত হয়েছো। তাঁকে অতিক্রম করে কি করে তুমি অন্য আশ্রয় গ্রহণ করছো?।। ২ ।। মহর্ষি বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশীয় সকলেরই পুরোহিত। তিনিই তাঁদের পরম অবলম্বন। সেই সত্যনিষ্ঠ মহর্ষির বাক্য উল্লঙ্ঘন করা তোমাদের উচিত নয়।। ৩ ।। ভগবান মহর্ষি বশিষ্ঠ যখন বলেছেন যে, এই যজ্ঞ করা যাবে না, আমরা কোনোক্রমেই এ যজ্ঞ করতে সমর্থ হবো না।। ৪ ।। হে নরনাথ, তুমি মুর্খ। অতঃপর তুমি নিজের নগরে ফিরে যাও। হে রাজন্, ভগবান বশিষ্ঠ ত্রৈলোক্যের সকল যজ্ঞ-সম্পাদনে সমর্থ।।৫ ।। তাঁর অপমান কি করে আমরা করতে পারি? তাঁদের ক্রুদ্ধবাক্য শ্রবণ করে রাজা আবার তাঁদের বললেন, গুরুদেবের ন্যায় গুরুপুত্রদের দ্বারাও আমি প্রত্যাখ্যাত হলাম।। ৬-৭ ।। হে তপস্বিমণ্ডলী, আপনাদের কল্যাণ হোক। আমি অন্য পন্থা গ্রহণ করবো। রাজার এই দুর্বুদ্ধিপ্রসূত বাক্য শুনে ঋষিপুত্রেরা অভিশাপ দিলেন।।৮ ।। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁরা বললেন, তুমি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হবে। এই কথা উচ্চারণ করে মহর্ষিরা নিজ নিজ আশ্রমে প্রবেশ করলেন।।৯ ।। রাত্রির অবসানে রাজা ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্বপ্রাপ্ত হলেন। তাঁর দেহের বর্ণ নীল হয়ে গেলো। পরিধানের বস্ত্রও হয়ে গেলো নীল। রুক্ষ ও এলোমেলো হয়ে গেলো মস্তকের কেশরাশি।। ১০ ।। শ্মশানের মালা ও ভস্ম হলো তাঁর অঙ্গভূষণ। লোহার তৈরী বলয়াদি হলো তাঁর অলঙ্কার। চণ্ডালরূপে তাঁকে দেখে মন্ত্রীরা সবাই রাজাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন।। ১১ ।। রাম, যে পুরবাসীরা তাঁর অনুগামী ছিলো, তারাও সকলে মন্ত্রীদের সঙ্গে পালিয়ে গেলো। হে কাকুৎস্থ রাম, পরমাত্মায় মন স্থির করে রাজা ত্রিশঙ্কুও একাকী চললেন।। ১২ ।। দিবারাত্র দুঃখে দগ্ধ হয়ে তপস্বী বিশ্বামিত্রের নিকটে গেলেন ত্রিশঙ্কু। রাম, বিশ্বামিত্রও অভীষ্টসাধনে বিফল। চণ্ডালরূপী রাজাকে দেখে করুণায় আর্দ্র হলেন। মহাতেজস্বী, মহাধার্মিক সেই মুনি তখন কারুণ্যবশতঃ তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেন।। ১৩-১৪ ।।

ইদং জগাদ ভদ্রন্তে রাজানং ঘোরদর্শনম্। কিমাগমনকার্যং তে রাজপুত্র মহাবল।। ১৫
অযোধ্যাধিপতে বীর শাপাচ্চণ্ডালতাং গতঃ। অথ তদ্বাক্যমাকর্ণ রাজা চণ্ডালতাং গতঃ।। ১৬
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্। প্রত্যাখ্যাতোঽস্মি গুরুণা গুরুপুত্রৈস্তথৈব চ।। ১৭
অনবাপ্যৈব তং কামং ময়া প্রাপ্তো বিপর্যয়ঃ। সশরীরো দিবং যায়ামিতি যে সৌম্যদর্শন।। ১৮
ময়া চেষ্টং ক্রতুশতং তচ্চ নাবাপ্যতে ফলম্। অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন।। ১৯
কৃচ্ছ্রেষ্বপি গতঃ সৌম্য ক্ষত্রধর্মেণ তে শপে। যজ্ঞৈর্বহুবিধৈরিষ্টং প্রজা ধর্মেণ পালিতাঃ।। ২০
গুরবশ্চ মহাত্মানঃ শীলবৃত্তেন তোষিতাঃ। ধর্মে প্রয়তমানস্য যজ্ঞং চাহর্তুমিচ্ছতঃ।। ২১
পরিতোষং ন গচ্ছন্তি গুরবো মুনিপুঙ্গব। দৈবমেব পরং মন্যে পৌরুষং তু নিরর্থকম্।। ২২
দৈবেনাক্রম্যতে সর্বং দৈবং হি গরমা গতিঃ। তস্য মে পরমার্তস্য প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষতঃ।
কর্তুমর্হসি ভদ্রন্তে দৈবোপহতকর্মণঃ।। ২৩
নান্যাং গতিং গমিষ্যামি নান্যচ্ছরণমস্তি মে। দৈবং পুরুষকারেণ নিবর্তয়িতুমর্হসি।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

দেখতে বিকটরূপ সেই রাজাকে বললেন, তোমার কল্যাণ হোক। হে মহাবীর রাজপুত্র, তোমার আসার উদ্দেশ্য কি?।। ১৫।। তুমি অযোধ্যার অধিপতি। বীর। অভিশাপে চণ্ডাল হয়ে গেছো। তারপর চণ্ডাল হয়ে-যাওয়া সেই রাজা রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের কথা শুনলেন।। ১৬ ।। বাক্যবিদ্, বাক্যনিপুণ রাজা করজোড়ে বললেন, গুরু বশিষ্ঠদেব যেমন আমায় প্রত্যাখ্যান করেছেন, তেমনি তাঁর পুত্রেরাও আমাকে করেছেন প্রত্যাখ্যান।। ১৭।। কাম্য বস্তু না পাওয়ায় আজ আমার এই দুর্দশা। হে স্নিগ্ধদর্শন, বাসনা ছিলো সশরীরে স্বর্গে যাবো।। ১৮।। আমি শত সংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলাম। ফল পেলাম না। আগে কখনো মিথ্যে বলি নি। ভবিষ্যতেও কখনো বলবো না।। ১৯।। হে সৌম্য, ক্ষত্রিয় ধর্মের নামে প্রতিজ্ঞা করছি নানা কষ্টের মধ্যেও আমি বহুবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করেছি। ধর্মের নামে প্রজাদের পালন করেছি।। ২০ ।। গুরুজন ও মহাত্মাদের সচ্চরিত্র এবং সদাচারের দ্বারা তুষ্ট করেছি। ধর্মে প্রযত্ন করে যজ্ঞ করে ফল আমি পেতে চাইছি।। ২১ ।। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, দেখছি গুরুগণ পরিতুষ্ট হচ্ছেন না। মনে হচ্ছে দৈবই প্রধান। পুরুষকার ব্যর্থ।। ২২ ।। দৈবই সকলকে আয়ত্তে রাখে। দৈবই প্রধান শরণ। দৈবের দ্বারা ভীষণভাবে আহত হয়ে আমি আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করছি। দৈবের দ্বারা পীড়িত এই আমার কল্যাণ কেবল আপনিই করতে পারেন।। ২৩ ।। কোনো আশ্রয়ও আমার নেই। আপনি পুরুষকারের দ্বারা আমার প্রতিকূল দৈবশক্তিকে নিবৃত্ত করতে পারেন।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ (৫৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

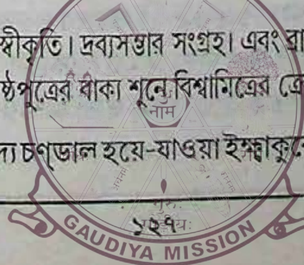
ত্রিশঙ্কোর্যজ্ঞকরণায় বিশ্বামিত্রস্যাঙ্গীকারঃ, পুত্রাণাং শিষ্যাণাং যজ্ঞদ্রব্যসংগ্রহায় ব্রাহ্মণাদীনাং নিমন্ত্রণায় চ প্রেষণম্, বসিষ্ঠপুত্রবাক্যং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্য ক্রোধঃ, তেষাং নাশশ্চ।

উক্তবাক্যন্তু রাজানং কৃপয়া কুশিকাত্মজঃ। অব্রবীন্মধুরং বাক্যং সাক্ষাচ্চণ্ডালতাং গতম্।। ১

ঊনষষ্ঠিতম (৫৯) সর্গ

ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞ-সম্পাদনে বিশ্বামিত্রের স্বীকৃতি। দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ। এবং ব্রাহ্মণাদিগকে নিমন্ত্রণের জন্য পুত্র এবং শিষ্যাদিগকে প্রেরণ। বশিষ্ঠপুত্রের বাক্য শুনে বিশ্বামিত্রের ক্রোধ। এবং তাদের বিনাশ।

ঐ কথা বলায় কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র সদ্য চণ্ডাল হয়ে-যাওয়া ইক্ষ্বাকুকে মধুরবাক্যে বললেন—।। ১ ।। বৎস



ইক্ষ্বাকো স্বাগতং বৎস জানামি ত্বাং সুধার্মিকম্। শরণং তে প্রদাস্যামি মা ভৈষীর্নৃপপুঙ্গব।। ২
অহমামন্ত্রয়ে সর্বান্মহর্ষীন্ পুণ্যকর্মণঃ। যজ্ঞসাহ্যকরান্ রাজংস্ততো যক্ষ্যসি নির্বৃতঃ।। ৩
গুরুশাপকৃতং রূপং যদিদং ত্বয়ি বর্ততে। অনেন সহ রূপেণ সশরীরো গমিষ্যসি।। ৪
হস্তপ্রাপ্তমহং মন্যে স্বর্গং তব নরাধিপ। যস্ত্বং কৌশিকমাগম্য শরণ্যং শরণাগতঃ।। ৫
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পুত্রান্ পরমধার্মিকান্। ব্যাদিদেশ মহাপ্রাজ্ঞান্ যজ্ঞসম্ভারকারণাৎ।। ৬
সর্বান্ শিষ্যান্ সমাহূয় বাক্যমেতদুবাচ হ। সর্বানৃষীন্ সবাসিষ্ঠানানয়ধ্বং মমাজ্ঞয়া।। ৭
সশিষ্যান্ সুহৃদশ্চৈব সর্ত্বিজঃ সুবহুশ্রুতান্। যদন্যো বচনং ব্রূয়ান্মদ্বাক্যবলচোদিতঃ।। ৮
তৎসর্বমখিলেনোক্তং মমাখ্যেয়মনাদৃতম্। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দিশো জগ্মুস্তমাজ্ঞয়া।। ৯
আজগ্মুরথ দেশেভ্যঃ সর্বেভ্যা ব্রহ্মবাদিনঃ। তে চ শিষ্যাঃ সমাগম্য মুনিং জ্বলিততেজসম্।। ১০
উচুশ্চ বচনং সর্বং সর্বেষাং ব্রহ্মবাদিনাম্। শ্রুত্বা তে বচনং সর্বে সমায়ান্তি দ্বিজাতয়ঃ।। ১১
সর্বদেশেষু চাগচ্ছন্ বর্জয়িত্বা মহোদয়ম্। বাসিষ্ঠং যচ্ছতং সর্বং ক্রোধপর্যাকুলাক্ষরম্।। ১২
যথাহ বচনং সর্বং শৃণু ত্বং মুনিপুঙ্গব। ক্ষত্রিয়ো যাজকো যস্য চণ্ডালস্য বিশেষতঃ।। ১৩
কথং সদসি ভোক্তারো হবিস্তস্য সুরর্ষয়ঃ। ব্রাহ্মণা বা মহাত্মানো ভুক্ত্বা চাণ্ডালভোজনম্।। ১৪
কথং স্বর্গং গমিষ্যন্তি বিশ্বামিত্রেণ পালিতাঃ। এতদ্ বচনং নৈষ্ঠুর্যমুচুঃ সংরক্তলোচনাঃ।। ১৫
বাসিষ্ঠা মুনিশার্দূল সর্বে সহমহোদয়াঃ। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা সর্বেষাং মুনিপুঙ্গবঃ।। ১৬
ক্রোধসংরক্তনয়নঃ সরোষমিদমব্রবীৎ। যদ্দূষয়ন্ত্যদুষ্টং মাং তপ উগ্রং সমাস্থিতম্।। ১৭
ভস্মীভূতা দুরাত্মানো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ। অদ্য যে কালপাশেন নীতা বৈবস্বতক্ষয়ম্।। ১৮

ইক্ষ্বাকো, তুমি অত্যন্ত ধার্মিক। আমি জানি। তোমায় স্বাগতি জানাই। তোমাকে আমি আশ্রয় দেবো। হে রাজশ্রেষ্ঠ, তোমার ভয় নেই।। ২ ।। হে রাজন্, যজ্ঞে সাহায্য করার জন্য পুণ্যকর্মা মহর্ষিসকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তারপর তুমি নিশ্চিন্তে যজ্ঞ করতে পারবে।। ৩ ।। গুরুবৎ গুরুপুত্রদের অভিশাপে তোমার রূপ যদিও ঐভাবে বিকৃত হয়েছে তবু এই রূপ নিয়েই সশরীরে তুমি স্বর্গে যাবে।। ৪ ।। যেহেতু তুমি কৌশিক তথা বিশ্বামিত্রের কাছে এসেছো এবং তাঁর শরণগ্রহণ করেছো, হে রাজন্, আমি মনে করি স্বর্গ তোমার হাতের মুঠোয় এসে গেছে।। ৫ ।। এই কথা বলে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র যজ্ঞের উপকরণরাজি সংগ্রহ করার জন্য তাঁর অত্যন্ত ধার্মিক এবং মহাপণ্ডিত পুত্রগণকে বিশেষভাবে আদেশপ্রদান করলেন।। ৬ ।। শিষ্যসকলকে ডেকে বললেন, আমার আদেশে বশিষ্ঠসহ সকল শিষ্য, সুহৃদ্, ঋত্বিক এবং প্রভূত বিদ্বান্‌দের ডেকে আনুন। আমার বাক্যে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে যদি কেউ কিছু কটুবাক্য বলে, তা সবই পূরোপূরি আমায় জানাবে। সেই কথা শুনে শিষ্যেরা তাঁর নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন দিকে চলে গেলেন।। ৭ -৯ ।। অতঃপর সকল দেশ হতে ব্রহ্মবাদী তপস্বীরা চলে এলেন। সেই শিষ্যেরাও ফিরে এসে তেজঃপ্রোজ্জ্বল মুনি বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মবাদী মুনিগণের সবকথা জানালেন। বললেন, আপনার কথা শুনেই ব্রাহ্মণগণ সকলে আসছেন।। ১০-১১ ।। মহোদয় নামক ঋষিগণ এবং বশিষ্ঠপুত্রেরাই কেবল এলেন না। ক্রোধের সঙ্গে তাঁরা যা বলেছিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, সে সব আপনি শুনুন। ক্ষত্রিয় যেখানে যজ্ঞকর্তা, বিশেষতঃ চণ্ডালের যজ্ঞসভায় দেবতা এবং ঋষিরা কিভাবে সেখানে হবি ভক্ষণ করবেন? মহীয়ান ব্রাহ্মণেরা চণ্ডালপ্রদত্ত ভোজন সমাপ্ত করে বিশ্বামিত্রের দ্বারা পালিত হয়ে কিভাবে স্বর্গে গমন করবেন? হে মুনিশ্রেষ্ঠ, মহোদয় নামক ঋষিদের সঙ্গে বশিষ্ঠপুত্রেরা ক্রোধপূর্ণ রক্তনয়নে এইসব নিষ্ঠুরবাক্য বলেছিলেন।। ১২-১৫ ।। তাদের সব কথা শুনে মুনিবর ক্রোধে নয়ন রক্তবর্ণ করে রোষভরে বললেন, আমি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন। কোনো দোষ আমি করি নি। তবুও দুরাত্মা বশিষ্ঠপুত্রেরা আমাকে যখন দূষিত করতে চাইছে, তখন তারা নিশ্চয়ই দগ্ধ হয়ে যাবে। কালের পাশে বদ্ধ হয়ে আজই তারা যমদেবের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাবে (*বৈবস্বত—যম*)।। ১৬ -১৮ ।। সাত শত জন্ম ধরে তারা

সপ্তজাতিশতান্যেব মৃতপাঃ সম্ভবন্তু তে। শ্বমাংসনিয়তাহারা মুষ্টিকা নাম নির্ঘৃণাঃ।। ১৯
বিকৃতাশ্চ বিরূপাশ্চ লোকাননুচরন্ত্বিমান্। মহোদয়শ্চ দুর্বুদ্ধির্মামদূষ্যং হ্যদূষয়ৎ।। ২০
দূষিতঃ সর্বলোকেষু নিষাদত্বং গমিষ্যতি। প্রাণাতিপাতনিরতো নিরনুক্রোশতাং গতঃ।। ২১
দীর্ঘকালং মম ক্রোধাদ্দুর্গতিং বর্তয়িষ্যতি। এতাবদুক্ত্বা বচনং বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
বিররাম মহাতেজা ঋষিমধ্যে মহামুনিঃ।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে একোনষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ।

সেখানে মৃতপ তথা চণ্ডাল হয়ে থাকবে। সর্বদা কুকুরের মাংসই হবে তাদের আহার্য। নিষ্ঠুর মুষিক নামে তারা পরিচিত হবে *(মৃতপ — মৃতদেহ পালনকারী চণ্ডাল, শ্ব-মাংস— কুকুরের মাংস। শ্ব—কুকুর। মুষ্টিক— ডোম। নির্ঘৃণঃ — নাস্তি ঘৃণা করুণা যস্য-নিষ্‌করুণ)*।। ১৯ ।। তাদের আচার হবে বিকৃত। এভাবেই এইজগতে তারা বিচরণ করবে। দুর্বুদ্ধিবশতঃ মহোদয়েরাও যখন আমাকে দূষিত করেছেন, সর্বজগতে তাঁরাও সেইজন্য নিষাদত্বপ্রাপ্ত হবেন *(নিষাদ—চণ্ডাল, ব্যাধ, পরাশর নামক হীনজাতি)* মানুষের প্রাণ বিনাশ করে আমার ক্রোধের পাত্র হবেন।। ২০ ।। আমার ক্রোধে দীর্ঘকাল তাঁরা দুর্গতিভোগ করবেন। এই পর্যন্ত বলে মহাতেজস্বী, মহাতপা মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঋষিমণ্ডলীর মধ্যে বাক্য হতে বিরত হয়ে গেলেন।। ২১-২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের ঊনষষ্ঠিতম (৫৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

সশরীরস্বর্গাভিলাষিণস্ত্রিশঙ্কোর্যজ্ঞকরণায় ঋষীন্ প্রতি বিশ্বামিত্রস্যানুরোধঃ, ঋষিভির্যজ্ঞস্যারম্ভঃ, ত্রিশঙ্কোঃ সশরীরেণ স্বর্গগমনম্, ইন্দ্রেণ স স্বর্গচ্যুতঃ, তেন ক্রোধাকুল-বিশ্বামিত্রস্যাপরস্বর্গসর্জনম্, দেবানামনুরোধেন ততো বিরামশ্চ।

তপোবলহতান্ জ্ঞাত্বা বাসিষ্ঠান্ সমহোদয়ান্। ঋষিমধ্যে মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভ্যভাষত।। ১
অয়মিক্ষ্বাকুদায়াদস্ত্রিশঙ্কুরিতি বিশ্রুতঃ। ধর্মিষ্ঠশ্চ বদান্যশ্চ মাং চৈব শরণং গতঃ।। ২
স্বেনানেন শরীরেণ দেবলোকজিগীষয়া। যথায়ং স্বশরীরেণ দেবলোকং গমিষ্যতি।। ৩
তথা প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞো ভবদ্ভিশ্চ ময়া সহ। বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা সর্ব এব মহর্ষয়ঃ।। ৪
ঊচুঃ সমেতাঃ সহসা ধর্মজ্ঞা ধর্মসংহিতম্। অয়ং কুশিকদায়াদো মুনিঃ পরমকোপনঃ।। ৫
যদাহ বচনং সম্যগেতৎ কার্যং ন সংশয়ঃ। অগ্নিকল্পো হি ভগবান্ শাপং দাস্যতি রোষতঃ।। ৬

ষষ্টিতম (৬০) সর্গ

সশরীরে স্বর্গে গমনের জন্য যজ্ঞ-সম্পাদনে ত্রিশঙ্কুর অভিলাষ। সেই যজ্ঞে ব্রতী হবার জন্য ঋষিদের প্রতি বিশ্বামিত্রের অনুরোধ। ঋষিদের দ্বারা যজ্ঞের আরম্ভ। ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গে গমন। ইন্দ্রের দ্বারা স্বর্গ থেকে তার বিতাড়ন। ফলে ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্রের দ্বারা অন্য স্বর্গ সৃষ্টি। দেবতাদের অনুরোধে সেই কর্ম থেকে নিবৃত্তি।

নিজের তপস্যার প্রভাবে নিহত হবার সংবাদ জেনে বিশ্বামিত্র ঋষিগণের মধ্যে বললেন—।। ১ ।। এই ইক্ষ্বাকুবংশধর ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত। ইনি ধার্মিক। এবং বদান্য। ইনি এখন আমার আশ্রয় নিয়েছেন *(দায়াদ—পুত্র, বংশধর)*।। ২ ।। ইনি চাইছেন নিজের এই শরীরের দ্বারাই দেবলোক জয় করবেন। এই দেহ নিয়েই তিনি স্বর্গে গমন করবেন।। ৩ ।। সেইজন্য আমার সঙ্গে আপনারা যজ্ঞ আরম্ভ করুন। বিশ্বামিত্রের এই বাক্য মহর্ষিরা সকলে শুনলেন।। ৪ ।। ধর্মজ্ঞানী তাঁরা। সকলে মিলিত হয়ে ধর্মসঙ্গত বাক্য বললেন। কুশিকবংশধর এই মুনি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রোধী।। ৫ ।। ইনি যে কথা বললেন, তা আমাদের ভালোভাবেই করতে হবে। এতে কোনোই সন্দেহ নেই। নৈলে আগুনের মতো এই ঋষি রেগে গিয়ে আমাদের অভিশাপ দেবেন।। ৬ ।। তাই, এখনই যজ্ঞ আরম্ভ করুন। বিশ্বামিত্রের তপস্যার তেজে এই ইক্ষ্বাকুবংশধর যেন

তস্মাৎ প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞঃ সশরীরো যথা দিবি। গচ্ছেদিক্ষাকুদায়াদো বিশ্বামিত্রস্য তেজসা।। ৭
ততঃ প্রবর্ত্যতাং যজ্ঞঃ সর্বে সমধিতিষ্ঠত। এবমুক্ত্বা চ ঋষয়ঃ সংজহুস্তাঃ ক্রিয়াস্তদা।। ৮
যাজকশ্চ মহাতেজা বিশ্বামিত্রোঽভবৎ ক্রতৌ। ঋত্বিজশ্চানুপূর্বেণ মন্ত্রবন্মন্ত্রকোবিদাঃ।। ৯
চক্রুঃ সর্বাণি কর্মাণি যথাকল্পং যথাবিধি। ততঃ কালেন মহতা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।। ১০
চকারাবাহনং তত্র ভাগার্থং সর্বদেবতাঃ। নাভ্যাগমংস্তদা তত্র ভাগার্থং সর্বদেবতাঃ।। ১১
ততঃ কোপসমাবিষ্টো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। স্রুবমুদ্যম্য সক্রোধস্ত্রিশঙ্কুমিদমব্রবীৎ।। ১২
পশ্য মে তপসো বীর্যং স্বার্জিতস্য নরেশ্বর। এষ ত্বাং স্বশরীরেণ নয়ামি স্বর্গমোজসা।। ১৩
দুষ্প্রাপং স্বশরীরেণ স্বর্গং গচ্ছ নরেশ্বর। স্বার্জিতং কিঞ্চিদপ্যস্তি ময়া হি তপসঃ ফলম্।। ১৪
রাজংস্ত্বং তেজসা তস্য সশরীরো দিবং ব্রজ। উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ সশরীরো নরেশ্বরঃ।। ১৫
দিবং জগাম কাকুৎস্থ মুনীনাং পশ্যতাং তদা। স্বর্গলোকং গতং দৃষ্ট্বা ত্রিশঙ্কুং পাকশাসনঃ।। ১৬
সহ সর্বৈঃ সুরগণৈরিদং বচনমব্রবীৎ। ত্রিশঙ্কো গচ্ছ ভূয়স্ত্বং নাস্তি স্বর্গকৃতালয়ঃ।। ১৭
গুরুশাপহতো মূঢ় পত ভূমিমবাক্‌শিরাঃ। এবমুক্তো মহেন্দ্রেণ ত্রিশঙ্কুরপতৎ পুনঃ।। ১৮
বিক্রোশমানস্ত্রাহীতি বিশ্বামিত্রং তপোধনম্। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ক্রোশমানস্য কৌশিকঃ।। ১৯
রোষমাহারয়ত্তীব্রং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ। ঋষিমধ্যে স তেজস্বী প্রজাপতিরিবাপরঃ।। ২০
সৃজন্ দক্ষিণমার্গস্থান্ সপ্তর্ষীনপরান্ পুনঃ। নক্ষত্রবংশমপরমসৃজৎ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।। ২১
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় ঋষিমধ্যে মহাযশাঃ। সৃষ্ট্বা নক্ষত্রবংশঞ্চ ক্রোধেন কলুষীকৃতঃ।। ২২
অন্যমিন্দ্রং করিষ্যামি লোকো বা স্যাদনিন্দ্রকঃ। দৈবতান্যপি স ক্রোধাৎ স্রষ্টুং সমুপচক্রমে।। ২৩

সশরীরে স্বর্গে যেতে পারেন।।৭ ।। সকলে সম্মিলিত হয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করুন! এইরকম বলে তখন ঋষিরা সমবেতভাবে যজ্ঞকর্মে আহুতিপ্রদান করলেন।। ৮ ।। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র ঐ যজ্ঞে অধ্বর্যুরূপে পুরোহিতের কর্মে ব্রতী হলেন। মন্ত্র উচ্চারণে নিপুণ ঋত্বিগগণ পরম্পরা রক্ষা করে কল্পশাস্ত্র অনুসারে বিধি মেনে সবকাজ সম্পন্ন করলেন। তারপর অনেক সময় কেটে গেলে মহান তপস্বী বিশ্বামিত্র যজ্ঞভাগ গ্রহণ করার জন্য সকল দেবতাকে আহ্বান করলেন। কিন্তু দেবতাসকল যজ্ঞভাগ গ্রহণের জন্য এলেন না।।৯-১১।। এতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। রেগে স্রুব উত্তোলন করে ত্রিশঙ্কুকে বললেন— *(স্রুব—খদির কাষ্ঠনির্মিত এক হাত পরিমিত হাতা, যা দিয়ে যজ্ঞে ঘৃতের আহুতি দেওয়া হয়)* ।। ১২ ।। রাজন্, তপস্যার দ্বারা অর্জিত আমার শক্তি দেখো। এই শক্তিতেই তোমায় আমি স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছি *(ওজসা—শক্তির দ্বারা)*।।১৩।। হে নরনাথ, সশরীরে স্বর্গে সহজে যাওয়া যায় না। তপস্যায় যদি আমার কিছু ফললাভ হয়ে থাকে, রাজন্, সেই তেজের শক্তিতে তুমি সশরীরে স্বর্গে গমন করো। ঋষি বিশ্বামিত্র এই কথা বলার পর রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে, হে রাম, স্বর্গে চলে গেলেন। অন্য মুনিগণ এই দৃশ্য দেখলেন। ইন্দ্রও ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে যেতে দেখলেন *(পাকশাসন—ইন্দ্র)*।। ১৪-১৬ ।। দেবতাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র বললেন, ওহে ত্রিশঙ্কু, তুমি আবার মর্ত্যে চলে যাও। স্বর্গে তোমার বাস হতে পারে না।। ১৭ ।। ওহে মূঢ়, গুরুগণের দ্বারা তুমি অভিশপ্ত হয়েছো। নীচের দিকে মাথা করে তুমি মাটিতে পড়ে যাও। মহেন্দ্র এই কথা বলায় ত্রিশঙ্কু আবার পড়ে গেলেন *(অবাক—নীচে। শির—মাথা)* ।।১৮ ।। তখন তপস্বী বিশ্বামিত্রকে তিনি চীৎকার করে ডেকে বললেন, বাঁচান, বাঁচান। কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র তার সেই চীৎকার শুনে রেগে বললেন, থামো, থামো। ঋষিদের মধ্যে ওজস্বী বিশ্বামিত্র ছিলেন দ্বিতীয় প্রজাপতির মতো।। ১৯-২০ ।। তিনি দক্ষিণদিকে নূতন সপ্তর্ষিমণ্ডলী সৃষ্টি করলেন। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে সৃষ্টি করলেন নূতন নক্ষত্রমণ্ডলী।।২১ ।। ঋষিদের মধ্যে মহাযশস্বী এই ঋষি বিশ্বামিত্র। তিনি দক্ষিণদিকে অবস্থান করে নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করে ক্রোধে ক্ষুব্ধ হয়ে স্থির করলেন, আমি অন্য ইন্দ্র সৃষ্টি করবো। অথবা এই নূতন স্বর্গ ইন্দ্র ছাড়াই থাকুক। তিনি ক্রোধে অন্য দেবগণকেও সৃষ্টি করার উপক্রম করলেন।। ২৩ ।। অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে ঋষিমণ্ডলী, দেবতা এবং দানবেরা মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে তখন

ততঃ পরমসম্ভ্রান্তাঃ সর্ষিসঙ্ঘাঃ সুরাসুরাঃ। বিশ্বামিত্রং মহাত্মানমূচুঃ সানুনয়ং বচঃ।। ২৪
অয়ং রাজা মহাভাগ গুরুশাপপরিক্ষতঃ। সশরীরো দিবং যাতুং নার্হত্যেব তপোধন।। ২৫
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা দেবানাং মুনিপুঙ্গবঃ। অব্রবীৎ সুমহদ্বাক্যং কৌশিকঃ সর্বদেবতাঃ।। ২৬
সশরীরস্য ভদ্রং বস্ত্রিশঙ্কোরস্য ভূপতেঃ। আরোহণং প্রতিজ্ঞাতং নানৃতং কর্তুমুৎসহে।। ২৭
স্বর্গোঽস্তু সশরীরস্য ত্রিশঙ্কোরস্য শাশ্বতঃ। নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি মামকানি ধ্রুবাণ্যথ।। ২৮
যাবল্লোকা ধরিষ্যন্তি তিষ্ঠন্ত্বেতানি সর্বশঃ। যৎ কৃতানি সুরাঃ সর্বে তদনুজ্ঞাতুমর্হথ।। ২৯
এবমুক্তাঃ সুরাঃ সর্বে প্রত্যূচুর্মুনিপুঙ্গবম্। এবং ভবতু ভদ্রন্তে তিষ্ঠন্ত্বেতানি সর্বশঃ।। ৩০
গগনে তান্যনেকানি বৈশ্বানরপথাদ্ বহিঃ। নক্ষত্রাণি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষু জ্যোতিঃষু জাজ্বলন্।। ৩১
অবাক্‌শিরাস্ত্রিশঙ্কুশ্চ তিষ্ঠত্বমরসন্নিভঃ। অনুযাস্যন্তি চৈতানি জ্যোতীংষি নৃপসত্তমম্।। ৩২
কৃতার্থং কীর্তিমন্তঞ্চ স্বর্গলোকগতং যথা। বিশ্বামিত্রস্তু ধর্মাত্মা সর্বদৈবৈরভিষ্টুতঃ।। ৩৩
ঋষিমধ্যে মহাতেজা বাঢমিত্যেব দেবতাঃ। ততো দেবা মহাত্মানঃ ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
জগ্মুর্যথাগতং সর্বে যজ্ঞস্যান্তে নরোত্তম।। ৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

অনুনয় করে বললেন—।। ২৪ ।। হে মহাত্মন্, রাজা ত্রিশঙ্কু গুরুর অভিশাপেই বিপর্যস্ত হয়েছে। হে তপোধন, সেজন্যই সশরীরে এর স্বর্গে যাবার যোগ্যতা নেই।। ২৫ ।। দেবতাদের কথা শুনে মুনিশ্রেষ্ঠ কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র দেবতাগণকে অত্যন্ত সুন্দরবাক্যে বললেন—।। ২৬ ।। রাজা ত্রিশঙ্কুর সশরীরে ও কল্যাণকরভাবে স্বর্গে ওঠার প্রতিজ্ঞা আমি করেছি। তা তো মিথ্যে হতে দিতে পারি না।। ২৭ ।। এখন ত্রিশঙ্কুর সশরীরে চিরকালের জন্য স্বর্গবাস হোক। আমার সৃষ্ট সকল নক্ষত্রও থাকুক চিরকাল।। ২৮ ।। যতদিন এই ভুবনসমূহ থাকবে, এ গুলিও থাকবে। আমি যা করেছি দেবগণ আপনারা তা অনুমোদন করুন।। ২৯ ।। দেবগণকে এই কথা বলার পর তাঁরা মহর্ষিকে বললেন, তাই হোক। আপনার মঙ্গল হোক। এগুলি সবই থাকুক।। ৩০ ।। আকাশে অগ্নিময় জ্যোতির্বলয়ের বাইরে সেই নক্ষত্ররাজিও থাকুক। হে মুনিবর, সেই জ্যোতিঃসমূহের মধ্যে ত্রিশঙ্কু উজ্জ্বল হয়ে থাকুক।। ৩১ ।। মাথা নীচু করে দেবতার মতো ত্রিশঙ্কু সেইখানে অবস্থান করুক। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এই রাজশ্রেষ্ঠকে অনুসরণ করুক। ত্রিশঙ্কু এইভাবে কৃতার্থ এবং কীর্তিমান হয়ে স্বর্গলোকেই থাকুন। দেবগণ সকলে মিলে এইভাবে ধর্মপ্রাণ বিশ্বামিত্রকে বন্দনা করলেন।। ৩২-৩৩ ।। বিশ্বামিত্র ঋষিমণ্ডলীর মধ্যে মহাতেজস্বী। তিনি দেবগণকে বললেন, বেশ, তাই হোক। হে নরশ্রেষ্ঠ রাম, তখন দেবগণ, মহাপ্রাণ তপস্বী ঋষিগণ সবাই যজ্ঞ সমাপ্তির পর যে যেখান থেকে এসেছিলেন সেইখানে চলে গেলেন।। ৩৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের ষষ্টিতম (৬০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

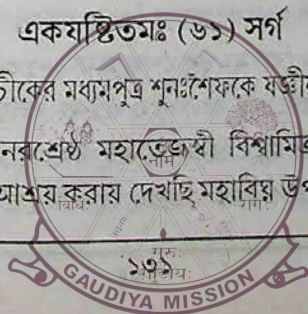
পুষ্করতীর্থে বিশ্বামিত্রস্য তপশ্চরণম্, রাজর্ষিণাম্বরীষেণ ঋচীকস্য মধ্যমপুত্রস্য
শুনঃশেফস্য যজ্ঞপশুরূপেণ ক্রয়পূর্বকমানয়নঞ্চ।

বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ প্রস্থিতান্ বীক্ষ্য তানৃষীন্। অব্রবীন্নরশার্দূলঃ সর্বাংস্তান্ বনবাসিনঃ।। ১

একষষ্টিতমঃ (৬১) সর্গ

পুষ্কর তীর্থে বিশ্বামিত্রের তপস্যা। ঋচীকের মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে যজ্ঞীয় পশুরূপে রাজর্ষি অম্বরীষের ক্রয়।

বনবাসী ঋষিসকল প্রস্থানে উদ্যত। নরশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র সেই ঋষিদের চলে যেতে দেখে বললেন—।। ১ ।। আমি দক্ষিণদিক আশ্রয় করায় দেখছি মহাবিঘ্ন উপস্থিত হলো। এবার অন্যদিকে যাবো।



মহাবিঘ্নঃ প্রবৃত্তোঽয়ং দক্ষিণামাস্থিতো দিশম্। দিশমন্যাং প্রপৎস্যামস্তত্র তপ্স্যামহে তপঃ।। ২
পশ্চিমায়াং বিশালায়াং পুষ্করেষু মহাত্মনঃ। সুখং তপশ্চরিষ্যামঃ সুখং তদ্ধি তপোবনম্।। ৩
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ পুষ্করেষু মহামুনিঃ। তপ উগ্রং দুরাধর্ষং তেপে মূল-ফলাশনঃ।। ৪
এতস্মিন্নেব কালে তু অযোধ্যাধিপতির্মহান্। অম্বরীষ ইতি খ্যাতো যষ্টুং সমুপচক্রমে।। ৫
তস্য বৈ যজমানস্য পশুমিন্দ্রো জহার হ। প্রনষ্টে তু পশৌ বিপ্রো রাজানমিদমব্রবীৎ।। ৬
পশুরভ্যাহৃতো রাজন্ প্রনষ্টস্তব দুর্নয়াৎ। অরক্ষিতারং রাজানং ঘ্নন্তি দোষা নরেশ্বর।। ৭
প্রায়শ্চিত্তং মহেদ্ধ্যেতন্নরং বা পুরুষর্ষভ। আনয়স্ব পশুং শীঘ্রং যাবৎ কর্ম প্রবর্ততে।। ৮
উপাধ্যায়বচঃ শ্রুত্বা স রাজা পুরুষর্ষভঃ। অন্বিয়েষ মহাবুদ্ধিঃ পশুং গোভিঃ সহস্রশঃ।। ৯
দেশান্ জনপদাংস্তাংস্তান্নগরাণি বনানি চ। আশ্রমাণি চ পুণ্যানি মার্গমাণো মহীপতিঃ।। ১০
স পুত্রসহিতং তাত সভার্যং রঘুনন্দন। ভৃগুতুঙ্গে মমাসীনমৃচীকং সন্দদর্শ হ।। ১১
তমুবাচ মহাতেজাঃ প্রণম্যাভিপ্রসাদ্য চ। মহর্ষিং তপসা দীপ্তং রাজর্ষিরমিতপ্রভঃ।। ১২
পৃষ্ট্বা সর্বত্র কুশলমৃচীকং তমিদং বচঃ। গবাং শতসহস্রেণ বিক্রীণীষে সুতং যদি।। ১৩
পশোরর্থে মহাভাগ কৃতকৃত্যোঽস্মি ভার্গব। সর্বে পরিগতা দেশা যজ্ঞিয়ং ন লভে পশুম্।। ১৪
দাতুমর্হসি মূল্যেন সুতমেকমিতো মম। এবমুক্তো মহাতেজা ঋচীকস্ত্বব্রবীদ্ বচঃ।। ১৫
নাহং জ্যেষ্ঠং নরশ্রেষ্ঠ বিক্রীণীয়াং কথঞ্চন। ঋচীকস্য বচঃ শ্রুত্বা তেষাং মাতা মহাত্মনাম্।। ১৬
উবাচ নরশার্দূলমম্বরীষমিদং বচঃ। অবিক্রেয়ং সুতং জ্যেষ্ঠং ভগবানাহ ভার্গবঃ।। ১৭

সেখানেই তপস্যা করবো।। ২ ।। হে মহাত্মাগণ, পশ্চিমদিক বেশ বিস্তীর্ণ। সেখানে তপোবন রয়েছে। পুষ্কর নামক তীর্থে আনন্দে তপস্যা করবো *(পুষ্কর—বর্তমানে রাজস্থান প্রদেশে আজমীরের নিকট স্বচ্ছসলিলা সরোবর। সেই পুষ্করহ্রদের তীরভূমিকেও পুষ্কর বলা হয়। ব্রহ্মার মন্দির এই তীর্থে রয়েছে)*।। ৩ ।। এইরকম বলে মহাতেজস্বী মহর্ষি ফল-মূলমাত্র আহার করে দুঃসাধ্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন।। ৪ ।। সে সময়েই আবার অযোধ্যায় অম্বরীষ নামে এক মহান রাজা ছিলেন। তিনি তখন যজ্ঞ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।।৫।। যজমান রাজার যজ্ঞীয় অশ্বটিকে ইন্দ্র হরণ করে নিলেন। পশুটি অপহৃত হলে পুরোহিত ব্রাহ্মণ রাজাকে বললেন—।।৬ ।। রাজন্, যজ্ঞের জন্য যে পশুটি আনা হয়েছিলো, সেটি আপনার দুষ্কর্মের জন্যই অপহৃত হলো। হে নরনাথ, যে রাজা রক্ষাকর্মে অশক্ত, বিবিধ দোষ এসে তাঁকে ধ্বংস করে।। ৭ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এ জন্য আপনাকে এক বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। যতোক্ষণ এই যজ্ঞকর্ম চলবে, তার মধ্যে পশুর প্রতিনিধিরূপে একটি মানুষকে নিয়ে আসুন।। ৮ ।। বুদ্ধিমান রাজা পুরুষশ্রেষ্ঠ অম্বরীষ সহস্র সহস্র গাভীর বিনিময়ে একটি নররূপী পশুর অন্বেষণ করতে লাগলেন।। ৯ ।। বহু দেশ, জনপদ, নগর, অরণ্য এবং পবিত্র আশ্রমে রাজা সন্ধান করতে লাগলেন।। ১০ ।। হে রঘুনন্দন, সন্ধানকালে ভৃগুতুঙ্গ নামক পর্বতে তিনি দেখলেন, পুত্র এবং পত্নীকে নিয়ে ঋষি ঋচীক বসে আছেন।। ১১ ।। মহাতেজস্বী, অতুলনীয় জ্যোতিষ্মান, রাজর্ষি অম্বরীষ তপোজ্জ্বল মহর্ষি ঋচীককে প্রণামের দ্বারা প্রসন্ন করলেন।। ১২ ।। সর্বত্র তাঁর কুশল জিজ্ঞাসান্তে অম্বরীষ ঋচীককে বললেন, হে ভৃগুবংশধর মহাত্মন্, শত সহস্র তথা এক লক্ষ গাভীর বিনিময়ে যজ্ঞীয় পশুরূপে আপনি যদি আপনার পুত্রকে আমায় বিক্রয় করেন, তাহলে আমি কৃতার্থ হবো। সকল দেশ আমি ঘুরে এলাম। কিন্তু যজ্ঞের জন্য কোনো পশু পেলাম না।। ১৩-১৪ ।। মূল্যের বিনিময়ে এখান থেকে একটি পুত্রকে আমায় দিন। মহারাজের এই কথা শুনে ঋচীক বললেন—।। ১৫ ।। দেখুন, জ্যেষ্ঠপুত্রকে আমি কোনোপ্রকারেই বিক্রয় করবো না। ঋচীকের এই কথা শুনে সেই মহান পুত্রদের জননী নরশ্রেষ্ঠ অম্বরীষকে বললেন, ভগবান ভৃগুপুত্র বললেন জ্যেষ্ঠপুত্রকে বিক্রয় করা যাবে না।। ১৬-১৭ ।। কনিষ্ঠপুত্র

মমাপি দয়িতং বিদ্ধি কনিষ্ঠং শুকনং প্রভো। তস্মাৎ কনীয়সং পুত্রং ন দাস্যে তব পার্থিব।। ১৮
প্রায়েণ হি নরশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃষু বল্লভাঃ। মাতৃণাঞ্চ কনীয়াংসস্তস্মাদ্ রক্ষ্যে কনীয়সম্।। ১৯
উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্ মুনিপত্ন্যাং তথৈব চ। শুনঃশেফঃ স্বয়ং রাম মধ্যমো বাক্যমব্রবীৎ।। ২০
পিতা জ্যেষ্ঠমবিক্রেয়ং মাতা চাহ কনীয়সম্। বিক্রেয়ং মধ্যমং মন্যে রাজপুত্র নয়স্ব মাম্।। ২১
অথ রাজা মহাবাহো বাক্যান্তে ব্রহ্মবাদিনঃ। হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য কোটিভী রত্নরাশিভিঃ।। ২২
গবাং শতসহস্রেণ শুনঃশেফং নরেশ্বরঃ। গৃহীত্বা পরমপ্রীতো জগাম রঘুনন্দন।। ২৩
অম্বরীষস্তু রাজর্ষী রথমারোপ্য সত্বরঃ। শুনঃশেফং মহাতেজা জগামাশু মহাযশাঃ।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে একষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ।

শুনক আমার অতি প্রিয়। মহারাজ, এই কথা জেনে রাখুন। হে রাজন্, সেজন্য কনিষ্ঠপুত্রকেও আমি দেবো না।। ১৮ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠই প্রায় পিতৃগণের প্রিয় হয়। আর মাতৃগণের কাছে প্রিয় হয় কনিষ্ঠ। এজন্য আমি কনিষ্ঠপুত্রকে রক্ষা করতে চাই।। ১৯ ।। মুনি ঋচীক এবং তাঁর পত্নী ঐ কথা বললে, তাঁদের মধ্যমপুত্র শুনঃশেফ নিজেই বললেন—।। ২০ ।। পিতা জ্যেষ্ঠকে এবং মাতা কনিষ্ঠকে বিক্রয়যোগ্য বলে মনে করেন না। তাই, মনে হয় মধ্যমপুত্রই বিক্রয়ের যোগ্য। রাজপুত্র, তাই আমাকেই আপনি ক্রয় করে নিন।। ২১ ।। হে মহাবীর রাম, ব্রহ্মবাদী শুনঃশেফের এই বাক্যের পর রাজা অম্বরীষ তখন বহু কোটি সুবর্ণ এবং রত্নরাশিসহ এক লক্ষ গাভীর বিনিময়ে শুনঃশেফকে ক্রয় করে অত্যন্ত আনন্দিতচিত্ত হলেন।। ২২-২৩ ।। শুনঃশেফকে রথে বসিয়ে মহাযশস্বী, মহাতেজস্বী, রাজর্ষি অম্বরীষ সত্বর প্রস্থান করলেন।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের একষষ্ঠিতম (৬১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

শুনঃশেফস্য রক্ষণায় বিশ্বামিত্রস্যামোঘপ্রযত্নঃ, পুষ্করক্ষেত্রে পুনস্তপশ্চরণঞ্চ।

শুনঃশেফং নরশ্রেষ্ঠ গৃহীত্বা তু মহাযশাঃ। ব্যশ্রমৎ পুষ্করে রাজা মধ্যাহ্নে রঘুনন্দন।। ১
তস্য বিশ্রমমাণস্য শুনঃশেফো মহাযশাঃ। পুষ্করং জ্যেষ্ঠমাগম্য বিশ্বামিত্রং দদর্শ হ।। ২
তপ্যন্তমৃষিভিঃ সার্ধং মাতুলং পরমাতুরঃ। বিষণ্ণবদনো দীনস্তৃষ্ণয়া চ শ্রমেণ চ।। ৩
পপাতাঙ্কে মুনে রাম বাক্যং চেদমুবাচ হ। ন মেহস্তি মাতা ন পিতা জ্ঞাতয়ো বান্ধবাঃ কুতঃ।। ৪
ত্রাতুমর্হসি মাং সৌম্য ধর্মেণ মুনিপুঙ্গব। ত্রাতা ত্বং হি নরশ্রেষ্ঠ সর্বেষাং ত্বং হি ভাবনঃ।। ৫

দ্বিষষ্টিতম (৬২) সর্গ

শুনঃশেফকে বাঁচাবার জন্য বিশ্বামিত্রের অব্যর্থ প্রয়াস। পুষ্করতীর্থে পুনরায় তপশ্চর্যা।

হে নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র, মহাযশস্বী রাজা অম্বরীষ শুনঃশেফকে সঙ্গে নিয়ে চলার পথে মধ্যাহ্নে পুষ্করতীর্থে এসে বিশ্রাম করছিলেন।। ১ ।। মহাযশস্বী শুনঃশেফ সেখানে বিশ্রামকালে দেখলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ মাতুল বিশ্বামিত্র ঋষিদের সঙ্গে এসে ঐ পুষ্করক্ষেত্রে কঠোর তপস্যানিরত। তৃষ্ণা এবং শ্রমে আর্ত হয়ে বিষণ্ণবদনে তিনি মাতুল মুনি বিশ্বামিত্রের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, আমার মা নেই। বাবা নেই। জ্ঞাতি আর বন্ধুই বা কোথায়?।। ২-৪ ।। হে স্নিগ্ধ মুনিশ্রেষ্ঠ, ধর্মের দ্বারা আপনি আমাকে বাঁচান। আপনিই আমার রক্ষাকর্তা। হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনি সকলের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে থাকেন।। ৫ ।। আমার ইচ্ছে, রাজা অম্বরীষ দীর্ঘায়ু

রাজা চ কৃতকার্যঃ স্যাদহং দীর্ঘায়ুরব্যয়ঃ। স্বর্গলোকমুপাশ্নীয়াং তপস্তপ্ত্বা হ্যনুত্তমম্।। ৬
স মে নাথো হ্যনাথস্য ভব ভব্যেন চেতসা। পিতেব পুত্রং ধর্মাত্মংস্ত্রাতুমর্হসি কিল্বিষাৎ।। ৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ। সান্ত্বয়িত্বা বহুবিধং পুত্রানিদমুবাচ হ।। ৮
যৎকৃতে পিতরঃ পুত্রান্ জনয়ন্তি শুভার্থিনঃ। পরলোকহিতার্থায় তস্য কালোঽয়মাগতঃ।। ৯
অয়ং মুনিসুতো বালো মত্তঃ শরণমিচ্ছতি। অস্য জীবিতমাত্রেণ প্রিয়ং কুরুত পুত্রকাঃ।। ১০
সর্বে সুকৃতকর্মাণঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ। পশুভূতা নরেন্দ্রস্য তৃপ্তিমগ্নেঃ প্রযচ্ছত।। ১১
নাথবাংশ্চ শুনঃশেফো যজ্ঞশ্চাবিঘ্নতো ভবেৎ। দেবতাস্তর্পিতাশ্চ স্যুর্মম চাপি কৃতং বচঃ।। ১২
মুনেস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মধুচ্ছন্দাদয়ঃ সুতাঃ। সাভিমানং নরশ্রেষ্ঠ সলীলমিদমব্রুবন্।। ১৩
কথমাত্মসুতান্ হিত্বা ত্রায়সেঽন্যসুতং বিভো। অকার্যমিব পশ্যামঃ শ্বমাংসমিব ভোজনে।। ১৪
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা পুত্রাণাং মুনিপুঙ্গবঃ। ক্রোধসংরক্তনয়নো ব্যাহর্তুমুপচক্রমে।। ১৫
নিঃসাধ্বসমিদং প্রোক্তং ধর্মাদপি বিগর্হিতম্। অতিক্রম্য তু মদ্বাক্যং দারুণং রোমহর্ষণম্।। ১৬
শ্বমাংসভোজিনঃ সর্বে বাসিষ্ঠা ইব জাতিষু। পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু পৃথিব্যামনুবৎস্যথ।। ১৭
কৃত্বা শাপসমাযুক্তান্ পুত্রান্মুনিবরস্তদা। শুনঃশেফমুবাচার্তং কৃত্বা রক্ষাং নিরাময়াম্।। ১৮
পবিত্রপাশৈরাবদ্ধো রক্তমাল্যানুলেপনঃ। বৈষ্ণবং যূপমাসাদ্য বাগ্‌ভিরগ্নিমুদাহর।। ১৯
ইমে চ গাথে দ্বে দিব্যে গায়েথা মুনিপুত্রক। অম্বরীষস্য যজ্ঞেঽস্মিংস্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।। ২০
শুনঃশেফো গৃহীত্বা তে দ্বে গাথে সুসমাহিতঃ। ত্বরয়া রাজসিংহং তমম্বরীযমুবাচ হ।। ২১

লাভ করে অনন্ত ঐশ্বর্য লাভ করুন, আর আমি অতি উত্তম তপস্যার দ্বারা স্বর্গলোকে যেন গমন করি।।৬।। আমি অনাথ। আপনি শুদ্ধচিত্তে আমার রক্ষক হোন। হে ধর্মাত্মন্, পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন আপনিও আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন *(কিল্বিষ—পাপ, বিপদ)*।। ৭ ।। মহাসাধক বিশ্বামিত্র তাঁর সেই কথা শুনে তাঁকে বহুভাবে সান্ত্বনা দিয়ে নিজপুত্রগণকে বললেন—।। ৮ ।। পরলোকে কল্যাণের জন্য শুভকামী পিতৃগণ যে পুত্রদের জন্মদান করেন, পুত্রগণ, সেই উপযুক্ত সময়ই আজ তোমাদের উপস্থিত।। ৯ ।। আমার প্রিয় বৎসগণ, শোনো, এই বালক মুনিপুত্র আমার কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করছে। একে বাঁচিয়ে তোমরা আমার প্রিয় -কর্ম সম্পাদন করো।। ১০ ।। তোমরা সকলেই পুণ্যকর্মা। ধর্মপরায়ণ। এখন রাজা অম্বরীষের যজ্ঞের পশু হয়ে আত্মাহুতি দিয়ে তাঁর যজ্ঞের তৃপ্তিসম্পাদন করো।। ১১ ।। এইভাবে কাজ করলে শুনঃশেফ অনাথ হবে না। রাজার যজ্ঞও হবে নির্বিঘ্নে সম্পাদিত। দেবগণ সন্তৃপ্ত হবেন। আমার কথাও রক্ষিত হবে।। ১২ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, মুনির কথা শুনে মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি তাঁর পুত্রেরা অভিমান এবং পরিহাসের সঙ্গে এই কথা বললেন—।। ১৩ ।। প্রভো, আপনি নিজের পুত্রদের ত্যাগ করে অন্যের পুত্রদের রক্ষা করছেন কেন? এই কাজকে আমরা কুকুরের মাংসভোজনের মতোই অকার্য বলে মনে করি।। ১৪ ।। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁর পুত্রদের ঐরকমের কথা শুনে রেগে চোখ লাল করে বলতে শুরু করলেন—।। ১৫ ।। আমার কথা লঙ্ঘন করে নির্ভয়ে ভীষণ রোমহর্ষণকর যে বাক্য তোমরা বললে, তা ধর্মবিরোধী *(সাধ্বস—ভয়, নিঃসাধ্বস—নির্ভয়; বিগর্হিত—নিন্দিত, বিরোধী)*।। ১৬ ।। এই পাপে তোমরা সকলে বশিষ্ঠপুত্রদের মতোই নিন্দিতজাতিতে পরিণত হয়ে কুকুর-মাংসভোজী হবে। এইভাবে পৃথিবীতে হাজার বছর ধরে বিচরণ করবে।। ১৭ ।। নিজের পুত্রদের মুনিশ্রেষ্ঠ অভিশাপ দিলেন। অতঃপর আর্ত শুনঃশেফকে নিশ্চিন্তে বাঁচার পথ বলে দিলেন।। ১৮।। বৎস, রক্তবর্ণ কুসমের মালায় শোভিত এবং রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হয়ে যজ্ঞের পবিত্র বন্ধনরজ্জুতে আবদ্ধ হয়ে তুমি যখন বিষ্ণুর উদ্দেশে বলি দেবার পশুবন্ধন কাষ্ঠের কাছে উপনীত হবে, তখন তুমি অগ্নি দেবতার স্তুতি উচ্চারণ করবে।। ১৯ ।। হে মুনিপুত্র, অম্বরীষের যজ্ঞে এই দু'টি দিব্যগাথা তুমি গান করবে। তাতেই তুমি সিদ্ধিলাভ করবে।। ২০ ।। শুনঃশেফ অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে গাথা দু'টি গ্রহণ করলেন। তারপর তাড়াতাড়ি রাজশ্রেষ্ঠ অম্বরীষের কাছে এসে বললেন—।। ২১ ।। হে মহাপ্রাজ্ঞ রাজশ্রেষ্ঠ, চলুন, আমরা তাড়াতাড়ি

রাজসিংহ মহাবুদ্ধে শীঘ্রং গচ্ছাবহে বয়ম্। নির্বর্তয়স্ব রাজেন্দ্র দীক্ষাঞ্চ সমুদাহর।। ২২
তদ্বাক্যমৃষিপুত্রস্য শ্রুত্বা হর্ষসমন্বিতঃ। জগাম নৃপতিঃ শীঘ্রং যজ্ঞবাটমতন্দ্রিতঃ।। ২৩
সদস্যানুমতে রাজা পবিত্রকৃতলক্ষণম্। পশুং রক্তাম্বরং কৃত্বা যূপে তং সমবন্ধয়ৎ।। ২৪
স বদ্ধো বাগ্‌ভিরগ্র্যাভিরভিতুষ্টাব বৈ সুরৌ। ইন্দ্রমিন্দ্রানুজঞ্চৈব যথাবন্মুনিপুত্রকঃ।। ২৫
ততঃ প্রীতঃ সহস্রাক্ষো রহস্যস্তুতিতোষিতঃ। দীর্ঘমায়ুস্তদা প্রাদাচ্ছুনঃশেফায় বাসবঃ।। ২৬
স চ রাজা নরশ্রেষ্ঠ যজ্ঞস্য চ সমাপ্তবান্। ফলং বহুগুণং রাম সহস্রাক্ষপ্রসাদজম্।। ২৭
বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা ভূয়স্তেপে মহাতপাঃ। পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ দশবর্ষ শতানি চ।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

যাই। আপনি সত্বর যজ্ঞের দীক্ষাগ্রহণ করে যজ্ঞসম্পাদন করুন।। ২২ ।। ঋষিপুত্রের বাক্য শুনে রাজা আনন্দিত হয়ে শীঘ্রই আলস্য ত্যাগ করে যজ্ঞস্থলীতে গমন করলেন।। ২৩ ।। যজ্ঞীয় পুরোহিতবর্গের অনুমতি নিয়ে রাজা অম্বরীষ তখন রক্তবস্ত্রপরিহিত পবিত্রচিহ্নে ভূষিত শুনঃশেফকে পশুবন্ধনের যূপে বেঁধে দিলেন।। ২৪ ।। মুনিপুত্র শুনঃশেফ যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হয়ে উত্তমস্তুতির দ্বারা ইন্দ্র এবং ইন্দ্রের অনুজ বিষ্ণু—এই দুই দেবতাকে সন্তুষ্ট করলেন।। ২৫ ।। মন্ত্র এবং স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে প্রীতির সঙ্গে সহস্রলোচন ইন্দ্র শুনঃশেফকে দীর্ঘ আয়ু দান করলেন। ।। ২৬ ।। রাজা অম্বরীষও ইন্দ্রের প্রসন্নতার ফলে হে নরশ্রেষ্ঠ রাম, যজ্ঞের জন্য প্রাপ্তব্য ফলের বহুগুণ বেশী ফললাভ করলেন।। ২৭ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, ধর্মপ্রাণ বিশ্বামিত্রও পুষ্করতীর্থে এক সহস্র বৎসর পুনরায় তপস্যা করলেন।। ২৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বিষষ্টিতম (৬২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

বিশ্বামিত্রস্য 'ঋষিঃ মহর্ষি'শ্চেতি পদপ্রাপ্তিঃ, মেনকয়া তস্য তপোভঙ্গঃ, ব্রহ্মর্ষিপদলাভায় দুষ্করং তপশ্চরণঞ্চ।

পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ব্রতস্নাতং মহামুনিম্। অভ্যগচ্ছন্ সুরাঃ সর্বে তপঃফলচিকীর্ষবঃ।। ১
অব্রবীৎ সুমহাতেজা ব্রহ্মা সুরুচিরং বচঃ। ঋষিস্ত্বমতি ভদ্রন্তে স্বার্জিতৈঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ।। ২
তমেবমুক্ত্বা দেবেশস্ত্রিদিবং পুনরভ্যগাৎ। বিশ্বামিত্রো মহাতেজা ভূয়স্তেপে মহত্তপঃ।। ৩
ততঃ কালেন মহতা মেনকা পরমাপ্সরাঃ। পুষ্করেষু নরশ্রেষ্ঠ স্নাতুং সমুপচক্রমে।। ৪
তাং দদর্শ মহাতেজা মেনকাং কুশিকাত্মজঃ। রূপেণাপ্রতিমাং তত্র বিদ্যুতং জলদে যথা।। ৫

ত্রিষষ্টিতম (৬৩) সর্গ

বিশ্বামিত্রের 'ঋষি' এবং 'মহর্ষি' উপাধি প্রাপ্তি। মেনকা দ্বারা তাঁর তপোভঙ্গ। ব্রহ্মর্ষিপদ লাভের জন্য তাঁর দুষ্কর তপশ্চরণ।

তপস্যার সহস্র বৎসর পূর্ণ হলে মহামুনি ব্রতসমাপ্তিজনিত শাস্ত্রীয়-স্নান সম্পন্ন করলেন। তপঃফলপ্রদান করার ইচ্ছায় দেবতাসকল তখন তাঁর কাছে আগমন করলেন।। ১ ।। অত্যন্ত তেজঃসম্পন্ন ব্রহ্মা শোভনবাক্যে তাঁকে বললেন, নিজের অর্জিত শুভকর্মের দ্বারাই তুমি ঋষিত্ব লাভ করেছো। তোমার কল্যাণ হোক।। ২ ।। তাঁকে এই কথা বলে দেবাধিপতি ব্রহ্মা পুনরায় স্বর্গে চলে গেলেন। মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রও আবার কঠোর তপস্যায় ব্রতী হলেন।। ৩ ।। এইভাবে বহুকাল চলে গেলো। হে নরশ্রেষ্ঠ, পরমাসুন্দরী অপ্সরা মেনকা একদিন পুষ্করহ্রদে স্নানে গেলেন।। ৪ ।। কুশিকনন্দন মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র তাঁকে দেখলেন। রূপে অতুলনীয়া মেনকাকে তাঁর মনে হলো যেন মেঘের মধ্যে বিদ্যুল্লেখা।।৫ ।। তখন কামদেবের

কন্দর্পদর্পবশগো মুনিস্তামিদমব্রবীৎ। অপ্সরঃ স্বাগতং তেঽস্তু বস চেহ মমাশ্রমে।। ৬
অনুগৃহ্ণীষ্ব ভদ্রং তে মদনেন বিমোহিতম্। ইত্যুক্তা সা বরারোহা তত্র বাসমথাকরোৎ।। ৭
তপসো হি মহাবিঘ্নো বিশ্বামিত্রমুপাগমৎ। তস্যাং বসন্ত্যাং বর্ষাণি পঞ্চ পঞ্চ চ রাঘব।। ৮
বিশ্বামিত্রাশ্রমে সৌম্যে সুখেন ব্যতিচক্রমুঃ। অথ কালে গতে তস্মিন্ বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।। ৯
সব্রীড় ইব সংবৃত্তশ্চিন্তাশোকপরায়ণঃ। বুদ্ধির্মুনেঃ সমুৎপন্না সামর্ষা রঘুনন্দন।। ১০
সর্বং সুরাণাং কর্মৈতত্তপোঽপহরণং মহৎ। অহোরাত্রাপদেশেন গতাঃ সংবৎসরা দশ।। ১১
কাম-মোহাভিভূতস্য বিঘ্নোঽয়ং প্রত্যুপস্থিতঃ। স নিঃশ্বসন্মুনিবরঃ পশ্চাত্তাপেন দুঃখিতঃ।। ১২
ভীতামপ্সরসং দৃষ্ট্বা বেপন্তীং প্রাঞ্জলিং স্থিতাম্। মেনকাং মধুরৈর্বাক্যৈর্বিসৃজ্য কুশিকাত্মজঃ।। ১৩
উত্তরং পর্বতং রাম বিশ্বামিত্রো জগাম হ। স কৃত্বা নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিং জেতুকামো মহাযশাঃ।। ১৪
কৌশিকীতীরমাসাদ্য তপস্তেপে দুরাসদম্। তস্য বর্ষসহস্রাণি ঘোরং তপ উপাসতঃ।। ১৫
উত্তরে পর্বতে রাম দেবতানামভূদ্ভয়ম্। আমন্ত্রয়ন্ সমাগম্য সর্বে সর্ষিগণাঃ সুরাঃ।। ১৬
মহর্ষিশব্দং লভতাং সাধ্বয়ং কুশিকাত্মজঃ। দেবতানাং বচঃ শ্রুত্বা সর্বলোকপিতামহঃ।। ১৭
অব্রবীন্মধুরং বাক্যং বিশ্বামিত্রং তপোধনম্। মহর্ষে স্বাগতং বৎস তপসোগ্রেণ তোষিতঃ।। ১৮
মহত্ত্বমৃষিমুখ্যত্বং দদামি তব কৌশিক। ব্রহ্মণস্তু বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ।। ১৯
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা প্রত্যুবাচ পিতামহম্। ব্রহ্মর্ষিশব্দমতুলং স্বার্জিতৈঃ কর্মভিঃ শুভৈঃ।। ২০
যদি মে ভগবন্নাহ ততোঽহং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। তমুবাচ ততো ব্রহ্মা ন তাবৎ ত্বং জিতেন্দ্রিয়ঃ।। ২১

দর্পের বশীভূত হয়ে ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁকে বললেন, হে অপ্সর, তোমায় স্বাগতি জানাই। এখানে আমার আশ্রমেই তুমি থেকে যাও।।৬।। কামে মোহিত আমায় তুমি গ্রহণ করে অনুগৃহীত করো। তোমার মঙ্গল হোক। এই কথা বলায় সেই সুন্দরী সেখানে বাস করতে আরম্ভ করলেন *(বরারোহা— প্রশস্ত নিতম্ববতী সুন্দরী নারী, সুনিতম্বিনী)*।। ৭ ।। এইভাবে বিশ্বামিত্রের জীবনে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হলো। হে রাম, অপ্সরাকে নিয়ে ঋষি বিশ্বামিত্র দশবৎসর উপভোগের আনন্দ কাটিয়ে দিলেন।। ৮ ।। মনোহর আশ্রমে সুখে কাল কাটাবার পর মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপস্যার পথ থেকে বিচ্যুত হবার দুশ্চিন্তায় লজ্জা এবং শোকে নিমগ্ন হলেন। হে রাম, মুনির চিত্তে তখন ক্রোধ সমুৎপন্ন হলো *(অমর্ষ—ক্রোধ)*।। ৯-১০ ।। পূর্বে দেবগণ ছলনা দ্বারা আমার মহনীয় তপস্যাকে হরণ করেছে। দশটি বৎসর আমার মোহের ফলে দিনরাত্রির মতো চলে গেলো।। ১১ ।। কামের মোহে অভিভূত হওয়ায় আমার এই দুর্বিপাক উপস্থিত হলো। মুনিশ্রেষ্ঠ এইভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অনুতাপে বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন।। ১২ ।। এইভাবে মুনির আত্মজ্ঞানের উদয় দেখে অপ্সরা মেনকা ভয়ে কেঁপে হাতজোড় করে উপস্থিত হলো। তখন কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র মধুরবাক্যে তাকে বিদায় দিলেন।। ১৩।। তারপর বিশ্বামিত্র উত্তরপর্বতে চলে গেলেন। মহাযশস্বী সেই ঋষি কাম জয় করার জন্য দৃঢ়বুদ্ধি অবলম্বন করলেন।। ১৪ ।। কৌশিকীনদীর তীরে গিয়ে দুশ্চর তপস্যায় তিনি মগ্ন হলেন। এইভাবে কঠোর তপস্যায় তাঁর হাজার বছর কেটে গেলো।। ১৫ ।। সেই তপস্যা হচ্ছিলো উত্তরপর্বতে। রাম, তা দেখে দেবতাদের ভয় হলো। দেবগণ ঋষিদের ডেকে সবাই একত্রিত হলেন।। ১৬ ।। তাঁরা ব্রহ্মার কাছে গেলেন। বললেন, এই কুশিকপুত্র তপস্বী বিশ্বামিত্র 'মহর্ষি' পদ লাভ করুন। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তখন তপস্বী বিশ্বামিত্রকে মধুরবাক্যে বললেন, কঠোর তপস্যায় তুমি আমায় তুষ্ট করেছো। তাই বলি, তুমি আজ মহর্ষি। তোমায় স্বাগতি জানাই।। ১৭-১৮ ।। হে কৌশিক, তোমায় আমি আজ মহত্ব এবং ঋষিদের মধ্যে মুখ্যত্ব দান করছি। তপস্যাকেই যিনি ধন মনে করেন, সেই বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করলেন।। ১৯ ।। তিনি প্রণত হয়ে হাতজোড় করে পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন, আমার শুভ কর্মফলে অর্জিত পুণ্যের দ্বারা যদি আপনি আমায় ব্রহ্মর্ষি বলে বলেন, তাহলেই আমি নিজেকে জিতেন্দ্রিয়রূপে বিশেষভাবে বুঝবো। ব্রহ্মা তখন বললেন, তুমি এখনো জিতেন্দ্রিয় হতে পারো নি।। ২০-২১ ।। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, তুমি এই বিষয়ে আরো সচেষ্ট হও। এই কথা

যতস্ব মুনিশার্দূল ইত্যুক্তা ত্রিদিবং গতঃ। বিপ্রস্থিতেষু দেবেষু বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।। ২২
ঊর্ধ্ববাহুর্নিরালম্বো বায়ুভক্ষস্তপশ্চরন্। ঘর্মে পঞ্চতপা ভূত্বা বর্ষাস্বাকাশসংশ্রয়ঃ।। ২৩
শিশিরে সলিলেশায়ী রাত্র্যহানি তপোধনঃ। এবং বর্ষসহস্রং হি তপো ঘোরমুপাগমৎ।। ২৪
তস্মিন্ সন্তপ্যমানে তু বিশ্বামিত্রে মহামুনৌ। সন্তাপঃ সুমহানাসীৎ সুরাণাং বাসবস্য চ।। ২৫
রম্ভামপ্সরসং শক্রঃ সর্বৈঃ সহ মরুদ্গণৈঃ। উবাচাত্মহিতং বাক্যমহিতং কৌশিকস্য চ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ত্রিষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ।

বলে তিনি স্বর্গে চলে গেলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র আরো উগ্র তপস্যায় মগ্ন হলেন।। ২২ ।। তিনি কোনো কিছু অবলম্বন না করে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। ভোজন ছিলো কেবল বায়ু। গ্রীষ্মকালে চারদিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে ওপরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে পঞ্চতপা নামক তপস্যায় তিনি আত্মনিয়োগ করলেন। বর্ষাকালে খোলা আকাশের নীচে বসে তপস্যা করছিলেন *(ঘর্ম—গ্রীষ্মকাল)*।। ২৩ ।। শিশিরের তথা শীতকালে জলে অহোরাত্র অবস্থান করে সেই তপস্বী তপস্যা করতে লাগলেন। এইভাবে এক হাজার বছর তিনি উৎকট তপস্যা করলেন।। ২৪ ।। মহর্ষি বিশ্বামিত্র এইভাবে কঠোর তপস্যা করাতে দেবগণের এবং ইন্দ্রের সন্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলো।। ২৫ ।। তখন ইন্দ্র মরুৎ প্রভৃতি দেবতাসকলকে নিয়ে অপ্সরা রম্ভার কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য ভালো অথচ বিশ্বামিত্রের জন্য অহিতকর বাক্য বলতে লাগলেন।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের ত্রিষষ্ঠিতম (৬৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

বিশ্বামিত্রস্যাভিশাপেন রম্ভায়াঃ প্রস্তরমূর্তিধারণম্, ব্রাহ্মণত্বলাভায় বিশ্বামিত্রস্য পুনর্দুষ্করং তপশ্চরণম্।

সুরকার্যমিদং রম্ভে কর্তব্যং সুমহত্ত্বয়া। লোভনং কৌশকস্যেহ কামমোহসমন্বিতম্।। ১
তথোক্তা সাপ্সরা রাম সহস্রাক্ষেণ ধীমতা। ব্রীড়িতা প্রাঞ্জলির্বাক্যং প্রত্যুবাচ সুরেশ্বরম্।। ২
অয়ং সুরপতে ঘোরো বিশ্বমিত্রো মহামুনিঃ। ক্রোধমুৎস্রক্ষ্যতে ঘোরো ময়ি দেব ন সংশয়ঃ।। ৩
ততো হি মে ভয়ং দেব প্রসাদং কর্তুমর্হসি। এবমুক্তস্তয়া রাম সভয়ং ভীতয়া তদা।। ৪
তামুবাচ সহস্রাক্ষো বেপমানাং কৃতাঞ্জলিম্। মা ভৈষী রম্ভে ভদ্রং তে কুরুষ্ব মম শাসনম্।। ৫
কোকিলো হৃদয়গ্রাহী মাধবে রুচিরদ্রুমে। অহং কন্দর্পসহিতঃ স্থাস্যামি তব পার্শ্বতঃ।। ৬

চতুঃষষ্টিতম (৬৪) সর্গ

বিশ্বামিত্রের অভিশাপে রম্ভার পাষাণমূর্তিধারণ। ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য বিশ্বামিত্রের পুনর্বার দুশ্চর তপস্যা।

হে রম্ভে, দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্য এই অত্যন্ত মহৎকার্যটি তুমি করো। বিশ্বামিত্রকে কামের লোভ দেখিয়ে মোহগ্রস্ত করো।। ১ ।। হে রাম, বুদ্ধিমান ইন্দ্র এই কথা বলায় অপ্সরা রম্ভা লজ্জিতা হয়ে করজোড়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে বললো—।। ২ ।। হে দেবরাজ, মহর্ষি বিশ্বামিত্র ভীষণ ব্যক্তি। আমি তাঁকে প্রলুব্ধ করতে গেলেই তিনি আমার উপর অত্যন্ত রেগে যাবেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই।। ৩ ।। এইজন্য, হে দেব, আমার ভয় হচ্ছে। আপনি আমায় দয়া করুন। রাম, ভয়ে রম্ভা তখন ইন্দ্রকে এই কথা বললো।। ৪ ।। রম্ভা কৃতাঞ্জলি হয়ে তখনও ভয়ে কাঁপছে। ইন্দ্র তখন তাকে বললেন, রম্ভে, ভয় করো না। তোমার মঙ্গল হবে। আমার নির্দেশ পালন করো।। ৫ ।। বসন্তকালে রমণীয় তরুতে মন-কাড়া কোকিল হয়ে কন্দর্পদেবের সঙ্গে আমি তোমার পাশে থাকবো *(রুচির—সুন্দর)*।। ৬ ।। সুন্দরি, তুমি তোমার রূপকে বহুগুণে বর্ধিত করে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে

ত্বং হি রূপং বহুগুণং কৃত্বা পরমভাস্বরম্। তমৃষিং কৌশিকং ভদ্রে ভেদয়স্ব তপস্বিনম্।। ৭
সা শ্রুত্বা বচনং তস্য কৃত্বা রূপমনুত্তমম্। লোভয়ামাস ললিতা বিশ্বামিত্রং শুচিস্মিতা।। ৮
কোকিলস্য তু শুশ্রাব বল্গু ব্যাহরতঃ স্বনম্। সংপ্রহৃষ্টেন মনসা স চৈনামন্ববৈক্ষত।। ৯
অথ তস্য চ শব্দেন গীতেনাপ্রতিমেন চ। দর্শনেন চ রম্ভায়া মুনিঃ সন্দেহমাগতঃ।। ১০
সহস্রাক্ষস্য তৎসর্বং বিজ্ঞায় মুনিপুঙ্গবঃ। রম্ভাং ক্রোধসমাবিষ্টঃ শশাপ কুশিকাত্মজঃ।। ১১
যন্মাং লোভয়সে রম্ভে কাম-ক্রোধজয়ৈষিণম্। দশবর্ষসহস্রাণি শৈলী স্থাস্যসি দুর্ভগে।। ১২
ব্রাহ্মণঃ সুমহাতেজাস্তপোবলসমন্বিতঃ। উদ্ধরিষ্যতি রম্ভে ত্বাং মৎক্রোধকলুষীকৃতাম্।। ১৩
এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। অশক্নুবন্ ধারয়িতুং কোপং সন্তাপমাত্মনঃ।। ১৪
তস্য শাপেন মহতা রম্ভা শৈলী তদাভবৎ। বচঃ শ্রুত্বা চ কন্দর্পো মহর্ষেঃ স চ নির্গতঃ।। ১৫
কোপেন চ মহাতেজাস্তপোঽপহরণে কৃতে। ইন্দ্রিয়ৈরজিতৈ রাম ন লেভে শান্তিমাত্মনঃ।। ১৬
বভূবাস্য মনশ্চিন্তা তপোঽপহরণে কৃতে। নৈবং ক্রোধং গমিষ্যামি ন চ বক্ষ্যে কথঞ্চন।। ১৭
অথবা নোচ্ছ্বসিষ্যামি সংবৎসরশতান্যপি। অহং হি শোষয়িষ্যামি আত্মানং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।। ১৮
তাবদ্ যাবদ্ধি মে প্রাপ্তং ব্রাহ্মণ্যং তপসার্জিতম্। তনুচ্ছ্বসন্নভুঞ্জানস্তিষ্ঠেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ।। ১৯
ন হি যে তপ্যমানস্য ক্ষয়ং যাস্যন্তি মূর্তয়ঃ। এবং বর্ষসহস্রস্য দীক্ষাং স মুনিপুঙ্গবঃ।
চকারা প্রতিমাং লোকে প্রতিজ্ঞাং রঘুনন্দন।। ২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

সেই তপোনিরত ঋষির হৃদয়কে বিদ্ধ করো।। ৭ ।। তাঁর সেই কথা শুনে ললিত রূপবতী রম্ভা সর্বোত্তম রূপ ধারণ করে মধুর হাস্যে-লাস্যে বিশ্বামিত্রকে প্রলুব্ধ করলো।। ৮ ।। তিনি কোকিলের মধুর কূজন শুনতে লাগলেন। অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে সুন্দরী রম্ভাকে তিনি দেখতে পেলেন।। ৯ ।। কোকিলের কূজন এবং অতুলনীয় গান শুনে এবং রমণীয়া রম্ভাকে দেখে মুনির সন্দেহ হলো।। ১০ ।। মহর্ষি ভালোভাবে বুঝলেন, এ সবই সহস্রলোচন ইন্দ্রের কাজ। কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে রম্ভাকে অভিশাপ দিলেন।। ১১ ।। ওরে রম্ভে, আমি কাম এবং ক্রোধ জয় করতে চাইছি। আর, তুমি আমায় প্রলুব্ধ করতে এসেছো। ওরে হতভাগিনি, দশ হাজার বছর ধরে পাষাণ হয়ে তুমি এখানে অবস্থান করো।। ১২ ।। আমার ক্রোধে তোমার এই দুরবস্থা থেকে অত্যন্ত তেজ এবং তপঃশক্তিসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ এসে তোমায় উদ্ধার করবেন।। ১৩ ।। এই কথা বলে মহাতেজস্বী মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিজের ক্রোধ এবং সন্তাপ ধরে রাখতে পারলেন না।। ১৪ ।। তাঁর ভীষণ অভিশাপে অপ্সরা রম্ভা পাষাণময়ী হয়ে গেলো। মহর্ষির অভিশাপবচন শুনে কন্দর্পদেবও চলে গেলেন।। ১৫।। রাম, ক্রোধে তপঃশক্তি বিনষ্ট হওয়ায় ইন্দ্রিয় জয় করতে পারেন নি দেখে মহাতেজস্বী মহর্ষি মনে শান্তি পেলেন না।। ১৬ ।। তপঃশক্তি অপহৃত হওয়ায় তাঁর মনে চিন্তা এলো, আর কখনো রাগ করবো না। শাপ দিয়ে বাক্যও বলবো না।। ১৭ ।। নৈলে এক শত বৎসর ধরে আমি নিঃশ্বাস রোধ করে থাকবো। ইন্দ্রিয়গুলিকে বিশেষভাবে জয় করে নিজের দেহকে আমি শুকিয়ে ফেলবো।। ১৮ ।। তপস্যার দ্বারা যতদিন আমি ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করতে না পারি ততদিন আমি নিঃশ্বাস না নিয়ে এবং ভোজন না করেই থাকবো।। ১৯ ।। এইভাবে তপস্যা করলেও আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিনষ্ট হবে না। এইরকমভাবে হাজার বছর ধরে জগতে অতুলনীয় তপস্যায় কাটাবেন, হে রাম, মুনিশ্রেষ্ঠ এই প্রতিজ্ঞা করলেন।। ২০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের চতুঃষষ্টিতম (৬৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

বিশ্বামিত্রস্য সুকঠোরং তপশ্চারণম্, ব্রাহ্মণত্বলাভঃ, বসিষ্ঠেন সহ সখ্যস্থাপনম্, রাজ্ঞা জনকেন তস্য প্রশংসনঞ্চ

অথ হৈমবতীং রাম দিশং ত্যক্ত্বা মহামুনিঃ। পূর্বাং দিশমনুপ্রাপ্য তপস্তেপে সুদারুণম্।। ১
মৌনং বর্ষসহস্রস্য কৃত্বা ব্রতমনুত্তমম্। চকারাপ্রতিমং রাম তপঃ পরমদুষ্করম্।। ২
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু কাষ্ঠভূতং মহামুনিম্। বিঘ্নৈর্বহুভিরাধূতং ক্রোধো নান্তরমাবিশৎ।। ৩
স কৃত্বা নিশ্চয়ং রাম তপ আতিষ্ঠতাব্যয়ম্। তস্য বর্ষসহস্রস্য ব্রতে পূর্ণে মহাব্রতঃ।। ৪
ভোক্তুমারব্ধবানন্নং তস্মিন্ কালে রঘূত্তম। ইন্দ্রো দ্বিজাতির্ভূত্বা তং সিদ্ধমন্নমযাচত।। ৫
তস্মৈ দত্ত্বা তদা সিদ্ধং সর্বং বিপ্রায় নিশ্চিতঃ। নিঃশেষিতেঽন্নে ভগবানভুক্ত্বৈব মহাতপাঃ।। ৬
ন কিঞ্চিদবদদ্ বিপ্রং মৌনব্রতমুপাস্থিতঃ। তথৈবাসীৎ পুনর্মৌনমনুচ্ছ্বাসং চকার হ।। ৭
অথ বর্ষসহস্রঞ্চ নোচ্ছ্বসন্মুনিপুঙ্গবঃ। তস্যানুচ্ছ্বসমানস্য মূর্ধ্নি ধূমো ব্যজায়ত।। ৮
ত্রৈলোক্যং যেন সম্ভ্রান্তমাতাপিতমিবাভবৎ। ততো দেবর্ষি-গন্ধর্বাঃ পন্নগোরগ-রাক্ষসাঃ।। ৯
মোহিতাস্তপসা তস্য তেজসা মন্দরশ্ময়ঃ। কশ্মলোপহতাঃ সর্বে পিতামহমথাব্রুবন্।। ১০
বহুভিঃ কারণৈর্দেব বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। লোভিতঃ ক্রোধিতশ্চৈব তপসা চাভিবর্ধতে।। ১১
নহ্যস্য বৃজিনং কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে সূক্ষ্মমপ্যত। ন দীয়তে যদি ত্বস্য মনসা যদভীপ্সিতম্।। ১২
বিনাশয়তি ত্রৈলোক্যং তপসা সচরাচরম্। ব্যাকুলাশ্চ দিশঃ সর্বা ন চ কিঞ্চিৎ প্রকাশতে।। ১৩

পঞ্চষষ্টিতম (৬৫) সর্গ

বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যা। বশিষ্ঠের সঙ্গে মৈত্রী। রাজা জনকের দ্বারা বিশ্বামিত্রের প্রশংসা।

জনক-পুরোহিত শতানন্দ বললেন, হে রাম, মহর্ষি বিশ্বামিত্র উত্তরদিক পরিহার করে পূর্বদিকে গমন করে অতি কঠোর তপশ্চর্যায় মগ্ন হলেন। *(হৈমবতী দিক—হিমালয় যেদিকে রয়েছে অর্থাৎ উত্তরদিক)*।। ১ ।। যার তুলনা মেলে না, হাজার বছর ধরে মৌন থেকে অত্যন্ত দুঃসাধ্য সেই ব্রত তিনি পালন করেন।। ২ ।। হাজার বছর পূর্ণ হলে মহর্ষির দেহ শুকনো কাঠের মতো হয়ে গেলো। বহু বিঘ্ন এলেও তাঁর মনে ক্রোধ এলো না।। ৩ ।। রাম, দৃঢ়সঙ্কল্প করে তিনি অক্ষয় তপস্যা করে চলেছেন। এইভাবে হাজার বছর পূর্ণ হলে মহাব্রতী বিশ্বামিত্র অন্নভোজনে প্রবৃত্ত হলেন। রঘূত্তম, সেইসময়ে ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশধারণ করে সেই রান্না করা অন্ন প্রার্থনা করলেন।। ৪-৫ ।। রান্না-করা সবটুকু অন্নই বিশ্বামিত্র তাঁকে সঙ্কল্প করে দান করলেন। সব অন্ন শেষ হয়ে যাওয়ায় মহাতপস্বী মহর্ষি অভুক্তই রয়ে গেলেন।। ৬ ।। মৌনব্রত পালন করতে থাকায় তিনি সেই ব্রাহ্মণকে কিছুই বললেন না। মৌন অবলম্বন করে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে আবার তিনি তপস্যায় নিরত হলেন।। ৭।। তারপর শ্বাসরুদ্ধ করে তিনি আবার হাজার বছর তপস্যা করলেন। নিঃশ্বাসরুদ্ধ মুনির মস্তক থেকে ধূম নির্গত হতে লাগলো।। ৮ ।। তাতে ত্রৈলোক্যই যেন অত্যন্ত তপ্ত হয়ে বিপর্যস্ত হয়ে উঠলো। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব, পন্নগ, উরগ এবং রাক্ষসেরা সেই তেজে নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। তারা সবাই মূর্ছিত হয়ে পড়লো। তখন সকলে গিয়ে পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন— *(পন্নগ—সর্প, এখানে পন্নগ; উরগ—এরা উপদেবতা বিশেষ। কশ্মল—পাপ, মূর্ছা, মোহ)*।। ৯-১০ ।। দেব, মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে নানাভাবে প্রলুব্ধ এবং ক্রুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর তপস্যা বিনষ্ট না হয়ে বর্ধিতই হয়েছে।। ১১ ।। অতি সূক্ষ্মদৃষ্টিতেও তাঁর কোনো পাপ দেখা যাচ্ছে না। তিনি মনে মনে যা চাইছেন, যদি তাঁকে না দেন, তাহলে তপস্যার দ্বারা তিনি স্থাবর-জঙ্গমসহ ত্রিভুবন ধ্বংস করে দেবেন। সব দিক আজ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছে না *(বৃজিন—পাপ, কুটিল, কেশ)*।। ১২-১৩ ।। সাগর-চর আজ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। পাহাড়গুলি ভেঙেচুরে যাচ্ছে।

সাগরাঃ ক্ষুভিতাঃ সর্বে বিশীর্যন্তে চ পর্বতাঃ। প্রকম্পতে চ বসুধা বায়ুর্বাতীহ সঙ্কুলঃ।। ১৪
ব্রহ্মন্ন প্রতিজানীমো নাস্তিকো জায়তে জনঃ। সংমূঢমিব ত্রৈলোক্যং সম্প্রক্ষুভিতমানসম্।। ১৫
ভাস্করো নিষ্প্রভশ্চৈব মহর্ষেস্তস্য তেজসা। বুদ্ধিং ন কুরুতে যাবন্নাশে দেব মহামুনিঃ।। ১৬
তাবৎ প্রসাদো ভগবন্নগ্নিরূপো মহাদ্যুতিঃ। কালাগ্নিনা যথাপূর্বং ত্রৈলোক্যং দহ্যতেঽখিলম্।। ১৭
দেবরাজ্যং চিকীর্যেত দীয়তামস্য যন্মনঃ। ততঃ সুরগণাঃ সর্বে পিতামহপুরোগমাঃ।। ১৮
বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং বাক্যং মধুরমব্রুবন্। ব্রহ্মর্ষে স্বাগতং তেঽস্তু তপসা স্ম সুতোষিতাঃ।। ১৯
ব্রাহ্মণ্যং তপসোগ্রেণ প্রাপ্তবানসি কৌশিক। দীর্ঘমায়ুশ্চ তে ব্রহ্মন্ দদামি সমরুদ্‌গণঃ।। ২০
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে গচ্ছ সৌম্য যথাসুখম্। পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সর্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্।। ২১
কৃত্বা প্রণামং মুদিতো ব্যাজহার মহামুনিঃ। ব্রাহ্মণ্যং যদি মে প্রাপ্তং দীর্ঘমায়ুস্তথৈব চ।। ২২
ওঁকারোঽথ বষট্‌কারো বেদাশ্চ বরয়ন্তু মাম্। ক্ষত্রবেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ব্রহ্মবেদবিদামপি।। ২৩
ব্রহ্মপুত্রো বসিষ্ঠো মামেবং বদতু দেবতাঃ। যদ্যেবং পরমঃ কামঃ কৃতো যান্তু সুরর্ষভাঃ।। ২৪
ততঃ প্রসাদিতো দেবৈর্বসিষ্ঠো জপতাং বরঃ। সখ্যং চকার ব্রহ্মর্ষিরেবমস্ত্বিতি চাব্রবীৎ।। ২৫
ব্রহ্মর্ষিস্ত্বং ন সন্দেহঃ সর্বং সম্পদ্যতে তব। ইত্যুক্ত্বা দেবতাশ্চাপি সর্বা জগ্মুর্যথাগতম্।। ২৬
বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা লব্ধ্বা ব্রাহ্মণ্যমুত্তমম্। পূজয়ামাস ব্রহ্মর্ষিং বসিষ্ঠং জপতাং বরম্।। ২৭
কৃতকামো মহীং সর্বাং চচার তপসি স্থিতঃ। এবং ত্বনেন ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তং রাম মহাত্মনা।। ২৮
এষ রাম মুনিশ্রেষ্ঠ এষ বিগ্রহবাংস্তপঃ। এষ ধর্মঃ পরো নিত্যং বীর্যস্যৈষ পরায়ণম্।। ২৯

পৃথিবী কাঁপছে। বাতাস বইছে ঝড়ের মতো।। ১৪ ।। হে ব্রহ্মন্, প্রতিজ্ঞা করে বলছি, দেখুন, মানুষেরা সব নাস্তিক হয়ে পড়েছে। ত্রিভুবনের অধিবাসীরা যেন সবাই সম্যগ্‌ভাবে মূঢ় হয়ে গেছেন। তাঁদের চিত্ত আজ একেবারে চঞ্চল।। ১৫ ।। সেই মহর্ষির তেজে সূর্য আজ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। সেই মহাদীপ্তিমান অগ্নিসম মহর্ষি সব ধ্বংস করার সঙ্কল্প নেবার পূর্বেই হে ভগবন্, আপনি গিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করুন। আপনি জানেন তো, পূর্বে সমগ্র ত্রিলোককে ভীষণ অগ্নি দগ্ধ করেছিলো।। ১৬-১৭ ।। তিনি যদি দেবতাদের রাজ্য তথা স্বর্গ পেতে চান, কিংবা তাঁর মন যদি অন্য কিছু চায়, তা তাঁকে দিয়ে দিন। অতঃপর ব্রহ্মাকে সামনে নিয়ে দেবতারা সকলে মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে মধুরবাক্যে বললেন, হে ব্রহ্মর্ষে, আপনাকে স্বাগতি জানাই। আপনার তপস্যায় আমরা সকলে অত্যন্ত তুষ্ঠ হয়েছি।। ১৮-১৯ ।। হে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র, কঠোর তপস্যার দ্বারা আপনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছেন। মরুদ্‌দেবগণের সঙ্গে আমরা আপনাকে, হে ব্রাহ্মণ, দীর্ঘ আয়ু দান করছি। হে সৌম্য, আপনি স্বস্তি লাভ করুন। আপনার কল্যাণ হোক। আনন্দের সঙ্গে আপনি এবার যেতে পারেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র সকল দেবতার সঙ্গে ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করে আনন্দে প্রণাম করে বললেন, তাহলে আমি ব্রাহ্মণত্ব এবং দীর্ঘ আয়ু লাভ করলাম।। ২০-২২ ।। তাই ওঙ্কার, বষট্‌কার এবং বেদসমূহ আমায় বরণ করুক। ক্ষাত্র এবং ব্রহ্মবিদ্যার বিদগ্ধদের মধ্যে মুখ্য ব্রহ্মাপুত্র বশিষ্ঠ আমায় ব্রাহ্মণ বলুন।। ২৩ ।। হে দেবগণ, ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ আমার এইভাবে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করুন। যদি এইভাবে আমার পরমকামনা আপনারা পূর্ণ করেন, তাহলে হে দেবগণ, আপনারা যেতে পারেন।। ২৪ ।। এবার দেবগণ জপপরায়ণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে নানাভাবে প্রসন্ন করলেন। ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে বললেন, তাই হোক।। ২৫ ।। তুমি এখন থেকে ব্রহ্মর্ষি হলে! এতে কোনো সংশয় নেই। ব্রাহ্মণের প্রাপ্য সবই তুমি পাবে। এই বলে দেবতারা সকলে যেমন এসেছিলেন তেমন চলে গেলেন। ধর্মপ্রাণ বিশ্বামিত্রও ব্রাহ্মণত্বলাভ করে জপিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠকে অর্চনা করলেন।। ২৬-২৭ ।। হে রাম, বিশ্বামিত্র এইভাবে তপস্যায় স্থিত হয়ে অভীষ্ট পূর্ণভাবে লাভ করে সমগ্র পৃথিবী পরিব্রাজন করলেন। রাম, এইভাবে সেই মহাত্মা ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করলেন।। ২৮ ।। রাম, দেখো, এই সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র, ইনি তপস্যার মূর্তিমান বিগ্রহ। পরম ধার্মিক এবং নিত্যই বীর্যবত্তার পরম আশ্রয়।। ২৯ ।। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী জনক-পুরোহিত শতানন্দ এইভাবে বিশ্বামিত্রের ইতিহাস বলে

এবমুক্ত্বা মহাতেজা বিররাম দ্বিজোত্তমঃ। শতানন্দবচঃ শ্রুত্বা রাম-লক্ষ্মণসন্নিধৌ।। ৩০
জনকঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ কুশিকাত্মজম্। ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গব।। ৩১
যজ্ঞং কাকুৎস্থসহিতঃ প্রাপ্তবানসি কৌশিক। পাবিতোঽহং ত্বয়া ব্রহ্মন্ দর্শনেন মহামুনে।। ৩২
গুণা বহুবিধাঃ প্রাপ্তাস্তব সন্দর্শনান্ময়া। বিস্তরেণ চ বৈ ব্রহ্মন্ কীর্তমানং মহত্তপঃ।। ৩৩
শ্রুতং ময়া মহাতেজো রামেণ চ মহাত্মনা। সদস্যৈঃ প্রাপ্য চ সদঃ শ্রুতাস্তে বহবো গুণাঃ।। ৩৪
অপ্রমেয়ং তপস্তুভ্যমপ্রমেয়ঞ্চ তে বলম্। অপ্রমেয়া গুণাশ্চৈব নিত্যং তে কুশিকাত্মজ।। ৩৫
তৃপ্তিরাশ্চর্যভূতানাং কথানাং নাস্তি মে বিভো। কর্মকালো মুনিশ্রেষ্ঠ লম্বতে রবিমণ্ডলম্।। ৩৬
শ্বঃ প্রভাতে মহাতেজো দ্রষ্টুমর্হসি মাং পুনঃ। স্বাগতং জপতাং শ্রেষ্ঠ মামনুজ্ঞাতুমর্হসি।। ৩৭
এবমুক্তো মুনিবরঃ প্রশস্য পুরুষর্ষভম্। বিসসর্জাশু জনকং প্রীতং প্রীতমনাস্তদা।। ৩৮
এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠং বৈদেহো মিথিলাধিপঃ। প্রদক্ষিণং চকারাশু সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।। ৩৯
বিশ্বামিত্রোঽপি ধর্মাত্মা সহরামঃ সলক্ষ্মণঃ। স্ববাসমভিচক্রাম পূজ্যমানো মহাত্মভিঃ।। ৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

বিরত হলেন। শতানন্দের বাক্য শুনে রাম ও লক্ষ্মণের সামনে রাজর্ষি জনকই কৃতাঞ্জলি হয়ে কুশিকপুত্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বললেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হলাম।।৩০-৩১ ।। হে কৌশিক, যেহেতু ককুৎস্থের বংশধর রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে আপনি আমার যজ্ঞে এসেছেন, হে মহর্ষে, আপনার দর্শনে আমি পবিত্র হলাম।।৩২ ।। আপনাকে দর্শন করায় আমি বহুবিধ গুণের অধিকারী হলাম। হে ব্রহ্মন্, ঋষি শতানন্দ আপনার মহতী তপস্যার কথা বিশদভাবে কীর্তন করলেন। হে মহাতেজস্বিন্, মহাপ্রাণ রামচন্দ্রের সঙ্গে সেই পাবনী-কথা আমি শ্রবণ করলাম। সভাসদ এবং যজ্ঞের সদস্যেরাও আপনার গুণাবলী শ্রবণ করলেন।। ৩৩-৩৪ ।। হে কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্র, আমরা জানলাম, আপনার অতুলনীয় তপস্যা এবং অপরিসীম শক্তির কথা। উপলব্ধি করলাম, সতত আপনার গুণরাজিও অনন্ত।। ৩৫ ।। মহাত্মন্, আপনার আশ্চর্য জীবনকাহিনী এতো শুনেও যেন আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না। সূর্যমণ্ডল এখন অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। সায়ংকালীন উপাসনার এখন সময়।। ৩৬ ।। আগামীকাল প্রভাতে, হে মহাতেজস্বিন্, আপনি আবার আমায় দেখতে পাবেন। আপনাকে এখন বিদায় জানাই। হে জপিশ্রেষ্ঠ, এবার আমাকে যাবার অনুমতি দিন।।৩৭ ।। এই কথা শুনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র নরশ্রেষ্ঠ জনকের প্রশংসা করে সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে সত্বর বিদায় দিলেন।।৩৮।। মুনিবরকে এই কথা বলে বিদেহরাজ মিথিলাপতি জনক উপাধ্যায় এবং বান্ধবদের সঙ্গে করে সত্বর বিশ্বামিত্রকে প্রদক্ষিণ করলেন।।৩৯ ।। ধর্মপ্রাণ বিশ্বামিত্র ও মহাত্মাগণের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়ে রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করে নিজেদের বাসগৃহে গমন করলেন।। ৪০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চষষ্টিতম (৬৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

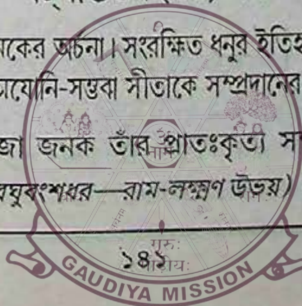
মহারাজেন জনকেন বিশ্বামিত্র-রাম-লক্ষ্মণানামর্চনম্, রক্ষিতধনুষ ইতিবৃত্তবর্ণনম্, ধনুষি গুণযোজনসমর্থায় শ্রীরামায় অযোনিসম্ভবায়াঃ সীতাদেব্যাঃ সম্প্রদানবার্তাজ্ঞাপনঞ্চ।

ততঃ প্রভাতে বিমলে কৃতকর্মা নরাধিপঃ। বিশ্বামিত্রং মহাত্মানমাজুহাব সরাঘবম্।। ১

ষট্‌ষষ্টিতম (৬৬) সর্গ

বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণকে মহারাজ জনকের অর্চনা। সংরক্ষিত ধনুর ইতিহাস। ধনুতে গুণযোজনা করতে পারলে রামচন্দ্রের হস্তে অযোনি-সম্ভবা সীতাকে সম্প্রদানের সঙ্কল্প-ঘোষণা।

পরের দিন এলো নির্মল প্রভাত। রাজা জনক তাঁর প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করেই রাম-লক্ষ্মণসহ মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করলেন (*রাঘব—রঘুবংশধর—রাম-লক্ষ্মণ উভয়*)।। ১ ।। ধর্মপ্রাণ রাজা জনক শাস্ত্রবিধি



তমর্চয়িত্বা ধর্মাত্মা শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্মণা। রাঘবৌ চ মহাত্মানৌ তদা বাক্যমুবাচ হ।। ২
ভগবন্ স্বাগতং তেঽস্তু কিং করোমি তবানঘ। ভবানাজ্ঞাপয়তু মামাজ্ঞাপ্যো ভবতা হ্যহম্।। ৩
এবমুক্তঃ স ধর্মাত্মা জনকেন মহাত্মনা। প্রত্যুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠো বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।। ৪
পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ ক্ষত্রিয়ৌ লোকবিশ্রুতৌ। দ্রষ্টুকামৌ ধনুঃশ্রেষ্ঠং যদেতত্ত্বয়ি তিষ্ঠতি।। ৫
এতদ্দর্শয় ভদ্রং তে কৃতকামৌ নৃপাত্মজৌ। দর্শনাদস্য ধনুষো যথেষ্টং প্রতিযাস্যতঃ।। ৬
এবমুক্তস্তু জনকঃ প্রত্যুবাচ মহামুনিম্। শ্রূয়তামস্য ধনুষো যদর্থমিহ তিষ্ঠতি।। ৭
দেবরাত ইতি খ্যাতো নিমের্জ্যেষ্ঠো মহীপতিঃ। ন্যাসোঽয়ং তস্য ভগবন্ হস্তে দত্তো মহাত্মনঃ।। ৮
দক্ষযজ্ঞবধে পূর্বং ধনুরায়ম্য বীর্যবান্। বিধ্বংস্য ত্রিদশান্ রোষাৎ সলীলমিদমব্রবীৎ।। ৯
যস্মাদ্ভাগার্থিনো ভাগং নাকল্পয়ত মে সুরাঃ। বরাঙ্গানি মহার্হাণি ধনুষা শাতয়ামি বঃ।। ১০
ততো বিমনসঃ সর্বে দেবা বৈ মুনিপুঙ্গব। প্রসাদয়ন্ত দেবেশং তেষাং প্রীতোঽভবদ্ভবঃ।। ১১
প্রীতিযুক্তস্তু সর্বেষাং দদৌ তেষাং মহাত্মনাম্। তদেতদ্দেবদেবস্য ধনূরত্নং মহাত্মনঃ।। ১২
ন্যাসভূতং তদা ন্যস্তমস্মাকং পূর্বজে বিভৌ। অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।। ১৩
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা। ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্ধত মমাত্মজা।। ১৪
বীর্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা। ভূতলাদুত্থিতাং তাং তু বর্ধমানাং মমাত্মজাম্।। ১৫
বরয়ামাসুরাগত্য রাজানো মুনিপুঙ্গব। তেষাং বরয়তাং কন্যাং সর্বেষাং পৃথিবীক্ষিতাম্।। ১৬

অনুসারে তাঁকে এবং মহাপ্রাণ রাম-লক্ষ্মণকে অর্চনা করে বললেন—।। ২ ।। ভগবন্, আপনার আগমন শুভ হোক। হে পুণ্যাত্মন্, আপনার জন্য আমি কি করতে পারি? আপনার আদেশপালন আমার কর্তব্য। আমাকে আপনি আজ্ঞাদান করুন।। ৩ ।। মহাপ্রাণ জনক এই কথা বলার পর ধর্মপ্রাণ, বাক্যনিপুণ মহর্ষি বিশ্বামিত্র প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ৪ ।। দশরথের পুত্র এই ক্ষত্রিয় কুমার দু'টি বিশ্বে বিখ্যাত। আপনার কাছে যে শ্রেষ্ঠ ধনুটি রয়েছে, সেটি এরা দেখতে চাইছে।। ৫ ।। কল্যাণকর ধনুটি এদেরকে দর্শন করান। রাজকুমার দু'জন ধনুটি দেখেই অভিলাষ পূর্ণ করে ফিরে যাবেন।। ৬ ।। এই কথা জনককে বলায় জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে প্রত্যুত্তরে বললেন, শুনুন, যে কারণে ধনুটি এখানে রয়েছে।। ৭ ।। একসময়ে দেবরাত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র। সেই মহাত্মার হস্তে ন্যাসরূপে রক্ষার জন্য এটি প্রদত্ত হয়েছিলো *(ন্যাস—বন্ধক রাখা)*।। ৮ ।। পূর্বকালে দক্ষযজ্ঞ বিনাশের সময় বীর্যবান মহেশ্বর এই ধনুটিই আকর্ষণ করে অবলীলাক্রমে ধ্বংসসাধন করেন। ক্রোধভরে তিনি দেবতাদেরকে বলেছিলেন—।। ৯ ।। আমি যজ্ঞভাগের অংশ পেতে পারি। যে দেবতারা আমাকে তা দেন নি তাঁদের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মস্তক আমি ধনু দিয়ে ছেদন করবো। আমি জানি দেবতাদের এই মস্তক অত্যন্ত বন্দনীয়।। ১০ ।। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, দেবতাসকল তখন সেই কথা শুনে মানসিকভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। মহেশ্বরকে তাঁরা নানাভাবে প্রসন্ন করার চেষ্টা করলেন। এতে তিনি দেবগণের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন *(ভব—মহেশ্বর)*।। ১১ ।। সন্তুষ্ট হয়ে মহেশ্বর দেবগণকে ঐ শ্রেষ্ঠ ধনুটি দান করেন।। ১২ ।। মহেশ্বরের দেওয়া যে শ্রেষ্ঠ ধনুটি পেলেন, দেবগণ সেইটি তপঃশক্তিসম্পন্ন আমার পূর্বপুরুষ দেবরাতের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। লাঙ্গল দিয়ে আমি কৃষিক্ষেত্র কর্ষণ করছিলাম। ক্ষেত্র শোধন করার সময় লাঙ্গলের অগ্রভাগ থেকে একটি কন্যাকা উঠে এলো। সীতা নামেই সে বিশেষভাবে পরিচিতা। মাটি থেকে উঠে এলেও সে আমারই কন্যা। ক্রমশঃ সে বড়ো হতে লাগলো *(সীতা—লাঙ্গলের ফাল, লাঙ্গলের রেখা, শস্যের অধিদেবতা, মদিরা, স্বর্গগঙ্গা, লক্ষ্মী, উমা। কৃষিক্ষেত্র হতে উত্থিতা বলে সীতাকে কৃষিদেবীরূপে কল্পনা করা হয়)* ।। ১৩-১৪ ।। কোনো নারী থেকে জন্মগ্রহণ করেন নি বলে সীতা হলেন অযোনিজা। বীর্যবত্তা প্রদর্শন যিনি করতে পারবেন তিনিই হবেন এঁকে বিবাহ করার যোগ্য। এই আমার সঙ্কল্প। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, ভূতল থেকে উত্থিতা আমার এই কন্যা যখন বড়ো হতে লাগলো তখন বহু রাজা এসে তাকে পত্নীরূপে বরণ করতে চাইলেন *(যোনি—উৎপত্তিস্থল। বীর্যশুল্কা—যথোচিত শক্তি প্রদর্শন করে যে কন্যাকে লাভ করা যায়। ক্ষত্রিয়সমাজে এই রীতি তখন দেখা যেতো)*।। ১৫-১৬ ।। ভগবন্, এ কন্যা বীর্যশুল্কা বলে প্রার্থনাকারী

বীর্যশুল্কেতি ভগবন্ন দদামি সুতামহম্। ততঃ সর্বে নৃপতয়ঃ সমেত্য মুনিপুঙ্গব।। ১৭
মিথিলামপ্যুপাগম্য বীর্যং জিজ্ঞাসবস্তদা। তেষাং জিজ্ঞাসমানানাং শৈবং ধনুরুপাহৃতম্।। ১৮
ন শেকুর্গ্রহণে তস্য ধনুষস্তোলনেঽপি বা। তেষাং বীর্যবতাং বীর্যমল্পং জ্ঞাত্বা মহামুনে।। ১৯
প্রত্যাখ্যাতা নৃপতয়স্তন্নিবোধ তপোধন। ততঃ পরমকোপেন রাজানো মুনিপুঙ্গব।। ২০
অরুন্ধন্মিথিলাং সর্বে বীর্যসন্দেহমাগতাঃ। আত্মানমবধূতং মে বিজ্ঞায় নৃপপুঙ্গবাঃ।। ২১
রোষেণ মহতাবিষ্টাঃ পীড়য়ন্মিথিলাং পুরীম্। ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে ক্ষয়ং যাতানি সর্বশঃ।। ২২
সাধনানি মুনিশ্রেষ্ঠ ততোঽহং ভৃশদুঃখিতঃ। ততো দেবগণান্ সর্বাংস্তপসাহং প্রসাদয়ম্।। ২৩
দদুশ্চ পরমপ্রীতাশ্চতুরঙ্গবলং সুরাঃ। ততো ভগ্না নৃপতয়ো হন্যমানা দিশো যযুঃ।। ২৪
অবীর্যা বীর্যসন্দিগ্ধাঃ সামাত্যাঃ পাপকারিণঃ। তদেতন্মুনিশার্দূল ধনুঃ পরমভাস্বরম্।। ২৫
রাম-লক্ষ্মণয়োশ্চাপি দর্শয়িষ্যামি সুব্রত। যদ্যস্য ধনুষো রামঃ কুর্যাদারোপণং মুনে।
সুতামযোনিজাং সীতাং দদ্যাং দাশরথেরহম্।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ষট্ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

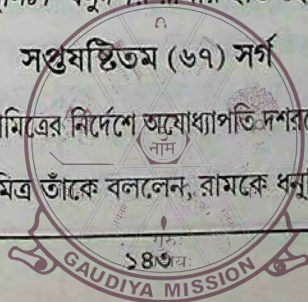
সেই রাজাদের হস্তে তাকে আমি সমর্পণ করি নি। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, তখন রাজা সকল সমবেত হলেন।। ১৭ ।। মিথিলায় তাঁরা চলে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, বীর্যবত্তা প্রদর্শনের কি উপায়? তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে সেই শৈবধনুটি আমি উপস্থাপিত করলাম।। ১৮ ।। ধনুটি তাঁরা তুলতেও পারলেন না। পারলেন না গ্রহণও করতে। হে মহর্ষি, সেই বীরদের শক্তি অতি অল্প বুঝেই আগন্তুক রাজাদের আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। হে তপস্বিন্, শুনুন, তাতে কি হলো! হে মুনিশ্রেষ্ঠ, তখন সেই রাজারা ভীষণ রেগে গিয়ে মিথিলা নগরী ঘিরে ফেললেন। তাঁরা সবাই নিজেদের বীরত্ব বিষয়ে সংশয়ান্বিত হলেন। রাজপুঙ্গবেরা ভাবলেন, আমি তাঁদের অবজ্ঞা করেছি।। ১৯-২১ ।। দুরন্ত ক্রোধে তাঁরা মিথিলানগরীকে পীড়ন করতে লাগলেন। তারপর প্রতিরোধে এক বৎসর পূর্ণ হলে আমার সব সৈন্য এবং সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেলো।। ২২ ।। যুদ্ধের উপকরণ সব ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। তখন তপস্যার দ্বারা আমি দেবতাগণকে প্রসন্ন করলাম।। ২৩ ।। তাতে দেবগণ অত্যন্ত প্রীত হয়ে চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী আমায় দান করলেন। তার দ্বারা অবরোধকারী রাজাদের আমি মৃতপ্রায় করে ফেললাম। বিভিন্ন দিকে তারা পালিয়ে গেলো।। ২৪ ।। পালিয়ে-যাওয়া সেই রাজারা ছিলো অমাত্যদের নিয়ে পাপাচারী। শক্তিহীন এবং সন্দিগ্ধবীর্য। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, সেই ধনু দিয়ে তাদের আমি হটিয়ে দিয়েছিলাম। এই সেই পরম উজ্জ্বল ধনু।। ২৫ ।। হে শোভনব্রত, রাম আর লক্ষ্মণকেও আমি সেই ধনু দেখাচ্ছি। হে মুনে, রাম যদি এই ধনুতে গুণযোজনা করতে পারে, তাহলে এই অযোনিজা কন্যাকা সীতাকে দশরথপুত্রের হস্তে আমি সমর্পণ করবো।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের ষট্ষষ্টিতম (৬৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামেণ ধনুষো ভঙ্গঃ, বিশ্বামিত্রস্যানুজ্ঞয়া জনকেন অযোধ্যাধিপতি-দশরথস্য সমীপে মন্ত্রিণাং প্রেরণঞ্চ।

জনকস্য বচং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। ধনুর্দর্শয় রামায় ইতি হোবাচ পার্থিবম্।। ১



সপ্তষষ্টিতম (৬৭) সর্গ

শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা ধনুর্ভঙ্গ। বিশ্বামিত্রের নির্দেশে অযোধ্যাপতি দশরথের নিকট মন্ত্রীদেরকে প্রেরণ।

জনকের বাক্য শ্রবণ করে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁকে বললেন, রামকে ধনুটি দেখান।। ১ ।। তখন রাজা জনক

ততঃ স রাজা জনকঃ সচিবান্ ব্যাদিদেশ হ। ধনুরানীয়তাং দিব্যং গন্ধমাল্যানুলেপিতম্।। ২
জনকেন সমাদিষ্টাঃ সচিবাঃ প্রাবিশন্ পুরম্। তদ্ধনুঃ পুরতঃ কৃত্বা নির্জগ্মুরমিতৌজসঃ।। ৩
নৃণাং শতানি পঞ্চাশদ্ ব্যায়তানাং মহাত্মনাম্। মঞ্জূষামষ্টচক্রাং তাং সমূহুস্তে কথঞ্চন।। ৪
তামাদায় সুমঞ্জূষামায়সীং যত্র তদ্ধনুঃ। সুরোপমং তে জনকমূচুর্নৃপতিমন্ত্রিণঃ।। ৫
ইদং ধনুর্বরং রাজন্ পূজিতং সর্বরাজভিঃ। মিথিলাধিপ রাজেন্দ্র দর্শনীয়ং যদীচ্ছসি।। ৬
তেষাং নৃপো বচঃ শ্রুত্বা কৃতাঞ্জলিরভাষত। বিশ্বামিত্রং মহাত্মানং তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৭
ইদং ধনুর্বরং ব্রহ্মন্ জনকৈরভিপূজিতম্। রাজভিশ্চ মহাবীর্যৈরশক্তৈঃ পূরিতং তদা।। ৮
নৈতৎসুরগণাঃ সর্বে সাসুরা ন চ রাক্ষসাঃ। গন্ধর্ব-যক্ষপ্রবরাঃ সকিন্নরঃ-মহোরগাঃ।। ৯
ক্ব গতির্মানুষাণাঞ্চ ধনুষোঽস্য প্রপূরণে। আরোপণে সমাযোগে বেপনে তোলনে তথা।। ১০
তদেতদ্ধনুষাং শ্রেষ্ঠমানীতং মুনিপুঙ্গব। দর্শয়ৈতন্মহাভাগ অনয়ো রাজপুত্রয়োঃ।। ১১
বিশ্বামিত্রঃ সরামস্তু শ্রুত্বা জনকভাষিতম্। বৎস রাম ধনুঃ পশ্য ইতি রাঘবমব্রবীৎ।। ১২
মহর্ষের্বচনাদ্ রামো যত্র তিষ্ঠতি তদ্ধনুঃ। মঞ্জূষাং তামপাবৃত্য দৃষ্ট্বা ধনুরথাব্রবীৎ।। ১৩
ইদং ধনুর্বরং দিব্যং সংস্পৃশামীহ পাণিনা। যত্নবাংশ্চ ভবিষ্যামি তোলনে পূরণেঽপি বা।। ১৪
বাঢমিত্যব্রবীদ্ রাজা মুনিশ্চ সমভাষত। লীলয়া স ধনুর্মধ্যে জগ্রাহ বচনান্মুনেঃ।। ১৫
পশ্যতাং নৃসহস্রাণাং বহূনাং রঘুনন্দনঃ। আরোপয়ৎ স ধর্মাত্মা সলীলমিব তদ্ধনুঃ।। ১৬
আরোপয়িত্বা মৌর্বীঞ্চ পূরয়ামাস তদ্ধনুঃ। তদ্বভঞ্জ ধনুর্মধ্যে নরশ্রেষ্ঠো মহাযশাঃ।। ১৭
তস্য শব্দো মহানাসীন্নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ। ভূমিকম্পশ্চ সুমহান্ পর্বতস্যেব দীর্যতঃ।। ১৮

মন্ত্রিমণ্ডলীকে আদেশ দিলেন, ধনুটিকে দিব্য চন্দনে অনুলিপ্ত এবং মাল্যে শোভিত করে নিয়ে আসুন।।২।। রাজা জনকের আদেশে অত্যন্ত তেজস্বী সেই মন্ত্রিগণ প্রাসাদে প্রবেশ করে ধনুটিকে সামনে নিয়ে এলেন।।৩।। পাঁচশত দীর্ঘদেহী মহাপ্রাণ বীরপুরুষ কোনোক্রমে অতি কষ্টে আটটি চাকাবিশিষ্ট একটি সিন্দুক টেনে নিয়ে এলেন (*মঞ্জূষা—পাত্র, আধার, সিন্দুক*)।। ৪ ।। লৌহনির্মিত সেই আধারে ধনুটি ছিলো। মন্ত্রিগণ সেটি এনে দেবতুল্য রাজা জনককে বললেন—।। ৫ ।। রাজন্, এই সেই শ্রেষ্ঠধনু। রাজারা সকলেই এই ধনুটিকে পূজা করেন। হে মিথিলাপতে, হে রাজশ্রেষ্ঠ, আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে এঁদের আপনি এই ধনু দেখাতে পারেন।।৬ ।। তাঁদের কথা শুনে রাজা জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রসহ রাম ও লক্ষ্মণ দু'জনকেই করজোড়ে বললেন—।। ৭ ।। ব্রহ্মন্, জনকবংশীয় রাজন্যমণ্ডলী তথা আমার পূর্বপুরুষগণ এই দিব্য ধনুটিকে পূজা করেছেন। মহাশক্তিধর হয়েও তাঁরা এই ধনুটিকে তুলতে পারেন নি।। ৮ ।। দেবতাসকল, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব, শ্রেষ্ঠ যক্ষ, কিন্নর এবং মহানাগেরা কেউই তুলতে পারেননি এই ধনু। আর মানুষের শক্তির কথাই বা কি বলবো?।। ৯ ।। ধনুকটিতে বাণ আরোপ, গুণসংযোগ, সঞ্চালন এবং উত্তোলন—কোনোকিছুই কেউ করতে পারলেন না।। ১০ ।। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, এই সেই শ্রেষ্ঠ ধনুটি আমরা নিয়ে এলাম। হে মহাভাগ, এই রাজকুমার দু'জনকে এটি আপনি দেখান।। ১১ ।। জনকের এই কথা বিশ্বামিত্র শুনে রামকে বললেন, বৎস, এই ধনুটি দেখো তো দেখি।। ১২ ।। মহর্ষির কথা শুনে যে সিন্দুকে ধনুটি ছিলো রাম সেটি খুলে দেখে বললেন—।। ১৩ ।। এই দিব্য শ্রেষ্ঠধনুটিকে আমি হাত দিয়ে স্পর্শ করছি। তুলে ধরে বাণযোজনার চেষ্টা করছি।। ১৪ ।। ঋষি বিশ্বামিত্র এবং রাজা জনক বললেন, বেশ। মুনির কথা শুনে তিনি ধনুর মধ্যভাগটি অবলীলাক্রমে তুলে ধরলেন।। ১৫ ।। রঘুনন্দন ধর্মনিষ্ঠ রামচন্দ্র তখন হাজার হাজার মানুষের চোখের সামনে অতি সহজেই সেই ধনুটিতে বাণযোজনা করলেন।। ১৬ ।। ধনুর গুণটি বেঁধে দিলেন। মনুষ্যশ্রেষ্ঠ মহাযশস্বী রাম সেই ধনুটির মধ্যভাগ ধরে একেবারে ভেঙ্গে ফেললেন (*মৌর্বী—মূর্বা নামক তৃণনির্মিত শক্ত দড়ি, যেটি ধনুতে গুণরূপে ব্যবহৃত হয়*) ।। ১৭ ।। তখন সেই ধনুটির বজ্রের মতো তুমুল শব্দ হলো। পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে যায় এমন ধরনের ভূমিকম্প হলো।। ১৮ ।। মহর্ষি বিশ্বামিত্র, রাজা জনক

নিপেতুশ্চ নরাঃ সর্বে তেন শব্দেন মোহিতাঃ। বর্জয়িত্বা মুনিবরং রাজানং তৌ চ রাঘবৌ।। ১৯
প্রত্যাশ্বস্তে জনে তস্মিন্ রাজা বিগতসাধ্বসঃ। উবাচ প্রাঞ্জলির্বাক্যং বাক্যজ্ঞো মুনিপুঙ্গবম্।। ২০
ভগবন্ দৃষ্টবীর্যো মে রামো দশরথাত্মজঃ। অত্যদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ অতর্কিতমিদং ময়া।। ২১
জনকানাং কুলে কীর্তিমাহরিষ্যতি মে সুতা। সীতাভর্তারমাসাদ্য রামং দশরথাত্মজম্।। ২২
মম সত্যা প্রতিজ্ঞা সা বীর্যশুল্কেতি কৌশিক। সীতা প্রাণৈর্বহুমতা দেয়া রামায় মে সুতা।। ২৩
ভবতোঽনুমতে ব্রহ্মন্ শীঘ্রং গচ্ছন্তু মন্ত্রিণঃ। মম কৌশিক ভদ্রন্তে অযোধ্যাং ত্বরিতা রথৈঃ।। ২৪
রাজানং প্রশ্রিতৈর্বাক্যৈরানয়ন্তু পুরং মম। প্রদানং বীর্যশুল্কায়াঃ কথয়ন্তু চ সর্বশঃ।। ২৫
মুনিগুপ্তৌ চ কাকুৎস্থৌ কথয়ন্তু নৃপায় বৈ। প্রীতিযুক্তং তু রাজানমানয়ন্তু সুশীঘ্রগাঃ।। ২৬
কৌশিকস্তু তথেত্যাহ রাজা চাভাষ্য মন্ত্রিণঃ। অযোধ্যাং প্রেষয়ামাস ধর্মাত্মা কৃতশাসনান্।
যথাবৃত্তং সমাখ্যাতুমানেতুঞ্চ নৃপং তথা।। ২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

এবং রাম ও লক্ষ্মণ ছাড়া সব মানুষই ঐ বিকট শব্দে মূর্ছিত হয়ে পড়লো।। ১৯ ।। একটু পরে জনগণের মূর্ছা যখন কেটে গেলো, রাজা জনক নিশ্চিন্ত হলেন। করজোড়ে সেই বাগ্মী রাজা তখন মহর্ষিকে বললেন—।। ২০ ।। ভগবন্, দাশরথি রামের শক্তি আমি দেখলাম। তার এই বিস্ময়কর অচিন্তনীয় বীর্যবত্তা আমি ভাবতেই পারি নি।। ২১ ।। আমার কন্যা সীতা দশরথপুত্র রামচন্দ্রকে পতিরূপে পেয়ে জনকবংশে প্রখ্যাতি এনে দেবে।। ২২ ।। হে কৌশিক, আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমার কন্যা হবে বীর্যশুল্কা। সেটি আজ সত্য হলো। আমার অত্যন্ত আদরের কন্যা সীতাকে আজ রামের হাতে তুলে দেবো।। ২৩ ।। ব্রহ্মন্, আপনার অনুমতি পেলে আমার মন্ত্রীরা সত্বর অযোধ্যায় যেতে পারে। হে কৌশিক, আপনার কল্যাণ হোক। তাঁরা বিনম্রবাক্যে রাজা দশরথকে সন্তুষ্ট করুন। রথে করে তাড়াতাড়ি তাঁকে নিয়ে আসুন। বীর্যশুল্কা সীতাকে সম্প্রদানের বার্তা সব বলুন।। ২৪-২৫ ।। মুনি বিশ্বামিত্রের দ্বারা সুরক্ষিত রাম-লক্ষ্মণের কথা রাজাকে বলুন। অতি শীঘ্র গিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট রাজা দশরথকে নিয়ে আসুন (*গুপ্ত—রক্ষিত*)।। ২৬ ।। বিশ্বামিত্র বললেন, তাই হোক। ধর্মপ্রাণ রাজা জনকও মন্ত্রীদেরকে যথাযথ বাক্যে নির্দেশ দিয়ে অযোধ্যায় পাঠিয়ে দিলেন। এখানকার সকল বৃত্তান্ত বলে রাজাকে নিয়ে আসতে বললেন।। ২৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের সপ্তষষ্টিতম (৬৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

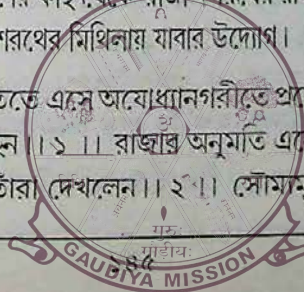
জনকরাজেন প্রেষিতানাং মন্ত্রিণাং সমীপতো রাম-লক্ষ্মণয়োঃ সন্দেশং প্রাপ্য রাজ্ঞো দশরথস্য মিথিলাযাত্রোদ্যমঃ।

জনকেন সমাদিষ্টা দূতাস্তে ক্লান্তবাহনাঃ। ত্রিরাত্রমুষিতা মার্গে তেঽযোধ্যাং প্রাবিশন্ পুরীম্।। ১
তে রাজবচনাদ্ গত্বা রাজবেশ্ম প্রবেশিতাঃ। দদৃশুর্দেবসঙ্কাশং বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্।। ২

অষ্টষষ্টিতম (৬৮) সর্গ

রাজা জনকের প্রেরিত মন্ত্রিগণের কাছ থেকে রাজা দশরথের রাম-লক্ষ্মণের সংবাদ প্রাপ্তি।
দশরথের মিথিলায় যাবার উদ্যোগ।

জনকের আদেশে সেই দূতগণ ত্বরিদ্গতিতে এসে অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করলেন। তাঁদের বাহন সব তখন ক্লান্ত। তিনটি রাত তাঁরা পথে কাটিয়েছেন।। ১ ।। রাজার অনুমতি এনে রাজভবনে তাঁদের প্রবেশ করানো হলো। বৃদ্ধ, দেবতুল্য রাজা দশরথকে তাঁরা দেখলেন।। ২ ।। সৌম্যমূর্তি দশরথকে দেখে তাঁদের সঙ্কোচ



বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্বে দূতা বিগতসাধ্বসাঃ। রাজানং প্রশ্রিতং বাক্যমব্রুবন্ মধুরাক্ষরম্।। ৩
মৈথিলো জনকো রাজা সাগ্নিহোত্রপুরস্কৃতঃ। মুহুর্মুহুর্মধুরয়া স্নেহসংরক্তয়া গিরা।। ৪
কুশলং চাব্যয়ং চৈব সোপাধ্যায়পুরোহিতম্। জনকস্ত্বাং মহারাজ পৃচ্ছতে সপুরঃসরম্।। ৫
পৃষ্ট্বা কুশলমব্যগ্রং বৈদেহো মিথিলাধিপঃ। কৌশিকানুমতে বাক্যং ভবন্তমিদমব্রবীৎ।। ৬
পূর্বং প্রতিজ্ঞা বিদিতা বীর্যশুল্কা মমাত্মজা। রাজানশ্চ কৃতামর্ষা নির্বীর্যা বিমুখীকৃতাঃ।। ৭
সেয়ং মম সুতা রাজন্ বিশ্বামিত্রপুরস্কৃতৈঃ। যদৃচ্ছয়াগতৈ রাজন্নির্জিতা তব পুত্রকৈঃ।। ৮
তচ্চ রত্নং ধনুর্দিব্যং মধ্যে ভগ্নং মহাত্মনা। রামেণ হি মহাবাহো মহত্যাং জনসংসদি।। ৯
অস্মৈ দেয়া ময়া সীতা বীর্যশুল্কা মহাত্মনে। প্রতিজ্ঞাং তর্তুমিচ্ছামি তদনুজ্ঞাতুমর্হসি।। ১০
সোপাধ্যায়ো মহারাজ পুরোহিতপুরস্কৃতঃ। শীঘ্রমাগচ্ছ ভদ্রন্তে দ্রষ্টুমর্হসি রাঘবৌ।। ১১
প্রতিজ্ঞা মম রাজেন্দ্র নির্বর্তয়িতুমর্হসি। পুত্রয়োরুভয়োরের প্রীতিং ত্বমুপলপ্স্যসে।। ১২
এবং বিদেহাধিপতির্মধুরং বাক্যমব্রবীৎ। বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ শতানন্দমতে স্থিতঃ।। ১৩
দূতবাক্যন্তু তচ্ছ্রুত্বা রাজা পরমহর্ষিতঃ। বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ মন্ত্রিণশ্চৈবমব্রবীৎ।। ১৪
গুপ্তঃ কুশিকপুত্রেণ কৌসল্যানন্দনবর্ধনঃ। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিদেহেষু বসত্যসৌ।। ১৫
দৃষ্টবীর্যস্তু কাকুৎস্থো জনকেন মহাত্মনা। সম্প্রদানং সুতায়াস্তু রাঘবে কর্তুমিচ্ছতি।। ১৬
যদি বো রোচতে বৃত্তং জনকস্য মহাত্মনঃ। পুরীং গচ্ছামহে শীঘ্রং মা ভূৎ কালস্য পর্যয়ঃ।। ১৭
মন্ত্রিণো বাঢমিত্যাহুঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ। সুপ্রীতশ্চাব্রবীদ্ রাজা শ্বো যাত্রেতি চ মন্ত্রিণঃ।। ১৮
মন্ত্রিণস্তু সুরেন্দ্রস্য রাত্রিং পরমসৎকৃতাঃ। ঊষুঃ প্রমুদিতাঃ সর্বে গুণৈঃ সর্বৈঃ সমন্বিতাঃ।। ১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

কেটে গেলো। জনকের দূতেরা রাজা দশরথকে বিনম্রভাবে মধুরবাক্যে বললেন—*(সঙ্কাশ—তুল্য। প্রশ্রিত—বিনম্র)*।। ৩ ।। অগ্নিহোত্রী যজ্ঞীয় পুরোহিতবর্গকে নিয়ে রাজা জনক স্নিগ্ধমধুর বাক্যে বার বার আপনার কুশল জিজ্ঞেস করেছেন। মহারাজ, তিনি জানতে চেয়েছেন আপনার উপাধ্যায়, পুরোহিত ও কর্মীদেরো কুশল।। ৪-৫ ।। বিদেহরাজ, মিথিলাপতি জনক সশ্রদ্ধভাবে আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুমতিক্রমে আপনাকে বলেছেন—।। ৬ ।। আমার এই কন্যা হবে বীর্যশুল্কা—এই প্রতিজ্ঞা আমি পূর্বে করেছিলাম। অনেক বীর্যহীন রাজা তাতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আমার প্রতি রুষ্ট।। ৭ ।। রাজন্, বিশ্বামিত্রকে সামনে নিয়ে আপনার পুত্রেরা স্বেচ্ছায় এসে আমার কন্যাকে জয় করেছে।। ৮ ।। হে মহাবীর, বিরাট জনসমাবেশে সেই স্বর্গীয় ধনুঃশ্রেষ্ঠকে রাম ভেঙ্গে ফেলেছেন।। ৯ ।। বীর্যশুল্কা সীতাকে মহাপ্রাণ এই রামকেই আমার দান করা উচিত। আমি এইভাবে আমার পূর্বপ্রতিজ্ঞা থেকে মুক্তি পেতে চাই। এবার আপনার অনুমতিপ্রার্থনা করি।। ১০ ।। হে মহারাজ, উপাধ্যায় এবং পুরোহিতবর্গকে নিয়ে সত্বর আপনি মিথিলায় এসে রাম-লক্ষ্মণকে দর্শন করুন। আপনার কল্যাণ হোক।। ১১ ।। হে রাজশ্রেষ্ঠ, আমার প্রতিজ্ঞা আমাকে পালন করতে দিন। দুই পুত্রকেই এইখানে বিবাহ দিয়ে আপনি প্রীতিলাভ করুন।। ১২ ।। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের নির্দেশে এবং কুলপুরোহিত ঋষি শতানন্দের সম্মতিতে জনকের এই অনুরোধ।। ১৩ ।। দূতবর্গের কাছ থেকে এই কথা শুনে রাজা দশরথ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বশিষ্ঠ এবং বামদেব ঋষি ও মন্ত্রিগণকে তিনি তখন বললেন—।। ১৪ ।। কৌশল্যার আনন্দবর্ধক রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ বিশ্বামিত্রের তত্ত্বাবধানে বিদেহদেশে এখন বাস করছে।। ১৫ ।। সেখানে মহাত্মা জনক রামের বীর্যবত্তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই, এখন রামের হস্তে তাঁর কন্যাকে তিনি সম্প্রদান করতে চাইছেন।। ১৬ ।। মহাপ্রাণ জনকের এই প্রস্তাব যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে সত্বর আমি মিথিলা নগরীতে যাবো *(শ্ব—আগামীকাল)*।। ১৮ ।। তারপর, রাজা জনকের সর্বগুণশালী মন্ত্রিমণ্ডলী রাজা দশরথের দ্বারা সমাদরে সম্বর্ধিত হয়ে পরম আনন্দে রাতটি কাটিয়ে দিলেন।। ১৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের অষ্টষষ্টিতম (৬৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

বসিষ্ঠাদিমুনিভিঃ চতুরঙ্গসৈন্যৈশ্চ সহ প্রভূতধনসমন্বিতস্য সবান্ধবস্য রাজ্ঞো দশরথস্য মিথিলাগমনম্,
তত্র রাজ্ঞা জনকেন তেষাং স্বাগতসৎকারশ্চ।

ততো রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ। রাজা দশরথো হৃষ্টঃ সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ।। ১
অদ্য সর্বে ধনাধ্যক্ষা ধনমাদায় পুষ্কলম্। ব্রজন্ত্বগ্রে সুবিহিতা নানারত্নসমন্বিতাঃ।। ২
চতুরঙ্গবলঞ্চাপি শীঘ্রং নির্যাতু সর্বশঃ। মমাজ্ঞাসমকালঞ্চ যানং যুগ্যমনুত্তমম্।। ৩
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কশ্যপঃ। মার্কণ্ডেয়স্তু দীর্ঘায়ুর্ঋষিঃ কাত্যায়নস্তথা।। ৪
এতে দ্বিজাঃ প্রযান্ত্বগ্রে স্যন্দনং যোজয়স্ব মে। যথা কালাত্যয়ো ন স্যাদ্দূতা হি ত্বরয়ন্তি মাম্।। ৫
বচনাচ্চ নরেন্দ্রস্য সেনা চতুরঙ্গিণী। রাজানমৃষিভিঃ সার্ধং ব্রজন্তং তোঽন্বগাৎ।। ৬
গত্বা চতুরহং মার্গে বিদেহানভ্যুপেয়িবান্। রাজা চ জনকঃ শ্রীমান্ শ্রুত্বা পূজামকল্পয়ৎ।। ৭
ততো রাজানমাসাদ্য বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্। মুদিতো জনকো রাজা প্রহর্ষং পরমং যযৌ।। ৮
উবাচ বচনং শ্রেষ্ঠো নরশ্রেষ্ঠং মুদান্বিতম্। স্বাগতং তে নরশ্রেষ্ঠ দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি রাঘব।। ৯
পুত্রয়োরুভয়োঃ প্রীতিং লপ্স্যসে বীর্যনির্জিতাম্। দিষ্ট্যা প্রাপ্তো মহাতেজা বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ।। ১০
সহ সর্বৈর্দ্বিজশ্রেষ্ঠৈর্দেবৈরিব শতক্রতুঃ। দিষ্ট্যা মে নির্জিতা বিঘ্না দিষ্ট্যা মে পূজিতং কুলম্।। ১১
রাঘবৈঃ সহ সম্বন্ধাদ্ বীর্যশ্রেষ্ঠৈর্মহাবলৈঃ। শ্বঃ প্রভাতে নরেন্দ্র ত্বং সংবর্তয়িতুমর্হসি।। ১২
যজ্ঞস্যান্তে নরশ্রেষ্ঠ বিবাহমৃষিসত্তমৈঃ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ঋষিমধ্যে নরাধিপঃ।। ১৩

একোন-সপ্ততিতম (৬৯) সর্গ

রাজা দশরথের প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে মিথিলায় গমন। সঙ্গে গেলেন বশিষ্ঠ-প্রমুখ মুনিমণ্ডলী।
চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনীও সঙ্গে গেলো। রাজা জনকের দ্বারা তাঁদের সম্বর্ধনা।

রাত কেটে গেলো। উপাধ্যায় এবং বান্ধবদের নিয়ে রাজা দশরথ আনন্দিতচিত্তে সুমন্ত্রকে বললেন— ।। ১ ।। আজ কোষাধ্যক্ষেরা প্রচুর ধন এবং নানাবিধ মণি-মাণিক্য সঙ্গে নিয়ে সুরক্ষিতভাবে আগে আগে চলুন ।। ২ ।। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্য নিয়ে চতুরঙ্গ বাহিনীও সত্বর বেরিয়ে পড়ুক। আমি বলামাত্রই রথ এবং উত্তম শিবিকাদি যাত্রা করুক *(যুগ্য-শিবিকা, অশ্ব, যান)*।। ৩ ।। ঋষি বশিষ্ঠ এবং বামদেব, জাবালি এবং কশ্যপ, দীর্ঘজীবী মার্কণ্ডেয় এবং কাত্যায়ন প্রভৃতি পূজনীয় ব্রাহ্মণেরা আগে চলুন। তুমি আমার রথ যাত্রার জন্য প্রস্তুত করো। যেন বিলম্ব না হয়! দেখ, দূতেরা আমায় তাড়া দিচ্ছেন।। ৪-৫ ।। রাজশ্রেষ্ঠ দশরথের আদেশে চতুরঙ্গসেনা রাজার পশ্চাতে অনুগমন করছে। রাজা চলেছেন ঋষিদের সঙ্গে নিয়ে।। ৬ ।। চারদিন ধরে পথ চলে রাজা দশরথ বিদেহদেশে পৌঁছে গেলেন। ঐশ্বর্যশালী রাজা জনক খবর পেয়ে সম্বর্ধনার আয়োজন করলেন।। ৭ ।। বর্ষীয়ান রাজা দশরথকে পেয়ে রাজা জনক আনন্দিত হলেন। পেলেন পরম তৃপ্তি।। ৮ ।। রাজশ্রেষ্ঠ জনক নরশ্রেষ্ঠ দশরথকে সানন্দে বললেন, হে বরেণ্য রঘুবংশধর, আপনাকে স্বাগতি জানাই। আমারি সৌভাগ্যবশতঃ আজ আপনাকে আমি এখানে পেলাম।। ৯ ।। দুই পুত্রের শৌর্যের দ্বারা আপনি সন্তোষলাভ করছেন। দেবতাসকলকে নিয়ে ইন্দ্র যেমন আসেন, তেমনি মহাতেজস্বী ভগবান বশিষ্ঠ আজ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদের সকলকে নিয়ে ভাগ্যবশতঃ এলেন। এই সৌভাগ্যে আমার সর্ববিঘ্ন বিদূরিত হলো। ভাগ্যবশে আমার বংশ আজ ধন্য হলো।। ১০-১১ ।। কারণ, বীর্যবত্তায় যাঁরা শ্রেষ্ঠ, সেই মহাপ্রাণ রঘুবংশীয়গণের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধে আজ আমি ধন্য হলাম। হে রাজন্, কাল প্রভাতে যজ্ঞের শেষে ঋষিদের অভিমত অনুসারে আপনিই বিবাহ-সম্পাদন করাবেন। মহর্ষিরা সভামধ্যে বসে আছেন। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ

বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ মহীপতিম্। প্রতিগ্রহো দাতৃবশঃ শ্রুতমেতন্ময়া পুরা।। ১৪
যথা বক্ষ্যসি ধর্মজ্ঞ তৎ করিষ্যামহে বয়ম্। তদ্ধর্মিষ্ঠং যশস্যঞ্চ বচনং সত্যবাদিনঃ।। ১৫
শ্রুত্বা বিদেহাধিপতিঃ পরং বিস্ময়মাগতঃ। ততঃ সর্বে মুনিগণাঃ পরস্পরসমাগমে।। ১৬
হর্ষেণ মহতা যুক্তাস্তাং রাত্রিমবসন্ সুখম্। অথ রামো মহাতেজা লক্ষ্মণেন সমং যযৌ।
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য পিতুঃ পাদাবুপস্পৃশন্। রাজা চ রাঘবৌ পুত্রৌ নিশাম্য পরিহর্ষিতঃ।। ১৭
উবাস পরমপ্রীতো জনকেনাভিপূজিতঃ। জনকোঽপি মহাতেজাঃ ক্রিয়াধর্মেণ তত্ত্ববিৎ।
যজ্ঞস্য চ সুতাভ্যাঞ্চ কৃত্বা রাত্রিমুবাস হ।। ১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে একোনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

রাজা দশরথ তখন তাঁর সেইসব কথা শুনে রাজা জনককে বললেন, আমি পরম্পরাক্রমে শুনেছি যে, দাতা স্বেচ্ছায় সদ্‌বস্তু দান করতে চাইলে তা গ্রহণ করা সমুচিত ।। ১২-১৪ ।। আপনি সত্যনিষ্ঠ। আপনার বাক্য ধর্মসম্মত। এবং যশস্কর। তাই আপনি যা বলছেন, তা আমরা প্রতিপালন করবো।। ১৫ ।। বিদেহরাজ জনক এই কথা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। সঙ্গী মুনিরা সকলে পরস্পর মিলিত হয়ে তারপর পরম আনন্দের সঙ্গে সুখে রাত্রি অতিবাহিত করলেন। এবার রামচন্দ্রও লক্ষ্মণের সঙ্গে বিশ্বামিত্রকে সামনে নিয়ে পিতার চরণবন্দনা করলেন। রাজা দশরথও পুত্র দু'জনকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।। ১৮ ।। জনকের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়ে পরম প্রীতিভরে তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। মহাতেজঃসম্পন্ন জ্ঞানী রাজা জনকও কন্যা দু'টির বিবাহের পূর্বে করণীয় যজ্ঞের বিবিধ ক্রিয়া সম্পন্ন করে রাত্রিতে শয়ন করলেন।। ১৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের একোন-সপ্ততিতম (৬৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

জনকস্যেচ্ছয়া সাঙ্কাশ্যানগরীতঃ স্বীয়ভ্রাতুঃ কুশধ্বজস্যানয়নম্, রাজ্ঞো দশরথস্যানুরোধেন বসিষ্ঠেন সূর্যবংশস্য পরিচয়দানম্, শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্হস্তে জনককন্যায়াঃ সীতায়াঃ ঊর্মিলায়াশ্চ সম্প্রদানবিষয়ে বসিষ্ঠস্যানুমোদনম্।

ততঃ প্রভাতে জনকঃ কৃতকর্মা মহর্ষিভিঃ। উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ শতানন্দং পুরোহিতম্।। ১
ভ্রাতা মম মহাতেজা বীর্যবানতিধার্মিকঃ। কুশধ্বজ ইতি খ্যাতঃ পুরীমধ্যবসচ্ছুভাম্।। ২
বার্যাফলকপর্যন্তাং পিবন্নিক্ষুমতীং নদীম্। সাঙ্কাশ্যাং পুণ্যসঙ্কাশাং বিমানমিব পুষ্পকম্।। ৩
তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি যজ্ঞগোপ্তা স মে ততঃ। প্রীতিং সোঽপি মহাতেজা ইমাং ভোক্তা ময়া সহ।। ৪
এবমুক্তে তু বচনে শতানন্দস্য সন্নিধৌ। আগতাঃ কেচিদব্যগ্রা জনকস্তান্ সমাদিশৎ।। ৫

সপ্ততিতম (৭০) সর্গ

রাজা জনকের ইচ্ছেতে তাঁর ভাই কুশধ্বজকে সাঙ্কাশ্যানগরী থেকে আনয়ন, দশরথের অনুরোধে বশিষ্ঠ দ্বারা সূর্যবংশের পরিচয় দান এবং শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের হাতে জনককন্যা সীতা ও ঊর্মিলার সম্প্রদান বিষয়ে বশিষ্ঠের সাদর অনুমোদন।

রাতের শেষে প্রভাত এলো। রাজা জনক মহর্ষিদের নিয়ে প্রাতঃকালীন যজ্ঞীয় কর্মাদি সম্পাদন করলেন। বাক্যকুশল রাজা পুরোহিত শতানন্দকে বললেন— ।। ১ ।। আমার এক ছোটো ভাই আছে। নাম কুশধ্বজ। সে অত্যন্ত ধার্মিক। সাঙ্কাশ্যা নামক পুণ্যনগরীতে বাস করে।। ২ ।। নগরীর প্রান্ত-প্রাচীরে আছে গজবন্ধনের স্থান এবং বসানো আছে সুরক্ষার জন্য যন্ত্র। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ইক্ষুমতী নদী। সেই দিব্যধামতুল্য নগরীতে রয়েছে সপ্ততল গৃহসমূহ। সমুচ্চ গৃহগুলি যেন স্বর্গীয় বিমান পুষ্পক (*বারি—জল, গজবন্ধনী। আফলক—চতুর্দিকে যন্ত্র—আ-সমন্তাৎ ফলকং যত্র আফলক, সংকাশ—তুল্য*)।। ৩ ।। তাকে আমি এখন দেখতে চাই। সে আমার যজ্ঞের রক্ষক। মহাতেজস্বী আমার ভ্রাতা। এখানে এসে আমার সঙ্গেই আনন্দ উপভোগ করুক।। ৪ ।। প্রশান্তচরিত্র দূত ছুটে এলেন। রাজা জনক তাঁদের ভালোভাবে আদেশ দিলেন।। ৫ ।।

শাসনাত্তু নরেন্দ্রস্য প্রযযুঃ শীঘ্রবাজিভিঃ। সমানেতুং নরব্যাঘ্রং বিষ্ণুমিন্দ্রাজ্ঞয়া যথা।। ৬
সাঙ্কাশ্যাং তে সমাগম্য দদৃশুশ্চ কুশধ্বজম্। ন্যবেদয়ন্ যথাবৃত্তং জনকস্য চ চিন্তিতম্।। ৭
তদ্‌বৃত্তং নৃপতিঃ শ্রুত্বা দূতশ্রেষ্ঠৈর্মহাজবৈঃ। আজ্ঞয়া তু নরেন্দ্রস্য আজগাম কুশধ্বজঃ।। ৮
স দদর্শ মহাত্মানং জনকং ধর্মবৎসলম্। সোঽভিবাদ্য শতানন্দং জনকং চাতিধার্মিকম্।। ৯
রাজার্হং পরমং দিব্যমাসনং সোঽধ্যরোহত। উপবিষ্টাবুভৌ তৌ তু ভ্রাতরাবমিতদ্যুতী।। ১০
প্রেষয়ামাসতুর্বীরৌ মন্ত্রিশ্রেষ্ঠং সুদামনম্। গচ্ছ মন্ত্রিপতে শীঘ্রমিক্ষ্বাকুমমিতপ্রভম্।। ১১
আত্মজৈঃ সহ দুর্ধর্ষমানয়স্ব সমন্ত্রিণম্। ঔপকার্যাং স গত্বা তু রঘূণাং কুলবর্ধনম্।। ১২
দদর্শ শিরসা চৈনমভিবাদ্যেদমব্রবীৎ। অযোধ্যাধিপতে বীর বৈদেহো মিথিলাধিপঃ।। ১৩
স ত্বাং দ্রষ্টুং ব্যবসিতঃ সোপাধ্যায়-পুরোহিতম্। মন্ত্রিশ্রেষ্ঠবচঃ শ্রুত্বা রাজ সর্ষিগণস্তদা।। ১৪
সবন্ধুরগমত্তত্র জনকো যত্র বর্ততে। রাজা চ মন্ত্রিসহিতঃ সোপাধ্যায়ঃ সবান্ধবঃ।। ১৫
বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠো বৈদেহমিদমব্রবীৎ। বিদিতং তে মহারাজ ইক্ষ্বাকুকুলদৈবতম্।। ১৬
বক্তা সর্বেষু কৃত্যেষু বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ। বিশ্বামিত্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ সহ সর্বৈর্মহর্ষিভিঃ।। ১৭
এষ বক্ষ্যতি ধর্মাত্মা বসিষ্ঠো মে যথাক্রমম্। তূষ্ণীম্ভূতে দশরথে বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ।। ১৮
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞো বৈদেহং সপুরোধসম্। অব্যক্তপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ।। ১৯
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ। বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ।। ২০
মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্বমিক্ষ্বাকুশ্চ মনোঃ সুতঃ। তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্বকম্।। ২১

হে মানবমুখ্য, ইন্দ্রের নির্দেশে বিষ্ণুর মতোই রাজার নির্দেশে দ্রুতগামী অশ্বে দূতেরা চলে গেলেন সেই নরশ্রেষ্ঠকে নিয়ে আসার জন্য *(বাজি—অশ্ব)*।। ৬ ।। সাঙ্কাশ্যানগরীতে এসে তাঁরা কুশধ্বজকে দেখলেন। যা ঘটেছিলো সেগুলি সবিশদ এবং জনকের সংকল্পের কথা নিবেদন করলেন।। ৭ ।। রাজা কুশধ্বজ দ্রুতগামী দূতশ্রেষ্ঠদের নিকট সমূহ বৃত্তান্ত শুনলেন। রাজা জনকের নির্দেশে তিনি মিথিলায় চলে এলেন।। ৮ ।। ধার্মিক কুশধ্বজ মহাত্মা জনক এবং পুরোহিত শতানন্দকে সাক্ষাৎ করে প্রণতি নিবেদন করলেন।। ৯ ।। রাজোচিত সুন্দর সিংহাসনে তিনি উপবেশন করলেন। তখন অমিততেজস্বী দুই ভ্রাতা জনক এবং কুশধ্বজ পাশাপাশি বিরাজ করলেন।। ১০ ।। তারপর জনক এবং কুশধ্বজ—বীর দুই রাজা মন্ত্রিমুখ্য সুদামনকে রাজা দশরথকে আনতে পাঠালেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, মন্ত্রিপ্রধান, অমিততেজস্বী ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা দশরথের কাছে আপনি সত্বর যান।। ১১ ।। পুত্র এবং মন্ত্রীদের নিয়ে দুষ্পরাজেয় এই রাজাকে নিয়ে আসুন। রাজভবনে গিয়ে রঘুবংশের গৌরববর্ধক রাজা দশরথকে অবনতমস্তকে প্রণতি জানিয়ে বললেন, হে বীর অযোধ্যারাজ, বিদেহরাজ মিথিলাপতি জনক আপনাকে দর্শন করতে চাইছেন। পুরোহিত এবং উপাধ্যায়বর্গসহ আপনি কৃপা করে আসুন। ঋষিগণসহ রাজা দশরথ মন্ত্রিমুখ্যের অনুরোধ শ্রবণ করলেন।। ১২-১৪ ।। জনক যেখানে রয়েছেন, সেখানে রাজা দশরথ উপাধ্যায় এবং মন্ত্রীদের নিয়ে সবান্ধবে উপস্থিত হলেন।। ১৫ ।। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ দশরথ বিদেহপতি জনককে বললেন, মহারাজ, ইক্ষ্বাকুবংশের দেবতাস্বরূপ যিনি, তাঁকে আপনি জানেন।। ১৬ ।। তিনি হলেন পূজনীয় ঋষি বশিষ্ঠ। সকল কর্মে তিনিই আমাদের বক্তা। ঋষি বিশ্বামিত্র এবং অন্যসকল মহর্ষিরা অনুমতি দিন।। ১৭ ।। তাহলে ধর্মমূর্তি বশিষ্ঠদেব যা বলবার যথাক্রমে বলবেন। এই বলে দশরথ নীরব হলে ভগবান বশিষ্ঠদেব বলতে আরম্ভ করলেন।। ১৮ ।। বাক্যকুশলী ঋষি পুরোহিতবর্গসহ বিদেহপতি জনককে বললেন, ব্রহ্মা হলেন চিরন্তন। অনন্ত। এবং অব্যয়পুরুষ। তাঁর শক্তি বাক্যে বলে শেষ করা যায় না।। ১৯ ।। তাঁর থেকে মরীচি জন্মগ্রহণ করলেন। মরীচির পুত্র হলেন কশ্যপ। কশ্যপ হতে জন্ম নিলেন বিবস্বান। আর, বিবস্বান হতে এলেন মনু।। ২০।। এই মনু প্রজাপতিরূপে খ্যাত। পূর্বকালে এই মনুর পুত্র ছিলেন ইক্ষ্বাকু। এই ইক্ষ্বাকুকেই অযোধ্যার প্রথম রাজা বলে জানুন। *(শ্রীরামচন্দ্রের বংশলতিকা দ্রষ্টব্য)*।। ২১ ।। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমানপুত্র কুক্ষি নামে বিখ্যাত। শ্রীমান বিকুক্ষি এই

ইক্ষ্বাকোস্তু সুতঃ শ্রীমান্ কুক্ষিরিত্যেব বিশ্রুতঃ। কুক্ষেরথাত্মজঃ শ্রীমান্ বিকুক্ষিরুদপদ্যত।। ২২
বিকুক্ষেস্তু মহাতেজা বাণঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্। বাণস্য তু মহাতেজা অনরণ্যঃ প্রতাপবান্।। ২৩
অনরণ্যাৎ পৃথুর্জজ্ঞে ত্রিশঙ্কুস্তু পৃথোরপি। ত্রিশঙ্কোরভবৎ পুত্রো ধুন্ধুমারো মহাযশাঃ।। ২৪
ধুন্ধুমারান্মহাতেজা যুবনাশ্বো মহারথঃ। যুবনাশ্বসুতশ্চাসীন্মান্ধাতা পৃথিবীপতিঃ।। ২৫
মান্ধাতুস্তু সুতঃ শ্রীমান্ সুসন্ধিরুদপদ্যত। সুসন্ধেরপিপুত্রৌ দ্বৌ ধ্রুবসন্ধিঃ প্রসেনজিৎ।। ২৬
যশস্বী ধ্রুবসন্ধেস্তু ভরতো নাম নামতঃ। ভরতাত্তু মহাতেজা অসিতো নাম জায়ত।। ২৭
যস্যৈতে প্রতিরাজান্ উদপদ্যন্ত শত্রবঃ। হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ শূরাশ্চ শশবিন্দবঃ।। ২৮
তাংশ্চ সম্প্রতিযুধ্যন্ বৈ যুদ্ধে রাজা প্রবাসিতঃ। হিমবন্তমুপাগম্য ভার্যাভ্যাং সহিতস্তদা।। ২৯
অসিতোঽল্পবলো রাজা কালধর্মমুপেয়িবান্। দ্বে চাস্য ভার্যে গর্ভিণ্যৌ বভূবতুরিতি শ্রুতিঃ।। ৩০
একা গর্ভবিনাশার্থং সপত্ন্যৈ সগরং দদৌ। ততঃ শৈলবরে রম্যে বভূবাভিরতো মুনিঃ।। ৩১
ভার্গবশ্চ্যবনো নাম হিমবন্তমুপাশ্রিতঃ। তত্র চৈকা মহাভাগা ভার্গবং দেববর্চসম্।। ৩২
ববন্দে পদ্মপত্রাক্ষী কাঙ্ক্ষন্তী সুতমুত্তমম্। তমৃষিঃ সাভ্যুপাগম্য কালিন্দী চাভ্যবাদয়ৎ।। ৩৩
স তামভ্যবদদ্ বিপ্রঃ পুত্রেপ্সুঃ পুত্রজন্মনি। তব কুক্ষৌ মহাভাগে সুপুত্রঃ সুমহাবলঃ।। ৩৪
মহাবীর্যো মহাতেজা অচিরাৎ সংজনিষ্যতি। গরেণ সহিতঃ শ্রীমান্ মা শুচঃ কমলেক্ষণে।। ৩৫
চ্যবনঞ্চ নমস্কৃত্য রাজপুত্রী পতিব্রতা। পতিনা রহিতা তস্মাৎ পুত্রং দেবী ব্যজায়ত।। ৩৬
সপত্ন্যা তু গরস্তস্যৈ দত্তো গর্ভজিঘাংসয়া। সহ তেন গরেণৈব সঞ্জাতঃ সগরোঽভবৎ।। ৩৭
সগরস্যাসমঞ্জস্তু অসমঞ্জাদথাংশুমান্। দিলীপোঽংশুমতঃ পুত্রো দিলীপস্য ভগীরথঃ।। ৩৮

কুক্ষির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন।। ২২ ।। বিকুক্ষির পুত্র হলেন মহাতেজস্বী প্রতাপশালী বাণ। বাণের পুত্র অনরণ্যও ছিলেন মহাতেজঃসম্পন্ন। এবং প্রতাপবান।। ২৩ ।। অনরণ্য হতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন পৃথু। আর এই পৃথুর পুত্র হলেন ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হলেন মহাযশস্বী ধুন্ধুমার।।। ২৪ ।। ধুন্ধুমারের পুত্র মহাতেজস্বী মহাবীর যুবনাশ্ব। যুবনাশ্বের পুত্র ছিলেন বিশ্বসম্রাট মান্ধাতা।। ২৫ ।। মান্ধাতা হতে শ্রীমান সুসন্ধি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। আর এই সুসন্ধির ছিলেন দু'টি পুত্র—ধ্রুবসন্ধি এবং প্রসেনজিৎ।। ২৬ ।। ধ্রুবসন্ধির পুত্র হলেন কীর্তিমান ভরত। ভরত হতে অসিত নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন।। ২৭ ।। এই অসিতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শত্রু হয়েছিলো হৈহয়, তালজঙ্ঘা, শশবিন্দু প্রভৃতি বীরেরা।। ২৮ ।। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে এই রাজা অসিত পরাজিত হয়ে দুই পত্নীসহ হিমালয়ে প্রবাস গ্রহণ করলেন।। ২৯ ।। শক্তিহীন হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। জানা যায় যে, তখন তাঁর দুই পত্নীই ছিলেন গর্ভবতী।।৩০ ।। তাঁদের একজন গর্ভনাশের জন্য সপত্নীকে বিষপ্রদান করেন। তখন রমণীয় হিমালয় শৈলে একজন তপস্যারত ছিলেন।। ৩১ ।। তিনি হলেন ভৃগুমুনির পুত্র চ্যবন ঋষি। দেবতার মতো ছিলো তাঁর দীপ্তি।। ৩২ ।। রাজা অসিতের পদ্মের পাপড়ির মতো সুন্দরনয়না এক পত্নী ঐ চ্যবনকে বন্দনা করলেন। চাইলেন একটি উত্তম পুত্র। কালিন্দী নাম্নী সেই গর্ভবতী রাজপত্নী ঋষিকে সেবা করতে লাগলেন।। ৩৩ ।। বিপ্র চ্যবন পুত্রার্থিনী কালিন্দীকে পুত্রজন্ম সম্বন্ধে বললেন। হে ভাগ্যবতি, তোমার গর্ভে শীঘ্রই অত্যন্ত বলবান মহাতেজস্বী, মহাবীর একটি সুপুত্র জন্মগ্রহণ করবে। বিষের সঙ্গেই সেই শ্রীমান ভূমিষ্ঠ হবে। হে কমলনয়নে সুন্দরি, তুমি শোক করো না।। ৩৪-৩৫ ।। পতিহীনা পতিব্রতা রাজপুত্রী কালিন্দী চ্যবনকে নমস্কার করে চলে এলেন। তারপর তিনি একটি পুত্রকে জন্মদান করলেন।। ৩৬ ।। তাঁর সপত্নী গর্ভনাশের ইচ্ছায় তাঁকে বিষদান করেছিলেন। সেই বিষ তথা গরের সঙ্গে জন্মাবার জন্য এই পুত্রের নাম হলো সগর।। ৩৭ ।। সগর থেকে জন্ম হলো অসমঞ্জের। অসমঞ্জ হতে এলেন অংশুমান। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। আর দিলীপের পুত্র হলেন ভগীরথ।। ৩৮ ।। ককুৎস্থ হলেন ভগীরথের পুত্র। ককুৎস্থ থেকে এলেন রঘু। রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ।

ভগীরথাৎ ককুৎস্থশ্চ ককুৎস্থাচ্চ রঘুস্তথা। রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ।। ৩৯
কল্মাষপাদোঽপ্যভবত্তস্মাজ্জাতস্তু শঙ্খণঃ। সুদর্শনঃ শঙ্খণস্য অগ্নিবর্ণঃ সুদর্শনাৎ।। ৪০
শীঘ্রগস্ত্বগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রগস্য মরুঃ সুতঃ। মরোঃ প্রশুশ্রুকস্তাসীদম্বরীষঃ প্রশুশ্রুকাৎ।। ৪১
অম্বরীষস্য পুত্রোঽভূন্নহুষশ্চ মহীপতিঃ। নহুষস্য যযাতিস্তু নাভাগস্তু যযাতিজঃ।। ৪২
নাভাগস্য বভূবাজঃ অজাদ্দশরথোঽভবৎ। অস্মাদ্দশরথাজ্জাতৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৪৩
আদিবংশবিশুদ্ধানাং রাজ্ঞাং পরমধর্মিণাম্। ইক্ষ্বাকুকুলজাতানাং বীরাণাং সত্যবাদিনাম্।। ৪৪
রাম-লক্ষ্মণয়োরর্থে ত্বৎসুতে বরয়ে নৃপ। সদৃশাভ্যাং নরশ্রেষ্ঠ সদৃশে দাতুমর্হসি।। ৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

শাপগ্রস্ত হয়ে প্রবৃদ্ধ নরভোজী রাক্ষসে পরিণত হলো। তখন তাঁর নাম হয় কল্মাষপাদ *(পুরুষাদকঃ—পুরুষম্ অত্তি খাদতি ইতি পুরুষাদঃ। অল্পার্থে কন্ প্রত্যয়ঃ। পুরুষাদ + কন—পুরুষাদকঃ = নরভোজী তথা রাক্ষস)*।। ৩৯ ।। কল্মাষপাদ থেকে জন্ম নিলো শঙ্খণ নামক পুত্র। শঙ্খণ থেকে হলো সুদর্শন, আর সুদর্শন থেকে হলো অগ্নিবর্ণ।। ৪০ ।। অগ্নিবর্ণ থেকে হলো শীঘ্রগ। শীঘ্রগের পুত্র হলো মরু। মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক। অম্বরীষ হলেন প্রশুশ্রুকের পুত্র।। ৪১ ।। অম্বরীষের পুত্র হলেন রাজা নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতির পুত্র হলেন নাভাগ।। ৪২ ।। নাভাগের পুত্র অজ। অজের পুত্র দশরথ। এই দশরথ হতেই দুইভাই রাম-লক্ষ্মণের জন্ম হলো।। ৪৩ ।। প্রথম থেকেই এই বংশ বিশুদ্ধ। ইক্ষ্বাকুকুলজাত বীর, সত্যবাদী এবং পরম ধর্মনিষ্ঠ রাজাদের এই বংশে জন্মেছেন রাম এবং লক্ষ্মণ। হে রাজন্, তাদের জন্যই আপনার কন্যা দু'টিকে প্রার্থনা করছি। যোগ্য পাত্রে যোগ্য কন্যাকে সম্প্রদান করুন।। ৪৪-৪৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের সপ্ততিতম (৭০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

রাজ্ঞা জনকেন স্ববংশস্য কীর্তনম্, শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্হস্তে সীতায়া উর্মিলায়াশ্চ সম্প্রদানবিষয়ে প্রতিজ্ঞা।

এবং ব্রুবাণং জনকঃ প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলি। শ্রোতুমর্হসি ভদ্রং তে কুলং নঃ পরিকীর্তিতম্।। ১
প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ। বক্তব্যং কুলজাতেন তন্নিবোধ মহামতে।। ২
রাজা ভূৎ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ স্বেন কর্মণা। নিমিঃ পরমধর্মাত্মা সর্বসত্ত্ববতাং বরঃ।। ৩
তস্য পুত্রো মিথির্নাম জনকো মিথিপুত্রকঃ। প্রথমো জনকো রাজা জনকাদপ্যুদাবসুঃ।। ৪
উদাবসোস্তু ধর্মাত্মা জাতো বৈ নন্দিবর্ধনঃ। নন্দিবর্ধসুতঃ শূরঃ সুকেতুর্নাম নামতঃ।। ৫

একসপ্ততিতম (৭১) সর্গ

রাজা জনকের দ্বারা নিজের বংশকীর্তন। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষণের হস্তে সীতা এবং উর্মিলাকে সমর্পণের প্রতিজ্ঞা।

বশিষ্ঠ এইভাবে রামচন্দ্রের বংশবর্ণনা করার পর জনক করজোড়ে বললেন, আপনার মঙ্গল হোক। আমি এবার আমাদের বংশের ইতিহাস বর্ণনা করছি। কৃপা করে শুনুন।। ১ ।। কন্যাদানের সময়ে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, সদবংশজাত ব্যক্তিমাত্রেরই নিজের বংশের সমগ্র ইতিহাস বর্ণনা করা উচিত। বলছি। তা শুনুন।। ২ ।। পুরাকালে নিমি নামে একজন রাজা হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পরম ধার্মিক। এবং সাত্ত্বিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। নিজের কর্মের দ্বারা তিনি ত্রিভুবনে বিখ্যাত।।৩ ।। তাঁর একটি পুত্র ছিলো। মিথি হলো তাঁর নাম। এই মিথির পুত্র জনক। ইনি প্রথম জনক নামে পরিচিত। জনক থেকে উদাবসু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উদাবসু হতে জন্মালেন ধর্মনিষ্ঠ নন্দিবর্ধন। এই নন্দিবর্ধনের এক বীর পুত্র ছিলেন। তাঁর নাম সুকেতু।। ৪-৫ ।।

সুকেতোরপি ধর্মাত্মা দেবরাতো মহাবলঃ। দেবরাতস্য রাজর্ষের্বৃহদ্রথ ইতি স্মৃতঃ।। ৬
বৃহদ্রথস্য শূরোঽভূন্মহাবীরঃ প্রতাপবান্। মহাবীরস্য ধৃতিমান সুধৃতিঃ সত্যবিক্রমঃ।। ৭
সুধৃতেরপি ধর্মাত্মা ধৃষ্টকেতুঃ সুধার্মিকঃ। ধৃষ্টকেতোশ্চ রাজর্ষের্হর্যশ্ব ইতি বিশ্রুতঃ।। ৮
হর্যশ্বস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রতীন্ধকঃ। প্রতীন্ধকস্য ধর্মাত্মা রাজা কীর্তিরথঃ সুতঃ।। ৯
পুত্র কীর্তিরথস্যাপি দেবমীঢ ইতি স্মৃতঃ। দেবমীঢস্য বিবুধো বিবুধস্য মহীধ্রকঃ।। ১০
মহীধ্রকসুতো রাজা কীর্তিরাতো মহাবলঃ। কীর্তিরাতস্য রাজর্ষের্মহারোমা ব্যজায়ত।। ১১
মহারোম্নস্তু ধর্মাত্মা স্বর্ণরোমা ব্যজায়ত। স্বর্ণরোম্নস্তু রাজর্ষের্হ্রস্বরোমা ব্যজায়ত।। ১২
তস্য পুত্রদ্বয়ং রাজ্ঞো ধর্মজ্ঞস্য মহাত্মনঃ। জ্যেষ্ঠোঽহমনুজো ভ্রাতা মম বীরঃ কুশধ্বজঃ।। ১৩
মান্তু জ্যেষ্ঠং পিতা রাজ্যে সোঽভিষিচ্য পিতা মম। কুশধ্বজং সমাবেশ্য ভারং ময়ি বনং গতঃ।। ১৪
বৃদ্ধে পিতরি স্বর্যাতে ধর্মেণ ধুরমাবহম্। ভ্রাতরং দেবসঙ্কাশং স্নেহাৎ পশ্যন্ কুশধ্বজম্।। ১৫
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সাঙ্কাশ্যাদাগতঃ পুরাৎ। সুধন্বা বীর্যবান্ রাজা মিথিলামবরোধকঃ।। ১৬
স চ মে প্রেষয়ামাস শৈবং ধনুরনুত্তমম্। সীতা চ কন্যা পদ্মাক্ষী মহ্যং বৈ দীয়তামিতি।। ১৭
তস্যাপ্রদানান্মহর্ষে যুদ্ধমাসীন্ময়া সহ। স হতো বিমুখো রাজা সুধন্বা তু ময়া রণে।। ১৮
নিহত্য তং মুনিশ্রেষ্ঠ সুধন্বানং নরাধিপম্। সাঙ্কাশ্যে ভ্রাতরং শূর মভ্যষিঞ্চং কুশধ্বজম্।। ১৯
কনীয়ানেষ মে ভ্রাতা অহং জ্যেষ্ঠো মহামুনে। দদামি পরমপ্রীতো বধ্বৌ তে মুনিপুঙ্গব।। ২০
সীতাং রামায় ভদ্রং তে ঊর্মিলাং লক্ষ্মণায় বৈ। বীর্যশুল্কাং মম সুতাং সীতাং সুরসুতোপমাম্।। ২১
দ্বিতীয়ামূর্মিলাং চৈব ত্রির্বদামি ন সংশয়ঃ। দদামি পরমপ্রীতো বধ্বৌ তে মুনিপুঙ্গব।। ২২

সুকেতুর পুত্র ধর্মপ্রাণ মহাবীর দেবরাত। দেবরাত রাজা হলেও ঋষির মতো ছিলেন। তাঁর পুত্র বৃহদ্রথ নামে পরিচিত।। ৬ ।। বৃহদ্রথের প্রতাপশালী বীর পুত্র ছিলেন মহাবীর। মহাবীরের পুত্র ছিলেন ধৈর্যশীল সুধৃতি তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ এবং পরাক্রমী।। ৭ ।। সুধৃতির পুত্র ছিলেন ধর্মপ্রাণ, অতি ধার্মিক ধৃষ্টকেতু। রাজর্ষি ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্যশ্ব নামে ছিলেন প্রখ্যাত।। ৮ ।। হর্যশ্বের পুত্র মরু আর মরুর পুত্র হলেন প্রতীন্ধক। ধর্মপ্রাণ রাজা কীর্তিরথ প্রতীন্ধকের পুত্র।। ৯ ।। কীর্তিরথের পুত্র দেবমীঢ় নামে পরিচিত। দেবমীঢ়ের পুত্র বিবুধ। বিবুধের পুত্র মহীধ্রক।। ১০ ।। মহীধ্রকের পুত্র হলেন মহাশক্তিশালী রাজা কীর্তিরাত। রাজর্ষি কীর্তিরাত থেকে জন্মালেন মহারোমা।। ১১ ।। মহারোমা হতে জন্মালেন ধর্মপ্রাণ স্বর্ণরোমা। রাজর্ষি স্বর্ণরোমার পুত্র হ্রস্বরোমা।। ১২।। সেই ধর্মনিষ্ঠ মহাপ্রাণ রাজা হ্রস্বরোমার দুই পুত্র। একজন আমি। অন্যজন আমার বীরভ্রাতা কুশধ্বজ *(সীতার বংশলতিকা দ্রষ্টব্য)*।। ১৩ ।। জ্যেষ্ঠ বলে আমাকে আমার পিতৃদেব রাজ্যে অভিষিক্ত করে কুশধ্বজের ভার আমায় সমর্পণ করে বনে চলে গেলেন *(চাতুর্বর্ণ্য এবং চতুরাশ্রম রাজারা রক্ষা করতেন। তাই পরিণত বয়সে সংসার ত্যাগ করে সবাই বাণপ্রস্থে যেতেন। স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে বার্ধক্যে তাঁরা সংসারে থাকতেন না)*।। ১৪ ।। কালক্রমে বর্ষীয়ান পিতা স্বর্গে গমন করলেন। ধর্মের নিয়ম মেনে আমি রাজ্যভার বহন করছি। দেবতুল্য ভ্রাতা কুশধ্বজকে স্নেহের সঙ্গে পালন করেছি।। ১৫ ।। কিছুকাল পরে সাঙ্কাশ্যানগর থেকে এসে বীর্যবান রাজা সুধন্বা মিথিলা আক্রমণ করলেন।। ১৬ ।। তিনি দূতের মাধ্যমে সংবাদ পাঠালেন, শ্রেষ্ঠ শৈব ধনুটি এবং কমলনয়না সুন্দরী কন্যা সীতাকে আমায় দিয়ে দিন।। ১৭ ।। তা না দেওয়ায়, হে মহর্ষে, তাঁর সঙ্গে আমার যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে আমার দ্বারা সুধন্বা পরাজিত হয়ে নিহত হলেন।। ১৮ ।। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, রাজা সুধন্বাকে নিহত করে বীর ভ্রাতা কুশধ্বজকে আমি সাঙ্কাশ্যানগরীতে অভিষিক্ত করলাম।। ১৯ ।। হে মহর্ষে, এই আমার সেই ছোটোভাই। আমি হচ্ছি বড়ো জন। হে মুনিবর, দুই কন্যাকে আপনার বংশে কুলবধূ হবার জন্য অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে আমি দান করছি।। ২০ ।। দেবকন্যার মতো,আমার বীর্যশুল্কা কন্যা সীতাকে রামের হস্তে এবং দ্বিতীয়া ঊর্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে দান করছি। আপনার কল্যাণ হোক *(সুর-সুতা—দেবকন্যা)*।। ২১ ।। তিন সত্য করে বলছি, ওতে কোনো সন্দেহ নেই। হে মুনিবর, আপনার পুত্রবধূ হবার জন্য অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে আমি সেই দু'জনকে আপনাকে দান করছি।। ২২ ।। রাম-লক্ষ্মণের কল্যাণের

রাম-লক্ষ্মণয়ো রাজন্ গোদানং কারয়স্ব হ। পিতৃকার্যঞ্চ ভদ্রং তে ততো বৈবাহিকং কুরু।। ২৩
মঘা হ্যদ্য মহাবাহো তৃতীয়দিবসে প্রভো। ফাল্গুন্যামুত্তরে রাজংস্তস্মিন্ বৈবাহিকং কুরু।
রাম-লক্ষ্মণয়োরর্থে দানং কার্যং সুখোদয়ম্।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

জন্য, হে রাজন্, গো-দান করান। বিবাহের পূর্বে করণীয় পিতৃকার্য তথা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করান। তারপর বিবাহের অনুষ্ঠান সম্পাদন করুন।। ২৩ ।। মহাত্মন্, আজ মঘানক্ষত্র। তাই আজ থেকে তৃতীয়দিনে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র আসবে। ঐ প্রশস্ত দিনে বিবাহের অনুষ্ঠান করুন। এই অবসরে রাম-লক্ষ্মণের কল্যাণের জন্য দান করুন। তাতে তাদের সুখের উদয় হবে।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্ রামায়ণের আদিকাণ্ডের একসপ্ততিতম (৭১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রয়োর্ভরত-শত্রুঘ্নাভ্যাং জনকভ্রাতৃসুতে দাতুং জনকং প্রত্যুক্তিঃ, বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রপূজনং, দশরথস্য জনক-কুশধ্বজপ্রশংসা, আবাসগমনম্, শ্রাদ্ধাদিকরণঞ্চ।

তমুক্তবন্তং বৈদেহং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। উবাচ বচনং বীরং বসিষ্ঠসহিতো নৃপম্।। ১
অচিন্ত্যান্যপ্রমেয়াণি কুলানি নরপুঙ্গব। ইক্ষ্বাকূণাং বিদেহানাং নৈষাং তুল্যোঽস্তি কশ্চন।। ২
সদৃশো ধর্মসম্বন্ধঃ সদৃশো রূপসম্পদা। রাম-লক্ষ্মণয়ো রাজন্ সীতা চোর্মিলয়া সহ।। ৩
বক্তব্যঞ্চ নরশ্রেষ্ঠ শ্রূয়তাং বচনং মম। ভ্রাতা যবীয়ান্ ধর্মজ্ঞ এষ রাজা কুশধ্বজঃ।। ৪
অস্য ধর্মাত্মনো রাজন্ রূপেণাপ্রতিমং ভুবি। সুতাদ্বয়ং নরশ্রেষ্ঠ পত্ন্যর্থং বরয়ামহে।। ৫
ভরতস্য কুমারস্য শত্রুঘ্নস্য চ ধীমতঃ। বরয়ে তে সুতে রাজংস্তয়োরর্থে মহাত্মনোঃ।। ৬
পুত্রা দশরথস্যেমে রূপ-যৌবনশালিনঃ। লোকপালসমাঃ সর্বে দেবতুল্যপরাক্রমাঃ।। ৭

দ্বিসপ্ততিতম (৭২) সর্গ

জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যাকে ভরত ও শত্রুঘ্নের সঙ্গে বিবাহের জন্য বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রের প্রস্তাব। বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্রকে বন্দনা। দশরথের দ্বারা জনক এবং কুশধ্বজের প্রশংসা। নির্দিষ্টগৃহে গমন ও কল্যাণের জন্য পিতৃগণের শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন।

বিদেহপতি বীর জনক এই কথা বলতে থাকলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে বললেন—।। ১ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, ইক্ষ্বাকু এবং বিদেহ রাজবংশের এত মাহাত্ম্য যে তা চিন্তাতীত এবং ধারণাতীত। এদের মতো আর কোনো বংশই নেই *(মেয়—জ্ঞানের যোগ্য, যাকে জানা যায়, ধারণার যোগ্য। প্রমেয়—প্রকৃষ্টভাবে ধারণার যোগ্য। অপ্রমেয়—এতো বিশাল যে ধারণা করা যায় না, ধারণাতীত)*।। ২ ।। রূপ এবং সম্পদ—দু'য়েরই বিবেচনায় রাম এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতা এবং উর্মিলার ধর্মসম্মত বিবাহ অত্যন্ত যোগ্য কার্য।। ৩ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, এখন আমার একটি বক্তব্য আপনি শুনুন। আপনার কনিষ্ঠভ্রাতা কুশধ্বজ ধর্মপরায়ণ।। ৪ ।। রাজন্, ধর্মমূর্তি কুশধ্বজের দু'টি কন্যা আছে। রূপে তারা অতুলনীয়া। হে নরশ্রেষ্ঠ, তাদের দু'জনকেও রঘুবংশের বধূরূপে আমরা প্রার্থনা করছি।। ৫ ।। ভরত এবং শত্রুঘ্ন—এই দুই কুমারও বুদ্ধিমান। ঐ দুই মহাপ্রাণের জন্য আপনার দুই কন্যাকে আমরা বরণ করতে চাই।। ৬ ।। রাজা দশরথের চারপুত্রই রূপবান। তাঁরা যুবক। লোকপালদের মতো বীর্যবত্তায় তাঁরা দেবতাদের তুল্য।। ৭ ।। হে রাজেন্দ্র, উভয়ের

উভয়োরপি রাজেন্দ্র সম্বন্ধেনানুবধ্যতাম্। ইক্ষ্বাকুকুলমব্যগ্রং ভবতঃ পুণ্যকর্মণঃ।। ৮
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা বসিষ্ঠস্য মতে তদা। জনকঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ মুনিপুঙ্গবৌ।। ৯
কুলং ধন্যমিদং মন্যে যেষাং তৌ মুনিপুঙ্গবৌ। সদৃশং কুলসম্বন্ধং যদাজ্ঞাপয়তঃ স্বয়ম্।। ১০
এবং ভবতু ভদ্রং বঃ কুশধ্বজসুতে ইমে। পত্ন্যৌ ভজেতাং সহিতৌ শত্রুঘ্ন-ভরতাবুভৌ।। ১১
একাহ্না রাজপুত্রীণাং চতসৃণাং মহামুনে। পাণীন্ গৃহ্ণন্তু চত্বারো রাজপুত্রা মহাবলাঃ।। ১২
উত্তরে দিবসে ব্রহ্মন্ ফল্গুনীভ্যাং মনীষিণঃ। বৈবাহিকং প্রশংসন্তি ভগো যত্র প্রজাপতিঃ।। ১৩
এবমুক্ত্বা বচঃ সৌম্যং প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ। উভৌ মুনিবরৌ রাজা জনকো বাক্যমব্রবীৎ।। ১৪
পরো ধর্মঃ কৃতো মহ্যং শিষ্যোঽস্মি ভবতোস্তথা। ইমান্যাসনমুখ্যানি আস্যতাং মুনিপুঙ্গবৌ।। ১৫
যথা দশরথস্যেয়ং তথাঽযোধ্যা পুরী মম। প্রভুত্বে নাস্তি সন্দেহো যথার্হং কর্তুমর্হথঃ।। ১৬
তথা ব্রুবতি বৈদেহে জনকে রঘুনন্দনঃ। রাজা দশরথো হৃষ্টঃ প্রত্যুবাচ মহীপতিম্।। ১৭
যুবামসংখ্যেয়গুণৌ ভ্রাতরৌ মিথিলেশ্বরৌ। ঋষয়ো রাজসঙ্ঘাশ্চ ভবদ্ভ্যামভিপূজিতাঃ।। ১৮
স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভদ্রং তে গমিষ্যামঃ স্বমালয়ম্। শ্রাদ্ধকর্মাণি বিধিবদ্ বিধাস্য ইতি চাব্রবীৎ।। ১৯
তমাপৃষ্ট্বা নরপতিং রাজা দশরথস্তদা। মুনীন্দ্রৌ তৌ পুরস্কৃত্য জগামাশু মহাযশাঃ।। ২০
স গত্বা নিলয়ং রাজা শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ। প্রভাতে কাল্যমুত্থায় চক্রে গোদানমুত্তমম্।। ২১
গবাং শতসহস্রঞ্চ ব্রাহ্মণেভ্যো নরাধিপঃ। একৈকশো দদৌ রাজা পুত্রানুদ্দিশ্য ধর্মতঃ।। ২২

সম্বন্ধ-স্থাপন করে পুণ্যকর্মের দ্বারা আপনি ইক্ষ্বাকুবংশকে ধন্য করুন।। ৮ ।। বশিষ্ঠের অনুমোদনে বিশ্বামিত্রের এই বাক্য শুনে জনক কৃতাঞ্জলি হয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ-দু'জনকে বললেন—।।৯ ।। যেহেতু আপনাদের মতো দু'জন শ্রেষ্ঠ ঋষি আপনা থেকেই এই যোগ্য কুল-সম্বন্ধের প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে আমার বংশকে ধন্য মনে করছি।। ১০।। তাই হোক। আপনাদের মঙ্গল হোক। কুশধ্বজের দুই কন্যা পত্নীরূপে ভরত ও শত্রুঘ্নকে অর্চনা করুক।। ১১।। একই দিনে হে মহর্ষে, মহাবীর চার রাজপুত্র চারজনের রাজকন্যা পাণিগ্রহণ করুক *(দেখা যাচ্ছে—সীতা হলেন অলৌকিকভাবে আবির্ভূতা, জনকের বীর্যশুল্কা কন্যা। ঔরসজাতা কন্যা হলেন ঊর্মিলা। তিনি সীতার থেকে ছোটো। আর কুশধ্বজ কন্যা হলেন মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্তি)*।। ১২ ।। হে ব্রহ্মন্, আগামী পর্শু হবে ফল্গুনী নক্ষত্র। ঐ নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতা হচ্ছেন ভগ নামক প্রজাপতি। প্রাজ্ঞব্যক্তিরা ঐ দিনটিকে বিবাহের জন্য প্রশস্ত বলে বলেন।। ১৩ ।। রাজা জনক মুনিশ্রেষ্ঠ দু'জনকে এইরকম স্নিগ্ধবাক্য বলে উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে নিবেদন করলেন—।। ১৪ ।। হে মুনিশ্রেষ্ঠদ্বয়, আপনারা দু'জনে আমার জন্য পরম ধর্ম-সম্পাদন করলেন। আমি আপনাদের শিষ্যত্বগ্রহণ করলাম। এই শ্রেষ্ঠ আসনগুলি আপনাদেরই জন্য। আপনারা বসুন।। ১৫ ।। এখন এই মিথিলানগরী যেমন দশরথের হয়ে গেলো, তেমনি অযোধ্যাপুরীও হলো আমার। আপনাদের প্রভুত্ব আমি মাথা পেতে নিলাম। এতে কোনোই সন্দেহ নেই। এবার যা করণীয় তাই করুন আপনারা।। ১৬ ।। বিদেহরাজ জনক এইরকম বললে রঘুবংশধর রাজা দশরথ আনন্দিত হয়ে প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ১৭ ।। মিথিলাপতি, আপনারা দুই ভ্রাতাই অপরিমেয় গুণশালী। ঋষিকুল এবং রাজন্যমণ্ডলীকে আপনারা বিশেষভাবে সম্মান-প্রদর্শন করেন।। ১৮ ।। আপনারা কল্যাণলাভ করুন। আপনাদের মঙ্গল হোক। এবার আমরা নিজেদের আবাসে যাই। শাস্ত্রীয়নিয়মে আমরা শ্রাদ্ধকর্মাদি সম্পাদন করবো।। ১৯ ।। জনককে এই কথা বলে বিদায় দিয়ে মহাযশস্বী রাজা দশরথ বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ মহর্ষি দু'জনকে সামনে নিয়ে দ্রুত চলে এলেন।। ২০ ।। রাজা দশরথ তখন নিজের বাসস্থানে গিয়ে বিধি-অনুসারে শ্রাদ্ধ-সম্পাদন করলেন। প্রভাতে উঠে উত্তম গো-সমূহ দান করলেন।। ২১ ।। রাজা পুত্রদের কল্যাণে ধর্মানুসারে এক লক্ষ করে গাভী দান করলেন। এইভাবে শৃঙ্গগুলি স্বর্ণ দিয়ে মুড়ে কাঁসার দোহনপাত্রসহ বৎসসহ চার লক্ষ ধেনু নরশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ ব্রাহ্মণদের দিলেন।। ২২-২৩ ।। রঘুনন্দন পুত্রবৎসল দশরথ

সুবর্ণশৃঙ্গাঃ সম্পন্নাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ। গবাং শতসহস্রাণি চত্বারি পুরুষর্ষভ।। ২৩
বিত্তমন্যচ্চ সুবহু দ্বিজেভ্যো রঘুনন্দনঃ। দদৌ গোদানমুদ্দিশ্য পুত্রাণাং পুত্রবৎসলঃ।। ২৪
স সুতৈঃ কৃতগোদানৈর্বৃতঃ সন্ নৃপতিস্তদা। লোকপালৈরিবাভাতি বৃতঃ সৌম্যঃ প্রজাপতিঃ।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

গো-দানের উদ্দেশ্যে দ্বিজবর্গকে আরো বহু সম্পদ দান করলেন। ।। ২৪ ।। গো-দানে ব্রতী রাজা দশরথকে পুত্রদের দ্বারা পরিবৃত হওয়ায় লোকপাল-বেষ্টিত স্নিগ্ধদর্শন প্রজাপতির মতো দেখাচ্ছিলো।। ২৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বিসপ্ততিতম (৭২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

যুধাজিতো দশরথসন্নিধাবাগমনম্, দশরথস্য জনকযজ্ঞভূমিগমনম্, বসিষ্ঠ-জনকয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী, জনক-বাক্যেন বসিষ্ঠস্য পৌরহিত্যকরণম্, রামাদীনাং বিবাহশ্চ।

যস্মিংস্তু দিবসে রাজা চক্রে গোদানমুত্তমম্। তস্মিংস্তু দিবসে বীরো যুধাজিৎ সমুপেয়িবান্।। ১
পুত্রঃ কেকয়রাজস্য সাক্ষাদ্ ভরতমাতুলঃ। দৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা চ কুশলং রাজানমিদমব্রবীৎ।। ২
কেকয়াধিপতী রাজা স্নেহাৎ কুশলমব্রবীৎ। যেষাং কুশলকামোঽসি তেষাং সম্প্রত্যনাময়ম্।। ৩
স্বস্রীয়ং মম রাজেন্দ্র দ্রষ্টুকামো মহীপতিঃ। তদর্থমুপযাতোঽহমযোধ্যাং রঘুনন্দনঃ।। ৪
শ্রুত্বা ত্বহমযোধ্যায়াং বিবাহার্থং তবাত্মজান্। মিথিলামুপয়াতাংস্তু ত্বয়া সহ মহীপতে।। ৫
ত্বরয়াভ্যুপযাতোঽহং দ্রষ্টুকামঃ স্বসুঃ সুতম্। অথ রাজা দশরথঃ প্রিয়াতিথিমুপস্থিতম্।। ৬
দৃষ্ট্বা পরমসৎকারৈঃ পূজনার্হমপূজয়ৎ। ততস্তামুষিতো রাত্রিং সহ পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ।। ৭

ত্রিসপ্ততিতম (৭৩) সর্গ

দশরথের নিকটে যুধাজিতের আগমন। জনকের যজ্ঞস্থলে দশরথের গমন। বশিষ্ঠ এবং জনকের উক্তি-প্রত্যুক্তি। জনকের বাক্যে বশিষ্ঠের পৌরোহিত্যগ্রহণ। রাম প্রমুখের বিবাহ।

যেদিন রাজা দশরথ 'গো-দান'রূপ উত্তমকার্য সম্পাদন করলেন, সেইদিনেই বীর যুধাজিৎ এসে উপস্থিত হলেন।। ১ ।। তিনি কেকয়রাজার পুত্র। ভরতের সাক্ষাৎ মাতুল। রাজা দশরথকে দর্শনান্তে কুশল জিজ্ঞাসা করে তিনি বললেন—।। ২ ।। কেকয়রাজ স্নেহবশতঃ আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনি যাঁদের কুশল কামনা করেন, তাঁরাও ভালোই আছেন। (*কুশং লাতি গৃহ্নাতি ইতি কুশল—কুশ সংগ্রহে সমর্থ। কুশের ধার আছে। অনভ্যস্ত ব্যক্তি কুশ তুলতে গেলে হাত কেটে যাবে। নৈপুণ্য চাই। তা, কুশল শব্দের অর্থ হলো নিপুণ, ভালো, অক্ষত। সম্বোধনকালে রীতি হলো ব্রাহ্মণকে "কুশল"—অর্থাৎ কুশাদির দ্বারা ধর্মকার্যে নিপুণ আছেন কিনা জিজ্ঞাসা। যুদ্ধাদির দ্বারা রাজারক্ষণ ক্ষত্রিয়ের কাজ। রুগ্নশরীরে তা হয় না। তাই ক্ষত্রিয়ের জন্য জিজ্ঞাসা অনাময় অর্থাৎ নীরোগতা তথা সুস্বাস্থ্য*)।।৩ ।। হে রাজেন্দ্র, কেকয়রাজ তাঁর দৌহিত্র তথা আমার ভাগিনেয়কে দেখতে চাইছেন। হে রঘুবংশধর, সেজন্যই আমি অযোধ্যায় গিয়েছিলাম।।৪ ।। শুনলাম, আপনার পুত্রেরা বিবাহের জন্য আপনার সঙ্গে মিথিলায় এসেছে।। ৫ ।। এই কথা শুনে ভগ্নীর পুত্রকে দেখবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি এখানে চলে এলাম। রাজা দশরথ তখন সমাগত প্রিয়জনকে অতিথিরূপে দেখে সেই মানযোগ্য আত্মীয়কে সমুচিতভাবে সৎকার করলেন। তারপর মহাত্মা দশরথ পুত্রদের সঙ্গে সেই রাত সেখানে কাটালেন (*স্বস্রী—ভাগিনেয়*)।। ৬-৭ ।। বিদ্বান্ রাজা পরদিন প্রভাতে শয্যা থেকে উঠে প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপন

প্রভাতে পুনরুত্থায় কৃত্বা কর্মাণি তত্ত্ববিৎ। ঋষীংস্তদা পুরস্কৃত্য যজ্ঞবাটমুপাগমৎ।। ৮
যুক্তে মুহূর্তে বিজয়ে সর্বাভরণভূষিতৈঃ। ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রামঃ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ।। ৯
বসিষ্ঠং তু পুরস্কৃত্য মহর্ষীনপরানপি। বসিষ্ঠো ভগবানেত্য বৈদেহমিদমব্রবীৎ।। ১০
রাজা দশরথো রাজন্ কৃতকৌতুকমঙ্গলৈঃ। পুত্রৈর্নরবরশ্রেষ্ঠো দাতারমভিকাঙ্ক্ষতে।। ১১
দাতৃ-প্রতিগ্রহীতৃভ্যাং সর্বার্থাঃ সম্ভবন্তি হি। স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব কৃত্বা বৈবাহ্যমুত্তমম্।। ১২
ইত্যুক্তঃ পরমোদারো বসিষ্ঠেন মহাত্মনা। প্রত্যুবাচ মহাতেজা বাক্যং পরমধর্মবিৎ।। ১৩
কঃ স্থিতঃ প্রতিহারো মে কস্যাজ্ঞাং সংপ্রতীক্ষতে। স্বগৃহে কো বিচারোঽস্তি যথা রাজ্যমিদং তব।। ১৪
কৃতকৌতুকসর্বস্বা বেদিমূলমুপাগতাঃ। মম কন্যা মুনিশ্রেষ্ঠ দীপ্তা বহ্নেরিবার্চিষঃ।। ১৫
সদ্যোঽহং ত্বৎপ্রতীক্ষোঽস্মি বেদ্যামস্যাং প্রতিষ্ঠিতঃ। অবিঘ্নং ক্রিয়তাং সর্বং কিমর্থং হি বিলম্ব্যতে।। ১৬
তদ্বাক্যং জনকেনোক্তং শ্রুত্বা দশরথস্তদা। প্রবেশয়ামাস সুতান্ সর্বানৃষিগণানপি।। ১৭
ততো রাজা বিদেহানাং বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ। কারয়স্ব ঋষে সর্বামৃষিভিঃ সহ ধার্মিকঃ।। ১৮
রামস্য লোকরামস্য ক্রিয়াং বৈবাহিকীং প্রভো। তথেত্যুক্ত্বা তু জনকং বসিষ্ঠো ভগবান্ ঋষিঃ।। ১৯
বিশ্বামিত্রং পুরস্কৃত্য শতানন্দঞ্চ ধার্মিকম্। প্রপামধ্যে তু বিধিবদ্ বেদিং কৃত্বা মহাতপাঃ।। ২০
অলংচকার তাং বেদিং গন্ধ-পুষ্পৈঃ সমন্ততঃ। সুবর্ণপালিকাভিশ্চ চিত্রকুম্ভৈশ্চ সাঙ্কুরৈঃ।। ২১
অঙ্কুরাঢ্যৈঃ শরাবৈশ্চ ধূপপাত্রৈঃ সধূপকৈঃ। শঙ্খপাত্রৈঃ স্রুবৈঃ স্রুগ্‌ভিঃ পাত্রৈরর্ঘ্যাদিপূজিতৈঃ।। ২২
লাজপূর্ণৈশ্চ পাত্রীভিরক্ষতৈরপি সংস্কৃতৈঃ। দর্ভৈঃ সমৈঃ সমাস্তীর্য বিধিবমন্ত্রপূর্বকম।। ২৩

করে ঋষিদের সামনে নিয়ে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হলেন।।৮ ।। বিজয়াবহ শুভ মুহূর্তে ভ্রাতাদের সঙ্গে রামকে সকল অলঙ্কারে ভূষিত করা হলো। বিবাহের পূর্বে করণীয় মঙ্গলসূত্রবন্ধনাদি আচার অনুষ্ঠিত হলো।।৯।। সামনে তখন রয়েছেন কুলপুরোহিত, কুলগুরু, প্রধানমন্ত্রী মহর্ষি বশিষ্ঠ। সঙ্গে রয়েছেন অন্য মহর্ষিরাও। বশিষ্ঠ তখন বিদেহপতি জনককে এগিয়ে গিয়ে বললেন—।। ১০ ।। সজ্জনশ্রেষ্ঠ রাজা দশরথ কন্যাদাতাকে আকাঙ্ক্ষা করছেন। সঙ্গে রয়েছে পুত্রগণ। তাদের প্রাগ্‌বিবাহ মঙ্গলাচার সব অনুষ্ঠিত হয়েছে।। ১১ ।। দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা মিলিত হলে দানক্রিয়ার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এই উত্তম বিবাহকর্ম সম্পাদন করে আপনি স্বধর্ম প্রতিপালন করুন।। ১২ ।। মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা বলার পর পরম তেজস্বী, পরমধর্মবেত্তা, পরম উদার রাজা জনক প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ১৩ ।। আমার দ্বাররক্ষক কে আছেন? কার আদেশের প্রতীক্ষা করছেন রাজা দশরথ? এই রাজ্যের মতো এ বাড়ীও তো তাঁর। নিজের গৃহে প্রবেশ করতে কি কোনো বিচার করতে হয়?।। ১৪-১৫ ।। হে মুনিবর, আমার কন্যারা বিবাহযজ্ঞের বেদির নীচে এসে উপস্থিত হয়েছে। কৌতুক-মঙ্গলাদি আচার তাদের সম্পন্ন হয়েছে। অগ্নিশিখার মতো তাদের উজ্জ্বল এবং পবিত্র দেখাচ্ছে *(বহ্নি—অগ্নি)*।।। ১৬ ।। জনকের দ্বারা উক্ত সেই বাক্য শুনে দশরথ তখন বিবাহ যজ্ঞসভায় পুত্রদের প্রবেশ করালেন। ঋষিদের সকলকে নিয়ে এলেন।। ১৭ ।। এখন বিদেহরাজ জনক বশিষ্ঠকে বললেন, হে ধর্মনিষ্ঠ ঋষে, ঋষিদের সঙ্গে মিলে বিবাহকার্য আপনি সম্পন্ন করান।। ১৮ ।। মহাত্মন্, জনপ্রিয় রামচন্দ্রের বিবাহকার্য আপনি সম্পন্ন করান। তপঃশক্তিসম্পন্ন ঋষি বশিষ্ঠ জনককে বললেন, তাই হবে।। ১৯ ।। তখন মহাতপস্বী ঋষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র এবং শতানন্দকে সামনে নিয়ে মণ্ডপের মধ্যে শাস্ত্রীয় নিয়মে বেদি তৈরী করলেন। *(প্রপা—মণ্ডপ, পানশালা, জলছত্র)*।। ২০ ।। সেই বেদির সব দিক চন্দন এবং পুষ্প দিয়ে সাজালেন। সোনার ঝালর টাঙিয়ে দিলেন। অঙ্কুর-সমন্বিত চিত্রিত কলশ করলেন স্থাপন।। ২১ ।। অঙ্কুরিত ছোলা, মুগাদিপূর্ণ শরা স্থানে স্থানে রাখলেন। স্থাপন করলেন ধূপসহ ধুনুচি। শঙ্খপাত্র, স্রুব, স্রুক্ প্রভৃতি যজ্ঞীয় পাত্র এবং পূজিত অর্ঘ্যপাত্র সব সাজিয়ে রাখলেন।। ২২ ।। খৈ এবং আতপচাল মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত করে অনেক পাত্রে রাখলেন। কুশরাশি বিছিয়ে রাখলেন। সর্বত্রই শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে মন্ত্রপাঠ করে সেই বেদিতে অগ্নিস্থাপন

অগ্নিমাধায় তাং বেদ্যাং বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতম্। জুহাবাগ্নৌ মহাতেজা বসিষ্ঠো মুনিপুঙ্গবঃ।। ২৪
ততঃ সীতাং সমানীয় সর্বাভরণভূষিতাম্। সমক্ষমগ্নেঃ সংস্থাপ্য রাঘবাভিমুখে তদা।। ২৫
অব্রবীজ্জনকো রাজা কৌসল্যানন্দবর্ধনম্। ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্মচরী তব।। ২৬
প্রতীচ্ছচৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্নীষ্ব পাণিনা। পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা।। ২৭
ইত্যুক্ত্বা প্রাক্ষিপদ্ রাজা মন্ত্রপূতং জলং তদা। সাধু সাধ্বিতি দেবানামৃষীণাং বদতাং তদা।। ২৮
দেবদুন্দুভিনির্ঘোষঃ পুষ্পবর্ষো মহানভূৎ। এবং দত্ত্বা সুতাং সীতাং মন্ত্রোদক পুরস্কৃতাম।। ২৯
অব্রবীজ্জনকো রাজা হর্ষেণাভি পরিপ্লুতঃ। লক্ষ্মণাগচ্ছ ভদ্রং তে ঊর্মিলামুদ্যতাং ময়া।। ৩০
প্রতীচ্ছ পাণিং গৃহ্নীষ্ব মা ভূৎকালস্য পর্যয়ঃ। তমেবমুক্ত্বা জনকো ভরতং চাভ্যভাষত।। ৩১
গৃহাণ পাণিং মাণ্ডব্যাঃ পাণিনা রঘুনন্দন। শত্রুঘ্নং চাপি ধর্মাত্মা অব্রবীন্মিথিলেশ্বরঃ।। ৩২
শ্রুতকীর্তের্মহাবাহো পাণিং গৃহ্নীষ্ব পাণিনা। সর্বে ভবন্তঃ সৌম্যাশ্চ সর্বে সুচরিতব্রতাঃ।। ৩৩
পত্নীভিঃ সন্তু কাকুৎস্থা মা ভূত্কালস্য পর্যয়ঃ। জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা পাণীন্পাণিভিরস্পৃশন্।। ৩৪
চত্বারস্তে চতসৃণাং বসিষ্ঠস্য মতে স্থিতাঃ। অগ্নিং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বেদিং রাজানমেব চ।। ৩৫
ঋষীংশ্চাপি মহাত্মানঃ সহভার্যা রঘূদ্বহাঃ। যথোক্তেন ততশ্চক্রুর্বিবাহং বিধিপূর্বকম্।। ৩৬
পুষ্পবৃষ্টির্মহত্যাসীদন্তরিক্ষাৎ সুভাস্বরা। দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্গীতবাদিত্রনিঃ স্বনৈঃ।। ৩৭
ননৃতুশ্চাপ্সরঃসঙ্ঘা গন্ধর্বাশ্চ জগুঃ কলম্। বিবাহে রঘুমুখ্যানাং তদদ্ভুতমদৃশ্যত।। ৩৮

করলেন। তারপর মহাতেজস্বী মুনিবর বশিষ্ঠ অগ্নিতে দিলেন আহুতি।। ২৩-২৪ ।। রাজা জনক তারপর অলঙ্কারসমূহে ভূষিতা সীতাকে অগ্নির সামনে এনে রামচন্দ্রের দিকে মুখ করিয়ে দাঁড় করালেন।। ২৫ ।। মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্ধনকারী পুত্র রামচন্দ্রকে বললেন, সীতা আমার কন্যা। আজ থেকে তোমার সহধর্মিণী হলো।। ২৬ ।। তুমি একে গ্রহণ করো। তোমার কল্যাণ হোক। হস্তের দ্বারা সীতার হস্ত তুমি গ্রহণ করো। সীতা সৌভাগ্যবতী পতিব্রতা হয়ে সর্বদাই ছায়ার মতো তোমার অনুগামিনী হবে।। ২৭ ।। এই কথা বলে রাজা জনক মন্ত্রপূত জল রামচন্দ্রের হস্তে নিক্ষেপ করলেন। দেবতা এবং ঋষিরা তখন সমস্বরে বলে উঠলেন, সাধু সাধু।। ২৮ ।। দেবদুন্দুভি বেজে উঠলো। প্রভূত পুষ্পবর্ষণ হলো। সীতাকে মন্ত্রপূত সলিলের দ্বারা এইভাবে সর্বসমক্ষে রামকে সমর্পণ করা হলো।। ২৯ ।। রাজা জনক আনন্দে যেন ভেসে গেলেন। তিনি তখন লক্ষ্মণকে বললেন, এসো, তোমার কল্যাণ হোক। তোমায় আমি ঊর্মিলাকে দিতে চাই।। ৩০ ।। এর হস্ত তুমি গ্রহণ করো। শুভসময় যেন চলে না যায়! তাঁকে এই কথা বলে জনক এবার ভরতকে বললেন—।।৩১ ।। হে রঘুনন্দন; তোমার হস্তের দ্বারা মাণ্ডবীর হস্ত তুমি গ্রহণ করো। ধর্মপ্রাণ মিথিলারাজ জনক তারপর শত্রুঘ্নকেও বললেন—।।৩২ ।। হে মহাবীর, শ্রুতকীর্তির হস্ত তুমি তোমার হস্তে গ্রহণ করো। তোমরা সকল ভ্রাতাই স্নিগ্ধদর্শন। এবং শোভন-ব্রত-পরায়ণ।। ৩৩ ।। মহারাজ ককুৎস্থের বংশতিলক তোমরা। নিজ নিজ পত্নীকে গ্রহণ করো। তিথি যেন চলে না যায়! জনকের বাক্য শুনে তাঁরা চার ভাই চার কন্যার হস্ত বশিষ্ঠের অনুমোদনক্রমে তাঁদের চার হস্তে স্পর্শ করলেন।।৩৪ ।। পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা অগ্নিকে প্রথমে, তারপর যজ্ঞবেদি, রাজা, ঋষিমণ্ডলী এবং অন্য মহাত্মাগণকে প্রদক্ষিণ করলেন। এইভাবে রঘুকুলের গৌরবরক্ষাকারী এই চারজন শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবাহ করলেন।।৩৫-৩৬ ।। সেইসময় স্বর্গ থেকে প্রভূত পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো। সকল দিক অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বাজতে লাগলো স্বর্গীয় দুন্দুভি। গানবাজনার শব্দে পূর্ণ হলো আকাশ-বাতাস।।৩৭ ।। অপ্সরারা স্বর্গে নাচতে লাগলেন। গন্ধর্বেরা মধুর গান গাইতে শুরু করলেন। রঘুবংশীয় শ্রেষ্ঠসন্তানদের বিবাহে এইসব অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেলো।।৩৮ ।। এইরকম অবস্থায় তূর্যধ্বনি যখন বেজে উঠলো, তখন মহাবীর চার ভ্রাতা যজ্ঞীয় অগ্নিকে

ঈদৃশে বর্তমানে তু তূর্যোদ্‌ঘুষ্টনিনাদিতে। ত্রিরগ্নিং তে পরিক্রম্য উহুর্ভার্যা মহৌজসঃ।। ৩৯
অথোপকার্যং জগ্মুস্তে সভার্যা রঘুনন্দনাঃ। রাজাপ্যনুযযৌ পশ্যন্ সর্ষিসঙ্ঘ সবান্ধবঃ।। ৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

তিনবার প্রদক্ষিণ করে পত্নীদের গ্রহণ করলেন। সম্পন্ন হলো তাঁদের বিবাহ।।৩৯ ।। রঘুনন্দন এই চার ভ্রাতা তাঁদের নববিবাহিত পত্নীদের নিয়ে শিবিরে গমন করলেন। তা দেখে ঋষিদের নিয়ে সবান্ধবে অনুগমন করলেন রাজা দশরথও *(উপকার্য—রাজার বাসযোগ্য অস্থায়ী ভবন, শিবির)*।। ৪০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের আদিকাণ্ডের ত্রিসপ্ততিতম (৭৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

বিশ্বামিত্রস্য প্রস্থানম্, দশরথস্য অয়োধ্যাগমনম্, দশরথসমীপে পরশুরামস্যাগমনম্, ঋষিদত্তার্ঘগ্রহণঞ্চ।

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ। আপৃষ্ট্বা তৌ চ রাজানৌ জগামোত্তরপর্বতম্।। ১
বিশ্বামিত্রে গতে রাজা বৈদেহং মিথিলাধিপম্। আপৃষ্ট্বৈব জগামাশু রাজা দশরথঃ পুরীম্।। ২
গচ্ছন্তং তং তু রাজানমন্বগচ্ছন্নরাধিপঃ। অথ রাজা বিদেহানাং দদৌ কন্যাধনং বহু।
গবাং শতসহস্রাণি বহূনি মিথিলেশ্বরঃ।। ৩
কম্বলানাঞ্চ মুখ্যানাং ক্ষৌম্যান্ কোট্যম্বরাণি চ। হস্ত্যশ্ব-রথ-পাদাতং দিব্যরূপং স্বলঙ্কৃতম্।। ৪
দদৌ কন্যাশতং তাসাং দাসীদাসমনুত্তমম্। হিরণস্য সুবর্ণস্য মুক্তানাং বিদ্রুমস্য চ।। ৫
দদৌ রাজা সুসংহৃষ্টঃ কন্যাধনমনুত্তমম্। দত্ত্বা বহুবিধং রাজা সমনুজ্ঞাপ্য পার্থিবম্।। ৬
প্রবিবেশ স্বনিলয়ং মিথিলাং মিথিলেশ্বরঃ। রাজাপ্যযোধ্যাধিপতিঃ সহ পুত্রৈর্মহাত্মভিঃ।। ৭
ঋষীন্ সর্বান্ পুরস্কৃত্য জগাম সবলানুগঃ। গচ্ছন্তং তু নরব্যাঘ্রং সর্ষিসঙ্ঘং সরাঘবম্।। ৮
ঘোরাস্তু পক্ষিণো বাচো ব্যাহরন্তি সমন্ততঃ। ভৌমাশ্চৈব মৃগাঃ সর্বে গচ্ছন্তি স্ম প্রদক্ষিণম্।। ৯

চতুঃসপ্ততিতম (৭৪) সর্গ

বিশ্বামিত্রের প্রতিগমন। দশরথের অযোধ্যাগমন। দশরথের কাছে পরশুরামের আগমন। ঋষিপ্রদত্ত অর্ঘ্য-গ্রহণ।

রাত ভোর হলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথ এবং জনকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উত্তরপর্বতে চলে গেলেন।। ১ ।। বিশ্বামিত্র চলে গেলে রাজা দশরথও মিথিলাপতি জনককে বিদায় জানিয়ে সত্বর নিজ রাজধানী অযোধ্যায় চলে গেলেন।। ২ ।। রাজা জনক রাজা দশরথের পশ্চাতে কিছুটা গিয়ে তাঁকে বিদায় জানালেন। তারপর বিদেহরাজ মিথিলাপতি জনক কন্যাগণকে যৌতুকরূপে অনেক ধন দান করলেন। দিলেন বহু লক্ষ ধেনু।।৩ ।। দিলেন বহু ভালো কম্বল; অনেক রেশমী এবং পট্টবস্ত্র, এক কোটি সাধারণ বস্ত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিক সৈন্য, অলঙ্কারে-শোভিতা একশত সুন্দরী দাসী, বহুভৃত্য, ভালো সোনা, মুক্তা এবং প্রবাল।। ৪-৫ ।। রাজা জনক অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে এইসব উত্তম কন্যাধন তথা যৌতুক দান করে দশরথকে এগিয়ে দেবার সময় কিছুটা যাবার পর ফিরে আসার অনুমতি পেলেন।। ৬ ।। তখন মিথিলাপতি জনক মিথিলায় নিজগৃহে প্রবেশ করলেন। অযোধ্যাপতি দশরথও পুত্র এবং সজ্জন মহাত্মাদের নিয়ে সকল ঋষির সামনে এবং সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাতে নিয়ে স্বীয় রাজ্যাভিমুখে চলতে শুরু করলেন। রামকে নিয়ে নরশ্রেষ্ঠ দশরথ যখন চলছেন—।। ৭ -৮ ।। তখন পাখীরা চারদিকে কূজন করছিলো। ভূতলে হরিণেরা তাঁকে প্রদক্ষিণ করছিলো।। ৯ ।। এইসব দেখে রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ বশিষ্ঠকে জিজ্ঞেস করলেন, অশুভ পাখীরা বিকট

তান্ দৃষ্ট্বা রাজশার্দূলো বসিষ্ঠং পর্যপৃচ্ছত। অসৌম্যাঃ পক্ষিণো ঘোরা মৃগাশ্চাপি প্রদক্ষিণাঃ।। ১০
কিমিদং হৃদয়োৎকম্পি মনো মম বিষীদতি। রাজ্ঞো দশরথস্যৈতচ্ছ্রুত্বা বাক্যং মহান্ ঋষিঃ।। ১১
উবাচ মধুরাং বাণীং শ্রূয়তামস্য যৎফলম্। উপস্থিতং ভয়ং ঘোরং দিব্যং পক্ষিমুখাচ্চ্যুতম্।। ১২
মৃগাঃ প্রশময়ন্ত্যেতে সন্তাপস্ত্যজ্যতাময়ম্। তেষাং সংবদতাং তত্র বায়ুঃ প্রাদুর্বভূব হ।। ১৩
কম্পয়ন্ মেদিনীং সর্বাং পাতয়ংশ্চ মহাদ্রুমান্। তমসা সংবৃতঃ সূর্যঃ সর্বে নাবেদিষুর্দিশঃ।। ১৪
ভস্মনা চাবৃতং সর্বং সংমূঢমিব তদ্বলম্। বসিষ্ঠ ঋষয়শ্চান্যে রাজা চ সসুতস্তদা।। ১৫
সসংজ্ঞা ইব তত্রাসন্ সর্বমন্যদ্ বিচেতনম্। তস্মিংস্তমসি ঘোরে তু ভস্মচ্ছন্নেব সা চমূঃ।। ১৬
দদর্শ ভীমসঙ্কাশং জটামণ্ডলধারিণম্। ভার্গবং জামদগ্নেয়ং রাজা রাজবিমর্দনম্।। ১৭
কৈলাসমিব দুর্ধর্ষং কালাগ্নিমিব দুঃসহম্। জ্বলন্তমিব তেজোভির্দুর্নিরীক্ষ্যং পৃথগ্জনৈঃ।। ১৮
স্কন্ধে চাসজ্য পরশুং ধনুর্বিদ্যুদ্গণোপমম্। প্রগৃহ্য শরমুগ্রঞ্চ ত্রিপুরঘ্নং যথা শিবম্।। ১৯
তং দৃষ্ট্বা ভীমসংকাশং জ্বলন্তমিব পাবকম্। বসিষ্ঠপ্রমুখা বিপ্রা জপ-হোমপরায়ণাঃ।। ২০
সঙ্গতা মুনয়ঃ সর্বে সংজজল্পুরথো মিথঃ। পিতৃবধামর্ষী ক্ষত্রং নোৎসাদয়িষ্যতি।। ২১
পূর্বং ক্ষত্রবধং কৃত্বা গতমন্যুর্গতজ্বরঃ। ক্ষত্রস্যোৎসাদনং ভূয়ো ন খল্বস্য চিকীর্ষিতম্।। ২২
এবমুক্ত্বার্ঘমাদায় ভার্গবং ভীমদর্শনম্। ঋষয়ো রাম রামেতি মধুরং বাক্যমব্রুবন।। ২৩
প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজামৃষিদত্তাং প্রতাপবান্। রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যোঽভ্যভাষত।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

শব্দ করছে। মৃগেরা আমায় প্রদক্ষিণ করছে। কি ব্যাপার?।। ১০ ।। এ কি? এতে হৃদয় আমার কম্পিত হচ্ছে। মন হচ্ছে বিষণ্ণ। মহর্ষি বশিষ্ঠ দশরথের এই বাক্য শুনলেন।। ১১ ।। মধুরভাষায় তিনি বললেন, এর ফল শুনুন। পাখীদের মুখ থেকে যে বিকৃত শব্দ বের হয়ে আসছে, তাতে মনে হচ্ছে সামনে বিপদ।। ১২ ।। আবার মৃগেরা প্রদক্ষিণ করছে, এতে মনে হচ্ছে বিপদ কেটে যাবে। আপনি এখন দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন। তাঁরা যখন কথা বলছেন, তখন হঠাৎ বাতাস প্রবলবেগে বইতে শুরু করলো।। ১৩ ।। পৃথিবী কাঁপতে লাগলো। বড় বড় গাছগুলো সব ভেঙে পড়ে গেলো। অন্ধকার এসে সূর্যকে ঢেকে ফেললো। কোন্‌টা কোন্ দিক্ কেউই বুঝতে পারছে না।। ১৪ ।। সব ভস্মে ঢেকে গেলো। সৈন্যেরা সব গেলো হক্‌চকিয়ে। কেবল ঋষি বশিষ্ঠ, অন্য ঋষিরা এবং সপুত্র রাজা দশরথ সচেতন রইলেন। আর সবাই অচেতন হয়ে গেলেন। সেই ভীষণ অন্ধকারে সৈন্যবাহিনী যেন ভস্মাচ্ছন্ন হয়ে গেলো।। ১৫-১৬ ।। রাজা দশরথ তখন দেখলেন, ভৃগুবংশজাত, জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম আসছেন। তিনি ভীষণদর্শন, জটামণ্ডলধারী এবং ক্ষত্রিয়ঘাতী *(রাজ—ক্ষত্রিয়)*।। ১৭ ।। বিশাল কৈলাশপর্বতের মতো তিনি দুর্ধর্ষ। প্রলয়কালীন অগ্নির মতো তিনি অসহ্য। ভীষণ তেজে তিনি যেন জ্বলছেন। সাধারণ মানুষ তাঁর দিকে তাকাতে পারছে না।। ১৮ ।। কাঁধে তিনি কুঠার তুলে নিয়েছেন। হাতে ধরে আছেন বিদ্যুৎপুঞ্জের মতো ধনু এবং ভীষণ বাণ। যেন ত্রিপুরধ্বংসকারী রুদ্র!।। ১৯।। জ্বলন্ত আগুনের ভীষণদর্শন তাঁকে দেখে জপ এবং হোমপরায়ণ বশিষ্ঠ-প্রমুখ ঋষিরা সবাই সম্মিলিত হয়ে পরস্পর বলতে লাগলেন, পিতৃহত্যার জন্য ক্রোধে ইনি কি ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করবেন?।। ২০-২১ ।। পূর্বে ক্ষত্রিয়দের হত্যা করে ইনি ক্রোধ এবং চিন্তা হতে মুক্ত হয়েছিলেন। এখন আবার ইনি ক্ষত্রিয়-হত্যা ইচ্ছা করছেন না তো?।। ২২ ।। এই কথা বলে ঋষিরা ভৃগুবংশধর ভীষণদর্শন পরশুরামকে অর্ঘ্য দিয়ে অর্চনা করে মধুরবাক্যে বললেন—রাম, রাম।। ২৩ ।। প্রতাপশালী ঋষি, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম ঋষিদের প্রদত্ত সেই বন্দনা গ্রহণ করে দশরথনন্দন রামচন্দ্রকে বললেন—।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের চতুঃসপ্ততিতম (৭৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

পরশুরামস্য রামং প্রত্যুক্তিঃ, তং প্রতি দশরথস্যানুনয়ঃ, তস্য দশরথবাক্যানাদরঃ, রামং প্রতি পুনরুক্তিশ্চ।

রাম দাশরথে বীর বীর্যং তে শ্রূয়তেঽদ্ভুতম্। ধনুষো ভেদনং চৈব নিখিলেন ময়া শ্রুতম্।। ১
তদদ্ভুতমচিন্ত্যঞ্চ ভেদনং ধনুষস্তথা। তচ্ছ্রুত্বাহমনুপ্রাপ্তো ধনুর্গৃহ্যাপরং শুভম্।। ২
তদিদং ঘোর সঙ্কাশং জামদগ্ন্যং মহদ্ধনুঃ। পূরয়স্ব শরেণৈব স্ববলং দর্শয়স্ব চ।। ৩
তদহং তে বলং দৃষ্ট্বা ধনুষোঽপ্যস্য পূরণে। দ্বন্দ্বযুদ্ধং প্রদাস্যামি বীর্যশ্লাঘ্যমহং তব।। ৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথস্তদা। বিষণ্ণোবদনো দীনঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ।। ৫
ক্ষত্ররোষাৎ প্রশান্তস্ত্বং ব্রাহ্মণশ্চ মহাতপাঃ। বালানাং মম পুত্রাণামভয়ং দাতুমর্হসি।। ৬
ভার্গবাণাং কুলে জাতঃ স্বাধ্যায়ব্রত শালিনাম্। সহস্রাক্ষে প্রতিজ্ঞায় শাস্ত্রং প্রক্ষিপ্তবানসি।। ৭
স ত্বং ধর্মপরো ভূত্বা কশ্যপায় বসুন্ধরাম্। দত্ত্বা বনমুপাগম্য মহেন্দ্রকৃতকেতনঃ।। ৮
মম সর্ববিনাশায় সংপ্রাপ্তস্ত্বং মহামুনে। ন চৈকস্মিন্ হতে রামে সর্বে জীবামহে বয়ম্।। ৯
ব্রুবত্যেবং দশরথে জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্। অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রামমেবাভ্যভাষত।। ১০
ইমে দ্বে ধনুষী শ্রেষ্ঠে দিব্যে লোকাভিপূজিতে। দৃঢে বলবতী মুখ্যে সুকৃতে বিশ্বকর্মণা।। ১১

পঞ্চসপ্ততিতম (৭৫) সর্গ

দাশরথি রামের প্রতি পরশুরামের উক্তি-প্রত্যুক্তি। তাঁর প্রতি দশরথের অনুনয়।
দশরথের অনুরোধ পরশুরামের অবহেলা। রামের প্রতি পুনরায় উক্তি।

দশরথপুত্র হে বীর রাম, তোমার বিস্ময়কর শক্তির কথা শোনা যায়। জগতের সবাই শুনেছে তোমার ধনু-ভাঙার কথা।। ১ ।। সেই ধনু ভাঙা বিস্ময়কর এবং অচিন্তনীয়। তা শুনে আমি চলে এসেছি। আর একটি ভালো ইষু ধর তো দেখি!।।২ ।। এই অতি ভয়ঙ্কর ধনুটি হলো জমদগ্নির। এতে বাণ-যোজনা করে নিজের শক্তি দেখাও তো দেখি!।।৩ ।। এই ধনুর বাণ-যোজনায় তোমার শক্তি দেখে আমি তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবো। বীরেরা এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রশংসা করেন।। ৪ ।। তাঁর সেই বাক্য শুনে রাজা দশরথ বিষণ্ণমুখে দীনভাবে করজোড়ে বললেন—।।৫ ।। হে মহাতপস্বী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করে আপনি তো এখন বেশ শান্ত! আমার বালকপুত্রদের আপনি দয়া করে অভয় দিন।। ৬ ।। মহর্ষি ভৃগুর বংশধরেরা স্বাধ্যায়বান। এবং ব্রতপরায়ণ। তাঁদের বংশে আপনার জন্ম। ইন্দ্রের কাছে প্রতিজ্ঞা করে আপনি শস্ত্র-ত্যাগ করেছেন (*স্বাধ্যায়—প্রতিটি গৃহস্থের নিজের নিজের কৌলিক ধারায় বেদ নিত্যপাঠ করতে হয়। একেই বলা হয় ব্রহ্মযজ্ঞ। গৃহস্থের নিত্য অবশ্যকরণীয় পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্যতম হলো এইটি। তাই, গুরুগৃহ থেকে সংসারে প্রবেশের কালে গুরুর একটি নির্দেশ হলো—"স্বাধ্যায়ান্ মা প্রমদ"—কখনো স্বকীয় অধ্যয়ন থেকে বিরত হবে না। আবশ্যিকভাবে নিত্যজ্ঞানচর্চা তথা শাস্ত্রপাঠের দ্বারা চিত্তের মার্জনা হিন্দুর বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো ধর্মে এবং সভ্যতায় জ্ঞানচর্চার এতো কড়াকড়ি নেই। এখানে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম"*)।।৭ ।। আপনি ধর্মকে আশ্রয় করে কশ্যপকে পৃথিবী দান করে বনে গিয়ে মহেন্দ্রপর্বতে আশ্রয় নিয়েছেন (*কেতন—গৃহ, পতাকা, চিহ্ন, কৃত্য*)।।৮ ।। হে মহামুনে, আপনি আমার সব ধ্বংস করার জন্য এসেছেন ? এক রাম না থাকলে আমরা কেউই বাঁচবো না।। ৯ ।। দশরথ এইভাবে বললেও প্রতাপশালী জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম তাঁর সেই বাক্যকে অবহেলা করে রামকে বললেন—।। ১০ ।। এই যে দু'টি দিব্য ধনু দেখছো, এইগুলি শ্রেষ্ঠ এবং জনগণের দ্বারা পূজিত। বিশ্বকর্মা দৃঢ় এবং শক্তিশালী করে দু'টিকে তৈরী করেছিলেন।। ১১ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, যুদ্ধকালে তার একটি দেবগণ ত্রিনয়ন মহেশ্বরকে দান করেছিলেন। তিনি তা দিয়ে ত্রিপুরাসুরকে ধ্বংস করেন। হে

অনুসৃষ্টং সুরৈরেকং ত্র্যম্বকায় যুযুৎসবে। ত্রিপুরঘ্নং নরশ্রেষ্ঠ ভগ্নং কাকুৎস্থ যত্ত্বয়া।। ১২
ইদং দ্বিতীয়ং দুর্ধর্ষং বিষ্ণোর্দত্তং সুরোত্তমৈঃ। তদিদং বৈষ্ণবং রাম ধনুঃ পরপুরঞ্জয়ম্।। ১৩
সমানসারং কাকুৎস্থ রৌদ্রেণ ধনুষা ত্বিদম্। তদা তু দেবতাঃ সর্বাঃ পৃচ্ছন্তি স্ম পিতামহম্।। ১৪
শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোশ্চ বলাবলনিরীক্ষয়া। অভিপ্রায়ং তু বিজ্ঞায় দেবতানাং পিতামহঃ।। ১৫
বিরোধং জনয়ামাস তয়োঃ সত্যবতাং বরঃ। বিরোধে তু মহদ্‌যুদ্ধমভবদ্ রোমহর্ষণম্।। ১৬
শিতিকণ্ঠস্য বিষ্ণোশ্চ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ। তদা তু জৃম্ভিতং শৈবং ধনুর্ভীমপরাক্রমম্।। ১৭
হুংকারেণ মহাদেবঃ স্তম্ভিতোঽথ ত্রিলোচনঃ। দেবৈস্তদা সমাগম্য সর্ষিসঙ্ঘৈঃ সচারণৈঃ।। ১৮
যাচিতৌ প্রশমং তত্র জগ্মতুস্তৌ সুরোত্তমৌ। জৃম্ভিতং তদ্ধনুর্দৃষ্ট্বা শৈবং বিষ্ণুপরাক্রমৈঃ।। ১৯
অধিকং মেনিরে বিষ্ণুং দেবাঃ সর্ষিগণাস্তথা। ধনূ রুদ্রস্তু সংক্রুদ্ধো বিদেহেষু মহাযশাঃ।। ২০
দেবরাতস্য রাজর্ষের্দদৌ হস্তে সসায়কম্। ইদঞ্চ বৈষ্ণবং রাম ধনুঃ পরপুরঞ্জয়ম্।। ২১
ঋচীকে ভার্গবে প্রাদাদ্ বিষ্ণুঃ স ন্যাসমুত্তমম্। ঋচীকস্তু মহাতেজাঃ পুত্রস্যাপ্রতিকর্মণঃ।। ২২
পিতুর্মম দদৌ দিব্যং জমদগ্নের্মহাত্মনঃ। ন্যস্তশস্ত্রে পিতরি মে তপোবলসমন্বিতে।। ২৩
অর্জুনো বিদধে মৃত্যুং প্রাকৃতাং বুদ্ধিমাস্থিতঃ। বধমপ্রতিরূপন্তু পিতুঃ শ্রুত্বা সুদারুণম্।
ক্ষত্রমুৎসাদয়ং রোষাজ্জাতং জাতমনেকশঃ।। ২৪
পৃথিবীং চাখিলাং প্রাপ্য কশ্যপায় মহাত্মনে। যজ্ঞস্যান্তে দদৌ রামো দক্ষিণাং পুণ্যকর্মণে।। ২৫
দত্ত্বা মহেন্দ্রনিলয়স্তপোবলসমন্বিতঃ। শ্রুত্বা তু ধনুষো ভেদং ততোঽহং দ্রুতমাগতঃ।। ২৬
তদেবং বৈষ্ণবং রাম পিতৃপৈতামহং মহৎ। ক্ষত্রধর্মং পুরস্কৃত্য গৃহ্নীষ্ব ধনুরুত্তমম্।। ২৭

কাকুৎস্থ, তুমি যেটি ভেঙেছো, সেটি হলো ঐ শিবধনু *(ত্র্যম্বক—ত্রি + অম্বক। অম্বক—নয়ন। মহাদেবের নয়ন তিনটি বলে তিনি "ত্র্যম্বক")*।। ১২ ।। এই দুর্ধর্ষ দ্বিতীয় ধনুটি দেবতারা বিষ্ণুকে দিয়েছিলেন। রাম, এই বৈষ্ণব ধনু শত্রুপুরী জয় করতে সক্ষম।। ১৩ ।। এটিও ঐ ধনুর সঙ্গে শক্তিতে সমান। একদিন দেবতারা সবাই মিলিত হয়ে জগৎ-পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—।। ১৪ ।। শিব এবং বিষ্ণুর মধ্যে কার শক্তি বেশী? দেবপিতামহ ব্রহ্মা দেবগণের অভিপ্রায় বুঝে গেলেন *(শিতিকণ্ঠ—মহেশ্বর, নীলকণ্ঠ। শিতি—কৃষ্ণ, নীল, শ্বেত)*।। ১৫ ।। সত্যপরায়ণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠপুরুষ ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিলেন। এই বিরোধে তাঁদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হলো। তাতে ভয়ে কাঁটা দিচ্ছিলো, লোম খাড়া হয়ে উঠছিলো।। ১৬ ।। একে অপরকে জয় করার অভিলাষে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত। তখন হঠাৎ শিবের ভীষণ ধনুটি শিথিল হয়ে পড়লো।। ১৭ ।। বিষ্ণুর হুঙ্কারে ত্রিনয়ন মহেশ্বর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তখন দেবগণ ঋষি এবং চারণদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন।। ১৮ ।। প্রার্থনা করলেন শান্তি। তখন সেই বরেণ্য দেবতা দু'জন শান্ত হলেন। শৈব ধনুটিকে শিথিল দেখে ঋষিগণসহ দেবতারা বিষ্ণুকেই অধিক শক্তিশালী বলে মেনে নিলেন। মহাযশস্বী শিবও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিদেহদেশে রাজা দেবরাতকে সেই ধনু বাণসহ দান করলেন *(সায়ক—বাণ)* ।। ১৯-২০ ।। হে রাম, আমার হাতের এই ধনুটি হচ্ছে সেই শত্রুপুরী ধ্বংস-সমর্থ বৈষ্ণব ধনু।। ২১ ।। ভগবান বিষ্ণু ভৃগুবংশীয় ঋচীককে এই ধনুটি বন্ধক দেন। মহাতেজস্বী ঋচীক প্রতিশোধ-কামনাশূন্য মহাপ্রাণ জমদগ্নিকে এই ধনু দান করেন। তপঃশক্তিতে শক্তিমান হওয়ায় আমার পিতা জমদগ্নি শস্ত্রত্যাগ করেন।। ২২-২৩।। দুর্বুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে অর্জুন *(কার্তবীর্যার্জুন)* আমার পিতৃদেবকে হত্যা করে। পিতার এই মর্মান্তিক এবং অন্যায়ভাবে মৃত্যুর কথা শুনে আমি রেগে গিয়ে বহু ক্ষত্রিয়কে হত্যা করেছি।। ২৪।। তারপর, সমগ্র পৃথিবীকে অধিকার করে যজ্ঞ করে দক্ষিণারূপে পুণ্যকর্মা কশ্যপকে আমি তা দান করি।। ২৫ ।। দানের পর মহেন্দ্রপর্বতে তপঃশক্তিসমন্বিত হয়ে আমি বাস করছি। শৈবধনুর ভাঙার সংবাদ শুনে তাই সত্বর চলে এসেছি।। ২৬ ।। হে রাম, এই সেই বৈষ্ণবধনু যা আমি পিতৃপিতামহক্রমে পেয়েছি। ক্ষত্রিয়ের ধর্মকে গৌরবিত করে এই উত্তম ধনু তুমি গ্রহণ করো।। ২৭ ।। শ্রেষ্ঠ এই ধনুতে

যোজয়স্ব ধনুঃশ্রেষ্ঠে শরং পরপুরঞ্জয়ম্। যদি শক্তোঽসি কাকুৎস্থ দ্বন্দ্বং দাস্যামি তে ততঃ।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

শত্রুপুরীধ্বংসকারী বাণ তুমি যোজনা করো। যদি তুমি এতে সমর্থ হও, তাহলে হে রাম, আমি তোমার দ্বন্দ্বযুদ্ধের সুযোগ দেবো। ২৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের পঞ্চসপ্ততিতম (৭৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

রামস্য পরশুরামং প্রতি বাক্যং, তত্তেজোহরণং, তৎপ্রার্থনয়া তত্তপস্যার্জিতলোকনাশঃ,
পরশুরামস্য প্রস্থানং, দেবানাঞ্চ রামপ্রশংসা।

শ্রুত্বা তু জামদগ্ন্যস্য বাক্যং দাশরথিস্তদা। গৌরবাদ্ যন্ত্রিতকথঃ পিতু রামমথাব্রবীৎ।। ১
কৃতবানসি যৎকর্ম কৃতবানস্মি ভার্গব। অনরুধ্যামহে ব্রহ্মন্ পিতুরানৃণ্যমাস্থিতঃ।। ২
বীর্যহীনমিবাশক্তং ক্ষত্রধর্মেণ ভার্গব। অবজানাসি মে তেজঃ পশ্য মেঽদ্য পরাক্রমম্।। ৩
ইত্যুক্ত্বা রাঘবঃ ক্রুদ্ধো ভার্গবস্য বরায়ুধম্। শরঞ্চ প্রতিজগ্রাহ হস্তাল্লঘুপরাক্রমঃ।। ৪
আরোপ্য স ধনূ রামঃ শরং সজ্যং চকার হ। জামদগ্ন্যং ততো রামং রামঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদিদম্।। ৫
ব্রাহ্মণোঽসীতি পূজ্যো মে বিশ্বামিত্রকৃতেন চ। তস্মাচ্ছক্তো ন তে রাম মোক্তুং প্রাণহরং শরম্।। ৬
ইমাং বা ত্বদ্গতিং রাম তপোবলসমর্জিতান্। লোকানপ্রতিমান্ বাপি হনিষ্যামীতি মে মতিঃ।। ৭
ন হ্যয়ং বৈষ্ণবো দিব্যঃ শরঃ পরপুরঞ্জয়ঃ। মোঘঃ পততি বীর্যেণ বলদর্পবিনাশনঃ।। ৮
বরায়ুধধরং রামং দ্রষ্টুং সর্ষিগণাঃ সুরাঃ। পিতামহং পুরস্কৃত্য সমেতাস্তত্র সর্বশঃ।। ৯

ষট্‌সপ্ততিতম (৭৬) সর্গ

পরশুরামের প্রতি রামের বাক্য। পরশুরামের তেজোহরণ। তাঁর প্রার্থনায় তাঁর অর্জিত লোকসমূহের বিনাশ।
পরশুরামের প্রতিগমন। দেবগণের দ্বারা রামের প্রশংসা।

জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের বাক্য দশরথপুত্র রাম শুনলেন। পিতার গৌরবরক্ষার জন্য রাম বাক্য সংযত করে বললেন—।। ১ ।। হে ভৃগুবংশধর পরশুরাম, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্য আপনি যে কাজ করেছেন তা শুনলাম। তাকে সমুচিত বলে মেনেও নিচ্ছি।। ২ ।। কিন্তু হে ভৃগুবংশধর, আপনি আমাকে মনে করছেন বীর্যহীন, আমি ক্ষত্রিয়ের বীর ধর্মপালনে অক্ষম। তাই, আমাকে অবজ্ঞা করছেন। আজ, আপনি আমার তেজ ও বীর্যবত্তা দর্শন করুন।।৩ ।। এই বলেই ক্রুদ্ধ রামচন্দ্র চকিতগতিতে বীর্যবত্তার সঙ্গে পরশুরামের হস্ত হতে ঐ শ্রেষ্ঠধনুরূপ অস্ত্রটি ছিনিয়ে নিলেন।।৪ ।। রাম ধনুতে গুণ-যোজনা করে বাণস্থাপন করলেন। দাশরথি রাম ক্রুদ্ধ হয়ে পরশুরামকে তারপর বললেন—।।৫ ।। আপনি ব্রাহ্মণ বলে আমার পূজনীয়। সম্বন্ধে আমার পূজ্য মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ভগ্নীর পৌত্র হওয়ায় আপনি অতীব পূজ্য। তাই হে পরশুরাম, আমি প্রাণঘাতী শরনিক্ষেপ করতে পারছি না।। ৬ ।। হে পরশুরাম, আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমার এই উদ্ধত গতিশক্তি কিংবা তপোবলে অর্জিত আপনার অতুলনীয় রাজ্যগুলি আমি বিনষ্ট করি।।৭।। এই দিব্য বৈষ্ণব বাণের দ্বারা শত্রুপুরী জয় করা যায়। উদ্ধত শক্তিমানের দর্পবিনাশী এই বাণ কোথাও নিক্ষিপ্ত হলে ব্যর্থ হয় না।। ৮ ।। শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারী রামকে তখন দেখার জন্য সকল দিক থেকে দেবতারা ঋষিদের সঙ্গে করে ব্রহ্মাকে সামনে নিয়ে সেখানে সমবেত হলেন।। ৯ ।। সেই বিস্ময়কর ঘটনাটি দেখার জন্য গন্ধর্ব,

গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব সিদ্ধ-চারণ-কিন্নরাঃ। যক্ষ-রাক্ষস-নাগাশ্চ তদ্দ্রষ্টুং মহদদ্ভুতম্।। ১০
জড়ীকৃতে তদা লোকে রামে বরধনুর্ধরে। নির্বীর্যো জামদগ্ন্যোঽসৌ রামো রামমুদৈক্ষত।। ১১
তেজোভির্গতবীর্যত্বাজ্জামদগ্ন্যো জড়ীকৃতঃ। রামং কমলপত্রাক্ষং মন্দং মন্দমুবাচ হ।। ১২
কাশ্যপায় ময়া দত্তা যদা পূর্বং বসুন্ধরা। বিষয়ে মে ন বস্তব্যমিতি মাং কাশ্যপোঽব্রবীৎ।। ১৩
সোঽহং গুরুবচঃ কুর্বন্ পৃথিব্যাং ন বসে নিশাম্। তদাপ্রভৃতি কাকুৎস্থ কৃতা মে কাশ্যপস্য হ।। ১৪
তামিমাং মদ্গতিং বীর হন্তুং নার্হসি রাঘব। মনোজবং গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্।। ১৫
লোকাস্ত্বপ্রতিমা রাম নির্জিতাস্তপসা ময়া। জহি তাঞ্শরমুখ্যেন মা ভূৎকালস্য পর্যয়ঃ।। ১৬
অক্ষয্যং মধুহন্তারং জানামি ত্বাং সুরেশ্বরম্। ধনুষোঽস্য পরামর্শাৎ স্বস্তি তেঽস্তু পরন্তপ।। ১৭
এতে সুরগণাঃ সর্বে নিরীক্ষন্তে সমাগতাঃ। ত্বামপ্রতিমকর্মাণমপ্রতিদ্বন্দ্বমাহবে।। ১৮
ন চেয়ং তব কাকুৎস্থ ব্রীড়া ভবিতুমর্হতি। ত্বয়া ত্রৈলোক্যনাথেন যদহং বিমুখীকৃতঃ।। ১৯
শরমপ্রতিমং রাম মোক্তুমর্হসি সুব্রত। শরমোক্ষে গমিষ্যামি মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্।। ২০
তথা ব্রুবতি রামে তু জামদগ্ন্যে প্রতাপবান্। রামো দাশরথিঃ শ্রীমাংশ্চিক্ষেপ শরমুত্তমম্।। ২১
স হতান্ দৃশ্য রামেণ স্বাঁল্লোকাংস্তপসার্জিতান্। জামদগ্ন্যো জগামাশু মহেন্দ্রং পর্বতোত্তমম্।। ২২
ততো বিতিমিরাঃ সর্বা দিশশ্চোপদিশস্তথা। সুরাঃ সর্ষিগণা রামং প্রশশংসুরুদায়ুধম্।। ২৩
রামং দাশরথিং রামো জামদগ্ন্যঃ প্রপূজিতঃ। ততঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য জগামাত্মগতিং প্রভুঃ।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

অপ্সরা, সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস এবং নাগেরাও চলে এসেছে।। ১০ ।। দাশরথি রাম ঐ শ্রেষ্ঠ ধনুটি ধারণ করায় সমগ্র জগৎ যেন স্পন্দনহীন, জড় হয়ে গেলো। ঐ জামদগ্ন্য পরশুরাম শক্তিহীন হয়ে গিয়ে দশরথনন্দন রামের দিকে তাকিয়ে রৈলেন।। ১১ ।। রামচন্দ্রের তেজে পরশুরাম নির্বীর্য হয়ে জড়ীভূত হয়ে গেলেন। তিনি তখন কমল-নয়ন রামচন্দ্রকে,আস্তে আস্তে বললেন—।। ১২ ।। পূর্বে যখন কাশ্যপকে আমি বসুন্ধরা দান করেছিলাম, তখন কাশ্যপ আমায় বলেছিলেন, আমার রাজ্যে তুমি বাস করো না।। ১৩ ।। সেই থেকে হে রাম, গুরু কাশ্যপের কথা শুনে আমি এক রাতও পৃথিবীতে বাস করি নি।। ১৪ ।। হে বীর রামচন্দ্র, তুমি আমার এই গতিশক্তি বিনষ্ট করো না। মনের মতো দ্রুতগতিতে আমি উত্তম পর্বত মহেন্দ্র শৈলে চলে যাবো *(জব—গতি)*।। ১৫ ।। রাম, তপস্যার দ্বারা আমি অতুলনীয় সব রাজ্য জয় করেছি। তোমার এই শ্রেষ্ঠ বাণের দ্বারা সেইসব রাজ্য তুমি ধ্বংস করো। আর কালবিলম্ব কোরো না।। ১৬ ।। এই ধনু আকর্ষণ করাতেই আমি বুঝতে পেরেছি তুমিই হলে সেই অবিনাশী মধুদৈত্যবিনাশী দেবাধিপতি বিষ্ণু। হে শত্রুপীড়ক, তোমার মঙ্গল হোক।। ১৭ ।। এই যে সব দেবতারা এসে তোমায় দেখছেন। তুমি কর্ম-সম্পাদনে অতুলনীয়। যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।। ১৮ ।। ত্রিভুবনপতি তুমি। তুমি যে আমাকে পরাজিত করেছো, তাতে হে কাকুৎস্থ, আমার কোনো লজ্জা নেই।। ১৯ ।। হে শোভনব্রতিন্, তোমার অতুলনীয় শর তুমি নিক্ষেপ করো। তাতে আমি উত্তম শৈল মহেন্দ্রপর্বতে চলে যাবো।। ২০ ।। জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম এই কথা বললে প্রতাপশালী দাশরথি রাম শ্রেষ্ঠ শরনিক্ষেপ করলেন।। ২১ ।। নিজের তপোবলে অর্জিত রাজ্যগুলি ধ্বংস হচ্ছে দেখতে দেখতে পরশুরাম সত্বর উত্তম মহেন্দ্রপর্বতে চলে গেলেন।। ২২ ।। তারপরে, সকল দিক থেকে অন্ধকার চলে গেলো। শস্ত্রধারী রামের প্রশংসায় মেতে উঠলেন দেবতা এবং ঋষিরা।। ২৩ ।। প্রভাবশালী পরশুরাম তখন সকলের দ্বারা বিশেষভাবে বন্দিত হয়ে রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে নিজের স্থানে চলে গেলেন।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের ষট্সপ্ততিতম (৭৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

রামবাক্যেন দশরথস্যাযোধ্যাগমনম্, অন্তঃপুরপ্রবেশঃ, তৎপত্নীনাঞ্চ বধূবরণম্, ভরতস্য পিতৃনির্দেশেন মাতুলালয়গমনম্, রামস্য চ পিতৃশুশ্রূষাদি।

গতে রামে প্রশান্তাত্মা রামো দাশরথির্ধনুঃ। বরুণায়াপ্রমেয়ায় দদৌ হস্তে মহাযশাঃ।। ১
অভিবাদ্য ততো রামো বসিষ্ঠপ্রমুখান্ ঋষীন্। পিতরং বিকলং দৃষ্ট্বা প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ।। ২
জামদগ্ন্যো গতো রামঃ প্রযাতু চতুরঙ্গিণী। অযোধ্যাভিমুখী সেনা ত্বয়া নাথেন পালিতা।। ৩
রামস্য বচনং শ্রুত্বা রাজা দশরথঃ সুতম্। বাহুভ্যাং সংপরিষ্বজ্য মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় রাঘবম্।। ৪
গতো রাম ইতি শ্রুত্বা হৃষ্টঃ প্রমুদিতো নৃপঃ। পুনর্জাতং তদা মেনে পুত্রমাত্মানমেব চ।। ৫
চোদয়ামাস তাং সেনাং জগামাশু ততঃ পুরীম। পতাকাধ্বজিনীং রম্যাং তূর্যোদ্ঘুষ্টনিনাদিতাম্।। ৬
সিক্তরাজপথারম্যাং প্রকীর্ণকুসুমোৎকরাম্। রাজপ্রবেশসুমুখৈঃ পৌরৈর্মঙ্গলপাণিভিঃ।। ৭
সম্পূর্ণাং প্রাবিশদ্ রাজা জনৌঘৈঃ সমলঙ্কৃতাম্। পৌরৈঃ প্রত্যুদ্গতো দূরং দ্বিজৈশ্চ পুরবাসিভিঃ।। ৮
পুত্রৈরনুগতঃ শ্রীমান্ শ্রীমদ্ভিশ্চ মহাযশাঃ। প্রবিবেশ গৃহং রাজা হিমবৎ সদৃশং প্রিয়ম্।। ৯
ননন্দ স্বজনৈ রাজা গৃহে কামৈঃ সুপূজিতঃ। কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ কৈকেয়ী চ সুমধ্যমা।। ১০
বধূপ্রতিগ্রহে যুক্তা যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ। ততঃ সীতাং মহাভাগামূর্মিলাঞ্চ যশস্বিনীম্।। ১১

সপ্তসপ্ততিতম (৭৭) সর্গ

রামের কথায় দশরথের অযোধ্যায় গমন। অন্তঃপুরে প্রবেশ। রাজ্ঞীদের দ্বারা নবাগতা বধূদের বরণ। পিতার নির্দেশে ভরতের মাতুলালয়ে গমন। রামের দ্বারা পিতৃসেবা।

পরশুরাম প্রশান্তচিত্তে চলে গেলেন। মহাযশস্বী দাশরথি রাম অপরিমিত শক্তিধর বরুণদেবের হস্তে ঐ বৈষ্ণবীধনু প্রদান করলেন।। ১ ।। তারপর বশিষ্ঠ-প্রমুখ ঋষিদের প্রণাম করে রাম পিতাকে বিহ্বল দেখে বললেন—।। ২ ।। জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম চলে গেছেন। আমাদের চতুরঙ্গ সেনাবাহিনীও আপনার নির্দেশ নিয়ে অযোধ্যার দিকে যাত্রা করুক।। ৩ ।। রাজা দশরথ রামের কথা শুনে পুত্র রামচন্দ্রকে দুই বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করে মস্তক আঘ্রাণ করে আদর করলেন।। ৪ ।। পরশুরাম চলে গেছেন শুনে রাজা দশরথ অত্যন্ত আনন্দিত। মনে করলেন, নিজের ও পুত্রের যেন পুনর্জন্ম হলো।। ৫ ।। সেনাবাহিনীকে আগে রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর, নিজে গেলেন। অযোধ্যা নগরীকে নানাবিধ পতাকায় সাজানো হয়েছে। তূর্য প্রভৃতি বাদ্যের ধ্বনিতে নগরী মুখরিত।। ৬ ।। রাজপথকে জলসিক্ত করে রমণীয় করা হয়েছে। রাশি রাশি কুসুমে সজ্জিত করা হয়েছে সকল দিক। পুরবাসীরা মঙ্গলদ্রব্য হস্তে নিয়ে রাজার প্রবেশ পথে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।। ৭ ।। জনসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রাজা দশরথ আনন্দপূর্ণ নগরীতে প্রবেশ করলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং অন্য পৌরজনগণ অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এসে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালো।।৮।। শ্রীমান মহাযশস্বী রাজা হিমালয়ের মতো সমুচ্চ, সুন্দর, প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। শ্রীযুক্ত পুত্রেরাও তাঁর অনুগমন করলো।। ৯ ।। বাঞ্ছিত আত্মীয়দের দ্বারা গৃহে রাজা যথোচিতভাবে অর্চিত হয়ে আনন্দিত হলেন। কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং সুন্দরী কৈকেয়ী এবং অন্য রাজান্তঃপুরিকারা নববধূদের বরণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলেন। তারপর, তাঁরা সৌভাগ্যবতী সীতা এবং যশস্বিনী ঊর্মিলাকে বরণ করে নিলেন।। ১০-১১ ।। রাজ্ঞীরা কুশধ্বজ কন্যা শ্রুতকীর্তি এবং মাণ্ডবীকেও করলেন বরণ। মঙ্গলধ্বনি এবং হোমের পরিবেশে বধূরা

কুশধ্বজসুতে চোভে জগৃহুর্নৃপযোষিতঃ। মঙ্গলালাপনৈর্হোমৈঃ শোভিতাঃ ক্ষৌমবাসসঃ।। ১২
দেবতায়তনান্যাশু সর্বাস্তাঃ প্রত্যপূজয়ন্। অভিবাদ্যাভিবাদ্যাংশ্চ সর্বা রাজসুতাস্তদা।। ১৩
রেমিরে মুদিতাঃ সর্বা ভর্তৃভিঃ সহিতা রহঃ। কৃতদারাঃ কৃতাস্ত্রাশ্চ সধনাঃ সসুহৃজ্জনাঃ।। ১৪
শুশ্রূষমাণাঃ পিতরং বর্তয়ন্তি নরর্ষভাঃ। কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাজা দশরথঃ সুতম্।। ১৫
ভরতং কৈকয়ীপুত্রমব্রবীদ্ রঘুনন্দনঃ। অয়ং কৈকেয়রাজস্য পুত্রো বসতি পুত্রক।। ১৬
ত্বাং নেতুমাগতো বীরো যুধাজিন্মাতুলস্তব। শ্রুত্বা দশরথস্যৈতদ্ ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ।। ১৭
গমনায়াভিচক্রাম শত্রুঘ্নসহিতস্তদা। আপৃচ্ছ্য পিতরং শূরো রামং চাক্লিষ্টকারিণম্।। ১৮
মাতৃশ্চাপি নরশ্রেষ্ঠঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ। যুধাজিৎপ্রাপ্য ভরতং সশত্রুঘ্নং প্রহর্ষিতঃ।। ১৯
স্বপুরং প্রাবিশদ্ বীরঃ পিতা তস্য তুতোষ হ। গতে চ ভরতে রামো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।। ২০
পিতরং দেবসঙ্কাশং পূজয়ামাসতুস্তদা। পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য পৌরকার্যাণি সর্বশঃ।। ২১
চকার রামঃ সর্বাণি প্রিয়াণি চ হিতানি চ। মাতৃভ্যো মাতৃকার্যাণি কৃত্বা পরমযন্ত্রিতঃ।। ২২
গুরূণাং গুরুকার্যাণি কালে কালেঽন্ববৈক্ষত। এবং দশরথঃ প্রীতো ব্রাহ্মণা নৈগমাস্তথা।। ২৩
রামস্য শীলবৃত্তেন সর্বে বিষয়বাসিনঃ। তেষামতিযশা লোকে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।। ২৪
স্বয়ম্ভূরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ। রামশ্চ সীতয়া সার্ধং বিজহার বহূন্ ঋতূন্।। ২৫
মনস্বী তদ্‌গতমনাস্তস্যা হৃদি সমর্পিতঃ। প্রিয়া তু সীতা রামস্য দারাঃ পিতৃকৃতা ইতি।। ২৬
গুণাদ্ রূপ-গুণাচ্চাপি প্রীতির্ভূয়োঽভিবর্ধতে। তস্যাশ্চ ভর্তা দ্বিগুণং হৃদয়ে পরিবর্ততে।। ২৭

পট্টবস্ত্রে সুশোভিতা।। ১২ ।। রাজকন্যা, এই নববধূগণ সবাই সত্বর দেবমন্দিরে পূজা করলেন, প্রণম্যদের করলেন প্রণাম।। ১৩ ।। তারপর তাঁরা সবাই নির্জনে পতিদের সঙ্গে আনন্দে মিলনানন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। রাজপুত্রেরা আর পত্নীদের নিয়ে আছেন। অস্ত্রবিদ্যা তাঁরা শিখেছেন। যথেষ্ট ধন তাঁদের রয়েছে। সদ্‌বন্ধু তাঁদের অনেক।। ১৪ ।। মনুষ্যসমাজে তাঁরা শ্রেষ্ঠ। এই রাজকুমারেরা পিতৃদেবকে শুশ্রূষা করে থাকেন। এইভাবে কিছুদিন যাবার পর রঘুনন্দন রাজা দশরথ কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে বললেন, বৎস, এই যে কেকয়রাজের পুত্র এখানে এসেছেন।। ১৫-১৬ ।। বীর যুধাজিৎ তোমার মামা। তিনি তোমাকে নিতে এসেছেন। কৈকেয়ীপুত্র বীর ভরত দশরথের এই কথা শুনে পিতার, মাতৃগণের এবং প্রিয়কর্মকারী রামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শত্রুঘ্নের সঙ্গে যেতে উদ্যত হলেন।। ১৭ -১৮ ।। নরশ্রেষ্ঠ ভরত শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে মাতুল-গৃহে যুধাজিৎ শত্রুঘ্নের সঙ্গে ভরতকে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।। ১৯ ।। যুধাজিৎ ভাগিনেয় দু'জনকে নিয়ে রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। তাঁর পিতা কেকয়রাজা সন্তুষ্ট হলেন। ভরত চলে যাবার পর মহাবলশালী রাম ও লক্ষ্মণ দেবতুল্য পিতাকে পূজা করলেন। রাম পিতার আজ্ঞা অনুসারে সর্বতোভাবে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন।। ২০-২১ ।। রাম প্রজাবর্গের প্রিয় এবং কল্যাণকর কর্মসকল সম্পাদন করছেন। তিনি শাস্ত্রীয় বিধি বিশেষভাবে মেনে মাতৃগণের প্রিয় কর্মাদি করে চলেছেন।। ২২ ।। গুরুজনদের গুরুতর কার্যাদি যথাযথভাবে সম্পাদন করলেন। রাম এইভাবে চলায় দশরথ আনন্দিত হলেন। ব্রাহ্মণ এবং বণিগ্‌বৃন্দ হলেন সন্তুষ্ট (*নৈগম—বণিক, বেদের উপনিষদ্ ভাগ*)।। ২৩ ।। রামের চরিত্র এবং কর্মে দেশবাসী সকলেই সম্প্রীত। সত্যনিষ্ঠ পরাক্রমশালী রাম জগতে সবার চেয়ে অধিক যশোভাগী হলেন।। ২৪ ।। সৃষ্ট প্রাণীদের মধ্যে ব্রহ্মা যেমন সর্বাধিক গুণবান, তেমনি মনুষ্যমধ্যে রামও হলেন সর্বাধিক গুণশালী। এইভাবে রাম বহু ঋতু তথা কাল সীতার সঙ্গে আনন্দে দাম্পত্যে কাটালেন।। ২৫ ।। মনস্বী রামের হৃদয় সীতাতে সমর্পিত। স্বেচ্ছাবিবাহিতা নয়, পিতা জনকের দ্বারা পত্নীরূপে সমর্পিতা হওয়ায় সীতা রামের অতি প্রিয়া।। ২৬ ।। তদুপরি রূপ এবং গুণের জন্য সীতার প্রতি রামের প্রীতি আরো বর্ধিত হলো। আর সীতার হৃদয়ে রামের প্রতি প্রীতি যেমন দ্বিগুণভাবে বর্ধিত হলো।। ২৭ ।। তাঁদের প্রীতি একান্ত অন্তরের হলেও হৃদয় দিয়ে হৃদয়ে সেটি

অন্তর্গতমপি ব্যক্তমাখ্যাতি হৃদয়ং হৃদা। তস্য ভূয়ো বিশেষেণ মৈথিলী জনকাত্মজা।
দেবতাভিঃ সমা রূপে সীতা শ্রীরিব রূপিণী।। ২৮
তয়া স রাজর্ষিসুতোঽভিকাময়া সমেয়িবানুত্তমরাজকন্যয়া।
অতীব রামঃ শুশুভে মুদান্বিতো বিভুঃ শ্রিয়া বিষ্ণুরিবামরেশ্বরঃ।। ২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে আদিকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

তাঁরা অনুভব করতেন। রূপে লক্ষ্মীর মতো সীতা রাজপুরে দেবীর মতো বিরাজ করছিলেন।। ২৮।। দেবাধিপতি ভগবান বিষ্ণু লক্ষ্মীর সঙ্গে যেমন তেমনি রাজর্ষিপুত্র রামচন্দ্র উত্তম রাজকন্যা সীতার সঙ্গে মিলিত হয়ে সানন্দে শোভা পাচ্ছিলেন।। ২৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের আদিকাণ্ডের সপ্তসপ্ততিতম (৭৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

আদিকাণ্ডং সম্পূর্ণম্।

বালকাণ্ডে তু সর্গাণাং কথিতা সপ্তসপ্ততিঃ। শ্লোকানাং দ্বে সহস্রে চ পঞ্চাশচ্চ শতদ্বয়ম্।। ১
বালে বালেন কল্পেন কৃত্বা সংরক্ষণং ক্রতোঃ। সীতা অঙ্কে ধৃতা যেন স রামঃ পাতু নঃ সদা।। ২

বালকাণ্ডে ৭৭ টি সর্গ। শ্লোক রয়েছে ২২৫০।
বালকাণ্ডে যে বালক রামচন্দ্র যজ্ঞ-রক্ষা করেছিলেন, সীতাকে
অঙ্কে গ্রহণ করেছিলেন, সেই রামচন্দ্র আমাদের সকলকে রক্ষা করুন।



অযোধ্যাকান্ডম্



“পতির দ্বারা সম্মানিত হয়েও যে স্ত্রীরা পতিকে সমাদর করে না, জগতে তারা অসতী। অসতী নারীদের এটিই স্বভাব যে, আগে সুখ অনুভব করে পরে সামান্য অসুবিধা হলেও স্বামীকেই তারা দোষারোপ করে। এবং ত্যাগ করে। এই স্ত্রীরা মিথ্যাচরিত্রা। বিকৃত বুদ্ধিসম্পন্না। হৃদয়হীনা। সহজে তাদের কাছে যাওয়া যায় না। এই অসতীরা পাপকার্যের সঙ্কল্প করে। তাদের বৈরাগ্য মুহূর্তের জন্য মাত্র। পতির বংশমর্যাদা, সৎকর্ম,পাণ্ডিত্য, দান, এমনকি সুখ্যাতি অর্জন কোনোকিছুই স্ত্রীলোকের হৃদয়কে স্থায়ীভাবে আকর্ষণ করে না। তাদের হৃদয় যে চঞ্চল! কিন্তু পৃথিবীতে যাঁরা সতী স্ত্রী, তাঁরা প্রতিষ্ঠিত থাকেন সচ্চরিত্রে। সত্যনিষ্ঠায়। এবং প্রজ্ঞায়। তাঁদের কাছে একমাত্র পতিই পবিত্র। এবং পরমাশ্রয়।”



অযোধ্যাকাণ্ডম্

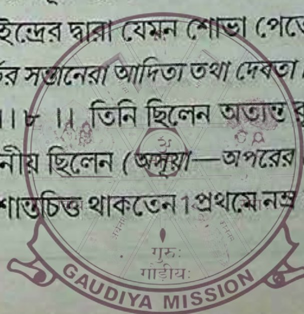
।। প্রথমঃ সর্গঃ ।।

শত্রুঘ্নেন সহ ভরতস্য মাতুলালয়গমনম্, রামস্য জন্মহেতুকথনম্ তদ্‌গুণকীর্তনঞ্চ, রামস্যাভিষেকার্থং দশরথস্য চিন্তা, অমাত্যৈঃ সহ সংমন্ত্র্য যৌবরাজ্যাভিষেকে নিশ্চয়ঃ, মহীপালানামন্ত্রয়িতুম্ অমাত্যং প্রতি দশরথস্যাদেশঃ, দশরথসমীপে রাজ্ঞাং গমনঞ্চ

গচ্ছতা মাতুলকুলং ভরতেন তদানঘঃ। শত্রুঘ্নো নিত্যশত্রুঘ্নো নীতঃ প্রীতিপুরস্কৃতঃ।। ১
স তত্রান্যবসদ্ ভ্রাত্রা সহ সৎকারসৎকৃতঃ। মাতুলেনাশ্বপতিনা পুত্রস্নেহেন লালিতঃ।। ২
তত্রাপি নিবসন্তৌ তৌ তর্প্যমাণৌ চ কামতঃ। ভ্রাতরৌ স্মরতাং বীরৌ বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্।। ৩
রাজাপি তৌ মহাতেজাঃ সস্মার প্রোষিতৌ সুতৌ। উভৌ ভরত-শত্রুঘ্নৌ মহেন্দ্র-বরুণোপমৌ।। ৪
সর্ব এব তু তস্যেষ্টাশ্চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ। স্বশরীরাদ্ বিনির্বৃত্তাশ্চত্বার ইব বাহবঃ।। ৫
তেষামপি মহাতেজা রামো রতিকরঃ পিতুঃ। স্বয়ম্ভুরিব ভূতানাং বভূব গুণবত্তরঃ।। ৬
স হি দেবৈরুদীর্ণস্য রাবণস্য বধার্থিভিঃ। অর্থিতো মানুষে লোকে জজ্ঞে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।। ৭
কৌসল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা। যথা বরেণ দেবানামদিতির্বজ্রপাণিনা।। ৮
স হি রূপোপপন্নশ্চ বীর্যবানসূয়কঃ। ভূমাবনুপমঃ সূনুর্গুণৈর্দশরথোপমঃ।। ৯

শত্রুঘ্নের সঙ্গে ভরতের মাতুলালয়ে গমন। রামচন্দ্রের জন্মের কারণ কথন। তাঁর গুণকীর্তন। রামের অভিষেকের জন্য দশরথের চিন্তা। অমাত্যদের সঙ্গে মন্ত্রণায় রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক নিয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ। রাজন্যমণ্ডলীকে আমন্ত্রণের জন্য দশরথের আদেশ। রাজন্যমণ্ডলীর দশরথের নিকটে গমন।

ভরত মামার বাড়ী গেলেন। ভালোবেসে সঙ্গে নিয়ে গেলেন নিষ্পাপ শত্রুঘ্নকে। কামক্রোধাদি শত্রুকে শত্রুঘ্ন নিত্যই জয় করেন।। ১ ।। ভরত সেখানে ভাই শত্রুঘ্নকে নিয়ে সৎকারের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়ে বাস করতে লাগলেন। অশ্বপতিপুত্র মাতুল যুধাজিৎ তাঁকে পুত্রস্নেহে লালন করছেন *(মাতুলেন + অশ্বপতিনা = মাতুলেনাশ্বপতিনা। কেকয়রাজ অশ্বপতি ভরতের মাতামহ। তাঁর পুত্র যুধাজিৎ হলেন মাতুল)*।। ২ ।। যা তাঁরা চান মামার বাড়ীতে তার সবকিছুর দ্বারাই তাঁদের তৃপ্ত করা হতো। এত সুখে থেকেও বীর এই দুই কুমার বৃদ্ধ পিতা দশরথকে স্মরণ করতেন।।৩ ।। রাজাও প্রবাসী পুত্র ভরত এবং শত্রুঘ্ন উভয়কেই স্মরণ করতেন। রূপে গুণে তাঁরা দু'জন নিত্যমৈত্রীবদ্ধ ইন্দ্র এবং বরুণের মতো।। ৪ ।। চার পুত্রই রাজা দশরথের অতি প্রিয় ছিলেন। যেন তাঁর নিজের শরীর থেকে চারটি বাহু নির্গত হয়েছে!।। ৫ ।। তাঁদের মধ্যে মহাতেজস্বী রাম ছিলেন পিতার বেশী প্রিয়। সৃষ্ট প্রাণিমণ্ডলীর মধ্যে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা যেমন সর্বাধিক গুণসম্পন্ন, তেমনি রামও ছিলেন ভাইদের মধ্যে সব চেয়ে গুণী।। ৬ ।। রাবণের বিনাশ কামনা করে দেবতারা প্রার্থনা করেছিলেন। তাতেই চিরন্তন দেবতা বিষ্ণু জগতে মানুষরূপে আবির্ভূত হলেন।।৭ ।। ফলে, অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন এই পুত্রের দ্বারা কৌশল্যা শোভা পেতেন। বজ্রহস্ত ইন্দ্রের দ্বারা যেমন শোভা পেতেন দেবমাতা অদিতি *(ঋষি কশ্যপের দুই পত্নী। অদিতি এবং দিতি। অদিতির গর্ভের সন্তানেরা আদিত্য তথা দেবতা। দিতির গর্ভের সন্তানেরা হলেন দৈত্য। ইন্দ্রের হস্তে অস্ত্ররূপে শোভা পেতো বজ্র)*।। ৮ ।। তিনি ছিলেন অত্যন্ত রূপবান। বীর্যবান। এবং অসূয়াহীন। দশরথের মতোই পৃথিবীতে তিনি অতুলনীয় ছিলেন *(অসূয়া—অপরের দোষ উদ্‌ঘাটন। অনসূয়—যিনি পরের দোষ খুঁজে বেড়ান না)*।। ৯ ।। সর্বদাই প্রশান্তচিত্ত থাকতেন। প্রথমে নম্র হয়ে কথা শুরু করতেন। কেউ কড়া



স চ নিত্যং প্রশান্তাত্মা মৃদুপূর্বঞ্চ ভাষতে। উচ্যমানোঽপি পুরুষং নোত্তরং প্রতিপদ্যতে।। ১০
কদাচিদুপকারেণ কৃতেনৈকেন তুষ্যতি। ন স্মরত্যপকারাণাং শতমপ্যাত্মবত্তয়া।। ১১
শীলবৃদ্ধৈর্জ্ঞানবৃদ্ধৈর্বয়োবৃদ্ধৈশ্চ সজ্জনৈঃ। কথয়ন্নাস্ত বৈ নিত্যমস্ত্রযোগ্যান্তরেষ্বপি।। ১২
বুদ্ধিমান্ মধুরাভাষী পূর্বভাষী প্রিয়ংবদঃ। বীর্যবান্ন চ বীর্যেণ মহতা স্বেন বিস্মিতঃ।। ১৩
ন চানৃতকথো বিদ্বান্ বৃদ্ধানাং প্রতিপূজকঃ। অনুরক্তঃ প্রজাভিশ্চ প্রজাশ্চাপ্যনুরজ্যতে।। ১৪
সানুক্রোশো জিতক্রোধো ব্রাহ্মণপ্রতিপূজকঃ। দীনানুকম্পী ধর্মজ্ঞো নিত্যং প্রগ্রহবাঞ্ছুচিঃ।। ১৫
কুলোচিতমতিঃ ক্ষাত্রং স্বধর্মং বহু মন্যতে। মন্যতে পরয়া কীর্ত্যা মহৎ স্বর্গফলং ততঃ।। ১৬
নাশ্রেয়সি রতো যশ্চ ন বিরুদ্ধকথারুচিঃ। উত্তরোত্তরযুক্তীনাং বক্তা বাচস্পতির্যথা।। ১৭
অরোগস্তরুণো বাগ্মী বপুষ্মান্ দেশ-কালবিৎ। লোকে পুরুষসারজ্ঞ সাধুরেকো বিনির্মিতঃ।। ১৮
স তু শ্রেষ্ঠৈর্গুণৈর্যুক্তঃ প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ। বহিশ্চর ইব প্রাণো বভূব গুণতঃ প্রিয়ঃ।। ১৯
সর্ববিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ। ইষ্বস্ত্রে চ পিতুঃ শ্রেষ্ঠো বভূব ভরতাগ্রজঃ।। ২০
কল্যাণাভিজনঃ সাধুরদীনঃ সত্যবাগৃজুঃ। বৃদ্ধৈরভিবিনীতশ্চ দ্বিজৈর্ধর্মার্থদর্শিভিঃ।। ২১
ধর্ম-কামার্থতত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্। লৌকিকে সময়াচারে কৃতকল্পো বিশারদঃ।। ২২

কথা বললেও উত্তর দিতেন না।। ১০ ।। কেউ কখনো একটিবার মাত্র উপকার করলেই তিনি চিরদিন সন্তুষ্ট থাকতেন। কেউ শত অপকার করলেও, ঔদার্যবশতঃ তা তিনি মনেই রাখতেন না।। ১১ ।। রাজপুত্ররূপে তিনি নিত্য অস্ত্রাভ্যাসে রত থাকতেন। অবসর সময়ে চরিত্রতায় বৃদ্ধ, জ্ঞানে বৃদ্ধ এবং বয়সে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাতেন।। ১২ ।। রাম বুদ্ধিমান। প্রিয়ভাষী। সবার সঙ্গে প্রথমেই মধুরভাবে কথা বলতেন। বীর হয়েও তিনি নিজের বিশাল বীর্যবত্তার জন্য গর্বিত ছিলেন না।। ১৩ ।। কখনো মিথ্যা কথা বলতেন না। বিদ্বান ছিলেন। সর্বদা বয়োবৃদ্ধদের শ্রদ্ধাভরে পূজা করতেন। দরিদ্রের প্রতি ছিলো তাঁর অনুকম্পা। পবিত্রকর্মা তিনি। সংযত চরিত্র *(প্রগ্রহ—সংযম, অশ্বের লাগাম)*।। ১৪-১৫ ।। তাঁর মতিগতি বংশোচিত ছিলো। নিজের ক্ষাত্রধর্মকে খুব সম্মান দিতেন। তিনি মনে করতেন সেই ধর্ম পালনের দ্বারাই মহৎ স্বর্গফল পাওয়া যায়।। ১৬ ।। এমন কোনো কাজে রত হতেন না যাতে মঙ্গল হবে না। ধর্মবিরুদ্ধ কথায় তাঁর রুচি ছিলো না। বৃহস্পতির মতো পর পর যুক্তি সাজিয়ে তিনি কথা বলতেন।। ১৭ ।। তিনি ছিলেন নীরোগ। তরুণ। বাগ্মী। দেহসৌন্দর্যও ছিলো আকর্ষণীয়। স্থান কাল বুঝে তিনি কাজ করতেন। জগতের মানুষের বলাবল বিচার করতে জানতেন। সংসারে অনন্যসাধারণ সাধুপুরুষরূপে তিনি পরিচিত ছিলেন।। ১৮ ।। শ্রেষ্ঠ গুণরাজির দ্বারা মণ্ডিত ছিলেন। প্রজাদের কাছে জাগতিক পুত্রের মতোই তিনি ছিলেন প্রিয়। গুণের দ্বারা প্রজাবর্গের বহিশ্চর বায়ুর মতোই ছিলেন অপরিহার্য *(বহিশ্চর প্রাণ—বাইরে প্রবাহিত হয় বলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা মানুষ প্রাণে বেঁচে থাকে। প্রাণও বায়ুবিশেষ)*।। ১৯ ।। ভরতাগ্রজ রাম। সর্ববিদ্যায় বিদ্বান্। বিধিসকল পালন করতেন। ছয়টি অঙ্গসমেত বেদ তিনি জানতেন। ধনুর্বিদ্যায় পিতাকেও তিনি ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন *(সর্ববিদ্যাব্রতস্নাত—বিদ্যাগ্রহণের পর সমাবর্তন যজ্ঞ করে স্নান করে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত। এই অর্থও হতে পারে। সাঙ্গ-বেদ—অঙ্গসমেত বেদপাঠ করতে হয়। বেদের ছয়টি অঙ্গ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ। ইষু + অস্ত্র = ইষ্বস্ত্র।)*।। ২০ ।। তিনি ছিলেন কল্যাণের আকর। সৎ এবং দৈন্যশূন্য। সত্য বলতেন। ঋজুচরিত্র ছিলেন। ধর্ম এবং অর্থার্জনে সৎপথ যাঁরা দেখাতে পারতেন সেরকমই বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণদের দ্বারা তিনি সুশিক্ষিত হয়েছিলেন।। ২১ ।। ধর্মের নিয়ন্ত্রণের কামনাপূরণ এবং অর্থার্জনের তত্ত্ব জানতেন। তাঁর স্মরণশক্তি ছিলো ভালো। প্রতিভাবান ছিলেন। লৌকিক কার্যাদির যথোচিত অনুষ্ঠানে ছিলেন নিপুণ।। ২২।। প্রয়োজনে জনকোলাহল থেকে দূরে নির্জনে চলে যেতেন। আত্মগোপন করতেন। রক্ষা করতেন মন্ত্রগুপ্তি। বহু সহায়ক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে থাকতো। ক্রোধ এবং আনন্দ কোনোটাই তাঁর বিফল হতো না। কখন কি ত্যাগ

নিভৃতঃ সংবৃতাকারো গুপ্তমন্ত্রঃ সহায়বান্। অমোঘক্রোধ-হর্ষশ্চ ত্যাগ-সংযমকালবিৎ।। ২৩
দৃঢভক্তিঃ স্থিরপ্রজ্ঞো নাসদ্গ্রাহী ন দুর্বচঃ। নিস্তন্দ্রীরপ্রমত্তশ্চ স্বদোষ-পরদোষবিৎ।। ২৪
শাস্ত্রজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ পুরুষান্তরকোবিদঃ। যঃ প্রগ্রহানুগ্রহয়োর্যথান্যায়ং বিচক্ষণঃ।। ২৫
সৎসংগ্রহানুগ্রহণে স্থানবিন্নিগ্রহস্য চ। আয়কর্মণ্যুপায়জ্ঞঃ সন্দৃষ্টব্যয়কর্মবিৎ।। ২৬
শ্রৈষ্ঠ্যং চাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তো ব্যামিশ্রকেষু চ। অর্থ-ধর্মৌ চ সংগৃহ্য সুখতন্ত্রো ন চালসঃ।। ২৭
বৈহারিকাণাং শিল্পানাং বিজ্ঞাতার্থবিভাগবিৎ। আরোহে বিনয়ে চৈব যুক্তো বারণ-বাজিনাম্।। ২৮
ধনুর্বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো লোকেঽতিরথসম্মতঃ। অভিযাতা প্রহর্তা চ সেনানয়বিশারদঃ।। ২৯
অপ্রধৃষ্যশ্চ সংগ্রামে ক্রুদ্ধৈরপি সুরাসুরৈঃ। অনসূয়ো জিতক্রোধো ন দৃপ্তো ন চ মৎসরী।। ৩০
নাবজ্ঞেয়শ্চ ভূতানাং ন চ কালবশানুগঃ। এবং শ্রেষ্ঠ গুণৈর্যুক্তঃ প্রজানাং পার্থিবাত্মজঃ।। ৩১
সম্মতস্ত্রিষু লোকেষু বসুধায়াঃ ক্ষমাগুণৈঃ। বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যো বীর্যে চাপি শচীপতেঃ।। ৩২
তথা সর্বপ্রজাকান্তৈঃ প্রীতিসঞ্জননৈঃ পিতুঃ। গুণৈর্বিরুরুচে রামো দীপ্তঃ সূর্য ইবাংশুভিঃ।। ৩৩
তমেবং বৃত্তসম্পন্নমপ্রধৃষ্যপরাক্রমম্। লোকনাথোপমং নাথমকাময়ত মেদিনী।। ৩৪
এতৈস্তু বহুভির্যুক্তং গুণৈরনুপমৈঃ সুতম্। দৃষ্ট্বা দশরথো রাজা চক্রে চিন্তাং পরন্তপঃ।। ৩৫
অথ রাজ্ঞো বভূবৈবং বৃদ্ধস্য চিরজীবিনঃ। প্রীতিরেষাং কথং রামো রাজা স্যান্ ময়ি জীবতি।। ৩৬
এষা হ্যস্য পরা প্রীতির্হৃদি সংপরিবর্ততে। কদা নাম সুতং দ্রক্ষ্যাম্যভিষিক্তমহং প্রিয়ম্।। ৩৭

করতে হবে, কখন কিভাবে সংযত হতে হবে তা তাঁর ভালোভাবে জানা ছিলো।। ২৩ ।। গুরুজনের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি ছিলো। স্থিতপ্রজ্ঞ তথা দুঃখে তিনি ছিলেন অবিচল। দুর্জনের কাছ থেকে কখনো কিছু গ্রহণ করতেন না। দুর্বাক্য বলতেন না। তাঁর আলস্য ছিলো না। অপ্রমত্ত হয়ে নিজের এবং অপরের দোষবিচার করতেন *(নিস্তন্দ্রী—যাঁর তন্দ্রা তথা আলস্য নেই। কোবিদ—পণ্ডিত)*।। ২৪ ।। শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। কৃতজ্ঞও। অন্যের মনের কথা বুঝতে পারতেন। বিচক্ষণতার সঙ্গে ন্যায় বিবেচনা করে সম্মানিত ও নিগৃহীত করতেন।। ২৫ ।। সজ্জনের সন্ধান পালন এবং জায়গা বুঝে দুর্জনের দমন করতেন। আয়ের উপায় যেমন জানতেন, তেমনি জানতেন যথোচিত ব্যয়ের বিধিও।। ২৬ ।। নানাবিধ অস্ত্র ব্যবহার এবং নাট্যপরিচালনায় তাঁর শ্রেষ্ঠতা ছিলো। অর্থসংগ্রহ এবং ধর্মবিচার করে অনায়াসেই রাজতন্ত্র পরিচালনা করতেন। *(ব্যামিশ্রক—নাট্য)*।। ২৭ ।। নানাবিধ ললিত কলাশিল্পে তাঁর বুৎপত্তি ছিলো। হস্তী এবং অশ্বের উপর আরোহণ এবং তাদের শিক্ষাদানে তিনি ছিলেন নিপুণ।। ২৮ ।। ধনুর্বেদে যাঁরা বিদ্বান্ তাঁদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। তাঁর রথচালনার নৈপুণ্য সকলেই স্বীকার করতো। সৈন্যদের নিয়ে অভিযানে, আক্রমণে এবং সামরিকবিদ্যায় তিনি অতি দক্ষ ছিলেন।। ২৯।। যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ দেবতা এবং দানবদের কাছেও তিনি ছিলেন অপরাজেয়। অপরের দোষ উদ্ঘাটন করতেন না। ক্রোধকে জয় করেছিলেন। দর্প এবং মাৎসর্য তথা পরশ্রীকাতরতা তাঁর ছিলো না।। ৩০ ।। তিনি কারো অবজ্ঞার পাত্র ছিলেন না। সময় বুঝে ভোল বদলাতেন না। এইসমূহ শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর দ্বারা তিনি মণ্ডিত ছিলেন। এই রাজপুত্রকে প্রজাবর্গ সম্যগ্ভাবে মেনে নিয়েছিলো। ক্ষমাগুণের দ্বারা ত্রিলোকে তিনি ধরিত্রীতুল্য ছিলেন। বুদ্ধিতে বৃহস্পতিসম। বীর্যে ছিলেন ইন্দ্রের মতো।। ৩১-৩২ ।। নিজেরই কিরণরাশির দ্বারা সূর্য প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গুণরাজির দ্বারা তেমনি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলেন রাম। গুণগুলি হলো—প্রজাগণের সঙ্গে তাঁর স্নিগ্ধ ব্যবহার এবং আচরণের দ্বারা পিতার প্রীতি-উৎপাদন।। ৩৩।। এমতো চরিত্রসম্পন্ন রাম অপরাজেয় এবং পরাক্রমশালী ছিলেন। দিকসমূহের অধিপতি লোকপালের মতো তাঁকে পৃথিবী যেন স্বকীয় নাথ রূপে কামনা করতেন।।৩৪ ।। পুত্রকে এরকম বহুবিধ অতুলনীয় গুণের দ্বারা যুক্ত দেখে শত্রুতাপনকারী রাজা দশরথ চিন্তা করলেন—।।৩৫।। দীর্ঘকাল রাজ্যপালন করতে করতে আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমি বেঁচে থাকতেই রাম রাজা হবে এই আনন্দ আমি কিভাবে পাবো?।।৩৬ ।। কবে আমার প্রিয়পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত দেখবো—এই চিন্তা করে আমার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হচ্ছে।। ৩৭ ।।

বৃদ্ধিকামো হি লোকস্য সর্বভূতানুকম্পকঃ। মত্তঃ প্রিয়তরো লোকে পর্জন্য ইব বৃষ্টিমান্।। ৩৮
যম-শক্রসমো বীর্যে বৃহস্পতিসমো মতৌ। মহীধরসমো ধৃত্যাং মত্তশ্চ গুণবত্তরঃ।। ৩৯
মহীমহমিমাং কৃৎস্নামধিতিষ্ঠন্তমাত্মজম্। অনেন বয়সা দৃষ্ট্বা যথা স্বর্গমবাপ্নুয়াম্।। ৪০
ইত্যেবং বিবিধৈস্তৈস্তৈরন্যপার্থিবদুর্লভৈঃ। শিষ্টৈরপরিমেয়ৈশ্চ লোকে লোকোত্তমৈর্গুণৈঃ।। ৪১
তং সমীক্ষ্য তদা রাজা যুক্তং সমুদিতৈর্গুণৈঃ। নিশ্চিত্য সচিবৈঃ সার্ধং যৌবরাজ্যমমন্যত।। ৪২
দিব্যন্তরিক্ষে ভূমৌ চ ঘোরমুৎপাতজং ভয়ম্। সংচচক্ষেঽথ মেধাবী শরীরে চাত্মনো জরাম্।। ৪৩
পূর্ণচন্দ্রাননস্যাথ শোকাপনুদমাত্মনঃ। লোকে রামস্য বুবুধে সম্প্রিয়ত্বং মহাত্মনঃ।। ৪৪
আত্মনশ্চ প্রজানাঞ্চ শ্রেয়সে চ প্রিয়েণ চ। প্রাপ্তে কালেস ধর্মাত্মা ভক্ত্যা ত্বরিতবান্নৃপঃ।। ৪৫
নানানগর-বাস্তব্যান্ পৃথগ্‌জানপদানপি। সমানিনায় মেদিন্যাং প্রধানান্ পৃথিবীপতিঃ।। ৪৬
তান্ বেশ্ম নানাভরণৈর্যথার্হং প্রতিপূজিতান্। দদর্শালঙ্কৃতো রাজা প্রজাপতীব প্রজ্ঞজাঃ।। ৪৭
ন তু কেকয়রাজানং জনকং বানধিপনম্। ত্বরয়া চানয়ামাস পশ্চাত্তৌ শ্রোষ্যতঃ প্রিয়ম্।। ৪৮
অথোপবিষ্টে নৃপতৌ তস্মিন্ পরপুরার্দনে। ততঃ প্রবিবিশুঃ শেষা রাজানো লোকসম্মতাঃ।। ৪৯
অথ রাজবিতীর্ণেষু বিবিধেষ্বাসনেষু চ। রাজানমেবাভিমুখা নিষেদুর্নিয়তা নৃপাঃ।। ৫০
স লব্ধমানৈর্বিনয়ান্বিতৈর্নৃপৈঃ পুরালয়ৈর্জানপদৈশ্চ মানবৈঃ।
উপোপবিষ্টৈর্নৃপতির্বৃতো বভৌ সহস্রচক্ষুর্ভগবানিবামরৈঃ।। ৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ।

জগতের উন্নতিই তার কামনা। সকল প্রাণীর প্রতি সে দয়াশীল। বর্ষণশীল মেঘের মতোই জগতে সে আমার চেয়েও অধিক প্রিয়।। ৩৮ ।। শক্তিমত্তায় যম এবং ইন্দ্রের মতো। বুদ্ধিতে বৃহস্পতিতুল্য। ধৈর্যে পর্বতের ন্যায়। আমার চেয়েও সে অধিক গুণশালী।। ৩৯ ।। পুত্রকে সমগ্র এই পৃথিবীর সম্রাটরূপে দেখে এই বৃদ্ধ বয়সে আমি স্বর্গে যেতে চাই।। ৪০ ।। অন্য রাজাদের নেই এরকমের অপরিমিত নানাবিধ দুর্লভ সদ্‌গুণের দ্বারা রাম ভূষিত।। ৪১।। তাঁকে এইরকম গুণবান দেখে অমাত্যদের সঙ্গে রাজা পরামর্শ করে স্থির করলেন, রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে হবে।। ৪২ ।। বিদ্বান্ রাজা স্বর্গে, অন্তরিক্ষে ও ভূতলে ঘোরতর ভয়ঙ্কর উৎপাত দেখলেন। নিজের শরীরেও দেখলেন বার্ধক্যের প্রকোপ।। ৪৩ ।। পূর্ণচন্দ্রের মতো মুখ রামচন্দ্রের। তিনি বুঝলেন, এই রামই তাঁর শোক দূর করতে পারবেন। জগতে প্রজাদেরও সম্যক্ প্রিয় তিনি।। ৪৪ ।। নিজের এবং প্রজাদের কল্যাণের জন্য ধর্মপ্রাণ রাজা যথাকালে প্রিয় পুত্রকে ভগবদ্‌ভক্তির সঙ্গে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে ত্বরান্বিত হলেন।। ৪৫ ।। তিনি এবার ডেকে আনলেন বিভিন্ন নগরের এবং গ্রামের জনগণকে। জগতের প্রধান প্রধান রাজাদেরও আহ্বান করলেন।। ৪৬ ।। তাঁদেরকে ভালো আবাসে রেখে নানা অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত করে সম্বর্ধনা জানালেন। নিজেও বিবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে তাঁদের দর্শন দিলেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যেন সৃষ্ট জনগণকে দেখা দিচ্ছেন।। ৪৭ ।। তাড়াতাড়ির জন্য কেকয়রাজ এবং মিথিলাপতি জনককে আনলেন না। তাঁদেরকে এই প্রিয় সংবাদ পরেই জানানো যাবে।। ৪৮ ।। শত্রুপুরী বিনাশকারী বীর রাজা দশরথ এবার সিংহাসনে উপবেশন করলেন। সমবেত জনপ্রিয় রাজারা সেখানে একে একে প্রবেশ করলেন।। ৪৯ ।। তারপর দশরথের দ্বারা প্রসারিত বিভিন্ন আসনে এই রাজন্যমণ্ডলী দশরথকে সামনে করে সংযতভাবে আসন গ্রহণ করলেন।। ৫০ ।। সমাগত সম্মানিত বিনয়ান্বিত রাজারা এবং নগর ও গ্রামবাসী রাজা দশরথকে বেষ্টন করে বসায় মনে হচ্ছিলো, দেবগণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দেবরাজ সহস্রনয়ন ইন্দ্র যেন বিরাজ করছেন।। ৫১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম (১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।।

রাজ্ঞা দশরথেন শ্রীরামচন্দ্রস্য রাজ্যাভিষেকস্য প্রস্তাবোত্থাপনম্, যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বকং গুণকীর্তনকারি-সভাসদ্বর্গৈরুক্তপ্রস্তাবস্য সর্বথা সমর্থনম্।

ততঃ পরিষদং সর্বামামন্ত্র্য বসুধাধিপঃ। হিতমুদ্ধর্ষণং চৈবমুবাচ প্রথিতং বচঃ।। ১
দুন্দুভিস্বরকল্পেন গম্ভীরেণানুনাদিনা। স্বরেণ মহতা রাজা জীমূত ইব নাদয়ন্।। ২
রাজলক্ষণযুক্তেন কান্তেনানুপমেন চ। উবাচ রসযুক্তেন স্বরেণ নৃপতির্নৃপান্।। ৩
বিদিতং ভবতামেতদ্ যথা মে রাজ্যমুত্তমম্। পূর্বকৈর্মম রাজেন্দ্রৈঃ সুতবৎ পরিপালিতম্।। ৪
সোঽহমিক্ষ্বাকুভিঃ সর্বৈর্নরেন্দ্রৈঃ প্রতিপালিতম্। শ্রেয়সা যোক্তুমিচ্ছামি সুখার্হমখিলং জগৎ।। ৫
ময়াপ্যাচরিতং পূর্বৈঃ পন্থানমনুগচ্ছতা। প্রজা নিত্যমনিদ্রেণ যথাশক্ত্যভিরক্ষিতাঃ।। ৬
ইদং শরীরং কৃৎস্নস্য লোকস্য চরতা হিতম্। পাণ্ডুরস্যাতপত্রস্য চ্ছায়ায়াং জরিতং ময়া।। ৭
প্রাপ্য বর্ষসহস্রাণি বহূন্যায়ূংষি জীবিতঃ। জীর্ণস্যাস্য শরীরস্য বিশ্রান্তিমভিরোচয়ে।। ৮
রাজপ্রভাবজুষ্টাঞ্চ দুর্বহামজিতেন্দ্রিয়ৈঃ। পরিশ্রান্তোঽস্মি লোকস্য গুর্বীং ধর্মধুরং বহন্।। ৯
সোঽহং বিশ্রামমিচ্ছামি পুত্রং কৃত্বা প্রজাহিতে। সন্নিকৃষ্টানিমান্ সর্বাননুমান্য দ্বিজর্ষভান্।। ১০
অনুজাতো হি মাং সর্বৈর্গুণৈঃ শ্রেষ্ঠো মমাত্মজঃ। পুরন্দরসমো বীর্যে রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।। ১১
তং চন্দ্রমিব পুষ্যেণ যুক্তং ধর্মভৃতাং বরম্। যৌবরাজ্যে নিযোক্তাস্মি প্রাতঃ পুরুষপুঙ্গবম্।। ১২
অনুরূপঃ স বো নাথো লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মণাগ্রজঃ। ত্রৈলোক্যমপি নাথেন যেন স্যান্নাথবত্তরম্।। ১৩

দ্বিতীয় (২) সর্গ

রাজা দশরথের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব উত্থাপন। রামের গুণকীর্তনকারী সভাসদ্বর্গের দ্বারা যুক্তি দিয়ে সেই প্রস্তাবের সমর্থন।

রাজা দশরথ তারপর পরিষদ্বর্গের সকলকে আমন্ত্রণ করে মঙ্গলকর এবং আনন্দজনক বাক্য বললেন।। ১।। দুন্দুভির স্বরের মতো গম্ভীর প্রতিধ্বনিযুক্ত তাঁর কণ্ঠস্বর। যেন মেঘ মন্দ্রিত হচ্ছে।। ২ ।। রাজোচিত গাম্ভীর্যসহকারে রাজা দশরথ সরস, কোমল এবং অতুলনীয় কণ্ঠস্বরে সমাগত রাজন্যমণ্ডলীকে বললেন—।। ৩ ।। আপনারা সবাই জানেন যে পূর্বপুরুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত আমার এই রাজ্যকে পুত্রের মতো আমি বেশ ভালোভাবেই পালন করেছি।। ৪ ।। ইক্ষ্বাকুবংশীয় সকল রাজার দ্বারা প্রতিপালিত এই রাজ্যকে আমি কল্যাণমণ্ডিত করতে চাই। তাতে নিখিল জগৎ সুখী হবে।।৫ ।। আমার পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ করে আমিও অতন্দ্রভাবে প্রজাবর্গকে যথাশক্তি রক্ষা করেছি।।৬ ।। সকল জগতের কল্যাণসাধন করতে গিয়ে শুভ্র রাজচ্ছত্রের ছায়ায় বসে বসে এই শরীরকে জীর্ণ করেছি *(কৃৎস্ন—সমগ্র)*।। ৭ ।। বহুসহস্র বৎসর আয়ু পেয়ে আমি এখনো জীবিত। এখন এই জীর্ণ শরীরে বিশ্রাম পেতে চাই।। ৮ ।। ইন্দ্রিয়কে যারা জয় করতে পারে নি তারা এইভাবে রাজ্যভার বহন করতে পারে না। রাজোচিত প্রভাবের দ্বারা ধর্মের মাধ্যমে সেই গুরুভার বহন করে আমি এখন ক্লান্ত *(জুষ্ট—সেবিত, বহন করা হইয়াছে)*।। ৯ ।। এইজন্য সমবেত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের অনুমতি নিয়ে প্রজাবর্গের কল্যাণের জন্য পুত্রদের হস্তে শাসনভার সমর্পণ করে আমি বিশ্রাম নিতে চাইছি।। ১০ ।। জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্র আমার সকল গুণেরই অধিকারী। সে শৌর্যে শত্রুপুরী বিজয়ী ইন্দ্রেরই মতো *(পুরন্দর—ইন্দ্র)*।। ১১ ।। পুষ্যানক্ষত্রে উদিত চন্দ্রের মতো। ধার্মিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পুরুষপ্রবর। প্রভাতে আমি তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবো।। ১২ ।। লক্ষ্মণের লক্ষ্মীবান জ্যেষ্ঠভ্রাতা আপনাদের অনুকূল পালক। তাকে পেলে ত্রিভুবনই যেন অধিক সুরক্ষিত হবে।। ১৩ ।। ধরিত্রীকে এই

অনেন শ্রেয়সা সদ্যঃ সংযোক্ষ্যেঽহমিমাং মহীম্। গতক্লেশো ভবিষ্যামি সুতে তস্মিন্নিবেশ্য বৈ।। ১৪
যদিদং মেঽনুরূপার্থং ময়া সাধু সুমন্ত্রিতম্। ভবন্তো মেঽনুমন্যন্তাং কথং বা করবাণ্যহম্।। ১৫
যদ্যপ্যেষা মম প্রীতির্হিতমন্যদ্ বিচিন্ত্যতাম্। অন্যা মধ্যস্থতা চিন্তা তু বিমর্দাভ্যধিকোদয়া।। ১৬
ইতি ব্রুবন্তং মুদিতাঃ প্রত্যনন্দন্ নৃপা নৃপম্। বৃষ্টিমন্তং মহামেঘং নর্দন্ত ইব বর্হিণঃ।। ১৭
স্নিগ্ধোঽনুনাদঃ সঞ্জজ্ঞে ততো হর্ষমান হন্যতান্। জনৌঘোদ্‌ঘুষ্টসন্নাদো মেদিনীং কম্পয়ান।। ১৮
তস্য ধর্মার্থবিদুষো ভাবমাজ্ঞায় সর্বশঃ। ব্রাহ্মণা বলমুখ্যাশ্চ পৌর-জানপদৈঃ সহ।। ১৯
সমেত্য তে মন্ত্রয়িতুং সমতাগতবুদ্ধয়ঃ। উচুশ্চ মনসা জ্ঞাত্বা বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্।। ২০
অনেকবর্ষসাহস্রো বৃদ্ধস্ত্বমসি পার্থিব। স রামং যুবরাজানমভিষিঞ্চস্ব পার্থিবম্।। ২১
ইচ্ছামো হি মহাবাহুং রঘুবীরং মহাবলম্। গজেন মহতা যান্তং রামং ছত্রাবৃতাননম্।। ২২
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজা তেষাং মনঃ প্রিয়ম্। অজানন্নিব জিজ্ঞাসুরিদং বচনমব্রবীৎ।। ২৩
শ্রুত্বৈতদ্ বচনং যন্মে রাঘবং পতিমিচ্ছতঃ। রাজানঃ সংশয়োঽয়ং মে তদিদং ব্রূত তত্ত্বতঃ।। ২৪
কথং ন ময়ি ধর্মেণ পৃথিবীমনুশাসতি। ভবন্তো দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি যুবরাজং মহাবলম্।। ২৫
তে তমূচুর্মহাত্মানঃ পৌর-জানপদৈঃ সহ। বহবো নৃপ কল্যাণগুণাঃ সন্তি সুতস্য তে।। ২৬
গুণান্ গুণবতো দেব দেবকল্পস্য ধীমতঃ। প্রিয়ানানন্দনান্ কৃৎস্নান্ প্রবক্ষ্যামোঽদ্য তান্ শৃণু।। ২৭
দিব্যৈগুণৈঃ শক্রসমো রামঃ সত্যপরাক্রমঃ। ইক্ষ্বাকুভ্যোঽপি সর্বেভ্যো হ্যতিরিক্তো বিশাম্পতে।। ২৮
রামঃ সৎপুরুষো লোকে সত্যঃ সত্যপরায়ণঃ। সাক্ষাদ্ রামাদ্ বিনির্বৃত্তো ধর্মশ্চাপি শ্রিয়া সহ।। ২৯

কল্যাণের দ্বারা সদাই আমি সংযুক্ত করবো। সেই পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে আমি ক্লেশ হতে মুক্ত হবো।। ১৪ ।। যদি আপনারা মনে করেন আমি যা ভেবেছি তা যথোপযুক্ত, তাহলে আপনারা আমাকে অনুমতি দিন। নৈলে কি করবো বলুন।। ১৫ ।। যদি মনে করেন এতে কেবল আমারই প্রীতি হবে, তাহলে অন্যকিছু আপনারা চিন্তা করুন। মধ্যস্থদের বিকল্পচিন্তায় ক্ষতির পরিবর্তে অধিক অভ্যুদয় সাধিত হয়। *(বিমর্দ—ক্ষতি)*।। ১৬ ।। বর্ষণশীল মহামেঘকে রাজারা যেমন অভিনন্দিত করেন, তেমনি আনন্দিত রাজন্যমণ্ডলী রাজা দশরথকে অভিনন্দিত করলেন।। ১৭ ।। তখন আনন্দিত জনগণের স্নিগ্ধ অনুমোদনধ্বনি শোনা গেলো। বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে উত্থিত নিনাদধ্বনি যেন পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিলে।। ১৮ ।। ধর্মার্থবিদ্ রাজার অভিপ্রায় ভালোভাবে মেনে ব্রাহ্মণ এবং সেনাপতিরা সবাই এবার নাগরিক এবং পল্লীবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য মতিস্থির করলেন। মনে মনে রাজা দশরথকে তাঁরা বর্ষীয়ান মেনে নিয়ে বললেন—।। ১৯-২০ ।। হে রাজন্, বহুসহস্র বৎসর বয়স আপনার। আপনি বৃদ্ধ। তাই যুবরাজ রামচন্দ্রকে আপনি রাজারূপে অভিষিক্ত করুন।। ২১ ।। দীর্ঘবাহু মহাবীর রামচন্দ্র বিশাল হস্তিপৃষ্ঠে চলুন, রাজচ্ছত্রের দ্বারা আবৃত হয়ে তাঁর মুখমণ্ডল শোভিত হোক—এই দৃশ্য আমরা দেখতে চাই।। ২২ ।। রাজা দশরথ তাঁদের এই প্রিয়বাক্য শুনলেন। তাঁদের মন জেনেও না জানার ভাব দেখিয়ে তিনি এ বিষয়ে অধিক কিছু জানতে চেয়ে তাঁদের বললেন—।।২৩ ।। হে রাজগণ, আমার এই বচন শুনেই আপনারা রামকে রাজারূপে পেতে চাইছেন, এতে আমার সন্দেহ হচ্ছে। ঠিক করে বলুন তো, তাই আপনারা চাইছেন কি?।।২৪ ।। আমি কি ধর্মানুসারে পৃথিবীশাসন করছি না যেজন্যে আপনারা মহাবীর এই যুবরাজকে পেতে চাইছেন?।। ২৫ ।। পল্লীবাসীদের সঙ্গে তখন মহাপ্রাণ সেই রাজার পুরবাসীরা সমস্বরে বললেন, মহারাজ, আপনার পুত্রের বহু কল্যাণকর সদ্‌গুণ রয়েছে।। ২৬ ।। আপনার দেবোপম, ধীমান, গুণবান পুত্রের আনন্দদায়ক গুণরাজির কথা আপনাকে আজ বলছি। শুনুন।। ২৭ ।। দিব্যগুণসমূহের জন্য সত্যনিষ্ঠ এবং পরাক্রমশালী রামকে মনে হয় ঠিক ইন্দ্রেরই মতো। হে প্রজাগণের পালক, ইক্ষ্বাকুবংশীয় সকলের চেয়েই তিনি অধিক গুণবান। *(বিশাম্পতি—বিশাম্+পতি। বিশ—মনুষ্য)*।। ২৮ ।। জগতে রাম সৎপুরুষরূপে খ্যাত। তিনি প্রকৃতই সত্যনিষ্ঠ। এবং সত্যই তাঁর একমাত্র আশ্রয়। সাক্ষাদ্ রামের দ্বারাই ধর্মের সঙ্গে সম্পদ জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।। ২৯ ।। প্রজাবর্গের সুখ-সম্পাদনে তিনি চন্দ্রের মতো। ক্ষমায় পৃথিবীর তুল্য। বুদ্ধিতে

প্রজাসুখত্বে চন্দ্রস্য বসুধায়াঃ ক্ষমাগুণৈঃ। বুদ্ধ্যা বৃহস্পতেস্তুল্যো বীর্যে সাক্ষাচ্ছচীপতেঃ।। ৩০
ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ শীলবাননসূয়কঃ। ক্ষান্তঃ সান্ত্বয়িতা শ্লক্ষ্ণঃ কৃতজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।। ৩১
মৃদুশ্চ স্থিরচিত্তশ্চ সদা ভব্যোঽনসূয়কঃ। প্রিয়বাদী চ ভূতানাং সত্যবাদী চ রাঘবঃ।। ৩২
বহুশ্রুতানাং বৃদ্ধানাং ব্রাহ্মণানামুপাসিতা। তেনাস্যেহাতুলা কীর্তির্যশস্তেজশ্চ বর্ধতে।। ৩৩
দেবাসুর-মনুষ্যাণাং সর্বাস্ত্রেষু বিশারদঃ। সম্যগ্‌বিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ।। ৩৪
গান্ধর্বে চ ভুবি শ্রেষ্ঠো বভূব ভরতাগ্রজঃ। কল্যাণাভিজনঃ সাধুরদীনাত্মা মহামতিঃ।। ৩৫
দ্বিজৈরভিবিনীতশ্চ শ্রেষ্ঠৈর্ধর্মার্থ নৈপুণৈঃ। যদা ব্রজতি সংগ্রামং গ্রামার্থে নগরস্য বা।। ৩৬
গত্বা সৌমিত্রিসহিতো নাবিজিত্য নিবর্ততে। সংগ্রামাৎ পুনরাগত্য কুঞ্জরেণ রথেন বা।। ৩৭
পৌরান্ স্বজনবন্নিত্যং কুশলং পরিপৃচ্ছতি। পুত্রেষ্বগ্নিষু দারেষু প্রেষ্যশিষ্যগণেষু চ।। ৩৮
নিখিলেনানুপূর্ব্যা চ পিতা পুত্রানিবৌরসান্। শুশ্রূষন্তে চ বঃ শিষ্যাঃ কচ্চিদ্ বর্মসু দংশিতাঃ। ৩৯
ইতি বঃ পুরুষব্যাঘ্র সদা রামোঽভিভাষতে। ব্যসনেষু মনুষ্যাণাং ভৃশং ভবতি দুঃখিতঃ।। ৪০
উৎসবেষু চ সর্বেষু পিতেব পরিতুষ্যতি। সত্যবাদী মহেষ্বাসো বৃদ্ধসেবী জিতেন্দ্রিয়ঃ।। ৪১
স্মিতপূর্বাভিভাষো চ ধর্মং সর্বাত্মনাশ্রিতঃ। সম্যগ্ যোক্তা শ্রেয়সঞ্চ ন বিগৃহ্য কথারুচিঃ।। ৪২
উত্তরোত্তরযুক্তৌ চ বক্তা বাচস্পতির্যথা। সুভ্রূরায়ততাম্রাক্ষঃ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরিব স্বয়ম্।। ৪৩

বৃহস্পতির। এবং শৌর্যে সাক্ষাৎ শচীপতি ইন্দ্রের মতন।। ৩০ ।। ধর্ম কি, তা তিনি জানেন। সত্যসন্ধ এবং চরিত্রবান তিনি। কখনো অপরের দোষোদ্‌ঘাটন করেন না। রাম ক্ষমাশীল। অপরের দুঃখে সান্ত্বনাদাতা তিনি। মধুরভাষী। কৃতজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয়।। ৩১ ।। তিনি কোমলস্বভাব। স্থিরচিত্ত। মঙ্গলকর্মা এবং অনসূয়। রঘুবংশতিলক এই রামচন্দ্র সকল মানুষের প্রতি সত্য অথচ প্রিয়বাদী।। ৩২ ।। বিদগ্ধ, ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধদের তিনি সেবা করেন। ফলে তাঁর কীর্তি, অতুলনীয় খ্যাতি এবং তেজ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।। ৩৩ ।। দেবতা, অসুর এবং মানুষের ব্যবহার্য অস্ত্রসমূহে তিনি পারদর্শী। সম্যগ্‌রূপে বিদ্যার্জনের পর গুরুগৃহ থেকে যথাবিধি স্নাতক হয়ে এসেছেন। ছয়টি অঙ্গসমেত চতুর্বেদ তিনি ভালোভাবে জানেন।। ৩৪ ।। ভরতাগ্রজ এই রাম সঙ্গীত বিদ্যায় জগতে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছেন। আত্মীয়দের প্রতি তিনি কল্যাণকর্মা। সাধুচরিত্র। উদারপ্রাণ এবং অতিশয় বুদ্ধিমান।।৩৫ ।। ধর্মে এবং অর্থে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা তাঁকে ভালোভাবে শিক্ষাদান করেছেন। তিনি গ্রামে বা নগরে সংগ্রামে যেখানেই যান...।।৩৬ ।। লক্ষ্মণকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যান। না জিতে ফিরে আসেন না। সংগ্রাম থেকে হস্তীতেই হোক বা রথেই হোক তিনি ফিরে আসেন *(কুঞ্জর—হস্তী। সৌমিত্রি—সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ)*।। ৩৭ ।। এসেই পুরবাসীদের আত্মীয়দের মতো তিনি কুশলজিজ্ঞাসা করেন। তাদের পুত্র, যজ্ঞাগ্নি, পত্নী, ভৃত্য এবং শিষ্যদের পরম্পরাক্রমে সংবাদ জিজ্ঞেস করেন।।৩৮ ।। পিতা যেমন নিজের ঔরসজাত পুত্রদের সব খবর নেন, তিনিও প্রজাদের জন্য তাই করেন। জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের শিষ্যেরা আপনাদের শুশ্রূষা করছে তো? কখনো তাদের বিপদ হলে তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়ে থাকেন *(বর্ম—কবচ, বিপদ। প্রেষ্য—ভৃত্য)*।।৩৯ ।। আপনার পুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম সর্বদাই প্রজাবর্গের সঙ্গে এইভাবে কথা বলেন। আর মানুষের বিপদে অত্যন্ত ব্যথিত হন *(ব্যসন—বিপদ, বিলাস)*।।৪০ ।। মানুষের উৎসবসমূহে তিনি পিতার ন্যায় পরিতুষ্ট হন। সত্যবাদী তিনি। ধনুর্বাণে মহাবীর। বৃদ্ধসেবী এবং জিতেন্দ্রিয়। *(মহেষ্বাস—মহাধনুর্ধর)*।। ৪১ ।। আগে একটু হেসে তারপর তিনি কথা বলেন। সর্বপ্রকারে ধর্মকেই তিনি আশ্রয় করে আছেন। যথাযথ কল্যাণ সাধন করেন। অশোভন কথাতে তাঁর রুচি নেই *(স্মিত—ওষ্ঠদ্বয় ঈষদ্ বিকশিত করে, দাঁতের গোড়া দেখা যাবে না, শুধু পুষ্পকলির মতো দাঁতের অগ্রভাগ দেখা যাবে, এমন যে পরিশীলিত হাসি, উত্তমব্যক্তিদের লক্ষণ, তাই হলো স্মিত)*।। ৪২ ।। উত্তরোত্তর যুক্তি সাজিয়ে বৃহস্পতির মতো তিনি কথা বলেন। শোভন তাঁর ভ্রূ-যুগল। নয়ন পদ্মের মতো বিশাল। যেন সাক্ষাদ্ বিষ্ণু নেমে এসেছেন।। ৪৩ ।।

রামো লোকাভিরামোঽয়ং শৌর্য-বীর্যপরাক্রমৈঃ। প্রজাপালনসংযুক্তো ন রাগোপহতেন্দ্রিয়ঃ।। ৪৪
শক্তস্ত্রৈলোক্যমপ্যেয ভোক্তুং কিং নু মহীমিমাম্। নাস্য ক্রোধঃ প্রসাদশ্চ নিরর্থোঽস্তি কদাচন।। ৪৫
হন্ত্যেয নিয়মাদ্ বধ্যানবধ্যেযু ন কুপ্যতি। যুনক্ত্যর্থৈঃ প্রহৃষ্টশ্চ তমসৌ যত্র তুষ্যতি।। ৪৬
দান্তৈঃ সর্বপ্রজাকান্তৈঃ প্রীতি সংজননৈর্নৃণাম্। গুণৈর্বিরোচতে রামো দীপ্তঃ সূর্য ইবাংশুভিঃ।। ৪৭
তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্। লোকপালোপমং নাথমকাময়ত মেদিনী।। ৪৮
বৎসঃ শ্রেয়সি জাতস্তে দিষ্ট্যাসৌ তব রাঘবঃ। দিষ্ট্যা পুত্রগুণৈর্যুক্তো মারীচ ইব কশ্যপঃ।। ৪৯
বলমারোগ্যমায়ুশ্চ রামস্য বিদিতাত্মনঃ। দেবাসুর-মনুষ্যেযু সগন্ধর্বোরগেযু চ।। ৫০
আশংসতে জনঃ সর্বে রাষ্ট্রে পুরবরে তথা। আভ্যন্তরশ্চ বাহ্যশ্চ পৌরজানপদো জনঃ।। ৫১
স্ত্রিয়ো বৃদ্ধাস্তরুণ্যশ্চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতাঃ। সর্বা দেবান্নমস্যন্তি রামস্যার্থে মনস্বিনঃ।। ৫২
তেযাং তদ্ যাচিতং দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সমৃধ্যতাম্। রামমিন্দীবরশ্যামং সর্বশত্রুনিবর্হণম্।।
পশ্যামো যৌবরাজ্যস্থং তব রাজোত্তমাত্মজম্।। ৫৩
তং দেবদেবো পরমাত্মজং তে সর্বস্য লোকস্য হিতে নিবিষ্টম্।
হিতায় নঃ ক্ষিপ্রমুদারজুষ্টং মুদাভিযেক্তুং বরদ ত্বমর্হসি।। ৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

শৌর্যবীর্য এবং পরাক্রমে রাম জনগণের অতি প্রিয়। প্রজাপালনে তিনি নিরত। ভোগের বিষয়বস্তুতে তাঁর ইন্দ্রিয় কখনো চঞ্চল হয় না।। ৪৪ ।। শুধুমাত্র এই পৃথিবী নয়, ত্রিভুবন পালনে তিনি সমর্থ। তাঁর ক্রোধ এবং প্রসন্নতা কখনো ব্যর্থ হয় না।। ৪৫ ।। নিয়মের অনুরোধেই তিনি বধ্যদের হত্যা করেন। অবধ্যদের প্রতি তিনি কখনো ক্রোধ প্রকাশ করেন না। যার উপর সন্তুষ্ট হন তাকে আনন্দের সঙ্গে প্রভূত অর্থদান করেন।। ৪৬ ।। সূর্য কিরণরাশির দ্বারা প্রদীপ্ত হয়ে থাকে। তেমনি রামও নিজের গুণরাজির দ্বারা প্রোজ্জ্বল। শত্রুসমূহকে দমন করায় তিনি প্রজাগণের প্রিয়। এই সবই হলো তাঁর গুণ।। ৪৭ ।। এইরকমের গুণসম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ এবং পরাক্রমশালী লোকপালসম রামকে পৃথিবী রাজারূপে পেতে চাইছে।। ৪৮ ।। আপনার পুত্র আমাদের কল্যাণের জন্যই সৌভাগ্যবশে জন্মগ্রহণ করেছেন। মারীচের পুত্র কাশ্যপের মতো আপনার পুত্র সৌভাগ্যবশতঃই এতো গুণযুক্ত।। ৪৯ ।। দেবতা, অসুর, মানুষ, গন্ধর্ব, উরগ সবাই আত্মজ্ঞানী রামের শক্তি, আরোগ্য এবং আয়ু কামনা করেন।। ৫০ ।। রাষ্ট্রের নাগরিক, পল্লীবাসী, ঘরের এবং বাইরের সকলেই তাঁর মঙ্গলকামনা করেন।। ৫১ ।। বর্ষীয়সী এবং তরুণী নারীরা সকলে সন্ধ্যায় এবং সকালে মনস্বী রামের জন্য দেবতাকে প্রণাম করেন। প্রার্থনা করেন।। ৫২ ।। হে দেব, তাঁদের সকলের এই প্রার্থনা আপনার প্রসাদে পূর্ণ হোক। নীলপদ্মের মতো শ্যামল, সর্বশত্রুবিনাশক আপনার পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে আমরা অভিষিক্ত দেখতে চাই।। ৫৩ ।। হে সমুদারচিত্ত, দেবতাদেরও দেবস্বরূপ মহারাজ আপনি। সত্বর সর্বজনের কল্যাণে নিরত, ঔদার্যযুক্ত, পরমগুণান্বিত আপনার এই পুত্রকে আমাদের মঙ্গলের জন্য আনন্দের সঙ্গে অভিষিক্ত করুন।। ৫৪।।

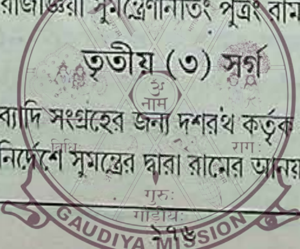
আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় (২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।।

রাজ্ঞো দশরথস্য বসিষ্ঠসমীপে রামস্যাভিষেকায় প্রয়োজনীয়োপকরণং সংগ্রহীতুমাদেশপ্রার্থনম্, রাজসেবকান্ প্রতি বসিষ্ঠস্যানুমতিদানম্, রাজাজ্ঞয়া সুমন্ত্রেণানীতং পুত্রং রামং প্রতি দশরথস্যোপদেশবাক্যম্।

তৃতীয় (৩) সর্গ

রামের অভিষেকের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য দশরথ কর্তৃক বশিষ্ঠের অনুমতি প্রার্থনা। রাজকর্মীদের প্রতি বশিষ্ঠের অনুমতিদান। রাজার নির্দেশে সুমন্ত্রের দ্বারা রামের আনয়ন। রামের প্রতি দশরথের উপদেশ।



তেষামঞ্জলিপদ্মানি প্রগৃহীতানি সর্বশঃ। প্রতিগৃহ্যাব্রবীদ্ রাজা তেভ্যঃ প্রিয়হিতং বচঃ।। ১
অহোঽস্মি পরমপ্রীতঃ প্রভাবশ্চাতুলো মম। যন্মে জ্যেষ্ঠং প্রিয়ং পুত্রং যৌবরাজ্যস্থমিচ্ছথ।। ২
ইতি প্রত্যর্চিতান্ রাজা ব্রাহ্মণানিদমব্রবীৎ। বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ তেষামেবোপশৃণ্বতাম্।। ৩
চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতকাননঃ। যৌবরাজ্যায় রামস্য সর্বমেবোপকল্প্যতাম্।। ৪
রাজ্ঞস্তূপরতে বাক্যে জনঘোষো মহানভূৎ। শনৈস্তস্মিন্ প্রশান্তে চ জনঘোষে জনাধিপঃ।। ৫
বসিষ্ঠং মুনিশার্দূলং রাজা বচনমব্রবীৎ। অভিষেকায় রামস্য যৎ কর্ম সপরিচ্ছদম্।। ৬
তদদ্য ভগবন্ সর্বমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি। তচ্ছ্রুত্বা ভূমিপালস্য বসিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ।। ৭
আদিদেশাগ্রতো রাজ্ঞঃ স্থিতান্ যুক্তান্ কৃতাঞ্জলীন্। সুবর্ণাদীনি রত্নানি বলীন্ সর্বৌষধীরপি।। ৮
শুক্লমাল্যানি লাজাংশ্চ পৃথক্ চ মধুসর্পিষী। অহতানি চ বাসাংসি রথং সর্বায়ুধান্যপি।। ৯
চতুরঙ্গবলং চৈব গজঞ্চ শুভলক্ষণম্। চামরব্যজনে চোভে ধ্বজং ছত্রঞ্চ পাণ্ডুরম্।। ১০
শতঞ্চ শাতকুম্ভানাং কুম্ভানামগ্নিবর্চসাম্। হিরণ্যশৃঙ্গমৃষভং সমগ্রং ব্যাঘ্রচর্ম চ।। ১১
যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদেষ্টব্যং তৎ সর্বমুপকল্প্যতাম্। উপস্থাপয়ত প্রাতরগ্ন্যাগারে মহীপতিঃ।। ১২
অন্তঃপুরস্য দ্বারাণি সর্বস্য নগরস্য চ। চন্দন-স্রগ্ভিরর্চ্যন্তাং ধূপৈশ্চ ঘ্রাণহারিভিঃ।। ১৩
প্রশস্তমন্নং গুণবদ্দধি-ক্ষীরোপসেচনম্। দ্বিজানাং শতসাহস্রং যৎ প্রকামমলং ভবেৎ।। ১৪
সৎকৃত্য দ্বিজমুখ্যানাং শ্বঃ প্রভাতে প্রদীয়তাম্। ঘৃতং দধি চ লাজশ্চ দক্ষিণাশ্চাপি পুষ্কলাঃ।। ১৫

সভাস্থিত সকলে মিলে সর্বতোভাবে কৃতাঞ্জলি হয়ে এইরকম বললে রাজা দশরথ তাঁদের অনুরোধ স্বীকার করে মধুরকণ্ঠে কল্যাণকর বাক্যে বললেন—।। ১ ।। অহো, আজ আমি অত্যন্ত প্রীত হলাম। যেহেতু আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে আপনারা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চাইছেন বুঝলাম আমার প্রভাব অতুলনীয়।। ২ ।। ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে এইভাবে অর্চনা করে বশিষ্ঠ এবং বামদেবসহ সকলকে রাজা বললেন, আপনারা সকলে ভালোভাবে শুনুন।। ৩ ।। পবিত্র চৈত্র মাস এসেছে। ভারি সুন্দর এই মাস। বনে বনে ফুল ফুটেছে। ত্বরিতে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের জন্য সমূহ উপকরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা করুন।। ৪ ।। রাজার কথা শেষ হওয়া -মাত্রই জনগণের মধ্যে উঠলো তুমুল কোলাহল। জনগণ-কোলাহল আস্তে আস্তে থেমে গেলে জনগণপতি রাজা মুনিপ্রবর বশিষ্ঠকে বললেন, রামের অভিষেকের জন্য যে কাজ এবং উপকরণ প্রয়োজন, সেসবের জন্য আপনি নির্দেশদান করুন। রাজার সেই অনুরোধ মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ শুনলেন।। ৫-৭ ।। রাজার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ানো রাজকর্মীদের তিনি বললেন, আপনারা স্বর্ণাদি রত্ন, পূজায় উৎসর্গের দ্রব্যাদি এবং সর্বৌষধিও সংগ্রহ করুন (*বলি—পূজায় প্রদত্ত উপহার—পূজোপহরায়াঃ বলিঃ। তার থেকেই দেবতার উদ্দেশে পশুদের উৎসর্গ করাকেও বলি বলা হয়। বলি মানে হত্যা নয়। পশুপাখীকে নিত্য আহার্যদানকেও বলা হয় ভূতবলি*)।। ৮ ।। শুভ্রপুষ্পের মালা, খৈ, পৃথক পৃথক পাত্রে মধু এবং ঘৃত, নূতন বসন, রথ এবং সর্বপ্রকার অস্ত্র নিয়ে আসুন (*লাজ—ধানভাঙা খৈ। সর্পিষ্—ঘৃত। অহত—অপরিহিত, নূতন। যেহেতু রাজার অভিষেক তাই ধর্মপালনের জন্য অস্ত্রাদিকেও পূজা করতে হবে*)।। ৯ ।। নিয়ে আসুন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক—এই চতুরঙ্গ সেনা, মঙ্গল -লক্ষণসমন্বিত হস্তী, চামর পাখা, পতাকা, শুভ্রবর্ণ ছত্র।। ১০ ।। আগুনের মতো উজ্জ্বল সোনার তৈরী একশ কুম্ভ এবং সোনা দিয়ে শিঙ্ মুড়ে দেওয়া হয়েছে এমন একটি বৃষ, একটি সম্পূর্ণ ব্যাঘ্রচর্ম, প্রয়োজনীয় অপরাপর দ্রব্য প্রাতে রাজার অগ্নিশালায় উপস্থাপিত করবেন।। ১১-১২ ।। সমগ্র নগরের এবং অন্তঃপুরের দ্বারগুলি চন্দন এবং ফুলের মালায় সাজিয়ে ফেলুন। সুগন্ধের দ্বারা মনোহরণ করে এমন ধূপ সর্বত্র জ্বালিয়ে দিন। লক্ষ ব্রাহ্মণকে ভালোভাবে পরিতৃপ্ত করা যায় এরকম উত্তম অন্ন, ভালো দৈ, ক্ষীর এবং পানীয়ের ব্যবস্থা করুন (*স্রক্—ফুলের মালা। উপসেচন—পানীয়। প্রকাম—প্রভূত। শ্বঃ—আগামীকাল*)।। ১৩-১৪ ।। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে কাল ভোরে সম্বর্ধিত করে প্রচুর ঘৃত, দধি, খৈ এবং দক্ষিণা দেবেন।। ১৫ ।। সূর্য ওঠামাত্রই

সূর্যেঽভ্যুদিতমাত্রে শ্বো ভবিতা স্বস্তিবাচনম্। ব্রাহ্মণাশ্চ নিমন্ত্র্যন্তাং কল্প্যন্তামাসনানি চ।। ১৬
আবধ্যন্তাং পতাকাশ্চ রাজমার্গশ্চ সিচ্যতাম্। সর্বে চ তালাপচরা গণিকাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ।। ১৭
কক্ষ্যাং দ্বিতীয়ামাসাদ্য তিষ্ঠন্তু নৃপবেশ্মনঃ। দেবায়তনচৈত্যেষু সান্নভক্ষ্যাঃ সদক্ষিণা।। ১৮
উপস্থাপয়িতব্যাঃ স্যুর্মাল্যযোগ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্। দীর্ঘাসিবদ্ধগোধাশ্চ সন্নদ্ধা মৃষ্টবাসসঃ।। ১৯
মহারাজাঙ্গনং শূরাঃ প্রবিশন্তু মহোদয়ম্। এবং ব্যাদিশ্য বিপ্রৌ তৌ ক্রিয়াস্তত্র বিনিষ্ঠিতৌ।। ২০
চক্রতুশ্চৈব যচ্ছেষং পার্থিবায় নিবেদ্য চ। কৃতমিত্যেব চাব্রূতামভিগম্য জগৎপতিম্।। ২১
যথোক্তবচনং প্রাপ্তৌ হর্ষযুক্তৌ দ্বিজোত্তমৌ। ততঃ সুমন্ত্রং দ্যুতিমান্ রাজা বচনমব্রবীৎ।। ২২
রামং তত্রানয়াঞ্চক্রে রথেন রথিনাং বরম্। অথ তত্র সহাসীনাস্তদা দশরথং নৃপম্।। ২৩
রামঃ কৃতাত্মা ভবতা শীঘ্রমানীয়তামিতি। স তথেতি প্রতিজ্ঞায় সুমন্ত্রো রাজশাসনাৎ।। ২৪
প্রাচ্যোদীচ্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ ভূমিপাঃ। ম্লেচ্ছাশ্চার্যাশ্চ যে চান্যে বনশৈলান্তবাসিনঃ।। ২৫
উপাসাঞ্চক্রিরে সর্বে তং দেবা বাসবং যথা। তেষাং মধ্যে স রাজর্ষির্মরুতামিব বাসবঃ।। ২৬
প্রসাদস্থো দশরথো দদর্শায়ান্তমাত্মজম্। গন্ধর্বরাজপ্রতিমং লোকে বিখ্যাতপৌরুষম্।। ২৭
দীর্ঘবাহুং মহাসত্ত্বং মত্তমাতঙ্গগামিনম্। চন্দ্রকান্তাননং রামমতীব প্রিয়দর্শনম্।। ২৮

কাল মঙ্গলমন্ত্র পাঠ করে স্বস্তিবাচন করতে হবে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করুন। তাঁদের জন্য আসন বিছিয়ে রাখুন।। ১৬ ।। দিকে দিকে পতাকা বেঁধে দিন। রাজপথসমূহে জলসিঞ্চন করুন। বাদ্যকরগণ এবং মহিলাশিল্পীরা অলঙ্কৃত হয়ে রাজপ্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে এসে অবস্থান করুক। দেবমন্দির এবং রাস্তার চৌমাথাগুলিতে অন্নাদি ভোজ্যদ্রব্য এবং দক্ষিণা প্রস্তুত করে রাখুন *(তালাপচরা—তালবাদ্যজীবী। গণিকা—সঙ্গীতের দ্বারা জনগণের মনোরঞ্জনকারী মহিলা শিল্পী। মনোহর বেশধারিণী হতেন বলে বেশ্যা বলা হতো। গণিকা তথা বেশ্যারা তখন হীনচরিত্রা ছিলেন না। বুৎপত্তিগত অর্থের দ্বারা বোঝা যায়, ললিতকলা ছিলো এঁদের জীবিকা। সমাজে এঁরা ঘৃণিতা ছিলেন না। মঙ্গল এবং আনন্দযজ্ঞ সমূহে এঁরা সমাদৃতা ছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায়। তাই, আজকের এই অভিষেকে এদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। "মৃচ্ছকটিক" নাটকের নায়িকা বসন্তসেনা গণিকা। সহৃদয়া, সুশিক্ষিতা ও শিল্পী)*।। ১৭-১৮ ।। মালা দিয়ে সাজিয়ে পৃথক পৃথক দ্রব্যসম্ভার স্থাপন করুন। দীর্ঘ তরবারি এবং চর্মনির্মিত কবচ নিয়ে পরিচ্ছন্ন পোষাকে বীরবৃন্দ রাজগৃহের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করুক *(গোধা—গোসাপের শক্ত চর্মের দ্বারা নির্মিত কবচ। যুদ্ধে অস্ত্রাঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সৈনিকেরা অঙ্গে ধারণ করে)*। বশিষ্ঠ এইভাবে আদেশদান করলেন। তারপর পুরোহিত দু'জন বশিষ্ঠ এবং বামদেব ধর্মীয় কার্যসকল সম্পন্ন করলেন।। ১৯-২০ ।। যেসব কাজ অবশিষ্ট ছিলো, সেগুলি সব সমাধা করে রাজার কাছে গিয়ে তাঁরা বললেন, সবই করা হলো।। ২১ ।। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দু'জন আনন্দিত হয়ে এই কথা বলার পর আনন্দোজ্জ্বল রাজার নির্দেশে সুমন্ত্র...।। ২২ ।। রথে বসে যুদ্ধকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রামকে রথে বসিয়ে নিয়ে এলেন। সেখানে অন্য রাজাদের সঙ্গে দশরথ বসে ছিলেন।। ২৩ ।। দশরথ বলেছিলেন, শুদ্ধপ্রাণ রামকে শীগ্‌গির নিয়ে এসো। সুমন্ত্রও রাজনির্দেশে—'আচ্ছা, তাই করছি'—বলে রামকে নিয়ে এসেছিলেন।। ২৪ ।। ঐখানে পূর্বদেশীয়, উত্তরপ্রান্তীয়, পশ্চিম এবং দক্ষিণদেশীয় রাজারা তখন উপস্থিত ছিলেন। ম্লেচ্ছ, আর্য এবং বনবাসী ও পার্বত্যদেশীয় রাজারাও ছিলেন উপবিষ্ট।। ২৫ ।। ইন্দ্রকে যেমন দেবতারা সেবা করেন, তেমনি এই রাজারাও দশরথকে সেবা করছিলেন। মরুদ্ দেবগণের মধ্যে ইন্দ্রের মতো রাজর্ষি দশরথকে তখন মহিমান্বিত দেখাচ্ছিলো।। ২৬ ।। রাজপ্রাসাদে বসে দশরথ দেখলেন, রাম আসছেন। জগতে বীর্যবত্তার জন্য তিনি প্রখ্যাত। গন্ধর্বদের রাজার মতো তাঁকে মনে হচ্ছিলো।। ২৭ ।। বাহু ছিলো তাঁর দীর্ঘ। অত্যন্ত বলবান তিনি। মত্ত হস্তীর মতো গাম্ভীর্যময় তাঁর চলার গতি। মুখে ছিলো চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ কান্তি। অত্যন্ত প্রিয়দর্শন তিনি।। ২৮ ।। বৃষ্টির দেবতা পর্জন্য যেমন গ্রীষ্মতপ্ত মানুষকে বর্ষণের দ্বারা আনন্দিত করেন, তেমনি তিনিও

রূপৌদার্যগুণৈঃ পুংসাং দৃষ্টিচিত্তাপহারিণম্। ঘর্মাভিতপ্তাঃ পর্জন্যং হ্লাদয়ন্তমিব প্রজাঃ।। ২৯
ন ততর্প সমায়ান্তং পশ্যমানো নরাধিপঃ। অবতার্য সুমন্ত্রস্তু রাঘবং স্যন্দনোত্তমাৎ।। ৩০
পিতুঃ সমীপং গচ্ছন্তং প্রাঞ্জলিঃ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ। স তং কৈলাসশৃঙ্গাভং প্রাসাদং রঘুনন্দনঃ।। ৩১
আরুরোহ নৃপং দ্রষ্টুং সহসা তেন রাঘবঃ। স প্রাঞ্জলিরভিপ্রেত্য প্রণতঃ পিতুরন্তিকে।। ৩২
নাম স্বং শ্রাবয়ন্ রামো ববন্দে চরণৌ পিতুঃ। তং দৃষ্ট্বা প্রণতং পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটং নৃপঃ।। ৩৩
গৃহ্যাঞ্জলৌ সমাকৃষ্য সস্বজে প্রিয়মাত্মজম্। তস্মৈ চাভ্যুদ্যতং সম্যঙ্ মণি-কাঞ্চনভূষিতম্।। ৩৪
দিদেশ রাজা রুচিরং রামায় পরমাসনম্। তদাসনবরং প্রাপ্য ব্যপদীয়ত রাঘবঃ।। ৩৫
স্বয়েব প্রভয়া মেরুমুদয়ে বিমলো রবিঃ। তেন বিভ্রাজিতা তত্র সা সভাপি ব্যরোচত।। ৩৬
বিমলগ্রহ-নক্ষত্রা শারদী দ্যৌরিবেন্দুনা। তং পশ্যমানো নৃপতিস্তুতোষ প্রিয়মাত্মজম্।। ৩৭
অলঙ্কৃতমিবাত্মানমাদর্শতলসংস্থিতম্। স তং সুস্থিতমাভাষ্য পুত্রং পুত্রবতাং বরঃ।। ৩৮
উবাচেদং বচো রাজা দেবেন্দ্রমিব কশ্যপঃ। জ্যেষ্ঠায়ামসি মে পত্ন্যাং সদৃশ্যাং সদৃশঃ সুতঃ।। ৩৯
উৎপন্নস্ত্বং গুণৈর্জ্যেষ্ঠো মম রামাত্মজঃ প্রিয়ঃ। ত্বয়া যতঃ প্রজাশ্চেমাঃ সগুণৈরনুরঞ্জিতাঃ।। ৪০
তস্মাত্ত্বং পুষ্যযোগেন যৌবরাজ্যমবাপ্নুহি। কামতস্ত্বং প্রকৃত্যৈব নির্ণীতো গুণবানিতি।। ৪১
গুণবত্যপি তু স্নেহাৎ পুত্র বক্ষ্যামি তে হিতম্। ভূয়ো বিনয়মাস্থায় ভব নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ।। ৪২
কাম-ক্রোধসমুত্থানি ত্যজস্ব ব্যসনানি চ। পরোক্ষয়া বর্তমানো বৃত্ত্যা প্রত্যক্ষয়া তথা।। ৪৩
আমাত্যপ্রভৃতীঃ সর্বাঃ প্রজাশ্চৈবানুরঞ্জয়। কোষ্ঠাগারায়ুধাগারৈঃ কৃত্বা সন্নিচয়ান্ বহূন্।। ৪৪

সৌন্দর্য এবং ঔদার্যাদি গুণের দ্বারা জনগণের মনোহরণ করেন।। ২৯ ।। রামকে আসতে দেখে রাজা দশরথের আশা যেন মিটছিলো না। সুমন্ত্র উত্তম রথ থেকে রামকে নামিয়ে আনলেন।।৩০ ।। পিতার কাছে রাম যখন যাচ্ছিলেন তখন সুমন্ত্র করজোড়ে তাঁর পিছে পিছে চলছিলেন। রঘুনন্দন রাম পিতাকে দেখবার জন্য তাঁর সঙ্গে সত্বর কৈলাশশৃঙ্গের মতো সমুচ্চ প্রাসাদে আরোহণ করলেন। তিনি অঞ্জলি রচনা করে পিতার কাছে প্রণত হলেন।। ৩১-৩২ ।। নিজের নাম শুনিয়ে রাম পিতার চরণযুগল বন্দনা করলেন। করজোড়ে পাশে দাঁড়ানো রামচন্দ্রকে পিতা দেখলেন।। ৩৩ ।। রাজা অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় টেনে নিয়ে প্রিয়পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন। মণি এবং সোনায় ভূষিত সমুন্নত সুন্দর আসনে বসবার জন্য রামকে তিনি নির্দেশ দিলেন। শ্রেষ্ঠ আসন পেয়ে রাম তাতে উপবেশন করলেন।। ৩৪-৩৫ ।। মালিন্যহীন উজ্জ্বল সূর্য যেমন উদয়কালে মেরুপর্বতকে নিজের দীপ্তিতে ভাস্বর করেন তেমনি রামচন্দ্রও এসে সেই রাজসভাকে প্রদীপ্ত করে তুললেন।। ৩৬ ।। শরৎকালের আকাশ নির্মল গ্রহ-নক্ষত্রাদির দ্বারা পূর্ণ দেখালেও চন্দ্রের দ্বারা অধিকতর শ্রীসম্পন্ন হয়। সেইরকম চন্দ্রতুল্য প্রিয় পুত্রকে দেখে রাজা তুষ্টিলাভ করলেন।। ৩৭ ।। আয়নায় অলঙ্কৃত নিজেকে দেখে মানুষ যেমন সন্তুপ্ত হয়, তেমনি শ্রেষ্ঠ পিতা দশরথ যুবরাজোচিত ভূষণে ভূষিত রামকে স্থিরভাবে উপবিষ্ট দেখে বললেন—*(আদর্শ—আয়না, দর্পণ)*।। ৩৮ ।। কশ্যপ যেমন ইন্দ্রকে বলেছিলেন, তেমনি দশরথও রামচন্দ্রকে বললেন, আমার সুযোগ্যা জ্যেষ্ঠাপত্নীতে তুমি সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্র জন্মগ্রহণ করেছো।।৩৯ ।। হে রাম, তুমি আমার পুত্রদের মধ্যে প্রিয়। এবং গুণরাজিতেও জ্যেষ্ঠ। যেহেতু তুমি নিজের গুণাবলীর দ্বারা এই প্রজামণ্ডলীকে অনুরঞ্জিত করেছো, সেজন্য তুমি পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত তিথিতে যৌবরাজ্য গ্রহণ করো। বস্তুতঃ যথার্থ গুণবান বলেই তোমার সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি।। ৪০-৪১ ।। জানি, তুমি গুণবান। তথাপি, বৎস, স্নেহবশতঃ তোমায় কল্যাণের জন্য বলছি। বিশেষ বিনয় অবলম্বন করে নিত্য জিতেন্দ্রিয় হয়ে চলবে।। ৪২ ।। কাম ও ক্রোধ হতে যে সব আসক্তি এবং দোষ আসে, সেগুলি ত্যাগ করবে। ধনাগার এবং অস্ত্রাগারসমূহ বহুবিধ সঞ্চয়ে পূর্ণ করে যিনি প্রজাগণের প্রীতিসম্পাদন এবং অনুরাগবর্ধন করে পৃথিবী পালন করেন, তাঁর মিত্ররা তাঁকে পেয়ে আনন্দলাভ করেন। দেবতারা অমৃত পেয়ে যেমন আনন্দ

ইষ্টানুরক্তপ্রকৃতির্যঃ পালয়তি মেদিনীম্। তস্য নন্দন্তি মিত্রাণি লব্ধামৃতমিবামরাঃ।। ৪৫
তস্মাৎ পুত্র ত্বমাত্মানং নিয়ম্যৈবং সমাচর। তচ্ছ্রুত্বা সুহৃদস্তস্য রামস্য প্রিয়কারিণঃ।। ৪৬
ত্বরিতাঃ শীঘ্রমাগত্য কৌসল্যায়ৈ ন্যবেদয়ন্। সা হিরণ্যঞ্চ গাশ্চৈব রত্নানি বিবিধানি চ।। ৪৭
ব্যাদিদেশ প্রিয়াখ্যেভ্যঃ কৌসল্যা প্রমদোত্তমা। অথাভিবাদ্য রাজানং রথমারুহ্য রাঘবঃ।
যযৌ স্বং দ্যুতিমদ্ বেশ্ম জনৌঘৈঃ প্রতিপূজিতঃ।। ৪৮
তে চাপি পৌরা নৃপতের্বচস্তচ্ছ্রুত্বা তদা লাভমিবেষ্টমাশু।
নরেন্দ্রমামন্ত্র্য গৃহাণি গত্বা দেবান্ সমানচুরভিপ্রহৃষ্টাঃ।। ৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

প্রকাশ করেন, এই মিত্রেরাও তেমনিই সন্তোষ প্রকাশ করে থাকেন।। ৪৩-৪৫ ।। তাই, বৎস, তুমি নিজেকে সংযত করে এই সদাচার পালন করো। এই কথা শুনে রামচন্দ্রের প্রিয়ঙ্কর বান্ধবেরা তাড়াতাড়ি এসে কৌশল্যাকে শুভসংবাদ জানালেন। নারীশ্রেষ্ঠা কৌশল্যাও তাঁদের সুবর্ণ, গাভী এবং বিবিধ রত্ন দান করতে আদেশ দিলেন। অতঃপর, রামচন্দ্র দশরথকে প্রণাম করে রথে আরোহণ করে, জনগণের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে নিজের উজ্জ্বল রাজগৃহে চলে গেলেন।। ৪৬-৪৮ ।। পুরবাসীরাও রাজার বাক্য শুনে মনে করলেন তাঁদের অভীষ্ট লাভ হলো। তাঁরা সত্বর রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্ব স্ব গৃহে গিয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে দেবগণকে অর্চনা করলেন।। ৪৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের তৃতীয় (৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্থঃ সর্গঃ ।।

দশরথস্য রামাভিষেকমন্ত্রণা, পিতৃসকাশাদ্ রামস্য স্বকীয়ান্তঃপুরগমনম্, কৌসল্যাসমীপে স্বীয়াভিষেকবার্তাজ্ঞাপনম্, মাতুরাশীর্বাদলাভঃ, মাতৃ-ভ্রাতৃভ্যাং সহ কথোপকথনঞ্চ।

গতেষ্বথ নৃপো ভূয়ঃ পৌরেষু সহমন্ত্রিভিঃ। মন্ত্রয়িত্বা ততশ্চক্রে নিশ্চয়জ্ঞঃ স নিশ্চিয়ম্।। ১
শ্ব এব পুষ্যো ভবিতা শ্বোঽভিষেচ্যস্তু মে সুতঃ। রামো রাজীবপত্রাক্ষো যুবরাজ ইতি প্রভুঃ।। ২
অথান্তর্গৃহমাবিশ্য রাজা দশরথস্তদা। সূতমামন্ত্রয়ামাস রামং পুনরিহানয়।। ৩
প্রতিগৃহ্য তু তদ্বাক্যং সূতঃ পুনরুপাযযৌ। রামস্য ভবনং শীঘ্রং রামমানয়িতুং পুনঃ।। ৪
দ্বাঃস্থৈরাবেদিতং তস্য রামায়াগমনং পুনঃ। শ্রুত্বৈব চাপি রামস্তং প্রাপ্তং শঙ্কান্বিতোঽভবৎ।। ৫

চতুর্থ (৪) সর্গ

রামের অভিষেক নিয়ে দশরথের মন্ত্রণা। পিতার কাছ থেকে রামের নিজের অন্তঃপুরে গমন। কৌশল্যার কাছে নিজের অভিষেকের সংবাদ প্রদান। মায়ের আশীর্বাদলাভ। মা এবং ভাইদের সঙ্গে আলাপ।

পুরবাসী জনগণ চলে গেলেন। স্থান-কাল- পাত্র বিবেচনা করে কর্মসম্পাদন করতে জানেন রাজা দশরথ। তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে তখন স্থির করলেন—।। ১ ।। আগামীকাল হবে পুষ্যানক্ষত্র। কালই আমার পুত্রের অভিষেক সম্পাদন করতে হবে। কমল-নয়ন রাম যুবরাজ হয়ে শাসনের অধিকার পাবে।। ২ ।। রাজা দশরথ এবার ভেতরের ঘরে গিয়ে রথচালক সুমন্ত্রকে ডেকে বললেন, রামকে আবার এখানে নিয়ে এসো *(সূত—রথচালক)*।। ৩ ।। তাঁর বাক্য শুনে সূত পুনরায় সুমন্ত্র রামকে আনার জন্য সত্বর রামের গৃহে গমন করলেন।। ৪ ।। দ্বাররক্ষিগণ রামকে সুমন্ত্রের দ্বিতীয়বার আগমনের সংবাদ দিলেন। সুমন্ত্র এসেছেন শুনেই রাম শঙ্কিত হলেন।। ৫ ।। দ্বারপালেরা সুমন্ত্রকে তাড়াতাড়ি নিয়ে এলে রাম বললেন, যে জন্য আবার আপনি

প্রবেশ্য চৈনং ত্বরিতো রামো বচনমব্রবীৎ। সদাগমনকৃত্যং তে ভূয়স্তদ্‌ব্রূহ্যশেষতঃ।। ৬
তমুবাচ ততঃ সূতো রাজা ত্বং দ্রষ্টুমিচ্ছতি। শ্রুত্বা প্রমাণং তত্র ত্বং গমনায়েতরায় বা।। ৭
ইতি সূতবচঃ শ্রুত্বা রামোঽপি ত্বরয়ান্বিতঃ। প্রযযৌ রাজভবনং পুনর্দ্রষ্টুং নরেশ্বরম্।। ৮
তং শ্রুত্বা সমনুপ্রাপ্তং রামং দশরথো নৃপঃ। প্রবেশয়ামাস গৃহং বিবক্ষুঃ প্রিয়মুত্তমম্।। ৯
প্রবিশন্নেব চ শ্রীমান্ রাঘবো ভবনং পিতুঃ। দদর্শ পিতরং দূরাৎ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ।। ১০
প্রণমন্তং সমুত্থাপ্য সংপরিষ্বজ্য ভূমিপঃ। প্রদিশ্য চাসনং চাস্মৈ রামঞ্চ পুনরব্রবীৎ।। ১১
রাম বৃদ্ধোঽস্মি দীর্ঘায়ুর্ভুক্তা ভোগা যথেপ্সিতাঃ। অন্নবদ্ভিঃ ক্রতুশতৈর্যথেষ্টং ভূরিদক্ষিণৈঃ।। ১২
দত্তমিষ্টমধীতঞ্চ ময়া পুরুষসত্তম।। ১৩
অনুভূতানি চেষ্টানি ময়া বীর সুখান্যপি। দেবর্ষি-পিতৃ-বিপ্রাণামনৃণোঽস্মি তথাত্মনঃ।। ১৪
ন কিঞ্চিন্মম কর্তব্যং তবান্যত্রাভিষেচনাৎ। অতো যত্ত্বামহং ব্রূয়াং তন্মে ত্বং কর্তুমর্হসি।। ১৫
অদ্য প্রকৃতয়ঃ সর্বাস্ত্বামিচ্ছন্তি নরাধিপম্। অতস্ত্বাং যুবরাজানমভিষেক্ষ্যামি পুত্রক।। ১৬
অপি চাদ্যাশুভান্ রাম স্বপ্নান্ পশ্যামি রাঘব। সনির্ঘাতা দিবোল্কাশ্চ পতন্তি হি মহাস্বনাঃ।। ১৭
অবষ্টব্ধঞ্চ মে রাম নক্ষত্রং দারুণগ্রহৈঃ। আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ সূর্যাঙ্গারকরাহুভিঃ।। ১৮
প্রায়েণ চ নিমিত্তানামীদৃশানাং সমুদ্ভবে। রাজা হি মৃত্যুমাপ্নোতি ঘোরাং চাপদমৃচ্ছতি।। ১৯
তদ্‌যাবদেব মে চেতো ন বিমুহ্যতি রাঘব। তদ্‌যাবদেবাভিষিঞ্চস্ব চলা হি প্রাণিনাং মতিঃ।। ২০
অদ্য চন্দ্রোঽভ্যুপগমৎ পুষ্যাৎ পূর্বং পুনর্বসুম্। শ্বঃ পুষ্যযোগং নিয়তং বক্ষ্যন্তে দৈবচিন্তকাঃ।। ২১
তত্র পুষ্যেঽভিষিঞ্চস্ব মনস্ত্বরয়তীব মাম্। শ্বস্ত্বাহমভিষেক্ষ্যামি যৌবরাজ্যে পরন্তপ।। ২২

এসেছেন, তা বিশদভাবে বলুন।। ৬ ।। রথচালক সুমন্ত্র তখন বললেন, রাজা আপনাকে দেখতে চাইছেন। যাবেন কিংবা যাবেন না, তা আপনিই স্থির করুন। *(ইতর—অন্য)*।। ৭ ।। সূতের কথা শুনে রাম মহারাজকে পুনরায় দর্শনের জন্য দ্রুত রাজভবনে গেলেন।।৮ ।। রাম এসেছেন শুনে রাজা দশরথ অতিপ্রিয় কথা বলবার জন্য রামকে নিজের কক্ষে মধ্যে নিয়ে গেলেন।। ৯ ।। শ্রীমান রাম পিতার কক্ষে প্রবেশ করে দূর থেকেই তাঁকে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণতি জানালেন।। ১০ ।। প্রণত রামকে উঠিয়ে নিয়ে রাজা আলিঙ্গন করে তাঁকে আসনে বসতে বলে বললেন—।। ১১ ।। বৎস রাম, আমি বৃদ্ধ হয়েছি। দীর্ঘ আয়ু পেয়ে ইচ্ছানুসারে রাজ্যসুখও ভোগ করেছি। প্রভূত দক্ষিণাসহ অন্নদানের সঙ্গে শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছি ইচ্ছামতো।। ১২।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ইচ্ছামতো আমি দান করেছি। অধ্যয়নও করেছি যথেষ্ট।। ১৩ ।। হে বীর, অপরাপর সুখও ভোগ করেছি। কাজও করেছি। এখন আমি দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, ব্রাহ্মণ এবং আমার কাছে ঋণমুক্ত।। ১৪।। তোমার অভিষেক ছাড়া এখন আমার আর কোনো করণীয় নেই। এজন্য তোমাকে যা বলবো, তুমি তাই করো।। ১৫ ।। সকল প্রজা আজ তোমাকে রাজারূপে পেতে চাইছে। সেজন্য, বৎস, তোমাকে যুবরাজপদে আমি অভিষিক্ত করবো।। ১৬ ।। রাম, আজ আমি অমঙ্গলকর সব স্বপ্ন দেখেছি। আকাশ থেকে বিকট শব্দ করে উল্কাপাত হচ্ছে। ঝড়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে *(নির্ঘাত—ঝড়ের শব্দ। স্বন—শব্দ)*।। ১৭ ।। রাম, দৈবজ্ঞেরা বলছেন রবি, মঙ্গল এবং রাহু প্রভৃতি ভীষণ গ্রহেরা আমার জন্মকালীন নক্ষত্রকে পীড়িত করছে *(অবষ্টব্ধম্—অক্রান্ত, ঘিরে ধরেছে। অঙ্গারক—মঙ্গলগ্রহ)*।। ১৮ ।। এইরকম অশুভ লক্ষণ উপস্থিত হলে প্রায়শঃই দেখা যায় রাজ্যের রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিংবা ঘোরতরভাবে বিপন্ন হন।। ১৯ ।। রাম, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমার মন মোহগ্রস্ত না হয়, তার মধ্যেই তুমি অভিষিক্ত হও। মানুষের মন যে বড়োই চঞ্চল!।। ২০ ।। দৈবজ্ঞেরা বলছেন, পুষ্যানক্ষত্রের পূর্ববর্তী পুনর্বসু নক্ষত্রে চন্দ্র আজ গমন করেছে। আগামীকাল নিশ্চয়ই পুষ্যানক্ষত্রে যাবে।। ২১ ।। পুষ্যানক্ষত্রে তুমি অভিষিক্ত হও। এই কার্যের জন্য মন আমায় তাড়া দিচ্ছে। শত্রুনাশক হে বীর রাম, তোমাকে কাল আমি অভিষিক্ত করবো।। ২২ ।। সেজন্যে আজ এখন থেকেই সারারাত সংযম

তস্মাত্ত্বয়াদ্য প্রভৃতি নিশেয়ং নিয়তাত্মনা। সহ বধ্বোপবস্তব্যা দর্ভপ্রস্তরশায়িনা।। ২৩
সুহৃদশ্চাপ্রমত্তাস্ত্বাং রক্ষন্ত্বদ্য সমততঃ। ভবন্তি বহুবিঘ্নানি কার্যাণ্যেবং বিধানি হি।। ২৪
বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ। তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তে কালো মতো মম।। ২৫
কামং খলু সতাং বৃত্তে ভ্রাতা তে ভয়তঃ স্থিতঃ। জ্যেষ্ঠানুবর্তো ধর্মাত্মা সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ।। ২৬
কিন্নু চিত্তং মনুষ্যাণামনিত্যমিতি মে মতম্। সতঞ্চ ধর্মনিত্যানাং কৃতশোভি চ রাঘব।। ২৭
ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ শ্বোভাবিন্যভিষেচনে। ব্রজেতি রামঃ পিতরমভিভাষ্যাভ্যয়াদ্‌গৃহম্।। ২৮
প্রবিশ্য চাত্মনো বেশ্ম রাজ্ঞাদিষ্টেঽভিষেচনে। তৎক্ষণাদেব নিষ্ক্রম্য মাতুরন্তঃপুরং যযৌ।। ২৯
তত্র তাং প্রবণামেব মাতরং ক্ষৌমবাসিনীম্। বাগ্‌যতাং দেবতাগারে দদর্শাযাচতীং শ্রিয়ম্।। ৩০
প্রাগেব চাগতা তত্র সুমিত্রা লক্ষ্মণস্তথা। সীতা চানয়িতা শ্রুত্বা প্রিয়ং রামাভিষেচনম্।। ৩১
তস্মিন্ কালেঽপি কৌসল্যা তস্থাবামীলিতেক্ষণা। সুমিত্রয়াম্বাস্যমানা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।। ৩২
শ্রুত্বা পুষ্যে চ পুত্রস্য যৌবরাজ্যেঽভিষেচনম্। প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মানা জনার্দনম্।। ৩৩
তথা সনিয়মামেব সোঽভিগম্যাভিবাদ্য চ। উবাচ বচনং রামো হর্ষয়ংস্তামিদং বরম্।। ৩৪
অম্ব পিত্রা নিযুক্তোঽস্মি প্রজাপালনকর্মণি। ভবিতা শ্বোঽভিষেকো মে যথা মে শাসনং পিতুঃ।। ৩৫
সীতয়াপ্যুপবস্তব্যা রজনীয়ং ময়া সহ। এবমুক্তমুপাধ্যায়ৈঃ স হি মামুক্তবান পিতা।। ৩৬
যানি যান্যত্র যোগ্যানি শ্বো ভাবিন্যভিষেচনে। তানি মে মঙ্গলান্যদ্য বৈদেহ্যাশ্চৈব কারয়।। ৩৭

পালন করে কুশের শয্যায় শয়ন করে বধূসহ উপবাস করো।। ২৩ ।। সতর্ক হয়ে বন্ধুরা তোমাকে সবদিক থেকে রক্ষা করুক। এইসব কাজে বহুবিধ বিঘ্ন ঘটে।।২৪।। এই নগরী থেকে ভরত যতোক্ষণ দূরে মাতুলালয়ে বাস করছে, তার মধ্যেই তোমার অভিষেক যথাকালে হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি *(কৈকেয়ীর পুত্রকে রাজা করবেন বলে কেকয়রাজকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই কথা মনে আছে বলেই তাড়াতাড়ি তিনি ভরতের অসাক্ষাতে রামের অভিষেক সম্পন্ন করতে চান। কৈকেয়ীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ঐ প্রতিশ্রুতি তিনি দিলেও জ্যেষ্ঠরূপে রামই সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী। তিনি যোগ্যও। তাই এই দ্বন্দ্ব নিরসনে পতিধর্মের ঊর্ধ্বে রাজধর্মকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চান)*।। ২৫ ।। সত্যই, তোমার ভাই ভরত সর্বদা সজ্জনদের আচরণে প্রতিষ্ঠিত। সে জ্যেষ্ঠের অনুবর্তী। ধর্মপ্রাণ। দয়ালু এবং জিতেন্দ্রিয়।। ২৬ ।। কিন্তু, হে রাম, আমি দেখেছি, মানুষের চিত্ত অনিত্য। আবার ধর্মে যাঁরা নিত্য-প্রতিষ্ঠিত সেই সজ্জনেরা সৎকর্মের দ্বারা জগতের শোভাবর্ধনই করেন *(ভরত সৎ হলেও দশরথের মনে আশঙ্কা রয়েছে। ভরতের চিত্তের পাছে পরিবর্তন ঘটে এজন্য তিনি নিশ্চিন্ত হতে চাইছেন)*।।২৭।। রাজা এইকথা বলার পর রাম আগামীকালের অভিষেকে সম্মতি জানালেন। রাজা তাঁকে বললেন, এখন এসো। রাম পিতার অনুমতি নিয়ে এবার গৃহে চলে গেলেন।।২৮ ।। অভিষেকের জন্য রাজার আদেশ জেনে তিনি নিজের কক্ষে প্রবেশ করে তৎক্ষণাৎ আবার বের হয়ে মাতার অন্তঃপুরে গমন করলেন। *(মনে হয় সীতাকে এই শুভ সংবাদ দিতে ঘরে গিয়ে না পেয়ে তখনই মাকে জানাতে গেলেন)*।। ২৯ ।। দেখলেন, শুদ্ধ পট্টবস্ত্র পরিধান করে দেবগৃহে মৌন অবলম্বন করে পুত্রের রাজসৌভাগ্য প্রার্থনায় মাতা কৌশল্যা নিরতা।। ৩০ ।। রামের অভিষেকের প্রিয়বার্তা শুনে আগেই সেখানে সুমিত্রা ও লক্ষ্মণ এসে গেছেন। সীতাকেও আনানো হয়েছে।। ৩১ ।। রাম যখন প্রবেশ করছেন তখনো কৌশল্যা নিমীলিত-নয়নে আসীনা। সুমিত্রা, সীতা এবং লক্ষ্মণ তাঁর পশ্চাতে বসে আছেন।। ৩২ ।। পুষ্যানক্ষত্রে পুত্রের অভিষেক হবে শুনে পরমপুরুষ জনার্দনকে তিনি প্রাণায়ামের দ্বারা ধ্যান করছেন।। ৩৩ ।। ব্রতপালনকারিণী মায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম করে রাম শুভ সংবাদ দিয়ে তাঁকে আনন্দিত করে উত্তমবাক্যে বললেন—।।৩৪ ।। মাগো, প্রজাপালনের কাজে বাবা আমায় নিযুক্ত করছেন। বাবার নির্দেশে কালই আমার অভিষেক।।৩৫ ।। সীতাকে নিয়ে এই রাত আমায় উপবাসে থাকতে হবে—উপাধ্যায়েরা এইকথা বলেছেন। বাবা আমায় বললেন।। ৩৬ ।। কালকের অভিষেক উপলক্ষে আমার আর সীতার জন্য যে যে মঙ্গলাচার আজ পালন করতে হবে, সেগুলি এখন করান।।৩৭।।

এতচ্ছ্রুত্বা তু কৌসল্যা চিরকালাভিকাঙ্ক্ষিতম্। হর্ষবাষ্পাকুলং বাক্যমিদং রামমভাষত।। ৩৮
বৎস রাম চিরং জীব হতাস্তে পরিপন্থিনঃ। জ্ঞাতীন্মে ত্বং শ্রিয়া যুক্তঃ সুমিত্রায়াশ্চ নন্দয়।। ৩৯
কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময়া জাতোঽসি পুত্রক। যেন ত্বয়া দশরথো গুণৈরারাধিতঃ পিতা।। ৪০
অমোঘং বত মে ক্ষান্তং পুরুষে পুষ্করেক্ষণে। যেয়মিক্ষ্বাকুরাজশ্রীঃ পুত্রত্বাং সংশ্রয়িষ্যতি।। ৪১
ইত্যেবমুক্তো মাত্রা তু রামো ভ্রাতরমব্রবীৎ। প্রাঞ্জলিং প্রহ্বমাসীনমভিবীক্ষ্য স্ময়ন্নিব।। ৪২
লক্ষ্মণেমাং ময়া সার্ধং প্রশাধি ত্বং বসুন্ধরাম্। দ্বিতীয়ং মেঽন্তরাত্মানং ত্বামিয়ং শ্রীরুপস্থিতা।। ৪৩
সৌমিত্রে ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাংস্ত্বমিষ্টান্ রাজ্যফলানি চ। জীবিতং চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে।। ৪৪
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামো মাতরাবভিবাদ্য চ। অভ্যনুজ্ঞাপ্য সীতাঞ্চ যযৌ স্বঞ্চ নিবেশনম্।। ৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ।

বহুদিন ধরে বিশেষভাবে যা আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তা শুনে আনন্দে কৌশল্যার চোখে জল এসে গেলো। রামকে তখন তিনি বললেন—।।৩৮ ।। বৎস রাম, চিরকাল বেঁচে থাকো। তোমার বিরোধীরা বিনষ্ট হোক। রাজ্যশ্রীর দ্বারা যুক্ত হয়ে আমার এবং সুমিত্রার আত্মজনদের তুমি আনন্দিত করো।।৩৯ ।। বাছা, কল্যাণকর নক্ষত্রের শুভলগ্নে তোমায় আমি জন্ম দিয়েছিলাম। সেজন্যই গুণরাজির দ্বারা তুমি পিতা দশরথকে সন্তুপ্ত করেছো।।৪০ ।। পদ্মনেত্র পুরুষোত্তম হরিকে আমি যে বন্দনা করেছি, তা আজ অব্যর্থ প্রমাণিত হলো। যার ফলে ইক্ষ্বাকুবংশের এই রাজলক্ষ্মী, বৎস, তোমাকে আজ আশ্রয় করছেন *(অমোঘ—অব্যর্থ। পুষ্কর—পদ্ম। ঈক্ষণ—নয়ন। পুষ্কর + ঈক্ষণ = পুষ্পরেক্ষণ। পদ্মের মতো নয়ন যার)*।।৪১ ।। মা এই কথা বলার পর রাম স্মিত হাসি নিয়ে সামনে করজোড়ে বসে থাকা ভাইকে বললেন—।।৪২ ।। লক্ষ্মণ, আমার সঙ্গে তুমি এই পৃথিবী শাসন করো। আমার অন্তরের দ্বিতীয় আত্মারূপে তোমাকে আমি জানি। এই রাজশ্রী আজ তোমার কাছেও উপস্থিত।। ৪৩ ।। ভাই লক্ষ্মণ, তুমি রাজ-ঐশ্বর্য ভোগ করো। অভীষ্ট রাজ্যফলও। দীর্ঘজীবন এবং রাজ্য তোমার জন্য আমি প্রার্থনা করছি।। লক্ষ্মণকে রাম এইকথা বলে মাতাকে প্রণাম করে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের গৃহে চলে গেলেন।। ৪৪-৪৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের চতুর্থ (৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চমঃ সর্গঃ ।।

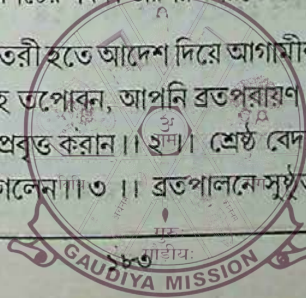
বসিষ্ঠস্য রামসমীপে গমনং, রামসকাশাৎ দশরথসমীপে গমনঞ্চ।

সন্দিশ্য রামং নৃপতিঃ শ্বো ভাবিন্যভিষেচনে। পুরোহিতং সমাহূয় বসিষ্ঠমিদমব্রবীৎ।। ১
গচ্ছোপবাসং কাকুৎস্থং কারয়াদ্য তপোধন। শ্রেয়সে রাজ্যলাভায় বধ্বা সহ যতব্রত।। ২
তথেতি চ স রাজানমুক্ত্বা বেদবিদাং বরঃ। স্বয়ং বসিষ্ঠো ভগবান্ যযৌ রামনিবেশনম্।। ৩

পঞ্চম (৫) সর্গ

রামের নিকট বশিষ্ঠের গমন। তারপর দশরথের নিকট গমন।

রাজা দশরথ রামকে অভিষেকের জন্য তৈরী হতে আদেশ দিয়ে আগামীকালের অভিষেকের জন্য পুরোহিত বশিষ্ঠকে ডেকে বললেন—।। ১ ।। হে তপোধন, আপনি ব্রতপরায়ণ। রাজ্যলাভের দ্বারা কল্যাণের জন্য রামকে বৌমা সীতাসহ আজ উপবাসে প্রবৃত্ত করান।। ২ ।। শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ঋষি বশিষ্ঠ তখন রাজাকে 'তাই হবে'—বলে নিজেই রামের বাসগৃহে গেলেন।।৩ ।। ব্রতপালনে সুষ্ঠুভাবে নিরত, মন্ত্রজ্ঞ বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণের



উপবাসয়িতুং বীরং মন্ত্রবিন্মন্ত্রকোবিদম্। ব্রাহ্মং রথবরং যুক্তমাস্থায় সুধৃতব্রতঃ।। ৪
স রামভবনং প্রাপ্য পাণ্ডুরাভ্রঘনপ্রভম্। তিস্রঃ কক্ষ্যা রথেনৈব বিবেশ মুনিসত্তমঃ।। ৫
তমাগতমৃষিং রামস্তরন্নিব সসম্ভ্রমম্। মানয়িষ্যন্ স মানার্হং নিশ্চক্রাম নিবেশনাৎ।। ৬
অভ্যেত্য ত্বরমাণোঽথ রথাভ্যাসং মনীষিণঃ। ততোঽবতারয়ামাস পরিগৃহ্য রথাৎ স্বয়ম্।। ৭
স চৈনং প্রশ্রিতং দৃষ্ট্বা সম্ভাষ্যাভিপ্রসাদ্য চ। প্রিয়ার্হং হর্ষয়ন্ রামমিত্যুবাচ পুরোহিতঃ।। ৮
প্রসন্নস্তে পিতা রাম যত্ত্বং রাজ্যমবাপ্স্যসি। উপবাসং ভবানদ্য করোতু সহ সীতয়া।। ৯
প্রাতস্ত্বামভিষেক্তা হি যৌবরাজ্যে নরাধিপঃ। পিতা দশরথঃ প্রীত্যা যযাতিং নহুষো যথা।। ১০
ইত্যুক্ত্বা স তদা রামমুপবাসং যতব্রতঃ। মন্ত্রবৎ কারয়ামাস বৈদেহ্যা সহিতং শুচিঃ।। ১১
ততো যথাবদ্ রামেণ স রাজ্ঞো গুরুরর্চিতঃ। অভ্যনুজ্ঞাপ্য কাকুৎস্থং যযৌ রামনিবেশনাৎ।। ১২
সুহৃদ্ভিস্তত্র রামোঽপি সহাসীনঃ প্রিয়ংবদৈঃ। সভাজিতো বিবেশাথ তাননুজ্ঞাপ্য সর্বশঃ।। ১৩
হৃষ্টনারীনরযুতং রামবেশ্ম তদা বভৌ। যথা মত্তদ্বিজগণং প্রফুল্লনলিনং সরঃ।। ১৪
স রাজভবনপ্রখ্যাত্তস্মাদ্ রামনিবেশনাৎ। নির্গত্য দদৃশে মার্গং বসিষ্ঠো জনসংবৃতম্।। ১৫
বৃন্দবৃন্দৈরযোধ্যায়াং রাজমার্গাঃ সমন্ততঃ। বভূবুরভিসংবাধাঃ কুতূহলজনৈর্বৃতাঃ।। ১৬
জনবৃন্দোর্মিসংঘর্ষহর্ষস্বনবতস্তদা। বভূব রাজমার্গস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ।। ১৭

জন্য নির্দিষ্ট ভালো রথে আরোহণ করে মন্ত্রপণ্ডিত বীর রামকে উপবাস করাতে গেলেন।। ৪ ।। শ্রেষ্ঠ মেঘপুঞ্জের মতো সমুজ্জ্বল রামের ভবনে পৌঁছে রথে করেই তিনটি কক্ষ সেই মুনিপ্রবর অতিক্রম করলেন। *(বিশাল প্রাসাদের এক একটি মহল এক একটি কক্ষ। বোঝা যাচ্ছে, রামের প্রাসাদ তিনমহলা)*।। ৫ ।। রাম অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে ক্রমাগত মাননীয় ঋষিকে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য কক্ষ থেকে বের হয়ে এলেন।। ৬ ।। তাড়াতাড়ি মনীষী বশিষ্ঠের রথের কাছে এসে রাম নিজেই বশিষ্ঠকে হাত ধরে রথ হতে নামালেন।। ৭ ।। বিনীত ও প্রিয়কথার যোগ্য রামকে দেখে পুরোহিত বশিষ্ঠদেব সম্ভাষণের দ্বারা সন্তুষ্ট করে, আনন্দিত করে বললেন—।। ৮ ।। রাম, তুমি যে রাজ্য লাভ করবে, এজন্য তোমার পিতা আনন্দিত। তুমি আজ সীতাকে নিয়ে উপবাস করো। *(ভারতে পত্নী সহধর্মিণী। সস্ত্রীক ধর্মমাচরেৎ। তাই রামের যৌবরাজ্যে সীতাও উপবাস করে ব্রতপালন করছেন সহধর্মিণীরূপে। এই প্রসঙ্গে সম্পাদকের "হিন্দুবিবাহের কল্যাণরূপ" পঠনীয়)*।। ৯ ।। যযাতিকে যেমন প্রীতির সঙ্গে নহুষ রাজ্যে অভিষিক্ত করেছিলেন, তেমনি কাল প্রাতে রাজা পিতা দশরথ তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।।। ১০ ।। এই বলে মন্ত্রজ্ঞ, পবিত্রকর্মা, ব্রতপরায়ণ পুরোহিত বশিষ্ঠ বিদেহরাজকন্যা সীতাসহ রামকে উপবাস করালেন *(যতব্রতঃ, মন্ত্রবিৎ, শুচি—এই সব বিশেষণের দ্বারা পুরোহিতের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হচ্ছে। পুরবাসীর কল্যাণে সবার পুরোভাগে যিনি পৌরোহিত্য করবেন তাঁর চাই প্রজ্ঞা, তপস্যা এবং পবিত্রতা। শাস্ত্রজ্ঞান, সদাচার এবং তপস্যা পুরোহিতের জন্য অপেক্ষিত)*।। ১১ ।। এবার রাজার গুরু বশিষ্ঠকে রাম যথোচিতভাবে অর্চনা করলেন। তিনিও রামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রামের প্রাসাদ থেকে নির্গত হলেন।। ১২ ।। রাম সেখানে প্রিয়ভাষী বন্ধুদের সঙ্গে কিছুক্ষণ থেকে আনন্দ করে তাদের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়ে শেষে তাঁদের বিদায় দিয়ে নিজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন *(সভাজিত—সম্বর্ধিত)*।। ১৩ ।। আনন্দোৎফুল্ল নরনারীতে পূর্ণ রামের প্রাসাদ। প্রাসাদটি যেন এক সুন্দর সরোবর যেখানে পাখীরা আনন্দে কূজন করছে, বিকশিত হয়েছে পদ্মরাজি।। ১৪ ।। বশিষ্ঠদেব রাজপ্রাসাদতুল্য রাম-ভবন থেকে বের হয়ে দেখলেন, রাজপথ লোকে লোকারণ্য।। ১৫ ।। সব দিক থেকে কুতূহলাক্রান্ত জনগণ দলে দলে এসে অযোধ্যার রাজপথ প্রায় অবরুদ্ধ করে ফেললো।। ১৬ ।। তরঙ্গের সংঘর্ষে সাগরে যেমন তুমুল শব্দ তেমনি রাজপথে অগণিত মানুষের ঢেউ-এর ফলে প্রবল কোলাহল উঠছে।। ১৭ ।। অযোধ্যায় রাজপথগুলি জলে সিক্ত করা হয়েছে। সম্মার্জনীর তথা ঝাঁটার দ্বারা পরিষ্কৃত করা হয়েছে।

সিক্তসংমৃষ্টরথ্যা হি তথা চ বনমালিনী। আসীদযোধ্যা তদহঃ সমুচ্ছ্রিত গৃহধ্বজা।। ১৮
তদা হ্যযোধ্যানিলয়ঃ সস্ত্রীবালাকুলো জনঃ। রামাভিষেকমাকাঙ্ক্ষন্নাকাঙ্ক্ষন্নুদয়ং রবেঃ।। ১৯
প্রজালঙ্কারভূতঞ্চ জনস্যানন্দবর্ধনম্। উৎসুকোঽভূজ্জনো দ্রষ্টুং তমযোধ্যামহোৎসবম্।। ২০
এবং তজ্জনসংবাধং রাজমার্গং পুরোহিতঃ। ব্যূহন্নিব জনৌঘং তং শনৈ রাজকুলং যযৌ।। ২১
সিতাভ্রশিখরপ্রখ্যং প্রাসাদমধিরুহ্য চ। সমীয়ায় নরেন্দ্রেণ শক্রেণেব বৃহস্পতিঃ।। ২২
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য হিত্বা রাজাসনং নৃপঃ। পপ্রচ্ছ স্বমতং তস্মৈ কৃতমিত্যভিবেদয়ৎ।। ২৩
তেন চৈব তদা তুল্যং সহাসীনাঃ সভাসদঃ। আসনেভ্যঃ সমুত্তস্থুঃ পূজয়ন্তঃ পুরোহিতম্।। ২৪
গুরুণা ত্বভ্যনুজ্ঞাতো মনুজৌঘং বিসৃজ্য তম্। বিবেশান্তঃপুরং রাজা সিংহো গিরিগুহামিব।। ২৫
তদগ্র্যবেষপ্রমদাজনাকুলং মহেন্দ্রবেশ্মপ্রতিমং নিবেশনম্।
ব্যদীপয়ংশ্চারু বিবেশ পার্থিবঃ শশীব তারাগণসঙ্কুলং নভঃ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ।

বনফুলের মালা দিয়ে হয়েছে সাজানো। গৃহে গৃহে পতাকা উত্তোলিত করা হয়েছে *(রথ্যা—রথ চলতে পারে এমন প্রশস্ত পথ)*।। ১৮ ।। অযোধ্যাবাসী বালক, স্ত্রীলোকসহ উৎসুক জনগণ রামের অভিষেক দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় তখন সূর্যোদয়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে।। ১৯ ।। প্রজাবর্গের আনন্দবর্ধক এই উৎসব প্রজাদেরও বিশেষ শোভা-সম্পাদন করছে। এই মহোৎসব দেখার জন্য জনগণ উৎসুক হয়ে অবস্থান করছে।। ২০ ।। পুরোহিত বশিষ্ঠদেব রাজপথের বিশাল জনসমাবেশকে বিন্যস্ত করে তার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে রাজবাটীতে প্রবেশ করলেন।। ২১ ।। শুভ্র মেঘপুঞ্জচুম্বী শিখরের মতো সমুচ্চ ঝকঝকে প্রাসাদ। তাতে আরোহণ করে তিনি রাজশ্রেষ্ঠ দশরথের সঙ্গে মিলিত হলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি যেন এসে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হলেন।। ২২ ।। তাঁকে আসতে দেখে রাজা সিংহাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে কাজ সব সম্পন্ন হয়েছে কিনা। বশিষ্ঠ জানালেন, সবই হয়েছে।। ২৩ ।। রাজপুরোহিত বশিষ্ঠকে বন্দনা করার জন্য রাজার সঙ্গেই সভাসদেরা সবাই আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন।। ২৪ ।। বশিষ্ঠের অনুমতি নিয়ে বিশাল জনসমাবেশকে বিদায় দিয়ে রাজা এবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।। ২৫ ।। ইন্দ্রভবনের মতো সুন্দর অন্তঃপুর। উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত মহিলাদের দ্বারা পরিপূর্ণ। রাজা তাতে প্রবেশ করলেন। তখন মনে হচ্ছিলো তারকাপুঞ্জপূর্ণ আকাশে যেন চন্দ্রের উদয় হলো।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চম (৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।।

রামস্য বিষ্ণূপাসনা, পৌরাণাং নগরশোভাকরণং পরস্পরং সহর্ষকথোপকথনঞ্চ।

গতে পুরোহিতে রামঃ স্নাতো নিয়তমানসঃ। সহ পত্ন্যা বিশালাক্ষ্যা নারায়ণমুপাগমৎ।। ১
প্রগৃহ্য শিরসা পাত্রীং হবিষো বিধিবত্ততঃ। মহতে দৈবতায়াজ্যং জুহাব জ্বলিতানলে।। ২

ষষ্ঠ (৬) সর্গ

রামের দ্বারা বিষ্ণুপূজা। পুরবাসীদের দ্বারা নগর-সজ্জা। সানন্দে পরস্পরের সংলাপ।

পূজ্য পুরোহিত বশিষ্ঠদেব চলে গেলে রাম স্নান করে সংযতচিত্তে আয়তনয়না সীতাকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান নারায়ণের পূজা করলেন।। ১ ।। ঘৃতের পাত্র মাথায় নিয়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে তিনি দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতিপ্রদান করলেন।। ২ ।। হোমের পরে অবশিষ্ট ঘৃত নিজের কল্যাণের জন্য ভোজন

শেষঞ্চ হবিষস্তস্য প্রাশ্যাশাস্যাত্মনঃ প্রিয়ম্। ধ্যায়ন্নারায়ণং দেবং স্বাস্তীর্ণে কুশসংস্তরে।। ৩
বাগ্‌যতঃ সহ বৈদহ্যা ভূত্বা নিয়তমানসঃ। শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ শিশ্যে নরবরাত্মজঃ।। ৪
একযামাবশিষ্টায়াং রাত্র্যাং প্রতিবিবুধ্য সঃ। অলঙ্কারবিধিং সম্যক্ কারয়ামাস বেশ্মনঃ।। ৫
তত্র শৃণ্বন্ সুখা বাচঃ সূত-মাগধ-বন্দিনাম্। পূর্বাং সন্ধ্যামুপাসীনো জজাপ সুসমাহিতঃ।। ৬
তুষ্টাব প্রণতশ্চৈব শিরসা মধুসূদনম্। বিমলক্ষৌমসংবীতো বাচয়ামাস স দ্বিজান্।। ৭
তেষাং পুণ্যাহঘোষোঽথ গম্ভীরমধুরস্তথা। অযোধ্যাং পূরয়ামাস তূর্যঘোষানুনাদিতঃ।। ৮
কৃতোপবাসন্তু তদা বৈদেহ্যা সহ রাঘবম্। অযোধ্যানিলয়ঃ শ্রুত্বা সর্বঃ প্রমুদিতো জনঃ।। ৯
ততঃ পৌরজনঃ সর্বঃ শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্। প্রভাতাং রজনীং দৃষ্ট্বা চক্রে শোভয়িতুং পুরীম্।। ১০
সিতাভ্রশিখরাভেষু দেবতায়তনেষু চ। চতুষ্পথেষু রথ্যাসু চৈত্যেষ্বট্টালকেষু চ।। ১১
নানাপণ্যসমৃদ্ধেষু বণিজামাপণেষু চ। কুটুম্বিনাং সমৃদ্ধেষু শ্রীমৎসু ভবনেষু চ।। ১২
সভাসু চৈব সর্বাসু বৃক্ষেষ্বালক্ষিতেষু চ। ধ্বজাঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ সাধু পতাকাশ্চাভবংস্তথা।। ১৩
নট-নর্তকসঙ্ঘানাং গায়কানাঞ্চ গায়তাম্। মনঃ-কর্ণসুখা বাচঃ শুশ্রাব জনতা ততঃ।। ১৪

করে ইষ্টদেবতা শ্রীমন্ নারায়ণকে ধ্যান করে কুশ বিছিয়ে নিজের শয্যা তৈরী করলেন।। ৩ ।। মৌন হয়ে সংযতচিত্তে বৈদেহী শ্রীমতী সীতাকে নিয়ে রাজপুত্র রাম বিষ্ণুর মন্দিরে শয়ন করলেন *(ভারতে রাজপদ কখনো ভোগের এবং কর্তৃত্বের জন্য নয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্মরূপে কর্তব্যের জন্য। রাজপদে আরোহণ তাই ধর্মীয় কৃত্য। সেই জন্য সংযম, শুচিতা এবং তপস্যার দ্বারা আত্মশুদ্ধি করতে হবে। সে কারণেই কুশ-শয্যায় শয়ন, উপবাস, যজ্ঞাদি প্রশাসক পদে যাবার পূর্বে করতে হচ্ছে। ক্ষমতা করায়ত্ত করার উল্লাসের উদ্দামতা ভারতের রাজধর্মে নেই। আয়তন—মন্দির)*।। ৪ ।। রাত শেষ হবার একপ্রহর আগেই তিনি জেগে উঠলেন। কর্মীদেরকে নিয়ে কক্ষটিকে পুষ্পাদি অলঙ্কারে সাজালেন।। ৫ ।। সূত, মাগধ এবং বৈতালিকদের প্রাতঃকালীন মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করলেন। তারপর প্রাতঃসন্ধ্যায় বসে একাগ্রচিত্তে জপ সমাধা করলেন *(সঙ্গীত পরিবেশনকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন যাঁরা, তাদেরই এক একটি শ্রেণীকে সূত, মাগধ, বন্দিরূপে আখ্যা দেওয়া হতো। তাঁদের সঙ্গীত বিলাসের জন্য ছিলো না। রাজগণকে ধর্মপথে এবং কর্তব্যে অবহিত রাখার জন্য তদনুকূল গানই এঁরা পরিবেশন করতেন। তন্ত্রে বলা হয়েছে—জপাৎ সিদ্ধিঃ। জপযজ্ঞই শ্রেষ্ঠযজ্ঞ। এবং ভগবৎপ্রাপ্তির সহজতম পন্থা। তাই পৌরাণিক এবং বৈদিক ঋষিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠব্যক্তিকে বলা হচ্ছে "জপতাং বরঃ"। রাজপুত্রও জপ না করে কিছু করেন না)*।। ৬ ।। মধুসূদনকে অবনত মস্তকে প্রণাম করে স্তুতি পাঠ করলেন। শুদ্ধ পট্টবস্ত্রধারী ব্রাহ্মণদের দ্বারা তারপর মঙ্গলমন্ত্র পাঠ করালেন।। ৭ ।। ব্রাহ্মণদের স্বস্তিবাচনের "পুণ্যাহ" অর্থাৎ দিনটি শুভ হোক—এই গম্ভীর মধুরধ্বনি এবং তৎপরবর্তী তূর্যধ্বনি মিলিত হয়ে অযোধ্যার আকাশ-বাতাসকে পূর্ণ করে তুললো।।৮।। সীতাসহ রাম উপবাস করে আছেন শুনে অযোধ্যার নরনারী সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হলো *(মুদ—আনন্দ। প্রমুদিত—প্রকৃষ্টভাবে আনন্দিত)*।। ৯ ।। অতঃপর রামের অভিষেকের বার্তা শ্রবণ করে রাত্রি প্রভাত হয়েছে দেখে নাগরিকেরা সবাই মিলে নগরীকে শোভিত করতে লাগলো।। ১০ ।। শুভ্রমেঘরাশিচুম্বিত শৈলের মতো সমুচ্চ দেবমন্দিরে, চতুষ্পথে, চৈত্যসমূহে, অট্টালিকাতে, নানা পণ্যে সজ্জিত বণিক্‌দের বিপণিতে, আত্মীয়দের সমৃদ্ধ সুন্দর গৃহসমূহে, সকল সভাগৃহে এবং দেখা যাচ্ছে এমন সব বৃক্ষে পতাকা উত্তোলিত করা হয়েছে। সর্বত্র সুন্দরভাবে পতাকাগুলো উড়ছে *(চৈত্য—দেবগৃহ, বৌদ্ধ এবং জৈনদের মন্দির, যজ্ঞশালা। তখন নগরগুলি সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত হতো। মধ্যে মধ্যে তাতে সভাগৃহ থাকতো)*।। ১১-১৩ ।। অভিনেতৃসঙ্ঘের, নৃত্যশিল্পীদের এবং গায়কদের শ্রুতিসুখকর গান শুনে জনগণের মন এবং কর্ণ সন্তৃপ্ত হচ্ছে।। ১৪ ।। রামের অভিষেকের সময় উপস্থিত হয়েছে দেখে চত্বরে ও গৃহে জনগণের পারস্পরিক আলোচনা চলছে। রামের

রামাভিষেকযুক্তাশ্চ কথাশ্চক্রুর্মিথো জনাঃ। রামভিষেকে সংপ্রাপ্তে চত্বরেষু গৃহেষু চ।। ১৫
বালা অপি ক্রীড়মানা গৃহদ্বারেষু সঙ্ঘশঃ। রামাভিষবসংযুক্তাশ্চক্রুরেব কথা মিথঃ।। ১৬
কৃতপুষ্পোপহারশ্চ ধূপ-গন্ধাধিবাসিতঃ। রাজমার্গঃ কৃতঃ শ্রীমান্ পৌরৈ রামাভিষেচনে।। ১৭
প্রকাশকরণার্থঞ্চ নিশাগমনশঙ্কয়া। দীপবৃক্ষাংস্তথা চক্রুরনুরথ্যাসু সর্বশঃ।। ১৮
অলঙ্কারং পুরস্যৈবং কৃত্বা তৎ পুরবাসিনঃ। আকাঙ্ক্ষমাণা রামস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনম্।। ১৯
সমেত্য সঙ্ঘশঃ সর্বে চত্বরেষু সভাসু চ। কথয়ন্তো মিথস্তত্র প্রশশংসুর্জনাধিপম্।। ২০
অহো মহাত্মা রাজায়মিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ। জ্ঞাত্বা বৃদ্ধং স্বমাত্মানং রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।। ২১
সর্বে হ্যনুগৃহীতাঃ স্ম যন্নো রামো মহীপতিঃ। চিরায় ভবিতা গোপ্তা দৃষ্টলোকপরাবরঃ।। ২২
অনুদ্ধতমনা বিদ্বান্ ধর্মাত্মা ভ্রাতৃবৎসলঃ। যথা চ ভ্রাতৃষু স্নিগ্ধস্তথাস্মাস্বপি রাঘবঃ।। ২৩
চিরং জীবতু ধর্মাত্মা রাজা দশরথোঽনঘঃ। যৎ প্রসাদেনাভিষিক্তং রামং দ্রক্ষ্যামহে বয়ম্।। ২৪
এবংবিধং কথয়তাং পৌরাণাং শুশ্রুবুঃ পরে। দিগ্‌ভ্যো বিশ্রুতবৃত্তান্তাঃ প্রাপ্তা জানপদা জনাঃ।। ২৫
তে তু দিগ্‌ভ্যঃ পুরীং প্রাপ্তা দ্রষ্টুং রামাভিষেচনম্। রামস্য পূরয়ামাসুঃ পুরীং জানপদা জনাঃ।। ২৬
জনৌঘৈস্তৈর্বিসর্পদ্ভিঃ শুশ্রুবে তত্র নিঃস্বনঃ। পর্বসূদীর্ণবেগস্য সাগরস্যেব নিঃস্বনঃ।। ২৭
ততস্তদিন্দ্রক্ষয়সন্নিভং পুরং দিদৃক্ষুভির্জানপদৈরুপাহিতৈঃ।
সমন্ততঃ সস্বনমাকুলং বভৌ সমুদ্রযাদোভিরিবার্ণবোদকম্।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

অভিষেকবার্তা নিয়েই *(চত্বর—গৃহের অঙ্গন)*।। ১৫ ।। বাড়ীর দেউড়িতে ছেলেরা দলে দলে আনন্দে খেলা করছে। তাদের মুখেও রামের অভিষেকের কথা *(মিথঃ—পরস্পর)*।। ১৬ ।। রামের অভিষেক উপলক্ষ্যে রাজপথ ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। ধূপের গন্ধে সুরভিত করা হয়েছে। সুন্দর দেখাচ্ছে পথঘাট।। ১৭ ।। অভিষেকের উৎসব শেষ হতে পাছে রাত হয়ে যায়, এই আশঙ্কায় সবাই ছোটো বড়ো প্রতিটি পথেই দীপ জ্বালিয়ে রাখবার জন্য বৃক্ষের মতো স্তম্ভ নির্মাণ করলো। যাতে সবকিছু দেখা যাবে।। ১৮ ।। পুরবাসীরা এইভাবে নগরীকে সাজিয়ে রামের যৌবরাজ্য আকাঙ্ক্ষা করে সভাগৃহ প্রাঙ্গণে দলে দলে মিলিত হয়ে পারস্পরিক আলোচনায় রাজাকে প্রশংসা করতে লাগলেন।। ১৯-২০ ।। অহো, আমাদের এই রাজা দশরথ ইক্ষ্বাকুবংশের আনন্দবর্ধক। নিজে বৃদ্ধ হয়েছেন বুঝে রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করছেন।। ২১ ।। রাম যেহেতু রাজা হচ্ছেন, আমরা সবাই অনুগৃহীত হলাম। সকল লোকের দোষগুণ বিচারে তিনি সুদক্ষ। তিনিই হবেন আমাদের রক্ষক *(গোপ্তা—রক্ষক। পর—ভালো। আবর—মন্দ)*।।২২ ।। ভ্রাতৃবৎসল রামের মন কখনো উদ্ধত হয় না। তিনি বিদ্বান। ধর্মপ্রাণ। ভ্রাতাদের মতো আমাদের প্রতিও সমান স্নেহপরায়ণ তিনি।। ২৩ ।। যাঁর প্রসাদে আমরা রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখতে পাবো, সেই নিষ্পাপ ধর্মাত্মা রাজা দশরথ দীর্ঘজীবী হোন।। ২৪ ।। নগরবাসীরা এইভাবে আলাপ করছিলেন। এমন সময় জনপদ তথা পল্লীবাসীরাও এই বার্তা শুনে নানা দিক থেকে এসে উপস্থিত হলো।। ২৫ ।। রামের অভিষেক দেখতে এসে অযোধ্যাপুরীকে পূর্ণ করে ফেললো।। ২৬ ।। পূর্ণিমা অমাবস্যাদি পর্বদিনে জোয়ারের বেগে সাগরের যেমন গর্জন শোনা যায় ক্রমাগত আগমনকারী বিপুল জনগণের সমুচ্চ কোলাহলরব তেমনিভাবে শোনা যেতে লাগলো।। ২৭ ।। জলজন্তুদের আলোড়নে সমুদ্রে শোনা যায় তুমুল কল্লোল-ধ্বনি। দিক দিগন্তর হতে সমাগত, অভিষেকদর্শনেচ্ছু জনপদবাসীদের কোলাহলে ইন্দ্রপুরীর মতো সুন্দর অযোধ্যানগরী মুখরিত হয়ে উঠলো *(ক্ষয়—আবাস, পুরী, বিনাশ। এইখানে ইন্দ্রক্ষয়—ইন্দ্রপুরী; যাদস্—তিমি প্রভৃতি বৃহৎ জলজন্তু)*।। ২৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ষষ্ঠ (৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তমঃ সর্গঃ ।।

অযোধ্যাশোভাং দৃষ্ট্বা রামধাত্রীং প্রতি মন্থরায়া জিজ্ঞাসা, মন্থরাং প্রতি ধাত্রীবাক্যং, তদ্‌বাক্যং শ্রুত্বা অমর্ষিতায়া মন্থরায়াঃ কৈকেয়ীং প্রতি বাক্যম্, কৈকেয়্যাস্তাং প্রতি বিষাদকারণজিজ্ঞাসা, মন্থরায়াশ্চ তৎকথনম্, কৈকেয্যা মন্থরায়ৈ পারিতোষিকদানম্, তাং প্রতি উক্তিশ্চ।

জ্ঞাতিদাসী যতো জাতা কৈকেয্যা তু সহোষিতা। প্রাসাদং চন্দ্রসঙ্কাশমারুরোহ যদৃচ্ছয়া।। ১
সিক্তরাজপথাং কৃৎস্নাং প্রকীর্ণকমলোৎপলাম্। অযোধ্যাং মন্থরা তস্মাৎ প্রাসাদাদন্ববৈক্ষত।। ২
পতাকাভির্বরার্হাভির্ধ্বজৈশ্চ সমলঙ্কৃতাম্। সিক্তাং চন্দনতোয়ৈশ্চ শিরঃস্নাতজনৈর্যুতাম্।। ৩
মাল্য-মোদকহস্তৈশ্চ দ্বিজেন্দ্রৈরভিনাদিতাম্। শুক্লদেবগৃহদ্বারাং সর্ববাদিত্রনাদিতাম্।। ৪
সংপ্রহৃষ্টজনাকীর্ণাং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতাম্। প্রহৃষ্টবরহস্ত্যশ্বাং সংপ্রণদিতগোবৃষাম্।। ৫
হৃষ্টপ্রমুদিতৈঃ পৌরৈরুচ্ছ্রিতধ্বজমালিনীম্। অযোধ্যাং মন্থরা দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়মাগতা।। ৬
সা হর্ষোৎফুল্লনয়নাং পাণ্ডুরক্ষৌমবাসিনীম্। অবিদূরে স্থিতাং দৃষ্ট্বা ধাত্রীং পপ্রচ্ছ মন্থরা।। ৭
উত্তমেনাভিসংযুক্তা হর্ষেণার্থপরা সতী। রামমাতা ধনং কিং নু জনেভ্যঃ সংপ্রযচ্ছতি।। ৮
অতিমাত্রং প্রহর্ষং কিং জনস্যাস্য চ শংস মে। কারয়িষ্যতি কিং বাপি সংপ্রহৃষ্টো মহীপতি।। ৯
বিদীর্যমাণা হর্ষেণ ধাত্রী তু পরয়া মুদা। আচচক্ষেঽথ কুব্জায়ৈ ভূয়সীং রাঘবে শ্রিয়ম্।। ১০
শ্বঃ পুষ্যেণ জিতক্রোধং যৌবরাজ্যেন চানঘম্। রাজা দশরথো রামমভিষেক্তা হি রাঘবম্।। ১১
ধাত্র্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা কুব্জা ক্ষিপ্রমমর্ষিতা। কৈলাসশিখরাকারাৎ প্রাসাদাদবরোহত।। ১২

সপ্তম (৭) সর্গ

অযোধ্যার শোভা দেখে রামের ধাত্রীর প্রতি মন্থরার জিজ্ঞাসা। মন্থরার প্রতি ধাত্রীর কথা। তার কথা শুনে অসহিষ্ণু মন্থরার কৈকেয়ীর প্রতি বাক্য। কৈকেয়ীর দ্বারা তার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা। মন্থরার দ্বারা বিষাদের কারণবর্ণনা। মন্থরাকে কৈকেয়ীর পুরস্কারপ্রদান। তার প্রতি উক্তি।

একটি জ্ঞাতিদাসী কৈকেয়ীর সঙ্গে বাস করতো। আপন ইচ্ছামতো সে চন্দ্রের মতো শুভ্র-সুন্দর প্রাসাদে আরোহণ করলো *(জ্ঞাতিদাসী—পিতৃগৃহ থেকে বধূর সঙ্গে শ্বশুরগৃহে আগতা পরিচারিকা)*।। ১ ।। প্রাসাদের ওপর থেকে মন্থরা দেখলো, অযোধ্যার রাজপথ সমূহ জলে সিক্ত। শ্বেতপদ্ম ও নীলপদ্ম পথে পথে ছড়ানো রয়েছে।। ২ ।। সুন্দর পতাকা দিয়ে শহরটি সাজানো। চন্দনের জলে সব সিক্ত করা হয়েছে। জনগণের মস্তক দেখে বোঝা যাচ্ছে সবাই স্নান সেরে এসেছে।। ৩ ।। মালা এবং সন্দেশ হাতে নিয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রধ্বনি উচ্চারণ করছেন। মন্দিরের দ্বারগুলিকে নূতন চূণকাম করে সাদা করা হয়েছে। সবরকমের বাদ্যযন্ত্র বেজে চলেছে।। ৪ ।। আনন্দিত জনগণের দ্বারা নগরী আকীর্ণ। বেদধ্বনিতে মুখরিতা অযোধ্যা। হস্তী, অশ্ব, গাভী এবং বৃষগুলি আনন্দধ্বনি করছে *(ব্রহ্মঘোষ—বেদধ্বনি)*।। ৫ ।। পুরবাসীরা অত্যন্ত আনন্দিত। পতাকায় শোভিতা নগরী। অযোধ্যাকে এইরকম আনন্দ-উদ্বেল দেখে মন্থরা অত্যন্ত আশ্চর্য হলো।। ৬ ।। কাছেই রামের ধাত্রীর সাক্ষাৎ পেলো মন্থরা। তার চোখ আনন্দে উজ্জ্বল। শুভ্র পট্টবস্ত্র তার পরিধানে। মন্থরা তাকে জিজ্ঞেস করলো—।। ৭ ।। রামের মাতা অত্যন্ত আনন্দে জনগণকে ধনদান করছেন কেন? কি ব্যাপার?।। ৮।। জনগণের এতো আনন্দ কিসের জন্য বলো তো! রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কিছু করাচ্ছেন না কি?।। ৯ ।। আহ্লাদে আটখানা হয়ে রামের মহতী রাজলক্ষ্মীলাভের কথা কুঁজী মন্থরাকে বললো রামধাত্রী।। ১০ ।। ক্রোধজয়ী নিষ্পাপ রামকে কাল পুষ্যানক্ষত্রে রাজা দশরথ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।। ১১ ।। রামধাত্রীর এই কথা শুনে কুব্জা মন্থরা রেগে গিয়ে কৈলাশশিখরের মতো সমুচ্চ সেই প্রাসাদ থেকে দ্রুত নেমে এলো।। ১২ ।। পাপদর্শিনী মন্থরা রাগে জ্বলে গিয়ে শয়ানা কৈকেয়ীকে গিয়ে

সা দহ্যমানা ক্রোধেন মন্থরা পাপদর্শিনী। শয়ানামেব কৈকেয়ীমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১৩
উত্তিষ্ঠ মূঢে কিং শেষে ভয়ং ত্বামভিবর্ততে। উপপ্লুতমঘৌঘেন নাত্মানমববুধ্যসে।। ১৪
অনিষ্টে সুভগাকারে সৌভাগ্যেন বিকত্থসে। চলং হি তব সৌভাগ্যং নদ্যাঃ স্রোত ইবোষ্ণগে।। ১৫
এবমুক্তা তু কৈকেয়ী রুষ্টয়া পরুষং বচঃ। কুব্জয়া পাপদর্শিন্যা বিষাদমগমৎ পরম্।। ১৬
কৈকেয়ী ত্বব্রবীৎ কুব্জাং কচ্চিৎ ক্ষেমং ন মন্থরে। বিষণ্ণবদনাং হি ত্বাং লক্ষয়ে ভৃশদুঃখিতাম্।। ১৭
মন্থরা তু বচঃ শ্রুত্বা কৈকেয্যা মধুরাক্ষরম্। উবাচ ক্রোধসংযুক্তা বাক্যং বাক্যবিশারদা।। ১৮
সা বিষণ্ণতরা ভূত্বা কুব্জা তস্যাং হিতৈষিণী। বিষাদয়ন্তী প্রোবাচ ভেদয়ন্তী চ রাঘবম্।। ১৯
অক্ষয়ং সুমহদ্দেবি প্রবৃত্তং ত্বদ্বিনাশনম্। রামং দশরথো রাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।। ২০
সাস্ম্যগাধে ভয়ে মগ্না দুঃখ-শোকসমন্বিতা। দহ্যমানানলেনেব ত্বদ্ধিতার্থমিহাগতা।। ২১
তব দুঃখেন কৈকেয়ি মম দুঃখং মহদ্ভবেৎ। ত্বদ্বৃদ্ধৌ মম বৃদ্ধিশ্চ ভবেদিহ ন সংশয়ঃ।। ২২
নরাধিপকুলে জাতা মহিষী ত্বং মহীপতেঃ। উগ্রত্বং রাজধর্মাণাং কথং দেবি ন বুধ্যসে।। ২৩
ধর্মবাদী শঠো ভর্তা শ্লক্ষ্ণবাদী চ দারুণঃ। শুদ্ধভাবেন জানীষে তেনৈবমতিসন্ধিতা।। ২৪
উপস্থিতঃ প্রযুঞ্জানস্ত্বয়ি সান্ত্বমনর্থকম্। অর্থেনৈবাদ্য তে ভর্তা কৌসল্যাং যোজয়িষ্যতি।। ২৫
অপবাহ্য তু দুষ্টাত্মা ভরতং তব বন্ধুষু। কাল্যে স্থাপয়িতা রামং রাজ্যে নিহতকণ্টকে।। ২৬
শত্রুঃ পতিপ্রবাদেন মাত্রেব হিতকাম্যয়া। আশীবিষ ইবাঙ্কেন বালে পরিধৃতস্ত্বয়া।। ২৭
যথা হি কুর্যাচ্ছত্রুর্বা সর্পো বা প্রত্যুপেক্ষিতঃ। রাজ্ঞা দশরথেনাদ্য সপুত্রা ত্বং তথা কৃতা।। ২৮
পাপেনানৃতসান্ত্বেন বালে নিত্যং সুখোচিতা। রামং স্থাপয়তা রাজ্যে সানুবন্ধা হতা হ্যসি।। ২৯

বললো—।। ১৩ ।। ওরে বোকা, তুমি শুয়ে আছো কি? বিপদ তোমায় ঘিরে ধরেছে। দুঃখরাশির দ্বারা ভেসে যাচ্ছো, অথচ নিজেকে বুঝতে পারছো না?।। ১৪ ।। বাস্তবে যেটি অনিষ্টকর, তাকে বাইরে সৌভাগ্য বলে তুমি প্রশংসা করছো! গ্রীষ্মকালের নদীর স্রোতের মতো তোমার এই চঞ্চল সৌভাগ্য অচিরেই চলে যাবে।। ১৫ ।। পাপদর্শিনী কুঁজী মন্থরা রুষ্টা হয়ে এই রুক্ষবাক্য বলায় কৈকেয়ী অত্যন্ত বিষণ্ণা হলেন।। ১৬।। কুব্জা মন্থরাকে বললেন, মন্থরে, তোমার কি কোনো অমঙ্গল হয়েছে? তোমার মুখ বিষণ্ণ দেখছি। তোমাকে অত্যন্ত দুঃখিতা দেখাচ্ছে *(ক্ষেম—কল্যাণ, প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণ। ন ক্ষেমম্—অকল্যাণ)*।। ১৭ ।। বাক্যনিপুণা মন্থরা কৈকেয়ীর এই মিষ্টি কথা শুনে রেগে তার ভাষায় শুরু করলো—।। ১৮ ।। কৈকেয়ীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী কুঁজী আরো বিষণ্ণভাব দেখিয়ে কৈকেয়ীকে বিষাদগ্রস্ত করতে করতে রামের প্রতি বিরোধ সৃষ্টির জন্য বললো—।।১৯ ।। দেবি, তোমার ভীষণ বিপত্তি উপস্থিত হয়েছে। এর কোনো প্রতিকার নেই। রাজা দশরথ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।। ২০ ।। আমি গভীর ভয়ে, দুঃখে ও শোকে অভিভূত। আগুনে যেন জ্বলে যাচ্ছি। তোমার মঙ্গলের জন্য এখানে এসেছি।। ২১ ।। কৈকেয়ি, তোমার দুঃখে আমার অধিক দুঃখ হয়। তোমার অভ্যুদয়েই আমারো অভ্যুদয়। এতে কোনো সংশয় নেই।।২২ ।। তুমি রাজার বংশে জন্মেছো। হয়েছো রাজরাণী। দেবি, রাজধর্মের তীব্রতা বুঝতে পারছো না?।।২৩ ।। তোমার পতি মুখে ধর্মকথা বলেন বটে, কিন্তু কাজে তিনি শঠ। মিষ্টি কথা বলেন কিন্তু ভেতরে ভীষণ। তুমি তাঁকে পবিত্ররূপে জানো। তাই এই বঞ্চনা।। ২৪ ।। তোমার স্বামী তোমার সামনে এসে অনর্থক কতগুলো মিষ্টি কথাই কেবল বলেন। আর, কৌশল্যাকে দেন ঐশ্বর্য।। ২৫ ।। দুষ্টস্বভাব রাজা ভরতকে তোমার বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে কাল রামকে নিষ্কণ্টক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করবেন।। ২৬ ।। বোকা মেয়ে, পতিমাত্র শুনে মঙ্গলকামনায় সাপের মতো শত্রুকে তুমি অঙ্গে ধারণ করেছো *(আশীবিষ—সর্প। বালে—অভিজ্ঞতাশূন্য বোকা বালিকা)*।। ২৭ ।। শত্রু বা সর্প উপেক্ষিত হলে যা করে, রাজা দশরথ পুত্রসহ তোমার প্রতিও তাই করছেন।। ২৮ ।। বালিকে, তুমি সর্বদাই আপাতসুখে অভ্যস্ত হয়ে আছো। মিথ্যাচারী পাপী রাজা সিংহাসনে রামকে বসিয়ে তোমাকে আত্মজনসহ হত্যা করছেন *(সানুবন্ধা—আত্মজনসহ)*।। ২৯ ।। ওহে কৈকেয়ি, এখন সময় হয়েছে। শীগ্গির

সা প্রাপ্তকালং কৈকেয়ী ক্ষিপ্রং কুরু হিতং তব। ত্রায়স্ব পুত্রমাত্মানং মাঞ্চ বিস্ময়দর্শনে।। ৩০
মন্থরায়া বচঃ শ্রুত্বা শয়নাৎ সা শুভাননা। উত্তস্থৌ হর্ষসম্পূর্ণা চন্দ্রলেখেব শারদী।। ৩১
অতীব সা তু সন্তুষ্টা কৈকেয়ী বিস্ময়ান্বিতা। দিব্যমাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রদদৌ শুভম্।। ৩২
দত্ত্বা ত্বাভরণং তস্যৈ কুব্জায়ৈ প্রমদোত্তমা। কৈকেয়ী মন্থরাং হৃষ্টা পুনরেবাব্রবীদিদম্।। ৩৩
ইদং তু মন্থরে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম্। এতন্মে প্রিয়মাখ্যাতং কিং বা ভূয়ঃ করোমি তে।। ৩৪
রামে বা ভরতে বাঽহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে। তস্মাত্তুষ্টাস্মি যদ্রাজা রামং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।। ৩৫
ন মে পরং কিঞ্চিদিতো বরং পুনঃ প্রিয়ং প্রিয়ার্হে সুবচং বচোঽমৃতম্।
তথা হ্যবোচস্ত্বমতঃ প্রিয়োত্তরং বরং পরং তে প্রদদামি তং বৃণু।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ।

নিজের মঙ্গলের জন্য কাজ শুরু করো। তুমি আমাকে, নিজেকে ও নিজের পুত্রকে রক্ষা করো। তোমার এই নিষ্ক্রিয়তা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি।। ৩০ ।। মন্থরার কথা শুনে আনন্দে পূর্ণা হয়ে শুভমুখী কৈকেয়ী শয্যা থেকে উঠে বসলেন। মনে হচ্ছিলো শরৎকালে যেন চন্দ্রকলা প্রকাশিত হলো!।।৩১ ।। রামের অভিষেকের সংবাদে সরলা কৈকেয়ী বিস্মিতা হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে কুব্জাকে সুন্দর স্বর্গীয় অলঙ্কার উপহার দিলেন।।৩২।। উত্তমা রমণী কৈকেয়ী। কুব্জা মন্থরাকে অলঙ্কার দান করে আনন্দের সঙ্গে পুনরায় বললেন—।।৩৩।। ওরে মন্থরে, তুমি আমায় পরম প্রিয় সংবাদ জানালে। এমন ভালো খবরে তোমাকে আমি কি আর পুরস্কার দেবো বলো।।৩৪ ।। রাম এবং ভরতের মধ্যে আমি কোনোই পার্থক্য দেখি না। সেইজন্য রাম রাজ্যে রাজারূপে অভিষিক্ত হবে শুনে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি।।৩৫ ।। এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? অমৃতময় এমন সুসংবাদের জন্য তুমি আমার কাছে প্রিয় বস্তু পাবার যোগ্য। যে প্রিয় বার্তা তুমি শুনিয়েছো, তারজন্য অধিক প্রিয়বস্তু কি তোমায় দেবো, বলো। কি চাও।। ৩৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের সপ্তম (৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টমঃ সর্গঃ ।।

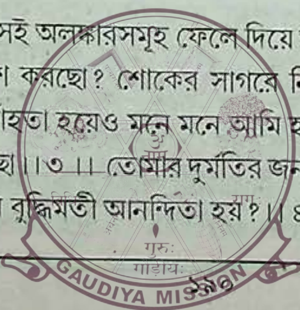
রামাভিষেকমধিকৃত্য কৈকেয়ী-মন্থরয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী।

মন্থরা ত্বভ্যসূয়্যৈনামুৎসৃজ্যাভরণং হি তৎ। উবাচেদং ততো বাক্যং কোপ-দুঃখসমন্বিতা।। ১
হর্ষং কিমর্থমস্থানে কৃতবত্যসি বালিশে। শোকসাগরমধ্যস্থং নাত্মানমববুধ্যসে।। ২
মনসা প্রসহামি ত্বাং দেবি দুঃখার্দিতা সতী। যচ্ছোচিতব্যে হৃষ্টাসি প্রাপ্য ত্বং ব্যসনং মহৎ।। ৩
শোচামি দুর্মতি ত্বং তে কা হি প্রাজ্ঞা প্রহর্ষয়েৎ। অরেঃ সপত্নীপুত্রস্য বৃদ্ধিং মৃত্যোরিবাগতাম্।। ৪

অষ্টম (৮) সর্গ

রামের অভিষেক নিয়ে কৈকেয়ী এবং মন্থরার উক্তি-প্রত্যুক্তি।

ক্রোধে দুঃখে অভিভূতা মন্থরা সেই অলঙ্কারসমূহ ফেলে দিয়ে অসূয়ার সঙ্গে বললো—।। ১ ।। ওরে মূর্খে, কেন তুমি অস্থানে আনন্দপ্রকাশ করছো? শোকের সাগরে নিজে ডুবতে চলেছো, তাও বুঝতে পারছো না?।। ২ ।। তোমার দুঃখে মর্মাহতা হয়েও মনে মনে আমি হাসছি। দেখছি, ভীষণ বিপদে পড়ে শোকের বদলে তুমি আনন্দ অনুভব করছো।।৩ ।। তোমার দুর্মতির জন্য আমিই শোকার্ত হচ্ছি। সপত্নীর পুত্র মৃত্যুর মতো শত্রু। তার উন্নতিতে কোন বুদ্ধিমতী আনন্দিতা হয়?।। ৪ ।। রাজ্যে সকলেরই সমান অধিকার। রাম



ভরতাদেব রামস্য রাজ্যসাধারণাদ্ভয়ম্। তদ্ বিচিন্ত্য বিষণ্ণাস্মি ভয়ং ভীতাদ্ধি জায়তে।। ৫
লক্ষ্মণো হি মহাবাহু রামং সর্বাত্মনা গতঃ। শত্রুঘ্নশ্চাপি ভরতং কাকুৎস্থং লক্ষ্মণো যথা।। ৬
প্রত্যাসন্নক্রমেণাপি ভরতস্যৈব ভামিনি। রাজ্যক্রমো বিসৃষ্টস্তু তয়োস্তাবদ্ যবীয়সোঃ।। ৭
বিদুষঃ ক্ষত্রচারিত্রে প্রাজ্ঞস্য প্রাপ্তকারিণঃ। ভয়াৎ প্রবেপে রামস্য চিন্তয়ন্তী তবাত্মজম্।। ৮
সুভগা কিল কৌসল্যা যস্যাঃ পুত্রোঽভিষেক্ষ্যতে। যৌবরাজ্যেন মহতা শ্বঃ পুষ্যেণ দ্বিজোত্তমৈঃ।। ৯
প্রাপ্তাং বসুমতীং প্রীতিং প্রতীতাং হতবিদ্বিষম্। উপস্থাস্যসি কৌসল্যাং দাসীবত্ত্বং কৃতাঞ্জলিঃ।। ১০
এবঞ্চ ত্বং সহাস্মাভিস্তস্যাঃ প্রেষ্যা ভবিষ্যসি। পুত্রশ্চ তব রামস্য প্রেষ্যত্বং হি গমিষ্যতি।। ১১
হৃষ্টা খলু ভবিষ্যন্তি রামস্য পরমাঃ স্ত্রিয়ঃ। অপ্রহৃষ্টা ভবিষ্যন্তি স্নুষাস্তে ভরতক্ষয়ে।। ১২
তাং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতাং ব্রুবন্তীং মন্থরাং ততঃ। রামস্যৈব গুণান্ দেবী কৈকেয়ী প্রশশংস হ।। ১৩
ধর্মজ্ঞো গুণবান্ দান্তঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্শুচিঃ। রামো রাজসুতো জ্যেষ্ঠো যৌবরাজ্যমতোঽর্হতি।। ১৪
ভ্রাতৄন্ ভৃত্যাংশ্চ দীর্ঘায়ুঃ পিতৃবৎ পালয়িষ্যতি। সন্তপ্যসে কথং কুব্জে শ্রুত্বা রামাভিষেচনম্।। ১৫
ভরতশ্চাপি রামস্য ধ্রুবং বর্ষশতাৎ পরম্। পিতৃ-পৈতামহং রাজ্যমবাপ্স্যতি নরর্ষভঃ।। ১৬
সা ত্বমভ্যুদয়ে প্রাপ্তে দহ্যমানেব মন্থরে। ভবিষ্যতি চ কল্যাণে কিমিদং পরিতপ্যসে।। ১৭
যথা বৈ ভরতো মান্যস্তথা ভূয়োঽপি রাঘবঃ। কৌসল্যাতোঽতিরিক্তঞ্চ মম শুশ্রূষতে বহু।। ১৮
রাজ্যং যদি হি রামস্য ভরতস্যাপি তত্তদা। মন্যতে হি যথাত্মানং তথা ভ্রাতৄংস্তু রাঘবঃ।। ১৯
কৈকেয্যা বচনং শ্রুত্বা মন্থরা ভৃশদুঃখিতা। দীর্ঘমুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ।। ২০
অনর্থদর্শিনী মৌর্খ্যান্নাত্মানমববুধ্যসে। শোক-ব্যসনবিস্তীর্ণে মজ্জন্তী দুঃখসাগরে।। ২১

একা রাজা হচ্ছে বলে ভরতকে সে ভয় করছে। আর এইকথা ভেবেই আমি বিষণ্ণ। কেননা, ভীতব্যক্তির কাছ থেকেই ভয় উপস্থিত হয় *(ভীত রামচন্দ্রের কাছ থেকেই তোমার বিপদ আসতে পারে)*।। ৫ ।। মহাবীর লক্ষ্মণ সর্বতোভাবে রামের অনুগত। লক্ষ্মণ যেমন রামের অনুগত, তেমনি শত্রুঘ্নও ভরতের অনুগামী।। ৬ ।। হে সুন্দরি, জন্মের ক্রম অনুসারে ভরতেরই রাজ্য আক্রমণ সম্ভব। ঐ ছোটো দু'জনের দ্বারা তা সম্ভব নয়।। ৭ ।। রাম বিদ্বান্। ক্ষত্রিয়োচিত কার্যে দক্ষ। সেইই রাজ্য প্রাপ্ত হচ্ছে। তার কাছ থেকে তোমার পুত্রের ভয় আশঙ্কা করে আমি কাঁপছি।। ৮ ।। সৌভাগ্যবতী হলো কৌশল্যা। তার পুত্রের হবে অভিষেক। কাল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা পুণ্যাতিথিতে গৌরবজনক যৌবরাজ্য অভিষেক অনুষ্ঠিত করাবেন।। ৯ ।। কৌশল্যা সমগ্রা বসুমতীকে পেয়ে প্রীতিলাভ করবে। তার কোনো শত্রু থাকবে না। কৌশল্যার কাছে করজোড়ে দাসী হয়ে তোমায় থাকতে হবে।। ১০ ।। এইভাবে তুমি আমাদের সঙ্গে তার দাসী হয়ে যাবে। তোমার পুত্রও হবে রামের দাস *(প্রেষ্য—দাস, চাকর)*।। ১১ ।। রামের পত্নী সীতা অন্য মহিলাদের সঙ্গে হবে আহ্লাদিত। ভরতের দুর্গতিতে তোমার পুত্রবধূও তার সঙ্গিনীদের নিয়ে দুঃখে নিপতিতা হবে *(স্নুষা—পুত্রবধূ)*।। ১২ ।। মন্থরাকে এইরকম বলতে দেখে কৈকেয়ী অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে রামের গুণাবলীর প্রশংসা করতে লাগলেন।। ১৩ ।। রাম ধর্মজ্ঞ। গুণবান সে জিতেন্দ্রিয়। সে কৃতজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ ও পবিত্রকর্মা। তদুপরি রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র। তাই সেইই যৌবরাজ্যের যোগ্য।। ১৪ ।। সে দীর্ঘজীবী হয়ে ভাই এবং ভৃত্যদের বাবার মতো পালন করবে। রামের অভিষেকের কথা শুনে, কুব্জে, তুমি এভাবে সন্তপ্ত হচ্ছো কেন?।। ১৫ ।। রামের এক শত বৎসর রাজ্যপালনের পর নরশ্রেষ্ঠ ভরতও পিতৃপিতামহের এই রাজ্য লাভ করবে।। ১৬ ।। ভবিষ্যতে যাতে কল্যাণ হবে, সেই অভ্যুদয়ে তুমি কেন জ্বলছো?।। ১৭ ।। ভরত যেমন আমার প্রিয় রাম তার চেয়েও বেশী। কৌশল্যার চেয়েও রাম আমায় বেশী সেবা করে।। ১৮ ।। রাজ্য যদি রামের হয় তাহলে ভরতেরও হলো। ভাইদেরকে রাম নিজের মতোই মনে করে।। ১৯ ।। কৈকেয়ীর কথা শুনে মন্থরা অত্যন্ত দুঃখিতা হলো। দীর্ঘ এবং উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কৈকেয়ীকে সে বললো—।। ২০ ।। তুমি অনর্থই ঘটাতে চলেছো। মূর্খতার জন্য নিজের অবস্থা বুঝতে পারছো না। শোকাবহ বিপদসঙ্কুল দুঃখসাগরে তুমি ডুবতে চলেছো।। ২১ ।। রাম

ভবিতা রাঘবো রাজা রাঘবস্য চ যঃ সুতঃ। রাজবংশাত্তু ভরতঃ কৈকেয়ী পরিহাস্যতে।। ২২
নহি রাজ্ঞঃ সুতাঃ সর্বে রাজ্যে তিষ্ঠন্তি ভামিনি। স্থাপ্যমানেষু সর্বেষু সুমহাননয়ো ভবেৎ।। ২৩
তস্মাজ্জ্যেষ্ঠে হি কৈকেয়ী রাজ্যতন্ত্রাণি পার্থিবাঃ। স্থাপয়ন্ত্যনবদ্যাঙ্গি গুণবৎস্বিতরেষ্বপি।। ২৪
অসাবত্যন্তনির্ভগ্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি। অনাথবৎ সুখেভ্যশ্চ রাজবংশাচ্চ বৎসলে।। ২৫
সাহং ত্বদর্থে সম্প্রাপ্তা ত্বং তু মাং নাববুধ্যসে। সপত্নিবৃদ্ধৌ যা মে ত্বং প্রদেয়ং দাতুমর্হসি।। ২৬
ধ্রুবং তু ভরতং রামঃ প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকম্। দেশান্তরং নায়য়িতা লোকান্তরমথাপি বা।। ২৭
বাল এব ত মাতুল্যং ভরতো নায়িতস্ত্বয়া। সন্নিকর্ষাচ্চ সৌহার্দং জায়তে স্থাবরেষ্বিব।। ২৮
ভরতানুবশাৎ সোঽপি শত্রুঘ্নস্তৎসমং গতঃ। লক্ষ্মণো হি যথা রামং তথায়ং ভরতং গতঃ।। ২৯
শ্রূয়তে হি দ্রুমঃ কশ্চিচ্ছেত্তব্যো বনজীবনৈঃ। সন্নিকর্ষাদিষীকাভির্মোচিতঃ পরমাদ্ভয়াৎ।। ৩০
গোপ্তা হি রামং সৌমিত্রির্লক্ষ্মণং চাপি রাঘবঃ। অশ্বিনোরিব সৌভ্রাত্রং তয়োর্লোকেষু বিশ্রুতম্।। ৩১
তস্মান্ন লক্ষ্মণে রামঃ পাপং কিঞ্চিৎ করিষ্যতি। রামস্তু ভরতে পাপং কুর্যাদেব ন সংশয়ঃ।। ৩২
তস্মাদ্ রাজগৃহাদেব বনং গচ্ছতু রাঘবঃ। এতদ্ বিরোচতে মহ্যং ভৃশং চাপি হিতং তব।। ৩৩
এবং তে জ্ঞাতিপক্ষস্য শ্রেয়শ্চৈব ভবিষ্যতি। যদি চেদ্ ভরতো ধর্মাৎ পিত্র্যং রাজ্যমবাপ্স্যতি।। ৩৪
স তে সুখোচিতো বালো রামস্য সহজো রিপুঃ। সমৃদ্ধার্থস্য নষ্টার্থো জীবিষ্যতি কথং বশে।। ৩৫
অভিদ্রুতমিবারণ্যে সিংহেন গজযূথপম্। প্রচ্ছাদ্যমানং রামেণ ভরতং ত্রাতুমর্হসি।। ৩৬
দর্পান্নিরাকৃতা পূর্বং ত্বয়া সৌভাগ্যবত্তয়া। রামমাতা সপত্নী তে কথং বৈরং ন যাপয়েৎ।। ৩৭

রাজা হবে। তারপর তার যে পুত্র, সেইই হবে রাজা। এইভাবে রাজবংশ থেকে ভরত পরিত্যক্ত হবে।।২২।। ওহে সুন্দরি, রাজার সব ছেলেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সব ছেলেকেই রাজা করলে ভারি অনর্থ ঘটে *(অনয়—অনর্থ, বিশৃঙ্খলা)*।। ২৩ ।। অন্য পুত্রেরা গুণবান হলেও রাজারা তাই জ্যেষ্ঠপুত্রকেই রাজতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করেন।। ২৪ ।। ওহে পুত্রবৎসলে, তোমার পুত্র রাজবংশ এবং সুখ থেকে বিচ্যুত হয়ে অনাথ হয়ে যাবে।। ২৫ ।। তোমার ভালোর জন্যই আমি এসেছি। আমায় তুমি বুঝতে পারো নি। সতীনের শ্রীবৃদ্ধিতেও তাই তুমি আমায় পুরস্কৃত করতে চাইছো।। ২৬ ।। রাম রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করার জন্য ভরতকে পেয়েই হয়তো দেশান্তরে নির্বাসিত কিংবা মৃত্যুপথে প্রেরণ করবে *(কণ্টক—কাঁটা, শত্রু)*।। ২৭ ।। বালক অবস্থাতেই ভরতকে মামার বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছো। কাছে থাকলে অচল বস্তুর প্রতিও মানুষের স্নেহ জন্মে।। ২৮ ।। ভরতের অনুগত থাকায় শত্রুঘ্নও তার সঙ্গে গেছে। লক্ষ্মণ যেমন রামের অনুসরণ করে, শত্রুঘ্ন তেমনি ভরতের অনুগামী।। ২৯ ।। শোনা যায়, বনজীবী কাঠুরেরা একটি গাছ কাটতে গিয়েছিলো। ভীষণ কাঁটার ঘিরে থাকার ভয়ে তারা তা ছেড়ে চলে এসেছিলো। *(ঈষিকা—কাঁটা, তুলি)*।। ৩০ ।। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামকে রক্ষা করবে। রাম করবে লক্ষ্মণকে। অশ্বিনীকুমার দু'জনের মতো তাদের গভীর ভ্রাতৃপ্রেম জগতে প্রসিদ্ধ।।৩১।। তাই লক্ষ্মণের প্রতি রাম কখনো পাপাচরণ করবে না। কিন্তু রাম ভরতের প্রতি পাপাচরণ করবেই। এতে কোনোই সংশয় নেই।।৩২ ।। তাই রাজগৃহ থেকেই রাম বনে চলে যাক। এটাই আমার যথোচিত মনে হচ্ছে। এতে তোমার প্রভূত কল্যাণ হবে।।৩৩ ।। ভরত যদি ধর্মানুসারে পিতার কাছ থেকে রাজ্য লাভ করে, তাহলে এতে তোমার আত্মীয়দেরও কল্যাণ হবে।। ৩৪ ।। রাজসুখের যোগ্য ভরত বাল্যকাল থেকেই রামের জন্মশত্রু। রাজ্য বিনষ্ট হলে সে কি করে ঐশ্বর্যশালী রামের অধীনে বেঁচে থাকবে?।।৩৫।। অরণ্যে সিংহের দ্বারা যূথপতি হস্তী যেমন আক্রান্ত হয়, তেমনি ভরত আজ রামের দ্বারা আক্রান্ত। তাকে তোমার রক্ষা করা উচিত।।৩৬ ।। নিজের সৌভাগ্যে আত্মহারা হয়ে দর্পের সঙ্গে তুমি পূর্বে রামের মাতা কৌশল্যাকে অবজ্ঞা করেছো। তোমার সেই সতীন এখন কেন শত্রুতা করবে না?।। ৩৭ ।। প্রভূত রত্নপূর্ণ সমুদ্রবেষ্টিতা এবং শৈলমালিনী ধরিত্রীকে রাম যখন নিজের রাজ্যরূপে পাবে, তখন, ওহে সুন্দরি, ভরতের সঙ্গে তুমিও তখন

যদা চ রামঃ পৃথিবীমবাপ্স্যতে প্রভূতরত্নাকরশৈলসংযুতাম্।
তদা গমিষ্যস্যশুভং পরাভবং সহৈব দীনা ভরতেন ভামিনি।। ৩৮
যদা হি রামঃ পৃথিবীমবাপ্স্যতে ধ্রুবং প্রণষ্টো ভরতো ভবিষ্যতি।
অতো হি সংচিন্তয় রাজ্যমাত্মজে পরস্য চৈবাস্য বিবাসকারণম্।। ৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ।

অমঙ্গলজনক অপমানের সম্মুখীন হবে। পতিত হবে দৈন্যদশায় ।। ৩৮ ।। রাম যখন পৃথিবীকে রাজ্যরূপে পাবে, ভরত তখন নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই, এখন চিন্তা করো, তোমার নিজের পুত্র ভরত কিভাবে রাজ্যলাভ করবে। এবং অপরের পুত্র রামের হবে নির্বাসন।। ৩৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টম (৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। নবমঃ সর্গঃ ।।

রামাভিষেচনপ্রতিবন্ধকোপায়ং চিন্তয়িতুং মন্থরাং প্রতি কৈকয্যা আদেশঃ, মন্থরায়াশ্চ তদুপায়কথনম্, কৈকয্যাঃ ক্রোধাগারং প্রবিশ্য মন্থরয়া সহ কথোপকথনং ভূমিশয়নঞ্চ।

এবমুক্তা তু কৈকেয়ী ক্রোধেন জ্বলিতাননা। দীর্ঘমুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য মন্থরামিদমব্রবীৎ।। ১
অদ্য রামমিতঃ ক্ষিপ্রং বনং প্রস্থাপয়াম্যহম্। যৌবরাজ্যেন ভরতং ক্ষিপ্রমদ্যাভিষেচয়ে।। ২
ইদং ত্বিদানীং সম্পশ্য কেনোপায়েন সাধয়ে। ভরতঃ প্রাপ্নুয়াদ্ রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন।। ৩
এবমুক্তা তু সা দেব্যা মন্থরা পাপদর্শিনী। রামার্থমুপহিংসন্তী কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ।। ৪
হন্তেদানীং প্রপশ্য ত্বং কৈকেয়ি শ্রূয়তাং বচঃ। যথা তে ভরতো রাজ্যং পুত্রঃ প্রাপ্স্যতি কেবলম্।। ৫
কিং ন স্মরসি কৈকেয়ি স্মরন্তী বা নিগূহসে। যদুচ্যমানমাত্মার্থং মত্তস্ত্বং শ্রোতুমিচ্ছসি।। ৬
ময়োচ্যমানং যদি তে শ্রোতুং ছন্দো বিলাসিনি। শ্রূয়তামভিধাস্যামি শ্রুত্বা চৈতদ্ বিধীয়তাম্।। ৭
শ্রুত্বৈবং বচনং তস্যা মন্থরায়াস্তু কৈকয়ী। কিঞ্চিদুত্থায় শয়নাৎ স্বাস্তীর্ণাদিদমব্রবীৎ।। ৮
কথয়স্ব মমোপায়ং কেনোপায়েন মন্থরে। ভরতঃ প্রাপ্নুয়াদ্ রাজ্যং ন তু রামঃ কথঞ্চন।। ৯

নবম (৯) সর্গ

রামের অভিষেক বন্ধের উপায়চিন্তার জন্য মন্থরার প্রতি কৈকেয়ীর উপদেশ। মন্থরার উপায় কথন। ক্রোধাগারে প্রবেশ করে কৈকেয়ীর মন্থরার সঙ্গে কথাবার্তা। ভূমিতে শয়ন।

মন্থরা এইসব বলার পর কৈকেয়ীর মুখ রাগে লাল হয়ে গেলো। উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মন্থরাকে তিনি বললেন—।। ১ ।। আজই আমি এখান হতে রামকে শীগ্‌গির বনে পাঠিয়ে দেবো। আর দ্রুতই ভরতকে যৌবরাজ্যে করবো অভিষিক্ত।। ২ ।। এখন তুমিই ঠিক করো, কোন উপায় অবলম্বন করবো! ভরতই রাজ্য পাবে। রাম কদাপি নয়।। ৩ ।। কৈকেয়ী মন্থরাকে এই কথা বলার পর পাপীয়সী মন্থরা রামের প্রতি হিংসা আচরণের জন্য কৈকেয়ীকে বললো—।। ৪ ।। কৈকেয়ি, এখন শোনো, তোমার পুত্র ভরতই শুধু যাতে রাজ্যলাভ করে।। ৫ ।। তোমার নিজের জন্য যা বলার, তা তুমি আমার কাছ থেকে শুনতে চাইছো ? তুমি কি মনে করতে পারছো না বা মনে করেও আমার কাছে গোপন করছো ?।। ৬ ।। ওহে বিলাসিনি, আমার কথা তুমি যদি শুনতে চাও ; তাহলে শোনো। আমি বলছি। শুনে সেইমতো কাজ করো।। ৭ ।। মন্থরার কথা শুনে কৈকেয়ী সুখশয্যা থেকে সামান্য উঠে বসে বললেন—।।৮ ।। ওরে মন্থরে, আমায় উপায় বলো। বলো কিভাবে ভরত রাজ্য পাবে, রাম কক্ষণো নয়।।৯ ।। রাণী কৈকেয়ী এইরকম বললে পাপদর্শিনী মন্থরা রামের

এবমুক্তা তদা দেব্যা মন্থরা পাপদর্শিনী। রামার্থমুপহিংসন্তী কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ।। ১০
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে সহ রাজর্ষিভিঃ পতিঃ। অগচ্ছত্ত্বামুপাদায় দেবরাজস্য সাহ্যকৃৎ।। ১১
দিশমাস্থায় কৈকেয়ী দক্ষিণাং দণ্ডকান্ প্রতি। বৈজয়ন্তমিতি খ্যাতং পুরং যত্র তিমিধ্বজঃ।। ১২
স শম্বর ইতি খ্যাতঃ শতমায়ো মহাসুরঃ। দদৌ শক্রস্য সংগ্রামং দেবসঙ্ঘৈরনিন্দিতঃ।। ১৩
তস্মিন্মহতি সংগ্রামে পুরুষান্ ক্ষতবিক্ষতান্। রাত্রৌ প্রসুপ্তান্ ঘ্নন্তি স্ম তরসাপাস্য রাক্ষসাঃ।। ১৪
তত্রাকরোন্মহাযুদ্ধং রাজা দশরথস্তদা। অসুরৈশ্চ মহাবাহুঃ শস্ত্রৈশ্চ শকলীকৃতঃ।। ১৫
অপবাহ্য ত্বয়া দেবি সংগ্রামান্নষ্টচেতনঃ। তত্রাপি বিক্ষতঃ শস্ত্রৈঃ পতিস্তে রক্ষিতস্ত্বয়া।। ১৬
তুষ্টেন তেন দত্তৌ তে দ্বৌ বরৌ শুভদর্শনে। স ত্বয়োক্তঃ পতির্দেবি যদেচ্ছেয়ং তদা বরম্।। ১৭
গৃহ্ণীয়াং তু তদা ভর্তস্তথেত্যুক্তং মহাত্মনা। অনভিজ্ঞা হ্যহং দেবি ত্বয়ৈব কথিতং পুরা।। ১৮
কথৈষা তব তু স্নেহান্মনসা ধার্যতে ময়া। রামাভিষেকসম্ভারান্নিগৃহ্য বিনিবর্তয়।। ১৯
তৌ চ যাচস্ব ভর্তারং ভরতস্যাভিষেচনম্। প্রব্রাজনঞ্চ রামস্য বর্ষাণি চ চতুর্দশ।। ২০
চতুর্দশ হি বর্ষাণি রামে প্রব্রাজিতে বনম্। প্রজাভাবগতস্নেহঃ স্থিরঃ পুত্রো ভবিষ্যতি।। ২১
ক্রোধাগারং প্রবিশ্যাদ্য ক্রুদ্ধেবাশ্বপতেঃ সুতে। শেষ্বানন্তর্হিতায়াং ত্বং ভূমৌ মলিনবাসিনী।। ২২
মাস্মৈনং প্রত্যুদীক্ষেথা মা চৈনমভিভাষথাঃ। রুদন্তী পার্থিবং দৃষ্ট্বা জগত্যাং শোকলালসা।। ২৩
দয়িতা ত্বং সদা ভর্তুরত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ। ত্বৎকৃতে চ মহারাজো বিশেদপি হুতাশনম্।। ২৪

অভিষেকে হিংসা করে বাধাসৃষ্টির জন্য কৈকেয়ীকে বললো—।। ১০ ।। অনেকদিন আগে দেবতা এবং অসুরদের যুদ্ধ হয়েছিলো। তাতে রাজর্ষিদের সঙ্গে তোমার পতি রাজা দশরথও দেবরাজ ইন্দ্রকে সাহায্যের জন্য গিয়েছিলেন। সঙ্গে তোমাকেও নেন।। ১১ ।। কৈকেয়ি, দক্ষিণদিকে দণ্ডক দেশে বৈজয়ন্ত নামে একটি নগর ছিলো। তাতে তিমিধ্বজ নামে এক দৈত্য বাস করতো।। ১২ ।। সেই মহা অসুর শম্বর নামেও পরিচিত ছিলো। সে শত শত মায়াজাল সৃষ্টি করতে পারতো। প্রখ্যাত সেই অসুর দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করে।। ১৩ ।। সেই মহাযুদ্ধে সৈনিক পুরুষেরা ক্ষতবিক্ষত হয়ে রাত্রে যখন গভীর ঘুমে থাকতো, তখন রাক্ষসেরা তাড়াতাড়ি এসে তাদের টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতো। *(তরসা—তাড়াতাড়ি। অপাস্য—টেনে নিয়ে)*।। ১৪ ।। সেখানে রাজা দশরথ তুমুল যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু অসুরেরা অস্ত্রের দ্বারা মহাবীর দশরথকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। *(শকল—খণ্ড, টুকরো)*।। ১৫ ।। দেবি, যুদ্ধে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলে তুমি তাঁকে অপসারিত করেছিলে। অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত পতিকে সেদিন তুমি বাঁচিয়েছিলে।। ১৬ ।। হে শুভদর্শনে, তুষ্ট হয়ে তিনি তোমায় দু'টি বর দিয়েছিলেন। তুমি তখন পতিকে বলেছিলে, যখন ইচ্ছে হবে তখন বর চাইবো।। ১৭ ।। তাতে তোমার মহাপ্রাণ স্বামী "তাই হবে"—বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। তুমিই পূর্বে আমায় এই কথা জানিয়েছিলে।। ১৮ ।। তোমার সেই কথা স্নেহবশতঃ আমি মনে রেখেছি। এখন তুমি রামের অভিষেকের কার্যাবলী থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করে ফিরিয়ে আনো।। ১৯ ।। এখন পূর্বপ্রতিশ্রুত সেই বর দু'টি পতির কাছ থেকে চেয়ে নাও। প্রার্থনা করো ভরতের অভিষেক আর রামের চৌদ্দবছর বনবাস।। ২০।। রাম যদি চৌদ্দবছর বনে বনে ঘুরে কাটায়, তোমার পুত্রের প্রতি তাহলে প্রজাদের প্রীতি গভীর হবে। সে রাজপদে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারবে।। ২১ ।। হে মহারাজ অশ্বপতির কন্যে, তুমি যেন রাগ করেছো, এইভাবে আজ ক্রোধাগারে প্রবেশ করো। মলিন বেশ ধারণ করে বিনাশয্যায় মাটিতে শুয়ে থাকো।। ২২ ।। রাজা এলেও তাঁর দিকে তাকাবে না। তাঁর সঙ্গে কথাও বলবে না। তাঁকে দেখে মাটিতে পড়ে শোকে কাতর হয়ে শুধু কাঁদবে।। ২৩ ।। তুমি পতির প্রিয়তমা পত্নী, এতে কোনো সংশয় নেই। মহারাজ তোমার জন্য অগ্নিতেও প্রবেশ করতে পারেন।। ২৪ ।। তিনি তোমায় ক্রুদ্ধ করতে পারেন না। তুমি রেগে গেলে তোমার দিকে তাকাতেও পারেন না। তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে

ন ত্বাং ক্রোধয়িতুং শক্তো ন ক্রুদ্ধাং প্রত্যুদীক্ষিতুম্। তব প্রিয়ার্থং রাজা তু প্রাণানপি পরিত্যজেৎ।। ২৫
ন হ্যতিক্রমিতুং শক্তস্তব বাক্যং মহীপতিঃ। মন্দস্বভাবে বুধ্যস্ব সৌভাগ্যবলমাত্মনঃ।। ২৬
মণি-মুক্তা-সুবর্ণানি রত্নানি বিবিধানি চ। দদ্যাদ্ দশরথো রাজা মাস্ম তেষু মনঃ কৃথাঃ।। ২৭
যৌ তৌ দেবাসুরে যুদ্ধে বরৌ দশরথো দদৌ। তৌ স্মারয় মহাভাগে সোঽর্থো ন ত্বা ক্রমেদতি।। ২৮
যদা তু তে বরং দদ্যাৎ স্বয়মুত্থাপ্য রাঘবঃ। ব্যবস্থাপ্য মহারাজং ত্বমিমং বৃণুয়া বরম্।। ২৯
রামপ্রব্রজনং দূরং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ। ভরতঃ ক্রিয়তাং রাজা পৃথিব্যাং পার্থিবর্ষভ।। ৩০
চতুর্দশ হি বর্ষাণি রামে প্রব্রাজিতে বনম্। রূঢশ্চ কৃতমূলশ্চ শেষং স্থাস্যতি তে সুতঃ।। ৩১
রামপ্রব্রাজনং চৈব দেবি যাচস্ব তং বরম্। এবং সেৎস্যন্তি পুত্রস্য সর্বার্থাস্তব কামিনি।। ৩২
এবং প্রব্রাজিতশ্চৈব রামোঽরামো ভবিষ্যতি। ভরতশ্চ গতামিত্রস্তব রাজা ভবিষ্যতি।। ৩৩
যেন কালেন রামশ্চ বনাৎ প্রত্যাগমিষ্যতি। অন্তর্বহিশ্চ পুত্রস্তে কৃতমূলো ভবিষ্যতি।। ৩৪
সংগৃহীতমনুষ্যশ্চ সুহৃদ্ভিঃ সাকমাত্মবান্। প্রাপ্তকালং নু মন্যেঽহং রাজানং বীতসাধ্বসা।। ৩৫
রামাভিষেকসঙ্কল্পান্নিগৃহ্য বিনিবর্তয়। অনর্থমর্থরূপেণ গ্রাহিতা সা ততস্তয়া।। ৩৬
হৃষ্টা প্রতীতা কৈকেয়ী মন্থরামিদমব্রবীৎ। সা হি বাক্যেন কুব্জায়াঃ কিশোরীবোৎপথং গতা।। ৩৭
কৈকেয়ী বিস্ময়ং প্রাপ্য পরং পরমদর্শনা। প্রজ্ঞাং তে নাবজানামি শ্রেষ্ঠে শ্রেষ্ঠাভিধায়িনি।। ৩৮
পৃথিব্যামসি কুব্জানামুত্তমা বুদ্ধিনিশ্চয়ে। ত্বমেব তু মমার্থেষু নিত্যযুক্তা হিতৈষিণী।। ৩৯

প্রস্তুত।। ২৫ ।। রাজা দশরথ তোমার বাক্য কখনো লঙ্ঘন করতে পারবেন না। আরে বোকা মেয়ে, তোমার নিজের সৌভাগ্যের শক্তি তুমি নিজে বোঝো।। ২৬ ।। মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, নানা প্রকারের রত্ন—সবই রাজা তোমাকে দিতে চাইবেন। সাবধান, তাতে কিন্তু তুমি ভুলেও মন দেবে না।। ২৭ ।। ওহে ভাগ্যবতি, দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যখন যুদ্ধ বেধেছিলো, তখন দশরথ তোমায় দু'টি বর দিয়েছিলেন। সেই দু'টি বর এখনই চেয়ে নাও। বিষয়টি তুমি ভুলে যেয়ো না *(ঐ যুদ্ধে ইন্দ্রের আহ্বানে সহায়তা করতে গিয়ে দশরথ আহত হন। তখন কৈকেয়ী সেবা করে তাঁকে সুস্থ করে তুললে সন্তুষ্ট রাজা বর দিতে চেয়েছিলেন)*।। ২৮ ।। রঘুবংশধর রাজা দশরথ যখন নিজেই তোমাকে ভূমিশয্যা হতে তুলে বর দেবেন, তখন তুমি রাজাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে এই বর চাইবে।। ২৯ ।। হে রাজশ্রেষ্ঠ, রামকে দূরে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাস প্রেরণ এবং ভরতকে পৃথিবীর রাজপদে অভিষিক্ত করুন।।৩০ ।। রাম যদি চৌদ্দ বছর বনে বনে ভ্রমণ করেন, তাহলে তোমার পুত্র ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যের যা মূলশক্তি সেই প্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট করে তাহলে চিরকালই রাজারূপে সে আসীন থাকতে পারবে।।৩১ ।। দেবি, রামের বনবাসের বর তুমি চেয়ে নেবে। তুমি কামিনী। কামনার পূর্ণতা তুমি চাইবে। এইভাবেই তোমার পুত্রের সকল অভিলাষ সিদ্ধ হবে।।৩২ ।। আর এইভাবে বনবাসে গেলে রাম প্রজাগণের ভালোবাসা থেকে দূরে চলে যাবে। তোমার পুত্র ভরত নিঃশত্রু হয়ে রাজা হবে *(রময়তি ইতি রামঃ—যিনি আনন্দদান করে প্রীতির পাত্র হন। অ-রাম—অপ্রীতির পাত্র। গত + অমিত্র = গতামিত্র—অমিত্রহীন অর্থাৎ নিঃশত্রু)*।। ৩৩ ।। সুদীর্ঘ চৌদ্দবৎসর পরে রাম যখন বন থেকে ফিরে আসবে, ততোদিনে ঘরে এবং বাইরে তোমার পুত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।।৩৪ ।। বন্ধুদের নিয়ে লোকবলসংগ্রহ করে সেইসময়ের মধ্যে সে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবে। আমি মনে করি, রাজাকে তোমার নির্ভয়ে এ বিষয়ে বলার সময় এসেছে *(বীত-সাধ্বসা—নির্ভয়ে)*।।৩৫ ।। রামকে অভিষিক্ত করার সঙ্কল্প থেকে রাজাকে তুমি নিবৃত্ত করো। তারপর এইভাবে অনর্থকে অর্থ অর্থাৎ অমঙ্গলকে মঙ্গলরূপে কৈকেয়ীকে মন্থরা গ্রহণ করালো।। ৩৬ ।। কৈকেয়ীও মন্থরার কথা বিশ্বাস করে বেশ আনন্দিত হলেন। কুব্জার কথায় বালিকার মতো তিনি বিপথে চলে গেলেন। মন্থরাকে কৈকেয়ী বললেন—।।৩৭ ।। সুন্দরী কৈকেয়ী বিস্মিতা হয়ে তাকে বললেন, তুমি তো বেশ ভালো কথা বলেছো! তোমার যে এতো বুদ্ধি তা তো এতোদিন জানতে পারি নি!।। ৩৮ ।। পৃথিবীতে দেখছি, বুদ্ধিনির্ণয়ে কুঁজীদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। আমার প্রয়োজনে তুমি নিত্য যুক্তা। তুমিই তো আমার হিতৈষিণী।।৩৯ ।। কুব্জে, রাজার অভিপ্রায় আমি ঠিকমতো বুঝতে পারি নি। বিকলাঙ্গ, বাঁকা, পরম

নাহং সমববুধ্যেয়ং কুব্জে রাজ্ঞশ্চিকীর্ষিতম্। সন্তি দুঃসংস্থিতাঃ কুব্জাঃ বক্রাঃ পরমপাপিকাঃ।। ৪০
ত্বং পদ্মমিব বাতেন সন্নতা প্রিয়দর্শনা। উরস্তেঽভিনিবিষ্টং বৈ যাবৎ স্কন্ধাৎ সমুন্নতম্।। ৪১
অধস্তাচ্চোদরং শান্তং সুনাভমিব লজ্জিতম্। প্রতিপূর্ণঞ্চ জঘনং সুপীনৌ চ পয়োধরৌ।। ৪২
বিমলেন্দুসমং বক্রমহো রাজসি মন্থরে। জঘনং তব নির্মৃষ্টং রশনা-দামভূষিতম্।। ৪৩
জঙ্ঘে ভৃশমুপন্যস্তে পাদৌ চ ব্যায়তাবুভৌ। ত্বমায়তাভ্যাং সক্থিভ্যাং মন্থরে ক্ষৌমবাসিনি।। ৪৪
অগ্রতো মম গচ্ছন্তী রাজসেঽতীব শোভনে। আসন্ যাঃ শম্বরে মায়াঃ সহস্রমসুরাধিপে।। ৪৫
হৃদয়ে তে নিবিষ্টাস্তা ভূয়শ্চান্যাঃ সহস্রশঃ। তদেব স্থগু যদ্দীর্ঘং রথঘোণমিবায়তম্।। ৪৬
মতয়ঃ ক্ষত্রবিদ্যাশ্চ মায়াশ্চাত্র বসন্তি তে। অত্র তেঽহং প্রমোক্ষ্যামি মালাং কুব্জে হিরণ্ময়ীম্।। ৪৭
অভিষিক্তে চ ভরতে রাঘবে চ বনং গতে। জাত্যেন চ সুবর্ণেন সুনিষ্টপ্তেন সুন্দরি।। ৪৮
লব্ধার্থা চ প্রতীতা চ লেপয়িষ্যামি তে স্থগু। মুখে চ তিলকং চিত্রং জাতরূপময়ং শুভম্।। ৪৯
কারয়িষ্যামি তে কুব্জে শুভান্যাভরণানি চ। পরিধায় শুভে বস্ত্রে দেবতেব চরিষ্যসি।। ৫০
চন্দ্রমাহ্বয়মানেন মুখেনাপ্রতিমাননা। গমিষ্যসি গতিং মুখ্যাং গর্বয়ন্তী দ্বিষজ্জনে।। ৫১
তবাপি কুব্জাঃ কুব্জায়াঃ সর্বাভরণভূষিতা। পাদৌ পরিচরিষ্যন্তি যথৈব ত্বং সদা মম।। ৫২
ইতি প্রশস্যমানা সা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ। শয়ানাং শয়নে শুভ্রে বেদ্যামগ্নিশিখামিব।। ৫৩
গতোদকে সেতুবন্ধো ন কল্যাণি বিধীয়তে। উত্তিষ্ঠ কুরু কল্যাণং রাজানমনুদর্শয়।। ৫৪
তথা প্রোৎসাহিতা দেবী গত্বা মন্থরয়া সহ। ক্রোধাগারং বিশালাক্ষী সৌভাগ্যমদগর্বিতা।। ৫৫
অনেকশতসাহস্রং মুক্তাহারং বরাঙ্গনা। অবমুচ্য বরার্হাণি শুভান্যাভরণানি চ।। ৫৬

পাপীয়সী অনেক কুব্জা পৃথিবীতে আছে।। ৪০ ।। বায়ুর মধ্যে নুইয়ে পড়লেও পদ্ম যেমন সুন্দর, তেমনি বায়ুরোগে কুঁজো হয়ে গেলেও কুব্জাদের মধ্যে তুমি উত্তমা সুন্দরী। তোমার বুক কাঁধের উপরে উঠে বেঁকে গেছে।। ৪১ ।। দেহের নীচের দিকে তোমার উদর সুন্দর নাভিযুক্ত। এবং লজ্জানম্র। জঘনদেশ সুপুষ্ট। স্তনদ্বয় সমুন্নত।। ৪২ ।। ওহে মন্থরে, সুন্দর বাঁকা চাঁদের মতো তুমি শোভা পাচ্ছো। জঘনদেশ তোমার বিস্তীর্ণ। এবং কাঞ্চীশোভিত *(রশনা—কোমরের অলঙ্কার, কাঞ্চী। দাম—হার)*।। ৪৩ ।। তোমার জঙ্ঘা দু'টি বেশ সুগঠিত। পা দু'টি চওড়া। উরুও তোমার বিশাল। মন্থরে, তুমি যখন পাটকাপড়ে সেজে চলো, কী সুন্দরই না দেখায় তোমাকে! *(জঙ্ঘা—পায়ের গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ। সক্থি—উরু)*।। ৪৪ ।। সুন্দরি, তুমি যখন আমার সামনে চলাফেরা করো, তোমায় ভারি সুন্দর দেখায়। শুনেছি, শম্বর নামক অসুরাধিপতির বহুরকমের মায়া ছিলো। সে সব তো বটেই, সেই সঙ্গে হাজার হাজার ছলনা তোমার অন্তরে প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। তোমার দেহে রয়েছে রথের চাকার মতো বেশ বড়ো একটি কুঁজ *(স্থগু—কুঁজ, উঁচু মাংসপিণ্ড। ঘোণ—চাকা। মায়া—ছলনা)*।। ৪৫-৪৬ ।। মনে হচ্ছে, সবরকমের বুদ্ধি, ক্ষত্রবিদ্যা এবং ছলনা তোমার ঐ কুঁজে স্তূপীকৃত হয়েছে। রাম বনে গেলে এবং ভরত অভিষিক্ত হলে তোমার ঐ কুঁজে আমি সোনার হার পরিয়ে দেবো। হে সুন্দরি, আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে বুঝলে তোমার ঐ কুঁজকে আমি বাঁধিয়ে দেবো গলিত সোনা দিয়ে। সোনার সুন্দর তিলক তোমার মুখে এঁকে দেবো।। ৪৭-৪৯ ।। কুব্জে, তোমার জন্য ভালো ভালো অলঙ্কার গড়িয়ে দেবো। সুন্দর কাপড় পরে দেবীর মতো তুমি ঘুরে বেড়াবে।। ৫০ ।। অতুলনীয় সুন্দর মুখের দ্বারা তুমি চাঁদের সঙ্গে করবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শত্রুদের গর্বকে খর্ব করে তুমি শ্রেষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্ত হবে।। ৫১ ।। তুমি যেমন সর্বদা আমার পদসেবা করো, তেমনি সকল অলঙ্কারে সেজে অন্য কুব্জারা তোমার পদসেবা করবে।। ৫২ ।। এইরকমভাবে প্রশংসিতা হয়ে মন্থরা কৈকেয়ীকে বললো, হে কল্যাণি, জল চলে গেলে সেতুনির্মাণের প্রয়োজন থাকে না। তুমি ওঠো। কল্যাণ করো। যেভাবে বলেছি ঠিক সেভাবেই রাজাকে নিজেকে প্রদর্শন করাও।। ৫৩-৫৪ ।। তার কথায় উৎসাহিতা হয়ে সৌভাগ্যগর্বে গর্বিতা আয়তনয়না সুন্দরী দেবী কৈকেয়ী মন্থরার সঙ্গে ক্রোধাগারে চলে গেলেন।। ৫৫ ।। লক্ষ লক্ষ টাকার মুক্তার হার, সুন্দর সব অলঙ্কার ছেড়ে ফেললেন।। ৫৬ ।। কুব্জার বাক্যে বশীভূতা হয়ে স্বর্ণবর্ণা কৈকেয়ী মাটিতে শুয়ে মন্থরাকে

তদা হেমোপমা তত্র কুব্জাবাক্যবশং গতা। সংবিশ্য ভূমৌ কৈকেয়ী মন্থরামিদমব্রবীৎ।। ৫৭
ইহ বা মাং মৃতাং কুব্জে নৃপায়াবেদয়িষ্যসি। বনং তু রাঘবে প্রাপ্তে ভরতঃ প্রাপ্স্যতে ক্ষিতিম্।। ৫৮
সুবর্ণেন ন মে হ্যর্থো ন রত্নৈর্ন চ ভোজনৈঃ। এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদ্যভিষিচ্যতে।। ৫৯
অথো পুনস্তাং মহিষীং মহীক্ষিতো বচোভিরত্যর্থমহাপরাক্রমৈঃ।
উবাচ কুব্জা ভরতস্য মাতরং হিতং বচোরামমুপেত্য চাহিতম্।। ৬০
প্রপৎস্যতে রাজ্যমিদং হি রাঘবো যদি ধ্রুবং ত্বং সসুতা চ তপ্স্যসে।
ততো হি কল্যাণি যতস্ব তত্তথা যথা সুতস্তে ভরতোঽভিষেক্ষ্যতে।। ৬১
তথাতিবিদ্ধা মহিষীতি কুব্জয়া সমাহতা বাগিষুভির্মুহুর্মুহুঃ।
বিধায় হস্তৌ হৃদয়েঽতিবিস্মিতা শশংস কুব্জাং কুপিতা পুনঃ পুনঃ।। ৬২
যমস্য বা মাং বিষয়ং গতামিতো নিশম্য কুব্জে প্রতিবেদয়িষ্যসি।
বনং গতে বা সুচিরায় রাঘবে সমৃদ্ধকামো ভরতো ভবিষ্যতি।। ৬৩
অহং হি নৈবাস্তরণানি ন স্রজো ন চন্দনং নাঞ্জনপানভোজনম্।
ন কিঞ্চিদিচ্ছামি ন চেহ জীবনং ন চেদিতো গচ্ছতি রাঘবো বনম্।। ৬৪
অথৈবমুক্ত্বা বচনং সুদারুণং নিধায় সর্বাভরণানি ভামিনী।
অসংস্কৃতামাস্তরণেন মেদিনীং তদাধিশিশ্যে পতিতেব কিন্নরী।। ৬৫
উদীর্ণসংরম্ভতমোবৃতাননা তদাবমুক্তোত্তমমাল্যভূষণা।
নরেন্দ্রপত্নী বিমলা বভূব সা তমোবৃতা দ্যৌরিব মগ্নতারকা।। ৬৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ।

বললেন—।।৫৭ ।। রাম বনে যাবে এবং ভরত রাজ্য পাবে, নৈলে আমি মৃত্যুবরণ করবো, কুব্জে এই কথা তুমি রাজাকে জানাবে।।৫৮ ।। রাম দীর্ঘকালের জন্য বনে গেছে এবং ভরতের সমৃদ্ধি হয়েছে, নৈলে আমি এখান থেকেই যমের বাড়ী চলে যাচ্ছি—কুব্জে, এই কথাও তুমি তাঁকে জানাও।। ৫৯ ।। রাম যদি এখান থেকে বনে না যায়, তাহলে আমি শয্যা, মালা, চন্দন, অঞ্জন, পান, ভোজন এমন কি জীবনও কোনোভাবে চাই না *(অঞ্জন—চোখে পরার কাজল। পান—ভালো সরবৎ)*।। ৬৪ ।। অভিমানিনী কৈকেয়ী অত্যন্ত ভীষণ এই কথা বলে সমূহ অলঙ্কার ছেড়ে ফেললেন। ভূলুণ্ঠিতা কিন্নরীর মতো শয্যাহীন মাটিতে শুয়ে পড়লেন। *(আস্তরণ—শয্যা)*।।৬৫ ।। উদ্গত ক্রোধের কালিমায় তাঁর মুখ আবৃত হয়ে গেলো। উত্তম হার এবং অলঙ্কার সবই ত্যাগ করেছেন। আঁধারে-ঢাকা লুপ্ততারকা আকাশের মতো রাজপত্নী নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন।। ৬৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের নবম (৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দশমঃ সর্গঃ ।।

কুব্জাপরামর্শানুসারেণ কৃত্রিমরোষভরেণ কৈকয্যাঃ ক্রোধাগারে গমনম্, নিরাভরণায়াঃ সত্যাঃ ভূতলে শয্যাগ্রহণঞ্চ, কৈকেয়ীভবনং গত্বা কৈকেয়ীঞ্চানবলোক্য চিন্তিতস্য বিস্মিতস্য চ রাজ্ঞো দশরথস্য ক্রোধাগারপ্রবেশঃ, ভূতলশায়িনীং কৈকেয়ীঞ্চ দৃষ্ট্বা দুঃখপ্রকাশঃ, নানাপ্রকারেণ তস্যৈ সান্ত্বনাদানঞ্চ।

বিদর্শিতা যদা দেবী কুব্জয়া পাপয়া ভৃশম্। তদা শেতে স্ম সা ভূমৌ দিগ্ধবিদ্ধেব কিন্নরী।। ১

দশম (১০) সর্গ

কুব্জার পরামর্শে রাগের ছল করে কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে গমন। অলঙ্কার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাটিতে শয়ন। কৈকেয়ীর ভবনে গিয়ে এই অবস্থায় দেখে দশরথের চিন্তা এবং বিস্ময়। ক্রোধাগারে তাঁর প্রবেশ। ভূতলে শায়িতা কৈকেয়ীকে দেখে দুঃখপ্রকাশ। নানাভাবে তাঁকে সান্ত্বনাদান।

পাপীয়সী কুব্জা যখন দৃঢ়ভাবে কৈকেয়ীকে ঐ পথ দেখালো, তখন বিষাক্ত বাণের দ্বারা আহতা কিন্নরীর মতো তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন *(কিন্নরী—সুন্দরী, কামার্তা, সঙ্গীতনিপুণা উপদেবতাবিশেষ)*।। ১ ।। সেই

নিশ্চিত্য মনসা কৃত্যং সা সম্যগিতি ভামিনী। মন্থরায়ৈ শনৈঃ সর্বমাচচক্ষে বিচক্ষণা।। ২
সা দীনা নিশ্চয়ং কৃত্বা মন্থরাবাক্যমোহিতা। নাগকন্যেব নিঃশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ ভামিনী।। ৩
মুহূর্তং চিন্তয়ামাস মার্গমাত্মসুখাবহম্। সা সুহৃচ্চার্থকামা চ তং নিশম্য বিনিশ্চয়ম্।। ৪
বভূব পরমপ্রীতা সিদ্ধিং প্রাপ্যেব মন্থরা। অথ সা রুষিতা দেবী সম্যক্ কৃত্বা বিনিশ্চয়ম্।। ৫
সংবিবেশাবলা ভূমৌ নিবেশ্য ভ্রুকুটিং মুখে। ততশ্চিত্রাণি মাল্যানি দিব্যান্যাভরণানি চ।। ৬
অপবিদ্ধানি কৈকেয্যা তানি ভূমিং প্রপেদিরে। তয়া তান্যপবিদ্ধানি মাল্যান্যাভরণানি চ।। ৭
অশোভয়ন্ত বসুধাং নক্ষত্রাণি যতা নভঃ। ক্রোধাগারে চ পতিতা সা বভৌ মলিনাম্বরা।। ৮
একবেণীং দৃঢ়াং বদ্ধ্বা গতসত্ত্বেব কিন্নরী। আজ্ঞাপ্য তু মহারাজো রাঘবস্যাভিষেচনম্।। ৯
উপস্থানমনুজ্ঞাপ্য প্রবিবেশ নিবেশনম্। অদ্য রামাভিষেকো বৈ প্রসিদ্ধ ইতি জজ্ঞিবান্।। ১০
প্রিয়ার্হাং প্রিয়মাখ্যাতুং বিবেশান্তঃপুরং বশী। স কৈকেয্যা গৃহং শ্রেষ্ঠং প্রবিবেশ মহাযশাঃ।। ১১
পাণ্ডুরাভ্রমিবাকাশং রাহুযুক্তং নিশাকরঃ। শুক-বর্হিসমাযুক্তং ক্রৌঞ্চ-হংসরুতাযুতম্।। ১২
বাদিত্ররবসঙ্ঘুষ্টং কুব্জাবামনিকাযুতম্। লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোকশোভিতৈঃ।। ১৩
দান্ত-রাজত-সৌবর্ণবেদিকাভিঃ সমাযুতম্। নিত্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈর্বাপীভিরুপশোভিতম্।। ১৪
দান্ত-রাজত-সৌবর্ণৈঃ সংবৃতং পরমাসনৈঃ। বিবিধৈরন্নপানৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধৈরপি।। ১৫
উপপন্নং মহার্হৈশ্চ ভূষণৈস্ত্রিদিবোপমম্। স প্রবিশ্য মহারাজঃ স্বমন্তঃপুরমৃদ্ধিমৎ।। ১৬

অভিমানিনী, নিপুণা মনে মনে ঝালিয়ে নিলেন রাজাকে কি বলবেন। এবার আস্তে আস্তে মন্থরাকে বাক্যে বললেন।। ২ ।। মন্থরার বাক্যে মোহিত হয়ে মানিনী কৈকেয়ী দীনা সর্পিণীর মতো দীর্ঘ উষ্ণনিঃশ্বাস ত্যাগ করে সঙ্কল্প স্থির করে ফেললেন।। ৩ ।। নিজের সঙ্কীর্ণ সুখের কথা মুহূর্তের জন্য চিন্তা করলেন। তাঁর অভিলাষপূরণে সহমর্মী সেই মন্থরা তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা শুনলো।। ৪ ।। অভীষ্ট সিদ্ধি হয়েছে দেখে মন্থরা অত্যন্ত আনন্দিতা। দেখলো, দেবী কৈকেয়ী প্রতিজ্ঞা করে রোষের আশ্রয় নিয়েছেন।। ৫ ।। সেই নারী মুখে ভ্রূকুটি করে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। সুন্দর হার এবং অলঙ্কার সব ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কৈকেয়ীর সেই মালা এবং আভরণগুলি মাটিতে ছড়িয়ে পড়লো।। ৬-৭ ।। নক্ষত্ররাজি যেমন আকাশকে শোভিত করে, তেমনি পৃথিবীকে যেন এই ছড়িয়ে-পড়া মণিমুক্তা সুশোভিত করছে। ক্রোধাগারে ময়লা কাপড় পরে তিনি পড়ে রৈলেন।। ৮ ।। চুলগুলিকে একটি বেণীতে বেঁধে তিনি পড়ে রৈলেন মূর্ছিতা কিন্নরীর মতো। রাজা এদিকে রামের অভিষেকের নির্দেশ জারী করে দিয়েছেন।। ৯ ।। অভিষেকের সবকিছু উপস্থাপিত করার আজ্ঞা দিয়ে তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। জানাতে এলেন রামের অভিষেকের প্রিয়বার্তাটি।। ১০ ।। কৈকেয়ী এই প্রিয় সংবাদ শ্রবণের যোগ্যা। তাই, জিতেন্দ্রিয়, মহাযশস্বী রাজা প্রিয় সংবাদ বলার জন্য অন্তঃপুরে কৈকেয়ীর শ্রেষ্ঠগৃহে প্রবেশ করলেন।। ১১ ।। যেন শুভ্র মেঘাবৃত রাহুযুক্ত আকাশে যেন চন্দ্রের উদয় হলো। কৈকেয়ীর অন্তঃপুরে রয়েছে শুকপাখী আর ময়ূর। শোনা যায় ক্রৌঞ্চ এবং হংসের ধ্বনি *(বর্হি—ময়ূর। রুত—ধ্বনি)*।।১২ ।। নানা বাদ্যের ধ্বনিতে মুখরিত এই অন্তঃপুর। কুব্জা এবং বেঁটে সব দাসী যেখানে রয়েছে। রয়েছে সেখানে লতাকুঞ্জ। চিত্রশালা তথা আর্ট গ্যালারী। চাঁপা আর অশোকফুলের গাছ দিয়ে ঘেরা ঐ গৃহ *(বাদিত্র—বাদ্যযন্ত্র। সঙ্ঘুষ্ট—পূর্ণ, মুখরিত। চিত্রগৃহ—প্রাচীন ভারতে রাজবাড়ীতে চিত্রশালা থাকতো, এখন যাকে বলে আর্ট গ্যালারী)*।। ১৩ ।। উদ্যানে রয়েছে গজদন্তনির্মিত রজতশুভ্র এবং স্বর্ণবর্ণের বেদি।। ১৪ ।। বারো মাসই ফুল এবং ফল দেয় এমন সব গাছ সেখানে লাগানো হয়েছে। রয়েছে অনেক সরোবর। নানারকমের পানীয় এবং ভক্ষ্যদ্রব্যের ঢালাও ব্যবস্থা সেখানে *(দান্ত—গজদন্তের দ্বারা নির্মিত। রাজত—রূপোর। বাপী—জলাশয়)*।। ১৫ ।। মহামূল্য অলঙ্কারে শোভিত থাকায় ঐ বাটিকাকে স্বর্গের মতো দেখাতো। সমৃদ্ধ এই অন্তঃপুরে রাজা প্রবেশ করলেন।। ১৬ ।। অত্যন্ত কামপীড়িত, সঙ্গমার্থী রাজা উত্তম শয্যায় পত্নীকে দেখতে

ন দদর্শ স্ত্রিয়ং রাজা কৈকেয়ীং শয়নোত্তমে। স কামবলসংযুক্তো রত্যর্থী মনুজাধিপঃ।। ১৭
অপশ্যন্ দয়িতাং ভার্যাং পপ্রচ্ছ বিষসাদ চ। নহি তস্য পুরা দেবী তাং বেলামত্যবর্তত।। ১৮
ন চ রাজা গৃহং শূন্যং প্রবিবেশ কদাচন। ততো গৃহগতো রাজা কৈকেয়ীং পর্যপৃচ্ছত।। ১৯
যথা পুরমবিজ্ঞায় স্বার্থলিপ্সুমপণ্ডিতাম্। প্রতীহারী ত্বথোবাচ সন্ত্রস্তা তু কৃতাঞ্জলিঃ।। ২০
দেব দেবী ভৃশং ক্রুদ্ধা ক্রোধাগারমভিদ্রুতা। প্রতীহার্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজা পরমদুর্মনাঃ।। ২১
বিষসাদ পুনর্ভূয়ো লুলিত-ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ। তত্র তাং পতিতাং ভূমৌ শয়ানামতথোচিতাম্।। ২২
প্রতপ্ত ইব দুঃখেন সোঽপশ্যজ্জগতীপতিঃ। স বৃদ্ধস্তরুণীং ভার্যাং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।। ২৩
অপাপঃ পাপসঙ্কল্পাং দদর্শ ধরণীতলে। লতামিব বিনিষ্কৃত্তাং পতিতাং দেবতামিব।। ২৪
কিন্নরীমিব নির্ধূতাং চ্যুতামপ্সরসং যথা। মায়ামিব পরিভ্রষ্টাং হরিণীমিব সংযতাম্।। ২৫
করেণুমিব দিগ্ধেন বিদ্ধাং মৃগয়ুনা বনে। মহাগজ ইবারণ্যে স্নেহাৎ পরমদুঃখিতাম্।। ২৬
পরিমৃজ্য চ পাণিভ্যামভিসন্ত্রস্তচেতনঃ। কামী কমলপত্রাক্ষীমুবাচ বনিতামিদম্।। ২৭
ন তেঽহমভিজানামি ক্রোধমাত্মনি সংশ্রিতম্। দেবি কেনাভিযুক্তাসি কেন বাসি বিমানিতা।। ২৮
যদিদং মম দুঃখায় শেষে কল্যাণি পাংশুষু। ভূমৌ শেষে কিমর্থং ত্বং ময়ি কল্যাণচেতসি।। ২৯
ভূতোপহতচিত্তেব মম চিত্তপ্রমাথিনি। সন্তি মে কুশলা বৈদ্যাস্ত্বভিতুষ্টাশ্চ সর্বশঃ।। ৩০
সুখিতাং ত্বাং করিষ্যন্তি ব্যাধিমাচক্ষ ভামিনি। কস্য বাপি প্রিয়ং কার্যং কেন বা বিপ্রিয়ং কৃতম্।। ৩১

পেলেন না।। ১৭ ।। প্রিয় পত্নীকে দেখতে না পেয়ে রাজা বিষণ্ণ হয়ে তাঁর সন্ধান জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। আগে তো কখনো দেবী কৈকেয়ী তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে অন্যত্র চলে যান নি।। ১৮ ।। আগে রাজা কখনোই শূন্যগৃহে প্রবেশ করেন নি। তখন ঘরে গিয়ে রাজা কৈকেয়ী কোথায় জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।।১৯।। সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরায়ণা বিবেকহীনা কৈকেয়ী কোথায় আছেন জানতে না পেরে জিজ্ঞেস করায় দ্বারপালিকা অত্যন্ত ভীত হয়ে করজোড়ে বললো। *(পণ্ডা—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। পণ্ডা + ইতচ্ = পণ্ডিত = যাদের বুদ্ধি বেদজ্ঞানের জন্য প্রোজ্জ্বল। বেদজ্ঞান বিবেকদান করে, তাই। পণ্ডিত—বিবেকশীল। অপণ্ডিত—বিবেকহীন। বিবেক—সৎ অসৎ বিচারবোধ।)*।। ২০ ।। মহারাজ, রাণীমা ভীষণ রেগে দ্রুতগতিতে ক্রোধাগারে ঢুকে গেছেন। দ্বারপালিকার কথা শুনে রাজার মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেলো।। ২১ ।। বিষাদগ্রস্ত হওয়ায় তাঁর দেহ-মন দুঃখে আরো বিহ্বল হয়ে গেলো। যেভাবে সুখশয্যায় তাঁর থাকা স্বাভাবিক, তাঁকে সেভাবে না দেখে ভূতলে শায়িতা দেখলেন।। ২২ ।। এতে রাজা দুঃখে যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। বৃদ্ধ রাজা প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় পত্নীকে ঐ অবস্থায় দেখলেন।। ২৩ ।। নিষ্পাপ রাজা স্বর্গচ্যুতা দেবীর মতো, কেটে ফেলা লতার মতো ভূতলে বিলুণ্ঠিতা পাপবুদ্ধি রাণীকে দেখলেন।। ২৪ ।। তাঁকে দেখাচ্ছিলো স্ব-স্থান থেকে বিতাড়িতা কিন্নরী এবং স্বর্গ থেকে ভ্রষ্টা অপ্সরার মতো। কৈকেয়ী দেবলোক হতে ভ্রষ্টা মায়া এবং পাশবদ্ধা হরিণীর মতো ছটফট করছিলেন। *(নির্ধূত—অপসারিত)*।। ২৫ ।। ব্যাধের বিষাক্ত বাণের দ্বারা বিদ্ধ বনের হস্তিনীর মতো তাঁকে মনে হচ্ছিলো। ফলে, অরণ্যের পরম ব্যথিত গজরাজ বলে মনে হচ্ছিলো তাঁকে। *(দিগ্ধ—বিষাক্ত বাণ। মৃগয়ু—ব্যাধ। কারণু—হস্তিনী)*।। ২৬ ।। মনে মনে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে কামী সেই রাজা গায়ে হাত বুলিয়ে কমলনয়না পত্নীকে বললেন—।। ২৭ ।। দেবি, তোমার মধ্যে ক্রোধ কেন এলো তা আমি জানি না। কে তোমায় পরাভূত করেছে, কেই বা তোমাকে অপমানিত করেছে?।। ২৮ ।। তুমি যে ধূলোয় শুয়ে আছো, এতে আমার দুঃখ হচ্ছে। আমি তো সর্বদাই তোমার কল্যাণ-চিন্তায় নিরত। তবুও কেন তুমি ভূমিতে কেন শুয়ে? *(পাংশু—ধূলো)*।। ২৯ ।। ভূতে ধরলে মানুষ যেমন বিসদৃশ আচরণ করে, সেরকমই ধূলোয় পড়ে তুমি আমার মনকে ব্যাকুল করে তুলেছো। আমার বেতনে সন্তুষ্ট বহু সুচিকিৎসক আছেন।।৩০ ।। ওগো অভিমানিনী, রোগের কথা বলো, তাঁরা তোমায় সারিয়ে দেবেন। কার জন্য ভালো কাজ তুমি করতে চাও? কে তোমার অপ্রিয় ‥জ করেছে?।। ৩১ ।। কার ভালো তুমি করতে চাও? কে তোমার অত্যন্ত অপ্রিয়?

কঃ প্রিয়ং লভতামদ্য কো বা সুমহদপ্রিয়ম্। মা রৌৎসীর্মা চ কার্ষীস্ত্বং দেবি সংপরিশোষণম্।। ৩২
অবধ্যো বধ্যতাং কো বা বধ্যঃ কো বা বিমুচ্যতাম্। দরিদ্রঃ কো ভবেদাঢ্যো দ্রব্যবান্ বাপ্যকিঞ্চনঃ।। ৩৩
অহঞ্চ হি মদীয়াশ্চ সর্বে তব বশানুগাঃ। ন তে কঞ্চিদভিপ্রায়ং ব্যাহন্তুমহমুৎসহে।। ৩৪
আত্মনো জীবিতেনাপি ব্রূহি যন্মনসি স্থিতম্। বলমাত্মনি জানন্তী ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি।। ৩৫
করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে। যাবদাবর্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা।। ৩৬
দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ। বঙ্গাঙ্গ-মগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশি-কোসলাঃ।। ৩৭
তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধন-ধান্যমজাবিকম্। ততো বৃণীষ্ব কৈকেয়ি যদ্‌যত্ত্বং মনসেচ্ছসি।। ৩৮
কিমায়াসেন তে ভীরু উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শোভনে। তত্ত্বং মে ব্রূহি কৈকেয়ি যতস্তে ভয়মাগতম্।। ৩৯
তত্তে ব্যপনয়িষ্যামি নীহারমিব রশ্মিবান্। তথোক্তা সা সমাশ্বস্তা বক্তুকামা তদপ্রিয়ম্।
পরিপীড়য়িতুং ভূয়ো ভর্তারমুপচক্রমে।। ৪০

ইত্যার্যে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ।

কেঁদো না। দেবি, শরীরকে এভাবে শুকিয়ো না।। ৩২ ।। বলো, কোন অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করতে হবে? বা কোন বধ্যকে মুক্তি দিতে হবে। বলো কোন গরীবকে ধনী করতে হবে? কিংবা কোন ধনীকেই বা দরিদ্র করে দিতে হবে?।। ৩৩ ।। আমি এবং আমার সব লোকই তোমার অধীন। তোমার কোনো ইচ্ছাকে আমি বাধা দিতে চাই না।। ৩৪ ।। তোমার মনে যা আছে, বলো। আমি নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও তা করবো। তোমার বিষয়ে আমার বলপ্রয়োগের কথা তো তুমি জানোই। আমার প্রতি তোমার শঙ্কার কোনো কারণ নেই।। ৩৫ ।। আমার পুণ্যরাশির নাম নিয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি—তোমার যাতে প্রীতি হয়, তাইই আমি করবো। সূর্যচক্র যতোদূর আবর্তিত হয়, ততোদূর আমার রাজ্য।। ৩৬ ।। দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী, কোশল—এইসব সমৃদ্ধ দেশ আমারই। সেইসব দেশে বহু দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ধন, ধান্য, ছাগ, মেষ প্রভৃতি। তার থেকে তোমার মন যা চায় তাই তুমি চেয়ে নাও।। ৩৮ ।। ওহে ভীরু, তোমার এতো কষ্ট করার প্রয়োজন কি? সুন্দরি, ওঠো, ওঠো। যার কাছ থেকে তোমার ভয় এসেছে, তা আমায় বলো।। ৩৯ ।। সূর্য যেমন কুয়াশা ধ্বংস করে, আমিও তা ধ্বংস করে দেবো। রাজা এইসব বলার পর কৈকেয়ী সম্যগ্‌রূপে আশ্বস্তা হলেন। তখন তিনি অপ্রিয় কথাটি বলতে চেয়ে পতিকে আবার আরো কষ্ট দিতে উপক্রম করলেন।। ৪০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের দশম (১০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একাদশঃ সর্গঃ ।।

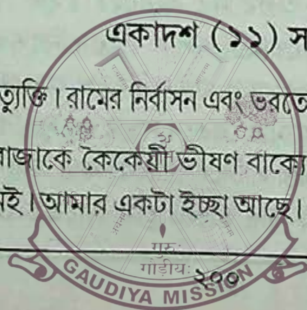
কৈকেয়ী-দশরথয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তি, কৈকয্যা রামনির্বাসন-ভরতাভিষেচনরূপ-বরদ্বয়প্রার্থনঞ্চ।

তং মন্মথশরৈর্বিদ্ধং কামবেগবশানুগম্। উবাচ পৃথিবীপালং কৈকেয়ী দারুণং বচঃ।। ১
নাস্মি বিপ্রকৃতা দেব কেনচিন্নাবমানিতা। অভিপ্রায়স্তু মে কশ্চিত্তমিচ্ছামি ত্বয়া কৃতম্।। ২

একাদশ (১১) সর্গ

কৈকেয়ী এবং দশরথের উক্তি-প্রত্যুক্তি। রামের নির্বাসন এবং ভরতের অভিষেক নিয়ে কৈকেয়ীর বর দু'টির প্রার্থনা।

কন্দর্প-বাণ-বিদ্ধ কামার্ত সেই রাজাকে কৈকেয়ী ভীষণ বাক্যে বললেন—।। ১ ।। মহারাজ, আমি কারো দ্বারা পরাজিতা বা অপমানিতা নই। আমার একটা ইচ্ছা আছে। সেটি আপনি পূরণ করুন, আমি চাই।।২।।



প্রতিজ্ঞাং প্রতিজানীষ্ব যদি ত্বং কর্তুমিচ্ছসি। অথ তে ব্যাহরিষ্যামি যথাভিপ্রার্থিতং ময়া।। ৩
তামুবাচ মহারাজঃ কৈকয়ীমীযদুৎস্ময়ঃ। কামী হস্তেন সংগৃহ্য মূর্ধজেষু ভুবি স্থিতাম্।। ৪
অবলিপ্তে ন জানাসি ত্বত্তঃ প্রিয়তরো মম। মনুজো মনুজব্যাঘ্রাদ্ রামাদন্যো ন বিদ্যতে।। ৫
তেনাজয্যেন মুখ্যেন রাঘবেণ মহাত্মনা। শপে তে জীবনার্হেণ ব্রূহি যন্মনসেপ্সিতম্।। ৬
যং মুহূর্তমপশ্যংস্তু ন জীবেয়মহং ধ্রুবম্। তেন রামেণ কৈকেয়ি শপে তে বচনক্রিয়াম্।। ৭
আত্মনা চাত্মজৈশ্চান্যৈর্বৃণে যং মনুজর্ষভম্। তেন রামেণ কৈকেয়ি শপে তে বচনক্রিয়াম্।। ৮
ভদ্রে হৃদয়মপ্যেতদনুমৃশ্যোদ্ধরস্ব মে। এতৎ সমীক্ষ্য কৈকেয়ি ব্রূহি যৎ সাধু মন্যসে।। ৯
বলমাত্মনি পশ্যন্তী ন বিশঙ্কিতুমর্হসি। করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে।। ১০
সা তদর্থমনা দেবী তমভিপ্রায়মাগতম্। নির্মাধ্যস্থ্যাচ্চ হর্ষাচ্চ বভাষে দুর্বচং বচঃ।। ১১
তেন বাক্যেন সংহৃষ্টা তমভিপ্রায়মাত্মনঃ। ব্যাজহার মহাঘোরমভ্যাগতমিবান্তকম্।। ১২
যথাক্রমেণ শপসে বরং মম দদাসি চ। তচ্ছৃণ্বন্তু ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ।। ১৩
চন্দ্রাদিত্যৌ নভশ্চৈব গ্রহা রাত্র্যহনী দিশঃ। জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্বা সরাক্ষসা।। ১৪
নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ। যানি চান্যানি ভূতানি জানীয়ুর্ভাষিতং তব।। ১৫
সত্যসন্ধো মহাতেজা ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ। বরং মম দদাত্যেষ সর্বে শৃণ্বন্তু দৈবতাঃ।। ১৬
ইতি দেবী মহেষ্বাসং পরিগৃহ্যাভিশস্য চ। ততঃ পরমুবাচেদং বরদং কামমোহিতম্।। ১৭
স্মর রাজন্ পুরা বৃত্তং তস্মিন্ দেবাসুরে রণে। তত্র ত্বাং চ্যাবযচ্ছত্রুস্তব জীবিতমন্তরা।। ১৮

তা যদি আপনি করতে চান তাহলে আগে প্রতিজ্ঞা করুন। যা বলবো তা করবেন তবেই কিন্তু আমার যা প্রার্থনা তা আপনাকে জানাবো।। ৩ ।। কামী মহারাজ মাটি থেকে তার চুলের গোছা হাত দিয়ে তুলে ধরে ঈষৎ হেসে তাঁকে বললেন—।। ৪ ।। ওহে গর্বিতে, তুমি কি জানো না যে নরশ্রেষ্ঠ রাম ছাড়া তোমা হতে অধিক প্রিয় আমার কেউই নেই।। ৫ ।। তাই, আমি আমার প্রাণপ্রিয়, অজেয়, মহাপ্রাণ রামের নামে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তোমার কথা আমি রাখবো। তোমার মনে যে ইচ্ছা রয়েছে, বলো।।৬ ।। যাকে না দেখে মুহূর্তমাত্রও আমি বাঁচবো না এটা নিশ্চিত, সেই রামের নামেই আমি শপথ করছি যে, তোমার কথা অনুসারে আমি কাজ করবো।।৭ ।। যে রামকে আমি আমার নিজের এবং অন্য পুত্রগণের পরিবর্তে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে জানি, সেই রামের নামেই প্রতিজ্ঞা করছি যে, তোমার কথা অনুসারেই আমি কাজ করবো।। ৮ ।। কল্যাণি, আমার অন্তরকেও বিচার করে আমায় এই দুঃখ হতে তুমি উদ্ধার করো। কৈকেয়ি, এই সবই ভালো করে বিবেচনা করে যা ভালো মনে করো তাই আমায় বলো।। ৯ ।। আমাতে তোমার আস্থা আছে দেখেই অন্য কোনো আশঙ্কা করো না। আমার পুণ্যকর্মরাশির নামে শপথ করে বলছি, তোমার যাতে প্রীতি হয়, তাইই আমি করবো।।১০ ।। স্বীয় স্বার্থসাধনে তদ্গতচিত্তা রাণী কৈকেয়ী তাঁর অভিপ্রায়পূরণে রাজা সম্মত দেখে নিজের পুত্রের প্রতি পক্ষপাতবশতঃ এবং আনন্দে দুর্বাক্য বললেন।। ১১ ।। দশরথের ঐ শপথবাক্যে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে কৈকেয়ী নিজের অভিপ্রায় জানালেন। সেটা ছিলো সমাগত যমের মতো মহা ভয়ঙ্কর *(অন্তক—যম)*।। ১২ ।। মহারাজ, যেভাবে আপনি শপথ করলেন এবং আমায় বর দিচ্ছেন, তা ইন্দ্রপ্রমুখ তেত্রিশ মুখ্য দেবতা শ্রবণ করুন।।১৩ ।। চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, গ্রহমণ্ডলী, রাত্রি, দিন, দশদিক, গতিশীল সবাই, এই পৃথিবী, গন্ধর্ব, রাক্ষস—সবাই তা শুনুন *(রাত্রি + অহনী = রাত্র্যহনী—রাত্রি এবং দিনসমূহ। জগৎ—গমনশীল)*।। ১৪ ।। নিশাচর প্রাণিমণ্ডলী, গৃহে গৃহে গৃহদেবতা, প্রাণীরা সবাই আপনার কথা জেনে রাখুন।। ১৫ ।। সত্যনিষ্ঠ, মহাতেজস্বী, ধর্মজ্ঞ, সত্যবাদী, পবিত্র এই রাজা আমায় বর দিচ্ছেন। দেবতারা সকলে শুনুন।। ১৬ ।। মহাধনুর্ধর, কামমুগ্ধ, বরদানকারী রাজাকে কৈকেয়ী এইভাবে বশীভূত করে প্রশংসা করে বললেন—।।১৭ ।। মহারাজ, পূর্বকালে যে ঘটেছিলো, সেই দেবাসুর যুদ্ধের কথা স্মরণ করুণ। সেখানে শত্রু আপনাকে এমনভাবে আহত করেছিলো যে, শুধু প্রাণেই আপনি বেঁচেছিলেন।।১৮ ।। সেখানে

তত্র চাপি ময়া দেব যত্নং সমভিরক্ষিতঃ। জাগ্রত্যা যতমানায়াস্ততো মে প্রদদৌ বরৌ।। ১৯
তৌ দত্তৌ চ বরৌ দেব নিক্ষেপৌ মৃগয়াম্যহম্। তবৈব পৃথিবীপাল সকাশে রঘুনন্দন।। ২০
তৎপ্রতিশ্রুত্য ধর্মেণ ন চেদ্দাস্যসি মে বরম্। অদ্যৈব হি প্রহাস্যামি জীবিতং ত্বদ্ বিমানিতা।। ২১
বাঙ্‌মাত্রেণ তদা রাজা কৈকয্যা স্ববশে কৃতঃ। প্রচস্কন্দ বিনাশায় পাশং মৃগ ইবাত্মনঃ।। ২২
ততঃ পরমুবাচেদং বরদং কামমোহিতম্। বরৌ মে যৌ ত্বয়া দেব তদা দত্তৌ মহীপতে।। ২৩
তৌ তাবদহমদ্যৈব বক্ষ্যামি শৃণু মে বচঃ। অভিষেকসমারম্ভো রাঘবস্যোপকল্পিতঃ।। ২৪
অনেনৈবাভিষেকেণ ভরতো মেঽভিষিচ্যতাম্। যো দ্বিতীয়ো বরো দেব দত্তঃ প্রীতেন মে ত্বয়া।। ২৫
তদা দেবাসুরে যুদ্ধে তস্য কালোঽয়মাগতঃ। নব পঞ্চ চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।। ২৬
চীরাজিনধরো ধীরো রামো ভবতু তাপসঃ। ভরতো ভজতামদ্য যৌবরাজ্যমকণ্টকম্।। ২৭
এষ মে পরমঃ কামো দত্তমেব বরং বৃণে। অদ্য চৈব হি পশ্যেয়ং প্রয়ান্তং রাঘবং বনে।। ২৮
স রাজরাজো ভব সত্যসঙ্গরঃ কুলঞ্চ শীলঞ্চ হি জন্ম রক্ষ চ।
পরত্র বাসে হি বদন্ত্যনুত্তমং তপোধনাঃ সত্যবচো হিতং নৃণাম্।। ২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ।

আমি রাত্র জেগে সেবা করে আপনাকে সম্যগ্‌ভাবে রক্ষা করেছিলাম। তাই, আপনি আমায় দু'টি বর দিয়েছিলেন।। ১৯ ।। হে রঘুকুলনন্দন মহারাজ, আপনার প্রতিশ্রুত সেই বর দু'টি আমি এখন আপনার কাছে চেয়ে নিচ্ছি।। ২০ ।। ধর্মের নামে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই বর যদি আপনি এখন আমায় না দেন, তাহলে আপনার দ্বারা অপমানিতা বোধ করে আজই আমি প্রাণত্যাগ করবো।। ২১ ।। হরিণ যেমন শব্দ শুনে ভুলে গিয়ে নিজের ধ্বংসের জন্যই জালের ফাঁদে গিয়ে পড়ে, তেমনি রাজাও কৈকেয়ীর বাক্যের জালে বশীভূত হয়ে গেলেন।। ২২ ।। তারপর, কামমুগ্ধ ও বরদানে-উন্মুখ রাজাকে কৈকেয়ী বললেন, রাজন্, আপনি যে বর দু'টি বর আমায় দিতে চেয়েছিলেন, সে দু'টি আজই দেবার জন্য আমি বলছি। আমার কথা শুনুন। রামের অভিষেকের জন্য দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করা হয়েছে।। ২৩-২৪ ।। অভিষেকের ঐসব দ্রব্য দিয়েই আমার ভরতকে অভিষিক্ত করুন। আর প্রীত হয়ে আপনি আমায় যে দ্বিতীয় বরটি দিতে চেয়েছিলেন, তার কথাও বলছি।। ২৫ ।। তখন দেবাসুর যুদ্ধে যে দ্বিতীয় বর দিতে চেয়েছিলেন, তা নেবার সময় আমার এখন এসেছে। বল্কল এবং মৃগচর্মধারণ করে ধৈর্যধারী রাম চৌদ্দ বৎসর দণ্ডকারণ্যে গিয়ে তপস্বী হয়ে থাকুক। ভরত নিষ্কণ্টক হয়ে যৌবরাজ্য লাভ করুক।। ২৬-২৭ ।। এই হলো আমার একান্ত ইচ্ছা। আপনার পূর্বপ্রতিশ্রুত বর এখন আমি এইভাবে প্রার্থনা করছি। আজই আমি দেখতে চাই রাম বনে চলে গেছে।। ২৮ ।। হে মহারাজ, আপনি সত্যরক্ষা করুন। আপনার কুল এবং চরিত্রের মর্যাদা ও জন্মের সার্থকতা রক্ষা করুন। তপস্যাই যাঁদের ধন, সেই মনস্বীরা বলেন যে, মানুষের সত্যবাক্য পরলোকে বাসের সময় উত্তম কল্যাণ দান করে থাকে।। ২৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের একাদশ (১১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাদশঃ সর্গঃ ।।

কৈকয়ীবাক্যশ্রবণকারিণো দশরথস্য বিলাপোক্তিঃ।

ততঃ শ্রুত্বা মহারাজঃ কৈকেয্যা দারুণং বচঃ। চিন্তামভিসমাপেদে মুহূর্তং প্রতভাপ চ।। ১

দ্বাদশ (১২) সর্গ

কৈকেয়ীর কথা শুনে দশরথের বিলাপ

মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর এই মর্মান্তিক বাক্য শুনে মুহূর্তের জন্য অচেতন হয়ে পড়লেন।। ১ ।। তাঁর চিন্তা

কিন্নু মেইয়ং দিবাস্বপ্নশ্চিত্তমোহোঽপি বা মম। অনুভূতোপসর্গো বা মনসো বাপ্যুপদ্রবঃ।। ২
ইতি সঞ্চিন্ত্য তদ্ রাজা নাধ্যগচ্ছত্তদা সুখম্। প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং কৈকেয়ীবাক্যতাপিতঃ।। ৩
ব্যথিতো বিক্লবশ্চৈব ব্যাঘ্রীং দৃষ্ট্বা যথা মৃগঃ। অসংবৃতায়ামাসীনো জগত্যাং দীর্ঘমুচ্ছ্বসন্।। ৪
মণ্ডলে পন্নগো রুদ্ধো মন্ত্রৈরিব মহাবিষঃ। অহো ধিগিতি সামর্ষো বাচমুক্ত্বা নরাধিপঃ।। ৫
মোহমাপেদিবান্ ভূয়ঃ শোকোপহতচেতনঃ। চিরেণ তু নৃপঃ সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য সুদুঃখিতঃ।। ৬
কৈকেয়ীমব্রবীৎ ক্রুদ্ধো নির্দহন্নিব তেজসা। নৃশংসে দুষ্টচারিত্রে কুলস্যাস্য বিনাশিনি।। ৭
কিং কৃতং তব রামেণ পাপে পাপং ময়াপি বা। সদা তে জননীতুল্যাং বৃত্তিং বহতি রাঘবঃ।। ৮
তস্যৈবং ত্বমনর্থায় কিং নিমিত্তমিহোদ্যতা। ত্বং ময়াত্মবিনাশায় ভবনং স্বং নিবেশিতা।। ৯
অবিজ্ঞানান্নৃপসুতা ব্যালা তীক্ষ্ণবিষা যথা। জীবলোকো যদা সর্বো রামস্যাহ গুণস্তবম্।। ১০
অপরাধং কমুদ্দিশ্য ত্যক্ষ্যামীষ্টমহং সুতম্। কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ ত্যজেয়মপি বা শ্রিয়ম্।। ১১
জীবিতং চাত্মনো রামং ন ত্বেব পিতৃবৎসলম্। পরা ভবতি মে প্রীতির্দৃষ্ট্বা তনয়মগ্রজম্।। ১২
অপশ্যতস্তু মে রামং নষ্টং ভবতি চেতনম্। তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্যং শস্যং বা সলিলং বিনা।। ১৩
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেত্তু মম জীবিতম্। তদলং ত্যজ্যতামেষ নিশ্চয়ঃ পাপনিশ্চয়ে।। ১৪
অপি তে চরণৌ মূর্ধ্না স্পৃশাম্যেষ প্রসীদ মে। কিমর্থং চিন্তিতং পাপে ত্বয়া পরমদারুণম্।। ১৫
অথ জিজ্ঞাসসে মাং ত্বং ভরতস্য প্রিয়াপ্রিয়ে। অস্তু যত্তত্ত্বয়া পূর্বং ব্যাহৃতং রাঘবং প্রতি।। ১৬
স মে জ্যেষ্ঠসুতঃ শ্রীমান্ ধর্মজ্যেষ্ঠ ইতীব মে। তত্ত্বয়া প্রিয়বাদিন্যা সেবার্থং কথিতং ভবেৎ।। ১৭

এলো—একি আমার দিবাস্বপ্ন, নাকি চিত্ত-বিভ্রম! ভূতাদির দ্বারা সৃষ্ট কোনো উপসর্গ কিংবা আমার মনের কোনো বিকার!।। ২ ।। এই সব চিন্তা করেও তিনি স্বস্তিলাভ করলেন না। পরন্তু আবার মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে এলে কৈকেয়ীর বাক্যে পুনরায় নিদারুণ পীড়িত হলেন।। ৩ ।। হরিণ যেমন বাঘিনীকে দেখে ব্যাকুল হয়, তেমনি কৈকেয়ীকে এইরকম দেখে তিনি অনাবৃত মাটিতেই বসে পড়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।। ৪ ।। মন্ত্রপূত মণ্ডলে আবদ্ধ বিষধর সর্পের মতো অসহায় হয়ে তিনি ফুঁসছেন। ক্রোধে রাজা বললেন, ধিক্, ধিক্।। ৫ ।। শোকের আঘাতে তিনি আবার মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে রাজা পুনরায় চেতনালাভ করে অধিক দুঃখিত হয়ে পড়লেন।। ৬ ।। ক্রুদ্ধ রাজা যেন তেজে দগ্ধ করে কৈকেয়ীকে বললেন, তুমি নৃশংস, দুষ্টচরিত্র। এই বংশকে ধ্বংস করতে এসেছো।। ৭ ।। ওহে, পাপশীলে, রাম তোমার কি ক্ষতি করেছে? সর্বদা সে তোমাকে মায়ের মতোই দেখে।। ৮ ।। তারই ক্ষতির জন্য তুমি কেন এখন উদ্যত হয়েছো? আমার আত্মধ্বংসের জন্যই কি তোমায় আমি নিজের রাণী করে নিয়ে এসেছিলাম?।। ৯ ।। না জেনে রাজকন্যাকে এনেছিলাম। এখন দেখছি, এ যে তীব্র বিষধারিণী সর্পিণী! সংসারে সবাই রামের গুণকীর্তন করে।। ১০ ।। কোন অপরাধে আমি প্রিয় পুত্রকে ত্যাগ করবো? দেখো, কৌশল্যা, সুমিত্রা এমন কি রাজলক্ষ্মীকেও আমি ত্যাগ করতে পারি।। ১১ ।। নিজের প্রাণকেও পর্যন্ত হেলায় আমি ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু পিতৃবৎসল রামকে তো ত্যাগ করতে পারবো না। আমার এই জ্যেষ্ঠপুত্রকে দেখে আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়।। ১২ ।। রামকে না দেখলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। সূর্য, শস্য কিংবা জল না থাকলেও জগৎ থাকতে পারে, কিন্তু রামকে ছেড়ে আমার দেহে প্রাণ কখনো থাকবে না। ওহে, পাপীয়সি, এই সঙ্কল্প তুমি ত্যাগ করো (*লোক—ভুবন, জন। জীবিত—প্রাণ*)।। ১৩-১৪ ।। তোমার পায়ে মাথা নুইয়ে বলছি, তুমি প্রসন্ন হও। ওহে পাপিষ্ঠে, কেন তুমি এমন মর্মান্তিক কাজের কথা চিন্তা করেছো?।। ১৫ ।। তুমি যদি জানতে চাও ভরতের প্রতি আমার স্নেহ আছে নাকি বিদ্বেষ, তাহলে তুমি পূর্বে ভরতের প্রতি যা বলেছো, তাই হোক।। ১৬।। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রাম ধর্মে জ্যেষ্ঠ। 'সে শ্রীমান আমার অতি প্রিয়'—এই প্রিয় কথা তুমি কি কেবল বাইরে আমাকে সন্তুষ্ট করতে বলতে!।। ১৭ ।। অথচ এখন তার অভিষেকের সংবাদ শুনে শোকসন্তপ্ত

তচ্ছ্রুত্বা শোকসন্তপ্তা সন্তাপয়সি মাং ভৃশম্। আবিষ্টাসি গৃহে শূন্যে সা ত্বং পরবশং গতা।। ১৮
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে দেবি সংপ্রাপ্তঃ সুমহানয়ম্। অনয়ো নয়সম্পন্নে যত্র তে বিকৃতা মতিঃ।। ১৯
নহি কিঞ্চিদযুক্তং বা বিপ্রিয়ং বা পুরা মম। অকরোস্ত্বং বিশালাক্ষি তেন ন শ্রদ্দধামি তে।। ২০
ননু তে রাঘবস্তুল্যো ভরতেন মহাত্মনা। বহুশো হি স্ম বালে ত্বং কথাঃ কথয়সে মম।। ২১
তস্য ধর্মাত্মনো দেবি বনে বাসং যশস্বিনঃ। কথং রোচয়সে ভীরু নব বর্ষাণি পঞ্চ চ।। ২২
অত্যন্তসুকুমারস্য তস্য ধর্মে কৃতাত্মনঃ। কথং রোচয়সে বাসমরণ্যে ভৃশদারুণে।। ২৩
রোচয়স্যভিরামস্য রামস্য শুভলোচনে। তব শুশ্রূষমাণস্য কিমর্থং বিপ্রবাসনম্।। ২৪
রামো হি ভরতাদ্ভূয়স্তব শুশ্রূষতে সদা। বিশেষং ত্বয়ি তস্মাত্তু ভরতস্য লক্ষয়ে।। ২৫
শুশ্রূষাং গৌরবং চৈব প্রমাণং বচনক্রিয়াম্। কস্তু ভূয়স্তরং কুর্যাদন্যত্র পুরুষর্ষভাৎ।। ২৬
বহূনাং স্ত্রীসহস্রাণাং বহূনাং চোপজীবিনাম্। পরিবাদোঽপবাদো বা রাঘবে নোপপদ্যতে।। ২৭
সান্ত্বয়ন্ সর্বভূতানি রামঃ শুদ্ধেন চেতসা। গৃহ্ণাতি মনুজব্যাঘ্রঃ প্রিয়ৈর্বিষয়বাসিনঃ।। ২৮
সত্ত্বেন লোকান্ জয়তি দ্বিজান্ দানেন রাঘবঃ। গুরূঞ্ছুশ্রূষয়া বীরো ধনুষা যুধি শাত্রবান্।। ২৯
সত্যং দানং তপস্ত্যাগো মিত্রতা শৌচমার্জবম্। বিদ্যা চ গুরুশুশ্রূষা ধ্রুবাণ্যেতানি রাঘবে।। ৩০
তস্মিন্নার্জবসম্পন্নে দেবি দেবোপমে কথম্। পাপমাশংসসে রামে মহর্ষিসমতেজসি।। ৩১
ন স্মরাম্যপ্রিয়ং বাক্যং লোকস্য প্রিয়বাদিনঃ। স কথং ত্বৎকৃতে রামং বক্ষ্যামি প্রিয়মপ্রিয়ম্।। ৩২
ক্ষমা যস্মিংস্তপস্ত্যাগঃ সত্যং ধর্মঃ কৃতজ্ঞতা। অপ্যহিংসা চ ভূতানাং তমৃতে কা গতির্মম।। ৩৩

হয়ে তুমি আমাকেও সন্তপ্ত করছো। বোধ হয় শূন্যগৃহে থাকায় তোমায় ভূতে ধরেছে। তোমার নিজের মধ্যেই তুমি আর নেই। অপরের অধীন হয়ে গেছো।। ১৮ ।। ইক্ষ্বাকুবংশে বিরাট অন্যায় এসে গেলো। তাই, নীতিজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তোমার বুদ্ধি আজ বিকৃত হলো।। ১৯ ।। আগে তুমি অন্যায় বা আমার অপ্রিয় কিছুই তো করোনি! ওগো বিশালনয়নে, তোমায় তাই আমি শ্রদ্ধা করতাম।। ২০ ।। ওহে বালিকে, তুমি তো আমায় বহুবার বলেছো যে, তোমার কাছে মহাপ্রাণ ভরতেরই সমান হলো রাম।। ২১ ।। সেই ধর্মপ্রাণ, যশস্বী রামের চৌদ্দবৎসর বনে বনে বাস কি করে তোমার অভিপ্রেত হচ্ছে?।। ২২ ।। ধর্মাচরণে নিরত, অত্যন্ত কোমলদেহ রামের অতীব ভীষণ অরণ্যে বাস তোমার কি করে ভালো লাগছে?।। ২৩ ।। হে শুভনয়নে, যে রাম তোমার শুশ্রূষা করে, সেই প্রিয় রামের নির্বাসন তুমি কিভাবে প্রিয় মনে করছো?।। ২৪ ।। রাম তোমায় ভরতের চেয়েও বেশী সেবা করে। তোমার প্রতি ভক্তিতে রামের চেয়ে ভরতের অধিক কিছু বৈশিষ্ট্য আমি দেখছি না।। ২৫ ।। পুরুষোত্তম রাম ছাড়া আর কে তোমার শুশ্রূষা, সম্মানদান, নির্দেশ এবং বাক্যপালন বেশী করে থাকে?।। ২৬ ।। বহু হাজার স্ত্রী, বহুহাজার ভৃত্য যারা আমাদের গৃহে আছে, তাঁদের কেউই রামকে নিন্দা করে না। রামের দোষও দেখে না।। ২৭ ।। মানবশ্রেষ্ঠ রাম শুদ্ধচিত্তে সকল প্রাণীকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রিয়কর্ম সাধন করে দেশবাসী সকলকেই বশীভূত করে রেখেছে।। ২৮ ।। সে সত্ত্বগুণের দ্বারা জনগণকে জয় করে। ব্রাহ্মণদের জয় করে দানের দ্বারা। সেবার দ্বারা গুরুজনদের জয় করে। বীর সে। ধনুর দ্বারা যুদ্ধে শত্রুজয় করে।। ২৯ ।। সত্য, দান, তপস্যা, ত্যাগ, মৈত্রী, শুচিতা, সরলতা, বিদ্যা এবং গুরুসেবা—নিশ্চিতভাবে এইসব রামের ভেতর রয়েছে।। ৩০ ।। রামচন্দ্র সারল্যসম্পন্ন। দেবতুল্য। মহর্ষিদের মতো তেজস্বী। তার প্রতি, দেবি, কেন তুমি পাপাচরণ করতে চলেছো?।। ৩১ ।। রাম জনগণের প্রতি প্রিয়ভাষী। সে কখনো অপ্রিয় বাক্য বলেছে স্মরণও করতে পারছি না। আমি তোমার জন্য প্রিয় রামকে কি করে অপ্রিয় বাক্য বলি?।।৩২।। ক্ষমা, তপস্যা, ত্যাগ, সত্য, ধর্ম, কৃতজ্ঞতা, এমন কি সকল প্রাণীর প্রতি অহিংসাও যার মধ্যে রয়েছে, সেই রামকে ছাড়া আমার কি গতি হবে?।। ৩৩ ।। কৈকেয়ি, এখন আমি বৃদ্ধ হয়েছি। মৃত্যুকাল এগিয়ে এসেছে।

মম বৃদ্ধস্য কৈকেয়ি গতান্তস্য তপস্বিনঃ। দীনং লালপ্যমানস্য কারুণ্যং কর্তুমর্হসি।। ৩৪
পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং যৎকিঞ্চিদধিগম্যতে। তৎ সর্বং তব দাস্যামি মা চ ত্বং মৃত্যুমাবিশ ।। ৩৫
অঞ্জলিং কুর্মি কৈকেয়ি পাদৌ চাপি স্পৃশামি তে। শরণং ভব রামস্য মাধর্মো মামিহ স্পৃশেৎ।। ৩৬
ইতি দুঃখাভিসন্তপ্তং বিলপন্তমচেতনম্। ঘূর্ণমানং মহারাজং শোকেন সমভিপ্লুতম্।। ৩৭
পারং শোকার্ণবস্যাশু প্রার্থয়ন্তং পুনঃ পুনঃ। প্রত্যুবাচাথ কৈকেয়ি রৌদ্রা রৌদ্রতরং বচঃ।। ৩৮
যদি দত্ত্বা বরৌ রাজন্ পুনঃ প্রত্যনুতপ্যসে। ধার্মিকত্বং কথং বীর পৃথিব্যাং কথয়িষ্যসি। ৩৯
যদা সমেতা বহবস্ত্বয়া রাজর্ষয়ঃ সহ। কথয়িষ্যন্তি ধর্মজ্ঞ তত্র কিং প্রতিবক্ষ্যসি।। ৪০
যস্যাঃ প্রসাদে জীবামি যা চ মামভ্যপালয়ৎ। তস্যাঃ কৃতা ময়া মিথ্যা কৈকয্যা ইতি বক্ষ্যসি।। ৪১
কিল্বিষং ত্বং নরেন্দ্রাণাং করিষ্যসি নরাধিপ। যো দত্ত্বা বরমদ্যৈব পুনরন্যানি ভাষসে।। ৪২
শৈব্যঃ শ্যেন-কপোতীয়ে স্বমাংসং পক্ষিণে দদৌ। অলর্কশ্চক্ষুষী দত্ত্বা জগাম গতিমুত্তমাম্।। ৪৩
সাগরঃ সময়ং কৃত্বা ন বেলামতিবর্ততে। সময়ং মানৃতং কার্ষীঃ পূর্ববৃত্তমনুস্মরন্।। ৪৪
স ত্বং ধর্মং পরিত্যজ্য রামং রাজ্যেঽভিষিচ্য চ। সহ কৌসল্যয়া নিত্যং রন্তুমিচ্ছসি দুর্মতে।। ৪৫
ভবত্বধর্মো ধর্মো বা সত্যং বা যদি বানৃতম্। যত্ত্বয়া সংশ্রুতং মহ্যং তস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ।। ৪৬
অহং হি বিষমদ্যৈব পীত্বা বহু তবাগ্রতঃ। পশ্যতস্তে মরিষ্যামি রামো যদ্যভিষিচ্যতে।। ৪৭
একাহমপি পশ্যেয়ং যদ্যহং রামমাতরম্। অঞ্জলিং প্রতিগৃহ্ণন্তীং শ্রেয়ো ননু মৃতির্মম্।। ৪৮

শোচনীয় অবস্থায় আছি। দৈন্যের সঙ্গে তোমার কাছে বিলাপ করছি। তাতেও তুমি আমায় করুণা করতে পারছো না? *(তপস্বী—বেচারা, শোচনীয় অবস্থায় গতি, তপশ্চরণকারী)*।।৩৪ ।। সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ধরিত্রীতে যা কিছু পাওয়া যায়, সে সবই আমি তোমায় দেবো। তুমি এই দুর্বুদ্ধির দ্বারা আমার মৃত্যুকে ডেকে এনো না।। ৩৫ ।। কৈকেয়ি, তোমার কাছে হাতজোড় করছি, তোমার পা-দু'টি ধরে বলছি, রামকে তুমি আশ্রয় দাও। অধর্ম যেন আমায় এখানে স্পর্শ না করে!।।৩৬ ।। এইভাবে দুঃখে সন্তপ্ত হয়ে বিলাপ করতে করতে রাজা মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে মূর্ছিত হচ্ছেন। শোকে ডুবে যাচ্ছেন।।৩৭ ।। শোকের সাগর সত্বর পার হবার জন্য বার বার প্রার্থনা করছেন। নিষ্ঠুরা কৈকেয়ী অধিক নিষ্ঠুর বচনে তাঁকে বললেন—।। ৩৮ ।। রাজন্, বর দু'টি প্রথমে দিয়ে পরে যদি আবার তার জন্য অনুতাপ করেন, তাহলে হে বীর, পৃথিবীতে আপনার ধার্মিকত্বের কথা কিভাবে বলবেন?।। ৩৯ ।। যখন রাজর্ষিরা আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রকৃত কথা জানতে চাইবেন, হে ধর্মজ্ঞ, তখন কি উত্তর আপনি তাঁদের দেবেন? বলবেন কি—"যার প্রসাদে আমি বেঁচে আছি, যে আমায় রক্ষা করেছিলো, সেই কৈকেয়ীর কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করি নি!"।। ৪১ ।। হে নরনাথ, আপনি আপনার পূর্বপুরুষ রাজগণকেও কলঙ্কিত করছেন। আপনিই বর দিয়েছিলেন। আজ আবার অন্য কথা বলছেন।। ৪২ ।। শ্যেন আর কপোতের বিরোধে রাজ শৈব্য শ্যেনপাখীকে নিজের মাংসই দিয়ে দিয়েছিলেন। রাজা অলর্ক প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য নিজের চোখ দু'টি অন্ধ ব্রাহ্মণকে দিয়ে উত্তমগতি লাভ করেছিলেন।। ৪৩ ।। দেবতাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করায় সাগর কখনো বেলাভূমিকে অতিক্রম করে না। পূর্বের ঘটনাবলী স্মরণ করে প্রতিজ্ঞাকে মিথ্যা হতে দেবেন *(সময়—কাল, প্রতিজ্ঞা। অনৃত—যা ঋত নয় অর্থাৎ মিথ্যা)*।। ৪৪ ।। সেই আপনি এখন ধর্মকে ত্যাগ করে, রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে কৌশল্যার সঙ্গে নিত্য রমণ করতে ইচ্ছা করছেন। আপনার এ হেন দুর্মতি হয়েছে।। ৪৫ ।। রামের নির্বাসন এবং ভরতের অভিষেক ধর্মই হোক আর অধর্মই হোক; সত্য হোক মিথ্যাই বা হোক, আপনি যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তার তো ব্যতিক্রম হতে পারে না।। ৪৬ ।। রাম যদি অভিষিক্ত হয়, তাহলে আজই আমি আপনার চোখের সামনে বিষপান করে আত্মহত্যা করবো।। ৪৭ ।। যদি রামের মাতা কৌশল্যাকে রাজমাতারূপে অঞ্জলিবদ্ধ প্রণাম একদিনের জন্যও গ্রহণ করতে দেখি, তাহলে আমার মরণই ভালো।। ৪৮ ।। মহারাজ, আমি প্রাণতুল্য ভরতের নামে শপথ

ভরতেনাত্মনা চাহং শপে তে মনুজাধিপ। যথা নান্যেন তুষ্যেয়মৃতে রামবিবাসনাৎ।। ৪৯
এতাবদুক্ত্বা বচনং কৈকেয়ী বিররাম হ। বিলপন্তঞ্চ রাজানং ন প্রতি ব্যাজহার সা ।। ৫০
শ্রুত্বা তু রাজা কৈকয্যা বাক্যং পরমশোভনম্। রামস্য চ বনে বাসমৈশ্বর্যং ভরতস্য চ।। ৫১
নাভ্যভাষত কৈকেয়ীং মুহূর্তং ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ। প্রৈক্ষতানিমিষো দেবীং প্রিয়ামপ্রিয়বাদিনীম্।। ৫২
তাং হি বজ্রসমাং বাচমাকর্ণ হৃদয়াপ্রিয়াম্। দুঃখশোকময়ীং শ্রুত্বা রাজা ন সুখিতোঽভবৎ।। ৫৩
স দেব্যা ব্যবসায়ঞ্চ ঘোরঞ্চ শপথং কৃতম্। ধ্যাত্বা রামেতি নিঃশ্বস্য ছিন্নস্তরুরিবাপতৎ।। ৫৪
নষ্টচিত্তো যথোন্মত্তো বিপরীতো যথাতুরঃ। হৃততেজা যথা সর্পো বভূব জগতীপতিঃ।। ৫৫
দানয়াতুরয়া বাচা ইতি হোবাচ কৈকেয়ীম্। অনর্থমিমমর্থাভং কেন ত্বমুপদেশিতা।। ৫৬
ভূতোপহতচিত্তেব ব্রুবন্তী মাং ন লজ্জসে। শীল-ব্যসনমেতত্তে নাভিজানাম্যহং পুরা।। ৫৭
বালায়াস্তত্ত্বিদানীং তে লক্ষয়ে বিপরীতবৎ। কুতো বা তে ভয়ং জাতং যা ত্বমেবংবিধং বরম্।। ৫৮
রাষ্ট্রে ভরতমাসীনং বৃণীষে রাঘবং বনে। বিরমৈতেন ভাবেন ত্বমেতেনানৃতেন চ।। ৫৯
যদি ভর্তুঃ প্রিয়ং কার্যং লোকস্য ভরতস্য চ। নৃশংসে পাপসঙ্কল্পে ক্ষুদ্রে দুষ্কৃতকারিণি।। ৬০
কিন্নু দুঃখমলীকং বা ময়ি রামে চ পশ্যসি। ন কথঞ্চিদৃতে রামাদ্ভরতো রাজ্যমাবসেৎ।। ৬১
রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্। কথং বক্ষ্যসি রামস্য বনং গচ্ছেতি ভাষিতে।। ৬২
মুখবর্ণং বিবর্ণং তু যথৈবেন্দুমুপপ্লুতম্। তাং তু মে সুকৃতাং বুদ্ধিং সুহৃদ্ভিঃ সহ নিশ্চিতাম্।। ৬৩
কথং দ্রক্ষ্যাম্যপাবৃত্তাং পরৈরিব হতাং চমূম্। কিং মাং বক্ষ্যন্তি রাজানো নানাদিগ্‌ভ্যঃ সমাগতাঃ।। ৬৪

করে বলছি, রামের নির্বাসন ছাড়া আর কোনো কিছুতেই আমি তুষ্ট হবো না।। ৪৯ ।। এই পর্যন্ত বলে কৈকেয়ী বিরত হলেন। রাজা বিলাপ করতে থাকলেও কৈকেয়ী কোনো উত্তর করলেন না।। ৫০ ।। রামের বনবাস এবং ভরতের যৌবরাজ্যরূপ ঐশ্বর্যের অত্যন্ত অমঙ্গলকর কথা শুনে রাজা মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়লেন। কৈকেয়ীকে কিছু বলতে পারলেন না। অপ্রিয়বাদিনী রাণীর দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন।। ৫১-৫২ ।। হৃদয়ের দুঃখদায়ক, বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর শোকদায়ী কথা শুনে রাজা দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন।। ৫৩ ।। তিনি রাণীর এই অপপ্রয়াস এবং ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা চিন্তা করে নিঃশ্বাস ফেলে ছিন্নমূল তরুর মতো মাটিতে পড়ে গেলেন।। ৫৪ ।। জগতের পতি সেই রাজা তখন হয়ে গেলেন বিনষ্টচিত্ত উন্মাদের মতো। বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো। এবং বিনষ্টতেজা সর্পের মতো।। ৫৫ ।। দীনভাবে ক্লিষ্টকণ্ঠে তিনি কৈকেয়ীকে বললেন, ক্ষতিকর বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় বলে কে তোমায় বুঝিয়েছে?।। ৫৬ ।। ভূতে-পাওয়া মানুষীর মতো তুমি কথা বলছো। তোমার লজ্জা হচ্ছে না? তোমার এই ধরনের আচরণ এবং দুর্বুদ্ধির কথা আমি আগে জানতে পারি নি।। ৫৭ ।। বাল্যকালে তোমার যা স্বভাব ছিলো এখন দেখছি তার বিপরীত। কোত্থেকে তোমার ভয় এলো যে, এই ধরনের বিসদৃশ বর চাইছো।। ৫৮ ।। তুমি চাইছো রাজসিংহাসনে ভরত বসুক। রাম বনে চলে যাক। যদি পতির, রাজ্যের এবং ভরতের ভালো চাও তাহলে এই মিথ্যা চিন্তা থেকে তুমি ক্ষান্ত হও। তুমি নিষ্ঠুর। পাপ করতে চলেছো। সঙ্কীর্ণ-চিত্ত হয়ে দুষ্কর্ম করছো।। ৫৯-৬০ ।। আমার এবং রামের মধ্যে তুমি মিথ্যা দুঃখ কেন দেখছো? রামকে ছেড়ে ভরত কখনো রাজ্যে এসে বসবে না।। ৬১।। আমি তো ভরতকে রামের চেয়েও বেশী ধার্মিক মনে করি। হে অপ্রিয়ভাষিণি, বলো কি ভাবে তুমি বলবে, রাম, বনে যাও!।। ৬২ ।। রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মতো রামের বিবর্ণ মুখটি আমি কি করে দেখবো? সহমর্মী বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে পবিত্রবুদ্ধিতে আমি এই নির্ণয় নিয়েছি। শত্রুদের দ্বারা পরাভূত সৈন্যের দিকে যেমন ফিরে তাকানো যায় না, তেমনি পূর্বগৃহীত সঙ্কল্পের এইভাবে প্রত্যাখ্যানও দেখা যায় না। নানা দিগ্‌দেশ হতে সমাগত রাজারাই বা আমায় কি বলবেন! (*উপপ্লুত—বিপর্যস্ত। অপাবৃত্ত—হেরে ফিরে যাওয়া। চমূ—সৈন্যবাহিনী*)।।৬৩-৬৪ ।। তাঁরা হয়তো বলবেন, এই ইক্ষ্বাকুনন্দন দশরথ শিশুমাত্র। এতোদিন কি করে

বালো বতায়মৈক্ষ্যাকশ্চিরং রাজ্যমকারয়ৎ। যদা হি বহবো বৃদ্ধা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।। ৬৫
পরিপ্রক্ষ্যন্তি কাকুৎস্থং বক্ষ্যামি কিমিয়ং তদা। কৈকয্যা ক্লিশ্যমানেন পুত্রঃ প্রব্রাজিতো ময়া।। ৬৬
যদি সত্যং ব্রবীম্যেতত্তদসত্যং ভবিষ্যতি। কিং মাং বক্ষ্যতি কৌসল্যা রাঘবে বনমাস্থিতে।। ৬৭
কিঞ্চৈনাং প্রতিবক্ষ্যামি কৃত্বা বিপ্রিয়মীদৃশম্। যদা যদা চ কৌসল্যা দাসীব চ সখীব চ।। ৬৮
ভার্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতি। সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা।। ৬৯
ন ময়া সৎকৃতা দেবী সৎকারার্হা কৃতে তব। ইদানীং তত্তপতি মাং যন্ময়া সুকৃতং ত্বয়ি।। ৭০
অপথ্যব্যঞ্জনোপেতং ভুক্তমন্নমিবাতুরম্। বিপ্রকারঞ্চ রামস্য সংপ্রযাণং বনস্য চ।। ৭১
সুমিত্রা প্রেক্ষ্য বৈ ভীতা কথং মে বিশ্বসিষ্যতি। কৃপণং বত বৈদেহী শ্রোষ্যতি দ্বয়মপ্রিয়ম্।। ৭২
মাঞ্চ পঞ্চত্বমাপন্নং রামঞ্চ বনমাশ্রিতম্। বৈদেহী বত মে প্রাণাঞ্শোচন্তী ক্ষপয়িষ্যতি।। ৭৩
হীনা হিমবতঃ পার্শ্বে কিন্নরেণেব কিন্নরী। নহি রামমহং দৃষ্ট্বা প্রবসন্তং মহাবনে।। ৭৪
চিরং জীবিতুমাশংসে রুদন্তীং চাপি মৈথিলীম্। সা নূনং বিধবা রাজ্যং সপুত্রা কারয়িষ্যসি।। ৭৫
সতীং ত্বামহমত্যন্তং ব্যবস্যাম্যসতীং সতীম্। রূপিণীং বিষসংযুক্তাং পীত্বেব মদিরাং নরঃ।। ৭৬
অনৃতৈর্বত মাং সান্ত্বৈঃ সান্ত্বয়ন্তীব ভাষসে। গীতশব্দেন সংরুধ্য লুব্ধো মৃগমিবাবধীঃ।। ৭৭
অনার্য ইতি মামার্যাঃ পুত্রবিক্রায়কং ধ্রুবম্। বিকরিষ্যন্তি রথ্যাসু সুরাপং ব্রাহ্মণং যথা।। ৭৮
অহো দুঃখমহো কৃচ্ছ্রং যত্র বাচঃ ক্ষমে তব। দুঃখমেবংবিধং প্রাপ্তং পুরা কৃতমিবাশুভম্।। ৭৯
চিরং খলু ময়া পাপে ত্বং পাপেনাভিরক্ষিতা। অজ্ঞানাদুপসম্পন্না রজ্জুরুদ্বন্ধনী যথা।। ৮০

রাজ্যশাসন করলেন? গুণবান বিদ্বান বৃদ্ধেরা যখন আমায় জিজ্ঞেস করবেন—রাম কোথায়? তখন কি আমি এই কথাই বলবো, কৈকেয়ীর দ্বারা নির্যাতিত হয়ে আমার পুত্র রাম বনে চলে গেছে!।। ৬৫-৬৬ ।। যদি এই সত্যকথা আমি বলি, তাহলে তাঁরা ভাববেন, আমি মিথ্যা বলছি। রাম বনে গেলে কৌশল্যাই বা আমায় কি বলবে?।। ৬৭ ।। এইরকম অপ্রিয় কার্য করে আমিই বা তাকে কি উত্তর দেবো? যখন যেরকম প্রয়োজন, সে ভাবেই কৌশল্যা কখনো দাসীর মতো, কখনো বা সখীর মতো, কখনো পত্নীর মতো, কখনো বা ভগ্নীর মতো, কখনো বা মায়ের মতো আমার সেবা করে থাকে। সে সর্বদাই আমার প্রিয়কামনা করে। আমার প্রিয় পুত্রের জননী সে। প্রিয়ভাষিণীও।। ৬৮-৬৯ ।। সমাদরযোগ্য। তাকে আমি তোমার জন্যই সমাদর করতে পারি নি। তোমাকেই শুধু সন্তুষ্ট করেছি। এখন তা আমায় অনুতপ্ত করছে।। ৭০ ।। অপথ্য তরকারি দিয়ে অন্নভোজন করলে রোগী যেমন কষ্ট পায়, আমারো আজ সেই অবস্থা। রামের অভিষেক হতে নিবৃত্তি তথা দুর্দৈব এবং বনে গমন দেখে সুমিত্রাও ভীতা হবে। সে আমাকে কিভাবে বিশ্বাস করবে? সীতাও শুনবে দু'টি নিদারুণ অপ্রিয় সংবাদ।। ৭১-৭২ ।। এই দুর্ঘটনা ঘটলে আমার মৃত্যু হবে। রাম চলে যাবে বনে। সীতা আমার প্রাণের জন্য শোক করবে। বিলাপ করবে।। ৭৩ ।। আমি নেই। আর রামও বনে প্রবাসে গেছে শুনে আমার পুত্রবধূ সীতা হিমালয়ের পাশে কিন্নরের মৃত্যুতে কিন্নরীর মতো কাঁদবে। এই দেখে আমি আর বাঁচতে চাই না। নিশ্চয়ই তুমি বিধবা হয়ে পুত্রকে রাজ্যপাটে বসাবে।। ৭৪-৭৫ ।। মানুষ যেমন বিষ-মেশানো মদিরা আনন্দে পান করে এবং পরে বিপন্ন হয়ে বুঝতে পারে যে, সে বিষ খেয়েছে, তেমনি অসতী তোমাকে এতকাল সতীরূপে গ্রহণ করে এখন বুঝতে পারছি আমি ভুল করেছি।। ৭৬ ।। এতোদিন ধরে মিথ্যা সান্ত্বনা দিয়ে এখন এইরকম বলছো! ব্যাধ গানের দ্বারা হরিণকে ছলনা করে। ধরে। এবং তাকে হত্যা করে। তুমিও আমায় তাই করছো।। ৭৭ ।। রাজপথে মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণকে যেমন লোকে নিন্দা করে, তেমনি সদাচারী ব্যক্তিরা পুত্রবিক্রেতা বলে আমাকে দুরাচারীরূপে নিশ্চয়ই নিন্দা করবেন।।৭৮ ।। হায়, কি দুঃখ, কি কষ্ট! তোমার এই অন্যায় বাক্যকেও আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে। নিশ্চয়ই পূর্বজন্মের অশুভ কর্মের ফলে এইরকম দুঃখ আমাকে এখন পেতে হচ্ছে।। ৭৯ ।। পাপীয়সি, মৃত্যুর রজ্জুকে না জেনে কণ্ঠে ধারণ করার মতো তোমায় এতোদিন রক্ষা করে আমিও পাপী হয়েছি।। ৮০ ।। এতোদিন তোমার সঙ্গে আনন্দে আমি বিহার করেছি।

রমমাণস্ত্বয়া সার্ধং মৃত্যুং ত্বাং নাভিলক্ষয়ে। বালো রহসি হস্তেন কৃষ্ণসর্পমিবাস্পৃশম্।। ৮১
তং তু মাং জীবলোকোঽয়ং নূনমাক্রোষ্টুমর্হতি। ময়া হ্যপিতৃকঃ পুত্রঃ স মহাত্মা দুরাত্মনা।। ৮২
বালিশো বত কামাত্মা রাজা দশরথো ভৃশম্। স্ত্রীকৃতে যঃ প্রিয়ং পুত্রং বনং প্রস্থাপয়িষ্যতি।। ৮৩
বেদৈশ্চ ব্রহ্মচর্যৈশ্চ গুরুভিশ্চোপকর্শিতঃ। ভোগকালে মহৎ কৃচ্ছ্রং পুনরেব প্রপৎস্যতে।। ৮৪
নালং দ্বিতীয়ং বচনং পুত্রো মাং প্রতিভাষিতুম্। স বনং প্রব্রজেত্যুক্তো বাঢমিত্যেব বক্ষ্যতি।। ৮৫
যদি মে রাঘবঃ কুর্যাদ্ বনং গচ্ছেতি চোদিতঃ। প্রতিকূলং প্রিয়ং মে স্যান্নতু বৎসঃ করিষ্যতি।। ৮৬
রাঘবে হি বনং প্রাপ্তে সর্বলোকস্য ধিক্কৃতম। মৃত্যুরক্ষমণীয়ং মাং নয়িষ্যতি যমক্ষয়ম্।। ৮৭
মৃতে ময়ি গতে রামে বনং মনুজপুঙ্গবে। ইষ্টে মম জনে শেষে কিং পাপং প্রতিপৎস্যসে।। ৮৮
কৌসল্যা মাঞ্চ রামঞ্চ পুত্রৌ চ যদি হাস্যতি। দুঃখান্যসহতী দেবী মামেবানুগমিষ্যতি।। ৮৯
কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ মাঞ্চ পুত্রৈস্ত্রিভিঃ সহ। প্রক্ষিপ্য নরকে সা ত্বং কৈকয়ী সুখিতা ভব।। ৯০
ময়া রামেণ চ ত্যক্তং শাশ্বতং সৎকৃতং গুণৈঃ। ইক্ষ্বাকুকুলমক্ষোভ্যমাকুলং পালয়িষ্যসি।। ৯১
প্রিয়ং চেদ্ভরতস্যৈতদ্ রামপ্রব্রাজনং ভবেৎ। মা স্ম মে ভরতঃ কার্ষীৎ প্রেতকৃত্যং গতায়ুষঃ।। ৯২
মৃতে ময়ি গতে রামে বনং পুরুষপুঙ্গবে। সেদানীং বিধবা রাজ্যং সপুত্রা কারয়িষ্যসি।। ৯৩
ত্বং রাজপুত্রি দৈবেন ন্যবসো মম বেশ্মনি। অকীর্তিশ্চাতুলা লোকে ধ্রুবঃ পরিভবশ্চ মে।
সর্বভূতেষু চাবজ্ঞা যথা পাপকৃতস্তথা।। ৯৪
কথং রথৈর্বিভুর্যাত্বা গজাশ্বৈশ্চ মুহুর্মুহুঃ। পদ্ভ্যাং রামো মহারণ্যে বৎসো মে বিচরিষ্যতি।। ৯৫
যস্য চাহারসময়ে সূদাঃ কুণ্ডলধারিণঃ। অহম্পূর্বাঃ পচন্তি স্ম প্রসন্নাঃ পানভোজনম্।। ৯৬
স কথং নু কষায়াণি তিক্তানি কটুকানি চ। ভক্ষয়ন্ বন্যমাহারং সুতো মে বর্তয়িষ্যতি।। ৯৭

লক্ষ্য করি নি যে তুমি সাক্ষাৎ মৃত্যু। না জেনে বালক নির্জনে বিষধর সর্পকে স্পর্শ করে। আমিও তেমনি না জেনে তোমায় স্পর্শ করেছি।। ৮১ ।। দুরাত্মা আমি। মহাপ্রাণ পুত্রকে পিতৃহীনের মতো অসহায় করে দিলাম। এতে সংসারের জনগণ আমাকে নিশ্চয়ই নিন্দা করবে।। ৮২ ।। তারা বলবে, রাজা দশরথ অত্যন্ত মূর্খ। এবং কামার্ত। পত্নীর জন্যই সে পুত্রকে বনে পাঠাচ্ছে।। ৮৩ ।। বেদপাঠ, ব্রহ্মচর্য এবং গুরুসেবার দ্বারা জীবনের প্রথমে সে বেশ কষ্ট করেছে। এখন সুখভোগের সময়ে সে আবার কষ্টে পড়েছে।। ৮৪ ।। তাকে যদি বলি, বনে যাও—সে বলবে বেশ যাচ্ছি। আমার এই পুত্র (রাম), দ্বিতীয় কোনো উক্তি করবে না।। ৮৫।। যদি তাকে বলি, রাম, তুমি বনে গমন করো—তখন বাছা আমার প্রতিকূল কিছু করলে আমি খুশীই হতাম। কিন্তু তা সে করবে না।। ৮৬ ।। রাম বনে গেলে সকলে আমাকে ধিক্কার দেবে। কেউ ক্ষমা করবে না। মৃত্যু আমাকে যমের বাড়ী নিয়ে যাবে।। ৮৭ ।। কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং স্ত্রীপুত্রসহ আমায় নরকে নিক্ষেপ করে কৈকেয়ী তুমি সুখী হও।। ৯০ ।। ইক্ষ্বাকু-কুল চিরকাল ছিলো গুণালঙ্কৃত। ক্ষোভরহিত। আমার এবং রামের দ্বারা পরিত্যক্ত হলে তা আকুল হয়ে উঠবে। তাকে তুমিই পালন কোরো।। ৯১ ।। রামের বনে চলে-যাওয়া যদি ভরতের প্রিয় হয়, তাহলে সে যেন আমার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি পারলৌকিক কৃত্য না করে।। ৯২।। আমি মারা গেলে এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম বনে চলে গেলে বিধবা হয়ে পুত্রকে নিয়ে তুমি রাজ্যপালন করবে।। ৯৩।। রাজকন্যে, আমার গৃহে তুমি বাস করছো এটাই দৈবঘটনা। জগতে তুলনাহীন নিন্দা এবং ধিক্কার আমার নিশ্চিত। যা পাপ করেছি তার জন্য সকলের কাছে আমায় অবজ্ঞা পেতে হবে।। ৯৪ ।। সর্বত্র রথে, হস্তিবাহনে বা অশ্বপৃষ্ঠে আমার যে রাম বিচরণ করতো, আজ সে গভীর জঙ্গলে কিভাবে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াবে!।। ৯৫ ।। তার আহারের সময় কুণ্ডল পরে সেজেগুজে পাচকেরা প্রত্যেকেই আনন্দের সঙ্গে তার পানীয় এবং ভোজনদ্রব্য "আমি তৈরী করবো, আমি তৈরী করবো" বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতো (*সূদ—পাচক*)।।৯৬।।আমার সেই পুত্র এখন কষায়, তিক্ত, ঝাল, বন্য আহার্য ভোজন করে কিভাবে বাঁচবে?।।৯৭।।

মহার্হবস্ত্রসংবীতো ভূত্বা চিরসুখোচিতঃ। কাষায়পরিধানস্তু কথং ভূমৌ নিবৎস্যতি।। ৯৮
কস্যেদং দারুণং বাক্যমেবংবিধমপীরিতম্। রামস্যারণ্যগমনং ভরতস্যাভিষেচনম্।। ৯৯
ধিগস্তু যোষিতো নাম শঠাঃ স্বার্থপরায়ণাঃ। ন ব্রবীমি স্ত্রিয়ঃ সর্বা ভরতস্যৈব মাতরম্।। ১০০
অনর্থভাবেঽর্থপরে নৃশংসে মমানুতাপায় নিবেশিতাসি।
কিমপ্রিয়ং পশ্যসি মন্নিমিত্তং হিতানুকারিণ্যথবাপি রামে।। ১০১
পরিত্যজেয়ুঃ পিতরোঽপি পুত্রান্ ভার্যাঃ পতীংশ্চাপি কৃতানুরাগাঃ।
কৃৎস্নং হি সর্বং কুপিতং জগৎ স্যাদ্ দৃষ্ট্বৈব রামং ব্যসনে নিমগ্নম্।। ১০২
অহং পুনর্দেবকুমাররূপমলঙ্কৃতং তং সুতমাব্রজন্তম্।
নন্দামি পশ্যন্নিব দর্শনেন ভবামি দৃষ্ট্বৈব পুনর্যুবেব।। ১০৩
বিনা হি সূর্যেণ ভবেৎ প্রবৃত্তিরবর্ষতা বজ্রধরেণ বাপি।
রামং তু গচ্ছন্তমিতঃ সমীক্ষ্য জীবেন্ন কশ্চিত্ত্বিতি চেতনা মে।। ১০৪
বিনাশকামামহিতামমিত্রামাবাসয়ং মৃত্যুমিবাত্মনস্ত্বাম্।
চিরং বতাঙ্কেন ধৃতাসি সর্পী মহাবিষা তেন হতোঽস্মি মোহাৎ।। ১০৫
ময়া চ রামেণ সলক্ষ্মণেন প্রশাস্তু হীনো ভরতস্ত্বয়া সহ।
পুরঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ নিহত্য বান্ধবান্ মমাহিতানাঞ্চ ভবাভিভাষিণী ।। ১০৬
নৃশংসবৃত্তে ব্যসনপ্রহারিণি প্রসহ্য বাক্যং যদিহাদ্য ভাষসে।
ন নাম তে কেন মুখাৎ পতন্ত্যধো বিশীর্যমাণা দশনাঃ সহস্রধা।। ১০৭
ন কিঞ্চিদাহাহিতমপ্রিয়ং বচো ন বেত্তি রামঃ পরুষাণি ভাষিতুম্।

দামী কাপড় পরে যে চিরকাল সুখে কাটিয়েছে, এখন গেরুয়া পরে সে কিভাবে মাটিতে শুয়ে জীবন কাটাবে? *(কাষায়—গেরুয়া)*।। ৯৮ ।। রামের বনে গমন এবং ভরতের অভিষেক হোক এইরকমের দারুণ কথা কে বললো? *(এবংবিধম্ + অপট + ঈরিতম্ = এবংবিধমপীরিতম্। ঈরিতম্—বলা হয়েছে)*।। ৯৯ ।। নারীদের প্রতি ধিক্কার জানাই। কারণ, তারা শঠ। এবং স্বার্থপরায়ণ। তবে এসব কথা সকল স্ত্রীলোককেই বলছি না। কেবল ভরতের মাতাকে বলছি।।। ১০০।। হে নিষ্ঠুরে, আমাকে অনুতাপ করাবার জন্যই তুমি এই অনর্থকর বিষয়ে মনোনিবেশ করেছো। আমার জন্যই তোমার কিছু অপ্রিয় হয়েছে কখনো দেখেছো কি? সর্বজগতের কল্যাণকারী রামের দ্বারাই বা তোমার কোনো ক্ষতি হয়েছে কি?।। ১০১ ।। রামকে এইভাবে বিপন্ন দেখে পিতারা পুত্রদের ত্যাগ করবে। অনুরাগিনী পত্নীরা নিজ নিজ পতিকে ত্যাগ করবে। জগতের সকল জীবই হবে কুপিত।। ১০২ ।। দেবকুমারের মতো অলঙ্কারে সেজে পুত্র যখন আসছে শুনি, তখন তাকে সাক্ষাৎ দেখার মতোই আনন্দ অনুভব করি। তাকে দেখে আমি যেন আবার যুবক হয়ে যাই।। ১০৩ ।। সূর্যকে ছাড়াও সংসার চলতে পারে, বজ্রধারী ইন্দ্র বর্ষণ না করলেও জগতের অস্তিত্ব থাকতে পারে; কিন্তু রাম এখান থেকে চলে যাচ্ছে দেখে কেউই আর বাঁচবেন না বলে আমি মনে করি।। ১০৪ ।। তুমি আমার বিনাশ কামনা করো। আমার অকল্যাণ করে শত্রুতাসাধনও করছো। নিজের মৃত্যুর মতো তোমায় আমি নিজগৃহে ডেকে বাস করতে দিয়েছি। সাপকে ধরে মোহবশতঃ বহুকাল আমি কোলে করে রেখেছি। তারই তীব্র বিষে আমি মরতে চলেছি।। ১০৫ ।। রাম, লক্ষ্মণ ও আমি থাকবোনা। আমাদের ছেড়ে ভরত তোমায় নিয়ে শাসন করুক। নগর, রাষ্ট্র এবং আত্মজনদের ধ্বংস করে আমার শত্রুদের সঙ্গেই তুমি কথাবার্তা বোলো।। ১০৬ ।। নিষ্ঠুর আচরণকারিণী তুমি। বিপদ সৃষ্টি করে আমাকে প্রহার করছো। এইভাবে আহত করে তুমি যে এখনো কথা বলছো, তাতে তোমার দাঁতগুলো হাজার হাজার টুকরো হয়ে কেন মুখ থেকে খসে পড়ছে না?।। ১০৭ ।। রাম তো তোমায় কখনো অপ্রিয় অহিতকর বাক্য বলে নি। সে তো কঠোর কথা বলতেই পারে না।

কথং তু রামে হ্যভিরামবাদিনি ব্রবীষি দোষান্ গুণনিত্যসম্মতে।। ১০৮
প্রতাম্য বা প্রজ্বল বা প্রণশ্য বা সহস্রশো বা স্ফুটিতাং মহীং ব্রজ।
ন তে করিষ্যামি বচঃ সুদারুণং মমাহিতং কেকয়রাজপাংসনে।। ১০৯
ক্ষুরোপমাং নিত্যমসৎ প্রিয়ংবদাং প্রদুষ্টভাবাং স্বকুলোপঘাতিনীম্।
ন জীবিতুং ত্বাং বিষহেঽমনোরমাং দিধক্ষমাণাং হৃদয়ং সবন্ধনম্।। ১১০
ন জীবিতাং মেঽস্তি কুতঃ পুনঃ সুখং বিনাত্মজেনাত্মবতাং কুতো রতিঃ।
মমাহিতং দেবি ন কর্তুমর্হসি স্পৃশামি পাদাবপি তে প্রসীদ মে।। ১১১
স ভূমিপালো বিলপন্ননাথবৎ স্ত্রিয়া গৃহীতো হৃদয়েঽতিমাত্রয়া।
পপাত দেব্যাশ্চরণৌ প্রসারিতাবুভাবসংপ্রাপ্য যথাতুরস্তথা।। ১১২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ।

নিত্যগুণান্বিত প্রিয়ভাবী রামের দোষের কথা তুমি কিভাবে বলছো? *(কিঞ্চিদ্ + আহ + অহিতম্ + অপ্রিয়ম্ = কিঞ্চিদাহাহিতমপ্রিয়ম্। অভিরাম—সুন্দর, প্রিয়)*।। ১০৮ ।। ওহে, কেকয়রাজকুল-কলঙ্কিনি, তুমি গ্লানিতে ডুবে যাও, কিংবা আগুনে পুড়ে যাও, বা ধ্বংসই হয়ে যাও, অথবা হাজার হাজার খণ্ড বিখণ্ড হয়ে ভূগর্ভে বিলীন হও, আমার অকল্যাণকর তোমার এই দারুণ বাক্য আমি অনুসরণ করবো না।। ১০৯ ।। তুমি ক্ষুরের মতো আমায় কাটছো। অন্যায় প্রিয়বাক্য বলা তোমার স্বভাব। অত্যন্ত দুষ্টস্বভাবা তুমি। নিজের বংশকেই ধ্বংস করতে চলেছো। আমার অন্তরকে দগ্ধ করছো। দেহের বন্ধনকে শিথিল করছো। তুমি অবাঞ্ছিতা।.তোমার জীবিত থাকাও আমি সহ্য করতে পারছি না।। ১১০ ।। রামকে ছেড়ে আমার প্রাণ থাকবে কি করে? সুখ তো দূরের কথা! আত্মবান ব্যক্তিদের আত্মজ তথা পুত্র ছাড়া সুখ কোথায়? আমার অমঙ্গল তুমি কোরো না। তোমার দু'টি পা ধরছি। তুমি প্রসন্ন হও *(আত্মা বৈ পুত্রো জায়তে—আত্মাই পুত্র হয়ে জন্মায়)*।। ১১১ ।। পত্নীর দ্বারা অন্তরে অতিমাত্রায় বশীভূত হয়ে রাজা অনাথের মতো বিলাপ করতে করতে রাণীর প্রসারিত চরণযুগল স্পর্শ করতে গিয়ে ধরতে না পেরে আতুরের মতো মূর্ছিত হয়ে ভূতলে পড়ে গেলেন।। ১১২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বাদশ (১২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।।

মহারাজ-দশরথস্য বিলাপোক্তিঃ কৈকয্যা অনমনীয়-মনোভাবশ্চ।

অতদর্হং মহারাজং শয়ানমতথোচিতম্। যযাতিমিব পুণ্যান্তে দেবলোকাৎ পরিচ্যুতম্।। ১
অনর্থরূপাঽসিদ্ধার্থা হ্যভীতা ভয়দর্শিনী। পুনরাকারয়ামাস তমেব বরমঙ্গনা।। ২
ত্বং কত্থসে মহারাজ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ। মম চেদং বরং কস্মাদ্ বিধারয়িতুমিচ্ছসি।। ৩

ত্রয়োদশ (১৩) সর্গ

মহারাজ দশরথের বিলাপ, কৈকেয়ীর অনমনীয় মনোভাব।

মহারাজ দশরথ অনুচিত শয়নে ভূতলে নিপতিত। পুণ্যভোগের পর স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট যযাতি যেন।। ১ ।। অনর্থকারিণী, ভয়হীনা সেই সুন্দরী অভীষ্ট সিদ্ধি না হওয়ায় বর-পূরণের জন্য আবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।। ২ ।। মহারাজ, নিজেকে আপনি সত্যবাদী এবং কর্তব্যে কঠোর বলে আত্মপ্রশংসা করে থাকেন। আমায় প্রদত্ত বরকে এখন তবে আপনি ব্যর্থ করতে চাইছেন কেন?।। ৩ ।। কৈকেয়ী এই কথা

এবমুক্তস্তু কৈকেয্যা রাজা দশরথস্তদা। প্রত্যুবাচ ততঃ ক্রুদ্ধো মুহূর্তং বিহ্বলন্নিব।। ৪
মৃতে ময়ি গতে রামে বনং মনুজপুঙ্গবে। হন্তানার্যে মমামিত্রে সকামা সুখিনী ভব।। ৫
স্বর্গেঽপি খলু রামস্য কুশলং দৈবতৈরহম্। প্রত্যাদেশাদভিহিতং ধারয়িষ্যে কথং বত।। ৬
কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামেন রামঃ প্রব্রাজিতো বনম্। যদি সত্যং ব্রবীম্যেতত্তদসত্যং ভবিষ্যতি।। ৭
অপুত্রেণ ময়া পুত্রঃ শ্রমেণ মহতা মহান্। রামো লব্ধো মহাতেজাঃ স কথং ত্যজ্যতে ময়া।। ৮
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ জিতক্রোধঃ ক্ষমাপরঃ। কথং কমলপত্রাক্ষো ময়া রামো বিবাস্যতে।। ৯
কথমিন্দীবরশ্যামং দীর্ঘবাহুং মহাবলম্। অভিরামমহং রামং স্থাপয়িষ্যামি দণ্ডকান্।। ১০
সুখানামুচিতস্যৈব দুঃখৈরনুচিতস্য চ। দুঃখং নামানুপশ্যেয়ং কথং রামস্য ধীমতঃ।। ১১
যদি দুঃখমকৃত্বা তু মম সংক্রমণং ভবেৎ। অদুঃখার্হস্য রামস্য ততঃ সুখমবাপ্নুয়াম্ ।। ১২
নৃশংসে পাপসঙ্কল্পে রামং সত্যপরাক্রমম্। কিং বিপ্রিয়েণ কৈকেয়ি প্রিয়ং যোজয়সে মম।। ১৩
অকীর্তিরতুলা লোকে ধ্রুবং পরিভবিষ্যতি। তথা বিলপতস্তস্য পরিভ্রমিতচেতসঃ।। ১৪
অস্তমভ্যাগমৎ সূর্যো রজনী চাভ্যবর্তত। সা ত্রিযামা তদার্তস্য চন্দ্রমণ্ডলমণ্ডিতা।। ১৫
রাজ্ঞো বিলপমানস্য ন ব্যভাসত শর্বরী। তদৈবোষ্ণং বিনিঃশ্বস্য বৃদ্ধো দশরথো নৃপঃ।। ১৬
বিললাপার্তবদ্ দুঃখং গগনাসক্তলোচনঃ। ন প্রভাতং ত্বয়েচ্ছামি নিশে নক্ষত্রভূষিতে।। ১৭
ক্রিয়তাং মে দয়া ভদ্রে ময়ায়ং রচিতোঽঞ্জলিঃ। অথবা গম্যতাং শীঘ্রং নাহমিচ্ছামি নির্ঘৃণাম্।। ১৮
নৃশংসাং কৈকেয়ীং দ্রষ্টুং যৎকৃতে ব্যসনং মম। এবমুক্ত্বা ততো রাজা কৈকেয়ীং সংযতাঞ্জলিঃ।। ১৯
প্রসাদয়ামাস পুনঃ কৈকেয়ীং রাজধর্মবিৎ। সাধুবৃত্তস্য দীনস্য ত্বদ্গতস্য গতায়ুষঃ।। ২০

বলার পর মুহূর্তের জন্য ব্যাকুল হয়ে রাজা দশরথ ক্রোধভরে উত্তর দিলেন—।। ৪ ।। আমি এইভাবে যদি মারা যাই, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাম যদি বনে যায়, ওহে অনার্যে, ওহে শত্রুরূপিণি, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। তুমি সুখী হবে।। ৫ ।। স্বর্গে দেবতারা যখন রামের কুশল জিজ্ঞাসা করবেন এবং তখন আমার কথা শুনে তাঁরা যে তীব্র ধিক্কারপূর্ণ মন্তব্য করবেন, তা আমি কিভাবে সহ্য করবো?।। ৬ ।। কৈকেয়ীকে সন্তুষ্ট করার জন্যই রামকে বনে পাঠিয়েছি—যদি এই সত্য কথাও বলি, তাঁরা তা মিথ্যা বলেই মনে করবেন।। ৭।। আমি অপুত্রক ছিলাম। বহুকষ্টে মহাতেজস্বী রামকে পুত্ররূপে পেয়েছি। কিভাবে আমি তাকে ত্যাগ করবো?।। ৮ ।। রাম বীর। কৃতবিদ্য। ক্রোধকে সে জয় করেছে। সর্বদাই ক্ষমাশীল সে। সেই পদ্ম-নয়ন রামকে আমি কি করে পরিত্যাগ করি?।। ৯ ।। নীলপদ্মের মতো শ্যামবর্ণ সে। বীর। মহাশক্তিশালী। সকলের প্রিয় এই রামকে আমি কি করে দণ্ডকায় পাঠাই?।। ১০ ।। সে সুখেরই যোগ্য। দুঃখ ভোগ করা তার অনুচিত। সেই প্রজ্ঞাবান রামের দুঃখ আমি কি করে দেখবো?।। ১১ ।। যদি দুঃখ না করেই রামের দুঃখ আমাতে সংক্রামিত হয়, তাহলেও আমি সুখী হবো।। ১২ ।। ওহে নিষ্ঠুরে, তোমার সঙ্কল্প পাপ। পুত্র রাম সত্যনিষ্ঠ। এবং পরাক্রমশালী। প্রিয় পুত্রকে অপ্রিয় কার্যে কেন নিযুক্ত করছো?।। ১৩ ।। জগতে নিশ্চয়ই আমার নিদারুণ নিন্দা হবে। এইভাবে বিলাপ করতে করতে তাঁর মাথা ঘুরে গেলো।। ১৪ ।। এদিকে সূর্য অস্ত গেলো। রাত এলো ফিরে। সেইরাত চন্দ্রের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে এলেও বিলাপরত বেদনাতুর রাজার কাছে তা উজ্জ্বল দেখালো না। বৃদ্ধরাজা দশরথ উষ্ণ নিঃশ্বাসই তখন ফেললেন।। ১৬ ।। আকাশের দিকে তাকিয়ে আর্তের মতো দুঃখের সঙ্গে বললেন, ওহে নক্ষত্রশোভিত রজনি, তোমার প্রভাত হোক এ আমি চাই না।। ১৭ ।। এই আমি হাতজোড় করে বলছি, কল্যাণি, তুমি আমায় দয়া করো। নৈলে সত্বর তুমি চলে যাও। আমি নিষ্ঠুরা কৈকেয়ীকে দেখতে চাই না।। ১৮ ।। যার জন্যে আমার এই বিপদ, সেই ক্রূরা কৈকেয়ীকে আমি দেখতে ইচ্ছা করি না—এই কথা বলে রাজা কৈকেয়ীর কাছে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বসলেন ।। ১৯ ।। রাজধর্মজ্ঞ রাজা কৈকেয়ীকে প্রসন্ন করার জন্যে বললেন, তোমার প্রতি চিরকাল আমি সদাচরণ করেছি। এখনো আমি তোমার কাছে অতি দৈন্যের সঙ্গে শরণাগত। জীবন আমার শেষ হয়ে এসেছে।। ২০ ।। কল্যাণি, দেবি, সুন্দরি,

প্রসাদঃ ক্রিয়তাং ভদ্রে দেবি! রাজ্ঞো বিশেষতঃ। শূন্যেন খলু সুশ্রোণি ময়েদং সমুদাহৃতম্।। ২১
কুরু সাধু প্রসাদং মে বালে সহৃদয়া হ্যসি। প্রসীদ দেবি রামো মে ত্বদ্দত্তং রাজ্যমব্যয়ম্।। ২২
লভতামসিতাপাঙ্গে যশঃ পরমবাপ্স্যসি। মম রামস্য লোকস্য গুরূণাং ভরতস্য চ।
প্রিয়মেতদ্ গুরুশ্রোণি কুরু চারুমুখে ক্ষণে।। ২৩
বিশুদ্ধভাবস্য হি দুষ্টভাবা দীনস্য তাম্রাশ্রুকলস্য রাজ্ঞঃ।
শ্রুত্বা বিচিত্রং করুণং বিলাপং ভর্তুর্নৃশংসা ন চকার বাক্যম্।। ২৪
অতঃ স রাজা পুনরেব মূর্চ্ছিতঃ প্রিয়ামতুষ্টাং প্রতিকূলভাষিণীম্।
সমীক্ষ্য পুত্রস্য বিবাসনং প্রতি ক্ষিতৌ বিসংজ্ঞো নিপপাত দুঃখিতঃ।। ২৫
ইতীব রাজ্ঞো ব্যথিতস্য সা নিশা জগাম ঘোরং শ্বসতো মনস্বিনঃ।
বিবোধ্যমানঃ প্রতিবোধনং তদা নিবারয়ামাস স রাজসত্তমঃ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

বিশেষতঃ আমি রাজা। তুমি আমার প্রতি কৃপা করো। শূন্যহৃদয়ে দৈন্যের সঙ্গে তোমায় আমি এই অনুরোধ করছি।।।২১।। তুমি তো বালিকার মতো সহৃদয়া। সম্যগ্‌ভাবে আমার প্রতি প্রসন্না হও। দেবি, আমার রাম, তোমার দত্ত অক্ষয় রাজ্যলাভ করুক।। ২২ ।। হে সুন্দর-নয়নে, এতে তুমি পরম খ্যাতিলাভ করবে। হে সুন্দর -বদনে, সুন্দরদেহধারিণি, এর দ্বারা রামের, জগতের, গুরুবর্গের এবং ভরতেরও কল্যাণ-সম্পাদন কোরো *(অসিতাপাঙ্গে—অপাঙ্গ হলো বামনেত্রপ্রান্ত। সিত হলো শুভ্র। অসিত—শুভ্র নয় অর্থাৎ কালো। কালো যার বাম নেত্রপ্রান্ত। সুন্দরীর লক্ষণ। গুরুশ্রোণি—ভারী যার পাছা। সুন্দরী)*।। ২৩ ।। দৈন্যের সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে বিশুদ্ধস্বভাব রাজার চোখ লাল হয়ে গেলো। নিষ্ঠুরা, দুষ্টচরিত্রা কৈকেয়ী তাঁর সেই করুণ-ক্রন্দন শুনেও কথা বললেন না *(তাম্র—রক্তবর্ণ)*।। ২৪ ।। তাতে রাজা আবার মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পুত্রের নির্বাসন বিষয়ে অসন্তুষ্টা রাণীকে প্রতিকূল কথা বলতে দেখে তিনি দুঃখে সংজ্ঞা হারিয়ে ভূতলে পতিত হলেন।। ২৫ ।। মনস্বী রাজা এইভাবে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলে অতি দুঃখে রাত কাটালেন। বৈতালিকেরা জাগাতে এলে রাজশ্রেষ্ঠ দশরথ মনের দুঃখে তাদের নিবারণ করলেন।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ত্রয়োদশ (১৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্দশঃ সর্গঃ ।।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞো ভবিতুং মহারাজং প্রতি কৈকেয্যাঃ প্ররোচনাদানম, প্রার্থিতবরলাভায় তস্যা দুরাগ্রহপ্রকাশঃ, অন্তঃপুরস্য দ্বারদেশে মহর্ষি-বসিষ্ঠস্যাগমনম্, তদনুজ্ঞয়া মহারাজসমীপে সুমন্ত্রস্য গমনম্, ততো রাজাজ্ঞয়া রামমাহ্বয়িতুং তৎসমীপে সুমন্ত্রস্য গমনঞ্চ

পুত্রশোকার্দিতং পাপা বিসংজ্ঞং পতিতং ভুবি। বিচেষ্টমানমুৎপ্রেক্ষ্য ঐক্ষ্বাকুমিদমব্রবীৎ।। ১
পাপং কৃত্বেব কিমিদং মম সংশ্রুত্য সংশ্রবম্। শেষে ক্ষিতিতলে সন্নঃ স্থিত্যাং স্থাতুং ত্বমর্হসি।। ২

চতুর্দশ (১৪) সর্গ

প্রতিজ্ঞারক্ষায় কঠোর হবার জন্য মহারাজের প্রতি কৈকেয়ীর প্ররোচনা। প্রার্থিত বরের জন্য তাঁর দুরাগ্রহ। অন্তঃপুরের দ্বারে মহর্ষি বশিষ্ঠের আগমন। তাঁর অনুমতিতে মহারাজের নিকট সুমন্ত্রের গমন। তারপর রাজ-নির্দেশে রামকে ডাকার জন্য রামের কাছে সুমন্ত্রের গমন।

পুত্রশোকে বিপর্যস্ত, ভূপতিত, মূর্ছিত, ইক্ষ্বাকুবংশধর দশরথকে উঠতে চেষ্টা করতে দেখে পাপীয়সী কৈকেয়ী বললেন—।। ১ ।। মহারাজ, আমায় বরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন মনে করছেন, পাপ করেছেন। শেষে ভূতলে লুটিয়ে পড়া কি আপনার উচিত?।। ২ ।। ধর্মজ্ঞ সজ্জনেরা বলেন, সত্যই হলো পরম ধর্ম।

আহুঃ সত্যং হি পরমং ধর্মং ধর্মবিদো জনাঃ। সত্যমাশ্রিত্য চ ময়া ত্বং ধর্মং প্রতিচোদিতঃ।। ৩
সংশ্রুত্য শৈব্যঃ শ্যেনায় স্বাং তনুং জগতীপতিঃ। প্রদায় পক্ষিণে রাজা জগাম গতিমুত্তমাম্।। ৪
তথা হ্যলর্কস্তেজস্বী ব্রাহ্মণে বেদপারগে। যাচমানে স্বকে নেত্রে উদ্ধৃত্যাবিমনা দদৌ।। ৫
সরিতাং তু পতিঃ স্বল্পাং মর্যাদাং সত্যমন্বিতঃ। সত্যানুরোধাৎ সময়ে বেলাং স্বাং নাতিবর্ততে।। ৬
সত্যমেকপদং ব্রহ্ম সত্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিতঃ। সত্যমেবাক্ষয়া বেদাঃ সত্যেনাবাপ্যতে পরম্।। ৭
সত্যং সমনুবর্তস্ব যদি ধর্মে ধৃতা মতিঃ। স বরঃ সফলো মেঽস্তু বরদো হ্যসি সত্তম।। ৮
ধর্মস্যেবাভিকামার্থং মম চৈবাভিচোদনাৎ। প্রব্রাজয় সুতং রামং ত্রিঃ খলু ত্বাং ব্রবীম্যহম্।। ৯
সময়ঞ্চ মমার্যেমং যদি ত্বং ন করিষ্যসি। অগ্রতস্তে পরিত্যক্তা পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্।। ১০
এবং প্রচোদিতো রাজা কৈকেয্যা নির্বিশঙ্কয়া। নাশকৎ পাশমুন্মোক্তুং বলিরিন্দ্রকৃতং যথা।। ১১
উদভ্রান্তহৃদয়শ্চাপি বিবর্ণবদনোঽভবৎ। স ধুর্যো বৈ পরিস্পন্দন্ যুগচক্রান্তরং যথা।। ১২
বিকলাভ্যাঞ্চ নেত্রাভ্যামপশ্যন্নিব ভূমিপঃ। কৃচ্ছ্রাদ্ধৈর্যেণ সংস্তভ্য কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ।। ১৩
যস্তে মন্ত্রকৃতঃ পাণিরগ্নৌ পাপে ময়া ধৃতঃ। সংত্যজামি স্বজঞ্চৈব তব পুত্রং সহ ত্বয়া।। ১৪
প্রযাতা রজনী দেবী সূর্যস্যোদয়নং প্রতি। অভিষেকায় হি জনস্ত্বরয়িষ্যতি মাং ধ্রুবম্।। ১৫
রামাভিষেকসম্ভারৈস্তদর্থমুপকল্পিতৈঃ। রামঃ কারয়িতব্যো মে মৃতস্য সলিলক্রিয়াম্।। ১৬
সপুত্রয়া ত্বয়া নৈব কর্তব্যা সলিলক্রিয়া। ব্যাহন্তাস্যশুভাচারে যদি রামাভিষেচনম্।। ১৭

আমি সত্যকে আশ্রয় করে আপনাকে ধর্মপালনের জন্যই উদ্‌বুদ্ধ করছি।।৩ ।। শৈব্য নামক রাজা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে শ্যেনপাখীকে নিজের দেহ দান করে পরকালে উত্তমগতি লাভ করেছিলেন।।৪ ।। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ চাইতেই তেজস্বী রাজা অলর্ক নিজের চোখ দু'টি উৎপাটিত করে শান্তচিত্তে দান করেছিলেন।।৫।। সামান্য সীমাও অতিক্রম করবো না—বলে সত্যনিষ্ঠ সমুদ্র সত্যরক্ষার জন্যই কোনোসময়েই বেলাভূমি অতিক্রম করে না *(সরিৎ—নদী; সরিতাং পতি—সমুদ্র। মর্যাদা—সীমা)*।।৬ ।। সত্যই একপদ অর্থাৎ ওঙ্কার ব্রহ্ম। ধর্ম সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। সত্যই হলো অক্ষয়বেদ। সত্যের দ্বারাই পরম পদ অর্থাৎ ব্রহ্মাকে লাভ করা যায়।।৭ ।। হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ রাজন্, যদি ধর্মেই আপনার মতি থাকে, তাহলে সত্যকেই অনুসরণ করুন। আপনি বরদান করে আমার সেই বর সফল করুন।।৮ ।। ধর্মের রক্ষার জন্য এবং আমায় প্রদত্ত কথা রক্ষার জন্য পুত্র রামকে আপনি নির্বাসনে পাঠান, নির্বাসনে পাঠান, নির্বাসনে পাঠান—বারবার তিন বার আমি বলছি।।৯ ।। কর্তব্যপরায়ণ আপনি। আমার প্রতি প্রদত্ত আপনার এই প্রতিজ্ঞা যদি পালন না করেন, তাহলে আপনার সামনেই আমি প্রাণত্যাগ করবো।।১০ ।। নিঃশঙ্কা কৈকেয়ীর দ্বারা রাজা এইভাবে প্ররোচিত হলেন। ইন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত বামনাবতারের পাশে বদ্ধ হয়ে বলি যেমন মুক্ত হতে পারেন নি, দশরথও তেমনি কৈকেয়ীর কাছ থেকে মুক্ত হতে পারলেন না।।১১ ।। দু'টি চাকার মাঝখানে পড়ে ভারবাহী বৃষ যেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বিবর্ণমুখে কাঁপতে থাকে, রাজারও তখন সেই অবস্থা। *(ধুর্—ভার। ধুর্য—ভারবাহী বৃষ)*।।১২।। বিহ্বল রাজা চোখে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। অতি কষ্টে ধৈর্য ধরে কৈকেয়ীকে তিনি বললেন—।।১৩।। ওরে পাপীয়সি, বিবাহকালে যজ্ঞাগ্নির সামনে মন্ত্রপাঠ করে তোমার যে পাণি আমি গ্রহণ করেছিলাম, আজ তা পরিত্যাগ করলাম। সঙ্গে আমার ঔরসজাত তোমার পুত্র ভরতকেও আমি ত্যাগ করছি।।১৪ ।। রাত্রি প্রভাত হয়েছে। সূর্যের উদয় হচ্ছে। জনগণ রামের অভিষেকের জন্য নিশ্চয়ই আমায় তাড়া দেবে।।১৫ ।। রামের অভিষেকের জন্য উপকরণরাজি যোগাড় করা হয়েছে। যদি অভিষেক না হয়, তাহলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। তখন সেই উপকরণ দিয়েই রাম যেন আমার তর্পণ সম্পন্ন করে।।১৬ ।। রামের অভিষেকে যদি বাধাও সৃষ্টি করো তাহলে তুমি নিজপুত্র ভরতের সঙ্গে আমার তর্পণাদি পারলৌকিক ক্রিয়া করো না।।১৭ ।। রামের অভিষেক সংবাদে যে জনগণ আনন্দে উল্লসিত হয়েছিলো, এই দুঃসংবাদে তাদের

ন শক্তোঽদ্যাস্ম্যহং দ্রষ্টুং দৃষ্ট্বা পূর্বং তথামুখম্। হতহর্ষং তথানন্দং পুনর্জনমবাঙ্মুখম্।। ১৮
তাং তথা ব্রুবতস্তস্য ভূমিপস্য মহাত্মনঃ। প্রভাতা শর্বরী পুণ্যা চন্দ্র-নক্ষত্রমালিনী।। ১৯
ততঃ পাপসমাচারা কৈকেয়ী পার্থিবং পুনঃ। উবাচ পরুষং বাক্যং বাক্যজ্ঞা রোষমূর্চ্ছিতা।। ২০
কিমিদং ভাষসে রাজন্ বাক্যং গররুজোপমম্। আনায়য়িতুমক্লিষ্টং পুত্রং রামমিহার্হসি।। ২১
স্থাপ্য রাজ্যে মম সুতং কৃত্বা রামং বনেচরম্। নিঃসপত্নাঞ্চ মাং কৃত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি।। ২২
স তুন্ন ইব তীক্ষ্ণেন প্রতোদেন হয়োত্তমঃ। রাজা প্রচোদিতোঽভীক্ষ্ণং কৈকেয্যা বাক্যমব্রবীৎ।। ২৩
ধর্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি নষ্টা চ মম চেতনা। জ্যেষ্ঠং পুত্রং প্রিয়ং রামং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ধার্মিকম্।। ২৪
ততঃ প্রভাতাং রজনীমুদিতে চ দিবাকরে। পুণ্যে নক্ষত্রযোগে চ মুহূর্তে চ সমাগতে।। ২৫
বসিষ্ঠো গুণসম্পন্নঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতস্তথা। উপাগৃহ্যাশু সম্ভারান্ প্রবিবেশ পুরোত্তমম্।। ২৬
সিক্তসম্মার্জিতপথাং পতাকোত্তমভূষিতাম্। সংহৃষ্টমনুজোপেতাং সমৃদ্ধবিপণাপণাম্।। ২৭
মহোৎসবসমাযুক্তাং রাঘবার্থে সমুৎসুকাম্। চন্দনাগুরুধূপৈশ্চ সর্বতঃ পরিধূপিতাম্।। ২৮
তাং পুরীং সমতিক্রম্য পুরন্দরপুরোপমাম্। দদর্শান্তঃপুরং শ্রীমান্ নানাধ্বজগণাযুতম্।। ২৯
পৌর-জানপদাকীর্ণং ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্। যষ্টিমদ্ভিঃ সুসম্পূর্ণং সদস্যৈঃ পরমার্চিতৈঃ।। ৩০
তদন্তঃপুরমাসাদ্য ব্যতিচক্রাম তং জনম্। বসিষ্ঠঃ পরমপ্রীতঃ পরমর্ষিভিরাবৃতঃ।। ৩১
স ত্বপশ্যদ্ বিনিষ্ক্রান্তং সুমন্ত্রং নাম সারথিম্। দ্বারে মনুজসিংহস্য সচিবং প্রিয়দর্শনম্।। ৩২
তমুবাচ মহাতেজাঃ সূতপুত্রং বিশারদম্। বসিষ্ঠঃ ক্ষিপ্রমাচক্ষ্ব নৃপতের্মামিহাগতম্।। ৩৩

নিরানন্দ অধোবদন আমি দেখতে পারবো না।। ১৮ ।। মহাপ্রাণ রাজা তাঁকে যখন এইভাবে বলছিলেন, তখন ক্রমে চন্দ্রশোভিত নক্ষত্রমালিনী পুণ্যরাত্রিটি প্রভাত হয়ে গেলো।। ১৯ ।। পাপাচারিণী, বাক্যনিপুণা কৈকেয়ী ক্রোধে অজ্ঞান হয়ে রাজাকে আবার কঠোরবাক্যে বললেন *(পরুষ—কঠোর, রোষ—ক্রোধ)*।। ২০ ।। রাজন্, বিষজাত রোগের মতো পীড়াদায়ক এইসকল কথা কেন আপনি বলছেন ? এখন দুঃখ না করে পুত্র রামকে আপনি এখানে আনিয়ে নিন। *(গর—বিষ)*।। ২১ ।। আমার পুত্র ভরতকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রামকে বনবাসে পাঠিয়ে আমাকে শত্রুশূন্য করে আপনি কর্তব্যপালন করুন। *(সপত্ন—শত্রু। কৃত্য—কর্তব্য)*।। ২২ ।। তীক্ষ্ণ চাবুকের দ্বারা উত্তম অশ্ব যেমন আহত হয়, তেমনি কৈকেয়ীর বাক্যের দ্বারা তিনি অন্তরে ক্ষত বিক্ষত হলেন। বারবার কৈকেয়ীর দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে তিনি বললেন *(প্রতোদ—কশা, চাবুক। অভীক্ষ্ণ—বারবার)*।।২৩।। ধর্মের বন্ধনে আমি আবদ্ধ। আমার চেতনাও চলে গেছে। ধার্মিক ও প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে আমি দেখতে চাইছি না।। ২৪ ।। ইতোমধ্যে সূর্য উদিত হলে রাত ভোর হয়ে গেলো। শুভ নক্ষত্রের যোগে পুণ্যলগ্ন সমাগত হলো।। ২৫ ।। তখন গুণালঙ্কৃত বশিষ্ঠ শিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে অভিষেকের দ্রব্যাদি নিয়ে সুসজ্জিতা পুরীতে প্রবেশ করলেন।। ২৬ ।। অযোধ্যার পথগুলি ততোক্ষণে ঝাঁট দিয়ে জলে সিক্ত করা হয়েছে। জনগণ আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দোকানপাট ভালো ভালো পণ্যসামগ্রীতে সমৃদ্ধ।। ২৭ ।। রামের অভিষেকের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে নগরী আজ উৎসবে সেজেছে। চন্দন, অগুরু, ধূপে সুরভিত সকল দিক।। ২৮ ।। ইন্দ্রপুরীর মতো সজ্জিতা অযোধ্যাপুরী অতিক্রম করে শ্রীযুক্ত বশিষ্ঠদেব নানাবর্ণের পতাকাশোভিত অন্তঃপুরকে দেখতে পেলেন।। ২৯ ।। নগর এবং পল্লীবাসী জনগণের দ্বারা অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। হস্তে যষ্ঠি নিয়ে ব্রাহ্মণেরা শোভাবর্ধন করছেন। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে অর্চিত যজ্ঞীয়-সদস্যগণের দ্বারা অন্তঃপুরের শোভা আজ পরিবর্ধিত।। ৩০ ।। মহর্ষিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বশিষ্ঠ পরম আনন্দে অন্তঃপুরে ঢুকে জনগণকে কাটিয়ে এগিয়ে চলেছেন।। ৩১ ।। নরশ্রেষ্ঠ দশরথের মন্ত্রীও সৌম্যদর্শন সারথি সুমন্ত্রকে বশিষ্ঠ দেখলেন দ্বারদেশ দিয়ে বেরিয়ে আসছেন।। ৩২ ।। মহাতেজস্বী বশিষ্ঠ তখন কার্যদক্ষ সূতপুত্র সুমন্ত্রকে ডেকে বললেন, রাজাকে তাড়াতাড়ি খবর দাও। আমি এসে গেছি। *(সূত—রথচালক। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত বর্ণসঙ্কর। তাদের বৃত্তি ছিলো রথচালনা)*।। ৩৩ ।। দেখো, অভিষেকের জন্য আনা

ইমে গঙ্গোদকঘটাঃ সাগরেভ্যশ্চ কাঞ্চনাঃ। ঔডুম্বরং ভদ্রপীঠমভিষেকার্থমাহৃতম্।। ৩৪
সর্ববীজানি গন্ধাশ্চ রত্নানি বিবিধানি চ। ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং লাজা দর্ভাঃ সুমনসঃ পয়ঃ।। ৩৫
অষ্টৌ চ কন্যা রুচিরা মত্তশ্চ বরবারণঃ। চতুরশ্বো রথঃ শ্রীমান্ নিস্ত্রিংশো ধনুরুত্তমম্।। ৩৬
বাহনং নরসংযুক্তং ছত্রঞ্চ শশিসন্নিভম্। শ্বেতে চ বালব্যজনে ভৃঙ্গারঞ্চ হিরণ্ময়ম্।। ৩৭
হেমদামপিনদ্ধশ্চ ককুদ্মান্ পাণ্ডুরো বৃষঃ। কেসরী চ চতুর্দংষ্ট্রো হরিশ্রেষ্ঠো মহাবলঃ।। ৩৮
সিংহাসনং ব্যাঘ্রতনুঃ সমিধশ্চ হুতাশনঃ। সর্বে বাদিত্রসঙ্ঘাশ্চ বেশ্যাশ্চালঙ্কৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ।। ৩৯
আচার্যা ব্রাহ্মণা গাবঃ পুণ্যাশ্চ মৃগ-পক্ষিণঃ। পৌর-জানপদশ্রেষ্ঠা নৈগমাশ্চ গণৈঃ সহ।। ৪০
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রীয়মাণাঃ প্রিয়ংবদাঃ। অভিষেকায় রামস্য সহ তিষ্ঠন্তি পার্থিবৈঃ।। ৪১
ত্বরয়স্ব মহারাজং যথা সমুদিতেঽহনি। পুষ্যে নক্ষত্রযোগে চ রামো রাজ্যমবাপ্নুয়াৎ।। ৪২
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সূতপুত্রো মহাবলঃ। স্তুবন্ নৃপতিশার্দূলং প্রবিবেশ নিবেশনম্।। ৪৩
তং তু পূর্বোদিতং বৃদ্ধং দ্বারস্থা রাজসম্মতাঃ। ন শেকুরভিসংরোদ্ধুং রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ।। ৪৪
স সমীপস্থিতো রাজ্ঞস্তামবস্থামজজ্ঞিবান্। বাগ্‌ভিঃ পরমতুষ্টাভিরভিষ্টোতুং প্রচক্রমে।। ৪৫
ততঃ সূতো যথাপূর্বং পার্থিবস্য নিবেশনে। সুমন্ত্রঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তুষ্টাব জগতীপতিম্।। ৪৬
যথা নন্দতি তেজস্বী সাগরো ভাস্করোদয়ে। প্রীতঃ প্রীতেন মনসা তথা নন্দয় নস্ততঃ।। ৪৭
ইন্দ্রমস্যাং তু বেলায়ামভিতুষ্টাব মাতলিঃ। সোঽজয়দ্দানবান্ সর্বাংস্তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্।। ৪৮

হয়েছে এই সকল স্বর্ণঘট। এগুলি সাগরের আর গঙ্গার জলে পূর্ণ। যজ্ঞডুমুরের কাঠ দিয়ে তৈরী ভালো সব আসন আনা হয়েছে।।৩৪।। আনা হয়েছে সবরকমের বীজ, গন্ধদ্রব্য আর বিভিন্নরকমের রত্ন। মধু, দৈ, ঘৃত, খৈ, কুশ, কুসুম আর জল—সবই সংগ্রহ করা হয়েছে *(ক্ষৌদ্র—মধু। সুমনস—পুষ্প। পয়ঃ—জল, দুগ্ধ)*।।৩৫।। আটজন সুন্দরী কন্যা এবং মদমত্ত ভালো হস্তী, চার-ঘোড়ার রথ, সুন্দর খড়্গ এবং উত্তম ধনু আনা হয়েছে *(নিস্ত্রিংশ—খড়্গ। বারণ—হস্তী)*।।৩৬ ।। বাহকসহ পালকী, চাঁদের মতো বিস্তৃত সুন্দর রাজচ্ছত্র। শুভ্র দু'টি চামর, সোনার ভৃঙ্গার আনা হয়েছে *(শশী—চাঁদ, ব্যজন—পাখা, চামর। ভৃঙ্গার—সুন্দর গলা-ওঠা জলপাত্র)*।। ৩৭ ।। কুঁজ-ওঠা শুভ্রবর্ণ বৃষ আনা হয়েছে। তারা সব সোনার মালায় ভূষিত। চারটি দাঁত আছে এমন বলশালী শ্রেষ্ঠ সিংহ করা হয়েছে সংগ্রহ।। ৩৮ ।। সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম, সমিধ, অগ্নি, সবই আনা হয়েছে। বাজনার সকল গোষ্ঠী, বেশ্যা, অলঙ্কৃতা নারী নিয়ে আসা গেছে *(বেশ্যা—বেশের দ্বারা প্রলোভনসৃষ্টিকারিণী নারী)*।। ৩৯ ।। আচার্য, ব্রাহ্মণ, গাভী, মঙ্গলসূচক পশু এবং পাখী, নগরের ও গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, দলবল নিয়ে বণিগ্‌বর্গকে আহ্বান করে নিয়ে আসা হয়েছে *(আচার্য—আ-চিনোতি হি শাস্ত্রার্থম্ আচারে স্থাপয়ত্যপি চ। / স্বয়ম্ আচরতে যস্মাৎ তস্মাদাচার্য উচ্যতে।।—যাঁরা শাস্ত্রের বিষয় সংগ্রহ করে নিজেরা আচরণ করেন, তাঁরাই আচার্য)* ।।৪০ ।। প্রিয়ভাষী আনন্দিত বহু লোকজন রাজাদের সঙ্গে রামের অভিষেকের জন্য এসে উপস্থিত হয়েছে।।৪১ ।। মহারাজকে তাড়া দাও। যাতে দিন এলেই পুষ্যানক্ষত্রের পুণ্যলগ্নে রাম রাজ্য পেতে পারে।। ৪২ ।। মহাশক্তিশালী সূতপুত্র সুমন্ত্র তাঁর এই কথা শুনে রাজশ্রেষ্ঠকে স্তব করতে করতে রাজার গৃহের দিকে প্রবেশ করলেন।। ৪৩।। আগে থেকেই রাজার অনুমতি থাকায় রাজার প্রিয়কর্ম-সম্পাদনে উৎসুক রাজ-নিযুক্ত দ্বাররক্ষিগণ বর্ষীয়ান সুমন্ত্রকে বাধা দিতে পারলেন না।। ৪৪ ।। রাজার ঐ অবস্থা জানতে না পারায় তিনি পূর্বাভ্যাসবশতঃ আনন্দদায়ক স্তুতিপাঠের উপক্রম করলেন।। ৪৫ ।। সারথি সুমন্ত্র রাজার গৃহে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে পূর্বের ন্যায় রাজার স্তুতি করতে লাগলেন। ।।৪৬ ।। রাজন্, সূর্যের উদয়ে সাগর যেমন তেজোরঞ্জিত হয়ে জগতকে আনন্দিত করে, তেমনি আপনিও প্রীতচিত্তে আমাদিগকে নন্দিত করুন।। ৪৭ ।। এইরকম প্রভাতবেলায় ইন্দ্রসারথি মাতলি স্তুতির দ্বারা ইন্দ্রকে উদ্‌বুদ্ধ করেন। ফলে ইন্দ্র দানব সকলকে জয় করেন। তেমনি আমিও আপনাকে স্তুতির দ্বারা প্রবোধিত করছি।।৪৮ ।। ষড়ঙ্গবেদ এবং বিবিধবিদ্যা যেমন

বেদাঃ সহাঙ্গা বিদ্যাশ্চ যথা হ্যাত্মভূবং প্রভুম্। ব্রাহ্মণং বোধয়ন্ত্যদ্য তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্।। ৪৯
আদিত্যঃ সহ চন্দ্রেণ যথা ভূতধরাঃ শুভাম্। বোধয়ত্যদ্য পৃথিবীং তথা ত্বাং বোধয়াম্যহম্।। ৫০
উত্তিষ্ঠ সুমহারাজ কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ। বিরাজমানো বপুষা মেরোরিব দিবাকরঃ।। ৫১
সোম-সূর্যৌ চ কাকুৎস্থ শিব-বৈশ্রবণাবপি। বরুণশ্চাগ্নিরিন্দ্রশ্চ বিজয়ং প্রদিশন্তু তে।। ৫২
গতা ভগবতী রাত্রিঃ কৃতং কৃত্যমিদং তব। বুধ্যস্ব নৃপশার্দূল কুরু কার্যমনন্তরম্।। ৫৩
উদতিষ্ঠতঃ রামস্য সমগ্রমভিষেচনম্। পৌর-জানপদাশ্চাপি নৈগমশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ।। ৫৪
স্বয়ং বসিষ্ঠো ভগবান্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ তিষ্ঠতি। ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপ্যতাং রাজন্! রাঘবস্যাভিষেচনম্।। ৫৫
যথা হ্যপালাঃ পশবো যথা সেনা হ্যনায়কাঃ। যথা চন্দ্রং বিনা রাত্রির্যথা গাবো বিনা বৃষম্।। ৫৬
এবং হি ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রাজা ন দৃশ্যতে। এবং তস্য বচঃ শ্রুত্বা সান্ত্বপূর্বামিবার্থবৎ।। ৫৭
অভ্যকীর্যত শোকেন ভূয় এব মহীপতিঃ। ততস্তু রাজা তং সূতং সন্নহর্ষঃ সুতং প্রতি।। ৫৮
শোকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমানুদ্বীক্ষ্যোবাচ ধার্মিকঃ। বাক্যৈস্তু খলু মর্মাণি মম ভূয়ো নিকৃন্তসি।। ৫৯
সুমন্ত্রঃ করুণং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা দীনঞ্চ পার্থিবম্। প্রগৃহীতাঞ্জলিঃ কিঞ্চিত্তস্মাদ্দেশাদপাক্রমৎ।। ৬০
যদা বক্তুং স্বয়ং দৈন্যান্ন শশাক মহীপতিঃ। তদা সুমন্ত্রং মন্ত্রজ্ঞা কৈকেয়ী প্রত্যুবাচ হ।। ৬১
সুমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্ষসমুৎসুকঃ। প্রজাগরপরিশ্রান্তো নিদ্রাবশমুপাগতঃ।। ৬২
তদ্ গচ্ছ ত্বরিতং সূত রাজপুত্রং যশস্বিনম্। রামমানয় ভদ্রং তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।। ৬৩
অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি। তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণো বাক্যং রাজা মন্ত্রিণমব্রবীৎ।। ৬৪
সুমন্ত্র রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রমানয় সুন্দরম্। স মন্যমানঃ কল্যাণং হৃদয়েন ননন্দ চ।। ৬৫

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাকে প্রবুদ্ধ করে, তেমনি আজ আমিও আপনাকে জাগ্রত করছি। ।। ৪৯ ।। চন্দ্রকে নিয়ে সূর্য যেমন পৃথিবী এবং তার প্রাণী সকলকে জাগিয়ে তোলে, তেমনি আমি আজ আপনাকে জাগ্রত করছি।। ৫০ ।। মহান মহারাজ, আপনি এবার জেগে উঠুন। অভিষেকের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সমুচিত বস্ত্রাদি পরিধান করুন। মেরুপর্বত থেকে সূর্য যেমন উঠে জগতকে উদ্ভাসিত করে, তেমনি আপনিও শয্যা থেকে উঠে সবদিক উদ্ভাসিত করুন।।৫১ ।। হে কাকুৎস্থ, চন্দ্র, সূর্য, মহেশ্বর, কুবের, বরুণ, অগ্নি এবং ইন্দ্র আপনাকে বিজয়দান করুন (*বৈশ্রবণ—কুবের*)।।৫২ ।। সুন্দর রাতটি কেটে গেছে। আপনার আদিষ্ট কাজ সব সম্পন্ন করা হয়েছে। রাজশ্রেষ্ঠ, আপনি জেগে উঠুন। পরবর্তীকার্যের অনুষ্ঠান করুন।। ৫৩ ।। রামের অভিষেকের সব সামগ্রী সংগৃহীত হয়েছে। পুরবাসী, পল্লীবাসী এবং বণিকেরা কৃতাঞ্জলি হয়ে অপেক্ষা করছেন।। ৫৪ ।। ভগবান বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের নিয়ে স্বয়ং অপেক্ষা করছেন। রাজন্, রামচন্দ্রের অভিষেকের জন্য সত্বর আজ্ঞা দিন।।৫৫।। পালকহীন পশু, সেনাপতিবিহীন সৈন্যবাহিনী, চন্দ্রহীন রাত্রি এবং বৃষকে ছেড়ে গাভীর যে অবস্থা হয়, রাজা না থাকলে রাজ্যের অবস্থাও হয় তেমনি শোচনীয়। তাঁর সান্ত্বনাপূর্ণ অর্থসমৃদ্ধ এই কথা শুনে রাজা আবার শোকে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। পুত্রের প্রতি দুঃখিত হয়ে রাজা সারথিকে বললেন।।৫৬-৫৮।। শ্রীমান ধার্মিক রাজার চোখ শোকে লাল হয়ে গেছে। তিনি বললেন, তোমার বাক্যের দ্বারা আমার ধর্মকে আবার বিদীর্ণ করছো।। ৫৯ ।। সুমন্ত্র রাজাকে দৈন্যদশায় করুণ-অবস্থায় দেখে করজোড়ে কোনোরকমে সেখান থেকে ফিরে গেলেন।। ৬০ ।। রাজা শোচনীয় অবস্থার জন্য সুমন্ত্রকে স্বয়ং কিছু বলতে পারলেন না। মন্ত্রণানিপুণ কৈকেয়ী তখন সুমন্ত্রকে বললেন—।।৬১ ।। সুমন্ত্র, রামের অভিষেকের আনন্দে অত্যন্ত উৎসুক হয়ে রাজা সারা রাত জেগে ছিলেন। তাই, এখন শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।। ৬২ ।। তাই সারথে, আপনি যশস্বী রাজপুত্র রামকে সত্বর এখানে নিয়ে আসুন। এতে 'কিন্তু' করে বিবেচনার আর প্রয়োজন নেই। আপনার মঙ্গল হোক।। ৬৩ ।। দেবি, রাজার কথা না শুনে কি করে আমি যাই? মন্ত্রীর সেই বাক্য শুনে রাজা বললেন—।। ৬৪।। সুমন্ত্র, সুন্দর রামকে আমি দেখতে চাই। শীঘ্রই তাকে নিয়ে এসো। সুমন্ত্র এতে মঙ্গল হবে মনে করে আনন্দিত হলেন।। ৬৫ ।। তিনিও রাজনির্দেশে প্রীতির সঙ্গে সত্বর বেরিয়ে পড়লেন।

নির্জগাম চ স প্রীত্যা ত্বরিতো রাজশাসনাৎ। সুমন্ত্রশ্চিন্তয়ামাস ত্বরিতং চোদিতস্তয়া।। ৬৬
ব্যক্তং রামাভিষেকার্থে ইহায়স্যতি ধর্মরাট্। ইতি সূতো মতিং কৃত্বা হর্ষেণ মহতা পুনঃ।। ৬৭
নির্জগাম মহাতেজা রাঘবস্য দিদৃক্ষয়া। সাগরহ্রদসঙ্কাশাৎ সুমন্ত্রোঽন্তঃপুরাচ্ছুভাৎ।
নিষ্ক্রম্য জনসম্বাধং দদর্শ দ্বারমগ্রতঃ।। ৬৮
ততঃ পুরস্তাৎ সহসা বিনিঃসৃতো মহীপতের্দ্বারগতান্ বিলোকয়ন্।
দদর্শ পৌরান্ বিবিধান্ মহাজনান্ উপস্থিতান্ দ্বারমুপেত্য বিষ্ঠিতান্।। ৬৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ।

সুমন্ত্র চিন্তা করলেন, রাজা নিশ্চয়ই রামের অভিষেকের জন্য অতিশয় আগ্রহী হয়েছেন।। ৬৬—৬৭ ।। মহাতেজস্বী সুমন্ত্র রামচন্দ্রকে দেখবার ইচ্ছায় সুসজ্জিত অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এলেন। অন্তঃপুর যেন সাগরের মধ্যে একটি হ্রদ। বেরিয়ে দেখলেন দ্বারদেশে বিশাল এক জনতা।।৬৮ ।। অন্তঃপুরের বাইরে এসে সুমন্ত্র রাজার দ্বারপালদের দেখলেন। দেখতে পেলেন বিভিন্নশ্রেণীর পুরবাসিগণকে। দেখলেন ধনবান ব্যক্তিরাও সেখানে এসে সমবেত হয়েছেন।। ৬৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের চতুর্দশ (১৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চদশঃ সর্গঃ ।।

রাজ্যাভিষেকায় সমানীতানাং বিবিধানাং দ্রব্যাণাং বর্ণনম্, মহারাজ-দশরথস্যানুপস্থিতৌ সর্বেষাং জিজ্ঞাসা, সন্দেশং জ্ঞাতুং সুমন্ত্রস্য গমনম্, সুমন্ত্রং প্রতি দশরথস্যানুযোগঃ, রামমাহূয়িতুং রাজ্ঞ আদেশঃ, বিচিত্রশোভাময়রামভবনে সুমন্ত্রস্যাগমনঞ্চ।

তে তু তাং রজনীমুষ্য ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। উপতস্থুরুপস্থানং সহ রাজপুরোহিতাঃ।। ১
অমাত্যা বলমুখ্যাশ্চ মুখ্যা যে নিগমস্য চ। রাঘবস্যাভিষেকার্থং প্রীয়মাণাঃ সুসঙ্গতাঃ।। ২
উদিতে বিমলে সূর্যে পুষ্যে চাভ্যাগতেঽহনি। লগ্নে কর্কটকে প্রাপ্তে জন্ম রামস্য চ স্থিতে।। ৩
অভিষেকায় রামস্য দ্বিজেন্দ্রৈরুপকল্পিতম্। কাঞ্চনা জলকুম্ভাশ্চ ভদ্রপীঠং স্বলঙ্কৃতম্।। ৪
রথশ্চ সম্যদাস্তীর্ণো ভাস্বতা ব্যাঘ্রচর্মণা। গঙ্গা-যমুনয়োঃ পুণ্যাৎ সঙ্গমাদাহৃতং জলম্।। ৫

পঞ্চদশ (১৫) সর্গ

রাজ্যাভিষেকের জন্য আনীত বিবিধ দ্রব্যের বর্ণনা। মহারাজ দশরথের অনুপস্থিতির জন্য সবারই জিজ্ঞাসা। সংবাদ নেবার জন্য সুমন্ত্রের গমন। সুমন্ত্রের প্রতি দশরথের অনুযোগ। রামকে ডাকার জন্যে রাজার আদেশ। বিচিত্র-সুন্দর রাম-ভবনে সুমন্ত্রের আগমন।

বেদবিষয়ে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা রাতটি কাটিয়েই রাজপুরোহিতদের সঙ্গে রাজদ্বারে উপস্থিত হলেন। *(উপস্থান—রাজদ্বার)*।। ১ ।। অমাত্যেরা, সেনাপতিগণ এবং বণিক-প্রধানেরা রামের অভিষেক উপলক্ষ্যে আনন্দের সঙ্গে সমবেত হয়েছেন।। ২ ।। নির্মল সূর্য উদিত হয়েছে। পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত ও কর্কটলগ্নসমন্বিত রামের জন্মসময় এসে গেলো।।৩ ।। মুখ্য ব্রাহ্মণেরা রামের অভিষেকের সামগ্রী নিয়ে এসেছেন। সোনার কলশ সব জলে পূর্ণ করা হয়েছে। নিয়ে আসা হয়েছে অলঙ্কৃত ভদ্রপীঠ।।৪ ।। রথে উজ্জ্বল ব্যাঘ্রচর্ম বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। গঙ্গা-যমুনার পুণ্যসঙ্গমতীর্থ থেকে জল নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যসব পুণ্যসলিলা নদীর, পবিত্র হ্রদের, কূপের এবং সরোবরের জল সংগৃহীত হয়েছে। উত্তরবাহিনী, দক্ষিণবাহিনী, বক্রগামিনী যে সব স্রোতস্বিনী, দুগ্ধের

যাশ্চান্যাঃ সরিতঃ পুণ্যা হ্রদাঃ কূপাঃ সরাংসি চ। প্রাগ্‌বহাশ্চোর্ধ্ববাহাশ্চ তির্যগ্‌বাহাশ্চ ক্ষীরিণঃ।। ৬
তাভ্যশ্চৈবাহৃতং তোয়ং সমুদ্রেভ্যশ্চ সর্বশঃ। ক্ষৌদ্রং দধি ঘৃতং লাজা দর্ভাঃ সুমনসঃ পয়ঃ।। ৭
অষ্টৌ চ কন্যা রুচিরা মত্তশ্চ বরবারণঃ। সজলাঃ ক্ষীরিভিশ্ছন্না ঘটাঃ কাঞ্চন-রাজতাঃ।। ৮
পদ্মোৎপলযুতা ভান্তি পূর্ণাঃ পরমবারিণা। চন্দ্রাংশুবিকচপ্রখ্যং পাণ্ডুরং রত্নভূষিতম্।। ৯
সজ্জং তিষ্ঠতি রামস্য বালব্যজনমুত্তমম্। চন্দ্রমণ্ডলসঙ্কাশমাতপত্রঞ্চ পাণ্ডুরম্।। ১০
সজ্জং দ্যুতিকরং শ্রীমদভিষেকপুরঃসরম্। পাণ্ডুরশ্চ বৃষঃ সজ্জঃ পাণ্ডুরাশ্বশ্চ সংস্থিতঃ।। ১১
বাদিত্রাণি চ সর্বাণি বন্দিনশ্চ তথাপরে। ইক্ষ্বাকূণাং যথা রাজ্যে সংভ্রিয়েতাভিষেচনম্।। ১২
তথাজাতীয়মাদায় রাজপুত্রাভিষেচনম্। তে রাজবচনাত্তত্র সমবেতা মহীপতিম্।। ১৩
অপশ্যন্তোঽব্রুবন্ কো নু রাজ্ঞো নঃ প্রতিবেদয়েৎ। ন পশ্যামশ্চ রাজানমুদিতশ্চ দিবাকরঃ ।। ১৪
যৌবরাজ্যাভিষেকশ্চ সজ্জো রামস্য ধীমতঃ। ইতি তেষু ব্রুবাণেষু সর্বাংস্তাংশ্চ মহীপতিম্।। ১৫
অব্রবীত্তানিদং বাক্যং সুমন্ত্রো রাজসৎকৃতঃ। রামং রাজ্ঞো নিয়োগেন ত্বরয়া প্রস্থিতো হ্যহম্।। ১৬
পূজ্যা রাজ্ঞো ভবন্তশ্চ রামস্য তু বিশেষতঃ। অয়ং পৃচ্ছামি বচনাৎ সুখমায়ুষ্মতামহম্।। ১৭
রাজ্ঞঃ সংপ্রতিবুদ্ধস্য চানাগমনকারণম্। ইত্যুক্ত্বান্তঃপুরদ্বারমাজগাম পুরাণবিৎ।। ১৮
সদাসক্তঞ্চ তদ্বেশ্ম সুমন্ত্রঃ প্রবিবেশ হ। তুষ্টাবাস্য তদা বংশং প্রবিশ্য স বিশাম্পতেঃ।। ১৯
শয়নীয়ং নরেন্দ্রস্য তদাসাদ্য ব্যতিষ্ঠত। সোঽত্যাসাদ্য তু তদ্‌বেশ্ম তিরস্করণিমন্তরা।। ২০
আশীর্ভির্গুণযুক্তাভিরভিতুষ্টাব রাঘবম্। সোম-সূর্যৌ চ কাকুৎস্থ শিব-বৈশ্রবণাবপি।। ২১

মতো হিতকারী যাদের জল, সে সবই আনা হয়েছে। সকল দিকের সমুদ্র থেকেও জল সংগৃহীত হয়েছে। আনা হয়েছে মধু, দধি, ঘৃত, খৈ, কুশ, ফুল এবং জল।। ৫-৭ ।। আটটি সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে আসা হয়েছে। মদধারা ক্ষরণকারী ভালো হস্তী আনা হয়েছে। সোনার এবং রূপোর জলপূর্ণ ঘট ক্ষীরীবৃক্ষের পল্লব দিয়ে রাখা হয়েছে (*এই সবই মঙ্গলদ্রব্য। মদ—হস্তীর যৌবন এলে তাদের কানের দুইধার দিয়ে আঠার মতো ধারা নির্গত হয়। তাকেই বলা হয় মদ। তাতে মদের গন্ধ থাকে। ক্ষীরী—যে সব গাছের ডাল বা পাতা বা ফলে ক্ষীরের মতো রস ক্ষরিত হয়, সেগুলিই ক্ষীরীবৃক্ষ। আম্র, বট প্রভৃতি*)।। ৮ ।। জলপূর্ণ ঘটগুলি শ্বেতপদ্ম ও নীলপদ্মের দ্বারা শোভিত হয়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। চন্দ্রকিরণের মতো স্নিগ্ধ শুভ্র রত্নের দ্বারা ঘটগুলিকে সজ্জিত করা হয়েছে। (*চন্দ্রাংশু—চন্দ্রকিরণ, বিকচ—বিকশিত*)।। ৯ ।। রামের জন্য নির্মিত চামর, চন্দ্রমণ্ডলের মতো সুন্দর একটি ছত্র সেখানে রয়েছে।। ১০ ।। শ্রীমান রামের অভিষেকের পূর্বে সবই প্রোজ্জ্বল দেখাচ্ছে। শ্বেতবর্ণের অশ্ব এবং শ্বেতবর্ণের বৃষকে সাজানো হয়েছে।। ১১ ।। সবরকমের বাদ্যযন্ত্র আনা হয়েছে। মঙ্গলগীতি গাইবার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে বৈতালিকদের। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের রাজ্য-অভিষেকে যা যা প্রয়োজন, সবই ব্যবস্থা করা হয়েছে।। ১২ ।। রাজকর্মীরা রাজার নির্দেশে অভিষেকে যা লাগে সেইজাতীয় দ্রব্যসম্ভার নিয়ে রাজার কাছে এসেছেন ।। ১৩ ।। সূর্য উঠে গেছে। রামকে না দেখে সমবেত ব্যক্তিরা বলছেন, কোথায় মহারাজ ?।। ১৪।। প্রজ্ঞাবান রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের দ্রব্যসম্ভার সাজানো হয়ে গেছে। মহারাজকে দেখছি না—এই কথা বলছেন ।। ১৫ ।। রাজপ্রেরিত সুমন্ত্র তাঁদেরকে তখন বললেন, রাজার নির্দেশে রামকে আনার জন্য আমি সত্বর যাচ্ছি।। ১৬ ।। আপনারা সকলে রাজার পূজ্য। বিশেষতঃ রামের। তাই, আপনাদের হয়ে আমি রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করে আসি।। ১৭ ।। জেনে আসি, তিনি জেগেও কেন আসেননি। পুরাণজ্ঞ সুমন্ত্র এই কথা বলে অন্তঃপুরের দ্বারদেশে চলে গেলেন।। ১৮ ।। সুমন্ত্র রাজার প্রিয় প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সঙ্গীতের দ্বারা তাঁর বংশ এবং তাঁকে স্তুতি করলেন। ।১৯ ।। গৃহে প্রবেশ করে রাজার শয্যার কাছে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। মধ্যে রৈলো পর্দা। (*তিরস্করণি—বাধা, প্রতিবন্ধ, পর্দা*)।। ২০ ।। রঘুবংশধর রাজাকে গুণযুক্ত আশীর্বচনের দ্বারা তিনি স্তুতি করতে লাগলেন। হে কাকুৎস্থ ; চন্দ্র, সূর্য, শিব, কুবের, বরুণ, অগ্নি এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ আপনাকে

বরুণশ্চাগ্নিরিন্দ্রশ্চ বিজয়ং প্রদিশন্তু তে। গতা ভগবতী রাত্রিরহঃ শিবমুপস্থিতম্।। ২২
বুধ্যস্ব রাজশার্দূল কুরু কার্যমনন্তরম্। ব্রাহ্মণা বলমুখ্যাশ্চ নৈগমাশ্চাগতাস্তিহ।। ২৩
দর্শনং তেঽভিকাঙ্ক্ষন্তে প্রতিবুধ্যস্ব রাঘব। স্তুবন্তং তং তদা সূতং সুমন্ত্রং মন্ত্রকোবিদম্।। ২৪
প্রতিবুধ্য ততো রাজা ইদং বচনমব্রবীৎ। রামমানয় সূতেতি যদস্যভিহিতো ময়া।। ২৫
কিমিদং কারণং যেন মমাজ্ঞা প্রতিহন্যতে। ন চৈব সংপ্রসুপ্তোঽহমানয়েহাশু রাঘবম্।। ২৬
ইতি রাজা দশরথঃ সূতং তত্রান্বশাৎ পুনঃ। স রাজবচনং শ্রুত্বা শিরসা প্রতিপূজ্য তম্।। ২৭
নির্জগাম নৃপাবাসান্মন্যমানঃ প্রিয়ং মহৎ। প্রপন্নো রাজমার্গঞ্চ পতাকা-ধ্বজশোভিতম্।। ২৮
হৃষ্টঃ প্রমুদিতঃ সূতো জগামাশু বিলোকয়ন্। স সূতস্তত্র শুশ্রাব রামাধিকরণাঃ কথাঃ।। ২৯
অভিষেচনসংযুক্তাঃ সর্বলোকস্য হৃষ্টবৎ। ততো দদর্শ রুচিরং কৈলাসসদৃশপ্রভম্।। ৩০
রামবেশ্ম সুমন্ত্রস্তু শক্রবেশ্মসমপ্রভম্। মহাকপাটপিহিতং বিতর্দিশতশোভিতম্।। ৩১
কাঞ্চনপ্রতিমৈকাগ্রং মণি-বিদ্রুমতোরণম্। শারদাভ্রঘনপ্রখ্যং দীপ্তং মেরুগুহাসমম্।। ৩২
মণিভির্বরমাল্যানাং সুমহদ্ভিরলঙ্কৃতম্। মুক্তামণিভিরাকীর্ণং চন্দনাগুরুভূষিতম্।। ৩৩
গন্ধান্মনোজ্ঞান্ বিসৃজদ্দার্দুরং শিখরং যথা। সারসৈশ্চ ময়ূরৈশ্চ বিনদদ্ভির্বিরাজিতম্।। ৩৪
সুকৃতেহামৃগাকীর্ণং সূৎকীর্ণং ভক্তিভিস্তথা। মনশ্চক্ষুশ্চ ভূতানামাদদত্তিগ্মতেজসা।। ৩৫
চন্দ্র-ভাস্করসঙ্কাশং কুবেরভবনোপমম্। মহেন্দ্রধামপ্রতিমং নানাপক্ষিসমাকুলম্।। ৩৬
মেরুশৃঙ্গসমং সূতো রামবেশ্ম দদর্শ হ। উপস্থিতৈঃ সমাকীর্ণং জনৈরঞ্জলিকারিভিঃ।। ৩৭

বিজয়দান করুন। ভগবতী রাত্রি চলে গেছেন। মঙ্গলময় দিন সমাগত হয়েছে।। ২১-২২ ।। রাজশ্রেষ্ঠ, আপনি জেগে উঠুন। আবশ্যক কর্ম সম্পাদন করুন। ব্রাহ্মণ, সেনাপতিগণ, বণিগ্‌বৃন্দ এখানে এসে গেছেন।। ২৩ ।। তাঁরা সবাই আপনার দর্শনপ্রার্থনা করছেন। হে রঘুবংশের যোগ্য উত্তরাধিকারিন্, আপনি জেগে উঠুন। মন্ত্রজ্ঞ সূত সুমন্ত্র এইভাবে তাঁকে স্তুতি করছেন।। ২৪ ।। রাজা তখন জেগে উঠে বললেন, রামকে হে সূত, নিয়ে এসো—আমি এই কথা বলেছিলাম।। ২৫ ।। কিন্তু, কেন তুমি আদেশ উল্লঙ্ঘন করলে? আমি তো এখন ঘুমিয়ে নেই। তুমি শীগ্‌গির রামকে এখানে নিয়ে এসো।। ২৬ ।। রাজা দশরথ সারথিকে আবার এই আদেশ দিলেন। তিনি রাজার কথা শুনে অবনতমস্তকে তাঁকে প্রণাম জানালেন।। ২৭ ।। অত্যন্ত প্রিয় এবং মহৎ কর্তব্য মনে করে রাজ-নিবাস থেকে তিনি বের হয়ে এলেন। পতাকাদির দ্বারা শোভিত রাজপথ দিয়ে তিনি চলতে লাগলেন।। ২৮ ।। আনন্দিত সূত চারদিকের শোভা প্রসন্নচিত্তে দেখতে দেখতে চলতে লাগলেন। শুনছিলেন রামকে নিয়ে জনগণের নানা কথা।। ২৯ ।। সবার সব কথা রামের অভিষেককে কেন্দ্র করেই। এইভাবে তিনি কৈলাশপর্বতের মতো শুভ্র সমুচ্চ সুন্দর রাম-ভবন দেখতে পেলেন।। ৩০ ।। সুমন্ত্র রামের সে গৃহটিকে দেখলেন সেটি ছিলো ইন্দ্রের ভবনের মতো দেখতে। দ্বারে ছিল বিশাল কপাট। শত শত বেদির দ্বারা সুশোভিত ছিলো তার উদ্যান (*বিতর্দি—বেদি*)।। ৩১ ।। স্থানে স্থানে শোভা পাচ্ছিলো সোনার মূর্তি। মণি এবং প্রবালের দ্বারা খচিত ছিলো তোরণ। শারদীয় মেঘের মতো স্নিগ্ধ শুভ্র ছিলো ভবনটি। মেরুপর্বতের গুহার মতো ছিলো স্বর্ণোজ্জ্বল (*বিদ্রুম—প্রবাল। অভ্র—মেঘ। মেরুপর্বত সুবর্ণ নির্মিত। তাই তার গুহা অন্ধকার না হয়ে সমুজ্জ্বল*)।। ৩২ ।। উত্তম মণিনির্মিত বড়ো বড়ো মালায় ছিলো বাড়ীটি শোভিত। মণিমুক্তার ছড়াছড়ি। চন্দন এবং অগুরুর দ্বারা সুরভিত করা হয়েছে সুন্দর ঐ ভবনটি।। ৩৩ ।। চন্দনপাহাড়ের চূড়ার মতো দেখাচ্ছিলো ঐ গৃহটিকে। সারসের ধ্বনি, ময়ূরের কেকা শোনা যাচ্ছিলো।। ৩৪ ।। গৃহের কোথাও সিংহ-ব্যাঘ্রাদি পশুর চিত্র, কোথাও বা নানাচিত্রের অলঙ্করণ উৎকীর্ণ করা হয়েছে। সেগুলো সব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।। ৩৫ ।। চন্দ্র এবং সূর্যের মতো ভাস্বর ঐ গৃহ। যেন কুবেরের ভবন। ইন্দ্রের গৃহের মতো ঐ গৃহটিও ছিলো বিচিত্র পাখীর দ্বারা পূর্ণ।। ৩৬ ।। সারথি সুমন্ত্র সুমেরুপর্বতের মতো সমুচ্চ এবং প্রোজ্জ্বল রামের সেই ভবনকে দেখলেন। দেখলেন চারদিকে ছড়িয়ে আছে অঞ্জলিবদ্ধ সব জনপদবাসী।। ৩৭ ।। জনপদবাসী নাগরিকেরা রামের

উপাদায় সমাক্রান্তৈস্তদা জানপদৈর্জনৈঃ। রামাভিষেকসুমুখৈরুন্মুখৈঃ সমলঙ্কৃতম্।। ৩৮
মহামেঘসমপ্রখ্যমুদগ্রং সুবিরাজিতম্। নানারত্নসমাকীর্ণং কুব্জকৈরপি চাবৃতম্।। ৩৯
স বাজিযুক্তেন রথেন সারথিঃ সমাকুলং রাজকুলং বিরাজয়ন্।
বরূথিনা রাজগৃহাভিপাতিনা পুরস্য সর্বস্য মনাংসি হর্ষয়ন্।। ৪০
ততঃ সমাসাদ্য মহাধনং মহৎ প্রহৃষ্টরোমা স বভূব সারথিঃ।
মৃগৈর্ময়ূরৈশ্চ সমাকুলোল্বণং গৃহং বরার্হস্য শচীপতেরিব।। ৪১
স তত্র কৈলাসনিভাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ প্রবিশ্য কক্ষাস্ত্রিদশালয়োপমাঃ।
প্রিয়ান্নরান্ রামমতে স্থিতান্ বহূন্ ব্যপোহ্য শুদ্ধান্তমুপস্থিতৌ রথী।। ৪২
স তত্র শুশ্রাব চ হর্ষযুক্তা রামাভিষেকার্থকৃতাং জনানাম্।
নরেন্দ্রসূনোরভিমঙ্গলার্থাঃ সর্বস্য লোকস্য গিরঃ প্রহৃষ্টাঃ।। ৪৩
মহেন্দ্রসদ্মপ্রতিমঞ্চ বেশ্ম রামস্য রম্যং মৃগপক্ষিজুষ্টম্।
দদর্শ মেরোরিব শৃঙ্গমুচ্চং বিভ্রাজমানং প্রভয়া সুমন্ত্রঃ।। ৪৪
উপস্থিতৈরঞ্জলিকারিভিশ্চ সোপায়নৈর্জানপদৈর্জনৈশ্চ।
কোট্যাপরার্ধৈশ্চ বিমুক্তযানৈঃ সমাকুলং দ্বারপদং দদর্শ।। ৪৫
ততো মহামেঘমহীধরাভং প্রভিন্নমত্যঙ্কুশমত্যসহ্যম্।
রামোপবাহ্যং রুচিরং দদর্শ শত্রুঞ্জয়ং নাগমুদগ্রকায়ম্।। ৪৬
স্বলঙ্কৃতান্ সাশ্বরথান্ সকুঞ্জরান্ অমাত্যমুখ্যাংশ্চ দদর্শ বল্লভান্।
ব্যপোহ্য সূতঃ সহিতান্ সমন্ততঃ সমৃদ্ধমন্তঃপুরমাবিবেশ হ।। ৪৭
ততোঽদ্রিকূটাচলমেঘসন্নিভং মহাবিমানোপমবেশ্মসংযুতম্।
অবার্যমাণঃ প্রবিবেশ সারথিঃ প্রভূতরত্নং মকরো যথার্ণবম্।। ৪৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

অভিষেক দেখার জন্য ভালোভাবে সেজেগুজে উন্মুখ হয়ে বসে আছে।। ৩৮ ।। রাজবাটীটি মহামেঘের মতো সমুন্নত, নানা রত্নের দ্বারা সমাকীর্ণ। কুঁজো ভৃত্যেরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।। ৩৯ ।। সুমন্ত্র সারথিরূপে অশ্বযুক্ত রথ নিয়ে সৈন্যপরিবৃত হয়ে জনগণপূর্ণ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে পুরবাসী সকলের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ করে দিলেন *(বরূথ—সেনা)*।। ৪০ ।। শচীপতি ইন্দ্রের ভবনের তুল্য ঐশ্বর্যসম্পন্ন, মৃগ এবং ময়ূরের দ্বারা সমাকীর্ণ ধনসমৃদ্ধ বিশাল ঐ ভবনে প্রবেশ করে সারথি সুমন্ত্র আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন *(উল্বন—ব্যাপ্ত)*।। ৪১ ।। রথে চড়েই কৈলাশপর্বতের মতো অলঙ্কৃত, স্বর্গের মতো সুন্দর কয়েকটি মহল অতিক্রম করে রামের অনুগত প্রিয় বহু মানুষকে ছাড়িয়ে একেবারে অন্তঃপুরে তিনি উপস্থিত হয়ে গেলেন *(শুদ্ধান্তঃ—অন্তঃপুরের একেবারে ভেতরের অংশ। ত্রিদশালয়—স্বর্গ)*।। ৪২ ।। তিনি সেখানে রামের অভিষেক দর্শনে প্রবিষ্ট জনমণ্ডলীর আনন্দধ্বনি শুনলেন। দেখলেন, রাজপুত্রের কল্যাণের জন্য সবাই মিলে সেখানে আনন্দের সঙ্গে বার্তালাপ করছে।। ৪৩ ।। সুমন্ত্র ইন্দ্রপুরীতুল্য রম্য রামের ভবনটিকে দেখলেন। সুমেরু পর্বতের ন্যায় সমুচ্চ ঐ প্রাসাদ। ঝক্‌মক্ করছিলো।। ৪৪ ।। তিনি গৃহের দ্বারদেশে সমবেত দেখলেন অগণিত জনগণকে। কোটি বা অপরার্ধসংখ্যক মানুষ বুঝি বা এসে গেছে। নিজেদের বাহন ত্যাগ করে, উপহার হাতে নিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা।। ৪৫ ।। সেখানে আরো দেখলেন রামের বাহন বিশালকায় হস্তীটিকে। মেঘবর্ণ বিশাল পর্বতের মতো দেখাচ্ছিলো হস্তীটিকে। মদমত্ত ঐ হস্তীটি ছিলো অসহ্য পরাক্রমশালী এবং শত্রুজয়ে সমর্থ।। ৪৬ ।। অন্যদিকে দেখলেন অলঙ্কৃত অশ্বসহ রথ, আরো সব হস্তী, প্রধান অমাত্যবর্গ এবং রামের প্রিয় বিশিষ্ট জনমণ্ডলীকে।। ৪৭ ।। পর্বতশৃঙ্গের মতো, স্থির মেঘের মতো, বিশাল চিলেকোঠাসমন্বিত প্রাসাদে সারথি সুমন্ত্র প্রবেশ করলেন। যেন প্রভূত রত্নপূর্ণ মহাসমুদ্রে মকর প্রবেশ করছে *(মকর—জলজন্তু, বড়ো কুমীর, হাঙ্গর)*।। ৪৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চদশ (১৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষোড়শঃ সর্গঃ ।।

সীতয়া সহ সমাসীন রামসমীপে সুমন্ত্রেণ জেষ্ঠ্যপুত্রদর্শনাভিলাষি-মহারাজদশরথস্য মহীয়্যা কৈকেয়্যা সহাবস্থানকথায়া জ্ঞাপনম্, রামেণ স্বীয়রাজ্যাভিষেকস্যানুমানম্, সীতাদেব্যা আনন্দপ্রকাশঃ মাঙ্গল্যাচরণম্, লক্ষ্মণেন সহ রামস্য রথেন যাত্রা, জনতায়া আনন্দকোলাহলঃ, গবাক্ষস্থানে সম্মিলিতানাং স্ত্রীণাং পরস্পরং সীতায়াঃ সৌভাগ্যমধিকৃত্যালাপঃ, ভাবিশাসক-রামংপ্রতি প্রজানাং সম্মতিপূর্ণবাক্যব্যবহারশ্চ।

স তদন্তঃপুরদ্বারং সমতীত্য জনাকুলম্। প্রবিবিক্তান্ততঃ কক্ষ্যামাসসাদ পুরাণবিৎ।। ১
প্রাসকার্মুকবিভ্রদ্ভির্যুবভির্মৃষ্টকুণ্ডলৈঃ। অপ্রমাদিভিরেকাগ্রৈঃ স্বানুরক্তৈরধিষ্ঠিতাম্।। ২
তত্র কাষায়িণা বৃদ্ধান্ বেত্রপাণীন্ স্বলঙ্কৃতান্। দদর্শ বিষ্ঠিতান্ দ্বারি স্ত্র্যধ্যক্ষান্ সুসমাহিতান্।। ৩
তে সমীক্ষ্য সমায়ান্তং রামপ্রিয়চিকীর্ষবঃ। সহসোৎপতিতাঃ সর্বে হ্যাসনেভ্যঃ সসংভ্রমাঃ।। ৪
তানুবাচ বিনীতাত্মা সূতপুত্রঃ প্রদক্ষিণঃ। ক্ষিপ্রমাখ্যাত রামায় সুমন্ত্রো দ্বারি তিষ্ঠতি।। ৫
তে রামমুপসঙ্গম্য ভর্তুঃ প্রিয়চিকীর্ষবঃ। সভার্যায় চ রামায় ক্ষিপ্রমেবাচচক্ষিরে।। ৬
প্রতিবেদিতমাজ্ঞায় সূতমভ্যন্তরং পিতুঃ। তত্রৈবানায়য়ামাস রাঘবঃ প্রিয়কাম্যয়া।। ৭
তং বৈশ্রবণসঙ্কাশমুপবিষ্টং স্বলঙ্কৃতম্। দদর্শ সূতঃ পর্যঙ্কে সৌবর্ণে সোত্তরচ্ছদে।। ৮

ষোড়শ (১৬) সর্গ

সীতাসহ সমাসীন রামচন্দ্র। সুমন্ত্রের দ্বারা কৈকেয়ীসহ মহারাজ দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্রের দর্শনাভিলাষ জ্ঞাপন। রামকর্তৃক নিজের অভিষেকের অনুমান। সীতার আনন্দপ্রকাশ ও মাঙ্গলিককর্মের অনুষ্ঠান। লক্ষ্মণকে নিয়ে রামের রথে করে যাত্রা। জনতার আনন্দধ্বনি। জানালায় বসে স্ত্রীলোকেদের সীতার সৌভাগ্য নিয়ে পরস্পর আলাপ। ভাবী রাজা রামের প্রতি প্রজাগণের সম্মতিসূচক আলাপ-আলোচনা।

পুরাণশাস্ত্রে বিদ্বান সুমন্ত্র অন্তঃপুরের জনগণপূর্ণ দ্বারদেশ অতিক্রম করে অন্তঃপুরের নির্জনকক্ষে এসে উপস্থিত হলেন। *(পুরাণ—১৮টি পুরাণ, ১৮টি উপপুরাণ রয়েছে। সৃষ্টি, মহাপ্রলয়ের পর পুনরায় সৃষ্টি, রাজা এবং ঋষিদের বংশ, মন্বন্তর—নিয়ে আলোচনা রয়েছে পুরাণে। পুরানো হলেও নূতন—পুরা অপি নূতনম্—তাই পুরাণ। প্রাচীন ভারতীয় সামগ্রিক ইতিহাসের সংবাদ পুরাণেই মেলে)*।। ১ ।। দেখলেন, উজ্জ্বল কুণ্ডল -শোভিত, সদাসতর্ক, একনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত যুবকরক্ষীরা সেখানে পাহারায় আছে। তাদের হাতে আছে ঝকঝকে ক্ষেপণীয় অস্ত্র ও ধনু *(প্রাস—ক্ষেপণীয় অস্ত্র। একালের মতো সেকালেও রক্ষীরা উজ্জ্বলবেশে ও চকচকে অস্ত্রে সুসজ্জিত থাকতো)*।। ২ ।। দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন শুদ্ধ রঙীন বস্ত্র পরিহিত, অলঙ্কৃত, বেত্রহস্ত, অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদের রক্ষক, সদাসতর্ক বৃদ্ধকর্মীরা।। ৩ ।। সুমন্ত্রকে আসতে দেখে রামের প্রিয় কর্মসাধনে সমুৎসুক তাঁরা সবাই সসম্ভ্রমে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।। ৪ ।। সারথি পুত্র সংযতচরিত্র সুদক্ষ সুমন্ত্র তাঁদের বললেন, রামকে সত্বর সংবাদ দিন যে সুমন্ত্র দ্বারে অপেক্ষা করছে *(দেহের মধ্যে হৃদয়ে যেমন মর্মস্থান তেমনি রাজবাড়ীতে অন্তঃপুরও মর্মস্থান। তার বিশুদ্ধি ও নিরাপত্তা সদারক্ষণীয়। তাই অন্তঃপুরকে বলা হতো 'শুদ্ধান্তঃপুর'। কেবলমাত্র 'কঞ্চুকী' নামক বিশ্বস্ত রাজকর্মীরাই অন্তঃপুরে প্রবেশ করে রাজাকে সংবাদাদি দিতে পারতেন। এই কঞ্চুকীরা হবেন—অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধো বিপ্রো গুণগণান্বিতঃ। / সর্বকার্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে।। —'কঞ্চুক' অর্থ হচ্ছে আলখাল্লার মতো লম্বা পোষাক। কঞ্চুক ছিলো এই রাজকর্মীদের বিশেষ পোষাক। কঞ্চুক পরিধান করতেন বলে তাঁদের বলা হতো কঞ্চুকী)*।। ৫ ।। রামের প্রিয়ঙ্কর সেই কর্মীরা রামের কাছে গিয়ে পত্নীর সঙ্গে উপবিষ্ট রামকে শীঘ্রই সুমন্ত্রের আগমন সংবাদ নিবেদন করলেন।। ৬ ।। তাঁর প্রীতির জন্য রাম পিতার বন্ধু সুমন্ত্রকে নিজের কক্ষেই আনিয়ে নিলেন।। ৭ ।। সূত সুমন্ত্র সেখানে সুন্দর চাদরে আচ্ছাদিত সোনার খাটে উপবিষ্ট, অলঙ্কারে সুশোভিত, কুবেরের মতো দর্শনীয় রামকে দেখলেন।। ৮ ।। শত্রুতাপনকারী রামের অঙ্গ ছিলো

বরাহরুধিরাভেণ শুচিনা চ সুগন্ধিনা। অনুলিপ্তং পরার্ধ্যেন চন্দনেন পরন্তপম্।। ৯
স্থিতয়া পার্শ্বতশ্চাপি বালব্যজনহস্তয়া। উপেতং সীতয়া ভূয়শ্চিত্রয়া শশিনং যথা।। ১০
তং তপন্তমিবাদিত্যমুপপন্নং স্বতেজসা। ববন্দে বরদং বন্দী বিনয়জ্ঞো বিনীতবৎ।। ১১
প্রাঞ্জলিঃ সুমুখং দৃষ্ট্বা বিহার-শয়নাসনে। রাজপুত্রমুবাচেদং সুমন্ত্রো রাজসৎকৃতঃ।। ১২
কৌসল্যা সুপ্রজা রাম পিতা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি। মহিষ্যাপি হি কৈকেয্যা গম্যতাং তত্র মা চিরম্।। ১৩
এবমুক্তস্তু সংহৃষ্টো নরসিংহো মহাদ্যুতিঃ। ততঃ সংমানয়ামাস সীতামিদমুবাচ হ।। ১৪
দেবি দেবশ্চ দেবী চ সমাগম্য মদন্তরে। মন্ত্রয়েতে ধ্রুবং কিঞ্চিদভিষেচনসংহিতম্।। ১৫
লক্ষয়িত্বা হ্যভিপ্রায়ং প্রিয়কামা সুদক্ষিণা। সঞ্চোদয়তি রাজানং মদর্থমসিতেক্ষণা।। ১৬
সা প্রহৃষ্টা মহারাজং হিতকামানুবর্তিনী। জননী চার্থকামা মে কেকয়াধিপতেঃ সুতা।। ১৭
দিষ্ট্যা খলু মহারাজো মহিষ্যা প্রিয়য়া সহ। সুমন্ত্রং প্রাহিণোদ্দূতমর্থ-কামকরং মম।। ১৮
যাদৃশী পরিষত্তত্র তাদৃশো দূত আগতঃ। ধ্রুবমদ্যৈব মাং রাজা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।। ১৯
হন্ত শীঘ্রমিতো গত্বা দ্রক্ষ্যামি চ মহীপতিম্। সহ ত্বং পরিবারেণ সুখমাস্ব রমস্ব চ।। ২০
পতিসম্মানিতা সীতা ভর্তারমসিতেক্ষণা। আ দ্বারমনুবব্রাজ মঙ্গলান্যভিদধ্যুষী।। ২১
রাজ্যং দ্বিজাতিভির্জুষ্টং রাজসূয়াভিষেচনম্। কর্তুমর্হতি তে রাজা বাসবস্যেব লোককৃৎ।। ২২
দীক্ষিতং ব্রতসম্পন্নং বরাজিনধরং শুচিম্। কুরঙ্গশৃঙ্গপাণিঞ্চ পশ্যন্তী ত্বাং ভজাম্যহম্।। ২৩
পূর্বাং দিশং বজ্রধরো দক্ষিণাং পাতু তে যমঃ। বরুণঃ পশ্চিমামাশাং ধনেশস্তূত্তরাং দিশাম্।। ২৪

তখন বরাহ-রক্তের মতো উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, পবিত্র সুগন্ধি উৎকৃষ্ট চন্দনের দ্বারা পরিলিপ্ত।। ৯ ।। ছোট পাখা দিয়ে সীতা পাশে বসে তাঁকে বাতাস করছিলেন। যেন চিত্রানক্ষত্রের পাশে চন্দ্র!।। ১০ ।। সূর্যের মতো নিজের তেজেই ভাস্বর, বরদানকারী রামচন্দ্রকে নীতিজ্ঞ, সূত সুমন্ত্র বিনীত হয়ে বন্দনা করলেন।। ১১ ।। আনন্দ -শয্যার উপবিষ্ট রামচন্দ্রকে প্রসন্ন দেখে রাজার দ্বারা সৎকৃত সুমন্ত্রকে করজোড়ে বললেন—।। ১২ ।। কৌশল্যা আপনার মতো সৎপুত্র পেয়ে সন্তুষ্ট। রাণী কৈকেয়ীসহ মহারাজ দশরথ আপনাকে দেখতে চাইছেন। দেরী করবেন না। তাঁদের কাছে এখুনিই চলে যান।। ১৩ ।। এই কথা শুনে দীপ্তিমান নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র সেই আহ্বান মেনে নিয়ে সীতাকে বললেন, দেবি, পিতৃদেব এবং মাতৃদেবী আমাকে নিয়ে অভিষেক সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু আলোচনা করছেন।। ১৫ ।। আমার প্রতি স্নেহদৃষ্টিময়ী উদার-হৃদয়া মাতা কৈকেয়ী আমার প্রতি বাবার অভিপ্রায় জেনে তাঁকে প্রেরণা দিচ্ছেন।। ১৬ ।। কেকয় রাজকন্যা কৈকেয়ী আমার জননী। আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মহারাজের কাছে নিশ্চয়ই আমার জন্য কিছু প্রার্থনা করছেন। ভাগ্যবশতঃ মহারাজ প্রিয় রাণীর সঙ্গে আমার স্বার্থপূরণের জন্য সুমন্ত্রকে এখানে পাঠিয়েছেন।।১৮।। যেখানে যেরকম সমাবেশ, সেইভাবে দূতের আগমন। মনে হচ্ছে, রাজা নিশ্চয় আজ আমায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।। ১৯ ।। শোনো সীতে, আমি সত্বর এখান থেকে গিয়ে মহারাজকে দর্শন করি। তুমি সঙ্গীদের নিয়ে এখানে আনন্দে থাকো।। ২০ ।। পতির দ্বারা সমাদৃতা সুন্দরদৃষ্টিসম্পন্না সীতা মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে দ্বারদেশ পর্যন্ত রামের অনুগমন করলেন *(চোখের তারকা কালো সুন্দরীর লক্ষণ। অসিতেক্ষণা—সুন্দর দৃষ্টিসম্পন্না)*।। ২১ ।। লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করেছিলেন, তেমনি মহারাজ দশরথ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সেবিত রাজসূয়যজ্ঞে তোমায় অভিষিক্ত করুন *(লোককৃৎ—জগৎশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা)*।। ২২ ।। তোমায় আমি দীক্ষিত, ব্রতসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ মৃগচর্মধারী, পবিত্র এবং হরিণের শৃঙ্গ হস্ত দেখে সম্বর্ধিত করবো *(অজিন—মৃগচর্ম। কুরঙ্গ—হরিণ। রাজসিংহাসনে অভিষেক ধর্মীয় ব্রতবিশেষ। ক্ষাত্রধর্ম পালনের জন্য এই তপস্যায় ব্রতী হওয়ায় তদনুসারে ব্রতবেশধারী রামকে সীতা ভজনা করবেন বলছেন)*।। ২৩ ।। তোমার যাত্রাকালে বজ্রধর ইন্দ্র পূর্বদিক, যম দক্ষিণদিক, বরুণ পশ্চিমদিক এবং ধনাধিপতি কুবের উত্তরদিক রক্ষা করুন *(ইন্দ্রের অস্ত্র হচ্ছে বজ্র। তাই বজ্রীয় ইন্দ্র। আশা—দিক)*।। ২৪ ।। এইভাবে সীতার দ্বারা তাঁর

অথ সীতামনুজ্ঞাপ্য কৃতকৌতুকমঙ্গলঃ। নিশ্চক্রাম সুমন্ত্রেণ সহ রামো নিবেশনাৎ।। ২৫
পর্বতাদিব নিষ্ক্রম্য সিংহো গিরিগুহাশয়ঃ। লক্ষ্মণং দ্বারি সোঽপশ্যৎ প্রহ্বাঞ্জলিপুটং স্থিতম্।। ২৬
অথ মধ্যমকক্ষ্যায়াং সমাগচ্ছৎ সুহৃজ্জনৈঃ। স সর্বানর্থিনো দৃষ্ট্বা সমেত্য প্রতিনন্দ্য চ।। ২৭
ততঃ পাবকসঙ্কাশমারুরোহ রথোত্তমম্। বৈয়াঘ্রং পুরুষব্যাঘ্রো রাজিতং রাজনন্দন।। ২৮
মেঘনাদমসংবাধং মণি-হেমবিভূষিতম্। মুষ্ণন্তমিব চক্ষূংষি প্রভয়া মেরুবর্চসম্।। ২৯
করেণুশিশুকল্পৈশ্চ যুক্তং পরমবাজিভিঃ। হরিযুক্তং সহস্রাক্ষো রথমিন্দ্র ইবাশুগম্।। ৩০
প্রযযৌ তূর্ণমাস্থায় রাঘবো জ্বলিতঃ শ্রিয়া। স পর্জন্য ইবাকাশে স্বনবানভিনাদয়ন্।। ৩১
নিকেতান্নির্যযৌ শ্রীমান্মহাভ্রাদিব চন্দ্রমাঃ। চিত্রচামরপাণিস্তু লক্ষ্মণো রাঘবানুজঃ।। ৩২
জুগোপ ভ্রাতরং ভ্রাতা রথমাস্থায় পৃষ্ঠতঃ। ততো হলহলাশব্দস্তুমুলঃ সমজায়ত।। ৩৩
তস্য নিষ্ক্রমমাণস্য জনৌঘস্য সমন্ততঃ। ততো হয়বরা মুখ্যা নাগাশ্চ গিরিসন্নিভাঃ।। ৩৪
অনুজগ্মুস্তথা রামং শতশোঽথ সহস্রশঃ। অগ্রতশ্চাস্য সন্নদ্ধাশ্চন্দনাগুরুভূষিতাঃ।। ৩৫
খড়্গ-চাপধরাঃ শূরা জগ্মুরাশংসবো জনাঃ। ততো বাদিত্রশব্দাশ্চ স্তুতিশব্দশ্চ বন্দিনাম্।। ৩৬
সিংহনাদাশ্চ শূরাণাং ততঃ শুশ্রুবিরে পথি। হর্ম-বাতায়নস্থাভির্ভূষিতাভিঃ সমন্ততঃ।। ৩৭
কীর্যমাণঃ সুপুষ্পৌঘৈর্যযৌ স্ত্রীভিররিন্দমঃ। রামং সর্বানবদ্যাঙ্গ্যো রামপিপ্রীষয়া ততঃ।। ৩৮
বচোভিরগ্র্যৈর্হর্ম্যস্থাঃ ক্ষিতিস্থাশ্চ ববন্দিরে। নূনং নন্দতি তে মাতা কৌসল্যা মাতৃনন্দন।। ৩৯

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে, রাম সীতার অনুমতি নিয়ে সুমন্ত্রের সঙ্গে গৃহ হতে নির্গত হলেন।। ২৫ ।। পর্বতের গুহাবাসী সিংহ যেমন পর্বত থেকে বীরবিক্রমে বেরিয়ে আসে, তেমনি বিক্রমের সঙ্গে রাম বের হয়ে এসে দেখলেন দ্বারদেশে লক্ষ্মণ করজোড়ে দাঁড়িয়ে।। ২৬ ।। অতঃপর তিনি মধ্যমমহলে এসে দেখলেন সুহৃদ এবং দর্শনার্থীরা অপেক্ষা করছেন। তাঁদের দেখে, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে, সবাইকে তিনি অভিনন্দিত করলেন।। ২৭ ।। এবার নরশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র অগ্নির মতো সমুজ্জ্বল উত্তম রথে আরোহণ করলেন। রূপোর তৈরী রথে আস্তৃত ছিলো ব্যাঘ্রচর্ম *(রাজিত—রজত অর্থাৎ রূপোর তৈরী। বৈয়াঘ্র—ব্যাঘ্রচর্ম। পাবক—অগ্নি)*।। ২৮ ।। রথের ধ্বনি ছিলো মেঘের গর্জনের মতো। স্বর্ণ এবং নানাবিধ মণিমাণিক্য বিভূষিত ছিলো রথটি। সুমেরু পর্বতের মতো সমুচ্চ এবং সমুজ্জ্বল রথটি তার নিজস্ব দীপ্তিতে লোকের চোখকে ধাঁধিয়ে দিতো। *(হেম—স্বর্ণ। বর্চস্—দীপ্তি)*।। ২৯ ।। হস্তি-শাবকের মতো ভালো অশ্বের দ্বারা যুক্ত ছিলো রথটি। সহস্রলোচন ইন্দ্র যেমন অশ্বযুক্ত দ্রুতগামী রথে আরোহণ করেন, তেমনি রথে করে রামও তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। ইন্দ্রের মতো নিজের প্রভায় সবদিক উদ্ভাসিত করে আকাশ মুখরিত করে তিনি চলতে লাগলেন।। ৩০-৩১ ।। মহামেঘের মধ্য হতে চন্দ্রের মতো তিনি প্রাসাদ থেকে নির্গত হলেন। সুন্দর চামর হাতে নিয়ে রামের ছোটোভাই লক্ষ্মণ রথে দাদার পেছনে বসে দাদাকে রক্ষা করতে লাগলেন। তখন তুমুল আনন্দধ্বনি উঠতে লাগলো।। ৩২-৩৩ ।। বেরিয়ে চলতে লাগলেন রাম। তাঁর চারদিকে বিরাট জনসমুদ্র। পেছনে পেছনে চলতে লাগলো ভালো ভালো অশ্ব, পর্বতের মতো উত্তম সব হস্তী। সংখ্যায় তারা শত সহস্র। রামের সামনে চলতে লাগলো চন্দন এবং অগুরুভূষিত বীর সৈনিকেরা।। ৩৪-৩৫ ।। খড়্গ এবং ধনুর্ধর এই বীর সৈনিকেরা ছিলো তাঁর হিতৈষী। তারপর পথে পথে নানা আনন্দজনক বাদ্যধ্বনি এবং বৈতালিকদের স্তুতিগীতি শোনা যেতে লাগলো।। ৩৬ ।। বীরবৃন্দের সিংহনাদ শোনা গেলো। সবদিকেই প্রাসাদের জানালাগুলিতে ভীড় করে দাঁড়ালেন অলঙ্কারে শোভিতা নারীবৃন্দ।। ৩৭ ।। সুন্দরী রমণীরা প্রীত করার ইচ্ছায় শত্রুদমনকারী রামচন্দ্রের উপর রাশি রাশি পুষ্প ছড়িয়ে দিতে লাগলো। *(ওঘ—সমূহ। পুষ্পৌঘ—পুষ্পরাশি)*।। ৩৮ ।। প্রাসাদস্থিত এবং ভূতলস্থিত সুন্দরী রমণীরা মধুর বাক্যের দ্বারা তাঁকে বন্দনা করলেন। হে মাতার আনন্দকারী রাম, আপনার দ্বারা মাতা কৌশল্যা নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন।। ৩৯ ।। পিতৃরাজ্যে

পশ্যন্তী সিদ্ধযাত্রং ত্বাং পিত্র্যং রাজ্যমুপস্থিতম্। সর্বসীমন্তিনীভ্যশ্চ সীতাং সীমন্তিনীং বরাম্।। ৪০
অমন্যন্ত হি তা নার্যো রামস্য হৃদয়প্রিয়াম্। তয়া সুচরিতং দেব্যা পুরা নূনং মহত্তপঃ।। ৪১
রোহিণীব শশাঙ্কেন রামসংযোগমাপ যা। ইতি প্রাসাদশৃঙ্গেষু প্রমদাভির্নরোত্তমঃ।
শুশ্রাব রাজমার্গস্থঃ প্রিয়া বাচ উদাহৃতাঃ।। ৪২
স রাঘবস্তত্র তদাপ্রলাপান্ শুশ্রাব লোকস্য সমাগতস্য।
আত্মাধিকারা বিবিধাশ্চ বাচঃ প্রহৃষ্টরূপস্য পুরে জনস্য।। ৪৩
এষ শ্রিয়ং গচ্ছতি রাঘবোঽদ্য রাজপ্রসাদাদ্ বিপুলাং গমিষ্যন্।
এতে বয়ং সর্বসমৃদ্ধকামা যেষাময়ং নো ভবিতা প্রশাস্তা।। ৪৪
লাভো জনস্যাস্য যদেষ সর্বং প্রপৎস্যতে রাষ্ট্রমিদং চিরায়।
ন হ্যপ্রিয়ং কিঞ্চন জাতু কশ্চিৎ পশ্যেন্ন দুঃখং মনুজাধিপেঽস্মিন্।। ৪৫
স ঘোষবদ্ভিশ্চ হয়ৈঃ সুনাগৈঃ পুরঃসরৈঃ স্বস্তিক-সূত-মাগধৈঃ।
মহীয়মানঃ প্রবরৈশ্চ বাদিকৈরভিষ্টুতো বৈশ্রবণো যথা যযৌ।। ৪৬
করেণু-মাতঙ্গ-রথাশ্বসঙ্কুলং মহাজনৌঘৈঃ পরিপূর্ণচত্বরম্।
প্রভূতরত্নং বহুপণ্যসঞ্চয়ং দদর্শ রামো বিমলং মহাপথম্।। ৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ।

অভিষিক্ত হবার জন্যে আপনার এই যাত্রা সিদ্ধ হোক। বিবাহিতা সকল রমণীর মধ্যে সীতাকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠরমণী বলে মনে করলেন *(সীমন্তিনী—বিবাহের পর সিঁথিতে সিন্দুর-পরা নারী)*।। ৪০ ।। রামের হৃদয়ের প্রিয়া, পূতচরিত্রা সীতা নিশ্চয়ই পূর্বে মহতী তপস্যা করেছিলেন।। ৪১ ।। রোহিণী যেমন চন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়, তেমনি তিনিও রামের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। রাম রাজপথ দিয়ে যাবার সময় অযোধ্যাবাসিনী নারীদের এইসব প্রিয় কথাবার্তা শুনতে পেলেন।। ৪২ ।। আজ রামচন্দ্র মহারাজ দশরথের প্রসাদে বিপুল রাজ্যশ্রী লাভ করছেন। এতে আমরা সকলে কামনার পূর্ণতায় সন্তৃপ্ত। কারণ, ইনিই হবেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রশাসক।। ৪৪ ।। ইনি চিরকালের জন্য রাষ্ট্র যে লাভ করছেন, তাতে আমাদের জনগণেরই লাভ। ইনি রাজা হলে কখনোই আমাদের কিছুই অপ্রিয় হবে না। আমরা দুঃখ পাবো না।। ৪৫ ।। এইভাবে স্তুতি-বন্দনার দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে তিনি কুবেরের মতো অগ্রসর হতে লাগলেন। তাঁর আগে আগে অশ্ব এবং উত্তম হস্তীরা আনন্দে বিচিত্রধ্বনি করছে। স্বস্তিবাচক বৈতালিক এবং গায়কেরা সঙ্গে চলেছেন। ভালো বাদ্যকরবৃন্দও সঙ্গে রয়েছেন।। ৪৬ ।। রাম দেখলেন রাজপথ একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হস্তী, হস্তিনী, রথ এবং অশ্বে নগরী পরিপূর্ণ। মানুষের ভীড়ে প্রাঙ্গণ ভরে গেছে। পথে দোকানে সাজানো রয়েছে প্রভূত রত্ন এবং বহুবিধ পণ্যসামগ্রী।। ৪৭ ।।

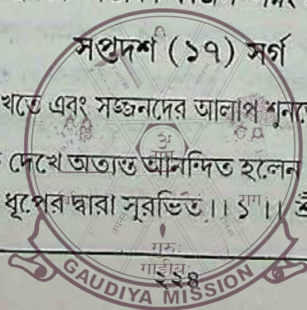
আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ষোড়শ (১৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তদশঃ সর্গঃ ।।

রাজপথস্য শোভাং পরিপশ্যতঃ সজ্জনানাং বাক্যালাপং শৃণ্বতো রামস্য পিতৃভবনে প্রবেশঃ

স রামো রথমাস্থায় সংপ্রহৃষ্ট-সুহৃজ্জনঃ। পতাকা-ধ্বজসম্পন্নং মহার্হাগুরুধূপিতম্।। ১

সপ্তদশ (১৭) সর্গ



রাজপথের শোভা দেখতে দেখতে এবং সজ্জনদের আলাপ শুনতে শুনতে রামের পিতৃভবনে প্রবেশ।

রাম রথে বসে চারদিকে সুহৃদ্‌বর্গকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। নগরী দেখলেন। ছোটো বড়ো পতাকার দ্বারা তা শোভিত। দামী অগুরু এবং ধূপের দ্বারা সুরভিত।। ১ ।। শ্রীযুক্ত রাম শুভ্র মেঘতুল্য সমুচ্চপ্রাসাদের

অপশ্যন্নগরং শ্রীমান্নানাজনসমন্বিতম্। স গৃহৈরভ্রসঙ্কাশৈঃ পাণ্ডুরৈরুপশোভিতম্।। ২
রাজমার্গং যযৌ রামো মধ্যেনাগুরুধূপিতম্। চন্দনানাঞ্চ মুখ্যানামগুরূণাঞ্চ সঞ্চয়ৈঃ।। ৩
উত্তমানাঞ্চ গন্ধানাং ক্ষৌম-কৌশাম্বরস্য চ। আবিদ্ধাভিশ্চ মুক্তাভিরুত্তমৈঃ স্ফাটিকৈরপি।। ৪
শোভমানমসংবাধং তং রাজপথমুত্তমম্। সংবৃতং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্ভক্ষ্যৈরুচ্চাবচৈরপি।। ৫
দদর্শ তং রাজপথং দিবি দেবপতির্যথা। দধ্যক্ষত-হবির্লাজৈর্ধূপৈরগুরুচন্দনৈঃ।। ৬
নানামাল্যোপগন্ধৈশ্চ সদাভ্যর্চিতচত্বরম্। অশীর্বাদান্ বহূন্ শৃণ্বন্ সুহৃদ্ভিঃ তমুদীরিতান্।।৭
যথার্হঞ্চাপি সম্পূজ্য সর্বানেব নরান্ যযৌ। পিতামহৈরাচরিতং তথৈব প্রপিতামহৈঃ।। ৮
অদ্যোপাদায় তং মার্গমভিষিক্তোঽনুপালয়। যথা স্ম পোষিতাঃ পিত্রা যথা সর্বৈঃ পিতামহৈঃ।
ততঃ সুখতরং সর্বে রামে বৎস্যাম রাজনি।।৯
অলমদ্য হি ভুক্তেন পরমার্থৈরলঞ্চ নঃ। যথা পশ্যাম নির্যান্তং রামং রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতম্।। ১০
ততো হি নঃ প্রিয়তরং নান্যৎ কিঞ্চিদ্ভবিষ্যতি। যথাভিষেকো রামস্য রাজ্যেনামিততেজসঃ।। ১১
এতাশ্চান্যাশ্চ সুহৃদামুদসীনঃ শুভাঃ কথাঃ। আত্মসম্পূজনীঃ শৃণ্বন্ যযৌ রামো মহাপথম্।। ১২
ন হি তস্মান্মনঃ কশ্চিচ্চক্ষুষী বা নরোত্তমাৎ। নরঃ শক্নোত্যপাক্রষ্টু মতিক্রান্তেঽপি রাঘবে।। ১৩
যশ্চ রামং ন পশ্যেত্তু যঞ্চ রামো ন পশ্যতি। নিন্দিতঃ সর্বলোকেষু স্বাত্মাপ্যেনং বিগর্হতে।। ১৪
সর্বেষাং স হি ধর্মাত্মা বর্ণানাং কুরুতে দয়াম্। চতুর্ণাং হি বয়ঃস্থানাং তেন তে তমনুব্রতাঃ।। ১৫
চতুষ্পথান্ দেবপথাংশ্চৈত্যাংশ্চায়তনানি চ।। প্রদক্ষিণং পরিহরন্ জগাম নৃপতেঃ সুতঃ।। ১৬

দ্বারা সুশোভিত, বহু জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়ে চলছিলেন। মধ্যে মধ্যে অগুরুর ধূপ সেখানে জ্বালানো হচ্ছে। সঞ্চিত উত্তম চন্দন এবং অগুরুর গন্ধে সকল দিক আমোদিত। রেশমী এবং পট্টবস্ত্রের দ্বারা নানা স্থান সজ্জিত করা হয়েছে। গেঁথে দেওয়া হয়েছে উত্তম মুক্তা। এবং স্ফটিক।। ২-৪ ।। সুসজ্জিত এবং প্রশস্ত রাজপথগুলি নানারকমের ফুল দিয়ে সাজানো। নানাবিধ খাদ্য সেখানে সাজানো রয়েছে।। ৫ ।। স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্র যেমন সুন্দর রাজপথ দর্শন করেন, তেমনি রামচন্দ্রও প্রশস্ত পথ দেখলেন। দৈ, আতপ চাল, ঘৃত, খৈ, ধূপ, অগুরু এবং চন্দনাদি রম্যবস্তুর দ্বারা পথটি সুসজ্জিত।। ৬ ।। রাজপথের চত্বরগুলি নানা মালা এবং গন্ধের দ্বারা সুসজ্জিত। সুহৃদ্‌বর্গের দ্বারা উচ্চারিত বহুবিধ আশীর্বাদ তিনি শুনতে পেলেন।। ৭ ।। মাননীয় গুরুজনদের মতো সকল মানুষকে বিশেষভাবে সম্মানিত করে তিনি চলতে লাগলেন। হে রাজন্, তোমার পিতামহ এবং প্রপিতামহাদি যেভাবে চলেছেন, আজ সিংহাসন লাভ করে সেইভাবে জনগণকে তুমি প্রতিপালন কোরো— বললেন জনগণ।। ৮ ।। তাঁরা আরো বললেন, রামের পিতা এবং পিতামহ প্রমুখের দ্বারা আমরা যেভাবে প্রতিপালিত হয়েছিলাম, রাম রাজা হলে তার চেয়েও সুখে আমরা বাস করবো।। ৯ ।। রাম অভিষিক্ত তথা রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজভবন থেকে যদি তাঁকে বের হতে দেখি, তাহলে আমাদের এতো আনন্দ হবে যে খাবার প্রয়োজন হবে না। প্রয়োজন হবে না অন্য কোনো পরমার্থেরও।। ১০ ।। অপরিমিত তেজস্বী রামের অভিষেকের চেয়ে আর কোনো কিছুই আমাদের বেশী প্রিয় নয়।। ১১ ।। এইভাবে সুহৃদ্‌বর্গের মুখে নিজের প্রশংসা এবং এমতো নানা কথা উদাসীনভাবেই শুনতে শুনতে তিনি রাজপথে গমন করতে লাগলেন।। ১২ ।। রামচন্দ্র সকলকে অতিক্রম করে চলে গেলেও কেউই কিন্তু সেই নরশ্রেষ্ঠের ওপর থেকে মন সরাতে পারছেন না।। ১৩ ।। সেইসময়ে যিনি রামকে দেখতে পারেন নি, এবং রামও যাঁকে দেখেন নি, তিনি সর্বজনের দ্বারা হয়েছিলেন নিন্দিত। নিজেই নিজেকে তিনি এই দুর্ভাগ্যের জন্য নিন্দা করছিলেন।। ১৪ ।। ধর্মপ্রাণ রাম ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—এই চারবর্ণের সকলের প্রতিই দয়াপ্রদর্শন করতেন। সেইজন্য সবাই ছিলেন তাঁর অনুগত।। ১৫ ।। চতুষ্পথ, দেবালয়ের পথ, দেবমন্দির এবং সভাগৃহগুলি প্রদক্ষিণ না করে অর্থাৎ ডাইনেই রেখে রামকুমার অগ্রসর হতে লাগলেন।। ১৬ ।। তিনি রাজপুরীতে এসে দেখলেন

স রাজকুলমাসাদ্য মেঘসংঘোপমৈঃ শুভৈঃ। প্রাসাদশৃঙ্গৈর্বিবিধৈঃ কৈলাসশিখরোপমৈঃ।। ১৭
আবারয়দ্ভির্গগনং বিমানৈরিব পাণ্ডুরৈঃ। বর্ধমানগৃহৈশ্চাপি রত্নজালপরিষ্কৃতৈঃ।। ১৮
তৎপৃথিব্যাং গৃহবরং মহেন্দ্রসদনোপমম্। রাজপুত্রঃ পিতুর্বেশ্ম প্রবিবেশ শ্রিয়া জ্বলন্।। ১৯
স কক্ষ্যা ধন্বিভির্গুপ্তাস্তিস্রোঽতিক্রম্য বাজিভিঃ। পদাতিরপরে কক্ষ্যে দ্বে জগাম নরোত্তমঃ।। ২০
স সর্বাঃ সমতিক্রম্য কক্ষ্যা দশরথাত্মজঃ। সন্নিবর্ত্য জনং সর্বং শুদ্ধান্তঃপুরমত্যগাৎ।। ২১
তস্মিন্ প্রবিষ্টে পিতুরন্তিকং তদা জনঃ স সর্বো মুদিতো নৃপাত্মজে।
প্রতীক্ষতে তস্য পুনঃ স্ম নির্গমং যথোদয়ং চন্দ্রমসঃ সরিৎপতিঃ।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ।

কৈলাশপর্বতের শিখরের মতো শুভ্র সমুচ্চ প্রাসাদের শৃঙ্গাবলী গগনকে স্পর্শ করছে।। ১৭ ।। শুভ্র বিমানের মতো ছিলো গৃহগুলি। আকাশকে যেন ঢেকে ফেলেছে! সমুচ্চ গৃহগুলি রত্নরাজির দ্বারা ছিলো শোভিত।। ১৮।। সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল রাজপুত্র পৃথিবীতে ইন্দ্রভবনের মতো সেই সুদৃশ্যগৃহে এসে প্রবেশ করলেন।। ১৯ ।। নরশ্রেষ্ঠ রাম তারপর ধনুর্ধারী প্রহরীদের দ্বারা রক্ষিত তিনটি মহল অশ্ববাহিত রথে অতিক্রম করে পায়ে হেঁটে আরো দু'টি মহল পার হয়ে গেলেন।। ২০ ।। দশরথপুত্র রাম এইভাবে মহলের পর মহল অতিক্রম করে অনুগামী লোকজনকে নিবৃত্ত করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।। ২১ ।। রাজপুত্র এইভাবে পিতার কাছে উপস্থিত হলে সমবেত জনগণ সবাই আনন্দিত হলেন। সমুদ্র যেমন জোয়ারের জন্য চন্দ্রের প্রতীক্ষা করে. তেমনি এই জনসমুদ্রও তাঁর নির্গমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলো।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের সপ্তদশ (১৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।।

চিন্তিতং পিতরং দৃষ্ট্বা তৎকারণং কৈকেয্যাঃ সমীপে রামস্য জিজ্ঞাসা. কঠিনহৃদয়-কৈকেয্যা স্বীয়প্রার্থিতবরবৃত্তান্তস্য বর্ণনম্, বনং গন্তুং শ্রীরামায় প্রেরণাদানঞ্চ।

স দদর্শাসনে রামো নিষণ্ণং পিতরং শুভে। কৈকেয্যা সহিতং দীনং মুখেন পরিশুষ্যতা।। ১
স পিতুশ্চরণৌ পূর্বমভিবাদ্য বিনীতবৎ। ততো ববন্দে চরণৌ কৈকেয্যাঃ সুসমাহিতঃ।। ২
রামেত্যুক্ত্বা তু বচনং বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণঃ। শশাক নৃপতির্দীনো নেক্ষিতুং নাভিভাষিতুম্।। ৩
তদপূর্বং নরপতের্দৃষ্ট্বা রূপং ভয়াবহম্। রামোঽপি ভয়মাপন্নঃ পদা স্পৃষ্ট্বেব পন্নগম্।। ৪

অষ্টাদশ (১৮) সর্গ

রাম দেখলেন পিতা চিন্তিত। কৈকেয়ীর কাছে কারণ জিজ্ঞাসা। কঠিন-হৃদয়া কৈকেয়ীর নিজের প্রার্থিত বরের বর্ণনা। বনে যাবার জন্য রামকে প্রেরণাদান।

রাম দেখলেন, শুকনো মুখে দীনভাবে পিতা দশরথ কৈকেয়ীর সঙ্গে উৎকৃষ্ট আসনে বসে আছেন।। ১ ।। তিনি বিনম্রভাবে অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে প্রথমে পিতার চরণ দু'টি বন্দনা করে পরে কৈকেয়ীর চরণবন্দনা করলেন।। ২ ।। "রাম"—এইটুকু বলার পরই চোখের জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হওয়ায় রাজা তাঁকে দেখতেও পেলেন না, কিছু বলতেও পারলেন না। (*বাষ্প—চোখের জল. অশ্রু। ঈক্ষিতুং — দেখতে*)।। ৩ ।। রাজার এইরকম ভয়াবহরূপ আগে তিনি কখনো দেখেন নি। সাপ পায়ে ঠেকে গেলে যেরকম আতঙ্ক হয়. রাম রাজাকে এই অবস্থায় দেখে তেমনি ভয়-আতঙ্কিত হলেন।। ৪ ।। শোকে-সন্তাপে অত্যন্ত ক্লিষ্ট রাজার

ইন্দ্রিয়ৈরপ্রহৃষ্টৈস্তং শোকসন্তাপকর্শিতম্। নিঃশ্বসন্তং মহারাজং ব্যথিতাকুলচেতসম্।। ৫
ঊর্মিমালিনমক্ষোভ্যং ক্ষুভ্যন্তমিব সাগরম্। উপপ্লুতমিবাদিত্যমুক্তানৃতমৃষিং যথা।। ৬
অচিন্ত্যকল্পং নৃপতেস্তং শোকমুপধারয়ন্। বভূব সংরব্ধতরঃ সমুদ্র ইব পর্বণি।। ৭
চিন্তয়ামাস চতুরো রামঃ পিতৃহিতে রতঃ। কিংস্বিদদ্যৈব নৃপতির্ন মাং প্রত্যভিনন্দতি।। ৮
অন্যদা মাং পিতা দৃষ্ট্বা কুপিতোঽপি প্রসীদতি। তস্য মামদ্য সংপ্রেক্ষ্য কিমায়াসঃ প্রবর্ততে।। ৯
স দীন ইব শোকার্তো বিষণ্ণবদনদ্যুতিঃ। কৈকেয়ীমভিবাদ্যৈব রামো বচনমব্রবীৎ।। ১০
কচ্চিন্ময়া নাপরাদ্ধমজ্ঞানাদ্ যেন মে পিতা। কুপিতস্তন্মমাচক্ষ্ব ত্বমেবৈনং প্রসাদয়।। ১১
অপ্রসন্নমনাঃ কিং নু সদা মাং প্রতি বৎসলঃ। বিষণ্ণবদনো দীনঃ নহি মাং প্রতি ভাষতে।। ১২
শারীরো মানসো বাপি কচ্চিদেনং ন বাধতে। সন্তাপো বাভিতাপো বা দুর্লভং হি সদা সুখম্।। ১৩
কচ্চিন্ন কিঞ্চিদ্ভরতে কুমারে প্রিয়দর্শনে। শত্রুঘ্নে বা মহাসত্ত্বে মাতৃণাং বা মমাশুভম্।। ১৪
অতোষয়ন্মহারাজমকুর্বন্ বা পিতুর্বচঃ। মুহূর্তমপি নেচ্ছেয়ং জীবিতুং কুপিতে নৃপে।। ১৫
যতো মূলং নরঃ পশ্যেৎ প্রাদুর্ভাবমিহাত্মনঃ। কথং তস্মিন্ন বর্তেত প্রত্যক্ষে সতি দৈবতে।। ১৬
কচ্চিত্তে পরুষং কিঞ্চিদভিমানাৎ পিতা মম। উক্তো ভবত্যা রোষেণ যেনাস্য লুলিতং মনঃ।। ১৭
এতদাচক্ষ্ব মে দেবি তত্ত্বেন পরিপৃচ্ছতঃ। কিং নিমিত্তমপূর্বো ঽয়ং বিকারো মনুজাধিপে।। ১৮
এবমুক্তা তু কৈকেয়ী রাঘবেণ মহাত্মনা। উবাচেদং সুনির্লজ্জা ধৃষ্টমাত্মহিতং বচঃ।। ১৯
ন রাজা কুপিতো রাম ব্যসনং নাস্য কিঞ্চন। কিঞ্চিন্মনোগতং ত্বস্য ত্বদ্ভয়ান্নানুভাষতে।। ২০

ইন্দ্রিয়গুলি বিষণ্ণ। ব্যাকুলচিত্তে মহারাজ শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।। ৫ ।। স্থির সমুদ্র ঢেউয়ে হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে গেলে যেমন দেখায়, তাঁকেও ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিলো। রাহুগ্রস্ত বিপন্ন সূর্যের মতো এবং মিথ্যাভাষণে হতপ্রভ ঋষির মতো তিনি হয়ে গেছেন (*ঊর্মি—ঢেউ। আদিত্য—সূর্য*)।। ৬ ।। রাজার অচিন্তনীয় এই শোক চিন্তা করে বিশেষ বিশেষ পর্বকালে সমুদ্র যেমন অধিকভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তেমনি রামও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।। ৭ ।। পিতার কল্যাণে সদা-নিরত, বুদ্ধিমান রাম চিন্তা করলেন, বাবা আজকেই বা আমাকে অভিনন্দিত করছেন না কেন?।। ৮ ।। অন্যদিন বাবা কুপিত থাকলেও আমাকে দেখে প্রসন্ন হতেন। কিন্তু আজ আমাকে দেখে কষ্ট পাচ্ছেন কেন?।। ৯ ।। রাম শোকার্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর মুখের দীপ্তি মলিন হয়ে গেলো। দীনভাবে কৈকেয়ীকে প্রণাম করে তিনি বললেন—।। ১০ ।। অজ্ঞানতাবশতঃ আমি বাবার কাছে কোনো অপরাধ করি নি তো, যেজন্যে বাবা আমার প্রতি রাগ করেছেন! যদি জানেন আপনি তা আমায় বলুন। আর বাবাকে প্রসন্ন করুন।। ১১ ।। তিনি আমার প্রতি সর্বদাই স্নেহপরায়ণ। আমার প্রতি এখন তাঁর মন অপ্রসন্ন কেন? বিষণ্ণমুখে দীনভাবে তিনি বসে আছেন। আমার প্রতি কোনো উত্তরও দিচ্ছেন না।। ১২ ।। মানুষের সুখ তো সর্বদাই দুর্লভ। তাঁর শরীরে কোনো অসুখ কিংবা মনে কোনো শোক-তাপ হয় নি তো?।।১৩।। প্রিয়দর্শন কুমার লক্ষ্মণের বা মহাবীর শত্রুঘ্নের কিংবা আমার মায়েদের কোনো কিছু অমঙ্গল হয় নি তো?।। ১৪ ।। মহারাজকে অসন্তুষ্ট করে কিংবা বাবার বাক্য পালন না করে অথবা তিনি রাগ করলে আমি মুহূর্তমাত্রও বাঁচতে চাই না।। ১৫ ।। মানুষ যাঁর কাছ থেকে জন্মলাভ করে, তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা। তাঁর কাছে বাধ্য হয়ে কে না থাকে?।। ১৬ ।। মাতঃ, আপনি অভিমান করে বাবাকে কোনো কটু কথা বলেন নি তো? আপনার ক্রোধে তাঁর মন বিষণ্ণ হয় নি তো?।। ১৭ ।। আমি জানতে চাইছি। আপনি যথাযথভাবে বলুন। মহারাজের কেন এই মনোবিকার? এর আগে তো কখনো এরকম হয় নি!।। ১৮ ।। মহাপ্রাণ রাম এইভাবে বললে অত্যন্ত নির্লজ্জা কৈকেয়ী নিজের দিকে টেনে ধৃষ্টবাক্যে বললেন—।। ১৯ ।। রাম, রাজা রাগ করেন নি। তাঁর কোনোরকম বিপদও হয়নি। কিন্তু তাঁর মনে কিছু কথা রয়েছে। তোমায় ভয়ে বলতে পারছেন না।। ২০ ।। তুমি তাঁর প্রিয়। তাই তিনি তোমায় অপ্রিয় বাক্য বলতে পারছেন না। উনি আমাকে যা প্রতিশ্রুতি

প্রিয়ং ত্বামপ্রিয়ং বক্তুং বাণী নাস্য প্রবর্ততে। তদবশ্যং ত্বয়া কার্যং যদনেন শ্রুতং মম।। ২১
এষ মহ্যং বরং দত্ত্বা পুরা মামভিপূজ্য চ। স পশ্চাৎ তপ্যতে রাজা যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা।। ২২
অতিসৃজ্য দদামীতি বরং মম বিশাম্পতিঃ। স নিরর্থং গতজলে সেতুং বন্ধিতুমিচ্ছতি।। ২৩
ধর্মমূলমিদং রাম বিদিতঞ্চ সতামপি। তৎসত্যং ন ত্যজেদ্ রাজা কুপিতস্ত্বৎকৃতে যথা।। ২৪
যদি তদ্বক্ষ্যতে রাজা শুভং বা যদি বাঽশুভম্। করিষ্যসি ততঃ সর্বমাখ্যাস্যামি পুনস্ত্বহম্।। ২৫
যদি ত্বভিহিতং রাজ্ঞা ত্বয়ি তন্ন বিপৎস্যতে। ততোঽহমভিধাস্যামি ন হ্যেষ ত্বয়ি বক্ষ্যতি।। ২৬
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা কৈকেয্যা সমুদাহৃতম্। উবাচ ব্যথিতো রামস্তাং দেবীং নৃপসন্নিধৌ ।। ২৭
অহো ধিঙ্ নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ। অহং হি বচনাদ্ রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে।। ২৮
ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপি চার্ণবে। নিযুক্তো গুরুণা পিত্রা নৃপেণ চ হিতেন চ।। ২৯
তদ্ব্রূহি বচনং দেবি রাজ্ঞো যদভিকাঙ্ক্ষিতম্। করিষ্যে প্রতিজানে চ রামো দ্বির্নাভিভাষতে।। ৩০
তমার্জবসমাযুক্তমনার্যা সত্যবাদিনম্। উবাচ রামং কৈকেয়ী বচনং ভৃশদারুণম্।। ৩১
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে পিত্রা তে মম রাঘব। রক্ষিতেন বরৌ দত্তৌ সশল্যেন মহারণে।। ৩২
তত্র মে যাচিতো রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্। গমনং দণ্ডকারণ্যে তব চৈবাদ্য রাঘব।। ৩৩
যদি সত্যপ্রতিজ্ঞং ত্বং পিতরং কর্তুমিচ্ছসি। আত্মানঞ্চ নরশ্রেষ্ঠ মম বাক্যমিদং শৃণু।। ৩৪
সন্নিদেশে পিতুস্তিষ্ঠ যথানেন প্রতিশ্রুতম্। ত্বয়ারণ্যং প্রবেষ্টব্যং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ।। ৩৫
ভরতশ্চাভিষিচ্যেত যদেতদভিষেচনম্। ত্বদর্থে বিহিতং রাজ্ঞা তেন সর্বেণ রাঘব।। ৩৬
সপ্ত সপ্ত চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ। অভিষেকমিদং ত্যক্ত্বা জটাচীরধরো ভব।। ৩৭

দিয়েছেন, তা তোমার অবশ্যই পালন করা উচিত।। ২১ ।। রাজা পূর্বে আমায় সম্বর্ধিত করে বরদান করে সাধারণ মানুষের মতো এখন অনুশোচনা করছেন।। ২২ ।। রাজা বরদান করবো এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন জল চলে যাবার পর সেতুবন্ধনের মতো নিরর্থক অনুতাপ করছেন।। ২৩ ।। রাম, সত্যের মূল হলো ধর্ম। এ কথা সজ্জনেরা জানেন। তোমার জন্যই আমার প্রতি কুপিত হয়ে রাজা সেই ধর্ম যেন পরিত্যাগ না করেন।। ২৪ ।। রাজা যা বলবেন, তা শুভই হোক বা অশুভই হোক তা যদি তুমি করার অঙ্গীকার করো, তাহলে তোমায় আমি সবই বলবো।। ২৫ ।। রাজার যা বক্তব্য, তা যদি তোমায় ব্যথিত না করে তাহলে আমিই তোমাকে সব বলবো। উনি তোমায় বলবেন না।। ২৬ ।। কৈকেয়ীর এই কথা শুনে রাম বেদনাহত হয়ে রাজার সান্নিধ্যেই দেবী কৈকেয়ীকে বললেন—।। ২৭ ।। দেবি, আমায় ধিক্। আমাকে এইরকম কথা বলা আপনার উচিত নয়। রাজার আজ্ঞায় আমি আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারি।। ২৮ ।। রাজা আমার পিতা এবং হিতৈষী। তাঁর নির্দেশে আমি তীক্ষ্ণ বিষ খেতে পারি। সমুদ্রেও নিমজ্জিত হতে পারি।। ২৯ ।। দেবি, এখন বলুন রাজা কি চাইছেন। আমি তাই করবো। প্রতিজ্ঞা করছি। আপনি জেনে রাখুন রাম দু'রকম কথা কখনো বলে না।। ৩০ ।। অনার্যা কৈকেয়ী তখন সরলস্বভাব সত্যবাদী রামকে অত্যন্ত দারুণ এই কথা শোনালেন—।।৩১ ।। রঘুবংশধর রাম, শোনো, পূর্বে দেবাসুর যুদ্ধে তোমার বাবা বাণের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হন। সেই ভীষণ যুদ্ধে তাঁকে আমি রক্ষা করি। তখন তিনি আমায় দু'টি বর দিয়েছিলেন।।৩২ ।। সেইজন্যই রাজার কাছে আমি প্রার্থনা করেছি সিংহাসনে ভরতের অভিষেক আর আজই তোমার দণ্ডকারণ্যে গমন।। ৩৩ ।। যদি তুমি চাও যে তোমার বাবা প্রতিজ্ঞাকে সত্য করুন, আর নিজেও তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ হতে চাও, তাহলে হে নরশ্রেষ্ঠ, আমার এই কথা শোনো।। ৩৪ ।। পিতার আদেশ তুমি পালন করো। তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে চৌদ্দ বৎসরের জন্য তোমায় বনে যেতে হবে।। ৩৫ ।। রাম, তোমার জন্য রাজা অভিষেকের যে আয়োজন করেছিলেন, সেই দ্রব্যসামগ্রী দিয়েই ভরত অভিষিক্ত হবে।। ৩৬ ।। এই অভিষেক ত্যাগ করে, জটা ও বল্কল ধারণপূর্বক চৌদ্দ বৎসরের জন্য তুমি দণ্ডকারণ্য আশ্রয় করো।।৩৭।।

ভরতঃ কোসলপুরে প্রশাস্তু বসুধামিমাম্। নানারত্নসমাকীর্ণাং সবাজি-রথ-সঙ্কুলাম্।। ৩৮
এতেন ত্বাং নরেন্দ্রোঽয়ং কারুণ্যেন সমাপ্লুতঃ। শোকৈঃ সংক্লিষ্টবদনো ন শক্নোতি নিরীক্ষিতুম্।। ৩৯
এতৎ কুরু নরেন্দ্রস্য বচনং রঘুনন্দন। সত্যেন মহতা রাম তারয়স্ব নরেশ্বরম্।। ৪০
ইতীব তস্যাং পরুষং বদন্ত্যাং ন চৈব রামঃ প্রবিবেশ শোকম্।
প্রবিব্যথে চাপি মহাপ্রভাবো রাজা চ পুত্রব্যসনাভিতপ্তঃ।। ৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

কোশলপুরে থেকে ভরত নানা রত্নপূর্ণ, অশ্ব এবং রথ-সমন্বিত এই পৃথিবীকে শাসন করুক।। ৩৮ ।। এই কারণে তোমার প্রতি করুণায় পূর্ণ হয়ে রাজা শোকে অত্যন্ত ক্লিষ্ট। তাঁর মুখ শুকিয়ে গেছে। তোমায় তিনি দেখতে পারছেন না।। ৩৯ ।। হে রঘুনন্দন, রাজার বচন তুমি রক্ষা করো। মহৎ সত্যকে রক্ষা করে মহারাজকে পরিত্রাণ করো।। ৪০ ।। কৈকেয়ী যখন এইরকম নিষ্ঠুরবাক্য বলছিলেন তাতে রাম শোকার্ত হলেন না। মহাপ্রভাবশালী রাজা কিন্তু পুত্রের আসন্ন বিপদে আশঙ্কিত হয়ে অত্যন্ত শোকার্ত এবং বেদনাহত হলেন।। ৪১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টাদশ (১৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনবিংশঃ সর্গঃ ।।

রাম-কৈকয্যোরুক্তি-প্রত্যুক্তী, দশরথান্তঃপুরান্নিষ্ক্রম্য রামস্য সুহৃজ্জনদর্শনং, লক্ষ্মণস্যাপি তদনুগমনং, রামস্য মাতৃসমীপে গমনঞ্চ।

তদপ্রিয়মমিত্রঘ্নো বচনং মরণোপমম্। শ্রুত্বা ন বিব্যথে রামঃ কৈকেয়ীং চেদমব্রবীৎ।। ১
এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ। জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্।। ২
ইদন্তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি কিমর্থং মাং মহীপতিঃ। নাভিনন্দতি দুর্ধর্ষো যথাপূর্বমরিন্দমঃ।। ৩
মন্যুর্ন চ ত্বয়া কার্যো দেবি ব্রুমি তবাগ্রতঃ। যাস্যামি ভব সুপ্রীতা বনং চীরজটাধরঃ।। ৪
হিতেন গুরুণা পিত্রা কৃতজ্ঞেন নৃপেণ চ। নিযুজ্যমানো বিশ্রব্ধঃ কিং ন কুর্যামহং প্রিয়ম্।। ৫
অলীকং মানসং ত্বেকং হৃদয়ং দহতীব মে। স্বয়ং যন্নাহ মাং রাজা ভরতস্যাভিষেচনম্।। ৬
অহং হি সীতাং রাজ্যঞ্চ প্রাণানিষ্টান্ ধনানি চ। হৃষ্টো ভ্রাত্রে স্বয়ং দদ্যাং ভরতায় প্রচোদিতঃ।। ৭

ঊনবিংশ (১৯) সর্গ

রাম এবং কৈকেয়ীর উক্তি-প্রত্যুক্তি। দশরথের অন্তঃপুর থেকে নির্গত হয়ে রামের সুহৃদ্‌বর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ। লক্ষ্মণের তাঁর অনুগমন। মায়ের কাছে রামের গমন।

মাতৃতুল্য কৈকেয়ীর অপ্রিয় বাক্য শুনে শত্রুঘাতী রাম ব্যথিত না হয়ে তাঁকে বললেন— ।। ১ ।। বেশ, তাই হোক। রাজার প্রতিজ্ঞা পালন করে জটা-বল্কল ধারণান্তে আমি এখান থেকে বনে বাস করতে যাবো।। ২ ।। এইটুকুই শুধু আমি জানতে চাইছি যে, অপরাজেয় শত্রুবিজয়ী মহারাজ কেন আগের মতো আমাকে অভিনন্দিত করছেন না।। ৩ ।। দেবি, আপনি রাগ করবেন না। আপনি সন্তুষ্ট হোন। আপনার সামনেই বল্কল এবং জটাধারণ করে আমি বনে যাবো।। ৪ ।। পিতৃদেব আমার গুরু, শুভকামী, কৃতজ্ঞ এবং রাজা। তাঁর নিয়োগে বিশ্বস্তভাবে কোন্ কাজ না আমি করতে পারি?।। ৫ ।। ভরতের অভিষেকের কথা রাজা নিজে বললেন না বলেই আমার চঞ্চল মনের একমাত্র দুঃখ। তাতেই আমার অন্তর দগ্ধ হচ্ছে।। ৬ ।। ভরত আমার ভাই। তার প্রীতির জন্য আমি একান্ত বাঞ্ছিত প্রাণ, ধন এমনকি সীতাকেও আনন্দের সঙ্গে নিজেই দিয়ে দিতে পারি।। ৭ ।। এ আর বেশী কি? আপনার প্রীতির জন্য পিতৃদেব মহারাজের আদেশে তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনার্থে

কিং পুনর্মনুজেন্দ্রেণ স্বয়ং পিত্রা প্রচোদিতঃ। তব চ প্রিয়কামার্থং প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্।। ৮
তদাশ্বাসয় হ্রীমন্তং কিং ত্বিদং যন্মহীপতিঃ। বসুধাসক্তনয়নো মন্দমশ্রূণি মুঞ্চতি।। ৯
গচ্ছন্তু চৈবানয়িতুং দূতাঃ শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ। ভরতং মাতুলকুলাদদ্যৈব নৃপশাসনাৎ।। ১০
দণ্ডকারণ্যমেষোঽহং গচ্ছাম্যেব হি সত্বরঃ। অবিচার্য পিতুর্বাক্যং সমাবস্তুং চতুর্দশ।। ১১
সা হৃষ্টা তস্য তদ্বাক্যং শ্রুত্বা রামস্য কৈকয়ী। প্রস্থানং শ্রদ্দধানা সা ত্বরয়ামাস রাঘবম্।। ১২
এবং ভবতু যাস্যন্তি দূতাঃ শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ। ভরতং মাতুলকুলাদিহাবর্তয়িতুং নরাঃ।। ১৩
তব ত্বহং ক্ষমং মন্যে নোৎসুকস্য বিলম্বনম্। রাম তস্মাদিতঃ শীঘ্রং বনং ত্বং গন্তুমর্হসি।। ১৪
ব্রীড়ান্বিতঃ স্বয়ং যচ্চ নৃপস্ত্বাং নাভিভাষতে। নৈতৎকিঞ্চিন্নরশ্রেষ্ঠ মন্যুরেষোঽপনীয়তাম্।। ১৫
যাবত্ত্বং ন বনং যাতঃ পুরাদস্মাদতিত্বরম্। পিতা তাবন্ন তে রাম স্নাস্যতে ভোক্ষ্যতেঽপি বা।। ১৬
ধিক্কষ্টমিতি নিঃশ্বস্য রাজা শোকপরিপ্লুতঃ। মূর্চ্ছিতো ন্যপতত্তস্মিন্ পর্যঙ্কে হেমভূষিতে।। ১৭
রামোঽপ্যুত্থাপ্য রাজানং কৈকেয্যাভিপ্রচোদিতঃ। কশয়েব হতো বাজী বনং গন্তুং কৃতত্বরঃ।। ১৮
তদপ্রিয়মনার্যায়া বচনং দারুণোদয়ম্। শ্রুত্বা গতব্যথো রামঃ কৈকেয়ীং বাক্যমব্রবীৎ।। ১৯
নাহমর্থপরো দেবি লোকমাবস্তুমুৎসহে। বিদ্ধি মামৃষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্মমাস্থিতম্।। ২০
যত্তত্রভবতঃ কিঞ্চিচ্ছক্যং কর্তুং প্রিয়ং ময়া। প্রাণানপি পরিত্যজ্য সর্বথা কৃতমেব তৎ।। ২১
ন হ্যতো ধর্মচরণং কিঞ্চিদস্তি মহত্তরম। যথা পিতরি শুশ্রূষা তস্য বা বচনক্রিয়া।। ২২
অনুক্তোঽপ্যত্রভবতা ভবত্যা বচনাদহম্। বনে বৎস্যামি বিজনে বর্ষাণীহ চতুর্দশ।। ২৩
ন নূনং ময়ি কৈকেয়ি কিঞ্চিদাশংসসে গুণম্। যদ্ রাজানমবোচস্ত্বং মমেশ্বরতরা সতী।। ২৪

নিজে থেকেই এসব আমি করতে পারি।। ৮ ।। আপনি তাঁকে আশ্বস্ত করুন। মহারাজ লজ্জায় ভূতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কেন অল্প অল্প অশ্রুমোচন করছেন?।। ৯ ।। রাজার নির্দেশে মামার বাড়ী থেকে ভরতকে নিয়ে আসার জন্য আজই দ্রুতগামী অশ্বযোগে দূতগণকে পাঠিয়ে দিন *(শাসন—আদেশ)*।। ১০ ।। বাবার কথা নির্বিচারে মেনে চৌদ্দবৎসর বাস করার জন্য আমি সত্বরই দণ্ডকারণ্য চলে যাচ্ছি।। ১১ ।। কৈকেয়ী রামের কথা শুনে আনন্দিত হলেন। রামের বনগমনের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেও রামকে তিনি তাড়া দিতে লাগলেন।। ১২ ।। ভরতকে মামার বাড়ী থেকে এখানে নিয়ে আসার জন্য দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে দূতেরা যাচ্ছে।। ১৩ ।। রাম, তুমি যখন উৎসুক, তখন তোমার আর বিলম্ব করা উচিত নয় বলেই আমি মনে করি। এখান থেকেই শীঘ্র তোমার বনে চলে যাওয়া কর্তব্য।। ১৪ ।। লজ্জিত হওয়ায় রাজা তোমায় নিজে কিছু বলছেন না। এ কিছুই নয়। নরশ্রেষ্ঠ, তুমি এজন্যে মনে কিছু কোরো না।। ১৫ ।। যতোক্ষণ এই পুরী থেকে সত্বর তুমি বনে না যাও, ততোক্ষণ তোমার বাবা স্নান এবং ভোজন করবেন না।। ১৬ ।। "ধিক্। কী কষ্ট;"—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে শোকে বিহ্বল হয়ে রাজা স্বর্ণপালঙ্কে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।। ১৭ ।। রাম রাজাকে ওঠালেন। কিন্তু, কৈকেয়ীর বাক্যের তাড়নায় চাবুকের আঘাতে আহত অশ্বের মতো তিনি বনগমনের জন্য ত্বরান্বিত হলেন *(পর্যঙ্ক—পালঙ্ক, খাট)*।। ১৮ ।। অনার্যা কৈকেয়ীর মর্মান্তিক বাক্য শুনেও রাম বেদনায় অভিভূত হলেন না। তিনি কৈকেয়ীকে বললেন—।। ১৯ ।। অর্থে আসক্ত হয়ে আমি সংসারে থাকতে চাই না। বিশুদ্ধ ধর্মকেই আমি আশ্রয় করে আছি। ঋষিদের মতোই আমাকে আপনি ভেবে নিন।। ২০ ।। যদি প্রাণত্যাগ করেও পূজনীয় পিতৃদেবের কিছু আমায় করতে হয়, তাহলে সর্বতোভাবে তাই আমার করা হয়েছে বলে আপনি ধরে রাখুন।। ২১ ।। পিতার শুশ্রূষা এবং নির্দেশপালনের চেয়ে মহত্তর কোনো ধর্মাচরণ নেই।। ২২ ।। তিনি না বললেও আপনার কথা শুনেই নির্জন বনে চৌদ্দ বৎসর আমি বাস করবো।। ২৩।। মা কৈকেয়ী, আমার গুণের প্রতি আপনার কোনো আস্থাই কি নেই যে, আমার ওপর আপনার অধিকার থাকা সত্ত্বেও আপনি মহারাজকে এই কথা বললেন।। ২৪ ।। যা হোক মা, আমি আজই আপনার কাছে বিদায়

যাবন্মাতরমাপৃচ্ছে সীতাং চানুনয়াম্যহম্। ততোঽদ্যৈব গমিষ্যামি দণ্ডকানাং মহদ্বনম্।। ২৫
ভরতঃ পালয়েদ্ রাজ্যং শুশ্রূষেচ্চ পিতুর্যথা। তথা ভবত্যা কর্তব্যং স হি ধর্মঃ সনাতনঃ।। ২৬
রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা ভৃশং দুঃখগতঃ পিতা। শোকাদশক্নুবন্ বক্তুং প্ররুরোদ মহাস্বনম্।। ২৭
বন্দিত্বা চরণৌ রাজ্ঞো বিসংজ্ঞস্য পিতুস্তদা। কৈকেয্যাশ্চাপ্যনার্যা যা নিষ্পপাত মহাদ্যুতিঃ।। ২৮
স রামঃ পিতরং কৃত্বা কৈকেয়ীঞ্চ প্রদক্ষিণম্। নিষ্ক্রম্যান্তঃপুরাত্তস্মাৎ স্বং দদর্শ সুহৃজ্জনম্।। ২৯
তং বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষঃ পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ। লক্ষ্মণঃ পরমক্রুদ্ধঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ।। ৩০
অভিষেচনিকং ভাণ্ডং কৃত্বা রামঃ প্রদক্ষিণম্। শনৈর্জগাম সাপেক্ষো দৃষ্টিং তত্রাবিচালয়ন্।। ৩১
ন চাস্য মহতীং লক্ষ্মীং রাজ্যনাশোঽপকর্ষতি। লোককান্তস্য কান্তত্বাচ্ছীতরশ্মেরিব ক্ষয়ঃ।। ৩২
ন বনং গন্তুকামস্য ত্যজতশ্চ বসুন্ধরাম্। সর্বলোকাতিগস্যেব লক্ষ্যতে চিত্তবিক্রিয়া।। ৩৩
প্রতিষিধ্য শুভং ছত্রং ব্যজনে চ স্বলঙ্কৃতে। বিসর্জয়িত্বা স্বজনং রথং পৌরাংস্তথা জনান্।। ৩৪
ধারয়ন্মনসা দুঃখমিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য চ। প্রবিবেশাত্মবান্ বেশ্ম মাতুরপ্রিয়শংসিবান্।। ৩৫
সর্বোঽপ্যভিজনঃ শ্রীমাঞ্ছ্রীমতঃ সত্যবাদিনঃ। নালক্ষয়ত রামস্য কঞ্চিদাকারমাননে।। ৩৬
উচিতঞ্চ মহাবাহুর্ন জহৌ হর্ষমাত্মবান্। শারদঃ সমুদীর্ণাংশুশ্চন্দ্রস্তেজ ইবাত্মজম্।। ৩৭
বাচা মধুরয়া রামঃ সর্বং সম্মানয়ঞ্জনম্। মাতুঃ সমীপং ধর্মাত্মা প্রবিবেশ মহাযশাঃ।। ৩৮
তং গুণৈঃ সমতাং প্রাপ্তো ভ্রাতা বিপুলবিক্রমঃ। সৌমিত্রিরনুবব্রাজ ধারয়ন্ দুঃখমাত্মজম্।। ৩৯
প্রবিশ্য বেশ্মাতিভৃশং মুদা যুতং সমীক্ষ্য তাং চার্থবিপত্তিমাগতম্।
ন চৈব রামোঽত্র জগাম বিক্রিয়াং সুহৃজ্জনস্যাত্মবিপত্তিশঙ্কয়া।। ৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

প্রার্থনা করছি। সীতাকে অনুনয় করে বিদায় নিয়ে আজই আমি দণ্ডকের বিশাল বনে চলে যাচ্ছি।। ২৫ ।। ভরত যাতে রাজ্যপালন করে এবং বাবার সেবা করে আপনি তাই করুন। এইই তো আমাদের চিরন্তন ধর্ম!।। ২৬ ।। রামের কথা শুনে পিতা দশরথ অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। শোকে কিছু বলতে না পেরে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলেন।। ২৭ ।। সমুজ্জ্বল রামচন্দ্র অচেতন রাজার চরণযুগল বন্দনা করে এবং অনার্যা কৈকেয়ীকে প্রণাম করে বহির্গত হলেন। *(দ্যুতি—কিরণ)*।। ২৮ ।। পিতা এবং কৈকেয়ীকে প্রদক্ষিণ করে রাম অন্তঃপুর থেকে নির্গত হয়ে নিজের সুহৃদ্‌বর্গকে দেখতে পেলেন।। ২৯ ।। সুমিত্রার আনন্দবর্ধক পুত্র লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে জলভরা চোখে তাঁর অনুগমন করলেন। ।।৩০ ।। অভিষেকের জন্য সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভার প্রদক্ষিণ করে তার দিকে না তাকিয়েই অবিচলভাবে ধীরে ধীরে রাম চলে গেলেন। *(শনৈঃ—ধীরে ধীরে)*।। ৩১ ।। স্নিগ্ধ-রশ্মি চন্দ্রের তিথিতে তিথিতে কলার ক্ষয় যেমন তার সৌন্দর্য বিনষ্ট করতে পারে না, তেমনি এই রাজ্যনাশও স্বাভাবিকভাবেই কমনীয় বলে সর্বজগতের কমনীয় রামচন্দ্রের মহৎ সৌন্দর্যকে ধ্বংস করতে পারে নি। *(শীতরশ্মি—শীতল যার কিরণ সেই চন্দ্র)*।। ৩২ ।। রাজ্যত্যাগ করে বনে গমন করতে ইচ্ছুক হলেও জীবনমুক্ত ব্যক্তির মতোই তাঁর চিত্তে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না। *(সর্বলোকাতিগ—সর্বলোক অতিক্রম করেও যিনি শান্ত)*।। ৩৩ ।। রাম মঙ্গলময় রাজচ্ছত্র এবং অলঙ্কৃত ব্যজন দু'টি নিষিদ্ধ করে দিলেন। নিজের রথ, আত্মীয়বর্গ এবং পুরবাসী নাগরিকবর্গকেও পরিত্যাগ করলেন।।৩৪ ।। দুঃখকে মনে চেপে রেখে, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে স্থিতধী রাম অপ্রিয় সংবাদ জানাবার জন্য মায়ের কক্ষে প্রবেশ করলেন।। ৩৫ ।। সমবেত সুসজ্জিত সকল সজ্জন সত্যনিষ্ঠ রামের মুখে সামান্য বিকৃতিও দর্শন করেননি।। ৩৬ ।। শরতের চন্দ্র যেমন নিজের স্বাভাবিক তেজ ত্যাগ করে না, তেমনি আত্মনিষ্ঠ বীর রামচন্দ্র নিজের আনন্দ ত্যাগ করলেন না।। ৩৭ ।। মধুরবাক্যে জনগণকে সম্মানিত করে ধর্মপ্রাণ যশস্বী রাম মায়ের কক্ষে প্রবেশ করলেন।। ৩৮ ।। রামের গুণরাজির দ্বারা রামের সমতুল বিপুলবিক্রমী ভাই লক্ষ্মণ অন্তরে দুঃখকে ধারণ করে তাঁর অনুগমন করলেন।। ৩৯ ।। নিজে অত্যন্ত আনন্দে যুক্ত হয়ে রাম মাতৃগৃহে প্রবেশ করলেন। আত্মজনের বিপদের আশঙ্কায় নিজের বিপত্তিতে তিনি কোনোপ্রকার বিচলিতভাব দেখালেন না।। ৪০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ঊনবিংশ (১৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। বিংশঃ সর্গঃ ।।

দশরথান্তঃপুরিকাণাং বিলাপঃ, আশীর্বাচয়ন্তীং কৌসল্যাং প্রতি রামস্য আত্মনো বনগমনবৃত্তান্তকথনম্, তচ্ছ্রুত্বা কৌসল্যায়া ভূতলে পতনং বিলাপশ্চ।

তস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্রে নিষ্ক্রামতি কৃতাঞ্জলৌ। আর্তশব্দো মহাঞ্জজ্ঞে স্ত্রীণামন্তঃপুরে তদা।। ১
কৃত্যেষ্বচোদিতঃ পিত্রা সর্বস্যান্তঃপুরস্য চ। গতির্যঃ শরণং চাসীৎ স রামোঽদ্য প্রবৎস্যতি।। ২
কৌসল্যায়াং যথাযুক্তো জনন্যাং বর্ততে সদা। তথৈব বর্ততেঽস্মাসু জন্ম প্রভৃতি রাঘবঃ।। ৩
ন ক্রুধ্যত্যভিশপ্তোঽপি ক্রোধনীয়ানি বর্জয়ন্। ক্রুদ্ধান্ প্রসাদয়ন্ সর্বান্ স সুতোঽদ্য প্রবৎস্যতি।। ৪
অবুদ্ধির্বত নো রাজা জীবলোকং চরত্যয়ম্। যো গতিং সর্বভূতানাং পরিত্যজতি রাঘবম্।। ৫
ইতি সর্বা মহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ। পতিমাচুক্রুশুশ্চাপি সস্বনং চাপি চুক্রুশুঃ।। ৬
স হি চান্তঃপুরে ঘোরমার্তশব্দং মহীপতিঃ। পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ শ্রুত্বা ব্যালীয়তাসনে।। ৭
রামস্তু ভৃশমায়স্তো নিঃশ্বসন্নিব কুঞ্জরঃ। জগাম সহিতো ভ্রাতা মাতুরন্তঃপুরং বশী।। ৮
সোঽপশ্যৎ পুরুষং তত্র বৃদ্ধং পরমপূজিতম্। উপবিষ্টং গৃহদ্বারি তিষ্ঠতশ্চাপরান্ বহূন্।। ৯
দৃষ্ট্বৈব তু তদা রামং তে সর্বে সমুপস্থিতাঃ। জয়েন জয়তাং শ্রেষ্ঠং বর্ধয়ন্তি স্ম রাঘবম্।। ১০
প্রবিশ্য প্রথমাং কক্ষ্যাং দ্বিতীয়ায়াং দদর্শ সঃ। ব্রাহ্মণান্ বেদসম্পন্নান্ বৃদ্ধান্ রাজ্ঞাভিসৎকৃতান্।। ১১
প্রণম্য রামস্তান্ বৃদ্ধাংস্তৃতীয়ায়াং দদর্শ সঃ। স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ দ্বাররক্ষণতৎপরাঃ।। ১২
বর্ধয়িত্বা প্রহৃষ্টাস্তাঃ প্রবিশ্য চ গৃহং স্ত্রিয়ঃ। ন্যবেদয়ন্ত ত্বরিতং রামমাতুঃ প্রিয়ং তদা।। ১৩

বিংশ (২০) সর্গ

দশরথের অন্তঃপুরে নারীগণের বিলাপ। আশীর্বাদপ্রদানরতা কৌশল্যার কাছে রামের বনগমনের সংবাদ নিবেদন। কৌশল্যার ভূতলে পতন ও বিলাপ।

পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র যখন কৃতাঞ্জলি হয়ে কৈকেয়ীর অন্তঃপুর থেকে বের হয়ে এলেন, সেখানে মহিলারা ভীষণ আর্তনাদ করে কেঁদে উঠলেন।। ১ ।। কর্তব্যের জন্য পিতা না বললেও সমগ্র অন্তঃপুরের যিনি ছিলেন গতি এবং আশ্রয়, সেই রাম আজ প্রবাসে চলে যাচ্ছেন।। ২ ।। জননী কৌশল্যার প্রতি যেমন আচরণ করেন, জন্ম থেকেই রাম আমাদের প্রতিও সেরকমই আচরণ করে আসছেন।। ৩ ।। অভিশপ্ত হয়েও তিনি ক্রোধ করেন না। ক্রোধের বিষয়কে তিনি বর্জন করেন। যারা ক্রুদ্ধ হয় তাদের সবাইকে তিনি প্রসন্ন করেন। সেই রাজপুত্র রাম আজ প্রবাসে চলে যাচ্ছেন।। ৪ ।। হায়, আমাদের রাজা বুদ্ধিহীন। তিনি সংসারকে বিনষ্ট করছেন। সকল প্রাণীর যিনি গতি, সেই রামকে তিনি ত্যাগ করছেন।। ৫ ।। বৎসহীন গাভীর মতো সকল মহিষীরা পতিকে নিন্দা করতে লাগলেন। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন।। ৬ ।। অন্তঃপুরের মর্মান্তিক আর্তনাদ শুনে রাজা পুত্রশোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে আসনে ভেঙে লুটিয়ে পড়লেন।। ৭ ।। সংযতচরিত্র রাম অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে হস্তীর মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।। ৮ ।। গৃহের দ্বারদেশে ভালোভাবে পূজিত এক বৃদ্ধপুরুষকে তিনি দেখতে পেলেন। দেখলেন, আরো বহুলোক সেখানে উপস্থিত।। ৯ ।। রামকে উপস্থিত দেখে সমবেত সকলে তখন বিজয়িশ্রেষ্ঠ রামকে "জয়লাভ করুন"—এই ধ্বনিতে সম্বর্ধিত করলেন।। ১০ ।। প্রথম কক্ষ পার হয়ে দ্বিতীয়কক্ষে রাজার দ্বারা সম্বর্ধিত বেদজ্ঞ বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণগণকে তিনি দেখলেন।। ১১ ।। সেই বৃদ্ধদের প্রণাম করে তৃতীয় কক্ষে তিনি স্ত্রী, বালক ও দ্বাররক্ষায় তৎপর বৃদ্ধদের দেখতে পেলেন।। ১২ ।। রমণীরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে দ্রুত গৃহে প্রবেশ করে রামের মাতাকে প্রিয় সংবাদ জানালেন।। ১৩ ।। দেবী কৌশল্যাও সংযতচিত্তে রাত কাটিয়ে

কৌসল্যাপি তদা দেবী রাত্রিং স্থিত্বা সমাহিতা। প্রভাতে ত্বকরোৎ পূজাং বিষ্ণোঃ পুত্রহিতৈষিণী।। ১৪
স ক্ষৌমবসনা হৃষ্টা নিত্যং ব্রতপরায়ণা। অগ্নিং জুহোতি স্ম তদা মন্ত্রবৎ কৃতমঙ্গলা।। ১৫
প্রবিশ্য তু তদা রামো মাতুরন্তঃপুরং শুভম্। দদর্শ মাতরং তত্র হাবয়ন্তীং হুতাশনম্।। ১৬
দেবকার্যনিমিত্তঞ্চ তত্রাপশ্যৎ সমুদ্যতম্। দধ্যক্ষত-ঘৃতং চৈব মোদকান্ হবিষস্তথা।। ১৭
লাজান্মাল্যানি শুক্লানি পায়সং কৃসরং তথা। সমিধঃ পূর্ণকুম্ভাংশ্চ দদর্শ রঘুনন্দনঃ।। ১৮
তাং শুক্ল-ক্ষৌমসংবীতাং ব্রতযোগেন কর্শিতাম্। তর্পয়ন্তীং দদর্শাদ্ভির্দেবতাং বরবর্ণিনীম্।। ১৯
সা চিরস্যাত্মজং দৃষ্ট্বা মাতৃনন্দনমাগতম্। অভিচক্রাম সংহৃষ্টা কিশোরং বড়বা যথা।। ২০
স মাতরমুপক্রান্তামুপসংগৃহ্য রাঘবঃ। পরিষ্বক্তশ্চ বাহুভ্যামবঘ্রাতশ্চ মূর্ধনি।। ২১
তমুবাচ দুরাধর্ষং রাঘবং সুতমাত্মনঃ। কৌসল্যা পুত্রবাৎসল্যাদিদং প্রিয়হিতং বচঃ।। ২২
বৃদ্ধানাং ধর্মশীলানাং রাজর্ষীণাং মহাত্মনাম্। প্রাপ্নুহ্যায়ুশ্চ কীর্তিঞ্চ ধর্মং চাপ্যুচিতং কুলে।। ২৩
সত্যপ্রতিজ্ঞং পিতরং রাজানং পশ্য রাঘব। অদ্যৈব ত্বাং স ধর্মাত্মা যৌবরাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।। ২৪
দত্তমাসনমালভ্য ভোজনেন নিমন্ত্রিতঃ। মাতরং রাঘবঃ কিঞ্চিৎ প্রসার্যাঞ্জলিমব্রবীৎ।। ২৫
স স্বভাববিনীতশ্চ গৌরবাচ্চ তদানতঃ। প্রস্থিতো দণ্ডকারণ্যমাপ্রষ্টুমুপচক্রমে।। ২৬
দেবী নূনং ন জানীষে মহদ্ভয়মুপস্থিতম্। ইদং তব চ দুঃখায় বৈদেহ্যা লক্ষ্মণস্য চ।। ২৭
গমিষ্যে দণ্ডকারণ্যং কিমনেনাসনেন মে। বিষ্টরাসনযোগ্যো হি কালোঽয়ং মামুপস্থিতঃ।। ২৮
চতুর্দশঃ হি বর্ষাণি বৎস্যামি বিজনে বনে। কন্দ-মূল-ফলৈর্জীবন্ হিত্বা মুনিবদামিষম্।। ২৯

পুত্রের মঙ্গলকামনায় প্রভাতে বিষ্ণুর পূজা করেছেন।। ১৪ ।। পট্টবস্ত্র পরিধানান্তে মাঙ্গলিক আচার-অনুষ্ঠান করে সর্বদাই ব্রতপরায়ণা তিনি মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দেওয়াচ্ছিলেন।। ১৫ ।। মাতার পবিত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করে মাতাকে রাম অগ্নিতে আহুতি দিতে দেখলেন।। ১৬ ।। দেখলেন, সেখানে দেবকার্যের জন্য আনা হয়েছে দধি, আতপ চাল, ঘৃত, মোদক এবং আহুতির দ্রব্যসম্ভার।। ১৭ ।। খৈ, শুভ্র ফুলের মালা, পায়স, খিচুড়ি, যজ্ঞকাষ্ঠ এবং পূর্ণকলশ রামচন্দ্র সেখানে দেখলেন *(কৃসঃ—খিচুড়ি)*।। ১৮ ।। শুভ্র পট্টবস্ত্রপরিহিতা, ব্রতপালনের জন্য কৃশদেহা, সুন্দরী মা'কে দেখলেন, জলের দ্বারা দেবতাদের তর্পণ করছেন।। ১৯ ।। অনেকক্ষণ পর মাতার আনন্দদায়ক কিশোর পুত্র রামকে দেখে ঘোটকী যেমন আনন্দের সঙ্গে শাবকের কাছে ছুটে যায়, তেমনি কৌশল্যাও রামের কাছে ছুটে গেলেন।। ২০ ।। রাম মাতার চরণ বন্দনা করলেন। মাতাও পুত্রকে বাহুর দ্বারা বুকে জড়িয়ে ধরে মস্তক চুম্বন করে আশীর্বাদ করলেন।। ২১ ।। কৌশল্যা পুত্রের প্রতি বাৎসল্যে নিজের বীরপুত্র রামকে প্রিয় এবং কল্যাণকর বাক্যে বললেন— *(দুরাধর্ষ—অপরাজেয় বীর, যাকে পরাজিত করা দুঃসাধ্য)*।। ২২ ।। বাছা, তুমি দীর্ঘ আয়ু, খ্যাতি এবং বর্ষীয়ান, ধর্মশীল ও মহাপ্রাণ রাজর্ষিদের কুলোচিত ধর্মলাভ করো।। ২৩ ।। বৎস রাম, তোমার পিতা প্রতিজ্ঞাকে কর্মের দ্বারা সত্যে পরিণত করেন। তাঁকে দেখো। সেই মহাপ্রাণ রাজা আজই তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করবেন।। ২৪ ।। মা রামকে আসনে বসিয়ে কিছু একটু খেতে বললেন। তখন রাম হাতজোড় করে মায়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে লাগলেন—।। ২৫ ।। রাম স্বভাবে বিনয়ী। মায়ের স্নেহের গৌরবরক্ষার জন্য তিনি নত হয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন। দণ্ডকারণ্যে যাবার জন্য অনুমতি চাইবার উপক্রম করলেন।। ২৬ ।। মা, আপনি জানেন না যে, ভীষণ ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়েছে এবং তা আবার আপনার, সীতার এবং লক্ষ্মণের কাছে দুঃখজনক।। ২৭ ।। আমাকে যে দণ্ডকারণ্যে যেতে হবে। এই আসন দিয়ে কি হবে? কুশের আসনে বসার এখন আমার সময় এসেছে *(বিষ্টর—কুশ)*।। ২৮ ।। নির্জন বনে চৌদ্দবৎসর আমি বাস করবো। মুনিদের মতো আমিষ ত্যাগ করে কন্দ, মূল, ফল আহার করে জীবন রক্ষা করবো *(কন্দ—মাটির নীচে উৎপন্ন শাকালুর মতো বস্তু যা অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং প্রাণরক্ষাকর)*।। ২৯ ।। মহারাজ ভরতকে যৌবরাজ্যে দান করছেন।

ভরতায় মহারাজো যৌবরাজ্যং প্রযচ্ছতি। মাং পুনর্দণ্ডকারণ্যং বিবাসয়তি তাপসম্।। ৩০
স যড়ষ্টৌ চ বর্ষাণি বৎস্যামি বিজনে বনে। আসেবমানো বন্যানি ফল-মূলৈশ্চ বর্তয়ন্।। ৩১
সা নিকৃত্তেব শালস্য যষ্টিঃ পরশুনা বনে। পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্চ্যুতা।। ৩২
তামদুঃখোচিতাং দৃষ্ট্বা পতিতাং কদলীমিব। রামস্তূত্থাপয়ামাস মাতরং গতচেতসম্।। ৩৩
উপাবৃত্যোত্থিতাং দীনাং বড়বামিব বাহিতাম্। পাংশুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গীং বিমমর্শ চ পাণিনা।। ৩৪
সা রাঘবমুপাসীনমসুখার্তা সুখোচিতা। উবাচ পুরুষব্যাঘ্রমুপশৃণ্বতি লক্ষ্মণে।। ৩৫
যদি পুত্র ন জায়েথা মম শোকায় রাঘব। ন স্ম দুঃখমতো ভূয়ঃ পশ্যেয়মহমপ্রজাঃ।। ৩৬
এক এব হি বন্ধ্যায়াঃ শোকো ভবতি মানসঃ। অপ্রজাস্মীতি সন্তাপো ন হ্যন্যঃ পুত্র বিদ্যতে।। ৩৭
ন দৃষ্টপূর্বং কল্যাণং সুখং বা পতিপৌরুষে। অপি পুত্রে বিপশ্যেয়মিতি রামাস্থিতং ময়া।। ৩৮
সা বহূন্যমনোজ্ঞানি বাক্যানি হৃদয়চ্ছিদাম্। অহং শ্রোষ্যে সপত্নীনামবরানাং পরা সতী।। ৩৯
অতো দুঃখতরং কিন্নু প্রমদানাং ভবিষ্যতি। মম শোকো বিলাপশ্চ যাদৃশোঽয়মনন্তকঃ।। ৪০
ত্বয়ি সন্নিহিতেঽপ্যেবমহমাসং নিরাকৃতা। কিং পুনঃ প্রোষিতে তাত ধ্রুবং মরণমেব মে।। ৪১
অত্যন্তং নিগৃহীতাস্মি ভর্তুর্নিত্যমসম্মতা। পরিবারেণ কৈকেয্যাঃ সমা বাপ্যথবাবরা।। ৪২
যো হি মাং সেবতে কশ্চিদপি বাপ্যনুবর্ততে। কৈকেয্যাঃ পুত্রমন্বীক্ষ্য স জনো নাভিভাষতে।। ৪৩
নিত্যক্রোধতয়া তস্যাঃ কথং নু খরবাদিনম্। কৈকেয্যা বদনং দ্রষ্টুং পুত্র শক্ষ্যামি দুর্গতা।। ৪৪
দশ সপ্ত চ বর্ষাণি জাতস্য তব রাঘব। অতীতানি প্রকাঙ্ক্ষন্ত্যা ময়া দুঃখপরিক্ষয়ম্।। ৪৫
তদক্ষয়ং মহদ্দুঃখং নোৎসহে সহিতুং চিরাৎ। বিপ্রকারং সপত্নীনামেবং জীর্ণাপি রাঘব।। ৪৬
অপশ্যন্তী তব মুখং পরিপূর্ণ-শশিপ্রভম্। কৃপণা বর্তয়িষ্যামি কথং কৃপণজীবিকা।। ৪৭

আমাকে তপস্বিরূপে দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত করছেন।। ৩০ ।। আমি নির্জন বনে চৌদ্দবৎসর বাস করবো। বন্য ফল মূল আহার করে বিচরণ করবো (ষট্ + অষ্ট = যডষ্ট— ৬ + ৮ = ১৪)।। ৩১ ।। বনে কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেললে সাল গাছ যেমন পড়ে যায় তেমনি স্বর্গ হতে বিচ্যুতা দেবীর মতো কৌশল্যাও পড়ে গেলেন (নিকৃত্ত—কর্তিত, কেটে ফেলা। যষ্টি—দণ্ড, বৃক্ষকাণ্ড। দিবঃ—স্বর্গ হতে)।। ৩২ ।। যাঁর কখনো দুঃখ পাওয়া উচিত নয়, অথচ তাঁকেই কলাগাছের মতো পড়ে যেতে দেখে সেই চৈতন্যহারা মাতাকে রাম ধরে ওঠালেন।। ৩৩ ।। অতিরিক্ত ভারবহনে ক্লান্ত হয়ে ঘোটকী মাটিতে পড়ে গেলে তার সকল অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হয়ে যায়। তেমনি অবস্থায় আজ কৌশল্যারও সর্বাঙ্গ ধূলায় মলিন। রাম হাত দিয়ে মায়ের গায়ের সেই ধূলো ঝেড়ে দিচ্ছেন (বড়বা—ঘোটকী। পাংশু—ধূলি)।। ৩৪ ।। সর্বদা সুখভোগে অভ্যস্ত কৌশল্যা আজ দুঃখে আর্ত হয়ে পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে লক্ষ্মণের সামনেই বললেন—।। ৩৫ ।। বাছা রাম, আমার যদি পুত্র না জন্মাতো, তাহলে আমার আজ এমনতর শোক উপস্থিত হতো। নিঃসন্তানের দুঃখই শুধু হতো।।৩৬।। বন্ধ্যাত্বের কারণেই শোক হতো মাত্র। অন্য পুত্র নেই, এইই হতো সন্তাপ।। ৩৭ ।। পতির বীরত্বেও আমি পূর্বে সুখ বা কল্যাণ লাভ করি নি। ভেবেছিলাম পুত্র রামের দ্বারাই তা আমি পাবো।। ৩৮ ।। অন্য সতীনদের অনেক মর্মভেদী দুর্বাক্য আমায় শুনতে হবে।। ৩৯ ।। স্ত্রীলোকের এর চেয়ে বেশী দুঃখ আর কিসে হতে পারে? আমার শোক ও বিলাপের তো শেষ হবে না!।। ৪০ ।। তুমি আমার কাছে আছো। তবুও আমি এইভাবে অনাদৃতা হয়ে আছি। আর তুমি যখন দূরে নির্বাসনে যাবে, তখন আমার মৃত্যুই নিশ্চিত।। ৪১ ।। কৈকেয়ীর দাসী বা তার চেয়েও নিকৃষ্টার মতো আমি উপেক্ষিতা।। ৪২ ।। যে আমার সেবা করে কিংবা আমায় মেনে চলে, কৈকেয়ীর পুত্রকে দেখলে সে আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না।। ৪৩ ।। রেগে সে আমায় সর্বদাই কর্কশবাক্য বলে। আজ এই দুর্গতিতে পড়ে কি করে তার মুখের দিকে, বাছা আমি তাকাবো?।।৪৪।। রাম, তোমার উপনয়নের পর সতেরোটি বৎসর চলে গেলো। দুঃখ চলে যাবে আশা করে আমি এতোদিন কাটালাম।। ৪৫ ।। আর বেশীদিন এই গভীর দুঃখ আমি সইতে পারবো না। রাম, আমি এখন জরায় জীর্ণ। সতীনদের এইরকম দুর্ব্যবহার আর তো সইতে পারি না! (বিপ্রকার—দুর্ব্যবহার)।। ৪৬ ।। পূর্ণচন্দ্রের মতো তোমার মুখখানি। তা না দেখে দুঃখিনী আমি কিভাবে শোচনীয় জীবনটি ধারণ করবো?।।৪৭।।বহু উপবাস,

উপবাসৈশ্চ যোগৈশ্চ বহুভিশ্চ পরিশ্রমৈঃ। দুঃখসংবর্ধিতো মোঘং ত্বং হি দুর্গতয়া ময়া।। ৪৮
স্থিরং নু হৃদয়ং মন্যে মমেদং যন্ন দীর্যতে। প্রাবৃষীব মহানদ্যাঃ স্পৃষ্টং কূলং নবাম্ভসা।। ৪৯
মমৈব নূনং মরণং ন বিদ্যতে ন চাবকাশোঽস্তি যমক্ষয়ে মম।
যদন্তকোঽদ্যৈব ন মাং জিহীর্ষতি প্রসহ্য সিংহো রুদতীং মৃগীমিব।। ৫০
স্থিরং হি নূনং হৃদয়ং মমায়সং ন ভিদ্যতে যদ্ভুবি নো বিদীর্যতে।
অনেন দুঃখেন চ দেহমর্পিতং ধ্রুবং হ্যকালে মরণং ন বিদ্যতে।। ৫১
ইদং তু দুঃখং যদনর্থকানি মে ব্রতানি দানানি চ সংযমাশ্চ হি।
তপশ্চ তপ্তং যদপত্যকাম্যয়া সুনিষ্ফলং বীজমিবোপ্তমূষরে।। ৫২
যদি হ্যকালে মরণং যদৃচ্ছয়া লভেত কশ্চিদ্ গুরুদুঃখকর্ষিতঃ।
গতাহমদ্যৈব পরেতসংসদং বিনা ত্বয়া ধেনুরিবাত্মজেন বৈ।। ৫৩
অথাপি কিং জীবিতমদ্য মে বৃথা ত্বয়া বিনা চন্দ্রনিভাননপ্রভম্।
অনুব্রজিষ্যামি বনং ত্বয়ৈব গৌঃ সুদুর্বলা বৎসমিবাভিকাঙ্ক্ষয়া।। ৫৪
ভৃশমসুখমমর্ষিতা যদা বহু বিললাপ সমীক্ষ্য রাঘবম্।
ব্যসনমুপনিশাম্য সা মহৎ সুতমিব বদ্ধমবেক্ষ্য কিন্নরী।। ৫৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ।

ব্রত এবং বহু পরিশ্রমে অনেক কষ্ট করে তোমায় আমি মানুষ করেছি। হতভাগিনী আমি। আমার সবই যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে!।। ৪৮।। বর্ষাকালে মহানদীর তীর যেমন নূতন জলপ্রবাহে ভেঙে যায়, তেমনি এই দুর্ঘটনায় আমার হৃদয়ও তো বিদীর্ণ হবার কথা। তা হলো না বলে মনে হচ্ছে হৃদয় আমার বড়োই কঠিন।। ৪৯ ।। নিশ্চয়ই আমার মরণ নেই। যমালয়েও আমার জন্য একটু স্থান নেই। বেদনাহত হরিণীকে সিংহ যেমন জোর করে ধরে নিয়ে যায়, তেমনি যম কেন আমায় নিয়ে যাচ্ছেন না? *(জিহীর্ষতি—ত্যাগ করতে ইচ্ছা করছে)*।। ৫০।। আমার এ হৃদয় নিশ্চয়ই লোহায় তৈরী। সেজন্যই এই সংসারে এতো দুঃখেও তা ভূতলে পড়ে গিয়েও বিদীর্ণ হচ্ছে না। এতো দুঃখেও যখন দেহ গেলো না, তখন নিশ্চিতভাবে মনে হচ্ছে অকালে মৃত্যু হয় না।। ৫১ ।। পুত্রকামনায় আমি বহু ব্রত, দান, সংযম-পালন করেছি। তপস্যা করেছি। এতো যে দুঃখ বরণ করেছি, সবই যেন অনর্থক। উষরভূমিতে বীজবপনের মতোই একেবারে নিষ্ফল।। ৫২ ।। যদি কেউ গুরুতর দুঃখে আর্ত হয়ে ইচ্ছামতো মৃত্যুকে অকালে বরণ করতে পারতো, তাহলে বৎসবিহীন গাভীর মতো আজই আমি তোমার অভাবে যমালয়ে চলে যেতাম।। ৫৩ ।। চাঁদের মতো তোমার মুখ। বাছা, তোমায় ছাড়া আমার জীবন যে বৃথা! ধেনু যেমন অত্যন্ত দুর্বল হলেও বৎসের পেছনে পেছনে যায়, তেমনি অতি দুর্বল হলেও আমি তোমার অনুগমন করবো।। ৫৪ ।। অত্যন্ত দুঃখে খিন্ন হয়ে রামের সামনে কৌশল্যা বহু বিলাপ করলেন। কিন্নরী যেমন নিজের পুত্রের জন্য বিলাপ করে, তেমনি তিনিও এই দুঃখের কথা শুনে সত্যের পাশে আবদ্ধ পুত্রের জন্য বিলাপ করছেন।। ৫৫।।

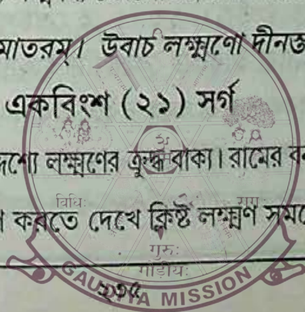
আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের বিংশ (২০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একবিংশঃ সর্গঃ ।।

কৌসল্যাসন্তাপং দৃষ্ট্বা রাজাদীনুদ্দিশ্য লক্ষ্মণস্য ক্রোধোক্তিঃ, কৌসল্যায়া রামং প্রতি বনগমননিষেধশ্চ

তথা তু বিলপন্তীং তাং কৌসল্যাং রামমাতরম্। উবাচ লক্ষ্মণো দীনস্তৎকালসদৃশং বচঃ।। ১

একবিংশ (২১) সর্গ



কৌশল্যার সন্তাপ দেখে রাজাদির উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণের ক্রুদ্ধ বাক্য। রামের বনগমনে কৌশল্যার নিষেধাজ্ঞা।

রামের মাতা কৌশল্যাকে ঐভাবে বিলাপ করতে দেখে ক্লিষ্ট লক্ষ্মণ সময়োচিত বাক্যে বললেন—।। ১ ।।

ন রোচতে মমাপ্যেতদার্যে যদ্ রাঘবো বনম্। ত্যক্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ো বাক্যবশঙ্গতঃ।। ২
বিপরীতশ্চ বৃদ্ধশ্চ বিষয়ৈশ্চ প্রধর্ষিতঃ। নৃপঃ কিমিব ন ব্রূয়াচ্চোদ্যমানঃ সমন্মথঃ।। ৩
নাস্যাপরাধং পশ্যামি নাপি দোষং তথাবিধম্। যেন নির্বাস্যতে রাষ্ট্রাদ্ বনবাসায় রাঘবঃ।। ৪
ন তং পশ্যাম্যহং লোকে পরোক্ষমপি যো নরঃ। স্বমিত্রোঽপি নিরস্তোঽপি যোঽস্য দোষমুদাহরেৎ।।৫
দেবকল্পমৃজুং দান্তং রিপূণামপি বৎসলম্। অবেক্ষমাণঃ কো ধর্মং ত্যজেৎ পুত্রমকারণাৎ।। ৬
তদিদং বচনং রাজ্ঞঃ পুনর্বাল্যমুপেয়ুষঃ। পুত্রঃ কো হৃদয়ে কুর্যাদ্ রাজবৃত্তমনুস্মরন্।। ৭
যাবদেব ন জানাতি কশ্চিদর্থমিমং নরঃ। তাবদেব ময়া সার্ধমাত্মস্থং কুরু শাসনম্।। ৮
ময়া পার্শ্বে সধনুষা তব গুপ্তস্য রাঘব। কঃ সমর্থোঽধিকং কর্তুং কৃতান্তস্যেব তিষ্ঠতঃ।। ৯
নির্মনুষ্যামিমাং সর্বামযোধ্যাং মনুজর্ষভ। করিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্যদি স্থাস্যতি বিপ্রিয়ে।। ১০
ভরতস্যাথ পক্ষ্যো বা যো বাস্য হিতমিচ্ছতি। সর্বাংস্তাংশ্চ বধিষ্যামি মৃদুর্হি পরিভূয়তে।। ১১
প্রোৎসাহিতোঽয়ং কৈকেয্যা সন্তুষ্টো যদি নঃ পিতা। অমিত্রভূতো নিঃসঙ্গং বধ্যতাং বধ্যতামপি।। ১২
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ। উৎপথং প্রতিপন্নস্য কার্যং ভবতি শাসনম্।। ১৩
বলমেষ কিমাশ্রিত্য হেতুং বা পুরুষোত্তম। দাতুমিচ্ছতি কৈকেয্যা উপস্থিতমিদং তব।। ১৪
ত্বয়া চৈব ময়া চৈব কৃত্বা বৈরমনুত্তমম্। কাস্য শক্তিঃ শ্রিয়ং দাতুং ভরতায়ারিশাসন।। ১৫
অনুরক্তোঽস্মি ভাবেন ভ্রাতরং দেবি তত্ত্বতঃ। সত্যেন ধনুষা চৈব দত্তেনেষ্টেন তে শপে।। ১৬

মা, স্ত্রীলোকের বাক্যের বশীভূত হয়ে রাজ্যশ্রী পরিত্যাগ করে রাম বনে যাবেন—এ আমারো ভালো লাগছে না।।২ ।। রাজা বৃদ্ধ হয়েছেন। বিষয়ের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন তিনি। কামের বশীভূত হয়ে তিনি কি না বলতে পারেন?।।৩ ।। আমি তো রামের কোনো অপরাধ দেখছি না। এমন কোনো দোষও তাঁর নেই, যে জন্যে রাষ্ট্র থেকে তাঁকে বনে নির্বাসিত করা যায়।। ৪ ।। আমি তো এমন কোনো লোক দেখছি না, যে পরোক্ষেও রামের দোষের কথা বলে। তাঁর মৈত্রী হতে নিরস্ত অর্থাৎ শত্রুও তাঁর দোষকীর্তন করে না।।৫ ।। দেবতার মতো চরিত্রবান, সরল, জিতেন্দ্রিয়, শত্রুর প্রতিও স্নেহপরায়ণ এমন পুত্রকে ধর্মপরায়ণ কোনো ব্যক্তি পরিত্যাগ করেন?।। ৬ ।। রাজা যেন আবার ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন! রাজাদের আচরণ স্মরণ করে কোন্ পুত্র এই রকমের আদেশ পালন করবে?।। ৭ ।। দাদা, এই বিষয়ে কেউ কিছু জানার আগেই আমার সঙ্গে আপনি রাজ্যশাসনের ভার নিজেই নিয়ে নিন।।৮ ।। হে রঘুবংশধর, আমি ধনু নিয়ে সর্বদাই আপনার পাশে যমের মতোই রক্ষকরূপে থাকবো। দেখি, কে বাড়াবাড়ি করে!।।৯ ।। হে মানবশ্রেষ্ঠ, কিছুমাত্র যদি কেউ আপনার অপ্রিয় করতে যায়, তাহলে তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা সারা অযোধ্যাকে আমি মনুষ্যহীন করে ফেলবো।।১০ ।। ভরতের পক্ষে যে থাকবে, কিংবা তার ভালো করতে চাইবে, তাদের সবাইকে আমি হত্যা করবো। জানেন তো, নরম মানুষকেই সবলে পরাজিত করতে চায়।। ১১ ।। আর আমাদের বাবা কৈকেয়ীর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ও সন্তুষ্ট হয়ে যদি আমাদের শত্রু হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁকেও বন্ধন করা হবে। এমন কি প্রয়োজনে হত্যাও করা হবে।। ১২ ।। গুরুও যদি গর্বে অন্ধ হয়ে যান, কর্তব্য-অকর্তব্য ভুলে যান, সেই কুপথগামীকে শাসন করা কর্তব্য।। ১৩ ।। হে শ্রেষ্ঠপুরুষ, কি হেতুতে বা কোন শক্তিতে রাজা আপনার আসন্ন যৌবরাজ্যের এই ন্যায্য অধিকার কৈকেয়ীর ইচ্ছার ওপর সমর্পণ করতে চাইছেন?।।১৪।। আপনার সঙ্গে এবং আমার সঙ্গে প্রবল শত্রুতা করে ভরতের ওপর শত্রুদমন তথা রাজ্যশাসনের ভার দেবার তাঁর কী শক্তি রয়েছে?।। ১৫ ।। মাতঃ কৌশল্যে, অন্তরের ভাবের দ্বারা যথার্থভাবে আমি দাদার সঙ্গেই যুক্ত। সত্য, ধনু, দান এবং অভীষ্ট দেবতার নামে প্রতিজ্ঞা করে বলছি—।। ১৬।। মা, আপনি আগেই জেনে

দীপ্তমগ্নিমরণ্যং বা যদি রামঃ প্রবেক্ষ্যতি। প্রবিষ্টং তত্র মাং দেবি ত্বং পূর্বমবধারয়।। ১৭
হরামি বীর্যাদ্ দুঃখং তে তমঃ সূর্য ইবোদিতঃ। দেবী পশ্যতু মে বীর্যং রাঘবশ্চৈব পশ্যতু।। ১৮
হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকয্যাসক্তমানসম্। কৃপণঞ্চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গর্হিতম্।। ১৯
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ। উবাচ রামং কৌসল্যা রুদতী শোকলালসা।। ২০
ভ্রাতুস্তে বদতঃ পুত্র লক্ষ্মণস্য শ্রুতং ত্বয়া। যদত্রানন্তরং তত্ত্বং কুরুষ্ব যদি রোচতে।। ২১
ন চাধর্ম্যং বচঃ শ্রুত্বা সপত্ন্যা মম ভাষিতম্। বিহায় শোকসন্তপ্তাং গন্তুমর্হসি মামিতঃ।। ২২
ধর্মজ্ঞ ইতি ধর্মিষ্ঠ ধর্মং চরিতুমিচ্ছসি। শুশ্রূষ মামিহস্থস্ত্বং চর ধর্মমনুত্তমম্।। ২৩
শুশ্রূষুর্জননীং পুত্র স্বগৃহে নিয়তো বসন্। পরেণ তপসা যুক্তঃ কাশ্যপস্ত্রিদিবং গতঃ।। ২৪
যথৈব রাজা পূজ্যস্তে গৌরবেণ তথা হ্যহম। ত্বাং সাহং নানুজানামি ন গন্তব্যমিতো বনম্।। ২৫
ত্বদ্ বিয়োগান্ন মে কার্যং জীবিতেন সুখেন চ। ত্বয়া সহ মম শ্রেয়স্তৃণানামপি ভক্ষণম্।। ২৬
যদি ত্বং যাস্যসি বনং ত্যক্ত্বা মাং শোকলালসাম্। অহং প্রায়মিহাশিষ্যে ন চ শক্ষ্যামি জীবিতুম্।। ২৭
ততস্ত্বং প্রাপ্স্যসে পুত্র নিরয়ং লোকবিশ্রুতম্। ব্রহ্মহত্যামিবাধর্মাৎ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।। ২৮
বিলপন্তীং তথা দীনাং কৌসল্যাং জননীং ততঃ। উবাচ রামো ধর্মাত্মা বচনং ধর্মসংহিতম্।। ২৯
নাস্তি শক্তিঃ পিতুর্বাক্যং সমতিক্রমিতুং মম। প্রসাদয়ে ত্বাং শিরসা গন্তুমিচ্ছাম্যহং বনম্।। ৩০
ঋষিণা চ পিতুর্বাক্যং কুর্বতা বনচারিণা। গৌর্হতা জানতাধর্মং কণ্ডুনা চ বিপশ্চিতা।। ৩১
অস্মাকং তু কুলে পূর্বং সাগরস্যাজ্ঞয়া পিতুঃ। খনদ্ভিঃ সাগরৈর্ভূমিমবাপ্তঃ সুমহান্ বধঃ।। ৩২

রাখুন, দাদা রাম যদি জ্বলন্ত আগুনে বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, তাহলে তাঁর পূর্বেই আমি সেখানে চলে গেছি।। ১৭ ।। সূর্য উদিত হয়ে যেমন অন্ধকার বিনাশ করে, তেমনি বীর্যবত্তার দ্বারা আপনার দুঃখও আমি দূর করবো। দেবি, আমার এবং রামের শক্তি আপনি দেখে নিন।। ১৮।। কৈকেয়ীতে আসক্তচিত্ত বৃদ্ধ পিতাকে আমি হত্যা করবো। বার্ধক্যের জন্য তিনি আজ বালকের মতো নিন্দনীয় আচরণ করছেন। আমাদের প্রতি উদাসীন হয়ে গেছেন (*কৃপণ—উদাসীন*)।। ১৯ ।। মহাপ্রাণ লক্ষ্মণের এই বাক্য শুনে রোদন-পরায়ণা শোকার্তা কৌশল্যা রামকে বললেন— ।।২০ ।। বাছা, তোমার ভাই লক্ষ্মণের কথা তুমি শুনলে তো? এরপর যদি তোমার কিছু করতে ইচ্ছা হয়, তাই করো।। ২১ ।। আমার সতীনের ধর্মবিরোধী কথা শুনে শোকার্তা আমাকে এখানে ফেলে তোমার চলে যাওয়া উচিত নয়।। ২২ ।। ধর্ম কি তুমি জানো। ধর্মে স্থিত হয়ে যদি ধর্ম আচরণ করতে চাও তাহলে এখানে থেকেই তুমি আমার সেবা করো। এটিই হবে তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম (*অনুত্তম—যার চেয়ে আর উত্তম নেই অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ*)।। ২৩ ।। ঋষি কাশ্যপ নিজের গৃহে সর্বদা থেকে জননীকে শুশ্রূষা করে পরম তপস্যার দ্বারা স্বর্গে গমন করেছিলেন (*ত্রিদিব—স্বর্গ*)।। ২৪ ।। রাজা যেমন তোমার পূজ্য, তেমনি আমিও গৌরবের সঙ্গে তোমার পূজা পাবার যোগ্য। সেই আমিই তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি না। তাই, তোমার এখান থেকে বনে যাওয়া উচিত নয়।। ২৫ ।। তোমার বিচ্ছেদে আমার সুখের প্রয়োজন নেই। বাঁচারও প্রয়োজন নেই। তোমার সঙ্গে থেকে যদি ঘাস খেয়েও আমায় বাঁচতে হয় তাহলে তাও আমার ভালো।। ২৬ ।। শোকার্তা আমি। আমায় ছেড়ে তুমি যদি বনে চলে যাও, তাহলে আমি অনশন পালন করবো। বেঁচে থাকতে পারবো না।। ২৭ ।। নদীপতি সমুদ্র মায়ের কথা না শোনায় অধর্মের ফলে ব্রহ্মহত্যার মতো পাপভাগী হয়েছিলো। তেমনি তুমিও বাছা, আমার কথা না শুনলে সর্বজগতে কুখ্যাত যে নরক, তাতেই গমন করবে।। ২৮ ।। যখন জননী কৌশল্যা এইরকম করুণভাবে বিলাপ করছেন, তখন ধর্মপ্রাণ রাম ধর্মসঙ্গত কথায় বললেন— ।। ২৯ ।। মা, বাবার বাক্য লঙ্ঘন করার শক্তি আমার নেই। তোমার পায়ে পড়ে মিনতি করছি, আমি বনে যেতে চাই।।৩০ ।। বনচারী বিদ্বান্ কণ্ডু ঋষি অধর্ম জেনেও পিতার বাক্যপালন করতে গিয়ে গো-হত্যা করেছিলো।।৩১।। পূর্বে আমাদের বংশেই পিতা সগরের নির্দেশে তাঁর পুত্রেরা পৃথিবী খনন করতে গিয়ে মহতী বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিলো।। ৩২ ।। পিতার আদেশের কারণেই

জামদগ্ন্যেন রামেণ রেণুকা জননী স্বয়ম্। কৃত্তা পরশুনাঽরণ্যে পিতুর্বচনকারণাৎ।। ৩৩
এতৈরন্যৈশ্চ বহুভির্দেবি দেবসমৈঃ কৃতম্। পিতুর্বচনমক্লীবং করিষ্যামি পিতুর্হিতম্।। ৩৪
ন খল্বেতন্ময়ৈকেন ক্রিয়তে পিতৃশাসনম্। এতৈরপি কৃতং দেবি যে ময়া পরিকীর্তিতাঃ।। ৩৫
নাহং ধর্মমপূর্বং তে প্রতিকূলং প্রবর্তয়ে। পূর্বৈরয়মভিপ্রেতো গতো মার্গোঽনুগম্যতে।। ৩৬
তদেতত্তু ময়া কার্যং ক্রিয়তে ভুবি নান্যথা। পিতুর্হি বচনং কুর্বন্ন কশ্চিন্নাম হীয়তে।। ৩৭
তামেবমুক্ত্বা জননীং লক্ষ্মণং পুনরব্রবীৎ। বাক্যং বাক্যবিদাং শ্রেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্।। ৩৮
তব লক্ষ্মণ জানামি ময়ি স্নেহমনুত্তমম্। বিক্রমং চৈব সত্ত্বঞ্চ তেজশ্চ সুদুরাসদম্।। ৩৯
মম মাতুর্মহদ্ দুঃখমতুলং শুভলক্ষণ। অভিপ্রায়ং ন বিজ্ঞায় সত্যস্য চ শমস্য চ।। ৪০
ধর্মো হি পরমো লোকে ধর্মে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্। ধর্মসংশ্রিতমপ্যেতৎ পিতুর্বচনমুত্তমম্।। ৪১
সংশ্রুত্য চ পিতুর্বাক্যং মাতুর্বা ব্রাহ্মণস্য বা। ন কর্তব্যং বৃথা বীর ধর্মমাশ্রিত্য তিষ্ঠতা।। ৪২
সোঽহং ন শক্ষ্যামি পুনর্নিয়োগমতিবর্তিতুম্। পিতুর্হি বচনাদ্ বীর কৈকেয্যাহং প্রচোদিতঃ।। ৪৩
তদেতাং বিসৃজানার্যাং ক্ষত্রধর্মাশ্রিতাং মতিম্। ধর্মমাশ্রয় মা তৈক্ষ্ণ্যং মদ্বুদ্ধিরনুগম্যতাম্।। ৪৪
তমেবমুক্ত্বা সৌহার্দাদ্ ভ্রাতরং লক্ষণাগ্রজঃ। উবাচ ভূয়ঃ কৌসল্যাং প্রাঞ্জলিঃ শিরসা নতঃ।। ৪৫
অনুমন্যস্ব মাং দেবি গমিষ্যন্তমিতো বনম্। শাপিতাসি মম প্রাণৈঃ কুরু স্বস্ত্যয়নানি মে।। ৪৬
তীর্ণপ্রতিজ্ঞশ্চ বনাৎ পুনরেষ্যাম্যহং পুরীম্। যযাতিরিব রাজর্ষিঃ পুরা হিত্বা পুনর্দিবম্।। ৪৭
শোকঃ সন্ধার্যতাং মাতর্হৃদয়ে সাধু মা শুচঃ। বনবাসাদিহৈষ্যামি পুনঃ কৃত্বা পিতুর্বচঃ।। ৪৮

জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম স্বয়ং অরণ্যে কুড়ুল দিয়ে জননী রেণুকাকে কেটে ফেলেছিলেন।।৩৩।। দেবি, এঁদের দ্বারা এবং দেবতুল্য আরো অনেকের দ্বারা এইভাবে পিতৃবাক্য পালিত হয়েছে। তাই আমিও পিতার এবং পিতার বাক্যকে পালন করে তাঁর তৃপ্তিবিধান করবো।।৩৪।। মা, আমি যে একাই শুধু পিতার আদেশ পালন করছি, তা তো নয়! যাঁদের নাম আমি উল্লেখ করলাম, তাঁরাও সবাই তাই করেছেন।।৩৫।। আমি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো অপূর্ব ধর্মপালন করছি না। পূর্বের মহাপুরুষেরা এই পথকেই অভিপ্রেত বলে মনে করেছেন। গেছেনও সেই পথে। আমিও সেই পথই অনুসরণ করছি।।৩৬।। জগতে সেইটুকু কাজই আমি করছি। অন্যকিছুই নয়। পিতার বাক্যপালনের দ্বারা কেউই ছোটো হয় না।।৩৭।। বাক্যবিদ্‌গণের এবং ধনুর্ধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাম মা'কে এই কথা বলে লক্ষ্মণকে আবার বললেন—।।৩৮।। ভাই লক্ষ্মণ, আমার প্রতি তোমার যে প্রগাঢ় প্রীতি, তা আমি জানি। জানি, তোমার শক্তি, পরাক্রম এবং দুর্ধর্ষ তেজের কথা। শুভলক্ষণ ভাই লক্ষ্মণ, আমার সত্য ও শান্ত অভিপ্রায় না বুঝে মা এতো দুঃখ পাচ্ছেন!।। ৪০।। এই সংসারে ধর্মই হচ্ছে শ্রেষ্ঠসম্পদ। সত্য ধর্মেই প্রতিষ্ঠিত। বাবার এই বাক্য অতীব সঙ্গত।। ৪১।। হে বীর, যারা ধর্মকে আশ্রয় করে থাকে, পিতা, মাতা বা ব্রাহ্মণের বাক্য লঙ্ঘন করা তাদের কর্তব্য নয়।। ৪২।। আমি পিতার বাক্যেই কৈকেয়ীর দ্বারা বনবাসে প্রবর্তিত হয়েছি। সেইজন্য পিতৃ-নির্দেশ লঙ্ঘন করতে আমি পারবো না।। ৪৩।। তাই, ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম, তার বিরোধী এই অনার্যবুদ্ধি তুমি ত্যাগ করো। ধর্মকেই আশ্রয় করো। উগ্রতা পরিহার করো। আমার বুদ্ধিকেই অনুসরণ করো।। ৪৪।। লক্ষ্মণের বড়ো ভাই রাম সহমর্মিতার সঙ্গে ছোটোভাই লক্ষ্মণকে এইরকম বলে নতমস্তকে করজোড়ে আবার কৌশল্যাকে বললেন—।। ৪৫।। মা, এখান থেকে বনে গমনের জন্য আপনি আমাকে অনুমতি দিন। আমি প্রাণের বিনিময়ে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আপনি আমার যাবার জন্য মাঙ্গলিক কর্মের আয়োজন করুন।। ৪৬।। পুরাকালে রাজর্ষি যযাতি যেমন স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে আবার স্বর্গে গমন করেছিলেন, তেমনি আমিও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে আবার এই অযোধ্যাপুরীতে ফিরে আসবো।।৪৭।। মা, হৃদয়ে শোককে আপনি ভালোভাবে চেপে রাখুন। শোক করবেন না। বাবার বাক্য রক্ষা করে বনবাস থেকে আমি আবার এখানে চলে আসবো।।৪৮।।

ত্বয়া ময়া চ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন সুমিত্রয়া। পিতুর্নিয়োগে স্থাতব্যমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।। ৪৯
অম্ব সংহৃত্য সম্ভারান্ দুঃখং হৃদি নিগৃহ্য চ। বনবাসকৃতা বুদ্ধির্মম ধর্ম্যানুবর্ত্যতাম্।। ৫০
এতদ্ বচস্তস্য নিশম্য মাতা সুধর্ম্যমব্যগ্রমবিক্লবঞ্চ।
মৃতেব সংজ্ঞাং প্রতিলভ্য দেবী সমীক্ষ্য রামং পুনরিত্যুবাচ।। ৫১
যথৈব তে পুত্র পিতা তথাহং গুরুঃ স্বধর্মেণ সুহৃত্তয়া চ।
ন ত্বানুজানামি ন মাং বিহায় সুদুঃখিতামর্হসি গন্তুমেব ।। ৫২
কিং জীবিতেনেহ বিনা ত্বয়া মে লোকেন বা কিং স্বধয়ামৃতেন।
শ্রেয়ো মুহূর্তং তব সন্নিধানং মমৈব কৃৎস্নাদপি জীবলোকাৎ।। ৫৩
নরৈরিবোল্কাভিরপোহ্যমানো মহাগজো ধ্বান্তমভিপ্রবিষ্টঃ।
ভূয়ঃ প্রজজ্বাল বিলাপমেবং নিশম্য রামঃ করুণং জনন্যাঃ।। ৫৪
স মাতরং চৈব বিসংজ্ঞকল্পামার্তঞ্চ সৌমিত্রিমভিপ্রতপ্তম্।
ধর্মে স্থিতো ধর্ম্যমুবাচ বাক্যং যথা স এবার্হতি তত্র বক্তুম্।। ৫৫
অহং হি তে লক্ষ্মণ নিত্যমেব জানামি ভক্তিঞ্চ পরাক্রমঞ্চ।
মম ত্বভিপ্রায়মসংনিরীক্ষ্য মাত্রা সহাভ্যর্দসি মা সুদুঃখম্।। ৫৬
ধর্মার্থ-কামাঃ খলু জীবলোকে সমীক্ষিতা ধর্মফলোদয়েষু।
যে তত্র সর্বে স্যুরসংশয়ং মে ভার্যেব বশ্যাভিমতা সপুত্রা।। ৫৭
যস্মিংস্তু সর্বে স্যুরসন্নিবিষ্টা ধর্মো যতঃ স্যাত্তদুপক্রমেত।
দ্বেষ্যো ভবত্যর্থপরো হি লোকে কামাত্মতা খল্বপি ন প্রশস্তা।। ৫৮

আপনার, আমার, সীতার, লক্ষ্মণের এবং সুমিত্রার দ্বারা বাবার নির্দেশ পালন করা উচিত। এই হলো আমাদের চিরন্তন ধর্ম।। ৪৯ ।। মা, আমার জন্য আহৃত অভিষেকের দ্রব্যাদি ত্যাগ করে অন্তরের দুঃখকে দূর করার চেষ্টা করুন। ধর্মরক্ষায় বনবাসের জন্য আমার যে বুদ্ধি, তাকে আপনি অনুমোদন করুন।। ৫০ ।। মাতা কৌশল্যা এই কথা শুনে মৃতার মতো মূর্ছিত হয়ে গেলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করে ধর্মনিষ্ঠ, স্থিতধী, অচঞ্চল রামের দিকে তাকিয়ে বললেন— ।। ৫১ ।। বাছা, তোমার বাবা যেমন তোমার গুরু, তেমনি মাতৃধর্মে এবং হৃদয়বত্তার জন্য আমিও তোমার গুরু। আমি তোমায় অনুমতি দিচ্ছি না। অতিশয় দুঃখার্তা আমি। আমার ছেড়ে তুমি বনে চলে যেতে পারো না।। ৫২ ।। তোমাকে ছেড়ে আমার বেঁচে থেকে লাভ কি? লোকজনের সেবা, পিতৃপুরুষের পূজা এবং অমৃতেরই বা কি প্রয়োজন আমার? সমগ্র জীবজগতের সান্নিধ্যের চেয়েও তোমার মুহূর্তের সান্নিধ্য আমার কাছে মঙ্গলকর মনে হয় (*স্বধা— পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পূজার মন্ত্রে বলা হয় "পিতৃভাঃ স্বধা"*)।। ৫৩ ।। বহুলোক একত্রিত হয়ে উল্কার দ্বারা মহাহস্তীকে বিতাড়িত করে অন্ধকারে পাঠিয়ে দিলেও সে জ্বলজ্বল করে। তেমনি রাম মায়ের এইরকম করুণ বিলাপ শুনে আবার যেন জ্বলে উঠলেন।। ৫৪ ।। শোকে মূর্ছিতা মাতাকে এবং ক্রোধতপ্ত লক্ষ্মণকে তিনি ধর্মসঙ্গত বাক্যে বললেন। ঐ অবস্থায় এক রামই এইরকম বলতে পারেন।। ৫৫ ।। লক্ষ্মণ, আমার প্রতি তোমার ভক্তি এবং বীর্যবত্তা আমি নিত্যই জানি। কিন্তু আজ তুমি আমার অভিপ্রায় ভালোভাবে না বুঝে মায়ের মতোই আমাকে পীড়া দিচ্ছো। ভাই, এভাবে দুঃখ কোরো না।। ৫৬ ।। এই সংসারে পূর্ব-কৃত ধর্মাচরণের ফলেই ধর্ম, অর্থ এবং কাম আমাদের এসে যাচ্ছে। অভিমতা পত্নী যেমন পুত্রকে নিয়ে আমাদের জীবনে আসে, তেমনি এই ধর্ম-অর্থ-কামও নিশ্চিতভাবে কর্মানুসারে এসে যাচ্ছে।। ৫৭ ।। যেখানে ধর্ম-অর্থ-কাম বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে, সেখান থেকে ধর্ম অন্তর্হিত হয়ে যায়। জগতে অর্থপরায়ণ ব্যক্তি হয়ে পড়ে বিদ্বেষের পাত্র। কামের বশীভূত হওয়া ভালো নয়।। ৫৮ ।। রাজা আমার পিতা। গুরুজন। তিনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। এইরকমের বন্দনীয় জন ক্রোধে, আনন্দে বা

গুরুশ্চ রাজা চ পিতা চ বৃদ্ধঃ ক্রোধাৎ প্রহর্ষাদথবাপি কামাৎ।
যদ্‌ব্যাদিশেৎ কার্যমবেক্ষ্য ধর্মং কস্তং ন কুর্যাদনৃশংসবৃত্তিঃ।। ৫৯
ন তেন শক্নোমি পিতুঃ প্রতিজ্ঞামিমাং ন কর্তুং সকলাং যথাবৎ।
স হ্যাবয়োস্তাত গুরুর্নিয়োগে দেব্যাশ্চ ভর্তা স গতিশ্চ ধর্মঃ।। ৬০
তস্মিন্ পুনর্জীবতি ধর্মরাজে বিশেষতঃ স্বে পথি বর্তমানে।
দেবী ময়া সার্ধমিতোঽভিগচ্ছেৎ কথং স্বিদন্যা বিধবেব নারী।। ৬১
সা মানুমন্যস্ব বনং ব্রজন্তং কুরুষ্ব নঃ স্বস্ত্যয়নানি দেবি।
যথা সমাপ্তে পুনরাব্রজেয়ং যথা হি সত্যেন পুনর্যযাতিঃ।। ৬২
যশো হ্যহং কেবলরাজ্যকারণান্ন পৃষ্ঠতঃ কর্তুমলং মহোদয়ম্।
অদীর্ঘকালেন তু দেবি জীবিতে বৃণেঽবরামদ্য মহীমধর্মতঃ।। ৬৩
প্রসাদয়ন্নরবৃষভঃ স মাতরং পরাক্রমাজ্জিগমিষুরেব দণ্ডকান্।
অথানুজং ভৃশমনুশাস্য দর্শনং চকার তাং হৃদি জননীং প্রদক্ষিণম্।। ৬৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ।

কামবশতঃ যে আদেশই দান করেন, ধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে কোন্ সদাচারী ব্যক্তি তা পালন না করে পারেন?।।৫৯ ।। তাই পিতার এই প্রতিজ্ঞা সফল না করে আমি থাকতে পারবো না। তিনি আমাদের দু'জনের বাবা। মায়ের পতি। কর্মসম্পাদনে তিনি আমাদের গুরু। তিনি আমাদের আশ্রয় এবং ধর্ম।। ৬০ ।। ধর্মরাজ সেই মহারাজ এখন জীবিত আছেন। বিশেষতঃ নিজের ধর্মপথেই তিনি চলছেন। তাঁকে ছেড়ে বিধবা নারীর মতো মা কি করে এখান থেকে আমার সঙ্গে যাবেন।। ৬১ ।। মা, আমার বনগমন আপনি অনুমোদন করুন, যযাতি যেমন সত্যের দ্বারা স্বর্গে গিয়েছিলেন, আমিও তেমনি সত্যরক্ষা করে আবার এখানে ফিরে আসবো।।৬২ ।। কেবলমাত্র রাজ্যের জন্য আমি সত্যরক্ষার উত্তম যশ উপেক্ষা করতে পারি না। মা, দীর্ঘকাল তো বেঁচে থাকতে পারবো না। অধর্মের দ্বারা তুচ্ছ রাজ্য আমি বরণ করতে চাই না।। ৬৩ ।। নরশ্রেষ্ঠ রাম নিজের মনের জোরে দণ্ডকারণ্যে যাবার ইচ্ছায় মাকে প্রসন্ন করতে চেষ্টা করলেন। তারপর ছোটোভাই লক্ষ্মণকে ভালোভাবে উপদেশ দিয়ে মনে মনে মাকে প্রদক্ষিণ করলেন।। ৬৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের একবিংশ (২১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ।।

রামস্য কৌসল্যা-লক্ষ্মণাভ্যাং ধর্মোপদেশদানম্।

অথ তং ব্যথয়া দীনং সবিশেষমমর্ষিতম্। সরোষমিব নাগেন্দ্রং রোষবিস্ফারিতেক্ষণম্।। ১
আসাদ্য রামঃ সৌমিত্রিং সুহৃদং ভ্রাতরং প্রিয়ম্। উবাচেদং স ধৈর্যেণ ধারয়ন্ সত্ত্বমাত্মবান্।। ২
নিগৃহ্য রোষং শোকঞ্চ ধৈর্যমাশ্রিত্য কেবলম্। অবমানং নিরস্যৈনং গৃহীত্বা হর্ষমুত্তমম্।। ৩

দ্বাবিংশ (২২) সর্গ

কৌশল্যা ও লক্ষ্মণকে রামের উপদেশ দান।

এই ঘটনায় লক্ষ্মণ বেদনায় অভিভূত। তাঁর কাছে সব অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর চোখ রোষে ক্রুদ্ধ মহাগজের মতো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে।। ১ ।। ধৈর্যধারণ করে সংযতচিত্ত রাম প্রিয় ভ্রাতা সুহৃদ্ লক্ষ্মণকে ডেকে বললেন—।। ২ ।। ভাই, কেবল ধৈর্যকে আশ্রয় করে তুমি ক্রোধ এবং শোককে সংবরণ করো। অপমানের কথা ভুলে যাও। আনন্দকে ভালোভাবে গ্রহণ করো।।৩ ।। আমার অভিষেকের জন্য যেসব উত্তম দ্রব্যসম্ভার

উপক৯প্তং যদৈতস্মৈ অভিষেকার্থমুত্তমম্। সর্বং নিবর্তয় ক্ষিপ্রং কুরু কার্যং নিরব্যয়ম্।। ৪
সৌমিত্রে যোঽভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্ভ্রমঃ। অভিষেকনিবৃত্ত্যর্থে সোঽস্তু সম্ভারসম্ভ্রমঃ।। ৫
যস্যা মদভিষেকার্থে মানসং পরিতপ্যতে। মাতা নঃ সা যথা ন স্যাৎ সবিশঙ্কা তথা কুরু।। ৬
তস্যাঃ শঙ্কাময়ং দুঃখং মুহূর্তমপি নোৎসহে। মনসি প্রতিসঞ্জাতং সৌমিত্রেঽহমুপেক্ষিতুম্।। ৭
ন বুদ্ধিপূর্বং নাবুদ্ধং স্মরামীহ কদাচন। মাতৃণাং বা পিতুর্বাহং কৃতমল্পঞ্চ বিপ্রিয়ম্।। ৮
সত্যঃ সত্যাভিসন্ধশ্চ নিত্যং সত্যপরাক্রমঃ। পরলোকভয়াদ্ভীতো নির্ভয়োঽস্তু পিতা মম।। ৯
তস্যাপি হি ভবেদস্মিন্ কর্মণ্যপ্রতিসংহৃতে। সত্যং নেতি মনস্তাপস্তস্য তাপস্তপেচ্চ মাম্।। ১০
অভিষেকবিধানন্তু তস্মাৎ সংহৃত্য লক্ষ্মণ। অন্বগেবাহমিচ্ছামি বনং গন্তুমিতঃ পুরঃ।। ১১
মম প্রব্রাজনাদদ্য কৃতকৃত্যা নৃপাত্মজা। সুতং ভরতমব্যগ্রমভিষেচয়তাং ততঃ।। ১২
ময়ি চীরাজিনধরে জটামণ্ডলধারিণি। গতেঽরণ্যঞ্চ কৈকেয্যা ভবিষ্যতি মনঃসুখম্।। ১৩
বুদ্ধিঃ প্রণীতা যেনেয়ং মনশ্চ সুসমাহিতম্। তত্তু নার্হামি সংক্লেষ্টুং প্রব্রজিষ্যামি মা চিরম্।। ১৪
কৃতান্ত এব সৌমিত্রে দ্রষ্টব্যো মৎপ্রবাসনে। রাজ্যস্য চ বিতীর্ণস্য পুনরেব নিবর্তনে।। ১৫
কৈকেয্যাঃ প্রতিপত্তির্হি কথং স্যান্মম বেদনে। যদি ত্বয়া ন ভাবোঽয়ং কৃতান্তবিহিতো ভবেৎ।। ১৬
জানামি হি যথা সৌম্য ন মাতৃষু মমান্তরম্। ভূতপূর্বং বিশেষো বা তস্যা ময়ি সুতেঽপি বা।। ১৭
সোঽভিষেকনিবৃত্ত্যর্থৈঃ প্রবাসার্থৈশ্চ দুর্বচৈঃ। উগ্রৈর্বাক্যৈরহং তস্যা নান্যদ্দৈবাৎ সমর্থয়ে।। ১৮
কথং প্রকৃতিসম্পন্না রাজপুত্রী তথাগুণা। ব্রূয়াৎ সা প্রাকৃতেব স্ত্রী মৎপীড়াং ভর্তৃসন্নিধৌ।। ১৯

সংগ্রহ করা হয়েছে, সব সরিয়ে দাও। আমার বনগমনের আয়োজন নিখুঁতভাবে সত্বর করো (*উপক৯প্ত— সংগৃহীত*)।। ৪ ।। ভাই লক্ষ্মণ, আমার অভিষেকের সামগ্রী-সংগ্রহে তোমার যে প্রয়াস চলছিলো, এখন আমার অভিষেক-নিবৃত্তির জন্য তোমার সেই প্রয়াস প্রয়োগ করো।। ৫ ।। আমার অভিষেকের জন্য যাঁর মন অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলো, আমার সেই মাতা কৈকেয়ীর আশঙ্কা যাতে চলে যায় তার ব্যবস্থা কোরো।। ৬।। আমার জন্য তাঁর শঙ্কাজনিত দুঃখ মুহূর্তের জন্যও দেখতে চাই না। ভাই লক্ষ্মণ, আমার বনে না-যাওয়া পর্যন্ত তাঁর মনে যে দুঃখ জমছে, তা আমি উপেক্ষা করতে পারি না।। ৭ ।। বুঝে কিংবা না বুঝে মায়ের বা বাবার অপ্রিয় কোনো কাজ আমি কখনো করেছি বলে মনে পড়ছে না।। ৮ ।। সত্যবাদী, সত্যকর্মা, নিত্য সত্যরক্ষায় নির্ভীক, পরলোকভীত আমার বাবা আজ নির্ভয় হোন।। ৯ ।। আমার এই অভিষেক কর্ম প্রত্যাহৃত না হলে তাঁর বাক্য সত্য হলো না ভেবে তাঁর মনের দুঃখ আমাকেও দুঃখ দেবে।। ১০ ।। ভাই লক্ষ্মণ, অভিষেকের কাজ নিবৃত্ত করে তাই আমি এখান থেকে এখুনি বনে চলে যেতে চাইছি।। ১১ ।। আমি চলে যাবার পর কেকয়রাজকন্যা মাতা কৈকেয়ী কৃতকার্য হয়ে নিশ্চিন্তে ভরতকে অভিষিক্ত করতে পারবেন।। ১২ ।। আমি ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড, মৃগচর্ম এবং জটাধারণ করে বনে চলে গেলে মাতা কৈকেয়ীর মনে আনন্দ হবে (*বনে গিয়ে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে হলে বহুমূল্য বসন ত্যাগ করে ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড বা বৃক্ষ-বল্কল পরিধান করতে হবে। সুখাসনের পরিবর্তে মৃগচর্মে বসতে হবে। কেশবিন্যাস ত্যাগ করে জটাধারণ করতে হবে। রাজার ছেলেকে যৌবনেই ত্যাগী যোগীর বেশধারণ করতে হবে। নিষ্ঠায় নিখুঁত রামচন্দ্র*)।। ১৩ ।। কৈকেয়ীর বাসনাপূরণে ভগবদিচ্ছায় আমার বুদ্ধি এই পথে প্রবর্তিত হয়েছে। মন সংযতভাবে সব মেনে নিয়েছে। তাঁকে আমি দুঃখ দিতে চাই না।। ১৪ ।। আমার রাজ্যের লাভ, নিবৃত্তি এবং নির্বাসনে দৈবকেই ভাই, কারণ বলে মনে করো। ।। ১৫ ।। যদি তাঁর এইরকমের চিন্তা দৈবেরই ফলে না হতো, তাহলে আমায় দুঃখ দেবার জন্য তাঁর এইধরনের সঙ্কল্প হতো কি করে ?।। ১৬ ।। স্নেহের ভাইটি, তুমি তো জানোই, মায়েদের সঙ্গে ব্যবহারে পূর্ব হতেই আমার কোনো তারতম্য ছিলো না। স্বীয় পুত্র ভরত এবং আমার সঙ্গে আচরণে মা কৈকেয়ীরও কোনো পার্থক্য ছিলো না।। ১৭ ।। তিনি আমার অভিষেক-নিবৃত্তির এবং নির্বাসনের জন্য যে তীব্র দুর্বাক্য বলেছেন, তা দৈব কারণ ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারছি না।। ১৮ ।। নৈলে, সুন্দর-স্বভাবা, প্রভূত গুণসম্পন্না রাজার কন্যা মাতা কৈকেয়ী পতির সামনে অতি সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো আমার দুঃখদায়ক এমন কথা বলতে পারেন ?।। ১৯ ।। যা চিন্তার অতীত এবং কোনো প্রাণীর দ্বারাই যার প্রতিবিধান করা যায় না, তাইই হলো

যদচিন্ত্যং তু তদ্দৈবং ভূতেষ্বপি ন হন্যতে। ব্যক্তং ময়ি চ তস্যাঞ্চ পতিতো হি বিপর্যয়ঃ।। ২০
কশ্চ দৈবেন সৌমিত্রে যোদ্ধুমুৎসহতে পুমান্। যস্য ন গ্রহণং কিঞ্চিৎ কর্মণোঽন্যন্ন দৃশ্যতে।। ২১
সুখ-দুঃখে ভয়-ক্রোধৌ লাভালাভৌ ভবাভবৌ। যস্য কিঞ্চিত্তথাভূতং ননু দৈবস্য কর্ম তৎ।। ২২
ঋষয়োঽপ্যুগ্রতপসো দৈবেনাভিপ্রচোদিতাঃ। উৎসৃজ্য নিয়মাংস্তীব্রান্ ভ্রশ্যন্তে কাম-মন্যুভিঃ।। ২৩
অসঙ্কল্পিতমেবেহং যদকস্মাৎ প্রবর্ততে। নিবর্ত্যারব্ধমারম্ভৈর্ননু দৈবস্য কর্ম তৎ।। ২৪
এতয়া তত্ত্বয়া বুদ্ধ্যা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা। ব্যাহতেঽপ্যভিষেকে মে পরিতাপো ন বিদ্যতে।। ২৫
তস্মাদপরিতাপঃ সন্ ত্বমপ্যনুবিধায় মাম্। প্রতিসংহারয় ক্ষিপ্রমাভিষেচনিকীং ক্রিয়াম্।। ২৬
এভিরেব ঘটৈঃ সর্বৈরভিষেচনসম্ভৃতৈঃ। মম লক্ষ্মণ তাপস্যে ব্রতস্নানং ভবিষ্যতি।। ২৭
অথবা কিং মমৈতেন রাজ্যদ্রব্যময়েন তু। উদ্ধৃতং মে স্বয়ং তোয়ং ব্রতাদেশং করিষ্যতি।। ২৮
মা চ লক্ষ্মণ সন্তাপং কার্ষীর্লক্ষ্ম্যা বিপর্যয়ে। রাজ্যং বা বনবাসো বা বনবাসী মহোদয়ঃ।। ২৯
ন লক্ষ্মণাস্মিন্ মম রাজ্যবিঘ্নে মাতা যবীয়স্যভিশঙ্কিতব্যা।
দৈবাভিপন্না ন পিতা কথঞ্চিজ্জানাসি দৈবং হি তথা প্রভাবম্।। ৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

দৈব। এইজন্যই আমার এবং তাঁর উপর এই দুর্ভাগ্য নেমে এলো।। ২০ ।। লক্ষ্মণ, কোন্ মানুষ দৈবের সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারে? কর্মফলভোগের আগে তার কোনো কারণ যে দেখা যায় না।। ২১ ।। সুখে, দুঃখে, ভয়ে, ক্রোধে, লাভে-ক্ষতিতে, উৎপত্তি এবং বিনাশে যা কিছু অদ্ভুত তথা অজ্ঞেয় ব্যাপার ঘটে, তা সবই হলো দৈবেরই কর্ম।। ২২ ।। কঠোরতপা ঋষিরাও দৈবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কঠোর সংযম পরিত্যাগ করে কাম-ক্রোধের বশীভূত হয়ে পথভ্রষ্ট হন *(মন্যু-ক্রোধ)*।। ২৩ ।। যে কাজ শুরু হয়ে গেছে, তা ত্যাগ করে, যা ভাবা হয় নি, হঠাৎ সে কাজ আরম্ভ করা, নিশ্চয়ই দৈবেরই ফল।। ২৪ ।। এই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা আমি নিজেকে সংযত করেছি। তাই অভিষেক ব্যাহত হলেও আমার কোনো দুঃখ হচ্ছে না।। ২৫ ।। তাই, ভাই, তুমিও অনুতাপ ত্যাগ করে আমার অনুসরণ করো। আমার অভিষেকের কাজ সত্বর বন্ধ করে দাও।। ২৬ ।। অভিষেকের জন্য যে সব ঘট আনা হয়েছে, লক্ষ্মণ, সেগুলি দিয়ে আমার আজ তপোব্রতের স্নান হবে।। ২৭।। অথবা রাজ্যাভিষেকের সামগ্রীতে আমার কি প্রয়োজন? নিজের হাতে জল তুলে তা দিয়েই আমাদের ব্রতস্নান সম্পাদন করো।। ২৮ ।। লক্ষ্মণ, রাজলক্ষ্মী লাভে আমার বিপর্যয় হওয়ায় তুমি দুঃখ কোরো না ভাই! রাজ্য এবং বনবাসের মধ্যে বনবাসই আমার মহাফলদায়ক।। ২৯ ।। লক্ষ্মণ, দেখো, আমার রাজ্যলাভের এই বিঘ্নে ছোটো মা কৈকেয়ী এবং বাবাকে দোষ দিয়ো না। দৈবের দ্বারা প্রেরিত হয়েই তাঁরা এই কাজ করেছেন। জানোই তো, দৈবের প্রভাব কী অপরিসীম!।। ৩০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বাবিংশ (২২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ।।

রামসমীপে ভরতাদীনুদ্দিশ্য লক্ষ্মণস্য সক্রোধবাক্যম্।

ইতি ব্রুবতি রামে তু লক্ষ্মণোঽবাক্‌শিরা ইব। ধ্যাত্বা মধ্যং জগামাশু মনসা দৈন্য-হর্ষয়োঃ।। ১

ত্রয়োবিংশ (২৩) সর্গ

ভরত প্রমুখের উদ্দেশে রামের কাছে লক্ষ্মণের ক্রুদ্ধবাক্য।

রাম এইভাবে বলার পর লক্ষ্মণ মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর সত্বর দুঃখ এবং আনন্দের একটা মাঝামাঝি অবস্থায় তিনি উপনীত হলেন।। ১ ।। তখন নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ ভুরুর মধ্যে ভ্রূকুটি করে গর্তের

তথা তু বদ্ধা ভ্রুকুটীং ভ্রুবোর্মধ্যে নরর্ষভঃ। নিশশ্বাস মহাসর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ।। ২
তস্য দুষ্প্রতিবীক্ষং তদ্ভ্রুকুটীসহিতং তদা। বভৌ ক্রুদ্ধস্য সিংহস্য মুখস্য সদৃশং মুখম্।। ৩
অগ্রহস্তং বিধুন্বংস্তু হস্তী হস্তমিবাত্মনঃ। তির্যগূর্ধ্বং শরীরে চ পাতয়িত্বা শিরোধরাম্।। ৪
অগ্রাক্ষ্ণা বীক্ষমাণস্তু তির্যগ্ভ্রাতরমব্রবীৎ। অস্থানে সম্ভ্রমো যস্য জাতো বৈ সুমহানয়ম্।। ৫
ধর্মদোষপ্রসঙ্গেন লোকস্যানতিশঙ্কয়া। কথং হ্যেতদসম্ভ্রান্তস্ত্বদ্বিধো বক্তুমর্হতি।। ৬
যথা হ্যেবমশৌণ্ডীরং শৌণ্ডীরং ক্ষত্রিয়র্ষভঃ। কিং নাম কৃপণং দৈবমশক্তমভিশংসসি।। ৭
পাপয়োস্তে কথং নাম তয়োঃ শঙ্কা ন বিদ্যতে। সন্তি ধর্মোপধাসক্তা ধর্মাত্মন্ কিং ন বুধ্যসে।। ৮
তয়োঃ সুচরিতং স্বার্থং শাঠ্যাৎ পরিজিহীর্ষতোঃ। যদি নৈবং ব্যবসিতং স্যাদ্ধি প্রাগেব রাঘব।
তয়োঃ প্রাগেব দত্তশ্চ স্যাদ্বরঃ প্রকৃতশ্চ সঃ।। ৯
লোকবিদ্বিষ্টমারব্ধং ত্বদন্যস্যাভিষেচনম্। নোৎসহে সহিতুং বীর তত্র মে ক্ষন্তুমর্হসি।। ১০
যেনৈবমাগতা দ্বৈধং তব বুদ্ধির্মহামতে। সোঽপি ধর্মো মম দ্বেষ্যো যৎপ্রসঙ্গাদ্ বিমুহ্যসি।। ১১
কথং ত্বং কর্মণা শক্তঃ কৈকেয়ীবশবর্তিনঃ। করিষ্যসি পিতুর্বাক্যমধর্মিষ্ঠং বিগর্হিতম্।। ১২
যদয়ং কিল্বিষাদ্ভেদঃ কৃতোঽপ্যেবং ন গৃহ্যতে। জায়তে তত্র মে দুঃখং ধর্মসঙ্গশ্চ গর্হিতঃ।। ১৩
তবায়ং ধর্মসংযোগো লোকস্যাস্য বিগর্হিতঃ। মনসাপি কথং কামং কুর্যাৎ ত্বাং কামবৃত্তয়োঃ।

মধ্যে আটকে-পড়া রুষ্ট বিষধর সাপের মতো নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।। ২ ।। তাঁর ভ্রূকুটিকুটিল মুখের দিকে তখন তাকানো যাচ্ছিলো না। ক্রুদ্ধ সিংহের মুখের মতো দেখাচ্ছিলো তাঁর মুখটিকে *(বি = ঈক্ষ — বীক্ষ — বিশেষভাবে তাকানোর যোগ্য)*।।৩ ।। হস্তী যেমন শুণ্ডটিকে নানাদিকে সঞ্চালিত করে তেমনি লক্ষ্মণও নিজের ডান হাতটিকে নানাদিকে নেড়ে এবং ঘাড়টিকে ওপরের দিকে বাঁকিয়ে বাঁকাভাবে কটাক্ষের দ্বারা রামের দিকে তাকিয়ে বললেন, দাদা, অস্থানেই আপনার এই বনগমনের মহাপ্রয়াস *(অগ্রহস্ত—হাতীর শুঁড়। বিধুন্বন্—কাঁপিয়ে, সঞ্চালিত করে। শিরোধরা—গ্রীবা, ঘাড়)*।। ৪-৫ ।। ধর্মপালন না করায় দোষ হবে এবং লোক-মর্যাদা-লঙ্ঘন হবে—এই অতি-আশঙ্কায় আপনার বনগমনের জন্য এতো ব্যগ্রতা হয়েছে যে আপনি এইরকম বলছেন।।৬ ।। বীর ক্ষত্রিয়প্রধান হয়েও আপনি দুর্বলের মতো এইরকম কথা বলছেন। কেনই বা কদর্য দুর্বল দৈবের আপনি প্রশংসা করছেন? *(শৌণ্ডীর—বীর, দক্ষ)*।। ৭ ।। দশরথ এবং কৈকেয়ী পাপস্বরূপ। এই দু'জনের পাপের প্রতি আপনার শঙ্কা হচ্ছে না কেন? ধর্মের ছলনা অনেকেই করে। ধর্মাত্মা হয়েও আপনি তা বুঝতে পারছেন না? *(উপধা—ছলনা)*।। ৮ ।। তাঁরা স্বার্থের জন্য শঠতা করে সুপরিকল্পিতভাবে আপনাকে ত্যাগ করছে। দাদা রাম, যদি তাই না হতো, তাহলে বহু পূর্বেই এই বরপ্রদান করা হতে পারতো এবং তাই হতো স্বাভাবিক *(পরিচিকীর্ষা—পরিত্যাগের ইচ্ছা)*।। ৯ ।। হে বীর, আপনার পরিবর্তে যদি অন্যের অভিষেক হয়, তাতে লোকসমাজের বিদ্বেষ হবে। তা আমি সহ্য করতে পারবো না। আমায় আপনি ক্ষমা করুন।। ১০ ।। হে বুদ্ধিমান, যে বুদ্ধিতে আপনার এই দ্বিধাভাব এসেছে, যাতে আপনি আজ মোহগ্রস্ত হয়েছেন, আমি সেই ধর্মকে দ্বেষ করি।। ১১ ।। আপনি সৎকর্মসাধনে সক্ষম। তবুও কৈকেয়ীর বশবর্তী আমাদের বাবার অধর্মপূর্ণ নিন্দিতবাক্য কি করে আপনি পালন করবেন?।। ১২ ।। পাপের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁরা আপনার অভিষেকে বাধা সৃষ্টি করছেন দেখে আমার দুঃখ।। ১৩ ।। এই অপকর্মে ধর্মের আরোপ জগতে নিন্দনীয় হবে। পিতামাতারূপে অভিহিত হলেও তাঁরা দু'জনে আপনার নিত্য অহিতকারী। শত্রু। এইরকমের যথেচ্ছচারীদের কথা আপনি ছাড়া মনের মধ্যেও কে পালন করে?

তয়োস্ত্বহিতয়োর্নিত্যং শত্রোঃ পিত্রভিধানয়োঃ।। ১৪
যদ্যপি প্রতিপত্তিস্তে দৈবী চাপি তয়োর্মতম্। তথা প্যুপেক্ষণীয়ং তে ন মে তদপি রোচতে।। ১৫
বিক্লবো বীর্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ততে। বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবং পর্যুপাসতে।। ১৬
দৈবং পুরুষকারেণ যঃ সমর্থঃ প্রবাধিতুম্। ন দৈবেন বিপন্নার্থঃ পুরুষঃ সোঽবসীদতি।। ১৭
দ্রক্ষ্যন্তি ত্বদ্য দৈবস্য পৌরুষং পুরুষস্য চ। দৈব-মানুষয়োরদ্য ব্যক্তাব্যক্তির্ভবিষ্যতি।। ১৮
অদ্য মৎপৌরুষহতং দৈবং দ্রক্ষ্যন্তি বৈ জনাঃ। যৈর্দৈবাদাহতং তেঽদ্য দৃষ্টং রাজ্যাভিষেচনম্।। ১৯
অত্যঙ্কুশমিবোদ্দামং গজং মদজলোদ্ধতম্। প্রধাবিতমহং দৈবং পৌরুষেণ নিবর্তয়ে।। ২০
লোকপালাঃ সমস্তাস্তে নাদ্য রামাভিষেচনম্। ন চ কৃৎস্নাস্ত্রয়ো লোকা বিহন্যুঃ কিং পুনঃ পিতা।। ২১
যৈর্বিবাসস্তবারণ্যে মিথো রাজন্ সমর্থিতঃ। অরণ্যে তে বিবৎস্যন্তি চতুর্দশ সমাস্তথা।। ২২
অহং তদাশান্ ধক্ষ্যামি পিতুস্তস্যাশ্চ যা তব। অভিষেকবিঘাতেন পুত্ররাজ্যায় বর্ততে।। ২৩
মদ্‌বলেন বিরুদ্ধায় ন স্যাদ্দৈববলং তথা। প্রভবিষ্যতি দুঃখায় যথোগ্রং পৌরুষং মম। ২৪
ঊর্ধ্বং বর্ষসহস্রান্তে প্রজাপাল্যমনন্তরম্। আর্যপুত্রাঃ করিষ্যন্তি বনবাসং গতে ত্বয়ি।। ২৫
পূর্বরাজর্ষিবৃত্ত্যা হি বনবাসো বিধীয়তে। প্রজা নিক্ষিপ্য পুত্রেষু পুত্রবৎ পরিপালনে।। ২৬
স চেদ্ রাজন্যনেকাগ্রে রাজ্যবিভ্রমশঙ্কয়া। নৈবমিচ্ছসি ধর্মাত্মন্ রাজ্যং রাম ত্বমাত্মনি।। ২৭
প্রতিজানে চ তে বীর মা ভূবং বীরলোকভাক্। রাজ্যঞ্চ তব রক্ষেয়মহং বেলেব সাগরম্।। ২৮

(কামবৃত্ত—যথেচ্ছচারী। পিত্রভিধানয়োঃ—পিতা এবং মাতারূপে পরিচিতদের)।। ১৪ ।। যদিও তাঁদের এই দুর্বুদ্ধি দৈবের ফলেই হয়েছে বলে আপনার মনে হয়, তাহলেও তা আপনার উপেক্ষা করা উচিত। এ আমার ভালো লাগছে না।। ১৫ ।। যে বীর্যহীন, ক্লীব সেইই দৈবকে অনুসরণ করে। যারা বীর এবং আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন তারা কখনো দৈবকে উপাসনা করে না *(সম্ভাবিত—সম্মানিত)*।। ১৬ ।। যিনি পুরুষকারের দ্বারা দৈবকে প্রতিহত করতে সমর্থ, দৈবের দ্বারা বিপন্ন হলেও সেই ব্যক্তি নিরুৎসাহ হন না।। ১৭ ।। আজ পুরুষের পৌরুষ এবং দৈবের ক্ষমতা সবাই দেখবে। দৈব এবং মানুষের শক্তিপ্রকাশ এবং বিলয় আজ পরীক্ষিত হবে।। ১৮ ।। যারা আজ আপনার আনন্দপূর্ণ রাজ্যাভিষেককে দৈবের দ্বারা প্রতিহত হতে দেখেছে, সেই মানুষেরাই দেখবে আজ আমার পুরুষকারের দ্বারা দৈব কিভাবে প্রতিহত হলো।।১৯।। উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম, মদোদ্ধত হস্তীর মতো দুর্বার যে দৈব, তাকে আমি পৌরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করবো।।২০।। বাবা কি, সমস্ত লোকপাল, এমন কি সমগ্র ত্রিলোকের লোকও রামের রাজ্যাভিষেককে বাধা দিতে পারবে না।। ২১ ।। রাজন্, যারা পরস্পর আলোচনার দ্বারা আপনার অরণ্য-বাসকে সমর্থন করেছিলো, তাদেরই চৌদ্দবৎসর বনে বাস করতে হবে।। ২২ ।। পিতা এবং মাতা কৈকেয়ী অভিষেকে বিঘ্ন সৃষ্টি করে পুত্র ভরতকে রাজ্য দিতে চলেছিলেন। আমিও তাদের আশা ধ্বংস করে দেবো।। ২৩ ।। আমার শক্তির বিরুদ্ধে দৈবশক্তি দাঁড়াতেই পারবে না। আমার তীব্র বীর্যবত্তা তারই দুঃখ উৎপাদনে সমর্থ হবে।। ২৪ ।। হাজার বছরের বেশী প্রজাপালন করে আপনি যখন বানপ্রস্থে যাবেন, তখন আপনার পুত্রেরা করবে রাজ্যপালন।। ২৫।। পুত্রের মতো করে পালনের জন্য প্রজাগণের ভার পুত্রদের উপর সমর্পণ করে পূর্ববর্তী রাজর্ষিগণের মতোই বনবাস হলো আপনার কর্তব্য *(লক্ষণীয় হলো, রাজারা চিরকালই তখন ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতেন না। চতুরাশ্রম সবাই পালন করতেন। তাই, সবাই পরিণত বয়সে ক্ষমতা এবং ভোগ থেকে দূরে বনে চলে যেতেন)*।। ২৬।। হে ধর্মপ্রাণ রাম, রাজা দশরথ যদি ভরতকে রাজ্যদানে একাগ্রই হয়ে থাকেন এবং রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কায় যদি আপনি রাজ্যভার গ্রহণ না করেন, তাহলে হে বীর, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তীরভূমি যেমন সাগরকে রক্ষা করে, আমিও আপনার রাজ্যকে সেইরকম স্থিরভাবে রক্ষা করবো। যদি তা না করি, তাহলে মৃত্যুর পর বীরলোকে যেন আমার গতি না হয়!।। ২৭-২৮ ।। সংগৃহীত মঙ্গলদ্রব্যের দ্বারা আপনি নিজের অভিষেক সম্পন্ন করুন।

মঙ্গলৈরভিষিঞ্চস্ব তত্র ত্বং ব্যাপৃতো ভব। অহমেকো মহীপালানলং বারয়িতুং বলাৎ।। ২৯
ন শোভার্থাবিমৌ বাহূ ন ধনুর্ভূষণায় মে। নাসিরাবন্ধনার্থায় ন শরাঃ স্তম্ভহেতবঃ।। ৩০
অমিত্রমথনার্থং মে সর্বমেতচ্চতুষ্টয়ম্। ন চাহং কাময়েঽত্যর্থং যঃ স্যাচ্ছত্রুর্মতো মম।। ৩১
অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ বিদ্যুচ্চলিতবর্চসা। প্রগৃহীতেন বৈ শত্রুং বজ্রিণং বা ন কল্পয়ে।। ৩২
খড়্গনিষ্পেষনিষ্পিষ্টৈর্গহনা দুশ্চরা চ মে। হস্ত্যশ্ব-রথি-হস্তোরু-শিরোভির্ভবিতা মহী।। ৩৩
খড়্গধারাহতা মেঽদ্য দীপ্যমানা ইবাগ্নয়ঃ। পতিষ্যন্তি দ্বিষো ভূমৌ মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ।। ৩৪
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণে প্রগৃহীতশরাসনে। কথং পুরুষমানী স্যাৎ পুরুষাণাং ময়ি স্থিতে।। ৩৫
বহুভিশ্চৈকমত্যস্যন্নেকেন চ বহূন্ জনান্। বিনিয়োক্ষ্যাম্যহং বাণান্নৃ-বাজি-গজ-মর্মসু।। ৩৬
অদ্য মেঽস্ত্রপ্রভাবস্য প্রভাবঃ প্রভবিষ্যতি। রাজ্ঞশ্চাপ্রভুতাং কর্তুং প্রভুত্বঞ্চ তব প্রভো।। ৩৭
অদ্য চন্দনসারস্য কেয়ূরামোক্ষণস্য চ। বসূনাঞ্চ বিমোক্ষস্য সুহৃদাং পালনস্য চ।। ৩৮
অনুরূপাবিমৌ বাহূ রাম কর্ম করিষ্যতঃ। অভিষেচনবিঘ্নস্য কর্তৄণাং তে নিবারণে।। ৩৯
ব্রবীহি কোঽদ্যৈব ময়া বিযুজ্যতাং তবাসু-হৃৎ-প্রাণযশঃ-সুহৃজ্জনৈঃ।
যথা তবেয়ং বসুধা বশা ভবেৎ তথৈব মাং শাধি তবাস্মি কিঙ্করঃ।। ৪০
বিমৃজ্য বাষ্পং পরিসান্ত্ব্য চাসকৃৎ স লক্ষ্মণং রাঘববংশবর্ধনঃ।
উবাচ পিত্রোর্বচনে ব্যবস্থিতং নিবোধ মামেষ হি সৌম্য সৎপথঃ।। ৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

ঐ কার্যে আপনি ব্যাপৃত হোন। আমি একাই বিরোধী রাজগণকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ।। ২৯ ।। আমার এই বাহুদু'টি লোক দেখাবার জন্যে নয়। ধনু অলঙ্কারের জন্য নয়। তরবারি নয় খাপে বেঁধে রাখার জন্য। তীরগুলিও তূণে রাখার জন্য নয়।। ৩০ ।। আমার এই চারটি শত্রুবিনাশের জন্যই। যে আমারই মতো শক্তিশালী শত্রু, তাকেও ধ্বংস করা আমি বেশী কিছু বলে মনে করি না।। ৩১ ।। বিদ্যুতের মতো ভাস্বর তীক্ষ্ণ অসি যদি আমি ধরি, তখন কোনো শত্রু এমন কি ইন্দ্রকেও আমি গ্রাহ্য করি না।।৩২ ।। আমার খড়্গের আঘাতে হস্তী, অশ্ব, রথারোহীদের হস্ত, ঊরু, মস্তক খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। তাতে ভূতলে বিচরণ করা হবে দুঃসাধ্য *(বজ্রিন্—বজ্রধারী ইন্দ্র)*।। ৩৩ ।। আমার খড়্গধারায় আহত হয়ে প্রদীপ্ত অগ্নির মতো আমার শত্রুরা বিদ্যুদ্দীপ্ত মেঘের মতো ভূতলে হবে নিপতিত।। ৩৪ ।। আমি গোধা নামক অঙ্গুলিত্রাণ ধারণ করে ধনুর্বাণ নিয়ে দাঁড়ালে কোন্ ব্যক্তি নিজেকে পুরুষ বলে মনে করে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে?।।৩৫ ।। আমি বহু বাণে একজনকে আর একটিমাত্র বাণে বহু মানুষকে পরাজিত করে মনুষ্য, অশ্ব, গজসমূহের মর্মস্থলে বাণনিক্ষেপ করবো।।৩৬ ।। প্রভো, রাজা দশরথের প্রভুত্ব লোপ এবং আপনার প্রভুত্ব -প্রতিষ্ঠার জন্য আজ আমার অস্ত্রের প্রভাব প্রকাশিত হবে।। ৩৭ ।। দাদা, এতোদিন আমার এই বাহুদু'টি চন্দনে লিপ্ত হতো। সাজতো কেয়ূর অলঙ্কারে। ধনরাশি বিতরণ করতো। সজ্জনদের পালন করতো। সেই বাহুদু'টি আজ রামের কর্ম সাধন করতে গিয়ে অভিষেকের বিঘ্নসৃষ্টিকারীদের করবে নিবারণ।।৩৯ ।। বলুন, আপনার কোন্ শত্রুকে আমি আজই তার প্রাণ, হৃদয়, যশ ও সুহৃদ্‌বর্গ থেকে বিচ্যুত করে মৃত্যুমুখে পাঠাবো? আমি আপনার দাস। এই ধরিত্রী যাতে আপনার বশীভূত হয়, আদেশ করুন, আমি তাইই করবো *(কিঙ্কর—দাস, ভৃত্য)*।।৪০ ।। রঘুকুলবর্ধন রামচন্দ্র চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বারবার সান্ত্বনা দিয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, সৌম্য, তুমি জেনে রাখো, বাবার বাক্যপালনে আমি দৃঢ়চিত্ত। এই পথই হলো যথার্থ *(জীবতো বাক্যকরণাৎ প্রত্যব্দং ভূরিভোজনাৎ। গঙ্গায়াং পিণ্ডদানঞ্চ ত্রিভিঃ পুত্রস্য পুত্রতা)*।। ৪১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ত্রয়োবিংশ (২৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ।।

বনগমনেচ্ছুনা রামেণ সহ গন্তুং বিলাপরতায়াঃ কৌসল্যায়া অভিলাষপ্রকাশঃ, 'পতিসেবৈব নারীধর্মঃ' এবং বোধয়িত্বা রামেণ সা প্রতিনিবৃত্তা, মাতুঃ সমীপাৎ স্বীয়বনগমনস্যানুমতিলাভশ্চ।

তং সমীক্ষ্য ব্যবসিতং পিতুর্নির্দেশপালনে। কৌসল্যা বাষ্পসংরুদ্ধা বচো ধর্মিষ্ঠমব্রবীৎ।। ১
অদৃষ্টদুঃখো ধর্মাত্মা সর্বভূতপ্রিয়ংবদঃ। ময়ি জাতো দশরথাৎ কথমুঞ্ছেন বর্তয়েৎ।। ২
যস্য ভৃত্যাশ্চ দাসাশ্চ মৃষ্টান্যন্নানি ভুঞ্জতে। কথং স ভোক্ষ্যতে রামো বনে মূল-ফলান্যয়ম্।। ৩
ক এতচ্ছ্রদ্দধেশ্রুত্বা কস্য বা ন ভবেদ্ভয়ম্। গুণবান্ দয়িতো রাজ্ঞঃ কাকুৎস্থো যদ্ বিবাস্যতে।। ৪
নূনং তু বলবাল্লোকে কৃতান্তঃ সর্বমাদিশন্। লোকে রামাভিরামস্ত্বং বনং যত্র গমিষ্যসি।। ৫
অয়ং তু মামাত্মভবস্তবাদর্শনমারুতঃ। বিলাপ-দুঃখসমিধো রুদিতাশ্রুহুতাহুতিঃ।। ৬
চিন্তাবাষ্পমহাধূমস্তবাগমনচিন্তজঃ। কর্শয়িত্বাধিকং পুত্র নিঃশ্বাসায়াসসম্ভবঃ।। ৭
ত্বয়া বিহীনামিহ মাং শোকাগ্নিরতুলো মহান্। প্রধক্ষ্যতি যথা কক্ষ্যং চিত্রভানুর্হিমাত্যয়ে।। ৮
কথং হি ধেনুঃ স্বং বৎসং গচ্ছন্তমনুগচ্ছতি। অহং ত্বামুগমিষ্যামি যত্র বৎস গমিষ্যসি।। ৯
যথা নিগদিতং মাত্রা তদ্বাক্যং পুরুষর্ষভঃ। শ্রুত্বা রামোঽব্রবীদ্ বাক্যং মাতরং ভৃশদুঃখিতাম্।। ১০
কৈকেয্যা বঞ্চিতো রাজা ময়ি চারণ্যমাশ্রিতে। ভবত্যা চ পরিত্যক্তো ন নূনং বর্তয়িষ্যতি।। ১১
ভর্তুঃ পুনঃ পরিত্যাগো নৃশংসঃ কেবলং স্ত্রিয়াঃ। স ভবত্যা ন কর্তব্যো মনসাপি বিগর্হিতঃ।। ১২
যাবজ্জীবতি কাকুৎস্থঃ পিতা মে জগতী পতিঃ। শুশ্রূষা ক্রিয়তাং তাবৎ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ।। ১৩

চতুর্বিংশ (২৪) সর্গ

রাম বনগমনে উদ্যত। সঙ্গে যাবার জন্য ক্রন্দনরতা কৌশল্যার অভিলাষ। "পতি সেবাই নারীধর্ম"—বলে রামচন্দ্র তাঁকে বোঝালেন। এবং নিবৃত্ত করলেন। নিজের বনগমনের জন্য মায়ের কাছে অনুমতিগ্রহণ।

ধর্মনিষ্ঠ রামকে পিতার নির্দেশ পালনে উদ্যত দেখে কৌশল্যা জলভরা চোখে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—।।১।। দশরথের ঔরসে আমার গর্ভে জাত রামচন্দ্র ধর্মপ্রাণ। দুঃখ কি সে কখনো দেখেনি। সকল প্রাণীর প্রতি সে প্রিয়ভাষী। এমন উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা সে কিভাবে থাকবে? *(উঞ্ছ—ধান্যাদি খুঁটে নেওয়া)*।। ২ ।। যার ভৃত্য এবং কর্মীরা ভালোভালো অন্নভোজন করে, সেই রাম বনে কি করে ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকবে? *(মৃষ্ট—উৎকৃষ্ট)*।। ৩ ।। রাজার প্রিয়, গুণবানপুত্র নির্বাসিত হয়েছে এই কথা শুনে কে বিশ্বাস করবে? কারই বা না ভয় হবে?।। ৪ ।। সংসারে দৈবই সবকিছুর নিয়ন্তা। সবচেয়ে শক্তিশালী! কারণ সংসারে সর্বজনপ্রিয় হয়েও তোমাকে বনে যেতে হচ্ছে।। ৫ ।। তোমার অদর্শন বায়ু হয়ে, বিলাপ ও দুঃখ জ্বালানী কাঠ হয়ে আমার শোকাগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করবে। আমার কান্নার অশ্রু সেই আগুনের আহুতি।।৬ ।। বাছা, তোমার ফিরে আসার জন্য চিন্তা ও দীর্ঘশ্বাস মহাধূমের মতো ঐ শোকাগ্নিকে পরিবর্ধিত করবে।।৭ ।। শীত চলে গেলে গ্রীষ্মকালে অগ্নি যেমন তৃণ-লতাদিকে ভস্মীভূত করে তেমনি তুমি চলে গেলে তুলনাহীন শোকাগ্নি আমাকেও করবে দগ্ধ *(চিত্রভানু—অগ্নি, সূর্য)*।।৮ ।। গাভী যেমন নিজের বাছুরের অনুগমন করে, তেমনি বাছা, তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে তোমার অনুগমন করবো।। ৯।। মা যা বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম তা শুনে অত্যন্ত দুঃখিতা মাকে বললেন—।। ১০।। কৈকেয়ীর দ্বারা রাজা বঞ্চিত হয়েছেন। আমিও বনে চলে যাচ্ছি। আপনিও যদি তাঁকে ছেড়ে যান, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি মারা যাবেন।। ১১ ।। পতিকে পরিত্যাগ করার চেয়ে পত্নীর কাছে নিষ্ঠুর আর কিছুই নেই। নিন্দনীয় সেই কাজকে আপনার মনেও স্থান দেওয়া উচিত নয়।।১২।। জগৎপতি ককুৎস্থবংশধর আমার বাবা যতোদিন জীবিত থাকবেন, ততোদিন তাঁর সেবা করুন। সেই হলো চিরন্তন ধর্ম।।১৩।। রাম এইভাবে বলার পর শুভদর্শনা কৌশল্যা অত্যন্ত প্রীতিভরে প্রিয়ঙ্কর রামকে বললেন.

এবমুক্তা তু রামেণ কৌসল্যা শুভদর্শনা। তথেত্যুবাচ সুপ্রীতা রামমক্লিষ্টকারিণম্।। ১৪
এবমুক্তস্তু বচনং রামো ধর্মভৃতাং বরঃ। ভূয়স্তামব্রবীদ্ বাক্যং মাতরং ভৃশদুঃখিতাম্।। ১৫
ময়া চৈব ভবত্যা চ কর্তব্যং বচনং পিতুঃ। রাজা ভর্তা গুরুঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বেষামীশ্বরঃ প্রভুঃ।। ১৬
ইমানি তু মহারণ্যে বিহৃত্য নব পঞ্চ চ। বর্ষাণি পরমপ্রীত্যা স্থাস্যামি বচনে তব।। ১৭
এবমুক্তা প্রিয়ং পুত্রং বাষ্পপূর্ণাননা তদা। উবাচ পরমার্তা তু কৌসল্যা সুতবৎসলা।। ১৮
আসাং রাম সপত্নীনাং মধ্যে বস্তুং ন মে ক্ষমম্। নয় মামপি কাকুৎস্থ বনং বন্যাং মৃগীমিব।। ১৯
যদি তে গমনে বুদ্ধিঃ কৃতা পিতুরপেক্ষয়া। তাং তথা রুদতীং রামো রুদন্ বচনমব্রবীৎ।। ২০
জীবন্ত্যা হি স্ত্রিয়া ভর্তা দৈবতং প্রভুরেব চ। ভবত্যা মম চৈবাদ্য রাজা প্রভবতি প্রভুঃ।। ২১
ন হ্যনাথা বয়ং রাজ্ঞা লোকনাথেন ধীমতা। ভরতশ্চাপি ধর্মাত্মা সর্বভূতপ্রিয়ংবদঃ।। ২২
ভবতীমনুবর্তেত স হি ধর্মরতঃ সদা। যথা ময়ি তু নিষ্ক্রান্তে পুত্রশোকেন পার্থিবঃ।। ২৩
শ্রমং নাবাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিদপ্রমত্তা তথা কুরু। দারুণশ্চাপ্যয়ং শোকো যথৈনং ন বিনাশয়েৎ।। ২৪
রাজ্ঞো বৃদ্ধস্য সততং হিতং চর সমাহিতা। ব্রতোপবাসনিরতা যা নারী পরমোত্তমা।। ২৫
ভর্তারং নানুবর্তেত সা চ পাপগতির্ভবেৎ। ভর্তুঃ শুশ্রূষয়া নারী লভতে স্বর্গমুত্তমম্।। ২৬
অপি যা নির্নমস্কারা নিবৃত্তা দেবপূজনাৎ। শুশ্রূষামেব কুর্বীত ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা।। ২৭
এষ ধর্মঃ স্ত্রিয়া নিত্যো বেদে লোকে শ্রুতঃ স্মৃতঃ। অগ্নিকার্যেষু চ সদা সুমনোভিশ্চ দেবতাঃ।। ২৮
পূজ্যাস্তে মৎকৃতে দেবি ব্রাহ্মণাশ্চৈব সৎকৃতাঃ। এবং কালং প্রতীক্ষস্ব মমাগমনকাঙ্ক্ষিণী।। ২৯
নিয়তা নিয়তাহারা ভর্তুঃ শুশ্রূষণে রতা। প্রাপ্স্যসে পরমং কাম্যং ময়ি প্রত্যাগতে সতি।। ৩০

তুমি ঠিকই বলেছো বাছা।। ১৪ ।। কৌশল্যা রামকে এই কথা বলার পর ধার্মিকপ্রধান রাম অত্যন্ত দুঃখার্তা মা'কে আবার বললেন—।। ১৫ ।। বাবার কথা পালন করা আমার ও আপনার কর্তব্য। তিনি আমাদের রাজা। আপনার স্বামী। আমাদের সকলের গুরু। সকলের অধীশ্বর তিনি। শ্রেষ্ঠ প্রভু।। ১৬ ।। এই চৌদ্দবৎসর মহারণ্যে ভ্রমণ করে ফিরে এসে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আপনার আদেশই আমি পালন করবো।। ১৭ ।। রাম এই কথা বলার পর অত্যন্ত দুঃখিতা পুত্রস্নেহময়ী কৌশল্যা জলভরা চোখে মুখে প্রিয় পুত্র রামকে বললেন—।। ১৮ ।। বাছা রাম, এই সতীনদের মধ্যে আমি যে থাকতে পারবো না! রাম, বন্য মৃগীর মতো, আমায় তুমি বনে নিয়ে চলো।। ১৯ ।। তাঁকে এইভাবে কাঁদতে দেখে রামও কেঁদে কেঁদে বললেন, বাবার চেয়েও বনে যাওয়া বেশী ভালো যদি তুমি মনে করো, মা, তা ঠিক নয়।। ২০ ।। জীবিতাবস্থায় স্বামীই হলেন স্ত্রীলোকের দেবতা। এবং প্রভু। আপনার এবং আমার উপর রাজারই প্রভুত্ব। তিনিই আমাদের প্রভু।। ২১ ।। ধীমান রাজা যতোদিন জীবিত আছেন, ততোদিন নিজেদেরকে আমাদের অনাথ মনে করা উচিত নয়। ভরতও ধর্মপ্রাণ। এবং সকল প্রাণীর সঙ্গে প্রিয়ভাবী।। ২২ ।। ধর্মরত ভরত। সর্বদাই আপনার সেবা করবে। আমি চলে গেলে পুত্রশোকে রাজা যাতে কষ্ট না পান, তারজন্য অচঞ্চলচিত্তে তাঁর সেবা করবেন। নিদারুণ এই শোকে তিনি যেন মারা না যান, সেই ব্যবস্থা করবেন।। ২৩-২৪ ।। বৃদ্ধ রাজার কল্যাণ যাতে হয়, একাগ্রচিত্তে সেইরকম আচরণ করবেন। যে নারী ব্রত এবং উপবাসে নিরত থাকেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।। ২৫ ।। পতিকে যিনি অনুসরণ করেন না, পরিণামে তাঁর পাপই হবে। স্বামীর শুশ্রূষার দ্বারা নারী উত্তম স্বর্গলাভ করেন।। ২৬।। দেবতাকে পূজা বা নমস্কার যিনি করেন না, স্বামীর কল্যাণে রত থেকে তাঁরই সেবা তিনি করুন।। ২৭ ।। পূর্বকালে বেদে এবং স্মৃতিশাস্ত্রে নারীর এই ধর্মের কথাই বলা হয়েছে। মা, এখন আপনি ব্রতচারিণী হয়ে যজ্ঞে পুষ্পের দ্বারা আমার কল্যাণে দেবতাদের পূজা করুন। শোভনব্রতসম্পন্ন ব্রাহ্মণদের অর্চনা করুন। এইভাবেই আমার আগমন প্রতীক্ষা করে অপেক্ষা করুন।। ২৮-২৯ ।। সংযম অবলম্বন করে সংযত আহার করে স্বামিসেবায় আপনি রত থাকুন। আমি ফিরে এলে ধার্মিকপ্রবর রাজা যদি জীবিত থাকেন

যদি ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো ধারয়িষ্যতি জীবিতম্। এবমুক্তা তু রামেণ বাষ্প-পর্যাকুলেক্ষণা।। ৩১
কৌশল্যা পুত্রশোকার্তা রামং বচনমব্রবীৎ। গমনে সুকৃতাং বুদ্ধিং ন তে শক্নোমি পুত্রক।। ৩২
বিনিবর্তয়িতুং বীর নূনং কালো দুরত্যয়ঃ। গচ্ছ পুত্র ত্বমেকাগ্রো ভদ্রং তেঽস্তু সদা বিভো।। ৩৩
পুনস্ত্বয়ি নিবৃত্তে তু ভবিষ্যামি গতক্লমা। প্রত্যাগতে মহাভাগে কৃতার্থে চরিতব্রতে।
পিতুরানৃণ্যতাং প্রাপ্তে স্বপিষ্যে পরমং সুখম্।। ৩৪
কৃতান্তস্য গতিঃ পুত্র দুর্বিভাব্যা সদা ভুবি। যত্ত্বাং সংচোদয়তি মে বচ আবিদ্ধ্য রাঘব।। ৩৫
গচ্ছেদানীং মহাবাহো ক্ষেমেণ পুনরাগতঃ। নন্দয়িষ্যসি মাং পুত্র সাম্না শ্লক্ষ্ণেন চারুণা।। ৩৬
অপীদানীং স কালঃ স্যাদ্বনাৎ প্রত্যাগতং পুনঃ। যত্ত্বাং পুত্রক পশ্যেয়ং জটাবল্কলধারিণম্।। ৩৭
তথাহি রামং বনবাসনিশ্চিতং দদর্শ দেবী পরমেণ চেতসা।
উবাচ রামং শুভলক্ষণং বচো বভূব চ স্বস্ত্যয়নাভিকাঙ্ক্ষিণী।। ৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ।

তখন আপনি অত্যন্ত শুভফল প্রাপ্ত হবেন। এই কথা বলার পর কৌশল্যার চোখ জলে ভরে এলো।। ৩০- ৩১ ।। পুত্রশোকে আর্ত কৌশল্যা রামকে বললেন, যাবার জন্য তুমি যখন মনস্থির করেই ফেলেছো, বাছা, তোমাকে নিশ্চয়ই আমি আর ফেরাতে পারবো না। কাল যে দুরতিক্রম্য! বৎস, তুমি একাগ্রচিত্তে এবার যাও। সর্বদাই তোমার কল্যাণ হোক। হে ঠাকুর, একে তুমি রক্ষা কোরো।।৩২-৩৩।। তুমি যখন আবার ফিরে আসবে, তখন আমার দুঃখ চলে যাবে। হে মহাভাগ, ব্রতপালন করে, পিতাকে ঋণমুক্ত করে তুমি যখন ফিরে আসবে, তখন আমি পরম আনন্দলাভ করবো। দৈবের গতি সংসারে সর্বদাই অভাবনীয়।।৩৪-৩৫ ।। বাছা রাম, আমার বচনকে আচ্ছাদিত করে দৈবই আজ তোমায় বনে প্রেরণ করছে। হে বীর, এখন তবে যাও। মঙ্গলের সঙ্গে আবার ফিরে এসো।।৩৬ ।। ফিরে এসে সুন্দর শান্তবাক্যে আমায় তুমি আনন্দিত কোরো। বাবা, সেই শুভদিন কি আমার আবার ফিরে আসবে? জটাবল্কলধারী তোমায় কি বাছা, আবার দেখতে পাবো?।।৩৭ ।। তারপর দেবী কৌশল্যা বনবাসের জন্য রামকে নিশ্চিত দেখে তাঁর মঙ্গলাচরণ আকাঙ্ক্ষা করে শুভলক্ষণ রামকে বললেন—।।৩৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের চতুর্বিংশ (২৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামস্য বনযাত্রায়াং মঙ্গলকামিন্যা কৌসল্যায়াঃ স্বস্তিবাচনসম্পাদনম্, মাতরং
প্রণম্য সহধর্মিণ্যা সীতয়া সহ দ্রষ্টুকামস্য রামস্য গমনঞ্চ।

সা বিনীয় তমায়াসমুপস্পৃশ্য জলং শুচি। চকার মাতা রামস্য মঙ্গলানি মনস্বিনী।। ১
ন শক্যসে বারয়িতুং গচ্ছেদানীং রঘূত্তম। শীঘ্রঞ্চ বিনিবর্তস্ব বর্তস্ব চ সতাং ক্রমে।। ২

পঞ্চবিংশ (২৫) সর্গ

শ্রীরামের মঙ্গলকামনায় বনবাসযাত্রায় কৌশল্যার মাঙ্গলিক আচার-সম্পাদন।
মাকে প্রণাম করে সহধর্মিণী সীতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রামের গমন।

মনস্বিনী মাতা কৌশল্যা দুঃখকে সংযত করে পবিত্র জলে আচমন করে রামের জন্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করলেন।। ১ ।। বললেন, রঘুবংশের শ্রেষ্ঠসন্তান তুমি। বাছা, তোমায় আর বারণ করতে পারছি না। তুমি এখন যাও। শীঘ্রই ফিরে এসো। সাধুদের পথেই থেকো।। ২ ।। হে রঘুশ্রেষ্ঠ, আনন্দ এবং সংযমের

যং পালয়সি ধর্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ। স বৈ রাঘবশার্দূল ধর্মস্ত্বামভিরক্ষতু।। ৩
যেভ্যঃ প্রণমসে পুত্র দেবেষ্বায়তনেষু চ। তে চ ত্বামভিরক্ষন্তু বনে সহ মহর্ষিভিঃ।। ৪
যানি দত্তানি তেঽস্ত্রাণি বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা। তানি ত্বামভিরক্ষন্তু গুণৈঃ সমুদিতং সদা।। ৫
পিতৃশুশ্রূষয়া পুত্র মাতৃশুশ্রূষয়া তথা। সত্যেন চ মহাবাহো চিরং জীবাভিরক্ষিতঃ।। ৬
সমিৎ-কুশ-পবিত্রাণি বেদ্যশ্চায়তনানি চ। স্থণ্ডিলানি চ বিপ্রাণাং শৈলা বৃক্ষাৎ ক্ষুপা হ্রদাঃ।
পতঙ্গাঃ পন্নগাঃ সিংহাস্ত্বাং রক্ষন্তু নরোত্তম।। ৭
স্বস্তি সাধ্যাশ্চ বিশ্বে চ মরুতশ্চ মহর্ষিভিঃ। স্বস্তি ধাতা বিধাতা চ স্বস্তি পূষা ভগোঽর্যমা।। ৮
লোকপালাশ্চ তে সর্বে বাসবপ্রমুখাস্তথা। ঋতবঃ ষট্ চ তে সর্বে মাসাঃ সংবৎসরাঃ ক্ষপাঃ।
দিনানি চ মুহূর্তাশ্চ স্বস্তি কুর্বন্তু তে সদা।। ৯
শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ ধর্মশ্চ পাতু ত্বাং পুত্র সর্বতঃ।। ১০
স্কন্দশ্চ ভগবান্ দেবঃ সোমশ্চ সবৃহস্পতিঃ। সপ্তর্ষয়ো নারদশ্চ তে ত্বাং রক্ষন্তু সর্বতঃ।। ১১
তে চাপি সর্বতঃ সিদ্ধা দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ। স্তুতা ময়া বনে তস্মিন্ পান্তু ত্বাং পুত্র নিত্যশঃ।। ১২
শৈলাঃ সর্বে সমুদ্রাশ্চ রাজা বরুণ এব চ। দ্যৌরন্তরীক্ষং পৃথিবী বায়ুশ্চ সচরাচরঃ।। ১৩
নক্ষত্রাণি চ সর্বাণি গ্রহাশ্চ সহ দৈবতৈঃ। অহোরাত্রে তথা সন্ধ্যে পান্তু ত্বাং বনমাশ্রিতম্।। ১৪
ঋতবশ্চাপি ষট্ চান্যে মাসাঃ সংবৎসরাস্তথা। কলাশ্চ কাষ্ঠাশ্চ তথা তব শর্ম দিশন্তু তে।। ১৫
মহাবনেঽপি চরতো মুনিবেষস্য ধীমতঃ। তথা দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ ভবন্তু সুখদাঃ সদা।। ১৬
রাক্ষসানাং পিশাচানাং রৌদ্রাণাং ক্রূরকর্মণাম্। ক্রব্যাদানাঞ্চ সর্বেষাং মা ভূৎ পুত্রক তে ভয়ম্।। ১৭

সঙ্গে তুমি যে ধর্ম পালন করবে, সেই ধর্মই তোমায় সর্বতোভাবে রক্ষা করুন।।৩ ।। দেবমন্দিরে যাঁদের তুমি প্রণাম করবে, বাছা, বনে মহর্ষিদের সঙ্গে তাঁরা তোমাকে রক্ষা করুন।। ৪ ।। প্রজ্ঞাবান বিশ্বামিত্র যেসব অস্ত্র তোমায় দিয়েছিলেন, গুণান্বিত তোমাকে সর্বদাই সেগুলি রক্ষা করুক।। ৫ ।। বাছা, পিতৃশুশ্রূষা, মাতৃশুশ্রূষা এবং সত্যের দ্বারা রক্ষিত হয়ে হে বীর তুমি চিরজীবী হও।। ৬ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, সমিধ, কুশ, পবিত্র বেদি, মন্দির, বিপ্রদের যজ্ঞভূমি, শৈল, বিশাল বৃক্ষ, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, হ্রদ, পক্ষী, সর্প, সিংহ—সবাই তোমাকে রক্ষা করুক। *(ক্ষুপ—ক্ষুদ্র ডালপালা যুক্ত বৃক্ষ)*।। ৭ ।। সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ, মহর্ষিবৃন্দ, ধাতা, বিধাতা, পূষা, ভগ, অর্যমা—এঁরা সকলে তোমার কল্যাণ করুন *(সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুদ্গণ—এঁরা এক একটি দেবগোষ্ঠী। ধাতা—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। বিধাতা—পরব্রহ্ম। পূষা—সূর্য। ভগ—পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র। অর্যমা—উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র)*।। ৮ ।। ইন্দ্র-প্রমুখ সকল লোকপাল, ছয় ঋতু, সকল মাস, সংবৎসর, রাত্রিসমূহ, দিনরাজি, মুহূর্তগুলি সর্বদাই তোমার কল্যাণ করুন *(আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সর্বত্রই পরমদেবতা প্রত্যেকটি বস্তু, দেবতা, দিন, রাত প্রভৃতির মধ্যে অধিষ্ঠান করছেন। তাই প্রত্যেকেরই আশীর্বাদ প্রার্থনা করা হচ্ছে)*।। ৯ ।। বাছা, বেদ, স্মৃতি ও ধর্ম, ভগবান কার্তিকেয়, বৃহস্পতিসহ সোম, সপ্তর্ষিমণ্ডলী এবং দেবর্ষি নারদ তোমাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুন।। ১১ ।। সিদ্ধনামক উপদেবতারা, দিকসমূহ, দিকসমূহের অধিপতি দেবগণ, সবাইকে আমি স্তুতি করছি। তাঁরা সবাই বাছা, তোমায় বনে নিত্যরক্ষা করুন *(পুত্রকে রক্ষার জন্য মাতৃহৃদয়ের আকুতি এইসব শ্লোকে পরিস্ফুট)*।। ১২ ।। সকল পর্বত এবং সমুদ্র, জলাধিপতি বরুণ, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, বায়ু স্থাবর, জঙ্গম, নক্ষত্রসকল, গ্রহগণ, দেবগণ, দিন, রাত এবং সন্ধিকাল, বনে বাসের সময় তোমায় রক্ষা করুন।। ১৩-১৪ ।। ছয় ঋতু, অন্যসব মাস, সংবৎসরগুলি, কলা-কাষ্ঠাদি কালখণ্ড তোমার সুখ বিধান করুন *(শর্ম—সুখ)*।। ১৫ ।। জ্ঞানবান তুমি। মুনিবেশ ধারণ করে যখন গভীর অরণ্যে বিচরণ করবে, তখন দেবতা এবং দৈত্যেরাও তোমায় সর্বদা সুখ দান করুন।। ১৬ ।। রাক্ষস, পিশাচ, ভীষণ ক্রূরকর্মা কাঁচামাংসভোজী-প্রমুখের কাছ হতে, বৎস তোমার যেন কোনো ভয় না হয়।। ১৭ ।। বানর, বৃশ্চিক, দংশ, মশা, সাপ এবং কোলতা প্রভৃতি কীট যেন গহন বনে তোমায়

প্লবগা বৃশ্চিকা দংশা মশকাশ্চৈব কাননে। সরীসৃপাশ্চ কীটাশ্চ মা ভূবন্ গহনে তব।। ১৮
মহাদ্বিপাশ্চ সিংহাশ্চ ব্যাঘ্রা ঋক্ষাশ্চ দংষ্ট্রিণঃ। মহিষাঃ শৃঙ্গিণো রৌদ্রা ন তে দ্রুহ্যন্তু পুত্রক।। ১৯
নৃমাংসভোজনা রৌদ্রা যে চান্যে সর্বজাতয়ঃ। মা চ ত্বাং হিংসিযুঃ পুত্র ময়া সংপূজিতাস্তিহ ।। ২০
আগমাস্তে শিবাঃ সন্তু সিধ্যন্তু চ পরাক্রমাঃ। সর্বসম্পত্তয়ো রাম স্বস্তিমান্ গচ্ছ পুত্রক।। ২১
স্বস্তি তেঽস্ত্বন্তরিক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যঃ পুনঃ পুনঃ। সর্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো যে চ তে পরিপন্থিনঃ।। ২২
শুক্রঃ সোমশ্চ সূর্যশ্চ ধনদোঽথ যমস্তথা। পান্তু ত্বামর্চিতা রাম দণ্ডাকারণ্যবাসিনম্।। ২৩
অগ্নির্বায়ুস্তথা ধূমো মন্ত্রাশ্চর্ষিমুখাচ্চ্যুতাঃ। উপস্পর্শনকালে তু পান্তু ত্বাং রঘুনন্দন।। ২৪
সর্বলোকপ্রভুর্ব্রহ্মা ভূতকর্তা তথর্ষয়ঃ। যে চ শেযাঃ সুরাস্তে তু রক্ষন্তু বনবাসিনম্।। ২৫
ইতি মাল্যৈঃ সুরগণান্ গন্ধৈশ্চাপি যশস্বিনী। স্তুতিভিশ্চানুরূপাভিরানর্চায়তলোচনা।। ২৬
জ্বলনং সমুপাদায় ব্রাহ্মণেন মহাত্মনা। হাবয়ামাস বিধিনা রামমঙ্গলকারণাৎ।। ২৭
ঘৃতং শ্বেতানি মাল্যানি সমিধঃ শ্বেতসর্ষপান্। উপসম্পাদয়ামাস কৌসল্যা পরমাঙ্গনা।। ২৮
উপাধ্যায়ঃ স বিধিনা হুত্বা শান্তিমনাময়ম্। হুত-হব্যাবশেযেণ বাহ্যং বলিমকল্পয়ৎ।। ২৯
মধু-দধ্যক্ষত-ঘৃতৈঃ স্বস্তিবাচ্যং দ্বিজাংস্ততঃ। বাচয়ামাস রামস্য বনে স্বস্ত্যয়নক্রিয়াম্।। ৩০
ততস্তস্মৈ দ্বিজেন্দ্রায় রামমাতা যশস্বিনী। দক্ষিণাং প্রদদৌ কাম্যাং রাঘবং চেদমব্রবীৎ।। ৩১
যন্মঙ্গলং সহস্রাক্ষে সর্বদেবনমস্কৃতে। বৃত্রনাশে সমভবত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্।। ৩২
যন্মঙ্গলং সুপর্ণস্য বিনতাকল্পয়ৎ পুরা। অমৃতং প্রার্থয়ানস্য তত্তে ভবতু মঙ্গলম্।। ৩৩
অমৃতোৎপাদনে দৈত্যান্ ঘ্নতো বজ্রধরস্য যৎ। অদিতির্মঙ্গলং প্রাদাত্তত্তে ভবতু মঙ্গলম্।। ৩৪

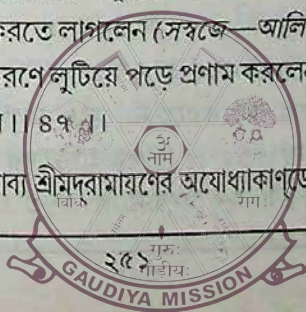
হিংসা না করে।। ১৮ ।। বিরাট বিরাট হাতী, সিংহ, বাঘ, ভল্লুক, মোষ, বিশাল দাঁতবিশিষ্ট বিরাট শিঙ্-ওয়ালা প্রাণীরা, বাছা, তোমায় যেন দ্রোহ না করে।। ১৯ ।। নরমাংসভোজী ভীষণ অন্য সব জীবজন্তু রয়েছে তাদেরও আমি সম্যগ্ভাবে পূজা করছি। তারা যেন তোমায় হিংসা না করে।। ২০ ।। বাছা, তোমার গমনপথ মঙ্গলময় হোক। পরাক্রম তোমর সফল হোক। বনে বাসের সময় ফল-মূলাদি তোমার যা প্রয়োজন হবে সব যেন তুমি লাভ করো। তুমি কল্যাণমণ্ডিত হও।। ২১ ।। অন্তরিক্ষবাসী, পৃথিবীবাসী এবং দেবতা সকল, যাঁরা তোমার প্রতিকূল, তাঁদের সবারই কাছ থেকে তোমার কল্যাণ হোক।। ২২ ।। শুক্র, চন্দ্র, সূর্য, কুবের এবং যমকে আমি অর্চনা করছি। রাম, তুমি যখন দণ্ডকারণ্যে বাস করবে, তখন এঁরা সবাই তোমায় রক্ষা করুন।। ২৩ ।। অগ্নি, বায়ু, ধূম এবং ঋষিমুখে উচ্চারিত মন্ত্রমালা, হে রঘুনন্দন, অস্পৃশ্য বস্তুর স্পর্শকালে তোমাকে রক্ষা করুক।। ২৪ ।। সর্বলোকের অধীশ্বর পরব্রহ্ম, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, ঋষিমণ্ডলী এবং অন্যদেবগণ বনবাসী তোমাকে রক্ষা করুন।।২৫ ।। যশস্বিনী বিশাল-নয়না কৌশল্যা এইভাবে মাল্য, গন্ধ এবং যথাযোগ্য স্তুতির দ্বারা দেবগণকে অর্চনা করলেন।।২৬ ।। তারপর মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণের দ্বারা অগ্নি-আহরণ করিয়ে রামের মঙ্গলের জন্য শাস্ত্রীয়নিয়মে তিনি আহুতি প্রদান করালেন।। ২৭ ।। পরমাসুন্দরী কৌশল্যা ঘৃত, শুভ্রমালা, যজ্ঞীয় কাষ্ঠ এবং শ্বেত সরষে সংগ্রহ করে নিলেন।। ২৮ ।। উপাধ্যায় তথা পুরোহিত শান্তিকামনায় শাস্ত্রীয়বিধিতে আহুতি দিলেন। তারপর অবশিষ্ট যজ্ঞীয় দ্রব্যাদির দ্বারা তিনি লোকপালগণকে বলি তথা ভোজ্য উপহার দিলেন।। ২৯ ।। মধু, দৈ, আতপচাল এবং ঘৃত হস্তে দিয়ে স্বস্ত্যয়নের মন্ত্র তিনি ব্রাহ্মণদের দিয়ে রামের কল্যাণে পাঠ করালেন।। ৩০ ।। তারপর যশস্বিনী রাম-মাতা দেবী কৌশল্যা সেই ব্রাহ্মণপ্রবরকে অভিলায মতো দক্ষিণা দিয়ে রামকে বললেন—।।৩১ ।। বৃত্রাসুরের বিনাশকালে সর্বদেব -বন্দিত ইন্দ্রের যেমন মঙ্গল হয়েছিলো, তোমারো তাই হোক।। ৩২ ।। পুরাকালে অমৃত আহরণকারী গরুড়ের জন্য তাঁর মাতা বিনতা যে মঙ্গল প্রার্থনা করেছিলেন, সেইরকম মঙ্গল তোমারো হোক।। ৩৩ ।। অমৃতসংগ্রহ করার সময় দানবহন্তা বজ্রধর ইন্দ্রকে দেবমাতা অদিতি যে মঙ্গলদান করেছিলেন, তোমারো হোক অনুরূপ মঙ্গল।।৩৪ ।। রাম, তিন পদের দ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণকারী অতুলনীয় তেজস্বী বিষ্ণুর যে

ত্রিবিক্রমান্ প্রক্রমতো বিষ্ণোরতুলতেজসঃ। যদাসীন্মঙ্গলং রাম তত্তে ভবতু মঙ্গলম্।। ৩৫
ঋষয়ঃ সাগরা দ্বীপা বেদা লোকা দিশশ্চ তাঃ। মঙ্গলানি মহাবাহো দিশন্তু শুভমঙ্গলম্।। ৩৬
ইতি পুত্রস্য শেষাশ্চ কৃত্বা শিরসি ভামিনী। গন্ধৈশ্চাপি সমালভ্য রামমায়তলোচনা।। ৩৭
ঔষধীঞ্চ সুসিদ্ধার্থাং বিশল্যকরণীং শুভাম্। চকার রক্ষাং কৌসল্যা মন্ত্রৈরভিজজাপ চ।। ৩৮
উবাচাপি প্রহৃষ্টেব সা দুঃখবশবর্তিনী। বাঙ্মাত্রেণ ন ভাবেন বাচা সংসজ্জমানয়া।। ৩৯
আনম্য মূর্ধ্নি চাঘ্রায় পরিষ্বজ্য যশস্বিনী। অবদৎ পুত্রমিষ্টার্থো গচ্ছ রাম যথাসুখম্।। ৪০
অরোগং সর্বসিদ্ধার্থমযোধ্যাং পুনরাগতম্। পশ্যামি ত্বাং সুখং বৎস সন্থিতং রাজবর্ত্মসু।। ৪১
প্রণষ্টদুঃখসঙ্কল্পা হর্ষবিদ্যোতিতাননা। দ্রক্ষ্যামি ত্বাং বনাৎ প্রাপ্তং পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্।। ৪২
ভদ্রাসনগতং রাম বনবাসাদিহাগতম্। দ্রক্ষ্যামি চ পুনস্ত্বাং তু তীর্ণবন্তং পিতুর্বচঃ।। ৪৩
মঙ্গলৈরুপসম্পন্নো বনবাসাদিহাগতঃ। বধ্বাশ্চ মম নিত্যং ত্বং কামান্ সংবর্ধ্য যাহি ভোঃ।। ৪৪
ময়ার্চিতা দেবগণাঃ শিবাদয়ো মহর্ষয়ো ভূতগণাঃ সুরোরগাঃ।
অভিপ্রয়াতস্য বনং চিরায় তে হিতানি কাঙ্ক্ষন্তু দিশশ্চ রাঘব।। ৪৫
অতীব চাশ্রুপ্রতিপূর্ণলোচনা সমাপ্য চ স্বস্ত্যয়নং যথাবিধি।
প্রদক্ষিণং চাপি চকার রাঘবং পুনঃ পুনশ্চাপি নিরীক্ষ্য সস্বজে।। ৪৬
তয়া হি দেব্যা চ কৃতপ্রদক্ষিণো নিপীড্য মাতুশ্চরণৌ পুনঃ পুনঃ।
জগাম সীতানিলয়ং মহাযশাঃ স রাঘবঃ প্রজ্বলিতস্তয়া শ্রিয়া।। ৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

কল্যাণ হয়েছিলো, সেই কল্যাণ আজ তোমারো হোক।।৩৫ ।। ঋষিমণ্ডলী, সপ্তসাগর, সপ্তদ্বীপ, চতুর্বেদ, সপ্তলোক এবং দশ দিক, হে বীর, তোমার মঙ্গলবিধান করুন।। ৩৬ ।। এইভাবে মঙ্গলাচরণ শেষ করে বিশালনেত্রা দেবী কৌশল্যা রামকে টেনে নিয়ে চন্দনে লিপ্ত করে তার মস্তকে আশীর্বাদী আতপচাল দিয়ে হস্তে ওষধি এবং বিশল্যকরণীর রক্ষাবন্ধন বেঁধে দিয়ে মন্ত্রজপ করলেন।।৩৮।। তারপর দুঃখিনী কৌশল্যা অন্তরে দুঃখকে চেপে রেখে বাইরে আনন্দপ্রকাশ করে স্নেহাকুলকণ্ঠে বললেন—।। ৩৯ ।। যশস্বিনী মাতা পুত্রের মাথা বুকে টেনে নামিয়ে আঘ্রাণ করে বললেন, বাছা রাম, অভিলাষপূরণের জন্য সুখে গমন করো।। ৪০।। সর্ব অভিলাষ পূর্ণ করে সুস্থদেহে অযোধ্যায় আবার ফিরে এসে রাজকার্যে তুমি যোগ দিয়েছো—সুখে আমি এইটিই দেখতে চাই।। ৪১ ।। বন থেকে ফিরে এলে দুঃখবরণের সঙ্কল্প শেষ হয়ে যাবার পর আনন্দোজ্জ্বল তোমার মুখটি নবোদিত চন্দ্রের মতো আমি দেখবো।। ৪২ ।। পিতার বাক্য পূর্ণ করে বনবাস থেকে এখানে ফিরে নিজগৃহে তুমি এসে গেছো—এটিই দেখবো আমি।। ৪৩ ।। বাবা, বানবাস থেকে এখানে এসে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে বৌমা সীতার এবং আমার ইচ্ছাগুলি পূর্ণ করে তুমি আমাদের আনন্দবর্ধন করবে।। ৪৪ ।। আমি শিবাদি দেবগণ, মহর্ষিমণ্ডলী, ভূতাদি উপদেবতা, দিক্‌সমূহ এবং দেব-নাগগণের অর্চনা করেছি। রাম, দীর্ঘকালের জন্য তুমি বনে চলে যাচ্ছো। তাঁরা সবাই তোমার মঙ্গল করুন।।৪৫ ।। মা কৌশল্যা জলভরা চোখে বিধি অনুসারে মাঙ্গলিক আচার পালন করলেন। রামকে প্রদক্ষিণ করে বার বার দেখতে দেখতে আলিঙ্গন করতে লাগলেন (*সস্বজে—আলিঙ্গন করলেন*)।।৪৬ ।। রামকে মাতা প্রদক্ষিণ করার পর রাম বার বার মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলেন। তারপর মহাযশস্বী রাম শোভায় উজ্জ্বল হয়ে সীতার ভবনে চলে গেলেন।। ৪৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চবিংশ (২৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। ষড়্বিংশঃ সর্গঃ ।।

চিন্তাক্রান্তং রামং দৃষ্ট্বা সীতায়াস্তৎকারণজিজ্ঞাসা, বৃদ্ধ-শ্বশুরৌ সেবমানা সর্বেষাং প্রীতিনিলয়া সতী গৃহে অবস্থাতুং সীতাং প্রতি স্বীয়বনযাত্রায়াঃ পূর্ববৃত্তান্তবর্ণনাকারিণো রামস্য হিতোপদেশঃ।

অভিবাদ্য তু কৌসল্যাং রামঃ সংপ্রস্থিতো বনম্। কৃতস্বস্ত্যয়নো মাত্রা ধর্মিষ্ঠে বর্ত্মনি স্থিতঃ।। ১
বিরাজয়ন্ রাজসুতো রাজমার্গং নরৈর্বৃতম্। হৃদয়ান্যামমন্থেব জনস্য গুণবত্তয়া।। ২
বৈদেহী চাপি তৎসর্বং ন শুশ্রাব তপস্বিনী। তদেব হৃদি তস্যাশ্চ যৌবরাজ্যাভিষেচনম্।। ৩
দেবকার্যং স্বয়ং কৃত্বা কৃতজ্ঞা হৃষ্টচেতনা। অভিজ্ঞা রাজধর্মাণাং রাজপুত্রী প্রতীক্ষতি।। ৪
প্রবিবেশাথ রামস্তু স্ববেশ্ম সুবিভূষিতম্। প্রহৃষ্টজনসম্পূর্ণং হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ।। ৫
অথ সীতা সমুৎপত্য বেপমানা চ তং পতিম্। অপশ্যচ্ছোকসন্তপ্তং চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ম্।। ৬
তাং দৃষ্ট্বা স হি ধর্মাত্মা ন শশাক মনোগতম্। তং শোকং রাঘবঃ সোঢুং ততো বিবৃততাং গতঃ।। ৭
বিবর্ণবদনং দৃষ্ট্বা তং প্রস্বিন্নমমর্ষণম্। আহ দুঃখাভিসন্তপ্তা কিমিদানীমিদং প্রভো।। ৮
অদ্য বার্হস্পতঃ শ্রীমান্ যুক্তঃ পুষ্যেণ রাঘব। প্রোচ্যতে ব্রাহ্মণৈঃ প্রাজ্ঞৈঃ কেন ত্বমসি দুর্মনাঃ।। ৯
ন তে শতশলাকেন জলফেননিভেন চ। আবৃতং বদনং বল্গু ছত্রেণাভিবিরাজতে।। ১০
ব্যজনাভ্যাঞ্চ মুখ্যাভ্যাং শতপত্রনিভেক্ষণম্। চন্দ্রহংসপ্রকাশাভ্যাং বীজ্যতে ন তবাননম্।। ১১
বাগ্মিনো বন্দিনশ্চাপি প্রহৃষ্টাস্ত্বাং নরর্ষভ। স্তুবন্তো নাদ্য দৃশ্যন্তে মঙ্গলৈঃ সূত-মাগধাঃ।। ১২
ন তে ক্ষৌদ্রঞ্চ দধি চ ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। মূর্ধ্নি মূর্ধাভিষিক্তস্য দদাতি স্ম বিধানতঃ।। ১৩

ষড়বিংশ (২৬) সর্গ

রামকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখে সীতার দ্বারা কারণ জিজ্ঞাসা। সেবা করে সবাইকে প্রীত করে গৃহে অবস্থানের জন্য উপদেশ দিয়ে রামের নিজের বনগমনের বৃত্তান্ত বর্ণনা।

কৌশল্যাকে প্রণাম করে রাম বনগমনে উদ্যত হলেন। মা মঙ্গলানুষ্ঠান করার পর তিনি পথে নেমে এলেন।। ১।। রাজপুত্র রাজপথে নেমে এলে জনগণ তাঁকে ঘিরে ফেললো। গুণবত্তার দ্বারা তিনি জনমানসকে আন্দোলিত করলেন।। ২ ।। তপস্বিনী সীতা রামের বনগমনের কোনো কথা এখনো শোনেন নি। হৃদয় জুড়ে তাঁর তখনো রয়েছে যৌবরাজ্যে অভিষেকের কথা।।৩ ।। রাজধর্মে অভিজ্ঞা রাজপুত্রী সীতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দেবকার্য করে আনন্দিতচিত্তে প্রতীক্ষা করছিলেন।। ৪ ।। আনন্দিত জনগণেপূর্ণ সুশোভিত নিজগৃহে এমনসময় রাম লজ্জায় মুখ একটু নীচু করে প্রবেশ করলেন।। ৫ ।। তারপর সীতা সত্বর পতির কাছে গিয়ে তাঁকে শোকসন্তপ্ত দেখলেন। দেখলেন রামের ইন্দ্রিয়গুলি দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল।। ৬ ।। ধর্মপ্রাণ রাম তাঁকে দেখে মনের শোককে চেপে রাখতে পারলেন না। তাই, সবই প্রকাশ হয়ে গেলো।। ৭ ।। সীতা দেখলেন রামের মুখ বিবর্ণ। সীতার কষ্ট হবে বুঝে দুঃখ সইতে না পেরে তাঁর দেহে ঘাম দেখা দিয়েছে। এইসব দেখে সীতা অত্যন্ত দুঃখিতা হয়ে বললেন, প্রভো, কি ব্যাপার? *(স্বিন্ন—ঘর্মাক্ত)*।।৮ ।। হে রঘুবংশধর, প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বলছেন, আজ বৃহস্পতি কর্তৃক অধিষ্ঠিত পুষ্যানক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্র মিলিত হয়েছেন। এই শুভসময়ে আপনি আজ বিষণ্ণ কেন?।।৯ ।। জলের ফেনারাশির মতো শুভ্র, শতশলাকাযুক্ত ছত্রের দ্বারা আপনার সুন্দর মুখটি কেন আজ সুশোভিত হচ্ছে না?।। ১০ ।। পদ্মের মতো চোখ আপনার। সেই সুন্দর মুখটিকে হাঁস এবং চাঁদের দীপ্তিযুক্ত শ্রেষ্ঠ পাখা দিয়ে কেন হাওয়া করা হচ্ছে না? *(শতপত্র—পদ্ম)*।। ১১ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, বাক্যনিপুণ বন্দনাগায়কেরা আপনাকে স্তব করছে না। সূত, মাগধ প্রভৃতি গায়কদের মঙ্গলগীতির দ্বারা আপনাকে স্তুতি করতে তো দেখছি না।। ১২ ।। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা অভিষিক্ত আপনার মস্তকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রবিধান অনুসারে দধি এবং মধু দিচ্ছেন না।। ১৩ ।। প্রজাবর্গ, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ,

ন ত্বাং প্রকৃতয়ঃ সর্বাঃ শ্রেণীমুখ্যাশ্চ ভূষিতাঃ। অনুব্রজিতুমিচ্ছন্তি পৌরজানপদাস্তথা।। ১৪
চতুর্ভির্বেগসম্পন্নৈর্হয়ৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ। মুখ্যঃ পুষ্পরথো যুক্তঃ কিং ন গচ্ছতি তেঽগ্রতঃ।। ১৫
ন হস্তী চাগ্রতঃ শ্রীমান্ সর্বলক্ষণপূজিতঃ। প্রয়াণে লক্ষ্যতে বীর কৃষ্ণমেঘগিরিপ্রভঃ।। ১৬
ন চ কাঞ্চনচিত্রং তে পশ্যামি প্রিয়দর্শন। ভদ্রাসনং পুরস্কৃত্য যান্তং বীর পুরঃসরম্।। ১৭
অভিষেকো যদা সজ্জঃ কিমিদানীমিদং তব। অপূর্বো মুখবর্ণশ্চ ন প্রহর্ষশ্চ লক্ষ্যতে।। ১৮
ইতীব বিলপন্তীং তাং প্রোবাচ রঘুনন্দনঃ। সীতে তত্র ভবাংস্তাতঃ প্রব্রাজয়তি মাং বনম্।। ১৯
কুলে মহতি সম্ভূতে ধর্মজ্ঞে ধর্মচারিণি। শৃণু জানকি যেনেদং ক্রমেণাদ্যাগতং মম।। ২০
রাজ্ঞা সত্য প্রতিজ্ঞেন পিত্রা দশরথেন বৈ। কৈকয্যৈ মম মাত্রে তু পুরা দত্তৌ মহাবরৌ।। ২১
তয়াদ্য মম সজ্জেঽস্মিন্নভিষেকে নৃপোদ্যতে। প্রচোদিতঃ স সময়ো ধর্মেণ প্রতিনির্জিতঃ।। ২২
চতুর্দশ হি বর্ষাণি বস্তব্যং দণ্ডকে ময়া। পিত্রা মে ভরতশ্চাপি যৌবরাজ্যে নিয়োজিতঃ।। ২৩
সোঽহং ত্বামাগতো দ্রষ্টুং প্রস্থিতো বিজনং বনম্। ভরতস্য সমীপে তে নাহং কথ্যঃ কদাচন।। ২৪
ঋদ্ধিযুক্তা হি পুরুষা ন সহন্তে পরস্তবম্। তস্মান্ন তে গুণাঃ কথ্যা ভরতস্যাগ্রতো মম।। ২৫
অহং তে নানুবক্তব্যো বিশেষেণ কদাচন। অনুকূলতয়া শক্যং সমীপে তস্য বর্তিতুম।। ২৬
তস্মৈ দত্তং নৃপতিনা যৌবরাজ্যং সনাতনম্। স প্রসাদ্যস্ত্বয়া সীতে নৃপতিশ্চ বিশেষতঃ।। ২৭
অহং চাপি প্রতিজ্ঞাং তাং গুরো সমনুপালয়ন্। বনমদ্যৈব যাস্যামি স্থিরীভব মনস্বিনি।। ২৮
যাতে চ ময়ি কল্যাণি বনং মুনি নিষেবিতম্। ব্রতোপবাসপরয়া ভবিতব্যং ত্বয়ানঘে।। ২৯
কল্যমুত্থায় দেবানাং কৃত্বা পূজাং যথাবিধি। বন্দিতব্যো দশরথঃ পিতা মম জনেশ্বরঃ।। ৩০

পুরবাসী এবং জনপদবাসীরা সুসজ্জিত হয়ে আপনার অনুগমন করতে ইচ্ছা করছেন না কেন?।। ১৪ ।। স্বর্ণভূষিত বেগবান চারটি অশ্বের দ্বারা যুক্ত প্রধান পুষ্পরথ আপনার আগে আগে চলছে না কেন?।। ১৫।। হে বীর, কালো মেঘ এবং পর্বতের মতো, শুভলক্ষণান্বিত, সুন্দর হস্তী আপনার যাত্রাপথে কেন আগে আগে চলছে না?।। ১৬ ।। প্রিয়দর্শন, বীর, স্বর্ণখচিত সুন্দর আসন নিয়ে কোনো ভৃত্যকে আপনার আগে আগে যেতে দেখছি না কেন?।। ১৭ ।। অভিষেকের জন্য সব সামগ্রীকে সাজানো হয়েছে। অথচ আপনার মুখ দেখছি বিবর্ণ। আনন্দ দেখছি না। এ আপনার কী হলো?।। ১৮ ।। এইরকমের বিলাপরতা সীতাকে রাম বললেন, সীতে, পূজনীয় বাবা আমায় বনে নির্বাসিত করেছেন।। ১৯ ।। তুমি মহদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করেছো। ধর্ম কি, তা তুমি জানো। ধর্ম আচরণও করো। জানকি, শোনো কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো।। ২০ ।। সত্যপ্রতিজ্ঞ আমার বাবা দশরথ অনেকদিন পূর্বে আমার মা কৈকেয়ীকে দু'টি বিশেষ বর দিয়েছিলেন।।২১।। রাজা যখন সব কিছু সাজিয়ে আমার অভিষেকে উদ্যত তখন মাতা কৈকেয়ী সেই বরের কথা স্মরণ করিয়ে তাঁকে প্রণোদিত করে ধর্মপালনের জন্য বশীভূত করেছেন।।২২।। চৌদ্দবছর আমাকে দণ্ডক বনে থাকতে হবে। আমার বাবা ভরতকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত করেছেন।। ২৩ ।। আমি তাই নির্জনবনে যাত্রার পথে তোমাকে দেখতে এসেছি। ভরতের কাছে তুমি কখনো আমার প্রশংসা করে কোনো কথা বোলো না।।২৪।। ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিরা অপরের প্রশংসা সইতে পারে না। সেজন্যে ভরতের সামনে আমার গুণের কথা তুমি বলবে না।। ২৫ ।। কখনো তুমি আমার কথা বিশেষভাবে বলবে না। তার কাছে থাকতে হলে তোমাকে অনুকূল আচরণ করতেই হবে।। ২৬ ।। ভরতকেই রাজা চিরকালপ্রসিদ্ধ যৌবরাজ্যপদ দান করেছেন। বিশেষতঃ সেই আজ রাজা। তাকেই তোমায় এখন প্রসন্ন রাখতে হবে।। ২৭ ।। পিতার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য আমি আজই বনে যাবো। মনস্বিনি, তুমি স্থির হও।। ২৮ ।। কল্যাণি, মুনিগণ-সেবিত বনে আমি যখন চলে যাবো, তখন তুমি, হে নিষ্পাপে, উপবাসাদির দ্বারা ব্রতপালন করে থাকবে।।২৯।। প্রত্যহ ভোরে শয্যা হতে উঠে শাস্ত্রবিধি অনুসারে দেবতাদের পূজা করে আমার পিতা রাজা দশরথকে তুমি বন্দনা করবে।।৩০।।

মাতা চ মম কৌসল্যা বৃদ্ধা সন্তাপকর্ষিতা। ধর্মমেবাগ্রতঃ কৃত্বা ত্বত্তঃ সম্মানর্মহতি।। ৩১
বন্দিতব্যাস্ত্বয়া নিত্যং যাঃ শেযা মম মাতরঃ। স্নেহ-প্রণয়-সম্ভোগৈঃ সমা হি মম মাতরঃ।। ৩২
ভ্রাতৃপুত্রসমৌ চাপি দ্রষ্টব্যৌ চ বিশেষতঃ। উভৌ ভরত-শত্রুঘ্নৌ প্রাণৈঃ প্রিয়তরৌ মম।। ৩৩
বিপ্রিয়ঞ্চ ন কর্তব্যং ভরতস্য কদাচন। স হি রাজা চ বৈদেহি দেশস্য চ কুলস্য চ।। ৩৪
আরাধিতা হি শীলেন প্রযত্নৈশ্চোপসেবিতাঃ। রাজানঃ সংপ্রসীদন্তি প্রকুপ্যন্তি বিপর্যয়ে।। ৩৫
ঔরসানপি পুত্রান্ হি ত্যজন্ত্যহিতকারিণঃ। সমর্থান্ প্রতিগৃহ্ণন্তি জনানপি নরাধিপাঃ।। ৩৬
সা ত্বং বসেহ কল্যাণি রাজ্ঞঃ সমনুবর্তিনী। ভরতস্য রতা ধর্মে সত্যব্রত পরায়ণা।। ৩৭
অহং গমিষ্যামি মহাবনং প্রিয়ে ত্বয়া হি ব্যস্তব্যমিহৈব ভামিনি।
যথা ব্যলীকং কুরুষে ন কস্যচিৎ তথা ত্বয়া কার্যমিদং বচো মম।। ৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদরামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ।

আমার মা দেবী কৌশল্যা বৃদ্ধ হয়েছেন। আমার শোকে তিনি অত্যন্ত কাতর। ধর্মকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়ে তাঁকে তুমি সম্মান দিয়ো।। ৩১ ।। আমার অবশিষ্ট মায়েদেরও তুমি নিত্যবন্দনা করবে। তাঁদের স্নেহপ্রীতি আমি ভোগ করেছি; তাই, এই মায়েরাও সবাই আমার কাছে সমান।। ৩২ ।। ভরত এবং শত্রুঘ্ন উভয়েই আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। বিশেষ করে তাদের তুমি ভ্রাতা এবং পুত্রের মতো দেখবে।। ৩৩ ।। ভরতের অপ্রিয় কাজ তুমি কখনো করবে না। সে যে বংশের এবং দেশের রাজা।। ৩৪ ।। সৎ আচরণ এবং সেবার দ্বারা সেবিত হলে রাজারা প্রসন্ন হন। নৈলে অত্যন্ত কুপিত।। ৩৫।। অহিতকারী দেখলে রাজারা নিজের ঔরসজাত পুত্রদেরকেও ত্যাগ করেন। হিতকারী দেখলে সাধারণ লোককেও গ্রহণ করেন।। ৩৬ ।। হে কল্যাণি, তুমি এখানে রাজা ভরতের আজ্ঞার অনুবর্তিনী হয়ে বাস কোরো। সত্য ও ধর্ম পালন করো।। ৩৭ ।। প্রিয়ে, আমি গহন অরণ্যে চলে যাচ্ছি। সুন্দরী, তুমি এখানেই থাকো। কারো যাতে অনিষ্ট না হয়, এমন কাজই করবে। এই হলো আমার কথা *(ব্যলীক—অনিষ্ট)*।। ৩৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ষড়বিংশ (২৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামচন্দ্রস্য বনবাসসঙ্গিনী ভবিতুং সীতাদেব্যা প্রার্থনম্।

এবমুক্তা তু বৈদেহী প্রিয়ার্হা প্রিয়বাদিনী। প্রণয়াদেব সংক্রুদ্ধা ভর্তারমিদমব্রবীৎ।। ১
কিমিদং ভাষসে রাম বাক্যং লঘুতয়া ধ্রুবম্। ত্বয়া যদপহাস্যং মে শ্রুত্বা নরবরোত্তম।। ২
বীরাণাং রাজপুত্রাণাং শস্ত্রাস্ত্রবিদুষাং নৃপ। অনর্হমযশস্যঞ্চ ন শ্রোতব্যং ত্বয়েরিতম্।। ৩
আর্যপুত্র পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্রস্তথা স্নুষা। স্বানি পুণ্যানি ভুঞ্জানাঃ স্বং স্বং ভাগ্যমুপাসতে।। ৪

সপ্তবিংশ (২৭) সর্গ

শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে সঙ্গিনী হবার জন্য সীতার প্রার্থনা।

বিদেহরাজপুত্রী সীতা প্রিয়বাক্য শ্রবণের যোগ্যা। নিজেও প্রিয়ভাষিণী। কিন্তু রামের এই কথা শোনার পর প্রণয়ের ফলেই অত্যন্ত রেগে রামকে বললেন—।। ১ ।। রাজন্, আপনি এমন লঘুভাবে গুরুতর কথাকে কিভাবে বলছেন? হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছে।। ২ ।। রাজন্, এমন কথা আপনি বললেন যা, শস্ত্র এবং অস্ত্রে নিপুণ বীর রাজপুত্রদের পক্ষে অযোগ্য। এবং অখ্যাতিকর। এটা শোনারও অযোগ্য।। ৩ ।। আর্যপুত্র; বাবা, মা, ভাই, ছেলে, বৌ—সবাই নিজ নিজ ভাগ্যানুসারে নিজেদের অর্জিত পুণ্যই ভোগ করে থাকে *(প্রাচীন ভারতে স্বামীকে নাম ধরে ডাকা ছিলো অসৌজন্য। তাই "আর্যপুত্র" বলে তাঁকে সম্বোধন করা হতো)*।। ৪ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, নারী একাই স্বামীর ভাগ্য লাভ করে থাকে। আপনার বনবাসের

ভর্তুর্ভাগ্যন্তু নার্যেকা প্রাপ্নোতি পুরুষর্ষভ। অতশ্চৈবাহমাদিষ্টা বনে বস্তব্যমিত্যপি।। ৫
ন পিতা নাত্মজো বাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ। ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা।। ৬
যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব। অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকন্টকান্।। ৭
ঈর্ষ্যাং রোষং বহিষ্কৃত্য ভুক্তশেষমিবোদকম্। নয় মাং বীর বিস্রব্ধঃ পাপং ময়ি ন বিদ্যতে।। ৮
প্রাসাদাগ্রে বিমানৈর্বা বৈহায়সগতেন বা। সর্বাবস্থাতীতা ভর্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষ্যতে।। ৯
অনুশিষ্টাস্মি মাত্রা চ পিত্রা চ বিবিধাশ্রয়ম্। নাস্মি সংপ্রতিবক্তব্যা বর্তিতব্যং যথা ময়া।। ১০
অহং দুর্গং গমিষ্যামি বনং পুরুষবর্জিতম। নানা মৃগগণাকীর্ণং শার্দূলগণসেবিতম্।। ১১
সুখং বনে নিবৎস্যামি যথৈব ভবনে পিতুঃ। অচিন্তয়ন্তী ত্রীংল্লোকাংশ্চিন্তয়ন্তী পতিব্রতম্।। ১২
শুশ্রূষমাণা তে নিত্যং নিয়তা ব্রহ্মচারিণী। সহ রংস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মধুগন্ধিষু।। ১৩
ত্বং হি কর্তুং বনে শক্তো রাম সংপরিপালনম্। অন্যস্যাপি জনস্যেহ কিং পুনর্মম মানদ।। ১৪
সাহং ত্বয়া গমিষ্যামি বনমদ্য ন সংশয়ঃ। নাহং শক্যা মহাভাগ নিবর্তয়িতুমুদ্যতা।। ১৫
ফল-মূলাশনা নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ। ন তে দুঃখং করিষ্যামি নিবসন্তী ত্বয়া সহ।। ১৬
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি ভোক্ষ্যে ভুক্তবতি ত্বয়ি। ইচ্ছামি সরিতঃ শৈলান্ পল্বলানি সরাংসি চ।। ১৭
দ্রষ্টুং সর্বত্র নির্ভীতা ত্বয়া নাথেন ধীমতা। হংস-কারণ্ডবাকীর্ণাঃ পদ্মিনীঃ সাধুপুষ্পিতাঃ।। ১৮
ইচ্ছেয়ং সুখিনী দ্রষ্টুং ত্বয়া বীরেণ সঙ্গতা। অভিষেকং করিষ্যামি তাসু নিত্যমনুব্রতা।। ১৯

আদেশে আমিও আদিষ্ট হয়েছি। তাই আমাকেও বনে বাস করতে হবে।। ৫ ।। পিতা, পুত্র, মাতা, সখী এমনকি আত্মাও নারীর সদ্‌গতিবিধান করতে পারে না। ইহলোকে এবং পরলোকে পতিই নারীদের একমাত্র গতি।।৬ ।। হে রঘুবংশধর, আজই যদি আপনি দুর্গম বনে যেতে চান, তাহলে পথের কুশ এবং কাঁটা মাড়িয়ে আমিই আপনার আগে আগে চলবো।।৭ ।। খাওয়া হয়ে গেলে পথিক যেমন জল সঙ্গে নিয়ে যায়, তেমনি ঈর্ষা এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করে, হে বীর, আমার বিশ্বস্তজন, আপনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন। আমার মধ্যে কোনো পাপ নেই।। ৮ ।। প্রাসাদের শীর্ষে অবস্থান, কিংবা আকাশপথে বিমানে ভ্রমণ অপেক্ষা সকল অবস্থাতেই পতির পদচ্ছায়াই নারীর পক্ষে প্রশস্ত।। ৯ ।। বিবিধ অবস্থায় কিভাবে থাকতে হবে তার যথেষ্ট উপদেশ আমার মা-বাবা আমায় দিয়েছেন। এখন আমায় কিভাবে চলতে হবে, তা আর আমাকে বলতে হবে না।।১০ ।। পুরুষবর্জিত, নানা পশুতে পরিপূর্ণ, ব্যাঘ্রসঙ্কুল দুর্গম বনে আমি যাবো।। ১১ ।। বাবার বাড়ীতে যেমন মেয়েরা সুখে থাকে, তেমনি ত্রিভুবনের সব ঐশ্বর্যের চিন্তা ছেড়ে দিয়ে কেবল পাতিব্রত্যের কথা চিন্তা করেই আমি বনে সুখেই থাকবো।। ১২ ।। আমি নিত্য তোমার শুশ্রূষা করবো। সংযত হয়ে ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করবো। হে বীর, মধুগন্ধিবনে আপনার সঙ্গে আনন্দে আমি ঘুরে বেড়াবো।। ১৩ ।। হে আনন্দদায়ক পতি, বনে অন্যসব লোকের পরিপালনে সমর্থ। আপনি সকলকে মান দান করেন। সেই আপনি যে আমাকেও পালন করতে পারবেন, এতে আমি নিশ্চিত *(রাম সম্বোধনের এখানে অর্থ হবে—রময়তি ইতি রাম অর্থাৎ আনন্দদায়ক। সতী পত্নী স্বামীর নাম ধরে সম্বোধন করে না। "আর্যপুত্র" বলেই করে। এখানে তাই "রাম" শব্দ নামবাচক শব্দ নয়, আনন্দদায়ক অর্থে ব্যবহৃত)*।। ১৪ ।। আপনার সঙ্গে আজ আমি বনে যাবো। এতে কোনো সংশয় নেই। মহাভাগ, বনগমনে উদ্যতা আমায় আপনি ফেরাতে পারবেন না।। ১৫ ।। নিত্য ফলমূলই আমি আহার করবো। এতে কোনো সন্দেহই নেই। সঙ্গে থেকে আপনাকে আমি কোনো কষ্ট দেবো না।। ১৬ ।। আপনার আগে আগে আমি চলবো। আপনি খেলেই তবে আমি খাবো। নদী, পাহাড়, পুকুর, সরোবর সব আমি দেখতে চাইবো।। ১৭ ।। প্রজ্ঞাবান আপনি। আপনি আমার রক্ষকরূপে থাকলে সর্বত্র আমি নির্ভয়ে যেতে পারবো। যে সব জলাশয়ে রাজহাঁস আর পাতিহাঁস খেলা করছে, সুন্দর পদ্মফুল সব ফুটেছে, বীর আপনার অনুগামিনী হয়ে নিত্য তাতে স্নান করবো।। ১৮-১৯ ।। হে বিশাল-নয়ন, আপনার সঙ্গে পরমানন্দে

সহ ত্বয়া বিশালাক্ষ রংস্যে পরমনন্দিনী। এবং বর্ষসহস্রাণি শতং বাপি ত্বয়া সহ।। ২০
ব্যতিক্রমং ন বেৎস্যামি স্বর্গোঽপি হি ন মে মতঃ। স্বর্গেঽপি চ বিনা বাসো ভবিতা যদি রাঘব।
ত্বয়া বিনা নরব্যাঘ্র নাহং তদপি রোচয়ে।। ২১
অহং গমিষ্যামি বনং সুদুর্গমং মৃগাযুতং বানর-বারণৈশ্চ।
বনে নিবৎস্যামি যথা পিতুর্গৃহে তবৈব পাদাবুপগৃহ্য সম্মতা।। ২২
অনন্যভাবামনুরক্তচেতসং ত্বয়া বিযুক্তাং মরণায় নিশ্চিতাম্।
নয়স্ব মাং সাধু কুরুষ্ব যাচনাং নাতো ময়া তে গুরুতা ভবিষ্যতি।। ২৩
তথা ব্রুবাণামপি ধর্মবৎসলাং ন চ স্ম সীতাং নৃবরো নিনীযতি।
উবাচ চৈনাং বহু সন্নিবর্তনে বনে নিবাসস্য চ দুঃখিতাং প্রতি।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

শত বৎসর কেন, হাজার বৎসর আমি বিহার করবো।। ২০ ।। হে রাঘব, আপনাকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও বাস করতে চাই না। হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনাকে ছেড়ে স্বর্গও আমার ভালো লাগবে না।। ২১ ।। বানর, হস্তী এবং হরিণ যেখানে ঘুরে বেড়ায়, সেই অত্যন্ত দুর্গম বনে আমি আপনার সঙ্গে যাবো। বাবার বাড়ীতে যেমন লোকে নিশ্চিন্তে থাকে সেইভাবে আপনার অনুমতি নিয়ে আপনার চরণযুগল সেবা করে আমিও বনে নিশ্চিন্তে বসবাস করবো।। ২২ ।। আমার অন্য কোনো ভাব নেই। আমার চিত্ত আপনাতেই অনুরক্ত। আপনি কাছে না থাকলে আমার মৃত্যুই নিশ্চিত। আমাকে নিয়ে চলুন। আমার প্রার্থনাকে সার্থক করুন। আমি আপনার ভার হবো না।। ২৩ ।। ধর্মপরায়ণা সীতা এইরকম বললেও নরোত্তম রাম তাঁকে নিতে চাইলেন না। তাঁকে নিবৃত্ত করার জন্য বনবাসে অনেক কষ্ট আছে বলে তিনি বহুভাবে বলতে লাগলেন।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের সপ্তবিংশ (২৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামেণ বনবাসস্য সম্ভাবিতক্লেশসমূহানাং বর্ণনম্, বনগমনে স্বামিসঙ্গাভিলাষি-সীতাদেবীং নিবর্তিতুং রামচন্দ্রস্য প্রয়াসশ্চ।

স এবং ব্রুবতীং সীতাং ধর্মজ্ঞাং ধর্মবৎসলঃ। ন নেতুং কুরুতে বুদ্ধিং বনে দুঃখানি চিন্তয়ন্।। ১
সান্ত্বয়িত্বা ততস্তাং তু বাষ্পদূষিতলোচনাম্। নিবর্তনার্থে ধর্মাত্মা বাক্যমেতদুবাচ হ।। ২
সীতে মহাকুলীনাসি ধর্মে নিরতা সদা। ইহাচরস্ব ধর্মং ত্বং যথা মে মনসঃ সুখম্।। ৩
সীতে যথা ত্বাং বক্ষ্যামি তথা কার্যং তয়াঽবলে। বনে দোষা হি বহবো বসতস্তান্নিবোধ মে।। ৪

অষ্টাবিংশ (২৮) সর্গ

বনবাসের সম্ভাবিত কষ্টের কথা রামচন্দ্র কর্তৃক বর্ণনা। বনগমনে স্বামীর সঙ্গে যেতে অভিলাষী সীতাকে নিবৃত্ত করার জন্য রামের চেষ্টা।

ধর্মপ্রাণ সীতা এইরকম বললেও ধর্মপ্রাণ রাম বনবাসের দুঃখের কথা চিন্তা করে তাঁকে সঙ্গে নেবার মন করলেন না।। ১ ।। তাতে সীতার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেলো। তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ধর্মপ্রাণ রাম নিবৃত্ত করার জন্য বললেন—।।২ ।। সীতে, মহদ্বংশে জন্মেছো। সর্বদাই তুমি ধর্মকর্মে নিরত থাকো। তুমি এখানে থেকেই ধর্ম আচরণ কোরো। তাতেই আমার মনে সুখ হবে ।।৩ ।। সীতে, তুমি অবলা নারী। আমি যে রকম বলবো, সেইরকমই তোমার করা উচিত। বনে বাস করতে গেলে অনেক দোষ ঘটে থাকে। সেগুলি আমি তোমায় বলছি।। ৪ ।। বনে বাস করার এই বুদ্ধি, সীতে, তুমি পরিত্যাগ করো। সজ্জনেরা বলেন, বনের দোষ

সীতে বিমুচ্যতামেষা বনবাসকৃতা মতিঃ। বহুদোষং হি কান্তারং বনমিত্যভিধীয়তে।। ৫
হিতবুদ্ধ্যা খলু বচো ময়েতদভিধীয়তে। সদা সুখং ন জানামি দুঃখমেব সদা বনম্।। ৬
গিরিনির্ঝরসম্ভূতা গিরিনির্দরিবাসিনাম্। সিংহানাং নিনদা দুঃখাঃ শ্রোতুং দুঃখমতো বনম্।। ৭
ক্রীডমানাশ্চ বিস্রব্ধা মত্তাঃ শূন্যে তথা মৃগাঃ। দৃষ্ট্বা সমভিবর্তন্তে সীতে দুঃখমতো বনম্।। ৮
সগ্রাহাঃ সরিতশ্চৈব পঙ্কবত্যঃ সুদুস্তরাঃ। মত্তৈরপি গজৈর্নিত্যমতো দুঃখতরং বনম্।। ৯
লতা-কণ্টকসংকীর্ণাঃ কৃকবাকূপনাদিতাঃ। নিরপাশ্চ সুদুঃখাশ্চ মার্গা দুঃখমতো বনম্।। ১০
সুপ্যতে পর্ণশয্যাসু স্বয়ং ভগ্নাসু ভূতলে। রাত্রিষু শ্রমখিন্নেন তস্মাদ্দুঃখতরং বনম্।। ১১
অহোরাত্রঞ্চ সন্তোষঃ কর্তব্যো নিয়তাত্মনা। ফলৈর্বৃক্ষাবপতিতৈঃ সীতে দুঃখমতো বনম্।। ১২
উপবাসশ্চ কর্তব্যো যথা প্রাণেন মৈথিলি। জটাভারশ্চ কর্তব্যো বল্কলাম্বরধারণম্।। ১৩
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ কর্তব্যং বিধিপূর্বকম্। প্রাপ্তানামতিথীনাঞ্চ নিত্যশঃ প্রতিপূজনম্।। ১৪
কার্যস্ত্রিরভিষেকশ্চ কালে কালে চ নিত্যশঃ। চরতাং নিয়মেনৈব তস্মাদ্দুঃখতরং বনম্।। ১৫
উপহারশ্চ কর্তব্যঃ কুসুমৈঃ স্বয়মাহৃতৈঃ। আর্ষেণ বিধিনা বেদ্যাং সীতে দুঃখমতো বনম্।। ১৬
যথা লব্ধেন কর্তব্যঃ সন্তোষস্তেন মৈথিলি। যথাহারৈর্বনচরৈঃ সীতে দুঃখমতো বনম্।। ১৭
অতীব বাতস্তিমিরং বুভুক্ষা চাস্তি নিত্যশঃ। ভয়ানি চ মহান্ত্যত্র অতো দুঃখতরং বনম্।। ১৮
সরীসৃপাশ্চ বহবো বহুরূপাশ্চ ভামিনি। চরন্তি পথি তে দর্পাত্ততো দুঃখতরং বনম্।। ১৯
নদীনিলয়নাঃ সর্পা নদীকুটিলগামিনঃ। তিষ্ঠন্ত্যাবৃত্য পন্থানমতো দুঃখতরং বনম্।। ২০
পতঙ্গা বৃশ্চিকাঃ কীটা দংশাশ্চ মশকৈঃ সহ। বাধন্তে নিত্যমবলে সর্বং দুঃখমতো বনম্।। ২১

বহু।। ৫ ।। তোমার প্রতি কল্যাণ বুদ্ধিতেই আমি একথা বলছি। আমি জানি বনে সর্বদাই দুঃখ। সুখ সেখানে মোটেই নেই ।।৬ ।। পার্বত্য নির্ঝরের শব্দ থেকেও অধিক শব্দ হলো পর্বতের গুহাবাসী সিংহকুলের। সেই গর্জন শুনলে দুঃখ হয়। তাই বন হলো দুঃখপূর্ণ।। ৭ ।। মত্ত পশুগুলি নিঃশঙ্কচিত্তে জনশূন্য বনে ঘুরে বেড়ায়। তাতে বন দুঃখপূর্ণ ।। ৮ ।। সেখানকার নদীগুলি কুমীরে পূর্ণ। তাতে রয়েছে পাঁক। সেগুলি আবার সহজে মত্ত হস্তীরা অতিক্রম করতে পারে না। তাই বলছি বনেই বেশী দুঃখ।। ৯ ।। পথঘাটও সেখানে অত্যন্ত দুঃখপূর্ণ। লতা ও কাঁটায় ভরা পথ। বুনো মুরগীগুলি ডেকেই চলেছে। জল নেই। অত্যন্ত কষ্টদায়ক হলো পথগুলি (*কৃকবাকূপ — মুরগী, ময়ূর*)।। ১০ ।। শ্রান্ত হয়ে রাতে ফিরে শুতে হবে যে শয্যায়, সেটি হলো আপনা থেকে খসে-পড়া পাতায় তৈরী। এইজন্য বন বেশ দুঃখময় ।। ১১ ।। সংযত থেকে গাছ হতে খসে পড়া ফল খেয়ে দিবারাত্র সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এইজন্যই সীতে, বন দুঃখপূর্ণ।। ১২ ।। ওহে মিথিলারাজপুত্রি, সেখানে উপোস করতে হবে বহুবার। শুধু প্রাণটাই কোনোরকমে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মাথায় জটাভার তুলে নিতে হবে, তা ধারণ করতে হবে। ধারণ করতে হবে গাছের বাকলের তৈরী বসন।। ১৩ ।। দেবগণের, পিতৃগণের এবং সমাগত অতিথিগণের নিত্য পূজা করতে হবে শাস্ত্রবিধি মেনে।। ১৪ ।। প্রতিদিন তিনবার স্নান করতে হবে। অনেক নিয়ম মেনে সেখানে চলতে হবে। তাই, বলছি বনে কষ্ট খুবই বেশী।। ১৫ ।। নিজেকে ফুল তুলে ঋষিদের নিয়মে বেদিতে পূজা করতে হবে। তাই বলি বনে অনেক দুঃখ।। ১৬ ।। তুমি তো মিথিলার রাজকন্যা। বনে ঘুরতে গিয়ে যা জুটবে তা দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তাই বলি, সীতে, বনে অনেক কষ্ট।। ১৭ ।। সেখানে খুব ঝড় ওঠে। অন্ধকারও খুব। নিত্য ক্ষুধা হয় অত্যধিক। আরো সব ভীষণ ভয়ের কারণ রয়েছে। তাই, বলি, বনের দুঃখ বেশীই।। ১৮ ।। সীতে, সাপ সেখানে কিলবিল করছে। তাদের নানারকম রূপ। গর্বের সঙ্গে তারা পথে চলে। তাই, বনে দুঃখ বেশী।। ১৯ ।। সেখানে নদীতেও বাস করে অনেক সাপ। তারা নদীর মতোই এঁকে বেঁকে চলে। পথ আটকে তারা অবস্থান করে। এইজনাও বন দুঃখদায়ক।। ২০ ।। সীতে, তুমি তো দুর্বলা। পতঙ্গ, বিছে, নানাধরনের কীট, বোলতা, মশা— এরা সব সর্বদাই বনে কষ্ট দেয়। তাই বন দুঃখকর।। ২১ ।। গাছগুলি কাঁটায় ভরা। ধারালো কুশ আর কাশ

দ্রুমাঃ কণ্টকিনশ্চৈব কুশাঃ কাশাশ্চ ভামিনি। বনে ব্যাকুলশাখাগ্রাস্তেন দুঃখমতো বনম্।। ২২
কায়ক্লেশাশ্চ বহবো ভয়ানি বিবিধানি চ। অরণ্যবাসে বসতো দুঃখমেব সদা বনম্।। ২৩
ক্রোধ-লোভৌ বিমোক্তব্যৌ কর্তব্যা তপসে মতিঃ। ন ভেতব্যঞ্চ ভেতব্যে দুঃখং নিত্যমতো বনম্।। ২৪
তদলং তে বনং গত্বা ক্ষেমং নহি বনং তব। বিমৃশন্নিব পশ্যামি বহুদোষকরং বনম্।। ২৫
বনং তু নেতুং ন কৃতা মতির্যদা বভূব রামেণ তদা মহাত্মনা।
ন তস্য সীতাবচনং চকার তং ততোঽব্রবীদ্ রামমিদং সুদুঃখিতা।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

সেখানে প্রচুর। এরা সব শাখা আন্দোলিত করে অসুবিধার সৃষ্টি করে। এইজন্যও বন দুঃখপূর্ণ।। ২২ ।। শরীরে ওখানে কষ্ট করতে হয়। বহুরকমের ভয় আসে। এইজন্য অরণ্যে বাস করা দুঃখদায়ক।। ২৩ ।। ঐখানে ক্রোধ এবং লোভ ত্যাগ করতে হয়। তপস্যায় মন দিতে হয়। ভয়ের কারণেও ভয় করলে চলে না। বন তাই নিতাই দুঃখদায়ক।। ২৪ ।। তাই বলি, তোমার বনে যাবার প্রয়োজন নেই। তাতে মঙ্গল হবে না। বিশেষভাবে চিন্তা করেই আমি বলছি, বন বহু দোষের আকর।। ২৫ ।। মহাপ্রাণ রাম সীতাকে বনে নিয়ে যেতে অসম্মত হলে সীতা তাঁর কথা মেনে নিলেন না। অত্যন্ত দুঃখিতা হয়ে তখন তিনি রামকে বললেন—।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টাবিংশ (২৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

সীতয়া স্ত্রীয়ঃ স্বাধিকার-প্রশ্নস্যোত্থাপনম্, পত্যুর্বনগমনে স্ত্রিয়াস্তদনুসরণস্যৌচিত্যপ্রদর্শনম্।

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সীতা রামস্য দুঃখিতা। প্রসক্তাশ্রুমুখী মন্দমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১
যে ত্বয়া কীর্তিতা দোষা বনে বস্তব্যতাং প্রতি। গুণানিত্যেব তান্ বিদ্ধি তব স্নেহপুরস্কৃতা।। ২
মৃগাঃ সিংহা গজাশ্চৈব শার্দূলাঃ শরভাস্তথা। চমরাঃ সৃমরাশ্চৈব যে চান্যে বনচারিণঃ।। ৩
অদৃষ্ট-পূর্বরূপত্বাৎ সর্বে তে তব রাঘব। রূপং দৃষ্ট্বাঽপসর্পেয়ুস্তব সর্বে হি বিভ্যতি।। ৪
ত্বয়া চ সহ গন্তব্যং ময়া গুরুজনাজ্ঞয়া। ত্বদ্‌বিয়োগেন মে রাম ত্যক্তব্যমিহ জীবিতম্।। ৫
নহি মাং ত্বৎসমীপস্থামপি শক্রোঽপি রাঘব। সুরাণামীশ্বরঃ শক্তঃ প্রধর্ষয়িতুমোজসা।। ৬
পতিহীনা তু যা নারী সা ন শক্ষ্যতি জীবিতুম। কামমেবংবিধং রাম ত্বয়া মম নিদর্শিতম্।। ৭
অথাপি চ মহাপ্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণানাং ময়া শ্রুতম্। পুরা পিতৃগৃহে সত্যং বস্তব্যং কিল মে বনে।। ৮

ঊনত্রিংশ (২৯) সর্গ

স্ত্রীর স্বাধিকার নিয়ে সীতার প্রশ্ন। পতির বনগমনে পত্নীর ও অনুসরণের ঔচিত্যপ্রদর্শন।

রামের এইসব কথা শুনে সীতা দুঃখিতা হলেন। চোখের জলের ধারায় তাঁর মুখ ভেসে গেলো। মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন—।। ১ ।। বনে বাস করার যে সব দোষের কথা আপনি বলেছেন, সেগুলিকে আমার ক্ষেত্রে গুণ বলে ধরে নিন। আমি যে আপনার স্নেহে কৃতকৃতার্থা।। ২ ।। হরিণ, সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, শরভ, চমর এবং গবয়, এবং আরো সব অন্য বনচারী জীবজন্তু আপনার অদৃষ্ট-পূর্ব রূপ দেখে পালাবে। সবাই তারা আপনাকে ভয় করে *(শরভ—আটপায়ের হরিণবিশেষ)*।। ৩-৪ ।। আমি গুরুজনের অনুমতি নিয়ে আপনার সঙ্গে যাবো। আপনার বিচ্ছেদে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করবো।। ৫ ।। হে রঘুবংশধর, আমি আপনার কাছে থাকলে দেবরাজ ইন্দ্রও বীর্যবত্তার দ্বারা আমাকে আক্রমণ করতে সমর্থ হবেন না।। ৬ ।। পতি থেকে বিচ্ছিন্না নারী নিশ্চয়ই বেঁচে থাকতে পারে না—আর্যপুত্র, আপনিই তো আমাকে এইরকম উপদেশ দিয়েছেন *(কামম্—নিশ্চয়ই)*।। ৭ ।। হে মহাজ্ঞানী, পূর্বে পিতৃগৃহে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের কাছে আমি সতিই শুনেছিলাম যে, আমাকে বনে বাস করতে হবে।। ৮ ।। হে মহাবীর, হস্তরেখার লক্ষণ দেখে যাঁরা ভবিষ্যৎ বলতে পারেন,

লাক্ষণেভ্যো দ্বিজাতিভ্যঃ শ্রুত্বাহং বচনং গৃহে। বনবাসকৃতোৎসাহা নিত্যমেব মহাবল।। ৯
আদেশো বনবাসস্য প্রাপ্তব্যঃ স ময়া কিল। সা ত্বয়া সহ ভর্ত্রাহং যাস্যামি প্রিয় নান্যথা।। ১০
কৃতাদেশা ভবিষ্যামি গমিষ্যামি ত্বয়া সহ। কালশ্চায়ং সমুৎপন্নঃ সত্যবাগ্ ভবতু দ্বিজঃ।। ১১
বনবাসে হি জানামি দুঃখানি বহুধা কিল। প্রাপ্যন্তে নিয়তং বীর পুরুষৈরকৃতাত্মভিঃ।। ১২
কন্যয়া চ পিতুর্গেহে বনবাসঃ শ্রুতো ময়া। ভিক্ষুণ্যাঃ শমবৃত্তায়া মম মাতুরিহাগ্রতঃ।। ১৩
প্রসাদিতশ্চ বৈ পূর্বং ময়া বহুতিথং প্রভো। গমনং বনবাসস্য কাঙ্ক্ষিতং হি সহ ত্বয়া।। ১৪
কৃতক্ষণাহং ভদ্রং তে গমনং প্রতি রাঘব। বনবাসস্য শূরস্য চর্যা হি মম রোচতে।। ১৫
শুদ্ধাত্মন্ প্রেমভাবাদ্ধি ভবিষ্যামি বিকল্মষা। ভর্তারমনুগচ্ছন্তী ভর্তা হি মমদৈবতম্।। ১৬
প্রেত্যভাবে হি কল্যাণঃ সঙ্গমো মে সদা ত্বয়া। শ্রুতির্হি শ্রূয়তে পুণ্যা ব্রাহ্মণানাং যশস্বিনাম্।। ১৭
ইহ লোকে চ পিতৃভির্যা স্ত্রী যস্য মহাবল। অদ্ভির্দত্তা স্বধর্মেণ প্রেত্যভাবেঽপি তস্য সা।। ১৮
এবমস্মাৎ স্বকাং নারীং সুবৃত্তাং হি পতিব্রতাম্। নাভিরোচয়সে নেতুং ত্বং মাং কেনেহ হেতুনা।। ১৯
ভক্তাং পতিব্রতাং দীনাং মাং সমাং সুখ-দুঃখয়োঃ। নেতুমর্হসি কাকুৎস্থ সমানসুখ-দুঃখিনীম্।। ২০
যদি মাং দুঃখিতামেবং বনং নেতুং ন চেচ্ছসি। বিষমগ্নিং জলং বাহমাস্থাস্যে মৃত্যুকারণাৎ।। ২১
এবং বহুবিধং তং সা যাচতে গমনং প্রতি। নানুমেনে মহাবাহুস্তাং নেতুং বিজনং বনম্।। ২২
এবমুক্তা তু সা চিন্তাং মৈথিলী সমুপাগতা। স্নাপয়ন্তীব গামুষ্ণৈরশ্রুভির্নয়নচ্যুতৈঃ।। ২৩
চিন্তয়ন্তীং তদা তাং তু নিবর্তয়িতুমাত্মবান্। ক্রোধাবিষ্টাস্তু বৈদেহীং কাকুৎস্থো বহু সান্ত্বয়ন্।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ।

সেই জ্যোতিষী ব্রাহ্মণদের ভবিষ্যদ্‌বাণী ঘরে শুনেই আমি তখন থেকেই বনবাসের জন্য উৎসাহী হয়ে আছি।। ৯ ।। এখন বনবাসের আদেশ আপনার কাছ থেকে আমাকে পেতে হবে। পেলেই পতির সঙ্গে আমি যাত্রা করবো। প্রিয়, এর ব্যতিক্রম হবে না।। ১০ ।। আপনার আদেশ হলেই সঙ্গে আমি যাবো। এখন সেইসময় হয়েছে। ব্রাহ্মণের বাক্য সত্য হোক।। ১১ ।। বনে বাস করতে গেলে অনেক দুঃখ হয়, তা আমি জানি। হে বীর, যারা ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারেনি, তারাই সর্বদা ঐ দুঃখ পেয়ে থাকে (*অকৃতাত্ম— অজিতেন্দ্রিয়*)।। ১২ ।। বিয়ের আগে কন্যাবস্থায় যখন আমি পিতৃগৃহে ছিলাম, তখন মায়ের কাছে শুনেছিলাম এক শান্তচরিত্রা তপস্বিনী মহিলার বনবাসের কথা।। ১৩ ।। প্রভো, আমি বহুদিন আপনাকে সেবা করে প্রসন্ন করেছি। এখন, তাই, আপনার সঙ্গে আমি বনগমন প্রার্থনা করছি।। ১৪ ।। হে রাঘব, বনে যাবার জন্য অতি আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছি। আপনার মঙ্গল হোক। বনবাসী বীর আপনার পরিচর্যাই আমি পছন্দ করি।।১৫।। আপনার আত্মা শুদ্ধ। প্রেমের সঙ্গে আমি যদি পতির সঙ্গে যাই, তাহলে আমার পাপ চলে যাবে। স্বামীই যে আমার দেবতা!।। ১৬ ।। এই সংসার থেকে চলে গিয়ে মৃত্যুর পরও আপনার সঙ্গে হবে আমার মঙ্গল মিলন। যশস্বী ব্রাহ্মণদের মুখে আমি বেদবাক্যে শুনেছি যে—।। ১৭ ।। হে মহাবীর, ইহলোকে পিতৃগণ জলের দ্বারা সঙ্কল্প করে যার কাছে যাকে স্ত্রীরূপে সম্প্রদান করেছেন, মৃত্যুর পর জন্মান্তরেও সে তারই থাকে (*প্রেত্য = প্র + ইত্য। প্র-ইন্ + ল্যপ্। যাওয়া অর্থে ইন্ ধাতু*)।। ১৮ ।। এইভাবেই আমি আপনার স্বকীয়া পত্নী। সচ্চরিত্রা এবং পতিব্রতা। কি কারণে আমাকে আপনি সঙ্গে নেওয়া পছন্দ করছেন না?।। ১৯।। কাকুৎস্থ, আমি আপনার ভক্ত। পতিব্রতা এবং আর্তা। আপনার সুখ-দুঃখে আমি সমভাবেই ভাবিতা। সমান সুখ-দুঃখভাগিনী আমায় আপনাকে সঙ্গে নিতেই হবে।। ২০ ।। এইরকম দুঃখিতা দেখেও আমাকে যদি আপনি বনে নিতে না চান, তাহলে আমি বিষ খেয়ে, বা জলে ডুবে মৃত্যুকে বরণ করে নেবো।। ২১ ।। এইরকম বহুভাবে তিনি বনে যাবার জন্য অনুনয় করলেন। কিন্তু মহাবীর রাম নির্জন বনে তাঁকে নিতে রাজী হলেন না। রাম এইকথা বলায় মিথিলা-রাজদুহিতা সীতা চিন্তা করতে লাগলেন। চোখের উষ্ণ জলে তিনি মাটি ভিজিয়ে দিলেন (*দুঃখের অশ্রু হয় উষ্ণ। সুখের অশ্রু শীতল*)।। ২৩ ।। চিন্তা করতে করতে সীতা রেগে গেলেন। স্থিতপ্রজ্ঞ রাম ক্রোধাবিষ্টা সীতাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে ফেরাতে চেষ্টা করলেন।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ঊনত্রিংশ (২৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

সীতয়া সহ বনগমনে রামস্য সম্মতিঃ।

সান্ত্ব্যমানা তু রামেণ মৈথিলী জনকাত্মজা। বনবাসনিমিত্তার্থং ভর্তারমিদমব্রবীৎ।। ১
সা তমুত্তমসংবিগ্না সীতা বিপুলবক্ষসম্। প্রণয়াচ্চাভিমানাচ্চ পরিচিক্ষেপ রাঘবম্।। ২
কিং ত্বামন্যত বৈদেহঃ পিতা মে মিথিলাধিপঃ। রাম জামাতরং প্রাপ্য স্ত্রিয়ং পুরুষবিগ্রহম্।। ৩
অনৃতং বত লোকোঽয়মজ্ঞানাদ্ যদি বক্ষ্যতি। তেজো নাস্তি পরং রামে তপতীব দিবাকরে।। ৪
কিং হি কৃত্বা বিষণ্ণস্ত্বং কুতো বা ভয়মস্তি তে। যৎ পরিত্যক্তু কামস্ত্বং মামনন্যপরায়ণাম্।। ৫
দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনুব্রতাম্। সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি ত্বমাত্মবশবর্তিনীম্।। ৬
ন ত্বহং মনসা ত্বন্যং দ্রষ্টাস্মি ত্বদৃতেঽনঘ। ত্বয়া রাঘব গচ্ছেয়ং যথান্যা কুলপাংসনী।। ৭
স্বয়ং তু ভার্যাং কৌমারীং চিরমধ্যুষিতাং সতীম্। শৈলূষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি।। ৮
যস্য পথ্যঞ্চ রামাত্থ যস্য চার্থেঽবরুধ্যসে। ত্বং তস্য ভব বশ্যশ্চ বিধেয়শ্চ সদানঘ।। ৯
স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থাতুমর্হসি। তপো বা যদি বাঽরণ্যং স্বর্গো বা স্যাত্ত্বয়া সহ।। ১০
ন চ মে ভবিতা তত্র কশ্চিৎ পথি পরিশ্রমঃ। পৃষ্ঠতস্তব গচ্ছন্ত্যা বিহারশয়নেষ্বিব।। ১১
কুশ-কাশ-শরেষীকা যে চ কণ্টকিনো দ্রুমাঃ। তূলাজিনসমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া।। ১২

ত্রিংশ (৩০) সর্গ

রামের সঙ্গে সীতার বনগমনে রামের সম্মতিদান।

রাম সান্ত্বনা দিতে থাকলেও জনক রাজকন্যা মৈথিলী সীতা বনবাসের অনুমতিলাভের জন্য পতিকে বললেন—।। ১ ।। অত্যন্ত উদ্‌বিগ্না সীতা প্রেমে ও অভিমানে বিশালবক্ষা রামকে অত্যন্ত ধিক্কার দিয়ে বললেন—*(পরিচিক্ষেপ—পরি-ক্ষিপ্-লিট্-অ। ক্ষিপ্—ধিক্কার দেওয়া, নিন্দা করা)*।। ২ ।। পুরুষের দেহধারণ করে থাকলেও আপনি স্ত্রীলোকমাত্র। আপনাকে মিথিলাপতি, বিদেহরাজ, আমার বাবা অন্যদের থেকে পৃথগ্ ভেবে জামাতারূপে গ্রহণ করেছিলেন?।।৩ ।। আমায় নিয়ে না গেলে অজ্ঞানতাবশতঃ লোকে মিথ্যে কথাই রটাবে যে, সূর্যের মতো দীপ্ত দেখালেও বস্তুতঃ রামের মধ্যে কোনো তেজ নেই।। ৪ ।। কি চিন্তা করে আপনি এমন বিষণ্ণ? কার কাছে আপনার ভয়? একমাত্র আপনাতেই অনুরাগিণী পত্নীকে আপনি ছেড়ে যেতে চাইছেন?।। ৫ ।। যিনি দ্যুমৎসেনপুত্র বীর সত্যবানকে অনুসরণ করেছিলেন সেই সাবিত্রীর মতো আপনার বশবর্তিনী আমাকে আপনি মনে করুন।। ৬ ।। হে পুণ্যচরিত্র রাঘব, আমি অন্য কুলটা নারীর মতো আপনাকে ছাড়া আর কাউকেই দেখতে চাই না।। ৭ ।। আমি কুমারী অবস্থাতেই আপনার পত্নী হয়েছি। সতীত্বের সঙ্গে দীর্ঘকাল একসঙ্গে আছি। যারা নিজের পত্নীকে অন্যের কাছে রেখে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের মতোই কি, হে আর্যপুত্র রাম, আপনি আমাকে পরের হাতে দিতে চান? *(শৈলূষ—নট। পত্নীকে যিনি ভাড়া খাটান)*।। ৮ ।। যে ভরতকে আপনি হিতকারী মনে করেন, যার জন্য আপনার অভিষেক আজ অবরুদ্ধ হলো, হে নিষ্পাপ, আপনিই তার বশ্য হোন্। হোন্ অনুগত ভৃত্য *(পথ্য—হিতকর। বিধেয়—ভৃত্য)*।। ৯ ।। আমাকে না নিয়ে আপনি কিছুতেই বনে যেতে পারবেন না। তপস্যা, অরণ্য-বাস বা স্বর্গগমন আমার যাইই হোক না কেন, তা আপনার সঙ্গেই হবে।। ১০ ।। আপনার পেছনে পেছনে যেতে আমার কোনো পরিশ্রমই হবে না। মনে হবে যেন, আনন্দশয্যায় শুয়ে আছি।। ১১ ।। আপনার সঙ্গে পথে চললে কুশ, কাশ, শর, ঈষিকা এবং কাঁটায় ভরা গাছগুলি আমার কাছে তুলো আর মৃগচর্মের মতো সুখস্পর্শ মনে হবে।। ১২ ।। হে আনন্দকর, ঝড়ে ধূলো যদি আমায় ঢেকে ফেলে, তখন মনে করবো ঐগুলো আমার চন্দনের অনুলেপন

মহাবাতসমুদ্ভূতং যন্মামবকরিষ্যতি। রজো রমণ তন্মন্যে পরার্ধ্যমিব চন্দনম্।। ১৩
শাদ্বলেষু যদা শিশ্যে বনান্তর্বনগোচরা। কুথাস্তরণযুক্তেষু কিং স্যাৎ সুখতরং ততঃ।। ১৪
পত্রং মূলং ফলং যত্তু অল্পং বা যদি বা বহু। দাস্যসে স্বয়মাহৃত্য তন্মেঽমৃতরসোপমম্।। ১৫
ন মাতুর্ন পিতুস্তত্র স্মরিষ্যামি ন বেশ্মনঃ। আর্তবান্যুপভুঞ্জানা পুষ্পাণি চ ফলানি চ।। ১৬
ন চ তত্র ততঃ কিঞ্চিদ্দ্রষ্টুমর্হসি বিপ্রিয়ম্। মৎকৃতে ন চ তে শোকো ন ভবিষ্যামি দুর্ভরা।। ১৭
যস্ত্বয়া সহ স স্বর্গো নিরয়ো যস্ত্বয়া বিনা। ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছ রাম ময়া সহ।। ১৮
অথ মামেবমব্যগ্রাং বনং নৈব নয়িষ্যসে। বিষমদ্যৈব পাস্যামি মা বশং দ্বিষতাং গমম্।। ১৯
পশ্চাদপি হি দুঃখেন মম নৈবাস্তি জীবিতম্। উজ্ঝিতায়াস্ত্বয়া নাথ তদৈব মরণং বরম্।। ২০
ইমং হি সহিতুং শোকং মুহূর্তমপি নোৎসহে। কিং পুনর্দশবর্ষাণি ত্রীণি চৈকঞ্চ দুঃখিতা।। ২১
ইতি শোকসন্তপ্তা বিলপ্য করুণং বহু। চুক্রোশ পতিমায়স্তা ভৃশমালিঙ্গ্য সস্বরম্।। ২২
সা বিদ্ধা বহুভির্বাক্যৈর্দিগ্ধৈরিব গজাঙ্গনা। চিরসন্নিয়তং বাষ্পং মুমোচাগ্নিমিবারণিঃ।। ২৩
তস্যাঃ স্ফটিকসঙ্কাশং বারি সন্তাপসম্ভবম্। নেত্রাভ্যাং পরিসুস্রাব পঙ্কজাভ্যামিবোদকম্।। ২৪
তৎসিতামলচন্দ্রাভং মুখমায়তলোচনম্। পর্যশুষ্যত বাষ্পেণ জলোদ্ধৃতমিবাম্বুজম্।। ২৫
তাং পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং বিসংজ্ঞামিব দুঃখিতাম্। উবাচ বচনং রামঃ পরিবিশ্বাসয়ংস্তদা।। ২৬
ন দেবি তব দুঃখেন স্বর্গমপ্যভিরোচয়ে। নহি মেঽস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ স্বয়ম্ভোরিব সর্বতঃ।। ২৭
তব সর্বমভিপ্রায়মবিজ্ঞায় শুভাননে। বাসং ন রোচয়েঽরণ্যে শক্তিমানপি রক্ষণে।। ২৮

(রম্ আনন্দে—তাই রমণ—আনন্দদায়ক, প্রিয়)।। ১৩ ।। আপনার সঙ্গে বনে যেতে যেতে যখন বনের মধ্যে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ব, তখন যে সুখ হবে, সুন্দর কম্বল আর চাদরে কি তার চেয়ে বেশী সুখ হবে? *(কুথ—ভালো চিত্রিত কম্বল। শাদ্বল—শ্যামল তৃণ)*।। ১৪ ।। পত্র, ফল, মূল, যদি বেশী হয়, কমও হয়, আপনি নিজে আহরণ করে যা দেবেন, তাই আমার কাছে অমৃতের মতো মধুর মনে হবে।। ১৫ ।। সেখানে নানা ঋতুর ফুলে সেজে, ফল খেয়ে মা, বাবা এবং বাড়ীর কথাও আমি মনে করবো না।। ১৬ ।। আমি সঙ্গে থাকলে সেখানে আপনার অপ্রিয় কিছু দেখতে হবে না। আমার ভারবহনে আপনার কোনো কষ্টই হবে না।। ১৭ ।। আপনি সঙ্গে থাকলে আমার স্বর্গ, আপনাকে ছাড়া আমার নরক। হে আনন্দদায়ক, আমার এই পরম প্রেম জেনে আপনি আমাকে সঙ্গে নিয়েই চলুন।। ১৮ ।। বনে যেতে আমার কোনো উদ্বেগ নেই। আমায় যদি আপনি বনে না নিয়ে যান, তাহলে আজই আমি বিষপান করবো। শত্রুর কাছে আমি যাবো না।। ১৯ ।। প্রাণনাথ, আমাকে ত্যাগ করে আপনি চলে গেলে পরে দুঃখে আমার মৃত্যুই যখন অবধারিত, তবে আগে থেকে আমার এখনই মরা ভালো।। ২০ ।। চৌদ্দ বৎসর কি, মুহূর্তের জন্যও এই শোক আমি সইতে পারবো না।। ২১ ।। শোকসন্তপ্তা সীতা এইভাবে বহুরকমে করুণ বিলাপ করে নিজের পতি রামকে জোরে জড়িয়ে ধরে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন।। ২২ ।। বহুবিধ বাক্যের দ্বারা আহত হয়ে তিনি দীর্ঘসঞ্চিত চোখের জল বর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর অবস্থা হলো বিষাক্তবাণবিদ্ধ হস্তিনীর মতো। অরণিকাষ্ঠ মন্থন করলে যেমন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে, তেমনি শোকে গলগল করে বইছে তাঁর অশ্রুধারা *(গজাঙ্গনা—সুন্দরী হস্তিনী)* ।। ২৩ ।। জল থেকে তুলে আনার পর পদ্ম থেকে যেমন জল ঝরে পড়ে, তেমনি তাঁর দু'টি চোখ থেকে শোকে স্ফটিকের ধারার মতো স্বচ্ছ উষ্ণজলের ধারা নেমে এলো।। ২৪ ।। বিশালনয়না সীতার নির্মল চন্দ্রের মতো মুখটি অনেকক্ষণ আগে জল থেকে তোলা পদ্মের মতো শুকিয়ে গেলো।। ২৫ ।। রাম প্রায় -অচেতন, দুঃখার্তা সীতাকে বাহুদু'টি দিয়ে আলিঙ্গন করে তুলে ধরে তাঁর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বললেন—।। ২৬ ।। দেবি! তোমায় দুঃখ দিয়ে আমি স্বর্গও চাই না। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার মতোই আমার কোনো ভয়ও নেই। কারো কাছ থেকেই।। ২৭ ।। হে সুমুখি, বনে তোমাকে রক্ষা করতে আমি সমর্থ। তবুও তোমার সব অভিপ্রায় না জেনে তোমাকে আমি বনে নিয়ে যেতে চাই নি।। ২৮ ।। মিথিলারাজনন্দিনি, আমার সঙ্গে

যৎ সৃষ্টাসি ময়া সার্ধং বনবাসায় মৈথিলি। ন বিহাতুং ময়া শক্যা প্রীতিরাত্মবতা যথা।। ২৯
ধর্মস্তু গজনাসোরু সদ্ভিরাচরিতঃ পুরা। তং চাহমনুবর্তিষ্যে যথা সূর্যং সুবর্চলা।। ৩০
ন খল্বহং ন গচ্ছেয়ং বনং জনকনন্দিনি। বচনং তন্নয়তি মাং পিতুঃ সত্যোপবৃংহিতম্।। ৩১
এষ ধর্মশ্চ সুশ্রোণি পিতুর্মাতুশ্চ বশ্যতা। আজ্ঞাং চাহং ব্যতিক্রম্য নাহং জীবিতুমুৎসহে।। ৩২
অস্বাধীনং কথং দৈবং প্রকারৈরভিরাধ্যতে। স্বাধীনং সমতিক্রম্য মাতরং পিতরং গুরুম্।। ৩৩
যত্র ত্রয়ং ত্রয়ো লোকাঃ পবিত্রং তৎসমং ভুবি। নান্যদস্তি শুভাপাঙ্গে তেনেদমভিরাধ্যতে।। ৩৪
ন সত্যং দান-মানৌ বা যজ্ঞো বাপ্যাপ্তদক্ষিণাঃ। তথা বলকরাঃ সীতে যথা সেবা পিতুর্মতা।। ৩৫
স্বর্গো ধনং বা ধান্যং বা বিদ্যাঃ পুত্রাঃ সুখানি চ। গুরুবৃত্ত্যনুরোধেন ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্।। ৩৬
দেব-গন্ধর্ব-গোলোকান্ ব্রহ্মলোকাংস্তথাপরান্। প্রাপ্নুবন্তি মহাত্মানো মাতাপিতৃপরায়ণাঃ।। ৩৭
স মাং পিতা যথা শাস্তি সত্যধর্মপথে স্থিতঃ। তথা বর্তিতুমিচ্ছামি স হি ধর্মঃ সনাতনঃ।। ৩৮
মম সন্নাহমতিঃ সীতে নেতুং ত্বাং দণ্ডকাবনম্। বসিষ্যামীতি সা ত্বং মামনুযাতুং সুনিশ্চিতা।। ৩৯
সা হি দিষ্টানবদ্যাঙ্গি বনায় মদিরেক্ষণে। অনুগচ্ছস্ব মাং ভীরু সহধর্মচরী ভব।। ৪০
সর্বথা সদৃশং সীতে মম স্বস্য কুলস্য চ। ব্যবসায়মনুক্রান্তা কান্তে ত্বমতিশোভনম্।। ৪১
আরভস্ব শুভশ্রোণি বনবাসক্ষমাঃ ক্রিয়াঃ। নেদানীং ত্বদৃতে সীতে স্বর্গোঽপি মম রোচতে।। ৪২
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ রত্নানি ভিক্ষুকেভ্যশ্চ ভোজনম্। দেহি চাশংসমানেভ্যঃ সংত্বরস্ব চ মা চিরম্।। ৪৩

বনবাসের জন্যই তুমি সৃষ্ঠ হয়েছো। সর্বত্র আত্মার অস্তিত্বে জ্ঞানীব্যক্তি যেমন সর্বভূতে প্রীতিত্যাগ করতে পারে না, তেমনি আমিও তোমায় ত্যাগ করতে পারি না।। ২৯ ।। হস্তীর শুণ্ডের মতো তোমার উরুদুটি। তুমি সুন্দরী। পুরাকালে সজ্জনেরা যেমন সপত্নীক হয়ে ধর্মাচরণ করেছিলেন, আমিও তাই অনুসরণ করবো। সুবর্চলা যেমন সূর্যের অনুগমন করে, তেমনি তুমিও আমার অনুগমন করো (*সুবর্চলা—সূর্যের পত্নী*)।।৩০।। ওগো, জনকনন্দিনি, আমি বনে যাবো না এতো সম্ভব নয়! পিতার সত্যরক্ষার প্রতিজ্ঞাই আমায় বনে নিয়ে যাচ্ছে।।৩১ ।। হে সুন্দরি, পিতার এবং মাতার বাধ্য হওয়াই ধর্ম। তাঁদের আজ্ঞা-লঙ্ঘন করে আমি বাঁচতে চাই না।।৩২ ।। পিতা মাতা সাক্ষাদ্ গুরু। তাঁদের অতিক্রম করে অপ্রত্যক্ষ দৈবকে কি করে আরাধনা করা যায়?।।৩৩ ।। পিতৃ-মাতৃসেবার দ্বারা ভূলোকে ত্রিলোকের ধর্ম-অর্থ-কাম এই পবিত্র ত্রিবর্গ লাভ করা যায়। হে সুন্দর দৃষ্টিসম্পন্নে, এর চেয়ে ভালো আর কিছুতে নেই। তার জন্যই পিতামাতার এইভাবে আরাধনা করতে হয়।।৩৪ ।। সীতে, পিতামাতার সেবা করলে যেমন সুখলাভ করা যায়, সত্য, দান, মান, দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞও তা দিতে পারে না।।৩৫ ।। পিতামাতারূপ গুরুজনের অনুসরণ করলে স্বর্গ, ধন, ধান্য, বিদ্যা, পুত্র, বিবিধ সুখ—কোনোকিছুই দুর্লভ হয় না।। ৩৬ ।। মাতাপিতার সেবাপরায়ণ মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা দেবলোক, গন্ধর্বলোক, ব্রহ্মলোক এবং অন্যসব সুখকর লোকে গমন করে থাকেন।।৩৭ ।। সত্য এবং ধর্মের পথে স্থিত পিতা আমাকে যে পথে চলতে আদেশ করেন, সেই পথেই আমি চলতে চাই। এই চেষ্টাই চিরন্তন ধর্ম।।৩৮।। সীতে, "আমি বনে বাস করিব"—এই বলে তুমি আমার অনুগমনে যখন দৃঢ়-সঙ্কল্প করেছো, তখন তোমাকে দণ্ডকায় নেবার আমার অনিচ্ছা আমি ত্যাগ করলাম।।৩৯ ।। হে সুন্দরি, সুলোচনে, তোমাকে বনে যেতে আমি অনুমতি দিচ্ছি। ওগো কোমলস্বভাবে, তুমি আমায় অনুগমন করো। আমার সহধর্মচারিণী হও (*অনবদ্যাঙ্গী—সুন্দর যার অঙ্গ। মদিরেক্ষণে—মদির + ঈক্ষণে—যাঁর সুন্দর দৃষ্টি মদিরার মতো মানুষকে আকৃষ্ট করে*)।।৪০ ।। প্রিয়ে, তুমি যে আমার কার্যের অনুসরণ করতে চলেছো, তা সর্বতোভাবে আমার ও তোমার পিতৃবংশের যোগ্যই বটে। অত্যন্ত শোভন এই কার্য (*ব্যবসায়—কার্য*)।। ৪১ ।। সুন্দরি, বনবাসের যোগ্য অনুষ্ঠানগুলি তুমি এখন আরম্ভ করো। সীতে, তোমায় ছেড়ে স্বর্গও এখন আমার রোচে না।। ৪২ ।। ব্রাহ্মণবর্গকে রত্নদান করো। প্রার্থী ভিক্ষুকদের ভোজন দাও। শীগগির করো সব। দেরী কোরো না।।৪৩।।

ভূষণাদি মহার্হাণি বরবস্ত্রাণি যানি চ। রমণীয়াশ্চ যে কেচিৎ ক্রীড়ার্থাশ্চাপ্যুপস্করাঃ।। ৪৪
শয়নীয়ানি যানানি মম চান্যানি যানি চ। দেহি স্বভৃত্যবর্গস্য ব্রাহ্মণানামনন্তরম্।। ৪৫
অনুকূলং তু সা ভর্তুর্জ্ঞাত্বা গমনমাত্মনঃ। ক্ষিপ্রং প্রমুদিতা দেবী দাতুমেব প্রচক্রমে।। ৪৬
ততঃ প্রহৃষ্টা প্রতিপূর্ণমানসা যশস্বিনী ভর্তুরবেক্ষ্য ভাষিতম্।
ধনানি রত্নানি চ দাতুমঙ্গনা প্রচক্রমে ধর্মভৃতাং মনস্বিনী।। ৪৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ।

তোমার ও আমার যে সব মহার্ঘ অলঙ্কার, ভালো ভালো বস্ত্র, খেলার যে সব সুন্দর সামগ্রী, শয্যা এবং আরো যা যা আছে, সবই ব্রাহ্মণদের দিয়ে পরে আমাদের নিজ নিজ ভৃত্যদেরও দিয়ে দাও (*উপস্কর—সামগ্রী*)।। ৪৪-৪৫ ।। নিজের বনে-যাওয়া পতির মনের অনুকূল হয়েছে জেনে দেবী সীতা সত্বর সব দান করতে উদ্যত হলেন।। ৪৬ ।। তারপর, পতির সম্মতিবাক্য শুনে যশস্বিনী সীতার মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে গেলো। মনস্বিনী সুন্দরী সীতা ধার্মিকদের ধন-রত্ন সব দান করার উপক্রম করলেন।। ৪৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ত্রিংশ (৩০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

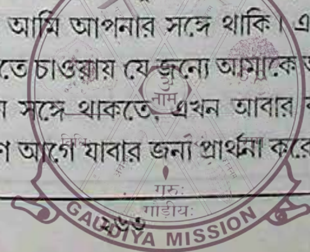
রামং প্রতি বনগমনাকাঙ্ক্ষি-লক্ষ্মণস্যোক্তিঃ, রামস্য লক্ষ্মণং প্রতি বনগমন-নিবারণার্থমুপদেশঃ, তয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী চ।

এবং শ্রুত্বা স সংবাদং লক্ষ্মণঃ পূর্বমাগতঃ। বাষ্পপর্যাকুলমুখঃ শোকং সোঢুমশক্নুবন্।। ১
স ভ্রাতুশ্চরণৌ গাঢং নিপীড্য রঘুনন্দনঃ। সীতামুবাচাতিযশাং রাঘবঞ্চ মহাব্রতম্।। ২
যদি গন্তুং কৃতা বুদ্ধির্বনং মৃগ-গজাযুতম্। অহং ত্বানুগমিষ্যামি বনমগ্রে ধনুর্ধরঃ।। ৩
ময়া সমেতোঽরণ্যানি রম্যাণি বিচরিষ্যসি। পক্ষিভির্ভৃঙ্গযূথৈশ্চ সংঘুষ্টানি সমন্ততঃ।। ৪
ন দেবলোকাক্রমণং নামরত্বমহং বৃণে। ঐশ্বর্যং চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা।। ৫
এবং ব্রুবাণঃ সৌমিত্রির্বনবাসায় নিশ্চিতঃ। রামেণ বহুভিঃ সান্ত্বৈর্নিষিদ্ধঃ পুনরব্রবীৎ।। ৬
অনুজ্ঞাতস্তু ভবতা পূর্বমেব যদস্ম্যহম্। কিমিদানীং পুনরপি ক্রিয়তে মে নিবারণম্।। ৭
যদর্থং প্রতিষেধো মে ক্রিয়তে গন্তুমিচ্ছতঃ। এতদিচ্ছামি বিজ্ঞাতুং সংশয়ো হি মমানঘ।। ৮

একত্রিংশ (৩১) সর্গ

বনগমনের আশঙ্কায় লক্ষ্মণের রামের প্রতি উক্তি। বনগমনে নিবারণের জন্য রামের
লক্ষ্মণের প্রতি উপদেশ। তাঁদের দু'জনের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

এই দুঃসংবাদ শুনে লক্ষ্মণ পূর্বেই সেখানে এসেছিলেন। রাম ও সীতার কথা শুনে অসহ্য শোকে চোখের জলে তাঁর মুখ প্লাবিত হয়ে গেলো।। ১ ।। রঘুনন্দন লক্ষ্মণ দাদার চরণদু'টি গাঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে মহাব্রতী রাম এবং যশস্বিনী সীতাকে বললেন—।।২ ।। আপনারা যদি হরিণ-হস্তি-সমাকুল বনে যাওয়া স্থির করে থাকেন, তাহলে আগে আগে ধনু নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে যাবো।। ৩ ।। পাখীর কূজনে এবং ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত রমণীয় অরণ্যে আমার সঙ্গেই আপনি সবদিকে বিচরণ করবেন।। ৪ ।। আপনাকে ছেড়ে দেবলোকে গমন, দেবত্ব, এমন কি ত্রিলোকের ঐশ্বর্যও আমি চাই না।। ৫ ।। রামের সঙ্গে বনবাসের সঙ্কল্প করায় রাম বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্যের দ্বারা লক্ষ্মণকে বারণ করলেন। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ আবার বললেন—।। ৬ ।। দাদা, আগে আপনি বলেছিলেন, যেন সর্বদাই আমি আপনার সঙ্গে থাকি। এখন আবার আমায় বারণ করছেন কেন?।।৭ ।। হে পবিত্রচরিত্র, আমি যেতে চাওয়ায় যে জন্যে আমাকে আপনি নিষেধ করছেন, তার কারণ আমি জানতে চাইছি। আগে বলেছিলেন সঙ্গে থাকতে, এখন আবার বারণ করছেন। তাই আমার মনে সংশয় হচ্ছে।।।৮ ।। সংযতচরিত্র লক্ষ্মণ আগে যাবার জন্য প্রার্থনা করে করজোড়ে সামনে বসে আছেন।



ততোঽব্রবীন্মহাতেজা রামো লক্ষ্মণমগ্রতঃ। স্থিতং প্রাগ্‌গামিনং ধীরং যাচমানং কৃতাঞ্জলিম্।। ৯
স্নিগ্ধো ধর্মরতো ধীরঃ সততং সৎপথে স্থিতঃ। প্রিয়ঃ প্রাণসমো বশ্যো বিজেয়শ্চ সখা চ মে।। ১০
ময়াদ্য সহ সৌমিত্রে ত্বয়ি গচ্ছতি তদ্বনম্। কোঽভজিষ্যতি কৌসল্যাং সুমিত্রাং বা যশস্বিনীম্।। ১১
অভিবর্ষতি কামৈর্যঃ পর্জন্যঃ পৃথিবীমিব। স কামপাশপর্যস্তো মহাতেজা মহীপতিঃ।। ১২
সা হি রাজ্যমিদং প্রাপ্য নৃপস্যাশ্বপতেঃ সুতা। দুঃখিতানাং সপত্নীনাং ন করিষ্যতি শোভনম্।। ১৩
ন ভরিষ্যতি কৌসল্যাং সুমিত্রাঞ্চ সুদুঃখিতাম্। ভরতো রাজ্যমাসাদ্য কৈকয্যাং পর্যবস্থিতঃ।। ১৪
তামার্যাং স্বয়মেবেহ রাজানুগ্রহণেন বা। সৌমিত্রে ভর কৌসল্যামুক্তমর্থমমুঞ্চর।। ১৫
এবং ময়ি চ তে ভক্তির্ভবিষ্যতি সুদর্শিতা। ধর্মজ্ঞ গুরুপূজায়াং ধর্মশ্চাপ্যতুলো মহান্।। ১৬
এবং কুরুষ্ব সৌমিত্রে মৎকৃতে রঘুনন্দন। অস্মাভির্বিপ্রহীণায়া মাতুর্নো ন ভবেৎ সুখম্।। ১৭
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা। প্রত্যুবাচ তদা রামং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্।। ১৮
তবৈব তেজসা বীর ভরতঃ পূজয়িষ্যতি। কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ প্রয়তো নাস্তি সংশয়।। ১৯
যদি দুঃস্থো ন রক্ষেত ভরতো রাজ্যমুত্তমম্। প্রাপ্য দুর্মনসা বীর গর্বেণ চ বিশেষতঃ।। ২০
তমহং দুর্মতিং ক্রূরং বধিষ্যামি ন সংশয়ঃ। তৎপক্ষানপি তান্ সর্বাংস্ত্রৈলোক্যমপি কিন্তু সা।। ২১
কৌসল্যা বিভৃয়াদার্য সহস্রং মদ্‌বিধানপি। যস্যাঃ সহস্রং গ্রামাণাং সংপ্রাপ্তমুপজীবিনাম্।। ২২
তদাত্মভরণে চৈব মম মাতুস্তথৈব চ। পর্যাপ্তা মদ্বিধানাঞ্চ ভরণায় মনস্বিনী।। ২৩
কুরুষ্ব মামনুচরং বৈধর্মং নেহ বিদ্যতে। কৃতার্থোঽহং ভবিষ্যামি তব চার্থঃ প্রকল্প্যতে।। ২৪
ধনুরাদায় সগুণং খনিত্র-পিটকাধরঃ। অগ্রতস্তে গমিষ্যামি পন্থানং তব দর্শয়ন্।। ২৫

মহাতেজস্বী রাম তাঁকে বললেন—।। ৯ ।। ভাই, তুমি আমার প্রতি স্নেহপরায়ণ। ধর্মে রত। অচঞ্চল চরিত্র। সর্বদাই সৎপথে স্থিত। আমার প্রাণতুল্য প্রিয় তুমি। অনুগত এবং বাধ্য। তাই তোমাকে আমি বন্ধুর মতোই দেখি।। ১০ ।। কিন্তু, ভাই লক্ষ্মণ, তুমি যদি আজ আমার সঙ্গে বনে যাও পূজনীয়া মাতা কৌশল্যা এবং সুমিত্রাকে কে দেখবে?।। ১১ ।। পর্জন্যদেবতা পৃথিবীতে যেমন বর্ষণ করেন, তেমনি এতোদিন আমাদের পিতা মহারাজ দশরথ সবাইকে প্রার্থিত বস্তু প্রভূতভাবে দান করেছেন। সেই মহাতেজস্বী মহীপতি এখন কামপাশে আবদ্ধ।। ১২ ।। রাজা অশ্বপতির কন্যা কৈকেয়ী এই রাজ্যের উপর পুত্রের মাধ্যমে প্রভুত্বলাভ করে দুঃখমগ্না সতীনদের প্রতি ভালো ব্যবহারও করবেন না।। ১৩ ।। ভরত রাজ্যলাভ করে কৈকেয়ীর বাধ্য হয়ে থাকবে। অত্যন্ত দুঃখিতা কৌশল্যা এবং সুমিত্রাকে ভরণপোষণ করবে না।। ১৪ ।। লক্ষ্মণ, তুমি এইখানে থেকে নিজে বা রাজার সাহায্যে পূজনীয়া মাতা সুমিত্রাকে এবং কৌশল্যাকে ভরণপোষণ করো। আমি যা বললাম তাই করো *(কৌসলাম্ + উক্তম্ + অর্থম্ + অমুখ্ + চর)*।। ১৫ ।। এইভাবেই আমার প্রতি তোমার ভক্তি ভালোভাবে প্রদর্শিত হবে। ধর্ম কি তুমি তো তা জানো। গুরুপূজায় যে ধর্মলাভ হয় তা তুলনাহীন। এবং অতি মহৎ।। ১৬ ।। রঘুনন্দন লক্ষ্মণ, তুমি আমার জন্য এই কাজ করো। আমরা সবাই ছেড়ে গেলে আমাদের মায়েদের সুখ একেবারেই থাকবে না।। ১৭ ।। রাম এই কথা বললে বাক্যের ব্যবহারে নিপুণ লক্ষ্মণ মধুরভাষায় বাগ্মী রামকে বললেন—।। ১৮ ।। হে বীর, আপনার তেজঃপ্রভাবে ভরত সংযতভাবেই কৌশল্যা এবং সুমিত্রাকে পূজা করবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।। ১৯ ।। এই উত্তম রাজ্যলাভ করেও, হে বীর, কুপথে গিয়ে ভরত যদি দুর্বুদ্ধিবশতঃ সবিশেষ গর্বের সঙ্গে আমাদের মায়েদের রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তাহলে সেই দুর্মতি নিষ্ঠুরকে আমি হত্যা করবো। এতে কোনো সংশয় নেই। তার পক্ষের সবাইকে, এমন কি ত্রৈলোক্যও যদি তার পক্ষে থাকেন, তাহলে সবাইকেই আমি ধ্বংস করবো।। ২০-২১ ।। কিন্তু, আপনি চিন্তা করবেন না। পূজনীয়া মাতা কৌশল্যা আমাদের মতো হাজারজনের ভরণপোষণ করতে পারেন। তিনি আশ্রিতদের পোষণের জন্য এক হাজার গ্রাম পূর্বেই অধিকাররূপে পেয়েছেন।। ২২ ।। এজন্যই সেই মনস্বিনী নিজের, আমার মায়ের এবং আমাদের মতো বহুজনের ভরণপোষণে সমর্থ।। ২৩ ।। তাই, আপনি আমাকে অনুচর হিসেবে গ্রহণ করুন। এতে অধর্ম হবে না। আর আমিও কৃতার্থ হবো। প্রয়োজন সাধিত হবে আপনারও।। ২৪ ।। গুণসমেত ধনু, কোদাল এবং ঝুড়ি নিয়ে পথ দেখিয়ে আমি আপনার আগে আগে যাবো। *(পিটক—ফলসংগ্রহের জন্য বাঁশের বা বেতের ঝুড়ি)*।। ২৫ ।। আপনার জন্য নিত্যই তপস্বীদের যোগ্য আহার্য

আহরিষ্যামি তে নিত্যং মূলানি চ ফলানি চ। বন্যানি চ তথান্যানি স্বাহার্হাণি তপস্বিনাম্।। ২৬
ভবাংস্তু সহ বৈদেহ্যা গিরিসানুষু রংস্যসে। অহং সর্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে।। ২৭
রামস্তুনেন বাক্যেন সুপ্রীতঃ প্রত্যুবাচ তম্। ব্রজাপৃচ্ছস্ব সৌমিত্রে সর্বমেব সুহৃজ্জনম্।। ২৮
যে চ রাজ্ঞে দদৌ দিব্যে মহাত্মা বরুণঃ স্বয়ম্। জনকস্য মহাযজ্ঞে ধনুষী রৌদ্রদর্শনে।। ২৯
অভেদ্যে কবচে দিব্যে তূণী চাক্ষয্য-সায়কৌ। আদিত্যবিমলাভৌ দ্বৌ খড়্গৌ হেমপরিষ্কৃতৌ।। ৩০
সৎকৃত্য নিহিতং সর্বমেতদাচার্যসদ্মনি। সর্বমায়ুধমাদায় ক্ষিপ্রমাব্রজ লক্ষ্মণ।। ৩১
স সুহৃজ্জনমামন্ত্র্য বনবাসায় নিশ্চিতঃ। ইক্ষ্বাকুগুরুমাগম্য জগ্রাহায়ুধমুত্তমম্।। ৩২
তদ্দিব্যং রাজশার্দূলঃ সৎকৃতং মাল্যভূষিতম্। রামায় দর্শয়ামাস সৌমিত্রিঃ সর্বমায়ুধম্।। ৩৩
তমুবাচাত্মবান্ রামঃ প্রীত্যা লক্ষ্মণমাগতম্। কালে ত্বমাগতঃ সৌম্য কাঙ্ক্ষিতে মম লক্ষণ।। ৩৪
অহং প্রদাতুমিচ্ছামি যদিদং মামকং ধনম্। ব্রাহ্মণেভ্যস্তপস্বিভ্যস্ত্বয়া সহ পরন্তপ।। ৩৫
বসন্তীহ দৃঢ়ং ভক্ত্যা গুরুষু দ্বিজসত্তমাঃ। তেষামপি চ মে ভূয়ঃ সর্বেষাং চোপজীবিনাম্।। ৩৬
বশিষ্টপুত্রং তু সুযজ্ঞমার্যং ত্বমানয়াশু প্রবরং দ্বিজানাম্।
অপি প্রয়াস্যামি বনং সমস্তান্ অভ্যর্চ্য শিষ্টানপরান্ দ্বিজাতীন্।। ৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ।

এবং ফল-মূল আমি সংগ্রহ করবো।। ২৬ ।। আপনি পর্বতসানুতে বৌদি সীতার সঙ্গে আনন্দে কাটাবেন। আপনারা ঘুমিয়েই থাকুন বা জেগেই থাকুন, আমিই সব করবো।। ২৭ ।। এইবাক্যে অত্যন্ত প্রীত হয়ে রাম প্রত্যুত্তরে তাঁকে বললেন, লক্ষ্মণ; বেশ, আমার সঙ্গে চলো। কিন্তু আগে সব সুহৃদ্‌বর্গের অনুমতি নাও।।২৮।। মহাত্মা বরুণদেব রাজা জনকের মহাযজ্ঞে এসে কিছু সামগ্রী আমাদেরকে দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন দু'টি ভীষণদর্শন ভয়ানক ধনু।। ২৯ ।। দিব্য দু'টি অভেদ্য বর্ম, অক্ষয় বাণসহ দু'টি তূণীর, সূর্যকিরণের মতো উজ্জ্বল স্বর্ণখচিত দু'টি খড়্গও দিয়েছিলেন।।৩০ ।। সেগুলিকে অর্চনা করে আমি আচার্যদেবের গৃহে রেখে এসেছি। লক্ষ্মণ, অস্ত্রগুলি নিয়ে তুমি সত্বর চলে এসো।।৩১ ।। লক্ষ্মণ তখন বন্ধুজন সকলের অনুমতি নিয়ে বনবাস নিশ্চয় করে ইক্ষ্বাকুবংশের গুরু বশিষ্ঠের কাছে গিয়ে উত্তম অস্ত্রগুলি নিয়ে নিলেন।।৩২।। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রামকে মাল্যভূষিত সেইসব দিব্য অস্ত্র দেখালেন।।৩৩।। আত্মনিষ্ঠ রাম সমাগত লক্ষ্মণকে প্রীতির সঙ্গে বললেন, ভাই সৌম্য লক্ষ্মণ, আমার বাঞ্ছিত সময়েই তুমি এসে গেছো।।৩৪ ।। হে বীর, তোমার সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্রাহ্মণ এবং তপস্বীদেরকে আমার এই ধন দান করতে চাইছি।। ৩৫।। গুরুদের প্রতি গভীর ভক্তিমান শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা এখানে বাস করছেন। তাঁদের এবং সকল অনুজীবীদেরও এই ধন দান করবো।। ৩৬।। ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বশিষ্ঠপুত্র, পূজনীয় সুযজ্ঞকে সত্বর নিয়ে এসো। তাঁকে, অন্যান্য সজ্জনগণ এবং ব্রাহ্মণ -ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এইসব দ্বিজাতিগণকে ভালোভাবে অর্চনা করে আমি বনে গমন করবো।। ৩৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের একত্রিংশ (৩১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

বশিষ্ঠপুত্র-সুযজ্ঞায়, ব্রহ্মণেভ্যঃ, ব্রহ্মচারিভ্যঃ, সেবকেভ্যঃ, ত্রিজটনামক-দরিদ্র-ব্রাহ্মণায় বন্ধুবর্গেভ্যশ্চ শ্রীরামেণ ধন-রত্ন-ধেনু-ভূষণপ্রভৃতীনাং প্রদানম্।

ততঃ শাসনমাজ্ঞায় ভ্রাতুঃ প্রিয়করং হিতম্। গত্বা স প্রবিবেশাশু সুযজ্ঞস্য নিবেশনম্।। ১

দ্বাত্রিংশ (৩২) সর্গ

বশিষ্ঠ পুত্র সুযজ্ঞ, ব্রাহ্মণমণ্ডলী, ব্রহ্মচারিবৃন্দ, সেবকগণ, ত্রিজট নামক দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং বন্ধুবর্গকে শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা ধন, রত্ন, গাভী, অলঙ্কার প্রভৃতি দান।

দাদার প্রীতিদায়ক এবং মঙ্গলকর আদেশ শুনে নিয়ে লক্ষ্মণ তারপর, তাড়াতাড়ি গিয়ে সুযজ্ঞের গৃহে প্রবেশ করলেন।। ১ ।। যজ্ঞশালায় অবস্থিত সেই বিপ্রকে বন্দনা করে লক্ষ্মণ বললেন, বন্ধো, আপনি দুষ্করকর্মকারী

তং বিপ্রমগ্ন্যগারস্থং বন্দিত্বা লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ। সখেঽভ্যাগচ্ছ পশ্য ত্বং বেশ্ম দুষ্করকারিণঃ।। ২
ততঃ সন্ধ্যামুপাস্থায় গত্বা সৌমিত্রিণা সহ। ঋদ্ধং স প্রাবিশল্লক্ষ্ম্যা রম্যং রামনিবেশনম্।। ৩
তমাগতং বেদবিদং প্রাঞ্জলিঃ সীতয়া সহ। সুযজ্ঞমভিচক্রাম রাঘবোঽগ্নিমিবার্চিতম্।। ৪
জাতরূপময়ৈর্মুখ্যৈরঙ্গদৈঃ কুণ্ডলৈঃ শুভৈঃ। স-হেমসূত্রৈর্মণিভিঃ কেয়ূরৈর্বলয়ৈরপি।। ৫
অন্যৈশ্চ রত্নৈর্বহুভিঃ কাকুৎস্থঃ প্রত্যপূজয়ৎ। সুযজ্ঞং স তদোবাচ রামঃ সীতাপ্রচোদিতঃ।। ৬
হারঞ্চ হেমসূত্রঞ্চ ভার্যায়ৈ সৌম্য হারয়। রশনাং চাথ সা সীতা দাতুমিচ্ছতি তে সখী।। ৭
অঙ্গদানি চ চিত্রাণি কেয়ূরাণি শুভানি চ। প্রযচ্ছতি সখী তুভ্যং ভার্যায়ৈ গচ্ছতী বনম্।। ৮
পর্যঙ্কমগ্র্যাস্তরণং নানারত্নবিভূষিতম্। তমপীচ্ছতি বৈদেহী প্রতিষ্ঠাপয়িতুং ত্বয়ি।। ৯
নাগঃ শত্রুঞ্জয়ো নাম মাতুলো যং দদৌ মম। তং তে নিষ্কসহস্রেণ দদামি দ্বিজপুঙ্গব।। ১০
ইত্যুক্তঃ স তু রামেণ সুযজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্য তৎ। রাম-লক্ষ্মণ-সীতানাং প্রযুযোজাশিষঃ শিবাঃ।। ১১
অথ ভ্রাতরমব্যগ্রং প্রিয়ং রামঃ প্রিয়ংবদম্। সৌমিত্রিং তমুবাচেদং ব্রহ্মেব ত্রিদশেশ্বরম্।। ১২
অগস্ত্যং কৌশিকং চৈব তাবুভৌ ব্রাহ্মণোত্তমৌ। অর্চয়াহূয় সৌমিত্রে রত্নৈঃ শস্যমিবাম্বুভিঃ।। ১৩
তর্পয়স্ব মহাবাহো গোসহস্রেণ রাঘব। সুবর্ণ-রজতৈশ্চৈব মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ।। ১৪
কৌসল্যাঞ্চ য আশীর্ভির্ভক্তঃ পর্যুপতিষ্ঠতি। আচার্যস্তৈত্তিরীয়াণামভিরূপশ্চ বেদবিৎ।। ১৫
তস্য যানঞ্চ দাসীশ্চ সৌমিত্রে সংপ্রদাপয়। কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি যাবত্তুষ্যতি স দ্বিজঃ।। ১৬
সূতশ্চিত্ররথশ্চার্যঃ সচিবঃ সুচিরোষিতঃ। তোষয়ৈনং মহার্হৈশ্চ রত্নৈর্বস্ত্রৈর্ধনৈস্তথা।। ১৭

আমার দাদার গৃহে এসে দেখুন।।।২।। তারপর, সন্ধ্যাবন্দনা সেরে লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে সুযজ্ঞ ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ রমণীয় রামভবনে প্রবেশ করলেন।।৩।। রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গে নিয়ে করজোড়ে বেদজ্ঞ, পবিত্র অগ্নির মতো অর্চনীয় সুযজ্ঞকে অভ্যর্থনা জানালেন।। ৪ ।। সোনার তৈরী ভালো অঙ্গদ, সুন্দর কুণ্ডল, সোনার সুতোয় বাঁধা মণিমালা, কেয়ূর, বলয় এবং আরো বহু রত্নের দ্বারা রাম সুযজ্ঞকে অর্চনা করলেন। পরে সীতার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে রাম সুযজ্ঞকে বললেন—*(অঙ্গদ—বাহুতে পরার অনন্ত নামক অলঙ্কার, কুণ্ডল—মাকড়ি, কেয়ূর—বাহুতে পরার বাজু নামক অলঙ্কার। বলয়—বালা)*।। ৫-৬ ।। সৌম্য, আপনার সখী সীতা বনে চলেছেন। তাই তাঁর হার, হেমসূত্র তথা তাগা, কোমরের অলঙ্কার কাঞ্চী প্রভৃতি দান করে যেতে চাইছেন। আপনার পত্নীর কাছে এইসব পাঠিয়ে দিন।। ৭-৮ ।। নানা রত্নখচিত চাদরসহ পালঙ্কও সীতা আপনাকে সমর্পণ করতে চাইছেন।। ৯ ।। শত্রুঞ্জয় নামে একটি হস্তী আমার মামা আমায় দিয়েছিলেন। আমি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণাসহ সেটি, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, আপনাকে দান করছি *(নিষ্ক—স্বর্ণমুদ্রা। যে কোনো দানে দক্ষিণা দিতে হয়। নৈলে দান নিষ্ফল। দক্ষিণা মানে দাক্ষিণ্যযুক্ত, ঔদার্যযুক্ত দান। বিষয়ী লোকেরা দক্ষিণার নামে কার্পণ্য করে। মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম তাই হাজার সোনার মোহর দক্ষিণা দিয়ে দান করে দক্ষিণার তাৎপর্য রক্ষা করলেন)*।।১০।। রাম এই কথা বলার পর সুযজ্ঞ সেইসব দান গ্রহণ করলেন। তারপর, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে প্রদান করলেন মঙ্গলাশিস।। ১১ ।। ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রকে বলেছিলেন, তেমনি রামও এবার প্রিয়ভাষী, প্রিয়, অচঞ্চল ভাই লক্ষ্মণকে বললেন—।।।১২।। অগস্ত্য এবং কৌশিক—দু'জনেই উত্তম ব্রাহ্মণ। লক্ষ্মণ এঁদের আহ্বান করে, জলের দ্বারা শস্য যেমন তৃপ্ত হয় তেমনি প্রভূত দানের দ্বারা এঁদেরও তৃপ্ত করে ডেকে অর্চনা করো।।।১৩।। ওগো রঘুবংশধর, হাজার গাভী দান করে এঁদের তৃপ্ত করো। সোনা, রূপো, মণি এবং মহার্ঘ সব ধনের দ্বারা এঁদের তৃপ্তিবিধান করো...।।১৪।। তৈত্তিরীয় শাখার আচার্য, বেদজ্ঞ, ভক্ত যে মনস্বী আশীর্বাদের দ্বারা মাতা কৌশল্যাকে সন্তুষ্ট করেন।।১৫।। লক্ষ্মণ, তাঁকে তাঁর অভিলাষ অনুসারে রথ এবং দাসী দান করো। তিনি যাতে তুষ্ট হন, সেইভাবে পট্টবস্ত্রও দান করো।।১৬।। মাননীয় চিত্ররথ আমাদের সারথি ও সচিব। বহুকাল ধরে আছেন। মহার্ঘ বস্ত্র, রত্ন এবং ধনের দ্বারা তাঁকে পরিতুষ্ট করো।।১৭।। সবরকমের পশু এবং একহাজার গাভী তাঁকে দান করো। বেদের কঠশাখায় অধ্যয়নরত, উপনয়নের সময় থেকেই দণ্ডী যাঁরা নিত্য

পশুকাভিশ্চ সর্বাভির্গবাং দশশতেন চ। যে চেমে কঠকালাপা বহবো দণ্ডমানবাঃ।। ১৮
নিত্যস্বাধ্যায়শীলত্বান্নান্যৎ কুর্বন্তি কিঞ্চন। অলসাঃ স্বাদুকামাশ্চ মহতাং চাপি সম্মতাঃ।। ১৯
তেষামশীতিযানানি রত্নপূর্ণানি দাপয়। শালিবাহসহস্রঞ্চ দ্বে শতে ভদ্রকাংস্তথা।। ২০
ব্যঞ্জনার্থঞ্চ সৌমিত্রে গোসহস্রমুপাকুরু। মেখলানাং মহাসঙ্ঘঃ কৌসল্যাং সমুপস্থিতঃ।। ২১
তেষাং সহস্রং সৌমিত্রে প্রত্যেকং সংপ্রদাপয়। অম্বা যথা নো নন্দেচ্চ কৌসল্যা মম দক্ষিণাম্।। ২২
তথা দ্বিজাতীংস্তান্ সর্বাংল্লক্ষ্মণার্চয় সর্বশঃ। ততঃ পুরুষশার্দূলস্তদ্ধনং লক্ষ্মণঃ স্বয়ম্।। ২৩
যথোক্তং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণামদদাদ্ধনদো যথা। অথাব্রবীদ্ বাষ্পগলাংস্তিষ্ঠতশ্চোপজীবিনঃ।। ২৪
স প্রদায় বহুদ্রব্যমেকৈকস্যোপজীবনম্। লক্ষ্মণস্য চ যদ্বেশ্ম গৃহঞ্চ যদিদং মম।। ২৫
অশূন্যং কার্যমেকৈকং যাবদাগমনং মম। ইত্যুক্ত্বা দুঃখিতং সর্বং জনং তমুপজীবিনম্।। ২৬
উবাচেদং ধনাধ্যক্ষং ধনমানীয়তাং মম। ততোঽস্য ধনমাজহ্রুঃ, সর্ব এবোপজীবিনঃ।। ২৭
স রাশিঃ সুমহাংস্তত্র দর্শনীয়ো হ্যদৃশ্যত। ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রস্তদ্ধনং সহলক্ষ্মণঃ।
দ্বিজেভ্যো বাল-বৃদ্ধেভ্যঃ কৃপণেভ্যো হ্যদাপয়ৎ।। ২৮
তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গ্যস্ত্রিজটো নাম বৈ দ্বিজঃ। ক্ষতবৃত্তির্বনে নিত্যং ফাল-কুদ্দাল-লাঙ্গলী।। ২৯
তং বৃদ্ধং তরুণী ভার্যা বালানাদায় দারকান্। অব্রবীদ্ ব্রাহ্মণং বাক্যং স্ত্রীণাং ভর্তা হি দেবতা।। ৩০
অপাস্যফালং কুদ্দালং কুরুষ্ব বচনং মম। রামং দর্শয় ধর্মজ্ঞং যদি কিঞ্চিদবাপ্স্যসি।। ৩১
স ভার্যায়া বচঃ শ্রুত্বা শাটীমাচ্ছাদ্য দুশ্ছদাম্। স প্রাতিষ্ঠত পন্থানং যত্র রামনিবেশনম্।। ৩২
ভৃগ্বঙ্গিরঃসমং দীপ্ত্যা ত্রিজটং জনসংসদি। আপঞ্চমায়াঃ কক্ষ্যায়া নৈনং কশ্চিদবারয়ৎ।। ৩৩

স্বাধ্যায়রত থাকায় আর কোনো কিছু করেন না...।। ১৮ ।। তাঁরা অলস। এবং স্বাদুদ্রব্য ভোজনে অভিলাষী। তাঁদের জন্য মহাত্মাদের অনুমতিও রয়েছে।। ১৯ ।। তাঁদের রত্নপূর্ণ আশিটি যান দান করো। শালিধান্যবহনকারী এক সহস্র এবং দুইশত বৃষ দিয়ে দাও। ।। ২০ ।। লক্ষ্মণ, দধি ঘৃতাদি উপকরণ তৈরীর জন্য একহাজার গাভীও দাও। আর দেখো, মেখলাধারী ব্রহ্মচারীদের এক বিরাট দল মা কৌশল্যার কাছে উপস্থিত হয়েছে।। ২১ ।। তাদের প্রত্যেককে, লক্ষ্মণ, এক হাজার করে মুদ্রা দান করো। আমার জননী কৌশল্যা যাতে আনন্দিত হন, সেইভাবে প্রভূত দক্ষিণা দান করো (*অম্বা—মাতা*)।। ২২ ।। লক্ষ্মণ, সেইসকল দ্বিজাতিকে সর্বপ্রকারে অর্চনা করো। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ নিজেই সেইসব ধন কুবেরের মতো ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করলেন। তারপর রাম বাষ্পবিগলিতকণ্ঠে অবস্থানকারী ভৃত্যদের বললেন—।। ২৩-২৪ ।। এক এক করে ভৃত্যদের বহুদ্রব্য দান করে তিনি বললেন, লক্ষ্মণের যে গৃহ দেখছি সেটি এবং আমার এই বাড়ী রৈলো।। ২৫ ।। আমাদের ফিরে-আসা পর্যন্ত এক এক করে তোমরা আমাদের গৃহে অবস্থান করবে। দুঃখিত ভৃত্যদেরকে তিনি এইকথা বললেন (*উপজীবী—ভৃত্য*)।। ২৬ ।। ধনাধ্যক্ষকে বলুন, আমার জন্য ধন নিয়ে আসুন। তাঁর ভৃত্যেরা তখন সব ধন এনে সেখানে জড়ো করলো।। ২৭ ।। সেই রাশি ছিলো বিরাট। দেখতেও বেশ সুন্দর। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম এবার লক্ষ্মণকে নিয়ে সেই ধনরাশি দ্বিজ, বালক, বৃদ্ধ এবং কৃপণদেরও দান করলেন।। ২৮ ।। দৈবক্রমে সেখানে গর্গবংশীয় ত্রিজট নামক এক ব্রাহ্মণ ছিলো। নিত্য বনে মাটি খুঁড়ে মূলাদি অনুসন্ধান করা ছিলো তার বৃত্তি। ফলে তার সঙ্গে থাকতো কুড়ুল, কোদাল এবং লাঙ্গলের মতো দণ্ড।। ২৯ ।। তার তরুণী পত্নী শিশুপুত্রদের নিয়ে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললো, পতিই স্ত্রীদের দেবতা।। ৩০ ।। কুড়ুল-কোদাল ছেড়ে আমার কথা শোনো। ধর্মজ্ঞ রামের সঙ্গে দেখা করো। তাতে কিছু পেতে পারো।। ৩১ ।। পরা যায় না এমন এক ছেঁড়া শাড়ী কোমরে জড়িয়ে পত্নীর কথা শুনে সে রামের বাড়ীর পথে যাত্রা করলো।। ৩২ ।। জনসভায় গেলে ভৃগু এবং অঙ্গিরার মতো দীপ্তিমান হয়ে উঠতো ঐ ত্রিজট নামক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। রামের বিশাল ভবনের পাঁচটি মহল সে পার হয়ে গেলো। কেউ তাকে বারণ করে নি।। ৩৩ ।। তখন রাজাকে পেয়ে ত্রিজট বললো, হে রাজপুত্র, মহাবীর, আমি ধনহীন। আমার

স রামমাসাদ্য তদা ত্রিজটো বাক্যমব্রবীৎ। নির্ধনো বহুপুত্রোঽস্মি রাজপুত্র মহাবল।। ৩৪
ক্ষতবৃত্তির্বনে নিত্যং প্রত্যবেক্ষস্ব মামিতি। তমুবাচ ততো রামঃ পরিহাসসমন্বিতম্।। ৩৫
গবাং সহস্রমপ্যেকং ন চ বিশ্রাণিতং ময়া। পরিক্ষিপসি দণ্ডেন যাবত্তাবদবাপ্স্যসে।। ৩৬
স শাটীং পরিতঃ কট্যাং সম্ভ্রান্তঃ পরিবেষ্ট্যতাম্। আবিধ্য দণ্ডং চিক্ষেপ সর্বপ্রাণেন বেগতঃ।। ৩৭
স তীর্ত্বা সরযূপারং দণ্ডস্তস্য করাচ্চ্যুতঃ। গোব্রজে বহুসাহস্রে পপাতোক্ষণসন্নিধৌ।। ৩৮
তং পরিষ্বজ্য ধর্মাত্মা আ তস্মাৎ সরযূতটাৎ। আনয়ামাস তা গাবস্ত্রিজটস্যাশ্রমং প্রতি।। ৩৯
উবাচ চ তদা রামস্তং গার্গ্যমভিসান্ত্বয়ন্। মন্যুর্ন খলু কর্তব্যঃ পরিহাসো হ্যয়ং মম।। ৪০
ইদং হি তেজস্তব যদ্দুরত্যয়ং তদেব জিজ্ঞাসিতুমিচ্ছতা ময়া।
ইমং ভবানর্থমভিপ্রচোদিতো বৃণীষ্ব কিঞ্চেদপরং ব্যবস্যসি।। ৪১
ব্রবীমি সত্যেন ন তেঽস্তি যন্ত্রণাং ধনং হি যদ্যন্মম বিপ্রকারণাৎ।
ভবৎসু সম্যক্ প্রতিপাদনেন ময়ার্জিতং চৈব যশস্করং ভবেৎ।। ৪২
ততঃ সভার্যস্ত্রিজটো মহামুনির্গবামনীকং প্রতিগৃহ্য মোদিতঃ।
যশো-বল-প্রীতি-সুখোপবৃংহিণীস্তদাশিষঃ প্রত্যবদন্মহাত্মনঃ।। ৪৩
স চাপি রামঃ প্রতিপূর্ণপৌরুষো মহদ্ধনং ধর্মবলৈরুপার্জিতম্।
নিয়োজয়ামাস সুহৃজ্জনেঽচিরাদ্ যথার্হসম্মানবচঃ প্রচোদিতঃ।। ৪৪
দ্বিজঃ সুহৃদ্ভৃত্যজনোঽথবা তদা দরিদ্রভিক্ষাচরণশ্চ যো ভবেৎ।
ন তত্র কশ্চিন্ন বভূব তর্পিতো যথার্হসম্মাননদানসংভ্রমৈঃ।। ৪৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অয়োধ্যাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।

আবার পুত্র অনেকে।। ৩৪ ।। বনে মাটি খুঁড়ে কন্দমূলাদি বের করে তার দ্বারাই জীবন ধারণ করি। আমার পরিচয়রূপে এটিই আপনাকে জানাচ্ছি। তখন রাম তাকে পরিহাস করে বললেন—।। ৩৫ ।। আমার বহুহাজার গোরু ছিলো। তার মধ্যে একহাজার এখনো দান করে উঠতে পারি নি। আপনি দণ্ডটি ছুঁড়ে দিন। যতোগুলি গোরুকে অতিক্রম করে যাবে ততোগুলিই আপনি পাবেন।।৩৬ ।। তখন ছেঁড়া শাড়িটিকে ভালো করে কোমরে বেঁধে প্রাণপণ বেগে সে দণ্ডটি ছুঁড়ে মারলো।।৩৭ ।। সেই দণ্ডটি তখন তার হাত থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে সরযূর অপরপারে কয়েক হাজার গাভীকে অতিক্রম করে ক্ষণকালের মধ্যেই গোষ্ঠে গিয়ে পতিত হলো। *(গোব্রজ—গোশালা, গোষ্ঠ)*।।৩৮ ।। ধর্মপ্রাণ রাম তাকে আলিঙ্গন করে সরযূতীর থেকে তার জন্য গাভীগুলিকে আনিয়ে নিলেন। পাঠিয়ে দিলেন ত্রিজটের আশ্রমে।।৩৯ ।। তারপর গর্গগোত্রীয় সেই ব্রাহ্মণ ত্রিজটকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি রাগ করবেন না। এটা আমার পরিহাসমাত্র।। ৪০।। এই দূরদেশ পর্যন্ত দণ্ড নিক্ষেপ করার শক্তি আপনার কাছে কিনা জানবার জন্যেই এই কাজ আমি করেছি। এরপরও যদি আপনার আরও কিছু চাইবার থাকে তা বলুন।। ৪১ ।। আমি সত্য করে বলছি যে, আমার যা কিছু ধন আছে, তা ব্রাহ্মণকে দানের জন্যই। এতে আমার কোনো কষ্ট হবে না। আমার অর্জিত সম্পদ আপনাদেরকে দিলে, তাতে আমার যশই হবে।। ৪২ ।। মহামুনি ত্রিজট ভার্যার সঙ্গে গাভীর বিশালবাহিনী আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে চলে গেলো। মহাত্মা রামের যাতে যশ, বল, প্রীতি এবং সুখ বর্ধিত হয়, তার জন্য দিয়ে গেলো আশীর্বাদ।। ৪৩ ।। প্রবল বীর্যবত্তায় পরিপূর্ণ রাম তারপর ধর্মবলের দ্বারা উপার্জিত তাঁর মহাধনরাশি অচিরেই সুহৃদ্‌বর্গকে বিলিয়ে দিলেন। তাঁদের দ্বারা সম্মানজনক বাক্যে তিনি আবার আপ্যায়িত হলেন।। ৪৪ ।। তখন সেখানে ব্রাহ্মণ, বন্ধু, ভৃত্য, দরিদ্র ও ভিক্ষুক, যারাই ছিলো, সবাই রামের দ্বারা প্রদত্ত সম্মান, দান ও সমাদরে সন্তুষ্ট হয়েছিলো।। ৪৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অয়োধ্যাকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ (৩২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

দুঃখিতপুরবাসিনাং নানাবাক্যালাপং শৃণ্বতঃ পিতরং দ্রষ্টুকামস্য সীতা-লক্ষ্মণাভ্যাং সহ শ্রীরামস্য কৈকেয়ীভবনগমনম্।

দত্ত্বা তু সহ বৈদেহ্যা ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং বহু। জগ্মতুঃ পিতরং দ্রষ্টুং সীতয়া সহ রাঘবৌ।। ১
ততো গৃহীতে প্রেষ্যাভ্যামশোভেতাং তদায়ুধে। মালাদামভিরাসক্তে সীতয়া সমলঙ্কৃতে।। ২
ততঃ প্রাসাদ-হর্ম্যাণি বিমানশিখরাণি চ। অভিরুহ্য জনঃ শ্রীমানুদাসীনো ব্যলোকয়ৎ।। ৩
ন হি রথ্যাঃ সুশক্যন্তে গন্তুং বহুজনাকুলাঃ। আরুহ্য তস্মাৎ প্রাসাদাদ্দীনাঃ পশ্যন্তি রাঘবম্।। ৪
পদাতিং সানুজং দৃষ্ট্বা সসীতঞ্চ জনাস্তদা। ঊচুর্বহুজনা বাচঃ শোকোপহতচেতসঃ।। ৫
যং যান্তমনুযাতি স্ম চতুরঙ্গবলং মহৎ। তমেকং সীতয়া সার্ধমনুযাতি স্ম লক্ষ্মণঃ।। ৬
ঐশ্বর্যস্য রসজ্ঞঃ সন্ কামানাং চাকরো মহান্। নেচ্ছত্যেবানৃতং কর্তুং বচনং ধর্মগৌরবাৎ।। ৭
যা ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি। তামদ্য সীতাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনাঃ।। ৮
অঙ্গরাগোচিতাং সীতাং রক্তচন্দনসেবিনীম্। বর্ষমুষ্ণঞ্চ শীতঞ্চ নেষ্যত্যাশু বিবর্ণতাম্।। ৯
অদ্য নূনং দশরথঃ সত্ত্বমাবিশ্য ভাষতে। ন হি রাজা প্রিয়ং পুত্রং বিবাসয়িতুমর্হতি।। ১০
নির্গুণস্যাপি পুত্রস্য কথং স্যাদ্ বিনিবাসনম্। কিং পুনর্যস্য লোকোঽয়ং জিতো বৃত্তেন কেবলম্।। ১১
আনৃশংস্যমনুক্রোশঃ শ্রুতং শীলং দমঃ শমঃ। রাঘবং শোভয়ন্ত্যেতে ষড় গুণাঃ পুরুষর্ষভম্।। ১২

ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) সর্গ

শোকার্ত পুরবাসীদের নানা বাক্যালাপ। শুনে সীতা-লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের পিতাকে দর্শনের জন্য কৈকেয়ীর ভবনে গমন।

রঘুবংশধর রাম ও লক্ষ্মণ ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন দান করে বৈদেহী সীতাকে নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।। ১ ।। সীতা পূর্বে অস্ত্ররাজিকে মালা দিয়ে অলঙ্কৃত করেছিলেন। সেগুলো ভৃত্যেরা সঙ্গে নিয়ে আগে আগে চলছিলো।। ২ ।। তখন শ্রীসম্পন্ন জনগণ প্রাসাদ তথা দেবমন্দির ও রাজগৃহ, হর্ম্য তথা মনোহর ধনিগৃহ ও সপ্ততল প্রাসাদের শিখরে আরোহণ করে উদাসভাবে দেখছিলো *(প্রিয় রাজকুমার রামের বনগমন আনন্দের নয় বলেই জনগণের ঔদাসীন্য)*।। ৩ ।। বহু মানুষ বেরিয়ে আসায় রাজপথে চলাফেরা দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। সেইজন্যে দুঃখাহত জনগণ প্রাসাদের ওপরে উঠে রামকে দেখতে লাগলো *(সুসজ্জিতা অযোধ্যা-নগরীতে প্রশস্ত রাজপথ ছিলো। ছিলো সব অট্টালিকা। ভাঙাঘর, কুৎসিত ঝুপড়ি ছিলো না। ইতঃপূর্বে অযোধ্যার বর্ণনাতে তাই দেখা গেছে)*।। ৪ ।। রামকে আজ ছোটো ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে সীতার সঙ্গে পায়ে হেঁটে যেতে দেখে বহুলোকের মন শোকে আহত হলো। তারা বললো—।। ৫ ।। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি নিয়ে চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী যে রামচন্দ্রের অনুগমন করতো, আজ শুধু সীতাকে নিয়ে লক্ষ্মণ তাঁর অনুগমন করছেন।।৬।। ঐশ্বর্যভোগের আনন্দ কি রাম তা জানেন। তিনি জনগণকে কাম্যবস্তু প্রদানে ঋষির মতো উদার। তবুও ধর্মের প্রতি গুরুত্বদানের জন্য তিনি পিতার বাক্যকে মিথ্যা হতে দিতে চাইলেন না।। ৭ ।। আকাশচারী প্রাণীরাও যে সীতাকে আগে দেখতে পেতো না, সেই সীতাকে আজ পথের লোকজনও দেখছে।। ৮ ।। যে সীতার দেহ সাজতো নানাবিধ অঙ্গরাগে, যিনি রক্তচন্দনে দেহকে করতেন অনুলিপ্ত, এখন বর্ষার জল, গ্রীষ্মের তাপ ও শীতের শীতলতায় তাঁর সেই বরদেহ হবে বিবর্ণ।। ৯ ।। নিশ্চয়ই রাজাকে ভূতে পেয়েছে! তাই আজ তিনি এইরকম বলছেন! নৈলে রাজা প্রিয় পুত্রকে নির্বাসনে পাঠাতে পারেন?।। ১০ ।। গুণহীন পুত্রকেও কি নির্বাসন দেওয়া যায়? আর যে কেবল চরিত্রের দ্বারা এই জগত জয় করেছে, তার তো কথাই নেই।। ১১ ।। অহিংসা, দয়া, পাণ্ডিত্য, চরিত্রবত্তা, সংযম ও প্রশান্তি—এই ছয়টি গুণ পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে শোভিত করেছে।। ১২ ।। সেইজন্য তাঁর অভিষেকে ব্যাঘাত আসায় প্রজাবর্গ অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে। গরমে

তস্মাত্তস্যোপঘাতেন প্রজাঃ পরমপীড়িতাঃ। ঔদকানীব সত্ত্বানি গ্রীষ্মে সলিলসংক্ষয়াৎ।। ১৩
পীড়য়া পীড়িতং সর্বং জগদস্য জগৎপতেঃ। মূলস্যেবোপঘাতেন বৃক্ষঃ পুষ্পফলোপগঃ।। ১৪
মূলং হ্যেষ মনুষ্যাণং ধর্মসারো মহাদ্যুতিঃ। পুষ্পং ফলঞ্চ পত্রঞ্চ শাখাশ্চাস্যেতরে জনাঃ।। ১৫
তে লক্ষ্মণ ইব ক্ষিপ্রং সপত্ন্যঃ সহবান্ধবাঃ। গচ্ছন্তমনুগচ্ছামো যেন গচ্ছতি রাঘবঃ।। ১৬
উদ্যানানি পরিত্যজ্য ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ। একদুঃখসুখা রামমনুগচ্ছাম ধার্মিকম্।। ১৭
সমুদ্ধৃতনিধানানি পরিধ্বস্তাজিরাণি চ। উপাত্তধনধান্যানি হৃতসারাণি সর্বশঃ।। ১৮
রজসাভ্যবকীর্ণানি পরিত্যক্তানি দৈবতৈঃ। মূষকৈঃ পরিধাবদ্ভিরুদ্বিলৈরাবৃতানি চ।। ১৯
অপেতোদকধূমানি হীনসম্মার্জনানি চ। প্রণষ্টবলিকর্মেজ্যামন্ত্র-হোম-জপানি চ।। ২০
দুষ্কালেনেব ভগ্নানি ভিন্নভাজনবন্তি চ। অস্মত্ত্যক্তানি বেশ্মানি কৈকেয়ী প্রতিপদ্যতাম্।। ২১
বনং নগরমেবাস্তু যেন গচ্ছতি রাঘবঃ। অস্মাভিশ্চ পরিত্যক্তং পুরং সম্পদ্যতাং বনম্।। ২২
বিলানি দংষ্ট্রিণঃ সর্বে সানূনি মৃগপক্ষিণঃ। ত্যজন্ত্বস্মদ্ভয়াদ্ভীতা গজাঃ সিংহা বনান্যপি।। ২৩
অস্মত্ত্যক্তং প্রপদ্যন্তু সেব্যমানং ত্যজন্তু চ। তৃণ-মাংস-ফলাদানাং দেশং ব্যালমৃগদ্বিজম্।। ২৪
প্রপদ্যতাং হি কৈকেয়ী সপুত্রা সহ বান্ধবৈঃ। রাঘবেণ বয়ং সর্বে বনে বৎস্যাম নির্বৃতাঃ।। ২৫
ইত্যেবং বিবিধা বাচো নানাজনসমীরিতাঃ। শুশ্রাব রাঘবঃ শ্রুত্বা ন বিচক্রেঽস্য মানসম্।। ২৬
স তু বেশ্ম পুনর্মাতুঃ কৈলাসশিখরপ্রভম্। অভিচক্রাম ধর্মাত্মা মত্তমাতঙ্গবিক্রমঃ।। ২৭
বিনীতবীরপুরুষং প্রবিশ্য তু নৃপালয়ম্। দদর্শাবস্থিতং দীনং সুমন্ত্রমবিদূরতঃ।। ২৮

জল শুকিয়ে গেলে জলজ প্রাণীরা যেমন কষ্ট পায়, তেমনি।। ১৩ ।। জগৎপতি এই রামের কষ্টে সর্বজগতই আজ কষ্ট পাচ্ছে। বৃক্ষের মূলে আঘাত দিলে তার ফুল ও ফল আহত হয়।। ১৪ ।। রাম হচ্ছেন মনুষ্যসমাজের মূল। ধর্মই তাঁর সার। তিনি মহাদীপ্তিমান। সাধারণ মানুষেরা হলো রামরূপ তরুর ফুল, ফল, পাতা এবং শাখা।। ১৫ ।। তারা বললো, যে পথে রাম যাবেন, সেই পথে লক্ষ্মণের মতো আমরাও পত্নী এবং বন্ধুদের নিয়ে অনুগমন করবো।। ১৬ ।। বাগান ছেড়ে, ক্ষেত ছেড়ে, এমন কি বাড়ীও ছেড়ে রামের সুখ দুঃখে এক হয়ে ধার্মিক রামকে আমরা অনুসরণ করবে।। ১৭ ।। জানি, আমরা চলে গেলে অন্য লোকজন এসে গোপন স্থান থেকে রক্ষিত ধনরত্ন খুঁড়ে বের করবে। ধ্বংস হয়ে যাবে গৃহের অঙ্গন। গৃহের সঞ্চিত ধনধান্য অন্যে নিয়ে যাবে। রিক্ত হবে সবদিক।। ১৮ ।। ধূলোয় ঢেকে যাবে বাড়ী। দেবতারা ছেড়ে চলে যাবেন। ইঁদুর ঘুরে বেড়াবে। চারদিকে দেখা যাবে ইঁদুরের গর্ত।। ১৯ ।। জল সেখানে থাকবে না। রান্না না-হওয়ায় ধোঁয়াও দেখা যাবে না। ঘরে পড়বে না ঝাঁট। বালকর্ম, যজ্ঞ, মন্ত্র, হোম, জপ— সবকিছুই নষ্ট হয়ে যাবে।। ২০ ।। ভূকম্পনাদি দুঃসময়ের মতো আমাদের বাড়ীগুলি ভেঙ্গে পড়বে। পাত্রাদি হবে টুকরো টুকরো। আমাদের ছেড়ে-যাওয়া বাড়ীগুলির হবে এই অবস্থা। কৈকেয়ীই সেগুলি গ্রহণ করুন।। ২১ ।। রাম যেখানে যাবেন, বন সেখানে নগর হয়ে যাবে। আর, আমরা ছেড়ে গেলে এই নগর পরিণত হবে বনে।। ২২ ।। আমাদের ভয়ে সর্পেরা গর্ত, পশুপাখীরা পর্বতের গাত্র, হস্তী এবং সিংহেরাও বনভূমি ছেড়ে চলে যাবে।। ২৩ ।। তারা আমাদের সেবিতব্য বনাঞ্চল ত্যাগ করে আমাদের পরিত্যক্ত এই গৃহগুলিতে চলে আসুক। তাহলে এই স্থানটি হয়ে যাবে তৃণভোজী মৃগাদির, মাংসভোজী হিংস্রজন্তুর এবং ফলভোজী পাখী, বানর প্রভৃতির দেশ (*ব্যাল—হিংস্র জন্তু*)।। ২৪ ।। কৈকেয়ী তখন পুত্র এবং বান্ধবদের নিয়ে এইদেশ লাভ করুন। আমরা সবাই রাঘবের সঙ্গে বনে শান্তির সঙ্গে বাস করবো।। ২৫ ।। এইরকমের নানা কথা নানা জনের কণ্ঠে কণ্ঠে ঘুরতে লাগলো। রাম সেইসব শুনলেন। কিন্তু তাঁর মনে তার কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না।। ২৬ ।। মত্ত হস্তীর মতো বিক্রমী, ধর্মপ্রাণ রাম আবার মায়ের কৈলাশশিখরের মতো প্রোজ্জ্বল গৃহে যেতে লাগলেন।। ২৭ ।। সেই রাজগৃহে বীরপুরুষেরাও অত্যন্ত বিনম্রভাবে অবস্থান করছেন। অদূরে দেখলেন সুমন্ত্র দীনভাবে বসে আছেন।। ২৮।।

প্রতীক্ষমাণোঽভিজনং তদার্তমনার্তরূপঃ প্রহসন্নিবাথ।
জগাম রামঃ পিতরং দিদৃক্ষুঃ পিতুর্নির্দেশং বিধিবচ্চিকীর্ষুঃ।। ২৯
তৎপূর্বমৈক্ষ্বাকসুতো মহাত্মা রামো গমিষ্যন্নৃপমার্তরূপম্।
ব্যতিষ্ঠত প্রেক্ষ্য তদা সুমন্ত্রং পিতুর্মহাত্মা প্রতিহারণার্থম্।। ৩০
পিতুর্নির্দেশেন তু ধর্মবৎসলো বনপ্রবেশে কৃতবুদ্ধিনিশ্চয়ঃ।
স রাঘবঃ প্রেক্ষ্য সুমন্ত্রমব্রবীন্নিবেদয়স্বাগমনং নৃপায় মে।। ৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

সেখানে প্রতীক্ষারত মানুষ অত্যন্ত দুঃখিত। রাম কিন্তু প্রসন্ন। যেন হেসে বাবাকে দেখার জন্য সেখানে গেলেন! তাঁর ইচ্ছা বাবার আদেশ বিধি অনুসারে পালন করবেন।।২৯।। ইক্ষ্বাকুর বংশধরের পুত্র মহাপ্রাণ রাম দুঃখিত পিতার কাছে যেতে ইচ্ছা করছিলেন। সুমন্ত্রের দিকে তাকিয়ে বাবার কাছে যাবার আজ্ঞা আনয়নের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।। ৩০ ।। পিতার নির্দেশে বনগমনে স্থিরসঙ্কল্প ধর্মবৎসল রাম সবাইকে দেখে সুমন্ত্রকে বললেন, রাজাকে আমাদের আগমনবার্তা জানান।। ৩১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

মহিষীগণপরিবৃতস্য রাজ্ঞো দশরথস্য সমীপে সহ সীতা-লক্ষ্মণাভ্যাং রামচন্দ্রস্য বনগমনপ্রার্থনম্, রাজ্ঞ শোকঃ বিসংজ্ঞশ্চ, রামেণ প্রবোধিতস্য মহারাজস্য প্রিয়পুত্রায়ালিঙ্গনদানম্, পুনর্বিসংজ্ঞশ্চ।

ততঃ কমলপত্রাক্ষঃ শ্যামো নিরুপমো মহান্। উবাচ রামস্তং সূতং পিতুরাখ্যাহি মামিতি।। ১
স রামপ্রেষিতঃ ক্ষিপ্রং সন্তাপ-কলুষেন্দ্রিয়ম্। প্রবিশ্য নৃপতিং সূতো নিঃশ্বসন্তং দদর্শ হ।। ২
উপরক্তমিবাদিত্যং ভস্মাচ্ছন্নমিবানলম্। তটাকমিব নিস্তোয়মপশ্যজ্জগতীপতিম্।। ৩
আবোধ্য চ মহাপ্রাজ্ঞঃ পরমাকুলচেতনম্। রামমেবানুশোচন্তং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।। ৪
তং বর্ধয়িত্বা রাজানং পূর্বং সূতো জয়াশিষা। ভয়বিক্লবয়া বাচা মন্দয়া শ্লক্ষ্ণয়াঽব্রবীৎ।। ৫
অয়ং স পুরুষব্যাঘ্রো দ্বারি তিষ্ঠতি তে সুতঃ। ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দত্ত্বা সর্বং চৈবোপজীবিনাম্।। ৬
স ত্বাং পশ্যতু ভদ্রং তে রামঃ সত্যপরাক্রমঃ। সর্বান্ সুহৃদ আপৃচ্ছ্য ত্বাং হীদানীং দিদৃক্ষতে।। ৭

চতুস্ত্রিংশ (৩৪) সর্গ

মহিষীগণ পরিবৃত হয়ে রাজা দশরথ। সীতা ও লক্ষ্মণসহ বনগমনের জন্য রামের প্রার্থনা। রাজার শোক ও মূর্ছা। রামের দ্বারা সান্ত্বনাদান। মহারাজার প্রিয়পুত্রকে আলিঙ্গন। পুনরায় মূর্ছা।

রামের চোখ দু'টি পদ্মফুলের পাপড়ির মতো সুন্দর। শ্যামল তাঁর গায়ের রঙ। চরিত্রে তিনি অতুলনীয়। মহান রাম সারথি সুমন্ত্রকে বললেন, আমি এসেছি। বাবাকে খবর দিন।। ১ ।। সারথি রামের দ্বারা প্রেরিত হয়ে শীগ্‌গির কক্ষে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, রাজা শোকে ব্যাকুল হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন।।২।। জগতের অধীশ্বরকে দেখালো যেন রাহুগ্রস্ত সূর্য। ভস্মাচ্ছন্ন আগুন। জলহীন সরোবর।। ৩ ।। মহাপ্রাজ্ঞ সারথি দেখলেন রামের জন্য শোকে রাজা ব্যাকুলচিত্ত। করজোড়ে তাঁকে ডেকে বাক্য বললেন সুমন্ত্র।।৪।। প্রথমে জয় ঘোষণার আশীর্বাদে তাঁকে নন্দিত করলেন। তারপর ভয়ে বিহ্বল হয়ে ধীরে ধীরে কোমলবাক্যে বললেন—।। ৫ ।। নরশ্রেষ্ঠ, আপনার পুত্র রাম দাঁড়িয়ে আছেন। ব্রাহ্মণ এবং অধীনস্থ কর্মীসকলকে তিনি ধন দান করে এসেছেন।। ৬।। তিনি আপনাকে দর্শন করুন। আপনার মঙ্গল হোক। রাম সত্যনিষ্ঠ। বীর। সুহৃদ সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এখন তিনি আপনাকে দর্শন করতে চাইছেন।।৭।। তিনি গভীর বনে

গমিষ্যতি মহারণ্যং তং পশ্য জগতীপতে। বৃতং রাজগুণৈঃ সর্বৈরাদিত্যমিব রশ্মিভিঃ।। ৮
স সত্যবাক্যো ধর্মাত্মা গাম্ভীর্যাৎ সাগরোপমঃ। আকাশ ইব নিষ্পঙ্কো নরেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচ তম্।। ৯
সুমন্ত্রানয় মে দারান্ যে কেচিদিহ মামকাঃ। দারৈঃ পরিবৃতঃ সর্বৈর্দ্রষ্টুমিচ্ছামি রাঘবম্।। ১০
সোঽন্তঃপুরমতীত্যৈব স্ত্রিয়স্তা বাক্যমব্রবীৎ। আর্যো হ্বয়তি বো রাজা গম্যতাং তত্র মা চিরম্।। ১১
এবমুক্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ সুমন্ত্রেণ নৃপাজ্ঞয়া। প্রচক্রমুস্তদ্ভবনং ভর্তুরাজ্ঞায় শাসনম্।। ১২
অর্ধসপ্তশতাস্তত্র প্রমদাস্তাম্রলোচনাঃ। কৌসল্যাং পরিবার্যাথ শনৈর্জগ্মুর্ধৃতব্রতাঃ।। ১৩
আগতেষু চ দারেষু সমবেক্ষ্য মহীপতিঃ। উবাচ রাজা তং সূতং সুমন্ত্রানয় মে সুতম্।। ১৪
স সূতো রামমাদায় লক্ষ্মণং মৈথিলীং তথা। জগামাভিমুখস্তূর্ণং সকাশং জগতীপতেঃ।। ১৫
স রাজা পুত্রমায়ান্তং দৃষ্ট্বা দূরাৎ কৃতাঞ্জলিম্। উৎপপাতাসনাত্তূর্ণমার্তঃ স্ত্রীজনসংবৃতঃ।। ১৬
সোঽভিদুদ্রাব বেগেন রামং দৃষ্ট্বা বিশাম্পতিঃ। তমসং প্রাপ্য দুঃখার্তঃ পপাত ভুবি মূর্ছিতঃ।। ১৭
তং রামোঽভ্যপতৎ ক্ষিপ্রং লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ। বিসংজ্ঞমিব দুঃখেন সশোকং নৃপতিং তথা।। ১৮
স্ত্রীসহস্রনিনাদশ্চ সংজজ্ঞে রাজবেশ্মনি। হা হা রামেতি সহসা ভূষণধ্বনিমিশ্রিতঃ।। ১৯
তং পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। পর্যঙ্কে সীতয়া সার্ধং রুদন্তঃ সমবেশয়ন্।। ২০
অথ রামো মুহূর্তস্য লব্ধসংজ্ঞং মহীপতিম্। উবাচ প্রাঞ্জলির্বাষ্পশোকার্ণবপরিপ্লুতম্।। ২১
আপৃচ্ছে ত্বাং মহারাজ সর্বেষামীশ্বরোঽসি নঃ। প্রস্থিতং দণ্ডকারণ্যং পশ্য ত্বং কুশলেন মাম্।। ২২
লক্ষ্মণং চানুজানীহি সীতা চান্বেতু মাং বনম্। কারণৈর্বহুভিস্তথ্যৈর্বার্যমাণৌ ন চেচ্ছতঃ।। ২৩
অনুজানীহি সর্বান্নঃ শোকমুৎসৃজ্য মানদ। লক্ষ্মণং মাঞ্চ সীতাঞ্চ প্রজাপতিরিবাত্মজান্।। ২৪

চলে যাবেন। কিরণরাজির দ্বারা ভাস্বর সূর্যের মতো সকল রাজগুণের দ্বারা তিনি প্রোজ্জ্বল।। ৮ ।। সত্যবাদী। ধর্মপ্রাণ। সাগরের মতো গম্ভীর। আকাশের মতো নির্মল তিনি। রাজা দশরথ তাঁকে প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ৯ ।। সুমন্ত্র, এই ভবনে যে পত্নীরা উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলকে নিয়ে এসো। তাঁদের সবাইকে নিয়ে আমি রামকে দেখতে চাইছি।। ১০ ।। সুমন্ত্র তখন অন্তঃপুরে গিয়ে রাজপত্নীদের বললেন, মাননীয় মহারাজ আপনাদের আহ্বান করছেন। সেখানে যান। বিলম্ব করবেন না।। ১১ ।। রাজার নির্দেশে সুমন্ত্র এইকথা বলার পর রাণীরা রাজার আদেশ মেনে নিয়ে তাঁর ভবনে চলে গেলেন।। ১২ ।। ব্রতচারিণী সাড়ে তিন'শ রাণীর কেঁদে কেঁদে চোখ লাল হয়ে গেছে। তাঁরা কৌশল্যাকে ঘিরে ধীরেধীরে রাজার কাছে চলে এলেন।। ১৩ ।। মহারাজ দশরথ পত্নীদের আগমনের পর সারথিকে বললেন, সুমন্ত্র, আমার পুত্রকে নিয়ে এসো।। ১৪ ।। রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতাকে সঙ্গে নিয়ে সূত সুমন্ত্র সত্বর রাজার কাছে চলে গেলেন।।১৫।। করোজোড়ে পুত্রকে দূর হতে আসতে দেখেই পত্নী পরিবেষ্টিত রাজা দ্রুত আসন থেকে উঠে পড়লেন।।১৬।। রামকে দেখেই প্রজাপালক রাজা বেগে ছুটে গেলেন। দুঃখদীর্ণ রাজা তখন অন্ধকার দেখলেন। মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।।। ১৭ ।। রাম এবং বীর লক্ষ্মণ তাড়াতাড়ি শোকার্ত, সংজ্ঞাহীন রাজাকে অত্যন্ত কষ্ট করে ধরে ফেললেন।। ১৮ ।। রাজবাড়ীতে তখন অলঙ্কারের শব্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে তুমুলভাবে উঠলো হাজার হাজার স্ত্রীকণ্ঠে—"হা রাম, হা রাম" ধ্বনি।। ১৯ ।। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই বাহুর দ্বারা রাজাকে আলিঙ্গন করলেন। এবং সীতাসহ তিনজনেই চেষ্টা করে ক্রন্দনরত রাজাকে পালঙ্কে শয়ন করালেন।।২০।। অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে রাম তাঁকে বাক্য বললেন। শোকের সমুদ্রে রাজা তখন প্লাবিত। ।। ২১ ।। রাম বললেন, মহারাজ, আপনি আমাদের সকলের নিয়ন্তা। আমরা দণ্ডকারণ্যে চলেছি। আপনার কাছে বিদায় নিচ্ছি। আপনি মঙ্গলদৃষ্টিতে আমাদের দেখুন।। ২২ ।। লক্ষ্মণকে অনুমতি দিন। সীতা আমার অনুগমন করুক। বহুবিধ কারণ দেখিয়ে এদেরকে আমি বারণ করেছি। কিন্তু কিছুতেই এরা শুনতে চাইছে না।। ২৩ ।। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন সনকাদি নিজপুত্রগণকে বনে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন তেমনি আপনিও শোক ত্যাগ করে আমাদের সবাইকে ছেড়ে দিন। লক্ষ্মণকে, আমাকে ও সীতাকে বনগমনে অনুমতি দিন। আপনি যে সবাইকে মান দান করেন!।। ২৪ ।। বনবাসে যাবার জন্য রাজার আদেশগ্রহণে শান্তভাবে রামকে প্রতীক্ষারত

প্রতীক্ষমাণমব্যগ্রমনুজ্ঞাং জগতীপতেঃ। উবাচ রাজা সংপ্রেক্ষ্য বনবাসায় রাঘবম্।। ২৫
অহং রাঘব কৈকেয্যা বরদানেন মোহিতঃ। অযোধ্যায়াং ত্বমেবাদ্য ভব রাজা নিগৃহ্য মাম্।। ২৬
এবমুক্তো নৃপতিনা রামো ধর্মভৃতাং বরঃ। প্রত্যুবাচাঞ্জলিং কৃত্বা পিতরং বাক্যকোবিদঃ।। ২৭
ভবান্ বর্ষসহস্রায়ুঃ পৃথিব্যা নৃপতে পতিঃ। অহং ত্বরণ্যে বৎস্যামি ন মে রাজ্যস্য কাঙ্ক্ষিতা।। ২৮
নব পঞ্চ চ বর্ষাণি বনবাসে বিহৃত্য তে। পুনঃ পাদৌ গ্রহীষ্যামি প্রতিজ্ঞান্তে নরাধিপ।। ২৯
রুদন্নার্তঃ প্রিয়ং পুত্রং সত্যপাশেন সংযুতঃ। কৈকেয্যা চোদ্যমানস্তু মিথো রাজা তমব্রবীৎ।। ৩০
শ্রেয়সে বৃদ্ধয়ে তাত পুনরাগমনায় চ। গচ্ছস্বারিষ্টমব্যগ্রঃ পন্থানমকুতোভয়ম্।। ৩১
ন হি সত্যাত্মনস্তাত ধর্মাভিমনসস্তব। সন্নিবর্তয়িতুং বুদ্ধিঃ শক্যতে রঘুনন্দন।। ৩২
অদ্য ত্বিদানীং রজনীং পুত্র মা গচ্ছ সর্বথা। একাহং দর্শনেনাপি সাধু তাবচ্চরাম্যহম্।। ৩৩
মাতরং মাঞ্চ সংপশ্যন্ বসেমামদ্য শর্বরীম্। তর্পিতঃ সর্বকামৈস্ত্বং শ্বঃ কাল্যে সাধয়িষ্যসি।। ৩৪
দুষ্করং ক্রিয়তে পুত্র সর্বথা রাঘব প্রিয়। ত্বয়া হি মৎ প্রিয়ার্থং তু বনমেবমুপাশ্রিতম্।। ৩৫
ন চৈতন্মে প্রিয়ং পুত্র শপে সত্যেন রাঘব। ছন্নয়া চলিতস্ত্বস্মি স্ত্রিয়া ভস্মাগ্নিকল্পয়া।। ৩৬
বঞ্চনা যা তু লব্ধা মে তাং ত্বং নিস্তর্তুমিচ্ছসি। অনয়া বৃত্তসাদিন্যা কৈকয্যাভিপ্রচোদিতঃ।। ৩৭
ন চৈতদাশ্চর্যতমং যত্ত্বং জ্যেষ্ঠঃ সুতো মম। অপানৃতকথং পুত্র পিতরং কর্তুমিচ্ছসি।। ৩৮
অথ রামস্তদা শ্রুত্বা পিতুরার্তস্য ভাষিতম্। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা দীনো বচনমব্রবীৎ।। ৩৯
প্রাপ্স্যামি যানদ্য গুণান্ কো মে শ্বস্তান্ প্রদাস্যতি। অপক্রমণমেবাতঃ সর্বকামৈরহং বৃণে।। ৪০
ইয়ং সরাষ্ট্রা সজনা ধন-ধান্যসমাকুলা। ময়া বিসৃষ্টা বসুধা ভরতায় প্রদীয়তাম্।। ৪১

দেখে রাজা বললেন—।। ২৫ ।। বৎস রাম, কৈকেয়ীকে বরদানে আমি মোহগ্রস্ত হয়েছি। আমাকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে অযোধ্যায় আজ তুমিই রাজা হও।। ২৬ ।। রাজা এই কথা বললে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ বাগ্মী রাম করজোড়ে বাবাকে বললেন—।। ২৭ ।। আপনি সহস্র বৎসর আয়ুলাভ করে পৃথিবীতে রাজা হয়ে বিরাজ করুন। আমি অরণ্যেই বাস করবো। রাজ্যের প্রতি আমার আকাঙ্ক্ষা নেই ।। ২৮ ।। চৌদ্দ বৎসর বনে ঘুরে বেড়িয়ে প্রতিজ্ঞাশেষে হে রাজন্, আবার আপনার চরণ দু'টি আমি গ্রহণ করবো।। ২৯ ।। সত্যরক্ষা -পালনে আবদ্ধ রাজা রোদন করতে লাগলেন। আর্ত হলেন। কৈকেয়ী তখন আড়ালে রাজাকে ইঙ্গিত করায় রাজা তখন বিবশ হয়ে রামকে বললেন—।। ৩০ ।। কল্যাণ, অভ্যুদয় এবং আবার ফিরে আসার জন্যই প্রশান্তভাবে তুমি বাছা যাও। তোমার পথে অশুভ দূর হোক। চলে যাক ভয়ের সব কারণ। (অরিষ্ট—অমঙ্গল)।।৩১ ।। হে রঘুবংশের আনন্দদায়ক সন্তান, তুমি সত্যনিষ্ঠ। ধর্মেই তোমার অভিনিবেশ। তোমার বুদ্ধিকে আমি তো ফেরাতে পারবো না।।৩২ ।। এখন তো রাত। বাছা, আজ কোনভাবেই যেয়ো না। অন্ততঃ একটা দিন তোমায় দেখে আমি ভালো থাকতে পারবো।।৩৩ ।। মা কে আর আমাকে দেখে আজকের রাতটা তুমি এখান বাস করে যাও। প্রার্থিত বস্তু সকল দ্বারা তোমাকে আমি তৃপ্ত করবো। কাল তোমার অভিলাষ অনুসারে কাজ কোরো।।৩৪ ।। ক্ষত্রিয় পুত্র রাম, তুমি সর্বপ্রকারে দুষ্কর কার্যসাধন করতে চলেছো। আমার ভালোর জন্য বনকেই আশ্রয় করছো।। ৩৫ ।। সত্যের নামে শপথ করে তোমায় বলছি, বাছা, এই কাজ কখনো আমার অভিপ্রেত নয়। গুপ্তভাবে থাকা ছাই-ঢাকা আগুনের মতো পত্নী কৈকেয়ীর দ্বারা আমি বিভ্রান্ত হয়েছি।।৩৬ ।। যে বঞ্চনা আমি পেয়েছি তুমি তা থেকে আমায় নিস্তার দিতে চাইছো। বংশধ্বংসকারিণী কৈকেয়ীর দ্বারা আমি প্রণোদিত হয়েছি।।৩৭ ।। তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। এটা সবসময় আশ্চর্য নয় যে, তুমি পিতাকে সত্যভঙ্গ থেকে রক্ষা করতে চাইছো।।৩৮ ।। শোকার্ত পিতার এই কথা শুনে ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম তখন বিনম্রভাবে বললেন।।৩৯ ।। বাবা, আজ আমি যে সব ভালো বস্তু পাবো, কালকে আমায় তা দেবেন? কামনা সকল থেকে মুক্তিই এখন আমি চাই।।৪০ ।। এই জনগণপূর্ণ ধন-ধান্যসমাকুল রাষ্ট্রব্যবস্থা -সমন্বিত পৃথিবী আমি ত্যাগ করলাম। আপনি ভরতকে তা প্রদান করুন।। ৪১ ।। বনবাসের জন্য আমার

বনবাসকৃতা বুদ্ধির্ন চ মেঽদ্য চলিষ্যতি। যত্তু যুদ্ধে বরো দত্তঃ কৈকেয্যৈ বরদ ত্বয়া।। ৪২
দীয়তাং নিখিলেনৈব সত্যস্ত্বং ভব পার্থিব। অহং নিদেশং ভবতো যথোক্তমনুপালয়ন্।। ৪৩
চতুর্দশ সমা বৎস্যে বনে বনচরৈঃ সহ। মা বিমর্শো বসুমতী ভরতায় প্রদীয়তাম্।। ৪৪
নহি মে কাঙ্‌ক্ষিতং রাজ্যং সুখমাত্মনি বা প্রিয়ম্। যথা নিদেশং কর্তুং বৈ তবৈব রঘুনন্দন।। ৪৫
অপগচ্ছতু তে দুঃখং মা ভূর্বাষ্পপরিপ্লুতঃ। ন হি ক্ষুভ্যতি দুর্ধর্ষঃ সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।। ৪৬
নৈবাহং রাজ্যমিচ্ছামি ন সুখং ন চ মেদিনীম্। নৈব সর্বানিমান্ কামান্ন স্বর্গং ন চ জীবিতুম্।। ৪৭
ত্বামহং সত্যমিচ্ছামি নানৃতং পুরুষর্ষভ। প্রত্যক্ষং তব সত্যেন সুকৃতেন চ তে শপে।। ৪৮
ন চ শক্যং ময়া তাত স্থাতুং ক্ষণমপি প্রভো। স শোকং ধারয়স্বেমং নহি মেঽস্তি বিপর্যয়ঃ।। ৪৯
অর্থিতো হ্যস্মি কৈকেয্যা বনং গচ্ছেতি রাঘব। ময়া চোক্তং ব্রজামীতি তৎ সত্যমনুপালয়ে।। ৫০
মা চোৎকণ্ঠাং বৃথা দেব বনে রংস্যামহে বয়ম্। প্রশান্তহরিণাকীর্ণে নানাশকুনি-নাদিতে।। ৫১
পিতা হি দৈবতং তাত দেবতানামপি স্মৃতম্। তস্মাদ্দৈবতমিত্যেব করিষ্যামি পিতুর্বচঃ।। ৫২
চতুর্দশসু বর্ষেষু গতেষু নৃপসত্তম। পুনর্দ্রক্ষ্যসি মাং প্রাপ্তং সন্তাপোঽয়ং বিমুচ্যতাম্।। ৫৩
যেন সংস্তম্ভনীয়োঽয়ং সর্বো বাষ্পাকুলো জনঃ। স ত্বং পুরুষশার্দূল কিমর্থং বিক্রিয়াং গতঃ।। ৫৪
পুরঞ্চ রাষ্ট্রঞ্চ মহী চ কেবলা ময়া বিসৃষ্টা ভরতায় দীয়তাম্।
অহং নিদেশং ভবতোঽনুপালয়ন্ বনং গমিষ্যামি চিরায় সেবিতুম্।। ৫৫
ময়া বিসৃষ্টাং ভরতো মহীমিমাং সশৈলখণ্ডাং সপুরোপকাননাম্।
শিবাসু সীমাস্বনুশাস্তু কেবলং ত্বয়া যদুক্তং নৃপতে তথাস্তু তৎ।। ৫৬

বুদ্ধি হতনিশ্চয়। তার আর অন্যথা হবে না। কৈকেয়ীকে যুদ্ধে আপনি যে বর দিয়েছিলেন হে বরদানকারিন্, পূর্ণভাবে তা আজ আপনি তাঁকে দিন। রাজন্, আপনি সত্যরক্ষা করুন। যেমন যেমন বলেছেন, আমি আপনার নির্দেশ পালন করবো।। ৪২-৪৩ ।। বনবাসীদের সঙ্গে চৌদ্দ বছর আমি বনে বাস করবো। নিশ্চিন্তে আপনি ভরতকে রাজ্য দিয়ে দিন *(সম—বৎসর।)*।। ৪৪ ।। নিজের সুখের জন্য বা আত্মজনদের প্রীতির জন্য রাজ্য আমি আকাঙ্ক্ষা করি নি। হে রঘুনন্দন, আপনার নির্দেশপালনের জন্যই করেছিলাম।।৪৫।। আপনার দুঃখ চলে যাক। আর চোখের জল ফেলবেন না। নদী-পতি সমুদ্র কখনো ক্ষুব্ধ হয় না। *(কতো অবাঞ্ছিত বস্তু নিয়ে নদীগুলি সাগরে গিয়ে পড়ে। তাতে সাগর কখনো বিচলিত হয় না)*।। ৪৬ ।। আমি রাজ্য চাই না। সুখ চাই না। এমন কি পৃথিবীও চাই না। কামনার এইসব বস্তু চাই না। স্বর্গ চাই না। এমন কি জীবনও চাই না।। ৪৭।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে আমি মিথ্যা থেকে মুক্ত করে সত্যপ্রতিষ্ঠ করতে চাই—এই আমি আপনার সামনে সত্য এবং পুণ্যের নামে শপথ করে বলছি।। ৪৮ ।। প্রভো, আমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে পারি না। আপনি শোক সম্বরণ করুন। আমার সঙ্কল্পের কোনো অন্যথা হবে না।। ৪৯ ।। কৈকেয়ী আমাকে বলেছিলেন, রাম, তুমি বনে যাও। আমি বলেছিলাম, যাবো। সেই সত্যই আজ পালন করছি।। ৫০ ।। বাবা, আপনি শুধু শুধু উদ্‌বিগ্ন হবেন না। শান্তরসাস্পদ বনে আমরা আনন্দেই থাকবো। হরিণেরা বিচরণ করবে। নানান পাখীর কূজনে মুখরিত হবে বনভূমি।। ৫১ ।। পিতা হলেন দেবতাদেরো দেবতা। স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে। আপনাকে দেবতা মনে করেই আমি পিতৃবাক্য পালন করবো।। ৫২ ।। হে রাজশ্রেষ্ঠ, চৌদ্দ বছর চলে গেলে এই আমি আবার ফিরে আস্‌বো। দুঃখ এখন দূর করুন।। ৫৩ ।। যাঁরা চোখের জলে কাঁদছেন তাঁদের সবাইকে আপনিই তো সান্ত্বনা দেবেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ আপনি। আপনারতো এইভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না।। ৫৪ ।। অযোধ্যানগরী, রাজ্য এবং ধরিত্রীর পরিচিত এই পরিবেশ আমি ছেড়ে যাচ্ছি। আপনি সব ভরতকে দিন। আপনার আদেশ পালন করার জন্য, বহুদিন ধরে সত্যকে সেবা করার জন্য আমি বনে চলে যাবো ।। ৫৫ ।। আমার দ্বারা পরিত্যক্ত পর্বত-নগর-উপবন-সমন্বিত এই ভূখণ্ড ভরত প্রতিপালন করুক। শাসকের কল্যাণকর মর্যাদা রক্ষা করুক। মহারাজ, আপনি যা বলেছেন তাই পূর্ণ হোক মহারাজ....।।৫৬।।

ন মে তথা পার্থিব দীয়তে মনো মহৎসু কামেষু ন চাত্মনঃ প্রিয়ে।
যথা নিদেশে তব শিষ্টসম্মতে ব্যপৈতু দুঃখং তব মৎকৃতেঽনঘ।। ৫৭
তদদ্য নৈবানঘ রাজ্যমব্যয়ং ন সর্বকামান্ বসুধাং ন মৈথিলীম্।
ন চিন্তিতং ত্বামনৃতেন যোজয়ন্ বৃণীয় সত্যং ব্রতমস্তু তে তথা।। ৫৮
ফলানি মূলানি চ ভক্ষয়ন্ বনে গিরীংশ্চ পশ্যন্ সরিতঃ সরাংসি চ।
বনং প্রবিশ্যৈব বিচিত্রপাদপং সুখী ভবিষ্যামি তবাস্তু নির্বৃতিঃ।। ৫৯
এবং স রাজা ব্যসনাভিপন্ন স্তাপেন দুঃখেন চ পীড্যমানঃ।
আলিঙ্গ্য পুত্রং সুবিনষ্টসংজ্ঞো ভূমিং গতো নৈব বিবেদ কিঞ্চিৎ।। ৬০
দেব্যঃ সমস্তা রুরুদুঃ সমেতাস্তাং বর্জয়িত্বা নরদেবপত্নীম্।
রুদন্ সুমন্ত্রোঽপি জগাম মূর্চ্ছাং হাহাকৃতং তত্র বভূব সর্বম্।। ৬১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

উত্তম কাম্যবস্তুতে বা কোনো প্রিয় বিষয়ে আমি আর মন দিচ্ছি না। সজ্জন-সম্মত আপনার নির্দেশ পালনই আমার একমাত্র লক্ষ্য। হে পূতচরিত্র পিতৃদেব, আমার জন্য আপনার দুঃখ চলে যাক।। ৫৭ ।। হে নিষ্পাপ মহারাজ, এই অখণ্ড রাজ্য, কামনার সর্ব বস্তু, বিরাট বসুন্ধরা, এমন কি সীতাকেও আমি চাই না। আপনি মিথ্যাযুক্ত হবেন, এ আমি চিন্তা করতে পারি না। তাই আপনার সত্যকে বরণ করাই আমার ব্রত হোক।।৫৮।। বনে ফলমূল খেয়ে, পর্বত, নদী এবং সরোবর সব দেখে, বনে প্রবেশ করেই সুন্দর তরুরাজি দেখে আমি সুখী হবো। আপনারও শান্তি হবে।। ৫৯ ।। সব শুনে দুঃখে তাপে অত্যন্ত পীড়িত রাজা শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। পুত্রকে আলিঙ্গন করেই মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। পরের ঘটনা কিছুতেই আর জানতে পারলেন না।। ৬০ ।। একমাত্র রাজমহিষী কৈকেয়ী ছাড়া সেখানে সমবেত রমণী সকল ক্রন্দন করতে লাগলেন। সুমন্ত্রও কেঁদে মূর্ছা গেলেন। সর্বত্র হায় হায় ধ্বনি উঠতে লাগলো।। ৬১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের চতুস্ত্রিংশ (৩৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

সুমন্ত্রস্য তীব্র-শ্লেষপূর্ণবাক্যেনাপি কৈকেয্যা অপরিবর্তনীয়ো মনোভাবঃ।

ততো নিধূয় সহসা শিরো নিঃশ্বস্য চাসকৃৎ। পাণিং পাণৌ বিনিষ্পিষ্য দন্তান্ কটকটায্য চ।। ১
লোচনে কোপসংরক্তে বর্ণং পূর্বোচিতং জহৎ। কোপাভিভূতঃ সহসা সন্তাপমশুভং গতঃ।। ২
মনঃ সমীক্ষমাণশ্চ সূতো দশরথস্য সঃ। কম্পয়ন্নিব কৈকেয্যা হৃদয়ং বাক্শরৈঃ শিতৈঃ।। ৩
বাক্যবজ্রৈরনুপমৈর্নির্ভিন্দন্নিব চাশুগৈঃ। কৈকেয্যাঃ সর্বমর্মাণি সুমন্ত্রঃ প্রত্যভাষত।। ৪

পঞ্চত্রিংশ (৩৫) সর্গ

সুমন্ত্রের তীব্র শ্লেষপূর্ণ বাক্য। কৈকেয়ীর অপরিবর্তনীয় মনোভাব।

অতিশয় ক্রোধে সুমন্ত্রের শির সঞ্চালিত হতে লাগলো, বারবার নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো। হাতে হাত পীড়ন করে দাঁতে কট্ কট্ শব্দ করতে লাগলেন তিনি। পূর্ব রূপ পরিত্যাগ করে তাঁর চোখ দু'টি রাগে লাল হয়ে গেলো। ক্রোধে আবিষ্ট হয়ে হঠাৎ তিনি ভীষণ রূপ ধারণ করলেন।। ১-২।। দশরথের মনের দুঃখ ভালো করে অনুভব করে সারথি সুমন্ত্র কৈকেয়ীর হৃদয়কে কাঁপিয়ে দিয়ে অতুলনীয় বজ্রের মতো বাক্য বলতে লাগলেন। তীক্ষ্ণ বাণের মতো রূঢ় বাক্যগুলি কৈকেয়ীর সকল মর্মস্থানকে যেন বিদ্ধ করছিলো।। ৩-৪।।

যস্যাস্তব পতিস্ত্যক্তো রাজা দশরথঃ স্বয়ম্। ভর্তা সর্বস্য জগতঃ স্থাবরস্য চরস্য চ।। ৫
নহ্যকার্যতমং কিঞ্চিত্তব দেবীহ বিদ্যতে। পতিঘ্নীং ত্বামহং মন্যে কুলঘ্নীমপি চান্ততঃ।। ৬
যন্মাহেন্দ্রমিবাজয্যং দুষ্প্রকম্প্যমিবাচলম্। মহোদধিমিবাক্ষোভ্যং সন্তাপয়সি কর্মভিঃ।। ৭
মাবমংস্থা দশরথং ভর্তারং বরদং পতিম্। ভর্তুরিচ্ছা হি নারীণাং পুত্রকোট্যা বিশিষ্যতে।। ৮
যথা বয়ো হি রাজ্যানি প্রাপ্নুবন্তি নৃপক্ষয়ে। ইক্ষ্বাকুকুলনাথেঽস্মিংস্তং লোপয়িতুমিচ্ছসি।। ৯
রাজা ভবতু তে পুত্রো ভরতঃ শাস্তু মেদিনীম্। বয়ং তত্র গমিষ্যামো যত্র রামো গমিষ্যতি।। ১০
ন চ তে বিষয়ে কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো বস্তুমর্হতি। তাদৃশং ত্বমমর্যাদমদ্য কর্ম করিষ্যসি।। ১১
নূনং সর্বে গমিষ্যামো মার্গং রামনিষেবিতম্। ত্যক্তা যা বান্ধবৈঃ সর্বৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ সাধুভিঃ সদা।। ১২
কা প্রীতী রাজ্যলাভেন তব দেবি ভবিষ্যতি। তাদৃশং ত্বমমর্যাদং কর্ম কর্তুং চিকীর্ষসি।। ১৩
আশ্চর্যমিব পশ্যামি যস্যাস্তে বৃত্তমীদৃশম্। আচরন্ত্যা ন বিদৃতা সদ্যো ভবতি মেদিনী।। ১৪
মহাব্রহ্মর্ষিসৃষ্টা বা জ্বলন্তো ভীমদর্শনাঃ। ধিগ্‌বাগ্‌দণ্ডা ন হিংসন্তি রামপ্রব্রাজনে স্থিতাম্।। ১৫
আম্রং ছিত্ত্বা কুঠারেণ নিম্বং পরিচরেত্তু যঃ। যশ্চৈনং পয়সা সিঞ্চেন্নৈবাস্য মধুরো ভবেৎ।। ১৬
আভিজাত্যং হি তে মন্যে যথা মাতুস্তথৈব তে। ন হি নিম্বাৎ স্রবেৎ ক্ষৌদ্রং লোকে নিগদিতং বচঃ।। ১৭
তব মাতুরসদ্‌গ্রাহং বিদ্ম পূর্বং যথাশ্রুতম্। পিতুস্তে বরদঃ কশ্চিদ্দদৌ বরমনুত্তমম্।। ১৮
সর্বভূতরুতং তস্মাৎ সংজজ্ঞে বসুধাধিপঃ। তেন তির্যগ্‌গতানাঞ্চ ভূতানাং বিদিতং বচঃ।। ১৯
ততো জৃম্ভস্য শয়নে বিরুতাদ্‌ভূরিবর্চসঃ। পিতুস্তে বিদিতো ভাবঃ স তত্র বহুধাঽহসৎ।। ২০
তত্র তে জননী ক্রুদ্ধা মৃত্যুপাশমভীপ্সতী। হাসং তে নৃপতে সৌম্য জিজ্ঞাস্যামিতি চাব্রবীৎ।। ২১

জগতের স্থাবর-জঙ্গম সবকিছুরই পতি দশরথ। তোমার স্বামী। তাঁকে তুমি ত্যাগ করলে! (*স্থাবর—স্থির। চর—চঞ্চল, জঙ্গম*)।। ৫।। দেবি, জগতে এর চেয়ে খারাপ কাজ আর কিছুই নেই। তোমাকে পতিঘাতিনী বলেই আমি মনে করছি।।৬।। ইন্দ্রের মতো অজেয়, হিমালয়ের মতো অকল্পনীয়, মহাসমুদ্রের মতো অচঞ্চল মহারাজ দশরথকে তুমি আজ দুষ্কর্মের দ্বারা সন্তপ্ত করছো।। ৭।। বরদানকারী, পতি, ভরণকর্তা দশরথকে অবমাননা কোরো না। কোটি পুত্রের ইচ্ছার চাইতে কেবল স্বামীর ইচ্ছাপূরণেই নারীর কল্যাণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়।। ৮।। রাজার অবর্তমানে বয়স অনুসারেই পুত্রেরা রাজ্যলাভ করে থাকে। ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা বেঁচে থাকতেই তুমি তা লোপ করতে চাইছো ? ।। ৯ ।। তোমার ছেলে ভরত রাজা হোক। পৃথিবী শাসন করুক। রাম যেখানে যাবে, আমরাও সেখানে চলে যাবো।। ১০।। তুমি এমন অমর্যাদাকর কাজ করতে চলেছো, যার ফলে কোনো ব্রাহ্মণ তোমার রাজ্যে বাস করতে পারবেন না।। ১১।। নিশ্চিতভাবে আমরা সবাই রামের আচরিত পথেই চলবো। বান্ধবসকল, ব্রাহ্মণ এবং সাধুদের দ্বারা তুমি পরিত্যক্তা হবে।। ১২।। দেবি, এই রাজ্যলাভে তোমার কী এমন আনন্দ হবে যে জন্যে এরকম অমর্যাদাকর কাজ তুমি করতে চাইছো।। ১৩।। এই কাজের দ্বারা সদ্যই যে পৃথিবী বিদীর্ণ হলো না তা দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি।। ১৪।। রামকে তুমি নির্বাসনে পাঠাতে উদ্যতা। অথচ মহর্ষি এবং ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা সৃষ্ট ভীষণদর্শন জ্বলন্ত ধিক্কাররূপ বাগদণ্ড তোমায় কেন এখনো ধ্বংস করছে না ?।। ১৫।। কে এমন আছে যে কুড়ুল দিয়ে আমগাছ কেটে নিমগাছকে পরিচর্যা করে? নিমগাছে দুধ সিঞ্চন করলেও ফল তার কখনো মিষ্টি হয় না।।১৬।। আমার মনে হচ্ছে, তোমার মায়ের যেমন আভিজাত্য তোমারো তাই। লোকে এই কথা বলে থাকে, নিম থেকে মধু কখনো ঝরে না।। ১৭ ।। তোমার মায়ের অসৎ কর্মের কথা আমি জানি। পূর্বে যেমন শুনেছিলাম, তা বলছি। কোনো এক বরদান-সমর্থ ব্রাহ্মণ তোমার বাবাকে উত্তম বরদান করেন।। ১৮।। তোমার বাবা কেকয়রাজ তার ফলে সকলপ্রাণীর শব্দ থেকে তাদের ভাষা বুঝতে পারতেন। সে জন্য পাখীদের ভাষাও তিনি বুঝতে পারতেন।। ১৯ ।। তোমার বাবা একদিন শয়নে ছিলেন। তখন জৃম্ভ নামক পাখী খুব শব্দ করছিলো। তোমার বাবা তার অর্থ বুঝতে পেরে খুব হাসছিলেন।। ২০।। তোমার মা রেগে গিয়ে মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হতে ইচ্ছা করে জিজ্ঞেস করলেন, মহারাজ আপনার হাসির কারণ কি, আমি জানতে চাইছি ।। ২১ ।। রাজা বললেন,

নৃপশ্চোবাচ তাং দেবীং হাসং শংসামি তে যদি। ততো মে মরণং সদ্যো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।। ২২
মাতা তে পিতরং দেবী পুনঃ কেকয়মব্রবীৎ। শংস মে জীব বা মা বা ন মাং ত্বং প্রহসিষ্যসি।। ২৩
প্রিয়য়া চ তথোক্তঃ স কেকয়ঃ পৃথিবীপতিঃ। তস্মৈ তং বরদায়ার্থং কথয়ামাস তত্ত্বতঃ।। ২৪
ততঃ স বরদঃ সাধু রাজানং প্রত্যভাষত। ম্রিয়তাং ধ্বংসতাং বেয়ং মা শংসীস্ত্বং মহীপতে।। ২৫
স তচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য প্রসন্নমনসো নৃপঃ। মাতরং তে নিরস্যাশু বিজহার কুবেরবৎ।। ২৬
তথা ত্বমপি রাজানং দুর্জনাচরিতে পথি। অসদ্‌গ্রাহমিমং মোহাৎ কুরুষে পাপদর্শিনী।। ২৭
সত্যশ্চাত্র প্রবাদোঽয়ং লৌকিকঃ প্রতিভাতি মা। পিতৄন্ সমনুজায়ন্তে নরা মাতরমঙ্গনাঃ।। ২৮
নৈবং ভব গৃহাণেদং যদাহ বসুধাধিপঃ। ভর্তুরিচ্ছামুপাস্বেহ জনস্যাস্য গতির্ভব।। ২৯
মা ত্বং প্রোৎসাহিতা পাপৈর্দেবরাজসমপ্রভম্। ভর্তারং লোকভর্তারমসদ্ধর্মমুপাদধ।। ৩০
নহি মিথ্যা প্রতিজ্ঞাতং করিষ্যতি তবানঘঃ। শ্রীমান্ দশরথো রাজা দেবি রাজীবলোচনঃ।। ৩১
জ্যেষ্ঠো বদান্যঃ কর্মণ্যঃ স্বধর্মস্যাপি রক্ষিতা। রক্ষিতা জীবলোকস্য বলী রামোঽভিষিচ্যতাম্।। ৩২
পরিবাদো হি তে দেবি মহাংল্লোকে চরিষ্যতি। যদি রামো বনং যাতি বিহায় পিতরং নৃপম্।। ৩৩
স্বরাজ্যং রাঘবঃ পাতু ভব ত্বং বিগতজ্বরা। নহি তে রাঘবাদন্যঃ ক্ষমঃ পুরবরে বসন্।। ৩৪
রামে হি যৌবরাজ্যস্থে রাজা দশরথো বনম্। প্রবেক্ষ্যতি মহেষ্বাসঃ পূর্ববৃত্তমনুস্মরন্।। ৩৫
ইতি সান্ত্বৈশ্চ তীক্ষ্ণৈশ্চ কৈকেয়ীং রাজসংসদি। ভূয়ঃ সংক্ষোভয়ামাস সুমন্ত্রস্তু কৃতাঞ্জলিঃ।। ৩৬
নৈব সা ক্ষুভ্যতে দেবী ন চ স্ম পরিদূয়তে। ন চাস্যা মুখবর্ণস্য লক্ষ্যতে বিক্রিয়া তদা।। ৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

দেখো, আমি যদি হাসির কারণ তোমাকে বলি, তাহলে তখনি আমার মৃত্যু হবে, এতে সংশয় নেই।। ২২।। তোমার মা তখন আবার তোমার বাবা কেকয়রাজকে বললেন, তুমি বেঁচেই থাকো বা না থাকো, আমায় তুমি হাসির কারণ বলো। তাতে তুমি আর কখনো আমায় উপহাস করতে পারবে না।। ২৩ ।। প্রেয়সী রাণী এই কথা বলতে রাজা কেকয় বরদানকারী সেই ব্রাহ্মণকে যথাযথভাবে সব কিছু জানালেন ।। ২৪ ।। সেই বরদানকারী ব্রাহ্মণ রাজাকে বললেন, রাজন্, তোমার এই পত্নী মরেই যান বা ধ্বংসই হয়ে যান ঐ রহস্য তাঁকে আপনি জানাবেন না।। ২৫ ।। তোমার বাবা কেকয়রাজ ব্রাহ্মণের সেই কথা শুনে প্রসন্নচিত্তে তোমার মাকে উপেক্ষা করে কুবেরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ।। ২৬ ।। তোমার মায়ের মতো পাপদর্শিনী তুমিও। এখন মোহবশতঃ দুর্জনদের আচরিত পথে রাজা দশরথকে অসৎকার্যে টেনে নিয়ে চলেছো।। ২৭।। লৌকিক এই প্রবাদটি আজ আমার কাছে সত্য বলে প্রাতিভাত হচ্ছে ঃ পুত্রেরা পিতার স্বভাব এবং মেয়েরা মায়ের স্বভাব অনুসরণ করে থাকে।। ২৮।। বলছি, মায়ের মতো হয়ো না। রাজা দশরথ যা বলছেন, তাই গ্রহণ করো। পতির ইচ্ছা পালন করে আমাদের মতো জনগণের আশ্রয় হও।। ২৯।। দেবরাজের মতো তেজঃসম্পন্ন জগৎপতিকে পাপীদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে অন্যায় পথে পরিচালিত কোরো না।। ৩০ ।। ঐশ্বর্যবান নিষ্পাপ পদ্মলোচন রাজা দশরথ তোমার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা মিথ্যা হবে না ।।৩১ ।। জ্যেষ্ঠ, উদারচরিত, কর্মদক্ষ, স্ব-ধর্মরক্ষণকারী, প্রাণিজগতের সংরক্ষক, বলবান রামকেই অভিষিক্ত করো ।।৩২ ।। রাম যদি পিতা "রাজাকে ছেড়ে বনে যায় তাহলে দেবি, তোমার ভীষণ নিন্দা ছড়িয়ে পড়বে।।৩৩ ।। রাম নিজরাজ্য রক্ষা করুক। তুমিও নিশ্চিন্ত হও। অযোধ্যাপুরীর রাজপদে বসার যোগ্য তোমার রাম ছাড়া আর কেউই নেই।। ৩৪ ।। রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হলে মহাধনুর্ধর রাজা দশরথ পূর্বপরম্পরা অনুসরণ করে বনে প্রবেশ করবেন (*ইষু+আসঃ=ইষ্বাসঃ। ইষু=বাণ। ইষ্বাস—বাণধারী। মহেষ্বাস—মহাধনুর্ধর, বীর। দশরথ বনে গেলে রাম রাজা হবেন এবং ভরত তখন স্বাভাবিকভাবেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত হবে*) ।। ৩৫ ।। রাজার সামনে কৃতাঞ্জলি হয়ে সুমন্ত্র শান্ত তথা তীব্র বাক্যের দ্বারা কৈকেয়ীকে ক্ষুব্ধ করলেন।।৩৬।। কিন্তু কৈকেয়ী ক্ষুব্ধ ও হলেন না। ব্যথিত ও হলেন না। তাঁর মুখের বর্ণে প্রতিক্রিয়াজনিত কোনো বিকৃতি ও দেখা গেলো না।। ৩৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চত্রিংশ (৩৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

বনগমনসন্নদ্ধ-রামেণ সহ সেনাবাহিনী ধনরত্নপ্রেরণায় রাজ্ঞো দশরথস্যাদেশঃ, তত্র কৈকেয্যা বিরোধিতে সিদ্ধার্থস্য সদ্‌যুক্তি প্রদর্শনম্, রামেণ সহ বনগমনায় রাজ্ঞো দশরথস্য ইচ্ছাপ্রকাশশ্চ।

ততঃ সুমন্ত্রমৈক্ষ্বাকঃ পীডিতোঽত্র প্রতিজ্ঞয়া। সবাষ্পমতিনিঃশ্বস্য জগাদেদং পুনর্বচঃ।। ১
সূত রত্ন-সুসম্পূর্ণা চতুর্বিধবলা চমূঃ। রাঘবস্যানুযাত্রার্থং ক্ষিপ্রং প্রতিবিধীয়তাম্।। ২
রূপাজীবাশ্চ বাদিন্যো বণিজশ্চ মহাধনাঃ। শোভয়ন্তু কুমারস্য বাহিনীঃ সুপ্রসারিতাঃ।। ৩
যে চৈনমুপজীবন্তি রমতে যৈশ্চ বীর্যতঃ। তেষাং বহুবিধং দত্ত্বা তানপ্যত্র নিয়োজয়।। ৪
আয়ুধানি চ মুখ্যানি নাগরাঃ শকটানি চ। অনুগচ্ছন্তু কাকুৎস্থং ব্যাধাশ্চারণ্যকোবিদাঃ।। ৫
নিঘ্নন্ মৃগান্ কুঞ্জরাংশ্চ পিবংশ্চারণ্যকং মধু। নদীশ্চ বিবিধাঃ পশ্যন্ন রাজ্যং সংস্মরিষ্যতি।। ৬
ধান্যকোশশ্চ যঃ কশ্চিদ্ধনকোশশ্চ মামকঃ। তৌ রামমনুগচ্ছেতাং বসন্তং নির্জনে বনে।। ৭
যজন্ পুণ্যেষু দেশেষু বিসৃজংশ্চাপ্তদক্ষিণাঃ। ঋষিভিশ্চাপি সঙ্গম্য প্রবৎস্যাতি সুখং বনে।। ৮
ভরতশ্চ মহাবাহুরযোধ্যাং পালয়িষ্যতি। সর্বকামৈঃ পুনঃ শ্রীমান্ রামঃ সংসাধ্যতামিতি।। ৯
এবং ব্রুবতি কাকুৎস্থে কৈকেয্যা ভয়মাগতম্। মুখং চাপ্যগমচ্ছোষং স্বরশ্চাপি ব্যরুধ্যত।। ১০
সা বিষণ্ণা চ সন্ত্রস্তা মুখেন পরিশুষ্যতা। রাজানমেবাভিমুখী কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ।। ১১
রাজ্যং গতধনং সাধো পীতমণ্ডাং সুরামিব। নিরাস্বাদ্যতমং শূন্যং ভরতো নাভিপৎস্যতে।। ১২
কৈকেয্যাং মুক্তলজ্জায়াং বদন্ত্যামতিদারুণম্। রাজা দশরথো বাক্যমুবাচায়তলোচনাম্।। ১৩

ষট্‌ত্রিংশ (৩৬) সর্গ

বনগমনে কটিবদ্ধ রামের সঙ্গে সেনাবাহিনী এবং ধনরত্ন প্রেরণের জন্য রাজা দশরথের আদেশ। তাতে কৈকেয়ীর বিরোধ। সিদ্ধার্থের সদ্‌যুক্তি প্রদর্শন। রামের সঙ্গে বনে চলে যাবার জন্য দশরথের ইচ্ছাপ্রকাশ।

নিজের প্রতিজ্ঞার জন্য দুঃখিত ইক্ষ্বাকুবংশধর রাজা দশরথ চোখের জলের সঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলে সুমন্ত্রকে আবার বললেন।। ১ ।। সারথি, মণিমাণিক্যে সমৃদ্ধ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গ সেনাকেও রামচন্দ্রের অনুসরণের জন্য সত্বর ব্যবস্থা করো।। ২ ।। রূপোপজীবিনী রমণীরা আর মহাধনশালী বণিকেরা কুমার রামচন্দ্রের সুসজ্জিত বাহিনীকে শোভিত করুক।।৩ ।। যারা শরীরচর্চার দ্বারা রামের আশ্রয়ে জীবিকা-নির্বাহ করে তাদেরও বহু দান করে রামের সঙ্গে যাবার জন্য নিয়োগ করো। *(রাম বহু পালোয়ান পুষতেন)*।। ৪ ।। অরণ্যের পথঘাট জানেন এমন ব্যাধবর্গ এবং নাগরিকবর্গ প্রধান প্রধান অস্ত্র এবং শকট নিয়ে রামকে অনুসরণ করুক।।৫ ।। শ্রীমান রাম হরিণ এবং হস্তীদের হত্যা করে, বনজ মধু পান করে বিভিন্ন নদীর শোভাদর্শন করে রাজ্যের কথা আর স্মরণ করবে না।।৬ ।। রাম নির্জন বনে বাস করবে। আমার ধান্যভাণ্ডার এবং ধনভাণ্ডার দু'টিই তার অনুগমন করুক।। ৭ ।। পুণ্যস্থানগুলিতে যজ্ঞ করে, নির্ভরযোগ্য ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা দান করে এবং ঋষিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাম বনে সুখেই থাকবে।।৮ ।। মহাবীর ভরত অযোধ্যা-পালনে থাকুক। সকল কাম্যবস্তুসহ রামকে বনে পাঠিয়ে দাও।। ৯ ।। ককুৎস্থ বংশধর দশরথ এই কথা বললে কৈকেয়ীর ভয় হলো। মুখ শুকিয়ে গেলো। কণ্ঠস্বর আটকে গেলো।। ১০ ।। ভীতা বিষণ্ণা কৈকেয়ী শুকনো মুখে রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন।। ১১ ।। ওহে, সাধুচরিত্র মহারাজ, সব সম্পদ যদি রামের সঙ্গেই দিয়ে দেন, তাহলে সারবস্তুশূন্য আস্বাদহীন সুরার মতো ধনরিক্ত, শূন্য এই রাজ্য ভরত নেবে না।। ১২ ।। কৈকেয়ী নির্লজ্জা হয়ে যখন নিদারুণ এই কথা বলছিলেন, তখন রাজা দশরথ বিশালনয়না কৈকেয়ীকে বললেন—।। ১৩ ।। অনার্যে, তোমার দেওয়া দুঃখভার আমি তো বহন করছিই। তবুও তুমি

বহন্তং কিং তুদসি মাং নিযুজ্য ধুরিমাহিতে। অনার্যে কৃত্যমারব্ধং কিং ন পূর্বমুপারুধঃ।। ১৪
তস্যৈতৎ ক্রোধসংযুক্তমুক্তং শ্রুত্বা বরাঙ্গনা। কৈকেয়ী দ্বিগুণং ক্রুদ্ধা রাজানমিদমব্রবীৎ।। ১৫
তবৈব বংশে সগরো জ্যেষ্ঠপুত্রমুপারুধৎ। অসমঞ্জ ইতি খ্যাতং তথায়ং গন্তুমর্হতি।। ১৬
এবমুক্তো ধিগিত্যেব রাজা দশরথোঽব্রবীৎ। ব্রীডিতশ্চ জনঃ সর্বঃ সা চ তন্নাববুধ্যত।। ১৭
তত্র বৃদ্ধো মহামাত্রঃ সিদ্ধার্থো নাম নামতঃ। শুচির্বহুমতো রাজ্ঞঃ কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ।। ১৮
অসমঞ্জো গৃহীত্বা তু ক্রীডতঃ পথিদারকান্। সরয্বাং প্রক্ষিপন্নপ্সু রমতে তেন দুর্মতিঃ।। ১৯
তং দৃষ্ট্বা নাগরাঃ সর্বে ক্রুদ্ধা রাজানমব্রুবন্। অসমঞ্জং বৃণীষ্বৈকমস্মান্ বা রাষ্ট্রবর্ধন।। ২০
তানুবাচ ততো রাজা কিং নিমিত্তমিদং ভয়ম্। তাশ্চাপি রাজ্ঞা সংপৃষ্টা বাক্যং প্রকৃতয়োঽব্রুবন্।। ২১
ক্রীডতস্ত্বেষ নঃ পুত্রান্ বালানুদ্ভ্রান্তচেতসঃ। সরয্বাং প্রক্ষিপন্মৌর্খ্যাদতুলাং প্রীতিমশ্নুতে।। ২২
স তাসাং বচনং শ্রুত্বা প্রকৃতীনাং নরাধিপঃ। তং তত্যাজাহিতং পুত্রং তাসাং প্রিয়চিকীর্ষয়া।। ২৩
তং যানং শীঘ্রমারোপ্য সভার্যং সপরিচ্ছদম্। যাবজ্জীবং বিবাস্যোঽয়মিতি তানন্বশাৎ পিতা।। ২৪
স ফালপিটকং গৃহ্য গিরিদুর্গাণ্যলোকয়ৎ। দিশঃ সর্বাস্ত্বনুচরন্ স যথা পাপকর্মকৃৎ।। ২৫
ইত্যেনমত্যজদ্রাজা সগরো বৈ সুধার্মিকঃ। রামঃ কিমকরোৎ পাপং যেনৈবমুপরুধ্যতে।। ২৬
নহি কঞ্চন পশ্যামো রাঘবস্যাগুণং বয়ম্। দুর্লভো হ্যস্য নিরয়ঃ শশাঙ্কস্যেব কল্মষম্।। ২৭
অথবা দেবি ত্বং কঞ্চিদ্দোষং পশ্যসি রাঘবে। তমদ্য ব্রূহি তত্ত্বেন তদা রামো বিবাস্যতে।। ২৮
অদুষ্টস্য হি সন্ত্যাগঃ সৎপথে নিরতস্য চ। নির্দহেদপি শক্রস্য দ্যুতিং ধর্মবিরোধনাৎ।। ২৯
তদলং দেবি রামস্য শ্রিয়া বিহতয়া ত্বয়া। লোকতোঽপি হি তে রক্ষ্যঃ পরিবাদঃ শুভাননে।। ৩০

কেন আবার আমায় বিদ্ধ করছো? যে কাজ আমি এখন করছি, তা করতে আগে কেন তুমি নিষেধ করোনি? *(তুদসি—কাটছো, বিদ্ধ করছো। ধুরি-ভার)* সুন্দরী কৈকেয়ী রাজার ঐ ক্রুদ্ধ বাক্য শুনে দ্বিগুণ রেগে রাজাকে বললেন—।। ১৪-১৫ ।। তোমারি বংশের রাজা সগর অসমঞ্জ নামক জ্যেষ্ঠপুত্রকে নির্বাসিত করেছিলেন। তোমারো তাই করা উচিত।। ১৬ ।। রাণী এই কথা বলার পর রাজা দশরথ বললেন, ধিক্। ধিক্। সমবেত সকলে তাতে লজ্জিত হলো। কিন্তু কৈকেয়ী তা বুঝতে পারলো না ।। ১৭ ।। সেখানে রাজার এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, পবিত্র চরিত্র, খুবই সম্মানিত, বৃদ্ধ সিদ্ধার্থ কৈকেয়ীকে বললেন—।। ১৮ ।। অসমঞ্জ কি করতো জানো? পথে যে ছেলেরা খেলা করতো, তাদের ধরে সরযূর জলে ছুঁড়ে দিতো আর তাতেই সে দুর্মতি আনন্দ পেতো।। ১৯ ।। তা দেখে নগরবাসী সকলে রেগে রাজাকে বলেছিলো, মহারাজ, আপনিই তো রাষ্ট্রের কল্যাণবর্ধনকারী। হয় আপনি এক অসমঞ্জকে রাখুন, নয় আমাদের রাখুন।। ২০ ।। রাজা তাদের বললেন, কিসের জন্য তোমাদের ভয়? রাজা জিজ্ঞেস করায় প্রজাবর্গ সবকিছু বললো।। ২১ ।। আমাদের ছেলেরা যখন খেলা করে তখন আপনার চঞ্চলচিত্ত পুত্র মূর্খতার জন্য তাদের সরযূর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খুবই মজা পায়।। ২২ ।। রাজা সগর প্রজাদের কথা শুনে তাদের ভালো করার ইচ্ছায় নিজের দুষ্টপুত্রকে পরিত্যাগ করেছিলেন।। ২৩ ।। পিতা তখন নির্দেশ দিলেন, একে শীগ্‌গির রথে বসিয়ে পত্নী এবং পরিচ্ছদসহ যাবজ্জীবন নির্বাসন দাও।। ২৪ ।। সে তখন কুড়ুল আর ঝুড়ি নিয়ে পর্বতের দুর্গম অরণ্যের দিকে দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।। ২৫ ।। অত্যন্ত ধার্মিক রাজা সগর এইজন্যই পুত্রকে ত্যাগ করেছিলেন। রাম এমন কী পাপ করেছে যার জন্য তাকে এরকম নির্বাসিত হতে হবে?।। ২৬ ।। রামের কোনো দোষ তো আমরা দেখতে পাই না। চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। কিন্তু রামের তো কোনো দোষই নেই *(নিরয়—দোষ, কলঙ্ক)* ।। ২৭ ।। কিংবা, দেবি, রামের যদি কোনো দোষ তুমি দেখো, তা হলে তা ঠিক করে বলো। রামকে তখন নির্বাসনে পাঠানো যাবে।। ২৮ ।। সৎপথে যিনি চলেন সেই সজ্জনকে ত্যাগ করলে ধর্মবিরোধের জন্য ইন্দ্রেরও দীপ্তি বিনষ্ট হয়ে যায়।। ২৯ ।। তাই বলি দেবি, রামের রাজশ্রীলাভে আপনি বিনষ্ট করাবেন না। হে সুমুখি, জনসমাজেও আপনার যে নিন্দা হবে তা থেকেও আপনি রক্ষা পারেন *(পরিবাদ—নিন্দা)*।। ৩০ ।। সিদ্ধার্থের

শ্রুত্বা তু সিদ্ধার্থবচো রাজা শ্রান্ততরস্বরঃ। শোকোপহতয়া বাচা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ।। ৩১
এতদ্বচো নেচ্ছসি পাপরূপে হিতং ন জানাসি মমাত্মনোঽথবা।
আস্থায় মার্গং কৃপণং কুচেষ্টা চেষ্টা হি তে সাধুপথাদপেতা।। ৩২
অনুব্রজিষ্যাম্যহমদ্য রামং রাজ্যং পরিত্যজ্য সুখং ধনঞ্চ।
সর্বে চ রাজ্ঞা ভরতেন চ ত্বং যথাসুখং ভুঙ্ক্ষ্ব চিরায় রাজ্যম্।। ৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

বাক্য শুনে রাজা অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে শোক ক্লিষ্ট বাক্যে কৈকেয়ীকে বললেন— ।।৩১ ।। পাপীয়সি, এই কথা শুনতে চাইছো না। আমার এবং তোমার নিজেরও মঙ্গল তুমি জানতে পারছো না। তোমার এই কাজ কুকাজ এটা সৎপথ থেকে বিচ্যুতি ।।৩২ ।। আজই আমি দুঃখকর পথ অবলম্বন করে রাজ্য সুখ এবং ধন ত্যাগ করে রামকে অনুগমন করবো। ভরত রাজা হোক। তুমি এবং অন্যেরা সকলে চিরকাল ধরে সুখে রাজ্য ভোগ করো।। ৩৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ষট্‌ত্রিংশ (৩৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

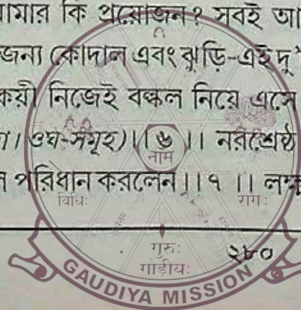
শ্রীরামপ্রভৃতীনাং বল্কলধারণম্, সীতাদেব্যা বল্কলপরিধানেন অন্তঃপুরবাসিনীনাং রমণীনামশ্রুত্যাগঃ, কৈকেয়ীং প্রতি বশিষ্ঠদেবস্য ক্রোধপূর্ণোক্তিঃ, তেন চ সীতাদেব্যা বল্কলধারণস্যানৌচিত্য-প্রদর্শনম্।

মহামাত্রবচঃ শ্রুত্বা রামো দশরথং তদা। অভ্যভাষত বাক্যং তু বিনয়জ্ঞো বিনীতবৎ।। ১
ত্যক্তভোগস্য মে রাজন্ বনে বন্যেন জীবতঃ। কিং কার্যমনুযাত্রেণ ত্যক্তসঙ্গস্য সর্বতঃ।। ২
যো হি দত্ত্বা দ্বিপশ্রেষ্ঠং কক্ষ্যায়াং কুরুতে মনঃ। রজ্জুস্নেহেন কিং তস্য ত্যজতঃ কুঞ্জরোত্তমম্।।৩
তথা মম সতাং শ্রেষ্ঠ কিং ধ্বজিন্যা জগৎপতে। সর্বাণ্যেবানুজানামি চীরাণ্যেবানয়ন্তু মে।। ৪
খনিত্র-পিটকে চোভে সমানয়ত গচ্ছত। চতুর্দশ বনে বাসং বর্ষাণি বসতো মম।। ৫
অথ চীরাণি কৈকেয়ী স্বয়মাহৃত্য রাঘবম্। উবাচ পরিধৎস্বেতি জনৌঘে নিরপত্রপা।। ৬
স চীরে পুরুষব্যাঘ্রঃ কৈকেয্যাঃ প্রতিগৃহ্যতে। সূক্ষ্মবস্ত্রমবক্ষিপ্য মুনিবস্ত্রাণ্যবস্ত হ।। ৭

সপ্তত্রিংশ (৩৭) সর্গ

শ্রীরাম এবং সহযাত্রীদের বল্কলধারণ। সীতার বল্কল পরিধানে অন্তঃপুরবাসিনীদের অশ্রুবর্ষণ। কৈকেয়ীর প্রতি মহর্ষি বশিষ্ঠের ক্রুদ্ধ বাক্য দ্বারা সীতার বল্কল-পরিধানের অনৌচিত্য প্রদর্শন।

প্রধান অমাত্য সিদ্ধার্থের বচন শুনে সবিশেষ নীতিবিদ্ রাম বিনীতভাবে দশরথকে বললেন— *(মহামাত্র—প্রধান অমাত্য)*।। ১ ।। মহারাজ, আমি ভোগ ত্যাগ করেছি। বনে বনজাত ফলমূলেই জীবন ধারণ করবো। সর্বপ্রকার আসক্তি আমি ত্যাগ করেছি। তাই আমার অনুযাত্রী সেনাবাহিনীর কি প্রয়োজন?।। ২ ।। শ্রেষ্ঠ হস্তীটিকে দান করে যে তার বন্ধনরজ্জুর প্রতি লুব্ধ হয়, তার উত্তম হস্তী ত্যাগ করে রজ্জুর প্রতি আকর্ষণের সার্থকতা কোথায়? *(কক্ষা—হস্তীর বন্ধনরজ্জু)*।। ৩ ।। সজ্জনশ্রেষ্ঠ, হে জগৎপতে, পতাকা উড়িয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে চলার আমার কি প্রয়োজন? সবই আমি ভরতকে দিয়েছি। আমার জন্য বল্কলবাসই আনিয়ে দিন।।৪ ।। আমার জন্য কোদাল এবং ঝুড়ি-এই দু'টি নিয়ে আসুন। চৌদ্দ বৎসর বনে আমায় থাকতে হবে।। ৫।। নির্লজ্জা কৈকেয়ী নিজেই বল্কল নিয়ে এসে জনগণের সামনে রামকে দিয়ে বললেন, এবার পরিধান করো *(ত্রপা—লজ্জা। ওঘ-সমূহ)*।। ৬ ।। নরশ্রেষ্ঠ রাম কৈকেয়ীর কাছ থেকে বল্কল নিয়ে সূক্ষ্মবস্ত্র ছেড়ে মুনির বসন তথা বল্কল পরিধান করলেন।। ৭ ।। লক্ষ্মণ ও সেখানেই ভালো কাপড় ছেড়ে দিয়ে বাবার



লক্ষ্মণশ্চাপি তত্রৈব বিহায় বসনে শুভে। তাপসাচ্ছাদনে চৈব জগ্রাহ পিতুরগ্রতঃ।। ৮
অথাত্মপরিধানার্থং সীতা কৌশেয়বাসিনী। সংপ্রেক্ষ্য চীরং সন্ত্রস্তা পৃষতী বাগুরামিব।। ৯
সা ব্যপত্রপমাণেব প্রগৃহ্য চ সুদুর্মনাঃ। কৈকেয্যাঃ কুশচীরে তে জানকী শুভলক্ষণা।। ১০
অশ্রুসম্পূর্ণনেত্রা চ ধর্মজ্ঞা ধর্মদর্শিনী। গন্ধর্বরাজপ্রতিমং ভর্তারমিদমব্রবীৎ।। ১১
কথং নু চীরং বধ্নন্তি মুনয়ো বনবাসিনঃ। ইতি হ্যকুশলা সীতা সা মুমোহ মুহুর্মুহুঃ।। ১২
কৃত্বা কণ্ঠে স্ম সা চীরমেকমাদায় পাণিনা। তস্থৌ হ্যকুশলা তত্র ব্রীড়িতা জনকাত্মজা।। ১৩
তস্যাস্তৎক্ষিপ্রমাগত্য রামো ধর্মভৃতাং বরঃ। চীরং ববন্ধ সীতায়াঃ কৌশেয়স্যোপরি স্বয়ম্।। ১৪
রামং প্রেক্ষ্য তু সীতায়া বধ্নন্তং চীরমুত্তমম্। অন্তঃপুরচরা নার্য্যো মুমুচুর্বারি নেত্রজম্।। ১৫
উচুশ্চ পরমায়ত্তা রামং জ্বলিততেজসম্। বৎস নৈবং নিযুক্তেয়ং বনবাসে মনস্বিনী।। ১৬
পিতুর্বাক্যানুরোধেন গতস্য বিজনং বনম্। তাবদ্দর্শনমস্যা নঃ সফলং ভবতু প্রভো।। ১৭
লক্ষ্মণেন সহায়েন বনং গচ্ছস্ব পুত্রক। নেয়মর্হতি কল্যাণী বস্তুং তাপসবদ্ বনে।। ১৮
কুরু নো যাচনাং পুত্র সীতা তিষ্ঠতু ভামিনী। ধর্মনিত্যঃ স্বয়ং স্থাতুং ন হীদানীং ত্বমিচ্ছসি।। ১৯
তাসামেবংবিধা বাচঃ শৃণ্বন্ দশরথাত্মজঃ। ববন্ধৈব তথা চীরং সীতয়া তুল্যশীলয়া।। ২০
চীরে গৃহীতে তু তয়া সবাষ্পো নৃপতের্গুরুঃ। নিবার্য সীতাং কৈকেয়ীং বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ।। ২১
অতিপ্রবৃত্তে দুর্মেধে কৈকেয়ি কুলপাংসনি। বঞ্চয়িত্বা তু রাজানং ন প্রমাণেঽবতিষ্ঠসি।। ২২
ন গন্তব্যং বনং দেব্যা সীতয়া শীলবর্জিতে। অনুষ্ঠাস্যতি রামস্য সীতা প্রকৃতমাসনম্।। ২৩
আত্মা হি দারাঃ সর্বেষাং দারসংগ্রহবর্তিনাম্। আত্মেয়মিতি রামস্য পালয়িষ্যতি মেদিনীম্।। ২৪

সামনেই তপস্বীর বেশ তথা বল্কল গ্রহণ করলেন।।৮ ।। পট্টবস্ত্রধারিণী সীতা তাঁর পরিধানের জন্য বল্কলবাস দেখে জাল দেখে আতঙ্কিতা হরিণীর মতো অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। *(পৃষতী—চিত্রিতা হরিণী। বাগুরী—জাল, পাশ)*।। ৯ ।। শুভলক্ষণা জানকী কৈকেয়ীর হাত থেকে কুশ এবং বল্কল গ্রহণ করে দুশ্চিন্তিত এবং লজ্জিত হলেন *(ত্রপ—লজ্জা।)*।। ১০ ।। ধর্ম কি সীতা তা জানেন। ধর্মপথ তিনি প্রদর্শন করেন। আজ তাঁর চোখ জলে সম্পূর্ণ ভরে গেলো। গন্ধর্বরাজতুল্য পতি রামকে তিনি বললেন—।। ১১ ।। বনবাসী মুনিরা কিভাবে বল্কল বেঁধে পরেন—? এই কথা বলে অপটু সীতা বার বার মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন।। ১২ ।। একটি বল্কল গলায় বেঁধে আর অন্যটি হাতে নিয়ে বল্কল ব্যবহারে অপটু জনকরাজদুহিতা সীতা লজ্জিতা হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলেন।।। ১৩ ।। ধার্মিকশ্রেষ্ঠ রাম তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে এসে সীতার পট্টবস্ত্রের ওপরই বল্কলটি নিজেই বেঁধে দিলেন।। ১৪ ।। রামকে সীতার বল্কল বাঁধতে দেখে অন্তঃপুরের নারীরা চোখের জল বর্ষণ করতে লাগলেন।। ১৫ ।। তাঁরা দুঃখে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে তেজঃপ্রদীপ্ত রামকে বললেন বৎস, এই মনস্বিনী সীতা তো কখনো বনবাসের জন্য নিযুক্ত হন নি!।। ১৬ ।। বাবার বাক্যপালন করতে তুমি বিজন বনে চলে যাচ্ছো। তোমার দর্শন না-হওয়া পর্যন্ত সীতাদেবীকে দেখেই আমাদের দর্শনকামনা সফল হোক।। ১৭ ।। বৎস, লক্ষ্মণকে সহায় করে তুমি বনে যাও। এই কল্যাণী বধূ তপস্বিনীদের মতো বনে বাস করতে পারবে না। বাছা, আমাদের প্রার্থনা তুমি পূরণ করো। মঙ্গলমূর্তি সীতা এখানেই থাকুক। ধর্মনিষ্ঠ তুমি। এখানে নিজে থাকতে চাইছো না *(বস্তুং—বাস করতে)*।। ১৮-১৯ ।। দশরথপুত্র রাম তাঁদের এইসব কথা শুনেও তুল্যচরিত্রা সীতার অঙ্গে সেই বল্কল বেঁধেই দিলেন।। ২০ ।। সীতা বল্কল পরে নিলে রাজার গুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে সীতাকে বারণ করে কৈকেয়ীকে বললেন—।। ২১ ।। কৈকেয়ি, তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো। দুর্বুদ্ধি তোমার হাড়ে হাড়ে। তুমি কুলকলঙ্কিনী। রাজাকে বঞ্চনা করেছো। তুমি নিজের সীমার মধ্যে থাকছো না।। ২২ ।। ওহে দুঃশীলে কৈকেয়ি, সীতাকে বনে যেতে হবে না। রামের প্রকৃত আসনে সীতাই বসবেন।। ২৩ ।। পত্নীবান গৃহস্থসকলের পত্নীই হচ্ছেন আত্মা। সীতা রামের আত্মা। তিনিই রাজ্যপালন করবেন।। ২৪ ।। রামের সঙ্গে বিদেহরাজকন্যা সীতা যদি বনে যান আমরা সবাই তাঁর অনুগমন

অথ যাস্যতি বৈদেহী বনং রামেণ সঙ্গতা। বয়মত্রানুযাস্যামঃ পুরং চেদং গমিষ্যতি।। ২৫
অন্তপালাশ্চ যাস্যন্তি সদারো যত্র রাঘবঃ। সহোপজীব্যং রাষ্ট্রঞ্চ পুরঞ্চ সপরিচ্ছদম্।২৬
ভরতশ্চ সশত্রুঘ্নশ্চীরবাসা বনেচরঃ। বনে বসন্তং কাকুৎস্থমনুবৎস্যতি পূর্বজম্।। ২৭
ততঃ শূন্যাং গতজনাং বসুধাং পাদপৈঃ সহ। ত্বমেকা শাধি দুর্বৃত্তা প্রজানামহিতে স্থিতা।। ২৮
নহি তদ্ ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো ন ভূপতিঃ। তদ্বনং ভবিতা রাষ্ট্রং যত্র রামো নিবৎস্যতি।। ২৯
ন হ্যদত্তাং মহীং পিত্রা ভরতঃ শাস্তুমিচ্ছতি। ত্বয়ি বা পুত্রবদ্ বস্তুং যদি জাতো মহীপতেঃ।। ৩০
যদ্যপি ত্বং ক্ষিতিতলাদ্ গগনং চোৎপতিষ্যসি। পিতৃবংশচরিত্রজ্ঞঃ সোঽন্যথা ন করিষ্যতি।। ৩১
তত্ত্বয়া পুত্রগর্ধিন্যা পুত্রস্য কৃতমপ্রিয়ম্। লোকে নহি স বিদ্যেত যো ন রামমনুব্রতঃ।। ৩২
দ্রক্ষ্যস্যদ্যৈব কৈকেয়ি পশুব্যালমৃগদ্বিজান্। গচ্ছতঃ সহ রামেণ পাদপাংশ্চ তদুন্মুখান্।। ৩৩
অথোত্তমান্যাভরণানি দেবি দেহি স্নুষায়ৈ ব্যপনীয় চীরম্।
ন চীরমস্যাঃ প্রবিধীয়তেতি ন্যবারয়ত্তদ্বসনং বসিষ্ঠঃ।। ৩৪
একস্য রামস্য বনে নিবাসস্ত্বয়া বৃতঃ কেকয়রাজপুত্রি।
বিভূষিতেয়ং প্রতিকর্মনিত্যা বসত্বরণ্যে সহ রাঘবেণ।। ৩৫
যানৈশ্চ মুখ্যৈঃ পরিচারকৈশ্চ সুসংবৃতা গচ্ছতু রাজপুত্রী।
বস্ত্রৈশ্চ সর্বৈঃ সহিতৈর্বিধানৈর্নেয়ং বৃতা তে বরসম্প্রদানে।। ৩৬
তস্মিংস্তথা জল্পতি বিপ্রমুখ্যে গুরৌ নৃপস্যাপ্রতিমপ্রভাবে।
নৈব স্ম সীতা বিনিবৃত্তভাবা প্রিয়স্য ভর্তুঃ প্রতিকারকামা।। ৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

করবো। পুরবাসীরাও তাই করবে।। ২৫ ।। সস্ত্রীক রাম যেখানে যাবেন, সেখানেই অন্তঃপুরের রক্ষীরাও জীবনধারণেরযোগ্য ধনধান্য এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা, পুরপ্রশাসন ও সঙ্গী কর্মীদের নিয়ে চলে যাবেন।।২৬।। ভরত এবং শত্রুঘ্ন বল্কলধারণ করে বনবাসী হয়ে বনবাসকারী অগ্রজ রামচন্দ্রকে অনুসরণ করবেন।। ২৭ ।। তখন নির্জন, শূন্য এই রাজ্যে কোনো মানুষ থাকবে না। থাকবে শুধু গাছপালা। তাদের নিয়েই একা তুমি এই রাজ্যপালন করবে। তুমি দুর্বৃত্তা। প্রজাগণের অমঙ্গলসাধনে আজ প্রবৃত্ত হয়েছো।। ২৮ ।। যেখানে রাম রাজা থাকবেন না সেখানে রাষ্ট্র থাকবে না। সেই স্থান বনে পরিণত হবে। রাম বাস করলে বনও হয়ে উঠবে রাষ্ট্র।। ২৯ ।। ভরত যদি রাজা দশরথের ছেলে হয় তাহলে বাবা স্বেচ্ছায় যে রাজ্য দেন নি, সে রাজ্য সে শাসন করতে চাইবে না। আর তোমার সঙ্গেও পুত্রের মতো ব্যবহার করবে না।।৩০।। তুমি যদি মাটি থেকে আকাশেও উড়ে যাও, পিতৃকুলের আচরণে অভিজ্ঞ ভরত তার অন্যথা করবে না।।৩১।। পুত্রগর্বে তুমি পুত্রের অকল্যাণই করে ফেলেছো। পৃথিবীতে এমন কোনো লোক নেই যিনি রামের প্রতি অনুরক্ত নন।।৩২।। কৈকেয়ি, আজই তুমি দেখতে পাবে—পশু, সাপ, হরিণ এবং পাখীরা রামের সঙ্গে চলছে। গাছগুলো তাঁর জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।।৩৩।। ওহে দেবি, পুত্রবধূর গা থেকে বল্কল খুলে নিয়ে নিজে তাকে ভালো বসন-ভূষণে সাজাও। তাঁকে বল্কলবসন দিয়ো না—এই বলে বশিষ্ঠ তাঁকে বল্কলদানে নিবারণ করলেন।।৩৪।। ওহে কেকয়রাজকন্যে, তুমি কেবল একা রামের বনবাসই বর চেয়েছো। সীতা তাই বনবাসিনীর বল্কল না পরে স্বাভাবিক বসনে-ভূষণে সেজে রামচন্দ্রের সঙ্গে বাস করে দৈনন্দিন সংসারধর্ম পালন করুক।।৩৫।। ভালো রথে চড়ে, পরিচারকদের সঙ্গে নিয়ে সুসজ্জিতভাবে রাজকন্যা সীতা বনে যান। তিনি উপকরণ নিয়ে রামের সঙ্গে যান। বরপ্রার্থনার সময়ে এই সীতাকে তো আর চাওয়া হয় নি।।৩৬।। অতুলনীয় তেজস্বী, ব্রাহ্মণ-প্রধান গুরু বশিষ্ঠ এইরকম বললেন বটে। কিন্তু, সীতা স্বামীর অনুকরণেই অভিলাষিণী হয়ে বল্কলবসন পরিধানে কুণ্ঠিত হলেন না।।৩৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ (৩৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

কৈকেয়ীং প্রতি দশরথস্য বিলাপোক্তিঃ, কৌসল্যায়া রক্ষণাবেক্ষণার্থং দশরথং প্রতি রামস্যানুরোধশ্চ।

তস্যাং চীরং বসানায়াং নাথবত্যামনাথবৎ। প্রচুক্রোশ জনঃ সর্বো ধিক্ ত্বাং দশরথং ত্বিতি।। ১
তেন তত্র প্রণাদেন দুঃখিতঃ স মহীপতিঃ। চিচ্ছেদ জীবিতে শ্রদ্ধাং ধর্মে যশসি চাত্মনঃ।। ২
ন নিঃশ্বস্যোষ্ণমৈক্ষ্বাকস্তাং ভার্যামিদমব্রবীৎ। কৈকেয়ি কুশচীরেণ ন সীতা গন্তুমর্হতি।। ৩
সুকুমারী চ বালা চ সততঞ্চ সুখোচিতা। নেয়ং বনস্য যোগ্যেতি সত্যমাহ গুরুর্মম।। ৪
ইয়ং হি কস্যাপি করোতি কিঞ্চিৎ তপস্বিনী রাজ-বরস্য পুত্রী।
যা চীরমাসাদ্য বনস্য মধ্যে জাতা বিসংজ্ঞা শ্রমণীব কাচিৎ।। ৫
চীরাণ্যপাস্যাজ্জনকস্য কন্যা নেয়ং প্রতিজ্ঞা মম দত্তপূর্বা।
যথাসুখং গচ্ছতু রাজপুত্রী বনং সমগ্রা সহ সর্বরত্নৈঃ।। ৬
অজীবনার্হেণ ময়া নৃশংসা কৃতা প্রতিজ্ঞা নিয়মেন তাবৎ।
ত্বয়া হি বাল্যাৎ প্রতিপন্নমেতৎ। তন্মা দহেদ্ বেণুমিবাত্মপুষ্পম্।। ৭
রামেণ যদি তে পাপে কিঞ্চিৎকৃতমশোভনম্। অপকারং কিমিব তে বৈদেহ্যা দর্শিতোঽধমে।। ৮
মৃগীবোৎফুল্লনয়না মৃদুশীলা মনস্বিনী। অপকারঃ ক ইব তে করোতি জনকাত্মজা।। ৯
ননু পর্যাপ্তমেতত্তে পাপে রামবিবাসনম্। কিমেভিঃ কৃপণৈর্ভূয়ঃ পাতকৈরপি তে কৃতৈঃ।। ১০
প্রতিজ্ঞাতং ময়া তাবত্ত্বয়োক্তং দেবি শৃণ্বতা। রামং যদভিষেকায় ত্বমিহাগতমব্রবীঃ।। ১১
তত্ত্বেতৎ সমতিক্রম্য নিরয়ং গন্তুমিচ্ছসি। মৈথিলীমপি যা হি ত্বমীক্ষসে চীরবাসিনীম্।। ১২

অষ্ট-ত্রিংশ (৩৮) সর্গ

কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের বিলাপোক্তি। কৌশল্যাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দশরথের প্রতি রামের অনুরোধ।

স্বামী থাকা সত্ত্বেও অনাথার মতো সীতা যখন বল্কল পরিধান করছিলেন, তখন সকলে চীৎকার করে বলছিলো, দশরথ, আপনাকে ধিক্।। ১ ।। সেই তুমুল শব্দে রাজা দশরথ দুঃখিত হয়ে বাঁচার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। শ্রদ্ধা, ধর্ম এবং নিজের যশের প্রতি তো বটেই *(চিচ্ছেদ—ছিন্ন করলেন, ত্যাগ করলেন)* ।। ২ ।। সেই ইক্ষ্বাকুবংশধর উষ্ণনিঃশ্বাস ত্যাগ করে পত্নীকে বললেন, কৈকেয়ি, কুশ হাতে নিয়ে বল্কল পরে সীতা যেতে পারে না।। ৩ ।। সে অতি কোমলদেহা। বালিকামাত্র। সর্বদা সুখে অভ্যস্ত। আমার গুরু বশিষ্ঠদেব ঠিকই বলেছেন—সে বনবাসের যোগ্য নয়।। ৪ ।। রাজশ্রেষ্ঠ জনকের কন্যা সীতা পাতিব্রত্যের তপস্যায় জীবন সমর্পণ করেছেন। তিনি কি কারো কিছু ক্ষতি করেছেন যে বল্কল পরিধান করে মূর্ছিতা ভিক্ষুণীর মতো তাঁকে বনে যেতে হবে? ।। ৫ ।। তাই বলি, জনকদুহিতা সীতা চীরবস্ত্র ছেড়ে ফেলুন। সীতাকেও চীরবসনে বনে যেতে হবে, এই প্রতিশ্রুতি তো আমি পূর্বে দিই নি। রত্নাদি, অলঙ্কার সঙ্গে নিয়ে রাজকন্যা সীতা মনের সুখে বনে গমন করুন।। ৬ ।। মুমূর্ষু হয়েই আমি নিয়মপূর্বক এই নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তুমি ছেলেমানুষী করে রামের বনবাস চেয়েছিলে। বাঁশে ফুল দেখা দিলে সেই বাঁশ পুড়ে যায়। তেমনি এই কামনাপুষ্প যেন আমায় পুড়িয়ে না ফেলে! ।। ৭ ।। ওহে পাপীয়সি, রাম যদি তোমার কোনো অপকার করেও থাকে, আমার বধূমাতা সীতা তোমার কি করেছে? ।। ৮ ।। হরিণীর মতো তার চোখ দু'টি আনন্দ উৎফুল্ল। সে কোমল-চরিত্রা। মনস্বিনী। জনকরাজকন্যা সীতা তোমার কি অপকার করেছে? ।। ৯ ।। আরে পাপীয়সি, রামকে নির্বাসিত করে যথেষ্টই করেছো। আবার এই কদর্য পাতকের প্রয়োজন কি ছিলো।। ১০ ।। দেবি, রাম অভিষেকের জন্য যখন এখানে এসেছিলো, তখন তুমি যা বলেছিলে, তা শুনেই আমি চিন্তা না করে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।। ১১ ।। এখন তুমি নিজের কথা ছাড়িয়ে গিয়ে নরকে যেতে চাইছো, যে জন্যে তুমি সীতাকেও বল্কল পরাতে চাও!।। ১২ ।। এইভাবে মহান রাজা বিলাপ করতে করতে শোকের কোথাও শেষ দেখতে

ইতীব রাজা বিলপন্মহাত্মা শোকস্য নান্তং স দদর্শ কিঞ্চিৎ।
ভৃশাতুরত্বাচ্চ পপাত ভূমৌ তেনৈব পুত্রবৎসলে নিমগ্নঃ।। ১৩
এবং ব্রুবন্তং পিতরং রামঃ সংপ্রস্থিতো বনম্। অবাক্‌শিরসমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১৪
ইয়ং ধার্মিক কৌসল্যা মম মাতা যশস্বিনী। বৃদ্ধা চাক্ষুদ্রশীলা চ ন চ ত্বাং দেব গর্হতে।। ১৫
ময়া বিহীনাং বরদ প্রপন্নাং শোকসাগরম্। অদৃষ্টপূর্ব্বব্যসনাং ভূয়ঃ সংমন্তুমর্হসি।। ১৬
পুত্রশোকং যথা নর্চ্ছেৎ ত্বয়া পূজ্যেন পূজিতা। মাং হি সঞ্চিন্তয়ন্তী সা ত্বয়ি জীবেৎ তপস্বিনী।। ১৭
ইমাং মহেন্দ্রোপম জাতগর্ধিনীং তথা বিধাতুং জননীং মহার্হসি।
যথা বনস্থে ময়ি শোককর্ষিতা ন জীবিতং ন্যস্য যমক্ষয়ং ব্রজেৎ।। ১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ।

পেলেন না। পুত্রস্নেহে ডুবে গিয়ে অত্যন্ত কাতর হয়ে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন।। ১৩ ।। মাথা নীচু করে বসে এইভাবে বিলাপ করছিলেন রাজা। বনগমনে প্রস্তুত রাম তখন বাবাকে বললেন—।। ১৪ ।। হে ধর্মপরায়ণ পিতৃদেব, এই আমার যশস্বিনী মাতা কৌশল্যা। বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর স্বভাব সঙ্কীর্ণ নয়। আমার এই বিপর্যয়েও তিনি আপনাকে নিন্দা করছেন না *(গর্হ—নিন্দা)*।। ১৫ ।। হে বরদানে সমুদার পিতৃদেব, আমায় ছেড়ে মা এখন শোকের সাগরে ডুবে যাচ্ছেন। আগে কখনও তিনি কষ্ট পান নি। তাঁকে উত্তম সম্মান দেওয়া আপনার কাজ।। ১৬ ।। পূজনীয় আপনি। এমন করে তাঁকে সমাদর করুন যাতে পুত্রশোক তাঁকে স্পর্শ না করে! আমার কথা চিন্তা করতে করতে আমার তপস্বিনী মা আপনার উপর নির্ভর করে যেন বেঁচে থাকেন!।। ১৭ ।। পিতৃদেব, আপনি তো ইন্দ্রের মতো মহান। আমার মা আমার সকল বিষয়ে চিন্তা করেন। আমি বনে চলে গেলে তিনি যাতে শোকে কাতর হয়ে যমের গৃহে চলে না যান, তাই আপনি করবেন *(গর্ধ— চিন্তা, অভিলাষ)*।। ১৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টত্রিংশ (৩৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

মুনিবেশধারিণং রামং সমীক্ষ্য দশরথস্য বিলাপঃ, তদাদেশাৎ সুমন্ত্রস্য চ রথানয়নম্, সীতায়ৈ বসনাভরণানি প্রদানার্থং কোষাধ্যক্ষং প্রতি দশরথস্যাদেশঃ, সীতাং পরিষ্বজ্য তাং প্রতি কৌসল্যায়া উপদেশঃ, সীতায়াঃ প্রতিবচনঞ্চ, কৌসল্যাং প্রতি রামস্য আশ্বাসবাক্যং, মাতৃগণানামামন্ত্রণঞ্চ।

রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা মুনিবেষধরঞ্চ তম্। সমীক্ষ্য সহ ভার্যাভী রাজা বিগতচেতনঃ।। ১
নৈনং দুঃখেন সন্তপ্তঃ প্রত্যবৈক্ষত রাঘবম্। ন চৈনমভিসংপ্রেক্ষ্য প্রত্যভাষত দুর্মনাঃ।। ২
স মুহূর্তমিবাসংজ্ঞো দুঃখিতশ্চ মহীপতিঃ। বিললাপ মহাবাহু রামমেবানুচিন্তয়ন্।। ৩

ঊন-চত্বারিংশ (৩৯) সর্গ

মুনিবেশে রামকে দেখে দশরথের বিলাপ। তাঁর আদেশে সুমন্ত্রের রথ আনয়ন। সীতাকে আলিঙ্গন করে কৌশল্যার উপদেশ। সীতার উত্তর। কৌশল্যার প্রতি রামের আশ্বাসদান। মাতৃবৃন্দের আমন্ত্রণ।

পত্নীদের সঙ্গে রাজা দশরথ রামের কথা শুনে এবং তাঁকে মুনির বেশে দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।। ১ ।। দুঃখে গভীরভাবে সন্তপ্ত হবার জন্য তিনি রামের দিকে তাকাতে পারলেন না। কোনোরকমে তাকালেও মনের দুঃখে কথা বলতে পারলেন না।। ২ ।। দুঃখার্ত মহাবীর রাজা মুহূর্তের মধ্যেই সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে রামের কথা চিন্তা করতে করতে বিলাপ করতে লাগলেন—।। ৩ ।। মনে হচ্ছে, আগে অনেক গাভীকে আমি

মন্যে খলু ময়া পূর্বং বিবৎসা বহবঃ কৃতাঃ। প্রাণিনো হিংসিতা বাপি তস্মাদিদমুপস্থিতম্।। ৪
ন ত্বেবানাগতে কালে দেহাচ্চ্যবতি জীবিতম্। কৈকেয্যা ক্লিশ্যমানস্য মৃত্যুর্মম ন বিদ্যতে।। ৫
যোঽহং পাবকসঙ্কাশং পশ্যামি পুরতঃ স্থিতম্। বিহায় বসনে সূক্ষ্মে তাপসাচ্ছাদমাত্মজম্।। ৬
একস্যাঃ খলু কৈকেয্যাঃ কৃতোঽয়ং খিদ্যতে জনঃ। স্বার্থে প্রযতমানায়াঃ সংশ্রিত্য নিকৃতিং ত্বিমাম্।। ৭
এবমুক্ত্বা তু বচনং বাষ্পেণ পিহিতেন্দ্রিয়ঃ। রামেতি সকৃদেবোক্ত্বা ব্যাহর্তুং ন শশাক সঃ।। ৮
সংজ্ঞাং তু প্রতিলভ্যৈব মুহূর্তাৎ স মহীপতিঃ। নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ।। ৯
ঔপবাহ্যং রথং যুক্ত্বা ত্বমায়াহি হয়োত্তমৈঃ। প্রাপয়ৈনং মহাভাগমিতো জনপদাৎ পরম্।। ১০
এবং মন্যে গুণবতাং গুণানাং ফলমুচ্যতে। পিত্রা মাত্রা চ যৎসাধুর্বীরো নির্বাস্যতে বনম্।। ১১
রাজ্ঞো বচনমাজ্ঞায় সুমন্ত্রঃ শীঘ্রবিক্রমঃ। যোজয়িত্বা যযৌ তত্র রথমশ্বৈরলঙ্কৃতম্।। ১২
তং রথং রাজপুত্রায় সূত কনকভূষিতম্। আচচক্ষেঽঞ্জলিং কৃত্বা যুক্তং পরমবাজিভিঃ।। ১৩
রাজা সত্বরমাহূয় ব্যাপৃতং বিত্তসঞ্চয়ে। উবাচ দেশ-কালজ্ঞো নিশ্চিতং সর্বতঃ শুচিঃ।। ১৪
বাসাংসি চ বরার্হাণি ভূষণানি মহান্তি চ। বর্ষাণ্যেতানি সংখ্যায় বৈদেহ্যাঃ ক্ষিপ্রমানয়।। ১৫
নরেন্দ্রেণৈবমুক্তস্তু গত্বা কোশগৃহং ততঃ। প্রাযচ্ছৎ সর্বমাহৃত্য সীতায়ৈ ক্ষিপ্রমেব তৎ।। ১৬
সা সুজাতা সুজাতানি বৈদেহী প্রস্থিতা বনম্। ভূষয়ামাস গাত্রাণি তৈর্বিচিত্রৈর্বিভূষণৈঃ।। ১৭
ব্যরাজয়ত বৈদেহী বেশ্ম তৎসুবিভূষিতা। উদ্যতোঽংশুমতঃ কালে খং প্রভবে বিবস্বতঃ।। ১৮
তাং ভূজাভ্যাং পরিষ্বজ্য শ্বশ্রূর্বচনমব্রবীৎ। অনাচরন্তীং কৃপণং মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় মৈথিলীম্।। ১৯
অসত্যঃ সর্বলোকেঽস্মিন্ সততং সৎকৃতাঃ প্রিয়ৈঃ। ভর্তারং নাভিমন্যন্তে বিনিপাতগতং স্ত্রিয়ঃ।। ২০

বৎসহীন করেছিলাম। কিংবা প্রাণীকুলকে হিংসা করেছি। তাই আজ আমার এই অবস্থা।। ৪ ।। সময় না এলে দেহ থেকে প্রাণ নির্গত হয় না। এই জন্যই কৈকেয়ী আমাকে এতো দুঃখ দিলেও আমার মৃত্যু হলো না (চাবতি— নির্গত হয়)।। ৫ ।। তার ফলে, সামনেই দেখতে হলো অগ্নির মতো দীপ্যমান পুত্রকে। সে আজ সূক্ষ্ম বসন ত্যাগ করে পরেছে তপস্বীর বেশ।। ৬ ।। স্বার্থপরায়ণা একমাত্র কৈকেয়ীর এই ছলনার জন্যই সবাই এতো কষ্ট পাচ্ছে (নিকৃতি— ছল, শঠ্য)।। ৭ ।। এটুকু বলতেই চোখের জলে তিনি বিহ্বল হয়ে পড়লেন। 'রাম'- এই কথা একবারমাত্র বলেই আর কিছু বলতে পারলেন না (পিহিত—আবৃত। পিহিতেন্দ্রিয়— চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয় যাঁর জলে ঢেকে গেছে। সকৃৎ—একবার) মুহূর্তকাল পরে সংজ্ঞালাভ করে রাজা অশ্রুপূর্ণ নয়নে সুমন্ত্রকে বললেন— ।।৮-৯ ।। তুমি রাজার যোগ্য রথকে ভালো ঘোড়া দিয়ে জুড়ে চলে এসো। পরে মহাপ্রাণ রামকে তাতে বসিয়ে জনপদ থেকে দূরে নিয়ে যাও।। ১০ ।। পিতা এবং মাতার দ্বারা সৎ এবং বীরপুত্র বনে নির্বাসিত হচ্ছে দেখে মনে হচ্ছে গুণীদের গুণের এই হলো পরিণাম ।। ১১ ।। দ্রুতগতি সুমন্ত্র রাজার নির্দেশ শুনেই রথকে অশ্বের দ্বারা যুক্ত করে চলে এলেন।। ১২ ।। সারথি সুমন্ত্র করজোড়ে বললেন, ভালো অশ্বে যুক্ত করে সোনার দ্বারা সাজিয়ে রাজপুত্রের জন্য রথটি আনা হয়েছে।। ১৩ ।। সর্বতোভাবে পবিত্র, দেশ-কালবিষয়ে অভিজ্ঞ রাজা দশরথ কোষাধ্যক্ষকে সত্বর ডেকে বললেন— ।। ১৪ ।। চৌদ্দ বৎসর গণনা করে তার উপযোগী উত্তম বস্ত্র এবং মূল্যবান অলঙ্কারাদি সীতার জন্য শীগ্‌গির নিয়ে এসো।। ১৫ ।। রাজা এইকথা বলামাত্রই কোষাধ্যক্ষ কোষাগারে গিয়ে সব খুঁজে পেতে নিয়ে এসে সত্বর সীতাকে দিয়ে দিলেন ।। ১৬ ।। সুজাতা সীতা তাঁর সুন্দর অঙ্গগুলি বিচিত্র অলঙ্কারে সাজিয়ে বনে যাত্রা করলেন।। ১৭ ।। কিরণমালী সূর্যের উদয়ে আকাশ যেমন সুন্দর হয়ে ওঠে, তেমনি অলঙ্কারে সজ্জিতা সীতার অবস্থানে কক্ষটিও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।। ১৮ ।। তখন শাশুড়ী কৌশল্যা দুই বাহুর দ্বারা উদারচরিত্রা সীতাকে জড়িয়ে ধরে মস্তক আঘ্রাণ করে বললেন— (কৃপণম্ অনাচরন্তী— সংকীর্ণ আচরণ যিনি করেন না অর্থাৎ উদারচরিত্রা। উপাঘ্রায়—আঘ্রাণ করে, চুম্বন করে)।। ১৯ ।। পতির দ্বারা সর্বদা সম্মানিত হয়েও যে স্ত্রীরা বিপন্ন পতিকে সমাদর করে না, জগতে তারা অসতী।।২০ ।। অসতী নারীদের এটিই স্বভাব যে আগে সুখ অনুভব করে পরে সামান্য অসুবিধা হলেও

এষ স্বভাবো নারীণামনুভূয় পুরা সুখম্। অল্পামপ্যাপদং প্রাপ্য দুষ্যন্তি প্রজহত্যপি।। ২১
অসত্যশীলা বিকৃতা দুর্গা অহৃদয়াঃ সদা। অসত্যঃ পাপসঙ্কল্পাঃ ক্ষণমাত্রবিরাগিণঃ।। ২২
ন কূলং ন কৃতং বিদ্যা ন দত্তং নাপি সংগ্রহঃ। স্ত্রীণাং গৃহ্ণাতি হৃদয়মনিত্যহৃদয়া হি তাঃ।। ২৩
সাধ্বীনাং তু স্থিতানাং তু শীলে সত্যে শ্রুতে স্থিতে। স্ত্রীণাং পবিত্রং পরমং পতিরেকো বিশিষ্যতে।। ২৪
স ত্বয়া নাবমন্তব্যঃ পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্। তব দেবসমস্ত্বেষ নির্ধনঃ সধনোঽপি বা।। ২৫
বিজ্ঞায় বচনং সীতা তস্যা ধর্মার্থসংহিতম্। কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং শ্বশ্রূমভিমুখে স্থিতা।। ২৬
করিষ্যে সর্বমেবাহমার্যা যদনুশাস্তি মাম্। অভিজ্ঞাস্মি যথা ভর্তুর্বর্তিতব্যং শ্রুতঞ্চ মে।। ২৭
ন মামসজ্জনেনার্যা সমানয়িতুমর্হতি। ধর্মাদ্ বিচলিতুং নাহমলং চন্দ্রাদিব প্রভা।। ২৮
নাতন্ত্রী বিদ্যতে বীণা নাচক্রো বিদ্যতে রথঃ। নাপতিঃ সুখমেধেত যা স্যাদপি শতাত্মজা।। ২৯
মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ। অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কা ন পূজয়েৎ।। ৩০
সাহমেবং গতা শ্রেষ্ঠা শ্রুতধর্মপরা বরা। আর্যে কিমবমন্যেয়ং স্ত্রীণাং ভর্তা হি দৈবতম্।। ৩১
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা কৌসল্যাহৃদয়ঙ্গমম্। শুদ্ধসত্ত্বা মুমোচাশ্রু সহসা দুঃখহর্ষজম্।। ৩২
তাং প্রাঞ্জলিরভিপ্রেক্ষ্য মাতৃমধ্যেঽতিসৎকৃতাম্। রামঃ পরমধর্মাত্মা মাতরং বাক্যমব্রবীৎ।। ৩৩
অম্ব মা দুঃখিতা ভূত্বা পশ্যেস্ত্বং পিতরং মম। ক্ষয়োঽপি বনবাসস্য ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি।। ৩৪
সুপ্তয়াস্তে গমিষ্যন্তি নব বর্ষাণি পঞ্চ চ। সমগ্রমিহ সংপ্রাপ্তং মাং দ্রক্ষ্যসি সুহৃদ্‌বৃতম্।। ৩৫

স্বামীকেই দোষারোপ করে। এবং ত্যাগ করে।। ২১ ।। এই স্ত্রীরা মিথ্যাচরিত্রা। বিকৃত বুদ্ধিসম্পন্না। হৃদয়হীনা। সহজে তাদের কাছে যাওয়া যায় না। এই অসতীরা পাপকার্যের সঙ্কল্প করে। তাদের বৈরাগ্য মুহূর্তের জন্যমাত্র।। ২২ ।। পতির বংশমর্যাদা, সৎকর্ম, পাণ্ডিত্য, দান, এমন কি সুখ্যাতি অর্জন কোনোকিছুই স্ত্রীলোকের হৃদয়কে স্থায়ীভাবে আকর্ষণ করে না। তাদের হৃদয় যে চঞ্চল!।। ২৩ ।। কিন্তু পৃথিবীতে যাঁরা সতী স্ত্রী, তাঁরা প্রতিষ্ঠিত থাকেন সচ্চরিত্রে। সত্যনিষ্ঠায়। এবং প্রজ্ঞায়। তাদের কাছে একমাত্র পতিই পবিত্র। এবং পরমাশ্রয়। এই হলো তাঁদের বৈশিষ্ট্য।। ২৪ ।। আমার পুত্র বনে চলেছে। তাকে তুমি কখনো অবজ্ঞা কোরো না। সে ধনীই হোক বা নির্ধনই হোক, তোমার কাছে সে দেবতার মতো।। ২৫ ।। ধর্ম এবং বিশেষ অর্থযুক্ত এই কথাগুলো শুনে সীতা শাশুড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—।। ২৬।। পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতা, আমাকে যে আদেশ দিলেন, তা সবই আমি পালন করবো। স্বামীর সামনে কিভাবে চলতে হয়, তাঁর কথা কিভাবে শুনতে হয় তা আমি ভালোভাবেই জানি।। ২৭ ।। মা, আমায় অসতীদের সঙ্গে তুলনা করবেন না। চাঁদের কাছ থেকে তাঁর দীপ্তি যেমন বিচ্যুত হয় না, তেমনি ধর্ম থেকেও আমি কখনো বিচলিত হবো না *(আর্যা—মাননীয়া কর্তব্যনিষ্ঠা নারী)*।। ২৮ ।। তন্ত্রী ছাড়া বীণা বাজে না। চাকা ছাড়া রথ চলে না। তেমনি শতপুত্রের জননী হলেও পতিকে ছেড়ে সতী সুখ পেতে পারে না ।।২৯ ।। বাবা যা দেন তা পরিমিত। ভাই এবং ছেলেও হিসেব করেই দিয়ে থাকে। কিন্তু স্বামী যা দেন তা অপরিমিত। সেই স্বামীকে কে পূজা করবে না?।। ৩০ ।। নারীধর্মের সারকথা এইভাবে শুনে আমি এতো বড়োটি হয়েছি। মা, তাই, আমি কি পতিকে অবজ্ঞা করতে পারি? পতিই তো পত্নীদের দেবতা।। ৩১ ।। সীতার মনের কথা এভাবে শুনে শুদ্ধপ্রাণা কৌশল্যার দুঃখেও বটে, আনন্দেও বটে—চোখে জল এসে গেলো। তাড়াতাড়ি সেই জল তিনি মুছে ফেললেন।। ৩২ ।। মায়েদের মধ্যে অতি পূজনীয় মাতা দেবী কৌশল্যাকে লক্ষ্য করে পরম ধার্মিক রাম করজোড়ে বললেন— ।।৩৩ ।। মা, আপনি দুঃখিত হয়ে আমার বাবাকে অনাদরে দেখবেন না। আমার বনবাসের শেষও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।।৩৪ ।। আপনার ঘুমের মধ্যেই চৌদ্দ বৎসর কেটে যাবে। জেগেই দেখবেন, সব বন্ধুদের নিয়ে আমি ফিরে এসেছি।।৩৫ ।। সান্ত্বনার জন্য স্বীয় জননীকে এই পর্যন্ত বলে রাম

এতাবদভিনীতার্থমুক্ত্বা স জননীং বচঃ। ত্রয়ঃ শতশতার্ধা হি দদর্শাবেক্ষ্য মাতরঃ।। ৩৬
তাশ্চাপি স তথৈবার্তা মাতৃর্দশরথাত্মজঃ। ধর্মযুক্তমিদং বাক্যং নিজগাদ কৃতাঞ্জলিঃ।। ৩৭
সংবাসাৎ পরুষং কিঞ্চিদজ্ঞানাদপি যৎকৃতম্। তন্মে সমুপজানীত সর্বাশ্চামন্ত্রয়ামি বঃ।। ৩৮
বচনং রাঘবস্যৈতদ্ধর্মযুক্তং সমাহিতম্। শুশ্রুবুস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাঃ শোকোপহতচেতসঃ।। ৩৯
জজ্ঞেঽথ তাসাং সন্নাদঃ ক্রৌঞ্চীনামিব নিঃস্বনঃ। মানবেন্দ্রস্য ভার্যাণামেবং বদতি রাঘবে।। ৪০
মুরজপণবমেঘঘোষবদ্ দশরথবেশ্ম বভূব যৎ পুরা।
বিলপিতপরিদেবনাকুলং ব্যসনগতং তদভূৎ সুদুঃখিতম্।। ৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

অন্য সাড়ে তিন'শ মাতৃমূর্তিকে দর্শন করলেন *(কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা ছাড়াও সাড়ে তিন'শ সাধারণ রাণী ছিলেন দশরথের। মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম তাঁদেরও মাতৃবোধে সম্মান দিচ্ছেন)* ।।৩৬ ।। সেই মায়েদেরও ঐরকম আর্ত দেখে দশরথপুত্র রাম কৃতাঞ্জলি হয়ে ধর্মসঙ্গত এই কথা বললেন--।। ৩৭ ।। একত্রে থাকার জন্য যদি কখনো কঠোরবাক্য বলে থাকি বা অজ্ঞানতাবশতঃ খারাপ কিছু করে থাকি তার জন্য আপনারা আমায় ক্ষমা করুন। আমি আপনাদের সকলকে বিদায় জানাচ্ছি।। ৩৮ ।। রামের এইধর্মযুক্ত প্রশান্ত বাক্য তত্রস্থ নারীরা শুনে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।।৩৯।। রাম এইরকম বলায় মহারাজের পত্নীমণ্ডলী এমনভাবে বিলাপ করছিলেন যেন মনে হচ্ছিলো ক্রৌঞ্চীদের করুণধ্বনি শোনা যাচ্ছে।।৪০।। দশরথের ভবনটি পূর্বে মুরজ, পণব এবং মেঘ নামক বাদ্যযন্ত্রাদির ধ্বনিতে মুখরিত থাকতো। আর আজ বিলাপের করুণ ক্রন্দনে দুঃখপূর্ণ এবং বিপন্ন হয়ে উঠলো।। ৪১।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ঊনচত্বারিংশ (৩৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

সসীতয়োঃ রাম-লক্ষ্মণয়োঃ পিতুর্মাতৄণাঞ্চ পাদবন্দনম্, রাম-সীতয়োরনুগমনায় লক্ষ্মণং প্রতি সুমিত্রায়া আদেশঃ, সুমন্ত্রপ্রার্থনয়া রামাদীনাং রথারোহণম্, সীতায়ৈ দশরথস্য বস্ত্রাভরণাদিদানম্, পৌরাণাং রাম-রথানুগমনম্, রামং দ্রষ্টুং স্ত্রীভিঃ সহ দশরথস্য পুরান্নির্গমনম্, পৌরাণাং বিলাপশ্চ।

অথ রামশ্চ সীতা চ লক্ষ্মণশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ। উপসংগৃহ্য রাজানং চক্রুর্দীনাঃ প্রদক্ষিণম্।। ১
তং চাপি সমনুজ্ঞাপ্য ধর্মজ্ঞঃ সহ সীতয়া। রাঘবঃ শোকসম্মূঢো জননীমভ্যবাদয়ৎ।। ২
অন্বক্ষং লক্ষ্মণো ভ্রাতুঃ কৌসল্যামভ্যবাদয়ৎ। অপি মাতুঃ সুমিত্রায়া জগ্রাহ চরণৌ পুনঃ।। ৩

চত্বারিংশ (৪০) সর্গ

সীতাকে নিয়ে রামলক্ষ্মণের পিতার এবং মাতৃগণের চরণবন্দনা। সুমন্ত্রের প্রার্থনায় রাম প্রমুখের রথে আরোহণ। সীতাকে দশরথের বস্ত্র ও অলঙ্কারাদিদান। পুরবাসিগণের রামের রথের অনুগমন। পত্নীদের নিয়ে দশরথের অন্তঃপুর থেকে বহির্গমন। পুরবাসীদের বিলাপ।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি হয়ে রাজাকে প্রণাম করে প্রদক্ষিণ করলেন। *(উপসংগৃহ্য— প্রণাম করে)*।। ১ ।। ধর্মজ্ঞ রাম তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে শোকে বিহ্বল হয়ে সীতাসহ জননীকে প্রণাম নিবেদন করলেন।। ২ ।। দাদার পর লক্ষ্মণ কৌশল্যাকে প্রণাম করলেন। তারপর, নিজ মাতা সুমিত্রার করলেন চরণ -বন্দনা।। ৩ ।। শুভৈষিণী মাতা সুমিত্রা বন্দনারত বীরপুত্র লক্ষ্মণের মস্তক আঘ্রাণ করে কাঁদতে কাঁদতে

তং বন্দমানং রুদতী মাতা সৌমিত্রিমব্রবীৎ। হিতকামা মহাবাহুং মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় লক্ষ্মণম্।। ৪
সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে। রামে প্রমাদং মা কার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি।। ৫
ব্যসনী বা সমৃদ্ধো বা গতিরেষ তবানঘ। এষ লোকে সতাং ধর্মো যজ্জ্যেষ্ঠবশগো ভবেৎ।। ৬
ইদং হি বৃত্তমুচিতং কুলস্যাস্য সনাতনম্। দানং দীক্ষা চ যজ্ঞেষু তনুত্যাগো মৃধেষু হি।। ৭
লক্ষ্মণং ত্বেবমুক্ত্বাসৌ সংসিদ্ধং প্রিয়রাঘবম্। সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃ পুনরুবাচ তম্।। ৮
রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্। অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্।। ৯
ততঃ সুমন্ত্রঃ কাকুৎস্থং প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ। বিনীতো বিনয়জ্ঞশ্চ মাতলির্বাসবং যথা।। ১০
রথমারোহ ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ। ক্ষিপ্রং ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি যত্র মাং রাম বক্ষ্যসে।। ১১
চতুর্দশ হি বর্ষাণি বস্তব্যানি বনে ত্বয়া। তান্যুপক্রমিতব্যানি যানি দেব্যা প্রচোদিতঃ।। ১২
তং রথং সূর্যসঙ্কাশং সীতা হৃষ্টেন চেতসা। আরুরোহ বরারোহা কৃত্বালঙ্কারমাত্মনঃ।। ১৩
বনবাসং হি সংখ্যায় বাসাংস্যাভরণানি চ। ভর্তারমনুগচ্ছন্ত্যৈ সীতায়ৈ শ্বশুরো দদৌ।। ১৪
তথৈবায়ুধজাতানি ভ্রাতৃভ্যাং কবচানি চ। রথোপস্থে প্রবিন্যস্য সচর্ম কঠিনঞ্চ যৎ।। ১৫
অথো জ্বলনসঙ্কাশং চামীকরবিভূষিতম্। তমারুরুহতুস্তূর্ণং ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ।। ১৬
সীতাতৃতীয়ানারূঢান্ দৃষ্ট্বা রথমচোদয়ৎ। সুমন্ত্রঃ সম্মতানশ্বান্ বায়ুবেগসমাঞ্জবে।। ১৭
প্রযাতে তু মহারণ্যং চিররাত্রায় রাঘবে। বভূব নগরে মূর্চ্ছা বলমূর্চ্ছা জনস্য চ।। ১৮
তৎ সমাকুলসম্ভ্রান্তং মত্ত-সংকুপিতদ্বিপম্। হয়সিঞ্জিতনির্ঘোষং পুরমাসীন্মহাস্বনম্।। ১৯

বললেন—।।৪।। আত্মীয়দের প্রতি তুমি খুবই অনুরক্ত। তবুও তোমায় আমি বনবাসের জন্য অনুমতি দিচ্ছি। তোমার দাদা রাম বনে যাচ্ছে। বাছা, তাকে অনুসরণ না করে তুমি ভুল কোরো না *(দাদাকে অনুসরণ করাই ছোটো ভাইয়ের উচিত। না করাটা ভুল)* ।।৫।। হে নিষ্পাপ বৎস, তোমার দাদা বিপদেই পড়ুক বা ঐশ্বর্যেই থাকুক, সেইই তোমার আশ্রয়। ছোটোভাই বড়ো ভাইয়ের বশীভূত হবে, জগতে এটাই হচ্ছে সজ্জনের ধর্ম।। ৬ ।। এইই হচ্ছে এ বংশের চিরন্তন সমুচিত সদাচার। দান, দীক্ষা, যজ্ঞ এবং যুদ্ধে প্রাণবিসর্জনও এই বংশের পরম্পরা।। ৭ ।। রামচন্দ্র যাঁর প্রিয়, সেই আদর্শসিদ্ধ লক্ষ্মণকে দেবী সুমিত্রা বারবার বললেন, বাছা, এসো, এসো।।৮ ।। রামকে মনে করবে অযোধ্যা। বাছা, সানন্দে এবার এসো।।৯।। বিনয় সম্বন্ধে অবহিত মাতলি যেমন ইন্দ্রকে বলেন, তেমনি সুমন্ত্র করজোড়ে বিনম্রভাবে রামকে বললেন—।। ১০ ।। মহাযশস্বী রাজপুত্র, তোমার কল্যাণ হোক। রথে আরোহণ করো। রাম, তুমি যেখানেই বলবে সেখানেই আমি সত্বর তোমাকে নিয়ে যাবো।। ১১ ।। চৌদ্দ বছর আপনাকে বনে বাস করতে হবে। দেবী কৈকেয়ী যা চেয়েছেন, আজ থেকেই তার শুরু হোক।। ১২ ।। ভালো রথে আরোহণে অভ্যস্তা সীতা অলঙ্কারে সেজে সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল সেই রথে আনন্দিতচিত্তে আরোহণ করলেন।। ১৩।। স্বামীর অনুগামিনী সীতাকে শ্বশুর দশরথ নির্দিষ্টভাবে বনবাসের দিন হিসেব করে যথোচিত সংখ্যক বস্ত্র এবং অলঙ্কারসমূহ সঙ্গে দিয়ে দিলেন।। ১৪।। সেইভাবেই অস্ত্ররাজি দুই ভাইয়ের কবচ তথা বর্ম টেঁকসই চর্মনির্মিত পেটিকায় রেখে রথের ওপর একদিকে রেখে দিলেন।। ১৫ ।। এবার সোনায়-মোড়া, আগুনের মতো উজ্জ্বল সেই রথে রাম লক্ষ্মণ দুইভাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন *(চামীকর—স্বর্ণ)*।। ১৬ ।। সীতাকে নিয়ে তিনজনেই রথে আরোহণ করেছেন দেখে সুমন্ত্র রথ ছেড়ে দিলেন। তাঁর ঘোড়াগুলির গতিবেগ ছিলো বায়ুর মতো।। ১৭ ।। দীর্ঘকালের জন্য রাম বনে চলে যাচ্ছেন বলে অযোধ্যানগরের পুরবাসীরা মূর্ছা গেলেন। সৈনিকেরা মূর্ছিত হয়ে পড়লো। মত্ত হাতীগুলি গেলো ক্ষেপে। ঘোড়াগুলোও পা ছুঁড়তে থাকায় তাদের অলঙ্কারের ধ্বনি উঠতে লাগলো। সমগ্রা নগরী তুমুল কোলাহলে পূর্ণ হয়ে গেলো।। ১৯ ।। গ্রীষ্মের আতপে তপ্ত হয়ে মানুষ যেমন জলের দিকে ছুটে যায়, তেমনি বালক-বৃদ্ধ সবাইকে নিয়ে যেন সমগ্রা অযোধ্যানগরী শোকে পীড়িতা হয়ে রামের দিকে

ততঃ সবালবৃদ্ধা সা পুরী পরমপীড়িতা। রামমেবাভিদুদ্রাব ঘর্মার্তঃ সলিলং যথা।। ২০
পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাপি লম্বমানাস্তদুন্মুখাঃ। বাষ্পপূর্ণমুখাঃ সর্বে তমূচুর্ভৃশনিঃস্বনাঃ।। ২১
সংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্ সূত যাহি শনৈঃ শনৈঃ। মুখং দ্রক্ষ্যাম রামস্য দুর্দর্শং নো ভবিষ্যতি।। ২২
আয়সং হৃদয়ং নূনং রামমাতুরসংশয়ম্। যদ্দেবগর্ভপ্রতিমে বনং যাতি ন ভিদ্যতে।। ২৩
কৃতকৃত্যা হি বৈদেহী ছায়েবানুগতা পতিম্। ন জহাতি রতা ধর্মে মেরুমর্কপ্রভা যথা।। ২৪
অহো লক্ষ্মণ সিদ্ধার্থঃ সততং প্রিয়বাদিনম্। ভ্রাতরং দেবসঙ্কাশং যস্ত্বং পরিচরিষ্যসি।। ২৫
মহত্যেষা হি তে বুদ্ধিরেষ চাভ্যুদয়ো মহান্। এষ স্বর্গস্য মার্গশ্চ যদেনমনুগচ্ছসি।। ২৬
এবং বদন্তস্তে সোঢুং ন শেকুর্বাষ্পমাগতম্। নরাস্তমনুগচ্ছন্তি প্রিয়মিক্ষ্বাকুনন্দনম্।। ২৭
অথ রাজা বৃতঃ স্ত্রীভির্দীনাভির্দীনচেতনঃ। নির্জগাম প্রিয়ং পুত্রং দ্রক্ষ্যামীতি ব্রুবন্ গৃহাৎ।। ২৮
শুশ্রুবে চাগ্রতঃ স্ত্রীণাং রুদতীনাং মহাস্বনঃ। যথা নাদঃ করেণূনাং বদ্ধে মহতি কুঞ্জরে।। ২৯
পিতা হি রাজা কাকুৎস্থঃ শ্রীমান্ সন্নস্তদা বভৌ। পরিপূর্ণঃ শশী কালে গ্রহেণোপপ্লুতো যথা।। ৩০
স চ শ্রীমানচিন্ত্যাত্মা রামো দশরথাত্মজঃ। সূতং সংচোদয়ামাস ত্বরিতং বাহ্যতামিতি।। ৩১
রামো যাহীতি তং সূতং তিষ্ঠেতি চ জনস্তদা। উভয়ং নাশকৎ সূতঃ কর্তুমধ্বনি চোদিতঃ।। ৩২
নির্গচ্ছতি মহাবাহৌ রামে পৌরজনাশ্রুভিঃ। পতিতৈরভ্যবহিতং প্রণনাশ মহীরজঃ।। ৩৩
রুদিতাশ্রুপরিদ্যূনং হাহাকৃতমচেতনম্। প্রয়াণে রাঘবস্যাসীৎ পুরং পরমপীডিতম্।। ৩৪
সুস্রাব নয়নৈঃ স্ত্রীণামস্রমায়াস-সম্ভবম্। মীনসংক্ষোভচলিতৈঃ সলিলং পঙ্কজৈরিব।। ৩৫
দৃষ্ট্বা তু নৃপতিঃ শ্রীমানেকচিত্তগতং পুরম্। নিপপাতৈব দুঃখেন কৃত্তমূল ইব দ্রুমঃ।। ৩৬

ছুটে চলেছে।। ২০ ।। তারা সবাই, কেউ রথ আর ঘোড়ার পাশে ঝুলে পড়ে কেউ বা ওপরে উঠে পড়ে চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে উর্দ্ধমুখে সুমন্ত্রকে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগলো—।।২১ ।। সারথি, ঘোড়াগুলির লাগাম টেনে ধরো। আস্তে আস্তে যাও। রামের মুখটি আমরা দেখে নিই। এরপর তো আর দেখা যাবে না।। ২২ ।। রামের মায়ের অন্তরটি নিশ্চয়ই লোহায় তৈরী। নৈলে, এমন দেবপুত্রতুল্য ছেলে বনে যাচ্ছে দেখে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে না কেন?।। ২৩ ।। পতিকে ছায়ার মতো অনুগমন করে সীতা আজ কৃতার্থা। সূর্যের দীপ্তি যেমন মেরুপর্বতকে ত্যাগ করে না, তেমনি ধর্মে রতা সীতাও পতিকে ত্যাগ করেন নি *(পৌরাণিক বর্ণনায় মেরুপর্বত সর্বদা সূর্যকরোজ্জ্বল)* ।। ২৪ ।। অহো, লক্ষ্মণ, তুমি আজ কৃতার্থ। সর্বদা প্রিয়ভাষী দেবতার মতো দাদাকে তুমি সেবা করতে পারবে।। ২৫ ।। তোমার এই সদ্‌বুদ্ধি অতি মহৎ। এতে তোমার সুমহৎ কল্যাণ হবে। তুমি যে এঁকে অনুগমন করছো, এটাই হলো স্বর্গের পথ।। ২৬।। এইরকম বলতে বলতে তাদের চোখে জলের ধারা নেমে এলো। সেই অবিরল অশ্রুকে তারা রুদ্ধ করতে পারলো না। পুরবাসী জনগণ ইক্ষ্বাকুনন্দন রামকে আদর করতে লাগলো।।২৭।। রাজা করুণক্রন্দনরতা অন্তঃপুরিকাদের দ্বারা বৃত হয়ে অতি দৈন্যের সঙ্গে— "প্রিয় পুত্রকে দেখবো" বলে গৃহ থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেও...।।২৮।। সামনেই শুনতে পেলেন রোদনপরায়ণা মহিলাদের তুমুল ক্রন্দনরোল। দলপতি হস্তী বদ্ধ হয়ে গেলে হস্তিনীগুলি যেমন একসঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে বিকট চীৎকারে ক্রন্দন করে, তেমনি ধ্বনি আজ শ্রুত হচ্ছে ।।২৯ ।। গ্রহণকালে পূর্ণচন্দ্র রাহুর দ্বারা আক্রান্ত হয় যেমনটি, ঠিক তেমনিই অবসন্ন হয়ে গেলেন তখন রামপিতা রূপবান রাজা দশরথ।। ৩০।। অচিন্তনীয় পরমাত্মা রামরূপে এসেছেন। দশরথপুত্র শ্রীমান রাম সারথিকে বললেন, তাড়াতাড়ি চালাও।।৩১ ।। সারথিকে রাম বলছেন, যাও, জনগণ বলছে, থামো। পথে চলতে গিয়ে সূত সুমন্ত্র কোনোটাই করতে পারছেন না।।৩২ ।। রাম যখন বেরিয়ে চললেন তখন পুরবাসীদের চোখের জলে ধূলো ভিজে গেলো।। ৩৩ ।। রামের বনগমনে সমগ্রা নগরী রোদনের অশ্রুধারায় পরিষিক্ত। চারদিকে হাহাকার-ধ্বনি। সবাই যেন ভীষণ দুঃখে হতচেতন।। ৩৪।। পদ্মবনে মৎস্যের চাঞ্চল্যে যেমন পদ্ম থেকে টুপ টুপ করে জল পড়ে তেমনি দুঃখের অভিঘাতে নারীদের নয়ন থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগলো।। ৩৫ ।। সমস্ত পুরবাসীকে রামের প্রতি এমন একাগ্রচিত্তে ব্যাকুল দেখে শ্রীমান দশরথ দুঃখে ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো ভূতলে নিপাতিত হলেন *(কৃত —যা কেটে ফেলা হয়ে গেছে)*।।৩৬ ।। নরপতি দশরথকে

ততো হলহলাশব্দো জজ্ঞে রামস্য পৃষ্ঠতঃ। নরাণাং প্রেক্ষ্য রাজানং সীদন্তং ভৃশদুঃখিতম্।। ৩৭
হা রামেতি জনাঃ কেচিদ্ রামমাতেতি চাপরে। অন্তঃপুরসমৃদ্ধঞ্চ ক্রোশন্তং পর্যদেবয়ন্।। ৩৮
অন্বীক্ষমাণো রামস্তু বিষণ্ণং ভ্রান্তচেতসম্। রাজানং মাতরং চৈব দদর্শানুগতৌ পথি।। ৩৯
স বদ্ধ ইব পাশেন কিশোরো মাতরং যথা। ধর্মপাশেন সংযুক্তঃ প্রকাশং নাভ্যুদৈক্ষতঃ।। ৪০
পদাতিনৌ চ যানার্হাবদুঃখার্হৌ সুখোচিতৌ। দৃষ্টা সংচোদয়ামাস শীঘ্রং যাহীতি সারথিম্।। ৪১
নহি তৎ পুরুষব্যাঘ্রো দুঃখজং দর্শনং পিতুঃ। মাতুশ্চ সহিতুং শক্তস্তোত্রৈর্নুন্ন ইব দ্বিপঃ।। ৪২
প্রত্যগারমিবায়ান্তী সবৎসা বৎসকারণাৎ। বদ্ধবৎসা যথা ধেনূ রামমাতাভ্যধাবত।। ৪৩
তথা রুদন্তীং কৌসল্যাং রথং তমনুধাবতীম্। ক্রোশন্তীং রাম রামেতি হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ।। ৪৪
রাম-লক্ষ্মণ-সীতার্থং স্রবন্তীং বারি নেত্রজম্। অসকৃৎ প্রৈক্ষত স তাং নৃত্যন্তীমিব মাতরম্।। ৪৫
তিষ্ঠেতি রাজা চুক্রোশ যাহি যাহীতি রাঘবঃ। সুমন্ত্রস্য বভূবাত্মা চক্রয়োরিব চান্তরা।। ৪৬
নাশ্রৌষমিতি রাজানমুপালব্ধোঽপি বক্ষ্যসি। চিরং দুঃখস্য পাপিষ্ঠমিতি রামস্তমব্রবীৎ।। ৪৭
স রামস্য বচঃ কুর্বন্নুজ্ঞাপ্য চ তং জনম্। ব্রজতোঽপি হয়ান্ শীঘ্রং চোদয়ামাস সারথিঃ।। ৪৮
ন্যবর্তত জনো রাজ্ঞো রামং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্। মনসাপ্যাশুবেগেন ন ন্যবর্তত মানুষম্।। ৪৯
যমিচ্ছেৎ পুনরায়াতং নৈনং দূরমনুব্রজেৎ। ইত্যমাত্যা মহারাজমূচূর্দশরথং বচঃ।। ৫০
তেষাং বচঃ সর্বগুণোপপন্নঃ প্রস্বিন্নগাত্রঃ প্রবিষণ্ণরূপঃ।
নিশম্য রাজা কৃপণঃ সভার্যো ব্যবস্থিতস্তং সুতমীক্ষমাণঃ।। ৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

অত্যন্ত দুঃখে এইরকম অবসন্ন দেখে রামের পশ্চাতে যারা আসছিলো, সেই জনগণের মধ্যে তুমুল "হায় হায়" শব্দ উঠলো।। ৩৭ ।। কেউ 'হায় রাম,' কেউ বা 'হায় রামমাতা'— এইভাবে সমগ্র অন্তঃপুরবাসীরা চীৎকার করে শোক করতে লাগলো।। ৩৮।। হতচেতন বিষণ্ণ রাজাকে পথে মা অনুগমন করছেন, রাম দেখলেন।। ৩৯ ।। পাশে বদ্ধ অশ্বশাবক যেমন মায়ের দিকে ভালোভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে পারে না, তেমনি ধর্মের পাশে আবদ্ধ রামও স্পষ্টভাবে মা-বাবাকে দেখতে পাচ্ছেন না।। ৪০ ।। যাঁরা রথাদি বাহনে চলতে অভ্যস্ত, সুখে থাকা যাঁদের অভ্যাস, আজ দুঃখে তাঁরা পায়ে হেঁটে চলছেন দেখে রাম সারথিকে বললেন, শীগ্‌গির চলুন।। ৪১ ।। অঙ্কুশের আঘাত যেমন হস্তী সহ্য করতে পারে না, তেমনি নরশ্রেষ্ঠ রাম বাবা মায়ের ঐ দুঃখজনক দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না *(তোত্র—অঙ্কুশ)*।। ৪২ ।। গোষ্ঠে ফিরে আসার সময় গাভী যেমন বাৎসল্যবশতঃ গোষ্ঠের দিকে না গিয়ে বাছুরের দিকে ছুটে যায় তেমনি রামজননী কৌশল্যাও রাজপুরীর দিকে না গিয়ে বনগামী রামের দিকে ছুটে গেলেন।। ৪৩।। "হা রাম", "হা সীতে", "হা লক্ষ্মণ!!"— এইভাবে চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে কৌশল্যা রামের পেছনে ছুটছিলেন।। ৪৪ ।। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার জন্য চোখের জলের ধারা বর্ষণ করে হোঁচট খেতে খেতে তিনি চলছিলেন। রাম দূর থেকে বার বার দেখছিলেন, মা যেন নেচে নেচে চলছেন।। ৪৫।। রাজা দশরথ চীৎকার করে বলছেন, দাঁড়াও। দাঁড়াও। রাম বলছেন যাও, যাও। সুমন্ত্রের অবস্থা হলো দু'টি চাকার মধ্যে পড়ে-যাওয়া মানুষের মতো।। ৪৬।। রাম সুমন্ত্রকে বললেন, তুমি ফিরে এলে রাজা তাঁর কথা শুনে ফিরে না যাবার জন্য যদি তিরস্কার করেন, তখন বলবে—শুনতে পাই নি। পাপজনিত দুঃখ অনেকদিন থাকে।। ৪৭।। সুমন্ত্র রামের কথা শুনে সেই জনগণকে নিবৃত্ত করে যে অশ্বগুলি চলছিলো, তাদের আরো জোরে চালিয়ে দিলেন।। ৪৮।। রাজপ্রিয় জনগণ রামকে প্রদক্ষিণ করে নিবৃত্ত হলো। কিন্তু, তাদের মনের বেগ বেশী বলে সব মত্ত হলো না।। ৪৯।। অমাত্যেরা মহারাজ দশরথকে বললেন, যার পুনরাগমন আকাঙ্ক্ষা করা হয়, তার সঙ্গে অনেকদূর অনুগমন করতে নেই।। ৫০ ।। তাঁদের বাক্য শুনে সর্বগুণশালী রাজা দশরথ ঘর্মাক্ত কলেবরে অত্যন্ত বিষাদমূর্তি ধারণ করে দৈন্যের সঙ্গে রাণীদেরকে নিয়ে থেমে গিয়ে দূর থেকে পুত্রকে দেখতে লাগলেন।। ৫১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের চত্বারিংশ (৪০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামস্য বনগমনেনান্তঃপুরনারীণাং বিলাপঃ, পুরবাসিনাং শোকাকুলাবস্থাবর্ণনম্, অরন্ধনপালনঞ্চ।

তস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্রে নিষ্ক্রামতি কৃতাঞ্জলৌ। আর্তশব্দো হি সংজজ্ঞে স্ত্রীণামন্তঃপুরে মহান্।। ১
অনাথস্য জনস্যাস্য দুর্বলস্য তপস্বিনঃ। যো গতি শরণং চাসীৎ স নাথঃ ক্ব নু গচ্ছতি।। ২
ন ক্রুধ্যত্যভিশস্তোঽপি ক্রোধানীয়ানি বর্জয়ন্। ক্রুদ্ধান্ প্রসাদয়ন্ সর্বান্ সমদুঃখঃ ক্ব গচ্ছতি।। ৩
কৌসল্যায়াং মহাতেজা যথা মাতরি বর্ততে। তথা যো বর্ততেঽস্মাসু মহাত্মা ক্ব নু গচ্ছতি।। ৪
কৈকেয্যা ক্লিশ্যমানেন রাজ্ঞা সংচোদিতো বনম্। পরিত্রাতা জনস্যাস্য জগতঃ ক্ব নু গচ্ছতি।। ৫
অহো নিশ্চেতনো রাজা জীবলোকস্য সংক্ষয়ম্। ধর্মং সত্যব্রতং রামং বনবাসে প্রবৎস্যতি।। ৬
ইতি সর্বা মহিষ্যস্তা বিবৎসা ইব ধেনবঃ। রুরুদুশ্চৈব দুঃখার্তাঃ সস্বরঞ্চ বিচুক্রুশুঃ।। ৭
স ত্বমন্তঃপুরে ঘোরমার্তশব্দং মহীপতিঃ। পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ শ্রুত্বা চাসীৎ সুদুঃখিতঃ।। ৮
নাগ্নিহোত্রাণ্যহূয়ন্ত নাপচন্ গৃহমেধিনঃ। অকুর্বন্ ন প্রজাঃ কার্যং সূর্যশ্চান্তরধীয়ত।। ৯
ব্যসৃজন্ কবলান্নাগা গাবো বৎসান্ন পায়য়ন্। পুত্রং প্রথমজং লব্ধ্বা জননী নাভ্যনন্দত।। ১০
ত্রিশঙ্কুর্লোহিতাঙ্গশ্চ বৃহস্পতি-বুধাবপি। দারুণাঃ সোমমভ্যেত্য গ্রহাঃ সর্বে ব্যবস্থিতাঃ।। ১১
নক্ষত্রাণি গতার্চীংষি গ্রহাশ্চ গততেজসঃ। বিশাখাশ্চ সধূমাশ্চ নভসি প্রচকাশিরে।। ১২
কালিকানিলবেগেন মহোদধিরিবোত্থিতঃ। রামে বনং প্রব্রজিতে নগরং প্রচচাল তৎ।। ১৩
দিশঃ পর্যাকুলাঃ সর্বাস্তিমিরেণেব সংবৃতাঃ। ন গ্রহো নাপি নক্ষত্রং প্রচকাশে ন কিঞ্চন।। ১৪

একচত্বারিংশ (৪১) সর্গ

শ্রীরামের বনগমনে অন্তঃপুরবাসিনীদের বিলাপ। নাগরিকদের শোকাকুল অবস্থার বর্ণনা। অরন্ধনপালন।

নরশ্রেষ্ঠ রাম কৃতাঞ্জলি হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলে অন্তঃপুরে নারীদের আর্তনাদ শোনা যেতে লাগলো ।। ১ ।। যে রাম অগতির গতি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্বল এবং অসহায়ের শরণ, তিনি আজ কোথায় যাচ্ছেন ? ।। ২ ।। উত্যক্ত হয়েও যিনি ক্রুদ্ধ হন না, ক্রোধের সকল বিষয় যিনি বর্জন করেন, সকলের দুঃখকে যিনি সমানভাবে অনুভব করেন তিনি আজ কোথায় চলেছেন ? ।। ৩ ।। মহাতেজস্বী হয়েও রাম মায়ের সঙ্গে যেরকম মৃদু আচরণ করেন আমাদের সঙ্গেও সেই রকমই মধুর ব্যবহার করেন ? সেই মহাপ্রাণ আজ কোথায় যাচ্ছেন ? ।। ৪ ।। জগতের যিনি পরিত্রাতা কৈকেয়ী দ্বারা নিপীড়িত হয়ে এবং রাজার দ্বারা নিয়োজিত হয়ে তিনি আজ কোথায় চলেছেন ।। ৫ ।। হায়, রাজা আজ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। তাই জীবলোকের আশ্রয়, ধার্মিক, সত্যব্রত রামকে তিনি আজ বনে নির্বাসন দিচ্ছেন।। ৬ ।। মহিষীরা সকলে বৎসহীনা গাভীর মতো এইভাবে দুঃখে কাতর হয়ে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।। ৭ ।। অন্তঃপুরে ঘোর আর্তনাদ শুনে ঘোর পুত্রশোকে সন্তপ্ত রাজা আরো দুঃখিত হলেন।। ৮ ।। রামের বনগমনের দিনে অযোধ্যায় কোথাও অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলো না। গৃহস্থদের গৃহে রন্ধন হলো না। প্রজারা কোনো কাজই করলো না। সূর্যও যেন অসময়েই অন্তর্ধান করলেন *(এই দুঃসংবাদকে কেন্দ্র করে অযোধ্যায় ঘরে-বাইরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ণ ধর্মঘট বা বন্ধ পালিত হলো)*।। ৯ ।। হাতীগুলো খাওয়া ছেড়ে দিলো। গাভীগুলি বাছুরকে দুধ খাওয়ালে না। যে জননী প্রথম পুত্রলাভ করলেন, তিনি নবজাতককে অভিনন্দিতও করলেন না।। ১০ ।। ত্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও বুধ—এইসব ভীষণ গ্রহেরা চন্দ্রের সঙ্গে অবস্থান করতে লাগলো।।।১১ ।। আকাশে দেখা গেলো, নক্ষত্রদের দীপ্তি চলে গেছে। গ্রহরাজি তেজোহীন। বিশাখা ধূমে আচ্ছন্ন।। ১২ ।। বায়ুর বেগে আঁধার করে ঝড় এলো। মনে হলো। যেন মহাসমুদ্র ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রাম চলে গেলে নগর যেন কেঁপে উঠলো *(কালিকা — ঝড়)*।। ১৩ ।। কোন্‌টা কোন্‌দিক বোঝা যাচ্ছে না। আঁধারে সব ঢেকে গেছে। না গ্রহ, না নক্ষত্র কোনোটিই দেখা যাচ্ছে না।। ১৪ ।। হঠাৎই অযোধ্যার সব জনগণের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেলো। আহার-বিহারে

অকস্মান্নাগরঃ সর্বো জনো দৈন্যমুপাগমৎ। আহারে বা বিহারে বা ন কশ্চিদকরোন্মনঃ।। ১৫
শোকপর্যায়সন্তপ্তঃ সততং দীর্ঘমুচ্ছ্বসন্। অযোধ্যায়াং জনঃ সর্বশ্চুক্রোশ জগতীপতিম্।। ১৬
বাষ্পপর্যাকুলমুখো রাজমার্গগতো জনঃ। ন হৃষ্টো লভ্যতে কশ্চিৎ সর্বঃ শোকপরায়ণঃ।। ১৭
ন বাতি পবনঃ শীতো ন শশী সৌম্যদর্শনঃ। ন সূর্যস্তপতে লোকং সর্বং পর্যাকুলং জগৎ।। ১৮
অনর্থিনঃ সুতাঃ স্ত্রীণাং ভর্তারো ভ্রাতরস্তথা। সর্বে সর্বং পরিত্যজ্য রামমেবান্বচিন্তয়ন্।। ১৯
যে তু রামস্য সুহৃদঃ সর্বে তে মূঢচেতসঃ। শোকভারেণ চাক্রান্তাঃ শয়নং নৈব ভেজিরে।। ২০
ততস্ত্বযোধ্যা রহিতা মহাত্মনা পুরন্দরেণেব মহী সপর্বতা।
চচাল ঘোরং ভয়শোকদীপিতা সনাগযোধাশ্বগণা ননাদ চ।। ২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

কারো মন নেই।। ১৫ ।। ক্রমাগত শোকে সন্তপ্ত হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অযোধ্যার জনগণ রাজা দশরথের প্রতি ক্ষোভপ্রকাশ করতে লাগলো।। ১৬ ।। রাজপথে যারা চলছে, তাদের মুখ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। কাউকেই আনন্দিত দেখাচ্ছে না। সবাই শোকাকুল।। ১৭ ।। শীতল বায়ু আর প্রবাহিত হচ্ছে না। চাঁদকে আর সুন্দর দেখাচ্ছে না। সূর্য তপ্ত করছে না জগতকে। সমগ্র জগৎ বিপর্যস্ত।। ১৮ ।। পুত্রেরা পিতামাতার কথা ভুলে গেলো। পত্নীরা পতির চিন্তা করছে না। ভাইয়েরা ভাইদের জন্য ভাবছে না। সবাই সবকিছুই ত্যাগ করে শুধু রামকেই চিন্তা করতে লাগলো।। ১৯ ।। রামের সুহৃদ্ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই বোকা হয়ে গেলেন। শোকের ভারে আক্রান্ত হয়ে তাঁরা আর শয়নে যেতে পারছেন না।। ২০ ।। ইন্দ্রের বজ্রঘাতে স-পর্বত পৃথিবী যেমন কেঁপে উঠেছিলো, মহাত্মা রাম চলে গেলে তেমনি অবস্থা হলো অযোধ্যার। ভয় এবং শোকের পরিবেশ। যোদ্ধা এবং অশ্বসমূহের ভীষণ চীৎকার অযোধ্যাও কাঁপছে। ।। ২১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের একচত্বারিংশ (৪১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

পুত্রাদর্শনান্মহারাজ-দশরথস্য ভূতলে পতনম্, কৈকেয়ীং প্রতি বিরক্তিপ্রকাশঃ, রামায় বিলাপঃ, ভৃত্যানাং সহায়েন কৌসল্যা-ভবনে গমনম্, রামায় দারুণং শোকানুভবশ্চ।

যাবত্তু নির্যতস্তস্য রজোরূপমদৃশ্যত। নৈবেক্ষ্বাকুবরস্তাবৎ সংজহারাত্মচক্ষুষী।। ১
যাবদ্ রাজা প্রিয়ং পুত্রং পশ্যত্যত্যন্তধার্মিকম্। তাবদ্ ব্যবর্ধতে বাস্য ধরণ্যাং পুত্রদর্শনে।। ২
ন পশ্যতি রজোঽপ্যস্য যদা রামস্য ভূমিপঃ। তদার্তশ্চ বিষণ্ণশ্চ পপাত ধরণীতলে।। ৩

দ্বিচত্বারিংশ (৪২) সর্গ

পুত্রের অদর্শনে মহারাজ দশরথের ভূতলে পতন। কৈকেয়ীর প্রতি বিরক্তিপ্রকাশ। রামের জন্য বিলাপ। ভৃত্যদের সহায়তায় কৌশল্যার ভবনে গমন। রামের জন্য দারুণ শোক অনুভব।

রথে চড়ে রাম বনে চলেছেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত রথের ধূলো দেখা যাচ্ছিলো, ততোক্ষণ ইক্ষ্বাকুবংশধর দশরথ নিজের চোখ ফেরাতে পারেন নি।। ১ ।। যতোক্ষণ পর্যন্ত অত্যন্ত ধার্মিক প্রিয় পুত্রকে দশরথ দেখছিলেন, ততক্ষণই তাঁর দেহটি যেন ভূতলে থেকেও বেশ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছিলো। *(দূরে অপসৃয়মাণ পুত্রকে আগ্রহভরে দেখার জন্য ঝুঁকে পড়ছিলেন। শরীরটা তখন যেন লম্বা হয়ে যাচ্ছিলো। পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে অনেক দূরের বস্তু দেখার সময় এইভাবেই দেহকে দীর্ঘ দেখায়)* ।। ২ ।। যখনি রামের রথের ধূলোও আর দেখা যাচ্ছিলো না, তখন, রাজা ব্যাকুল এবং বিষণ্ণ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।। ৩ ।। তখন মহিষী কৌশল্যা তাঁকে ওঠাবার

তস্য দক্ষিণমন্বাগাৎ কৌসল্যা বাহুমঙ্গনা। পরং চাস্যান্বগাৎ পার্শ্বং কৈকেয়ী সা সুমধ্যমা।। ৪
তাং নয়েন চ সম্পন্নো ধর্মেণ বিনয়েন চ। উবাচ রাজা কৈকেয়ীং সমীক্ষ্য ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।। ৫
কৈকেয়ি মামকাঙ্গানি মা স্প্রাক্ষীঃ পাপনিশ্চয়ে। নহি ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ন ভার্যা ন চ বান্ধবী।। ৬
যে চ ত্বামনুজীবন্তি নাহং তেষাং ন তে মম। কেবলার্থপরাং হি ত্বাং ত্যক্তধর্মাং ত্যজাম্যহম্।। ৭
অগৃহ্ণাং যচ্চ তে পাণিমগ্নিং পর্যণয়ঞ্চ যৎ। অনুজানামি তৎ সর্বমস্মিংল্লোকে পরত্র চ।। ৮
ভরতশ্চেৎ প্রতীতঃ স্যাদ্ রাজ্যং প্রাপ্যৈতদব্যয়ম্। যন্মে স দদ্যাৎ পিত্রর্থং মা মাং তদ্দত্তমাগমৎ।। ৯
অথ রেণুসমুদ্ধ্বস্তং সমুত্থাপ্য নরাধিপম্। ন্যবর্তত তদা দেবী কৌসল্যা শোককর্শিতা।। ১০
হত্বেব ব্রাহ্মণং কামাৎ স্পৃষ্ট্বাগ্নিমিব পাণিনা। অন্বতপ্যত ধর্মাত্মা পুত্রং সঞ্চিন্ত্য রাঘবম্।। ১১
নিবৃত্ত্যেব নিবৃত্ত্যেব সীদতো রথবর্ত্মসু। রাজ্ঞো নাতিবভৌ রূপং গ্রস্তস্যাংশুমতো যথা।। ১২
বিললাপ স দুঃখার্তঃ প্রিয়ং পুত্রমনুস্মরন্। নগরান্তমনুপ্রাপ্তং বুদ্ধা পুত্রমথাব্রবীৎ।। ১৩
বাহনানাঞ্চ মুখ্যানাং বহতাস্তং মমাত্মজম্। পদানি পথি দৃশ্যন্তে স মহাত্মা ন দৃশ্যতে।। ১৪
যঃ সুখেনোপধানেষু শেতে চন্দনরূষিতঃ। বীজ্যমানো মহার্হাভিঃ স্ত্রীভির্মম সুতোত্তমঃ।। ১৫
স নূনং ক্বচিদেবাদ্য বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ। কাষ্ঠং বা যদি বাশ্মানমুপধায় শয়িষ্যতে।। ১৬
উত্থাস্যতি চ মেদিন্যাঃ কৃপণঃ পাংসুগুণ্ঠিতঃ। বিনিঃশ্বসন্ প্রস্রবণাৎ করেণূনামিবর্ষভঃ।। ১৭
দ্রক্ষ্যন্তি নূনং পুরুষা দীর্ঘবাহুং বনেচরাঃ। রামমুত্থায় গচ্ছন্তং লোকনাথমনাথবৎ।। ১৮
সা নূনং জনকস্যেষ্টা সুতা সুখসদোচিতা। কণ্টকাক্রমণক্লান্তা বনমদ্য গমিষ্যতি।। ১৯

জন্য ডান বাহু ধারণ করলেন। সুন্দরী কৈকেয়ী তাঁর বামপাশে এসে দাঁড়ালেন।। ৪ ।। নীতিজ্ঞানসম্পন্ন, ধর্মনিষ্ঠ বিনয়ী রাজা দশরথ বেদনাহত-চিত্তে কৈকেয়ীকে বললেন, পাপীয়সি, কৈকেয়ী, আমার অঙ্গস্পর্শ কোরো না। এখন থেকে তুমি আমার পত্নী নও। বান্ধবীও নও।। ৬ ।। যারা তোমার ওপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করে, আমি তাদের কেউ নই। তারাও আমার কেউ নয়। কেবল স্বার্থ নিয়ে থাকায় তুমি ধর্মকে ত্যাগ করেছো। ধর্মত্যাগিনী তোমাকেও আমি ত্যাগ করলাম *(কৈকেয়ীর দাসী মন্থরার ভূমিকা স্মরণ করে রাজা কৈকেয়ীর সম্বন্ধযুক্ত সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন)*।। ৭ ।। অগ্নিপ্রদক্ষিণ করে তোমার পাণিগ্রহণ করে আমি যা পেয়েছি, ইহ এবং পরলোকেও তা সবই আমি পরিত্যাগ করছি।। ৮ ।। ভরত সমগ্র এই রাজ্য পেয়ে যদি সন্তুষ্ট হয়, তাহলে সে পিতার উদ্দেশে যা দেবে, তার কিছুই যেন আমার ভোগে না আসে।। ৯ ।। তারপর ধূলিধূসরিত রাজাকে শোকক্লিষ্টা কৌশল্যা তুলে উঠিয়ে নিবৃত্ত করলেন।। ১০ ।। স্বেচ্ছায় ব্রহ্মহত্যাকারী এবং হস্ত দিয়ে অগ্নিস্পর্শকারী যেমন পরে অনুতাপ করে তেমনি ধর্মপ্রাণ রাজা দশরথও অনুতাপ করতে লাগলেন।। ১১ ।। বারবার নিবৃত্ত হয়েও রথের পথে ছুটতে গিয়ে রাজা অবসন্ন হয়ে পড়লেন। রাহুগ্রস্ত সূর্যের মতো রাজার রূপ অত্যন্ত ম্লান হয়ে গেলো।।। ১২ ।। প্রিয় পুত্রকে স্মরণ করে দুঃখে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন। এতোক্ষণে নগরের প্রান্তভাগে চলে গিয়ে থাকবে অনুমান করে তিনি বলতে লাগলেন।। ১৩ ।। যে শ্রেষ্ঠ অশ্বগুলি আমার পুত্রকে রথে বহন করে নিয়ে চলেছে পথে তাদের পদচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার মহাপ্রাণ পুত্রকে যে দেখছি না!।। ১৪ ।। শ্রেষ্ঠপুত্রটি আমার চন্দনে চর্চিত হয়ে ভালো বালিশে সুখে শুয়ে পড়তো। সুন্দরী নারীরা তাকে পাখা দিয়ে হাওয়া করতো।। ১৫ ।। সে আজ হয়তো গাছের নীচে কাঠ বা পাথরকে বালিশ করে নিয়ে শুয়ে পড়েছে *(অশ্ম—পাথর)*।। ১৬ ।। হস্তিনীদের অধিপতি ঝর্ণায় স্নান করে কাদায়-ভরা গা নিয়ে যেমন উঠে আসে, তেমনি রামও ধূলায় ধূসরিত দেহে শোচনীয়ভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে মাটি হতে উঠে দাঁড়াবে।। ১৭ ।। জগতের অধিপতি দীর্ঘবাহু রামকে অনাথের মতো হেঁটে চলতে দেখবে বনচর পুরুষেরা—।। ১৮ ।। সর্বদা সুখে চলতে অভ্যস্তা, জনকের আদরিণী কন্যা সীতা আজ কাঁটার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়েও বনে চলে যাবেন।। ১৯ ।। বনে চলায় অনভিজ্ঞা সীতা জন্তুদের

অনভিজ্ঞা বনানাং সা নূনং ভয়মুপৈষ্যতি। শ্বাপদানর্দিতং শ্রুত্বা গম্ভীরং রোমহর্ষণম্।। ২০
সকামা ভব কৈকেয়ি বিধবা রাজ্যমাবস। নহি তং পুরুষব্যাঘ্রং বিনা জীবিতুমুৎসহে।। ২১
ইত্যেবং বিলপন্ রাজা জনৌঘেনাভিসংবৃতঃ। অপস্নাত ইবারিষ্টং প্রবিবেশ গৃহোত্তমম্।। ২২
শূন্যচত্বরবেশ্মান্তাং সংবৃতাপণবেদিকাম্। ক্লান্ত-দুর্বল-দুঃখার্তাং নাত্যাকীর্ণমহাপথাম্।। ২৩
তামবেক্ষ্য পুরীং সর্বাং রামমেবানুচিন্তয়ন্। বিলপন্ প্রাবিশদ্ রাজা গৃহং সূর্য ইবাম্বুদম্।। ২৪
মহাহ্রদমিবাক্ষোভ্যং সুপর্ণেন হৃতোরগম্। রামেণ রহিতং বেশ্ম বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ।। ২৫
অথ গদগদশব্দস্তু বিলপন্ বসুধাধিপঃ। উবাচ মৃদু মন্দার্থং বচনং দীনমস্বরম্।। ২৬
কৌসল্যায়া গৃহং শীঘ্রং রামমাতুর্নয়ন্তু মাম্। ন হ্যন্যত্র মমাশ্বাসো হৃদয়স্য ভবিষ্যতি।। ২৭
ইতি ব্রুবন্তং রাজানমনয়ন্ দ্বারদর্শিনঃ। কৌসল্যায়া গৃহং তত্র ন্যবেশ্যত বিনীতবৎ।। ২৮
ততস্তত্র প্রবিষ্টস্য কৌসল্যায়া নিবেশনম্। অধিরুহ্যাপি শয়নং বভূব লুলিতং মনঃ।। ২৯
পুত্রদ্বয়বিহীনঞ্চ স্নুষয়া চ বিবর্জিতম্। অপশ্যদ্ভবনং রাজা নষ্টচন্দ্রমিবাম্বরম্।। ৩০
তচ্চ দৃষ্ট্বা মহারাজো ভুজমুদ্যম্য বীর্যবান্। উচ্চৈঃস্বরেণ প্রাক্রোশদ্ধে রাম বিজহাসি নৌ। ৩১
সুখিতা বত তং কালং জীবিষ্যন্তি নরোত্তমাঃ। পরিষ্বজন্তো যে রামং দ্রক্ষ্যন্তি পুনরাগতম্।। ৩২
অথ রাত্র্যাং প্রপন্নায়াং কালরাত্র্যামিবাত্মনঃ। অর্ধরাত্রে দশরথঃ কৌসল্যামিদমব্রবীৎ।। ৩৩
ন ত্বাং পশ্যামি কৌসল্যে সাধু মাং পাণিনা স্পৃশ। রামং মেঽনুগতা দৃষ্টিরদ্যাপি ন নিবর্ততে।। ৩৪
তং রামমেবানুবিচিন্তয়ন্তং সমীক্ষ্য দেবী শয়নে নরেন্দ্রম্।
উপোপবিশ্যাধিকমার্তরূপা বিনিঃশ্বসন্তং বিললাপ কৃচ্ছ্রম্।। ৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

গম্ভীর, রোমহর্ষক গর্জন শুনে নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে যাবেন।। ২০ ।। কৈকেয়ি, তোমার, কামনা পূর্ণ হোক। বিধবা হয়ে তুমি রাজ্যে বাস কোরো। নরশ্রেষ্ঠ রামকে ছেড়ে আমি আর বাঁচতে চাই না।। ২১ ।। এইভাবে বিলাপ করতে করতে জনসমূহের দ্বারা পরিবৃত হয়ে রাজা দশরথ স্নানান্তে শবদাহকারী ব্যক্তির মতো অমঙ্গলকর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।। ২২ ।। অযোধ্যানগরীর সকল গৃহ এবং অঙ্গন জনশূন্য। দোকানপাট সব বন্ধ। বসার বেদিগুলি সব ঢাকা। নাগরিকেরা ক্লান্ত। দুর্বল। দুঃখে আর্ত। রাজপথেও তেমন লোকজন নেই।। ২৩ ।। রামের কথা চিন্তা করতে করতে রাজা সমগ্রা নগরীকে এইরকম শোচনীয় অবস্থায় দেখলেন। সূর্য যেমন মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি, রাজাও নিরানন্দ আঁধার গৃহে প্রবেশ করলেন।। ২৪ ।। গরুড় সমস্ত সর্পকে মারার পর মহাহ্রদের যেমন গম্ভীর অচঞ্চল অবস্থা, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা-বিরহিত বিশাল রাজপুরীর অবস্থাও তেমনি শোচনীয়। চারদিক খাঁ খাঁ করছে *(সুপর্ণ—গরুড়)*।। ২৫ ।। গৃহে প্রবেশের পর গদগদশব্দে বিলাপ করতে করতে মহারাজ অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে দীনভাবে ভৃত্যদের বললেন—।। ২৬ ।। রামের মা কৌশল্যার ঘরে শীগ্‌গির আমায় নিয়ে চলো। অন্যত্র আমার অন্তর আশ্বস্ত হবে না।। ২৭ ।। এই কথা বলায় দ্বারদর্শনকারী ভৃত্যেরা বিনীতভাবে রাজাকে কৌশল্যার কক্ষে নিয়ে গেলেন।। ২৮ ।। কৌশল্যার দ্বারা কক্ষে প্রবেশ করে পালঙ্কে উঠে শয়ন করেও তিনি মনে শান্তি পেলেন না।।২৯ ।। পুত্র নেই। নেই পুত্রবধূও। চন্দ্রহীন আকাশের মতো রাজভবনকে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখছেন।।৩০ ।। এই অবস্থা দেখে বীর্যবান মহারাজ বাহু তুলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বললেন—হায়, রাম, তুমি বাবা-মা—আমাদের দু'জনকেই ত্যাগ করলে? *(প্র+অক্রোশদ্+হে = প্রাক্রোশদ্ধে)*।। ৩১ ।। আহা, সেই সজ্জনেরাই সুখী হবেন, যাঁরা রামকে ফিরে আসতে দেখে বুকে জড়িয়ে-ধরা পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন। ক্রমে কালরাত্রির মতো তাঁদের রাত এসে গেল। দশরথ অর্ধরাত্রে কৌশল্যাকে বললেন—।।৩৩ ।। কৌশল্যে, তোমায় যে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি না! হাত দিয়ে আমাকে ভালো করে ধরো। আমার দৃষ্টি রামের অনুগমন করেছিলো। এখনো তা ফিরে আসে নি।। ৩৪ ।। বিছানায় বসে রাজা এভাবে ক্রমাগত রামকেই চিন্তা করছেন আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন। কাছে বসে কৌশল্যা অধিক আর্ত হয়ে দুঃখে বিলাপ করতে লাগলেন।।৩৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বিচত্বারিংশ (৪২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

শোকাকুল-দশরথস্য সমীপে কৌসল্যায়া বিলাপঃ

ততঃ সমীক্ষ্য শয়নে সন্নং শোকেন পার্থিবম্। কৌসল্যা পুত্রশোকার্তা তমুবাচ মহীপতিম্।। ১
রাঘবে নরশার্দূলে বিষং ক্ষিপ্ত্বাঽহিজিহ্মগা । বিচরিষ্যতি কৈকেয়ী নির্মুক্তেব হি পন্নগী।। ২
বিবাস্য রামং সুভগা লব্ধকামা সমাহিতা। ত্রাসয়িষ্যতি মাং ভূয়ো দুষ্টাহিরিব বেশ্মনি।। ৩
অথাস্মিন্নগরে রামশ্চরন্ ভৈক্ষং গৃহে বসেৎ। কামকারো বরং দাতুমপি দাসং মমাত্মজম্।। ৪
পাতয়িত্বা তু কৈকেয্যা রামং স্থানাদ্ যথেষ্টতঃ। প্রবিদ্ধো রক্ষসাং ভাগঃ পর্বণীবাহিতাগ্নিনা।। ৫
নাগরাজগতিবীরো মহাবাহুর্ধনুর্ধরঃ। বনমাবিশতে নূনং সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ।। ৬
বনে ত্বদৃষ্টদুঃখানাং কৈকেয্যনুমতে ত্বয়া। ত্যক্তানাং বনবাসায় কান্যাবস্থা ভবিষ্যতি।। ৭
তে রত্নহীনাস্তরুণাঃ ফলকালে বিবাসিতাঃ। কথা বৎস্যন্তি কৃপণাঃ ফলমূলৈঃ কৃতাশনাঃ।। ৮
অপীদানীং স কালঃ স্যান্মম শোকক্ষয়ঃ শিবঃ। সভার্যং যৎ সহ ভ্রাত্রা পশ্যেয়মিহ রাঘবম্।। ৯
শ্রুত্বৈবোপস্থিতৌ বীরৌ কদাযোধ্যা ভবিষ্যতি। যশস্বিনী হৃষ্টজনা সূচ্ছ্রিতধ্বজমালিনী।। ১০
কদা প্রেক্ষ্য নরব্যাঘ্রাবরণ্যাৎ পুনরাগতৌ। ভবিষ্যতি পুরী হৃষ্টা সমুদ্র ইব পর্বণি।। ১১
কদাযোধ্যাং মহাবাহুঃ পুরীং বীরঃ প্রবেক্ষ্যতি। পুরস্কৃত্য রথে সীতাং বৃষভো গোবধূমিব।। ১২

ত্রিচত্বারিংশ (৪৩) সর্গ

শোকার্ত দশরথের কাছে কৌশল্যার বিলাপ।

রাজাকে শয্যায় শোক-নিমগ্ন দেখে পুত্র-শোকার্তা কৌশল্যা রাজাকে বললেন *(সন্ন—মগ্ন)*।। ১ ।। নরশ্রেষ্ঠ রামের ওপর বিষ উগ্‌রে দিয়ে কুটিল কৈকেয়ী খোলস-ছাড়া সর্পিণীর মতো ঘুরে বেড়াবে *(অহি — সাপ। জিহ্ম—কুটিল। নির্মুক্তা—খোলস ছাড়া। পন্নগী —সর্পিণী)*।। ২ ।। সৌভাগ্যবতী কৈকেয়ী রামকে নির্বাসনে পাঠিয়ে কামনা পূর্ণ করে ঘরের দুষ্টা সাপের মতো আমায় ভয় দেখাবে।।৩ ।। তখন এই নগরে রাম ভিক্ষুকের বৃত্তি আচরণ করে বাস করবে। আমার পুত্রকে রামকে চাকর হয়ে থাকতে হবে এই বরও অনেকটা ভালো। *(কামকার—দাস, চাকর)*।। ৪ ।। কিন্তু কৈকেয়ী ইচ্ছামতো রামকে নিজের বাসস্থান থেকে বিচ্যুত করলো। আহিতাগ্নি ব্যক্তি যেমন নির্দিষ্ট পর্বদিনে রাক্ষসের প্রাপ্য ভাগ ছুঁড়ে দেয়, তেমনি রামকেও ছুঁড়ে দিলো *(আহিতাগ্নি—নিত্য যাঁরা অগ্নিতে আহুতি দেন। পর্ব—বিশেষ তিথি)* ।। ৫ ।। হস্তিরাজের মতো গাম্ভীর্যময় ধীরগতিসম্পন্ন, বীর, দীর্ঘবাহু রাম ধনু ধারণ করে লক্ষ্মণ এবং সীতাকে সঙ্গে নিয়ে নিশ্চয়ই এতোক্ষণে বনে প্রবেশ করছে।।৬ ।। কৈকেয়ীর প্ররোচনায় তাদের আপনি বনে পাঠালেন। বনবাসের দুঃখ তো তারা কখনো ভোগ করে নি! এখন তাদের কি দুর্দশা হবে?।। ৭ ।। তাদের সঙ্গে ধনসম্পদ নেই। বয়স তাদের অল্প। ভোগের সময়েই তারা নির্বাসিত হলো। ফল-মূল খেয়ে কিভাবে তারা দৈন্যের সঙ্গে বাস করবে?।। ৮ ।। এখন কি আমার সেই মঙ্গলময় সময় আসবে, যাতে আমার শোকের বিনাশ হয়ে যাবে? ভার্যা সীতা এবং ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে আমি রামকে এখানে আর দেখতে পাবো কি?।। ৯ ।। রামও লক্ষ্মণ এই বীর দু'জন ফিরে এসেছেন— এই সংবাদ শুনে কখন অযোধ্যার নরনারী আবার আনন্দিত হবে? অযোধ্যার ঘরে ঘরে পতাকা হবে সমুত্তোলিত।। ১০ ।। নরশ্রেষ্ঠ দু'জন আবার ফিরে এসেছেন দেখে কখন আবার অযোধ্যাপুরী পূর্ণিমা তিথির উপচে-পড়া সমুদ্রের মতো হবে আনন্দে উচ্ছ্বসিত? *(পূর্ণিমায় জোয়ারে সমুদ্র উদ্বেল হয়ে ওঠে। পর্ব-তিথি-বিশেষ)*।। ১১ ।। বৃষ যেমন গাভীকে আগে নিয়ে গোষ্ঠে প্রবেশ করে, তেমনি করে দীর্ঘবাহু বীর রামচন্দ্র সীতাকে সামনে বসিয়ে রথে করে কবে এই পুরীতে প্রবেশ করবে।। ১২ ।। কবে শত্রুবিজয়ী আমার

কদা প্রাণিসহস্রাণি রাজমার্গে মমাত্মজৌ। লাজৈরবকরিষ্যন্তি প্রবিশন্তাবরিন্দমৌ।। ১৩
প্রবিশন্তৌ কদাযোধ্যাং দ্রক্ষ্যামি শুভকুণ্ডলৌ। উদগ্রায়ুধ-নিস্ত্রিংশৌ সশৃঙ্গাবিব পর্বতৌ।। ১৪
কদা সুমনসঃ কন্যা দ্বিজাতীনাং ফলানি চ। প্রদিশন্তঃ পুরীং হৃষ্টাঃ করিষ্যন্তি প্রদক্ষিণম্।। ১৫
কদা পরিণতো বুদ্ধ্যা বয়সা চামরপ্রভঃ। অভ্যুপৈষ্যতি ধর্মাত্মা সুবর্ষ ইব লালয়ন্।। ১৬
নিঃসংশয়ং ময়া মন্যে পুরা বীরকদর্যয়া। পাতুকামেষু বৎসেষু মাতৃণাং শাতিতাঃ স্তনাঃ।। ১৭
সাহং গৌরিব সিংহেন বিবৎসা বৎসলা কৃতা। কৈকেয্যা পুরুষব্যাঘ্র বালবৎসেব গৌর্বলাৎ।। ১৮
নহি তাবদ্গুণৈর্জুষ্টং সর্বশাস্ত্রবিশারদম্। একপুত্রা বিনা পুত্রমহং জীবিতুমুৎসহে।। ১৯
নহি মে জীবিতে কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমিহ কল্প্যতে। অপশ্যন্ত্যাঃ প্রিয়ং পুত্রং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্।। ২০
অয়ং হি মাং দীপয়তে সমুত্থিতস্তনুজশোকপ্রভবো হুতাশনঃ।
মহীমিমাং রশ্মিভিরুদ্ধতপ্রভো যথা নিদাঘে ভগবান্ দিবাকরঃ ।। ২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

পুত্র দু'টি রাজপথ দিয়ে আসতে গেলে হাজার হাজার মানুষ তাদের মাথায় মাঙ্গলিক খৈ ছড়িয়ে দেবে?।। ১৩।। কবে দেখবো, মঙ্গল-কুণ্ডল কানে পরে তীক্ষ্ণ অস্ত্র এবং খড়্গ উঁচু করে ধরে শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বতের মতো তারা দু'জন অযোধ্যায় প্রবেশ করছে?।। ১৪ ।। কবে তাদের প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্রাহ্মণকন্যারা ফুল এবং ফল নিয়ে আনন্দের সঙ্গে এই পুরীকে প্রদক্ষিণ করবে?।। ১৫ ।। বয়সে এবং বুদ্ধিতে পরিণত পঁচিশ বৎসর বয়স্ক রাম দেবতার মতো দীপ্তিসম্পন্ন ধর্মপ্রাণ রাম, ভালো বর্ষণ যেমন পৃথিবীকে শান্তি দেয় তেমনি আমাকে শান্তিদান করার জন্য কবে এসে উপস্থিত হবে?।। ১৬ ।। মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই আগে আমি শিশুদের স্তন্যপানের সময় তাদের মায়েদের স্তন ছেদন করে দিয়েছিলাম।। ১৭ ।। সিংহ যেমন বাছুরকে ছিনিয়ে নিয়ে গাভীকে বিবৎসা করে কষ্ট দেয়, তেমন হে নরশ্রেষ্ঠ কৈকেয়ীও আমাকে পুত্রহারা করে আমাকে দুঃখ দিচ্ছে।। ১৮ ।। রামই আমার একমাত্র পুত্র। সর্বগুণে সে মণ্ডিত। সর্বশাস্ত্রে বিশারদ। সেই পুত্রকে ছেড়ে আমি বাঁচতে চাই না।। ১৯ ।। প্রিয়পুত্র রাম এবং মহাবীর লক্ষ্মণকে না দেখে আমার বেঁচে থাকার যোগ্যতাও আমি কল্পনা করতে পারি না। গ্রীষ্মকালে প্রখরকিরণ সূর্য যেমন এই ধরিত্রীকে দগ্ধ করে, তেমনি পুত্রশোকজনিত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে আমাকে আজ এইভাবে দগ্ধ করছে।। ২১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ত্রিচত্বারিংশ (৪৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

কৌসল্যাং প্রতি সুমিত্রাদেব্যা আশ্বাসবাক্যম্।

বিলপন্তীং তথা তাং তু কৌসল্যাং প্রমদোত্তমাম্। ইদং ধর্মে স্থিতা ধর্ম্যং সুমিত্রা বাক্যমব্রবীৎ।। ১
তবার্যে সদ্গুণৈর্যুক্তঃ স পুত্রঃ পুরুষোত্তমঃ। কিং তে বিলপিতেনৈবং কৃপণং রুদিতেন বা।। ২
যস্তবার্যে গতঃ পুত্রস্ত্যক্ত্বা রাজ্যং মহাবলঃ। সাধু কুর্বন্মহাত্মানং পিতরং সত্যবাদিনম্।। ৩

চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪) সর্গ

কৌশল্যার প্রতি সুমিত্রাদেবীর আশ্বাসবাক্য।

রমণীশ্রেষ্ঠা কৌশল্যা এইরকম বিলাপ করতে থাকায় ধর্মনিষ্ঠা দেবী সুমিত্রা ধর্মপূর্ণবাক্যে তাঁকে বললেন—।। ১ ।। দিদি, আপনার পুত্র সর্ব সদ্গুণের দ্বারা যুক্ত। সে পুরুষোত্তম। তার জন্য এইরকম করুণ বিলাপ বা ক্রন্দনের প্রয়োজন নেই ।। ২ ।। আর্যে, আপনার মহাবীর পুত্র রাজ্য ত্যাগ করে যে চলে গেছে সে তো মহাত্মা পিতাকে সত্যবাদী করার জন্য।।৩ ।। রাম পরকালে শুভফলদায়ক, শিষ্টজনের দ্বারা চিরকাল

শিষ্টৈরাচরিতে সম্যক্ শশ্বৎ প্রেত্য ফলোদয়ে। রামো ধর্মে স্থিতঃ শ্রেষ্ঠো ন স শোচ্যঃ কদাচন।। ৪
বর্ততে চোত্তমাং বৃত্তিং লক্ষ্মণোঽস্মিন্ সদানঘঃ। দয়াবান্ সর্বভূতেষু লাভস্তস্য মহাত্মনঃ।। ৫
অরণ্যবাসে যদ্দুঃখং জানন্তী বৈ সুখোচিতা। অনুগচ্ছতি বৈদেহী ধর্মাত্মানং তবাত্মজম্।। ৬
কীর্তিভূতাং পতাকাং যো লোকে ভ্রাময়তি প্রভুঃ। ধর্মঃ সত্যব্রতপরঃ কিং ন প্রাপ্তস্তবাত্মজঃ।। ৭
ব্যক্তং রামস্য বিজ্ঞায় শৌচং মাহাত্ম্যমুত্তমম্। ন গাত্রমংশুভিঃ সূর্যঃ সন্তাপয়িতুমর্হতি।। ৮
শিবঃ সর্বেষু কালেষু কাননেভ্যো বিনিঃসৃত। রাঘবং যুক্তশীতোষ্ণঃ সেবিষ্যতি সুখোঽনিলঃ।। ৯
শয়ানমনঘং রাত্রৌ পিতেবাভিপরিষ্বজন্। রশ্মিভিঃ সংস্পৃশন্ শীতৈশ্চন্দ্রমা হ্লাদয়িষ্যতি।। ১০
দদৌ চাস্ত্রাণি দিব্যানি যস্মৈ ব্রহ্মা মহৌজসে। দানবেন্দ্রং হতং দৃষ্ট্বা তিমিধ্বজসুতং রণে।। ১১
স শূরঃ পুরুষব্যাঘ্রঃ স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ। অসন্ত্রস্তো হ্যরণ্যেঽসৌ বেশ্মনীব নিবৎস্যতে।। ১২
যস্যেষুপথমাসাদ্য বিনাশং যান্তি শত্রবঃ। কথং ন পৃথিবী তস্য শাসনে স্থাতুমর্হতি।। ১৩
যা শ্রীঃ শৌর্যঞ্চ রামস্য যা চ কল্যাণসত্ত্বতা। নিবৃত্তারণ্যবাসঃ স্বং ক্ষিপ্রং রাজ্যমবাপ্স্যতি।। ১৪
সূর্যস্যাপি ভবেৎ সূর্যো হ্যগ্নেরগ্নিঃ প্রভোঃ প্রভুঃ। শ্রিয়াঃ শ্রীশ্চ ভবেদগ্র্যা কীর্ত্যাঃ কীর্তিঃ ক্ষমা ক্ষমা।। ১৫
দৈবতং দেবতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতসত্তমঃ। তস্য কে হ্যগুণা দেবি! বনে বাপ্যথবা পুরে।। ১৬
পৃথিব্যা সহ বৈদেহ্যা শ্রিয়া চ পুরুষর্ষভঃ। ক্ষিপ্রং তিসৃভিরেতাভিঃ সহ রামোঽভিষেক্ষ্যতে।। ১৭
দুঃখজং বিসৃজত্যশ্রু নিষ্ক্রামন্তমুদীক্ষ্য যম্। অযোধ্যায়াং জনঃ সর্বঃ শোকবেগসমাহতঃ।। ১৮
কুশ-চীরধরং দেবং গচ্ছন্তমপরাজিতম্। সীতে বানুগতা লক্ষ্মীস্তস্য কিং নাম দুর্লভম্।। ১৯
ধনুর্গ্রহবরো যস্য বাণ-খড়্গাস্ত্রভৃৎ স্বয়ম্। লক্ষ্মণো ব্রজতি হ্যগ্রে তস্য কিং নাম দুর্লভম্।। ২০

সম্যগ্‌ভাবে আচরিত ধর্মে "স্থিত"। তাই সে শ্রেষ্ঠ। তার জন্য শোক করা কখনো উচিত নয়।। ৪ ।। সকল প্রাণীর প্রতি দয়াশীল, নিষ্পাপ লক্ষ্মণ রামের সেবায় নিরত।। ৫ ।। সুখের জীবনে অভ্যস্তা সীতা বনবাসের দুঃখ জেনেই আপনার ধর্মপ্রাণ পুত্রের অনুগমন করছেন।। ৬ ।। আপনার পুত্র ধর্মনিষ্ঠ। সত্যপরায়ণ। প্রভাবশালী। তার যশের পতাকা দিকে দিকে উড্ডীন হবেই।। ৭ ।। রামের শুচিতা এবং উত্তম মাহাত্ম্য সর্বদাই প্রকাশিত। কিরণের দ্বারা সূর্য তার পবিত্র গাত্রকে তপ্ত করতে পারবে না।। ৮ ।। সকল সময়েই মঙ্গলকর, যথোচিত শীতল এবং উষ্ণ সুখস্পর্শ-বায়ু বন থেকে নির্গত হয়ে রামকে সেবা করবে।। ৯ ।। রাত্রে বনভূমিতে শয়ান, নিষ্পাপ রামকে চাঁদ শীতল-কিরণের দ্বারা আলিঙ্গন করে পিতার মতো আনন্দলাভ করবে।। ১০ ।। দানবশ্রেষ্ঠ তিমিধ্বজপুত্রকে নিহত করায় মহাতেজস্বী রামকে ব্রহ্মা অনেক দিব্য অস্ত্র দান করেছিলেন।। ১১ ।। সেই বীর নরশ্রেষ্ঠ নিজের বাহুবল আশ্রয় করে এবং সেইসব অস্ত্রের সাহায্যে নির্ভীকভাবে অরণ্যেই নিজগৃহের ন্যায় নিঃশঙ্কভাবে বাস করবে।। ১২ ।। তার বাণের পথে পড়লে শত্রুরা ধ্বংস হয়ে যায়। পৃথিবী কেন তার শাসনে থাকতে পারবে না?।। ১৩ ।। যে-সৌন্দর্য, বীর্য এবং কল্যাণকর যোগ্যতা রামের মধ্যে আছে তার ফলে অরণ্যবাস থেকে ফিরে এসে সে সত্বরই রাজ্যলাভ করবে।। ১৪ ।। সে সূর্যেরও সূর্য। অগ্নিরও অগ্নি। প্রভুরও প্রভু। শ্রীর সে শ্রী। কীর্তিরও প্রধান কীর্তি। এবং ক্ষমারও ক্ষমা।। ১৫ ।। সে দেবতাদের দেবতা। সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী। সে বনেই থাকুক বা নগরেই থাকুক, তার কোন্‌গুলো দোষ?।। ১৬ ।। সত্বরই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম পৃথিবী, সীতা এবং রাজ্যশ্রী—এই তিনটিকে সঙ্গে নিয়ে অভিষিক্ত হবে।। ১৭ ।। অযোধ্যার সকল জনগণ রামকে চলে যেতে দেখে শোকে ব্যাকুল হয়ে দুঃখে চোখের জল বর্ষণ করছে।। ১৮।। কুশ এবং বল্কলধারী বীর রাম বনে চলার সময় সীতা লক্ষ্মীর মতো তাঁর অনুগমন করছে। তাই মনে হয়, কিইবা তার কাছে দুর্লভ হবে?।। ১৯ ।। ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ বাণ, খড়্গ এবং অস্ত্র নিয়ে স্বয়ং তার আগে আগে চলেছে যখন, কোন্ বস্তুই বা তার দুর্লভ হবে?।। ২০ ।। দেবি, বনবাস শেষ হয়ে গেলে রাম ফিরে আসবে। তখন তাকে আপনি আবার দেখতে পাবেন। সত্যিই বলছি। এখন শোক এবং মোহ আপনি

নিবৃত্তবনবাসং তং দ্রষ্টাসি পুনরাগতম্। জহি শোকঞ্চ মোহঞ্চ দেবি সত্যং ব্রবীমি তে।। ২১
শিরসা চরণাবেতৌ বন্দমানমনিন্দিতে। পুনর্দ্রক্ষ্যসি কল্যাণি পুত্রং চন্দ্রমিবোদিতম্।। ২২
পুনঃ প্রবিষ্টং দৃষ্ট্বা তমভিষিক্তং মহাশ্রিয়ম্। সমুৎস্রক্ষ্যসি নেত্রাভ্যাং শীঘ্রমানন্দজং জলম্।। ২৩
মা শোকো দেবি দুঃখং বা ন রামে দৃশ্যতেঽশিবম্। ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি পুত্রং ত্বং সসীতং সহলক্ষ্মণম্।। ২৪
ত্বয়াঽশেষো জনশ্চায়ং সমাশ্বাস্যো যতোঽনঘে। কিমিদানীমিদং দেবি করোষি হৃদি বিক্লবম্।। ২৫
নার্হা ত্বং শোচিতুং দেবি যস্যাস্তে রাঘবঃ সুতঃ। নহি রামাৎ পরো লোকে বিদ্যতে সৎপথে স্থিতঃ।। ২৬
অভিবাদয়মানং তং দৃষ্ট্বা সসুহৃদং সুতম্। মুদাশ্রু মোক্ষ্যসে ক্ষিপ্রং মেঘরেখেব বার্ষিকী।। ২৭
পুত্রস্তে বরদঃ ক্ষিপ্রমযোধ্যাং পুনরাগতঃ। করাভ্যাং মৃদু-পীনাভ্যাং চরণৌ পীডয়িষ্যতি।। ২৮
অভিবাদ্য নমস্যন্তং শূরং সসুহৃদং সুতম্। মুদাস্রৈঃ প্রোক্ষসে পুত্রং মেঘরাজিরিবাচলম্।। ২৯
আশ্বাসয়ন্তী বিবিধৈশ্চ বাক্যৈর্বাক্যোপচারে কুশলানবদ্যা।
রামস্য তাং মাতরমেবমুক্ত্বা দেবী সুমিত্রা বিররাম রামা।। ৩০
নিশম্য তল্লক্ষ্মণমাতৃবাক্যং রামস্য মাতুর্নরদেবপত্ন্যাঃ।
সদ্যঃ শরীরে বিননাশ শোকঃ শরদ্গতো মেঘ-ইবাল্পতোয়ঃ।। ৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

ত্যাগ করুন।। ২১ ।। আপনি কল্যাণী, সকলের প্রশংসাপাত্রী। দেখবেন, নবোদিত চাঁদের মতো আপনার পুত্র এসে আবার আপনার চরণবন্দনা করবে।। ২২ ।। ফিরে এসে রাম যখন অভিষিক্ত হবে, তখন মহাসৌভাগ্যশালী তাকে দেখে আনন্দে আপনি চোখের জল বর্ষণ করবেন (চোখে জল আসে আনন্দে)।।২৩।। দেবি, আপনি দুঃখ করবেন না। রামের কোনো অমঙ্গলও দেখছি না। সীতা এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে রামকে আপনি সত্ত্ব দেখতে পাবেন।। ২৪ ।। হে পুণ্যশীলে, এই অগণিত জনগণকে আপনাকেই তো সান্ত্বনা দিতে হবে! আপনি মনে মনে এমন ভেঙে পড়ছেন কেন?।। ২৫ ।। রামের মতো ছেলে আছে যাঁর, তাঁর শোক সাজে না! রামের মতো সৎপথে রয়েছে, এমন লোক আর সংসারে নেই।। ২৬ ।। আত্মজনদের নিয়ে রাম যখন আপনাকে প্রণাম করতে আসবে, তখন আপনি বর্ষার মেঘের মতো আনন্দে সত্বর অশ্রুবর্ষণ করবেন (মুদা— আনন্দ। বার্ষিকী—বর্ষাকালের)।। ২৭ আপনার উদার পুত্র আবার অযোধ্যায় ফিরে এসে তাড়াতাড়ি কোমল এবং পুষ্ট হাত দু'টি দিয়ে আপনার চরণ স্পর্শ করে বন্দনা করবে।। ২৮ ।। মেঘরাশি যেমন পর্বতের ওপর জলবর্ষণ করে, তেমনি সবান্ধবে প্রণত বীর পুত্রের উপর আপনি আনন্দে চোখের জলধারা বর্ষণ করবেন।। ২৯ ।। বাগ্‌ব্যবহারে অত্যন্ত কুশলিনী দেবী সুমিত্রা এইভাবে রামের জননী কৌশল্যাকে বাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা দিয়ে বিরত হলেন।। ৩০ ।। লক্ষ্মণের মাতা সুমিত্রার এই সব কথা শুনে রাজরাণী কৌশল্যার শরীর শোকে বিনষ্ট হয়ে গেলো। শরৎকালের মেঘে জল অল্পই থাকে। ফলে হালকা মেঘকে সহজেই বয়ে নিয়ে যায়। তেমনিই সুমিত্রার সান্ত্বনাবাক্য কৌশল্যার শোককে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।। ৩১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্ রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪) সর্গ সমাপ্ত হল।

।। পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

অনুগমনকারিণামযোধ্যাবাসিনাং সমীপে শ্রীরামেণ ভরতস্য গুণকীর্তনম্, তন্ নিবৃত্তন কর্তুং রামস্য হিতোপদেশঃ, বনগমনাতো নিবৃত্তয়ে রামস্য সমীপে নগরস্য বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণানাং প্রার্থনম্, পদচারি-ব্রাহ্মণান্ প্রতি সম্মানপ্রদর্শনায় রামস্য রথাদবতরণম্, পশ্চাৎ তমসাতীরং যাবদনুগমনঞ্চ।

অনুরক্তা মহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্। অনুজগ্মুঃ প্রযান্তং তং বনবাসায় মানবাঃ।। ১

পঞ্চচত্বারিংশ (৪৫) সর্গ

অনুগমনকারী অযোধ্যাবাসিগণের কাছে শ্রীরামের দ্বারা ভরতের গুণকীর্তন। তাদের নিবৃত্ত করার জন্য রামের মঙ্গলকর উপদেশ। বনগমন থেকে নিবৃত্ত করার জন্য নগরের বর্ষীয়ান ব্রাহ্মণদের প্রার্থনা। ব্রাহ্মণদের পায়ে হেঁটে আসতে দেখে তাঁদের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য রামের রথ থেকে অবতরণ। পদব্রজে তমসার তীর পর্যন্ত গমন।

সত্যনিষ্ঠ পরাক্রমশালী, মহাপ্রাণ রামের প্রতি অনুরক্ত অযোধ্যাবাসী জনগণ বনবাসে গমনরত রামের

নিবর্তিতেইতীব বলাৎ সুহৃদ্ধর্মেণ রাজনি। নৈব তে সংন্যবর্তন্ত রামস্যানুগতা রথম্।। ২
অযোধ্যানিলয়ানাং হি পুরুষাণাং মহাযশাঃ। বভূব গুণসম্পন্নঃ পূর্ণচন্দ্র ইব প্রিয়ঃ।। ৩
স যাচ্যমানঃ কাকুৎস্থস্তাভিঃ প্রকৃতিভিস্তদা। কুর্বাণঃ পিতরং সত্যং বনমেবান্বপদ্যত।। ৪
অবেক্ষমাণঃ সস্নেহং চক্ষুষা প্রপিবন্নিব। উবাচ রামঃ সস্নেহং তাঃ প্রজাঃ স্বাঃ প্রজা ইব।। ৫
যা প্রীতির্বহুমানশ্চ ময্যযোধ্যানিবাসিনাম্। মৎপ্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়তাম্।। ৬
স হি কল্যাণচারিত্রঃ কৈকেয্যানন্দবর্ধনঃ। করিষ্যতি যথাবদ্ বঃ প্রিয়াণি চ হিতানি চ।। ৭
জ্ঞানবৃদ্ধো বয়োবালো মৃদুবীর্যগুণান্বিতঃ। অনুরূপঃ স বো ভর্তা ভবিষ্যতি ভয়াপহঃ।। ৮
স হি রাজগুণৈর্যুক্তো যুবরাজঃ সমীক্ষিতঃ। অপি চাপি ময়া শিষ্টৈঃ কার্যং বো ভর্তৃশাসনম্।। ৯
ন সন্তপ্যেদ্ যথা চাসৌ বনবাসং গতে ময়ি। মহারাজস্তথা কার্যো মম প্রিয়চিকীর্ষয়া।। ১০
যথা যথা দাশরথির্ধর্মমেবাশ্রিতো ভবেৎ। তথা তথা প্রকৃতয়ো রামং পতিমকাময়ন্।। ১১
বাষ্পেণ পিহিতং দীনং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ। চকর্ষেব গুণৈর্বদ্ধং জনং পুরনিবাসিনম্।। ১২
তে দ্বিজাস্ত্রিবিধং বৃদ্ধা জ্ঞানেন বয়সৌজসা। বয়ঃপ্রকম্পশিরসো দূরাদূচুরিদং বচঃ।। ১৩
বহন্তো জবনা রামং ভো ভো জাত্যাস্তুরঙ্গমাঃ। নিবর্তধ্বং ন গন্তব্যং হিতা ভবত ভর্তরি।। ১৪
কর্ণবন্তি হি ভূতানি বিশেষেণ তুরঙ্গমাঃ। যূয়ং তস্মান্নিবর্তধ্বং যাচনাং প্রতিবেদিতাঃ।। ১৫
ধর্মতঃ স বিশুদ্ধাত্মা বীরঃ শুভদৃঢ়ব্রতঃ। উপবাহ্যস্তু বো ভর্তা নাপবাহ্যঃ পুরাদ্ বনম্।। ১৬

অনুগমন করছিলেন।। ১ ।। সুহৃদ্‌ধর্মে বলে যে, কাউকে অনেকদূর এগিয়ে দিলে সে ফিরে আসে না। তাই তারা রাজা দশরথকে রথের অনুগমন থেকে জোর করে নিবৃত্ত করলো।। ২ ।। মহাযশস্বী গুণবান রাম অযোধ্যাবাসী জনগণের কাছে পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রিয় ছিলো।। ৩ ।। প্রজাগণ রামকে ফিরে আসার জন্য কাতর প্রার্থনা জানালো কিন্তু পিতার সত্যকে রক্ষা করার জন্য তিনি বনেই চললেন *(প্রকৃতি—প্রজা)* ।। ৪ ।। তিনি স্নেহবশতঃ তাদের দিকে অনিমেষে তাকিয়ে আছেন। যেন পান করে হৃদয়ে টেনে নিচ্ছেন। নিজের সন্তানতুল্য প্রজাগণকে সস্নেহে রাম বললেন— ।। ৫ ।। হে অযোধ্যাবাসী জনগণ, আমার প্রতি আপনাদের যে প্রীতি এবং সমাদর রয়েছে, আমারই আনন্দের জন্য তা বিশেষভাবে এখন ভরতে সমর্পণ করুন।। ৬ ।। মাতার আনন্দবর্ধনকারী সে। কল্যাণকর্মা। তাই, তার চরিত্রও কল্যাণমণ্ডিত। সে যথাযথভাবে আপনাদের প্রিয় ও মঙ্গলসাধন করবে।। ৭ ।। বয়সে সে বালক হলেও জ্ঞানে প্রবীণ। বীর হয়েও সে কোমলস্বভাব। এবং গুণান্বিত। আপনাদের কোনো ভয় নেই। সে আপনাদের যোগ্য প্রতিপালক হবে।। ৮ ।। রাজার যে সব গুণ থাকা উচিত, সবই তার ভেতর রয়েছে। যুবরাজ হবার জন্য আমার চেয়েও অধিক যোগ্য সে। আপনারা রামভক্ত। তার রাজ্যশাসন আপনাদের মেনে নেওয়া কর্তব্য।। ৯ ।। আমি বনে চলে গেলে মহারাজ যাতে সন্তপ্ত না হন, সেইভাবে আপনারা চলুন। তাতেই আমার প্রীতি হবে।। ১০ ।। দশরথনন্দন রাম যেভাবে ধর্মকে আশ্রয় করতে চাইছিলেন সেইভাবেই প্রজাগণ রামকেই আশ্রয় করে রাজা হিসেবে পেতে চাইছিলেন।। ১১ ।। চোখের জলে বিনম্রভাবে দাঁড়িয়ে আছেন পুরবাসী জনগণ। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাম নিজের গুণের দ্বারা যেন তাদের আকর্ষণ করে রেখেছেন। ফলে তারা ফিরে যেতে পারছে না।। ১২ ।। তখন জ্ঞান, বয়স এবং তপস্যার তেজে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা বার্ধক্যের জন্য কম্পিত মস্তকে দূর থেকে বললেন— ।। ১৩ ।। "ওহে, ভালো জাতের অশ্বগণ, তোমরা রথে রামকে বেগে বহন করে নিয়ে চলেছো। তোমরা নিবৃত্ত হও। আর যেয়ো না। প্রভুর হিতকারী হও। সকল প্রাণীরই কান আছে। বিশেষতঃ তোমাদের কানের শক্তি অধিক। তাই, আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তোমরা নিবৃত্ত হও।। ১৫ ।। তোমাদের প্রভু রাম ধর্মানুসারে বিশুদ্ধাত্মা বীর। কল্যাণ কর্মসাধনে একনিষ্ঠ। তাঁকে পুরীর মধ্যেই বহন করে নিয়ে যাওয়া উচিত। পুরী থেকে বনে নিয়ে-যাওয়া নয়।। ১৬ ।। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদেরকে এইভাবে কাতর বিলাপ করতে দেখে রাম

এবমার্তপ্রলাপাংস্তান্ বৃদ্ধান্ প্রলপতো দ্বিজান্। অবেক্ষ্য সহসা রামো রথাদবততার হ।। ১৭
পদ্ভ্যামেব জগামাথ সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ। সন্নিকৃষ্টপদন্যাসো রামো বনপরায়ণঃ।। ১৮
দ্বিজাতীন্ হি পদাতীংস্তান্ রামশ্চারিত্রবৎসলঃ। ন শশাক ঘৃণাচক্ষুঃ পরিমোক্তুং রথেন সঃ।। ১৯
গচ্ছন্তমেব তং দৃষ্ট্বা রামং সম্ভ্রান্তমানসাঃ। ঊচুঃ পরমসন্তপ্তা রামং বাক্যমিদং দ্বিজাঃ।। ২০
ব্রাহ্মণ্যং কৃৎস্নমেতত্ত্বাং ব্রহ্মণ্যমনুগচ্ছতি। দ্বিজস্কন্ধাধিরূঢাস্ত্বামগ্নয়োঽপ্যনুযান্ত্যমী।। ২১
বাজপেয়সমুত্থানি ছত্রাণ্যেতানি পশ্য নঃ। পৃষ্ঠতোঽনুপ্রযাতানি মেঘানিব জলাত্যয়ে।। ২২
অনবাপ্তাতপত্রস্য রশ্মিসন্তাপিতস্য তে। এভিশ্ছায়াং করিষ্যামঃ স্বচ্ছত্রৈর্বাজপেয়কৈঃ।। ২৩
যা হি নঃ সততং বুদ্ধির্বেদমন্ত্রানুসারিণী। ত্বৎকৃতে সা কৃতা বৎস বনবাসানুসারিণী।। ২৪
হৃদয়েষ্ববতিষ্ঠন্তে বেদা যে নঃ পরং ধনম্। বৎস্যন্ত্যপি গৃহেষ্বেব দারাশ্চারিত্ররক্ষিতাঃ।। ২৫
পুনর্ন নিশ্চয়ঃ কার্যস্ত্বদ্‌গতৌ সুকৃতা মতিঃ। ত্বয়ি ধর্মব্যপেক্ষে তু কিং স্যাদ্ধর্মপথে স্থিতম্।। ২৬
যাচিতো নো নিবর্তস্ব হংস-শুক্ল-শিরোরুহৈঃ। শিরোভির্নিভৃতাচার-মহীপতনপাংশুলৈঃ।। ২৭
বহূনাং বিততাং যজ্ঞা দ্বিজানাং য ইহাগতাঃ। তেষাং সমাপ্তিরায়ত্তা তব বৎস নিবর্তনে।। ২৮
ভক্তিমন্তীহ ভূতানি জঙ্গমাজঙ্গমানি চ। যাচমানেষু তেষু ত্বং ভক্তিং ভক্তেষু দর্শয়।।২৯
অনুগন্তুমশক্তাস্ত্বাং মূলৈরুদ্ধতবেগিনঃ। উন্নতা বায়ুবেগেন বিক্রোশন্তীব পাদপাঃ।। ৩০
নিশ্চেষ্টাহারসঞ্চারা বৃক্ষৈকস্থাননিশ্চিতাঃ। পক্ষিণোঽপি প্রযাচন্তে সর্বভূতানুকম্পিনম্।। ৩১
এবং বিক্রোশতাং তেষাং দ্বিজাতীনাং নিবর্তনে। দদৃশে তমসা তত্র বারয়ন্তীব রাঘবম্।। ৩২

রথ থেকে নেমে এলেন।। ১৭ ।। সীতা আর লক্ষ্মণসহ ধীর পায়ে রাম বনের দিকে চলতে লাগলেন।। ১৮।। পায়ে হেঁটে চলেছেন ব্রাহ্মণেরা। চরিত্রবৎসল রাম করুণা-ঝরা চোখে রথে করে গিয়ে তাঁদের ছাড়িয়ে যেতে পারলেন না *(ঘৃণা—করুণা)*।। ১৯ ।। তাঁকে হাঁটতে দেখে ব্যাকুলচিত্তে ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে রামকে বললেন—।। ২০ ।। তুমি ব্রাহ্মণদের ভক্ত। তাই সমগ্র ব্রাহ্মণসমাজ তোমাকে অনুসরণ করছে। ব্রাহ্মণদের কাঁধে অগ্নিও তোমার অনুগামী হয়েছে।। ২১ ।। বাজপেয় যজ্ঞে এই ছাতাগুলি আমরা পেয়েছিলাম। দেখো। বর্ষার অবসানে শরতে মেঘের মতো সেই ছাতাগুলি নিয়ে আমরাও পশ্চাতে চলেছি। দেখো।। ২২ ।। তোমার তো ছাতা নেই! রৌদ্রে যখন সন্তপ্ত হবে তখন বাজপেয় যজ্ঞে পাওয়া আমাদের এই ছাতাগুলি দিয়ে তোমায় ছায়া দেবো।। ২৩ ।। আমাদের যে বুদ্ধি সর্বদাই বেদমন্ত্রের অনুসরণ করতো এখন বাছা, বনবাসে তোমারই অনুসরণ করবে।। ২৪ ।। আমাদের পরম সম্পদ বেদসমূহ আমাদের হৃদয়েই অবস্থান করে। আমাদের পত্নীরা গৃহেই চরিত্ররক্ষা করে থাকবে *(আমরা তোমার সঙ্গে বনে গেলে আমাদের পত্নীরা গৃহেই চরিত্ররক্ষা করে থাকতে পারবে)*।। ২৫ ।। তোমার অনুগমনে আমরা মতিস্থির করেছি। তুমি ধর্মে নিরপেক্ষ হলে, আর কেউ কি ধর্মপথে থাকতে পারে?।। ২৬ ।। আমাদের মাথার চুল সব হাঁসের মতো শাদা হয়ে গেছে। সেই মাথাটি মাটিতে পাতিত করে ধূলি-ধূসরিত করে নির্জনে প্রার্থনা করছি *(পাংশুল—ধূলি)*।।২৭।। যজ্ঞ আরম্ভ করেই বহু ব্রাহ্মণ এখানে এসে-গেছেন। তোমার প্রত্যাবর্তনের ওপরই তাঁদের সমাপ্তি নির্ভর করছে বৎস।। ২৮ ।। এই সংসারে স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীই তোমাকে ভক্তি করে। তারা সবাই তোমার ফিরে আসা প্রার্থনা করে। সেই ভক্তদের প্রতি তুমিও একটু ভক্তি দেখাও *(ভূত-ভূ+ক্ত—যারা উৎপন্ন হয়েছে। জঙ্গম—গমনশীল। অজঙ্গম—স্থাবর—স্থিতিশীল বৃক্ষাদি)*।। ২৯ ।। গাছগুলির শেকড় নীচে আটকে থাকায় তারা তোমাকে অনুসরণ করতে পারছে না। বাতাসের বেগ তাদের উন্নত দেহকে সঞ্চালিত করে যেন কেঁদে তোমায় নিষেধ করছে।। ৩০ ।। পাখীগুলি আহার-সংগ্রহে নিশ্চেষ্ট হয়ে মনের দুঃখে গাছের একটি স্থানেই স্থির হয়ে বসে আছে। সকল প্রাণীর প্রতি দয়ালু তুমি। তোমাকে না যাবার জন্য তারা প্রার্থনা করছে।।৩১।। দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ ও পাখীরা এইভাবে বনে যাবার জন্য তাঁকে করুণভাবে নিষেধ করতে থাকলেও রাম দেখলেন তমসানদীও যেন তাঁকে বারণ করছে।। ৩২ ।। সুমন্ত্রও তখন রথ থেকে শ্রান্ত ঘোড়াগুলিকে

ততঃ সুমন্ত্রোঽপি রথাদ্ বিমুচ্য শ্রান্তান্ হয়ান্ সংপরিবর্ত্য শীঘ্রম্।
পীতোদকাংস্তোয়পরিপ্লু তাঙ্গান্ অচারয়দ্ বৈ তমসাকিদূরে।। ৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অয়োধ্যাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

মুক্ত করে তাদের মাটিতে শীগ্‌গির জল খাইয়ে, জলে স্নান করিয়ে তমসার নিকটে ঘাস খাওয়াবার জন্য চরাতে লাগলেন।। ৩৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চচত্বারিংশ (৪৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

তমসানদীতীরে সীতা-লক্ষ্মণাভ্যাং সহ শ্রীরামস্য রাত্রিযাপনম্, সীতয়া সহ রামে নিদ্রিতে সুমন্ত্রসমীপে নিদ্রাহীনেন লক্ষ্মণেন রামস্য গুণকীর্তনম্, নিদ্রিত পুরবাসিনামসমক্ষেণ রথমারুহ্য শ্রীরামপ্রভৃতীনাং বনমগমনম্।

ততস্তু তমসাতীরং রম্যমাশ্রিত্য রাঘবঃ। সীতামুদ্বীক্ষ্য সৌমিত্রিমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১
ইয়মদ্য নিশা পূর্বা সৌমিত্রে প্রহিতা বনম্। বনবাসস্য ভদ্রং তে ন চৌৎকণ্ঠিতুমর্হসি।। ২
পশ্য শূন্যান্যরণ্যানি রুদন্তীব সমন্ততঃ। যথা নিলয়মায়দ্ভির্নিলীনানি মৃগদ্বিজৈঃ।। ৩
অদ্যাযোধ্যা তু নগরী রাজধানী পিতুর্মম। সস্ত্রী-পুংসা গতানস্মাঞ্শোচিষ্যতি ন সংশয়ঃ।। ৪
অনুরক্তা হি মনুজা রাজানং বহুভির্গুণৈঃ। ত্বাঞ্চ মাঞ্চ নরব্যাঘ্র শত্রুঘ্ন-ভরতৌ তথা।। ৫
পিতরং চানুশোচামি মাতরঞ্চ যশস্বিনীম্। অপি নান্ধৌ ভবেতাং নৌ রুদন্তৌ তাবভীক্ষ্ণশঃ।। ৬
ভরতঃ খলু ধর্মাত্মা পিতরং মাতরঞ্চ মে। ধর্মার্থ-কামসহিতৈবাক্যৈরাশ্বাসয়িষ্যতি।। ৭
ভরতস্যানৃশংসত্বং সঞ্চিন্ত্যাহং পুনঃ পুনঃ। নানুশোচামি পিতরং মাতরঞ্চ মহাভুজ।। ৮
ত্বয়া কার্যং নরব্যাঘ্র মামনুব্রজতা কৃতম। অন্বেষ্টব্যা হি বৈদেহ্যা রক্ষণার্থং সহায়তা।। ৯

ষট্‌চত্বারিংশ (৪৬) সর্গ

তমসানদীর তীরে সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের রাত্রিবাস। সীতা সহ রামের নিদ্রাকালে সুমন্ত্রের কাছে বীতনিদ্র লক্ষ্মণের দ্বারা রামের গুণকীর্তন। প্রত্যুষে নিদ্রিত পুরবাসীদের অলক্ষ্যে রথে চড়ে শ্রীরামাদির বনগমন।

রামচন্দ্র রমণীয় তমসাতীরে আশ্রয় নিয়ে সীতার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মণকে বললেন—।। ১ ।। ভাই লক্ষ্মণ, আমরা বনে নির্বাসিত হয়েছি। আমাদের বনবাসের প্রথম রাত্রি এসে গেলো। তোমার কল্যাণ হোক। উদ্‌বিগ্ন হয়ো না।। ২ ।। দেখো, পশু এবং পাখীগুলি নিজ নিজ বাসস্থানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। চারদিকে শূন্য অরণ্য যেন কাঁদছে!।। ৩ ।। আমার বাবার রাজধানী অযোধ্যানগরী তার সকল নরনারী নিয়ে আমাদের জন্য নিশ্চয়ই শোক করছে ।। ৪ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ ভাই, অযোধ্যার জনগণ বহুবিধ গুণের জন্য রাজার অনুরক্ত। তোমার, আমার এবং শত্রুঘ্ন ও ভরতের প্রতিও রয়েছে তাদের ভালোবাসা।।৫ ।। বাবা আর আমার যশস্বিনী মায়ের জন্য আমি শোক অনুভব করছি। তাঁরা আমাদের জন্য ক্রমাগত কেঁদে কেঁদে অন্ধ না হয়ে যান! *(অভীক্ষ্ণশঃ-নিরন্তর)* ।।৬ ।। ধর্মপ্রাণ ভরত ধর্ম, অর্থ ও কামযুক্ত বাক্যে বাবাকে এবং মা কে নিশ্চয়ই আশ্বাস দেবে *(ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ — এই চতুর্বর্গের দ্বারা জীবনের পূর্ণতা। তার মধ্যে মোক্ষ তথা মুক্তিলাভ মৃত্যুর পরের ঘটনা। বেঁচে থাকার সময়ে সংসারে পূর্ণতা হয় ধর্ম, অর্থ ও কামের চরিতার্থতায়)*।। ৭ ।। হে বীর, ভরতের কোমল স্বভাবের কথা বার বার চিন্তা করে আমি বাবা এবং মায়ের জন্য দুশ্চিন্তা করছি না।। ৮ ।। তুমি ভাই পুরুষশ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অনুগমন করে ভালোই করেছো। নৈলে সীতাকে রক্ষার জন্য আমাকে অন্যের সাহায্য নিতে হতো।। ৯ ।। প্রিয় লক্ষ্মণ, বনে নানা ফল পাওয়া গেলেও আজকের রাতটি আমাদের জল

অদ্ভিরেব হি সৌমিত্রে বৎস্যাম্যত্র নিশামিমাম্। এতদ্ধি রোচতে মহ্যং বন্যেঽপি বিবিধে সতি।। ১০
এবমুক্ত্বা তু সৌমিত্রিং সুমন্ত্রমপি রাঘবঃ। অপ্রমত্তস্ত্বমশ্বেষু ভব সৌম্যেত্যুবাচ হ।। ১১
সোঽশ্বান্ সুমন্ত্রঃ সংযম্য সূর্যেঽস্তং সমুপাগতে। প্রভূতযবসান্ কৃত্বা বভূব প্রত্যনন্তরঃ।। ১২
উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং দৃষ্ট্বা রাত্রিমুপাগতাম্। রামস্য শয়নং চক্রে সূতঃ সৌমিত্রিণা সহ।। ১৩
তাং শয্যাং তমসাতীরে বীক্ষ্য বৃক্ষদলৈর্বৃতাম্। রামঃ সৌমিত্রিণা সার্ধং সভার্যঃ সংবিবেশ হ।। ১৪
সভার্যং সংপ্রসুপ্তং তু শ্রান্তং সংপ্রেক্ষ্য লক্ষ্মণঃ। কথয়ামাস সূতায় রামস্য বিবিধান্ গুণান্।। ১৫
জাগ্রতোরেব তাং রাত্রিং সৌমিত্রেরুদিতো রবিঃ। সূতস্য তমসাতীরে রামস্য ব্রুবতো গুণান্।। ১৬
গোকুলাকুলতীরায়াস্তমসায়া বিদূরতঃ। অবসত্তত্র তাং রাত্রিং রামঃ প্রকৃতিভিঃ সহ।। ১৭
উত্থায় চ মহাতেজাঃ প্রকৃতীস্তা নিশাম্য চ। অব্রবীদ্ ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং পুণ্যলক্ষণম্।। ১৮
অস্মদ্ ব্যপেক্ষান্ সৌমিত্রে নির্বপেক্ষান্ গৃহেষ্বপি। বৃক্ষমূলেষু সংসক্তান্ পশ্য লক্ষ্মণ সাম্প্রতম্।। ১৯
যথৈতে নিয়মং পৌরাঃ কুর্বন্ত্যস্মন্নিবর্তনে। অপি প্রাণান্নাশিষ্যন্তি ন তু ত্যক্ষ্যন্তি নিশ্চয়ম্।। ২০
যাবদেব তু সংসুপ্তাস্তাবদেব বয়ং লঘু। রথমারুহ্য গচ্ছামঃ পন্থানমকুতোভয়ম্।। ২১
অতো ভূয়োঽপি নেদানীমিক্ষ্বাকুপুরবাসিনঃ। স্বপেয়ুরনুরক্তা মা বৃক্ষমূলেষু সংশ্রিতাঃ।। ২২
পৌরা হ্যাত্মকৃতাদ্দুঃখাদ্-বিপ্রমোচ্যা নৃপাত্মজৈঃ। ন তু খল্বাত্মনা যোজ্যা দুঃখেন পুরবাসিনঃ।। ২৩
অব্রবীল্লক্ষ্মণো রামং সাক্ষাদ্ধর্মমিব স্থিতম্। রোচতে মে তথা প্রাজ্ঞ ক্ষিপ্রমারুহ্যতামিতি।। ২৪
অথ রামোঽব্রবীৎ সূতঃ শীঘ্রং সংযুজ্যতাং রথঃ। গমিষ্যামি ততোঽরণ্যং গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো।। ২৫
সূতস্ততঃ সংত্বরিতঃ স্যন্দনং তৈর্হয়োত্তমৈঃ। যোজয়িত্বা তু রামস্য প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যবেদয়ৎ।। ২৬

খেয়েই কাটিয়ে দিতে ভালো লাগছে।। ১০ ।। লক্ষ্মণকে এইরকম বলে রাম সুমন্ত্রকে বললেন, সৌম্য, আপনি অশ্বগুলির সম্বন্ধে সতর্ক থাকবেন।। ১১ ।। সূর্য অস্ত গেলে সুমন্ত্র ঘোড়াগুলিকে বেঁধে রেখে প্রভূত ঘাস খাইয়ে রামের কাছে ফিরে এলেন *(যবস — তৃণ)*।। ১২ ।। রাত্রি এসে গেছে দেখে কল্যাণদায়ক সায়ংসন্ধ্যা সেরে সারথি সুমন্ত্র লক্ষ্মণকে নিয়ে রামের জন্য শয্যা তৈরী করলেন *(নিত্যকর্ম সন্ধ্যা যথাকালে করা রামায়ণে সব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য)*।। ১৩ ।। তমসানদীর তীরে গাছের পাতা বিছিয়ে শয্যা তৈরী হয়ে গেছে দেখে রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে সীতাসহ শুয়ে পড়লেন।। ১৪ ।। ক্লান্ত হওয়ায় পত্নীসহ রাম ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখে লক্ষ্মণ সারথির কাছে রামের বিবিধ গুণের কথা বললেন।। ১৫ ।। তাঁরা দু'জন এইভাবে জেগেই কাটিয়ে দিলেন। তমসার তীরে রামের গুণরাজি এইভাবেই সারথির কাছে বলা হলো ।। ১৬ ।। দূরে দেখা যাচ্ছে, তমসার তীরভূমি গো-সমূহে পরিপূর্ণ। রাম প্রজাদের সঙ্গে সেইরাত সেখানে কাটালেন।। ১৭ ।। মহাতেজস্বী রাম প্রত্যুষে নিদ্রা থেকে উঠে প্রজাগণকে তখনো নিদ্রিত দেখে পুণ্যলক্ষণ ভাই লক্ষ্মণকে বললেন—।। ১৮ ।। ভাই লক্ষ্মণ, দেখো, এই সজ্জনেরা নিজেদের গৃহকে উপেক্ষা করে আমাদের প্রতি পক্ষপাতী হয়ে সম্প্রতি তরুমূলে ঘুমিয়ে আছে।। ১৯ ।। আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এই পুরবাসীরা যেভাবে বদ্ধপরিকর, তাতে তারা নিশ্চিতভাবে প্রাণত্যাগও করতে পারে। কিন্তু সঙ্কল্প ত্যাগ করবেনা।।২০।। সেই জন্যেই বলছি, যতোক্ষণ এরা ঘুমিয়ে আছে, তারই মধ্যে তাড়াতাড়ি আমরা রথে চড়ে নির্ভয়ে পথে বেরিয়ে পড়ি।। ২১ ।। ইক্ষ্বাকু-পুরবাসীরা আমার অনুরক্ত। তাই, আর যাতে তাদের তরুমূলে ঘুমোতে না হয় তার ব্যবস্থা আমাদের করা উচিত।। ২২ ।। রাজপুত্রদের কর্তব্য হলো প্রজাদের নিজকৃত দুঃখ থেকে মুক্ত করা। কিন্তু নিজের দুঃখে তাদের যুক্ত করা নয়।। ২৩ ।। তখন লক্ষ্মণ মূর্তিমান ধর্মের মতো স্থিত রামকে বললেন, হে প্রাজ্ঞ, এটা আমারো বেশ ভালো লাগছে। সত্বর রথে উঠুন।। ২৪ ।। রাম তখন বললেন, সূত, সত্বর রথ তৈরী করুন। এখান থেকে আমি বনে চলে যাবো। আর, মহনীয় আপনিও সত্বর এখান থেকে চলে যান।। ২৫ ।। সারথি তখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি রথে শ্রেষ্ঠ ঘোড়া জুড়ে দিয়ে করজোড়ে রামের কাছে নিবেদন করলেন—।।২৬।। হে মহাবীর, রথিশ্রেষ্ঠ, আপনার জন্য রথে অশ্ব যুক্ত করা হয়েছে। সীতা এবং লক্ষ্মণসহ

অয়ং যুক্তো মহাবাহো রথস্তে রথিনাং বর। ত্বরয়ারোহ ভদ্রং তে সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ।। ২৭
তং স্যন্দনমধিষ্ঠায় রাঘবঃ সপরিচ্ছদঃ। শীঘ্রগামাকুলাবর্তাং তমসামতরন্নদীম্।। ২৮
স সন্তীর্য মহাবাহুঃ শ্রীমাঞ্ছিবমকণ্টকম্। প্রাপদ্যত মহামার্গমভয়ং ভয়দর্শিনাম্।। ২৯
মোহনার্থং তু পৌরাণাং সূতং রামোঽব্রবীদ্ বচঃ। উদঙ্মুখঃ প্রযাহি ত্বং রথমারুহ্য সারথে।। ৩০
মুহূর্তং ত্বরিতং গত্বা নিবর্তয় রথং পুনঃ। যথা ন বিদ্যুঃ পৌরা মাং তথা কুরু সমাহিতঃ।। ৩১
রামস্য তু বচঃ শ্রুত্বা তথা চক্রে চ সারথিঃ। প্রত্যাগম্য চ রামস্য স্যন্দনং প্রত্যবেদয়ৎ।। ৩২
তৌ সংপ্রযুক্তং তু রথং সমাস্থিতৌ তদা সসীতৌ রঘুবংশবর্ধনৌ।
প্রচোদয়ামাস ততস্তুরঙ্গমান্ স সারথির্যেন পথা তপোবনম্।। ৩৩
ততঃ সমাস্থায় রথং মহারথঃ সসারথির্দাশরথির্বনং যযৌ।
উদঙ্মুখং তং তু রথং চকার স প্রয়াণমাঙ্গল্যনিমিত্তদর্শনাৎ।। ৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

সত্বর আপনি আরোহণ করুন। আপনার মঙ্গল হোক।। ২৭ ।। বস্ত্র এবং অস্ত্রাদিসহ রাম রথে আরোহণ করলেন। শীঘ্রই তিনি আবর্ত-সঙ্কুল তমসানদী পার হয়ে গেলেন।। ২৮ ।। পার হয়ে মহাবীর শ্রীমান রাম নিরুপদ্রব কল্যাণকর রাজপথ পেয়ে গেলেন। ভীতস্বভাব ব্যক্তিরাও নির্ভয়ে সে পথে চলতে পারে।। ২৯ ।। রথে উঠে পুরবাসীদের ছলনা করার জন্য রাম সারথিকে বললেন, সারথে, আপনি উত্তরদিকে চলুন।।৩০।। মুহূর্তের জন্য দ্রুত গিয়ে রথ আবার ফিরিয়ে আনুন। যাতে নাগরিকেরা আমায় বুঝতে না পারে সতর্কভাবে তাই করুন।।৩১ ।। রামের কথা শুনে সারথি তাই করলেন। রথটি উত্তরে নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে এনে প্রত্যাবর্তন-বার্তা জানালেন।।৩২ ।। রঘুবংশের গৌরব-বর্ধনকারী রাম-লক্ষণ তখন সীতাকে নিয়ে অশ্বযুক্ত সেই রথে আরোহণ করলেন। যে পথে গেলে তপোবনে যাওয়া যাবে, সেইপথে সারথি অশ্বগুলিকে চালনা করলেন।। ৩৩ ।। এবার দশরথপুত্র মহাবীর রামচন্দ্র রথে চড়ে সারথিসহ বনে চলে গেলেন। যাত্রাকালে শুভকারণ দর্শনের জন্য তিনি রথকে উত্তরদিকে চালনা করালেন।। ৩৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ষট্চত্বারিংশ (৪৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

নিদ্রাত্যাগানন্তরং তাননবলোক্য পুরবাসিনাং বিলাপঃ, অযোধ্যায়াং প্রত্যাবর্তনঞ্চ।

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং পৌরাস্তে রাঘবং বিনা। শোকোপহতনিশ্চেষ্টা বভূবুর্হতচেতসঃ।। ১
শোকজাশ্রুপরিদ্যূনা বীক্ষমাণাস্ততস্ততঃ। আলোকমপি রামস্য ন পশ্যন্তি স্ম দুঃখিতাঃ।। ২
তে বিষাদার্তবদনা রহিতাস্তেন ধীমতা। কৃপণাঃ করুণা বাচো বদন্তি স্ম মনীষিণঃ।। ৩
ধিগস্তু খলু নিদ্রাং তাং যয়াপহৃতচেতসঃ। নাদ্য পশ্যামহে রামং পৃথুরস্কং মহাভুজম্।। ৪

সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) সর্গ

ঘুম থেকে উঠে রাম-প্রমুখকে না দেখে পুরবাসীদের বিলাপ। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন।

রাত ভোর হলে পুরবাসীরা দেখলে রাম নেই। শোকে তাদের মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো। শোকের আঘাতে তারা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে গেলো। ।। ১ ।। শোকে তাদের চোখ জলে ভরে গেলো। অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়ে এদিক সেদিক তারা সন্ধান করতে লাগলো। রামকে পাবার কোনো আশার আলো না দেখে তারা হলো দুঃখিত।। ২ ।। ধীমান রামকে হারানোয় তাদের মুখে নেমে এলো বিষাদের ছায়া। তাদের মধ্যে মনীষী পুরবাসীরা দুঃখিত হয়ে করুণভাবে বলতে লাগলো—।।৩ ।। যে ঘুম আমাদের চেতনাকে হরণ করেছিলো, তাকে ধিক্। বিশালবক্ষা, বিশালবাহু রামকে আজ তো আর দেখছি না (*পৃথু + উরস্ক = পৃথুরস্ক। পৃথু — বিশাল*)।। ৪ ।।রাম সর্বদা উচিত কর্মই করে থাকেন। ধীর, তাপস তিনি। কি করে যে ভক্ত জনগণকে ত্যাগ

কথং রামো মহাবাহুঃ স তথাবিতথক্রিয়ঃ। ভক্তং জনমভিত্যজ্য প্রবাসং তাপসো গতঃ।। ৫
যো নঃ সদা পালয়তি পিতা পুত্রানিবৌরসান্। কথং রঘূনাং স শ্রেষ্ঠস্ত্যক্ত্বা নো বিপিনং গতঃ।। ৬
ইহৈব নিধনং যামো মহাপ্রস্থানমেব বা। রামেণ রহিতানাং হি কিমর্থং জীবিতং হিতম্।। ৭
সন্তি শুষ্কাণি কাষ্ঠানি প্রভূতানি মহান্তি চ। তৈঃ প্রজ্বাল্য চিতাং সর্বে প্রবিশামোঽথবা বয়ম্।। ৮
কিং বক্ষ্যামো মহাবাহুরনসূয়ঃ প্রিয়ংবদঃ। নীতঃ স রাঘবোঽস্মাভিরিতি বক্তুং কথং ক্ষমম্।। ৯
সা নূনং নগরী দীনা দৃষ্ট্বাস্মান্ রাঘবং বিনা। ভবিষ্যতি নিরানন্দা সস্ত্রী-বাল-বয়োঽধিকা।। ১০
নির্যাতাস্তেন বীরেণ সহ নিত্যং মহাত্মনা। বিহীনাস্তেন চ পুনঃ কথং দ্রক্ষ্যাম তাং পুরীম্।। ১১
ইতীব বহুধা বাচো বাহুমুদ্যম্য তে জনাঃ। বিলপন্তি স্ম দুঃখার্তা হৃতবৎসা ইবাগ্রগাঃ।। ১২
ততো মার্গানুসারেণ গত্বা কিঞ্চিৎক্ষণং পুনঃ। মার্গনাশাদ্ বিষাদেন মহতা সমভিপ্লুতাঃ।। ১৩
রথমার্গানুসারেণ ন্যবর্তন্ত মনস্বিনঃ। কিমিদং কিং করিষ্যামো দৈবেনোপহতা ইতি।। ১৪
তদা যথাগতেনৈব মার্গেণ ক্লান্তচেতসঃ। অযোধ্যামগমন্ সর্বে পুরীং ব্যথিতসজ্জনাম্।। ১৫
আলোক্য নগরীং তাঞ্চ ক্ষয়ব্যাকুলমানসাঃ। আবর্তয়ন্ত তেঽশ্রূণি নয়নৈঃ শোকপীড়িতৈঃ।। ১৬
এষা রামেণ নগরী রহিতা নাতিশোভতে। আপগা গরুড়েনেব হ্রদাদুদ্ধৃতপন্নগা।। ১৭
চন্দ্রহীনমিবাকাশং তোয়হীনমিবার্ণবম্। অপশ্যন্নিহতানন্দং নগরং তে বিচেতসঃ।। ১৮
তে তানি বেশ্মানি মহাধনানি দুঃখেন দুঃখোপহতা বিশন্তঃ।
নৈব প্রজজ্ঞুঃ স্বজনং পরং বা নিরীক্ষ্যমাণাঃ প্রবিনষ্টহর্ষাঃ।। ১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

করে প্রবাসে চলে গেলেন!।। ৫ ।। সর্বদাই নিজের ঔরসজাত পুত্রের মতো তিনি আমাদের পালন করতেন। সেই রঘুশ্রেষ্ঠ কী করে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন! (বিপিন — বন) ।। ৬ ।। আমরা এখানেই মৃত্যুকে বরণ করে নেবো। কিংবা মহাপ্রস্থানে যাবো রামকে ছেড়ে আমাদের জীবনের কি কল্যাণ? (মহাপ্রস্থান — স্বর্গের জন্য সশরীরে যাত্রা) ।। ৭ ।। এখানে প্রচুর শুকনো বড়ো বড়ো কাঠ রয়েছে। এগুলি দিয়েই চিতা জ্বেলে আমরা সবাই তা জ্বলে তাতে প্রবেশ করবো।। ৮ ।। ফিরে গেলে জনগণ জানতে চাইলে কি বলবো? প্রিয়ভাষী অসূয়াহীন রামকে আমরা বনে রেখে এসেছি, কি করে বলবো।। ৯ ।। রামকে ছেড়ে আমরা ফিরে গেছি দেখে আনন্দময় নগরী নিশ্চয়ই দৈন্যদশাপ্রাপ্ত হবে। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ সবাই নিরানন্দ হবে।। ১০ ।। সেই মহাপ্রাণ বীরের সঙ্গে সর্বদাই থাকবো বলে আমরা অযোধ্যা থেকে বের হয়ে এসেছিলাম। আজ তাঁদেরকে ছাড়া সেই পুরীকে কিভাবে আমরা দেখবো?।। ১১ ।। বাহু তুলে এইরকমে বহু কথা বলে জনগণ দুঃখে ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলো। গাভীগুলি যেন বাছুর হারিয়ে ফেলে আগে আগে বিলাপ করে ছুটছে! (অগ্রগা — অগ্রে গমনকারী) ।। ১২ ।। রথের চাকার চিহ্ন অনুসরণ করে তারা ছুটতে লাগলো। সামান্য গিয়েই আর চিহ্ন নেই দেখে অত্যন্ত দুঃখে তারা অভিভূত হলো।। ১৩ ।। সেই মনস্বীরা রথের পথ অনুসরণ করে আর কোনো চিহ্ন না দেখে নিবৃত্ত হলো। দৈবাহত হয়ে যেন তারা বলতে লাগলে—একি? কি করবো?।। ১৪ ।। ক্লান্তচিত্তে বেদনাহত হয়ে যে পথে তারা এসেছিলো, সেই পথেই অযোধ্যায় তারা ফিরে গেলো।। ১৫ ।। অযোধ্যার জনগণ তখন রামের বিচ্ছেদে বিষাদময়ী অযোধ্যাপুরীকে দেখে ব্যাকুলচিত্তে শোকার্ত হয়ে চোখ দিয়ে অশ্রু ধারা বিসর্জন করতে লাগলো।। ১৬ ।। রাম নেই বলে এই নগরীর আজ কোনো শোভা নেই। হ্রদ থেকে সাপগুলিকে গরুড় তুলে ফেলায় নদীর শোভা যেমন তিরোহিত হয়েছিলো, আজ সেই রকমেরই অবস্থা অযোধ্যার।। ১৭ ।। চন্দ্রহীন আকাশের মতো, জলহীন সমুদ্রের মতো, আনন্দহীন অযোধ্যাকে দেখে তাদের চিত্ত ব্যাকুল হয়ে গেলো।। ১৮ ।। পুরবাসীরা তাদের বহুধনপূর্ণ গৃহগুলিতে ব্যথিতচিত্তে দুঃখের সঙ্গে প্রবেশ করলো। তাদের আনন্দ চলে যাওয়াতে কে আত্মীয় কেই বা অনাত্মীয় দেখেও তারা চিনতে পারছিলো না। এমনিই বিহ্বল ছিলো তাদের অবস্থা।। ১৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

পুরবাসিনীনাং রমণীনাং বিলাপঃ, প্রত্যাগতান্ পতীন্ প্রতি তাসাং ভর্ৎসনবাক্যঞ্চ।

তেষামেবং বিষণ্ণানাং পীড়িতানামতীব চ। বাষ্পবিপ্লুতনেত্রাণাং সশোকানাং মুমূর্ষয়া।। ১
অভিগম্য নিবৃত্তানাং রামং নগরবাসিনাম্। উদ্গতানীব সত্ত্বানি বভূবুরমনস্বিনাম্।। ২
স্বং স্বং নিলয়মাগম্য পুত্রদারৈঃ সমাবৃতাঃ। অশ্রূণি মুমুচুঃ সর্বে বাষ্পেণ পিহিতাননাঃ।। ৩
ন চাহৃষ্যন্ন চামোদন্ বণিজো ন প্রসারয়ন্। ন চাশোভন্ত পণ্যানি নাপচন্ গৃহমেধিনঃ।। ৪
নষ্টং দৃষ্ট্বা নাভ্যনন্দন্ বিপুলং বা ধনাগমম্। পুত্রং প্রথমজং লব্ধ্বা জননী নাভ্যনন্দত ।। ৫
গৃহে গৃহে রুদত্যশ্চ ভর্তারং গৃহমাগতম্। ব্যগর্হয়ন্ত দুঃখার্তা বাগ্‌ভিস্তোত্রৈরিব দ্বিপান্।। ৬
কিং নু তেষাং গৃহৈঃ কার্যং কিং দারৈঃ কিং ধনেন বা। পুত্রৈর্বাপি সুখৈর্বাপি যে ন পশ্যন্তি রাঘবম্।। ৭
একঃ সৎপুরুষো লোকে লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া। যোঽনুগচ্ছতি কাকুৎস্থং রামং পরিচরন্ বনে।। ৮
আপগাঃ কৃতপুণ্যাস্তাঃ পদ্মিন্যশ্চ সরাংসি চ। যেষু যাস্যতি কাকুৎস্থো বিগাহ্য সলিলং শুচি।। ৯
শোভয়িষ্যন্তি কাকুৎস্থমটব্যো রম্যকাননাঃ। আপগাশ্চ মহানূপাঃ সানুমন্তশ্চ পর্বতাঃ।। ১০
কাননং বাপি শৈলং বা যং রামোঽনুগমিষ্যতি। প্রিয়াতিথিমিব প্রাপ্তং নৈনং শক্ষ্যন্ত্যনর্চিতুম্।। ১১
বিচিত্রকুসুমাপীডা বহুমঞ্জরিধারিণঃ। রাঘবং দর্শয়িষ্যন্তি নগা ভ্রমরশালিনঃ।। ১২
অকালে চাপি মুখ্যানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ। দর্শয়িষ্যন্ত্যনুক্রোশাদ্ গিরয়ো রামমাগতম্।। ১৩

অষ্টচত্বারিংশ (৪৮) সর্গ

পুরবাসিনী নারীদের বিলাপ। পতিরা ফিরে আসায় তাদের তিরস্কার।

অযোধ্যাবাসীরা অত্যন্ত বিষণ্ণ। পীড়িত। শোকের কারণে চোখে তাদের জলের ধারা বইছে। মৃত্যুকেই কামনা করছে তারা।। ১ ।। যে নাগরিকেরা রামের সঙ্গে গিয়ে ফিরে এসেছে, সে বেচারাদের প্রাণ যেন বেরিয়ে যাচ্ছে। *(সত্ত্ব — প্রাণ। অমনস্বী — বেচারা, হতভাগ্য)*।। ২ ।। প্রত্যেকে যার যার ঘরে ফিরে এলে পুত্র এবং পত্নীরা ঘিরে ধরেছে। সবাই অশ্রু বিসর্জন করছে। জলের ধারায় মুখ ঢেকে গেছে *(নিহিত — আবৃত)*।।৩।। কারোরই দেহে মনে আনন্দ নেই। বণিকেরা দোকান খোলে নি। পণ্যসামগ্রী দিয়ে সাজানো হয় নি দোকান। গৃহস্থেরা রান্না করছে না।। ৪ ।। হারানো জিনিস পেয়ে কিংবা প্রভূত ধনের লাভেও কেউ আনন্দিত হচ্ছে না। মায়েরা প্রথমপুত্রের জন্ম দিয়েও তাকে অভিনন্দিত করছে না।। ৫ ।। পতিরা ফিরে এসেছে দেখে ঘরে ঘরে দুঃখার্তা পত্নীরা কেঁদে কেঁদে বাক্যের দ্বারা পতিদের আঘাত দিচ্ছে। অঙ্কুশ দিয়ে হাতীকে যেমন মারা হয় তেমনি *(তোত্র — অঙ্কুশ)* ।। ৬ ।। তারা বলছে, যারা রামকে দেখতে পাচ্ছে না, তাদের গৃহ, পত্নী, ধন, পুত্র বা সুখের দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হবে?।। ৭ ।। সংসারে একজনই সৎপুরুষ। তিনি হচ্ছেন লক্ষ্মণ। তিনি সীতাকে নিয়ে রামকে সেবা করতে বনে গেছেন!।। ৮ ।। যেতে যেতে যেখানে যেখানে রাম স্নান করেছেন, সেই সব নদী এবং পদ্মসরোবরগুলির জল পবিত্র হয়ে গেছে। জলাশয়গুলিও আজ পুণ্যবান হয়েছে।। ৯ ।। রাম যেখানে যাবেন, সেখানে অরণ্য রম্য-কাননে পরিণত হবে। নদী, জলময়ভূমি এবং সানুযুক্ত পর্বতগুলি সব সুন্দর হয়ে উঠবে।। ১০ ।। প্রিয় অতিথিকে পেলে যেমন অর্চনা না করে থাকা যায় না, তেমনি যেখানে যেখানে রাম যাবেন, তা কাননই হোক বা পর্বতই হোক, তাঁকে অর্চনা না করে থাকতে পারছে না।। ১১ । বৃক্ষগুলি বিচিত্র কুসুমে সেজে, বহু মঞ্জরী নিয়ে, ভ্রমরপুঞ্জের গুঞ্জনে রামকে নিজেদের সৌন্দর্য-প্রদর্শন করবে।। ১২ ।।পাহাড়গুলি ভালোবেসে অকালের শ্রেষ্ঠ ফুল এবং ফল দিয়ে সমাগত রামকে অভ্যর্থনা জানাবে।। ১৩ ।। পর্বতগুলি নির্মলজলা প্রস্রবণের ধারা প্রবাহিত করবে। আবার বিচিত্র সব নির্ঝর

প্রস্রবিষ্যন্তি তোয়ানি বিমলানি মহীধরাঃ। বিদর্শয়ন্তো বিবিধান্ ভূয়শ্চিত্রাংশ্চ নির্ঝরান্।। ১৪
পাদপাঃ পর্বতাগ্রেষু রময়িষ্যন্তি রাঘবম্। যত্র রামো ভয়ং নাত্র নাস্তি তত্র পরাভবঃ।। ১৫
স হি শূরো মহাবাহুঃ পুত্রো দশরথস্য চ। পুরা ভবতি নোঽদূরাদনুগচ্ছাম রাঘবম্।। ১৬
পাদচ্ছায়া সুখং ভর্তুস্তাদৃশস্য মহাত্মনঃ। স হি নাথো জনস্যাস্য স গতিঃ স পরায়ণম্।। ১৭
বয়ং পরিচরিষ্যামঃ সীতাং যূয়ঞ্চ রাঘবম্ । ইতি পৌরস্ত্রিয়ো ভর্তৃন্ দুঃখার্তাস্তত্তদব্রুবন্।। ১৮
যুষ্মাকং রাঘবোঽরণ্যে যোগ-ক্ষেমং বিধাস্যতি। সীতা নারীজনস্যাস্য যোগক্ষেমং করিষ্যতি।। ১৯
কো ত্বনেনাপ্রতীতেন সোৎকণ্ঠিতজনেন চ। সংপ্রীয়েতামনোজ্ঞেন বাসেন হৃতচেতসা।। ২০
কৈকেয্যা যদি চেদ্ রাজ্যং স্যাদধর্ম্যমনাথবৎ। নহি নো জীবিতেনার্থঃ কুতঃ পুত্রৈঃ কুতো ধনৈঃ।। ২১
যয়া পুত্রশ্চ ভর্তা চ ত্যক্তাবৈশ্বর্যকারণাৎ। কং সা পরিহরেদন্যং কেকেয়ী কুলপাংসনী।। ২২
কৈকয্যা ন বয়ং রাজ্যে ভৃতকা হি বসেমহি। জীবন্ত্যা জাতু জীবন্ত্যঃ পুত্রৈরপি শপামহে।। ২৩
যা পুত্রং পার্থিবেন্দ্রস্য প্রবাসয়তি নির্ঘৃণা। কস্তাং প্রাপ্য সুখং জীবেদধর্ম্যাং দুষ্টচারিণীম্।। ২৪
উপদ্রুতমিদং সর্বমনালম্ভমনায়কম্। কৈকেয্যাস্তু কৃতে সর্বং বিনাশমুপযাস্যতি।। ২৫
নহি প্রব্রজিতে রামে জীবিষ্যতি মহীপতিঃ। মৃতে দশরথে ব্যক্তং বিলোপস্তদনন্তরম্।। ২৬
তে বিষং পিবতালোড্য ক্ষীণপুণ্যাঃ সুদুঃখিতাঃ। রাঘবং বানুগচ্ছধ্বমশ্রুতিং বাপি গচ্ছত।। ২৭
মিথ্যাপ্রব্রাজিতো রামঃ সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ। ভরতে সন্নিবদ্ধাঃ স্মঃ সৌনিকে পশবো যথা।। ২৮
পূর্ণচন্দ্রাননঃ শ্যামো গূঢজত্রুররিন্দমঃ। আজানুবাহুঃ পদ্মাক্ষো রামো লক্ষ্মণপূর্বজঃ।। ২৯

দেখাবে।। ১৪ ।। শৈলশিখরে তরুরাজি রামকে আনন্দিত করবে। যেখানে রাম, সেখানে কোনো ভয় নেই। কোনো পরাজয় নেই।। ১৫ ।। দশরথের পুত্র মহাবাহু রাম বীর। এখনো বেশী দূর যান নি। আমরা দূর থেকেই তাঁর অনুগমন করবো।। ১৬ ।। মহাপ্রাণ প্রভুর চরণের ছায়াই সুখকর। এই জনগণের রক্ষাকর্তা তিনি। তিনিই তাদের গতি। তিনিই তাদের আশ্রয়।। ১৭ ।। রামচন্দ্র, আমরা সবাই সীতা এবং তোমার পরিচর্যা করবো। পুরস্ত্রীরা দুঃখার্ত হয়ে তাঁদের স্বামীদেরকে বলতে লাগলেন—।। ১৮ ।। রাম অরণ্যে তোমাদের অপ্রাপ্ত বস্তু পাইয়ে দেবেন। আর প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণও করবেন। আর সীতাও এই নারীদের যোগ-ক্ষেমের ব্যবস্থা করবে।। ১৯।। বলো, কে ভাঙা মন নিয়ে উদ্‌বেগাকুল জন-সমন্বিত এই অপ্রশস্ত, অসুন্দর গৃহে বাস করবে?।। ২০ ।। যদি কৈকেয়ীর হাতে যায় তাহলে এই রাজ্য হবে ধর্মহীন। এবং অভিভাবকহীন। তখন আমাদের প্রাণেরই কোনো প্রয়োজন থাকবে না। পুত্র আর ধনের কথা কি বলবো?।। ২১ ।। যে নারী ঐশ্বর্যের জন্য পুত্র এবং পতিকে ত্যাগ করে, সেই কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী আর কাঁকেই বা না ত্যাগ করবে?।। ২২ ।। প্রাণ এবং পুত্রের নামে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, ভালোভাবে পালিত হলেও কৈকেয়ী জীবিত থাকলে তার রাজ্যে আমরা বাস করবো না।। ২৩ ।। যে নিষ্ঠুরা নারী মহারাজ দশরথের পুত্র রামকে নির্বাসনে পাঠালো, সেই ধর্মহীনা দুর্বৃত্তাকে পেয়ে কে সুখে বাঁচবে? *(নাস্তি ঘৃণা করুণা যস্যাঃ সা নির্ঘৃণা)* ।। ২৪ ।। কৈকেয়ীর জন্য এই রাজ্য হবে অনাথ। ফলে উপদ্রবপূর্ণ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।। ২৫ ।। রাম বনে চলে গেলে রাজা বাঁচবেন না। আর দশরথ মারা গেলে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।। ২৬ ।। তোমাদের পুণ্য শেষ হয়ে এসেছে। অত্যন্ত দুঃখ তোমাদের সামনে। হয় বিষকে পানীয়ের সঙ্গে নেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে তোমরা পান করো অথবা রামকে অনুসরণ করে এমন জায়গায় যাও, যেখানে তাঁর নামও শোনা যাবে না।। ২৭ ।। পত্নী সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ রাম বৃথাই নির্বাসিত হয়েছেন। কসাইয়ের কাছে পশুর মতো আমরা ভরতের কাছে বাঁধা পড়েছি।। ২৮ ।। রামের মুখ পূর্ণচন্দ্রের মতো। তিনি শ্যামবর্ণ। কাঁধ আর বুকের মধ্যে অস্থি তাঁর মাংসে আবৃত। তিনি শত্রুবিজয়ী বীর। বাহু তাঁর জানু পর্যন্ত প্রসারিত। চোখ তাঁর পদ্মের মতো। তিনি লক্ষ্মণের পূর্বে জন্মেছেন। *(জত্রু — কাঁধ ও বুকের মধ্যবর্তী অস্থি। তাঁর দেহ সুগঠিত বলে অস্থি মাংসে ঢাকা)* ।। ২৯ ।। লোকের

পূর্বাভিভাষী মধুরঃ সত্যবাদী মহাবলঃ। সৌম্যশ্চ সর্বলোকস্য চন্দ্রবৎ প্রিয়দর্শনঃ।। ৩০
নূনং পুরুষশার্দূলো মত্তমাতঙ্গবিক্রমঃ। শোভয়িষ্যত্যরণ্যানি বিচরন্ স মহারথঃ।। ৩১
তাস্তথা বিলপন্ত্যস্তু নগরে নাগরস্ত্রিয়ঃ। চুক্রুশুর্দুঃখসন্তপ্তা মৃত্যোরিব ভয়াগমে।। ৩২
ইত্যেবং বিলপন্তীনাং স্ত্রীণাং বেশ্মসু রাঘবম্। জগামাস্তং দিনকরো রজনী চাভ্যবর্তত।। ৩৩
নষ্টজ্বলনসন্তাপা প্রশান্তাধ্যায়সৎকথা। তিমিরেণানুলিপ্তেব তদা সা নগরী বভৌ।। ৩৪
উপশান্তবণিক্‌পণ্যা নষ্টহর্ষা নিরাশ্রয়া। অযোধ্যানগরী চাসীন্নষ্টতারমিবাম্বরম্।। ৩৫
তদা স্ত্রিয়ো রামনিমিত্তমাতুরা যথা সুতে ভ্রাতরি বা বিবাসিতে।
বিলপ্য দীনা রুরুদুর্বিচেতসঃ সুতৈর্হি তাসামধিকোঽপি সোঽভবৎ।। ৩৬
প্রশান্তগীতোৎসবনৃত্যবাদনা বিভ্রষ্টহর্ষা পিহিতাপণোদয়া।
তদাঽযোধ্যা নগরী বভূব সা মহার্ণবঃ সঙ্ক্ষেপিতোদকো যথা।। ৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

সঙ্গে কথা বলার সময় নিজেই প্রথমে মধুরভাবে কথা বলেন। সত্যবাদী মহাবীর তিনি। সৌম্যদর্শন। চন্দ্রের মতো প্রিয়দর্শন।।৩০।। এই পুরুষশ্রেষ্ঠের বিক্রম নিশ্চয়ই মত্ত মাতঙ্গের মতো। তিনি মহাবীর। বিচরণ করার সময় অরণ্যের শোভাবর্ধন করেন।।৩১ ।। মৃত্যু এলে ভয়ে যেমন লোকে ক্রন্দন করে তেমনিভাবে নগরে নাগরিকদের পত্নীরা দুঃখে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে চীৎকার করে কাঁদতে থাকলো।। ৩২ ।। ঘরে ঘরে রামের জন্য স্ত্রীলোকেরা এইভাবে বিলাপ করছে। তখন সূর্য অস্ত গেলো। রাত চলে এলো।। ৩৩ ।। সায়ংকালীন করণীয় যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো না। বেদ অধ্যয়ন এবং সৎকথা আলোচনা বন্ধ হয়ে রৈলো। সমস্ত নগরী যেন তখন অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে! ।।৩৪ ।। বণিকদের কেনাবেচা বন্ধ। অযোধ্যায় আজ আর আনন্দ নেই। আশ্রয় নেই। তারাহীন আকাশের মতো আজ অন্ধকারে ডুবে আছে অযোধ্যা।। ৩৫ ।। পুত্র কিংবা ভ্রাতা নির্বাসিত হলে যেমন হতো, সেইভাবে স্ত্রীলোকেরা রামের জন্য আর্ত হয়ে দীনভাবে অজ্ঞান হয়ে কাঁদতে লাগলেন। কারণ রাম যে তাঁদের পুত্রের চেয়েও প্রিয়তর।। ৩৬ ।। সঙ্গীত উৎসব, নৃত্য, বাদ্য সব বন্ধ হয়ে গেছে। আনন্দ চলে গেছে। সব বন্ধ। জল শুকিয়ে গেলে সাগরের যা অবস্থা হয়, তেমনি হলো আজ অযোধ্যানগরীর অবস্থা।। ৩৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টচত্বরিংশ (৪৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। উনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

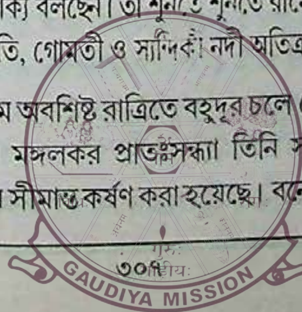
গ্রামবাসিনাং রামপ্রীতিমূলকং বাক্যং শৃণ্বতঃ শ্রীরামস্য কোশলজনপদাতিক্রমণং,
বেদশ্রুতি-গোমতী-স্যন্দিকানদীনামুত্তরণঞ্চ।

রামোঽপি রাত্রিশেষেণ তেনৈব মহদন্তরম্। জগাম পুরুষব্যাঘ্রঃ পিতুরাজ্ঞামনুস্মরন্।। ১
তথৈব গচ্ছতস্তস্য ব্যপায়াদ্ রজনী শিবা। উপাস্য তু শিবাং সন্ধ্যাং বিষয়ানত্যগাহত ।। ২

উনপঞ্চাশ (৪৯) সর্গ

গ্রামবাসীরা রামপ্রীতিমূলক বাক্য বলছেন। তা শুনতে শুনতে রামের কোশলদেশ অতিক্রম।
বেদশ্রুতি, গোমতী ও স্যন্দিকা নদী অতিক্রম।

পিতার আজ্ঞা স্মরণ করে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম অবশিষ্ট রাত্রিতে বহুদূর চলে গেলেন।। ১ ।। এইভাবে তাঁর যেতে যেতে মঙ্গলময়ী রাত্রি প্রভাত হলো। মঙ্গলকর প্রাতঃসন্ধ্যা তিনি সমাপন করে কোশলদেশ অতিক্রম করছিলেন।।২ ।। দেখলেন, গ্রামগুলির সীমান্ত কর্ষণ করা হয়েছে। বনে বনে ফুল ফুটেছে। উত্তম অশ্ববাহিত



গ্রামান্ বিকৃষ্টসীমান্তান্ পুষ্পিতানি বনানি চ। পশ্যন্নতিযযৌ শীঘ্রং শনৈরিব হয়োত্তমৈঃ।। ৩
শৃণ্বন্ বাচো মনুষ্যাণাং গ্রামসংবাসবাসিনাম্। রাজানং ধিগ্ দশরথং কামস্য বশমাস্থিতম্।। ৪
হা নৃশংসাদ্য কৈকেয়ী পাপা পাপনুবন্ধিনী। তীক্ষ্ণা সংভিন্নমর্যাদা তীক্ষ্ণকর্মণি বর্ততে।। ৫
যা পুত্রমীদৃশং রাজ্ঞঃ প্রবাসয়তি ধার্মিকম্। বনবাসে মহাপ্রাজ্ঞং সানুক্রোশং জিতেন্দ্রিয়ম্।। ৬
কথং নাম মহাভাগা সীতা জনকনন্দিনী। সদা সুখেষ্বভিরতা দুঃখান্যনুভবিষ্যতি।। ৭
অহো দশরথো রাজা নিঃস্নেহঃ স্বসুতং প্রতি। প্রজানামনঘং রামং পরিত্যক্তুমিহেচ্ছতি।। ৮
এতা বাচো মনুষ্যাণাং গ্রামসংবাসবাসিনাম্। শৃণ্বন্নতিযযৌ বীরঃ কোসলান্ কোসলেশ্বরঃ।। ৯
ততো বেদশ্রুতিং নাম শিববারিবহাং নদীম্। উত্তীর্যাভিমুখঃ প্রায়াদগস্ত্যাধ্যুষিতাং দিশম্।। ১০
গত্বা তু সুচিরং কালং ততঃ শীতবহাং নদীম্। গোমতীং গোযুতানূপামতরৎ সাগরঙ্গমাম্।। ১১
গোমতীং চাপ্যতিক্রম্য রাঘবঃ শীঘ্রগৈর্হয়ৈঃ। ময়ূর-হংসাভিরুতাং ততার স্যন্দিকাং নদীম্।। ১২
স মহীং মনুনা রাজ্ঞা দত্তামিক্ষ্বাকবে পুরা। স্ফীতাং রাষ্ট্রাবৃতাং রামো বৈদেহীমন্বদর্শয়ৎ।। ১৩
সূত ইত্যেব চাভাষ্য সারথিং তমভীক্ষ্ণশঃ। হংসমত্তস্বরঃ শ্রীমানুবাচ পুরুষোত্তমঃ।। ১৪
কদাহং পুনরাগম্য সরয্বাঃ পুষ্পিতে বনে। মৃগয়াং পর্যটিষ্যামি মাত্রা পিত্রা চ সঙ্গতঃ।। ১৫
নাত্যর্থমভিকাঙ্ক্ষামি মৃগয়াং সরযূবনে। রতির্হ্যেষাতুলা লোকে রাজর্ষিগণসম্মতা।। ১৬
রাজর্ষীণাং হি লোকেঽস্মিন্ রত্যর্থং মৃগয়া বনে। কালে বৃতাং তাং মনুজৈর্ধন্বিনামভিকাঙ্ক্ষিতাম্।। ১৭
স তমধ্বানমৈক্ষ্বাকঃ সূতং মধুরয়া গিরা। তং তমর্থমভিপ্রেত্য যযৌ বাক্যমুদীরয়ন্।। ১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

রথে তিনি দ্রুতই যাচ্ছিলেন। এইসব দেখছিলেন বলে মনে হচ্ছিলো যেন তিনি ধীরে সুস্থে চলছেন ।।৩।। কামের বশীভূত রাজা দশরথকে ধিক্—গ্রামবাসী জনগণের এই কথা তিনি শুনছিলেন; ।। ৪ ।। হায়, কৈকেয়ী কি নিষ্ঠুর! পাপীয়সী পাপকর্ম করেই চলেছে। মনুষ্যত্বের সকল মর্যাদা সে আজ লঙ্ঘন করেছে। তাই আজ সে এই মর্মান্তিক কর্ম সম্পাদন করছে।। ৫ ।। আজ রাজার এইরকমের ধার্মিক, মহাজ্ঞানী দয়ালু ও জিতেন্দ্রিয় পুত্রকে বনবাসে পাঠাচ্ছে ।।৬ ।। জনকরাজকন্যা মহাভাগা সীতা সর্বদা সুখে অভ্যস্তা। নিশ্চয়ই তিনি দুঃখ অনুভব করবেন ।।৭ ।। হায়, রাজা দশরথ নিজের ছেলের প্রতিও নিঃস্নেহ। প্রজাদের কল্যাণকারী রামকে এখন তিনি পরিত্যাগ করতে চাইছেন ।।৮ ।। কোশলপতি বীর রামচন্দ্র পল্লীবাসী জনগণের এইসব কথা শুনতে শুনতে কোশলদেশ পার হয়ে গেলেন।। ৯ ।। তারপর অতিক্রম করলেন বেদশ্রুতি নামক মঙ্গল-জলা নদী। অগস্ত্য যেখানে বাস করেছিলেন চললেন তিনি সেই দক্ষিণদিকেই।। ১০।। অনেক সময় গিয়ে সাগরগামিনী গোমতী নদী তিনি দেখতে গেলেন। তার জল বেশ শীতল। আর গোমতীর তীরদেশ ছিলো গো-সমূহে পরিব্যাপ্ত।। ১১ ।। গোমতীকেও অতিক্রম করে রাম দ্রুতগামী অশ্বের সাহায্যে স্যন্দিকা নদী পার হলেন। সেখানে ময়ূরের কেকাধ্বনি আর হাঁসের কল-কূজন শোনা যাচ্ছিলো।। ১২ ।।প্রাচীনকালে মনু ইক্ষ্বাকুকে যে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রটি দান করেছিলেন, রাম সীতাকে সেটি দেখালেন।। ১৩ ।। হংসের মতো স্পষ্ট স্বরবিশিষ্ট রাম সারথিকে বার বার "সূত" সম্বোধন করে বললেন—*(অভীক্ষ্ণ— বারবার। পথ শেষ হয়ে আসছে। তাই রামের মন ব্যাকুল মায়ের এবং পিতার জন্য। সারথি যেহেতু বয়স্ক এবং পিতার সুহৃদ তাই সুমন্ত্র বলে নাম ধরে না ডেকে মর্যাদাদানে উত্তমপুরুষ রাম তাঁর পদ ধরে সম্বোধন করছেন)* ।। ১৪ ।।আমি আবার কবে সরযূর পুষ্পিত বনে ফিরে গিয়ে মৃগয়ায় ঘুরে বেড়াতে পারবো? কবে বাবা-মা'র সঙ্গে মিলিত হতে পারবো?।।১৫।। সরযূর তীরে বনে বনে আমি মৃগয়া করা খুব ভালোবাসি না। সংসারে পূর্বতন রাজর্ষিরা এই কাজকে অতুলনীয় ক্রীড়া বলে অনুমোদন করেছেন। তাই আমি একে উপেক্ষাও করি না।।১৬ ।। এই সংসারে রাজর্ষিরা আনন্দের জন্যে বনে মৃগয়াকে বেছে নিয়েছিলেন। পরে ধনুর্ধারী মানুষেরাও তা বাঞ্ছিত বলে বরণ করে নেয়।।১৭।। ইক্ষ্বাকুবংশধর রাম সারথিকে মধুরভাষায় সেইসব বিষয় বলতে বলতে পথ চলতে লাগলেন।। ১৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ঊনপঞ্চাশ (৪৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

রামস্য ভোজরাজ্যে গমনম্, গঙ্গাশোভাদর্শনম্, গঙ্গাসমীপে অবস্থাতুং সুমন্ত্রং প্রতি আদেশঃ, রামস্য রথাদবতরণং, রামস্যাগমনং শ্রুত্বা গুহস্য তৎসমীপে গমনম্, উভয়োঃ কথোপকথনম্, রামস্য তত্র রাত্রাববস্থানঞ্চ।

বিশালান্ কোসলান্ রম্যান্ যাত্বা লক্ষ্মণপূর্বজঃ। অযোধ্যাভিমুখো ধীমান্ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ।। ১
আপৃচ্ছে ত্বাং পুরিশ্রেষ্ঠে কাকুৎস্থ-পরিপালিতে। দৈবতানি চ যানি ত্বাং পালয়ন্ত্যাবসন্তি চ।। ২
নিবৃত্তবনবাসস্ত্বামনৃণো জগতীপতেঃ। পুনর্দ্রক্ষ্যামি মাত্রা চ পিত্রা চ সহ সঙ্গতঃ।। ৩
ততো রুচিরতাম্রাক্ষো ভুজমুদ্যম্য দক্ষিণম্। অশ্রুপূর্ণমুখো দীনোঽব্রবীজ্জানপদং জনম্।। ৪
অনুক্রোশো দয়া চৈব যথার্হং ময়ি বঃ কৃতঃ। চিরং দুঃখস্য পাপী যো গম্যতামর্থসিদ্ধয়ে।। ৫
তেঽভিবাদ্য মহাত্মানং কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্। বিলপন্তো নরা ঘোরং ব্যতিষ্ঠংশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।। ৬
তথা বিলপতাং তেষামতৃপ্তানাং চ রাঘবঃ। অচক্ষুর্বিষয়ং প্রায়াদ্ যথার্কঃ ক্ষণদামুখে।। ৭
ততো ধান্যধনোপেতান্ দানশীলজনাঞ্চিবান্। অকুতশ্চিদ্ভয়ান্ রম্যাংশ্চৈত্যযূপসমাবৃতান্।। ৮
উদ্যানাম্রবনোপেতান্ সম্পন্নসলিলাশয়ান্। তুষ্ট-পুষ্টজনাকীর্ণান্ গোকুলাকুলসেবিতান্।। ৯
রক্ষণীয়ান্ নরেন্দ্রাণাং ব্রহ্মঘোষাভিনাদিতান্। রথেন পুরুষব্যাঘ্রঃ কোসলানত্যবর্তত।। ১০
মদ্যেন মুদিতং স্ফীতং রম্যোদ্যানসমাকুলম্। রাজ্যং ভোজ্যং নরেন্দ্রাণাং যযৌ ধৃতিমতাং বরঃ।। ১১

পঞ্চাশ (৫০) সর্গ

রামের ভোজরাজ্যে গমন। গঙ্গার শোভাদর্শন। গঙ্গার নিকটে অবস্থানের জন্য সুমন্ত্রের প্রতি আদেশ। রামের রথ থেকে অবতরণ। রামের আগমনবার্তা শুনে গুহের কাছে তাঁর গমন। উভয়ের বার্তালাপ। সেখানেই রামের রাত্রিযাপন।

লক্ষ্মণের অগ্রজ ধীমান রাম বিশাল এবং রমণীয় কোশলদেশ অতিক্রম করে অযোধ্যার দিকে মুখ করে করজোড়ে বললেন—।। ১ ।। হে অযোধ্যে, তুমি নগরীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। ককুৎস্থবংশীয় রাজাদের দ্বারা তুমি প্রতিপালিতা। তোমাকে আমি বিদায় জানাচ্ছি। যে সকল দেবতা তোমাকে পালন করছেন এবং তোমার মধ্যে বাস করেন, তাঁদেরও আমি বিদায় জানাই।। ২ ।। বনবাস থেকে ফিরে মহারাজের ঋণ থেকে আমি মুক্ত হবো। তখন বাবা-মায়ের সঙ্গে তোমাকে মিলিতভাবে দেখবো।।৩ ।। অতঃপর সুন্দর এবং তাম্রের মতো রক্তবর্ণ চক্ষুসম্পন্ন রাম দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করে অশ্রুপূর্ণমুখে বিনম্রভাবে জনপদবাসী সেই জনগণকে বললেন— *(তোমার উজ্জ্বল বর্ণ চোখের সৌন্দর্যের লক্ষণ)* ।। ৪ ।। তোমরা আমার প্রতি যথোচিত সমাদর ও দয়া প্রদর্শন করেছো। বহুসময় দুঃখে মগ্ন থাকলে পাপী হতে হয়। এখন তোমরা নিজেদের কার্যে চলে যাও ।।৫ ।। সেই জনগণ মহাপ্রাণ রামকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলো। করুণ বিলাপ করতে করতে কখনো কখনো দাঁড়িয়ে পড়তে লাগলো ।।৬ ।। বিলাপরত জনগণ রামকে যতোই দেখছে, কিছুতেই তৃপ্তি হচ্ছে না।এই অবস্থায় সন্ধ্যাকালে সূর্যের মতো তিনিও তাঁদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন *(ক্ষণদা — রাত্রি। ক্ষণদামুখ —রাত্রিমুখ তথা সন্ধ্যা)*।। ৭ ।। তারপর নরশ্রেষ্ঠ কোশলদেশ অতিক্রম করে গেলেন। ধনধান্যেপূর্ণ মঙ্গলময় সেই দেশের জনগণ দানশীল। এবং চরিত্রবান। তারা অকুতোভয়। চৈত্য, যূপ এবং আম্রকাননে দেশটি রমণীয়। দিকে দিকে রয়েছে সুন্দর জলাশয়। জনগণ সন্তুষ্ট ও স্বাস্থ্যবান। গোধনে পরিপূর্ণ এই দেশ। রাজাদের দ্বারা সুরক্ষিত এই দেশ বেদধ্বনি-মুখরিত।।৮-১০ ।। ধৈর্যশীলদের মধ্যে প্রধান রাম পথে আরো সব রাজ্যের মধ্যে দিয়ে গেলেন। সেইসব রাজ্য ছিলো আনন্দপূর্ণ। সমৃদ্ধ রমণীয় উদ্যান-সমন্বিত। রাজারা পরমসুখে সেইসব রাজ্য ভোগ করছিলেন।। ১১ ।। এইভাবে যেতে যেতে রাম ঋষিগণ-সেবিতা ত্রিপথগামিনী দিব্য নদী গঙ্গাকে দেখতে পেলেন। তার জল শীতল। স্রোতোবহা বলে তাতে শৈবাল

তত্র ত্রিপথগাং দিব্যাং শীততোয়ামশৈবলাম্। দদর্শ রাঘবো গঙ্গাং রম্যামৃষিনিষেবিতাম্।। ১২
আশ্রমৈরবিদূরস্থৈঃ শ্রীমদ্ভিঃ সমলঙ্কৃতাম্। কালেঽপ্সরোভির্হৃষ্টাভিঃ সেবিতাম্ভোহ্রদাংশিবাম্।। ১৩
দেব-দানব-গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈরুপশোভিতাম্। নাগ-গন্ধর্বপত্নীভিঃ সেবিতাং সততং শিবাম্।। ১৪
দেবাক্রীড়শতাকীর্ণাং দেবোদ্যানযুতাং নদীম্। দেবার্থমাকাশগতাং বিখ্যাতাং দেবপদ্মিনীম্।। ১৫
জলাঘাতাট্টহাসোগ্রাং ফেন-নির্মলহাসিনীম্। ক্বচিদ্ বেণীকৃতজলাং ক্বচিদাবর্তশোভিতাম্।। ১৬
ক্বচিৎস্তিমিতগম্ভীরাং ক্বচিদ্ বেগসমাকুলাম্। ক্বচিদ্গম্ভীরনির্ঘোষাং ক্বচিদ্ভৈরবনিঃস্বনাম্।। ১৭
দেবসঙ্ঘাপ্লুতজলাং নির্মলোৎপলসঙ্কুলাম্। ক্বচিদাভোগপুলিনাং ক্বচিন্নির্মলবালুকাম্।। ১৮
হংসসারসসঙ্ঘুষ্টাং চক্রবাকোপশোভিতাম্। সদা মত্তৈশ্চ বিহগৈরভিপন্নামনিন্দিতাম্।। ১৯
ক্বচিত্তীররুহৈর্বৃক্ষৈর্মালাভিরিব শোভিতাম্। ক্বচিৎ ফুল্লোৎপলচ্ছন্নাং ক্বচিৎ পদ্মবনাকুলাম্।। ২০
ক্বচিৎ কুমুদখণ্ডৈশ্চ কুটমলৈরুপশোভিতাম্। নানাপুষ্পরজোধ্বস্তাং সমদামিব চ ক্বচিৎ।। ২১
ব্যপেত মলসঙ্ঘাতাং মণিনির্মলদর্শনাম্। দিশাগজৈর্বনগজৈর্মত্তৈশ্চ বরবারণৈঃ।। ২২
দেবরাজোপবাহ্যৈশ্চ সন্নাদিতবনান্তরাম্। প্রমদামিব যত্নেন ভূষিতাং ভূষণোত্তমৈঃ।। ২৩
ফল-পুষ্পৈঃ কিসলয়ৈর্বৃতাং গুল্মৈর্দ্বিজৈস্তথা। বিষ্ণুপাদচ্যুতাং দিব্যাং মহাপাপপ্রণাশিনীম্।। ২৪
শিশুমারৈশ্চ নক্রৈশ্চ ভুজঙ্গৈশ্চ সমন্বিতাম্। শঙ্করস্য জটাজূটাদ্ ভ্রষ্টাং সাগরতেজসা।। ২৫
সমুদ্রমহিষীং গঙ্গাং সারস-ক্রৌঞ্চনাদিতাম্। আসসাদ মহাবাহুঃ শৃঙ্গবেরপুরং প্রতি।। ২৬
তামূর্মিকলিলাবর্তামন্ববেক্ষ্য মহারথঃ। সুমন্ত্রমব্রবীৎ সূতমিহৈবাদ্য বসামহে।। ২৭

ছিলো না।। ১২ ।। নিকটে বহু সুন্দর আশ্রম রয়েছে। সেগুলির দ্বারা গঙ্গা অলঙ্কৃত। পাশে রয়েছে কল্যাণপ্রদ হ্রদ। অপ্সরারা সময়ে সময়ে এসে আনন্দিতচিত্তে তাতে স্নান করে।। ১৩ ।। এই মঙ্গলমূর্তি গঙ্গাকে দেব-দানব-গন্ধর্ব, কিন্নরেরা এবং নাগ আর গন্ধর্বপত্নীরা সর্বদা সেবা করে ।। ১৪ ।। এই নদীর তীরে দেবতাদের শত শত ক্রীড়াস্থান এবং উদ্যান রয়েছে। গঙ্গা দেবতাদের আনন্দের জন্য আকাশে গিয়ে স্বর্ণকমল ফুটিয়ে বিখ্যাত হয়েছে।। ১৫ ।। জলের আঘাতে উচ্চ শব্দ হওয়ায় মনে হচ্ছে যেন অট্টহাস্য! ফেনারাশিকে মনে হচ্ছে শুভ্র হাস্য। জলরাশি কোথাও বেণীর মতো ছুটে চলেছে। কোথাও কোথাও গঙ্গা আবর্তের জন্য সুন্দর দেখাচ্ছে।। ১৬ ।। এই গঙ্গা কোথাও স্তিমিত। এবং গম্ভীর। কোথাও বেগবতী। জলধারার শব্দ কোথাও গম্ভীর। কোথাও বা ভীষণ।। ১৭ ।। নির্মল পদ্মপূর্ণ এই গঙ্গায় দেবতারা আনন্দে স্নান করছেন। কোথাও প্রসারিত তীরভূমি। কোথাও স্বচ্ছ বালুকারশি।। ১৮ ।।হংস এবং সারস প্রভৃতি পাখী কোথাও কূজন করছে কোথাও চক্রবাক গঙ্গার শোভা বর্ধন করছে।। ১৯ ।। কোথাও তীরস্থিত তরুরাশি মালার মতো শোভা পাচ্ছে। কোথাও বিকশিত নীলকমলে ছেয়ে গেছে। কোথাও বা শ্বেতপদ্মের প্রাচুর্য।। ২০ ।। কোথাও শাপলাফুলের শোভা। কোথাও বা দেখা যাচ্ছে নানা ফুলের কুঁড়ি। নানা পুষ্পের পরাগে সমাচ্ছন্না গঙ্গাকে মনে হচ্ছে যেন মদবিহ্বলা প্রমদা!।। ২১ ।। কোথাও মালিন্যের স্পর্শমাত্র নেই। নির্মল মণির মতো স্বচ্ছ এই গঙ্গা। মদমত্ত দিগ্গজ, বনগজ এবং অন্যসব শ্রেষ্ঠ হস্তীর ধ্বনিতে তটভূমি মুখরিত।। ২২ ।। দেববহনযোগ্য হস্তীর ধ্বনিতে গঙ্গার তটভূমির বনান্তর প্রতিধ্বনিত। সযত্নে ভালো অলঙ্কারে শোভিতা নারীর মতো দেখাচ্ছে গঙ্গাকে।। ২৩।। ফল, ফুল, কিশলয়, গুল্ম এবং পাখীদের দ্বারা সুশোভিত এই গঙ্গা বিষ্ণুর চরণ থেকে আবির্ভূতা। স্বর্গীয় নদী। মহাপাপকে ধ্বংস করে ।।২৪ ।। শিশুমার, মকর ও সর্পে ভয়সঙ্কুল এই গঙ্গা সগরের বংশধরের তপস্যার তেজঃপ্রভাবে মহাদেবের জটাজূটের মধ্য থেকে নেমে এসেছে (*শিশুমার — শুশুক নামক জলজন্তু। নক্র — মকর, কুমীর*) ।। ২৫ ।। এই গঙ্গা সমুদ্রের মহিষী। সারস এবং ক্রৌঞ্চের ধ্বনিতে মুখরিতা। মহাবীর রামচন্দ্র শৃঙ্গবেরপুরের কাছে এসে গঙ্গাকে দেখলেন (*বেগবতী গঙ্গার ভীষণ সুন্দর বর্ণনা লক্ষণীয়*)।।২৬।। মহাবীর রামচন্দ্র তরঙ্গ ও আবর্তসঙ্কুল গঙ্গাকে দেখে সুমন্ত্রকে বললেন, সূত, আজ আমরা এইখানেই থাকবো।। ২৭ ।। সারথে, নদীর অনতিদূরে একটি বিশাল ইঙ্গুদি বৃক্ষ দেখা যাচ্ছে। তাতে খুব ফুল ফুটছে।

অবিদূরাদয়ং নদ্যা বহুপুষ্প প্রবালবান্। সুমহানিঙ্গুদীবৃক্ষো বসামোঽত্রৈব সারথে।। ২৮
প্রেক্ষামি সরিতাং শ্রেষ্ঠাং সম্মান্যসলিলাং শিবাম্। দেব-মানব-গন্ধর্ব-মৃগ-পন্নগ-পক্ষিণাম্।। ২৯
লক্ষ্মণশ্চ সুমন্ত্রশ্চ বাঢমিত্যেব রাঘবম্। উক্ত্বা তমিঙ্গুদীবৃক্ষং তদোপযযতুর্হয়ৈঃ।। ৩০
রামোঽভিযায় তং রম্যং বৃক্ষমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ। রথাদবতরত্তস্মাৎ সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ।। ৩১
সুমন্ত্রোঽপ্যবতীর্যাথ মোচয়িত্বা হয়োত্তমান্। বৃক্ষমূলগতং রামমুপতস্থে কৃতাঞ্জলিঃ।। ৩২
তত্র রাজা গুহো নাম রামস্যাত্মসমঃ সখা। নিষাদজাত্যো বলবান্ স্থপতিশ্চেতি বিশ্রুতঃ।। ৩৩
স শ্রুত্বা পুরুষব্যাঘ্রং রামং বিষয়মাগতম্। বৃদ্ধৈঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈর্জ্ঞাতিভিশ্চাপ্যুপাগতঃ।। ৩৪
ততো নিষাদাধিপতিং দৃষ্ট্বা দূরাদুপস্থিতম্। সহ সৌমিত্রিণা রামঃ সমাগচ্ছদ্ গুহেন সঃ।। ৩৫
তমার্তঃ সংপরিষ্বজ্য গুহো রাঘবমব্রবীৎ। যথাযোধ্যা তথেদং তে রাম কিং করবাণি তে।। ৩৬
ঈদৃশং হি মহাবাহো কঃ প্রাপ্স্যত্যতিথিং প্রিয়ম্। ততো গুণবদন্নাদ্যমুপাদায় পৃথগ্বিধম্।। ৩৭
অর্ঘ্যং চোপানয়চ্ছীঘ্রং বাক্যং চেদমুবাচ হ। স্বাগতং তে মহাবাহো তবেয়মখিলা মহী।। ৩৮
বয়ং প্রেষ্যা ভবান্ ভর্তা সাধু রাজ্যং প্রশাধি নঃ। ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ পেয়ঞ্চ লেহ্যং চৈতদুপস্থিতম্।
শয়নানি চ মুখ্যানি বাজিনাং খাদনঞ্চ তে।। ৩৯
গুহমেবং ব্রুবাণং তু রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ। অর্চিতাশ্চৈব হৃষ্টাশ্চ ভবতা সর্বদা বয়ম্।। ৪০
পদ্ভ্যামভিগমাচ্চৈব স্নেহসন্দর্শনেন চ। ভুজাভ্যাং সাধুবৃত্তাভ্যাং পীড়য়ন্ বাক্যমব্রবীৎ।। ৪১

অনেক কিশলয় উদ্‌গত হয়েছে। এইখানেই আমরা থাকবো *(ইঙ্গুদী — তাপস বৃক্ষ। মনে হয় এই গাছ থেকে তার্পিণ তেলও তৈরী হয়)* ।।২৮ ।। নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গাকে এখানে দেখবো। এই শুভময়ীনদীকে দেবতা, মানব, গন্ধর্ব, পশু, পাখী, সর্প সবাই সম্মান করে ।। ২৯ ।। লক্ষ্মণ এবং সুমন্ত্রকে বললেন, বেশ,। এই বলে ঘোড়া চালিয়ে রথে করে তাঁরা সেই ইঙ্গুদিবৃক্ষের কাছে উপনীত হলেন।।৩০ ।। সুন্দর বৃক্ষের কাছে গিয়ে পত্নী সীতা এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে ইক্ষ্বাকু-নন্দন রাম রথ থেকে নেমে এলেন।। ৩১ ।। সুমন্ত্রও নেমে এসে উত্তম অশ্বগুলিকে রথ থেকে খুলে দিয়ে তরুমূলে অবস্থিত রামের কাছে করজোড়ে উপস্থিত হলেন।। ৩২ ।। সেখানে গুহ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি রামের প্রাণপ্রিয় বন্ধু। জাতিতে নিষাদ। বলবান এবং স্থপতি বলে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিলো *(ক্ষত্রিয় রাজকুমারের সখা বনের নিষাদজাতীয় রাজা তথা বুনো সর্দারের সঙ্গে লক্ষণীয়। গুহ বনবাসী হলেও স্থাপত্যবিদ্যায় তথা সায়েন্স অব আর্কিটেক্ট এ ছিলেন নিষ্ণাত। তখন বনবাসীরাও বিদ্যাচর্চা করতেন। ভারতে বন ছিলো তপোবন, অন্যত্র বিলাসের উপবন বা ভীষণ ভীতিস্থান। রবীন্দ্রনাথের "তপোবন" প্রবন্ধ প্রসঙ্গতঃ পঠনীয়)*।।৩৩ ।। নরশ্রেষ্ঠ রাম ঐদেশে এসেছেন শুনে বর্ষীয়ান অমাত্য এবং আত্মীয়দের সঙ্গে নিয়ে গুহ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।।৩৪ ।। নিষাদরাজকে দূর থেকেই উপস্থিত দেখে লক্ষ্মণকে নিয়ে রাম গুহের কাছে এগিয়ে এলেন।। ৩৫ ।। গুহ রামকে আলিঙ্গন করে তাঁর এই অবস্থা দেখে কাতর হয়ে বললেন— রাম, অযোধ্যা যেমন, তেমনিই এই স্থান। বলুন। বলুন, আপনার জন্য কি করতে পারি?।।৩৬।। হে মহাবীর, এইরকম প্রিয় অতিথিকে কে পেতে পারে? তারপর সত্বর পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে ভালো ভালো অন্ন-ব্যঞ্জনাদি এবং অর্ঘ্য নিবেদন করে বললেন, হে বীর, আপনাকে স্বাগতি জানাই। এই সম্পূর্ণ রাজ্য আপনারই ।। ৩৭-৩৮ ।। আমরা আপনার ভৃত্যমাত্র। আপনিই প্রভু। আপনিই আমাদের শাসন করুন। ভোজনের জন্য অন্ন, পানীয়, লেহন করার বস্তু সব আনা হয়েছে। ভাল শয্যা এবং ঘোড়ার খাবারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে *(আহার্য ৪ প্রকারে — চিবিয়ে খাবার হল চর্ব্য, চুষে খাবার চোষ্য, চেটে খাবার লেহ্য এবং পান করার পেয়)*।।৩৯ ।। গুহ এইরকম বলতে থাকলে রাম প্রত্যুত্তরে বললেন, তোমার দ্বারা আমরা সর্বদাই অর্চিত এবং আনন্দিত।। ৪০।। পায়ে হেঁটে এসেছো। এমন প্রীতি-প্রদর্শন করেছো। সৎকর্মে অভ্যস্ত বিশাল বাহু দ্বারা গুহকে আলিঙ্গন করে তিনি বললেন—।। ৪১ ।। আজ আমার সৌভাগ্য। তোমায় সুস্থ এবং সবান্ধবে

দিষ্ট্যা ত্বাং গুহ পশ্যামি হ্যরোগং সহ বান্ধবৈঃ। অপি তে কুশলং রাষ্ট্রে মিত্রেষু চ বনেষু চ।। ৪২
যত্ত্বিদং ভবতা কিঞ্চিৎ প্রীত্যা সমুপকল্পিতম্। সর্বং তদনুজানামি নহি বর্তে প্রতিগ্রহে।। ৪৩
কুশ-চীরাজিনধরং ফলমূলাশনঞ্চ মাম্। বিদ্ধি প্রণিহিতং ধর্মে তাপসং বনগোচরম্।। ৪৪
অশ্বানাং খাদনেনাহমর্থী নান্যেন কেনচিৎ। এতাবতাত্র ভবতা ভবিষ্যামি সুপূজিতঃ।। ৪৫
এতে হি দয়িতা রাজ্ঞঃ পিতুদর্শরথস্য মে। এতৈঃ সুবিহিতৈরশ্বৈর্ভবিষ্যাম্যহমর্চিতঃ।। ৪৬
অশ্বানাং প্রতিপানঞ্চ খাদনং চৈব সোঽন্বশাৎ। গুহস্তত্রৈব পুরুষাংস্ত্বরিতং দীয়তামিতি।। ৪৭
ততশ্চীরোত্তরাসঙ্গঃ সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্। জলমেবাদদে ভোজ্যং লক্ষ্মণেনাহৃতং স্বয়ম্।। ৪৮
তস্য ভূমৌ শয়ানস্য পাদৌ প্রক্ষাল্য লক্ষ্মণঃ। সভার্যস্য ততোঽভ্যেত্য তস্থৌ বৃক্ষমুপাশ্রিতঃ।। ৪৯
গুহোঽপি সহ সূতেন সৌমিত্রিমনুভাষয়ন্। অন্বজাগ্রত্ততো রামমপ্রমত্তো ধনুর্ধরঃ।। ৫০
তথা শয়ানস্য ততো যশস্বিনো মনস্বিনো দাশরথের্মহাত্মনঃ।
অদৃষ্টদুঃখস্য সুখোচিতস্য সা তদা ব্যতীতা সুচিরেণ শর্বরী।। ৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

দেখছি। তোমার রাষ্ট্রের, বন্ধুবর্গের এবং বনরাজ্যের কুশল তো?।। ৪২ ।। প্রীতিবশতঃ তুমি এসব যা কিছু এনেছো, সব আমি স্বীকার করে নিলাম। কিন্তু জানাচ্ছি, আমি যে এখন প্রতিগ্রহ করতে পারি না।। ৪৩।। তুমি জেনে রাখো, আমি এখন বনে এসে তাপসব্রত গ্রহণ করে কুশ, বল্কল এবং মৃগচর্ম ধারণ করে চলেছি। আহার্য শুধু ফল এবং মূল।। ৪৪ ।। অশ্বগুলির খাদ্য আমি চাই। আর কিছুই নয়। অশ্বের জন্য যে আহার্য এনেছো, তাতেই আমি যথেষ্ট সম্মানিত।। ৪৫ ।। এই অশ্বেরা আমার বাবা দশরথের খুব প্রিয়। এদের আহার্যের সুব্যবস্থা করলেই আমি পূজিত হবো।। ৪৬ ।। গুহ তখন তাঁর লোকজনদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, শীগ্‌গির অশ্বগুলিকে পানীয় এবং খাবার দাও।। ৪৭ ।। এবার রাম বল্কলের উত্তরীয় ধারণ করে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করলেন। লক্ষ্মণের নিজের হাতে আনা জল এবং আহার্য গ্রহণ করলেন।। ৪৮ ।। তিনি এবার সীতাসহ ভূমিতে শয়ন করলে লক্ষ্মণ তাঁর চরণযুগল ধৌত করে দিলেন। তারপর একটি বৃক্ষের নীচে গিয়ে লক্ষ্মণও আশ্রয় নিলেন ।। ৪৯ ।। গুহও সূত এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে আলাপ করতে করতে অতি সতর্কতার সঙ্গে ধনু ধারণ করে রামের প্রহরায় জেগে রৈলেন ।। ৫০ ।। দশরথনন্দন মহাত্মা রাম দুঃখ কাকে বলে কখনো দেখেন নি। সর্বদা সুখেই অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি মনস্বী ব্যক্তি। আজ এইভাবে শয়ন করায় রাত যেন বহু বিলম্বেই প্রভাত হলো।। ৫১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চাশ (৫০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

নিষাদরাজ-গুহস্য সমীপে লক্ষ্মণস্য বিলাপঃ।

তং জাগ্রতমদম্ভেন ভ্রাতুরর্থায় লক্ষ্মণম্। গুহঃ সন্তাপসন্তপ্তো রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ।। ১
ইয়ং তাত সুখা শয্যা ত্বদর্থমুপকল্পিতা। প্রত্যাশ্বসিহি সাধ্বস্যাং রাজপুত্র যথাসুখম্।। ২

একপঞ্চাশ (৫১) সর্গ

নিষাদরাজ গুহের কাছে লক্ষ্মণের বিলাপ

দাদার জন্য বিনীতভাবে জেগে থাকতে দেখে দুঃখে আর্ত হয়ে গুহ রঘুবংশধর লক্ষ্মণকে বললেন—।।১।। বাছা, এই সুখশয্যা তোমার জন্য রচিত হয়েছে। হে রাজকুমার এই শয্যায় ভালোভাবে শুয়ে তুমি শ্রান্তি দূর করো।। ২ ।। আমরা সব কষ্ট সইতে পারি। তুমি তো সুখে অভ্যস্ত! রামকে রক্ষার জন্য আমরা রাত জেগে

উচিতোঽয়ং জনঃ সর্বঃ ক্লেশানাং ত্বং সুখোচিতঃ। গুপ্ত্যর্থং জাগরিষ্যামঃ কাকুৎস্থস্য বয়ং নিশাম্।। ৩
নহি রামাৎ প্রিয়তমো মমাস্তে ভুবি কশ্চন। ব্রবীম্যেব চ তে সত্যং সত্যেনৈব চ তে শপে।। ৪
অস্য প্রসাদাদাশংসে লোকেঽস্মিন্ সুমহদ্ যশঃ। ধর্মাবাপ্তিঞ্চ বিপুলামর্থ-কামৌ চ পুষ্কলৌ।। ৫
সোঽহং প্রিয়সখং রামং শয়ানং সহ সীতয়া। রক্ষিষ্যামি ধনুষ্পাণিঃ সর্বথা জ্ঞাতিভিঃ সহ।। ৬
ন মেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদ্ বনেঽস্মিংশ্চরতঃ সদা। চতুরঙ্গং হ্যপি বলং সুমহৎ সন্তরেমহি।। ৭
লক্ষ্মণস্তু ততোবাচ রক্ষ্যমাণাস্ত্বয়ানঘ। নাত্র ভীতা বয়ং সর্বে ধর্মমেবানুপশ্যতা।। ৮
কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া। শক্যা নিদ্রা ময়া লব্ধুং জীবিতং বা সুখানি বা।। ৯
যো ন দেবাসুরৈঃ সর্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতুং যুধি। তং পশ্য সুখসংসুপ্তং তৃণেষু সহ সীতয়া।। ১০
যো মন্ত্রতপসা লব্ধো বিবিধৈশ্চ পরাক্রমৈঃ। একো দশরথস্যৈব পুত্রঃ সদৃশলক্ষণঃ।। ১১
অস্মিন্ প্রব্রজিতে রাজা ন চিরং বর্তয়িষ্যতি। বিধবা মেদিনী নূনং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি।। ১২
বিনদ্য সুমহানাদং শ্রমেণোপরতাঃ স্ত্রিয়ঃ। নির্ঘোষোপরতং ভ্রাতর্মন্যে রাজনিবেশনম্।। ১৩
কৌসল্যা চৈব রাজা চ তথৈব জননী মম। নাশংসে যদি জীবন্তি সর্বে তে শর্বরীমিমাম্।। ১৪
জীবেদপি হি মে মাতা শত্রুঘ্নস্যান্ববেক্ষয়া। তদ্দুঃখং যদি কৌসল্যা বীরসূর্বিনশিষ্যতি।। ১৫
অনুরক্তজনাকীর্ণা সুখা লোকপ্রিয়াবহা। রাজব্যসনসংসৃষ্টা সা পুরী বিনশিষ্যতি।। ১৬
কথং পুত্রং মহাত্মানং জ্যেষ্ঠপুত্রমপশ্যতঃ। শরীরং ধারয়িষ্যন্তি প্রাণা রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।। ১৭
বিনষ্টে নৃপতৌ পশ্চাৎ কৌসল্যা বিনশিষ্যতি। অনন্তরঞ্চ মাতাপি মম নাশমুপৈষ্যতি।। ১৮
অতিক্রান্তমতিক্রান্তমনবাপ্য মনোরথম্। রাজ্যে রামমনিক্ষিপ্য পিতা মে বিনশিষ্যতি।। ১৯
সিদ্ধার্থাঃ পিতরং বৃত্তং তস্মিন্ কালে হ্যুপস্থিতে। প্রেতকার্যেষু সর্বেষু সংস্করিষ্যন্তি রাঘবম্।। ২০

থাকবো।।৩ ।। তোমাকে সত্যের নামে শপথ করে বলছি, পৃথিবীতে রামের চেয়ে আমার বেশী প্রিয় কেউ নেই।। ৪ ।। এই রামের প্রসাদেই আমি জগতে বিপুল যশ, ধর্ম, প্রভূত অর্থ এবং প্রচুর কাম্যবস্তু আশা করি।। ৫ ।। তাই, সীতার সঙ্গে শয়ান প্রিয়বন্ধু রামকে ধনু হাতে নিজের আত্মীয়বর্গসহ আমি সর্বপ্রকারে রক্ষা করবো।।৬ ।। আমি এই বনে সর্বদাই বিচরণ করি। আমার কিছুই অজানা নেই। চতুরঙ্গ সেনাবাহিনীর শক্তিও আমি সহ্য করতে সমর্থ।। ৭ ।। লক্ষ্মণ তখন বললেন, পূতচরিত্র, তুমি নিজের ধর্মের দিকে লক্ষ্য করে কর্তব্যপালন করলে আমাদের কোনো ভয় নেই।।৮ ।। কিন্তু দশরথ-নন্দন রাম সীতাসহ ভূমিতে শয়ন করে থাকলে আমি কি করে নিদ্রা যেতে পারি? কী করে জীবনধারণ ও সুখভোগ করতে পারি?।। ৯ ।। যুদ্ধে যাঁর পরাক্রম দেবতা এবং অসুরেরা কেউই সহ্য করতে পারে না, তাঁকেই দেখো আজ সীতাসহ তৃণশয্যায় পরমসুখে কিভাবে নিদ্রা যাচ্ছেন!।। ১০ ।। নানা পরাক্রম এবং মন্ত্র ও তপস্যার দ্বারা রাজা দশরথ যোগ্য -লক্ষণযুক্ত যে একমাত্র পুত্র লাভ করেছেন তিনিই হলেন রাম।। ১১ ।। ইনি নির্বাসিত হয়েছেন। রাজা আর বেশীদিন বাঁচবেন না। ধরিত্রী শীগ্‌গিরই বিধবা হবে।। ১২ ।। ভাই গুহ, আমার মনে হচ্ছে চীৎকার করে কেঁদে কেঁদে ক্লান্তিতে এখন অযোধ্যার রমণীরা নীরব হয়ে গেছেন। রাজবাড়ী এখন স্তব্ধ।। ১৩ ।। এই রাতটাও কৌশল্যা, রাজা এবং আমার মা যে বেঁচে থাকবেন এই আশা আমি করছি না।। ১৪ ।। শত্রুঘ্নকে দেখার জন্য আমার মা যদিও বা বেঁচে থাকেন, বীরমাতা দেবী কৌশল্যা যদি মারা যান, অত্যন্ত দুঃখেরই কারণ হবে।। ১৫ ।। অযোধ্যানগরী রাজার অনুরক্ত জনগণে পূর্ণ। সর্বত্র সেখানে সুখের সমারোহ। সর্বলোকের প্রীতিকরী এই পুরী। রাজার বিপদ হলে সেই পুরীও ধ্বংস হয়ে যাবে।।১৬।। মহাপ্রাণ জ্যেষ্ঠপুত্রকে না দেখে মহাত্মা রাজার শরীর কি করে প্রাণকে ধারণ করে রাখবে?।। ১৭ ।। রাজা মারা গেলে তারপর কৌশল্যাও মারা যাবেন।।১৮ ।। রামকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত না করায় আমার অভিপ্রায় পূর্ণ হলো না। সবই নষ্ট হয়ে গেলো, সবই নষ্ট হয়ে গেলো— এই বলে আমার বাবা বিনাশপ্রাপ্ত হবেন।।১৯ ।। সেই সময় মৃত পিতার শ্রাদ্ধকার্যে উপস্থিত হয়ে যাঁরা সংস্কারকর্মাদিস্বরূপ পিতৃকৃত্য করবেন, তাঁরাই হবেন আপ্তকাম।।২০।। আমার পিতার

রম্য-চত্বরসংস্থানাং সুবিভক্তমহাপথাম্। হর্ম্য-প্রাসাদসম্পন্নাং গণিকাবরশোভিতাম্।। ২১
রথাশ্বগজসংবাধাং তূর্যনাদনিনাদিতাম্। সর্বকল্যাণসম্পূর্ণাং হৃষ্ট-পুষ্ট-জনাকুলাম্।। ২২
আরমোদ্যানসম্পন্নাং সমাজোৎসবশালিনীম্। সুখিতা বিচরিষ্যন্তি রাজধানীং পিতুর্মম।। ২৩
অপি জীবেদ্দশরথো বনবাসাৎ পুনর্বয়ম্। প্রত্যাগম্য মহাত্মানমপি পশ্যাম সুব্রতম্।। ২৪
অপি সত্যপ্রতিজ্ঞেন সার্ধং কুশলিনো বয়ম্। নিবৃত্তে বনবাসেঽস্মিন্নযোধ্যাং প্রবিশেমহি।। ২৫
পরিদেবয়মানস্য দুঃখার্তস্য মহাত্মনঃ। তিষ্ঠতো রাজপুত্রস্য শর্বরী সাঽত্যবর্তত।। ২৬
তথাহি সত্যং ব্রুবতি প্রজাহিতে নরেন্দ্রসূনৌ গুরুসৌহৃদাদ্ গুহঃ।
মুমোচ বাষ্পং ব্যসনাভিপীড়িতো জ্বরাতুরো নাগ ইব ব্যথাতুরঃ।। ২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

রাজধানী অযোধ্যানগরী সুন্দর সব চত্বরে শোভিত। সেখানে রয়েছে সুবিভক্ত রাজপথ। মনোহর প্রাসাদ। সেই নগরী সুন্দর। সুন্দরী গণিকারা তার শোভাবর্ধন করছে *(সুবিভক্ত রাজপথ — রাজপথগুলির যাতায়াতের জন্য বহু চ্যানেল রয়েছে। ফলে আগমন নির্গমনে বাধা হয় না)*।। ২১ ।। রথ, অশ্ব এবং হস্তীর তুমুলধ্বনিতে সেই নগরী মুখরিত। সবদিক থেকে কল্যাণকরী এই নগরী। জনগণ বেশ হৃষ্টপুষ্ট ।। ২২ ।। উপবন এবং উদ্যানে পরিশোভিতা। সেখানে উৎসব সর্বদাই চলেছে। আমার বাবার এই রাজধানীতে লোকজন সুখেই বিচরণ করে।। ২৩ ।। যদি মহারাজ দশরথ থাকেন, তাহলে বনবাস থেকে ফিরে গিয়ে শোভনব্রতী সেই মহাত্মাকে আমরা দেখতে পাবো।। ২৪ ।। সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সঙ্গে বনবাসের অন্তে নিরাপদে আমরা অযোধ্যায় প্রবেশ করতে পারবো কি?।। ২৫ ।। রাজপুত্র মহাপ্রাণ লক্ষ্মণ দুঃখে আর্ত হয়ে বিলাপ করতে করতেই সেই রাত কেটে গেলো।। ২৬ ।। প্রজামঙ্গলকারী রাজপুত্র লক্ষ্মণ এই অতি সত্য কথাগুলি বলতে থাকলে অত্যন্ত সৌহৃদ্যের জন্য গুহ দুঃখে পীড়িত হয়ে জ্বরের বেদনায় আর্ত হস্তীর মতো চোখের জল ফেলতে থাকলেন।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের একপঞ্চাশ (৫১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামপ্রভৃতীনাং গঙ্গোত্তরণায় গুহেন নাবো ব্যবস্থা, অযোধ্যাপ্রত্যাবর্তনায় সুমন্ত্রং প্রতি রামসাদেশঃ, পিতৃর্মাতৃপ্রভৃতীনাং চিন্তানাশায় স্বীয়সন্দেশদানম্, রামেণ সহ বনগমনায় সুমন্ত্রস্যাকাঙ্ক্ষাপ্রকাশঃ, রামস্য যুক্তিপ্রদর্শনং প্ররোধদানঞ্চ, গুহং প্রতি রামস্যোপদেশঃ, রামাদীনাং নৌকারোহণম্, গঙ্গাদেব্যাঃ সমীপে সীতায়াঃ প্রার্থনম্, শ্রীরামাদীনাং বৎসদেশে গমনম্, সায়ং বৃক্ষতলে আশ্রয়গ্রহণঞ্চ।

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং পৃথুবক্ষা মহাযশাঃ। উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্।। ১
ভাস্করোদয়কালোঽসৌ গতা ভগবতী নিশা। অসৌ সুকৃষ্ণো বিহগঃ কোকিলস্তাত কূজতি।। ২

দ্বিপঞ্চাশ (৫২) সর্গ

শ্রীরাম প্রমুখের গঙ্গা পার হবার জন্য গুহের দ্বারা নৌকার ব্যবস্থা। অযোধ্যায় ফিরে যাবার জন্য সুমন্ত্রের প্রতি রামের আদেশ। পিতামাতার চিন্তা দূর করার জন্য নিজেদের সংবাদ দান। রামের সঙ্গে বনগমনে সুমন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাপ্রকাশ। রামের যুক্তিপ্রদর্শন ও সান্ত্বনাদান। গুহের প্রতি রামের উপদেশ। রাম-প্রমুখের নৌকায় আরোহণ। গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে সীতার প্রার্থনা। শ্রীরামাদির বৎসদেশে প্রবেশ। সন্ধ্যায় তরুমূলে আশ্রয়গ্রহণ।

রাত শেষ হয়ে গেলে বিশালবক্ষা মহাযশস্বী রাম শুভ লক্ষণযুক্ত সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণকে বললেন— ।।১।। ভগবতী নিশা চলে গেলো। সূর্যের উদয়কাল উপস্থিত। ভাই, দেখো, ঐ যে কালো কোকিল কূজন করছে।। ২ ।। বনে শব্দায়মান ময়ূরদের কেকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সৌম্য, সাগরগামিনী খরস্রোতা গঙ্গাকে

বর্হিণানাঞ্চ নির্ঘোষঃ শ্রূয়তে নদতাং বনে। তরাম জাহ্নবীং সৌম্য শীঘ্রগাং সাগরঙ্গমাম্।। ৩
বিজ্ঞায় রামস্য বচঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ। গুহমামন্ত্র্য সূতঞ্চ সোঽতিষ্ঠদ্ ভ্রাতুরগ্রতঃ।। ৪
স তু রামস্য বচনং নিশম্য প্রতিগৃহ্য চ। স্থপতিস্তূর্ণমাহূয় সচিবানিদমব্রবীছৎ।। ৫
অস্য বাহনসংযুক্তাং কর্ণগ্রাহবতীং শুভাম্। সুপ্রতারাং দৃঢ়াং তীর্থে শীঘ্রং নাবমুপাহর।। ৬
তং নিশম্য গুহাদেশং গুহামাত্যগণো মহান্। উপোহ্য রুচিরাং নাবং গুহায় প্রত্যবেদয়ৎ।। ৭
ততঃ স প্রাঞ্জলির্ভূত্বা গুহো রাঘবমব্রবীৎ। উপস্থিতেয়ং নৌর্দেব ভূয়ঃ কিং করবাণি তে।। ৮
তবামরসুতপ্রখ্য তর্তুং সাগরগামিনীম্। নৌরিয়ং পুরুষব্যাঘ্র শীঘ্রমারোহ সুব্রত।। ৯
অথোবাচ মহাতেজা রামো গুহমিদং বচঃ। কৃতকামোঽস্মি ভবতা শীঘ্রমারোপ্যতামিতি।। ১০
ততঃ কলাপান্ সংনহ্য খড়্গৌ বদ্ধা চ ধন্বিনৌ। জগ্মতুর্যেন তাং গঙ্গাং সীতয়া সহ রাঘবৌ।। ১১
রামমেবং তু ধর্মজ্ঞমুপাগত্য বিনীতবৎ। কিমহং করবাণীতি সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।। ১২
ততোঽব্রবীদ্দাশরথিঃ সুমন্ত্রং স্পৃশন্ করেণোত্তমদক্ষিণেন।
সুমন্ত্র শীঘ্রং পুনরেব যাহি রাজ্ঞঃ সকাশে ভব চাপ্রমত্তঃ।। ১৩
নিবর্তস্বেত্যুবাচৈনমেতাবদ্ধি কৃতং মম। রথং বিহায় পদ্ভ্যাং তু গমিষ্যামো মহাবনম্।। ১৪
আত্মানং ত্বভ্যনুজ্ঞাতমবেক্ষ্যার্তঃ স সারথিঃ। সুমন্ত্রঃ পুরুষব্যাঘ্রমৈক্ষ্বাকমিদমব্রবীৎ।। ১৫
নাতিক্রান্তমিদং লোকে পুরুষেণেহ কেনচিৎ। তব সভ্রাতৃভার্যস্য বাসঃ প্রাকৃতবদ্ বনে।। ১৬
ন মন্যে ব্রহ্মচর্যে বা স্বধীতে বা ফলোদয়ঃ। মার্দবার্জবয়োর্বাপি ত্বাং চেদ্ ব্যসনমাগতম্।। ১৭
সহ রাঘব বৈদেহ্যা ভ্রাতা চৈব বনে বসন্। ত্বং গতিং প্রাপ্স্যসে বীর ত্রীল্লোঁকাংস্তু জয়ন্নিব।। ১৮

আমরা পার হবো ।।৩ ।। বন্ধুদের আনন্দবর্ধক লক্ষ্মণ রামের কথা শুনে গুহ এবং সূতকে ডেকে নিয়ে দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ।। ৪ ।। স্থপতি গুহ রামের কথা শুনে এবং স্বীকার করেই শীঘ্রই সচিবদের ডেকে বললেন—।।৫ ।। ভালোভাবে চলে এমন একটি শক্তপোক্ত নৌকা এঁর জন্য শীগ্‌গির নিয়ে এসো। তাতে যেন ক্ষেপণী এবং কর্ণধার তথা মাঝি থাকে *(এখানে বাহন হচ্ছে নৌকা বাইবার ক্ষেপণী। কর্ণগ্রাহ — দাঁড় ধরে থাকা প্রধান মাঝি)* ।। ৬ ।। গুহের আদেশ শুনে গুহের প্রধান অমাত্যেরা সুন্দর একটি নৌকা এনে গুহকে জানালো।। ৭ ।। অতঃপর গুহ রামকে করজোড়ে বললেন, দেব, নৌকা এসে গেছে। আর কি করতে হবে ।।৮ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, সুব্রত, আপনি দেবপুত্রতুল্য। সাগরগামিনী গঙ্গাকে পার হবার জন্য এই নৌকায় শীগ্‌গির উঠে পড়ুন।। ৯ ।। তারপর মহাতেজস্বী রাম গুহকে বললেন, তোমার দ্বারা আমার ইষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। আমাদের জিনিসপত্র সত্বর নৌকায় তুলে দাও।। ১০ ।। তখন রঘুবংশধর দু'জন রাম ও লক্ষ্মণ বর্ম ধারণ করে, খড়্গ... ।। ১১ ।। বেঁধে নিয়ে, ধনু ধারণ করে সীতাসহ গঙ্গার দিকে যাত্রা করলেন। ধর্মজ্ঞ সারথি তখন রামের কাছে বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলি হয়ে এসে বললেন, এখন আমি কি করবো? ।।১২ ।। দশরথনন্দন রাম ডানহাতে সুমন্ত্রকে প্রীতিভরে স্পর্শ করে বললেন, সুমন্ত্র, সত্বর আপনি রাজার কাছে চলে যান। অবহিত হয়ে সেইখানেই অবস্থান করুন।। ১৩ ।। 'আপনি ফিরে যান'— এই বলে রাম বললেন, 'এতেই আমার যথেষ্ট কাজ করা হবে। এখন রথ ছেড়ে পায়ে হেঁটে আমরা গভীর অরণ্যে চলে যাবো।। ১৪ ।। সারথি সুমন্ত্র নিজেকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়ে পুরুষশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশধর রামচন্দ্রকে বললেন —।। ১৫ ।। এই সংসারে কোনো ব্যক্তিই ভবিতব্যকে অতিক্রম করতে পারে নি। তাই, ভাই এবং ভার্যাকে নিয়ে অতি সাধারণলোকের মতো আপনাকে বনে বাস করতে হচ্ছে।। ১৬ ।। আমার মনে হচ্ছে ব্রাহ্মচর্যপালনে বা বেদপাঠে কোনো ফল হয় না। নৈলে এতো কোমলস্বভাব এবং সরলপ্রাণ আপনার কি করে এই বিপদ এলো।। ১৭ ।। হে রঘুবংশধর বীর রাম, বিদেহরাজপুত্রী সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ বনে বাস করে ত্রিলোক জয় করার মতো খ্যাতি আপনি লাভ করবেন ।। ১৮ ।। রাম, আপনার সান্নিধ্য হতে বঞ্চিত

বয়ং খলু হতা রাম যে ত্বয়া হ্যপবঞ্চিতাঃ। কৈকেয্যা বশমেষ্যামঃ পাপায়া দুঃখভাগিনঃ।। ১৯
ইতি ব্রুবন্নাত্মসমং সুমন্ত্রঃ সারথিস্তথা। দৃষ্ট্বা দূরগতং রামং দুঃখার্তো রুরুদে চিরম্।। ২০
ততস্তু বিগতে বাষ্পে সূতং স্পৃষ্টোদকং শুচিম্। রামস্তু মধুরং বাক্যং পুনঃ পুনরুবাচ তম্।। ২১
ইক্ষ্বাকূণাং ত্বয়া তুল্যং সুহৃদং নোপলক্ষয়ে। যথা দশরথো রাজা মাং ন শোচেত্তথা কুরু।। ২২
শোকোপহতচেতাশ্চ বৃদ্ধশ্চ জগতীপতিঃ। কামভারাবসন্নশ্চ তস্মাদেতদ্ ব্রবীমি তে।। ২৩
যদ্ যথা জ্ঞাপয়েৎ কিঞ্চিৎ স মহাত্মা মহীপতিঃ। কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামার্থং কার্যং তদবিকাঙ্ক্ষয়া।। ২৪
এতদর্থং হি রাজ্যানি প্রশাসতি নরাধিপাঃ। যদেষাং সর্বকৃত্যেষু মনো ন প্রতিহন্যতে।। ২৫
যদ্ যথা স মহারাজো নালীকমধিগচ্ছতি। ন চ তাম্যতি শোকেন সুমন্ত্র কুরু তত্তথা।। ২৬
অদৃষ্টদুঃখং রাজানং বৃদ্ধমার্যং জিতেন্দ্রিয়ম্। ব্রুয়াস্ত্বমভিবাদ্যৈব মম হেতোরিদং বচঃ।। ২৭
ন চাহমনুশোচামি লক্ষ্মণো ন চ শোচতি। অযোধ্যায়াশ্চ্যুতাশ্চেতি বনে বৎস্যামহেতি চ।। ২৮
চতুর্দশসু বর্ষেষু নিবৃত্তেষু পুনঃ পুনঃ। লক্ষ্মণং মাঞ্চ সীতাঞ্চ দ্রক্ষ্যসে শীঘ্রমাগতান্।। ২৯
এবমুক্ত্বা তু রাজানং মাতরঞ্চ সুমন্ত্র মে। অন্যাশ্চ দেবীঃ সহিতাঃ কৈকেয়ীঞ্চ পুনঃ পুনঃ।। ৩০
আরোগ্যং ব্রুহি কৌসল্যামথ পাদাভিবন্দনম্। সীতায়া মম চার্যস্য বচনাল্লক্ষ্মণস্য চ।। ৩১
ব্রুয়াশ্চাপি মহারাজং ভরতং ক্ষিপ্রমানয়। আগতশ্চাপি ভরতঃ স্থাপ্যো নৃপমতে পদে।। ৩২
ভরতঞ্চ পরিষ্বজ্য যৌবরাজ্যেঽভিষিচ্য চ। অস্মৎসন্তাপজং দুঃখং ন ত্বামভিভবিষ্যতি।। ৩৩
ভরতশ্চাপি বক্তব্যো যথা রাজনি বর্তসে। তথা মাতৃষু বর্তেথাঃ সর্বাস্বেবাবিশেষতঃ।। ৩৪
যথা চ তব কৈকেয়ী সুমিত্রা চ বিশেষতঃ। তথৈব দেবী কৌসল্যা মম মাতা বিশেষতঃ।। ৩৫

হয়ে আমরা মৃতপ্রায় হয়ে গেলাম। পাপীয়সী কৈকেয়ীর অধীনে গিয়ে আমরা দুঃখই পাবো ।। ১৯ ।। সারথি সুমন্ত্র যখন এই সব বলছিলেন, তখন প্রাণসম রামকে ক্রমে দূরে চলে যেতে দেখে দুঃখে আর্ত হয়ে তিনি অনেকক্ষণ ক্রন্দন করলেন ।। ২০ ।। তারপর চোখের জল সম্বরণ করে জলস্পর্শ করে পবিত্র হয়ে সারথিকে রাম মধুর বাক্যে বার বার বলতে লাগলেন।। ২১ ।। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দের আপনার মতো সুহৃদ্ আর দেখছি না। যাতে রাজা দশরথ আমার জন্য শোক না করেন, তাই করুন ।। ২২ ।। জগতের অধিপতি, আমার পিতৃদেব বৃদ্ধ। তার উপর শোকে তাঁর মন ভেঙে গেছে। কামের ভারে তিনি আজ অবসন্ন। তাই আপনাকে এই কথা বলছি।। ২৩ ।। মহান সেই রাজা কৈকেয়ীর প্রীতির জন্য যা যা বলবেন, তা নির্বিচারে করে যাবেন ।। ২৪।। রাজারা এই জন্যই রাজ্যকে শাসন করেন, যাতে সকল কাজে তাঁদের মন ব্যাহত না হয় ।। ২৫ ।। যাতে মহারাজ অপ্রিয়লাভ না করেন এবং শোকে ব্যাকুল না হন, সুমন্ত্র, সেইভাবেই আপনি কাজ করবেন ।। ২৬।। মাননীয় রাজা কখনো দুঃখ দেখেন নি। তিনি বৃদ্ধ এবং জিতেন্দ্রিয়। তাঁকে অভিবাদন করে আমার হয়ে এই কথা বলবেন ।। ২৭ ।। অযোধ্যা থেকে নির্বাসিত হয়ে বনে বাস করায় আমি কোনো দুঃখ করছি না। লক্ষ্মণও শোক করছে না ।। ২৮ ।। চৌদ্দবৎসর কেটে গেলে লক্ষ্মণ, আমি ও সীতা সত্বর ফিরে যাবো। তখন বার বার আমাদের আপনি দেখতে পাবেন ।। ২৯ ।। সুমন্ত্র, রাজাকে এই কথা বলার পর আমার মাকে, অন্যান্য মাতৃস্থানীয়া দেবীদের এবং কৈকেয়ীকেও বারংবার এই কথা বলবেন ।।৩০ ।। মাতা কৌশল্যাকে জানাবেন, আমরা ভালো আছি। সীতার, আমার এবং সদাচারী লক্ষ্মণের প্রণাম তাঁর চরণে আমাদের কথানুসারে নিবেদন করবেন ।। ৩১ ।। মহারাজকে বলবেন, ভরতকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন। আসামাত্রই ভরতকে রাজোচিত সিংহাসনে বসিয়ে দিন ।। ৩২ ।। ভরতকে আলিঙ্গন করে এবং যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে, সুমন্ত্র, আপনি সুখী হবেন। আমাদের সন্তাপজনিত দুঃখ আপনাকে কাবু করতে পারবে না ।। ৩৩ ।। ভরতকে বলবেন, যেমনটি রাজার সঙ্গে ব্যবহার করে, তেমনিই সকল মায়েদের প্রতিও একই রকম ব্যবহার করবে ।।৩৪ ।। তোমার মা যেমন কৈকেয়ী, তেমনিই তোমার বিশেষ করে মাতা হলেন সুমিত্রা। আমার মাতা কৌশল্যাও ।। ৩৫ ।। বাবার প্রিয়কার্য সম্পন্ন করে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইহলোক ও পরলোক—

তাতস্য প্রিয়কামেন যৌবরাজ্যমবেক্ষতা। লোকয়োরুভয়োঃ শক্যং নিত্যদা সুখমেধিতুম্।। ৩৬
নিবর্ত্যমানো রামেণ সুমন্ত্রঃ প্রতিবোধিতঃ। তৎ সর্বং বচনং শ্রুত্বা স্নেহাৎ কাকুৎস্থমব্রবীৎ।। ৩৭
যদহং নোপচারেণ ব্রূয়াং স্নেহাদবিক্লবম্। ভক্তিমানিতি তত্তাবদ্ বাক্যং ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি।। ৩৮
কথং হি ত্বদ্‌বিহীনোঽহং প্রতিযাস্যামি তাং পুরীম্। তব তাত বিয়োগেন পুত্রশোকাতুরামিব।। ৩৯
সরামমপি তাবন্মে রথং দৃষ্ট্বা তদা জনঃ। বিনা রামং রথং দৃষ্ট্বা বিদীর্যেতাপি সা পুরী।। ৪০
দৈন্যং হি নগরী গচ্ছেদ্দৃষ্ট্বা শূন্যমিমং রথম্। সুতাবশেষং স্বং সৈন্যং হতবীরমিবাহবে।। ৪১
দূরেঽপি নিবসন্তং ত্বাং মানসেনাগ্রতঃ স্থিতম্। চিন্তয়ন্তোঽদ্য নূনং ত্বাং নিরাহারাঃ কৃতাঃ প্রজাঃ।। ৪২
দৃষ্টং তদ্ বৈ ত্বয়া রাম যাদৃশং ত্বৎ প্রবাসনে। প্রজানাং সঙ্কুলং বৃত্তং ত্বচ্ছোকক্লান্তচেতসাম্।। ৪৩
আর্তনাদো হি যঃ পৌরৈরুন্মুক্তস্ত্বৎপ্রবাসনে। সরথং মাং নিশম্যৈব কুর্যুঃ শতগুণং ততঃ।। ৪৪
অহং কিং চাপি বক্ষ্যামি দেবীং তব সুতো ময়া। নীতোঽসৌ মাতুলকুলং সন্তাপং মা কৃথা ইতি।। ৪৫
অসত্যমপি নৈবাহং ব্রূয়াং বচনমীদৃশম্। কথমপ্রিয়মেবাহং ব্রূয়াং সত্যমিদং বচঃ।। ৪৬
মম তাবন্নিয়োগস্থাস্ত্বদ্‌বন্ধুজনবাহিনঃ। কথং রথং ত্বয়া হীনং প্রবাহ্যন্তি হয়োত্তমাঃ।। ৪৭
তন্ন শক্ষ্যাম্যহং গন্তুমযোধ্যাং ত্বদৃতেঽনঘ। বনবাসানুযানায় মামনুজ্ঞাতুমর্হসি।। ৪৮
যদি মে যাচমানস্য ত্যাগমেব করিষ্যসি। সরথোঽগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি ত্যক্তমাত্র ইহ ত্বয়া।। ৪৯
ভবিষ্যন্তি বনে যানি তপোবিঘ্নকরাণি তে। রথেন প্রতিবাধিষ্যে তানি সর্বাণি রাঘব।। ৫০
ত্বৎকৃতেন ময়া প্রাপ্তং রথচর্যাকৃতং সুখম্। আশংসে ত্বৎকৃতেনাহং বনবাসকৃতং সুখম্।। ৫১

এই উভয়লোকেই তুমি নিত্য সুখলাভ করবে ।।৩৬ ।। রামের দ্বারা এইভাবে প্রতিবোধিত হয়ে সুমন্ত্র নিবৃত্ত হলেন। তাঁর সব কথা শুনে স্নেহবশতঃ রীতি লঙ্ঘন করে অবিকল আপনাকে যা বলছি, আমি আপনার প্রতি ভক্তিমান— এই ভেবে আমার সেই বাক্য আপনি ক্ষমা করে নেবেন ।। ৩৮ ।। বৎস, আপনার বিচ্ছেদে আযোধ্যার অবস্থা পুত্রশোকাতুরা জননীর মতো। আপনাকে ছেড়ে কি করে সেই পুরীতে আমি এখন যাই? ।। ৩৯ ।। আগে জনগণ দেখতো, আমার রথে রাম বসে আছেন। এখন রাম-হীন রথকে দেখে অযোধ্যার জনগণের হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়ে যাবে! *(এখানে পুরী মানে পুরীর সকল জনগণ)* ।। ৪০ ।। যুদ্ধে সব বীর, সব সৈন্য নিহত হলে কেবলমাত্র সারথিকে নিয়ে রথ ফিরে এলে যেমন হয়, তেমনি রামশূন্য এই রথ দেখে সমস্ত নগরী দুঃখে ভেঙে পড়বে ।। ৪১ ।। দূরে থাকলে ও আপনি তাদের মনের সামনেই রয়েছেন। আজ আপনাকে ছাড়া রথ দেখলে প্রজাবর্গ নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তায় আহার ত্যাগ করবে ।। ৪২ ।। প্রবাসে আসার সময় আপনার শোকে ক্লান্তচিত্ত প্রজাবর্গের ঐরকম ব্যাকুল অবস্থা তো আপনি তো দেখেই ছিলেন ।।৪৩।। আপনার নির্বাসনে পুরবাসীরা গলা ছেড়ে আর্তনাদ করেছিলো। এখন খালি রথ নিয়ে আমায় দেখে তাদের আর্তনাদ শত গুণ বেড়ে যাবে ।। ৪৪ ।। আর আমি কি দেবী কৌশল্যাকে বলবো যে, আপনার পুত্রকে আমি তাঁর মামার বাড়ী রেখে এসেছি! আপনি শোক করবেন না ।। ৪৫ ।। এইরকম মিথ্যা কথা আমি বলতে পারবো না। আপনার ছেলেকে বনে রখে এসেছি, এই অপ্রিয় সত্যই বা কি করে আমি বলবো ।।৪৬।। এই উত্তম অশ্বগুলি আমার নিয়োগেই আপনাকে এবং আপনার আত্মীয়দের বহন করতো। আপনাকে ছেড়ে কি করে তারা শূন্য-রথ বহন করবে?।। ৪৭ ।। হে পূতচরিত্র, আপনাকে ছেড়ে অযোধ্যায় আমি যেতে পারবো না। বনবাসে যাবার জন্য আমাকে অনুমতি দিন।। ৪৮ ।। যদি আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আপনি ত্যাগ করামাত্রই আমি রথসহ অগ্নিতে প্রবেশ করবো ।।৪৯ ।। বনে আপনার তপস্যায় যে সব বিঘ্ন হবে, হে রাম, এই রথের দ্বারা আমি সে সবই প্রতিহত করবো ।।৫০ ।। আপনার জন্যই রথচর্যার সুখ অনুভব করেছি। এবার আপনার জন্যই বনবাসের সুখও আমি অনুভব করতে চাই ।। ৫১ ।। আমার প্রতি আপনি প্রসন্ন হোন। বনবাসে আমি আপনার সঙ্গী হতে চাই প্রীতি পূর্ণ এই বাক্য শুনতে চাই,

প্রসীদেচ্ছামি তেঽরণ্যে ভবিতুং প্রত্যনন্তরঃ। প্রীত্যাভিহিতমিচ্ছামি ভব মে প্রত্যনন্তরঃ।। ৫২
ইমেঽপি চ হয়া বীর যদি তে বনবাসিনঃ। পরিচর্যাং করিষ্যন্তি প্রাপ্স্যন্তি পরমাং গতিম্।। ৫৩
তব শুশ্রূষণং মূর্ধ্না করিষ্যামি বনে বসন্। অযোধ্যাং দেবলোকং বা সর্বথা প্রজহাম্যহম্।। ৫৪
ন হি শক্যা প্রবেষ্টুং সা ময়াঽযোধ্যা ত্বয়া বিনা। রাজধানী মহেন্দ্রস্য যথা দুষ্কৃতকর্মণা। ৫৫
বনবাসে ক্ষয়ং প্রাপ্তে মমৈষ হি মনোরথঃ। যদনেন রথেনৈব ত্বাং বহেয়ং পুরীং পুনঃ।। ৫৬
চতুর্দশ হি বর্ষাণি সহিতস্য ত্বয়া বনে। ক্ষণভূতানি যাস্যন্তি শতশস্তু ততোঽন্যথা।। ৫৭
ভৃত্যবৎসল তিষ্ঠন্তং ভর্তৃপুত্রগতে পথি। ভক্তং ভৃত্যং স্থিতং স্থিত্যা ন মাং ত্বং হাতুমর্হসি।। ৫৮
এবং বহুবিধং দীনং যাচমানং পুনঃ পুনঃ। রামো ভৃত্যানুকম্পী তু সুমন্ত্রমিদমব্রবীৎ।। ৫৯
জানামি পরমাং ভক্তিমহং তে ভর্তৃবৎসল। শৃণু চাপি যদর্থং ত্বাং প্রেষয়ামি পুরীমিতঃ।। ৬০
নগরীং ত্বাং গতং দৃষ্ট্বা জননী মে যবীয়সী। কৈকেয়ী প্রত্যয়ং গচ্ছেদিতি রামো বনং গতঃ।। ৬১
বিপরীতে তুষ্টিহীনা বনবাসং গতে ময়ি। রাজানং নাতিশঙ্কেত মিথ্যাবাদীতি ধার্মিকম্।। ৬২
এষ মে প্রথমঃ কল্পো যদম্বা মে যবীয়সী। ভরতারক্ষিতং স্ফীতং পুত্ররাজ্যমবাপ্নুয়াৎ।। ৬৩
মম প্রিয়ার্থং রাজ্ঞশ্চ সুমন্ত্র ত্বং পুরীং ব্রজ। সন্দিষ্টশ্চাপি যানর্থাংস্তাংস্তান্ ব্রূয়াস্তথা তথা।। ৬৪
ইত্যুক্ত্বা বচনং সূতং সান্ত্বয়িত্বা পুনঃ পুনঃ। গুহং বচনমক্লীবো রামো হেতুমদব্রবীৎ।। ৬৫
নেদানীং গুহ যোগ্যোঽয়ং বাসো মে সজনে বনে। অবশ্যমাশ্রমে বাসঃ কর্তব্যস্তদ্গতো বিধিঃ।। ৬৬
সোঽহং গৃহীত্বা নিয়মং তপস্বিজনভূষণম্। হিতকামঃ পিতুর্ভূয়ঃ সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ।। ৬৭
জটাঃ কৃত্বা গমিষ্যামি ন্যগ্রোধক্ষীরমানয়। তৎক্ষীরং রাজপুত্রায় গুহঃ ক্ষিপ্রমুপাহরৎ।। ৬৮

সুমন্ত্র, তুমি সঙ্গী হও ।।৫২ ।। হে বীর, এই অশ্বেরাও যদি বনবাস কালে আপনার সেবা করতে পারে তাহলে তারাও পরম গতি লাভ করবে ।। ৫৩ ।। আমি যদি বনে বাস করে মস্তকের দ্বারা আপনার শুশ্রূষা করতে পারি, তাহলে অযোধ্যা বা স্বর্গের কামনাও আমি ত্যাগ করতে পারি ।।৫৪ ।। দুষ্কৃতিকারী যেমন মহেন্দ্রের রাজধানীতে যেতে পারে না, তেমনি আপনাকে ছাড়া অযোধ্যায় আমি প্রবেশ করতে পারবো না ।।৫৫।। আমার অভিলাষ—এই বনবাস শেষ হয়ে গেলে এই রথে করেই আবার আপনাকে অযোধ্যাপুরীতে নিয়ে যাবো ।।৫৬ ।। আপনার সঙ্গে বনে থাকলে চৌদ্দটি বৎসর চৌদ্দটি মুহূর্তের মতো চলে যাবে। নৈলে মনে হবে বুঝি চৌদ্দ শত বৎসর ।। ৫৭ ।। আপনি ভৃত্যবৎসল। আপনি আমার প্রভু দশরথের পুত্র। আপনার পথেই থেকে আমি ভক্ত এবং ভৃত্যরূপে স্থিত।আমাকে আপনি ত্যাগ করবেন না ।।৫৮ ।। এইভাবে দৈন্যের সঙ্গে বার বার বহুভাবে মিনতি করতে থাকলে ভৃত্যবৎসল রাম সুমন্ত্রকে বললেন— ।।৫৯ ।। ওহেপ্রভুভক্ত, আপনার পরমভক্তির কথা আমি জানি। শুনুন, যে জন্য আমি আপনাকে এখান থেকে অযোধ্যায় পাঠাতে চাই।।৬০ ।। আপনি নগরীতে ফিরে গেছেন দেখলে আমার মেজো মা কৈকেয়ীর বিশ্বাস হবে যে, রাম বনে গেছে ।।৬১ ।। অন্যথা, আমি বনবাসে গেলেও বিশ্বাস না করে তিনি অসন্তুষ্টা হবেন। আমি গেছি জানলে ধার্মিক মহারাজকে মিথ্যাবাদী বলে তিনি আর শঙ্কা করতে পারবেন না ।।৬২ ।। এই আমার প্রথম ইচ্ছা যে আমার মেজো মা কৈকেয়ী পুত্র ভরতের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ করুন ।।৬৩।। সুমন্ত্র, আমার এবং রাজার প্রীতির জন্য আপনি পুরীতে ফিরে যান। যে কথা আমি বলছি, যথাযথ স্থানে নির্দিষ্ট কথাগুলি বলবেন ।।৬৪ ।। সারথি সুমন্ত্রকে এই কথা বলে বার বার সান্ত্বনা দিয়ে পরে যুক্তিসহকারে ঔদার্যের সঙ্গে রাম গুহকে বললেন—।।৬৫ ।। গুহ, জনপূর্ণ এই বনে আমার বনবাস উচিত নয়। নির্জন আশ্রমে বাস এবং তদনুযায়ী বিধি অনুসরণ করাই আমার কর্তব্য।। ৬৬ ।। সে জন্য বাবার, সীতার এবং লক্ষ্মণের মঙ্গলকামনায় তপস্বীদের অলঙ্কারস্বরূপ যে বিধি, তাইই আমি পালন করবো।।৬৭ ।। জটা ধারণ করে আমি বনে থাকবো। বটগাছের ক্ষীর নিয়ে এসো। গুহ ক্ষীর এনে তাড়াতাড়ি রাজপুত্র রামকে দিলেন।। ৬৮ ।।

লক্ষ্মণস্যাত্মনশ্চৈব রামস্তেনাকরোজ্জটাঃ। দীর্ঘবাহুর্নরব্যাঘ্রো জটিলত্বমধারয়ৎ।। ৬৯
তৌ তদা চীরসম্পন্নৌ জটামণ্ডলধারিণৌ। অশোভেতামৃষিসমৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৭০
ততো বৈখানসং মার্গমাস্থিতঃ সহলক্ষ্মণঃ। ব্রতমাদিষ্টবান্ রামঃ সহায়ং গুহমব্রবীৎ।। ৭১
অপ্রমত্তো বলে কোশে দুর্গে জনপদে তথা। ভবেথা গুহ রাজ্যং হি দুরারক্ষতমং মতম্।। ৭২
ততস্তং সমনুজ্ঞাপ্য গুহমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ। জগাম তূর্ণমব্যগ্রঃ সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ।। ৭৩
স তু দৃষ্ট্বা নদীতীরে নাবমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ। তিতীর্ষুঃ শীঘ্রগাং গঙ্গামিদং বচনমব্রবীৎ।। ৭৪
আরোহ ত্বং নরব্যাঘ্র স্থিতাং নাবমিমাং শনৈঃ। সীতাঞ্চারোপয়ান্বক্ষং পরিগৃহ্য মনস্বিনীম্।। ৭৫
স ভ্রাতুঃ শাসনং শ্রুত্বা সর্বমপ্রতিকূলয়ন্। আরোপ্য মৈথিলীং পূর্বমারুরোহাত্মবাংস্ততঃ।। ৭৬
অথারুরোহ তেজস্বী স্বয়ং লক্ষ্মণপূর্বজঃ। ততো নিষাদাধিপতির্গুহো জ্ঞাতীনচোদয়ৎ।। ৭৭
রাঘবোঽপি মহাতেজা নাবমারুহ্য তাং ততঃ। ব্রহ্মবৎ ক্ষত্রবচ্চৈব জজাপ হিতমাত্মনঃ।। ৭৮
আচম্য চ যথাশাস্ত্রং নদীং তাং সহ সীতয়া। প্রণম্য প্রীতিসন্তুষ্টো লক্ষ্মণশ্চামিতপ্রভঃ।। ৭৯
অনুজ্ঞায় সুমন্ত্রঞ্চ সবলং চৈব তং গুহম্। আস্থায় নাবং রামস্তু চোদয়ামাস নাবিকান্।। ৮০
ততস্তৈশ্চালিতা নৌকা কর্ণধারসমাহিতা। শুভস্ফ্যবেগাভিহতা শীঘ্রং সলিলমত্যগাৎ।। ৮১
মধ্যং তু সমনুপ্রাপ্য ভাগীরথ্যাস্ত্বনিন্দিতা। বৈদেহী প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তাং নদীমিদমব্রবীৎ।। ৮২
পুত্রো দশরথস্যায়ং মহারাজস্য ধীমতঃ। নিদেশং পালয়ত্বেনং গঙ্গে ত্বদভিরক্ষিতঃ।। ৮৩
চতুর্দশ হি বর্ষাণি সমগ্রাণ্যুষ্য কাননে। ভ্রাত্রা সহ ময়া চৈব পুনঃ প্রত্যাগমিষ্যতি।। ৮৪
ততস্ত্বাং দেবি সুভগে ক্ষেমেণ পুনরাগতা। যক্ষ্যে প্রমুদিতা গঙ্গে সর্বকামসমৃদ্ধিনী।। ৮৫

দীর্ঘবাহু নরশ্রেষ্ঠ রাম বটের আঠা দিয়ে লক্ষ্মণ আর নিজের জন্য জটা নির্মাণ করলেন। এখন তাঁরা জটাধারী হয়ে গেলেন।। ৬৯ ।। এবার রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই বল্কল আর জটাধারী হয়ে ঋষিদের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।। ৭০।। লক্ষ্মণকে নিয়ে রাম ব্রহ্মচর্য পালনের সঙ্কল্প করে সহায়ক গুহকে রাজতন্ত্রপালনের আদেশ দিলেন *(প্রত্যেকের স্বধর্ম পালনেই জীবনের পূর্ণতা। রাজপুত্র রাম-লক্ষ্মণ বনবাসী হওয়ায় ব্রহ্মচর্যপালনে ধৃতব্রত। গুহ যেহেতু বনবাসী গৃহী রাজা তাই তাকে রাজধর্মপালনের উপদেশ দিচ্ছেন মর্যাদা-পুরুষোত্তম রাম)*।। ৭১।। হে গুহ, সৈন্যবাহিনী, কোষ, দুর্গ এবং জন বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থেকে রাজ্যরক্ষা অত্যন্ত কঠিন কর্ম, বলা হয়।। ৭২ ।। ইক্ষ্বাকুনন্দন রাম এইভাবে গুহকে অনুজ্ঞা দান করে পত্নী সীতা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণকে নিয়ে দৃঢ়চিত্তে সত্বর চলে গেলেন।। ৭৩।। নদীতীরে রাম নৌকা দেখতে গেলেন। তাড়াতাড়ি গঙ্গা পার হবার জন্য বললেন।। ৭৪ ।। নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ, ধীরে ধীরে এই নৌকায় তুমি আরোহণ করো। মনস্বিনী সীতাকেও ধরে তুলে নাও।। ৭৫ ।। দাদার আদেশ শুনে সব দ্বিধা কাটিয়ে লক্ষ্মণ সীতাকে আগে আরোহণ করিয়ে তারপর নিজেও আরোহণ করলেন।। ৭৬।। তেজস্বী লক্ষ্মণাগ্রজ রাম নিজে এবার নৌকায় আরোহণ করলেন। নিষাদরাজ গুহ তাঁর সঙ্গীদের যার যার কাজে পাঠিয়ে দিলেন।। ৭৭ ।। মহাতেজস্বী রামও নৌকায় উঠে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের যোগ্য মন্ত্র নিজেদের কল্যাণের জন্য জপ করতে লাগলেন।। ৭৮ ।। সীতাকে নিয়ে শাস্ত্রবিধি মেনে তিনি নদীর জলে আচমন করলেন। প্রভাবশালী লক্ষ্মণ অগ্রজের প্রেমে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের সঙ্গে গঙ্গাকে প্রণাম করলেন।।৭৯ ।। রাম নৌকায় বসে সুমন্ত্র এবং গুহকে সসৈন্যে বিদায় জানিয়ে নাবিকদের যাত্রা করতে বললেন।।৮০।। জলের মধ্য দিয়ে নৌকা চলেছে। মাঝিরা চালাচ্ছে। দাঁড়ী স্থিরভাবে দাঁড় ধরে রয়েছে। সুন্দর বৈঠার বেগে অভিহত হয়ে নৌকা বেশ দ্রুত চলেছে।।৮১ ।। ভাগীরথীর মধ্যে গিয়ে সুন্দরী সীতা অঞ্জলি রচনা করে নদীকে বললেন—।।৮২।। ধীমান মহারাজ দশরথের এই পুত্র রামচন্দ্র, মা গঙ্গে, তোমার দ্বারা রক্ষিত হয়ে পিতার নির্দেশপালন করুন।।৮৩ ।। পুরো চৌদ্দ বৎসর বনে বাস করে ভাই এবং আমাকে নিয়ে তিনি আবার ফিরে আসবেন।।৮৪ ।। হে সৌভাগ্যদায়িনি গঙ্গে, আমরা ভালোভাবে ফিরে এসে আনন্দের সঙ্গে তোমায় অর্চনা করবো। সকল কামনাকে তুমিই তো পূর্ণ করো।।৮৫।। দেবি,

ত্বং হি ত্রিপথগে দেবি ব্রহ্মলোকং সমক্ষসে। ভার্যা চোদধিরাজস্য লোকেঽস্মিন্ সংপ্রদৃশ্যসে।। ৮৬
সা ত্বাং দেবি নমস্যামি প্রশংসামি চ শোভনে। প্রাপ্তরাজ্যে নরব্যাঘ্রে শিবেন পুনরাগতে।। ৮৭
গবাং শতসহস্রঞ্চ বস্ত্রাণ্যন্নঞ্চ পেশলম্। ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাস্যামি তব প্রিয়চিকীর্ষয়া।। ৮৮
সুরাঘটসহস্রেণ মাংসভূতৌদনেন চ। যক্ষ্যে ত্বাং প্রীয়তাং দেবি পুরীং পুনরুপাগতা।। ৮৯
যানি ত্বত্তীরবাসীনি দৈবতানি চ সন্তি হি। তানি সর্বাণি যক্ষ্যামি তীর্থান্যায়তনানি চ।। ৯০
পুনরেব মহাবাহুর্ময়া ভ্রাত্রা চ সঙ্গতঃ। অযোধ্যাং বনবাসাত্তু প্রবিশত্বনঘোঽনঘে।। ৯১
তথা সম্ভাষমাণা সা সীতা গঙ্গামনিন্দিতা। দক্ষিণা দক্ষিণং তীরং ক্ষিপ্রমেবাভ্যুপাগমৎ।। ৯২
তীরং তু সমনুপ্রাপ্য নাবং হিত্বা নরর্ষভঃ। প্রাতিষ্ঠত সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা চ পরন্তপঃ।। ৯৩
অথাব্রবীন্মহাবাহুঃ সুমিত্রানন্দবর্ধনম্। ভব সংরক্ষণার্থায় সজনে বিজনেঽপি বা।। ৯৪
অবশ্যং রক্ষণং কার্যং মদ্বিধৈর্বিজনে বনে। অগ্রতো গচ্ছ সৌমিত্রে সীতা ত্বামনুগচ্ছতু।। ৯৫
পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যামি সীতাং ত্বাং চানুপালয়ন্। অন্যোন্যস্য হি নো রক্ষা কর্তব্যা পুরুষর্ষভ।। ৯৬
নহি তাবদতিক্রান্তাঽসুকরা কাচন ক্রিয়া। অদ্য দুঃখং তু বৈদেহী বনবাসস্য বেৎস্যতি।। ৯৭
প্রণষ্টজনসংবাধং ক্ষেত্রারামবিবর্জিতম্। বিষমঞ্চ প্রপাতঞ্চ বনমদ্য প্রবেক্ষ্যতি।। ৯৮
শ্রুত্বা রামস্য বচনং প্রতস্থে লক্ষ্মণোঽগ্রতঃ। অনন্তরঞ্চ সীতায়া রাঘবো রঘুনন্দনঃ।। ৯৯
গতং তু গঙ্গাপরমারমাশু রামং সুমন্ত্রঃ সততং নিরীক্ষ্য।
অধ্বপ্রকর্ষাদ্ বিনিবৃত্তদৃষ্টির্মুমোচ বাষ্পং ব্যথিতস্তপস্বী।। ১০০

তুমি স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে ভাগীরথী। পাতালে ভোগবতী নামে বয়ে চলেছো। তিনটি পথে তুমি ব্রহ্মলোক ব্যাপ্ত করে রয়েছো। সংসারে সমুদ্রাধিপতির পত্নী বলে তুমি পরিচিতা।।৮৬ ।। হে শোভনে, আমি তোমায় নমস্কার করছি। স্তুতি নিবেদন করছি। নরশ্রেষ্ঠ রাম ভালোয় ভালোয় যেন আবার ফিরে এসে রাজ্যলাভ করেন।।৮৭ ।। তোমার প্রীতির ইচ্ছায় ব্রাহ্মণগণকে একলক্ষ গাভী এবং সুন্দর বস্ত্রদান করবো (*পেশল — সুন্দর*)।।৮৮।। আমরা অযোধ্যারপুরীতে ফিরে এলে এক সহস্র ঘট সুরা, মাংসমিশ্রিত অন্ন তথা পোলাও দিয়ে তোমায় অর্চনা করবো। দেবি, তুমি প্রসন্ন হও।। ৮৯।। তোমার তীরে যে দেবতারা বাস করেন, যে সব তীর্থ এবং মন্দির রয়েছে সবকেই আমি পূজা করবো।। ৯০ ।। হে পবিত্রে, পবিত্রচরিত্র বীর রামচন্দ্র যেন বনবাস থেকে ফিরে এসে আমাকে এবং ভাইকে নিয়ে অযোধ্যায় প্রবেশ করেন।। ৯১ ।। উদারহৃদয়া অনিন্দিতা সীতা গঙ্গাকে ঐরকম বলতে বলতে সত্বর দক্ষিণতীরে এসে উপস্থিত হলেন ।।৯২ ।। তীরে এসে নরশ্রেষ্ঠ শত্রুবিজয়ী রাম নৌকা থেকে নেমে ভাই এবং সীতাকে নিয়ে চলতে লাগলেন।। ৯৩ ।। সুমিত্রানন্দবর্ধন লক্ষ্মণকে মহাবীর রাম বললেন, জনসমন্বিত বা জনহীন বনে সর্বত্রই সীতার রক্ষায় তুমি তো থাকবে।। ৯৪।। বিশেষতঃ নির্জন বনে পত্নীকে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। লক্ষ্মণ, তুমি আগে আগে চলো। সীতা তোমাকে অনুসরণ করুক। সীতাকে ও তোমাকে রক্ষা করার জন্য আমি তোমাদের পেছনে যাবো। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এখন আমাদের পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করতে হবে।।৯৫-৯৬।। এতোদিন পর্যন্ত কোনো কঠিন কাজ করতে হয় নি। আজ সীতা বনবাসের দুঃখ কি তা বুঝতে পারবে।। ৯৭ ।। আজ বনে প্রবেশ করবে। সেখানে মানুষের সমাগম নেই। ক্ষেত্র এবং উদ্যানও নেই। সেখানকার ভূমিসন্নিবেশ উঁচু-নীচু।। ৯৮।। রামের কথা শুনে লক্ষ্মণ আগে আগে চললেন। তারপর সীতা। সবার পেছনে চললেন রঘুবংশধর রাম।। ৯৯।। গঙ্গার পরপারে রাম চলে গেলেও সুমন্ত্র সর্বক্ষণ তাকিয়েই আছেন। পথের দূরত্বের জন্য যখন তাঁর দৃষ্টি ব্যাহত হলো, তখন ব্যথিতচিত্তে অসহায় তিনি অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।।১০০।। লোকপালের মতো প্রভাব রামচন্দ্রের। বরদানকারী এই মহাত্মা মহানদী অতিক্রম করে মুহূর্তের মধ্যেই

স লোকপালপ্রতিমপ্রভাবস্তীর্ত্বা মহাত্মা বরদো মহানদীম্।
ততঃ সমৃদ্ধাঞ্ছুভশস্যমালিনঃ ক্ষণেন বৎসান্ মুদিতানুপাগমৎ।। ১০১
তৌ তত্র হত্বা চতুরো মহামৃগান্ বরাহমৃষ্যং পৃষতং মহারুরুম্।
আদায় মেধ্যং ত্বরিতং বুভুক্ষিতৌ বাসায় কালে যযতুর্বনস্পতিম্।। ১০২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

শস্যসমৃদ্ধ, মঙ্গলময়, বৎসদেশে আনন্দের সঙ্গে উপনীত হলেন।। ১০১ ।। সেখানে তাঁরা দুই ভাই বরাহ, ঋষ্য, পৃষত এবং মহারুরু নামক চারটি পবিত্র বিরাট হরিণ হত্যা করে, ক্ষুধার্ত হয়ে তাদের মাংস নিয়ে বাস করার জন্য তাড়াতাড়ি একটি বিশাল বৃক্ষের আশ্রয়ে গমন করলেন *(ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মাংসভোজন নিষিদ্ধ নয়। ঐ মৃগগুলির মাংস দিয়ে মাংসাষ্টকা শ্রাদ্ধও করা হয়)* ।। ১০২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বিপঞ্চাশ (৫২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

রামস্য খেদঃ, লক্ষ্মণস্য তদাশ্বাসনঞ্চ।

স তং বৃক্ষং সমাসাদ্য সন্ধ্যামন্বাস্য পশ্চিমাম্। রামো রময়তাং শ্রেষ্ঠ ইতি হোবাচ লক্ষ্মণম্।। ১
অদ্যেয়ং প্রথমা রাত্রির্যাতা জনপদাদ্ বহিঃ। যা সুমন্ত্রেণ রহিতা তাং নোৎকণ্ঠিতুমর্হসি।। ২
জাগর্তব্যমতন্দ্রিভ্যামদ্যপ্রভৃতি রাত্রিষু। যোগ-ক্ষেমৌ হি সীতায়া বর্তেতে লক্ষ্মণাবয়োঃ।। ৩
রাত্রিং কথঞ্চিদেবেমাং সৌমিত্রে বর্তয়ামহে। অপবর্তামহে ভূমাবাস্তীর্য স্বয়মর্জিতৈঃ।। ৪
স তু সংবিশ্য মেদিন্যাং মহার্হশয়নোচিতঃ। ইমাঃ সৌমিত্রয়ে রামো ব্যাজহার কথাঃ শুভাঃ।। ৫
ধ্রুবমদ্য মহারাজো দুঃখং স্বপিতি লক্ষ্মণ। কৃতকামা তু কৈকেয়ী তুষ্টা ভবিতুমর্হতি।। ৬
সা হি দেবী মহারাজং কৈকেয়ী রাজ্যকারণাৎ। অপি ন চ্যাবয়েৎ প্রাণান্ দৃষ্ট্বা ভরতমাগতম্।। ৭
অনাথশ্চ হি বৃদ্ধশ্চ ময়া চৈব বিনাকৃতঃ। কিং করিষ্যতি কামাত্মা কৈকেয্যা বশমাগতঃ।। ৮
ইদং ব্যসনমালোক্য রাজ্ঞশ্চ মতিবিভ্রমম্। কাম এবার্থ-ধর্মাভ্যাং গরীয়ানিতি মে মতিঃ।। ৯

ত্রিপঞ্চাশ (৫৩) সর্গ

রামের দুঃখপ্রকাশ। লক্ষ্মণের দ্বারা তাঁর আশ্বাসন।

আনন্দকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাম সেই বৃক্ষের কাছে গিয়ে সায়ং-সন্ধ্যা সমাপন করে লক্ষ্মণকে বললেন—।। ১ ।। জনপদের বাইরে এই প্রথম রাত কাটছে। সুমন্ত্রও সঙ্গে নেই। এজন্য তুমি উৎকণ্ঠিত হয়োনা।। ২ ।। আজ থেকে রাত্রে আমাদের অতন্দ্রভাবে জেগে থাকতে হবে। ওহে লক্ষ্মণ, সীতার নিরাপত্তা আমাদের দু'জনের উপরই নির্ভর করছে *(অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি হলো "যোগ"। প্রাপ্তবস্তুর রক্ষা হলো "ক্ষেম"। পূর্ণ নিরাপত্তাতেই তা সম্ভব। তাই, এখানে যোগ-ক্ষেম বলতে নিরাপত্তাকেই বুঝিয়েছে)*।। ৩ ।। ভাই সৌমিত্রে, কোনোরকমে আজকের রাত আমাদের কাটাতে হবে। চলো, তৃণ তুলে নিয়ে এসে মাটিতে বিছিয়ে শয্যা তৈরী করে আমরা তাতে শুয়ে পড়ি।। ৪ ।। মহার্ঘ শয্যায় যিনি শয়নে অভ্যস্ত, সেই রাম আজ মাটিতে বসে লক্ষ্মণকে এই সব শুভ কথা বলতে আরম্ভ করলেন।। ৫ ।। লক্ষ্মণ, আজ মহারাজ নিশ্চয়ই অতি দুঃখে ঘুমুতে গেছেন। কামনা পূর্ণ হওয়ায় কৈকেয়ী সন্তুষ্টা।। ৬ ।। দেবী কৈকেয়ী ভরতকে আসতে দেখে রাজ্যের কারণে আবার মহারাজের প্রাণ না বিনাশ করেন!।। ৭ ।। তিনি আজ বৃদ্ধ। আমায় ছেড়ে অনাথ। কামে পীড়িত হয়ে কৈকেয়ীর বশীভূত।। ৮ ।। রাজার এই মতিভ্রম এবং দুঃখ দেখে আমার মনে হচ্ছে অর্থ এবং ধর্মের চেয়ে কামই বেশী বলবান।। ৯ ।। লক্ষ্মণ, দেখো, কোন অবিদ্বান্ পিতা নারীর জন্য আমার মতো অনুগত পুত্রকে

কো হ্যবিদ্বানপি পুমান্ প্রমদায়াঃ কৃতে ত্যজেৎ। ছন্দানুবর্তিনং পুত্রং তাতো মামিব লক্ষ্মণ।। ১০
সুখী বত সুভার্য্যশ্চ ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ। মুদিতান্ কোসলানেকো যো ভোক্ষ্যত্যধিরাজবৎ।। ১১
স হি রাজ্যস্য সর্বস্য সুখমেকং ভবিষ্যতি। তাতে তু বয়সাতীতে ময়ি চারণ্যমাশ্রিতে।। ১২
অর্থ-ধর্মৌ পরিত্যজ্য যঃ কামমনুবর্ততে। এবমাপদ্যতে ক্ষিপ্রং রাজা দশরথো যথা।। ১৩
মন্যে দশরথান্তায় মম প্রব্রাজনায় চ। কৈকেয়ী সৌম্য সংপ্রাপ্তা রাজ্যায় ভরতস্য চ।। ১৪
অপীদানীং তু কৈকেয়ী সৌভাগ্যমদমোহিতা। কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ সা প্রবাধেত মৎকৃতে।। ১৫
মাতাস্মৎকারণাদ্দেবী সুমিত্রা দুঃখমাবসেৎ। অযোধ্যামিত এব ত্বং কালে প্রবিশ লক্ষ্মণ।। ১৬
অহমেকো গমিষ্যামি সীতয়া সহ দণ্ডকান্। অনাথায়া হি নাথস্ত্বং কৌসল্যায়া ভবিষ্যসি।। ১৭
ক্ষুদ্রকর্মা হি কৈকেয়ী দ্বেষাদন্যায়মাচরেৎ। পরিদদ্যাদ্ধি ধর্মজ্ঞ গরং তে মম মাতরম্।। ১৮
নূনং জাত্যন্তরে তাত স্ত্রিয়ঃ পুত্রৈর্বিয়োজিতাঃ। জনন্যা মম সৌমিত্রে তদদ্যৈতদুপস্থিতম্।। ১৯
ময়া হি চিরপুষ্টেন দুঃখসংবর্ধিতেন চ। বিপ্রযুজ্যত কৌসল্যা ফলকালে ধিগস্তু মাম্।। ২০
মাস্ম সীমন্তিনী কাচিজ্জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্। সৌমিত্রে যোঽহমম্বায়া দদ্মি শোকমনন্তকম্।। ২১
মন্যে প্রীতিবিশিষ্টা সা মত্তো লক্ষ্মণ সারিকা। যত্তস্যাঃ শ্রূয়তে বাক্যং শুক পাদমরের্দশ।। ২২
শোচন্ত্যাশ্চাল্পভাগ্যায়া ন কিঞ্চিদুপকুর্বতা। পুত্রেণ কিমপুত্রায়া ময়া কার্যমরিন্দম।। ২৩
অল্পভাগ্যা হি মে মাতা কৌসল্যা রহিতা ময়া। শেতে পরমদুঃখার্তা পতিতা শোকসাগরে।। ২৪
একো হ্যহমযোধ্যাঞ্চ পৃথিবীং চাপি লক্ষ্মণ। তরেয়মিষুভিঃ ক্রুদ্ধো ননু বীর্যমকারণম্।। ২৫
অধর্মভয়ভীতশ্চ পরলোকস্য চানঘ। তেন লক্ষ্মণ নাদ্যাহমাত্মানমভিষেচয়ে।। ২৬

ত্যাগ করেন ?।। ১০ ।। কৈকেয়ীপুত্র ভরত সুন্দরী ভার্যাকে নিয়ে সুখী হবে। আনন্দসমৃদ্ধ কোশলদেশকে সম্রাটের মতো একাই সে ভোগ করবে।। ১১ ।। রাজার বয়স হয়ে গেছে। আমি অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছি। সমগ্র রাজ্যের সুখ সে একাই ভোগ করবে ।। ১২ ।। অর্থ এবং ধর্মপরিত্যাগ করে যে কেবল কামের অনুসরণ করে, রাজা দশরথের মতোই সে শীঘ্রই বিপন্ন হয়।। ১৩ ।। হে সৌম্য, আমি মনে করি, দশরথের ধ্বংসের, আমার বনবাস এবং ভরতের রাজ্যলাভের জন্যই কৈকেয়ী এসেছেন।। ১৪ ।। মনে হচ্ছে, সৌভাগ্যগর্বে গর্বিতা হয়ে কৈকেয়ী আমারই জন্য মাতা কৌশল্যা এবং সুমিত্রাকে কষ্ট দিচ্ছেন।। ১৫ ।। আমাদের জন্যই মা সুমিত্রাদেবীকে কষ্ট পেতে হবে। তাই, বলি লক্ষ্মণ, তুমি এখান থেকে চলে গিয়ে অযোধ্যায় প্রবেশ করো।। ১৬ ।। আমি একাই সীতাসহ দণ্ডকায় যাবো। অনাথা কৌশল্যার তুমিই হবে রক্ষক।। ১৭ ।। বড়োই ছোটো কাজ করেন কৈকেয়ী। বিদ্বেষবশতঃ অন্যায়-আচরণ করতে পারেন। হে ধর্মজ্ঞ, আমার ও তোমার মাকে তিনি বিষও দিতে পারেন।। ১৮ ।। নিশ্চয়ই অন্য জন্মে, বৎস, আমার মা স্ত্রীলোকদের পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। তাই লক্ষ্মণ, আজ এই অবস্থা উপস্থিত হয়েছে ।। ১৯ ।। মা কৌশল্যা বহুকষ্টে আমাকে চিরকাল পুষ্ট করেছেন। কিন্তু ফললাভের কালে তিনি হলেন বিযুক্তা। আমায় ধিক্ ।।২০ ।। কোনো বিবাহিতা মহিলা আমার মতো পুত্রকে যেন জন্ম না দেন! লক্ষ্মণ, আমি যে মাকে অসীম শোক প্রদান করছি!।। ২১ ।। লক্ষ্মণ, মনে হচ্ছে, মায়ের পালিতা সারিকা আমার চেয়েও তাঁকে বেশী ভালোবাসে। 'শুক, তুমি শত্রুর পায়ে দংশন করো'— সারিকার এই কথা তিনি শুনে থাকেন ।।২২।। শোকার্তা, দুর্ভাগাবতী সেই মায়ের আমি কোনো উপকারই করতে পারি নি! হে বীর, বলো, আমাকে পুত্ররূপে পেয়ে পুত্রহীনা মাতার কি ভালো হলো!।।২৩ ।। আমার মায়ের ভাগ্যি খুবই অল্প। মাতা কৌশল্যাকে আমায় ছেড়ে থাকতে হচ্ছে! অত্যন্ত দুঃখে আর্ত হয়ে তিনি এখন শোকসাগরে নিমজ্জিতা।।২৪ ।। দেখো লক্ষ্মণ, আমি রেগে গিয়ে একাই বাণের দ্বারা শুধু অযোধ্যা কেন, সমগ্র পৃথিবীকেই করায়ত্ত করতে পারি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি এমনই যে, তাতে আমার বীরত্ব ব্যর্থ।।২৫ ।। নিষ্পাপ ভাই লক্ষ্মণ, অধর্ম এবং পরলোকের ভয়ে ভীত হয়ে আমি আজ নিজেকে অভিষিক্ত করতে পারছি না ।। ২৬ ।। এইভাবে নির্জন বনে আরো নানা কথায় বিলাপ করতে করতে

এতদন্যচ্চ করুণং বিলপ্য বিজনে বহু। অশ্রুপূর্ণমুখো দীনো নিশি তূষ্ণীমুপাবিশৎ।। ২৭
বিলাপোপরতং রামং গতার্চিষমিবানলম্। সমুদ্রমিব নির্বেগমাশ্বাসয়ত লক্ষ্মণঃ।। ২৮
ধ্রুবমদ্য পুরী রাম অযোধ্যায়ুধিনাং বর। নিষ্প্রভা ত্বয়ি নিষ্ক্রান্তে গতচন্দ্রেব শর্বরী।। ২৯
নৈতদৌপয়িকং রাম যদিদং পরিতপ্যসে। বিষাদয়সি সীতাঞ্চ মাং চৈব পুরুষর্ষভ।। ৩০
ন চ সীতা ত্বয়া হীনা না চাহমপি রাঘব। মুহূর্তমপি জীবাবো জলান্মৎস্যাবিবোদ্ধৃতৌ।। ৩১
নহি তাতং ন শত্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পরন্তপ। দ্রষ্টুমিচ্ছেয়মদ্যাহং স্বর্গং চাপি ত্বয়া বিনা।। ৩২
ততস্তত্র সমাসীনৌ নাতিদূরে নিরীক্ষ্য তাম্। ন্যগ্রোধে সুকৃতাং শয্যাং ভেজাতে ধর্মবৎসলৌ।। ৩৩
স লক্ষ্মণস্যোত্তমপুষ্কলং বচো নিশম্য চৈবং বনবাসমাদরাৎ।
সমাঃ সমস্তা বিদধে পরন্তপঃ প্রপদ্য ধর্মং সুচিরায় রাঘবঃ।। ৩৪
ততস্তু তস্মিন্ বিজনে মহাবলৌ মহাবনে রাঘববংশবর্ধনৌ।
ন তৌ ভয়ং সম্ভ্রমমভ্যুপেয়তুর্যথৈব সিংহৌ গিরিসানুগোচরৌ।। ৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

রামের মুখ চোখের জলে ভেসে গেলো। রাত্রে অত্যন্ত দৈন্যের সঙ্গে তিনি নীরব হয়ে গেলেন।। ২৭ ।। বিলাপ থেমে গেলে স্তব্ধ রামকে মনে হচ্ছিলো শিখাহীন অগ্নির মতো। লক্ষ্মণ তখন তাঁকে আশ্বাস দিলেন—।। ২৮ ।। দাদা, অস্ত্রধারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ। আপনি চলে আসায় অযোধ্যানগরী নিশ্চয়ই আজ চাঁদহীন রাতের মতো ম্লান হয়ে গেছে *(শর্বরী— রাত)* ।। ২৯ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, আমাকে আর সীতাদেবীকে কষ্ট দিয়ে এইভাবে পরিতাপ করা উচিত হচ্ছে না।। ৩০ ।। না দেবী সীতা, না আমি, জল থেকে তোলা মাছের মতো আপনাকে ছেড়ে এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারবো না ।।৩১ ।। আপনাকে ছেড়ে না বাবা, না শত্রুঘ্ন, না মাতা সুমিত্রা, হে বীর, এমন কি স্বর্গও আজ আমি দেখতে চাই না ।। ৩২ ।। তারপর, উপবিষ্ট ধর্মবৎসল রাম এবং সীতা অনতিদূরে বটগাছের নীচে শয্যা পাতা আছে দেখে শুতে গেলেন।।৩৩ ।। লক্ষ্মণের উত্তম এবং কল্যাণকর কথা শুনে বীর রাম সানন্দে নির্ধারিত চৌদ্দটি বৎসর ধর্মকে আশ্রয় করে বাস করতে মনঃস্থ করলেন।। ৩৪ ।। তারপর সেই নির্জন বনে রঘুবংশ-বর্ধন মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ পর্বতের সানুপ্রদেশে বিচরণকারী নির্ভীক সিংহের মতো অবস্থান করতে লাগলেন। কোনো ভয় এবং বিহ্বলতা তাঁদের স্পর্শ করে নি ।। ৩৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ত্রিপঞ্চাশ (৫৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

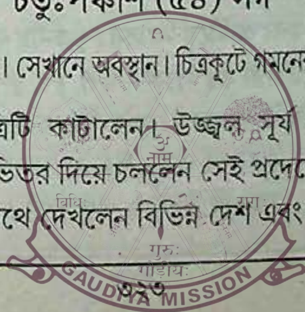
রামস্য ভরদ্বাজসমীপে গমনম্, তত্রাবস্থানঞ্চ, চিত্রকূটগমনায় ভরদ্বাজস্যাদেশশ্চ।

তে তু তস্মিন্মহাবৃক্ষে উষিত্বা রজনীং শুভাম্। বিমলেঽভ্যুদিতে সূর্যে তস্মাদ্দেশাৎ প্রতস্থিরে।। ১
যত্র ভাগীরথীং গঙ্গাং যমুনাভিপ্রবর্ততে। জগ্মুস্তং দেশমুদ্দিশ্য বিগাহ্য সুমহদ্ বনম্।। ২

চতুঃপঞ্চাশ (৫৪) সর্গ

ভরদ্বাজের কাছে রামের গমন। সেখানে অবস্থান। চিত্রকূটে গমনের জন্য ভরদ্বাজের আদেশ।

তিনজনে বিশাল বৃক্ষের নীচে রাত্রিটি কাটালেন। উজ্জ্বল সূর্য ওঠার পর তাঁরা সেখানে প্রস্থান করলেন।। ১ ।। এবার গভীর বনের ভিতর দিয়ে চললেন সেই প্রদেশে যেখানে যমুনার সঙ্গে গঙ্গা মিলিত হয়েছে।। ২ ।। যশস্বী তাঁরা। চলার পথে দেখলেন বিভিন্ন দেশ এবং সুন্দর অঞ্চলসমূহ। এসব স্থান তাঁরা



তে ভূমিভাগান্ বিবিধান্ দেশাংশ্চাপি মনোহরান্। অদৃষ্টপূর্বান্ পশ্যন্তস্তত্র তত্র যশস্বিনঃ।। ৩
যথা ক্ষেমেণ সংপশ্যন্ পুষ্পিতান্ বিবিধান্ দ্রুমান্। নির্বৃত্তমাত্রে দিবসে রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ।। ৪
প্রয়াগমভিতঃ পশ্য সৌমিত্রে ধূমমুত্তমম্। অগ্নের্ভগবতঃ কেতুং মন্যে সন্নিহিতো মুনিঃ।। ৫
নূনং প্রাপ্তাঃ স্ম সম্ভেদং গঙ্গা-যমুনায়োর্বয়ম্। তথাপি শ্রুয়তে শব্দো বারিণোর্বারিঘর্ষজঃ।। ৬
দারুণি পরিভিন্নানি বনজৈরুপজীবিভিঃ। ছিন্নাশ্চাপ্যাশ্রমে চৈতে দৃশ্যন্তে বিবিধা দ্রুমাঃ।। ৭
ধন্বিনৌ তৌ সুখং গত্বা লম্বমানে দিবাকরে। গঙ্গা-যমুনয়োঃ সন্ধৌ প্রাপতুর্নিলয়ং মুনেঃ।। ৮
রামস্ত্বাশ্রমমাসাদ্য ত্রাসয়ন্মৃগপক্ষিণঃ। গত্বা মুহূর্তমধ্বানং ভরদ্বাজমুপাগমৎ।। ৯
ততস্ত্বাশ্রমমাসাদ্য মুনের্দর্শনকাঙ্ক্ষিণৌ। সীতয়ানুগতৌ বীরৌ দূরাদেবাবতস্থতুঃ।। ১০
স প্রবিশ্য মহাত্মানমৃষিং শিষ্যগণৈর্বৃতম্।। সংশিতব্রতমেকাগ্রং তপসা লব্ধচক্ষুষম্।। ১১
হুতাগ্নিহোত্রং দৃষ্টৈব মহাভাগঃ কৃতাঞ্জলিঃ। রামঃ সৌমিত্রিণা সার্ধং সীতয়া চাভ্যবাদয়ৎ।। ১২
ন্যবেদয়ত চাত্মানং তস্মৈ লক্ষ্মণপূর্বজঃ। পুত্রৌ দশরথস্যাবাং ভগবন্ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ১৩
ভার্যা মমেয়ং কল্যাণী বৈদেহী জনকাত্মজা। মাং চানুজাতা বিজনং তপোবনমনিন্দিতা।। ১৪
পিত্রা প্রব্রাজ্যমানং মাং সৌমিত্রিরনুজঃ প্রিয়ঃ। অয়মন্বগমদ্ভ্রাতা বনমেব ধৃতব্রতঃ।। ১৫
পিত্রা নিযুক্তা ভগবন্ প্রবেক্ষ্যাম তপোবনম্। ধর্মমেবাচরিষ্যামস্তত্র মূলফলাশনাঃ।। ১৬
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ। উপানয়ত ধর্মাত্মা গামর্ঘমুদকং ততঃ।। ১৭
নানাবিধানন্নরসান্ বন্যমূলফলাশ্রয়ান্। তেভ্যো দদৌ তপ্ততপা বাসং চৈবাভ্যকল্পয়ৎ।। ১৮

ইতঃপূর্বে দেখেন নি।। ৩ ।। আনন্দের সঙ্গে দেখলেন কতো রকমের গাছ। তাতে ফুল ফুটে আছে। দিন শেষ হয়ে এলে রাম লক্ষ্মণকে বললেন—।। ৪ ।। ভই সৌমিত্রে, প্রয়াগের দিকে তাকিয়ে দেখো। ধূম উঠছে সে তো আগুনেরই চিহ্ন! মনে হচ্ছে, কাছেই কোনো মুনি বাস করছেন *(মুনিরা তিনবেলা যজ্ঞ করেন, ফলে সেখানে ধূম উদ্‌গীরণ হয়)*।। ৫ ।। তাহলে নিশ্চয়ই আমরা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে এসে গেছি। আর সেজন্যেই জলের সঙ্গে জলের সংঘর্ষের শব্দ শোনা যাচ্ছে।। ৬ ।। ভরদ্বাজের আশ্রমে বহুরকমের বৃক্ষ দেখা যাচ্ছে। বনবাসী কাঠুরেরা অনেক গাছ কেটেছে।। ৭ ।। সূর্য যখন পাটে বসেছে, তখন ধনুর্ধারী ঐ দুই বীর রাম ও লক্ষ্মণ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে মুনির আশ্রমে সুখেই চলে গেলেন।। ৮ ।। রামকে আশ্রমে আসতে দেখে পশুপাখীরা ভয় পেয়ে গেলো। মুহূর্তমাত্র পথ অতিক্রম করেই তাঁরা ভরদ্বাজের দেখা পেলেন।। ৯।। আশ্রমে এসে মুনির দর্শন আকাঙ্ক্ষা করে দূরে তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন। সীতাও তাঁদের অনুসরণ করলেন।। ১০ ।। শিষ্যগণ দ্বারা পরিবৃত হয়ে ঋষি বসে আছেন তাঁরা দেখলেন। একাগ্রভাবে ব্রতপালন করার তপস্যায় তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন।। ১১ ।। এই ঋষি নিত্য অগ্নিতে আহুতি দিয়ে যজ্ঞ করেন। তা দেখে লক্ষ্মণ এবং সীতাসহ রাম সেই মহাত্মাকে করজোড়ে প্রণাম নিবেদন করলেন।। ১২ ।। রাম নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, ভগবন্, আমরা দু'জন দশরথের পুত্র। রাম এবং লক্ষ্মণ।। ১৩ ।। জনকের কন্যা বিদেহরাজপুত্রী এই সীতা আমার পত্নী। এই প্রশংসনীয়-চরিতা নির্জন বনে আমাকে অনুগমন করে এসেছে।। ১৪ ।। বাবা আমাকে বনবাসের আদেশ দান করায় এই প্রিয় ছোটোভাই লক্ষ্মণ আমার অনুসরণ করছে। আর এই বিষয়ে সে দৃঢ়ব্রত।। ১৫ ।। হে ভগবন্, বাবার আদেশ মেনে নিয়ে আমরা তপোবনে প্রবেশ করবো। পাতা, ফল-মূল খেয়ে আমরা ধর্মই পালন করে যাবো।। ১৬ ।। প্রজ্ঞাবান রাজপুত্রের কথা শুনে ধর্মপ্রাণ ঋষি অর্ঘ্যের জন্য ধেনু এবং জল আনিয়ে নিলেন *(পূজনীয় ব্যক্তিকে অভ্যর্থনার সময় যা উপহার দেওয়া হয় তাই হলো অর্ঘ্য। সাধারণতঃ, তাতে ৮টি বস্তু থাকে—জল, দুধ, কুশাগ্র, দধি, ঘৃত, আতপ চাল, যব এবং শ্বেত সরষে। "আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রং চ দধি সর্পি সতণ্ডুলম্।/যবঃ সিদ্ধার্থকশ্চৈব অষ্টাঙ্গোঽর্ঘ্যঃ প্রকীর্তিতঃ।।)*।। ১৭ ।। কঠোর সেই তপস্বী তাঁদের দিলেন নানাবিধ অন্ন। পানীয়। বন্য ফল-মূল প্রভৃতি। তাঁদের থাকার জন্য বাসস্থানেরও ব্যবস্থা করলেন।। ১৮ ।। মহর্ষি ভরদ্বাজ পশুপাখী এবং মুনিদের দ্বারা চারদিকে পরিবৃত হয়ে

মৃগপক্ষিভিরাসীনো মুনিভিশ্চ সমন্ততঃ। রামমাগতমভ্যর্চ স্বাগতেনাগতং মুনিঃ।। ১৯
প্রতিগৃহ্য তু তামর্চামুপবিষ্টং স রাঘবম্। ভরদ্বাজোঽব্রবীদ্ বাক্যং ধর্মযুক্তমিদং তদা।। ২০
চিরস্য খলু কাকুৎস্থ পশ্যাম্যহমুপাগতম্। শ্রুতং তব ময়া চৈব বিবাসনমকারণম্।। ২১
অবকাশো বিবিক্তোঽয়ং মহানদ্যোঃ সমাগমে। পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ বসত্বিহ ভবান্ সুখম্।। ২২
এবমুক্তস্তু বচনং ভরদ্বাজেন রাঘবঃ। প্রত্যুবাচ শুভং বাক্যং রামঃ সর্বহিতে রতঃ।। ২৩
ভগবন্নিত আসন্নঃ পৌর-জানপদো জনঃ। সুদর্শমিহ মাং প্রেক্ষ্য মন্যেঽহমিমমাশ্রমম্।। ২৪
আগমিষ্যতি বৈদেহীং মাং চাপি প্রেক্ষকো জনঃ। অনেন কারণেনাহমিহ বাসং ন রোচয়ে।। ২৫
একান্তে পশ্য ভগবন্নাশ্রমস্থানমুত্তমম্। রমতে যত্র বৈদেহী সুখার্হা জনকাত্মজা।। ২৬
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ। রাঘবস্য তু তদ্ বাক্যমর্থগ্রাহকমব্রবীৎ।। ২৭
দশক্রোশ ইতস্তাত গিরির্যস্মিন্নিবৎস্যসি। মহর্ষিসেবিতঃ পুণ্যঃ পর্বতঃ শুভদর্শনঃ।। ২৮
গোলাঙ্গুলানুচরিতো বানরর্ক্ষনিষেবিতঃ। চিত্রকূট ইতি খ্যাতো গন্ধমাদনসন্নিভঃ।। ২৯
যাবতা চিত্রকূটস্য নরঃ শৃঙ্গাণ্যবেক্ষতে। কল্যাণানি সমাধত্তে ন পাপে কুরুতে মনঃ।। ৩০
ঋষয়স্তত্র বহবো বিহৃত্য শরদাং শতম্। তপসা দিবমারূঢাঃ কপালশিরসা সহ।। ৩১
প্রবিবিক্তমহং মন্যে তং বাসং ভবতঃ সুখম্। ইহ বা বনবাসায় বস রাম ময়া সহ।। ৩২
স রামং সর্বকামৈস্তং ভরদ্বাজঃ প্রিয়াতিথিম্। সভার্যং সহ চ ভ্রাত্রা প্রতিজগ্রাহ হর্ষয়ন্।। ৩৩
তস্য প্রয়াগে রামস্য তং মহর্ষিমুপেয়ুষঃ। প্রপন্না রজনী পুণ্যা চিত্রাঃ কথয়তঃ কথাঃ।। ৩৪
সীতা তৃতীয়ঃ কাকুৎস্থঃ পরিশ্রান্তঃ সুখোচিতঃ। ভরদ্বাজাশ্রমে রম্যে তাং রাত্রিমবসৎ সুখম্।। ৩৫

বসে আছেন। সমাগত রামকে স্বাগতি জানিয়ে মুনি বার্তালাপ করলেন—।। ১৯ ।। রাম অর্ঘ্য গ্রহণ করে উপবিষ্ট হলেন। ভরদ্বাজ তখন ধর্মপ্রাণ রামকে বললেন—।। ২০ ।। বহুকাল পরে রাম তোমাকে এখানে আসতে দেখলাম। তোমার নির্বাসনের কারণও আমি শুনেছি।। ২১ ।। দু'টি পুণ্যসলিলা মহানদীর সঙ্গমে এই স্থান পবিত্র। এবং রমণীয়। সুখে এখানেই তোমরা থেকে যাও।। ২২ ।। ভরদ্বাজের কথা শুনে সকলের মঙ্গলসাধনে-নিরত রাম কল্যাণকর এইকথা বললেন—।। ২৩ ।। ভগবন্, এখান থেকে কাছেই রয়েছে শহর ও গ্রাম। আমরা এই আশ্রমে আছি জানতে পারলে তারা এখানে এসে আমাদের দেখতে পাবে।। ২৪ ।। সীতা আর আমাকে দেখতে লোকজন চলে আসবে। এজন্যই এখানে বাস করা ভালো মনে করি না।। ২৫ ।। ভগবন্, আপনি একেবারে নির্জন একটি ভালো জায়গা আমাদের দেখে দিন যেখানে বিদেহদুহিতা সীতা সুখে থাকতে পারবে।। ২৬ ।। মহর্ষি ভরদ্বাজ রামের এই মঙ্গলকর কথা শুনে অর্থগর্ভ বাক্যে বললেন—।।২৭।। এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে যেখানে পাহাড় আছে, সেখানে একটি আশ্রম রয়েছে। মহর্ষিরা সেখানে বাস করেন। সেটি সর্বপ্রকারে পবিত্র স্থান। দেখলে পুণ্য হয়।। ২৮ ।। গোলাঙ্গুল নামক বানর এবং ভল্লুকেরা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। সেটি হলো চিত্রকূটপর্বত। দেখতে একেবারে গন্ধমাদনের মতো।। ২৯ ।। মানুষ যতোক্ষণ চিত্রকূটের শিখরগুলি দেখে, ততোক্ষণ তাদের মঙ্গল হয়। মনে পাপ আসতে পারে না।। ৩০ ।। বহু ঋষি সেখানে সাধনায় শতবর্ষ কাটিয়ে পক্ককেশে স্বর্গে গেছেন *(শরৎ—ঋতুবিশেষ, বৎসর। কপাল—মাথার খুলি। ঐটি শাদা। তেমনি শাদা চুলে অর্থাৎ পরিণত বয়সে স্বর্গে গেছেন)*।। ৩১ ।। আমার মনে হয় সেই বিশেষ নির্জন-বাস তোমার সুখকর হবে। নৈলে এইখানেই আমার সঙ্গেও বাস করতে পারো।। ৩২ ।। ধর্মজ্ঞ ঋষি ভরদ্বাজ। প্রিয় অতিথি রামকে ভার্যাও ভ্রাতার সঙ্গে সর্ববিধ কাম্যবস্তুর দ্বারা আপ্যায়িত করলেন।। ৩৩ ।। মহর্ষির সায়ংকালীন যজ্ঞকাল উপস্থিত হলো। রামের সঙ্গে নানান সুন্দর কাহিনীর আলোচনা করতে করতে ক্রমে রাত এগিয়ে এলো।। ৩৪ ।। সুখের জীবনে অভ্যস্ত রাম অত্যন্ত শ্রান্ত। রমণীয় ভরদ্বাজাশ্রমে লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে তিনজনে মিলে রাম সুখেই রাত কাটালেন।। ৩৫ ।। রাত্রি প্রভাত হলে নরশ্রেষ্ঠ রাম

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং ভরদ্বাজমুপাগমৎ। উবাচ নরশার্দূলো মুনিং জ্বলিততেজসম্।। ৩৬
শর্বরীং ভগবন্নদ্য সত্যশীল তবাশ্রমে। উষিতাঃ স্মেহ বসতিমনুজানাতু নো ভবান্।। ৩৭
রাত্র্যাং তু তস্যাং ব্যুষ্টায়াং ভরদ্বাজোঽব্রবীদিদম্। মধু-মূল-ফলোপেতং চিত্রকূটং ব্রজেতি হ।। ৩৮
বাসমৌপয়িকং মন্যে তব রাম মহাবল। নানানগগণোপেতঃ কিন্নরোরগসেবিতঃ।। ৩৯
ময়ূরনাদাভিরতো গজরাজনিষেবিতঃ। গম্যতাং ভবতা শৈলশ্চিত্রকূটঃ স বিশ্রুতঃ।। ৪০
পুণ্যশ্চ রমণীয়শ্চ বহুমূলফলাযুতঃ। তত্র কুঞ্জরযূথানি মৃগযূথানি চৈব হি।। ৪১
বিচরন্তি বনান্তেষু তানি দ্রক্ষ্যসি রাঘব। সরিৎ-প্রস্রবণ-প্রস্থান্ দরী-কন্দর-নির্ঝরান্।
চরতঃ সীতয়া সার্ধং নন্দিষ্যতি মনস্তব।। ৪২
প্রহৃষ্টকোযষ্টিভকোকিলস্বনৈর্বিনোদয়ন্তঞ্চ সুখং পরং শিবম্।
মৃগৈশ্চে মত্তৈর্বহুভিশ্চ কুঞ্জরৈঃ সুরম্যমাসাদ্য সমাবসাশ্রয়ম্।। ৪৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

তপস্তেজে ভাস্বর ভরদ্বাজের কাছে গিয়ে বললেন—।।৩৬ ।। ভগবন্, আপনি সত্যচরিত্র। আপনার আশ্রমে আজ আমরা বাস করলাম। এখন আপনি আমাদের যাবার অনুমতি দিন।।৩৭ ।। রাত ভোর হয়ে গেছে দেখে ভরদ্বাজ বললেন, বেশ, মধু, মূল এবং ফল যেখানে মেলে সেই চিত্রকূটেই তোমরা এবার যাও।।৩৮ ।। হে মহাবীর রাম, সেখানেই তোমাদের বাস সমুচিত হবে বলে আমি মনে করি। নানাধরনের গাছ ওখানে রয়েছে। কিন্নর এবং উরগেরা ঐখানে বিরাজ করে।। ৩৯ ।। সর্বদাই সেখানে শোনা যায় ময়ূরের কেকাধ্বনি। বিশালকায় হস্তীরা ওখানে ঘুরে বেড়ায়। সেই বিখ্যাত চিত্রকূটে তুমি চলে যাও।। ৪০ ।। ঐ পর্বত পবিত্র এবং সুন্দর। বহু ফলমূল ঐখানে পাওয়া যায়। দলে দলে হস্তী এবং হরিণ বিচরণ করে।। ৪১ ।। রাম, বনান্তে দেখবে নদী। ঝর্ণা। পর্বতশিলা। দরী তথা কৃত্রিম গুহা ও কন্দর তথা অকৃত্রিম স্বাভাবিক গুহা দেখবে। দেখতে পাবে পার্বত্য নদী। সীতার সঙ্গে যখন ঐখানে বেড়াবে তখন ঐ দৃশ্যাবলী তোমার মনকে আনন্দিত করবে।। ৪২ ।। অত্যন্ত আনন্দে টিট্টিভ এবং কোকিলেরা সেখানে শব্দ করছে। বহু আনন্দমত্ত হরিণ এবং হস্তীর দ্বারা পূর্ণ ঐ সুরম্য স্থান সবার চিত্তকে বিনোদিত করছে। ঐখানে তোমরা আশ্রয় গ্রহণ করে সুখে বাস করো।। ৪৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের চতুঃপঞ্চাশ (৫৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামপ্রভৃতীনুদ্দিশ্য ভরদ্বাজমুনেঃ স্বস্তিবাচনম্, চিত্রকূটগমনমার্গস্য পরিচয়ঃ, তত্র গমনায় নির্দেশদানঞ্চ, স্বনির্মিতপ্লবেন শ্রীরামপ্রভৃতীনাং পারেযমুনগমনম্, যমুনাদেব্যাঃ সমীপে শ্যামবটবৃক্ষস্য চ সমীপে সীতাদেব্যাঃ প্রার্থনম্, যমুনাকূলস্থিতবনে তেষাং বিচরণম্, সমতলভূমৌ রাত্রিযাপনঞ্চ।

উষিত্বা রজনীং তত্র রাজপুত্রাবরিন্দমৌ। মহর্ষিমভিবাদ্যাথ জগ্মতুস্তং গিরিং প্রতি।। ১

পঞ্চপঞ্চাশ (৫৫) সর্গ

শ্রীরাম-প্রমুখের উদ্দেশে মহর্ষি ভরদ্বাজের স্বস্তিবচন। চিত্রকূটে যাবার পথের পরিচয়-বর্ণনা। সেখানে যাবার জন্য নির্দেশদান। নিজেদের নির্মিত ভেলার সাহায্যে শ্রীরামাদির যমুনা-অতিক্রম। যমুনার তীরে "শ্যাম" নামক বটবৃক্ষের কাছে সীতাদেবীর প্রার্থনা। যমুনা তীরের বনে বিচরণ। সমতলস্থানে রাত্রিযাপন।

রাতটি কাটিয়ে শত্রুদমনকারী দুই বীর রাজপুত্র মহর্ষিকে প্রণাম জানিয়ে চিত্রকূটপর্বতের দিকে যাত্রা করলেন।। ১ ।। বাবা যেমন নিজের পুত্রদের বিদেশে যেতে দেখলে মঙ্গলানুষ্ঠান করেন, তেমনি মহর্ষি

তেষাং স্বস্ত্যয়নং চৈব মহর্ষিঃ স চকার হ। প্রস্থিতান্ প্রেক্ষ্যতাংশ্চৈব পিতাপুত্রানিবৌরসান্।। ২
ততঃ প্রচক্রমে বক্তুং বচনং স মহামুনিঃ। ভরদ্বাজো মহাতেজা রামং সত্যপরাক্রমম্।। ৩
গঙ্গা-যমুনয়োঃ সন্ধিমাদায় মনুজর্ষভ। কালিন্দীমনুগচ্ছেতাং নদীং পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্।। ৪
অথাসাদ্য তু কালিন্দীং প্রতিস্রোতঃসমাগতাম্। তস্যাস্তীর্থং প্রচরিতং প্রকামং প্রেক্ষ্য রাঘব।
তত্র যূয়ং প্লবং কৃত্বা তরতাংশুমতীং নদীম্।। ৫
ততো ন্যগ্রোধমাসাদ্য মহান্তং হরিতচ্ছদম্। পরীতং বহুভির্বৃক্ষৈঃ শ্যামং সিদ্ধোপসেবিতাম্।। ৬
তস্মিন্ সীতাঞ্জলিং কৃত্বা প্রযুঞ্জীতাশিষঃ ক্রিয়াম্। সমাসাদ্য চ তং বৃক্ষং বসেদ্ বাতিক্রমেত বা।। ৭
ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা নীলং প্রেক্ষ্য চ কাননম্। শল্লকী-বদরীমিশ্রং রাম বন্যৈশ্চ যামুনৈঃ।। ৮
স পন্থাশ্চিত্রকূটস্য গতস্য বহুশো ময়া। রম্যো মার্দবযুক্তশ্চ দাবৈশ্চৈব বিবর্জিতঃ।। ৯
ইতি পন্থানমাদিশ্য মহর্ষিঃ স ন্যবর্তত। অভিবাদ্য তথেত্যুক্ত্বা রামেণ বিনিবর্তিতঃ।। ১০
উপাবৃত্তে মুনৌ তস্মিন্ রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ। কৃতপুণ্যাঃ স্ম ভদ্রং তে মুনির্যন্নোঽনুকম্পতে।। ১১
ইতি তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ মন্ত্রয়িত্বা মনস্বিনৌ। সীতামেবাগ্রতঃ কৃত্বা কালিন্দীং জগ্মতুর্নদীম্।। ১২
অথাসাদ্য তু কালিন্দীং শীঘ্রং স্রোতস্বিনীং নদীম্। চিন্তামাপেদিরে সদ্যো নদীজলতিতীর্ষবঃ।। ১৩
তৌ কাষ্ঠসঙ্ঘাটমথো চক্রতুঃ সুমহাপ্লবম্। শুষ্কৈর্বংশৈঃ সমাকীর্ণমুশীরৈশ্চ সমাবৃতম্।। ১৪
ততো বৈতসশাখাশ্চ জম্বুশাখাশ্চ বীর্যবান্। চকার লক্ষ্মণশ্ছিত্ত্বা সীতায়াঃ সুখমাসনম্।। ১৫

ভরদ্বাজও তাঁদের যেতে দেখে স্বস্ত্যয়ন করলেন *(স্বস্তি+অয়ন=কল্যাণের জন্য কার্যানুষ্ঠান)*।। ২ ।। এবার মহা-তেজস্বী ভরদ্বাজ সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমশালী রামকে বলতে উপক্রম করলেন।। ৩ ।। হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গমস্থলে গিয়ে যমুনার স্রোতের বিপরীত দিকে তুমি যাবে *(কলিন্দের কন্যা বলে যমুনা কালিন্দী)*।। ৪ ।। যমুনার স্রোতের প্রতিকূলে কিছুটা গিয়ে লোকাকীর্ণ ঘাট দেখতে পাবে। সেখানে তোমরা ভেলা তৈরী করে সূর্যকন্যা যমুনা নদী পার হয়ে যাবে *(ঋষির ভৌগোলিক জ্ঞান নিখুঁত। রামচন্দ্রেরা রাজপুত্র হলেও সর্বকার্য দক্ষ। প্রাচীন ভারতে শ্রমের মর্যাদা ছিলো বলেই রাজপুত্রেরাও নৌকো তৈরীর শ্রমিকের কাজেও নিপুণ)*।। ৫ ।। সেখানে গিয়ে দেখবে সবুজ-পাতায় ভরা বিশাল এক বটগাছ। আরো বহুগাছ তাকে ঘিরে রয়েছে। সেই বটগাছের নাম "শ্যাম"। সিদ্ধ নামক উপদেবতারা ঐ গাছের অর্চনা করেন।। ৬ ।। সীতা সেখানে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করবে। সেই গাছের কাছে গিয়ে একটু জিরিয়ে নিতেও পারো; ক্লান্ত না হলে অতিক্রম করে এগিয়েও যেতে পারো।। ৭ ।। এক ক্রোশ মাত্র গিয়ে নীলকানন দেখতে পাবে। রাম, যমুনার তীরে বন্য শল্লকী ও কুল গাছে-ভরা ঐ পথ *(শল্লকী—লোয়াল ফল। আমলকীর মতো টক অথচ ছোটো)*।। ৮ ।। এটিই হচ্ছে চিত্রকূটের পথ। আমি বহুবার ঐ পথে গেছি। ঐপথ রমণীয়। শীতল এবং দাবানল-বর্জিত *(পর্বতের বনে হঠাৎ আগুন জ্বলে ওঠে। তাকেই দাবানল বলা হয়)*।। ৯ ।। মহর্ষি এইভাবেই পথের নির্দেশ দিয়ে নিবৃত্ত হলেন। রামও "বেশ"—বলে তাঁকে প্রণাম করে মুনিকে আর এগোতে বারণ করলেন।। ১০ ।। মহর্ষি ভরদ্বাজ ফিরে গেলে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, আমরা আগে নিশ্চয়ই পুণ্য করেছিলাম। তাই মুনি এইভাবে আমাদের অনুকম্পা করছেন। ভাই, তোমার কল্যাণ হোক।। ১১ ।। নরশ্রেষ্ঠ মনস্বী এই দু'জনে এইভাবে আলোচনা করে সীতাকে সামনে নিয়ে যমুনা নদীর দিকে চলতে লাগলেন।। ১২ ।। তীব্রস্রোতা নদী যমুনার তীরে সত্বর এসে নদীর জলপ্রবাহ অতিক্রম করার ইচ্ছায় তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন।। ১৩ ।। তাঁরা দু'জনে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বেশ বড়ো একটি ভেলা তৈরী করলেন। শুকনো বুনো বেনামূল দিয়ে সেটি করলেন আচ্ছাদিত *(উশীর—বেনামূল। এই মূলের বৈশিষ্ট্য এই যে, তা গরম হয় না। মাথা ধরলে এই মূলের রস দেওয়া হয়। রোদে যাতে কাঠের ভেলা তেতে না যায় সেজন্যেই এই বেনামূলের আচ্ছাদন)*।। ১৪।। এবার শক্তিশালী লক্ষ্মণ বেতের আর জামগাছের শাখা কেটে নিয়ে সীতার জন্য সুখাসন তৈরী করলেন।। ১৫ ।। দশরথ-নন্দন রাম তখন অচিন্তনীয়া দেবী লক্ষ্মীর মতো লজ্জিতা সীতাকে ঐ ভেলায়

তত্র শ্রিয়মিবাচিন্ত্যাং রামো দাশরথিঃ প্রিয়াম্। ঈষৎ সলজ্জমানাং তামধ্যারোপয়ত প্লবম্।। ১৬
পার্শ্বে তত্র চ বৈদেহ্যা বসনে ভূষণানি চ। প্লবে কঠিনকাজঞ্চ রামশ্চক্রে সমাহিতঃ।। ১৭
আরোপ্য সীতাং প্রথমং সংঘাটং পরিগৃহ্য তৌ।। ততঃ প্রতরেতুর্যত্তৌ প্রীতৌ দশরথাত্মজৌ।। ১৮
কালিন্দীমধ্যমায়াতা সীতা ত্বেনামবন্দত। স্বস্তি দেবি তরামি ত্বাং পারয়েন্মে পতিব্রতম্।। ১৯
যক্ষ্যে ত্বাং গোসহস্রেণ সুরাঘটশতেন চ। স্বস্তি প্রত্যাগতে রামে পুরীমিক্ষ্বাকুপালিতাম্।। ২০
কালিন্দীমথ সীতা তু যাচমানা কৃতাঞ্জলিঃ। তীরমেবাভিসংপ্রাপ্তা দক্ষিণং বরবর্ণিনী।। ২১
ততঃ প্লবেনাংশুমতীং শীঘ্রগামূর্মিমালিনীম্। তীরজৈর্বহুভির্বৃক্ষৈঃ সংতেরুর্যমুনাং নদীম্।। ২২
তে তীর্ণাঃ প্লবমুৎসৃজ্য প্রস্থায় যমুনাবনাৎ। শ্যামং ন্যগ্রোধমাসেদুঃ শীতলং হরিতচ্ছদম্।। ২৩
ন্যগ্রোধং সমুপাগম্য বৈদেহী চাভ্যবন্দত। নমস্তেঽস্তু মহাবৃক্ষ পারয়েন্মে পতিব্রতম্।। ২৪
কৌসল্যাং চৈব পশ্যেম সুমিত্রাঞ্চ যশস্বিনীম্। ইতি সীতাঞ্জলিং কৃত্বা পর্যগচ্ছন্মনস্বিনী।। ২৫
অবলোক্য ততঃ সীতামাযাচন্তীমনিন্দিতাম্। দয়িতাঞ্চ বিধেয়াঞ্চ রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।। ২৬
সীতামাদায় গচ্ছ ত্বমগ্রতো ভরতানুজ। পৃষ্ঠতোঽনুগমিষ্যামি সায়ুধো দ্বিপদাং বর।। ২৭
যদ্‌যৎ ফলং প্রার্থয়তে পুষ্পং বা জনকাত্মজা। তত্তৎ প্রযচ্ছ বৈদেহ্যা যত্রাস্যা রমতে মনঃ।। ২৮
গচ্ছতোস্তু তয়োর্মধ্যে বভূব জনকাত্মজা। মাতঙ্গয়োর্মধ্যগতা শুভা নাগবধূরিব।।
একৈকং পাদপং গুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্। অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং পপ্রচ্ছ সাঽবলা।। ২৯

আরোহণ করালেন।। ১৬ ।। ভেলায় সীতার পাশে সীতার বসন এবং অলঙ্কার, খনিত্র এবং ঝুড়ি সাবধানে রাম রেখে দিলেন *(কঠিন—খনিত্র, খন্তা। কাজ—ঝুড়ি)*।। ১৭ ।। প্রথমে সীতাকে উঠিয়ে দশরথ পুত্র দু'জনে দাঁড় হাতে নিয়ে আনন্দের সঙ্গে নদী পার হতে লাগলেন *(সংঘাট—দাঁড়। রাজপুত্রেরা নৌ-চালনায়ও দক্ষ ছিলেন)*।। ১৮ ।। যমুনার মধ্যদেশে যখন এলেন, সীতা তাকে বন্দনা করে বললেন। দেবি, আজ আপনার উপর দিয়ে আমার পতি যেন, মা, আপনার আশীর্বাদে তাঁর ব্রত পালন করতে পারেন।। ১৯ ।। ইক্ষ্বাকু-বংশের দ্বারা পালিতা অযোধ্যাপুরীতে ভালোভাবে রাম ফিরে এলে সহস্র গাভী এবং এক শত সুরাপূর্ণ কলশের দ্বারা আপনাকে পূজা করবো।। ২০ ।। সুন্দরী সীতা কৃতাঞ্জলি হয়ে যমুনাকে প্রার্থনা করতে করতে দক্ষিণতীরে চলে এলেন।। ২১ ।। এইভাবে ভেলায় করে খরস্রোতা তরঙ্গসঙ্কুল সূর্যকন্যা যমুনানদী তাঁরা পার হয়ে এলেন। তার তীরে রয়েছে বহুবিধ বৃক্ষ।। ২২ ।। তাঁরা তীরে এসে ভেলা ছেড়ে দিয়ে যমুনাতীরের বন থেকে প্রস্থান করলেন। শ্যামল পত্রাচ্ছাদিত "শ্যাম" নামক শীতল বটবৃক্ষের ছায়ায় তাঁরা আশ্রয় নিলেন।। ২৩ ।। বটগাছের কাছে এসে সীতা বন্দনা করে বললেন, হে মহাবৃক্ষ, আপনাকে নমস্কার। আমার পতি যেন বনবাস ব্রত ভালোভাবে পালন করতে পারেন।। ২৪ ।। আমরা যেন ফিরে গিয়ে মাতা কৌশল্যা এবং যশস্বিনী সুমিত্রাকে দেখতে পাই। মনস্বিনী সীতা অঞ্জলি রচনা করে এই বলে বটবৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করলেন।। ২৫ ।। প্রাণপ্রিয়া, অনুকূল আচরণকারিণী, অনিন্দিতা সীতাকে প্রার্থনারতা দেখে রাম লক্ষ্মণকে বললেন—।।২৬ ।। নরশ্রেষ্ঠ ভাই ভরতানুজ লক্ষ্মণ, সীতাকে নিয়ে তুমি আগে আগে যাও। আমি অস্ত্র নিয়ে তোমাদের পশ্চাতে অনুসরণ করবো *(জন্মানুসারে পৌর্বাপর্যে রাম, ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন। দ্বিপদ—মানুষ)*।। ২৭ ।। সীতা যে যে ফল এবং যে ফুল চাইবেন সেগুলি সবই তাঁকে দেবে। তাতে তার মন আনন্দে থাকবে *(রাম-সীতার প্রকৃতি প্রেম লক্ষণীয়। পার্থিব ঐশ্বর্যের চেয়ে প্রকৃতির ফুলে-ফলেই তাঁদের বেশী আকর্ষণ। সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যে এই নিসর্গ প্রেম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য)*।। ২৮ ।। দুই ভাই চলেছেন। মধ্যে রয়েছেন সীতা। মনে হচ্ছিলো দু'টি বিশালদেহী মত্ত হস্তীর মধ্যে যেন কল্যাণী হস্তিবধূ *(এই শ্লোকটি কোনো কোনো পাঠে নেই। আমরা থাকা সঙ্গত বলেই মনে করি)* এক একটি তরু, গুল্ম, পুষ্পিতা লতা দেখে সীতা রামকে তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করছেন। কারণ, এগুলিতো আগে তিনি দেখেন নি।। ২৯ ।। সীতার কথা শুনে লক্ষ্মণ ফুলসমেত

রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুসুমোৎকরান্। সীতাবচনসংরব্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ।। ৩০
বিচিত্রবালুকজলাং হংস-সারসনাদিতান্। রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্।। ৩১
ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। বহূন্ মেধ্যান্ মৃগান্ হত্বা চেরতুর্যমুনাবনে।। ৩২
বিহৃত্য তে বর্হিণযূথ-নাদিতে শুভে বনে বারণ-বানরাযুতে।
সমং নদীবপ্রমুপেত্য সত্বরং নিবাসমাজগ্মুরদীনদর্শনাঃ।। ৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

অনেকরকমের তরুশাখা এনে সীতাকে দিলেন।। ৩০ ।। যমুনানদীতে দেখলেন বিচিত্র জল এবং বালুকারাশি। হংস এবং সারস সেখানে কূজন করছে। রাজা জনকের দুহিতা সীতা এইসব দেখে আনন্দিতা।। ৩১ ।। এক ক্রোশমাত্র গিয়েই রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই যজ্ঞীয় পবিত্র হরিণ হনন করালেন, তারপর যমুনাতীরের বনে তাঁরা ঘুরে বেড়াতে লাগলেন *(ক্ষত্রিয়দের মৃগয়া বৈধ কর্ম)*।। ৩২ ।। সুন্দর সেই বনে ময়ূর কেকাধ্বনি করছিলো। হস্তী আর বানর সেখানে বেড়াছিলো। সুন্দরদর্শন এই রাজকুমার দু'জন নদীর উঁচু পাড়ে গিয়ে অবস্থান করলেন *(বপ্র—প্রাচীর, উঁচুস্থান, মাটির ঢিবি)*।। ৩৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চপঞ্চাশ (৫৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

বনশোভাং পশ্যতাং শ্রীরামপ্রভৃতীনাং চিত্রকূটগমনম্, তত্র বাল্মীকি-মুনেঃ (নায়ং রামায়ণপ্রণেতা) দর্শনলাভঃ, লক্ষ্মণেন পর্ণশালায়া নির্মাণম্, মৃগমাংসদ্বারা বাস্তুপূজানন্তরং সর্বেষাং পর্ণশালায়াং প্রবেশশ্চ।

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামবসুপ্তমনন্তরম্। প্রবোধয়ামাস শনৈর্লক্ষ্মণং রঘুপুঙ্গবম্।। ১
সৌমিত্রে শৃণু বন্যানাং বল্গু ব্যাহরতাং স্বনম্। সংপ্রতিষ্ঠামহে কালঃ প্রস্থানস্য পরন্তপ।। ২
প্রসুপ্তস্তু ততো ভ্রাত্রা সময়ে প্রতিবোধিতঃ। জহৌ নিদ্রাঞ্চ তন্দ্রাঞ্চ প্রসক্তঞ্চ পরিশ্রমম্।। ৩
তত উত্থায়তে সর্বে স্পৃষ্ট্বা নদ্যাঃ শিবং জলম্। পন্থানমৃষিভির্জুষ্টং চিত্রকূটস্য তং যযুঃ।। ৪
ততঃ সম্প্রস্থিতঃ কালে রামঃ সৌমিত্রিণা সহ। সীতাং কমলপত্রাক্ষীমিদং বচনমব্রবীৎ।। ৫
আদীপ্তানিব বৈদেহি সর্বতঃ পুষ্পিতান্নগান্। স্বৈঃ পুষ্পৈঃ কিংশুকান্ পশ্য মালিনঃ শিশিরাত্যয়ে।। ৬

ষট্পঞ্চাশ (৫৬) সর্গ

বনের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে শ্রীরামাদির চিত্রকূটে গমন। সেখানে বাল্মীকি নামে অন্য একজনের দর্শনলাভ। লক্ষ্মণের দ্বারা পর্ণকুটীর নির্মাণ। মৃগের মাংস উৎসর্গ করে বাস্তুপূজো করে সকালের পর্ণশালায় প্রবেশ।

রাত শেষ হয়ে গেলে রাম ঘুম থেকে উঠে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ তন্দ্রামগ্ন লক্ষ্মণকে ধীরে ধীরে জাগালেন।। ১ ।। লক্ষ্মণ, শোনো, বনের পাখীদের কী সুন্দর কূজন! হে বীর ভাই, এখনই যাত্রার সময়। চলো, এখন আমরা যাত্রা করি *(কর্তব্যনিষ্ঠ রামের এতো অনভ্যস্ত পরিশ্রমেও ক্লান্তি নেই)*।। ২ ।। ঘুমিয়ে-পড়া ভাই দাদার দ্বারা জেগে উঠলেন। নিদ্রা, তন্দ্রা এবং দীর্ঘ পথচলার ক্লান্তি ঝেড়ে ফেললেন।।৩ ।। তাঁরা সবাই উঠে নদীর পবিত্র জলে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করলেন। ঋষিরা যে পথে গেছেন, সেইপথে তাঁরা চিত্রকূটের দিকে এগিয়ে চললেন।। ৪ ।। লক্ষ্মণকে নিয়ে তখন চলার পথে রাম সীতার সঙ্গে বার্তালাপ করলেন। সীতার চোখ ছিলো দেখতে পদ্মের পাপড়ির মতো।। ৫ ।। বৈদেহি, দেখো, শীত চলে যাওয়ায় পাহাড়গুলি কিরকম উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। চারদিকে পলাশের সমারোহ। পাহাড় যেন আজ ফুলের মালায় সেজেছে *(কিংশুক—পলাশ। শিশির—শীত)*।। ৬ ।। দেখো, ভল্লাতক আর বেলগাছগুলি ফল আর ফুলের ভারে নীচে নেমে এসেছে।

পশ্য ভল্লাতকান্ বিল্বান্ নরৈরনুপসেবিতান্। ফল-পুষ্পৈরবনতান্নূনং শক্ষ্যাম জীবিতুম্।। ৭
পশ্য দ্রোণপ্রমাণানি লম্বমানানি লক্ষ্মণ। মধূনি মধুকারীভিঃ সম্ভৃতানি নগে নগে।। ৮
এষ ক্রোশতি দত্যূহস্তং শিখী প্রতিকূজতি। রমণীয়ে বনোদ্দেশে পুষ্পসংস্তরসঙ্কটে।। ৯
মাতঙ্গযূথানুসৃতং পক্ষিসংঘানুনাদিতম্। চিত্রকূটমিমং পশ্য প্রবৃদ্ধশিখরং গিরিম্।। ১০
সমভূমিতলে রম্যে দ্রুমৈর্বহুভিরাবৃতে। পুণ্যে রংস্যামহে তাত চিত্রকূটস্য কাননে।। ১১
ততস্তৌ পাদচারেণ গচ্ছন্তৌ সহ সীতয়া। রম্যমাসেদতুঃ শৈলং চিত্রকূটং মনোরমম্।। ১২
তং তু পর্বতমাসাদ্য নানাপক্ষিগণাযুতম্। বহুমূল-ফলং রম্যং সম্পন্নসরসোদকম্।। ১৩
মনোজ্ঞোঽয়ং গিরিঃ সৌম্য নানাদ্রুম- লতাযুতঃ। বহুমূলফলো রম্যঃ স্বাজীবঃ প্রতিভাতি মে।। ১৪
মুনয়শ্চ মহাত্মানো বসন্ত্যস্মিন্ শিলোচ্চয়ে। অয়ং বাসো ভবেত্তাত বয়মত্র বসেমহি।। ১৫
ইতি সীতা চ রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ। অভিগম্যাশ্রমং সর্বে বাল্মীকিমভিবাদয়ন্।। ১৬
তান্মহর্ষিঃ প্রমুদিতঃ পূজয়ামাস ধর্মবিৎ! আস্যতামিতি চোবাচ স্বাগতং তং নিবেদ্য চ।। ১৭
ততোঽব্রবীন্মহাবাহুর্লক্ষ্মণং লক্ষ্মণাগ্রজঃ। সংনিবেদ্য যথান্যায়মাত্মানমৃষয়ে প্রভুঃ।। ১৮
লক্ষ্মণানয় দারূণি দৃঢানি চ বরাণি চ। কুরুষ্বাবসথং সৌম্য বাসে মেঽভিরতং মনঃ।। ১৯
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা সৌমিত্রির্বিবিধান্ দ্রুমান্। আজহার ততশ্চক্রে পর্ণশালামরিন্দমঃ।। ২০
তাং নিষ্ঠিতাং বদ্ধকটাং দৃষ্ট্বা রামঃ সুদর্শনম্। শুশ্রূষমাণমেকাগ্রমিদং বচনমব্রবীৎ।। ২১
ঐণেয়ং মাংসমাহৃত্য শালাং যক্ষ্যামহে বয়ম্। কর্তব্যং বাস্তুশমনং সৌমিত্রে চিরজীবিভিঃ।। ২২

কোনো মানুষ যত্ন করে না। তবু ও কীরকম বেঁচে থাকতে পারে। এইখানেই নিশ্চয়ই আমরাও বেঁচে থাকতে পারবো।। ৭ ।। লক্ষ্মণ, আরো দেখো, গাছে গাছে মৌচাক ঝুলছে। তাতে মৌমাছিরা দ্রোণ-পরিমাণ তথা সেরে সেরে মধুসঞ্চয় করে রেখেছে।।৮ ।। ঐ দেখো ডাহুক পাখী ডাকছে। আর ময়ূর তার প্রতিধ্বনি করছে। রমণীয় এই বনভূমি। স্তরে স্তরে ফুল ফুটে আছে। কী বৈচিত্র্য!।। ৯ ।। ঐ দেখো, উঁচু শিখর নিয়ে চিত্রকূট দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে হস্তীরা দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখীরা করছে কূজন।। ১০ ।। বৎস, চিত্রকূটের সুন্দর এবং পবিত্র বনে, যেখানে সমতলভূমিতে রয়েছে বহুরকমের গাছের ছায়া, সেখানে আমরা আনন্দে ঘুরে বেড়াবো।। ১১ ।। এবার, সীতাকে নিয়ে দুই ভাই হাঁটতে হাঁটতে সুন্দর চিত্রকূটের মনোরম পাহাড়ে চলে এলেন।। ১২ ।। এসে দেখলেন নানা ধরনের পাখীতে পূর্ণ ঐ পর্বত। বহুরকমের মূল এবং ফল মেলে। ভালো জলও রয়েছে।। ১৩ ।। স্নেহের ভাই, দেখো, নানা গাছ আর লতায় ভারী সুন্দর এই পাহাড়! সুন্দর এইস্থানে বহুরকমের মূল এবং ফল পাওয়া যায়। আমাদের জীবনধারণের এটিই অনুকূল স্থান।। ১৪ ।। এই শৈলে মহাত্মা এবং মুনিরা বাস করেন। এটিই আমাদের বাসভূমি হবে। চলো, আমরা এখানেই বাস করি।।১৫।। সীতা, রাম আর লক্ষ্মণ এইরকমের আলোচনা করে কৃতাঞ্জলি হয়ে সেখানে আশ্রমে গিয়ে সবাই মিলে বাল্মীকিকে প্রণাম জানালেন *(এই বাল্মীকি রামায়ণ-রচয়িতা নন। একই নামের পৃথক্ এক ঋষি)*।। ১৬ ।। ধর্মজ্ঞ মহর্ষিও আনন্দিত হয়ে তাঁদের স্বাগতি জানিয়ে বললেন, বসুন।। ১৭ ।। মহাবীর, শক্তিমান, লক্ষ্মণের অগ্রজ রাম যথাযথভাবে ঋষিকে নিজেদের পরিচয় নিবেদন করে লক্ষ্মণকে বললেন—।। ১৮ ।। ভাই লক্ষ্মণ, ভালো আর বেশ শক্ত কাঠ নিয়ে এসো। সৌম্য, ঘর তৈরী করো। এইখানেই বাস করতে আমার মনে ইচ্ছা হচ্ছে *(আবসথ—বাসগৃহ)*।। ১৯ ।। তাঁর কথা শুনে শত্রুবিজয়ী বীর লক্ষ্মণ নানারকমের গাছ থেকে কাঠসংগ্রহ করলেন। তৈরী করলেন পর্ণশালা।। ২০ ।। সুনির্মিত, ভালো আচ্ছাদনবিশিষ্ট পর্ণকুটীর দেখে রাম সুদর্শন, একনিষ্ঠ সেবাপরায়ণ লক্ষ্মণকে বললেন—।। ২১ ।। এণ নামক হরিণের পবিত্র মাংস সংগ্রহ করে এই পর্ণশালায় আমরা যজ্ঞ করবো। লক্ষ্মণ, দেখো, যারা দীর্ঘজীবী হতে চায়, তাদের বাস্তুশান্তি করা উচিত।। ২২ ।। শুভদর্শন লক্ষ্মণ, তাড়াতাড়ি হরিণকে হত্যা করে এখানে নিয়ে এসো। শাস্ত্রে যে বিধি রয়েছে

মৃগং হত্বানয় ক্ষিপ্রং লক্ষ্মণেহ শুভেক্ষণ। কর্তব্যঃ শাস্ত্রদৃষ্টো হি বিধির্ধর্মমনুস্মর।। ২৩
ভ্রাতুর্বচনমাজ্ঞায় লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। চকার চ যথোক্তং হি তং রামঃ পুনরব্রবীৎ।। ২৪
ঐণেয়ং শ্রপয়স্বৈতচ্ছালাং যক্ষ্যামহে বয়ম্। ত্বর সৌম্য মুহূর্তোঽয়ং ধ্রুবশ্চ দিবসো হ্যয়ম্।। ২৫
স লক্ষ্মণঃ কৃষ্ণমৃগং হত্বা মেধ্যং প্রতাপবান্। অথ চিক্ষেপ সৌমিত্রিঃ সমিদ্ধে জাতবেদসি।। ২৬
তত্তু পক্বং সমাজ্ঞায় নিষ্টপ্তং ছিন্নশোণিতম্ লক্ষ্মণঃ পুরুষব্যাঘ্রমথ রাঘবমব্রবীৎ।। ২৭
অয়ং সর্বঃ সমস্তাঙ্গঃ শৃতঃ কৃষ্ণমৃগো ময়া। দেবতা দেবসঙ্কাশ যজস্ব কুশলো হ্যসি।। ২৮
রামঃ স্নাত্বা তু নিয়তো গুণবান্ জপকোবিদঃ। সংগ্রহে নাকরোৎ সর্বান্ মন্ত্রান্ সত্রাবসানিকান্।। ২৯
ইষ্ট্বা দেবগণান্ সর্বান্ বিবেশাবসথং শুচিঃ। বভূব চ মনোহ্লাদো রামস্যামিততেজসঃ।। ৩০
বৈশ্বদেববলিং কৃত্বা রৌদ্রং বৈষ্ণবমেব চ। বাস্তুসংশমনীয়ানি মঙ্গলানি প্রবর্তয়ন্।। ৩১
জপঞ্চ ন্যায়তঃ কৃত্বা স্নাত্বা নদ্যাং যথাবিধি। পাপসংশমনং রামশ্চকার বলিমুত্তমম্।। ৩২
বেদিস্থলবিধানানি চৈত্যান্যায়তনানি চ। আশ্রমস্যানুরূপাণি স্থাপয়ামাস রাঘবঃ।। ৩৩
বন্যৈর্মাল্যৈঃ ফলৈর্মূলৈঃ পক্বৈর্মাংসৈর্যথাবিধি। অদ্ভির্জপৈশ্চ বেদোক্তৈর্দর্ভৈশ্চ সসমিৎকুশৈঃ।
তৌ তর্পয়িত্বা ভূতানি রাঘবৌ সহ সীতয়া। তদা বিবিশতুঃ শালাং সুশুভাং শুভলক্ষণৌ।।
তাং বৃক্ষপর্ণচ্ছদনাং মনোজ্ঞাং যথাপ্রদেশং সুকৃতাং নিবাতাম্।
বাসায় সর্বে বিবিশুঃ সমেতাঃ সভাং যথা দেবগণাঃ সুধর্মাম্।। ৩৪

সেই বিধিই অনুসরণ করা কর্তব্য। তাই ধর্মকে স্মরণ করো।। ২৩ ।। শত্রুবীরহন্তা লক্ষ্মণ দাদার বাক্য মেনে নিয়ে তিনি যা বলেছিলেন তাই করলেন। তখন রাম তাঁকে আবার বললেন— *(বীরহা—বীরকে যিনি হত্যা করতে সমর্থ)*।। ২৪ ।। এণ নামক হরিণের মাংস রান্না করো। আমরা বাস্তুপূজা করবো। ভাই, তাড়াতাড়ি করো। ধ্রুব নক্ষত্রসমন্বিত এই দিনটি।। ২৫ ।। বীর লক্ষ্মণ যজ্ঞে আহুতি দেবার যোগ্য একটি কৃষ্ণ হরিণ হত্যা করলেন। জ্বলন্ত অগ্নিতে তাকে নিক্ষেপ করলেন।। ২৬ ।। ভালোভাবে সেটি পাক হওয়ায় রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেলো। এই বুঝে লক্ষ্মণ পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে বললেন—।। ২৭ ।। সর্বাঙ্গ সুন্দর কৃষ্ণমৃগটিকে পূরো আমি পাক করেছি। দেবতার মতো আপনি দেবযজ্ঞে নিপুণ। এই মাংস দিয়ে তাই যজ্ঞ করুন *(শৃত—শৃ+ক্ত=শৃ -ধাতুর অর্থ রান্না করা)*।। ২৮ ।। অতঃপর গুণবান, জপ-প্রাজ্ঞ রাম স্নান করে, সংযমপালন করে সকল মন্ত্রপাঠ করে যজ্ঞ পরিসমাপ্তি করলেন *(সত্র—যজ্ঞ)*।। ২৯ ।। অভীষ্ট সকল দেবতার পূজা শেষ করে পবিত্রচিত্তে তিনি বাসগৃহে প্রবেশ করলেন। অমিততেজা রামের মন তখন আনন্দে পূর্ণ হলো।। ৩০ ।। তিনি বৈশ্বদেবগণকে, রুদ্রকে এবং বিষ্ণুকে পূজার উপহার নিবেদন করে বাস্তুশান্তির মাঙ্গলিক কর্মাদি আরম্ভ করলেন *(বৈশ্বদেব—একটি বিশেষ দেবগোষ্ঠী। যাঁরা বিশ্বের সর্বত্র লোককল্যাণে ঘুরে বেড়ান)*।। ৩১ ।। শাস্ত্রীয় নিয়মে নদীতে স্নান করে যথাযথভাবে জপ করে রাম উত্তম বলি প্রদান করলেন। তাতে পাপ হবে প্রশমিত।। ৩২ ।। তারপর, রাম আশ্রমের যোগ্যরূপে বেদি, চৈত্য ও মন্দির স্থাপন করলেন।।। ৩৩ ।। এবারে সুলক্ষ্মণযুক্ত রঘুবংশধর দু'জন বনফুলের মালা, ফল, মূল রান্না করা মাংস, জল, তারপর বেদোক্ত জপ, কুশ, যজ্ঞীয় কাঠ প্রভৃতির দ্বারা ভূতগণের তৃপ্তিবিধান করে সীতাসহ সুন্দর এবং শুভদায়ক পর্ণশালায় প্রবেশ করলেন *(এই শ্লোকটি কোনো কোনো পাঠে নেই)*। দেবগণ যেমন দেবগৃহের সভায় প্রবেশ করেন, তেমনি তাঁরাও সকলে বাসের জন্য ঐ পর্ণকুটীরে প্রবেশ করলেন। গাছের পাতা দিয়ে সেটি ভালোভাবে আচ্ছাদিত করা হয়েছে। দেখতে খুবই সুন্দর। উপযুক্ত স্থানে নির্মিত। বাতাসের বেগও সইতে পারবে *(নানা ধরণের পাখী ও পশুর দ্বারা ঐ স্থানটি পূর্ণ। সেখানে আছে বহুবিধ গাছ। তাতে থোকায় থোকায় ফুটেছে রঙ -বেরঙ্-এর ফুল। উত্তম সেই বনে হিংস্র পশু ও হরিণেরা শব্দ করছে। কারো কারো মতে এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত)*।।৩৪।। তাঁরা সুন্দর চিত্রকূটপর্বতে এসে পেলেন মাল্যবতীনদীকে। তাতে রয়েছে সুন্দর সব ঘাট।

অনেক-নানামৃগপক্ষিসঙ্কুলে বিচিত্র-পুষ্পস্তবকৈর্দ্রুমৈর্যুতে।
বনোত্তমে ব্যালমৃগানুনাদিতে তদা বিজহ্রুঃ সুসুখং জিতেন্দ্রিয়াঃ।
সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং নদীঞ্চ তাং মালবতীং সুতীর্থাম্।
ননন্দ হৃষ্টো মৃগ-পক্ষিযুষ্টাং জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ।। ৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

পাখী আর হরিণে-ভরা ঐ সুন্দর স্থানে এসে তাঁরা আনন্দিত হলেন। নগরী ছেড়ে আসার দুঃখ তাঁরা ঝেড়ে ফেললেন।। ৩৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ষট্পঞ্চাশ (৫৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

সুমন্ত্রস্যাযোধ্যাপ্রত্যাবর্তনম্, শ্রীরামপ্রভৃতীনাং সন্দেশং শ্রুত্বা পুরবাসিনাং বিলাপঃ, রাজ্ঞো দশরথস্য কৌসল্যায়াশ্চ মূর্চ্ছা, অন্তঃপুরস্থিতানাং রমণীনাং বিলাপশ্চ।

কথয়িত্বা তু দুঃখার্তঃ সুমন্ত্রেণ চিরং সহ। রামে দক্ষিণকূলস্থে জগাম স্বগৃহং গুহঃ।। ১
ভরদ্বাজাভিগমনং প্রয়াগে চ সভাজনম্। আ গিরের্গমনং তেষাং তত্রস্থৈরভিলক্ষিতম্।। ২
অনুজ্ঞাতঃ সুমন্ত্রোঽথ যোজয়িত্বা হয়োত্তমান্ অযোধ্যামেব নগরীং প্রযযৌ গাঢ়দুর্মনাঃ।। ৩
স বনানি সুগন্ধীনি সরিতশ্চ সরাংসি চ। পশ্যন্ সূতো যযৌ শীঘ্রং গ্রামাণি নগরাণি চ।। ৪
ততঃ সায়াহ্নসময়ে দ্বিতীয়েঽহনি সারথিঃ। অযোধ্যাং সমনুপ্রাপ্য নিরানন্দাং দদর্শ হ।। ৫
স শূন্যামিব নিঃশব্দাং দৃষ্ট্বা পরমদুর্মনাঃ। সুমন্ত্রশ্চিন্তয়ামাস শোকবেগসমাহতঃ।। ৬
কচ্চিন্ন সগজা সাশ্বা সজনা সজনাধিপা। রামসন্তাপদুঃখেন দগ্ধা শোকাগ্নিনা পুরী।। ৭
ইতি চিন্তাপরঃ সূতো বাজিভিঃ শীঘ্রযাযিভিঃ। নগরদ্বারমাসাদ্য ত্বরিতঃ প্রবিবেশ হ।। ৮
সুমন্ত্রমভিধাবন্তঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ। ক্ব রাম ইতি পৃচ্ছন্তঃ সূতমভ্যদ্রবন্নরাঃ।। ৯
তেষাং শশংস গঙ্গায়ামহমাপৃচ্ছ্য রাঘবম্। অনুজ্ঞাতো নিবৃত্তোঽস্মি ধার্মিকেণ মহাত্মনা।। ১০

সপ্তপঞ্চাশ (৫৭) সর্গ

সুমন্ত্রের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন। শ্রীরাম প্রভৃতির সংবাদ শুনে পুরবাসীদের বিলাপ। রাজা দশরথ ও কৌশল্যার মূর্চ্ছা। অন্তঃপুরবাসিনী রমণীদের বিলাপ।

রাম গঙ্গার দক্ষিণতীরে চলে গেলে দুঃখার্ত গুহ সুমন্ত্রের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করে নিজের বাড়ীতে চলে গেলেন।। ১ ।। ঋষি ভরদ্বাজের কাছে গমন, প্রয়াগে সম্বর্ধনা লাভ, চিত্রকূটপর্বতে গমন পর্যন্ত তাঁর প্রেরিত মানুষদের কাছে সব জানতে পারলেন।। ২ ।। সুমন্ত্রও এবার অনুমতি নিয়ে উত্তম অশ্বগুলিকে রথে যুক্ত করে অত্যন্ত ভাঙা মন নিয়ে অযোধ্যা নগরীতেই প্রস্থান করলেন।। ৩ ।। তিনি ফুলের গন্ধ-ভরা বনরাজি, নদী ও সরোবর, গ্রাম এবং নগর সব দেখতে দেখতে দ্রুত চলতে লাগলেন।। ৪ ।। দ্বিতীয়দিনে সন্ধ্যায় সারথি সুমন্ত্র অযোধ্যায় প্রবেশ করে দেখলেন চতুর্দিকে নিরানন্দ।। ৫ ।। পরমবিষণ্ণ সুমন্ত্র অযোধ্যাকে শূন্য এবং নিঃশব্দ দেখে শোকে অভিভূত হয়ে চিন্তা করলেন— ।।৬ ।। হস্তী, অশ্ব, জনগণ এবং রাজাকে নিয়ে রামের জন্য শোকে দুঃখে এই অযোধ্যাপুরী কি দগ্ধ হয়ে গেছে?।। ৭ ।। সারথি এইরকম চিন্তা করতে করতে দ্রুতগামী অশ্বের সাহায্যে নগরের দ্বারদেশে পৌঁছে তাড়াতাড়ি ভেতরে প্রবেশ করলেন।। ৮ ।। সেইসময় পুরবাসীরা শত শত, হাজারে হাজারে সুমন্ত্রের দিকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করছিলো, কোথায় রাম?।।৯।। সুমন্ত্র বললেন, আমি গঙ্গাতীরে রামকে বিদায় দিয়ে সেই ধার্মিক মহাত্মার আদেশে ফিরে এসেছি।। ১০ ।।

তে তীর্ণা ইতি বিজ্ঞায় বাষ্পপূর্ণমুখা নরাঃ। অহো ধিগতিনিঃশ্বস্য হা রামেতি বিচুক্রুশুঃ।। ১১
শুশ্রাব চ বচস্তেষাং বৃন্দং বৃন্দঞ্চ তিষ্ঠতাম্। হতাঃ স্ম খলু যেনেহ পশ্যাম ইতি রাঘবম্।। ১২
দান-যজ্ঞ-বিবাহেষু সমাজেষু মহৎসু চ। ন দ্রক্ষ্যামঃ পুনর্জাতু ধার্মিকং রামমন্তরা।। ১৩
কিং সমর্থং জনস্যাস্য কিং প্রিয়ং কিং সুখাবহম্। ইতি রামেণ নগরং পিত্রেব পরিপালিতম্।। ১৪
বাতায়নগতানাঞ্চ স্ত্রীণামন্বন্তরাপণম্। রামমেবাভিতপ্তানাং শুশ্রাব পরিদেবনাম্।। ১৫
স রাজমার্গমধ্যেন সুমন্ত্রঃ পিহিতাননঃ। যত্র রাজা দশরথস্তদেবোপযযৌ গৃহম্।। ১৬
সোঽবতীর্য রথাচ্ছীঘ্রং রাজবেশ্ম প্রবিশ্য চ। কক্ষ্যাঃ সপ্তাভিচক্রাম মহাজনসমাকুলাঃ।। ১৭
হর্ম্যৈর্বিমানৈঃ প্রাসাদৈরবেক্ষ্যাথ সমাগতম্। হাহাকারকৃতা নার্যো রামাদর্শনকর্শিতাঃ।। ১৮
আয়তৈর্বিমলৈর্নেত্রৈরশ্রুবেগপরিপ্লুতৈঃ। অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তেঽব্যক্তমার্ততরাঃ স্ত্রিয়ঃ।। ১৯
ততো দশরথস্ত্রীণাং প্রাসাদেভ্যস্ততস্ততঃ। রামশোকাভিতপ্তানাং মন্দং শুশ্রাব জল্পিতম্।। ২০
সহ রামেণ নির্য্যাতো বিনা রামমিহাগতঃ। সূতঃ কিং নাম কৌসল্যাং ক্রোশন্তীং প্রতিবক্ষ্যতি।। ২১
যথা চ মন্যে দুর্জীবমেবং ন সুকরং ধ্রুবম্। আচ্ছিদ্য পুত্রে নির্যাতে কৌসল্যা যত্র জীবতি।। ২২
সত্যরূপং তু তদ্বাক্যং রাজস্ত্রীণাং নিশাময়ন্। প্রদীপ্ত ইব শোকেন বিবেশ সহসা গৃহম্।। ২৩
স প্রবিশ্যাষ্টমীং কক্ষ্যাং রাজানং দীনমাতুরম্। পুত্রশোকপরিদ্যূনমপশ্যৎ পাণ্ডুরে গৃহে।। ২৪
অভিগম্য তমাসীনং রাজানমভিবাদ্য চ। সুমন্ত্রো রামবচনং যথোক্তং প্রত্যবেদয়ৎ।। ২৫
স তূষ্ণীমেব তচ্ছ্রুত্বা রাজা বিদ্রুতমানসঃ। মূর্চ্ছিতো ন্যপতদ্ ভূমৌ রামশোকাভিপীড়িতঃ।। ২৬

তাঁরা গঙ্গা পার হয়ে চলে গেছেন জেনে জলভরা চোখে মুখে—"আমাদের ধিক্", "হায় রাম"—বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো।। ১১ ।। দলে দলে লোক এসে দাঁড়িয়ে বলছিলো, রামকে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তখন নিশ্চয়ই আমরা মারা গেছি। সুমন্ত্র যেতে যেতে এই সব শুনছিলেন।। ১২ ।। দান, যজ্ঞ, বিবাহ এবং বড়ো বড়ো সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা আর কখনো ধার্মিক রামকে কাছে দেখতে পাবো না *(জাতু—কখনো। অন্তরা—কাছে, দূরে)*।। ১৩ ।। এখানকার জনগণের কিরকম হওয়া উচিত, কিভাবে আমাদের প্রিয় কার্য সম্পাদিত হবে, কিসে আমাদের সুখ হবে—এইভাবে চিন্তা করে রাম সমগ্র নগরকে পিতার মতো পালন করতেন।। ১৪ ।। বাজারের দোকানের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে জানলার ধারে-বসা শোকতপ্ত স্ত্রীলোকদের রামের জন্য বিলাপ সুমন্ত্র শুনতে লাগলেন।। ১৫ ।। সুমন্ত্র রাজপথের মধ্য দিয়ে মুখ ঢেকে, যে গৃহে দশরথ রয়েছেন সেখানে চলে গেলেন।। ১৬ ।। তিনি রথ থেকে তাড়াতাড়ি নেমে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করে সাতটি মহল অতিক্রম করলেন। দেখলেন সেখানে প্রচুর লোকজন ছড়িয়ে আছে।। ১৭ ।। হর্ম্য, বিমান ও প্রাসাদের উপর আরোহণ করে রামের অদর্শনে উৎকণ্ঠিতা হয়ে রমণীরা হাহাকার করছিলেন।। ১৮ ।। স্ত্রীলোকেরা আর্ত হয়ে অশ্রুপূর্ণ বিশাল ও বিমল নয়নে একে অপরকে উদাসভাবে দেখতে লাগলেন।। ১৯ ।। রামের শোকে সন্তপ্ত, দশরথের পত্নীদের মৃদু বিলাপ প্রাসাদের মধ্য থেকেই শোনা যাচ্ছিলো।। ২০ ।। সারথি সুমন্ত্র রামের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে রামকে ছেড়ে ফিরে এসেছেন। ক্রন্দনরতা কৌশল্যাকে এখন তিনি কি বলবেন?।। ২১ ।। এইরকম দুঃখময় জীবনে বেঁচে থাকা নিশ্চয়ই সহজ নয়। বিচ্ছিন্ন হয়ে পুত্র চলে গেলেও কৌশল্যা যে এখন বেঁচে আছেন।। ২২ ।। রাজপত্নীদের আন্তরিক শোকবাক্য শুনতে শুনতে নিজে যেন আরো শোকে দগ্ধ হয়ে সুমন্ত্র সত্বর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলেন।। ২৩।। অষ্টম মহলে প্রবেশ করে শোকম্লান কক্ষে পুত্রশোকে শোচনীয়ভাবে কাতর, দৈন্যদশায় নিপতিত রাজাকে তিনি দেখতে পেলেন।। ২৪ ।। সুমন্ত্র উপবিষ্ট রাজার কাছে গিয়ে প্রণাম করে রাম যা বলেছিলেন তা নিবেদন করলেন।। ২৫ ।। বিহ্বলচিত্ত রাজা নীরবে তা শুনে রামের শোকে অত্যন্ত পীড়িত অবস্থায় মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।। ২৬ ।। পৃথিবীপতি দশরথ মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে অন্তঃপুরিকারা বাহু উৎক্ষিপ্ত

ততোঽন্তঃপুরমাবিদ্ধং মূর্ছিতে পৃথিবীপতৌ। উচ্ছ্রিত্য বাহূ চুক্রোশ নৃপতৌ পতিতে ক্ষিতৌ।। ২৭
সুমিত্রয়া তু সহিতা কৌসল্যা পতিতং পতিম্। উত্থাপয়ামাস তদা বচনং চেদমব্রবীৎ।। ২৮
ইমং তস্য মহাভাগ দূতং দুষ্করকারিণঃ। বনবাসাদনুপ্রাপ্তং কস্মান্ন প্রতিভাষসে।। ২৯
অদ্যেমমনয়ং কৃত্বা ব্যপত্রপসি রাঘব। উত্তিষ্ঠ সুকৃতং তেঽস্তু শোকে ন স্যাৎ সহায়তা।। ৩০
দেব যস্যা ভয়াদ্ রামং নানুপৃচ্ছসি সারথিম্। নেহ তিষ্ঠতি কৈকেয়ী বিশ্রব্ধং প্রতিভাষ্যতাম্।। ৩১
সা তথোক্ত্বা মহারাজং কৌসল্যা শোকলালসা। ধরণ্যাং নিপপাতাশু বাষ্পবিপ্লুতভাষিণী।। ৩২
বিলপন্তীং তথা দৃষ্ট্বা কৌসল্যাং পতিতাং ভুবি। পতিং চাবেক্ষ্য তাঃ সর্বাঃ সমন্তাদ্ রুরুদুঃ স্ত্রিয়ঃ।। ৩৩
ততস্তমন্তঃপুরনাদমুত্থিতং সমীক্ষ্য বৃদ্ধাস্তরুণাশ্চ মানবাঃ।
স্ত্রিয়শ্চ সর্বা রুরুদুঃ সমন্ততঃ পুরং তদাসীৎ পুনরেব সঙ্কুলম্।। ৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

করে ক্রন্দন করতে লাগলেন।। ২৭ ।। দেবী কৌশল্যা সুমিত্রার সাহায্যে ভূপতিত পতিকে তুলে বসিয়ে বললেন—।। ২৮ ।। মহারাজ, অতি কঠিন কাজ করে দূত হয়ে সূত সুমন্ত্র বনবাস থেকে ফিরে এসেছেন। আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন না কেন?।। ২৯ ।। হে রঘুবংশধর, আগে এই অন্যায় করে এখন আপনি লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আপনি উঠুন। আপনার পুণ্য হোক। শোকে আপনি সহায়তা করবেন না।।৩০ ।। দেব, যার ভয়ে সারথিকে আপনি রামের কথা জিজ্ঞেস করছেন না, সেই কৈকেয়ী এখানে নেই। নিশ্চিন্তে আপনি আলাপ করুন।। ৩১ ।। শোকক্লিষ্টা কৌশল্যা চোখের জলে ভেসে মহারাজকে এই কথা বলে তৎক্ষণাৎ মাটিতে ভেঙে পড়লেন।।৩২ ।। কৌশল্যাকে ঐভাবে কেঁদে মাটিতে পড়ে যেতে এবং পতি দশরথকে ঐ অবস্থায় দেখে নারীরা সকলে সবদিক থেকে কেঁদে উঠলেন।। ৩৩ ।। অন্তঃপুরবাসিনীদের এই কান্নার শব্দ ভালোভাবে শুনে বৃদ্ধ থেকে তরুণ পর্যন্ত সকল পুরুষ এবং রমণীরা কাঁদতে লাগলেন। সমগ্র নগরী তখন আবার সব দিক হতে কান্নায় ভরে গেলো।। ৩৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের সপ্তপঞ্চাশ (৫৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

মহারাজ-দশরথেন জিজ্ঞাসিতস্য সুমন্ত্রস্য যথাযথং রামবার্তা-পরিবেষণম্।

প্রত্যাশ্বস্তো যদা রাজা মোহাৎ প্রত্যাগতস্মৃতিঃ। তদা জুহাব তং সূতং রামবৃত্তান্তকারণাৎ।। ১
তদা সূতো মহারাজং কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ। রামমেবানুশোচন্তং দুঃখশোকসমন্বিতম্।। ২
বৃদ্ধং পরমসন্তপ্তং নবগ্রহমিবং দ্বিপম্। বিনিঃশ্বসন্তং ধ্যায়ন্তমস্বস্থমিব কুঞ্জরম্।। ৩
রাজা তু রজসা সূতং ধ্বস্তাঙ্গং সমুপস্থিতম্। অশ্রুপূর্ণমুখং দীনমুবাচ পরমার্তবৎ।। ৪
ক্ব নু বৎস্যতি ধর্মাত্মা বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ। সোঽত্যন্তসুখিতঃ সূত কিমশিষ্যতি রাঘবঃ।। ৫

অষ্টপঞ্চাশ (৫৮) সর্গ

মহারাজ দশরথের জিজ্ঞাসা। সুমন্ত্রের যথাযথভাবে রামের সংবাদ পরিবেশন।

কিছুক্ষণ পরে মূর্ছা থেকে রাজার চেতনা ফিরে এলো। আশ্বস্ত হয়ে রামের সংবাদ জানার জন্য তিনি সারথি সুমন্ত্রকে ডেকে পাঠালেন।। ১ ।। সারথি তখন কৃতাঞ্জলি হয়ে রামের শোকে দুঃখে বিলাপরত মহারাজের কাছে উপস্থিত হলেন।। ২ ।। পরম শোকার্ত বৃদ্ধ রাজার অবস্থা তখন সদ্য ধরা-পড়া হস্তীর মতো। অস্বস্থ হস্তীর মতো তিনি চিন্তামগ্ন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন *(নব-গ্রহ—নতুন ধরা হয়েছে এমন)*।।৩ ।। ধূলায় সর্বাঙ্গ ধূসরিত সূতের মুখ অশ্রুপূর্ণ। অবস্থা শোচনীয়। অত্যন্ত আর্ত হয়ে রাজা তাঁকে বললেন—।। ৪ ।। সারথে, ধর্মপ্রাণ রাম আমার কোথায় গাছের নীচে থাকবে? সে যে অত্যন্ত সুখে পালিত! সে এখন কি খাবে?।।৫।।

দুঃখস্যানুচিতো দুঃখং সুমন্ত্র শয়নোচিতঃ। ভূমিপালাত্মজো ভূমৌ শেতে কথমনাথবৎ।। ৬
যং যান্তমনুযান্তি স্ম পদাতি-রথ-কুঞ্জরাঃ। স বৎস্যতি কথং রামো বিজনং বনমাশ্রিতঃ।। ৭
ব্যালৈর্মৃগৈরাচরিতং কৃষ্ণসর্পনিষেবিতম্। কথং কুমারৌ বৈদেহ্যা সার্ধং বনমুপাশ্রিতৌ।। ৮
সুকুমার্যা তপস্বিন্যা সুমন্ত্র সহ সীতয়া। রাজপুত্রৌ কথং পাদৈরবরুহ্য রথাদ্‌গতৌ।। ৯
সিদ্ধার্থঃ খলু সূত ত্বং যেন দৃষ্টৌ মমাত্মজৌ। বনান্তং প্রবিশন্তৌ তাবশ্বিনাবিব মন্দরম্।। ১০
কিমুবাচ বচো রামঃ কিমুবাচ চ লক্ষ্মণঃ। সুমন্ত্র বনমাসাদ্য কিমুবাচ চ মৈথিলী।। ১১
আসিতং শয়িতং ভুক্তং সূত রামস্য কীর্তয়। জীবিষ্যাম্যহমেতেন যযাতিরিব সাধুষু।। ১২
ইতি সূতো নরেন্দ্রেণ চোদিতঃ সজ্জমানয়া। উবাচ বাচা রাজানং স বাষ্পপরিবদ্ধয়া।। ১৩
অব্রবীন্মে মহারাজ ধর্মমেবানুপালয়ন্। অঞ্জলিং রাঘবঃ কৃত্বা শিরসাভিপ্রণম্য চ।। ১৪
সূত মদ্বচনাত্তস্য তাতস্য বিদিতাত্মনঃ। শিরসা বন্দনীয়স্য বন্দ্যৌ পাদৌ মহাত্মনঃ।। ১৫
সর্বমন্তঃপুরং বাচ্যং সূত মদ্বচনাত্ত্বয়া। আরোগ্যমবিশেষেণ যথার্হমভিবাদনম্।। ১৬
মাতা চ মম কৌসল্যা কুশলং চাভিবাদনম্। অপ্রমাদশ্চ বক্তব্যা ব্রূয়াশ্চৈনামিদং বচঃ।। ১৭
ধর্মনিত্যা যথাকালমগ্ন্যাগারপরা ভব। দেবি দেবস্য পাদৌ চ দেববৎ পরিপালয়।। ১৮
অভিমানঞ্চ মানঞ্চ ত্যক্ত্বা বর্তস্ব মাতৃষু। অনুরাজানমার্যাঞ্চ কৈকেয়ীমম্ব কারয়।। ১৯
কুমারে ভরতে বৃত্তির্বর্তিতব্যা চ রাজবৎ। অজ্যেষ্ঠা অপি রাজানো রাজধর্মমনুস্মর।। ২০
ভরতঃ কুশলং বাচ্যো বাচ্যো মদ্বচনেন চ। সর্বাস্বেব যথান্যায়ং বৃত্তিং বর্তস্ব মাতৃষু।। ২১
বক্তব্যশ্চ মহাবাহুরিক্ষ্বাকুকুলনন্দনঃ। পিতরং যৌবরাজ্যস্থো রাজ্যস্থমনুপালয়।। ২২

সুখশয্যায় সে অভ্যস্ত! কখনো সে দুঃখ ভোগ করে নি! রাজার ছেলে হয়ে অনাথের মতো সে এখন মাটিতে কি করে শোবে?।। ৬ ।। যার চলবার সময়ে পদাতিক সৈন্যেরা, রথ ও হস্তীসকল অনুগমন করতো, সে এখন নির্জন বনে কি করে বাস করবে?।। ৭ ।। বিষাক্ত কালসাপ এবং হিংস্র পশুরা বনে বিচরণ করে। এই দু'টি ছেলে সীতাকে নিয়ে কি করে সেই বনে থাকবে?।। ৮ ।। সুমন্ত্র, কোমলাঙ্গী তপস্বিনী সীতাকে নিয়ে রাজকুমার দু'জন রথ থেকে নেমে কিভাবে পায়ে হেঁটে গেলো?।। ৯ ।। মন্দরপর্বতে প্রবেশকারী যুগ্মদেবতা অশ্বিনীকুমারের মতো আমার দুইপুত্রকে বনে প্রবেশ করতে দেখে তুমি আজ সিদ্ধ-মনোরথ।। ১০ ।। সুমন্ত্র, বনে গিয়ে রাম কি বললো, লক্ষ্মণ কি বললো, সীতাই বা কি বললো?।। ১১ ।। সূত, রামের উপবেশন, শয়ন, ভোজন সব আমায় বলো। সাধুদের সান্নিধ্যে যযাতির মধ্যে আমি রামের এই সাধূচিত জীবনচর্যার কথা শুনে বাঁচবো।। ১২ ।। রাজা এইভাবে বলার পর সূত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে স্খলিতবাক্যে রাজাকে বললেন— ।। ১৩ ।। মহারাজ, রামচন্দ্র ধর্মকেই পালন করে অবনতমস্তকে আপনাকে প্রণাম জানিয়ে করজোড়ে আমাকে বললেন— ।। ১৪ ।। সূত, আত্মজ্ঞানী মহাত্মা আমার পূজনীয় পিতৃদেবকে আপনি মস্তক নত করে প্রণাম করবেন।। ১৫ ।। সূত, আমার কথানুসারে অন্তঃপুরের সকলকেই নির্বিশেষে আমার আরোগ্য-সংবাদ দিয়ে আমার প্রণাম জানাবেন।। ১৬ ।। আমার মাতৃদেবী কৌশল্যাকে আমার কুশল সংবাদ দিয়ে প্রণতি নিবেদন করে সাবধানে বক্তব্য বলবেন।। ১৭ ।। আপনি নিত্যই ধর্মে মগ্ন থাকবেন। অগ্নি রয়েছে যে যজ্ঞশালায় যথাসময়ে তার পরিচর্যা করবেন। মা, রাজার চরণ সেবা দেববুদ্ধিতে করবেন।। ১৮ ।। আপনি প্রধান মহিষী হবার জন্য অভিমান এবং বংশ ও গুণবত্তার জন্য মান তথা গর্ব ত্যাগ করে অন্যান্য মায়েদের সঙ্গে সমানভাবে সদ্‌ব্যবহার করবেন। মাতঃ, মা কৈকেয়ীকে রাজার সঙ্গে মিলিত হতে দেবেন।। ১৯ ।। কুমার ভরতের সঙ্গে রাজার মতো আচরণ করবেন। রাজধর্ম স্মরণ করুন—বয়সে বড়ো ভাই না হলেও কেউ রাজা হতে পারে।। ২০ ।। সারথে, আপনি ভরতকে আমার কুশল জানাবেন। আর আমার কথানুসারে জানাবেন, "সকল অবস্থাতেই সকল মায়ের সঙ্গে তুমি যথোচিত ব্যবহার করবে"।। ২১ ।। ইক্ষ্বাকু-কুলনন্দন মহাবীর ভরতকে বলবেন—যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে রাজ্যে বাসকারী পিতাকে পালন করো।। ২২ ।। রাজার বয়স চলে

অতিক্রান্তবয়া রাজা মাশ্মৈনং ব্যপরোরুধঃ। কুমাররাজ্যে জীবস্ব তস্যৈবাজ্ঞাপ্রবর্তনাৎ।। ২৩
অব্রবীচ্চাপি মাং ভূয়ো ভূশমশ্রূণি বর্তয়ন্। মাতেব মম মাতা তে দ্রষ্টব্যা পুত্রগর্ধিনী।। ২৪
ইত্যেবং মাং মহাবাহুর্ব্রুবন্নেব মহাযশাঃ। রামো রাজীবপত্রাক্ষো ভূশমশ্রূণ্যবর্তয়ৎ।। ২৫
লক্ষ্মণস্তু সুসংক্রুদ্ধো নিঃশ্বসন্ বাক্যমব্রবীৎ। কেনায়মপরাধেন রাজপুত্রো বিবাসিতঃ।। ২৬
রাজ্ঞা তু খলু কৈকেয্যা লঘু চাশ্রুত্য শাসনম্। কৃতং কার্যমকার্যং বা বয়ং যেনাভিপীড়িতাঃ।। ২৭
যদি প্রব্রাজিতো রামো লোভকারণকারিতম্। বরদাননিমিত্তং বা সর্বথা দুষ্কৃতং কৃতম্।। ২৮
ইদং তাবদ্ যথাকামমীশ্বরস্য কৃতে কৃতম্। রামস্য তু পরিত্যাগে ন হেতুমুপলক্ষয়ে।। ২৯
অসমীক্ষ্য সমারব্ধং বিরুদ্ধং বুদ্ধিলাঘবাৎ। জনয়িষ্যতি সংক্রোশং রাঘবস্য বিবাসনম্।। ৩০
অহং তাবন্মহারাজ পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে। ভ্রাতা ভর্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ।। ৩১
সর্বলোকপ্রিয়ং ত্যক্ত্বা সর্বলোকহিতে রতম্। সর্বলোকোঽনুরজ্যেত কথং চানেন কর্মণা।। ৩২
সর্বপ্রজাভিরামং হি রামং প্রব্রজ্য ধার্মিকম্। সর্বলোকবিরোধেন কথং রাজা ভবিষ্যতি।। ৩৩
জানকী তু মহারাজ নিঃশ্বসন্তী তপস্বিনী। ভূতোপহতচিত্তেব বিষ্ঠিতা বিস্মৃতা স্থিতা।। ৩৪
অদৃষ্টপূর্বব্যসনা রাজপুত্রী যশস্বিনী। তেন দুঃখেন রুদতী নৈব মাং কিঞ্চিদব্রবীৎ।। ৩৫
উদ্বীক্ষমাণা ভর্তারং মুখেন পরিশুষ্যতা। মুমোচ সহসা বাষ্পং প্রযান্তমুপবীক্ষ্য সা।। ৩৬
তথৈব রামোঽশ্রুমুখঃ কৃতাঞ্জলিঃ স্থিতোঽব্রবীল্লক্ষ্মণ-বাহুপালিতঃ।
তথৈব সীতা রুদতী তপস্বিনী নিরীক্ষতে রাজরথং তথৈব মাম্।। ৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

গেছে। তাঁকে কোনো কিছুতে বাধা দিয়ো না। তাঁরই আজ্ঞা পালন করে যৌবরাজ্যে বেঁচে থাকো।।২৩।। এর পর রাম প্রভূত অশ্রুবর্ষণ করে আমাকে বললেন, পুত্রবৎসলা আমার মাকে তুমি নিজের মায়ের মতো দেখো *(গর্ধিনী—বৎসলা)*।। ২৪ ।। মহাবীর, মহাযশস্বী, কমল-নয়ন রাম এইভাবে মা'কে বলতে বলতে প্রবলভাবে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলেন *(ভৃশ—প্রভূত। রাজীব—পদ্ম। পত্র—পাপড়ি। অক্ষি—চোখ)*।। ২৫ ।। লক্ষ্মণ তখন অত্যন্ত রেগে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন, কোন্ অপরাধে এই রাজপুত্র নির্বাসিত হলেন?।। ২৬ ।। কৈকেয়ীর হীন আদেশ পালন করতে গিয়ে রাজা অকার্যই করেছেন। তাতে আমরা এইভাবে নির্যাতিত হলাম।। ২৭ ।। রাম যে নির্বাসিত হলেন, তা কৈকেয়ীর লোভের কারণেই হোক বা রাজার বরদানের জন্যই হোক, সর্বপ্রকারে এটি অন্যায়ই হয়েছে।। ২৮ ।। রামকে পরিত্যাগ করার কোনো কারণই দেখতে পাচ্ছি না। হয়তো ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই রাজা এই অকাজটি করেছেন।। ২৯ ।। বুদ্ধির অল্পতার জন্য ভালোভাবে বিবেচনা না করে তিনি এই বিপরীত কাজ করেছেন। রামের নির্বাসন তাঁর ক্ষোভেরই কারণ হবে।। ৩০ ।। আমি কিন্তু এখন মহারাজের মধ্যে পিতৃত্বকে দেখতে পাচ্ছি না। রামই হলেন পালক, বন্ধু এবং পিতা।। ৩১ ।। সর্বজনের প্রিয়, সর্বজনের কল্যাণে রত রামকে ত্যাগ করে এই কার্যের দ্বারা কি করে রাজা সর্বজনকে সন্তুষ্ট করবেন?।। ৩২ ।। সকল প্রজার প্রিয়, ধার্মিক রামকে নির্বাসন দিয়ে সকল লোকের বিরোধিতার মধ্যে তিনি কি করে রাজা হয়ে থাকবেন?।। ৩৩ ।। মহারাজ, যখন এই সব কথা হচ্ছে তখন জনকরাজকন্যা তপস্বিনী সীতা, ভূতে ধরলে যেমন হয়, তেমনিভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সব ভুলে গিয়ে স্থিরভাবে বসে আছেন।।৩৪ ।। এই যশোবতী রাজকন্যা কখনো তো আগে দুঃখ পান নি! তাই এই দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে আমায় আর কিছু বলতে পারেন নি।।৩৫ ।। আমাকে ফিরে আসতে দেখে অত্যন্ত শুকনো মুখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তিনি কেঁদে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।।৩৬ ।। রাম কৃতাঞ্জলি হয়ে চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে যখন বলছিলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁকে বাহু দ্বারা ধরে রেখেছেন। দুঃখিতা সীতাও কাঁদতে কাঁদতে যেমনি আমায় তেমনি আপনার রাজরথের দিকে যতোদূর দেখা যায় তাকিয়ে রয়েছেন।।৩৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ (৫৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

সুমন্ত্রেণ শ্রীরামবিরহেণ কাতরাণামযোধ্যাবাসিনাং দুরবস্থাবর্ণনম্, রাজ্ঞো দশরথস্য বিলাপশ্চ।

মম ত্বশ্বা নিবৃত্তস্য ন প্রাবর্তন্ত বর্ত্মনি। উষ্ণমশ্রু বিমুঞ্চন্তো রামে সংপ্রস্থিতে বনম্।। ১
উভাভ্যাং রাজপুত্রাভ্যামথ কৃত্বাহমঞ্জলিম্। প্রস্থিতো রথমাস্থায় তদ্দুঃখমপি ধারয়ন্।। ২
গুহেন সার্ধং তত্রৈব স্থিতোঽস্মি দিবসান্ বহূন্। আশয়া যদি মাং রামঃ পুনঃ শব্দাপয়েদিতি।। ৩
বিষয়ে তে মহারাজ রামব্যসনকর্শিতাঃ। অপি বৃক্ষাঃ পরিম্লানাঃ সপুষ্পাঙ্কুরকোরকাঃ।। ৪
উপতপ্তোদকা নদ্যঃ পল্বলানি সরাংসি চ। পরিশুষ্কপলাশানি বনান্যুপবনানি চ।। ৫
ন চ সর্পন্তি সত্ত্বানি ব্যালা ন প্রসরন্তি চ। রামশোকাভিভূতং তং নিষ্কূজমিব তদ্বনম্ ।। ৬
লীনপুষ্করপত্রাশ্চ নদ্যশ্চ কলুষোদকাঃ। সন্তপ্তপদ্মাঃ পদ্মিন্যো লীনমীনবিহঙ্গমাঃ।। ৭
জলজানি চ পুষ্পাণি মাল্যানি স্থলজানি চ। নাতিভান্ত্যল্পগন্ধীনি ফলানি চ যথাপুরম্।। ৮
অত্রোদ্যানানি শূন্যানি প্রলীনবিহগানি চ। ন চাভিরামানারামান্ পশ্যামি মনুজর্ষভ।। ৯
প্রবিশন্তমযোধ্যায়াং ন কশ্চিদভিনন্দতি। নরা রামমপশ্যন্তো নিঃশ্বসন্তি মুহুর্মুহুঃ।। ১০
দেব রাজরথং দৃষ্ট্বা বিনা রামমিহাগতম্। দূরাদশ্রুমুখঃ সর্বো রাজমার্গে গতো জনঃ।। ১১
হর্ম্যৈর্বিমানৈঃ প্রাসাদৈরবেক্ষ্য রথমাগতম্। হাহাকারকৃতা নার্যো রামাদর্শনকর্শিতাঃ।। ১২
আয়তৈর্বিমলৈর্নেত্রৈরশ্রুবেগপরিপ্লুতৈঃ। অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তেঽব্যক্তমার্ততরাঃ স্ত্রিয়ঃ।। ১৩
নামিত্রাণাং ন মিত্রাণামুদাসীনজনস্য চ। অহমার্ততয়া কঞ্চিদ্ বিশেষং নোপলক্ষয়ে।। ১৪

ঊনষষ্টিতম (৫৯) সর্গ

সুমন্ত্র কর্তৃক শ্রীরামের বিরহ ব্যাকুল অযোধ্যাবাসীদের দুরবস্থার কথা বর্ণনা। রাজা দশরথের বিলাপ।

রাম বনে চলে যাওয়ায় আমি তো ফিরে আসছিলাম। কিন্তু আমার রথের ঘোড়াগুলোর চোখে দেখা গেলো উষ্ণ অশ্রু। তারা আর পথ চলতে চাইছিলো না।। ১ ।। দুই রাজকুমারের কাছেই আমি করজোড়ে বিদায় নিয়ে দুঃখ চেপে নিয়ে রথে উঠে যাত্রা করলাম।। ২ ।। রাম যদি আমায় আবার ডেকে পাঠান, এই আশায় সেখানে গুহের সঙ্গে বহু দিন আমি বাস করলাম।। ৩ ।। ফিরে দেখি, মহারাজ, রামের দুঃখে এমন কি বৃক্ষলতাগুলিও ক্লিষ্ট। পুষ্প, অঙ্কুর, এবং কলিগুলি সব ম্লান হয়ে গেছে।। ৪ ।। নদী, জলাশয় এবং সরোবরের জল সব গরম হয়ে গেছে। বন আর উপবনের পাতাগুলি সব একেবারে শুকিয়ে গেছে।। ৫ ।। প্রাণীরা নড়াচড়া করছে না। হিংস্র জন্তুরা ছুটছে না। রামের শোকে সেই বন আজ নিঃস্তব্ধ।। ৬ ।। পদ্মের পাতাগুলো গেছে কুঁচকে। নদীর জল হয়েছে কলুষিত। পদ্মগুলো তপ্ত হওয়ায় পদ্মপুকুরগুলিও তেতে গেছে। মাছ আর পাখী সব পালিয়ে গেছে।। ৭ ।। জলের এবং স্থলের ফুলের এবং তাদের মালার আগের মতো শোভা নেই। গন্ধ কমে গেছে।। ৮ ।। বাগানগুলি শূন্য। পাখীরা উড়ে চলে গেছে। হে নরশ্রেষ্ঠ, উপবনগুলি আর সুন্দর দেখাচ্ছে না।। ৯ ।। অযোধ্যায় যখন প্রবেশ করলাম, কেউই অভিনন্দন জানালো না, জনসাধারণ রামকে না দেখে মুহুর্মুহুঃ দুঃখে নিঃশ্বাস ফেলছিলো।। ১০ ।। মহারাজ, রাম ছাড়া রাজরথ এসেছে দেখে সবাই দূর থেকেই রাজপথে চোখের জলে দাঁড়িয়ে রইলো। রথ এসেছে অথচ তাতে রামকে না দেখে কাতর হয়ে নারীরা মনোহর প্রাসাদ, সপ্ততল গৃহ এবং অট্টালিকায় উঠে হাহাকার করতে লাগলো।। ১২ ।। চোখে তাদের জলের ধারা প্রবলভাবে বইছে। অধিকতর ব্যাকুল হয়ে তারা কথা বলতে পারছে না। বড়ো বড়ো নির্মলচোখে একে অপরের দিকে শুধু তাকিয়েই আছে। ভাষা গেছে হারিয়ে।। ১৩ ।। সকলেই এতো বিহ্বল যে, কে শত্রু, কে মিত্র, কেই বা উদাসীন, আমি বুঝতে পারছিলাম না।। ১৪ ।। অযোধ্যার সকল মানুষ আজ নিরানন্দ,

অপ্রহৃষ্টমনুষ্যা চ দীন-নাগ-তুরঙ্গমা। আর্তস্বরপরিম্লানা বিনিঃশ্বসিতনিঃস্বনা।। ১৫
নিরানন্দা মহারাজ রামপ্রব্রাজনাতুরা। কৌসল্যা পুত্রহীনেব অযোধ্যা প্রতিভাতি মে।। ১৬
সূতস্য বচনং শ্রুত্বা বাচা পরমদীনয়া। বাষ্পোপহতয়া সূতমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১৭
কৈকেয্যা বিনিযুক্তেন পাপাভিজনভাবয়া। ময়া ন মন্ত্রকুশলৈর্বৃদ্ধৈঃ সহ সমর্থিতম্।। ১৮
ন সুহৃদ্ভির্ন চামাত্যৈর্মন্ত্রয়িত্বা সনৈগমৈঃ। ময়ায়মর্থঃ সংমোহাৎ স্ত্রীহেতোঃ সহসা কৃতঃ।। ১৯
ভবিতব্যতয়া নূনমিদং বা ব্যসনং মহৎ। কুলস্যাস্য বিনাশায় প্রাপ্তং সূত যদৃচ্ছয়া।। ২০
সূত যদ্যস্তি তে কিঞ্চিন্ময়াপি সুকৃতং কৃতম্। ত্বং প্রাপয়াশু মাং রামং প্রাণাঃ সংত্বরয়ন্তি মাম্।। ২১
যদ্যদ্যাপি মমৈবাজ্ঞা নিবর্তয়তু রাঘবম্। ন শক্ষ্যামি বিনা রামং মুহূর্তমপি জীবিতুম্।। ২২
অথবাপি মহাবাহুর্গতো দূরং ভবিষ্যতি। মামেব রথমারোপ্য শীঘ্রং রামায় দর্শয়।। ২৩
বৃত্তদংষ্ট্রো মহেষ্বাসঃ ক্বাসৌ লক্ষ্মণপূর্বজঃ। যদি জীবামি সাধ্বেনং পশ্যেয়ং সীতয়া সহ।। ২৪
লোহিতাক্ষং মহাবাহুমামুক্তমণিকুণ্ডলম্। রামং যদি ন পশ্যেয়ং গমিষ্যামি যমক্ষয়ম্।।
অতো নু কিং দুঃখতরং যোঽহমিক্ষ্বাকুনন্দনম্। ইমামবস্থামাপন্নো নেহ পশ্যামি রাঘবম্।। ২৫
হা রাম রামানুজ হা হা বৈদেহি তপস্বিনি। ন মাং জানীত দুঃখেন ম্রিয়মাণমনাথবৎ।। ২৬
স তেন রাজা দুঃখেন ভৃশমর্পিতচেতনঃ। অবগাঢ়ঃ সুদুষ্পারং শোকসাগরমব্রবীৎ।। ২৭
রামশোকমহাবেগঃ সীতাবিরহপারগঃ। শ্বসিতোর্মিমহাবর্তো বাষ্পবেগজলাবিলঃ।। ২৮
বাহুবিক্ষেপমীনোঽসৌ বিক্রন্দিতমহাস্বনঃ। প্রকীর্ণকেশশৈবালঃ কৈকেয়ীবড়বামুখঃ।। ২৯

হাতি-ঘোড়া পর্যন্ত দৈন্যদশায়। কাতরভাবে চীৎকার করায় এবং ক্রমাগত শোকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলায় সবাই আজ অত্যন্ত ম্লান।। ১৫ ।। মহারাজ, আমার মনে হচ্ছে, রাম চলে যাওয়ায় পুত্রহীন কৌশল্যার মতোই অযোধ্যা আজ নিরানন্দা।। ১৬ ।। সারথির কথা শুনে রাজা আবার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে অত্যন্ত দৈন্যের সঙ্গে বললেন—।।১৭ ।। পাপীয়সী, নীচকুলোদ্ভবা কৈকেয়ীর দ্বারা আমি বিশেষভাবে নিয়োজিত হয়েছিলাম। মন্ত্রণাকুশল বর্ষীয়ান অমাত্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারি নি।। ১৮ ।। আমি স্ত্রীর জন্যই বন্ধু, অমাত্য এবং বেদজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা না করেই এই কাজ হঠাৎ করে ফেললাম।। ১৯ ।। সারথে, মনে হচ্ছে এই বংশের ধ্বংসের জন্যই আপনা থেকেই দৈবের বিধানেই এই ভীষণ বিপদ এসেছে।। ২০ ।। সূত, আমি যদি তোমার কিছু ভালো করে থাকি, তাহলে তার বিনিময়ে তুমি আমায় সত্বর রামের কাছে নিয়ে চলো। আমার প্রাণ বেরিয়ে যাবার জন্য তাড়া দিচ্ছে।। ২১ ।। যদি এখনো আমার আদেশ কার্যকর হয়, তাহলে রামকে নিবৃত্ত করো। রামকে ছেড়ে আমি মুহূর্তের জন্যও বাঁচতে পারবো না।। ২২ ।। আর যদি সেই মহাবীর বহুদূর চলে যায়, তাহলে আমায় রথে করে নিয়ে চলো। শীগ্‌গির রামকে দেখাও।। ২৩ ।। লক্ষ্মণের দাদা রামের কী সুন্দর নিটোল দাঁত! বিরাট ধনুর্ধর সে! যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে সীতাসহ তাকে দেখবো।। ২৪।। সুন্দর তার চোখ! দীর্ঘ তার বাহু! মণিময়কুন্তলে সে ভূষিত! তাকে যদি দেখতে না পাই, তাহলে আমি যমালয়েই যাবো। এর চেয়ে আর বেশী কি দুঃখের যে আমি এমনই অবস্থায় পড়েছি যে ইক্ষ্বাকুনন্দন রামকে এই জীবনে আর দেখতে পাচ্ছি না।। ২৫ ।। হায় রাম, হায় লক্ষ্মণ, হায় পূতচরিত্রে সীতে, দুঃখে অনাথের মতো আমি আজ মৃত্যুর মুখে। তোমরা তা জানতে পারছো না।। ২৬ ।। রাজা সেই দুঃখে গভীরভাবে অজ্ঞান হয়ে অপার শোকের সাগরে ডুবে গেলেন। একটু পরে বললেন—।। ২৭ ।। রামের শোকই এই প্রবল বেগ উৎপন্ন করেছে। সীতার বিরহই সে সাগরের অন্তসীমা। আমার দীর্ঘনিঃশ্বাসই তার তরঙ্গময় আবর্ত। আমার অশ্রুই সেই সাগরের জল। আমার বাহুর বিক্ষেপ তার মৎস্যের উল্লম্ফন। আমার কান্না তার গর্জন। আমার দাঁড়িয়ে-পড়া কেশরাশি তার শৈবাল। আর কৈকেয়ী হলো তার বড়বানল।। ২৮-২৯ ।। আমার অশ্রুর বেগ এই সমুদ্রের গতি। কুঁজী মন্থরার বাক্য হলো বিরাট জলজন্তু। নিষ্ঠুরা কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা হলো এই

মমাশ্রুবেগপ্রভবঃ কুব্জাবাক্যমহাগ্রহঃ। বরবেলো নৃশংসায়া রামপ্রব্রাজনা যতঃ।। ৩০
যস্মিন্ বত নিমগ্নোঽহং কৌসল্যে রাঘবং বিনা। দুস্তরো জীবতা দেবি ময়ায়ং শোকসাগরঃ।। ৩১
অশোভনং যোঽহমিহাদ্য রাঘবং দিদৃক্ষমাণো ন লভে সলক্ষ্মণম্।
ইতীব রাজা বিলপন্মহাযশঃ পপাত তূর্ণং শয়নে সুমূর্চ্ছিতঃ।। ৩২
ইতি বিলপতি পার্থিবে প্রনষ্টে করুণতরং দ্বিগুণং চ রামহেতোঃ।
বচনমনুনিশম্য তস্য দেবী ভয়মগমৎ পুনরেব রামমাতা।। ৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ।

সাগরের বেলাভূমি। তার থেকেই তো রামের নির্বাসন।।৩০ ।। কৌশল্যে, রামকে ছেড়ে বেঁচে থাকতেই আমি এই দুস্তর শোকসাগরে ডুবে যাচ্ছি।।৩১ ।। লক্ষ্মণসহ রামকে দেখতে চেয়েও আজ আমি যে এখানে দেখতে পাচ্ছি না, এটা অমঙ্গলেরই কথা। এইরকম বিলাপ করতে করতে মহাযশস্বী রাজা সত্বর মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন।।৩২ ।। রামের জন্য এইভাবে বিলাপ করতে করতে রাজা অজ্ঞান হয়ে গেলে দ্বিগুণ কাতর বচন শুনে রামজননী কৌশল্যা আবার রাজার প্রাণ-শঙ্কায় ভয় পেয়ে গেলেন।। ৩৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ঊনষষ্ঠিতম (৫৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ ।।

সুমন্ত্রসমীপে কৌসল্যায়া বিলাপঃ, তাং প্রতি সুমন্ত্রস্যাশ্বাসনঞ্চ।

ততো ভূতোপসৃষ্টেব বেপমানা পুনঃ পুনঃ। ধরণ্যাং গতসত্ত্বেব কৌসল্যা সূতমব্রবীৎ।। ১
নয় মাং যত্র কাকুৎস্থঃ সীতা যত্র চ লক্ষ্মণঃ। তান্ বিনা ক্ষণমপ্যদ্য জীবিতুং নোৎসহে হ্যহম্।। ২
নিবর্তয় রথং শীঘ্রং দণ্ডকান্নয় মামপি। অথ তাননুগচ্ছামি গমিষ্যামি যমক্ষয়ম্।। ৩
বাষ্পবেগোপহতয়া স বাচা সজ্জমানয়া। ইদমাশ্বাসয়ন্ দেবীং সূতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।। ৪
ত্যজ শোকঞ্চ মোহঞ্চ সম্ভ্রমং দুঃখজং তথা। ব্যবধূয় চ সন্তাপং বনে বৎস্যতি রাঘবঃ।। ৫
লক্ষ্মণশ্চাপি রামস্য পাদৌ পরিচরন্ বনে। আরাধয়তি ধর্মজ্ঞঃ পরলোকং জিতেন্দ্রিয়ঃ।। ৬
বিজনেঽপি বনে সীতা বাসং প্রাপ্য গৃহেষ্বিব। বিস্রম্ভং লভতেঽভীতা রামে বিন্যস্তমানসা।। ৭
নাস্যা দৈন্যং কৃতং কিঞ্চিৎ সুসূক্ষ্মমপি লক্ষ্যতে। উচিতেব প্রবাসানাং বৈদেহী প্রতিভাতি মে।। ৮

ষষ্ঠিতম (৬০) সর্গ

সুমন্ত্রের কাছে কৌশল্যার বিলাপ। তাঁর প্রতি সুমন্ত্রের আশ্বাসদান।

সেইসময় ভূতাবিষ্টার মতো বার বার কাঁপতে কাঁপতে কৌশল্যা মৃতপ্রায় হয়ে মাটিতে পড়ে সারথিকে বললেন—।। ১ ।। যেখানে রাম, সীতা, আর, লক্ষ্মণ রয়েছে সেখানে আমায় নিয়ে চলো। তাদের ছেড়ে আজ মুহূর্তমাত্রও আমি বাঁচতে চাই না।। ২ ।। শীগ্‌গির তুমি রথ ফিরিয়ে নাও। দণ্ডকায় আমায়ও নিয়ে চলো। আমি যাচ্ছি। তাদের কাছে যেতে না পারি, তাহলে যমের বাড়ী চলে যাবো।।৩ ।। সারথি সুমন্ত্র তখন কৃতাঞ্জলি হয়ে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে করুণভাষায় আশ্বাস দিয়ে দেবী কৌশল্যাকে বললেন—।।৪ ।। দেবি, আপনি শোক, মোহ, দুঃখজনিত কাতরতা ত্যাগ করুন। রাম সকল সন্তাপ ত্যাগ করে বনেই বাস করবেন।। ৫ ।। ধর্মজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণও বনে রামের চরণসেবা করে আরাধনা করছে। এতে তার পরলোকেও কল্যাণ হবে।।৬ ।। রামে চিত্ত সমর্পণ করে নির্জন বনে বাস করতে করতে সীতা নির্ভয়ে গৃহের মতোই শান্তিলাভ করছে।।৭ ।। আমি খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেও তাঁর কোনো ক্ষোভ দেখলাম না। এই বিদেহরাজকন্যা সীতা প্রবাসে থাকতে সমর্থা বলে আমার মনে হচ্ছে।।৮ ।। আগে যেমন তিনি নগরের উপবনে ঘুরে বেড়িয়ে

নগরোপবনং গত্বা যথা স্ম রমতে পুরা। তথৈব রমতে সীতা নির্জ্জনেষু বনেষ্বপি।। ৯
বালেব রমতে সীতা বালচন্দ্রনিভাননা। রামারামে হ্যদীনাত্মা বিজনেঽপি বনে সতী।। ১০
তদ্গতং হৃদয়ং যস্যাস্তদধীনঞ্চ জীবিতম্। অযোধ্যা হি ভবেদস্যা রামহীনা তথা বনম্।। ১১
পরিপৃচ্ছতি বৈদেহী গ্রামাংশ্চ নগরাণি চ। গতিং দৃষ্ট্বা নদীনাঞ্চ পাদপান্ বিবিধানপি।। ১২
রামং বা লক্ষ্মণং বাপি দৃষ্ট্বা জানাতি জানকী। অযোধ্যা ক্রোশমাত্রে তু বিহারমিব সাশ্রিতা।। ১৩
ইদমেব স্মরাম্যস্যাঃ সহসৈবোপজল্পিতম্। কৈকয়ীসংশ্রিতং জল্পং নেদানীং প্রতিভাতি মাম্।। ১৪
ধ্বংসয়িত্বা তু তদ্বাক্যং প্রমাদাৎ পর্যুপস্থিতম্। হ্লাদনং বচনং সূতো দেব্যা মধুরমব্রবীৎ।। ১৫
অধ্বনা বাতবেগেন সম্ভ্রমেণাতপেন চ। ন বিগচ্ছতি বৈদেহ্যাশ্চন্দ্রাংশুসদৃশী প্রভা।। ১৬
সদৃশং শতপত্রস্য পূর্ণচন্দ্রোপমপ্রভম্। বদনং তদ্ বদান্যায়া বৈদেহ্যা ন বিকম্পতে।। ১৭
অলক্তরসরক্তাভাবলক্তরসবর্জ্জিতৌ। অদ্যাপি চরণৌ তস্যাঃ পদ্মকোশসমপ্রভৌ।। ১৮
নূপুরোৎকৃষ্টলীলেব খেলং গচ্ছতি ভামিনী। ইদানীমপি বৈদেহী তদ্রাগান্যস্তভূষণা।। ১৯
গজং বা বীক্ষ্য সিংহং বা ব্যাঘ্রং বা বনমাশ্রিতা। নাহারয়তি সন্ত্রাসং বাহূ রামস্য সংশ্রিতা।। ২০
ন শোচ্যাস্তে ন চাত্মা তে শোচ্যো নাপি জনাধিপঃ। ইদং হি চরিতং লোকে প্রতিষ্ঠাস্যতি শাশ্বতম্।। ২১
বিধূয় শোকং পরিহৃষ্টমানসা মহর্ষিযাতে পথি সুব্যবস্থিতাঃ।
বনে রতা বন্যফলাশনাঃ পিতুঃ শুভাং প্রতিজ্ঞাং প্রতিপালয়ন্তি তে।। ২২
তথাপি সূতেন সুযুক্তবাদিনা নিবার্যমাণা সুতশোককর্ষিতা।
ন চৈব দেবী বিররাম কূজিতাৎ প্রিয়েতি পুত্রেতি চ রাঘবেতি চ।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

আনন্দ পেতেন, তেমনি এখন নির্জন বনেও সেইরকমই আনন্দ পাচ্ছেন।। ৯ ।। সীতার মুখটি পূর্ণচন্দ্রের মতো সুন্দর। তিনি সরলা বালিকার মতো আনন্দেই আছেন। সতী সীতা রামে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে নির্জন বনেও সানন্দে অবস্থান করছেন।। ১০ ।। যাঁর মন রামে সমর্পিত, যাঁর প্রাণ রামের অধীন, রাম-হীন অযোধ্যা তো তাঁর কাছে বনই হয়ে যেতো।। ১১ ।। বৈদেহী সীতা গ্রাম এবং নগরের কথা জিজ্ঞেস করছেন, নদীর গতি দেখে, নানাবিধ তরুরাজি দেখে, তাদের কথাও জিজ্ঞেস করছেন *(সীতার নিসর্গপ্রীতি লক্ষণীয়)*।। ১২ ।। রাম বা লক্ষ্মণকে দেখে জিজ্ঞেস করে সব জেনে নিচ্ছেন জানকী। অযোধ্যা থেকে এক ক্রোশমাত্র দূরের বাগানবাড়িতে যেন তিনি আছেন।। ১৩ ।। তিনি সহসাই যে সব কথা বলছিলেন, তাই আমি স্মরণ করছি। কৈকেয়ীকে নিয়ে কি বলেছিলেন, তা এখন আমার মনে পড়ছে না।। ১৪ ।। ভুলবশতঃ আসা কৈকেয়ীর প্রসঙ্গে ইতি টেনে দিয়ে সূত আনন্দজনক মধুরবাক্যে দেবী কৌশল্যাকে বল্‌লেন—।।১৫।। পথের ক্লেশ, ঝড়, ভয় এবং রোদের তাপে সীতার চাঁদের কিরণের মতো দীপ্তি মোটেই বিনষ্ট হয় নি।।১৬।। পদ্মের মতো তাঁর মুখ। পূর্ণচন্দ্রের মতো তার প্রভা। মধুরভাষিণী উদার-হৃদয়া সীতার মুখের শোভা একটুও বদলায় নি *(শতপত্র—পদ্ম)*।। ১৭ ।। আলতার মতো লাল টুকটুকে তাঁর চরণ দু'টি। আলতা তিনি পরেন নি। তবুও তাঁর চরণ পদ্মকেশরের মতো কোমল-সুন্দর।। ১৮ ।। বনে গিয়েও এখনো বৈদেহী রামের প্রতি অনুরাগবশতঃ অলঙ্কার পরেন। সেই সুন্দরী যখন চলেন, তখন মনে হয় তাঁর পায়ের নূপুর মধুর শব্দে লীলা করছে।। ১৯ ।। তিনি রামের বাহু আশ্রয় করে থাকায় বনে হাতীই দেখুন, সিংহ বা বাঘই দেখুন, তাতে ভয় পান না।। ২০ ।। তাঁদের জন্য, নিজের জন্যও আপনি শোক করবেন না। রাজার জন্যও শোক করবেন না। রামের এই আচরণ চিরকাল পৃথিবীতে প্রচারিত হবে।। ২১ ।। তাঁরা শোক পরিত্যাগ করে আনন্দিতচিত্তে মহর্ষিসেবিত পথে ভালোভাবে অবস্থান করছেন। বনে থেকে বন্য ফল আহার করে বাবার শুভ-প্রতিজ্ঞাকে পালন করে চলেছেন।। ২২ ।। সূত সুযুক্তির দ্বারা শোক থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলেও পুত্রশোকে কাতরা কৌশল্যা—"হা প্রিয় বৎস", "হা রাম"—এইভাবে বিলাপ করা থেকে নিবৃত্ত হলেন না।। ২৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ষষ্টিতম (৬০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

রামমুদ্দিশ্য বিলপন্ত্যাঃ কৌসল্যায়া দশরথংপ্রতি পরুষোক্তিঃ।

বনং গতে ধর্মরতে রামে রময়তাং বরে। কৌসল্যা রুদতী চার্তা ভর্তারমিদমব্রবীৎ।। ১
যদ্যপি ত্রিষু লোকেষু প্রথিতং তে মহদ্ যশঃ। সানুক্রোশো বদান্যশ্চ প্রিয়বাদী চ রাঘবঃ।। ২
কথং নরবরশ্রেষ্ঠ পুত্রৌ তৌ সহ সীতয়া। দুঃখিতৌ সুখসংবৃদ্ধৌ কথং দুঃখং সহিষ্যতঃ।। ৩
সা নূনং তরুণী শ্যামা সুকুমারী সুখোচিতা। কথমুষ্ণঞ্চ শীতঞ্চ মৈথিলী বিসহিষ্যতে।। ৪
ভুক্ত্বাশনং বিশালাক্ষী সূপদংশান্বিতং শুভম্। বন্যং নৈবারমাহারং কথং সীতোপভোক্ষ্যতে।। ৫
গীত-বাদিত্রনির্ঘোষং শ্রুত্বা শুভসমন্বিতা। কথং ক্রব্যাদসিংহানাং শব্দং শ্রোষ্যত্যশোভনম্।। ৬
মহেন্দ্রধ্বজসঙ্কাশঃ ক্ব নু শেতে মহাভুজঃ। ভুজং পরিঘসঙ্কাশমুপাধায় মহাবলঃ।। ৭
পদ্মবর্ণং সুকেশান্তং পদ্মনিঃশ্বাসমুত্তমম্। কদা দ্রক্ষ্যামি রামস্য বদনং পুষ্করেক্ষণম্।। ৮
বজ্রসারময়ং নূনং হৃদয়ং মে ন সংশয়ঃ। অপশ্যন্ত্যা ন তং যদ্ বৈ ফলতীদং সহস্রধা।। ৯
যত্ত্বয়া কারুণং কর্ম ব্যপোহ্য মম বান্ধবাঃ। নিরস্তাঃ পরিধাবন্তি সুখার্হাঃ কৃপণা বনে।। ১০
যদি পঞ্চদশে বর্ষে রাঘবঃ পুনরেষ্যতি। জহ্যাদ্ রাজ্যঞ্চ কোশঞ্চ ভরতো নোপলক্ষ্যতে।। ১১
ভোজয়ন্তি কিল শ্রাদ্ধে কেচিৎ স্বানেব বান্ধবান্। ততঃ পশ্চাৎ সমীক্ষন্তে কৃতকার্যা দ্বিজোত্তমান্।। ১২
তত্র যে গুণবন্তশ্চ বিদ্বাংসশ্চ দ্বিজাতয়ঃ। ন পশ্চাত্তেঽভিমন্যন্তে সুধামপি সুরোপমাঃ।। ১৩

একষষ্টিতম (৬১) সর্গ

রামের জন্য বিলাপ করতে করতে দশরথের প্রতি কৌশল্যার কর্কশবাক্য প্রয়োগ।

রাম সকলের আনন্দদানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি সর্বদা ধর্মেই রত থাকেন। তিনি বনে চলে গেলে কাতরা কৌশল্যা কাঁদতে কাঁদতে পতিকে বললেন—।। ১ ।। ত্রিজগতে আপনার মহদ্ যশ সুবিদিত। রঘুবংশে আপনার জন্ম। আপনি দয়ালু। বদান্য এবং প্রিয়ভাষী।। ২ ।। হে রাজশ্রেষ্ঠ, সীতাসহ আপনার দুই পুত্র সুখেই বেড়ে উঠেছে। তারা কি করে এখন দুঃখ সইবে?।। ৩ ।। সীতা মিথিলার রাজকন্যা। বয়সে তরুণী। কোমলাঙ্গী। স্বর্ণবর্ণা ও সুকুমারী। এবং সুখে অভ্যস্তা। কি করে সে বিসদৃশ শীত ও গ্রীষ্ম সহ্য করবে?।।৪।। বিশাল-নয়না সীতা ঝোল-ঝাল নিয়ে বহুপদের ব্যঞ্জনসহ আহার করতো। এখন বুনো নীবারচালের অন্ন সে কিভাবে ভোজন করবে?।। ৫ ।। সে সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্রের মঙ্গলধ্বনি শুনতো। এখন কি করে কাঁচা -মাংসভোজী সিংহাদির অকল্যাণকর শব্দ শুনে বনে জীবন কাটাবে? *(ক্রব্য—কাঁচা মাংস। ক্রব্যম অত্তি খাদতি ইতি ক্রব্যাদ—কাঁচা মাংস যারা খায়)*।। ৬ ।। মহেন্দ্রের বিজয়পতাকাস্বরূপ, মহাবীর, দীর্ঘবাহু রাম দরজার আগলের মতো বাহুকে বালিশ করে কোথায় শুয়ে আছে? *(পরিঘ—দরজার বিশাল আগল। উপাধান—বালিশ। উপাধায়—বালিশ করে নিয়ে)*।। ৭ ।। পদ্মের মতো স্নিগ্ধবর্ণ, সুন্দর কেশ-সমন্বিত, পদ্মের মতো সুগন্ধ নিঃশ্বাসযুক্ত, পদ্মের মতো নয়ন-বিশিষ্ট রামের মুখটি কবে আমি দেখতে পাবো?।। ৮ ।। নিশ্চয়ই আমার হৃদয়টি বজ্রের মতো কঠিন, এতে কোনো সংশয় নেই। তাই রামকে না দেখে আমার হৃদয়টি হাজার অংশে বিদীর্ণ হচ্ছে না।। ৯ ।। আপনি সবাইকে উপেক্ষা করে যে নিষ্ঠুর কর্ম-সম্পাদন করলেন, তাতে আমার এই আত্মজনেরা, যারা চিরকাল সুখে অভ্যস্ত ছিলো, তারা আজ বিতাড়িত হয়ে দুঃখের সঙ্গে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।। ১০ ।।পনেরো বছরে রাম যদি আবার ফিরেও আসে, তাহলে ভরত রাজ্য এবং ধনভাণ্ডার তাকে ছেড়ে দেবে, মনে হচ্ছে না।। ১১ ।। কেউ কেউ শ্রাদ্ধে আগে নিজের বান্ধবদের ভোজন করিয়ে পরে কার্যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের আহ্বান করেন।। ১২ ।। তখন দেবতুল্য গুণবান বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা পরে পরিবেশন করা অমৃতকেও প্রত্যাখ্যান করেন।। ১৩ ।। বৃষ যেমন নিজের শৃঙ্গ ছেদন করতে সম্মত হয় না, তেমনই শ্রেষ্ঠ

ব্রাহ্মণেষ্বপি বৃত্তেষু ভুক্তশেষং দ্বিজোত্তমাঃ। নাভ্যুপেতুমলং প্রাজ্ঞাঃ শৃঙ্গচ্ছেদমিবর্ষভাঃ।। ১৪
এবং কনীয়সা ভ্রাত্রা ভুক্তং রাজ্যং বিশাম্পতে। ভ্রাতা জ্যেষ্ঠো বরিষ্ঠশ্চ কিমর্থং নাবমন্যতে।। ১৫
ন পরেণাহৃতং ভক্ষ্যং ব্যাঘ্রঃ খাদিতুমিচ্ছতি। এবমেব নরব্যাঘ্রঃ পরলীঢং ন মংস্যতে।। ১৬
হবিরাজ্যং পুরোডাশঃ কুশা যূপাশ্চ খাদিরাঃ। নৈতানি যাতযামানি কুর্বন্তি পুনরধ্বরে।। ১৭
তথা হ্যাত্তমিদং রাজ্যং হৃতসারাং সুরামিব। নাভিমন্তুমলং রামো নষ্টসোমমিবাধ্বরম্।। ১৮
নৈবংবিধমসৎকারং রাঘবো মর্ষয়িষ্যতি। বলবানিব শার্দূলো বালধেরভিমর্শনম্।। ১৯
নৈতস্য সহিতা লোকা ভয়ং কুর্যুর্মহামৃধে। অধর্মং ত্বিহ ধর্মাত্মা লোকং ধর্মেণ যোজয়েৎ।। ২০
নন্বসৌ কাঞ্চনৈর্বাণৈর্মহাবীর্যো মহাভুজঃ। যুগান্ত ইব ভূতানি সাগরানপি নির্দহেৎ।। ২১
স তাদৃশঃ সিংহবলো বৃষভাক্ষো নরর্ষভঃ। স্বয়মেব হতঃ পিত্রা জলজেনাত্মজো যথা।। ২২
দ্বিজাতিচরিতো ধর্মঃ শাস্ত্রৈঃ দৃষ্টঃ সনাতনৈঃ। যদি তে ধর্মনিরতে ত্বয়া পুত্রে বিবাসিতে।। ২৩
গতিরেকা পতির্নার্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ। তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজংশ্চতুর্থী নৈব বিদ্যতে।। ২৪
তত্র ত্বং মম নৈবাসি রামশ্চ বনমাহিতঃ। ন বনং গন্তুমিচ্ছামি সর্বথা হা হতা ত্বয়া।। ২৫
হতং ত্বয়া রাষ্ট্রমিদং সরাজ্যং হতাঃ স্ম সর্বাঃ সহ মন্ত্রিভিশ্চ।
হতা সপুত্রাস্মি হতাশ্চ পৌরাঃ সুতশ্চ ভার্যা চ তব প্রহৃষ্টৌ।। ২৬
ইমাং গিরং দারুণশব্দসংহিতাং নিশম্য রামেতি মুমোহ দুঃখিতঃ।
ততঃ স শোকং প্রবিবেশ পার্থিবঃ স্বদুষ্কৃতং চাপি পুনস্তথাস্মরৎ।। ২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ।

ব্রাহ্মণেরা অন্য ব্রাহ্মণের ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করেন না।। ১৪ ।। হে রাজন্, ঠিক এইভাবেই ছোটো ভাইয়ের দ্বারা ভুক্ত রাজ্য গুণজ্যেষ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই কিসের জন্য গ্রহণ করতে যাবে?।। ১৫ ।। পরের আনা খাদ্য বাঘ কখনো খেতে চায় না। তেমনি নরব্যাঘ্র রাম অপরের লেহন-করা দ্রব্য তথা অপরের দ্বারা ভুক্ত রাজ্য গ্রহণ করতে চাইবে না।। ১৬ ।। যজ্ঞীয় ঘৃত, পুরোডাশ, কুশ ও খদির কাষ্ঠের যূপ—এইগুলি একবার ব্যবহৃত হলে যজ্ঞে আর ব্যবহার করা যায় না *(আজ্য—যজ্ঞের ঘৃত। পুরোডাশ—যজ্ঞে আহুতির জন্য পিঠা)*।। ১৭ ।। সারশূন্য সুরার মতো, বিনষ্ট সোম-যজ্ঞের মতো ভরতের দ্বারা ভুক্ত এই রাজ্য রাম কখনো গ্রহণ করবে না।। ১৮ ।। তার ল্যাজ কেউ ধরলে শক্তিশালী বাঘ যেমন ক্ষমা করে না, তেমনি রামও এই অপমান সহ্য করবে না *(বালধি—কেশযুক্ত লাঙ্গুল)*।। ১৯ ।। মহাযুদ্ধে সজ্জনেরা শুধু একে ভয়ই করে না। ধর্মাত্মা রাম অধার্মিক লোককে ইহলোকেই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত করে *(মৃধ—যুদ্ধ)*।। ২০ ।। মহাবীর দীর্ঘবাহু রাম সোনার তৈরী বাণের দ্বারা প্রলয়কালের মতো সকল প্রাণী, এমন কি সাগরসমূহকেও দগ্ধ করতে পারেন।। ২১ ।। জলজাত মাছ যেমন নিজের সন্তানকে ধ্বংস করে, তেমনি সিংহের মতো পরাক্রমী, বৃষের মতো নয়নসম্পন্ন নরশ্রেষ্ঠ পুত্র রাম পিতার দ্বারা পীড়িত হলো।। ২২ ।। আপনি ধর্মে নিরত পুত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়ে যদি মনে করেন সনাতন শাস্ত্রে বিহিত দ্বিজাতির আচরণই করেছেন, তাহলে আমার বলার কিছু নেই।। ২৩ ।। রাজন্, নারীদের পতিই প্রথম গতি। দ্বিতীয় গতি হলো পুত্র। তৃতীয় জ্ঞাতিরা। চতুর্থ আর কেউই নেই।। ২৪।। তারমধ্যে আপনি আমার প্রথম গতি হলেও, আমার নন। কৈকেয়ীর। দ্বিতীয় যে রাম, তাকে আপনি বনে পাঠিয়েছেন। আপনি আছেন বলে আমি বনে যেতেও ইচ্ছা করি না। এই অবস্থায় আমি সব রকমেই ব্যর্থ।। ২৫ ।। আপনি রাজ্যসহ এই রাষ্ট্রকে বিনষ্ট করেছেন। মন্ত্রীদের নিয়ে আমরা সবাই আজ ধ্বংস হয়েছি। সপুত্র আমি আজ হত। পুরবাসীরাও সবাই আজ আহত। কেবল আপনার ভার্যা কৈকেয়ী এবং পুত্র ভরত খুব আনন্দিত।। ২৬ ।। কৌশল্যার এই মর্মান্তিক বাক্য শুনে "হা রাম"—এই কথা বলে দুঃখিত রাজা শোকে অচেতন হয়ে পড়লেন এবং আবার নিজের কৃত দুষ্কর্মের কথা বার বার স্মরণ করতে লাগলেন।। ২৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের একষষ্ঠিতম (৬১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

কৌসল্যাবাক্যং শ্রুত্বা তাংপ্রতি দশরথস্য প্রসাদনোক্তিঃ, কৌসল্যায়াঃ প্রতিপ্রসাদনঞ্চ।

এবং তু ক্রুদ্ধয়া রাজা রামমাত্রা সশোকয়া। শ্রাবিতঃ পরুষং বাক্যং চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ।। ১
চিন্তয়িত্বা স চ নৃপো মোহব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ। অথ দীর্ঘেণ কালেন সংজ্ঞামাপ পরন্তপঃ।। ২
স সংজ্ঞামুপলভ্যৈব দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বসন্। কৌসল্যাং পার্শ্বতো দৃষ্ট্বা ততশ্চিন্তামুপাগমৎ।। ৩
তস্য চিন্তয়মানস্য প্রত্যভাৎ কর্ম দুষ্কৃতম্। যদনেন কৃতং পূর্বমজ্ঞানাচ্ছব্দবেধিনা।। ৪
অমনাস্তেন শোকেন রামশোকেন চ প্রভুঃ। দ্বাভ্যামপি মহারাজঃ শোকাভ্যামভিতপ্যতে।। ৫
দহ্যমানস্তু শোকাভ্যাং কৌসল্যামাহ দুঃখিতঃ। বেপমানোঽঞ্জলিং কৃত্বা প্রসাদার্থমবাঙ্মুখঃ।। ৬
প্রসাদয়ে ত্বাং কৌসল্যে রচিতোঽয়ং ময়াঞ্জলিঃ। বৎসলা চানৃশংসা চ ত্বং হি নিত্যং পরেষ্বপি।। ৭
ভর্তা তু খলু নারীণাং গুণবান্নির্গুণোঽপি বা। ধর্মং বিমৃশমানানাং প্রত্যক্ষং দেবি দৈবতম্।। ৮
সা ত্বং ধর্মপরা নিত্যং দৃষ্টলোকপরাবরা। নার্হসে বিপ্রিয়ং বক্তুং দুঃখিতাপি সুদুঃখিতম্।। ৯
তদ্বাক্যং করুণং রাজ্ঞঃ শ্রুত্বা দীনস্য ভাষিতম্। কৌসল্যা ব্যসৃজদ্ বাষ্পং প্রণালীব নবোদকম্।। ১০
সা মূর্ধ্নি বদ্ধা রুদতী রাজ্ঞঃ পদ্মমিবাঞ্জলিম্। সম্ভ্রমাদব্রবীৎ ত্রস্তা ত্বরমানাক্ষরং বচঃ।। ১১
প্রসীদ শিরসা যাচে ভূমৌ নিপতিতাস্মি তে। যাচিতাস্মি হতা দেব ক্ষন্তব্যাহং নহি ত্বয়া।। ১২
নৈষা হি সা স্ত্রী ভবতি শ্লাঘনীয়েন ধীমতা। উভয়োর্লোকয়োর্লোকে পত্যা যা সংপ্রসাদ্যতে।। ১৩
জানামি ধর্মং ধর্মজ্ঞ ত্বাং জানে সত্যবাদিনম্। পুত্রশোকার্তয়া তত্তু ময়া কিমপি ভাষিতম্।। ১৪

দ্বিষষ্টিতম (৬২) সর্গ

কৌশল্যার কথা শুনে দশরথের সান্ত্বনাবাক্য। দশরথের প্রতি কৌশল্যার সান্ত্বনাবাক্য।

এইভাবে শোকক্লিষ্টা ক্রুদ্ধা রামজননী কৌশল্যার কঠোরবাক্য শুনে রাজা চিন্তা করতে লাগলেন।। ১ ।। চিন্তায় মোহবশতঃ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি বিকল হয়ে গেলো। সেই শত্রুতাপনকারী বীর বহুক্ষণ পরে চেতনালাভ করলেন।। ২ ।। চেতনালাভ করে দীর্ঘ উষ্ণনিঃশ্বাস ফেলে পাশে কৌশ্যলাকে দেখে চিন্তা করতে লাগলেন।। ৩ ।। চিন্তা করতে করতে তাঁর মনে ভেসে উঠলো পূর্বের এক দুষ্কর্মের কথা। সেটি হলো—পূর্বে অজ্ঞানতাবশতঃ শব্দবেধী বাণ নিক্ষেপের কথা।। ৪ ।। আনমনা হয়ে রাজা সেই শোক এবং রামের শোক দুইয়ের শোকে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়লেন।। ৫ ।। দু'টি শোকেই দগ্ধ হয়ে কাঁপতে কাঁপতে কৃতাঞ্জলি হয়ে কৌশল্যাকে প্রসন্ন করার জন্যে বললেন—।।৬ ।। দেবি কৌশল্যে, তোমাকে প্রসন্ন করছি। এই করজোড়ে বলছি, তুমি নিত্যই পরের প্রতিও স্নেহময়ী। এবং সহৃদয়া।।৭ ।। গুণবানই হোক বা নির্গুণই হোক, স্বামী ধার্মিক নারীদের কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা।। ৮ ।। তুমি সেইরকমই ধর্মপরায়ণা নারী। সংসারের ভালোমন্দ জানো। দুঃখে পড়েও অধিক দুঃখিত আমাকে তুমি এইরকম অপ্রিয়বাক্য বলতে পারো না।। ৯।। দৈন্যদশায় পতিত রাজার করুণ সেই কথা শুনে কৌশল্যার চোখে জলের ধারা বইতে লাগলো। বর্ষায় যেমন প্রণালী দিয়ে জলের ধারা প্রবলবেগে বইতে থাকে তেমনি।। ১০ ।। তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাজার পদ্মের মতো অঞ্জলিবদ্ধ হাত দু'টি সভয়ে মাথায় নিয়ে সন্ত্রস্তভাবে দ্রুত উচ্চারিত বর্ণে বাক্য বললেন—।। ১১ ।। আমি মাটিতে পড়ে আপনার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলছি, আপনি প্রসন্ন হোন। আপনার আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত নয়। অথচ তাই আপনি করলেন! দেব, এতে আমি যে মারা গেলাম!।। ১২ ।। সংসারে সেই স্ত্রী যথার্থ হয় না যে প্রশংসনীয়, ধীমান, পতির দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে এইভাবে প্রসাদিত হয়।। ১৩।। হে ধর্মজ্ঞ মহারাজ, আমি ধর্ম জানি। আপনাকে জানি সত্যবাদী রূপে। পুত্রশোকে কাতর হয়ে আমি ঐরকম বলেছি।। ১৪ ।। শোক ধৈর্য নাশ করে। জ্ঞানকেও নাশ করে শোক। শোক সবকিছুকেই ধ্বংস করে। শোকের

শোকো নাশয়তে ধৈর্যং শোকো নাশয়তে শ্রুতম্। শোকো নাশয়তে সর্বং নাস্তি শোকসমো রিপুঃ।। ১৫
শক্যমাপতিতঃ সোঢুং প্রহারো রিপুহস্ততঃ। সোঢুমাপতিতঃ শোকঃ সুসূক্ষ্মোঽপি ন শক্যতে।। ১৬
বনবাসায় রামস্য পঞ্চরাত্রোঽত্র গণ্যতে। যঃ শোকহতহর্ষায়াঃ পঞ্চবর্ষোপমো মম।। ১৭
ত্বং হি চিন্তয়মানায়াঃ শোকোঽয়ং হৃদি বর্ধতে। নদীনামিব বেগেন সমুদ্রসলিলং মহৎ।। ১৮
এবং হি কথয়ন্ত্যাস্তু কৌসল্যায়াঃ শুভং বচঃ। মন্দরশ্মিরভূৎ সূর্যো রজনী চাভ্যবর্তত।। ১৯
অথ প্রহ্লাদিতো বাক্যৈর্দেব্যো কৌসল্যয়া নৃপঃ। শোকেন চ সমাক্রান্তো নিদ্রায়া বশমেয়িবান্।। ২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

মতো শত্রু আর নেই!।। ১৫ ।। শত্রুর হাত থেকে প্রহার সহ্য করা যায়, কিন্তু অতি নগণ্য শোকও উপস্থিত হলে তা সহ্য করা যায় না।। ১৬ ।। রামের বনবাসের পাঁচ রাত গত হলো। কিন্তু শোকে আমার আনন্দ চলে যাওয়ায় মনে হচ্ছে যেন পাঁচবছর চলে গেলো।। ১৭ ।। নদীর বেগে সাগরের জল যেমন খুব বেড়ে যায়, তেমনি তাকে চিন্তা করতে করতে আমার হৃদয়ে শোক বেড়ে চলেছে।। ১৮ ।। কৌশল্যা মহারাজের শুভদায়ক এইসব কথা বলতে বলতে সূর্যের কিরণ কমে গেলো। চলে এলো রাত।। ১৯ ।। রাজা কৌশল্যার বাক্যে আনন্দিত আবার রামের শোকে কাতর হয়ে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।। ২০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বিষষ্টিতম (৬২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

কৌসল্যা-সমীপে দশরথস্য শোকপ্রকাশঃ, অনবধানতয়া স্বস্য মুনিকুমারজীবননাশবৃত্তান্ত-কথনঞ্চ।

প্রতিবুদ্ধো মুহূর্তেন শোকোপহতচেতনঃ। অথ রাজা দশরথঃ স চিন্তামভ্যপদ্যত।। ১
রাম-লক্ষ্মণয়োশ্চৈব বিবাসাদ্ বাসবোপমম্। আপেদে উপসর্গস্তং তমঃ সূর্যমিবাসুরম্।। ২
সভার্যে হি গতে রামে কৌসল্যাং কোসলেশ্বরঃ। বিবক্ষুরসিতাপাঙ্গীং স্মৃত্বা দুষ্কৃতমাত্মনঃ।। ৩
স রাজা রজনীং ষষ্ঠীং রামে প্রব্রাজিতে বনম্। অর্ধরাত্রে দশরথঃ সোঽস্মরদ্দুষ্কৃতং কৃতম্।। ৪
স রাজা পুত্রশোকার্তঃ স্মৃত্বা দুষ্কৃতমাত্মনঃ। কৌসল্যাং পুত্রশোকার্তামিদং বচনমব্রবীৎ।। ৫
যদাচরতি কল্যাণি শুভং বা যদি বাঽশুভম্। তদেব লভতে ভদ্রে কর্তা কর্মজমাত্মনঃ।। ৬
গুরু-লাঘবমর্থানামারম্ভে কর্মণাং ফলম্। দোষং বা যো ন জানাতি স বাল ইতি হোচ্যতে।। ৭

ত্রিষষ্টিতম (৬৩) সর্গ

কৌশল্যার কাছে দশরথের শোকপ্রকাশ। অসাবধানতার জন্য মুনিকুমারের জীবন-বিনাশের ঘটনা বর্ণনা।

মুহূর্ত পরেই রাজার জ্ঞান ফিরে এলো। শোকে হতচেতন হয়ে রাজা দশরথ তখন চিন্তা করতে লাগলেন।। ১।। রাহু নামক অসুর যেমন সূর্যকে আক্রমণ করে, তেমনি রাম-লক্ষ্মণের নির্বাসনে যে শোক, তার উপসর্গ দশরথকে আক্রমণ করলো।। ২ ।। ভার্যা সীতাসহ রাম বনে চলে গেলে কোশলরাজ দশরথ নিজের পূর্ব দুষ্কৃতির কথা স্মরণ করে কৃষ্ণনেত্রা কৌশল্যাকে বলতে চাইলেন *(অসিত—কৃষ্ণ। অপাঙ্গ—বামনেত্রপ্রান্ত। কৌশল্যার চোখ রাগে লাল হয়ে যায় নি। শান্তশীলা এই রাণীর চোখ তাই কালোই ছিলো।)*।।৩ ।। রাম বনে চলে গেলে ষষ্ঠ রজনীতে মধ্যরাত্রে দশরথ পূর্বকৃত অপকর্ম স্মরণ করেছিলেন।। ৪ ।। পুত্র শোকার্ত সেই রাজা নিজের দুষ্কৃতি স্মরণ করে পুত্রশোকার্তা কৌশল্যাকে এই কথা বলেছিলেন।।৫ ।। হে কল্যাণি, দেখো, মানুষ ভালো এবং মন্দ যা যা করে, ভদ্রে, সেই কর্মের ফল কর্মকর্তা পেয়ে থাকে।।৬ ।। কর্মের আরম্ভে যে কর্মের ফল লঘু না গুরু, দোষের না গুণের, জানে না, তাকে বালকই বলা হয়।। ৭ ।। কেউ যদি আমের বন কেটে

কশ্চিদাম্রবনং ছিত্ত্বা পলাশাংশ্চ নিষিঞ্চতি। পুষ্পং দৃষ্ট্বা ফলে গৃধ্নুঃ স শোচতি ফলাগমে।। ৮
অবিজ্ঞায় ফলং যো হি কর্মত্বেবানুধাবতি। স শোচেৎ ফলবেলায়াং যথা কিংশুকসেচকঃ।। ৯
সোঽহমাম্রবনং ছিত্ত্বা পলাশাংশ্চ ন্যষেচয়ম্। রামং ফলাগমে ত্যক্ত্বা পশ্চাচ্ছোচামি দুর্মতিঃ।। ১০
লব্ধশব্দেন কৌসল্যে কুমারেণ ধনুষ্মতা। কুমারঃ শব্দবেধীতি ময়া পাপমিদং কৃতম্।। ১১
তদিদং মেঽনুসংপ্রাপ্তং দেবি দুঃখং স্বয়ংকৃতম্। সম্মোহাদিহ বালেন যথা স্যাদ্ভক্ষিতং বিষম্।। ১২
যথান্যঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ পলাশৈর্মোহিতো ভবেৎ। এবং ময়াপ্যবিজ্ঞাতং শব্দবেধ্যমিদং ফলম্।। ১৩
দেব্যনূঢা ত্বমভবো যুবরাজো ভবাম্যহম্। ততঃ প্রাবৃডনুপ্রাপ্তা মম কামবিবর্ধিনী।। ১৪
অপাস্য হি রসান্ ভৌমাংস্তপ্ত্বা চ জগদংশুভিঃ। পরেতাচরিতাং ভীমাং রবিরাচরতে দিশম্।। ১৫
উষ্ণমন্তর্দধে সদ্যঃ স্নিগ্ধা দদৃশিরে ঘনাঃ। ততো জহৃষিরে সর্বে ভেক-সারঙ্গ-বর্হিণঃ।। ১৬
ক্লিন্নপক্ষোত্তরাঃ স্নাতাঃ কৃচ্ছ্রাদিব পতত্রিণঃ। বৃষ্টিবাতাবধূতাগ্রান্ পাদপানভিপেদিরে।। ১৭
পতিতেনাম্ভসাচ্ছন্নঃ পতমানেন চাসকৃৎ। আবভৌ মত্তসারঙ্গস্তোয়রাশিরিবাচলঃ।। ১৮
পাণ্ডুরারুণবর্ণানি স্রোতাংসি বিমলান্যপি। সুস্রুবুর্গিরিধাতুভ্যঃ সভস্মানি ভুজঙ্গবৎ।। ১৯
তস্মিন্নতিসুখে কালে ধনুষ্মান্ ইষুমান্ রথী। ব্যায়ামকৃতসংকল্পঃ সরযূমন্বগাং নদীম্।। ২০
নিপানে মহিষং রাত্রৌ গজং বাভ্যাগতং মৃগম্। অন্য বা শ্বাপদং কিঞ্চিজ্জিঘাংসুরজিতেন্দ্রিয়ঃ।। ২১
অথান্ধকারে ত্বশ্রৌষং জলে কুম্ভস্য পূর্যতঃ। অচক্ষুর্বিষয়ে ঘোষং বারণস্যেব নর্দতঃ।। ২২

পলাশগাছের মূলে জলসিঞ্চন করে, তাহলে ফল প্রত্যাশী ফুলের দেখে অনুশোচনা করবে।। ৮ ।। ফলের বিষয় না ভেবে যে কাজ করে যায়, ফলের সময় সে পলাশ-সেচকের মতোই শোক করে।। ৯ ।। দুর্মতিগ্রস্ত হয়ে আমি ও তেমনি আমের বন কেটে পলাশগাছে জলসিঞ্চন করেছি। তাই রামকে ত্যাগ করে ফল-লাভের সময় অনুতাপে ভুগছি।। ১০ ।। কৌশল্যে, কুমার অবস্থাতেই ধনুষ্মান্ এবং শব্দবেধী বলে আমি খ্যাতিলাভ করেছিলাম। তারই ফলে এই পাপ আমি করেছিলাম *(শব্দবেধী—শব্দ শুনেই না দেখে যিনি লক্ষ্যকে ধনুর্বাণের দ্বারা বিদ্ধ করতে পারেন)*।। ১১ ।। সম্যক্ মোহবশতঃ বালক যেমন বিষ খায়, তেমনি দেবি, আমার নিজকৃত পাপের ফলস্বরূপ এই দুঃখ উপস্থিত হয়েছে।। ১২ ।। সাধারণ কোনো মানুষ যেমন ফলের কথা না ভেবে পলাশ ফুল দেখেই মোহিত হয়, তেমনি আমিও শব্দবেধী হওয়ায় ফলের দিকে না তাকিয়ে তাতেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম।। ১৩ ।। দেবি, তখন তোমার বিয়ে হয় নি। আমিও ছিলাম যুবরাজমাত্র। সেইসময় এলো বর্ষাকাল। তাতে আমার কামনা হলো বিবর্ধিত।। ১৪ ।। এদিকে হলো কি, সূর্য জগতে-ছড়ানো কিরণের দ্বারা মাটির সব রস শোষণ করে নিয়ে প্রেত-সেবিত ভীষণ দক্ষিণদিকে চলে পড়লেন *(পরেত—পরলোকে গত, মৃত, প্রেত)*।। ১৫ ।। ফলে তৎক্ষণাৎ গরম চলে গেলো। দেখা গেলো স্নিগ্ধমেঘরাশি। তাতে সকল ব্যাঙ, চাতক এবং ময়ূরেরা হলো আনন্দিত।। ১৬ ।। তাতে পাখীগুলির স্নান হয়ে গেলো। তাদের পাখাগুলো গেলো ভিজে। অতিকষ্টে তারা গাছে আশ্রয় নিতে গেলো। বর্ষণে ও বাতাসে সেই গাছগুলোর অগ্রভাগ আন্দোলিত হচ্ছিলো।। ১৭ ।। বর্ষণের জলের ধারায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পর্বতরাজি। তার ওপর নিরন্তর বর্ষণ হচ্ছিলো। চাতকেরা তাতে আনন্দে মত্ত। পাহাড়গুলোকে দেখাচ্ছিলো সমুদ্রের মতো।। ১৮ ।। জলস্রোতগুলি নির্মল হলেও পার্বত্য ধাতুর সঙ্গে মিশে পাণ্ডুর আর অরুণবর্ণ হয়ে গেলো। ভস্মমাখা সাপের মতো সেই বিচিত্রবর্ণের ধারা বইতে লাগলো।। ১৯ ।। সেইসময় খুব ভালো লাগায় ধনু আর বাণ নিয়ে রথে চড়ে ব্যায়াম করার সঙ্কল্প নিয়ে আমি সরযূনদীর দিকে চললাম।। ২০ ।। অজিতেন্দ্রিয় আমি। রাত্রে জলখাবার জন্য মোষ, হাতী, হরিণ, বা অন্য যে কোনো জন্তু এলে তাকে শিকার করে হত্যা করার ইচ্ছা করলাম।। ২১ ।। চোখে দেখা যায় না, এমন অন্ধকারে জলে কলশী-ভরার শব্দ শুনলাম। যেন গর্জনকারী হাতীর জলপানের শব্দ।। ২২ ।। তখন আমি তূণীর থেকে বিষাক্তসাপের মতো দীপ্ত তীর তুলে নিয়ে হাতীকে মারার জন্য

ততোঽহং শরমুদ্ধৃত্য দীপ্তমাশীবিষোপমম্। শব্দং প্রতি গজপ্রেপ্সুরভিলক্ষ্যমপাতয়ম্।। ২৩
অমুঞ্চং নিশিতং বাণমহমাশীবিষোপমম্। তত্র বাগুষসি ব্যক্তা প্রাদুরাসীদ্ বনৌকসঃ।। ২৪
হা হেতি পততস্তোয়ে বাণাদ্ ব্যথিতমর্মণঃ। তস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ বাগভূত্তত্র মানুষী।। ২৫
কথমস্মদ্বিধে শস্ত্রং নিপতেচ্চ তপস্বিনি। প্রবিবিক্তাং নদীং রাত্রাবুদাহারোঽহমাগতঃ।। ২৬
ইষুণাঽভিহতঃ কেন কস্য বাপকৃতং ময়া। ঋষের্হি ন্যস্তদণ্ডস্য বনে বন্যেন জীবতঃ।। ২৭
কথং নু শস্ত্রেণ বধো মদ্বিধস্য বিধীয়তে। জটাভারধরস্যৈব বল্কলাজিনবাসসঃ।। ২৮
কো বধেন মমার্থী স্যাৎ কিং বাস্যাপকৃতং ময়া। এবং নিষ্ফলমারব্ধং কেবলানর্থসংহিতম্।। ২৯
ন কশ্চিৎ সাধু মন্যেত যথৈব গুরুতল্পগম্। নেমং তথানুশোচামি জীবিতক্ষয়মাত্মনঃ।। ৩০
মাতরং পিতরং চোভাবনুশোচামি মদ্বধে। তদেতন্মিথুনং বৃদ্ধং চিরকালভৃতং ময়া।। ৩১
ময়ি পঞ্চত্বমাপন্নে কাং বৃত্তিং বর্তয়িষ্যতি। বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরাবহং চৈকেষুণা হতঃ।। ৩২
কেন স্ম নিহতাঃ সর্বে সুবালেনাকৃতাত্মনা। তাং গিরং করুণং শ্রুত্বা মম ধর্মানুকাঙ্ক্ষিণঃ।। ৩৩
করাভ্যাং সশরং চাপং ব্যথিতস্যাপতদ্ ভুবি। তস্যাহং করুণং শ্রুত্বা ঋষের্বিলপতো নিশি।। ৩৪
সংভ্রান্তঃ শোকবেগেন ভৃশমাসং বিচেতনঃ। তং দেশমহমাগম্য দীনসত্ত্বঃ সুদুর্মনাঃ।। ৩৫
অপশ্যমিষুণা তীরে সরয্বাস্তাপসং হতম্। অবকীর্ণজটাভারং প্রবিদ্ধকলসোদকম্।। ৩৬
পাংসুশোণিতদিগ্ধাঙ্গং শয়ানং শল্যবেধিতম্। স মামুদ্বীক্ষ্য নেত্রাভ্যাং ত্রস্তমস্বস্থচেতনম্।। ৩৭
ইত্যুবাচ বচঃ ক্রূরং দিধক্ষন্নিব তেজসা। কিং তবাপকৃতং রাজন্ বনে নিবসতা ময়া।। ৩৮

শব্দকে লক্ষ্য করে বাণ নিক্ষেপ করেছিলাম।। ২৩ ।। সর্পতুল্য বাণটি যেখানে নিক্ষেপ করলাম, সেখানে ঊষাকালে উঠলো এক বনবাসীর স্পষ্ট ধ্বনি।। ২৪ ।। আমার বাণে তার মর্মস্থান বিদ্ধ হয়েছিলো। হা—হা—এই শব্দ করে সে জলে পড়তে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। তখন তার মুখ দিয়ে মানুষের বাক্য বেরিয়ে এলো।। ২৫ ।। আমাদের মতো তপস্বীর ওপর কি করে শস্ত্র নিপতিত হলো? রাত্রি শেষে নির্জন নদীতে জল নিতে আমি এসেছি *(প্রবিবিক্তাং—প্রকৃষ্টভাবে নির্জন। রাত্রৌ+উদ+আহার+অহম্+আগতঃ—রাত্রে জল আহরণে আমি এসেছি)*।। ২৬ ।। আমি কেন বাণের দ্বারা বিদ্ধ হলাম? কার ক্ষতি আমি করেছি? আমি ঋষি। কাউকে শাস্তি দিই না। বনে বন্য ফল-মূল খেয়ে বেঁচে থাকি।। ২৭ ।। জটাভার ধারণ করে আছি। বল্কল এবং মৃগচর্ম আমার পরিধেয়। শস্ত্রের দ্বারা আমার মতো লোকের হত্যা কি করে সঙ্গত?।। ২৮ ।। আমাকে হত্যা করে কার ইষ্টসিদ্ধি হবে? আমি তার কি অপকার করেছি? তার এই কাজ কেবল নিষ্ফলই হলো না, এটি তার অনর্থই ডেকে আনবে।। ২৯ ।। গুরুপত্নীগামীকে যেমন কেউ সাধু বলে না, তেমনি একেও কেউ সাধু বলবে না। আমার নিজের প্রাণ যে গেলো, তার জন্য আমি শোক করছি না।। ৩০ ।। আমার মৃত্যুতে আমার মা-বাবার জন্যই শোক করছি। আমার মা ও বাবা—এই দু'জন বৃদ্ধকে আমি চিরকাল পালন করছি।। ৩১।। আমি মরে গেলে কি করে তাঁরা বেঁচে থাকবেন? মা-বাবা আমার বৃদ্ধ। অথচ একটি বাণেই আমি হত হলাম।।৩২ ।। একেবারে বালকের মতো কোন্ দুষ্ক্রিয়াকারীর দ্বারা আমরা সবাই নিহত হলাম? আমি ধর্মই তো চাই। তার সেই করুণ বিলাপ আমি শুনলাম।। ৩৩ ।। রাত্রে সেই ঋষির করুণ বিলাপ শুনে আমার হাত থেকে বাণসমেত ধনু খসে মাটিতে পড়ে গেলো।। ৩৪ ।। তার শোকাবেগে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। চেতনা হারিয়ে ফেললাম। দীন প্রাণে আমি অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে সেইস্থানে গেলাম।।৩৫।। দেখলাম, সরযূর তীরে বাণবিদ্ধ হয়ে এক তাপস পড়ে আছেন। তাঁর জটভার ছড়িয়ে পড়েছে। হাত থেকে খসে পড়েছে জলের কলশ।। ৩৬ ।। ধূলায়-ধূসরিত তাঁর দেহটি রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তীরবিদ্ধ তাঁর দেহটি পড়ে আছে মাটিতে। এই দেখে আমি ভীত এবং বিহ্বল। তিনি চোখ দু'টি মেলে আমায় দেখছেন।। ৩৭ ।। তেজে যেন আমায় দগ্ধ করে কঠোরবচনে তিনি বললেন, রাজন্, বনবাসী আমি। আপনার কী ক্ষতি করেছি?।।৩৮ ।। মা-বাবার জন্য আমি জল আনতে গিয়েছিলাম। অথচ আপনি আমাকে আঘাত করলেন।

জিহীর্ষুরম্ভো গুর্বর্থং যদহং তাড়িতস্ত্বয়া। একেন খলু বাণেন মর্মণ্যভিহিতে ময়ি।। ৩৯
দ্বাবন্ধৌ নিহতৌ বৃদ্ধৌ মাতা জনয়িতা চ মে। তৌ নূনং দুর্বলাবন্ধৌ মৎপ্রতীক্ষৌ পিপাসিতৌ।। ৪০
চিরমাশাং কৃতাং কষ্টাং তৃষ্ণাং সংধারয়িষ্যতঃ। ন নূনং তপসো বাস্তি ফলযোগঃ শ্রুতস্য বা।। ৪১
পিতা যন্মাং ন জানীতে শয়ানং পতিতং ভুবি। জানন্নপি চ কিং কুর্যাদশক্তশ্চাপরিক্রমঃ।। ৪২
ভিদ্যমানমিবাশক্তস্ত্রাতুমন্যো নগো নগম্। পিতুস্ত্বমেব মে গত্বা শীঘ্রমাচক্ষ্ব রাঘব।। ৪৩
ন ত্বামনুদহেৎ ক্রুদ্ধো বনমগ্নিরিবৈধিতঃ। ইয়মেকপদী রাজন্ যতো মে পিতুরাশ্রমঃ।। ৪৪
তং প্রসাদয় গত্বা ত্বং ন ত্বাং সংকুপিতঃ শপেৎ। বিশল্যং কুরু মাং রাজন্মর্ম মে নিশিতঃ শরঃ।। ৪৫
রুণদ্ধি মৃদু সোৎসেধং তীরমম্বুরয়ো যথা। সশল্যঃ ক্লিশ্যতে প্রাণৈর্বিশল্যো বিনশিষ্যতি।। ৪৬
ইতি মামবিশচ্চিন্তা তস্য শল্যাপকর্ষণে। দুঃখিতস্য চ দীনস্য মম শোকাতুরস্য চ।। ৪৭
লক্ষয়ামাস স ঋষিশ্চিন্তাং মুনিসুতস্তদা। তপ্যমানং স মাং কৃচ্ছ্রাদুবাচ পরমার্থবিৎ।। ৪৮
সীদমানো বিবৃত্তাঙ্গোঽচেষ্টমানো গতঃ ক্ষয়ম্। সংস্তভ্য শোকং ধৈর্যেণ স্থিরচিত্তো ভবাম্যহম্।। ৪৯
ব্রহ্মহত্যাকৃতং তাপং হৃদয়াদপনীয়তাম্। ন দ্বিজাতিরহং রাজন্ মা ভূত্তে মনসো ব্যথা।। ৫০
শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন জাতো নরবরাধিপ। ইতীব বদতঃ কৃচ্ছ্রাদ্ বাণাভিহতমর্মণঃ।। ৫১
বিঘূর্ণতো বিচেষ্টস্য বেপমানস্য ভূতলে। তস্য ত্বাতাম্যমানস্য তং বাণমহমুদ্ধরম্।
স মামুদ্বীক্ষ্য সন্ত্রস্তো জহৌ প্রাণাংস্তপোধনঃ।। ৫২
জলার্দ্রগাত্রং তু বিলপ্য কৃচ্ছ্রং মর্মব্রণং সন্ততমুচ্ছ্বসন্তম্।
ততঃ সরয্বাং তমহং শয়ানং সমীক্ষ্য ভদ্রে সুভৃশং বিষণ্ণঃ।। ৫৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

একটিমাত্র বাণের দ্বারা আমার মর্মস্থানকে আপনি বিদ্ধ করলেন।। ৩৯ ।। দুই বৃদ্ধ—আমার মা ও বাবা। তাঁরাও এতে নিহত হলেন। দুর্বল, অন্ধ তাঁরা দু'জন পিপাসায় নিশ্চয়ই আমার জন্য প্রতীক্ষা করছেন।। ৪০।। অনেকক্ষণ ধরে তাঁরা আমার আশায় তৃষ্ণা সহ্য করে আছেন। নিশ্চয়ই আমার তপস্যার বা বিদ্যার কোনো ফল নেই।। ৪১ ।। আমি যে মাটিতে পড়ে রয়েছি, বাবা তা জানেন না। জেনেও বা করবেন কি? বার্ধক্যের জন্য তিনি দেহে অশক্ত। অন্ধত্বের জন্য চলতেও পারেন না।। ৪২ ।। একটি গাছ যেমন আপনা থেকে বিদীর্ণ হলে অন্যগাছ তাকে রক্ষা করতে অশক্ত। হে রঘুবংশধর দশরথ, আপনি সত্বর গিয়ে আমার বাবাকে এই দুঃসংবাদটি দিন।।। ৪৩ ।। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন বনকে দগ্ধ করে তেমনি তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আপনাকে যেন দগ্ধ না করেন, সেইজন্য এই সংকীর্ণ-পথটি ধরে আপনি আমার বাবার আশ্রমে চলে যান।। ৪৪ ।। গিয়ে তাঁকে আপনি প্রসন্ন করুন যাতে তিনি রেগে আপনাকে শাপ না দেন! রাজন্, আমার মর্মস্থল হতে তীক্ষ্ণ এই বাণটি খুলে আমাকে শল্যহীন করুন।। ৪৫ ।। জলের বেগ যেমন উন্নত তীরভূমিকে কষ্ট দেয়, তেমনি আপনার এই বাণ আমাকে যাতনা দিচ্ছে। কিন্তু, এঁর বাণ তুলে নিতে গেলে ইনি যদি প্রাণে মারা যান!।। ৪৬ ।। তাঁর শল্য তুলে নিতে গিয়ে এই সব চিন্তা আমার মনে এলো। দুঃখে, দৈন্যে এবং শোকে আমি তখন কাতর।। ৪৭ ।। মুনিকুমার সেই ঋষি তখন আমার এই চিন্তা লক্ষ্য করলেন। পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ঋষি আমাকে সন্তপ্ত দেখে অতিকষ্টে বাক্য বললেন।। ৪৮ ।। সেই ঋষি তখন অবসন্ন। তাঁর অঙ্গগুলো তখন অকেজো হয়ে আসছে। তিনি তখন চেষ্টাশূন্য। জীবন শেষ হয়ে এসেছে। তিনি বললেন, ধৈর্যের দ্বারা শোক প্রশমিত করে আমি স্থিরচিত্ত হচ্ছি।। ৪৯ ।। ব্রহ্মহত্যাজনিত সন্তাপ আপনি হৃদয় থেকে দূর করে ফেলুন। আমি দ্বিজাতি নই। রাজন্, আপনার মনে ব্রহ্মহত্যাজনিত দুঃখ যেন না হয়!।। ৫০ ।। হে রাজন্, আমি বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জন্মেছি। মুনি এইটুকুমাত্র বলতেই আমি অতি কষ্টে তাঁর মর্মস্থান থেকে বাণটি টেনে বের করে নিলাম। তিনি তখন অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছিলেন। সেইসময় মাথা ঘুরে কাঁপতে কাঁপতে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। অত্যন্ত কাতর হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে সেই তপস্বী তখন প্রাণত্যাগ করলেন।। ৫১-৫২ ।। সরযূর জলে সিক্ত তাঁর দেহ। মর্মস্থল ক্ষতবিক্ষত। শোকে তিনি অবসন্ন। ভদ্রে কৌশল্যে, সরযূর তীরে তাঁকে অন্তিমশয্যায় শায়িত দেখে আমি অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হলাম।। ৫৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ত্রিষষ্টিতম (৬৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

মুনিকুমারস্য জীবননাশেন রাজ্ঞো দশরথস্য ব্যাকুলতা, দশরথমুখাৎ পুত্রবধবার্তামাকর্ণ্য বৃদ্ধ-মাতাপিত্রোর্বিলাপঃ, মৃতপুত্রেণ মুনিনা দশরথায় শাপদানম্, কৌসল্যাসমীপে এবং স্বীয়বৃত্তান্তং জ্ঞাপয়তো দশরথস্য পুত্রশোকেন প্রাণত্যাগশ্চ।

বধমপ্রতিরূপং তু মহর্ষেস্তস্য রাঘবঃ। বিলপন্নেব ধর্মাত্মা কৌসল্যামিদমব্রবীৎ।। ১
তদজ্ঞানান্মহৎ পাপং কৃত্বা সংকুলিতেন্দ্রিয়ঃ। একস্ত্বচিন্তয়ং বুদ্ধ্যা কথং নু সুকৃতং ভবেৎ।। ২
ততস্তং ঘটমাদায় পূর্ণং পরমবারিণা। আশ্রমং তমহং প্রাপ্য যথাখ্যাতপথং গতঃ।। ৩
তত্রাহং দুর্বলাবন্ধৌ বৃদ্ধাবপরিনায়কৌ। অপশ্যং তস্য পিতরৌ লূনপক্ষাবিব দ্বিজৌ।। ৪
তন্নিমিত্তাভিরাসীনৌ কথাভিরপরিশ্রমৌ। তামাশাং মৎকৃতে হীনাবুপাসীনাবনাথবৎ।। ৫
শোকোপহতচিত্তশ্চ ভয়সন্ত্রস্তচেতনঃ। তচ্চাশ্রমপদং গত্বা ভূয়ঃ শোকমহং গতঃ।। ৬
পদশব্দং মে শ্রুত্বা মুনির্বাক্যমভাষত। কিং চিরায়সি মে পুত্র পানীয়ং ক্ষিপ্রমানয়।। ৭
যন্নিমিত্তমিদং তাত সলিলে ক্রীড়িতং ত্বয়া। উৎকণ্ঠিতা তে মাতেয়ং প্রবিশ ক্ষিপ্রমাশ্রমম্।। ৮
যদ্ব্যলীকং কৃতং পুত্র মাত্রা তে যদি বা ময়া। ন তন্মনসি কর্তব্যং ত্বয়া তাত তপস্বিনা।। ৯
ত্বং গতিস্ত্বগতীনাঞ্চ চক্ষুস্ত্বং হীনচক্ষুষাম্। সমাসক্তাস্ত্বয়ি প্রাণাঃ কথং ত্বং নাভিভাষসে।। ১০
মুনিমব্যক্তয়া বাচা তমহং সজ্জমানয়া। হীনব্যঞ্জনয়া প্রেক্ষ্য ভীতচিত্ত ইবাব্রুবম্।। ১১
মনসঃ কর্ম চেষ্টাভিরভিসংস্তভ্য বাগ্‌বলম্। আচচক্ষে ত্বহং তস্মৈ পুত্রব্যসনজং ভয়ম্।। ১২
ক্ষত্রিয়োঽহং দশরথো নাহং পুত্রো মহাত্মনঃ। সজ্জনাবমতং দুঃখমিদং প্রাপ্তং স্বকর্মজম্।। ১৩

চতুঃষষ্টিতম (৬৪) সর্গ

মুনিকুমারের জীবন-বিনাশে রাজা দশরথের ব্যাকুলতা। দশরথের মুখ থেকে পুত্রবধের সংবাদ শুনে বৃদ্ধ-মাতা-পিতার বিলাপ। পুত্রের মৃত্যুতে মুনির দশরথকে অভিশাপ-প্রদান। কৌশল্যার কাছে নিজের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করে পুত্রশোকে দশরথের প্রাণত্যাগ।

রঘুবংশধর ধর্মপ্রাণ রাজা দশরথ এই বিসদৃশ বধের জন্য বিলাপ করতে করতে কৌশল্যাকে বললেন—।। ১ ।। অজ্ঞানতাবশতঃ সেই বিরাট পাপ করায় আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হলো। একাকীই মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম, কি করে আমার মঙ্গল হবে?।। ২ ।। এবার আমি পবিত্র জলে ঘটটি পূর্ণ করে, যে পথের কথা ঋষিকুমার বলেছিলো, সেই পথে আশ্রমে চলে গেলাম।। ৩ ।। সেখানে গিয়ে ঋষিকুমারের বৃদ্ধ, চলচ্ছক্তিহীন মা-বাবাকে দেখলাম। তাঁদের দেখাশোনার কেউই নেই। পাখা কেটে ফেললে পাখীর যা অবস্থা, তাঁরাও সেই অবস্থায় আছেন *(লূন—কেটে ফেলা হয়েছে)* ।। ৪ ।। তাঁদের আশা আমি বিনষ্ট করেছি। তবুও তাঁরা না জেনে পুত্র জল নিয়ে আসবে বলে আশায় আশায় অনাথের মতো বসে পুত্রের কথাই আলোচনা করে চলেছেন। ক্লান্তিহীনভাবে ।। ৫ ।। শোকে আমার চিত্ত আহত। ভয়ে সন্ত্রস্ত আমার চেতনা। এই অবস্থায় আশ্রমে গিয়ে আমি আবার শোকে নিপতিত হলাম ।। ৬ ।। আমার পায়ের শব্দ শুনে মুনি বললেন, দেরী করছো কেন? শীগ্‌গির জল নিয়ে এসো।। ৭ ।। বাছা, যাঁর জন্য তুমি জল আনতে গিয়ে খেলা করছিলে, তোমার সেই মা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হয়ে আছেন। তাড়াতাড়ি আশ্রমে প্রবেশ করো।। ৮ ।। বাছা, তুমি তো তপস্বী! তোমার মা বা আমি যদি তোমার কোনো অপ্রিয় কাজ করে থাকি, তাতে তুমি কিছু মনে কোরো না।। ৯ ।। আমাদের কাছে তুমি অগতির গতি। অন্ধের চক্ষু। আমাদের প্রাণ তোমার ওপরই নির্ভর করছে। তুমি কথা বলছো না কেন?।। ১০ ।। মুনি অপরিস্ফুটভাবে স্নেহব্যাকুল আধো আধো কথায় এইসব বলছিলেন দেখে আমি ভয়ার্তচিত্তে বললাম—।। ১২ ।। আমি দশরথ, ক্ষত্রিয়। মহাত্মন্, আপনার পুত্র নই। সাধুজন-নিন্দিত, আমার স্বকর্মজনিত দুঃখ এসে উপস্থিত হয়েছে।। ১৩ ।। ভগবন্, ধনু

ভগবংশ্চাপহস্তোঽহং সরযূতীরমাগতঃ। জিঘাংসুঃ শ্বাপদং কিঞ্চিন্নিপানে বাগতং গজম্।। ১৪
ততঃ শ্রুতো ময়া শব্দো জলে কুম্ভস্য পূর্যতঃ। দ্বিপোঽয়মিতি মত্বাহং বাণেনাভিহতো ময়া।। ১৫
গত্বা তস্যাস্ততস্তীরমপশ্যমিষুণা হৃদি। বিনির্ভিন্নং গতপ্রাণং শয়ানা ভুবি তাপসম্।। ১৬
ভগবঞ্ছব্দমালক্ষ্য ময়া গজজিঘাংসুনা। বিসৃষ্টোঽম্ভসি নারাচস্ততস্তে নিহতঃ সুতঃ।।
ততস্তস্যৈব বচনাদুপেত্য পরিতপ্যতঃ। স ময়া সহসা বাণ উদ্ধৃতো মর্মতস্তদা।। ১৭
স চোদ্ধৃতেন বাণেন সহসা স্বর্গমাস্থিতঃ। ভগবন্তাবুভৌ শোচন্নন্ধাবিতি বিলপ্য চ।। ১৮
অজ্ঞানাদ্ভবতঃ পুত্রঃ সহসাভিহতো ময়া। শেষমেবং গতে যৎ স্যাত্তৎ প্রসীদতু মে মুনিঃ।। ১৯
স তচ্ছ্রুত্বা বচঃ ক্রূরং ময়া তদঘশংসিনা। নাশকত্তীব্রমায়াসং স কর্তুং ভগবানৃষিঃ।। ২০
সবাষ্পপূর্ণবদনো নিঃশ্বসঞ্ছোকমূর্চ্ছিতঃ। মামুবাচ মহাতেজাঃ কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্।। ২১
যদ্যেতদশুভং কর্ম ন স্ম মে কথয়েঃ স্বয়ম্। ফলেন্মূর্ধা স্ম তে রাজন্ সদ্যঃ শতসহস্রধা।। ২২
ক্ষত্রিয়েণ বধো রাজন্ বানপ্রস্থে বিশেষতঃ। জ্ঞানপূর্বং কৃতঃ স্থানাচ্চ্যাবয়েদপি বজ্রিণম্।। ২৩
সপ্তধাতু ভবেন্মূর্ধা মুনৌ তপসি তিষ্ঠতি। জ্ঞানাদ্ বিসৃজতঃ শস্ত্রং তাদৃশে ব্রহ্মবাদিনি।। ২৪
অজ্ঞানাদ্ধি কৃতং যস্মাদিদং তে তেন জীবসে। অপি হ্যকুশলং ন স্যাদ্ রাঘবাণাং কুতো ভবান্।। ২৫
নয় নৌ নৃপ তং দেশমিতি মাং চাভ্যভাষত। অদ্য তং দ্রষ্টুমিচ্ছাবঃ পুত্রং পশ্চিমদর্শনম্।। ২৬
রুধিরেণাবসিক্তাঙ্গং প্রকীর্ণাজিনবাসসম্। শয়ানং ভুবি নিঃসংজ্ঞং ধর্মরাজবশং গতম্।। ২৭
অথাহমেকস্তং দেশং নীত্বা তৌ ভৃশদুঃখিতৌ। অস্পর্শয়মহং পুত্রং তং মুনিং সহ ভার্যয়া।। ২৮

হাতে নিয়ে আমি সরযূর তীরে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম জলপানে কোনো জন্তু বা হাতী যদি আসে, তাকে হত্যা করবো।। ১৪ ।। হঠাৎ জলে কলশী ভরার শব্দ শুনতে পেলাম। তখন হাতী ভেবে আমি তাকে বাণ দিয়ে হত্যা করলাম।। ১৫ ।। এরপর সরযূর তীরে গিয়ে দেখি বুকে তীরবিদ্ধ হয়ে তাপস প্রাণত্যাগ করে মাটিতে শুয়ে আছেন ।। ১৬ ।। ভগবন্, শব্দ শুনে হাতীকে হত্যা করতে চেয়ে হাতী ভেবে আমি জলের দিকে বাণনিক্ষেপ করি। তাতে আপনার পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। আপনার পুত্রকে পরিতাপ করতে দেখে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর মর্মস্থান থেকে বাণটিকে তাড়াতাড়ি খুলে নিলাম। ।। ১৭ ।। বাণটি তুলে ফেলামাত্রই তিনি সহসা স্বর্গে চলে গেলেন। আপনারা দু'জনেই অন্ধ—এই বিলাপ তিনি করেছিলেন।। ১৮ ।। অজান্তে আমি হঠাৎ আপনার পুত্রকে হত্যা করেছি। এইরকম তো হয়ে গেলো! এখন কি করতে হবে বলুন। মুনি, আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।। ১৯ ।। আমার এই নিষ্ঠুরবাক্য তিনি শুনলেন। স্ব-কৃত পাপের কথা আমি তাঁকে বললাম। তাতে পূজনীয় সেই ঋষি কঠোর অভিশাপ আর আমায় দিতে পারলেন না।। ২০ ।। আমি কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। তাঁর মুখ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। শোকে তিনি মূর্ছিতপ্রায়। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছে। মহাতেজস্বী ঋষি আমাকে বললেন—।। ২১ ।। রাজন্, এই অশুভকার্যের কথা তুমি নিজেই এসে আমাকে যদি না বলতে তাহলে তোমার মস্তক শতসহস্র খণ্ডে বিদীর্ণ হয়ে যেতো।। ২২ ।। রাজন্, বাণপ্রস্থাশ্রমে বাসকারী ব্যক্তিকে কেউ যদি না জেনে কোনও হত্যা করে তাহলে যে পাপ হয়, তাতে বজ্রধারী ইন্দ্রেরও স্বস্থান থেকে পতন হয়।। ২৩ ।। আমার পুত্রের মতো তপস্যানিরত, ব্রহ্মবাদী মুনির ওপর জেনেশুনেও যে শস্ত্রনিক্ষেপ করবে তার মস্তক সাত খণ্ডে টুকরো হয়ে যাবে।। ২৪ ।। যেহেতু অজান্তে তুমি এই কাজ করেছো, তাই বেঁচে আছো। জ্ঞানতঃ এই কাজ করলে সমগ্র রঘুবংশই ধ্বংস হয়ে যেতো। তোমার তো কথাই নেই।। ২৫ ।। মুনি বললেন, রাজন্, আমাদের দু'জনকে তুমি সেইস্থানে নিয়ে চলো। আমরা আজ মৃতপুত্রকে দেখতে চাইছি। (*পশ্চিমদিকে যমের অবস্থান। তাই পশ্চিম-দর্শন—যার পশ্চিমদিক দর্শন অর্থাৎ যমদর্শন হয়েছে, মৃত*)।। ২৬ ।। তার দেহটি রক্তে প্লাবিত। এলোমেলো হয়ে গেছে তার মৃগচর্মের বসনটি। মৃত্যুর বশীভূত হয়ে, চেতনাহীন হয়ে মাটিতে সে শুয়ে আছে (*ধর্মরাজ—যম*)।। ২৭ ।। অত্যন্ত দুঃখার্ত সেই মুনি দম্পতীকে আমি একাই সেই স্থানে নিয়ে গেলাম। পত্নীসহ মুনিকে পুত্রদেহ স্পর্শ করালাম।। ২৮ ।। তপস্বিদম্পতী নিজেদের পুত্রকে পেয়ে তাকে স্পর্শ করেই তার দেহের উপর লুটিয়ে

তৌ পুত্রমাত্মনঃ স্পৃষ্ট্বা তমাসাদ্য তপস্বিনৌ। নিপেততুঃ শরীরেঽস্য পিতা চৈনমুবাচ হ।। ২৯
নাভিবাদয়সে মাঽদ্য ন চ মামভিভাষসে। কিঞ্চ শেষে তু ভূমৌ ত্বং বৎস কিং কুপিতো হ্যসি।। ৩০
নন্বহং তেঽপ্রিয়ঃ পুত্র মাতরং পশ্য ধার্মিকীম্। কিঞ্চ নালিঙ্গসে পুত্র সুকুমারবচো বদ।। ৩১
কস্য বা পররাত্রেঽহং শ্রোষ্যামি হৃদয়ঙ্গমম্। অধীয়ানস্য মধুরং শাস্ত্রং বান্যদ্বিশেষতঃ।। ৩২
কো মাং সন্ধ্যামুপাস্যৈব স্নাত্বা হুতহুতাশনঃ। শ্লাঘয়িষ্যত্যুপাসীনঃ পুত্রশোকভয়ার্দিতম্।। ৩৩
কন্দমূলফলং হৃত্বা যো মাং প্রিয়মিবাতিথিম্। ভোজয়িষ্যত্যকর্মণ্যমপ্রগ্রহমনায়কম্।। ৩৪
ইমামন্ধাঞ্চ বৃদ্ধাঞ্চ মাতরং তে তপস্বিনীম্। কথং পুত্র ভরিষ্যামি কৃপণাং পুত্রগর্ধিনীম্।। ৩৫
তিষ্ঠ মা মা গমঃ পুত্র যমস্য সদনং প্রতি। শ্বো ময়া সহ গন্তাসি জনন্যা চ সমেধিতঃ।। ৩৬
উভাবপি চ শোকার্তাবনাথৌ কৃপণৌ বনে। ক্ষিপ্রমেব গমিষ্যাবস্ত্বয়া হীনৌ যমক্ষয়ম্।। ৩৭
ততো বৈবস্বতং দৃষ্ট্বা তং প্রবক্ষ্যামি ভারতীম্। ক্ষমতাং ধর্মরাজো মে বিভৃয়াৎ পিতরাবয়ম্।। ৩৮
দাতুমর্হতি ধর্মাত্মা লোকপালো মহাযশাঃ। ঈদৃশস্য মমাক্ষয্যামেকামভয়দক্ষিণাম্।। ৩৯
অপাপোঽসি যথা পুত্র নিহতঃ পাপকর্মণা। তেন সত্যেন গচ্ছাশু যে লোকাঃ শস্ত্রযোধিনাম্।। ৪০
যাং হি শূরা গতিং যান্তি সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনঃ। হতাস্ত্বভিমুখাঃ পুত্র গতিং তাং পরমাং ব্রজ।। ৪১
যাং গতিং সগরঃ শৈব্যো দিলীপো জনমেজয়ঃ। নহুষো ধুন্ধুমারশ্চ প্রাপ্তাস্তাং গচ্ছ পুত্রক।। ৪২
যা গতিঃ সর্বভূতানাং স্বাধ্যায়াত্তপসশ্চ যা। ভূমিদস্যাহিতাগ্নেশ্চ একপত্নীব্রতস্য চ।। ৪৩

পড়লেন। পরে পিতা তাকে বলতে লাগলেন— ।। ২৯ ।। বাছা, তুমি আজ আমায় প্রণাম করছো না, আমার সঙ্গে কথা বলছো না। মাটিতে শুয়ে আছো কেন? বাবা, আমার ওপর কি তুমি রাগ করেছো? ।। ৩০ ।। আমি নয় তোমার অপ্রিয় হয়েছি, তোমার ধর্মপ্রাণা মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখো। বাছা, তুমি আলিঙ্গন করছো না কেন? আমাদের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলো।। ৩১ ।। শেষরাত্রে কোন্ বিদ্বানের কাছে আমি এখন হৃদয়গ্রাহী, মধুর শাস্ত্রপাঠ শুনবো? ।। ৩২ ।। শোকে এবং ভয়ে আর্ত হয়ে বসে থাকলে স্নান সেরে, সন্ধ্যা করে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিয়ে কে এসে আমাকে আনন্দিত করবে? ।। ৩৩ ।। আমি এখন অকর্মণ্য। কন্দ, মূল, ফল আহরণ করে নিয়ে এসে প্রিয় অতিথির মতো কে আমাকে খাওয়াবে? ।। ৩৪ ।। তোমার বেচারী মা অন্ধ। ও বৃদ্ধ। পুত্রের প্রতি তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল। বাছা, তাকে আমি কি করে প্রতিপালন করবো? ।।৩৫।। বাছা, তুমি এখানে থাকো। যমসদনে যেয়ো না। আগামীকাল আমার ও তোমার মায়ের সঙ্গেই একেবারে যাবে।। ৩৬ ।। এই বনে আমরা দু'জনেই অনাথ। শোকার্ত এবং দুঃখিত। তুমি না থাকলে তাড়াতাড়িই আমরা যমালয়ে যাবো।। ৩৭ ।। সেখানে সূর্যপুত্র যমকে দেখে এই কথাই বলবো। বলবো ধর্মরাজ যম, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের এই পুত্র আমাদের দু'জনকে পালন করুক।। ৩৮ ।। মহাযশস্বী ধর্মপ্রাণ লোকপাল যমদেব নিশ্চয়ই আমাকে এই এক অক্ষয় অভয়দান করবেন।। ৩৯ ।। বাছা, তুমি নিষ্পাপ হয়েও এই পাপকর্মের দ্বারা নিহত হলে! তাই তুমি সত্যবলে শীঘ্রই সেই লোকে গমন করো, যেখানে অস্ত্রধারী যোদ্ধারা গমন করে থাকেন।। ৪০ ।। যে বীরেরা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হয়ে সম্মুখযুদ্ধে নিহত হন, বাছা তুমি সেই পরম গতিই লাভ করো।। ৪১ ।। যে গতি সগর, শিবিপুত্র, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ, ধুন্ধুমার লাভ করেছিলেন, বাছা, তুমিও সেই গতিলাভ করো।। ৪২ ।। নিত্য বেদাধ্যয়ন এবং তপস্যার দ্বারা যে গতি সকল প্রাণী লাভ করে, তোমার সেই গতিই হোক। ভূমিদানকারী, নিত্য যজ্ঞাগ্নিতে আহুতিদানকারী এবং একপত্নীব্রত ব্যক্তির যে গতি হয়, তোমারও যেন তাই হয় (*একাধিক বিবাহ বংশরক্ষার জন্য অনুমোদিত হলেও একপত্নীব্রত ছিলো স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়। এক বিবাহই শ্রেষ্ঠ—এই বাক্যে তাই ঘোষিত হচ্ছে। একটিমাত্র বিবাহ তপস্যার মহিমায় মহিমান্বিত। দশরথ বহুবিবাহ করলেও রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন একপত্নীব্রতই পালন করেছেন। দশরথের দুর্দশার কারণও বহুবিবাহ*)।। ৪৩ ।। যাঁরা সহস্র গাভী দান করেন, যাঁরা গুরুসেবায় আত্মসমর্পিত,

গোসহস্রপ্রদাতৃণাং গুরুসেবাভৃতামপি। দেহন্যাসকৃতাং যা চাতাং গতিং গচ্ছ পুত্রক।। ৪৪
ন হি তস্মিন্ কুলে জাতো গচ্ছত্যকুশলাং গতিম্। স তু যাস্যতি যেন ত্বং নিহতো মম বান্ধবঃ।। ৪৫
এবং স কৃপণং তত্র পর্যদেবয়তাসকৃৎ। ততোঽস্মৈ কর্তুমুদকং প্রবৃত্তঃ সহ ভার্যয়া।। ৪৬
স তু দিব্যেন রূপেণ মুনিপুত্রঃ স্বকর্মভিঃ। স্বর্গমধ্যারুহৎ ক্ষিপ্রং শক্রেণ সহ ধর্মবিৎ।। ৪৭
আবভাষে চ তৌ বৃদ্ধৌ শক্রেণ সহ তাপসঃ। আশ্বস্য চ মুহূর্তং তু পিতরং বাক্যমব্রবীৎ।। ৪৮
স্থানমস্মি মহৎ প্রাপ্তো ভবতোঃ পরিচারণাৎ। ভবন্তাবপি চ ক্ষিপ্রং মম মূলমুপৈষ্যথঃ।। ৪৯
এবমুক্ত্বা তু দিব্যেন বিমানেন বপুষ্মতা। আরুরোহ দিবং ক্ষিপ্রং মুনিপুত্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।। ৫০
স কৃত্বাথোদকং তূর্ণং তাপসঃ সহ ভার্যয়া। মামুবাচ মহাতেজাঃ কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্।। ৫১
অদ্যৈব জহি মাং রাজন্ মরণে নাস্তি মে ব্যথা। যঃ শরেণৈকপুত্রং মাং ত্বমকার্যীরপুত্রকম্।। ৫২
ত্বয়াপি চ যদজ্ঞানান্নিহতো মে স বালকঃ। তেন ত্বামপি শপ্স্যেঽহং সুদুঃখমতিদারুণম্।। ৫৩
পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাম্প্রতম্। এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি।। ৫৪
অজ্ঞানাত্তু হতো যস্মাৎ ক্ষত্রিয়েণ ত্বয়া মুনিঃ। তস্মাত্ত্বাং নাবিশত্যাশু ব্রহ্মহত্যা নরাধিপ।। ৫৫
ত্বামপ্যেতাদৃশো ভাবঃ ক্ষিপ্রমেব গমিষ্যতি। জীবিতান্তকরো ঘোরো দাতারমিব দক্ষিণাম্।। ৫৬
এবং শাপং ময়ি ন্যস্য বিলপ্য করুণং বহু। চিতামারোপ্য দেহং তন্মিথুনং স্বর্গমভ্যয়াৎ।। ৫৭
তদেতচ্চিন্তয়ানেন স্মৃতং পাপং ময়া স্বয়ম্। তদা বাল্যাৎ কৃতং দেবি শব্দবেধ্যনুকর্ষিণা।। ৫৮
তস্যায়ং কর্মণো দেবি বিপাকঃ সমুপস্থিতঃ। অপথ্যৈঃ সহ সম্ভুক্তে ব্যাধিরন্নরসে যথা।। ৫৯

উচ্চ-আদর্শের জন্য যাঁরা দেহত্যাগ করেন, তাঁরা যে গতি লাভ করেন, তুমিও বাছা সেই গতি লাভ করো।। ৪৪ ।। এই পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করে কেউই অশুভ গতি লাভ করে নি। তোমার বিচ্ছেদ আমি সহ্য করতে পারি না বলে তুমি আমার বান্ধব। যে তোমাকে হত্যা করেছে, সে নিশ্চয়ই অশুভ গতি লাভ করবে।। ৪৫ ।। সেই দুঃখী এইভাবে বারবার বিলাপ করবার পর পত্নীকে নিয়ে পুত্রের শ্রাদ্ধতর্পণে প্রবৃত্ত হলেন *(উদকক্রিয়া—জল দিয়ে শ্রাদ্ধ-তর্পণ)*।। ৪৬ ।। ধর্মজ্ঞ মুনিপুত্র তখন নিজের কর্মফলেই দিব্য রূপ ধারণ করে সত্বর ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে আরোহণ করলেন।। ৪৭ ।। বৃদ্ধ পিতামাতাকে ইন্দ্রের সঙ্গে সেই তাপস আশ্বস্ত করে মুহূর্তের মধ্যে পিতাকে বললেন—।। ৪৮ ।। আপনাদের সেবা করার জন্য আমি উত্তমস্থান লাভ করেছি। আপনারাও দু'জন সত্বর আমার কাছে চলে আসবেন।। ৪৯ ।। এই কথা বলে জিতেন্দ্রিয় মুনিকুমার বিশাল বিমানে করে শীঘ্রই স্বর্গলোকে আরোহণ করলেন।। ৫০ ।। অনন্তর সেই মহাতেজস্বী তপস্বী পত্নীসহ পুত্রের তর্পণ করে করজোড়ে উপস্থিত আমাকে বললেন—।। ৫১ ।। রাজন্, আজই আমায় হত্যা করো। মৃত্যুতে আমার কোনো দুঃখ নেই। একটি মাত্র পুত্র আমার ছিলো। বাণনিক্ষেপ করে আমাকে তুমি পুত্রহীন করে দিলে।।৫২ ।। আমার বালকপুত্রকে যেহেতু অজ্ঞানতার জন্য তুমি হত্যা করেছো, তাই অতি দুঃখজনক একটি শাপ আমি তোমায় দিচ্ছি *(এখনই তোমাকে ভস্মীভূত করলাম না)*।। ৫৩ ।। পুত্রের মৃত্যুজনিত শোকে আমার এখন যে দুঃখ, এইভাবেই পুত্রশোকে তোমারও মৃত্যু হবে।। ৫৪ ।। মুনিকে যেহেতু তুমি অজ্ঞানতাবশতঃ হত্যা করেছো, তাই হে রাজন্, ব্রহ্মহত্যার পাপ তোমাকে গ্রাস করবে না।। ৫৫ ।। দাতা যেমন দক্ষিণাদানের ফল দ্রুত লাভ করে, তুমিও তেমনি এই মৃত্যুদশা সত্বরই প্রাপ্ত হবে।। ৫৬ ।। সেই মুনিদম্পতী এরপর চিতায় নিজেদের দেহ সমর্পণ করে স্বর্গে চলে গেলেন।। ৫৭ ।। বাল্যে শব্দবেধী হয়ে তখন আমি যে পাপ করেছিলাম, আজ চিন্তা করতে গিয়ে সেই কথাই স্মরণে এলো *(শব্দবেধী—না দেখে শব্দকে অনুসরণ করে বাণপ্রয়োগে যে সমর্থ)*।। ৫৮ ।। দেবি, অপথ্যের সঙ্গে অন্নপানাদি গ্রহণ করলে যেমন রোগ হয়, তেমনি পূর্বকৃত কর্মের ফলে আমার এই দুর্দৈব উপস্থিত হয়েছে।। ৫৯ ।। কল্যাণি, উদারচরিত্র, সেই ঋষির বাক্য আজ ফলে যাচ্ছে। এই বলে ভীত হয়ে রাজা দশরথ কাঁদতে কাঁদতে রাণীকে

তস্মান্মামাগতং ভদ্রে তস্যোদারস্য তদ্বচঃ। ইত্যুক্ত্বা স রুদংস্ত্রস্তো ভার্যামাহ তু ভূমিপঃ।। ৬০
যদহং পুত্রশোকেন সন্ত্যজিষ্যামি জীবিতম্। চক্ষুর্ভ্যাং ত্বাং ন পশ্যামি কৌসল্যে ত্বং হি মাং স্পৃশ।। ৬১
যমক্ষয়মনুপ্রাপ্তা দ্রক্ষ্যন্তি ন হি মানবাঃ। যদি মাং সংস্পৃশেদ্ রামঃ সকৃদদ্যারভেত বা।। ৬২
ধনং বা যৌবরাজ্যং বা জীবেয়মিতি মে মতিঃ। ন তন্মে সদৃশং দেবি যন্ময়া রাঘবে কৃতম্।। ৬৩
সদৃশং তত্তু তস্যৈব যদনেন কৃতং ময়ি। দুর্বৃত্তমপি কঃ পুত্রং ত্যজেদ্ভুবি বিচক্ষণঃ।। ৬৪
কশ্চ প্রব্রাজ্যমানো বা নাসূয়েৎ পিতরং সুতঃ। চক্ষুষা ত্বাং ন পশ্যামি স্মৃতির্মম বিলুপ্যতে।। ৬৫
দূতা বৈবস্বতস্যৈতে কৌসল্যে ত্বরয়ন্তি মাম্। অতস্তু কিং দুঃখতরং যদহং জীবিতক্ষয়ে।। ৬৬
ন হি পশ্যামি ধর্মজ্ঞং রামং সত্যপরাক্রমম্। তস্যাদর্শনজঃ শোকঃ সুতস্যাপ্রতিকর্মণঃ।। ৬৭
উচ্ছোষয়তি বৈ প্রাণান্ বারি স্তোকমিবাতপঃ। ন তে মনুষ্যা দেবাস্তে যে চারুশুভকুণ্ডলম্।। ৬৮
মুখং দ্রক্ষ্যন্তি রামস্য বর্ষে পঞ্চদশে পুনঃ। পদ্মপত্রেক্ষণং সুভ্রু সুদংষ্ট্রং চারুনাসিকম্।। ৬৯
ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি রামস্য তারাধিপসমং মুখম্। সদৃশং শারদস্যেন্দোঃ ফুল্লস্য কমলস্য চ।। ৭০
সুগন্ধি মম রামস্য ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি যে মুখম্। নিবৃত্তবনবাসং তমযোধ্যাং পুনরাগতম্।। ৭১
দ্রক্ষ্যন্তি সুখিনো রামং শুক্রং মার্গগতং যথা। কৌসল্যে চিত্তমোহেন হৃদয়ং সীদতেতরাম্।। ৭২
বেদয়ে ন চ সংযুক্তাঞ্ছব্দ-স্পর্শ-রসানহম্। চিত্তনাশাদ্ বিপদ্যন্তে সর্বাণ্যেবেন্দ্রিয়াণি হি।
ক্ষীণস্নেহস্য দীপস্য সংরক্তা রশ্ময়ো যথা।। ৭৩
অয়মাত্মভবঃ শোকো মামনাথমচেতনম্। সংসাধয়তি বেগেন যথা কূলং নদীরয়ঃ।। ৭৪
হা রাঘব মহাবাহো হা মমায়াসনাশন। হা পিতৃপ্রিয় মে নাথ হা মমাসি গতঃ সুতঃ।। ৭৫

বললেন ।। ৬০ ।। যেহেতু পুত্রশোকে আমি আজ প্রাণত্যাগ করবো, তাই তোমাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না। কৌশল্যে, তুমি আমায় স্পর্শ করো।। ৬১ ।। মানুষ যখন যমলোকে গমন করার জন্য যাত্রা করে তখন ভূলোকের কিছুই দেখতে পায় না। যদি রাম একবার আমাকে স্পর্শ করতো, কিংবা ধন, বা যৌবরাজ্য গ্রহণ করতো, তাহলে আমি বেঁচে যেতাম মনে হচ্ছে। রামের প্রতি আমি যা করেছি, তা আমার উচিত হয় নি।। ৬২-৬৩ ।। কিন্তু, সে যা আমার প্রতি করেছে, তার উপযুক্তই বটে! পুত্র দুর্বৃত্ত হলেও কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি তাকে ত্যাগ করে?।। ৬৪ ।। এমন কোন্ পুত্র আছে যে নির্বাসিত হয়েও পিতাকে বিদ্বেষ করে না? চোখে এখন তোমাকে যে দেখতে পাচ্ছি না! আমার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে!।। ৬৫ ।। কৌশল্যে, বিবস্বানের পুত্র যমের দূতেরা আমাকে যাবার জন্য তাড়া দিচ্ছে। মৃত্যুকালেও ধর্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমশালী রামকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। এর চেয়ে আর দুঃখের কি আছে যে, সেই অতুলনীয় কর্মকারী পুত্রের অদর্শনে আমি আজ শোককাতর।। ৬৬-৬৭ ।। রোদ যেমন অল্প জলকে শোষণ করে, তেমনি এই শোক আমার প্রাণকেও শুকিয়ে মারছে। যারা পঞ্চদশ বর্ষে সুন্দর তারা মানুষ নয়, দেবতা। মঙ্গল-কুণ্ডল শোভিত রামের মুখখানি তারা দেখতে পাবে। পদ্মের পাপড়ির মতো তার চোখ। সুন্দর তার ভ্রূ। শোভন তার দন্ত-পংক্তি।নাকটিও বেশ সুন্দর।।৬৮-৬৯ ।। তারকাধিপতি চাঁদের মতো, শরৎকালের উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চন্দ্রের মতো, বিকশিত পদ্মের মতো রামের মুখটি যারা দেখতে পাবে, তারাই ধন্য হবে।।৭০ ।। বনবাস শেষ করে অযোধ্যায় সে যখন ফিরে আসবে তখন রামের সুগন্ধি মুখখানি যারা দেখতে পাবে, তারাই ধন্য হবে।।৭১।। নিজের নির্দিষ্ট পথে সমাগত শুক্রগ্রহের মতো সে বনবাস থেকে প্রত্যাগত হবে ব্যাকুলতার জন্য আমার হৃদয় আরো অবসন্ন হয়ে পড়ছে।।৭২ ।। আমার চিত্ত বিনষ্ট হওয়ায় ইন্দ্রিয়গুলি আজ বিপন্ন। তেল কমে গেলে প্রদীপের আলোর ছটা যেমন নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি অবস্থা আমার।।৭৩ ।। নদীর স্রোতোবেগ যেমন তীরকে ভেঙে দেয়, তেমনি আমার এই শোক মনকে ভেঙে দিয়ে আমাকে অনাথ এবং অচেতন করছে।। ৭৪ ।। হে রঘুবংশধর, হে মহাবীর, হে আমার দুঃখনাশন, হে পিতৃপ্রিয়, তুমিই আমার আশ্রয়। আমার পুত্র। তুমি কোথায় গেলে?।। ৭৫ ।। হা কৌশল্যে, তোমায় দেখছি না কেন? হা তপস্বিনি সুমিত্রে, তোমরা কোথায়?

হা কৌসল্যে ন পশ্যামি হা সুমিত্রে তপস্বিনি। হা নৃশংসে মমামিত্রে কৈকেয়ি কুলপাংসনি।। ৭৬
ইতি মাতুশ্চ রামস্য সুমিত্রায়াশ্চ সন্নিধৌ। রাজা দশরথঃ শোচন্ জীবিতান্তমুপাগমৎ।। ৭৭
তথা তু দীনঃ কথয়ন্নরাধিপঃ প্রিয়স্য পুত্রস্য বিবাসনাতুরঃ।
গতেঽর্ধরাত্রে ভৃশদুঃখপীড়িতস্তদা জহৌ প্রাণমুদারদর্শনঃ ৭৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ।

হা নিষ্ঠুরা, কুলকলঙ্কিনি, আমার শত্রু কৈকেয়ি, তোমরা কোথায় সব?।। ৭৬ ।। এইভাবে রামের মাতা কৌশল্যা এবং সুমিত্রার কাছে বিলাপ করতে করতে রাজা দশরথ জীবনের অন্তিমদশায় উপনীত হলেন।। ৭৭ ।। প্রিয়পুত্র রামের নির্বাসনে ব্যাকুল, উদারদর্শন রাজা দশরথ দৈন্যের সঙ্গে ঐরকম বিলাপ করতে করতে অত্যন্ত দুঃখে পীড়িত হয়ে, অর্ধরাত্র চলে গেলে প্রাণত্যাগ করলেন।। ৭৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের চতুঃষষ্ঠিতম (৬৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ ।।

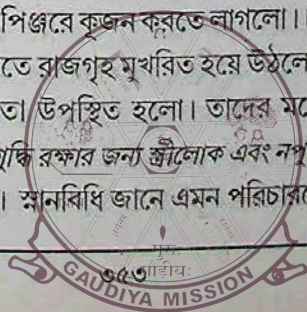
প্রাতর্দশরথস্য প্রবোধনায় সূতাদীনাং স্তুতিপাঠকরণম্, নিদ্রামগ্নস্য তস্য
গাত্রস্পর্শাদিনা তং মৃতং পরিজ্ঞায় রাজপত্নীনাং বিলাপশ্চ।

অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রাতরেবাপরেঽহনি। বন্দিনঃ পর্যুপাতিষ্ঠংস্তৎ পার্থিবনিবেশনম্।। ১
সূতাঃ পরমসংস্কারা মাগধাশ্চোত্তমশ্রুতাঃ। গায়কাঃ শ্রুতিশীলাশ্চ নিগদন্তঃ পৃথক্ পৃথক্।। ২
রাজানং স্তুবতাং তেষামুদাত্তাভিহিতাশিষাম্। প্রাসাদাভোগবিস্তীর্ণঃ স্তুতিশব্দো হ্যবর্তত।। ৩
ততস্তু স্তুবতাং তেষাং সূতানাং পাণিবাদকাঃ। অপদানান্যুদাহৃত্য পাণিবাদান্যবাদয়ন্।। ৪
তেন শব্দেন বিহগাঃ প্রতিবুদ্ধাশ্চ সস্বনুঃ। শাখাস্থাঃ পঞ্জরস্থাশ্চ যে রাজকুলগোচরাঃ।। ৫
ব্যাহৃতাঃ পুণ্যশব্দাশ্চ বীণানাং চাপি নিঃস্বনাঃ। আশীর্গেয়ঞ্চ গাথানাং পূরয়ামাস বেশ্ম তৎ।। ৬
ততঃ শুচিসমাচারাঃ পর্যুপস্থানকোবিদাঃ। স্ত্রীবর্ষবরভূয়িষ্ঠা উপতস্থুর্যথাপুরা।। ৭

পঞ্চষষ্ঠিতম (৬৫) সর্গ

রাজা দশরথকে জাগাবার জন্য সূতাদির স্তুতিপাঠ। সুপ্তিমগ্ন রাজার গাত্রস্পর্শ করে মৃত বলে জেনে রাজপত্নীদের বিলাপ।

রাত চলে গেলো। পরের দিন ভোর চলে এলো। রাজভবনে এসে বৈতালিকেরা গানের মাধ্যমে রাজার সেবা করতে লাগলো।। ১।। সুশিক্ষিত সূতেরা, উত্তমভাবে পরিশীলিত মাগধেরা, সুনিপুণ গায়কেরা পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে রাজার গুণকীর্তন আরম্ভ করলো *(সূত, মাগধ—বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। রাজগৃহে সঙ্গীতের পরিবেশন ছিলো এঁদের বৃত্তি)*।। ২ ।। উদাত্তকণ্ঠে রাজার আশীর্বাদী স্তুতি তাঁরা করতে লাগলেন। সেই স্তুতি প্রশস্ত রাজপ্রাসাদকে মুখরিত করে তুললো।। ৩ ।। এরপর সূতদের মধ্যে যাঁরা হস্তের দ্বারা মৃদঙ্গাদি বাজাতে পারতেন, তাঁরা রাজার গুণকীর্তন করে হস্তবাদ্য বাজাতে লাগলেন।। ৪ ।। সেই শব্দে রাজান্তঃপুরের পাখীগুলি জেগে উঠে গাছের ডালে এবং পিঞ্জরে কূজন করতে লাগলো।।৫ ।। পুণ্যশব্দের উচ্চারণে, বীণার ঝঙ্কারে এবং গায়কদের আশা-সূচক সঙ্গীতে রাজগৃহ মুখরিত হয়ে উঠলো।।৬ ।। এবারে পবিত্রকর্মা সেবা-নিপুণ পরিচারকেরা সেখানে পূর্বের মতো উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে স্ত্রী এবং নপুংসকদেরই ছিলো প্রাধান্য *(বর্ষবর—নপুংসক। অন্তঃপুরে বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য স্ত্রীলোক এবং নপুংসকদেরই বেশী নিয়োগ করা হতো। তার জন্য বলা হতো—শুদ্ধান্তঃপুর)*।। ৭ ।। স্নানবিধি জানে এমন পরিচারকেরা যথাসময়ে সোনার ঘটে করে



হরিচন্দনসম্পৃক্তমুদকং কাঞ্চনৈর্ঘটৈঃ। আনিন্যুঃ স্নানশিক্ষাজ্ঞা যথাকালং যথাবিধি।। ৮
মঙ্গলালম্ভনীয়ানি প্রাশনীয়ান্যুপস্করান্। উপানিন্যুস্তথা পুণ্যাঃ কুমারীবহুলাঃ স্ত্রিয়ঃ।। ৯
সর্বলক্ষণসম্পন্নং সর্বং বিধিবদর্চিতম্। সর্বং সুগুণলক্ষ্মীবত্তদভূদাভিহারিকম্।। ১০
ততঃ সূর্যোদয়ং যাবৎ সর্বং পরিসমুৎসুকম্।। তস্থাবনুপসম্প্রাপ্তং কিং স্বিদিত্যুপশঙ্কিতম্।। ১১
অথ যাঃ কোশলেন্দ্রস্য শয়নং প্রত্যনন্তরাঃ। তাঃ স্ত্রিয়স্তু সমাগম্য ভর্তারং প্রত্যবোধয়ন্।। ১২
অথাপ্যুচিতবৃত্তাস্তা বিনয়েন নয়েন চ। ন হ্যস্য শয়নং স্পৃষ্ট্বা কিঞ্চিদপ্যুপলেভিরে।। ১৩
তাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বপ্নশীলজ্ঞাশ্চেষ্টাং সঞ্চলনাদিষু। তা বেপথুপরীতাশ্চ রাজ্ঞঃ প্রাণেষু শঙ্কিতাঃ।। ১৪
প্রতিস্রোতস্তৃণাগ্রাণাং সদৃশং সঞ্চকাশিরে। অথ সন্দেহমানানাং স্ত্রীণাং দৃষ্ট্বা চ পার্থিবম্।
যত্তদাশঙ্কিতং পাপং তদা জজ্ঞে বিনিশ্চয়ঃ।। ১৫
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ পুত্রশোকপরাজিতে। প্রসুপ্তে ন প্রবুধ্যেতে যথাকালসমন্বিতে।। ১৬
নিষ্প্রভাসা বিবর্ণা চ সন্না শোকেন সন্নতা। ন ব্যরাজত কৌসল্যা তারেব তিমিরাবৃতা।। ১৭
কৌসল্যানন্তরং রাজ্ঞঃ সুমিত্রা তদনন্তরম্। ন স্ম বিভ্রাজতে দেবী শোকাশ্রুলুলিতাননা।। ১৮
তে চ দৃষ্ট্বা তদা সুপ্তে উভে দেব্যৌ চ তং নৃপম্। সুপ্তমেবোদ্গতপ্রাণমন্তঃপুরমমন্যত।। ১৯
ততঃ প্রচুক্রুশুর্দীনাঃ সস্বরং তা বরাঙ্গনা। করেণব ইবারণ্যে স্থানপ্রচ্যুতযূথপাঃ।। ২০
তাসামাক্রন্দশব্দেন সহসোদ্গতচেতনে। কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ ত্যক্তনিদ্রে বভূবতুঃ।। ২১
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা চ পার্থিবম্। হা ভর্তেতি পরিক্রুশ্য পেততুর্ধরণীতলে।। ২২
সা কোশলেন্দ্রদুহিতা চেষ্টমানা মহীতলে। ন ভ্রাজতে রজোধ্বস্তা তারেব গগনচ্যুতা।। ২৩

হরিচন্দন যুক্ত জল নিয়ে এলো।। ৮ ।। বেশীসংখ্যক কুমারীকে নিয়ে মহিলারা মঙ্গলদ্রব্যসমূহ, দর্পণ, অলঙ্কারাদি এবং প্রাশনীয় দ্রব্যাদি আনয়ন করলো।। ৯ ।। বিধি অনুসারে অর্চিত, সুগুণযুক্ত, সুন্দর সব সজ্জাদ্রব্য রাজার প্রাতঃকালে ব্যবহারের জন্য সংগৃহীত হলো।। ১০ ।। পরিচারকেরা এবার সকলে সূর্যোদয় যাবৎ অত্যন্ত উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। রাজা আসছেন না দেখে কি হলো এই ভেবে তারা শঙ্কিত হলো।। ১১ ।। এদিকে কোশলরাজ দশরথের যে সব রাণী শয়নকক্ষের কাছে ছিলেন, তাঁরা সবাই এসে পতিকে জাগাবার চেষ্টা করলেন।। ১২ ।। যাঁরা প্রাণস্পন্দনাদি এবং নাড়ীজ্ঞান জানেন, কোনো সাড়া না পেয়ে তাঁরা সতর্কভাবে এবং বিনয়ের সঙ্গে শয্যাস্থিত রাজার দেহস্পর্শ করে প্রাণের কোনো চিহ্ন বুঝতে পারলেন না।। ১৩ ।। সেই স্ত্রীরা ছিলেন স্বপ্ন-জাগরণাদি বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন। তাঁরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নেড়েচেড়ে কোনো সাড়া না পেয়ে রাজার প্রাণ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তখন কাঁপতে লাগলেন তাঁরা।। ১৪ ।। স্রোতের প্রতিকূলে স্থিত তৃণের অগ্রভাগের মতো তাঁরা কাঁপছিলেন। রাজার প্রাণসম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহান্বিত ছিলেন সেই স্ত্রীরা রাজাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন যে, তাঁরা যে পাপ আশঙ্কা করেছিলেন, তাই ঘটে গেছে।। ১৫ ।। পুত্রশোকে অভিভূত হয়ে কৌশল্যা এবং সুমিত্রা কাল-কবলিতার মতো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তখনো তাঁরা জাগেন নি।। ১৬ ।। শোকার্তা, মলিনবর্ণা কৌশল্যাকে অন্ধকারে আবৃতা তারার মতো দীপ্তিহীনা দেখাচ্ছিলো।। ১৭ ।। কৌশল্যার পর রাণী সুমিত্রাকেও দেখাচ্ছিলো শোভাহীনা। শোকের অশ্রুতে তাঁর মুখ ভেসে গেছে।। ১৮ ।। তাঁদের দু'জনকে এইভাবে নিদ্রিতা দেখে এবং রাজাকে নিদ্রিত অবস্থাতেই প্রাণহীন হয়েছেন দেখে সমগ্র অন্তঃপুরই যেন মৃতপ্রায় হয়ে উঠলো।। ১৯ ।। তখন সেই সুন্দরী রমণীরা দীনভাবে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। যেন অরণ্যে দলপতি হস্তী চলে যাওয়ায় হস্তিনীরা চীৎকার করছে!।। ২০ ।। তাঁদের ঐ উচ্চ রোদনের শব্দে কৌশল্যা এবং সুমিত্রার ঘুম চলে গেলো। সহসাই তাঁদের চেতনা ফিরে এলো।। ২১ ।। কৌশল্যা এবং সুমিত্রা রাজাকে দেখে এবং স্পর্শ করে—"হা ভর্তা",—এইরকম চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।। ২২ ।। কোশলরাজ কন্যা মাটিতে পড়ে ছটফট করছেন। যেন আকাশ থেকে খসে-পড়া তারা ধুলায় ধূসরিত হয়ে শোভা হারিয়ে ফেলেছে।। ২৩ ।। রাজার সব শান্ত

নৃপে শান্তগুণে জাতে কৌসল্যাং পতিতাং ভুবি। অপশ্যংস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বা হতাং নাগবধূমিব।। ২৪
ততঃ সর্বা নরেন্দ্রস্য কৈকেয়ী প্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ। রুদত্যঃ শোকসন্তপ্তা নিপেতুর্গতচেতনাঃ।। ২৫
তাভিঃ স বলবান্নাদঃ ক্রোশন্তীভিরনুদ্রুতঃ। যেন স্ফীতীকৃতো ভূয়স্তদ্‌গৃহং সমনাদয়ৎ।। ২৬
তৎপরিত্রস্তসম্ভ্রান্তং পর্যুৎসুকজনাকুলম্। সর্বতস্তুমুলাক্রন্দং পরিতাপার্তবান্ধবম্।। ২৭
সদ্যো নিপতিতানন্দং দীনং বিক্লবদর্শনম্। বভূব নরদেবস্য সদ্ম দিষ্টান্তমীয়ুষঃ।। ২৮
অতীতমাজ্ঞায় তু পার্থিবর্ষভং যশস্বিনং তং পরিবার্য পত্নয়ঃ।
ভৃশং রুদত্যঃ করুণং সুদুঃখিতাঃ প্রগৃহ্য বাহূ ব্যলপন্ননাথবৎ।। ২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

হয়ে গেছে তথা তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন দেখে কৌশল্যাও ভূপতিতা। সমবেত স্ত্রীলোকেরা তখন তাঁকে নিহত নাগপত্নীর মতোই মনে করছিলেন।। ২৪ ।। অনন্তর কৈকেয়ী-প্রমুখ রাজপত্নীসকল শোকে সন্তপ্ত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।। ২৫ ।। তাঁদের সেই তুমুল ক্রন্দনধ্বনি কৈকেয়ী-প্রমুখের উচ্চরোদনের সঙ্গে মিলিত হয়ে বর্ধিত লয়ে সমগ্র প্রাসাদকে ধ্বনিত করে তুললো।।২৬।। রাজার মৃত্যুতে প্রাসাদটি ভীতিপ্রদ হয়ে উঠলো। উৎকণ্ঠিত মানুষ-জনে ভরে গেলো। সবদিক থেকে শোনা যাচ্ছে তুমুল ক্রন্দন। আত্মীয়েরা পরিতাপে আর্ত হয়ে উঠলো।। ২৭ ।। আনন্দ গেলো চলে। রাজপুরীকে দৈন্যগ্রস্ত এবং বিরূপদর্শন দেখাচ্ছে।। ২৮ ।। যশস্বী মহারাজের প্রাণ চলে গেছে বুঝে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাঁর পত্নীরা তাঁকে বেষ্টন করে একে অপরের বাহু ধরে অত্যন্ত করুণভাবে কাঁদতে লাগলেন।। ২৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চষষ্টিতম (৬৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

দশরথং মৃতং দৃষ্ট্বা ভৃশং বিলপন্ত্যাঃ কৌসল্যায়াঃ কৈকেয়ীং প্রতি ভর্ৎসনবাক্যম্, অমাত্যানাং তৈলদ্রোণ্যাং রাজশরীরস্থাপনম্, পৌরাণাং বিলাপশ্চ।

তমগ্নিমিব সংশান্তমম্বুহীনমিবার্ণবম্। গতপ্রভমিবাদিত্যং স্বর্গস্থং প্রেক্ষ্য ভূমিপম্।। ১
কৌসল্যা বাষ্পপূর্ণাক্ষী বিবিধং শোককর্ষিতা। উপগৃহ্য শিরো রাজ্ঞঃ কৈকেয়ীং প্রত্যভাষত।। ২
সকামা ভব কৈকেয়ী ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্। ত্যক্ত্বা রাজানমেকাগ্রা নৃশংসে দুষ্টচারিণি।। ৩
বিহায় মাং গতো রামে ভর্তা চ স্বর্গতো মম। বিপথে সার্থহীনেব নাহং জীবিতুমুৎসহে।। ৪

ষটষষ্টিতম (৬৬) সর্গ

দশরথকে মৃত দেখে অত্যন্ত বিলাপরতা কৌশল্যার কৈকেয়ীর প্রতি তিরস্কার।
অমাত্যদের দ্বারা তৈলপাত্রে রাজার শরীরকে স্থাপন। পুরবাসীদের বিলাপ।

প্রাণহীন রাজাকে নির্বাপিত অগ্নির মতো, জলহীন সমুদ্রের মতো, প্রভাহীন সূর্যের মতো দেখাচ্ছে।। ১ ।। তিনি স্বর্গত হয়েছেন দেখে কৌশল্যার চোখ জলে পূর্ণ। নানাভাবে তিনি শোকক্লিষ্টা। রাজার মস্তকটি তিনি কোলে টেনে নিয়ে কৈকেয়ীকে বললেন—।। ২ ।। নিষ্ঠুর দুষ্টচারিণি, তোমার কামনা পূর্ণ হোক। রাজাকে ত্যাগ করে একাগ্রা হয়ে শত্রুহীন রাজ্য তুমি ভোগ করো।। ৩ ।। রাম আমায় ছেড়ে চলে গেছে। আমার স্বামীও চলে গেলেন স্বর্গে। বিপথে সম্বলহীনার মতো আমি আর বাঁচতে চাই না (*সার্থ—ধনী, সম্বল, সমূহ*)।। ৪ ।। কোন্ স্ত্রী নিজের দেবতাস্বরূপ স্বামীকে ত্যাগ করে ধর্মত্যাগিনী কৈকেয়ীর মতো আর অন্যত্র

ভর্তারং তু পরিত্যজ্য কা স্ত্রী দৈবতমাত্মনঃ। ইচ্ছেজ্জীবিতুমন্যত্র কৈকেয্যাস্ত্যক্তধর্মণঃ।। ৫
ন লুব্ধো বুধ্যতে দোষান্ কিং পাকমিব ভক্ষয়ন্। কুব্জানিমিত্তং কৈকেয্যা রাঘবাণাং কুলং হতম্।। ৬
অনিয়োগে নিযুক্তেন রাজ্ঞা রামং বিবাসিতম্। সভার্যং জনকঃ শ্রুত্বা পরিতপ্স্যত্যহং যথা।। ৭
স মামনাথাং বিধবাং নাদ্য জানাতি ধার্মিকঃ। রামঃ কমলপত্রাক্ষো জীবন্নাশমিতো গতঃ।। ৮
বিদেহরাজস্য সুতা তথা চারুতপস্বিনী। দুঃখস্যানুচিতা দুঃখং বনে পর্য্যুদ্বিজিষ্যতি।। ৯
নদতাং ভীমঘোষাণাং নিশাসু মৃগপক্ষিণাম্। নিশম্যমানা সন্ত্রস্তা রাঘবং সংশ্রয়িষ্যতি।। ১০
বৃদ্ধশ্চৈবাল্পপুত্রশ্চ বৈদেহীমনুচিন্তয়ন্। সোঽপি শোকসমাবিষ্টো নূনং ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্।। ১১
সাহমদ্যৈব দিষ্টান্তং গমিষ্যামি পতিব্রতা। ইদং শরীরমালিঙ্গ্য প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।। ১২
তাং ততঃ সম্পরিষ্বজ্য বিলপন্তীং তপস্বিনীম্। ব্যপনিন্যুঃ সুদুঃখার্তাং কৌসল্যাং ব্যবহারিকাঃ।। ১৩
তৈলদ্রোণ্যাং তদামাত্যাঃ সংবেশ্য জগতীপতিম্। রাজ্ঞঃ সর্বাণ্যথাদিষ্টাশ্চক্রুঃ কর্মাণ্যনন্তরম্।। ১৪
ন তু সঙ্কালনং রাজ্ঞো বিনা পুত্রেণ মন্ত্রিণঃ। সর্বজ্ঞাঃ কর্তুমীষুস্তে ততো রক্ষন্তি ভূমিপম্।। ১৫
তৈলদ্রোণ্যাং শায়িতং তং সচিবৈস্তু নরাধিপম্। হা মৃতোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা স্ত্রিয়স্তাঃ পর্য্যদেবয়ন্।। ১৬
বাহূনুচ্ছ্রিত্য কৃপণা নেত্রপ্রস্রবণৈর্মুখৈঃ। রুদত্যঃ শোকসন্তপ্তাঃ কৃপণং পর্যদেবয়ন্।। ১৭
হা মহারাজ রামেণ সততং প্রিয়বাদিনা। বিহীনাঃ সত্যসন্ধেন কিমর্থং বিজহাসি নঃ।। ১৮
কৈকেয্যা দুষ্টভাবায়া রাঘবেণ বিবর্জিতাঃ। কথং সপত্ন্যা বৎস্যামঃ সমীপে বিধবা বয়ম্।। ১৯
স হি নাথঃ স চাস্মাকং তব চ প্রভুরাত্মবান্। বনং রামো গতঃ শ্রীমান্ বিহায় নৃপতিশ্রিয়ম্।। ২০

বেঁচে থাকতে চায়?।। ৫ ।। লোভী ব্যক্তি বিষাক্ত অন্নভোজনের দোষ বুঝতে পারে না। কুব্জার জন্য কৈকেয়ীর দ্বারা রঘুবংশ শেষ হয়ে গেলো (*কিংপাক—খারাপভাবে রান্না করা অন্ন, বিষাক্ত অন্ন, দুষ্পাচ্য ফলবিশেষ*)।। ৬ ।। কৈকেয়ীর দ্বারা অনুচিতকার্যে নিযুক্ত হয়ে সীতাসহ রামকে রাজা নির্বাসিত করেছেন। জনক এই কথা শুনলে আমার মতোই পরিতাপ করবেন।। ৭ ।। পদ্মপলাশলোচন রাম জীবিত থেকেও আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। আমি আজ বিধবা হয়ে যে অনাথা হলাম, সেই ধার্মিক তা জানতে পারছে না।। ৮ ।। বিদেহরাজকন্যা সীতা কখনো দুঃখভোগের যোগ্যা নয়। সুন্দরী সচ্চরিত্রা সে! আজ বনে দুঃখে উদ্‌বিগ্না হয়ে বাস করছে।। ৯ ।। রাত্রে পশুপাখীর ভীষণ শব্দ শুনে সে ভয়ে নিশ্চয়ই রামকে আশ্রয় করবে।। ১০ ।। বৃদ্ধ এবং একমাত্র সন্তানের জনক রাজর্ষি জনক সীতার কথা চিন্তা করতে করতে শোকে নিবিষ্ট হয়ে নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করবেন।। ১১ ।। আমিও আজ পতিব্রতারূপে প্রাণত্যাগ করবো। এই শরীর আলিঙ্গন করেই অগ্নিতে প্রবেশ করবো।। ১২ ।। দুঃখিনী কৌশল্যা রাজার দেহ জড়িয়ে ধরে বিলাপ করছিলেন। লোকব্যবহারে নিপুণা নারীকর্মীরা অত্যন্ত দুঃখার্তা কৌশল্যাকে অনেক কষ্টে তখন সরিয়ে নিলো।। ১৩ ।। অনন্তর কুলগুরু এবং প্রধানমন্ত্রী বশিষ্ঠাদির আদেশ অনুসারে অমাত্যরা তেল-ভরা এক বিরাট কড়াইতে রাজার দেহকে সংরক্ষিত করে অন্য সব আনুষঙ্গিক করণীয় সম্পাদন করলেন। সব কিছু জানেন যে মন্ত্রীরা, তাঁরা কিন্তু, একটি পুত্রও কাছে নেই দেখে পুত্র বিনা রাজদেহ দাহ করতে চাইলেন না। তাই, এইভাবে দেহ সংরক্ষিত করে রাখলেন।। ১৫ ।। অমাত্যেরা তেলের কড়াইতে রাজাকে রেখেছেন দেখে— হায়, তিনি তাহলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন—জেনে সমবেত মহিলারা বিলাপ করতে লাগলেন (*দ্রোণী—বিশাল পাত্র*)।। ১৬ ।। শোকে সন্তপ্ত হয়ে বাহু উৎক্ষিপ্ত করে দুঃখিনী নারীরা চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে করুণ বিলাপ করতে লাগলেন।। ১৭ ।। সত্যনিষ্ঠ, সর্বদা প্রিয়ভাষী রাম আগেই আমাদের ত্যাগ করেছেন মহারাজ। এখন আপনিও আমাদের ত্যাগ করছেন কেন?।। ১৮ ।। সপত্নী দুষ্টস্বভাবা কৈকেয়ীর সঙ্গে বিধবা আমরা রামকে ছেড়ে কি করে থাকবো?।। ১৯ ।। শ্রীমান রাম আত্মজ্ঞানী। শক্তিশালী। আমাদের সকলের আশ্রয়। রাজ-ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সে বনে চলে গেছে।। ২০ ।। সেই বীরপুত্রকে ছেড়ে দুঃখে বিমূঢ় হয়ে কৈকেয়ীর

ত্বয়া তেন চ বীরেণ বিনা ব্যসনমোহিতাঃ। কথং বয়ং নিবৎস্যামঃ কৈকেয্যা চ বিদূষিতাঃ।। ২১
যয়া চ রাজা রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ। সীতয়া সহ সন্ত্যক্তাঃ সা কমন্যং ন হাস্যতি।। ২২
তা বাষ্পেণ চ সংবীতাঃ শোকেন বিপুলেন চ। ব্যচেষ্টন্ত নিরানন্দা রাঘবস্য বরস্ত্রিয়ঃ।। ২৩
নিশা নক্ষত্রহীনেব স্ত্রীব ভর্তৃবিবর্জিতা। পুরী নারাজতাযোধ্যা হীনা রাজ্ঞা মহাত্মনা।। ২৪
বাষ্পপর্যাকুলজনা হাহাভূতকুলাঙ্গনা। শূন্যচত্বর-বেশ্মান্তা ন বভ্রাজ যথাপুরম্।। ২৫
গতে তু শোকাৎ ত্রিদিবং নরাধিপে মহীতলস্থাসু নৃপাঙ্গনাসু চ।
নিবৃত্তচারঃ সহসা গতো রবিঃ প্রবৃত্তচারা রজনী হ্যুপস্থিতা।। ২৬
ঋতে তু পুত্রাদ্ দহনং মহীপতের্নারোচয়ংস্তে সুহৃদঃ সমাগতাঃ।
ইতীব তস্মিঞ্ছয়নে ন্যবেশয়ন্ বিচিন্ত্য রাজানমচিন্ত্যদর্শনম্।। ২৭
গতপ্রভা দ্যৌরিব ভাস্করং বিনা ব্যপেতনক্ষত্রগণেব শর্বরী।
পুরী বভাসে রহিতা মহাত্মনা কণ্ঠাস্রকণ্ঠাকুলমার্গচত্বরা।। ২৮
নরাশ্চ নার্যশ্চ সমেত্য সঙ্ঘশো বিগর্হমাণা ভরতস্য মাতরম্।
তদা নগর্যাং নরদেবসংক্ষয়ে বভূবুরার্তা ন চ শর্ম লেভিরে।। ২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্‌ষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ।

দ্বারা তিরস্কৃতা হয়ে আমরা কিভাবে বাস করবো?।। ২১ ।। মহাবীর রামলক্ষ্মণকে সীতাসহ যে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে পারে হে রাজা, সে আর কাকেই বা ত্যাগ না করতে পারে?।। ২২ ।। রঘুবংশধর দশরথের ঐ সুন্দরী পত্নীরা বিপুল শোকে চোখের জলে ভেসে দুঃখে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।। ২৩ ।। নক্ষত্রহীন রাতের মতো, পতিহীনা নারীর মতো মহাপ্রাণ রাজার দ্বারা বর্জিত অযোধ্যাকে আর সুন্দর দেখাচ্ছিলো না।। ২৪ ।। জনগণ অশ্রুপূর্ণনেত্র। কুলনারীরা হাহাকার করছেন। রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের চত্বর জনশূন্য। আগের মতো শোভা আর কোথাও নেই।। ২৫ ।। পুত্রশোকে রাজা স্বর্গে গমন করলে রাণীরা ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন। পরিক্রমণকে নিবৃত্ত করে সহসা সূর্য অস্ত গেলো। রাত্রি এসে যাত্রা শুরু করলো।। ২৬ ।। সমাগত সুহৃদেরা পুত্র ব্যতীত দাহ পছন্দ করলেন না। অনেক ভেবে এইজন্য রাজাকে তৈল-শয়নেই রেখে দিলেন। রাজাকে দর্শনের জন্য আর চিন্তা করা যায় না।। ২৭ ।। সূর্য ছাড়া প্রভাহীন দিনের মতো, নক্ষত্রহীন রাত্রির মতো মহাপ্রাণ রাজাকে ছেড়ে অযোধ্যাপুরীও জৌলুষহীন হয়ে গেলো। পথে এবং গৃহের চত্বরে সবারই চোখে জল, কণ্ঠ স্খলিত।। ২৮ ।। নরনারী সবাই মিলে ভরতজননী কৈকেয়ীকে নিন্দা করতে লাগলো। রাজার মৃত্যুতে নগরে সবাই কাতর হয়ে পড়লো। কেউ শান্তি পাচ্ছিলো না।। ২৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ষট্‌ষষ্ঠিতম (৬৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ ।।

মার্কণ্ডেয়প্রভৃতিভির্মুনিভিরমাত্যগণৈশ্চ অরাজকস্য রাজস্য দুরবস্থায়া বর্ণনম্, অন্যস্য কস্যাপীক্ষ্বাকুবংশীয়-রাজকুমারস্য রাজপদে অভিষেকায় বসিষ্ঠসমীপে সর্বেষামনুরোধশ্চ।

আক্রন্দিত-নিরানন্দা সাস্রকণ্ঠজনাবিলা। অযোধ্যায়ামবততা সা ব্যতীয়ায় শর্বরী।। ১

সপ্তষষ্ঠিতম (৬৭) সর্গ

মার্কণ্ডেয় প্রমুখ মুনি এবং অমাত্যগণের দ্বারা অরাজক রাজ্যের দুরবস্থা বর্ণনা।
অন্য কোনো ইক্ষ্বাকুবংশীয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করার জন্য বশিষ্ঠের নিকট সকলের অনুরোধ।

অযোধ্যায় সেই রাতটিও কেটে গেলো। মনে হলো রাতটি কতো দীর্ঘ! জনগণ নিরানন্দ। কণ্ঠে তাদের ক্রন্দন। চোখে জল।। ১।। রাত্রি অবসানে সূর্যের উদয় হলো। তখন রাজকর্ম-সম্পাদক ব্রাহ্মণেরা সভায়

ব্যতীতায়াং তু শর্বর্যামাদিত্যস্যোদয়ে ততঃ। সমেত্য রাজকর্তারঃ সভামীয়ুর্দ্বিজাতয়ঃ।। ২
মার্কণ্ডেয়োঽথ মৌদ্‌গল্যো বামদেবশ্চ কশ্যপঃ। কাত্যায়নো গৌতমশ্চ জাবালিশ্চ মহাযশাঃ।। ৩
এতে দ্বিজাঃ মহামাত্যৈঃ পৃথগ্‌বাচমুদীরয়ন্। বসিষ্ঠমেবাভিমুখাঃ শ্রেষ্ঠং রাজপুরোহিতম্।। ৪
অতীতা শর্বরী দুঃখং যা নো বর্ষশতোপমা। অস্মিন্ পঞ্চত্বমাপন্নে পুত্রশোকেন পার্থিবে।। ৫
স্বর্গস্থশ্চ মহারাজো রামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ। লক্ষ্মণশ্চাপি তেজস্বী রামেণৈব গতঃ সহ।। ৬
উভৌ ভরত-শত্রুঘ্নৌ কেকয়েষু পরন্তপৌ। পুরে রাজগৃহে রম্যে মাতামহনিবেশনে।। ৭
ইক্ষ্বাকূণামিহাদ্যৈব কশ্চিদ্ রাজা বিধীয়তাম্। অরাজকং হি নো রাষ্ট্রং বিনাশং সমবাপ্নুয়াৎ।। ৮
নারাজকে জনপদে বিদ্যুন্মালী মহাস্বনঃ। অভিবর্ষতি পর্জন্যো মহীং দিব্যেন বারিণা।। ৯
নারাজকে জনপদে বীজমুষ্টিঃ প্রকীর্যতে। নারাজকে পিতুঃ পুত্রো ভার্যা বা বর্ততে বশে।। ১০
অরাজকে ধনং নাস্তি নাস্তি ভার্যাপ্যরাজকে! ইদমত্যাহিতং চান্যৎ কুতঃ সত্যমরাজকে।। ১১
নারাজকে জনপদে কারয়ন্তি সভাং নরাঃ। উদ্যানানি চ রম্যাণি হৃষ্টাঃ পুণ্যগৃহাণি চ।। ১২
নারাজকে জনপদে যজ্ঞশীলা দ্বিজাতয়ঃ। সত্রাণ্যন্বাসতে দান্তা ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ।। ১৩
নারাজকে জনপদে মহাযজ্ঞেষু যজ্বনঃ। ব্রাহ্মণা বসুসম্পূর্ণা বিসৃজন্ত্যাপ্তদক্ষিণাঃ।। ১৪
নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্টনট-নর্তকাঃ। উৎসবাশ্চ সমাজাশ্চ বর্ধন্তে রাষ্ট্রবর্ধনাঃ।। ১৫
নারাজকে জনপদে সিদ্ধার্থা ব্যবহারিণঃ। কথাভিরভিরজ্যন্তে কথাশীলাঃ কথাপ্রিয়ৈঃ।। ১৬
নারাজকে জনপদে তূদ্যানানি সমাগতাঃ। সায়াহ্নে ক্রীড়িতুং যান্তি কুমার্যো হেমভূষিতাঃ।। ১৭

সমবেত হলেন।। ২।। তাঁরা হলেন মার্কণ্ডেয়, মৌদ্‌গল্য, বামদেব, কশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম এবং মহাযশস্বী জাবালি।।৩।। এই ব্রাহ্মণেরা সবাই প্রধান অমাত্যদের সঙ্গে পৃথক পৃথগ্‌ভাবে আলোচনা করলেন। শ্রেষ্ঠ ঋষি রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের সঙ্গে তাঁরা গেলেন।। ৪ ।। পুত্রশোকে রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হলে আমাদেরো রাত কেটে গেলো। দুঃখের জন্য মনে হলো সেই একটি রাত যেন এক শত বছরের মতো দীর্ঘ।। ৫।। মহারাজ স্বর্গত হলেন। রামও অরণ্যে আশ্রয় নিলেন। তেজস্বী লক্ষ্মণও রামের সঙ্গেই চলে গেছেন।। ৬।। শত্রুতাপনকারী বীর ভরত এবং শত্রুঘ্ন দু'জনেই কেকয়দেশে মতামহের গৃহে সুন্দর রাজপ্রাসাদে বাস করছেন।। ৭।। ইক্ষ্বাকুবংশীয় কাউকে আজই এখানে রাজা করুন। আমাদের রাষ্ট্রে যদি রাজা না থাকেন, তাহলে তা ধ্বংস হয়ে যাবে।।৮ ।। জনপদে যদি রাজা না থাকেন, বিদ্যুতের মালা-পরিহিত, মহাগর্জনকারী পর্জন্যদেব স্বর্গীয় জলরাশি পৃথিবীতে বর্ষণ করেন না *(পর্জন্যদেব—বৃষ্টির অধিদেবতা, ইন্দ্র)*।। ৯।। দেশে রাজা না থাকলে শস্যের বীজ ছড়ানো যায় না। পুত্র পিতার এবং পত্নী পতির বশে থাকে না *(অরাজক দেশে নৈসর্গিক ও সামাজিক বিপর্যয় নেমে আসে)*।। ১০ ।। অরাজক দেশে ধন থাকে না। ভার্যাও গৃহে বাস করে না। চতুর্দিকে অমঙ্গল নেমে আসে। কোথায় সেখানে সত্য?।। ১১ ।। অরাজক রাজ্যে মানুষেরা কোনো সভা করে না। আনন্দিত হয়ে উদ্যান এবং পবিত্র সুন্দর দেবগৃহ নির্মাণও কেউ করে না।। ১২।। অরাজক দেশে ইন্দ্রিয়জয়ী, যজ্ঞপরায়ণ ব্রাহ্মণেরা বহুদিবস-ব্যাপী যজ্ঞের অনুষ্ঠান আর করেন না।। ১৩ ।। রাজ্য রাজাহীন হলে, সেখানে মহাযজ্ঞে যজ্ঞকারী ঋত্বিকগণকে ধনপূর্ণ দক্ষিণা ব্রাহ্মণেরা প্রদান করেন না।। ১৪।। অরাজক রাজ্যে রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধিসূচক সামাজিক উৎসব এবং আনন্দিত অভিনেতা ও নৃত্যশিল্পীদের বিবর্ধন হয় না।। ১৫ ।। রাজা নেই যে দেশে সেখানে ব্যবসায়ীদের অভিলাষপূর্ণ হয় না। পুরাণাদির পাঠ-শ্রবণ যাদের প্রিয়, তারা পাঠকদের কথায় আনন্দিত হয় না *(ব্যবহারী—পণ্যবিক্রেতা ব্যবসায়ী। আনন্দের সঙ্গে গণশিক্ষার সামাজিক পদ্ধতি ছিলো সেদিন কথকতা)*।। ১৬ ।। অরাজক রাজ্যে কুমারীরা সোনার গয়না পরে সন্ধ্যাকালে ক্রীড়ার জন্য সমবেতভাবে উদ্যানে যেতে পারে না *(সেকালে মেয়েরা সন্ধ্যায় সেজেগুজে উদ্যানে খেলতে যেতো। নারীস্বাধীনতাও প্রগতির সূচক)*।। ১৭ ।। অরাজক দেশে ধনীরা নিরাপদে

নারাজকে জনপদে ধনবন্তঃ সুরক্ষিতাঃ। শেরতে বিবৃতদ্বারাঃ কৃষি-গোরক্ষজীবিনঃ।। ১৮
নারাজকে জনপদে বাহনৈঃ শীঘ্রবাহিভিঃ। নরা নির্যান্ত্যরণ্যানি নারীভিঃ সহ কামিনঃ।। ১৯
নারাজকে জনপদে বদ্ধঘণ্টা বিষাণিনঃ। অটন্তি রাজমার্গেষু কুঞ্জরাঃ ষষ্টিহায়নাঃ।। ২০
নারাজকে জনপদে শরান্ সন্ততমস্যতাম্। শ্রূয়তে তলনির্ঘোষ ইষ্বস্ত্রাণামুপাসনে।। ২১
নারাজকে জনপদে বণিজো দূরগামিনঃ। গচ্ছন্তি ক্ষেমমধ্বানং বহুপণ্যসমাচিতাঃ।। ২২
নারাজকে জনপদে চরত্যেকচরো বশী। ভাবয়ন্নাত্মনাত্মানং যত্র সায়ং গৃহো মুনিঃ।। ২৩
নারাজকে জনপদে যোগক্ষেমঃ প্রবর্ততে। ন চাপ্যরাজকে সেনা শত্রূন্ বিষহতে যুধি।। ২৪
নারাজকে জনপদে হৃষ্টৈঃ পরমবাজিভিঃ। নরাঃ সংযান্তি সহসা রথৈশ্চ প্রতিমণ্ডিতাঃ।। ২৫
নারাজকে জনপদে নরাঃ শাস্ত্রবিশারদাঃ। সংবদন্তোপতিষ্ঠন্তে বনেষূপবনেষু বা।। ২৬
নারাজকে জনপদে মাল্য-মোদকদক্ষিণাঃ। দেবতাভ্যর্চনার্থায় কল্প্যন্তে নিয়তৈর্জনৈঃ।। ২৭
নারাজকে জনপদে চন্দনাগুরুরূষিতাঃ। রাজপুত্রা বিরাজন্তে বসন্ত ইব শাখিনঃ।। ২৮
যথা হ্যনুদকা নদ্যো যথা বাপ্যতৃণং বনম্। অগোপালা যথা গাবস্তথা রাষ্ট্রমরাজকম্।। ২৯
ধ্বজো রথস্য প্রজ্ঞানং ধূমো জ্ঞানং বিভাবসোঃ। তেষাং যো নো ধ্বজো রাজা স দেবত্বমিতো গতঃ।। ৩০
নারাজকে জনপদে স্বকং ভবতি কস্যচিৎ। মৎস্যা ইব জনা নিত্যং ভক্ষয়ন্তি পরস্পরম্।। ৩১

থাকতে পারে না। কৃষিজীবী ও গয়লারা দরজা খোলা রেখে শুতে পারে না *(সু রাজত্বে দরজা খোলা রেখেই সবাই ঘুমাতো। ফা-হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভারতের এই অবস্থার কথা উল্লেখিত আছে)*।। ১৮ ।। অরাজক রাজ্যে আনন্দবিলাসী ব্যক্তিরা নারীদের নিয়ে দ্রুতগামী যানে করে অরণ্যে বিলাস ভ্রমণে যেতে পারে না।। ১৯ ।। রাজা যে রাজ্যে নেই, সেখানে যাটবৎসর বয়স্ক গলায় ঘন্টা-বাঁধা দাঁতালো হাতীগুলি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে না *(হাতীর দাঁত বহুমূল্য বস্তু। যাট বছরের হাতীর দাঁত বিশাল। এতো বয়স্ক হাতীর প্রতিরোধের শক্তি নেই। তার দাঁত জোর করে চুরি করা সহজ। সুশাসিত রাজ্যে তা হবার সম্ভাবনা নেই)*।। ২০ ।। অরাজক রাজ্যে বাণ এবং অস্ত্রের অভ্যাসকালে নিরন্তর শর-নিক্ষেপকারীদের হাততালি শোনা যায় না *(নিরাপদে অস্ত্রচর্চা করা যায় সুশাসিত রাজ্যে। জনগণের মধ্যে বীর্যবত্তার অস্তিত্ব সূচিত হচ্ছে)*।। ২১ ।। রাজার শাসন না থাকলে দূরগামী বণিকেরা বহু দ্রব্য সম্ভার নিয়ে নিরাপদে পথে যেতে পারে না *(সমাজে অবাধ বাণিজ্যের ফলে আর্থিক সমুন্নত ব্যবস্থা প্রমাণিত হচ্ছে)*।। ২২ ।। অরাজক রাজ্যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি আত্মভাবনায় মগ্ন হয়ে একা চলতে গিয়ে সন্ধ্যা হলেই মুনির মতো নিজের বাড়ীতে আছেন বলে মনে করে নিশ্চিন্ত হতে পারেন না *(রাস্তায় নিজের ভাবে ভাবিত হয়ে পথ চলা যায়। রাতে অন্ধকারেও আক্রমণের ভয় নেই। রাজার সুশাসনে রাজ্যে এই নিরাপত্তা প্রত্যাশিত ছিলো তখন)*।। ২৩ ।। অরাজক রাজ্যে অপ্রাপ্ত বস্তু, প্রাপ্ত বস্তুও রক্ষা করতে পারে না। যুদ্ধে সৈনিকেরা শত্রুদের প্রতিরোধ করতে পারে না *(অরাজক রাজ্যে সৈনিকেরা বিশৃঙ্খল এবং লোভী হয় বলে শত্রুর প্রতিরোধের শক্তি হারিয়ে ফেলে)*।। ২৪ ।। রাজা যে দেশে নেই, সে দেশে জনগণ ভালো বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে ভালো ঘোড়ায় চড়ে যখন তখন যেখানে সেখানে বেড়াতে পারে না।। ২৫ ।। রাজার শাসনহীনদেশে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বনে বা উপবনে বসে শাস্ত্রবিচারে নিশ্চিন্ত নিরত হতে পারেন না।।২৬।। রাজার শাসনহীন দেশে লোকে সদাচার ভুলে যায়। ফলে ব্রতপরায়ণ মানুষেরাও দেবপূজোর জন্য মালা, মিষ্টি, এবং দক্ষিণা দান করে না।।২৭ ।। অরাজক রাজ্যে রাজপুত্রেরা বসন্তের বৃক্ষের মতো চন্দন-অগুরুতে সেজেগুজে শুধু বিলাসী হয়ে বিরাজ করে।। ২৮ ।। জলহীন নদী, তৃণহীন বন, পালকহীন গোরুর মতো শোচনীয় অবস্থা হয় রাজবিহীন রাজ্যের।। ২৯ ।। রথের চিহ্ন যেমন তার পতাকা, অগ্নির চিহ্ন যেমন ধূম, তিনি আমাদেরো যিনি গৌরবচিহ্নস্বরূপ ছিলেন, সেই রাজা এখান থেকে চলে গিয়ে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।। ৩০।। অরাজক রাজ্যে কোনো কিছুই কারো নিজস্ব হয় না। যে কেউ যে কারো বস্তু কেড়ে নিতে পারে। মাছ যেমন একে অপরকে খেয়ে ফেলে মানুষও তেমনি নিত্যই একে অপরকে আত্মসাৎ করে *(এই অবস্থাকেই মাৎস্যন্যায় বলে)*।। ৩১ ।। যে সকল নাস্তিক ব্যক্তি আগে মর্যাদা লঙ্ঘন করায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলো, তারা

যে হি সম্ভিন্নমর্যাদা নাস্তিকাশ্ছিন্নসংশয়াঃ। তেঽপি ভাবায় কল্পন্তে রাজদণ্ডনিপীড়িতাঃ।। ৩২
যথা দৃষ্টিঃ শরীরস্য নিত্যমেব প্রবর্ততে। তথা নরেন্দ্রো রাষ্ট্রস্য প্রভবঃ সত্য-ধর্ময়োঃ।। ৩৩
রাজা সত্যঞ্চ ধর্মশ্চ রাজা কুলবতাং কুলম্। রাজা মাতা পিতা চৈব রাজা হিতকরো নৃণাম্।। ৩৪
যমো বৈশ্রবণঃ শক্রো বরুণশ্চ মহাবলঃ। বিশিষ্যন্তে নরেন্দ্রেণ বৃত্তেন মহতা ততঃ।। ৩৫
অহো তম ইবেদং স্যান্ন প্রজ্ঞায়েত কিঞ্চন। রাজা চেন্ন ভবেল্লোকে বিভজন্ সাধ্বসাধুনী।। ৩৬
জীবত্যপি মহারাজে তবৈব বচনং বয়ম্। নাতিক্রমামহে সর্বে বেলাং প্রাপ্যেব সাগরঃ।। ৩৭
স নঃ সমীক্ষ্য দ্বিজবর্য বৃত্তং নৃপং বিনা রাষ্ট্রমরণ্যভূতম্।
কুমারমিক্ষ্বাকুসুতং তথান্যং ত্বমেব রাজানমিহাভিষেচয়।। ৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ।

এখন নিঃশঙ্ক হয়ে প্রভুত্ব বিস্তার করে।। ৩২ ।। দৃষ্টি যেমন সর্বদাই শরীরের ভালোর জন্য প্রবর্তিত হয়, তেমনি সত্য ও ধর্মের প্রবর্তক রাজাও রাষ্ট্রের কল্যাণে সর্বদাই অবস্থিত থাকেন।। ৩৩ ।। রাজাই সত্য এবং ধর্ম। রাজাই কুলধর্মে সচেতনদের কুল-স্বরূপ। রাজা মানুষের কল্যাণকারী মাতা এবং পিতা। ।৩৪ ।। রাজা মহৎ কর্মের দ্বারা যম, কুবের, ইন্দ্র এবং মহাবলশালী বরুণকেও অতিক্রম করেন।। ৩৫ ।। ভালো-মন্দের বিভাজক রাজা যদি সংসারে না থাকেন, তাহলে সব অন্ধকার হয়ে যেতো। সৎ-অসৎ কিছুই জানা যেতো না।। ৩৬ ।। মহারাজ যখন বেঁচে ছিলেন, তখন, সমুদ্র যেমন তীরভূমি অতিক্রম করে না, আমরাও তেমনি আপনার বাক্য উল্লঙ্ঘন করি নি।। ৩৭ ।। রাজা ছাড়া রাষ্ট্র অরণ্য হয়ে যায়। তাই আপনি আমাদের প্রার্থনা ভালোভাবে বিচার করে অন্য কোনো ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুমারকে এখানে রাজপদে অভিষিক্ত করুন।। ৩৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের সপ্তষষ্ঠিতম (৬৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ ।।

পুরোহিত-বসিষ্ঠেনানুজ্ঞাতানাং পঞ্চানাং দূতানামযোধ্যাতঃ কেকয়দেশস্থরাজগৃহনগরগমনম্।

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ। মিত্রামাত্যজনান্ সর্বান্ ব্রাহ্মণাংস্তানিদং বচঃ।। ১
যদসৌ মাতুলকুলে দত্তরাজ্যঃ পরং সুখী। ভরতো বসতি ভ্রাত্রা শত্রুঘ্নেন মুদান্বিতঃ।। ২
তচ্ছীঘ্রং জবনা দূতা গচ্ছন্তু ত্বরিতং হয়ৈঃ। আনেতুং ভ্রাতরৌ বীরৌ কিং সমীক্ষামহে বয়ম্।। ৩
গচ্ছন্ত্বিতি ততঃ সর্বে বসিষ্ঠং বাক্যমব্রুবন্। তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বসিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ।। ৪
এহি সিদ্ধার্থ বিজয় জয়ন্তাশোকনন্দন। শ্রূয়তামিতি কর্তব্যং সর্বানেব ব্রবীমি বঃ।। ৫
পুরং রাজগৃহং গত্বা শীঘ্রং শীঘ্রজবৈর্হয়ৈঃ। ত্যক্তশোকৈরিদং বাচ্যঃ শাসনাদ্ ভরতো মম।। ৬

অষ্টষষ্ঠিতম (৬৮) সর্গ

পুরোহিত বশিষ্ঠের আদেশে পাঁচজন দূতের কেকয়দেশে রাজগৃহ নগরে গমন।

তাঁদের কথা বশিষ্ঠ শুনলেন। তারপর তিনি মিত্র, অমাত্য, ব্রাহ্মণ সবাইকে প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ১ ।। যাকে রাজ্য দেওয়া হলো, সেই ভরত এখন ভাই শত্রুঘ্নের সঙ্গে আনন্দে মামার বাড়ীতে পরমসুখে বাস করছে।। ২ ।। তাই, বীর ভাই দু'জনকে নিয়ে আসার জন্য দ্রুতগামী আর কি বিবেচনার আছে?।। ৩ ।। বশিষ্ঠের বাক্যকে অনুসরণ করে তাঁরাও সবাই বললেন, বেশ যাক। তাঁদের কথা শুনে বশিষ্ঠ বললেন—।। ৪ ।। সিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত, অশোক আর নন্দন, তোমরা এসো। তোমাদের যা করণীয় সব আমি বলছি।। ৫ ।। দ্রুতগামী অশ্বে শীঘ্রই তোমরা রাজগৃহ নগরে চলে যাও। শোক-গোপন করে আমার কথানুসারে ভরতকে বলবে— ।। ৬।। পুরোহিত এবং অন্যসকল মন্ত্রী আপনার কুশল জিজ্ঞেস করেছেন।

পুরোহিতস্ত্বাং কুশলং প্রাহ সর্বে চ মন্ত্রিণঃ। ত্বরমাণশ্চ নির্যাহি কৃত্যমাত্যয়িকং ত্বয়া।। ৭
মা চাস্মৈ প্রোষিতং রামং মা চাস্মৈ পিতরং মৃতম্। ভবন্তঃ শংসিষুর্গত্বা রাঘবাণামিতঃ ক্ষয়ম্।। ৮
কৌশেয়ানি চ বস্ত্রাণি ভূষণানি বরাণি চ। ক্ষিপ্রমাদায় রাজ্ঞশ্চ ভরতস্য চ গচ্ছত।। ৯
দত্তপথ্যশনা দূতা জগ্মুঃ স্বং স্বং নিবেশনম্। কেকয়াংস্তে গমিষ্যন্তো হয়ানারুহ্য সম্মতান্।। ১০
ততঃ প্রাস্থানিকং কৃত্বা কার্যশেষমনন্তরম্। বসিষ্ঠেনাভ্যনুজ্ঞাতা দূতাঃ সংত্বরিতং যযুঃ।। ১১
ন্যন্তেনাপরতালস্য প্রলম্বস্যোত্তরং প্রতি। নিষেবমাণাস্তে জগ্মুর্নদীং মধ্যেন মালিনীম্।। ১২
তে হাস্তিনপুরে গঙ্গাং তীর্ত্বা প্রত্যঙ্মুখা যযুঃ। পাঞ্চালদেশমাসাদ্য মধ্যেন কুরু-জাঙ্গলম্।। ১৩
সরাংসি চ সুফুল্লানি নদীশ্চ বিমলোদকাঃ। নিরীক্ষমাণা জগ্মুস্তে দূতাঃ কার্যবশাদ্ দ্রুতম্।। ১৪
তে প্রসন্নোদকাং দিব্যাং নানাবিহগসেবিতাম্। উপাতিজগ্মুর্বেগেন শরদণ্ডাং জলাকুলাম্।। ১৫
নিকূলবৃক্ষমাসাদ্য দিব্যং সত্যোপযাচনম্। অভিগম্যাভিবাদ্যং তং কুলিঙ্গাং প্রাবিশন্ পুরীম্।। ১৬
অভিকালং ততঃ প্রাপ্য তেজোঽভিভবনাচ্চ্যুতাঃ। পিতৃপৈতামহীং পুণ্যাং তেরুরিক্ষুমতীং নদীম্।। ১৭
অবেক্ষ্যাঞ্জলিপানাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্। যযুর্মধ্যেন বাহ্লীকান্ সুদামানঞ্চ পর্বতম্।। ১৮
বিষ্ণোঃ পদং প্রেক্ষ্যমাণা বিপাশাং চাপি শাল্মলীম্। নদীর্বাপী-তটাকানি পল্বলানি সরাংসি চ।। ১৯
পশ্যন্তো বিবিধাংশ্চাপি সিংহান্ব্যাঘ্রান্মৃগান্ দ্বিপান্। যযুঃ পথাতিমহতা শাসনং ভর্তুরীপ্সবঃ।। ২০
তে শ্রান্তবাহনা দূতা বিকৃষ্টেন সতা পথা। গিরিব্রজং পুরবরং শীঘ্রমাসেদুরঞ্জসা।। ২১

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্যের জন্য সত্বর আপনি অযোধ্যায় যাত্রা করুন।। ৭ ।। তাঁকে বলবে না যে রাম কবে নির্বাসিত হয়েছে। এবং পিতা মারা গেছেন। ওখানে গিয়ে রঘুবংশীয়দের এই বিনাশের কথা কখনোই বলবে না।। ৮ ।। কেকয়রাজের এবং ভরতের জন্য ভালো পট্টবস্ত্র এবং অলঙ্কার নিয়ে তাড়াতাড়ি তোমরা চলে যাও।। ৯ ।। পাথেয় এবং ভোজ্য তাদের দেওয়া হলে তারা নিজ নিজ গৃহে খবরটি দিতে গেলো। মনোমতো অশ্বে আরোহণ করে তারা কেকয়দেশে প্রস্থান করছে।। ১০ ।। এবার যাত্রামঙ্গল অনুষ্ঠান করে বশিষ্ঠের আদেশমতো সেই দূতেরা অত্যন্ত দ্রুত চলে গেলো।। ১১ ।। তারা অপরতাল ও প্রলম্ব নামক দেশ দু'টির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত মালিনীনদীকে অনুসরণ করে চলতে লাগলো।। ১২ ।। হস্তিনাপুরে গিয়ে তারা গঙ্গা পার হয়ে পশ্চিমদিকে চলতে লাগলো। পাঞ্চালদেশ অতিক্রম করে কুরু-জাঙ্গলের মধ্য দিয়ে তারা অগ্রসর হচ্ছে *(একদিকে কুরুরাজ্য। অন্যদিকে গভীর জঙ্গল। তাই কুরু-জাঙ্গল)*।। ১৩ ।। পথে প্রস্ফুটিত পদ্মসমন্বিত সরোবর। নির্মলজলা নদীর শোভা দেখতে দেখতে কার্যবশে দ্রুত তারা চলছিল।। ১৪ ।। দ্রুতবেগে চলতে গিয়ে পথে তারা দেখলো জলপূর্ণা নদী শরদণ্ডাকে। সেই সুন্দর নদীর জল স্বচ্ছ। এবং স্বর্গীয়। কত পাখী সেখানে খেলা করছে।। ১৫ ।। নদী অতিক্রম করে সত্যোপযাচন নামক পবিত্র স্বর্গীয়বৃক্ষকে দেখে প্রণাম করে তারা কুলিঙ্গানগরীতে প্রবেশ করলো *(সত্যোপযাচন বৃক্ষ—যে বৃক্ষের কাছে প্রার্থনা করলে তা ব্যর্থ হয় না সত্য হয়)*।।১৬।। যেতে যেতে তারা পেলো অভিকাল এবং তেজোভিভবন নামক দু'টি গ্রাম। গ্রাম দু'টি অতিক্রম করে এসে তারা পেলো ইক্ষুমতী নদী। ইক্ষ্বাকুগণের পিতৃ-পিতামহের দ্বারা পূজিতা এই পুণ্যা নদী। সেটি তারা অতিক্রম করলো *("ইক্ষুমতী" নদীর নামটি ভারি সুন্দর। আখের রসের মতো সুমিষ্ট ছিলো বোধহয় এর জল)*।।১৭।। বেদপারগ ব্রাহ্মণদের তারা দেখলো। সেখানে অঞ্জলি ভরে ঐ নদীর জল পান করে তাঁরা প্রাণ ধারণ করছেন। তারপর বাহ্লীকদেশের মধ্য দিয়ে সুদামা পর্বতে তারা চলে গেলো।। ১৮ ।। সেখানে বিষ্ণুর পদচিহ্ন, বিপাশা এবং শাল্মলী নদী দু'টি, নানা নদী, সরোবর, তড়াগ, ক্ষুদ্র জলাশয়, বৃহৎ জলাধার দেখতে দেখতে তারা এগিয়ে চললো।। ১৯ ।। প্রভুর শাসন পালনে ইচ্ছুক ঐ দূতেরা দীর্ঘপথে নানা সিংহ, ব্যাঘ্র, হরিণ এবং হস্তীদের দেখতে পেলো।। ২০ ।। দীর্ঘপথ চলায় তাঁদের বাহন অশ্বগুলি শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তবুও তারা দ্রুতগতিতে চলে সত্বর গিরিব্রজ নগরে উপস্থিত হলো।। ২১ ।। প্রভুর প্রিয় কার্যসাধন বংশ রক্ষা

ভর্তুঃ প্রিয়ার্থং কুলরক্ষণার্থং ভর্তুশ্চ বংশস্য পরিগ্রহার্থম্।
অহেডমানাস্ত্বরয়া স্ম দূতা রাত্র্যাং তু তে তৎপুরমেব যাতাঃ।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ।

এবং প্রজাগণের কল্যাণের জন্য কোনোরকম অবহেলা না করে সেই দূত পাঁচজন রাত্রিতেই সেই নগরীতে পৌঁছে গেলো (*অহেল—অবহেলা*)।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টষষ্ঠিতম (৬৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

ভরতস্য দুশ্চিন্তা, তস্য প্রসন্নতায়ৈ বন্ধুনাং প্রয়াসঃ, জিজ্ঞাসিতেন ভরতেন বন্ধুনাং সমীপে স্বেনৈব দৃষ্টস্য ভয়ঙ্করস্য দুঃস্বপ্নস্য বর্ণনঞ্চ।

যামেব রাত্রিং তে দূতাঃ প্রবিশন্তি স্ম তাং পুরীম্। ভরতেনাপি তাং রাত্রিং স্বপ্নো দৃষ্টোঽয়মপ্রিয়ঃ।। ১
ব্যুষ্টামেব তু তাং রাত্রিং দৃষ্ট্বা তং স্বপ্নমপ্রিয়ম্। পুত্রো রাজাধিরাজস্য সুভৃশং পর্যতপ্যত।। ২
তপ্যমানং তমাজ্ঞায় বয়স্যাঃ প্রিয়বাদিনঃ। আয়াসং বিনয়িষ্যন্তঃ সভায়াং চক্রিরে কথাঃ।। ৩
বাদয়ন্তি তদা শান্তিং লাসয়ন্ত্যপি চাপরে। নাটকান্যপরে স্মাহুর্হাস্যানি বিবিধানি চ।। ৪
স তৈর্মহাত্মা ভরতঃ সখিভিঃ প্রিয়বাদিভিঃ। গোষ্ঠীহাস্যানি কুর্বদ্ভির্ন প্রাহৃষ্যত রাঘবঃ।। ৫
তমব্রবীৎ প্রিয়সখো ভরতং সখিভির্বৃতম্। সুহৃদ্ভিঃ পর্যুপাসীনঃ কিং সখে নানুমোদসে।। ৬
এবং ব্রুবাণং সুহৃদং ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ। শৃণু ত্বং যন্নিমিত্তং মে দৈন্যমেতদুপাগতম্।। ৭
স্বপ্নে পিতরমদ্রাক্ষং মলিনং মুক্তমূর্ধজম্। পতন্তমদ্রিশিখরাৎ কলুষে গোময়ে হ্রদে।। ৮
প্লবমানশ্চ মে দৃষ্টঃ স তস্মিন্ গোময়ে হ্রদে। পিবন্নঞ্জলিনা তৈলং হসন্নিব মুহুর্মুহুঃ।। ৯
ততস্তিলোদনং ভুক্ত্বা পুনঃ পুনরধঃশিরাঃ। তৈলেনাভ্যক্তসর্বাঙ্গস্তৈলমেবান্বগাহত।। ১০

ঊনসপ্ততিতম (৬৯) সর্গ

ভরতের দুশ্চিন্তা। তার প্রসন্নতার জন্য বন্ধুদের চেষ্টা। ভরতকে জিজ্ঞেস করায় বন্ধুদের কাছে নিজের দেখা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের বর্ণনা।

যে রাতে সেই দূতেরা পুরীতে প্রবেশ করলো, সেই রাতেই ভরত এক অপ্রিয় স্বপ্ন দেখলেন।। ১ ।। রাতের শেষভাগে এই অপ্রিয় স্বপ্ন দেখে রাজাধিরাজ দশরথের পুত্র ভরত অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হলেন।। ২ ।। তাঁকে উদ্‌বিগ্ন দেখে প্রিয়ভাষী সমবয়স্ক বন্ধুরা সভায় বসে নানা কথার অবতারণা করে তাঁর উদ্‌বেগ দূর করতে চেষ্টা করছিলেন।।৩ ।। তাঁর শান্তির জন্য কেউ বাজনা বাজাতে লাগলেন। কেউ বা লাস্যনৃত্য করতে শুরু করলেন। কেউ বা আবার নাটকের অভিনয় করতে লাগলেন। আবার কেউ বা নানারকম হাসির কাজ করতে লাগলেন।। ৪ ।। প্রিয়ভাষী বন্ধুরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নানাবিধ হাসির অনুষ্ঠান করলেও রঘুবংশধর মহাত্মা ভরত তেমন আনন্দিত হলেন না।।৫ ।। বন্ধু-পরিবৃত ভরতকে প্রিয় এক বন্ধু বললেন, ভাই, বন্ধুরা তোমার আনন্দের জন্য এতো করছে। কিন্তু তুমি মন দিচ্ছ না কেন?।।৬ ।। এই কথা যে বন্ধু বলছিলেন, ভরত তাঁকে উত্তরে বললেন, শোনো, যে জন্যে আমার এই বিষাদ এসেছে।।৭ ।। স্বপ্নে দেখলাম, বাবা মলিনবেশে এলোমেলো চুলে পাহাড়ের চূড়া থেকে গোবরের হ্রদে পড়ে যাচ্ছেন।।৮ ।। আরো দেখলাম, তিনি ঐ গোবরের হ্রদে সাঁতার কাটছেন। আর যেন হেসে হেসে মুহুর্মুহুঃ আঁজলা করে তেল পান করছেন।। ৯ ।। তারপর তেলমিশ্রিত ভাত খেয়ে সর্বাঙ্গে তেল মেখে বারবার মাথা নীচের দিকে করে তেলের মধ্যেই ডুবে স্নান করছেন।। ১০ ।। স্বপ্নে আরো দেখলাম, সাগর শুকিয়ে গেছে। মাটিতে পড়ে গেছে চাঁদ। পৃথিবী আঁধারে

স্বপ্নেঽপি সাগরং শুষ্কং চন্দ্রঞ্চ পতিতং ভুবি। উপরুদ্ধাঞ্চ জগতীং তমসেব সমাবৃতাম্।। ১১
ঔপবাহ্যস্য নাগস্য বিষাণং শকলীকৃতম্। সহসা চাপি সংশান্তা জ্বলিতা জাতবেদসঃ।। ১২
অবদীর্ণাঞ্চ পৃথিবীং শুষ্কাংশ্চ বিবিধান্ দ্রুমান্। অহং পশ্যামি বিধ্বস্তান্ সধূমাংশ্চৈব পর্বতান্।। ১৩
পীঠে কার্ষ্ণায়সে চৈব নিষণ্ণং কৃষ্ণবাসসম্। প্রহরন্তি স্ম রাজানং প্রমদাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ।। ১৪
ত্বরমাণশ্চ ধর্মাত্মা রক্তমাল্যানুলেপনঃ। রথেন খরযুক্তেন প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ।। ১৫
প্রহসন্তীব রাজানং প্রমদা রক্তবাসিনী। প্রকর্ষন্তী ময়া দৃষ্টা রাক্ষসী বিকৃতাননা।। ১৬
এবমেতন্ময়া দৃষ্টমিমাং রাত্রিং ভয়াবহাম্। অহং রামোঽথবা রাজা লক্ষ্মণো বা মরিষ্যতি।। ১৭
নরো যানেন যঃ স্বপ্নে খরযুক্তেন যাতি হি। অচিরাত্তস্য ধূম্রাগ্রং চিতায়াং সম্প্রদৃশ্যতে।। ১৮
এতন্নিমিত্তং দীনোঽহং ন বচঃ প্রতিপূজয়ে। শুষ্যতীব চ মে কণ্ঠো ন স্বস্থমিব মে মনঃ।। ১৯
ন পশ্যামি ভয়স্থানং ভয়ং চৈবোপধারয়ে। ভ্রষ্টশ্চ স্বরযোগো মে ছায়া চাপগতা মম।
জুগুপ্স ইব চাত্মানং ন চ পশ্যামি কারণম্।। ২০
ইমাঞ্চ দুঃস্বপ্নগতিং নিশম্য হি ত্বনেকরূপামবিতর্কিতাং পুরা।
ভয়ং মহত্তদ্ধৃদয়ান্ন যাতি মে বিচিন্ত্য রাজানমচিন্ত্যদর্শনম্।। ২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে উনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

ঢেকে যাওয়ায় যেন লুপ্ত হয়ে গেছে।। ১১ ।। যে হাতী বাবাকে বহন করে, তার দাঁত টুকরো হয়ে গেছে। জ্বলন্ত আগুন হঠাৎ নিভে গেলো *(শকল—খণ্ড। জাতবেদস্—আগুন)*।। ১২ ।। পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে গেছে। নানাবিধ গাছ শুকিয়ে গেছে। আমি দেখছি কি, পাহাড়গুলো বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তাদের থেকে উদ্গীর্ণ হচ্ছে ধূমরাশি।। ১৩ ।। কালো লোহার উঁচু আসনে কালো কাপড় পরে রাজা বসে আছেন। কালো আর পিঙ্গলবর্ণা কামিনীরা রাজাকে প্রহার করছে। ।। ১৪ ।। আরো কি দেখলাম জানো, রাজা লাল মালা পরে রক্তচন্দনে সেজে গাধায়-টানা রথে চড়ে তাড়াতাড়ি দক্ষিণমুখে চলেছেন।। ১৫ ।। লাল কাপড়-পরা, বিকট-বদনা এক রাক্ষসীকে দেখলাম হাসতে হাসতে রাজাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।। ১৬ ।। এই স্বপ্ন আমি দেখেছি। রাত ভয়াবহ হয়ে উঠেছিলো। এতে মনে হচ্ছে, আমি, রাম অথবা রাজা কিংবা লক্ষ্মণ কেউ মারা যাবে।। ১৭ ।। স্বপ্নে যদি কাউকে দেখা যায় গাধায়-টানা গাড়ীতে চলছে, অচিরেই তার চিতায় ধোঁয়ার শিখা দেখা যায়।। ১৮।। এইজন্যই আমার এতো বিষাদ। তোমাদের কথায় আনন্দ পাচ্ছি না। গলা আমার শুকিয়ে যাচ্ছে। মনটিও সুস্থ নেই।। ১৯ ।। ভয়ের কোনো কারণ দেখছিনা। অথচ ভয় আমার পিছু ছাড়ছে না। আমার গলার স্বর নষ্ট হয়ে গেছে। গায়ের রঙ্ খারাপ হয়ে গেছে। নিজেকে যেন নিন্দনীয় মনে হচ্ছে। অথচ কোনো কারণ দেখছি না।। ২০ ।। আগে তো কখনো ভাবি নি, এখন নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি। রাজাকে বুঝি আর দেখতে পাবো না! এই চিন্তাই হচ্ছে। সে জন্যে আমার মন থেকে ভয় যাচ্ছে না।। ২১।।

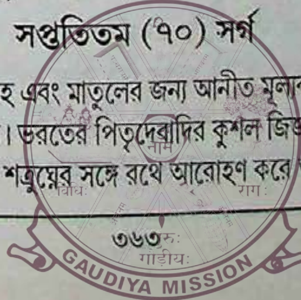
আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের উনসপ্ততিতম (৬৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

দূতগণেন ভরতহস্তে তদীয়মাতামহ-মাতুলানুদ্দিশ্যানীতানামমূল্যানামুপহারাণাং সমর্পণম্, ভরতসমীপে পুরোহিতবসিষ্ঠেন কথিত-সন্দেশস্য জ্ঞাপনম্, ভরতস্য পিতৃপ্রভৃতীনাং কুশলপৃচ্ছা, ততো মাতামহ-মাতুলসমীপতো ভরতস্যানুমতিগ্রহণম্, শত্রুঘ্নেন সহ রথমারুহ্য ভরতস্য অযোধ্যাগমনঞ্চ।

সপ্ততিতম (৭০) সর্গ

দূতগণের দ্বারা ভরতের হাতে তাঁর মাতামহ এবং মাতুলের জন্য আনীত মূল্যবান উপহারাদি সমর্পণ। ভরতের কাছে পুরোহিত বশিষ্ঠের কথিত-বার্তা জ্ঞাপন। ভরতের পিতৃদেবাদির কুশল জিজ্ঞাসা। তারপর মাতামহ ও মাতুলের কাছে ভরতের অনুমতিগ্রহণ। শত্রুঘ্নের সঙ্গে রথে আরোহণ করে ভরতের অযোধ্যায় গমন।



ভরতে ব্রুবতি স্বপ্নং দূতাস্তে ক্লান্তবাহনাঃ। প্রবিশ্যাসহ্যপরিখং রম্যং রাজগৃহং পুরম্।। ১
সমাগম্য চ রাজ্ঞা তে রাজপুত্রেণ চার্চিতাঃ। রাজ্ঞঃ পাদৌ গৃহীত্বা চ তমূচুর্ভরতং বচঃ।। ২
পুরোহিতস্ত্বাং কুশলং প্রাহ সর্বে চ মন্ত্রিণঃ। ত্বরমাণশ্চ নির্যাহি কৃত্যমাত্যয়িকং ত্বয়া।। ৩
ইমানি চ মহার্হাণি বস্ত্রাণ্যাভরণানি চ। প্রতিগৃহ্য বিশালাক্ষ মাতুলস্য চ দাপয়।। ৪
অত্র বিংশতিকোট্যস্তু নৃপতের্মাতুলস্য তে। দশকোট্যস্তু সম্পূর্ণাস্তথৈব চ নৃপাত্মজ।। ৫
প্রতিগৃহ্য তু তৎ সর্বং স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে। দূতানুবাচ ভরতঃ কামৈঃ সম্প্রতিপূজ্য তান্।। ৬
কচ্চিৎ স কুশলী রাজা পিতা দশরথো মম। কচ্চিদারোগ্যতা রামে লক্ষ্মণে চ মহাত্মনি।। ৭
আর্যা চ ধর্মনিরতা ধর্মজ্ঞা ধর্মবাদিনী। অরোগা চাপি কৌসল্যা মাতা রামস্য ধীমতঃ।। ৮
কচ্চিৎ সুমিত্রা ধর্মজ্ঞা জননী লক্ষ্মণস্য যা। শত্রুঘ্নস্য চ বীরস্য অরোগা চাপি মধ্যমা।। ৯
আত্মকামা সদা চণ্ডী ক্রোধনা প্রাজ্ঞমানিনী। অরোগা চাপি মে মাতা কৈকেয়ী কিমুবাচ হ।। ১০
এবমুক্তাস্তু তে দূতা ভরতেন মহাত্মনা। ঊচুঃ সম্প্রশ্রিতং বাক্যমিদং তং ভরতং তদা।। ১১
কুশলাস্তে নরব্যাঘ্র যেষাং কুশলমিচ্ছসি। শ্রীশ্চ ত্বাং বৃণুতে পদ্মা যুজ্যতাং চাপি তে রথঃ।। ১২
ভরতশ্চাপি তান্ দূতানেবমুক্তোঽভ্যভাষত। আপৃচ্ছেঽহং মহারাজং দূতাঃ সন্ত্বরয়ন্তি মাম্।। ১৩
এবমুক্ত্বা তু তান্ দূতান্ ভরতঃ পার্থিবাত্মজঃ। দূতৈঃ সংচোদিতো বাক্যং মাতামহমুবাচ হ।। ১৪
রাজন্ পিতুর্গমিষ্যামি সকাশং দূতচোদিতঃ। পুনরপ্যহমেষ্যামি যদা মে ত্বং স্মরিষ্যসি।। ১৫
ভরতেনৈবমুক্তস্তু নৃপো মাতামহস্তদা। তমুবাচ শুভং বাক্যং শিরস্যাঘ্রায় রাঘবম্।। ১৬

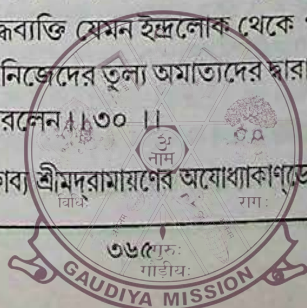
ভরত যখন স্বপ্নের কথা বলছিলেন, তখন দূতেরা গভীর পরিখা-পরিবৃত পুরীতে মনোহর রাজাগৃহে প্রবেশ করলো। তাদের বাহন অশ্বগুলো তখন ক্লান্ত।। ১ ।। রাজার সঙ্গে তারা দেখা করলো। রাজপুত্র তাদের অভ্যর্থনা জানালো। তারপর নিজের রাজা ভরতের চরণস্পর্শ করে ভরতকে তারা বললো—।।২।। পুরোহিত এবং মন্ত্রী সকল আপনার কুশল জিজ্ঞেস করেছেন। বলেছেন, সত্বর বেরিয়ে আসুন। খুব জরুরী কাজ আপনাকে করতে হবে।।৩ ।। হে বিশাল-নয়ন, এইসব মহামূল্যবান বস্ত্র এবং অলঙ্কার আপনি গ্রহণ করে মাতুলকে দিন।।৪ ।। হে রাজপুত্র, এর মধ্যে বিশ কোটি মুদ্রা মূল্যের দ্রব্য রাজার জন্য এবং দশ কোটি মুদ্রা মূল্যের বস্তু আপনার মামার জন্যে।। ৫ ।। সুহৃদ্‌বর্গের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ভরত সে সবই গ্রহণ করলেন। দূতগণকেও তিনি প্রার্থিত বস্তুর দ্বারা সৎকার করলেন। এবার তাদের বললেন— ।।৬ ।। আমার বাবা দশরথ কুশলে আছেন তো? মহাপ্রাণ রাম ও লক্ষ্মণ সুস্থ আছেন তো?।।৭ ।। প্রজ্ঞাবান রামের জননী ধর্মজ্ঞা, ধর্মকথাভাষিণী, ধর্মনিরতা, পূজনীয়া সেই কৌশল্যা নীরোগ আছেন তো?।।৮ ।। বীর লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্নের জননী, আমার মেজো মা ধর্মজ্ঞা দেবী। সেই সুমিত্রা মা ভালো আছেন তো?।।৯ ।। সর্বদা নিজের স্বার্থ-সচেতনা, পণ্ডিতম্মন্যা, ক্রুদ্ধস্বভাবা আমার মা নীরোগ আছেন তো? রাগী আমার মা কি বলেছেন? *(চণ্ডী—রাগী, কোপনস্বভাবা)*।। ১০ ।। মহাত্মা ভরত এইরকম বলার পর দূতগণ বিনয়ের সঙ্গে ভরতকে বললেন— ।। ১১ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, যাঁদের কুশল আপনি জিজ্ঞেস করছেন, তাঁরা সবাই কুশলেই আছেন। এখন পদ্মালয়া রাজলক্ষ্মী আপনাকে বরণ করবেন। আপনার জন্য এখন রথে অশ্বযোজনা করা হোক।।১২।। এই কথা বলার পর রাজকুমার ভরত সেই দূতগণকে বললেন, দূতেরা আমাকে নিতে এসেছে, এইকথা মাতামহকে বলে আসি।। ১৪ ।। রাজন্, দূতগণের কথানুসারে আমি বাবার কাছে যাবো। যখন আপনি স্মরণ করবেন, তখন আমি আবার আসবো।। ১৫ ।। ভরত এই কথা বলার পর মাতামহ কেকয়রাজ রঘুবংশধর ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করে মঙ্গলকর বাক্যে বললেন— ।। ১৬ ।। দাদুভাই, তুমি যাও। তোমায় আমি অনুমতি দিচ্ছি। তোমাকে পেয়ে কেকেয়ী আজ সৎপুত্রবতী। মা'কে এবং শত্রুতাপনকারী তোমার বীর

গচ্ছ তাতানুজানে ত্বাং কৈকেয়ী সুপ্রজাস্ত্বয়া। মাতরং কুশলং ক্রূয়াঃ পিতরঞ্চ পরন্তপ।। ১৭
পুরোহিতঞ্চ কুশলং যে চান্যে দ্বিজসত্তমাঃ। তৌ চ তাত মহেষ্বাসৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ১৮
তস্মৈ হস্ত্যুত্তমাংশ্চিত্রান্ কম্বলানজিনানি চ। সৎকৃত্য কেকয়ো রাজা ভরতায় দদৌ ধনম্।। ১৯
অন্তঃপুরেঽতিসংবৃদ্ধান্ ব্যাঘ্রবীর্যবলোপমান্। দংষ্ট্রায়ুক্তান্ মহাকায়ান্ শুনশ্চোপায়নং দদৌ।। ২০
রুক্মনিষ্কসহস্রে দ্বে ষোড়শাশ্বশতানি চ। সৎকৃত্য কৈকেয়ীপুত্রং কেকয়ো ধনমাদিশৎ।। ২১
তদামাত্যানভিপ্রেতান্ বিশ্বাস্যাংশ্চ গুণান্বিতান্। দদাবশ্বপতিঃ শীঘ্রং ভরতায়ানুযায়িনঃ।। ২২
ঐরাবতানৈন্দ্রশিরান্ নাগান্ বৈ প্রিয়দর্শনান্। খরান্ শীঘ্রান্ সুসংযুক্তান্ মাতুলোঽস্মৈ ধনং দদৌ।। ২৩
স দত্তং কেকয়েন্দ্রেণ ধনং তন্নাভ্যনন্দত। ভরতঃ কেকয়ীপুত্রো গমনত্বরয়া তদা।। ২৪
বভূব হ্যস্য হৃদয়ে চিন্তা সুমহতী তদা। ত্বরয়া চাপি দূতানাং স্বপ্নস্যাপি চ দর্শনাৎ।। ২৫
স স্ববেশ্মাভ্যতিক্রম্য নর-নাগাশ্বসঙ্কুলম্। প্রপেদে সুমহচ্ছ্রীমান্ রাজমার্গমনুত্তমম্।। ২৬
অভ্যতীত্য ততোঽপশ্যদন্তঃপুরমনুত্তমম্। ততস্তদ্ ভরতঃ শ্রীমানাবিবেশানিবারিতঃ।। ২৭
স মাতামহমাপৃচ্ছ্য মাতুলঞ্চ যুধাজিতম্। রথমারুহ্য ভরতঃ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ।। ২৮
রথান্ মণ্ডলচক্রাংশ্চ যোজয়িত্বা পরঃশতম্। উষ্ট্র-গোঽশ্ব-খরৈর্ভৃত্যা ভরতং যান্তমন্বযুঃ।। ২৯
বলেন গুপ্তো ভরতো মহাত্মা সহার্যকস্যাত্মসমৈরামাত্যৈঃ।
আদায় শত্রুঘ্নমপেতশত্রুর্গৃহাদ্ যযৌ সিদ্ধ ইবেন্দ্রলোকাৎ।। ৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

বাবাকে আমাদের কুশল জানিয়ো।। ১৭ ।। পুরোহিত, অন্য যে সব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্গ রয়েছেন, তাঁদের এবং মহাধনুর্ধর ভাই রাম-লক্ষ্মণকে, বৎস, আমাদের কুশল জানিয়ো।। ১৮ ।। তারপর ভরতকে কেকয়রাজ উত্তম হস্তী, বিচিত্র কম্বল, মৃগচর্ম প্রভৃতি দিয়ে সৎকার করে ধনরাশিও দিলেন।। ১৯ ।। উপহার দিলেন বিরাটকায় দাঁতালো অনেক কুকুর। অন্তঃপুরে অতি যত্নে তারা সংবর্ধিত। বাঘের মতো তাদের শক্তি *(বড়োলোকের বাড়ীতে সুরক্ষার জন্য এখনকার আল্‌সেশিয়ানের মতো তখনো কুকুর পোষা হতো)*।। ২০ ।। সেইসঙ্গে দিলেন দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রা। এবং ষোলো হাজার অশ্ব। কেকয়রাজ কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে এইসব দিয়ে সৎকার করে আরো ধন দান করেছিলেন। ।। ২১ ।। অতঃপর, গুণান্বিত, বিশ্বাসী, বাঞ্ছিত অমাত্যদের কেকয়রাজ অশ্বপতি ভরতের অনুগমনের জন্য দিলেন। ।। ২২ ।। মামা যুধাজিৎ ভরতকে দিলেন ইন্দ্রশিরা নামক ঐরাবতের মতো সুদৃশ্য অনেক হস্তী, দ্রুতগামী ভারবহনক্ষম গর্দভরাজি এবং ধনরাশি।। ২৩ ।। কৈকেয়ীপুত্র ভরত যাবার তাড়ায় কেকয়রাজ-প্রদত্ত ধনাদি অভিনন্দন জানিয়ে ভালোভাবে নিতে পারলেন না।। ২৪ ।। দূতগণের তাড়া দেখে এবং স্বপ্নের কথা চিন্তা করে তাঁর মনে গভীর চিন্তা এলো।। ২৫ ।। তিনি নিজের গৃহ থেকে নির্গত হয়ে মানুষ, হস্তী, এবং অশ্বে সমাকুল সুন্দর প্রশস্ত রাজপথে চললেন।। ২৬ ।। রাজপথ অতিক্রম করে তিনি সুদৃশ্য অন্তঃপুর দেখতে পেলেন। শ্রীমান ভরত তারপর অবাধে সেখানে প্রবেশ করলেন।। ২৭ ।। মাতামহ অশ্বপতি এবং মাতুল যুধাজিতের কাছে বিদায় নিয়ে ভরত শত্রুঘ্নের সঙ্গে রথে আরোহণ করে চলে গেলেন।। ২৮ ।। তখন ভৃত্যেরা উষ্ট্র, গো এবং অশ্বযোজিত মণ্ডলাকার চক্রবিশিষ্ট শতাধিক রথ নিয়ে ভরতের অনুগমন করলো।। ২৯ ।। সিদ্ধব্যক্তি যেমন ইন্দ্রলোক থেকে গমন করেন, তেমনি মহাপ্রাণ ভরত সৈন্যদের দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে সৈন্য এবং নিজেদের তুল্য অমাত্যদের দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে নিঃশত্রু হয়ে মাতুলগৃহে থেকে যাত্রা করলেন।। ৩০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের সপ্ততিতম (৭০) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

রথ-পদাতিভিঃ সহ ভরতস্য যাত্রা, নানাদেশমতিক্রম্য উজ্জিহানানগরস্যোদ্যানমুপস্থায় পদাতীনাং শনৈঃ শনৈরগ্রেসরায়ানুমতিং দত্ত্বা রথঞ্চারুহ্য ভরতস্য ক্ষিপ্রমগ্রগমনম্, শালবনমতিক্রম্য অযোধ্যাসমীপে আগমনম্, তৎস্থানাদযোধ্যায়া দুরবস্থাদর্শনম্, সারথিসমীপে দুঃখপূর্ণং স্বমনোভাবং জ্ঞাপয়তো ভরতস্য রাজভবনে গমনঞ্চ।

স প্রাঙ্‌মুখো রাজগৃহাদভিনির্যায়া বীর্যবান্। ততঃ সুদামাং দ্যুতিমান্ সন্তীর্যাবেক্ষ্য তাং নদীম্।। ১
হ্লাদিনীং দূরপারাঞ্চ প্রত্যক্‌স্রোতস্তরঙ্গিণীম্। শতদ্রুমতরচ্ছ্রীমান্ নদীমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।। ২
ঐলধানে নদীং তীর্ত্বা প্রাপ্য চাপরপর্বতান্। শিলামাকুর্বতীং তীর্ত্বা আগ্নেয়ং শল্যকর্ষণম্।। ৩
সত্যসন্ধঃ শুচির্ভূত্বা প্রেক্ষমাণঃ শিলাবহাম্। অভ্যগাৎ স মহাশৈলান্ বনং চৈত্ররথং প্রতি।। ৪
সরস্বতীঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যুগ্মেন প্রতিপদ্য চ। উত্তরান্ বীরমৎস্যানাং ভারুণ্ডং প্রাবিশদ্ বনম্।। ৫
বেগিনীঞ্চ কুলিঙ্গাখ্যাং হ্লাদিনীং পর্বতাবৃতাম্। যমুনাং প্রাপ্য সন্তীর্ণো বলমাশ্বাসয়ৎ তদা।। ৬
শীতীকৃত্য তু গাত্রাণি ক্লান্তানাশ্বাস্য বাজিনঃ। তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ প্রায়াদাদায় চোদকম্।। ৭
রাজপুত্রো মহারণ্যমনভীক্ষ্ণোপসেবিতম্। ভদ্রো ভদ্রেণ যানেন মারুতঃ খমিবাত্যগাৎ।। ৮
ভাগীরথীং দুষ্প্রতরাং সোঽংশুধানে মহানদীম্। উপায়াদ্ রাঘবস্তূর্ণং প্রাগ্বটে বিশ্রুতে পুরে।। ৯
স গঙ্গাং প্রাগ্বটে তীর্ত্বা সমায়াৎ কুটিকোষ্টিকাম্। সবলস্তাং স তীর্ত্বাথ সমগাদ্ ধর্মবর্ধনম্।। ১০

একসপ্ততিতম (৭১) সর্গ

রথ এবং পদাতিকসহ ভরতের যাত্রা। নানাদেশ অতিক্রম করে উজ্জিহান নগরের উদ্যানে উপস্থিত হয়ে পদাতিকদের ধীরে ধীরে চলার অনুমতি দিয়ে রথে আরোহণ করে ভরতের দ্রুত গমন। সালবন ছেড়ে অযোধ্যার সন্নিকটে গমন। সেখান থেকে অযোধ্যার দুরবস্থা দর্শন। সারথির কাছে দুঃখময় স্বীয় মনোভাব জানিয়ে ভরতের রাজভবনে গমন।

দীপ্তিমান, বীর্যবান ভরত রাজগৃহ পূর্বমুখে নির্গত হয়ে কিছুদূর গিয়ে সুদামা নদীকে দেখে পার হয়ে গেলেন।। ১ ।। এরপর, ইক্ষ্বাকুবংশধর শ্রীমান ভরত অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে এমন অতিবিস্তৃতা হ্লাদিনী এবং পশ্চিমস্রোতা শতদ্রুনদী অতিক্রম করলেন *(লক্ষণীয়—দূতেরা দ্রুততার জন্য দুর্গম সংকীর্ণ সংক্ষিপ্ত পথে এসেছিলো। ভরত যাচ্ছেন এবার প্রশস্ত অন্যপথে। সঙ্গে সৈন্যাদি। সংকীর্ণ সংক্ষিপ্ত পথে তাঁর এখন যাওয়া সম্ভব নয়)।। ২ ।।* ঐলধান গ্রামে নদী পার হয়ে আর একটি পাহাড় তাঁরা পেলেন। যে নদীটি পতিত বস্তুরাজিকে শিলায় পরিণত করে। তাকে অতিক্রম করে অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক স্থানে তিনি উপনীত হলেন।।৩।। সত্যসন্ধ ভরত সেই শিলাবহা নদীকে দেখে পবিত্র হয়ে চৈত্ররথ বনে যাবার জন্য বিরাট সব পাহাড় অতিক্রম করে চলে গেলেন।। ৪ ।। এবারে গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমে গিয়ে বীরমৎস্যপ্রদেশের উত্তরে ভারুণ্ড নামক বনে তিনি প্রবেশ করলেন *(সরস্বতী এখানে পশ্চিমবাহিনী। গঙ্গা এখানে সুচক্ষু এবং কোথাও সীতা নামে পশ্চিমবাহিনী)।। ৫ ।।* অত্যন্ত বেগবতী পর্বতপরিবৃত কুলিঙ্গ নাম্নী নদীকে তিনি সেখানে পেলেন। তাকে পার হয়ে যমুনাকে পেলেন। তাকেও অতিক্রম করে তখন তিনি সৈন্যবাহিনীকে বিশ্রাম করতে দিলেন।।৬।। সেখানে ক্লান্ত অশ্বগুলির দেহ জল দিয়ে শীতল করিয়ে নিজেরাও জলে স্নান-পান-সমাপন করে আবার যাত্রা শুরু করলেন।।৭ ।। বায়ু যেমন আকাশকে দ্রুতগতিতে অতিক্রম করে তেমনি সৌম্য রাজকুমার ভরত ভালো রথের দ্বারা গভীর অরণ্যকে বার বার পার হয়ে চললেন *(অভীক্ষ্ণ—বার বার)।। ৮ ।।* এবারে পৌঁছলেন অংশুধান নামক স্থানে। সেখানে ভাগীরথী ভীষণ চওড়া। পার হওয়া কষ্টকর। তাই, ভরত প্রাগ্বট নামক বিখ্যাত নগরে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।। ৯ ।। তিনি প্রাগ্বটে গঙ্গা অতিক্রম করে কুটিকোষ্টিকা নামক নদীর তীরে এলেন। স-সৈন্যে সেই নদী অতিক্রম করে তিনি ধর্মবর্ধন গ্রামে চলে এলেন *(ঋষির ভৌগোলিক জ্ঞান লক্ষণীয়)।। ১০ ।।* তারপর তোরণ গ্রামের দক্ষিণে জম্বুপ্রস্থ গ্রামে তিনি উপস্থিত হলেন। দশরথ-পুত্র ভরত

তোরণং দক্ষিণার্ধেন জম্বুপ্রস্থং সমাগমৎ। বরূথঞ্চ যযৌ রম্যং গ্রামং দশরথাত্মজঃ।। ১১
তত্র রম্যে বনে বাসং কৃত্বাসৌ প্রাঙ্মুখো যযৌ। উদ্যানমুজ্জিহানায়াঃ প্রিয়কা যত্র পাদপাঃ।। ১২
স তাংস্তু প্রিয়কান্ প্রাপ্য শীঘ্রানাস্থায় বাজিনঃ। অনুজ্ঞাপ্যাথ ভরতো বাহিনীং ত্বরিতো যযৌ।। ১৩
বাসং কৃত্বা সর্বতীর্থে তীর্ত্বা চোত্তরগাং নদীম্। অন্যা নদীশ্চ বিবিধৈঃ পার্বতীয়ৈস্তুরঙ্গমৈঃ।। ১৪
হস্তিপৃষ্ঠকমাসাদ্য কুটিকামপ্যবর্তত। ততার চ নরব্যাঘ্রো লৌহিত্যে চ কপীবতীম্।। ১৫
একসালে স্থাণুমতীং বিনতে গোমতীং নদীম্। কলিঙ্গনগরে চাপি প্রাপ্য সালবনং তদা।। ১৬
ভরতঃ ক্ষিপ্রমাগচ্ছৎ সুপরিশ্রান্তবাহনঃ। বনঞ্চ সমতীত্যাশু শর্বর্যামরুণোদয়ে।। ১৭
অযোধ্যাং মনুনা রাজ্ঞা নির্মিতাং স দদর্শ হ। তাং পুরীং পুরুষব্যাঘ্রঃ সপ্তরাত্রোষিতঃ পথি।। ১৮
অযোধ্যামগ্রতো দৃষ্ট্বা সারথিং চেদমব্রবীৎ। এষা নাতিপ্রতীতা মে পুণ্যোদ্যানা যশস্বিনী।। ১৯
অযোধ্যা দৃশ্যতে দূরাৎ সারথে পাণ্ডুমৃত্তিকা। যজ্বিভির্গুণসম্পন্নৈর্ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।। ২০
ভূয়িষ্ঠমৃদ্ধৈরাকীর্ণা রাজর্ষিবরপালিতা। অযোধ্যায়াং পুরা শব্দঃ শ্রূয়তে তুমুলো মহান্।। ২১
সমন্তান্নর-নারীণাং তমদ্য ন শৃণোম্যহম্। উদ্যানানি হি সায়াহ্নে ক্রীড়িত্বোপরতৈর্নরৈঃ।। ২২
সমন্তাদ্ বিপ্রধাবদ্ভিঃ প্রকাশন্তে মমান্যথা। তান্যদ্যানুরুদন্তীব পরিত্যক্তানি কামিভিঃ।। ২৩
অরণ্যভূতেব পুরী সারথে প্রতিভাতি মাম্। ন হ্যত্র যানৈর্দৃশ্যন্তে ন গজৈর্ন চ বাজিভিঃ।
নির্যান্তো বাভিযান্তো বা নরমুখ্যা যথা পুরা।। ২৪
উদ্যানানি পুরা ভান্তি মত্তপ্রমুদিতানি চ। জনানাং রতিসংযোগেষ্বত্যন্তগুণবন্তি চ।। ২৫
তান্যেতান্যদ্য পশ্যামি নিরানন্দানি সর্বশঃ। স্রস্তপর্ণৈরনুপথং বিক্রোশদ্ভিরিব দ্রুমৈঃ।। ২৬

অতঃপর বরূথ নামক রমণীয় গ্রামে চলে এলেন।। ১১ ।। সেখানে রম্য বনে রাত কাটিয়ে তিনি পূর্বদিকে চলতে আরম্ভ করলেন। সেইদিকে পেলেন উজ্জিহান নগরীর উদ্যান। সেখানে রয়েছে অনেক কদম্ব গাছ (*প্রিয়ক—কদম্ব*)।। ১২ ।। ভরত সেই কদম্বতরুরাজির কাছে গিয়ে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে ত্বরিদ্গতিতে চলে গেলেন। সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন তাঁকে অনুসরণ করতে।। ১৩ ।। অনন্তর সর্বতীর্থ নামক গ্রামে রাত্রিবাস করে পার্বত্য নানা অশ্বের সাহায্যে উত্তরবাহিনী একটি নদী পার হয়ে ক্রমে বিভিন্ন নদী অতিক্রম করে গেলেন।। ১৪ ।। নরশ্রেষ্ঠ ভরত হস্তিপৃষ্ঠক গ্রামে এসে প্রথমে কুটিকা নদী অতিক্রম করলেন। এবার লৌহিত্য গ্রামের কাছে ক্রমে কণাবতী নদীকেও পার হলেন।। ১৫ ।। অনন্তর তিনি এককাল গ্রামের নিকটবর্তী স্থাণুমতী এবং বিনত গ্রামে গোমতী পার হয়ে তারপর কলিঙ্গনগরের সালবনে উপস্থিত হলেন।। ১৬ ।। যদিও বাহন অশ্বগুলি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত তবুও ভরত সত্বর চলে এলেন। বনকে করলেন অতিক্রম। রাত সত্বর শেষ হয়ে গেলো। হলো অরুণোদয়।। ১৭ ।। তখন তিনি রাজা মনুর দ্বারা নির্মিত অযোধ্যা নগরীকে দেখতে পেলেন। এইভাবে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভরত পথে সারা রাত কাটিয়ে এলেন।।১৮।। সামনে অযোধ্যাকে দেখে সারথিকে তিনি বললেন। উদ্যান-সমন্বিতা প্রখ্যাতা নগরী অযোধ্যা বলে একে তো মনে হচ্ছে না!।। ১৯ ।। হে সারথে, অযোধ্যাকে দূর থেকে আজ দেখা যাচ্ছে একেবারে অনুজ্জ্বল! মাটি যেন তার ফ্যাকাশে হয়ে গেছে! অথচ এককালে গুণী, বেদকর্মে নিপুণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের দ্বারা এই নগরী পরিপূর্ণ থাকতো ।। ২০ ।। রাজর্ষিমুখ্য দশরথ এই নগরীকে প্রতিপালন করতেন। অযোধ্যায় আগে তুমুল কোলাহল শোনা যেতো।। ২১ ।। চারদিকে নরনারীরা করতো সেই ধ্বনি। তা তো আজ আর শুনতে পাচ্ছি না! সন্ধ্যায় উদ্যানে আগে জনসাধারণ খেলাধূলায় মত্ত থাকতো।। ২২ ।। কামীরা চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করে খেলতো। তাদের দ্বারা আজ উদ্যানসমূহ পরিত্যক্ত। অযোধ্যাপুরী যেন কাঁদছে!।। ২৩ ।। সারথে, নগরীকে আজ বনের মতো মনে হচ্ছে আমার। প্রধান পুরুষেরা রথে চড়ে আগের মতো শহরে প্রবেশ করছেন না! বেরোচ্ছেনও না।। ২৪ ।। নগরের উদ্যানগুলি মত্ত কোকিলের কূজনে আগে বেশ আনন্দময় ছিলো। কামীপুরুষদের প্রেমলীলায় ছিলো পূর্ণ।। ২৫ ।। সে-সব তো আজ আর দেখছি না! সবদিকে নিরানন্দ! গাছগুলি যেন পাতা খসিয়ে পথে পথে কাঁদছে।। ২৬ ।। আনন্দমগ্ন পশুপাখীদের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না।

নাদ্যাপি শ্রূয়তে শব্দো মত্তানাং মৃগ-পক্ষিণাম্। সরক্তাং মধুরাং বাণীং কলং ব্যাহরতাং বহু।। ২৭
চন্দনাগুরুসম্পৃক্তো ধূপসন্মূর্চ্ছিতোঽমলঃ। প্রবাতি পবনঃ শ্রীমান্ কিন্নু নাদ্য যথা পুরা।। ২৮
ভেরী-মৃদঙ্গ-বীণানাং কোণসংঘট্টিতঃ পুনঃ। কিমদ্য শব্দো বিরতঃ সদাদীনগতিঃ পুরা।। ২৯
অনিষ্টানি চ পাপানি পশ্যামি বিবিধানি চ। নিমিত্তান্যমনোজ্ঞানি তেন সীদতি মে মনঃ।। ৩০
সর্বথা কুশলং সূত দুর্লভং মম বন্ধুষু। তথা হ্যসতি সম্মোহে হৃদয়ং সীদতীব মে।। ৩১
বিষণ্ণঃ শ্রান্তহৃদয়স্ত্রস্তঃ সংলুলিতেন্দ্রিয়ঃ। ভরতঃ প্রবিবেশাশু পুরীমিক্ষ্বাকুপালিতাম্।। ৩২
দ্বারেণ বৈজয়ন্তেন প্রাবিশচ্ছ্রান্তবাহনঃ। দ্বাঃস্থৈরুত্থায় বিজয়মুক্তস্তৈঃ সহিতো যযৌ।। ৩৩
স ত্বনেকাগ্রহৃদয়ো দ্বাঃস্থং প্রত্যর্চ্য তং জনম্। সূতমশ্বপতেঃ ক্লান্তমব্রবীৎ তত্র রাঘবঃ।। ৩৪
কিমহং ত্বরয়ানীতঃ কারণেন বিনানঘ। অশুভাশঙ্কি হৃদয়ং শীলঞ্চ পততীব মে।। ৩৫
শ্রুতা নু যাদৃশাঃ পূর্বং নৃপতীনাং বিনাশনে। আকারাংস্তানহং সর্বানিহ পশ্যামি সারথে।। ৩৬
সম্মার্জনবিহীনানি পরুষাণ্যুপলক্ষয়ে। অসংযতকবাটানি শ্রীবিহীনানি সর্বশঃ।। ৩৭
বলিকর্মবিহীনানি ধূপসম্মোদনেন চ। অনাশিতকুটুম্বানি প্রভাহীনজনানি চ।। ৩৮
অলক্ষ্মীকানি পশ্যামি কুটুম্বিভবনান্যহম্। অপেতমাল্যশোভানি অসংমৃষ্টাজিরাণি চ।। ৩৯
দেবাগারাণি শূন্যানি ন ভান্তীহ যথা পুরা। দেবতার্চাঃ প্রবিদ্ধাশ্চ যজ্ঞগোষ্ঠাস্তথৈব চ।। ৪০
মাল্যাপণেষু রাজন্তে নাদ্য পণ্যানি বা তথা। দৃশ্যন্তে বণিজোঽপ্যদ্য ন যথা পূর্বমত্র বৈ।। ৪১
ধ্যানসংবিগ্নহৃদয়া নষ্টব্যাপারযন্ত্রিতাঃ। দেবায়তনচৈত্যেষু দীনাঃ পক্ষিমৃগাস্তথা।। ৪২

তারা যে বহুরকমে অব্যক্ত মধুর শব্দ করে হর্ষপ্রকাশ করতো।। ২৭ ।। চন্দন এবং অগুরুমিশ্রিত, ধূপের গন্ধে সুবাসিত নির্মল সুন্দর বায়ু আজ আর বইছে না।।।২৮।। ভেরী, মৃদঙ্গ, বীণাদি বাদনদণ্ডের দ্বারা উৎপাদিত ধ্বনি আজ পূর্বের মতো শোনা যাচ্ছে না! সবদিক নিঃস্তব্ধ!।। ২৯ ।। নানারকমের অনিষ্টজনক এবং পাপমূলক খারাপ সব দুর্নিমিত্ত আমি দেখতে পাচ্ছি। তাতে আমার মন ভেঙে পড়ছে।।৩০ ।। সূত, আমার আত্মীয়দের কুশল যেন দুর্লভ হয়ে পড়ছে। অবসাদের কোনো কারণ না থাকলেও আমার মন যেন অবসন্ন হয়ে পড়ছে।। ৩১।। বিষণ্ণ, শ্রান্তচিত্ত, ভীত, ভরত ইক্ষ্বাকুদের পালিত অযোধ্যাপুরীতে সত্বর প্রবেশ করলেন। তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি তখন বিপর্যস্ত।।৩২।। পরিশ্রান্ত বাহন নিয়ে তিনি বৈজয়ন্তনামক দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন। দ্বারপালেরা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর বিজয় ঘোষণা করলো। তাদের সঙ্গে ভরত এগিয়ে চললেন।।৩৩।। তাঁর মন তখন ব্যাকুল। দ্বারদেশে সমাগত জনগণকে তিনি প্রতিসম্ভাষণে অর্চিত করলেন। তারপর রঘুবংশধর ভরত রাজা অশ্বপতির ক্লান্ত দূতকে বললেন—।।৩৪ ।। হে নিষ্পাপ, বিনা কারণে আমাকে তাড়াতাড়ি কেন আনা হলো? মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা হচ্ছে আমার। ধৈর্য চলে যাচ্ছে।। ৩৫ ।। সারথে, রাজার বিনাশে যা হয় বলে আগে শুনেছি, সে সবই আমি আজ এখানে দেখছি।।৩৬ ।। বাড়ীগুলিতে দেখছি ঝাঁট দেওয়া হয় নি। চারদিকে দেখা যাচ্ছে ধূলো। দরজা গুলো হাট করে খোলা। সব দিক শ্রীহীন।।৩৭।। পশুপাখীদের খাবার দেওয়া হয় নি। ধূপ জ্বালানো হয় নি। কুটুম্বেরা অভুক্ত। ঘরগুলো শোভাহীন। লোকজনের অবস্থাও তাই *(গৃহস্থদের নিত্যকরণীয় পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্যতম ভূতযজ্ঞ। অর্থাৎ পশুপাখীকে নিত্য আহার্যদান। বাড়ীর সামনে একটি স্থানে এই আহার্য দেওয়া হয়। বলি মানে পূজোপচার। কাটা নয়। ভূতযজ্ঞকে বলা হয় ভূতবলি)*।।৩৮।। গৃহস্থদের বাড়ীগুলিকে দেখাচ্ছে লক্ষ্মীছাড়া। বাড়ীগুলি মালা দিয়ে সাজানো হয় নি *(অজির—উঠোন, প্রাঙ্গণ)*।।৩৯।। দেবমন্দির জনশূন্য হওয়ায় পূর্বের মতো শোভা পাচ্ছে না। দেবতার পূজো বন্ধ হয়ে গেছে। যজ্ঞভূমির অবস্থাও তথৈবচ।। ৪০ ।। মালার দোকানে আজ কেনা-বেচার জিনিস দেখা যাচ্ছে না। বণিকদের আগের মতো আজ এখানে দেখা যাচ্ছে না।। ৪১ ।। ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় তারা আজ উদ্বেগ নিয়ে চিন্তিত হৃদয়ে অবস্থান করছে। দেব মন্দিরে এবং বৌদ্ধ ও জৈনমন্দিরে পশুপাখীরা অত্যন্ত দৈন্যের সঙ্গে রয়েছে। কেউ দেখাশোনা করছে না।।৪২ ।। এই অযোধ্যাপুরীতে আজ সব নরনারীকে দেখছি মলিন। চোখে তাদের

মলিনধ্বাশ্রুপূর্ণাক্ষং দীনং ধ্যানপরং কৃশম্। সস্ত্রীপুংসঞ্চ পশ্যামি জনমুৎকণ্ঠিতং পুরে।। ৪৩
ইত্যেবমুক্তো ভরতঃ সূতং তং দীনমানসঃ। তান্যনিষ্টান্যযোধ্যায়াং প্রেক্ষ্য রাজগৃহং যযৌ।। ৪৪
তাং শূন্যশৃঙ্গাটকবেশ্মরথ্যাং রজোঽরুণদ্বারকবাটযন্ত্রাম্।
দৃষ্ট্বা পুরীমিন্দ্রপুরীপ্রকাশাং দুঃখেন সম্পূর্ণতরো বভূব।। ৪৫
বভূব পশ্যন্ মনসোঽপ্রিয়াণি যান্যন্যদা নাস্যপুরে বভূবুঃ।
অবাক্‌শিরা দীনমনা ন হৃষ্টঃ পিতুর্মহাত্মা প্রবিবেশ বেশ্ম।। ৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

জল। দৈন্যদশায় শুকিয়ে গেছে তারা। চিন্তামগ্ন। উৎকণ্ঠিত আজ জনসাধারণ।। ৪৩ ।। ভরত দীনচিত্তে সারথিকে এইরকম বলে অযোধ্যায় ঐসব অনিষ্ট লক্ষণ দেখে রাজভবনে প্রবেশ করলেন।। ৪৪ ।। দেখলেন চতুষ্‌পথ, গৃহ এবং রাজপথ সব শূন্য। দরজা আর যন্ত্রাদি সব ধূলি-ধূসরিত। ইন্দ্রপুরীর মতো অযোধ্যার আজ এই দুর্দশা দেখে ভরতের মন দুঃখে পূর্ণ হয়ে গেলো।। ৪৫ ।। যে সব অপ্রিয় দৃশ্য অযোধ্যায় আগে কখনো দেখা যায় নি, সেই সব দেখে ভরত আনন্দ পেলেন না। মহাত্মা ভরত দীনচিত্তে অবনতমস্তকে পিতার ভবনে প্রবেশ করলেন।। ৪৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের একসপ্ততিতম (৭১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

কৈকেয়ীভবনং প্রবিশ্য ভরতস্য মাতৃপ্রণামঃ, মাতুঃ সমীপতঃ পিতুর্মৃত্যুসন্দেশং লব্ধা তস্য শোকো বিলাপশ্চ, শোকার্তভরতস্য রামবার্তাজিজ্ঞাসা, মাতুঃ কৈকেয্যাঃ সমীপতো রামস্য বনগমনবৃত্তান্তশ্রবণঞ্চ।

অপশ্যংস্তু ততস্তত্র পিতরং পিতুরালয়ে। জগাম ভরতো দ্রষ্টুং মাতরং মাতুরালয়ে।। ১
অনুপ্রাপ্তং তু তং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী প্রোষিতং সুতম্। উৎপপাত তদা হৃষ্টা ত্যক্ত্বা সৌবর্ণমাসনম্।। ২
স প্রবিশ্যৈব ধর্মাত্মা স্বগৃহং শ্রীবিবর্জিতম্। ভরতঃ প্রেক্ষ্য জগ্রাহ জনন্যাশ্চরণৌ শুভৌ।। ৩
তং মূর্ধ্নি সমুপাঘ্রায় পরিষ্বজ্য যশস্বিনম্। অঙ্কে ভরতমারোপ্য প্রষ্টুং সমুপচক্রমে।। ৪
অদ্য তে কতিচিদ্ রাত্র্যশ্চ্যুতস্যার্যকবেশ্মনঃ। অপি নাধ্বশ্রমঃ শীঘ্রং রথেনাপততস্তব।। ৫
আর্যকস্তে সুকুশলী যুধাজিন্মাতুলস্তব। প্রবাসাচ্চ সুখং পুত্র সর্বং মে বক্তুমর্হসি।। ৬
এবং পৃষ্টস্তু কৈকেয্যা প্রিয়ং পার্থিবনন্দনঃ। আচষ্ট ভরতঃ সর্বং মাত্রে রাজীবলোচনঃ।। ৭

দ্বিসপ্ততিতম (৭২) সর্গ

কৈকেয়ীর ভবনে প্রবেশ করে ভরতের মাতৃপ্রণাম। মায়ের কাছে পিতার মৃত্যুর খবর শুনে তাঁর শোক ও বিলাপ। শোকার্ত ভরতের রামের সংবাদ-জিজ্ঞাসা। মাতা কৈকেয়ীর কাছে রামের বনগমনের বৃত্তান্ত শ্রবণ।

বাবার ঘরে বাবাকে না দেখে ভরত মা'কে দেখার জন্য মায়ের ঘরে গেলেন।। ১।। বিদেশ থেকে ছেলে ফিরে এসেছে দেখে কৈকেয়ী তখন আনন্দিত হয়ে দ্রুত সোনার আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন।। ২ ।। ধর্মপ্রাণ ভরত নিজের মায়ের গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন সর্বত্র শ্রীহীন অবস্থা। তিনি এবার মায়ের শুভচরণ দু'টি স্পর্শ করে প্রণাম করলেন।। ৩ ।। মা কৈকেয়ী তখন যশস্বী পুত্র ভরতের মস্তক আঘ্রাণ করে বুকে জড়িয়ে ধরে কোলে বসিয়ে জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করলেন—।। ৪ ।। আমার বাবার বাড়ী থেকে বের হয়ে তোমার এখানে আসতে কতো রাত গেলো? রথে চড়ে তাড়াতাড়ি আসায় তোমার পথশ্রম হয় নি তো?।। ৫ ।। আমার বাবা কুশলে আছেন তো? বাছা, প্রবাসে সুখে ছিলে তো? আমায় বলো।। ৬ ।। কৈকেয়ী এইভাবে জিজ্ঞেস করার পর পদ্মলোচন রাজপুত্র ভরত সব প্রিয় সংবাদ মা'কে দিলেন।। ৭ ।। দাদুর বাড়ী থেকে বের

অদ্য মে সপ্তমী রাত্রিশ্চ্যুতস্যার্যকবেশ্মনঃ। অম্বায়াঃ কুশলী তাতো যুধাজিন্মাতুলশ্চ মে।। ৮
যন্মে ধনঞ্চ রত্নঞ্চ দদৌ রাজা পরন্তপঃ। পরিশ্রান্তঃ পথ্যভবৎ ততোঽহং পূর্বমাগতঃ।। ৯
রাজবাক্যহরৈর্দূতৈস্ত্বর্যমাণোঽহমাগতঃ। যদহং প্রষ্টুমিচ্ছামি তদম্বা বক্তুমর্হতি।। ১০
শূন্যোঽয়ং শয়নীয়স্তে পর্যঙ্কো হেমভূষিতঃ। ন চায়মিক্ষ্বাকুজনঃ প্রহৃষ্টঃ প্রতিভাতি মে।। ১১
রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাম্বায়া নিবেশনে। তমহং নাদ্য পশ্যামি দ্রষ্টুমিচ্ছন্নিহাগতঃ।। ১২
পিতুর্গ্রহীষ্যে পাদৌ চ তং মমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ। আহোস্বিদম্বাজ্যেষ্ঠায়াঃ কৌসল্যায়া নিবেশনে।। ১৩
তং প্রত্যুবাচ কৈকেয়ী প্রিয়বদ্ ঘোরমপ্রিয়ম্। অজানন্তং প্রজানন্তী রাজ্যলোভেন মোহিতা।। ১৪
যা গতিঃ সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ। রাজা মহাত্মা তেজস্বী যাযজূকঃ সতাং গতিঃ।। ১৫
তচ্ছ্রুত্বা ভরতো বাক্যং ধর্মাভিজনবাঞ্ছুচিঃ। পপাত সহসা ভূমৌ পিতৃশোকবলার্দিতঃ।। ১৬
হা হতোঽস্মীতি কৃপণাং দীনাং বাচমুদীরয়ন্। নিপপাত মহাবাহুর্বাহু নিক্ষিপ্য বীর্যবান্।। ১৭
ততঃ শোকেন সংবীতঃ পিতুর্মরণদুঃখিতঃ। বিললাপ মহাতেজা ভ্রান্তাকুলিতচেতনঃ।। ১৮
এতৎ সুরুচিরং ভাতি পিতুর্মে শয়নং পুরা। শশিনেবামলং রাত্রৌ গগনং তোয়দাত্যয়ে।। ১৯
তদিদং ন বিভাত্যদ্য বিহীনং তেন ধীমতা। ব্যোমেব শশিনা হীনমপ্শুষ্ক ইব সাগরঃ।। ২০
বাষ্পমুৎসৃজ্য কণ্ঠেন স্বাত্মনা পরিপীড়িতঃ। প্রচ্ছাদ্য বদনং শ্রীমদ্ বস্ত্রেণ জয়তাং বরঃ।। ২১
তমার্তং দেবসঙ্কাশং সমীক্ষ্য পতিতং ভুবি। নিকৃত্তমিব সালস্য স্কন্ধং পরশুনা বনে।। ২২
মাতা মাতঙ্গসঙ্কাশং চন্দ্রার্কসদৃশং সুতম্। উত্থাপয়িত্বা শোকার্তং বচনং চেদমব্রবীৎ।। ২৩

হবার পর আজ আমার সপ্তম রাত্রি। মা, তোমার বাবা কুশলেই আছেন। আমার মামা যুধাজিৎও ভালো আছেন।। ৮ ।। শত্রুবিজয়ী রাজা (*তোমার বাবা*) যে সব ধনরত্ন আমাকে দিয়েছিলেন যে সব কর্মচারীরা সে সব আনছিলো তারা শ্রান্ত হয়ে এখনো পথেই রয়ে গেছে। আমি আগেভাগেই চলে এসেছি।। ৯ ।। রাজবার্তাবহ দূতেরা তাড়াতাড়ি করতে বলায় আমি দ্রুত এসে গেছি। এখন আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও।। ১০ ।। তোমার এই সোনায়-সাজানো শয্যা শূন্য দেখছি। ইক্ষ্বাকুবংশের কোনো লোককেই আমি আনন্দিত দেখছি না।। ১১ ।। আমার বাবা রাজা। তাঁকে তোমার ঘরেই বেশীর ভাগ সময় দেখতাম। আজ তাঁকে দেখতে চেয়ে এখানে এসেও দেখতে পাচ্ছি না।। ১২ ।। বাবার পায়ে প্রণাম করবো। তাই আমি জিজ্ঞেস করছি। বলো, বাবা কি তাহলে এখন বড়ো মা কৌশল্যার কক্ষে আছেন ? ।। ১৩ ।। রাজ্যলোভে মোহগ্রস্তা কৈকেয়ী সব ভালোভাবে জেনেও যেন জানেন না এমনি ভাব করে, অত্যন্ত অপ্রিয় সংবাদটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে বললেন—।। ১৪ ।। সকল প্রাণীরই যা হলো অন্তিম গতি, তোমার বাবা তাই লাভ করেছেন। রাজা, মহাত্মা, তেজস্বী , যাগশীল এবং সজ্জনদের গতিই তোমার বাবা লাভ করেছেন।। ১৫ ।। ধার্মিকবংশে জাত, পবিত্রচরিত্র ভরত এই কথা শুনেই পিতৃশোকের প্রাবল্যে নিপীড়িত হয়ে তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে গেলেন।। ১৬ ।। বীর্যবান সেই বীর বাহু উৎক্ষিপ্ত করে কাতরকণ্ঠে দৈন্যের সঙ্গে বললেন, হায়, আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো। তারপর পড়ে গেলেন।। ১৭ ।। বাবার মৃত্যুতে দুঃখমগ্ন, শোকার্ত, মহাতেজস্বী ভরত ব্যাকুলচিত্তে বিলাপ করতে লাগলেন।। ১৮ ।। আমার বাবার এই শয্যা আগে কী সুন্দরই না দেখাতো! রাত্রে মেঘ চলে গেলে চাঁদের দ্বারা আকাশের যেমন শোভা হয়, তেমনি শোভা ছিলো এই শয্যার।। ১৯ ।। চাঁদহীন আকাশের মতো, জল শুকিয়ে-যাওয়া সাগরের মতো প্রজ্ঞাবান সেই রাজা বিহনে এই শয্যাও আজ আমার কাছে সুন্দর দেখাচ্ছে না।। ২০ ।। বিজয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই বীর ভরত আজ চোখের জল ফেলছেন। তাঁর কণ্ঠ আজ ক্লিষ্ট। মুখ কাপড়ে ঢেকে রেখেছেন।। ২১ ।। দেবতুল্য তিনি আর্ত। হায়, তাঁকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে মনে হলো যেন কুড়ুল দিয়ে শালগাছের স্কন্ধকে কেটে ফেলা হয়েছে।। ২২ ।। হস্তীর মতো বলবান, চন্দ্র এবং সূর্যের মতো দীপ্তিমান শোকার্ত পুত্রকে মা কৈকেয়ী কোলে উঠিয়ে বললেন—।। ২৩ ।।

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে রাজন্নত্র মহাযশঃ। ত্বদ্বিধা নহি শোচন্তি সন্তঃ সদসি সম্মতাঃ।। ২৪
দানযজ্ঞাধিকারা হি শীল-শ্রুতি-তপোঽনুগা। বুদ্ধিস্তে বুদ্ধিসম্পন্ন প্রভেবার্কস্য মন্দিরে।। ২৫
স রুদিত্বা চিরং কালং ভূমৌ পরিবিবৃত্য চ। জননীং প্রত্যুবাচেদং শোকৈর্বহুভিরাবৃতঃ।। ২৬
অভিষেক্ষ্যতি রামং তু রাজা যজ্ঞন্তু যক্ষ্যতে। ইত্যহং কৃতসঙ্কল্পো হৃষ্টো যাত্রামযাসিষম্।। ২৭
তদিদং হ্যন্যথাভূতং ব্যবদীর্ণং মনো মম। পিতরং যো ন পশ্যামি নিত্যং প্রিয়হিতে রতম্।। ২৮
অম্ব কেনাত্যগাদ্ রাজা ব্যাধিনা মষ্যনাগতে। ধন্যা রামাদয়ঃ সর্বে যৈঃ পিতা সংকৃতঃ স্বয়ম্।। ২৯
ন নূনং মাং মহারাজঃ প্রাপ্তং জানাতি কীর্তিমান্। উপজিঘ্রেৎ তু মাং মূর্ধ্নি তাতঃ সংনাম্য সত্বরম্।। ৩০
ক্ব স পাণিঃ সুখস্পর্শস্তাতস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ। যো হি মাং রজসা ধ্বস্তমভীক্ষ্ণং পরিমার্জতি।। ৩১
যো মে ভ্রাতা পিতা বন্ধুর্যস্য দাসোঽস্মি সম্মতঃ। তস্য মাং শীঘ্রমাখ্যাহি রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।। ৩২
পিতা হি ভবতি জ্যেষ্ঠো ধর্মমার্যস্য জানতঃ। তস্য পাদৌ গ্রহীষ্যামি স হীদানীং গতির্মম।। ৩৩
ধর্মবিদ্ ধর্মশীলশ্চ মহাভাগো দৃঢব্রতঃ। আর্যে কিমব্রবীদ্ রাজা পিতা মে সত্যবিক্রমঃ।। ৩৪
পশ্চিমং সাধুসন্দেশমিচ্ছামি শ্রোতুমাত্মনঃ। ইতি পৃষ্টা যথাতত্ত্বং কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ।। ৩৫
রামেতি রাজা বিলপন্ হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ। স মহাত্মা পরং লোকং গতো মতিমতাং বরঃ।। ৩৬
ইতীমাং পশ্চিমাং বাচং ব্যাজহার পিতা তব। কালধর্মং পরিক্ষিপ্তঃ পাশৈরিব মহাগজঃ।। ৩৭
সিদ্ধার্থাস্তু নরা রামমাগতং সহ সীতয়া। লক্ষ্মণঞ্চ মহাবাহুং দ্রক্ষ্যন্তি পুনরাগতম্।। ৩৮
তচ্ছ্রুত্বা, বিষসাদৈব দ্বিতীয়াপ্রিয়শংসনাৎ। বিষণ্ণবদনো ভূত্বা ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ মাতরম্।। ৩৯

ওঠো, ওঠো। এখানে তুমি শুয়ে আছো কেন? রাজন্, তুমি কতো যশস্বী! সমাজে সমাদৃত তুমি। তোমার মতো সজ্জনেরা এইভাবে শোক করে না।। ২৪ ।। তুমি তো বুদ্ধিমান। মন্দিরে সূর্যের প্রভার মতো তোমাতে রয়েছে দান এবং যজ্ঞের অধিকার। তুমি চরিত্র, পাণ্ডিত্য ও তপস্যার অনুগামী।। ২৫ ।। গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে কেঁদে তিনি মা'কে বললেন—।। ২৬ ।। রাজা রামকে আমার বাবা অভিষিক্ত করবেন, যজ্ঞ করবেন—এইরকম মনে করে আমি আনন্দে যাত্রা করেছিলাম।। ২৭ ।। এখন সব অন্যরকম দেখে আমার মন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যে পিতা আমাদের প্রিয় এবং কল্যাণসাধনে নিত্য নিরত থাকতেন, তাঁকে যে আর দেখতে পাচ্ছি না।। ২৮ ।। মা, আমি আসার আগেই কোন্ রোগে বাবা চলে গেলেন? রাম প্রভৃতি ভাইয়েরা ধন্য, যারা নিজেরা পিতার সৎকার করতে পেরেছে।। ২৯ ।। আমি যে এসেছি, তা কীর্তিমান মহারাজ নিশ্চয়ই জানতে পারছেন না। জানলে বাবা সত্বর আমার মাথা টেনে নিয়ে নুইয়ে আঘ্রাণ করতেন।। ৩০ ।। আমার বাবা কাউকেও কর্মের দ্বারা কখনো ক্লেশ দেন নি। কোথায় তাঁর সেই সুখস্পর্শ হাত! আমার গায়ে ধূলো লাগলে বার বার তিনি ঐ হাত দিয়ে তা মুছিয়ে দিতেন!।। ৩১ ।। যিনি কার্যতঃ আমার ভ্রাতা, পিতা এবং বন্ধু, আমি যাঁর মনোমতো ভৃত্য, সেই অক্লিষ্টকর্মা রামকে শীগ্‌গির আমার কথা বলুন।। ৩২ ।। ধর্মজ্ঞ সদাচারী ব্যক্তির নিকট জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃসম। আমি তাঁর চরণ-বন্দনা করবো। তিনিই এখন আমার গতি। ।।৩৩ ।। আমার বাবা ছিলেন সত্যনিষ্ঠ। বিক্রমশীল। ধর্মজ্ঞ। ধর্মশীল। মহাভাগ্যবান ও দৃঢ়সঙ্কল্প রাজা ।।৩৪ ।। মা, তিনি শেষ কি ভালো খবর আমার জন্যে রেখে গেছেন, তা শুনতে চাইছি। এই কথা জিজ্ঞেস করায় কৈকেয়ী বললেন—।।৩৫ ।। বুদ্ধিমানদের শ্রেষ্ঠ, সেই মহাপ্রাণ রাজা—"কোথায় রাম, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ"—এই রকম বিলাপ করতে করতে পরলোকে চলে গেলেন।। ৩৬ ।। কালধর্মের বশীভূত হয়ে পাশের দ্বারা বদ্ধ মহাগজের মতো তোমার বাবা এই শেষ কথা বলে গিয়েছেন।।৩৭ ।। যারা সীতার সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণকে আবার ফিরে আসতে দেখবে তারাই ধন্য হবে।।৩৮ ।। এই কথায় দ্বিতীয় অপ্রিয় সংবাদ জেনে ভরত আরো বিষাদগ্রস্ত হলেন। বিষণ্ণবদনে তিনি আবার মা'কে জিজ্ঞাসা করলেন—।।৩৯ ।। কৌশল্যার আনন্দবর্ধক সেই মহাপ্রাণ রাম এখন কোথায়? ভাই

ক্ব চেদানীং স ধর্মাত্মা কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া চ সমাগতঃ।। ৪০
তথা পৃষ্টা যথান্যায়মাখ্যাতুমুপচক্রমে। মাতাস্য যুগপদ্ বাক্যং বিপ্রিয়ং প্রিয়সংশয়া।। ৪১
স হি রাজসুতঃ পুত্র চীরবাসা মহাবনম্। দণ্ডকান্ সহ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণানুচরো গতঃ।। ৪২
তচ্ছ্রুত্বা ভরতস্ত্রস্তো ভ্রাতুশ্চারিত্রশঙ্কয়া। স্বস্য বংশস্য মাহাত্ম্যাৎ প্রষ্টুং সমুপচক্রমে।। ৪৩
কচ্চিন্ন ব্রাহ্মণধনং হৃতং রামেণ কস্যচিৎ। কচ্চিন্নাঢ্যো দরিদ্রো বা তেনাপাপো বিহিংসিতঃ।। ৪৪
কচ্চিন্ন পরদারান্ বা রাজপুত্রোঽভিমন্যতে। কস্মাৎ স দণ্ডকারণ্যে ভ্রাতা রামো বিবাসিতঃ।। ৪৫
অথাস্য চপলা মাতা তৎ স্বকর্ম যথাযথম্। তেনৈব স্ত্রীস্বভাবেন ব্যাহর্তুমুপচক্রমে।। ৪৬
এবমুক্তা তু কৈকেয়ী ভরতেন মহাত্মনা। উবাচ বচনং হৃষ্টা বৃথাপণ্ডিতমানিনী।। ৪৭
ন ব্রাহ্মণধনং কিঞ্চিদ্ধৃতং রামেণ কস্যচিৎ। কশ্চিন্নাঢ্যো দরিদ্রো বা তেনাপাপে বিহিংসিতঃ।
ন রামঃ পরদারান্ স চক্ষুর্ভ্যামপি পশ্যতি।। ৪৮
ময়া তু পুত্র শ্রুত্বৈব রামস্যেহাভিষেচনম্। যাচিতস্তে পিতা রাজ্যং রামস্য চ বিবাসনম্।। ৪৯
স স্ববৃত্তিং সমাস্থায় পিতা তে তৎ তথাকরোৎ। রামস্তু সহসৌমিত্রিঃ প্রেষিতঃ সহ সীতয়া।। ৫০
তমপশ্যন্ প্রিয়ং পুত্রং মহীপালো মহাযশাঃ। পুত্রশোকপরিদ্যূনঃ পঞ্চত্বমুপপেদিবান্।। ৫১
ত্বয়া ত্বিদানীং ধর্মজ্ঞ রাজত্বমবলম্ব্যতাম্। ত্বৎকৃতে হি ময়া সর্বমিদমেবংবিধং কৃতম্।। ৫২
মা শোকং মা চ সন্তাপং ধৈর্যমাশ্রয় পুত্রক। ত্বদধীনা হি নগরী রাজ্যং চৈতদনাময়ম্।। ৫৩
তৎ পুত্র শীঘ্রং বিধিনা বিধিজ্ঞৈর্বাসিষ্ঠমুখ্যৈঃ সহিতো দ্বিজেন্দ্রৈঃ।
সংকাল্য রাজানমদীনসত্ত্বমাত্মানমুর্ব্যামভিষেচয়স্ব।। ৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

লক্ষ্মণ এবং দেবী সীতাও তো তাঁর সঙ্গে রয়েছেন।। ৪০ ।। এইভাবে জিজ্ঞেস করায় তাঁর মাতা কৈকেয়ী যথারীতি বলতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবলেন এই বাক্যে যে অপ্রিয় সংবাদ পরিবেশিত হবে তা ভরতের প্রিয়ই হবে।। ৪১ ।। বৎস, রাজপুত্র রাম বল্কলবসন পরিধান করে দণ্ডকার গভীর বনে চলে গেছে। সীতা ও লক্ষ্মণ তার অনুগমন করেছে।। ৪২ ।। ঐ কথা শুনে ভরত ভ্রাতার চরিত্র সম্বন্ধে আশঙ্কা করে ভয় পেয়ে গেলেন। নিজের বংশের মহিমার কথা চিন্তা করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন—।। ৪৩ ।। রাম কোনো ব্রাহ্মণের ধন হরণ করেন নি তো? নিষ্পাপ কোনো ধনী বা দরিদ্রকে তিনি হত্যা করেন নি তো? *(তৎকালে কোনো অপরাধ করলে রাজপুত্রকেও শাস্তি পেতে হতো। উচ্চপদের বা সম্পর্কের জন্য শাস্তি এড়ানো যেতো না। শিবাজী পর্যন্ত হিন্দুরাষ্ট্রের এই ধারা অব্যাহত ছিলো। শিবাজী একমাত্র পুত্র শম্ভুজীকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেছিলেন। আইনের চোখে হিন্দুরাষ্ট্রে সবাই সমান ছিলো)*।। ৪৪ ।। রাজপুত্র রাম পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হলেন তো? কি কারণে দাদা রাম দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত হলেন?।। ৪৫ ।। চঞ্চলস্বভাব মাতা কৈকেয়ী স্ত্রীস্বভাববশতঃ নিজের কর্ম যথাযথভাবে বলে চললেন।। ৪৬ ।। তিনি অকারণেই নিজেকে বিদুষী ভাবতেন। মহাপ্রাণ ভরত ঐভাবে বললে আনন্দে কৈকেয়ী বলতে আরম্ভ করলেন।। ৪৭ ।। না বাবা, রাম কোনো ব্রাহ্মণের ধন হরণ করে নি। কোনো নিষ্পাপ ধনী বা দরিদ্রকে সে হত্যা করে নি। পরস্ত্রীর দিকে রাম তাকিয়েই দেখে না।। ৪৮ ।। শোনো বাছা, রামের অভিষেক হবে শুনেই আমি তোমার বাবার কাছে প্রার্থনা করি তোমার জন্যে রাজ্য এবং রামের জন্যে নির্বাসন।। ৪৯ ।। তোমার বাবাও স্বধর্ম অবলম্বন করে তাই করলেন। লক্ষ্মণ এবং সীতাসহ রামকে বনে পাঠিয়ে দিয়েছেন।। ৫০ ।। মহাযশস্বী মহারাজ প্রিয়পুত্র রামকে দেখতে না পেয়ে পুত্রশোকে কাতর হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।। ৫১ ।। ধর্ম কি তুমি তা জানো। তাই এখন রাজত্ব গ্রহণ করো। তোমার জন্যেই বাছা আমি এই সব করেছি।। ৫২ ।। তুমি বাবা এখন শোক করবে না। সন্তাপও প্রকাশ করবে না। ধৈর্যধারণ করো। অযোধ্যানগরী এখন তোমারই অধীনে। এই রাজ্যও নির্বিঘ্নে তোমারই।। ৫৩।। তাই, এখন বাছা, শাস্ত্রজ্ঞ বশিষ্ঠ-প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলিত হয়ে উদারচিত্ত রাজার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করে নিজেকে রাজ্যে অভিষিক্ত করো।। ৫৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বিসপ্ততিতম (৭২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

কৈকেয়ীং প্রতি ভরতস্য ভর্ৎসনবাক্যম্।

শ্রুত্বা চ স পিতুর্বৃত্তং ভ্রাতরৌ চ বিবাসিতৌ। ভরতো দুঃখসন্তপ্ত ইদং বচনমব্রবীৎ।। ১
কিং নু কার্যং হতস্যেহ মম রাজ্যেন শোচতঃ। বিহীনস্যাথ পিত্রাচ ভ্রাত্রা পিতৃসমেন চ।। ২
দুঃখে মে দুঃখমকরোর্ব্রণে ক্ষারমিবাদদাঃ। রাজানং প্রেতভাবস্থং কৃত্বা রামঞ্চ তাপসম্।। ৩
কুলস্য ত্বমভাবায় কালরাত্রিরিবাগতা। অঙ্গারমুপগুহ্য স্ম পিতা মে নাববুদ্ধবান্।। ৪
মৃত্যুমাপাদিতো রাজা ত্বয়া মে পাপদর্শিনি। সুখং পরিহৃতং মোহাৎ কুলেঽস্মিন্ কুলপাংসনি।। ৫
ত্বাং প্রাপ্য হি পিতা মেঽদ্য সত্যসন্ধো মহাযশাঃ। তীব্রদুঃখাভিসন্তপ্তো বৃত্তো দশরথো নৃপঃ।। ৬
বিনাশিতো মহারাজঃ পিতা মে ধর্মবৎসলঃ। কস্মাৎ প্রব্রাজিতো রামঃ কস্মাদেব বনং গতঃ।। ৭
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ পুত্রশোকাভিপীড়িতে। দুষ্করং যদি জীবেতাং প্রাপ্য ত্বাং জননীং মম।। ৮
নন্বার্যোঽপি চ ধর্মাত্মা ত্বয়ি বৃত্তিমনুত্তমাম্। বর্ততে গুরুবৃত্তিজ্ঞো যথা মাতরি বর্ততে।। ৯
তথা জ্যেষ্ঠা হি মে মাতা কৌসল্যা দীর্ঘদর্শিনী। ত্বয়ি ধর্মং সমাস্থায় ভগিন্যামিব বর্ততে।। ১০
তস্যাঃ পুত্রং মহাত্মানং চীর-বল্কলবাসসম্। প্রস্থাপ্য বনবাসায় কথং পাপে ন শোচসে।। ১১
অপাপদর্শিনং শূরং কৃতাত্মানং যশস্বিনম্। প্রব্রাজ্য চীরবসনং কিং নু পশ্যসি কারণম্।। ১২
লুব্ধায়া বিদিতো মন্যে ন তেঽহং রাঘবং যথা। তথা হ্যনর্থো রাজ্যার্থং ত্বয়ানীতো মহানয়ম্।। ১৩
অহং হি পুরুষব্যাঘ্রাবপশ্যন্ রাম-লক্ষ্মণৌ। কেন শক্তিপ্রভাবেণ রাজ্যং রক্ষিতুমুৎসহে।। ১৪

ত্রিসপ্ততিতম (৭৩) সর্গ

কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের তিরস্কার।

বাবার ঘটনা এবং ভাই দু জনের নির্বাসনের কথা শুনে ভরত দুঃখে সন্তপ্ত হয়ে বললেন—।। ১ ।। পিতা এবং পিতৃতুল্য ভ্রাতার অভাবে আমি শোকে মৃতপ্রায়। এই অবস্থায় আমার রাজ্য দিয়ে কি হবে?।। ২ ।। রাজাকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে, আর রামকে বনবাসী করে তুমি ক্ষতস্থানে লবণ দেবার মতো দুঃখের ওপর দুঃখ আমায় দিলে।। ৩ ।। এই বংশকে ধ্বংস করার জন্য তুমি কালরাত্রির মতো এসেছো। আমার বাবা জ্বলন্ত অঙ্গারকে আলিঙ্গন করেও তা বুঝতে পারেন নি।। ৪ ।। তুমি পাপদর্শিনী। কুলনাশিনী। তুমিই আমার বাবার মৃত্যু ঘটিয়েছো। মোহবশতঃ এই বংশের সুখ ধ্বংস করেছো।। ৫ ।। মহাযশস্বী, সত্যসন্ধ আমার বাবা দশরথ তোমায় পেয়ে তীব্র দুঃখে অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে পরলোকে চলে গেলেন।। ৬ ।। ধর্মপরায়ণ আমার বাবা, মহারাজকে কেন তুমি ধ্বংস করলে? কেনই বা রামকে বনে নির্বাসনে পাঠালে? তিনিই বা কেন বনে গেলেন?।। ৭ ।। কৌশল্যা এবং সুমিত্রা পুত্রের শোকে অত্যন্ত পীড়িত। আমার মা তোমার কাছে থেকে তাঁরা বেঁচে থাকবেন, এ অসম্ভব।। ৮ ।। ধর্মমূর্তি দাদা রাম গুরুজনের প্রতি আচরণ ভালোভাবে জানেন। তিনি তাঁর মায়ের মতোই তোমার প্রতিও উত্তম ব্যবহারই করতেন।। ৯ ।। দূরদর্শিনী আমার বড়ো মা কৌশল্যাও তো ধর্মতঃ তোমার প্রতি বোনের মতোই আচরণ করতেন।। ১০ ।। পাপীয়সী তুমি! তাঁর মহাপ্রাণ পুত্রকে ছেঁড়া বল্কল পরিয়ে তুমি বনবাসে পাঠিয়েছো। তোমার অনুশোচনা হচ্ছে না?।। ১১ ।। অপাপদর্শী, বীর, আত্মজ্ঞানী, যশস্বী রামকে বল্কল বসনে নির্বাসিত করার কি কারণ তুমি দেখলে?।। ১২ ।। রামের প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা আছে লোভবশতঃ তুমি তা জানতে পারো নি। এইজন্য রাজ্যলাভের দ্বারা তুমি এই বিরাট অনর্থ ঘটালে।। ১৩ ।। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণকে না দেখে কোন্ শক্তির প্রভাবে আমি রাজ্য রক্ষা করতে উৎসাহ পাবো?।। ১৪ ।। আত্মরক্ষার জন্য সুমেরুপর্বত যেমন নিজের অরণ্যকে আশ্রয় করে তেমনি মহারাজও

তং হি নিত্যং মহারাজো বলবন্তং মহৌজসম্। উপাশ্রিতোঽভূদ্ ধর্মাত্মা মেরুর্মেরুবনং যথা।। ১৫
সোঽহং কথমিমং ভারং মহাধুর্যসমুদ্যতম্। দম্যো ধুরমিবাসাদ্য সহেয়ং কেন চৌজসা।। ১৬
অথবা মে ভবেচ্ছক্তির্যোগৈর্বুদ্ধিবলেন বা। সকামাং ন করিষ্যামি ত্বামহং পুত্রগর্ধিনীম্।। ১৭
ন মে বিকাঙ্ক্ষা জায়েত ত্যক্তুং ত্বাং পাপনিশ্চয়াম্। যদি রামস্য নাবেক্ষা ত্বয়ি স্যান্মাতৃবৎ সদা।। ১৮
উৎপন্না তু কথং বুদ্ধিস্তবেয়ং পাপদর্শিনি। সাধুচারিত্রবিভ্রষ্টে পূর্বেষাং নো বিগর্হিতা।। ১৯
তস্মিন্ কুলে হি সর্বেষাং জ্যেষ্ঠো রাজ্যেঽভিষিচ্যতে। অপরে ভ্রাতরস্তস্মিন্ প্রবর্তন্তে সমাহিতাঃ।। ২০
ন হি মন্যে নৃশংসে ত্বং রাজধর্মমবেক্ষসে। গতিং বা ন বিজানাসি রাজবৃত্তস্য শাশ্বতীম্।। ২১
সততং রাজপুত্রেষু জ্যেষ্ঠো রাজাভিষিচ্যতে। রাজ্ঞামেতৎ সমং তৎ স্যাদিক্ষ্বাকূণাং বিশেষতঃ।। ২২
তেষাং ধর্মৈকরক্ষাণাং কুলচারিত্রশোভিনাম্। অদ্য চারিত্রশৌটীর্যং ত্বাং প্রাপ্য বিনিবর্তিতম্।। ২৩
তবাপি সুমহাভাগে জনেন্দ্রকুলপূর্বকে। বুদ্ধিমোহঃ কথময়ং সম্ভূতস্ত্বয়ি গর্হিতঃ।। ২৪
ন তু কামং করিষ্যামি তবাহং পাপনিশ্চয়ে। যয়া ব্যসনমারব্ধং জীবিতান্তকরং মম।। ২৫
এষ ত্বিদানীমেবাহমপ্রিয়ার্থং তবানঘম্। নিবর্তয়িষ্যামি বনাদ্ ভ্রাতরং স্বজনপ্রিয়ম্।। ২৬
নিবর্তয়িত্বা রামঞ্চ তস্যাহং দীপ্ততেজসঃ। দাসভূতো ভবিষ্যামি সুস্থিতেনান্তরাত্মনা।। ২৭
ইত্যেবমুক্ত্বা ভরতো মহাত্মা প্রিয়েতরৈর্বাক্যগণৈস্তুদংস্তাম্।
শোকার্দিতশ্চাপি ননাদ ভূয়ঃ সিংহো যথা মন্দরকন্দরস্থঃ।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

আত্মরক্ষার জন্য নিত্যই বলবান মহাবীর রামকেই আশ্রয় করতেন।। ১৫ ।। আমি আজ কোন্ শক্তিতে এই গুরুভার বহন করবো? অপ্রাপ্তবয়স্ক বৃষ কি করে বিরাট ভার সইতে পারে? *(ধুর—ভার। দম্য—ভারবাহী গোবৎস)*।। ১৬ ।। কিংবা শক্তি, যোগ, বুদ্ধিবলে যদিও বা পারতাম, পুত্রের জন্য অন্যায়ভাবে রাজ্যলাভে অভিলাষিণী তোমার অভিলাষ পূর্ণ না করার জন্যই তা আমি করবো না।। ১৭ ।। যদি তোমার প্রতি রামের মাতৃবৎ শ্রদ্ধা না থাকতো, তাহলে পাপীয়সী তোমাকে ত্যাগ করতেও আমার কোনো কুণ্ঠা হতো না।।১৮।। সাধুচরিত্র থেকে তুমি বিচ্যুত হয়েছো। তুমি পাপদর্শিনী। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যা নিন্দা করেছেন, সেই বুদ্ধি তোমার কি করে হলো?।। ১৯ ।। এই বংশে ভাইদের মধ্যে সকলের যে বড়ো, সেই রাজ্যে অভিষিক্ত হয়। অন্য ভাইয়েরা তার অনুগত হয়েই কাজ করে থাকে।। ২০ ।। মনে হচ্ছে, তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়ে গেছো। তাই রাজধর্মের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছো না। রাজনীতির চিরন্তনী নীতি ও গতি তুমি জানতে পারছো না।।২১।। রাজপুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠই সর্বদা রাজা রূপে অভিষিক্ত হবে, সকল রাজারা এটিই অনুমোদন করেন। বিশেষ করে ইক্ষ্বাকুরা তো বটেই।। ২২ ।। ইক্ষ্বাকুরা ধর্মকেই একমাত্র রক্ষা করেন। বংশগৌরব ও চরিত্র তাঁদের শোভা। তোমায় পেয়ে আজ সেই চরিত্রগর্ব খর্ব হয়ে গেলো।।২৩ ।। তুমিও তো ভালো রাজবংশে জন্মেছো বলে সৌভাগ্যবতী। তোমার মধ্যে এইরকম নিন্দাজনক বুদ্ধিমোহ কি করে এলো?।। ২৪ ।। পাপীয়সি, তোমার কামনা আমি কিছুতেই পূর্ণ করবো না। আজ আমার প্রাণান্তকর বিপদ শুরু হলো।। ২৫ ।। তোমার অপ্রীতিসাধনের জন্যই আমি আত্মজনপ্রিয় নিষ্পাপ ভ্রাতা রামকে এখন বন থেকে ফিরিয়ে আনবো।।২৬।। রামকে ফিরিয়ে এনে সুস্থচিত্তে সেই প্রদীপ্ততেজা মনীষীর সেবক হয়েই আমি থাকবো।। ২৭ ।। মহাপ্রাণ ভরত এইরকম বলে অপ্রিয় বাক্যের দ্বারা কৈকেয়ীকে পীড়িত করে শোকার্ত হয়েও মন্দরপর্বতের গুহাস্থিত সিংহের মতো আবার গর্জন করে উঠলেন।। ২৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ত্রিসপ্ততিতম (৭৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

কৈকেয়ীং প্রতি ভরতস্য তীব্রভর্ৎসনবাক্যম্।

তাং তথা গর্হয়িত্বা তু মাতরং ভরতস্তদা। রোষেণ মহতাবিষ্টঃ পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ।। ১
রাজ্যাদ্ ভ্রংশস্ব কৈকেয়ী নৃশংসে দুষ্টচারিণী। পরিত্যক্তাসি ধর্মেণ মা মৃতং রুদতী ভব।। ২
কিং নু তেঽদূষয়দ্ রামো রাজা বা ভৃশধার্মিকঃ।। যয়োর্মৃত্যুর্বিবাসশ্চ ত্বৎকৃতে তুল্যমাগতৌ।। ৩
ভ্রূণহত্যামসি প্রাপ্তা কুলস্যাস্য বিনাশনাৎ। কৈকেয়ী নরকং গচ্ছ মা চ তাতসলোকতাম্।। ৪
যত্ত্বয়া হীদৃশং পাপং কৃতং ঘোরেণ কর্মণা। সর্বলোকপ্রিয়ং হিত্বা মমাপ্যাপাদিতং ভয়ম্।। ৫
ত্বৎকৃতে মে পিতা বৃত্তো রামশ্চারণ্যমাশ্রিতঃ। অযশো জীবলোকে চ ত্বয়াহং প্রতিপাদিতঃ।। ৬
মাতৃরূপে মমামিত্রে নৃশংসে রাজ্যকামুকে। ন তেঽহমভিভাষ্যোঽস্মি দুর্বৃত্তে পতিঘাতিনি।। ৭
কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ যাশ্চান্যা মম মাতরঃ। দুঃখেন মহতাবিষ্টাস্ত্বাং প্রাপ্য কুলদূষিণীম্।। ৮
ন ত্বমশ্বপতেঃ কন্যা ধর্মরাজস্য ধীমতঃ। রাক্ষসী তত্র জাতাসি কুলপ্রধ্বংসিনী পিতুঃ।। ৯
যৎ ত্বয়া ধার্মিকো রামো নিত্যং সত্যপরায়ণঃ। বনং প্রস্থাপিতো বীরঃ পিতাপি ত্রিদিবং গতঃ।। ১০
যৎ প্রধানাসি তৎ পাপং ময়ি পিত্রা বিনা কৃতে। ভ্রাতৃভ্যাঞ্চ পরিত্যক্তে সর্বলোকস্য চাপ্রিয়ে।। ১১
কৌসল্যাং ধর্মসংযুক্তাং বিযুক্তাং পাপনিশ্চয়ে। কৃত্বা কং প্রাপ্স্যসে হ্যদ্য লোকং নিরয়গামিনী।। ১২

চতুঃসপ্ততি (৭৪) সর্গ

কৈকেয়ীর প্রতি ভরতের তীব্র তিরস্কার।

মাতাকে এইভাবে নিন্দা করে ক্রোধে অত্যন্ত আবিষ্ট হয়ে ভরত আবার বললেন—।। ১ ।। মাতা কৈকেয়ি, তুমি নিষ্ঠুরা। দুরাচাররতা। রাজ্য ছেড়ে তুমি চলে যাও। ধর্ম তোমায় ত্যাগ করেছে। মৃত পতির জন্য তোমার কাঁদবার প্রয়োজন নেই।। ২ ।। রাজা এবং রাম অত্যন্ত ধার্মিক। তাঁরা তোমার কি ক্ষতি করেছেন যার ফলে তোমার জন্যই একজনের মৃত্যু এবং আর একজনের নির্বাসন দু'টিই একসঙ্গে ঘটে গেলো?।। ৩।। এই বংশকে ধ্বংস করার জন্য তুমি ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হয়েছো। কৈকেয়ি, তুমি নরকেই যাও। আমার বাবার সঙ্গে একই লোকপ্রাপ্তি তোমার যেন না হয়! *(তৎকালীন সমাজে ভ্রূণহত্যাকে গর্হিত অপরাধ বলে মনে করা হতো। ফলে যদৃচ্ছ ইন্দ্রিয়ভোগ ছিলো সংযত)*।। ৪ ।। ঘোর কুকর্মের দ্বারা তুমি এমন পাপ করেছো যে সর্বজন প্রিয় রামকে নির্বাসনে পাঠিয়েছো। এতে আমারো ভয় হচ্ছে *(ভয়ের কারণ—১- এইরকম মায়ের ছেলেরূপে আমার অপবাদ। ২- তোমার দোষের জন্য রাম আমায় ভুল বুঝে ত্যাগ করতে পারেন। ৩- তুমি যে ভীষণ পাপ করেছো, পুত্ররূপে তার জন্য আমাকেও তা স্পর্শ করতে পারে। ৪- যিনি স্বামীর মৃত্যুর কারণ হতে পারেন, পুত্রোপম রামকে নির্বাসনে পাঠাতে পারেন, তিনি সময়ে হয়তো আমার মতো পুত্রেরও ক্ষতি করতে পারেন)*।।৫ ।। তোমারই জন্যে আমার বাবা পরলোকে চলে গেলেন। দাদা রাম অরণ্যকে আশ্রয় করলেন। জগতে তোমারই জন্য আমার অখ্যাতি হলো।। ৬ ।। তুমি শত্রু। আমার মায়ের রূপ ধরে এসেছো। তুমি নিষ্ঠুরা। রাজ্যলুব্ধা। তুমি পতিঘাতিনী। দুর্বৃত্তা। তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো না।। ৭ ।। তুমি কুলদূষিণী। আমার অন্য মায়েরা—কৌশল্যা ও সুমিত্রা—তোমায় পেয়ে গভীর দুঃখে নিমগ্না।।৮ ।। ধর্মরাজ ধীমান অশ্বপতির মেয়ে তুমি নও। পিতার বংশ ধ্বংস করার জন্য তুমি রাক্ষসী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছো।। ৯ ।। রাম নিত্য সত্যপরায়ণ। ধার্মিক। তুমি তাঁকে বনে পাঠিয়েছো। আমার বীর বাবা আজ তোমারই জন্যে স্বর্গে গেছেন *(ত্রিদিব—স্বর্গ)*।। ১০ ।। যে পাপ তুমি আমার উপর চাপিয়েছো, তাতে আমি পিতৃহীন হয়ে গেলাম। ভাইদের দ্বারা পরিত্যক্ত হলাম। আর হলাম সর্বজনের অপ্রিয়।। ১১ ।। তুমি পাপীয়সী। ধর্মপ্রাণা কৌশল্যাকে পতিপুত্রহীনা করে কোন্ উত্তম স্থানে তুমি যাবে? তুমি নরকেই যাবে।। ১২ ।। ওহে ক্রূরে, তুমি কি বুঝতে পারছো না যে, সর্বদাই যিনি

কিং নাববুধ্যসে ক্রূরে নিয়তং বন্ধুসংশ্রয়ম্। জ্যেষ্ঠং পিতৃসমং রামং কৌসল্যায়াত্মসম্ভবম্।। ১৩
অঙ্গপ্রত্যঙ্গজঃ পুত্রো হৃদয়াচ্চাভিজায়তে। তস্মাৎ প্রিয়তরো মাতুঃ প্রিয়া এব তু বান্ধবাঃ।। ১৪
অন্যদা কিল ধর্মজ্ঞা সুরভিঃ সুরসম্মতা। বহমানৌ দদর্শোর্ব্যাং পুত্রৌ বিগতচেতসৌ।। ১৫
তাবর্ধদিবসং শ্রান্তৌ দৃষ্টা পুত্রৌ মহীতলে। রুরোদ পুত্রশোকেন বাষ্পপর্যাকুলেক্ষণম্।। ১৬
অধস্তাদ্ ব্রজতস্তস্যাঃ সুররাজ্ঞো মহাত্মনঃ। বিন্দবঃ পতিতা গাত্রে সূক্ষ্মাঃ সুরভিগন্ধিনঃ।। ১৭
নিরীক্ষমাণস্তাং শক্রো দদর্শ সুরভিং স্থিতাম্। আকাশে বিষ্ঠিতাং দীনাং রুদতীং ভৃশদুঃখিতাম্।। ১৮
তাং দৃষ্ট্বা শোকসন্তপ্তাং বজ্রপাণির্যশস্বিনীম্। ইন্দ্রঃ প্রাঞ্জলিরুদ্বিগ্নঃ সুররাজোঽব্রবীদ্ বচঃ।। ১৯
ভয়ং কচ্চিন্ন চাস্মাসু কুতশ্চিদ্ বিদ্যতে মহৎ। কুতো নিমিত্তঃ শোকস্তে ব্রূহি সর্বহিতৈষিণি।। ২০
এবমুক্তা তু সুরভিঃ সুররাজেন ধীমতা। প্রত্যুবাচ ততো ধীরা বাক্যং বাক্যবিশারদা।। ২১
শান্তং পাপং ন বঃ কিঞ্চিৎ কুতশ্চিদমরাধিপঃ। অহং তু মগ্নৌ শোচামি স্বপুত্রৌ বিষমে স্থিতৌ।। ২২
এতৌ দৃষ্ট্বা কৃশৌ দীনৌ সূর্যরশ্মিপ্রতাপিতৌ। বধ্যমানৌ বলীবর্দৌ কর্ষকেণ দুরাত্মনা।। ২৩
মম কায়াৎ প্রসূতৌ হি দুঃখিতৌ ভারপীড়িতৌ। যৌ দৃষ্ট্বা পরিতপ্যেঽহং নাস্তি পুত্রসমঃ প্রিয়ঃ।। ২৪
যস্যাঃ পুত্রসহস্রৈস্তু কৃৎস্নং ব্যাপ্তমিদং জগৎ। তাং দৃষ্ট্বা রুদতীং শক্রো ন সুতান্ মন্যতে পরম্।। ২৫
ইন্দ্রো হ্যশ্রুনিপাতং তং স্বগাত্রে পুণ্যগন্ধিনম্। সুরভিং মন্যতে দৃষ্ট্বা ভূয়সীং তামিহেশ্বরঃ।। ২৬
সমাপ্রতিমবৃত্তায়া লোকধারণকাম্যয়া। শ্রীমত্যা গুণমুখ্যায়াঃ স্বভাবপরিচেষ্টয়া।। ২৭
যস্যাঃ পুত্রসহস্রাণি সাপি শোচতি কামধুক্। কিং পুনর্যা বিনা রামং কৌসল্যা বর্তয়িষ্যতি।। ২৮

আত্মজনদের আশ্রয়, কৌশল্যার পুত্র, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেই রাম আমার কাছে পিতার মতো পূজ্য।। ১৩।। মায়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে এবং হৃদয় থেকে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বান্ধবেরা প্রিয়। কিন্তু পুত্র তাদের কাছে বান্ধবের চেয়েও প্রিয়।। ১৪ ।। একসময় দেববন্দিতা ধর্মজ্ঞা সুরভি দেখলেন, ভূতলে তাঁর বৃষরূপী দুই পুত্র লাঙ্গল বহন করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেছে।। ১৫ ।। পৃথিবীতে অর্ধেকটা দিন ধরে কাজ করে পুত্রদের পরিশ্রান্ত দেখে সুরভি পুত্রশোকে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর চোখ জলে ভরে গেলো।। ১৬।। দেবরাজ ইন্দ্র সেইসময়ে নীচ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সুরভির চোখের সুগন্ধিযুক্ত ছোটো ছোটো জলবিন্দু মহাত্মা ইন্দ্রের গায়ে গিয়ে পড়লো।। ১৭ ।। ইন্দ্র উর্ধ্বে তাকিয়ে দেখলেন, সুরভি আকাশে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দুঃখে দৈন্যের সঙ্গে কাঁদছেন।। ১৮ ।। বজ্রহস্ত দেবরাজ ইন্দ্র যশস্বিনী সুরভিকে শোকসন্তপ্তা দেখে উদ্‌বিগ্ন হয়ে করজোড়ে বললেন—।। ১৯ ।। হে সর্বকল্যাণকারিণি, আমাদের তো এখন কারো কাছ থেকে কোনোরকম ভয় এসে উপস্থিত হয় নি। তবে তোমার শোক কেন?।। ২০ ।। ধীমান দেবরাজের এই কথায় ধৈর্যশীলা বাক্যবিশারদা সুরভি বললেন—।। ২১ ।। পাপ শান্ত হোক। দেবরাজ, কারো কাছ থেকে ভয়ের কোনো কারণ উপস্থিত হয়নি। আমার বৃষরূপী পুত্রদু'টি অত্যন্ত দুর্দশায় পড়ায় আমি শোকে কষ্ট পাচ্ছি।। ২২ ।। দেখছো কি—কৃশ, দীন বৃষদু'টি একে সূর্যকিরণে সন্তপ্ত, তার উপর দুরাত্মা কৃষক তাদের বেঁধে মারছে।। ২৩ ।। ওরা তো আমার দেহ থেকে জন্মেছে। তাদের দুঃখিত এবং ভারপীড়িত দেখে আমি কষ্ট পাচ্ছি। পুত্রের মতো প্রিয় আর কেউ নেই।। ২৪ ।। যাঁর হাজার হাজার পুত্রের দ্বারা জগৎ পরিব্যাপ্ত, দু'টিমাত্র পুত্রের জন্যও তাঁকে কাঁদতে দেখে ইন্দ্র বুঝলেন জগতে পুত্রের চেয়ে বেশী কেউই নয়।।২৫ ।। দেবতা ইন্দ্র নিজের গায়ে সুরভির পুণ্যগন্ধি অশ্রুনিপাত দেখে সুরভিকে অত্যন্ত স্নেহশীলা মনে করলেন।। ২৬ ।। শ্রীমতী সুরভি নাম্নী এই গাভী জগৎকে রক্ষার জন্য সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করে থাকেন। অতিশয় গুণবতী তিনি। তাঁর কার্যধারা স্বাভাবিক।। ২৭ ।। যাঁর হাজার হাজার পুত্র, সেই কামধেনু সুরভি যখন দু'টিমাত্র পুত্রের জন্য শোক করছেন, তখন কৌশল্যা, যিনি একটিমাত্র পুত্রের জননী, তিনি রামকে ছেড়ে কিভাবে থাকবেন?।। ২৮ ।। একটিমাত্র পুত্রবতী সাধুচরিত্রা কৌশল্যাকে তুমি পুত্রহীনা করলে! তুমি তাই এই জগতে এবং মৃত্যুর পরেও দুঃখভোগ

একপুত্রা চ সাধ্বী চ বিবৎসেয়ং ত্বয়া কৃতা। তস্মাৎ ত্বং সততং দুঃখং প্রেত্য চেহ চ লপ্স্যসে।। ২৯
অহং ত্বপচিতিং ভ্রাতুঃ পিতুশ্চ সকলামিমাম্। বর্ধনং যশসশ্চাপি করিষ্যামি ন সংশয়ঃ।। ৩০
আনায্য চ মহাবাহুং কোসলেন্দ্রং মহাবলম্। স্বয়মেব প্রবেক্ষ্যামি বনং মুনিনিষেবিতম্।। ৩১
নহ্যহং পাপসঙ্কল্পে পাপে পাপং ত্বয়া কৃতম্। শক্তো ধারয়িতুং পৌরৈরশ্রুকণ্ঠৈর্নিরীক্ষিতঃ।। ৩২
সা ত্বমগ্নিং প্রবিশ বা স্বয়ং বা বিশ দণ্ডকান্। রজ্জুং বদ্ধ্বাথবা কণ্ঠে নহি তেঽন্যৎ পরায়ণম্।। ৩৩
অহমপ্যবনীং প্রাপ্তে রামে সত্যপরাক্রমে। কৃতকৃত্যো ভবিষ্যামি বিপ্রবাসিতকল্মষঃ।। ৩৪
ইতি নাগ ইবারণ্যে তোমরাঙ্কুশতোদিতঃ। পপাত ভুবি সংক্রুদ্ধো নিঃশ্বসন্নিব পন্নগঃ।। ৩৫
সংরক্তনেত্রঃ শিথিলাম্বরস্তথা বিধূতসর্বাভরণঃ পরন্তপঃ।
বভূব ভূমৌ পতিতো নৃপাত্মজঃ শচীপতেঃ কেতুরিবোৎসবক্ষয়ে।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

করবে।। ২৯ ।। আমি কিন্তু দাদা এবং বাবার সামগ্রিকভাবেই পূজা করবো—তাঁদের যশোবর্ধন করবো—এতে কোনো সন্দেহই নেই (অপচিতি—পূজা, ক্ষয়, ব্যয়)।।৩০ ।। কোশলরাজ মহাবীর মহাবাহু রামকে নিয়ে এসে আমি নিজে মুনিদের দ্বারা অধ্যুষিত বনে প্রবেশ করবো।।৩১ ।। পাপের সঙ্কল্প করে পাপীয়সী তুমি। পাপ করেছো। আমি তা সহ্য করতে পারছি না। চোখের জলে ভাঙাকণ্ঠে পুরবাসীরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে।। ৩২ ।। এখন তুমি অগ্নিতেই প্রবেশ করো বা নিজে দণ্ডকায় চলে যাও। অথবা গলায় দড়ি দাও তোমার আর কোনোই গতি নেই।।৩৩ ।। সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমী রামই রাজ্য পেলে আমি কৃতার্থ হবো। হবো পাপ থেকে মুক্ত।।।৩৪ ।। এইরকম বিলাপ করতে করতে ভরত বনে অঙ্কুশাহত হস্তীর মতো এবং ক্রুদ্ধ সর্পের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভূতলে পতিত হলেন।। ৩৫ ।। তাঁর চোখ তখন একেবারে লাল। বসন এলোমেলো। অলঙ্কার সব খসে পড়েছে। রাজপুত্র ভরত ইন্দ্রধ্বজ উৎসবের শেষে ভূমিতে পতিত পতাকার মতো ভূতলে পড়ে গেলেন।।৩৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের চতুঃসপ্ততিতম (৭৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

কৌসল্যাসমীপে ভরতস্য বিবিধ-শপথবাক্যোচ্চারণম্।

দীর্ঘকালাৎ সমুত্থায় সংজ্ঞাং লব্ধ্বা স বীর্যবান্। নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং দীনামুদ্বীক্ষ্য মাতরম্।। ১
সোঽমাত্যমধ্যে ভরতো জননীমভ্যকুৎসয়ৎ। রাজ্যং ন কাময়ে জাতু মন্ত্রয়ে নাপি মাতরম্।। ২
অভিষেকং ন জানামি যোঽভূদ্ রাজ্ঞা সমীক্ষিতঃ। বিপ্রকৃষ্টে হ্যহং দেশে শত্রুঘ্নসহিতোঽভবম্।। ৩

পঞ্চসপ্ততিতম (৭৫) সর্গ

কৌশল্যার কাছে ভরতের শপথ।

অনেকক্ষণ পরে চেতনালাভ করে বীর্যবান ভরত উঠে দাঁড়িয়ে জলভরা-চোখে হতভাগিনী মায়ের দিকে তাকালেন।। ১ ।। ভরত অমাত্যদের মধ্যেই জননীকে ভর্ৎসনা করে বললেন, আমি কখনো রাজ্যকামনা করি নি। মা'কেও এই জন্য বলি নি (ভারতে পর্দাপ্রথা ছিলো না। মুসলমান আগমনের পরই আত্মরক্ষার জন্য ভারতে নারীরা অন্তরালে চলে গেলেন। কৈকেয়ীর কাছে অমাত্যেরা সব এসেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সর্বসমক্ষে ভরতের উক্তি এইখানে তাৎপর্যপূর্ণ)।। ২ ।। রাজা যে অভিষেক করতে চলেছিলেন, তা আমি জানতাম না। দূরদেশে শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে আমি অবস্থান করছিলাম।।৩।। মহাত্মা রামের বনবাসের খবর আমি জানি না।

বনবাসং ন জানামি রামস্যাহং মহাত্মনঃ। বিবাসনঞ্চ সৌমিত্রেঃ সীতায়াশ্চ যথাভবৎ।। ৪
তথৈব ক্রোশতস্তস্য ভরতস্য মহাত্মনঃ। কৌসল্যা শব্দমাজ্ঞায় সুমিত্রাং চেদমব্রবীৎ।। ৫
আগতঃ ক্রূরকার্যায়াঃ কৈকেয্যা ভরতঃ সুতঃ। তমহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভরতং দীর্ঘদর্শিনম্।। ৬
এবমুক্ত্বা সুমিত্রাং তাং বিবর্ণবদনা কৃশা। প্রতস্থে ভরতো যত্র বেপমানা বিচেতনা।। ৭
স তু রাজাত্মজশ্চাপি শত্রুঘ্নসহিতস্তদা। প্রতস্থে ভরতো যেন কৌসল্যায়া নিবেশনম্।। ৮
ততঃ শত্রুঘ্ন-ভরতৌ কৌশল্যাং প্রেক্ষ্য দুঃখিতৌ। পর্যষ্বজেতাং দুঃখার্তাং পতিতাং নষ্টচেতনাম্।। ৯
রুদন্তৌ রুদতী দুঃখাৎ সমেত্যার্যা মনস্বিনী। ভরতং প্রত্যুবাচেদং কৌসল্যা ভৃশদুঃখিতা।। ১০
ইদং তে রাজ্যকামস্য রাজ্যং প্রাপ্তমকণ্টকম্। সম্প্রাপ্তং বত কৈকেয্যা শীঘ্রং ক্রূরেণ কর্মণা।। ১১
প্রস্থাপ্য চীরবসনং পুত্রং মে বনবাসিনম্। কৈকেয়ী কং গুণং তত্র পশ্যতি ক্রূরদর্শিনী।। ১২
ক্ষিপ্রং মামপি কৈকেয়ী প্রস্থাপয়িতুমর্হতি। হিরণ্যনাভো যত্রাস্তে সুতো মে সুমহাযশাঃ।। ১৩
অথবা স্বয়মেবাহং সুমিত্রানুচরা সুখম্; অগ্নিহোত্রং পুরস্কৃত্য প্রস্থাস্যে যত্র রাঘবঃ।। ১৪
কামং বা স্বয়মেবাদ্য তত্র মাং নেতুমর্হসি। যত্রাসৌ পুরুষব্যাঘ্রস্তপ্যতে মে সুতস্তপঃ।। ১৫
ইদং হি তব বিস্তীর্ণং ধন-ধান্যসমাচিতম্। হস্ত্যশ্ব-রথসম্পূর্ণং রাজ্যং নির্যাতিতং তয়া।। ১৬
ইত্যাদিবহুভির্বাক্যৈঃ ক্রূরৈঃ সর্ভৎসিতোঽনঘঃ। বিব্যথে ভরতোঽতীব ব্রণে তুদ্যেব সূচিনা।। ১৭
পপাত চরণৌ তস্যাস্তদা সম্ভ্রান্তচেতনঃ। বিলপ্য বহুধা সংজ্ঞো লব্ধসংজ্ঞস্তদাভবৎ।। ১৮

জানি না লক্ষ্মণ এবং সীতাও বা কিভাবে বনবাসে গেলেন।। ৪ ।। মহাত্মা ভরত উচ্চৈঃস্বরে এইসব বলছেন। কৌশল্যা শব্দ শুনে চিনতে পেরে সুমিত্রাকে বললেন—।। ৫ ।। নিষ্ঠুর কার্যকারিণী কৈকেয়ীর পুত্র ভরত এসেছে। দূরদর্শী ভরতকে আমি দেখতে চাই।। ৬ ।। সুমিত্রাকে এইরকম বলে বিষণ্ণবদনা শীর্ণদেহ কৌশল্যা কাঁপতে কাঁপতে প্রায় অচেতন অবস্থায় ভরত যেখানে রয়েছেন সেই দিকে যাত্রা করলেন।।৭।। রাজপুত্র ভরতও শত্রুঘ্নসহ কৌশল্যার গৃহের দিকে আসছিলেন।।৮ ।। শত্রুঘ্ন এবং ভরত এবার কৌশল্যাকে দেখে দুঃখ পেলেন। দুঃখে আর্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে কৌশল্যাকে পড়ে যেতে দেখে তাঁরা দুই ভাই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।। ৯ ।। মনস্বিনী পূজনীয়া বড়োমা কৈ কাঁদতে দেখে তাঁরা দুজনেও কাঁদছিলেন। নিদারুণ দুঃখিতা কৌশল্যা ভরতকে বললেন—।।১০ ।। শ্রীমন্, তুমি রাজ্য চেয়েছিলে। এখন এই নিষ্কণ্টক রাজ্য পেয়ে গেলে। পেলে, কিন্তু, তা কৈকেয়ীর দ্রুত নিষ্ঠুর কর্মের দ্বারা।। ১১ ।। বল্কল-বসনে আমার পুত্রকে বনে পাঠিয়ে নিষ্ঠুরা কৈকেয়ী বিশেষ ভালো কি দেখলো? *(রামকে বনে না পাঠিয়েও কৈকেয়ী ভরতকে রাজ্য দিতে পারতো। সুতরাং বৃথাই এই নির্বাসন)*।। ১২ ।। অত্যন্ত যশস্বী রামের দেহ সোনার মতোই বাঞ্ছিত। আমার সেই পুত্র যেখানে রয়েছে কৈকেয়ী দ্রুত আমাকেও ঐখানেই পাঠিয়ে দিক *(সুবর্ণ-নাভ—সোনার শরীর যার তথা একান্ত বাঞ্ছিত)*।। ১৩ ।। নৈলে রাম যেখানে বাস করছে, সুমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজেই অগ্নিহোত্র সামনে করে সুখেই সেখানে চলে যাবো *(অগ্নিহোত্র জ্যেষ্ঠা মহিষীর কাছে থাকে। অগ্নিহোত্রের অগ্নি থেকে অগ্নিচয়ন করে প্রেতকার্য করা হতো। দশরথের নির্দেশ ছিলো, ভরত যদি কৈকেয়ীকে অনুসরণ করেন, তাহলে তিনি যেন পিতার প্রেতকার্য না করেন। কৌশল্যা অগ্নিহোত্র নিয়ে গেলে ভরত আর পিতৃকার্য করতে পারবে না)*।। ১৪।। নৈলে, যেখানে পুরুষশ্রেষ্ঠ আমার পুত্র তপস্যা করছে, সেখানে তুমি নিজেই আমাকে নিয়ে যেতে পারো।। ১৫ ।। তোমার এই বিস্তীর্ণ রাজ্য ধন-ধান্যে সমৃদ্ধ। হস্তী, অশ্ব এবং রথে পরিপূর্ণ। কৈকেয়ী এই রাজ্য তোমায় দিয়েছেন।। ১৬ ।। এই ধরনের কঠোর বহু বাক্যের দ্বারা কৌশল্যা নিষ্পাপ ভরতকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন। ক্ষতস্থানে সূঁচ দিয়ে আঘাত করলে যেরকম দুঃসহ কষ্ট হয়, ভরত তাতে সেইরকমই কষ্ট পেলেন *(ব্রণ—ক্ষতস্থান। সূচি—সূঁচ)*।। ১৭ ।। উদ্‌বেগাকুল চিত্তে ভরত তাঁর চরণে তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। বহু বিলাপের পর তাঁর চেতনা ফিরে এলো।। ১৮ ।। বহুশোকে ব্যাকুলা কৌশল্যা যখন বিলাপ

এবং বিলপমানাং তাং প্রাঞ্জলির্ভরতস্তদা। কৌসল্যাং প্রত্যুবাচেদং শোকৈর্বহুভিরাবৃতাম্।। ১৯
আর্যে কস্মাদজানন্তং গর্হসে মামকল্মষম্। বিপুলাঞ্চ মম প্রীতিং স্থিতাং জানাসি রাঘবে।। ২০
কৃতশাস্ত্রানুগা বুদ্ধির্মা ভূৎ তস্য কদাচন। সত্যসন্ধঃ সতাং শ্রেষ্ঠো যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ২১
প্রেষ্যং পাপীয়সাং যাতু সূর্যঞ্চ প্রতি মেহতু। হন্তু পাদেন গাং সুপ্তাং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ২২
কারয়িত্বা মহৎ কর্ম ভর্তা ভৃত্যমনর্থকম্। অধর্মো যোঽস্য সোঽস্যাস্তু যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ২৩
পরিপালয়মানস্য রাজ্ঞো ভূতানি পুত্রবৎ। ততস্তু দ্রুহ্যতাং পাপং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ২৪
বলিষড়্ভাগমুদ্ধৃত্য নৃপস্যারক্ষিতুঃ প্রজাঃ। অধর্মো যোঽস্য সোঽস্যাস্তু যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ২৫
সংশ্রুত্য চ তপস্বিভ্যঃ সত্রে বৈ যজ্ঞদক্ষিণাম্। তাং চাপলতাং পাপং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ২৬
হস্ত্যশ্ব-রথসংবাধে যুদ্ধে শস্ত্রসমাকুলে। মাস্ম কার্ষীৎ সতাং ধর্মং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ২৭
উপদিষ্টং সুসূক্ষ্মার্থং শাস্ত্রং যত্নেন ধীমতা। স নাশয়তু দুষ্টাত্মা যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ২৮
মা চ তং ব্যূঢবাহ্বংসং চন্দ্রভাস্করতেজসম্। দ্রাক্ষীদ্ রাজ্যস্থমাসীনং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ২৯
পায়সং কৃসরং ছাগং বৃথা সোঽশ্নাতু নির্ঘৃণঃ। গুরূংশ্চাপ্যবজানাতু যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৩০
গাশ্চ স্পৃশতু পাদেন গুরূন্ পরিবদেত চ। মিত্রে দ্রুহ্যেত সোঽত্যর্থং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৩১
বিশ্বাসাৎ কথিতং কিঞ্চিৎ পরিবাদং মিথঃ ক্বচিৎ। বিবৃণোতু স দুষ্টাত্মা যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৩২

করছিলেন, তখন ভরত করজোড়ে তাঁকে বললেন—।। ১৯ ।। মা, না জেনে নিরপরাধ আমাকে কেন আপনি তিরস্কার করছেন ? আপনি তো জানেন রামের প্রতি রয়েছে আমার গভীর প্রীতি।। ২০ ।। যার অভিমত অনুসারে সত্যসন্ধ, সজ্জনশ্রেষ্ঠ আমার দাদা বনে গেছেন, তার বুদ্ধি যেন কখনো সত্য ও শাস্ত্রের অনুগামী না হয় (কৃত—সত্য)।। ২১ ।। যার কথায় রাম বনে গেছেন সে যেন পাপীদের দাস হয়। সূর্যের দিকে মুখ করে মলমূত্র ত্যাগের দ্বারা গভীর পাপে নিপতিত হয়। নিদ্রিত গাভীকে সে পদাঘাত করে ঘোরতর পাপে মগ্ন হয়।। ২২ ।। যার অনুমোদনে রাম বনে গেলেন, প্রজাদেরকে রাজা পুত্রবৎ পালন করার পর, সেই প্রজারা যদি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাহলে তাদের যে পাপ হয়, সেই পাপই যেন তাকে স্পর্শ করে।। ২৪ ।। প্রজাদের কাছ থেকে তাদের আয়ের এক ষষ্ঠাংশ কররূপে গ্রহণ করে যে রাজা প্রজাদের রক্ষা করেন না, সেই রাজার যে পাপ হয়, তাই হোক তার, যার কথায় রামকে বনে যেতে হলো *(প্রজাবর্গ আয়ের এক ষষ্ঠাংশ রাজকর দেবে। রাজা তাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করবে। এই হলো প্রজা এবং রাজার ধর্ম)*।। ২৫ ।। যার অনুমোদনে রাম বনে গেছেন, যজ্ঞে যে পরিমাণ দক্ষিণার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, পরে তা না দিলে যে পাপ হয়, তার তাই হোক।। ২৬ ।। যার অনুমোদনে রাম বনে গেছেন, হস্তী, অশ্ব, রথ-সমন্বিত শস্ত্রসঙ্কুল যুদ্ধে সজ্জনের ধর্ম সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগের দ্বারা বীরের যে সদ্‌গতি লাভ, সে যেন তা লাভ না করে অর্থাৎ সে যেন নরকগামী হয়।। ২৭ ।। সেই দুষ্টাত্মা ভুলে যাক সেই সূক্ষ্মজ্ঞান, যা পণ্ডিত আচার্য তাকে অতি যত্নে শিখিয়েছিলেন, অর্থাৎ সে পূর্বাহৃত জ্ঞান ভুলে গিয়ে মূর্খ হয়ে যাক।। ২৮ ।। বিশালবাহু এবং বিশাল স্কন্ধ, চন্দ্র এবং সূর্যের মতো স্নিগ্ধ ও তেজস্বী রাম যখন রাজ্যে এসে সিংহাসনে বসবেন সে যেন রামকে দেখতে না পায়।। ২৯ ।। সেই নিষ্করুণ যেন, পায়স, তিল ও মুগের খিচুড়ী এবং ছাগমাংস দেবতাকে নিবেদন না করে খাবার জন্য বৃথা ভোজনের যে পাপ হয়, সেই পাপেই পাপী হয়। গুরুজনকে সে আজ্ঞা করুক, ফলে সেই পাপেও সে পাপী হোক।।৩০ ।। সে পা দিয়ে গোমাতাকে স্পর্শ করুক। গুরুজনকে নিন্দা করুক। বন্ধুদের প্রতি দ্রোহ আচরণ করুক। ফলে সেই পাপ তাকে স্পর্শ করুক।।৩১ ।। পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে অপরের নিন্দা গোপনে করার পর যদি কেউ সেটি প্রকাশ করে তখন বিশ্বাসভঙ্গজনিত তার যে পাপ হয়, সেই পাপ তার হোক।।৩২ ।। সে যেন কারো উপকার না করে, কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে। আত্মজ্ঞান পরিত্যাগ করে, লজ্জা

অকর্তা চাকৃতাজ্ঞশ্চ ত্যক্তাত্মা নিরপত্রপঃ। লোকে ভবতু বিদ্বিষ্টো যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৩৩
পুত্রৈর্দাসৈশ্চ ভৃত্যৈশ্চ স্বগৃহে পরিবারিতঃ। স একো মৃষ্টমশ্নাতু যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৩৪
অপ্রাপ্য সদৃশান্ দারাননপত্যঃ প্রমীয়তাম্। অনবাপ্য ক্রিয়াং ধর্ম্ম্যাং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৩৫
মাত্মনঃ সন্ততিং দ্রাক্ষীৎ স্বেষু দারেষু দুঃখিতঃ। আয়ুঃ সমগ্রমপ্রাপ্য যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৩৬
রাজ-স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধানাং বধে যৎ পাপমুচ্যতে। ভৃত্যত্যাগে চ যৎ পাপং তৎ পাপং প্রতিপদ্যতাম্।। ৩৭
লাক্ষয়া মধুমাংসেন লোহেন চ বিষেণ চ। সদৈব বিভৃয়াদ্ ভৃত্যান্ যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৩৮
সংগ্রামে সমুপোঢে চ শত্রুপক্ষভয়ঙ্করে। পলায়মানো বধ্যেত যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৩৯
কপালপাণিঃ পৃথিবীমটতাং চীরসংবৃতঃ। ভিক্ষমাণো যথোন্মত্তো যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৪০
মদ্যপ্রসক্তো ভবতু স্ত্রীষ্বক্ষেষু চ নিত্যশঃ। কাম-ক্রোধাভিভূতশ্চ যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৪১
মাঽস্য ধর্মে মনো ভূয়াদধর্মং স নিষেবতাম্। অপাত্রবর্ষী ভবতু যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৪২
সঞ্চিতান্যস্য বিত্তানি বিবিধানি সহস্রশঃ। দস্যুভির্বিপ্রলুপ্যন্তাং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৪৩
উভে সন্ধ্যে শয়ানস্য যৎপাপং পরিকল্প্যতে। তচ্চ পাপং ভবেৎ তস্য যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৪৪
যদগ্নিদায়কে পাপং যৎ পাপং গুরুতল্পগে। মিত্রদ্রোহে চ যৎ পাপং তৎ পাপং প্রতিপদ্যতাম্।। ৪৫
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ মাতাপিত্রোস্তথৈব চ। মাস্ম কার্ষীৎ স শুশ্রূষাং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৪৬
সতাং লোকাৎ সতাং কীর্ত্যাঃ সজ্জুষ্টাৎ কর্মণস্তথা। ভ্রশ্যতু ক্ষিপ্রমদ্যৈব যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৪৭
অপাস্য মাতৃশুশ্রূষামনর্থে সোঽবতিষ্ঠতাম্। দীর্ঘবাহুর্মহাবক্ষা যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৪৮
বহুভৃত্যো দরিদ্রশ্চ জ্বররোগসমন্বিতঃ। সমায়াৎ সততং ক্লেশং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৪৯
আশামাশংসমানানাং দীনানামূর্ধ্বচক্ষুষাম্। অর্থিনাং বিতথাং কুর্যাদ্ যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৫০

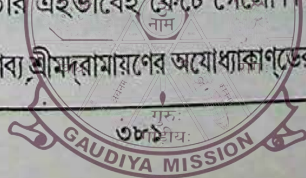
ত্যাগ করে, সকলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে পাপসঞ্চয় করে।। ৩৩ ।। সে যেন পুত্র, কর্মী, ভৃত্যাদি -পরিজনের দ্বারা গৃহে পরিবেষ্টিত থেকেও সবাইকে বঞ্চিত করে একাকী উত্তম আহার্যগ্রহণের যে পাপ, সেই পাপে পাপী হয়।। ৩৪ ।। সে যেন যোগ্যপত্নী লাভ না করে ও ধর্মানুসারে ক্রিয়াদি সম্পাদন না করে, নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।।৩৫ ।। সে যেন পত্নীতে নিজের সন্তান না জন্মাতে দেখে দুঃখ পায়। পূর্ণ আয়ুলাভ না করে অকালেই মারা যায়।। ৩৬ ।। রাজা, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধের হত্যায় যে পাপ হয়, ভৃত্যকে অসহায়ভাবে ত্যাগ করলে যে পাপ হয়, সেই পাপই তার হোক।।৩৭ ।। আমার দাদা যার কথায় বনে গেছেন, সে যেন লাক্ষা, মধু, মাংস, লোহ ও বিষ প্রভৃতি পাতিত্যকারক বস্তু বিক্রয় করে অর্থোপার্জনের দ্বারা পরিজনপোষণ করলে যে পাপ হয়, সেই পাপেই পতিত হোক।।৩৮ ।। যার কথায় রাম বনে গেলেন, সে যেন তুমুল সংগ্রামে শত্রুপক্ষ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে পালাতে গিয়ে নিহত হয়।। ৩৯ ।। সে যেন ছেঁড়া কাপড় পরে মানুষের মাথার খুলি হাতে নিয়ে পাগলের মতো পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে।।৪০।। সর্বদা সে যেন মদ্য, স্ত্রী এবং পাশাখেলায় প্রমত্ত থাকে। কাম এবং ক্রোধে অভিভূত হয়।। ৪১ ।। তার যেন ধর্মে মতি না হয়। অধর্মই সে সেবা করুক। অপাত্রে প্রভূত দান করুক।। ৪২ ।। যার কথায় রাম বনে গেছেন, তার সঞ্চিত হাজার হাজার ধনরাশি ডাকাতেরা জোর করে ছিনিয়ে নিক।।৪৩।। সকালে এবং সন্ধ্যায় শয়ন করলে যে পাপ হয়, তার সেই পাপই হোক।। ৪৪ ।। কারো বাড়ীতে আগুন লাগলে, গুরুপত্নী গমন করলে, বন্ধুর প্রতি দ্রোহ করলে যে পাপ হয়, সেই পাপে সে পাপী হোক।। ৪৫ ।। যার কথায় রাম বনে গেছেন, সে যেন দেবগণের, পিতৃপুরুষের এবং মাতাপিতার শুশ্রূষা না করতে পারে।। ৪৬ ।। সে যেন সাধুদের স্থান থেকে, কীর্তি থেকে এবং সদাচরণ থেকে আজই সত্বর ভ্রষ্ট হয়ে পাপসঞ্চয় করে।। ৪৭ ।। যার অনুমতিতে দীর্ঘবাহু বিশালবক্ষা রাম বনে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, সে যেন মাতৃসেবা পরিত্যাগ করে বাজে কাজে ব্যস্ত থাকে।। ৪৮ ।। সে যেন বহুভৃত্যসমন্বিত, দরিদ্র এবং জ্বররোগে আক্রান্ত হয়ে সর্বদাই কষ্ট পায়।। ৪৯ ।। সে যেন ঊর্ধ্বচক্ষু দীন প্রত্যাশীদের আশা ব্যর্থ করে পাপসঞ্চয় করে।। ৫০ ।। যার জন্য রাম বনে গেছেন,

মায়য়া রমতাং নিত্যং পুরুষঃ পিশুনোঽশুচিঃ। রাজ্ঞো ভীতস্ত্বধর্মাত্মা যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৫১
ঋতুস্নাতাং সতীং ভার্যামৃতুকালানুরোধিনীম্। অতিবর্তেত দুষ্টাত্মা যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৫২
বিপ্রলুপ্ত-প্রজাতস্য দুষ্কৃতং ব্রাহ্মণস্য যৎ। তদেতৎ প্রতিপদ্যেত যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৫৩
ব্রাহ্মণায়োদ্যতাং পূজাং বিহন্তু কলুষেন্দ্রিয়ঃ। বালবৎসাঞ্চ গাং দোগ্ধুং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৫৪
ধর্মদারান্ পরিত্যজ্য পরদারান্ নিষেবতাম্। ত্যক্তধর্মরতির্মূঢো যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৫৫
পানীয়দূষকে পাপং তথৈব বিষদায়কে। যত্তদেকঃ স লভতাং যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৫৬
তৃষার্তং সতি পানীয়ে বিপ্রলম্ভেন যোজয়ন্। যৎ পাপং লভতে তৎ স্যাদ্ যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৫৭
ভক্ত্যা বিবদমানেষু মার্গমাশ্রিত্য পশ্যতঃ। তেন পাপেন যুজ্যেত যস্যার্যোঽনুমতে গতঃ।। ৫৮
এবমাশ্বাসয়ন্নেব দুঃখার্তোঽনুপপাত হ। বিহীনাং পতি-পুত্রাভ্যাং কৌসল্যাং পার্থিবাত্মজঃ।। ৫৯
তদা তং শপথৈঃ কষ্টৈঃ শপমানমচেতনম্। ভরতং শোকসন্তপ্তং কৌসল্যা বাক্যমব্রবীৎ।। ৬০
মম দুঃখমিদং পুত্র ভূয়ঃ সমুপজায়তে। শপথৈঃ শপমানো হি প্রাণানুপরুণৎসি মে।। ৬১
দিষ্ট্যা ন চলিতো ধর্মাদাত্মা তে সহলক্ষণঃ। বৎস সত্যপ্রতিজ্ঞো হি সতাং লোকানবাপ্স্যসি।। ৬২
ইত্যুক্ত্বা চাঙ্কমানীয় ভরতং ভ্রাতৃবৎসলম্। পরিষ্বজ্য মহাবাহুং রুরোদ ভৃশদুঃখিতা।। ৬৩
এবং বিলপমানস্য দুঃখার্তস্য মহাত্মনঃ। মোহাচ্চ শোকসংরম্ভাদ্ বভূব লুলিতং মনঃ।। ৬৪
লালপ্যমানস্য বিচেতনস্য প্রণষ্টবুদ্ধেঃ পতিতস্য ভূমৌ।
মুহুর্মুহুর্নিঃশ্বসতশ্চ দীর্ঘং সা তস্য শোকেন জগাম রাত্রিঃ।। ৬৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

সে ক্রূর, অপবিত্র, অধার্মিক, রাজভয়ে ভীত হয়ে বঞ্চনার দ্বারা নিত্য জীবন যাপন করুক।। ৫১।। সেই দুষ্টাত্মা যেন ঋতুরক্ষার জন্য ঋতুস্নাতা সতী পত্নীর অনুরোধ উপেক্ষা করে পাপভাগী হয়।। ৫২ ।। পুত্রহীন বা বংশহীন ব্রাহ্মণের যে পাপ্ হয় সে যেন তাই লাভ করে।। ৫৩ ।। যেন সে অসংযতেন্দ্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণের আয়োজিত পূজা বিনষ্ট করে। এবং নববৎসা গাভীকে দোহন করের পাপসঞ্চয় করে।। ৫৪ ।। যার জন্য রাম বনে গেছেন, সে যেন মূঢ় হয়ে ধর্মে অনুরাগ ত্যাগ করে ধর্মসম্মত পত্নীকে ত্যাগ করে পরস্ত্রীতে রত হয়ে পাপে মগ্ন হয়।। ৫৫ ।। পানীয় জল দূষিত করলে এবং কাউকে বিষ দিলে যে পাপ হয়, সেই পাপ সে যেন একাই ভোগ করে।। ৫৬ ।। পানীয় জল থাকা সত্ত্বেও তৃষ্ণার্তকে জল না দিলে যে পাপ হয়, সেই পাপ সে সঞ্চয় করুক।। ৫৭ ।। নিজের বিষয়ে ভক্তির জন্য জোর করে নিজের পথ আঁকড়ে থেকে পরস্পর বিবদমান ব্যক্তিদের প্রতি অশ্রদ্ধা করায় যে পাপ হয়, সেই পাপ তাকে স্পর্শ করুক *(২১সংখ্যক শ্লোক থেকে ৫৮সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত সংসারে পাপের বৈচিত্র্য এবং বিপুলতা ঋষি-কবির গভীর সংসার দৃষ্টিকেই প্রমাণিত করছে)*।। ৫৮ ।। পতিপুত্রহীন কৌশল্যার প্রতি আশ্বাসদান করতে গিয়ে রাজপুত্র ভরত দুঃখে আর্ত হয়ে পড়ে গেলেন।। ৫৯।। ভরত তখন অতি কঠোর সব প্রতিজ্ঞার দ্বারা শপথ নিতে নিতে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অতঃপর শোকসন্তপ্ত ভরতকে কৌশল্যা বললেন—।। ৬০ ।। বাছা, এইভাবে এতো শপথ করে তুমি আমার প্রাণে কষ্ট দিচ্ছো। এতেই আমার আবার দুঃখ হচ্ছে।। ৬১ ।। তুমি শুভলক্ষণযুক্ত। ভাগ্যিস্, তাই তোমার মন ধর্ম থেকে বিচলিত হয় নি। বাছা, এই আমার সত্যপ্রতিজ্ঞা যে, তুমি সজ্জনদের গম্য আনন্দময় লোকে যথাকালে গমন করবে।। ৬২ ।। এই কথা বলে কৌশল্যা ভ্রাতৃবৎসল বীর ভরতকে কোলে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করে অত্যন্ত কাঁদলেন।। ৬৩ ।। দুঃখার্ত মহাপ্রাণ ভরত শোকে এইভাবে বিলাপ করছিলেন। শোকের আবেগে তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো।। ৬৪ ।। বিলাপ করতে করতে অচেতন হয়ে বোধ হারিয়ে মাটিতে পড়ে শোকে মুহুর্মুহুঃ তিনি নিঃশ্বাস ফেলছিলেন। সে রাত তাঁর এইভাবেই কেটে গেলো।। ৬৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চসপ্ততিতম (৭৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

রাজ্ঞো দশরথস্যান্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

তমেবং শোকসন্তপ্তং ভরতং কৈকেয়ীসুতম্। উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো বসিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠবাগৃষিঃ।। ১
অলং শোকেন ভদ্রং তে রাজপুত্র মহাযশঃ। প্রাপ্তকালং নরপতেঃ কুরু সংযানমুত্তমম্।। ২
বসিষ্ঠস্য বচঃ শ্রুত্বা ভরতো ধরণীং গতঃ। প্রেতকৃত্যানি সর্বাণি কারয়ামাস ধর্মবিৎ।। ৩
উদ্ধৃত্য তৈলসংসেকাৎ স তু ভূমৌ নিবেশিতম্। আ পীতবর্ণবদনং প্রসুপ্তমিব ভূমিপম্।। ৪
সংবেশ্য শয়নে চাগ্র্যে নানারত্নপরিষ্কৃতে। ততো দশরথং পুত্রো বিললাপ সুদুঃখিতঃ।। ৫
কিং তে ব্যবসিতং রাজন্ প্রোষিতে ময্যনাগতে। বিবাস্য রামং ধর্মজ্ঞং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্।। ৬
ক্ক যাস্যসি মহারাজ হিত্বেমং দুঃখিতং জনম্। হীনং পুরুষসিংহেন রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।। ৭
যোগক্ষেমং তু তেঽব্যগ্রং কোঽস্মিন্ কল্পয়িতা পুরে। ত্বয়ি প্রয়াতে স্বস্তাত রামে চ বনমাশ্রিতে।। ৮
বিধবা পৃথিবী রাজংস্ত্বয়া হীনা ন রাজতে। হীনচন্দ্রেব রজনী নগরী প্রতিভাতি মাম্।। ৯
এবং বিলপমানং তং ভরতং দীনমানসম্। অব্রবীদ্ বচনং ভূয়ো বসিষ্ঠস্তু মহামুনিঃ।। ১০
প্রেতকার্যাণি যান্যস্য কর্তব্যানি বিশাম্পতেঃ। তান্যব্যগ্রং মহাবাহো ক্রিয়তামবিচারিতম্।। ১১
তথেতি ভরতো বাক্যং বসিষ্ঠস্যাভিপূজ্য তৎ। ঋত্বিক্-পুরোহিতাচার্যাংস্ত্বরয়ামাস সর্বশঃ।। ১২
যে ত্বগ্নয়ো নরেন্দ্রস্য অগ্ন্যাগারাদ্ বহিষ্কৃতাঃ। ঋত্বিগ্‌ভির্যাজকৈশ্চৈব তে হূয়ন্তে যথাবিধি।। ১৩

ষট্সপ্ততিতম (৭৬) সর্গ

রাজা দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

কৈকেয়ীপুত্র ভরত এইভাবে শোকসন্তপ্ত হলে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ঋষি বশিষ্ঠ তাঁকে বললেন—।। ১ ।। রাজপুত্র, তুমি মহাযশস্বী। শোক কোরো না। তোমার কল্যাণ হোক। এখন সময় হয়েছে। মহারাজের অন্ত্যেষ্টির আয়োজন ভালোভাবে করো।। ২ ।। বশিষ্ঠের কথা শুনে ভরত মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ধর্মজ্ঞ রাজপুত্র তারপর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে প্রেতকার্য সব করাবার ব্যবস্থা করলেন।।৩ ।। তৈল-কটাহ থেকে রাজার দেহ তিনি তুলে ভূতলে স্থাপন করলেন। মুখটা একটু হলদে হয়ে গেছে। রাজা যেন গভীরভাবে ঘুমিয়ে আছেন!।। ৪ ।। এবারে নানারত্নশোভিত উত্তম শয্যায় দশরথকে শুইয়ে পুত্র ভরত অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বিলাপ করতে লাগলেন—।। ৫ ।। রাজন্, এ কি আপনি করলেন? আমি বিদেশে ছিলাম। আমি আসার আগেই ধর্মজ্ঞ রাম এবং মহাবীর লক্ষ্মণকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন?।। ৬ ।। মহারাজ, এই দুঃখীজনকে ছেড়ে আপনি কোথায় যাচ্ছেন? যে রাম কর্মের দ্বারা কাউকে ক্লেশ দিতেন না, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠের দ্বারাও আমি আজ পরিত্যক্ত।।৭ ।। রাম বনে চলে গেছেন। বাবা, আপনিও স্বর্গে যাচ্ছেন। এই অযোধ্যাপুরীতে কে এখন নিষ্ঠার সঙ্গে মঙ্গল ও রক্ষার কাজ করবেন? ।।৮ ।। রাজন্, আপনাকে ছেড়ে পৃথিবী আজ বিধবা হয়ে গেলো। তার শোভা চলে গেছে। নগরীকে চাঁদহীন রাত্রির মতো আজ আমার মনে হচ্ছে।। ৯ ।। দীনচিত্তে ভরত এইভাবে বিলাপ করতে থাকলে মহর্ষি বশিষ্ঠ আবার বললেন—।। ১০ ।। মহারাজের জন্য যেসব প্রেতকার্য করতে হবে, হে বীর স্থিরচিত্তে নির্বিচারে সেসব সম্পন্ন করো।। ১১ ।। ভরত তখন বশিষ্ঠকে সম্মান করে বললেন, তাই হবে। তারপর, তিনি ঋত্বিক, পুরোহিত এবং আচার্যগণকে। সর্বপ্রকারে ত্বরান্বিত করলেন *(ঋত্বিক—যজ্ঞের সম্পাদক। পুরোহিত—দৈনন্দিন ধর্মকার্যের অনুষ্ঠাতা। আচার্য—বেদাদিশাস্ত্রের অধ্যাপক)*।। ১২ ।। রাজা দশরথের অগ্নিশালা থেকে যে অগ্নি ঐখানে আনা হয়েছিলো, ঋত্বিক এবং যাজকেরা সেই অগ্নিতে বিধি অনুসারে হোম করলেন *(সদ্‌গৃহীর গৃহে অগ্নিশালা থাকতো। সেখানে অগ্নিকে অনির্বাণভাবে রক্ষা করা হতো। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তাতে আহুতি দেওয়া হতো। একটি শিশুর জন্মের পর জাতকর্মে যজ্ঞের অগ্নি ঐখান হতেই সংগ্রহ করা হতো। সেই শিশুটির বার্ধক্যে মৃত্যুর পর চিতার অগ্নিও ঐ অগ্নি হতেই চয়ন করা হতো। এই জন্য তাঁদের বলা হতো অগ্নিহোত্রী)*।। ১৩ ।। রাজার চেতনাহীন দেহটিকে তারপর শিবিকায় তুলে দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে

শিবিকায়ামথারোপ্য রাজানং গতচেতনম্। বাষ্পকণ্ঠা বিমনসস্তমূহুঃ পরিচারকাঃ।। ১৪
হিরণ্যঞ্চ সুবর্ণঞ্চ বাসাংসি বিবিধানি চ। প্রকিরন্তো জনা মার্গে নৃপতেরগ্রতো যযুঃ।। ১৫
চন্দনাগুরুনির্যাসান্ সরলং পদ্মকং তথা। দেবদারূণি চাহৃত্য ক্ষেপয়ন্তি তথাপরে।। ১৬
গন্ধানুচ্চাবচাংশ্চান্যাংস্তত্র গত্বাথ ভূমিপম্। তত্র সংবেশয়ামাসুশ্চিতামধ্যে তমৃত্বিজঃ।। ১৭
তদা হুতাশনং হুত্বা জেপুস্তস্য তু ঋত্বিজঃ। জগুশ্চ তে যথাশাস্ত্রং তত্র সামানি সামগাঃ।। ১৮
শিবিকাভিশ্চ যানৈশ্চ যথার্হং তস্য যোষিতঃ। নগরান্নির্যযুস্তত্র বৃদ্ধৈঃ পরিবৃতাস্তথা।। ১৯
প্রসব্যং চাপি তং চক্রুর্ঋত্বিজোঽগ্নিচিতং নৃপম্। স্ত্রিয়শ্চ শোকসন্তপ্তাঃ কৌসল্যাপ্রমুখাস্তদা।। ২০
ক্রৌঞ্চীনামিব নারীণাং নিনাদস্তত্র শুশ্রুবে। আর্তানাং করুণং কালে ক্রোশন্তীনাং সহস্রশঃ।। ২১
ততো রুদন্ত্যো বিবশা বিলপ্য চ পুনঃ পুনঃ। যানেভ্যঃ সরযূতীরমবতেরুর্নৃপাঙ্গনাঃ।। ২২
কৃত্বোদকং তে ভরতেন সার্ধং নৃপাঙ্গনা মন্ত্রি-পুরোহিতাশ্চ।
পুরং প্রবিশ্যাশ্রুপরীতনেত্রা ভূমৌ দশাহং ব্যনয়ন্ত দুঃখম্।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষট্সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

পরিচারকেরা বহন করে নিয়ে গেলো।। ১৪ ।। রাজার আগে আগে বহু মানুষ পথে সোনা, রূপা, বিবিধ বসন ছড়াতে ছড়াতে চলতে লাগলো।। ১৫ ।। এবার চন্দন এবং অগুরুর নির্যাস, সুগন্ধি কাষ্ঠ, দেবদারু প্রভৃতি চিতায় নিক্ষেপ করলো *(সরল পদ্মক—সুগন্ধি কাষ্ঠ)*।। ১৬ ।। ঋত্বিকেরা সুগন্ধ এবং উঁচু-নীচু করে সাজানো চিতার মধ্যে রাজার দেহ স্থাপন করলেন।। ১৭ ।। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে ঋত্বিকগণ জপ করলেন। সামগানকারীরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে সামবেদীয় মন্ত্র গান করলেন।। ১৮ ।। দশরথের রাণীরা শিবিকা এবং রথে করে বৃদ্ধদের দ্বারা পরিবেষ্ঠিত হয়ে নগর থেকে বেরিয়ে এলেন। চিতাস্থানে উপস্থিত হলেন।। ১৯ ।। তারপর ঋত্বিকেরা এবং কৌশল্যা-প্রমুখ শোকসন্তপ্তা পত্নীরা অগ্নিতে স্থাপিত রাজাকে প্রদক্ষিণ করলেন।। ২০ ।। সেইসময়ে করুণকণ্ঠে ক্রন্দনরতা সহস্র সহস্র শোকার্তা নারীর আর্তধ্বনি ক্রৌঞ্চীদের আর্তধ্বনির মতো শোনা যাচ্ছিলো।। ২১ ।। কাঁদতে কাঁদতে, বারবার বিলাপ করতে করতে অনন্তর রাজমহিষীরা সরযূর তীরে বাহন থেকে নামলেন।। ২২ ।। সেখানে ভরতের সঙ্গে রাণীরা, মন্ত্রীরা এবং পুরোহিতেরা তর্পণ সম্পন্ন করলেন। অতঃপর জলভরা চোখে পুরীতে প্রবেশ করে দশটি দিন মাটিতেই শুয়ে বসে দুঃখের সঙ্গে অতিবাহিত করলেন।। ২৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ষট্সপ্ততিতম (৭৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

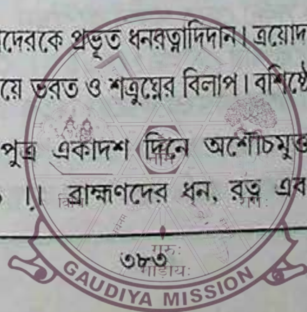
পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণেভ্যো ভরতস্য প্রভূতং ধন-রত্নাদিদানম্, ত্রয়োদসদিবসে অস্থিসংগ্রহায় চিতাস্থানং গত্বা ভরতশত্রুঘ্নয়োর্বিলাপঃ, বশিষ্ঠস্য সান্ত্বনাদানঞ্চ।

ততো দশাহেঽতিগতে কৃতশৌচো নৃপাত্মজঃ। দ্বাদশেঽহনি সম্প্রাপ্তে শ্রাদ্ধকর্মাণ্যকারয়ৎ।। ১

সপ্তসপ্ততিতম (৭৭) সর্গ

ভরতের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণদেরকে প্রভূত ধনরত্নাদিদান। ত্রয়োদশ দিবসে অস্থিসংগ্রহের জন্য চিতাস্থানে গিয়ে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিলাপ। বশিষ্ঠের সান্ত্বনা।

এইভাবে দশ দিন চলে গেলে রাজপুত্র একাদশ দিনে অশৌচমুক্ত হলেন। দ্বাদশদিন সমাগত হলে শ্রাদ্ধকর্মসমূহ সম্পাদন করলেন।। ১ ।। ব্রাহ্মণদের ধন, রত্ন এবং প্রভূত অন্নদান করলেন। দিলেন



ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং রত্নং দদাবন্নঞ্চ পুষ্কলম্। বাসাংসি চ মহাহাণি রত্নানি বিবিধানি চ।
বাস্তিকং বহুশুক্লঞ্চ গাশ্চাপি বহুশস্তদা।। ২
দাসীর্দাসাংশ্চ যানানি বেশ্মানি সুমহান্তি চ। ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুত্রো রাজ্ঞস্তস্যৌর্ধ্বদেহিকম্।। ৩
ততঃ প্রভাতসময়ে দিবসে চ ত্রয়োদশে। বিললাপ মহাবাহুর্ভরতঃ শোকমূর্ছিতঃ।। ৪
শব্দাপিহিতকণ্ঠশ্চ শোধনার্থমুপাগতঃ। চিতামূলে পিতুর্বাক্যমিদমাহ সুদুঃখিতঃ।। ৫
তাত যস্মিন্ নিসৃষ্টোঽহং ত্বয়া ভ্রাতরি রাঘবে। তস্মিন্ বনং প্রব্রজিতে শূন্যে ত্যক্তোঽস্ম্যহং ত্বয়া।। ৬
যস্যা গতিরনাথায়া পুত্রঃ প্রব্রাজিতো বনম্। তামম্বাং তাত কৌসল্যাং ত্যক্ত্বা ত্বং ক্ব গতো নৃপ।। ৭
দৃষ্ট্বা ভস্মারুণং তচ্চ দগ্ধাস্থিস্থানমণ্ডলম্। পিতুঃ শরীরনির্বাণং নিষ্টনন্ বিষসাদ হ।। ৮
স তু দৃষ্ট্বা রুদন্ দীনঃ পপাত ধরণীতলে। উত্থাপ্যমানঃ শক্রস্য যন্ত্রধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ।। ৯
অভিপেতুস্ততঃ সর্বে তস্যামাত্যাঃ শুচিব্রতম্। অন্তকালে নিপতিতং যযাতিমৃষয়ো যথা।। ১০
শত্রুঘ্নশ্চাপি ভরতং দৃষ্ট্বা শোকপরিপ্লুতম্। বিসংজ্ঞো ন্যপতদ্ ভূমৌ ভূমিপালমনুস্মরন্।। ১১
উন্মত্ত ইব নিশ্চিত্তো বিললাপ সুদুঃখিতঃ। স্মৃত্বা পিতুর্গুণাঙ্গানি তানি তানি তদা তদা।। ১২
মন্থরাপ্রভবস্তীব্রঃ কৈকেয়ীগ্রাহসঙ্কুলঃ। বরদানময়োঽক্ষোভ্যোঽমজ্জয়চ্ছোকসাগরঃ।। ১৩
সুকুমারঞ্চ বালঞ্চ সততং লালিতং ত্বয়া। ক্ব তাত ভরতং হিত্বা বিলপন্তং গতো ভবান্।। ১৪
ননু ভোজ্যেষু পানেষু বস্ত্রেষ্বাভরণেষু চ। প্রবারয়তি সর্বান্ নস্তন্নঃ কোঽদ্য করিষ্যতি।। ১৫
অবদারণকালে তু পৃথিবী নাবদীর্যতে। বিহীনা যা ত্বয়া রাজ্ঞা ধর্ম্মজ্ঞেন মহাত্মনা।। ১৬
পিতরি স্বর্গমাপন্নে রামে চারণ্যমাশ্রিতে। কিং মে জীবিতসামর্থ্যং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।। ১৭

মহামূল্যবান বস্ত্র এবং বহুরকমের রত্নরাজি, ছাগ, রৌপ্য ও বহু গাভী।। ২ ।। দাস-দাসী, রথাদি বাহন এবং বেশ বড়ো অনেক বাড়ীও তিনি পুত্ররূপে রাজার ঊর্ধ্বদেহিক কর্মে ব্রাহ্মণদের দান করলেন।।৩ ।। ত্রয়োদশ দিনে প্রভাতকালে মহাবীর ভরত বিলাপ করতে করতে শোকে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।। ৪ ।। পরে পিতার অস্থিসংগ্রহরূপ শোধনক্রিয়ার জন্য চিতার কাছে গিয়ে অত্যন্ত দুঃখে গদগদকণ্ঠে বললেন—।।৫ ।।বাবা, আপনি যাঁর উপর আমার ভার সমর্পণ করেছিলেন, সেই দাদা রাম বনে চলে গেছেন। এখন এই শূন্য অযোধ্যায় আপনিও আমায় ছেড়ে গেলেন।।৬ ।। অনাথা মাতা কৌশল্যার একমাত্র গতি ছিলেন পুত্র রাম। তিনি তো বনে নির্বাসিত ! বাবা, রাজন্, সেই কৌশল্যাকে ছেড়ে আপনি কোথায় চলে গেলেন ?।।৭ ।। বাবার শরীর দগ্ধ হওয়ায় চিতাকে দগ্ধ অস্থিরাজিতে এবং ভস্মরাজিতে ধূসর দেখে অনন্তর ভরত করুণ বিলাপ করতে করতে বিষণ্ণ হলেন।। ৮ ।। চিতা দেখে কাঁদতে কাঁদতে দৈন্যদশায় উপনীত হয়ে তিনি ভূতলে পড়ে গেলেন। ইন্দ্রের যন্ত্রবদ্ধ ধ্বজকে যেমন সবাই ধরে তোলে, তেমনি তাঁকেও সবাই মিলে ধরে তুলে নিলো।। ৯ ।। পুণ্যশেষে ঋষিরা যেমন যযাতির কাছে এসেছিলেন, তেমনি অমাত্যেরা সকলে পবিত্রব্রত ভরতের কাছে এসে সমবেত হলেন।। ১০ ।। শত্রুঘ্নও ভরতকে শোকে ব্যাকুল দেখে রাজাকে স্মরণ করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।। ১১ ।। তিনি তখন বাবার সেইসব গুণরাজি স্মরণ করে অচেতন হয়ে অত্যন্ত দুঃখে পাগলের মতো বিলাপ করতে লাগলেন।।১২ ।। হায়, শোকের সাগর আমাদের ডুবিয়ে দিলো। মন্থরা হতেই এই শোক সাগরের উদ্ভব। আর কৈকেয়ীরূপ জলজন্তুর দ্বারা এই সাগর হয়েছে বিপদ-সঙ্কুল এবং ভয়ানক।। ১৩ ।। আপনি যাকে সর্বদা স্নেহে পালন করেছেন, সেই কোমলদেহ, ছেলেমানুষ, ভরত বিলাপ করছে। তাকে ছেড়ে আপনি কোথায় গেলেন ?।। ১৪ ।। ভোজ্য, পানীয়, বসন, অলঙ্কার—সব বিষয়ে আপনি আমাদের যত্ন করতেন। এখন আর কে করবে ?।। ১৫ ।। ধর্মজ্ঞ মহাপ্রাণ রাজা আপনি। ছেড়ে গেলে পৃথিবী তো বিদীর্ণ হবার কথা ! অথচ তা হচ্ছে না।। ১৬ ।। বাবা স্বর্গে গেলেন। রামও অরণ্যকে আশ্রয় করলেন। আমার আর বাঁচার শক্তি কোথায় ? আমি তবে এখন আগুনেই প্রবেশ করি !।। ১৭ ।। ভ্রাতৃহীন

হীনো ভ্রাত্রা চ পিত্রা চ শূন্যামিক্ষ্বাকুপালিতাম্। অযোধ্যাং ন প্রবেক্ষ্যামি প্রবেক্ষ্যামি তপোবনম্।। ১৮
তয়োর্বিলপিতং শ্রুত্বা ব্যসনং চাপ্যবেক্ষ্য তৎ। ভৃশমার্ততরা ভূয়ঃ সর্ব এবানুগামিনঃ।। ১৯
ততো বিষণ্ণৌ শ্রান্তৌ চ শত্রুঘ্ন-ভরতাবুভৌ। ধরায়াং স্ম ব্যচেষ্টেতাং ভগ্নশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ।। ২০
ততঃ প্রকৃতিমান্ বৈদ্যঃ পিতুরেষাং পুরোহিতঃ। বসিষ্ঠো ভরতং বাক্যমুত্থাপ্য তমুবাচ হ।। ২১
ত্রয়োদশোঽয়ং দিবসঃ পিতুর্বৃত্তস্য তে বিভো। সাবশেষাস্থিনিচয়ে কিমিহ ত্বং বিলম্বসে।। ২২
ত্রীণি দ্বন্দ্বানি ভূতেষু প্রবৃত্তান্যবিশেষতঃ। তেষু চাপরিহার্যেষু নৈবং ভবিতুমর্হসি।। ২৩
সুমন্ত্রশ্চাপি শত্রুঘ্নমুত্থাপ্যাভিপ্রসাদ্য চ। শ্রাবয়ামাস তত্ত্বজ্ঞঃ সর্বভূতভবাভবৌ।। ২৪
উত্থিতৌ তৌ নরব্যাঘ্রৌ প্রকাশেতে যশস্বিনৌ। বর্ষাতপপরিম্লানৌ পৃথগিন্দ্রধ্বজাবিব।। ২৫
অশ্রূণি পরিমৃদন্তৌ রক্তাক্ষৌ দীন-ভাষিণৌ। অমাত্যাস্ত্বরয়ন্তি স্ম তনয়ৌ চাপরাঃ ক্রিয়াঃ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

এবং পিতৃহীন হয়ে ইক্ষ্বাকুদের পালিতা শূন্য অযোধ্যাতে আমি প্রবেশ করবো না। আমি তপোবনেই যাবো।। ১৮ ।। ভরত এবং শত্রুঘ্নের এইরকম বিলাপ শুনে এবং তাঁদের দুর্দশা দেখে অনুগামীরা সকলে আবার অধিক কাতর হয়ে উঠলো।। ১৯ ।। বিষণ্ণ ও শ্রান্ত শত্রুঘ্ন এবং ভরত উভয়েই শিঙ্-ভাঙা বৃষের মতো তখন মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করতে লাগলেন।। ২০ ।। এঁদের বাবার পুরোহিত, প্রকৃত সত্ত্বগুণবান বিদ্বান্ বশিষ্ঠ এবার ভরতকে উঠিয়ে বললেন—।। ২১ ।। বৎস, তোমার বাবার দাহের পর আজ ত্রয়োদশ দিবস। এখন তাঁর অস্থি-সঞ্চয় করতে হবে। তুমি বিলম্ব করছো কেন?।। ২২ ।। সকল প্রাণীরই বিশেষ তিনটি অবস্থা আছে—উৎপত্তি, হ্রাস-বৃদ্ধি এবং বিনাশ। এগুলি তো অপরিহার্য। এতো কাতর হওয়া তাই তোমার উচিত নয়।। ২৩ ।। এইসময় তত্ত্বজ্ঞানী সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নকে উঠিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে সকল প্রাণীর উৎপত্তি ও বিনাশের কথা শোনালেন।। ২৪ ।। যশস্বী সেই নরশ্রেষ্ঠ দু'জন উঠে দাঁড়ালেন। বর্ষায় এবং রোদে ম্লান দু'টি পৃথক ইন্দ্রধ্বজের মতো তাঁরা শোভা পাচ্ছিলেন।। ২৫ ।। চোখের জলে কেঁদে কেঁদে চোখ দু'টি তাঁদের লাল হয়ে গেছে। করুণ কণ্ঠে তাঁরা কথা বললেন। তখন অমাত্যেরা তাঁদের করণীয় অন্য কাজের জন্য তাড়া দিতে লাগলেন।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের সপ্তসপ্ততিতম (৭৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

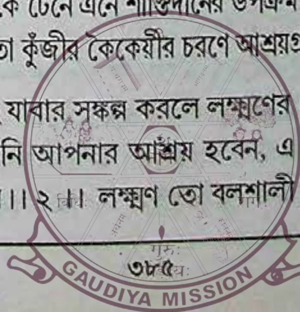
শত্রুঘ্নস্য রোষঃ, বলেন কুব্জামাকৃষ্য শাস্তিদানোপক্রমশ্চ, ভরতবাক্যেন তস্য স্ত্রীবধান্নিবৃত্তিঃ,
মূর্চ্ছাগ্রস্তায়াঃ কুব্জায়াঃ কৈকেয়ীপদে আশ্রয়গ্রহণঞ্চ।

অথ যাত্রাং সমীহন্তং শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণানুজঃ। ভরতং শোকসন্তপ্তমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১
গতির্যঃ সর্বভূতানাং দুঃখে কিং পুনরাত্মনঃ। স রামঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ স্ত্রিয়া প্রব্রাজিতো বনম্।। ২

অষ্টসপ্ততিতম (৭৮) সর্গ

শত্রুঘ্নের ক্রোধ। জোর করে কুঁজী মন্থরাকে টেনে এনে শাস্তিদানের উপক্রম। ভরতের বাক্যে স্ত্রীহত্যা থেকে নিবৃত্তি।
মূর্ছিতা কুঁজীর কৈকেয়ীর চরণে আশ্রয়গ্রহণ।

শোকসন্তপ্ত ভরত এবার রামের কাছে যাবার সঙ্কল্প করলে লক্ষ্মণের ছোটো ভাই শত্রুঘ্ন বললেন—।। ১ ।। দুঃখে সকল প্রাণীর যিনি আশ্রয়, তিনি আপনার আশ্রয় হবেন, এ আর বিশেষ কি? বলবান রাম আজ স্ত্রীলোকের দ্বারা বনে নির্বাসিত হলেন।। ২ ।। লক্ষ্মণ তো বলশালী। এবং বীর্যবান বলে। পরিচিতও তিনি



বলবান্ বীর্যসম্পন্নো লক্ষ্মণো নাম যোঽপ্যসৌ। কিং ন মোচয়তে রামং কৃত্বাপি পিতৃনিগ্রহম্।। ৩
পূর্বমেব তু বিগ্রাহ্যঃ সমবেক্ষ্য নয়ানয়ৌ। উৎপথং যঃ সমারূঢ়ো নার্যা রাজা বশংগতঃ।। ৪
ইতি সম্ভাষমাণে তু শত্রুঘ্নে লক্ষ্মণানুজে। প্রাগ্দ্বারেঽভূৎ তদা কুব্জা সর্বাভরণভূষিতা।। ৫
লিপ্তা চন্দনসারেণ রাজবস্ত্রাণি বিভ্রতী। বিবিধং বিবিধৈস্তৈস্তৈর্ভূষণৈশ্চ বিভূষিতা।। ৬
মেখলা-দামভিশ্চিত্রৈরন্যৈশ্চ বরভূষণৈঃ। বভাসে বহুভির্বদ্ধা রজ্জুভিরিব বানরী।। ৭
তাং সমীক্ষ্য তদা দ্বাঃস্থো ভৃশং পাপস্য কারিণীম্। গৃহীত্বা করুণং কুব্জাং শত্রুঘ্নায় ন্যবেদয়ৎ।। ৮
যস্যাঃ কৃতে বনে রামো ন্যস্তদেহশ্চ বঃ পিতা। সেয়ং পাপা নৃশংসা চ তস্যাঃ কুরু যথামতি।। ৯
শত্রুঘ্নশ্চ তদাজ্ঞায় বচনং ভৃশদুঃখিতঃ। অন্তঃপুরচরান্ সর্বানিত্যুবাচ ধৃতব্রতঃ।। ১০
তীব্রমুৎপাদিতং দুঃখং ভ্রাতৃণাং মে তথা পিতুঃ। যথা সেয়ং নৃশংসস্য কর্মণঃ ফলমশ্নুতাম্।। ১১
এবমুক্ত্বা চ তেনাশু সখীজনসমাবৃতা। গৃহীতা বলবৎ কুব্জা সা তদ্গৃহমনাদয়ৎ।। ১২
ততঃ সুভৃশসন্তপ্তস্তস্যাঃ সর্বসখীজনঃ। ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় শত্রুঘ্নং ব্যপলায়ত সর্বশঃ।। ১৩
অমন্ত্রয়ত কৃৎস্নশ্চ তস্যাঃ সর্বঃ সখীজনঃ। যথায়ং সমুপক্রান্তো নিঃশেষং নঃ করিষ্যতি।। ১৪
সানুক্রোশাং বদান্যাঞ্চ ধর্মজ্ঞাঞ্চ যশস্বিনীম্। কৌসল্যাং শরণং যামঃ সা হি নোঽস্তি ধ্রুবা গতিঃ।। ১৫
স চ রোষেণ সংবীতঃ শত্রুঘ্নঃ শত্রুশাসনঃ। বিচকর্ষ তদা কুব্জাং ক্রোশন্তীং পৃথিবীতলে।। ১৬
তস্যাং হ্যাকৃষ্যমাণায়াং মন্থরায়াং ততস্ততঃ। চিত্রং বহুবিধং ভাণ্ডং পৃথিব্যাং তদ্ ব্যশীর্যত।। ১৭
তেন ভাণ্ডেন বিস্তীর্ণং শ্রীমদ্রাজনিবেশনম্। অশোভত তদা ভূয়ঃ শারদং গগনং যথা।। ১৮
স বলী বলবৎ ক্রোধাদ্ গৃহীত্বা পুরুষর্ষভঃ। কৈকেয়ীমভিনির্ভৎস্য বভাষে পরুষং বচঃ।। ১৯

বাবাকে নিগৃহীত করেও রামকে এই দুরবস্থা থেকে মুক্ত করলেন না কেন?।। ৩ ।। ন্যায়-অন্যায় ভালোভাবেই বিচার করে পূর্বেই বাবাকে নিগৃহীত করা উচিত ছিলো লক্ষ্মণের। রাজা যে নারীর বশীভূত হয়ে বিপথে গমন করেছেন।। ৪ ।। লক্ষ্মণের অনুজ শত্রুঘ্ন যখন এই কথা বললেন, তখন কুব্জা মন্থরা অলঙ্কারসমূহে সেজেগুজে সামনের দরজায় এসে দাঁড়ালো।। ৫ ।। অঙ্গে সে চন্দনের নির্যাস লেপন করেছে। রাজযোগ্য বস্ত্রে সে ঝলমল করছে। নানাধরনের অলঙ্কারে বেশ সেজেছে সে।। ৬ ।। কোমরে পরেছে মেখলা। বিচিত্র সুন্দর সব অলঙ্কারে সেজে এসেছে। তাকে ঠিক দড়িতে-বাঁধা বানরীর মতো দেখাচ্ছিলো।। ৭ ।। এই গুরুতর পাপকারিণী কুব্জাকে দেখে দ্বারপাল নির্দয়ভাবে তাকে শত্রুঘ্নের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন—।। ৮ ।। যার জন্যে রাম আজ বনে ও আপনাদের পিতা দেহত্যাগ করেছেন, এই সেই পাপীয়সী নিষ্ঠুরা। এখন, তাকে নিয়ে আপনি ইচ্ছামতো যা করার করুন।। ৯ ।। ব্রতধারী, নিতান্ত দুঃখিত শত্রুঘ্ন সেই কথা শুনে অন্তঃপুরবাসী সকলকে বললেন—।। ১০ ।। এই কুঁজী আমার বাবা এবং ভাইদের দারুণ দুঃখ দিয়েছে। এবার সে ঐ নিষ্ঠুর কর্মের ফল ভোগ করুক।। ১১ ।। বলেই তিনি সখীদের দ্বারা পরিবেষ্টিতা কুব্জাকে জোর করে ধরে ফেললেন। তখন কুঁজী চীৎকার করে গৃহকে প্রতিধ্বনিত করলো।। ১২ ।। শত্রুঘ্নকে ঐরকম ক্রুদ্ধ দেখে তার সখীরা সকলে ভীষণ ভয় পেয়ে চারিদিকে পালিয়ে গেলো।। ১৩ ।। সখীরা সবাই আলোচনা করতে লাগলো—শত্রুঘ্ন যেভাবে ক্ষেপে গেছে তাতে মনে হচ্ছে সর্বপ্রকারে আমাদের তিনি শেষ করে ফেলবেন।। ১৪ ।। তাই, এখন, চলো আমরা দয়াশীলা, উদার-হৃদয়া, ধর্মজ্ঞা, যশস্বিনী দেবী কৌশল্যার শরণ নিই। তিনিই আমাদের নিশ্চিত আশ্রয়।। ১৫ ।। এইদিকে শত্রুনাশক শত্রুঘ্ন ভীষণ রেগে ভূলুণ্ঠিতা চীৎকাররতা কুব্জাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগলেন।। ১৬ ।। মন্থরাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকলে তার দেহের নানা অলঙ্কার মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছিলো।। ১৭ ।। অলঙ্কারসমূহ ছড়িয়ে থাকায় সুসজ্জিত রাজ-নিবাসকে তখন তারায় ভরা শারদীয় আকাশের মতো দেখাচ্ছিলো।। ১৮।। বলবান পুরুষশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন জোর করে কুব্জাকে ধরে রেখে কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করে কঠোরবাক্যে বললেন—।। ১৯।।

তৈর্বাক্যৈঃ পরুষৈর্দুঃখৈঃ কৈকেয়ী ভৃশদুঃখিতা। শত্রুঘ্নভয়সন্ত্রস্তা পুত্রং শরণমাগতা।। ২০
তং প্রেক্ষ্য ভরতঃ ক্রুদ্ধং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ। অবধ্যাঃ সর্বভূতানাং প্রমদাঃ ক্ষম্যতামিতি।। ২১
হন্যামহমিমাং পাপাং কৈকেয়ীং দুষ্টচারিণীম্। যদি মাং ধার্মিকো রামো নাসূয়েন্মাতৃঘাতকম্।। ২২
ইমামপি হতাং কুব্জাং যদি জানাতি রাঘবঃ। ত্বাঞ্চ মাং চৈব ধর্মাত্মা নাভিভাষিষ্যতে ধ্রুবম্।। ২৩
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণানুজঃ। ন্যবর্তত ততো দোষাৎ তাং মুমোচ চ মূর্ছিতাম্।। ২৪
সা পাদমূলে কৈকেয্যা মন্থরা নিপপাত হ। নিঃশ্বসন্তী সুদুঃখার্তা কৃপণং বিললাপ হ।। ২৫
শত্রুঘ্নবিক্ষেপবিমূঢসংজ্ঞাং সমীক্ষ্য কুব্জাং ভরতস্য মাতা।
শনৈঃ সমাশ্বাসযদার্তরূপাং ক্রৌঞ্চীং বিলগ্নামিব বীক্ষমাণাম্।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অয়োধ্যাকাণ্ডে অষ্টসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

সেইসব দুঃখদায়ক কঠোরবাক্যে অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে শত্রুঘ্নের ভয়ে সন্ত্রস্তা কুঁজী কৈকেয়ীপুত্র ভরতের শরণ নিলো।। ২০ ।। শত্রুঘ্নকে ক্রুদ্ধ দেখে ভরত বললেন—নারী সর্বপ্রাণীরই অবধ্য। তাই একে ক্ষমা করো।। ২১ ।। যদি ধার্মিক রাম মাতৃহন্তা বলে আমার ওপর রাগ না করতেন, তাহলে আমিই পাপীয়সী দুষ্টচারিণী কৈকেয়ীকে হত্যা করতাম।। ২২ ।। এই কুব্জাকেও আমরা মেরে ফেলেছি যদি রাম জানতে পারেন, সেই ধর্মাত্মা তোমার ও আমার সঙ্গে কথাই বলবেন না—এ নিশ্চিত।। ২৩ ।। ভরতের কথা শুনে লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন স্ত্রীহত্যারূপ পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হলেন। মূর্ছিতা মন্থরাকে ছেড়ে দিলেন।। ২৪ ।। তখন সেই মন্থরা কৈকেয়ীর চরণতলে লুটিয়ে পড়ে অত্যন্ত দুঃখে নিঃশ্বাস ফেলে করুণভাবে বিলাপ করতে লাগলো।। ২৫ ।। ভরতজননী কৈকেয়ী কুব্জাকে দেখলেন শত্রুঘ্নের টানা-হেঁচড়ায় অচেতন প্রায়। পাশবদ্ধ ক্রৌঞ্চীর মতো সে হতাশ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শোচনীয় অবস্থায় পতিতা সে। তাকে কৈকেয়ী আস্তে আস্তে আশ্বাস দিতে লাগলেন।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টসপ্ততিতম (৭৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। উনাশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

রাজ্যগ্রহণায় ভরতসমীপে মন্ত্রিণাং প্রস্তাবঃ, ভরতেনাভিষেকদ্রব্যাণাং প্রদক্ষিণম্, রাজ্যস্য প্রকৃতাধিকারিণং রামং বনাৎ প্রত্যাবর্তয়িতুং ভরতস্য সঙ্কল্পঃ, তেন সৈন্যসন্নদ্ধায় অরণ্যপথনির্মাণায় চ তস্যাদেশদানঞ্চ।

ততঃ প্রভাতসময়ে দিবসেঽথ চতুর্দশে। সমেত্য রাজকর্তারো ভরতং বাক্যমব্রুবন্।। ১
গতো দশরথঃ স্বর্গং যো নো গুরুতরো গুরুঃ। রামং প্রব্রাজ্য বৈ জ্যেষ্ঠং লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্।। ২
ত্বমদ্য ভব নো রাজা রাজপুত্র মহাযশঃ। সঙ্গত্যা নাপরাধ্নোতি রাজ্যমেতদনায়কম্।। ৩

উনাশীতিতম (৭৯) সর্গ

রাজ্যগ্রহণের জন্য ভরতের কাছে মন্ত্রীদের প্রস্তাব। ভরতের দ্বারা অভিষেক দ্রব্যাদির প্রদক্ষিণ।
রাজ্যের যথার্থ অধিকারী রামকে বন থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য ভরতের সঙ্কল্প।
সে জন্য সৈন্যসমাবেশ এবং বনগমনের পথ-নির্মাণের জন্য ভরতের আদেশদান।

চতুর্থদিবসের প্রভাতকালে রাজকার্যের আধিকারিকরা সমবেত হয়ে ভরতকে বললেন—।। ১ ।। জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে এবং মহাশক্তিশালী লক্ষ্মণকে বনে পাঠিয়ে, যিনি আমাদের গুরুর চেয়ে গুরুতর ব্যক্তি সেই মহারাজ দশরথ স্বর্গত হয়েছেন।। ২ ।। হে মহাযশস্বী রাজপুত্র, আপনি আজ আমাদের রাজা হোন। এই রাজ্য এখন রাজহীন। তাই, রীতি অনুসারে এতে কোনো অপরাধ হবে না।। ৩ ।। হে যোগ্য রঘুবংশধর রাজপুত্র,

আভিষেচনিকং সর্বমিদমাদায় রাঘব। প্রতীক্ষতে ত্বাং স্বজনঃ শ্রেণয়শ্চ নৃপাত্মজ।। ৪
রাজ্যং গৃহাণ ভরত পিতৃপৈতামহং ধ্রুবম্। অভিষেচয় চাত্মানং পাহি চাস্মান্নরর্ষভ।। ৫
আভিষেচনিকং ভাণ্ডং কৃত্বা সর্বং প্রদক্ষিণম্। ভরতস্তং জনং সর্বং প্রত্যুবাচ ধৃতব্রতঃ।। ৬
জ্যেষ্ঠস্য রাজতা নিত্যমুচিতা হি কুলস্য নঃ। নৈবং ভবন্তো মাং বক্তুমর্হন্তি কুশলা জনাঃ।। ৭
রামঃ পূর্বো হি নো ভ্রাতা ভবিষ্যতি মহীপতিঃ। অহং ত্বরণ্যে বৎস্যামি বর্ষাণি নব পঞ্চ চ।। ৮
যুজ্যতাং মহতী সেনা চতুরঙ্গমহাবলা। আনয়িষ্যাম্যহং জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং রাঘবং বনাৎ।। ৯
আভিষেচনিকং চৈব সর্বমেতদুপস্কৃতম্। পুরস্কৃত্য গমিষ্যামি রামহেতোর্বনং প্রতি।। ১০
তত্রৈব তং নরব্যাঘ্রমভিষিচ্য পুরস্কৃতম্। আনয়িষ্যামি বৈ রামং হব্যবাহমিবাধ্বরাৎ।। ১১
ন সকামাং করিষ্যামি স্বামিমাং মাতৃগন্ধিনীম্। বনে বৎস্যাম্যহং দুর্গে রামো রাজা ভবিষ্যতি।। ১২
ক্রিয়তাং শিল্পিভিঃ পন্থাঃ সমানি বিষমাণি চ। রক্ষিণশ্চানুসংযান্তু পথি দুর্গবিচারকাঃ।। ১৩
এবং সম্ভাষমাণং তং রামহেতোর্নৃপাত্মজম্। প্রত্যুবাচ জনঃ সর্বঃ শ্রীমদ্ বাক্যমনুত্তমম্।। ১৪
এবং তে ভাষমাণস্য পদ্মা শ্রীরুপতিষ্ঠতাম্। যস্ত্বং জ্যেষ্ঠে নৃপসুতে পৃথিবীং দাতুমিচ্ছসি।। ১৫
অনুত্তমং তদ্বচনং নৃপাত্মজঃ প্রভাষিতং সংশ্রবণে নিশম্য চ।
প্রহর্ষজাস্তং প্রতি বাষ্পবিন্দবো নিপেতুরার্যাননেত্রসম্ভবাঃ।। ১৬
ঊচুস্তে বচনমিদং নিশম্য হৃষ্টাঃ সামাত্যাঃ সপরিষদো বিযাতশোকাঃ।
প্রস্থানং নরবর ভক্তিমান্ জনশ্চ ব্যাদিষ্টস্তব বচনাচ্চ শিল্পিবর্গঃ।। ১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনাশীতিতমঃ সর্গঃ।

আত্মীয়েরা এবং সর্বশ্রেণীর পুরবাসীরা অভিষেকের সব দ্রব্যসম্ভার নিয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।।৪।। হে নরশ্রেষ্ঠ ভরত, আপনার পিতৃ-পিতামহের এই রাজ্য আপনি নিশ্চিতভাবেই গ্রহণ করুন, নিজেকে আপনি অভিষিক্ত করুন। আমাদের রক্ষা করুন।। ৫।। কর্তব্যনিষ্ঠ ভরত অভিষেকের দ্রব্যসম্ভার প্রদক্ষিণ করে অনুরোধকারী জনগণকে বললেন—।।৬ ।। জ্যেষ্ঠপুত্রের রাজ্যপ্রাপ্তি হলো আমাদের বংশের পরম্পরাগত সমুচিত রীতি। আপনাদের মতো অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আমাকে এইজন্যে বলা ঠিক নয়।।৭।। ভাইদের মধ্যে রাম সবচেয়ে বড়ো। তিনিই রাজা হবেন। আমিই চৌদ্দবছর বনে বাস করবো।।৮ ।। হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতিকসহ চতুরঙ্গ বিশাল সেনাবাহিনীর ব্যবস্থা করুন। আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকে বন থেকে নিয়ে আসবো।। ৯ ।। অভিষেকের এইসব দ্রব্য সামনে নিয়ে রামের জন্য আমি বনে যাবো।। ১০ ।। সেই নরশ্রেষ্ঠকে সেখানেই অভিষিক্ত করবো। যজ্ঞস্থল থেকে পবিত্র অগ্নিকে যেমন আগে আগে নিয়ে নিয়ে যেতে হয়, তেমনি তাঁকেও সামনে করে আমি এইখানে নিয়ে আসবো।। ১১ ।। আমার মাতৃনামধারিণী এই কৈকেয়ীর আকাঙ্ক্ষা আমি পূর্ণ হতে দেবো না। আমিই দুর্গম অরণ্যে বাস করবো। রাম রাজা হবেন।।১২।। এখন শিল্পীরা উঁচু-নীচু পথ সমান করুন। দুর্গম পথে যারা চলতে পারে, সেই রক্ষীরা তাদের অনুগমন করুক।। ১৩ ।। রামের জন্য রাজপুত্র ভরত যখন এইরকম বলছিলেন, তখন সমবেত জনগণ সবাই উত্তম সুন্দরবাক্যে তাঁকে বললেন—।। ১৪ ।। আপনি যে জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে রাজ্য দিতে চান, বলছেন, সেজন্য পদ্মাসনা দেবী লক্ষ্মী আপনাকে আশ্রয় করুন।। ১৫ ।। রাজপুত্র ভরত যে কথা বললেন, তার চেয়ে ভালো কথা আর নেই! সেই কথা শুনে সজ্জনদের চোখ থেকে আনন্দের অশ্রুধারা নেমে এলো।। ১৬ ।। এই কথা শুনে অমাত্য এবং পারিষদবর্গসহ তারা সকলে বীতশোক হয়ে আনন্দিত হলেন। তাঁরা বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, আপনার কথানুসারে শিল্পীদের পথনির্মাণের এবং আপনার অনুরক্ত জনগণকে যাবার আদেশ দেওয়া হলো।। ১৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্ রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ঊনাশীতিতম (৭৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

অযোধ্যাতো গঙ্গাতটং যাবৎ বিবিধশিল্পিভিঃ সুরম্যবাসস্থানৈঃ কূপাদিভিশ্চযুক্তস্য রাজমার্গস্য নির্মাণম্।

অথ ভূমিপ্রদেশজ্ঞাঃ সূত্রকর্মবিশারদাঃ। স্বকর্মাভিরতাঃ শূরাঃ খনকা যন্ত্রকাস্তথা।। ১
কর্মান্তিকাঃ স্থপতয়ঃ পুরুষা যন্ত্রকোবিদাঃ। তথা বর্ধকয়শ্চৈব মার্গিণো বৃক্ষতক্ষকাঃ।। ২
সূপকারাঃ সুধাকারা বংশচর্মকৃতস্তথা। সমর্থা যে চ দ্রষ্টারঃ পুরতশ্চ প্রতস্থিরে।। ৩
স তু হর্ষাৎ তমুদ্দেশং জনৌঘো বিপুলঃ প্রয়ান্। অশোভত মহাবেগঃ সাগরস্যেব পর্বণি।। ৪
তে স্ববারং সমাস্থায় বর্ত্মকর্মণি কোবিদাঃ। করণৈর্বিবিধোপেতৈঃ পুরস্তাৎ সম্প্রতস্থিরে।। ৫
লতা বল্লীশ্চ গুল্মাংশ্চ স্থাণূনশ্মন এব চ। জনাস্তে চক্রিরে মার্গং ছিন্দন্তো বিবিধান্ দ্রুমান্।। ৬
অবৃক্ষেষু চ দেশেষু কেচিদ্ বৃক্ষানরোপয়ন্। কেচিৎ কুঠারৈষ্টঙ্কৈশ্চ দাত্রৈশ্ছিন্দন্ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।। ৭
অপরে বীরণস্তম্বান্ বলিনো বলবত্তরাঃ। বিধমন্তি স্ম দুর্গাণি স্থলানি চ ততস্ততঃ।। ৮
অপরেঽপূরয়ন্ কূপান্ পাংসুভিঃ শ্বভ্রমায়তম্। নিম্নভাগাংস্তথৈবাশু সমাংশ্চক্রুঃ সমন্ততঃ।। ৯
ববন্ধুর্বন্ধনীয়াংশ্চ ক্ষোদ্যান্ সংচুক্ষুদুস্তথা। বিভিদুর্ভেদনীয়াংশ্চ তাংস্তান্ দেশান্ নরাস্তদা।। ১০
অচিরেণ তু কালেন পরিবাহান্ বহূদকান্। চক্রুর্বহুবিধাকারান্ সাগরপ্রতিমান্ বহূন্।। ১১
নির্জলেষু চ দেশেষু খানয়ামাসুরুত্তমান্। উদপানান্ বহুবিধান্ বেদিকাপরিমণ্ডিতান্।। ১২

অশীতিতম (৮০) সর্গ

অযোধ্যা থেকে গঙ্গাতীর পর্যন্ত বিবিধ শিল্পীর দ্বারা সুরম্য বাসস্থান কূপাদিযুক্ত রাজপথনির্মাণ।

বিভিন্ন শ্রেণী অনন্তর পথ নির্মাণে এগিয়ে গেলো। তাদের মধ্যে রয়েছে মৃত্তিকা-পরীক্ষক, সূত্র দিয়ে পরিমাপ করতে যারা জানে তারা, খনন-পটু শক্তিশালী খনক এবং যন্ত্রপরিচালনায় বিশেষজ্ঞ কর্মীরা *(পূর্তবিদায় এবং বাস্তুশাস্ত্রে প্রাচীন ভারত সমুন্নত ছিলো। ভালো রাজপথ নির্মাণের জন্য বিভিন্নশ্রেণীর দক্ষকর্মীর উল্লেখ লক্ষণীয়। বর্তমান সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে ডঃ সুরেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণাগ্রন্থ—"প্রাচীন ভারতে বাস্তুবিদ্যা" পঠনীয়)*।। ১ ।। রয়েছে দিনমজুর, স্থপতি, যন্ত্রনির্মাণকুশলী, বর্ধক তথা গর্ত বোজানোর কর্মী, পথের পাহারাদার, গাছ-কাটার লোক।। ২ ।। আরো আছে—পাচক, চূনকাম করার লোক, বাঁশের ও চামড়ার কাজ জানে এমন লোক। আগে থেকে সবকিছু দেখার জন্য পরিদর্শকেরা আগেই চলে গেলো।।৩ ।। সেই দিকে আনন্দে এক বিশাল জনতা চলতে লাগলো। যেন পর্বদিনে সাগরের তীব্র জলোচ্ছ্বাস।।৪ ।। রাস্তা তৈরীতে দক্ষ লোকেরা নিজের নিজের দলকে আশ্রয় করে নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে আগে আগে চলতে লাগলো।।৫ ।। তারা ছোটো লতা, বড়ো লতা, ঝোপ, শাখাহীন বৃক্ষ, পাথর এবং বিভিন্নরকমের গাছ কেটে পথ তৈরী করতে লাগলো।।৬ ।। কোথাও কোথাও গাছ নেই দেখে তারা গাছ লাগালো। আবার কেউ কেউ কুড়ুল, টঙ্ক তথা পাথরকাটা যন্ত্র, দা প্রভৃতির দ্বারা সব কাটতে লাগলো।।৭ ।। আর কিছু বলবান ব্যক্তি বেনামূল উপড়ে ফেলে উঁচু-নীচু স্থানকে সমান করতে লাগলো।।৮ ।। আবার শুকনো কূপ, বড় গর্ত, নীচু জায়গাগুলিকে মাটি দিয়ে ভরে দিয়ে চারদিক সমান করছিলো কেউ কেউ।। ৯ ।। তারা প্রয়োজনীয় স্থানে সেতুনির্মাণ করলো। কাঁকরের জায়গাগুলি খুঁড়ে ফেললো। জলের নির্গমনের জন্য যেসব স্থান বিদীর্ণ করা দরকার, সেগুলি বিদীর্ণ করে দিলো।। ১০ ।। অচিরকালেই জলশালী পরিবাহ নির্মাণ করলো। সেগুলি আবার বহুরকমের। এক একটি বিরাট জলাধারকে সাগরের মতো দেখতে।। ১১ ।। জলহীন স্থানে বহু সরোবর খনন করলো। বেদি দিয়ে সাজানো হলো সেগুলিকে।। ১২ ।। পথে পান্থশালার জন্য কুটীর নির্মাণ করলো। সেগুলোকে চূনকাম করা হলো। ফুলে ভরা বড়ো বড়ো গাছের আড়াল সেখানে রচনা করা হলো। পাখীরা আনন্দে সেখানে কূজন

সসুধাকুট্টিমতলঃ প্রপুষ্পিতমহীরুহঃ। মত্তোদ্‌ঘুষ্টদ্বিজগণঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতঃ।। ১৩
চন্দনোদকসংসিক্তো নানাকুসুমভূষিতঃ। বহ্বশোভত সেনায়াঃ পন্থাঃ সুরপথোপমঃ।। ১৪
আজ্ঞাপ্যাথ যথাজ্ঞপ্তিযুক্তাস্তেঽধিকৃতা নরাঃ। রমণীয়েষু দেশেষু বহুস্বাদুফলেষু চ।। ১৫
যো নিবেশস্ত্বভিপ্রেতো ভরতস্য মহাত্মনঃ। ভূয়স্তং শোভয়ামাসুর্ভূষাভির্ভূষণোপমম্।। ১৬
নক্ষত্রেষু প্রশস্তেষু মুহূর্তেষু চ তদ্বিদঃ। নিবেশান্ স্থাপয়ামাসুর্ভরতস্য মহাত্মনঃ।। ১৭
বহুপাংশুচয়াশ্চাপি পরিখাঃ পরিবারিতাঃ। তত্রেন্দ্রনীলপ্রতিমাঃ প্রতোলীবরশোভিতাঃ।। ১৮
প্রাসাদমালাসংযুক্তাঃ সৌধপ্রাকারসংবৃতাঃ। পতাকাশোভিতাঃ সর্বে সুনির্মিতমহাপথাঃ।। ১৯
বিসর্পদ্ভিরিবাকাশে বিটঙ্কাগ্রবিমানকৈঃ। সমুচ্ছ্রিতৈর্নিবেশাস্তে বভুঃ শক্রপুরোপমাঃ।। ২০
জাহ্নবীং তু সমাসাদ্য বিবিধদ্রুমকাননাম্। শীতলামলপানীয়াং মহামীনসমাকুলাম্।। ২১
সচন্দ্র-তারাগণমণ্ডিতং যথা নভঃ ক্ষপায়ামমলং বিরাজতে।
নরেন্দ্রমার্গঃ স তদা ব্যরাজত ক্রমেণ রম্যঃ শুভশিল্পিনির্মিতঃ।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অশীতিতমঃ সর্গঃ।

করছিলো। পতাকা উড়ছিলো সেই সব কুটীরে। *(এখনকার রেস্টহাউস বা ডাকবাংলোর মতো ব্যবস্থা তখন ছিলো—দেখা যাচ্ছে)*।। ১৩ ।। চন্দনজলে সিক্ত এবং ফুল দিয়ে সাজানো হলো ঐ পথ। সেনা চলার ঐ পথকে দেবতাদের পথ বলে মনে হচ্ছিলো।। ১৪ ।। ভরতের আজ্ঞা অনুসারে আধিকারিকেরা সুন্দর সুন্দর স্থানে যেখানে স্বাদুফল মেলে সেইসব স্থানে তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে শিবির নির্মাণ করলো। তারপর নানা অলঙ্কারে সেগুলোকে আরো ভালো করে সাজানো হলো।। ১৫-১৬ ।। জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা মহাপ্রাণ ভরতের জন্য শুভনক্ষত্রের সময়ে শিবিরগুলি স্থাপন করলেন।। ১৭ ।। শিবিরগুলিতে স্থানে স্থানে বালুকারাশি দিয়ে সাজানো হল। পরিখার দ্বারা হলো ঘেরা। ইন্দ্রনীল মণি-নির্মিত সুন্দর সব প্রতিমা দিয়ে সাজানো হলো তার উদ্যান।। ১৮ ।। ভালোভাবে তৈরী করা হলো প্রশস্ত পথ। তার পাশে শোভা পাচ্ছিলো মালায় শোভিত প্রাসাদ। সৌধগুলি ছিলো প্রাচীর-ঘেরা। সবগুলিই পতাকা দিয়ে সাজানো।। ১৯ ।। আকাশচুম্বী সাততলা বাড়ীগুলির ওপরে কপোতের জন্য আবাস তৈরী করা হয়েছিলো। শিবিরগুলিকে ইন্দ্রপুরীর মতো দেখাচ্ছিলো।। ২০ ।। গঙ্গা পর্যন্ত এই পথ তৈরী করা হলো। পাশে রৈলো নানাবিধ তরুরাজিতে শোভিত কানন। গঙ্গার জল ছিলো শীতল, স্বচ্ছ এবং পানযোগ্য। বড়ো বড়ো মাছ সেখানে খেলা করতো।। ২১ ।। দক্ষ শিল্পীদের দ্বারা নির্মিত এই সুন্দর রাজপথটি রাত্রিতে চাঁদ আর তারায় ভরা নির্মল আকাশের মতো শোভা পাচ্ছিলো।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অশীতিতম (৮০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একাশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

প্রাতঃ মঙ্গলবাদ্যধ্বনিশ্রবণেন ভরতস্য দুঃখপ্রকাশঃ বিলাপশ্চ ; সভামধ্যে বসিষ্ঠস্যাগমনম্,
ততস্তত্র ভরতং নেতুং দূতপ্রেষণে মন্ত্রিভ্যঃ তস্যানুমতিদানঞ্চ।

ততো নান্দীমুখীং রাত্রিং ভরতং সূতমাগধাঃ। তুষ্টুবুঃ সবিশেষজ্ঞাঃ স্তবৈর্মঙ্গলসংস্তবৈঃ।। ১

একাশীতিতম (৮১) সর্গ

প্রভাতে মঙ্গলবাদ্য ধ্বনি শুনে ভরতের দুঃখপ্রকাশ ও বিলাপ। সভামধ্যে বশিষ্ঠের আগমন।
তখন সেখানে ভরতকে নিয়ে আসার জন্য দূত প্রেরণ। মন্ত্রিগণকে বশিষ্ঠের অনুমতিদান।

নান্দীমুখের রাত্রিতে বিশেষজ্ঞ সূত এবং মাগধেরা মঙ্গলস্তবের দ্বারা ভরতকে তুষ্ট করতে চাইলেন *(ভরতের অভিষেক আগে থেকেই নির্ধারিত ছিলো। প্রভাতে দেবতা এবং পূর্বপুরুষদের নন্দিত করার জন্য নান্দীমুখ অনুষ্ঠান করা হয় তাই চলছিলো)*।। ১ ।। প্রহরে প্রহরে যে দুন্দুভি বাজে, সোনার তৈরী দণ্ডের দ্বারা আহত হয়ে বেজে

সুবর্ণকোণাভিহতঃ প্রাণদদ্যামদুন্দুভিঃ। দধ্মুঃ শঙ্খাংশ্চ শতশো বাদ্যাংশ্চোচ্চাবচস্বরান্।। ২
স তূর্যঘোষঃ সুমহান্ দিবমাপূরয়ন্নিব। ভরতং শোকসন্তপ্তং ভূয়ঃ শোকৈররন্ধ্রয়ৎ।। ৩
ততঃ প্রবুদ্ধো ভরতস্তং ঘোষং সংনিবর্ত চ। নাহং রাজেতি চোক্ত্বা তং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ।। ৪
পশ্য শত্রুঘ্ন কৈকেয্যা লোকস্যাপকৃতং মহৎ। বিসৃজ্য ময়ি দুঃখানি রাজা দশরথো গতঃ।। ৫
অস্যৈষা ধর্মরাজস্য ধর্মমূলা মহাত্মনঃ। পরিভ্রমতি রাজশ্রীর্নৌরিবাকর্ণিকা জলে।। ৬
যো হি নঃ সুমহান্ নাথঃ সোঽপি প্রব্রাজিতো বনে। অনয়া ধর্মমুৎসৃজ্য মাত্রা মে রাঘবঃ স্বয়ম্।। ৭
ইত্যেবং ভরতং বীক্ষ্য বিলপন্তমচেতনম্। কৃপণা রুরুদুঃ সর্বাঃ সুস্বরং যোষিতস্তদা।। ৮
তথা তস্মিন্ বিলপতি বসিষ্ঠো রাজধর্মবিৎ। সভামিক্ষ্বাকুনাথস্য প্রবিবেশ মহাযশাঃ।। ৯
শাতকুম্ভময়ীং রম্যাং মণি-হেমসমাকুলাম্। সুধর্মামিব ধর্মাত্মা সগণঃ প্রত্যপদ্যত।। ১০
স কাঞ্চনময়ং পীঠং স্বস্ত্যাস্তরণসংবৃতম্। অধ্যাস্ত সর্ববেদজ্ঞো দূতাননুশশাস চ।। ১১
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ যোধানমাত্যান্ গণবল্লভান্। ক্ষিপ্রমানয়তাব্যগ্রাঃ কৃত্যমাত্যয়িকং হি নঃ।। ১২
সরাজপুত্রং শত্রুঘ্নং ভরতঞ্চ যশস্বিনম্। যুধাজিতং সুমন্ত্রঞ্চ যে চ তত্র হিতা জনাঃ।। ১৩
ততো হলহলাশব্দো মহান্ সমুদপদ্যত। রথৈরশ্বৈর্গজৈশ্চাপি জনানামুপগচ্ছতাম্।। ১৪
ততো ভরতমায়ান্তং শতক্রতুমিবামরাঃ। প্রত্যনন্দন্ প্রকৃতয়ো যথা দশরথং তথা।। ১৫
হ্রদ ইব তিমি-নাগসংবৃতঃ স্তিমিতজলো মণি-শঙ্খ-শর্করঃ।
দশরথসুতশোভিতা সভা সদশরথেব বভূব সা পুরা।। ১৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একাশীতিতমঃ সর্গঃ।

উঠলো। শত শত শঙ্খ এবং অন্য সব বাদ্য উচ্চৈঃস্বরে উঠলো বেজে। *(কোণ-বাদ্যযন্ত্রের দণ্ড, ঢাকের কাঠি, বীণার ছড়)*।। ২ ।। সেই তুমুলধ্বনি আকাশেও ছড়িয়েপড়লো। সেই শব্দশুনে শোকসন্তপ্ত ভরত আরো শোকার্ত হয়ে পড়লেন।। ৩ ।। অনন্তর ভরত সচেতন হয়ে "আমি রাজা নই" বলে ঐ ধ্বনি নিবিদ্ধ করে শত্রুঘ্নকে বললেন—।। ৪ ।। দেখো শত্রুঘ্ন, কৈকেয়ী জগতের ভীষণ অপকার করেছেন। আমার উপর দুঃখরাশি ঢেলে দিয়ে রাজা দশরথ চলে গেলেন।। ৫ ।। মহাত্মা রাজা দশরথ ছিলেন ধর্মানুসারে রাজা। ধর্মই ছিলো তাঁর মূল। তাঁর রাজশ্রী জলে কর্ণধারহীন নৌকার মতো ভেসে চলেছে।। ৬ ।। এই দুঃসময়ে যিনি ছিলেন আমাদের মহান আশ্রয়, সেই ধর্মত্যাগ করে আমার মা রামকেও বনে নির্বাসিত করেছেন।। ৭ ।। এইরকম বিলাপ করতে করতে ভরত অচেতন হয়ে গেলেন। তখন রমণীরা কাতর হয়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলেন।। ৮ ।। ভরত যখন এইভাবে বিলাপ করছেন, তখন রাজধর্মবিদ্ মহাযশস্বী বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুরাজ্যের সভায় প্রবেশ করলেন।। ৯ ।। স্বর্ণনির্মিত মণিকাঞ্চন-খচিত দেবসভার মতো সুন্দর ঐ সভাগৃহে ধর্মমূর্তি বশিষ্ঠ সশিষ্যে প্রবেশ করলেন *(সুধর্মা—দেবগৃহ)*।। ১০ ।। সকল বেদে প্রাজ্ঞ মহর্ষি মঙ্গলসূচক আস্তরণযুক্ত আসনে উপবেশন করে দূতগণকে আদেশ দিলেন—।। ১১ ।। আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এখন করতে হবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যোদ্ধা, অমাত্য এবং জনগণ প্রিয় নেতাদের সত্বর নিয়ে এসো।। ১২ ।। শত্রুঘ্ন এবং যশস্বী ভরতকে অন্য রাজপুত্রদের সঙ্গে নিয়ে এসো। যুধাজিৎ, সুমন্ত্র এবং অন্য হিতৈষীগণকেও নিয়ে এসো।। ১৩ ।। এবারে রথ, অশ্ব, গজ এবং ভেসে-আসা মহান কোলাহল শোনা যেতে লাগলো।। ১৪ ।। দেবতারা ইন্দ্রকে আসতে দেখে যেমন করতেন, ভরতকে আসতে দেখে তেমনিভাবে প্রজাবৃন্দ তখন দশরথের মতোই ভরতকে অভিনন্দিত করলো।। ১৫ ।। আগে দশরথের দ্বারা যেমন সভা শোভিত হতো, সেরকমই দশরথপুত্র ভরতের দ্বারা আজ সভা শোভিত হলো। সভাসদ্‌গণের দ্বারা পরিপূর্ণ সভাগৃহকে তিমি-নাগাদিপূর্ণ মণি, শঙ্খ এবং উপল-সমন্বিত অচঞ্চল সমুদ্রের মতো দেখাচ্ছিলো।। ১৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের একাশীতিতম (৮১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্ব্যশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

রাজ্যাভিষিক্তায় ভরতং প্রতি রাজপুরোহিতস্য বসিষ্ঠস্যাদেশঃ, অনৌচিত্য-প্রদর্শনপূর্বকং তত্র ভরতস্যাস্বীকারঃ রামং বনাৎ প্রত্যাবর্তয়িতুং বনযাত্রোদ্যমায় সর্বান্ প্রতি ভরতস্য নির্দেশশ্চ।

তামার্যগণসম্পূর্ণাং ভরতঃ প্রগ্রহাং সভাম্। দদর্শ বুদ্ধিসম্পন্নঃ পূর্ণচন্দ্রাং নিশামিব।। ১
আসনানি যথান্যায়মার্যাণাং বিশতাং তদা। বস্ত্রাঙ্গরাগপ্রভয়া দ্যোতিতা সা সভোত্তমা।। ২
সা বিদ্বজ্জনসম্পূর্ণা সভা সুরুচিরা তথা। অদৃশ্যত ঘনাপায়ে পূর্ণচন্দ্রেব শর্বরী।। ৩
রাজ্ঞস্তু প্রকৃতীঃ সর্বাঃ স সম্প্রেক্ষ্য চ ধর্মবিৎ। ইদং পুরোহিতো বাক্যং ভরতং মৃদু চাব্রবীৎ।। ৪
তাত রাজা দশরথঃ স্বর্গতো ধর্মমাচরন্। ধন-ধান্যবতীং স্ফীতাং প্রদায় পৃথিবীং তব।। ৫
রামস্তথা সত্যবৃত্তিঃ সতাং ধর্মমনুস্মরন্। নাজহাৎ পিতুরাদেশং শশী জ্যোৎস্নামিবোদিতঃ।। ৬
পিত্রা ভ্রাত্রা চ তে দত্তং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্। তদ্ভুঙ্ক্ষ্ব মুদিতামাত্যঃ ক্ষিপ্রমেবাভিষেচয়।। ৭
উদীচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কেবলাঃ। কোট্যোঽপরান্তাঃ সামুদ্রা রত্নান্যপহরন্তু তে।। ৮
তচ্ছ্রুত্বা ভরতো বাক্যং শোকেনাভিপরিপ্লুতঃ। জগাম মনসা রামং ধর্মজ্ঞো ধর্মকাঙ্ক্ষয়া।। ৯
সবাষ্পকলয়া বাচা কলহংসস্বরো যুবা। বিললাপ সভামধ্যে জগর্হে চ পুরোহিতম্।। ১০
চরিতব্রহ্মচর্যস্য বিদ্যাস্নাতস্য ধীমতঃ। ধর্মে প্রযতমানস্য কো রাজ্যং মদ্বিধো হরেৎ।। ১১
কথং দশরথাজ্জাতো ভবেদ্ রাজ্যাপহারকঃ। রাজ্যং চাহঞ্চ রামস্য ধর্মং বক্তুমিহার্হসি।। ১২
জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠশ্চ ধর্মাত্মা দিলীপ-নহুষোপমঃ। লব্ধুমর্হতি কাকুৎস্থো রাজ্যং দশরথো যথা।। ১৩

দ্ব্যশীতিতম (৮২) সর্গ

রাজ্যাভিষেক হবার জন্য ভরতের প্রতি রাজপুরোহিত বশিষ্ঠের আদেশ। অনৌচিত্য দেখিয়ে তাতে ভরতের অস্বীকৃতি। রামকে বন থেকে ফিরিয়ে আনতে বনে যাত্রার জন্য সকলের প্রতি ভরতের নির্দেশ।

বুদ্ধিমান ভরত দেখলেন সজ্জন-পরিপূর্ণ রাজসভাকে পূর্ণচন্দ্র-শোভিতা সমুজ্জ্বল রাত্রির মতো দেখাচ্ছে।। ১ ।। রীতি অনুসারে মান্যজনেরা এসে আসনে উপবিষ্ট হয়েছেন। তাঁদের বস্ত্রের ঔজ্জ্বল্য এবং অঙ্গরাগে উত্তম সভা আজ সমুদ্ভাসিতা।। ২ ।। সভাটি ছিলো বিদ্বজ্জনে পরিপূর্ণ। এবং বেশ রমণীয়। মেঘমুক্ত পূর্ণচন্দ্র-সমন্বিত রাত্রির মতো স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো সভাগৃহ *(শর্বরী—রাত্রি। ঘন—মেঘ। অপায়—বিলয়)*।।৩ ।। ধর্মজ্ঞ পুরোহিত বশিষ্ঠ রাজার সকল প্রজাকে ভালোভাবে দেখে ভরতকে মৃদুকণ্ঠে বললেন—।।৪ ।। বৎস, রাজা দশরথ ধনধান্যবতী সমৃদ্ধ এই রাজ্য তোমায় সমর্পণ করে ধর্ম আচরণ করে স্বর্গত হয়েছেন।।৫ ।। সত্যনিষ্ঠ রাম সজ্জনের ধর্মই সর্বদা স্মরণ করে পিতার আদেশ ত্যাগ করেন নি। যেমন উদিত চন্দ্র জ্যোৎস্নাকে ত্যাগ করে না। ঠিক তেমনি।।৬ ।। বাবা এবং দাদা তোমাকে রাজ্য দান করেছেন। অমাত্যদের আনন্দিত করে তুমি তা ভোগ কোরো। তাড়াতাড়ি নিজেকে অভিষিক্ত করো।। ৭ ।। উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণের এবং সমুদ্রতীরের রাজারা তোমাকে কোটি কোটি রত্ন উপহার দিক।।৮ ।। ঐ বাক্য শুনে ভরত শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। ধর্মজ্ঞ ভরত ধর্মলাভের আকাঙ্ক্ষায় মনে মনে রামকে স্মরণ করলেন।। ৯ ।। হংসের কলধ্বনির মতো স্বরবিশিষ্ট যুবক ভরত বাষ্পগদ্গদ্ বাক্যে সভামধ্যে পুরোহিত বশিষ্ঠকে নিন্দা করলেন—।। ১০ ।। যিনি ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করে পবিত্র-চরিত্র, বিদ্যাভ্যাস সম্পূর্ণ করে স্নাতক, প্রজ্ঞাবান এবং ধর্মাচরণে প্রযত্নশীল তাঁর রাজ্য আমার মতো কে হরণ করবে?।। ১১ ।। দশরথ থেকে যার জন্ম সে কি করে রাজ্য হরণকারী হবে? রাজ্য এবং আমি তো রামেরই। ধর্ম বলাই আপনার উচিত।। ১২ ।। দিলীপ এবং নহুষের মতো জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন রাম। দশরথের মতো কাকুৎস্থ রামই এই রাজ্যলাভের যোগ্য।। ১৩ ।। কর্তব্যভ্রষ্ট কদাচারীর দ্বারা সেবিত এই পাপ যদি আমি করি, তাহলে আমি

অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যং কুর্যাং পাপমহং যদি। ইক্ষ্বাকূণামহং লোকে ভবেয়ং কুলপাংসনঃ।। ১৪
যদ্ধি মাত্রা কৃতং পাপং নাহং তদপি রোচয়ে। ইহস্থো বনদুর্গস্থং নমস্যামি কৃতাঞ্জলিঃ।। ১৫
রামমেবানুগচ্ছামি স রাজা দ্বিপদাং বরঃ। ত্রয়াণামপি লোকানাং রাঘবো রাজ্যমর্হতি।। ১৬
তদ্বাক্যং ধর্মসংযুক্তং শ্রুত্বা সর্বে সভাসদঃ। হর্ষান্মুমুচুরশ্রূণি রামে নিহিতচেতসঃ।। ১৭
যদি ত্বার্যং ন শক্ষ্যামি বিনিবর্তয়িতুং বনাৎ। বনে তত্রৈব বৎস্যামি যথার্যো লক্ষ্মণস্তথা।। ১৮
সর্বোপায়ং তু বর্তিষ্যে বিনিবর্তয়িতুং বলাৎ। সমক্ষমার্যমিশ্রাণাং সাধূনাং গুণবর্তিনাম্।। ১৯
বিষ্টিকর্মান্তিকাঃ সর্বে মার্গশোধক-দক্ষকাঃ। প্রস্থাপিতা ময়া পূর্বং যাত্রা চ মম রোচতে।। ২০
এবমুক্ত্বা তু ধর্মাত্মা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ। সমীপস্থমুবাচেদং সুমন্ত্রং মন্ত্রকোবিদম্।। ২১
তূর্ণমুত্থায় গচ্ছ ত্বং সুমন্ত্র মম শাসনাৎ। যাত্রামাজ্ঞাপয় ক্ষিপ্রং বলং চৈব সমানয়।। ২২
এবমুক্তঃ সুমন্ত্রস্তু ভরতেন মহাত্মনা। প্রহৃষ্টঃ সোঽদিশৎ সর্বং যথাসন্দিষ্টমিষ্টবৎ।। ২৩
তাঃ প্রহৃষ্টাঃ প্রকৃতয়ো বলাধ্যক্ষা বলস্য চ। শ্রুত্বা যাত্রাং সমাজ্ঞপ্তাং রাঘবস্য নিবর্তনে।। ২৪
ততো যোধাঙ্গনাঃ সর্বা ভর্তৃন্ সর্বান্ গৃহে গৃহে। যাত্রাগমনমাজ্ঞায় ত্বরয়ন্তি স্ম হর্ষিতাঃ।। ২৫
তে হয়ৈর্গোরথৈঃ শীঘ্রং স্যন্দনৈশ্চ মনোজবৈঃ। সহযোষিদ্‌বলাধ্যক্ষা বলং সর্বমচোদয়ন্।। ২৬
সজ্জং তু তদ্ বলং দৃষ্ট্বা ভরতো গুরুসন্নিধৌ। রথং মে ত্বরয়স্বেতি সুমন্ত্রং পার্শ্বতোঽব্রবীৎ।। ২৭
ভরতস্য তু তস্যাজ্ঞাং পরিগৃহ্য প্রহর্ষিতঃ। রথং গৃহীত্বোপযযৌ যুক্তং পরমবাজিভিঃ।। ২৮
স রাঘবঃ সত্যধৃতিঃ প্রতাপবান্ ব্রুবন্ সুযুক্তং দৃঢ়সত্যবিক্রমঃ।
গুরুং মহারণ্যগতং যশস্বিনং প্রসাদয়িষ্যন্ ভরতোঽব্রবীৎ তদা।। ২৯
তূর্ণং ত্বমুত্থায় সুমন্ত্র গচ্ছ বলস্য যোগায় বলপ্রধানান্।

জগতে ইক্ষ্বাকু বংশে কলঙ্করূপে পরিচিত হবো।। ১৪ ।। আমার মা যে পাপ করেছেন, আমি তা ভালো মনে করি নি। আমি এইখানে থেকেই দুর্গম অরণ্যে স্থিত রামকে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রণাম করছি।। ১৫ ।। আমি রামকেই অনুগমন করবো। মনুষ্যশ্রেষ্ঠ তিনি। তিনিই রাজা। রাম ত্রিলোকেরই রাজা হবার যোগ্য।। ১৬ ।। তাঁর এই ধর্মযুক্ত কথা শুনে সভাসদ্ সকলে রামের প্রতি চিত্ত সমর্পণ করে আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করলেন।। ১৭ ।। যদি দাদাকে আমি বন থেকে ফিরিয়ে আনতে না পারি, তাহলে সদাচারী লক্ষ্মণের মতো বনেই আমি বাস করবো।। ১৮ ।। গুণী, সৎ, মাননীয় সজ্জনদের সামনেই রামকে জোর করে ফিরিয়ে আনার সব চেষ্টা আমি করবো।। ১৯ ।। আমি বৈতনিক, অবৈতনিক সমস্ত কর্মচারীকে এবং পথনির্মাণে দক্ষ কর্মীদের সকলকে পূর্বে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন আমিও যেতে চাই *(বিষ্টি—বেতন)*।। ২০ ।। এইরকম বলে ভ্রাতৃবৎসল ধর্মাত্মা ভরত নিকটস্থ মন্ত্রণাকুশল সুমন্ত্রকে বললেন—।। ২১ ।। সুমন্ত্র, আমার আদেশে আপনি তাড়াতাড়ি উঠে চলুন, যাত্রার নির্দেশ দিন। সত্বর সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসুন।। ২২ ।। মহাত্মা ভরত এই কথা বলার পর সুমন্ত্র অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ভরতের আদেশকে অভীষ্ট মনে করে সকলকে তা জানালেন।। ২৩ ।। রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য সৈন্যদের যাত্রা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে শুনে প্রজাবর্গ এবং সেনাপতিরা অত্যন্ত আনন্দিত হলো।। ২৪ ।। বাড়ীতে বাড়ীতে সৈনিকদের পত্নীরা তখন সকলেই আনন্দের সঙ্গে তাদের পতিদের রামকে আনার জন্য যেতে তাড়া দিতে লাগলো।। ২৫ ।। সেনাপতিরা দ্রুতগামী অশ্ব, গো-শকট এবং মনের মতো গতিশীল রথের দ্বারা সস্ত্রীক যাবার জন্য সৈন্যসকলকে অনুমতি দিলেন।। ২৬ ।। সৈন্যদের যাত্রার জন্য সজ্জিত দেখে গুরু বশিষ্ঠের পাশে বসে ভরত সুমন্ত্রকে বললেন, আমার রথ তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন।। ২৭ ।। ভরতের এই নির্দেশ মেনে নিয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সুমন্ত্র ভালো ঘোড়াযুক্ত রথ নিয়ে এলেন।। ২৮ ।। রঘুবংশধর ভরত সত্যনিষ্ঠ ধৈর্যশীল, প্রতাপবান, সঙ্কল্পে দৃঢ় এবং বিক্রমশীল। মহারণ্যে গত যশস্বী গুরুজন অগ্রজকে প্রসন্ন করে ফিরিয়ে আনার জন্য তখন বললেন—।। ২৯ ।। সুমন্ত্র, আপনি সত্বর উঠে চলে যান। সেনাপতিদের বলুন সৈন্য নিয়ে আসতে। জগতের কল্যাণের জন্য রামকে প্রসন্ন

আনেতুমিচ্ছামি হি তং বনস্থং প্রসাদ্য রামং জগতো হিতায়।। ৩০
স সূতপুত্রো ভরতেন সম্যগ্ আজ্ঞাপিতঃ সম্পরিপূর্ণকামঃ।
শশাস সর্বান্ প্রকৃতিপ্রধানান্ বলস্য মুখ্যাংশ্চ সুহৃজ্জনঞ্চ।। ৩১
ততঃ সমুত্থায় কুলে কুলে তে রাজন্য-বৈশ্যা বৃষলাশ্চ বিপ্রাঃ।
অয়ূযুজন্নুষ্ট্ররথান্ খরাংশ্চ নাগান্ হয়াংশ্চৈব কুলপ্রসূতান্।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাশীতিতমঃ সর্গঃ।

করে নিয়ে আসতে চাই।। ৩০ ।। ভরতের দ্বারা যথাযথভাবে আজ্ঞাপিত হয়ে সেই সূতপুত্র সুমন্ত্র পরিপূর্ণভাবে আপ্তকাম হয়ে সেনাপতি এবং সুহৃদ্‌বর্গকে ঐ আদেশ জানিয়ে দিলেন ।।৩১ ।। ঘরে ঘরে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং ব্রাহ্মণেরা উঠে উট, রথ, গর্দভ, হাতী এবং ভালোজাতের ঘোড়াগুলোকে সাজাতে লাগলেন।। ৩২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বাশীতিতম (৮২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

ভরতস্য বনযাত্রা শৃঙ্গবেরপুরে রাত্রিযাপনঞ্চ।

ততঃ সমুত্থিতঃ কল্যমাস্থায় স্যন্দনোত্তমম্। প্রযযৌ ভরতঃ শীঘ্রং রামদর্শনকাম্যয়া।। ১
অগ্রতঃ প্রযযুস্তস্য সর্বে মন্ত্রি-পুরোহিতাঃ। অধিরুহ্য হয়ৈর্যুক্তান্ রথান্ সূর্যরথোপমান্।। ২
নব নাগসাহস্রাণি কল্পিতানি যথাবিধি। অন্বযুর্ভরতং যান্তমিক্ষ্বাকুকুলনন্দনম্।। ৩
ষষ্টী রথসহস্রাণি ধন্বিনো বিবিধায়ুধাঃ। অন্বযুর্ভরতং যান্তং রাজপুত্রং যশস্বিনম্।। ৪
শতং সহস্রাণ্যশ্বানাং সমারূঢানি রাঘবম্। অন্বযুর্ভরতং যান্তং রাজপুত্রং যশস্বিনম্।। ৫
কৈকেয়ী চ সুমিত্রা চ কৌসল্যা চ যশস্বিনী। রামানয়নসন্তুষ্টা যযুর্যানেন ভাস্বতা।। ৬
প্রযাতাশ্চার্যসঙ্ঘাতা রামং দ্রষ্টুং সলক্ষ্মণম্। তস্যৈব চ কথাশ্চিত্রাঃ কুর্বাণা হৃষ্টমানসাঃ।। ৭
মেঘশ্যামং মহাবাহুং স্থিরসত্ত্বং দৃঢব্রতম্। কদা দ্রক্ষ্যামহে রামং জগতঃ শোকনাশনম্।। ৮
দৃষ্ট এব হি নঃ শোকমপনেষ্যতি রাঘবঃ। তমঃ সর্বস্য লোকস্য সমুদ্যন্নিব ভাস্করঃ।। ৯

ত্র্যশীতিতম (৮৩) সর্গ

ভরতের বনযাত্রা। শৃঙ্গবেরপুরে রাত্রিযাপন।

প্রাতঃকালে উঠে ভরত উত্তম সজ্জিত রথে চড়ে শীঘ্রই রামকে দর্শনের বাসনায় যাত্রা করলেন *(কল্য—সজ্জিত)*।। ১ ।। মন্ত্রী এবং পুরোহিতেরা সকলেই সূর্যের রথের মতো, অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করে আগে আগে চলতে লাগলেন।। ২ ।। যথারীতি সজ্জিত নয় হাজার হস্তী ইক্ষ্বাকু-নন্দন ভরতের চলার সময় অনুগমন করলো।।৩ ।। ষাট হাজার ধনুর্ধারী বীর নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যশস্বী রাজপুত্র ভরতকে চলার পথে অনুসরণ করলো।।৪ ।। অনুসরণ করলো আরো এক লক্ষ অশ্বারোহী সেনা।।৫ ।। যশস্বিনী কৈকেয়ী, সুমিত্রা এবং কৌশল্যা রামকে নিয়ে আসার প্রয়াসে সন্তুষ্ট হয়ে উজ্জ্বল রথে চড়ে যাত্রা করলেন।।৬ ।। অন্য সজ্জনমণ্ডলী লক্ষ্মণসহ রামকে দেখার জন্য তাঁদের বিষয়েই নানা ধরনের কথা বলতে বলতে আনন্দিতচিত্তে চলতে লাগলেন।।৭ ।। জগতের শোকনাশক, মেঘের মতো শ্যামবর্ণ, মহাবীর, স্থিরচিত্ত, সঙ্কল্পে দৃঢ় রামকে কবে আমরা দেখতে পাবো?।।৮ ।। সূর্য যেমন ওঠামাত্রই সকল জগতের অন্ধকার দূর করে, তেমনি রামও দেখামাত্রই আমাদের শোক দূরীভূত করবেন।। ৯ ।। অযোধ্যার নাগরিকেরা এইরকম মঙ্গলময় আলাপ

ইত্যেবং কথয়ন্তস্তে সম্প্রহৃষ্টাঃ কথাঃ শুভাঃ। পরিষ্বজানাশ্চান্যোন্যং যযুর্নাগরিকাস্তদা।। ১০
যে চ তত্রাপরে সর্বে সম্মতা যে চ নৈগমাঃ। রামং প্রতি যযুর্হৃষ্টাঃ সর্বাঃ প্রকৃতয়ঃ শুভাঃ।। ১১
মণিকারাশ্চ যে কেচিৎ কুম্ভকারাশ্চ শোভনাঃ। সূত্রকর্মবিশেষজ্ঞা যে চ শস্ত্রোপজীবিনঃ।। ১২
মায়ূরকাঃ ক্রাকচিকা বেধকা রোচকাস্তথা। দন্তকারাঃ সুধাকার যে চ গন্ধোপজীবিনঃ।। ১৩
সুবর্ণকারাঃ প্রখ্যাতাস্তথা কম্বলকারকাঃ। স্নাপকোষ্ণোদকা বৈদ্যা ধূপকাঃ শৌণ্ডিকাস্তথা।। ১৪
রজকাস্তুন্নবায়াশ্চ গ্রামঘোষমহত্তরাঃ। শৈলুষাশ্চ সহ স্ত্রীভির্যান্তি কৈবর্তকাস্তথা।। ১৫
সমাহিতা বেদবিদো ব্রাহ্মণা বৃত্তসম্মতাঃ। গোরথৈর্ভরতং যান্তমনুজগ্মুঃ সহস্রশঃ।। ১৬
সুবেশাঃ শুদ্ধবসনাস্তাম্রমৃষ্টানুলেপিনঃ। সর্বে তে বিবিধৈর্যানৈঃ শনৈর্ভরতমন্বয়ুঃ।। ১৭
প্রহৃষ্টমুদিতা সেনা সান্বয়াৎ কৈকেয়ীসুতম্। ভ্রাতুরানয়নে যাতং ভরতং ভ্রাতৃবৎসলম্।। ১৮
তে গত্বা দূরমধ্বানং রথযানাশ্বকুঞ্জরৈঃ। সমাসেদুস্ততো গঙ্গাং শৃঙ্গবেরপুরং প্রতি।। ১৯
যত্র রামসখা বীরো গুহো জ্ঞাতিগণৈর্বৃতঃ। নিবসত্যপ্রমাদেন দেশং তং পরিপালয়ন্।। ২০
উপেত্য তীরং গঙ্গায়াশ্চক্রবাকৈরলঙ্কৃতম্। ব্যবতিষ্ঠত সা সেনা ভরতস্যানুযায়িনী।। ২১
নিরীক্ষ্যানুত্থিতাং সেনাং তাঞ্চ গঙ্গাং শিরোদকাম্। ভরতঃ সচিবান্ সর্বানব্রবীদ্ বাক্যকোবিদঃ।। ২২
নিবেশয়ত মে সৈন্যমভিপ্রায়েণ সর্বতঃ। বিশ্রান্তাঃ প্রতরিষ্যামঃ শ্ব ইমাং সাগরঙ্গমাম্।। ২৩
দাতুঞ্চ তাবদিচ্ছামি স্বর্গতস্য মহীপতেঃ। ঔর্ধ্বদেহনিমিত্তার্থমবতীর্যোদকং নদীম্।। ২৪

করতে করতে একে অপরকে আলিঙ্গন করতে গমন করলো।। ১০ ।। অযোধ্যায় যে সব অনুরক্ত ব্যবসায়ীরা ছিলো, তারা এবং সকল কল্যাণ-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রজারা আনন্দের সঙ্গে যাত্রা করলো রামের উদ্দেশে।। ১১ ।। যে সব মণিকার ছিলো তারা, শুভকর্মকারী কুম্ভকারবর্গ, সূত্রকর্মনিপুণ পরিমাপক গণ *(সার্ভেয়ার)* এবং যারা শস্ত্রনির্মাণকারী, তারা সকলে যাত্রা করলো।। ১২ ।। সঙ্গে আরো গেলো ময়ূর-পুচ্ছ দিয়ে পাখা প্রভৃতি যারা নির্মাণ করে তারা, করাতকর্মী, মণিমুক্তাদি ছিদ্র করতে পারে এমন সব শিল্পী, কাচশিল্পী, দন্তব্যবসায়ী, চূণকাম করার মিস্ত্রী, গন্ধবণিক, প্রখ্যাত স্বর্ণকার, কম্বল তৈরীর শিল্পী, যারা স্নান করাতে পারে এমন স্নাপক *(সমুদ্রে নুলিয়াদের মতো)*, জল গরম করার লোক, চিকিৎসক, ধূপব্যবসায়ী, মদ্যব্যবসায়ী, রজক, তুন্নবায় তথা সেলাই করার শিল্পী, গাঁয়ের মোড়লেরা, স্ত্রীদের নিয়ে অভিনেতারা, জেলেরা, সমাহিতচিত্ত বেদজ্ঞ পূতচরিত্র ব্রাহ্মণেরা সবাই হাজারে হাজারে বৃষ-বাহিত রথে ভরতের অনুগমন করলো *(সমাজের লোকেরা কতোরকম বৃত্তিতে তখন নিযুক্ত ছিলো তার পরিচয় এখানে মেলে। সমৃদ্ধ সমাজে বৃত্তির বৈচিত্র্য অপেক্ষিত। তাতে বেকার সমস্যা থাকে না)*।। ১৩-১৬ ।। তাদের সকলের পোষাক ছিলো সুন্দর। তারা শুদ্ধ বসন পরিধান করেছে। তাম্রবর্ণের অনুলেপনে তাদের অঙ্গ ভূষিত। সবাই ধীরে ধীরে বিভিন্ন রকমের যানে করে ভরতের অনুগমন করছিলো।। ১৭ ।। কৈকেয়ীর পুত্র, ভ্রাতৃবৎসল ভরত যখন ভ্রাতাকে আনতে যাচ্ছিলেন তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সৈনিকেরা ও ভরতের অনুগমন করছিলো।।১৮ ।। তারা রথ, শকট, অশ্ব এবং হস্তীর সাহায্যে অনেক দূর পথ গিয়ে শৃঙ্গবেরপুরের কাছে গঙ্গাতীরে গিয়ে উপস্থিত হলো।। ১৯।। সেখানে রামের সখা বীর গুহ জ্ঞাতিগণ-পরিবৃত হয়ে থেকে সাবধানে সেই দেশ পরিপালন করছিলেন।।২০।। চক্রবাক-শোভিত গঙ্গাতীরে পৌঁছে ভরতের অনুগামিনী সেই সেনাবাহিনী থেমে গেলো।। ২১ ।। মঙ্গল-জলা গঙ্গাকে দর্শন এবং সেনাবাহিনীকে আর না উঠতে দেখে বাক্যকুশলী ভরত মন্ত্রিগণকে বললেন—।। ২২ ।। আমার সৈন্যবাহিনীকে সবদিকে ছড়িয়ে ইচ্ছেমতো বিশ্রাম করতে দিন। কাল আমরা সাগরগামিনী এই গঙ্গাকে অতিক্রম করবো। ।। ২৩ ।। এই নদীতে নেমে স্বর্গত মহারাজের ঔর্ধ্বদেহনিমিত্ত তর্পণ করার ইচ্ছা করছি।। ২৪ ।। তিনি এইরকম বললে অমাত্যেরা "তাই হবে" বলে অবহিতভাবে সৈনিকদের তাদের

তস্যৈবং ব্রুবতোঽমাত্যাস্তথেত্যুক্ত্বা সমাহিতাঃ। ন্যবেশয়ংস্তাংশ্ছন্দেন স্বেন স্বেন পৃথক্ পৃথক্।। ২৫
নিবেশ্য গঙ্গামনু তাং মহানদীং চমূং বিধানৈঃ পরিবর্হশোভিনীম্।
উবাস রামস্য তদা মহাত্মনো বিচিন্তমানো ভরতো নিবর্তনম্।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যশীতিতমঃ সর্গঃ।

ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথগভাবে সন্নিবেশিত করলেন।। ২৫ ।। পুণ্য নদী গঙ্গার তীরে সামরিক বেশভূষা-শোভিত সেনাবাহিনীকে সন্নিবেশিত করে মহাত্মা রামের কথা চিন্তা করতে করতে ভরত ঐখানে অবস্থান করলেন।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ত্র্যশীতিতম (৮৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

নিষাদরাজ-গুহস্য ভরতসৈন্যদর্শনম্, রামেণ সহ যুদ্ধাভিযানমাশঙ্ক্য তস্য স্বীয়-জ্ঞাতীন্ প্রতি যুদ্ধায় সন্নদ্ধুং নির্দেশঃ। উপহারদ্রব্যৈঃ সহ ভরতসমীপে তস্য গমনম্, আতিথ্যং স্বীকর্তুং ভরতসমীপে তস্যানুরোধশ্চ।

ততো নিবিষ্টাং ধ্বজিনীং গঙ্গামন্বাশ্রিতাং নদীম্। নিষাদরাজো দৃষ্ট্বৈব জ্ঞাতীন্ স পরিতোঽব্রবীৎ।। ১
মহতীয়মিতঃ সেনা সাগরাভা প্রদৃশ্যতে। নাস্যান্তমবগচ্ছামি মনসাপি বিচিন্তয়ন্।। ২
যদা নু খলু দুর্বুদ্ধির্ভরতঃ স্বয়মাগতঃ। স এষ হি মহাকায়ঃ কোবিদারধ্বজো রথে।। ৩
বন্ধয়িষ্যতি বা পাশৈরথ বাস্মান্ বধিষ্যতি। অনু দাশরথিং রামং পিত্রা রাজ্যাদ্ বিবাসিতম্।। ৪
সম্পন্নাং শ্রিয়মন্বিচ্ছংস্তস্য রাজ্ঞঃ সুদুর্লভাম্। ভরতঃ কৈকেয়ীপুত্রো হন্তুং সমধিগচ্ছতি।। ৫
ভর্তা চৈব সখা চৈব রামো দাশরথির্মম। তস্যার্থকামাঃ সন্নদ্ধা গঙ্গানূপেঽত্র তিষ্ঠত।। ৬
তিষ্ঠন্তু সর্বদাসাশ্চ গঙ্গামন্বাশ্রিতা নদীম্। বলযুক্তা নদীরক্ষা মাংস-মূল-ফলাশনাঃ।। ৭
নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্তানাং শতং শতম্। সন্নদ্ধানাং তথা যূনাং তিষ্ঠন্ত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ।। ৮

চতুরশীতিতম (৮৪) সর্গ

নিষাদরাজ গুহের ভরতের সৈন্যবাহিনীদর্শন। রামের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কায় তাঁর জ্ঞাতিদের প্রতি যুদ্ধের জন্য তৈরী হবার নির্দেশ। উপচারদ্রব্যাদি নিয়ে ভরতের কাছে গমন। আতিথ্যগ্রহণের জন্য ভরতের প্রতি তাঁর অনুরোধ।

গঙ্গানদীর তীর আশ্রয় করে পতাকা-সমন্বিত সৈন্যশিবির দেখে নিষাদরাজ গুহ সমবেত আত্মীয়দিগকে বললেন—।। ১ ।। এখান থেকে বিরাট সেনাবাহিনীকে দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন সাগর। মনে অনেক ভেবেও এর কূলকিনারা পাচ্ছি না।। ২ ।। রথে দেখা যাচ্ছে রক্তকাঞ্চন বৃক্ষের চিহ্নবিশিষ্ট বিশাল পতাকা। মনে হয় ভরত দুর্বুদ্ধি নিয়ে এসেছে *(কোবিদার—রক্তকাঞ্চন। ইক্ষাকুবংশীয় রাজাদের পতাকা থাকতো কোবিদার চিহ্নসমন্বিত। রামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল গুহ সৈন্য নিয়ে ভরতকে আসতে দেখে কৈকেয়ীর দুর্বুদ্ধির কথা স্মরণ করে রামের বিনাশে ভরতের যুদ্ধযাত্রা বলে আশঙ্কা করছিলেন)* ।।৩ ।। এই ভরত পাশের দ্বারা আমাদের বেঁধে ফেলতে, বা আমাদের হত্যা করতে আসতে। তারপর পিতার দ্বারা রাজ্য থেকে নির্বাসিত দশরথপুত্র রামকে বিনাশ করবে ।।৪ ।। কৈকেয়ীপুত্র ভরত রাজার সুদুর্লভ সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যকে অধিকার করার জন্য রামকে হত্যা করতে আসছে।। ৫ ।। দশরথপুত্র রাম আমার প্রভুও বটে। বন্ধুও। তাঁর প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তোমরা সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এখানে গঙ্গাতীরে অবস্থান করো।। ৬ ।। নদী রক্ষাকারী মাংস ও ফলমূলভোজী শক্তিশালী সকল দাসেরা গঙ্গা নদীর কাছে অবস্থান করুক *(মনে হয় এই দাসেরা নৌবাহিনীর সৈনিক)*।। ৭ ।। পাঁচ শত করে কৈবর্তকে বহন করতে পারে এমন শত শত নৌকা এবং যুবকেরা তৈরী হয়ে এখানে অবস্থান করুক। এইকথা গুহ বললেন।। ৮ ।। ভরত যদি রামের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে কল্যাণকারী সেনারা

যদি তুষ্টস্তু ভরতো রামস্যেহ ভবিষ্যতি। ইয়ং স্বস্তিমতী সেনা গঙ্গামদ্য তরিষ্যতি।। ৯
ইত্যুক্ত্বোপায়নং গৃহ্য মৎস্য-মাংস-মধূনি চ। অভিচক্রাম ভরতং নিষাদাধিপতির্গুহঃ।। ১০
তমায়ান্তং তু সম্প্রেক্ষ্য সূতপুত্রঃ প্রতাপবান্। ভরতায়াচচক্ষেঽথ সময়জ্ঞো বিনীতবৎ।। ১১
এষ জ্ঞাতিসহস্রেণ স্থপতিঃ পরিবারিতঃ। কুশলো দণ্ডকারণ্যে বৃদ্ধো ভ্রাতুশ্চ তে সখা।। ১২
তস্মাৎ পশ্যতু কাকুৎস্থ ত্বাং নিষাদাধিপো গুহঃ। অসংশয়ং বিজানীতে যত্র তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ১৩
এতৎ তু বচনং শ্রুত্বা সুমন্ত্রাদ্ ভরতঃ শুভম্। উবাচ বচনং শীঘ্রং গুহঃ পশ্যতু মামিতি।। ১৪
লব্ধানুজ্ঞাং সম্প্রহৃষ্টো জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ। আগম্য ভরতং প্রহ্বো গুহো বচনমব্রবীৎ।। ১৫
নিষ্কুটশ্চৈব দেশোঽয়ং বঞ্চিতাশ্চাপি তে বয়ম্। নিবেদয়াম তে সর্বং স্বকে দাসগৃহে বস।। ১৬
অস্তি মূলফলং চৈতন্নিষাদৈঃ স্বয়মর্জিতম্। আর্দ্রং শুষ্কং তথা মাংসং বন্যং চোচ্চাবচং তথা।। ১৭
আশংসে স্বাশিতা সেনা বৎস্যত্যেনাং বিভাবরীম্। অর্চিতো বিবিধৈঃ কামৈঃ শ্বঃ সসৈন্যো গমিষ্যসি।। ১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরশীতিতমঃ সর্গঃ।

আজ গঙ্গা অতিক্রম করবে।। ৯ ।। এই বলে নিষাদরাজ গুহ মৎস্য, মাংস ও মধু উপহার নিয়ে ভরতের কাছে চলে গেলেন।। ১০ ।। তাঁকে আসতে দেখে প্রতাপশালী সূতপুত্র কালোচিত কর্মদক্ষ সুমন্ত্র বিনীতভাবে ভরতকে বললেন—।। ১১ ।। এই যে গুহ এলেন, ইনি দণ্ডকারণ্যের সব বৃত্তান্তে নিপুণ। হাজার জ্ঞাতির দ্বারা পরিবৃত এই বৃদ্ধ তোমার দাদার সখা।। ১২ ।। তাই, হে কাকুৎস্থ, রামও-লক্ষ্মণ কোথায় আছেন নিষাদরাজ গুহ নিশ্চয়ই জানেন।। ১৩ ।। সুমন্ত্রের কাছ থেকে এই শুভবাক্য শুনে ভরত বললেন, গুহ সত্বর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন ।। ১৪ ।। অনুমতি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জ্ঞাতিদের দ্বারা পরিবৃত গুহ বিনম্রভাবে ভরতকে বললেন—*(প্রহ্ব—নম্র)*।। ১৫ ।। এই দেশে উপবন রয়েছে। আপনারা আমাদের আগে না জানিয়ে বঞ্চিত করেছেন। আপনাদের নিবেদন করছি— *(নিষ্কুট—উপবন)*।। ১৬ ।। নিষাদদের নিজেদের দ্বারা অর্জিত এইসব ফলমূল রয়েছে। রয়েছে ঝোলসহ মাংস, কষা মাংস এবং বনজাত অন্যান্য সব আহার্য।। ১৭ ।। প্রার্থনা করছি, আপনার সেনারা ঐসব আহার করে রাতটা কাটিয়ে দিন। আপনাকেও বিবিধ কাম্যবস্তুদ্বারা অর্চনা করছি। কাল স-সৈন্যে প্রস্থান করবেন।। ১৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের চতুরশীতিতম (৮৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

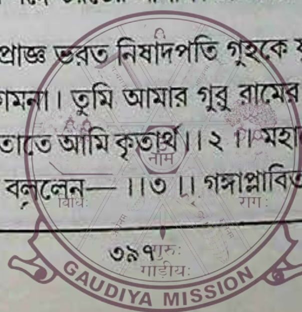
গুহেন সহ ভরতস্যালাপঃ, তস্য শোকশ্চ।

এবমুক্তস্তু ভরতো নিষাদাধিপতিং গুহম্। প্রত্যুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো বাক্যং হেত্বর্থসংহিতম্।। ১
ঊর্জিতঃ খলু তে কামঃ কৃতো মম গুরোঃ সখে। যো মে ত্বমীদৃশীং সেনামভ্যর্চয়িতুমিচ্ছসি।। ২
ইত্যুক্ত্বা স মহাতেজা গুহং বচনমুত্তমম্। অব্রবীদ্ ভরতঃ শ্রীমান্ পন্থানং দর্শয়ন্ পুনঃ।। ৩

পঞ্চাশীতিতম (৮৫) সর্গ

গুহের সঙ্গে ভরতের আলাপ। তাঁর শোক।

নিষাদরাজ গুহ এইরকম বলার পর মহাপ্রাজ্ঞ ভরত নিষাদপতি গুহকে যুক্তিগর্ভ এবং প্রয়োজনীয় এই বাক্য বললেন—।। ১ ।। মহতী তোমার কামনা। তুমি আমার গুরু রামের সখা। তুমি যে আমার এই বিশাল সেনাবাহিনীর সৎকার করতে চেয়েছো তাতে আমি কৃতার্থ।। ২ ।। মহাতেজস্বী শ্রীমান ভরত এই কথা বলে গুহকে পথ দেখিয়ে আবার উত্তম বাক্যে বললেন— ।।৩ ।। গঙ্গাপ্লাবিত এই দেশ অত্যন্ত গহন। এবং দুর্গম।



কতরেণ গমিষ্যামি ভরদ্বাজাশ্রমং যথা। গহনোঽয়ং ভৃশং দেশো গঙ্গানূপো দুরত্যয়ঃ।। ৪
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ। অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা গুহো গহনগোচরঃ।। ৫
দাশাস্ত্বনুগমিষ্যন্তি দেশজ্ঞাঃ সুসমাহিতাঃ। অহং চানুগমিষ্যামি রাজপুত্র মহাবল।। ৬
কচ্চিন্ন দুষ্টো ব্রজসি রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ। ইয়ং তে মহতী সেনা শঙ্কাং জনয়তীব মে।। ৭
তমেবমভিভাষন্তমাকাশ ইব নির্মলঃ। ভরতঃ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা গুহং বচনমব্রবীৎ।। ৮
মা ভূৎ স কালো যৎ কষ্টং ন মাং শঙ্কিতুমর্হসি। রাঘবঃ স হি মে ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ পিতৃসমো মতঃ।। ৯
তং নিবর্তয়িতুং যামি কাকুৎস্থং বনবাসিনম্। বুদ্ধিরন্যা ন মে কার্যা গুহ সত্যং ব্রবীমি তে।। ১০
স তু সংহৃষ্টবদনঃ শ্রুত্বা ভরতভাষিতম্। পুনরেবাব্রবীদ্ বাক্যং ভরতং প্রতি হর্ষিতঃ।। ১১
ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে। অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি।। ১২
শাশ্বতী খলু তে কীর্তির্লোকাননুচরিষ্যতি। যস্ত্বং কৃচ্ছ্রগতং রামং প্রত্যানয়িতুমিচ্ছসি।। ১৩
এবং সম্ভাষমাণস্য গুহস্য ভরতং তদা। বভৌ নষ্টপ্রভঃ সূর্যো রজনী চাভ্যবর্তত।। ১৪
সংনিবেশ্য স তাং সেনাং গুহেন পরিতোষিতঃ। শত্রুঘ্নেন সমং শ্রীমাঞ্ছয়নং পুনরাগমৎ।। ১৫
রামচিন্তাময়ঃ শোকো ভরতস্য মহাত্মনঃ। উপস্থিতো হ্যনর্হস্য ধর্মপ্রেক্ষস্য তাদৃশঃ।। ১৬
অন্তর্দাহেন দহনঃ সন্তাপয়তি রাঘবম্। বনদাহাগ্নিসন্তপ্তং গূঢোঽগ্নিরিব পাদপম্।। ১৭
প্রসৃতঃ সর্বগাত্রেভ্যঃ স্বেদং শোকাগ্নিসম্ভবম্। যথা সূর্যাংশুসন্তপ্তো হিমবান্ প্রসৃতো হিমম্।। ১৮
ধ্যাননির্দরশৈলেন বিনিঃশ্বসিতধাতুনা। দৈন্যপাদপসঙ্ঘেন শোকায়াসাধিশৃঙ্গিণা।। ১৯
প্রমোহানন্তসত্ত্বেন সন্তাপৌষধিবেণুনা। আক্রান্তো দুঃখশৈলেন মহতা কৈকয়ীসুতঃ।। ২০

কোন্ পথে আমি ভরদ্বাজাশ্রমে যাবো? ।। ৪ ।। সেই ধীমান রাজপুত্রের কথা শুনে, গহন বনের পথঘাট যাঁর জানা আছে সেই গুহ করজোড়ে বললেন—।। ৫ ।। বনপ্রদেশের পথঘাট যারা ভালোভাবে জানে সেই দাসেরা আপনার অনুগমন করবে। হে মহাবীর রাজপুত্র, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো।। ৬ ।। কিন্তু অক্লিষ্টকর্মা রামের প্রতি কোনো দুর্বুদ্ধি নিয়ে আপনি যাচ্ছেন না তো? আপনার এই বিরাট সেনাবাহিনী দেখে আমার শঙ্কা হচ্ছে।। ৭ ।। গুহ এইরকম বলতে থাকলে আকাশের মতো নির্মল ভরত মধুরভাষায় বললেন—।। ৮ ।। যাতে দুঃখ হয়, এমন কাল যেন না আসে! আমাকে নিয়ে আপনার আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। রাম আমার বড়ো ভাই। তাঁকে যে বাবার মতো মনে করি!।। ৯ ।। ককুৎস্থের বংশধর বনবাসী রামকে আমি ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি। গুহ, আমি সত্যিই বলছি। আপনি বিরূপ কিছু ভাববেন না।। ১০ ।। ভরতের কথা শুনে তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। হর্ষের সঙ্গে তিনি ভরতকে বললেন—।। ১১ ।। আপনি ধন্য। জগতে আপনার মতো কাউকে আর দেখছি না। বিনা চেষ্টায় যে রাজ্য এসেছে, তা আপনি এখানে ত্যাগ করতে চাইছেন ।। ১২ ।। আপনি যে ক্লিষ্ট রামকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, তাতে জগতে আপনার কীর্তি চিরকাল ধরে ছড়িয়ে থাকবে।। ১৩ ।। গুহ যখন ভরতকে এই কথা বলছিলেন, তখন সূর্য কিরণের দীপ্তি বিনষ্ট হয়ে গেলো। রাত এসে উপস্থিত হলো।। ১৪ ।। গুহের দ্বারা আপ্যায়নে তুষ্ট হয়ে ভরত সেনাবাহিনীকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করলেন। তারপর শত্রুঘ্নের সঙ্গে শয্যায় আবার ফিরে এলেন।। ১৫ ।। মহাপ্রাণ ভরত ধর্মপ্রাণ। তাঁর দুঃখ ভোগের কথা নয়। তবুও রামের চিন্তায় তিনি শোকমগ্ন হলেন।। ১৬ ।। কোটরস্থ অগ্নি যেমন গূঢ় থাকলেও বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তেমনি অন্তরের শোক ভরতকে সন্তপ্ত করছিলো।। ১৭ ।। সূর্যের কিরণে হিমালয় থেকে যেমন জলধারা ক্ষরিত হয়, তেমনি ভরতের সমগ্র দেহ থেকে শোকাগ্নির ফলে ঘাম নির্গত হতে দেখা গেলো ।। ১৮ ।। কৈকেয়ীপুত্র ভরত তখন দুঃখরূপী বিরাট পর্বতের দ্বারা আক্রান্ত হলেন। রামের জন্য কঠোর ধ্যানই যেন এই পর্বতের প্রস্তর। ধাতুধারা যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস। তরুরাজি যেন দৈন্য। শোকের যে কষ্ট সেটাই যেন পর্বতের শৃঙ্গ। পর্বতের অসংখ্য প্রাণী যেন ঐ পর্বতের মোহ। ওষধি ও বেণু যেন সন্তাপ।। ১৯-২০ ।। মনের দুঃখে তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ভরত চেতনা হারিয়ে ভীষণ

বিনিঃশ্বসন্ বৈ ভৃশদুর্মনাস্ততঃ প্রমূঢ়সংজ্ঞঃ পরমাপদং গতঃ।
শমং ন লেভে হৃদয়জ্বরার্দিতো নরর্ষভো যূথহতো যথর্ষভঃ।। ২১
গুহেন সার্ধং ভরতঃ সমাগতো মহানুভাবঃ সজনঃ সমাহিতঃ।
সুদুর্মনাস্তং ভরতং তদা পুনর্গুহঃ সমাশ্বাসয়দগ্রজং প্রতি।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাশীতিতমঃ সর্গঃ।

বিপন্ন হলেন। মানসিক জ্বরে পীড়িত হয়ে শান্তিলাভ করতে পারলেন না। দলছাড়া বৃষের মতো এই নরশ্রেষ্ঠ তখন বিপন্ন।। ২১ ।। মহানুভব ভরত শান্ত হয়ে জনগণসহ গুহের সঙ্গে মিলিত হলেন। গুহ তখন আবার অগ্রজ রামের কথা বলে দুঃখ-ব্যাকুল ভরতকে আশ্বস্ত করলেন।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চাশীতিতম (৮৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষডশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

নিষাদরাজ-গুহেন লক্ষ্মণস্য রামভক্তের্মনোব্যথায়াশ্চ বর্ণনম্।

আচচক্ষেঽথ সদ্ভাবং লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ। ভরতায়াপ্রমেয়ায় গুহো গহনগোচরঃ।। ১
তং জাগ্রতং গুণৈর্যুক্তং বরচাপেষুধারিণম্। ভ্রাতৃগুপ্ত্যর্থমত্যন্তমহং লক্ষ্মণমব্রুবম্।। ২
ইয়ং তাত সুখা শয্যা ত্বদর্থমুপকল্পিতা। প্রত্যাশ্বসিহি শেষ্বাস্যাং সুখং রাঘবনন্দন।। ৩
উচিতোঽয়ং জনঃ সর্বো দুঃখানাং ত্বং সুখোচিতঃ। ধর্মাত্মংস্তস্য গুপ্ত্যর্থং জাগরিষ্যামহে বয়ম্।। ৪
নহি রামাৎ প্রিয়তরো মমাস্তি ভুবি কশ্চন। মোৎসুকো ভূর্ব্রবীম্যেতদথ সত্যং তবাগ্রতঃ।। ৫
অস্য প্রসাদাদাশংসে লোকেঽস্মিন্ সুমহদ্ যশঃ। ধর্মাবাপ্তিঞ্চ বিপুলামর্থ-কামৌ চ কেবলৌ।। ৬
সোঽহং প্রিয়সখং রামং শয়ানং সহ সীতয়া। রক্ষিষ্যামি ধনুষ্পাণিঃ সর্বৈঃ স্বৈর্জ্ঞাতিভিঃ সহ।। ৭
ন হি মেঽবিদিতং কিঞ্চিদ্ বনেঽস্মিংশ্চরতঃ সদা। চতুরঙ্গং হ্যপি বলং প্রসহেম বয়ং যুধি।। ৮
এবমস্মাভিরুক্তেন লক্ষ্মণেন মহাত্মনা। অনুনীতা বয়ং সর্বে ধর্মমেবানুপশ্যতা।। ৯
কথং দাশরথৌ ভূমৌ শয়ানে সহ সীতয়া। শক্যা নিদ্রা ময়া লব্ধুং জীবিতানি সুখানি বা।। ১০

ষড়শীতিতম (৮৬) সর্গ

নিষাদরাজ গুহের দ্বারা লক্ষ্মণের রামভক্তি এবং মানসিক দুঃখের বর্ণনা।

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গুহ অতুলনীয় গুণসম্পন্ন ভরতের কাছে মহাপ্রাণ লক্ষ্মণের সদ্‌গুণাবলীর বর্ণনা করতে লাগলেন *(গহন-গোচর—ভিতরের কথা যিনি জানতে পারেন)*।। ১ ।। দাদার রক্ষার জন্য জেগে থাকায় শ্রেষ্ঠ ধনুর্বাণধারী, অত্যন্ত গুণযুক্ত লক্ষ্মণকে আমি বলেছিলাম—*(গুপ্ত্যর্থম্—রক্ষার জন্য)*।। ২ ।। বাছা, এই সুখদায়ক শয্যা আপনার জন্য তৈরী করা হয়েছে। হে রঘুনন্দন লক্ষ্মণ, আপনি আশ্বস্ত হয়ে এই শয্যায় শয়ন করুন।।৩ ।। আমরা কষ্ট করতে পারি। আপনি তো সুখে অভ্যস্ত! হে ধর্মপ্রাণ, রামের রক্ষার জন্য আমরাই জেগে থাকবো ।। ৪ ।। এই পৃথিবীতে রামের চেয়ে আর কেউ প্রিয় আমার নেই। আমি আপনার সামনে সত্য করে বলছি, রামের জন্য আপনি উদ্‌বিগ্ন হবেন না।। ৫ ।। কেবল তাঁরই প্রসাদে এই ইহলোকে প্রভূত খ্যাতি, ধর্ম, বিপুল অর্থ ও কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি আমি প্রত্যাশা করি।।৬ ।। আমি আমার জ্ঞাতিবর্গসহ ধনু হাতে সীতাসহ শয়নকারী রামকে রক্ষা করবো।। ৭ ।। সর্বদা বনে বিচরণ করি আমি। এখানকার কিছুই আমার অজানা নেই? যুদ্ধে চতুরঙ্গ সেনাবাহিনীর শক্তিও আমি ভালোভাবে সহ্য করতে পারবো।। ৮ ।। আমরা এইরকম বললে মহাত্মা লক্ষ্মণ ধর্মকেই অনুসরণ করে আমাদের অনুনয় করে বললেন—।। ৯ ।। সীতাসহ মহারাজ দশরথের পুত্র রাম মাটিতে শুয়ে থাকবেন। আর আমি কি করে বেঁচে থাকবো বা সুখ উপভোগ করবো?।। ১০ ।। গুহ, দেখুন, দেবতা এবং অসুরেরা সবাই মিলেও যুদ্ধে যাঁর বীর্যবত্তা সহ্য করতে

যো ন দেবাসুরৈঃ সর্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতুং যুধি। তং পশ্য গুহ সংবিষ্টং তৃণেষু সহ সীতয়া।। ১১
মহতা তপসা লব্ধো বিবিধৈশ্চ পরিশ্রমৈঃ। একো দশরথস্যৈষ পুত্রঃ সদৃশলক্ষণঃ।। ১২
অস্মিন্ প্রব্রাজিতে রাজা ন চিরং বর্তয়িষ্যতি। বিধবা মেদিনী নূনং ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি।। ১৩
বিনদ্য সুমহানাদং শ্রমেণোপরতাঃ স্ত্রিয়ঃ। নির্ঘোষো বিরতো নূনমদ্য রাজনিবেশনে।। ১৪
কৌসল্যা চৈব রাজা চ তথৈব জননী মম। নাশংসে যদি তে সর্বে জীবেয়ুঃ শর্বরীমিমাম্।। ১৫
জীবেদপি চ মে মাতা শত্রুঘ্নস্যান্ববেক্ষয়া। দুঃখিতা যা হি কৌসল্যা বীরসূর্বিনশিষ্যতি।। ১৬
অতিক্রান্তমতিক্রান্তমনবাপ্য মনোরথম্। রাজ্যে রামমনিক্ষিপ্য পিতা মে বিনশিষ্যতি।। ১৭
সিদ্ধার্থাঃ পিতরং বৃত্তং তস্মিন্ কালে হ্যুপস্থিতে। প্রেতকার্যেষু সর্বেষু সংস্করিষ্যন্তি ভূমিপম্।। ১৮
রম্যচত্বরসংস্থানাং সুবিভক্তমহাপথাম্।। হর্ম্যপ্রাসাদসম্পন্নাং সর্বরত্নবিভূষিতাম্।। ১৯
গজাশ্ব-রথসংবাধাং তূর্যনাদবিনাদিতাম্। সর্বকল্যাণসম্পূর্ণাং হৃষ্ট-পুষ্ট-জনাকুলাম্।। ২০
আরামোদ্যানসম্পূর্ণাং সমাজোৎসবশালিনীম্। সুখিতা বিচরিষ্যন্তি রাজধানীং পিতুর্মম।। ২১
অপি সত্যপ্রতিজ্ঞেন সার্ধং কুশলিনা বয়ম্। নিবৃত্তে সময়ে হ্যস্মিন্ সুখিতাঃ প্রবিশেমহি।। ২২
পরিদেবয়মানস্য তস্যৈবং হি মহাত্মনঃ। তিষ্ঠতো রাজপুত্রস্য শর্বরী সাত্যবর্তত।। ২৩
প্রভাতে বিমলে সূর্যে কারয়িত্বা জটা উভৌ। অস্মিন্ ভাগীরথীতীরে সুখং সন্তারিতৌ ময়া।। ২৪
জটাধরৌ তৌ দ্রুমচীরবাসসৌ মহাবলৌ কুঞ্জরযূথপোপমৌ।
বরেষুধী-চাপধরৌ পরন্তপৌ ব্যপেক্ষমাণৌ সহ সীতয়া গতৌ।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষড়শীতিতমঃ সর্গঃ।

পারেন না। তিনি আজ সীতাসহ তৃণশয্যায় শুয়ে আছেন।। ১১ ।। দশরথ বহু পরিশ্রমে কঠোর তপস্যা করে তাঁরই মতো সুলক্ষণ-সমন্বিত এই একটিমাত্র পুত্র পেয়েছেন।। ১২ ।। ইনি বনবাসে যাওয়ায় রাজা আর বেশী দিন বাঁচবেন না। ধরিত্রী সত্বরই বিধবা হবেন।। ১৩ ।। রাজপুরীর মহিষীরা চীৎকার করে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে এখন থেমে গেছেন। রাজভবনে নিশ্চয়ই ক্রন্দনধ্বনি থেমে গেছে।। ১৪ ।। কৌশল্যা, রাজা এবং আমার জননী সুমিত্রা আজকের রাত বেঁচে থাকবেন—এই আশাও করতে পারছি না।। ১৫ ।। আমার মা দেবী সুমিত্রা শত্রুঘ্নকে দেখেও বেঁচে থাকতে পারেন। কিন্তু বীরপুত্র জননী কৌশল্যা দুঃখে মারাই যাবেন *(বীরসূ—বীরপুত্র জননী)*।। ১৬ ।। রামকে রাজ্যে বসিয়ে আমার বাবা তাঁর যে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন, তা না হওয়ায় এবং তার সময় অতিক্রান্ত হওয়ায়, রামকে রাজ্যে বসাতে না পারায় তিনি নিশ্চয়ই মারা যাবেন।। ১৭ ।। বাবার চলে যাবার সময় হলে, সেইসময় রাজার প্রেতকার্যসমূহ যারা করবে তারাই ধন্য।। ১৮ ।। আমার বাবার রাজধানী অযোধ্যানগরী মনোহর প্রাসাদে রমণীয়। সুন্দর চত্বর তাতে রয়েছে। রাজপথ ভালোভাবে বিভক্ত। সর্বরত্নে পরিপূর্ণ ঐ নগরী।। ১৯।। হস্তী, অশ্ব এবং রথ চলে পথে। তূর্যধ্বনিতে মুখরিতা ঐ নগরী। সর্ববিধ কল্যাণ সেখানে বিরাজিত। হৃষ্টপুষ্ট জনগণের দ্বারা সমাকুল ঐ নগরী।। ২০ ।। উদ্যান ও উপবন রয়েছে অনেক। সামাজিক উৎসব নিত্য অনুষ্ঠিত হয়। সুখেই লোকজন ঘুরে বেড়ায়।। ২১ ।। চৌদ্দবছর পার হয়ে গেলে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার পর সুস্থদেহে আনন্দে রামের সঙ্গে আমরা এই নগরীতে প্রবেশ করতে পারবো কি? ।। ২২ ।। এইভাবে রাজপুত্র মহাত্মা লক্ষ্মণের বিলাপের মাধ্যমে সেই রাতটি কেটে গেলো *(সা + অত্যবর্তত—সেই রাত অতিক্রান্ত হলো)* ।। ২৩ ।। তারপর নির্মল প্রভাতে সূর্য উঠলে তাঁরা দুই ভাই গঙ্গাতীরে জটা নির্মাণ করালেন। পরে ভালোভাবেই তাঁদেরকে গঙ্গা পার করিয়ে দিলাম।। ২৪ ।। মহাবীর ঐ দু'জন জটাধারণ করে বৃক্ষের বল্কল পরিধান করেছেন। তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিলো যেন দু'টি হস্তিদলপতি। উৎকৃষ্ট তূণ এবং ধনু ধারণ করে এই বীর দু'জন সীতাকে সঙ্গে নিয়ে চতুর্দিক ভালো করে দেখতে দেখতে চলে গেলেন।। ২৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ষড়শীতিতম (৮৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

ভরতস্য মূর্ছা, তেন গুহস্য শত্রুঘ্নস্য মাতৃণাঞ্চ দুঃখম্, সংজ্ঞা-লাভাৎ পরং শ্রীরামপ্রভৃতীনাং ভোজনশয়নাদিবিষয়ে ভরতস্য জিজ্ঞাসা, গুহস্য তদ্‌বর্ণনঞ্চ।

গুহস্য বচনং শ্রুত্বা ভরতো ভৃশমপ্রিয়ম্। ধ্যানং জগাম তত্রৈব যত্র তচ্ছ্রু তমপ্রিয়ম্।। ১
সুকুমারো মহাসত্ত্বঃ সিংহস্কন্ধো মহাভুজঃ। পুণ্ডরীকবিশালাক্ষস্তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ।। ২
প্রত্যাশ্বস্য মুহূর্তং তু কালং পরম-দুর্মনাঃ। সসাদ সহসা তোত্রৈর্হৃদি বিদ্ধ ইব দ্বিপঃ।। ৩
ভরতং মূর্ছিতং দৃষ্ট্বা বিবর্ণবদনো গুহঃ। বভূব ব্যথিতস্তত্র ভূমিকম্পে যথা দ্রুমঃ।। ৪
তদবস্থং তু ভরতং শত্রুঘ্নোঽনন্তরস্থিতঃ। পরিষ্বজ্য রুরোদোচ্চৈর্বিসংজ্ঞঃ শোককর্শিতঃ।। ৫
ততঃ সর্বাঃ সমাপেতুর্মাতরো ভরতস্য তাঃ। উপবাসকৃশা দীনা ভর্তৃব্যসনকর্শিতাঃ।। ৬
তাশ্চ তং পতিতং ভূমৌ রুদত্যঃ পর্যবারয়ন্। কৌসল্যা ত্বনুসৃত্যৈনং দুর্মনাঃ পরিষস্বজে।। ৭
বৎসলা স্বং যথা বৎসমুপগুহ্য তপস্বিনী। পরিপপ্রচ্ছ ভরতং রুদতী শোকলালসা।। ৮
পুত্র ব্যাধির্ন তে কচ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে। অস্য রাজকুলস্যাদ্য ত্বদধীনং হি জীবিতম্।। ৯
ত্বাং দৃষ্ট্বা পুত্র জীবামি রামে সভ্রাতৃকে গতে। বৃত্তে দশরথে রাজ্ঞি নাথ একস্ত্বমদ্য নঃ।। ১০
কচ্চিন্ন লক্ষ্মণে পুত্র শ্রুতং তে কিঞ্চিদপ্রিয়ম্। পুত্রে বা হ্যেকপুত্রায়াঃ সহভার্যে বনং গতে।। ১১
স মুহূর্তং সমাশ্বস্য রুদন্নেব মহাযশাঃ। কৌসল্যাং পরিসান্ত্ব্যেদং গুহং বচনমব্রবীৎ।। ১২
ভ্রাতা মে ক্বাবসদ্ রাত্রৌ ক্ব সীতা ক্ব চ লক্ষ্মণঃ। অস্বপচ্ছয়নে কস্মিন্ কিং ভুক্ত্বা গুহ শংস মে।। ১৩

সপ্তাশীতিতম (৮৭) সর্গ

ভরতের মূর্ছা। তাতে গুহ শত্রুঘ্ন এবং মায়েদের দুঃখ। সংজ্ঞালাভের পর শ্রীরাম প্রমুখের ভোজন-শয়নাদি বিষয়ে ভরতের জিজ্ঞাসা। গুহের দ্বারা তার বর্ণনা।

গুহের কাছ থেকে শ্রীরামাদির জটাবল্কল ধারণের অপ্রিয়-সংবাদ শুনে ভরত গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।। ১।। তিনি অত্যন্ত কোমল ও মহাবলবান। সিংহের মতো তাঁর স্কন্ধ। বিশাল তাঁর বাহু। পদ্মের মতো বিশাল তাঁর চোখ। তিনি তরুণ এবং প্রিয়দর্শন।। ২ ।। দুঃখিত ভরত মুহূর্তকালের জন্য আশ্বস্ত হয়ে হঠাৎ মর্মস্থলে অঙ্কুশবিদ্ধ হস্তীর মতো আবার মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে গুহের মুখ আশঙ্কায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভূমিকম্পে বৃক্ষ যেমন ব্যথিত হয়, তিনিও তেমনি তাই হয়ে গেলেন *(তোত্র—অঙ্কুশ, চাবুক)*।। ৩-৪ ।। ভরতকে ঐ অবস্থায় দেখে পাশে দাঁড়ানো শত্রুঘ্ন তাঁকে জড়িয়ে ধরে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে শোকে অচেতন হয়ে গেলেন।।৫ ।। তারপর উপোসে কৃশ, স্বামী হারানোয় ক্লিষ্ট, শোচনীয় অবস্থায় পতিত ভরতের মায়েরা সবাই এসে উপস্থিত হলেন।। ৬ ।। মাটিতে পতিত ভরতকে তাঁরা সবাই কাঁদতে কাঁদতে ঘিরে দাঁড়ালেন। মনের দুঃখে বিষণ্ণা কৌশল্যা তাঁদের অনুসরণ করে এসে ভরতকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।।৭ ।। বাৎসল্যমূর্তি, শোকদীনা, তপস্বিনী কৌশল্যা নিজের পুত্রের মতোই ভরতকে আলিঙ্গন করে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলেন—।।৮ ।। বাছা, কোনো অসুখ তোমার শরীরকে কষ্ট দিচ্ছে না তো? এখন এই রাজবংশের স্থিতি তোমার ওপরই নির্ভর করছে।। ৯ ।। রাজা দশরথ স্বর্গে চলে গেলেন। লক্ষ্মণকে নিয়ে রাম বনে চলে গেছে। বাছা তোমার দিকেই তাকিয়ে আমি বেঁচে আছি। একমাত্র তুমিই তো আজ আমাদের রক্ষক।। ১০ ।। বাবা, তুমি লক্ষ্মণকে নিয়ে কোনো অপ্রিয় সংবাদ পাও নি তো? অথবা আমার একমাত্র পুত্র রাম, পত্নীকে নিয়ে যে বনে গেছে, তার কোনো দুঃসংবাদ আসে নি তো?।। ১১।। মহাযশস্বী ভরত মুহূর্তের মধ্যেই আশ্বস্ত হয়ে কৌশল্যাকে সান্ত্বনা দিয়ে গুহকে বললেন—।।১২ ।। আমার দাদা রাম রাত্রে কোথায় বাস করেছিলেন? বৌদি সীতা কোথায় ছিলেন? ভাই লক্ষ্মণই বা কোথায় ছিলো? কিং বিছানায় শুয়ে ছিলেন, কীই বা আহার করেছিলেন, গুহ, সব আমাকে জানান।। ১৩ ।।

সোঽব্রবীদ্ ভরতং হৃষ্টো নিষাদাধিপতির্গুহঃ। যদ্বিধং প্রতিপেদে চ রামে প্রিয়হিতেঽতিথৌ।। ১৪
অন্নমুচ্চাবচং ভক্ষ্যাঃ ফলানি বিবিধানি চ। রামায়াভ্যবহারার্থং বহুশোঽপহৃতং ময়া।। ১৫
তৎ সর্বং প্রত্যনুজ্ঞাসীদ্ রামঃ সত্যপরাক্রমঃ। ন হি তৎ প্রত্যগৃহ্ণাৎ স ক্ষত্রধর্মমনুস্মরন্।। ১৬
ন হ্যস্মাভিঃ প্রতিগ্রাহ্যং সখে দেয়ং তু সর্বদা। ইতি তেন বয়ং সর্বে অনুনীতা মহাত্মনা।। ১৭
লক্ষ্মণেন যদানীতং পীতং বারি মহাত্মনা। ঔপবাস্যং তদাকার্যীদ্ রাঘবঃ সহ সীতয়া।। ১৮
ততস্তু জলশেষেণ লক্ষ্মণোঽপ্যকরোৎ তদা। বাগ্‌যতাস্তে ত্রয়ঃ সন্ধ্যাং সমুপাসন্ত সংহিতাঃ।। ১৯
সৌমিত্রিস্তু ততঃ পশ্চাদকরোৎ স্বাস্তরং শুভম্। স্বয়মানীয় বর্হীংষি ক্ষিপ্রং রাঘবকারণাৎ।। ২০
তস্মিন্ সমাবিশদ্ রামঃ স্বাস্তরে সহ সীতয়া। প্রক্ষাল্য চ তয়োঃ পাদৌ ব্যপাক্রামৎ স লক্ষ্মণঃ।। ২১
এতৎ তদিঙ্গুদীমূলমিদমেব চ তৎ তৃণম্। যস্মিন্ রামশ্চ সীতা চ রাত্রিং তাং শয়িতাবুভৌ।। ২২
নিয়ম্য পৃষ্ঠে তু তলাঙ্গুলিত্রবাঞ্শরৈঃ সুপূর্ণাবিষুধী পরন্তপঃ।
মহদ্ধনুঃ সজ্জমুপোহ্য লক্ষ্মণো নিশামতিষ্ঠৎ পরিতোঽস্য কেবলম্।। ২৩
ততস্ত্বহং চোত্তমবাণচাপভৃৎ স্থিতোঽভবং তত্র স যত্র লক্ষ্মণঃ।
অতন্দ্রিতৈর্জ্ঞাতিভিরাত্তকার্মুকৈর্মহেন্দ্রকল্পং পরিপালয়ংস্তদা।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাশীতিতমঃ সর্গঃ।

নিষাদরাজ গুহ আনন্দিত হয়ে ভরতকে বললেন, কিভাবে প্রিয় এবং হিতকারী অতিথি রামকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন।।১৪।। রামকে আহারের জন্য বহুরকমের অন্ন, বিবিধ ফলমূল প্রভূত পরিমাণে দিয়েছিলাম।।১৫।। সত্যনিষ্ঠ পরাক্রমশালী রাম সেই সবই গ্রহণ করলেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম অনুসরণ করে তিনি সবই আমাদের প্রত্যর্পণ করলেন।। ১৬ ।। মহাত্মা রাম আমাদের সবাইকে অনুনয় করে বললেন, আমরা তো ক্ষত্রিয়। আমরা কারো দান-গ্রহণ করতে পারি না। বন্ধো, আমরা সর্বদাই শুধু দান করতে পারি।। ১৭ ।। লক্ষ্মণ যে জল নিয়ে এসেছিলেন, ঐ মহাত্মা তাই পান করলেন। তারপর তাঁরা তিনজনেই মৌন অবলম্বন করে সমাহিতচিত্তে সন্ধ্যা সমাপন করলেন।। ১৯ ।। এবার লক্ষ্মণ নিজেই কুশরাশি এনে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে রামের জন্য শয্যা তৈরী করলেন *(বর্হিস্-কুশ)*।। ২০ ।। সীতাসহ রাম সেই শয়নে উপবেশন করলেন। লক্ষ্মণ দু'জনের চরণ ধুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।। ২১ ।। এই সেই ইঙ্গুদিবৃক্ষের মূলদেশ, আর এই সেই তৃণরাজি, যেখানে রাম এবং সীতা উভয়েই সেই রাত্রিতে শয়ন করেছিলেন।। ২২।। শত্রুবিজয়ী লক্ষ্মণ পিঠে বাণপূর্ণ দু'টি তূণীর হাতে অঙ্গুলিত্রাণ আবদ্ধ করে গুণসজ্জিত বিশাল ধনু নিয়ে চারদিকে পাহারা দিতে দিতে অবস্থান করছিলেন।। ২৩ ।। তারপর আমিও ভালো বাণ এবং ধনু হাতে নিয়ে যেখানে লক্ষ্মণ অবস্থান করছিলেন, সেইখানে অতন্দ্রিতভাবে ধনুর্ধর হয়ে মহেন্দ্রতুল্য রামকে পাহারা দিতে লাগলাম।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের সপ্তাশীতিতম (৮৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামস্য কুশশয্যাং দৃষ্ট্বা ভরতস্য শোকবাক্যম্, বল্কল-জটাধারণপূর্বকং স্বীয়বনবাসস্য পর্যালোচনঞ্চ।

তচ্ছ্রুত্বা নিপুণং সর্বং ভরতঃ সহ মন্ত্রিভিঃ। ইঙ্গুদীমূলমাগম্য রামশয্যামবৈক্ষত।। ১

অষ্টাশীতিতম (৮৮) সর্গ

শ্রীরামের কুশের তৈরী শয্যা দেখে ভরতের শোকবাক্য। বল্কল-জটা-ধারণ করে নিজের বনবাসের আলোচনা।

এই কথা শুনে ভরত মন্ত্রীদের নিয়ে ইঙ্গুদিবৃক্ষের নীচে এসে রামের শয্যাটি বেশ ভালোভাবে দেখলেন।। ১।। মায়েদের সবাইকে বললেন, এই দেখুন মাটিতে সেই মহাত্মার শয্যা। গায়ের চাপের ছাপ

অব্রবীজ্জননীঃ সর্বা ইহ তস্য মহাত্মনঃ। শর্বরী শয়িতা ভূমাবিদমস্য বিমর্দিতম্।। ২
মহারাজকুলীনেন মহাভাগেন ধীমতা। জাতো দশরথেনোর্ব্যাং ন রামঃ স্বপ্তুমর্হতি।। ৩
অজিনোত্তরসংস্তীর্ণে বরাস্তরণসঞ্চয়ে। শয়িত্বা পুরুষব্যাঘ্রঃ কথং শেতে মহীতলে।। ৪
প্রাসাদাগ্রবিমানেষু বলভীষু চ সর্বদা। হৈম-রাজত-ভৌমেষু বরাস্তরণশালিষু।। ৫
পুষ্পসঞ্চয়চিত্রেষু চন্দনাগুরুগন্ধিষু। পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশেষু শুকসঙ্ঘরুতেষু চ।। ৬
প্রাসাদবরবর্যেষু শীতবৎসু সুগন্ধিষু। উষিত্বা মেরুকল্পেষু কৃতকাঞ্চনভিত্তিষু।। ৭
গীত-বাদিত্রনির্ঘোষৈর্বরাভরণনিঃস্বনৈঃ। মৃদঙ্গবরশব্দৈশ্চ সততং প্রতিবোধিতঃ।। ৮
বন্দিভির্বন্দিতঃ কালে বহুভিঃ সূত-মাগধৈঃ। গাথাভিরনুরূপাভিঃ স্তুতিভিশ্চ পরন্তপঃ।। ৯
অশ্রদ্ধেয়মিদং লোকে ন সত্যং প্রতিভাতি মা। মুহ্যতে খলু মে ভাবঃ স্বপ্নোঽয়মিতি মে মতিঃ।। ১০
ন নূনং দৈবতং কিঞ্চিৎ কালেন বলবত্তরম্। যত্র দাশরথী রামো ভূমাবেবমশেত সঃ।। ১১
যস্মিন্ বিদেহরাজস্য সুতা চ প্রিয়দর্শনা। দয়িতা শয়িতা ভূমৌ স্নুষা দশরথস্য চ।। ১২
ইয়ং শয্যা মম ভ্রাতুরিদমাবর্তিতং শুভম্। স্থণ্ডিলে কঠিনে সর্বং গাত্রৈর্বিমৃদিতং তৃণম্।। ১৩
মন্যে সাভরণা সুপ্তা সীতাস্মিঞ্শয়নে শুভা। তত্র তত্র হি দৃশ্যন্তে সক্তাঃ কনকবিন্দবঃ।। ১৪
উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তং সীতয়া তদা। তথা হ্যেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌশেয়তন্তবঃ।। ১৫
মন্যে ভর্তুঃ সুখা শয্যা যেন বালা তপস্বিনী। সুকুমারী সতী দুঃখং ন বিজানাতি মৈথিলী।। ১৬
হা হতোঽস্মি নৃশংসোঽস্মি যৎ সভার্যঃ কৃতে মম। ঈদৃশীং রাঘবঃ শয্যামধিশেতে হ্যনাথবৎ।। ১৭

এখনো দেখা যাচ্ছে।। ২ ।। তাঁর জন্ম মহারাজার শ্রেষ্ঠ বংশে। ধীমান মহান রাজা দশরথ তাঁর জনক। সেই রামের মাটিতে শয়ন করা শোভা পায় না।।৩ ।।পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম চিরকালই ভালো মৃগচর্মের আবরণ শোভিত, ভালো চাদর-বিছানো শয্যায় শয়ন করেছেন। মাটিতে কি করে তিনি শুলেন? ।। ৪ ।। তিনি সর্বদাই বাস করেছেন সমুচ্চ প্রাসাদের উচ্চতম তলে। সেই প্রাসাদে থাকতো সুন্দর ঘোরানো বারান্দা। সোনায় ও রূপোয় খচিত থাকতো সেই প্রাসাদের মেঝে। থাকতো তাতে সুন্দর সব পর্দা।। ৫ ।। ফুলের তোড়ায় সাজানো থাকতো সেই সব বাড়ী। চন্দন আর অগুরু দিয়ে সুরভিত করা হতো সেই প্রাসাদ। শুভ্র আকাশের মতো দেখতে শ্বেত শুকপাখীদের কূজনে সেই প্রাসাদ পূর্ণ থাকতো *(রুত-ধ্বনি)*।।৬ ।। সোনার তৈরী তার দেয়াল ছিলো শীতল এবং সুগন্ধি। মেরুপর্বতের মতো সমুচ্চ প্রাসাদে তিনি বাস করতেন।। ৭ ।। সঙ্গীত এবং বাদ্যযন্ত্রের ও অলঙ্কারের মধুর ধ্বনি এবং ভালো মৃদঙ্গের শব্দে তাঁকে জাগানো হতো।।৮ ।। সূত, মাগধ এবং বৈতালিকেরা অনুকূল স্তুতি গাইতেন সেই মহাবীরকে জাগাবার জন্য।।৯ ।। তাঁকে এখন এই অবস্থায় কাটাতে হচ্ছে—এ বিশ্বাসই করা যায় না। এ আমার সত্য বলে মনে হয় না। আমার অন্তর মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে এ যেন স্বপ্ন।।১০।। মনে হয়, 'কাল'-এর চেয়ে কোনো দেবতাই অধিক শক্তিশালী নন। যার ফলে দশরথপুত্র রাম মাটিতে শুয়ে আছেন।।১১।। যাতে বিদেহরাজকন্যা সুদর্শনা, যিনি আবার রাজা দশরথের প্রিয় পুত্রবধূ, মাটিতেই তাঁকে শুয়ে কাটাতে হচ্ছে *(দয়িতা—প্রিয়। স্নুষা—পুত্রবধূ)*।। ১২ ।। এটিই হলো আমার দাদার শয্যা। এতেই তিনি এ-পাশ ও-পাশ করেছেন। এই কঠিন ভূতলে তৃণগুলি তাঁর গায়ের দ্বারা মর্দিত হয়ে পবিত্র হয়ে গেছে।। ১৩।। মনে হচ্ছে এই পবিত্র শয্যাতে সীতা অলঙ্কার পরেই শুয়েছিলেন। স্থানে স্থানে তাই সোনার কণা সব লেগে আছে।। ১৪ ।। মাঝে মাঝে লেগে আছে রেশমের সূতো। সীতার উত্তরীয় যে এতে লেগে ছিলো, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে *(কৌশেয়—রেশমী। তন্তবঃ —সূতোগুলি)*।। ১৫ ।। মনে করছি, স্বামীর শয্যাই সতী নারীর সুখশয্যা। তাই এই তপস্বিনী, বালিকাবধূ, কোমলাঙ্গী, মিথিলা-রাজকন্যা সীতা এই মাটিতে তৃণশয্যাতেও কষ্টবোধ করেন নি।। ১৬ ।। হায়, আমি গেলাম। কী নিষ্ঠুর আমি! আমার জন্যেই তো রাজপুত্র রাম অনাথের মতো সস্ত্রীক এইরকম শয্যায় শয়ন করছেন।। ১৭ ।। সম্রাটের বংশে

সার্বভৌমকুলে জাতঃ সর্বলোকসুখাবহঃ। সর্বপ্রিয়করস্ত্যক্ত্বা রাজ্যং প্রিয়মনুত্তমম্।। ১৮
কথমিন্দীবরশ্যামো রক্তাক্ষঃ প্রিয়দর্শনঃ। সুখভাগী ন দুঃখার্হঃ শয়িতো ভুবি রাঘবঃ।। ১৯
ধন্যঃ খলু মহাভাগো লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষ্মণঃ। ভ্রাতরং বিষমে কালে যো রামমনুবর্ততে।। ২০
সিদ্ধার্থা খলু বৈদেহী পতিং যাঽনুগতা বনম্। বয়ং সংশয়িতাঃ সর্বে হীনাস্তেন মহাত্মনা।। ২১
অকর্ণধারা পৃথিবী শূন্যেব প্রতিভাতি মে। গতে দশরথে স্বর্গং রামে চারণ্যমাশ্রিতে।। ২২
ন চ প্রার্থয়তে কশ্চিন্মনসাপি বসুন্ধরাম্। বনে নিবসতস্তস্য বাহুবীর্যাভিরক্ষিতাম্।। ২৩
শূন্যসংবরণারক্ষামযন্ত্রিতহয়দ্বিপাম্। অনাবৃতপুরদ্বারাং রাজধানীমরক্ষিতাম্।। ২৪
অপ্রহৃষ্টবলাং শূন্যাং বিষমস্থামনাবৃতাম্। শত্রবো নাভিমন্যন্তে ভক্ষ্যান্ বিষকৃতানিব।। ২৫
অদ্য প্রভৃতি ভূমৌ তু শয়িষ্যেঽহং তৃণেষু বা। ফল-মূলাশনো নিত্যং জটাচীরাণি ধারয়ন্।। ২৬
তস্যাহমুত্তরং কালং নিবৎস্যামি সুখং বনে। তৎপ্রতিশ্রুতমার্যস্য নৈব মিথ্যা ভবিষ্যতি।। ২৭
বসন্তং ভ্রাতুরর্থায় শত্রুঘ্নো মানুবৎস্যতি। লক্ষ্মণেন সহাযোধ্যামার্যো মে পালয়িষ্যতি।। ২৮
অভিষেক্ষ্যন্তি কাকুৎস্থমযোধ্যায়াং দ্বিজাতয়ঃ। অপি মে দেবতাঃ কুর্যুরিমং সত্যং মনোরথম্।। ২৯
প্রসাদ্যমানঃ শিরসা ময়া স্বয়ং বহু প্রকারং যদি ন প্রপৎস্যতে।
ততোঽনুবৎস্যামি চিরায় রাঘবং বনেচরং নার্হতি মামুপেক্ষিতুম্।। ৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাশীতিতমঃ সর্গঃ।

জন্মে, সর্বলোকের সুখদায়ক, সর্বজনের প্রিয়কর্মা শ্রেষ্ঠ রাজ্য ত্যাগ করলেন।। ১৮ ।। নীলপদ্মের মতো তাঁর বর্ণ শ্যাম। চক্ষু রক্তবর্ণ। দেখতে তিনি কতোই না সুন্দর! সুখভোগে অভ্যস্ত সেই রাম মাটিতে শুয়ে দুঃখ অনুভব করছেন না, কী আশ্চর্য!।। ১৯।। শুভ-লক্ষণ-সমন্বিত লক্ষ্মণ সৌভাগ্যবান ও ধন্য। দুঃসময়ে দাদা রামকে সে অনুসরণ করছে।। ২০ ।। বিদেহরাজকন্যা সীতাও ধন্যা। তিনি পতিকে বনে অনুগমন করেছেন। সেই মহাপ্রাণের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে আমরাই আজ সংশয়দশায় নিপতিত ।।২১ ।। দশরথ স্বর্গে গেছেন, রাম অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। পৃথিবীকে আজ কর্ণধারহীন বলে আমার মনে হচ্ছে ।। ২২ ।। বনে বাস করলেও এইরাজ্য তাঁরই বাহুবলে সুরক্ষিত। তাই কেউ মনে মনেও এই রাজ্যকে চাইতে পারছে না।। ২৩ ।। এখন তো অযোধ্যায় প্রাচীরসমূহ রক্ষকহীন। হস্তী এবং অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার কেউ নেই। নগরে প্রবেশ করার দ্বারগুলি সব খোলা। রাজধানী আজ অরক্ষিত *(সংবরণ-প্রাচীর। রাজধানী বনে অযোধ্যাপুরী প্রাচীর পরিবেষ্টিত ছিলো। মধ্যে মধ্যে বাইরে গমনাগমনের জন্য ছিলো বিশাল দরজা)*।। ২৪ ।। অযোধ্যার সৈন্যবাহিনী আজ নিরানন্দ। নগরী প্রায় জনশূন্য। বিপরীত অবস্থাযুক্ত। অরক্ষিত। তবুও, শত্রুরা এই নগরী অধিকার করতে চায় না। ভক্ষ্যদ্রব্যে বিষ মেশানো হলে যেমন মানুষ তা গ্রহণ করে না, ঠিক তেমনি !। ২৫ ।। আজ থেকে আমি মাটিতে বা তৃণের উপরে শয়ন করবো। নিত্য জটা এবং বল্কল ধারণ করে ফল-মূলই ভোজন করবো।। ২৬ ।।আমি তাঁর হয়ে বনে সুখেই চৌদ্দ বছর কাল কাটিয়ে দেবো। তাহলে দাদার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হবে না।। ২৭ ।। দাদার জন্য আমি বনে বাস করলে শত্রুঘ্নও আমাকে অনুসরণ করবে। লক্ষ্মণকে নিয়ে আমার দাদা অযোধ্যা প্রতিপালন করবেন।। ২৮ ।। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরা অযোধ্যায় রামকে অভিষিক্ত করবেন। দেবগণ আমার অভিলাষ সত্য করবেন কি?।। ২৯ ।। আমি অবনতমস্তকে নিজেই তাঁকে বহুভাবে প্রসন্ন করার চেষ্টা করার পরও যদি তিনি প্রসন্ন না হন, তাহলে রামচন্দ্রের সঙ্গে চিরকাল বনেই আমি বাস করবো। তিনি কখনো আমাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না।। ৩০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টাশীতিতম (৮৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊননবতিতমঃ সর্গঃ ।।

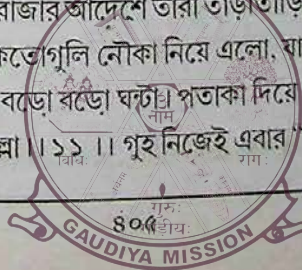
সসৈন্য-ভরতস্য গঙ্গাপারম্, ভরদ্বাজমুনেরাশ্রমগমনঞ্চ।

ব্যুষ্য রাত্রিং তু তত্রৈব গঙ্গাকূলে স রাঘবঃ। কাল্যমুত্থায় শত্রুঘ্নমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১
শত্রুঘ্নোত্তিষ্ঠ কিং শেষে নিষাদাধিপতিং গুহম্। শীঘ্রমানয় ভদ্রং তে তারয়িষ্যতি বাহিনীম্।। ২
জাগর্মি নাহং স্বপিমি তথৈবার্যং বিচিন্তয়ন্। ইত্যেবমব্রবীদ্ ভ্রাতা শত্রুঘ্নো বিপ্রচোদিতঃ।। ৩
ইতি সংবদতোরেবমন্যোন্যং নরসিংহয়োঃ। আগম্য প্রাঞ্জলিঃ কালে গুহো বচনমব্রবীৎ।। ৪
কচ্চিৎ সুখং নদীতীরেঽবাৎসীঃ কাকুৎস্থ শর্বরীম্। কচ্চিচ্চ সহসৈন্যস্য তব নিত্যমনাময়ম্।। ৫
গুহস্য তৎ তু বচনং শ্রুত্বা স্নেহাদুদীরিতম্। রামস্যানুবশো বাক্যং ভরতোঽপীদমব্রবীৎ।। ৬
সুখা নঃ শর্বরী ধীমন্ পূজিতাশ্চাপি তে বয়ম্। গঙ্গাং তু নৌভির্বহ্বীভির্দাশাঃ সন্তারয়ন্তু নঃ।। ৭
ততো গুহঃ সন্ত্বরিতং শ্রুত্বা ভরতশাসনম্। প্রতিপ্রবিশ্য নগরং তং জ্ঞাতিজনমব্রবীৎ।। ৮
উত্তিষ্ঠত প্রবুধ্যধ্বং ভদ্রমস্তু হি বঃ সদা। নাবঃ সমুপকর্ষধ্বং তারয়িষ্যামি বাহিনীম্।। ৯
তে তথোক্তাঃ সমুত্থায় ত্বরিতা রাজশাসনাৎ। পঞ্চ নাবাং শতান্যেব সমানিন্যুঃ সমন্ততঃ।। ১০
অন্যাঃ স্বস্তিকবিজ্ঞেয়া মহাঘন্টাধরাবরাঃ। শোভমানাঃ পতাকিন্যো যুক্তবাহাঃ সুসংহতাঃ।। ১১

ঊননবতিতম (৮৯) সর্গ

সসৈন্যে ভরতের গঙ্গা অতিক্রম। ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে গমন।

রঘুবংশধর ভরত গঙ্গাতীরে রাত কাটিয়ে সকালে উঠে শত্রুঘ্নকে বললেন—।। ১ ।। শত্রুঘ্ন, ওঠো। এখনো শুয়ে আছো কেন? তোমার মঙ্গল হোক। নিষাদরাজ গুহকে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। তিনি আমাদের বাহিনীকে নদী পার করিয়ে দেবেন।। ২ ।। ভরতের দ্বারা ভাই শত্রুঘ্ন এইভাবে আদিষ্ট হয়ে বললেন, আপনি যেমন দাদাকে চিন্তা করতে করতে জেগে আছেন, আমিও তেমনিই জেগে আছি। ঘুমোই নি।। ৩ ।। নরশ্রেষ্ঠ এই দু'জন যখন পরস্পর এইরকম কথাবার্তা বলছিলেন, সে সময়ে গুহ এসে করজোড়ে বললেন—।। ৪ ।। হে রাজা ককুৎস্থের বংশধর, নদীতীরে আপনাদের ভালোভাবেই রাত কেটেছে তো? সৈন্যদের নিয়ে আপনাদের কোনো অসুবিধে হয় নি তো? *(ক্ষত্রিয়দের কুশল জিজ্ঞাসার রীতি হলো "অনাময়" অর্থাৎ নীরোগতা জিজ্ঞাসা। ক্ষত্রিয়দের স্বধর্মপালনে বীরত্বের প্রয়োজন। তারজন্য চাই সু-স্বাস্থ্য তথা নীরোগতা)*।। ৫ ।। গুহের এই স্নেহপূর্ণ বাক্য শুনে রামের অনুগত ভরত বললেন—।। ৬ ।। হে ধীমন্, রাত আমাদের সুখেই কেটেছে। আমরা আপনাদের সম্বর্ধনায় সন্তুষ্ট। এখন আপনার মাঝিরা নৌকাগুলি দিয়ে আমাদের ভালোভাবে পার করিয়ে দিক।। ৭ ।। গুহ ভরতের আদেশ শুনে দ্রুত নগরে প্রবেশ করে তাঁর জ্ঞাতিদের বললেন— *(গুহের বাসস্থান ছিলো অরণ্য-নগর, ভীতিপ্রদ নির্জন-নগর নয়। তিনি ছিলেন বনবাসীদের রাজা। প্রাচীন ভারতে গিরিজন এবং বনবাসীরাও সমুন্নতচরিত্রের ছিলেন। জনপদবাসীদের সঙ্গে ছিলো মধুর সম্বন্ধ। বর্তমানে রাজনীতি তাঁদের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করে অখণ্ড সমাজব্যবস্থায় বিভেদের সৃষ্টি করেছে)*।। ৮ ।। তোমরা সবাই ওঠো। জাগো। তোমাদের সর্বদাই কল্যাণ হোক। অনেকগুলো নৌকো টেনে নিয়ে চলো। ভরতের বাহিনীকে আমরা পার করে দেবো।। ৯ ।। এই কথা বলার পর রাজার আদেশে তারা তাড়াতাড়ি উঠে সবদিক থেকে পাঁচ শত নৌকা নিয়ে এলো।। ১০ ।। এছাড়াও আরো কতোগুলি নৌকা নিয়ে এলো, যাদের নাম 'স্বস্তিক'। বড়ো বড়ো সেই নৌকা তথা বজরাগুলির সামনে রয়েছে বড়ো বড়ো ঘন্টা। পতাকা দিয়ে সেগুলি সাজানো। দৃঢ়ভাবে নির্মিত। সব গুলিতেই রয়েছে বাহ তথা মাঝি-মাল্লা।। ১১ ।। গুহ নিজেই এবার "স্বস্তিক" নামক একটি বিশেষ নৌকা



ততঃ স্বস্তিকবিজ্ঞেয়াং পাণ্ডুকম্বলসংবৃতাম্। সনন্দিঘোষাং কল্যাণীং গুহো নাবমুপাহরৎ।। ১২
তামারুরোহ ভরতঃ শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ। কৌসল্যা চ সুমিত্রা চ যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ।। ১৩
পুরোহিতশ্চ তৎপূর্বং গুরবো ব্রাহ্মণাশ্চ যে। অনন্তরং রাজদারাস্তথৈব শকটাপণাঃ।। ১৪
আবাসমাদীপয়তাং তীর্থং চাপ্যবগাহতাম্। ভাণ্ডানি চাদদানানাং ঘোষস্তু দিবমস্পৃশৎ।। ১৫
পতাকিন্যস্তু তা নাবঃ স্বয়ং দাসৈরধিষ্ঠিতাঃ। বহন্ত্যো জনমারূঢ়ং তদা সম্পেতুরাশুগাঃ।। ১৬
নারীণামভিপূর্ণাস্তু কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ তু বাজীনাম্। কাশ্চিৎ তত্র বহন্তি স্ম যানযুগ্যং মহাধনম্।। ১৭
তাস্তু গত্বা পরং তীরমবরোপ্য চ তং জনম্। নিবৃত্তাঃ কাণ্ডচিত্রাণি ক্রিয়ন্তে দাশবন্ধুভিঃ।। ১৮
সবৈজয়ন্তাস্তু গজা গজারোহৈঃ প্রচোদিতাঃ। তরন্তঃ স্ম প্রকাশন্তে সপক্ষা ইব পর্বতাঃ।। ১৯
নাবশ্চারুরুহুস্ত্বন্যে প্লবৈস্তেরুস্তথাপরে। অন্যে কুম্ভঘটৈস্তেরুরন্যে তেরুশ্চ বাহুভিঃ।। ২০
সা পুণ্যা ধ্বজিনী গঙ্গাং দাসৈঃ সন্তারিতাঃ স্বয়ম্। মৈত্রে মুহূর্তে প্রযযৌ প্রয়াগবনমুত্তমম্।। ২১
আশ্বাসয়িত্বা চ চমূং মহাত্মা নিবেশয়িত্বা চ যথোপজোষম্।
দ্রষ্টুং ভরদ্বাজমৃষিপ্রবর্যমৃত্বিক্সদস্যৈর্ভরতঃ প্রতস্থে।। ২২
স ব্রাহ্মণস্যাশ্রমমভ্যুপেত্য মহাত্মনো দেবপুরোহিতস্য।
দদর্শ রম্যোটজবৃক্ষদেশং মহদ্বনং বিপ্রবরস্য রম্যম্।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊননবতিতমঃ সর্গঃ।

নিয়ে এলেন। তাতে শাদা কম্বল পাতা। মঙ্গলবাদ্যের ব্যবস্থা রয়েছে তাতে। বেশ সুখপ্রদ সেই নৌকা। নিরাপদও বটে।। ১২ ।। মহাবীর ভরত ও শত্রুঘ্ন, কৌশল্যা, সুমিত্রা এবং অন্য রাজপুরনারীরাও তাতেই আরোহণ করলেন।। ১৩ ।। আগেই তাতে উঠেছেন পুরোহিত, গুরু এবং ব্রাহ্মণেরা। তারপর রাজপত্নীরা। শকট এবং পণ্যদ্রব্যরাজিও অন্য সব নৌকায় স্থান পেলো।। ১৪ ।। সৈন্যেরা তখন তাদের আবাসগুলি জ্বালিয়ে দিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে ঘাটে নেমে নৌকায় উঠতে যখন গেলো, তখন তুমুল কোলাহল গগনকে স্পর্শ করছিলো *(তৎকালে, এইকালেও সৈনারা চলে যাবার সময় তাদের সাময়িক বাসগৃহগুলি ভেঙে দিয়ে যায়। তাহলে শত্রুরা এসে তাতে আশ্রয় নিতে পারবে না)*।। ১৫ ।। পতাকাশোভিত নৌকাগুলি মাঝিরা নিজেরাই চালিয়ে আরোহী জনগণকে নিয়ে দ্রুত পরপারে পৌঁছে গেলো।। ১৬ ।। কতোগুলি নৌকা ছিলো নারীদের দ্বারা পূর্ণ। কতগুলিতে ছিলো সব ঘোড়া। কতগুলি বয়ে নিয়ে গেলো অত্যন্ত মূল্যবান যানবাহন।। ১৭ ।। অপরতীরে গিয়ে লোকজনকে নামিয়ে দিয়ে কাজ শেষ করে দাসবন্ধুরা তথা মাঝি-মাল্লারা বিচিত্র জলক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হলো *(এখনকার মতো তখনো নৌকা নিয়ে এবং সাঁতারের দ্বারা জলক্রীড়া হতো)*।। ১৮ ।। গজারোহী দ্বারা পরিচালিত হয়ে পতাকাশোভিত গজরাজি সাঁতার দিয়ে যখন নদী পার হচ্ছিলো, তখন তাদের মনে হচ্ছিলো যেন পক্ষবিশিষ্ট পর্বত।। ১৯ ।। নাবিকদের কেউ কেউ নৌকায় আরোহণ করলো। কেউ বা ভেলায় চড়ে বসলো। কেউ বড়ো বড়ো কলশী ধরে, কেউ বা আবার বাহু দিয়ে নিজেরাই সাঁতার দিতে লাগলো।। ২০ ।। পুণ্যবান পতাকাশোভিত সৈন্যেরা দাস তথা মাঝিদের সাহায্যে গঙ্গা পার হয়ে সূর্যোদয়ের তৃতীয় মুহূর্তের মধ্যে মনোহর প্রয়াগবনে উপস্থিত হলো *(মৈত্র—অনুরাধা নক্ষত্র। সূর্যোদয়ের পর তৃতীয় মুহূর্ত পর্যন্ত এই নক্ষত্র গগনে থাকে)*।। ২১ ।। মহাত্মা ভরত সৈন্যবাহিনীকে যথাসুখে সেখানে সন্নিবেশিত করে, আশ্বস্ত করে ঋষিপ্রবর ভরদ্বাজকে সাক্ষাৎকরার জন্য ঋত্বিক সদস্যদের নিয়ে চললেন।। ২২ ।। দেবপুরোহিত, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, সেই ব্রাহ্মণ, মহাত্মা ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়ে ভরত বৃক্ষশোভিত রমণীয় বিশাল তপোবন এবং পর্ণকুটীর দেখতে পেলেন।। ২৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ঊননবতিতম (৮৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। নবতিতমঃ সর্গঃ ।।

বশিষ্ঠমুনিমগ্রেকৃত্বা ভরতস্য ভরদ্বাজমুনেরাশ্রমাগমনম্, ভরদ্বাজেন উভয়োঃ সৎকারসাধনম্, ভরত-ভরদ্বাজয়োঃ কথোপকথনম্, ভরতেন স্বীয়বনগমনস্যোদ্দেশ্যবর্ণনম্, মুনের্ভরদ্বাজস্যানুরোধেন তদীয়াশ্রমে ভরতস্য রাত্রিবাস-সঙ্কল্পশ্চ।

ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা ক্রোশাদেব নরর্ষভ। জনং সর্বমবস্থাপ্য জগাম সহ মন্ত্রিভিঃ।। ১
পদ্ভ্যামেব তু ধর্মজ্ঞো ন্যস্তশস্ত্রপরিচ্ছদঃ। বসানো বাসসী ক্ষৌমে পুরোধায় পুরোহিতম্।। ২
ততঃ সন্দর্শনে তস্য ভরদ্বাজস্য রাঘবঃ। মন্ত্রিণস্তানবস্থাপ্য জগামানুপুরোহিতম্।। ৩
বসিষ্ঠমথ দৃষ্টৈব ভরদ্বাজো মহাতপাঃ। সঞ্চচালাসনাৎ তূর্ণং শিষ্যানর্ঘ্যমিতি ব্রুবন্।। ৪
সমাগম্য বসিষ্ঠেন ভরতেনাভিবাদিতঃ। অবুধ্যত মহাতেজাঃ সুতং দশরথস্য তম্।। ৫
তাভ্যামর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যঞ্চ দত্বা পশ্চাৎ ফলানি চ। আনুপূর্ব্যাচ্চ ধমজ্ঞঃ পপ্রচ্ছ কুশলং কুলে।। ৬
অযোধ্যায়াং বলে কোশে মিত্রেষ্বপি চ মন্ত্রিষু। জানন্ দশরথং বৃত্তং ন রাজানমুদাহরৎ।। ৭
বসিষ্ঠো ভরতশ্চৈনং পপ্রচ্ছতুরনাময়ম্। শরীরেঽগ্নিষু শিষ্যেষু বৃক্ষেষু মৃগপক্ষিষু।। ৮
তথেতি তু প্রতিজ্ঞায় ভরদ্বাজো মহাযশাঃ। ভরতং প্রত্যুবাচেদং রাঘবস্নেহবন্ধনাৎ।। ৯

নবতিতম (৯০) সর্গ

বশিষ্ঠকে সামনে নিয়ে ভরতের ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে গমন। ভরদ্বাজের দ্বারা উভয়ের সম্বর্ধনা। ভরদ্বাজমুনির অনুরোধে তাঁর আশ্রমে ভরতের রাত্রিবাসের সঙ্কল্প।

ভরদ্বাজের আশ্রমের দিকে এগোতে এগোতে নরশ্রেষ্ঠ ভরত ক্রোশখানিক পূর্বেই লোকজন সব রেখে শুধু মন্ত্রীদের নিয়ে আশ্রমে চললেন।। ১ ।। ধর্মজ্ঞ এই রাজপুত্র শস্ত্র এবং রাজকীয় বেশ পরিত্যাগ করে শুদ্ধ পট্টবস্ত্র পরে এবং উত্তরীয় নিয়ে পুরোহিতকে পুরোভাগে রেখে পায়ে হেঁটে চললেন *(গুরুজনের কাছে বিনীতভাবে যাওয়াই শিষ্টাচার। উত্তরীয় ছাড়া বেশ অসম্পূর্ণ। তাই "বাসসী" দ্বিবচনে পরার কাপড় ও উত্তরীয় দুইই বোঝানো হচ্ছে। প্রাচীনভারতে গুরু-পুরোহিত ছাড়া কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজই করা যেতো না। রাজশক্তি সর্বদা গুরুপুরোহিত সঙ্গে নিয়ে চলায় তাঁদের বিপথে গমনের সম্ভাবনা থাকতো না। "A man is known by the company which he keeps"—ইংরেজী প্রবাদ স্মরণ করা যেতে পারে। পৃথিবীর অন্য কোনো সমাজে ও দেশে অধ্যাত্মশক্তির নিয়ন্ত্রণে রাজশক্তিকে রাখার এমন ব্যবস্থা ছিলো না। শেষ হিন্দুরাজা শিবাজীর অষ্টপ্রধান তথা আটজনের মন্ত্রিসভায় একজন থাকতেন শাস্ত্রী। তিনি দেখতেন আইন-কানুন সব জনকল্যাণে শাস্ত্রসম্মত হচ্ছে কিনা। তাই শিবাজী নিজের একমাত্র পুত্রকেও কারাগারে নিক্ষেপের নিরপেক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন)*।। ২।। এবার ভরত মন্ত্রিগণকে আশ্রমের অদূরে দাঁড়াতে বলে ভরদ্বাজের দর্শনের জন্য শুধুমাত্র পুরোহিতকে সামনে নিয়ে অনুগমন করতে লাগলেন।।৩।। মহাতপস্বী ভরদ্বাজ বশিষ্ঠকে দেখামাত্রই আসন থেকে দ্রুত উঠে শিষ্যদের অর্ঘ্য আনতে বললেন।।৪।। ঋষি বশিষ্ঠের সঙ্গে মিলিত হলেন ঋষি ভরদ্বাজ। ভরত তাঁকে অভিবাদন করলেন। মহাতেজস্বী ভরদ্বাজ তাঁকে দশরথের পুত্র বলে বুঝতে পারলেন।। ৫।। আশ্রমে ঋষি বশিষ্ঠ এবং রাজপুত্র ভরত—যথাক্রমে উভয়কেই পাদ্য, অর্ঘ্য এবং ফল দিয়ে সম্বর্ধনা জানিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন ধর্মজ্ঞ ঋষি।।৬।। অযোধ্যার সৈন্য, কোষ, মিত্র এবং মন্ত্রীদের নিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করেও দশরথের ঘটনা জানতেন বলে আর তাঁর কথা জিজ্ঞেস করলেন না।।৭।। বশিষ্ঠ ও ভরত তাঁর শরীরের, যজ্ঞের, শিষ্যদের, আশ্রমের বৃক্ষরাজির, পশু এবং পাখীদের কুশল জিজ্ঞেস করলেন *(আশ্রমজীবনে পশুপাখী, তরুলতা, যজ্ঞীয় অগ্নি—সবই অপরিহার্য অঙ্গ। সর্বত্রই একই পরমাত্মা বিরাজিত। তাই সবারই কুশল জিজ্ঞাসা)*।। ৮।। "সব ভালোই"—বলে মহাযশস্বী ভরদ্বাজ রঘুবংশীয়দের প্রতি স্নেহের বন্ধনের জন্য ভরতকে প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ৯ ।। তুমি রাজা

কিমিহাগমনে কার্যং তব রাজ্যং প্রশাসতঃ। এতদাচক্ষ্ব সর্বং মে ন হি মে শুধ্যতে মনঃ।। ১০
সুষুবে যমমিত্রঘ্নং কৌসল্যানন্দবর্ধনম্। ভ্রাত্রা সহ সভার্যো যশ্চিরং প্রব্রাজিতো বনম্।। ১১
নিযুক্তঃ স্ত্রীনিমিত্তেন পিত্রা যোঽসৌ মহাযশাঃ। বনবাসী ভবেতীহ সমাঃ কিল চতুর্দশ।। ১২
কচ্চিন্ন তস্যাপাপস্য পাপং কর্তুমিহেচ্ছসি। অকণ্টকং ভোক্তুমনা রাজ্যং তস্যানুজস্য চ।। ১৩
এবমুক্তো ভরদ্বাজং ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ। পর্যশ্রুনয়নো দুঃখাদ্ বাচা সংসজ্জমানয়া।। ১৪
হতোঽস্মি যদি মামেবং ভগবানপি মন্যতে। মত্তো ন দোষমাশঙ্কে মৈবং মামনুশাধি হি।। ১৫
ন চৈতদিষ্টং মাতা মে যদ্‌বোচন্মদন্তরে। নাহমেতেন তুষ্টশ্চ ন তদ্‌বচনমাদদে।। ১৬
অহন্তু তং নরব্যাঘ্রমুপযাতঃ প্রসাদকঃ। প্রতিনেতুমযোধ্যায়াং পাদৌ চাস্যাভিবন্দিতুম্।। ১৭
তং মামেবং গতং মত্বা প্রসাদং কর্তুমর্হসি। শংস মে ভগবন্ রামঃ ক্ব সম্প্রতি মহীপতিঃ ।। ১৮
বসিষ্ঠাদিভির্ঋত্বিগ্‌ভির্যাচিতো ভগবাংস্ততঃ। উবাচ তং ভরদ্বাজঃ প্রসাদাদ্ ভরতং বচঃ।। ১৯
ত্বয্যেতৎ পুরুষব্যাঘ্র যুক্তং রাঘববংশজে। গুরুবৃত্তির্দমশ্চৈব সাধূনাং চানুযায়িতা।। ২০
জানে চৈতন্মনঃস্থং তে দৃঢীকরণমস্ত্বিতি। অপৃচ্ছং ত্বাং তবাত্যর্থং কীর্তিং সমভিবর্ধয়ন্।। ২১
জানে চ রামং ধর্মজ্ঞং সসীতং সহলক্ষ্মণম্। অয়ং বসতি তে ভ্রাতা চিত্রকূটে মহাগিরৌ।। ২২
শ্বস্তু গন্তাসি তং দেশং বসাদ্য সহমন্ত্রিভিঃ। এতং মে কুরু সুপ্রাজ্ঞ কামং কামার্থকোবিদ।। ২৩
ততস্তথেত্যেবমুদারদর্শনঃ প্রতীতরূপো ভরতোঽব্রবীদ্ বচঃ।
চকার বুদ্ধিঞ্চ তদাশ্রমে তদা নিশানিবাসায় নরাধিপাত্মজঃ।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে নবতিতমঃ সর্গঃ।

-প্রশাসন ছেড়ে এখানে কোন্ কাজে এলে? সব বিশদ করে বলো। আমার মন শঙ্কামুক্ত হচ্ছে না।। ১০ ।। আনন্দবর্ধন, শত্রুহন্তা যে রামকে কৌশল্যা প্রসব করেছিলেন, তিনি তো পত্নী এবং ভাইসহ বহুকালের জন্য বনে নির্বাসিত হয়েছেন।। ১১ ।। পত্নীর নিমিত্ত পিতার দ্বারা ঐ মহাযশস্বী রাম চৌদ্দবছরের জন্য বনবাসী হয়েছেন। নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করার জন্য নিষ্পাপ রাম এবং তার অনুজ লক্ষ্মণের কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা করছো না তো?।। ১৩ ।। ভরত তখন দুঃখে চোখের জলে গদগদ ভাষায় ভরদ্বাজকে প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ১৪ ।। ভগবন্, আপনিও যদি এইরকম মনে করেন, তাহলে আমার মৃত্যুই ভালো। আমার দিক থেকে এই দোষ হয় নি। আমাকে এরকম বলবেন না।। ১৫ ।। আমার অনুপস্থিতিতে আমার মা যা বলেছেন, তা কখনো আমার অভিলষিত নয়। আমি তাতে তুষ্ট হই নি। তাঁর বচন স্বীকারও করি নি।। ১৬ ।। নরশ্রেষ্ঠ সেই দাদার কাছে আমি যাচ্ছি, যাতে তাঁকে প্রসন্ন করে অযোধ্যায় নিয়ে আসতে পারি। তাঁর চরণবন্দনা করতে পারি।। ১৭ ।। এ জন্যেই আমি এসেছি। এবার আপনি আমায় কৃপা করুন। ভগবন্, বলুন, এখন সেই রাজা কোথায় আছেন?।। ১৮ ।। বশিষ্ঠাদি ঋত্বিকেরাও যখন সমপ্রার্থনা করলেন তখন প্রসন্ন হয়ে ভরতকে ভগবান ভরদ্বাজ বললেন—।। ১৯ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, রঘুবংশে তুমি জন্মেছো। তোমাতে এই ধরনের মনোভাব উপযুক্তই বটে। গুরুশুশ্রূষা, ইন্দ্রিয়দমন এবং সাধুদের অনুসরণ তোমাতে প্রত্যাশিত।। ২০ ।। তোমার এই মনোভাব আমি জানি। তা আরো দৃঢ় হোক এবং তোমার কীর্তি সবিশেষ বর্ধিত হোক— এইজন্যই তোমাকে ঐরকম জিজ্ঞেস করেছি।। ২১ ।। সীতা এবং লক্ষ্মণসহ রামকে আমি জানি। তোমার এই দাদা পুণ্য পর্বত চিত্রকূটে এখন বাস করছেন।। ২২ ।। কাল তুমি ওখানে যেয়ো। আজ মন্ত্রীদের নিয়ে এখানে থেকে যাও। অভিলষিত অর্থ তুমি ভালোভাবে জানো। সবিশেষ প্রাজ্ঞ তুমি। আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করো।। ২৩ ।। উদারদর্শন, রাজপুত্র, রূপবান ভরত তখন বললেন, তাই হবে। আশ্রমে রাত্রিবাসের জন্য তিনি মনঃস্থির করলেন।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের নবতিতম (৯০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একনবতিতমঃ সর্গঃ ।।

ভরদ্বাজমুনিনা বিভূতিবলেন বহুসেনাসমন্বিত-ভরতস্য দিব্যসংকারসাধনম্।

কৃতবুদ্ধিং নিবাসায় তত্রৈব স মুনিস্তদা। ভরতং কৈকেয়ীপুত্রমাতিথ্যেন ন্যমন্ত্রয়ৎ।। ১
অব্রবীদ্ ভরতস্ত্বেনং নন্বিদং ভবতা কৃতম্। পাদ্যমর্ঘ্যমথাতিথ্যং বনে যদুপপদ্যতে।। ২
অথোবাচ ভরদ্বাজো ভরতং প্রহসন্নিব। জানে ত্বাং প্রীতিসংযুক্তং তুষ্যেস্ত্বং যেন কেনচিৎ।। ৩
সেনায়াস্তু তবৈবাস্যাঃ কর্তুমিচ্ছামি ভোজনম্। মম প্রীতির্যথারূপা ত্বমর্হো মনুজর্ষভ।। ৪
কিমর্থং চাপি নিক্ষিপ্য দূরে বলমিহাগতঃ। কস্মান্নেহোপযাতোঽসি সবলঃ পুরুষর্ষভ।। ৫
ভরতঃ প্রত্যুবাচেদং প্রাঞ্জলিস্তং তপোধনম্। ন সৈন্যেনোপযাতোঽস্মি ভগবন্ ভগবদ্ভয়াৎ।। ৬
রাজ্ঞা হি ভগবন্ নিত্যং রাজপুত্রেণ বা তথা। যত্নতঃ পরিহর্তব্যা বিষয়েষু তপস্বিনঃ।। ৭
বাজিমুখ্যা মনুষ্যাশ্চ মত্তাশ্চ বরবারণাঃ। প্রচ্ছাদ্য ভগবন্ ভূমিং মহতীমনুযান্তি মাম্।। ৮
তে বৃক্ষানুদকং ভূমিমাশ্রমেষূটজাংস্তথা। ন হিংস্যুরিতি তেনাহমেক এবাগতস্ততঃ।। ৯
আনীয়তামিতঃ সেনেত্যাজ্ঞপ্তঃ পরমর্ষিণা। তথানুচক্রে ভরতঃ সেনায়াঃ সমুপাগমম্।। ১০
অগ্নিশালাং প্রবিশ্যাথ পীত্বাপঃ পরিমৃজ্য চ। আতিথ্যস্য ক্রিয়াহেতোর্বিশ্বকর্মাণমাহ্বয়ৎ।। ১১
আহ্বয়ে বিশ্বকর্মাণমহং ত্বষ্টারমেব চ। আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি তত্র মে সংবিধীয়তাম্।। ১২
আহ্বয়ে লোকপালাংস্ত্রীন্ দেবাঞ্ শক্রপুরোগমান্। আতিথ্যং কর্তুমিচ্ছামি তত্র মে সংবিধীয়তাম্।। ১৩

এক-নবতিতম (৯১) সর্গ

বিভূতি-বলে ভরদ্বাজমুনির দ্বারা বহুসেনাসমন্বিত ভরতের অলৌকিকভাবে সৎকার-সাধন।

তাঁর আশ্রমে রাত্রিবাসের জন্য মনঃস্থির করলে ভরদ্বাজঋষি কৈকেয়ীপুত্র ভরতকে আতিথ্যগ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন।। ১ ।। ভরত তাঁকে বললেন, বনে যা সম্ভব, সেইভাবে পাদ্য, অর্ঘ্য এবং আতিথ্যের দ্বারা আপনি আমাদের কৃতার্থ করেছেন।।২ ।। এবার ভরদ্বাজ হেসেই যেন ভরতকে বললেন, জানি, তুমি আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত। তাই, আমি যাইই দিই না কেন, তাতেই তুমি তুষ্ট হও।।৩ ।। তবুও তোমার সেনাবাহিনীকে আমি ভোজন করাতে চাই। হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, যাতে আমার প্রীতি হয়, তাই তোমার করা উচিত।।৪ ।। তুমি সৈন্যদের দূরে রেখে কেন এলে? হে বলবান পুরুষশ্রেষ্ঠ, কেন তুমি তাদের এখানে নিয়ে এলে না?।।৫ ।। ভরত সেই তপোধনকে তখন করজোড়ে বললেন, ভগবন্ আশ্রমের উপদ্রব হলে ভগবান অসন্তুষ্ট হবেন, এই ভয়ে আমি সৈন্যদের এখানে নিয়ে আসি নি।। ৬ ।। ভগবন্, রাজা বা রাজপুত্রদের দ্বারা অবশ্যই তপস্বীদের বাসস্থান নিত্য পরিহার করা উচিত।। ৭ ।। ভগবন্, শ্রেষ্ঠ অশ্বসমূহ, বহু মানুষ এবং মত্ত শ্রেষ্ঠ হস্তিরাজি বিরাট জায়গা জুড়ে আমাকে অনুসরণ করছে।। ৮ ।। তারা আশ্রমের বৃক্ষ, জল, ভূমি এবং পর্ণশালাগুলির যাতে ক্ষতি না করে তাই আমি একাই এসেছি *(বর্তমানে রাজপুরুষরা কোথাও গেলে বিরাট বাহিনী নিয়ে অপরের শান্তি নষ্ট করে নির্লজ্জভাবে গমনাগমন করেন। ভরতের চেতনা কালিদাসের ভাষায়—"বিনীত বেশেন প্রবেষ্টব্যানি নাম তপোবনানি।" ভরতের সৌজন্যবোধ লক্ষণীয়)*।। ৯ ।। মহর্ষি বললেন, সেনা এখানে নিয়ে এসো। ভরত তখন সেনাবাহিনীকে সেখানে নিয়ে এলেন।। ১০ ।। ঋষি ভরদ্বাজ এবার অগ্নিশালায় প্রবেশ করে আচমন এবং মার্জনাদি সম্পন্ন করে আতিথ্যকর্মের জন্য বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করলেন।। ১১ ।। আমি বিশ্বকর্মা এবং ত্বষ্টাকে আহ্বান করছি। আমি আতিথ্য-সম্পাদন করতে চাইছি। আমার জন্য তার ব্যবস্থা করুন।।১২ ।। ইন্দ্রকে সামনে নিয়ে আমি তিন লোকপাল তথা যম, বরুণ ও কুবেরকে আহ্বান করছি। ভরতের সেনাদের আমি আতিথ্য করতে চাই। তার ব্যবস্থা আপনারা করুন।। ১৩ ।। পৃথিবীতে এবং অন্তরিক্ষে যে

প্রাক্‌স্রোতসশ্চ যা নদ্যস্তির্যক্‌স্রোতস এব চ। পৃথিব্যামন্তরিক্ষে চ সমায়ান্ত্বদ্য সর্বশঃ।। ১৪
অন্যাঃ স্রবন্তু মৈরেয়ং সুরামন্যাঃ সুনিষ্ঠিতাম্। অপরাশ্চোদকং শীতমিক্ষুকাণ্ড-রসোপমম্।। ১৫
আহ্বয়ে দেব-গন্ধর্বান্ বিশ্বাবসু-হাহা-হুহূন্। তথৈবাপ্সরসো দেব-গন্ধর্বৈশ্চাপি সর্বশঃ।। ১৬
ঘৃতাচীমথ বিশ্বাচীং মিশ্রকেশীমলম্বুষাম্। নাগদত্তাঞ্চ হেমাঞ্চ সোমামদ্রিকৃতস্থলীম্।। ১৭
শক্রং যাশ্চোপতিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাণং যাশ্চ ভামিনীঃ। সর্বাস্তুম্বুরুণা সার্ধমাহ্বয়ে সপরিচ্ছদাঃ।। ১৮
বনং কুরুষু যদ্‌দিব্যং বাসো ভূষণপত্রবৎ। দিব্যনারীফলং শশ্বৎ তৎকৌবেরমিহৈব তু।। ১৯
ইহ মে ভগবান্ সোমো বিধত্তামন্নমুত্তমম্। ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ চোষ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ বিবিধং বহু।। ২০
বিচিত্রাণি চ মাল্যানি পাদপ-প্রচ্যুতানি চ। সুরাদীনি চ পেয়ানি মাংসানি বিবিধানি চ।। ২১
এবং সমাধিনা যুক্তস্তেজসাঽপ্রতিমেন চ। শিক্ষাস্বরসমাযুক্তং সুব্রতশ্চাব্রবীন্মুনিঃ।। ২২
মনসা ধ্যায়তস্তস্য প্রাঙ্‌মুখস্য কৃতাঞ্জলেঃ। আজগ্মুস্তানি সর্বাণি দৈবতানি পৃথক্ পৃথক্।। ২৩
মলয়ং দর্দুরং চৈব ততঃ স্বেদনুদোঽনিলঃ। উপস্পৃশ্য ববৌ যুক্ত্যা সুপ্রিয়াত্মা সুখং শিবঃ।। ২৪
ততোঽভ্যবর্ষন্ত ঘনা দিব্যাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ। দেব-দুন্দুভিঘোষশ্চ দিক্ষু সর্বাসু শুশ্রুবে।। ২৫
প্রববুশ্চোত্তমা বাতা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ। প্রজগুর্দেব-গন্ধর্বা বীণাঃ প্রমুমুচুঃ স্বরান্।। ২৬
সশব্দো দ্যাঞ্চ ভূমিঞ্চ প্রাণিনাং শ্রবণানি চ। বিবেশোচ্চাবচঃ শ্লক্ষ্ণঃ সমো লয়গুণান্বিতঃ।। ২৭
তস্মিন্নেবংগতে শব্দে দিব্যে শ্রোত্রসুখে নৃণাম্। দদর্শ ভারতং সৈন্যং বিধানং বিশ্বকর্মণঃ।। ২৮
বভূব হি সমা ভূমিঃ সমন্তাৎ পঞ্চযোজনম্। শাদ্বলৈর্বহুভিশ্ছন্না নীল-বৈদূর্যসন্নিভৈঃ।। ২৯
তস্মিন্ বিল্বাঃ কপিত্থাশ্চ পনসা বীজপূরকাঃ। আমলক্যো বভূবুশ্চ চূতাশ্চ ফলভূষিতাঃ।। ৩০

সব পূর্ববাহিনী এবং বক্রবাহিনী নদী আছেন, তাঁরা সবদিক থেকে এইখানে আজ আগমন করুন।। ১৪ ।। অন্য নদীগুলি এখানে মৈরেয় মদ্য প্রবাহিত করুন। অপরাপর নদীসমূহ ভালোভাবে তৈরী অন্যবিধ সুরা নিয়ে আসুন। অন্যেরা আনুন আখের রসের মতো শীতল এবং মিষ্টি জলের ধারা।। ১৫ ।। সবদিক থেকেই আহ্বান করছি—দেবতা, গন্ধর্ব, বিশ্বাবসু, হাহা-হুহু এবং তেমনি দেবতা এবং গন্ধর্বদের সঙ্গে অপ্সরাদের।। ১৬ ।। ডাকছি ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদত্তা, হেমা এবং পর্বতবাসিনী সোমাকে।। ১৭ ।। যে সকল অপ্সরা ইন্দ্রকে পূজা করে, ব্রহ্মাকে ভজনা করে, বেশভূষালঙ্কৃতা সেইসব নারীকে তুম্বুরুর সঙ্গে আহ্বান করছি *(তুম্বুরু—সঙ্গীতনিপুণ গন্ধর্ববিশেষ)*।। ১৮ ।। কুবেরের বনের মতো এখানেও স্বর্গীয় বসন, ভূষণ, পত্র এবং দিব্য রমণীদের উপস্থিত করুন।। ১৯ ।। ভগবান সোম এখানে ভালো অন্ন, বহুরকমের ভক্ষণীয় দ্রব্য, ভোজ্য, চোষ্য, লেহ্য সব প্রস্তুত করুন।। ২০ ।। বৃক্ষ থেকে আপনা হতে তৈরী হয়ে খসে পড়েছে এমন সব মালা, নানাবিধ সুরা, পানীয় এবং মাংস তিনি তৈরী করুন।। ২১ ।। অতুলনীয় তেজস্বী, শোভনব্রতী মুনি ভরদ্বাজ সমাহিতচিত্তে পরিশীলিতভাবে বৈদিকস্বরযুক্ত মন্ত্রপাঠ করলেন।। ২২ ।। পূর্বমুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে তিনি যখন মনে মনে ধ্যান করছিলেন, তখন দেবতাসকল পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে এসে উপস্থিত হলেন ।।২৩।। তখন ঘাম নষ্ট করে দেয় এমন আনন্দদায়ক এবং প্রিয়তর বায়ু, মলয় এবং দর্দুর নামক চন্দন পর্বতদু'টিকে স্পর্শ করে মৃদুভাবে প্রবাহিত হতে লাগলো।। ২৪ ।। মেঘগুলি স্বর্গীয় কুসুম বর্ষণ করতে লাগলো। সকল দিক থেকেই দেব-দুন্দুভির ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো।। ২৫ ।। সুখাবহ-বায়ু প্রবাহিত হতে লাগলো। নাচতে লাগলো অপ্সরারা। দেবতা এবং গন্ধর্বেরা লাগলো গান গাইতে। বীণা বেজে উঠলো।। ২৬ ।। এইরকম উঁচুনীচু লয়-সমন্বিত মধুরধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করলো স্বর্গ-মর্ত্যের অধিবাসীদের।। ২৭ ।। মানুষের শ্রুতিসুখকর এই স্বর্গীয়-ধ্বনি এইভাবে প্রসারিত হতে থাকলে ভরতের সৈন্যেরা বিশ্বকর্মার কর্মনৈপুণ্য দেখতে পেলো।।২৮ ।। সবদিকে পঞ্চযোজন পরিমিতি ভূমি সমান করা হয়ে গেছে। নীল বৈদুর্যমণির মতো কোমল তৃণে ঐ ভূমি আবৃত।। ২৯ ।। তাতে ফলবান বেল, কদ্‌বেল, কাঁঠাল, বীজপূরক তথা লেবু, আমলকী, এবং আমগাছ দিয়ে সাজানো হয়েছে ঐ ভূমি *(কপিত্থ—কদ্‌বেল)*।। ৩০ ।। উত্তর কুরুদেশ থেকে

উত্তরেভ্যঃ কুরুভ্যশ্চ বনং দিব্যোপভোগবৎ। আজগাম নদী সৌম্যা তীরজৈর্বহুভির্বৃতা।। ৩১
চতুঃশালানি শুভ্রাণি শালাশ্চ গজবাজিনাম্। হর্ম্য-প্রাসাদসংযুক্ততোরণানি শুভানি চ।। ৩২
সিতমেঘনিভং চাপি রাজবেশ্ম সুতোরণম্। শুক্লমাল্যকৃতাকারং দিব্যগন্ধসমুক্ষিতম্।। ৩৩
চতুরস্রমসম্বাধং শয়নাসনযানবৎ। দিব্যৈঃ সর্বরসৈর্যুক্তং দিব্যভোজনবস্ত্রবৎ।। ৩৪
উপকল্পিতসর্বান্নং ধৌতনির্মলভাজনম্। কৢপ্তসর্বাসনং শ্রীমৎ স্বাস্তীর্ণশয়নোত্তমম্।। ৩৫
প্রবিবেশ মহাবাহুরনুজ্ঞাতো মহর্ষিণা। বেশ্ম তদ্ রত্নসম্পূর্ণং ভরতঃ কৈকয়ীসুতঃ।। ৩৬
অনুজগ্মুশ্চ তে সর্বে মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ। বভূবুশ্চ মুদা যুক্তাস্তং দৃষ্ট্বা বেশ্মসংবিধিম্।। ৩৭
তত্র রাজাসনং দিব্যং ব্যজনং ছত্রমেব চ। ভরতো মন্ত্রিভিঃ সার্ধমভ্যবর্তত রাজবৎ।। ৩৮
আসনং পূজয়ামাস রামায়াভিপ্রণম্য চ। বালব্যজনমাদায় ন্যষীদৎ সচিবাসনে।। ৩৯
আনুপূর্ব্যান্নিষেদুশ্চ সর্বে মন্ত্রি-পুরোহিতাঃ। ততঃ সেনাপতিঃ পশ্চাৎ প্রশাস্তা চ ন্যষীদত।। ৪০
ততস্তত্র মুহূর্তেন নদ্যঃ পায়সকর্দমাঃ। উপাতিষ্ঠন্ত ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ।। ৪১
আসামুভয়তঃ কূলং পাণ্ডুমৃত্তিকলেপনাঃ। রম্যাশ্চাবসথা দিব্যা ব্রাহ্মণস্য প্রসাদজাঃ।। ৪২
তেনৈব চ মুহূর্তেন দিব্যাভরণভূষিতাঃ। আগুর্বিংশতিসাহস্রা ব্রহ্মণা প্রহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ।। ৪৩
সুবর্ণ-মণিমুক্তেন প্রবালেন চ শোভিতাঃ। আগুর্বিংশতিসাহস্রাঃ কুবেরপ্রহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ।। ৪৪
যাভিগৃহীতঃ পুরুষঃ সোন্মাদ ইব লক্ষ্যতে। আগুর্বিংশতিসাহস্রা নন্দনাদপ্সরোগণাঃ।। ৪৫
নারদস্তুম্বুরুর্গোপঃ প্রভয়া সূর্যবর্চসঃ। এতে গন্ধর্বরাজানো ভরতস্যাগ্রতো জগুঃ।। ৪৬
অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকাথ বামনা। উপানৃত্যন্ত ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ।। ৪৭

দিব্য উপভোগ্য উদ্যান এবং তীরে জন্মেছে এমন বহুবৃক্ষবেষ্টিতা রমণীয়া নদী সেখানে এসে গেছে।। ৩১ ।। নির্মিত হয়েছে শুভ্রমালায় সাজানো চৌচালা, হস্তিশালা, অশ্বশালা, মনোহর সব প্রাসাদ। তার সঙ্গে সুন্দর তোরণও।। ৩২ ।। তৈরী করা হয়েছে শুভ্রমেঘের মতো রাজপ্রাসাদ, সুদৃশ্য তোরণ। সেগুলি শাদা ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। দিব্যগন্ধযুক্ত সুগন্ধি নির্যাস ছড়ানো হয়েছে।। ৩৩ ।। চারকোণাযুক্ত সমতল শয্যা, আসন এবং যান তাতে রয়েছে। আছে সর্ববিধ রসযুক্ত স্বর্গীয় আহার্য এবং স্বর্গীয় বস্ত্র।। ৩৪ ।। সবরকমের অন্ন এবং ধৌত-উজ্জ্বল পাত্রসকল তাতে রয়েছে। সবার জন্য আসন পাতা হয়েছে। বিছানো হয়েছে সুন্দর উত্তম শয্যাও।। ৩৫ ।। কৈকেয়ীপুত্র বীর ভরত মহর্ষির দ্বারা আদিষ্ট হয়ে সেই রত্নপূর্ণ গৃহে প্রবেশ করলেন।। ৩৬ ।। মন্ত্রিসকল এবং পুরোহিতেরা তাঁর অনুগমন করলেন। ঐ গৃহের ব্যবস্থাদি দেখে তাঁরা সবাই আনন্দ পেলেন।। ৩৭ ।। সেই গৃহে রক্ষিত সিংহাসন, স্বর্গীয় ব্যজন এবং ছত্র মন্ত্রীদের নিয়ে রাজার মতোই তিনি প্রদক্ষিণ করলেন।।৩৮ ।। রামের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে ঐ আসনকে তিনি পূজা করলেন। চামর হাতে নিয়ে তিনি মন্ত্রীর আসনে উপবেশন করলেন (*বালব্যজন—চামর*)।।৩৯ ।। এবার আনুপূর্বিকভাবে একে একে মন্ত্রী, পুরোহিত এবং সেনাপতি আসন গ্রহণ করলেন।।৪০ ।। ভরদ্বাজের নির্দেশে অতঃপর মুহূর্তের মধ্যেই পায়স-কর্দমে পূর্ণ নদীগুলি ভরতের কাছে উপস্থিত হলো।। ৪১ ।। ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজের প্রসাদে ঐ নদীর দুই তীরেই শাদা চূণকাম-করা রমণীয় বাসগৃহগুলি শোভা পেতে লাগলো।। ৪২ ।। সেই মুহূর্তেই ব্রহ্মার দ্বারা প্রেরিত স্বর্গীয় অলঙ্কারে ভূষিতা বিশহাজার রমণী সেখানে এলেন।। ৪৩ ।। এলেন কুবেরের দ্বারা প্রেরিত বিশহাজার রমণী। তাঁরাও সুবর্ণ, মণি, মুক্তা এবং প্রবালের অলঙ্কারে সুসজ্জিতা।। ৪৪ ।। যাঁদের দেখে পুরুষদের পাগল হয়ে যেতে দেখা যায়, নন্দনকানন থেকে এমন বিশ হাজার অপ্সরা এলেন।। ৪৫ ।। সূর্যের দীপ্তির মতো দীপ্তিসম্পন্ন নারদ নামক এক গন্ধর্ব, তুম্বুরু, গোপ প্রমুখ গন্ধর্বরাজেরা ভরতের সামনে এসে গাইতে লাগলেন।। ৪৬ ।। ভরদ্বাজের নির্দেশে অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনা ভরতের সামনে নৃত্য পরিবেশন করলেন।। ৪৭ ।। দেবলোকে ও চৈত্ররথ উপবনে যে সব মালা দেখা যেতো, ভরদ্বাজের

যানি মাল্যানি দেবেষু যানি চৈত্ররথে বনে। প্রয়াগে তান্যদৃশ্যন্ত ভরদ্বাজস্য তেজসা।। ৪৮
বিল্বা মার্দঙ্গিকা আসংশ্ছম্যাগ্রাহা বিভীতকাঃ। অশ্বত্থা নর্তকাশ্চাসন্ ভরদ্বাজস্য তেজসা।। ৪৯
ততঃ সরলতালাশ্চ তিলকাঃ সতমালকাঃ। প্রহৃষ্টাস্তত্র সম্পেতুঃ কুব্জা ভূত্বাথ বামনাঃ।। ৫০
শিংশপামলকী জম্বুর্যাশ্চান্যাঃ কাননে লতাঃ। মালতী মল্লিকা জাতির্যাশ্চান্যাঃ কাননে লতাঃ।
প্রমদা বিগ্রহং কৃত্বা ভরদ্বাজাশ্রমেঽবসন্।। ৫১
সুরাং সুরাপাঃ পিবত পায়সঞ্চ বুভুক্ষিতাঃ। মাংসানি চ সুমেধ্যানি ভক্ষ্যন্তাং যো যদিচ্ছতি।। ৫২
উচ্ছোদ্য স্নাপয়ন্তি স্ম নদীতীরেষু বল্গুষু। অপ্যেকমেকং পুরুষং প্রমদাঃ সপ্ত চাষ্ট চ।। ৫৩
সংবাহন্ত্যঃ সমাপেতুর্নার্যো বিপুললোচনাঃ। পরিমৃজ্য তদান্যোন্যং পায়য়ন্তি বরাঙ্গনাঃ।। ৫৪
হয়ান্ গজান্ খরানুষ্ট্রাংস্তথৈব সুরভেঃ সুতান্। অভোজয়ন্ বাহনপাস্তেষাং ভোজ্যং যথাবিধি।। ৫৫
ইক্ষুংশ্চ মধু-লাজাংশ্চ ভোজয়ন্তি স্ম বাহনান্। ইক্ষ্বাকুবরযোধানাং চোদয়ন্তো মহাবলাঃ।। ৫৬
নাশ্ববন্ধোঽশ্বমাজানান্ন গজং কুঞ্জরগ্রহঃ। মত্তপ্রমত্তমুদিতা সা চমূস্তত্র সংবভৌ।। ৫৭
তর্পিতাঃ সর্বকামৈশ্চ রক্তচন্দনরুষিতাঃ। অপ্সরোগণসংযুক্তাঃ সৈন্যা বাচমুদীরয়ন্।। ৫৮
নৈবাযোধ্যাং গমিষ্যামো ন গমিষ্যামো দণ্ডকান্। কুশলং ভরতস্যাস্তু রামস্যাস্তু তথা সুখম্।। ৫৯
ইতি পাদাতযোধাশ্চ হস্ত্যশ্বারোহবন্ধকাঃ। অনাথাস্তং বিধিং লব্ধ্বা বাচমেতামুদীরয়ন্।। ৬০
সম্প্রহৃষ্টা বিনেদুস্তে নরাস্তত্র সহস্রশঃ। ভরতস্যানুযাতারঃ স্বর্গোঽয়মিতি চাব্রুবন্।। ৬১
নৃত্যন্তশ্চ হসন্তশ্চ গায়ন্তশ্চৈব সৈনিকাঃ। সমন্তাৎ পরিধাবন্তো মাল্যোপেতাঃ সহস্রশঃ।। ৬২
ততো ভুক্তবতাং তেষাং তদন্নমমৃতোপমম্! দিব্যানুদ্বীক্ষ্য ভক্ষ্যাংস্তানভবদ্ ভক্ষণে মতিঃ।। ৬৩

তপঃপ্রভাবে সেগুলি আজ প্রয়াগেই দেখা যাচ্ছে।। ৪৮ ।। ভরদ্বাজের তপস্তেজে বেলগাছগুলি মৃদঙ্গবাদক, বিভীতক তথা বহেড়া বৃক্ষগুলি তালবিশেষগ্রাহক এবং অশ্বত্থ তরুগুলি নর্তকের রূপ ধারণ করলো।। ৪৯ ।। সরল, তাল, তিলক, তমাল প্রভৃতি তরুরাজি কুব্জ ও বামনরূপে সেখানে এলো।। ৫০ ।। শিংশপা তথা শ্যাওড়া, আমলকী, জাম এবং মালতী, মল্লিকা, জাতি ও উদ্যানের অন্যান্য লতাসমূহ নারীমূর্তি ধারণ করে আশ্রমে বাস করতে লাগলো।। ৫১ ।। তারা বলতে লাগলো, সুরাপানকারীরা যার যেমন ইচ্ছা সুরাপান করো। ক্ষুধার্তেরা পায়স এবং পবিত্র মাংস ভোজন করো।। ৫২ ।। এবারে সাত আটজন রমণী মিলে এক একজন পুরুষকে ধরে সুন্দর নদীতীরে তেল মাখিয়ে স্নান করাতে লাগলো।। ৫৩ ।। আয়ত-লোচনা সুন্দরী বরাঙ্গনারা সদ্য-স্নাত সেই ব্যক্তিদের গা মুছিয়ে দিয়ে, তাদের পদসেবা করে একে অন্যকে সুধাপান করাতে লাগলো।। ৫৪ ।। বাহন-পালকেরা অশ্ব, হস্তী, গর্দভ, উষ্ট্র এবং সুরভির পুত্র বৃষদের যথাবিধি ভোজন করালো।। ৫৫ ।। মহাবলশালী পালকেরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রধান যোদ্ধাদের বাহনগুলিকে পাঠিয়ে, আখ, মধু এবং খৈ ভোজন করালে।। ৫৬ ।। অশ্ববন্ধনকারী অশ্বের দিকে, হস্তিবন্ধনকারী হস্তীর দিকে মন দিতে পারলে না। সেখানে সেনাবাহিনী তখন মধুপানে একেবারে প্রমত্ত হয়ে গিয়েছিলো।। ৫৭।। সর্ববিধ কাম্যবস্তুলাভে পরিতৃপ্ত সৈনিকেরা রক্তচন্দনে চর্চিত হয়ে অপ্সরাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলতে লাগলো—।। ৫৮ ।। আমরা আর অযোধ্যায় যাবো না। দণ্ডকাতেও না। ভরতের মঙ্গল হোক। রাম সেখানে সুখে থাকুন।। ৫৯ ।। পদাতিক যোদ্ধারা, হস্তী এবং অশ্বের বন্ধনকারী আরোহীরা স্বাধীনতা পেয়ে এইরকম বলতে লাগলো।। ৬০ ।। ভরতের অনুগামী হাজার হাজার লোক তখন অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উল্লাস করে বলতে লাগলে—এই তো স্বর্গ!।। ৬১ ।। হাজারে হাজারে সৈনিক মালা পরে নাচতে নাচতে, হাসতে হাসতে, গাইতে গাইতে, চারিদিকে ছোটাছুটি করতে লাগলো।। ৬২ ।। অমৃতের মতো স্বাদযুক্ত অন্নভোজন করলেও স্বর্গীয় ভোজ্য দেখে তাদের আবার খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।। ৬৩ ।। সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে

প্রেষ্যাশ্চেটাশ্চ বধ্বশ্চ বলস্থাশ্চাপি সর্বশঃ। বভূবুস্তে ভৃশং প্রীতাঃ সর্বে চাহতবাসসঃ।। ৬৪
কুঞ্জরাশ্চ খরোষ্ট্রাশ্চ গোঽশ্বাশ্চ মৃগপক্ষিণঃ। বভূবুঃ সুভৃতাস্তত্র নাতো হ্যন্যমকল্পয়ন্।। ৬৫
নাশুক্লবাসাস্তত্রাসীৎ ক্ষুধিতো মলিনোঽপি বা। রজসা ধ্বস্তকেশো বা নরঃ কশ্চিদদৃশ্যত।। ৬৬
আজৈশ্চাপি চ বারাহৈর্নিষ্ঠানবরসঞ্চয়ৈঃ। ফলনির্ব্যূহসংসিদ্ধৈঃ সূপৈর্গন্ধ-রসান্বিতৈঃ।। ৬৭
পুষ্পধ্বজবতীঃ পূর্ণাঃ শুক্লস্যান্নস্য চাভিতঃ। দদৃশুর্বিস্মিতাস্তত্র নরা লৌহীঃ সহস্রশঃ।। ৬৮
বভূবুর্বনপার্শ্বেষু কূপাঃ পায়সকর্দমাঃ। তাশ্চ কামদুঘা গাবো দ্রুমাশ্চাসন্ মধুচ্যুতঃ।। ৬৯
বাপ্যো মৈরেয়পূর্ণাশ্চ মৃষ্টমাংসচয়ৈর্বৃতাঃ। প্রতপ্তপিঠরৈশ্চাপি মার্গমায়ূর-কৌক্কুটৈঃ।। ৭০
পাত্রীণাঞ্চ সহস্রাণি স্থালীনাং নিযুতানি চ। ন্যর্বুদানি চ পাত্রাণি শাতকুম্ভময়ানি চ।। ৭১
স্থাল্যঃ কুম্ভ্যঃ করম্ভ্যশ্চ দধিপূর্ণাঃ সুসংস্কৃতাঃ। যৌবনস্থস্য গৌরস্য কপিত্থস্য সুগন্ধিনঃ।। ৭২
হ্রদাঃ পূর্ণা রসালস্য দধ্নঃ শ্বেতস্য চাপরে। বভূবুঃ পায়সস্যান্যে শর্করাণাঞ্চ সঞ্চয়াঃ।। ৭৩
কল্কাংশ্চূর্ণকষায়াংশ্চ স্নানানি বিবিধানি চ। দদৃশুর্ভাজনস্থানি তীর্থেষু সরিতাং নরাঃ।। ৭৪
শুক্লানংশুমতশ্চাপি দন্তধাবনসঞ্চয়ান্। শুক্লাংশ্চন্দনকল্কাংশ্চ সমুদ্গেষ্ববতিষ্ঠতঃ ।। ৭৫
দর্পণান্ পরিমৃষ্টাংশ্চ বাসসাঞ্চাপি সঞ্চয়ান্। পাদুকোপানহং চৈব যুগ্মান্যত্র সহস্রশঃ।। ৭৬
আঞ্জনীঃ কঙ্কতান্ কূর্চাংশ্ছত্রাণি চ ধনূংষি চ। মর্মত্রাণানি চিত্রাণি শয়নান্যাসনানি চ।। ৭৭
প্রতিপানহ্রদান্ পূর্ণান্ খরোষ্ট্র-গজ-বাজিনাম্। অবগাহ্য সুতীর্থাংশ্চ হ্রদান্ সোৎপলপুষ্করান্।
আকাশবর্ণপ্রতিমান্ স্বচ্ছতোয়ান্ সুখাপ্লবান্।। ৭৮
নীলবৈদূর্যবর্ণাংশ্চ মৃদূন্ যবসসঞ্চয়ান্। নির্বাপার্থং পশূনাং তে দদৃশুস্তত্র সর্বশঃ।। ৭৯

যে সব দাসদাসী ও স্ত্রীলোক ছিলো তারা নতুন বস্ত্র পেয়ে অত্যন্ত প্রীত।। ৬৪ ।। হস্তী, গর্দভ, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, মৃগ ও পক্ষীরা সেখানে এতো ভালোভাবে খেয়েছে যে, অন্য কোনো খাবার আর তারা খেলো না।। ৬৫।। ময়লা কাপড়-পরা, ক্ষুধার্ত, মলিনদেহী, ধূলোয় ধূসরিত-চুল—এমন কোনো লোক সেখানে দেখা গেলো না।। ৬৬।। শুভ্র অন্নরাশির হাজার হাজার ধাতুপাত্র চারপাশে ছড়িয়ে আছে। পুষ্পমালার পতাকা ঐ অন্নপাত্রের পাশে উড়ছে। পাত্রগুলিতে রয়েছে ছাগমাংস, বরাহমাংস, উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন, ফলের নির্যাস, সুগন্ধ এবং সুস্বাদু ঝোল। সৈনিকেরা এই দেখে বিস্মিত।। ৬৭-৬৮।। বনের পাশে কূপগুলি পায়সের কর্দমে পূর্ণ। গোরুগুলি সব কামধেনু হয়ে গেছে। গাছগুলি সব মধুক্ষরণ করছিলো।। ৬৯ ।। জলাশয়গুলি মৈরেয় নামক উৎকৃষ্ট মদ্যে পূর্ণ। গরম বাটিগুলো ভালোভাবে রান্না মাংস-সমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ। তাতে পথের ময়ূর এবং মুরগীর মাংসও ছিলো।। ৭০।। সেখানে ছড়িয়ে ছিলো হাজার সোনার ভাতের থালা। ছিলো নিযুত এবং অর্বুদ-সংখ্যক নানান পাত্র।। ৭১।। ছিলো থালা, জলের গ্লাসএবং ভালো দৈ-এ ভরা জালা। ভালো পুষ্ট কদ্‌বেলের গন্ধ তা থেকে ছড়াচ্ছিলো।।৭২।। শুভ্রবর্ণ ঘোলে পূর্ণ ছিলো হ্রদগুলি। কতোগুলিতে পায়স ছিলো। আবার কতোগুলিতে ছিলো চিনির সঞ্চয়।।৭৩।। মানুষেরা নদীর ঘাটে গিয়ে দেখলো, পাত্রে সঞ্চিত রয়েছেআমলকী-চূর্ণাদিযুক্ত নানাবিধ কষায় স্নানীয়-দ্রব্য।।৭৪।। দেখলেন, অগ্রভাগে শ্বেতলোমযুক্ত দন্তধাবন কাষ্ঠ তথা দাঁতন, কৌটায় শ্বেতচন্দনের অনুলেপন *(সমুদ্গক—কৌটো)*।। ৭৫।। পরিষ্কার আয়না, বস্ত্ররাশি, হাজার হাজার খড়ম এবং জুতো, কাজলপাত্র, চিরুণী, চুল-দাড়ি মার্জনের কূর্চ। ছাতা, ধনু, কবচ, সুন্দর-শয্যা এবং আসন সেখানে ছিলো।। ৭৭।। পানীয়ে পূর্ণ হ্রদ, গর্দভ, উষ্ট্র, হস্তী এবং অশ্বের ওঠানামার ঘাট-সমন্বিত স্নানের হ্রদ। সে গুলি ছিলো নীল এবং শ্বেতপদ্মে পূর্ণ। আকাশের মতো নীল এবং স্বচ্ছ। সুখে স্নানযোগ্য ছিলো ঐসকল হ্রদ।। ৭৮।। পশুদের ভোজনের জন্য নীল বৈদূর্যবর্ণ কোমল তৃণরাশি সবদিকে সজ্জিত রয়েছে, তারা দেখলো।।৭৯।। মহর্ষি ভরদ্বাজের দ্বারা ভরতের জন্য স্বপ্নের মতো

ব্যস্ময়ন্ত মনুষ্যাস্তে স্বপ্নকল্পং তদদ্ভুতম্। দৃষ্ট্বাতিথ্যং কৃতং তাদৃগ্ ভরতস্য মহর্ষিণা ।। ৮০
ইত্যেবং রমমাণানাং দেবানামিব নন্দনে। ভরদ্বাজাশ্রমে রম্যে সা রাত্রির্ব্যত্যবর্তত।। ৮১
প্রতিজগ্মুশ্চ তা নদ্যো গন্ধর্বাশ্চ যথাগতম্। ভরদ্বাজমনুজ্ঞাপ্য তাশ্চ সর্বা বরাঙ্গনাঃ।। ৮২
তথৈব মত্তা মদিরোৎকটা নরাস্তথৈব দিব্যাগুরুচন্দনোক্ষিতাঃ।
তথৈব দিব্যা বিবিধাঃ স্রগুত্তমাঃ পৃথগ্বিকীর্ণা মনুজৈঃ প্রমর্দিতাঃ।। ৮৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একনবতিতমঃ সর্গঃ।

ঐরকম অদ্ভুত আতিথ্যের ব্যবস্থা দেখে সকলে বিস্মিত হলো।। ৮০।। দেবতাদের নন্দন কাননের মতো রমণীয় ভরদ্বাজাশ্রমে আনন্দ-উপভোগের মাধ্যমে তাদের রাত গেলো কেটে।।৮১।। ভরদ্বাজের অনুমতি নিয়ে নদী, গন্ধর্ব এবং বরাঙ্গনারা সকলে যেখান থেকে এসেছিলো, সেখানেই চলে গেলো।।৮২।।কিন্তু, ভরতের লোকজন মদিরায় প্রমত্ত হয়ে দিব্য চন্দন এবং অগুরুতে চর্চিত হয়ে সেখানে থেকে গেলো। নানাদিকে ছড়িয়ে রৈলো ফুলের ভালো ভালো মালা। মানুষের পায়ে সেগুলি আবার বিমর্দিত।।৮৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের এক নবতিতম (৯১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ ।।

মুনের্ভরদ্বাজস্য সমীপে প্রত্যাবর্তন-প্রার্থনম্, শ্রীরামস্যাশ্রমং গন্তুং পথনির্দেশ প্রাপ্তিশ্চ, মুনিনা জিজ্ঞাসিতস্য ভরতস্য স্বীয়মাতৃণাং পরিচয়দানম্। তদনন্তরং সুবিশালসেনাবাহিন্যা সহ চিত্রকূটমভি ভরতস্য যাত্রা চ।

ততস্তাং রজনীং ব্যুষ্য ভরতঃ সপরিচ্ছদঃ। কৃতাতিথ্যো ভরদ্বাজং কামাদভিজগাম হ।। ১
তমৃষিঃ পুরুষব্যাঘ্রং প্রেক্ষ্য প্রাঞ্জলিমাগতম্। হুতাগ্নিহোত্রো ভরতং ভরদ্বাজোঽভ্যভাষত।। ২
কচ্চিদত্র সুখা রাত্রিস্তবাস্মদ্বিষয়ে গতা। সমগ্রস্তে জনঃ কচ্চিদাতিথ্যে শংস মেঽনঘ।। ৩
তমুবাচাঞ্জলিং কৃত্বা ভরতোঽভিপ্রণম্য চ। আশ্রমাদুপনিষ্ক্রান্তমৃষিমুত্তমতেজসম্।। ৪
সুখোষিতোঽস্মি ভগবন্ সমগ্রবলবাহনঃ। বলবত্তর্পিতশ্চাহং বলবান্ ভগবংস্ত্বয়া।। ৫
অপেতক্লমসন্তাপাঃ সুভিক্ষাঃ সুপ্রতিশ্রয়াঃ। অপি প্রেষ্যানুপাদায় সর্বে স্মঃ সুসুখোষিতাঃ।। ৬
আমন্ত্রয়েঽহং ভগবন্ কামং ত্বামৃষিসত্তম। সমীপং প্রস্থিতং ভ্রাতুর্মৈত্রেণেক্ষস্ব চক্ষুষা।। ৭

দ্বিনবতিতম (৯২) সর্গ

ভরদ্বাজমুনির কাছে প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা। শ্রীরামের আশ্রমে যাবার পথনির্দেশপ্রাপ্তি। মুনি জিজ্ঞেস করায় ভরতের দ্বারা মায়েদের পরিচয়প্রদান। এবারে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভরতের চিত্রকূটের দিকে যাত্রা।

ভরত সপরিজনে আতিথ্যলাভ ক'রে সেইখানে রাত কাটালেন। সকালে উঠে রামের কাছে যাবার অনুমতি নেবার কামনায় ভরদ্বাজের কাছে এসে উপস্থিত হলেন তিনি।।১।। ঋষি ভরদ্বাজ প্রাতঃকালে নিত্যকরণীয় যজ্ঞ অগ্নিহোত্রাদি সবে শেষ করেছেন।করজোড়ে নরশ্রেষ্ঠ ভরতকে দেখে তিনি বললেন—।।২।। আশ্রমে তোমাদের রাত সুখেই কেটেছে তো? হে পূতচরিত্র নিষ্পাপ শ্রীমন্, তোমার লোকজন সব আতিথ্যে পরিতৃপ্ত তো? আমায় বলো।।৩।। আশ্রম থেকে বাইরে আসা অত্যন্ত তেজস্বী সেই মুনিকে প্রণাম করে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে ভরত বললেন—।।৪।। ভগবন্, সমগ্র সৈন্যবাহিনী এবং বাহনাদি নিয়ে সুখেই আমরা বাস করলাম। আপনি আমাদের বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত করেছেন।।৫।। আমাদের ক্লান্তি এবং সন্তাপ চলে গেছে। ভালো ভোজন হয়েছে। ভালো আশ্রয়ও পেয়েছি। সুখেই আমরা রাত কাটিয়েছি ভৃত্যদেরকে নিয়ে।।৬।। হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, ভগবন্, আমি এখন দাদার কাছে যাবার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছি। স্নেহের দৃষ্টিতে আপনি আমায় বিদায় দিন।।৭।। মহাপ্রাণ, ধর্মজ্ঞ, ধার্মিক রামের আশ্রমে যেতে পথ কোনদিকে বলুন।আর

আশ্রমং তস্য ধর্মজ্ঞ ধার্মিকস্য মহাত্মনঃ। আচক্ষ্ব কতমো মার্গঃ কিয়ানিতি চ শংস মে।। ৮
ইতি পৃষ্টস্তু ভরতং ভ্রাতুর্দর্শনলালসম্। প্রত্যুবাচ মহাতেজা ভরদ্বাজো মহাতপাঃ।। ৯
ভরতার্ধতৃতীয়েষু যোজনেষ্বজনে বনে। চিত্রকূটগিরিস্তত্র রম্যনির্ঝরকাননঃ।। ১০
উত্তরং পার্শ্বমাসাদ্য তস্য মন্দাকিনী নদী। পুষ্পিতদ্রুমসংছন্না রম্যপুষ্পিতকাননা।। ১১
অনন্তরং তৎসরিতশ্চিত্রকূটঞ্চ পর্বতম্। তয়োঃ পর্ণকুটীং তাত তত্র তৌ বসতো ধ্রুবম্।। ১২
দক্ষিণেন চ মার্গেণ সব্য-দক্ষিণমেব চ। গজবাজিসমাকীর্ণাং বাহিনীং বাহিনীপতে।। ১৩
বাহয়স্ব মহাভাগ ততো দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্। প্রয়াণমিতি চ শ্রুত্বা রাজরাজস্য যোষিতঃ।। ১৪
হিত্বা যানানি যানার্হা ব্রাহ্মণং পর্যবারয়ন্। বেপমানা কৃশা দীনা সহ দেব্যা সুমিত্রয়া।। ১৫
কৌসল্যা তত্র জগ্রাহ করাভ্যাং চরণৌ মুনেঃ। অসমৃদ্ধেন কামেন সর্বলোকস্য গর্হিতা।। ১৬
কৈকেয়ী তত্র জগ্রাহ চরণৌ সব্যপত্রপা। তং প্রদক্ষিণমাগম্য ভগবন্তং মহামুনিম্। ১৭
অদূরাদ্ ভরতস্যৈব তস্থৌ দীনমনাস্তদা। তত্র পপ্রচ্ছ ভরতং ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।। ১৮
বিশেষং জ্ঞাতুমিচ্ছামি মাতৃণাং তব রাঘব। এবমুক্তস্তু ভরতো ভরদ্বাজেন ধার্মিকঃ।। ১৯
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বাক্যং বচনকোবিদঃ। যামিমাং ভগবন্ দীনাং শোকানশনকর্শিতাম্।। ২০
পিতুর্হি মহিষীং দেবীং দেবতামিব পশ্যসি। এষা তং পুরুষব্যাঘ্রং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।। ২১
কৌসল্যা সুষুবে রামং ধাতারমদিতির্যথা। অস্যা বামভুজং শ্লিষ্টা যা সা তিষ্ঠতি দুর্মনাঃ।। ২২
ইয়ং সুমিত্রা দুঃখার্তা দেবী রাজ্ঞশ্চ মধ্যমা। কর্ণিকারস্য শাখেব শীর্ণপুষ্পা বনান্তরে।। ২৩
এতস্যাস্তৌ সুতৌ দেব্যাঃ কুমারৌ দেববর্ণিনৌ। উভৌ লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নৌ বীরৌ সত্য-পরাক্রমৌ।। ২৪

কতোটুকুই বা বলুন আমায়।।৮।। এই কথা জিজ্ঞেস করায় মহাতেজস্বী, মহাতেজা ভরদ্বাজ ভ্রাতার দর্শনে সমুৎকণ্ঠিত ভরতকে বললেন—।।৯।। ভরত, নির্জন বনে সাড়ে তিন যোজন দূরে রমণীয় নির্ঝর এবং কানন-সমন্বিত চিত্রকূট পাহাড়।।১০।। তার উত্তর পাশে মন্দাকিনী নদী। পুষ্পিত বড়ো বড়ো বৃক্ষ সেখানে। ছায়া বিস্তার করেছে। রয়েছে সুন্দর কানন। সেগুলি আবার ফুলে-ভরা।। ১১ ।। নদীর অপর পারে চিত্রকূট পর্বত। সেখানেই রাম ও লক্ষ্মণের পর্ণকুটীর। নিশ্চয়ই, বৎস, তাঁরা তাতেই বাস করছেন।। ১২ ।। তুমিই তো এই সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। এই দক্ষিণদিকের পথ ধরে কিছুটা গিয়ে আবার বাঁয়ে গিয়ে দক্ষিণমুখী পথ ধরে হস্তী-অশ্ব-সমাকীর্ণ তোমার বাহিনীকে চালনা করবে। তারপর রামকে দেখতে পাবে।। ১৩½ ।। যাত্রা করতে হচ্ছে শুনে মহারাজের রাণীরা, যাঁরা যানে ছিলেন, তাঁরা তা থেকে নেমে ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজকে ঘিরে দাঁড়ালেন। সুমিত্রাদেবীর সঙ্গে কাঁপতে কাঁপতে কৌশল্যা নেমে এলেন।। ১৩½-১৫ ।। কৌশল্যা দু'হাতে দিয়ে মুনির চরণ দু'টি গ্রহণ করলেন। বিফল-মনোরথা, সর্বজননিন্দিতা কৈকেয়ী অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে মুনির চরণবন্দনা করলেন। তারপর তাঁকে প্রদক্ষিণ করলেন।। ১৬-১৭ ।। তারপর ভরতের কাছে এসে অতি দীনচিত্তে তিনি দাঁড়ালেন। তখন মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্ঞেস করলেন—।। ১৮ ।। হে রঘুবংশধর, তোমার মায়েদের পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে জানতে চাই। ধার্মিক ভরতকে ভরদ্বাজ এই কথা বললেন।। ১৯ ।। বাক্যনিপুণ ভরত করজোড়ে তখন বললেন, ভগবন্, শোকে এবং অনশনে ক্লিষ্টা এই শোচনীয়া যাঁকে দেখছেন...।। ২০ ।। ইনি আমার বাবার প্রধানা মহিষী। তাঁকে আপনি দেবীর মতো দেখবেন। ইনিই সিংহের মতো গতিমান পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে জন্ম দিয়েছেন। অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে জন্ম দিয়ে ছিলেন। ইনিও করেছেন ঠিক তাই। আর এঁর বামবাহু আঁকড়ে ধরে যিনি দুঃখিতচিত্তে দাঁড়িয়ে আছেন...।। ২১-২২ ।। ইনিই রাজার মধ্যমা মহিষী—দুঃখার্তা দেবী সুমিত্রা। বনের মধ্যে ফুল শুকিয়ে যেমন কর্ণিকার তরুর শাখা। তার মতোই তাঁকে দেখাচ্ছে আজ।। ২৩ ।। এঁর দু'টি পুত্র। সেই কুমার দু'জন দেবতার মতো দেখতে। দু'জনেই সত্য আশ্রিত এবং পরাক্রমযুক্ত। বীর ও বটে। তারা হলো লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন।। ২৪ ।। আর যাঁর জন্যে নরশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ মৃত্যুতুল্য কষ্ট পেয়েছেন, রাজা দশরথ

যস্যাঃ কৃতে নরব্যাঘ্রৌ জীবনাশমিতো গতৌ। রাজা পুত্রবিহীনশ্চ স্বর্গং দশরথো গতঃ।। ২৫
ক্রোধনামকৃতপ্রজ্ঞাং দৃপ্তাং সুভগমানিনীম্। ঐশ্বর্যকামাং কৈকেয়ীমনার্যামার্যরূপিণীম্।। ২৬
মমৈতাং মাতরং বিদ্ধি নৃশংসাং পাপনিশ্চয়াম্। যতো মূলং হি পশ্যামি ব্যসনং মহদাত্মনঃ।। ২৭
ইত্যুক্ত্বা নরশার্দূলো বাষ্পগদ্গদয়া গিরা। বিনিঃশ্বস্য স তাম্রাক্ষঃ ক্রুদ্ধো নাগ ইব শ্বসন্।। ২৮
ভরদ্বাজো মহর্ষিস্তং ব্রুবন্তং ভরতং তদা। প্রত্যুবাচ মহাবুদ্ধিরিদং বচনমর্থবিৎ।। ২৯
ন দোষেণাবগন্তব্যা কৈকেয়ী ভরত ত্বয়া। রামপ্রব্রাজনং হ্যেতৎ সুখোদর্কং ভবিষ্যতি।। ৩০
দেবানাং দানবানাঞ্চ ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্। হিতমেব ভবিষ্যদ্ধি রামপ্রব্রাজনাদিহ।। ৩১
অভিবাদ্য তু সংসিদ্ধঃ কৃত্বা চৈনং প্রদক্ষিণম্। আমন্ত্র্য ভরতঃ সৈন্যং যুজ্যতামিতি চাব্রবীৎ।। ৩২
ততো বাজিরথান্ যুক্ত্বা দিব্যান্ হেমবিভূষিতান্। অধ্যারোহৎ প্রয়াণার্থং বহূন্ বহুবিধো জনঃ।। ৩৩
গজকন্যা গজাশ্চৈব হেমকক্ষ্যাঃ পতাকিনঃ। জীমূতা ইব ঘর্মান্তে সঘোষাঃ সম্প্রতস্থিরে।। ৩৪
বিবিধান্যপি যানানি মহান্তি চ লঘূনি চ। প্রযযুঃ সুমহার্হাণি পাদৈরপি পদাতয়ঃ।। ৩৫
অথ যানপ্রবেকৈস্তু কৌসল্যা প্রমুখাঃ স্ত্রিয়ঃ। রামদর্শনকাঙ্ক্ষিণ্যঃ প্রযযুর্মুদিতাস্তদা।। ৩৬
চন্দ্রার্কতরুণাভাসাং নিযুক্তাং শিবিকাং শুভাম্। আস্থায় প্রযযৌ শ্রীমান্ ভরতঃ সপরিচ্ছদঃ।। ৩৭
সা প্রযাতা মহাসেনা গজ-বাজিসমাকুলা। দক্ষিণাং দিশমাবৃত্য মহামেঘ ইবোত্থিতঃ।। ৩৮
বনানি চ ব্যতিক্রম্য জুষ্টানি মৃগপক্ষিভিঃ। গঙ্গায়াঃ পরবেলায়াং গিরিষ্বথ নদীষ্বপি।। ৩৯
সা সম্প্রহৃষ্টদ্বিপবাজিযূথা বিত্রাসয়ন্তী মৃগপক্ষিসঙ্ঘান্।
মহদ্বনং তৎ প্রবিগাহমানা ররাজ সেনা ভরতস্য তত্র।। ৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিনবতিতমঃ সর্গঃ।

পুত্রশোকে স্বর্গে গেছেন...।। ২৫ ।। সেই ক্রোধপরায়ণা, প্রজ্ঞাহীনা, গর্বিতা, সৌভাগ্যমদমত্তা, ঐশ্বর্যলুব্ধা, দেখতে আর্যার মতো কিন্তু আচরণে অনার্যা,...।। ২৬ ।। নিষ্ঠুরা, পাপ-সঙ্কল্পা এই কৈকেয়ীকে আমার মা বলে জানুন। এঁকেই মহাপ্রাণ রামের সকল দুঃখের মূল বলে আমি মনে করি।। ২৭ ।। নরশ্রেষ্ঠ রক্তলোচন ভরত ক্রুদ্ধ সর্পের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাষ্পগদগদকণ্ঠে এই কথা বললেন।।২৮ ।। অর্থবিদ, বিশালবুদ্ধি, মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে এই কথা বলতে দেখে বললেন—।। ২৯ ।। ভরত, এইরকম দোষ করার জন্য তুমি কৈকেয়ীকে নিন্দা কোরো না। রামের এই নির্বাসন পরিণামে সুখজনক হবে *(উদর্কম্—ভাবিকাল)*।।৩০ ।। রামের এই বনবাস থেকে দেবগণের, দানবদের এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিদের কল্যাণ হবে।। ৩১।। ভরত তখন সিদ্ধকাম হয়ে ঋষিকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করে সৈন্যদের ডেকে বললেন, যাত্রার জন্য এবার তৈরী হও।। ৩২ ।। বহুবিধ মানুষ এবার স্বর্ণভূষিত অশ্ব এবং রথযোজনা করে যাত্রার জন্য তাতে আরোহণ করলো।।৩৩ ।। সোনার তৈরী গলবন্ধনযুক্ত এবং পতাকাশোভিত হস্তিনী এবং হস্তীরা গ্রীষ্মশেষের মেঘের মতো গর্জন করতে করতে প্রস্থান করলো।। ৩৪ ।। ছোটো এবং বড়ো মূল্যবান বিভিন্ন রকমের যান চলতে শুরু করলো। পায়ে হাঁটতে লাগলো পদাতিক।।৩৫ ।। এবারে কৌশল্যা-প্রমুখ নারীরা যানে আরোহণ করে রামকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় আনন্দিত হলেন।। ৩৬ ।। চন্দ্র-সূর্যের মতো আভাবিশিষ্ট সুসজ্জিত শিবিকায় আরোহণ করে সপরিজনে শ্রীমান ভরত চলে গেলেন।। ৩৭ ।। হস্তী-অশ্ব-সমন্বিত বিশাল সেনাবাহিনী দক্ষিণদিক আবৃত করে যাত্রা করলো। মনে হচ্ছিলো যেন বিরাট মেঘ উঠেছে।।৩৮ ।। গঙ্গার পশ্চিমতীরে পর্বত এবং নদীর নিকটে পশুপাখী-ভরা বনরাজি অতিক্রম করে তারা চলতে লাগলো।। ৩৯ ।। আনন্দিত হস্তী এবং অশ্ব-সমন্বিত ভরতের সেনাবাহিনী পশুপাখীদের ত্রাস উৎপাদন করে গভীর বনের মধ্য দিয়ে যখন চলছিল তখন বেশ দেখাচ্ছিলো।। ৪০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বিনবতিতম (৯২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ ।।

সেনাবাহিনীভিঃ সহ ভরতস্য চিত্রকূটযাত্রা-বর্ণনম্।

তয়া মহত্যা যাযিন্যা ধ্বজিন্যা বনবাসিনঃ। অর্দিতা যূথপা মত্তাঃ সযূথাঃ সম্প্রদুদ্রুবুঃ।। ১
ঋক্ষাঃ পৃষতমুখ্যাশ্চ রুরবশ্চ সমন্ততঃ। দৃশ্যন্তে বনবাটেষু গিরিষ্বসি নদীষু চ।। ২
সসম্প্রতস্থে ধর্মাত্মা প্রীতো দশরথাত্মজঃ। বৃতো মহত্যা নাদিন্যা সেনয়া চতুরঙ্গয়া।। ৩
সাগরৌঘনিভা সেনা ভরতস্য মহাত্মনঃ। মহীং সংছাদয়ামাস প্রাবৃষি দ্যামিবাম্বুদঃ।। ৪
তুরঙ্গৌঘৈরবততা বারণৈশ্চ মহাবলৈঃ। অনালক্ষ্যা চিরং কালং তস্মিন্ কালে বভূব সা।। ৫
স গত্বা দূরমধ্বানং সম্পরিশ্রান্তবাহনঃ। উবাচ বচনং শ্রীমান্ বসিষ্ঠং মন্ত্রিণাং বরম্।। ৬
যাদৃশং লক্ষ্যতে রূপং যথা চৈব ময়া শ্রুতম্। ব্যক্তং প্রাপ্তাঃ স্ম তং দেশং ভরদ্বাজো যমব্রবীৎ।। ৭
অয়ং গিরিশ্চিত্রকূটস্তথা মন্দাকিনী নদী। এতৎ প্রকাশতে দূরান্নীলমেঘনিভং বনম্।। ৮
গিরেঃ সানূনি রম্যাণি চিত্রকূটস্য সম্প্রতি। বারণৈরবমৃদ্যন্তে মামকৈঃ পর্বতোপমৈঃ।। ৯
মুঞ্চন্তি কুসুমান্যেতে নগাঃ পর্বতসানুষু। নীলা ইবাতপাপায়ে তোয়ং তোয়ধরা ঘনাঃ।। ১০
কিন্নরাচরিতং দেশং পশ্য শত্রুঘ্ন পর্বতে। হয়ৈঃ সমন্তাদাকীর্ণং মকরৈরিব সাগরম্।। ১১
এতে মৃগগণা ভান্তি শীঘ্রবেগাঃ প্রচোদিতাঃ। বায়ুপ্রবিদ্ধাঃ শরদি মেঘজালা ইবাম্বরে।। ১২

ত্রিনবতিতম (৯৩) সর্গ

সেনাবাহিনীসহ ভরতের চিত্রকূটযাত্রা বর্ণনা।

পতাকাশোভিত বিশাল সেই সেনাবাহিনী যখন চলছিলো তখন বনের হস্তীগুলি নিপীড়িত হয়ে দলে দলে ইতস্ততঃ ছুটতে লাগলো।। ১ ।। বনস্থলীতে, পর্বতে ও নদীতীরে ভল্লুক, চিত্রিত হরিণ ও চিহ্নহীন হরিণ গুলিকে ছোটাছুটি করতে দেখা গেলো।। ২ ।। বিশাল চতুরঙ্গ সেনাবাহিনী কোলাহল করে চলছিলো। দশরথপুত্র ধর্মাত্মা ভরত তাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আনন্দে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।।৩ ।। বর্ষাকালে মেঘ যেমন আকাশকে ছেয়ে ফেলে সাগরপ্রবাহের মতো মহাপ্রাণ ভরতের সেনাবাহিনীও সেইরকম পৃথিবীকে ঢেকে ফেললো।।। ৪ ।। বহুসংখ্যক অশ্ব এবং মহাবলশালী হস্তিসমূহের দ্বারা আবৃত হয়ে যাওয়ায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত তখন ভূমি দেখা যাচ্ছিলো না।। ৫ ।। অনেক দূর যাবার পর ভরত দেখলেন যে, বাহনেরা অত্যন্ত ক্লান্ত। তখন তিনি প্রধানমন্ত্রীকে বললেন—।। ৬ ।। এখন যেমন দেখছি, আগে যে রকম শুনেছি এবং ভরদ্বাজ যে রকম বলে দিয়েছেন তাতে বুঝতে পারছি আমরা নির্দিষ্টস্থানে এসে গেছি।। ৭ ।। এই তো চিত্রকূট পর্বত। এই সেই মন্দাকিনী নদী। এই তো নীল মেঘের মতো বন! দূর থেকে দেখা যাচ্ছে।। ৮ ।। চিত্রকূটের সুন্দর সানুদেশগুলি এখন পাহাড়ের মতো দেখতে। আমাদের হাতীগুলির দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছে *(মাটির উঁচু ঢিপি দেখলে হাতী দাঁত দিয়ে আঘাত করতে ভালোবাসে। তাকে বলে "বপ্রক্রীড়া")*।। ৯ ।। গ্রীষ্ম চলে গিয়ে বর্ষা এলে জলধর নীল মেঘগুলো যেমন জলবর্ষণ করে তেমনি পর্বতসানুতে স্থিত তরুরাজি পুষ্পবর্ষণ করছে।। ১০।। ভাই শত্রুঘ্ন, দেখো, পর্বতে কিন্নরদের বাসস্থানগুলি। কুমীরের দ্বারা সাগরের মতো আমাদের অশ্বগুলি দ্বারা এইস্থান সবদিকে সমাকীর্ণ হয়ে গেছে।। ১১ ।। আকাশে শরৎকালে বায়ুর দ্বারা তাড়িত মেঘ যেমন সুন্দর দেখায় তেমনি আমাদের সৈন্যদের দ্বারা বিতাড়িত দ্রুতগামী হরিণগুলিকেও বেশ দেখাচ্ছে।। ১২ ।। ফলক তথা ঢাল নিয়ে সৈনিকেরা চলেছে। সেগুলি মেঘের মতো দেখতে। তারা দাক্ষিণাত্যের লোকেদের মতো নিজেদের মস্তক ফুল দিয়ে সাজিয়ে সুরভিত করেছে *(দাক্ষিণাত্যের মহিলারা*

কুর্বন্তি কুসুমাপীড়ান্ শিরঃসু সুরভীনমী। মেঘপ্রকাশৈঃ ফলকৈর্দাক্ষিণাত্যা নরা যথা।। ১৩
নিষ্কূজমিব ভূত্বেদং বনং ঘোরপ্রদর্শনম্। অযোধ্যেব জনাকীর্ণা সম্প্রতি প্রতিভাতি মে।। ১৪
খুরৈরুদীরিতো রেণুর্দিবং প্রচ্ছাদ্য তিষ্ঠতি। তং বহত্যনিলঃ শীঘ্রং কুর্বন্নিব মম প্রিয়ম্।। ১৫
স্যন্দনাংস্তুরগোপেতান্ সূতমুখ্যৈরধিষ্ঠিতান্। এতান্ সম্পততঃ শীঘ্রং পশ্য শত্রুঘ্ন কাননে।। ১৬
এতান্ বিত্রাসিতান্ পশ্য বর্হিণঃ প্রিয়দর্শনান্। এবমাপততঃ শৈলমধিবাসং পতত্রিণঃ।। ১৭
অতিমাত্রময়ং দেশো মনোজ্ঞঃ প্রতিভাতি মে। তাপসানাং নিবাসোঽয়ং ব্যক্তং স্বর্গপথোঽনঘ।। ১৮
মৃগা মৃগীভিঃ সহিতা বহবঃ পৃষতা বনে। মনোজ্ঞরূপা লক্ষ্যন্তে কুসুমৈরিব চিত্রিতাঃ।। ১৯
সাধু সৈন্যাঃ প্রতিষ্ঠন্তাং বিচিন্বন্তু চ কাননম্। যথা তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ দৃশ্যেতে রাম-লক্ষ্মণৌ।। ২০
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা পুরুষাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ। বিবিশুস্তদ্বনং সূরা ধূমাগ্রং দদৃশুস্ততঃ।। ২১
তে সমালোক্য ধূমাগ্রমূচুর্ভরতমাগতাঃ। নামনুষ্যে ভবত্যগ্নির্ব্যক্তমত্রৈব রাঘবৌ।। ২২
অথ নাত্র নরব্যাঘ্রৌ রাজপুত্রৌ পরন্তপৌ। অন্যে রামোপমাঃ সন্তি ব্যক্তমত্র তপস্বিনঃ।। ২৩
তচ্ছ্রুত্বা ভরতস্তেষাং বচনং সাধুসম্মতম্। সৈন্যানুবাচ সর্বাংস্তানমিত্রবলমর্দনঃ।। ২৪
যত্তা ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু নেতো গন্তব্যমগ্রতঃ। অহমেব গমিষ্যামি সুমন্ত্রো ধৃতিরেব চ।। ২৫
এবমুক্তাস্ততঃ সৈন্যাস্তত্র তস্থুঃ সমন্ততঃ। ভরতো যত্র ধূমাগ্রং তত্র দৃষ্টিং সমাদধৎ।। ২৬
ব্যবস্থিতা যা ভরতেন সা চমুনিরীক্ষমাণাপি চ ভূমিমগ্রতঃ।
বভূব হৃষ্টা নচিরেণ জানতী প্রিয়স্য রামস্য সমাগমং তদা।। ২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিনবতিতমঃ সর্গঃ।

শ্রেণী ও বয়োনির্বিশেষে এখনও ফুল দিয়ে সাজেন)।। ১৩ ।। এই ভীষণদর্শন অরণ্য ছিলো নিস্তব্ধ। এখন আমাদের লোকজনে ভরে যাওয়ায় অযোধ্যার মতো মনে হচ্ছে।। ১৪ ।। ঘোড়ার খুরের ধূলো উঠে আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সত্বর প্রবাহিত হয়ে আমাদের সন্তুষ্ট করার জন্যই বায়ু যেন সেই ধূলিরাশিকে অপসারিত করছে।। ১৫ ।। শত্রুঘ্ন, দেখো, প্রধান সারথিদের দ্বারা অধিষ্ঠিত দ্রুতগামী অশ্বযোজিত রথগুলো বনের মধ্যে কেমন দ্রুতগতিতে এসে পড়ছে।। ১৬ ।। দেখো, ভয় পেয়ে সুন্দর ময়ূরেরা পাখীদের বাসস্থান এই পর্বতেই ছুটে আসছে।। ১৭ ।। এই স্থান অতি সুন্দর বলে আমার মনে হচ্ছে। তপস্বীরা এখানে বাস করেন। হে নিষ্পাপ, এইটিই স্বর্গের পথ।। ১৮ ।। বনে হরিণগুলি চিত্রিতা হরিণীদের সঙ্গে মিলে বিহার করছে। সুন্দর চিত্রিতা হরিণীগুলিকে যেন ফুল দিয়ে সাজানো মনে হচ্ছে।। ১৯।। যেখানে নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণকে দেখা যায় সৈনিকেরা ভালোভাবে ঘুরে দেখুক। সেইস্থান খুঁজে বের করুক।। ২০।। ভরতের কথা শুনে শস্ত্রধারী-পুরুষেরা বনে প্রবেশ করলো। ধোঁয়ার শিখা দেখতে পেলো সেই বীরেরা।। ২১।। ধূমশিখা দেখে এসে ভরতকে তারা বললো, মানুষ না থাকলে আগুন দেখা যেতে পারে না। মনে হয়, ঐখানেই রঘুকুমার দু'জন আছেন।। ২২ ।। যদি নরশ্রেষ্ঠ, বীর, রাজকুমার দু'জন নাও থাকেন, তাহলে রামের মতো অন্য তপস্বীরা নিশ্চয়ই থাকবেন *(তাহলে তাঁদের কাছেই রামের সন্ধান মিলতে পারে)*।। ২৩ ।। শত্রুসৈন্যমর্দনকারী ভরত তাদের সঙ্গত কথা শুনে সৈন্যসমূহকে বললেন—।।২৪।। তোমরা এখানে থাকো। আর সামনে যেয়ো না। আমি, সুমন্ত্র আর মন্ত্রী ধৃতি যাবো।। ২৫ ।। তাঁর কথামতো সৈন্যেরা সেখানে চারদিকে অবস্থান করলো। ধূমের শিখা যেদিকে ভরত সেদিকে দৃষ্টিপাত করলেন।।২৬।। ভরতের আদেশে সেনাবাহিনী সেখানে অবস্থান করলেও সামনের দিকে তাকাতে লাগলো। প্রিয় রামের সঙ্গে অচিরেই তাদের মিলন হবে এই ভেবে তারা পুলকিত হলো।। ২৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ত্রিনবতিতম (৯৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ ।।

সীতাদেব্যাঃ সমীপে শ্রীরামেণ চিত্রকূটস্য শোভাপ্রদর্শনম্।

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবরপ্রিয়ঃ। বৈদেহ্যাঃ প্রিয়মাকাঙ্ক্ষন্ স্বঞ্চ চিত্তং বিলোভয়ন্।। ১
অথ দাশরথিশ্চিত্রং চিত্রকূটমদর্শয়ৎ। ভার্যামমরসঙ্কাশঃ শচীমিব পুরন্দরঃ।। ২
ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ। মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্।। ৩
পশ্যেমমচলং ভদ্রে নানাদ্বিজগণাযুতম্। শিখরৈঃ খমিবোদ্বিদ্ধৈর্ধাতুমদ্ভির্বিভূষিতম্।। ৪
কেচিদ্ রজতসঙ্কাশাঃ কেচিৎ ক্ষতজসন্নিভাঃ। পীত-মাঞ্জিষ্ঠবর্ণাশ্চ কেচিন্মণিবরপ্রভাঃ।। ৫
পুষ্পার্ক-কেতকাভাশ্চ কেচিজ্জ্যোতীরস প্রভাঃ। বিরাজন্তেঽচলেন্দ্রস্য দেশা ধাতুবিভূষিতাঃ।। ৬
নানামৃগগণৈর্দ্বীপিতরক্ষ্বৃক্ষগণৈর্বৃতঃ। অদুষ্টৈর্ভাত্যয়ং শৈলো বহুপক্ষিসমাকুলঃ।। ৭
আম্রজম্ব্বসনৈর্লোধ্রৈঃ প্রিয়ালৈঃ পনসৈর্ধবৈঃ। অঙ্কোলৈর্ভব্যতিনিশৈর্বিল্বতিন্দুকবেণুভিঃ।। ৮
কাশ্মর্যারিষ্টবরণৈর্মধূকৈস্তিলকৈরপি। বদর্যামলকৈর্নীপৈর্বেত্রেধন্বনবীজকৈঃ।। ৯
পুষ্পবদ্ভিঃ ফলোপেতৈশ্ছায়াবদ্ভির্মনোরমৈঃ। এবমাদিভিরাকীর্ণঃ শ্রিয়ং পুষ্যত্যয়ং গিরিঃ।। ১০
শৈলপ্রস্থেষু রম্যেষু পশ্যেমান্ কামহর্ষণান্। কিন্নরান্ দ্বন্দ্বশো ভদ্রে রমমাণান্ মনস্বিনঃ।। ১১

চতুর্নবতিতম (৯৪) সর্গ

সীতাদেবীর কাছে শ্রীরামের চিত্রকূটের শোভাপ্রদর্শন।

রাম পর্বত ভালোবাসতেন। সীতার প্রীতি-সম্পাদন এবং নিজের চিত্তবিনোদনের জন্য সেই পর্বতে তাই অনেকদিন ধরে বাস করছিলেন *(প্রকৃতি-প্রেম সংস্কৃত কবিদের বৈশিষ্ট্য। তাই রামসীতার নিসর্গ-প্রীতি বর্ণিত হচ্ছে। কালিদাস-ভবভূতিতে এর পরিণতি। বেদ উপনিষদেও এর প্রভূত নিদর্শন মেলে। সংস্কৃতসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্য প্রীতি। স্রষ্টা যে পরম সুন্দর! তিনিই তো বিশ্বভুবনে বিলসিত)*।। ১ ।। ইন্দ্রের শচীদেবীকে দেখাবার মতো দশরথনন্দন দেবতুল্য রাম পত্নী সীতাকে সুন্দর চিত্রকূট দেখালেন।। ২ ।। কল্যাণি, এই সুন্দর শৈলটি দেখার ফলে রাজ্য হারাবার বা আত্মজন বিয়োগের জন্য আমার মনে কোনো কষ্ট হচ্ছে না।। ৩ ।। ভদ্রে, চলো, এই শৈলটি আমরা দেখি। নানাধরনের পাখীতে এটি পূর্ণ। চূড়াগুলি যেন আকাশকে বিদ্ধ করছে। নানা ধাতুর দ্বারা চূড়াগুলি রঞ্জিত *(পাহাড়ে নানারঙের ধাতু মাটিতে মেশানো থাকে। সূর্যের আলোতে সেগুলি চকচক করে)*।। ৪ ।। চূড়াগুলির কিছু কিছু রূপোর মতো। কোনো চূড়া রক্তের মতো লাল। কতোগুলি আবার হলুদ। কোনোগুলি মঞ্জিষ্ঠা লতার মতো। রক্তবর্ণ। আবার শ্রেষ্ঠমণির মতো সমুজ্জ্বল কতোগুলি।। ৫ ।। এই শৈলরাজের কোনো স্থান ফুলের পরাগের মতো বর্ণবিশিষ্ট। কোথাও দেখা যাচ্ছে কেতক-কুসুমের আভা। কোথাও বা জ্যোতির দীপ্তি। নানাবিধ ধাতুতে বিশেষভাবে ভূষিত এর বিভিন্ন অঞ্চল।। ৬ ।। এই পাহাড়ে রয়েছে নানাবিধ হরিণ। বড়ো বাঘ। তরক্ষু তথা নেক্‌ড়ে বাঘ। ঋক্ষ তথা ভল্লুক। তারা সব শান্ত স্বভাব। বহুধরনের পাখীতেও ভরা এই চিত্রকূট *(দ্বীপ+ তরক্ষু + ঋক্ষ = বড় বাঘ + নেকড়ে বাঘ + ভল্লুক)*।। ৭ ।। এই পর্বতে রয়েছে আম, জাম, অসন, লোধ্র, প্রিয়াল, কাঁঠাল, ধব, অঙ্কোল, ভব্য, তিনিশ, বেল, তিন্দুক, বেণু প্রভৃতি বৃক্ষ *(অসন—সর্জ। ধব—কর্পূর। ভব্য—অতসী। তিন্দুক—গাব। বেণু—বাঁশ)*।। ৮ ।। আরো আছে কাশ্মর্য *(কুঙ্কুম)*, নিম, বাণ, মধুক, তিলক, কুল, আমলকী, কদম্ব, বেত্র, ইন্দ্রজব ও দাড়িম্ব গাছ *(ধন্বন—বকুল। বীজক—ডালিম)*।। ৯ ।। ফলে ফুলে-ভরা গাছগুলি মনোরম ছায়াবিস্তার করে দাঁড়িয়ে। এদের দ্বারা আকীর্ণ হওয়ায় পাহাড়টি বিশেষ শোভা ধারণ করেছে।। ১০ ।। কল্যাণি, দেখো, শৈলের সুন্দর সানুদেশে কিন্নরেরা কামভাবের উদ্দীপনে হৃষ্ট। মনস্বী তারা যুগলভাবে বিহার করছে।। ১১ ।। দেখো, এই রমণীয় ক্রীড়াস্থলে কিন্নরদের অসি এবং বিদ্যাধর

শাখারসক্তান্ খঙ্গাংশ্চ প্রবরাণ্যম্বরাণি চ। পশ্য বিদ্যাধরস্ত্রীণাং ক্রীডোদ্দেশান্ মনোরমান্।। ১২
জলপ্রপাতৈরুদ্ভেদৈর্নিষ্পন্দৈশ্চ ক্বচিৎ ক্বচিৎ। স্রবদ্ভির্ভাত্যয়ং শৈলঃ স্রবন্মদ ইব দ্বিপঃ।। ১৩
গুহাসমীরণো গন্ধান্ নানাপুষ্পভবান্ বহূন্। ঘ্রাণতর্পণমভ্যেত্য কং নরং ন প্রহর্ষয়েৎ।। ১৪
যদীহ শরদোঽনেকাস্ত্বয়া সার্ধমনিন্দিতে। লক্ষ্মণেন চ বৎস্যামি ন মাং শোকঃ প্রধর্ষ্যতি।। ১৫
বহুপুষ্পফলে রম্যে নানাদ্বিজগণাযুতে। বিচিত্রশিখরে হ্যস্মিন্ রতবানস্মি ভামিনি।। ১৬
অনেন বনবাসেন মম প্রাপ্তং ফলদ্বয়ম্। পিতুশ্চানৃণ্যতা ধর্মে ভরতস্য প্রিয়ং তথা।। ১৭
বৈদেহি রমসে কচ্চিচ্চিত্রকূটে ময়া সহ। পশ্যন্তী বিবিধান্ ভাবান্ মনোবাক্কায়সম্মতান্।। ১৮
ইদমেবামৃতং প্রাহূ রাজ্ঞি রাজর্ষয়ঃ পরে। বনবাসং ভবার্থায় প্রেত্য মে প্রপিতামহাঃ।। ১৯
শিলাঃ শৈলস্য শোভন্তে বিশালাঃ শতশোঽভিতঃ। বহুলা বহুলৈর্বর্ণৈর্নীল-পীতসিতারুণৈঃ।। ২০
নিশি ভান্ত্যচলেন্দ্রস্য হুতাশনশিখা ইব। ঔষধ্যঃ স্বপ্রভালক্ষ্ম্যা ভ্রাজমানাঃ সহস্রশঃ।। ২১
কেচিৎ ক্ষয়নিভা দেশাঃ কেচিদুদ্যানসন্নিভাঃ। কেচিদেকশিলা ভান্তি পর্বতস্যাস্য ভামিনি।। ২২
ভিত্ত্বেব বসুধাং ভাতি চিত্রকূটঃ সমুত্থিতঃ। চিত্রকূটস্য কূটোঽয়ং দৃশ্যতে সর্বতঃ শুভঃ।। ২৩
কুষ্ঠ-স্থগর-পুন্নাগ-ভূর্জপত্রোত্তরচ্ছদান্। কামিনাং স্বাস্তরান্ পশ্য কুশেশয়দলাযুতান্।। ২৪
মৃদিতাশ্চাপবিদ্ধাশ্চ দৃশ্যন্তে কমলস্রজঃ। কামিভির্বনিতে পশ্য ফলানি বিবিধানি চ।। ২৫
বস্বৌকসারাং নলিনীমতীত্যৈবোত্তরান্ কুরূন্। পর্বতশ্চিত্রকূটোঽসৌ বহুমূল-ফলোদকঃ।। ২৬
ইমং তু কালং বনিতে বিজহ্রিবাংস্ত্বয়া চ সীতে সহ লক্ষ্মণেন।
রতিং প্রপৎস্যে কুলধর্মবর্ধিনীং সতাং পথি স্বৈর্নিয়মৈঃ পরৈঃ স্থিতঃ।। ২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্নবতিতমঃ সর্গঃ।

রমণীদের সুন্দর বসনগুলি গাছের ডালে রাখা আছে।। ১২ ।। মাটি ভেদ করে নানান জায়গায় জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। কোথাও একেবারে নীরবতা! এই পাহাড়কে জলধারার শব্দে মদমত্ত হস্তীর মতো মনে হচ্ছে।। ১৩ ।। গুহা থেকে প্রবাহিত হচ্ছে সমীরণ। নানা পুষ্পের গন্ধে সেই বায়ু সুরভিত। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করে কোন্ মানুষকেই তা আনন্দিত না করছে!।। ১৪ ।। হে সুন্দরি, তোমার এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে আমি যদি এখানে অনেক বৎসর কাটিয়ে দিই তবুও শোক আমাকে বিপর্যস্ত করতে পারবে না।। ১৫ ।। ফলে-ফুলে রমণীয়, নানাজাতের পাখীতে পরিপূর্ণ, এই বিচিত্র শিখরে বাস করে, হে সুন্দরি, আমি পরম আনন্দে আছি।। ১৬ ।। এই বনবাসে দু'টি ফল লাভ করেছি। সত্যপালনের দ্বারা বাবার ঋণমুক্তি আর ভরতের প্রীতি-সম্পাদন।। ১৭ ।। বিদেহ রাজপুত্রি সীতে, এই চিত্রকূটে তুমি আমার সঙ্গে মন, রাজ্য বাক্য এবং শরীরের অনুকূল দৃশ্যসমূহ দেখে আনন্দলাভ করছো তো?।। ১৮ ।। অন্য রাজর্ষিরা বলেছেন, এইভাবে বনবাস অমৃতস্বরূপ। আমার প্রপিতামহগণ বলেছেন, পরলোকেরও কল্যাণের জন্য হলো এই বনবাস।। ১৯ ।। এই পর্বতের নীল, পীত, শুভ্র এবং অরুণবর্ণের বিশাল শিলাখণ্ডসমূহ এদিক ওদিক শ'য়ে শ'য়ে ছড়িয়ে আছে।। ২০ ।। ঔষধীগুলি হাজারে হাজারে নিজেদের দীপ্তির সৌন্দর্যে জ্বলজ্বল করছে। রাত্রে পাহাড়ের ওপরে অগ্নিশিখার মতো তাদের দেখায়।। ২১ ।। সুন্দরি, দেখো, পর্বতটির কোনো স্থান ঘরের মতো। কোথাও বা বাগানের মতো। আবার কোথাও বা তা এক বিরাট প্রস্তর খণ্ড।। ২২।। চিত্রকূট যেন বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। শিখর দেখলে মনে হয় সর্বপ্রকারে মঙ্গলময়।। ২৩।। ঐ দেখো, শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম, পুন্নাগ এবং ভূর্জপত্রের আচ্ছাদনে কামীদের জন্য শয্যা আস্তৃত। পদ্মের পাঁপড়ি দিয়ে তার চাদর তৈরী করা হয়েছে।। ২৪ ।। কামীদের উপভোগে মর্দিত এবং পরে পরিত্যক্ত হয়ে ছড়িয়ে আছে পদ্মের মালাসমূহ। ছড়িয়ে আছে তাদের ভুক্তাবশিষ্ট বিভিন্ন ধরনের ফল।। ২৫।। বহুবিধ ফলমূল ও জলে পূর্ণ এই চিত্রকূটপর্বত কুবেরের অলকা। পদ্ম-সৌন্দর্যে উত্তর কুরুকেও যেন নিজের সৌন্দর্যে অতিক্রম করেছে।। ২৬।। প্রিয়ে সীতা, এই চৌদ্দ বৎসরকাল তোমার ও লক্ষ্মণের সঙ্গে আমি চিত্রকূটে থেকে সজ্জনদের পথে, তাঁদের নিয়মে চলে আনন্দলাভ করবো। এইভাবে বংশ ও ধর্মের গৌরববর্ধনের দ্বারা সুখ লাভ করতে পারবো।।২৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের চতুর্নবতিতম (৯৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ ।।

সীতাসমীপে রামেণ মন্দাকিন্যাঃ শোভায়া বর্ণনম্

অথ শৈলাদ্ বিনিষ্ক্রম্য মৈথিলীং কোসলেশ্বরঃ। অদর্শয়চ্ছুভজলাং রম্যাং মন্দাকিনীং নদীম্।। ১
অব্রবীচ্চ বরারোহাং চন্দ্রচারুনিভাননাম্। বিদেহরাজস্য সুতাং রামো রাজীবলোচনঃ।। ২
বিচিত্রপুলিনাং রম্যাং হংস-সারসসেবিতাম্। কুসুমৈরুপসম্পন্নাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্।। ৩
নানাবিধৈস্তীররুহৈর্বৃতাং পুষ্প-ফলদ্রুমৈঃ। রাজন্তীং রাজরাজস্য নলিনীমিব সর্বতঃ।। ৪
মৃগযূথনিপীতানি কলুষাম্ভাংসি সাম্প্রতম্। তীর্থানি রমণীয়ানি রতিং সংজনয়ন্তি মে।। ৫
জটাজিনধরাঃ কালে বল্কলোত্তরবাসসঃ। ঋষয়স্ত্ববগাহন্তে নদীং মন্দাকিনীং প্রিয়ে।। ৬
আদিত্যমুপতিষ্ঠন্তে নিয়মাদূর্ধ্ববাহবঃ। এতে পরে বিশালাক্ষি! মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।। ৭
মারুতোদ্ধূতশিখরৈঃ প্রনৃত্ত ইব পর্বতঃ। পাদপৈঃ পুষ্পপত্রাণি সৃজদ্ভিরভিতো নদীম্।। ৮
ক্বচিন্মণিনিকাশোদাং ক্বচিৎ পুলিনশালিনীম্। ক্বচিৎ সিদ্ধজনাকীর্ণাং পশ্য মন্দাকিনীং নদীম্।। ৯
নির্ধূতান্ বায়ুনা পশ্য বিততান্ পুষ্পসঞ্চয়ান্। পোপ্লূয়মানানপরান্ পশ্য ত্বং তনুমধ্যমে।। ১০

পঞ্চনবতিতম (৯৫) সর্গ

সীতার কাছে রামের মন্দাকিনীর শোভাবর্ণনা।

কোশলপতি রাম এবার পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসে মিথিলাদুহিতা সীতাকে পবিত্রসলিলা রমণীয়া মন্দাকিনী নদী দেখালেন।। ১ ।। রামের চোখ ছিলো পদ্মের মতো সুন্দর। সীতার মুখটি চন্দ্রের মতো মনোহর। বিদেহরাজকন্যা সুন্দরী সীতাকে রাম বললেন—।। ২ ।। দেখো, মন্দাকিনীনদী কী সুন্দর! দুইতীরে তার পুষ্পরাশি বিকশিত। সুন্দর তার তীরভূমি। হংস এবং সারস তাতে খেলা করছে।।৩ ।। নানাবিধ ফুল এবং ফলের গাছে তার তীর সমাচ্ছন্ন। রাজরাজ তথা কুবেরের পদ্মসরোবরের মতো এখানে এই নদী শোভা পাচ্ছে।। ৪ ।। জোড়ায় জোড়ায় হরিণ সবেমাত্র জল খেয়ে যাওয়ায় ঘোলা হয়ে গেছে ঘাটের জল। তবুও সুন্দর ঘাটগুলি দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে।। ৫ ।। প্রিয়ে, ঐ দেখো ঋষিরা জটাধারণ করেছেন। পরেছেন মৃগচর্ম। আর বল্কলকে নিয়েছেন চাদর করে। তাঁরা কেমন যথাকালে মন্দাকিনীনদীতে স্নান করছেন *(ভারতে কোমরের নীচে একটি কাপড় পরা হয়। তাকে বলে অধোবাস। কোমরের ওপরে চাদর বা উত্তরীয় ছাড়া চলা সামাজিক অভদ্রতা। তাই ধর্মকর্মেও উত্তরীয় না থাকলে পূজা-পাঠাদি করা যায় না। তাই নির্বিলাসী ঋষিরাও উত্তরীয় পরেছেন। বিলাসত্যাগের জন্য তা হলো বল্কলের)*।। ৬ ।। হে সুলোচনে, ঐ দেখো, মুনিরা ব্রতপরায়ণ হয়ে শাস্ত্রীয়নিয়ম মেনে বাহু ঊর্ধ্বে প্রসারিত করে সূর্যদেবকে অর্চনা করছেন *(প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যাবন্দনা করার সময় ঊর্ধ্ববাহু হয়ে সূর্যের বন্দনা করাকে বলে "সূর্যোপস্থান"। উপস্থান—বন্দনা। পরব্রহ্মের সর্বাধিক প্রত্যক্ষরূপ হলেন সূর্য। স্থাবর—জঙ্গমের সবকিছুর তিনিই হলেন প্রাণের উৎস, আলোর উৎস এবং আত্মা। তাই সূর্য-সাধনার ধারা বেদ থেকে আজ পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বর্তমান প্রগতির যুগেও সৌরশক্তির দ্বারাই বাস্তবজীবনকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস চলেছে। বর্তমান বিজ্ঞানও স্বীকার করে নিয়েছে সূর্য হচ্ছেন অনন্ত শক্তির আধার)*।। ৭ ।। নদীর দুই তীরে রয়েছে পুষ্পে-পত্রে সুসজ্জিত তরুরাজি। পর্বতশিখরে অনেক বৃক্ষ রয়েছে। বায়ুভরে তারা কাঁপছে। মনে হচ্ছে চিত্রকূটপর্বত যেন আজ আনন্দে নৃত্ত করছে *(ভাবাশ্রয়ং নৃত্যম্—নৃত্য—অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা কোনো বিশেষ ভাবকে সূচিত করা। নৃত্তম্ তাল-লয়াশ্রিতম্। নৃত্ত-বাদ্যের তালে তালে কেবল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন। পাহাড় তো জড়! ভাবের অভিব্যক্তির অবকাশ নেই। তাই এখানে নৃত্ত। নৃত্য নয়)*।। ৮ ।। দেখো, নদীর জল কোথাও মণির মতো স্বচ্ছ। কোথাও বা নদীটি পুলিনযুক্তা। কোথাও কোথাও তার তীর সিদ্ধজনেদের দ্বারা আকীর্ণ।।৯ ।। আরো দেখো, বাতাস কেমন জলের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে পুষ্পরাশি। সুন্দরি, দেখো, জলের মধ্যে কোথাও কোথাও ফুলগুলি কেমন ঘুরপাক খাচ্ছে। ডুবছে। উঠছে।। ১০ ।। হে কল্যাণি, মধুরনিনাদী চক্রবাক্

পশ্যৈতদ্ বল্গুবচসো রথাঙ্গাহ্বয়না দ্বিজাঃ। অধিরোহন্তি কল্যাণি নিজন্তঃ শুভা গিরঃ।। ১১
দর্শনং চিত্রকূটস্য মন্দাকিন্যাশ্চ শোভনে। অধিকং পুরবাসাচ্চ মন্যে তব চ দর্শনাৎ।। ১২
বিধূতকল্মষৈঃ সিদ্ধৈস্তপো-দম-শমান্বিতৈঃ। নিত্যবিক্ষোভিতজলাং বিগাহস্ব ময়া সহ।। ১৩
সখীবচ্চ বিগাহস্ব সীতে মন্দাকিনীং নদীম্। কমলান্যবমজ্জন্তী পুষ্করাণি চ ভামিনি।। ১৪
ত্বং পৌরজনবদ্ ব্যালানযোধ্যামিব পর্বতম্। মন্যস্ব বনিতে নিত্যং সরযূবদিমাং নদীম্।। ১৫
লক্ষ্মণশ্চৈব ধর্মাত্মা মন্নিদেশে ব্যবস্থিতঃ। ত্বঞ্চানুকূলা বৈদেহি প্রীতিং জনয়তী মম।। ১৬
উপস্পৃশংস্ত্রিষবণং মধু-মূল-ফলাশনঃ। নাযোধ্যায়ৈ ন রাজ্যায় স্পৃহয়ে চ ত্বয়া সহ।। ১৭
ইমং হি রম্যাং গজযূথলোডিতাং নিপীততোয়াং গজ-সিংহ-বানরৈঃ।
সুপুষ্পিতাং পুষ্পভরৈরলঙ্কৃতাং নমোঽস্তি যঃ স্যান্ন গতক্লমঃ সুখী।। ১৮
ইতীব রামো বহু সঙ্গতং বচঃ প্রিয়াসহায়ঃ সরিতং প্রতি ব্রুবন্।
চচার রম্যং নয়নাঞ্জনপ্রভং স চিত্রকূটং রঘুবংশবর্ধনঃ।। ১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চনবতিতমঃ সর্গঃ।

পাখীগুলি মধুর কূজন করতে করতে পবিত্র পর্বতে আরোহণ করছে।। ১১ ।। হে সুন্দরি, অযোধ্যানগরীতে বাস এবং তোমাকে দর্শনের চেয়েও বেশী সুখকর মনে করছি এই চিত্রকূট এবং মন্দাকিনীর দর্শন।। ১২।। তপস্যা, ইন্দ্রিয়দমন এবং প্রশান্তচিত্তসম্পন্ন নিষ্পাপ সিদ্ধেরা এর জলে নিত্য অবগাহন করেন। এসো, আমার সঙ্গে তুমিও এতে স্নান করো।। ১৩ ।। সুন্দরি, সীতে, রক্তপদ্ম এবং শ্বেতপদ্মসমূহ সখীর মতো ডুবিয়ে দিয়ে এই মন্দাকিনীনদীতে তুমি অবগাহন করো *(মন্দাকিনীতে দু'ধরনের পদ্ম ফুটেছে প্রভৃত। সীতা ভালোভাবে স্নান করতে গেলে তার কতোগুলি জলের ধাক্কায় ডুবে যাবে। নদী যেন তাঁর সখী। তাই, এই ফুল ছোঁড়াছুঁড়ি করে যেন তিনি তার সঙ্গে জলক্রীড়া করছেন। কবিকল্পনার ঐশ্বর্য লক্ষণীয়)*।। ১৪ ।। সুন্দরি, এখানকার হিংস্র জন্তুদের অযোধ্যার পুরবাসী, পর্বতকে অযোধ্যা এবং এই মন্দাকিনীনদীকে সরযূর মতোই মনে করো।। ১৫ ।। ধর্মপ্রাণ লক্ষ্মণ আমার আদেশ পালনে অবহিত হয়ে অবস্থান করছে। বৈদেহি, তুমিও অনুকূল থেকে আমার প্রীতি উৎপাদন করছো।। ১৬ ।। তোমার সঙ্গে তিনবেলা সন্ধ্যা-বন্দনা করে মধু, মূল এবং ফল খেয়ে না অযোধ্যার জন্য, না রাজ্যের জন্য আমি আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করি না *(ত্রিষবণ—তিনবেলা সোমলতার রস আহুতি দিয়ে যজ্ঞ তথা উপাসনা)*।। ১৭ ।। মন্দাকিনীনদীতে জোড়ায় জোড়ায় হস্তী এসে জলক্রীড়ায় জলরাশিকে আন্দোলিত করে। হস্তী, সিংহ, বানরেরা এই নদীর জল পান করে। পুষ্পরাশির দ্বারা সুশোভিত রমণীয় এই নদীতে স্নান করে ক্লান্তি দূর করে সুখী হয় না এমন লোক নেই।। ১৮ ।। রঘুবংশবর্ধন রাম মন্দাকিনী নদীকে নিয়ে এরকম বহু সঙ্গত কথা বলতে বলতে চোখের কাজলের মতো শ্যামল-সুন্দর চিত্রকূটপর্বতে প্রিয় পত্নী সীতাকে নিয়ে বিচরণ করতে লাগলেন।। ১৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের পঞ্চনবতিতম (৯৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ ।।

বন্যজন্তূনাং পলায়নকারণমনুসন্ধাতুং লক্ষ্মণং প্রতি শ্রীরামস্যাদেশঃ, বিশালশালবৃক্ষমারুহ্য ভরতস্য সেনা দৃষ্ট্বা তং প্রতি লক্ষ্মণস্য ভ্রান্ত-বুদ্ধিঃ, রামসমীপে স্বস্য ক্রোধপূর্ণ-মনোভাবজ্ঞাপনঞ্চ।

তাং তদা দর্শয়িত্বা তু মৈথিলীং গিরিনিম্নগাম্। নিষসাদ গিরিপ্রস্থে সীতাং মাংসেন ছন্দয়ন্।। ১

ষণ্ণবতিতম (৯৬) সর্গ

বন্যজন্তুদের পলায়নের কারণ অনুসন্ধানের জন্য লক্ষ্মণের প্রতি শ্রীরামের আদেশ। বিশাল বৃক্ষে আরোহণ করে ভরতের সেনা দেখে লক্ষ্মণের ভুল ধারণা। রামের কাছে নিজের ক্রোধপূর্ণ মনোভাব-জ্ঞাপন।

রাম একদিন গিরিনদী মন্দাকিনী দেখিয়ে নানাবিধ মাংসের দ্বারা সীতাকে সন্তুষ্ট করে পর্বতের শিলায় উপবেশন করলেন।। ১ ।। এই মাংস পবিত্র, স্বাদু, আগুনে ভালোভাবে পাক করা—এই কথা বলতে বলতে

ইদং মেধ্যমিদং স্বাদু নিষ্টপ্তমিদমগ্নিনা। এবমাস্তে স ধর্মাত্মা সীতয়া সহ রাঘবঃ।। ২
তথা তত্রাসতস্তস্য ভরতস্যোপযায়িনঃ। সৈন্যরেণুশ্চ শব্দশ্চ প্রাদুরাস্তাং নভস্পৃশৌ।। ৩
এতস্মিন্নন্তরে ত্রস্তঃ শব্দেন মহতা ততঃ। অর্দিতা যূথপা মত্তাঃ সযূথাদ্ দুদ্রুবুর্দিশঃ।। ৪
স তং সৈন্যসমুদ্ভূতং শব্দং শুশ্রাব রাঘবঃ। তাংশ্চ বিপ্রদ্রুতান্ সর্বান্ যূথপানন্ববৈক্ষত।। ৫
তাংশ্চ বিপ্রদ্রুতান্ দৃষ্ট্বা তঞ্চ শ্রুত্বা মহাস্বনম্। উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্।। ৬
হন্ত লক্ষ্মণ পশ্যেহ সুমিত্রা সুপ্রজাস্তয়া। ভীমস্তনিতগম্ভীরং তুমুলঃ শ্রূয়তে স্বনঃ।। ৭
গজযূথানি বাঽরণ্যে মহিষা বা মহাবনে। বিত্রাসিতা মৃগাঃ সিংহৈঃ সহসা প্রদ্রুতা দিশঃ।। ৮
রাজা বা রাজপুত্রো বা মৃগয়ামটতে বনে। অন্যদ্ বা শ্বাপদং কিঞ্চিৎ সৌমিত্রে জ্ঞাতুমর্হসি।। ৯
সুদুশ্চরো গিরিশ্চায়ং পক্ষিণামপি লক্ষ্মণ। সর্বমেতদ্ যথাতত্ত্বমভিজ্ঞাতুমিহার্হসি।। ১০
স লক্ষ্মণঃ সন্ত্বরিতঃ সালমারুহ্য পুষ্পিতম্। প্রেক্ষমাণো দিশঃ সর্বাঃ পূর্বাং দিশমবৈক্ষত।। ১১
উদঙ্মুখঃ প্রেক্ষমাণো দদর্শ মহতীং চমূম্। গজাশ্ব-রথসম্বাধাং যত্তৈর্যুক্তাং পদাতিভিঃ।। ১২
তামশ্ব-রথসম্পূর্ণাং রথ-ধ্বজ-বিভূষিতাম্। শশংস সেনাং রামায় বচনং চেদমব্রবীৎ।। ১৩
অগ্নিং সংশময়ত্বার্যঃ সীতা চ ভজতাং গুহাম্। সজ্যং কুরুষ্ব চাপঞ্চ শরাংশ্চ কবচং তথা।। ১৪
তং রামঃ পুরুষব্যাঘ্রো লক্ষ্মণং প্রত্যুবাচ হ। অঙ্গাবেক্ষস্ব সৌমিত্রে কস্যেমাং মন্যসে চমূম্।। ১৫
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ। দিধক্ষন্নিব তাং সেনাং রুষিতঃ পাবকো যথা।। ১৬
সম্পন্নং রাজ্যমিচ্ছংস্তু ব্যক্তং প্রাপ্যাভিষেচনম্। আবাং হন্তুং সমভ্যেতি কৈকেয্যা ভরতঃ সুতঃ।। ১৭
এষ বৈ সুমহাঞ্ছ্রীমান্ বিটপী সম্প্রকাশতে। বিরাজত্যুজ্জ্বলস্কন্ধঃ কোবিদারধ্বজো রথে।। ১৮
ভজন্ত্যেতে যথাকামমশ্বানারুহ্য শীঘ্রগান্। এতে ভ্রাজন্তি সংহৃষ্টা গজানারুহ্য সাদিনঃ।। ১৯

ধর্মপ্রাণ রাম সীতাকে নিয়ে বসে আছেন।। ২ ।। তাঁদের বসে থাকার সময় ভরতের অনুগামী সৈন্যদের পদোত্থিত ধূলি এবং কোলাহল আকাশকে স্পর্শ করলো।। ৩ ।। এইসময় তুমুল শব্দে ভয় পেয়ে মদমত্ত বিশাল হস্তীগুলি চারদিক পদদলিত করে দলে দলে দিগ্‌বিদিকে ছুটতে লাগলো।। ৪ ।। রামচন্দ্র সৈন্যদের দ্বারা সমুদ্ভূত ঐ কোলাহল শুনলেন। দ্রুত পলায়মান যূথপতি হস্তীদের দেখলেন।। ৫ ।। তাদের এইভাবে ছুটতে দেখে এবং ঐ তুমুল শব্দ শুনে রাম দীপ্ততেজা লক্ষ্মণকে বললেন—।। ৬ ।। ভাই লক্ষ্মণ, মা সুমিত্রা তোমাকে পেয়ে সৎপুত্রবতী হয়েছেন। এখানে কি হচ্ছে দেখো তো ভাই! ভীষণ গম্ভীর মেঘগর্জনের মতো তুমুলধ্বনি শোনা যাচ্ছে!।। ৭ ।। এই অরণ্যে হাতীর দল, মহাবনে মহিষেরা, হরিণ, সিংহ, সব হঠাৎ ভয় পেয়ে এদিক ওদিক পালাচ্ছে।। ৮ ।। কোনো রাজা বা রাজপুত্র বনে মৃগয়ায় ঘুরছে কিংবা অন্য কোনো হিংস্র-জন্তু থেকে এরকম হচ্ছে, লক্ষ্মণ, জানো তো দেখি!।। ৯ ।। লক্ষ্মণ, পাখীরাও এই পাহাড়ে সহজে উড়তে পারে না। তাই এখানে যা ঘটছে জানা উচিত।। ১০ ।। লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ কুসুমিত সালগাছে উঠে সকলদিকে পর্যবেক্ষণ করে পূর্বদিকে দেখলেন।। ১১ ।। উত্তরদিকে দেখতে গিয়ে দেখলেন এক বিরাট সেনাবাহিনী। সেই অশ্ব ও রথযুক্ত পতাকাশোভিত সেনার কথা জানিয়ে রামকে বললেন—।। ১৩ ।। দাদা, আগুন নিভিয়ে দিন। সীতাদেবী গুহায় ঢুকে পড়ুন। ধনুতে জ্যা-বন্ধন করে বাণ যোজনা করুন। কবচে নিন দেহ ঢেকে *(চাপ—ধনু)*।। ১৪ ।। পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম প্রত্যুত্তরে লক্ষ্মণকে বললেন, ওহে সৌমিত্রে, দেখো, সেনাবাহিনী কার মনে করছো?।। ১৫ ।। রাম এই কথা বলায় লক্ষ্মণ জ্বলন্ত অগ্নির মতো ঐ সৈন্যদের যেন দগ্ধ করার জন্য বললেন—*(রুষিত—জ্বলন্ত। দিধক্ষন্—দগ্ধকরার ইচ্ছায়)*।। ১৬ ।। কৈকেয়ীপুত্র ভরত অভিষিক্ত হয়েছে। এখন রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করার জন্য আমাদের দু'জনকে হত্যা করতে আসছে।। ১৭ ।। এই যে বিশাল সুন্দর বৃক্ষটি দেখা যাচ্ছে, সেখানে রথে উজ্জ্বল স্কন্ধবিশিষ্ট কোবিদারধ্বজ ভরত বসে আছে।। ১৮ ।। দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করে ঐ যে ওরা স্বেচ্ছায় এইদিকে আসছে। গজারোহী সেনারাও আনন্দে শোভা পাচ্ছে *(সাদিন—গজারোহী সেনা)*।। ১৯ ।। হে বীর, আসুন ধনু-গ্রহণ করে আমরা পাহাড়ে

গৃহীতধনুযাবাবাং গিরিং বীর শ্রয়াবহে। অথবেহৈব তিষ্ঠাবঃ সন্নদ্ধাবুদ্যতায়ুধৌ।। ২০
অপি নৌ বশমাগচ্ছেৎ কোবিদারধ্বজো রণে। অপি দ্রক্ষ্যামি ভরতং যৎকৃতে ব্যসনং মহৎ।। ২১
ত্বয়া রাঘব সম্প্রাপ্তং সীতয়া চ ময়া তথা। যন্নিমিত্তং ভবান্ রাজ্যাচ্চ্যুতো রাঘব শাশ্বতাৎ।। ২২
সম্প্রাপ্তোঽয়মরিবীর ভরতো বধ্য এব হি। ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব।। ২৩
পূর্বাপকারিণং হত্বা ন হ্যধর্মেণ যুজ্যতে। পূর্বাপকারী ভরতস্ত্যাগেঽধর্মশ্চ রাঘব।। ২৪
এতস্মিন্ নিহতে কৃৎস্নামনুশাধি বসুন্ধরাম্। অদ্য পুত্রং হতং সংখ্যে কৈকেয়ী রাজ্যকামুকা।। ২৫
ময়া পশ্যেৎ সুদুঃখার্তা হস্তিভিন্নমিব দ্রুমম্। কৈকেয়ীঞ্চ বধিষ্যামি সানুবন্ধাং সবান্ধবাম্।। ২৬
কলুষেণাদ্য মহতা মেদিনী পরিমুচ্যতাম্। অদ্যেমং সংযতং ক্রোধমসৎকারঞ্চ মানদ।। ২৭
মোক্ষ্যামি শত্রুসৈন্যেষু কক্ষেষ্বিব হুতাশনম্। অদ্যৈব চিত্রকূটস্য কাননং নিশিতৈঃ শরৈঃ।। ২৮
ছিন্দঞ্ছত্রুশরীরাণি করিষ্যে শোণিতোক্ষিতম্। শরৈর্নির্ভিন্নহৃদয়ান্ কুঞ্জরাংস্তুরগাংস্তথা।। ২৯
শ্বাপদাঃ পরিকর্ষন্তু নরাংশ্চ নিহতান্ ময়া। শরাণাং ধনুষশ্চাহমনৃণোঽস্মিন্ মহাবনে।
সসৈন্যং ভরতং হত্বা ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ।। ৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষণ্ণবতিতমঃ সর্গঃ।

আশ্রয় গ্রহণ করি। কিংবা অস্ত্র নিয়ে এখানে তৈরী হয়ে থাকি।। ২০ ।। কোবিদারধ্বজ ভরত যুদ্ধে নিশ্চয়ই আমাদের বশীভূত হবে। যার জন্য এই মহাবিপদ সেই ভরতকে আমি দেখে নেবো।। ২১ ।। হে রঘুবংশধর রাম, যার জন্য আপনি চিরন্তন রাজ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, সীতাদেবী এবং আমাকে নিয়ে এই দুর্দশায় উপনীত হয়েছেন...।। ২২ ।। হে বীর, সেই শত্রু ভরত এখানে এসেছে। সে আমাদের বধ্য। হে রাঘব, ভরতকে হত্যায় আমি কোনো দোষ দেখছি না।। ২৩ ।। পূর্বে যে অপকার করেছে তাকে হত্যা করলে অধর্ম হয় না। ভরত পূর্বে আমাদের অপকার করেছে। হে রাঘব, তাকে ছেড়ে দিলে অধর্মই হবে।।২৪ ।। এ নিহত হলে সমগ্র বসুন্ধরাকে আপনি শাসন করতে পারবেন। রাজ্য-কামুকা কৈকেয়ী দেখুন, আজ যুদ্ধে তাঁর পুত্র নিহত হয়েছে।। ২৫ ।। হস্তী যেমন বিশাল বৃক্ষকে উৎপাটিত করে আমিও তেমনি তাকে হত্যা করেছি কৈকেয়ী অত্যন্ত দুঃখে এই ঘটনা দেখুন। কুব্জা এবং আত্মীদের সঙ্গে কৈকেয়ীকেও আমি হত্যা করবো।। ২৬ ।। বিরাট পাপ থেকে পৃথিবীকে আজ মুক্ত করুন। হে মানদানকারিন্, এতোদিন আমি যে ক্রোধকে সংযত রেখেছিলাম, প্রয়োগ করি নি...।। ২৭ ।। তৃণরাশিতে অগ্নির মতো তাকে আমি আজ শত্রুসৈন্যের মধ্যে নিক্ষেপ করবো। আজই তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা চিত্রকূটের কাননকে...।।২৮ ।। ছিন্নভিন্ন করে শত্রুশরীরকে করবো রক্তরঞ্জিত। বাণের দ্বারা হস্তী এবং অশ্বগুলির মর্মস্থান বিদীর্ণ করবো।। ২৯ ।। আমার দ্বারা নিহত মনুষ্যদেহগুলি জন্তুরা টেনে নিক। এই মহারণ্যে সসৈন্যে ভরতকে হত্যা করে শর এবং ধনুর কাছে আমি অঋণী হবো। এতে কোনো সংশয় নেই।। ৩০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ষণ্ণবতিতম (৯৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ।।

রামেণ ভরতস্য সদিচ্ছা-সদ্ভাবয়োর্বর্ণনম্, তদ্বাক্যং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য নিরতিশয়-ব্রীড়ালাভঃ,
চিত্রকূটপর্বতস্য চতুর্দিক্ষু ভরতস্য সৈন্যানাং বাসস্থানকল্পনম্।

সুসংরব্ধং তু ভরতং লক্ষ্মণং ক্রোধমূর্চ্ছিতম্। রামস্তু পরিসান্ত্ব্যাথ বচনং চেদমব্রবীৎ।। ১

সপ্তনবতিতম (৯৭) সর্গ

রামের দ্বারা ভরতের সদ্ভাব এবং সদিচ্ছার বর্ণনা। তাঁর কথা শুনে লক্ষ্মণের লজ্জা।
চিত্রকূটপর্বতের চারদিকে ভরতের সৈন্যদের বাসস্থান-কল্পনা।

ভরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যত, ক্রোধেমূর্ছিত লক্ষ্মণকে রাম সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—।। ১ ।। মহাবীর,

কিমত্র ধনুষা কার্য্যমসিনা বা সচর্মণা। মহাবলে মহোৎসাহে ভরতে স্বয়মাগতে।। ২
পিতুঃ সত্যং প্রতিশ্রুত্য হত্বা ভরতমাহবে। কিং করিষ্যামি রাজ্যেন সাপবাদেন লক্ষ্মণ।। ৩
যদ্দ্রব্যং বান্ধবানাং বা মিত্রাণাং বা ক্ষয়ে ভবেৎ। নাহং তৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াং ভক্ষ্যান্ বিষকৃতানিব।। ৪
ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ পৃথিবীং চাপি লক্ষ্মণ। ইচ্ছামি ভবতামর্থে এতৎ প্রতিশৃণোমি তে।। ৫
ভ্রাতৄণাং সংগ্রহার্থঞ্চ সুখার্থং চাপি লক্ষ্মণ। রাজ্যমপ্যহমিচ্ছামি সত্যেনায়ুধমালভে।। ৬
নেয়ং মম মহী সৌম্য দুর্লভা সাগরাম্বরা। নহীচ্ছেয়মধর্মেণ শক্রত্বমপি লক্ষ্মণ।। ৭
যদ্ বিনা ভরতং ত্বাঞ্চ শত্রুঘ্নং বাপি মানদ। ভবেন্মম সুখং কিঞ্চিদ্ ভস্ম তৎ কুরুতাং শিখী।। ৮
মন্যেঽহমাগতোঽযোধ্যাং ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ। মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ কুলধর্মমনুস্মরন্।। ৯
শ্রুত্বা প্রব্রাজিতং মাং হি জটাবল্কলধারিণম্। জানক্যা সহিতং বীর ত্বয়া চ পুরুষোত্তম।। ১০
স্নেহেনাক্রান্তহৃদয়ঃ শোকেনাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ। দ্রষ্টুমভ্যাগতো হ্যেষ ভরতো নান্যথা গতঃ।। ১১
অম্বাঞ্চ কৈকেয়ীং রুষ্য ভরতশ্চাপ্রিয়ং বদন্। প্রসাদ্য পিতরং শ্রীমান্ রাজ্যং মে দাতুমাগতঃ।। ১২
প্রাপ্তকালং যথৈষোঽস্মান্ ভরতো দ্রষ্টুমর্হতি। অস্মাসু মনসাপ্যেষ নাহিতং কিঞ্চিদাচরেৎ।। ১৩
বিপ্রিয়ং কৃতপূর্বং তে ভরতেন কদা নু কিম্। ঈদৃশং বা ভয়ং তেঽদ্য ভরতং যদ্ বিশঙ্কসে।। ১৪
নহি তে নিষ্ঠুরং বাচ্যো ভরতো নাপ্রিয়ং বচঃ। অহং হ্যপ্রিয়মুক্তঃ স্যাং ভরতস্যাপ্রিয়ে কৃতে।। ১৫
কথং ন পুত্রাঃ পিতরং হন্যুঃ কস্যাঞ্চিদাপদি। ভ্রাতা বা ভ্রাতরং হন্যাৎ সৌমিত্রে প্রাণমাত্মনঃ।। ১৬
যদি রাজ্যস্য হেতোস্ত্বমিমাং বাচং প্রভাষসে। বক্ষ্যামি ভরতং দৃষ্ট্বা রাজ্যমস্মৈ প্রদীয়তাম্।। ১৭
উচ্যমানো হি ভরতো ময়া লক্ষ্মণ তদ্বচঃ। রাজ্যমস্মৈ প্রযচ্ছেতি বাঢমিত্যেব মংস্যতে।। ১৮

মহোৎসাহী ভরত নিজে থেকে এলে ধনু দিয়ে, অসি দিয়ে বা চর্মনির্মিত বর্ম দিয়েই বা কি হবে?।। ২ ।। পিতার সত্যপালনে আমি প্রতিশ্রুত। ভাই লক্ষ্মণ, যুদ্ধে ভরতকে হত্যা করে অপবাদপূর্ণ রাজ্য নিয়ে আমি কি করবো?।। ৩ ।। আত্মীয় বা বন্ধুদের বিনাশের দ্বারা যে বস্তু পাওয়া যায়, বিষমিশ্রিত ভোজ্যের মতোই তা আমি গ্রহণ করি না।। ৪ ।। লক্ষ্মণ, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, তোমাদের মতো ভাইদের জন্যই আমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও পৃথিবীকে পেতে চাই।। ৫ ।। আমি সত্য সত্যই এই অস্ত্র ছুঁয়ে বলছি, ভাইদের পালন করার জন্য এবং তাদের সুখের জন্যই আমি রাজ্য পেতে চাই।। ৬ ।। হে সৌম্য লক্ষ্মণ, এই সাগরাম্বরা ধরিত্রী আমার কাছে দুর্লভ নয়। কিন্তু অধর্মের দ্বারা আমি ইন্দ্রত্বও পেতে চাই না।। ৭ ।। হে মানদানকারিন্, ভরত, তোমাকে ও শত্রুঘ্নকে ছেড়ে যদি আমার কিঞ্চিৎ সুখও হয়, তাও যেন অগ্নি দগ্ধ করে দেয়।। ৮ ।। হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, আমার মনে হচ্ছে, আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়তর ভ্রাতৃবৎসল ভরত অযোধ্যায় এসে বংশের ধর্ম স্মরণ করেছে যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজ্যের অধিকারী।। ৯ ।। অথচ আমি জটা-বল্কল ধারণ করে জানকীর সঙ্গে তোমায় নিয়ে বনবাসী হয়েছি। সে শুনেছে।। ১০ ।। তাই, স্নেহাকুল-হৃদয়ে শোকে বিহ্বল হয়ে ভরত আমাদের দেখতে এসেছে। অন্য কোনো কারণে নয়।। ১১ ।। শ্রীমান ভরত মাতা কৈকেয়ীকে রোষভরে তিরস্কার করে অপ্রিয় কথা বলে বাবাকে প্রসন্ন করে আমাকে রাজ্য দিতে এসেছে।। ১২ ।। যে ভরত যথাকালে আমাদের দেখতে এসেছে, সে মনে মনেও আমাদের প্রতি কিছু অহিত-আচরণ করতেই পারে না।। ১৩ ।। ভরত কি পূর্বে তোমার কোনো অনিষ্ট করেছে, যার জন্যে তোমার আজ এইরকম ভয়ের আশঙ্কা?।। ১৪ ।। ভরতকে তুমি কোনো নিষ্ঠুরবাক্য, অপ্রিয়বাক্য বোলো না। ভরতকে অপ্রিয় বললে তা আমাকেই বলা হবে।। ১৫ ।। ভাই লক্ষ্মণ, দেখো, কোনো বিপদেও কি পুত্র তার পিতাকে হত্যা করতে পারে? ভাই কি প্রাণসম ভাইকে বধ করতে পারে?।। ১৬ ।। যদি রাজ্যের জন্যই তুমি এই কথা বলে থাকো, তাহলে ভরতকে দেখেই আমি বলবো, রাজ্য তুমি লক্ষ্মণকেই দাও।। ১৭ ।। লক্ষ্মণ, আমি ভরতকে এ কথা বললে, সে "বেশ তাই হবে" বলে আমার কথা মেনে নেবে।। ১৮ ।। ধর্মপরায়ণ দাদা রাম রামের

তথোক্তো ধর্মশীলেন ভ্রাত্রা তস্য হিতে রতঃ। লক্ষ্মণঃ প্রবিবেশেব স্বানি গাত্রাণি লজ্জয়া।। ১৯
তদ্‌বাক্যং লক্ষ্মণঃ শ্রুত্বা ব্রীড়িতঃ প্রত্যুবাচ হ। ত্বাং মন্যে দ্রষ্টুমায়াতঃ পিতা দশরথঃ স্বয়ম্।। ২০
ব্রীড়িতং লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ। এষ মন্যে মহাবাহুরিহাস্মান্ দ্রষ্টুমাগতঃ।। ২১
অথবা নৌ ধ্রুবং মন্যে মন্যমানঃ সুখোচিতৌ। বনবাসমনুধ্যায় গৃহায় প্রতিনেষ্যতি।। ২২
ইমাং চাপ্যেষ বৈদেহীমত্যন্তসুখসেবিনীম্। পিতা মে রাঘবঃ শ্রীমান্ বনাদাদায় যাস্যতি।। ২৩
এতৌ তৌ সম্প্রকাশেতে গোত্রবন্তৌ মনোরমৌ। বায়ুবেগসমৌ বীরৌ জবনৌ তুরগোত্তমৌ।। ২৪
স এষ সুমহাকায়ঃ কম্পতে বাহিনীমুখে। নাগঃ শত্রুঞ্জয়ো নাম বৃদ্ধস্তাতস্য ধীমতঃ।। ২৫
ন তু পশ্যামি তচ্ছত্রং পাণ্ডুরং লোকবিশ্রুতম্। পিতুর্দিব্যং মহাভাগ সংশয়ো ভবতীহ মে।। ২৬
বৃক্ষাগ্রাদবরোহ ত্বং কুরু লক্ষ্মণ মদ্বচঃ। ইতীব রামো ধর্মাত্মা সৌমিত্রিং তমুবাচ হ।। ২৭
অবতীর্য তু সালাগ্রাৎ তস্মাৎ স সমিতিঞ্জয়ঃ। লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তস্থৌ রামস্য পার্শ্বতঃ।। ২৮
ভরতেনাথ সন্দিষ্টা সম্মর্দো ন ভবেদিতি। সমন্তাৎ তস্য শৈলস্য সেনাবাসমকল্পয়ৎ।। ২৯
অধ্যর্ধমিক্ষ্বাকুচমূর্যোজনং পর্বতস্য হ। পার্শ্বে ন্যবিশদাবৃত্য গজ-বাজি-নরাকুলা।। ৩০
সা চিত্রকূটে ভরতেন সেনা ধর্মং পুরস্কৃত্য বিধূয় দর্পম্।
প্রসাদনার্থং রঘুনন্দনস্য বিরোচতে নীতিমতা প্রণীতা।। ৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ।

কল্যাণসাধনে রত লক্ষ্মণকে এই কথা বলায় লজ্জায় লক্ষ্মণের হাত-পা যেন ভেতরে ঢুকে গেলো।। ১৯ ।। লজ্জিত লক্ষ্মণ প্রত্যুত্তরে বললেন, আমার মনে হচ্ছে, বাবা দশরথই যেন আপনাকে দেখবার জন্য আসছেন।। ২০ ।। লক্ষ্মণকে লজ্জিত দেখে রাম বললেন, আমার মনে হচ্ছে মহাবীর আমাদের বাবা আমাদের দেখতে এসেছেন।। ২১ ।। কিংবা মনে হচ্ছে, সুখে অভ্যস্ত আমাদের বনবাসের কথা চিন্তা করে আমাদের তিনি গৃহে নিয়ে যাবেন।। ২২ ।। অত্যন্ত সুখাভ্যস্তা সীতাকে বন থেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।। ২৩ ।। এই যে দেখা যাচ্ছে, উত্তমকুলজাত, বায়ুর মতো বেগবান, বীর দ্রুতগামী, মনোরম উত্তম অশ্বদু'টিকে।।। ২৪ ।। প্রজ্ঞাবান, আমাদের বাবার শত্রুঞ্জয় নামক ঐ যে বুড়ো হাতীটি তার বিশাল দেহটি নিয়ে সেনাবাহিনীর আগে আগে কাঁপতে কাঁপতে আসছে,...।। ২৫ ।। কিন্তু বাবার জগদ্‌বিখ্যাত সেই শুভ্র দিব্যছত্রটি তো দেখতে পাচ্ছি না। এ জন্য হে মহাভাগ, আমার সংশয় হচ্ছে।। ২৬ ।। লক্ষ্মণ গাছের ওপর থেকে নেমে এসো। আমার কথা শোনো। ধর্মাত্মা রাম লক্ষ্মণকে এইরকম বললেন।। ২৭ ।। যুদ্ধবিজয়ী লক্ষ্মণ তখন সালগাছের ওপর থেকে নেমে এসে করজোড়ে রামের পাশে এসে দাঁড়ালেন।। ২৮ ।। আশ্রমের কোনো ভাঙচুর যাতে না হয় এ জন্যে ভরতের আদেশে সৈন্যরা কিছুটা দূরে সেই পর্বতের চারদিকে বাসস্থান রচনা করলো।। ২৯ ।। পর্বতের পাশে সার্ধ যোজন অর্থাৎ ছয় ক্রোশ স্থান ব্যাপ্ত করে হস্তী, অশ্ব, পদাতিকপূর্ণ ইক্ষ্বাকু সৈন্যবাহিনী অবস্থান করতে লাগলো *(অধি + অর্ধম্ + ইক্ষ্বাকু—চমূঃ + যোজনম্)*।। ৩০ ।। নীতিজ্ঞ ভরতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সেনাবাহিনী দর্প ত্যাগ করে রঘুনন্দন রামের প্রসন্নতার জন্য ধর্মকে অবলম্বন করে চিত্রকূটে অবস্থান করে শোভা পাচ্ছিলো।। ৩১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের সপ্তনবতিতম (৯৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ ।।

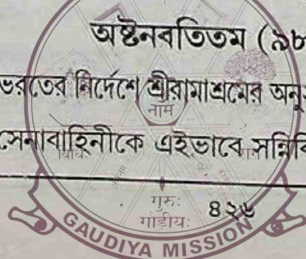
ভরতস্য নির্দেশেন শ্রীরামাশ্রমস্যানুসন্ধানারম্ভঃ, তেন শ্রীরামাশ্রমস্য প্রাপ্তিশ্চ।

নিবেশ্য সেনাং তু বিভুঃ পদ্‌ভ্যাং পাদবতাং বরঃ। অভিগন্তুং স কাকুৎস্থমিয়েষ গুরুবৎসলঃ।। ১

অষ্টনবতিতম (৯৮) সর্গ

ভরতের নির্দেশে শ্রীরামাশ্রমের অনুসন্ধান। তার প্রাপ্তি।

শক্তিমান গুরুবৎসল ভরত। সেনাবাহিনীকে এইভাবে সন্নিবিশিত করে পদব্রজীদের শ্রেষ্ঠরূপে পিতৃতুল্য



নিবিষ্টমাত্রে সৈন্যে তু যথোদ্দেশং বিনীতবৎ। ভরতো ভ্রাতরং বাক্যং শত্রুঘ্নমিদমব্রবীৎ।। ২
ক্ষিপ্রং বনমিদং সৌম্য নরসঙ্ঘৈঃ সমন্ততঃ। লুব্ধৈশ্চ সহিতৈরেভিস্ত্বমন্বেষিতুমর্হসি।। ৩
গুহো জ্ঞাতিসহস্রেণ শর-চাপাসিপাণিনা। সমন্বেষতু কাকুৎস্থাবস্মিন্ পরিবৃতঃ স্বয়ম্।। ৪
অমাত্যৈঃ সহ পৌরৈশ্চ গুরুভিশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। সহ সর্বং চরিষ্যামি পদ্ভ্যাং পরিবৃতঃ স্বয়ম্।। ৫
যাবন্ন রামং দ্রক্ষ্যামি লক্ষ্মণং বা মহাবলম্। বৈদেহীং বা মহাভাগাং ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি।। ৬
যাবন্ন চন্দ্রসঙ্কাশং তদ্ দ্রক্ষ্যামি শুভাননম্। ভ্রাতুঃ পদ্মবিশালাক্ষং স মে শান্তির্ভবিষ্যতি।। ৭
সিদ্ধার্থঃ খলু সৌমিত্রির্যশ্চন্দ্রবিমলোপমম্। মুখং পশ্যতি রামস্য রাজীবাক্ষং মহাদ্যুতিম্।। ৮
যাবন্ন চরণৌ ভ্রাতুঃ পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতৌ। শিরসা প্রগ্রহিষ্যামি ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি।। ৯
যাবন্ন রাজ্যে রাজ্যার্হঃ পিতৃ-পৈতামহে স্থিতঃ। অভিষিক্তো জলক্লিন্নো ন মে শান্তির্ভবিষ্যতি।। ১০
কৃতকৃত্যা মহাভাগা বৈদেহী জনকাত্মজা। ভর্তারং সাগরান্তায়াঃ পৃথিব্যা যানুগচ্ছতি।। ১১
সুশুভশ্চিত্রকূটোঽসৌ গিরিরাজসমো গিরিঃ। তস্মিন্ বসতি কাকুৎস্থঃ কুবের ইব নন্দনে।। ১২
কৃতকার্যমিদং দুর্গ-বনং ব্যালনিষেবিতম্। যদধ্যাস্তে মহারাজো রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।। ১৩
এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্ভরতঃ পুরুষর্ষভঃ। পদ্ভ্যামেব মহাতেজাঃ প্রবিবেশ মহদ্ বনম্।। ১৪
স তানি দ্রুমজালানি জাতানি গিরিসানুষু। পুষ্পিতাগ্রাণি মধ্যেন জগাম বদতাং বরঃ।। ১৫
স গিরেশ্চিত্রকূটস্য সালমারুহ্য সত্বরম্। রামাশ্রমগতস্যাগ্নের্দদর্শ ধ্বজমুচ্ছ্রিতম্।। ১৬

রামের কাছে পদব্রজেই গমন করতে ইচ্ছা করলেন।। ১ ।। সৈন্যবাহিনীকে শৃঙ্খলার সঙ্গে সন্নিবেশিত করামাত্রই ভাই শত্রুঘ্নকে বললেন—।। ২ ।। হে সৌম্য, তুমি শীগ্‌গির এই সন্ধানকারীদের সাহায্যে লোকজন নিয়ে সবদিকে অনুসন্ধান শুরু করো *(লুব্ধক—ব্যাধ। বনে অন্বেষক)*।।৩ ।। বাণ, ধনু এবং অসিধারী হাজার হাজার জ্ঞাতি নিয়ে, তাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে গুহও নিজে ককুৎস্থবংশধর রাম-লক্ষ্মণকে অন্বেষণ করুন।। ৪ ।। অমাত্য, পুরবাসী, গুরুমণ্ডলী এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আমি পায়ে হেঁটে সর্বত্র বিচরণ করবো।।৫ ।। যতোক্ষণ রাম বা মহাবীর লক্ষ্মণ অথবা সৌভাগ্যবতী সীতাকে না দেখবো, ততোক্ষণ আমার শান্তি নেই।।৬ ।। যতোক্ষণ না আমি দাদার চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ সুন্দর পবিত্র মুখ আর পদ্মের পাপড়ির মতো বিশাল চোখ দেখতে পাবো, ততোক্ষণ আমার শান্তি হবে না।।৭ ।। রামের চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ, অতি দীপ্তিময়, পদ্মের মতো চোখসম্পন্ন মুখখানি লক্ষ্মণ দেখতে পাচ্ছে বলে, তার অভিলাষ আজ চরিতার্থ *(রাজীব—পদ্ম)*।।৮ ।। দাদার রাজচিহ্ন-সমন্বিত চরণযুগল আমি যতোক্ষণ মস্তকের দ্বারা প্রণাম করতে না পারছি ততোক্ষণ আমার শান্তি হবে না।।৯ ।। ততোক্ষণ আমার শান্তি হবে না যতোক্ষণ না রাজ্যগ্রহণে যোগ্য, পিতৃপিতামহের ধারায় স্থিত আমার দাদা অভিষেকের শান্তিজলে সিক্ত না হচ্ছেন।। ১০ ।। জনকের কন্যা বৈদেহী সীতা মহাভাগ্যবতী এবং কৃতার্থা। তাঁর পতি সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি। তাঁকেই তিনি অনুগমন করেছেন।। ১১ ।। পর্বতরাজ হিমালয়ের মতো এই চিত্রকূট পর্বতও অতিমঙ্গলময়। নন্দনকাননে কুবেরের মতো রাম এই পবিত্র রম্যস্থানে বাস করছেন।। ১২ ।। হিংস্র জন্তুপূর্ণ এই দুর্গম বন ধন্য। কারণ, শস্ত্রধারীদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, এখানে বাস করছেন সেই বীর মহারাজ রাম *(ব্যাল—হিংস্র জন্তু)*।। ১৩ ।। এইসব বলে মহাবাহু, পুরুষশ্রেষ্ঠ, মহাতেজস্বী ভরত পায়ে হেঁটেই পবিত্র বনে প্রবেশ করলেন।। ১৪ ।। পর্বত সানুদেশে জাত তরুরাজির উঁচু ডালগুলিতে ফুল ফুটেছে। সেই গাছের ঘন বনের মধ্য দিয়ে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ভরত এগিয়ে চললেন।। ১৫ ।। চিত্রকূটপর্বতের একটি সালগাছের ওপর তাড়াতাড়ি উঠে তিনি দেখলেন রামের আশ্রম। আশ্রম থেকে উঠছে আগুনের ধোঁয়া। উড়ছে পতাকা *(দেখা যাচ্ছে রাম-লক্ষ্মণ-ভরতাদি রাজপুত্র হলেও কঠিন কর্মে অভ্যস্ত ছিলেন। লক্ষ্মণ এবং ভরতকে দেখা গেলো অবলীলাক্রমে গাছে চড়তে)*।। ১৬ ।। এই দৃশ্য দেখে

তং দৃষ্ট্বা ভরতঃ শ্রীমান্ মুমোদ সহ বান্ধবঃ। অত্র রাম ইতি জ্ঞাত্বা গতঃ পারমিবাম্ভসঃ।। ১৭
স চিত্রকূটে তু গিরৌ নিশম্য রামাশ্রমং পুণ্যজনোপপন্নম্
গুহেন সার্ধং ত্বরিতো জগাম পুনর্নিবেশ্যৈব চমূং মহাত্মা।। ১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টনবতিতমঃ সর্গঃ।

শ্রীমান ভরত বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দিত হলেন। রাম এখানেই আছেন জেনে মনে হলো তিনি যেন সাগর অতিক্রম করেছেন।। ১৭ ।। মহাত্মা ভরত এইভাবে চিত্রকূটপর্বতে পবিত্রকর্মরত তপস্বীদের দ্বারা সেবিত রামাশ্রমের কথা জানতে পেরে অনুসন্ধানরত সৈন্যদের আবার সন্নিবিষ্ট করলেন। এবার তিনি গুহের সঙ্গে দ্রুত সেখানে গমন করলেন।। ১৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টনবতিতম (৯৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। নবনবতিতমঃ সর্গঃ ।।

শত্রুঘ্নপ্রভৃতিভিঃ সহ ভরতস্য শ্রীরামাশ্রমগমনম্, পর্ণশালামধ্যে চীর-বল্কলধারিণং রামাচন্দ্রমুপবিষ্টং দৃষ্ট্বা শোকবিহ্বল-ভরত-শত্রুঘ্নয়োর্জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ রামচন্দ্রস্য চরণতলে পতনম্, উভয়াভ্যামশ্রুমোচনকারিণো রামচন্দ্রস্যালিঙ্গনদানম্, ততঃ সুমন্ত্রেণ গুহেন চ সহ রাম-লক্ষ্মণয়োর্মিলনঞ্চ।

নিবিষ্টায়াং তু সেনায়ামুৎসুকো ভরতস্ততঃ। জগাম ভ্রাতরং দ্রষ্টুং শত্রুঘ্নমনুদর্শয়ন্।। ১
ঋষিং বসিষ্ঠং সন্দিশ্য মাতৃর্মে শীঘ্রমানয়। ইতি ত্বরিতমগ্রে স জগাম গুরুবৎসলঃ।। ২
সুমন্ত্রস্ত্বপি শত্রুঘ্নমদূরাদন্বপদ্যত। রামদর্শনজস্তর্ষো ভরতস্যেব তস্য চ।। ৩
গচ্ছন্নেবাথ ভরতস্তাপসালয়সংস্থিতাম্। ভ্রাতুঃ পর্ণকুটীং শ্রীমানুটজঞ্চ দদর্শ হ।। ৪
শালায়াস্ত্বগ্রতস্তস্যা দদর্শ ভগবংস্তদা। কাষ্ঠানি চাবভগ্নানি পুষ্পাণ্যপচিতানি চ।। ৫
স লক্ষ্মণস্য রামস্য দদর্শাশ্রমমেয়ুষঃ। কৃতং বৃক্ষেষ্বভিজ্ঞানং কুশচোরৈঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ।। ৬
দদর্শ চ বনে তস্মিন্ মহতঃ সঞ্চয়ান্ কৃতান্। মৃগাণাং মহিষাণাঞ্চ করীষৈঃ শীতকারণাৎ।। ৭

নব-নবতিতম (৯৯) সর্গ

শত্রুঘ্নপ্রমুখের সঙ্গে ভরতের শ্রীরামাশ্রমে গমন। পর্ণশালায় নগণ্যবস্ত্রখণ্ড এবং বল্কলধারী রামচন্দ্রকে উপবিষ্ট দেখে শোকার্ত ভরত এবং শত্রুঘ্নের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের চরণতলে পতন। উভয়েরই অশ্রুমোচনকারী রামচন্দ্রের উভয়কে আলিঙ্গন। তারপর সুমন্ত্র এবং গুহের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের মিলন।

সেনাদের সন্নিবিষ্ট করে শত্রুঘ্নকে আশ্রমের চিহ্নাবলী দেখাতে দেখাতে ভরত ভ্রাতাকে দর্শনের জন্য গেলেন।। ১ ।। আমার মায়েদের তাড়াতাড়ি নিয়ে আসুন—বশিষ্ঠকে এই কথা বলে গুরুবৎসল ভরত দ্রুত চলে গেলেন।। ২ ।। সুমন্ত্রও দূর থেকে শত্রুঘ্নকে অনুসরণ করতে লাগলেন। রামকে দর্শন করার জন্য উৎকণ্ঠা ভরতের মতো তাঁরও সমান ছিলো *(তর্ষ—তৃষ্ণা, উৎকণ্ঠা)*।। ৩ ।। শ্রীমান ভরত যেতে যেতে তপস্বীদের নিবাসের মধ্যে অবস্থিত ভ্রাতার পর্ণকুটীর এবং উটজ দেখতে পেলেন *(পর্ণকুটীর—পাতা দিয়ে তৈরী বাসের ঘর। উটজ—উটস্তৃণপর্ণাদি—তৃণ এবং পর্ণ প্রভৃতি। মনে হয় কপাটাদির দ্বারা সুরক্ষিত তৃণ-পর্ণ -কাষ্ঠাদির দ্বারা তৈরী বাসকক্ষ)*।। ৪ ।। ভরত দেখতে পেলেন, পর্ণশালার সামনে রয়েছে যজ্ঞের জন্য কাটা কাঠের টুকরো, এবং পূজার জন্য তোলা অনেক ফুল।। ৫ ।। রাম এবং লক্ষ্মণের আশ্রমে আসার পথ সূচিত করার জন্য গাছে গাছে ফুল এবং বল্কল যে বেঁধে দেওয়া হয়েছে তিনি সেগুলি দেখলেন।। ৬ ।। বনে তিনি আরো দেখলেন সীতার জন্য মৃগ এবং মহিষের স্তূপীকৃত ঘুঁটে *(করীষ—মল, ঘুঁটে)*।। ৭ ।। চলতে চলতে

গচ্ছন্নেব মহাবাহুর্দ্যুতিমান্ ভরতস্তদা। শত্রুঘ্নং চাব্রবীদ্ধৃষ্টস্তানমাত্যাংশশ্চ সর্বশঃ।। ৮
মন্যে প্রাপ্তাঃ স্ম তং দেশং ভরদ্বাজো যমব্রবীৎ। নাতিদূরে হি মন্যেঽহং নদীং মন্দাকিনীমিতঃ।। ৯
উচ্চৈর্বদ্ধানি চীরাণি লক্ষ্মণেন ভবেদয়ম্। অভিজ্ঞানকৃতঃ পন্থা বিকালে গন্তুমিচ্ছতা।। ১০
ইতশ্চোদাত্তদন্তানাং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্। শৈলপার্শ্বে পরিক্রান্তমন্যোন্যমভিগর্জতাম্।। ১১
যমেবাধাতুমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সততং বনে। তস্যাসৌ দৃশ্যতে ধূমঃ সঙ্কুলঃ কৃষ্ণবর্ত্মনঃ।। ১২
অত্রাহং পুরুষব্যাঘ্রং গুরুসৎকারকারিণম্। আর্যং দ্রক্ষ্যামি সংহৃষ্টং মহর্ষিমিব রাঘবম্।। ১৩
অথ গত্বা মুহূর্তং তু চিত্রকূটং স রাঘবঃ। মন্দাকিনীমনুপ্রাপ্তস্তং জনং চেদমব্রবীৎ।। ১৪
জগত্যাং পুরুষব্যাঘ্র আস্তে বীরাসনে রতঃ। জনেন্দ্রো নির্জনং প্রাপ্য ধিঙ্ মে জন্ম সজীবিতম্।। ১৫
মৎকৃতে ব্যসনং প্রাপ্তো লোকনাথো মহাদ্যুতিঃ। সর্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য বনে বসতি রাঘবঃ।। ১৬
ইতি লোকসমাকৃষ্টঃ পাদেষ্বদ্য প্রসাদয়ন্। রামং তস্য পতিষ্যামি সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ।। ১৭
এবং স বিলপংস্তস্মিন্ বনে দশরথাত্মজঃ। দদর্শ মহতীং পুণ্যাং পর্ণশালাং মনোরমাম্।। ১৮
সাল-তালাশ্ব-কর্ণানাং পর্ণৈর্বহুভিরাবৃতাম্। বিশালাং মৃদুভিস্তীর্ণাং কুশৈর্বেদিমিবাধ্বরে।। ১৯
শক্রায়ুধনিকাশৈশ্চ কার্মুকৈর্ভারসাধনৈঃ। রুক্মপৃষ্ঠৈর্মহাসারৈঃ শোভিতাং শত্রুবাধকৈঃ।। ২০
অর্করশ্মিপ্রতীকাশৈর্ঘোরৈস্তূণগতৈঃ শরৈঃ। শোভিতাং দীপ্তবদনৈঃ সর্পৈর্ভোগবতীমিব।। ২১
মহারজত-বাসোভ্যামসিভ্যাঞ্চ বিরাজিতাম্। রুক্মবিন্দুবিচিত্রাভ্যাং চর্মভ্যাং চাতিশোভিতাম্।। ২২

তখন মহাবীর দীপ্তিমান ভরত আনন্দিত হয়ে শত্রুঘ্ন এবং চারপাশের অমাত্যগণকে বললেন—।। ৮ ।। ভরদ্বাজ যেখানকার কথা বলেছিলেন, মনে হয় সেখানে আমরা এসেই গেছি। অনতিদূরেই মন্দাকিনীনদী। মনে হচ্ছে।। ৯ ।। গাছের উঁচু ডালে বল্কল বসন বাঁধা আছে। মনে হয় এটি লক্ষ্মণেরই কাজ। অসময়ে যেতে গেলে পথ চিনিয়ে দেবার স্মারক হবে এগুলি (*অভিজ্ঞান—স্মারক। বিকাল—অসময়ে। জঙ্গল চলে গেলে রাত -বিরাতে জলাদি আনতে গেলে বা কাজ সেরে ফিরতে হলে ঘন অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলার শঙ্কা। তাই এইভাবে পথের চিহ্ন*)।। ১০।। পথে বিরাট বিরাট দাঁতালো হাতীগুলি গর্জন করতে করতে একে অপরকে স্পর্ধা করে দ্রুতবেগে ছুটে চলে।। ১১ ।। তাপসেরা বনের মধ্যে যে আগুনে আহুতি দিতে ইচ্ছা করেন, ঐ তো সেই আগুনের বিশাল ধূমরাশি দেখা যাচ্ছে!।। ১২ ।। এইখানেই আমি গুরুসেবী সদাচারী নরশ্রেষ্ঠ রামকে দেখবো। মহর্ষির মতো তিনি বসে আছেন।। ১৩ ।। মুহূর্তের মধ্যেই রঘুবংশধর ভরত চিত্রকূটে গিয়ে মন্দাকিনীকে পেয়ে তাঁর লোকজনকে বললেন—।। ১৪ ।। জগতের যিনি অধিপতি এবং নরশ্রেষ্ঠ, তিনি আজ নির্জনে বীরাসনে তপোনিরত। ধিক্ আমার জন্ম এবং জীবনকে।। ১৫ ।। যিনি সকল মানুষের আশ্রয় সেই মহাদীপ্তিমান রাম আমার জন্যই দুঃখ পেয়ে সকল কামনা ত্যাগ করে আজ বনে বাস করছেন।। ১৬।। সমাজের লোকজনের দ্বারা আমি নিন্দিত হয়েছি। তাই আজ আমি রামসীতা এবং লক্ষ্মণের চরণে পতিত হবো।। ১৭ ।। বিলাপ করতে করতে দশরথপুত্র ভরত বনে বিশাল-সুন্দর এবং পবিত্র পর্ণশালা দেখতে গেলেন।। ১৮ ।। যজ্ঞে কোমল কুশের দ্বারা যেমন বেদি আস্তৃত থাকে, তেমনি সেই বিশাল পর্ণশালাটি ছিলো তাল এবং অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বৃক্ষের বিশাল পর্ণসমূহের দ্বারা আবৃত।। ১৯ ।। ইন্দ্রের অস্ত্র বজ্রতুল্য, স্বর্ণপৃষ্ঠ, মহাসার, শত্রুনিবারক ধনুর দ্বারা শোভান্বিত হয়ে আছে।। ২০ ।। পর্ণশালাটি ধনুর্বাণের দ্বারা শোভিত। তূণীর মধ্যে রয়েছে শররাজি। সূর্যের কিরণের মতো সেগুলি প্রোজ্জ্বল। দীপ্তমুখ ভয়ঙ্কর সব সর্পে পরিবৃত নাগলোকের মতো শোভা পাচ্ছে পর্ণকুটীর। সেখানে সোনার হাতলবিশিষ্ট দু'টি তরবারি শোভা পাচ্ছে।। ২১।। সোনার বিন্দুর দ্বারা চিত্রিত চর্ম তথা ঢালের দ্বারা সাজানো এই কুটীর।। ২২ ।। আছে সুন্দর গোধা তথা ধনুর গুণাকর্ষণে সম্ভাব্য আঘাত নিবারণের জন্য সোনায় মোড়া চর্মনির্মিত আবরণ এবং অঙ্গুলিত্র বা অঙ্গুলির রক্ষণের জন্য দস্তানার মতো আবরণ। তাও সোনায় মোড়া। শত্রুদের দ্বারা দুষ্প্রবেশ্য ঐ কুটীর।

গোধাঙ্গুলিত্রৈরাসক্তৈশ্চিত্রৈঃ কাঞ্চনভূষিতৈঃ। অরিসঙ্ঘৈরনাধৃষ্যাং মৃগৈঃ সিংহগুহামিব।। ২৩
প্রাগুদক্প্রবণাং বেদিং বিশালাং দীপ্তপাবকাম্। দদর্শ ভরতস্তত্র পুণ্যাং রামনিবেশনে।। ২৪
নিরীক্ষ্য স মুহূর্তন্তু দদর্শ ভরতো গুরুম্। উটজে রামমাসীনং জটামণ্ডলধারিণম্।। ২৫
কৃষ্ণাজিনধরং তং তু চীরবল্কলবাসসম্। দদর্শ রামমাসীনমভিতঃ পাবকোপমম্।। ২৬
সিংহস্কন্ধং মহাবাহুং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্। পৃথিব্যাঃ সাগরান্তায়া ভর্তারং ধর্মচারিণম্।। ২৭
উপবিষ্টং মহাবাহুং ব্রহ্মাণমিব শাশ্বতম্। স্থণ্ডিলে দর্ভসংস্তীর্ণে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।। ২৮
তং দৃষ্ট্বা ভরতঃ শ্রীমান্ শোকমোহপরিপ্লুতঃ। অভ্যধাবত ধর্মাত্মা ভরতঃ কৈকেয়ীসুতঃ।। ২৯
দৃষ্ট্বৈব বিললাপার্তো বাষ্পসন্দিগ্ধয়া গিরা। অশক্নুবন্ বারয়িতুং ধৈর্যাদ্ বচনমব্রুবন্।। ৩০
যঃ সংসদি প্রকৃতিভির্ভবেদ্ যুক্ত উপাসিতুম্। বন্যৈর্মৃগৈরুপাসীনঃ সোঽয়মাস্তে মমাগ্রজঃ।। ৩১
বাসোভির্বহুসাহস্রৈর্যো মহাত্মা পুরোচিতঃ। মৃগাজিনে সোঽয়মিহ প্রবস্তে ধর্মমাচরন্।। ৩২
অধারয়দ্ যো বিবিধাশ্চিত্রাঃ সুমনসঃ সদা। সোঽয়ং জটাভারমিমং সহতে রাঘবঃ কথম্।। ৩৩
যস্য যজ্ঞৈর্যথাদিষ্টৈর্যুক্তো ধর্মস্য সঞ্চয়ঃ। শরীরক্লেশসম্ভূতং স ধর্মং পরিমার্গতে।। ৩৪
চন্দনেন মহার্হেণ যস্যাঙ্গমুপসেবিতম্। মলেন তস্যাঙ্গমিদং কথমার্যস্য সেব্যতে।। ৩৫
মন্নিমিত্তমিদং দুঃখং প্রাপ্তো রামঃ সুখোচিতঃ। ধিগ্‌জীবিতং নৃশংসস্য মম লোকবিগর্হিতম্।। ৩৬
ইত্যেবং বিলপন্ দীনঃ প্রস্বিন্নমুখপঙ্কজঃ। পাদাবপ্রাপ্য রামস্য পপাত ভরতো রুদন্।। ৩৭
দুঃখাভিতপ্তো ভরতো রাজপুত্রো মহাবলঃ। উক্ত্বার্যেতি সকৃদ্দীনং পুনর্নোবাচ কিঞ্চন।। ৩৮

মৃগের কাছে সিংহের গুহা যেমন, ঠিক তেমনি।। ২৩ ।। রামাশ্রমের ঈশানকোণে পবিত্র, প্রদীপ্ত বিশাল যজ্ঞবেদি দেখলেন ভরত।। ২৪।। মুহূর্তমাত্র বেদির দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন দাদা রামচন্দ্র কুটীরের মধ্যে জটাভার ধারণ করে বসে আছেন।। ২৫ ।। কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম উপবীত করে পরা। পরিধানে অতিক্ষুদ্র বসনখণ্ড এবং বল্কল। অগ্নির মতো উজ্জ্বলমূর্তিতে তিনি আসনে বসে আছেন *(ব্রহ্মচর্যে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম উপবীতের মতো ধারণ করতে হয়। মনে হয় অধোবাসরূপে ছোট্ট একটুকরো কাপড় এবং উত্তরীয়রূপে বল্কল ছিলো রামের পরিধানে)* ।। ২৬ ।। সিংহের স্কন্ধের মতো প্রশস্ত স্কন্ধদেশ। দীর্ঘ তাঁর বাহু। চোখ পদ্মের মতো। ধর্মসম্মত আচরণে তিনি নিরত। সাগর পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল রাজ্যের তিনি অধিপতি *(পুণ্ডরীক—পদ্ম)*।। ২৭ ।। পবিত্র যজ্ঞভূমি কুশের দ্বারা আস্তীর্ণ। সনাতন ব্রহ্মের মতো সেখানে বসে আছেন দীর্ঘবাহু রাম। সীতা এবং লক্ষ্মণ পাশে।। ২৮ ।। ধর্মপ্রাণ, কৈকেয়ীপুত্র শ্রীমান ভরত তাঁকে দেখে শোকে মোহে বিহ্বল হয়ে ছুটে গেলেন।। ২৯ ।। ধৈর্যের দ্বারা কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারলেন না। চোখের জলে গদগদবাক্যে বিলাপ করতে লাগলেন।। ৩০ ।। যিনি রাজসভায় প্রজাপুঞ্জের দ্বারা উপাসিত হবার যোগ্য আমার সেই দাদা আজ বন্য পশুদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন।।৩১ ।। যে মহাত্মা, বহু সহস্র টাকার দামী বসন পূর্বে পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন, তিনি ধর্ম আচরণ করে এখন হরিণের চামড়ায় বসে আছেন।।৩২ ।। নানাধরণের সুন্দর ফুলের সাজে যিনি সর্বদা শোভিত থাকতেন সেই রঘুবংশধর রাম কী করে এখন এই জটাভার সহ্য করছেন ?।।৩৩ ।। শাস্ত্রে যেভাবে বলা আছে সেইভাবে যজ্ঞের দ্বারা যিনি ধর্মসঞ্চয় করতেন, এখন দেহের কষ্টকর কার্যাদির দ্বারা তিনি ধর্মের সন্ধান করছেন।। ৩৪ ।। মহামূল্যবান চন্দনের দ্বারা যাঁর অঙ্গের অনুলেপন হতো, সেই পূজনীয় দাদার দেহ এখন কি করে ময়লা-ধূলোয় ধূসরিত হচ্ছে।।৩৫ ।। সুখে অভ্যস্ত দাদা রাম আজ আমার জন্যই এই দুঃখ ভোগ করছেন। বিশ্ববন্দিত, নিষ্ঠুর আমার এই জীবনকে ধিক্।। ৩৬ ।। বিলাপ করতে করতে ভরতের করুণ মুখখানি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলো। তিনি রামের চরণযুগল ধরতে গিয়ে কান্নার ফলে ধরতে না পেরে পড়ে গেলেন।। ৩৭ ।। মহাবলশালী রাজপুত্র ভরত আজ দুঃখে অত্যন্ত সন্তপ্ত। একবার মাত্র "আর্য"—এইটুকু বলে আর কিছুই বলতে পারলেন না।।৩৮ ।। যশস্বী রামকে

বাষ্পেঃ পিহিতকণ্ঠশ্চ প্রেক্ষ্য রামং যশস্বিনম্। আর্যেত্যেবাভিসংক্রুশ্য ব্যাহর্তুং নাশকৎ ততঃ।। ৩৯
শত্রুঘ্নশ্চাপি রামস্য ববন্দে চরণৌ রুদন্। তাবুভৌ চ সমালিঙ্গ্য রামোঽপ্যশ্রূণ্যবর্তয়ৎ।। ৪০
ততঃ সুমন্ত্রেণ গুহেন চৈব সমীয়তু রাজসুতা বরেণ্যা।
দিবাকরশ্চৈব নিশাকরশ্চ যথাম্বরে শুক্র-বৃহস্পতিভ্যাম্।। ৪১
তান্ পার্থিবান্ বারণযূথপার্হান্ সমাগতাংস্তত্র মহত্যরণ্যে।
বনৌকসস্তেঽভিসমীক্ষ্য সর্বে ত্বশ্রূণ্যমুঞ্চন্ প্রবিহায় হর্ষম্।। ৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে নবনবতিতমঃ সর্গঃ।

দেখে তাঁর কণ্ঠ বাষ্পে অবরুদ্ধ হয়ে গেলো। "আর্য"—এইটুকু চীৎকার করে বলে আর কিছুই বলতে পারলেন না।। ৩৯ ।। শত্রুঘ্নও কাঁদতে কাঁদতে রামের চরণযুগল বন্দনা করলেন। রামও তাঁদের দু'জনকেই বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন।। ৪০ ।। সূর্য এবং চন্দ্র যেমন আকাশে শুক্র এবং বৃহস্পতির সঙ্গে মিলিত হয়, তেমনি এবার রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণ সুমন্ত্র ও গুহের সঙ্গে হলেন সম্মিলিত।। ৪১ ।। সেইসময়ে গজযূথে আরোহণের যোগ্য রাজন্যবর্গকে গভীর অরণ্যে উপস্থিত দেখে বনবাসীরা সকলেই আনন্দ ত্যাগ করে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলো।। ৪২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের নবনবতিতম (৯৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। শততমঃ সর্গঃ ।।

কুশলজিজ্ঞাসাচ্ছলেন ভরতং প্রতি শ্রীরামস্য রাজনীতিবিষয়কোপদেশঃ।

জটিলং চীরবসনং প্রাঞ্জলিং পতিতং ভুবি। দদর্শ রামো দুর্দর্শং যুগান্তে ভাস্করং যথা।। ১
কথঞ্চিদভিবিজ্ঞায় বিবর্ণবদনং কৃশম্। ভ্রাতরং ভরতং রামঃ পরিজগ্রাহ পাণিনা।। ২
আঘ্রায় রামস্তং মূর্ধ্নি পরিষ্বজ্য চ রাঘবম্। অঙ্কে ভরতমারোপ্য পর্যপৃচ্ছত সাদরম্।। ৩
ক্ব নু তেঽভূৎ পিতা তাত যদরণ্যং ত্বমাগতঃ। ন হি ত্বং জীবতস্তস্য বনমাগন্তুমর্হসি।। ৪
চিরস্য বত পশ্যামি দূরাদ্ ভরতমাগতম্। দুষ্প্রতীকমরণ্যেঽস্মিন্ কিং তাত বনমাগতঃ।। ৫
কচ্চিন্নু ধরতে তাত রাজা যৎ ত্বমিহাগতঃ। কচ্চিন্নু দীনঃ সহসা রাজা লোকান্তরং গতঃ।। ৬
কচ্চিৎ সৌম্য ন তে রাজ্যং ভ্রষ্টং বালস্য শাশ্বতম্। কচ্চিচ্ছুশ্রূষসে তাত পিতুঃ সত্যপরাক্রম।। ৭
কচ্চিদ্ দশরথো রাজা কুশলী সত্যসঙ্গরঃ। রাজসূয়াশ্বমেধানামাহর্তা ধর্মনিশ্চিতঃ।। ৮

শততম (১০০) সর্গ

কুশলজিজ্ঞাসার মাধ্যমে ভরতের প্রতি শ্রীরামের রাজনীতি বিষয়ক উপদেশ।

প্রলয়কালে ভূপতিত সুদুর্দর্শ সূর্যের মতো জটাধারী, চীরবসন, করজোড়ে ভূপতিত ভরতকে রাম দেখলেন...।। ১ ।। বিমর্ষ বদন, কৃশ, ভাই ভরতকে কোনোরকমে চিনতে পেরে রাম হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।। ২ ।। ভরতকে আলিঙ্গন করে মস্তক আঘ্রাণ করে কোলে বসিয়ে তিনি সস্নেহে জিজ্ঞেস করলেন—।। ৩ ।। বৎস, তুমি যে অরণ্যে এলে, তোমার বাবা এখন কোথায় আছেন? বাবা বেঁচে থাকতে তুমি তো বনে আসতে পারো না।। ৪ ।। অনেকদিন পরে দূর থেকে ভরতকে আসতে দেখলাম। এই অরণ্যে তাকে চেনাই যাচ্ছিলো না। ভাই, কেন তুমি এই বনে এলে?।। ৫ ।। বাছা, রাজা বেঁচে আছেন তো? তুমি যে এখানে এলে শোকে দৈন্যযুক্ত হয়ে রাজা হঠাৎ লোকান্তরে চলে যান নি তো?।। ৬ ।। হে সৌম্য, তুমি ছেলেমানুষ বলে চিরন্তন রাজ্যটি তোমার হাত থেকে ভ্রষ্ট হয় নি তো? সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমশালী ভাইটি আমার, তুমি বাবাকে সেবা করছো তো?।। ৭ ।। রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সত্যনিষ্ঠ, ধর্মপ্রতিষ্ঠ রাজা দশরথ কুশলে আছেন তো?।। ৮ ।। বৎস, ইক্ষ্বাকুবংশের উপাধ্যায়, সেই বিদ্বান্,

স কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ধর্মনিত্যো মহাদ্যুতিঃ। ইক্ষ্বাকূণামুপাধ্যায়ো যথাবৎ তাত পূজ্যতে।। ৯
তাত কচ্চিচ্চ কৌসল্যা সুমিত্রা চ প্রজাবতী। সুখিনী কচ্চিদার্যা চ দেবী নন্দতি কৈকেয়ী।। ১০
কচ্চিদ্ বিনয়সম্পন্নং কুলপুত্রো বহুশ্রুতঃ। অনুসূয়ুরনুদ্রষ্টা সৎকৃতস্তে পুরোহিতঃ।। ১১
কচ্চিদগ্নিষু তে যুক্তো বিধিজ্ঞো মতিমানৃজুঃ। হুতঞ্চ হোষ্যমাণঞ্চ কালে বেদয়তে সদা।। ১২
কচ্চিদ্ দেবান্ পিতৃন্ ভৃত্যান্ গুরূন্ পিতৃসমানপি। বৃদ্ধাংশ্চ তাত বৈদ্যাংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চাভিমন্যসে।। ১৩
ইষ্বস্ত্রবরসম্পন্নমর্থশাস্ত্রবিশারদম্। সুধন্বানমুপাধ্যায়ং কচ্চিৎ ত্বং তাত মন্যসে।। ১৪
কচ্চিদাত্মসমাঃ শূরাঃ শ্রুতবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ। কুলীনাশ্চেঙ্গিতজ্ঞাশ্চ কৃতাস্তে তাত মন্ত্রিণঃ।। ১৫
মন্ত্রো বিজয়মূলং হি রাজ্ঞাং ভবতি রাঘব। সুসংবৃতো মন্ত্রিধূরৈরমাত্যৈঃ শাস্ত্রকোবিদৈঃ।। ১৬
কচ্চিন্নিদ্রাবশং নৈবীঃ কচ্চিৎ কালেঽববুধ্যসে। কচ্চিচ্চাপররাত্রেষু চিন্তয়স্যর্থনৈপুণম্।। ১৭
কচ্চিন্মন্ত্রয়সে নৈকঃ কচ্চিন্ন বহুভিঃ সহ। কচ্চিৎ তে মন্ত্রিতো মন্ত্রো রাষ্ট্রং ন পরিধাবতি।। ১৮
কচ্চিদর্থং বিনিশ্চিত্য লঘুমূলং মহোদয়ম্। ক্ষিপ্রমারভসে কর্ম ন দীর্ঘয়সি রাঘব।। ১৯
কচ্চিন্নু সুকৃতান্যেব কৃতরূপাণি বা পুনঃ। বিদুস্তে সর্বকার্যাণি ন কর্তব্যানি পার্থিবাঃ।। ২০
কচ্চিন্ন তর্কৈর্যুক্ত্যা বা যে চাপ্যপরিকীর্তিতাঃ। ত্বয়া বা তব বামাত্যৈর্বুধ্যতে তাত মন্ত্রিতম্।। ২১
কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণামেকমিচ্ছসি পণ্ডিতম্। পণ্ডিতো হ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু কুর্যান্নিঃশ্রেয়সং মহৎ।। ২২
সাহস্রাণ্যপি মূর্খাণাং যদ্যুপাস্তে মহীপতিঃ। অথবাপ্যযুতান্যেব নাস্তি তেষু সহায়তা।। ২৩

নিত্যধর্মপরায়ণ, মহাদীপ্তিমান ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠদেবকে নিত্যপূজা করা হচ্ছে তো?।। ৯ ।। বাছা, মাতা কৌশলা, সৎপুত্রবতী সুমিত্রা সুখে আছেন তো? আনন্দে আছেন তো পূজনীয়া মাতা দেবী কৈকেয়ী?।। ১০ ।। বিনয়ান্বিত, সদ্বংশজাত, পণ্ডিত, অসূয়াহীন, তপোধন, সত্যদ্রষ্টা, তোমার পুরোহিতকে সৎকার করছো তো?।। ১১ ।। তোমার যজ্ঞে অগ্নিহোত্র কর্মে নিযুক্ত, শাস্ত্রবিধি যিনি জানেন, বুদ্ধিমান, সরলচরিত্র পুরোহিত যজ্ঞের পরে এবং পূর্বের করণীয় সম্বন্ধে তোমায় অবহিত করেন তো?।। ১২ ।। বৎস, তুমি সম্মান করছো তো দেবগণ, পিতৃগণ, ভৃত্যবর্গ, গুরুমণ্ডলী, পিতৃসম বৃদ্ধগণ, বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণদের? *(দেবতা এবং গুরুজনদের সঙ্গে ভৃত্যদেরকেও সম্মানদান রামের আদর্শ। ভৃত্যকে নীচু দৃষ্টিতে দেখা নয়, সহযোগীর দৃষ্টিতে দেখা প্রাচীন ভারতের শিষ্টাচার)*।। ১৩ ।। বাণপ্রয়োগে নিপুণ, অস্ত্রপ্রয়োগে কুশলী, আর্যশাস্ত্র বিশারদ উপাধ্যায় সুধন্বাকে তুমি ভাই সম্মান করছো তো?।। ১৪ ।। বীর, বিদ্বান্, জিতেন্দ্রিয়, সৎ-কুলজাত, ইঙ্গিতজ্ঞ আত্মসমব্যক্তিদের তুমি মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেছো তো? *(কোনো গোষ্ঠীর নেতা হলেই মন্ত্রী হওয়া যেতো না তখন। প্রাজ্ঞ, সংযতচরিত্র ব্যক্তিদেরই মন্ত্রীর পদে তখন নিযুক্ত করা হতো)*।। ১৫ ।। হে রঘুবংশধর, রাজাদের বিজয়লাভের মূলে থাকে ভালোভাবে গোপনে থাকা মন্ত্রণা। শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য যাঁদের আছে, সেইসব অমাত্য এবং মন্ত্রিপ্রধানদের দ্বারাই প্রদত্ত হবে সেই মন্ত্রণা *(কোবিদ—বিশেষভাবে পণ্ডিত)*।। ১৬ ।। তুমি কখনো নিদ্রার বশীভূত হও না তো? যথাসময়ে তুমি ঘুম থেকে জেগে ওঠো তো? তুমি রাতের শেষে ভালোভাবে অর্থের কথা চিন্তা করো তো?।। ১৭ ।। তুমি একাকী বা বহুলোকের সঙ্গে মিলে মন্ত্রণা করো না তো? তোমার মন্ত্রণা করার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে না তো?।। ১৮ ।। কখনো কোনো বিষয়ে নির্ণয় নিয়ে ছোটো করে আরম্ভ করে বিরাট পরিণতির জন্য সত্বর সেই কাজ আরম্ভ করো তো? কাজে দেরী করো না তো?।। ১৯ ।। অন্য রাজারা তোমার করা ভালো কাজগুলি এবং যেসব ভালো কাজ করছো তা জানেন তো? আর যা তুমি ভবিষ্যতে করবে তা জানেন না তো? *(রাজকার্যে মন্ত্রগুপ্তি একান্ত প্রয়োজন)*।। ২০ ।। ভাই, তুমি তোমার অমাত্যদের সঙ্গে তর্ক এবং যুক্তির দ্বারা যা মন্ত্রণা করো, যা অন্যদের কাছে বলো না, তা অন্যেরা বুঝতে পারে না তো?।। ২১।। তুমি হাজার মূর্খের পরিবর্তে একজন পণ্ডিতকেই কামনা কর তো? অর্থকষ্টের সময় একজন পণ্ডিতই মহৎ কল্যাণসাধন করতে পারেন।। ২২ ।। রাজা যদি সহস্র বা অযুত সংখ্যক মূর্খকে প্রতিপালন করেন তাতে তাঁর কোনো সাহায্য হয় না।। ২৩ ।। একজন মাত্র অমাত্যও যদি মেধাবী, বীর, দক্ষ এবং বিচক্ষণ হন, তাহলে

একোঽপ্যমাত্যো মেধাবী শূরো দক্ষো বিচক্ষণঃ। রাজানং রাজপুত্রং বা প্রাপয়েন্মহতীং শ্রিয়ম্।। ২৪
কচ্চিন্মুখ্যা মহৎস্বেব মধ্যমেষু চ মধ্যমাঃ। জঘন্যাশ্চ জঘন্যেষু ভৃত্যাস্তে তাত যোজিতাঃ।। ২৫
অমাত্যানুপধাতীতান্ পিতৃপৈতামহাঞ্ছুচীন্। শ্রেষ্ঠাঞ্ছ্রেষ্ঠেষু কচ্চিৎ ত্বং নিযোজয়সি কর্মসু।। ২৬
কচ্চিন্নোগ্রেণ দণ্ডেন ভৃশমুদ্বেজিতাঃ প্রজাঃ। রাষ্ট্রে তবাবজানন্তি মন্ত্রিণঃ কৈকয়ীসুত।। ২৭
কচ্চিৎ ত্বাং নাবজানন্তি যাজকাঃ পতিতং যথা। উগ্রপ্রতিগ্রহীতারং কাময়ানমিব স্ত্রিয়ঃ।। ২৮
উপায়কুশলং বৈদ্যং ভৃত্যসংদূষণে রতম্। শূরমৈশ্বর্যকামঞ্চ যো হন্তি ন স হন্যতে।। ২৯
কচ্চিদ্ ধৃষ্টশ্চ শূরশ্চ ধৃতিমান্ মতিমাঞ্ছুচিঃ। কুলীনশ্চানুরক্তশ্চ দক্ষঃ সেনাপতিঃ কৃতঃ।। ৩০
বলবন্তশ্চ কচ্চিৎ তে মুখ্যা যুদ্ধবিশারদাঃ। দৃষ্টাপদানা বিক্রান্তাস্ত্বয়া সৎকৃত্য মানিতাঃ।। ৩১
কচ্চিদ্ বলস্য ভক্তঞ্চ বেতনঞ্চ যথোচিতম্। সম্প্রাপ্তকালং দাতব্যং দদাসি ন বিলম্বসে।। ৩২
কালাতিক্রমণে হ্যেব ভক্ত-বেতনয়োর্ভৃতাঃ। ভর্তুঃ কুপ্যন্তি দুষ্যন্তি সোঽনর্থঃ সুমহান্ কৃতঃ।। ৩৩
কচ্চিৎ সর্বেঽনুরক্তাস্ত্বাং কুলপুত্রাঃ প্রধানতঃ। কচ্চিৎ প্রাণাংস্তবার্থেষু সন্ত্যজন্তি সমাহিতাঃ।। ৩৪
কচ্চিজ্জানপদো বিদ্বান্ দক্ষিণঃ প্রতিভানবান্। যথোক্তবাদী দূতস্তে কৃতো ভরত পণ্ডিতঃ।। ৩৫

রাজা বা রাজপুত্রকে তিনি মহৎ ঐশ্বর্য লাভ করাতে পারেন।। ২৪ ।। বৎস, তুমি বড়ো কাজে প্রধান কর্মীদের, মধ্যম কাজে মধ্যম কর্মীদের এবং সাধারণ কাজে সাধারণ কর্মীদের নিয়োগ করেছো তো? *(যথোচিতভাবে কার্যবিভাজন এবং দায়িত্ব-প্রদান রাজার একটি প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ)*।। ২৫ ।। যে অমাত্যেরা ঘুষ নেন না, পিতৃপিতামহক্রমে মন্ত্রিত্ব করে আসছেন, যাঁরা ভেতরে-বাইরে পবিত্র, শ্রেষ্ঠদের মধ্যেও যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁদের তুমি কর্মে নিয়োগ করেছো তো?।। ২৬ ।। তোমার রাজ্যে প্রজারা কঠোর দণ্ডে উৎপীড়িত হয় না তো? হে কৈকেয়ীপুত্র, মন্ত্রীরা তোমায় অবজ্ঞা করেন না তো?।। ২৭ ।। নীচজাতির নারীকে বিয়ে করে কামার্ত হলে কুলনারীরা যেমন তাঁকে অবজ্ঞা করে থাকেন, তেমনি যাজকেরা পতিত ব্যক্তির মতো তোমাকে অবজ্ঞা করেন না তো?।। ২৮ ।। সাম-দানাদি রাজনৈতিক উপায় সম্বন্ধে নিপুণ, বীর, ঐশ্বর্যলোভী ভৃত্যদের মন রাজার বিরুদ্ধে যারা দূষিত করে, সেই বৈদ্যকে যে রাজা হত্যা না করেন, পরিণামে তিনি নিজেই নিহত হন *(পারিবারিক জীবনের অভ্যন্তরে বৈদ্যদের অবাধ গতিবিধি। তাঁরা গৃহবিপ্লব ঘটাতে সক্ষম। তাই তাঁদের সম্বন্ধে রাজাকে অবহিত থাকতে হবে)*।। ২৯ ।। তুমি কি বিপক্ষ-পরাজয়ে সমর্থ, বীর, ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান, পবিত্রচিত্ত, সৎকুলজাত, বিশ্বস্ত এবং নিপুণব্যক্তিকে সেনাপতি করেছো? *(কুলীন—সৎকুলজাত। কুলীনের লক্ষণ হলো—"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।। যথার্থত এই নয়টি গুণই কুলীনের লক্ষণ)*।। ৩০ ।। বলবান, যুদ্ধবিশারদ, বিক্রমশালী, প্রধানদের কার্যবিচার করে তাদের পুরস্কৃত ও সম্মানিত করেছো তো?।। ৩১ ।। সৈন্যদের প্রদেয় যথোচিত অন্ন এবং বেতন ঠিক সময়ে দাও তো? দেরি করো না তো? *(ভক্ত—অন্ন)*।। ৩২ ।। যারা অন্ন এবং বেতনের দ্বারা প্রতিপালিত হয় সময়ে তা না পেলে তারা প্রভুর উপর কুপিত হয়। তাঁর ওপর দোষারোপ করে। তাতে ভীষণ বিপত্তি হয়।। ৩৩।। সবাই বিশেষতঃ তোমার আত্মীয়েরা তোমার প্রতি অনুরক্ত আছে তো? তোমার জন্য তারা প্রাণ দিতে তৈরী আছে তো?।। ৩৪ ।। হে ভরত, বিদ্বান্, উদার, প্রতিভাশালী, যথার্থবাদী, পণ্ডিত জনপদবাসীকে তুমি দূতরূপে নিযুক্ত করেছো তো? *(লক্ষণীয়—রাষ্ট্রদূতের যোগ্যতা। দলীয় নেতা হলেই রাষ্ট্রদূত করা যায় না)*।। ৩৫ ।। কেউই কাউকে চেনে না, এমন তিন তিন জনকে এক একটি বিষয়ে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে চর নিযুক্ত করেছো তো? নিজপক্ষের পনেরো এবং শত্রুপক্ষের আঠারোটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাদের ঘুরে ঘুরে জানতে হবে। তাদের মাধ্যমে খবর জানো তো? *(শত্রুপক্ষের আঠারোটি বিষয় হলো—মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তঃপুরঃ-রক্ষাকারী, কারাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, রাজ-আজ্ঞাবাহক, প্রাড়বিবাক [ব্যবহারদর্শী বিচারক], ধর্মাসনাধিকারী, ব্যবহার-নির্ণেতা, নেতাগণের বেতনাধ্যক্ষ, কর্মান্তে বেতনগ্রাহী, নগরাধ্যক্ষ, রাষ্ট্রান্তপাল, দুষ্টদের দণ্ডবিধানকারী,*

কচ্চিদষ্টাদশান্যেষু স্বপক্ষে দশ পঞ্চ চ। ত্রিভিস্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈর্বেৎসি তীর্থানি চারণৈঃ।। ৩৬
কচ্চিদ্ ব্যপাস্তানহিতান্ প্রতিযাতাংশ্চ সর্বদা। দুর্বলাননবজ্ঞায় বর্তসে রিপুসূদন।। ৩৭
কচ্চিন্ন লোকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে। অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।। ৩৮
ধর্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ। বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে।। ৩৯
বীরৈরধ্যুষিতাং পূর্বমস্মাকং তাত পূর্বকৈঃ। সত্যনামাং দৃঢদ্বারাং হস্ত্যশ্ব-রথসঙ্কুলাম্।। ৪০
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ স্বকর্মনিরতৈঃ সদা। জিতেন্দ্রিয়ৈর্মহোৎসাহৈর্বৃতামার্যৈঃ সহস্রশঃ।। ৪১
প্রাসাদৈর্বিবিধাকারৈর্বৃতাং বৈদ্যজনাকুলাম্। কচ্চিৎ সমুদিতাং স্ফীতামযোধ্যাং পরিরক্ষসে।। ৪২
কচ্চিচ্চৈত্যশতৈর্জুষ্টঃ সুনিবিষ্টজনাকুলঃ। দেবস্থানৈঃ প্রপাভিশ্চ তটাকৈশ্চোপশোভিতঃ।। ৪৩
প্রহৃষ্টনর-নারীকঃ সমাজোৎসবশোভিতঃ। সুকৃষ্টসীমাপশুমান্ হিংসাভিরভিবর্জিতঃ।। ৪৪
অদেবমাতৃকো রম্যঃ শ্বাপদৈঃ পরিবর্জিতঃ। পরিত্যক্তো ভয়ৈঃ সর্বৈঃ খনিভিশ্চোপশোভিতঃ।। ৪৫
বিবর্জিতো নরৈঃ পাপৈর্মম পূর্বৈঃ সুরক্ষিতঃ। কচ্চিজ্জনপদঃ স্ফীতঃ সুখং বসতি রাঘব।। ৪৬
কচ্চিত্তে দয়িতাঃ সর্বে কৃষি গোরক্ষজীবিনঃ। বার্তায়াং সংস্থিতস্তাত লোকোহয়ং সুখমেধতে।। ৪৭
তেষাং গুপ্তিপরীহারৈঃ কচ্চিৎ তে ভরণং কৃতম্। রক্ষ্যা হি রাজ্ঞা ধর্মেণ সর্বে বিষয়বাসিনঃ।। ৪৮
কচ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ সান্ত্বয়সে কচ্চিত্তাস্তে সুরক্ষিতাঃ। কচ্চিন্ন শ্রদ্দধাস্যাসাং কচ্চিদ্ গুহ্যং ন ভাষসে।। ৪৯

জল-গিরি-বনস্থলের দুর্গপালগণ। স্বপক্ষের পনেরো হলো-মন্ত্রী, পুরোহিত ও রাজা ছাড়া অপরের পনেরোটি। এদের গতিবিধি গুপ্তচরের দ্বারা জ্ঞাতব্য)।। ৩৬ ।। হে শত্রুবিনাশকারিন্, বিতাড়িত শত্রুরা আবার ফিরে এলে তাদের দুর্বল মনে করে অবজ্ঞা করো না তো?।।৩৭ ।। বৎস, চার্বাকমতাবলম্বী শুষ্ক তার্কিক ব্রাহ্মণদের সেবা করো না তো? এরা বালকের মতো অজ্ঞ হয়েও নিজেদের পণ্ডিত মনে করে। জনগণের মধ্যে অনর্থ সম্পাদনে এরা কুশল।। ৩৮ ।। বেদাদিপ্রধান ধর্মশাস্ত্রাদি থাকা সত্ত্বেও এই দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তর্কবিদ্যার মাধ্যমে নিরর্থক বাদানুবাদ করে থাকে।। ৩৯ ।। বৎস, অযোধ্যা আমাদের বীর পূর্বপুরুষদের দ্বারা পূর্বে ছিলো অধ্যুষিত। নগরীর দ্বারদেশ অতি দৃঢ়। হস্তী-অশ্ব এবং রথে পরিপূর্ণ নগরীকে যুদ্ধ করে কেউ জয় করতে পারে না বলে এর "অযোধ্যা" নামটি সার্থক।। ৪০ ।। নিজেদের কর্মে নিরত হাজার হাজার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং জিতেন্দ্রিয় মহা উৎসাহী সজ্জনের দ্বারা এই নগরী পরিপূর্ণ।। ৪১ ।। এখানে রয়েছে বিভিন্ন আকারের অট্টালিকা। আছে অনেক চিকিৎসক। এই ঐশ্বর্যসম্পন্ন সমৃদ্ধ অযোধ্যাকে তুমি ভালোভাবে রক্ষা করছো তো?।। ৪২ ।। শত শত চৈত্যবৃক্ষের দ্বারা সুশোভিত এই নগরী। সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত আবাসে বাসরত জনসমূহে পরিপূর্ণ অযোধ্যা। দেবমন্দির, জলসত্র এবং জলাশয়ের দ্বারা পরিশোভিত এই নগরী তেমনি আছে তো? *(চৈত্য—যজ্ঞশালা। বৌদ্ধ ও জৈনমন্দির, চতুষ্পথের বৃহৎ বৃক্ষ)*।। ৪৩ ।। নরনারীরা বেশ আনন্দে আছে তো? সামাজিক উৎসবাদিতে নগরী সুশোভিতা তো? প্রান্তবর্তী স্থানসমূহ ভালোভাবে কর্ষিত তো? গোরু -মোষ সব সমাজ-সহায়ক পশু নিরাপদে আছে তো? হিংসা নেই তো?।। ৪৪ ।। বৃষ্টির জন্য বসে না থেকে নদীর জলেই কৃষি কার্যাদি হচ্ছে তো? সুন্দর এই অযোধ্যায় হিংস্র জন্তু জানোয়ার আসছে না তো? কোনো রকমের ভয় সেখানে নেই তো? মণিগুলো শোভা পাচ্ছে তো? *(অদেবমাতৃক—দেবতার কৃপাবৃষ্টির অপেক্ষা না করেই স্থানীয় সেচে যেখানে চাষ হয় সেইস্থান)*।। ৪৫ ।। ভরত, পাপিষ্ঠ মানুষেরা সেখান থেকে চলে গেছে তো? আমার পূর্বপুরুষদের দ্বারা সুরক্ষিত এই জনপদ সুখে-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ আছে তো?।। ৪৬।। চাষী এবং গয়লাদের প্রতি তুমি দয়াবান আছো তো? বাণিজ্যে যারা আছে তারাও সুখে আছে তো?।। ৪৭।। অভীষ্ট সাধন ও অনিষ্ট পরিহার করে তুমি তাদের পোষণ করছো তো? ধর্মানুসারে রাজ্যবাসী সকলেই রাজার দ্বারা রক্ষণীয়।। ৪৮ ।। তুমি স্ত্রীলোকদের সান্ত্বনাদান করো তো? ভালোভাবে তাদের রক্ষা করো তো? তুমি তাদের কথায় আস্থা রাখো না তো? তাদের কাছে গোপনীয় কিছু প্রকাশও করো না তো?।। ৪৯।।

কচ্চিন্নাগবনং গুপ্তং কচ্চিৎ তে সন্তি ধেনুকাঃ। কচ্চিন্ন গণিকাশ্বানাং কুঞ্জরাণাঞ্চ তৃপ্যসি।। ৫০
কচ্চিদ্ দর্শয়সে নিত্যং মানুষাণাং বিভূষিতম্। উত্থায়োত্থায় পূর্বাহ্ণে রাজপুত্র মহাপথে।। ৫১
কচ্চিন্ন সর্বে কর্মান্তাঃ প্রত্যক্ষাস্তেঽবিশঙ্কয়া। সর্বে বা পুনরুৎসৃষ্টা মধ্যমেবাত্র কারণম্।। ৫২
কচ্চিদ্ দুর্গাণি সর্বাণি ধন-ধান্যায়ুধোদকৈঃ। যন্ত্রৈশ্চ প্রতিপূর্ণানি তথা শিল্পিধনুর্ধরৈঃ।। ৫৩
আয়স্তে বিপুলঃ কচ্চিৎ কচ্চিদল্পতরো ব্যয়ঃ। অপাত্রেষু ন তে কচ্চিৎ কোষো গচ্ছতি রাঘব।। ৫৪
দেবতার্থে চ পিত্রর্থে ব্রাহ্মণাভ্যাগতেষু চ। যোধেষু মিত্রবর্গেষু কচ্চিদ্ গচ্ছতি তে ব্যয়ঃ।। ৫৫
কচ্চিদার্যোঽপি শুদ্ধাত্মা ক্ষারিতশ্চাপকর্মণা। অদৃষ্টঃ শাস্ত্রকুশলৈর্ন লোভাদ্ বধ্যতে শুচিঃ।। ৫৬
গৃহীতশ্চৈব পৃষ্টশ্চ কালে দৃষ্টঃ সকারণঃ। কচ্চিন্ন মুচ্যতে চোরো ধনলোভান্নরর্ষভ।। ৫৭
ব্যসনে কচ্চিদাঢ্যস্য দুর্বলস্য চ রাঘব। অর্থং বিরাগাঃ পশ্যন্তি তবামাত্যা বহুশ্রুতাঃ।। ৫৮
যানি মিথ্যাভিশস্তানাং পতন্ত্যশ্রূণি রাঘব। তানি পুত্রপশূন্ ঘ্নন্তি প্রীত্যর্থমনুশাসতঃ।। ৫৯
কচ্চিদ্ বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ বৈদ্যান্মুখ্যাংশ্চ রাঘব। দানেন মনসা বাচা ত্রিভিরেতৈর্বুভূষসে।। ৬০
কচ্চিদ্ গুরূংশ্চ বৃদ্ধাংশ্চ তাপসান্ দেবতাতিথীন্। চৈত্যাংশ্চ সর্বান্ সিদ্ধার্থান্ ব্রাহ্মণাংশ্চ নমস্যসি।। ৬১
কচ্চিদর্থেন বা ধর্মমর্থং ধর্মেণ বা পুনঃ। উভৌ বা প্রীতিলোভেন কামেন ন বিবাধসে।। ৬২
কচ্চিদর্থঞ্চ কামঞ্চ ধর্মঞ্চ জয়তাং বর। বিভজ্য কালে কালজ্ঞ সর্বান্ বরদ সেবসে। ৬৩
কচ্চিৎ তে ব্রাহ্মণাঃ শর্ম সর্বশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ। আশংসন্তে মহাপ্রাজ্ঞ পৌরজানপদৈঃ সহ।। ৬৪

যে বনে হাতীরা থাকে সেই বন তুমি রক্ষা করছো তো? যেখানে ধেনুরা বিচরণ করে তাও রক্ষা করছো তো? *(গণিকা—বেশ্যা, হস্তিনী। এখানে হস্তিনী। এসব পশুর সংখ্যাধিক্যে রাজার শ্রীবৃদ্ধিসূচিত হয়। তাই এদের স্বল্পসংখ্যায় অভ্যুদয়কামী রাজার সন্তুষ্ট থাকা ঠিক নয়)*।। ৫০ ।। রাজপুত্র তুমি। প্রতিদিন প্রভাতে উঠে রাজবেশে ভূষিত হয়ে রাজপথে দর্শন দাও তো?।। ৫১ ।। কর্মচারীরা সব নিঃশঙ্কভাবে তোমার সামনে আসে না তো? কিম্বা কেউ তোমাকে পরিহার করে না তো? মধ্যপন্থাই অভীষ্ট লাভের কারণ *(ভৃত্যদের সঙ্গে রাজ-সম্পর্ক ও ব্যবহার তুলে ধরা হয়েছে)*।। ৫২ ।। তোমার দুর্গগুলো সব ধন, ধান্য, অস্ত্র, জল, যন্ত্র এবং শিল্পী ও ধনুর্ধরদের দ্বারা পরিপূর্ণ আছে তো?।। ৫৩ ।। তোমার আয় প্রচুর এবং ব্যয় অল্প তো? হে রাঘব, অপাত্রে তোমার ব্যয় হচ্ছে না তো?।। ৫৪ ।। দেবগণ, পিতৃগণ, ব্রাহ্মণ, অতিথি, সৈনিক এবং বন্ধুদের জন্য তোমার ব্যয় হয় তো?।। ৫৫।। কখনো শুদ্ধাত্মা, শুচি, সজ্জনকে মিথ্যা অপবাদে আনা হলে শাস্ত্রকুশল বিচারকের দ্বারা তাঁর দোষ প্রমাণিত না হলে তাঁকে লোভবশতঃ দণ্ড দাও না তো?।। ৫৬ ।। ধরে আনা হয়েছে, জিজ্ঞেস করে দোষও জানা হয়েছে, এমন চোরকে হে নরশ্রেষ্ঠ, তোমার কর্মীরা ধনলোভে অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে ছেড়ে দেয় না তো?।। ৫৭ ।। হে রাঘব, কখনো ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হলে তোমার সুবিদ্বান্ অমাত্যেরা নিরপেক্ষ হয়ে বিচার করেন তো?।। ৫৮ ।। হে রাঘব, মিথ্যা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের যে অশ্রুধারা নিপতিত হয়, রাজ্যসুখে প্রীতিলাভ করার জন্য যাঁরা শাসন করেন ঐ অশ্রু তাঁদের পুত্র এবং পশুকে ধ্বংস করে।। ৫৯ ।। তুমি বৃদ্ধ, বালক এবং মুখ্য-চিকিৎসকদের অভিমত দান, শুভকামনা এবং মধুরবাক্য—এই তিনটির দ্বারা বশীভূত করতে চেষ্টা করো তো?।।৬০ ।। গুরু, বৃদ্ধ, তপস্বী, দেবতা, অতিথি, চৈত্যবৃক্ষসমূহ এবং সাধনায় সিদ্ধ ব্রাহ্মণসকলকে প্রণাম করো তো?।। ৬১।। অর্থের দ্বারা ধর্মকে বা, আবার ধর্মের দ্বারা অর্থকে বিষয়প্রীতির লোভে বা কামের দ্বারা তুমি বাধিত করো না তো?।। ৬২।। হে শ্রেষ্ঠদানকারিন্, বিজয়িশ্রেষ্ঠ, অর্থ, কাম এবং ধর্মকে যথাযথভাবে বিভক্ত করে যথাকালে সমানভাবে সেবা করছো তো?।। ৬৩ ।। সর্বশাস্ত্র সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা, মহাপ্রাজ্ঞ পুরবাসী এবং জনপদবাসীদের সঙ্গে তোমার কল্যাণ কামনা করেন তো?।।৬৪ ।। নাস্তিক্য, মিথ্যা, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা—এই পাঁচটি এবং জ্ঞানীব্যক্তিদের

নাস্তিক্যমনৃতং ক্রোধং প্রমাদং দীর্ঘসূত্রতাম্। অদর্শনং জ্ঞানবতামালস্যং পঞ্চবৃত্তিতাম্।। ৬৫
একচিন্তনমর্থানামনর্থজ্ঞৈশ্চ মন্ত্রণম্। নিশ্চিতানামনারম্ভং মন্ত্রস্যাপরিরক্ষণম্।। ৬৬
মঙ্গলাদ্যপ্রয়োগঞ্চ প্রত্যুত্থানঞ্চ সর্বতঃ। কচ্চিৎ ত্বং বর্জয়স্যেতান্ রাজদোষাংশ্চতুর্দশ।। ৬৭
দশপঞ্চচতুর্বর্গান্ সপ্তবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ। অষ্টবর্গং ত্রিবর্গঞ্চ বিদ্যাস্তিস্রশ্চ রাঘব।। ৬৮
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ং বুদ্ধ্বা ষাড়্গুণ্যং দৈবমানুষম্। কৃত্যং বিংশতিবর্গঞ্চ তথা প্রকৃতিমণ্ডলম্।। ৬৯
যাত্রাদণ্ডবিধানঞ্চ দ্বিযোনী সন্ধি-বিগ্রহৌ। কচ্চিদেতান্ মহাপ্রাজ্ঞ যথাবদনুমন্যসে।। ৭০
মন্ত্রিভিস্ত্বং যথোদ্দিষ্টং চতুর্ভিস্ত্রিভিরেব বা। কচ্চিৎ সমস্তৈর্ব্যস্তৈশ্চ মন্ত্রং মন্ত্রয়সে বুধ।। ৭১
কচ্চিৎ তে সফলা বেদাঃ কচ্চিৎ তে সফলাঃ ক্রিয়াঃ। কচ্চিৎ তে সফলা দারাঃ কচ্চিৎ তে সফলং শ্রুতম্।।৭২
কচ্চিদেষৈব তে বুদ্ধির্যথোক্তা মম রাঘব। আয়ুষ্যা চ যশস্যা চ ধর্ম-কামার্থসংহিতা।। ৭৩

সঙ্গে দেখা না করা আলস্য।। ৬৫ ।। একাকী চিন্তা করা, প্রয়োজনীয় বিষয়ে অনর্থকারীদের সঙ্গে মন্ত্রণা, করণীয়রূপে নিশ্চয় করা কার্যের আরম্ভ না করা, মন্ত্রণার গোপনতা রক্ষা না করা,....।।৬৬ ।। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান না করা, একসঙ্গে শত্রুসকলের যুদ্ধযাত্রা—এই চোদ্দরকমের রাজনীতির দোষ তুমি বর্জন করো তো? *(রাজনীতির ক্ষেত্রে এই চোদ্দটি চিরন্তন দোষ। ঋষিকবির বাস্তব দৃষ্টি লক্ষণীয়)*।। ৬৭ ।। রঘুবংশধর ভাই ভরত দেখো, **দশবর্গ** বা দশটি কামজ দোষ দেখা যায়—যেমন- মৃগয়া, পাশাখেলা, দিবানিদ্রা, পরীবাদ তথা পরনিন্দা, অবৈধ স্ত্রীসেবা, মদ্যপান, নৃত্য-গীত-বাদ্যে আসক্তি এবং বৃথা ভ্রমণ। **পঞ্চবর্গ**- হলো-জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বৃক্ষের দ্বারা নির্মিত দুর্গ, মরুমধ্যস্থ দুর্গ এবং উষ্ণকালে শীতল থাকে এমন দুর্গ। **চতুর্বর্গ** হলো—সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। **সপ্তবর্গ** হলো—রাজা, অমাত্য, রাজ্য, সুহৃদ্, কোষ, সৈন্য ও দুর্গ। **অষ্টবর্গ** হলো—ক্রূরতা, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, সাধুনিন্দা, বাগ্‌দণ্ড ও পরুষতা। **ত্রিবর্গ** হলো—ধর্ম, অর্থ এবং কাম। **ত্রিবিদ্যা** হলো—কৃষিবিজ্ঞানাদি লৌকিকবিদ্যা এবং দণ্ডনীতি।। ৬৮ ।। দেখো, **ইন্দ্রিয়জয়ের উপায়**, যোগাভ্যাস জেনো। **ষাড়্গুণ্য** হলো—সন্ধি, যুদ্ধ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধের জন্য প্রতীক্ষা, প্রতিপক্ষের মিত্রগণের মধ্যে ভেদসৃষ্টি ও বলবানের আশ্রয়। **দৈববিপদ** হলো—অগ্ন্যুৎপাত, জলপ্লাবন, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক। **মানুষী বিপদ** হলো—রাজভয়, রাজপুরুষ ভয়, চৌরভয়, শত্রুভয় ও অধিকারী ভয় তথা রাজার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি থেকে ভয়। **কৃত্য** হলো—অল্প বেতন, লুব্ধ, মানী ও অপমানিত ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ, কোপিত, ভীত ও ভীষিত করার কারণস্বরূপ চারটে রাজকৃত্য। **বিংশতিবর্গ** হলো—বালক, বৃদ্ধ, চিররোগী, জ্ঞানিগণের দ্বারা বহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরুজনক, লুব্ধ, লুব্ধজনক, প্রজাবর্গের বিরাগভাজন, ইন্দ্রিয় সুখে অত্যাসক্ত, বহুলোকের সঙ্গে মন্ত্রণাকারী, দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিন্দারত, দৈব-বিড়ম্বিত, দৈব-চিন্তক, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, সৈন্যক্ষয়ে বিপন্ন, দূরদেশস্থ বহুশত্রুসমন্বিত, যথাকালে কার্যে অনিযুক্ত ও সত্যধর্মে অনাসক্ত—এই বিংশতিবর্গের সঙ্গে কখনোই সন্ধি করা উচিত নয়। **প্রকৃতিমণ্ডল** হলো—অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, দোষ ও দণ্ড।। ৬৯ ।। **রাজমণ্ডল** হলো—অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরিমিত্রের মিত্র এবং বিজিগীষু—এইরকমের বারো প্রকারের রাজা। **পঞ্চবিধযাত্রা** হলো—যুদ্ধযাত্রা, ব্যূহরচনা, ভেদরূপ দণ্ডবিধান, সন্ধি-বিগ্রহ প্রভৃতির মাধ্যমে শত্রুদের মধ্যে ভেদসাধন ও বলবানের আশ্রয়। দণ্ডবিধান। **দ্বিযোনী** হলো—সন্ধি এবং বিগ্রহ। হে মহাপ্রাজ্ঞ, এদের ভালোভাবে বিচার করে অনুমোদন করছো তো?।।৭০ ।। হে জ্ঞানিন্, রাজনীতিশাস্ত্রে যেমন বলা আছে সেইভাবে তিনজন কিংবা চারজন মন্ত্রীর সঙ্গে পৃথগ্‌ভাবে কখনো বা সম্মিলিতভাবে মন্ত্রণা করো তো?।। ৭১।। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তোমার বেদাধ্যয়ন সফল হচ্ছে তো? তোমার ক্রিয়াসমূহ বাঞ্ছিত ফল দান করে সার্থক হচ্ছে তো? তোমার পত্নীরা ধর্মকর্মে সহায়তা করে প্রকৃত সহধর্মিণী হচ্ছে তো? তোমার অধীত পাণ্ডিত্য কর্মে রূপায়িত হয়ে সফল হচ্ছে তো?।। ৭২ ।। ভাই রাঘব, আয়ু ও যশোবর্ধক এবং ধর্ম-অর্থ-কামসমন্বিত এই বুদ্ধি যা আমার আছে, যা তোমায় বললাম তা তোমার আছে তো?।।৭৩ ।। যে বৃত্তি

যাং বৃত্তিং বর্ততে তাতো যাঞ্চ নঃ প্রপিতামহঃ। তাং বৃত্তিং বর্তসে কচ্চিদ্ যা চ সৎপথগা শুভা।। ৭৪
কচ্চিৎ স্বাদুকৃতং ভোজ্যমেকো নাশ্নাসি রাঘব। কচ্চিদাশংসমানেভ্যো মিত্রেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছসি।। ৭৫
রাজা তু ধর্মেণ হি পালয়িত্বা মহীপতির্দণ্ডধরঃ প্রজানাম্।
অবাপ্য কৃৎস্নাং বসুধা যথাবদ্ ইতশ্চ্যুতঃ স্বর্গমুপৈতি বিদ্বান্।। ৭৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে শততমঃ সর্গঃ।

অবলম্বন করে বাবা বেঁচে আছেন, যা আমাদের প্রপিতামহ অবলম্বন করেছিলেন শুভপথগামিনী সেই বৃত্তি তুমি অবলম্বন করছো তো?।। ৭৪ ।। রাঘব, ভালো খাবার তুমি একাকী খাও না তো? শুভকামী মিত্রেরা যা চায় তা তাদের সম্যকভাবে দান করো তো?।। ৭৫ ।। বিদ্বান্ রাজা দণ্ডধারণ করে ধর্মের দ্বারা প্রজাদের পালন করলে যথাযথভাবে সমগ্র পৃথিবীকে রাজ্যরূপে লাভ করে এই দেহত্যাগের পর মর্ত্য-জগত থেকে স্বর্গে গমন করেন।। ৭৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শততম (১০০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

রামস্য ভরতসমীপে বনগমনকারণজিজ্ঞাসা, রাম-ভরতয়োঃ পারস্পরিক-কথোপকথনঞ্চ।

তং তু রামঃ সমাজ্ঞায় ভ্রাতরং গুরুবৎসলম্। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা প্রষ্টুং সমুপচক্রমে।। ১
কিমেতদিচ্ছেয়মহং শ্রোতুং প্রব্যাহৃতং ত্বয়া। যস্মাৎ ত্বমাগতো দেশমিমং চীরজটাজিনী।। ২
যন্নিমিত্তমিমং দেশং কৃষ্ণাজিনজটাধরঃ। হিত্বা রাজ্যং প্রবিষ্টস্ত্বং তৎসর্বং বক্তুমর্হসি।। ৩
ইত্যুক্তঃ কৈকয়ীপুত্রঃ কাকুৎস্থেন মহাত্মনা। প্রগৃহ্য বলবদ্ ভূয়ঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ।। ৪
আর্য তাতঃ পরিত্যজ্য কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্। গতঃ স্বর্গং মহাবাহুঃ পুত্রশোকাভিপীডিতঃ।। ৫
স্ত্রিয়া নিযুক্তঃ কৈকেয্যা মম মাত্রা পরন্তপ। চকার সা মহৎপাপমিদমাত্মযশোহরম্।। ৬
সা রাজ্যফলমপ্রাপ্য বিধবা শোককর্শিতা। পতিষ্যতি মহাঘোরে নরকে জননী মম।। ৭
তস্য মে দাসভূতস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি। অভিষিঞ্চস্ব চাদ্যৈব রাজ্যেন মঘবানিব।। ৮
ইমাঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বা বিধবা মাতরশ্চ যাঃ। ত্বৎসকাশমনুপ্রাপ্তাঃ প্রসাদং কর্তুমর্হসি।। ৯

একাধিক শততম (১০১) সর্গ

রামের দ্বারা ভরতের কাছে বনে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা। রাম এবং ভরতের পারস্পরিক কথাবার্তা।

গুরুভক্তিপরায়ণ ভাই ভরতকে সম্যগ্‌ভাবে উপদেশ দিয়ে রাম অপর ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে উপক্রম করলেন—।। ১ ।। ভাই ভরত, চীরবসন এবং অজিন পরিধান করে, জটাধারণ করে যে জন্য এই বনপ্রদেশে তুমি এসেছো, তা তুমি বলো। আমি শুনতে চাইছি।। ২ ।। যেজন্য তুমি কৃষ্ণাজিন এবং জটাধারণ করেছো, রাজ্য ছেড়ে এখানে প্রবেশ করেছো, সবই তুমি বলো।। ৩ ।। মহাত্মা রাম এ কথা বলার পর কৈকেয়ীপুত্র ভরত অতিকষ্টে শোকাবেগ সম্বরণ করে করজোড়ে বললেন—।। ৪ ।। দাদা, মহাবীর আমাদের বাবা অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম করে পুত্রশোকে অত্যন্ত পীড়িত হয়ে আমাদের ছেড়ে স্বর্গে গমন করেছেন।। ৫ ।। হে বীর, আমার মা, তাঁর পত্নী কৈকেয়ীর দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তিনি তাঁর নিজের যশোবিনাশী মহাপাপ করেছেন।। ৬ ।। আমার সেই জননী রাজ্যফল না পেয়ে বিধবা হয়ে শোকে ব্যাকুল হয়ে অত্যন্ত ভীষণ নরকে পতিত হবেন।। ৭ ।। আমি আপনার দাস হয়েই আছি। দয়া করে কৃপা করুন। আজই আপনি রাজ্যে ইন্দ্রের মতো নিজেকে অভিষিক্ত করুন।। ৮ ।। এইসমস্ত প্রজা, বিধবা মায়েরা সকলে আপনার কাছে এসেছেন। আপনি কৃপা করুন।। ৯ ।। হে মানদানকারিন্, জ্যেষ্ঠত্ব অনুসারে আপনিই

তথানুপূর্বা যুক্তশ্চ যুক্তং চাত্মনি মানদ। রাজ্যং প্রাপ্নুহি ধর্মেণ সকামান্ সুহৃদঃ কুরু।। ১০
ভবত্ত্ববিধবা ভূমিঃ সমগ্রা পতিনা ত্বয়া। শশিনা বিমলেনেব শারদী রজনী যথা।। ১১
এভিশ্চ সচিবৈঃ সার্ধং শিরসা যাচিতো ময়া। ভ্রাতুঃ শিষ্যস্য দাসস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি।। ১২
তদিদং শাশ্বতং পিত্র্যং সর্বং সচিবমণ্ডলম্। পূজিতং পুরুষব্যাঘ্র নাতিক্রমিতুমর্হসি।। ১৩
এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ সবাষ্পঃ কৈকেয়ীসুতঃ। রামস্য শিরসা পাদৌ জগ্রাহ ভরতঃ পুনঃ।। ১৪
তং মত্তমিব মাতঙ্গং নিঃশ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ। ভ্রাতরং ভরতং রামঃ পরিষ্বজ্যেদমব্রবীৎ।। ১৫
কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তেজস্বী চরিতব্রতঃ। রাজ্যহেতোঃ কথং পাপমাচরেন্ মদ্বিধো জনঃ।। ১৬
ন দোষং ত্বয়ি পশ্যামি সূক্ষ্মমপ্যরিসূদন। ন চাপি জননীং বাল্যাৎ ত্বং বিগর্হিতুমর্হসি।। ১৭
কামকারো মহাপ্রাজ্ঞ গুরূণাং সর্বদানঘ। উপপন্নেষু দারেষু পুত্রেষু চ বিধীয়তে।। ১৮
বয়মস্য যথা লোকে সংখ্যাতাঃ সৌম্য সাধুভিঃ। ভার্যাঃ পুত্রাশ্চ শিষ্যাশ্চ ত্বমপি জ্ঞাতুমর্হসি।। ১৯
বনে বা চীরবসনং সৌম্য কৃষ্ণাজিনাম্বরম্। রাজ্যে বাপি মহারাজো মাং বাসয়িতুমীশ্বরঃ।। ২০
যাবৎ পিতরি ধর্মজ্ঞ গৌরবং লোকসৎকৃতে। তাবদ্ ধর্মকৃতাং শ্রেষ্ঠ জনন্যামপি গৌরবম্।। ২১
এতাভ্যাং ধর্ম-শীলাভ্যাং বনং গচ্ছেতি রাঘব। মাতাপিতৃভ্যামুক্তোঽহং কথমন্যৎ সমাচরে।। ২২
ত্বয়া রাজ্যমযোধ্যায়াং প্রাপ্তব্যং লোকসৎকৃতম্। বস্তব্যং দণ্ডকারণ্যে ময়া বল্কলবাসসা।। ২৩
এবমুক্ত্বা মহারাজো বিভাগং লোকসন্নিধৌ। ব্যাদিশ্য চ মহারাজো দিবং দশরথো গতঃ।। ২৪
স চ প্রমাণং ধর্মাত্মা রাজা লোকগুরুস্তব। পিত্রা দত্তং যথাভাগমুপভোক্তুং ত্বমর্হসি।। ২৫
চতুর্দশ সমাঃ সৌম্য দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ। উপভোক্ষ্যে ত্বহং দত্তং ভাগং পিত্রা মহাত্মনা।। ২৬

রাজ্যলাভের যোগ্য। আপনার যোগ্য রাজ্য গ্রহণ করুন। ধর্মানুসারে রাজ্যগ্রহণ করে আপনি সুহৃদ্বর্গের অভিলাষ পূরণ করুন।। ১০ ।। নির্মল চন্দ্রের দ্বারা শরৎকালীন রাত্রের মতো এই সমগ্রা ধরিত্রী আপনাকে পতিরূপে পেয়ে সধবা হোক।। ১১ ।। মন্ত্রীদের নিয়ে অবনতমস্তকে আমি আপনাকে প্রার্থনা করছি। এই ভাই, শিষ্য এবং দাসের প্রতি আপনি করুণা করুন।। ১২ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, এই যে আমাদের পিতৃপিতামহগত মন্ত্রীমণ্ডলী এসেছেন, এঁরা চিরকালই পূজনীয়। এঁদের প্রার্থনা অতিক্রম করা উচিত নয়।। ১৩ ।। মহাবীর কৈকেয়ীপুত্র ভরত এইরকম বলে আবার মাথা নত করে রামের চরণযুগল জড়িয়ে ধরলেন।। ১৪ ।। মত্ত মাতঙ্গের মতো বারবার নিঃশ্বাস ফেলছেন ভরত। রাম সেই ভাইকে জড়িয়ে ধরে বললেন—।। ১৫ ।। ভাই, সৎকুলজাত, তেজস্বী, ব্রতপালনরত হয়ে আমি কি করে পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘনরূপ পাপ আচরণ করি?।।১৬।। হে শত্রুবিনাশক, সূক্ষ্মভাবে যদিও আমি তোমার কোনো দোষ দেখতে পাচ্ছি না, তবুও বালসুলভ চপলতাবশতঃ তুমি মাকে নিন্দা করতে পারো না।। ১৭ ।। মহাপ্রাজ্ঞ তুমি গুরুদের কাছে সর্বদাই নিষ্পাপ। অনুগত পত্নী এবং পুত্রের প্রতি কামনাপূরণের জন্য বাবা শোকে এইরকম ব্যবহার করতেই পারেন।।১৮।। হে সৌম্য, সংসারে সজ্জনদের দ্বারা আমরা যেমন সমাদৃত, তেমনি বাবার কাছে পুত্ররূপে আমরাও সদাচারী পুত্র এবং শিষ্যরূপে স্নেহের পাত্র। এ তোমার জানা উচিত।। ১৯ ।। হে সৌম্য, চীরবসন এবং কৃষ্ণাজিন পরিয়ে আমাকে বনেই হোক, রাজ্যেই বা হোক মহারাজ বনবাস করাতেই পারেন।। ২০ ।। হে ধর্মজ্ঞ, নরশ্রেষ্ঠ, সর্বলোকপূজ্য বাবার প্রতি যেমন গৌরবপ্রদর্শন করতে হয়, তেমনি মায়ের প্রতিও...।।২১।। ভাই রাঘব, ধর্মশীল মা-বাবা বলেছেন, বনে যাও। কী করে আমি এর অন্যথা করি?।। ২২ ।। তুমি অযোধ্যায় সর্বলোক-সমাদৃত রাজ্য পাবে। আমাকে দণ্ডকারণ্যে বল্কল-বসনে থাকতে হবে।। ২৩ ।। মহারাজ জনগণ-সমক্ষে এই কথা বলেছেন। মহারাজ দশরথ এই আদেশ দিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন।। ২৪ ।। ধর্মাত্মা লোকগুরু সেই রাজা দশরথই তোমার কাছে প্রমাণ। তাই, বাবার দেওয়া রাজ্য যথাযথভাবে ভোগ করাই তোমার কর্তব্য।। ২৫ ।। ভাই সৌম্য ভরত, মহাত্মা পিতা আমাকে যা দিয়েছেন, দণ্ডকারণ্যে থেকে চৌদ্দবছর আমি তা ভোগ করবো।।২৬ ।। দেবরাজতুল্য, মহাত্মা, লোকপূজ্য আমার বাবা আমাকে যা বলেছেন তাই আমার

যদব্রবীন্মাং নরলোকসংকৃতঃ পিতা মহাত্মা বিবুধাধিপোপমঃ।
তদেব মন্যে পরমাত্মনো হিতং ন সর্বলোকেশ্বরভাবমব্যয়ম্।। ২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একাধিকশততমঃ সর্গঃ।

পরমহিতকর বলে মনে করি। এছাড়া সর্বলোকে অক্ষয় আধিপত্যকেও আমি কল্যাণকর বলে মনে করি না।। ২৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের একাধিক শততম (১০১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

ভরতেন রামসমীপে পিতুর্দশরথস্য মৃত্যুসন্দেশস্য জ্ঞাপনম্।

রামস্য বচনং শ্রুত্বা ভরতঃ প্রত্যুবাচ হ। কিং মে ধর্মাদ্ বিহীনস্য রাজধর্মঃ করিষ্যতি।। ১
শাশ্বতোঽয়ং সদা ধর্মঃ স্থিতোঽস্মাসু নরর্ষভ। জ্যেষ্ঠে পুত্রে স্থিতে রাজা ন কনীয়ান্ ভবেন্নৃপঃ।। ২
স সমৃদ্ধাং ময়া সার্ধমযোধ্যাং গচ্ছ রাঘব। অভিষেচয় চাত্মানং কুলস্যাস্য ভবায় নঃ।। ৩
রাজানং মানুষং প্রাহুর্দেবত্বে সম্মতো মম। যস্য ধর্মার্থসহিতং বৃত্তমাহুরমানুষম্।। ৪
কেকয়স্থে চ ময়ি তু ত্বয়ি চারণ্যমাশ্রিতে। ধীমান্ স্বর্গং গতো রাজা যাযজূকঃ সতাং মতঃ।। ৫
নিষ্ক্রান্তমাত্রে ভবতি সহসীতে স লক্ষ্মণে। দুঃখশোকাভিভূতস্তু রাজা ত্রিদিবমভ্যগাৎ।। ৬
উত্তিষ্ঠ পুরুষব্যাঘ্র ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ। অহং চায়ঞ্চ শত্রুঘ্নঃ পূর্বমেব কৃতোদকৌ।। ৭
প্রিয়েণ কিল দত্তং হি পিতৃলোকেষু রাঘব। অক্ষয্যং ভবতীত্যাহুর্ভবাংশ্চৈব পিতুঃ প্রিয়ঃ।। ৮
তামেব শোচংস্তব দর্শনেপ্সুস্ত্বয্যেব সক্তামনিবর্ত্য বুদ্ধিম্।
ত্বয়া বিহীনস্তব শোকরুগ্নস্ত্বাং সংস্মরন্নেব গতঃ পিতা তে।। ৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্ব্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

শতোত্তর দ্বিতীয় (১০২) সর্গ

রামের নিকটে ভরতের দ্বারা পিতা দশরথের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন।

রামের বচন শুনে ভরত প্রত্যুত্তরে বললেন, আমি যদি কুলধর্ম থেকেই বিচ্যুত হই, তাহলে রাজধর্ম আমার কি করবে?।। ১ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, আমাদের বংশে এইই তো চিরন্তন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে, জ্যেষ্ঠপুত্র থাকতে কনিষ্ঠ কখনো রাজা হবে না।। ২ ।। সেইজন্য সমৃদ্ধা অযোধ্যাতে, দাদা রঘুবংশধর আপনি আমার সঙ্গে চলুন। রঘুবংশের এবং আমাদের সকলের কল্যাণের জন্য আপনি নিজেকে অভিষিক্ত করুন।। ৩ ।। সাধারণতঃ জনগণ রাজাকে মানুষ বলেই বলে থাকে। আমার মতে কিন্তু রাজা হলেন দেবতা। কারণ রাজার ধর্মার্থ-সমন্বিত চরিত্র মানুষের হতে পারে না।। ৪ ।। আমি কেকয়রাজ্যে অবস্থান করছিলাম। আপনি অরণ্য আশ্রয় করলেন। এই অবস্থায় সজ্জনসম্মত, নিয়ত-যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ধীমান রাজা স্বর্গে চলে গেলেন।। ৫ ।। সীতা এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে আপনি অযোধ্যা থেকে বেরিয়ে আসামাত্রই দুঃখে এবং শোকে অভিভূত রাজা স্বর্গে প্রয়াণ করলেন।। ৬ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, উঠুন, পিতার তর্পণ করুন। আমি আর শত্রুঘ্ন আগেই তর্পণ করেছি।। ৭ ।। আপনি তো বাবার সবচেয়ে প্রিয়। প্রিয় পুত্র প্রদত্ত তর্পণ, হে রাঘব, পিতৃলোকে অক্ষয় হয় বলে পণ্ডিতেরা বলেন।।৮ ।। শেষ সময়ে পিতা আপনার জন্য শোক করতে করতে আপনার দর্শনে উৎসুক হয়েছিলেন। তিনি আপনার কাছ থেকে চিত্তকে নিবৃত্ত করতে পারেন নি। আপনার কাছ থেকে বিযুক্ত হয়ে শোকদীর্ণ রুগ্ন আপনার পিতা আপনাকেই স্মরণ করতে করতে পরলোকে চলে গেলেন।। ৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর দ্বিতীয় (১০২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

ভরতমুখাৎ পিতুর্মৃত্যুসন্দেশং শ্রুত্বা রামস্য চৈতন্যলোপঃ, চৈতন্যলাভাৎ পরং তস্য বিলাপঃ, মন্দাকিনীনদীং গত্বা ইঙ্গুদি-তিলকল্কদ্বারা পিত্রে পিণ্ডদানম্, ভ্রাতৃভিঃ সহ আশ্রমাগমনঞ্চ।

তাং শ্রুত্বা করুণাং বাচং পিতুর্মরণসংহিতাম্। রাঘবো ভরতেনোক্তাং বভূব গতচেতনঃ।। ১
তং তু বজ্রমিবোৎসৃষ্টমাহবে দানবারিণা। বাগ্‌বজ্রং ভরতেনোক্তমমনোজ্ঞং পরন্তপঃ।। ২
প্রগৃহ্য রামো বাহূ বৈ পুষ্পিতাঙ্গ ইব দ্রুমঃ। বনে পরশুনা কৃত্তস্তথা ভুবি পপাত হ।। ৩
তথা হি পতিতং রামং জগত্যাং জগতীপতিম্। কূলঘাতপরিশ্রান্তং প্রসুপ্তমিব কুঞ্জরম্।। ৪
ভ্রাতরস্তে মহেষ্বাসং সর্বতঃ শোককর্শিতম্। রুদন্তঃ সহ বৈদেহ্যা সিষিচুঃ সলিলেন বৈ।। ৫
স তু সংজ্ঞাং পুনর্লব্ধ্বা নেত্রাভ্যামশ্রুমুৎসৃজন্। উপাক্রামত কাকুৎস্থঃ কৃপণং বহু ভাষিতুম্।। ৬
স রামঃ স্বর্গতং শ্রুত্বা পিতরং পৃথিবীপতিম্। উবাচ ভরতং বাক্যং ধর্মাত্মা ধর্মসংহিতম্।। ৭
কিং করিষ্যাম্যযোধ্যায়াং তাতে দিষ্টাং গতিং গতে। কস্তাং রাজবরাদ্ধীনামযোধ্যাং পালয়িষ্যতি।। ৮
কিন্নু তস্য ময়া কার্যং দুর্জাতেন মহাত্মনঃ। যো মৃতো মম শোকেন স ময়া ন চ সংস্কৃতঃ।। ৯
অহো ভরত সিদ্ধার্থো যেন রাজা ত্বয়ানঘ। শত্রুঘ্নেন চ সর্বেষু প্রেতকৃত্যেষু সৎকৃতঃ।। ১০
নিষ্প্রধানামনেকাগ্রাং নরেন্দ্রেণ বিনা কৃতাম্। নিবৃত্তবনবাসোঽপি নাযোধ্যাং গন্তুমুৎসহে।। ১১
সমাপ্তবনবাসং মামযোধ্যায়াং পরন্তপ। কোঽনুশাসিষ্যতি পুনস্তাতে লোকান্তরং গতে।। ১২
পুরা প্রেক্ষ্য সুবৃত্তং মাং পিতা যান্যাহ সান্ত্বয়ন্। বাক্যানি তানি শ্রোষ্যামি কুতঃ কর্ণসুখান্যহম্।। ১৩

শতোত্তর তৃতীয় (১০৩) সর্গ

ভরতের মুখ থেকে পিতার মৃত্যুর খবর পেয়ে রাম মূর্ছিত। চেতনালাভের পর তাঁর বিলাপ। মন্দাকিনীনদীতে গিয়ে ইঙ্গুদি ও তিলবাটা দিয়ে পিতাকে পিণ্ডদান। ভাইদের নিয়ে আশ্রমে আগমন।

পিতার মৃত্যু বিষয়ে ভরতের কাছ থেকে করুণ সংবাদটি শুনে চেতনা হারিয়ে ফেললেন।। ১ ।। ভরতের বাক্য রামের কাছে বজ্রের মতোই মনে হলো। আর সেই বজ্র হলো দানবশত্রু ইন্দ্রের দ্বারা যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত বজ্রের মতোই মর্মান্তিক।।২ ।। অরণ্যের মধ্যে কুড়ুল দিয়ে কাটা পুষ্পিতবৃক্ষের মতো রাম শিথিল বাহু নিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।।৩ ।। জগৎপতি রামকে ভূতলে পতিত দেখে নদীতীরে ঘোরাঘুরিতে পরিশ্রান্ত নিদ্রিত হস্তীর মতো মনে হচ্ছিলো।। ৪ ।। সেই ভাইয়েরা তখন সীতাকে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মহাধনুর্ধর, অত্যন্ত শোকক্লিষ্ট রামের উপর জল-সিঞ্চন করতে লাগলেন।। ৫ ।। তিনি এবার সংজ্ঞালাভ করে, নয়ন দু'টি দিয়ে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। এই অবস্থায় রাম করুণভাবে অনেক বিলাপ করলেন।। ৬ ।। ধর্মাত্মা রাম পৃথিবীপতি পিতা স্বর্গত হয়েছেন শুনে ভরতকে ধর্মসম্মত বাক্য বললেন—।। ৭ ।। বাবা দৈবনির্দিষ্ট গতিলাভ করেছেন। আমি এখন অযোধ্যায় গিয়ে কি করবো? রাজশ্রেষ্ঠবিহীনা অযোধ্যাকে কে পালন করবে?।। ৮ ।। হতভাগ্য আমায় দিয়ে সেই ধর্মাত্মার কি কাজ হবে? আমার শোকে তিনি মারা গেলেন। আমি তাঁর সৎকারও করতে পারি নি।। ৯ ।। আহা, নিষ্পাপ ভরত, তুমি কৃতার্থ, যেহেতু তুমি ও শত্রুঘ্ন রাজার পারলৌকিক কৃত্যের সব কাজ ভালোভাবে করতে পেরেছো।। ১০ ।। ভাই বনবাস শেষ হয়ে গেলেও আমি প্রধানহীন, বহুনায়ক, রাজা দশরথ-বর্জিত অযোধ্যায় যেতে উৎসাহ বোধ করছি না।। ১১ ।। বাবা পরলোকে গমন করায় হে শত্রুতাপনকারিন্, বনবাস সমাপ্ত করে আমি অযোধ্যায় ফিরে গেলে কে আমায় উপদেশ দেবেন?।। ১২ ।। পূর্বে আমি কিছু ভালো করলে বাবা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে যা বলতেন, তাতে কানে সুখ হতো। এখন সেই সব কথা আমি কোথায় শুনবো?।। ১৩ ।। শোকসন্তপ্ত রাম ভরতকে এইরকম বলে

এবমুক্ত্বাথ ভরতং ভার্যামভ্যেত্য রাঘবঃ। উবাচ শোকসন্তপ্তঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।। ১৪
সীতে মৃতস্তে শ্বশুরঃ পিতৃহীনোঽসি লক্ষ্মণ। ভরতো দুঃখমাচষ্টে স্বর্গতিং পৃথিবীপতেঃ।। ১৫
ততো বহুগুণং তেষাং বাষ্পং নেত্রেষ্বজায়ত। তথা ব্রুবতি কাকুৎস্থে কুমারাণাং যশস্বিনাম্।। ১৬
ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্বে ভৃশমাশ্বাস্য দুঃখিতম্। অব্রুবঞ্জগতীভর্তুঃ ক্রিয়তামুদকং পিতুঃ।। ১৭
সা সীতা শ্বর্গতং শ্রুত্বা শ্বশুরং তং মহানৃপম্। নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাং ন শশাকেক্ষিতুং প্রিয়ম্।। ১৮
সান্ত্বয়িত্বা তু তাং রামো রুদন্তীং জনকাত্মজাম্। উবাচ লক্ষ্মণং তত্র দুঃখিতো দুঃখিতং বচঃ।। ১৯
আনয়েঙ্গুদি-পিণ্যাকং চীরমাহর চোত্তরম্। জলক্রিয়ার্থং তাতস্য গমিষ্যামি মহাত্মনঃ।। ২০
সীতা পুরস্তাদ্ ব্রজতু ত্বমেনামভিতো ব্রজ। অহং পশ্চাদ্ গমিষ্যামি গতির্হ্যেষা সুদারুণা।। ২১
ততো নিত্যানুগস্তেষাং বিদিতাত্মা মহামতিঃ। মৃদুর্দান্তশ্চ কান্তশ্চ রামে চ দৃঢভক্তিমান্।। ২২
সুমন্ত্রস্তৈর্নৃপসুতৈঃ সার্ধমাশ্বাস্য রাঘবম্। অবতারয়দালম্ব্য নদীং মন্দাকিনীং শিবাম্।। ২৩
তে সুতীর্থাংস্ততঃ কৃচ্ছ্রাদুপগম্য যশস্বিনঃ। নদীং মন্দাকিনীং রম্যাং সদা পুষ্পিতকাননাম্।। ২৪
শীঘ্রস্রোতং সমাসাদ্য তীর্থং শিবমকর্দমম্। সিষিচুস্তূদকং রাজ্ঞে তত এতদ্ ভবত্বিতি।। ২৫
প্রগৃহ্য তু মহীপালো জলপূরিতমঞ্জলিম্। দিশং যাম্যামভিমুখো রুদন্ বচনমব্রবীৎ।। ২৬
এতৎ তে রাজশার্দূল বিমলং তোয়মক্ষয়ম্। পিতৃলোকগতস্যাদ্য মদ্দত্তমুপতিষ্ঠতু।। ২৭
ততো মন্দাকিনীতীরং প্রত্যুত্তীর্য স রাঘবঃ। পিতুশ্চকার তেজস্বী নির্বাপং ভ্রাতৃভিঃ সহ।। ২৮
ঐঙ্গুদং বদরৈর্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে। ন্যস্য রামঃ সুদুঃখার্তো রুদন্ বচনমব্রবীৎ।। ২৯

পূর্ণচন্দ্রের মতো মুখ যার সেই সীতাকে বললেন—।। ১৪ ।। সীতে, তোমার শ্বশুর মারা গেছেন, লক্ষ্মণ তুমি এখন পিতৃহীন। রাজার স্বর্গে গমনের কথা ভরত অতি কষ্টে বলছে।। ১৫ ।। রাম এই কথা বলায়, যশস্বী রাজপুত্রদের চোখে জলের ধারা বহুগুণে বর্ধিত হয়ে নেমে এলো।। ১৬ ।। ভাইয়েরা সবাই মিলে এবার অত্যন্ত আশ্বাস দিয়ে দুঃখিত রামকে বললেন, জগৎপতি আমাদের বাবার তর্পণাদি করুন।। ১৭ ।। মহারাজ শ্বশুর মারা গেছেন শুনে সীতার চোখ জলে ভরে গেলো। তিনি প্রিয় পতি রামকে আর দেখতে পাচ্ছেন না।। ১৮ ।। কান্নায় ভেঙে-পড়া জনক-দুহিতা সীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে দুঃখার্ত রাম লক্ষ্মণকে বললেন—।। ১৯ ।। ইঙ্গুদিফল পেষণ করে নিয়ে এসো। নতুন বস্ত্রখণ্ড এবং উত্তরীয়ও নিয়ে এসো। মহাত্মা বাবার তর্পণের জন্য যাবো *(পিষ্ট ইঙ্গুদিফল দিয়ে পিণ্ড দেওয়া হবে)*।। ২০ ।। সীতা সামনে চলুক। তুমি তার পেছনে চলো। আমি সবার পেছনে চলবো। অতি কষ্টকর এই গমন।। ২১ ।। তাঁদের নিত্য অনুগত, আত্মজ্ঞানী, মহামতি, কোমলস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, কমনীয়কান্তি এবং রামের প্রতি ভক্তিমান.....।।২২ ।। সুমন্ত্র এবার রাজপুত্রদের সঙ্গে রামকে আশ্বস্ত করে পুণ্যজলা নদী মন্দাকিনীতে তাঁদের সবাইকে হাত ধরে নামালেন।। ২৩ ।। মন্দাকিনী নদী অতীব রম্যা। তার তীরের কাননে সর্বদাই ফুল ফুটে থাকে। অতি কষ্টে যশস্বী রাজকুমারেরা তার প্রশস্ত ঘাটে নেমে গেলেন।। ২৪ ।। কর্দমশূন্য ঘাটে তীব্র স্রোতের কাছে এসে তাঁরা তর্পণের জল সিঞ্চন করে বললেন—রাজন্, এই জল আপনি গ্রহণ করুন।। ২৫ ।। মহীপতি রাম জলপূর্ণ অঞ্জলি গ্রহণ করে দক্ষিণমুখ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—।। ২৬ ।। হে রাজশ্রেষ্ঠ, আমার প্রদত্ত এই নির্মল জল পিতৃলোকগত আপনার কাছে অক্ষয় হয়ে আজ পৌঁছে যাক।। ২৭ ।। তারপর তেজস্বী রাম মন্দাকিনীতীরে উঠে এসে ভাইদের নিয়ে পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করলেন।। ২৮ ।। কুশের আস্তরণের ওপর বদরীমিশ্রিত ইঙ্গুদি এবং তিলবাটার পিণ্ড সমর্পণ করে অত্যন্ত দুঃখে রোদন করতে করতে রাম বললেন—।। ২৯ ।। মহারাজ, এই ভোজ্য গ্রহণ করে আপনি প্রীত হোন। বনে এইই তো আমাদের আহার্য। রাজন্, মানুষ যে অন্নগ্রহণ করে, পিতৃগণ ও দেবগণও তাই গ্রহণ করেন *(রাজপুত্র রাম রাজধানীতে যেভাবে রাজসিক উপায়ে রাজা পিতার জন্য মহার্ঘ দ্রব্যাদি দিয়ে শ্রাদ্ধ করতে পারতেন, আজ বনে নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় তা*

ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্। যদন্নাঃ পুরুষা রাজন্! তদন্না পিতৃদেবতাঃ।। ৩০
ততস্তেনৈব মার্গেণ প্রত্যুত্তীর্য সরিত্তটাৎ। আরুরোহ নরব্যাঘ্রো রম্যসানুং মহীধরম্।। ৩১
ততঃ পর্ণকুটীদ্বারমাসাদ্য জগতীপতিঃ। পরিজগ্রাহ পাণিভ্যামুভৌ ভরত-লক্ষ্মণৌ।। ৩২
তেষাং তু রুদতাং শব্দাৎ প্রতিশব্দোঽভবদ্ গিরৌ। ভ্রাতৃণাং সহ বৈদেহ্যা সিংহানাং নর্দতামিব।। ৩৩
মহাবলানাং রুদতাং কুর্বতামুদকং পিতুঃ। বিজ্ঞায় তুমুলং শব্দং ত্রস্তা ভরতসৈনিকাঃ।। ৩৪
অব্রুবংশ্চাপি রামেণ ভরতঃ সঙ্গতো ধ্রুবম্। তেষামেব মহাঞ্ছব্দঃ শোচতাং পিতরং মৃতম্।। ৩৫
অথ বাহান্ পরিত্যজ্য তং সর্বেঽভিমুখাঃ স্বনম্। অপ্যেকমনসো জগ্মুর্যথাস্থানং প্রধাবিতাঃ।। ৩৬
হয়ৈরন্যে গজৈরন্যে রথৈরন্যে স্বলঙ্কৃতৈঃ। সুকুমারাস্তথৈবান্যে পত্তিরেব নরা যযুঃ।। ৩৭
অচিরপ্রোষিতং রামং চিরবিপ্রোষিতং যথা। দ্রষ্টুকামো জনঃ সর্বো জগাম সহ সাশ্রমম্।। ৩৮
ভ্রাতৃণাং ত্বরিতাস্তে তু দ্রষ্টুকামাঃ সমাগমম্। যযুর্বহুবিধৈর্যানৈঃ খুরনেমিসমাকুলৈঃ।। ৩৯
সা ভূমির্বহুভির্যানৈ রথনেমিসমাহতা। মুমোচ তুমুলং শব্দং দ্যৌরিবাভ্রসমাগমে।। ৪০
তেন বিত্রাসিতা নাগাঃ করেণুপরিবারিতাঃ। আবাসয়ন্তো গন্ধেন জগ্মুরন্যদ্ বনং ততঃ।। ৪১
বরাহ-মৃগ-সিংহাশ্চ মহিষাঃ সৃমরাস্তথা। ব্যাঘ্র-গোকর্ণ-গবয়া বিত্রেষুঃ পৃষতৈঃ সহ।। ৪২
রথাঙ্গ-হংসানত্যূহাঃ প্লবাঃ কারণ্ডবাঃ পরে। তথা পুংস্কোকিলাঃ ক্রৌঞ্চা বিসংজ্ঞা ভেজিরে দিশঃ।। ৪৩
তেন শব্দেন বিত্রস্তৈরাকাশং পক্ষিভির্বৃতম্। মনুষ্যৈরাবৃতা ভূমিরুভয়ং প্রবভৌ তদা।। ৪৪

পারছেন না। তাই সাধ্যমত পিণ্ডদান করে রাজোচিত হয় নি বলে দুঃখ করছেন)।। ৩০।। এখন যে পথে গিয়েছিলেন, সেইপথে নরশ্রেষ্ঠ রাম পর্বতের সুন্দর সানুদেশে আরোহণ করলেন।। ৩১ ।। তারপর জগৎপতি রাম পর্ণকুটীরের দুয়ারে এসে ভরত এবং লক্ষ্মণ—দু'জনকেই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন।।৩২।। তাঁদের ভাইদের কান্নার ধ্বনির সঙ্গে সীতার কান্নাও মিশে গিয়ে পাহাড়ে সিংহের গর্জনের মতো প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।। ৩৩ ।। পিতার তর্পণকারী মহাবীর রাজকুমারদের কান্নার তুমুলধ্বনি শুনে ভরতের সৈনিকেরা ভীত হয়ে উঠলো।।৩৪ ।। তারা বলতে লাগলো, নিশ্চয়ই ভরত রামের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। মৃত পিতার জন্য শোক করছেন। তাই তাঁদেরই এই তুমুলধ্বনি।। ৩৫ ।। এখন তারা নিজেদের বাহন পরিত্যাগ করে যেদিক থেকে শব্দ আসছিলো, সেইদিকে একাগ্রভাবে সবাই ছুটে গেলো।।৩৬ ।। কোমল -দেহের যারা ঐভাবে ছুটতে পারে না, তারা কেউ ঘোড়ার পিঠে, হাতির পিঠে, কেউ বা অলঙ্কৃত রথে, আর কিছু মানুষ পায়ে হেঁটে ঐদিকে চললো।।৩৭ ।। রাম অল্প দিন হলো প্রবাসী হলেও যেন বহুদিন প্রবাসে ছিলেন এইভাবে সকল মানুষ তাঁকে দেখবার জন্য আশ্রমে একসঙ্গে চললো।।৩৮ ।। ভাইদের মিলন দেখার জন্য তারা সবাই তাড়াতাড়ি ঘোড়ার খুর এবং রথের চাকার শব্দে সব দিক মুখরিত করে নানাবিধ বাহনে ছুটে গেলো *(খুর—ঘোড়ার পায়ের খুর। নেমি—রথের চাকা)*।।৩৯ ।। আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত হলে যেমন ভীষণ শব্দ হয়, তেমনি বহু যান এবং রথের চাকার দ্বারা আহত হয়ে ভূতলেও উঠলো তুমুলধ্বনি *(দ্যৌঃ + ইব অভ্র-সমাগমে। দ্যৌ = আকাশ। অভ্র-মেঘ)*।। ৪০ ।। ঐ শব্দে ভয় পেয়ে হস্তীগুলি হস্তিনীদের নিয়ে চারদিকে মদগন্ধে সুরভিত করে অন্য বনে পালিয়ে গেলো।। ৪১ ।। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো শূকর, হরিণ, সিংহ, মহিষ, সৃমর নামক একজাতীয় হরিণ, ব্যাঘ্র, গোকর্ণ নামক আর একজাতীয় হরিণ, গবয় তথা চমরী গাভী ও পৃষত নামক চিত্রিত হরিণগুলি।। ৪২ ।। চক্রবাক, হংস, জলকুক্কুট, প্লব নামক এক শ্রেণীর বক, কারণ্ডব তথা বালিহাঁস, পুংস্ কোকিল এবং ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পাখীরা জ্ঞানশূন্য হয়ে বিভিন্নদিকে উড়ে পালিয়ে গেলো।। ৪৩ ।। সেই শব্দে সন্ত্রস্ত পাখীদের দ্বারা আকাশ ছেয়ে গেলো। আর মানুষের দ্বারা ভূতল হলো পরিব্যাপ্ত। তাতে আকাশ ও পৃথিবী দুইয়েরই শোভা বেড়ে গেলো।। ৪৪ ।। লোকজন এগিয়ে এসে হঠাৎ

ততস্তং পুরুষব্যাঘ্রং যশস্বিনমকল্মষম্। আসীনং স্থণ্ডিলে রামং দদর্শ সহসা জনঃ।। ৪৫
বিগর্হমাণঃ কৈকেয়ীং মন্থরাসহিতামপি। অভিগম্য জনো রামং বাষ্পপূর্ণমুখোঽভবৎ।। ৪৬
তান্ নরান্ বাষ্পপূর্ণাক্ষান্ সমীক্ষ্যাথ সুদুঃখিতান্। পর্যস্বজত ধর্মজ্ঞঃ পিতৃবন্মাতৃবচ্চ সঃ।। ৪৭
স তত্র কাংশ্চিৎ পরিষস্বজে নরান্ নরাশ্চ কেচিত্তু তমভ্যবাদয়ন্।
চকার সর্বান্ সবয়স্য-বান্ধবান্ যথার্হমাসাদ্য তদা নৃপাত্মজঃ।। ৪৮
ততঃ স তেষাং রুদতাং মহাত্মনাং ভুবঞ্চ খং চানুবিনাদয়ন্ স্বনঃ।
গুহা গিরীণাঞ্চ দিশশ্চ সন্ততং মৃদঙ্গঘোষপ্রতিমো বিশুশ্রুবে।। ৪৯

ইত্যার্যে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্র্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

দেখলো যজ্ঞভূমিতে পুরুষশ্রেষ্ঠ, নিষ্‌পাপ, যশস্বী রাম বসে আছেন।।৪৫।। সেই জনসমষ্টি কৈকেয়ী এবং অমঙ্গলকারিণী মন্থরাকে নিন্দা করতে করতে রামের কাছে গেলো, তখন মুখ তাদের চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে।। ৪৬।। জনগণকে জল-ভরা-চোখ এবং অত্যন্ত দুঃখিত দেখে ধর্মজ্ঞ রাম বাবার মতো এবং মায়ের মতো তাদের আলিঙ্গন করলেন।। ৪৭।। অনেক মানুষকে তিনি আলিঙ্গন করলেন। অনেকে তাঁকে নমস্কার করলো। রাজপুত্র তখন সকল বয়স্য এবং বান্ধবদের সঙ্গে যথাযোগ্য সম্ভাষণাদি করলেন।। ৪৮।। তখন সেই মহাত্মারা কাঁদতে থাকলে, আকাশ, পৃথিবী, পর্বতগুহা এবং সকলদিকে তা প্রতিধ্বনিত হয়ে মৃদঙ্গের শব্দের মতো শোনাচ্ছিলো।। ৪৯।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর তৃতীয় (১০৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

বসিষ্ঠেন সহ দশরথপত্নীনাং রামদর্শনে গমনম্, পথি কৌসল্যা-সুমিত্রাদেব্যোরুক্তি প্রত্যুক্তি,
কৌসল্যাদীনাং রামদর্শনম, তেন সহ কথোপকথনঞ্চ।

বসিষ্ঠঃ পুরতঃ কৃত্বা দারান্ দশরথস্য চ। অভিচক্রাম তং দেশং রামদর্শনতর্ষিতঃ।। ১
রাজপত্ন্যশ্চ গচ্ছন্ত্যো মন্দং মন্দাকিনীং প্রতি। দদৃশুস্তত্র তৎ তীর্থং রাম-লক্ষ্মণসেবিতম্।। ২
কৌসল্যা বাষ্পপূর্ণেন মুখেন পরিশুষ্যতা। সুমিত্রামব্রবীদ্ দীনাং যাশ্চান্যা রাজযোষিতঃ।। ৩
ইদং তেষামনাথানাং ক্লিষ্টমক্লিষ্টকর্মণাম্। বনে প্রাক্কলনং তীর্থং যে তে নির্বিষয়ীকৃতাঃ।। ৪
ইতঃ সুমিত্রে পুত্রস্তে সদা জলমতন্দ্রিতঃ। স্বয়ং হরতি সৌমিত্রির্মম পুত্রস্য কারণাৎ।। ৫

শতোত্তর চতুর্থ (১০৪) সর্গ

বশিষ্ঠের সঙ্গে দশরথপত্নীদের রামদর্শনে গমন। পথে কৌশল্যা এবং সুমিত্রাদেবীর উক্তি-প্রত্যুক্তি।
কৌশল্যা প্রমুখের রামদর্শন। তার সঙ্গে কথোপকথন।

রামকে দর্শনের অভিলাষে বশিষ্ঠ দশরথের পত্নীদের সামনে নিয়ে সেইস্থানে গমন করলেন।। ১।। রাজপত্নীরা মন্দাকিনীনদীর দিকে মৃদুলয়ে যেতে যেতে রাম-লক্ষণের ব্যবহারের ঘাটটি দেখলেন।। ২।। কৌশল্যা, চোখের জলে শুকনো মুখে দৈন্যদশায় উপনীতা সুমিত্রা এবং অন্য রাজপত্নীদের বললেন—।।৩।। দেখো, যাদের বিষয়-সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে সেই অনাথ, অক্লিষ্টকর্মা রাম-লক্ষ্মণ-সীতার জলে নামার এই ঘাট (তীর্থ—ঘাট)।।৪।। সুমিত্রে, দেখো, তোমার পুত্র লক্ষ্মণ অনলসভাবে আমার পুত্রের জন্য নিজে এসে সর্বদা এই ঘাট থেকে জল নিয়ে যায়।।৫।। কিন্তু, এইধরনের ছোটো কাজ

জঘন্যমপি তে পুত্রঃ কৃতবান্ ন তু গর্হিতঃ। ভ্রাতুর্যদর্থরহিতং সর্বং তদ্ গর্হিতং গুণৈঃ।। ৬
অদ্যায়মপি তে পুত্রঃ ক্লেশানামতথোচিতঃ। নীচানর্থসমাচারং সজ্জং কর্ম প্রমুঞ্চতু।। ৭
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু সা দদর্শ মহীতলে। পিতুরিঙ্গুদি-পিণ্যাকাং ন্যস্তমায়তলোচনা।। ৮
তং ভূমৌ পিতুরার্তেন ন্যস্তং রামেণ বীক্ষসা। উবাচ দেবী কৌশল্যা সর্বা দশরথস্ত্রিয়ঃ।। ৯
ইদমিক্ষ্বাকুনাথস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ। রাঘবেণ পিতুর্দত্তং পশ্যতৈতদ্ যথাবিধি।। ১০
তস্য দেবসমানস্য পার্থিবস্য মহাত্মনঃ। নৈতদৌপয়িকং মন্যে ভুক্তভোগস্য ভোজনম্।। ১১
চতুরন্তাং মহীং ভুক্ত্বা মহেন্দ্রসদৃশো ভুবি। কথমিঙ্গুদিপিণ্যাকং স ভুঙ্ক্তে বসুধাধিপঃ।। ১২
অতো দুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে। যত্র রামঃ পিতুর্দদ্যাদিঙ্গুদীক্ষোদমৃদ্ধিমান্।। ১৩
রামেণেঙ্গুদিপিণ্যাকং পিতুর্দত্তং সমীক্ষ্য মে। কথং দুঃখেন হৃদয়ং ন স্ফোটতি সহস্রধা।। ১৪
শ্রুতিস্তু খল্বিয়ং সত্যা লৌকিকী প্রতিভাতি মে। যদন্নঃ পুরষো নূনং তদন্নাস্তস্য দেবতাঃ।। ১৫
এবমার্তাং সপত্ন্যস্তা জগ্মুরাশ্বাস্য তাং তদা। দদৃশুশ্চাশ্রমে রামং স্বর্গচ্যুতমিবামরম্।। ১৬
তং ভোগৈঃ সম্পরিত্যক্তং রামং সম্প্রেক্ষ্য মাতরঃ। আর্তা মুমুচুরশ্রূণি সস্বরং শোককর্শিতাঃ।। ১৭
তাসাং রামঃ সমুত্থায় জগ্রাহ চরণাম্বুজান্। মাতৃণাং মনুজব্যাঘ্র সর্বাসাং সত্যসঙ্গরঃ।। ১৮
তাঃ পাণিভিঃ সুখস্পর্শৈর্মৃদ্বঙ্গুলিতলৈঃ শুভৈঃ। প্রমমার্জু রজঃ পৃষ্ঠাদ্ রামস্যায়তলোচনাঃ।। ১৯
সৌমিত্ররপি তাঃ সর্বা মাতৃঃ সম্প্রেক্ষ্য দুঃখিতঃ। অভ্যবাদয়দাসক্তং শনৈ রামাদনন্তরম্।। ২০

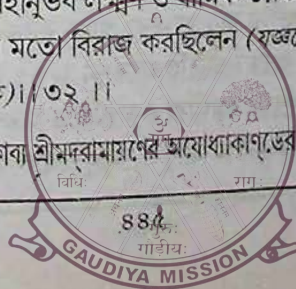
করলেও তোমার পুত্র কখনো নিন্দনীয় নয়। দাদার প্রয়োজনে যা লাগবে না, সে সবই গুণহীন এবং নিন্দনীয়।। ৬ ।। আজ, রাম অযোধ্যায় ফিরে গেলে এই সব কষ্টে অনভ্যস্ত তোমার পুত্র এইসব ছোটো দুঃখকর নীচজনযোগ্য কাজ পরিত্যাগ করবে।। ৭ ।। এইরকম বলতে বলতে বিশাললোচনা কৌশল্যা দেখলেন মাটিতে দক্ষিণদিকে ডগা রেখে কুশ পাতা রয়েছে, আর তার ওপরে রয়েছে পিতার উদ্দেশ্যে সমর্পিত ইঙ্গুদি ফল-নির্মিত শ্রাদ্ধের পিণ্ড।।৮ ।। ভূমিতে পিতার উদ্দেশে সমর্পিত পিণ্ডের দিকে রাম আর্তভাবে তাকিয়ে আছেন দেখে দেবী কৌশল্যা দশরথের পত্নীসকলকে বললেন—।। ৯ ।। রঘুবংশধর রাম পিতা ইক্ষ্বাকুনাথ, রঘুবংশধর, মহাত্মা দশরথের জন্য এই পিণ্ড যথাবিধি দান করছে। তোমরা সবাই তা দেখো।। ১০ ।। সেই মহাত্মা মহারাজ ছিলেন দেবতার সমান। তিনি কতো ভালো ভালো ভোজন করেছেন। আজকের এই ইঙ্গুদিপিণ্ড তাঁর যোগ্য বলে আমি মনে করি না।। ১১ ।। যিনি চারসমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য ভোগ করেছেন, যিনি ভূতলে ছিলেন স্বর্গরাজ ইন্দ্রের মতো, সেই পৃথিবীপতি ইঙ্গুদিফলের পিণ্ড কী করে ভোজন করবেন?।। ১২ ।। যেখানে ঐশ্বর্যশালী রাম ইঙ্গুদির পিণ্ড পিতার উদ্দেশে দান করছে, সংসারে এর চেয়ে বেশী দুঃখের আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না।। ১৩ ।। রাম পিতাকে ইঙ্গুদি-পিণ্ড দিয়েছে দেখে আমার বুক হাজার টুকরো হয়ে বিদীর্ণ হচ্ছে না কেন?।। ১৪ ।। যে অন্ন মানুষ ভোজন করে সেই অন্নই তার দেবতাও গ্রহণ করেন এই যে লৌকিক প্রবাদ, তা আজ আমার কাছে সত্য বলেই মনে হচ্ছে।। ১৫।। কৌশল্যা এইভাবে কাতর হলে সপত্নীরা তাঁকে আশ্বস্ত করে চলে গেলেন। আশ্রমে রামকে তাঁরা দেখলেন স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার মতো।। ১৬ ।। রাম সবরকমের ভোগ ত্যাগ করেছেন। এই দেখে দুঃখার্ত শোকবিহ্বল মায়েরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে কাঁদতে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন।। ১৭ ।। মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম তখন উঠে মায়েদের পাদপদ্মে প্রণতি নিবেদন করলেন।। ১৮ ।। প্রসারিতলোচনা মায়েরা তাঁদের কল্যাণহস্তের দ্বারা রামের পৃষ্ঠদেশ থেকে ধূলিরাশি অপসারিত করছিলেন। তাঁদের হাতের অঙ্গুলিগুলি ছিলো কোমল এবং সুখস্পর্শ।। ১৯ ।। দুঃখিত লক্ষ্মণও সব মায়েদের দেখে রামের পর আস্তে আস্তে, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের প্রণাম করলেন।। ২০ ।। দশরথ হতে জাত শুভলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণকে রাজপত্নীরা রামের মতোই

যথা রামে তথা তস্মিন্ সর্বা ববৃতিরে স্ত্রিয়ঃ। বৃত্তিং দশরথাজ্জাতে লক্ষ্মণে শুভলক্ষণে।। ২১
সীতাপি চরণাংস্তাসামুপসংগৃহ্য দুঃখিতা। শ্বশ্রূণামশ্রুপূর্ণাক্ষী সম্বভূবাগ্রতঃ স্থিতা।। ২২
তাং পরিষ্বজ্য দুঃখার্তা মাতা দুহিতরং যথা। বনবাসকৃতাং দীনাং কৌসল্যা বাক্যমব্রবীৎ।। ২৩
বৈদেহরাজস্য সুতা স্নুষা দশরথস্য চ। রামপত্নী কথং দুঃখং সম্প্রাপ্তা বিজনে বনে।। ২৪
পদ্মমাতপসন্তপ্তং পরিক্লিষ্টমিবোৎপলম্। কাঞ্চনং রজসা ধ্বস্তং ক্লিষ্টং চন্দ্রমিবাম্বুদৈঃ।। ২৫
মুখং তে প্রেক্ষ্য মাং শোকো দহত্যগ্নিরিবাশ্রয়ম্। ভৃশং মনসি বৈদেহি ব্যসনারণিসম্ভবঃ।। ২৬
ব্রুবন্ত্যামেবমার্তায়াং জনন্যাং ভরতাগ্রজঃ। পাদাবাসাদ্য জগ্রাহ বসিষ্ঠস্য চ রাঘবঃ।। ২৭
পুরোহিতস্যাগ্নিসমস্য তস্য বৈ বৃহস্পতেরিন্দ্র ইবামরাধিপঃ।
প্রগৃহ্য পাদৌ সুসমৃদ্ধতেজসঃ সহৈব তেনোপবিবেশ রাঘবঃ।। ২৮
ততো জনন্যং সহিতঃ স্বমন্ত্রিভিঃ পুরপ্রধানৈশ্চ তথৈব সৈনিকৈঃ।
জনেন ধর্মজ্ঞতমেন ধর্মবানুপোপবিষ্টো ভরতস্তদাগ্রজম্।। ২৯
উপোপবিষ্টস্তু তদাতিবীর্যবাংস্তপস্বিবেষেণ সমীক্ষ্য রাঘবম্।
শ্রিয়া জ্বলন্তং ভরতঃ কৃতাঞ্জলির্যথা মহেন্দ্রঃ প্রয়তঃ প্রজাপতিম্।। ৩০
কিমেষ বাক্যং ভরতোঽদ্য রাঘবং প্রণম্য সৎকৃত্য চ সাধু বক্ষ্যতি।
ইতীব সত্যার্যজনস্য তত্ত্বতো বভূব কৌতূহলমুত্তমং তদা।। ৩১
স রাঘবঃ সত্যধৃতিশ্চ লক্ষ্মণো মহানুভাবো ভরতশ্চ ধার্মিকঃ।
বৃতঃ সুহৃদ্ভিশ্চ বিরেজিরেঽধ্বরে যথা সদস্যৈঃ সহিতাস্ত্রয়োঽগ্নয়ঃ।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুরধিকশততমঃ সর্গঃ।

সমাদর করলেন।। ২১ ।। দুঃখিতা সীতাও এগিয়ে গিয়ে চোখের জলে শাশুড়ি সকলের চরণবন্দনা করে সামনে দাঁড়ালেন।। ২২ ।। দুঃখিতা মাতা যেমন কন্যাকে করে, তেমনি কৌশল্যাও বনবাসরতা সীতাকে আলিঙ্গন করে বললেন—।। ২৩ ।। বিদেহ রাজকন্যা, দশরথের পুত্রবধূ, রামের পত্নী নির্জন বনে কেন এতো দুঃখ পাবেন ?।। ২৪ ।। বাছা, রৌদ্রসন্তপ্ত পদ্মের মতো, অত্যন্ত ম্লান উৎপলের মতো, ধূলায়-ধূসরিত সোনার মতো, মেঘে-ঢাকা চাঁদের মতো আজ তোমার মুখখানি।। ২৫ ।। সীতে, তোমার মুখটি দেখে শোকে আমার মন অত্যন্ত দগ্ধ হচ্ছে। যেমন কাঠকে আশ্রয় করে আগুন জ্বলে ওঠে ঠিক তেমনি।। ২৬ ।। মা আর্ত হয়ে এইরকম বলতে থাকলে ভরতাগ্রজ রাম গুরু বশিষ্ঠের চরণবন্দনা করলেন।। ২৭ ।। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির পাদ-বন্দনা করেন, তেমনি রাম অগ্নির মতো দীপ্ত ও পবিত্র, পুরোহিত, তেজস্বী বশিষ্ঠের চরণবন্দনা করে তাঁর সঙ্গেই উপবেশন করলেন।। ২৮ ।। ধার্মিক ভরত তখন নিজের মন্ত্রী এবং পুরপ্রধান সৈনিক এবং অত্যন্ত ধর্মজ্ঞ জনগণকে নিয়ে অগ্রজ রামের পশ্চাতে আস্তে আস্তে উপবেশন করলেন।। ২৯।। মহেন্দ্র যেমন কৃতাঞ্জলি হয়ে মহেন্দ্রের কাছে উপবেশন করেন, তেমনি সৌন্দর্যে প্রোজ্জ্বল রামকে তপস্বীর বেশে দেখে অতি বীর্যবান ভরতও নিকটে উপবেশন করলেন।। ৩০ ।। তখন সেখানে শ্রদ্ধেয়, সদাচারী সজ্জনমণ্ডলীর বেশ কৌতূহল হলো—রামকে প্রণাম ও সৎকার করে ভরত আজ কি রকম যুক্তিযুক্ত কথা বলবেন—।। ৩১ ।। সত্যসন্ধ রাম, মহানুভব লক্ষ্মণ ও ধার্মিক ভরত সুহৃদ্‌বর্গের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তখন যজ্ঞে সদস্য-পরিবেষ্টিত তিনটি অগ্নির মতো বিরাজ করছিলেন (*যজ্ঞবেদিতে আহ্বনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি নামে—এই তিনটি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকে*)।। ৩২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর চতুর্থ (১০৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

রাজ্যগ্রহণায় রামসমীপে ভরতস্য প্রার্থনম্, ভরতং প্রতি রামস্যোপদেশশ্চ।

ততঃ পুরুষসিংহানাং বৃত্তানাং তৈঃ সুহৃদ্গণৈঃ। শোচতামেব রজনী দুঃখেন ব্যত্যবর্তত।। ১
রজন্যাং সুপ্রভাতায়াং ভ্রাতরস্তে সুহৃদ্‌বৃতাঃ। মন্দাকিন্যাং হুতং জপ্যং কৃত্বা রামমুপাগমন্।। ২
তূষ্ণীং তে সমুপাসীনা ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদব্রবীৎ। ভরতস্তু সুহৃন্মধ্যে রামং বচনমব্রবীৎ।। ৩
সান্ত্বিতা মামিকা মাতা দত্তং রাজ্যমিদং মম। তদ্ দদামি তবৈবাহং ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্।। ৪
মহতেবাম্বুবেগেন ভিন্নঃ সেতুর্জলাগমে। দুরাবরং ত্বদন্যেন রাজ্যখণ্ডমিদং মহৎ।। ৫
গতিং খর ইবাশ্বস্য তার্ক্ষ্যস্যেব পতত্রিণঃ। অনুগন্তুং ন শক্তির্মে গতিং তব মহীপতে।। ৬
সুজীবং নিত্যশস্তস্য যঃ পরৈরুপজীব্যতে। রাম তেন তু দুর্জীবং যঃ পরানুপজীবতি।। ৭
যথা তু রোপিতো বৃক্ষঃ পুরুষেণ বিবর্ধিতঃ। হ্রস্বকেন দুরারোহো রূঢস্কন্ধো মহাদ্রুমঃ।। ৮
স যদা পুষ্পিতো ভূত্বা ফলানি ন বিদর্শয়েৎ। সতাং নানুভবেৎ প্রীতিং যস্য হেতোঃ প্ররোপিতঃ।। ৯
এযোপমা মহাবাহো তদর্থং বেত্তুমর্হসি। যত্র ত্বমস্মান্ বৃষভো ভর্তা ভৃত্যান্ ন শাধি হি।। ১০
শ্রেণয়স্ত্বাং মহারাজ পশ্যন্ত্বগ্র্যাশ্চ সর্বশঃ। প্রতপন্তমিবাদিত্যং রাজ্যস্থিতমরিন্দমম্।। ১১
তবানুযানে কাকুৎস্থ মত্তা নর্দন্তু কুঞ্জরাঃ। অন্তঃপুরগতা নার্যো নন্দন্তু সুসমাহিতাঃ।। ১২
তস্য সাধ্বনুমন্যন্তে নাগরা বিবিধা জনাঃ। ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা রামং প্রত্যনুযাচতঃ।। ১৩

শতোত্তর পঞ্চম (১০৫) সর্গ

রাজ্যগ্রহণের জন্য রামের কাছে ভরতের প্রার্থনা।

তারপর সুহৃদ্‌গণের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এই পুরুষসিংহদের রাত অত্যন্ত দুঃখে কেটে গেলো ।। ১ ।। রাত ভোর হয়ে গেলে ভাইয়েরা বন্ধুবর্গের দ্বারা পরিবৃত হয়ে মন্দাকিনীর তীরে গিয়ে যজ্ঞ এবং জপ সমাপন করে রামের কাছে চলে এলেন ।। ২ ।। তাঁরা সবাই বসে নীরব হয়ে রৈলেন। কেউ কিছুই বললেন না। ভরত তখন সুহৃদ্‌মণ্ডলীর মধ্যে রামকে বললেন— ।।৩ ।। আমার বাবা আমার মাতা কৈকেয়ীকে রাজাদান করে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। পরে তিনি আমায় সেটি দান করেন। এখন আমি ঐটি আপনাকে প্রদান করছি। আপনি নিষ্কণ্টকে এই রাজ্য ভোগ করুন ।।৪ ।। বর্ষার জলে ভীষণ তোড়ে ভেঙে-যাওয়া সেতুর মতো এই বিশাল রাজ্যখণ্ড অন্যের দ্বারা রক্ষা করা দুঃসাধ্য ।। ৫ ।। মহারাজ, গর্দভ যেমন অশ্বের গতির অনুসরণ করতে পারে না, অন্য পাখীরা যেমন গরুড়ের গতি অনুসরণ করতে পারে না তেমনি আপনার রাজ্যপালন শক্তির অনুসরণ আমি করতে পারবো না ।। ৬ ।। যাকে নিত্য উপজীব্য করে অন্যেরা বেঁচে থাকে, তাঁর জীবনই সার্থক। রাম, যে পরকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে, তার জীবন সুখময় ।। ৭ ।। যেমন, দেখুন, যদি কেউ বৃক্ষরোপণ করে তাকে পরিবর্ধিত করে, তখন সেই বেড়ে-ওঠা স্থূল-স্কন্ধ বিশাল বৃক্ষটিতে বামন আরোহণ করতে পারে না ।।৮ ।। সেই বৃক্ষ যদি ফুল ফুটিয়ে ফল না দেয়, তখন যার জন্য ঐ বৃক্ষটি রোপিত হয়েছিলো, অর্থাৎ ফলের জন্য, তা না হওয়ায় সে তখন সেই প্রীতি আর অনুভব করে না ।। ৯ ।। হে বীর, এই উপমা আপনার জন্যই জেনে রাখুন। আপনি শ্রেষ্ঠ ভরণকর্তা হয়েও ভরণীয় ভৃত্যস্বরূপ আমাদের শাসন করছেন না ।। ১০ ।। মহারাজ, রাজ্যের সর্বশ্রেণীর জনগণ এবং প্রধান ব্যক্তিরা সবদিক থেকে এসে সূর্যের মতো প্রতাপশালী, শত্রুদমনকারী আপনাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখুন ।। ১১ ।। হে কাকুৎস্থ, আপনার চলার সময় পেছনে মত্তহস্তীরা গর্জন করুক। অন্তঃপুরের রমণীরা একাগ্রচিত্তে আনন্দপ্রকাশ করুক ।। ১২ ।। রামের প্রতি প্রার্থনারত ভরতের বাক্য শুনে বিবিধ নাগরিক "সাধু", "সাধু" বলে অনুমোদন করলেন ।। ১৩ ।। যশস্বী

তমেবং দুঃখিতং প্রেক্ষ্য বিলপন্তং যশস্বিনম্। রামঃ কৃতাত্মা ভরতং সমাশ্বাসয়দাত্মবান্।। ১৪
নাত্মনঃ কামকারো হি পুরুষোঽয়মনীশ্বরঃ। ইতশ্চেতরতশ্চৈনং কৃতান্তঃ পরিকর্ষতি।। ১৫
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ। সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তঞ্চ জীবিতম্।। ১৬
যথা ফলানাং পক্কানাং নান্যত্র পতনাদ্ ভয়ম্। এবং নরস্য জাতস্য নান্যত্র মরণাদ্ ভয়ম্।। ১৭
যথাগারং দৃঢ়স্থূণং জীর্ণং ভূত্বাঽবসীদতি। তথাবসীদন্তি নরা জরামৃত্যুবশং গতাঃ।। ১৮
অত্যেতি রজনী যাতু সা ন প্রতিনিবর্ততে। যাত্যেব যমুনাপূর্ণং সমুদ্রমুদকার্ণবম্।। ১৯
অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্বেষাং প্রাণিনামিহ। আয়ুংষি ক্ষপয়ন্ত্যাশু গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ।। ২০
আত্মানমনুশোচ ত্বং কিমন্যমনুশোচসি। আয়ুস্তে হীয়তে যস্য স্থিতস্যাস্য গতস্য চ।। ২১
সহৈব মৃত্যুর্ব্রজতি সহ মৃত্যুর্নিষীদতি। গত্বা সুদীর্ঘমধ্বানং সহ মৃত্যুর্নিবর্ততে।। ২২
গাত্রেষু বলয়ঃ প্রাপ্তাঃ শ্বেতাশ্চৈব শিরোরুহাঃ। জরয়া পুরুষো জীর্ণঃ কিং হি কৃত্বা প্রভাবয়েৎ।। ২৩
নন্দন্ত্যুদিত আদিত্যে নন্দন্ত্যস্তমিতেঽহনি। আত্মনো নাববুধ্যন্তে মনুষ্যা জীবিতক্ষয়ম্।। ২৪
হৃষ্যন্ত্যৃতুমুখং দৃষ্ট্বা নবং নবমিবাগতম্। ঋতূনাং পরিবর্তেন প্রাণিনাং প্রাণসংক্ষয়ঃ।। ২৫
যথা কাষ্ঠঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ সমেয়াতাং মহার্ণবে। সমেত্য তু ব্যপেয়াতাং কালমাসাদ্য কঞ্চন।। ২৬
এবং ভার্যাশ্চ পুত্রাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ বসূনি চ। সমেত্য ব্যবধাবন্তি ধ্রুবো হ্যেষাং বিনাভবঃ।। ২৭
নাত্র কশ্চিদ্ যথাভাবং প্রাণী সমতিবর্ততে। তেন তস্মিন্নসামর্থং প্রেতস্যাস্যনুশোচতঃ।। ২৮
যথা হি সার্থং গচ্ছন্তং ব্রূয়াৎ কশ্চিৎ পথি স্থিতঃ। অহমপ্যাগমিষ্যামি পৃষ্ঠতো ভবতামিতি।। ২৯

ভরতকে দুঃখে এইরকম বিলাপ করতে দেখে আত্মনিষ্ঠ, আত্মজ্ঞানী রাম তাঁকে সম্যগরূপে আশ্বস্ত করে বললেন— ।। ১৪।। মানুষ এই পৃথিবীতে পরাধীন। ইচ্ছামতো কিছু করতে পারে না। কাল তাকে নিয়ে ইহকাল এবং পরকালে টানাটানি করছেন।। ১৫।। পৃথিবীতে সবকিছুই পরিণামে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সম্যগ্‌ভাবে যার সমুন্নতি হয়েছে, পরিণামে তারও পতন হবে। সকল মিলনেরই অন্তে রয়েছে বিচ্ছেদ। জীবনের পরিণামে মৃত্যু।। ১৬ ।। যেমন ফল পেকে গেলে গাছ থেকে পড়ে-যাওয়া ছাড়া ভয় নেই, তেমনি যে মানুষ জন্মেছে, তার মরণ ছাড়া আর কোনো ভয় নেই।। ১৭ ।। দৃঢ় স্তম্ভযুক্ত গৃহ যেমন একদিন জীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ে, তেমনি মানুষও জরা এবং মৃত্যুর বশীভূত হয়।। ১৮ ।। যে রাত চলে যায়, সে তো আর ফেরে না। যমুনার পূর্ণ জলরাশি সমুদ্রের দিকেই চলে যায়। আর...।। ১৯ ।। গ্রীষ্মকালে সূর্যকিরণ যেমন দ্রুত জলকে শোষণ করে, তেমনি চলিষ্ণু দিবারাত্র সকল প্রাণীরই আয়ুকে ক্ষয় করছে।। ২০ ।। বৎস ভরত, তুমি নিজের শোক করো, অন্যের জন্য শোক করছো কেন? যে এখানে আছে, যে চলে গেছে, সবারই আয়ুক্ষয় হয়ে গেছে।। ২১ ।। মৃত্যু জীবমাত্রেরই সঙ্গে সঙ্গে চলে। জীবের সঙ্গেই উপবেশন করে। জীবের সঙ্গে দীর্ঘপথ চলে তারই সঙ্গে নিবৃত্ত হয়।। ২২ ।। চর্ম শিথিল হওয়া গায়ে বলিরেখা দেখা যায়। চুল শাদা হয়। জরায় মানুষ জীর্ণ হয়ে পড়ে। কি করে একে প্রভাবিত করবে?।। ২৩ ।। দিনে সূর্য উঠলে এবং অস্ত গেলে মানুষ আনন্দিত হয়। কিন্তু নিজের জীবনের ক্ষয় মানুষ বুঝতে পারে না।। ২৪ ।। ঋতুর আরম্ভ দেখে নূতন বলে মনে করে মানুষ আনন্দিত হয়। কিন্তু সেই ঋতুরই পরিবর্তনে মানুষের প্রাণক্ষয় হয়।। ২৫ ।। মহাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে একটি কাঠ যেমন আর একটি কাঠের কাছে চলে আসে, তেমনি একসময়ে আবার দূরে চলে যায়।। ২৬ ।। তেমনি ভার্যা, পুত্র, জ্ঞাতি, ধন— সবই একসময় কাছে এসে পরে আবার দূরে চলে যায়। তাদের বিয়োগ নিশ্চিতই।। ২৭ ।। ইহজগতে কোনো প্রাণীই এই বিচ্ছেদভাবকে অতিক্রম করতে পারে না। সেইজন্য মৃত পিতার জন্য যে শোক করে, তার কিন্তু সেই মৃতকে ফিরিয়ে আনার কোনো শক্তিই নেই।। ২৮।। কোনো পথিক যদি, তার আগে যে চলছে, তাকে বলে যে, আমি তোমার পেছনে আসছি...।। ২৯ ।। সেই পথেই তো চলেছে সব মানুষ। সেই অবশ্যম্ভাবী পথে চলতে গিয়ে সে কেন শোক

এবং পূর্বৈর্গতো মার্গং পৈতৃ-পিতামহৈর্ধ্রুবঃ। তমাপন্নঃ কথং শোচেদ্ যস্য নাস্তি ব্যতিক্রমঃ।। ৩০
বয়সঃ পতমানস্য স্রোতসো বাইনিবর্তিনঃ। আত্মা সুখে নিয়োক্তব্যঃ সুখভাজঃ প্রজাঃ স্মৃতাঃ।। ৩১
ধর্মাত্মা সুশুভৈঃ কৃৎস্নৈঃ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ। ন স শোচ্যঃ পিতা তাত স্বর্গতঃ সৎকৃতঃ সতাম্।। ৩২
ধূতপাপো গতঃ স্বর্গং পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ। ভৃত্যানাং ভরণাৎ সম্যক্ প্রজানাং পরিপালনাৎ।।
অর্থাদানাচ্চ ধর্মেণ পিতা নস্ত্রিদিবং গতঃ। কর্মভিস্তু শুভৈরিষ্টৈঃ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ।।
স্বর্গং দশরথঃ প্রাপ্তঃ পিতা নঃ পৃথিবীপতিঃ। ইষ্ট্বা বহুবিধৈর্যজ্ঞৈর্ভোগাংশ্চাবাপ্য পুষ্কলান্।।
উত্তমং চায়ুরাসাদ্য স্বর্গতঃ পৃথিবীপতিঃ। আয়ুরুত্তমমাসাদ্য ভোগানপি চ রাঘবঃ।।
স জীর্ণং মানুষং দেহং পরিত্যজ্য পিতা হি নঃ। দৈবীমৃদ্ধিমনুপ্রাপ্তো ব্রহ্মলোকবিহারিণীম্।। ৩৩
তং তু নৈবংবিধঃ কশ্চিৎ প্রাজ্ঞঃ শোচিতুমর্হসি। ত্বদ্বিধো মদ্বিধশ্চাপি শ্রুতবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ।। ৩৪
এতে বহুবিধাঃ শোকা বিলাপরুদিতে তদা। বর্জনীয়া হি ধীরেণ সর্বাবস্থাসু ধীমতা।। ৩৫
স স্বস্থো ভব মা শোকো যাত্বা চাবস তাং পুরীম্। তথা পিত্রা নিযুক্তোঽসি বশিনা বদতাং বর।। ৩৬
যত্রাহমপি তেনৈব নিযুক্তঃ পুণ্যকর্মণা। তত্রৈবাহং করিষ্যামি পিতুরার্যস্য শাসনম্।। ৩৭
ন ময়া শাসনং তস্য ত্যক্তুং ন্যায্যমরিন্দম। স ত্বয়াপি সদা মান্যঃ স বৈ বন্ধুঃ স নঃ পিতা।। ৩৮
তদ্বচঃ পিতুরেবাহং সম্মতং ধর্মচারিণাম্। কর্মণা পালয়িষ্যামি বনবাসেন রাঘব।। ৩৯
ধার্মিকেণানৃশংসেন নরেণ গুরুবর্তিনা। ভবিতব্যং নরব্যাঘ্র পরলোকং জিগীষতা।। ৪০

করবে? এইভাবে মৃত্যুর দিকে একের পেছনে অপরের চলার কোনো ব্যতিক্রম হয় না ।।৩০ ।। জলের স্রোত বয়ে চলে। ফিরে আসে না। ক্ষয়শীল বয়সও তেমনিই চলেছে। এইজন্য আত্মাকে সুখকর কর্মে নিযুক্ত করা উচিত। সুখের জন্যই তো মানুষ জন্মে ।।৩১ ।। ধর্মাত্মা আমাদের পিতা অত্যন্ত মঙ্গলকর দক্ষিণা-সমন্বিত সব যজ্ঞ সমাপন করে সজ্জনের দ্বারা সংহৃত হয়ে স্বর্গে গেছেন। তাঁর জন্য শোক করার প্রয়োজন নেই (*ধূত পাপো গত স্বর্গং....... রাঘব"-পর্যন্ত শ্লোকগুলি কোথাও নেই, কোথাও বা আছে। আমরা বিনা সংখ্যাতেই তা দিলাম। জগৎপতি আমাদের বাবা ভৃত্যদের ভরণ করে প্রজাদের ভালোভাবে পালন করে পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গে চলে গেছেন। ধর্মানুসারে আমাদের বাবা অর্থদান করেছেন। কল্যাণকর বাঞ্ছিত কর্ম সকল সম্পাদন করেছেন। করেছেন বহু যজ্ঞ। তাতে যথোচিত দক্ষিণা দান করেছেন। ফলে বিশ্বপতি আমাদের বাবার স্বর্গলাভ হয়েছে। বহুবিধ যজ্ঞ করে, প্রভূত ভোগ করে আনন্দিত হয়ে আমাদের বাবা জগৎপতি দশরথ স্বর্গে গেছেন। উত্তম আয়ু এবং ভোগও যথাযথ পেয়ে রঘুবংশধর আমাদের পিতা স্বর্গত হয়েছেন*) ।। ৩২।। আমাদের বাবা মানুষের জীর্ণদেহ ত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে বিহারের যোগ্য দৈবী-সমৃদ্ধি তথা দেবদেহ লাভ করেছেন ।।৩৩ ।। তুমি তো প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তোমার এইরকম শোক করা তো উচিত নয়। বিশেষতঃ তোমার মতো, আমার মতো এবং বিদ্বান্ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের তো কথাই নেই ।।৩৪।। এইভাবে বহুপ্রকারে শোক, বিলাপ এবং ক্রন্দন তোমার ত্যাগ করা উচিত। সকল অবস্থাতেই ধীমান তোমার অবিচল থাকা প্রয়োজন (*বিচলিত হবার কারণ থাকলেও যাঁরা বিচলিত হন না তাঁরাই ধীর। "বিকার-হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত ধীরা*)।। ৩৫ ।। তুমি স্বস্থ হও। শোক কোরো না। রাজধানীতে গিয়ে বাস করো। বাগ্মী তুমি। সত্যের বশে স্থিত পিতৃদেব কর্তৃক তুমি ঐ কাজে নিযুক্ত হয়েছো।। ৩৬ ।। পুণ্যকর্মা পিতা আমায় যে কাজে নিযুক্ত করেছেন, পূজনীয় পিতার সেই নির্দেশই আমি পালন করবো।। ৩৭।। হে শত্রুদমন, তাঁর নির্দেশ ত্যাগ করা আমার উচিত নয়। তোমারও তাঁর নির্দেশ সর্বদা মেনে চলা উচিত। তিনি যে আমাদের বন্ধু। আমাদের পিতা।।৩৮ ।। ভাই রাঘব, ধর্মাচরণকারীদের অনুমোদিত পিতার সেই নির্দেশ আমি বনবাস কর্মের দ্বারা পালন করবো।।৩৯।। হে নরশ্রেষ্ঠ, দেখো, যে পরলোক জয় করতে চায়, তাকে হতে হবে ধার্মিক। করুণাঘন। এবং গুরুনির্দেশ-পালনকারী।।৪০ ।। হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, আমাদের বাবা দশরথের

আত্মানমনুতিষ্ঠ ত্বং স্বভাবেন নরর্ষভ। নিশাম্য তু শুভং বৃত্তং পিতুর্দশরথস্য নঃ।। ৪১
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা পিতুর্নির্দেশপ্রতিপালনার্থম্।
যবীয়সং ভ্রাতরমর্থবচ্চ প্রভুর্মুহূর্তাদ্ বিররাম রামঃ।। ৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অয়োধ্যাকাণ্ডে পঞ্চাধিকশততমঃ সর্গঃ।

পুণ্যচরিত্র শুনে নিজের স্বভাবগুণে তুমি আত্মকর্ম সাধন করো ।। ৪১ ।। প্রভু, মহাত্মা রাম ছোটো ভাইকে পিতার নির্দেশপালনের জন্য এইরকম অর্থ-গর্ভবাক্য বলে মুহূর্তের জন্য বিরত হলেন ।। ৪২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অয়োধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর পঞ্চম (১০৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষডধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

অয়োধ্যায়াং প্রত্যাবর্তনায় রাজ্যগ্রহণায় চ শ্রীরামসমীপে ভরতস্য পুনঃপ্রার্থনম্।

এবমুক্ত্বা তু বিরতে রামে বচনমর্থবৎ। ততো মন্দাকিনীতীরে রামং প্রকৃতিবৎসলম্।। ১
উবাচ ভরতশ্চিত্রং ধার্মিকো ধার্মিকং বচঃ। কো হি স্যাদীদৃশো লোকে যাদৃশস্ত্বমরিন্দম।। ২
ন ত্বাং প্রব্যথয়েদ্ দুঃখং প্রীতির্বা ন প্রহর্ষয়েৎ। সম্মতশ্চাপি বৃদ্ধানাং তাংশ্চ পৃচ্ছসি সংশয়ান্।। ৩
যথা মৃতস্তথা জীবন্ যথাসতি তথা সতি। যস্যৈষ বুদ্ধিলাভঃ স্যাৎ পরিতপ্যেত কেন সঃ।। ৪
পরাবরজ্ঞো যশ্চ স্যাদ্ যথা ত্বং মনুজাধিপ। স এব ব্যসনং প্রাপ্য ন বিষীদিতুমর্হতি।। ৫
অমরোপমসত্ত্বস্ত্বং মহাত্মা সত্যসঙ্গরঃ। সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ বুদ্ধিমাংশ্চাসি রাঘব।। ৬
ন ত্বামেবংগুণৈর্যুক্তং প্রভবাভবকোবিদম্। অবিষহ্যতমং দুঃখমাসাদয়িতুমর্হতি।। ৭
প্রোষিতে ময়ি তৎপাপং মাত্রা মৎকারণাৎ কৃতম্। ক্ষুদ্রয়া তদনিষ্টং মে প্রসীদতু ভবান্ মম।। ৮
ধর্মবন্ধেন বদ্ধোঽস্মি তেনেমাং নেহ মাতরম্। হন্মি তীব্রেণ দণ্ডেন দণ্ডার্হাং পাপকারিণীম্।। ৯
কথং দশরথাজ্জাতঃ শুভাভিজনকর্মণঃ। জানন্ ধর্মমধর্মঞ্চ কুর্যাং কর্ম জুগুপ্সিতম্।। ১০

শতোত্তর ষষ্ঠ (১০৬) সর্গ

অয়োধ্যায় প্রত্যাবর্তন এবং রাজ্যগ্রহণের জন্য শ্রীরামের নিকট ভরতের পুনরায় প্রার্থনা।

রাম অর্থ-সমন্বিত এইরকম কথা বলে বিরত হলেন। তখন মন্দাকিনীতীরে প্রজাবৎসল রামকে...।। ১।। ধার্মিক ভরত ধর্মসঙ্গত সুন্দরবাক্য বললেন। হে শত্রুদমন, জগতে আপনার মতো এমন কে আর আছে?।। ২।। দুঃখ আপনাকে ব্যথা দিতে পারে না। আর প্রীতিও আপনাকে হৃষ্ট করতে পারে না। বৃদ্ধেরা আপনার সবকিছু অনুমোদন করেন। তবুও সন্দেহ উপস্থিত হলে আপনি তাঁদেরই জিজ্ঞেস করেন।। ৩।। যেমন মৃত, তেমনই জীবিত, কিছু থাকলেও যেমন না থাকলেও তেমন। যাঁর এইরকম জ্ঞান হয়েছে, তিনি কি করে আর পরিতাপ করবেন ?।। ৪ ।। হে মনুষ্যাধিপ, আপনার মতো যিনি সংসারজ্ঞানী হয়েও আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি বিপদের সম্মুখীন হয়েও বিষণ্ণ হন না (*পর—পরম, ব্রহ্ম-আত্মা, অবর-ক্ষুদ্র, জাগতিক*)।। ৫ ।। হে রঘু-বংশধর, দেবতুল্য গুণসম্পন্ন আপনি। আপনি মহাপ্রাণ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সর্বদর্শী এবং বুদ্ধিমান।। ৬।। আপনি এইরকম গুণান্বিত এবং উৎপত্তি ও ধ্বংস সম্বন্ধে পরম জ্ঞানী। দুঃসহ দুঃখও আপনি সহ্য করতে পারেন।। ৭।। আমি প্রবাসে ছিলাম। ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমার মা আমার জন্য যা করেছেন, তা পাপ। তাতে আমার অনিষ্টই হয়েছে। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।। ৮।। ধর্মের বাঁধনে আমি বাঁধা আছি। তাই পাপকারিণী, দণ্ড-যোগ্যা মা'কে কঠিন দণ্ড দিয়ে আমি হত্যা করতে পারছি না (*স্ত্রীহত্যা, মাতৃহত্যা সর্বাবস্থাতেই পাপ*)।। ৯।। কল্যাণকর্মা অভিজাত দশরথ থেকে আমার জন্ম। ধর্ম কি এবং অধর্ম কি জেনেও কি করে মাতৃহত্যারূপ ঘৃণিত কার্য আমি করবো ?।। ১০।। গুরু, ক্রিয়াবান, রাজা তথা আমাদের বৃদ্ধ পিতা পরলোকে

গুরুঃ ক্রিয়াবান্ বৃদ্ধশ্চ রাজা প্রেতঃ পিতেতি চ। তাতং ন পরিগর্হেইহং দৈবতং চেতি সংসদি।। ১১
কো হি ধর্মার্থয়োর্হীনমীদৃশং কর্ম কিল্বিষম্। স্ত্রিয়ঃ প্রিয়চিকীর্ষুঃ সন্ কুর্যাদ্ ধর্মজ্ঞ ধর্মবিৎ।। ১২
অন্তকালে হি ভূতানি মুহ্যন্তীতি পুরা শ্রুতিঃ। রাজ্ঞৈবং কুর্বতা লোকে প্রত্যক্ষা সা শ্রুতিঃ কৃতা।। ১৩
সাধ্বর্থমভিসন্ধায় ক্রোধান্মোহাচ্চ সাহসাৎ। তাতস্য যদতিক্রান্তং প্রত্যাহরতু তদ্ ভবান্।। ১৪
পিতুর্হি সমতিক্রান্তং পুত্রো যঃ সাধু মন্যতে। তদপত্যং মতং লোকে বিপরীতমতোইন্যথা।। ১৫
তদপত্যং ভবানস্তু মা ভবান্ দুষ্কৃতং পিতুঃ। অতি যৎ তৎ কৃতং কর্ম লোকে ধীরবিগর্হিতম্।। ১৬
কৈকেয়ীং মাঞ্চ তাতঞ্চ সুহৃদো বান্ধবাংশ্চ নঃ। পৌর-জানপদান্ সর্বান্ ত্রাতুং সর্বমিদং ভবান্।। ১৭
ক্ব চারণ্যং ক্ব চ ক্ষাত্রং ক্ব জটাঃ ক্ব চ পালনম্। ঈদৃশং ব্যাহতং কর্ম ন ভবান্ কর্তুমর্হতি।। ১৮
এষ হি প্রথমো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিষেচনম্। যেন শক্যং মহাপ্রাজ্ঞ প্রজানাং পরিপালনম্।। ১৯
কশ্চ প্রত্যক্ষমুৎসৃজ্য সংশয়স্থমলক্ষণম্। আয়তিস্থং চরেদ্ধর্মং ক্ষত্রবন্ধুরনিশ্চিতম্।। ২০
অথ ক্লেশজমেব ত্বং ধর্মং চরিতুমিচ্ছসি। ধর্মেণ চতুরো বর্ণান্ পালয়ন্ ক্লেশমাপ্নুহি।। ২১
চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমুত্তমম্। আয়ুর্ধর্মজ্ঞ ধর্মজ্ঞাস্তং কথং ত্যক্তুমিচ্ছসি।। ২২
শ্রুতেন বালঃ স্থানেন জন্মনা ভবতো হ্যহম্। স কথং পালয়িষ্যামি ভূমিং ভবতি তিষ্ঠতি।। ২৩
হীনবুদ্ধিগুণো বালো হীনস্থানেন চাপ্যহম্। ভবতা চ বিনাভূতো ন বর্তয়িতুমুৎসহে।। ২৪
ইদং নিখিলমপ্যগ্র্যং রাজ্যং পিত্র্যমকন্টকম্। অনুশাধি সধর্মেণ ধর্মজ্ঞ সহ বান্ধবৈঃ।। ২৫
ইহৈব ত্বাভিষিঞ্চন্তু সর্বাঃ প্রকৃতয়ঃ সহ। ঋত্বিজঃ সবসিষ্ঠাশ্চ মন্ত্রবিন্মন্ত্রকোবিদাঃ।। ২৬
অভিষিক্তস্ত্বমস্মাভিরযোধ্যাং পালনে ব্রজ। বিজিত্য তরসা লোকান্ মরুদ্ভিরিব বাসবঃ।। ২৭

চলে গেছেন। এই সভামধ্যে আমি দেবতাস্বরূপ পিতার নিন্দা করছি না।। ১১।। কিন্তু, কোন্ ধর্মজ্ঞ ধর্মবীর পত্নীর প্রিয়কর্ম করার জন্য ধর্মার্থ-বর্জিত এমন পাপ করতে পারেন।। ১২।। পুরানো প্রবাদ হলো, অন্তকালে মানুষ মোহগ্রস্ত হয়। রাজাও তাই করায় জগতে সেই প্রবাদই সত্য হলো।। ১৩।। ক্রোধে, মোহে অবিমৃষ্যকারিতায় পিতা যে সৎপথ অতিক্রম করেছেন, তার প্রতিকার আজ আপনি করুন।। ১৪।। যে পুত্র পিতার বিপরীতকার্যকে সদ্‌ভাবে শোধন করে, সে সমাজে সকলের প্রশংসা লাভ করে। তা না করলে নিন্দাই হয়।। ১৫।। তাই, আপনি পিতার সৎপুত্রই হোন। পিতা লোকে সজ্জন-নিন্দিত যে কাজ করেছেন, তা অনুসরণ করবেন না।।। ১৬।। কৈকেয়ীকে, আমাকে, পিতাকে, সুহৃদ্‌বর্গকে, আমাদের বান্ধবদের, পুরবাসী এবং জনপদবাসিগণকে— সবাইকে আপনিই রক্ষা করতে পারেন।। ১৭।। কোথায় অরণ্য, কোথায় বা ক্ষাত্রধর্ম, কোথায় জটা, কোথায় বা প্রজাপালন—এইরকম বিরুদ্ধকর্ম আপনার করা উচিত নয়।। ১৮।। হে মহাপ্রাজ্ঞ, ক্ষত্রিয়ের প্রথম ধর্মই হচ্ছে প্রজাদের পরিপালন। তার সামর্থ্যের জন্যেই প্রয়োজন অভিষেক।। ১৯।। কে সেই ক্ষত্রিয়, যিনি প্রত্যক্ষ ধর্মত্যাগ করে সংশয়াপন্ন, লক্ষণশূন্য, ভবিষ্যতেও অনিশ্চিত এমন ধর্মপালন করেন।। ২০।। আপনি যদি কষ্টকর ধর্মপালন করতে চান, তাহলে ধর্মানুসারে চার বর্ণকে পালন করে কষ্টভোগ করুন।। ২১।। আশ্রম চারটির মধ্যে গার্হস্থ্যই শ্রেষ্ঠ। ধর্মজ্ঞেরা বলে থাকেন। ধর্মজ্ঞ হয়ে আপনি তা কেন ত্যাগ করতে চাইছেন?।। ২২।। বিদ্যায়, মর্যাদায় এবং জন্মে আমি আপনার চেয়ে কনিষ্ঠ। আপনি থাকাকালে আমি কি করে রাজ্যপালন করবো?।। ২৩।। বুদ্ধিতে, গুণে, এবং সম্মানে আমি তো আপনার কাছে বালকমাত্র। আপনাকে ছাড়া আমি জীবনধারণ করতে চাই না।। ২৪।। হে ধর্মজ্ঞ, এই পৈতৃক, নিঃশত্রু, উৎকৃষ্ট সমগ্র রাজ্য বান্ধবদের সঙ্গে ধর্মানুসারে আপনি শাসন করুন।। ২৫।। মন্ত্রবিদ্, মন্ত্রপণ্ডিত বশিষ্ঠসহ ঋত্বিকেরা প্রজাদেরকে নিয়ে এখানেই আপনাকে অভিষিক্ত করুন।। ২৬।। বিপক্ষের লোকদের জয় করে মরুদ্‌গণের সঙ্গে যেমন ইন্দ্র স্বর্গে দ্রুতগমন করেছিলেন, সেইভাবে অভিষিক্ত হয়ে আপনি আমাদের নিয়ে অযোধ্যাপালনে চলুন।। ২৭।। দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ—এই তিনটি ঋণ পরিশোধ করে,

ঋণানি ত্রীণ্যপাকুর্বন্ দুর্হৃদঃ সাধুনির্দহন্। সুহৃদস্তর্পয়ন্ কামৈস্ত্বমেবাত্রানুশাধি মাম্।। ২৮
অদ্যার্য মুদিতাঃ সন্তু সুহৃদস্তেঽভিষেচনে। অদ্য ভীতাঃ পলায়ন্তু দুষ্প্রদাস্তে দিশো দশ।। ২৯
আক্রোশং মম মাতুশ্চ প্রসৃজ্য পুরুষর্ষভ। অদ্য তত্রভবন্তঞ্চ পিতরং রক্ষ কিল্বিষাৎ।। ৩০
শিরসা ত্বাভিযাচেঽহং কুরুষ্ব করুণাং ময়ি। বান্ধবেষু চ সর্বেষু ভূতেষ্বিব মহেশ্বরঃ।। ৩১
অথবা পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা বনমেব ভবানিতঃ। গমিষ্যতি গমিষ্যামি ভবতা সার্ধমপ্যহম্।। ৩২
তথাহি রাম ভরতেন তাম্যতা প্রসাদ্যমানঃ শিরসা মহীপতিঃ।
ন চৈব চক্রে গমনায় সত্ত্ববান্ মতিং পিতুস্তদ্বচনে প্রতিষ্ঠিতঃ।। ৩৩
তদদ্ভুতং স্থৈর্যমবেক্ষ রাঘবে সমং জনো হর্ষমবাপ দুঃখিতঃ।
ন যাত্যযোধ্যামিতি দুঃখিতোঽভবৎ স্থিরপ্রতিজ্ঞত্বমবেক্ষ্য হর্ষিতঃ।। ৩৪
তমৃত্বিজো নৈগমযূথবল্লভাস্তথাবিসংজ্ঞাশ্রুকলাশ্চ মাতরঃ।
তথা ব্রুবাণং ভরতং প্রতুষ্টুবুঃ প্রণম্য রামঞ্চ যযাচিরে সহ।। ৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষডধিকশততমঃ সর্গঃ।

দুর্জনদের ভালোভাবে দহন করে, সুহৃদ্বর্গকে কাম্যবস্তু প্রদানের দ্বারা সন্তৃপ্ত করে আমাকে অনুশাসন করুন।। ২৮।। দাদা, আপনার অভিষেকে আজ সুহৃদ্রা আনন্দিত হোন। দুঃখদায়ক শত্রুরা দশদিকে পালিয়ে যাক।। ২৯।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি আমার মায়ের অপবাদ অপসারিত করে পূজনীয় পিতৃদেবকেও পাপ থেকে রক্ষা করুন।। ৩০।। আমি অবনতমস্তকে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, মহেশ্বর যেমন সকলপ্রাণীর প্রতি করুণা করেন, তেমনি আপনিও আমার প্রতি করুণা করুন।।৩১।। নৈলে, আপনি এই বন থেকে বনান্তরে গেলেও আপনার পেছনে পেছনে আমি যাবো।। ৩২।। ভরত ঐভাবে অবনতশিরে প্রসন্নতার প্রার্থনা করলেও মহীপতি, সত্ত্ববান রাম পিতার সত্যরক্ষায় দৃঢ় থেকে অযোধ্যা গমনে সম্মত হলেন না।।৩৩।। এতে সমবেত জনগণ রামের আশ্চর্য স্থৈর্য দেখে একই সঙ্গে আনন্দ ও দুঃখ পেলো। রাম অযোধ্যায় যাচ্ছেন না বলে তারা হলো দুঃখিত। তাঁর স্থিরপ্রতিজ্ঞা দেখে আনন্দিত হলো।।৩৪।। ঋত্বিকেরা, বেদজ্ঞেরা, সমাজপ্রধান এবং অজ্ঞানপ্রায় অশ্রুপূর্ণনেত্রে মায়েরা ভরতকে এইভাবে নত হয়ে প্রার্থনা করতে দেখে প্রশংসা করলেন। সবাই তখন রামকে প্রণাম করে অযোধ্যায় যাবার জন্য একসঙ্গে প্রার্থনা করতে লাগলেন।। ৩৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর ষষ্ঠ (১০৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

ভরতবাক্যশ্রবণাৎ পরং তং প্রতি পিতৃসত্যরক্ষণায় শ্রীরামস্যোপদেশঃ।

পুনরেবং ব্রুবাণং তং ভরতং লক্ষ্মণাগ্রজঃ। প্রত্যুবাচ ততঃ শ্রীমান্ জ্ঞাতিমধ্যে সুসৎকৃতঃ।। ১
উপপন্নমিদং বাক্যং যত্ত্বমেবমভাষথাঃ। জাতঃ পুত্রো দশরথাৎ কৈকেয্যাং রাজসত্তমাৎ।। ২
পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন্। মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্ রাজ্যশুল্কমনুত্তমম্।। ৩

শতোত্তর সপ্তম (১০৭) সর্গ

ভরতের কথা শুনে তার প্রতি পিতৃসত্য রক্ষার জন্য শ্রীরামের উপদেশ।

ভরত আবার এইরকম বলতে থাকলে লক্ষ্মণাগ্রজ সুপূজিত শ্রীমান রাম জ্ঞাতিদের সামনে তাঁকে প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ১ ।। রাজশ্রেষ্ঠ দশরথের ঔরসে এবং কৈকেয়ীর গর্ভে তুমি জন্মেছো। তুমি যা বললে, তা তোমার যোগ্যই বটে।। ২ ।। ভাই, পূর্বে আমাদের বাবা তোমার মাকে বিবাহ করে মাতামহের উত্তম রাজ্যশুল্কের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।।৩।। দেবাসুর-সংগ্রামে তোমায় মায়ের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজা তাঁকে

দেবাসুরে চ সংগ্রামে জনন্যৈ তব পার্থিবঃ। সম্প্রহৃষ্টো দদৌ রাজা বরমারাধিতঃ প্রভুঃ।। ৪
ততঃ সা সম্প্রতিশ্রাব্য তব মাতা যশস্বিনী। অযাচত নরশ্রেষ্ঠং দ্বৌ বরৌ বরবর্ণিনী।। ৫
তব রাজ্যং নরব্যাঘ্র মম প্রব্রাজনং তথা। তচ্চ রাজা তথা তস্যৈ নিযুক্তঃ প্রদদৌ বরম্।। ৬
তেন পিত্রাহমপ্যত্র নিযুক্তঃ পুরুষর্ষভ। চতুর্দশ বনে বাসং বর্ষাণি বরদানিকম্।। ৭
সোঽয়ং বনমিদং প্রাপ্তো নির্জনং লক্ষ্মণান্বিতঃ। সীতয়া চাপ্রতিদ্বন্দ্বঃ সত্যবাদে স্থিতঃ পিতুঃ।। ৮
ভবানপি তথেত্যেব পিতরং সত্যবাদিনম্। কর্তুমর্হসি রাজেন্দ্র ক্ষিপ্রমেবাভিষিঞ্চনাৎ।। ৯
ঋণান্মোচয় রাজানং মৎকৃতে ভরত প্রভুম্। পিতরং ত্রাহি ধর্মজ্ঞ মাতরং চাভিনন্দয়।। ১০
শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতিগীতা যশস্বিনা। গয়েন যজমানেন গয়েষ্বের পিতৄন্ প্রতি।। ১১
পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৄন্ যঃ পাতি সর্বতঃ।। ১২
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ। তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিদ্ গয়াং ব্রজেৎ।। ১৩
এবং রাজর্ষয়ঃ সর্বে প্রতীতা রঘুনন্দন। তস্মাৎ ত্রাহি নরশ্রেষ্ঠ পিতরং নরকাৎ প্রভো।। ১৪
অযোধ্যাং গচ্ছ ভরত প্রকৃতীরনুরঞ্জয়। শত্রুঘ্নসহিতো বীর সহ সর্বৈর্দ্বিজাতিভিঃ।। ১৫
প্রবেক্ষ্যে দণ্ডকারণ্যমহমপ্যবিলম্বয়ন্। আভ্যাং তু সহিতো বীর বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ।। ১৬
ত্বং রাজা ভরত ভব স্বয়ং নরাণাং বন্যানামহমপি রাজরাণ্মৃগাণাম্।
গচ্ছ ত্বং পুরবরমদ্য সম্প্রহৃষ্টঃ সংহৃষ্টস্ত্বহমপি দণ্ডকান্ প্রবেক্ষ্যে।। ১৭
ছায়াং তে দিনকরভাঃ প্রবাধমানং বর্ষত্রং ভরত করোতু মূর্ধ্নি শীতাম্।
এতেষামহমপি কাননদ্রুমাণাং ছায়াং তামতিশয়িনীং শনৈঃ শ্রয়িষ্যে।। ১৮
শত্রুঘ্নস্ত্বতুলমতিস্তু তে সহায়ঃ সৌমিত্রির্মম বিদিতঃ প্রধানমিত্রম্।
চত্বারস্তনয়বরা বয়ং নরেন্দ্রং সত্যস্থং ভরত চরাম মা বিষীদ।। ১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তাধিকশততমঃ সর্গঃ।

অত্যন্ত আনন্দে বর দিয়েছিলেন।। ৪ ।। সেই জন্য সম্প্রতি তোমার সুন্দরী যশস্বিনী মাতা সেই কথা স্মরণ করিয়ে দু'টি বর চেয়ে নিয়েছেন।। ৫ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, তোমার জন্য রাজ্য, আমার জন্য নির্বাসন। রাজাও তাঁর দ্বারা বাধ্য হয়েই বর দু'টি দিলেন।। ৬ ।। হে পুরুষপ্রধান, সেই বরদানের ফলেই আমি এখন বাবার দ্বারা চৌদ্দবৎসরের জন্য বনবাসে নিযুক্ত হয়েছি।। ৭ ।। বাবার বাক্য সত্য করার জন্য সীতা এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে নির্বিবাদে এই নির্জন বনে আমি এসেছি।। ৮ ।। হে রাজেন্দ্র, তুমিও দ্রুত অভিষেকের মাধ্যমে পিতার বাক্যকে সত্য করো।। ৯ ।। ভাই ভরত, আমার জন্যই তুমি আমাদের প্রভু রাজাকে ঋণ থেকে মুক্ত করো। হে ধর্মজ্ঞ, বাবাকে বাঁচাও। মাকে সুখী করো।। ১০ ।। শোনা যায়, যশস্বী এক রাজা, গয় নামে যজ্ঞ করার সময় পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে এই গান করছিলেন।। ১১ ।। শ্রাদ্ধের দ্বারা পুৎ-নামক নরক থেকে পিতাকে ত্রাণ করে বলে সুতকে 'পুত্র' বলা হয়। এইভাবে সে সর্বপ্রকারে পিতৃপুরুষদের রক্ষা করে।। ১২ ।। এই জন্য গুণবান এবং বিদগ্ধ বহুপুত্রের ইচ্ছা করতে হয়। তাদের সবার মধ্যে থেকে কেউ না কেউ গয়ায় যাবে।। ১৩।। হে রঘুনন্দন, রাজর্ষিরা সকলেই এইরকমই বিশ্বাস করেন। সুতরাং, হে নরশ্রেষ্ঠ, প্রভো, পিতাকে তুমি নরক থেকে রক্ষা করো ।। ১৪ ।। ভরত, তুমি অযোধ্যায় ফিরে যাও। প্রজাদের অনুরঞ্জন করো। হে বীর, শত্রুঘ্নকে নিয়ে এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সকল দ্বিজাতিদের নিয়ে তুমি ফিরে যাও ভাই।। ১৫ ।। হে বীর, এই সীতা এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে আমিও অবিলম্বে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করবো।। ১৬ ।। তুমি গিয়ে স্বয়ং মানুষদের রাজা হও। আমিও হবো বন্য মৃগদের রাজাদের রাজা। তুমি আনন্দিত হয়ে শ্রেষ্ঠ নগরী অযোধ্যাতে চলে যাও। আমিও মনের সুখে দণ্ডকায় প্রবেশ করি।। ১৭ ।। ভরত, রাজছত্র সূর্যকিরণকে বাধা দিয়ে তোমার মস্তকে শীতল ছায়া প্রসারিত করুক। আমিও এই বনের তরুরাশির নিবিড় ছায়া ধীরে ধীরে আশ্রয় করি।। ১৮ ।। অতুলনীয় বুদ্ধিসম্পন্ন শত্রুঘ্ন তোমার সহায় হোক। সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ আমার প্রধান সহায়রূপে খ্যাত। আমরা চারটি ছেলে রাজাকে সত্যে স্থিত রাখবো। তুমি বিষণ্ণ হয়ো না।। ১৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর সপ্তম (১০৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

নাস্তিকমতমবলম্ব্য শ্রীরামং বোধয়িতুং জাবালেরুদ্যোগঃ।

আশ্বাসয়ন্তং ভরতং জাবালির্ব্রাহ্মণোত্তমঃ। উবাচ রামং ধর্মজ্ঞং ধর্মাপেতমিদং বচঃ।। ১
সাধু রাঘব মা ভূৎ তে বুদ্ধিরেবং নিরর্থিকা। প্রাকৃতস্য নরস্যেব হ্যার্যবুদ্ধেস্তপস্বিনঃ।। ২
কঃ কস্য পুরুষো বন্ধুঃ কিমাপ্যং কস্য কেনচিৎ। একো হি জায়তে জন্তুরেক এব বিনশ্যতি।। ৩
তস্মান্মাতা পিতা চেতি রাম সজ্জেত যো নরঃ। উন্মত্ত ইব স জ্ঞেয়ো নাস্তি কশ্চিদ্ধি কস্যচিৎ।। ৪
যথা গ্রামান্তরং গচ্ছন্ নরঃ কশ্চিদ্ বহির্বসেৎ। উৎসৃজ্য চ তমাবাসং প্রতিষ্ঠেতাপরেঽহনি।। ৫
এবমেব মনুষ্যাণাং পিতা মাতা গৃহং বসু। আবাসমাত্রং কাকুৎস্থ সজ্জন্তে নাত্র সজ্জনাঃ।। ৬
পিত্র্যং রাজ্যং সমুৎসৃজ্য স নার্হসি নরোত্তম। আস্থাতুং কাপথং দুঃখং বিষমং বহুকণ্টকম্।। ৭
সমৃদ্ধায়ামযোধ্যায়ামাত্মানমভিষেচয়। একবেণীধরা হি ত্বা নগরী সম্প্রতীক্ষতে।। ৮
রাজভোগাননুভবন্ মহার্হান্ পার্থিবাত্মজ। বিহর ত্বমযোধ্যায়াং যথা শক্রস্ত্রিবিষ্টপে।। ৯
ন তে কশ্চিদ্ দশরথস্ত্বঞ্চ তস্য ন কশ্চন। অন্যো রাজা ত্বমন্যস্তু তস্মাৎ কুরু যদুচ্যতে।। ১০
বীজমাত্রং পিতা জন্তোঃ শুক্রং শোণিতমেব চ। সংযুক্তমৃতুমন্মাত্রা পুরুষস্যেহ জন্ম তৎ।। ১১
গতঃ স নৃপতিস্তত্র গন্তব্যং যত্র তেন বৈ। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং ত্বং তু মিথ্যা বিহন্যসে।। ১২
অর্থ-ধর্মপরা যে যে তাংস্তান্ শোচামি নেতরান্। তে হি দুঃখমিহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য লেভিরে।। ১৩
অষ্টকাপিতৃদৈবত্যমিত্যয়ং প্রসৃতো জনঃ। অন্নস্যোপদ্রবং পশ্য মৃতো হি কিমশিষ্যতি।। ১৪

শতোত্তর অষ্টম (১০৮) সর্গ

নাস্তিক মত অবলম্বন করে শ্রীরামকে বোঝাবার জন্য জাবালির উদ্যোগ।

রাম তো ভরতকে এইভাবে আশ্বাস দিলেন! তখন ব্রহ্মণপ্রবর জাবালি ধর্মজ্ঞ রামকে ধর্মবিরুদ্ধবাক্যে, বললেন—।। ১ ।। দেখো, রাম, তুমি সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন এবং তপস্বী। সাধারণ লোকের মতো তোমার এইরকম নিরর্থক বুদ্ধি হচ্ছে কেন?।। ২ ।। দেখো, এই সংসারে কোন্ মানুষটি কারই বা বন্ধু। কার কাছে কে কি পেতে পারে? প্রাণী একাই জন্মে, একাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।।৩ ।। রাম, এই জন্যই ইনি মাতা, ইনি পিতা—এইরকম যে মানুষ মনে করে সে পাগলের মতোই জানতে হবে। কেউই কারো নয়।। ৪ ।। যেমন দেখো, কোনো মানুষ বাড়ীর বাইরে অন্য গ্রামে গিয়ে কোনোদিন বাস করলো। পরের দিন সেই আবাস ত্যাগ করে সে চলে যায়।। ৫ ।।এইরকম হলো মানুষদের পিতা, মাতা, গৃহ, সম্পদ। এসব সাময়িক আবাসমাত্র। কাকুৎস্থ, এতে সজ্জনেরা আসক্ত হয় না।। ৬ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করে কণ্টকাকীর্ণ, দুঃখময়, বিষম, কুপথে তোমার চলা উচিত নয়।। ৭ ।। সমৃদ্ধ অযোধ্যানগরীতে তুমি নিজেকে অভিষিক্ত করো। অযোধ্যানগরী তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে।।৮।। হে রাজপুত্র, স্বর্গে ইন্দ্রের মতো অযোধ্যায় রাজঐশ্বর্য ভোগ করে তুমি বিহার করো (*ত্রিবিষ্টপ—স্বর্গ*)।। ৯ ।। দশরথ তোমার কেউ নয়, তুমিও তাঁর কেউ নও।রাজা অন্য মানুষ। তুমিও অন্য পুরুষ। সেই জন্য আমি যা বলছি, তা করো।।১০।। জন্ম বিষয়ে পিতা মানুষের বীজমাত্র। ঋতুমতীর গর্ভে শুক্র এবং শোণিত মিলিত হয়। তাতেই সংসারে মানুষের জন্ম হয়।। ১১।। যেখানে যেতে হবে, সেইখানেই রাজা দশরথ গেছেন। সকল প্রাণীর এই তো স্বভাব! তুমি মিছিমিছি নিজেকে বঞ্চিত করছো।। ১২।। যারা প্রত্যক্ষ ভোগাদি ত্যাগ করে কেবল ধর্ম নিয়েই থাকে, তাদের জন্য আমার দুঃখ হয়। অন্যদের জন্য নয়। তারা এই জীবনে দুঃখ পেয়ে মৃত্যুর পরেও পরলোকে যাবার পরও দুঃখই পায়।। ১৩।। যে মানুষ অষ্টকাদি পিতৃদৈবত শ্রাদ্ধ করে তাতে অন্ন নষ্টই হয়। দেখো, মৃতব্যক্তি কি কিছু খেতে পারে?।। ১৪।। এইখানে কেউ খেলে, অন্যের দেহে যদি

যদি ভুক্তমিহান্যেন দেহমন্যস্য গচ্ছতি। দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং ন তৎ পথ্যশনং ভবেৎ।। ১৫
দানসংবননা হ্যেতে গ্রন্থা মেধাবিভিঃ কৃতাঃ।। যজস্ব দেহি দীক্ষস্ব তপস্তপ্যস্ব সন্ত্যজ।। ১৬
স নাস্তি পরমিত্যেতৎ কুরু বুদ্ধিং মহামতে। প্রত্যক্ষং যৎ তদা তিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু।। ১৭
সতাং বুদ্ধিং পুরস্কৃত্য সর্বলোকনিদর্শিনীম্। রাজ্যং ত্বং প্রতিগৃহ্ণীষ্ব ভরতেন প্রসাদিতঃ।। ১৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তা যায়, তাহলে প্রবাসগামী ব্যক্তির জন্যও গৃহে শ্রাদ্ধ করুক। তাহলে পথে আর তার খাবার প্রয়োজন হবে না।। ১৫ ।। চালাক মেধাবী ব্যক্তিরাই দানযজ্ঞ ইত্যাদির ব্যবস্থা দিয়েছেন, তাঁরা বলেন—যজ্ঞ করো, দান করো, দীক্ষা নাও, তপস্যা করো, ত্যাগ করো।। ১৬ ।। হে বুদ্ধিমান, পরলোক নেই বলে তুমি জেনে নাও। যেটা প্রত্যক্ষ তাতেই থাকো। পরোক্ষকে রাখো পেছনে।। ১৭ ।। সজ্জনদের সর্বলোক-সম্মত বুদ্ধিকে মেনে নিয়ে ভরতের দ্বারা প্রসাদিত হয়ে তুমি রাজ্য প্রতিগ্রহণ করো।। ১৮।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর অষ্টম (১০৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। নবাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

জাবালের্নাস্তিকমতং খণ্ডয়িত্বা শ্রীরামেণাস্তিকমতস্য স্থাপনম্।

জাবালেস্তু বচঃ শ্রুত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ। উবাচ পরয়া সূক্ত্যা বুদ্ধ্যা বিপ্রতিপন্নয়া।। ১
ভবান্ মে প্রিয়কামার্থং বচনং যদিহোক্তবান্। অকার্যং কার্যসঙ্কাশমপথ্যং পথ্যসন্নিভম্।। ২
নির্মর্যাদস্তু পুরুষঃ পাপাচারসমন্বিতঃ। মানং ন লভতে সৎসু ভিন্নচারিত্রদর্শনঃ।। ৩
কুলীনমকুলীনং বা বীরং পুরুষমানিনম্। চারিত্রমেব ব্যাখ্যাতি শুচিং বা যদি বাশুচিম্।। ৪
অনার্যস্ত্বার্যসংস্থানঃ শৌচাদ্ধীনস্তথা শুচিঃ। লক্ষণ্যবদলক্ষণ্যো দুঃশীলঃ শীলবানিব।। ৫
অধর্মং ধর্মবেষেণ যদ্যহং লোকসঙ্করম্। অভিপৎস্যে শুভং হিত্বা ক্রিয়াং বিধিবিবর্জিতাম্।। ৬
কশ্চেতয়ানঃ পুরুষঃ কার্যাকার্যবিচক্ষণঃ। বহু মন্যেত মাং লোকে দুর্বৃত্তং লোকদূষণম্।। ৭

শতোত্তর-নবম (১০৯) সর্গ

জাবালির নাস্তিক মত খণ্ডন করে শ্রীরামের দ্বারা আস্তিক মত-স্থাপন।

জাবালির বচন শুনে সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমশালী রাম অবিচল-বুদ্ধিতে অত্যন্ত সমীচীন ভাষায় বললেন—।।১।। আমার ভালোর জন্য আপনি যা এখানে বললেন, তা কর্তব্যের মতো মনে হলেও বস্তুতঃ অকর্তব্য। পথ্যের মতো মনে হলেও আদতে তা অপথ্যই।। ২ ।। মর্যাদাহীন, পাপাচারপরায়ণ, শাস্ত্রবিরোধীচরিত্রের ব্যক্তি সজ্জনদের কাছে কখনো সম্মানলাভ করে না।।৩ ।। মানুষ কুলীনই হোক, বা অকুলীনই হোক, বীরই হোক বা বীর না হয়েও নিজেকে বীর মনে করুক, শুচিই হোক বা অশুচিই হোক, তার চরিত্র তথা আচরণই তার স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়।। ৪ ।। কদাচারী ব্যক্তি সদাচারীর মতো, শৌচবর্জিত ব্যক্তি শুচির মতো, দুর্লক্ষণ ব্যক্তি সুলক্ষণ ব্যক্তির ও দুঃশীল ব্যক্তি সুশীল ব্যক্তির মতো লোক-দেখানো আচরণ করলে যে অবস্থা হয় আমি আপনার কথানুসারে চললে আমারো সেই অবস্থা হবে।। ৫ ।। আমি যদি ধর্মের বেশ ধারণ করে লোকসঙ্কর অধর্মকে আশ্রয় করি, তাহলে শুভফল ত্যাগ করে শাস্ত্রীয় বিধিহীন ক্রিয়ার যে অশুভফল, তাই আমাকে পেতে হবে।।৬ ।। আমি যদি দুর্বৃত্ত হয়ে লোকদূষক কাজ করি, তাহলে কোন্‌টা কর্তব্য এবং কোন্‌টা অকর্তব্য এই বিষয়ে বিচক্ষণ কোন সচেতন ব্যক্তি আমাকে সম্মান করবে?।। ৭ ।। আমি যদি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ

কস্য যাস্যাম্যহং বৃত্তং কেন বা স্বর্গমাপ্নুয়াম্। অনয়া বর্তমানোঽহং বৃত্ত্যা হীনপ্রতিজ্ঞয়া।। ৮
কামবৃত্তোঽন্বয়ং লোকঃ কৃৎস্নঃ সমুপবর্ততে। যদ্বৃত্তাঃ সন্তি রাজানস্তদ্বৃত্তাঃ সন্তি হি প্রজাঃ।। ৯
সত্যমেবানৃশংসঞ্চ রাজবৃত্তং সনাতনম্। তস্মাৎ সত্যাত্মকং রাজ্যং সত্যে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।। ১০
ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ সত্যমেব হি মেনিরে। সত্যবাদী হি লোকেঽস্মিন্ পরং গচ্ছতি চাক্ষয়ম্।। ১১
উদ্বিজন্তে যথা সর্পান্নরাদনৃতবাদিনঃ। ধর্মঃ সত্যপরো লোকে মূলং সর্বস্য চোচ্যতে।। ১২
সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যে ধর্মঃ সদাশ্রিতঃ। সত্যমূলানি সর্বাণি সত্যান্নাস্তি পরং পদম্।। ১৩
দত্তমিষ্টং হুতং চৈব তপ্তানি চ তপাংসি চ। বেদাঃ সত্যপ্রতিষ্ঠানাস্তস্মাৎ সত্যপরো ভবেৎ।। ১৪
একঃ পালয়তে লোকমেকঃ পালয়তে কুলম্। মজ্জত্যেকো হি নিরয় একঃ স্বর্গে মহীয়তে।। ১৫
সোঽহং পিতুর্নিদেশং তু কিমর্থং নানুপালয়ে। সত্যপ্রতিশ্রবঃ সত্যং সত্যেন সময়ীকৃতম্।। ১৬
নৈব লোভান্ন মোহাদ্ বা ন চাজ্ঞানাৎ তমোঽন্বিতঃ। সেতুং সত্যস্য ভেৎস্যামি গুরোঃ সত্যপ্রতিশ্রবঃ।। ১৭
অসত্যসন্ধস্য সতশ্চলস্যাস্থিরচেতসঃ। নৈব দেবা ন পিতরঃ প্রতীচ্ছন্তীতিঃ নঃ শ্রুতম্।। ১৮
প্রত্যগাত্মমিমং ধর্মং সত্যং পশ্যাম্যহং ধ্রুবম্। ভারঃ সৎপুরুষৈশ্চীর্ণস্তদর্থমভিনন্দ্যতে।। ১৯
ক্ষাত্রং ধর্মমহং ত্যক্ষ্যে হ্যধর্মং ধর্মসংহিতম্। ক্ষুদ্রৈর্নৃশংসৈর্লুব্ধৈশ্চ সেবিতং পাপকর্মভিঃ।। ২০
কায়েন কুরুতে পাপং মনসা সম্প্রধার্য তৎ। অনৃতং জিহ্বয়া চাহ ত্রিবিধং কর্ম পাতকম্।। ২১
ভূমিঃ কীর্তির্যশোলক্ষ্মীঃ পুরুষং প্রার্থয়ন্তি হি। সত্যং সমনুবর্তন্তে সত্যমেব ভজেৎ ততঃ।। ২২
শ্রেষ্ঠং হ্যনার্যমেব স্যাদ্ যদ্ ভবানবধার্য মাম্। আহ যুক্তিকরৈর্বাক্যৈরিদং ভদ্রং কুরুষ্ব হ।। ২৩

করে এই হীনকর্মে রত হই, তাহলে আমি কার চরিত্র অনুসরণ করবো? কিভাবেই বা স্বর্গে যাবো?।। ৮ ।। আমি যদি আপনার কথানুসারে চলি, এই সমস্ত লোক তাহলে স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়বে। রাজারা যেরকম আচরণ করবেন, প্রজাবর্গও সেইরকমই করবে।। ৯ ।। সত্য এবং দয়াই সনাতন রাজচরিত্র। সেইজন্য রাজ্যের আত্মাই হচ্ছে সত্য। সত্যেই জগৎ দাঁড়িয়ে আছে।। ১০ ।। ঋষি এবং দেবতারা সত্যকেই মানেন। এই সংসারে সত্যবাদীব্যক্তিই অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন।। ১১ ।। সাপের মতোই মিথ্যাবাদী লোক থেকে মানুষ উদ্‌বিগ্ন হয়। এই সংসারে সত্যাশ্রিত ধর্মকেই সবকিছুর মূল বলে বলা হয়ে থাকে।। ১২ ।। এ জগতে সত্যই হলো ঈশ্বর। সত্যেই ধর্ম সদা প্রতিষ্ঠিত। সব কিছুর মূলে রয়েছে সত্যই। সত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই।। ১৩ ।। দান, অভীষ্ট হোম, কাঠোর তপস্যা, বেদসমূহ সত্যেই প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য সত্যপরায়ণ হওয়াই উচিত।। ১৪ ।। মানুষই রাজ্যপালন করে। বংশকে রক্ষা করে। নরকে পতিত হয় এবং আবার মানুষই স্বর্গে মহিমান্বিত হয়।। ১৫ ।। আমি বাবার নির্দেশ কেন পালন করবো না? আমি তো সত্যপালনে প্রতিশ্রুত। সত্য সত্যের দ্বারা রক্ষিত হয়। লোভে,...।। ১৬।। মোহে বা অজ্ঞানতাবশতঃ তমোযুক্ত হয়ে সত্যের সেতুকে আমি কখনো ভাঙবো না। আমি যে বাবার সত্যরক্ষায় প্রতিশ্রুত!।। ১৭ ।। অসত্যসন্ধ, সত্যবিচ্যুত এবং চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির প্রদত্ত হব্য-কব্য না দেবতারা, না পিতৃগণ কেউই গ্রহণ করেন না, এই কথাই শোনা যায়।। ১৮।। আত্মার মুখেই নিয়ে যায় বলে সত্যকে আমি ধ্রুব ধর্ম বলে মনে করি। এই সত্যরক্ষার ভার বহনের জন্যই সৎপুরুষেরা জীবনের যা কিছু আহরণ করেন। তারজন্যই তাঁরা অভিনন্দিত হন (*চীর্ণ—সংগৃহীত, আহৃত*)।। ১৯ ।। অধর্মকে ত্যাগ করে আমি ধর্মসম্মত ক্ষাত্রধর্মকেই গ্রহণ করবো। নীচ, নিষ্ঠুর, লুব্ধ পাপাচারীদের দ্বারা অধর্মই সেবিত হয়।। ২০।। দেহের দ্বারা তারা পাপ করে। মনে পাপচিন্তা করে। জিহ্বার দ্বারা মিথ্যা বলে। এই হলো তিনরকমের পাপ।। ২১ ।। ভূমি, কীর্তি, যশ এবং লক্ষ্মী সত্যনিষ্ঠ পুরুষকেই প্রার্থনা করে। এইগুলি সত্যকেই অনুসরণ করে। তাই সত্যেরই সেবা করা উচিত (*কীর্তি—দানের জন্য সুনাম। যশ—দৈহিক বীর্যবত্তার জন্য খ্যাতি*)।। ২২।। আপনি যুক্তিসম্মত বাক্যের দ্বারা আমাকে যে বলেছেন, রাজ্যপালনের দ্বারা কল্যাণ করো, তা আমার কাছে অত্যন্ত অন্যায় বলেই মনে হচ্ছে।। ২৩।।

কথং হ্যহং প্রতিজ্ঞায় বনবাসমিমং গুরোঃ। ভরতস্য করিষ্যামি বচো হিত্বা গুরোর্বচঃ।। ২৪
স্থিরা ময়া প্রতিজ্ঞাতা প্রতিজ্ঞা গুরুসন্নিধৌ। প্রহৃষ্টমানসা দেবী কৈকেয়ী চাভবৎ তদা।। ২৫
বনবাসং বসন্নেব শুচির্নিয়তভোজনঃ। মূল-পুষ্পফলৈঃ পুণ্যৈঃ পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়ন্।। ২৬
সন্তুষ্টপঞ্চবর্গোঽহং লোকযাত্রাং প্রবাহয়ে। অকুহঃ শ্রদ্দধানঃ সন্ কার্যাকার্যবিচক্ষণঃ।। ২৭
কর্মভূমিমিমাং প্রাপ্য কর্তব্যং কর্ম যচ্ছুভম্। অগ্নির্বায়ুশ্চ সোমশ্চ কর্মণা ফলভাগিনঃ।। ২৮
শতং ক্রতূনামাহৃত্য দেবরাট্ ত্রিদিবং গতঃ। তপাংস্যুগ্রাণি চাস্থায় দিবং প্রাপ্তা মহর্ষয়ঃ।। ২৯
অমৃষ্যমাণঃ পুনরুগ্রতেজা নিশম্য তন্নাস্তিকবাক্যহেতুম্।
অথাব্রবীৎ তং নৃপতেস্তনূজো বিগর্হমাণো বচনানি তস্য।। ৩০
সত্যঞ্চ ধর্মঞ্চ পরাক্রমঞ্চ ভূতানুকম্পাং প্রিয়বাদিতাঞ্চ।
দ্বিজাতি-দেবাতিথিপূজনঞ্চ পন্থানমাহুস্ত্রিদিবস্য সন্তঃ।। ৩১
তেনৈবমাজ্ঞায় যথাবদর্থমেকোদয়ং সম্প্রতিপদ্য বিপ্রাঃ।
ধর্মং চরন্তঃ সকলং যথাবৎ কাঙ্‌ক্ষন্তি লোকাগমমপ্রমত্তাঃ।। ৩২
নিন্দাম্যহং কর্ম কৃতং পিতুস্তদ্ যত্ত্বামগৃহ্ণাদ্ বিষমস্থবুদ্ধিম্।
বুদ্ধ্যানয়ৈবং বিধয়া চরন্তং সুনাস্তিকং ধর্মপথাদপেতম্।। ৩৩
যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধস্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং স নাস্তিকে নাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ।। ৩৪
ত্বত্তো জনাঃ পূর্বতরে দ্বিজাশ্চ শুভানি কর্মাণি বহূনি চক্রুঃ।
ছিত্ত্বা সদেমঞ্চ পরঞ্চ লোকং তস্মাদ্ দ্বিজাঃ স্বস্তি কৃতং হুতঞ্চ।। ৩৫
ধর্মে রতাঃ সৎপুরুষৈঃ সমেতাস্তেজস্বিনো দান-গুণ প্রধানাঃ।

পিতার কাছে বনবাসের জন্য এই প্রতিজ্ঞা করে এখন পিতার বাক্য ত্যাগ করে কি করে আমি ভরতের বাক্য পালন করি?।। ২৪ ।। বাবার কাছে আমি যখন স্থিরভাবে প্রতিজ্ঞা করি, তখন দেবী কৈকেয়ী অত্যন্ত আনন্দিতা হয়েছিলেন।। ২৫ ।। তাই, আমি বনবাসব্রত পালন করে পবিত্র হয়ে থাকবো। সংযত ভোজন গ্রহণ করবো। পবিত্র মূল, ফুল এবং ফলের দ্বারা দেবতা এবং পিতৃগণকে সন্তৃপ্ত করবো।।২৬।। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টি পবিত্রভাবে করে আমি জীবনযাত্রা নির্বাহ করবো। অকপট, শ্রদ্ধাশীল এবং কর্তব্য ও অকর্তব্যে বিচক্ষণ হবো।। ২৭ ।। এই সংসাররূপ কর্মভূমিতে এসে শুভকর্ম করাই কর্তব্য। অগ্নি, বায়ু, এবং সোম এই কর্মের ফল দান করে ঐ তিন লোকে আমাকে নিয়ে যান।। ২৮ ।। শতযজ্ঞ করে দেবরাজ স্বর্গ পেয়েছেন। কঠোর তপস্যা করে মহর্ষিরা দেবলোক-লাভ করেছেন।। ২৯ ।। অতি তেজস্বী রাজপুত্র রাম জাবালির সেই নাস্তিকতাপূর্ণ বাক্যগুলি শুনে সহ্য করতে না পেরে তাঁর বাক্যের নিন্দা করে বললেন— ।।৩০।। সত্য, ধর্ম, পরাক্রম, জীবদয়া, প্রিয়বাদিতা, দ্বিজাতি, দেবতা এবং অতিথিদের পূজাকে স্বর্গের পথ বলে সাধুরা বলেছেন।। ৩১ ।। অপ্রমত্ত ব্রাহ্মণেরা যথাযথভাবে আমার এই কথা জেনে বিধি অনুসারে ধর্মাচরণ করে ব্রহ্মলোকে প্রার্থনা করে থাকেন।। ৩২ ।। বিকৃত-বুদ্ধিসম্পন্ন আপনাকে যে বাবা যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁর সেই কর্মকে আমি নিন্দা করছি। এইরকম পথে চলে আপনি হয়েছেন ঘোরতর নাস্তিক। ধর্মপথ থেকে ভ্রষ্ট।।৩৩।। চোর যেমন, বুদ্ধও তাই। তথাগতকে নাস্তিক বলে জানুন। সেইজন্য প্রজাদের মধ্যে যে সুযোগ্য, যিনি জ্ঞানী তিনি কখনো নাস্তিকের দিকে যাবেন না।। ৩৪।। আপনার পূর্ববর্তীরা এবং ব্রাহ্মণগণ বহুকল্যাণকর্ম সম্পাদন করেছেন। সেইজন্য সেই ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই পরলোক এবং ইহলোকের কামনা করেছেন, যজ্ঞাদি মঙ্গলকর্মও করেছেন।। ৩৫ ।। ধর্মে রত থেকে যাঁরা সজ্জনদের সঙ্গে থাকেন,

অহিংসকা বীতমলাশ্চ লোকে ভবন্তি পূজ্যা মুনয়ঃ প্রধানাঃ।। ৩৬
ইতি ব্রুবন্তং বচনং সরোষং রামং মহাত্মানমদীনসত্ত্বম্।
উবাচ পথ্যং পুনরাস্তিকঞ্চ সত্যং বচঃ সানুনয়ঞ্চ বিপ্রঃ।। ৩৭
ন নাস্তিকানাং বচনং ব্রবীম্যহং ন নাস্তিকোঽহং ন চ নাস্তি কিঞ্চন।
সমীক্ষ্য কালং পুনরাস্তিকোঽভবং ভবেয় কালে পুনরেব নাস্তিকঃ।। ৩৮
স চাপি কালোঽয়মুপাগতঃ শনৈর্যথা ময়া নাস্তিকবাগুদীরিতা।
নিবর্তনার্থং তব রাম কারণাৎ প্রসাদনার্থঞ্চ ময়ৈতদীরিতম্।। ৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে নবাধিকশততমঃ সর্গঃ।

তাঁরা হন তেজস্বী এবং দানশীল। অহিংসা, নির্মলচিত্ত প্রধান মুনিরা জগতে সবারই পূজ্য।। ৩৬ ।। মহাত্মা, মহামনা রাম যখন রোষের সঙ্গে এইকথা বলছিলেন, তখন আবার ব্রাহ্মণ জাবালি অনুনয় করে সত্য, হিতকর এবং আস্তিক্যসম্পন্ন বাক্য বললেন—।। ৩৭ ।। আমি নাস্তিকদের বাক্য বলছি না। আমি নিজে নাস্তিকও নই। সময় বিবেচনা করে আমি কখনো আস্তিক হই, কখনো বা নাস্তিক ।। ৩৮ ।। যখন আমি নাস্তিকের কথা বলছিলাম, সেই সময়টা এসে আস্তে আস্তে চলে গেলো। তোমাকে, হে রাম, বনবাস হতে নিবৃত্ত করার জন্য এবং প্রসন্ন করার জন্যই আমি এইসব বলেছিলাম।। ৩৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর নবম (১০৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

সৃষ্টিপরম্পরয়া সহ ইক্ষ্বাকুকুলপরম্পরামুক্ত্বা জ্যেষ্ঠেনৈব রাজ্যং গ্রাহ্যমিতি নীত্যা প্রতিপাদ্য রাজ্যগ্রহণায় শ্রীরামং প্রতি বসিষ্ঠদেবস্যোপদেশঃ।

ক্রুদ্ধমাজ্ঞায় রামং তু বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ। জাবালিরপি জানীতে লোকস্যাস্য গতাগতিম্।। ১
নিবর্তয়িতুকামস্তু তামেতদ্ বাক্যমব্রবীৎ। ইমাং লোকসমুৎপত্তিং লোকনাথ নিবোধ মে।। ২
সর্বং সলিলমেবাসীৎ পৃথিবী তত্র নির্মিতা। ততঃ সমভবদ্ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুর্দৈবতৈঃ সহ।। ৩
স বরাহস্ততো ভূত্বা প্রোজ্জহার বসুন্ধরাম্। অসৃজচ্চ জগৎ সর্বং সহ পুত্রৈঃ কৃতাত্মভিঃ।। ৪
আকাশপ্রভবো ব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্য অব্যয়ঃ। তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ।। ৫
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্বয়ম্। স তু প্রজাপতিঃ পূর্বমিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ।। ৬

শতোত্তর দশম (১১০) সর্গ

সৃষ্টির পরম্পরার সঙ্গে ইক্ষ্বাকুলের পরম্পরা বলে জ্যেষ্ঠের দ্বারাই রাজ্য গ্রহণীয় প্রতিপাদন করে রাজ্যগ্রহণের জন্য শ্রীরামের প্রতি বশিষ্ঠদেবের উপদেশ

রামকে ক্রুদ্ধ দেখে বশিষ্ঠ বললেন, এই সংসারের গতাগতির কথা জাবালিও জানেন।। ১ ।। তোমাকে বনবাস থেকে ফেরাবার জন্য তিনি এইসব বলেছেন। নাথ, জগতের উৎপত্তির কথা আমার কাছ থেকে শোনো। আগে সব জলময় ছিলো। তার মধ্যেই পৃথিবীর নির্মাণ হয়। তারপর, দেবগণের সঙ্গে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা হলেন আবির্ভূত।। ৩ ।। তিনি বরাহরূপ ধারণ করে জলরাশি থেকে বসুন্ধরাকে উদ্ধার করেন। তারপর তিনি সৃষ্টির কর্মকুশল পুত্রদের সঙ্গে সমগ্র জগতকে সৃষ্টি করলেন।। ৪ ।। আকাশ থেকে সৃষ্ট হলেন শাশ্বত, নিত্য, অব্যয় ব্রহ্মা। তাঁর থেকে জন্ম নিলেন মরীচি। মরীচির পুত্র কশ্যপ।। ৫ ।। কশ্যপ হতে বিবস্বান আর বিবস্বান হতে জন্মালেন স্বয়ং মনু। এই বৈবস্বত মনুই হলেন প্রথম প্রজাপতি। এই মনুরই পুত্র হলেন ইক্ষ্বাকু ।। ৬ ।।

যস্যেয়ং প্রথমং দত্তা সমৃদ্ধা মনুনা মহী। তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্বকম্।। ৭
ইক্ষ্বাকোস্তু সুতঃ শ্রীমান্ কুক্ষিরিত্যেব বিশ্রুতঃ। কুক্ষেরথাত্মজো বীরো বিকুক্ষিরুদপদ্যত।। ৮
বিকুক্ষেস্তু মহাতেজা বাণঃ পুত্রঃ প্রতাপবান্। বাণস্য চ মহাবাহুরনরণ্যো মহাতপাঃ।। ৯
নানাবৃষ্টির্বভূবাস্মিন্ ন দুর্ভিক্ষং সতাং বরে। অনরণ্যে মহারাজে তস্করো বাপি কশ্চন।। ১০
অনরণ্যান্মহারাজ পৃথু রাজা বভূব হ। তস্মাৎ পৃথোর্মহাতেজাস্ত্রিশঙ্কুরুদপদ্যত।। ১১
স সত্যবচনাদ্ বীরঃ সশরীরো দিবং গতঃ। ত্রিশঙ্কোরভবৎ সূনুর্ধুন্ধুমারো মহাযশাঃ।। ১২
ধুন্ধুমারান্মহাতেজা যুবনাশ্বো ব্যজায়ত। যুবনাশ্বসুতঃ শ্রীমান্ মান্ধাতা সমপদ্যত।। ১৩
মান্ধাতুস্তু মহাতেজাঃ সুসন্ধিরুদপদ্যত। সুসন্ধেরপি পুত্রৌদ্বৌ ধ্রুবসন্ধি প্রসেনজিৎ।। ১৪
যশস্বী ধ্রুবসন্ধেস্তু ভরতো রিপুসূদনঃ। ভরতাৎ তু মহাবাহোরসিতো নাম জায়ত।। ১৫
যস্যৈতে প্রতিরাজান উদপদ্যন্ত শত্রবঃ। হৈহয়াস্তালজঙ্ঘাশ্চ শূরাশ্চ শশবিন্দবঃ।। ১৬
তাংস্তু সর্বান্ প্রতিব্যূহ্য যুদ্ধে রাজা প্রবাসিতঃ। স চ শৈলবরে রম্যে বভূবাভিরতো মুনিঃ।। ১৭
দ্বে চাস্য ভার্যে গর্ভিণ্যৌ বভূবতুরিতি শ্রুতিঃ। তত্র চৈকা মহাভাগা ভার্গবং দেববর্চসম্।। ১৮
ববন্দে পদ্মপত্রাক্ষী কাঙ্ক্ষিণী পুত্রমুত্তমম্। একা গর্ভবিনাশায় সপত্ন্যৈ গরলং দদৌ।। ১৯
ভার্গবশ্চ্যবনো নাম হিমবন্তমুপাশ্রিতঃ। তমৃষিং সাভ্যুপাগম্য কালিন্দীত্বভ্যবাদয়ৎ।। ২০
স তামভ্যবদৎ প্রীতো বরেপ্সুং পুত্রজন্মনি। পুত্রস্তে ভবিতা দেবি মহাত্মা লোকবিশ্রুতঃ।। ২১
ধার্মিকশ্চ সুভীমশ্চ বংশকর্তাঽরিসূদনঃ। গত্বা প্রদক্ষিণং কৃত্বা মুনিং তমনুমান্য চ।। ২২

মনু ইক্ষ্বাকুকেই প্রথম সমৃদ্ধশালিনী পৃথিবী দান করেন। সেই ইক্ষ্বাকুকেই অযোধ্যার প্রথম রাজা বলে জেনো।। ৭ ।। ইক্ষ্বাকুর পুত্র শ্রীমান কুক্ষি নামে বিখ্যাত। কুক্ষি হতে জন্মালেন বিকুক্ষি নামক বীর পুত্র।।৮ ।। বিকুক্ষির পুত্র মহাতেজস্বী অনরণ্য।। ৯ ।। সজ্জনপ্রধান মহারাজ অনরণ্যের রাজত্বে প্রভূত বৃষ্টি হতো। ছিলো না দুর্ভিক্ষ। ছিলো না কোনো দুর্বৃত্ত।। ১০ ।। অনরণ্য হতে জন্ম নিলেন মহারাজ পৃথু। সেই পৃথু থেকে মহারাজ ত্রিশঙ্কু জন্ম নিলেন।। ১১ ।। সেই বীর ত্রিশঙ্কু সত্যবাদী হওয়ায় স-শরীরে স্বর্গে গেছিলেন। ত্রিশঙ্কু থেকে পুত্ররূপে জন্ম নিলেন ধুন্ধুমার। তিনি মহাযশস্বী।। ১২ ।। ধুন্ধুমার জন্ম দিলেন মহাতেজস্বী যুবনাশ্বকে। যুবনাশ্বের পুত্র হয়ে জন্মালেন শ্রীমান মান্ধাতা *(মধ্যপ্রদেশে নর্মদা মধ্যবতী শৈলসঙ্কুল বর্তমান ওঙ্কারেশ্বর দ্বীপকে মান্ধাতার রাজধানীরূপে চিহ্নিত করা হয়)*।। ১৩ ।। মান্ধাতা থেকে জন্মালেন মহাতেজস্বী সুসন্ধি। সুসন্ধির পুত্র দু'জন। ধ্রুবসন্ধি এবং প্রসেনজিৎ ।। ১৪ ।। যশস্বী ধ্রুবসন্ধির পুত্র শত্রুদমনকারী ভরত। ভরত থেকে জন্মালেন মহাবীর অসিত *(দেখা যাচ্ছে রামের ভ্রাতা ভরতের অনেক পূর্বে এইবংশেই আরেকজন ভরত নামে রাজা জন্মেছিলেন)*।। ১৫ ।। এই অসিত বিরুদ্ধপক্ষীয় শত্রুরাজা হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শশবিন্দু প্রভৃতি বীরদের অবরোধ করেন।। ১৬ ।। যুদ্ধে সেই সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে পেরে না উঠে রাজা অসিত রমণীয় হিমালয়পর্বতে চলে গিয়ে তপস্যায় নিমগ্ন হন।। ১৭ ।। শোনা যায়, তাঁর দুই পত্নী তখন গর্ভিণী ছিলেন। তার মধ্যে পদ্মপলাশ-নয়না, সৌভাগ্যবতী একজন দেবতার মতো তেজস্বী ভৃগুপুত্র চ্যবনকে উত্তমপুত্রের জন্য আকাঙ্ক্ষা করে বন্দনা করেছিলেন। আরেকজন গর্ভধ্বংসের জন্য সপত্নীকে গরল তথা বিষ দিয়েছিলেন।। ১৯ ।। ভৃগুপুত্র চ্যবন তখন হিমালয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কালিন্দী নাম্নী প্রথমা পত্নী সেই ঋষির কাছে গিয়ে প্রণতি জানিয়ে বাক্য বললেন—।।২০ ।। সেই ঋষি সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রজন্ম বিষয়ে বরদানে ইচ্ছুক তাঁকে বললেন, দেবি, মহাপ্রাণ এবং জগদ্‌বিখ্যাত হবে তোমার পুত্র।। ২১ ।। হবে ধার্মিক। অত্যন্ত বীর। বংশরক্ষক। শত্রুদমনকারী। রাজ্ঞী কালিন্দী তখন মুনিকে প্রদক্ষিণ করে সম্মান নিবেদন করলেন।। ২২ ।। তারপর তিনি গৃহে এসে একটি পুত্রকে জন্ম দিলেন। পদ্মের পাপড়ির মতো সুন্দর তার

পদ্মপত্রসমানাক্ষং পদ্মগর্ভসমপ্রভম্। ততঃ সা গৃহমাগম্য পত্নী পুত্রমজায়ত।। ২৩
সপত্ন্যা তু গরস্তস্যৈ দত্তো গর্ভজিঘাংসয়া। গরেণ সহ তেনৈব তস্মাৎ স সগরোঽভবৎ।। ২৪
স রাজা সগরো নাম যঃ সমুদ্রমখানয়ৎ। ইষ্ট্বা পর্বণি বেগেন ত্রাসয়ান ইমাঃ প্রজাঃ।। ২৫
অসমঞ্জস্তু পুত্রোঽভূৎ সগরস্যেতি নঃ শ্রুতম্। জীবন্নেব স পিত্রা তু নিরস্তঃ পাপকর্মকৃৎ।। ২৬
অংশুমানপি পুত্রোঽভূদসমঞ্জস্য বীর্যবান্। দিলীপোংঽশুমতঃ পুত্রো দিলীপস্য ভগীরথঃ।। ২৭
ভগীরথাৎ ককুৎস্থশ্চ কাকুৎস্থা যেন তু স্মৃতাঃ। ককুৎস্থস্য তু পুত্রোঽভূদ্ রঘুর্যেন তু রাঘবাঃ।। ২৮
রঘোস্তু পুত্রস্তেজস্বী প্রবৃদ্ধঃ পুরুষাদকঃ। কল্মাষপাদঃ সৌদাস ইত্যেবং প্রথিতো ভুবি।। ২৯
কল্মাষপাদ পুত্রোঽভূচ্ছঙ্খণস্ত্বিতি নঃ শ্রুতম্। যস্তু তদ্বীর্যমাসাদ্য সহসৈন্যো ব্যনীনশৎ।। ৩০
শঙ্খণস্য তু পুত্রোঽভূচ্ছূরঃ শ্রীমান্ সুদর্শনঃ। সুদর্শনস্যাগ্নিবর্ণ অগ্নিবর্ণস্য শীঘ্রগঃ।। ৩১
শীঘ্রগস্য মরুঃ পুত্রো মরোঃ পুত্রঃ প্রশুশ্রুবঃ। প্রশুশ্রুবস্য পুত্রোঽভূদম্বরীষো মহামতিঃ।। ৩২
অম্বরীষস্য পুত্রোঽভূন্নহুষঃ সত্যবিক্রমঃ। নহুষস্য চ নাভাগঃ পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ।। ৩৩
অজশ্চ সুব্রতশ্চৈব নাভাগস্য সুতাবুভৌ। অজস্য চৈব ধর্মাত্মা রাজা দশরথঃ সুতঃ।। ৩৪
তস্য জ্যেষ্ঠোঽসি দায়াদো রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ। তদ্ গৃহাণ স্বকং রাজ্যমবেক্ষস্ব জগন্নৃপ।। ৩৫
ইক্ষ্বাকূণাং হি সর্বেষাং রাজা ভবতি পূর্বজঃ। পূর্বজেনাবরঃ পুত্রো জ্যেষ্ঠো রাজাভিষিচ্যতে।। ৩৬
স রাঘবাণাং কুলধর্মমাত্মনঃ সনাতনং নাদ্য বিহন্তুমর্হসি।
প্রভূতরত্নামনুশাধি মেদিনীং প্রভূতরাষ্ট্রাং পিতৃবন্মহাযশঃ।। ৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

চোখ, পদ্মের গর্ভস্থ বর্ণের মতো তাঁর গাত্রবর্ণ।। ২৩ ।। সপত্নী তাঁকে গর তথা বিষ দিয়েছিলেন গর্ভকে বিনাশের জন্য। গরের সঙ্গেই তার জন্ম বলে তাঁর নাম হলো সগর।। ২৪ ।। রাজা সগর যজ্ঞে দীক্ষিত হয়ে পর্ব উপলক্ষ্যে প্রজাদের উদ্‌বিগ্ন করে পুত্রদের দ্বারা সমুদ্রকে খনন করিয়ে ছিলেন।। ২৫ ।। আমরা শুনেছি অসমঞ্জ নামে সগরের এক পুত্র হয়েছিলো। পাপকর্ম করার জন্য সগর জীবিত অবস্থাতেই তাঁকে ত্যাগ করেন *(ধর্ম হতে বিচ্যুত হলে পুত্রকেও ত্যাগ করার ধর্ম সগর দেখিয়েছিলেন)*।। ২৬ ।। অসমঞ্জের পুত্র ছিলেন বীর্যবান অংশুমান। অংশুমানের পুত্র দিলীপ। দিলীপের পুত্র হলো ভগীরথ।। ২৭ ।। ভগীরথ হতে ককুৎস্থ। তাঁরই বংশধর বলে তোমরা কাকুৎস্থ নামে পরিচিত। ককুৎস্থের পুত্র হলেন রঘু। তাঁর বংশধর বলে তোমরা রাঘব নামে পরিচিত।। ২৮ ।। রঘুর পুত্র হলেন তেজস্বী সৌদাস। তিনি অভিশপ্ত হয়ে প্রবৃদ্ধ, পুরুষভোজী এবং কল্মাষপাদ নামে জগতে পরিচিত হয়েছিলেন।। ২৯ ।। কল্মাষপাদের পুত্র শঙ্খন নামে আমাদের কাছে পরিচিত। বীর্যবান হয়েও সসৈন্যে তিনি ধ্বংস হয়ে যান।। ৩০ ।। শঙ্খনের পুত্র ছিলেন শ্রীমান সুদর্শন। সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ। অগ্নিবর্ণের পুত্র ছিলেন শীঘ্রগ। ৩১ ।। শীঘ্রগের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রশুশ্রুব। প্রশুশ্রুবের পুত্র ছিলেন মহামতি অম্বরীষ।।৩২ ।। অম্বরীষের পুত্র হলেন সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমী নহুষ। নহুষের পুত্র পরম ধার্মিক নাভাগ।।৩৩ ।। নাভাগের দুই পুত্র—অজ এবং সুব্রত। অজের পুত্র ধর্মাত্মা দশরথ। তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম নামে সর্বত্র খ্যাত। তাই, এখন হে বিশ্বপালক, নিজের রাজ্য গ্রহণ করে প্রতিপালন করুন।। ৩৫ ।। ইক্ষ্বাকুবংশে সকলের বড়োজনই রাজা হয়ে থাকেন। পূর্বে জাত জ্যেষ্ঠ থাকতে কনিষ্ঠ নয়, জ্যেষ্ঠই রাজা রূপে অভিষিক্ত হন।।৩৬ ।। রঘুবংশীয়দের নিজেদের চিরন্তন কৌলিক ধর্ম তুমি আজ বিনষ্ট করতে পারো না। মহাযশস্বী পিতার মতোই বিশাল রাষ্ট্র তথা প্রভূত রত্নশালিনী এই পৃথিবীকে তুমি শাসন করো।। ৩৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর দশম (১১০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

রাজাগ্রহণায় রামং প্রতি বসিষ্ঠদেবস্যানুরোধঃ, পিতৃসত্যরক্ষণে দৃঢ়সঙ্কল্পস্য রামস্য তদ্‌গ্রহণে অনঙ্গীকারঃ, তেন ভরতস্য প্রায়োপবেশনোদ্যোগঃ, রামবচনেন ততঃ প্রতিনিবৃত্তস্য ভরতস্য স্বস্য চতুর্দশবৎসরং যাবদ্ বনবাসায় সঙ্কল্পঃ, তং প্রতি রামস্য পুনরুপদেশশ্চ।

বসিষ্ঠঃ স তদা রামমুক্ত্বা রাজপুরোহিতঃ। অব্রবীদ্ ধর্মসংযুক্তং পুনরেবাপরং বচঃ।। ১
পুরুষস্যেহ জাতস্য ভবন্তি গুরবস্ত্রয়ঃ। আচার্যশ্চৈব কাকুৎস্থ পিতা মাতা চ রাঘব।। ২
পিতা হ্যেনং জনয়তি পুরুষং পুরুষর্ষভ। প্রজ্ঞাং দদাতি চাচার্যস্তস্মাৎ স গুরুরুচ্যতে।। ৩
স তেঽহং পিতুরাচার্যস্তব চৈব পরন্তপ। মম ত্বং বচনং কুর্বন্ নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্।। ৪
ইমা হি তে পরিষদো জ্ঞাতয়শ্চ নৃপাস্তথা। এষু তাত চরন্ ধর্মং নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্।। ৫
বৃদ্ধায়া ধর্মশীলায়া মাতুর্নার্হস্যবর্তিতুম্। তস্যা হি বচনং কুর্বন্ নাতিবর্তেঃ সতাং গতিম্।। ৬
ভরতস্য বচঃ কুর্বন্ যাচমানস্য রাঘব। আত্মানং নাতিবর্তেস্ত্বং সত্য-ধর্মপরাক্রমঃ।। ৭
এবং মধুরমুক্তঃ স গুরুণা রাঘবঃ স্বয়ম্। প্রত্যুবাচ সমাসীনং বসিষ্ঠং পুরুষর্ষভঃ।। ৮
যন্মাতাপিতরৌ বৃত্তং তনয়ে কুরুতঃ সদা। ন সুপ্রতিকরং তৎ তু মাত্রা পিত্রা চ যৎকৃতম্।। ৯
যথাশক্তিপ্রদানেন স্বাপনোচ্ছাদনেন চ। নিত্যঞ্চ প্রিয়বাদেন তথা সংবর্ধনেন চ।। ১০
স হি রাজা দশরথঃ পিতা জনয়িতা মম। আজ্ঞাপয়ন্মাং যৎ তস্য ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি।। ১১
এবমুক্তস্তু রামেণ ভরতঃ প্রত্যনন্তরম্। উবাচ বিপুলোরস্কঃ সূতঃ পরমদুর্মনাঃ।। ১২

শতোত্তর একাদশ (১১১) সর্গ

রাজ্যগ্রহণের জন্য রামের প্রতি বশিষ্ঠদেবের অনুরোধ। পিতৃসত্যরক্ষণে দৃঢ়সঙ্কল্প রামের তা গ্রহণে অস্বীকার। ফলে ভরতের অনশনব্রতের উদ্যোগ। রামের কথায় প্রতিনিবৃত্ত ভরতের নিজের চৌদ্দ বৎসর বনবাসের জন্য সঙ্কল্প। তাঁর প্রতি রামের উপদেশ।

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ এইভাবে রামকে বলে আবার ধর্মযুক্ত অন্যকথা বলতে লাগলেন।। ১ ।। হে রাঘব, জন্মাবার পর মানুষের গুরু হন তিনজন। হে কাকুৎস্থ তাঁরা হলেন—আচার্য, মাতা এবং ও পিতা।।২ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পিতা একে জন্মদান করেন। আচার্য তাকে প্রজ্ঞাদান করেন। তাই তাঁকে গুরু বলা হয়।।৩ ।। হে শত্রুবিজয়িন্, আমি তোমার এবং তোমার বাবারও গুরু। আমার কথা অনুসারে কাজ করলে সৎপথ থেকে কখনো বিচ্যুত হবে না।। ৪ ।।এই পরিষদ, জ্ঞাতি এবং রাজারা সকলেই তোমার। বৎস, এঁদের কথানুসারে ধর্মাচরণ করলে তুমি কখনো সৎপথ থেকে ভ্রষ্ট হবে না।। ৫ ।। বৃদ্ধা এবং ধর্মশীলা মায়ের বাক্য লঙ্ঘন করা তোমার উচিত হবে না।।৬ ।। রাঘব, তুমি সত্যনিষ্ঠ। ধার্মিক এবং পরাক্রমশীল। ভরতের প্রার্থনা রক্ষা করে তুমি যদি কাজ করো, তাহলে তুমি নিজের সৎপথ থেকে ভ্রষ্ট হবে না।।৭ ।। গুরু বশিষ্ঠদেব মধুরভাবে তাঁকে এই কথা বলে উপবেশন করলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম নিজেই তাঁকে প্রত্যুত্তরে বললেন—।।৮।। পিতামাতা সর্বদা সন্তানের যে উপকার করেন কোনোরকমেই মাতা-পিতাকে তা পরিশোধ করা যায় না।।৯।। যথাশক্তি দুগ্ধ এবং অন্নাদি দিয়ে, যথাকালে ঘুম পাড়িয়ে, পোষাক পরিয়ে, নিত্য মিষ্টি কথা বলে আদর করে তাঁরা যেভাবে তাকে পরিবর্ধন করেন, তা কখনো শোধ করা যায় না।। ১০ ।। সেই রাজা দশরথ আমার পিতা। জন্মদাতা। তিনি আমাকে যা আদেশ দিয়েছেন, তা কখনো আমার কাজের দ্বারা মিথ্যা হবে না।। ১১ ।। রাম এই কথা বললে পর, বিশালবক্ষা ভরত অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সারথিকে বললেন—। ১২ ।। হে সারথে, এই

ইহ তু স্থণ্ডিলে শীঘ্রং কুশানাস্তর সারথে। আর্যং প্রত্যুপবেক্ষ্যামি যাবন্মে সম্প্রসীদতি।। ১৩
নিরাহারো নিরালোকো ধনহীনো যথা দ্বিজঃ। শয়ে পুরস্তাচ্ছালায়াং যাবন্মাং প্রতিযাস্যতি।। ১৪
স তু রামমবেক্ষন্তং সুমন্ত্রং প্রেক্ষ্য দুর্মনাঃ। কুশোত্তরমুপস্থাপ্য ভূমাবেবাস্থিতঃ স্বয়ম্।। ১৫
তমুবাচ মহাতেজা রামো রাজর্ষিসত্তমঃ। কিং মাং ভরত কুর্বাণং তাত প্রত্যুপবেক্ষ্যসে।। ১৬
ব্রাহ্মণো হ্যেকপার্শ্বেন নরান্ রোদ্ধুমিহার্হতি। ন তু মূর্ধাভিষিক্তানাং বিধিঃ প্রত্যুপবেশনে।। ১৭
উত্তিষ্ঠ নরশার্দুল হিত্বৈতদ্ দারুণং ব্রতম্। পুরবর্যামিতঃ ক্ষিপ্রমযোধ্যাং যাহি রাঘব।। ১৮
আসীনস্ত্বেব ভরতঃ পৌরজানপদং জনম্। উবাচ সর্বতঃ প্রেক্ষ্য কিমার্যং নানুশাসথ।। ১৯
তে তদোচুর্মহাত্মানং পৌর-জানপদা জনাঃ। কাকুৎস্থমভিজানীমঃ সম্যগ্ বদতি রাঘবঃ।। ২০
এষোঽপি হি মহাভাগঃ পিতুর্বচসি তিষ্ঠতি। অতএব ন শক্তাঃ স্মো ব্যাবর্তয়িতুমঞ্জসা।। ২১
তেষামাজ্ঞায় বচনং রামো বচনমব্রবীৎ। এবং নিবোধ বচনং সুহৃদাং ধর্মচক্ষুষাম্।। ২২
এতচ্চৈবোভয়ং শ্রুত্বা সম্যক্ সম্পশ্য রাঘব। উত্তিষ্ঠ ত্বং মহাবাহো মাঞ্চ স্পৃশ তথোদকম্।। ২৩
অথোত্থায় জলং স্পৃষ্ট্বা ভরতো বাক্যমব্রবীৎ। শৃণ্বন্তু মে পরিষদো মন্ত্রিণঃ শ্রেণয়স্তথা।। ২৪
ন যাচে পিতরং রাজ্যং নানুশাসামি মাতরম্। এবং পরমধর্মজ্ঞং নানুজানামি রাঘবম্।। ২৫
যদি ত্ববশ্যং বস্তব্যং কর্তব্যঞ্চ পিতুর্বচঃ। অহমেব নিবৎস্যামি চতুর্দশ বনে সমাঃ।। ২৬

যজ্ঞস্থলে শীগগির আপনি কুশ বিছিয়ে দিন। যতোক্ষণ দাদা আমার প্রতি প্রসন্ন না হন, ততোক্ষণ আমি তাঁর কাছে প্রায়োপবেশন করবো *(প্রায়োপবেশন—এখনকার ধর্ণা দেওয়া। যাঁকে উপরোধ করতে হবে, তাঁর বাড়ীর দ্বারের কাছে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি পর্যন্ত কুশের ওপর মাথা রেখে এবং ঢেকে অনাহারে এক কাৎ হয়ে শুয়ে থাকা। পাশ ফেরাও নিষিদ্ধ। আজকাল তারকেশ্বরে অনেকে এইভাবে ধর্ণা দিয়ে দৈবকৃপা লাভ করেন)*।। ১৩ ।। ধনহীন ব্রাহ্মণ যেমন অনাহারে চোখ বুঁজে, যাকে ধন ঋণ দিয়েছেন তা প্রাপ্তির জন্য ধর্ণা দেয়, আমিও তেমনি, যতোক্ষণ দাদা অযোধ্যায় ফিরে না যান ততোক্ষণ এই যজ্ঞশালায় অনাহারে মুদ্রিত নয়নে শুয়ে থাকবো।।১৪।।সুমন্ত্রকে রামের ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থাকতে দেখে দুঃখিতচিত্তে ভরত স্বয়ং মাটিতে নিজেই কুশ বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন।। ১৫।। রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ, মহাতেজস্বী রাম তখন তাঁকে বললেন, ভরত, কি আমি করেছি যে তুমি প্রায়োপবেশন করছো ?।। ১৬ ।। ব্রাহ্মণই মানুষের যাতায়াতের পথ রুদ্ধ করে। একপাশে পড়ে থেকে প্রয়োপবেশন করতে পারে। রাজপদে যারা অভিষিক্ত হতে পারেন সেই ক্ষত্রিয়দের এইভাবে প্রায়োপবেশনের বিধি নেই।। ১৭ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ ভরত, এই ভীষণ ব্রত ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াও। এখান থেকে শীগ্গির অযোধ্যায় চলে যাও।। ১৮ ।। ভরত বসে থেকেই সবদিকে তাকিয়ে পুরবাসী এবং জনপদবাসী জনগণকে বললেন, তোমরাও কেন দাদাকে আদেশ দিচ্ছো না?।। ১৯ ।। সেই নগর ও জনপদবাসী জনমণ্ডলী বললেন, রঘুবংশধর ভরত কাকুৎস্থ রামকে যথার্থই বলেছেন। তাঁকে আমরা ভালোভাবেই জানি।। ২০ ।। এই মহানুভব রামও পিতার বাক্যরক্ষায় স্থির হয়ে বসে আছেন। তাই তাঁকে সহসা আমরা নিবৃত্ত করাতে পারছি না।। ২১ ।। রাম তখন তাঁদের কথা অনুমোদন করে বললেন, তোমরা ধর্মদর্শী। সুহৃদ্‌বর্গের কথা শোনো।। ২২ ।। রঘুবংশধর ভাই ভরত, এঁরা আমার ও তোমার উভয়ের সম্বন্ধে যা বলেছেন তা ভালোভাবে বিচার করে দেখো। হে বীর, এবার ওঠো। প্রায়োপবেশন ত্যাগের জন্য আমাকে ও পরে জলস্পর্শ করো।। ২৩ ।। ভরত তখন উঠে জলস্পর্শ করে বললেন, সভ্যগণ, মন্ত্রিগণ এবং সর্বশ্রেণীর জনগণ, আপনারা শুনুন ।। ২৪ ।। আমি বাবার কাছে রাজ্যপ্রার্থনা করি নি। মা'কেও তার জন্য অনুরোধ করি নি। সেইভাবেই পরম ধর্মজ্ঞ দাদা রামকেও বনবাসের জন্য সম্মতি দিই নি।।২৫ ।। যদি বাবার বাক্যরক্ষা করতে হয়, বনে অবশ্যই বাস করতে হয়, তাহলে আমিই বনে চোদ্দ বৎসর বাস করবো।। ২৬ ।। ধর্মাত্মা রাম

ধর্মাত্মা তস্য সত্যেন ভ্রাতুর্বাক্যেন বিস্মিতঃ। উবাচ রামঃ সম্প্রেক্ষ্য পৌর-জানপদং জনম্।। ২৭
বিক্রীতমাহিতং ক্রীতং যৎ পিত্রা জীবতা মম। ন তল্লোপয়িতুং শক্যং ময়া বা ভরতেন বা।। ২৮
উপাধির্ন ময়া কার্যো বনবাসে জুগুপ্সিতঃ। যুক্তমুক্তঞ্চ কৈকেয্যা পিত্রা মে সুকৃতং কৃতম্।। ২৯
জানামি ভরতং ক্ষান্তং গুরুসৎকারকারিণম্। সর্বমেবাত্র কল্যাণং সত্যসন্ধে মহাত্মনি।। ৩০
অনেন ধর্মশীলেন বনাৎ প্রত্যাগতঃ পুনঃ। ভ্রাত্রা সহ ভবিষ্যামি পৃথিব্যাঃ পতিরুত্তমঃ।। ৩১
বৃতো রাজা হি কৈকেয্যা ময়া তদ্বচনং কৃতম্। অনৃতান্মোচয়ানেন পিতরং তং মহীপতিম্।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে একাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

ভাইয়ের সেই সত্যবাক্যে বিস্মিত হয়ে পুরবাসী এবং জনপদবাসী জনগণের দিকে তাকিয়ে বললেন—।। ২৭ ।। বাবা বেঁচে থাকতে যা বিক্রয় করেছেন, যা দান করেছেন,আর যা ক্রয় করেছেন তা আমার বা ভরতে দ্বারা লোপ করা যাবে না।। ২৮ ।। এই বনবাসে কপটতা করে আমার নিন্দাভাজন হওয়া উচিত নয়। কৈকেয়ী উচিত কথাই বলেছেন। বাবাও ঠিকই করেছেন *(উপধি—কপটতা)*।। ২৯ ।। ভরত যে ক্ষমাশীল এবং গুরুজনের সৎকারকারী তা আমি জানি। সত্যসন্ধ, মহাত্মা এই ভরতের দ্বারা সর্বত্র কল্যাণই হবে।। ৩০ ।। বন থেকে ফিরে এসে ধর্মশীল এই ভাইকে নিয়েই আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা হবো।। ৩১ ।। কৈকেয়ী রাজার কাছে বর চেয়েছিলেন। আমি তাঁর কথা রক্ষা করেছি। আমাদের বাবা তথা রাজাকে এইভাবে তুমি অসত্য থেকে মুক্ত করো।। ৩২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর একাদশ (১১১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

রাবণবধৈষিণামৃষীণাং ভরতং প্রত্যুপদেশঃ, রাজ্যগ্রহণার্থং রামং প্রতি ভরতস্য প্রার্থনা, ভরতং প্রতি রামস্যাশ্বাসবচনম্, তৎপ্রার্থনানুসারেণ পাদুকাদানঞ্চ।

তমপ্রতিমতেজোভ্যাং ভ্রাতৃভ্যাং রোমহর্ষণম্। বিস্মিতাঃ সঙ্গমং প্রেক্ষ্য সমুপেতা মহর্ষয়ঃ।। ১
অন্তর্হিতা মুনিগণাঃ স্থিতাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। তৌ ভ্রাতরৌ মহাভাগৌ কাকুৎস্থৌ প্রশশংসিরে।। ২
সদার্যৌ রাজপুত্রৌ দ্বৌ ধর্মজ্ঞৌ ধর্মবিক্রমৌ। শ্রুত্বা বয়ং হি সম্ভাষমুভয়োঃ স্পৃহয়ামহে।। ৩
ততস্ত্বৃষিগণাঃ ক্ষিপ্রং দশগ্রীববধৈষিণঃ। ভরতং রাজশার্দূলমিত্যূচুঃ সঙ্গতা বচঃ।। ৪
কুলে জাত মহাপ্রাজ্ঞ মহাবৃত্ত মহাযশঃ। গ্রাহ্যং রামস্য বাক্যং তে পিতরং যদ্যবেক্ষসে।। ৫

শতোত্তর দ্বাদশ (১১২) সর্গ

রাবণবধে ইচ্ছুক ঋষিদের ভরতের প্রতি উপদেশ। রাজ্যগ্রহণের জন্য রামের প্রতি ভরতের প্রার্থনা। ভরতের প্রতি রামের আশ্বাস। তাঁর প্রার্থনা অনুসারে পাদুকা-দান।

অতুলনীয় তেজস্বী দুই ভাইয়ের মিলন দেখতে এসে মহর্ষিরা বিস্মিত হলেন। আনন্দ তাঁদের রোমরাজি খাড়া হয়ে উঠলো।। ১ ।। ঋষি এবং মহর্ষিরা অদৃশ্যভাবে ককুৎস্থ বংশধর মহাভাগ্যবান দু'টি ভাইকে প্রশংসা করতে লাগলেন।। ২ ।। রাজপুত্র দু'জন সর্বদাই কর্তব্যনিষ্ঠ। সদাচারী। ধর্মজ্ঞ। এবং ধর্মানুসারেই বিক্রমী। এই কথা আমরা আগে শুনেছি। এখন আবার শুনতে চাইছি।। ৩ ।। তারপর দশগ্রীব রাবণের বধের অভিলাষে ঋষিরা সত্বর মিলিত হয়ে রাজশ্রেষ্ঠ ভরতকে এই সমুচিত কথা বললেন—।। ৪ ।। হে মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি সৎকুলে জন্মগ্রহণ করেছো। মহনীয়চরিত্র তুমি। মহাযশস্বী। তুমি যদি পিতার স্বর্গগমন চাও তাহলে রামের বাক্য তোমার মেনে নেওয়া উচিত।। ৫ ।। রাম পিতার কাছে অঋণী হোন এটিই সর্বদা আমরা ইচ্ছা করি।

সদানৃণমিমং রামং বয়মিচ্ছামহে পিতুঃ। অনৃণত্বাচ্চ কৈকেয্যাঃ স্বর্গং দশরথো গতঃ।। ৬
এতাবদুক্ত্বা বচনং গন্ধর্বাঃ সমহর্ষয়ঃ। রাজর্ষয়শ্চৈব তথা সর্বে স্বাং স্বাং গতিং গতাঃ।। ৭
হ্লাদিতস্তেন বাক্যেন শুশুভে শুভদর্শনঃ। রামঃ সংহৃষ্টবচনস্তানৃষীনভ্যপূজয়ৎ।। ৮
ত্রস্তগাত্রস্তু ভরতঃ স বাচা সজ্জমানয়া। কৃতাঞ্জলিরিদং বাক্যং রাঘবং পুনরব্রবীৎ।। ৯
রাম ধর্মমিমং প্রেক্ষ্য কুলধর্মানুসন্ততম্। কর্তুমর্হসি কাকুৎস্থ মম মাতুশ্চ যাচনাম্।। ১০
রক্ষিতুং সুমহদ্ রাজ্যমহমেকস্তু নোৎসহে। পৌর-জানপদাংশ্চাপি রক্তান্ রঞ্জয়িতুং তদা।। ১১
জ্ঞাতয়শ্চাপি যোধাশ্চা মিত্রাণি সুহৃদশ্চ নঃ। ত্বামেব হি প্রতীক্ষন্তে পর্জন্যমিব কর্ষকাঃ।। ১২
ইদং রাজ্যং মহাপ্রাজ্ঞ স্থাপয় প্রতিপদ্য হি। শক্তিমান্ স হি কাকুৎস্থ লোকস্য পরিপালনে।। ১৩
এবমুক্ত্বাপতদ্ ভ্রাতুঃ পাদয়োর্ভরতস্তদা। ভৃশং সম্প্রার্থয়ামাস রাঘবেঽতিপ্রিয়ং বদন্।। ১৪
তমঙ্কে ভ্রাতরং কৃত্বা রামো বচনমব্রবীৎ। শ্যামং নলিনপত্রাক্ষং মত্তহংসস্বরঃ স্বয়ম্।। ১৫
আগতা ত্বামিয়ং বুদ্ধিঃ স্বজা বৈনয়িকী চ যা। ভৃশমুৎসহসে তাত রক্ষিতুং পৃথিবীমপি।। ১৬
অমাত্যৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ বুদ্ধিমদ্ভিশ্চ মন্ত্রিভিঃ। সর্বকার্যাণি সম্মন্ত্র্য মহান্ত্যপি হি কারয়।। ১৭
লক্ষ্মীশ্চন্দ্রাদপেয়াদ্ বা হিমবান্ বা হিমং ত্যজেৎ। অতীয়াৎ সাগরো বেলাং ন প্রতিজ্ঞামহং পিতুঃ।। ১৮
কামাদ্ বা তাত লোভাদ্ বা মাত্রা তুভ্যমিদং কৃতম্। ন তন্মনসি কর্তব্যং বর্তিতব্যঞ্চ মাতৃবৎ।। ১৯
এবং ব্রুবাণং ভরতঃ কৌসল্যাসুতমব্রবীৎ। তেজসাদিত্যসঙ্কাশং প্রতিপচ্চন্দ্রদর্শনম্।। ২০
অধিরোহার্য্য পাদাভ্যাং পাদুকে হেমভূষিতে। এতে হি সর্বলোকস্য যোগক্ষেমং বিধাস্যতঃ।। ২১

কৈকেয়ীর কাছে ঋণমুক্ত হয়েই দশরথ স্বর্গে গেছেন।। ৬ ।। গন্ধর্ব এবং রাজর্ষিরা মহর্ষিদের সঙ্গে এই পর্যন্ত বলে সবাই নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন।। ৭ ।। শুভদর্শন রাম এ কথায় আনন্দিত হলেন। অত্যন্ত হৃষ্টবচনে সেই ঋষিদের তিনি পূজা করলেন।। ৮ ।। কম্পিতদেহে ভরত কৃতাঞ্জলি হয়ে স্খলিতবাক্যে রামকে আবার বললেন—।। ৯ ।। হে দাদা রাম, আমাদের চিরন্তন কুলধর্ম এবং আমার মায়ের প্রার্থনা ভালোভাবে বিচার করে আপনাকে কাজ করতে হবে।। ১০ ।। রক্ষিত এই বিশাল রাজ্য এবং অনুরক্ত পুরবাসী ও জনপদবাসীদের একা আমি সন্তুষ্ট করতে উৎসাহ পাচ্ছি না।।। ১১ ।। কৃষকেরা যেমন বৃষ্টির অধিদেবতা পর্জন্যের জন্য প্রতীক্ষা করে, তেমনি জ্ঞাতি, যোদ্ধা, মিত্র এবং সুহৃদেরা তোমারই প্রতীক্ষায় রয়েছেন।। ১২।। হে মহাপ্রাজ্ঞ, এই রাজ্য আপনি গ্রহণ করে আর কারো হস্তে স্থাপন করুন। হে কাকুৎস্থ, যার হাতেই দেবেন, তিনিই তা প্রতিপালন করতে পারবেন।। ১৩ ।। এইরকম বলে ভরত তখন ভ্রাতা রামের পায়ে পড়ে গেলেন। অতীব প্রিয়বাক্যে রামচন্দ্রের কাছে অত্যন্ত আর্তির সঙ্গে প্রার্থনা করতে লাগলেন।। ১৪ ।। মত্ত হংসের মতো কণ্ঠস্বরসম্পন্ন রাম পদ্মের পাপড়ির মতো নয়নযুক্ত শ্যামল ভরতকে নিজেই কোলে তুলে নিয়ে বললেন—।। ১৫ ।। ভাই, তোমার মধ্যে স্বাভাবিক বিনয়ান্বিত যে বুদ্ধির উদ্ভব হয়েছে, তাতে তুমি সারা পৃথিবীকেও ভালোভাবে রক্ষা করতে পারো।। ১৬ ।। অমাত্য, সুহৃদ্ এবং বুদ্ধিমান মন্ত্রীদের নিয়ে মন্ত্রণা করে সকল মহৎ কার্যও সম্পাদন করো। যদি চন্দ্র থেকে জ্যোৎস্না চলে যায়, হিমালয় যদি হিম ত্যাগ করে, সাগর যদি তীরভূমি অতিক্রম করে তবুও আমি বাবার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করবো না।। ১৮ ।। ভাই, তোমার মা ইচ্ছায় হোক, লোভেই বা হোক, যা তোমাকে এইভাবে দিয়েছেন, তার জন্যে মনে তুমি কিছু ভাববে না। মায়ের মতোই মায়ের কথাকে মানা উচিত।। ১৯।। শুক্লা প্রতিপদের চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ অথচ তেজে সূর্যের মতো, কৌশল্যাপুত্র রাম এইরকম বলায় ভরত তখন বললেন—।। ২০ ।। দাদা, স্বর্ণভূষিত এই পাদুকা দু'টিতে আপনি আরোহণ করুন। এই পাদুকা দু'টি সকল জগতের সকলজনের অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্তবস্তুর সংরক্ষণ সম্পাদিত করবে।। ২১ ।। নরশ্রেষ্ঠ রাম তখন সেই পাদুকা দু'টিতে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছেড়ে

সোঽধিরুহ্য নরব্যাঘ্রঃ পাদুকে ব্যবমুচ্য চ। প্রাযচ্ছৎ সুমহাতেজা ভরতায় মহাত্মনে।। ২২
স পাদুকে সম্প্রণম্য রামং বচনমব্রবীৎ। চতুর্দশ হি বর্ষাণি জটাচীরধরো হ্যহম্।। ২৩
ফলমূলাশনো বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন। তবাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ বসন্ বৈ নগরাদ্ বহিঃ।। ২৪
তব পাদুকয়োর্ন্যস্য রাজ্যতন্ত্রং পরন্তপ। চতুর্দশে হি সম্পূর্ণে বর্ষেঽহনি রঘূত্তম।। ২৫
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাং তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্। তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় তং পরিষ্বজ্য সাদরম্।। ২৬
শত্রুঘ্নঞ্চ পরিষ্বজ্য বচনং চেদমব্রবীৎ। মাতরং রক্ষ কৈকেয়ীং মাং রোষং কুরুতাং প্রতি।। ২৭
ময়া চ সীতয়া চৈব শপ্তোঽসি রঘুনন্দন। ইত্যুক্ত্বাশ্রুপরীতাক্ষো ভ্রাতরং বিসসর্জ হ।। ২৮
স পাদুকে তে ভরতঃ স্বলঙ্কৃতে মহোজ্জ্বলে সম্পরিগৃহ্য ধর্মবিৎ।
প্রদক্ষিণং চৈব চকার রাঘবং চকার চৈবোত্তমনাগমূর্ধনি।। ২৯
অথানুপূর্বা প্রতিপূজ্য তং জনং গুরূংশ্চ মন্ত্রীন্ প্রকৃতীস্তথানুজৌ।
ব্যসর্জয়দ্ রাঘববংশবর্ধনঃ স্থিতঃ স্বধর্মে হিমবানিবাচলঃ।। ৩০
তং মাতরো বাষ্পগৃহীতকণ্ঠ্যো দুঃখেন নামন্ত্রয়িতুং হি শেকুঃ।
স চৈব মাতৃরভিবাদ্য সর্বা রুদন্ কুটীং স্বাং প্রবিবেশ রামঃ।। ৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

দিলেন। মহাতেজস্বী রাম এইপাদুকা-যুগল মহাত্মা ভরতকে দান করলেন।। ২২ ।। ভরত পাদুকাযুগলকে প্রণাম করে রামকে বললেন,চৌদ্দবৎসর আমি জটাচীর ধারণ করে থাকবো ।। ২৩ ।। হে বীর রঘুবংশধর, ফলমূল খেয়ে থাকবো। তোমার আগমন আকাঙ্ক্ষা করে নগরের বাইরে আমি বাস করবো।। ২৪।। হে শত্রুতাপনকারিন্, আপনার পাদুকাযুগলের ওপর আমি রাজ্য শাসনের ভার সমর্পণ করে, হে রঘুকুলশ্রেষ্ঠ, আমি চৌদ্দ বৎসর সম্পূর্ণ করবো।। ২৫ ।। তারপর আপনাকে যদি আমি দেখতে না পাই, তাহলে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করবো। রাম 'তাই হবে' বলে তাঁকে সাদরে আলিঙ্গন করলেন।। ২৬ ।। শত্রুঘ্নকেও আলিঙ্গন করে তিনি ভরতকে এই কথা বললেন। মা কৈকেয়ীকে রক্ষা করবে। তাঁর প্রতি রাগ করবে না।। ২৭ ।। হে রঘুনন্দন ভরত, এই বিষয়ে আমার ও সীতার দিব্যি রৈলো। এই বলে চোখের জলে ভাইকে তিনি বিদায় দিলেন।। ২৮ ।। ধর্মজ্ঞ ভরত তখন অলঙ্কৃত সমুজ্জ্বল পাদুকা দু'টি গ্রহণ করে রামকে প্রদক্ষিণ করলেন। তারপর উত্তম হস্তীর মস্তকে ঐ পাদুকা দু'টি স্থাপন করলেন।। ২৯ ।। হিমাচলের মতো ধর্মে অচলভাবে স্থিত রঘুবংশের কীর্তিবর্ধক রামচন্দ্র যথাযথভাবে ক্রমানুযায়ী গুরু, মন্ত্রী, প্রজাবর্গ এবং ছোটো ভাই দু'জনকে সম্বর্ধনা জানিয়ে বিদায় দিলেন।।৩০ ।। মায়েরা দুঃখের ফলে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ হওয়ায় রামকে আর ডেকে কথা বলতে পারলেন না। রামও মায়েদের সকলকে প্রণাম করে কাঁদতো কাঁদতে নিজের কুটীরে প্রবেশ করলেন।। ৩১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর দ্বাদশ (১১২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

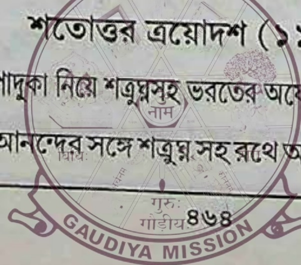
রামপাদুকে গৃহীত্বা শত্রুঘ্নেন সহ ভরতস্য অযোধ্যাভিমুখগমনম্।

ততঃ শিরসি কৃত্বা তু পাদুকে ভরতস্তদা। আরুরোহ রথং হৃষ্টঃ শত্রুঘ্নসহিতস্তদা।। ১

শতোত্তর ত্রয়োদশ (১১৩) সর্গ

রামের পাদুকা নিয়ে শত্রুঘ্নসহ ভরতের অযোধ্যার অভিমুখে যাত্রা।

পাদুকাযুগল মাথায় করে ভরত আনন্দের সঙ্গে শত্রুঘ্ন সহ রথে আরোহণ করলেন।। ১ ।। ব্রতপালনে দৃঢ়চিত্ত,



বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিশ্চ দৃঢব্রতঃ। অগ্রতঃ প্রযযুঃ সর্বে মন্ত্রিণো মন্ত্রপূজিতাঃ।। ২
মন্দাকিনীং নদীং রম্যাং প্রাঙ্মুখাস্তে যযুস্তদা। প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্বাণাশ্চিত্রকূটং মহাগিরিম্।। ৩
পশ্যন্ ধাতুসহস্রাণি রম্যাণি বিবিধানি চ। প্রযযৌ তস্য পার্শ্বেন সসৈন্যো ভরতস্তদা।। ৪
অদূরাচ্চিত্রকূটস্য দদর্শ ভরতস্তদা। আশ্রমং যত্র স মুনির্ভরদ্বাজঃ কৃতালয়ঃ।। ৫
স তমাশ্রমমাগম্য ভরদ্বাজস্য বীর্যবান্। অবতীর্য রথাৎ পাদৌ ববন্দে কুলনন্দনঃ।। ৬
ততো হৃষ্টো ভরদ্বাজো ভরতং বাক্যমব্রবীৎ। অপি কৃত্যং কৃতং তাত রামেণ চ সমাগতম্।। ৭
এবমুক্তঃ স তু ততো ভরদ্বাজেন ধীমতা। প্রত্যুবাচ ভরদ্বাজং ভরতো ধর্মবৎসলঃ।। ৮
স যাচ্যমানো গুরুণা ময়া চ দৃঢবিক্রমঃ। রাঘবঃ পরমপ্রীতো বসিষ্ঠং বাক্যমব্রবীৎ।। ৯
পিতুঃ প্রতিজ্ঞাং তামেব পালয়িষ্যামি তত্ত্বতঃ। চতুর্দশ হি বর্ষাণি যা প্রতিজ্ঞা পিতুর্মম।। ১০
এবমুক্তো মহাপ্রাজ্ঞো বসিষ্ঠঃ প্রত্যুবাচ হ। বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলং রাঘবং বচনং মহৎ।। ১১
এতে প্রযচ্ছ সংহৃষ্টঃ পাদুকে হেমভূষিতে। অযোধ্যায়াং মহাপ্রাজ্ঞ যোগ-ক্ষেমকরো ভব।। ১২
এবমুক্তো বসিষ্ঠেন রাঘবঃ প্রাঙ্মুখঃ স্থিতঃ। পাদুকে হেমবিকৃতে মম রাজ্যায় তে দদৌ।। ১৩
নিবৃত্তোঽহমনুজ্ঞাতো রামেণ সুমহাত্মনা। অযোধ্যামেব গচ্ছামি গৃহীত্বা পাদুকে শুভে।। ১৪
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরতস্য মহাত্মনঃ। ভরদ্বাজঃ শুভতরং মুনির্বাক্যমুদাহরৎ।। ১৫
নৈতচ্চিত্রং নরব্যাঘ্রে শীলবৃত্তবিদাং বরে। যদার্যং ত্বয়ি তিষ্ঠেত্তু নিম্নোৎসৃষ্টমিবোদকম্।। ১৬

মন্ত্রপ্রয়োগের জন্য পূজিত, বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি এবং মন্ত্রীরা এবার আগে আগে চলতে লাগলেন।।২।। পবিত্র পর্বত চিত্রকূটকে প্রদক্ষিণ করে পূর্বমুখ হয়ে তাঁরা রমণীয় মন্দাকিনীনদীর দিকে এগিয়ে গেলেন।।৩ ।। মনোহর হাজার হাজার ধাতু দেখতে দেখতে ভরত তখন স-সৈন্যে চিত্রকূটপর্বতের পাশ দিয়ে চলতে লাগলেন।। ৪ ।।চিত্রকূটের অদূরেই ভরত একটি আশ্রম দেখতে পেলেন। ভরদ্বাজমুনি সেই আশ্রমে এসে সাময়িকভাবে বাস করছিলেন *(মহর্ষি ভরদ্বাজ স্নেহবশতঃ রাম ও ভরতের সংবাদ নেবার জন্য প্রয়াগের যমুনাতীরের নিজের আশ্রম ছেড়ে সাময়িকভাবে এই চিত্রকূটের কাছে এসে আশ্রম তৈরী করে বাস করছিলেন।লক্ষণীয়—তখন ধার্মিক ঋষিরা সমাজ কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে মধুর এবং আন্তরিক সম্বন্ধ রক্ষা করতেন)* ।। ৫ ।। যাঁর কর্মের দ্বারা বংশ নন্দিত হয় এমন বীর ভরত সেই আশ্রমে এসে রথ থেকে অবতরণ করে তাঁর পাদযুগল বন্দনা করলেন।। ৬ ।। আনন্দিত হয়ে ভরদ্বাজ ভরতকে বললেন, রামের সঙ্গে মিলিত হয়ে, বাছা, তোমার যে কাজ ছিলো তা হয়ে গেছে তো?।। ৭ ।। প্রজ্ঞাবান ভরদ্বাজ এই কথা বলায় ধর্মপ্রিয় ভরত ভরদ্বাজকে প্রত্যুত্তরে বললেন—।।৮ ।। আমি এবং গুরুদেব মহর্ষি বশিষ্ঠ রামকে রাজ্য ফিরিয়ে নেবার জন্য প্রার্থনা করলে রাম অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বশিষ্ঠকে বললেন— ।। ৯ ।। বাবার সেই প্রতিজ্ঞাকে আমি যথাযথভাবে পালন করবো।আমার বাবার সেইপ্রতিজ্ঞা হলো—চৌদ্দ বৎসরের জন্য আমার বনবাস।।১০।। মহাজ্ঞানী বশিষ্ঠকে এই কথা বললে বাক্যকুশল রামকে বাক্যজ্ঞ বশিষ্ঠ মহদ্‌বাক্যে বললেন—।। ১১ ।। হে মহাজ্ঞানিন্, অযোধ্যায় আনন্দের সঙ্গে স্বর্ণালঙ্কৃত এই পাদুকা দু'টি দিয়ে আপনি প্রজাবর্গের অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি, এবং প্রাপ্তবস্তুর রক্ষণের সহায় হোন ।। ১২ ।। বশিষ্ঠ এই কথা বলার পর রাম সামনে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আমার রাজ্যরক্ষার অবলম্বনের জন্য স্বর্ণভূষিত পাদুকাদু'টি দান করলেন।। ১৩ ।। মহাত্মা রামের দ্বারা নিবৃত্ত হয়ে কল্যাণকর পাদুকাযুগল নিয়ে তাঁরই আদেশে আমি অযোধ্যায় যাচ্ছি।।১৪ ।। মহাত্মা ভরতের মঙ্গলকর এই বাক্য শুনে ঋষি ভরদ্বাজ আরো মঙ্গলকর বাক্য বললেন— ।।১৫ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, তুমি চরিত্রবান এবং পবিত্রকর্মাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সদাচারত্ব যে তোমার মধ্যে থাকবে এ আর আশ্চর্য কি? ফেলে দেওয়া জল যেমন নীচু জায়গাতেই জমে, তেমনি সদ্‌গুণবত্তা তথা আর্যত্ব বিনয়-নম্র তোমাতেই অবস্থান করবে।। ১৬ ।। তোমার বীর পিতা দশরথ ঋণমুক্ত হয়েছেন। তোমার মতো ধর্মপ্রাণ, ধর্মবৎসল

অনৃণঃ স মহাবাহুঃ পিতা দশরথস্তব। যস্য ত্বমীদৃশঃ পুত্রো ধর্মাত্মা ধর্মবৎসলঃ।। ১৭
তমৃষিং তু মহাপ্রাজ্ঞমুক্তবাক্যং কৃতাঞ্জলিঃ। আমন্ত্রয়িতুমারেভে চরণাবুপগৃহ্য চ।। ১৮
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ভরদ্বাজং পুনঃ পুনঃ। ভরতস্তু যযৌ শ্রীমানযোধ্যাং সহ মন্ত্রিভিঃ।। ১৯
যানৈশ্চ শকটৈশ্চৈব হয়ৈর্নাগৈশ্চ সা চমূঃ। পুনর্নিবৃত্তা বিস্তীর্ণা ভরতস্যানুযায়িনী।। ২০
ততস্তে যমুনাং দিব্যাং নদীং তীর্ত্বোর্মিমালিনীম্। দদৃশুস্তাং পুনঃ সর্বে গঙ্গাং শিবজলাং নদীম্।। ২১
তাং রম্যজলসম্পূর্ণাং সন্তীর্য সহবান্ধবঃ। শৃঙ্গবেরপুরং রম্যং প্রবিবেশ সসৈনিকঃ।। ২২
শৃঙ্গবেরপুরাদ্ ভূয় অযোধ্যাং স দদর্শ হ। অযোধ্যাং তু তদা দৃষ্ট্বা পিত্রা ভ্রাত্রা বিবর্জিতাম্।। ২৩
ভরতো দুঃখসন্তপ্তঃ সারথিং চেদমব্রবীৎ। সারথে পশ্য বিধ্বস্তা অযোধ্যা ন প্রকাশতে।। ২৪
নিরাকারা নিরানন্দা দীনা প্রতিহতস্বনা।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রয়োদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

যাঁর পুত্র, তাঁর মুক্তি তো হবেই।। ১৭ ।। সেই মহাপ্রাজ্ঞ ঋষি এইরকম বাক্য বললে ভরত তাঁর চরণদুটি ধরে প্রণাম করে বিদায় নিতে চাইলেন।। ১৮ ।। শ্রীমান ভরত তারপর ভরদ্বাজকে বারবার প্রদক্ষিণ করে মন্ত্রিগণসহ অযোধ্যায় চলে গেলেন ।। ১৯ ।। ভরতের অনুগামী সেনাবাহিনী ভরদ্বাজের সঙ্গে কথা বলার সময় থেমে গিয়েছিলো। এখন আবার যান, শকট, অশ্ব এবং হস্তীসমূহের দ্বারা বিস্তীর্ণ হয়ে যাত্রা শুরু করলো।। ২০ ।। তারা সকলে তরঙ্গমালিনী রমণীয়া যমুনানদীকে অতিক্রম করে আবার মঙ্গলজলা গঙ্গাকে দেখতে পেলো।।২১ ।। সঙ্গীদের নিয়ে পুণ্যজলপূর্ণা সেই গঙ্গা পার হয়ে ভরত সসৈন্যে শৃঙ্গবেরপুরে প্রবেশ করলেন।। ২২ ।। পরে শৃঙ্গবেরপুর থেকে বের হয়ে আসার পর তিনি অযোধ্যাকে দেখতে পেলেন। পিতা এবং ভ্রাতাদের দ্বারা বর্জিত অযোধ্যাকে তখন কিন্তু দেখে...।। ২৩ ।। ভরত দুঃখে সন্তপ্ত হয়ে সারথিকে বললেন—সারথে, বিধ্বস্ত অযোধ্যা আজ আর সুন্দর দেখাচ্ছে না।। ২৪ ।। অযোধ্যা আজ শ্রীহীনা, নিরানন্দা। দীনা। তার কলকোলাহল আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে।। ২৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর ত্রয়োদশ (১১৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

ভরতেন শ্রীরামবিরহাপগতশ্রিয়া অযোধ্যায়া রূপদর্শনম্, দশরথহীনমন্তঃপুরং দৃষ্ট্বা ভরতস্য শোকশ্চ।

স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষেণ স্যন্দনেনোপয়ান্ প্রভুঃ। অযোধ্যাং ভরতঃ ক্ষিপ্রং প্রবিবেশ মহাযশাঃ।। ১
বিড়ালোলুকচরিতামালীননরবারণাম্। তিমিরাভ্যাহতাং কালীমপ্রকাশাং নিশামিব।। ২
রাহুশত্রোঃ প্রিয়াং পত্নীং শ্রিয়া প্রজ্বলিতপ্রভাম্। গ্রহেণাভ্যুদিতে নৈকাং রোহিণীমিব পীড়িতাম্।।৩

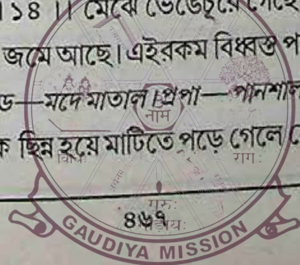
শতোত্তর চতুর্দশ (১১৪) সর্গ

ভরতের দ্বারা শ্রীরামের বিরহে বিগতশ্রী অযোধ্যার রূপদর্শন। দশরথহীন অন্তঃপুর দেখে ভরতের শোক।

মহাযশস্বী প্রভু ভরত রথে চড়ে দ্রুত অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন। রথের স্নিগ্ধ গম্ভীরধ্বনি তখন শোনা যাচ্ছিলো।। ১ ।। বিড়াল আর পেঁচা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের আবাসগৃহের দরজা সব বন্ধ। অন্ধকারে আক্রান্তা, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, এমন কালো রাত্রির মতো অবস্থা অযোধ্যার।। ২ ।। রাহুর শত্রু হচ্ছে চাঁদ। চাঁদের পত্নী রোহিণী হচ্ছেন জ্বলন্ত প্রভাসম্পন্না। কিন্তু রাহুগ্রহ আকাশে উঠলে, চাঁদকে কবলিত করলে চাঁদের পত্নী রোহিণী যেমন অতীব ম্লান হয়ে পড়েন, তেমনি ম্লান আজ অযোধ্যা।।৩ ।। গ্রীষ্মকালে পার্বত্য

অল্পোষ্ণক্ষুব্ধসলিলাং ঘর্মতপ্তবিহঙ্গমাম্। লীনমীন-ঝষ-গ্রাহাং কৃশাং গিরিনদীমিব।। ৪
বিধূমামিব হেমাভাং শিখামগ্নেঃ সমুত্থিতাম্। হবিরভ্যুক্ষিতাং পশ্চাচ্ছিখাং বিপ্রলয়ং গতাম্।। ৫
বিধ্বস্তকবচাং রুগ্নগজ-বাজি-রথ-ধ্বজাম্। হতপ্রবীরামাপন্নাং চমূমিব মহাহবে।। ৬
সফেনাং সস্বনাং ভূত্বা সাগরস্য সমুত্থিতাম্। প্রশান্তমারুতোদ্ধূতাং জলোর্মিমিব নিঃস্বনাম্।। ৭
ত্যক্তাং যজ্ঞায়ুধৈঃ সর্বৈরভিরূপৈশ্চ যাজকৈঃ। সুত্যাকালে সুনির্বৃত্তে বেদিং গতরবামিব।। ৮
গোষ্ঠমধ্যে স্থিতামার্তামচরন্তীং নবং তৃণম্। গোবৃষেণ পরিত্যক্তাং গবাং পত্নীমিবোৎসুকাম্।। ৯
প্রভাকরাদ্যৈঃ সুস্নিগ্ধৈঃ প্রজ্বলদ্ভিরিবোত্তমৈঃ। বিযুক্তাং মণিভির্জাত্যৈর্নবাং মুক্তাবলীমিব।। ১০
সহসা চরিতাং স্থানান্মহীং পুণ্যক্ষয়াদ্ গতাম্। সংহৃতদ্যুতিবিস্তারাং তারামিব দিবশ্চ্যুতাম্।। ১১
পুষ্পনদ্ধাং বসন্তান্তে মত্তভ্রমরশালিনীম্। দ্রুতদাবাগ্নিবিপ্লুষ্টাং ক্লান্তাং বনলতামিব।। ১২
সম্মূঢনিগমাং সর্বাং সংক্ষিপ্তবিপণাপণাম্। প্রচ্ছন্নশশিনক্ষত্রাং দ্যামিবাম্বুধরৈর্বৃতাম্।। ১৩
ক্ষীণপানোত্তমৈর্ভগ্নৈঃ শরাবৈরভিসংবৃতাম্। হতশৌণ্ডামিব ধ্বস্তাং পানভূমিমসংস্কৃতাম্।। ১৪
বৃক্ণভূমিতলাং নিম্নাং বৃক্ণপাত্রৈঃ সমাবৃতাম্। উপযুক্তোদকাং ভগ্নাং প্রপাং নিপতিতামিব।। ১৫

নদীর জল অল্প গরম হয়ে গেলে কলুষিত হয়ে পড়ে। জলচর পাখীরা গরমে তপ্ত হয়ে ওঠে। মাছ, জলচর প্রাণী, কুমীর—সব মরে যায়। অযোধ্যার অবস্থা আজ সেই শুকিয়ে-যাওয়া নদীর মতো।। ৪ ।। যজ্ঞে ঘৃতের আহুতির ফলে আগুনের শিখা সোনার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ধূম তখন আর থাকে না। পরে জল-সিঞ্চনের দ্বারা সেই অগ্নিশিখাকে নিভিয়ে দিলে যে অবস্থা হয়, আজ অযোধ্যার দশাও তাই।। ৫ ।। মহাযুদ্ধে যে সৈন্যবাহিনীর প্রকৃষ্ট বীর সৈনিকেরা নিহত হয়েছে, চারদিকে বর্মগুলি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছে। হস্তী-অশ্ব-রথ-পতাকা সবই বিপর্যস্ত। সেই সেনাবাহিনীর মতো শোচনীয় দেখাচ্ছে অযোধ্যাকে।।৬ ।। বিক্ষুব্ধ সাগরে গর্জন ধ্বনিত হচ্ছে। ফেনারাশি পড়ছে ছড়িয়ে। শেষে প্রশান্ত বায়ুতে সাগরের জলের তরঙ্গ স্তব্ধ হয়ে গেছে। নিঃশব্দ হয়ে গেছে সব দিক। ঠিক তেমনি আজ নীরব অবস্থা এককালের কোলাহলময়ী অযোধ্যার।। ৭।। যজ্ঞাবসানে যজ্ঞস্থলীতে যজ্ঞের পাত্রাদি ছড়িয়ে আছে। সুনিপুণ যাজকেরা চলে গেছেন। সবনকাল চলে গেলে বেদি যেমন নিঃস্তব্ধ হয়ে যায় তেমনি অবস্থা আজ অযোধ্যার *(সুত্যা—সবন। সোমলতাকে প্রস্তরের উপর রেখে পেষণ করে রস নিষ্কাসন। ঐ সময় বেশ শব্দ হয়। যজ্ঞান্তে সেই শব্দ আর হয় না, তখন নীরবতা)*।।৮ ।। বৃষ ছেড়ে গেলে গোয়ালের মধ্যে আর্ত গাভী নতুন তৃণও আর ভোজন করছে না, উৎকণ্ঠিতা হয়ে বিষণ্ণা। অযোধ্যার অবস্থাও আজ তাই।। ৯ ।। স্নিগ্ধ, সমুজ্জ্বল, প্রভাসম্পন্ন, মণিবিহীন মুক্তার মালার মতো শোভাহীন আজ অযোধ্যা।। ১০ ।। পুণ্যক্ষয় হয়ে যাওয়ায় আকাশ থেকে বিচ্যুত, দীপ্তিহীন, ভূতলে ছুটে-আসা তারার মতো শোচনীয় অবস্থা তার।। ১১ ।। বসন্তের অন্তে পুষ্পিতা, মত্ত ভ্রমর যুক্তা, বনলতা প্রবল দাবানলে ঝলসে গেলে যেরকম ম্লান হয়ে যায়, সেইরকমই আজ ম্লান সে।। ১২ ।। পথঘাট জনহীন। দোকান-পাট সব বন্ধ। মেঘে চাঁদ আর নক্ষত্র ঢেকে গেলে আকাশের যেমন অবস্থা হয়। তেমনি দুর্দশা আজ অযোধ্যার *(নিগম—পথ। বিপণাপণ— কেনা বেচার দোকান)*।। ১৩।। মদ্যপানের পর পানভূমিতে ভালো ভালো ভাঙা পানপাত্র সব ছড়িয়ে আছে। মদ্যপানে মাতালেরা পড়ে আছে। আজ অযোধ্যাকে এইরকম অসংস্কৃত পানভূমির মতো দেখাচ্ছে ।।১৪ ।। মেঝে ভেঙেচুরে গেছে। উঁচুনীচু ভূমি। ভগ্ন পানপাত্র ছড়ানো রয়েছে। পানশালার নীচু জায়গায় জল জমে আছে। এইরকম বিধ্বস্ত পানশালার মতো হতশ্রী আজ অযোধ্যা *(বৃক্ণ্—ভগ্ন। শরাঃ—পাত্র, শরা। শৌণ্ড—মদে মাতাল। প্রপা—পানশালা)*।। ১৫ ।। তেজস্বী ধনুর্ধরের বিশাল এবং বিস্তৃত গুণটি বাণের দ্বারা ধনু থেকে ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে যেমন শোচনীয় অবস্থা হয়, অযোধ্যার



বিপুলাং বিততাং চৈব যুক্তপাশাং তরস্বিনাম্। ভূমৌ বাণৈর্বিনিষ্কৃত্তাং পতিতাং জ্যামিবায়ুধাৎ।। ১৬
সহসা যুদ্ধশৌণ্ডেন হয়ারোহেণ বাহিতাম্। নিহতাং প্রতিসৈন্যেন বড়বামিব পাতিতাম্।। ১৭
ভরতস্তু রথস্থঃ সন্ শ্রীমান্ দশরথাত্মজঃ। বাহয়ন্তং রথশ্রেষ্ঠং সারথিং বাক্যমব্রবীৎ।। ১৮
কিন্নু খল্বদ্য গম্ভীরো মূর্ছিতো ন নিশাম্যতে। যথাপুরমযোধ্যায়াং গীতবাদিত্রনিঃস্বনঃ।। ১৯
বারুণীমদগন্ধশ্চ মাল্যগন্ধশ্চ মূর্ছিতঃ। চন্দনাগুরুগন্ধশ্চ ন প্রবাতি সমন্ততঃ।। ২০
যানপ্রবরঘোষশ্চ সুস্নিগ্ধহয়নিঃস্বনঃ। প্রমত্তগজনাদশ্চ মহাংশ্চ রথনিস্বনঃ।। ২১
নেদানীং শ্রূয়তে পুর্যামস্যাং রামে বিবাসিতে। চন্দনাগুরুগন্ধশ্চ মহার্হাশ্চ বনস্রজঃ।। ২২
গতে রামে হি তরুণাঃ সন্তপ্তা নোপভুঞ্জতে। বহির্যাত্রাং ন গচ্ছন্তি চিত্রমাল্যধরা নরাঃ।। ২৩
নোৎসবাঃ সম্প্রবর্তন্তে রামশোকার্দিতে পুরে। সা হি নূনং মম ভ্রাত্রা পুরস্যাস্য দ্যুতির্গতা।। ২৪
ন হি রাজত্যযোধ্যেয়ং সাসারেবার্জুনী ক্ষপা। কদা নু খলু মে ভ্রাতা মহোৎসব ইবাগতঃ।। ২৫
জনয়িষ্যত্যযোধ্যায়াং হর্ষং গ্রীষ্ম ইবাম্বুদঃ। তরুণৈশ্চারুবেষৈশ্চ নরৈরুন্নতগামিভিঃ।। ২৬
সম্পতদ্‌ভিরযোধ্যায়াং নাভিভান্তি মহাপথাঃ। ইতি ব্রুবন্ সারথিনা দুঃখিতো ভরতস্তদা।। ২৭
অযোধ্যাং সম্প্রবিশ্যৈব বিবেশ বসতিং পিতুঃ। তেন হীনাং নরেন্দ্রেণ সিংহহীনাং গুহামিব।। ২৮
তদা তদন্তঃপুরমুজ্‌ঝিতপ্রভং সুরৈরিবোৎকৃষ্টমভাস্করং দিনম্।
নিরীক্ষ্য সর্বত্র বিভক্তমাত্মবান্ মুমোচ বাষ্পং ভরতঃ সুদুঃখিতঃ।। ২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্দশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

অবস্থা আজ তেমনি *(আয়ুধ—অস্ত্র। এখানে ধনু। তরস্বী— তেজস্বী)*।। ১৬ ।। বীর যোদ্ধাকে ঘোটকী যুদ্ধে বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলো। তখন হঠাৎ বিপক্ষের সৈন্যের দ্বারা নিহত হয়ে পতিতা সেই ঘোটকীর মতো দুর্দশা আজ অযোধ্যার *(বড়বা—ঘোটকী। শৌণ্ড—বীর)*।। ১৭ ।। দশরথপুত্র শ্রীমান ভরত রথে বসে শ্রেষ্ঠ রথচালক সারথিকে বললেন—।। ১৮ ।। কি ব্যাপার ? আজ অযোধ্যায় গানবাজনার গম্ভীর শব্দ শোনা যাচ্ছে না।। ১৯ ।। বারুণী নামক উৎকৃষ্ট মদের গন্ধ পাচ্ছি না। ফুলের মালার গন্ধও নেই। চন্দন এবং অগুরুর গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে না।। ২০ ।। কোথাও শোনা যাচ্ছে না উত্তম যানের শব্দ, সুস্নিগ্ধ অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, প্রমত্ত গজের নিনাদ এবং বিশালরথের নিঃস্বন।। ২১ ।। রাম বনে চলে যাওয়ায় এখন আর এই পুরীতে আনন্দধ্বনি শোনা যাচ্ছে না। চন্দন, অগুরু এবং মহামূল্যবান বনমালার গন্ধ আর পাওয়া যাচ্ছে না।। ২২ ।। রাম চলে যাওয়ায় তরুণেরা আজ আর সাজগোজ করে জীবন উপভোগ করছে না। সুন্দর মালায় সেজে মানুষেরা আর বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে না।। ২৩ ।। রামের শোকে আর্ত পুরীতে আর উৎসব হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে, আমার ভ্রাতার সঙ্গেই এই পুরীর ঔজ্জ্বল্য চলে গেছে।। ২৪ ।। শরৎকালের শুভ্র রজনী হঠাৎ বৃষ্টির ধারায় যেমন শোভাহীন হয়ে পড়ে তেমনি অযোধ্যাও আজ সৌন্দর্যহীন। কখন আমার ভ্রাতা মহোৎসবের মতো এখানে আবার আসবেন?।। ২৫ ।। গ্রীষ্মকালের মেঘের মতো তিনি অযোধ্যায় কখন নিয়ে আসবেন আনন্দ? সুন্দর পোষাক পরে তরুণসহ অন্যেরা উন্নত-মস্তকে দলে দলে অযোধ্যার পথকে তো আর শোভিত করছে না।। ২৬১/২ ।। এইরকম বলতে বলতে দুঃখিত ভরত সারথির সঙ্গে অযোধ্যায় গিয়ে পিতার আবাসে প্রবেশ করলেন। রাজা-বিহীন আবাসকে মনে হলো সিংহ-বিহীন গুহার মতো।। ২৭-২৮।। অন্তঃপুর প্রভাহীন। সূর্য রাহুগ্রস্ত হলে দিনটি যেমন দেবতাদের দুঃখদায়ক হয় তেমনি আজ অযোধ্যায় সর্বত্র বিষাদ ছড়িয়ে আছে। তা দেখে আত্মজ্ঞানী ভরত অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।। ২৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর চতুর্দশ (১১৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

নন্দিগ্রামং গত্বা শ্রীরামপাদুকে রাজসিংহাসনে অভিষিচ্য তস্মৈ চ সর্বং নিবেদ্য ভরতস্য রাজ্যপরিচালনম্।

ততো নিক্ষিপ্য মাতৃস্তা অযোধ্যায়াং দৃঢব্রতঃ। ভরতঃ শোকসন্তপ্তো গুরূনিদমথাব্রবীৎ।। ১
নন্দিগ্রামং গমিষ্যামি সর্বানামন্ত্রয়েঽত্র বঃ। তত্র দুঃখমিদং সর্বং সহিষ্যে রাঘবং বিনা।। ২
গতাশ্চাহো দিবং রাজা বনস্থঃ স গুরুর্মম। রামং প্রতীক্ষে রাজ্যায় স হি রাজা মহাযশাঃ।। ৩
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং ভরতস্য মহাত্মনঃ। অব্রুবন্ মন্ত্রিণঃ সর্বে বসিষ্ঠশ্চ পুরোহিতঃ।। ৪
সুভৃশং শ্লাঘনীয়ঞ্চ যদুক্তং ভরত ত্বয়া। বচনং ভ্রাতৃবাৎসল্যাদনুরূপং তবৈব তৎ।। ৫
নিত্যং তে বন্ধুলুব্ধস্য তিষ্ঠতো ভ্রাতৃসৌহৃদে। মার্গমার্যং প্রপন্নস্য নানুমন্যেতে কঃ পুমান্।। ৬
মন্ত্রিণাং বচনং শ্রুত্বা যথাভিলষিতং প্রিয়ম্। অব্রবীৎ সারথিং বাক্যং রথো মে যুজ্যতামিতি।। ৭
প্রহৃষ্টবদনঃ সর্বা মাতৃঃ সমভিভাষ্য চ। আরুরোহ রথং শ্রীমান্ শত্রুঘ্নেন সমন্বিতঃ।। ৮
আরুহ্য তু রথং ক্ষিপ্রং শত্রুঘ্ন-ভরতাবুভৌ। যযতুঃ পরমপ্রীতৌ বৃতৌ মন্ত্রি-পুরোহিতৈঃ।। ৯
অগ্রতো গুরবঃ সর্বে বসিষ্ঠপ্রমুখা দ্বিজাঃ। প্রযযুঃ প্রাঙ্মুখাঃ সর্বে নন্দিগ্রামো যতো ভবেৎ।। ১০
বলঞ্চ তদনাহূতং গজাশ্ব-রথসঙ্কুলম্। প্রযযৌ ভরতে যাতে সর্বে চ পুরবাসিনঃ।। ১১
রথস্থঃ স তু ধর্মাত্মা ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ। নন্দিগ্রামং যযৌ তূর্ণং শিরস্যদায় পাদুকে।। ১২
ভরতস্তু ততঃ ক্ষিপ্রং নন্দিগ্রামং প্রবিশ্য সঃ। অবতীর্য রথাৎ তূর্ণং গুরূনিদমভাষত।। ১৩

শতোত্তর পঞ্চদশ (১১৫) সর্গ

নন্দিগ্রামে গিয়ে শ্রীরামের পাদুকাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে তাঁকে সব নিবেদন করে ভরতের রাজ্য পরিচালনা।

ব্রতপালনে দৃঢ়চিত্ত ভরত অযোধ্যায় মায়েদের রেখে শোক-সন্তপ্ত হয়ে গুরুমণ্ডলীকে বললেন—।। ১ ।। আমি নন্দিগ্রামে যাবো। আপনাদের সকলকে বিদায় জানাচ্ছি। রামকে ছেড়ে যে দুঃখ পেয়েছি, ওখানে বাস করে সেই দুঃখকেই সামগ্রিকভাবে আমি সহ্য করবো।। ২ ।। হায়, রাজা স্বর্গে গেছেন। আমার যিনি গুরু তিনিও আজ বনে। রামের জন্য আমি প্রতীক্ষা করবো। মহাযশস্বী তিনি রাজ্যের যোগ্য রাজা ।। ৩ ।। মহাত্মা ভরতের শুভবাক্য শুনে পুরোহিত বশিষ্ঠ এবং মন্ত্রীরা সকলে বললেন—।। ৪ ।। ভরত, তুমি ভ্রাতার প্রতি বাৎসল্যবশতঃ যে কথা বললে, তোমার যোগ্যই সেই কথা। অত্যন্ত প্রশংসনীয় তোমার এই উক্তি।। ৫ ।। বন্ধুদের প্রতি নিত্যই তুমি প্রীতিমান। ভ্রাতার প্রতি সৌহৃদ্যে তুমি নিত্যস্থিত। সদাচারীর পথ তুমি আশ্রয় করেছো। কোন্ মনুষ্য এটা অনুমোদন করবে না? ।। ৬ ।। যেমনটি চেয়েছিলেন, তেমনই প্রিয়বাক্য মন্ত্রীদের কাছ থেকে শুনে ভরত সারথিকে বললেন, আমার জন্য রথযোজনা করুন।। ৭ ।। মায়েদের সকলকে প্রণাম করে শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে প্রফুল্লবদনে শ্রীমান ভরত রথে আরোহণ করলেন।। ৮ ।। রথে আরোহণ করে শত্রুঘ্ন এবং ভরত দু'জনেই মন্ত্রী এবং পুরোহিতবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পরম আনন্দে দ্রুত চলে গেলেন।। ৯।। বশিষ্ঠ-প্রমুখ ব্রাহ্মণেরা সবাই আগে আগে চলতে লাগলেন। যাতে নন্দিগ্রামে যেতে পারেন, তার জন্য তাঁরা সবাই পূর্বমুখ হয়ে চললেন।। ১০ ।। ভরতের চলার পর না বলতেই গজ-অশ্ব-রথসমন্বিত সৈন্যবাহিনী এবং পুরবাসীসকল চলতে লাগলেন।। ১১ ।। ভ্রাতৃবৎসল ধর্মাত্মা ভরত পাদুকাযুগল মাথায় নিয়ে রথে চড়ে দ্রুত নন্দিগ্রামে উপস্থিত হলেন।। ১২।। ভরত তাড়াতাড়ি নন্দিগ্রামে প্রবেশ করে রথ থেকে নেমে গুরুজনদের বললেন—।। ১৩ ।। আমার দাদা এই রাজ্য আমাকে গচ্ছিত উত্তম দ্রব্যরূপে রক্ষা করতে দিয়েছেন। এই সোনায়-মোড়া পাদুকা দু'টি যোগ এবং ক্ষেম বহন করবে

এতদ্ রাজ্যং মম ভ্রাত্রা দত্তং সন্ন্যাসমুত্তমম্। যোগক্ষেমবহে চেমে পাদুকে হেমভূষিতে।। ১৪
ভরতঃ শিরসা কৃত্বা সন্ন্যাসং পাদুকে ততঃ। অব্রবীদ্ দুঃখসন্তপ্ত সর্বং প্রকৃতিমণ্ডলম্।। ১৫
ছত্রং ধারয়ত ক্ষিপ্রমার্যপাদাবিমৌ মতৌ। আভ্যাং রাজ্যে স্থিতো ধর্মঃ পাদুকাভ্যাং গুরোর্মম।। ১৬
ভ্রাত্রা তু ময়ি সন্ন্যাসো নিক্ষিপ্তঃ সৌহৃদাদয়ম্। তমিমং পালয়িষ্যামি রাঘবাগমনং প্রতি।। ১৭
ক্ষিপ্রং সংযোজয়িত্বা তু রাঘবস্য পুনঃ স্বয়ম্। চরণৌ তৌ তু রামস্য দ্রক্ষ্যামি সহপাদুকৌ।। ১৮
ততো নিক্ষিপ্তভারোঽহং রাঘবেণ সমাগতঃ। নিবেদ্য গুরবে রাজ্যং ভজিষ্যে গুরুবর্তিতাম্।। ১৯
রাঘবায় চ সন্ন্যাসং দত্ত্বেমে বরপাদুকে। রাজ্যং চেদমযোধ্যাঞ্চ ধূতপাপো ভবাম্যহম্।। ২০
অভিষিক্তে তু কাকুৎস্থে প্রহৃষ্টমুদিতে জনে। প্রীতির্মম যশশ্চৈব ভবেদ্ রাজ্যাচ্চতুর্গুণম্।।
এবং তু বিলপন্ দীনো ভরতঃ স মহাযশাঃ। নন্দিগ্রামেঽকরোদ্ রাজ্যং দুঃখিতো মন্ত্রিভিঃ সহ।।
স বল্কলজটাধারী মুনিবেষধরঃ প্রভুঃ। নন্দিগ্রামেঽবসদ্ বীরঃ সসৈন্যো ভরতস্তদা।। ২১
রামগমনমাকাঙ্ক্ষন্ ভরতো ভ্রাতৃবৎসলঃ। ভ্রাতুর্বচনকারী চ প্রতিজ্ঞাপারগস্তদা।
পাদুকে ত্বভিষিচ্যাথ নন্দিগ্রামেঽবসৎ তদা।।
স বালব্যজনং ছত্রং ধারয়ামাস স স্বয়ম্। ভরতঃ শাসনং সর্বং পাদুকাভ্যাং নিবেদয়ন্।। ২২
ততস্তু ভরতঃ শ্রীমানভিষিচ্যার্যপাদুকে। তদধীনস্তদা রাজ্যং কারয়ামাস সর্বদা।। ২৩
তদা হি যৎ কার্যমুপৈতি কিঞ্চিদুপায়নং চোপহৃতং মহার্হম্।
স পাদুকাভ্যাং প্রথমং নিবেদ্য চকার পশ্চাদ্ ভরতো যথাবৎ।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

(সৎ+ন্যাস=সন্ন্যাস। ন্যাস—গচ্ছিত দ্রব্য, পরে যেটা ফেরত দিতে হয়) ।। ১৪ ।। ন্যাসরূপে রক্ষিতব্য পাদুকা দু'টি ভরত মাথায় নিয়ে দুঃখে সন্তপ্ত হয়ে প্রজাবর্গকে তারপর বললেন—।। ১৫ ।। পূজনীয় দাদার চরণস্বরূপ এই পাদুকার ওপরে সত্বর রাজচ্ছত্র ধারণ করো। আমার গুরুর এই পাদুকা দু'টির দ্বারা রাজ্যে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।। ১৬ ।। দাদা, সৌহৃদ্যবশতঃ আমার উপর এই ন্যাস অর্পণ করেছেন। রামচন্দ্রের আগমনকাল পর্যন্ত আমি এইটি রক্ষা করবো।। ১৭ ।। ফিরে এলে আমি নিজেই রামের চরণযুগলে পাদুকা দু'টি দ্রুত পরিয়ে দিয়ে পাদুকাযুক্ত তাঁকে দেখবো।। ১৮ ।। রামচন্দ্র আমার উপর ভার দিয়েছেন, তাই আমি এসেছি। গুরুজন তিনি। ফিরে এলে তাঁকে রাজ্য নিবেদন করে গুরুনির্দেশই আমি পালন করবো।। ১৯ ।। রামচন্দ্রকে এই গচ্ছিত পাদুকাযুগল এবং এই অযোধ্যারাজ্য সমর্পণ করে আমি পাপমুক্ত হবো।। ২০ ।। কাকুৎস্থ রাম অভিষিক্ত হলে জনগণ আনন্দিত হবে। আমার আনন্দ এবং যশ হবে রাজ্যের চতুর্গুণ। এই রকম বিলাপ করতে করতে মহাযশস্বী ভরত দৈন্যের সঙ্গে দুঃখিত-হৃদয় মন্ত্রীদের নিয়ে নন্দিগ্রামে থেকে রাজ্যপালন করতে লাগলেন। প্রভু, বীর, ভরত বল্কল এবং জটাধারণ করে মুনির বেশে স-সৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করতে আরম্ভ করলেন ।। ২১ ।। ভ্রাতৃবৎসল, ভ্রাতার নির্দেশ পালনকারী, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়চিত্ত ভরত রামের আগমন আকাঙ্ক্ষা করে পাদুকাকে অভিষিক্ত করে নন্দিগ্রামে বাস করতে থাকলেন। ভরত স্বয়ং চামর এবং ছত্র ধারণ করে রৈলেন। প্রশাসনের সব কিছু পাদুকার কাছে নিবেদন করতে লাগলেন।।২২।। অনন্তর শ্রীমান ভরত দাদার পাদুকাকে অভিষিক্ত করে পাদুকার অধীনতা স্বীকার করে সর্বদাই রাজ্যশাসন করতে থাকলেন।।২৩ ।। তখন যদি কোনো রাজকার্য এসে যেতো, মহামূল্যবান কোনো উপহার আসতো, তা প্রথমে পাদুকাদ্বয়কে নিবেদন করে পরে নিজে তার যথোচিত ব্যবস্থা করতেন।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর পঞ্চদশ (১১৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

বৃদ্ধকুলপতিনা সহ বহূনামৃষীণাং চিত্রকূটং পরিহায়ান্যত্র গমনম্।

প্রতিযাতে তু ভরতে বসন্ রামস্তদা বনে। লক্ষয়ামাস সোদ্বেগমথৌৎসুক্যং তপস্বিনাম্।। ১
যে তত্র চিত্রকূটস্য পুরস্তাৎ তাপসাশ্রমে। রামমাশ্রিত্য নিরতাস্তানলক্ষয়দুৎসুকান্।। ২
নয়নৈর্ভ্রূকুটীভিশ্চ রামং নির্দিশ্য শঙ্কিতঃ। অন্যোন্যমুপজল্পন্তঃ শনৈশ্চক্রুর্মিথঃ কথাঃ।। ৩
তেযামৌৎসুক্যমালক্ষ্য রামস্ত্বাত্মনি শঙ্কিতঃ। কৃতাঞ্জলিরুবাচেদমৃষিং কুলপতিং ততঃ।। ৪
ন কশ্চিদ্ ভগবন্ কিঞ্চিৎ পূর্ববৃত্তমিদং ময়ি। দৃশ্যতে বিকৃতং যেন বিক্রিয়ন্তে তপস্বিনঃ।। ৫
প্রমাদাচ্চরিতং কিঞ্চিৎ কচ্চিন্নাবরজস্য মে। লক্ষ্মণস্যর্ষিভির্দৃষ্টং নানুরূপং মহাত্মনম্।। ৬
কচ্চিচ্ছুশ্রূষমাণা বঃ শুশ্রূষণপরা ময়ি। প্রমদাভ্যুচিতাং বৃত্তিং সীতা যুক্তাং ন বর্ততে।। ৭
অথর্ষির্জরয়া বৃদ্ধস্তপসা চ জরাং গতঃ। বেপমান ইবোবাচ রামং ভূতদয়াপরম্।। ৮
কুতঃ কল্যাণসত্ত্বায়াঃ কল্যাণাভিরতেঃ সদা। চলনং তাত বৈদেহ্যাস্তপস্বিষু বিশেষতঃ।। ৯
ত্বন্নিমিত্তমিদং তাবৎ তাপসান্ প্রতিবর্ততে। রক্ষোভ্যস্তেন সংবিগ্নাঃ কথয়ন্তি মিথঃ কথাঃ।। ১০
রাবণাবরজঃ কশ্চিৎ খরো নামেহ রাক্ষসঃ। উৎপাট্য তাপসান্ সর্বান্ জনস্থাননিবাসিনঃ।। ১১
ধৃষ্টশ্চ জিতকাশী চ নৃশংসঃ পুরুষাদকঃ। অবলিপ্তশ্চ পাপশ্চ ত্বাঞ্চ তাত ন মৃষ্যতে।। ১২
তদা প্রভৃতি হ্যস্মিন্নাশ্রমে তাত বর্তসে। তদাপ্রভৃতি রক্ষাংসি বিপ্রকুর্বন্তি তাপসান্।। ১৩

শতোত্তর ষোড়শ (১১৬) সর্গ

চিত্রকূটপর্বত পরিত্যাগ করে বৃদ্ধ কুলপতির সঙ্গে বহু ঋষির অন্যত্র গমন।

ভরত চলে গেলে বনে বাস করতে করতে রাম তখন তপস্বীদের মধ্যে উদ্‌বেগ এবং ঔৎসুক্য দেখতে পেলেন ।। ১ ।। চিত্রকূটের সামনে তপস্বীদের আশ্রমে রামকে আশ্রয় করে যাঁরা ছিলেন, রাম দেখলেন, তাঁরা চঞ্চল হয়ে পড়েছেন ।। ২ ।। চোখের ইঙ্গিতে এবং ভ্রূকুটির দ্বারা রামকে লক্ষ্য করে শঙ্কিত হয়ে তাঁরা পরস্পর একে অপরের সঙ্গে গোপনে কথা বলছিলেন।। ৩ ।। রাম তাঁদের ঔৎসুক্য দেখে শঙ্কিত ও কৃতাঞ্জলি হয়ে কুলপতি ঋষিকে বললেন—*(কুলপতি—ঋষীণাং দশসাহস্রাংযোঽন্নদানাদি পোষণাদ্। অধ্যাপয়তি বিপ্রর্ষিরসৌ কুলপতিঃ স্মৃতঃ।। যিনি দশহাজার মুনিকে অন্নদান ও পোষণ করে অধ্যাপনা করেন তিনিই কুলপতি। শ্রেষ্ঠ মানী, জ্ঞানী, উদারহৃদয় প্রখ্যাত ঋষি হলেন কুলপতি)* ।।৪ ।। ভগবন্, আমার পূর্ববর্তীদের মধ্যে কোনো বিকৃত আচরণ দেখা যাচ্ছে না তো, যার ফলে এই তপস্বীরা বিকারভাবপ্রাপ্ত হচ্ছেন?।। ৫ ।। আমার ছোটো ভাই মহাত্মা লক্ষ্মণের প্রমাদযুক্ত কোনো আচরণ ঋষিরা দেখেছেন কি, যেটা তার অনুরূপ নয়?।। ৬।। আমার শুশ্রূষায় নিরতা সীতা ভুল করে আপনাদের প্রতি কোনো অনুচিত কাজ করে নি তো?।।৭ ।। অনন্তর, জরাজীর্ণ তপোবৃদ্ধ ঋষি যেন কাঁপতে কাঁপতে সকল প্রাণীর প্রতি দয়াশীল রামকে বললেন—।।৮ ।। বৎস, কল্যাণমূর্তি সীতা কল্যাণকর্মেই সদানিরতা। বিশেষতঃ তপস্বীদের প্রতি তাঁর আচরণ বিসদৃশ কি করে হতে পারে?।। ৯ ।। তোমার জন্যই, বৎস, তাপসেরা উদ্‌বিগ্ন। রাক্ষসদের কাছ থেকে উদ্‌বিগ্ন হয়ে তারা পরস্পর আলোচনা করছেন।। ১০ ।। রাবণের ছোটোভাই খর নামে এক রাক্ষস এখানে আছে। সে জনস্থানবাসী সকল তাপসকে উৎপীড়িত করছে।। ১১ ।। সে দুর্ধর্ষ। নীরোগ। নিষ্ঠুর। এবং নরখাদক। সে গর্বোদ্ধত এবং পাপাচারী। বাছা, তোমাকেও সে গণ্য করে না।। ১২ ।। বৎস, যখন থেকে তুমি এই আশ্রমে আছো, তখন থেকেই রাক্ষসেরা তপস্বীদের ক্ষতি করছে।। ১৩ ।। তারা বীভৎস,

দর্শয়ন্তি হি বীভৎসৈঃ ক্রূরৈর্ভীষণকৈরপি। নানারূপৈর্বিরূপৈশ্চ রূপৈশ্চ সুখদর্শনৈঃ।। ১৪
অপ্রশস্তৈরশুচিভিঃ সম্প্রযুজ্য চ তাপসান্। প্রতিঘ্নন্ত্যপরান্ ক্ষিপ্রমনার্যাঃ পুরতঃ স্থিতান্।। ১৫
তেষু তেষ্বাশ্রমস্থানেষ্ববুদ্ধমবলীয় চ। রমন্তে তাপসাংস্তত্র নাশয়ন্তোঽল্পচেতসঃ।। ১৬
অবক্ষিপন্তি স্রুগ্‌ভাণ্ডানগ্নীন্ সিঞ্চতি বারিণা। কলসাংশ্চ প্রমর্দন্তি বহনে সমুপস্থিতে।। ১৭
তৈর্দুরাত্মভিরাবিষ্টানাশ্রমান্ প্রজিহাসবঃ। গমনায়ান্যদেশস্য চোদয়ন্ত্যযয়োঽদ্য মাম্।। ১৮
তৎ পুরা রাম শারীরীমুপহিংসাং তপস্বিষু। দর্শয়ন্তি হি দুষ্টাস্তে ত্যক্ষ্যাম ইমমাশ্রমম্।। ১৯
বহুমূলফলং চিত্রমবিদূরাদিতো বনম্। অশ্বস্যাশ্রমমেবাহং শ্রয়িষ্যে সগণঃ পুনঃ।। ২০
খরস্ত্বয্যপি চাযুক্তং পুরা রাম প্রবর্ততে। সহাস্মাভিরিতো গচ্ছ যদি বুদ্ধিঃ প্রবর্ততে।। ২১
সকলত্রস্য সন্দেহো নিত্যং যুক্তস্য রাঘব। সমর্থস্যাপি হি সতো বাসো দুঃখমিহাদ্য তে।। ২২
ইত্যুক্তবন্তং রামস্তং রাজপুত্রস্তপস্বিনম্। ন শশাকোত্তরৈর্বাক্যৈরববদ্ধুং সমুৎসুকম্।। ২৩
অভিনন্দ্য সমাপৃচ্ছ্য সমাধায় চ রাঘবম্। স জগামাশ্রমং ত্যক্ত্বা কুলৈঃ কুলপতিঃ সহ।। ২৪
রামঃ সংসাধ্য ঋষিগণমনুগমনাদ্ দেশাৎ তস্মাৎ কুলপতিমভিবাদ্য ঋষিম্।
সম্যক্ প্রীতৈস্তৈরনুমত উপদিষ্টার্থঃ পুণ্যং বাসায় স্বনিলয়মুপসম্পেদে।। ২৫
আশ্রমমৃষিবিরহিতং প্রভুঃ ক্ষণমপি ন জহৌ স রাঘবঃ।
রাঘবং হি সততমনুগতাস্তাপসাশ্চার্ষচরিতেধৃতগুণাঃ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ষোড়শাধিকশততমঃ সর্গঃ।

ক্রূর, ভীষণ এবং নানারকমের বিকৃতরূপ। আবার কখনো কখনো সুদর্শনরূপেও দেখা দিচ্ছে।। ১৪ ।। এই অনার্যেরা অপ্রশস্ত এবং অশুচি দ্রব্যাদি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নিক্ষেপ করে সামনে উপস্থিত তাপসদের প্রতি অত্যাচার করছে।। ১৫ ।। এই ক্ষুদ্রচেতা রাক্ষসেরা গোপনে সেইসব আশ্রমে লুকিয়ে থেকে আরাম করে ও তপস্বীদের বিনাশ করে।। ১৬ ।। যজ্ঞ আরম্ভ হলে যজ্ঞের স্রুক্ এবং পাত্রাদি দূরে ফেলে দেয়। আগুনে জল ঢেলে দেয়। জল বহন করার কলশ নিয়ে এলে সেগুলি ভেঙে দেয়। ।। ১৭ ।। দুরাত্মা রাক্ষসদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে আশ্রম ত্যাগ করে দেশান্তরে যাবার জন্য এই ঋষিরা আমাকে আজ অনুরোধ করছে।।১৮।। তাই, রাম, বলছি যে, তপস্বীদের প্রতি শারীরীক হিংসা এই দুষ্টেরা করছে বলে এই আশ্রম আমরা ত্যাগ করে যাবো।। ১৯।। তা এই বনের থেকে বেশি দূরে নয়। অশ্বের আশ্রম রয়েছে। ফল-মূল-সেখানে অনেক মেলে। দেখতেও সুন্দর। সবাইকে নিয়ে আমরা সেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করবো।। ২০ ।। রাম, খর তোমার প্রতিও অন্যায় আচরণ করছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহলে তুমিও আমাদের সঙ্গে এখান থেকে চলে আসতে পারো।। ২১ ।। যদিও তুমি সাবধানে আছো, রাক্ষস-বিনাশে তুমি সমর্থ, তবুও পত্নীকে নিয়ে এখানে বাস করায় দুঃখ আছে।। ২২ ।। তপস্বী যখন এই কথা বলে চলে যেতে উৎসুক হলেন, রাজপুত্র রাম তাঁকে তখন আশ্বাসবাক্যের দ্বারা ধরে রাখতে পারলেন না।। ২৩ ।। কুলপতি রামকে অভিনন্দিত করে, বিদায় নিয়ে আশীর্বাদ-দানান্তে ঋষিকুলকে নিয়ে আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন।। ২৪ ।। সেই দেশ থেকে চলে যাচ্ছেন দেখে কুলপতি ঋষিকে রাম অভিবাদন করলেন। প্রীত হয়ে তাঁরা তাঁকে উপদেশ দিলেন। তারপর নিজের পুণ্যাশ্রমে তিনি ফিরে এলেন।। ২৫ ।। প্রভু রামচন্দ্র ঋষিদের দ্বারা পরিত্যক্ত সেই আশ্রম ক্ষণকালের জন্যও ত্যাগ করলেন না। ঋষি চরিত্রের গুণে বিধৃতচরিত কিছু তপস্বী সর্বদাই রামের অনুগত থাকায় তাঁরা স্থানান্তরে গেলেন না।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর ষোড়শ (১১৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামাদীনামত্রের্মুনেরাশ্রমগমনম্, অত্রিণা তেষামাতিথ্যবিধানম্, অনসূয়াদ্বারা সীতা সংবর্ধিতা চ।

রাঘবস্ত্বপযাতেষু সর্বেষ্বনুবিচিন্তয়ন্। ন তত্রারোচয়দ্ বাসং কারণৈর্বহুভিস্তদা।। ১
ইহ মে ভরতো দৃষ্টো মাতরশ্চ সসাগরাঃ। সা চ মে স্মৃতিরন্বেতি তান্ নিত্যমনুশোচতঃ।। ২
স্কন্ধাবারনিবেশেন তেন তস্য মহাত্মনঃ। হয়-হস্তিকরীষৈশ্চ উপমর্দঃ কৃতো ভৃশম্।। ৩
তস্মাদন্যত্র গচ্ছাম ইতি সঞ্চিন্ত্য রাঘবঃ। প্রাতিষ্ঠত স বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ সঙ্গতঃ।। ৪
সোঽত্রেরাশ্রমমাসাদ্য তং ববন্দে মহাযশাঃ। তং চাপি ভগবানত্রিঃ পুত্রবৎ প্রত্যপদ্যত।। ৫
স্বয়মাতিথ্যমাদিশ্য সর্বমস্য সুসৎকৃতম্। সৌমিত্রিঞ্চ মহাভাগং সীতাঞ্চ সমসান্ত্বয়ৎ।। ৬
পত্নীঞ্চ তমনুপ্রাপ্তাং বৃদ্ধামামন্ত্র্য সৎকৃতাম্। সান্ত্বয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বভূতহিতে রতঃ।। ৭
অনসূয়াং মহাভাগাং তাপসীং ধর্মচারিণীম্। প্রতিগৃহ্ণীষ্ব বৈদেহীমব্রবীদৃষিসত্তমঃ।। ৮
রামায় চাচচক্ষে তাং তাপসীং ধর্মচারিণীম্। দশ বর্ষাণ্যনাবৃষ্ট্যা দগ্ধে লোকে নিরন্তরম্।। ৯
যয়া মূল-ফলে সৃষ্টে জাহ্নবী চ প্রবর্তিতা। উগ্রেণ তপসা যুক্তা নিয়মৈশ্চাপ্যলঙ্কৃতা।। ১০
দশ বর্ষসহস্রাণি যথা তপ্তং মহৎ তপঃ। অনসূয়াব্রতৈস্তাত প্রত্যূহাশ্চ নিবর্হিতাঃ।। ১১
দেবকার্যনিমিত্তঞ্চ যয়া সংত্বরমাণয়া। দশরাত্রং কৃতা রাত্রিঃ সেয়ং মাতেব তেঽনঘ।। ১২
তামিমাং সর্বভূতানাং নমস্কার্যাং তপস্বিনীম্। অভিগচ্ছতু বৈদেহী বৃদ্ধামক্রোধনাং সদা।। ১৩
এবং ব্রুবাণং তমৃষিং তথেত্যুক্ত্বা স রাঘবঃ। সীতামালোক্য ধর্মজ্ঞামিদং বচনমব্রবীৎ।। ১৪
রাজপুত্রি শ্রুতং ত্বেতন্মুনেরস্য সমীরিতম্। শ্রেয়োঽর্থমাত্মনঃ শীঘ্রমভিগচ্ছ তপস্বিনীম্।। ১৫

শতোত্তর সপ্তদশ (১১৭) সর্গ

শ্রীরামাদির অত্রিমুনির আশ্রমে গমন। অত্রির দ্বারা তাঁদের আতিথ্যবিধান। অনসূয়ার দ্বারা সীতার সম্বর্ধনা।

ঋষিরা সবাই চলে গেলে রাম চিন্তা করতে লাগলেন। বহু কারণে ঐখানে বাস করা তাঁর আর ভালো লাগলো না।। ১ ।। তিনি চিন্তা করলেন, এইখানেই ভরতকে দেখলাম। সগরবংশীয় জনগণ এবং মায়েদেরও দেখা পেলাম। তাঁদের জন্য নিত্য অনুশোচনা হচ্ছে বলে সেই স্মৃতি আমায় অনুসরণ করছে।। ২ ।। মহাত্মা ভরত এখানে শিবির-সন্নিবেশ করেছিলো। ফলে অশ্ব এবং হস্তী প্রভৃতির পরিত্যক্ত মলে অত্যন্ত নোংরা হয়ে গেছে এই স্থান।। ৩ ।। সে জন্যে অন্যত্রই চলে যাবো—এই চিন্তা করে রাম সীতা এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্থানান্তরে যাত্রা করলেন ।। ৪ ।। মহাযশস্বী রাম অত্রির আশ্রমে এসে তাঁকে বন্দনা করলেন। ভগবান অত্রিও তাঁকে পুত্রের মতোই গ্রহণ করলেন।। ৫ ।। তার জন্য সুষ্ঠু আতিথ্যের আদেশ দিয়ে মহাভাগ লক্ষ্মণ এবং সীতাকে মধুরবাক্যে ভালোভাবে আশ্বস্ত করলেন।।৬ ।। ধর্মজ্ঞ এবং সর্বপ্রাণীর কল্যাণে রত ঋষি অত্রি বর্ষীয়সী পত্নীকে ডেকে মিষ্টবাক্যে সৎকার করলেন। সান্ত্বনা দিলেন।। ৭ ।। নাম তাঁর অনসূয়া। ঋষিশ্রেষ্ঠ অত্রি মহাভাগা অনসূয়াকে বললেন, তাপসী, ধর্মচারিণী, বৈদেহী সীতাকে তুমি গ্রহণ করো।।৮ ।। তপস্বিনী ধর্মচারিণী অনসূয়ার পরিচয় দিয়ে তিনি রামকে বললেন, একসময় দশবৎসর ধরে বৃষ্টি না হওয়ায় সমস্ত জগৎ নিরন্তর পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিলো,...।। ৯ ।। তখন সংযম পালন করে কঠোর তপস্যার দ্বারা তিনি ফল মূল সৃষ্টি করেন এবং গঙ্গাকে এখানে প্রবাহিত করেন।। ১০ ।। দশহাজার বৎসর ধরে তিনি মহতী তপস্যা করেন। ফলে দুর্গতি দূর হয়ে গেলো *(প্রত্যূহ— বিঘ্ন, দুর্গতি)*।। ১১ ।। দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি অত্যন্ত ত্বরান্বিতা হয়ে দশটি রাত্রিকে একটি রাত্রিতে পরিণত করেছিলেন। হে নিষ্পাপ রাম, তিনি মায়ের মতো তোমার সামনে এসেছেন ।। ১২ ।। সর্বজনের ইনি প্রণম্যা। বৃদ্ধা, ক্রোধ-রহিতা এই তপস্বিনীর কাছে সীতা গমন করুক।। ১৩ ।। ঋষি এরকম বলায় রাম বললেন, তাই হোক। তখন তিনি ধর্মজ্ঞা সীতার দিকে তাকিয়ে তাঁকে বললেন—।। ১৪ ।। রাজকন্যে, মুনি যা বললেন, শুনলে তো? নিজের কল্যাণের জন্য এই তপস্বিনীর কাছে সত্বর চলে যাও।। ১৫ ।। নিজের আচরণের দ্বারা তিনি জগতে "অনসূয়া" বলে

অনসূয়েতি যা লোকে কর্মভিঃ খ্যাতিমাগতা। তাং শীঘ্রমভিগচ্ছ ত্বমভিগম্যাং তপস্বিনীম্।। ১৬
সীতা ত্বেতদ্ বচঃ শ্রুত্বা রাঘবস্য যশস্বিনী। তামত্রিপত্নীং ধর্মজ্ঞামভিচক্রাম মৈথিলী।। ১৭
শিথিলাং বলিতাং বৃদ্ধাং জরাপাণ্ডুরমূর্ধজাম্। সততং বেপমানাঙ্গীং প্রবাতে কদলীমিব।। ১৮
তাং তু সীতা মহাভাগামানসূয়াং পতিব্রতাম্। অভ্যবাদয়দব্যগ্রা স্বং নাম সমুদাহরৎ।। ১৯
অভিবাদ্য চ বৈদেহী তাপসীং তাং দমান্বিতাম্। বদ্ধাঞ্জলিপুটা হৃষ্টা পর্যপৃচ্ছদনাময়ম্।। ২০
ততঃ সীতাং মহাভাগাং দৃষ্ট্বা তাং ধর্মচারিণীম্। সান্ত্বয়ন্ত্যব্রবীদ্ বৃদ্ধা দিষ্ট্যা ধর্মমবেক্ষসে।। ২১
ত্যক্ত্বা জ্ঞাতিজনং সীতে মানবৃদ্ধিঞ্চ মানিনি। অবরুদ্ধং বনে রামং দিষ্ট্যা ত্বমনুগচ্ছসি।। ২২
নগরস্থো বনস্থো বা শুভো বা যদি বা শুভঃ। যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়ো ভর্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ।। ২৩
দুঃশীলঃ কামবৃত্তো বা ধনৈর্বা পরিবর্জিতঃ। স্ত্রীণামার্যস্বভাবানাং পরমং দৈবতং পতিঃ।। ২৪
নাতো বিশিষ্টং পশ্যামি বান্ধবং বিমৃশন্ত্যহম্। সর্বত্র যোগ্যং বৈদেহি তপঃ কৃতমিবাব্যয়ম্।। ২৫
নত্বেবমনুগচ্ছন্তি গুণদোষমসৎস্ত্রিয়ঃ। কামবক্তব্যহৃদয়া ভর্তৃনাথশ্চরন্তি যাঃ।। ২৬
প্রাপ্নুবন্ত্যযশশ্চৈব ধর্মভ্রংশঞ্চ মৈথিলি। অকার্যবশমাপন্নাঃ স্ত্রিয়ো যাঃ খলু তদ্বিধাঃ।। ২৭
ত্বদ্বিধাস্তু গুণৈর্যুক্তা দৃষ্টলোকপরাবরাঃ। স্ত্রিয়ঃ স্বর্গে চরিষ্যন্তি যথা পুণ্যকৃতস্তথা।। ২৮
তদেবমেতং ত্বমনুব্রতা সতী পতিপ্রধানা সময়ানুবর্তিনী।
ভব স্বভর্তুঃ সহধর্মচারিণী যশশ্চ ধর্মঞ্চ ততঃ সমাপ্স্যসি।। ২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

খ্যাতিলাভ করেছেন। যাঁকে অনুসরণ করা উচিত, সেই তপস্বিনী অনসূয়ার কাছে তুমি শীগ্গির যাও।।১৬।। রামচন্দ্রের এই কথা শুনে যশস্বিনী মিথিলারাজ কন্যা সীতা ধর্মজ্ঞা অত্রি পত্নীর কাছে গেলেন।। ১৭ ।। অত্রিপত্নী অনসূয়ার শরীর বার্ধক্যের জন্য শিথিল। চামড়া সব কুঁচকে গেছে। কেশরাশি শুভ্র। ঝড়ের কলাগাছের মতো তাঁর দেহ কাঁপছে (*বলি—বার্ধক্যের জন্য উদরে এবং দেহের অন্যত্র কুঁচকে-যাওয়া রেখা। মূর্ধজা—মূর্ধা অর্থাৎ মাথায় যা জন্মে তথা কেশরাশি। কদলী—কলাগাছ*)।। ১৮ ।। অনসূয়াকে বিনম্রভাবে প্রণাম করলেন (*নিজের নাম উচ্চারণ করে প্রণাম করাই শিষ্টাচার। মনুসংহিতায় এই নির্দেশ আছে*)।। ১৯।। সংযমবতী সেই তপস্বিনীকে বিদেহ রাজকন্যা সীতা প্রণাম করে সানন্দে হাতজোড় করে তাঁর কুশল জিজ্ঞেস করলেন (*'বৈদেহী' বলার উদ্দেশ্য রাজকন্যা হলেও সীতার কোনো গর্ব নেই। তাই রাজকন্যা বৃদ্ধা ঋষিপত্নীর কাছে প্রণতা*)।। ২০ ।। সেই বর্ষীয়সী ঋষিপত্নী অনসূয়া মহাভাগা, ধর্মচারিণী সীতাকে দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভাগ্যিস তুমি ধর্ম কি জানো ।। ২১ ।। হে মানিনি সীতে, আত্মীয়স্বজন, সম্মান, সৌভাগ্য, সব ত্যাগ করে ভাগ্যবশতঃ তুমি বনে বাসরত রামকে অনুগমন করছো ।। ২২ ।। নগরেই থাকুন, বা বনেই থাকুন, ভালোই হোন বা মন্দই হোন—পতিই যে রমণীদের প্রিয় তাঁদের জন্যই রয়েছে মহাসৌভাগ্যের স্বর্গলোক।। ২৩ ।। পতি দুশ্চরিত্র হোক, কামী হোক বা নির্ধন হোক, সদাচারিণী স্ত্রীদের কাছে তিনি হচ্ছেন পরম দেবতা ।। ২৪ ।। অনেক চিন্তা করেও পতির চেয়ে নারীর বড় কোনো বান্ধব আমি দেখছি না। সীতে, তপস্যা যেমন অব্যয় এবং সর্বত্রই যোগ্য, পতিও পত্নীর কাছে তাই।। ২৫ ।। অসতী পত্নীরা গুণ দোষ না বুঝে স্বেচ্ছায় বিচরণ করে থাকে। শুধু কামের জন্যই যারা পতিকে নাথ বলে... ।। ২৬ ।। হে মৈথিলি, তারা অখ্যাতিই লাভ করে। হয় ধর্মভ্রষ্ট। এইরকম স্ত্রীরা অন্যায়েরই বশীভূত হয়ে থাকে ।। ২৭ ।। কিন্তু তোমার মতো যারা গুণবতী, এবং ভালোমন্দ বোঝেন, সেই স্ত্রীরা পুণ্যবান ব্যক্তিদের মতো স্বর্গেই বিচরণ করেন।। ২৮ ।। তাই তুমি পতির অনুগতা হয়ে, পতিকেই প্রধান বলে গ্রহণ করে, তাঁর কার্যের অনুবর্তিনী হও। নিজের পতির তুমি সহধর্মচারিণী হও। তাহলে যশ এবং ধর্ম—দুইই লাভ করবে।। ২৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর সপ্তদশ (১১৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

সীতাঽনসূয়াসংবাদঃ, অনসূয়ায়াঃ সীতায়ৈ প্রেমোপহারদানম্, তৎপৃষ্টায়াঃ সীতায়াঃ স্বীয়স্বয়ংবরবিষয়বর্ণনঞ্চ।

সা ত্বেবমুক্তা বৈদেহী ত্বনসূয়ানসূয়য়া। প্রতিপূজ্য বচো মন্দং প্রবক্তুমুপচক্রমে।। ১
নৈতদাশ্চর্যমার্যায়াং যন্মাং ত্বমনুভাষসে। বিদিতং তু মমাপ্যেতদ্ যথা নার্যাঃ পতির্গুরুঃ।। ২
যদ্যপ্যেষ ভবেদ্ ভর্তা অনার্যো বৃত্তিবর্জিতঃ। অদ্বৈধমত্র বর্তব্যং তথাপ্যেষ ময়া ভবেৎ।। ৩
কিং পুনর্যো গুণশ্লাঘ্যঃ সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ। স্থিরানুরাগো ধর্মাত্মা মাতৃবৎপিতৃবৎপ্রিয়ঃ।। ৪
যাং বৃত্তিং বর্ততে রামঃ কৌসল্যায়াং মহাবলঃ। তামেব নৃপনারীণামন্যাসামপি বর্ততে।। ৫
সকৃদ্ দৃষ্টাস্বপি স্ত্রীষু নৃপেণ নৃপবৎসলঃ। মাতৃবদ্ বর্ততে বীরো মানমুৎসৃজ্য ধর্মবিৎ।। ৬
আগচ্ছন্ত্যাশ্চ বিজনং বনমেবং ভয়াবহম্। সমাহিতং হি মে শ্বশ্রা হৃদয়ে যৎ স্থিরং মম।। ৭
পাণিপ্রদানকালে চ যৎ পুরা ত্বগ্নিসন্নিধৌ। অনুশিষ্টং জনন্যা মে বাক্যং তদপি মে ধৃতম।। ৮
ন বিস্মৃতং তু মে সর্বং বাক্যৈঃ স্বৈর্ধর্মচারিণি। পরিশুশ্রূষণান্নার্যাস্তপো নান্যদ্ বিধীয়তে।। ৯
সাবিত্রীং পতিশুশ্রূষাং কৃত্বা স্বর্গে মহীয়তে। তথাবৃত্তিশ্চ যাতা ত্বং পতিশুশ্রূষয়া দিবম্।। ১০
বরিষ্ঠা সর্বনারীণামেষা চ দিবি দেবতা। রোহিণী ন বিনা চন্দ্রং মুহূর্তমপি দৃশ্যতে।। ১১
এবংবিধাশ্চ প্রবরাঃ স্ত্রিয়ো ভর্তৃদৃঢব্রতাঃ। দেবলোকে মহীয়ন্তে পুণ্যেন স্বেন কর্মণা।। ১২
ততোঽনসূয়া সংহৃষ্টা শ্রুত্বোক্তং সীতয়া বচঃ। শিরস্যাঘ্রায় চোবাচ মৈথিলীং হর্ষয়ন্ত্যতঃ।। ১৩

শতোত্তর অষ্টাদশ (১১৮) সর্গ

সীতা ও অনসূয়ার সংলাপ। সীতাকে অনসূয়ার স্নেহোপহার-দান। তাঁর জিজ্ঞাসায় সীতা দ্বারা স্বয়ংবর বর্ণনা।

ঋষিপত্নী অনসূয়া এইরকম বললে অসূয়াশূন্যা সীতা তাঁকে অভিনন্দিত করে ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন—।। ১ ।। আপনি আমাকে যা বললেন, তা পূজনীয়া আপনার পক্ষে আশ্চর্য নয়। আমিও এই কথা জানি যে, পতিই নারীর গুরু।। ২ ।। যদি পতি অনাচারী হন, বেকার হন, তাহলেও আমার মতো মহিলাদের উচিত কোনো দ্বিধা না রেখে তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা।।৩।। আর যিনি গুণের জন্য প্রশংসনীয়, দয়াবান, জিতেন্দ্রিয়, ভালোবাসায় অচঞ্চল, ধর্মপ্রাণ এবং মায়ের মতো ও পিতার মতো প্রিয়, তাঁর জন্য যে দ্বিধাহীন ব্যবহার, তার তো কথাই নেই!।। ৪ ।। মহাবীর রাম কৌশল্যার প্রতি যে ব্যবহার করেন, মহারাজের অন্য মহিষীদের প্রতিও তাই করে থাকেন।। ৫ ।। মহারাজ দশরথ একবারও যে স্ত্রীদের দিকে তাকিয়েছেন, রাজ-বৎসল, বীর, ধার্মিক রাম অভিমান ত্যাগ করে তাঁদের মায়ের মতোই দেখে থাকেন।।৬ ।। এইরকম নির্জন ভয়াবহ বনে যখন আসছিলাম তখন আমার শাশুড়ী দেবী কৌশল্যা আমায় যা বলেছিলেন, তা আমার মনে গাঁথা আছে।। ৭ ।। আগে, আমার বিয়ের সময় অগ্নির সামনে আমার মা আমায় যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তাও আমি অন্তরে ধরে রেখেছি।।।৮ ।। স্বধর্মচারিণি মাতঃ, অন্যদের প্রদত্ত উপদেশও আমি ভুলি নি। পতিসেবা ছাড়া সতীনারীদের জন্য অন্য কোনো তপস্যার বিধান নেই।। ৯ ।। পতিসেবার জন্যই সাবিত্রী স্বর্গে আজ মহিমান্বিতা। আপনিও পতিসেবার দ্বারাই স্বর্গলাভ করবেন।। ১০ ।। স্বর্গে সকল নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা দেবী হচ্ছেন রোহিণী। তিনি চন্দ্রকে ছেড়ে একমুহূর্তও থাকতে পারেন না।। ১১ ।। এভাবেই এইপ্রকারের শ্রেষ্ঠ নারীরা স্বামীর প্রতি একান্ত ভক্তিমতী হয়ে তাঁর সেবাকেই ব্রত বলে দৃঢ়ভাবে মনে করে নিজেদের পুণ্যকর্মের দ্বারা দেবলোকে মহিমান্বিতা হন।। ১২ ।। সীতার এই কথা শুনে অনসূয়া অত্যন্ত অনিন্দিতা হলেন। হর্ষভরে সীতার মস্তক আঘ্রাণ করে তিনি বললেন—।। ১৩ ।। পবিত্রব্রতে সীতে,

নিয়মৈর্বিবিধৈরাপ্তং তপো হি মহদস্তি মে। তৎ সংশ্রিত্য বলং সীতে ছন্দয়ে ত্বাং শুচিব্রতে।। ১৪
উপপন্নঞ্চ যুক্তঞ্চ বচনং তব মৈথিলি। প্রীতা চাস্ম্যুচিতাং সীতে করবাণি প্রিয়ঞ্চ কিম্।। ১৫
তস্যাস্তদ্‌বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতা মন্দবিস্ময়া। কৃতমিত্যব্রবীৎ সীতা তপো-বলসমন্বিতাম্।। ১৬
সা ত্বেবমুক্তা ধর্মজ্ঞা তয়া প্রীততরাভবৎ। সফলঞ্চ প্রহর্ষং তে হন্ত সীতে করোম্যহম্।। ১৭
ইদং দিব্যং বরং মাল্যং বস্ত্রমাভরণানি চ। অঙ্গরাগঞ্চ বৈদেহি মহার্হমনুলেপনম্।। ১৮
ময়া দত্তমিদং সীতে তব গাত্রাণি শোভয়েৎ। অনুরূপমসংক্লিষ্টং নিত্যমেব ভবিষ্যতি।। ১৯
অঙ্গরাগেণ দিব্যেন লিপ্তাঙ্গী জনকাত্মজে। শোভয়িষ্যসি ভর্তারং যথা শ্রীর্বিষ্ণুমব্যয়ম্।। ২০
সা বস্ত্রমঙ্গরাগঞ্চ ভূষণানি স্রজস্তথা। মৈথিলী প্রতিজগ্রাহ প্রীতিদানমনুত্তমম্।। ২১
প্রতিগৃহ্য চ তৎ সীতা প্রীতিদানং যশস্বিনী। শ্লিষ্টাঞ্জলিপুটা ধীরা সমুপাস্ত তপোধনাম্।। ২২
তথা সীতামুপাসীনামনসূয়া দৃঢ়ব্রতা। বচনং প্রষ্টুমারেভে কথাং কাচিদনুপ্রিয়াম্।। ২৩
স্বয়ংবরে কিল প্রাপ্তা ত্বমনেন যশস্বিনা। রাঘবেণেতি মে সীতে কথা শ্রুতিমুপাগতা।। ২৪
তাং কথাং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ চ মৈথিলি। যথাভূতঞ্চ কার্ৎস্ন্যেন তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি।। ২৫
এবমুক্তা তু সা সীতা তাপসীং ধর্মচারিণীম্। শ্রূয়তামিতি চোক্ত্বা বৈ কথয়ামাস তাং কথাম্।। ২৬
মিথিলাধিপতির্বীরো জনকো নাম ধর্মবিৎ। ক্ষত্রকর্মণ্যভিরতো ন্যায়তঃ শাস্তি মেদিনীম্।। ২৭
তস্য লাঙ্গলহস্তস্য কৃষতঃ ক্ষেত্রমণ্ডলম্। অহং কিলাস্থিতা ভিত্ত্বা জগতীং নৃপতেঃ সুতা।। ২৮

শোনো, নানাবিধ নিয়মে ব্রতপালন করে তপস্যা করায় আমার মহতী শক্তি করায়ত্ত হয়েছে। তারই প্রভাবে তোমাকে বর দিতে চাই।। ১৪ ।। সীতে, তোমার কথাগুলি যথোচিত এবং যুক্তিযুক্ত। সীতে, বলো, আমি প্রীত হয়ে তোমার জন্য কি করবো?।। ১৫ ।। তাঁর সেই কথা শুনে বিস্মিতা সীতা মৃদু হেসে তপোবল-সমন্বিতা অনসূয়াকে বললেন, আপনি আমার জন্য সবই তো করেছেন!।। ১৬ ।। সীতা এই কথা বলায় ধর্মজ্ঞা অনসূয়া আরো প্রীত হলেন। বললেন, সীতে তোমার আনন্দকে আমি সবিশেষ সফল করবো।।১৭।। ওহে বিদেহ রাজপুত্রি, এই সুন্দর স্বর্গীয় মালা, বস্ত্র অলঙ্কার, অঙ্গরাগ এবং বহুমূল্য অনুলেপন তোমাকে আমি দিচ্ছি *(রাজকন্যা, রাজকুলবধূ তরুণী সীতা তো এইসব সাজসজ্জায় অভ্যস্ত ছিলেন। আজ বনবাসে তো তার একান্তই অভাব। তাই স্নেহময়ী জননীর মতো তার প্রয়োজনীয় অথচ বনে দুষ্প্রাপ্য বস্তুগুলি দিয়ে তাঁর বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছেন)* ।। ১৮ ।। সীতে, আমার দেওয়া এই জিনিসগুলো তোমার দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে শোভিত করবে। এইগুলি সর্বদা একইরকম আর অম্লান থাকবে *(তাই পাল্টাবার প্রয়োজন হবে না)* ।। ১৯ ।। হে জনককন্যে, দেবী লক্ষ্মী দিব্য-অঙ্গরাগে শরীর লিপ্ত করে অব্যয় বিষ্ণুকে শোভিত করেন, অর্থাৎ সুসজ্জিতা লক্ষ্মীর পাশে বিষ্ণুকেও তখন সুন্দর দেখায়। তেমনি তুমিও সেজেগুজে পাশে দাঁড়িয়ে তোমার পতিকে শোভিত করো।। ২০ ।। মিথিলা রাজদুহিতা সীতা তখন প্রীতির এই শ্রেষ্ঠ দান বস্ত্র, অঙ্গরাগ, অলঙ্কার এবং মালা গ্রহণ করলেন।। ২১ ।। প্রীতির সেই দান গ্রহণ করে যশস্বিনী সীতা বিনম্রভাবে কৃতাঞ্জলি হয়ে তপস্বিনী অনসূয়ার নিকটে উপবেশন করলেন।। ২২ ।। তখন ব্রতপরায়ণা অনসূয়া কোনো একটি প্রিয় কাহিনী শোনার জন্য সীতাকে জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করলেন...।।২৩ ।। সীতে, এই যশস্বী রাম স্বয়ংবরে তোমায় পেয়েছেন বলে শুনেছি।। ২৪ ।। বৎসে মৈথিলি, বিস্তারিতভাবে সেই কথা আমি শুনতে চাইছি। যা যা ঘটেছিলো বিশদ করে তা তুমি আমায় বলো ।। ২৫ ।। তিনি এই কথা বলায়, ধর্মচারিণী, তপস্বিনী অনসূয়াকে সীতা বললেন, বেশ, শুনুন। তারপর তিনি বললেন সেই কাহিনী।।২৬ ।। মিথিলার রাজা ছিলেন জনক। তিনি বীর এবং ধর্মজ্ঞ। ক্ষত্রিয়োচিত কর্মে বিরত থেকে ন্যায় অনুসারে তিনি রাজাশাসন করতেন।। ২৭ ।। তিনি লাঙ্গল হাতে নিয়ে জমিতে কৃষিকার্য করতে গেছিলেন। তখন আমি মাটি ভেদ করে উঠলাম। হয়ে গেলাম রাজার কন্যা ।।২৮ ।। মুঠো করে বীজ ছড়াতে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তখন সর্বাঙ্গ

স মাং দৃষ্ট্বা নরপতির্মুষ্টিবিক্ষেপতৎপরঃ। পাংসুগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গীং বিস্মিতো জনকোঽভবৎ।। ২৯
অনপত্যেন চ স্নেহাদঙ্কমারোপ্য চ স্বয়ম্। মমেয়ং তনয়েত্যুক্ত্বা স্নেহো ময়ি নিপাতিতঃ।। ৩০
অন্তরিক্ষে চ বাগুক্তা প্রতিমামানুষী কিল। এবমেতন্নরপতে ধর্মেণ তনয়া তব।। ৩১
ততঃ প্রহৃষ্টো ধর্মাত্মা পিতা মে মিথিলাধিপঃ। অবাপ্তো বিপুলামৃদ্ধিং মামবাপ্য নরাধিপঃ।। ৩২
দত্তা চাস্মীষ্টবদ্দেব্যৈ জ্যেষ্ঠায়ৈ পুণ্যকর্মণে। তয়া সম্ভাবিতা চাস্মি স্নিগ্ধয়া মাতৃসৌহৃদাৎ।। ৩৩
পরিসংযোগসুলভং বয়ো দৃষ্ট্বা তু মে পিতা। চিন্তামভ্যগমদ্ দীনো বিত্তনাশাদিবাধনঃ।। ৩৪
সদৃশাচ্চাপকৃষ্টাচ্চ লোকে কন্যাপিতা জনাৎ। প্রধর্ষণমবাপ্নোতি শক্রেণাপি সমো ভুবি।। ৩৫
তাং ধর্ষণামদূরস্থাং সংদৃশ্যাত্মনি পার্থিবঃ। চিন্তার্ণবগতঃ পারং নাসসাদাপ্লবো যথা।। ৩৬
অযোনিজাং হি মাং জ্ঞাত্বা নাধ্যগচ্ছৎ স চিন্তয়ন্। সদৃশঃ চাভিরূপঞ্চ মহীপালঃ পতিং মম।। ৩৭
তস্য বুদ্ধিরিয়ং জাতা চিন্তয়ানস্য সন্ততম্। স্বয়ংবরং তনূজায়াঃ করিষ্যামীতি ধর্মতঃ।। ৩৮
মহাযজ্ঞে তদা তস্য বরুণেন মহাত্মনা। দত্তং ধনুর্বরং প্রীত্যা তূণী চাক্ষয্যসায়কৌ।। ৩৯
অসঞ্চাল্যং মনুষ্যৈশ্চ যত্নেনাপি চ গৌরবাৎ। তন্ন শক্তা নময়িতুং স্বপ্নেষ্বপি নরাধিপাঃ।। ৪০
তদ্ধনুঃ প্রাপ্য মে পিত্রা ব্যাহৃতং সত্যবাদিনা। সমবায়ে নরেন্দ্রাণাং পূর্বমামন্ত্র্য পার্থিবান্।। ৪১
ইদঞ্চ ধনুরুদ্যম্য সজ্যং যঃ কুরুতে নরঃ। তস্য মে দুহিতা ভার্যা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।। ৪২
তচ্চ দৃষ্ট্বা ধনুঃ শ্রেষ্ঠং গৌরবাদ্ গিরিসন্নিভম্। অভিবাদ্য নৃপা জগ্মুরশক্তাস্তস্য তোলনে।। ৪৩
সুদীর্ঘস্য তু কালস্য রাঘবোঽয়ং মহাদ্যুতিঃ। বিশ্বামিত্রেণ সহিতো যজ্ঞং দ্রষ্টুং সমাগতঃ।। ৪৪

ধূলিতে-মাখা আমাকে দেখে জনক বিস্মিত হলেন।।। ২৯ ।। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। স্নেহে আমায় কোলে তুলে নিলেন "এই তো আমার মেয়ে" বলে তিনি আমার ওপর স্নেহ ঢেলে দিলেন।। ৩০ ।। এই সময়ে মানুষের কণ্ঠে আকাশে দৈববাণী হলো, মহারাজ, ধর্মানুসারে এইই তোমার কন্যা।। ৩১ ।। মিথিলাপতি আমার ধার্মিক পিতা তখন আমাকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। লাভ করলেন বিপুল সমৃদ্ধি।। ৩২ ।। তিনি পুণ্যশীলা জ্যেষ্ঠা মহিষীকে বাঞ্ছিতদ্রব্যের মতো আমায় দিয়ে দিলেন। স্নিগ্ধ মাতৃস্নেহে তাঁর দ্বারা আমি প্রতিপালিত হতে লাগলাম ।। ৩৩ ।। কিছুকাল পরে পতিমিলনের তথা আমার বিয়ের বয়েস হয়েছে। আমার বাবা চিন্তান্বিত হলেন। গরীবের বিত্তনাশ হলে যেরকম চিন্তা হয়, বাবারও হলো তাই ।। ৩৪ ।। ভূতলে ইন্দ্রের মতো হলেও তিনি যদি কন্যার পিতা হন তাহলে তাঁরই সমান বা তাঁর চেয়ে নিকৃষ্ঠ ব্যক্তির কাছেও তিনি অসম্মান পেয়ে থাকেন ।।৩৫ ।। সেই অসম্মান তাঁর নিজের ক্ষেত্রে দূরে নয় দেখে রাজা জনক চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গেলেন। নৌকা না পেয়ে যেন পারে যেতে পারলেন না ।। ৩৬ ।। আমি অযোনিসম্ভূতা। আমার যোগ্য পতি না পেয়ে রাজা জনক চিন্তা-নিমগ্ন ।।৩৭ ।। সর্বদা চিন্তা করতে করতে তাঁর এই বুদ্ধি উপস্থিত হলো, ধর্মানুসারে কন্যার জন্য আমি স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করবো ।।৩৮ ।। মহাযজ্ঞে এসে মহাত্মা বরুণ জনকের পূর্ববর্তী রাজা দেবরাতকে প্রীতিবশতঃ একটি ভালো ধনু এবং অক্ষয় বাণপূর্ণ তূণী দান করেছিলেন। ।।৩৯ ।। ধনুটি এতো ভারী যে, কোনো মানুষ চেষ্টা করেও এটি সঞ্চালিত করতে পারতো না। রাজারা স্বপ্নেও ঐ ধনুকে নোয়াতে পারতো না ।। ৪০ ।। সেই ধনু পেয়ে আমার সত্যবাদী বাবা প্রথমে রাজন্যমণ্ডলীতে রাজাদের আহ্বান জানালেন ।। ৪১ ।। বললেন, যে সজ্জন এই ধনু তুলে জ্যা-আরোপ করতে পারবেন, তারই পত্নী হবে আমার কন্যা। এতে কোনো সংশয় নেই ।।৪২ ।। সেই শ্রেষ্ঠধনুটিকে রাজারা পাহাড়ের মতো ভারী দেখে তুলতে না পেরে প্রণাম করে চলে গেলেন ।। ৪৩ ।। অনেককাল পরে মহাদীপ্তিমান এই রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যজ্ঞ দেখতে এলেন ।।৪৪ ।। ভাই লক্ষ্মণের

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ। বিশ্বামিত্রস্তু ধর্মাত্মা মম পিত্রা সুপূজিতঃ।। ৪৫
প্রোবাচ পিতরং তত্র রাঘবৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। সুতৌ দশরথস্যেমৌ ধনুর্দর্শনকাঙ্ক্ষিণৌ।
ধনুর্দর্শয় রামায় রাজপুত্রায় দৈবিকম্।। ৪৬
ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রেণ তদ্ধনুঃ সমুপানয়ৎ। তদ্ধনুর্দর্শয়ামাস রাজপুত্রায় দৈবিকম্।। ৪৭
নিমেষান্তরমাত্রেণ তদানম্য মহাবলঃ। জ্যাং সমারোপ্য ঝটিতি পূরয়ামাস বীর্যবান্।। ৪৮
তেনাপূরয়তা বেগান্মধ্যে ভগ্নং দ্বিধা ধনুঃ। তস্য শব্দোঽভবদ্ ভীমঃ পতিতস্যাশনের্যথা।। ৪৯
ততোঽহং তত্র রামায় পিত্রা সত্যাভিসন্ধিনা। উদ্যতা দাতুমুদ্যম্য জলভাজনমুত্তমম্।। ৫০
দীয়মানাং ন তু তদা প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ। অবিজ্ঞায় পিতুশ্ছন্দমযোধ্যাধিপতেঃ প্রভোঃ।। ৫১
ততঃ শ্বশুরমামন্ত্র্য বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্। মম পিত্রা ত্বহং দত্তা রামায় বিদিতাত্মনে।। ৫২
মম চৈবানুজা সাধ্বী ঊর্মিলা শুভদর্শনা। ভার্যার্থে লক্ষ্মণস্যাপি দত্তা পিত্রা মম স্বয়ম্।। ৫৩
এবং দত্তাস্মি রামায় তথা তস্মিন্ স্বয়ংবরে। অনুরক্তাস্মি ধর্মেণ পতিং বীর্যবতাং বরম্।। ৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টাদশাধিকশততমঃ সর্গঃ।

সঙ্গে সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমশালী রামচন্দ্রকে এবং ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রকে আমার বাবা ভালো করে অর্চনা করলেন।। ৪৫ ।। বিশ্বামিত্র আমার বাবাকে বললেন, এঁরা দু'জন দশরথের পুত্র। ধনু দেখতে চান। রাজকুমার রামকে দৈবধনুটি দেখান।। ৪৬ ।। ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র এই কথা বললে পর সেই ধনু নিয়ে আসা হলো। রাজপুত্রকে ঐ দৈবধনু দেখালেন ।। ৪৭ ।। মহাবীর বীর্যবান রাম মুহূর্তের মধ্যেই সেটিকে নুইয়ে ঝটপট গুণযোজনা করে আকর্ষণ করলেন।। ৪৮ ।। জোরে আকর্ষণ করায় ধনুটি ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেলো। বাজ পড়ার মতো তার ভীষণ শব্দ হলো।। ৪৯ ।। সত্যপ্রতিজ্ঞ আমার বাবা তখন ভালো জলপাত্র নিয়ে আমাকে রামচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করার জন্য উদ্যত হলেন।।৫০ ।। কিন্তু অযোধ্যাপতি, প্রভু পিতার অভিপ্রায় না জানায় রাম আমায় গ্রহণে সম্মত হলেন না।।৫১ ।। তারপর আমার শ্বশুর বৃদ্ধরাজা দশরথকে আমন্ত্রণ করে আত্মজ্ঞ রামের হাতে বাবা আমায় সমর্পণ করেছেন ।।৫২ ।। আমার ছোটো বোন কল্যাণমূর্তি সচ্চরিত্রা ঊর্মিলাকে বাবা নিজে লক্ষ্মণের হস্তে পত্নীরূপে দান করেন।।৫৩ ।। সেই স্বয়ংবরে এইভাবে আমি রামের হস্তে সমর্পিতা। বীরশ্রেষ্ঠ পতির প্রতি ধর্মানুসারে আমি অনুরক্ত হয়ে আছি।। ৫৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অয়োধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর অষ্টাদশ (১১৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। উনবিংশত্যধিক শততমঃ সর্গঃ ।।

অনসূয়ানুজ্ঞয়া সীতাদেব্যাস্তৎপ্রদত্ত-বস্ত্র-ভূষণানাং ধারণম্, বিভূষিতায়াস্তস্যা রামসমীপে আগমনম্,
আশ্রমে রাত্রিমতিবাহ্য প্রাতরন্যত্র গমনায় শ্রীরামাদীনামামন্ত্রণঞ্চ।

অনসূয়া তু ধর্মজ্ঞা শ্রুত্বা তাং মহতীং কথাম্। পর্য্যষ্বজত বাহুভ্যাং শিরস্যাঘ্রায় মৈথিলীম্।। ১
ব্যক্তাক্ষরপদং চিত্রং ভাষিতং মধুরং ত্বয়া। যথা স্বয়ংবরং বৃত্তং তৎ সর্বঞ্চ শ্রুতং ময়া।। ২

শতোত্তর উনবিংশ (১১৯) সর্গ

অনসূয়ার অনুমতি অনুসারে তাঁর প্রদত্ত বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি সীতার ধারণ। সুসজ্জিতা সীতার রামের কাছে আগমন।
আশ্রমে রাত্রিবাস করে প্রাতে অন্যত্র গমনের জন্য শ্রীরামাদির বিদায়গ্রহণ।

ধর্মজ্ঞা অনসূয়া মহতী সেই কাহিনী শুনে সীতার মস্তক আঘ্রাণ করে বাহু দু'টির দ্বারা আলিঙ্গন করলেন।।১।। বললেন, সুস্পষ্ট অক্ষর এবং পদবিন্যাসে সুন্দর এই কাহিনী মধুরভাবে তুমি বললে। যেভাবে স্বয়ংবর

রমেয়ং কথয়া তে তু দৃঢ়ং মধুরভাষিণি। রবিরস্তং গতঃ শ্রীমানুপোহ্য রজনীং শুভাম্।। ৩
দিবসং পরিকীর্ণানামাহারার্থং পতত্রিণাম্। সন্ধ্যাকালে নিলীনানাং নিদ্রার্থং শ্রূয়তে ধ্বনিঃ।। ৪
এতে চাপ্যভিষেকার্দ্রা মুনয়ঃ কলশোদ্যতাঃ। সহিতা উপবর্তন্তে সলিলাপ্লুতবল্কলাঃ।। ৫
অগ্নিহোত্রে চ ঋষিণা হুতে চ বিধিপূর্বকম্। কপোতাঙ্গারুণো ধূমো দৃশ্যতে পবনোদ্ধুতঃ।। ৬
অল্পবর্ণা হি তরবো ঘনীভূতাঃ সমন্ততঃ। বিপ্রকৃষ্টেন্দ্রিয়ে দেশে ন প্রকাশন্তি বৈ দিশঃ।। ৭
রজনীচরসত্ত্বানি প্রচরন্তি সমন্ততঃ। তপোবনমৃগা হ্যেতে বেদিতীর্থেষু শেরতে।। ৮
সম্প্রবৃত্তা নিশা সীতে নক্ষত্রসমলঙ্কৃতা। জ্যোৎস্নাপ্রাবরণশ্চন্দ্রো দৃশ্যতেঽভ্যুদিতোঽম্বরে।। ৯
গম্যতামনুজানামি রামস্যানুচরী ভব। কথয়ন্ত্যা হি মধুরং ত্বয়াহমপি তোষিতা।। ১০
অলঙ্কুরু চ তাবৎ ত্বং প্রত্যক্ষ্যং মম মৈথিলি। প্রীতিং জনয় মে বৎসে দিব্যালঙ্কারশোভিনী।। ১১
সা তদা সমলঙ্কৃত্য সীতা সুরসুতোপমা। প্রণম্য শিরসা পাদৌ রামং ত্বভিমুখী যযৌ।। ১২
তথা তু ভূষিতাং সীতাং দদর্শ বদতাং বরঃ। রাঘবঃ প্রীতিদানেন তপস্বিন্যা জহর্ষ চ।। ১৩
ন্যবেদয়ৎ ততঃ সর্বং সীতা রামায় মৈথিলী। প্রীতিদানং তপস্বিন্যা বসনাভরণ-স্রজাম্।। ১৪
প্রহৃষ্টস্ত্বভবদ্ রামো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ। মৈথিল্যাঃ সৎক্রিয়াং দৃষ্টা মানুষেষু সুদুর্লভাম্।। ১৫
ততঃ স শর্বরীং প্রীতঃ পুণ্যাং শশিনিভাননাম্। অর্চিতস্তাপসৈঃ সর্বৈরুবাস রঘুনন্দনঃ।। ১৬
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামভিষিচ্য হুতাগ্নিকান্। আপৃচ্ছেতাং নরব্যাঘ্রৌ তাপসান্ বনগোচরান্।। ১৭
তাবূচুস্তে বনচরাস্তাপসা ধর্মচারিণঃ। বনস্য তস্য সঞ্চারং রাক্ষসৈঃ সমভিপ্লুতম্।। ১৮

হয়েছিলো, সবই আমি শুনলাম।। ২ ।। হে মধুরভাষিণি, তোমার এই কথায় আমি অত্যন্ত আনন্দ পেলাম। শুভ রজনী সমাগত। শ্রীমান সূর্য অস্ত গেছেন।।৩ ।। আহার সংগ্রহের জন্য দিনের বেলা যে পাখীরা উড়ে গিয়েছিলো, সন্ধ্যায় ঘুমোবার জন্য তারা ফিরে এসেছে। শোনা যাচ্ছে তাদের কলরব।। ৪ ।। এই তো স্নানসিক্ত মুনিরা জল ভরা কলশ নিয়ে দলবেঁধে ফিরছেন। তাঁদের বল্কলগুলি জলে-ভেজা।। ৫ ।। বিধি অনুসারে ঋষিরা অগ্নিহোত্র যজ্ঞ সমাপন করেছেন। পায়রার অঙ্গবিশেষ তথা কণ্ঠের মতো ধূসর ধোঁয়া বাতাসে উড়ছে।।৬ ।। যে গাছগুলির পাতা খুবই কম, চারদিকে অন্ধকারের জন্য তাদের ঘনীভূত দেখাচ্ছে। চক্ষু যেখানে যায় না, সেই দূরদেশের দিকগুলি বোঝা যাচ্ছে না ।।৭ ।। নিশাচর প্রাণিসমূহ চারদিকে বিচরণ করছে। এই তপোবন -মৃগেরা পুণ্যক্ষেত্রের মতো বেদিতীর্থে শুয়ে পড়েছে। ।।৮ ।। সীতে, নক্ষত্রের সাজে সেজে রাত এসে পড়েছে। জ্যোৎস্নার চাদর পরে আকাশে চন্দ্র উদিত হয়েছে ।।৯ ।। আমি তোমায় অনুমতি দিচ্ছি। তুমি যাও। রামের সঙ্গে এখন থাকো। মধুর কথা বলে তুমি আমায় তৃপ্ত করেছো ।। ১০ ।। মৈথিলি, তুমি আমার সামনে অলঙ্কারগুলি পরো। দিব্যঅলঙ্কারে শোভিত হয়ে তুমি আমায় আনন্দদান করো।। ১১ ।। সাজার পর সীতাকে দেবকন্যার মতো দেখাচ্ছিলো। তিনি মাথা নুইয়ে অনসূয়াকে প্রণাম করে রামের কাছে চললেন।। ১২ ।। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ রাম সীতাকে এইরকম ভূষিতা দেখে এবং তপস্বিনী অনসূয়া প্রীতিভরে সব দিয়েছেন শুনে আনন্দপ্রকাশ করলেন।। ১৩ ।। মৈথিলী সীতা তপস্বিনীর বসন, অলঙ্কার, মালা এবং প্রীতিদান— সবই রামকে নিবেদন করলেন।। ১৪ ।। মনুষ্যসমাজে একান্ত দুর্লভ সীতার এই সৎকার দেখে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।। ১৫ ।। অনন্তর, রঘুনন্দন রাম তপস্বীদের দ্বারা অর্চিত হয়ে চাঁদের মতো সুমুখী সীতাকে দেখে ঐ স্থানেই রাত কাটিয়ে দিলেন।। ১৬ ।। রাত শেষ হয়ে গেলো। যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি সমাপন করে নরশ্রেষ্ঠ দুই ভাই রাম লক্ষ্মণ বনবাসী তপস্বীদের বিদায় জানালেন ।। ১৭ ।। ধর্মাচরণকারী বনবাসী তপস্বীরা তাঁদের দু জনকে বললেন, এই বনে রাক্ষসেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। করছে উপদ্রব।। ১৮ ।। হে রাম, নরভোজী এই রাক্ষসেরা নানা রূপ ধারণ করে এবং রক্তপায়ী হিংস্রজন্তুরা এই

রক্ষাংসি পুরুষাদানি নানারূপাণি রাঘব। বসন্ত্যস্মিন্ মহারণ্যে ব্যালাশ্চ রুধিরাশনাঃ।। ১৯
উচ্ছিষ্টং বা প্রদত্তং বা তাপসং ব্রহ্মচারিণম্। অদন্ত্যস্মিন্ মহারণ্যে তান্ নিবারয় রাঘব।। ২০
এষ পন্থা মহর্ষীণাং ফলান্যাহরতাং বনে। অনেন তু বনং দুর্গং গন্তুং রাঘব তে ক্ষমম্।। ২১
ইতীরিতঃ প্রাঞ্জলিভিস্তপস্বিভির্দ্বিজৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নঃ পরন্তপঃ।
বনং সভার্যঃ প্রবিবেশ রাঘবঃ সলক্ষ্মণঃ সূর্য ইবাভ্রমণ্ডলম্।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অযোধ্যাকাণ্ডে ঊনবিংশত্যধিকশততমঃ সর্গঃ।

মহারণ্যে বাস করে থাকে।। ১৯ ।। অশুচি বা অসাবধান তপস্বী ব্রহ্মচারীদের এই বলে তারা খেয়ে ফেলে। রঘুবংশধর রাম আপনি তাদের নিবৃত্ত করুন।। ২০ ।। মহর্ষিদের বনে ফল আহরণের এই পথ দেখা যাচ্ছে। আপনি এই পথে দুর্গম বনে যেতে পারবেন।। ২১ ।। তপস্বী দ্বিজেরা কৃতাঞ্জলি হয়ে মঙ্গলানুষ্ঠান করে শত্রুতাপন রামকে এই কথা বললেন। সূর্য যেমন মেঘমণ্ডলে প্রবেশ করে, তেমনি রামও ভার্যা এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে সেই বনে প্রবেশ করলেন ।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের শতোত্তর ঊনবিংশ (১১৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

অযোধ্যাকাণ্ডং সম্পূর্ণম্।



অরণ্যকান্ডম্



“ যিনি প্রজাদের কাছ থেকে তাদের উপার্জনের ছয়ভাগের একভাগ কররূপে গ্রহণ করেন, অথচ তাদের পুত্রের মতো রক্ষা করেন না, সেই রাজার অত্যন্ত অধর্ম হয়। যিনি রাজ্যবাসী সকলকে নিজের প্রাণের মতো অথবা প্রাণের চেয়েও অধিকতর প্রিয় পুত্রের মতো অতন্দ্রভাবে সর্বদাই রক্ষা করেন, তিনি বহু বর্ষ বেঁচে থেকে অনন্ত কীর্তিলাভ করেন। এবং ব্রহ্মলোকে গমন করে মহিমান্বিত হন। ফলমূল গ্রহণ করে মুনি যে পরম ধর্ম অর্জন করেন, ধর্মানুসারে প্রজাদের রক্ষা করার জন্য রাজা তার চারভাগের একভাগ লাভ করেন। এবং ব্রহ্মলোকে গমন করে মহিমান্বিত হন। ”



অরণ্য-কাণ্ডম্

।। প্রথমঃ সর্গঃ ।।

তপস্বিনামাশ্রমে রামস্য লক্ষ্মণস্য সীতাদেব্যাশ্চ সৎকৃতিলাভঃ।

প্রবিশ্য তু মহারণ্যং দণ্ডকারণ্যমাত্মবান্। রামো দদর্শ দুর্ধর্ষস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্।। ১
কুশ-চীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্। যথা প্রদীপ্তং দুর্দশং গগনে সূর্যমণ্ডলম্।। ২
শরণ্যঃ সর্বভূতানাং সুসংমৃষ্টাজিরং সদা। মৃগৈর্বহুভিরাকীর্ণং পক্ষি সঙ্ঘৈঃ সমাবৃতম্।। ৩
পূজিতং চোপনৃত্তঞ্চ নিত্যমপ্সরসাং গণৈঃ। বিশালৈরগ্নিশরণৈঃ স্রগ্ভরাণ্ডৈবজিনৈঃ কুশৈঃ।। ৪
সমিদ্ভিস্তোয়কলশৈঃ ফলমূলৈশ্চ শোভিতম্। আরণ্যৈশ্চ মহাবৃক্ষৈঃ পুণ্যৈঃ স্বাদুফলৈর্বৃতম্।। ৫
বলিহোমার্চিতং পুণ্যং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্। পুষ্পৈশ্চান্যৈঃ পরিক্ষিপ্তং পদ্মিন্যা চ স্বপদ্মযা।। ৬
ফল-মূলাশনৈর্দান্তৈশ্চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরৈঃ। সূর্যবৈশ্বানরাভৈশ্চ পুরাণৈর্মুনিভির্যুতম্।। ৭
পুণ্যৈশ্চ নিয়তাহারৈঃ শোভিতং পরমর্ষিভিঃ। তদ্ব্রহ্মভবনপ্রক্ষং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্।। ৮
ব্রহ্মবিদ্ভির্মাহাভাগৈর্ব্রাহ্মণৈরূপশোভিতম্। তদ্দৃষ্ট্বা রাঘবঃ শ্রীমাংস্তাপসাশ্রমমণ্ডলম্।। ৯
অভ্যগচ্ছন্মহাতেজা বিজ্যং কৃত্বা মহদ্ধনুঃ। দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে রামং দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ।। ১০
অভিজগ্মুস্তদা প্রীতা বৈদেহীঞ্চ যশস্বিনীম্। তে তু সোমমিবোদ্যন্তং দৃষ্ট্বা বৈ ধর্মচারিণম্।। ১১

রাম আত্মজ্ঞানী। দুর্ধর্ষ। মহারণ্য দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করে তিনি তপস্বীদের আশ্রমসমূহ দেখতে পেলেন।। ১ ।। কুশ এবং কাপড়ের টুকরো সেখানে ছড়িয়ে আছে। ব্রাহ্মী শ্রী বিরাজ করছে সর্বত্র। আকাশের সূর্যমণ্ডল ভাস্বর হলে তার দিকে তাকাতে কষ্ট হয়। তেমনি এই আশ্রম-মণ্ডলও ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত হওয়ায় তাকাতে গেলে চোখ যেন ঝলসে যায় *(জ্যোতির্ময় ব্রহ্মার ধ্যানে তপস্বীরা নিরত থাকায় আশ্রমে প্রশান্ত প্রোজ্জ্বল এক সৌন্দর্য বিরাজ করছে। সেটাই ব্রাহ্মী শ্রী)* ।। ২ ।। সকল প্রাণীর কাছেই এই আশ্রম নিরাপদ আশ্রয়। ভালো করে ঝাঁট দেওয়া তার উঠোন। বহুরকমের হরিণ এখানে চরে বেড়াচ্ছে। দল বেঁধে পাখিরা উড়ছে *(অজির—প্রাঙ্গণ, উঠোন। সংসৃষ্ট—ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কৃত)* ।।৩ ।। অপ্সরারা দল বেঁধে এসে নিত্য এখানে পূজা করে। নৃত্য করে। বিশাল অগ্নিশালা আছে এখানে। যজ্ঞের স্রুক্, নানাবিধ পাত্র, মৃগচর্ম এবং কুশ এখানে ছড়িয়ে আছে ।। ৪ ।। যজ্ঞকাষ্ঠ, জলের কলশ এবং ফলমূলে শোভিত এইস্থান। স্বাদু-ফলযুক্ত, বড়ো বড়ো পবিত্র বনবৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে ।। ৫ ।। পশুপাখীকে ভূতবলি তথা আহার্য দান করা হচ্ছে। পবিত্র বেদধ্বনিতে মুখরিত আশ্রমের আকাশ-বাতাস। বনজ ফুল ছড়িয়ে রয়েছে। আছে পদ্মপুকুর। তাতে ফুটে আছে রাশি রাশি পদ্ম।। ৬ ।। এখানে বাস করছেন ফল-মূলাহারী ও জিতেন্দ্রিয় বর্ষীয়ান ঋষিরা। সূর্যের এবং অগ্নির মতো তাঁদের দীপ্তি ।। ৭ ।। আহারে তাঁরা সংযত। দেহ-মন তাঁদের পবিত্র। তাঁদের দ্বারা শোভিত এই আশ্রমশ্রেণী ব্রহ্মভবনের মতোই দেখতে। তাতে ধ্বনিত হচ্ছে ব্রহ্মসূচক বেদমন্ত্র *(নিয়তাহার—আহার যাঁদের সংযত। অন্নমায়ামন—আহারগমন, মনটিও হবে তেমন। সাত্ত্বিক আহারে দেহমন সৎকর্মে অনুপ্রাণিত হবে। পশুর জগতেও মাংসাশী পশু এবং তৃণভোজী পশুর আচরণের পার্থক্য লক্ষণীয়)* ।। ৮ ।। ব্রহ্মবিদ্ পূজনীয় ব্রাহ্মণদের দ্বারা এই আশ্রম-মণ্ডল পরিশোভিত। তা দেখে শ্রীমান রাম বিশাল ধনুটিকে জ্যা-মুক্ত করে তাঁদের কাছে গেলেন। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন সেই মহর্ষিরা রামকে দেখলেন *(বিজ্য—জ্যা তথা গুণমুক্ত করে ধনু ব্যবহারের সময় জ্যা তথা গুণ আরোপ করে বাণ নিক্ষেপ করতে হয়। জ্যা তথা গুণ তথা দড়িটি খোলা থাকলে ধনু ব্যবহার করা যায় না। বীর-ক্ষত্রিয় রামের হাতে ধনু থাকে। কিন্তু ঋষিদের কাছে বিনীতভাবে যাওয়া উচিত বলে ধনুটিকে জ্যা-মুক্ত করে গেলেন)* ।। ৯-১০ ।। ধর্মাচারী সেই ঋষিরা উদয়কালীন চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধদর্শন রাম এবং যশস্বিনী সীতাকে দেখে তাদের এগিয়ে নিতে এলেন ।। ১১ ।। কঠোরভাবে ব্রতপরায়ণ এই ঋষিরা রাম লক্ষ্মণ এবং

লক্ষ্মণং চৈব দৃষ্ট্বা তু বৈদেহীঞ্চ যশস্বিনীম্। মঙ্গলানি প্রযুঞ্জানাঃ প্রত্যগৃহ্নন্ দৃঢ়ব্রতাঃ।। ১২
রূপসংহননং লক্ষ্মীং সৌকুমার্যং সুবেশতাম্। দদৃশুর্বিস্মিতাকারা রামস্য বনবাসিনঃ।। ১৩
বৈদেহীং লক্ষ্মণং রামং নেত্রৈরনিমিষৈরিব। আশ্চর্যভূতান্ দদৃশুঃ সর্বে তে বনবাসিনঃ।। ১৪
অত্রৈনং হি মহাভাগাঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ। অতিথিং পর্ণশালায়াং রাঘবং সংন্যবেশয়ন্।। ১৫
ততো রামস্য সৎকৃত্য বিধিনা পাবকোপমাঃ। আজহ্রুস্তে মহাভাগাঃ সলিলং ধর্মচারিণঃ।। ১৬
মঙ্গলানি প্রযুঞ্জানা মুদা পরময়া যুতাঃ। মূলং পুষ্পং ফলং সর্বমাশ্রমঞ্চ মহাত্মনঃ।। ১৭
নিবেদয়িত্বা ধর্মজ্ঞাস্তে তু প্রাঞ্জলয়োঽব্রুবন্। ধর্মপালো জনস্যাস্য শরণ্যশ্চ মহাযশাঃ।। ১৮
পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ রাজা দণ্ডধরো গুরুঃ। ইন্দ্রস্যৈব চতুর্ভাগঃ প্রজা রক্ষতি রাঘব।। ১৯
রাজা তস্মাদ্ বরান্ ভোগান্ রম্যান্ ভুঙ্‌ক্তে নমস্কৃতঃ। তে বয়ং ভবতা রক্ষ্যা ভবদ্বিষয়বাসিনঃ।
নগরস্থো বনস্থো বা ত্বং নো রাজা জনেশ্বরঃ।। ২০
ন্যস্তদণ্ডা বয়ং রাজন্ জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ। রক্ষণীয়াস্ত্বয়া শশ্বদ্ গর্ভভূতাস্তপোধনাঃ।। ২১
এবমুক্ত্বা ফলৈর্মূলৈঃ পুষ্পৈরন্যৈশ্চ রাঘবম্। বন্যৈশ্চ বিবিধাহারৈঃ সলক্ষ্মণমপূজয়ন্।। ২২
তথান্যে তাপসাঃ সিদ্ধা রামং বৈশ্যানরোপসাঃ। ন্যায়বৃত্তা যথান্যায়ং তর্পয়ামাসুরীশ্বরম্।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ।

যশস্বিনী সীতাকে দেখে মঙ্গল আশিস্ প্রদান করে প্রত্যুদ্গমন করলেন ।। ১২ ।। বনবাসীরা রামের অপরিমিত রূপ, দেহসৌন্দর্য, কোমলতা এবং সুন্দর-বেশ দর্শন করে বিস্মিত হলেন ।। ১৩ ।। তাঁরা সবাই সীতা, রাম এবং লক্ষ্মণকে দেখে আশ্চর্য হয়ে নিষ্পলকনেত্রে তাকিয়ে রৈলেন ।। ১৪।। প্রাণীসকলের কল্যাণ সাধনে নিরত পূজনীয় ঋষিরা সেখানে পর্ণশালাতে রামকে বসালেন ।। ১৫ ।। মহাভাগ সেই ঋষিরা অগ্নির মতো উজ্জ্বল। পবিত্র। ধর্মাচারী। বিধি-অনুসারে সৎকার করে তাঁরা রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে জলদান করলেন।। ১৬ ।। মঙ্গল আশীর্বাদ প্রদান করে তাঁরা পরম আনন্দের সঙ্গে ফলমূল, পুষ্প এবং সমগ্র আশ্রম মহাত্মা রামকে নিবেদন করলেন।। ১৭ ।। ধর্মজ্ঞ ও মহাযশস্বী তাঁরা। করজোড়ে বললেন, আপনি ধর্মকে পালন করেন। জনগণের আপনিই আশ্রয়।। ১৮ ।। হে রাঘব, আপনি পূজনীয়। মাননীয়ও। রাজা আপনি এবং গুরু। দুর্জনের জন্য আপনি দণ্ড ধারণ করেন। ইন্দ্রের চতুর্থ অংশরূপে আপনি প্রজাবর্গকে রক্ষা করেন।। ১৯ ।। সেইজন্য রাজাকে সবাই নমস্কার করে। তিনি রমণীয় শ্রেষ্ঠ ভোগ্য-বস্তুসমূহ ভোগ করেন। আপনার রাজ্যে আমরা বাস করি। সেটা বনই হোক বা নগরই হোক। আপনি জনেশ্বর। আমাদের রক্ষা করা আপনারই কাজ।। ২০।। হে রাজন্, আমরা ক্রোধ এবং ইন্দ্রিয়কে জয় করেছি। তাই আমরা কাউকে দণ্ড দিতে পারি না। তপস্বী আমরা। গর্ভস্থ সন্তানের মতোই অসহায়। আমাদেরকে তাই সদাসর্বদা রক্ষা করা আপনারই কর্তব্য।। ২১।। এইরকম বলে ফল-ফুল, মূল এবং বন্য আহার্যের দ্বারা লক্ষ্মণসহ রামকে তাঁরা অর্চনা করলেন।। ২২ ।। অগ্নির মতো তেজস্বী ও পবিত্র ন্যায়চরিত্র, সিদ্ধ আপরাপর তপস্বীরাও প্রভু রামকে বিধি অনুসারে বন্দনা করলেন।। ২৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের প্রথম (১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।।

বনমধ্যে রামস্য, লক্ষ্মণস্য, সীতায়াশ্চোপরি দুর্দর্শবিরাধস্যাক্রমণম্

কৃতাতিথ্যোঽথ রামস্তু সূর্যস্যোদয়নং প্রতি। আমন্ত্র্য স মুনীন্ সর্বান্ বনমেবাম্বগাহত।। ১

দ্বিতীয় (২) সর্গ

বনের মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতার ওপর ভীষণদর্শন বিরাধের আক্রমণ।

আতিথ্যে রাম সন্তৃপ্ত। সূর্যোদয়ের পর মুনিদেরকে বিদায় জানিয়ে তিনি বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন।। ১।।

নানামৃগগণাকীর্ণমৃক্ষ-শার্দূলসেবিতম্। ধ্বস্তবৃক্ষ-লতা-গুল্মং দুর্দর্শসলিলাশয়ম্।। ২
নিষ্কুজমানশকুনি ঝিল্লিকাগণনাদিতম্। লক্ষ্মণানুচরো রামো বনমধ্যং দদর্শ হ।। ৩
সীতয়া সহ কাকুৎস্থস্তস্মিন্ ঘোরমৃগাযুতে। দদর্শ গিরিশৃঙ্গাভং পুরুষাদং মহাস্বনম্।। ৪
গভীরাক্ষং মহা বক্ত্রং বিকটং বিকটোদরম্। বীভৎসং বিষমং দীর্ঘং বিকৃতং ঘোরদর্শনম্।। ৫
বসানাং চর্ম বৈয়াঘ্রং বসার্দ্রং রুধিরোক্ষিতম্। ত্রাসনং সর্বভূতানাং ব্যাদিতাস্যমিবান্তকম্।। ৬
ত্রীন্ সিংহাংশ্চতুরো ব্যাঘ্রান্ দ্বৌ বৃকৌ পৃষতান্ দশ। সবিষাণং বসাদিগ্ধং গজস্য চ শিরো মহৎ।। ৭
অবসজ্যায়সে শূলে বিনদন্তং মহাস্বনম্। স রামং লক্ষ্মণং চৈব সীতাং দৃষ্ট্বা চ মৈথিলীম্।। ৮
অভ্যধাবংস্তু সংক্রুদ্ধঃ প্রজাঃ কাল ইবান্তকঃ। স কৃত্বা ভৈরবং নাদং চালয়ন্নিব মেদিনীম্।। ৯
অঙ্কেনাদায় বৈদেহীমপাক্রম্য তদাব্রবীৎ। যুবাং জটা-চীরধরৌ সভার্যৌ ক্ষীণজীবিতৌ।। ১০
প্রবিষ্টৌ দণ্ডকারণ্যং শরচাপাসিপাণিনৌ। কথং তাপসয়োর্বাঞ্চ বাসঃ প্রমদয়া সহ।। ১১
অধর্মচারিণৌ পাপৌ কৌ যুবাং মুনিদূষকৌ। অহং বনমিদং দুর্গং বিরাধো নাম রাক্ষসঃ।। ১২
চরামি সায়ুধো নিত্যমৃষিমাংসানি ভক্ষয়ন্। ইয়ং নারী বরারোহা মম ভার্যা ভবিষ্যতি।। ১৩
যুবয়োঃ পাপয়োশ্চাহং পাস্যামি রুধিরং মৃধে। তস্যৈবং ব্রুবতো দুষ্টং বিরাধস্য দুরাত্মনঃ।। ১৪
শ্রুত্বা সগর্বিতং বাক্যং সম্ভ্রান্তা জনকাত্মজা। সীতা প্রবেপিতোদ্বেগাৎ প্রবাতে কদলী যথা।। ১৫
তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ সীতাং বিরাধাঙ্কগতাং শুভাম্। অব্রবীল্লক্ষ্মণং বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা।। ১৬

সেখানে রয়েছে নানাজাতের হরিণ। ভল্লুক এবং ব্যাঘ্র। লতা, গুল্ম, বৃক্ষ সব বিধ্বস্ত। রয়েছে বিশ্রী বহু জলাশয়।। ২।। পাখীরাও শব্দ করছে না। শোনা যাচ্ছে ঝিল্লির শব্দ। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাম বনের মধ্যে এইসব দেখলেন।। ৩।। সীতাকে নিয়ে রাম সেই হিংস্র পশুপূর্ণ অরণ্যে দেখতে পেলেন পর্বতশৃঙ্গের মতো বিশালকায় নরখাদক এক রাক্ষসকে। গর্জন করছে সে ।। ৪।। চোখ গুলো তার ভেতরে ঢুকে গেছে। বিকট মুখ। এবং বিরাট তার মুখগহ্বর। উদরটিও বিকট। ভীষণ লম্বা, বীভৎসদর্শন, বিকৃত এবং ভয়ঙ্কর তার চেহারা।। ৫।। বাঘের কাঁচা চামড়া তার পরণে। তার থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরছে। যম বিরাট হাঁ-করে এলে প্রাণীসকল যেমন ভয় পায় তেমনি তাকে দেখেও সবাই ত্রস্ত *(বসা—মাংস। উক্ষিতম্—বিন্দু বিন্দু। ব্যাদিত—হাঁ-করা। অন্তক—যম)*।। ৬।। তিনটি সিংহ, চারটি বাঘ, দুটি নেকড়ে বাঘ, দশটি চিত্রিত হরিণ, দাঁতাল কাঁচা-মাংসযুক্ত হাতীর বিরাট মাথা শূলে গেঁথে নিয়ে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতাকে দেখে সে ভীষণ গর্জন করছে *(বৃক—নেকড়ে বাঘ, শৃগাল। পৃষত—যে হরিণের গায়ে বিন্দু বিন্দু চিহ্ন থাকে। বিষাণ—দাঁত, শিঙ্)*।। ৭-৮।। ধ্বংসকালে মহাকাল যেমন প্রাণীদের দিকে ধাবিত হন, তেমনি সে ভীষণ রেগে ঘোর গর্জন করে পৃথিবীকে যেন কাঁপিয়ে...।। ৯।। সীতাকে ছিনিয়ে নিয়ে কোলে তুলে বললো, তোরা জটা-চীর ধারণ করে পত্নীকে নিয়ে এই বনে এসেছিস। তোদের প্রাণ গেলো বলে।। ১০।। দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছিস। আবার হাতে নিয়েছিস বাণ, ধনু, আর তরবারি। একটি মেয়েছেলে নিয়ে দু'জনে বাস করছিস। কোন্ ধরণের তপস্বী তোরা?।। ১১।। অধর্মচারী, পাপী কে তোরা দু'জন? মুনিদের দূষিত করছিস? আমি রাক্ষস। বিরাধ আমার নাম। সশস্ত্র হয়ে এই দুর্গম বনে বিচরণ করে আমি নিত্যই ঋষি-মাংস ভক্ষণ করি। এই সুন্দরী নারী আমারই ভার্যা হবে।। ১২-১৩।। পাপাচারী তোরা। যুদ্ধে তোদের দু'জনের রক্ত আমি পান করবো। দুরাত্মা বিরাধের এইরকম দুষ্টবাক্য,... *(মৃধ—যুদ্ধ)*।। ১৪।। যে বাক্য ছিলো আবার গর্বোদ্ধত, তা শুনে জনকদুহিতা সীতা অত্যন্ত ভীতা হয়ে উদ্‌বেগে ঝড়ের কলাগাছের মতো কাঁপতে লাগলেন।। ১৫।। কল্যাণী সীতাকে বিরাধের ক্রোড়-কবলিতা দেখে রামের মুখ শুকিয়ে গেলো। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন—।। ১৬।। সৌম্য, দেখো, রাজা জনকের কন্যা, আমার ভার্যা, মঙ্গলময় যাঁর আচরণ, বিরাধের অঙ্কে তাঁকে জোর করে টেনে নেওয়া

পশ্য সৌম্য নরেন্দ্রস্য জনকস্যাত্মসম্ভবাম্। মম ভার্যাং শুভাচারাং বিরাধাঙ্কে প্রবেশিতাম্।। ১৭
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্। যদভিপ্রেতমস্মাসু প্রিয়ং বরবৃতঞ্চ যৎ।। ১৮
কৈকেয্যাস্তু সুসংবৃত্তং ক্ষিপ্রমদ্যৈব লক্ষ্মণ। যা ন তুষ্যতি রাজ্যেন পুত্রার্থে দীর্ঘদর্শিনী।। ১৯
যয়াহং সর্বভূতানাং প্রিয়ঃ প্রস্থাপিতো বনম্। অদ্যেদানীং সকামা সা য়া মাতা মধ্যমা মম।। ২০
পরস্পর্শাত্তু বৈদেহ্যা ন দুঃখতরমস্তি মে। পিতুর্বিনাশাৎ সৌমিত্রে স্বরাজ্যহরণাত্তথা।। ২১
ইতি ব্রুবতি কাকুৎস্থে বাষ্পশোকপরিপ্লুতঃ। অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো রুদ্ধো নাগ ইব শ্বসন্।। ২২
অনাথ ইব ভূতানাং নাথস্ত্বং বাসবোপমঃ। ময়া প্রেষ্যেণ কাকুৎস্থ কিমর্থং পরিতপ্যসে।। ২৩
শরেণ নিহতস্যাদ্য ময়া ক্রুদ্ধেন রক্ষসঃ। বিরাধস্য গতাসোর্হি মহী পাস্যতি শোণিতম্।। ২৪
রাজ্যকামে মম ক্রোধো ভরতে যো বভূব হ। তং বিরাধে বিমোক্ষ্যামি বজ্রী বজ্রমিবাচলে।। ২৫
মম ভুজবলবেগবেগিতঃ পততু শরোঽস্য মহান্মহোরসি।
ব্যপনয়তু তনোশ্চ জীবিতং পততু ততশ্চ মহীং বিঘূর্ণিতঃ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

হয়েছে ।। ১৭।। যশস্বিনী এই রাজকন্যা কতোই না সুখে পরিবর্ধিত হয়েছেন। তাঁর আজ এই অবস্থা! আমাদের যে অনিষ্ট কৈকেয়ীর অভিপ্রেত ছিলো, যা তাঁর প্রিয় ছিলো, যারজন্য তিনি বর চেয়েছিলেন... ।। ১৮।। লক্ষ্মণ, অতি তাড়াতাড়িই ঘটে গেলো। দূরদর্শিনী তিনি পুত্রের জন্য রাজ্য পেয়েও তুষ্ট হন নি ।। ১৯।। প্রাণীসকল আমায় ভালোবাসলেও তিনি আমাকে বনে পাঠিয়েছেন। আজ আমার সেই মেজো মা'র কামনা পূর্ণ হলো ।। ২০।। ভাই সৌমিত্রে, রাজ্যহরণ, বাবার মৃত্যু, পরে সীতার পরপুরুষ স্পর্শ— এর চেয়ে বেশী দুঃখের আর কি আছে?।। ২১।। শোকে চোখের জলে রাম যখন এই কথা বলছিলেন, তখন বৃদ্ধ, ক্রুদ্ধ সর্পের মতো দীর্ঘ তপ্তনিঃশ্বাস ফেলে লক্ষ্মণ বললেন— ।। ২২।। বীর ককুৎস্থের বংশধর আপনি। ইন্দ্রের মতো। সকল প্রাণীর আপনি নাথস্বরূপ। আমার মতো ভৃত্য থাকতে আপনি পরিতাপ করছেন কেন? ।। ২৩।। আজই আমি ক্রোধের সঙ্গে রাক্ষস বিরাধকে শরাঘাতে হত্যা করবো। নিহত হবার পর তার রক্ত পান করবে ধরিত্রী।। ২৪।। রাজ্যকামী ভরতের প্রতি আমার যে ক্রোধ হয়েছিলো, ইন্দ্রের ন্যায় পর্বতে বজ্রনিক্ষেপের মতো আমিও আমার সেই ক্রোধ আজ বিরাধের ওপর নিক্ষেপ করবো।। ২৫।। আমার বাহুর বেগে তীব্রগতি হয়ে এই বাণ বিরাধের বিরাট বুকে নিক্ষিপ্ত হোক। তার দেহ থেকে প্রাণকে বের করে দিক। তারপর ঘূর্ণিত হয়ে ভূতলে পতিত হোক।। ২৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের দ্বিতীয় (২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।।

রাম-বিরাধয়োর্বাক্যবিনিময়ঃ, বিরাধোপরি রাম-লক্ষ্মণয়োঃ শস্ত্রাঘাতঃ, ভ্রাতরৌ স্কন্ধেন সংবাহ্য বিরাধস্য ঘোরকান্তারপ্রবেশশ্চ।

অথোবাচ পুনর্বাক্যং বিরাধঃ পূরয়ন্ বনম্। পৃচ্ছতো মম হি ব্রূতং কৌ যুবাং ক্ব গমিষ্যথঃ।। ১

তৃতীয় (৩) সর্গ

রাম এবং বিরাধের মধ্যে বাক্যবিনিময়। বিরাধের ওপর রাম ও লক্ষ্মণের অস্ত্রাঘাত।
দুই ভাইকে কাঁধে নিয়ে বিরাধের গভীর বনে প্রবেশ।

সারা বনকে কাঁপিয়ে উচ্চৈঃস্বরে তখন বিরাধ বললো, আমায় বল, তোরা দু'জন কে? কোথায় যাবি?।।১।।

তমুবাচ ততো রামো রাক্ষসং জ্বলিতাননম্। পৃচ্ছন্তং সুমহাতেজা ইক্ষ্বাকুকুলমাত্মনঃ।। ২
ক্ষত্রিয়ৌ বৃত্তসম্পন্নৌ বিদ্ধি নৌ বনগোচরৌ। ত্বাং তু বেদিতুমিচ্ছাবঃ কস্ত্বং চরসি দণ্ডকান্।। ৩
তমুবাচ বিরাধস্তু রামং সত্যপরাক্রমম্। হন্ত বক্ষ্যামি তে রাজন্ নিবোধ মম রাঘব।। ৪
পুত্রঃ কিল জবস্যাহং মাতা মম শতহ্রদা। বিরাধ ইতি মামাহুঃ পৃথিব্যাং সর্বরাক্ষসাঃ।। ৫
তপসা চাভিসম্প্রাপ্তা ব্রহ্মণো হি প্রসাদজা। শস্ত্রেণাবধ্যতা লোকেঽচ্ছেদ্যাভেদ্যত্বমেব চ।। ৬
উৎসৃজ্য প্রমদামেনামনপেক্ষৌ যথাগতম্। ত্বরমাণৌ পলায়েথাং ন বাং জীবিতমাদদে।। ৭
তং রামঃ প্রত্যুবাচেদং কোপসংরক্তলোচনঃ। রাক্ষসং বিকৃতাকারং বিরাধং পাপচেতসম্।। ৮
ক্ষুদ্র ধিক্ ত্বাং তু হীনার্থং মৃত্যুমন্বেষসে ধ্রুবম্। রণে প্রাপ্স্যসি সংতিষ্ঠ ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে।। ৯
ততঃ সজ্জং ধনুঃ কৃত্বা রামঃ সুনিশিতান্ শরান্। সুশীঘ্রমভিসন্ধায় রাক্ষসং নিজঘান হ।। ১০
ধনুষা জ্যাগুণবতা সপ্ত বাণান্ মুমোচ হ। রুক্মপুঙ্খান্মহাবেগান্ সুপর্ণানিলতুল্যগান্।। ১১
তে শরীরং বিরাধস্য ভিত্ত্বা বর্হিণবাসসঃ। নিপেতুঃ শোণিতাদিগ্ধা ধরণ্যাং পাবকোপমাঃ।। ১২
স বিদ্ধো ন্যস্য বৈদেহীং শূলমুদ্যম্য রাক্ষসঃ। অভ্যদ্রবৎ সুসংক্রুদ্ধস্তদা রামং সলক্ষ্মণম্।। ১৩
স বিনদ্য মহানাদং শূলং শক্রধ্বজোপমম্। প্রগৃহ্যাশোভত তদা ব্যাত্তানন ইবান্তকঃ।। ১৪
অথ তৌ ভ্রাতরৌ দীপ্তং শরবর্ষং ববর্ষতুঃ। বিরাধে রাক্ষসে তস্মিন্ কালান্তকযমোপমে।। ১৫
স প্রহস্য মহারৌদ্রঃ স্থিত্বাজৃম্ভত রাক্ষসঃ। জৃম্ভমাণস্য তে বাণাঃ কায়ান্নিষ্পেতুরাশুগাঃ।। ১৬
স্পর্শাত্তু বরদানেন প্রাণান্ সংরোধ্য রাক্ষসঃ। বিরাধঃ শূলমুদ্যম্য রাঘবাবভ্যধাবত।। ১৭

রাক্ষসের মুখটি তখন রাগে জ্বলছিলো। সু-মহাতেজস্বী রাম তাকে বললেন, আমরা ইক্ষ্বাকুবংশের সন্তান।। ২ ।। ক্ষত্রিয় আমরা। ক্ষত্রিয়ের কাজই করে থাকি। আমরা এখন বনে আছি। এটিই জেনে রাখ। আমরাও তোর কাছে জানতে চাইছি, কে তুই? কেনই বা এই দণ্ডকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস।।৩ ।। বিরাধ তখন সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমশালী রামকে বললো, ওরে রাজা রাম, তোকে বলছি। শোন্।। ৪ ।। আমি যমের পুত্র। আমার মা হলেন শতহ্রদা। পৃথিবীর সকল রাক্ষস আমাকে বিরাধ বলে ডাকে।। ৫ ।। তপস্যা করে ব্রহ্মার প্রসাদে আমি বর পেয়েছি, জগতে শস্ত্রের দ্বারা আমি অচ্ছেদ্য। এবং অভেদ্য ।।৬ ।। এই মহিলাটিকে ছেড়ে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা না করে যেখান থেকে তোরা এসেছিস, সেখানে পালিয়ে যা। নৈলে, তোদের প্রাণ আমি নিয়ে নেবো ।। ৭ ।। পাপচিত্ত, বিকৃত, রাক্ষস বিরাধের চোখ রাগে লাল হয়ে গেছে। প্রত্যুত্তরে রাম তাকে বললেন—।।৮ ।। ওরে নীচ, তোকে ধিক্। তোর অভিপ্রায় অত্যন্ত হীন। নিশ্চয়ই তুই মৃত্যুকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস। দাঁড়া, যুদ্ধে উচিত শিক্ষা তুই পাবি। আমি জীবিত থাকতে তোর পরিত্রাণ নেই।। ৯ ।। রাম এবার ধনুতে জ্যা-আরোপ করে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ শর অতি সত্বর সন্ধান করে রাক্ষসকে হত্যা করলেন।।১০।। জ্যা-গুণসম্পন্ন ধনু দিয়ে সাতটি বাণ তিনি নিক্ষেপ করলেন। বাণগুলির গোড়ার দিক ছিলো সোনায়-মোড়া। গরুড় এবং বায়ুর মতো তীব্র ছিলো তাদের গতি *(পুঙ্খ—বাণের গোড়া)*।। ১১ ।। ময়ূরপুচ্ছযুক্ত, আগুনের মতো সেই বাণগুলি বিরাধের শরীর বিদীর্ণ করে রক্তসিক্ত হয়ে ভূতলে গিয়ে পড়লো ।। ১২ ।। তীরবিদ্ধ সেই রাক্ষস তখন সীতাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে শূল তুলে অত্যন্ত রেগে রাম আর লক্ষ্মণের দিকে ছুটে গেলো।। ১৩ ।। ভীষণ গর্জন করে ইন্দ্রের পতাকার মতো শূলটি তুলে সে যখন আসছিলো, মনে হচ্ছিলো যেন যম বিরাট হাঁ-করে করে ছুটে আসছেন।। ১৪ ।। কালান্তক যমের মতো রাক্ষস সেই বিরাধের ওপর দুই ভাই তখন তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করতে লাগলেন *(ব্যাত্তানন—ব্যাত্ত+আনন=হাঁ-করা মুখ)*।। ১৫ ।। ভীষণ রাক্ষস তখন হেসে হাই তুললো। হাই তোলার সময় শরীর থেকে বাণগুলো সব দ্রুত বেরিয়ে এলো।। ১৬ ।। ব্রহ্মা-প্রদত্ত বরদানের প্রভাবে রাক্ষস বিরাধ বাণের আঘাতেও প্রাণে বেঁচে রৈলো। শূল উঁচিয়ে সে তখন রঘুবংশধর দু'জনের দিকে ছুটে গেলো।। ১৭ ।। আকাশে শূলটি জ্বলছিলো। শস্ত্রধারীদের

তচ্ছূলং বজ্রসঙ্কাশং গগনে জ্বলনোপমম্। দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং চিচ্ছেদ রামঃ শস্ত্রভৃতাং বরঃ।। ১৮
তদ্রামবিশিখৈশ্ছিন্নং শূলং তস্যাপতদ্ ভুবি। পপাতাশনিনাচ্ছিন্নং মেরোরিব শিলাতলম্।। ১৯
তৌ খড়্গৌ ক্ষিপ্রমুদ্যম্য কৃষ্ণসর্পাবিবোদ্যতৌ। তূর্ণমাপেততুস্তস্য তদা প্রহরতাং বলাৎ।। ২০
স বধ্যমানঃ সুভৃশং ভুজাভ্যাং পরিগৃহ্য তৌ। অপ্রকম্প্যৌ নরব্যাঘ্রৌ রৌদ্রঃ প্রস্থাতুমৈচ্ছত।। ২১
তস্যাভিপ্রায়মাজ্ঞায় রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ। বহত্বয়মলং তাবৎ পথানেন তু রাক্ষসঃ।। ২২
যথা চেচ্ছতি সৌমিত্রে তথা বহতু রাক্ষসঃ। অয়মেব হি নঃ পন্থা যেন যাতি নিশাচরঃ।। ২৩
স তু স্ববলবীর্যেণ সমুৎক্ষিপ্য নিশাচরঃ। বালাবিব স্কন্ধগতৌ চকারাতিবলোদ্ধতঃ।। ২৪
তাবারোপ্য ততঃ স্কন্ধং রাঘবৌ রজনীচরঃ। বিরাধো বিনদন্ ঘোরং জগামাভিমুখো বনম্।। ২৫
বনং মহামেঘনিভং প্রবিষ্টো দ্রুমৈর্মহদ্ভির্বিবিধৈরুপেতম্।
নানাবিধৈঃ পক্ষিকুলৈর্বিচিত্রং শিবাযুতং ব্যালমৃগৈর্বিকীর্ণম্।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাম দু'টিমাত্র শরনিক্ষেপ করে সেটিকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন।। ১৮ ।। রামের বাণে ছিন্ন শূলটি মাটিতে পড়ে গেলো। যেন বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ হয়ে মেরুপর্বতের শিলাখণ্ড ভূতলে পতিত হলো।। ১৯।। তখন তাঁরা দু'জনে উদ্যত কৃষ্ণসর্পের মতো দু'টি খড়্গ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তুলে তার ওপর পড়ে তাকে সবলে আঘাত করতে লাগলেন।। ২০ ।। সেই নরশ্রেষ্ঠ দু'জন ভীষণভাবে ঐ রাক্ষসকে আঘাত করতে থাকলেন। রুদ্ররূপ ধরে সে বাহু দ্বারা তুলে নিয়ে চলে যেতে চাইলো। কিন্তু তাতে রাম-লক্ষ্মণ ভয়ে কম্পিত হলেন না।। ২১।। তার অভিপ্রায় জেনে নিয়ে লক্ষ্মণকে রাম বললেন, এই পথেই রাক্ষসটি আমাদেরকে বহন করে নিয়ে যাক।। ২২ ।। যেখানে ইচ্ছে। যে পথে রাক্ষস চলছে তা আমাদেরো পথ ।। ২৩।। সেই নিশাচর শক্তির গর্বে অতি উদ্ধত। সে নিজের বলবীর্যের দ্বারা রাম-লক্ষ্মণকে দু'টি বালকের মতো জোর করে কাঁধে তুলে নিলো।। ২৪ ।। রঘুবংশধর দু'জনকে কাঁধে তুলে রাক্ষস বিরাধ ভয়ঙ্কর চীৎকার করতে করতে বনের দিকে ছুটে গেলো।। ২৫ ।। বনে ছিলো নানাবিধ বৃহদ্ বৃক্ষরাজি। দূর থেকে তাকে মহামেঘের মতো দেখাচ্ছিলো। নানারকমের পাখীতে মনোহর এই বন। শৃগাল এবং হিংস্র জন্তুপূর্ণ। রাক্ষস এবার সেখানে প্রবেশ করলো।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের তৃতীয় (৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্থঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্বিরাধবধঃ।

হ্রিয়মাণৌ তু কাকুৎস্থৌ দৃষ্ট্বা সীতা রঘূত্তমৌ। উচ্চৈঃস্বরেণ চুক্রোশ প্রগৃহ্য সুমহাভুজৌ।। ১
এষ দাশরথী রামঃ সত্যবান্ শীলবান্ শুচিঃ। রক্ষসা রৌদ্ররূপেণ হ্রিয়তে সহলক্ষ্মণঃ।। ২

চতুর্থ (৪) সর্গ

রাম এবং লক্ষ্মণের দ্বারা বিরাধ-বধ।

রাম ও লক্ষ্মণ। রঘুবংশের উত্তম দুই সন্তান। ককুৎস্থের বংশধর। তাদেরকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে দেখে সীতা তাঁর সুন্দর বাহু দু'টি উত্তোলন করে চীৎকার করতে লাগলেন।। ১ ।। দশরথপুত্র রাম সত্যবান। চরিত্রবান। এবং পবিত্র ভীষণদর্শন রাক্ষস তাঁকে লক্ষ্মণসহ হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।। ২ ।। বনে ভল্লুকেরা

মামৃক্ষা ভক্ষয়িষ্যন্তি শার্দূলদ্বিপিনস্তথা। মাং হরোৎসৃজ কাকুৎস্থৌ নমস্তে রাক্ষসোত্তম।। ৩
তস্যাস্তদ্‌বচনং শ্রুত্বা বৈদেহ্যা রাম-লক্ষ্মণৌ। বেগং প্রচক্রতুর্বীরো বধে তস্য দুরাত্মনঃ।। ৪
তস্য রৌদ্রস্য সৌমিত্রিঃ সব্যং বাহুং বভঞ্জ হ। রামস্তু দক্ষিণং বাহুং তরসা তস্য রক্ষসঃ।। ৫
স ভগ্নবাহুঃ সংবিগ্নঃ পপাতাশু বিমূর্চ্ছিতঃ। ধরণ্যাং মেঘসঙ্কাশো বজ্রভিন্ন ইবাচলঃ।। ৬
মুষ্টিভির্বাহুভিঃ পদ্ভিঃ সূদয়ন্তৌ তু রাক্ষসম্। উদ্যম্যোদ্যম্য চাপ্যেনং স্থণ্ডিলে নিষ্পিপেষতুঃ।। ৭
স বিদ্ধো বহুভির্বাণৈঃ খড়্গাভ্যাঞ্চ পরিক্ষতঃ। নিষ্পিষ্টো বহুধা ভূমৌ ন মমার স রাক্ষসঃ।। ৮
তং প্রেক্ষ্য রামঃ সুভৃশমবধ্যমচলোপমম্। ভয়েষ্বভয়দঃ শ্রীমানিদং বচনমব্রবীৎ।। ৯
তপসা পুরুষব্যাঘ্র রাক্ষসোঽয়ং ন শক্যতে। শস্ত্রেণ যুধি নির্জেতুং রাক্ষসং নিখনাবহে।। ১০
কুঞ্জরস্যেব রৌদ্রস্য রাক্ষসস্যাস্য লক্ষ্মণ। বনেঽস্মিন্ সুমহচ্ছ্বভ্রং খন্যতাং রৌদ্রবর্চসঃ।। ১১
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামঃ প্রদরঃ খন্যতামিতি। তস্থৌ বিরাধমাক্রম্য কণ্ঠে পাদেন বীর্যবান্।। ১২
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবেণোক্তং রাক্ষসঃ প্রশ্রিতং বচঃ। ইদং প্রোবাচ কাকুৎস্থং বিরাধঃ পুরুষর্ষভম্।। ১৩
হতোঽহং পুরুষব্যাঘ্র শক্রতুল্যবলেন বৈ। ময়া তু পূর্বং ত্বং মোহান্ন জ্ঞাতঃ পুরুষর্ষভ।। ১৪
কৌসল্যা সুপ্রজাস্তাত রামস্ত্বং বিদিতো ময়া। বৈদেহী চ মহাভাগা লক্ষ্মণশ্চ মহাযশাঃ।। ১৫
অভিশাপাদহং ঘোরাং প্রবিষ্টো রাক্ষসীং তনুম্। তুম্বুরুর্নাম গন্ধর্বঃ শপ্তো বৈশ্রবণেন হি।। ১৬
প্রসাদ্যমানশ্চ ময়া সোঽব্রবীন্মাং মহাযশাঃ। যদা দাশরথী রামস্ত্বাং বধিষ্যতি সংযুগে।। ১৭
তদা প্রকৃতিমাপন্নো ভবান্ স্বর্গং গমিষ্যতি। অনুপস্থীয়মানো মাং স ক্রুদ্ধো ব্যাজহার হ।। ১৮

আমায় খেয়ে ফেলুক ; বাঘ, হাতী আমাকে হত্যা করুক ; হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, তোমায় নমস্কার। তুমি এঁদের ছেড়ে দাও। আমাকে হরণ করো।। ৩ ।। সীতার ঐ কথা শুনে বীর রাম এবং লক্ষ্মণ দুরাত্মা রাক্ষসের বধের জন্য ত্বরান্বিত হলেন।। ৪ ।। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ সেই ভীষণ রাক্ষসের বাম বাহু এবং রাম তাড়াতাড়ি তার ডান বাহু ভেঙে ফেললেন *(তরসা—সত্বর। সব্য—বাম)*।। ৫ ।। বজ্রের দ্বারা বিদীর্ণ পাহাড়ের মতো ভগ্নবাহু, মেঘের মতো ব্যাকুল সেই রাক্ষস বিশেষভাবে মূর্ছিত হয়ে ভূতলে পড়ে গেলো।। ৬ ।। তাঁরা দু'জনে মুষ্টি, বাহু, এবং পা দিয়ে রাক্ষসকে দলতে দলতে বারংবার তুলে আছাড় মারতে মারতে মাটিতে ফেলে নিষ্‌পেষণ করতে লাগলেন।। ৭ ।। রাক্ষসটি বহুবিধ বাণের দ্বারা বিদ্ধ এবং দু'জনের খড়্গ দু'টির দ্বারা আহত হলো। মাটিতে বহুভাবে পিষ্ট হয়েও সে কিন্তু মরলে না ।। ৮।। ভয়ের মধ্যে অভয়দানকারী শ্রীমান রাম পাহাড়ের মতো সেই রাক্ষসকে অবধ্য দেখে বললেন—।। ৯ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ, দেখো, তপস্যায় বলীয়ান এই রাক্ষসকে যুদ্ধে পূরোপূরি পরাজিত করা যাচ্ছে না। চলো, একে মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলি।। ১০ ।। হাতীর জন্য যেমন গর্ত খোঁড়া হয়, তেমনি এই ভীষণ তেজস্বী রাক্ষসের জন্যও এইবনে একটি বেশ বড়ো মাপের গর্ত খুঁড়ে ফেলো *(শ্বভ্র—গর্ত)*।। ১১ ।। লক্ষ্মণকে বললেন, গর্ত খনন করো। আর বীর্যবান রাম নিজে বিরাধের গলায় পা দিয়ে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রৈলেন।। ১২ ।। রাক্ষস বিরাধ রামের কথা শুনে পুরুষশ্রেষ্ঠ রামকে বিনীতভাবে বললো— *(প্রশ্রিত—বিনীত)*।। ১৩ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি ইন্দ্রতুল বলবান। আপনার দ্বারা আমি নিহত হবো। হে পুরুষোত্তম, মোহবশতঃ আমি আপনাকে আগে চিনতে পারি নি।। ১৪ ।। কৌশল্যা আপনাকে পেয়ে সৎপুত্রবতী। আপনি যে রাম এখন চিনতে পারলাম। চিনতে পারলাম মহাভাগ্যবতী সীতাদেবী এবং মহাযশস্বী লক্ষ্মণকেও।। ১৫ ।। অভিশপ্ত হয়ে আমি এই ভীষণ রাক্ষসের দেহে প্রবেশ করেছি। আমি তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব। কুবের আমায় অভিশাপ দিয়েছিলেন।। ১৬ ।। কেঁদে কেটে আমি তাকে প্রসন্ন করায় সেই মহাযশস্বী আমাকে বললেন, যখন যুদ্ধে দশরথপুত্র রাম তোমাকে বধ করবেন... *(সংযুগ—যুদ্ধ)*।। ১৭ ।। তখন তুমি তোমার স্বাভাবিক গন্ধর্ব-দেহ পেয়ে স্বর্গে যাবে। তাঁর কাছে যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়ায় তিনি রেগে আমায় অভিশাপ দিয়েছিলেন।। ১৮ ।। রম্ভার প্রতি

ইতি বৈশ্রবণো রাজা রম্ভাসক্তমুবাচ হ। তব প্রসাদান্মুক্তোঽহমভিশাপাৎ সুদারুণাৎ।। ১৯
ভবনং স্বং গমিষ্যামি স্বস্তি বোঽস্তু পরন্তপ। ইতো বসতি ধর্মাত্মা শরভঙ্গঃ প্রতাপবান্।। ২০
অধ্যর্ধযোজনে তাত মহর্ষিঃ সূর্যসন্নিভঃ। তং ক্ষিপ্রমভিগচ্ছ ত্বং স তে শ্রেয়োঽভিধাস্যতি।। ২১
অবটে চাপি মাং রাম নিক্ষিপ্য কুশলী ব্রজ। রক্ষসাং গত সত্ত্বানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।। ২২
অবটে যে নিধীয়ন্তে তেষাং লোকাঃ সনাতনাঃ। এবমুক্ত্বা তু কাকুৎস্থং বিরাধঃ শরপীড়িতঃ।। ২৩
বভূব স্বর্গসংপ্রাপ্তো ন্যস্তদেহো মহাবলঃ। তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো বাক্যং লক্ষ্মণং ব্যাদিদেশ হ।। ২৪
কুঞ্জরস্যেব রৌদ্রস্য রাক্ষসস্যাস্য লক্ষ্মণ। বনেঽস্মিন্ সুমহান্ শ্বভ্রঃ খন্যতাং রৌদ্রকর্মণঃ।। ২৫
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং রামঃ প্রদরঃ খন্যতামিতি। তস্থৌ বিরাধমাক্রম্য কণ্ঠে পাদেন বীর্যবান্।। ২৬
ততঃ খনিত্রমাদায় লক্ষ্মণঃ শ্বভ্রমুত্তমম্। অখনৎ পার্শ্বতস্তস্য বিরাধস্য মহাত্মনঃ।। ২৭
তং মুক্তকণ্ঠমুৎক্ষিপ্য শঙ্কুকর্ণং মহাস্বনম্। বিরাধং প্রাক্ষিপচ্ছ্বভ্রে নদন্তং ভৈরবস্বনম্।। ২৮
তমাহবে দারুণমাশুবিক্রমৌ স্থিরাবুভৌ সংযতি রাম-লক্ষ্মণৌ।
মুদান্বিতৌ চিক্ষিপতুর্ভয়াবহং নদন্তমুৎক্ষিপ্য বলেন রাক্ষসম্।। ২৯
অবধ্যতাং প্রেক্ষ্য মহাসুরস্য তৌ শিতেন শস্ত্রেণ তদা নরর্ষভৌ।
সমর্থ চাত্যর্থবিশারদাবুভৌ বিলে বিরাধস্য বধং প্রচক্রতুঃ।। ৩০
স্বয়ং বিরাধেন হি মৃত্যুমাত্মনঃ প্রসহ্য রামেণ যথার্থমীপ্সিতঃ।

আসক্ত হওয়ায় আমি যেতে পারি নি। পরিণামে ধনাধিপতি কুবেরের এই অভিশাপ। এখন আপনার করুণায় সেই দারুণ অভিশাপ থেকে আমি মুক্ত হলাম।। ১৯ ।। হে পরন্তপ, এবার আমি নিজের গৃহে চলে যাবো। আপনার কল্যাণ হোক। তপঃপ্রতাপী, ধর্মপ্রাণ শরভঙ্গ এখান থেকে কিছুটা দূরে বাস করেন।। ২০ ।। বৎস, সেটা প্রায় অর্ধ যোজন দূর। সেই মহর্ষি সূর্যের মতো তেজস্বী। তাড়াতাড়ি আপনি তাঁর কাছে চলে যান। তিনি আপনার কল্যাণ করবেন ।। ২১ ।। রাম, গর্তে আমায় নিক্ষেপ করে নিশ্চিন্তে আপনি চলে যান। প্রাণ চলে গেলে গর্তেই দেহ পুঁতে দেওয়া রাক্ষসদের চিরন্তন ধর্ম (অবট্—*গর্ত। প্রাচীন ভারতে আর্যাচারের বাইরের লোকেদের দেহ শ্মশানে দগ্ধ করার পরিবর্তে সমাধিস্থই করা হতো। মুসলমান এবং খৃষ্টানরা আর্যাচার বহির্ভূত। তাঁদেরো দেহ তাই সমাধিস্থ করা হয়*)।। ২২ ।। গর্তে যাদের নিক্ষেপ করা হয় অর্থাৎ সমাধিস্থ করা হয় সেই রাক্ষসেরা চিরন্তন আনন্দময় লোকে গমন করে। রামকে এই কথা বলে শরাঘাতে জর্জরিত বলশালী বিরাধ দেহত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেলে লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন— (*এইসব রাক্ষসেরা স্ব স্ব স্বাভাবিক দেহ ত্যাগ করে অভিশাপের ফলে রাক্ষসাদির দেহধারণ করেছিলো। মহজ্জনের হস্তে মৃত্যুর ফলে পাপমুক্তি হলো। তাই তাদেরও স্বর্গগমন সুলভ। "স্বকর্মসূত্র গ্রথিতো হি লোক ঃ"— নীতি প্রতিষ্ঠিত হলো*)।। ২৩-২৪ ।। লক্ষ্মণ, বিরাট হাতীর জন্য যেমন বিশাল গর্ত করতে হয় তেমনি এই ভীষণকর্মা রাক্ষসের জন্যও এই বনে গভীর গর্ত খনন করো।। ২৫ ।। গর্ত খনন করো— এই কথা লক্ষ্মণকে বলে বীর্যবান রাম বিরাধকে আক্রমণ করে আর গলায় পা দিয়ে চেপে দাঁড়িয়ে রৈলেন (*প্রদর—গর্ত*)।। ২৬ ।। তারপর খন্তা নিয়ে লক্ষ্মণ মহাত্মা বিরাধের পাশেই বিশাল এক গর্ত খনন করলেন।। ২৭ ।। রাম তার গলা ছেড়ে দিয়ে বিশাল কর্ণ, ঘোর-নিনাদ বিরাধকে সেই গর্তে নিক্ষেপ করলেন। সে তখন ভীষণ গর্জন করতে লাগলো (*শঙ্কু—বাণ। এখানে বিশাল*)।। ২৮ ।। যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণ দু'জনই ক্ষিপ্র-বিক্রমী। যুদ্ধে তাঁরা অচঞ্চল। আনন্দের সঙ্গে তাঁরা ভয়ঙ্কর গর্জনকারী রাক্ষসকে তুলে নিয়ে সবলে গর্তে ছুঁড়ে দিলেন।। ২৯ ।। তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা অবধ্য চিন্তা করে নরশ্রেষ্ঠ সেই দু'জন অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে মহা-অসুরকে গর্তে ফেলেই বধ সম্পাদন করলেন।। ৩০ ।। স্বয়ং বিরাধই বনচারী রামের হাতে নিজের বলপূর্বক মৃত্যুকামনা করেছিলেন।

নিবেদতিঃ কাননচারিণা স্বয়ং ন মে বধঃ শস্ত্রকৃতো ভবেদিতি।। ৩১
তদেব রামেণ নিশম্য ভাষিতং কৃতা মতিস্তস্য বিলপ্রবেশনে।
বিলঞ্চ তেনাতিবলেন রক্ষসা প্রবেশ্যমানেন বনং বিনাদিতম্।। ৩২
প্রহৃষ্টরূপাবিব রাম-লক্ষ্মণৌ বিরাধমুর্বাং প্রদরে নিপাত্য তম্।
ননন্দতুর্বীতভয়ৌ মহাবনে শিলাভিরন্তর্দধতুশ্চ রাক্ষসম্।। ৩৩
ততস্তু তৌ কাঞ্চনচিত্রকার্মুকৌ নিহত্য রক্ষঃ পরিগৃহ্য মৈথিলীম্।
বিজহ্রতুস্তৌ মুদিতৌ মহাবনে দিবি স্থিতৌ চন্দ্র-দিবাকরাবিব।। ৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ।

তিনি বলেছিলেন যে, মৃত্যু শস্ত্রের দ্বারা তো হবেই না *(প্রসহ্য—বলপূর্বক)*।।৩১ ।।তার কথা শুনে রাম তাকে গর্তে চাপা দেবার জন্য মতিস্থির করলেন। রাক্ষসকে যখন গর্তে প্রবেশ করানো হচ্ছিলো, তখন তার গর্জনে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো *(বিল—গর্ত)*।।৩২।। বিরাধকে মাটিতে গর্তে ফেলে দিয়ে রাম-লক্ষ্মণ যেন অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। গভীর অরণ্যে রাক্ষসকে পাথর-চাপা দিয়ে নির্ভয় হয়ে আনন্দপ্রকাশ করলেন।। ৩৩।। এবার সোনার দ্বারা খচিত ধনুর্ধর তাঁরা দু'জন রাক্ষসকে হত্যা করে সীতাকে নিয়ে মহারণ্যে মহানন্দে আকাশে স্থিত চন্দ্র এবং সূর্যের মতো বিহার করতে লাগলেন।। ৩৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের চতুর্থ (৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামাদীনাং মুনি-শরভঙ্গাশ্রমগমনম্, তত্র সদেবগণ-দেবরাজ-মহেন্দ্রস্য দর্শনলাভঃ,
শ্রীরামাদীন্ প্রতি মুনেঃ সাদরাভ্যর্থনাসম্পাদনম্, ততো মুনের্ব্রহ্মলোকগমনঞ্চ।

হত্বা তু তং ভীমবলং বিরাধং রাক্ষসং বনে। ততঃ সীতাং পরিষ্বজ্য সমাশ্বাস্য চ বীর্যবান্।। ১
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্। কষ্টং বনমিদং দুর্গং ন চ স্মো বনগোচরাঃ।। ২
অভিগচ্ছামহে শীঘ্রং শরভঙ্গং তপোধনম্। আশ্রমং শরভঙ্গস্য রাঘবোঽভিজগাম হ।। ৩
তস্য দেবপ্রভাবস্য তপসা ভাবিতাত্মনঃ। সমীপে শরভঙ্গস্য দদর্শ মহদদ্ভুতম্।। ৪
বিভ্রাজমানং বপুষা সূর্য-বৈশ্বানরপ্রভম্। রথপ্রবরমারূঢমাকাশে বিবুধানুগম্।। ৫
অসংস্পৃশন্তং বসুধাং দদর্শ বিবুধেশ্বরম্। সম্প্রভাভরণং দেবং বিরজোঽম্বরধারিণম্।। ৬
তদ্বিধৈরেব বহুভিঃ পুজ্যমানং মহাত্মভিঃ। হরিতৈর্বাজিভির্যুক্তমন্তরিক্ষগতং রথম্।। ৭

পঞ্চম (৫) সর্গ

শ্রীরাম প্রমুখের শরভঙ্গমুনির আশ্রমগমন। সেখানে দেবগণসহ দেবরাজ ইন্দ্রের দর্শনলাভ। শ্রীরামাদির প্রতি মুনির দ্বারা সাদর অভ্যর্থনা। তারপর মুনির ব্রহ্মলোকে গমন।

ভীষণ বলশালী রাক্ষস বিরাধকে বনে হত্যা করে বীর্যবান রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে আশ্বস্ত করলেন।। ১ ।। দীপ্ততেজা ভাই লক্ষ্মণকে রাম বললেন, এই বন অতি কষ্টদায়ক। আমরাও এই বনের কিছুই জানি নে।। ২ ।। চলো, তাড়াতাড়ি আমরা তপস্বী শরভঙ্গের আশ্রমে যাই। অনন্তর শরভঙ্গের আশ্রমে রাম পৌঁছে গেলেন।।৩ ।। আত্মচিন্তায় নিমগ্ন শরভঙ্গ। তপস্যার দ্বারা দেবতার মতো প্রভাব-সম্পন্ন। তাঁর কাছে গিয়ে রাম অতি অদ্‌ভুতএক ঘটনা দেখলেন।। ৪ ।। দেখলেন আকাশে দেবতাদের অনুগামী হয়ে শ্রেষ্ঠরথে আরূঢ় হয়ে আছেন দেবরাজ ইন্দ্র। তাঁর দেহ থেকে সূর্য এবং অগ্নির মতো তেজ বিচ্ছুরিত হচ্ছে।। ৫ ।। মাটিতে রথের চাকা স্পর্শ করছে না। উজ্জ্বল অলঙ্কারে ভূষিত দেবরাজ। পরিধানে তাঁর নির্মল বস্ত্র।। ৬ ।। তাঁরই মতো বহু মহাত্মা তাঁকে বন্দনা করছেন। অন্তরিক্ষে তাঁর রথটিতে যুক্ত রয়েছে শ্যামবর্ণ অশ্বরাজি।।৭ ।।

দদর্শাদূরতস্তস্য তরুণাদিত্যসন্নিভম্। পাণ্ডুরাভ্রঘনপ্রখ্যং চন্দ্রমণ্ডলসন্নিভম্।। ৮
অপশ্যদ্ বিমলং ছত্রং চিত্রমাল্যোপশোভিতম্। চামরব্যজনে চাগ্র্যে রুক্মদণ্ডে মহাধনে।। ৯
গৃহীতে বরনারীভ্যাং ধূয়মানে চ মূর্ধনি। গন্ধর্বামরসিদ্ধাশ্চ বহবঃ পরমর্ষয়ঃ।। ১০
অন্তরিক্ষগতং দেবং গীর্ভিরগ্র্যাভিরৈডয়ন্। সহ সম্ভাষমাণে তু শরভঙ্গেন বাসবে।। ১১
দৃষ্ট্বা শতক্রতুং তত্র রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ। রামোঽথ রথমুদ্দিশ্য ভ্রাতুর্দর্শয়তাদ্ভুতম্।। ১২
অর্চিষ্মন্তং শ্রিয়া জুষ্টমদ্ভুতং পশ্য লক্ষ্মণ। প্রতপন্তমিবাদিত্যমন্তরিক্ষগতং রথম্।। ১৩
যে হয়াঃ পুরুহূতস্য পুরা শক্রস্য নঃ শ্রুতাঃ। অন্তরিক্ষগতা দিব্যাস্ত ইমে হরয়ো ধ্রুবম্।। ১৪
ইমে চ পুরুষব্যাঘ্র যে তিষ্ঠন্ত্যভিতো দিশম্। শতং শতং কুণ্ডলিনো যুবানঃ খড়্গপাণয়ঃ।। ১৫
বিস্তীর্ণবিপুলোরস্কাঃ পরিঘায়তবাহবঃ। শোণাংশুবসনাঃ সর্বে ব্যাঘ্রা ইব দুরাসদা।। ১৬
উরোদেশেষু সর্বেষাং হারা জ্বলনসন্নিভাঃ। রূপং বিভ্রতি সৌমিত্রে পঞ্চবিংশতিবার্ষিকম্।। ১৭
এতদ্ধি কিল দেবানাং বয়ো ভবতি নিত্যদা। যথেমে পুরুষব্যাঘ্রা দৃশ্যন্তে প্রিয়দর্শনাঃ।। ১৮
ইহৈব সহ বৈদেহ্যা মুহূর্তং তিষ্ঠ লক্ষ্মণ। যাবজ্জানাম্যহং ব্যক্তং ক এষ দ্যুতিমান্ রথে।। ১৯
তমেবমুক্ত্বা সৌমিত্রিমিহৈব স্থীয়তামিতি। অভিচক্রাম কাকুৎস্থঃ শরভঙ্গাশ্রমং প্রতি।। ২০
ততঃ সমভিগচ্ছন্তং প্রেক্ষ্য রামং শচীপতিঃ। শরভঙ্গমনুজ্ঞাপ্য বিবুধানিদমব্রবীৎ।। ২১
ইহোপয়াত্যসৌ রামো যাবন্মাং নাভিভাষতে। নিষ্ঠাং নয়ত তাবত্তু ততো মাং দ্রষ্টুমর্হতি।। ২২
জিতবন্তং কৃতার্থং হি তদাহমচিরাদিমম্। কর্ম হ্যনেন কর্তব্যং মহদন্যৈঃ সুদুষ্করম্।। ২৩
অথ বজ্রী তমামন্ত্র্য মানয়িত্বা চ তাপসম্। রথেন হয়যুক্তেন যযৌ দিবমরিন্দমঃ।। ২৪

অদূরেই দেখলেন নবোদিত সূর্যের মতো উজ্জ্বল, শুভ্র ঘন মেঘপুঞ্জের মতো বর্ণবিশিষ্ট নির্মল ছত্র।।৮।। সেই ছত্রটি সুন্দর মালা দিয়ে সাজানো। স্বর্ণদণ্ড মূল্যবান চামর দিয়ে সামনে তাঁকে হাওয়া করা হচ্ছে।।৯।। সুন্দরী দু'জন নারী তাঁর মাথায় ঐ চামর দোলাচ্ছেন। গন্ধর্ব, দেব, সিদ্ধগণ এবং মহর্ষিগণ সুন্দর বাক্যে অন্তরিক্ষগত তাঁর স্তবগান করছেন। আর ইন্দ্র ঋষি শরভঙ্গের সঙ্গে সম্ভাষণ করছেন।। ১০-১১ ।।রাম সেখানে ইন্দ্রকে দেখলেন। রথের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভাই লক্ষ্মণকেও এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখালেন।। ১২ ।। বললেন, লক্ষ্মণ, দেখো রথটি কিরকম অদ্ভুত। উজ্জ্বল এবং সুন্দর। আকাশে সূর্যের মতো জ্বলজ্বল করছে।। ১৩ ।। বহু যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ইন্দ্রের যে অশ্বগুলোর কথা শোনা যায় অন্তরিক্ষগত এই অশ্বগুলি নিশ্চয়ই সেইরকম (পুরু—বহু। পুরুহূত—বহুযজ্ঞদায়ী, ইন্দ্র)।। ১৪ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ঐ দেখো, চারদিকে দেখা যাচ্ছে শত শত কুণ্ডলধারী যুবক। হাতে তাঁদের খড়্গ।। ১৫ ।। বিশাল এবং প্রসারিত তাঁদের বক্ষ। দরজার অর্গলের মতো বিশাল তাঁদের বাহু। উজ্জ্বল রক্তবর্ণ তাঁদের বসন। বাঘের মতো তাঁরা। তাঁদের কাছে সহজে যাওয়া যায় না।। ১৬ ।। তাঁদের সবারই বুকে রয়েছে আগুনের মতো উজ্জ্বল হার। লক্ষ্মণ, এঁদের রূপ দেখে মনে হচ্ছে মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়স এঁদের।। ১৭ ।। শোনা যায় দেবতাদের বয়স নিত্যই এইরকম। পুরুষশ্রেষ্ঠ, প্রিয়দর্শন এঁদেরকে তাই দেবতা বলেই মনে হচ্ছে।। ১৮ ।। লক্ষ্মণ, সীতাকে নিয়ে মুহূর্তের জন্য তুমি দাঁড়াও। এরমধ্যে আমি জেনে আসি রথে কে এই দীপ্তিমান পুরুষ বসে আছেন?।। ১৯ ।। লক্ষ্মণকে রাম "এইখানেই থাকো" বলে শরভঙ্গের আশ্রমের দিকে চলে গেলেন।। ২০।।শচীপতি ইন্দ্র এবার রামকে তাঁর দিকে আসতে দেখে শরভঙ্গের অনুমতি নিয়ে দেবতাদের বললেন—।।২১।।রাম এদিকেই আসছেন। আমার সঙ্গে ভাষণের আগেই তিনি তাঁর কাজ সমাপ্ত করুন। তারপর আমাকে দর্শন করবেন।। ২২ ।। অন্যের দ্বারা যা অত্যন্ত দুষ্কর সেই রাবণ-বধরূপ কর্তব্য ইনিই করবেন। রাবণকে জয় করে কৃতার্থ হয়ে তিনি যখন আসবেন তৎক্ষণাৎ তাঁকে আমি এসে দর্শন করবো।। ২৩।। এবার বজ্রধর শত্রুদমনকারী ইন্দ্র তপস্বী শরভঙ্গকে সম্মান জানিয়ে বিদায় নিয়ে অশ্ববাহিত রথে চলে গেলেন।। ২৪ ।। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র চলে গেলে রাম সপরিজনে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের জন্য উপবিষ্ট

প্রযাতে তু সহস্রাক্ষে রাঘবঃ সপরিচ্ছদঃ। অগ্নিহোত্রমুপাসীনং শরভঙ্গমুপাগমৎ।। ২৫
তস্য পাদৌ চ সংগৃহ্য রামঃ সীতা চ লক্ষ্মণঃ। নিষেদুস্তদনুজ্ঞাতা লব্ধবাসা নিমন্ত্রিতাঃ।। ২৬
ততঃ শক্রোপযানং তু পর্যপৃচ্ছৎ স রাঘবঃ। শরভঙ্গশ্চ তৎসর্বং রাঘবায় ন্যবেদয়ৎ।। ২৭
মামেষ বরদো রাম ব্রহ্মলোকং নিনীষতি। জিতমুগ্রেণ তপসা দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ।। ২৮
অহং জ্ঞাত্বা নরব্যাঘ্র বর্তমানমদূরতঃ। ব্রহ্মলোকং ন গচ্ছামি ত্বামদৃষ্ট্বা প্রিয়াতিথিম্।। ২৯
ত্বয়াহং পুরুষব্যাঘ্র ধার্মিকেণ মহাত্মনা। সমাগম্য গমিষ্যামি ত্রিদিবং চাবরং পরম্।। ৩০
অক্ষয়া নরশার্দূল জিতা লোকা ময়া শুভাঃ। ব্রাহ্ম্যাশ্চ নাকপৃষ্ঠ্যাশ্চ প্রতিগৃহ্ণীষ্ব মামকান্।। ৩১
এবমুক্তো নরব্যাঘ্রঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ। ঋষিণা শরভঙ্গেন রাঘবো বাক্যমব্রবীৎ।। ৩২
অহমেবাহরিষ্যামি সর্বাংল্লোকান্ মহামুনে। আবাসং ত্বহমিচ্ছামি প্রদিষ্টমিহ কাননে।। ৩৩
রাঘবেণৈবমুক্তস্তু শক্রতুল্যবলেন বৈ। শরভঙ্গো মহাপ্রাজ্ঞঃ পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ।। ৩৪
ইহ রাম মহাতেজাঃ সুতীক্ষ্ণো নাম ধার্মিকঃ। বসত্যরণ্যে নিয়তঃ স তে শ্রেয়ো বিধাস্যতি।। ৩৫
সুতীক্ষ্ণমভিগচ্ছ ত্বং শুচৌ দেশে তপস্বিনম্। রমণীয়ে বনোদ্দেশে স তে বাসং বিধাস্যতি।।
ইমাং মন্দাকিনীং রাম প্রতিস্রোতামনুব্রজ। নদীং পুষ্পোড়ুপবহাং ততস্তত্র গমিষ্যসি।। ৩৬
এষ পন্থা নরব্যাঘ্র মুহূর্তং পশ্য তাত মাম্। যাবজ্জহামি গাত্রাণি জীর্ণাং ত্বচমিবোরগঃ।। ৩৭
ততোঽগ্নিং স সমাধায় হুত্বা চাজ্যেন মন্ত্রবৎ। শরভঙ্গো মহাতেজাঃ প্রবিবেশ হুতাশনম্।। ৩৮
তস্য রোমাণি কেশাংশ্চ তদা বহ্নির্মহাত্মনঃ। জীর্ণাং ত্বচং তদস্থীনি যচ্চ মাংসঞ্চ শোণিতম্।। ৩৯

শরভঙ্গের কাছে গেলেন।। ২৫ ।। রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ তাঁর চরণবন্দনা করলেন। ঋষি তাঁদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁরাও তাঁর অনুমতি পেয়ে উপবেশন করলেন।। ২৬ ।। এবার রাম তাঁকে ইন্দ্রের আগমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। শরভঙ্গও রামকে সবকিছু জানালেন।। ২৭ ।। হে বরদানকারী রাম, এই ইন্দ্র আমাকে ব্রহ্মালোকে নিয়ে যাবেন। আত্মজ্ঞানের সাধনা যারা করে নি, ব্রহ্মালোক তাদের দুষ্প্রাপ্য। কঠোর তপস্যার দ্বারা আমি সেই বহ্মালোক জয় করেছি।। ২৮ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, কাছ থেকে জানতে পারলাম, তুমি এসেছো। প্রিয় অতিথি তুমি। তোমায় না দেখে আমি ব্রহ্মালোকে যাবো না।। ২৯ ।। তুমি ধার্মিক। মহাত্মা। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তোমার সঙ্গে মিলিত হবার পরই আমি স্বর্গের উচ্চ বা নিম্নলোকে গমন করবো *(অতিথির প্রতি সম্মানদান লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য)* ।। ৩০ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, আমি তপস্যার দ্বারা মঙ্গলময় ব্রহ্মালোক এবং স্বর্গলোক জয় করেছি। তুমি আমার বিজিত সেই লোকগুলি গ্রহণ করো *(অতিথিকে শ্রেষ্ঠ বস্তুই দান করা উচিত বলে এইসব মহার্ঘ-লোক ঋষি দান করতে চাইছেন)*।। ৩১ ।। ঋষি শরভঙ্গ এইরকম বললে নরশ্রেষ্ঠ সর্বশাস্ত্র বিশারদ রাম বললেন—।। ৩২ ।। হে মহামুনি, এইসব লোক তপস্যার দ্বারা আমি আহরণ করবো। আমার ইচ্ছা, এই বনে আমাকে একটি আবাসের ব্যবস্থা করে দিন।। ৩৩ ।। রাম ইন্দ্রের মতো বলবান। তিনি এইকথা বলার পর মহাপ্রাজ্ঞ শরভঙ্গ তাঁকে আবার বললেন—।। ৩৪ ।। রাম, এইখানে সুতীক্ষ্ণ নামে এক ধার্মিক, মহাতেজস্বী ঋষি বাস করেন। তিনি তোমার কল্যাণবিধান করবেন *(পবিত্রস্থানে তপোনিরত সুতীক্ষ্ণর কাছে চলে যাও। মনোরম বনস্থলীতে তিনি তোমার বাসের ব্যবস্থা করে দেবেন)*।। ৩৫ ।। রাম, তুমি মন্দাকিনীর স্রোতের উল্টোদিক ধরে যাবে। ফুল দিয়ে সাজানো ভেলায় চড়ে ঐখানে পৌঁছে যাবে।। ৩৬ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, এইটিই হলো পথ। বৎস মুহূর্তকাল তুমি আমায় দেখো। সাপ যেমন জীর্ণ -খোলস ত্যাগ করে আমি ও তেমনি জীর্ণগাত্র পরিত্যাগ করবো।। ৩৭ ।। অনন্তর সেই মহাতেজস্বী শরভঙ্গ অগ্নিতে যজ্ঞ-সম্পাদন করে মন্ত্রপাঠ করে করে যে ভাবে আহুতি প্রদান করা হয় তেমনি নিজেকে অগ্নিতে সমর্পণ করলেন।। ৩৮ ।। অগ্নি তখন সেই মহাত্মার রোমরাজি, কেশগুচ্ছ, জীর্ণ গাত্রচর্ম, অস্থিসমূহ, মাংস এবং রক্ত— সবকিছু দগ্ধ করে ফেললো।। ৩৯ ।। সেই অগ্নি থেকে শরভঙ্গ অগ্নির মতোই সমুজ্জ্বল

স চ পাবকসঙ্কাশঃ কুমারঃ সমপদ্যত। উত্থায়াগ্নিচয়াত্তস্মাচ্ছরোভঙ্গো ব্যরোচত।। ৪০
স লোকানাহিতাগ্নীনামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্। দেবানাঞ্চ ব্যতিক্রম্য ব্রহ্মলোকং ব্যরোহত।। ৪১
সপুণ্যকর্মা ভুবনে দ্বিজর্ষভঃ পিতামহং সানুচরং দদর্শ হ।
পিতামহশ্চাপি সমীক্ষ্য তং দ্বিজং ননন্দ সুখাগতমিত্যুবাচ হ।। ৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ।

এক যুবকের রূপধারণ করে উঠে জ্বলজ্বল করতে লাগলেন ।। ৪০ ।। তিনি আহিতাগ্নি, ঋষি, মহাত্মা এবং দেবতাদের লোকসমূহ অতিক্রম করে বহ্মলোকে আরোহণ করলেন ।। ৪১ ।। পৃথিবীতে পুণ্যকর্মকারী সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ, পিতামহ ব্রহ্মাকে অনুচরবর্গসহ দর্শন করলেন। পিতামহও সেই করে দেখে আনন্দিত হয়ে বললেন, সুস্বাগতম্। আপনার আগমন কল্যাণমণ্ডিত হোক ।। ৪২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের পঞ্চম (৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।।

রক্ষসাং পীড়নাৎ স্বেযাং রক্ষণায় বানপ্রস্থমুনীনাং শ্রীরামচন্দ্রসমীপে প্রার্থনা, তেভো রামস্যাশ্বাসদানঞ্চ।

শরভঙ্গে দিবং প্রাপ্তে মুনিসঙ্ঘাঃ সমাগতাঃ। অভ্যগচ্ছন্ত কাকুৎস্থং রামং জ্বলিততেজসম্।। ১
বৈখানসা বালখিল্যাঃ সংপ্রক্ষালা মরীচিপাঃ। অশ্মকুট্টাশ্চ বহবঃ পত্রাহারাশ্চ তাপসাঃ।। ২
দন্তোলূখলিনশ্চৈব তথৈবোন্মজ্জকাঃ পরে। গাত্রশয্যা অশয্যাশ্চ তথৈবানবকাশিকাঃ।। ৩
মুনয়ঃ সলিলাহারা বায়ুভক্ষাস্তথাপরে। আকাশনিলয়াশ্চৈব তথা স্থণ্ডিলশায়িনঃ।। ৪
তথোর্ধ্ববাসিনো দান্তাস্তথার্দ্রপটবাসসঃ। সজপাশ্চ তপোনিষ্ঠাস্তথা পঞ্চতপোঽন্বিতাঃ।। ৫

ষষ্ঠ (৬) সর্গ

রাক্ষসদের পীড়ন থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য বাণপ্রস্থীমুনিদের শ্রীরামচন্দ্রের কাছে প্রার্থনা। তাঁদের প্রতি রামের আশ্বাসদান।

শরভঙ্গ স্বর্গে গমন করলে অন্য মুনিরা সম্মিলিত হয়ে তেজোদ্দীপ্ত কাকুৎস্থ রামের কাছে চলে গেলেন।।১।। তাঁদের নাম হলো বৈখানস *(প্রজাপতির নখ হতে জাত)*, বালখিল্য *(প্রজাপতির লোম হতে জাত)*, সংপ্রক্ষাল *(ভগবানের চরণ প্রক্ষালনে উৎপন্ন)*, মরীচিপ *(সূর্য ও চন্দ্রের মরীচি তথা কিরণ পান করে যাঁরা বেঁচে থাকেন)*, অশ্মকুট্টা *(রান্না না করা তণ্ডুলাদির গুঁড়ো খেয়ে যাঁরা বেঁচে থাকেন)*, পত্রাহারী *(শুধু পাতা খেয়ে যাঁরা জীবনধারণ করেন)* প্রমুখ বহু তপস্বী ।। ২।। আরো হলো, দন্তোলূখলী *(দাঁত দিয়ে উদূখলের কাজ যাঁরা করেন তথা খুব শক্ত বস্তু দাঁতে চিবিয়ে যাঁরা ভোজন করেন, নরম সুস্বাদু কিছু যাঁরা খান না)*, উন্মজ্জক *(জলে নিমজ্জ থেকে যাঁরা তপস্যা করেন)*, গাত্রশয্যা *(পৃথক কোনো শয্যা না নিয়ে খালি গায়ে মাটিতে যাঁরা শুয়ে থাকেন)*, অশয্য *(শয্যায় শুয়ে যাঁরা নিদ্রা যান না তথা নিদ্রাত্যাগী)* এবং অনবকাশিক *(যাঁরা একপায়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিরন্তর তপস্যা করেন)*।। ৩ ।। আরো যেসব মুনি আছেন, তাঁরা হলেন জলাহারী *(কেবল জলপান করে প্রাণরক্ষা করেন)*, আকাশ-নিলয় *(ঘরে না থেকে সর্বদাই যাঁরা উন্মুক্ত আকাশের নীচে তপস্যা করেন)* এবং স্থণ্ডিলশায়ী *(যজ্ঞস্থলেই শয়ন করে যাঁরা তপস্যা করেন)*।। ৪ ।। এছাড়া ঊর্ধ্ববাসী যাঁরা পর্বতশিখরাদি ঊর্ধ্বস্থানেই থাকেন, দান্ত *(ইন্দ্রিয় দমনকারী)*, নিয়ত আর্দ্রবস্ত্র পরিধানকারী, সর্বদাই জপশীল এবং তপোনিষ্ঠ পঞ্চতপা ব্রতপালনকারী *(চারদিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে এবং ওপরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তপশ্চরণকারী)*।। ৫ ।। তাঁরা সবাই ছিলেন বহ্মতেজের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। দৃঢ়ভাবে যোগসাধনায় ছিলেন

সর্বে ব্রাহ্মা শ্রিয়া যুক্তা দৃঢ়যোগসমাহিতাঃ। শরভঙ্গাশ্রমে রামমভিজগ্মুশ্চ তাপসাঃ।। ৬
অভিগম্য চ ধর্মজ্ঞা রামং ধর্মভৃতাং বরম্। ঊচুঃ পরমধর্মজ্ঞমৃষিসঙ্ঘাঃ সমাগতাঃ।। ৭
ত্বমিক্ষ্বাকুকুলস্যাস্য পৃথিব্যাশ্চ মহারথঃ। প্রধানশ্চাপি নাথশ্চ দেবানাং মঘবানিব।। ৮
বিশ্রুতস্ত্রিষু লোকেষু যশসা বিক্রমেণ চ। পিতৃব্রতত্বং সত্যঞ্চ ত্বয়ি ধর্মশ্চ পুষ্কলঃ।। ৯
ত্বামাসাদ্য মহাত্মানং ধর্মজ্ঞং ধর্মবৎসলম্। অর্থিত্বান্নাথ বক্ষ্যামস্তচ্চ নঃ ক্ষন্তুমর্হসি।। ১০
অধর্মঃ সুমহান্নাথ ভবেত্তস্য তু ভূপতেঃ। যো হরেদ্ বলিষড়্ভাগং ন চ রক্ষতি পুত্রবৎ।। ১১
যুঞ্জানঃ স্বানিব প্রাণান্ প্রাণৈরিষ্টান্ সুতানিব। নিত্যযুক্তঃ সদা রক্ষন্ সর্বান্ বিষয়বাসিনঃ।। ১২
প্রাপ্নোতি শাশ্বতীং রাম কীর্তিং স বহুবার্ষিকীম্। ব্রহ্মণঃ স্থানমাসাদ্য তত্র চাপি মহীয়তে।। ১৩
যৎকরোতি পরং ধর্মং মুনির্মূলফলাশনঃ। তত্র রাজ্ঞশ্চতুর্ভাগঃ প্রজা ধর্মেণ রক্ষতঃ।। ১৪
সোঽয়ং ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠো বানপ্রস্থগণো মহান্। ত্বনাথো নাথবদ্ রাম রাক্ষসৈর্হন্যতে ভৃশম্।। ১৫
এহি পশ্য শরীরাণি মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্। হতানাং রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্বহূনাং বহুধা বনে।। ১৬
পম্পানদীনিবাসানামনুমন্দাকিনীমপি। চিত্রকূটালয়ানাঞ্চ ক্রিয়তে কদনং মহৎ।। ১৭
এবং বয়ং ন মৃষ্যামো বিপ্রকারং তপস্বিনাম্। ক্রিয়মাণং বনে ঘোরং রক্ষোভির্ভীমকর্মভিঃ।। ১৮
ততস্ত্বাং শরণার্থঞ্চ শরণ্যং সমুপস্থিতাঃ। পরিপালয় নো রাম বধ্যমানান্নিশাচরৈঃ।। ১৯
পরা ত্বত্তো গতির্বীর পৃথিব্যাং নোপপদ্যতে। পরিপালয় নঃ সর্বান্ রাক্ষসেভ্যো নৃপাত্মজ।। ২০
তচ্ছ্রুত্বা তু কাকুৎস্থস্তাপসানাং তপস্বিনাম্। ইদং প্রোবাচ ধর্মাত্মা সর্বানেব তপস্বিনঃ।। ২১

সমাহিত-চিত্ত। এই তপস্বীরা সবাই শরভঙ্গের আশ্রমে রামের কাছে উপস্থিত হলেন।।৬ ।। ধর্মজ্ঞ এই ঋষি -সঙ্ঘ সমবেতভাবে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ পরম ধর্মজ্ঞ রামের কাছে এসে বললেন—।। ৭ ।। দেবতাদের কাছে ইন্দ্রের মতো মহাবীর আপনি। পৃথিবীর এবং ইক্ষ্বাকুবংশের প্রধানপুরুষ। এবং সকলের আশ্রয় (*মঘবান—ইন্দ্র*)।। ৮।। আপনি যশ এবং বিক্রমে ত্রিলোকে প্রখ্যাত। পিতৃনির্দেশ পালনরূপ ব্রত, সত্য এবং প্রভূত ধর্ম আপনার মধ্যে রয়েছে।। ৯ ।। আপনি মহাত্মা। ধর্মজ্ঞ। এবং ধর্মবৎসল। আপনাকে পেয়ে, হে নাথ, প্রার্থী হয়ে আমরা কিছু বলবো। আপনি আমাদের ক্ষমা করবেন।। ১০ ।। হে নাথ, যিনি প্রজাদের কাছ থেকে তাদের উপার্জনের ছয় ভাগের একভাগ কররূপে গ্রহণ করেন, অথচ তাদের পুত্রের মতো রক্ষা করেন না, সেই রাজার অত্যন্ত অধর্ম হয়।। ১১ ।। হে রাম, যিনি রাজ্যবাসী সকলকে নিজের প্রাণের মতো অথবা প্রাণের চেয়েও অধিকতর 'প্রিয়' পুত্রের মতো অতন্দ্রভাবে সর্বদাই রক্ষা করেন...।।১২ ।। তিনি বহুবর্ষ বেঁচে থেকে অনন্ত কীর্তিলাভ করেন। এবং ব্রহ্মলোকে গমন করে মহিমান্বিত হন।। ১৩ ।। ফলমূল গ্রহণ করে মুনি যে পরম ধর্ম অর্জন করেন, ধর্মানুসারে প্রজাদের রক্ষা করার জন্য রাজা তার চার ভাগের একভাগ লাভ করেন।। ১৪ ।। মহান বানপ্রস্থীদের মধ্যে ব্রাহ্মণই সংখ্যায় অধিক। আপনার মতো রক্ষক থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আজ অনার্যের মতোই রাক্ষসদের দ্বারা ভীষণ ভাবে নিহত হচ্ছেন।। ১৫ ।।আসুন, দেখুন ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের পীড়নে নিহত আত্মধ্যান-পরায়ণগণের শরীর বনে বহুস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে।। ১৬ ।। পম্পা সরোবর ও মন্দাকিনীনদীর তীরে যাঁরা বাস করছেন, এবং যাঁরা চিত্রকূটে আশ্রয় নিয়েছেন, সেই মুনিদের ওপর ভীষণ পীড়ন করা হচ্ছে।। ১৭ ।। ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের দ্বারা বনে তপস্বীদের ওপর যে ঘোরতর অত্যাচার হচ্ছে তা আমরা আর সহ্য করতে পারছি না।। ১৮ ।। তাই আশ্রয়ের জন্য আমরা আশ্রয়দাতা আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছি। নিশাচরেরা আমাদের হত্যা করতে আসছে। রাম, আপনি আমাদের রক্ষা করুন।। ১৯ ।। এই পৃথিবীতে আপনার চেয়ে নিরাপদ কোনো আশ্রয় আমাদের নেই। রাজকুমার, রাক্ষসদের থেকে আপনি সবাইকে বাঁচান।। ২০ ।। ধর্মপ্রাণ রাম সাধক তপস্বীদের এই কথা শুনে বললেন—।। ২১ ।। আমাকে আপনাদের এইভাবে বলা সাজে না। আপনারা তপস্বী। আমায় আদেশ দেবেন। কেবল নিজের কাজেই

নৈবমর্হথ মাং বক্তুমাজ্ঞাপ্যোঽহং তপস্বিনাম্। কেবলেন স্বকার্যেন প্রবেষ্টব্যং বনং ময়া।। ২২
বিপ্রকারমপাক্রষ্টুং রাক্ষসৈর্ভবতামিমম্। পিতুস্তু নির্দেশকরঃ প্রবিষ্টোঽহমিদং বনম্।। ২৩
ভবতামর্থসিদ্ধ্যর্থমাগতোঽহং যদৃচ্ছয়া। তস্য মেঽয়ং বনে বাসো ভবিষ্যতি মহাফলঃ।। ২৪
তপস্বিনাং রণে শত্রূন্ হন্তুমিচ্ছামি রাক্ষসান্। পশ্যন্তু বীর্যমৃষয়ঃ সভ্রাতুর্মে তপোধনাঃ।। ২৫
দত্ত্বা বরং চাপি তপোধনানাং ধর্মে ধৃতাত্মা সহ লক্ষ্মণেন।
তপোধনৈশ্চাপি সহার্যদত্তঃ সুতীক্ষ্ণমেবাভিজগাম বীরঃ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

আমাকে বনে যেতে হবে।। ২২ ।। তবুও রাক্ষসদের দ্বারা আপনাদের ওপর এই অত্যাচার আমি নিশ্চয়ই দমন করবো। বাবার আদেশ পালনের জন্যই আমি এই বনে প্রবেশ করেছি।। ২৩ ।। আমার আগমনে দৈবক্রমে আপনাদের প্রয়োজন সাধিত হবে। তার ফলে আমার এই বনবাস মহাফলপ্রদ হবে।।২৪ ।। যুদ্ধে তপস্বীদের শত্রু রাক্ষসদের আমি হত্যা করতে চাই। ঋষিরা এবং তপোধন আপনারা আমার এবং আমার ভাইয়ের বীরত্ব দেখুন।।২৫ ।। বীর, ধর্মপ্রাণ, সচ্চরিত্র রাম তপস্বীদের আশ্বাস দিয়ে লক্ষ্মণ এবং তপস্বীগণ সমভিব্যাহারে সুতীক্ষ্ণমুনির কাছে চলে গেলেন *(সহার্যদত্তঃ — সচ্চরিত্র)*।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ষষ্ঠ (৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তমঃ সর্গঃ ।।

সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ রামস্য সুতীক্ষ্ণস্য মুনেরাশ্রমগমনম্, মুনিনা সহ তস্য কথোপকথনম্, মুনিনা সৎকৃতানাং শ্রীরাম প্রভৃতীনাং তদীয়াশ্রমে রাত্রিযাপনঞ্চ।

রামস্তু সহিতো ভ্রাত্রা সীতয়া চ পরন্তপঃ। সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমপদং জগাম সহ তৈর্দ্বিজৈঃ।। ১
স গত্বা দূরমধ্বানং নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ। দদর্শ বিমলং শৈলং মহামেরুমিবোন্নতম্।। ২
ততস্তাদিক্ষ্বাকুবরৌ সততং বিবিধৈর্দ্রুমৈঃ। কাননং তৌ বিবিশতুঃ সীতয়া সহ রাঘবৌ।। ৩
প্রবিষ্টস্তু বনং ঘোরং বহুপুষ্পফলদ্রুমম্। দদর্শাশ্রমমেকান্তে চীরমালাপরিষ্কৃতম্।। ৪
তত্র তাপসমাসীনং মলপঙ্কজধারিণম্। রামঃ সুতীক্ষ্ণং বিধিবত্তপোধনমভাষত।। ৫
রামোঽহমস্মি ভগবন্ ভবন্তং দ্রষ্টুমাগতঃ। তন্মাভিবদ ধর্মজ্ঞ মহর্ষে সত্যবিক্রম।। ৬

সপ্তম (৭) সর্গ

সীতা এবং লক্ষ্মণসহ রামের সুতীক্ষ্ণমুনির আশ্রমে গমন। মুনির সঙ্গে তাঁর কথোপকথন। মুনির আতিথ্যে সংবর্ধিত হয়ে শ্রীরামাদির তাঁর আশ্রমে রাত্রিযাপন।

পরন্তপ রাম সীতাকে নিয়ে ভাইসহ ঐ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে চলে গেলেন।। ১ ।। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে প্রভূত জলপূর্ণ নদীসকল পেরিয়ে মহান মেরুপর্বতের মতো উন্নত এবং নির্মল একটি পাহাড় তিনি দেখতে পেলেন।। ২ ।। লক্ষ্মণ আর সীতাকে নিয়ে ইক্ষ্বাকুকুলসার রাম নানা গাছপালায়-ভরা ঐ বনে প্রবেশ করলেন।। ৩ ।। গভীর অরণ্যে প্রবেশ করে একান্তে একটি আশ্রম দেখতে পেলেন। এটি বহুরকম ফুল এবং ফলের গাছে শোভিত। আশ্রমে মালার মতো ঝুলছে কৌপীনের কাপড়ের টুকরোগুলো। *(চীর— কাপড়ের ছোটো ছোটো টুকরো, কৌপীন)*।। ৪ ।। রাম সেখানে পদ্মমালা-পরিহিত তপস্বী সুতীক্ষ্ণকে দেখলেন। এই তপোবনকে তিনি বিধি অনুসারে বললেন—।। ৫ ।। ভগবন্, আমি রাম। আপনাকে দেখবার জন্যে এসেছি। হে সত্যবিক্রম, ধর্মজ্ঞ মহর্ষে, আপনি আমাকে বার্তা বলুন।। ৬ ।। সেই স্থিরচিত্ত ঋষি তখন

স নিরীক্ষ্য ততো ধীরো রামং ধর্মভৃতাং বরম্। সমাশ্লিষ্য চ বাহুভ্যামিদং বচনমব্রবীৎ।। ৭
স্বাগতং তে রঘুশ্রেষ্ঠ রাম সত্যভৃতাং বর। আশ্রমোঽয়ং ত্বয়াক্রান্তঃ সনাথ ইব সাম্প্রতম্।। ৮
প্রতীক্ষমাণস্ত্বামেব নারোহেঽহং মহাযশঃ। দেবলোকমিতো বীর দেহং ত্যক্ত্বা মহীতলে।। ৯
চিত্রকূটমুপাদায় রাজ্যভ্রষ্টোঽসি মে শ্রুতঃ। ইহোপয়াতঃ কাকুৎস্থ দেবরাজঃ শতক্রতুঃ।। ১০
উপাগম্য চ মে দেবো মহাদেব সুরেশ্বর। সর্বাল্লোঁকান্ জিতানাহ মম পুণ্যেন কর্মণা।। ১১
তেষু দেবর্ষিজুষ্টেষু জিতেষু তপসা ময়া। মৎপ্রসাদাৎ সভার্যস্ত্বং বিহরস্ব সলক্ষ্মণঃ।। ১২
তমুগ্রতপসং দীপ্তং মহর্ষি সত্যবাদিনম্। প্রত্যুবাচাত্মবান্ রামো ব্রহ্মাণমিব বাসবঃ।। ১৩
অহমেবাহরিষ্যামি স্বয়ং লোকান্ মহামুনে। আবাসং ত্বহমিচ্ছামি প্রদিষ্টমিহ কাননে।। ১৪
ভবান্ সর্বত্র কুশলঃ সর্বভূতহিতে রতঃ। আখ্যানং শরভঙ্গেন গৌতমেন মহাত্মনা।। ১৫
এবমুক্তস্তু রামেণ মহর্ষিলোকবিশ্রুতঃ। অব্রবীন্মধুরং বাক্যং হর্ষেণ মহতা যুতঃ।। ১৬
অয়মেবাশ্রমো রাম গুণবান্ রম্যতামিতি। ঋষিসঙ্ঘানুচরিতঃ সদা মূলফলৈর্যুতঃ।। ১৭
ইমমাশ্রমমাগম্য মৃগসঙ্ঘা মহীয়সঃ। অহত্বা প্রতিগচ্ছন্তি লোভয়িত্বাঽকুতোভয়াঃ।। ১৮
নান্যো দোষো ভবেদত্র মৃগেভ্যোঽন্যত্র বিদ্ধি বৈ। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মহর্ষের্লক্ষ্মণাগ্রজঃ।। ১৯
উবাচ বচনং ধীরো বিগৃহ্য সশরং ধনুঃ। তানহং সুমহাভাগ মৃগসঙ্ঘান্ সমাগতান্।। ২০
হন্যাং নিশিতধারেণ শরেণানতপর্বণা। ভবাংস্তত্রাভিষজ্যেত কিং স্যাৎ কৃচ্ছ্রতরং ততঃ।। ২১
এতস্মিন্নাশ্রমে বাসং চিরং তু ন সমর্থয়ে। তমেবমুক্ত্বোপরমং রামঃ সন্ধ্যামুপাগমৎ।। ২২

ধার্মিকপ্রধান রামকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করে বললেন—।। ৭ ।। হে রাম, তুমি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ। সত্যবাদীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। তুমি এই আশ্রমে এসেছো বলেই আশ্রমটি একজন রক্ষককে পেলো বলে মনে হচ্ছে।। ৮ ।। হে মহাযশস্বিন্, হে বীর, আমি তোমারি প্রতীক্ষায় আছি। ভূতলে দেহত্যাগ করে আমি এখনো এখানে থেকে দেবলোকে আরোহণ করি নি।। ৯ ।।আমি শুনেছি রাজ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে তুমি চিত্রকূটে এসেছো। জানো, শত-যজ্ঞকারী দেবরাজ ইন্দ্র, হে কাকুৎস্থ, এখানে এসেছিলেন।। ১০ ।। সেই মহান দেবতা দেবরাজ ইন্দ্র এখানে এসে আমাকে বলেছিলেন, আমি পুণ্যকার্যের দ্বারা সমস্ত লোক জয় করে এসেছি।।১১।। তাই এখন তুমি আমার প্রসাদে আমার তপস্যার দ্বারা অর্জিত, দেবর্ষি-সেবিত সেইসব আনন্দময় লোকে পত্নী সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণকে নিয়ে গিয়ে বিহার করো।। ১২।। ইন্দ্র যেমন ব্রহ্মার সঙ্গে কথা বলেন, সেইভাবে আত্মনিষ্ঠ রাম সত্যবাদী, কঠোর তপস্বী, দীপ্তদর্শন সেই মহর্ষিকে বললেন—।।১৩।। হে মহর্ষি, আমি নিজেই সেই লোকগুলি অর্জন করবো। এখন আমি শুধু একটি আবাস পেতে চাইছি। এই বনে তাইই আমায় দেখিয়ে দিন...।। ১৪ ।। গৌতমগোত্রীয় মহাত্মা শরভঙ্গ আমাকে বলেছিলেন, আপনি সর্বকর্মে দক্ষ। এবং সর্বপ্রাণীর কল্যাণে নিরত।।১৫।। রাম এই রকম বললে জগদ্বিখ্যাত মহর্ষি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মধুরবাক্যে বললেন—।।১৬।। রাম, এই আশ্রম বহুগুণযুক্ত। এখানেই তুমি আনন্দে বিরাজ করো। ঋষিরা দলে দলে এখানে আসেন। সর্বদাই ফলমুল এখানে মেলে।।১৭।। সুন্দর সুন্দর হরিণের দল এই আশ্রমে নির্ভয়ে এসে সবাইকে সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ করে ফিরে যায়। কেউ তাদের হত্যা করে না।। ১৮ ।। এখানে হরিণের উৎপাতমাত্র বৈ আর কোনো দোষ নেই। মহর্ষির এই কথা লক্ষ্মণের অগ্রজ রাম শুনে...।। ১৯ ।।অচঞ্চলভাবে ধনু এবং শর নীচু করে নামিয়ে বললেন, হে মহাভাগ, আমি যদি সমাগত হরিণের দলকে...।। ২০ ।। আনতপর্ব তীক্ষ্ণধার বাণের দ্বারা হত্যা করি তাহলে আপনার অপমান হবে। এর চেয়ে বেশী কষ্টের আর কি হবে।। ২১ ।। এই আশ্রমে দীর্ঘকাল বাস আমি সমর্থন করি না। এইকথা বলে বিরত হয়ে রাম সন্ধ্যা করতে গেলেন।। ২২ ।। সায়ং-সন্ধ্যা সমাপন করে সুতীক্ষ্ণর রমণীয়

অন্বাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং তত্র বাসমকল্পয়ৎ। সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমে রম্যে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।। ২৩
ততঃ শুভং তাপসযোগ্যমন্নং স্বয়ং সুতীক্ষ্ণঃ পুরুষর্ষভাভ্যাম্।
তাভ্যাং সুসৎকৃত্য দদৌ মহাত্মা সন্ধ্যানিবৃত্তৌ রজনীং সমীক্ষ্য।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ।

আশ্রমে সীতা এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে তিনি বাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন।। ২৩ ।। সন্ধ্যা সম্পন্ন হয়েছে এবং রাত হয়ে গেছে দেখে মহাত্মা সুতীক্ষ্ণ পুরুষপ্রধান রাম-লক্ষ্মণকে অত্যন্ত সমাদর করে তপস্বীদের যোগ্য শুদ্ধ অন্নপ্রদান করলেন ।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের সপ্তম (৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টমঃ সর্গঃ ।।

প্রাতঃ সুতীক্ষ্ণসমীপাদ্ গমনানুমতিং গৃহীত্বা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ রামস্য প্রস্থানম্।

রামস্তু সহ সৌমিত্রিঃ সুতীক্ষ্ণেণাভিপূজিতঃ। পরিণাম্য নিশাং তত্র প্রভাতে প্রত্যবুধ্যত।। ১
উত্থায় চ যথাকালং রাঘবঃ সহ সীতয়া। উপস্পৃশ্য সুশীতেন তোয়েনোৎপলগন্ধিনা।। ২
অথ তেঽগ্নিং সুরাংশ্চৈব বৈদেহী রাম-লক্ষ্মণৌ। কাল্যং বিধিবদভ্যর্চ তপস্বিশরণে বনে।। ৩
উদয়ন্তং দিনকরং দৃষ্ট্বা বিগতকল্মষাঃ। সুতীক্ষ্ণমভিগম্যেদং শ্লক্ষ্ণং বচনমব্রুবন্।। ৪
সুখোষিতাঃ স্ম ভগবংস্ত্বয়া পূজ্যেন পূজিতাঃ। আপৃচ্ছামঃ প্রযাস্যামো মুনয়স্ত্বরয়ন্তি নঃ।। ৫
ত্বরামহে বয়ং দ্রষ্টুং কৃৎস্নমাশ্রমমণ্ডলম্। ঋষীণাং পুণ্যশীলানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্।। ৬
অভ্যনুজ্ঞাতুমিচ্ছামঃ সহৈভির্মুনিপুঙ্গবৈঃ। ধর্মনিত্যৈস্তপোদান্তৈর্বিশিখৈরিব পাবকৈঃ।। ৭
অবিষহ্যাতপো যাবৎ সূর্যো নাতিবিরাজতে। অমার্গেণাগতাং লক্ষ্মীং প্রাপ্যেবান্বয়বর্জিতঃ।। ৮
তাবদিচ্ছামহে গন্তুমিত্যুক্ত্বা চরণৌ মুনেঃ। ববন্দে সহসৌমিত্রিঃ সীতয়া সহ রাঘবঃ।। ৯
তৌ সংস্পৃশন্তৌ চরণাবুত্থাপ্য মুনিপুঙ্গবঃ। গাঢমাশ্লিষ্য সস্নেহমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১০

অষ্টম (৮) সর্গ

প্রভাতে সুতীক্ষ্ণর কাছ থেকে গমনের অনুমতি নিয়ে সীতা এবং লক্ষ্মণসহ রামের প্রস্থান।

ঋষি সুতীক্ষ্ণের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়ে লক্ষ্মণকে নিয়ে সেখানে রাম রাত কাটিয়ে প্রভাতে জেগে উঠলেন।।১।। যথাকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে রাম সীতাসহ পদ্মগন্ধী শীতল জলে স্নান সেরে নিলেন ।।২ ।। তারপর সীতা এবং রাম-লক্ষ্মণ বনে তপস্বীদের সেই আশ্রম-অগ্নিতে যজ্ঞ এবং অন্য দেবতাদের বিধি অনুসারে প্রাতঃকালোচিত পূজাবন্দনা করলেন।।৩ ।। পাপমুক্ত তাঁরা। সূর্যকে উঠতে দেখে সুতীক্ষ্ণের কাছে গিয়ে মধুরভাষায় বললেন—।।৪ ।। ভগবন্, আপনার সমাদরে ধন্য হয়ে আমরা সুখেইএখানে রাত কাটালাম। এবার বিদায় নিয়ে আমরা যাবো। মুনিরা আমাদের তাড়া দিচ্ছেন।। ৫ ।। দণ্ডকারণ্যবাসী পূতচরিত্র ঋষিদের আশ্রমগুলি দর্শনের জন্য আমরা তাড়াতাড়ি করছি।। ৬ ।। নিত্য-ধর্মপরায়ণ, তপোনিরত, সংযতেন্দ্রিয়, ধোঁয়াহীন অগ্নির মতো উজ্জ্বল এবং পবিত্র এই মুনিশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে যাবার জন্য আপনি আমাদের তাই অনুমতি দিন।।৭।। অসদ্‌পথে সম্পদ অর্জন করলে মানুষ বিনয়বর্জিত হয়। হয় উগ্রস্বভাব। তখন তার তাপ সহ্য করা যায় না। সূর্যের তাপ অসহ্য হবার পূর্বে ...।।৮।। আমরাও তাই যেতে চাই। এইকথা বলে সীতা এবং সৌমিত্রিসহ রাম মুনির চরণবন্দনা করলেন।।৯।। চরণস্পর্শকারী রাজকুমার দু'জনকে মুনিশ্রেষ্ঠ উঠিয়ে নিয়ে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে সস্নেহে বললেন—।।১০ ।।রাম, লক্ষ্মণকে

অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং রাম সৌমিত্রিণা সহ। সীতয়া চানয়া সার্ধং ছায়য়েবানুবৃত্তয়া।। ১১
পশ্যাশ্রমপদং রম্যং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্। এষাং তপস্বিনাং বীর তপস্যা ভাবিতাত্মনাম্।। ১২
সুপ্রাজ্যফলমূলানি পুষ্পিতানি বনানি চ। প্রশস্তমৃগযূথানি শান্তপক্ষিগণানি চ।। ১৩
ফুল্লপঙ্কজখণ্ডানি প্রসন্নসলিলানি চ। কারণ্ডববিকীর্ণানি তটাকানি সরাংসি চ।। ১৪
দ্রক্ষ্যসে দৃষ্টিরম্যাণি গিরিপ্রস্রবণানি চ। রমণীয়ান্যরণ্যানি ময়ূরাভিরুতানি চ।। ১৫
গম্যতাং বৎস সৌমিত্রে ভবানপি চ গচ্ছতু। আগন্তব্যঞ্চ তে দৃষ্ট্বা পুনরেবাশ্রমং প্রতি।। ১৬
এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা কাকুৎস্থঃ সহলক্ষ্মণঃ। প্রদক্ষিণং মুনিং কৃত্বা প্রস্থাতুমুপচক্রমে।। ১৭
ততঃ শুভতরে তূণী ধনুষী চায়তেক্ষণা। দদৌ সীতা তয়োর্ভ্রাত্রোঃ খড়্গৌ চ বিমলৌ ততঃ।। ১৮
অবাধ্য চ শুভে তূণী চাপে আদায় সস্বনে। নিষ্ক্রান্তাবাশ্রমাদ্ গন্তুমুভৌ তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ১৯
শীঘ্রং তৌ রূপসম্পন্নাবনুজ্ঞাতৌ মহর্ষিণা। প্রস্থিতৌ ধৃতচাপাসী সীতয়া সহ রাঘবৌ।। ২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ।

নিয়ে তুমি নির্বিঘ্নে পথে চলো। এই সীতা তোমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করুক।। ১১ ।। হে বীর, আত্মধ্যানপরায়ণ দণ্ডকারণ্যবাসী তপস্বীদের তপস্যায় মনোরম এই আশ্রমগুলি দেখো।। ১২ ।। এ বনে দেখবে প্রভূত ফলমূল। এবং ফুল। জোড়ায় জোড়ায় হরিণ। প্রশান্ত পাখীতে পূর্ণ এই বনস্থলী।। ১৩ ।। স্থানে স্থানে পদ্মফুল ফুটে আছে। জল স্বচ্ছ। তড়াগে এবং সরোবরে কারণ্ডব নামে জলচর পাখীরা বিচরণ করছে।। ১৪ ।। দেখবে সুন্দর পার্বত্য ঝর্ণাসমূহ। সুন্দর অরণ্যসমূহ ময়ূরের কেকাধ্বনিতে মুখরিত।। ১৫।। বৎস লক্ষ্মণ, তুমি যাও। রামও গমন করো । আশ্রমসকল দেখে আবার তোমরা এই আশ্রমে ফিরে এসো।। ১৬ ।। মহর্ষি এইরকম বলার পর রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে মুনিকে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থানে উদ্যত হলেন।। ১৭ ।। তখন আয়তলোচনা সীতা দুইভাইকে ভালো ধনু, তূণ আর খড়্গপ্রদান করলেন।। ১৮।। রাম ও লক্ষ্মণ দু'জনেই মঙ্গলময় তূণীর কাঁধে বেঁধে নিয়ে টঙ্কারধ্বনিযুক্ত দু'টি ধনু হাতে নিয়ে যাবার জন্য আশ্রম থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।। ১৯।। মহর্ষির অনুমতি নিয়ে ধনু আর অসি হাতে নিয়ে রূপবান ঐ রঘু-বংশধর দু'জন সীতাসহ প্রস্থান করলেন।। ২০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের অষ্টম (৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। নবমঃ সর্গঃ ।।

নির্দোষপ্রাণিহননাৎ প্রতিনিবৃত্তয়ে অহিংসা-ধর্মপাপালনায় চ রামং প্রতি সীতায়া অনুরোধঃ।

সুতীক্ষ্ণেনাভ্যনুজ্ঞাতং প্রস্থিতং রঘুনন্দনম্। হৃদ্যয়া স্নিগ্ধয়া বাচা ভর্তারমিদমব্রবীৎ।। ১
অধর্মং তু সুসূক্ষ্মেণ বিধিনা প্রাপ্যতে মহান্। নিবৃত্তেন চ শক্যোঽয়ং ব্যসনাৎ কামজাদিহ।। ২
ত্রীণ্যেব ব্যসনান্যদ্য কামজানি ভবন্ত্যত। মিথ্যাবাক্যং তু পরমং তস্মাদ্গুরুতরাবুভৌ।। ৩

নবম (৯) সর্গ

নির্দোষ প্রাণিহত্যা থেকে নিবৃত্ত এবং অহিংসা-ধর্ম পালনের জন্য রামের প্রতি সীতার অনুরোধ।

ঋষি সুতীক্ষ্ণের অনুমতি নিয়ে রাম দণ্ডকারণ্যের দিকে চলতে থাকলে সীতা স্নিগ্ধ-মধুরবাক্যে পতিকে বললেন—।। ১ ।। অতি সূক্ষ্ম বিচার করে দেখলে দেখা যাবে তুমি মহান হয়েও অধর্ম করছো। কামজ ব্যসন থেকে তুমি নিবৃত্ত হলেই এই অধর্ম থেকে রক্ষা পাবে।। ২ ।। কামজ ব্যসন হচ্ছে তিনটি। প্রথম হচ্ছে মিথ্যাবাক্য। তার চেয়েও গুরুতর রয়েছে দু'টি।। ৩ ।। পরস্ত্রীগমন এবং শত্রুতা বিনা প্রাণিহত্যা। হে

পরদারাভিগমনং বিনা বৈরঞ্চ রৌদ্রতা। মিথ্যাবাক্যং ন তে ভূতং ন ভবিষ্যতি রাঘব।। ৪
কুতোঽভিলষণং স্ত্রীণাং পরেষাং ধর্মনাশনম্। তব নাস্তি মনুষ্যেন্দ্র ন চাভূত্তে কদাচন।। ৫
মনস্যপি তথা রাম ন চৈতদ্ বিদ্যতে ক্বচিৎ। স্বদারনিরতশ্চৈব নিত্যমেব নৃপাত্মজ।। ৬
ধর্মিষ্ঠঃ সত্যসন্ধশ্চ পিতুর্নির্দেশকারকঃ। ত্বয়ি ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।। ৭
তচ্চ সর্বং মহাবাহো শক্যং বোঢুং জিতেন্দ্রিয়ৈঃ। তব বশ্যেন্দ্রিয়ত্বঞ্চ ভূতানাং শুভদর্শন।। ৮
তৃতীয়ং যদিদং রৌদ্রং পরপ্রাণাভিহিংসনম্। নির্বৈরং ক্রিয়তে মোহাত্তচ্চ তে সমুপস্থিতম্।। ৯
প্রতিজ্ঞাতস্ত্বয়া বীর দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্। ঋষীণাং রক্ষণার্থায় বধঃ সংযতি রক্ষসাম্।। ১০
এতন্নিমিত্তং বচনং দণ্ডকা ইতি বিশ্রুতম্। প্রস্থিতস্ত্বং সহ ভ্রাত্রা ধৃতবাণশরাসনঃ।। ১১
ততস্ত্বাং প্রস্থিতং দৃষ্ট্বা মম চিন্তাকুলং মনঃ। ত্বদ্বৃত্তং চিন্তয়ন্ত্যা বৈ ভবেন্নিঃশ্রেয়সং হিতম্।। ১২
নহি মে রোচতে বীর গমনং দণ্ডকান্ প্রতি। কারণং তত্র বক্ষ্যামি বদন্ত্যাঃ শ্রূয়তাং মম।। ১৩
ত্বং হি বাণধনুষ্পাণির্ভ্রাত্রা সহ বনং গতঃ। দৃষ্ট্বা বনচরান্ সর্বান্ কচ্চিৎ কুর্যাঃ শরব্যয়ম্।। ১৪
ক্ষত্রিয়াণামিহ ধনুর্হুতাশস্যেন্ধনানি চ। সমীপতঃ স্থিতং তেজোবলমুচ্ছ্রয়তে ভৃশম্।। ১৫
পুরা কিল মহাবাহো তপস্বী সত্যবাক্শুচিঃ। কস্মিংশ্চিদভবৎ পুণ্যে বনে রতমৃগদ্বিজে।। ১৬
তস্যৈব তপসো বিঘ্নং কর্তুমিন্দ্রঃ শচীপতিঃ। খঙ্গপাণিরথাগচ্ছদাশ্রমং ভটরূপধৃক্।। ১৭
তস্মিংস্তদাশ্রমপদে নিহিতঃ খঙ্গ উত্তমঃ। স ন্যাসবিধিনা দত্তঃ পুণ্যে তপসি তিষ্ঠতঃ।। ১৮
স তচ্ছস্ত্রমনুপ্রাপ্য ন্যাসরক্ষণতৎপরঃ। বনে তু বিচরত্যেব রক্ষন্ প্রত্যয়মাত্মনঃ।। ১৯
যত্র গচ্ছত্যুপাদাতং মূলানি চ ফলানি চ। ন বিনা যাতি তং খঙ্গং ন্যাসরক্ষণতৎপরঃ।। ২০
নিত্যং শস্ত্রং পরিবহন্ ক্রমেণ স তপোধনঃ। চকার রৌদ্রীং স্বাং বুদ্ধিং ত্যক্ত্বা তপসি নিশ্চয়ম্।। ২১

রঘুবংশধর তুমি মিথ্যা কথা কখনো বলো নি। এবং ভবিষ্যতেও বলবে না।। ৪ ।। হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, পরস্ত্রীর ধর্মনাশের অভিলাষ তোমার নেই। আগেও ছিলো না। পরে কখনো হবেও না ।। ৫ ।। হে রাজপুত্র রাম, তুমি সর্বদাই নিজের স্ত্রীতেই নিরত। পরস্ত্রীর কথা তোমার মনেও নেই।। ৬ ।। তুমি ধর্মেই স্থিত সত্যপরায়ণ। এবং পিতার নির্দেশ পালন করে থাকো। সত্য এবং ধর্ম তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত।। ৭ ।। যাঁরা জিতেন্দ্রিয়, তাঁরা সবকিছুই বহন করতে পারেন। তোমাকে দেখলে প্রাণীদের কল্যাণই হয়। ইন্দ্রিয়কে তুমি যে বশীভূত করেছো তা আমি জানি।। ৮ ।। বিনা শত্রুতায় প্রাণিহিংসার এই তৃতীয় ভীষণ দোষটি মোহবশতঃ তোমার আজ উপস্থিত হয়েছে ।। ৯ ।। হে বীর, দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদের রক্ষার জন্য যুদ্ধে রাক্ষসদের বধ করার প্রতিজ্ঞাগ্রহণ করেছো ।। ১০ ।। রাক্ষসদের দণ্ড দেওয়া হবে বলে এই বন 'দণ্ডক' নামে খ্যাত হলো। ভাইকে নিয়ে ধনুর্বাণ হাতে তুমি দণ্ডকায় চলেছো ।। ১১ ।। তুমি চলেছো দেখে আমার মন চিন্তায় ব্যাকুল। তোমার কাজের কথা চিন্তা করে কিসে তোমার কল্যাণ হবে আমি ভাবছি ।। ১২ ।। হে বীর, তোমার দণ্ডকায় যাওয়া আমার ভালো লাগছে না। কারণ বলছি। শোনো।। ১৩ ।। তুমি তো ধনু হাতে করে বনে গেলে। বনচর সবাইকে দেখে শরনিক্ষেপ করলে।। ১৪ ।। আগুনের কাছে জ্বালানীকাঠ থাকলে যেমন হয় তেমনি এখানে ক্ষত্রিয়দের কাছে ধনু থাললেও তার তেজের প্রভূত বৃদ্ধি হয় *(উচ্ছ্রয়তে—বেড়ে যায়)*।। ১৫ ।। একটি কাহিনী বলছি। শোনো। পূর্বকালে এক মহাবীর, সত্যবান, পবিত্রচিত্ত তপস্বী ছিলেন। মৃগ এবং দ্বিজপূর্ণ কোনো এক বনে তিনি থাকতেন ।। ১৬ ।। তাঁর তপস্যার বিঘ্নসৃষ্টি করার জন্য শচীপতি ইন্দ্র হাতে একটি খড়্গ নিয়ে যোদ্ধার রূপ ধারণ করে সেই আশ্রমে এলেন *(খঙ্গ—খড়্গ। ভট—যোদ্ধা, সৈনিক)* ।। ১৭ ।। পবিত্র তপস্যায় নিয়ত থাকার জন্য তিনি গচ্ছিত রাখার বিধি অনুসারে উত্তম খড়্গটি সেই আশ্রমে ন্যাসরূপে জমা দিলেন।। ১৮ ।। সেই শস্ত্রটি পেয়ে ন্যাসরূপে তার রক্ষণে মুনি সতর্ক হলেন। বিশ্বাসরক্ষা করেই তিনি বনে বিচরণ করতেন ।। ১৯ ।। ফলমূল আহরণের জন্য তিনি যেখানেই যেতেন ন্যাসরক্ষার তৎপরতার জন্য তিনি সেই খড়্গকে কখনো ছেড়ে যেতেন না।। ২০ ।। ক্রমে তপস্যা থেকে মন তুলে নিয়ে ভয়ঙ্করবুদ্ধিতে চলতে লাগলেন।। ২১ ।। তারপর তিনি অধর্মের দ্বারা পরিচালিত

ততঃ স রৌদ্রাভিরতঃ প্রমত্তোঽধর্মকর্ষিতঃ। তস্য শস্ত্রস্য সংবাসাজ্জগাম নরকং মুনিঃ।। ২২
এবমেতৎপুরাবৃত্তং শস্ত্রসংযোগকারণম্। অগ্নিসংযোগবদ্ধেতুঃ শস্ত্রসংযোগ উচ্যতে।। ২৩
স্নেহাচ্চ বহুমানাচ্চ স্মারয়ে ত্বাং তু শিক্ষয়ে। ন কথঞ্চন সা কার্যা গৃহীত ধনুষা ত্বয়া।। ২৪
বুদ্ধির্বৈরং বিনা হন্তুং রাক্ষসান্ দণ্ডকাশ্রিতান্। অপরাধং বিনা হন্তুং লোকো বীর ন মংস্যতে।। ২৫
ক্ষত্রিয়াণাং তু বীরাণাং বনেষু নিয়তাত্মনাম্। ধনুষা কার্যমেতাবদার্তানামভিরক্ষণম্।। ২৬
ক্ব চ শস্ত্রং ক্ব চ বনং ক্ব চ ক্ষাত্রং তপঃ ক্ব চ। ব্যাবিদ্ধমিদমস্মাভির্দেশধর্মাস্তু পূজ্যতাম্।। ২৭
কদর্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ। পুনর্গত্বা ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্মং চরিষ্যসি।। ২৮
অক্ষয়া তু ভবেৎ প্রীতিঃ শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োর্মম। যদি রাজ্যং হি সন্ন্যস্য ভবেস্ত্বং নিরতো মুনিঃ।। ২৯
ধর্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্মাৎ প্রভবতে সুখম্। ধর্মেণ লভতে সর্বং ধর্মসারমিদং জগৎ।। ৩০
আত্মানং নিয়মৈস্তৈস্তৈঃ কর্ষয়িত্বা প্রযত্নতঃ। প্রাপ্যতে নিপুণৈর্ধর্মো ন সুখাল্লভতে সুখম্।। ৩১
স্ত্রীচাপলাদেতদুপাহৃতং মে ধর্মঞ্চ বক্তুং তব কঃ সমর্থঃ।
বিচার্য বুদ্ধ্যা তু সহানুজেন যদ্ রোচতে তৎ কুরু মাচিরেণ।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ।

হয়ে, প্রমত্ত হয়ে ভীষণ কার্যে নিরত হলেন। সেই শস্ত্রের নিরত সান্নিধ্যে বাসের জন্য মুনিবর নরকে গমন করলেন।।২২।। শস্ত্রের সঙ্গে সংযোগের কারণে পুরাকালে এইরকম ঘটেছিলো। অগ্নিসংযোগের মতোই শস্ত্রসংযোগেও অনর্থ হয় বলে বলা হয়ে থাকে।। ২৩ ।। তুমি আমার প্রীতি এবং সম্মানের পাত্র বলেই তোমাকে শুধু এটুকু স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মাত্র। শিক্ষা দিচ্ছি না। তুমি ধনুর দ্বারা কখনো অকার্য কোরো না।।২৪।। হে বীর, শত্রুতা না করলে দণ্ডকাবাসী রাক্ষসদের হত্যার বুদ্ধি তুমি কোরো না। বিনা অপরাধে কাউকে হত্যা করা মানুষ যুক্তিযুক্ত মনে করে না।। ২৫ ।। সংযতচরিত্র ক্ষত্রিয়বীরদের কাজ হলো বনে আর্তদের সর্বতোভাবে রক্ষা করা।। ২৬ ।। কোথায় শস্ত্র, কোথায় বন, কোথায় ক্ষাত্রধর্ম আর কোথায় বা তপস্যা। আমাদের অনুষ্ঠেয় কাজ পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠেছে। তাই দেশ, ধর্ম, তথা বর্তমানে আমাদের বাসস্থান এই বনের ধর্মই শ্রদ্ধার সঙ্গে তোমার পালন করা উচিত।। ২৭ ।। সর্বদা শস্ত্র ব্যবহারে বুদ্ধি কদর্যভাবে কলুষিত হয়। তুমি তাই অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে আবার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আচরণ করবে।। ২৮ ।। তুমি রাজ্য ত্যাগ করেছো। এখন যদি তুমি মুনিধর্ম আচরণে নিরত থাকো, আমার শ্বশুর এবং শাশুড়ীর অক্ষয় প্রীতি হবে ।। ২৯ ।। ধর্ম থেকেই অর্থ আসে। ধর্ম হতেই সুখ হয়। ধর্মের দ্বারাই অভীষ্ট সবকিছু লাভ করা যায়। জগতে ধর্মই সারবস্তু ।।৩০ ।। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা নিজেকে সংযত করেন। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে শাস্ত্রীয় নিয়মের দ্বারা নিজেকে অনুশীলিত করে ধর্মকে লাভ করে থাকেন। সুখ থেকে সুখ পাওয়া যায়।। ৩১ ।। স্ত্রীসুলভ চাপল্যবশতঃ আমি এই সব বললাম। ধর্ম সম্বন্ধে বলার আমার সামর্থ্য কোথায়? নিজের বুদ্ধিতে বিচার করে যা তোমার ভালো লাগে ছোটো ভাইকে সঙ্গে নিয়ে তাই তুমি অবিলম্বে করো।। ৩২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের নবম (৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দশমঃ সর্গঃ ।।

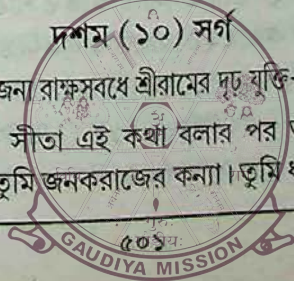
ঋষীণাং রক্ষণায় রাক্ষসবধস্য প্রতিজ্ঞাপালনে শ্রীরামস্য দার্ঢ্যেন যুক্তিপ্রদর্শনম্।

বাক্যমেতত্তু বৈদেহ্যা ব্যহৃতং ভর্তৃভক্তয়া। শ্রুত্বা ধর্মে স্থিতো রামঃ প্রত্যুবাচাথ জানকীম্।। ১

দশম (১০) সর্গ

ঋষিদের জন্য রাক্ষসবধে শ্রীরামের দৃঢ় যুক্তি-প্রদর্শন।

পতিভক্তি-পরায়ণা বিদেহরাজদুহিতা সীতা এই কথা বলার পর তা শুনে ধর্মপরায়ণ রাম জানকীকে প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ১ ।। দেবি, তুমি জনকরাজের কন্যা। তুমি ধর্মজ্ঞ। আমার কুলধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি



হিতমুক্তং ত্বয়া দেবি স্নিগ্ধয়া সদৃশং বচঃ। কুলং ব্যপদিশন্ত্যা চ ধর্মজ্ঞে জনকাত্মজে।। ২
কিন্তু বক্ষ্যাম্যহং দেবি ত্বয়ৈবোক্তমিদং বচঃ। ক্ষত্রিয়ৈর্ধার্যতে চাপো নার্তশব্দো ভবেদিতি।। ৩
তে চার্তা দণ্ডকারণ্যে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ। মাং সীতে স্বয়মাগম্য শরণ্যং শরণং গতাঃ।। ৪
বসন্তঃ কালকালেষু বনে মূল-ফলাশনাঃ। ন লভন্তে সুখং ভীরু রাক্ষসৈঃ ক্রূরকর্মভিঃ।। ৫
কালে কালে চ নিরতা নিয়মৈর্বিবিধৈর্বনে। ভক্ষ্যন্তে রাক্ষসৈর্ভীমৈর্নরমাংসোপজীবিভিঃ।
তে ভক্ষ্যমাণা মুনয়ো দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।। ৬
অস্মানভ্যবপদ্যেতি মামুচুর্দ্বিজসত্তমাঃ। ময়া তু বচনং শ্রুত্বা তেষামেবং মুখাচ্চ্যুতম্।। ৭
কৃত্বা বচনশুশ্রূষাং বাক্যমেতদুদাহৃতম্। প্রসীদন্তু ভবন্তো মে হ্রীরেষা তু মমাতুলা।। ৮
যদীদৃশৈরহং বিপ্রৈরুপস্থেয়ৈরুপস্থিতঃ। কিং করোমীতি চ ময়া ব্যাহৃতং দ্বিজসন্নিধৌ।। ৯
সর্বৈরেব সমাগম্য বাগিয়ং সমুদাহৃতা। রাক্ষসৈর্দণ্ডকারণ্যে বহুভিঃ কামরূপিভিঃ।। ১০
অর্দিতাঃ স্ম ভৃশং রাম ভবান্নস্তত্র রক্ষতু। হোমকালে তু সম্প্রাপ্তে পর্বকালেষু চানঘ।। ১১
ধর্ষয়ন্তি স্ম দুর্ধর্ষাঃ রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ। রাক্ষসৈর্ধর্ষিতানাঞ্চ তাপসানাং তপস্বিনাম্।। ১২
গতিং মৃগয়মাণানাং ভবান্নঃ পরমা গতিঃ। কামং তপঃপ্রভাবেণ শক্তা হন্তুং নিশাচরান্।। ১৩
চিরার্জিতং ন চেচ্ছামস্তপঃ খণ্ডয়িতুং বনম্। বহুবিঘ্নং তপোনিত্যং দুশ্চরং চৈব রাঘব।। ১৪
তেন শাপং ন মুঞ্চামো ভক্ষ্যমাণাশ্চ রাক্ষসৈঃ। তদর্দ্যমানান্ রক্ষোভির্দণ্ডকারণ্যবাসিভিঃ।। ১৫
রক্ষনস্তং সহ ভ্রাত্রা তন্নাথা হি বয়ং বনে। ময়া চৈতদ্ বচঃ শ্রুত্বা কার্ৎস্ন্যেন পরিপালনম্।। ১৬

রেখে প্রীতিবশতঃ যে মঙ্গলকর কথা বলেছো, তা তোমার যোগ্যই বটে।।২।। দেবি, আমি আর কি বলবো? তুমিই তো এই কথা বললে। যাতে কেউ উৎপীড়িত হয়ে আর্তনাদ না করে তার জন্যই ক্ষত্রিয় ধনুর্ধারণ করবে।।৩।। সীতে, দেখো, আমি তাঁদের আশ্রয় দিতে পারি ভেবে দণ্ডকারণ্যের ব্রতপরায়ণ মুনিরা আর্ত হয়ে আমার শরণ নিয়েছেন।।৪।। কালে কালে মুনিরা বনে ফলমূল ভোজন করে সুখেই বাস করেন। কিন্তু এখন সজ্জনের প্রতি নিষ্ঠুর এবং শক্তিমানের কাছে ভীরু এই রাক্ষসদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে তাঁরা আর সুখে থাকতে পারছেন না।।৫।। বহুকাল ধরে যাঁরা বনে বিবিধ নিয়ম মেনে তপোনিরত, নরমাংসজীবী ভীষণ রাক্ষসেরা তাঁদের আজ খেয়ে ফেলছে। দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিরা আজ ভক্ষিত হচ্ছেন।।৬।। দ্বিজশ্রেষ্ঠরা আমাদের কাছে এসে এই কথা বললেন। তাঁদেরই মুখ হতে আমি এই কথা শুনলাম।।৭।। তাঁদের কথা শুনেই আমি বললাম, আপনারা প্রসন্ন হোন। এ আমার অতুলনীয় লজ্জা।।৮।। আপনাদের কাছে আমারি যাওয়া উচিত ছিলো। অথচ আপনারা বিপ্রেরা নিজেরাই এসে আমার কাছে উপস্থিত হয়েছেন। দ্বিজদের কাছে বললাম, আমি কি করবো বলুন।।৯।। তাঁরা সবাই তখন মিলিত হয়ে বললেন, ইচ্ছানুরূপ মূর্তি ধারণ করতে পারে এমন বহু রাক্ষস দণ্ডকারণ্যে বাস করছে।।১০।। রাম, তাদের দ্বারা আমরা অত্যন্ত উৎপীড়িত হচ্ছি। আপনি সেখান থেকে আমাদের রক্ষা করুন। হে নিষ্পাপ, বিশেষ পর্বকাল এলে, এবং হোমকালে...।।১১।। এই কাঁচামাংস-ভোজী দুর্ধর্ষ রাক্ষসেরা আমাদের ওপর অত্যাচার করে। রাক্ষসদের দ্বারা অত্যাচারিত সাধক-তপস্বীরা আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আপনিই তাঁদের পরম আশ্রয়। নিশ্চয়ই তপস্যার প্রভাবে আমরা এই নিশাচরদের হত্যা করতে সমর্থ *(নিশাচর—রাক্ষস। মৃগয়মাণ—অনুসন্ধান রত)*।।১২-১৩।। কিন্তু বহুদিনের তপস্যায় অর্জিত শক্তিকে আমরা ক্ষয় করতে চাই না। রাম, জানোই তো, তপস্যা অত্যন্ত কষ্ট করে করতে হয়। তাতে আবার নিত্য বিঘ্ন লেগেই থাকে।।১৪।। সেজন্য দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষসদের দ্বারা পীড়িত হলেও, এমন কি তারা আমাদেরকে খেয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেও আমরা তাদের শাপ দিই না *(অর্দমান—উৎপীড়িত)*।।১৫।। ভাইসহ তুমি আমাদের রক্ষক। বনে তুমিই আমাদের ত্রাণকর্তা। আমি এই কথা শুনে সম্পূর্ণভাবে তাঁদের রক্ষার জন্য...।।১৬।। হে সীতে, এই

ঋষীণাং দণ্ডকারণ্যে সংশ্রুতং জনকাত্মজে। সংশ্রুত্য চ ন শক্ষ্যামি জীবমানঃ প্রতিশ্রবম্।। ১৭
মুনীনামন্যথাকর্তুং সত্যমিষ্টং হি মে সদা। অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং ত্বাং বা সীতে সলক্ষ্মণাম্।। ১৮
ন তু প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ। তদবশ্যং ময়া কার্যমৃষীণাং পরিপালনম্।। ১৯
অনুক্তেনাপি বৈদেহি প্রতিজ্ঞায় কথং পুনঃ। মম স্নেহাচ্চ সৌহার্দাদিদমুক্তং ত্বয়া বচঃ।। ২০
পরিতুষ্টোঽস্ম্যহং সীতে ন হ্যনিষ্টোঽনুশাস্যতে। সদৃশং চানুরূপঞ্চ কুলস্য তব শোভনে।
সধর্মচারিণী মে ত্বং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।। ২১
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহাত্মা সীতাং প্রিয়াং মৈথিলরাজপুত্রীম্।
রামো ধনুষ্মান্ সহ লক্ষ্মণেন জগাম রম্যাণি তপোবনানি।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ।

দণ্ডকারণ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। প্রতিশ্রুতি দিয়ে জীবন থাকতে তা আমি ফিরিয়ে নিতে পারবো না।। ১৭।। সীতে, তোমাকে, লক্ষ্মণকে এমন কি আমার প্রাণকেও আমি ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু মুনিদের কাছে প্রদত্ত অভীষ্ট সত্য তথা প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ করতে পারি না।। ১৮ ।। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ত্যাগ করতে পারবো না। ঋষিদের রক্ষা করা আমার অবশ্যকার্য।। ১৯ ।। হে বিদেহরাজপুত্রি, ঋষিরা আমাকে না বললেও তাঁদের রক্ষায় আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কি করে তা আবার ত্যাগ করি? আমার প্রতি প্রেম ও সৌহার্দবশতঃ তুমি যে কথা বলেছো—।। ২০ ।। সীতে, তাতে আমি পরিতুষ্ট হয়েছি। অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে তো কেউ উপদেশ দেয় না! হে শোভনে, তুমি যা বলেছো, তা তোমার কুলের যোগ্যই বটে। সহধর্মচারিণী তুমি। আমার প্রাণের চেয়েও গরীয়সী।। ২১ ।। মহাপ্রাণ রাম মিথিলারাজকন্যা প্রাণপ্রিয়া সীতাকে এইরকম বলে ধনু নিয়ে লক্ষ্মণসহ মনোরম তপোবনে চলে গেলেন।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের দশম (১০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একাদশঃ সর্গঃ ।।

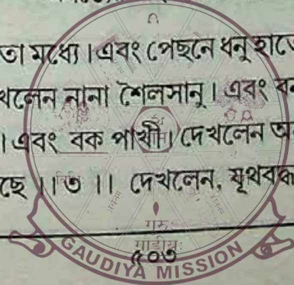
পঞ্চাপ্সরতীর্থস্য মাণ্ডকর্ণেশ্চ বৃত্তান্তবর্ণনম্, বিবিধেষ্বাশ্রমেষু সমবস্থায় শ্রীরাম প্রভৃতীনাং সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমগমনম্, কিয়ৎকালং তত্র নিবস্য মুনেরনুজ্ঞয়া প্রাগ্ অগস্ত্যভ্রাতুস্ততোঽগস্ত্যস্যাশ্রমগমনম্, অগস্ত্যস্য মাহাত্ম্যকীর্তনঞ্চ।

অগ্রতঃ প্রযযৌ রামঃ সীতা মধ্যে সুশোভনা। পৃষ্ঠতস্তু ধনুষ্পাণির্লক্ষ্মণোঽনুজগাম হ।। ১
তৌ পশ্যমানৌ বিবিধাঞ্ছৈলপ্রস্থান্ বনানি চ। নদীশ্চ বিবিধা রম্যা জগ্মতুঃ সহ সীতয়া।। ২
সারসাংশ্চক্রবাকাংশ্চ নদীপুলিনচারিণঃ। সরাংসি চ সপদ্মানি যুতানি জলজৈঃ খগৈঃ।। ৩

একাদশ (১১) সর্গ

পঞ্চাপ্সর তীর্থের এবং মাণ্ডকর্ণিমুনির বৃত্তান্ত। বিভিন্ন আশ্রমে অবস্থান করে করে শ্রীরামাদির সুতীক্ষ্ণঋষির আশ্রমে গমন। কিছুকাল অবস্থানান্তে মুনির অনুমতিক্রমে প্রথমে অগস্ত্যের ভ্রাতার তারপর অগস্ত্যের আশ্রমে গমন। অগস্ত্যের মাহাত্ম্যকীর্তন।

রাম চলেছেন আগে আগে। সুন্দরী সীতা মধ্যে। এবং পেছনে ধনু হাতে নিয়ে লক্ষণ অনুগমন করছেন।। ১।। সীতার সঙ্গে চলতে চলতে তাঁরা দেখলেন নানা শৈলসানু। এবং বনাঞ্চল। সুন্দর সব নদী।। ২ ।। নদীর তীরে দলে দলে বিচরণ করছে সারস। এবং বক পাখী। দেখলেন অনেক সরোবর। তাতে পদ্ম ফুটে আছে। জলচর পাখীরা সেখানে সাঁতার কাটছে।। ৩ ।। দেখলেন, যূথবদ্ধ মদোন্মত্ত শিঙ্-ওয়ালা চিত্রিত হরিণ।



যূথবদ্ধাংশ্চ পৃষতান্ মদোন্মত্তান্ বিষাণিনঃ। মহিষাংশ্চ বরাহাংশ্চ গজাংশ্চ দ্রুমবৈরিণঃ।। ৪
তে গত্বা দূরমধ্বানং লম্বমানে দিবাকরে। দদৃশুঃ সহিতা রম্যং তটাকং যোজনায়ুতম্।। ৫
পদ্মপুষ্করসংবাধং গজযূথৈরলঙ্কৃতম্। সারসৈর্হংসকাদম্বৈঃ সঙ্কুলং জলজাতিভিঃ।। ৬
প্রসন্নসলিলে রম্যে তস্মিন্ সরসি শুশ্রুবে। গীতবাদিত্রনির্ঘোষো ন তু কশ্চন দৃশ্যতে।। ৭
ততঃ কৌতূহলাদ্ রামো লক্ষ্মণশ্চ মহারথঃ। মুনিং ধর্মভৃতং নাম প্রষ্টুং সমুপচক্রমে।। ৮
ইদমত্যদ্ভুতং শ্রুত্বা সর্বেষাং নো মহামুনে। কৌতূহলং মহজ্জাতং কিমিদং সাধু কথ্যতাম্।। ৯
বক্তব্যং যদি চেদ্ বিপ্র নাতিগুহ্যমপি প্রভো। তেনৈবমুক্তো ধর্মাত্মা রাঘবেণ মুনিস্তদা।
প্রভাবং সরসঃ ক্ষিপ্রমাখ্যাতুমুপচক্রমে।। ১০
ইদং পঞ্চাপ্সরো নাম তটাকং সর্বকালিকম্। নির্মিতং তপসা রাম মুনিনা মাণ্ডকর্ণিনা।। ১১
স হি তেপে তপস্তীব্রং মাণ্ডকর্ণির্মহামুনিঃ। দশবর্ষসহস্রাণি বায়ুভক্ষো জলাশয়ে।। ১২
ততঃ প্রব্যথিতাঃ সর্বে দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ। অব্রুবন্ বচনং সর্বে পরস্পরসমাগতাঃ।। ১৩
অস্মাকং কস্যচিৎ স্থানমেষ প্রার্থয়তে মুনিঃ। ইতি সংবিগ্নমনসঃ সর্বে তত্র দিবৌকসঃ।। ১৪
ততঃ কর্তুং তপোবিঘ্নং সর্বদেবৈর্নিয়োজিতাঃ। প্রধানাপ্সরসঃ পঞ্চ বিদ্যুচ্চলিতবর্চসঃ।। ১৫
অপ্সরোভিস্ততস্তাভির্মুনির্দৃষ্টপরাবরঃ। নীতো মদনবশ্যত্বং দেবানাং কার্যসিদ্ধয়ে।। ১৬
তাশ্চৈবাপ্সরসঃ পঞ্চ মুনেঃ পত্নীত্বমাগতাঃ। তটাকে নির্মিতং তাসাং তস্মিন্নন্তর্হিতং গৃহম্।। ১৭
তত্রৈবাপ্সরসঃ পঞ্চ নিবসন্ত্যো যথাসুখম্। রময়ন্তি তপোযোগান্মুনিং যৌবনমাস্থিতম্।। ১৮

মহিষ আর বরাহ। গাছের শত্রু বহু হস্তী দেখলেন *(হাতীগুলি গাছের ডালা ভেঙে চলে বলে তারা গাছের শত্রু)*।। ৪ ।। তাঁরা অনেক দূর যাবার পর সূর্য পশ্চিম আকাশে নামতে শুরু করেছে। এবার দেখলেন, একযোজন বিস্তৃত রমণীয় একটি সরোবর। ভারি সুন্দর তার তীর।। ৫ ।। সরোবরটি শ্বেত এবং রক্তপদ্মে শোভিত। হস্তীরা দলে দলে তার তীরে বিচরণ করে শোভা সৃষ্টি করছে। জলচারী সারস এবং হংসশ্রেণীতে ঐ সরোবর পরিব্যাপ্ত ।।৬ ।। প্রসন্ন-সলিল রমণীয় সেই সরোবরের ভেতর থেকে গানবাজনার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোনো লোককে দেখা যাচ্ছে না।। ৭ ।। মহাবীর রাম এবং লক্ষ্মণ তখন কৌতূহলবশতঃ ধর্মভৃৎ নামক মুনিকে জিজ্ঞেস করলেন—।। ৮ ।। হে মহামুনি, এই অত্যন্ত অদ্‌ভুত শব্দ শুনে আমাদের সবারই অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে। কি ব্যাপার ভালো করে বলুন তো! *(যদি অবশ্য, হে বিপ্র, তা অত্যন্ত গোপনীয় না হয়)*।।৯ ।। ধর্মপ্রাণ রাম মুনিকে ঐরকম বলার পর তিনি সরোবরটির প্রভাব দ্রুত বলতে আরম্ভ করলেন।। ১০ ।। রাম, এই সরোবরের নাম হলো পঞ্চাপ্‌সর । এতে সর্বদাই জল থাকে। মাণ্ডকর্ণি নামক মুনি তপোবনে এটি তৈরী করেছেন।। ১১ ।। মহামুনি মাণ্ডকর্ণি এই জলাশয়ে দশ হাজার বছর কঠোর তপস্যা করেন। তখন তাঁর আহার্য ছিলো শুধুই বায়ু।। ১২ ।। অগ্নিকে সামনে নিয়ে দেবতারা সকলে অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে সমবেত হয়ে পরস্পর বলতে লাগলেন—।। ১৩ ।। এই মুনি আমাদের কারো স্থান অধিকার করতে চাইছেন।এই ভেবে তাঁরা অত্যন্ত উদ্‌বিগ্নচিত্ত হলেন।। ১৪ ।।বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল দীপ্তিশালিনী পাঁচজন অপ্‌সরাকে তখন দেবতারা সকলে মিলে মুনির তপস্যায় বিঘ্ন-উৎপাদনের জন্য নিয়োগ করলেন।। ১৫ ।। মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মতত্ত্ব এবং জাগতিক তুচ্ছ বস্তু— সব বিষয়েই স্বরূপদর্শন করেছিলেন। তবুও দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য অপ্‌সরারা তাঁকে কামের বশীভূত করে ফেলেছিলেন।। ১৬ ।। সেই পাঁচজন অপ্‌সরাকে মুনি পত্নীত্বে বরণ করেছিলেন। সরোবরের অভ্যন্তরে তাঁদের জন্য গৃহ নির্মিত হলো।। ১৭ ।। সেইখানেই অপ্‌সরা পাঁচজন বেশ সুখে বাস করছেন। তপোবনে যৌবন ধরে রেখে তাঁরা মুনিকে আনন্দদান করছেন।। ১৮ ।। ক্রীড়ারত সেই অপ্‌সরাদের মধুর এই গীতধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে মিশেছে

তাসাং সংক্রীড়মানানামেষ বাদিত্রনিঃস্বনঃ। শ্রূয়তে ভূষণোন্মিশ্রো গীতশব্দো মনোহরঃ।। ১৯
আশ্চর্যমিতি তস্যৈতদ্বচনং ভাবিতাত্মনঃ। রাঘবঃ প্রতিজগ্রাহ সহ ভ্রাত্রা মহাযশাঃ।। ২০
এবং কথয়মানঃ স দদর্শাশ্রমমণ্ডলম্। কুশচীরপরিক্ষিপ্তং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমাবৃতম্।। ২১
প্রবিশ্য সহ বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন চ রাঘবঃ। উবাস মুনিভিঃ সর্বৈঃ পূজ্যমানো মহাযশাঃ।
তদা তস্মিন্ স কাকুৎস্থঃ শ্রীমত্যাশ্রমমণ্ডলে।। ২২
উষিত্বা স সুখং তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ। জগাম চাশ্রমংস্তেষাং পর্যায়েণ তপস্বিনাম্।। ২৩
তেষামুষিতবান্ পূর্বং সকাশে স মহাস্ত্রবিৎ। ক্বচিৎ পরিদশান্মাসানেকসংবৎসরং ক্বচিৎ।। ২৪
ক্বচিচ্চ চতুরো মাসান্ পঞ্চ ষট্ চ পরান্ ক্বচিৎ। অপরত্রাধিকান্মাসানধ্যর্ধ মধিকং ক্বচিৎ।। ২৫
ত্রীন্মাসানষ্টমাসাংশ্চ রাঘবো ন্যবসৎ সুখম্। তত্র সংবসতস্তস্য মুনীনামাশ্রমেষু বৈ।। ২৬
রমতশ্চানুকূল্যেন যযুঃ সংবৎসরা দশ। পরিবৃত্য চ ধর্মজ্ঞো রাঘবঃ সহ সীতয়া।। ২৭
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমপদং পুনরেবাজগাম হ। স তমাশ্রমমাগম্য মুনিভিঃ পরিপূজিতঃ।। ২৮
তত্রাপি ন্যবসদ্ রামঃ কঞ্চিৎ কালমরিন্দমঃ। অথাশ্রমস্থো বিনয়াৎ কদাচিত্তং মহামুনিম্।। ২৯
উপাসীনঃ স কাকুৎস্থঃ সুতীক্ষ্ণমিদমব্রবীৎ। অস্মিন্নরণ্যে ভগবন্নগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ।। ৩০
বসতীতি ময়া নিত্যং কথাঃ কথয়তাং শ্রুতম্। ন তু জানামি তং দেশং বনস্যাস্য মহত্তয়া।। ৩১
কুত্রাশ্রমপদং রম্যং মহর্ষেস্তস্য ধীমতঃ। প্রসাদার্থং ভগবতঃ সানুজঃ সহ সীতয়া।। ৩২
অগস্ত্যমধিগচ্ছেয়মভিবাদয়িতুং মুনিম্। মনোরথো মহানেষ হৃদি সম্পরিবর্ততে।। ৩৩
যদহন্তং মুনিবরং শুশ্রূষেয়মপি স্বয়ম্। ইতি রামস্য স মুনিঃ শ্রুত্বা ধর্মাত্মনো বচঃ।। ৩৪
সুতীক্ষ্ণঃ প্রত্যুবাচেদং প্রীতো দশরথাত্মজম্। অহমপ্যেতদেব ত্বাং বক্তুকামঃ সলক্ষ্মণম্।। ৩৫

বাজনার শব্দ এবং তাঁদের অলঙ্কারের শিঞ্জন।। ১৯ ।। মহাযশস্বী রাম, সেই আত্মধ্যানী ঋষির ঐ কথা আশ্চর্য বলে ভাই লক্ষ্মণসহ গ্রহণ করলেন।। ২০ ।। এইরকম বলতে বলতে তিনি ব্রহ্মসাধনাজনিত সৌন্দর্যে আশ্রমসমূহ দেখতে পেলেন। সেখানে কুশ এবং ছোটো ছোটো বস্ত্রখণ্ড ছড়িয়ে রয়েছে ।।২১ ।। মুনিসকল দ্বারা পূজনীয় মহাযশস্বী রাম সীতা এবং লক্ষ্মণসহ সেই রমণীয় আশ্রমগুলিতে প্রবেশ করে সেখানে বাস করলেন।। ২২।। সেখানে বাস করে, অত্যন্ত সুখে মহর্ষিদের দ্বারা পূজিত হয়ে সেই ঋষিদের আশ্রমে পর্যায়ক্রমে তিনি গমন করলেন।। ২৩ ।। মহা অস্ত্রবিদ্ রাম আশ্রমগুলির কোনোটিতে দশ মাস, কোনোটিতে এক বৎসর বাস করলেন।। ২৪।। কোথাও বা চার, কোথাও বা পাঁচ, কোথাও বা ছয় মাস বাস করলেন। কোথাও বাস করলেন বেশী মাস ধরে। অর্ধমাসও কোথাও কোথাও।। ২৫।। রামচন্দ্র কোথাও তিনমাস, কোথাও বা আট মাস মুনিদের আশ্রমে সুখেই কাটালেন।। ২৬।। অনুকূল পরিবেশে আনন্দের সঙ্গে এইভাবে মুনিদের আশ্রমে ঘুরে দশবৎসর ধর্মজ্ঞ রাম সীতাকে নিয়ে কাটালেন।। ২৭।। পুনরায় তিনি সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রমে ফিরে এলে মুনিদের দ্বারা বন্দিত হলেন।। ২৮।। শত্রুদমন রাম, সেখানে কিছুদিন বাস করলেন। তারপর আশ্রমে থাকাকালে কোনো একদিন রাম বিনয়সহকারে নিকটে গিয়ে সুতীক্ষ্ণকে বললেন, ভগবন্, মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য এই অরণ্যে... ।।৩০।। বাস করেন। নিত্য কথোপকথন করেন যাঁরা এমন ঋষিদের মুখে আমি তা শুনেছি। বনটি তো বিশাল! ভাই কিংবা আমি সেই স্থানটির খোঁজ পাই নি।।৩১।। সেই মহাত্মাকে প্রসন্ন করার জন্য সীতাসহ আমি লক্ষ্মণকে নিয়ে তাঁর কাছে যাবো।। ৩২।। কাছে গিয়ে মুনি অগস্ত্যকে আমি প্রণাম করতে চাই। সেই ধীমান মহর্ষির রমণীয় আশ্রমটি কোথায়? এই মহদ্ অভিপ্রায় আমার মনে খালি ঘুরছে। *(দেখা যাচ্ছে ১৪ বৎসর বনবাস কালের মধ্যে ১০ বৎসর তিনি সুতীক্ষ্ণর আশ্রমের আশেপাশে দণ্ডকায় বাস করেছিলেন। পরের ৪ বৎসর যদৃচ্ছক্রমে ভ্রমণ করেছিলেন)*।। ৩৩।। আমি সেই মুনিবরকে নিজেই সেবা করতে চাই। ধর্মপ্রাণ রামের এই বাক্য মুনি শুনলেন।। ৩৪।। সন্তুষ্ট হয়ে ঋষি সুতীক্ষ্ণ লক্ষ্মণসহ রামকে বললেন, আমিও তোমাকে এই কথাই বলতে চাইছি।।৩৫।। হে রাম, সীতাসহ

অগস্ত্যমভিগচ্ছেতি সীতয়া সহ রাঘব। দিষ্ট্যা ত্বিদানীমর্থেঽস্মিন্ স্বয়মেব ব্রবীষি মাম্।। ৩৬
অয়মাখ্যামি তে রাম যত্রাগস্ত্যো মহামুনিঃ। যোজনান্যাশ্রমাত্তাত যাহি চত্বারি বৈ ততঃ।
দক্ষিণেন মহান্ শ্রীমানগস্ত্যভ্রাতুরাশ্রমঃ।। ৩৭
স্থলীপ্রায়বনোদ্দেশে পিপ্পলীবনশোভিতে। বহুপুষ্পফলে রম্যে নানাবিহগনাদিতে।। ৩৮
পদ্মিন্যো বিবিধাস্তত্র প্রসন্নসলিলাশয়াঃ। হংসকারণ্ডবাকীর্ণাশ্চক্রবাকোপশোভিতাঃ।। ৩৯
তত্রৈকাং রজনীং ব্যুষ্য প্রভাতে রাম গম্যতাম্। দক্ষিণাং দিশমাস্থায় বনখণ্ডস্য পার্শ্বতঃ।। ৪০
তত্রাগস্ত্যাশ্রমপদং গত্বা যোজনমন্তরম্। রমণীয়ে বনোদ্দেশে বহুপাদপশোভিতে।। ৪১
রংস্যতে তত্র বৈদেহী লক্ষ্মণশ্চ ত্বয়া সহ। স হি রম্যো বনোদ্দেশো বহুপাদপসংযুতঃ।। ৪২
যদি বুদ্ধিঃ কৃতা দ্রষ্টুমগস্ত্যং তং মহামুনিম্। অদ্যৈব গমনে বুদ্ধিং রোচয়স্ব মহামতে।। ৪৩
ইতি রামো মুনেঃ শ্রুত্বা সহ ভ্রাত্রাঽভিবাদ্য চ। প্রতস্থেঽগস্ত্যমুদ্দিশ্য সানুজঃ সহ সীতয়া।। ৪৪
পশ্যন্ বনানি চিত্রাণি পর্বতাংশ্চাভ্রসন্নিভান্। সরাংসি সরিতশ্চৈব পথি মার্গবশানুগান্।। ৪৫
সুতীক্ষ্ণেনোপদিষ্টেন গত্বা তেন পথা সুখম্। ইদং পরমসংহৃষ্টো বাক্যং লক্ষ্মণমব্রবীৎ।। ৪৬
এতদেবাশ্রমপদং নূনং তস্য মহাত্মনঃ। অগস্ত্যস্য মুনের্ভ্রাতুর্দৃশ্যতে পুণ্যকর্মণঃ।। ৪৭
যথা হি মে বনস্যাস্য জ্ঞাতাঃ পথি সহস্রশঃ। সন্নতাঃ ফলভারেণ পুষ্পভারেণ চ দ্রুমাঃ।। ৪৮
পিপ্পলীনাঞ্চ পক্কানাং বনাদস্মাদুপাগতঃ। গন্ধোঽয়ং পবনোৎক্ষিপ্তঃ সহসা কটুকোদয়ঃ।। ৪৯
তত্র তত্র চ দৃশ্যন্তে সংক্ষিপ্তাঃ কাষ্ঠসঞ্চয়াঃ। লুনাশ্চ পরিদৃশ্যন্তে দর্ভা বৈদূর্যবর্চসঃ।। ৫০
এতচ্চ বনমধ্যস্থং কৃষ্ণাভ্রশিখরোপমম্। পাবকস্যাশ্রমস্থস্য ধূমাগ্রং সম্প্রদৃশ্যতে।। ৫১
বিবিক্তেষু চ তীর্থেষু কৃতস্নানা দ্বিজাতয়ঃ। পুষ্পোপহারং কুর্বন্তি কুসুমৈঃ স্বয়মর্জিতৈঃ।। ৫২

অগস্ত্যের কাছে যাও। সৌভাগ্যবশতঃ তুমি নিজেই এই বিষয়ে বলছো।। ৩৬।। রাম যেখানে অগস্ত্য আছেন, তা আমি তোমায় বলছি। শোনো। এই আশ্রম থেকে দক্ষিণদিকে চার যোজন যাবে। দেখতে পাবে শ্রীমান অগস্ত্যের ভ্রাতার পুণ্য আশ্রম।। ৩৭।। সেই বনস্থলী পিপ্পলী তথা বিশাল বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষের দ্বারা পরিশোভিত। নানা ফুলফল ঐখানে মেলে। বহুবিধ পাখীর কূজনে রমণীয় ঐ আশ্রম।। ৩৮।। স্বচ্ছসলিলা বহু পদ্মসরোবর সেখানে রয়েছে। সেগুলি হাঁস আর চক্রবাক পাখীর দ্বারা মনোরম।। ৩৯।। রাম, ঐখানে একটি রাত কাটিয়ে প্রভাতে উঠে বনখণ্ডের পাশ দিয়ে দক্ষিণদিক ধরে চলে যাবে।। ৪০।। একযোজন গিয়ে বহুবিধ তরুশোভিত মনোরম বনপ্রদেশে দেখবে অগস্ত্যাশ্রম।। ৪১।। সীতা এবং লক্ষ্মণও তোমার সঙ্গে সেখানে আনন্দ পাবে। সুন্দর বনপ্রদেশে বহুরকম বৃক্ষ চোখে পড়বে।। ৪২।। মহর্ষি অগস্ত্যকে দেখার জন্য যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে, হে মহামতি আজই সেখানে চলে যাওয়া আমার ভালো মনে হয়।। ৪৩।। এই কথা শুনে পত্নী এবং ভ্রাতাসহ রাম ঋষিকে প্রণাম করে অগস্ত্যের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।। ৪৪।। পথে দেখলেন সুন্দর সব বনরাজি। এবং মেঘের মতো পর্বতশ্রেণী। পথে দেখতে পেলেন অনুকূল সব সরোবর এবং নদী।। ৪৫।। সুতীক্ষ্ণের দ্বারা উপদিষ্ট সেই পথে বেশ আরামে গিয়ে পরম আনন্দিত হয়ে লক্ষ্মণকে রাম বললেন—।।৪৬।। ঐ যে আশ্রম দেখা যাচ্ছে। এটি নিশ্চয়ই মহাত্মা অগস্ত্যের পুণ্যকর্মা ভ্রাতার।।৪৭।। যেমনটি আমি জেনেছিলাম, ঠিক তেমনিই পথে দেখছি হাজার হাজার গাছ। ফল আর ফুলের ভারে একেবারে ভেঙে পড়ছে।। ৪৮।। হঠাৎ এই বন থেকে বাতাসে ভেসে বেরিয়ে আসছে পাকা পিপ্পলীফলের কটু গন্ধ।। ৪৯।। কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে জড়ো করা কাঠের স্তূপ। ছিন্ন কুশরাশি। সেগুলির থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে বৈদূর্যমণির মতো দীপ্তি।। ৫০।। এই বনের মধ্যে আশ্রমের যজ্ঞাগ্নির ধোঁয়ার শিখা কালো মেঘের চূড়ার মতো দেখা যাচ্ছে।। ৫১।। নির্জন ঘাটগুলিতে স্নান সেরে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের তোলা ফুলে দেবতার উদ্দেশে পুষ্পের উপহার প্রদান করছেন।। ৫২।। হে সৌম্য, সুতীক্ষ্ণের কথায় যেমন শুনেছিলাম,

ততঃ সুতীক্ষ্ণবচনং যথা সৌম্য ময়া শ্রুতম্। অগস্ত্যস্যাশ্রমো ভ্রাতুর্নূনমেষ ভবিষ্যতি।। ৫৩
নিগৃহ্য তরসা মৃত্যুং লোকানাং হিতকাম্যয়া। যস্য ভ্রাত্রা কৃতেয়ং দিক্ শরণ্যা পুণ্যকর্মণা।। ৫৪
ইহৈকদা কিল ক্রূরো বাতাপিরপি চেল্বলঃ। ভ্রাতরৌ সহিতাবাস্তাং ব্রাহ্মণঘ্নৌ মহাসুরৌ।। ৫৫
ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্। আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ।। ৫৬
ভ্রাতরং সংস্কৃতং কৃত্বা ততস্তং মেষরূপিণম্। তান্ দ্বিজান্ ভোজয়ামাস শ্রাদ্ধদৃষ্টেন কর্মণা।। ৫৭
ততো ভুক্তবতাং তেষাং বিপ্রাণামিল্বলোঽব্রবীৎ। বাতাপে নিষ্ক্রমস্বেতি স্বরেণ মহতা বদন্।। ৫৮
ততো ভ্রাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বাতাপির্মেষবন্নদন্। ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা শরীরাণি ব্রাহ্মণানাং বিনিষ্পতৎ।। ৫৯
ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি তৈরেবং কামরূপিভিঃ। বিনাশিতানি সংহত্য নিত্যশঃ পিশিতাশনৈঃ।। ৬০
অগস্ত্যেন তদা দেবৈঃ প্রার্থিতেন মহর্ষিণা। অনুভূয় কিল শ্রাদ্ধে ভক্ষিতঃ স মহাসুরঃ।। ৬১
ততঃ সম্পন্নমিত্যুক্ত্বা দত্ত্বা হস্তেঽবনেজনম্। ভ্রাতরং নিষ্ক্রমস্বেতি ইল্বলঃ সমভাষত।। ৬২
স তদা ভাষমাণং তু ভ্রাতরং বিপ্রঘাতিনম্। অব্রবীৎ প্রহসন্ ধীমানগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ।। ৬৩
কুতো নিষ্ক্রমিতুং শক্তির্ময়া জীর্ণস্য রক্ষসঃ। ভ্রাতুস্তু মেষরূপস্য গতস্য যমসাদনম্।। ৬৪
অথ তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভ্রাতুর্নিধনসংশ্রিতম্। প্রধর্ষয়িতুমারেভে মুনিং ক্রোধান্নিশাচরঃ।। ৬৫
সোঽভ্যদ্রবদ্দ্বিজেন্দ্রং তং মুনিনা দীপ্ততেজসা। চক্ষুষানলকল্পেন নির্দগ্ধো নিধনং গতঃ।। ৬৬
তস্যায়মাশ্রমো ভ্রাতুস্তটাকবনশোভিতঃ। বিপ্রানুকম্পয়া যেন কর্মেদং দুষ্করং কৃতম্।। ৬৭
এবং কথয়মানস্য তস্য সৌমিত্রিণা সহ। রামস্যাস্তং গতঃ সূর্যঃ সন্ধ্যাকালোঽভ্যবর্তত।। ৬৮

তাই মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই এটি সেই অগস্ত্যের ভাইয়ের আশ্রম।।৫৩।। যাঁর পুণ্যকর্মা ভাই জগতের কল্যাণ কামনায় মানুষের মৃত্যুস্বরূপ বাতাপি ও ইল্বল নামের দুই অসুরকে সবলে নিগৃহীত করে দক্ষিণদিককে সকলের আশ্রয়যোগ্য করেছেন। *(অগস্ত্যের ভ্রাতাও তো অগস্ত্য। এঁর ভাই ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলকে শঙ্কামুক্ত করেন)*।।৫৪।। একসময় এখানে বাতাপি এবং ইল্বল নামে নিষ্ঠুর দুই ভাই বাস করতো। ভীষণ এই অসুর দু'টি ব্রাহ্মণদের হত্যা করতো।।৫৫।। নিষ্ঠুর ইল্বল ব্রহ্মণের রূপধারণ করে সংস্কৃতে কথা বলে শ্রাদ্ধকে উপলক্ষ্য করে ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করতো *(নির্ঘৃণঃ—নাস্তি ঘৃণা করুণা যস্য—নিষ্করুণ)* ।।৫৬।। ভাইকে মেষের রূপধারণ করিয়ে শ্রাদ্ধের বিধি অনুসারে সংস্কৃত করে বলি দিয়ে তার মাংস ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতো ।।৫৭।। তারপর ব্রাহ্মণদের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে গম্ভীরধ্বনিতে সে বলতো, বাতাপে, বেরিয়ে এসো।।৫৮।। তখন, ভাইয়ের বচন শুনে বাতাপি মেষের মতো শব্দ করতে করতে ব্রাহ্মণদের শরীর বিদীর্ণ করে বাইরে বেরিয়ে আসতো।।৫৯।। ইচ্ছানুসারে রূপধারণকারী ঐ কাঁচামাংসভোজী রাক্ষসদের দ্বারা নিত্যই হাজার হাজার ব্রাহ্মণ ছলনায় বাঁধা পড়ে নিহত হতেন ।।৬০।। তখন দেবতাদের প্রার্থনায় মহর্ষি অগস্ত্য শ্রাদ্ধে সেই মহা-অসুরকে চিন্তা করে ভোজন করলেন।৬১।। এবার ঋষির হাতে জল দিয়ে ইল্বল বললো, শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়েছে তো? তারপর ভাই বাতাপিকে উদ্দেশ্য করে সে বললো, বেরিয়ে এসো।।৬২।। মুনিশ্রেষ্ঠ ধীমান অগস্ত্য তখন হেসে ব্রাহ্মণঘাতী রাক্ষসভ্রাতা ইল্বলকে ভাইকে ডাকতে দেখে বললেন—।।৬৩।। আমি যে খেয়ে জীর্ণ করে ফেলেছি। রাক্ষসের আর বের হবার শক্তি কোথায়? মেষরূপী ভাই যমের বাড়ীই চলে গেছে।।৬৪।। ভাইয়ের মৃত্যু বিষয়ে তাঁর মন্তব্য শুনে রেগে গিয়ে রাক্ষস ইল্বল মুনিকে আক্রমণ করতে শুরু করলে।।৬৫।। সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠকে আক্রমণ করতে গেলে মুনির চোখের অগ্নিতুল্য তীব্রতেজে সে নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে নিহত হলো।।৬৬।। ব্রাহ্মণদের প্রতি দয়াবশতঃ যে অগস্ত্য এই দুষ্কর কর্ম করেছিলেন, তাঁরই ভ্রাতার এই সরোবর আর বনশোভিত আশ্রম।।৬৭।। লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম যখন এইরকম কথা বলছিলেন তখন সূর্য অস্ত গেলো। নেমে এলো সন্ধ্যা।।৬৮।। ভাইকে নিয়ে বিধি

উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং সহ ভ্রাত্রা যথাবিধি। প্রবিবেশাশ্রমপদং তমৃষিং চাভ্যবাদয়ৎ।। ৬৯
সম্যক্‌প্রতিগৃহীতস্তু মুনিনা তেন রাঘবঃ। ন্যবসত্তাং নিশামেকাং প্রাশ্য মূলফলানি চ।। ৭০
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামুদিতে রবিমণ্ডলে। ভ্রাতরং তমগস্ত্যস্য আমন্ত্রয়ত রাঘবঃ।। ৭১
অভিবাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সুখমস্ম্যুষিতো নিশাম্। আমন্ত্রয়ে ত্বাং গচ্ছামি গুরুং তে দ্রষ্টুমগ্রজম্।। ৭২
গম্যতামিতি তেনোক্তো জগাম রঘুনন্দনঃ। যথোদ্দিষ্টেন মার্গেণ বনং তচ্চাবলোকয়ন্।। ৭৩
নীবারান্ পনসান্ শালান্ বঞ্জুলাংস্তিনিশাংস্তথা। চিরিবিল্বান্ মধূকাংশ্চ বিল্বানথ চ তিন্দুকান্।। ৭৪
পুষ্পিতান্ পুষ্পিতাগ্রাভির্লতাভিরুপশোভিতান্। দদর্শ রামঃ শতশস্তত্র কান্তারপাদপান্।। ৭৫
হস্তি-হস্তৈর্বিমৃদিতান্ বানরৈরুপশোভিতান্। মত্তৈঃ শকুনিসঙ্ঘৈশ্চ শতশঃ প্রতিনাদিতান্।। ৭৬
ততোঽব্রবীৎ সমীপস্থং রামো রাজীবলোচনঃ। পৃষ্ঠতোঽনুগতং বীরং লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্।। ৭৭
স্নিগ্ধপত্রা যথা বৃক্ষা যথা ক্ষান্তা মৃগদ্বিজাঃ। আশ্রমো নাতিদূরস্থো মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।। ৭৮
অগস্ত্য ইতি বিখ্যাতো লোকে স্বেনৈব কর্মণা। আশ্রমো দৃশ্যতে তস্য পরিশ্রান্তশ্রমাপহঃ।। ৭৯
প্রাজ্যধূমাকুলবনশ্চীরমালাপরিষ্কৃতঃ। প্রশান্তমৃগযূথশ্চ নানাশকুনিনাদিতঃ।। ৮০
নিগৃহ্য তরসা মৃত্যুং লোকানাং হিতকাম্যয়া। দক্ষিণা দিক্‌কৃতা যেন শরণ্যা পুণ্যকর্মণা।। ৮১
তস্যেদমাশ্রমপদং প্রভাবাদ্ যস্য রাক্ষসৈঃ। দিগিয়ং দক্ষিণা ত্রাসাদ্ দৃশ্যতে নোপভুজ্যতে।। ৮২
যদাপ্রভৃতি চাক্রান্তা দিগিয়ং পুণ্যকর্মণা। তদাপ্রভৃতি নির্বৈরাঃ প্রশান্তা রজনীচরাঃ।। ৮৩
নাম্না চেয়ং ভগবতো দক্ষিণা দিক্‌প্রদক্ষিণা। প্রথিতা ত্রিষু লোকেষু দুর্ধর্ষা ক্রূরকর্মভিঃ।। ৮৪

অনুসারে রাম সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করে আশ্রমে প্রবেশ করে সেই ঋষিকে প্রণাম করলেন।।৬৯।। মুনি তাঁকে সম্যগ্‌রূপে অভ্যর্থনা জানালেন। ফলমূল আহার করে সেই রাত তাঁরা সেখানেই যাপন করলেন।।৭০।। রাত শেষ হয়ে গেলে সূর্য উদিত হলো। রাম অগস্ত্যের ভাইয়ের সঙ্গে মুনির কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বললে—।।৭১।। ভগবন্, আপনাকে প্রণাম করি। রাত ভলোভাবেই কাটিয়েছি। এখন আপনার অনুমতি প্রার্থনা করে আপনার পূজনীয় অগ্রজের দর্শনে যেতে চাই।।৭২।। অগস্ত্যের ভ্রাতা বললেন, বেশ, যাও। এবার রঘুনন্দন রাম বন দেখতে দেখতে সুতীক্ষ্ণের দেখানো পথে চলে গেলেন।।৭৩।। পথে যেতে যেতে রাম শত শত বনবৃক্ষ দেখতে পেলেন। যেমন, নীবার নামক বন্য ধান্য, কাঁঠাল, সাল, বেত, চিরবিল্ব, মধূক, তিন্দুক প্রভৃতি *(তিন্দুক—গাব)*।। ৭৪।। রাম দেখলেন, পুষ্‌পিত লতায় অগ্রভাগ জড়ানো শত শত তরুরাজি।। ৭৫।। দেখলেন, গাছগুলি হাতীর শুঁড়ের দ্বারা বিধ্বস্ত। বানরগুলি গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে। শত শত মত্ত পাখীর কূজনে প্রতিধ্বনিত বৃক্ষসমূহ।। ৭৬।। পদ্মনেত্র রাম তারপর সমীপস্থ এবং পেছনে পেছনে-আসা শোভাবর্ধক লক্ষ্মণকে বললেন—।।৭৭।। এখানে গাছের পাতাগুলো বেশ স্নিগ্ধ। হরিণ আর ব্রাহ্মণেরা বেশ প্রশান্ত। মনে হচ্ছে আত্মধ্যানী ঋষি অগস্ত্যের আশ্রম আর বেশী দূরে নয়।।৭৮।। সেই ঋষি নিজের কর্মের দ্বারাই জগতে অগস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ। তাঁরই আশ্রম দেখা যাচ্ছে। এই আশ্রমে গেলে পরিশ্রান্ত লোকের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় *(অগং পর্বতং স্তম্ভয়তি ইতি অগস্ত্যঃ। অগ অর্থাৎ পর্বতকে যিনি তপঃশক্তির দ্বারা স্তম্ভিত করেন তিনি হলেন অগস্ত্য। কঠোর তপস্যার দ্বারা অগস্ত্য সার্থকনামা)*।। ৭৯।। আশ্রমের বনপ্রদেশ আহুতি দেওয়া ঘৃতের ধূমে আচ্ছন্ন। বস্ত্রখণ্ড এবং মালায়-শোভিত। হরিণের যূথগুলি বেশ শান্ত। নানা পাখীর কলরবে মুখরিত *(প্রাজ্য—প্রকৃষ্ট ঘৃত, প্রচুর)*।।৮০।। যিনি জগতের কল্যাণের কামনাবলে মৃত্যুমূর্তি রাক্ষসদের ধ্বংস করে পুণ্যকর্মের দ্বারা দক্ষিণদিককে জনগণের আশ্রয়যোগ্য করেছেন—।।৮১।। যাঁর প্রভাবে রাক্ষসেরা সন্ত্রস্ত হয়ে দক্ষিণদিকে আসে না, তাঁরই তথা মহর্ষি অগস্ত্যেরই আশ্রম এটি।।৮২।। এই পূতকর্মা ঋষি যখন থেকে এই দিকে এলেন, তখন থেকেই রাক্ষসেরা শত্রুতা পরিত্যাগ করে শান্ত হয়ে গেছে।।৮৩।। তাঁরই নামে প্রসিদ্ধ এই দক্ষিণদিক প্রকৃষ্টভাবে ওদার্যযুক্তা ক্রূরকর্মা রাক্ষসদের আক্রমণের সাধ্যের বাইরে বলে ত্রিভুবনে এই দিক প্রখ্যাত।।৮৪।। তাঁরই নির্দেশপালনের জন্য পর্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য সূর্যের

মার্গং নিরোদ্ধুং সততং ভাস্করস্যাচলোত্তমঃ। সন্দেশং পালয়ংস্তস্য বিন্ধ্যশৈলো ন বর্ধতে।। ৮৫
অয়ং দীর্ঘায়ুষস্তস্য লোকে বিশ্রুতকর্মণঃ। অগস্ত্যস্যাশ্রমঃ শ্রীমান্ বিনীতমৃগসেবিতঃ।। ৮৬
এষ লোকার্চিতঃ সাধুহিতে নিত্যং রতঃ সতাম্। অস্মানধিগতানেষ শ্রেয়সা যোজয়িষ্যতি।। ৮৭
আরাধয়িষ্যাম্যত্রাহমগস্ত্যং তং মহামুনিম্। শেষঞ্চ বনবাসস্য সৌম্য বৎস্যাম্যহং প্রভো।। ৮৮
অত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ। অগস্ত্যং নিয়তাহারাঃ সততং পর্যুপাসতে।। ৮৯
নাত্র জীবেন্মৃষাবাদী ক্রূরো বা যদি বা শঠঃ। নৃশংসঃ পাপবৃত্তো বা মুনিরেষ তথাবিধঃ।। ৯০
অত্র দেবাশ্চ যক্ষাশ্চ নাগাশ্চ পতগৈঃ সহ। বসন্তি নিয়তাহারা ধর্মমারাধয়িষ্ণবঃ।। ৯১
অত্র সিদ্ধা মহাত্মানো বিমানৈঃ সূর্যসন্নিভৈঃ। ত্যক্ত্বা দেহান্নবৈর্দেহৈঃ স্বর্যাতাঃ পরমর্ষয়ঃ।। ৯২
যক্ষত্বমমরত্বঞ্চ রাজ্যানি বিবিধানি চ। অত্র দেবাঃ প্রযচ্ছন্তি ভূতৈরারাধিতাঃ শুভৈঃ।। ৯৩
আগতাঃ স্মাশ্রমপদং সৌমিত্রে প্রবিশাগ্রতঃ। নিবেদয়েহ মাং প্রাপ্তমৃষয়ে সহ সীতয়া।। ৯৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ।

পথ বুদ্ধ করার জন্য আর বর্ধিত হচ্ছে না।। ৮৫।। বর্ষীয়ান, জগতে বিশ্রুতকর্মা অগস্ত্যের এই আশ্রম শোভাযুক্ত। এবং বিনম্র হরিণদের দ্বারা সেবিত।। ৮৬।। এই আশ্রম জনগণের দ্বারা পূজিত। সজ্জনদের কল্যাণে সর্বদা নিরত। আমরা ঐখানে গেলে মহর্ষি আমাদের মঙ্গল করবেন।। ৮৭।। মহর্ষি অগস্ত্যকে আমরা ঐখানে আরাধনা করবো। সৌম্য, তুমিই তো এখন আমাদের প্রভু, বনবাসের অবশিষ্ট কাল এইখানেই আমরা বাস করবো।। ৮৮।। দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং পরম ঋষিরা আহার সংযত করে এখানে সর্বদাই অগস্ত্যকে বন্দনা করেন।। ৮৯।। এইমুনি এমনই যে, তাঁর আশ্রমে মিথ্যাবাদী, নিষ্ঠুর শঠ-নৃশংস এবং পাপাচারীরা বাঁচতে পারে না।। ৯০।। এইখানে দেব, যক্ষ, নাগ এবং পক্ষিগণ ধর্ম আরাধনার জন্য আহার সংযত করে বাস করেন।। ৯১।। ওখানে যে মহাত্মারা সিদ্ধিলাভ করেছেন, সেই পরম ঋষিরা পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করে নূতন দেহে সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল রথে আরোহণ করে স্বর্গে গমন করেছেন।।৯২।। শুভকর্মা প্রাণীদের দ্বারা আরাধিত হয়ে দেবতারা এখানে যক্ষত্ব, অমরত্ব এবং বিবিধ রাজ্যদান করে থাকেন।। ৯৩।। আমরা আশ্রমে এসে গেছি। লক্ষ্মণ, তুমি আগে প্রবেশ করো। সীতাসহ আমি এসেছি — এই কথা ঋষিকে নিবেদন করো।। ৯৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের একাদশ (১১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাদশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামপ্রভৃতীনামগস্ত্যাশ্রম প্রবেশঃ, মুনিনা অতিথীনাং তেষাং সৎকারঃ, রামস্য দিব্যশস্ত্রপ্রাপ্তিশ্চ।

স প্রবিশ্যাশ্রমপদং লক্ষ্মণো রাঘবানুজঃ। অগস্ত্যশিষ্যমাসাদ্য বাক্যমেতদুবাচ হ।। ১
রাজা দশরথো নাম জ্যেষ্ঠস্তস্য সুতো বলী। রামঃ প্রাপ্তো মুনিং দ্রষ্টুং ভার্যয়া সহ সীতয়া।। ২
লক্ষ্মণো নাম তস্যাহং ভ্রাতা ত্ববরজো হিতঃ। অনুকূলশ্চ ভক্তশ্চ যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ।। ৩

দ্বাদশ (১২) সর্গ

শ্রীরাম প্রভৃতির অগস্ত্যের আশ্রমে প্রবেশ। মুনির দ্বারা এই অতিথিদের সৎকার। রামের দিব্য অস্ত্রলাভ।

রামের ছোটো ভাই লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবেশ করে অগস্ত্যের এক শিষ্যকে পেয়ে বললেন— ।। ১ ।। রাজা দশরথের বীর জ্যেষ্ঠপুত্র রাম ভার্যা সীতাসহ মুনিকে দর্শনের জন্য এসেছেন।। ২ ।। তাঁরই ছোটো ভাই আমি। লক্ষ্মণ আমার নাম। তাঁরই কল্যাণ-সাধক, অনুকূল এবং ভক্ত যে আমি তা হয়তো আপনারা জানতে পেরেছেন।।৩ ।। পিতার নির্দেশে আমরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বনে প্রবেশ করেছি। আমরা সবাই মহর্ষিকে দর্শন

তে বয়ং বনমত্যুগ্রং প্রবিষ্টাঃ পিতৃশাসনাৎ। দ্রষ্টুমিচ্ছামহে সর্বে ভগবন্তং নিবেদ্যতাম্।। ৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য তপোধনঃ। তথেত্যুক্ত্বাগ্নিশরণং প্রবিবেশ নিবেদিতুম্।। ৫
স প্রবিশ্য মুনিশ্রেষ্ঠং তমসা দুষ্প্রধর্ষণম্। কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং রামাগমনমঞ্জসা।। ৬
যথোক্তং লক্ষ্মণেনৈব শিষ্যোঽগস্ত্যস্য সম্মতঃ। পুত্রৌ দশরথস্যেমৌ রামো লক্ষ্মণ এব চ।। ৭
প্রবিষ্টাবাশ্রমপদং সীতয়া সহ ভার্যয়া। দ্রষ্টুং ভবন্তমায়াতৌ শুশ্রূষার্থমরিন্দমৌ।। ৮
যদত্রানন্তরং তৎ ত্বমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি। ততঃ শিষ্যাদুপশ্রুত্য প্রাপ্তং রামং সলক্ষ্মণম্।। ৯
বৈদেহীঞ্চ মহাভাগামিদং বচনমব্রবীৎ। দিষ্ট্যা রামশ্চিরস্যাদ্য দ্রষ্টুং মাং সমুপাগতঃ।। ১০
মনসা কাঙ্ক্ষিতং হ্যস্য ময়াপ্যাগমনং প্রতি। গম্যতাং সৎকৃতো রামঃ সভার্যঃ সহলক্ষ্মণঃ।। ১১
প্রবেশ্যতাং সমীপং মে কিমসৌ ন প্রবেশিতঃ। এবমুক্তস্তু মুনিনা ধর্মজ্ঞেন মহাত্মনা।। ১২
অভিবাদ্যাব্রবীচ্ছিষ্যস্তথেতি নিয়াতাঞ্জলিঃ। তদা নিষ্ক্রম্য সম্ভ্রান্তঃ শিষ্যো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।। ১৩
কোঽসৌ রামো মুনিং দ্রষ্টুমেতু প্রবিশতু স্বয়ম্। ততো গত্বাশ্রমপদং শিষ্যেণ সহ লক্ষ্মণঃ।। ১৪
দর্শয়ামাস কাকুৎস্থং সীতাঞ্চ জনকাত্মজাম্। তং শিষ্যঃ প্রশ্রিতং বাক্যমগস্ত্যবচনং ব্রুবন্।। ১৫
প্রাবেশয়দ্ যথান্যায়ং সৎকারার্হং সুসৎকৃতম্। প্রবিবেশ ততো রামঃ সীতয়া সহ লক্ষ্মণঃ।। ১৬
প্রশান্তহরিণাকীর্ণমাশ্রমং হ্যবলোকয়ন্। স তত্র ব্রহ্মণঃ স্থানমগ্নেঃ স্থানং তথৈব চ।। ১৭
বিষ্ণোঃ স্থানং মহেন্দ্রস্য স্থানং চৈব বিবস্বতঃ। সোমস্থানং ভগস্থানং স্থানং কৌবেরমেব চ।। ১৮
ধাতুর্বিধাতুঃ স্থানঞ্চ বায়োঃ স্থানং তথৈব চ। স্থানঞ্চ পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাত্মনঃ।। ১৯
স্থানং তথৈব গায়ত্র্যা বসূনাং স্থানমেব চ। স্থানঞ্চ নাগরাজস্য গরুড়স্থানমেব চ।। ২০

করতে চাই এই বার্তা তাঁকে নিবেদন করুন ।। ৪ ।। লক্ষ্মণের কথা শুনে তপস্বী 'বেশ তাই হবে' বলে তাঁদের আগমন নিবেদন করার জন্য অগ্নিশালায় প্রবেশ করলেন।। ৫ ।। অগ্নিশালায় প্রবেশ করে তিনি তপস্যায় অপরাজেয় মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে কৃতাঞ্জলি হয়ে রামের আগমনের কথা সত্বর নিবেদন করলেন (অঞ্জসা—সত্বর)।। ৬ ।। লক্ষ্মণ যা বলেছিলেন, অগস্ত্যের শিষ্য তা সম্যগ্‌ভাবে মেনে নিয়ে বললেন, তাঁরা দু'জন হলেন রাম আর লক্ষ্মণ। দশরথের পুত্র।। ৭ ।। শত্রুদমনকারী রাম ভার্যা সীতা এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণসহ আশ্রমে এসেছেন। আপনাকে তাঁরা সেবা করতে চান।। ৮ ।। এই বিষয়ে এরপর যা করতে হবে, তা আপনি আজ্ঞা করুন। ঋষি শুনলেন লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাম এসেছেন ।। ৯ ।। মহাভাগা সীতাও এসেছেন। তিনি বললেন, বহুকাল পরে রাম আমাকে দেখতে এসেছে। এ সৌভাগ্যের কথা!।। ১০ ।। আমিও মনে মনে তাঁর আগমন আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। তুমি যাও, ভ্রাতা এবং ভার্যাসহ রামকে আতিথ্যে সম্বর্ধিত করো।।১১।। তাঁরা আসামাত্রই তুমি তাঁদের এখানে নিয়ে আসো নি কেন? ধর্মজ্ঞ মহাত্মা ঋষি অগস্ত্য এইরকম বললেন।।১২।। করজোড়ে শিষ্য তাঁকে প্রণাম করে বললো, বেশ তাই হবে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে অগস্ত্যের শিষ্য লক্ষ্মণ বললেন—।। ১৩ ।। আপনাদের মধ্যে রাম কে? মুনিকে দর্শন করতে আসুন। নিজেই প্রবেশ করুন। তারপর, লক্ষ্মণ শিষ্যকে নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করলেন।। ১৪ ।। রাম এবং জনকরাজ কন্যা সীতাকে তিনি দেখালেন। শিষ্য অগস্ত্যের বাক্য বিনম্রভাবে তাঁকে নিবেদন করলেন।। ১৫ ।। তারপর সম্বর্ধনার যোগ্য তাঁদেরকে সমাদরের সঙ্গে বিধি অনুসারে আতিথ্যে সৎকৃত করে প্রবেশ করলেন। সীতা ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাম প্রবেশ করলেন।। ১৬ ।। দেখলেন আশ্রমটিতে শান্তভাবে হরিণেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। অগ্নিশালায় আরাধনার জন্য ব্রহ্মা এবং অগ্নির আছে নির্দিষ্ট স্থান।। ১৭ ।। দেখলেন, বিষ্ণু, মহেন্দ্র, বিবস্বান, সোম, ভগ এবং কুবেরের স্থান ।। ১৮ ।। ধাতা, বিধাতা, বায়ু, পাশহস্ত মহাত্মা বরুণের স্থানও দেখলেন।।১৯।। দেখতে পেলেন গায়ত্রী, বসু এবং নাগরাজ গরুড়ের স্থান।। ২০ ।। দৃশ্যমান হলো কার্তিকেয় এবং ধর্মের স্থান। তারপর দেখলেন, শিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ঋষি অগস্ত্য অগ্নিগৃহ থেকে

কার্তিকেয়স্য চ স্থানং ধর্মস্থানঞ্চ পশ্যতি। ততঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃতো মুনিরপ্যভিনিষ্পতৎ।। ২১
তং দদর্শাগ্রতো রামো মুনীনাং দীপ্ততেজসম্। অব্রবীদ্ বচনং বীরো লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্।। ২২
বহির্লক্ষ্মণ নিষ্ক্রামত্যগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ। ঔদার্যেণাবগচ্ছামি নিধানং তপসামিদম্।। ২৩
এবমুক্ত্বা মহাবাহুরগস্ত্যং সূর্যবর্চসম্। জগ্রাহাপততস্তস্য পাদৌ চ রঘুনন্দনঃ।। ২৪
অভিবাদ্য তু ধর্মাত্মা তস্থৌ রামঃ কৃতাঞ্জলিঃ। সীতয়া সহ বৈদেহ্যা তদা রামঃ স লক্ষ্মণঃ।। ২৫
প্রতিগৃহ্য চ কাকুৎস্থমর্চয়িত্বাঽসনোদকৈঃ। কুশলপ্রশ্নমুক্ত্বা চ আস্যতামিতি সোঽব্রবীৎ।। ২৬
অগ্নিং হুত্বা প্রদায়ার্ঘমতিথীন্ প্রতিপূজ্য চ। বানপ্রস্থেন ধর্মেণ স তেষাং ভোজনং দদৌ।। ২৭
প্রথমং চোপবিশ্যাথ ধর্মজ্ঞো মুনিপুঙ্গবঃ। উবাচ রামমাসীনং প্রাঞ্জলিং ধর্মকোবিদম্।। ২৮
অন্যথা খলু কাকুৎস্থ তপস্বী সমুদাচরন্। দুঃসাক্ষীব পরে লোকে স্বানি মাংসানি ভক্ষয়েৎ।। ২৯
রাজা সর্বস্য লোকস্য ধর্মচারী মহারথঃ। পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ ভবান্ প্রাপ্তঃ প্রিয়াতিথিঃ।। ৩০
এবমুক্ত্বা ফলৈর্মূলৈঃ পুষ্পৈশ্চান্যৈশ্চ রাঘবম্। পূজয়িত্বা যথাকামং ততোঽগস্ত্যস্তমব্রবীৎ।। ৩১
ইদং দিব্যং মহচ্চাপং হেমবজ্রবিভূষিতম্। বৈষ্ণবং পুরুষব্যাঘ্র নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।। ৩২
অমোঘঃ সূর্যসঙ্কাশো ব্রহ্মদত্তঃ শরোত্তমঃ। দত্তৌ মম মহেন্দ্রেণ তূণী চাক্ষয্য-সায়কৌ।। ৩৩
সম্পূর্ণৌ নিশিতৈর্বাণৈর্জ্বলদ্ভিরিব পাবকৈঃ। মহারজতকোশোঽয়মসির্হেমবিভূষিতঃ।। ৩৪
অনেন ধনুষা রাম হত্বা সংখ্যে মহাসুরান্। আজহার শ্রিয়ং দীপ্তাং পুরা বিষ্ণুর্দিবৌকসাম্।। ৩৫
তদ্ধনুস্তৌ চ তূণী চ শরং খড়্গঞ্চ মানদ। জয়ায় প্রতিগৃহ্ণীষ্ব বজ্রং বজ্রধরো যথা।। ৩৬
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ সমস্তং তদ্বরায়ুধম্। দত্ত্বা রামায় ভগবানগস্ত্যঃ পুনরব্রবীৎ।। ৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ।

বহির্গত হচ্ছেন।। ২১ ।। বীর রাম মুনিদের সামনে প্রদীপ্ততেজা ঋষিকে দেখলেন। তিনি শোভাবর্ধক লক্ষ্মণকে তখন বললেন—।। ২২ ।। লক্ষ্মণ, ঐ দেখো, তপস্যার আশ্রয়, পূজ্যপাদ, ঋষি অগস্ত্য ঔদার্যবশতঃ নিজেই বাইরে বেরিয়ে আসছেন।। ২৩ ।। রঘুনন্দন মহাবাহু রাম এইরকম বলেই সূর্যের মতো তেজস্বী মুনির চরণযুগলে পতিত হয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন।। ২৪ ।। প্রণাম করে রাম সীতা এবং লক্ষ্মণসহ ধর্মপ্রাণ করজোড়ে দাঁড়িয়ে রৈলেন। ।। ২৫ ।। ঋষিও রামকে সমাদরে গ্রহণ করলেন। আসন এবং জলের দ্বারা অর্চনা করে কুশল জিজ্ঞাসা করে বললেন, বোসো।। ২৬ ।। তিনি এবার বানপ্রস্থ ধর্মানুসারে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে অতিথিদের অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে আহার্য দান করলেন ।। ২৭ ।। ধর্মজ্ঞ, মুনিবর অগস্ত্য প্রথমে উপবেশন করলেন। তারপর তাঁর পেছনে করজোড়ে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ধর্মজ্ঞ রামকে বললেন—।।২৮।। হে কাকুৎস্থ, তপস্বী যদি অতিথির প্রতি অন্যায় আচরণ করে, তাহলে মিথ্যাসাক্ষ্যদাতার মতো পরলোকে নিজের মাংস নিজেকেই খেতে হয় *(আতিথ্যের বৈশিষ্ট্য এবং মিথ্যাসাক্ষ্যের পরিণাম লক্ষণীয়)*।।২৯।। তুমি সকল মানুষের রাজা। ধর্মাচরণকারী এবং বীর। পূজনীয় এবং মাননীয় অতিথিরূপে তুমি এসেছো। *(মহারথ—একাই যিনি দশহাজার যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন, তেমন বীর)* ।।৩০।। এই বলে রামকে ফল-মূল এবং অন্য দ্রব্যাদির দ্বারা ইচ্ছামতো পূজা করে অগস্ত্য তাঁকে বললেন—।।৩১।। এই স্বর্ণভূষিত স্বর্গীয় বিরাট ধনুটি, হে পুরুষ, বিশ্বকর্মার দ্বারা নির্মিত এবং বিষ্ণুকে নিবেদিত ।।৩২।। সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল। ব্রহ্মদত্ত নামক এই অব্যর্থ শর, তূণী এবং অক্ষয় দু'টি বাণ মহেন্দ্র আমায় দিয়েছিলেন।।৩৩।। নিখুঁত এই তীক্ষ্ণ বাণ দু'টি আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছে। সোনায়-মোড়া এই তরবারি ভালো রূপোর খাপে ভরা।।৩৪।। রাম, যুদ্ধে এই ধনুক দ্বারা মহা-অসুরদের হত্যা করে বিষ্ণু দেবতাদের জন্য দীপ্তিমতী লক্ষ্মীকে আহরণ করেছিলেন *(দিবৌকসাং—দেবতাদের)* ।।৩৫।। ইন্দ্র যেমন জয়ের জন্য বজ্রধারণ করেন তেমনি হে মানদ, এই ধনু, এই তূণী, এই শর এবং খড়্গ জয়ের জন্যই গ্রহণ করো।।৩৬।। এইরকম বলে মহাতেজস্বী, ভগবান অগস্ত্য রামকে শ্রেষ্ঠ সমস্ত অস্ত্রদান করে আবার কথা বলতে লাগলেন— ।।৩৭।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের দ্বাদশ (১২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।।

রামং প্রতি অগস্ত্যস্য প্রসন্নতা, সীতাদেবীমুদ্দিশ্য মুনীনাং সপ্রংশসমন্তব্যং পঞ্চবটীমধ্যে আশ্রমনির্মাণায় রামং প্রতি মুনীনাং নির্দেশঃ, তেন রামাদীনাং যাত্রা চ।

রাম প্রীতোঽস্মি ভদ্রং তে পরিতুষ্টোঽস্মি লক্ষ্মণ। অভিবাদয়িতুং যন্মাং প্রাপ্তৌ স্থঃ সহ সীতয়া।। ১
অধ্বশ্রমেণ বা খেদো বাধতে প্রচুরশ্রমঃ। ব্যক্তমুৎকণ্ঠতে বাপি মৈথিলী জনকাত্মজা।। ২
এষা চ সুকুমারী চ খেদৈশ্চ ন বি বিমানিতা। রাজ্যদোষং বনং প্রাপ্তা ভর্তৃস্নেহপ্রচোদিতা।। ৩
যথৈষা রমতে রাম ইহ সীতা তথা কুরু। দুষ্করং কৃতবত্যেষা বনে ত্বামভিগচ্ছতী।। ৪
এষা হি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণামা সৃষ্টে রঘুনন্দন। সমস্থমনুরজ্যন্তে বিষমস্থং ত্যজন্তি চ।। ৫
শতহ্রদানাং লোলত্বং শস্ত্রাণাং তীক্ষ্ণতাং তথা। গরুডানিলয়োঃ শৈঘ্রমনুগচ্ছন্তি যোষিতঃ।। ৬
ইয়ং তু ভবতো ভার্যা দোষৈরেতৈর্বিবর্জিতা। শ্লাঘ্যা চ ব্যপদেশ্যা চ যথা দেবেষ্বরুন্ধতী।। ৭
অলঙ্কৃতোঽয়ং দেশশ্চ যত্র সৌমিত্রিণা সহ। বৈদেহ্যা চানয়া রাম বৎস্যসি ত্বমরিন্দম।। ৮
এবমুক্তস্তু মুনিনা রাঘবঃ সংযতাঞ্জলিঃ। উবাচ প্রশ্রিতং বাক্যমৃষিং দীপ্তমিবানলম্।। ৯
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যস্য মে মুনিপুঙ্গবঃ। গুণৈঃ সভ্রাতৃভার্যস্য গুরুর্নঃ পরিতুষ্যতি।। ১০
কিন্তু ব্যাদিশ মে দেশং সোদকং বহুকাননম্। যত্রাশ্রমপদং কৃত্বা বসেয়ং নিরতঃ সুখম্।। ১১
ততোঽব্রবীন্ মুনিশ্রেষ্ঠঃ শ্রুত্বা রামস্য ভাষিতম্। ধ্যাত্বা মুহূর্তং ধর্মাত্মা ততোবাচ বচঃ শুভম্।। ১২

ত্রয়োদশ (১৩) সর্গ

রামের প্রতি অগস্ত্যের প্রসন্নতা। সীতাদেবীর উদ্দেশ্যে মুনিদের প্রশংসাসূচক মন্তব্য। পঞ্চবটীর মধ্যে আশ্রমনির্মাণের জন্য রামের প্রতি মুনিদের নির্দেশ। রাম প্রভৃতির উদ্যোগ।

মহর্ষি অগস্ত্য বললেন, তোমারা দু'জনে সীতাসহ আমাকে যে প্রণাম করতে এসেছো, তার জন্য রাম, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার কল্যাণ হোক।। ১ ।। পথের প্রভূত শ্রম এবং তারজন্য ক্লেশ তোমাদের পীড়িত করছে।এ বোঝাই যাচ্ছে। মিথিলারাজ জনকের দুহিতা সীতাও কিষ্টা।। ২ ।। সুকোমলা সীতা আগে কখনো এরকম কষ্টে ক্লিষ্টা হয় নি। স্বামীর প্রেমে উদ্‌বুদ্ধা হয়ে রাজ্য ত্যাগ করে দুঃখময় বনে এসেছে।।৩।। সীতা যাতে একটু আরামে থাকতে পারে, রাম তাই করো। তোমাকে বনে অনুগমন করে সে দুষ্কর কাজ করেছে ।। ৪ ।। হে রঘুনন্দন, সৃষ্টিকাল থেকেই স্ত্রীগণের এই হলো স্বভাব। সুখের সময় তারা স্বামীকে ভালোবাসে। দুঃখের সময়ে ত্যাগ করে।। ৫ ।। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা এবং গরুড় আর বায়ুর দ্রুতগামিতাকে অনুসরণ করে (*লোলত্ব—চাপল্য। যোষিৎ—স্ত্রীলোক*)।। ৬ ।। তোমার পত্নী এই সব দোষ থেকে মুক্ত। দেবতাদের মধ্যে অরুন্ধতীর মতো ইনি প্রশংসনীয়া। এবং প্রখ্যাতা।। ৭ ।। হে শত্রুদমন রাম, তুমি সীতাকে নিয়ে লক্ষ্মণসহ এই অঞ্চলে বাস করবে বলেই এখানে অলঙ্কৃত হয়ে গেলো।।৮ ।।মুনি এই কথা বলার পর রাম অঞ্জলিবদ্ধ করে অগ্নির মতো দীপ্ত ঋষিকে মধুরবাক্যে বললেন—।। ৯ ।। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, গুরুজনস্থানীয় আপনি। স-ভ্রাতৃক এবং সপত্নীক আমার গুণে আপনি। পরিতুষ্ট হয়েছেন, এ জন্যে আমি ধন্য। আমি অনুগৃহীত।। ১০।। আপনি আমাকে এমন একটি জায়গা দেখিয়ে দিন, যেখানে জল পাওয়া যায়। অনেক গাছপালা সেখানে রয়েছে। এবং যেখানে আশ্রম নির্মাণ করে সুখে আমরা বসবাস করতে পারবো।। ১১ ।। ধর্মমূর্তি মুনিবর রামের কথা শুনে মুহূর্তের জন্য ধ্যান করলেন। তারপর মঙ্গলময় বাক্যে বললেন—।। ১২ ।। বৎস, এখান থেকে দুই যোজন দূরে একটি স্থান রয়েছে। সেখানে ফলমূল এবং জল

ইতো দ্বিযোজনে তাত বহুমূল-ফলোদকঃ। দেশোবহুমৃগঃ শ্রীমান্ পঞ্চবট্যভিবিশ্রুতঃ।। ১৩
তত্র গত্বাশ্রমপদং কৃত্বা সৌমিত্রিণা সহ। রমস্ব ত্বং পিতুর্বাক্যং যথোক্তমনুপালয়ন্।। ১৪
বিদিতো হ্যেষ বৃত্তান্তো মম সর্বস্তবানঘ। তপসশ্চ প্রভাবেণ স্নেহাদ্দশরথস্য চ।। ১৫
হৃদয়স্থশ্চ তে ছন্দো বিজ্ঞাতং তপসা ময়া। ইহ বাসং প্রতিজ্ঞায় ময়া সহ তপোবনে।। ১৬
অতশ্চ ত্বামহং ব্রূমি গচ্ছ পঞ্চবটীমিতি। স হি রম্যো বনোদ্দেশো মৈথিলী তত্র রংস্যতে।। ১৭
স দেশঃ শ্লাঘনীয়শ্চ নাতিদূরে চ রাঘব। গোদাবর্যাঃ সমীপে চ মৈথিলী তত্র রংস্যতে।। ১৮
প্রাজ্যমূলফলৈশ্চৈব নানাদ্বিজগণৈর্যুতঃ। বিবিক্তশ্চ মহাবাহো পুণ্যো রম্যস্তথৈব চ।। ১৯
ভবানপি সদাচারঃ শক্তশ্চ পরিরক্ষণে। অপি চাত্র বসন্ রাম তাপসান্ পালয়িষ্যসি।। ২০
এতদালক্ষ্যতে বীর মধূকানাং মহাবনম্। উত্তরেণাস্য গন্তব্যং ন্যগ্রোধমপি গচ্ছতা।। ২১
ততঃ স্থলমুপারুহ্য পর্বতস্যাবিদূরতঃ। খ্যাতঃ পঞ্চবটীত্যেব নিত্যপুষ্পিতকাননঃ।। ২২
অগস্ত্যেনৈবমুক্তস্তু রামঃ সৌমিত্রিণা সহ। সৎকৃত্যামন্ত্রয়ামাস তমৃষিং সত্যবাদিনম্।। ২৩
তৌ তু তেনাভ্যনুজ্ঞাতৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ। তমাশ্রমং পঞ্চবটীং জগ্মতুঃ সহ সীতয়া।। ২৪
গৃহীতচাপৌ তু নরাধিপাত্মজৌ বিষক্তভূণী সমরেষ্বকাতরৌ।
যথোপদিষ্টেন পথা মহর্ষিণা প্রজগ্মতুঃ পঞ্চবটীং সমাহিতৌ।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

সহজলভ্য। হরিণেরা সেখানে বিচরণ করে। সুন্দর সেই স্থানটি পঞ্চবটী নামে খ্যাত।। ১৩ ।। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে আশ্রম নির্মাণ করে পিতৃবাক্য যথাযথ পালন করে আনন্দে অবস্থান করো।। ১৪ ।। হে পূতচরিত্র, তপস্যার প্রভাবে এবং তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ তোমার এবং দশরথের এইসব ঘটনা আমি আগেই জেনেছি।। ১৫ ।। এই তপোবনে আমার সঙ্গে বাস করায় তোমার মনের যে বাঞ্ছিত সঙ্কল্প তাও আমি তপোবলে জেনেছি।। ১৬ ।। সে জন্যই তোমাকে আমি বলছি, পঞ্চবটীতেই যাও। রমণীয় সেই বনস্থলী। সীতা সেখানে আনন্দে থাকবে।। ১৭ ।। রাম, প্রশংসনীয় সেই স্থানটি বেশী দূরেও নয়। গোদাবরীর কাছেই। সীতা সেখানে আনন্দ পাবে।। ১৮ ।। সেখানে ফলমূল প্রচুর। বহুরকমের পাখী সেখানে দেখা যায়। হে বীর, যেমনি নির্জন ও পুণ্য সেই স্থান, তেমনি রম্যও বটে।। ১৯।। তুমি সদাচারী। আত্মরক্ষায় সমর্থ। তাছাড়া তুমি সেখানে বাস করে তপস্বীদেরকেও রক্ষা করতে পারবে ।। ২০ ।। হে বীর, ঐ যে দেখা যাচ্ছে মধূকবৃক্ষের মহাবন। উত্তরদিকে বটগাছ পর্যন্ত যাবে ।। ২১ ।। তারপর একটু উঁচু জমিতে উঠে গিয়ে পাহাড়ের কাছেই পাবে পঞ্চবটী নামে পরিচিত স্থানটি। সেখানকার কাননে নিত্যই ফুল ফোটে।। ২২ ।। অগস্ত্য এইরকম বলার পর রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে সত্যবাদী সেই ঋষিকে সম্মানিত করে বিদায় নিলেন।। ২৩ ।। মুনির অনুমতি পেয়ে এবং তাঁর চরণবন্দনা করে তাঁরা দু'জনে সীতাসহ পঞ্চবটী চলে গেলেন।। ২৪ ।। রাজপুত্র দু'জন যুদ্ধে কখনো কাতর হন না। তাঁরা ধনু হাতে নিয়ে, পিঠে তূণী বেঁধে, মহর্ষি যে পথে যেতে বলেছেন সেই পথে একাগ্রচিত্তে পঞ্চবটীতে চলে গেলেন।। ২৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ত্রয়োদশ (১৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্দশঃ সর্গঃ ।।

পঞ্চবটীমভিগমনসময়ে পথি জটায়ুনা সহ শ্রীরামাদীনাং সাক্ষাৎকারঃ, রামসমীপে তস্য বিস্তৃতবিচিত্রপরিচয়দানঞ্চ।

অথ পঞ্চবটীং গচ্ছন্নন্তরা রঘুনন্দনঃ। আসসাদ মহাকায়ং গৃধ্রং ভীমপরাক্রমম্।। ১

চতুর্দশ (১৪) সর্গ

পঞ্চবটী যাবার সময়ে পথে জটায়ুর সঙ্গে শ্রীরাম-প্রমুখের সাক্ষাৎ। রামের কাছে তাঁর বিশদ এবং বিচিত্র পরিচয়প্রদান।

রাম পঞ্চবটী যাবার পথে ভীষণ পরাক্রমশালী এক বিশাল শকুনকে দেখতে পেলেন (*গৃধ্র—শকুন*)।। ১।।

তং দৃষ্ট্বা তৌ মহাভাগৌ বনস্থং রাম-লক্ষ্মণৌ। মেনাতে রাক্ষসং পক্ষিং ব্রুবাণৌ কো ভবানিতি।। ২
ততো মধুরয়া বাচা সৌম্যয়া প্রীণয়ন্নিব। উবাচ বৎস মাং বিদ্ধি বয়স্যং পিতুরাত্মনঃ।। ৩
স তং পিতৃসখং মত্বা পূজয়ামাস রাঘবঃ। স তস্য কুলমব্যগ্রমথ পপ্রচ্ছ নাম চ।। ৪
রামস্য বচনং শ্রুত্বা কুলমাত্মানমেব চ। আচচক্ষে দ্বিজস্তস্মৈ সর্বভূতসমুদ্ভবম্।। ৫
পূর্বকালে মহাবাহো যে প্রজাপতয়োঽভবন্। তান্মে নিগদতঃ সর্বানাদিতঃ শৃণু রাঘব।। ৬
কর্দমঃ প্রথমস্তেষাং বিকৃতস্তদনন্তরম্। শেষশ্চ সংশ্রয়শ্চৈব বহুপুত্রশ্চ বীর্যবান্।। ৭
স্থাণুর্মরীচিরত্রিশ্চ ক্রতুশ্চৈব মহাবল। পুলস্ত্যশ্চাঙ্গিরাশ্চৈব প্রচেতাঃ পুলহস্তথা।। ৮
দক্ষো বিবস্বানপরোঽরিষ্টনেমিশ্চ রাঘব। কশ্যপশ্চ মহাতেজাস্তেষামাসীচ্চ পশ্চিমঃ।। ৯
প্রজাপতেস্তু দক্ষস্য বভূবুরিতি বিশ্রুতাঃ। ষষ্টির্দুহিতরো রাম যশস্বিন্যো মহাযশঃ।। ১০
কশ্যপঃ প্রতিজগ্রাহ তাসামষ্টৌ সুমধ্যমাঃ। অদিতিঞ্চ দিতিং চৈব দনূমপি চ কালকাম্।। ১১
তাম্রাং ক্রোধবশাং চৈব মনুং চাপ্যনলামপি। তাস্তু কন্যাস্ততঃ প্রীতঃ কশ্যপঃ পুনরব্রবীৎ।। ১২
পুত্রাংস্ত্রৈলোক্যভর্তৃন্ বৈ জনয়িষ্যথ মৎসমান্। অদিতিস্তন্মনা রাম দিতিশ্চ দনুরেব চ।। ১৩
কালকা চ মহাবাহো শেষাস্ত্বমনসোঽভবন্। অদিত্যাং জজ্ঞিরে দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংসদরিন্দম।। ১৪
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ পরন্তপ। দিতিস্ত্বজনয়ৎ পুত্রান্ দৈত্যাংস্তাত যশস্বিনঃ।। ১৫
তেষামিয়ং বসুমতী পুরাসীৎ সবনার্ণবা। দনুস্ত্বজনয়ৎ পুত্রমশ্বগ্রীবমরিন্দম।। ১৬
নরকং কালকং চৈব কালকাপি ব্যজায়ত। ক্রৌঞ্চীং ভাসীং তথা শ্যেনীং ধৃতরাষ্ট্রীং তথা শুকীম্।। ১৭
তাম্রা তু সুষুবে কন্যাঃ পঞ্চৈতা লোকবিশ্রুতাঃ। উলূকান্ জনয়ৎ ক্রৌঞ্চী ভাসী ভাসান্ ব্যজায়ত।। ১৮

বনে সেই পাখীকে দেখে মহাভাগ রাম ও লক্ষ্মণ রাক্ষস ভেবে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? ।।২।। সেই শকুন তখন স্নিগ্ধ মধুরবাক্যে রামকে প্রীত করার জন্যই যেন বললো, বাছা, তোমার বাবার বন্ধু বলে আমাকে জানো।।৩।। রামচন্দ্র তাঁকে পিতৃবন্ধু বিধায় পূজা করলেন। তারপর ধীরেসুস্থে তাঁর বংশ এবং নাম জিজ্ঞেস করলেন।। ৪ ।। রামের কথা শুনে সেই পাখী তখন বংশের নাম, নিজের পরিচয় ও প্রাণীসকলের উৎপত্তির বিবরণ তাকে বললেন।। ৫ ।। হে মহাবীর, পূর্বকালে যাঁরা প্রজাপতি হয়েছিলেন আদি থেকে সে বিষয়ে আমার কাছ থেকে শোনো।।৬ ।। তাঁদের প্রথম হলেন কর্দম। তারপর হলেন বিকৃত তারপরে শেষে এলেন সংশ্রয়। তিনি ছিলেন বীর এবং বহু পুত্রবান।। ৭ ।। যথাক্রমে তারপর এলেন স্থাণু, মরীচি, অত্রি, মহাবলবান ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা এবং পুলহ।।।৮ ।।রাম, তারপর এলেন দক্ষ, সূর্য এবং অরিষ্টনেমি। তারপর মহাতেজা কশ্যপ।। ৯ ।। হে রাম প্রজাপতি দক্ষর ষাটজন যশস্বিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলো।। ১০ ।। তাদের মধ্যে কশ্যপ আটটি সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁরা হলেন অদিতি, দিতি, দনূ, কালকা,... ।। ১১ ।। তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা। কশ্যপ প্রীতিভরে সেই কন্যাদের বলেছিলেন—।। ১২ ।। তোমরা আমার মতো ত্রৈলোক্যপালক পুত্রদের জন্মদান করবে। হে রাম, অদিতি, দিতি, দনূ এবং কালকা ঐ বিষয়ে মনঃসংযোগ করেন।। ১৩ ।। হে মহাবীর, অন্যেরা এই বিষয়ে মনোযোগ দেন নি। হে অরিন্দম, অদিতি থেকেই তেত্রিশজন দেবতা জন্মগ্রহণ করেন।। ১৪ ।। হে পরন্তপ, তাঁরা হলেন দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনী নামক দুই স্বর্গবৈদ্য। আর দিতি হতে জন্মালো যশস্বী দৈত্যেরা।। ১৫ ।। তাদেরই অধিকারে ছিলো পূর্বে বন এবং সমুদ্রসমেত এই সমগ্রা বসুন্ধরা। হে অরিন্দম, অশ্বগ্রীব নামে এক পুত্রকে জন্ম দিলেন দনু।। ১৬ ।। কালকা জন্ম দিলেন নরক এবং কালক নামক দুই পুত্রকে। আর প্রসব করলেন জগতে বিখ্যাতা পাঁচটি কন্যা। তাঁদের নাম হলো ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী ধৃতরাষ্ট্রী, শুকী এবং তাম্রা, কালক্রমে এই ক্রৌঞ্চী জন্ম দিলেন উলূকদের *(পেঁচা)*। ভাসী জন্ম দিলেন ভাসদের *(শকুন)*।। ১৭ -১৮ ।। শ্যেনী জন্ম দিলেন শ্যেনদের *(বাজপাখী)* এবং অত্যন্ত তেজস্বী গৃধ্রদের

শ্যেনী শ্যেনাংশ্চ গৃধ্রাংশ্চ ব্যজায়ত সুতেজসঃ। ধৃতরাষ্ট্রী তু হংসাংশ্চ কলহংসাংশ্চ সর্বশঃ।। ১৯
চক্রবাকাংশ্চ ভদ্রং তে বিজজ্ঞে সাপি ভামিনী। শুকী নতাং বিজজ্ঞে তু নতায়া বিনতাসুতা।। ২০
দশক্রোধবশা রাম বিজজ্ঞেঽপ্যাত্মসম্ভবাঃ। মৃগীঞ্চ মৃগমন্দাঞ্চ হয়ীং ভদ্রমদামপি।। ২১
মাতঙ্গীমথ শার্দূলীং শ্বেতাঞ্চ সুরভিং তথা। সর্বলক্ষণসম্পন্নাং সুরসাং কদ্রুকামপি।। ২২
অপত্যং তু মৃগাঃ সর্বে মৃগ্যা নরবরোত্তম। ঋক্ষাশ্চ মৃগমন্দায়াঃ সৃমরাশ্চমরাস্তথা।। ২৩
ততস্ত্বিরাবতীং নাম জজ্ঞে ভদ্রমদাসুতাম্। তস্যাস্তৈরাবতঃ পুত্রো লোকনাথো মহাগজঃ।। ২৪
হর্যাশ্চ হরয়োঽপত্যং বানরাশ্চ তপস্বিনঃ। গোলাঙ্গুলাশ্চ শার্দূলী ব্যাঘ্রাংশ্চাজনয়ৎ সুতান্।। ২৫
মাতঙ্গ্যাস্ত্বথ মাতঙ্গা অপত্যং মনুজর্ষভ। দিশাগজন্তু কাকুৎস্থ শ্বেতা ব্যজনয়ৎ সুতম্।। ২৬
ততো দুহিতরৌ রাম সুরভির্দেব্যজায়ত। রোহিণীং নাম ভদ্রং তে গন্ধর্বীঞ্চ যশস্বিনীম্।। ২৭
রোহিণ্যজনয়দ্ গাবো গন্ধর্বী বাজিনঃ সুতান্। সুরসাঽজনয়ন্নাগান্ রাম কদ্রুশ্চ পন্নগান্।। ২৮
মনুর্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ। ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুজর্ষভ।। ২৯
মুখতো ব্রাহ্মণা জাতা উরসঃ ক্ষত্রিয়াস্তথা। ঊরুভ্যাং জজ্ঞিরে বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রা ইতি শ্রুতিঃ।। ৩০
সর্বান্ পুণ্যফলান্ বৃক্ষাননলাপি ব্যজায়ত। বিনতা চ শুকীপৌত্রী কদ্রুশ্চ সুরসাস্বসা।। ৩১
কদ্রুর্নাগসহস্রন্তু বিজজ্ঞে ধরণীধরম্। দ্বৌ পুত্রৌ বিনতায়াস্তু গরুড়োঽরুণ এব চ।। ৩২
তস্মাজ্জাতোঽহমরুণাৎ সম্পাতিশ্চ মমাগ্রজঃ। জটায়ুরিতি মাং বিদ্ধি শ্যেনীপুত্রমরিন্দম।। ৩৩
সোঽহং বাসসহায়স্তে ভবিষ্যামি যদীচ্ছসি। সীতাঞ্চ তাত রক্ষিষ্যে ত্বয়ি যাতে সলক্ষ্মণে।। ৩৪
জটায়ুষং তু প্রতিপূজ্য রাঘবো মুদা পরিষ্বজ্য চ সন্নতোঽভবৎ।

(শকুন)। ধৃতরাষ্ট্রী জন্ম দিলেন পাতিহাঁস আর রাজহাঁসদের ।। ১৯ ।। সেই সুন্দরী চক্রবাকদেরকেও জন্ম দিলেন। রাম, তোমার মঙ্গল হোক। শুকী নতাকে জন্মদান করেন। আবার নতার কন্যা হলো বিনতা।। ২০।। হে রাম, ক্রোধবশার হলো দশটি কন্যা। মৃগী, মৃগমন্দা, হয়ী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দূলী, শ্বেতা, সুরভি এবং সর্বলক্ষণসম্পন্না সুরসা ও কদ্রুকা।। ২১-২২ ।। হে নরবরোত্তম, মৃগীর সন্তান হলো মৃগেরা। আর, মৃগমন্দার সন্তান হলো ঋক্ষ তথা ভল্লুক, সৃমর নামক মৃগবিশেষ এবং চমরী মৃগ ।। ২৩ ।। তারপর ভদ্রমদা ইরাবতী নামক কন্যাকে জন্ম দেন। ঐ ইরাবতীর পুত্র হলো জগতের আশ্রয়স্বরূপ মহাগজ ঐরাবত।। ২৪ ।। হরীর গর্ভে জন্ম নিলো সিংহ, তপস্বী বানর এবং গোলাঙ্গুল। শার্দূলী ব্যাঘ্রদের, মাতঙ্গী হস্তীদের সন্তান। হে মনুজশ্রেষ্ঠ, এই সব জেনো। শ্বেত দিগ্‌গজেরাও মাতঙ্গীরই অপত্য ।। ২৫- ২৬ ।। রাম, তোমার কল্যাণ হোক। সুরভির দু'টি যশোবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাদের নাম রোহিণী আর গন্ধর্বী।। ২৭ ।। এই রোহিণী জন্ম দিলো গো-সমূকে আর গন্ধর্বী জন্ম দিলো অশ্বগণকে। সরসা নাগদের এবং কদ্রু পন্নগ তথা সর্পকুলকে জন্ম দিলো।। ২৮ ।। হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, মনু কশ্যপের ঔরসে মনুষ্যদের সৃষ্টি করেন। তারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রীয় বৈশ্য এবং শূদ্রে বিন্যস্ত।। ২৯।। বেদের কথানুসারে পরব্রহ্মের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বক্ষ থেকে ক্ষত্রিয়েরা, উরু দু'টি থেকে বৈশ্যগণ এবং চরণযুগল থেকে শূদ্রেরা উৎপন্ন হন।।৩০ ।। অনলা জন্মদান করেন পুণ্যফলসমন্বিত বৃক্ষগণকে। বিনতা হলেন শুকীর পৌত্রী। এবং সুরসার ভগ্নী হলেন কদ্রু ।।৩১ ।। কদ্রু পৃথিবীকে ধারণ করে আছে এমন সহস্রসংখ্যক নাগ জন্ম দিলেন। বিনতা জন্ম দিলেন গরুড় এবং অরুণ নামক দুই পুত্রকে।। ৩২ ।। হে শত্রুদমন; আমি সেই অরুণের ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার দাদার নাম সম্পাতি। আমাকে জটায়ু বলে জেনো।। ৩৩ ।। যদি তুমি চাও তাহলে আমি তোমাদের বাসকালে সহায়তা করতে পারি। বাছা, তুমি যখন লক্ষ্মণকে নিয়ে অন্যত্র যাবে আমি তখন সীতাকে রক্ষা করবো।। ৩৪ ।। রাম তখন আনন্দে জটায়ুকে বন্দনা করে আলিঙ্গন করলেন। এবং তাঁর চরণে প্রণত

পিতুর্হি শুশ্রাব সখিত্বমাত্মবান্ জটায়ুষা সংকথিতং পুনঃ পুনঃ।। ৩৫
স তত্র সীতাং পরিদায় মৈথিলীং সহৈব তেনাঽতিবলেন পক্ষিণা।
জগাম তাং পঞ্চবটীং সলক্ষ্মণো রিপূন্দিধক্ষন্ স বনানি পালয়ন্।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ।

হলেন। পিতার সঙ্গে জটায়ুর বন্ধুত্বের কথা বার বার শুনতে লাগলেন।। ৩৫ ।। সীতাকে রক্ষার ভার জটায়ুকে দিয়ে লক্ষ্মণ এবং সেই অতি বলশালী পক্ষীকে সঙ্গে করে শত্রুদের দগ্ধ করার ইচ্ছাতেই যেন রাম বনপ্রদেশকে পালন করবার জন্য সেই পঞ্চবটীতে প্রবেশ করলেন।। ৩৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডের চতুর্দশ (১৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চদশঃ সর্গঃ ।।

রামানুজ্ঞয়া পঞ্চবট্যা মনোজ্ঞপ্রদেশে লক্ষ্মণস্য পর্ণশালানির্মাণম্, তত্র সীতয়া লক্ষ্মণেন চ সহ শ্রীরামস্য বাসশ্চ।

ততঃ পঞ্চবটীং গত্বা নানা ব্যালমৃগাযুতাম্। উবাচ লক্ষ্মণং রামো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্।। ১
আগতাঃ স্ম যথোদ্দিষ্টং যং দেশং মুনিরব্রবীৎ। অয়ং পঞ্চবটীদেশঃ সৌম্য পুষ্পিতকাননঃ।। ২
সর্বতশ্চার্যতাং দৃষ্টিঃ কাননে নিপুণো হ্যসি। আশ্রমঃ কতরস্মিন্নো দেশে ভবতি সম্মতঃ।। ৩
রমতে যত্র বৈদেহী ত্বমহং চৈব লক্ষ্মণ। তাদৃশো দৃশ্যতাং দেশঃ সন্নিকৃষ্টজলাশয়ঃ।। ৪
বনমারণ্যকং যত্র জলমারণ্যকং তথা। সন্নিকৃষ্টঞ্চ যস্মিংস্তু সমিৎ-পুষ্প-কুশোদকম্।। ৫
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ সংযতাঞ্জলিঃ। সীতাসমক্ষং কাকুৎস্থমিদং বচনমব্রবীৎ।। ৬
পরাবানস্মি কাকুৎস্থ ত্বয়ি বর্ষশতং স্থিতে। স্বয়ং তু রুচিরে দেশে ক্রিয়তামিতি মাং বদ।। ৭
সুপ্রীতস্তেন বাক্যেন লক্ষ্মণস্য মহাদ্যুতিঃ। বিমৃশন্ রোচয়ামাস দেশং সর্বগুণান্বিতম্।। ৮
স তং রুচিরমাক্রম্য দেশমাশ্রমকর্মণি। হস্তে গৃহীত্বা হস্তেন রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ।। ৯
অয়ং দেশঃ সমঃ শ্রীমান্ পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতঃ। ইহাশ্রম পদং রম্যং যথাবৎ কর্তুমর্হসি।। ১০

পঞ্চদশ (১৫) সর্গ

রামের অনুমতিতে পঞ্চবটীর রমণীয় প্রদেশে লক্ষ্মণের পর্ণশালানির্মাণ। সেখানে সীতা এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে রামের বাস।

নানাবিধ হিংস্র জন্তু এবং হরিণাদিসমন্বিত পঞ্চবটীতে গিয়ে রাম দীপ্ততেজা লক্ষ্মণকে বললেন—।।১।। মুনি যে দেশের কথা বলেছিলেন, যথোদ্দিষ্ট সেই দেশেই আমরা এলাম। সৌম্য, এই সেই পঞ্চবটী। দেখো, এখানে কাননে কতো ফুল ফুটে রয়েছে।। ২ ।। কোন্ জায়গায় আশ্রমরচনা যথোচিত হবে, তা নিরূপণে তুমি নিপুণ। তাই এই বনের সবদিকে তাকিয়ে উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করো।।৩ ।। যেখানে সীতার ভালো লাগবে, তুমি এবং আমিও আনন্দ পাবো, জলাশয় কাছে আছে, এমন একটি স্থান খুঁজে দেখো।। ৪ ।। যেখানে গাছপালা-ভরা বন আছে, যেখানে বনের মধ্যে জল মেলে, যজ্ঞের কাঠ, ফুল, কুশ, জল যেখানে সহজে পাওয়া যাবে, তেমন জায়গাই দেখো।। ৫ ।। রাম এই কথা বলার পর লক্ষ্মণ করজোড়ে সীতার সামনে রামকে বললেন—।।৬ ।। হে কাকুৎস্থ, আপনি এক'শ বছর থাকলেও আমি পরাধীন। আপনি নিজে আপনার পছন্দমতো স্থাননির্দেশ করে আমায় বলুন।। ৭ ।। লক্ষ্মণের কথায় অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে মহাদীপ্তিমান রাম সর্বগুণান্বিত একটি স্থান পছন্দ করলেন।। ৮ ।। রাম সেই সুন্দর স্থানে গিয়ে লক্ষ্মণকে হাত ধরে আশ্রমনির্মাণের জন্য বললেন—।। ৯ ।। এই জায়গাটি বেশ সমতল। পুষ্পিত তরুরাজির দ্বারা পরিবৃত। এখানেই রমণীয় আশ্রম যথাযথভাবে তৈরী করতে পারো।। ১০ ।। অদূরেই রমণীয় শঙ্খশোভিতা একটি

ইয়মাদিত্যসঙ্কাশৈঃ পদ্মৈঃ সুরভিগন্ধিভিঃ। অদূরে দৃশ্যতে রম্যা পদ্মিনী পদ্মশোভিতা।। ১১
যথাখ্যাতমগস্ত্যেন মুনিনা ভাবিতাত্মনা। ইয়ং গোদাবরী রম্যা পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতা।। ১২
হংস-কারণ্ডবকীর্ণা চক্রবাকোপশোভিতা। নাতিদূরে ন চাসন্নে মৃগযূথনিপীড়িতা।। ১৩
ময়ূরনাদিতা রম্যাঃ প্রাংশবো বহুকন্দরাঃ। দৃশ্যন্তে গিরয়ঃ সৌম্য ফুল্লৈস্তরুভিরাবৃতাঃ।। ১৪
সৌবর্ণে রাজতৈস্তাম্রৈর্দেশে দেশে তথা শুভৈঃ। গবাক্ষিতা ইবাভান্তি গজাঃ পরমভক্তিভিঃ।। ১৫
সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ খর্জূরৈঃ পনসৈর্দ্রুমৈঃ। নীবারৈস্তিনিশৈশ্চৈব পুন্নাগৈশ্চোপশোভিতাঃ।। ১৬
চূতৈরশোকৈস্তিলকৈঃ কেতকৈরপি চম্পকৈঃ। পুষ্প-গুল্ম-লতোপেতৈস্তৈস্তৈস্তরুভিরাবৃতাঃ।। ১৭
স্যন্দনৈশ্চন্দনৈর্নীপৈঃ পনসৈর্লকুচৈরপি। ধবাশ্বকর্ণখদিরৈঃ শমী-কিংশুক-পাটলৈঃ।। ১৮
ইদং পুণ্যমিদং রম্যমিদং বহুমৃগদ্বিজম্। ইহ বৎস্যাম সৌমিত্রে সার্ধমেতেন পক্ষিণা।। ১৯
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। অচিরেণাশ্রমং ভ্রাতুশ্চকার সুমহাবলঃ।। ২০
পর্ণশালাং সুবিপুলাং তত্র সঙ্ঘাতমৃত্তিকাম্। সুস্তম্ভাং মস্করৈর্দীর্ঘৈঃ কৃতবংশাং সুশোভনাম্।। ২১
শমীশাখাভিরাস্তীর্য দৃঢপাশাবপাশিতাম্। কুশ-কাশশরৈঃ পর্ণৈঃ সুপরিচ্ছাদিতাং তথা।। ২২
সমীকৃততলাং রম্যাং চকার সুমহাবলঃ। নিবাসং রাঘবস্যার্থে প্রেক্ষণীয়মনুত্তমম্।। ২৩
স গত্বা লক্ষ্মণঃ শ্রীমান্নদীং গোদাবরীং তথা। স্নাত্বা পদ্মানি চাদায় সফলঃ পুনরাগতঃ।। ২৪
ততঃ পুষ্পবলিং কৃত্বা শান্তিঞ্চ স যথাবিধি। দর্শয়ামাস রামায় তদাশ্রমপদং কৃতম্।। ২৫
স তং দৃষ্ট্বা কৃতং সৌম্যমাশ্রমং সহ সীতয়া। রাঘবঃ পর্ণশালায়াং হর্ষমাহারয়ৎ পরম্।। ২৬

নদীও দেখা যাচ্ছে। সুন্দর গন্ধ আর সূর্যের মতো রূপ নিয়ে পদ্ম সেখানে ফুটে রয়েছে।। ১১ ।। আত্মধ্যানপরায়ণ মহর্ষি অগস্ত্য যে নদীর কথা বলেছিলেন, এটি হলো সেই গোদাবরীনদী। এর দুই তীরে রয়েছে পুষ্পিত তরুরাজি।। ১২ ।। হংস, কারণ্ডব এবং চক্রবাকে পরিশোভিতা এই নদী। জোড়ায় জোড়ায় হরিণেরা এখানে বিচরণ করছে। নদীটি এখান থেকে খুব দূরেও নয়। আবার নেহাত কাছেও নয়।। ১৩ ।। ময়ূরের কেকাধ্বনিতে রমণীয় এই প্রদেশ। বিশাল সব গুহা দেখা যাচ্ছে এখানে। হে সৌম্য, কুসুমিত তরুরাজির দ্বারা যেন ঢাকা পড়েছে পাহাড়গুলি।। ১৪ ।। পাহাড়ের স্থানে স্থানে দেখা যাচ্ছে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্রবর্ণের ধাতবরেখা। মনে হচ্ছে সাজানো জানালা। হাতীকে সাজাবার জন্য রঙীনরেখা তার গায়ে আঁকা হয়। তেমনি দেখাচ্ছে এই রঙীন রেখান্বিত পাহাড়গুলোকে *(ভক্তি—রেখাচিত্র)*।। ১৫ ।। স্থানটিকে শোভিত করছে অসংখ্য সাল, তাল, তমাল, খেজুর আর কাঁঠালগাছ। সঙ্গে আছে নীবার, তিনিশ এবং পুন্নাগ।। ১৬ ।। আম্র, অশোক, তিলক, কেতক, চম্পক এবং নানাবিধ পুষ্প, গুল্ম, লতা এবং বিচিত্র তরুর দ্বারা পরিবৃত এই স্থান।। ১৭ ।। এখানে দেখা যাচ্ছে স্যন্দন, চন্দন, কদম্ব, কাঁঠাল, লকুচ, ধব, অশ্বকর্ণ, খদির, শমী, পলাশ এবং বন্য গোলাপের গাছ।। ১৮ ।। লক্ষ্মণ, স্থানটি পবিত্র। রমণীয়। বহু হরিণ এবং পাখীতে পূর্ণ। পূজনীয় জটায়ুপক্ষীর সঙ্গে আমরা এখানেই বাস করবো।। ১৯ ।। পরমবীরদের যিনি হত্যা করতে সমর্থ সেই লক্ষ্মণকে রাম এইরকম বললেন। অত্যন্ত বলশালী লক্ষ্মণ, অচিরেই দাদার জন্য আশ্রমনির্মাণ করলেন।। ২০ ।। তৈরী হলো বিরাট পর্ণশালা। মেঝেতে মাটি সমতল করা হয়েছে। ভালো খুঁটি তাতে রয়েছে। ছাদে দেওয়া হয়েছে লম্বা বাঁশ *(মস্কর—ছিদ্রযুক্ত বাঁশ)*।। ২১ ।। শমীশাখা শক্ত করে পেতে তাদের ভালো করে আচ্ছাদিত করা হয়েছে কুশ, কাশ এবং শরপত্র দিয়ে।। ২২ ।। বীর লক্ষ্মণ মেঝেকে সমান করে সুন্দর করে ফেললেন। এইভাবে রামের বনবাসের জন্য খুব ভালো এক আবাস তিনি তৈরী করলেন।। ২৩।। শ্রীমান লক্ষ্মণ গোদাবরীনদীতে গিয়ে স্নানান্তে পদ্মফুল এবং ফল নিয়ে ফিরে এলেন।। ২৪ ।। তারপর, পুষ্পের দ্বারা পূজো করে বিধি অনুসারে বাস্তুশান্তি সেরে রামকে তিনি আশ্রম দেখালেন।। ২৫ ।। সীতাসহ রাম পর্ণশালায় সেই সুন্দর আশ্রমটি দেখে অত্যন্ত আনন্দ পেলেন।। ২৬ ।।

সুসংহৃষ্টঃ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যাং লক্ষ্মণং তদা। অতিস্নিগ্ধঞ্চ গাঢঞ্চ বচনং চেদমব্রবীৎ।। ২৭
প্রীতোঽস্মি তে মহৎ কর্ম ত্বয়া কৃতমিদং প্রভো। প্রদেয়ো যন্নিমিত্তং তে পরিষ্বঙ্গো ময়া কৃতঃ।। ২৮
ভাবজ্ঞেন কৃতজ্ঞেন ধর্মজ্ঞেন চ লক্ষ্মণ। ত্বয়া পুত্রেণ ধর্মাত্মা ন সংবৃত্তঃ পিতা মম।। ২৯
এবং লক্ষ্মণমুক্ত্বা তু রাঘবো লক্ষ্মিবর্ধনঃ। তস্মিন্ দেশে বহুফলে ন্যবসৎ স সুখং সুখী।। ৩০
কঞ্চিৎ কালং স ধর্মাত্মা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ। অন্বাস্যমানো ন্যবসৎ স্বর্গলোকে যথামরঃ।। ৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

আনন্দাতিশয্যে বাহু বাড়িয়ে লক্ষ্মণকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে রাম বললেন—।। ২৭ ।। হে কর্মের ওপর প্রভাবশালী ভ্রাতঃ, তুমি যে এই মহৎকার্য সম্পাদন করেছো, এজন্য আমি প্রীত হয়েছি। আর তাই তোমাকে এভাবে আলিঙ্গন করলাম।। ২৮ ।। ভাই লক্ষ্মণ, তুমি ভাবজ্ঞ। কৃতজ্ঞ। এবং ধর্মজ্ঞ। তোমার মতো পুত্র থাকতে আমাদের ধর্মাত্মা পিতার মৃত্যু হলেও মৃত্যু হয় নি।। ২৯ ।। লক্ষ্মণকে সৌন্দর্যবর্ধন, সুখী রাম এইরকম বলে বহু ফলপূর্ণ এই দেশে সুখে বাস করতে লাগলেন।।৩০ ।। স্বর্গে দেবতারা যেমন বাস করেন, তেমনি সীতা এবং লক্ষ্মণের দ্বারা সেবিত হয়ে ধর্মমূর্তি রাম সেইস্থানে অবস্থান করলেন।। ৩১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডের পঞ্চদশ (১৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষোডশঃ সর্গঃ ।।

লক্ষ্মণেন হেমন্তর্তোর্বর্ণনম্, ভরতস্য প্রশংসনঞ্চ, লক্ষ্মণেন সীতয়া চ সহ শ্রীরামস্য গোদাবর্যাং স্নানম্।

বসতস্তস্য তু সুখং রাঘবস্য মহাত্মনঃ। শরদ্‌ব্যপায়ে হেমন্তঋতুরিষ্টঃ প্রবর্ততে।। ১
স কদাচিৎ প্রভাতায়াং শর্বর্যাং রঘুনন্দনঃ। প্রযযাবভিষেকার্থং রম্যাং গোদাবীরং নদীম্।। ২
প্রহ্বঃ কলশহস্তস্তু সীতয়া সহ বীর্যবান্। পৃষ্ঠতোঽনুব্রজন্ ভ্রাতা সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ।। ৩
অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ প্রিয়ো যস্তে প্রিয়ংবদ। অলঙ্কৃত ইবাভাতি যেন সংবৎসরঃ শুভঃ।। ৪
নীহারপুরুষো লোকঃ পৃথিবী শস্যমালিনী। জলান্যনুপভোগ্যানি সুভগো হব্যবাহনঃ।। ৫
নবাগ্রয়ণপূজাভিরভ্যর্চ পিতৃদেবতাঃ। কৃতাগ্রয়ণকাঃ কালে সন্তো বিগতকল্মষাঃ।। ৬
প্রাজ্যকামা জনপদাঃ সম্পন্নতরগোরসাঃ। বিচরন্তি মহীপালা যাত্রার্থং বিজিগীষবঃ।। ৭

ষোড়শ (১৬) সর্গ

লক্ষ্মণের দ্বারা হেমন্ত ঋতুর বর্ণনা। ভরতের প্রশংসা। লক্ষ্মণ এবং সীতাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীরামের গোদাবরীতে স্নান।

মহাত্মা রাম সেখানে সুখে বাস করছেন। শরৎকাল চলে গেলো। এলো প্রিয় হেমন্ত ঋতু।। ১ ।। একদিন রাত ভোর হয়ে গেলে রাম রমণীয় গোদাবরীনদীতে স্নানের জন্য গেলেন।। ২ ।। বিনীতভাবে কলশ হাতে নিয়ে সীতাসহ তাঁর পেছনে পেছনে চলার সময়ে বীর ভাই লক্ষ্মণ বললেন—।।৩ ।। প্রিয়ভাবী দাদা, দেখুন, আপনার যেটি প্রিয় ঋতু, তা এসে গেছে। মঙ্গলময় পূরো বৎসরটি যেন এর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়।।৪ ।। কুয়াশা পড়তে থাকায় মানুষের শরীর এসময়ে খসখসে হয়ে যায়। ধরিত্রী শস্যমালায় ভূষিত হয়। জল ভালো লাগে না। আগুন পোহাতে ভালো লাগে (*নীহার—কুয়াশা, হিম। হব্যবাহন—অগ্নি। কালিদাসের "ঋতুসংহার" কাব্যের হেমন্ত বর্ণনার উৎস এই শ্লোকরাজি*)।। ৫ ।। এ সময়ে নতুন শস্যের দ্বারা পিতৃগণ এবং দেবগণকে অর্চনা করে নবশস্য নিমিতক যজ্ঞ-সম্পাদন করে মানুষ পাপমুক্ত হয়।। ৬ ।। এই ঋতুতে জনপদসমূহে প্রভূত কাম্যবস্তু এবং ভালো দুগ্ধ পর্যাপ্ত পরিমাণে মেলে। রাজারা বিজয়লাভের ইচ্ছায় যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন।। ৭ ।। সূর্যদেব এখন দক্ষিণদিক সেবা করেন তথা দক্ষিণায়ন শুরু হয়। তাই উত্তরদিককে সিন্দুর

সেবমানে দৃঢ়ং সূর্যে দিশমন্তকসেবিতাম্। বিহীনতিলকেব স্ত্রী নোত্তরা দিক্ প্রকাশতে।। ৮
প্রকৃত্যা হিমকোশাঢ্যো দূরসূর্যশ্চ সাম্প্রতম্। যথার্থনামা সুব্যক্তং হিমবান্ হিমবান্ গিরিঃ।। ৯
অত্যন্তসুখসঞ্চারা মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখাঃ। দিবসাঃ সুভগাদিত্যাশ্ছায়াসলিলদুর্ভগাঃ।। ১০
মৃদুসূর্য্যাঃ সুনীহারাঃ পটুশীতাঃ সমারুতাঃ। শূন্যারণ্যা হিমধ্বস্তা দিবসা ভান্তি সাম্প্রতম্।। ১১
নিবৃত্তাকাশশয়নাঃ পুষ্যনীতা হিমারুণাঃ। শীতবৃদ্ধতরায়ামাস্ত্রিযামা যান্তি সাম্প্রতম্।। ১২
রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারারুণমণ্ডলঃ। নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে।। ১৩
জ্যোৎস্না তুষারমলিনা পৌর্ণমাস্যাং ন রাজতে। সীতেব চাতপশ্যামা লক্ষ্যতে ন চ শোভতে।। ১৪
প্রকৃত্যা শীতলস্পর্শো হিমবিদ্ধশ্চ সাম্প্রতম্। প্রবাতি পশ্চিমো বায়ুঃ কালে দ্বিগুণশীতলঃ।। ১৫
বাষ্পচ্ছন্নান্যরণ্যানি যব-গোধূমবন্তি চ। শোভন্তেঽভ্যুদিতে সূর্যে নদদ্ভিঃ ক্রৌঞ্চসারসৈঃ।। ১৬
খর্জুর-পুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ। শোভন্তে কিঞ্চিদালম্বাঃ শালয়ঃ কণকপ্রভাঃ।। ১৭
ময়ূখৈরুপসর্পদ্ভির্হিমঃ নীহারসংবৃতৈঃ। দূরমভ্যুদিতঃ সূর্যঃ শশাঙ্ক ইব লক্ষ্যতে।। ১৮
আগ্রাহ্যবীর্যঃ পূর্বাহ্নে মধ্যাহ্নে স্পর্শতঃ সুখঃ। সংযুক্তঃ কিঞ্চিদাপাণ্ডুরাতপঃ শোভতে ক্ষিতৌ।। ১৯
অবশ্যায়নিপাতনে কিঞ্চিৎ প্রক্লিন্নশাদ্বলা। বনানাং শোভতে ভূমির্নিবিষ্টতরুণাতপা।। ২০
স্পৃশন্ সুবিপুলং শীতমুদকং দ্বিরদঃ সুখম্। অত্যন্ততৃষিতো বন্যো প্রতিসংহরতে করম্।। ২১
এতে হি সমুপাসীনা বিহগা জলচারিণঃ। নাবগাহন্তি সলিলমপ্রগল্ভা ইবাহবম্।। ২২
অবশ্যায়তমোনদ্ধা নীহারতমসাবৃতাঃ। প্রসুপ্তা ইব লক্ষ্যন্তে বিপুষ্পা বনরাজয়ঃ।। ২৩

তিলকহীনা স্ত্রীলোকের মতো শ্রীহীন দেখায়।। ৮ ।। হিমালয় স্বভাবতঃই হিমের প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ। সম্প্রতি সূর্যও অনেক দূরে। ফলে হিমবান পর্বত সার্থকনামা হয়ে হিমবানই হয়ে গেছে।। ৯ ।। এখন দিনের মধ্যভাগে সূর্য সুখসেব্য হয়। ছায়া এবং জল হয় কষ্টদায়ক। মধ্যাহ্নে বেড়াতে ভালো লাগে। সূর্য বেশ সুখকর।। ১০ ।। এইসময়ে সূর্য বেশ মৃদু হন। বেশ হিম পড়ে। প্রভাতে ভালো ঠাণ্ডা। অরণ্য প্রাণিশূন্য। দিবাভাগ ঠাণ্ডায় জড় এখন।। ১১ ।। এখন আকাশের নীচে কেউ শয়ন করতে পারে না। পুষ্যানক্ষত্রের দ্বারা রাত্রিমান ঠিক করতে হয়। হিমে ঢাকা থাকায় রাত বোঝা যায় না। শীতের রাত বেশী বিস্তৃত। অতি কষ্টে অতিবাহিত হয়।। ১২ ।। চন্দ্রের সৌভাগ্য সূর্যে সংক্রামিত হয়েছে। নিঃশ্বাসে মলিন দর্পণে চন্দ্রকে যেমন দেখা যায় না তেমনি আজ হিমাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্রকে দেখা যাচ্ছে না।। ১৩ ।। জ্যোৎস্না তথা চন্দ্রকিরণ তুষারের চাদরে আবৃত থাকায় ঔজ্জ্বল্যহীন। আর শোভা পাচ্ছে না। রোদে পুড়ে ফর্সা সীতা শ্যামবর্ণ হয়ে গেলে যেমন হয়, জ্যোৎস্নার অবস্থাও আজ তাই।। ১৪ ।। পশ্চিমের বায়ু স্বভাবতঃই শীতল। এখন আবার তাতে হিম যুক্ত হয়েছে। ফলে এই হেমন্তকালে দ্বিগুণ শীতল হয়ে বইছে।। ১৫ ।। অরণ্যগুলি আজ কুয়াশাচ্ছন্ন। জল এবং গমের সমারোহ মাঠে মাঠে। ক্রৌঞ্চ এবং সারসেরা আনন্দে শব্দ করছে। সূর্য ওঠায় সবকিছুকে সুন্দর দেখাচ্ছে।। ১৬ ।। শালিধানের শীষগুলি এখন কিঞ্চিৎ লম্বা। আর তাতে ধান দেখা যাচ্ছে অনেক। খেজুরের পুষ্পগুচ্ছের মতো তাদের দেখাচ্ছে। সোনার মতো তাদের রঙ।। ১৭ ।। সূর্যকিরণ এখন তুষারের মতো হলেও কুয়াশায় আবৃত। তার জন্য সূর্য অনেক দূর উঠে গেলেও চাঁদের মতোই তাকে মৃদু দেখাচ্ছে।। ১৮ ।। পূর্বাহ্নে রোদের তাপ অনুভব করাই যায় না। মধ্যাহ্নে গায়ে লাগলে ভালোই লাগে। ভূতলে রোদ অনেকটা শ্বেত-পীতমিশ্রিত বর্ণে শোভা পাচ্ছে।। ১৯ ।। বনভূমির তৃণরাজি হিমপাতে সামান্য ভেজা। নূতন রোদে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে *(অবশ্যায়—হিম)*।। ২০ ।। বুনো হাতী এইসময় অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে আনন্দে জলস্পর্শ করামাত্র ঠাণ্ডায় শুঁড় ফিরিয়ে আনে।। ২১ ।। জলচর পাখীগুলি তীরে বসে রয়েছে। ভীরুলোকেরা যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে না, তেমনি এরাও শীতের ভয়ে জলে প্রবেশ করছে না।। ২২।। বনরাজি আজ পুষ্পবিহীন। হিমের জন্য কুয়াশার আঁধারে মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে আছে।। ২৩ ।। জল থেকে

বাষ্পসংছন্নসলিলা রুতবিজ্ঞেয়সারসাঃ। হিমার্দ্রবালুকৈস্তীরৈঃ সরিতো ভান্তি সাম্প্রতম্।। ২৪
তুষারপতনাচ্চৈব মৃদুত্বাদ্ভাস্করস্য চ। শৈত্যাদগাগ্রস্থমপি প্রায়েণ রসবজ্জলম্।। ২৫
জরাজর্জরিতৈঃ পত্রৈঃ শীর্ণকেশরকর্ণিকৈঃ। নালশেষা হিমধ্বস্তা ন ভান্তি কমলাকরাঃ।। ২৬
অস্মিংস্তু পুরুষব্যাঘ্র কালে দুঃখসমন্বিতঃ। তপশ্চরতি ধর্মাত্মা ত্বদ্ভক্ত্যা ভরতঃ পুরে।। ২৭
ত্যক্ত্বা রাজ্যঞ্চ মানঞ্চ ভোগাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্। তপস্বী নিয়তাহারঃ শেতে শীতে মহীতলে।। ২৮
সোঽপি বেলামিমাং নূনমভিষেকার্থমুদ্যতঃ। বৃতঃ প্রকৃতিভির্নিত্যং প্রযাতি সরযূং নদীম্।। ২৯
অত্যন্তসুখসংবৃদ্ধঃ সুকুমারো হিমার্দিতঃ। কথং ত্বপররাত্রেষু সরযূমবগাহতে।। ৩০
পদ্মপত্রেক্ষণঃ শ্যামঃ শ্রীমান্নিরুদরো মহান্। ধর্মজ্ঞঃ সত্যবাদী চ হ্রীনিষেধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।। ৩১
প্রিয়াভিভাষী মধুরো দীর্ঘবাহুররিন্দমঃ। সন্তজ্য বিবিধান্ সৌখ্যানার্যং সর্বাত্মনা শ্রিতঃ।। ৩২
জিতঃ স্বর্গস্তব ভ্রাত্রা ভরতেন মহাত্মনা। বনস্থমপি তাপস্যে যস্ত্বামনুবিধীয়তে।। ৩৩
ন পিত্র্যমনুবর্তন্তে মাতৃকং দ্বিপদা ইতি। খ্যাতো লোকপ্রবাদোঽয়ং ভরতেনান্যথা কৃতঃ।। ৩৪
ভর্তা দশরথো যস্যাঃ সাধুশ্চ ভরতঃ সুতঃ। কথং নু সাম্বা কৈকেয়ী তাদৃশী ক্রূরদর্শিনী।। ৩৫
ইত্যেবং লক্ষ্মণে বাক্যং স্নেহাদ্ বদতি ধার্মিকে। পরিবাদং জনন্যাস্তমসহন্ রাঘবোঽব্রবীৎ।। ৩৬
ন তেঽম্বা মধ্যমা তাত গর্হিতব্যা কদাচন। তামেবেক্ষ্বাকুনাথস্য ভরতস্য কথাং কুরু।। ৩৭
নিশ্চিতৈব হি মে বুদ্ধির্বনবাসে দৃঢব্রতা। ভরতস্নেহসন্তপ্তা বালিশীক্রিয়তে পুনঃ।। ৩৮
সংস্মরাম্যস্য বাক্যানি প্রিয়াণি মধুরাণি চ। হৃদ্যান্যমৃতকল্পানি মনঃ প্রহ্লাদনানি চ।। ৩৯
কদা হ্যহং সমেষ্যামি ভরতেন মহাত্মনা। শত্রুঘ্নেণ চ বীরেণ ত্বয়া চ রঘুনন্দন।। ৪০

ধোঁয়ার মতো বাষ্প উঠছে। শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে সারসেরা সেখানে রয়েছে। নদীর তীরে বালুকারাশি হিমে ভেজা। বেশ দেখাচ্ছে!।। ২৪ ।। তুষারপাত এবং সূর্যের মৃদুতার জন্য শৈলশিখরের জল শীতে রসবৎ হয়ে রয়েছে।। ২৫ ।। পদ্মের পাতা আজ যেন জরায় জর্জরিত। কেশর আর কোষ শীর্ণ হয়ে গেছে। হিমপাতে বিধ্বস্ত হয়ে শুধু নালটিই অবশিষ্ট রয়েছে। ফলে পদ্মসরোবরের আজ কোনো শোভা নেই।।২৬।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এমনি সময়ে ধর্মপ্রাণ ভরত নগরে অত্যন্ত দুঃখে তপস্যা করে চলেছেন।। ২৭ ।। তিনি আজ রাজ্য, মান, বহুবিধ ভোগ ত্যাগ করে, আহার সংযত করে, তপস্বী হয়ে শীতলভূমিতে শয়ন করছেন।।২৮।। তিনি নিশ্চয়ই এখন প্রজাদের সঙ্গে স্নানের জন্য নিত্য সরযূনদীতে গমন করছেন।। ২৯ ।। অত্যন্ত সুখে তিনি তো পরিবর্ধিত হয়েছেন। কোমল তাঁর অঙ্গ। হিমে পীড়িত হয়ে শেষরাতে তিনি কি করে সরযূতে স্নান করছেন?।।৩০ ।। পদ্মপলাশলোচন তিনি। শ্যামল ও সুন্দর। উদর তাঁর কৃশ। তিনি মহান। ধর্মজ্ঞ। এবং সত্যবাদী। লজ্জাশীল এবং জিতেন্দ্রিয়।।৩১ ।। প্রিয় এবং সত্যভাষী তিনি। মধুর ব্যবহার তাঁর। দীর্ঘবাহু ও শত্রুদমনকারী ভরত বিবিধ সুখ পূরোপূরিভাবে ত্যাগ করে সর্বপ্রকারে আপনাকেই আশ্রয় করেছেন।। ৩২।। আপনার ভাই ভরত স্বর্গকে জয় করেছেন। বনবাসী আপনাকে অনুসরণ করেই তিনি তপস্যা করছেন।।৩৩ ।। দ্বিপদ মানুষ বাবাকে নয়, মা-কেই অনুকরণ করে। এই বিখ্যাত লোকপ্রবাদ ভরত উল্টে দিয়েছেন।।৩৪ ।। যাঁর স্বামী হলেন দশরথ, সচ্চরিত্র ভরত হলেন যাঁর পুত্র, সেই মা কৈকেয়ী কি করে এমন নিষ্ঠুরা হলেন?।।৩৫ ।। স্নেহবশতঃ, লক্ষ্মণ এইভাবে বাক্য বলতে থাকলে রাম মায়ের নিন্দা সইতে না পেরে বললেন—*(রামকে বলা হয় মর্যাদা-পুরুষোত্তম। অপরকে মর্যাদাদানে তিনি উত্তম-পুরুষ। কৈকেয়ী তাঁর বিপর্যয়ের কারণ। তবু যেহেতু তিনি মাতৃস্থানীয়া, তাঁর নিন্দা শুনতে রাম রাজী নন)*।। ৩৬ ।। বৎস, তুমি মেজো মা'কে কখনো নিন্দা করতে পারো না। তুমি ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতের কথা বলো।। ৩৭ ।। যদিও বনবাসব্রতপালনে আমার সঙ্কল্প স্থির তবুও ভরতের স্নেহে সন্তপ্ত হয়ে আমার বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে যাচ্ছে।।৩৮।। তার প্রিয়, মধুর, হৃদ্য, অমৃতকল্প, আনন্দজনক বাক্যগুলি আজ স্মরণ করছি।। ৩৯ ।। আহা, কবে আবার মহাপ্রাণ ভরত এবং বীর শত্রুঘ্নের সঙ্গে, হে রঘুনন্দন লক্ষ্মণ, আমি মিলিত হতে পারবো?।। ৪০ ।। রাম

ইত্যেবং বিলপংস্তত্র প্রাপ্য গোদাবরীং নদীম্। চক্রেঽভিষেকং কাকুৎস্থঃ সানুজঃ সহ সীতয়া।। ৪১
তর্পয়িত্বাথ সলিলৈস্তৈঃ পিতৄন্ দৈবতানপি। স্তুবন্তি স্মোদিতং সূর্যং দেবতাশ্চ তথানঘাঃ।। ৪২
কৃতাভিষেকঃ স ররাজ রামঃ সীতাদ্বিতীয়ঃ সহ লক্ষ্মণেন।
কৃতাভিষেকস্ত্বগরাজপুত্র্যা রুদ্রঃ সনন্দির্ভগবানিবেশঃ।। ৪৩

ইত্যার্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ।

এইরকম বিলাপ করতে করতে সীতা এবং লক্ষ্মণসহ গোদাবরীনদীতে গিয়ে স্নান-সমাপন করলেন।।৪১।। পুণ্যশীল তাঁরা তিনজন। নদীর জলে পিতৃপুরুষদের এবং দেবতাদের তর্পণ করে তাঁরা উদিত সূর্য এবং দেবগণকে স্তব করলেন।। ৪২ ।। স্নান -সমাপন করে সীতা এবং লক্ষ্মণসহ রাম বিরাজ করছিলেন। যেন ভগবান মহেশ্বর পর্বতরাজকন্যা দেবী উমা এবং নন্দীর সঙ্গে অবস্থান করে শোভা পাচ্ছেন।। ৪৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ষোড়শ (১৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তদশঃ সর্গঃ ।।

পঞ্চবটীস্থ-রামাশ্রমে শূর্পণখায়া আগমনম, রামস্য পরিচয়লাভঃ, রামরূপহৃতত্তিয়াস্তস্যা ভার্যারূপেণ স্বাং গ্রহীতুং রামং প্রতি অনুরোধশ্চ।

কৃতাভিষেকো রামস্তু সীতা সৌমিত্রিরেব চ। তস্মাদ্ গোদাবরীতীরাত্ততো জগ্মুঃ স্বমাশ্রমম্।। ১
আশ্রমং তমুপাগম্য রাঘবঃ সহ লক্ষ্মণঃ। কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকং কর্ম পর্ণশালামুপাগমৎ।। ২
উবাস সুখিতস্তত্র পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ। স রামঃ পর্ণশালায়ামাসীনঃ সহ সীতয়া।। ৩
বিররাজ মহাবাহুশ্চিত্রয়া চন্দ্রমা ইব। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা চকার বিবিধাঃ কথাঃ।। ৪
তদাসীনস্য রামস্য কথাসংসক্তচেতসঃ। তং দেশং রাক্ষসী কাচিদাজগাম যদৃচ্ছয়া।। ৫
সা তু শূর্পণখা নাম দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ। ভগিনী রামমাসাদ্য দদর্শ ত্রিদশোপমম্।। ৬
দীপ্তাস্যঞ্চ মহাবাহুং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্। গজবিক্রান্তগমনং জটামণ্ডলধারিণম্।। ৭
সুকুমারং মহাসত্ত্বং পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতম্। রামমিন্দ্রীবরশ্যামং কন্দর্পসদৃশপ্রভম্।। ৮

সপ্তদশ (১৭) সর্গ

পঞ্চবটীস্থ রামাশ্রমে শূর্পণখার আগমন। রামের পরিচয়লাভ। রামের পরিচয় জেনে ভার্যারূপে তাকে গ্রহণের জন্য রামের প্রতি তার অনুরোধ।

স্নান সেরে সেই গোদাবরীতীর থেকে রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণ নিজেদের আশ্রমে চলে গেলেন।। ১ ।। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাম সেই আশ্রমে এসে পূর্বাহ্ণের করণীয় সবকাজ সমাধা করে পর্ণশালায় প্রবেশ করলেন।। ২ ।। মহর্ষিরা তাঁকে বন্দনা করলেন। সীতাকে নিয়ে রাম তখন পর্ণশালাতেই সুখে উপবেশন করলেন।। ৩ ।। চিত্রানক্ষত্রের সঙ্গে চন্দ্রের মতো সেই মহাবীর তখন সেখানে বিরাজ করছেন। ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করছেন।। ৪ ।। রাম কথায় নিরত। এমন সময় এক রাক্ষসী যদৃচ্ছক্রমে সেখানে সেখানে এসে উপস্থিত হলো।। ৫ ।। সে হলো শূর্পণখা। দশগ্রীব রাক্ষস রাবণের ভগ্নী। দেবোপম রামকে সে দেখলো (*শূর্প—কুলো। শূর্পণখা—কুলোর মতো বড়ো বড়ো যার নখ*)।। ৬ ।। রামের মুখ উজ্জ্বল। দীর্ঘ তাঁর বাহু। পদ্মের পাপড়ির মতো বিশাল নয়ন তাঁর। জটামণ্ডল ধারণ করে হস্তীর মতো গম্ভীরগতিতে তিনি গমন করেন (*আস্য—মুখ।*)।। ৭ ।। সুকোমল তাঁর দেহ। মহাবলশালী তিনি। রাজোচিত-মূর্তি। নীলপদ্মের মতো শ্যামলবর্ণ। প্রেমের দেবতা কন্দর্পের মতো তাঁর প্রভাব।। ৮ ।। ইন্দ্রের মতো সুন্দর মুখ

বভুবেন্দ্রোপমং দৃষ্ট্বা রাক্ষসী কামমোহিতা। সুমুখং দুর্মুখী রামং বৃত্তমধ্যং মহোদরী।। ৯
বিশালাক্ষং বিরূপাক্ষী সুকেশং তাম্রমূর্ধজা। প্রিয়রূপং বিরূপা সা সুস্বরং ভৈরবস্বনা।। ১০
তরুণং দারুণা বৃদ্ধা দক্ষিণং বামভাষিণী। ন্যায়বৃত্তং সুদুর্বৃত্তা প্রিয়মপ্রিয়দর্শনা।। ১১
শরীরজসমাবিষ্টা রাক্ষসী রামমব্রবীৎ। জটী তাপসবেষেণ সভার্যঃ শরচাপধৃক্।। ১২
আগতস্ত্বমিমং দেশং কথং রাক্ষসসেবিতম্। কিমাগমনকৃত্যং তে তত্ত্বমাখ্যাতুমর্হসি।। ১৩
এবমুক্তস্তু রাক্ষস্যা শূর্পণখ্যা পরন্তপঃ। ঋজুবুদ্ধিতয়া সর্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে।। ১৪
আসীদ্দশোরথো নাম রাজা ত্রিদশবিক্রমঃ। তস্যাহমগ্রজঃ পুত্রো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।। ১৫
ভ্রাতাঽয়ং লক্ষ্মণো নাম যবীয়ান্মামনুব্রতঃ। ইয়ং ভার্যা চ বৈদেহী মম সীতেতি বিশ্রুতা।। ১৬
নিয়োগত্তু নরেন্দ্রস্য পিতুর্মাতুশ্চ যন্ত্রিতঃ। ধর্মার্থং ধর্মকাঙ্ক্ষী চ বনং বস্তুমিহাগতঃ।। ১৭
ত্বাং তু বেদিতুমিচ্ছামি কস্য ত্বং কাসি কস্য বা। ত্বং হি তাবন্মনোজ্ঞাঙ্গী রাক্ষসী প্রতিভাসি মে।। ১৮
ইহ বা কিং নিমিত্তং ত্বমাগতা ব্রূহি তত্ত্বতঃ। সাঽব্রবীদ্ বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসী মদনার্দিতা।। ১৯
শ্রূয়তাং রাম তত্ত্বার্থং বক্ষ্যামি বচনং মম। অহং শূর্পণখা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী।। ২০
অরণ্যং বিচরামীদমেকা সর্বভয়ঙ্করা। রাবণো নাম মে ভ্রাতা যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ।। ২১
বীরো বিশ্রবসঃ পুত্রো যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ। প্রবৃদ্ধনিদ্রশ্চ সদা কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।। ২২
বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা ন তু রাক্ষসচেষ্টিতঃ। প্রখ্যাতবীর্যৌ চ রণে ভ্রাতরৌ খর-দূষণৌ।। ২৩
তানহং সমতিক্রান্তা রাম ত্বা পূর্বদর্শনাৎ। সমুপেতাস্মি ভাবেন ভর্তারং পুরুষোত্তমম্।। ২৪

তাঁর। সুন্দর কটি। রামকে দেখে বিশাল উদরসম্পন্না দুর্মুখী রাক্ষসী কামে মোহিত হয়ে গেলো।। ৯ ।। রাক্ষসীর চোখগুলি ছিলো কুৎসিত। মাথার চুল তাম্রবর্ণ। কুৎসিতা এই রাক্ষসীর কণ্ঠস্বর ছিলো ভীষণ। পক্ষান্তরে রাম ছিলেন বিশাল-নয়ন। সুন্দর তাঁর কেশরাশি। প্রিয়দর্শন তিনি। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিলো মধুর।। ১০।। রাক্ষসী ছিলো বৃদ্ধা। কটুভাষিণী। অত্যন্ত দুর্বৃত্তা। এবং কুরূপা। রাম ছিলেন তরুণ। ঔদার্যযুক্ত। ন্যায়াচারী।। ১১ ।। দৈহিকরূপে আকৃষ্টা হয়ে রামকে রাক্ষসী বললো, তুমি জটাধারণ করে তপস্বীবেশে ধনুর্বাণ ধরে ভার্যাকে নিয়ে... ।। ১২ ।। রাক্ষসসেবিত এই দেশে কেন এলে? তোমার আগমনের কারণ কি তা বিশদভাবে বল তো দেখি!।। ১৩ ।। রাক্ষসী শূর্পণখা এইরকম বললে, শত্রুতাপনকারী রাম সরলবুদ্ধিতে সবকিছু বলতে শুরু করলেন।। ১৪ ।। শোনো, দেবতাদের মতো বিক্রমশালী দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র আমি। রাম নামে জনগণ আমায় জানে।। ১৫ ।। আর এই হলো আমার ছোটোভাই। লক্ষ্মণ। সে আমার একান্ত অনুগত। আর এই আমার পত্নী। সীতা নামেই ইনি পরিচিতা।। ১৬ ।। রাজা পিতা এবং মাতার আদেশে তাঁদের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে ধর্মের জন্য, ধর্ম আকাঙ্ক্ষা করে এই বনে আমি বাস করার জন্য এসেছি।। ১৭ ।। এবারে তোমার পরিচয় জানতে চাইছি। তুমি কার কন্যা। তুমি কে? আর কেইই বা তোমার পতি? তোমাকে তো সুন্দরী রাক্ষসী বলে আমার মনে হচ্ছে।। ১৮ ।। এখানে কিসের জন্য তুমি এসেছো? সবিশদ আমাকে বলো। এই কথা শুনে কামপীড়িতা সেই রাক্ষসী বললো—।। ১৯ ।। হে রাম, শোনো, সত্যনিষ্ঠ আমার কথা। বলছি। আমি শূর্পণখা নাম্নী রাক্ষসী। ইচ্ছামতো আমি রূপধারণ করতে পারি।। ২০।। আমি সর্বপ্রকারে ভয়ঙ্করা। একাই অরণ্যে বিচরণ করি। রাবণ নামে আমার এক ভাই আছে। তুমি শুনে থাকতে পারো।। ২১ ।। এই কথাও তোমার কানে এসে থাকবে হয়তো, বীর রাবণ হলো বিশ্রবার পুত্র। সর্বদা দীর্ঘনিদ্রাকারী মহাবীর কুম্ভকর্ণ,... ।। ২২ ।। রাক্ষসদের মতো যে আচরণ করে না সেই ধর্মাত্মা বিভীষণ, আর যুদ্ধে বীরত্বের জন্য প্রখ্যাত খর এবং দূষণ আমার ভাই।। ২৩ ।। রাম, পুরুষশ্রেষ্ঠ তুমি। আগে তোমাকে দেখেই মনে মনে পতিরূপে বরণ করে তাদের না জানিয়েই আমি এখানে চলে এসেছি।। ২৪ ।। আমার বেশ প্রভাব আছে। আমি ইচ্ছেমতো শক্তিতে চলতে পারি। তুমি চিরকালের জন্য

অহং প্রভাবসম্পন্না স্বচ্ছন্দবলগামিনী। চিরায় ভব ভর্তা মে সীতয়া কিং করিষ্যসি।। ২৫
বিকৃতা চ বিরূপা চ ন সেয়ং সদৃশী তব। অহমেবানুরূপা তে ভার্যারূপেণ পশ্যমাম্।। ২৬
ইমাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্। অনেন সহ তে ভ্রাতা ভক্ষয়িষ্যামি মানুষীম্।। ২৭
ততঃ পর্বতশৃঙ্গাণি বনানি বিবিধানি চ। পশ্যন্ সহ ময়া কামী দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি।। ২৮
ইত্যেবমুক্তঃ কাকুৎস্থঃ প্রহস্য মদিরেক্ষণাম্। ইদং বচনমারেভে বক্তুং বাক্যবিশারদঃ।। ২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ।

আমার পতি হও। সীতাকে দিয়ে কি করবে?।। ২৫ ।। বিকৃতা এবং বিরূপা সে। তোমার যোগ্য নয়। আমায় দেখো। তোমার পত্নীরূপে আমিই তোমার যোগ্য।। ২৬ ।। আমি এই বিরূপা, অসতী, ভীষণা এবং কৃশোদরী মানুষী সীতা এবং তোমার ভাইকে খেয়ে ফেলবো।। ২৭ ।। তারপর তুমি কামভোগে নিরত হয়ে আমার সঙ্গে পর্বতশৃঙ্গ, বিবিধ বনভাগ এবং দণ্ডকায় বিচরণ করবে।। ২৮ ।। এই সব বলার পর বাক্যে বিশারদ রাম মদ্যপানে ঢুলুঢুলু-নয়না রাক্ষসীর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলেন।। ২৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডের সপ্তদশ (১৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।।

রামেণ প্রত্যাখ্যাতায়াঃ শূর্পণখায়া লক্ষ্মণসমীপে প্রণয়ভিক্ষা, লক্ষ্মণেনাপি প্রত্যাখ্যাতায়াস্তস্যাঃ সীতাং প্রত্যক্রমণম্, শূর্পণখায়াঃ কর্ণ-নাসাছেদনঞ্চ।

তাং তু শূর্পণখাং রামঃ কামপাশাবপাশিতাম্। স্বেচ্ছয়া শ্লক্ষ্ণয়া বাচা স্মিতপূর্বমথাব্রবীৎ।। ১
কৃতদারোঽস্মি ভবতি ভার্যেয়ং দয়িতা মম। তদ্বিধানাং তু নারীণাং সুদুঃখা সসপত্নতা।। ২
অনুজস্ত্বেষ মে ভ্রাতা শীলবান্ প্রিয়দর্শনঃ। শ্রীমানকৃতদারাশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্যবান্।। ৩
অপূর্বী ভার্যয়া চার্থী তরুণঃ প্রিয়দর্শনঃ। অনুরূপশ্চ তে ভর্তা রূপস্যাস্য ভবিষ্যতি।। ৪
এনং ভজ বিশালাক্ষি ভর্তারং ভ্রাতরং মম। অসপত্না বরারোহে মেরুমর্কপ্রভা যথা।। ৫
ইতি রামেণ সা প্রোক্তা রাক্ষসী কামমোহিতা। বিসৃজ্য রামং সহসা ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।। ৬
অস্য রূপস্য তে যুক্তা ভার্যাহং বরবর্ণিনী। ময়া সহ সুখং সর্বান্ দণ্ডকান্ বিচরিষ্যসি।। ৭
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রী রাক্ষস্যা বাক্যকোবিদঃ। ততঃ শূর্পণখীং স্মিত্বা লক্ষ্মণো যুক্তমব্রবীৎ।। ৮

অষ্টাদশ (১৮) সর্গ

রামের দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা হয়ে শূর্পণখার লক্ষ্মণের কাছে প্রণয়ভিক্ষা। লক্ষ্মণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা হয়ে সীতার প্রতি তার আক্রমণ। শূর্পণখার কর্ণ ও নাসিকাছেদন।

কামপাশে আবদ্ধা সেই শূর্পণখাকে রাম আগে স্মিত হেসে স্বেচ্ছায় মধুরবাক্যে বলতে শুরু করলেন—।। ১ ।। মহাশ্বরে, আমি বিবাহিত। এই যে আমার প্রিয় পত্নী। তোমার মতো বিশিষ্টা নারীদের সপত্নী থাকা অত্যন্ত দুঃখের।। ২ ।। এই যে আমার ছোটো ভাই লক্ষ্মণ। সে চরিত্রবান। এবং দেখতেও সুন্দর। সে বিবাহিত। শ্রীমান এবং বীর্যবান।।৩।। সে তরুণ। প্রিয়দর্শন। পত্নী তার সঙ্গে নেই। তোমার রূপের অনুরূপ এইই হতে পারে।। ৪ ।। হে সুন্দরি, সূর্যের কিরণ যেমন মেরুপর্বতকে ভজনা করে তেমনি হে বিশালাক্ষি, আমার এই ভাইকে তুমি পতিরূপে গ্রহণ করো।। ৫ ।। রাম এইকথা বলার পর তৎক্ষণাৎ সেই রাক্ষসী কামমোহিতা হয়ে রামকে ত্যাগ করে লক্ষ্মণকে বললো—।।৬ ।। তোমার রূপের সুন্দরী পত্নী হবার যোগ্য আমি। আমার সঙ্গে সুখে দণ্ডকায় সর্বত্র তুমি বিচরণ করতে পারবে।।৭ ।। রাক্ষসী এইরকম বললে, বাক্যকোবিদ্ লক্ষ্মণ একটু হেসে শূর্পণখাকে যুক্তিসহকারে বললেন—।। ৮ ।। হে পদ্মের মতো সুন্দরি,

কথং দাসস্য মে দাসী ভার্যা ভবিতুমিচ্ছসি। সোঽহমার্যেণ পরবান্ ভ্রাতা কমলবর্ণিনি।। ৯
সমৃদ্ধার্থস্য সিদ্ধার্থা মুদিতালমবর্ণিনী। আর্যাস্য ত্বং বিশালাক্ষি ভার্যা ভব যবীয়সী।। ১০
এতাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্। ভার্যাং বৃদ্ধাং পরিত্যজ্য ত্বামেবৈষ ভজিষ্যতি।। ১১
কো হি রূপমিদং শ্রেষ্ঠং সন্ত্যজ্য বরবর্ণিনি। মানুষীষু বরারোহে কুর্যাদ্ভাবং বিচক্ষণঃ।। ১২
ইতি সা লক্ষ্মণেনোক্তা করালা নির্ণতোদরী। মন্যতে তদ্বচঃ সত্যং পরিহাসাবিচক্ষণা।। ১৩
সা রামং পর্ণশালায়ামুপবিষ্টং পরন্তপম্। সীতয়া সহ দুর্ধর্ষমব্রবীৎ কামমোহিতা।। ১৪
ইমাং বিরূপামসতীং করালাং নির্ণতোদরীম্। বৃদ্ধাং ভার্যামবষ্টভ্যং ন মাং ত্বং বহুমন্যসে।। ১৫
অদ্যেমাং ভক্ষয়িষ্যামি পশ্যতস্তব মানুষীম্। ত্বয়া সহ চরিষ্যামি নিঃসপত্না যথাসুখম্।। ১৬
ইত্যুক্ত্বা মৃগশাবাক্ষীমলাতসদৃশেক্ষণা। অভ্যগচ্ছৎ সুসংক্রুদ্ধা মহোল্কা রোহিণীমিব।। ১৭
তাং মৃত্যুপাশপ্রতিমামাপতন্তীং মহাবলঃ। নিগৃহ্য রামঃ কুপিতস্ততো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।। ১৮
ক্রূরৈরনার্যৈঃ সৌমিত্রে পরিহাসঃ কথঞ্চন। ন কার্যঃ পশ্য বৈদেহীং কথঞ্চিৎ সৌম্য জীবতীম্।। ১৯
ইমাং বিরূপামসতীমতিমত্তাং মহোদরীম্। রাক্ষসীং পুরুষব্যাঘ্র বিরূপয়িতুমর্হসি।। ২০
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তস্যাঃ ক্রুদ্ধো রামস্য পশ্যতঃ। উদ্ধৃত্য খড়্গং চিচ্ছেদ কর্ণ-নাসে মহাবলঃ।। ২১
নিবৃত্তকর্ণনাসা তু বিস্বরং সা বিনদ্য চ। যথাগতং প্রদুদ্রাব ঘোরা শূর্পণখা বনম্।। ২২
সা বিরূপা মহাঘোরা রাক্ষসী শোণিতোক্ষিতা। ননাদ বিবিধান্ নাদান্ যথা প্রাবৃষি তোয়দঃ।। ২৩
সা বিক্ষরন্তী রুধিরং বহুধা ঘোরদর্শনা। প্রগৃহ্য বাহূ গর্জন্তী প্রবিবেশ মহাবনম্।। ২৪

আমি দাদার দাসত্বে আছি। কি করে তুমি একটি দাসের ভার্যা হয়ে দাসী হতে চাও?।। ৯ ।। হে বিশালনয়নে সুন্দরি, সমৃদ্ধিশালী আমার দাদার কনিষ্ঠ ভার্যা হয়ে তুমি সিদ্ধমনোরথ হও।। ১০ ।। বিগতরূপা, অসতী, ভীষণা, কৃশোদরী এই বৃদ্ধা ভার্যা সীতাকে তিনি ত্যাগ করে তোমাকেই ভজনা করবেন।। ১১ ।। হে সুন্দরি, হে সুন্দর নিতম্ববতি, তোমার এইরকমের শ্রেষ্ঠরূপ ত্যাগ করে কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি মানবীর প্রতি প্রেমনিবেদন করবে?।। ১২ ।। লক্ষ্মণ এই কথা বললে পরিহাসে অনভিজ্ঞা ভীষণা লম্বোদরী সেই কথা সত্য বলে মনে করলো।। ১৩ ।। কামে মোহিতা হয়ে সে পর্ণশালায় সীতাসহ উপবিষ্ট শত্রুতাপনকারী, দুর্ধর্ষ রামকে বললো—।। ১৪ ।। এই বিরূপা অসতী, ভীষণা, কৃশোদরী, বৃদ্ধা ভার্যাকে ভালোবেসে তুমি আমাকে সম্মান দিচ্ছো না!।। ১৫ ।। দেখো, আমি আজই এই মানুষীকে খেয়ে ফেলবো। সপত্নীহীনা হয়ে তোমার সঙ্গে সুখে বিচরণ করবো।। ১৬ ।। এই বলেই অঙ্গারের মতো রক্তনয়না রাক্ষসী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, বিরাট উল্কা যেমন রোহিণীর দিকে ধেয়ে চলে, হরিণশিশুর মতো নিষ্পাপ-নয়না সীতার প্রতি তেমনি ধেয়ে গেলো।। ১৭ ।। মৃত্যুর পাশের মতো তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে মহাবলশালী রাম ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে নিগৃহীত করে তারপর লক্ষ্মণকে বললেন—।। ১৮ ।। লক্ষ্মণ, নিষ্ঠুর অনার্যদের সঙ্গে পরিহাস করা কখনো উচিত নয়। সৌম্য, দেখো, সীতা কোনোরকমে বেঁচে আছেন।। ১৯ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি এই বিরূপা, অসতী, অতিমত্তা, মহোদরী রাক্ষসীকে বিরূপা করে দাও।। ২০ ।। রাম এই কথা বলার পর ক্রুদ্ধ মহাবীর লক্ষ্মণ রামের চোখের সামনেই খড়্গ তুলে তার কান আর নাক কেটে দিলেন।। ২১ ।। নাক আর কান কাটা যাওয়ায় সেই শূর্পণখা বিকৃতস্বরে গর্জন করতে করতে যেদিক থেকে এসেছিলো বনের সেইদিকেই ছুটে পালিয়ে গেলো।। ২২ ।। বিরূপা, মহাভয়ঙ্করী, রাক্ষসী রক্ত-ঝরা অবস্থায় বর্ষার মেঘের মতো নানাভাবে গর্জন করতে লাগলো।। ২৩ ।। দেখতে ভয়ঙ্করী সেই রাক্ষসীর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে। বাহু তুলে গর্জন করতে করতে সে গভীর বনে প্রবেশ করলো।। ২৪ ।। লক্ষ্মণের দ্বারা বিরূপিতা সেই রাক্ষসী

ততস্তু সা রাক্ষসসঙ্ঘসংবৃতং খরং জনস্থানগতং বিরূপিতা।
উপেত্য তং ভ্রাতরমুগ্রতেজসং পপাত ভূমৌ গগনাদ্ যথাঽশনিঃ।। ২৫
ততঃ সভার্যং ভয়-মোহমূর্চ্ছিতা সলক্ষ্মণং রাঘবমাগতং বনম্।
বিরূপণং চাত্মনি শোণিতোক্ষিতা শশংস সর্বং ভগিনী খরস্য সা।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

তারপরে জনস্থানে গিয়ে রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃতা উগ্রতেজা ভ্রাতা খরের কাছে উপস্থিত হয়ে আকাশ থেকে বাজের মতোই ভূমিতে আছড়ে পড়লো।। ২৫ ।। ভয়ে এবং মোহে মূর্ছিতা, রক্তাক্তা, খরের সেই ভগ্নী নিজের নাক-কানকাটার কথা এবং পত্নী সীতা ও লক্ষ্মণসহ রামের বনাগমনের কথা সবিস্তারে জানালো।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের অষ্টাদশ (১৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনবিংশঃ সর্গঃ ।।

স্বসৃ-মুখাৎ তদীয়দুর্দশাবৃত্তান্তং শ্রুত্বা খরস্য ভয়ঙ্কর-ক্রোধঃ রামাদীনাং বধায় খরস্য চতুর্দশ-সহস্ররাক্ষসসৈন্যপ্রেরণঞ্চ।

তাং তথা পতিতং দৃষ্ট্বা বিরূপাং শোণিতোক্ষিতাম্। ভগিনীং ক্রোধসন্তপ্তঃ খরঃ পপ্রচ্ছ রাক্ষসঃ।। ১
উত্তিষ্ঠ তাবদাখ্যাহি প্রমোহং জহি সম্ভ্রমম্। ব্যক্তমাখ্যাহি কেন ত্বমেবং রূপা বিরূপিতা।। ২
কঃ কৃষ্ণসর্পমাসীনমাশীবিষমনাগসম্। তুদত্যভিসমাপন্নমঙ্গুল্যগ্রেণ লীলয়া।। ৩
কালপাশং সমাসাদ্য কণ্ঠে মোহান্ন বুধ্যতে। যস্ত্বামদ্য সমাসাদ্য পীতবান্ বিষমুত্তমম্।। ৪
বলবিক্রমসম্পন্না কামগা কামরূপিণী। ইমামবস্থাং নীতা ত্বং কেনান্তকসমাগতা।। ৫
দেব-গন্ধর্ব-ভূতানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্। কোঽয়মেবং মহাবীর্যস্ত্বাং বিরূপাং চকার হ।। ৬
ন হি পশ্যাম্যহং লোকে যঃ কুর্যান্মম বিপ্রিয়ম্। অমরেষু সহস্রাক্ষং মহেন্দ্রং পাকশাসনম্।। ৭
অদ্যাহং মার্গণৈঃ প্রাণানাদাস্যে জীবিতান্তগৈঃ। সলিলে ক্ষীরমাসক্তং নিষ্পিবন্নিব সারসঃ।। ৮

ঊনবিংশ (১৯) সর্গ

বোনের মুখ থেকে তার দুর্দশার ঘটনা শুনে খরের ভীষণ ক্রোধ। রাম-প্রমুখকে হত্যার জন্য খরের চৌদ্দ হাজার রাক্ষসসৈন্য প্রেরণ।

বোনকে ঐ ভাবে বিরূপা এবং রক্তাক্তা অবস্থায় পতিত হতে দেখে রাক্ষস খর রাগে জ্বলে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো—।। ১ ।। ওঠো, আমায় বলো। মোহ এবং বিহ্বলতা ত্যাগ করো। কে তোমায় এমনভাবে বিরূপা করেছে? পরিষ্কার করে বলো।। ২ ।। নিরপরাধ, সম্মুখে অবস্থিত বিষাক্ত কৃষ্ণসর্পকে খেলার ছলে কে আঙুল দিয়ে উৎপীড়ন করেছে? *(অনাগসম্—নিরপরাধ)*।।৩ ।। কণ্ঠে মৃত্যুপাশ আবদ্ধ করেও মোহবশতঃ সে বুঝতে পারছে না যে সে তোমায় পেয়ে তীব্র বিষই পান করেছে।। ৪ ।। তুমি শক্তিশালিনী। ও বিক্রমবতী। ইচ্ছেমতো যেতে পারো। ইচ্ছেমতো রূপধারণ করতে পারো। তুমি তো যমের মতোই ভীষণা। কে তোমার এই অবস্থা করেছে?।।৫ ।। দেবতা, গন্ধর্ব, প্রাণী, ঋষি এবং মহাত্মাদের এমন মহাশক্তিশালী কে আছে যে তোমায় এইরকম বিরূপা করে দিলো?।।৬ ।। দেবতাদের মধ্যে সহস্রলোচন পাকশাসন ইন্দ্র ছাড়া জগতে এমন কাউকেও আমি দেখতে পাচ্ছি না যে আমার অপ্রিয় কাজ করতে পারে?।।৭ ।। সারস যেমন জল থেকে দুধটুকুই পৃথক করে পান করে, তেমনি আজ আমি প্রাণঘাতী বাণগুলির দ্বারা কার প্রাণ নেবো?।।৮ ।। যুদ্ধে আমি শরের দ্বারা মর্মস্থান বিদ্ধ করে হত্যা করার পর-কার সফেন তাজা রক্ত ধরিত্রী

নিহতস্য ময়া সংখ্যে শরসংকৃত্তমর্মণঃ। সফেনং রুধিরং কস্য মেদিনী পাতুমিচ্ছতি। ৯
কস্য পত্ররথাঃ কায়ান্মাংসমুৎকৃত্য সঙ্গতাঃ। প্রহৃষ্টা ভক্ষয়িষ্যন্তি নিহতস্য ময়া বনে।। ১০
তং ন দেবা ন গন্ধর্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ। ময়াঽপকৃষ্টং কৃপণং শক্তাস্ত্রাতুং মহাহবে।। ১১
উপলভ্য শনৈঃ সংজ্ঞাং তং মে শংসিতুমর্হসি। যেন ত্বং দুর্বিনীতেন বনে বিক্রম্য নির্জিতা।। ১২
ইতি ভ্রাতুর্বচঃ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্য চঃ বিশেষতঃ। ততঃ শূর্পণখা বাক্যং সবাষ্পমিদমব্রবীৎ।। ১৩
তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ। পুণ্ডরীকবিশালাক্ষৌ চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরৌ।। ১৪
ফল-মূলাশনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ। পুত্রৌ দশরথস্যাস্তাং ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ১৫
গন্ধর্বরাজ প্রতিমৌ পার্থিবব্যঞ্জনান্বিতৌ। দেবৌ বা দানবাবেতৌ ন তর্কয়িতুমুৎসহে।। ১৬
তরুণী রূপসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা। দৃষ্টা তত্র ময়া নারী তয়োর্মধ্যে সুমধ্যমা।। ১৭
তাভ্যামুভাভ্যাং সম্ভূয় প্রমদামধিকৃত্য তাম্। ইমামবস্থাং নীতাঽহং যথাঽনাথাঽসতী তথা।। ১৮
তস্যাশ্চানৃজুবৃত্তায়াস্তয়োশ্চ হতয়োরহম্। সফেনং পাতুমিচ্ছামি রুধিরং রণমূর্ধনি।। ১৯
এষ মে প্রথমঃ কামঃ কৃতস্তত্র ত্বয়া ভবেৎ। তস্যাস্তয়োশ্চ রুধিরং পিবেয়মহমাহবে।। ২০
ইতি তস্যাং ব্রুবাণায়াং চতুর্দশ মহাবলান্। ব্যাদিদেশ খরঃ ক্রুদ্ধো রাক্ষসানন্তকোপমান্।। ২১
মানুষৌ শস্ত্রসম্পন্নৌ চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরৌ। প্রবিষ্টৌ দণ্ডাকারণ্যং ঘোরং প্রমদয়া সহ।। ২২
তৌ হত্বা তাঞ্চ দুর্বৃত্তামুপাবর্তিতুমর্হথ। ইয়ঞ্চ ভাগিনী তেষাং রুধিরং মম পাস্যতি।। ২৩
মনোরথোঽয়মিষ্টোঽস্যা ভগিন্যা মম রাক্ষসাঃ। শীঘ্রং সম্পাদ্যতাং গত্বা তৌ প্রমথ্য স্বতেজসা।। ২৪
যুষ্মাভির্নিহতৌ দৃষ্ট্বা তাবুভৌ ভ্রাতরৌ রণে। ইয়ং প্রহৃষ্টা মুদিতা রুধিরং যুধি পাস্যতি।। ২৫
ইতি প্রতিসমাদিষ্টা রাক্ষসাস্তে চতুর্দশ। তত্র জগ্মুস্তয়া সার্ধং ঘনা বাতেরিতা ইব।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

পান করতে চাইছে?।। ৯ ।। আমি হত্যা করার পর বনে আনন্দের সঙ্গে পাখীরা কার মাংস টুকরো টুকরো করে খাবে? *(পত্ররথ—পাখী)*।। ১০ ।। মহাযুদ্ধে আমি যাকে আক্রমণ করবো সেই হতভাগ্যকে দেবগণ, গন্ধর্বেরা, পিশাচ এবং রাক্ষসরাও বাঁচাতে পারবে না।। ১১ ।। ধীরে ধীরে চেতনালাভ করে তুমি আমায় বলো, বনে দুর্বিনীত কার দ্বারা তুমি নির্যাতিতা হয়েছো?।। ১২ ।। বিশেষভাবে ভ্রাতার এই বাক্য শুনে শূর্পণখা চোখের জলে বললো—।। ১৩ ।। দেখো দাদা, দু'টি তরুণ রূপবান্, সুললিত-দেহ অথচ মহাশক্তিশালী, পদ্মের মতো বিশাল তাদের চোখ, তাদের বসন হলো বস্ত্র খণ্ড এবং কৃষ্ণমৃগের চর্ম।।১৪।। তারা ফলমূলই আহার করে। ইন্দ্রিয়কে দমন করে তারা তপস্বী। এবং ব্রহ্মচারী। দশরথের পুত্র তারা। দুই ভাই। রাম এবং লক্ষ্মণ।।১৫ ।। গন্ধর্বরাজের মতো তারা দু'জনে পার্থিব রাজোচিত লক্ষণযুক্ত। এরা দেবতা না দানব তা ঠিক ঠাহর করতে পারছি না।। ১৬ ।। তাদের দু'জনের মধ্যে সর্ব অলঙ্কারে ভূষিতা রূপবতী এক সুন্দরী তরুণীকে আমি দেখেছি।। ১৮ ।। সেই রমণীকে এবং কুটিলকর্মকারী ঐ দু'জনকে হত্যা করে যুদ্ধে তাদের সফেন তাজা রক্ত আমি পান করতে চাই।। ১৯ ।। যুদ্ধে আমি সেই স্ত্রীলোকটির এবং পুরুষ দু'টির রক্ত পান করবো। এই আমার প্রথম অভিলাষ। এটা তোমায় করতেই হবে।।২০ ।। শূর্পণখা এইরকম বলার পর খর রেগে গিয়ে যমের মতো অত্যন্ত বলশালী চৌদ্দজন রাক্ষসকে আদেশ দিলো...।। ২১।। দেখো, চীর এবং কৃষ্ণাজিনধারী শস্ত্রধর দু'টি মানুষ একটি নারীসহ ঘোর দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছে।। ২২।। ঐ দুর্বৃত্ত পুরুষ এবং সেই নারীকে হত্যা করে এখানে ফিরে এসো। আমার এই বোন তাদের রক্তপান করবে।। ২৩ ।। হে রাক্ষসগণ, তোমরা সত্বর সেখানে গিয়ে সবলে তাদের হত্যা করে আমার এই বোনের অভিলাষ পূর্ণ করো।। ২৪ ।। যুদ্ধে তোমরা ঐ দু'টি ভাইকে হত্যা করেছো দেখলে আমার ভগ্নী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই পরমানন্দে তাদের রক্তপান করবে।। ২৫ ।। এইভাবে আদিষ্ট হয়ে সেই চৌদ্দজন রাক্ষস শূর্পণখার সঙ্গে বাতাসে উড়িয়ে-নেওয়া মেঘের মতো দ্রুত সেখানে চলে গেলো।।২৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ঊনবিংশ (১৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। বিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামেণ খরপ্রেরিত-চতুর্দশরাক্ষাসনাং বধঃ।

ততঃ শূর্পণখা ঘোরা রাঘবাশ্রমগতা। রাক্ষসানাচচক্ষে তৌ ভ্রাতরৌ সহ সীতয়া।। ১
তে রামং পর্ণশালায়ামুপবিষ্টং মহাবলম্। দদৃশুঃ সীতয়া সার্ধং লক্ষ্মণেনাপি সেবিতম্।। ২
তাং দৃষ্ট্বা রাঘবঃ শ্রীমানাগতাংস্তাংশ্চ রাক্ষসান্। অব্রবীদ্ভ্রাতরং রামো লক্ষ্মণং দীপ্ততেজসম্।। ৩
মুহূর্তং ভব সৌমিত্রে সীতয়াঃ প্রত্যনন্তরঃ। ইমানস্যা বধিষ্যামি পদবীমাগতানিহ।। ৪
বাক্যমেতত্ততঃ শ্রুত্বা রামস্য বিদিতাত্মনঃ। তথেতি লক্ষ্মণো বাক্যং রাঘবস্য প্রপূজয়ন্।। ৫
রাঘবোঽপি মহচ্চাপং চামীকরবিভূষিতম্। চকার সজ্যং ধর্মাত্মা তানি রক্ষাংসি চাব্রবীৎ।। ৬
পুত্রৌ দশরথস্যাবাং ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। প্রবিষ্টৌ সীতয়া সার্ধং দুশ্চরং দণ্ডকাবনম্।। ৭
ফল-মূলাশনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ। বসন্তৌ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থমুপহিংসথ।। ৮
যুষ্মান্ পাপাত্মকান্ হন্তুং বিপ্রকারান্ মহাহবে। ঋষীণাং তু নিয়োগেন সংপ্রাপ্তঃ সশরাসনঃ।। ৯
তিষ্ঠতৈবাত্র সন্তুষ্টা নোপাবর্তিতুমর্হথ। যদি প্রাণৈরিহার্থো বো নিবর্তধ্বং নিশাচরাঃ।। ১০
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসাস্তে চতুর্দশ। ঊচুর্বাচং সুসংক্রুদ্ধা ব্রহ্মঘ্নাঃ শূলপাণয়ঃ।। ১১
সংরক্তনয়না ঘোরা রামং সংরক্তলোচনম্। পরুষা মধুরাভাষং হৃষ্টা দৃষ্টপরাক্রমম্।। ১২
ক্রোধমুৎপাদ্য নো ভর্তুঃ খরস্য সুমহাত্মনঃ। ত্বমেব হাস্যসে প্রাণান্ সদ্যোঽস্মাভির্হতো যুধি।। ১৩
কা হি তে শক্তিরেকস্য বহূনাং রণমূর্ধনি। অস্মাকমগ্রতং স্থাতুং কিং পুনর্যোদ্ধুমাহবে।। ১৪

বিংশ (২০) সর্গ

শ্রীরামে দ্বারা খর-প্রেরিত চৌদ্দজন রাক্ষসের বধ।

ভীষণা শূর্পণখা এবারে রামের আশ্রমে এসে সীতাসহ দুই ভাইকে রাক্ষসদের দেখিয়ে দিলো।। ১ ।। তারা দেখলো, মহাবীর রাম পর্ণশালায় সীতাসহ বসে আছেন। লক্ষ্মণ তাঁদের সেবা করছেন।। ২ ।। শূর্পণখা এবং রাক্ষসদের আসতে দেখে রঘুবংশধর শ্রীমান রাম দীপ্ততেজা ভাই লক্ষ্মণকে বললেন—।।৩ ।। লক্ষ্মণ, মুহূর্তের জন্য তুমি সীতার কাছে থাকো। এই রাক্ষসীর সহায়করূপে যারা এসেছে তাদের আমি ধ্বংস করবো (পদবী-সহায়ক)।। ৪ ।। আত্মজ্ঞানী রঘুবংশধর রামের এই কথা শুনে লক্ষ্মণ রামকে ভালোভাবে পূজা করে বললেন, বেশ তাই হবে।। ৫ ।। পরমাত্মা রামও স্বর্ণভূষিত বিরাট ধনুতে জ্যা-আরোপ করে রাক্ষসদের বললেন—।। ৬ ।। শোনো, আমরা দুই ভাই, রাম এবং লক্ষ্মণ, দশরথের পুত্র। সীতাকে নিয়ে এই দুর্গম দণ্ডকারণ্যে এসেছি।। ৭ ।। ফলমূল আহার করে, ইন্দ্রিয়দমন করে, ব্রহ্মচর্যব্রত পালন করে দণ্ডকারণ্যে বাস করছি। তোমরা আমাদের হিংসা করছো কেন?।। ৮ ।। তোমরা পাপাত্মা। ঋষিদের অনিষ্টকারী। ঋষিদের নির্দেশে মহাযুদ্ধে তোমাদের হত্যা করার জন্য আমি এখানে ধনুর্বাণ নিয়ে এসেছি।। ৯ ।। যুদ্ধে যদি তোমরা সন্তুষ্ট হতে চাও, তাহলে ঐখানেই থাকো। পালিয়ে যেও না। আর যদি প্রাণের জন্য মায়া থাকে তাহলে তোমরা রাক্ষসেরা পালিয়ে যাও।। ১০ ।। তাঁর সেই কথা শুনে ব্রহ্মহত্যাকারী, শূলহস্ত ঐ চৌদ্দটি রাক্ষস অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললো—।। ১১ ।। রক্তনেত্র, রুক্ষভাষী ভীষণ ঐ রাক্ষসেরা রামের পরাক্রম সম্পর্কে জেনে আনন্দিত হয়ে রক্তলোচন, মধুরভাষী রামকে বললো—।। ১২ ।। আমাদের প্রভু মহাত্মা খরের ক্রোধ উৎপাদন করেছো তুমি। এখনই যুদ্ধে আমি তোমাদের হত্যা করবো। প্রাণ তোমাদের যাবেই।। ১৩ ।। যুদ্ধের সামনে তোমার একার কি শক্তি? যুদ্ধে আমাদের সামনে আবার কি করে তুমি দাঁড়াবে?।। ১৪ ।। আমাদের বাহু দ্বারা প্রযুক্ত পরিঘ, শূল, পট্টিশের আঘাতে তুমি প্রাণত্যাগ করবে। হারাবে

এভির্বাহুপ্রযুক্তৈশ্চ পরিঘৈঃ শূলপট্টিশৈঃ। প্রাণাংস্ত্যক্ষসি বীর্যঞ্চ ধনুশ্চ করপীড়িতম্।। ১৫
সংরব্ধা ইত্যেবমুক্ত্বা রাক্ষসাস্তে চতুর্দশ। উদ্যতায়ুধনিস্ত্রিংশা রামমেবাতিদুদ্রুবুঃ।। ১৬
চিক্ষিপুস্তানি শূলানি রাঘবং প্রতি দুর্জয়ম্। তানি শূলানি কাকুৎস্থঃ সমস্তানি চতুর্দশ।। ১৭
তাবদ্ভিরেব চিচ্ছেদ শরৈঃ কাঞ্চনভূষিতৈঃ। ততঃ পশ্চান্মহাতেজা নারাচান্ সূর্যসন্নিভান্।। ১৮
জগ্রাহ পরমক্রুদ্ধশ্চতুর্দশ শিলাশিতান্। গৃহীত্বা ধনুরায়ম্য লক্ষ্যানুদ্দিশ্য রাক্ষসান্।। ১৯
মুমোচ রাঘবো বাণান্ বজ্রানিব শতক্রতুঃ। তে ভিত্ত্বা রক্ষসাং বেগাদ্ রক্ষাংসি রুধিরপ্লুতাঃ।। ২০
বিনিষ্পেতুস্তদা ভূমৌ বল্মীকাদিব পন্নগাঃ। তৈর্ভগ্নহৃদয়া ভূমৌ ছিন্নমূলা ইব দ্রুমাঃ।। ২১
নিপেতুঃ শোণিতস্নাতা বিকৃতা বিগতাসবঃ। তান্ ভূমৌ পতিতান্ দৃষ্ট্বা রাক্ষসী ক্রোধমূর্ছিতা।। ২২
উপগম্য খরং সা তু কিঞ্চিৎ সংশুষ্কশোণিতা। পপাত পুনরেবার্তা সনির্যাসেব বল্লরী।। ২৩
ভ্রাতুঃ সমীপে শোকার্তা সসর্জ নিনদং মহৎ। সস্বরং মুমুচে বাষ্পং বিবর্ণবদনা তদা।। ২৪
নিপাতিতান্ প্রেক্ষ্য রণে তু রাক্ষসান্ প্রধাবিতা শূর্পণখা পুনস্ততঃ।
বধঞ্চ তেষাং নিখিলেন রক্ষসাং শশংস সর্বং ভগিনী খরস্য সা।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে বিংশতিতমঃ সর্গঃ।

নিজের পরাক্রম। এবং হস্তস্থিত ধনু *(পরিঘ—লোহার মুগুর)*।। ১৫ ।। চৌদ্দটি রাক্ষস—'এই যে আমরা আরম্ভ করছি' এই বলে অস্ত্র এবং খড়্গ উঁচিয়ে রামের দিকে দৌড়ে গেলো।। ১৬ ।। দুর্জয় রামের প্রতি তারা শূলগুলি নিক্ষেপ করলো। রাম ও সেই চৌদ্দটি শূলের সব ক'টিই...।। ১৭ ।। সমসংখ্যক স্বর্ণভূষিত শরের দ্বারা ছেদন করে ফেললেন। এবার মহাতেজা রাম সূর্যের মতো উজ্জ্বল নারাচ তথা লৌহাঙ্কুশ লাগানো অস্ত্রসমূহ দেখলেন।। ১৮ ।। অত্যন্ত রেগে গিয়ে তিনি প্রস্তরে শাণিত সূর্যের মতো ভাস্বর চৌদ্দটি নারাচ গ্রহণ করলেন। ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করেছিলেন, ধনু আকর্ষণ করে রামও রাক্ষসের উদ্দেশ্যে সেইভাবে বাণনিক্ষেপ করলেন। সেগুলি বেগে গিয়ে রাক্ষসদের বুক বিদীর্ণ করে রক্তাক্ত করে তুললো।। ১৯-২০ ।। সাপ যেমন উইয়ের ঢিপি থেকে উঠে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনিভাবে ঐ বাণের রাজি পতিত হলো। গাছের মূল কেটে ফেললে গাছ যেমন পড়ে যায়, ঠিক সেইভাবে রাক্ষসেরাও মাটিতে পড়ে গেলো।।২১।। প্রাণ তাদের চলে গেছে। বিকৃত এবং রক্তাক্ত তাদের দেহ। মাটিতে তাদের ঐভাবে পড়ে যেতে দেখে রাক্ষসী রেগে মূর্ছা গেলো।। ২২ ।। খরকে এই সংবাদ দিতে গিয়ে আর্ত হয়ে সে আবার মাটিতে পড়ে গেলো। তার কাটা নাক কানের রক্ত একটু শুকিয়ে গেলেও কিছু কিছু আঠার মতো তখনো থাকায় ভূতলে লুটিয়ে-পড়া নির্যাসযুক্ত লতার মতো তাকে মনে হচ্ছিলো *(বল্লরী—লতা)*।। ২৩।। ভাইয়ের কাছে বিবর্ণবদনা শোকার্তা রাক্ষসী চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল ফেলছিলো।। ২৪ ।। যুদ্ধে রাক্ষসদের নিহত হতে দেখে খরের ভগ্নী শূর্পণখা সেখান থেকে আবার দৌড়ে গিয়ে রাক্ষসদের বধের কথা পূরোপূরি জানালো।। ২৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডের বিংশ (২০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একবিংশঃ সর্গঃ ।।

ভ্রাতুঃ খরস্য সমীপে শূর্পণখায়াঃ পুনরাগমনম্, খরপ্রেষিতানাং রক্ষসাং বধবৃত্তান্তবর্ণনম্,
রামস্য শৌর্য-বীর্যকথামুল্লিখ্য যুদ্ধায় ভ্রাত্রে প্রেরণাদানঞ্চ।

স পুনঃ পতিতং দৃষ্ট্বা ক্রোধাচ্ছূর্পণখাং পুনঃ। উবাচ ব্যক্তয়া বাচা তামনর্থার্থমাগতাম্।। ১

একবিংশ (২১) সর্গ

ভ্রাতা খরের কাছে শূর্পণখার পুনরাগমন। খরের দ্বারা প্রেরিত রাক্ষসদের বধের বৃত্তান্ত।
রামের শৌর্যবীর্যের কথা বলে যুদ্ধের জন্য ভ্রাতাকে উত্তেজিত করা ।

অনর্থের জন্যে অগত্যা শূর্পণখাকে আবার পড়ে যেতে দেখে খর রেগে গিয়ে স্পষ্টভাষায় তাকে

ময়া ত্বিদানীং শূরাস্তে রাক্ষসাঃ পিশিতাসনাঃ। ত্বৎ প্রিয়ার্থে বিনির্দিষ্টাঃ কিমর্থং রুদ্যতে পুনঃ।। ২
ভক্তাশ্চৈবানুরক্তাশ্চ হিতাশ্চ মম নিত্যশঃ। হন্যমানা ন হন্যন্তে ন ন কুর্যুর্বচো মম।। ৩
কিমেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি কারণং যৎকৃতে পুনঃ। হা নাথেতি বিনর্দন্তী সর্পবচ্চেষ্টসে ক্ষিতৌ।। ৪
অনাথবদ্ বিলপসি কিন্নু নাথে ময়ি স্থিতে। উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ মা মৈবং বৈক্লব্যং ত্যজ্যতামিতি।। ৫
ইত্যেবমুক্তা দুর্ধর্ষা খরেণ পরিসান্ত্বিতা। বিমৃজ্য নয়নে সাস্রে খরং ভ্রাতরমব্রবীৎ।। ৬
অস্মীদানীমহং প্রাপ্তা হতশ্রবণ-নাসিকা। শোণিতৌঘপরিক্লিন্না ত্বয়া চ পরিসান্ত্বিতা।। ৭
প্রেষিতাশ্চ ত্বয়া শূরা রাক্ষসাস্তে চতুর্দশ। নিহন্তুং রাঘবং ঘোরং মৎপ্রিয়ার্থং সলক্ষ্মণম্।। ৮
তে তু রামেণ সামর্ষাঃ শূলপট্টিশপাণয়ঃ। সমরে নিহতাঃ সর্বে সায়কৈর্মর্মভেদিভিঃ।। ৯
তান্ ভূমৌ পতিতান্ দৃষ্ট্বা ক্ষণেনৈব মহাজবান্। রামস্য চ মহৎকর্ম মহাংস্ত্রাসোঽভবন্মম।। ১০
সাস্মি ভীতা সমুদ্বিগ্না বিষণ্ণা চ নিশাচর। শরণং ত্বাং পুনঃ প্রাপ্তা সর্বতো ভয়দর্শিনী।। ১১
বিষাদনক্রাধ্যুষিতে পরিত্রাসোর্মিমালিনি। কিং মাং ন ত্রায়সে মগ্নাং বিপুলে শোকসাগরে।। ১২
এতে চ নিহতা ভূমৌ রামেণ নিশ্চিতৈঃ শরৈঃ। যে চ মে পদবীং প্রাপ্তা রাক্ষসাঃ পিশিতাশনাঃ।। ১৩
ময়ি তে যদ্যনুক্রোশো যদি রক্ষঃসু তেষু চ। রামেণ যদি শক্তিস্তে তেজো বাস্তি নিশাচর।। ১৪
দণ্ডকারণ্যনিলয়ং জহি রাক্ষসকণ্টকম্। যদি রামমমিত্রঘ্নং ন ত্বমদ্য বধিষ্যসি।। ১৫
তব চৈবাগ্রতঃ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি নিরপত্রপা। বুদ্ধ্যাহমনুপশ্যামি ন ত্বং রামস্য সংযুগে।। ১৬

বললো—।। ১ ।। আমি তোমার প্রীতির জন্য কাঁচামাংসভোজী বীর রাক্ষসদের নিযুক্ত করেছি। তবুও তুমি কাঁদছো কেন?।। ২ ।। তারা আমার ভক্ত। অনুরক্ত। এবং নিত্য-হিতকারী। কেউ তাদের হত্যা করার চেষ্টা করলেও তারা নিহত হবে না। আমার কথানুসারে তারা কাজ করবে না, এমন তো হবে না।। ৩ ।। তুমি যে 'হা-নাথ' বলে চীৎকার করে সাপের মতো মাটিতে ছটফট করছো! কি কারণে এই অবস্থা তা আমি জানতেচাইছি।। ৪ ।। আমি তোমার রক্ষাকর্তারূপে রয়েছি। তবুও অনাথার মতো তুমি বিলাপ করছো কেন? ওঠো, ওঠো। ব্যাকুলতা ত্যাগ করো।। ৫ ।। খর যখন এই দুর্ধর্ষা রাক্ষসীকে এই বলে সান্ত্বনা দিলো, সে তখন চোখের জল মুছে ভাই খরকে বললো—।। ৬ ।। কান আর নাক কাটা যাওয়ায় রক্তের ধারায় ভেসে গিয়ে আমি যখন তোমার কাছে এসেছিলাম, তুমি তখন আমায় সান্ত্বনা দিয়েছিলে।। ৭ ।। আমার ভালোর জন্য ভীষণ রাম ও লক্ষ্মণকে মারতে তোমার চৌদ্দটি বীর-রাক্ষসকে তুমি পাঠিয়েছিলে।। ৮ ।। ভয়ঙ্কর তাদের হাতে ছিলো শূল আর পট্টিশ অস্ত্র। কিন্তু তাদের সকলকেই রাম যুদ্ধে মর্মভেদী বাণের দ্বারা হত্যা করেছে।। ৯ ।। মহাবেগশালী তাদেরকে মাটিতে ক্ষণকালের মধ্যে পড়ে যেতে এবং রামের পরাক্রম দেখে আমার ভীষণ ভয় হলো।। ১০ ।। হে রাক্ষস, সেই জন্য আমি ভীতা। বিষণ্ণা। এবং অত্যন্ত উদ্‌বিগ্না। এই পরিস্থিতিতে ভয় পেয়ে আবার তোমার শরণে এসেছি।। ১১ ।। আমি শোকের বিশাল সাগরে ডুবে যাচ্ছি। বিষাদ হলো সেই সাগরের কুমীর। আর ভয় হলো ঢেউ। তুমি কি আমায় বাঁচাবে না?।। ১২ ।। মাংসভোজী রাক্ষসেরা যারা আমার পক্ষে গিয়েছিলো, রাম মাটিতে দাঁড়িয়েই তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা তাদের হত্যা করেছে।। ১৩ ।। আমার প্রতি এবং সেই রাক্ষসদের প্রতি যদি তোমার দয়া থেকে থাকে, হে নিশাচর, রামের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার শক্তি ও তেজ থাকে...।। ১৪ ।। তাহলে দণ্ডকারণ্যবাসী সেই রাক্ষস-শত্রুকে তুমি হত্যা করো। শত্রুঘাতী রামকে যদি তুমি আজই বধ না করো.... (*অমিত্রঘ্ন—শত্রুঘাতী। অনুক্রোশ—দয়া*)।। ১৫ ।। তাহলে তোমার সামনেই আমি প্রাণত্যাগ করবো। নাক-কান কাটা অবস্থায় নির্লজ্জের মতো আমি বাঁচতে চাই না। আমার মনে হচ্ছে, রামের সঙ্গে যুদ্ধে...।। ১৬।। তার বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াতে সমর্থ নও। মহাসংগ্রামে বলবান হয়েও বীর বলে তুমি নিজেকে মনে করলেও তুমি বীর নও। মিছিমিছিই নিজের ওপর

স্থাতুং প্রতিমুখে শক্তঃ সবলোঽপি মহারণে। শূরমানী ন শূরস্ত্বং মিথ্যারোপিতবিক্রমঃ।। ১৭
অপযাহি জনস্থানাৎ ত্বরিতঃ সহবান্ধবঃ। জহি ত্বং সমরে মূঢান্ যথা তু কুলপাংসন।। ১৮
মানুষৌ তৌ ন শক্নোষি হন্তুং বৈ রাম-লক্ষ্মণৌ। নিঃসত্ত্বস্যাল্পবীর্যস্য বাসস্তে কীদৃশস্ত্বিহ।। ১৯
রামতেজোঽভিভূতো হি ত্বং ক্ষিপ্রং বিনশিষ্যসি। স হি তেজঃসমাযুক্তো রামো দশরথাত্মজঃ।। ২০
ভ্রাতা চাস্য মহাবীর্যো যেন চাস্মি বিরূপিতা। এবং বিলপ্য বহুশো রাক্ষসী প্রদরোদরী।। ২১
ভ্রাতুঃ সমীপে শোকার্তা নষ্টসংজ্ঞা বভূব হ। করাভ্যামুদরং হত্বা রুরোদ ভৃশদুঃখিতা।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ।

বীরবত্তার আরোপ করে থাকো।। ১৭ ।। বন্ধুদের নিয়ে তুমি জনস্থান থেকে দূর হয়ে যাও। রাম-লক্ষ্মণাদি মূঢ়দের যুদ্ধে তুমি হত্যা করো। নৈলে তুমি হবে কুলের কলঙ্কস্বরূপ।। ১৮ ।। রাম ও লক্ষ্মণ—এই দু'টি নগণ্য মানুষকে তুমি যদি হত্যা করতে না পারো তাহলে নিষ্প্রাণ, ক্ষীণবীর্য তুমি এখানে কি করে বাস করবে?।। ১৯ ।। রামের তেজে পরাজিত হয়ে তুমি শীগ্‌গির ধ্বংস হয়ে যাবে। দশরথের পুত্র সেই রাম তেজের দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে যুক্ত,...।। ২০ ।। যে আমার নাক কান কেটে আমায় বিরূপা করেছে রামের সেই ভাইটিও বেশ বীর্যবান। এইরকম বহুভাবে বিলাপ করতে করতে বিশাল উদর-সম্পন্না সেই রাক্ষসী...।। ২১ ।। ভাইয়ের কাছে শোকার্ত হয়ে চেতনা হারিয়ে ফেললো। অত্যন্ত দুঃখে হাত দু'টি দিয়ে উদরে আঘাত করতে করতে কাঁদতে লাগলো।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যাকাণ্ডের একবিংশ (২১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ।।

চতুর্দশসহস্ররাক্ষসসেনাভিঃ সহ খর-দূষণয়োর্জনস্থানাৎ পঞ্চবটীগমনম্।

এবমাধর্ষিত শূরঃ শূর্পণখ্যা খরস্ততঃ। উবাচ রক্ষসাং মধ্যে খরঃ খরতরং বচঃ।। ১
তবাপমানপ্রভবঃ ক্রোধোঽয়মতুলো মম। ন শক্যতে ধারয়িতুং লবণাম্ভ ইবোল্বণম্।। ২
ন রামং গণয়ে বীর্যান্মানুষং ক্ষীণজীবিতম্। আত্মদুশ্চরিতৈঃ প্রাণান্ হতো যোঽদ্য বিমোক্ষ্যতে।। ৩
বাষ্পঃ সন্ধার্যতামেষ সম্ভ্রমশ্চ বিমুচ্যতাম্। অহং রামং সহ ভ্রাত্রা নয়ামি যমসাদনম্।। ৪
পরশ্বধহতস্যাদ্য মন্দপ্রাণস্য ভূতলে। রামস্য রুধিরং রক্তমুষ্ণং পাস্যসি রাক্ষসি।। ৫
সম্প্রহৃষ্টা বচঃ শ্রুত্বা খরস্য বদনাচ্চ্যুতম্। প্রশশংস পুনর্মৌর্খ্যাদ্ ভ্রাতরং রক্ষসাং বরম্।। ৬

দ্বাবিংশ (২২) সর্গ

চৌদ্দ হাজার রাক্ষস-সেনাসহ খর এবং দূষণের জনস্থান থেকে পঞ্চবটীগমন।

খর বীর। শূর্পণখা এইরকমভাবে তিরস্কার করলে রাক্ষসদের মধ্যে উগ্রস্বভাব খর উগ্রতরবাক্যে বললো—।। ১ ।। তোমার অপমানে আমার ক্রোধ অতুলনীয়। সমুদ্র যেমন জোয়ারের জল ধরে রাখতে পারে না, তেমনি আমিও এই ক্রোধ চেপে রাখতে পারছি না *(লবণাম্ভ—লবণ যার জল অর্থাৎ সমুদ্র। উল্বণ—জোয়ার)*।। ২ ।। নিজের বীর্যবত্তার গুণে ক্ষীণজীবী মানুষকে আমি গণ্যই করি না। নিজের দুষ্কর্মের জন্য সে আজ আমার হাতেই প্রাণে মারা যাবে।। ৩ ।। আর চোখের জল ফেলো না। ব্যাকুলতা ত্যাগ করো। আমি রামকে তার ভাইসহ যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেবো।। ৪ ।। রাক্ষসি, দেখো, আমি পরশ্বধ-অস্ত্রে তাকে আজ হত্যা করবো। সে যখন মাটিতে পড়ে যাবে, তার তাজা গরম রক্ত তুমি পান করবে।। ৫ ।। খরের মুখ থেকে নিঃসৃতবাক্য শুনে রাক্ষসী শূর্পণখা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ভাইকে মূর্খতাবশতঃ প্রশংসা করলো।। ৬ ।।

তয়া পরুষিতঃ পূর্বং পুনরেব প্রশংসিতঃ। অব্রবীদ্দূষণং নাম খরঃ সেনাপতিং তদা।। ৭
চতুর্দশ সহস্রাণি মম চিত্তানুবর্তিনাম্। রক্ষসাং ভীমবেগানাং সমরেষ্বনিবর্তিনাম্।। ৮
নীলজীমূতবর্ণানাং লোকহিংসাবিহারিণাম্। সর্বোদ্যোগমুদীর্ণানাং রক্ষসাং সৌম্য কারয়।। ৯
উপস্থাপয় মে ক্ষিপ্রং রথং সৌম্য ধনূংষি চ। শরাংশ্চ চিত্রান্ খড়্গাংশ্চ শক্তীশ্চ বিবিধাঃ শিতাঃ।। ১০
অগ্রে নির্যাতুমিচ্ছামি পৌলস্ত্যানাং মহাত্মনাম্। বধার্থং দুর্বিনীতস্য রামস্য রণকোবিদ।। ১১
ইতি তস্য ব্রুবাণস্য সূর্যবর্ণং মহারথম্। সদশ্বৈঃ শবলৈর্যুক্তমাচচক্ষেঽথ দূষণঃ।। ১২
তং মেরুশিখরাকারং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্। হেমচক্রমসংবাধং বৈদূর্যময়কূবরম্।। ১৩
মৎস্যৈঃ পুষ্পৈর্দ্রুমৈঃ শৈলৈশ্চন্দ্রকান্তৈশ্চ কাঞ্চনৈঃ। মাঙ্গল্যৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ তারাভিশ্চ সমাবৃতম্।। ১৪
ধ্বজনিস্ত্রিংশসম্পন্নং কিঙ্কিনীবরভূষিতম্। সদশ্বযুক্তং সোঽমর্ষাদারুরোহ খরস্তদা।। ১৫
খরস্তু তন্মহৎ সৈন্যং রথচর্মায়ুধধ্বজম্। নির্যাতেত্যব্রবীৎ প্রেক্ষ্য দূষণঃ সর্বরাক্ষসান্।। ১৬
ততস্তদ্রাক্ষসং সৈন্যং ঘোরচর্মায়ুধধ্বজম্। নির্জগাম জনস্থানান্মহানাদং মহাজবম্।। ১৭
মুদ্গরৈঃ পট্টিশৈঃ শূলৈঃ সুতীক্ষ্ণৈশ্চ পরশ্বধৈঃ। খড়্গৈশ্চক্রৈ রথস্থৈশ্চ ভ্রাজমানৈঃ সতোমরৈঃ।। ১৮
শক্তিভিঃ পরিঘৈর্ঘোরৈরতিমাত্রৈশ্চ কার্মুকৈঃ। গদাসি-মুসলৈর্বজ্রৈর্গৃহীতৈর্ভীমদর্শনৈঃ।। ১৯
রাক্ষসানাং সুঘোরাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ। নির্যাতানি জনস্থানাৎ খরচিত্তানুবর্তিনাম্।। ২০
তাংস্তু নির্ধাবতো দৃষ্ট্বা রাক্ষসান্ ভীমদর্শনান্। খরস্যাথ রথঃ কিংচিজ্জগাম তদনন্তরম্।। ২১
ততস্তাঞ্ছবলানশ্বাংস্তপ্তকাঞ্চনভূষিতান্। খরস্য মতমাজ্ঞায় সারথিঃ পর্যচোদয়ৎ।। ২২
সঞ্চোদিতো রথঃ শীঘ্রং খরস্য রিপুঘাতিনঃ। শব্দেনাপূরয়ামাস দিশঃ স প্রদিশস্তথা।। ২৩

শূর্পণখা প্রথমে খরকে কঠোরবাক্যে তিরস্কার করেছিলো। এখন আবার প্রশংসা করলো। সেনাপতি দূষণকে খর তখন বললো—।। ৭ ।। আমার চিত্তের যারা অনুবর্তী, যুদ্ধে অপরাজেয়, অত্যন্ত বেগশালী...।। ৮ ।। নীলমেঘের মতো যাদের বর্ণ, লোকহিংসা করে যারা আনন্দে বেড়ায়, সর্বপ্রকার উদ্যোগে যারা উন্মুখ, সেই রাক্ষসদের চৌদ্দহাজার, হে সৌম্য, যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করো।। ৯ ।। সৌম্য, আমার রথ, ধনু, শর, বিচিত্র খড়্গ, ধারালো নানাবিধ অস্ত্র দ্রুত নিয়ে এসো।। ১০ ।। হে রণবিশারদ, দুর্বিনীত রামের বধের জন্য পুলস্ত্যের বংশধর মহাপ্রাণ রাক্ষসদের যুদ্ধাভিযান আমি সর্বাগ্রে ইচ্ছা করছি।। ১১ ।। সে এই কথা বলার একটু পরেই দূষণ এসে বললো, বিচিত্র উত্তম অশ্বে যোজিত সূর্যবর্ণ বিশাল রথ আনা হয়েছে।। ১২ ।। মেরু-পর্বতের শিখরের মতো উঁচু সেই রথ। উজ্জ্বল স্বর্ণে ভূষিত। তার চাকা ছিলো সোনার তৈরি। অব্যাহত তার গতি। লম্বা খুঁটিগুলি বৈদূর্যমণিতে খচিত।। ১৩ ।। তাতে মঙ্গলসূচক চিত্রে আঁকা ছিলো মৎস, পুষ্প, বৃক্ষ, পাহাড়, চন্দ্রকান্তমণি, সুবর্ণ, পাখীর ঝাঁক এবং তারা।। ১৪ ।। পতাকায় শোভিত ছিলো রথটি। উত্তম কিঙ্কিনী দ্বারা ভূষিত। মজুদ করা হয়ে ছিলো খড়্গ। ভালো ঘোড়াযুক্ত ঐ রথে ক্রোধের সঙ্গে খর আরোহণ করলো।।১৫।। বিরাট সৈন্যবাহিনী রথ, চর্ম, অস্ত্র এবং পতাকায় সজ্জিত হয়েছে দেখে খর এবং দূষণ রাক্ষসদেরকে বললো, বেরিয়ে পড়ো।। ১৬.।। তখন ভীষণ চর্ম, অস্ত্র এবং পতাকাসমন্বিত রাক্ষস-সেনাবাহিনী উচ্চগর্জন করে দ্রুতবেগে জনস্থান থেকে বেরিয়ে পড়লো।।।১৭ ।। মুগুর, পট্টিশ, শূল, অত্যন্ত ধারালো কুঠার, খড়্গ, চক্র, তোমর—সব কিছু রথে জ্বল জ্বল করছে।। ১৮ ।। রথে আরো রয়েছে শক্তি, ভয়ানক, পরিঘ, বিশাল ধনু, গদা, তরবারি, মুসল, বজ্র। এইসব নিয়ে রাক্ষসেরা চলেছে। তাদের তখন ভীষণ দেখাচ্ছে।। ১৯ ।। খরের চিত্তের অনুবর্তী অত্যন্ত ভীষণ রাক্ষসদের চৌদ্দহাজার জনস্থান থেকে নির্গত হলো।। ২০ ।। ভীষণদর্শন ঐ রাক্ষসদের ধেয়ে চলার জন্য খরের রথ সামান্য ব্যবধানে চলতে লাগলো।। ২১ ।। খরের মত নিয়ে সারথি তপ্তকাঞ্চনভূষিত চিত্রিত অশ্বদের চালনা করতে লাগলো।।২২।। শত্রুঘাতী খরের সেই রথ দ্রুত চালিত হয়ে শব্দে দিগ্‌বিদিক মুখরিত করে তুললো।। ২৩ ।। তীক্ষ্ণ

প্রবৃদ্ধমন্যুস্তু খরঃ খরস্বরো রিপোর্বধার্থং ত্বরিতো যথান্তকঃ।
অচূচুদৎ সারথিমুন্নদন্ পুনর্মহাবলো মেঘ ইবাশ্ম বর্ষবান্।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

-ধ্বনিকারী খরের ক্রোধ পরিবর্ধিত হলো। মহাবলশালী সে। যমের মতো সত্বর শত্রুকে নিধনের জন্য শিলাবর্ষী মেঘের মতো গর্জন করে সারথিকে বরাবর তাড়া দিতে লাগলো।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের দ্বাবিংশ (২২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ ।।

ভয়ঙ্করমুৎপাতং দৃষ্ট্বাপি নির্ভয়স্য সেনাপরিবৃতস্য খরস্য শ্রীরামাশ্রমমনুসন্ধাতুং গমনম্।

তৎপ্রয়াতং বলং ঘোরমশিবং শোণিতোদকম্। অভ্যবর্ষন্ মহাঘোরস্তুমুলো গর্দভারুণঃ।। ১
নিপেতুস্তুরগাস্তস্য রথযুক্তা মহাজবাঃ। সমে পুষ্পচিতে দেশে রাজমার্গে যদৃচ্ছয়া।। ২
শ্যামং রুধিরপর্যন্তং বভূব পরিবেষণম্। অলাতচক্রপ্রতিমং প্রতিগৃহ্য দিবাকরম্।। ৩
ততো ধ্বজমুপাগম্য হেমদণ্ডং সমুচ্ছ্রিতম্। সমাক্রম্য মহাকায়স্তস্থৌ গৃধ্রঃ সুদারুণঃ।। ৪
জনস্থানসমীপে চ সমাক্রম্য খরস্বনা। বিস্বরান্ বিধিান্ নাদান্মাংসাদা মৃগপক্ষিণঃ।। ৫
ব্যাজহ্রু রভিদীপ্তায়াং দিশি বৈ ভৈরবস্বনম্। অশিবং যাতুধানানাং শিবা ঘোরা মহাস্বনাঃ।। ৬
প্রভিন্নগজসঙ্কাশাস্তোয়শোণিতধারিণঃ। আকাশং তদনাকাশং চক্রুর্ভীমাম্বুবাহকাঃ।। ৭
বভূব তিমিরং ঘোরমুদ্ধতং রোমহর্ষণম্। দিশো বা প্রদিশো বাপি সুব্যক্তং ন চকাশিরে।। ৮
ক্ষতজার্দ্রসবর্ণাভা সন্ধ্যা কালং বিনা বভৌ। খরং চাভিমুখং নেদুস্তদা ঘোরা মৃগাঃ খগাঃ।। ৯
কঙ্ক-গোমায়ু-গৃধ্রাশ্চ চুক্রুশুর্ভয়শংসিনঃ। নিত্যাশিবকরা যুদ্ধে শিবা ঘোরনিদর্শনাঃ।। ১০

ত্রয়োবিংশ (২৩) সর্গ

ভয়ঙ্কর উৎপাত দেখেও সেনাপরিবৃত হয়ে নির্ভয়ে খরের শ্রীরামাশ্রমের অনুসন্ধানে গমন।

সেই সৈন্যবাহিনী যখন চলছে, তখন গর্দভের মতো ধূসরবর্ণ মেঘ অত্যন্ত ভীষণ শব্দে রক্তমিশ্রিত বারি-বর্ষণ করতে লাগলো।। ১ ।। ফুল বিছানো সমতল রাজপথেও মহাবেগশালী তার রথটানার ঘোড়াগুলো হঠাৎ এলোমেলো ভাবে পড়ে যেতে লাগলো।। ২ ।। অঙ্গারের গোলাকার চাকার মতো হয়ে গেলো সূর্য। বর্ণ তার হয়ে গেলো শ্যাম। সে যেন রক্ত ছিটিয়ে দিচ্ছে!।।৩ ।। ভীষণ বিশালাকার একটি শকুন এসে তখন রথের ওপরের পতাকা আক্রমণ করে ঊর্ধ্বগামী স্বর্ণদণ্ডের ওপর বসে রৈলো।। ৪ ।। কর্কশশব্দকারী মাংসাশী হিংস্র সব পশুপাখী জনস্থানের কাছে এসে নানারকমের বিকট-ধ্বনি করতে লাগলো।। ৫ ।। তুমুলশব্দকারী শৃগালগুলি আলোর দিকে এসে রাক্ষসদের জন্য অমঙ্গলকর ভীষণ শব্দ করতে লাগলো। *(স্বাভাবিক অবস্থায় শৃগাল আলোতে পালিয়ে যায়। অন্ধকারে বের হয়। এই স্থলে বিপরীত দৃশ্যের অস্বাভাবিকতায় অমঙ্গলই সূচিত হচ্ছে)*।।৬ ।। মদবর্ষী হস্তীর মতো শোণিতধারা বর্ষণ করতে লাগলো ভীষণ মেঘগুলি। আর তাতেই ছেয়ে গেলো পূরো আকাশ।।৭ ।। রোমহর্ষক ভীষণ অন্ধকার ঘিরে এলো। দিগ্‌বিদিক ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না।। ৮ ।। অসময়েই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। রক্তের মতো লাল আভাবিশিষ্ট ভীষণ পশু এবং পাখীরা খরের দিকে মুখ করে শব্দ করতে লাগলো।। ৯ ।। ভয়োৎপাদক শব্দ করতে লাগলো কাক, শেয়াল, শকুন। যুদ্ধে নিত্য অমঙ্গলকর ভীষণদর্শন শৃগালগুলি— ।। ১০ ।। মুখ দিয়ে আগুন উদ্‌গীরণ করে সৈন্যদের

নেদুর্বলস্যাভিমুখং জ্বালোদ্‌গারিভিরাননৈঃ। কবন্ধঃ পরিঘাভাসো দৃশ্যতে ভাস্করান্তিকে।। ১১
জগ্রাহ সূর্যং স্বর্ভানুরপর্বণি মহাগ্রহঃ। প্রবাতি মারুতঃ শীঘ্রং নিষ্প্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ।। ১২
উৎপেতুশ্চ বিনা রাত্রিং তারাঃ খদ্যোতসপ্রভাঃ। সংলীনমীনবিহগা নলিন্যঃ শুষ্কপঙ্কজাঃ।। ১৩
তস্মিন্ ক্ষণে বভূবুশ্চ বিনা পুষ্পফলৈর্দ্রুমাঃ। উদ্ধূতশ্চ বিনা বাতং রেণুর্জলধরারুণঃ।। ১৪
চীচীকুচীতি বাশ্যন্ত্যো বভূবুস্তত্র সারিকাঃ। উল্কাশ্চাপি সনির্ঘোষা নিপেতুর্ঘোরদর্শনাঃ।। ১৫
প্রচচাল মহী চাপি সশৈল-বন-কাননা। খরস্য চ রথস্থস্য নর্দমানস্য ধীমতঃ।। ১৬
প্রাকম্পত ভুজঃ সব্যঃ স্বরশ্চাস্যাবসজ্জত। সাস্রা সম্পদ্যতে দৃষ্টিঃ পশ্যমানস্য সর্বতঃ।। ১৭
ললাটে চ রুজো জাতা ন চ মোহান্ন্যবর্তত। তান্ সমীক্ষ্য মহোৎপাতানুত্থিতান্ রোমহর্ষণান্।। ১৮
অব্রবীদ্ রাক্ষসান্ সর্বান্ প্রহসন্ স খরস্তদা। মহোৎপাতানিমান্ সর্বানুত্থিতান্ ঘোরদর্শনান্।। ১৯
ন চিন্তয়াম্যহং বীর্যাদ্ বলবান্ দুর্বলানিব। তারা অপি শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পাতয়েয়ং নভস্তলাৎ।। ২০
মৃত্যুং মরণধর্মেণ সংক্রুদ্ধো যোজয়াম্যহম্। রাঘবং তং বলোৎসিক্তং ভ্রাতরং চাপি লক্ষ্মণম্।। ২১
অহত্বা সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্নোপাবর্তিতুমুৎসহে। যন্নিমিত্তং তু রামস্য লক্ষ্মণস্য বিপর্যয়ঃ।। ২২
সকামা ভগিনী মেঽস্তু পীত্বা তু রুধিরং তয়োঃ। ন ক্বচিৎ প্রাপ্তপূর্বো মে সংযুগেষু পরাজয়ঃ।। ২৩
যুষ্মাকমেতৎপ্রত্যক্ষং নানৃতং কথয়াম্যহম্। দেবারাজমপি ক্রুদ্ধো মত্তৈরাবতগামিনম্।। ২৪
বজ্রহস্তং রণে হন্যাং কিং পুনস্তৌ চ মানবৌ। সা তস্য গর্জিতং শ্রুত্বা রাক্ষসানাং মহাচমূঃ।। ২৫
প্রহর্ষমতুলং লেভে মৃত্যুপাশাবপাশিতা। সমেয়ুশ্চ মহাত্মানো যুদ্ধদর্শনকাঙ্‌ক্ষিণঃ।। ২৬

দিকে মুখ করে চীৎকার করছিলো। সূর্যের কাছে দেখা যাচ্ছিলো মুগুরের মতো দেখতে কবন্ধ।।১১।। মহাগ্রহ রাহু অসময়ে সূর্যকে গ্রাস করলো। বায়ু ভীষণ বেগে বইতে লাগলো। সূর্য হয়ে গেলো নিষ্প্রভ।।১২।। রাত ছাড়াও অন্যসময়ে তারাগুলি জোনাকীর মতো স্বল্পপ্রভাযুক্ত হয়ে উদিত হলো। মাছ, পাখী সব গেলো হারিয়ে। জলাশয়ে পদ্মগুলো শুকিয়ে গেলো।। ১৩ ।। সেই সময়ে গাছে আর ফুল ফোটে না। ফল ধরে না। বাতাস নেই। অথচ মেঘের মতো ধূসরবর্ণের ধূলোর ঝড় উঠলো।। ১৪ ।। তখন সারিকাগুলো "চী-চী-কু-চী"—এইরকম সব অস্ফুট শব্দ করছে। দেখতে ভীষণ উল্কাগুলি সশব্দে ভূতলে পতিত হতে লাগলো।। ১৫ ।। পাহাড়, বন, বাগান নিয়ে পৃথিবী কেঁপে উঠলো। রথে বসেও বুদ্ধিমান খর গর্জন করতে লাগলো।। ১৬ ।। তার বাম হাত কাঁপতে লাগলো। কণ্ঠস্বর গেলো রুদ্ধ হয়ে। চারদিকে তাকাতে গিয়ে চোখ জলে ভরে গেলো।। ১৭ ।। কপালে দেখা দিলো ঘাম। তবুও সে মোহবশতঃ বিরত হলো না। উল্টে রোমহর্ষক এইসব ভীষণ উৎপাত দেখে...।। ১৮ ।। খর হেসে রাক্ষসদেরকে বললো, ভীষণদর্শন সমুত্থিত এই সব মহোৎপাত দেখে....।। ১৯ ।। বীর্যবশতঃ বলবান আমি দুর্বলের মতো চিন্তা করছিনা। তীক্ষ্ণশরের দ্বারা আকাশ থেকে তারাকেও আমি নামিয়ে আনতে পারি।। ২০ ।। ক্রুদ্ধ হয়ে আমি রাম এবং তার ভাই বলগর্বিত লক্ষ্মণকে মরণ-ধর্মের দ্বারা মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত করবো।। ২১ ।। তাদের তীক্ষ্ণ সায়কের দ্বারা আহত না করে আমি নিবৃত্ত হবো না। যার জন্য রাম এবং লক্ষ্মণের এই বিপর্যয়....।। ২২ ।। আমার সেই বোন তাদের রক্ত পান করে বাসনা পূর্ণ করুক। যুদ্ধে আমার কখনো পূর্বে পরাজয় হয় নি।। ২৩ ।। এ তো তোমাদের কাছে প্রত্যক্ষ। আমি তো মিথ্যা বলছি না। মত্ত ঐরাবতে করে দেবরাজও যদি আসেন...।।২৪।। আর তাঁর হাতে যদি বজ্রও থাকে, যুদ্ধে আমি তাঁকে হত্যা করতে পারি। সামান্য দু'টি মানুষকে হত্যা করবো—এ আর বেশী কি? তার গর্জন শুনে রাক্ষসদের সেই বিরাট সেনাবাহিনী...।। ২৫ ।। মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়েও অতুলনীয় আনন্দলাভ করলো। যুদ্ধ দেখবার আকাঙ্ক্ষায় তখন মহাত্মারা সেখানে সমবেত হলেন।। ২৬ ।। পুণ্যকর্মা ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব এবং চারণদের সঙ্গে সিদ্ধেরা সম্মিলিত হয়ে পরস্পর

ঋষয়ো দেব-গন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ। সমেত্য চোচুঃ সহিতাস্তেঽন্যোন্যং পুণ্যকর্মণঃ।। ২৭
স্বস্তি গো-ব্রাহ্মণেভ্যস্তু লোকানাং যে চ সম্মতাঃ। জয়তাং রাঘবো যুদ্ধে পৌলস্ত্যান্ রজনীচরান্।। ২৮
চক্রহস্তো যথা বিষ্ণুঃ সর্বানসুরসত্তমান্। এতচ্চান্যচ্চ বহুশো ব্রুবাণাঃ পরমর্ষয়।। ২৯
জাতকৌতূহলাস্তত্র বিমানস্থাশ্চ দেবতাঃ। দদৃশুর্বাহিনীং তেষাং রাক্ষসানাং গতায়ুষাম্।। ৩০
রথেন তু খরো বেগাৎ সৈন্যস্যাগ্রাদ্ বিনিঃসৃতঃ। শ্যেনগামী পৃথুগ্রীবো যজ্ঞশত্রুর্বিহঙ্গমঃ।। ৩১
দুর্জয়ঃ করবীরাক্ষঃ পরুষঃ কালকার্মুকঃ। হেমমালী মহামালী সর্পাস্যো রুধিরাশনঃ।। ৩২
দ্বাদশৈতে মহাবীর্যাঃ প্রতস্থুরভিতঃ খরম্। মহাকপালঃ স্থূলাক্ষঃ প্রমাথস্ত্রিশিরাস্তথা।
চত্বার এতে সেনাগ্রে দূষণং পৃষ্ঠতোঽম্বয়ুঃ।। ৩৩
সা ভীমবেগা সমরাভিকাঙ্ক্ষিণী সুদারুণা রাক্ষসবীর-সেনা।
তৌ রাজপুত্রৌ সহসাভ্যুপেতা মালা গ্রহাণামিব চন্দ্র-সূর্যৌ।। ৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।। ২৭ ।। গো, ব্রাহ্মণ এবং জনগণের যাঁরা সম্মত, তাঁদের কল্যাণ হোক। রঘুবংশধর রাম পুলস্ত্যের বংশধর রাক্ষসদের পরাজিত করুন *(রজনীচর—রাক্ষস)*।। ২৮ ।। সুদর্শনচক্র হস্তে নিয়ে বিষ্ণু যেমন শ্রেষ্ঠ অসুরদেরকে পরাজিত করেছিলেন, এক্ষেত্রেও তেমনিই হোক। মহর্ষিরা এইরকম বহু কথা বলছেন।। ২৯ ।। বিমানে বসে দেবতারা কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে রাক্ষসদের আসন্নমৃত্যু সেই বাহিনীকে দেখলেন।।৩০ ।। খর রথে চড়ে সৈন্যদের সামনে থেকে বেরিয়ে এলো। তখন শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম, দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য এবং রুধিরাশন....।।৩১-৩২ ।। এই বারোজন মহাবীর্যবান রাক্ষস খরকে ঘিরে রৈলো। মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথ, ত্রিশিরা—এই চারজন সেনাবাহিনীর আগে আগে চললো। দূষণ চললো পেছনে পেছনে।।৩৩ ।। গ্রহমালা যেমন সূর্য ও চন্দ্রের কাছে উপস্থিত হয়, তেমনি রাক্ষসবীরদের সেনাবাহিনী সেই রাজপুত্র দু'জন রাম ও লক্ষ্মণের কাছে উপস্থিত হলো।।৩৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ত্রয়োবিংশ (২৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ।।

মহোৎপাতান্ দৃষ্ট্বা শ্রীরামস্য লক্ষ্মণং প্রত্যুক্তিঃ, রাক্ষাসানাং বিনাশঃ স্বস্য চ জয় ইতি নিশ্চিতং বুদ্ধা সীতায়া লক্ষ্মণস্য চ পর্বতগুহায়াং প্রেরণম্।

আশ্রমং প্রতিযাতে তু খরে খরপরাক্রমে। তানেবৌৎপাতিকান্ রামঃ সহ ভ্রাত্রা দদর্শ হ।। ১
তানুৎপাতান্মহাঘোরান্ রামো দৃষ্ট্বাত্যমর্ষণঃ। প্রজানামহিতান্ দৃষ্ট্বা বাক্যং লক্ষ্মণমব্রবীৎ।। ২
ইমান্ পশ্য মহাবাহো সর্বভূতাপহারিণঃ। সমুত্থিতান্মহোৎপাতান্ সংহর্তুং সর্বরাক্ষসান্।। ৩

চতুর্বিংশ (২৪) সর্গ

মহোৎপাত দেখে শ্রীরামের লক্ষ্মণের প্রতি উক্তি। রাক্ষসদের ধ্বংস এবং নিজেদের জয় নিশ্চয়ভাবে বুঝে সীতা এবং লক্ষ্মণকে পর্বতের গুহায় প্রেরণ।

প্রখর পরাক্রমী খর আশ্রমে গেলে রাম ভাইকে নিয়ে সেই সব উৎপাত দেখতে লাগলেন।। ১ ।। মহা ভয়ঙ্কর সেই সব উৎপাত প্রজাদের পক্ষে অমঙ্গলকর দেখে অসহিষ্ণু হয়ে রাম লক্ষ্মণকে বললেন—।। ২।। হে মহাবাহো, রাক্ষসদের সংহার করার জন্য সর্বপ্রাণিবিনাশক সমুত্থিত এই মহোৎপাতগুলি দেখো।।৩ ।। ঐ

অমী রুধিরধারাস্তু বিসৃজন্তে খরস্বনাঃ। ব্যোম্নি মেঘা নিবর্তন্তে পরুষা গর্দভারুণাঃ।। ৪
সধূমাশ্চ শরাঃ সর্বে মম যুদ্ধাভিনন্দিতাঃ। রুক্মপৃষ্ঠানি চাপানি বিচেষ্টন্তে বিচক্ষণ।। ৫
যাদৃশা ইহ কূজন্তি পক্ষিণো বনচারিণঃ। অগ্রতো নোঽভয়ং প্রাপ্তং সংশয়ো জীবিতস্য চ।। ৬
সংপ্রহারস্তু সুমহান্ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। অয়মাখ্যাতি মে বাহুঃ স্ফুরমাণো মুহুর্মুহুঃ।। ৭
সন্নিকর্ষে তু নঃ শূর জয়ং শত্রোঃ পরাজয়ম্। সুপ্রভঞ্চ প্রসন্নঞ্চ তব বক্ত্রং হি লক্ষ্যতে।। ৮
উদ্যতানাং হি যুদ্ধার্থং যেষাং ভবতি লক্ষ্মণ। নিষ্প্রভং বদনং তেষাং ভবত্যায়ুঃপরিক্ষয়ঃ।। ৯
রক্ষসাং নর্দতাং ঘোরঃ শ্রূয়তেঽয়ং মহাধ্বনিঃ। আহতানাঞ্চ ভেরীণাং রাক্ষসৈঃ ক্রূরকর্মভিঃ।। ১০
অনাগতবিধানং তু কর্তব্যং শুভমিচ্ছতা। আপদং শঙ্কমানেন পুরুষেণ বিপশ্চিতা।। ১১
তস্মাদ্ গৃহীত্বা বৈদেহীং শরপাণির্ধনুর্ধরঃ। গুহামাশ্রয় শৈলস্য দুর্গাং পাদপসঙ্কুলাম্।। ১২
প্রতিকূলিতুমিচ্ছামি ন হি বাক্যমিদং ত্বয়া। শাপিতো মম পাদাভ্যাং গম্যতাং বৎস মা চিরম্।। ১৩
ত্বং হি শূরশ্চ বলবান্ হন্যা এতান্ন সংশয়ঃ। স্বয়ং নিহন্তুমিচ্ছামি সর্বানেব নিশাচরান্।। ১৪
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া। শরানাদায় চাপঞ্চ গুহাং দুর্গাং সমাশ্রয়ৎ।। ১৫
তস্মিন্ প্রবিষ্টে তু গুহাং লক্ষ্মণে সহ সীতয়া। হন্ত নির্যুক্তমিত্যুক্ত্বা রামঃ কবচমাবিশৎ।। ১৬
স তেনাগ্নিনিকাশেন কবচেন বিভূষিতঃ। বভূব রামস্তিমিরে মহানগ্নিরিবোত্থিতঃ।। ১৭
স চাপমুদ্যম্য মহচ্ছরানাদায় বীর্যবান্। সংবভূবাস্থিতস্তত্র জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ন্ দিশঃ।। ১৮
ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ সহ চারণৈঃ। সমেয়ুশ্চ মহাত্মানো যুদ্ধদর্শনকাঙ্ক্ষয়া।। ১৯
ঋষয়শ্চ মহাত্মানো লোকে ব্রহ্মর্ষিসত্তমাঃ। সমেত্য চোচুঃ সহিতাস্তেঽন্যোন্যং পুণ্যকর্মণঃ।। ২০
স্বস্তি গোব্রাহ্মণানাঞ্চ লোকানাং চেতি সংস্থিতা। জয়তাং রাঘবো যুদ্ধে পৌলস্ত্যান্ রজনীচরান্।। ২১

মেঘগুলি বিকট গর্জন করছে। বর্ষণ করছে রক্তের ধারা। আকাশে মেঘগুলোকে দেখাচ্ছে গাধার মতো ধূসরবর্ণ।। ৪ ।। দেখো ভাই, ধূমাচ্ছন্ন আমার বাণগুলো যুদ্ধে যোগদানের জন্য আনন্দিত হয়ে উঠছে। স্বর্ণপৃষ্ঠ ধনুগুলিও ছটফট করছে।। ৫ ।। বনচারী পাখীরা এখানে যেরকম কূজন করছে তাতে আমাদের সামনে অভয় এবং রাক্ষসদের প্রাণসংশয় সূচিত হচ্ছে।। ৬ ।। এই যে আমার বাহু মুহুর্মুহুঃ স্ফুরিত হচ্ছে তা বলেই দিচ্ছে যে ভীষণ যুদ্ধ হবে। এতে কোনো সংশয় নেই।। ৭ ।। হে বীর, সামনের যুদ্ধে আমাদের জয় এবং শত্রুর পরাজয় হবে। তোমার মুখে সুন্দর প্রভা এবং প্রসন্নতা দেখা যাচ্ছে।। ৮ ।। লক্ষ্মণ, যুদ্ধে উদ্যত হবার কালে মুখ যাদের ম্লান হয়ে যায় তাদের আয়ু শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে বোঝা যায়।। ৯ ।। নিষ্ঠুরকর্মা রাক্ষসরা যে ভীষণ গর্জন করছে এবং যুদ্ধের বাদ্যভেরী বাজাচ্ছে তার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।। ১০।। আপদ আসার আশঙ্কা থাকলে যাঁরা মঙ্গল চান, সেই বিচক্ষণ পুরুষেরা আসার আগেই তার প্রতিবিধান করে থাকেন।। ১১ ।। তাই তুমি ধনুর্বাণ হাতে এখান থেকে সীতাকে নিয়ে পাহাড়ের গাছে-ঘেরা দুর্গম গুহায় আশ্রয় নাও।। ১২ ।। এর বিরুদ্ধে তুমি যেয়ো না। এই আমার কথা। আমার চরণদু'টি দিয়ে দিব্যি দিচ্ছি। যাও বৎস, আর দেরী কোরো না।। ১৩ ।। তুমি বীর। এবং বলবান। এদেরকে হত্যা যে তুমি করতে পারো এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই রাক্ষসদেরকে আমি নিজেই হত্যা করতে চাইছি।। ১৪ ।। রাম এইরকম বলায় লক্ষ্মণ বাণ আর ধনু নিয়ে সীতাসহ দুর্গম গুহায় আশ্রয় নিলেন।। ১৫ ।। সীতাকে নিয়ে লক্ষ্মণ গুহায় প্রবেশ করলে 'যাক আমার কাজ হয়ে গেলো' এই বলে তিনি বর্ম পরিধান করলেন।। ১৬ ।। আগুনের মতো উজ্জ্বল বর্ম তিনি পরে নিলেন। তাঁকে তখন আঁধারের মধ্যে অবস্থিত উজ্জ্বল আগুনের মতো দেখাচ্ছিলো।। ১৭ ।। বীর্যবান রাম ধনু তুলে নিয়ে এবার বিশাল বাণ-স্থাপন করে সেই ধনুর্বাণের শব্দে পূর্ণ করে যেখানে অবস্থান করছিলেন....।। ১৮ ।। গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং চারণদের নিয়ে মহাত্মা দেবতারা যুদ্ধ-দর্শনের ইচ্ছায় সেখানে সমবেত হলেন।। ১৯ ।। পুণ্যকর্মা মহাত্মা ঋষিরা এবং জগতের ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠেরা সম্মিলিত হয়ে একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছিলেন।। ২০ ।। তাঁরা সেখানে অবস্থান করে বলছিলেন, গো, ব্রাহ্মণ এবং লোকসমূহের কল্যাণ হোক। যুদ্ধে পুলস্ত্য-বংশধর নিশাচর রাক্ষসদের রাম পরাজিত করুন।।২১ ।। ভগবান

চক্রহস্তো যথা যুদ্ধে সর্বানসুরপুঙ্গবান্। এবমুক্ত্বা পুনঃ প্রোচুরালোক্য চ পরস্পরম্।। ২২
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্। একশ্চ রামো ধর্মাত্মা কথং যুদ্ধং ভবিষ্যতি।। ২৩
ইতি রাজর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ সগণাশ্চ দ্বিজর্ষভাঃ। জাতকৌতূহলাস্তস্থুর্বিমানস্থাশ্চ দেবতাঃ।। ২৪
আবিষ্টং তেজসা রামং সংগ্রামশিরসি স্থিতম্। দৃষ্ট্বা সর্বাণি ভূতানি ভয়াদ্ বিব্যথিরে তদা।। ২৫
রূপমপ্রতিমং তস্য রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ। বভূব রূপং ক্রুদ্ধস্য রুদ্রস্যেব মহাত্মনঃ।। ২৬
ইতি সম্ভাষ্যমাণে তু দেব-গন্ধর্ব-চারণৈঃ। ততো গম্ভীরনির্হ্রাদং ঘোরচর্মায়ুধ-ধ্বজম্।। ২৭
অনীকং যাতুধানানাং সমন্তাৎ প্রত্যপদ্যত। বীরালাপান্ বিসৃজতামন্যোন্যমভিগচ্ছতাম্।। ২৮
চাপানি বিস্ফারয়তাং জৃম্ভতাং চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ। বিপ্রঘুষ্টস্বনানাঞ্চ দুন্দুভিংশ্চাপি নিঘ্নতাম্।। ২৯
তেষাং সুবিপুলঃ শব্দঃ পূরয়ামাস তদ্বনম্। তেন শব্দেন বিত্রস্তাস্ত্রাসিতা বনচারিণঃ।। ৩০
দুদ্রুবুর্যত্র নিঃশব্দং পৃষ্ঠতো নাবলোকয়ন্। তচ্চানীকং মহাবেগং রামং সমনুবর্তত।। ৩১
ধৃতনানাপ্রহরণং গম্ভীরং সাগরোপমম্। রামোঽপি চারয়ংশ্চক্ষুঃ সর্বতো রণপণ্ডিতঃ।। ৩২
দদর্শ খরসৈন্যং তদ্ যুদ্ধায়াভিমুখো গতঃ। বিতত্য চ ধনুর্ভীমং তূণ্যাশ্চোদ্ধৃত্য সায়কান্।। ৩৩
ক্রোধমাহারয়ত্তীব্রং বধার্থং সর্বরক্ষসাম্। দুষ্প্রেক্ষ্যশ্চাভবৎ ক্রুদ্ধো যুগান্তাগ্নিরিব জ্বলন্।। ৩৪
তং দৃষ্ট্বা তেজসাবিষ্টং প্রাব্যথন্ বনদেবতাঃ। তস্য রুষ্টস্য রূপং তু রামস্য দদৃশে তদা।।
দক্ষস্যেব ক্রতুং হন্তুমুদ্যতস্য পিনাকিনঃ।। ৩৫
তৎকার্মুকৈরাভরণৈ রথৈশ্চ তদ্বর্মভিশ্চাগ্নিসমানবর্ণৈঃ।
বভূব সৈন্যং পিশিতাশনানাং সূর্যোদয়ে নীলমিবাভ্রজালম্।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ।

বিষ্ণু যেমন সুদর্শনচক্র হাতে নিয়ে অসুরশ্রেষ্ঠদেরকে পরাজিত করেছিলেন, তেমনি এখানে রামও তাই করুন। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে তাঁরা এই কথা বললেন।। ২২ ।। ভীষণকর্মা রাক্ষসদের সংখ্যা এখানে চৌদ্দহাজার। ধর্মাত্মা রাম হলেন একা। কি করে যুদ্ধ হবে?।।২৩ ।। এই জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে রাজর্ষি, সিদ্ধ, গণ এবং শ্রেষ্ঠ দ্বিজদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেবতারা বিমানে অবস্থান করতে লাগলেন।। ২৪ ।। সংগ্রামে পুরোভাগে রামকে জ্যোতির দ্বারা আবৃত দেখে প্রাণিসকল ভয়ে ব্যথিত হয়ে উঠলো।। ২৫ ।। অক্লিষ্টকর্মা রামের তখন ক্রুদ্ধ মহাত্মা রুদ্রের মতো অতুলনীয় রূপ দেখা গেলো।। ২৬ ।। দেবতা, গন্ধর্ব এবং চারণেরা এইরকম কথাবার্তা যখন বলছিলেন, তখন গম্ভীর গর্জন করতে করতে ভীষণ বর্ম, অস্ত্র এবং পতাকায় সজ্জিত হয়ে....।। ২৭ ।। অসুরদের সেনাবাহিনী চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। উৎসাহদানের জন্য একে অপরের সঙ্গে তারা তখন বীরালাপ করছে *(অনীক—সেনাবাহিনী। যাতুধান—রাক্ষস)*।। ২৮ ।। ধনুর টঙ্কার তারা করছিলো। বারংবার বিরাট হাই তুলছিলো। উঠলো সিংহনাদ। এবং দুন্দুভির শব্দ।। ২৯ ।। তাদের ভীষণ ভয় শব্দে সেই বনদেশ পূর্ণ হয়ে গেলো। বনচর প্রাণীরা সেই শব্দে গেলো ভীষণ ভয় পেয়ে।।৩০।। তারা পেছনের দিকে না তাকিয়ে নিঃশব্দে পালিয়ে যেতে লাগলো। রাক্ষসদের বাহিনী দ্রুত রামের দিকে ছুটে এলো।। ৩১ ।। সেই সেনাবাহিনী নানা অস্ত্রে সজ্জিত। গম্ভীর সাগরের মতো তাকে দেখাচ্ছিলো। যুদ্ধবিশারদ রামও চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগলেন।।৩২ ।। দেখলেন, খরের সৈন্যেরা যুদ্ধের জন্য তাঁর দিকে আসছে। তিনি ভীষণ ধনু প্রসারিত করে তূণী থেকে বাণ তুলে নিলেন।। ৩৩ ।। রাক্ষসদেরকে বধের জন্য তীব্র ক্রোধ তিনি ধারণ করলেন। যুগান্তকালীন আগুনের মতো উঠলেন জ্বলে। তাঁর দিকে তখন তাকানো যাচ্ছিলো না।। ৩৪ ।। তেজোময় তাঁকে দেখে বনদেবতারা ভয় পেয়ে গেলেন। দক্ষের যজ্ঞকে ধ্বংস করতে উদ্যত পিনাক ধনুর্ধারী শিবের মতো ক্রুদ্ধ রামের ঐ রূপ তাঁরা দেখলেন।।৩৫ ।। সূর্যোদয়ের সময় নীল মেঘপুঞ্জের যেরকম শোভা হয়, তেমনি শোভা হলো ধনু, আভরণ, রথ এবং আগুনের মতো বর্ণের রথে সজ্জিত রাক্ষসদের সেনাবাহিনীর।। ৩৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের চতুর্বিংশ (২৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ।।

রক্ষোভিরাক্রান্তস্য শ্রীরামচন্দ্রস্য রক্ষোবিনাশঃ।

অবষ্টব্ধধনুং রামং ক্রুদ্ধং তং রিপুঘাতিনম্। দদর্শাশ্রমমাগম্য খরঃ সহ পুরঃসরৈঃ।। ১
তং দৃষ্ট্বা সগুণং চাপমুদ্যম্য খরনিঃস্বনম্। রামস্যাভিমুখং সূতং চোদ্যতামিত্যচোদয়ৎ।। ২
স খরস্যাজ্ঞয়া সূতস্তুরগান্ সমচোদয়ৎ। যত্র রামো মহাবাহুরেকো ধুন্বন্ ধনুঃ স্থিতঃ।। ৩
তং তু নিষ্পতিতং দৃষ্ট্বা সর্বতো রজনীচরাঃ। মুঞ্চমানা মহানাদং সচিবাঃ পর্যবারয়ন্।। ৪
স তেষাং যাতুধানানাং মধ্যে রথগতঃ খরঃ। বভূব মধ্যে তারাণাং লোহিতাঙ্গ ইবোত্থিতঃ।। ৫
ততঃ শরসহস্রেণ রামমপ্রতিমৌজসম্। অর্দয়িত্বা মহানাদং ননাদ সমরে খরঃ।। ৬
ততস্তং ভীমধন্বানং ক্রুদ্ধাঃ সর্বে নিশাচরাঃ। রামং নানাবিধৈঃ শস্ত্রৈরভ্যবর্ষন্ত দুর্জয়ম্।। ৭
মুদ্গরৈরায়সৈঃ শূলৈঃ প্রাসৈঃ খড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ। রাক্ষসাঃ সমরে শূরং নিজঘ্নু রোষতৎপরাঃ।। ৮
তে বলাহকসঙ্কাশা মহাকায়া মহাবলাঃ। অভ্যধাবন্ত কাকুৎস্থং রথৈর্বাজিভিরেব চ।। ৯
গজৈঃ পর্বতকূটাভৈ রামং যুদ্ধে জিঘাংসবঃ। তে রামে শরবর্ষাণি ব্যসৃজন্ রক্ষসাং গণাঃ।। ১০
শৈলেন্দ্রমিব ধারাভির্বর্ষমাণা মহাঘনাঃ। সর্বৈঃ পরিবৃতো রামো রাক্ষসৈঃ ক্রূরদর্শনৈঃ।। ১১
তিথিষ্বিব মহাদেবো বৃতঃ পারিষদাং গণৈঃ। তানি মুক্তানি শস্ত্রাণি যাতুধানৈঃ স রাঘবঃ।। ১২
প্রতিজগ্রাহ বিশিখৈর্নদ্যোঘানিব সাগরঃ। স তৈঃ প্রহরণৈর্ঘোরৈর্ভিন্নগাত্রো ন বিব্যথে।। ১৩
রামঃ প্রদীপ্তৈর্বহুভির্বজ্রৈরিব মহাচলঃ। স বিদ্ধঃ ক্ষতজাদিগ্ধঃ সর্বগাত্রেষু রাঘবঃ।। ১৪

পঞ্চবিংশ (২৫) সর্গ

রাক্ষসদের দ্বারা আক্রান্ত শ্রীরামচন্দ্রের রাক্ষস-বিনাশ।

খর তার অগ্রগামী সৈনিকদের নিয়ে আশ্রমে এসে ধনুর্ধর, ক্রুদ্ধ এবং শত্রুঘাতী রামকে দেখতে পেলো।। ১ ।। তাঁকে দেখে সে গুণসহ ভীষণ শব্দকারী ধনু তুলে ধরে সারথিকে বললো, রামের দিকে রথ নিয়ে চলো।। ২ ।। যেখানে মহাবীর রাম একা ধনু কাঁপিয়ে অবস্থান করছিলেন সারথিও খরের নির্দেশে সেই দিকে ঘোড়াগুলিকে চালিয়ে দিলো।। ৩ ।। তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে সব দিক থেকে রাক্ষসেরা ভীষণ গর্জন করতে করতে তাঁকে ঘিরে ফেললো।। ৪ ।। সেই রাক্ষসদের মধ্যে রথে-বসা খরকে দেখে মনে হচ্ছিলো তারাদের মধ্যে যেন মঙ্গলগ্রহ শোভা পাচ্ছে *(লোহিতাঙ্গ—মঙ্গলগ্রহ)*।। ৫ ।। খর এবার যুদ্ধে অতুলনীয় তেজস্বী রামকে আক্রমণ করে ভীষণ গর্জন করতে লাগলো।।৬ ।। দুর্জয়, ভীষণ, ধনুর্ধর রামের ওপর ক্রুদ্ধ রাক্ষসেরা নানাবিধ শরবর্ষণ করতে লাগলো।। ৭ ।। ক্রোধে তৎপর হয়ে রাক্ষসেরা যুদ্ধে শূল, মুগুর, বর্শা, খড়্গ এবং পরশ্বধের দ্বারা বীর রামকে আঘাত করতে লাগলো।।৮ ।। মেঘের মতো বিশালদেহী মহাবীর সেই রাক্ষসেরা রথে এবং অশ্বে রামের দিকে ছুটে গেলো।। ৯ ।। রাক্ষসেরা দলে দলে পর্বতশৃঙ্গের মতো হস্তীদের পীঠে থেকে যুদ্ধে হত্যার জন্য রামের ওপর শরবর্ষণ করতে লাগলো।। ১০ ।। ভীষণদর্শন রাক্ষসেরা যখন রামকে ঘিরে ফেললো, মনে হচ্ছিলো যেন বিশাল মেঘসমূহ পর্বতরাজের ওপর ধারাবর্ষণ করছে।। ১১ ।। চতুর্দশী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ তিথিতে পরিষদবর্গের দ্বারা পরিবৃত হয়ে মহেশ্বর যেমন শোভান্বিত হন, তেমনি রাক্ষসদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রামও শোভাযুক্ত হলেন।। ১২ ।। সাগর যেমন নদীর জলসমূহ গ্রহণ করে, তেমনি রামও গ্রহণ করলেন রাক্ষসদের নিক্ষিপ্ত সেই বাণরাশি। ভীষণ সেইসব অস্ত্রের দ্বারা তাঁর দেহ বিদীর্ণ হলেও তিনি ব্যথা অনুভব করলেন না।। ১৩ ।। প্রদীপ্ত বহু বজ্রের দ্বারা আহত হয়েও বৃহৎ শৈল যেমন অবিচল থাকে, তেমনি অস্ত্রে অস্ত্রে বিদ্ধ এবং বিক্ষত হলেও রাম ছিলেন অচঞ্চল।। ১৪ ।। সন্ধ্যাকালীন মেঘরাশির দ্বারা পরিবৃত সূর্যের মতো দেখাচ্ছিলো রাক্ষসদের দ্বারা পরিবৃত

বভূব রামঃ সন্ধ্যাভ্রৈর্দিবাকর ইবাবৃতঃ। বিষেদুর্দেব-গন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্যয়ঃ।। ১৫
একং সহস্রৈর্বহুভিস্তদা দৃষ্ট্বা সমাবৃতম্। ততো রামস্তু সংক্রুদ্ধো মণ্ডলীকৃতকার্মুকঃ।। ১৬
সসর্জ নিশিতান্ বাণাঞ্ছতশোঽথ সহস্রশঃ। দুরাবারান্ দুর্বিষহান্ কালপাশোপমান্ রণে।। ১৭
মুমোচ লীলয়া কঙ্কপত্রান্ কাঞ্চনভূষণান্। তে শরাঃ শত্রুসৈন্যেষু ভুক্তা রামেণ লীলয়া।। ১৮
অদদূ রক্ষসাং প্রাণান্ পাশাঃ কালকৃতা ইব। ভিত্ত্বা রাক্ষসদেহাংস্তাংস্তে শরা রুধিরাপ্লুতাঃ।। ১৯
অন্তরিক্ষগতা রেজুর্দীপ্তাগ্নিসমতেজসঃ। অসংখ্যেয়াস্তু রামস্য সায়কাশ্চাপমণ্ডলাৎ।। ২০
বিনিষ্পেতুরতীবোগ্রা রক্ষঃপ্রাণাপহারিণঃ। তৈর্ধনূংষি ধ্বজাগ্রাণি চর্মাণি কবচানি চ।। ২১
বাহূন্ সহস্তাভরণানূরূন্ করিকরোপমান্। চিচ্ছেদ রামঃ সমরে শতশোঽথ সহস্রশঃ।। ২২
হয়ান্ কাঞ্চনসন্নাহান্ রথযুক্তান্ সসারথীন্। গজাংশ্চ সগজারোহান্ সহয়ান্ সাদিনস্তদা।। ২৩
চিচ্ছিদুর্বিভিদুশ্চৈব রামবাণা গুণচ্যুতাঃ। পদাতীন্ সমরে হত্বা অনয়দ্ যমসাদনম্।। ২৪
ততো নালীক-নারাচৈস্তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চ বিকর্ণিভিঃ। ভীমমার্তস্বরং চক্রুশ্ছিদ্যমানা নিশাচরাঃ।। ২৫
তৎ সৈন্য বিবিধৈর্বাণৈরর্দিতং মর্মভেদিভিঃ। ন রামেণ সুখং লেভে শুষ্কং বনমিবাগ্নিনা।। ২৬
কেচিদ্ভীমবলাঃ শূরাঃ পাশাঞ্শূলান্ পরশ্বধান্। চিক্ষিপুঃ পরমক্রুদ্ধা রামায় রজনীচরাঃ।। ২৭
তেষাং বাণৈর্মহাবাহুঃ শস্ত্রাণ্যাবার্য বীর্যবান্। জহার সমরে প্রাণাংশ্চিচ্ছেদ চ শিরোধরান্।। ২৮
তে ছিন্নশিরসঃ পেতুশ্ছিন্নচর্মশরাসনাঃ। সুপর্ণবাতবিক্ষিপ্তা জগত্যাং পাদপা যথা।। ২৯
অবশিষ্টাশ্চ যে তত্র বিষণ্ণাস্তে নিশাচরাঃ। খরমেবাভ্যধাবন্ত শরণার্থং শরাহতাঃ।। ৩০

রামকে। দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং পরম ঋষিরা এই অবস্থা দেখে বিষাদগ্রস্ত হলেন।। ১৫ ।। তাঁরা দেখলেন একা রাম বহু হাজার রাক্ষসের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এবার রামও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুটিকে মণ্ডলাকার করলেন।। ১৬ ।। যুদ্ধে তিনি শত শত, হাজার হাজার তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন। যমের পাশের মতো ছিলো সেই বাণগুলি। সেগুলিকে কেউই বাধা দিতে পারছিলো না। এবং সহ্য করতেও না *(দুরাবারণ—নিবারণ করা দুঃসাধ্য। দুর্বিষহান—সহ্য করা দুঃসাধ্য)*।। ১৭ ।। অবলীলাক্রমে স্বর্ণভূষিত বাণগুলি তিনি ছুঁড়ছিলেন। যেন খেলার ছলেই শত্রুসৈন্যের মধ্যে বাণনিক্ষেপ করছিলেন *(তাঁর মতো বীরের কাছে এই তীর শরনিক্ষেপ যেন খেলামাত্র। কঙ্কপত্র—বাণ)*।। ১৮ ।। যমের পাশের মতো এই বাণগুলি রাক্ষসদের প্রাণ ধ্বংস করলো। তাদের দেহ ভেদ করে গুলি হলো রক্তাপ্লুত।। ১৯ ।। রামের বাঁকানো ধনু থেকে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য সায়ক আকাশের দিকে গিয়ে আগুনের মতো তেজে ঝলসাচ্ছিলো। অতি উগ্র সেই বাণরাশি রাক্ষসদের প্রাণবিনাশ করছিলো। ছিন্নভিন্ন করছিলো শত্রুদের ধনু, ধ্বজাগ্র, চর্ম এবং কবচ।।২০-২১ ।। যুদ্ধে রাম রাক্ষসদের হস্তাভরণসহ বাহু, হাতীর শুঁড়ের মতো উরু শত-শত হাজারে-হাজারে বাণের দ্বারা ছিন্নভিন্ন করলেন।।২২।। সোনার বর্মাবৃত রথযুক্ত সারথিসহ অশ্ব, আরোহিসহ হস্তী, অশ্বসহ অশ্বারোহী সবাকেই রাম বাণে বিদীর্ণ, ছিন্নভিন্ন করেছেন *(সাদি—সারথি, যোদ্ধা)*।।২৩ ।। যুদ্ধে গুণচ্যুত রামের বাণ পদাতিকদের হত্যা করে যম-সদনে পাঠিয়ে দিলো। ।।২৪ ।। তারপর নালীক, নারচ, তীক্ষ্ণাগ্র বিকর্ণি প্রভৃতি বাণের দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়ে রাক্ষসেরা ভীষণ আর্তনাদ করছিলো।।২৫ ।। সেই রাক্ষস-সৈন্য মর্মভেদী বাণের দ্বারা বিদীর্ণ হয়ে আগুনে-পোড়া বনের মতো শুকিয়ে গেলো। তা দেখে রাম সুখ পেলেন না।। ২৬ ।। ভীষণ বলশালী কিছু বীর রাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে পাশ, শূল এবং পরশ্বধ প্রভৃতি অস্ত্র রামের প্রতি নিক্ষেপ করলো।। ২৭।। বীর্যবান মহাবাহু রাম বাণের দ্বারা তাদের শস্ত্রগুলিকে নিবারণ করে যুদ্ধে রাক্ষসদের মস্তক ছিন্ন করে প্রাণসংহার করলেন।। ২৮ ।। তারা ছিন্নশির, ছিন্নচর্ম, ছিন্ন শরাসন হয়ে গরুড়ের পাখার ঝাপ্টায় পড়ে-যাওয়া গাছের মতো মাটিতে পড়ে গেলো।। ২৯ ।। আর যে সব রাক্ষস সেখানে অবশিষ্ট রইলো শরাবৃত ও বিষণ্ণ হয়ে তারা আশ্রয়ের জন্য খরের কাছে ছুটে গেলো।।৩০ ।। দূষণ তাদের সবাইকে তখন

তান্ সর্বান্ ধনুরাদায় সমাশ্বাস্য চ দূষণঃ। অভ্যধাবৎ সুসংক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধং ক্রুদ্ধ ইবান্তকঃ।। ৩১
নিবৃত্তাস্তু পুনঃ সর্বে দূষণাশ্রয়নির্ভয়াঃ। রামমেবাভ্যধাবন্ত সাল-তাল-শিলায়ুধাঃ।। ৩২
শূল-মুদ্গরহস্তাশ্চ পাশহস্তা মহাবলাঃ। সৃজন্তঃ শরবর্ষাণি শস্ত্রবর্ষাণি সংযুগে।। ৩৩
দ্রুমবর্ষাণি মুঞ্চন্তঃ শিলাবর্ষাণি রাক্ষসাঃ। তদ্বভূবাদ্ভুতং যুদ্ধং তুমুলং রোমহর্ষণম্।। ৩৪
রামস্যাস্য মহাঘোরং পুনস্তেষাঞ্চ রক্ষসাম্। তে সমন্তাদভিক্রুদ্ধা রাঘবং পুনরার্দয়ন্।। ৩৫
ততঃ সর্বা দিশো দৃষ্ট্বা প্রদিশশ্চ সমাবৃতাঃ। রাক্ষসৈঃ সর্বতঃ প্রাপ্তৈ শরবর্ষাভিরাবৃতঃ।। ৩৬
স কৃত্বা ভৈরবং নাদমস্ত্রং পরমভাস্বরম্। সমযোজয়দ্ গান্ধর্বং রাক্ষসেষু মহাবলঃ।। ৩৭
ততঃ শরসহস্রাণি নির্যযুশ্চাপমণ্ডলাৎ। সর্বা দশদিশো বাণৈরাপূর্যন্ত সমাগতৈঃ।। ৩৮
নাদদানং শরান্ ঘোরান্ বিমুঞ্চন্তং শরোত্তমান্। বিকর্ষমাণং পশ্যন্তি রাক্ষসাস্তে শরার্দিতাঃ।। ৩৯
শরান্ধকারমাকাশমাবৃণোৎ স দিবাকরম্। বভূবাবস্থিতো রামঃ প্রক্ষিপন্নিব তাঞ্শরান্।। ৪০
যুগপৎপতমানৈশ্চ যুগপচ্চ হতৈর্ভৃশম্। যুগপৎ পতিতৈশ্চৈব বিকীর্ণা বসুধাঽভবৎ।। ৪১
নিহতাঃ পতিতাঃ ক্ষীণাশ্ছিন্না ভিন্না বিদারিতাঃ। তত্র তত্র স্ম দৃশ্যন্তে রাক্ষসাস্তে সহস্রশঃ।। ৪২
সোষ্ণীষৈরুত্তমাঙ্গৈশ্চ সাঙ্গদৈর্বাহুভিস্তথা। ঊরুভির্বাহুভিশ্ছিন্নৈর্নানারূপৈর্বিভূষণৈঃ।। ৪৩
হয়ৈশ্চ দ্বিপমুখ্যৈশ্চ রথৈর্ভিন্নৈরনেকশঃ। চামর-ব্যজনৈশ্ছত্রৈর্ধ্বজৈর্নানাবিধৈরপি।। ৪৪
রামেণ বাণাভিহতৈর্বিচ্ছিন্নৈঃ শূলপট্টিশৈঃ। বিচ্ছিন্নৈঃ সমরে ভূমির্বিস্তীর্ণাঽভূদ্ভয়ঙ্করা।। ৪৫
তান্ দৃষ্ট্বা নিহতান্ সর্বে রাক্ষসাঃ পরমাতুরাঃ। ন তত্র চলিতুং শক্তা রামং পরপুরঞ্জয়ম্।। ৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

আশ্বস্ত করে ধনু নিয়ে অত্যন্ত ক্রোধে ক্রুদ্ধ রামের দিকে ক্রুদ্ধ যমের মতো ছুটে গেলো।। ৩১ ।। দূষণের আশ্বাসে নির্ভয় হয়ে তারা আবার সবাই সাল, তাল, পাথর এবং নানাবিধ অস্ত্র নিয়ে রামের দিকে ছুটতে লাগলো।। ৩২ ।। যুদ্ধে এই মহাশক্তিশালী রাক্ষসেরা শূল, মুগুর এবং পাশ হাতে নিয়ে শর এবং অন্য সব শস্ত্রবর্ষণ করতে লাগলো।। ৩৩ ।। রাক্ষসেরা গাছ আর পাথর বর্ষণ করতে লাগলো। তাতে সেখানে হলো অদ্ভুত এক তুমুল যুদ্ধ, যাতে রোম পর্যন্ত খাড়া হয়ে ওঠে।। ৩৪ ।। রাম আর সেই রাক্ষসদের আবার মহাঘোর যুদ্ধ হলো। তারা অত্যন্ত রেগে গিয়ে চতুর্দিক থেকে রামকে আঘাত করতে লাগলো।। ৩৫ ।। রাম দেখলেন রাক্ষসেরা সবদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তাঁকে বাণবর্ষণে একেবারে ঢেকে ফেলেছে।। ৩৬ ।। মহাবল তিনি। এক ভীষণ গর্জন করে গন্ধর্ব নামক এক অত্যন্ত উজ্জ্বল অস্ত্র রাক্ষসদের ওপর তিনি তখন নিক্ষেপ করলেন।। ৩৭ ।। তারপর তাঁর ধনু থেকে হাজার হাজার বাণ নির্গত হতে লাগলো। এবং নিক্ষিপ্ত বাণে দশদিক গেলো ভরে।। ৩৮ ।। শরসমূহে পীড়িত রাক্ষসেরা রামকে ভীষণ শরগ্রহণ, উত্তম শরনিক্ষেপ এবং ধনু আকর্ষণ করতে দেখতে পেলো না।। ৩৯ ।। তিনি সূর্য এবং আকাশকে শরের অন্ধকারে আহত করে ফেললেন। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রাম সেই শররাজি যেন নিক্ষেপ করছিলেন।। ৪০ ।। একই সময়ে পতনোদ্যত, পতিত এবং নিহত রাক্ষসদের দেহে ভূতল একেবারে ঢেকে গেলো।। ৪১ ।। যত্রতত্র দেখা যেতে লাগলো নিহত, পতিত, ছিন্নভিন্ন এবং বিদীর্ণ হাজার হাজার রাক্ষস।। ৪২ ।। বিরাট ভূমি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো ছড়িয়ে-পড়া পাগড়ী-পরা মাথা, অঙ্গদপরা বাহু, নানাবিধ ছিন্ন-অলঙ্কার, নিহত ঘোড়া, ভালো ভালো সব হাতী, ভাঙা রথ, চামর, ব্যাজন, ছত্র ও ধ্বজায়।। ৪৩-৪৪ ।। রামের বাণে আহত এবং বিচ্ছিন্ন শূল, পট্টিশে বিস্তীর্ণ ভূমি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো।। ৪৫ ।। এদের সকলকে নিহত দেখে অবশিষ্ট রাক্ষসেরা অত্যন্ত কাতর হয়ে শত্রুপুরজয়ী রামের দিকে আর চলতে পারলো না।। ৪৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের পঞ্চবিংশ (২৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামেণ দূষণস্য চতুর্দশসহস্ররক্ষসাঞ্চ বিনাশসাধনম্।

দূষণস্তু স্বকং সৈন্যং হন্যমানং বিলোক্য চ। সন্দিদেশ মহাবাহুর্ভীমবেগান্ দুরাসদান্।। ১
রাক্ষসান্‌পঞ্চসাহস্রান্‌সমরেষ্বনিবর্তিনঃ। তে শূলৈঃ পট্টিশৈঃ খড়্গৈঃ শিলাবর্ষৈর্দ্রুমৈরপি।। ২
শরবর্ষৈরবিচ্ছিন্নং ববর্ষুস্তং সমন্ততঃ। তদ্দ্রুমাণাং শিলানাঞ্চ বর্ষং প্রাণহরং মহৎ।। ৩
প্রতিজগ্রাহ ধর্মাত্মা রাঘবস্তীক্ষ্ণসায়কৈঃ। প্রতিগৃহ্য চ তদ্বর্ষং নিমীলিত ইবর্ষভঃ।। ৪
রামঃ ক্রোধং পরং লেভে বধার্থং সর্বরক্ষসাম্। ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টঃ প্রদীপ্ত ইব তেজসা।। ৫
শরৈরভ্যকিরৎ সৈন্যং সর্বতঃ সহদূষণম্। ততঃ সেনাপতিঃ ক্রুদ্ধো দূষণঃ শত্রুদূষণঃ।। ৬
শরৈরশনিকল্পৈস্তং রাঘবং সমবারয়ৎ। ততো রামঃ সুসংক্রুদ্ধঃ ক্ষুরেণাস্য মহদ্ধনুঃ।। ৭
চিচ্ছেদ সমরে বীরশ্চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্। হত্বা চাশ্বান্‌শরৈস্তীক্ষ্ণৈরর্ধচন্দ্রেণ সারথেঃ।। ৮
শিরো জহার তদ্রক্ষস্ত্রিভির্বিব্যাধ বক্ষসি। স ছিন্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ।। ৯
জগ্রাহ গিরিশৃঙ্গাভং পরিঘং রোমহর্ষণম্। বেষ্টিতং কাঞ্চনৈঃ পট্টৈর্দেবসৈন্যাভিমর্দনম।।১০
আয়সৈঃ শঙ্কুভিস্তীক্ষ্ণৈঃ কীর্ণং পরবসোক্ষিতম্। বজ্রাশনিসমস্পর্শং পরগোপুরদারণম্।। ১১
তং মহোরগসঙ্কাশং প্রগৃহ্য পরিঘং রণে। দূষণোঽভ্যপতদ্ রামং ক্রূরকর্মা নিশাচরঃ।। ১২
তস্যাভিপতমানস্য দূষণস্য চ রাঘবঃ। দ্বাভ্যাং শরাভ্যাং চিচ্ছেদ সহস্তাভরণৌ ভুজৌ।। ১৩
ভ্রষ্টস্তস্য মহাকায়ঃ পপাত রণমূর্ধনি। পরিঘশ্ছিন্নহস্তস্য শত্রুধ্বজ ইবাগ্রতঃ।। ১৪

ষষ্ঠ বিংশ (২৬) সর্গ

রাম কর্তৃক দূষণ এবং চৌদ্দহাজার রাক্ষসের বিনাশ-সাধন।

মহাবীর দূষণ নিজের সৈন্যদের নিহত হতে দেখে ভয়ঙ্কর বেগবান দুর্ধর্ষ পাঁচ হাজার রাক্ষসকে আদেশ দিলো, তারা যেন যুদ্ধ থেকে কখনো ফিরে না আসে।। ১১/২ ।। তারা শূল, পট্টিশ, খড়্গ, শিলা, বৃক্ষ এবং শর অবিচ্ছিন্নভাবে চারধার থেকে থেকে বর্ষণ করতে লাগলো। সেই বৃক্ষ এবং প্রস্তরের বর্ষণ হলো ভীষণ প্রাণঘাতী।। ১১/২-৩ ।। ধর্মাত্মা রাম তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা সেগুলি প্রতিহত করলেন। বৃষ যেমন চোখ বুঁজে বৃষ্টির ধারাকে সহ্য করে, তেমনি রামও এই শরাদির বর্ষণকে অনায়াসে সয়ে গেলেন।। ৪ ।। রাম রাক্ষসসকলকে বধ করার জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। ক্রোধে জ্বলে গিয়ে তিনি যেন তেজে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন।। ৫ ।। সবদিক থেকেই তিনি দূষণসহ তার সৈন্যদের ওপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তারপর শত্রু-সেনাপতি দূষণ হলো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ।। ৬ ।। সে বজ্রকল্প বাণরাশির দ্বারা রামকে বাধা দিতে লাগলো। তাতে বীর রাম ভীষণ রেগে গিয়ে ক্ষুরের মতো অস্ত্রের দ্বারা তার বিরাট ধনুকে—।।৭ ।। এবং চারটি বাণের দ্বারা চারটি অশ্বকে যুদ্ধে ধ্বংস করলেন। ধারালো শরের দ্বারা অশ্বগুলিকে হত্যা করে অর্ধচন্দ্র নামক অস্ত্রের দ্বারা সারথির...।। ৮ ।। মস্তক ছেদন করলেন। তারপর, সেই রাক্ষসের বুকে বিদ্ধ করলেন তিনটি বাণ। দূষণের ধনু তখন ভেঙে গেছে। রথ তার বিনষ্ট। অশ্ব এবং সারথি নিহত।। ৯ ।। সে তখন পর্বতশৃঙ্গের মতো বিশাল রোমহর্ষক পরিঘ নামক অস্ত্র গ্রহণ করলো। সেই অস্ত্র ছিলো সোনার পাতে মোড়া। দেব-সৈন্যকেও মর্দিত করতে পারে ঐ অস্ত্র।। ১০ ।। ক্রূরকর্মা রাক্ষস দূষণ বৃহৎ সর্পের মতো, লোকের কাঁটায় তীক্ষ্ণ, শত্রুর মেদে আর্দ্র, স্পর্শে বজ্রের মতো, শত্রুর দ্বারবিদারী পরিঘ নামক অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে রামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।। ১১-১২ ।। রামচন্দ্র দু'টি শর দিয়ে ঝাঁপিয়ে-পড়া দূষণের হস্তাভরণ সহ, বাহুদু'টিকে ছেদন করলেন।। ১৩ ।। দূষণের হস্ত ছিন্ন হলে বিরাট সেই পরিঘ যুদ্ধক্ষেত্রের সামনে ইন্দ্রধ্বজের মতো পড়ে গেলো।। ১৪ ।। হাত-কাটা দূষণ বিশীর্ণ, উৎপাটিত দন্ত, বিশাল, মনস্বী হস্তীর মতো মাটিতে গেলো

করাভ্যাঞ্চ বিকীর্ণাভ্যাং পপাত ভুবি দূষণঃ। বিষাণাভ্যাং বিশীর্ণাভ্যাং মনস্বীব মহাগজঃ।। ১৫
দৃষ্ট্বা তং পতিতং ভূমৌ দূষণং নিহতং রণে। সাধু সাধ্বিতি কাকুৎস্থং সর্বভূতান্যপূজয়ন্।। ১৬
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধাস্ত্রয়ঃ সেনাগ্রযায়িনঃ। সংহত্যাভ্যদ্রবন্ রামং মৃত্যুপাশাবপাশিতাঃ।। ১৭
মহাকপালঃ স্থূলাক্ষঃ প্রমাথী চ মহাবলঃ। মহাকপালো বিপুলং শূলমুদ্যম্য রাক্ষসঃ।। ১৮
স্থূলাক্ষঃ পট্টিশং গৃহ্য প্রমাথী চ পরশ্বধম্। দৃষ্ট্বৈবাপততস্তাংস্তু রাঘবঃ সায়কৈঃ শিতৈঃ।। ১৯
তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ প্রতিজগ্রাহ সংপ্রাপ্তানতিথীনিব। মহাকপালস্য শিরশ্চিচ্ছেদ রঘুনন্দনঃ।। ২০
অসংখ্যেয়ৈস্তু বাণৌঘৈঃ প্রমমাথ প্রমাথিনম্। স্থূলাক্ষস্যাক্ষিণী স্থূলে পূরয়ামাস সায়কৈঃ।। ২১
স পপাত হতো ভূমৌ বিটপীব মহাদ্রুমঃ। দূষণস্যানুগান্ পঞ্চসাহস্রান্ কুপিতঃ ক্ষণাৎ।। ২২
হত্বা তু পঞ্চসাহস্রৈরনয়দ্ যমসাদনম্। দূষণং নিহতং শ্রুত্বা তস্য চৈব পদানুগান্।। ২৩
ব্যাদিদেশ খরঃ ক্রুদ্ধঃ সেনাধ্যক্ষান্মহাবলান্। অয়ং বিনিহতঃ সংখ্যে দূষণঃ সপদানুগঃ।। ২৪
মহত্যা সেনয়া সার্ধং যুদ্ধা রামং কুমানুষম্। শস্ত্রৈর্নানাবিধাকারৈর্হনধ্বং সর্বরাক্ষসাঃ।। ২৫
এবমুক্ত্বা খরঃ ক্রুদ্ধো রামমেবাভিদুদ্রুবে। শ্যেনগামী পৃথুগ্রীবো যজ্ঞশত্রুর্বিহঙ্গমঃ।। ২৬
দুর্জয়ঃ করবীরাক্ষঃ পরুষঃ কালকার্মুকঃ। হেমমালী মহামালী সর্পাস্যো রুধিরাশনঃ।। ২৭
দ্বাদশৈতে মহাবীর্যা বলাধ্যক্ষাঃ সসৈনিকাঃ। রামমেবাভ্যধাবন্ত বিসৃজন্তঃ শরোত্তমান্।। ২৮
ততঃ পাবকসঙ্কাশৈর্হেম-বজ্রবিভূষিতৈঃ। জঘান শেষং তেজস্বী তস্য সৈন্যস্য সায়কৈঃ।। ২৯
তে রুক্মপুঙ্খা বিশিখাঃ সধূমা ইব পাবকাঃ। নিজঘ্নুস্তানি রক্ষাংসি বজ্রা ইব মহাদ্রুমান্।। ৩০
রক্ষসাং তু শতং রামঃ শতেনৈকেন কর্ণিনা। সহস্রং তু সহস্রেণ জঘান রণমূর্ধনি।। ৩১

পড়ে।। ১৫ ।। যুদ্ধে নিহত হয়ে দূষণকে ভূমিতে পড়ে যেতে দেখে সকল প্রাণী "বেশ, বেশ" বলে রামকে প্রশংসা করতে লাগলো।। ১৬ ।। এই অবসরে সৈন্যবাহিনীর সামনের তিনজন অগ্রনায়ক ক্রুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়ে সম্মিলিতভাবে ধাবিত হলো রামের দিকে।। ১৭ ।। তারা তিনজন হলো মহাকপাল, স্থূলাক্ষ এবং মহাবলশালী প্রমাথী। রাক্ষস মহাকপাল এক বিশাল শূল তুলে—।। ১৮ ।। স্থূলাক্ষ পট্টিশ এবং প্রমাথী পরশ্বধ নিয়ে আক্রমণ করতে আসছে দেখামাত্রই রাম তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা তাদের আক্রমণ করলেন।। ১৯ ।। ক্রমাগত অতিথির মতো তাদের অভ্যর্থনা করে রঘুনন্দন রাম ধারালো অগ্রভাগযুক্ত বাণের দ্বারা মহাকপালের মস্তক ছেদন করে ফেললেন।। ২০ ।। অসংখ্য বাণের দ্বারা প্রমাথীকে নিহত করে তিনি বাণসমূহের দ্বারা স্থূলাক্ষের শূল চোখ দু'টি পূর্ণ করে দিলেন।। ২১ ।। সেও বহুশাখাসমন্বিত বিরাট গাছের মতো ভূতলে পতিত হলো। রাম তারপর রেগে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই পাঁচ হাজার বাণের দ্বারা দূষণের অনুগামী পাঁচহাজার রাক্ষসকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিলেন।। ২২১/২ ।। দূষণ নিহত হয়েছে শুনে ক্রুদ্ধ খর তার মহাবলশালী সেনাপতিদের আদেশ দিলো, দূষণ অনুগামীদের নিয়ে যুদ্ধে নিহত হয়েছে।। ২২১/২-২৪।। তোমরা রাক্ষসেরা সকলে বড়ো সেনাবাহিনী নিয়ে দুর্জন রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে নানাবিধ অস্ত্রের দ্বারা তাকে হত্যা করো।। ২৫ ।। এইরকম বলে ক্রুদ্ধ খর রামের দিকে ছুটে গেলো। শ্যেনগামী, পৃথুগ্রীব, যজ্ঞশত্রু, বিহঙ্গম....।। ২৬ ।। দুর্জয়, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকার্মুক, হেমমালী, মহামালী, সর্পাস্য ও রুধিরাশন...।। ২৭ ।। এই বারো জন মহাবলশালী সেনাপতি উত্তম-বাণ নিক্ষেপ করতে করতে রামের দিকে ধাবিত হলো।। ২৮ ।। তেজস্বী রাম তখন আগুনের মতো সোনার বজ্রভূষিত সায়কের দ্বারা অবশিষ্ট সৈন্যদের হত্যা করলেন।। ২৯ ।। বজ্র যেমন বিরাট গাছকে ধ্বংস করে, তেমনি স্বর্ণপুঙ্খ, সধূম অগ্নির মতো বাণগুলি রাক্ষসদের করলো ধ্বংস।। ৩০ ।। রাম রণক্ষেত্রে এক'শ কর্ণি নামক অস্ত্রের দ্বারা এক'শ রাক্ষসকে আর এক হাজার বাণের দ্বারা আরো এক হাজার রাক্ষসকে হত্যা করলেন।। ৩১ ।। রাক্ষসদের বর্ম, আভরণ, শরাসন সবই রামের বাণে ছিন্নভিন্ন। রক্তরঞ্জিত দেহে তারা মাটিতে লুটিয়ে

তৈর্ভিন্নবর্মাভরণাশ্ছিন্নভিন্নশরাসনাঃ। নিপেতুঃ শোণিতাদিগ্ধা ধরণ্যাং রজনীচরাঃ।। ৩২
তৈর্মুক্তকেশৈঃ সমরে পতিতৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ। বিস্তীর্ণা বসুধা কৃৎস্না মহাবেদিঃ কুশৈরিব।। ৩৩
তৎক্ষণে তু মহাঘোরং বনং নিহতরাক্ষসম্। বভূব নিরয়প্রখ্যং মাংস-শোণিতকর্দমম্।। ৩৪
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্। হতান্যেকেন রামেণ মানুষেণ পদাতিনা।। ৩৫
তস্য সৈন্যস্য সর্বস্য খরঃ শেষো মহারথঃ। রাক্ষসস্ত্রিশিরাশ্চৈব রামশ্চ রিপুসূদনঃ।। ৩৬
শেষা হতা মহাবীর্যা রাক্ষসা রণমূর্ধনি। ঘোরা দুর্বিষহাঃ সর্বে লক্ষ্মণস্যাগ্রজেন তে।। ৩৭
ততস্তু তদ্ভীমবলং মহাহবে সমীক্ষ্য ধর্মেণ হতং বলীয়সা।
রথেন রামং মহতা খরস্ততঃ সমাসসাদেন্দ্র ইবোদ্যতাশনিঃ।। ৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষড়্‌বিংশঃ সর্গঃ।

পড়লো।।৩২।। মুক্তকেশে এবং রক্তাক্ত শরীরে রাক্ষসেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হওয়ায় মনে হচ্ছিলো ভূতলে যেন যজ্ঞবেদিকে কুশের দ্বারা আস্তীর্ণ করা হয়েছে।। ৩৩ ।। রাক্ষসেরা নিহত হওয়ায় তাদের মাংস এবং রক্তের কাদায় সেই ভীষণ বন নরকের মতো হয়ে গেলো।। ৩৪ ।। চৌদ্দহাজার ভীমকর্মা রাক্ষসদের অনেকেই পদাতি মানুষ রামের দ্বারা নিহত হলো।।৩৫ ।। সৈন্যদের মধ্যে মহারথ খর এবং রাক্ষস ত্রিশিরা শুধু বেঁচে রৈলো। আর রইলেন শত্রুনাশক রাম।। ৩৬ ।। রণক্ষেত্রে আর যে সব মহাবীর, ভীষণ, দুর্বিষহ রাক্ষসেরা অবশিষ্ট ছিলো তারাও লক্ষ্মণের দাদা রামের দ্বারা নিহত হলো।। ৩৭ ।। মহাযুদ্ধে ধর্মমূর্তি বলশালী রামের দ্বারা সেই ভয়ঙ্কর সেনাদের নিহত হতে দেখে খর বিশাল রথে চড়ে বজ্র নিক্ষেপে উদ্যত ইন্দ্রের মতো রামের কাছে উপস্থিত হলো।। ৩৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ষড়বিংশ (২৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ।।

ত্রিশিরোরাক্ষসস্য বধঃ।

খরং তু রামাভিমুখং প্রয়ান্তং বাহিনীপতিঃ। রাক্ষসস্ত্রিশিরা নাম সন্নিপত্যেদমব্রবীৎ।। ১
মাং নিয়োজয় বিক্রান্তং ত্বং নিবর্তস্ব সাহসাৎ। পশ্য রামং মহাবাহুং সংযুগে বিনিপাতিতম্।। ২
প্রতিজানামি তে সত্যমায়ুধং চাহমালভে। যথা রামং বধিষ্যামি বধার্হং সর্বরক্ষসাম্।। ৩
অহং বাস্য রণে মৃত্যুরেষ বা সমরে মম। বিনিবর্ত্য রণোৎসাহং মুহূর্তং প্রাশ্নিকো ভব।। ৪
প্রহৃষ্টো বা হতে রামে জনস্থানং প্রযাস্যসি। ময়ি বা নিহতে রামং সংযুগায় প্রযাস্যসি।। ৫

সপ্তবিংশ (২৭) সর্গ

ত্রিশিরা রাক্ষসের বধ।

খরকে রামের দিকে যেতে দেখে সেনাপতি ত্রিশিরা নামক রাক্ষস মাঝখানে এসে বললো—।। ১ ।। পরাক্রান্ত আমায় যুদ্ধে নিযুক্ত করো। রামকে আক্রমণের দুঃসাহস থেকে তুমি নিবৃত্ত হও। দেখো, মহাবীর হলেও রাম যুদ্ধে আমার হাতে নিহত হলো বলে।।।২।। এই অস্ত্র ধারণ করে আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে, সকল রাক্ষসের বধ্য রামকে আমি বধ করবো।।৩।। আমিই একে যুদ্ধে মারবোনা কি সে আমাকে মারবে যুদ্ধের এই উৎসাহ ত্যাগ করে মুহূর্তের জন্য সাক্ষী হয়ে দেখো।। ৪ ।। রাম নিহত হলে আনন্দের সঙ্গে তুমি জনস্থানে যাবে। আর আমি নিহত হলে রামের সঙ্গে যুদ্ধে যাবে তুমি।।৫ ।। খর এইভাবে ত্রিশিরা দ্বারা মৃত্যুলোভে প্রসন্ন হয়ে খরকে বললো, যাও, যুদ্ধ করো। খর তখন রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ

খরস্ত্রিশিরসা তেন মৃত্যুলোভাৎ প্রসাদিতঃ। গচ্ছ যুধ্যেত্যনুজ্ঞাতো রাঘবাভিমুখো যযৌ।। ৬
ত্রিশিরাস্তু রথেনৈব বাজিযুক্তেন ভাস্বতা। অভ্যদ্রবদ্ রণে রামং ত্রিশৃঙ্গ ইব পর্বতঃ।। ৭
শরধারাসমূহান্ স মহামেঘ ইবোৎসৃজন্। ব্যসৃজৎ সদৃশং নাদং জলার্দ্রস্যেব দুন্দুভেঃ।। ৮
আগচ্ছন্তং ত্রিশিরসং রাক্ষসং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ। ধনুষা প্রতিজগ্রাহ বিধুন্বন্ সায়কাঙ্ক্ষিতান্।। ৯
স সম্প্রহারস্তুমুলো রামত্রিশিরসোস্তদা। সংবভূবাতিবলিনোঃ সিংহ-কুঞ্জরয়োরিব।। ১০
ততস্ত্রিশিরসা বাণৈর্ললাটে তাডিতস্ত্রিভিঃ। অমর্ষী কুপিতো রামঃ সংবদ্ধ ইদমব্রবীৎ।। ১১
অহো বিক্রমশূরস্য রাক্ষসস্যেদৃশং বলম্। পুষ্পৈরিব শরৈর্যোঽহং ললাটেঽস্মি পরিক্ষতঃ।। ১২
মমাপি প্রতিগৃহ্নীষ্ব শরাংশ্চাপগুণাচ্চ্যুতান্। এবমুক্তস্তু সংবদ্ধঃ শরানাশীবিষোপমান্।। ১৩
ত্রিশিরোরক্ষসি ক্রুদ্ধো নিজঘান চতুর্দশ। চতুর্ভিস্তুরগানস্য শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।। ১৪
ন্যপাতয়ত তেজস্বী চতুরস্তস্য বাজিনঃ। অষ্টভিঃ সায়কৈঃ সূতং রথোপস্থে ন্যাপাতয়ৎ।। ১৫
রামশ্চিচ্ছেদ বাণেন ধ্বজং চাস্য সমুচ্ছ্রিতম্। ততো হতরথাত্তস্মাদুৎপতন্তং নিশাচরম্।। ১৬
চিচ্ছেদ রামস্তং বাণৈর্হৃদয়ে সোঽভবজ্জড়ঃ। সায়কৈশ্চাপ্রমেয়াত্মা সামর্ষাত্তস্য রক্ষসঃ।। ১৭
শিরাংস্যপাতয়ৎ ত্রীণি বেগবদ্ভিস্ত্রিভিঃ শরৈঃ। স ধূমশোণিতোদ্‌গারী রামবাণাভিপীড়িতঃ।। ১৮
ন্যপতৎ পতিতৈঃ পূর্বং সমরস্থো নিশাচরঃ। হতশেষাস্ততো ভগ্না রাক্ষসাঃ খরসংশ্রয়াঃ।। ১৯
দ্রবন্তি স্ম ন তিষ্ঠন্তি ব্যাঘ্রত্রস্তা মৃগা ইব। তান্ খরো দ্রবতো দৃষ্ট্বা নিবর্ত্য রুষিতস্ত্বরন্।
রামমেবাভিদুদ্রাব রাহুশ্চন্দ্রমসং যথা।। ২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

করলো।। ৬ ।। রাক্ষস ত্রিশিরাও তখন উজ্জ্বল অশ্বযুক্ত রথে তিনটি শৃঙ্গবিশিষ্ট পর্বতের মতো রামের দিকে ধাবিত হলো।। ৭ ।। মহামেঘের মতো সে শরধারা বর্ষণ করতে লাগলো এবং গর্জন শুরু করলো। তার গর্জন শোনালো জলে ভেজা দুন্দুভির মতো ফ্যাঁসফ্যাঁসে।। ৮ ।। রাম ত্রিশিরা রাক্ষসকে আসতে দেখে বাঞ্ছিত সায়ক আস্ফালন করে ধনুর দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করলেন।। ৯ ।। রাম ও ত্রিশিরার তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। যেন, অত্যন্ত শক্তিশালী সিংহ এবং হস্তীর মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে।। ১০ ।। তারপর ত্রিশিরার নিক্ষিপ্ত তিনটি বাণে ললাটে আহত হয়ে রাম ধৈর্য ত্যাগ করে রেগে বললেন—।। ১১ ।। বাঃ, বিক্রমী এই রাক্ষসের এইমাত্র শক্তি! আমার ললাটে শরের আঘাত ফুলের আঘাতের মতোই মনে হচ্ছে।। ১২ ।। আমারো গুণযুক্ত বাণ এবার তুমি গ্রহণ করো তো দেখি! এই বলেই বিষধর সাপের মতো বাণগুলি তিনি নিক্ষেপ করলেন।। ১৩।। ক্রুদ্ধ রাম ত্রিশিরার বক্ষে চৌদ্দটি বাণ নিক্ষেপ করলেন। চারটি নতপর্ব বাণে তার অশ্বগুলিকে পতিত করলেন, আর আটটি বাণের আঘাতে সারথিকে করলেন রথের ওপরেই নিপাতিত।। ১৪-১৫ ।। যে পতাকা উড়ছিলো রাম একটি বাণ দিয়ে সেটিকে ছিন্ন করলেন। ফলে সেই ভাঙা রথ থেকে রাক্ষস যখন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এলো...।। ১৬ ।। রাম বাণের দ্বারা তার বুক বিদীর্ণ করে দিলেন। ফলে সে জড় হয়ে গেলো। তখন অপ্রমেয়াত্মা রাম রেগে বাণের দ্বারা সেই রাক্ষসের...।। ১৭ ।। মস্তক তিনটি ছেদন করে ফেললেন। তিনটি বেগবান শর তিনি এই কার্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। রামের বাণে তীব্রভাবে পীড়িত হয়ে সে ধূম এবং রক্ত উদ্‌গীরণ করছিলো।। ১৮ ।। এইভাবে এই রাক্ষস যুদ্ধের প্রথমেই পড়ে গেলো। তারপর খরের আশ্রিত অবশিষ্ট বিপর্যস্ত রাক্ষসেরা...।। ১৯ ।। পালিয়ে গেলো। বাঘের ভয়ে হরিণেরা যেমন থাকতে পারে না, সেইরকমের অবস্থা হলো। খর তাদের পালিয়ে যেতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে রাহু যেমন চন্দ্রকে গ্রাস করতে যায় তেমনি রামের দিকে ধাবিত হলো।। ২০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের সপ্তবিংশ (২৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ।।

খরেণ সহ রামস্য তুমুলঃ সংগ্রামঃ।

নিহতং দূষণং দৃষ্টা রণে ত্রিশিরসা সহ। খরস্যাপ্যভবৎ ত্রাসো দৃষ্টা রামস্য বিক্রমম্।। ১
স দৃষ্টা রাক্ষসং সৈন্যমবিষহ্যং মহাবলম্। হতমেকেন রামেণ দূষণস্ত্রিশিরা অপি।। ২
তদ্বলং হতভূয়িষ্ঠং বিমনাঃ প্রেক্ষ্য রাক্ষসঃ। আসসাদ খরো রামং নমুচির্বাসবং যথা।। ৩
বিকৃষ্য বলবচ্চাপং নারাচান্ রক্তভোজনান্। খরশ্চিক্ষেপ রামায় ক্রুদ্ধানাশীবিষানিব।। ৪
জ্যাং বিধূন্বন্ সুবহুশঃ শিক্ষয়াস্ত্রাণি দর্শয়ন্। চচার সমরে মার্গান্ শরৈরথ গতঃ খরঃ।। ৫
স সর্বাশ্চ দিশো বাণৈঃ প্রদিশশ্চ মহারথঃ। পূরয়ামাস তং দৃষ্টা রামোঽপি সুমহদ্ধনুঃ।। ৬
স সায়কৈর্দুর্বিষহৈর্বিস্ফুলিঙ্গৈরিবাগ্নিভিঃ। নভশ্চকারাবিবরং পর্জন্য ইব বৃষ্টিভিঃ।। ৭
তদ্বভূব শিতৈর্বাণৈঃ খর-রামবিসর্জিতৈঃ। পর্যাকাশমনাকাশং সর্বতঃ শরসঙ্কুলম্।। ৮
শরজালাবৃতঃ সূর্যো ন তদা স্ম প্রকাশতে। অন্যোন্যবধসংরম্ভাদুভয়োঃ সম্প্রযুধ্যতোঃ।। ৯
ততো নালীক-নারাচৈস্তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চ বিকর্ণিভিঃ। আজঘান রণে রামং তোত্রৈরিব মহাদ্বিপম্।। ১০
তং রথস্থং ধনুষ্পাণিং রাক্ষসং পর্যবস্থিতম্। দদৃশুঃ সর্বভূতানি পাশহস্তমিবান্তকম্।। ১১
হন্তারং সর্বসৈন্যস্য পৌরুষে পর্যবস্থিতম্। পরিশ্রান্তং মহাসত্ত্বং মেনে রামং খরস্তদা।। ১২
তং সিংহমিব বিক্রান্তং সিংহবিক্রান্তগামিনম্। দৃষ্টা নোদ্বিজতে রামঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা।। ১৩
ততঃ সূর্যনিকাশেন রথেন মহতা খরঃ। আসসাদাথ তং রামং পতঙ্গ ইব পাবকম্।। ১৪

অষ্টাবিংশ (২৮) সর্গ

খরের সঙ্গে রামের তুমুল যুদ্ধ।

যুদ্ধে ত্রিশিরা রাক্ষসের সঙ্গে দূষণকেও নিহত দেখে রামের বিক্রম অনুভব করে খর ভয় পেয়ে গেলো।।১।। সে দেখলো, মহাশক্তিশালী অপরাজেয় রাক্ষসসৈন্যকে একা রাম ধ্বংস করেছেন। দূষণ এবং ত্রিশিরাকেও হত্যা করেছেন।। ২ ।। রাক্ষস দেখলো, সৈন্যদের বেশির ভাগই হত। দেখে তার মন খারাপ হয়ে গেলো। নমুচি দৈত্য যেমন ইন্দ্রের কাছে গিয়েছিলো তেমনি খরও রামের কাছে আক্রমণের জন্য গেলো।। ৩ ।। জোরে ধনু আকর্ষণ করে ক্রুদ্ধ সর্পের মতো রক্তভোজী বহু বাণ খর রামের প্রতি নিক্ষেপ করলো।। ৪ ।। খর ধনু আস্ফালন করে বহু বাণ নিক্ষেপ করে নানাভাবে অস্ত্রশিক্ষার নৈপুণ্য-প্রদর্শন করে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করতে থাকলো।। ৫ ।। সেই মহারথ বাণের দ্বারা দিগ্‌বিদিক আচ্ছন্ন করে ফেললো। তাকে দেখে রাম ও বিশাল ধনুগ্রহণ করলেন।।৬।। ইন্দ্র যেমন বৃষ্টির ধারায় সারা আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেন তেমনি রামও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো অসহ্য অসংখ্য বাণের দ্বারা আকাশকে সমাচ্ছন্ন করে ফেললেন।। ৭ ।। খর এবং রামের ছোঁড়া বাণরাশিতে আকাশের সবদিক আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ায় শরসঙ্কুল আকাশকে আর আকাশ বলেই মনে হচ্ছিলো না।। ৮ ।। শরজালে আবৃত হওয়ায় তখন সূর্যকে আর দেখা যাচ্ছিলো না। একে অপরকে বধের জন্য উভয়ের যুদ্ধের ফলে এই অবস্থা।। ৯ ।। অঙ্কুশের দ্বারা বিরাট হস্তীকে যেমন আঘাত করা হয় খর তেমনি নালীক, নারাচ এবং ধারলো অগ্রসমেত বিকর্ণির দ্বারা রামকে আঘাত করতে লাগলো।। ১০ ।। পাশহস্ত যমের মতো রথে ধনু ধারণ করে উপবিষ্ট খরকে সকল প্রাণী তখন দেখলো।। ১১ ।। বীর্যবত্তার দ্বারা যিনি সকল সৈন্যকে হত্যা করেছেন সেই মহাবীর রামকে খর পরিশ্রান্ত বলে মনে করলো।। ১২ ।। খর সিংহের মতো বিক্রমসহকারে বিচরণ করতে লাগলেও ক্ষুদ্রমৃগকে দেখে সিংহ যেমন উদ্‌বিগ্ন হয় না, রামও বিক্রমী খরকে দেখে উদ্‌বিগ্ন হলেন না।। ১৩ ।। খর সূর্যের মতো উজ্জ্বল বিশাল রথে চড়ে পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে ছুটে যায় তেমনি রামের দিকে ছুটে গেলো।। ১৪ ।। খর নিজের হাতের ক্ষিপ্রতা

ততোঽস্য সশরং চাপং মুষ্টিদেশে মহাত্মনঃ। খরশ্চিচ্ছেদ রামস্য দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্।। ১৫
স পুনস্ত্বপরান্ সপ্তশরানাদায় মর্মণি। নিজঘান রণে ক্রুদ্ধঃ শক্রাশনিসমপ্রভান্।। ১৬
ততঃ শরসহস্রেণ রামমপ্রতিমৌজসম্। অর্দয়িত্বা মহানাদং ননাদ সমরে খরঃ।। ১৭
ততস্তৎপ্রহৃতং বাণৈঃ খরমুক্তৈঃ সুপর্বভিঃ। পপাত কবচং ভূমৌ রামস্যাদিত্যবর্চসম্।। ১৮
স শরৈরর্পিতঃ ক্রুদ্ধঃ সর্বগাত্রেষু রাঘবঃ। ররাজ সমরে রামো বিধূমোঽগ্নিরিব জ্বলন্।। ১৯
ততো গম্ভীরনির্হ্রাদং রামঃ শত্রুনিবর্হণঃ। চকারান্তায় স রিপোঃ সজ্যমন্যন্মহদ্ধনুঃ।। ২০
সুমহদ্ বৈষ্ণবং যত্তদতিসৃষ্টং মহর্ষিণা। বরং তদ্ধনুরুদ্যম্য খরং সমভিধাবতঃ।। ২১
ততঃ কনকপুঙ্খৈস্তু শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ। চিচ্ছেদ রামঃ সংক্রুদ্ধঃ খরস্য সমরে ধ্বজম্।। ২২
স দর্শনীয়ো বহুধা বিচ্ছিন্নঃ কাঞ্চনো ধ্বজঃ। জগাম ধরণীং সূর্যো দেবতানামিবাজ্ঞয়া।। ২৩
তং চতুর্ভিঃ খরঃ ক্রুদ্ধো রামং গাত্রেষু মার্গণৈঃ। বিব্যাধ হৃদি মর্মজ্ঞো মাতঙ্গমিব তোমরৈঃ।। ২৪
স রামো বহুভির্বাণৈঃ খরকার্মুকনিঃসৃতৈঃ। বিদ্ধো রুধিরসিক্তাঙ্গো বভূব রুষিতো ভৃশম্।। ২৫
স ধনুর্ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ সংগৃহ্য পরমাহবে। মুমোচ পরমেষ্বাসঃ ষট্ শরানভিলক্ষিতান্।। ২৬
শিরস্যেকেন বাণেন দ্বাভ্যাং বাহ্বোরথার্পয়ৎ। ত্রিভিশ্চন্দ্রার্ধবক্ত্রৈশ্চ বক্ষস্যভিজঘান হ।। ২৭
ততঃ পশ্চান্মহাতেজা নারাচান্ ভাস্করোপমান্। জঘান রাক্ষসং ক্রুদ্ধস্ত্রয়োদশ শিলাশিতান্।। ২৮
রথস্য যুগমেকেন চতুর্ভিঃ শবলান্ হয়ান্। ষষ্ঠেন চ শিরঃ সংখ্যে চিচ্ছেদ খরসারথেঃ।। ২৯
ত্রিভিস্ত্রিবেণূন্‌বলবান্ দ্বাভ্যামক্ষং মহাবলঃ। দ্বাদশেন তু বাণেন খরস্য সশরং ধনুঃ।। ৩০
ছিত্বা বজ্রনিকাশেন রাঘবঃ প্রহসন্নিব। ত্রয়োদশেনেন্দ্রসমো বিভেদ সমরে খরম্।। ৩১

দেখিয়ে মহাত্মা রামের ধনুর্বাণ ধারণ করার মুষ্টিদেশে বাণ দিয়ে আঘাত করলো।। ১৫ ।। সে আরো করলো কি, যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রের বজ্রের মতো সাতটি শর নিয়ে তাঁর মর্মস্থানে আঘাত করলো।। ১৬ ।। খর এবার অতুলনীয় তেজঃসম্পন্ন রামকে হাজার বাণের দ্বারা আঘাত করে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ গর্জন করে উঠলো।।১৭।। ভালো পর্বযুক্ত বাণ নিক্ষেপ করে রামের সূর্যের মতো ভাস্বর কবচ ছিন্ন করে খর মাটিতে ফেলে দিলো।। ১৮ ।। সারা শরীরে বাণবিদ্ধ হয়ে রঘুবংশধর রাম যুদ্ধক্ষেত্রে ধূমহীন অগ্নির মতো জ্বলে উঠলেন।। ১৯ ।। শত্রুবিনাশী রাম শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য গম্ভীর টঙ্কারকারী বিরাট ধনুতে জ্যা-আরোপ করলেন।। ২০ ।। তিনি মহর্ষি অগস্ত্যদত্ত সেই সুবিশাল বৈষ্ণব ধনু তুলে ধরে খরের দিকে ছুটে গেলেন।।২১ ।। অনন্তর রাম অত্যন্ত নতপর্ব স্বর্ণপুঙ্খ বাণরাশির দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে খরের পতাকাটি ছেদন করে দিলেন।।২২ ।। সুন্দর সেই সোনার পতাকাটি টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। যেন দেবগণের নির্দেশে সূর্য মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে।।২৩ ।। মর্মজ্ঞ মাহুত যেমন অঙ্কুশ দিয়ে হস্তীকে আঘাত করে তেমনি ক্রুদ্ধ খর রামের হৃদয়ে এবং মর্মস্থানসমূহে চারটি বাণের দ্বারা আঘাত করলো।।২৪ ।। রাম খরের ধনু থেকে নিক্ষিপ্ত বহু বাণের দ্বারা বিদ্ধ হয়ে সর্বাঙ্গে রক্তসিক্ত হয়ে অত্যন্ত রুষ্ট হলেন।।২৫ ।। ধনুর্ধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাধনুর্ধর রাম এই ভীষণ যুদ্ধে খরকে লক্ষ্য করে ছয়টি শর নিক্ষেপ করলেন।। ২৬ ।। তিনি একটি বাণ দিয়ে মাথায়, দু'টি দিয়ে বাহু এবং অর্ধচন্দ্রের মতো তিনটি বাণ দিয়ে তার বুকে আঘাত করলেন।। ২৭ ।। তারপর মহাতেজস্বী রাম ক্রুদ্ধ হয়ে পাথরে ধার দেওয়া সূর্যের মতো ভাস্বর এবং তীব্র তেরটি বাণ রাক্ষসের প্রতি নিক্ষেপ করলেন।। ২৮ ।। তিনি একটি বাণে রথের জোয়াল, চারটিতে বহুবর্ণের অশ্ব এবং ষষ্ঠবাণে যুদ্ধে খরের সারথির মস্তক ছেদন করে ফেললেন।। ২৯ ।। মহাবীর, মহাবলশালী রাম তিনটি বাণে বাঁশের তিনটি খুঁটি, দুই বাণে রথের চাকা আর দ্বাদশ বাণে খরের বাণসমেত ধনুকে ছেদন করে দিলেন।। ৩০ ।। তারপর বজ্রের মতো আরেক বাণের দ্বারা ইন্দ্রসম রাম যেন হাসতে হাসতে যুদ্ধে খরকে বিদ্ধ করলেন।। ৩১।। ধনু একেবারে ভেঙে গেছে। রথও বিনষ্ট। অশ্বগুলি হত। সারথিও নিহত। এই অবস্থায়

প্রভগ্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ। গদাপাণিরবপ্লুত্য তস্থৌ ভূমৌ খরস্তদা।। ৩২
তৎকর্ম রামস্য মহারথস্য সমেত্য দেবাশ্চ মহর্ষয়শ্চ।
অপূজয়ন্ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রহৃষ্টাস্তদা বিমানাগ্রগতাঃ সমেতাঃ।। ৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

কাদা হাতে খর লাফিয়ে নেমে এসে ভূতলে অবস্থান করলো।।৩২।। সমবেত দেবতা এবং মহর্ষিরা মহারথ রামের এই কর্ম দেখে বিমানের পুরোভাগে অবস্থান করে অত্যন্ত আনন্দে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে তাঁকে অর্চনা করলেন।। ৩৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের অষ্টাবিংশ (২৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

কঠোরভাষয়া শ্রীরাম-খরয়োরুক্তরং প্রত্যুত্তরঞ্চ, শ্রীরামেণ খরনিক্ষিপ্তায়া মহাগদায়া খণ্ডনম্।

খরং তু বিরথং রামো গদাপাণিমবস্থিতম্। মৃদুপূর্বং মহাতেজাঃ পরুষং বাক্যমব্রবীৎ।। ১
গজাশ্ব-রথসংবাধে বলে মহতি তিষ্ঠতা। কৃতং তে দারুণং কর্ম সর্বলোকজুগুপ্সিতম্।। ২
উদ্বেজনীয়ো ভূতানাং নৃশংসঃ পাপকর্মকৃৎ। ত্রয়াণামপি লোকানামীশ্বরোঽপি ন তিষ্ঠতি।। ৩
কর্ম লোকবিরুদ্ধং তু কুর্বাণং ক্ষণদাচর। তীক্ষ্ণং সর্বজনো হন্তি সর্পং দুষ্টমিবাগতম্।। ৪
লোভাৎ পাপানি কুর্বাণঃ কামাদ্বা যো ন বুধ্যতে। হৃষ্টঃ পশ্যতি তস্যান্তং ব্রাহ্মণী করকাদিব।। ৫
বসতো দণ্ডকারণ্যে তাপসান্ ধর্মচারিণঃ। কিন্নু হত্বা মহাভাগান্ ফলং প্রাপ্স্যসি রাক্ষস।। ৬
ন চিরং পাপকর্মাণঃ ক্রূরা লোকজুগুপ্সিতাঃ। ঐশ্বর্যং প্রাপ্য তিষ্ঠন্তি শীর্ণমূলা ইব দ্রুমাঃ।। ৭
অবশ্যং লভতে কর্তা ফলং পাপস্য কর্মণঃ। ঘোরং পর্যাগতে কালে দ্রুমঃ পুষ্পমিবার্তবম্।। ৮
ন চিরাৎ প্রাপ্যতে লোকে পাপানাং কর্মণাং ফলম্। সবিষাণামিবান্নানাং ভুক্তানাং ক্ষণদাচর।। ৯
পাপমাচরতাং ঘোরং লোকস্যাপ্রিয়মিচ্ছতাম্। অহমাসাদিতো রাজ্ঞা প্রাণান্ হন্তুং নিশাচর।। ১০

ঊনত্রিংশ (২৯) সর্গ

কঠোরভাষায় শ্রীরাম এবং খরের উক্তি-প্রত্যুক্তি। শ্রীরাম দ্বারা খর নিক্ষিপ্ত মহাগদার খণ্ডন।

রথচ্যুত খর গদা হাতে ভূতলে দাঁড়িয়ে। মহাতেজস্বী রাম প্রথমে মৃদু পরে কঠোরবাক্যে তাকে বললেন—।।১।। হস্তী, অশ্ব, রথসমন্বিত বিরাট সৈন্যবাহিনীর মধ্যে থেকে তুমি সর্বলোক নিন্দনীয় ভয়ঙ্কর কাজ করছো।।২।। প্রাণিগণের উদ্‌বেগকারী, নিষ্ঠুর পাপাচারী যদি ত্রিভুবনেরও অধীশ্বর হয়, সে বাঁচাতে পারে না।।৩।। হে রাক্ষস, লোকবিরুদ্ধ কর্ম যে করে, বিষধর দুষ্ট সর্পের মতো তাকে সকল লোক মিলিত হয়ে হত্যা করে *(ক্ষণদা—রাত্রি। ক্ষণদাচর—নিশাচর, রাক্ষস)*।। ৪ ।। লোভ বা কামবশতঃ না বুঝে যে পাপকর্ম করে, পাথরের টুকরো খেয়ে ব্রাহ্মণীর যে দুর্দশা হয় তারও হয় সেই অবস্থা। তার ঐ দুর্দশা লোকে খুশী হয়ে দেখে *(করকা—শিলাখণ্ড)*।। ৫ ।। দণ্ডাকরণ্যে বাস করে মহাভাগ তপস্বীরা ধর্মাচরণ করছিলেন। ওরে রাক্ষস, তাদের হত্যা করে, কোন্ ফল তুমি পাবে?।। ৬ ।। পাপাচারী, নিষ্ঠুরব্যক্তিরা লোকের নিন্দাভাজন হয়েই ঐশ্বর্য পেয়েও শীর্ণমূল তরুর মতো স্বল্পকালস্থায়ী হয়েই থাকে।। ৭ ।। যথাকালে গাছ যেমন ঋতুজনিত ফুল পর্যায়ক্রমে পেয়ে থাকে তেমনি পাপকর্তা অবশ্যই পাপের ফলও পেয়ে থাকে।। ৮ ।। ওরে রাক্ষস, জগতে পাপকর্মের ফল পেতে বেশী দেরী হয় না। বিষমিশ্রিত অন্নভোজনের ফল পেতে যেমন বিলম্ব হয় না, তেমনি...।। ৯ ।। ওরে নিশাচর, যারা পাপ আচরণ করে, মানুষের ভীষণ ক্ষতি করে, তাদের প্রাণ বিনাশের জন্যই রাজা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।। ১০ ।। সাপ

অদ্য ভিত্বা ময়া মুক্তাঃ শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ। বিদার্যা পিপতিষ্যন্তি বল্মীকমিব পন্নগাঃ।। ১১
যে ত্বয়া দণ্ডকারণ্যে ভক্ষিতা ধর্মচারিণঃ। তানদ্য নিহতঃ সংখ্যে সসৈন্যোঽনুগমিষ্যসি।। ১২
অদ্য ত্বাং নিহতং বাণৈঃ পশ্যন্তু পরমর্ষয়ঃ। নিরয়স্থং বিমানস্থা যে ত্বয়া নিহতাঃ পুরা।। ১৩
প্রহরস্ব যথাকামং কুরু যত্নং কুলাধম! অদ্য তে পাতয়িষ্যামি শিরস্তালফলং যথা।। ১৪
এবমুক্তস্তু রামেণ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ। প্রত্যুবাচ ততো রামং প্রহসন্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।। ১৫
প্রাকৃতান্ রাক্ষসান্ হত্বা যুদ্ধে দশরথাত্মজ। আত্মনা কথমাত্মানমপ্রশংস্যং প্রশংসসি।। ১৬
বিক্রান্তা বলবন্তো বা যে ভবন্তি নরর্ষভাঃ। কথয়ন্তি ন তে কিঞ্চিত্তেজসা চাতিগর্বিতাঃ।। ১৭
প্রাকৃতাস্ত্বকৃতাত্মানো লোকে ক্ষত্রিয়পাংসনাঃ। নিরর্থকং বিকত্থন্তে যথা রাম বিকত্থসে।। ১৮
কুলং ব্যপদিশন্ বীরঃ সমরে কোঽভিধাস্যতি। মৃত্যুকালে তু সম্প্রাপ্তে স্বয়মপ্রস্তবে স্তবম্।। ১৯
সর্বথা তু লঘুত্বং তে কত্থনেন বিদর্শিতম্। সুবর্ণপ্রতিরূপেণ তপ্তেনেব কুশাগ্নিনা।। ২০
ন তু মামিহ তিষ্ঠন্তং পশ্যসি ত্বং গদাধরম্। ধরাধরমিবাকম্প্যং পর্বতং ধাতুভির্চিতম্।। ২১
পর্যাপ্তোঽহং গদাপাণির্হন্তুং প্রাণান্‌রণে তব। ত্রয়াণামপি লোকানাং পাশহস্ত ইবান্তকঃ।। ২২
কামং বহ্বপি বক্তব্যং ত্বয়ি বক্ষ্যামি ন ত্বহম্। অস্তং প্রাপ্নোতি সবিতা যুদ্ধবিঘ্নস্ততো ভবেৎ।। ২৩
চতুর্দশ সহস্রাণি রাক্ষসানাং হতানি তে। ত্বদ্‌বিনাশাৎ করোম্যদ্য তেষামশ্রুপ্রমার্জনম্।। ২৪
ইত্যুক্ত্বা পরমক্রুদ্ধঃ স গদাং পরমাঙ্গদাম্। খরশ্চিক্ষেপ রামায় প্রদীপ্তামশনিং যথা।। ২৫
খরবাহুপ্রমুক্তা সা প্রদীপ্তা মহতী গদা। ভস্ম বৃক্ষাংশ্চ গুল্মাংশ্চ কৃত্বাঽগাত্তৎসমীপতঃ।। ২৬

যেমন উইয়ের ঢিপি ভেদ করে বেরিয়ে পড়ে, তেমনি আমার স্বর্ণভূষিত বাণগুলো আজ তোমার দেহ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে আসবে।। ১১ ।। দণ্ডকারণ্যে যে ধর্মাচরণকারীদের তুমি খেয়েছিলে, আজ যুদ্ধে নিহত হয়ে সসৈন্যে তুমি তাদের অনুগমন করবে।। ১২ ।। যে পরম ঋষিরা পূর্বে তোমার দ্বারা নিহত হয়েছিলেন, তাঁরা আজ দেখুন তুমি আজ কিভাবে বাণে নিহত হচ্ছো। এবং নরকে গমন করছো।। ১৩ ।। ওরে কুলাধম, ইচ্ছেমতো যত্ন করে আমায় প্রহার করো। আজ আমি তালফলের মতো তোমার মাথাকেও মাটিতে ফেলে দেবো।। ১৪ ।। রাম এইরকম বলার পর ক্রুদ্ধ খর ক্রোধে মূর্ছিত হয়ে চোখ লাল করে হাসতে হাসতে বললো—।। ১৫ ।। ওরে দশরথপুত্র, যুদ্ধে সাধারণ রাক্ষসদের হত্যা করে তুমি প্রশংসার অযোগ্য। তবুও কি করে নিজেকেই নিজে প্রশংসা করছো?।। ১৬ ।। যাঁরা পরাক্রমী এবং বলবান, সেই নরশ্রেষ্ঠেরা সামান্য তেজে অতি-গর্বিত হন না।। ১৭ ।। রাম, তুমি দেখছি অর্থহীন আত্মপ্রশংসা করে বকেই চলেছে, অতি সাধারণ, আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ, অধম ক্ষত্রিয়েরা বকে থাকে।। ১৮ ।। যুদ্ধে কোন বীর নিজের বংশের কথা বলে আত্মপ্রশংসা করে? মরণকালে প্রশংসার অযোগ্য বিষয়ও লোকে প্রশংসা করে থাকে।। ১৯ ।। কুশের আগুনে তপ্ত করলে পেতলের অধমত্ব যেমন প্রকাশিত হয়, তেমনি তোমার কথায় আজ তাই প্রকাশ পেলো।। ২০ ।। আমি গদাধারণ করে এখানে দাঁড়ানোয়, আমাকে বিবিধ ধাতু-সমন্বিত নিষ্কম্প কুলাচলপর্বতের মতো দেখতে পাচ্ছো না?।।২১ ।। গদা হাতে নিয়ে যুদ্ধে যখন আমি পাশহস্ত যমের মতো দাঁড়াই তখন তোমার, এমন কি ত্রিলোকের সবারই প্রাণবিনাশে আমি সক্ষম।। ২২ ।। যদিও তোমাকে আমার অনেককিছু বলার আছে, তবুও আর বলবো না। কারণ, সূর্য পাটে বসছে। তাতে যুদ্ধের বিঘ্ন হবে (প্রাচীনভারতে সূর্যাস্তের পর যুদ্ধ করা যেতো না। যুদ্ধে পক্ষ-প্রতিপক্ষের শক্তিপরীক্ষা হবে। কিন্তু গণজীবন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা দেখা হতো)।। ২৩ ।। চৌদ্দহাজার রাক্ষসকে তুমি হত্যা করেছো। তোমাকে হত্যা করে তাদের আত্মীয়দের চোখের জল আমি মুছিয়ে দেবো।। ২৪ ।। এই বলে খর অত্যন্ত ক্রোধে বজ্রের মতো সমুজ্জ্বল উত্তম বলয়ভূষিত গদা রামের প্রতি নিক্ষেপ করলো।। ২৫ ।। খরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত উজ্জ্বল সেই বিরাট গদা তরুরাজি এবং গুল্মসমূহকে ভস্ম করে তাঁর দিকে ছুটে চললো।। ২৬ ।। মৃত্যু-পাশের মতো সেই

তামাপতন্তীং মহতীং মৃত্যুপাশোপমাং গদাম্। অন্তরিক্ষগতাং রামশ্চিচ্ছেদ বহুধা শরৈঃ।। ২৭
সা বিশীর্ণা শরৈর্ভিন্না পপাত ধরণীতলে। গদা মন্ত্রৌষধিবলৈর্বালীব বিনিপাতিতা।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ।

বিশাল গদাকে আকাশপথে আসতে দেখে রাম বহু বাণের দ্বারা তাকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন।।২৭।। মন্ত্র এবং ওষধির প্রভাবে বিষাক্ত সর্পিণী যেমন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তেমনিই রামের বাণে বিদীর্ণ ও জীর্ণ হয়ে সেই গদা ভূতলে পড়ে গেলো।। ২৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ঊনত্রিংশ (২৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামং প্রতি খরস্য ব্যঙ্গোক্তিঃ, রামং প্রতি সালবৃক্ষনিক্ষেপ, তেন তচ্ছেদনম্, রামবাণেন খরস্য পতনং মৃত্যুশ্চ, দেবৈর্মহর্ষিভিশ্চ শ্রীরামস্য সভাজনম্।

ভিত্ত্বা তু তাং গদাং বাণৈ রাঘবো ধর্মবৎসলঃ। স্ময়মান ইদং বাক্যং সংরব্ধমিদমব্রবীৎ।। ১
এতত্তে বলসর্বস্বং দর্শিতং রাক্ষসাধম! শক্তিহীনতরো মত্তো বৃথা ত্বমুপগর্জসি।। ২
এষা বাণবিনির্ভিন্না গদা ভূমিতলং গতা। অভিধানপ্রগল্‌ভস্য তব প্রত্যয়ঘাতিনী।। ৩
যত্ত্বয়োক্তং বিনষ্টানামিদমশ্রুপ্রমার্জনম্। রাক্ষসানাং করোমীতি মিথ্যা তদপি তে বচঃ।। ৪
নীচস্য ক্ষুদ্রশীলস্য মিথ্যাবৃত্তস্য রক্ষসঃ। প্রাণানপহরিষ্যামি গরুত্মানমৃতং যথা।। ৫
অদ্য তে ভিন্নকণ্ঠস্য ফেনবুদ্‌বুদভূষিতম্। বিদারিতস্য মদ্বাণৈর্মহী পাস্যতি শোণিতম্।। ৬
পাংসুরূষিতসর্বাঙ্গঃ স্রস্ত-ন্যস্তভুজদ্বয়ঃ। স্বপ্স্যসে গাং সমাশ্লিষ্য দুর্লভাং প্রমদামিব।। ৭
প্রবৃদ্ধনিদ্রে শয়িতে ত্বয়ি রাক্ষসপাংসনে। ভবিষ্যন্তি শরণ্যানাং শরণ্যা দণ্ডকা ইমে।। ৮
জনস্থানে হতস্থানে তব রাক্ষস মচ্ছরৈঃ। নির্ভয়া বিচরিষ্যন্তি সর্বতো মুনয়ো বনে।। ৯

ত্রিংশ (৩০) সর্গ

শ্রীরামের প্রতি খরের ব্যঙ্গোক্তি। রামের প্রতি সালগাছ নিক্ষেপ। রামের দ্বারা তার ছেদন। রামের বাণে খরের পতন ও মৃত্যু। দেবতা ও মহর্ষিদের দ্বারা রামের সম্বর্ধনা।

ধর্মবৎসল রাম বহু বাণ ছুঁড়ে ঐ গদাকে বিদীর্ণ করে একটু হেসে ক্রোধের সঙ্গে বললেন—*(স্ময়মান—ঈষৎ হেসে। সংরব্ধম—ক্রোধে)*।। ১ ।। ওরে রাক্ষসাধম, তোমার সব শক্তি তো দেখা গেলো! আমার চেয়ে তোমার শক্তি তো কম! তবুও বৃথাই গর্জন করছো।। ২ ।। এই তো তোমার গদা আমার বাণে বিদীর্ণ হয়ে মাটিতে গড়াচ্ছে। খুব প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করছিলে! এই বাণ তোমার অভিমান ভেঙে দিয়েছে তো?।।৩ ।। তুমি যে বলেছিলে নিহতদের আত্মীয়দের চোখের জল মুছিয়ে দেবো, তোমার সেই বাক্যও মিথ্যা হয়ে গেলো।। ৪ ।। রাক্ষস, তুমি নীচ। ক্ষুদ্রচরিত্র। এবং মিথ্যাচারী। গরুড় যেমন অমৃতহরণ করেছিলো, তেমনি আমিও তোমার প্রাণ হরণ করবো।। ৫ ।। আজ আমি বাণ মেরে তোমাকে হত্যা করবো। তোমার বিদীর্ণ-কণ্ঠের বুদ্‌বুদ্-সমন্বিত রক্ত যেন ধরিত্রী আজ পান করবে।।৬।। ধূলায় ধূসরিত হবে তোমার সর্বাঙ্গ। বাহু দু'টি শিথিল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। দুর্লভা বরনারীর মতো পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে তুমি শুয়ে পড়বে *(গো—পৃথিবী, গোরু)*।। ৭ ।। রাক্ষসাধম, তুমি মহানিদ্রায় শুয়ে পড়লে এই দণ্ডাকরণ্য আশ্রয়প্রার্থীদের যোগ্য নিরাপদ আশ্রয় হবে।। ৮।। হে রাক্ষস, আমার শরের দ্বারা রাক্ষসেরা নিহত হলে জনস্থানে বনের সর্বত্র মুনিরা নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারবেন।। ৯ ।। ভয়ঙ্করী রাক্ষসীদের আত্মীয়েরা নিহত হলো। তারা আজ

অদ্য বিপ্রসরিষ্যন্তি রাক্ষস্যো হতবান্ধবাঃ। বাষ্পার্দ্রবদনা দীনা ভয়াদন্যভয়াবহাঃ।। ১০
অদ্য শোকরসজ্ঞাস্তা ভবিষ্যন্তি নিরর্থিকাঃ। অনুরূপকুলাঃ পত্ন্যো যাসাং ত্বং পতিরীদৃশঃ।। ১১
নৃশংসশীল ক্ষুদ্রাত্মন্নিত্যং ব্রাহ্মণকণ্টক। ত্বৎকৃতে শঙ্কিতৈরগ্নৌ মুনিভিঃ পাত্যতে হবিঃ।। ১২
তমেবমভিসংরব্ধং ব্রুবাণং রাঘবং বনে। খরো নির্ভৎসয়ামাস রোষাৎ খরতরস্বরঃ।। ১৩
দৃঢ়ং খল্বলিপ্তোঽসি ভয়েষ্বপি চ নির্ভয়ঃ। বাচ্যাবাচ্যং ততো হি ত্বং মৃত্যোর্বশ্যো ন বুধ্যসে।। ১৪
কালপাশপরিক্ষিপ্তা ভবন্তি পুরুষা হি যে। কার্যাকার্যং ন জানন্তি তে নিরস্তষড়িন্দ্রিয়াঃ।। ১৫
এবমুক্ত্বা ততো রামং সংরুধ্য ভ্রুকুটিং ততঃ। স দদর্শ মহাসালমবিদূরে নিশাচরঃ।। ১৬
রণে প্রহরণস্যার্থে সর্বতো হ্যবলোকয়ন্। স তমুৎপাটয়ামাস সংদষ্টদশনচ্ছদম্।। ১৭
তং সমুৎক্ষিপ্য বাহুভ্যাং বিনর্দিত্বা মহাবলঃ। রামমুদ্দিশ্য চিক্ষেপ হতস্ত্বমিতি চাব্রবীৎ।। ১৮
তমাপতন্তং বাণৌঘৈশ্ছিত্ত্বা রামঃ প্রতাপবান্। রোষমাহারয়ত্তীব্রং নিহন্তুং সমরে খরম্।। ১৯
জাতস্বেদস্ততো রামো রোষরক্তান্তলোচনঃ। নির্বিভেদ সহস্রেণ বাণানাং সমরে খরম্।। ২০
তস্য বাণান্তরাদ্ রক্তং বহু সুস্রাব ফেনিলম্। গিরেঃ প্রস্রবণেস্যেব ধারাণাঞ্চ পরিস্রবঃ।। ২১
বিকলঃ স কৃতো বাণৈঃ খরো রামেণ সংযুগে। মত্তো রুধিরগন্ধেন তমেবাভ্যদ্রবদ্ দ্রুতম্।। ২২
তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং কৃতাস্ত্রো রুধিরাপ্লুতম্। অপাসর্পদ্ দ্বিত্রিপদং কিঞ্চিত্ত্বরিতবিক্রমঃ।। ২৩
ততঃ পাবকসঙ্কাশং বধায় সমরে শরম্। খরস্য রামো জগ্রাহ ব্রহ্মদণ্ডমিবাপরম্।। ২৪

ভয়ে, চোখের জলে, দৈন্যদশায় এখান থেকে পালিয়ে যাবে।। ১০ ।। তুমি যাদের পতি, সেই তোমার কুলজাত পত্নীরা তথা রাক্ষসীরা ব্যর্থ হয়ে শোকের করুণ রস কেমন তা জানতে পারবে। *(রাক্ষসেরাও বংশবিচার করে বিবাহ করতো। রস-বিচারে নবরসের মধ্যে শোকও যে একটি রস তাও সূচিত হলো)*।। ১১ ।। নিষ্ঠুরস্বভাব ক্ষুদ্রচেতা তুমি। ব্রাহ্মণদের শত্রু। তোমারি জন্য মুনিরা ভয়ে অগ্নিতে ঘৃতের আহুতিপ্রদান করেন।। ১২ ।। রাম যখন বনে তাকে এই ভাবে ক্রোধে তিরস্কার করছিলেন, তখন ততোধিক তীক্ষ্ণকণ্ঠে খর রামকে ভর্ৎসনা করলো—।। ১৩ ।। তুমি দেখছি গর্বিত। ভয়ের মধ্যেও নির্ভয়। মৃত্যুর বশীভূত হতে চলেছো! তাই কোনটা বলা উচিত, কোনটা নয়, তা বুঝতে পারছো না।। ১৪ ।। যে মানুষেরা মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তাদের ছয়টি ইন্দ্রিয়ই অকেজো হয়ে পড়ে। ফলে কি করতে হবে আর কি করতে হবে না তা তারা জানে না *(ষড়িন্দ্রিয়—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনকেও একটি ইন্দ্রিয় ধরে ছয় হলো)*।। ১৫ ।। রামকে এইরকম বলে সেই রাক্ষস ভ্রূকুটি করে অনতিদূরে একটি বিরাট সালগাছ দেখতে পেলো।। ১৬ ।। চারদিকে তাকিয়ে যুদ্ধে প্রহারের জন্য ঠোঁট কামড়ে সে সেটিকে উৎপাটিত করে ফেললো *(গভীরে শক্তভাবে প্রোথিত গাছ তুলে আনতে গেলে বলপ্রয়োগের সময় ঠোঁট কামড়ে ধরার অভ্যাস ও ঋষিকবির সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরা পড়েছে)*।। ১৭ ।। সেই মহাশক্তিশালী খর বাহু উৎক্ষিপ্ত করে গর্জন করতে করতে রামের উদ্দেশ্যে ঐ সালবৃক্ষ নিক্ষেপ করে বললো, এইবার তুমি মরে গেলে।। ১৮ ।। সেই পতনোদ্যত সালকে বীর রাম বাণরাশির দ্বারা ছেদন করে যুদ্ধে খরকে হত্যার জন্য ক্রোধ অবলম্বন করলেন।। ১৯ ।। তারপর তিনি রেগে চোখ লাল করে ঘেমে যুদ্ধে খরকে হাজার বাণে বিদীর্ণ করলেন।। ২০ ।। পার্বত্য প্রস্রবণ থেকে ঝরণার অজস্র ধারা যেমন বেরিয়ে আসে তেমনি তার বাণবিদীর্ণ ক্ষত থেকে ফেনাযুক্ত রক্তের ধারা ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে এলো।। ২১ ।। যুদ্ধে রামের বাণে খর বিপর্যস্ত হলো। রক্তের গন্ধে পাগল হয়ে সে দ্রুত রামের দিকে ছুটে গেলো।। ২২ ।। শাস্ত্রনিপুণ রাম দেখলেন রক্তাক্ত, ক্রুদ্ধ খর তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তিনি তখন বিক্রমের সঙ্গে ত্বরিদ্‌গতিতে একটু পিছিয়ে এলেন।। ২৩ ।। রাম যুদ্ধে খরকে হত্যার জন্য দ্বিতীয় ব্রহ্মদণ্ডের মতো আগুনের মতো একটি শরগ্রহণ করলেন।। ২৪ ।। ধীমান ইন্দ্র একসময়ে এই শর রামকে

স তদ্দত্তঃ মঘবতা সুররাজেন ধীমতা। সন্দধে চ স ধর্মাত্মা মুমোচ চ খরং প্রতি।। ২৫
স বিমুক্তো মহাবাণো নির্ঘাতসমনিঃস্বনঃ। রামেণ ধনুরায়ম্য খরস্যোরসি চাপতৎ।। ২৬
স পপাত খরো ভূমৌ দহ্যমানা শরাগ্নিনা। রুদ্রেণেব বিনির্দগ্ধঃ শ্বেতারণ্যে যথান্ধকঃ।। ২৭
স বৃত্র ইব বজ্রেণ ফেনেন নমুচির্যথা। বলো বেন্দ্রাশনিহতো নিপপাত হতঃ খরঃ।। ২৮
এতস্মিন্নন্তরে দেবাশ্চারণৈঃ সহ সঙ্গতাঃ। দুন্দুভিশ্চাভিনিঘ্নন্তঃ পুষ্পবর্ষং সমন্ততঃ।। ২৯
রামস্যোপরি সংহৃষ্টা ববর্ষুর্বিস্মিতাস্তদা। অর্ধাধিকমুহূর্তেন রামেণ নিশিতৈঃ শরৈঃ।। ৩০
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং কামরূপিণাম্। খর-দূষণমুখ্যানাং নিহতানি মহামৃধে।। ৩১
অহো বত মহৎ কর্ম রামস্য বিদিতাত্মনঃ। অহো বীর্যমহো দার্ঢং বিষ্ণোরিব হি দৃশ্যতে।। ৩২
ইত্যেবমুক্ত্বা তে সর্বে যযুর্দেবা যথাগতম্। ততো রাজর্ষয়ঃ সর্বে সঙ্গতাঃ পরমর্ষয়ঃ।। ৩৩
সভাজ্য মুদিতা রামং সাগস্ত্যা ইদমব্রুবন্। এতদর্থং মহাতেজা মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ।। ৩৪
শরভঙ্গাশ্রমং পুণ্যমাজগাম পুরন্দরঃ। আনীতস্ত্বমিমং দেশমুপায়েন মহর্ষিভিঃ।। ৩৫
এষাং বধার্থং শত্রূণাং রক্ষসাং পাপকর্মণাম্। তদিদং নঃ কৃতং কার্যং ত্বয়া দশরথাত্মজ।। ৩৬
স্বধর্মং প্রচরিষ্যন্তি দণ্ডকেষু মহর্ষয়ঃ। এতস্মিন্নন্তরে বীরো লক্ষ্মণঃ সহ সীতয়া।। ৩৭
গিরিদুর্গাদ্ বিনিষ্ক্রম্য সংবিবেশাশ্রমে সুখী। ততো রামস্তু বিজয়ী পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ।। ৩৮
প্রবিবেশাশ্রমং বীরো লক্ষ্মণেনাভিপূজিতঃ। তং দৃষ্ট্বা শত্রুহন্তারং মহর্ষীণাং সুখাবহম্।। ৩৯
বভূব হৃষ্টা বৈদেহী ভর্তারং পরিষস্বজে। মুদা পরময়া যুক্তা দৃষ্ট্বা রক্ষোগণান্ হতান্।
রামং চৈবাব্যয়ং দৃষ্ট্বা তুতোষ জনকাত্মজা।। ৪০

দিয়েছিলেন। ধর্মাত্মা রাম সেটি আজ খরের ওপর প্রয়োগ করলেন।। ২৫ ।। রাম বিশাল ধনুটি আনত করে বিরাট বাণ যোজনা করলেন। তাতে মেঘের মতো গর্জন হলো। খরের বুকের ওপর পতিত হলো সেই বাণ।। ২৬ ।। রুদ্রের ক্রোধের আগুনে অন্ধক যেমন শ্বেতারণ্যে দগ্ধ হয়েছিলো, তেমনি বাণের আগুনে খর দগ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।। ২৭ ।। বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুর, ফেন দ্বারা নমুচি এবং ইন্দ্রের অশনির দ্বারা বল যেমন নিহত হয়েছিলো তেমনি খরও আজ রামের বাণের দ্বারা নিহত হয়ে ভূতলে পতিত হলো।।২৮।। এইসময়ে দেবগণ চারণদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুন্দুভি বাজিয়ে সবদিকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন।।২৯।। তাঁরা বিস্মিত হয়ে তখন সানন্দে রামের ওপর পুষ্পের বর্ষণ করলেন। দেড় মুহূর্তের মধ্যেই রাম তীক্ষ্ণশরের দ্বারা....।।৩০ ।। ইচ্ছেমতো রূপধারণ করতে পারে এমন চৌদ্দহাজার রাক্ষসকে ভীষণ যুদ্ধে নিহত করলেন। তাদের মধ্যে প্রধান ছিলো খর এবং দূষণ।।। ৩১ ।। অহো, আত্মজ্ঞানী রামের কি বিরাট কর্ম! অহো, বিষ্ণুর মতোই তাঁর বীরবত্তা এবং দৃঢ়তা দেখা যাচ্ছে।।৩২ ।। দেবতারা এইরকম বলে যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই চলে গেলেন। তারপর রাজর্ষি এবং মহর্ষিরা সবাই মিলিত হয়ে....।।৩৩ ।। আনন্দিত হয়ে অগস্ত্যের সঙ্গে রামকে অভিনন্দিত করে বললেন, এইজন্যই মহাতেজস্বী, পাকশাসন মহেন্দ্র...।। ৩৪ ।। পুণ্য শরভঙ্গাশ্রমে এসেছিলেন। মহর্ষিরা নানা উপায়ে তোমাকে এই দেশে এনেছেন।। ৩৫ ।। এই পাপাচারী, শত্রু রাক্ষসদের বধের জন্যই তোমার আগমন। হে দশরথপুত্র, আমাদের অভীষ্ট এই কাজ তুমি করলে।।৩৬ ।। এখন মহর্ষিরা দণ্ডকবনে ধর্মের প্রচার করবেন। এই অবসরে লক্ষ্মণ সীতাকে নিয়ে পার্বত্য দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে আনন্দে আশ্রমে প্রবেশ করলেন। তখন বিজয়ী মহর্ষিরা স্ত্রী ও ভ্রাতাসহ রামকে পূজা করলেন।। ৩৭-৩৮ ।। বীর লক্ষ্মণের দ্বারা বন্দিত হয়ে তিনিও আশ্রমে প্রবেশ করলেন। মহর্ষিদের সুখানয়নকারী শত্রুহন্তা রামকে দেখে...।।৩৯ ।। বৈদেহী সীতা আনন্দিত হয়ে পতিকে আলিঙ্গন করলেন। রাক্ষসদের নিহত হতে দেখে তিনি পরম আনন্দ পেলেন। রামকে অক্ষতদেহে দেখে জনকদুহিতা পরম সন্তোগলাভ করলেন।। ৪০।। রাক্ষসদের ধ্বংসকারী আনন্দিত মহাত্মাদের দ্বারা

ততস্তু তং রাক্ষসসঙ্ঘমর্দনং সম্পূজ্যমানং মুদিতৈ-র্মহাত্মভিঃ।
পুনঃ পরিষ্বজ্য মুদান্বিতাননা বভূব হৃষ্টা জনকাত্মজা তদা।। ৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ।

সম্যগ্‌ভাবে পূজিত রামকে তারপর হৃষ্টা সীতা আনন্দোজ্জ্বল মুখে আলিঙ্গন করে আনন্দ লাভ করলেন।। ৪১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ত্রিংশ (৩০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

অকম্পনেন রাবণায় খরাদীনাং মৃত্যুসন্দেশস্য জ্ঞাপনম্, তচ্ছ্রুত্বা রাবণস্য ক্রোধঃ, উভয়োঃ কথোপকথনঞ্চ।

ত্বরমাণস্ততো গত্বা জনস্থানাদকম্পনঃ। প্রবিশ্য লঙ্কাং বেগেন রাবণাং বাক্যমব্রবীৎ।। ১
জনস্থানস্থিতা রাজন্ রাক্ষসা বহবো হতাঃ। খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে কথঞ্চিদহমাগতঃ।। ২
এবমুক্তো দশগ্রীবঃ ক্রুদ্ধঃ সংরক্তলোচনঃ। অকম্পনমুবাচেদং নির্দহন্নিব তেজসা।। ৩
কেন ভীমং জনস্থানং হতং মম পরাসুনা। কো হি সর্বেষু লোকেষু গতিং নাধিগমিষ্যতি।। ৪
ন হি মে বিপ্রিয়ং কৃত্বা শক্যং মঘবতা সুখম্। প্রাপ্তুং বৈশ্রবণেনাপি ন যমেন চ বিষ্ণুনা।। ৫
কালস্য চাপ্যহং কালো দহেয়মপি পাবকম্। মৃত্যুং মরণধর্মেণ সংযোজয়িতুমুৎসহে।। ৬
বাতস্য তরসা বেগং নিহন্তুমপি চোৎসহে। দহেয়মপি সংক্রুদ্ধস্তেজসাদিত্য-পাবকৌ।। ৭
তথা ক্রুদ্ধং দশগ্রীবং কৃতাঞ্জলিরকম্পনঃ। ভয়াৎ সন্দিগ্ধয়া বাচা রাবণং যাচতেঽভয়ম্।। ৮
দশগ্রীবোঽভয়ং তস্মৈ প্রদদৌ রক্ষসাং বরঃ। স বিস্রব্ধোঽব্রবীদ্ বাক্যমসন্দিগ্ধমকম্পনঃ।। ৯
পুত্রো দশরথস্যাস্তে সিংহসংহননো যুবা। রামো নাম মহাস্কন্ধো বৃত্তায়তমহাভুজঃ।। ১০
শ্যামঃ পৃথুযশাঃ শ্রীমানতুল্যবলবিক্রমঃ। হতস্তেন জনস্থানে খরশ্চ সহদূষণঃ।। ১১

একত্রিংশ (৩১) সর্গ

অকম্পন নামক রাক্ষসের দ্বারা রাবণকে খর-প্রমুখের মৃত্যুর বার্তাজ্ঞাপন।
তাতে রাবণের ক্রোধ। উভয়ের কথোপকথন।

অনন্তর অকম্পন নামক রাক্ষস জনস্থান থেকে দ্রুত লঙ্কায় প্রবেশ করে রাবণকে বললো—।। ১ ।। রাজন্, জনস্থানে যে রাক্ষসেরা বাস করে তাদের অনেকেই হত হয়েছে। যুদ্ধে খরও নিহত। কোনোরকমে আমি এখানে আসতে পেরেছি।। ২ ।। এইকথা বলায় দশগ্রীব রাবণ রেগে চোখ লাল করে তেজে যেন সবদিক দগ্ধ করে অকম্পনকে বললো—।। ৩ ।। কে মরবার জন্য আমার সেই ভয়ঙ্কর জনস্থানকে বিনষ্ট করেছে? কে সে, যে লোকসমূহে গতিলাভ করতে পারবে না? *(অর্থাৎ তাকে আমি এখানেই হত্যা করবো যাতে সে কোনো লোকেই যেতে না পারে)*।। ৪ ।। আমার অপ্রিয় কাজ করে ইন্দ্র, স্থাবর, যম এমনকি বিষ্ণুও সুখ পেতে পারে না।। ৫ ।। যমেরও আমি যম। অগ্নিকেও আমি দগ্ধ করতে পারি। মৃত্যুকেও আমি পারি মরণধর্মে যুক্ত করতে।। ৬ ।। আমি বায়ুর বেগকেও দ্রুত বিনাশ করতে পারি। রেগে গিয়ে আমি তেজের দ্বারা সূর্য এবং অগ্নিকেও দগ্ধ করতে পারি।। ৭ ।। তারপর অকম্পন কৃতাঞ্জলি হয়ে ভয়ে ক্রুদ্ধ রাবণের কাছে অভয় প্রার্থনা করতে লাগলো।। ৮ ।। রাক্ষসপ্রধান রাবণ তাকে অভয়প্রদান করলো। তখন সেই অকম্পন আশ্বস্ত হয়ে অসন্দিগ্ধভাবে বললো—।। ৯ ।। রাম নামে দশরথের একটি পুত্র আছে। সিংহের মতো দেহের গঠন। এবং সে যুবক। বিরাট তার স্কন্ধ। বিশাল বাহু তার। গোলাকার এবং দীর্ঘ।। ১০ ।। বর্ণ হচ্ছে শ্যাম। বিপুল তার যশ। বলে-বিক্রমে এই শ্রীমান অতুলনীয়। জনস্থানে দূষণসহ খরকে সে হত্যা করেছে।। ১১ ।।

অকম্পনবচঃ শ্রুত্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। নাগেন্দ্র ইব নিশ্বস্য ইদং বচনমব্রবীৎ।। ১২
স সুরেন্দ্রেণ সংযুক্তো রামঃ সর্বামরৈঃ সহ। উপযাতো জনস্থানং ব্রূহি কচ্চিদকম্পন।। ১৩
রাবণস্য পুনর্বাক্যং নিশম্য তদকম্পনঃ। আচচক্ষে বলং তস্য বিক্রমঞ্চ মহাত্মনঃ।। ১৪
রামো নাম মহাতেজাঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্। দিব্যাস্ত্রগুণসম্পন্নঃ পরং ধর্মং গতো যুধি।। ১৫
তস্যানুরূপো বলবান্ রক্তাক্ষো দুন্দুভিস্বনঃ। কনীয়াঁল্লক্ষ্মণো ভ্রাতা রাকাশশিনিভাননঃ।। ১৬
স তেন সহ সংযুক্তঃ পাবকেনানিলো যথা। শ্রীমান্ রাজবরস্তেন জনস্থানং নিপাতিতম্।। ১৭
নৈব দেবা মহাত্মানো নাত্র কার্যা বিচারণা। শরা রামেণ তূৎসৃষ্টা রুক্মপুঙ্খাঃ পতত্রিণঃ।। ১৮
সর্পাঃ পঞ্চাননা ভূত্বা ভক্ষয়ন্তি স্ম রাক্ষসান্। যেন যেন চ গচ্ছন্তি রাক্ষসা ভয়কর্ষিতাঃ।। ১৯
তেন তেন স্ম পশ্যন্তি রামমেবাগ্রতঃ স্থিতম্। ইত্থং বিনাশিতং তেন জনস্থানং তবানঘ।। ২০
অকম্পনবচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ। গমিষ্যামি জনস্থানং রামং হন্তুং সলক্ষ্মণম্।। ২১
অথৈবমুক্তে বচনে প্রোবাচেদমকম্পনঃ। শৃণু রাজন্ যথাবৃত্তং রামস্য বলপৌরুষম্।। ২২
অসাধ্যঃ কুপিতো রামো বিক্রমেণ মহাযশাঃ। আপগায়াস্তু পূর্ণায়া বেগং পরিহরেচ্ছরৈঃ।। ২৩
সতারাগ্রহনক্ষত্রং নভশ্চাপ্যবসাদয়েৎ। অসৌ রামস্তু সীদন্তীং শ্রীমানভ্যুদ্ধরেন্মহীম্।। ২৪
ভিত্ত্বা বেলাং সমুদ্রস্য লোকানাপ্লাবয়েদ্ বিভুঃ। বেগং বাপি সমুদ্রস্য বায়ুং বা বিধমেচ্ছরৈঃ।। ২৫
সংহৃত্য বা পুনর্লোকান্ বিক্রমেণ মহাযশাঃ। শক্তঃ শ্রেষ্ঠঃ স পুরুষঃ স্রষ্টুং পুনরপি প্রজাঃ।। ২৬
নহি রামো দশগ্রীব শক্যো জেতুং রণে ত্বয়া। রক্ষসাং বাপি লোকেন স্বর্গঃ পাপজনৈরিব।। ২৭
ন তং বধ্যমহং মন্যে সর্বৈর্দেবাসুরৈরপি। অয়ং তস্য বধোপায়স্তন্মমৈকমনাঃ শৃণু।। ২৮

অকম্পনের কথা শুনে রাক্ষসরাজ রাবণ স্বর্গরাজের মতো নিঃশ্বাস ফেলে বললো—।। ১২ ।। অকম্পন, বল তো দেখি সেই রাম ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেবতাসকলকে সঙ্গে নিয়ে জনস্থানে এসেছিলো কি?।।১৩।। মহাত্মা রাবণের বাক্য শুনে অকম্পন রামের বল এবং বিক্রমের কথা আবার বললো।। ১৪।। রাম মহাতেজস্বী। ধনুর্ধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগের গুণাবলী তার রয়েছে। যুদ্ধে পরম ধর্মপরায়ণ।।১৫।। ছোটোভাই লক্ষ্মণ তারই অনুরূপ। বলবান সে। চোখ তার লাল। কণ্ঠস্বর দুন্দুভির মতো। পূর্ণিমার চন্দ্রের মতো মুখ *(রাকা—পূর্ণিমা)*।। ১৬ ।। আগুনের সঙ্গে বাতাস যুক্ত হলে যেমন হয় তেমনি রাজশ্রেষ্ঠ শ্রীমান রাম তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জনস্থানকে ধ্বংস করেছে।। ১৭ ।। দেবতারা কিংবা মহাত্মারা ঐখানে এসেছেন কিনা এই বিচারের প্রয়োজন নেই। রামই স্বর্ণপুঙ্খ বাণরাশি নিক্ষেপ করেছেন।। ১৮ ।। এই বাণগুলি পঞ্চমুখ সর্পের মতো হয়ে রাক্ষসদের ধ্বংস করেছে। ভয়ে রাক্ষসেরা যে যে পথে যাচ্ছিলো...।। ১৯ ।। প্রতিটি পথেই তারা দেখতে পেলো রাম সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হে নিষ্পাপ, এই ভাবেই জনস্থানকে রাম ধ্বংস করেছে।।২০ ।। অকম্পনের কথা শুনে রাবণ বললো, লক্ষ্মণসহ রামকে হত্যা করার জন্য আমি জনস্থানে যাবো।।২১ ।। এই কথা বলায় অকম্পন বললো, রাজন্, রামের কিরকম বলবীর্য তা শুনুন।। ২২ ।। মহাযশস্বী রাম যদি কুপিত হয় তাহলে তাকে বিক্রমের দ্বারা কেউ পরাজিত করতে পারবে না। বাণের দ্বারা পুণ্যসলিলা নদীর তীব্রবেগকে রুদ্ধ করে দিতে পারে।।২৩ ।। আকাশ থেকে গ্রহনক্ষত্রকে নামিয়ে আনতে পারে। শ্রীমান ঐ রাম ডুবন্ত পৃথিবীকে উদ্ধার করতে পারে।। ২৪ ।। এই সর্বশক্তিমান সাগরের বেলাভূমিকে ক্ষোভ দিয়ে জগতকে প্লাবিত করতে পারে। শরনিক্ষেপ করে সাগরের এবং বায়ুর বেগকে রুদ্ধ করে দিতে পারে।। ২৫ ।। মহাযশস্বী শক্তিমান সেই পুরুষ বিক্রমের দ্বারা সমস্ত লোক ধ্বংস করে আবার জীবজগতকে সৃষ্টি করতে পারে।। ২৬ ।। হে রাবণ, পাপীরা যেমন স্বর্গে যেতে পারে না, তেমনি আপনিও তাকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবেন না। রাক্ষসেরা সকলে মিলেও তাকে হারাতে পারবে না।। ২৭ ।। দেবতারা সকলে এবং অসুরেরা একযোগে মিলেও তাকে বধ করতে পারবে না বলে আমার মনে হয়। তার বধের উপায় আমি বলছি। একাগ্রচিত্তে শুনুন।। ২৮ ।। সীতা নামে রামের

ভার্যা তস্যোত্তমা লোকে সীতা নাম সুমধ্যমা। শ্যামা সমবিভক্তাঙ্গী স্ত্রীরত্নং রত্নভূষিতা।। ২৯
নৈব দেবী ন গন্ধর্বী নাপ্সরা ন চ পন্নগী। তুল্যা সীমন্তিনী তস্যা মানুষী তু কুতো ভবেৎ।। ৩০
তস্যাপহর ভার্যাং ত্বং তং প্রমথ্য মহাবনে। সীতয়া রহিতো রামো ন চৈব হি ভবিষ্যতি।। ৩১
অরোচয়ত তদ্বাক্যং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। চিন্তয়িত্বা মহাবাহুরকম্পনমুবাচ হ।। ৩২
বাঢং কল্যং গমিষ্যামি হ্যেকঃ সারথিনা সহ। আনেষ্যামি চ বৈদেহীমিমাং হৃষ্টো মহাপুরীম্।। ৩৩
তদেবমুক্ত্বা প্রযযৌ খরযুক্তেন রাবণঃ। রথেনাদিত্যবর্ণেন দিশঃ সর্বাঃ প্রকাশয়ন্।। ৩৪
স রথো রাক্ষসেন্দ্রস্য নক্ষত্রপথগো মহান্। চঞ্চূর্যমাণঃ শুশুভে জলদে চন্দ্রমা ইব।। ৩৫
স দূরে চাশ্রমং গত্বা তাড়কেয়মুনাগমৎ। মারীচেনার্চিতো রাজা ভক্ষ্যভোজ্যৈরমানুষৈঃ।। ৩৬
তং স্বয়ং পূজয়িত্বা তু আসনেনোদকেন চ। অর্থোপহিতয়া বাচা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ।। ৩৭
কচ্চিৎ সুকুশলং রাজঁল্লোকানাং রাক্ষসাধিপ। আশঙ্কে নাধিজানে ত্বং যতস্তূর্ণমুপাগতঃ।। ৩৮
এবমুক্তো মহাতেজা মারীচেন স রাবণঃ। ততঃ পশ্চাদিদং বাক্যমব্রবীদ্ বাক্যকোবিদঃ।। ৩৯
আরক্ষো মে হতস্তাত রামেণাক্লিষ্টকারিণা। জনস্থানমবধ্যং তৎ সর্বং যুধি নিপাতিতম্।। ৪০
তস্য মে কুরু সাচিব্যং তস্য ভার্যাপহারণে। রাক্ষসেন্দ্রবচঃ শ্রুত্বা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ।। ৪১
আখ্যাতা কেন বা সীতা মিত্ররূপেণ শত্রুণা। ত্বয়া রাক্ষসশার্দূল কো ন নন্দতি নন্দিতঃ।। ৪২
সীতামিহানয়স্বেতি কো ব্রবীতি ব্রবীহি মে। রক্ষোলোকস্য সর্বস্য কঃ শৃঙ্গং ছেত্তুমিচ্ছতি।। ৪৩
প্রোৎসাহয়তি যশ্চ ত্বাং স চ শত্রুরসংশয়ম্। আশীবিষমুখাদ্ দংষ্ট্রামুদ্ধর্তুং চেচ্ছতি ত্বয়া।। ৪৪

যে পত্নী সে জগতে স্ত্রীরত্ন বলে পরিচিতা। রত্নে অলঙ্কৃতা। সুমধ্যমা। এবং শ্যামা। তার সব অঙ্গই সুন্দর *(শীতকালে ভাবদুষ্ণা গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্তিতা।।—শীতকালে যার অঙ্গ উষ্ণ, গ্রীষ্মে সুখশীতল, তপ্ত সোনার মতো যার বর্ণ, সেই হলো "শ্যামা" জাতীয়া নারী)*।। ২৯ ।। কোনো দেবী, গন্ধর্বী, অপ্সরা, পন্নগী কেউই এই পতিব্রতা নারীর তুল্যা নয়। মানুষীর তো কথাই নেই।।৩০ ।। সেই মহাবনকে মথিত করে আপনি রামের ভার্যা সীতাকে অপহরণ করুন। সীতাকে ছেড়ে রাম কখনো থাকতে পারবে না।। ৩১ ।। এ কথা রাবণের বেশ ভালো লাগলো। রাক্ষসাধিপতি মহাবীর রাবণকে চিন্তা করে অকম্পনকে বললো—।। ৩২ ।। বেশ, কালই আমি একা সারথিকে নিয়ে যাবো। আনন্দের সঙ্গে সীতাকে এই মহানগরীতে নিয়ে আসবো।।৩৩ ।। তাকে এই কথা বলেই রাবণ খরকে নিয়ে সূর্যের মতো উজ্জ্বল বর্ণের রথে চড়ে সবদিককে উদ্ভাসিত করে যাত্রা করলো।।৩৪ ।। রাক্ষসরাজের সেই বিশাল রথ নক্ষত্রের পথে বার বার চলতে চলতে মেঘের মধ্যে চাঁদের মতো শোভা পাচ্ছিলো।।৩৫ ।। অনেক দূরে সে তাড়কাপুত্র মারীচের আশ্রমে গিয়ে উপনীত হলো। মারীচ রাজা রাবণ মানুষের দুষ্প্রাপ্য ভক্ষ্য-ভোজ্য-দ্রব্যের দ্বারা অর্চনা করলো।। ৩৬ ।। মারীচ নিজে তাকে আসন এবং জল দিয়ে অভ্যর্থনা করে অর্থগর্ভবাক্যে বললো—।।৩৭ ।। হে রাক্ষসরাজ, রাজন্, আপনার রাজ্যের কুশল তো? এখানে আপনার সত্বর আগমনের কারণ জানি না। আশঙ্কা হচ্ছে।। ৩৮ ।। মারীচ এইরকম বলার পর বাক্যনিপুণ মহাতেজস্বী রাবণ বললো—।।৩৯ ।। বৎস, অক্লান্তকর্মী রাম আমার রক্ষীদের হত্যা করেছে। দুষ্প্রবেশ্য জনস্থানকে যে যুদ্ধে ধ্বংস করেছে।।৪০ ।। তার ভার্যাকে আমি হরণ করবো। তাতে তুমি আমায় সহায়তা করবে। রাক্ষসরাজের কথা শুনে মারীচ বললো—।। ৪১ ।। কে সেই মিত্ররূপী শত্রু যে আপনাকে সীতার কথা বলেছে? হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, আপনার প্রীতিলাভ করেও কে আপনাকে অপ্রিয় কার্যে প্ররোচিত করছে?।।৪২ ।। 'সীতাকে এখানে নিয়ে আসুন'— বলুন তো কে আপনাকে এই কথা বলেছে? সমগ্র রাক্ষসজগতের শীর্ষকে কে ছেদন করতে চাইছে?।।৪৩ ।। যে আপনাকে এই নিয়ে বিশেষভাবে উৎসাহিত করছে, সে নিঃসংশয়ে আপনার শত্রু। বিষাক্ত সাপের মুখ থেকে সে আপনাকে দিয়ে দাঁত উৎপাটিত করাতে চাইছে।। ৪৪ ।। এই কর্মের

কর্মণানেন কেনাসি কাপথং প্রতিপাদিতঃ। সুখসুপ্তস্য তে রাজন্ প্রহৃতং কেন মূর্ধনি।। ৪৫
বিশুদ্ধবংশাভিজনোঽগ্রহস্তস্তেজোমদঃ সংস্থিতদোর্বিষাণঃ।
উদীক্ষিতুং রাবণ নেহ যুক্তঃ স সংযুগে রাঘব-গন্ধহস্তী।। ৪৬
অসৌ রণান্তঃস্থিতিসন্ধিবালো বিদগ্ধরক্ষোমৃগহা নৃসিংহঃ।
সুপ্তস্ত্বয়া বোধয়িতুং ন শক্যঃ শরাঙ্গপূর্ণো নিশিতাসিদংষ্ট্রঃ।। ৪৭
চাপাপহারে ভুজবেগপঙ্কে শরোর্মিমালে সুমহাহবৌঘে।
ন রামপাতালমুখেঽতিঘোরে প্রস্কন্দিতুং রাক্ষসরাজ যুক্তম্।। ৪৮
প্রসীদ লঙ্কেশ্বর রাক্ষসেন্দ্র লঙ্কাং প্রসন্নো ভব সাধু গচ্ছ।
ত্বং স্বেষু দারেষু রমস্ব নিত্যং রামঃ সভার্যো রমতাং বনেষু।। ৪৯
এবমুক্তো দশগ্রীবো মারীচেন স রাবণঃ। ন্যবর্তত পুরীং লঙ্কাং বিবেশ চ গৃহোত্তমম্।। ৫০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ।

দ্বারা কুপথেই সে চলছে। হে রাজন্, যে সুখে ঘুমিয়ে আছে তার মাথায় কিভাবে আঘাত করা যায়।।৪৫।। হে রাবণ, রাম যেন একটি গন্ধহস্তী। বিশুদ্ধ বংশে তার জন্ম। সেই বংশ যেন তাঁর শুঁড়। তাঁর তেজ হলো মদবারি। সুগঠিত বাহুদু'টি যেন তাঁর দন্ত। এখন তার সঙ্গে যুদ্ধ তো নয়ই, তার দিকে তাকাতেও তুমি সমর্থ নও।। ৪৬।। দেখুন, ঐ রাম যেন এক নরসিংহ। যুদ্ধের অভ্যন্তরে কিভাবে থাকতে হয় তা তিনি জানেন। রণনিপুণ রাক্ষসরূপ মৃগদের তিনি হত্যা করেছেন। তাঁর অঙ্গ শর পূর্ণ। তীক্ষ্ণ অসি তার দন্তস্বরূপ। তিনি ঘুমিয়ে আছেন। তাঁকে জাগানো আপনার উচিত নয়।। ৪৭ ।। হে রাক্ষসরাজ, রাম যেন এক বিরাট সমুদ্র। তাঁর ধনু হলো কুমীরের মতো। বাহুর বেগ যেন তার পঙ্ক। শরজাল যেন তরঙ্গমালা। পাতাল পর্যন্ত এর গভীরতা। তার মুখে গিয়ে পড়া আপনার উচিত নয়।।৪৮ ।। হে লঙ্কেশ্বর, রাক্ষসপ্রধান, আপনি প্রসন্ন হোন। প্রসন্ন হয়ে লঙ্কায় চলে যান। সেখানে গিয়ে নিজের ভার্যাদের সঙ্গে আনন্দে থাকুন। বনে বনে বিহার করুন।। ৪৯ ।। মারীচ এইরকম বলায় রাবণ লঙ্কায় ফিরে এলো এবং উত্তম গৃহে প্রবেশ করলো।।৫০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের একত্রিংশ (৩১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

লঙ্কাপুর্যাং রাবণসমীপে শূর্পণখায়া গমনম্।

ততঃ শূর্পণখা দৃষ্ট্বা সহস্রাণি চতুর্দ্দশ। হতান্যেকেন রামেণ রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্।। ১
দূষণঞ্চ খরঞ্চৈব হতং ত্রিশিরসং রণে। দৃষ্ট্বা পুনর্মহানাদান্ ননাদ জলদোপমা।। ২
সা দৃষ্ট্বা কর্ম রামস্য কৃতমন্যৈঃ সুদুষ্করম্। জগাম পরমোদ্বিগ্না লঙ্কাং রাবণপালিতাম্।। ৩

দ্বাত্রিংশ (৩২) সর্গ

লঙ্কাপুরীতে রাবণের কাছে শূর্পণখার গমন।

শূর্পণখা দেখলো, রাম একাই ভীমকর্মা রাক্ষসদের চৌদ্দ হাজারকে হত্যা করেছে।। ১ ।। খর, দূষণ, এবং ত্রিশিরাও যুদ্ধে রামের হাতে হত। তা দেখে শূর্পণখা আবার মেঘের মতো বিরাট গর্জন করে উঠলো।।২।। অন্যের দ্বারা যা দুষ্কর তাই কাজ রাম করেছে দেখে শূর্পণখা অত্যন্ত উদ্‌বিগ্না হয়ে রাবণ-পালিতা লঙ্কায় গেলো।।৩ ।। সেখানে গিয়ে সে দেখলো সাততলা প্রাসাদের সর্বোচ্চ তলে দীপ্ততেজা রাবণ বসে আছে।

সা দদর্শ বিমানাগ্রে রাবণং দীপ্ততেজসম্। উপোপবিষ্টং সচিবৈর্মরুদ্ভিরিব বাসবম্।। ৪
আসীনং সূর্যসঙ্কাশে কাঞ্চনে পরমাসনে। রুক্মবেদিগতং প্রাজ্যং জ্বলন্তমিব পাবকম্।। ৫
দেব-গন্ধর্ব-ভূতানামৃষীণাঞ্চ মহাত্মনাম্। অজেয়ং সমরে ঘোরং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্।। ৬
দেবাসুরবিমর্দেষু বজ্রাশনিকৃতব্রণম্। ঐরাবতবিষাণাগ্রৈরুৎকৃষ্টকিণবক্ষসম্।। ৭
বিংশদ্ভুজং দশগ্রীবং দর্শনীয়পরিচ্ছদম্। বিশালবক্ষসং বীরং রাজলক্ষণলক্ষিতম্।। ৮
নদ্ধবৈদূর্যসঙ্কাশং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্। সুভুজং শুক্লদশনং মহাস্যং পর্বতোপমম্।। ৯
বিষ্ণুচক্রনিপাতৈশ্চ শতশো দেবসংযুগে। অন্যৈঃ শস্ত্রৈঃ প্রহারৈশ্চ মহাযুদ্ধেষু তাডিতম্।। ১০
অহতাঙ্গৈঃ সমস্তৈস্তং দেবপ্রহরণৈস্তদা। অক্ষোভ্যাণাং সমুদ্রাণাং ক্ষোভণং ক্ষিপ্রকারিণম্।। ১১
ক্ষেপ্তারং পর্বতাগ্রাণাং সুরাণাঞ্চ প্রমর্দনম্। উচ্ছেত্তারঞ্চ ধর্মণাং পরদারাভিমর্শনম্।। ১২
সর্বদিব্যাস্ত্রযোক্তারং যজ্ঞবিঘ্নকরং সদা। পুরীং ভোগবতীং গত্বা পরাজিত্য চ বাসুকিম্।। ১৩
তক্ষকস্য প্রিয়াং ভার্যাং পরাজিত্য জহার যঃ। কৈলাসং পর্বতং গত্বা বিজিত্য নরবাহনম্।। ১৪
বিমানং পুষ্পকং তস্য কামগং বৈ জহার যঃ। বনং চৈত্ররথং দিব্যং নলিনীং নন্দনং বনম্।। ১৫
বিনাশয়তি যঃ ক্রোধাদ্দেবোদ্যানানি বীর্যবান্। চন্দ্র-সূর্যৌ মহাভাগাবুত্তিষ্ঠন্তৌ পরন্তপৌ।। ১৬
নিবারয়তি বাহুভ্যাং যঃ শৈলশিখরোপমঃ। দশবর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাবনে।। ১৭
পুরা স্বয়ম্ভুবে ধীরঃ শিরাংস্যুপজহার যঃ। দেব-দানব-গন্ধর্ব-পিশাচ-পতগোরগৈঃ।। ১৮
অভয়ং যস্য সংগ্রামে মৃত্যুতো মানুষাদৃতে। মন্ত্রৈরভিষ্টুতং পুণ্যমধ্বরেষু দ্বিজাতিভিঃ।। ১৯

ঘিরে বসে আছে মন্ত্রীরা। যেন দেবগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত ইন্দ্র!।। ৪ ।। সোনার বেদিতে সূর্যের মতো উজ্জ্বল সোনার সিংহাসনে উপবিষ্ট তাকে দেখাচ্ছিলো জ্বলন্ত ঘৃত-প্রদীপের মতো।। ৫ ।। দেবতা, গন্ধর্ব, প্রাণিকুল, ঋষি এবং মহাত্মাদের দ্বারা যুদ্ধে সে অপরাজেয়। যমের মতো প্রসারিত তার বিশাল মুখ।। ৬ ।। দেবতা এবং অসুরদের যুদ্ধে বজ্র ও অশনির আঘাতের চিহ্ন বুকে ধরে রেখেছে। ঐরাবত হস্তীর দন্তাগ্রের দ্বারা তার বুক বিদীর্ণ হয়েছিলো। তারও চিহ্ন রয়েছে।। ৭ ।। কুড়িটি তার বাহু। গলাও হলো দশটি। সুদৃশ্য তার পরিচ্ছদ। বিশাল তার বক্ষ। বীর সে। রাজার লক্ষণ তার দেহে দেখা যায়।। ৮ ।। বৈদূর্যমণির মতো তার কান্তি। তপ্তস্বর্ণের ভূষণে সে ভূষিত। সুগঠিত তার বাহু। দন্তপংক্তি শুভ্র। বিরাট তার মুখ। সে দেখতে পর্বতের মতো সমুন্নত।। ৯ ।। দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের আঘাত সে সহ্য করেছে। মহাযুদ্ধে অন্য সব অস্ত্রের দ্বারাও সে তাড়িত হয়েছে।। ১০ ।। দেবগণের অস্ত্রাঘাতেও তার সব অঙ্গ অক্ষত। অচঞ্চল সমুদ্রকেও দ্রুত সে চঞ্চল করেছে।। ১১ ।। পর্বতের অগ্রভাগকে সে কম্পিত করে। দেবতাদের করে বিপর্যস্ত। ধর্মকে উচ্ছেদ করে, করে পরস্ত্রীকে অত্যাচার।। ১২ ।। সকল প্রকার দিব্য অস্ত্রের ব্যবহারে সমর্থ। সর্বদাই যজ্ঞের বিঘ্ন-উৎপাদন করে। ভোগবতী পুরীতে গিয়ে বাসুকিকে সে পরাজিত করেছে।। ১৩।। তক্ষককে পরাজিত করে তাঁর প্রিয় ভার্যাকে সে হরণ করেছিলো। কৈলাশপর্বতে গিয়ে নরবাহনকে সে পরাজিত করে।। ১৪ ।। ইচ্ছামতো চালানো যায় যে পুষ্পক বিমান, সেটি সে কুবেরের কাছ হতে হরণ করে আনে। চৈত্ররথ বন, স্বর্গীয় জলাশয়, নন্দিনী এবং নন্দনকানন সে ধ্বংস করে।। ১৫।। বীর্যবান সে ক্রোধে দেবোদ্যানসমূহ ধ্বংস করেছে। শত্রুসন্তাপক মহাভাগ চন্দ্র-সূর্যের পথ রুদ্ধ করেছিলো।।১৬ ।। পর্বতশিখরের মতো সে ছিলো মহোন্নত। বিশাল বাহু বাড়িয়ে সে করেছিলো ঐ কাজ। মহারণ্যে দশহাজার বছর তপস্যা করে...।। ১৭ ।। অচঞ্চলভাবে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মাকে নিজের মস্তকগুলি সে উপহার দিয়েছিলো। এক মানুষ ছাড়া সবাইকে তথা দেব দানব গন্ধর্ব, পিশাচ, পক্ষী, সর্পকে সংগ্রামে সে মৃত্যু থেকে অভয় দিয়েছে।। ১৮½ ।। দ্বিজেরা মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞের কালে, হবি-আহুতি দিতে গেলে

হবির্ধানেষু যঃ সোমমুপহন্তি মহাবলঃ। প্রাপ্তযজ্ঞহরং দুষ্টং ব্রহ্মঘ্নং ক্রূরকারিণম্।। ২০
কর্কশং নিরনুক্রোশং প্রজানামহিতে রতম্। রাবণং সর্বভূতানাং সর্বলোকভয়াবহম্।। ২১
রাক্ষসী ভ্রাতরং ক্রূরং সা দদর্শ মহাবলম্। তং দিব্যবস্ত্রাভরণং দিব্যমাল্যোপশোভিতম্।। ২২
আসনে সূপবিষ্টং তং কালে কালমিবোদ্যতম্। রাক্ষসেন্দ্রং মহাভাগং পৌলস্ত্যকুলনন্দনম্।। ২৩
উপগম্যাব্রবীদ্ বাক্যং রাক্ষসী ভয়বিহ্বলা। রাবণং শত্রুহন্তারং মন্ত্রিভিঃ পারিবারিতম্।। ২৪
তমব্রবীদ্ দীপ্তবিশাললোচনং প্রদর্শয়িত্বা ভয়লোভমোহিতা।
সুদারুণং বাক্যমভীতচারিণী মহাত্মনা শূর্পণখা বিরূপিতা।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।

মহাবলশালী সে তা নষ্ট করে দিতো। যজ্ঞ সমাপ্তিকালে যজ্ঞ ধ্বংস করতো এই দুষ্ট, ব্রহ্মহত্যাকারী এবং নিষ্ঠুর রাবণ।। ১৮$^1/_2$-২০ ।। সে স্বভাবে কর্কশ, নির্দয় এবং প্রজাদের অমঙ্গলকারী। এই রাবণ সকল প্রাণীর এবং সর্বলোকের ভয়ের কারণ।। ২১ ।। রাক্ষসী শূর্পণখা দিব্য-বস্ত্র এবং অলঙ্কারে শোভিত, দিব্য-মাল্য পরিহিত মহাবলশালী ভ্রাতা রাবণকে দেখতে পেলো।। ২২ ।। উত্তমাসনে উপবিষ্ট। প্রলয়কালে সংহারকারী দেবতার মতো তাকে মনে হচ্ছিলো। সেই মহাভাগ রাক্ষসরাজ পৌলস্ত্যবংশের আনন্দবর্ধক সন্তান।। ২৩ ।। মন্ত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত শত্রুহন্তা রাবণকে ভয়ে বিহ্বল রাক্ষসী কাছে গিয়ে বার্তা নিবেদন করতে লাগলো।। ২৪ ।। উজ্জ্বল এবং বিশাললোচন রাবণকে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ানো শূর্পণখা ভয়ে আর লোভে মোহিত হয়ে বললো, যে মহাত্মা রাম তার নাক কান কেটে দিয়ে তাকে বিরূপা করে দিয়েছে।।২৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ (৩২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণং প্রতি শূর্পণখায়াস্তিরস্কারঃ।

ততঃ শূর্পণখা দীনা রাবণং লোকরাবণম্। অমাত্যমধ্যে সংক্রুদ্ধা পরুষং বাক্যমব্রবীৎ।। ১
প্রমত্তঃ কামভোগেষু স্বৈরবৃত্তো নিরঙ্কুশঃ। সমুৎপন্নং ভয়ং ঘোরং বোদ্ধব্যং নাববুধ্যসে।। ২
সক্তং গ্রাম্যেষু ভোগেষু কামবৃত্তং মহীপতিম্। লুব্ধং ন বহু মন্যন্তে শ্মশানাগ্নিমিব প্রজাঃ।। ৩
স্বয়ং কর্মাণি যঃ কালে নানুতিষ্ঠতি পার্থিবঃ। স তু বৈ সহ রাজ্যেন তৈশ্চ কার্যৈর্বিনশ্যতি।। ৪
অযুক্তচারং দুর্দর্শমস্বাধীনং নরাধিপম্। বর্জয়ন্তি নরা দূরান্নদীপঙ্কমিব দ্বিপাঃ।। ৫

ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) সর্গ

রাবণের প্রতি শূর্পণখার তিরস্কার।

দীনা শূর্পণখা অত্যন্ত রেগে মন্ত্রীদের মধ্যে উপবিষ্ট জনগণের কান্নার কারণ রাবণকে কঠোরবাক্যে বললো—।। ১ ।। স্বৈরাচারী হয়ে তুমি নিরঙ্কুশ কামভোগে প্রমত্ত। তোমার যে ভীষণ ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়েছে, তা বুঝেও বুঝতে পারছো না।। ২ ।। তুচ্ছ সুখভোগে আসক্ত, কামাচারী, লোভী রাজাকে প্রজারা শ্মশানের আগুনের মতোই মনে করে। তাকে সমাদর করে না।। ৩ ।। যে রাজা যথাসময়ে নিজেই কর্তব্য পালন করেন না, তিনি কিন্তু আপন কার্য এবং রাজ্যের সঙ্গেই ধ্বংস হয়ে যান।। ৪ ।। হাতী যেমন দূর থেকেই নদীর পঙ্ক ত্যাগ করে, তেমনি জনসাধারণ রাজকার্যে শিথিল, গোপনচারী, সহজে যাঁর দেখা পাওয়া যায় না, অপরের কথায় যিনি চলেন সেই রাজাকে ত্যাগ করে থাকে।। ৫ ।। যে রাজারা অধীনস্থদেরকে রক্ষা

যে ন রক্ষন্তি বিষয়মস্বাধীনং নরাধিপাঃ। তে ন বৃদ্ধ্যা প্রকাশন্তে গিরয়ঃ সাগরে যথা।। ৬
আত্মবদ্ভির্বিগৃহ্য ত্বং দেব-গন্ধর্ব-দানবৈঃ। অযুক্তচারশ্চপলঃ কথং রাজা ভবিষ্যসি।। ৭
ত্বং তু বালস্বভাবশ্চ বুদ্ধিহীনশ্চ রাক্ষস। জ্ঞাতব্যং তন্ন জানীষে কথং রাজা ভবিষ্যসি।। ৮
যেষাং চারাশ্চ কোশশ্চ নয়শ্চ জয়তাং বর। অস্বাধীনা নরেন্দ্রাণাং প্রাকৃতৈস্তে জনৈঃ সমাঃ।। ৯
যস্মাৎ পশ্যন্তি দূরস্থান্‌সর্বানর্থান্‌নরাধিপাঃ। চারেণ তস্মাদুচ্যন্তে রাজানো দীর্ঘচক্ষুষঃ।। ১০
অযুক্তচারং মন্যে ত্বাং প্রাকৃতৈঃ সচিবৈর্যুতঃ! স্বজনঞ্চ জনস্থানং নিহতং নাববুধ্যসে।। ১১
চতুর্দশ সহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্‌। হতান্যেকেন রামেণ খরশ্চ সহদূষণঃ।। ১২
ঋষীণামভয়ং দত্তং কৃতক্ষেমাশ্চ দণ্ডকাঃ। ধর্ষিতঞ্চ জনস্থানং রামেণাক্লিষ্টকারিণা।। ১৩
ত্বং তু লুব্ধঃ প্রমত্তশ্চ পরাধীনশ্চ রাক্ষস। বিষয়ে স্বে সমুৎপন্নং যদ্ভয়ং নাববুধ্যসে।। ১৪
তীক্ষ্ণমল্পপ্রদাতারং প্রমত্তং গর্বিতং শঠম্‌। ব্যসনে সর্বভূতানি নাভিধাবন্তি পার্থিবম্‌।। ১৫
অতিমানিনমগ্রাহ্যমাত্মসম্ভাবিতং নরম্‌। ক্রোধনং ব্যসনে হন্তি স্বজনোঽপি নরাধিপম্‌।। ১৬
নানুতিষ্ঠতি কার্যাণি ভয়েষু ন বিভেতি চ। ক্ষিপ্রং রাজ্যাচ্চ্যুতো দীনস্তৃণৈস্তুল্যো ভবেদিহ।। ১৭
শুষ্ককাষ্ঠৈর্ভবেৎ কার্যং লোষ্ট্রৈরপি চ পাংসুভিঃ। ন তু স্থানাৎ পরিভ্রষ্টৈঃ কার্যং স্যাদ্‌ বসুধাধিপৈঃ।। ১৮
উপভুক্তং যথা বাসঃ স্রজো বা মৃদিতা যথা। এবং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ সমর্থোঽপি নিরর্থকঃ।। ১৯
অপ্রমত্তশ্চ যো রাজা সর্বজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। কৃতজ্ঞো ধর্মশীলশ্চ স রাজা তিষ্ঠতে চিরম্‌।। ২০
নয়নাভ্যাং প্রসুপ্তো বা জাগর্তি নয়চক্ষুষা। ব্যক্তক্রোধপ্রসাদশ্চ স রাজা পূজ্যতে জনৈঃ।। ২১

করে না, সাগরে-ঘেরা পাহাড়ের মতো তাদের বৃদ্ধি হয় না।। ৬ ।। তুমি চর নিয়োগ করো নি। তুমি চপল। তদুপরি, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন দেবতা, গন্ধর্ব এবং দানবদের সঙ্গে বিরোধ করছো। তুমি কি করে রাজা হবে?।।৭।। হে রাক্ষস, তোমার স্বভাব বালকের মতো। তুমি বুদ্ধিহীন। যা জানার তুমি তা জানো না। কি করে রাজা হবে তুমি?।। ৮ ।। হে শ্রেষ্ঠপুরুষ, জয়কামী যে রাজাদের গুপ্তচর, ধনাগমন এবং রাষ্ট্রনীতি অপরের নিয়ন্ত্রণে চলে, তারা তো সাধারণ লোকেরই সমান।। ৯ ।। যেহেতু, দূরের সব কিছু গুপ্তচরের দ্বারা রাজারা দেখে থাকেন, তাই রাজাদের বলা হয় দীর্ঘচক্ষু।। ১০ ।। মনে হচ্ছে, তুমি গুপ্তচর নিয়োগ করো নি। তোমার নিযুক্ত মন্ত্রীরাও অতি সাধারণ। তাই জনস্থান ধ্বংস হয়েছে। তোমার আত্মীয়েরা নিহত হয়েছে। এসব তুমি জানতেই পারোনি।। ১১ ।। চৌদ্দ হাজার ভীষণকর্মা রাক্ষস এবং দূষণসহ খরকে একা রামই নিহত করেছে।। ১২ ।। কর্মে কোনো ক্লেশ অনুভব করে না রাম। তাই, ঋষিদের অভয় দিয়েছে। দণ্ডকায় বিঘ্ন দূর করে ঋষিদের রক্ষা করেছে। জনস্থানকে করেছে বিপর্যস্ত।। ১৩ ।। হে রাক্ষস, তুমি লোভী। প্রমত্ত এবং পরাধীন। নিজের রাজ্যে যে ভয় উৎপন্ন হচ্ছে তা জানতে পারছো না।। ১৪ ।। যে অল্প দান করে, যে তীক্ষ্ণস্বভাব, প্রমত্ত, গর্বিত এবং প্রবঞ্চক, সেই রাজা বিপদে পড়লে তাকে রক্ষার জন্য প্রজাবর্গ ছুটে আসে না।। ১৫ ।। অভিমানী, অপরকে যে গ্রাহ্য করে না, নিজেকে যে খুব বড়ো মনে করে, যে ক্রুদ্ধ এমন রাজাকে আত্মজনেরাও হত্যা করে।। ১৬ ।। যে রাজা কর্তব্য করে না, ভয়ের কারণ এলেও ভীত হয় না সে রাজা দরিদ্র হয়ে দ্রুতই রাজ্য থেকে বিচ্যুত হয়। ইহলোকে সে তৃণের মতো তুচ্ছ হয়ে যায়।। ১৭ ।। শুকনো মাঠ, লোষ্ট্র, এমন কি ধূলো দিয়েও কাজ হয়। কিন্তু স্থানভ্রষ্ট রাজার দ্বারা কোনো কাজই হয় না।। ১৮।। পরার পর ছেড়ে দেওয়া কাপড়, বিমর্দিত মালার মতো রাজ্য থেকে ভ্রষ্ট রাজা শক্তিমান হলেও ব্যর্থ।। ১৯ ।। যে রাজা সদাসতর্ক, সর্বজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ ও ধর্মপরায়ণ, সে রাজাই চিরকাল থাকেন।।২০ ।। স্থূলচোখে ঘুমিয়ে থাকলেও নীতিরূপ চোখে যিনি জেগে থাকেন, যাঁর ক্রোধ এবং প্রসন্নতা কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, সেই রাজাই জনগণের দ্বারা পূজিত হন।।২১ ।। রাবণ, তুমি দুর্বুদ্ধি। এইসব

ত্বং তু রাবণ দুর্বুদ্ধির্গুণৈরেতৈর্বিবর্জিতঃ। যস্য তেঽবিদিতশ্চারৈ রক্ষসাং সুমহান্ বধঃ।। ২২
পরাবমন্তা বিষয়েষু সঙ্গবান্ ন দেশকাল প্রবিভাগতত্ত্ববিৎ।
অযুক্তবুদ্ধির্গুণদোষনিশ্চয়ে বিপন্নরাজ্যো ন চিরাদ্ বিপৎস্যতে।। ২৩
ইতি স্বদোষান্ পরিকীর্তিতাংস্তয়া সমীক্ষ্য বুদ্ধ্যা ক্ষণদাচরেশ্বরঃ।
ধনেন দর্পেণ বলেন চান্বিতো বিচিন্তয়ামাস চিরং স রাবণঃ।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

গুণের দ্বারা তুমি বর্জিত। রাক্ষসদের এতো বড়ো হত্যা তুমি চরদের দ্বারা জানতে পারো নি।। ২২ ।। তুমি অন্যদের অপমান করো। বিষয়াসক্ত তুমি। দেশ ও কালের বিভাগতত্ত্ব ভালো জানো না। গুণ-দোষ নির্ণয়ে তুমি বুদ্ধি খাটাতে পারো না। তাই আর বেশী দেরী নেই। তুমি রাজ্য নিয়ে বিপন্ন হবে।। ২৩ ।। ধনে, দর্পে, শক্তিতে যুক্ত হয়েও নিশাচরদের রাজা রাবণ শূর্পণখার দ্বারা তার দোষ কীর্তিত হতে দেখে বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা করে সবিশেষ চিন্তা করতে লাগলো।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

শূর্পণখাং প্রতি রাবণস্য প্রশ্নঃ, লক্ষ্মণস্য সীতায়াশ্চ পরিচয়ং ব্রুবত্যাঃ শূর্পণখায়াঃ রাবণং প্রতি সীতাহরণোপদেশঃ।

ততঃ শূর্পণখাং দৃষ্ট্বাব্রুবন্তীং পরুষং বচঃ। অমাত্যমধ্যে সংক্রুদ্ধঃ পরিপপ্রচ্ছ রাবণঃ।। ১
কশ্চ রামঃ কথং বীর্যঃ কিং রূপঃ কিং পরাক্রমঃ। কিমর্থং দণ্ডকারণ্যং প্রবিষ্টশ্চ সুদুস্তরম্।। ২
আয়ুধং কিঞ্চ রামস্য যেন তে রাক্ষসা হতাঃ। খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দূষণস্ত্রিশিরাস্তথা।। ৩
তত্ত্বং ব্রূহি মনোজ্ঞাঙ্গি কেন ত্বঞ্চ বিরূপিতা। ইত্যুক্তা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাক্ষসী ক্রোধমূর্ছিতা।। ৪
ততো রামং যথান্যায়মাখ্যাতুমুপচক্রমে। দীর্ঘবাহুর্বিশালাক্ষশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরঃ।। ৫
কন্দর্পসমরূপশ্চ রামো দশরথাত্মজঃ। শক্রচাপনিভং চাপং বিকৃষ্য কনকাঙ্গদম্।। ৬
দীপ্তান্ ক্ষিপতি নারাচান্ সর্পানিব মহাবিষান্। নাদদানং শরান্ ঘোরান্ বিমুঞ্চন্তং মহাবলম্।। ৭
ন কার্মুকং বিকর্ষন্তং রামং পশ্যামি সংযুগে। হন্যমানং তু তৎসৈন্যং পশ্যামি শরবৃষ্টিভিঃ।। ৮

চতুস্ত্রিংশ (৩৪) সর্গ

শূর্পণখার প্রতি রাবণের প্রশ্ন। লক্ষ্মণ এবং সীতার পরিচয় দিয়ে রাবণের প্রতি শূর্পণখার সীতাহরণের উপদেশ।

শূর্পণখাকে কঠোরবাক্য বলতে দেখে মন্ত্রীদের মধ্যে বসে রাবণ অত্যন্ত রেগে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো—।। ১ ।। রাম কে? কেমন তার শক্তি? কি তার রূপ, কীইবা তার বীর্যবত্তা? দুর্গম দণ্ডকারণ্যে সে কেন এসেছে?।। ২ ।। রামের অস্ত্র বা কি যা দিয়ে সে যুদ্ধে রাক্ষসদের হত্যা করেছে? খর, দূষণ এবং ত্রিশিরা ও তার দ্বারা নিহত হলো।।৩ ।। সুন্দরি, তুমি ভালো করে বলো তো দেখি, কে তোমায় এমন বিরূপ করেছে? রাক্ষসরাজ এই কথা বলায় রাক্ষসী রেগে মূর্ছিতা হয়ে গেলো।। ৪ ।। কিছু পরে শূর্পণখা রামের কথা যথাযথভাবে বলতে আরম্ভ করলো। রাম দীর্ঘবাহু। বিশাল তার নয়ন। চীর এবং কৃষ্ণাজিন তার পরিধানে।। ৫ ।। দশরথের পুত্র সে। কন্দর্পের মতো তার রূপ। ইন্দ্রের ধনুর মতো তার ধনু। সেটি আবার সোনায় বলয়ে ভূষিত।।৬ ।। সেই ধনু আকর্ষণ করে মহাবিষধর সাপের মতো দীপ্ত বাণগুলি সে ক্ষেপণ করে।।৭ ।। মহাবলশালী তাকে আমি যুদ্ধে ধনু আকর্ষণ করে ভীষণ বাণ নিক্ষেপ করতে দেখি নি। দেখেছি বাণবৃষ্টির দ্বারা সেই সৈন্যবাহিনীকে নিহত হতে।। ৮ ।। ইন্দ্র যেমন শিলাবৃষ্টির দ্বারা শস্যরাজিকে বিনষ্ট

ইন্দ্রেণেবোত্তমং সস্যমাহতং ত্বশ্মবৃষ্টিভিঃ। রক্ষসাং ভীমবীর্যাণাং সহস্রাণি চতুর্দশ।। ৯
নিহতানি শরৈস্তীক্ষ্ণৈস্তেনৈকেন পদাতিনা। অর্ধাধিকমুহূর্তেন খরশ্চ সহদূষণঃ।। ১০
ঋষীণামভয়ং দত্তং কৃতক্ষেমাশ্চ দণ্ডকাঃ।। ১১
একা কথঞ্চিন্মুক্তাহং পরিভূয় মহাত্মনা। স্ত্রীবধং শঙ্কমানেন রামেণ বিদিতাত্মনা।। ১২
ভ্রাতা চাস্য মহাতেজা গুণতস্তুল্যবিক্রমঃ। অনুরক্তশ্চ ভক্তশ্চ লক্ষ্মণো নাম বীর্যবান্।। ১৩
অমর্ষী দুর্জয়ো জেতা বিক্রান্তো বুদ্ধিমান্ বলী। রামস্য দক্ষিণো বাহুর্নিত্যং প্রাণো বহিশ্চরঃ।। ১৪
রামস্য তু বিশালাক্ষী পুর্ণেন্দুসদৃশাননা। ধর্মপত্নী প্রিয়া নিত্যং ভর্তুঃ প্রিয়হিতে রতা।। ১৫
সা সুকেশী সুনাসোরুঃ সুরূপা চ যশস্বিনী। দেবতেব বনস্যাস্য রাজতে শ্রীরিবাপরা।। ১৬
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা রক্ততুঙ্গনখী শুভা। সীতা নাম বরারোহা বৈদেহী তনুমধ্যমা।। ১৭
নৈব দেবী ন গন্ধর্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী। তথা রূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্বা মহীতলে।। ১৮
যস্য সীতা ভবেদ্ ভার্যা যঞ্চ হৃষ্টা পরিষ্বজেৎ। অভিজীবেৎ স সর্বেষু লোকেষ্বপি পুরন্দরাৎ।। ১৯
সা সুশীলা বপুঃশ্লাঘ্যা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি। তবানুরূপা ভার্যা সা ত্বঞ্চ তস্যাঃ পতির্বরঃ।। ২০
তাং তু বিস্তীর্ণজঘনাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্। ভার্যার্থং তু তবানেতুমুদ্যতাহং বরাননাম্।। ২১
বিরূপিতাস্মি ক্রূরেণ লক্ষ্মণেন মহাভুজ। তাং তু দৃষ্ট্বাদ্য বৈদেহীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্।। ২২
মন্মথস্য শরাণাঞ্চ ত্বং বিধেয়ো ভবিষ্যসি। যদি তস্যামভিপ্রায়ো ভার্যাত্বে তব জায়তে।
শীঘ্রমুদ্ধ্রিয়তাং পাদো জয়ার্থমিহ দক্ষিণঃ।। ২৩

করে, তেমনি ভীষণ বীর্যশালী রাক্ষসদের চৌদ্দ হাজারকে বাণবৃষ্টির দ্বারা রাম ধ্বংস করেছে।।৯ ।। একাকী পদাতি হয়েও সে দেড় মুহুর্তের মধ্যে দূষণসহ খরকেও নিহত করেছে।। ১০ ।। ঋষিদের সে অভয় দিয়েছে। দণ্ডকায় করেছে শান্তিস্থাপন।। ১১ ।। আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা রাম নারীহত্যার আশঙ্কায় কেবল আমাকেই কোনোক্রমে অপমান করে ছেড়ে দিয়েছে।। ১২ ।। তার এক মহাতেজস্বী ভাই আছে। সেও তারই মতো পরাক্রমশালী। রামের অনুরক্ত সে। ভক্ত। এবং বীর। তার নাম লক্ষ্মণ।। ১৩ ।। সে ক্রোধী। দুর্জয়। বিজয়ী। পরাক্রান্ত। বুদ্ধিমান এবং বলবান। সে রামের দক্ষিণবাহু। রামের প্রাণই যেন তার মাধ্যমে বাইরে বিচরণ করছে।। ১৪ ।। রামের যে ধর্মপত্নী, সে আয়তলোচনা। পূর্ণচন্দ্রের মতো তার মুখখানি। সে তার প্রিয়। সর্বদাই স্বামীর কল্যাণকার্যে সে নিরতা।। ১৫ ।। সুন্দর তার কেশরাজি। এই সুরূপার নাসিকা এবং ঊরু বেশ আকর্ষণীয়। তার যশও প্রভূত। এই বনে দেবতার মতো যেন দ্বিতীয়া লক্ষ্মী হয়ে সে বিরাজ করছে।। ১৬।। তপ্ত-কাঞ্চনের মতো তার বর্ণ। নখ তার উন্নত। এবং রক্তবর্ণ। এই সুমঙ্গলা নারীর দেহের উন্নতস্থানগুলি বেশ সুন্দর (*তুঙ্গ—উচ্চ*)।। ১৭ ।। এইরকম রূপবতী কোনো নারী আমি ইতঃপূর্বে ভূতলে দেখি নি। কোনো দেবী, গন্ধর্বী, যক্ষী বা কিন্নরীও তার মতো নেই।। ১৮ ।। এই সীতা যার ভার্যা হবে, যাকে সে খুশী হয়ে আলিঙ্গন করবে, সমস্ত লোকে সে ইন্দ্রের চেয়েও বেশী সুখে জীবনযাপন করবে।। ১৯ ।। সে সুশীলা। প্রশংসনীয়-দেহা এবং জগতে রূপে অতুলনীয়া। তোমারই ভার্যা হবার সে যোগ্য। আর তুমিই তার উত্তরপতি হতে পারো।। ২০ ।। তার জঘন বিস্তীর্ণ। পয়োধর পীন এবং উচ্চ। সেই সুন্দরমুখীকে আমি তোমার ভার্যারূপে আনার জন্যে গিয়েছিলাম (*পীন—স্থূল। জঘন—পাছা*)।। ২১ ।। হে মহাবাহু বীর, নিষ্ঠুর লক্ষ্মণ তখন আমার নাক-কান কেটে বিরূপা করে দিয়েছে। যদি পূর্ণচন্দ্রের মতো সুমুখী বিদেহরাজকন্যা সীতাকে আজ দেখো...।। ২২ ।। তুমি কন্দর্পের বাণের বশীভূত হবেই। যদি তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার ইচ্ছা তোমার হয়, তাহলে তাকে জয় করে ছিনিয়ে আনার জন্য এখনই তুমি ডান-পা তোলো ।। ২৩ ।। হে রাক্ষসেশ্বর রাবণ, আমার কথা যদি তোমার পছন্দ হয়

রোচতে যদি তে বাক্যং মমৈতদ্ রাক্ষসেশ্বর। ক্রিয়তাং নির্বিশঙ্কেন বচনং মম রাবণ।। ২৪
বিজ্ঞায়েয়ামশক্তিঞ্চ ক্রিয়তাঞ্চ মহাবল। সীতা তবানবদ্যাঙ্গী ভার্যাত্বে রাক্ষসেশ্বর।। ২৫
নিশম্য রামেণ শরৈরজিহ্মগৈঃর্হতান্ জনস্থান-গতান্ নিশাচরান্।
খরঞ্চ দৃষ্ট্বা নিহতঞ্চ দূষণং ত্বমদ্য কৃত্যং প্রতিপত্তুমর্হসি।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

তাহলে নিঃশঙ্কভাবে আমার কথানুসারে কাজ করুন।। ২৪ ।। হে মহাবীর রাক্ষসরাজ, তুমি রাম লক্ষ্মণকে শক্তিহীন জেনে এবং নিজেকে শক্তিমান মনে করে সুন্দর শরীরিণী সীতাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করুন।।২৫।। জনস্থানে যে রাক্ষসেরা গিয়েছিলো, তাদের সবাইকে এবং খর আর দূষণকেও সোজা বাণ মেরে তারা হত্যা করেছে। একথা শুনে যা করণীয়, আজ তাই তুমি কোরো ।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের চতুর্বিংশ (৩৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণস্য সমুদ্রতীরবর্তি-শোভাদর্শনম্, পুনর্মারীচসমীপে গমনঞ্চ।

ততঃ শূর্পণখাবাক্যং তচ্ছ্রুত্বা রোমহর্ষণম্। সচিবানভ্যনুজ্ঞায় কার্যং বুদ্ধা জগাম হ।। ১
তৎকার্যমনুগম্যান্তর্যথাবদুপলভ্য চ। দোষাণাঞ্চ গুণানাঞ্চ সম্প্রধার্যং বলাবলম্।। ২
ইতি কর্তব্যমিত্যেব কৃত্বা নিশ্চয়মাত্মনঃ। স্থিরবুদ্ধিস্ততো রম্যাং যানশালাং জগাম হ।। ৩
যানশালাং ততো গত্বা প্রচ্ছন্নং রক্ষসাধিপঃ। সূতং সঞ্চোদয়ামাস রথঃ সংযুজ্যতামিতি।। ৪
এবমুক্তঃ ক্ষণেনৈব সারথির্লঘুবিক্রমঃ। রথং সংযোজয়ামাস তস্যাভিমতমুত্তমম্।। ৫
কামগং রথমাস্থায় কাঞ্চনং রত্নভূষিতম্। পিশাচবদনৈর্যুক্তং খরৈঃ কনকভূষণৈঃ।। ৬
মেঘপ্রতিমনাদেন স তেন ধনদানুজঃ। রাক্ষসাধিপতিঃ শ্রীমান্ যযৌ নদনদীপতিম্।। ৭
স শ্বেতবালব্যজনঃ শ্বেতচ্ছত্রো দশাননঃ। স্নিগ্ধবৈদূর্যসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ।। ৮
দশাস্যো বিংশতিভুজো দর্শনীয়পরিচ্ছদঃ। ত্রিদশারির্মুনীন্দ্রঘ্নো দশশীর্ষ ইবাদ্রিরাট্।। ৯

পঞ্চত্রিংশ (৩৫) সর্গ

রাবণের সাগর-সৈকতের শোভাদর্শন। আবার মারীচের কাছে গমন।

শূর্পণখার বাক্য শুনে রাবণ মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্তব্য নির্ধারণ করতে চলে গেলো।। ১।। রাবণ সীতাহরণরূপ কার্য চিন্তা করে যথাযথ কর্তব্য স্থির করে বলাবল এবং দোষ-গুণ বিবেচনা করতে লাগলো।।২।। ইতিকর্তব্য স্থির করে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত নিয়ে রাবণ রমণীয় রথশালায় গমন করলো।।৩ ।। রাক্ষস রাবণ, প্রচ্ছন্নভাবে রথশালায় গিয়ে সারথিকে বললো, রথ যোজনা করো *(রথযোজনা—রথের সঙ্গে অশ্বকে যুক্ত করে যাত্রার জন্য তৈরি করা)*।। ৪ ।। রাবণ এই কথা বলামাত্রই মুহূর্তের মধ্যে দ্রুতকর্মা সারথি তার মনের মতো করে রথযোজনা করলো।। ৫ ।। রাবণ ইচ্ছামতো গমনকারী সেই স্বর্ণ এবং রত্নে ভূষিত রথে আরোহণ করলো। তাতে যোজিত আছে পিশাচের মতো মুখ কতোগুলি গর্দভ।।৬ ।। মেঘের মতো সেই রথের শব্দ। কুবেরের ছোটো ভাই রাক্ষসরাজ শ্রীমান রাবণ নদনদী-পতি সাগরের দিকে যাত্রা করলো।। ৭ ।। দশানন রাবণ রথে। বৈদূর্যমণির মতো তার দীপ্তি। তপ্ত কাঞ্চনের ভূষণ তার অঙ্গে।।৮ ।। দশটি মুখ তার। বিশটি বাহু। তার পরিচ্ছদ দেখতে চমৎকার। দেবশত্রু, মুনিশ্রেষ্ঠদের ঘাতক সেই দশটি মস্তকধারীকে পর্বতরাজের মতোই দেখাচ্ছিলো।। ৯ ।। ইচ্ছানুসারে গমনশীল রথে আসীন রাক্ষসরাজকে

কামগং রথমাস্থায় শুশুভে রাক্ষসাধিপঃ। বিদ্যুন্মণ্ডলবান্ মেঘঃ সবলাক ইবাম্বরে।। ১০
সশৈলসাগরানূপং বীর্যবানবলোকয়ন্। নানাপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈরনুকীর্ণং সহস্রশঃ।। ১১
শীতমঙ্গলতোয়াভিঃ পদ্মিনীভিঃ সমন্ততঃ। বিশালৈরাশ্রমপদৈর্বেদিমদ্ভিরলঙ্কৃতম্।। ১২
কদল্যাটবিসংশোভং নারিকেলোপশোভিতম্। সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ তরুভিশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ।। ১৩
অত্যন্তনিয়তাহারৈঃ শোভিতং পরমর্ষিভিঃ। নাগৈঃ সুপর্ণৈর্গন্ধর্বৈঃ কিন্নরৈশ্চ সহস্রশঃ।। ১৪
জিতকামৈশ্চ সিদ্ধৈশ্চ চারণৈশ্চোপশোভিতম্। আজৈর্বৈখানসৈর্মাষৈর্বালখিল্যৈর্মরীচিপৈঃ।। ১৫
দিব্যাভরণমাল্যাভির্দিব্যরূপাভিরাবৃতম্। ক্রীড়ারতবিধিজ্ঞাভিরপ্সরোভিঃ সহস্রশঃ।। ১৬
সেবিতং দেবপত্নীভিঃ শ্রীমতীভিরুপাসিতম্। দেব-দানবসঙ্ঘৈশ্চ চরিতং ত্বমৃতাশিভিঃ।। ১৭
হংস-ক্রৌঞ্চ-প্লবাকীর্ণং সারসৈঃ সম্প্রসাদিতম্। বৈদূর্যপ্রস্তরং স্নিগ্ধং সান্দ্রং সাগরতেজসা।। ১৮
পাণ্ডুরাণি বিশালানি দিব্যমাল্যযুতানি চ। তূর্যগীতাভিজুষ্টানি বিমানানি সমন্ততঃ।। ১৯
তপসা জিতলোকানাং কামগান্যভিসম্পতন্। গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব দদর্শ ধনদানুজঃ।। ২০
নির্যাসরসমূলানাং চন্দনানাং সহস্রশঃ। বনানি পশ্যন্ সৌম্যানি ঘ্রাণতৃপ্তিকরাণি চ।। ২১
অগুরূণাঞ্চ জাত্যানাং ফলিনাঞ্চ সুগন্ধিনাম্।। ২২
পুষ্পাণি চ তমালস্য গুল্মানি মরিচস্য চ। মুক্তানাঞ্চ সমূহানি শুষ্যমাণানি তীরতঃ।। ২৩
শৈলানি প্রবরাংশ্চৈব প্রবালনিচয়াংস্তথা। কাঞ্চনানি চ শৃঙ্গাণি রাজতানি তথৈব চ।। ২৪
প্রস্রবাণি মনোজ্ঞানি প্রসন্নান্যদ্ভুতানি চ। ধনধান্যোপপন্নানি স্ত্রীরত্নৈরাবৃতানি চ।। ২৫

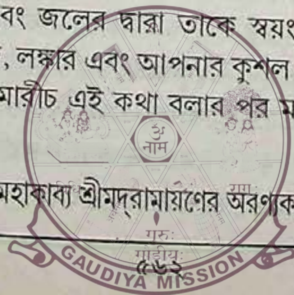
বেশ দেখাচ্ছিলো। আকাশে মণ্ডলাকার বিদ্যুতে পরিশোভিত বলাকাসমন্বিত মেঘের মতো দেখাচ্ছিলো তাকে।। ১০ ।। বীর্যবান রাবণ সাগর সৈকতের সৌন্দর্য দেখছিলো। ফুলে ফলে সমৃদ্ধ হাজার হাজার বৃক্ষ চারদিকে ছড়িয়ে আছে।। ১১।। পুণ্যসলিলা শীতল জলের পদ্মসরোবর সবদিকে দেখা যাচ্ছে। বিশাল সব আশ্রম এবং বহু বেদির দ্বারা অলঙ্কৃত এই তীরভূমি।। ১২ ।। রয়েছে কদলীকানন। নারিকেল বীথি। সাল-তাল আর তমালগাছের শ্রেণী। কুসুমিত তরুরাজিতে সুশোভিত ঐ স্থান।। ১৩ ।। মহর্ষিরা সেখানে বিরাজ করছেন। তাঁদের আহার অত্যন্ত সংযত। হাজার হাজার নাগ, সুপর্ণ, গন্ধর্ব, এবং কিন্নরেরা সেখানে বাস করছে।। ১৪ ।। কামকে জয় করেছে এমন সব সিদ্ধ এবং চারণেরা শোভাবর্ধন করছে। ব্রহ্ম-নন্দন, বৈখানস, মাষ, বালখিল্য এবং মরীচিকা-প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের তপস্বীর সেখানে বাস করছেন *(অজ—ব্রহ্মা। আজ—ব্রহ্মাপুত্র, ব্রহ্মাধ্যানী)*।। ১৫ ।। ক্রীড়ারত হাজার হাজার অপ্সরা সেখানে রয়েছে। তারা সব স্বর্গীয় অলঙ্কার এবং মালায় ভূষিত। স্বর্গীয় তাদের রূপ। প্রতিক্রীড়ার বিধি তারা জানে।।১৬ ।। শ্রীমতী দেবপত্নীরা সেখানে উপাসনা করেন। দানবেরা এবং অমৃতপায়ী দেবগণ দলে দলে সেখানে বিচরণ করেন।। ১৭ ।। সেখানে জলাশয়ে হংস, ক্রৌঞ্চ এবং সারসেরা সাঁতার কাটছে। জলে রয়েছে ভেলা। বৈদূর্যপ্রস্তরে স্নিগ্ধ সেই স্থান। সাগরের সুনীলবর্ণের প্রতিফলনে মনোরম সেই তটভূমি।। ১৮ ।। কিছু দূর গিয়ে দেখলো সাততলা সব বাড়ি। সেগুলি বিশাল। এবং শুভ্র। দিব্যমালা দিয়ে সাজানো। তূর্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গীতের ধ্বনি সেখানে সর্বত্র শোনা যাচ্ছে।। ১৯ ।। তপস্যার দ্বারা যাঁরা বিভিন্ন লোক জয় করেছেন, তাঁদের ইচ্ছানুসারে গমন-সমর্থ বিমানগুলি উড়ছে। কুবেরের ছোটোভাই রাবণ সেইসব এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের দেখলো।। ২০।। তারপর দেখলো হাজার হাজার চন্দনগাছের রম্য বন। যাদের নির্যাসরস হচ্ছে মূল আকর্ষণ। ঘ্রাণের তৃপ্তি দান করে সেই গন্ধ।। ২১ ।। সুগন্ধি অগুরু, উৎকৃষ্টজাতের কক্কোল *(গন্ধদ্রব্যের বৃক্ষবিশেষ)*...।। ২২ ।। তমালের ফুল, মরিচের গুল্ম এবং সমুদ্রতীরে শুকোচ্ছে এমন সব মুক্তারাশি...।।২৩ ।। পর্বত, প্রবালরাজি, সোনার এবং রূপোর বর্ণের শৈলশৃঙ্গ...।। ২৪।। মনোজ্ঞ এবং চিত্তপ্রসাদক বিচিত্র সব ঝরণা ধনধান্যসমৃদ্ধ, স্ত্রীরত্নদের দ্বারা পরিপূর্ণ...।। ২৫ ।। হস্তী, অশ্ব এবং রথে-পূর্ণ নগরসমূহ। সর্বত্র সমানভাবে সেখানে

হস্ত্যশ্ব-রথগাঢানি নগরাণি বিলোকয়ন্। তং সমং সর্বতঃ স্নিগ্ধং মৃদুসংস্পর্শমারুতম্।। ২৬
অনূপে সিন্ধুরাজস্য দদর্শ ত্রিদিবোপমম্। তত্রাপশ্যৎ স মেঘাভং ন্যগ্রোধং মুনিভির্বৃতম্।। ২৭
সমন্তাদ্ যস্য তাঃ শাখাঃ শতযোজনমায়তাঃ। যস্য হস্তিনমাদায় মহাকায়ঞ্চ কচ্ছপম্।। ২৮
ভক্ষার্থং গরুড়ঃ শাখামাজগাম মহাবলঃ। তস্য তাং সহসা শাখাং ভারেণ পতগোত্তমঃ।। ২৯
সুপর্ণঃ পর্ণবহুলাং বভঞ্জাথ মহাবলঃ। তত্র বৈখানসা মাষা বালখিল্যা মরীচিপাঃ।। ৩০
অজা বভূবুর্ধূম্রাশ্চ সঙ্গতাঃ পরমর্ষয়ঃ। তেষাং দয়ার্থং গরুড়স্তাং শাখাং শতযোজনাম্।। ৩১
ভগ্নামাদায় বেগেন তৌ চোভৌ গজ-কচ্ছপৌ। একপাদেন ধর্মাত্মা ভক্ষয়িত্বা তদামিষম্।। ৩২
নিষাদবিষয়ং হত্বা শাখয়া পতগোত্তমঃ। প্রহর্ষমতুলং লেভে মোক্ষয়িত্বা মহামুনীন্।। ৩৩
স তু তেন প্রহর্ষেণ দ্বিগুণীকৃতবিক্রমঃ। অমৃতানয়নার্থং বৈ চকার মতিমান্ মতিম্।। ৩৪
অয়োজালানি নির্মথ্য ভিত্ত্বা রত্নগৃহং বরম্। মহেন্দ্রভবনাদ্‌গুপ্তমাজহারামৃতং ততঃ।। ৩৫
তং মহর্ষিগণৈর্জুষ্টং সুপর্ণকৃতলক্ষণম্। নাম্না সুভদ্রং ন্যগ্রোধং দদর্শ ধনদানুজঃ।। ৩৬
তং তু গত্বা পরং পারং সমুদ্রস্য নদীপতেঃ। দদর্শাশ্রমমেকান্তে পুণ্যে রম্যে বনান্তরে।। ৩৭
তত্র কৃষ্ণাজিনধরং জটামণ্ডলধারিণম্। দদর্শ নিয়তাহারং মারীচং নাম রাক্ষসম্।। ৩৮
স রাবণঃ সমাগম্য বিধিবত্তেন রক্ষসা। মারীচেনার্চিতো রাজা সর্বকামৈরমানুষৈঃ।। ৩৯
তং স্বয়ং পূজয়িত্বা চ ভোজনেনোদকেন চ। অর্থোপহিতয়া বাচা মারীচো বাক্যমব্রবীৎ।। ৪০
কচ্চিত্তে কুশলং রাজঁল্লঙ্কায়াং রাক্ষসেশ্বর। কেনার্থেন পুনস্ত্বং বৈ তূর্ণমেব ইহাগতঃ।। ৪১
এবমুক্তো মহাতেজা মারীচেন স রাবণঃ। ততঃ পশ্চাদিদং বাক্যমব্রবীদ্ বাক্যকোবিদঃ।। ৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

মৃদুস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে।। ২৬ ।। সেই মহাসাগরের তীরে মুনিদের দ্বারা পরিবৃত, স্বর্গসদৃশ মেঘের মতো শ্যামলবর্ণের এক বটবৃক্ষ সে দেখলো।। ২৭ ।। চারদিকে তার শাখাগুলি শতযোজন বিস্তৃত। তার শাখায় মহাবলশালী গরুড় একটি হস্তী এবং বিরাটকায় কচ্ছপকে খাবার জন্য নিয়ে এসে বসেছিলো। গরুড়ের ভারে হঠাৎ তার সেই শাখা গেলো ভেঙে।। ২৮-২৯ ।। মহাবলবান সুপর্ণ পাতায়-ভরা সেই ডাল তো ভেঙে ফেললো! তার নীচে বসেছিলো বৈখানস, মাষ, বালখিল্য আর মরীচিপেরা।। ৩০ ।। তাদের সঙ্গে মিলে আরো ছিলো ব্রহ্মনন্দন, ধূম্র এবং মহর্ষিরা। তাদের জন্য দয়াপরবশ হয়ে ধর্মাত্মা গরুড় সেই শতযোজনপ্রসারী ভেঙে-পড়া শাখাকে বেগে এক পাদে তুলে ধরে আরেক পাদে গজ এবং কচ্ছপ—উভয়কেই তুলে ধরে তাদের মাংসভক্ষণ করলো।। ৩১-৩২ ।। সেই পক্ষিরাজ গরুড় ঐ বৃক্ষশাখার দ্বারা নিষাদদেশ ধ্বংস করে মহর্ষিদের মুক্ত করে অতুলনীয় আনন্দলাভ করেছিলো।। ৩৩ ।। তাতে বুদ্ধিমান সে সানন্দে দ্বিগুণ শক্তিশালী হয়ে অমৃত-আনয়নের জন্য মতিস্থির করলো।। ৩৪ ।। তারপর লোহার জাল ছিন্ন করে রত্ননির্মিত সুদৃঢ় গৃহ ভেদ করে মহেন্দ্রের ভবনে গোপনে রক্ষিত অমৃত সে আহরণ করে নিয়ে এলো।। ৩৫ ।। কুবেরের ছোটোভাই রাবণ মহর্ষিগণ-সেবিত গরুড়ের দ্বারা শাখা ভাঙার চিহ্নযুক্ত সুভদ্র নামক সেই বটবৃক্ষকে দর্শন করলো।। ৩৬ ।। অনন্তর নদীপতি সমুদ্রের পরপারে গিয়ে আরেকটি রমণীয় বনে নির্জন একটি আশ্রম দেখতে পেলো।। ৩৭ ।। সেখানে সে দেখলো মারীচ নামক রাক্ষসকে। মারীচের পরনে ছিলো কৃষ্ণাজিন। মস্তকে মণ্ডলাকারে জটাভার। আহার করেছে সংযত।। ৩৮ ।। রাজা রাবণ সেখানে আসায় রাক্ষস মারীচ মানুষের যা খাদ্য নয় এমন সর্ববিধ ভোজ্যের দ্বারা বিধি অনুসারে তাকে অর্চনা করলো।। ৩৯ ।। ভোজ্য বস্তু এবং জলের দ্বারা তাকে স্বয়ং অভ্যর্থনা করে মারীচ অর্থযুক্তবাক্যে বললো—।। ৪০ ।। হে রাক্ষসরাজ, লঙ্কার এবং আপনার কুশল তো? কি প্রয়োজনে আপনি ত্বরিতপদে আবার এখানে এলেন?।। ৪১ ।। মারীচ এই কথা বলার পর মহাতেজস্বী বাক্যনিপুণ রাবণ এই বাক্য বললো—।। ৪২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের পঞ্চত্রিংশ (৩৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

মারীচসমীপে রাবণেন রামস্যাপরাধবর্ণনম্, তৎপত্নীং সীতাং হর্তুং সাহায্যায়ানুরোধশ্চ।

মারীচ শ্রূয়তাং তাত বচনং মম ভাষতঃ। আর্তোঽস্মি মম চার্তস্য ভবান্ হি পরমা গতিঃ।। ১
জানীষে ত্বং জনস্থানং ভ্রাতা যত্র খরো মম। দূষণশ্চ মহাবাহুঃ স্বসা শূর্পণখা চ মে।। ২
ত্রিশিরাশ্চ মহাবাহু রাক্ষসঃ পিশিতাশনঃ। অন্যে চ বহবঃ শূরা লব্ধলক্ষা নিশাচরাঃ।। ৩
বসন্তি মন্নিয়োগেন অধিবাসঞ্চ রাক্ষসাঃ। বাধমানা মহারণ্যে মুনীন্ য ধর্মচারিণঃ।। ৪
চতুর্দশসহস্রাণি রক্ষাসং ভীমকর্মণাম্। শূরাণাং লব্ধলক্ষাণাং খরচিত্তানুবর্তিনাম্।। ৫
তে ত্বিদানীং জনস্থানে বসমানা মহাবলাঃ। সঙ্গতা পরমায়ত্তা রামেণ সহ সংযুগে।। ৬
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ খরপ্রমুখরাক্ষসাঃ। তেন সঞ্জাতরোষেণ রামেণ রণমূর্ধনি।। ৭
অনুক্ত্বা পরুষং কিঞ্চিচ্ছিরৈর্বাপারিতং ধনুঃ। চতুর্দশসহস্রাণি রক্ষসামুগ্রতেজসাম্।। ৮
নিহতানি শরৈর্দীপ্তৈর্মানুষেণ পদাতিনা। খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দূষণশ্চ নিপাতিতঃ।। ৯
হত্বা ত্রিশিরসং চাপি নির্ভয়া দণ্ডকাঃ কৃতাঃ। পিত্রা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন সভার্যঃ ক্ষীণজীবিতঃ।। ১০
স হন্তা তস্য সৈন্যস্য রামঃ ক্ষত্রিয়পাংসনঃ। অশীলঃ কর্কশস্তীক্ষ্ণো মূর্খো লুব্ধোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।। ১১
ত্যক্তধর্মা ত্বধর্মাত্মা ভূতানামহিতে রতঃ। যেন বৈরং বিনারণ্যে সত্ত্বমাস্থায় কেবলম্।। ১২
কর্ণনাসাপহারেণ ভগিনী মে বিরূপিতা। অস্য ভার্যাং জনস্থানাৎ সীতাং সুরসুতোপমাম্।। ১৩
আনয়িষ্যামি বিক্রম্য সহায়স্তত্র মে ভব। ত্বয়া হ্যহং সহায়েন পার্শ্বস্থেন মহাবল।। ১৪

ষট্‌ত্রিংশ (৩৬) সর্গ

মারীচের কাছে রাবণের দ্বারা রামের অপরাধের বর্ণনা। তার পত্নী সীতাকে হরণের জন্য সহায়তা-প্রার্থনা।

হে মারীচ, আমার কথা শোনো, তাত। আমি আর্ত হয়ে পড়েছি। তুমিই এখন আমার পরম গতি।। ১ ।। তুমি জনস্থানকে জানো। আমার বীর ভাই খর এবং দূষণ আর বোন শূর্পণখাকেও জানো। মাংসভোজী মহাবীর রাক্ষস ত্রিশিরাকেও জানো। আরো জানো লক্ষ্য যাদের অব্যর্থ এমন বহু বীর রাক্ষসকে।। ২ ।। এই রাক্ষসেরা মহারণ্যে বাস করে আমার নির্দেশে ধর্মচারী মুনিদেরকে পীড়ন করতো।। ৩ ।। ভীমকর্মা, অব্যর্থ -লক্ষ্য বীর চৌদ্দহাজার রাক্ষস ছিলো খরের চিত্তের অনুবর্তী।। ৪ ।। ইদানীংকালে সেই মহাবীরেরা মিলিত হয়ে রামের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলো।। ৫ ।। খর-প্রমুখ সেই রাক্ষসেরা নানা অস্ত্রে ছিলো সজ্জিত। রণক্ষেত্রে রুষ্ট রাম...।। ৬ ।। কঠোরবাক্য না বলে ধনুর্বাণ ব্যবহার করেছিলো। একা পদাতি এই মানুষ দীপ্তবাণের দ্বারা উগ্রতেজঃসম্পন্ন চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে নিহত করেছে। যুদ্ধে খর ও দূষণকেও করেছে হত্যা।। ৭-৮ ।। তারপর ত্রিশিরাকেও হত্যা করে দণ্ডকাকে নির্ভয় করেছে। তার বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে পত্নীসহ তাকে নির্বাসন দিয়েছে। ফলে তার প্রাণ ক্ষীণ হয়ে গেছে।। ৯ ।। সেই ক্ষত্রিয়াধম রাম রাক্ষসসৈন্যের বিশালবাহিনীকে হত্যা করেছে। সে চরিত্রহীন। কর্কশ। উগ্র। মূর্খ। লুব্ধ এবং ইন্দ্রিয়পরবশ।। ১০ ।। ধর্মহীন এই অধার্মিক প্রাণীদের অকল্যাণেই রত। শত্রুতার কারণ না থাকলেও সে অনাবশ্যকভাবে যুদ্ধ করেছে।। ১১ ।। নাক আর কান কেটে আমার বোনকে সে হতশ্রী করেছে। দেবকন্যাতুল্যা তার ভার্যা সীতাকে জনস্থান থেকে...।। ১২ ।। জোর করে আমি ছিনিয়ে আনবো। তাতে তুমি আমার সহায় হবে। হে মহাবীর, তুমি যদি আমার সহায় থাকো,...।। ১৩ ।। আর আমার ভাইয়েরা আমার সহায় থাকে তাহলে আমি দেবগণকেও গ্রাহ্য করি না। হে রাক্ষস, এই কাজে আমার সহায় হও। তুমি তাতে সমর্থ।। ১৪ ।। যুদ্ধে,

ভ্রাতৃভিশ্চ সুরান্ সর্বান্নাহমত্রাভিচিন্তয়ে। তৎসহায়ো ভব ত্বং মে সমর্থো হ্যসি রাক্ষস।। ১৫
বীর্যে যুদ্ধে চ দর্পে চ নহ্যস্তি সদৃশস্তব। উপায়তো মহাঞ্শূরো মহামায়াবিশারদঃ।। ১৬
এতদর্থমহং প্রাপ্তস্ত্বৎসমীপং নিশাচর। শৃণু তৎকর্ম সাহায্যে যৎকার্যং বচনান্মম।। ১৭
সৌবর্ণস্ত্বং মৃগো ভূত্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ। আশ্রমে তস্য রামস্য সীতায়া প্রমুখে চর।। ১৮
ত্বাং তু নিঃসংশয়ং সীতা দৃষ্ট্বা তু মৃগরূপিণম্। গৃহ্যতামিতি ভর্তারং লক্ষ্মণং চাভিধাস্যতি।। ১৯
ততস্তয়োরপায়ে তু শূন্যে সীতাং যথাসুখম্। নিরাবাধো হরিষ্যামি রাহুশ্চন্দ্রপ্রভামিব।। ২০
ততঃ পশ্চাৎ সুখং রামে ভার্যাহরণকর্শিতে। বিস্রব্ধং প্রহরিষ্যামি কৃতার্থেনান্তরাত্মনা।। ২১
তস্য রামকথাঃ শ্রুত্বা মারীচস্য মহাত্মনঃ। শুষ্কং সমদ্ ভববক্ত্রং পরিত্রস্তো বভূব চ।। ২২
ওষ্ঠৌ পরিলিহঞ্শুষ্কৌ নেত্রৈরনিমিষৈরিব। মৃতভূত ইবার্তস্তু রাবণং সমুদৈক্ষত।। ২৩
স রাবণং ত্রস্তবিষণ্ণচেতা মহাবনে রামপরাক্রমজ্ঞঃ।
কৃতাঞ্জলিস্তত্ত্বমুবাচ বাক্যং হিতঞ্চ তস্মৈ হিতমাত্মনশ্চ।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষট্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

বীর্যে এবং গর্বে তোমার সমান আর কেউই নেই। তুমি উপায়নিপুণ। মহা বীর। এবং গভীর ছলনা-সৃষ্টিতে দক্ষ।। ১৫ ।। হে রাক্ষস, এই জন্যই আমি তোমার কাছে এসেছি। এই কার্যে সহায়তার কারণে আমার জন্য তোমার যা করতে হবে শোনো।। ১৬ ।। তুমি একটি স্বর্ণমৃগের রূপধারণ করবে। গায়ে থাকাবে রূপোর মতো বিন্দু বিন্দু বহু চিহ্ন। রামের আশ্রমে সীতার সামনে চরে বেড়াবে।। ১৭ ।। মৃগরূপী তোমায় দেখে সীতা নিশ্চয়ই তার স্বামীকে এবং লক্ষ্মণকে বলবে, এটা ধরে আনো তো।। ১৮ ।। রাম-লক্ষ্মণ দু'জন যখন তোমায় ধরতে গিয়ে দূরে চলে যাবে, তখন শূন্য -আশ্রম থেকে বেশ সুখেই বিনা বাধায় রাহু যেমন চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করে তেমনি আমিও সীতাকে অনায়াসে হরণ করবো।। ১৯-২০ ।। ভার্যাহরণের দুঃখে রাম যখন তারপর কাতর হয়ে পড়বে তখন মনের সুখে নির্জনে তাকে আমি করবো প্রহার।। ২১ ।। রামকে নিয়ে রাবণের মুখে এই কথা শুনে সেই মারীচের মুখ একেবারে শুকিয়ে গেলো। সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলো।। ২২ ।। শুকনো ঠোঁট চেটে পলকহীন চোখে মৃতের মতো হয়ে আর্তভাবে রাবণের দিকে সে তাকালো।। ২৩ ।। মহারণ্যে রামের পরাক্রমের কথা জানায় ভীত হয়ে বিষণ্ণচিত্তে কৃতাঞ্জলি হয়ে রাবণ এবং নিজের মঙ্গলের ইচ্ছায় মারীচ বাক্য বললো।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ষট্ত্রিংশ (৩৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামস্য গুণং প্রভাবঞ্চোক্ত্বা সীতাহরণতঃ প্রতিনিবৃত্তয়ে রাবণং প্রতি মারীচস্যোপদেশঃ।

তচ্ছ্রুত্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য বাক্যং বাক্যবিশারদঃ। প্রত্যুবাচ মহাতেজা মারীচো রাক্ষসেশ্বরম্।। ১
সুলভাঃ পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ। অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা ভোক্তা চ দুর্লভঃ।। ২

সপ্তত্রিংশ (৩৭) সর্গ

শ্রীরামের গুণ এবং প্রভাবের কথা বলে সীতাহরণ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য রাবণের প্রতি মারীচের উপদেশ।

রাক্ষসরাজ রাবণের ঐ বাক্য শুনে মহাতেজস্বী বাক্যনিপুণ মারীচ প্রত্যুত্তরে বললো—।। ১ ।। হে রাজন্, প্রিয়ভাষী লোক সর্বদা সহজেই মেলে। অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা এবং তা গ্রহণ করতে পারে এমন লোক সহজে মেলে না।। ২ ।। আপনি গুপ্তচর নিযুক্ত করেন নি। স্বভাবে চঞ্চল আপনি। তাই মহেন্দ্র ও

ন নূনং বুধ্যসে রামং মহাবীর্যগুণোন্নতম্। অযুক্তচারশ্চপলো মহেন্দ্রবরুণোপমম্।। ৩
অপি স্বস্তি ভবেত্তাত সর্বেষামপি রক্ষসাম্। অপি রামো ন সংক্রুদ্ধঃ কুর্যাল্লোকানরাক্ষসান্।। ৪
অপি তে জীবিতান্তায় নোৎপন্না জনকাত্মজা। অপি সীতা নিমিত্তঞ্চ ন ভবেদ্ ব্যসনং মহৎ।। ৫
অপি ত্বামীশ্বরং প্রাপ্য কামবৃত্তং নিরঙ্কুশম্। ন বিনশ্যেৎ পুরী লঙ্কা ত্বয়া সহ সরাক্ষসা।। ৬
তদ্বিধঃ কামবৃত্তো হি দুঃশীলঃ পাপমন্ত্রিতঃ। আত্মানং স্বজনং রাষ্ট্রং স রাজা হন্তি দুর্মতিঃ।। ৭
ন চ পিত্রা পরিত্যক্তো নামর্যাদঃ কথঞ্চন। ন লুব্ধো ন চ দুঃশীলো ন চ ক্ষত্রিয়পাংসনঃ।। ৮
ন চ ধর্মগুণৈর্হীনঃ কৌসল্যানন্দবর্ধনঃ। ন চ তীক্ষ্ণো হি ভূতানাং সর্বভূতহিতে রতঃ।। ৯
বঞ্চিতং পিতরং দৃষ্ট্বা কৈকেয্যা সতবাদিনম্। করিষ্যামিতি ধর্মাত্মা ততঃ প্রব্রজিতো বনম্।। ১০
কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামার্থং পিতুর্দশরথস্য চ। হিত্বা রাজ্যঞ্চ ভোগাংশ্চ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্।। ১১
ন রামঃ কর্কশস্তাত নাবিদ্বান্ নাজিতেন্দ্রিয়ঃ। অনৃতং ন শ্রুতং চৈব নৈব ত্বং বক্তুমর্হসি।। ১২
রামো বিগ্রহবান্ ধর্মঃ সাধুঃ সত্যপরাক্রমঃ। রাজা সর্বস্য লোকস্য দেবানামিব বাসবঃ।। ১৩
কথং নু তস্য বৈদেহীং রক্ষিতাং স্বেন তেজসা। ইচ্ছসি প্রসভং হর্তুং প্রভামিব বিবস্বতঃ।। ১৪
শরার্চিষমনাধৃষ্যং চাপখড়্গেন্ধনং রণে। রামাগ্নিং সহসা দীপ্তং ন প্রবেষ্টুং ত্বমর্হসি।। ১৫
ধনুর্ব্যাদিতদীপ্তাস্যং শরার্চিষমমর্ষণঃ। চাপ-বাণধরং তীক্ষ্ণং শত্রুসেনাপহারিণম্।। ১৬
রাজ্যং সুখঞ্চ সন্ত্যজ্য জীবিতং চেষ্টমাত্মনঃ। নাত্যাসাদয়িতুং তাত রামান্তকমিহার্হসি।। ১৭
অপ্রমেয়ং হি তত্তেজো যস্য সা জনকাত্মজা। ন ত্বং সমর্থস্তাং হর্তুং রামচাপাশ্রয়াং বনে।। ১৮

বরুণের মতো মহাবীর্যবান এবং গুণসম্পন্ন রামকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন না।। ৩ ।। আপনি যা করতে চাইছেন, আদৌ, তাতে রাক্ষসদের কল্যাণ হবে কি? রাম যদি রেগে না যান এবং জগতকে রাক্ষসবিহীন না করেন, সেটা ভালো নয় কি? *(উল্টে রাম যদি রেগে যান, তাহলে জগতকে রাক্ষসশূন্য করে দেবেনই)*।। ৪ ।। আপনার জীবনবিনাশের জন্য জনকদুহিতা সীতার জন্ম হয় নি তো? তাই বলছি, সীতাকে উপলক্ষ্য করে আপনার বিষম বিপদ যেন না হয়!।। ৫ ।। তোমার মতো কামাচারীকে নিরঙ্কুশভাবে প্রভুরূপে পেয়ে রাক্ষসদের নিয়ে লঙ্কা না ধ্বংস হয়ে যায়!।। ৬ ।। আপনার মতো কামাচারী, দুশ্চরিত্র, পাপচালিত দুর্মতি রাজা নিজেকে, আত্মীয়গণকে এবং রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে।। ৭ ।। রামকে তাঁর পিতা পরিত্যাগ করেন নি। তিনি কোনোরকমেই মর্যাদাহীন নন। তিনি লোভী নন। দুশ্চরিত্র নন। ক্ষত্রিয়কুলে অধমও তিনি নন।। ৮ ।। সদ্‌গুণের জন্য মাতা কৌশল্যার তিনি আনন্দবর্ধন। তিনি ধর্ম ও গুণহীন নন। প্রাণীদিগের প্রতি উগ্র নন তিনি। সকল প্রাণীর কল্যাণেই নিরত।। ৯ ।। পিতাকে কৈকেয়ী বঞ্চনা করছেন দেখে পিতার সত্য রক্ষা করবার জন্য ধর্মাত্মা রাম বনে গমন করেছেন।। ১০ ।। পিতা দশরথ এবং কৈকেয়ীর প্রিয়কার্য সাধনের জন্য রাজ্য এবং ভোগ ত্যাগ করে তিনি দণ্ডাকারণ্যে প্রবেশ করেছেন।। ১১ ।। হে তাত, রাম কর্কশ নন। অ-বিদ্বান্ নন, না তিনি অ-জিতেন্দ্রিয়। তিনি কখনো মিথ্যা শোনেন না। তাঁর সম্বন্ধে আপনার এইরকম বলা উচিত নয়।। ১২ ।। রাম হলেন মূর্তিমান ধর্ম। তিনি সাধুস্বভাব। ও সত্যনিষ্ঠ। দেবগণের রাজা যেমন ইন্দ্র, তিনিও তেমনি সকল-লোকের রাজা।।। ১৩ ।। সূর্য হতে তার কিরণকে হরণ করা যায় না। আপনি কেন জোর করে তা করতে চাইছেন? *(প্রসভ—জোর করে)*।। ১৪ ।। যুদ্ধে অপরাজেয় রাম অগ্নিস্বরূপ। বন সেই অগ্নির শিখা। ধনু এবং খড়্গ তার জ্বালানী কাঠ। সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করা তথা রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আপনার উচিত নয়।। ১৫ ।। প্রসারিত ধনুই যাঁর দীপ্ত মুখমণ্ডল, ধনুর্বাণ যাঁর তেজঃশিখা, শত্রুর বিরুদ্ধে উগ্র শত্রুসেনাবিনাশী যিনি ক্রুদ্ধ,...।। ১৬ ।। রাজ্য, সুখ এবং নিজের প্রাণকে ত্যাগ করে সেই যমের মতো রামের কাছে আপনার যাওয়া উচিতই নয়।। ১৭ ।। জনকদুহিতা সীতা যাঁর পত্নী, অতুলনীয় তাঁর তেজ। বনে রামের ধনুর আশ্রয়ে যিনি বাস করছেন সেই সীতাকে আপনি হরণ করতে পারবেন না।। ১৮ ।।

তস্য বৈ নরসিংহস্য সিংহোরস্কস্য ভামিনী। প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরা ভার্যা নিত্যমনুব্রতা।। ১৯
ন সা ধর্ষয়িতুং শক্যা মৈথিল্যোজস্বিনঃ প্রিয়াঃ। দীপ্তস্যেব হুতাশস্য শিখা সীতা সুমধ্যমা।। ২০
কিমুদ্যমং ব্যর্থমিমং কৃত্বা তে রাক্ষসাধিপ। দৃষ্টশ্চেৎ ত্বং রণে তেন তদন্তমুপজীবিতম্।। ২১
জীবিতঞ্চ সুখঞ্চৈব রাজ্যঞ্চৈব সুদুর্লভম্। যদীচ্ছসি চিরং ভোক্তুং মা কৃথা রামবিপ্রিয়ম্।
স সর্বৈঃ সচিবৈঃ সার্ধং বিভীষণপুরস্কৃতৈঃ।। ২২
মন্ত্রয়িত্বা স ধর্মিষ্ঠৈঃ কৃত্বা নিশ্চয়মাত্মনঃ। দোষাণাঞ্চ গুণানাঞ্চ সম্প্রধার্য বলাবলম্।। ২৩
আত্মনশ্চ বলং জ্ঞাত্বা রাঘবস্য চ তত্ত্বতঃ। হিতং হি তব নিশ্চিত্য ক্ষমং ত্বং কর্তুমর্হসি।। ২৪
অহং তু মন্যে তব ন ক্ষমং রণে সমাগমং কোসল-রাজসূনুনা।
ইদং হি ভূয়ঃ শৃণু বাক্যমুত্তমং ক্ষমঞ্চ যুক্তঞ্চ নিশাচরাধিপ।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

সিংহের মতো সমুন্নত রামের বক্ষোদেশ। নর হয়েও তিনি সিংহবিক্রম। তাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয়া পত্নী হলেন সুন্দরী সীতা। তিনি তাঁর নিত্য অনুগতা।। ১৯ ।। জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো তেজস্বিনী। সুন্দরী। ওজস্বী রামের প্রিয়তমা পত্নী সীতাকে আপনি কখনো ধর্ষণ করতে সমর্থ হবেন না।। ২০ ।। হে রাক্ষসরাজ, এই ব্যর্থ চেষ্টায় আপনার কি লাভ? যুদ্ধে আপনাকে দেখতে পায়, তাহলেই আপনার জীবন শেষ।। ২১ ।। জীবন, সুখ এবং এমন দুর্লভ রাজ্য যদি আপনি চিরকাল ভোগ করতে চান, তাহলে রামের অপ্রিয় কাজ করতে যাবেন না। বিভীষণ-প্রমুখ ধার্মিক মন্ত্রীর সঙ্গে...।। ২২ ।। পরামর্শ করে আপনি নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। দোষগুণ এবং বলাবল বিবেচনা করে,...।। ২৩ ।। নিজের এবং রামের শক্তি যথার্থভাবে জেনে, নিজের মঙ্গল নিশ্চিত করে আপনি কাজ করতে পারেন।। ২৪ ।। আমি মনে করছি, কোশল রাজপুত্র রামের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়া আপনার উচিত নয়। হে রাক্ষসরাজ, আবার আমার যুক্তিযুক্ত কল্যাণকর উত্তমবাক্য আপনি শুনুন।। ২৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ (৩৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

অপরাধজনককার্যতঃ প্রতিনিবর্তনায় মারীচস্য বাধাদানম্।

কদাচিদপ্যহং বীর্যাৎ পর্যটন্ পৃথিবীমিমাম্। বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ন্ পর্বতোপমঃ।। ১
নীল-জীমূতসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ। ভয়ং লোকস্য জনয়ন্ কিরীটি পরিঘায়ুধঃ।। ২
ব্যচরন্ দণ্ডকারণ্যমৃষিমাংসানি ভক্ষয়ন্। বিশ্বামিত্রোঽথ ধর্মাত্মা মদ্বিত্রস্তো মহামুনিঃ।। ৩

অষ্টত্রিংশ (৩৮) সর্গ

রাবণকে অপরাধজনক কার্য-সম্পাদনে মারীচের বাধাদান।

শুনুন, একসময় আমি পর্বতের মতো বিশাল দেহ এবং হাজার হস্তীর বল ধারণ করে নিজের পরাক্রমে এই সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলাম।। ১ ।। নীল মেঘের মতো ছিলো আমার গায়ের রঙ্। উজ্জ্বল সোনার কুণ্ডল ছিলো কানে। মাথায় ছিলো মুকুট। হাতে পরিঘ অস্ত্র নিয়ে আমি জনগণের ভয়-উৎপাদন করতাম।। ২ ।। দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করে ঋষিদের মাংস আমি ভোজন করতাম। তখন, ধর্মপ্রাণ মুনি বিশ্বামিত্র আমার দ্বারা সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন।। ৩ ।। তিনি রাজা দশরথের কাছে নিজে গিয়ে বলেছিলেন, এই রাম হোমকালে অতন্দ্র

স্বয়ং গত্বা দশরথং নরেন্দ্রমিদমব্রবীৎ। অয়ং রক্ষতু মাং রামঃ পর্বকালে সমাহিতঃ।। ৪
মারীচান্মে ভয়ং ঘোরং সমুৎপন্নং নরেশ্বর। ইত্যেবমুক্তো ধর্মাত্মা রাজা দশরথস্তদা।। ৫
প্রত্যুবাচ মহাভাগং বিশ্বামিত্রং মহামুনিম্। ঊনদ্বাদশবর্ষোঽয়মকৃতাস্ত্রশ্চ রাঘবঃ।। ৬
কামং তু মম তৎসৈন্যং ময়া সহ গমিষ্যতি। বলেন চতুরঙ্গেণ স্বয়মেত্য নিশাচরম্।। ৭
বধিষ্যামি মুনিশ্রেষ্ঠ শত্রুং তব যথেপ্সিতম্। এবমুক্তঃ স তু মুনী রাজানমিদমব্রবীৎ।। ৮
রামান্নান্যদ্ বলং লোকে পর্যাপ্তং তস্য রক্ষসঃ। দেবতানামপি ভবান্ সমরেষ্বভিপালকঃ।। ৯
আসীৎ তব কৃতং কর্ম ত্রিলোকবিদিতং নৃপ। কামমস্তি মহৎ সৈন্যং তিষ্ঠত্বিহ পরন্তপ।। ১০
বালোঽপ্যেষ মহাতেজাঃ সমর্থস্তস্য নিগ্রহে। গমিষ্যে রামমাদায় স্বস্তি তেঽস্তু পরন্তপ।। ১১
ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনিস্তমাদায় নৃপাত্মজম্। জগাম পরমপ্রীতো বিশ্বামিত্রঃ স্বমাশ্রমম্।। ১২
তং তথা দণ্ডকারণ্যে যজ্ঞমুদ্দিশ্য দীক্ষিতম্। বুভূবোপস্থিতো রামশ্চিত্রং বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ।। ১৩
অজাতব্যঞ্জনঃ শ্রীমান্ বালঃ শ্যাম শুভলক্ষণঃ। একবস্ত্রধরো ধন্বী শিখী কণকমালয়া।। ১৪
শোভয়ন্ দণ্ডকারণ্যং দীপ্তেন স্বেন তেজসা। অদৃশ্যত তদা রামো বালচন্দ্র ইবোদিতঃ।। ১৫
ততোঽহং মেঘসঙ্কাশস্তপ্তকাঞ্চন কুণ্ডলঃ। বলী দত্তবরো দর্পাদাজগামাশ্রমান্তরম্।। ১৬
তেন দৃষ্টঃ প্রবিষ্টোঽহং সহসৈবোদ্যতায়ুধঃ। মাং তু দৃষ্ট্বা ধনুঃ রাজ্যমসম্ভ্রান্তশ্চকার হ।। ১৭
অবজানন্ সম্মোহাদ্ বালোঽয়মিতি রাঘবম্। বিশ্বামিত্রস্য তাং বেদিমভ্যধাবং কৃতত্বর।। ১৮

হয়ে আমাকে রক্ষা করুক।। ৪ ।। হে রাজন্, মারীচের কাছ থেকে আমাদের ভীষণ ভয় হচ্ছে। ধর্মপ্রাণ রাজা দশরথকে তিনি এই কথা বললেন।। ৫ ।। রাজা প্রত্যুত্তরে বললেন, এই রামের বয়স এখনো বারো পূর্ণ হয় নি। আর অস্ত্রশিক্ষাও তার হয় নি *(পাঠান্তর আছে—ঊনষোড়শবর্ষো ২য়ম্-তাতে তখন রামের বয়স ১৫ বলা হয়েছে। আমাদের মতে ১৫ই উচিত)*।। ৬ ।। যদি আপনার অনুমতি হয়, তাহলে আমি নিজেই আমার সৈন্যবাহিনীসহ যাবো। চতুরঙ্গ-বাহিনী নিয়ে নিজে গিয়ে রাক্ষসকে...।। ৭ ।। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি বধ করবো। যে শত্রুকে বধ আপনার অভিলষিত। রাজা এই কথা বলার পর মুনি বললেন—।।৮ ।। জগতে রাম ছাড়া আর কোনো সৈন্যই সেই রাক্ষসকে হত্যা করতে পারবে না। আমি জানি, যুদ্ধে আপনি দেবতাদেরো অভিপালক।। ৯ ।। হে রাজন্, আপনার কৃতকর্মের কথা ত্রিভুবন জানে। হে শত্রুতাপন, জানি আপনার বিরাট সৈন্যবাহিনী রয়েছে। সেই বাহিনী এইখানেই থাকুক।। ১০ ।। বালক হলেও এই মহাতেজস্বী সেই রাক্ষসের নিগ্রহে সমর্থ। তাই হে শত্রুতাপন, রামকে নিয়েই আমি যাবো। আপনার কল্যাণ হোক।।১১ ।। এই কথা বলে সেই মুনি বিশ্বামিত্র রাজকুমার রামকে নিয়ে অত্যন্ত প্রীত হয়ে নিজের আশ্রমে চলে গেলেন।। ১২ ।। রাম তখন সুন্দর ধনুটিকে আন্দোলিত করে যজ্ঞের জন্য দীক্ষিত সেই ঋষি বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করতে দণ্ডাকরণ্যে উপস্থিত হলেন।। ১৩ ।। কিশোর রামচন্দ্রের তখন দাড়ি-গোঁফ গজায় নি। পদ্মের পাপড়ির মতো বিশাল তাঁর চোখ। কোঁকড়ানো চুল। মাথায় শিখা রয়েছে। ধনুপ্রয়োগে নিপুণ। গলায় সোনার হার। ভারি সুন্দর তিনি দেখতে *(ব্যঞ্জন—বয়সের চিহ্ন দাড়ি-গোঁফ)*।। ১৪ ।। তাঁর নিজের দেহের উজ্জ্বল তেজে দণ্ডকারণ্যে তিনি শোভিত করছিলেন। নবোদিত তরুণ চন্দ্রের মতো তাঁকে দেখাচ্ছিলো।। ১৫ ।। আমি ব্রহ্মার বরে গর্বিত হয়ে আমার মেঘের মতো বর্ণকে উজ্জ্বল সোনার কুণ্ডলে সাজিয়ে সেই আশ্রমে গেলাম।। ১৬ ।। আমাকে ঢুকতে দেখেই তৎক্ষণাৎ তিনি অস্ত্রপ্রয়োগে উদ্যত হলেন। আমাকে লক্ষ্য করে নির্ভীকভাবে তিনি ধনুতে গুণ পরিয়ে নিলেন।। ১৭ ।। মোহবশতঃ রামকে ছেলেমানুষ বলে অবজ্ঞা করে আমি দ্রুত সেই বেদির দিকে ছুটে গেলাম।। ১৮ ।। তখন রাম শত্রুঘাতী তীক্ষ্ণ একটি বাণ আমার উপর নিক্ষেপ করলেন। তাতে আহত হয়ে আমি শত যোজন দূরে সমুদ্রে গিয়ে ছিটকে

তেন মুক্তস্ততো বাণঃ শিতঃ শত্রুনিবর্হণঃ। তেনাহং তাডিতঃ ক্ষিপ্তঃ সমুদ্রে শতযোজনে।। ১৯
নেচ্ছতা তাত মাং হন্তুং তদা বীরেণ রক্ষিতঃ। রামস্য শরবেগেণ নিরস্তো ভ্রান্তচেতনঃ।। ২০
পতিতোঽহং তদা তেন গম্ভীরে সাগরাম্ভসি। প্রাপ্য সংজ্ঞাং চিরাত্তাত লঙ্কাং প্রতি গতঃ পুরীম্।। ২১
এবমস্মি তদা ভুক্তঃ সহায়াস্তে নিপাতিতাঃ। অকৃতাস্ত্রেণ রামেণ বালেনাক্লিষ্টকর্মণা।। ২২
তন্ময়া বার্যমাণস্তু যদি রামেণ বিগ্রহম্। করিষ্যস্যাপদং ঘোরং ক্ষিপ্রং প্রাপ্য ন শিষ্যসি।। ২৩
ক্রীডা-রতিবিধিজ্ঞানাং সমাজোৎসবদর্শিনাম্। রক্ষসাঞ্চৈব সন্তাপমনর্থং চাহরিষ্যসি।। ২৪
হর্ম্য-প্রাসাদসংবাধাং নানারত্নবিভূষিতাম্। দ্রক্ষ্যসি ত্বং পুরীং লঙ্কাং বিনষ্টাং মৈথিলীকৃতে।। ২৫
অকুর্বন্তোঽপি পাপানি শুচয়ঃ পাপসংশ্রয়াৎ। পরপাপৈর্বিনশ্যন্তি মত্স্যা নাগহ্রদে যথা।। ২৬
দিব্যচন্দনদিগ্ধাঙ্গান্ দিব্যাভরণভূষিতান্। দ্রক্ষ্যস্যভিহতান্ ভূমৌ তব দোষাত্তু রাক্ষসান্।। ২৭
হৃতদারান্ সদারাংশ্চ দশ বিদ্রবতো দিশঃ। হতশেষানশরণান্ দ্রক্ষ্যসি ত্বং নিশাচরান্।। ২৮
শরজালপরিক্ষিপ্তামগ্নিজ্বালাসমাবৃতাম্। প্রদগ্ধভবনাং লঙ্কাং দ্রক্ষ্যসি ত্বমসংশয়ম্।। ২৯
পরদারাভিমর্শাত্তু নান্যৎ পাপতরং মহৎ। প্রমদানাং সহস্রাণি তব রাজন্ পরিগ্রহে।। ৩০
ভব স্বদারনিরতঃ স্বকুলং রক্ষ রাক্ষসান্। মানং বৃদ্ধিঞ্চ রাজ্যঞ্চ জীবিতং চেষ্টমাত্মনঃ।। ৩১
কলত্রাণি চ সৌম্যানি মিত্রবর্গং তথৈব চ। যদিচ্ছসি চিরং ভোক্তুং মা কৃথা রামবিপ্রিয়ম্।। ৩২
নিবার্যমাণঃ সুহৃদা ময়া ভৃশং প্রসহ্য সীতাং যদি ধর্ষয়িষ্যসি।
গমিষ্যসি ক্ষীণবলঃ সবান্ধবো যমক্ষয়ং রামশরাত্তজীবিতঃ।। ৩৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টত্রিংশঃ সর্গঃ।

পড়লাম।। ১৯ ।। সেই সঙ্গে তখন আমাকে একেবারে মেরে ফেলতে চান নি বলে আমি রক্ষা পেলাম। রামের শরাঘাতে আমি অচেতন হয়ে গেলাম। আর এগোতে পারলাম না।। ২০ ।। গভীর সাগরে তিনি আমায় ফেলেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে চেতনালাভ করে আমি লঙ্কায় ফিরে গেলাম।। ২১ ।। আমি তো এইভাবে মুক্তি পেলাম, কিন্তু আমার সহায়কেরা সেই অস্ত্রে অনভিজ্ঞ অথচ অতন্দ্রকর্মী বালকের দ্বারা নিহত হলো।। ২২ ।। আপনাকে তাই আমি বারণ করছি। হে রাবণ, আপনি যদি রামের সঙ্গে শত্রুতা করেন, তাহলে ভীষণ বিপদে পড়বেন।। ২৩ ।। যে রাক্ষসেরা খেলাধূলা আমোদ-প্রমোদের নিয়ম জানে, যারা সামাজিক উৎসবাদি দেখে আনন্দে জীবন কাটায় তাদের অনর্থ ঘটাবেন। তাদের জন্য নিয়ে আসবেন সন্তাপ।। ২৪।। মনোহর অট্টালিকা এবং প্রাসাদে-পরিপূর্ণ, নানা রত্নে অলঙ্কৃত লঙ্কাপুরীকে আপনি দেখবেন সীতার জন্যই ধ্বংস হয়ে গেলো।। ২৫ ।। সর্প-পূর্ণ হ্রদে বাসকারী মৎস্যেরা সংসর্গের জন্যই বিনষ্ট হয়। যাঁরা পাপ করেন নি, তেমন পবিত্রব্যক্তিরাও পাপীর সংসর্গের জন্য অপরের পাপে বিনষ্ট হয়ে যান।। ২৬ ।। দিব্য চন্দনে লিপ্ত, দিব্য অলঙ্কারে ভূষিত রাক্ষসদের আপনার দোষেই নিহত হয়ে ভূপতিত দেখবেন।। ২৭ ।। আপনি দেখবেন, হতাবশিষ্ট নিরাশ্রয় রাক্ষসেরা অনেকে পত্নী পরিত্যাগ করে, অনেকে পত্নীসহ দশদিকে পালিয়ে যাচ্ছে।। ২৮ ।। নিঃসংশয়ে লঙ্কাকে দেখবেন, বাণজালে পরিবিদ্ধ। বাড়ীগুলি সব আগুনে দগ্ধ।। ২৯ ।। পরস্ত্রীর ওপর ধর্ষণ করার চেয়ে বড়ো পাপ আর নেই! রাজন্, আপনার তো বিবাহিত হাজার জন পত্নী রয়েছে।। ৩০ ।। নিজের পত্নীতেই আসক্ত থেকে রাক্ষসদের নিজের বংশ আপনি রক্ষা করুন। রক্ষা করুন নিজের সম্মান। অভ্যুদয়। রাজ্য এবং নিজের প্রিয় প্রাণ।। ৩১ ।। দীর্ঘকাল জীবন যদি উপভোগ করতে চান, তাহলে সুন্দরী পত্নীদের এবং বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ করুন। রামের অপ্রিয় কিছুতেই করবেন না।। ৩২ ।। আমি আপনার সুহৃদ্। আপনাকে বারণ করছি। তবুও যদি আপনি জোর করে সীতাকে ধর্ষণ করেন, তাহলে রামের বাণে নিঃশক্তি হয়ে, নিহত হয়ে সবান্ধবে আপনাকে যমালয়ে যেতে হবে।। ৩৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের অষ্টত্রিংশ (৩৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণং বোধয়িতুং মারীচস্য যত্নঃ।

এবমস্মি তদা মুক্তঃ কথঞ্চিত্তেন সংযুগে। ইদানীমপি যদ্বৃত্তং তচ্ছৃণুষ্ব যদুত্তরম্।। ১
রাক্ষসাভ্যামহং দ্বাভ্যামনির্বিণ্ণস্তথাকৃতঃ। সহিতো মৃগরূপাভ্যাং প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনে।। ২
দীপ্তজিহ্বো মহাদংষ্ট্রস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গো মহাবলঃ। ব্যচরং দণ্ডকারণ্যং মাংসভক্ষো মহামৃগঃ।। ৩
অগ্নিহোত্রেষু তীর্থেষু চৈত্যবৃক্ষেষু রাবণ। অত্যন্তঘোরো ব্যচরং তাপসাংস্তান্ প্রধর্ষয়ন্।। ৪
নিহত্য দণ্ডকারণ্যে তাপসান্ ধর্মচারিণঃ। রুধিরাণি পিবংস্তেষাং তন্মাংসানি চ ভক্ষয়ন্।। ৫
ঋষিমাংসাশনঃ ক্রূরস্ত্রাসয়ন্ বনগোচরন্। তদা রুধিরমত্তোঽহং ব্যচরং দণ্ডকাবনম্।। ৬
তদাহং দণ্ডকারণ্যে বিচরন্ ধর্মদূষকঃ। আসাদয়ং তদা রামং তাপসং ধর্মমাশ্রিতম্।। ৭
বৈদেহীঞ্চ মহাভাগাং লক্ষ্মণঞ্চ মহারথম্। তাপসং নিয়তাহারং সর্বভূতহিতে রতম্।। ৮
সোঽহং বনগতং রামং পরিভূয় মহাবলম্। তাপসোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা পূর্ববৈরমনুস্মরন্।। ৯
অভ্যধাবং সুসংক্রুদ্ধস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গো মৃগাকৃতিঃ। জিঘাংসুরকৃতপ্রজ্ঞস্তং প্রহারমনুস্মরন্।। ১০
তেন ত্যক্তাস্ত্রয়ো বাণাঃ শিতাঃ শত্রুনিবর্হণাঃ। বিকৃষ্য সুমহাচ্চাপং সুপর্ণানিলতুল্যগাঃ।। ১১
তে বাণা বজ্রসঙ্কাশাঃ সুঘোরা রক্তভোজনাঃ। আজগ্মুঃ সহিতাঃ সর্বে ত্রয়ঃ সন্নতপর্বণঃ।। ১২
পরাক্রমজ্ঞো রামস্য শঠো দৃষ্টভয়ঃ পুরা। সমুৎক্রান্তস্ততো মুক্তস্তাবুভৌ রাক্ষসৌ হতৌ।। ১৩
শরেণ মুক্তো রামস্য কথঞ্চিৎ প্রাপ্য জীবিতম্। ইহ প্রব্রজিতো যুক্তস্তাপসোঽহং সমাহিতঃ।। ১৪

ঊনচত্বারিংশ (৩৯) সর্গ

রাবণকে বোঝাবার জন্য মারীচের প্রয়াস।

এইভাবেই আমি যুদ্ধে কোনোরকমে তখন মুক্ত হয়েছি। এখনো যা ঘটেছে, তা শুনুন—।। ১ ।। শ্রীরামের দ্বারা আমি দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিলাম। মৃগরূপী দু'টি রাক্ষস নিয়ে আমি দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেছিলাম।। ২ ।। আমি তখন দীপ্তজিহ্বা, বিরাট দাঁত এবং সূঁচালো শিঙ্ নিয়ে মহাশক্তিধর বিরাট পশুর রূপ ধরে মাংসভোজী হয়ে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করতে লাগলাম।। ৩ ।। হে রাবণ, ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে হোমশালায়, তীর্থে এবং পবিত্র বৃক্ষগুলিতে বিচরণ করতে করতে আমি সেই তপস্বীদের উপর অত্যাচার করতে লাগলাম।। ৪ ।। দণ্ডকারণ্যে ধর্মাচারী তপস্বীদের হত্যা করে তাদের রক্ত পান এবং মাংস আমি ভোজন করতে লাগলাম।। ৫ ।। ঋষিদের মাংসভক্ষণ করে, নিষ্ঠুরভাবে বনবাসীদের ত্রাস উৎপাদন করে রক্তপানে মত্ত হয়ে আমি দণ্ডকা বনে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।।৬ ।। ধর্মদূষক আমি। দণ্ডকারণ্যে ঘুরতে ঘুরতে ধর্মকে আশ্রয় করে তপস্যারত রামকে দেখেতে পেলাম।। ৭ ।। দেখলাম মহীয়সী সীতাকে। দেখলাম মহাভাগ লক্ষ্মণকে সংযত-আহারে সর্বপ্রাণীর কল্যাণে রত হয়ে তপস্যা করতে।। ৮ ।। সেইসময়ে আমি পূর্বের শত্রুতা স্মরণ করে বনবাসী মহাবীর তপস্বীকে রাম বলে জানতে পেরে আক্রমণ করলাম।। ৯ ।। অত্যন্ত ক্রোধে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ নিয়ে হিংস্র পশুরূপে আমি নির্বুদ্ধির মতো তাঁকে প্রহার করতে ছুটে গেলাম।। ১০ ।। বিরাট ধনু আকর্ষণ করে শত্রুঘাতী তিনটি বাণ তিনি নিক্ষেপ করলেন। বাণগুলি ছিলো গরুড় আর বায়ুর মতো দ্রুতগামী।। ১১ ।। বজ্রের মতো ভীষণ। রক্তপায়ী। সম্যগরূপে নতপর্ব সেই তিনটি বান একসঙ্গে আমাদের দিকে ছুটে আসছিলো।। ১২ ।। ধূর্ত আমি রামের পরাক্রম আগে থেকে জেনে ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়ে বাঁচলাম। কিন্তু আমার সঙ্গী রাক্ষস দু'জনই নিহত হলো।। ১৩ ।। রামের বাণ থেকে মুক্ত হয়ে কোনোরকমে জীবনে বেঁচে এখানে চলে এসে সমাহিত হয়ে আমি তপস্যায় যুক্ত হয়েছি।। ১৪ ।। এখানেও গাছে গাছে

বৃক্ষে বৃক্ষে হি পশ্যামি চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরম্। গৃহীতধনুষং রামং পাশহস্তমিবান্তকম্।। ১৫
অপি রামসহস্রাণি ভীতঃ পশ্যামি রাবণ। রামভূতমিদং সর্বমরণ্যং প্রতিভাতি মে।। ১৬
রামমেব হি পশ্যামি রহিতে রাক্ষসেশ্বর। দৃষ্ট্বা স্বপ্নগতং রামমুদ্ভ্রমামি বিচেতনঃ।। ১৭
রকারাদীনি নামানি রামত্রস্তস্য রাবণ। রত্নানি চ রথাশ্চৈব বিত্রাসং জনয়ন্তি মে।। ১৮
অহং তস্য প্রভাবজ্ঞো ন যুদ্ধং তেন তে ক্ষমম্। বলিং বা নমুচিং বাপি হন্যাদ্ধি রঘুনন্দনঃ।। ১৯
রণে রামেণ যুধ্যস্ব ক্ষমাং বা কুরু রাবণ। ন তে রামকথা কার্যা যদি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছসি।। ২০
বহবঃ সাধবো লোকে যুক্তা ধর্মমনুষ্ঠিতাঃ। পরেষামপরাধেন বিনষ্টাঃ সপরিচ্ছদাঃ।। ২১
সোঽহং পরাপরাধেন বিনশেয়ং নিশাচর। কুরু যত্তে ক্ষমং তত্ত্বমহং ত্বাং নানুযামি বৈ।। ২২
রামশ্চ হি মহাতেজা মহাসত্ত্বো মহাবলঃ। অপি রাক্ষসলোকস্য ভবেদন্তকরোঽপি হি।। ২৩
যদি শূর্পণখাহেতোর্জনস্থানগতঃ খরঃ। অতিবৃত্তো হতঃ পূর্বং রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।
অত্র ব্রূহি যথাতত্ত্বং কো রামস্য ব্যতিক্রমঃ।। ২৪
ইদং বচো বন্ধুহিতার্থিনা ময়া যথোচ্যমানং যদি নাভিপৎস্যসে।
সবান্ধবস্ত্যক্ষ্যসি জীবিতং রণে হতোঽদ্য রামেণ শরৈরজিহ্মগৈঃ।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

আমি চীর এবং কৃষ্ণাজিন পরে ধনুর্বাণ হাতে রামকে যমের মতো দেখছি।। ১৫ ।। রাবণ, ভয়ে আমি যেন হাজার হাজার রামকে দেখছি। সমগ্র এই অরণ্য রামময় হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।। ১৬ ।। হে রাক্ষসরাজ, রামশূন্য স্থানেও রামকেই দেখছি। স্বপ্নেও রামকে দেখে আমি অচেতন হয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াই।।১৭।। হে রাবণ, আগে "র" রয়েছে বলে রত্ন, রথ— এই সব শব্দও আমার ত্রাস উৎপাদন করে।।১৮।। আমি তাঁর প্রভাব জানি। তাঁর সঙ্গে আপনার যুদ্ধ করা সঙ্গত নয়। সেই রঘুনন্দন রাম এমন কি বলি এবং নমুচিকেও হত্যা করতে পারেন *(বলি এবং নমুচি খুবই শক্তিশালী দৈত্য)*।। ১৯।। হে রাবণ, আপনি রামের সঙ্গে যুদ্ধই করুন বা যুদ্ধে ক্ষান্ত হোন, আমায় যদি দেখতে চান তাহলে রামের কথা আর বলবেন না।। ২০।। জগতে ধর্মচারী বহু সাধু অন্যদের অপরাধে সবান্ধবে ধ্বংস হয়ে গেছে *(পরিচ্ছদ—আত্মীয়)*।। ২১।। হে রাক্ষস, সেই আমিও পরের অপরাধে বিনষ্ট হবো। আপনার যা ভালো মনে হয় করুন। আমি কিন্তু আপনার অনুগামী হবো না।। ২২ ।। রাম মহাতেজস্বী। মহাশক্তিশালী। মহাবীর। তিনি নিশ্চয়ই রাক্ষসলোকের বিনাশকারী হবেন।। ২৩ ।। যদিও শূর্পণখার জন্য জনস্থানগত দুর্বৃত্ত খর অক্লান্তকর্মা রামের দ্বারা নিহত হয়েছে, আপনি ঠিক করে বলুন তো এতে রামের কি দোষ?।। ২৪।। বন্ধুর কল্যাণকামীরূপে আমি আপনাকে এই কথা বললাম। যদি না শোনেন, তাহলে যুদ্ধে রামের সোজাসুজি বাণের দ্বারা আজ আপনি সবান্ধবে নিহত হবেন।। ২৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ঊনচত্বারিংশ (৩৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

সীতাহরণে সাহায্যবিধানায় মারীচং প্রতি রাবণস্যানুরোধঃ, ভয়প্রদর্শনঞ্চ।

মারীচস্য তু তদবাক্যং ক্ষমং যুক্তঞ্চ রাবণ। উক্তো ন প্রতিজগ্রাহ মর্তুকাম ইবৌষধম্।। ১

চত্বারিংশ (৪০) সর্গ

সীতাহরণে সাহায্যদানের জন্য মারীচের প্রতি রাবণের অনুরোধ এবং ভয়-প্রদর্শন।

মরতে যে চাইছে সে ঔষধ গ্রহণ করে না। তেমনি মারীচের সমুচিত এবং যুক্তিযুক্তবাক্য রাবণ গ্রহণ করলো না।। ১।। পরিণাম কল্যাণকর এবং এখনো হিতকর বাক্যের প্রবক্তা মারীচকে যেন মৃত্যুর দেবতার দ্বারাই

তং পথ্যহিতকক্তারং মারীচং রাক্ষসাধিপঃ। অব্রবীৎ পরুষং বাক্যমযুক্তং কালচোদিতঃ।। ২
দুষ্কুলৈতদযুক্তার্থং মারীচ ময়ি কথ্যতে। বাক্যং নিষ্ফলমত্যর্থং বীজমুপ্তমিবোষরে।। ৩
ত্বদ্বাক্যেন তু মাং শক্যং ভেত্তুং রামস্য সংযুগে। মূর্খস্য পাপশীলস্য মানুষস্য বিশেষতঃ।। ৪
যস্ত্যক্ত্বা সুহৃদো রাজ্যং মাতরং পিতরং তথা। স্ত্রীবাক্যং প্রাকৃতং শ্রুত্বা বনমেকপদে গতঃ।। ৫
অবশ্যং তু ময়া তস্য সংযুগে খরঘাতিনঃ। প্রাণৈঃ প্রিয়তরা সীতা হর্তব্যা তব সন্নিধৌ।। ৬
এবং মে নিশ্চিতা বুদ্ধির্হৃদি মারীচ বিদ্যতে। ন ব্যাবর্তয়িতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।। ৭
দোষং গুণং বা সংপৃষ্টস্ত্বমেবং বক্তুমর্হসি। অপায়ং বা উপায়ং বা কার্যস্যাস্য বিনিশ্চয়ে।। ৮
সম্পৃষ্টেন তু বক্তব্যং সচিবেন বিপশ্চিতা। উদ্যতাঞ্জলিনা রাজ্ঞো য ইচ্ছেদ্ভূতিমাত্মনঃ।। ৯
বাক্যমপ্রতিকূলং তু মৃদুপূর্বং শুভং হিতম্। উপচারেণ বক্তব্যো যুক্তঞ্চ বসুধাধিপঃ।। ১০
সাবমর্দং তু যদ্বাক্যমথবা হিতমুচ্যতে। নাভিনন্দেত তদ্ রাজা মানার্থী মানবর্জিতম্।। ১১
পঞ্চ রূপাণি রাজানো ধারয়ন্ত্যমিতৌজসঃ। অগ্নেরিন্দ্রস্য সোমস্য যমস্য বরুণস্য চ।। ১২
ঔষ্ণ্যং তথা বিক্রমঞ্চ সৌম্যং দণ্ডং প্রসন্নতাম্। ধারয়ন্তি মহাত্মানো রাজানঃ ক্ষণদাচর।। ১৩
তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু মান্যাঃ পূজ্যাশ্চ নিত্যদা। ত্বং তু ধর্মমবিজ্ঞায় কেবলং মোহমাশ্রিতঃ।। ১৪
অভ্যাগতং তু দৌরাত্ম্যাৎ পুরুষং বদসীদৃশম্। গুণ-দোষৌ ন পৃচ্ছামি ক্ষয়ং চাত্মনি রাক্ষস।। ১৫
ময়োক্তমপি চৈতাবত্ত্বাং প্রত্যমিতবিক্রম। অস্মিংস্তু স ভবান্ কৃত্যে সাহায্যং কর্তুমর্হসি।। ১৬
শৃণু তৎ কর্মসাহায্যে যৎ কার্য্যং বচনান্মম। সৌবর্ণস্ত্বং মৃগে ভূত্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ।। ১৭
আশ্রমে তস্য রামস্য সীতায়াঃ প্রমুখে চর। প্রলোভয়িত্বা বৈদেহীং যথেষ্টং গন্তুমর্হসি।। ১৮

প্রেরিত হয়ে রাক্ষসরাজ রাবণ অনুচিত এবং কঠোরবাক্য বললো—*(কাল—মৃত্যুর দেবতা)*।। ২ ।। মারীচ, তুমি নীচবংশে জন্মেছো। তাই এইরকম অযৌক্তিক কথা বলছো। উর্বরভূমিতে বপন করা বীজের মতোই আমার প্রতি তোমার এই বাক্য একেবারেই নিষ্ফল।। ৩ ।। মূর্খ, পাপশীল এবং বিশেষতঃ মানুষমাত্র এই রাম। তার সঙ্গে যুদ্ধে তোমার বাক্য আমাকে বিচলিত করতে পারবে না।। ৪ ।। স্ত্রীলোকের সাধারণ কথায় যে একপায়েই সুহৃদ্, রাজ্য, মা এবং বাবাকে ত্যাগ করে বনে চলে গেলো...।। ৫ ।। যুদ্ধে খরঘাতী তার প্রাণের চেয়ে প্রিয়তমা সীতাকে আমি তোমার সামনেই হরণ করবো।। ৬ ।। মারীচ, আমার অন্তরে এই যে নিশ্চিত বুদ্ধি হয়েছে ইন্দ্র এবং দেবতা এমন কি অসুরেরা কেউই তা থেকে ফেরাতে পারবে না।। ৭ ।। এই কাজের দোষ, গুণ, উপায় বা ক্ষতির কথা বিবেচনার জন্য তোমাকে যদি আমি বলতাম, তাহলে তুমি আমায় এই সব কথা বলতে পারতে।। ৮ ।। যে বিদ্বান্ মন্ত্রী নিজের ভালো চায় তাকে রাজা জিজ্ঞেস করলেই অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সে বাক্য বলবে।। ৯ ।। রাজাকে সে যা বলবে তা হবে অপ্রতিকূল। বিনম্র। কল্যাণকর। হিত এবং রাজনীতি-সম্মত।। ১০ ।। হিতকথাও যদি অপমানজনকভাবে সে বলে, মানার্থী রাজা সম্মানহীন সেই বাক্যকে ভালো মনে নেবেন না।। ১১ ।। অমিততেজা রাজারা অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম এবং বরুণ—এই পাঁচজনের রূপ ধারণ করে থাকেন।। ১২ ।। হে রাক্ষস, উষ্ণতা, পরাক্রম, স্নিগ্ধতা, দণ্ড এবং প্রসন্নতা মহান রাজারা ধারণ করে থাকেন।। ১৩ ।। সেজন্য সকল অবস্থাতেই রাজারা নিত্যই মান্য। এবং পূজ্য। তুমি ধর্ম না জেনে কেবল মোহকেই আশ্রয় করেছো।। ১৪ ।। ওরে রাক্ষস, এই জন্যই আজ অভ্যাগত পুরুষ আমাকে তুমি এইরকম বলছো। গুণ, দোষ এবং আমার নিজের ক্ষতি নিয়ে তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করছি না।। ১৫ ।। ওহে অমিতবিক্রম, আমি তোমাকে এটুকুইমাত্র বলেছি যে, এই কাজে তুমি আমায় সাহায্য করবে কি?।। ১৬ ।। আমার সাহায্যে তোমাকে যা করতে হবে বলছি। শোনো। তোমাকে একটি সোনার হরিণের রূপ ধারণ করতে হবে। গায়ে থাকবে বিন্দু বিন্দু রূপোর মতো চিহ্ন।। ১৭ ।। রামের আশ্রমে সীতার সামনে চরে বেড়াবে। বিদেহ রাজকন্যা সীতাকে প্রলুব্ধ করে যেখানে ইচ্ছা চলে যাবে।। ১৮ ।। ছল করে তুমি স্বর্ণময়

ত্বাং হি মায়াময়ং দৃষ্ট্বা কাঞ্চনং জাতবিস্ময়া। আনয়ৈনামিতি ক্ষিপ্রং রামং বক্ষ্যতি মৈথিলী।। ১৯
অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে দূরং গত্বাপ্যুদাহর। হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেবং রামবাক্যানুরূপকম্।। ২০
তচ্ছ্রুত্বা রামপদবীং সীতয়া চ প্রচোদিতঃ। অনুগচ্ছতি সম্ভ্রান্তং সৌমিত্রিরপি সৌহৃদাৎ।। ২১
অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে লক্ষ্মণে চ যথাসুখম্। আহরিষ্যামি বৈদেহীং সহস্রাক্ষঃ শচীমিব।। ২২
এবং কৃত্বা ত্বিদং কার্য্যং যথেষ্টং গচ্ছ রাক্ষস। রাজ্যস্যার্ধং প্রদাস্যামি মারীচ তব সুব্রত।। ২৩
গচ্ছ সৌম্য শিবং মার্গং কার্যস্যাস্য বিবৃদ্ধয়ে। অহং ত্বানুগমিষ্যামি সরথো দণ্ডকাবনম্।। ২৪
প্রাপ্য সীতামযুদ্ধেন বঞ্চয়িত্বা তু রাঘবম্। লঙ্কাং প্রতি গমিষ্যামি কৃতকার্যঃ সহ ত্বয়া।। ২৫
নো চেৎ করোষি মারীচ হন্মি ত্বামহমদ্য বৈ। এতৎ কার্যমবশ্যং মে বলাদপি করিষ্যসি।।
রাজ্ঞো বিপ্রতিকূলস্থো ন জাতু সুখমেধতে।। ২৬
আসাদ্য তং জীবিতসংশয়স্তে মৃত্যুর্ধ্রুবো হ্যদ্য ময়া বিরুধ্যতঃ।
এতদ্ যথাবৎ পরিগণ্য বুদ্ধ্যা যদত্র পথ্যং কুরু তত্তথা ত্বম্।। ২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

হয়ে যাবে। সোনার হরিণ দেখে বিস্মিত হয়ে সীতা রামকে বলবে, শীগ্‌গির এটা আমায় এনে দাও।। ১৯।। রাম তখন আশ্রম থেকে বেরিয়ে দূরে চলে গেলে রামের স্বর অনুকরণ করে উচ্চৈঃস্বরে ডাকবে—হা সীতে, হা লক্ষ্মণ।। ২০ ।। সেই ডাক শুনে সীতা লক্ষ্মণকে বলবে, রামের দিকে যাও। সৌহৃদ্যবশতঃ লক্ষ্মণও তাড়াতাড়ি সেদিকে ছুটবে।। ২১ ।। ইন্দ্র যেমন শচীকে নিয়ে এসেছিলো ককুৎস্থবংশধর লক্ষ্মণ বেরিয়ে গেলেই সেইরকমভাবে আমিও সীতাকে হরণ করে নিয়ে আসবো। *(সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র)*।। ২২ ।। হে রাক্ষস, আমার এই কাজটি করে তোমার যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। হে সুব্রত মারীচ, তোমাকে আমি রাজ্যের অর্ধেক দান করবো।। ২৩ ।। হে সৌম্য, এই কাজের সাফল্যের জন্য ভালো রাস্তায় তুমি চলে যাও। আমিও রথ নিয়ে দণ্ডকাবনে তোমার অনুগমন করবো।। ২৪ ।। রামকে বঞ্চনা করে বিনা যুদ্ধেই সীতাকে পেয়ে কৃতকার্য হয়ে তোমাকে নিয়ে আমি লঙ্কায় চলে যাবো।। ২৫ ।। মারীচ, এ কাজ যদি না করো, তাহলে তোমাকে আমি আজ হত্যা করবো। এই কাজ জোর করে হলেও আমার জন্য নিশ্চয়ই করবে। রাজার প্রতিকূলে গেলে কেউই সুখ পেতে পারে না।। ২৬ ।। রামের কাছে গেলে তোমার জীবনসংশয় হতে পারে। কিন্তু আমার বিরুদ্ধতা করলে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। এখন বুদ্ধিতে বিচার করে যেটা তোমার ভালো হবে মনে করো তাই তুমি করো।। ২৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের চত্বারিংশ (৪০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একাচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

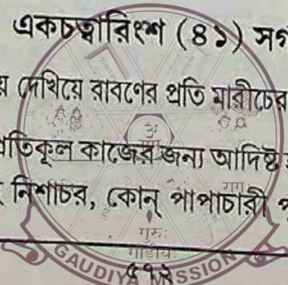
বিনাশভয়ং প্রদর্শ রাবণং প্রতি মারীচস্য সাবধানবাক্যম্।

আজ্ঞপ্তো রাবণেনেত্থং প্রতিকূলঞ্চ রাজবৎ। অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং নিঃশঙ্কো রাক্ষসাধিপম্।। ১

একচত্বারিংশ (৪১) সর্গ

বিনাশের ভয় দেখিয়ে রাবণের প্রতি মারীচের সাবধানবাণী।

রাবণের দ্বারা রাজার মতো এইরকম প্রতিকূল কাজের জন্য আদিষ্ট হয়ে মারীচ নির্ভয়ে রাক্ষসরাজ রাবণকে কঠোরবাক্যে বললো—।। ১ ।। হে নিশাচর, কোন্ পাপাচারী পুত্র, রাজ্য এবং অমাত্যসমেত তোমার



কেনায়মুপদিষ্টাস্তে বিনাশঃ পাপকর্মণা। সপুত্রস্য সরাজ্যস্য সামাত্যস্য নিশাচর।। ২
কস্ত্বয়া সুখিনা রাজন্ নাভিনন্দতি পাপকৃৎ। কেনেদমুপদিষ্টং তে মৃত্যুদ্বারমুপায়তঃ।। ৩
শত্রবস্তব সুব্যক্তং হীনবীর্যা নিশাচর। ইচ্ছন্তি ত্বাং বিনশ্যন্তমুপরুদ্ধং বলীয়সা।। ৪
কেনেদমুপদিষ্টং তে ক্ষুদ্রেণাহিতবুদ্ধিনা। যস্ত্বামিচ্ছতি নশ্যন্তং স্বকৃতেন নিশাচর।। ৫
বধ্যাঃ খলু ন বধ্যন্তে সচিবাস্তব রাবণ। যে ত্বামুৎপথমারূঢ়ং ন নিগৃহ্নন্তি সর্বশঃ।। ৬
অমাত্যৈঃ কামবৃত্তো হি রাজা কাপথমাশ্রিতঃ। নিগ্রাহ্যঃ সর্বথা সদ্ভিঃ স নিগ্রাহ্যো ন গৃহ্যতে।। ৭
ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ যশশ্চ জয়তাং বর। স্বামিপ্রসাদাৎ সচিবাঃ প্রাপ্নুবন্তি নিশাচর।। ৮
বিপর্যয়ে তু তৎসর্বং ব্যর্থং ভবতি রাবণ। ব্যসনং স্বামিবৈগুণ্যাৎ প্রাপ্নুবন্তীতরে জনাঃ।। ৯
রাজমূলো হি ধর্মশ্চ যশশ্চ জয়তাং বর। তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু রক্ষিতব্যা নরাধিপাঃ।। ১০
রাজ্যং পালয়িতুং শক্যং ন তীক্ষ্ণেন নিশাচর। ন চাতিপ্রতিকূলেন নাবিনীতেন রাক্ষস।। ১১
যে তীক্ষ্ণমন্ত্রাঃ সচিবা ভুজ্যন্তে সহ তেন বৈ। বিষমেষু রথাঃ শীঘ্রং মন্দসারথয়ো যথা।। ১২
বহবঃ সাধবো লোকে যুক্তধর্মমনুষ্ঠিতাঃ। পরেষামপরাধেন বিনষ্টাঃ সপরিচ্ছদাঃ।। ১৩
স্বামিনা প্রতিকূলেন প্রজাস্তীক্ষ্ণেন রাবণ। রক্ষ্যমাণা ন বর্ধন্তে মৃগা গোমায়ুনা যথা।। ১৪
অবশ্যং বিনশিষ্যন্তি সর্বে রাবণ রাক্ষসাঃ। যেষাং ত্বং কর্কশো রাজা দুর্বুদ্ধিরজিতেন্দ্রিয়।। ১৫
তদিদং কাকতালীয়ং ঘোরমাসাদিতং ময়া। অত্র ত্বং শোচনীয়োঽসি সসৈন্যো বিনশিষ্যসি।। ১৬
মাং নিহত্য তু রামোঽসাবচিরাৎ ত্বাং বধিষ্যতি। অনেন কৃতকৃত্যোঽস্মি ম্রিয়ে চাপ্যরিণা হতঃ।। ১৭
দর্শনাদেব রামস্য হতং মামবধারয়। আত্মানঞ্চ হতং বিদ্ধি হৃত্বা সীতাং সবান্ধবম্।। ১৮

বিনাশের জন্য এই উপদেশ দিয়েছে?।। ২ ।। রাজন্, কোন পাপী তোমায় সুখী দেখে আনন্দ পাচ্ছে না? মরণের দুয়ারে যাবার এই উপায় কে তোমাকে বাৎলে দিয়েছে?।। ৩ ।। হে রাক্ষস, কে সেই নীচবুদ্ধি, তোমার অমঙ্গলকামী দুর্জন যে তোমার নিজের কাজের দ্বারাই তোমার ধ্বংস চাইছে?।। ৪।। রাবণ, তোমাকে বিপথগামী দেখেও সর্বপ্রকারে যারা তোমায় নিবৃত্ত করতে চেষ্টা না করে, সেই সচিবদের তোমার বধ করাই উচিত।। ৫-৬।। রাজা কুৎসিত পথে স্বেচ্ছাচারী হয়ে চললে সৎ অমাত্যেরা তাঁকে নিবৃত্ত করবে। আমি তোমায় নিবৃত্ত করতে চাইছি। অথচ শুনছো না।। ৭।। হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ, হে নিশাচর, প্রভুর প্রসাদেই অমাত্যেরা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং যশ লাভ করে থাকে।। ৮।। হে রাবণ, বিপরীতে তথা প্রভু প্রসন্ন না হলে সে সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রভুর মতিচ্ছন্নতায় সাধারণ লোকেরাও বিপন্ন হয়।। ৯ ।। হে বিজয়িবর, প্রজাবর্গের ধর্ম ও যশের মূল হলেন রাজা। তাই সকল অবস্থাতেই রাজাকে রক্ষা করা উচিত।। ১০ ।। হে রাক্ষস, নিশাচর, যে রাজা খুবই কড়া, অত্যন্ত প্রতিকূল এবং উদ্ধত, তিনি রাজ্যপালন করতে পারেন না।। ১১।। মন্ত্রীদের উগ্র মন্ত্রণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে রাজারা রাজ্যভোগ করেন তাঁরা ধ্বংস হয়ে যান। এবড়ো-খেবড়ো পথে আনাড়ি সারথিকে নিয়ে চললে রথের যা অবস্থা হয়, এক্ষেত্রেও তাই।। ১২ ।। জগতে উপযুক্ত ধর্ম অনুষ্ঠান করেও বহু সজ্জন অপরের অপরাধে সবান্ধবে ধ্বংস হয়ে গেছেন।। ১৩ ।। হে রাবণ, প্রতিকূল রাজা উগ্রতার সঙ্গে প্রজাকূলকে রক্ষা করলেও তাদের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। শৃগালের পাহারায় যেমন হরিণের বৃদ্ধি হয় না, তেমনি।। ১৪ ।। রাবণ, দেখো, রূঢ়, দুর্বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ তুমি যে রাক্ষসদের রাজা তারা সবাই অনিবার্যভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।। ১৫ ।। কাকতালীয়বৎ ভীষণ বিপদে আমি পড়েছি। এই নিয়ে তোমার শোক করা উচিত। নৈলে সসৈন্যে ধ্বংস হয়ে যাবে।। ১৬ ।। আমাকে হত্যা করে রাম অচিরেই তোমাকেও হত্যা করবেন। তাঁর মতো শত্রুর হাতে মরে গিয়ে আমি কৃতার্থই হবো।। ১৭।। তুমি জেনে নাও, দেখামাত্রই রামের দ্বারা আমি নিহত হবো। আর সীতাকে হরণ করে তুমি নিজে সবান্ধবে হত হবে।। ১৮।।

আনয়িষ্যসি চেৎ সীতামাশ্রমাৎ সহিতো ময়া। নৈব ত্বমপি নাহং বৈ নৈব লঙ্কা ন রাক্ষসাঃ।। ১৯
নিবার্যমাণস্তু ময়া হিতৈষিণা ন মৃষ্যসে বাক্যমিদং নিশাচর।
পরেতকল্পা হি গতায়ুষো নরা হিতং ন গৃহ্ণন্তি সুহৃদ্ভিরীরিতম্।। ২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

যদি তুমি আমাকে নিয়ে আশ্রম থেকে সীতাকে নিয়ে আসো, তাহলে না তুমি, না আমি, না লঙ্কা, না রাক্ষসেরা—কেউই রক্ষা পাবে না।। ১৯ ।। হে রাক্ষস, হিতৈষী হয়ে তোমাকে আমি নিবারণ করছি। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনছো না! মৃতকল্প, হীনায়ু ব্যক্তিরা বন্ধুদের ভালোকথা শোনে না *(ন মৃষ্যসে—শুনছো না। পরেত = পর + ইত (গত) = ইন্-গতৌ + ক্ত = ইত। পরেত—পরলোকগত, মৃত)*।। ২০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের একচত্বারিংশ (৪১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

সুবর্ণময়মৃগরূপধারি-মারীচস্য শ্রীরামস্যাশ্রমগমনম্, সীতয়া তস্য দর্শনঞ্চ।

এবমুক্ত্বা তু পরুষং মারীচো রাবণং ততঃ। গচ্ছাবেত্যব্রবীদ্ দীনো ভয়াদ্ রাত্রিঞ্চরপ্রভো।। ১
দৃষ্টশ্চাহং পুনস্তেন শরচাপাসিধারিণা। মদ্বধোদ্যতশস্ত্রেণ নিহতং জীবিতঞ্চ মে।। ২
নহি রামং পরাক্রম্য জীবন্ প্রতিনিবর্ততে। বর্ততে প্রতিরূপোঽসৌ যমদণ্ডহতস্য তে।। ৩
কিন্তু কর্তুং ময়া শক্যমেবং ত্বয়ি দুরাত্মনি। এষ গচ্ছাম্যহং তাত স্বস্তি তেঽস্তু নিশাচর।। ৪
প্রহৃষ্টস্ত্বভবত্তেন বচনেন চ রাক্ষসঃ। পরিষ্বজ্য সুসংশ্লিষ্টমিদং বচনমব্রবীৎ।। ৫
এতচ্ছৌণ্ডীর্যযুক্তং তে মচ্ছন্দবশবর্তিনঃ। ইদানীমসি মারীচঃ পূর্বমন্যো হি রাক্ষসঃ।। ৬
আরুহ্যতাময়ং শীঘ্রং খগো রত্নবিভূষিতঃ। ময়া সহ রথো যুক্তঃ পিশাচবদনৈঃ খরৈঃ।। ৭
প্রলোভয়িত্বা বৈদেহীং যথেষ্টং গন্তুমর্হসি। তাং শূন্যে প্রসভং সীতামানয়িষ্যামি মৈথিলীম্।। ৮

দ্বি-চত্বারিংশ (৪২) সর্গ

সোনার হরিণের রূপধারণ করে মারীচের শ্রীরামাশ্রমে গমন। সীতার দ্বারা দর্শন।

মারীচ রাবণকে এই রূক্ষবাক্য বলে ভয়ে দৈন্যে বললে, হে রাক্ষস আমরা তাহলে দু'জনেই যাবো।। ১ ।। বাণ, ধনু, এবং তরবারি ধারণ করে রাম যদি আমাকে অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করতে উদ্যত হয়ে বারেকের জন্য তাকায় তা হলেই আমার প্রাণ বিনষ্ট হয়ে যাবে।। ২ ।। যদিও বা আপনি যমদণ্ডকে বিফল করেছেন, তবু রামকে আক্রমণ করে আপনিও জীবন নিয়ে ফিরতে পারবেন না। রাম আপনার প্রতি বিরোধীই থাকবেন।। ৩ ।। দুরাত্মা আপনি। আমার কথা না শুনলে আমি আর কি করতে পারি? তাত, এই আমি যাচ্ছি। আপনার কল্যাণ হোক।। ৪ ।। রাক্ষস রাবণ এই কথায় অত্যন্ত হৃষ্ট হয়ে তাকে আলিঙ্গন করলো। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকবাক্যে তাকে বললো—*(পরিষ্বজ্য—আলিঙ্গন করে)*।। ৫ ।। আমার জীবনছন্দের বশবর্তী হয়ে বীরত্বপূর্ণ এই বাক্য তুমি যে বললে, তাতে এতোক্ষণে তোমাকে যথার্থই মারীচ বলে মনে হচ্ছে। আগে অতি সাধারণ রাক্ষস ছিলে!।। ৬ ।। আমার সঙ্গে রত্নভূষিত এই রথে শীগ্‌গির তুমি আরোহণ করো। আকাশগামী এই রথ পিশাচের মতো মুখ গাধাদের দ্বারা যোজিত *(খর—গাধা)*।। ৭ ।। সীতাকে প্রলুব্ধ করে যেখানে তোমার ইচ্ছা চলে যেও। রাম-লক্ষ্মণশূন্য আশ্রম থেকে সীতাকে আমি গিয়ে জোর করে নিয়ে আসবো।। ৮ ।। তাড়কাপুত্র মারীচ এবার বললো, তাই হবে। অচিরেই রাবণ এবং মারীচ রথে আরোহণ

ততস্তথেত্যুবাচৈনং রাবণং তাড়কাসুতঃ। তত রাবণ-মারীচৌ বিমানমিব তং রথম্।। ৯
আরুহ্য যযতুঃ শীঘ্রং তস্মাদাশ্রমমণ্ডলাৎ। তথৈব তত্র পশ্যন্তৌ পত্তনানি বনানি চ।। ১০
গিরীংশ্চ সরিতঃ সর্বা রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ। সমেত্য দণ্ডকারণ্যং রাঘবস্যাশ্রমং ততঃ।। ১১
দদর্শ সহ মারীচো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। অবতীর্য রথাত্তস্মাত্ততঃ কাঞ্চনভূষণাৎ।। ১২
হস্তে গৃহীত্বা মারীচং রাবণো বাক্যমব্রবীৎ। এতদ্ রামাশ্রমপদং দৃশ্যতে কদলীবৃতম্।। ১৩
ক্রিয়তাং তৎ সখে শীঘ্রং যদর্থং বয়মাগতাঃ। স রাবণবচঃ শ্রুত্বা মারীচো রাক্ষসস্তদা।। ১৪
মৃগো ভূত্বাশ্রমদ্বারি রামস্য বিচচার হ। স তু রূপং সমাস্থায় মহদদ্ভুতদর্শনম্।। ১৫
মণিপ্রবরশৃঙ্গাগ্রঃ সিতাসিতমুখাকৃতিঃ। রক্তপদ্মোৎপলমুখ ইন্দ্রনীলোৎপলশ্রবাঃ।। ১৬
কিঞ্চিদভ্যুন্নতগ্রীব ইন্দ্রনীলনিভোদরঃ। মধূকনিভপার্শ্বশ্চ কঞ্জকিঞ্জল্কসন্নিভঃ।। ১৭
বৈদূর্যসঙ্কাশখুরস্তনুজঙ্ঘঃ সুসংহতঃ। ইন্দ্রায়ুধসবর্ণেন পুচ্ছেনোর্ধ্বং বিরাজিতঃ।। ১৮
মনোহরস্নিগ্ধবর্ণো রত্নৈর্নানাবিধৈঃ কৃতঃ। ক্ষণেন রাক্ষসো জাতো মৃগঃ পরমশোভনঃ।। ১৯
বনং প্রজ্বলয়ন্ রম্যং রামাশ্রমপদঞ্চ তৎ। মনোহরং দর্শনীয়ং রূপং কৃত্বা স রাক্ষসঃ।। ২০
প্রলোভনার্থং বৈদেহ্যা নানাধাতুবিচিত্রতম্। বিচরন্ গচ্ছতে শষ্পং শাদ্বলানি সমন্ততঃ।। ২১
রৌপ্যৈর্বিন্দুশতৈশ্চিত্রং ভূত্বা চ প্রিয়দর্শনঃ। বিটপীনাং কিসলয়ান্ ভক্ষয়ন্ বিচচার হ।। ২২
কদলীগৃহকং গত্বা কর্ণিকারানিতস্ততঃ। তমাশ্রমং মন্দগতিং সীতাসন্দর্শনং ততঃ।। ২৩
রাজীবচিত্রপৃষ্ঠঃ স বিররাজ মহামৃগঃ। রামাশ্রমপদাভ্যাসে বিচচার যথাসুখম্।। ২৪
পুনর্গত্বা নিবৃত্তশ্চ বিচচার মৃগোত্তমঃ। গত্বা মুহূর্তং ত্বরয়া পুনঃ প্রতিনিবর্ততে।। ২৫

করলো।। ৯ ।। সেই আশ্রমমণ্ডল থেকে রথে আরোহণ করে দ্রুত তারা যাত্রা করলো। পথে দেখলো বহু জনপদ। এবং বনস্থলী।। ১০ ।। পর্বত, নদী, বিবিধরাজ্য এবং নগর অতিক্রম করে তারা দণ্ডকারণ্যে পৌঁছে রামের আশ্রমে এসে গেলো।। ১১ ।। রাক্ষসরাজ রাবণ সেই স্বর্ণভূষিত রথ থেকে নেমে মারীচকে সঙ্গে নিয়ে চারদিকে দেখলো।। ১২ ।। মারীচের হাত ধরে বললো, এই তো কলাবাগান-ঘেরা রামের আশ্রম দেখা যাচ্ছে।। ১৩ ।। বন্ধো, যে জন্যে আমরা এসেছি তা শীগ্‌গির করো। রাবণের নির্দেশ শুনে রাক্ষস মারীচ তখন...।। ১৪ ।। হরিণের রূপধারণ করে রামের আশ্রমের ধারে বিচরণ করতে লাগলো। বড়ো অদ্ভুত এবং সুন্দর রূপপরিগ্রহ করলো সে!।। ১৫ ।। তার শিঙ-এর ওপরের দিকটি ছিলো মণিময়। মুখমণ্ডলটি ছিলো শাদা এবং কালোয় মেশানো। মুখটি রক্তপদ্মের মতো। কান যেন ইন্দ্রনীল মণির দ্বারা নির্মিত।। ১৬।। গ্রীবা সামান্য উঁচু। উদরের বর্ণ ইন্দ্রনীল মণির মতো। দেহের দুই পাশ ছিলো মধূকপুষ্পের মতো। গায়ের রঙ পদ্মের কেশরের মতো স্নিগ্ধ। ও সুন্দর।। ১৭ ।। পায়ের খুর বৈদূর্যমণির মতো। জঙ্ঘাদেশ ক্ষীণ। দেহের বাঁধন ছিলো বেশ দৃঢ়। পুচ্ছ ছিলো ইন্দ্রধনুর মতো বর্ণযুক্ত। এবং উর্ধ্বে উত্থিত।। ১৮ ।। ক্ষণকালের মধ্যেই রাক্ষসটি অত্যন্ত সুন্দর, রমণীয়, স্নিগ্ধবর্ণ নানারকমের রত্নের দ্বারা সজ্জিত হয়ে গেলো।। ১৯ ।। সুন্দর দর্শনীয় রূপের দ্বারা সেই রাক্ষস বনভূমি এবং রমণীয় রামাশ্রমকে উজ্জ্বল করে তুললো।। ২০ ।। সীতাকে প্রলুব্ধ করার জন্য ঘাস খেতে নানা ধাতুর দ্বারা বিচিত্র তৃণভূমিতে সে বিচরণ করছে।। ২১ ।। রূপোর বর্ণের শত শত বিন্দুতে তার দেহ সুন্দর দেখাচ্ছে। গাছের পাতা খেতে খেতে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।। ২২ ।। ধীরে ধীরে সে সীতার দর্শন-কামনায় ঘুর ঘুর করছে।। ২৩ ।। পদ্মের মতো সুন্দর ছিলো তার পিঠটি। মহামৃগের রূপ ধরে রামাশ্রমে সে আপনসুখে বিচরণ করছে।। ২৪ ।। উত্তম এই মৃগটি কতকদূর গিয়ে আবার ফিরে আসছে। একদিকে একটু গিয়ে মুহূর্তেই প্রত্যাবৃত হচ্ছে।। ২৫ ।। কোথাও খেলা করছে কোথাও বা আবার মাটিতে বসে পড়ছে। আশ্রমের দ্বারে গিয়ে অন্য মৃগের দল দেখে তাদের অনুসরণ করছে

বিক্রীডংশ্চ পুনর্ভূমৌ পুনরেব নিষীদতি। আশ্রমদ্বারমাগম্য মৃগযূথানি গচ্ছতি।। ২৬
মৃগযূথৈরনুগতঃ পুনরেব নিবর্ততে। সতীদর্শনমাকাঙ্ক্ষন্ রাক্ষসো মৃগতাং গতঃ।। ২৭
পরিভ্রমতি চিত্রাণি মণ্ডলানি বিনিষ্পতন্। সমুদ্বীক্ষ্য চ সর্বে তং মৃগা যেঽন্যে বনেচরাঃ।। ২৮
উপগম্য সমাঘ্রায় বিদ্রবন্তি দিশো দশ। রাক্ষসঃ সোঽপি তান্ বন্যান্ মৃগান্ মৃগবধে রতঃ।। ২৯
প্রচ্ছাদনার্থং ভাবস্য ন ভক্ষয়তি সংস্পৃশন্। তস্মিন্নেব ততঃ কালে বৈদেহী শুভলোচনা।। ৩০
কুসুমাপচয়ে ব্যগ্রা পাদপানত্যবর্তত। কর্ণিকারানশোকাংশ্চ চূতাংশ্চ মদিরেক্ষণা।। ৩১
কুসুমান্যপচিন্বন্তী চচার রুচিরাননা। অনর্হা বনবাসস্য সা তং রত্নময়ং মৃগম্।। ৩২
মুক্তা-মণিবিচিত্রাঙ্গং দদর্শ পরমাঙ্গনা। তং বৈ রুচিরদন্তোষ্ঠং রূপ্যধাতুতনূরুহম্।। ৩৩
বিস্ময়োৎফুল্লনয়না সস্নেহং সমুদৈক্ষত। স চ তাং রামদয়িতাং পশ্যন্ মায়াময়ো মৃগঃ।। ৩৪
বিচচার ততস্তত্র দীপয়ন্নিব তদ্বনম্। অদৃষ্টপূর্বং দৃষ্ট্বা তং নানারত্নময়ং মৃগম্।।
বিস্ময়ং পরমং সীতা জগাম জনকাত্মজা।। ৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

কখনো বা।। ২৬ ।। হরিণের পালের অনুসরণ করে আবার ছেড়ে চলে আসছে। সীতার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করে রাক্ষস আজ হরিণ হয়ে গেছে।। ২৭ ।। মনোরম আশ্রমমণ্ডলের স্থানে-স্থানে ঢুকছে। বেরিয়ে আসছে। বনচারী অন্য হরিণেরা তাকে দেখে দেখে.... ।। ২৮ ।। কাছে গিয়ে, তার দেহ আঘ্রাণ করে দশদিকে পালিয়ে গেলো। যদিও রাক্ষস মারীচ একদা সেই সব বন্যমৃগের হত্যায় রত থাকতো... ।। ২৯ ।। এখন নিজের রাক্ষস-ভাব গোপন রাখার জন্য ছুঁয়েও তাদের খেলে না। ঠিক সেই সময়ে কল্যাণনেত্রা.... ।। ৩০ ।। আকর্ষণীয়-নয়না সীতা ফুল তুলতে ব্যগ্র হয়ে কর্ণিকার, অশোক এবং আমগাছের পাশে গেলেন।।৩১।। সীতা যখন ফুল তুলতে গিয়ে বিচরণ করছিলেন, তখন অরণ্যবাসে যাদের দেখা যায় না এমন রত্নময় হরিণটিকে... ।। ৩২ ।। মুক্তা-মণির-দ্বারা শোভিত আছে দেখতে পেলেন। পরম সুন্দরী সীতা সুন্দর দাঁত আর ঠোঁটযুক্ত, মুক্তা এবং মণির দ্বারা বিচিত্র অঙ্গবিশিষ্ট যেন রূপোয় গড়া মূর্তি... ।।৩৩ ।। মৃগটিকে সস্নেহে বিস্ময়ে উৎফুল্ল নয়নে দেখলেন। মৃগটিও রামপত্নী সীতাকে দেখে... ।।৩৪ ।। আবার বনভূমিকে আহ্লাদিত করে নানাভাবে বিচরণ করতে লাগলো। নানা রত্নময় এমন মৃগ আগে কখনো দেখেন নি, তাই জনকাত্মজা সীতা পরমবিস্ময়ে আপ্লুতা হয়ে গেলেন।। ৩৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের দ্বি-চত্বারিংশ (৪২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

মায়ামৃগদর্শনেন লক্ষ্মণস্য সন্দেহঃ, জীবিতং বা মৃতং বা তং মৃগমানেতুং রামসমীপে সীতায়াঃ প্রার্থনা।

সা তং সংপ্রেক্ষ্য সুশ্রোণী কুসুমানি বিচিন্বতী। হেম-রাজতবর্ণাভ্যাং পার্শ্বাভ্যামুপশোভিতম্।। ১
প্রহৃষ্টা চানবদ্যাঙ্গী মৃষ্টহাটকবর্ণিনী। ভর্তারমপি চক্রন্দ লক্ষ্মণং চৈব সায়ুধম্।। ২

ত্রিচত্বারিংশ (৪৩) সর্গ

মায়ামৃগ দর্শনে লক্ষ্মণের সন্দেহ। জীবিত বা মৃত যেভাবেই হোক তাকে ধরে আনার জন্য রামের কাছে সীতার প্রার্থনা।

ফুল তুলতে গিয়ে সুন্দরী সীতা হরিণটিকে দেখলেন। তার দু'টি পার্শ্ব স্বর্ণ এবং রজতবর্ণে শোভিত।। ১।। গলিতসোনার বরণ, অনবদ্য অঙ্গবিশিষ্টা সীতা অত্যন্ত আনন্দিতা হয়ে পতিকে এবং লক্ষ্মণকে অস্ত্র নিয়ে আসবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন।। ২ ।। ডাকতে ডাকতে তিনি হরিণটিকে ভালো করে দেখছিলেন।

আহূয়াহূয় চ পুনস্তং মৃগং সাধু বীক্ষতে। আগচ্ছাগচ্ছ শীঘ্রং বৈ আর্যপুত্র সহানুজ।। ৩
তাবাহূতৌ নরব্যাঘ্রৌ বৈদেহ্যা রাম-লক্ষ্মণৌ। বীক্ষমাণৌ তু তং দেশং তদা দদৃশতুর্মৃগম্।। ৪
শঙ্কমানস্তু তং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ। তমেবৈনমহং মন্যে মারীচং রাক্ষসং মৃগম্।। ৫
চরন্তো মৃগয়াং হৃষ্টাঃ পাপেনোপাধিনা বনে। অনেন নিহতা রাম রাজানঃ কামরূপিণা।। ৬
অস্য মায়াবিদো মায়ামৃগরূপমিদং কৃতম্। ভানুমৎ পুরুষব্যাঘ্র গন্ধর্বপুরসন্নিভম্।। ৭
মৃগো হ্যেবংবিধো রত্নবিচিত্রো নাস্তি রাঘব। জগত্যাং জগতীনাথ মায়ৈষা হি ন সংশয়ঃ।। ৮
এবং ব্রুবাণং কাকুৎস্থং প্রতিবার্য শুচিস্মিতা। উবাচ সীতা সংহৃষ্টা ছদ্মনা হৃতচেতনা।। ৯
আর্যপুত্রাভিরামোঽসৌ মৃগো হরতি মে মনঃ। আনয়ৈনং মাহাবাহো ক্রীড়ার্থং নো ভবিষ্যতি।। ১০
ইহাশ্রমপদেঽস্মাকং বহবঃ পুণ্যদর্শনাঃ। মৃগাশ্চরন্তি সহিতাশ্চমরাঃ সৃমরাস্তথা।। ১১
ঋক্ষাঃ পৃষতসঙ্ঘাশ্চ বানরাঃ কিন্নরাস্তথা। বিহরন্তি মহাবাহো রূপশ্রেষ্ঠা মহাবলাঃ।। ১২
ন চান্যঃ সদৃশো রাজন্ দৃষ্টঃ পূর্বং মৃগো ময়া। তেজসা ক্ষময়া দীপ্ত্যা যথায়ং মৃগসত্তমঃ।। ১৩
নানাবর্ণবিচিত্রাঙ্গো রত্নভূতো মমাগ্রতঃ। দ্যোতয়ন্ বনমব্যগ্রং দ্যোদতে শশিসন্নিভঃ।। ১৪
অহো রূপমহো লক্ষ্মীঃ স্বরসম্পচ্চ শোভনা। মৃগোঽদ্ভুতো বিচিত্রাঙ্গো হৃদয়ং হরতীব মে।। ১৫
যদি গ্রহণমভ্যেতি জীবন্নেব মৃগস্তব। আশ্চর্যভূতং ভবতি বিস্ময়ং জনয়িষ্যতি।। ১৬
সমাপ্তবনবাসানাং রাজ্যস্থানাঞ্চ চ নঃ পুনঃ। অন্তঃপুরে বিভূষার্থো মৃগ এষ ভবিষ্যতি।। ১৭
ভরতস্যার্যপুত্রস্য শ্বশ্রূণাং মম চ প্রভো। মৃগরূপমিদং দিব্যং বিস্ময়ং জনয়িষ্যতি।। ১৮
জীবন্ন যদি তেঽভ্যেতি গ্রহণং মৃগসত্তমঃ। অজিনং নরশার্দূল রুচিরং তু ভবিষ্যতি।। ১৯

চীৎকার করছিলেন, আর্যপুত্র, ভাইকে নিয়ে শীগ্‌গির আসুন।। ৩ ।। বৈদেহীর দ্বারা আহূত হয়ে নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ দু'জনে সেখানে এসে চারদিকে তাকাতে গিয়ে মৃগটিকে দেখতে পেলেন।। ৪ ।। দেখে সন্দেহান্বিত হয়ে লক্ষ্মণ বললেন, এই মৃগকে আমার রাক্ষস মারীচ বলেই মনে হচ্ছে।। ৫ ।। ছল করে ইচ্ছেমতো রূপধারণকারী এই রাক্ষসের দ্বারা বহু রাজা বনে মৃগয়া করতে এসে, আনন্দে বিচরণ করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন।। ৬ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ঐ মায়াবীরই ছলনাময় রূপ এই মৃগ। গন্ধর্বনগরের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে একে।। ৭ ।। হে রঘুবংশধর, এইরকমের রত্নের দ্বারা খচিত বিচিত্র হরিণ জগতে নেই। হে জগতের নাথ, এ ছলনামাত্র। এতে কোনোই সন্দেহ নেই।। ৮ ।। লক্ষ্মণ রামকে এই কথা বলায় পবিত্রহাস্যযুক্তা অত্যন্ত আনন্দিতা সীতা মায়ায় ভুলে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ঐ কথা নিবারণ করে বললেন—।। ৯ ।। আর্যপুত্র, এই সুন্দর মৃগটি আমার মনকে হরণ করছে। হে মহাবীর, ঐটিকে নিয়ে আসুন। আমাদের খেলার সাথী হবে।। ১০ ।। আমাদের এই আশ্রমে চমর, সৃমর প্রভৃতির সঙ্গে বহু পুণ্যদর্শন মৃগ চরে বেড়ায় *(চমর—যেই মৃগের পুচ্ছের লোম দিয়ে চামর তৈরী হয় সৃমর—কৃষ্ণপুচ্ছ গাভী)*।। ১১ ।। হে মহাবীর, ভল্লুক, দলে দলে চিত্রিত হরিণ, বানর, কিন্নর—এই সব মহাবলশালী রূপবান প্রাণীরা বিচরণ করে।। ১২ ।। তেজে, সামর্থ্যে এবং দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ এইরকম মৃগ আগে আর কখনো আমি দেখি নি *(ক্ষমা—সামর্থ্য)*।।১৩।। বিচিত্র অঙ্গ, চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ এই মৃগ বনের মধ্যে আমার সামনে রত্নের মতো উজ্জ্বল হয়ে শোভা পাচ্ছে।। ১৪ ।। আহা, কি রূপ! কি সৌন্দর্য! কি সুন্দর স্বর সম্পদ! বিচিত্রাঙ্গ এই আশ্চর্য মৃগ আমার হৃদয় যেন হরণ করছে!।। ১৫ ।। এই মৃগকে যদি জীবিত ধরতে পারেন, তাহলে তো একটি আশ্চর্য কাজ হবে। সকলের বিস্ময় উৎপাদন করবে।। ১৬ ।। বনবাস শেষ করে আমরা যখন রাজ্যে ফিরে যাবো, তখন এই মৃগটি আমাদের অন্তঃপুরের শোভা-সম্পাদন করবে।। ১৭ ।। আর্যপুত্র ভরতের এবং শাশুড়ী মায়েদের বিস্ময় উৎপাদন করবে মৃগটির দিব্যরূপ।। ১৮ ।। এই মৃগশ্রেষ্ঠকে যদি জীবিত ধরতে না পারেন, তাহলে হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনার সুন্দর অজিনের কাজ করবে এই মৃগ।। ১৯ ।। এই প্রাণীটি নিহত

নিহতস্যাস্য সত্ত্বস্য জাম্বূনদময়ত্বচি। শষ্পবৃস্যাং বিনীতায়ামিচ্ছাম্যহমুপাসিতম্।। ২০
কামবৃত্তমিদং রৌদ্রং স্ত্রীণামসদৃশং মতম্। বপুষা ত্বস্য সত্ত্বস্য বিস্ময়ো জনিতো মম।। ২১
তেন কাঞ্চনরোম্না তু মণিপ্রবরশৃঙ্গিণা। তরুণাদিত্যবর্ণেন নক্ষত্রপথবর্চসা। ২২
বভূব রাঘবস্যাপি মনো বিস্ময়মাগতম্। ইতি সীতাবচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ মৃগমদ্ভুতম্।। ২৩
লোভিতস্তেন রূপেণ সীতয়া চ প্রচোদিতঃ। উবাচ রাঘবো হৃষ্টো ভ্রাতরং লক্ষ্মণং বচঃ।। ২৪
পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যাঃ স্পৃহামুল্লসিতামিমাম্ রূপশ্রেষ্ঠতয়া হ্যেষ মৃগোঽদ্য ন ভবিষ্যতি।। ২৫
ন বনে নন্দনোদ্দেশে ন চৈত্ররথসংশ্রয়ে। কুতঃ পৃথিব্যাং সৌমিত্রে যোঽস্য কশ্চিৎ সমো মৃগঃ।। ২৬
প্রতিলোমানুলোমাশ্চ রুচিরা রোমরাজয়ঃ। শোভন্তে মৃগমাশ্রিত্য চিত্রাঃ কনকবিন্দুভিঃ।। ২৭
পশ্যাস্য জৃম্ভমাণস্য দীপ্তমগ্নিশিখোপমাম্। জিহ্বাং মুখান্নিঃসরন্তীং মেঘাদিব শতহ্রদাম্।। ২৮
মসারগল্বর্কমুখঃ শঙ্খমুক্তানিভোদরঃ। কস্য নামানিরূপ্যোঽসৌ ন মনো লোভয়েন্মৃগঃ।। ২৯
কস্য রূপমিদং দৃষ্ট্বা জাম্বূনদময়প্রভম্। নানারত্নময়ং দিব্যং ন মনো বিস্ময়ং ব্রজেৎ।। ৩০
মাংসহেতোরপি মৃগান্ বিহারার্থাঞ্চ ধন্বিনঃ। ঘ্নন্তি লক্ষ্মণ রাজানো মৃগয়ায়াং মহাবনে।। ৩১
ধনানি ব্যবসায়েন বিচীয়ন্তে মহাবনে। ধাতবো বিবিধাশ্চাপি মণিরত্নসুবর্ণিনঃ।। ৩২
তৎসারমখিলং নৃণাং ধনং নিচয়বর্ধনম্। মনসা চিন্তিতং সর্বং যথা শুক্রস্য লক্ষ্মণ।। ৩৩
অর্থী যেনার্থকৃত্যেন সংব্রজত্যবিচারয়ন্। তমর্থমর্থশাস্ত্রজ্ঞাঃ প্রাহুরর্থ্যাঃ সুলক্ষ্মণ।। ৩৪
এতস্য মৃগরত্নস্য পরার্ধে কাঞ্চনত্বচি। উপবেক্ষ্যতি বৈদেহী ময়া সহ সুমধ্যমা।। ৩৫

হলে তার স্বর্ণবর্ণ চর্মটি কুশাসনের ওপর বিছিয়ে আমি পাশে বসে আপনার সেবা করতে ইচ্ছা করছি।।২০।। স্ত্রীলোকের এইরকম ইচ্ছামতো কাজ অনুচিত বলে মনে করা হয়। তবুও এই প্রাণীটির শরীর আমার বিস্ময় জাগিয়েছে।। ২১ ।। এই মৃগের সোনার মতো বর্ণের রোমরাজি, শ্রেষ্ঠ মণিময় শিঙ, নবোদিত সূর্যের মতো গাত্র এবং নক্ষত্রের পথের মতো স্নিগ্ধ দীপ্তি দেখে....।। ২২ ।। রামের মনও বিস্মিত হলো। সীতার কথা শুনে এবং মৃগটির অদ্ভুত রূপ দেখে...।। ২৩ ।। তার রূপে প্রলুব্ধ হয়ে এবং সীতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে রাম সানন্দে লক্ষ্মণকে বললেন—।। ২৪ ।। লক্ষ্মণ, দেখো, সীতার কি রকম উল্লাসজনক ইচ্ছা! এই শ্রেষ্ঠ রূপ নিয়ে আমার জন্যই এই মৃগকে আর ফিরে যেতে হবে না।। ২৫ ।। লক্ষ্মণ, সর্গের নন্দনকাননে বা কুবেরের বনে, কিংবা পৃথিবীর কোথাও এর তুল্য কোনো মৃগ পাবে না।। ২৬ ।। এই মৃগকে আশ্রয় করে তার রোমরাজি অনুলোম ও প্রতিলোম তথা উল্টো এবং সোজা দু'ভাবেই সুন্দর, রজত বিন্দুর দ্বারা আকর্ষণীয় হয়ে শোভা পাচ্ছে।। ২৭ ।। দেখো, কী সুন্দর দৃশ্য! এ যখন হাই তুলছে, তখন দীপ্ত-অগ্নি শিখার মতো তার জিভটি মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে! যেন বিদ্যুৎ বেরিয়ে আসছে মেঘ থেকে।। ২৮ ।। তার মুখ ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত পানপাত্রের মতো। শঙ্খ এবং মুক্তার মতো বর্ণ তার উদরের। এই আকর্ষণীয় রূপের মৃগ কার মনকেই না প্রলুব্ধ করে? *(মসার—ইন্দ্রনীল মণি। গল্বর্ক—পানপান)*।। ২৯ ।। সোনার মতো প্রভাযুক্ত, রত্নময় এই মৃগের রূপ দেখে কার না বিস্ময় হয়?।। ৩০ ।। লক্ষ্মণ, ধনুর্ধর রাজারা বনে শিকারে গিয়ে আনন্দের কারণে মাংসের জন্যও মৃগদের হত্যা করে।।৩১ ।। মহারণ্যে চেষ্টা করে বিভিন্ন ধাতু, মণি, রত্ন, সোনা সব সঞ্চয় করে।।৩২ ।। অর্থশাস্ত্রকার শুক্রের নীতি অনুসারে মনে মনে চিন্তা করে মানুষ ধনের সঞ্চয় বাড়িয়ে তোলে। এটাই অখিল সারবস্তু।।৩৩ ।। শোভন লক্ষ্মণ, দেখো, অর্থের প্রার্থী যে প্রয়োজন-সাধনের জন্য নির্বিচারে কাজ করে, অর্থশাস্ত্রজ্ঞেরা সেই প্রয়োজনকেই বলেন অর্থযুক্ত।। ৩৪ ।। এই মৃগরত্নের সোনার মতো চামড়ার আসনের একাংশে সুন্দরী সীতা আমার কাছে উপবেশন করবেন।। ৩৫ ।। আমার মনে হচ্ছে—কদল মৃগের, প্রিয়ক মৃগের, প্রবেণ নামক ছাগলের এবং মেষের চর্মে এর মতো স্পর্শ সুখপাওয়া যাবে না *(কদল—বেশ লম্বা এবং কোমল লোমযুক্ত মৃগবিশেষ। লোমরাজি ওপরের অংশ নীল আর নীচের*

ন কাদলী ন প্রিয়কী ন প্রবেণী চ চাবিকী। ভবেদেতস্য সদৃশী স্পর্শেঽনেনেতি মে মতিঃ।। ৩৬
এষ চৈব মৃগঃ শ্রীমান্ যশ্চ দিব্যো নভশ্চরঃ। উভাবেতৌ মৃগৌ দিব্যৌ তারামৃগ-মহীমৃগৌ।। ৩৭
যদি বায়ং তথা যন্মাং ভবেদ্ বদসি লক্ষ্মণ। মায়ৈষা রাক্ষসস্যেতি কর্তব্যোঽস্য বধো ময়া।। ৩৮
এতেন হি নৃশংসেন মারীচেনাকৃতাত্মনা। বনে বিচরতা পূর্বং হিংসিতা মুনিপুঙ্গবাঃ।। ৩৯
উত্থায় বহবো যেন মৃগয়ায়াং জনাধিপাঃ। নিহতাঃ পরমেষ্বাসাস্তস্মাদ্ বধ্যস্ত্ব মৃগঃ।। ৪০
পুরস্তাদিহ বাতাপিঃ পরিভূয় তপস্বিনঃ। উদরস্থো দ্বিজান্ হন্তি স্বগর্ভোঽশ্বতরীমিব।। ৪১
স কদাচিচ্চিরাল্লোকে আসসাদ মহামুনিম্। অগস্ত্যং তেজসা যুক্তং ভক্ষ্যস্তস্য বভূব হ।। ৪২
সমুত্থানে চ তদ্রূপং কর্তুকামং সমীক্ষ্য তম্। উৎস্ময়িত্বা তু ভগবান্ বাতাপিমিদমব্রবীৎ।। ৪৩
ত্বয়াবিগণ্য বাতাপে পরিভূতাশ্চ তেজসা। জীবলোকে দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তস্মাদসি জরাং গতঃ।। ৪৪
তদ্রক্ষো ন ভবেদেব বাতাপিরিব লক্ষ্মণ। মদ্বিধং যোঽতিমন্যেত ধর্মনিত্যং জিতেন্দ্রিয়ম্।। ৪৫
ভবেদ্ধতোঽয়ং বাতাপিরগস্ত্যেনেব মা গতঃ। ইহ ত্বং ভব সন্নদ্ধো যন্ত্রিতো রক্ষ মৈথিলীম্।। ৪৬
অস্যামায়ত্তমস্মাকং যৎকৃত্যং রঘুনন্দন। অহমেনং বধিষ্যামি গ্রহীষ্যাম্যথবা মৃগম্।। ৪৭
যাবদ্গচ্ছামি সৌমিত্রে মৃগমানয়িতুং দ্রুতম্। পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা মৃগত্বচি গতাং স্পৃহাম্।। ৪৮
ত্বচা প্রধানয়া হ্যেষ মৃগোঽদ্য ন ভবিষ্যতি। অপ্রমত্তেন তে ভাব্যমাশ্রমস্থেন সীতয়া।। ৪৯
যাবৎপৃষতমেকেন সায়কেন নিহন্ম্যহম্। হত্বৈতচ্চর্ম আদায় শীঘ্রমেষ্যামি লক্ষ্মণ।। ৫০
প্রদক্ষিণেনাতিবলেন পক্ষিণা জটায়ুষা বুদ্ধিমতা চ লক্ষ্মণ।
ভবাপ্রমত্তঃ প্রতিগৃহ্য মৈথিলীং প্রতিক্ষণং সর্বত এব শঙ্কিতঃ।। ৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

অংশ স্বর্ণবর্ণ। প্রিয়ক—বড়ো কোমল মসৃণ রোমযুক্ত মৃগবিশেষ। প্রবেণ-পাহাড়ী ছাগল যাদের লম্বা লোম। অধি—মেষ)।।৩৬ ।। এই মৃগ যেমন শ্রীসম্পন্ন, তেমনি আকাশচারী দিব্য মৃগশিরানক্ষত্রও সুন্দর। তারা-মৃগ এবং এই ভূতলের মৃগ দুইই দিব্য।। ৩৭ ।। লক্ষ্মণ, তুমি আমাকে যা বললে, যদি রাক্ষসের ছলনাই এ হয়, তাহলেও একে হত্যা করা আমার কর্তব্য।।৩৮ ।। এই দুরাচার নিষ্ঠুর মারীচ আগে বনে বিচরণ করার সময় মুনিশ্রেষ্ঠদের হিংসা করতো।। ৩৯ ।। পরম ধনুর্ধর বহু রাজা মৃগয়ায় উঠে এসে এর দ্বারা নিহত হয়েছে। সেজন্য এ আমার বধ্য।। ৪০ ।। পূর্বকালে বাতাপি এইখানে তপস্বীদের পরাজিত করে ব্রাহ্মণদের উদরস্থ হয়ে তাঁদেরকে হত্যা করতো। অশ্বতরীগর্ভ যেমন অশ্বতরীকে বিনাশ করে, সেইরকম...।। ৪১ ।। অনেককাল পরে তেজোময় মহর্ষি অগস্ত্যকে পেয়ে তাঁর ভক্ষ্যে পরিণত হয়েছিলো *(বাতাপি-ইল্বলের কাহিনী পূর্বে বিস্তৃত বলা হয়েছে)*।। ৪২ ।। বাতাপিকে তাঁর উদর বিদীর্ণ করে উঠবার চেষ্টা করতে দেখে ভগবান অগস্ত্য বাতাপিকে বলেছিলেন....।।৪৩ ।। ওরে বাতাপে, জীবজগতে বিচার-বিবেচনা না করে তুমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মেরে ফেলেছো। তাই তুমিও এবার আমার উদরে জীর্ণ হয়ে গেলে!।। ৪৪ ।। লক্ষ্মণ, নিত্যধর্মপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় আমার মতো ব্যক্তিকে যে অতিক্রম করতে চায়, বাতাপির মতো সেই রাক্ষসও জীবিত থাকবে না।। ৪৫ ।। বাতাপি যেমন অগস্ত্যের দ্বারা নিহত হয়েছিলো, তেমনি এই মৃগও আমার দ্বারা হত হবে। তুমি সশস্ত্র হয়ে এইখানে পাহারায় থাকো। সীতাকে রক্ষা করো।। ৪৬ ।। হে রঘুনন্দন, আমাদের যা করার আছে, তা সবই সীতার আয়ত্তে আছে। আমি এই মৃগকে হত্যা করবো। নৈলে ধরে আনবো।। ৪৭ ।। লক্ষ্মণ, মৃগকে আনার জন্য যতোক্ষণ আমি যাচ্ছি, ততোক্ষণ তুমি মৃগচর্মে অভিলাষিণী সীতাকে দেখে।। ৪৮ ।। চর্মের প্রাধান্যের জন্য এই মৃগ আজ আর জীবিত থাকবে না! সাবধানে গিয়ে তুমি আশ্রমে অবস্থান করো....।। ৪৯ ।। যতোক্ষণে না আমি একটি বাণেই চিত্রিত হরিণটিকে হত্যা করি! লক্ষ্মণ, একে হত্যা করে চর্ম নিয়ে শীগ্‌গির আমি এসে যাচ্ছি।। ৫০ ।। লক্ষ্মণ, পক্ষী জটায়ু অত্যন্ত উদার। অতিবলশালী এবং বুদ্ধিমান। তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে সীতাকে নিয়ে সর্বতোভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে সাবধানে অবস্থান করো।। ৫১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ত্রিচত্বারিংশ (৪৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামস্য মারীচবধঃ, মারীচস্য সীতা-লক্ষ্মণনামগ্রাহমুচ্চৈরাহ্বানং শৃণ্বতো রামস্য চিন্তা চ।

তথা তু তং সমাদিশ্য ভ্রাতরং রঘুনন্দনঃ। ববন্ধাসিং মহাতেজা জাম্বূনদময়ৎসরুম্।। ১
ততস্ত্রিবিনতং চাপমাদায়াত্মবিভূষণম্। আবধ্য চ কলাপৌ দ্বৌ জগামোদগ্রবিক্রমঃ।। ২
তং বন্যরাজো রাজেন্দ্রমাপতন্তং নিরীক্ষ্য বৈ। বভূবান্তর্হিতস্ত্রাসাৎ পুনঃ সন্দর্শনেঽভবৎ।। ৩
বদ্ধাসির্ধনুরাদায় প্রদুদ্রাব যতো মৃগঃ। তং স্ম পশ্যতি রূপেণ দ্যোতয়ন্তমিবাগ্রতঃ।। ৪
অবেক্ষ্যাবেক্ষ্য ধাবন্তং ধনুষ্পাণির্মহাবনে। অতিবৃত্তমিবোৎপাতাল্লোভয়ানং কদাচন।। ৫
শঙ্কিতং তু সমুদ্ভ্রান্তমুৎপতন্তমিবাম্বরম্। দৃশ্যমানমদৃশ্যঞ্চ বনোদ্দেশেষু কেষুচিৎ।। ৬
ছিন্নাভ্রৈরিব সংবীতং শারদং চন্দ্রমণ্ডলম্। মুহূর্তাদেব দদৃশে মুহুর্দূরাৎ প্রকাশতে।। ৭
দর্শনাদর্শনেনৈব সোঽপাকর্ষত রাঘবম্। স দূরমাশ্রমস্যাস্য মারীচো মৃগতাং গতঃ।। ৮
আসীৎ ক্রুদ্ধস্তু কাকুৎস্থো বিবশস্তেন মোহিতঃ। অথাবতস্থে সুশ্রান্তশ্ছায়ামাশ্রিত্য শাদ্বলে।। ৯
স তমুন্মাদয়ামাস মৃগরূপো নিশাচরঃ। মৃগৈঃ পরিবৃতোঽথান্যৈরদূরাৎ প্রত্যদৃশ্যত।। ১০
গ্রহীতুকামং দৃষ্ট্বা তং পুনরেবাভ্যধাবত। তৎক্ষণাদেব সন্ত্রাসাৎ পুনরন্তর্হিতোঽভবৎ।। ১১
পুনরেব ততো দূরাদ্ বৃক্ষখণ্ডাদ্ বিনিঃসৃতঃ। দৃষ্ট্বা রামো মহাতেজাস্তং হন্তুং কৃতনিশ্চয়ঃ।। ১২
ভূয়স্তু শরমুদ্ধৃত্য কুপিতস্তত্র রাঘবঃ। সূর্যরশ্মিপ্রতীকাশং জ্বলন্তমরিমর্দনম্।। ১৩

চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪) সর্গ

শ্রীরামের মারীচ বধ। মারীচের সীতা-লক্ষ্মণের নাম গ্রহণ করে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান শুনে রামের চিন্তা।

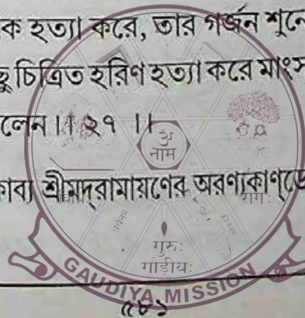
ভাই লক্ষ্মণকে ঐরকম আদেশ দিয়ে মহাতেজস্বী রাম সোনার হাতলের তরবারি কোমরের বেঁধে নিলেন *(সর—হাতল)*।। ১ ।। তীব্র বিক্রমী তিনি। তাঁর অলঙ্কার ছিলো তিন স্থানে নত ধনু। সেই ধনু এবং দুটি তূণ বেঁধে নিয়ে তিনি চললেন *(কলপ—তূণ)*।। ২ ।। রাজশ্রেষ্ঠ রামকে তার ওপর এসে পড়তে দেখে সেই বন্য মৃগশ্রেষ্ঠ ভয়ে অন্তর্হিত হয়ে গেলো। আবার দৃষ্টি গোচরে চলে এলো।। ৩ ।। তরবারি এবং ধনু নিয়ে রাম ছুটতে লাগলেন। যেদিকে মৃগটি যাচ্ছে সেইদিকে। রূপে সবদিক উদ্ভাসিত করে মৃগটি যেন সামনে এসে তাঁকে দেখছে।। ৪ ।। তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ছুটছে। কখনো ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কখনো বা লাফিয়ে উঠে প্রলুব্ধ করছে।। ৫ ।। কখনো ভয়ে যেন আকাশের দিকে উল্লম্ফন করছে। বনের মধ্যে কখনো দেখা যাচ্ছে তাকে। কখনো সে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।। ৬ ।। শরৎকালে যেমন চন্দ্রমণ্ডল ছিন্নমেঘের ভেতর থেকে মুহূর্তে দেখা যায় আবার পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়, হরিণটিও করছে ঠিক তাই।। ৭ ।। মৃগরূপী মারীচ কখনো দেখা দিয়ে, কখনো লুকিয়ে গিয়ে, লুকোচুরি খেলে আশ্রম থেকে দূরে রামকে টেনে নিয়ে গেলো।। ৮।। রাম সেই মৃগের দ্বারা তখন বিবশ হয়ে মোহিত হয়ে গেলেন। এই ভাবে ছোটাছুটিতে শ্রান্ত হয়ে রেগে তিনি গাছের ছায়ায় ঘাসের ওপর বসে পড়লেন।। ৯ ।। মৃগরূপী সেই রাক্ষস তাকে পাগল করে দিলো। দূরে অন্য মৃগদের দ্বারা পরিবৃত থাকলেও তাকে দেখা যাচ্ছিলো।। ১০ ।। তাকে ধরার জন্য তিনি আবার তার দিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ভয়ে সে আবার অন্তর্হিত হয়ে গেলো।। ১১ ।। গাছের আড়াল থেকে আবার বের হতে দেখে মহাতেজস্বী রাম তাকে হত্যা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন।। ১২ ।। ক্রুদ্ধ হয়ে সূর্যকিরণের মতো উজ্জ্বল, শত্রুবিনাশক জ্বলন্ত এক বাণ তুলে নিলেন।। ১৩ ।। বলবান, শক্তিশালী রাম

সন্ধায় সদৃঢ়ং চাপে বিকৃষ্য বলবদ্‌বলী। তমেব মৃগমুদ্দিশ্য জ্বলন্তমিব পন্নগম্।। ১৪
মুমোচ জ্বলিতং দীপ্তমস্ত্রং ব্রহ্মবিনির্মিতম্। শরীরং মৃগরূপস্য বিনির্ভিদ্য শরোত্তমঃ।। ১৫
মারীচস্যৈব হৃদয়ং বিভেদাশনিসন্নিভঃ। তালমাত্রমথোৎপ্লুত্য ন্যপতৎ স ভৃশাতুরঃ।। ১৬
ব্যনদদ্ভৈরবং নাদং ধরণ্যামল্পজীবিতঃ। ম্রিয়মাণস্তু মারীচো জহৌ তাং কৃত্রিমাং তনুম্।। ১৭
স্মৃত্বা তদ্বচনং রক্ষো দধ্যৌ কেন তু লক্ষ্মণম্। ইহ প্রস্থাপয়েৎ সীতা তাং শূন্যে রাবণো হরেৎ।। ১৮
স প্রাপ্তকালমাজ্ঞায় চকার চ ততঃ স্বনম্। সদৃশং রাঘবস্যৈব হা সীতে লক্ষ্মণেতি চ।। ১৯
তেন মর্মণি নির্বিদ্ধং শরেণানুপমেন হি। মৃগরূপং তু তত্ত্যক্ত্বা রাক্ষসং রূপমাস্থিতঃ।। ২০
চক্রে স সুমহাকায়ো মারীচো জীবিতং ত্যজন্। তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ রাক্ষসং ভীমদর্শনম্।। ২১
রামো রুধিরসিক্তাঙ্গং চেষ্টমানং মহীতলে। জগাম মনসা সীতাং লক্ষ্মণস্য বচঃ স্মরন্।। ২২
মারীচস্য তু মায়ৈষা পূর্বোক্তা লক্ষ্মণেন তু। তত্তথা হ্যভবচ্চাদ্য মারীচোঽয়ং ময়া হতঃ।। ২৩
হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেবমাক্রুশ্য তু মহাস্বনম্। মমার রাক্ষসঃ সোঽয়ং শ্রুত্বা সীতা কথং ভবেৎ।। ২৪
লক্ষ্মণশ্চ মহাবাহুঃ কামবস্থাং গমিষ্যতি। ইতি সংচিন্ত্য ধর্মাত্মা রামো হৃষ্টতনূরুহঃ।। ২৫
তত্র রামং ভয়ং তীব্রমাবিবেশ বিষাদজম্। রাক্ষসং মৃগরূপং তং হত্বা শ্রুত্বা চ তৎস্বনম্।। ২৬
নিহত্য পৃষতং চান্যং মাংসমাদায় রাঘবঃ। ত্বরমাণো জনস্থানং সসারাভিমুখং তদা।। ২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

মৃগটিকে উদ্দেশ্য করে সর্পের মতো জ্বলন্ত সুদৃঢ় বাণ ধনুতে আকর্ষণ করলেন।। ১৪ ।। উত্তম এই শরটি ছিলো ব্রহ্মার নির্মিত। জ্বলন্ত। এবং দীপ্ত। নিক্ষেপ করামাত্রই তা মৃগরূপী রাক্ষসের শরীর বিদীর্ণ করলো।।১৫।। বজ্রের মতো এই বাণ। বিদ্ধ করলো মারীচের হৃদয়। সে অত্যন্ত কাতর হয়ে তালগাছের সমান উঁচু লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।। ১৬ ।। পৃথিবীতে ক্ষীণজীবী, ম্রিয়মাণ মারীচ ভীষণ গর্জন করতে করতে কৃত্রিম সেই দেহ পরিত্যাগ করলো।। ১৭ ।। রাবণের পূর্ববচন স্মরণ করে রাক্ষস তখন চিন্তা করতে লাগলো, সীতা কিভাবে লক্ষ্মণকে এইখানে পাঠাবেন আর শূন্য-আশ্রমে গিয়ে রাবণ সীতাকে হরণ করবে।।১৮ ।। সময় হয়েছে বুঝে সে এবার রামের মতো কণ্ঠস্বর করে—হা সীতে, হা লক্ষ্মণ—এই বলে চীৎকার করে উঠলো।। ১৯ ।। অতুলনীয় শর তার মর্মস্থানে বিদ্ধ হওয়ায় ছদ্ম-মৃগরূপ ত্যাগ করে রাক্ষস প্রকৃত দেহধারণ করলো।।২০ ।। মারীচ বিরাট দেহধারণ করে প্রাণত্যাগ করলো। ভীষণদর্শন ঐ রাক্ষসকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে—।।২১ ।।এবং রাম তাকে রক্তাক্ত অঙ্গে মাটিতে ছটফট করতে দেখে লক্ষ্মণের বাক্য স্মরণ করে মনে মনে সীতার কথা চিন্তা করতে লাগলেন—।।২২ ।। লক্ষ্মণ আগেই বলেছিলো, এটা মারীচেরই ছলনা। সেই কথাই আজ সত্য হলো। আমি তাহলে এই মারীচকেই আজ হত্যা করলাম।।২৩।। হা-সীতা, হা-লক্ষ্মণ—এইরকম উচ্চ চীৎকার করে রাক্ষস মরে গেলো। এই শব্দ শুনে সীতার কি অবস্থা হবে?।।২৪।। মহাবীর লক্ষ্মণও বা কি অবস্থায় পতিত হবে—এই ভাবতে গিয়ে রামের দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।। ২৫ ।। মৃগরূপী রাক্ষসকে হত্যা করে, তার গর্জন শুনে রাম বিষাদজনিত তীব্র ব্যথায় বিষণ্ণ হলেন।। ২৬ ।। সেই রাঘব, আরো কিছু চিত্রিত হরিণ হত্যা করে মাংস সঙ্গে নিয়ে রাম দ্রুতগতিতে জনস্থানে এবং তাঁর সংসারের দিকে চলতে লাগলেন।। ২৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের চতুঃচত্বারিংশ (৪৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

সীতায়া মর্মস্পৃশা বাচা ক্ষুভিতস্যানিচ্ছতোঽপি লক্ষ্মণস্য শ্রীরামসমীপে গমনম্।

আর্তস্বরং তু তং ভর্তুর্বিজ্ঞায় সদৃশং বনে। উবাচ লক্ষ্মণং সীতা গচ্ছ জানীহি রাঘবম্।। ১
ন হি মে জীবিতং স্থানে হৃদয়ং বাবতিষ্ঠতে। ক্রোশতঃ পরমার্তস্য শ্রুতঃ শব্দো ময়া ভৃশম্।। ২
আক্রন্দমানং তু বনে ভ্রাতরং ত্রাতুমর্হসি। তং ক্ষিপ্রমভিধাব ত্বং ভ্রাতরং শরণৈষিণম্।। ৩
রক্ষসাং বশমাপন্নং সিংহানামিব গোবৃষম্। ন জগাম তথোক্তস্তু ভ্রাতুরাজ্ঞায় শাসনম্।। ৪
তমুবাচ ততস্তত্র ক্ষুভিতা জনকাত্মজা। সৌমিত্রে মিত্ররূপেণ ভ্রাতুস্ত্বমসি শত্রুবৎ।। ৫
যস্ত্বমস্যামবস্থায়াং ভ্রাতরং নাভিপদ্যসে। ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্যন্তং রামং লক্ষ্মণং মৎকৃতে।। ৬
লোভাত্তু মৎকৃতে নূনং নানুগচ্ছসি রাঘবম্। ব্যসনং তে প্রিয়ং মন্যে স্নেহো ভ্রাতরি নাস্তি তে।। ৭
তেন তিষ্ঠসি বিস্রব্ধং তমপশ্যন্মহাদ্যুতিম্। কিং হি সংশয়মাপন্নে তস্মিন্নিহ ময়া ভবেৎ।। ৮
কর্তব্যমিহ তিষ্ঠন্ত্যা যৎপ্রধানস্ত্বমাগতঃ। এবং ব্রুবাণাং বৈদেহীং বাষ্পশোকসমন্বিতাম্।। ৯
অব্রবীল্লক্ষ্মণস্ত্রস্তাং সীতাং মৃগবধূমিব। পন্নাগাসুর-গন্ধর্ব-দেব-দানব-রাক্ষসৈঃ।। ১০
অশক্যস্তব বৈদেহি ভর্তা জেতুং ন সংশয়ঃ। দেবি দেব-মনুষ্যেষু গন্ধর্বেষু পতত্রিষু।। ১১
রাক্ষসেষু পিশাচেষু কিন্নরেষু মৃগেষু চ। দানবেষু চ ঘোরেষু ন স বিদ্যতে শোভনে।। ১২
যো রামং প্রতিযুধ্যেত সমরে বাসবোপমম্। অবধ্যঃ সমরে রামো নৈব ত্বং বক্তুমর্হসি।। ১৩
ন তামস্মিন্ বনে হাতুমুৎসহে রাঘবং বিনা। অনিবার্যং বলং তস্য বলৈর্বলবতামপি।। ১৪

পঞ্চচত্বারিংশ (৪৫) সর্গ

সীতার মর্মস্পর্শী বাক্যের দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে অনিচ্ছাসত্বেও লক্ষ্মণের শ্রীরাম সমীপে গমন।

বনের মধ্যে সেই আর্তস্বর পতির বলে মনে করে সীতা লক্ষ্মণকে বললেন, যাও, রামের খবর জেনে এসো।। ১ ।। অত্যন্ত উচ্চ আর্তনাদ শুনে হৃদয়ে আমার প্রাণ একেবারেই থাকছে না।। ২ ।। বনে চীৎকারকারী ভাইকে তোমার রক্ষা করা উচিত। শরণার্থী ভাইয়ের কাছে শীগ্‌গির দৌড়ে যাও।। ৩ ।। গো-বৃষ যেমন সিংহের দ্বারা বিপন্ন হয়, তোমার দাদাও তেমনি রাক্ষসের দ্বারা আক্রান্ত। সীতা এই কথা বললেও, দাদার নির্দেশ মেনে নিয়ে লক্ষ্মণ গেলেন না।। ৪ ।। সীতা তাতে ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁকে বললেন, লক্ষ্মণ, বন্ধুরূপে তুমিও দেখছি দাদার শত্রুর মতো।। ৫ ।। এই অবস্থাতেও তুমি দাদার কাছে যখন যাচ্ছো না তখন মনে হচ্ছে, লক্ষ্মণ, আমাকে পাবার জন্যই তুমি দাদাকে বিনাশ করতে চাইছো।। ৬ ।। আমার লোভেই নিশ্চয় তুমি রামের জন্য যাচ্ছো না। মনে হচ্ছে, তাঁর বিপদ তোমার প্রিয়। ভাইয়ের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা নেই।। ৭ ।। আর সেজন্যেই সেই মহাদীপ্তিমানকে দেখতে না গিয়ে তুমি একান্তে এখানে থাকছো। তিনি বিপন্ন হলে আমার কি অবস্থা হবে?।। ৮ ।। তাঁর প্রতি কর্তব্য পালনে আমি এখানে এসেছি। তুমিও এসেছো প্রধানতঃ তাঁরই সেবা করতে। শোকে চোখের জলে সীতা এই কথা বললেন...।। ৯ ।। লক্ষ্মণ তখন মৃগবধূর মতো ভীতা সীতাকে বললেন, দেখুন, পন্নগ, অসুর, গন্ধর্ব, দেব, দানব, রাক্ষস এরা সবাই মিলিত হয়েও....।।১০।। হে বৈদেহি, আপনার স্বামীকে পরাজিত করতে পারবে না। এতে কোনোই সংশয় নেই। দেবি, দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য, পক্ষী...।। ১১ ।। রাক্ষস, পিশাচ, কিন্নর, মৃগ, ভীষণ দানব, হে শোভনে, এদের মধ্যে এমন কেউই নেই....।। ১২ ।। যে ইন্দ্রতুল্য রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে। রাম যুদ্ধে অবধ্য। এইরকম শঙ্কার কথা, আপনি বলতে পারেন না।। ১৩ ।। আমি এই বনে রাম বিনা আপনাকে ছেড়ে যেতে পারি না। বলপ্রয়োগে শক্তিশালীরাও তাঁকে পরাজিত করতে পারে না।। ১৪।। ত্রিলোকবাসী প্রাণীরা

ত্রিভির্লোকৈঃ সমুদিতৈঃ সেশ্বরৈঃ সামরৈরপি। হৃদয়ং নির্বৃতং তেঽস্তু সন্তাপস্ত্যজ্যতাং তব।। ১৫
আগমিষ্যতি তে ভর্তা শীঘ্রং হত্বা মৃগোত্তমম্। ন স তস্য স্বরো ব্যক্তং ন কশ্চিদপি দৈবতঃ।। ১৬
গন্ধর্বনগর প্রখ্যা মায়া তস্য চ রক্ষসঃ। ন্যাসভূতাসি বৈদেহি ন্যস্তা ময়ি মহাত্মনা।। ১৭
রামেণ ত্বং বরারোহে ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে। কৃতবৈরাশ্চ কল্যাণি বয়মেতৈর্নিশাচরৈঃ।। ১৮
খরস্য নিধনে দেবি জনস্থানবধং প্রতি। রাক্ষসা বিবিধা বাচো ব্যাহরন্তি মহাবনে।। ১৯
হিংসাবিহারা বৈদেহি ন চিন্তয়িতুমর্হসি। লক্ষ্মণেনৈবমুক্তা তু ক্রুদ্ধা সংরক্তলোচনা।। ২০
অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং লক্ষ্মণং সত্যবাদিনম্। অনার্যকরুণারম্ভ নৃশংস কুলপাংসন।। ২১
অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ। রামস্য ব্যসনং দৃষ্ট্বা তেনৈতানি প্রভাষসে।। ২২
নৈব চিত্রং সপত্নেষু পাপং লক্ষ্মণ যদ্ভবেৎ। ত্বদ্বিধেষু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিষু।। ২৩
সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেকমেকোঽনুগচ্ছসি। মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা।। ২৪
তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্য বা। কথমিন্দীবরশ্যামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্।। ২৫
উপসংশ্রিত্য ভর্তারং কাময়েয়ং পৃথগ্‌জনম্। সমক্ষং তব সৌমিত্রে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্।। ২৬
রামং বিনা ক্ষণমপি নৈব জীবামি ভূতলে। ইত্যুক্তঃ পরুষং বাক্যং সীতয়া রোমহর্ষণম্।। ২৭
অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ সীতাং প্রাঞ্জলিঃ স জিতেন্দ্রিয়ঃ। উত্তরং নোৎসহে বক্তুং দৈবতং ভবতী মম।। ২৮

সর্বশক্তিসম্পন্ন দেবগণের সঙ্গে একজোটে মিলিত হলেও তাঁকে পরাজিত করতে পারবে না। আপনার মন প্রশান্ত হোক। আপনি সন্তাপ ত্যাগ করুন।। ১৫ ।। উত্তম মৃগটিকে হত্যা করে আপনার পতি সত্বরই এসে পড়বেন। ঐ যে স্বর শোনা গিয়েছিলো, সেটি তাঁর তো নয়ই, এমন কি কোনো দেবতারো নয়।। ১৬ ।। সেটি গন্ধর্বনগরের মতো রাক্ষসের মায়ামাত্র। বিদেহ রাজপুত্রি, মহাত্মা রাম আমার কাছে আপনাকে যে গচ্ছিত রেখে গেছেন...*(গন্ধর্বনগর—আকাশে রাত্রে নক্ষত্রাদির ঔজ্জ্বল্যে আলোকে মালা-শোভিত নগরের মতো দেখা যায়। তাকে বলা হয় গন্ধর্বনগরী। কিন্তু তার অস্তিত্ব নেই। এটি মায়ামাত্র)*।। ১৭ ।। হে সুন্দরি, আপনাকে রক্ষা করার ভার তিনিই আমাকে দিয়ে গেছেন। তাই আপনাকে ত্যাগ করে আমি যেতে পারি না। তাছাড়া হে কল্যাণি, বনবাসী এইসব রাক্ষসদের সঙ্গে আমরা শত্রুতা করেছি।। ১৮ ।। খরকে আমরা হত্যা করেছি। জনস্থানের অনেককে বধ করেছি। রাক্ষসেরা সেজন্য মহারণ্যে নানা কথা বলে থাকে।। ১৯ ।। তারা হিংসায় ঘুরে বেড়ায়। তাই আপনাকে ছেড়ে যাওয়া আমার উচিত হবে না। বৈদেহি, আপনার কোনো চিন্তা নেই। লক্ষ্মণ এই কথা বললে সীতা রেগে গেলেন। তাঁর চোখ লাল হয়ে গেলো।। ২০ ।। সত্যবাদী লক্ষ্মণকে তিনি কঠোরবাক্যে বললেন, তুমি কর্তব্যভ্রষ্ট। নিষ্ঠুর। কুলদূষক।। ২১ ।। রামের ভীষণ বিপদ তোমার প্রিয় বলেই আমার মনে হচ্ছে। রামের দুর্গতি দেখে তাই তুমি এতো সব বলছো।। ২২ ।। লক্ষ্মণ, তোমার মতো প্রচ্ছন্নচারী নিষ্ঠুর শত্রুর মধ্যে যে পাপ থাকবে এ আর বিচিত্র কি? *(সপত্ন—শত্রু)*।। ২৩ ।। তুমি অত্যন্ত দুষ্ট। আমাকে নেবার জন্যই তুমি একা বা ভরতের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে ইচ্ছাগোপন করে রামের অনুগমন করেছো।। ২৪ ।। লক্ষ্মণ, জেনে রাখো, তোমার বা ভরতের সেই ইচ্ছা সিদ্ধ হবে না। নীলপদ্মের মতো শ্যামল, কমলনয়ন রামকে...।। ২৫ ।। আশ্রয় করার পর অন্যকে আমি কি করে পতিরূপে কামনা করতে পারি? লক্ষ্মণ, তোমার সামনেই আমি নিশ্চিত প্রাণত্যাগ করবো *(ইন্দীবর—নীলপদ্ম)*।। ২৬ ।। রাম ছাড়া পৃথিবীতে মুহূর্তও আমি বাঁচবো না। সীতা এইরকম রোমহর্ষণ বাক্য লক্ষ্মণকে বললেন।। ২৭ ।। জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ তখন করজোড়ে সীতাকে বললেন, আপনি আমার কাছে দেবীস্বরূপা। এর উত্তর আমি দিতে চাই না।। ২৮ ।। হে মিথিলারাজপুত্রি, স্ত্রীলোকের পক্ষে এইরকম অনুচিতবাক্য বলা আশ্চর্য নয়। এই সংসারে

বাক্যমপ্রতিরূপং তু ন চিত্রং স্ত্রীষু মৈথিলি। স্বভাবস্ত্বেষ নারীণামেষু লোকেষু দৃশ্যতে।। ২৯
বিমুক্তধর্মাশ্চপলাস্তীক্ষ্ণা ভেদকরাঃ স্ত্রিয়ঃ। ন সহে হীদৃশং বাক্যং বৈদেহি জনকাত্মজে।। ৩০
শোত্রয়োরুভয়োর্মধ্যে তপ্তনারাচসন্নিভম্। উপশৃণ্বন্তু মে সর্বে সাক্ষিণো হি বনেচরাঃ।। ৩১
ন্যায়বাদী যথা বাক্যমুক্তোঽহং পরুষং ত্বয়া। ধিক্ ত্বামদ্য বিনশ্যন্তীং যন্মামেবং বিশঙ্কসে।। ৩২
স্ত্রীত্বাদ্ দুষ্টস্বভাবেন গুরুবাক্যে ব্যবস্থিতম্। গচ্ছামি যত্র কাকুৎস্থঃ স্বস্তি তেঽস্তু বরাননে।। ৩৩
রক্ষন্তু ত্বাং বিশালাক্ষি সমগ্রা বনদেবতাঃ। নিমিত্তানি হি ঘোরাণি যানি প্রাদুর্ভবন্তি মে।
অপি ত্বাং সহ রামেণ পশ্যেয়ং পুনরাগতঃ।। ৩৪
লক্ষ্মণেনৈবমুক্তা তু রুদতী জনকাত্মজা। প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং তীব্রবাষ্পপরিপ্লুতা।। ৩৫
গোদাবরীং প্রবেক্ষ্যামি হীনা রামেণ লক্ষ্মণ। আবন্ধিষ্যেঽথবা ত্যক্ষ্যে বিষমে দেহমাত্মনঃ।। ৩৬
পিবামি বা বিষং তীক্ষ্ণং প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্। ন ত্বহং রাঘবাদন্যং কদাপি পুরুষং স্পৃশে।। ৩৭
ইতি লক্ষ্মণমাশ্রুত্য সীতা শোকসমন্বিতা। পাণিভ্যাং রুদতী দুঃখাদুদরং প্রজঘান হ।। ৩৮
তামার্তরূপাং বিমনা রুদন্তীং সৌমিত্রিরালোক্য বিশালনেত্রাম্।
আশ্বাসয়ামাস ন চৈব ভর্তুস্তং ভ্রাতরং কিঞ্চিদুবাচ সীতা।। ৩৯
ততস্তু সীতামভিবাদ্য লক্ষ্মণঃ কৃতাঞ্জলিঃ কিঞ্চিদভিপ্রণম্য।
অবেক্ষমাণো বহুশঃ স মৈথিলীং জগাম রামস্য সমীপমাত্মবান্।। ৪০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

নারীদের এইরকম স্বভাব দেখাই যায়।।২৯ ।। স্ত্রীলোকেরা ধর্মত্যাগিনী, চঞ্চলা, উগ্রা এবং ভেদসৃষ্টিকারিণী হয়েই থাকে। হে বৈদেহি, জনকরাজপুত্রি, এইরকম কথা আমি তো সহ্য করতে পারছি না।। ৩০ ।। কথাগুলি আমার দুই কানের মধ্যে গরম লোহার শলার মতো যেন প্রবেশ করেছে! বনবাসীরা সকলে সাক্ষী হয়ে আমার কথা শুনুন—।।৩১ ।। ন্যায্য কথা বলে আমি আপনার দ্বারা এইভাবে কঠোরবাক্যে তিরস্কৃত হলাম। আপনি আমায় যে এভাবে শঙ্কা করছেন, তার জন্য আপনাকে ধিক্। আপনার বিনাশ হয়ে যাবে।। ৩২।। গুরুজনের নির্দেশপালনে আমি এইখানে রয়েছি। স্ত্রীসুলভ দুষ্টস্বভাবের বশে আপনি আমাকে এইরকম বলছেন। যাক্, যেখানে রাম আছেন, আমি সেখানেই যাচ্ছি। হে সুন্দরমুখি, আপনার কল্যাণ হোক।। ৩৩ ।। হে বিশালনয়নে, দেবতারা সকলে আপনাকে রক্ষা করুন। চতুষ্পার্শ্বে যে সমস্ত ভীষণ দুর্লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাতে আমি রামের সঙ্গে ফিরে এসে আপনাকে ফের দেখতে পারো কিনা বুঝতে পারছি না।। ৩৪ ।। লক্ষ্মণ, এই কথা বললে সীতা কাঁদতে কাঁদতে চোখের জলে ভেসে প্রত্যুত্তরে বললেন—।।৩৫ ।। লক্ষ্মণ, রাম না এলে আমি গোদাবরীর জলে ডুবে মরবো। অথবা গলায় দড়ি দেবো। নিজের দেহত্যাগ করবো।।৩৬ ।। উগ্র বিষ আমি পান করবো। কিংবা আগুনে ঝাঁপ দেবো। তবুও রাম ছাড়া কখনোই আর কোনো পুরুষকে স্পর্শ করবো না।।৩৭ ।। শোকার্তা সীতা। লক্ষ্মণকে এই কথা শুনিয়ে নিজের হাত দু'টির দ্বারা উদরে আঘাত হানতে লাগলেন।। ৩৮ ।। লক্ষ্মণ সেই বিশালনয়না, আর্তা, দুঃখিতচিত্তা সীতাকে রোদন করতে দেখে আশ্বাস দিলেন। কিন্তু সীতা স্বামীর ভাই তথা দেবরকে কিছুই বলতে পারলেন না।।৩৯ ।। আত্মনিষ্ঠ লক্ষ্মণ তারপর সীতাকে প্রণাম করে করজোড়ে কিঞ্চিৎ নীচু হয়ে তাঁকে বহুবার ফিরে ফিরে দেখতে দেখতে রামের কাছে চললেন।। ৪০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের পঞ্চচত্বারিংশ (৪৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

সন্ন্যাসিরূপং পরিগৃহ্য সীতাসমীপে রাবণস্য গমনম্, অতিথিরূপেণ পরিচয়দানম্, সীতয়া তস্যাভ্যর্থনা চ।

তথা পরুষমুক্তস্তু কুপিতো রাঘবানুজঃ। স বিকাঙ্ক্ষন্ ভৃশং রামং প্রতস্থে নচিরাদিব।। ১
তদাসাদ্য দশগ্রীবঃ ক্ষিপ্রমন্তরমাস্থিতঃ। অভিচক্রাম বৈদেহীং পরিব্রাজকরূপধৃক্।। ২
শ্লক্ষ্ণকাষায়সংবীতঃ শিখী ছত্রী উপানহী। বামে চাংসেঽবসজ্যাথ শুভে যষ্টি-কমণ্ডলু।। ৩
পরিব্রাজকরূপেণ বৈদেহীমন্ববর্তত। তামাসসাদাতিবলো ভ্রাতৃভ্যাং রহিতাং বনে।। ৪
রহিতাং সূর্য-চন্দ্রাভ্যাং সন্ধ্যামিব মহত্তমঃ। তামপশ্যত্ততো বালাং রাজপুত্রীং যশস্বিনীম্।। ৫
রোহিণীং শশিনা হীনাং গ্রহবদ্ভৃশদারুণঃ। তমুগ্রং পাপকর্মাণং জনস্থানগতা দ্রুমাঃ।। ৬
সংদৃশ্য ন প্রকম্পন্তে ন প্রবাতি চ মারুতঃ। শীঘ্রস্রোতাশ্চ তং দৃষ্ট্বা বীক্ষন্তং রক্তলোচনম্।। ৭
স্তিমিতং গন্তুমারেভে ভয়াদ্ গোদাবরী নদী। রামস্য ত্বন্তরং প্রেপ্সুর্দশগ্রীবস্তদন্তরে।। ৮
উপতস্থে চ বৈদেহীং ভিক্ষুরূপেণ রাবণঃ। অভব্যো ভব্যরূপেণ ভর্তারমনুশোচতীম্।। ৯
অভ্যবর্তত বৈদেহীং চিত্রামিব শনৈশ্চরঃ। সহসা ভব্যরূপেণ তৃণৈঃ কূপ ইবাবৃতঃ।। ১০
অতিষ্ঠৎ প্রেক্ষ্য বৈদেহীং রামপত্নীং যশস্বিনীম্। তিষ্ঠন্ সংপ্রেক্ষ্য চ তদা পত্নীং রামস্য রাবণঃ।। ১১
শুভাং রুচিরদন্তোষ্ঠীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্। আসীনাং পর্ণশালায়াং বাষ্পশোকাভিপীড়িতাম্।। ১২
স তাং পদ্মপলাশাক্ষীং পীত-কৌশেয়বাসিনীম্। অভ্যগচ্ছত বৈদেহীং হৃষ্টচেতা নিশাচরঃ।। ১৩

ষট্‌চত্বারিংশ (৪৬) সর্গ

সন্ন্যাসীর রূপধারণ করে সীতার কাছে রাবণের আগমন। অতিথিরূপে পরিচয়দান। সীতার দ্বারা তার অভ্যর্থনা।

সীতা ঐরকম কর্কশবাক্য বলায় রামানুজ লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে রামের কাছে যাবার প্রবল ইচ্ছায় দেরী না করে প্রস্থান করলেন।। ১ ।। সুযোগ পেয়ে দশানন পরিব্রাজকের রূপধারণ করে দ্রুত সীতার কাছে চলে এলো।। ২ ।। সে সুন্দর গৈরিক বসন পরেছে। শিখা এবং ছত্র ধারণ করেছে। পাদুকাও পরেছে। বাম কাঁধে নিয়েছে ভালো দণ্ড আর কমণ্ডলু।।৩ ।। পরিব্রাজকরূপে সীতার সামনে সে উপস্থিত হলো। অতি বলবান রাবণ যখন বনে এলো, তখন সীতার কাছে দুই ভাইয়ের কেউই উপস্থিত নেই।। ৪ ।। সূর্য এবং চন্দ্র যখন সন্ধ্যার কাছে থাকে না, তখন গভীর অন্ধকার তার কাছে চলে আসে। তেমনি যশস্বিনী রাজপুত্রী সীতার কাছেও চলে এলো রাবণ।। ৫ ।। চন্দ্রহীনা রোহিণীনক্ষত্রের কাছে দারুণ গ্রহ কেতু গেলে যে ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়, এখনও যেন তাই হলো। সেই উগ্র পাপকর্মা রাবণকে দেখে জনস্থানের গাছগুলো...।।৬ ।। কাঁপতেও পারছিলো না। ভয়ে যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিলো না। রক্তনেত্র রাবণকে দেখে দ্রুতগামিনী...।। ৭ ।। নদী গোদাবরী মন্দবেগে বইতে লাগলো। রামের প্রতি প্রতিশোধগ্রহণে ইচ্ছুক হয়ে দশগ্রীব রাবণ এই অবসরে...।।৮ ।। ভিক্ষুকরূপে সীতার কাছে উপস্থিত হলো। অসাধু যেমন সাধুর বেশে আসে, তেমনি রাবণ স্বামীর চিন্তায় ব্যাকুলা সীতার কাছে এলো।। ৯ ।। শনৈশ্চর যেমন অন্য বেশ ধারণ করে চিত্রার কাছে আত্মগোপন করে গিয়েছিলো, সহসা রাবণও সাধুর বেশে সীতার কাছে উপস্থিত হলো। তৃণের দ্বারা আবৃত কূপের মতো মনে হচ্ছিলো রাবণকে।। ১০ ।। রামপত্নী যশোমতী সীতাকে দেখে সে দাঁড়ালো। ভালো করে দেখতে লাগলো।। ১১।। সীতা মঙ্গলমূর্তি। তাঁর দন্ত এবং ওষ্ঠ সুন্দর। পূর্ণ চাঁদের মতো তাঁর মুখ। শোকে আর্ত হয়ে চোখের জলে তিনি পর্ণশালায় বসে আছেন।। ১২ ।। পদ্মের পাপড়ির মতো সুন্দর তাঁর চোখ। হলুদ পাটকাপড় তাঁর পরনে। হৃষ্টচিত্তে রাক্ষস রাবণ সীতার কাছে গেলো।। ১৩।।

দৃষ্ট্বা কামশরাবিদ্ধো ব্রহ্মঘোষমুদীরয়ন্। অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং রহিতে রাক্ষসাধিপঃ।। ১৪
তামুত্তমাং ত্রিলোকানাং পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্। বিভ্রাজমানাং বপুষা রাবণঃ প্রশশংস হ।। ১৫
রৌপ্যকাঞ্চনবর্ণাভে পীতকৌশেয়বাসিনি। কমলানাং শুভাং মালাং পদ্মিনীব চ বিভ্রতী।। ১৬
হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিঃ শুভা লক্ষ্মীরপ্সরা বা শুভাননে। ভূতির্বা ত্বং বরারোহে রতির্বা স্বৈরচারিণী।। ১৭
সমাঃ শিখরিণঃ স্নিগ্ধাঃ পাণ্ডুরা দশনাস্তব। বিশালে বিমলে নেত্রে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে।। ১৮
বিশালং জঘনং পীনমূরূ করিকরোপমৌ। এতাবুপচিতৌ বৃত্তৌ সংহতৌ সম্প্রগল্ভিতৌ।। ১৯
পীনোন্নতমুখৌ কান্তৌ স্নিগ্ধতালফলোপমৌ। মণিপ্রবেকাভরণৌ রুচিরৌ তে পয়োধরৌ।। ২০
চারুস্মিতে চারুদতি চারুনেত্রে বিলাসিনি। মনো হরসি মে রামে নদীকূলমিবাম্ভসা।। ২১
করান্তমিতমধ্যাসি সুকেশে সংহতস্তনি। নৈব দেবী ন গন্ধর্বী ন যক্ষী ন চ কিন্নরী।। ২২
নৈবংরূপা ময়া নারী দৃষ্টপূর্বা মহীতলে। রূপমগ্র্যঞ্চ লোকেষু সৌকুমার্যং বয়শ্চ তে।। ২৩
ইহ বাসশ্চ কান্তারে চিত্তমুন্মাথয়ন্তি মে। সা প্রতিকাম ভদ্রং তে ন ত্বং বস্তুমিহার্হসি।। ২৪
রাক্ষসানাময়ং বাসো ঘোরাণাং কামরূপিণাম্। প্রাসাদাগ্রাণি রম্যাণি নগরোপবনানি চ।। ২৫
সম্পন্নানি সুগন্ধিনি যুক্তান্যচরিতুং ত্বয়া। বরং মাল্যং বরং গন্ধং বরং বস্ত্রঞ্চ শোভনে।। ২৬

সীতাকে দেখে রাক্ষসরাজ কামশরে বিদ্ধ হলো। সে বেদধ্বনি উচ্চারণ করে বিনম্রবচনে নির্জনে সীতাকে বললো—।।১৪।। ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী সীতাকে দেখাচ্ছে লক্ষ্মীর মতো। পদ্মটি যা হাতে নেই! দেহের সৌন্দর্যে আলো করে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। রাবণ তাঁর প্রশংসা করতে লাগলো।। ১৫ ।। ওগো সুন্দরি, কী সুন্দর তোমার রঙ! রূপোয় আর সোনায় মেশানো। হলুদ পাটকাপড়ে তোমায় কী ভালোই না দেখাচ্ছে! পদ্মের মালা পরে তুমি পদ্মিনী লক্ষ্মীর মতোই শোভা পাচ্ছো।। ১৬ ।। হে সুন্দরি, তোমার মুখে রয়েছে কল্যাণের ছাপ। তুমি যেন মূর্তিমতী হ্রী, শ্রীঃ এবং কীর্তি। তোমাকে মনে হচ্ছে মঙ্গলময়ী দেবী লক্ষ্মী বা অপরূপা কোনো অপ্সরা। ভূতি বা স্বেচ্ছাগামিনী রতি *(দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ বলতেন-মেয়েরা হ্রী, ধী ও শ্রীমতী হলেই তাঁদের পূর্ণতা)*।।১৭।। তোমার দাঁতগুলি সব সমান শিখরযুক্ত। স্নিগ্ধ এবং শুভ্র। তোমার বিশাল বিমল চোখ দু'টোর অন্তভাগ রক্তবর্ণ। তারকাগুলি বেশ কালো।। ১৮ ।। তোমার জঘনদেশ বিশাল। এবং সুপুষ্ট। ঊরু দু'টি হাতীর শুঁড়ের মতো সুসন্নিবেশিত। গোলাকার। এবং ঘন-সনিবিষ্ট। বেশ প্রসারিতও।। ১৯ ।। তোমার পয়োধর দু'টি সুপুষ্ট। উন্নতমুখ। কমনীয়। চকচকে তালফলের মতো উৎকৃষ্ট। মণিভূষণে ভূষিত। তাই ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে *(প্রবেক—উৎকৃষ্ট)*।। ২০ ।। হে বিলাসিনি, তোমার স্মিত হাসি বেশ সুন্দর। সুন্দর তোমার দন্তপংক্তি। সুন্দর নেত্র তোমার। হে সুন্দরি, জল যেমন নদীর তীরকে হরণ করে তেমনি তুমিও আমার মনকে হরণ করেছো *(অম্ভস—জল। রাবণের এই বর্ণনায় সীতার দৈহিক বহিরঙ্গ রূপের জনাই যে তার আকর্ষণ, তার যে রূপলালসা তাই উগ্রভাবে প্রকটিত)*।। ২১ ।। তোমার কটি এতো ক্ষীণ যে হাতের মুঠোতে তা ধরা যায়! সুন্দর তোমার চুল। স্তন দু'টি ঘন সন্নিবিষ্ট। না দেবী, না গন্ধর্বী, না যক্ষী, না কিন্নরী... *(করান্ত-মিত-মধ্যা+অসি—হাতের মুঠোয় ধরা যায় এমন পরিমাণ যার মধ্যদেশের)*।। ২২ ।। পৃথিবীতে এমন কোনো নারী আমি ইতঃপূর্বে দেখি নি। জগতে তোমার এই অনুপম রূপ, কমনীয়তা এবং বয়স...।। ২৩ ।। আর এই নির্জন অরণ্যে বাস আমার মনকে করেছে চঞ্চল। এবং ব্যথিত। তুমি এখান থেকে চলে যাও। তোমার কল্যাণ হোক। তোমার এখানে থাকা শোভা পায় না।। ২৪ ।। স্বেচ্ছারূপী ভীষণ রাক্ষসদের বাসস্থান এটা। রমণীয় নগরে উপবন-ঘেরা উত্তম প্রাসাদই তোমার যোগ্য আবাস।। ২৫ ।। হে সুন্দরি, তোমার সেবার জন্য চাই সুন্দর সব গন্ধদ্রব্য। ভালো মালা। ভালো গন্ধ দ্রব্য এবং ভালো কাপড়।।২৬।। হে কাজল-নয়না সুন্দরি, এইসব যে তোমাকে দিতে পারবে, সেইই তো তোমার স্বামী হতে

ভর্তারঞ্চ বরং মন্যে ত্বদ্‌যুক্তমসিতেক্ষণে। কা ত্বং ভবসি রুদ্রাণাং মরুতাং বা শুচিস্মিতে।। ২৭
বসূনাং বা বরারোহে দেবতা প্রতিভাসি মে। নেহ গচ্ছন্তি গন্ধর্বা ন দেবা ন চ কিন্নরাঃ।। ২৮
রাক্ষসানাময়ং বাসঃ কথং তু ত্বমিহাগতা। ইহ শাখামৃগাঃ সিংহা দ্বীপি-ব্যাঘ্র-মৃগা বৃকাঃ।। ২৯
ঋক্ষাস্তরক্ষবঃ কঙ্কাঃ কথং তেভ্যো ন বিভ্যসে। মদান্বিতানাং ঘোরাণাং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্।। ৩০
কথমেকা মহারণ্যে ন বিভেষি বরাননে। কাসি কস্য কুতশ্চ ত্বং কিং নিমিত্তঞ্চ দণ্ডকান্।। ৩১
একা চরসি কল্যাণি ঘোরান্ রাক্ষসসেবিতান্। ইতি প্রশস্তা বৈদেহী রাবণেন মহাত্মনা।। ৩২
দ্বিজাতিবেষেণ হি তং দৃষ্ট্বা রাবণমাগতম্। সর্বৈরতিথিসৎকারৈঃ পূজয়ামাস মৈথিলী।। ৩৩
উপানীয়াসনং পূর্বং পাদ্যেনাভিনিমন্ত্র্য চ। অব্রবীৎ সিদ্ধমিত্যেব তদা তং সৌম্যদর্শনম্।। ৩৪
দ্বিজাতিবেষেণ সমীক্ষ্য মৈথিলী সমাগতং পাত্রকুসুম্ভধারিণম্।
অশক্যমুদ্দ্বেষ্টুমুপায়দর্শনান্ন্যমন্ত্রয়দ্ ব্রাহ্মণবত্তথাগতম্।। ৩৫
ইয়ং বৃষী ব্রাহ্মণ কামমাস্যতা- মিদঞ্চ পাদ্যং প্রতিগৃহ্যতামিতি।
ইদঞ্চ সিদ্ধং বনজাতমুত্তমং ত্বদর্থমব্যগ্রমিহোপভুজ্যতাম্।। ৩৬
নিমন্ত্র্যমাণঃ প্রতিপূর্ণভাষিণীং নরেন্দ্রপত্নীং প্রসমীক্ষ্য মৈথিলীম্।
প্রসহ্য তস্যা হরণে দৃঢ়ং মনঃ সমর্পয়ামাস বধায় রাবণঃ।। ৩৭
ততঃ সুবেষং মৃগয়াগতং পতিং প্রতীক্ষমাণা সহলক্ষ্মণং তদা।
নিরীক্ষমাণা হরিতং দদর্শ মহদ্বনং নৈব তু রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

পারে। এটিই মনে করি। হে পবিত্র হাস্যকারিণী, বলো তুমি কার হতে চাও—রুদ্রদের বা মরুদ্‌গণের? *(চোখের মণি ভালো হলে সুন্দর দেখায়, কটা হলে নয়। সীতার চোখ কালো বলে সীতা সুন্দরী। যে হাসিতে ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎবিকশিত হয়, দাঁতের গোড়া দেখা যায় না, তাকেই স্মিত বলা হয়। উত্তম নরনারী এই পরিমিত স্নিগ্ধহাসির পর কথা বলে। "উত্তমানাং-স্মিতং ভবেৎ")*।। ২৭ ।। কিংবা বসু নামক উপদেবতাদের পত্নী হতে চাও তুমি? হে সুন্দরি, তোমাকে আমার দেবতা বলেই মনে হয়। এখানে না গন্ধর্বগণ, না দেববৃন্দ, না কিন্নরেরা যাতায়াত করে।। ২৮।। এটা তো রাক্ষসদের বাসভূমি! তুমি এখানে এলে কি করে? এখানে বাস করে বানর, সিংহ, হস্তী, ব্যাঘ্র, হরিণ, নেকড়ে বাঘ।। ২৯ ।। আছে ভল্লুক, চিতা বাঘ, মাংসাশী কাঁক নামক জন্তু জানোয়ার। এদের থেকে তোমার ভয় হচ্ছে না কেন? মদমত্ত দ্রুতগামী ভীষণ হাতীগুলি দেখে তোমার ভয় হচ্ছে না?।। ৩০ ।। হে সুমুখি, এই গভীর অরণ্যে তোমার একা ভয় করে না? তুমি কে? কারই বা পত্নী? কোত্থেকে এসেছো? কেনই বা এই দণ্ডকায় এসেছো?।।৩১ ।। হে কল্যাণি, রাক্ষসদের দ্বারা অধ্যুষিত এই ভয়ঙ্কর বনে তুমি একা কেন রয়েছো? মহাত্মা রাবণ সীতাকে এইভাবে প্রশংসা করলো।। ৩২ ।। রাবণকে ব্রাহ্মণের বেশে আসতে দেখে সীতা অতিথি সৎকারের সর্ববিধ উপায়ে তাকে অর্চনা করলেন।।৩৩।। প্রথমে পা ধোয়ার জল দিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসন এনে বসতে দিলেন। সেই সৌম্যদর্শন অতিথি ব্রাহ্মণকে তিনি বললেন, সব ঠিক হয়েছে তো?।।৩৪ ।। ব্রাহ্মণের বেশে কমণ্ডলু হাতে তাকে আসতে দেখে ব্রাহ্মণোচিত উপায়ে তাকে অভ্যর্থনা না করে পারলেন না সীতা।। ৩৫ ।। হে ব্রাহ্মণ, এই যে কুশের আসন। এতে আপনি বসুন। এই পাদ্যগ্রহণ করুন। আর বনজাত এই তণ্ডুলের সিদ্ধ অন্ন আপনার জন্য নিবেদন করলাম। আপনি ধীরে-সুস্থে এইখানে ভোজন করুন *(অব্যগ্র—স্বচ্ছন্দে, ধীরে, ধীরে)*।। ৩৬।। রাজা রামের পত্নী, মিথিলা রাজকন্যা সীতা এভাবে সমাদরপূর্ণবাক্যে তাকে নিমন্ত্রণ করায় রাবণ নিজের বধের জন্যই জোর করে তাঁকে হরণ করার দৃঢ় সঙ্কল্প করলো।।৩৭ ।। তারপর সীতাও সুন্দর বেশে মৃগয়ায় বহির্গত পতির লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। দেখতে গিয়েও রাম-লক্ষ্মণকে দেখতে পাচ্ছেন না। দেখছেন শুধু শ্যামল গভীর বন।। ৩৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ষট্‌চত্বারিংশ (৪৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

সীতয়া রাবণসমীপে স্বস্যাঃ পতেশ্চ পরিচয়দানম্, বনাগমনস্য কারণবর্ণনম্, সীতাং প্রধানমহিষীং কর্তুকামস্য রাবণস্য প্রলোভনম্, ভয়প্রদর্শনঞ্চ।

রাবণেন তু বৈদেহী তদা পৃষ্টা জিহীর্ষুণা। পরিব্রাজকরূপেণ শশংসাত্মানমাত্মনা।। ১
ব্রাহ্মণশ্চাতিথিশ্চৈষ অনুক্তো হি শপেত মাম্। ইতি ধ্যাত্বা মুহূর্তং তু সীতা বচনমব্রবীৎ।। ২
দুহিতা জনকস্যাহং মৈথিলস্য মহাত্মনঃ। সীতা নাম্নাস্মি ভদ্রং তে রামস্য মহিষী প্রিয়া।। ৩
উষিত্বা দ্বাদশ সমা ইক্ষ্বাকূণাং নিবেশনে। ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ সর্বকামসমৃদ্ধিনী।। ৪
তত্র ত্রয়োদশে বর্ষে রাজামন্ত্রয়ত প্রভুঃ। অভিষেচয়িতুং রামং সমেতা রাজমন্ত্রিভিঃ।। ৫
তস্মিন্ সম্ভ্রিয়মাণে তু রাঘবস্যাভিষেচনে। কৈকেয়ী নাম ভর্তারং মমার্যা যাচতে বরম্।। ৬
পরিগৃহ্য তু কৈকেয়ী শ্বশুরং সুকৃতেন মে। মম প্রব্রাজনং ভর্তুর্ভরতস্যাভিষেচনম্।। ৭
দ্বাবযাচত ভর্তারং সত্যসন্ধং নৃপোত্তমম্। নাদ্য ভোক্ষ্যে ন চ স্বপ্স্যে ন পাস্যে ন কদাচন।। ৮
এষ মে জীবিতস্যান্তো রামো যদাভিষিচ্যতে। ইতি ব্রুবাণাং কৈকেয়ীং শ্বশুরো মে স পার্থিবঃ।। ৯
অযাচতার্থৈরন্বর্থৈর্ন চ যাচ্ঞাং চকার সা। মম ভর্তা মহাতেজা বয়সা পঞ্চবিংশকঃ।। ১০
অষ্টাদশ হি বর্ষাণি মম জন্মানি গণ্যতে। রামেতি প্রথিতো লোকে সত্যবাঞ্শীলবাঞ্শুচিঃ।। ১১
বিশালাক্ষো মহাবাহুঃ সর্বভূতহিতে রতঃ। কামার্তশ্চ মহারাজঃ পিতা দশরথঃ স্বয়ম্।। ১২

সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) সর্গ

রাবণের কাছে সীতার নিজের এবং পতির পরিচয় দান। বনে আসার কারণ বর্ণনা। সীতাকে প্রধান মহিষী করার জন্য রাবণের প্রলোভন এবং ভয়-প্রদর্শন।

সীতাহরণে ইচ্ছুক পরিব্রাজকরূপী রাবণ এই সব জিজ্ঞেস করলে সীতা তখন নিজেই নিজের কথা বলতে আরম্ভ করলেন।। ১ ।। ইনি ব্রাহ্মণ। এবং অতিথি। যদি না বলি শাপ দেবেন। এইকথা মুহূর্তকাল চিন্তা করে সীতা বললেন—।। ২ ।। মিথিলারাজ মহাত্মা জনকের কন্যা আমি। সীতা আমার নাম। আপনার কল্যাণ হোক। আমি রামের প্রিয় মহিষী।।৩ ।। ইক্ষ্বাকুদের গৃহে বারো বৎসর ধরে মনুষ্যভোগ্য সবকিছু ভোগ করে আমার সকল ইচ্ছাই সম্যগ্‌ভাবে পূর্ণ হয়েছে।। ৪ ।। ত্রয়োদশ বর্ষে প্রভু রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রামকে অভিষেকের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।।৫ ।। সেই সময়ে রামের অভিষেকের জন্য দ্রব্যসম্ভার যখন জোগাড় যখন করা হচ্ছে তখন কৈকেয়ী নাম্নী আমার শাশুড়ী তাঁর স্বামীর কাছে বর চাইলেন।।৬ ।। শাশুড়ী মা কৈকেয়ী আমারি কর্মফলে শ্বশুরমশায়ের কাছে বর চাইলেন আমার স্বামীর বনবাস এবং ভরতের অভিষেক।।৭ ।। রাজশ্রেষ্ঠ, সত্যসন্ধ স্বামীর কাছে এই দু'টি বর চেয়ে তিনি বললেন, এই দু'টি পূর্ণ না হলে আমি আজ থেকে আর কখনো কিছুই ভোজন করবো না। ঘুমুবো না। এবং পানও করবো না *(সুকৃতেন মে— আমারি কর্মফল। সীতার চরিত্রের সংযম লক্ষণীয়। এই ভীষণ দুর্যোগে তিনি কৈকেয়ী বা দশরথকে মাননীয় বলে দোষারোপ না করে নিজেরি দুর্ভাগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। পরেও বহুস্থানে সীতার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে। তিনি অপরকে দোষারোপ করেন না)*।। ৮ ।। রাম যদি অভিষিক্ত হয় তাহলে এই প্রাণ আমি ত্যাগ করবো। কৈকেয়ী এই কথা যখন বললেন, তখন সেই রাজা, আমার শ্বশুরমশাই দশরথ....।। ৯ ।। অর্থ এবং বহুবিধ বস্তুর দ্বারা তাঁকে তুষ্ট করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তা চাইলেন না। আমার মহাতেজস্বী স্বামীর বয়স তখন পঁচিশ।। ১০ ।। জন্ম সময় ধরে আমার বয়স তখন আঠারো। আমার স্বামী রাম সত্যবাদী। চরিত্রবান। এবং পবিত্রচেতারূপে জগতে প্রখ্যাত।। ১১ ।। তাঁর চোখগুলি বেশ বড়ো। মহাবীর তিনি। সকলপ্রাণীর কল্যাণ -সাধনে নিরত। তাঁর পিতা মহারাজ দশরথ নিজেই কামার্ত।। ১২ ।। কৈকেয়ীর প্রিয়কামনা পূরণের জন্য

কৈকেয্যাঃ প্রিয়কামার্থং তং রামং নাভ্যষেচয়ৎ। অভিষেকায় তু পিতুঃ সমীপং রামমাগতম্।। ১৩
কৈকেয়ী মম ভর্তারমিত্যুবাচ দ্রুতং বচঃ। তব পিত্রা সমাজ্ঞপ্তং মমেদং শৃণু রাঘব।। ১৪
ভরতায় প্রদাতব্যমিদং রাজ্যমকণ্টকম্। ত্বয়া তু খলু বস্তব্যং নব বর্ষাণি পঞ্চ চ।। ১৫
বনে প্রব্রজ কাকুৎস্থ পিতরং মোচয়ানৃতাৎ। তথেত্যুবাচ তাং রামঃ কৈকেয়ীমকুতোভয়ঃ।। ১৬
চকার তদ্বচঃ শ্রুত্বা ভর্তা মম দৃঢ়ব্রতঃ। দদ্যান্ন প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ সত্যং ব্রূয়ান্ন চানৃতম্।। ১৭
এতদ্ ব্রাহ্মণ রামস্য ব্রতং ধ্রুবমনুত্তমম্। তস্য ভ্রাতা তু বৈমাত্রো লক্ষ্মণো নাম বীর্যবান্।। ১৮
রামস্য পুরুষব্যাঘ্রঃ সহায়ঃ সমরেঽরিহা। স ভ্রাতা লক্ষ্মণো নাম ব্রহ্মচারী দৃঢ়ব্রতঃ।। ১৯
অন্বগচ্ছদ্ধনুষ্পাণিঃ প্রব্রজন্তং ময়া সহ। জটী তাপসরূপেণ ময়া সহ সহানুজঃ।। ২০
প্রবিষ্টো দণ্ডকারণ্যং ধর্মনিত্যো দৃঢ়ব্রতঃ। তে বয়ং প্রচ্যুতা রাজ্যাৎ কৈকেয্যাস্তু কৃতে ত্রয়ঃ।। ২১
বিচরাম দ্বিজশ্রেষ্ঠ বনং গম্ভীরমোজসা। সমাশ্বস মুহূর্তং তু শক্যং বস্তুমিহ ত্বয়া।। ২২
আগমিষ্যতি মে ভর্তা বন্যমাদায় পুষ্কলম্। রুরূন্ গোধান্ বরাহাংশ্চ হত্বাদায়ামিষং বহু।। ২৩
স ত্বং নাম চ গোত্রঞ্চ কুলামাচক্ষ্ব তত্ত্বতঃ। একশ্চ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থং চরসি দ্বিজ।। ২৪
এবং ব্রুবত্যাং সীতায়াং রামপত্ন্যাং মহাবলঃ। প্রত্যুবাচোত্তরং তীব্রং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।। ২৫
যেন বিত্রাসিতা লোকাঃ সদেবাসুরমানুষাঃ। অহং স রাবণো নাম সীতে রক্ষোগণেশ্বরঃ।। ২৬
তাং তু কাঞ্চনবর্ণাভাং দৃষ্ট্বা কৌশেয়বাসিনীম্। রতিং স্বকেষু দারেষু নাধিগচ্ছাম্যনিন্দিতে।। ২৭
বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণামাহৃতানামিতস্ততঃ। সর্বাসামেব ভদ্রং তে মমাগ্রমহিষী ভব।। ২৮
লঙ্কা নাম সমুদ্রস্য মধ্যে মম মহাপুরী। সাগরেণ পরিক্ষিপ্তা নিবিষ্টা গিরিমূর্ধনি।। ২৯

তিনি রামকে অভিষিক্ত করলেন না। অভিষেকের জন্য রাম পিতার কাছে এলে...।। ১৩ ।। কৈকেয়ী আমার স্বামীকে দ্রুত বললেন, তোমার বাবা আমায় যা আজ্ঞা দিয়েছেন, রাম, তা শোনো।। ১৪ ।। এই নিঃশত্রু রাজ্য ভরতকে দিতে হবে। তোমাকে চৌদ্দবছর বনবাসে থাকতে হবে।। ১৫ ।। হে কাকুৎস্থ, বনে যাত্রা করো। পিতাকে অসত্য থেকে মুক্ত করো। অকুতোভয় রাম কৈকেয়ীকে বললেন—'তাই হবে'।। ১৬ ।। সেই কথা শুনে আমার দৃঢ়ব্রত স্বামী তাই করলেন। তিনি কেবল দিয়েই যাবেন। নেবেন না কিছুই। এবং সত্যই বলবেন। মিথ্যা কখনো বলবেন না।। ১৭ ।। হে ব্রাহ্মণ, রাম এই শ্রেষ্ঠব্রত গ্রহণ করলেন। তাঁর বৈমাত্রেয়-ভ্রাতা হলেন বীর্যবান লক্ষ্মণ।। ১৮ ।। রামের সহায় তিনি। যুদ্ধে শত্রুহন্তা। ভাই লক্ষ্মণও দৃঢ়ব্রত এবং ব্রহ্মচারী।। ১৯।। ধনু হাতে নিয়ে বনবাসে আসার সময় তিনিও আমার সঙ্গে রামের অনুগমন করেছেন। জটাধারণ করে তপস্বীর বেশে আমাকে নিয়ে ছোটোভাইসহ....।। ২০ ।। দৃঢ়ব্রত, নিত্যধর্মাচারী রাম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেন। কৈকেয়ীর জন্য আমরা তিনজনে রাজ্য হতে ভ্রষ্ট হলাম।। ২১ ।। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, গভীর বনে তেজের সঙ্গে আমরা বিচরণ করছি। আপনি এখানে যদি থাকতে চান, তাহলে মুহূর্তকাল বিশ্রাম করে আশ্বস্ত হোন।। ২২ ।। আমার স্বামী প্রচুর বন্য ফলমূল এবং হরিণ, গোসাপ আর শূকর হত্যা করে তাদের মাংস নিয়ে চলে আসবেন *(রুরু—হরিণবিশেষ। রাম প্রমুখ ক্ষত্রিয়। তাই বৈধমাংস আহার করতেন)*।। ২৩ ।। হে দ্বিজ, আপনি এবার আপনার নাম, গোত্র এবং কুল যথাযথ বলুন তো? আর একাই বা দণ্ডকারণ্যে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন?।। ২৪ ।। রামপত্নী সীতা এইরকম বললে মহাবলশালী রাক্ষসরাজ রাবণ তীব্রভাবে প্রত্যুত্তর দিলো—।। ২৫ ।। দেবতা, অসুর এবং মানবসহ সমস্ত ভুবন যার দ্বারা ভীত, হে সীতে, রাক্ষসদের রাজা সেই রাবণ আমি।। ২৬ ।। হে অনিন্দিতে, তোমার সোনার বর্ণ। কৌশেয় বসন তুমি পরিধান করেছো। তোমাকে দেখে নিজের পত্নীদের প্রতি আমার ভালোবাসা আর থাকছে না।। ২৭ ।। নানাদিক থেকে উত্তম স্ত্রীদের আমি হরণ করেছি। তাদের সকলের মধ্যে তুমিই প্রধান মহিষী হও। তোমার কল্যাণ হোক।। ২৮।। সমুদ্রের মধ্যে আমার বিশাল পুরী। লঙ্কা তার নাম। সাগরের দ্বারা পরিবেষ্টিতা হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় তার অবস্থান।। ২৯ ।। সীতে, সেখানে বনে তুমি ঘুরে বেড়াবে। সুন্দরি, তখন এই বনে বাস করার ইচ্ছা তোমার

তত্র সীতে ময়া সার্ধং বনেষু বিচরিষ্যসি। ন চাস্য বনবাসস্য স্পৃহয়িষ্যসি ভামিনি।। ৩০
পঞ্চ দাস্যঃ সহস্রাণি সর্বাভরণভূষিতাঃ। সীতে পরিচরিষ্যন্তি ভার্যা ভবসি মে যদি।। ৩১
রাবণেনৈবমুক্তা তু কুপিতা জনকাত্মজা। প্রত্যুবাচানবদ্যাঙ্গী তমনাদৃত্য রাক্ষসম্।। ৩২
মহাগিরিমিবাকম্প্যং মহেন্দ্রসদৃশং পতিম্। মহোদধিমিবাক্ষোভ্যমহং রামমনুব্রতা।। ৩৩
সর্বলক্ষণসম্পন্নং ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলম্। সত্যসন্ধং মহাভাগমহং রামমনুব্রতা।। ৩৪
মহাবাহুং মহোরস্কং সিংহবিক্রান্তগামিনম্। নৃসিংহং সিংহসঙ্কাশমহং রামমনুব্রতা।। ৩৫
পূর্ণচন্দ্রাননং রামং রাজবৎসং জিতেন্দ্রিয়ম্। পৃথুকীর্তিং মহাবাহুমহং রামমনুব্রতা।। ৩৬
ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্। নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা।। ৩৭
পাদপান্ কাঞ্চনান্নূনং বহূন্ পশ্যসি মন্দভাক্। রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্যাং যস্ত্বমিচ্ছসি রাক্ষস।। ৩৮
ক্ষুধিতস্য চ সিংহস্য মৃগশত্রোস্তরস্বিনঃ। আশীবিষস্য বদনাদ্দংষ্ট্রামাদাতুমিচ্ছসি।। ৩৯
মন্দরং পর্বতশ্রেষ্ঠং পাণিনা হর্তুমিচ্ছসি। কালকূটং বিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গন্তুমিচ্ছসি।। ৪০
অক্ষি সূচ্যা প্রমৃজসি জিহ্বয়ালেঢি চ ক্ষুরম্। রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্যামধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি।। ৪১
অবসজ্য শিলাং কণ্ঠে সমুদ্রং তর্তুমিচ্ছসি। সূর্যাচন্দ্রমসৌ চোভৌ পাণিভ্যাং হর্তুমিচ্ছসি।। ৪২
যো রামস্য প্রিয়াং ভার্যাং প্রধর্ষয়িতুমিচ্ছসি। অগ্নিপ্রজ্বলিতং দৃষ্ট্বা বস্ত্রেণাহর্তুমিচ্ছসি।। ৪৩
কল্যাণবৃত্তাং যো ভার্যাং রামস্যাহর্তুমিচ্ছসি। অয়োমুখানাং শূলানামগ্রে চরিতুমিচ্ছসি।।
রামস্য সদৃশী ভার্যাং যোঽধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি।। ৪৪
যদন্তরং সিংহ-শৃগালয়োর্বনে যদন্তরং স্যন্দনিকাসমুদ্রয়োঃ।
সুরাগ্র্য-সৌবীরকয়োর্যদন্তরং তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ।। ৪৫

আর থাকবে না।।৩০ ।। সীতে, তুমি যদি আমার ভার্যা হও, সর্ব অলঙ্কারে ভূষিতা পাঁচ হাজার দাসী তোমার সেবা করবে।। ৩১ ।। রাবণ এইভাবে বললে জনক-দুহিতা সুন্দরাঙ্গী সীতা সেই রাক্ষসকে অবজ্ঞা করে রেগে বললেন—।। ৩২ ।। তুমি জেনে রাখো, আমার পতি রাম মহাপর্বতের মতো অকম্পনীয়, মহাসমুদ্রের মতো অক্ষোভনীয়, মহেন্দ্রের মতো। আমি তাঁরই অনুগতা থেকে পাতিব্রত্য পালন করি।।৩৩।। তিনি সকল সুলক্ষণসম্পন্ন। বটগাছের মতো তিনি ছায়াপ্রসারী। সত্যসন্ধ এই মহাত্মা রামের আমি অনুব্রতা।। ৩৪ ।। দীর্ঘ তাঁর বাহু। বিশাল তাঁর বক্ষ। সিংহের ন্যায় গমন তাঁর। এবং তিনি পরাক্রম। মনুষ্যসমাজে সিংহের মতোই তিনি শ্রেষ্ঠ। সেই রামের আমি অনুগতা।।৩৫ ।। পূর্ণচন্দ্রের মতো তাঁর মুখ। তিনি রাজকুমার। জিতেন্দ্রিয়। যিনি বিশাল কীর্তি মহাবীর সেই রামের অনুগতা আমি।।৩৬ ।। তুমি শৃগাল হয়ে আমার মতো দুর্লভা সিংহীকে পেতে চাইছো? সূর্যের কিরণের মতো আমি। আমায় তুমি স্পর্শও করতে পারবে না।। ৩৭ ।। ওরে হতভাগা রাক্ষস, রামের প্রিয়া ভার্যাকে তুমি পেতে চাইছো! মনে হচ্ছে সোনার অনেক গাছ তুমি দেখেছো।।৩৮ ।। বোধ করি মৃগশত্রু দ্রুতগামী ক্ষুধার্ত সিংহের এবং সাপের মুখের ভেতর থেকে দাঁত উৎপাটন করতে চাইছো।।৩৯ ।। হাত দিয়ে পর্বতশ্রেষ্ঠ মন্দারকে হরণ করতে চাইছো! বোধহয় কালকূট বিষ পান করে স্বস্তির সঙ্গে ফিরে যেতো চাইছো।।৪০ ।। রাঘবের প্রিয়াপত্নীকে চাইতে গিয়ে তুমি যেন সূঁচ দিয়ে চোখ মুছতে, জিভ দিয়ে ক্ষুর চাটতে চাইছো।। ৪১ ।। গলায় পাথর বেঁধে করতে চাইছো সাগর অতিক্রম। সূর্য এবং চন্দ্র উভয়কেই তোমার দু'হাত দিয়ে হরণ করতে চাইছো।। ৪২ ।। তুমি রামের প্রিয়া ভার্যাকে অত্যাচার করতে চাইছো?।। ৪৩ ।। কল্যাণকর্মকারিণী রামের ভার্যাকে হরণ করতে চেয়ে মনে হচ্ছে তুমি লৌহমুখ শূলসমূহের ডগায় বিচরণ করতে চাও। রামের সুযোগ্যা ভার্যাকে হরণ করতে চেয়ে—অবশেষে এই সব অবস্থাই হবে তোমার।।৪৪ ।। বনে সিংহ এবং শৃগালে, ছোটো নদী এবং সমুদ্রে, উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষাজাত সুরায় আর কুলের তৈরী বাজে সৌবীরক মদ্যে যেরকম পার্থক্য তোমার এবং রামের মধ্যেও তাই।।৪৫ ।। সোনার সঙ্গে সীসা আর লোহার যে পার্থক্য, চন্দনের জল এবং কাদায় যেমন যেমন

যদন্তরং কাঞ্চন-সীস-লোহয়োর্যদন্তরং চন্দনবারিপঙ্কয়োঃ।
যদন্তরং হস্তি-বিড়ালয়োর্বনে তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ।। ৪৬
যদন্তরং বায়স-বৈনতেয়য়োর্যদন্তরং মদ্‌গু-ময়ূরয়োরপি।
যদন্তরং হংস-গৃধ্রয়োর্বনে তদন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ।। ৪৭
তস্মিন্ সহস্রাক্ষসমপ্রভাবে রামে স্থিতে কার্মুকবাণপাণৌ।
হৃতাপি তেঽহং ন জরাং গমিষ্যে আজ্যং যথা মক্ষিকয়াবগীর্ণম্।। ৪৮
ইতীব তদ্বাক্যমদুষ্টভাবা সুদুষ্টমুক্তা রজনীচরং তম্।
গাত্রপ্রকম্পাদ্ ব্যথিতা বভূব বাতোদ্ধতাসা কদলীব তন্বী।। ৪৯
তাং বেপমানামুপলক্ষ্য সীতাং স রাবণো মৃত্যুসমপ্রভাবঃ।
কুলং বলং নাম চ কর্ম চাত্মনঃ সমাচচক্ষে ভয়কারণার্থম্।। ৫০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

প্রভেদ, বনে হাতী এবং বিড়ালের মধ্যে যে তারতম্য, তোমার ও রামের মধ্যেও তাই।। ৪৬ ।। বাজ এবং গরুড়ের মধ্যে যে প্রভেদ, মদ্‌গু আর ময়ূরে যে ফারাক, বনে হাঁস আর শকুনের মধ্যে যে তফাৎ তোমার এবং দশরথের পুত্রের মধ্যে প্রভেদ ঐরকমই।। ৪৭ ।। মাছি যেমন ঘৃত হজম করতে পারে না, ইন্দ্রের মতো প্রভাবসম্পন্ন রাম ধনু এবং বাণ হাতে নিয়ে থাকলে, তুমি আমায় হরণ করলেও ঐ মক্ষীবৎ উপভোগ করতে পারবে না।। ৪৮ ।। সদ্‌ভাবসম্পন্না সীতা, দুষ্টস্বভাবের রাক্ষসকে এইরকম বলে ব্যথিত হয়ে বায়ুকম্পিতা ক্ষীণ কলাগাছের মতো কাঁপতে লাগলেন।। ৪৯ ।। সীতাকে কাঁপতে দেখে মৃত্যুর মতো প্রভাবসম্পন্ন সেই রাবণ সীতাকে ভয় দেখাবার জন্য নিজের বংশ, শক্তি এবং কীর্তিকলাপ বলতে আরম্ভ করলো।। ৫০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

রাবণেন স্বীয়পরাক্রমস্য বর্ণনম্, তেন ক্রুদ্ধয়া সীতয়া রাবণং প্রতি ভয়প্রদর্শনঞ্চ।

এবং ব্রুবত্যাং সীতায়াং সংরব্ধঃ পরুষং বচঃ। ললাটে ভ্রূকুটিং কৃত্বা রাবণঃ প্রত্যুবাচ হ।। ১
ভ্রাতা বৈশ্রবণস্যাহং সাপত্নো বরবর্ণিনি। রাবণো নাম ভদ্রং তে দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্।। ২
যস্য দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ পিশাচ-পতগোরগাঃ। বিদ্রবন্তি সদা ভীতা মৃত্যোরিব সদা প্রজাঃ।। ৩
যেন বৈশ্রবণো ভ্রাতা বৈমাত্রাঃ কারণান্তরে। দ্বন্দ্বমাসাদিতঃ ক্রোধাদ্ রণে বিক্রম্য নির্জিতঃ।। ৪
মদ্ভয়ার্তঃ পরিত্যজ্য স্বমধিষ্ঠানমৃদ্ধিমৎ। কৈলাসং পর্বতশ্রেষ্ঠমধ্যাস্তে নরবাহনঃ।। ৫

অষ্টচত্বারিংশ (৪৮) সর্গ

রাবণের দ্বারা নিজের পরাক্রম বর্ণনা। তাতে ক্রুদ্ধা সীতার রাবণের প্রতি ভয়-প্রদর্শন।

সীতা এইরকম কঠোরবাক্য বললে কপালে ভ্রূকুটি করে রাবণ বেশ রেগে বললো—।। ১ ।। ওহে সুন্দরি, আমি কুবেরের বৈমাত্রেয় ভাই। আমি প্রতাপশালী দশগ্রীব। রাবণ আমার নাম। তোমার মঙ্গল হোক।। ২।। মৃত্যুর ভয়ে মানুষের মতো দেবতা, গন্ধর্ব, পিশাচ, পতগ, উরগ—এরা সবাই আমার ভয়ে পালিয়ে যায়।।৩ ।। একটি কারণে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুবেরের সঙ্গে আমার যুদ্ধে ক্রোধে পরাক্রমের দ্বারা তাকে আমি পরাজিত করেছিলাম।। ৪ ।। আমার ভয়ে আর্ত হয়ে সেই নরবাহন কুবের নিজের সমৃদ্ধ বাসস্থান পরিত্যাগ করে পর্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।। ৫ ।। তার বিমান ছিলো পুষ্পক। সেটি সুন্দর এবং

যস্য তৎপুষ্পকং নাম বিমানং কামগং শুভম্। বীর্যাদাবর্জিতং ভদ্রে যেন যামি বিহায়সম্।। ৬
মম সঞ্জাতরোযস্য মুখং দৃষ্টৈব মৈথিলি। বিদ্রবন্তি পরিত্রস্তাঃ সুরাঃ শক্রপুরোগমাঃ।। ৭
যত্র তিষ্ঠাম্যহং তত্র মারুতো বাতি শঙ্কিতঃ। তীব্রাংশুঃ শিশিরাংশুশ্চ ভয়াৎ সম্পদ্যতে দিবি।। ৮
নিষ্কম্পপত্রাস্তরবো নদ্যশ্চ স্তিমিতোদকাঃ। ভবন্তি যত্র তত্রাহং তিষ্ঠামি চ চরামি চ।। ৯
মম পারে সমুদ্রস্য লঙ্কা নাম পুরী শুভা। সম্পূর্ণা রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্যথেন্দ্রস্যামরাবতী।। ১০
প্রাকারেণ পরিক্ষিপ্তা পাণ্ডুরেণ বিরাজিতা। হেমকক্ষ্যা পুরী রম্যা বৈদূর্যময়তোরণা।। ১১
হস্ত্যশ্ব-রথসংবাধা তূর্যনাদবিনাদিতা। সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ সঙ্কুলোদ্যানভূষিতা।। ১২
তত্র ত্বং বস হে সীতে রাজপুত্রি ময়া সহ। ন স্মরিষ্যসি নারীণাং মানুষীণাং মনস্বিনি।। ১৩
ভুঞ্জানা মানুষান্ ভোগান্ দিব্যাংশ্চ বরবর্ণিনি। ন স্মরিষ্যসি রামস্য মানুষস্য গতায়ুষঃ।। ১৪
স্থাপয়িত্বা প্রিয়ং পুত্রং রাজ্যে দশরথো নৃপঃ। মন্দবীর্যস্ততো জ্যেষ্ঠঃ সুতঃ প্রস্থাপিতো বনম্।। ১৫
তেন কিং ভ্রষ্টরাজ্যেন রামেণ গতচেতসা। করিষ্যসি বিশালাক্ষি তাপসেন তপস্বিনা।। ১৬
রক্ষ রাক্ষসভর্তারং কামব স্বয়মাগতম্। ন মন্মথশরাবিষ্টং প্রত্যাখ্যাতুং ত্বমর্হসি।। ১৭
প্রত্যাখ্যায় হি মাং ভীরু পশ্চাত্তাপং গমিষ্যসি। চরণেনাভিহত্যেব পুরূরবসমুর্বশী।। ১৮
অঙ্গুল্যা ন সমো রামো মম যুদ্ধে স মানুষঃ। তব ভাগ্যেন সম্প্রাপ্তং ভজস্ব বরবর্ণিনি।। ১৯
এবমুক্তা তু বৈদেহী ক্রুদ্ধা সংরক্তলোচনা। অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং রহিতে রাক্ষসাধিপম্।। ২০
কথং বৈশ্রবণং দেবং সর্বদেবনমস্কৃতম্। ভ্রাতরং ব্যপদিশ্য ত্বমশুভং কর্তুমিচ্ছসি।। ২১
অবশ্যং বিনশিষ্যন্তি সর্বে রাবণ রাক্ষসাঃ। যেষাং ত্বং কর্কশো রাজা দুর্বুদ্ধিরজিতেন্দ্রিয়ঃ।। ২২

ইচ্ছানুসারে গমনকারী। শক্তির দ্বারা সেটি আমি কেড়ে নিয়েছি। ভদ্রে, তাতেই আমি আকাশপথে চলি।।৬।। ওহে মিথিলে, আমি রেগে গেলে মুখ দেখেই ইন্দ্রাদি দেবগণ ভয়ে পালিয়ে যায়।।৭।। যেখানে আমি থাকি সেখানে বায়ু ভয়ে ভয়ে প্রবাহিত হয়। সূর্য এবং চন্দ্র ভয়ে এক হয়ে যায়। *(শিশিরাংশু—চন্দ্র, তীব্রাংশু—সূর্য)*।।৮।। যেখানে আমি থাকি ও চলি সেখানে গাছগুলি নিঃশব্দ হয়ে থাকে। নদীর জলপ্রবাহ থেমে যায়।।৯।। সমুদ্রের পারে আমার সুন্দর পুরী হচ্ছে লঙ্কা। ভীষণ রাক্ষসদের দ্বারা সেটি পরিপূর্ণ। মনে হয় যেন ইন্দ্রের অমরাবতী।।১০।। শুভ্র প্রাকারে পরিবেষ্টিতা। তার পক্ষগুলি সোনার তৈরী। তোরণগুলি বৈদূর্যমণিনির্মিত। দেখতে ভারি সুন্দর।।১১।। হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ। তূর্যনাদে মুখরিত এই পুরী। সমস্ত বাঞ্ছিত ফলের গাছে বাগানগুলি ভূষিত।।১২।। হে রাজপুত্রি সীতে, আমার সঙ্গে সেখানে তুমি বাস করবে। হে মনস্বিনি, তখন মানুষী নারীদের কথা তোমার মনেই আসবে না।।১৩।। হে সুন্দরি, তুমি মানুষের এবং দেবতাদের ভোগ্য সবকিছু ভোগ করে ক্ষীণজীবী মনুষ্য রামকে আর স্মরণ করবে না।।১৪।। প্রিয় পুত্র ভরতকে রাজা দশরথ রাজ্যে স্থাপন করে জ্যেষ্ঠপুত্র রাম হীনবীর্য বলে তাকে বনে পাঠিয়েছেন।।১৫।। হে বিশাল-নয়নে, রাজ্য থেকে বিচ্যুত অচেতন, সাধক, তপস্বী রামকে দিয়ে কি করবে?।।১৬।। দেখো, রাক্ষসদের প্রভু আমি। কামশরে বিদ্ধ হয়ে নিজেই চলে এসেছি। তুমি আমায় রক্ষা করো। প্রত্যখ্যান করো না।।১৭।। ওগো ভীরু, আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে তোমাকে পরে অনুতাপ করতে হবে। জানোই তো উর্বশী রাজা পুরূরবাকে চরণ দিয়ে আঘাত করে পরে অনুতাপ করেছিলো।।১৮।। ওগো সুন্দরি, মানুষ রাম যুদ্ধে আমার আঙুলের সমানও হবে না। তোমার ভাগ্যবশেই আমি এসে পড়েছি। আমাকে তুমি ভজনা করো।।১৯।। রাম-লক্ষ্মণরহিত আশ্রমে রাবণ এইরকম বলায় সীতা রেগে চোখ লাল করে কঠোরবাক্যে বলতে লাগলেন—।।২০।। দেবতারা সকলে যাঁকে নমস্কার করেন সেই বৈশ্রবণের তথা কুবেরের ভাই বলে পরিচয় দিয়ে কি করে তুমি অন্যায় কাজ করতে চাও?।।২১।। ওরে রাবণ, তুমি অজিতেন্দ্রিয়। দুর্বুদ্ধি। কর্কশ। যাদের তুমি রাজা সেই রাক্ষসেরা অকালে নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে।।২২।। ইন্দ্রের পত্নী শচীকে

অপহৃত্য শচীং ভার্যাং শক্যমিন্দ্রস্য জীবিতুম্। নহি রামস্য ভার্যাং মামানীয় স্বস্তিমান্ ভবেৎ।। ২৩
জীবেচ্চিরং বজ্রধরস্য পশ্চাচ্ছচীং প্রধৃষ্যাপ্রতিরূপরূপাম্।
ন মাদৃশীং রাক্ষস ধর্ষয়িত্বা পীতামৃতস্যাপি তবাস্তি মোক্ষঃ।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

অপহরণ করে বেঁচে থাকতে পারলেও রামের পত্নী আমায় হরণ করে কখনো ভালো থাকতে পারবে না।। ২৩ ।। বজ্রধর ইন্দ্রের পত্নী অনুপম রূপবতী শচীকে ধর্ষণ করেও অনেকদিন তুমি বেঁচে থাকলেও থাকতে পারো। কিন্তু হে রাক্ষস, আমাকে ধর্ষণ করে অমৃত পান করেও মৃত্যু হতে তোমার মুক্তি নেই।।২৪।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের অষ্টচত্বারিংশ (৪৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

রাবণস্য সীতাহরণম্, সীতায়া বিলাপঃ, জটায়োর্দশনলাভশ্চ।

সীতায়া বচনং শ্রুত্বা দশগ্রীবঃ প্রতাপবান্। হস্তে হস্তং সমাহত্য চকার সুমহদ্বপুঃ।। ১
স মৈথিলীং পুনর্বাক্যং বভাষে বাক্যকোবিদঃ। নোন্মত্তয়া শ্রুতৌ মন্যে মম বীর্য-পরাক্রমৌ।। ২
উদ্বহেয়ং ভুজাভ্যাং তু মেদিনীমম্বরে স্থিতঃ। আপিবেয়ং সমুদ্রঞ্চ মৃত্যুং হন্যাং রণে স্থিতঃ।। ৩
অর্কং তুদ্যাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিভিন্দ্যাং হি মহীতলম্। কামরূপেণ উন্মত্তে পশ্য মাং কামরূপিণম্।। ৪
এবমুক্তবতস্তস্য রাবণস্য শিখিপ্রভে। ক্রুদ্ধস্য হরিপর্যন্তে রক্তে নেত্রে বভূবতুঃ।। ৫
সদ্যঃ সৌম্যং পরিত্যজ্য তীক্ষ্ণরূপং স রাবণঃ। স্বং রূপং কালরূপাভং ভেজে বৈশ্রবণানুজঃ।। ৬
সংরক্তনয়নঃ শ্রীমাংস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ। ক্রোধেন মহতাবিষ্টো নীলজীমূতসন্নিভঃ।। ৭
দশাস্যো বিংশতিভুজো বভূব ক্ষণদাচরঃ। স পরিব্রাজকচ্ছদ্মমহাকায়ো বিহায় তৎ।। ৮
প্রতিপেদে স্বকং রূপং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। রক্তাম্বরধরস্তস্থৌ স্ত্রীরত্নং প্রেক্ষ্য মৈথিলীম্।। ৯
স তামসিতকেশান্তাং ভাস্করস্য প্রভামিব। বসনাভরণোপেতাং মৈথিলীং রাবণোঽব্রবীৎ।। ১০

ঊনপঞ্চাশ (৪৯) সর্গ

রাবণের সীতাহরণ। সীতার বিলাপ। জটায়ুর দর্শনলাভ।

সীতার কথা শুনে প্রতাপশালী রাবণ হাতের ওপর হাত দিয়ে আঘাত করে বিশাল দেহধারণ করলো।।১।। বাক্যনিপুণ রাবণ সীতাকে আবার বললো, তুমি পাগল। মনে হয় আমার বীর্য এবং পরাক্রমের কথা তুমি শোনো নি।।২।। আকাশ থেকে দুই বাহু দিয়ে পৃথিবীকে আমি তুলে ধরতে পারি। পান করতে পারি সমুদ্র। যুদ্ধে দাঁড়িয়ে যমকেও হত্যা করতে পারি।।৩।। তীক্ষ্ণ বাণ মেরে সূর্যকেও কেটে ফেলতে পারি। ভূতলকে করতে পারি বিদীর্ণ। পাগলি, দেখো, আমি কেমন ইচ্ছামতো রূপধারণ করতে পারি।।৪।। এইরকম বলতে বলতে ক্রুদ্ধ রাবণের যে চোখ দু'টির প্রান্তভাগ পর্যন্ত কালো ছিলো তা আগুনের মতো লাল হয়ে উঠলো।।৫।। তখন কুবেরের ছোটোভাই রাবণ তৎক্ষণাৎ সৌম্য রূপ পরিত্যাগ করে যমের মতো নিজের আসল রূপ ধারণ করলো।।৬।। শ্রীমান রাবণ তখন তপ্ত কাঞ্চনের অলঙ্কারে ভূষিত। চোখ তার অত্যন্ত লাল। ভীষণ রেগে যাওয়ায় তাকে দেখাচ্ছিলো নীল মেঘের মতো।।৭।। মুহূর্তেই সেই নিশাচর রাবণের হলো দশটি মুখ, কুড়িটি বাহু। পরিব্রাজকের বিশাল ছদ্মমূর্তি সে ত্যাগ করলো।।৮।। রাক্ষসরাজ রাবণ নিজের রূপধারণ করলো। রক্তবসন পরে সে স্ত্রীরত্ন সীতার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলো।।৯।। সীতার কেশরাজি কালো। সূর্যের কিরণের মতো সে উজ্জ্বল। বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুশোভিতা সীতাকে রাবণ বললো—।।১০।।"হে

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতং যদি ভর্তারমিচ্ছসি। মামাশ্রয় বরারোহে তবাহং সদৃশঃ পতিঃ।। ১১
মাং ভজস্ব চিরায় ত্বমহং শ্লাঘ্যঃ পতিস্তব। নৈব চাহং ক্বচিদ্ ভদ্রে করিষ্যে তব বিপ্রিয়ম্।। ১২
ত্যজ্যতাং মানুষো ভাবো ময়ি ভাবঃ প্রণীয়তাম্। রাজ্যাচ্চ্যুতমসিদ্ধার্থং রামং পরিমিতায়ুষম্।। ১৩
কৈর্গুণৈরনুরক্তাসি মূঢে পণ্ডিতমানিনি। যঃ স্ত্রিয়ো বচনাদ্ রাজ্যং বিহায় সসুহৃজ্জনম্।। ১৪
অস্মিন্ ব্যালানুচরিতে বনে বসতি দুর্মতিঃ। ইত্যুক্ত্বা মৈথিলীং বাক্যং প্রিয়ার্হাং প্রিয়বাদিনীম্।। ১৫
অভিগম্য সুদুষ্টাত্মা রাক্ষসঃ কামমোহিতঃ। জগ্রাহ রাবণঃ সীতাং বুধঃ খে রোহিণীমিব।। ১৬
বামেন সীতাং পদ্মাক্ষীং মূর্ধজেষু করেণ সঃ। ঊর্বোস্তু দক্ষিণেনৈব পরিজগ্রাহ পাণিনা।। ১৭
তং দৃষ্ট্বা গিরিশৃঙ্গাভং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রং মহাভুজম্। প্রাদ্রবন্মৃত্যুসঙ্কাশং ভয়ার্তা বনদেবতাঃ।। ১৮
স চ মায়াময়ো দিব্যঃ খরযুক্তঃ খরস্বনঃ। প্রত্যদৃশ্যত হেমাঙ্গো রাবণস্য মহারথঃ।। ১৯
ততস্তাং পরুষৈর্বাক্যৈরভিতর্জ্য মহাস্বনঃ। অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং রথমারোহয়ত্তদা।। ২০
সা গৃহীতাতিচুক্রোশ রাবণেন যশস্বিনী। রামেতি সীতা দুঃখার্তা রামং দূরং গতং বনে।। ২১
তামকামাং স কামার্তঃ পন্নগেন্দ্রবধূমিব। বিচেষ্টমানামাদায় উৎপপাতাথ রাবণঃ।। ২২
ততঃ সা রাক্ষসেন্দ্রেণ হ্রিয়মাণা বিহায়সা। ভৃশং চুক্রোশ মত্তেব ভ্রান্তচিত্তা যথাতুরা।। ২৩
হা লক্ষ্মণ মহাবাহো গুরুচিত্তপ্রসাদক। হ্রিয়মাণাং ন জানীষে রক্ষসা কামরূপিণা।। ২৪

সুন্দরি, ত্রিভুবনে বিখ্যাত ব্যক্তিকে যদি পতিরূপে পেতে চাও তাহলে আমায় আশ্রয় করো। আমিই তোমার যোগ্য পতি।। ১১ ।। ভদ্রে, আমাকে চিরকালের জন্য তুমি ভজনা করো। আমি তোমার পতি হলে সর্বত্র প্রশংসা পাবে। তোমার অপ্রিয় কাজ আমি কখনো করবো না।। ১২ ।। মানুষের ভাব ত্যাগ করো। আমার প্রতি তোমার অনুরাগ প্রদান করো। রাজ্য থেকে ভ্রষ্ট, অসিদ্ধ মনোরথ, পরিমিত আয়ু রামের প্রতি...।।১৩।। হে মূঢ়ে, কোন গুণে তুমি অনুরক্ত হলে? নিজেকে তুমি খুব পণ্ডিত মনে করো দেখছি! স্ত্রীলোকের কথায় রাজ্য এবং সুহৃদ্‌বর্গকে যে ত্যাগ করে...।। ১৪।। এই হিংস্র জন্তু-অধ্যুষিত বনে যে বাস করছে, সে তো দুর্মতি। প্রিয়া হওয়ার যোগ্যা, প্রিয়ভাষিণী সীতাকে এই কথা বলে কামমোহিত, অত্যন্ত দুষ্টাত্মা রাবণ গিয়ে সীতাকে ধরলো। বুধ যেমন রোহিণীকে ধরেছিলো, তেমনি (*রোহিণী বুধের জননী। জননীর প্রতি কামাসক্ত হলে ধ্বংস অনিবার্য। বুধ যদি তা করতো তার হতো ধ্বংস। যদিও বুধ ঐ কাজ করেন তবুও রাবণের এই কার্যের অনৌচিত্য এবং ভবিষ্যত ধ্বংসের নিশ্চয়তার ব্যঞ্জনায় অভূতোপমালঙ্কার এখানে হয়েছে*)।। ১৫ ।। সে বাম হাতে কেশরাশি এবং ডান হাতে ঊরু দু'টি ধরে পদ্মনয়না সীতাকে তুলে নিলো।। ১৬ ।। ধারালো দাঁত, বিশাল বাহু, পাহাড়ের চূড়ার মতো, যমের মতো তাকে দেখে বনদেবতারা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে পালিয়ে গেলেন।। ১৭।। মায়াময় দিব্য-গর্দভবাহনযুক্ত কর্কশস্বর স্বর্ণবর্ণের রাবণের রথ তখন দেখা গেলো।।১৮।। এবার ভীষণ গর্জনকারী রাবণ কর্কশবাক্যে তাঁকে তর্জন করে সীতাকে কোলে তুলে নিয়ে রথে আরোহণ করলো।। ১৯।। যশস্বিনী সীতা রাবণের দ্বারা বলপূর্বক গৃহীতা হয়ে বনে দূরে বিনির্গত রামকে উদ্দেশ্য করে দুঃখে ব্যাকুলভাবে 'রাম' বলে চীৎকার করতে লাগলেন।। ২০ ।। রাবণের প্রতি কামনারহিতা সীতা সর্প রাজবধূর মতো ছাড়া পাবার জন্য ছটফট করছেন। কিন্তু সেই কামার্ত রাবণ তাঁকে জোর করে নিয়ে ওপরে উঠে গেলো।। ২১ ।। রাক্ষসরাজ রাবণ আকাশপথে তাঁকে যখন জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন সীতাদেবী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পাগলের মতো, রুগ্নার মতো চীৎকার করে বিলাপ করছিলেন।। ২২ ।। হা লক্ষ্মণ, মহাবীর, গুরুজনের চিত্তকে তুমি প্রসন্ন করে থাকো। ইচ্ছামতো রূপধারণকারী রাক্ষস যে আমাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে তুমি তা জানতে পারছো না।। ২৩ ।। হে রাঘব, ধর্মের জন্য তুমি প্রাণ, অর্থ সব ত্যাগ করেছো। অধর্মানুসারে আমি অপহৃতা হচ্ছি। তুমি কি দেখছো না?।।২৪ ।। হে শত্রুতাপন, দুর্বিনীতদের তুমি শাসন

জীবিতং সুখমর্থঞ্চ ধর্মহেতোঃ পরিত্যজন্। হ্রিয়মাণামধর্মেণ মাং রাঘব ন পশ্যসি।। ২৫
ননু নামাবিনীতানাং বিনেতাসি পরন্তপ। কথমেবংবিধং পাপং ন ত্বং শাধি হি রাবণম্।। ২৬
ননু সদ্যোঽবিনীতস্য দৃশ্যতে কর্মণঃ ফলম্। কালোঽপ্যঙ্গীভবত্যত্র শস্যানামিব পক্তয়ে।। ২৭
ত্বং কর্ম কৃতবানেতৎ কালোপহতচেতনঃ। জীবিতান্তকরং ঘোরং রামাদ্ ব্যসনমাপ্নুহি।। ২৮
হন্তেদানীং সকামা তু কৈকেয়ী বান্ধবৈঃ সহ। হ্রিয়েয়ং ধর্মকামস্য ধর্মপত্নী যশস্বিনঃ।। ২৯
আমন্ত্রয়ে জনস্থানে কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্। ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।। ৩০
হংসসারসসংঘুষ্টাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্। ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।। ৩১
দৈবতানি চ যান্যস্মিন্ বনে বিবিধপাদপে। নমস্করোম্যহং তেভ্যো ভর্তুঃ শংসত মাং হৃতাম্।। ৩২
যানি কানিচিদপ্যত্র সত্ত্বানি বিবিধানি চ। সর্বাণি শরণং যামি মৃগপক্ষিগণানি বৈ।। ৩৩
হ্রিয়মাণাং প্রিয়াং ভর্তুঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্। বিবশা তে হৃতা সীতা রাবণেনেতি শংসত।। ৩৪
বিদিত্বা তু মহাবাহুরমুত্রাপি মহাবলঃ। আনেষ্যতি পরাক্রম্য বৈবস্বতহৃতামপি।। ৩৫
সা তদা করুণা বাচো বিলপন্তী সুদুঃখিতা। বনস্পতিগতং গৃধ্রং দদর্শায়তলোচনা।। ৩৬
সা তমুদ্বীক্ষ্য সুশ্রোণী রাবণস্য বংশগতা। সমাক্রন্দদ্ ভয়পরা দুঃখোপহতয়া গিরা।। ৩৭
জটায়ো পশ্য মামার্য হ্রিয়মাণামনাথবৎ। অনেন রাক্ষসেন্দ্রেণাকরুণং পাপকর্মণা।। ৩৮
নৈষ বারয়িতুং শক্যস্ত্বয়া ক্রূরো নিশাচরঃ। সত্ত্ববান্ জিতকাশী চ সায়ুধশ্চৈব দুর্মতিঃ।। ৩৯
রামায় তু যথাতত্ত্বং জটায়ো হরণং মম। লক্ষ্মণায় চ তৎসর্বমাখ্যাতব্যমশেষতঃ।। ৪০

ইত্যার্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

করে থাকো। তুমি এইরকম পাপাচারী রাবণকে কেন শাসন করছো না?।। ২৫ ।। নীতিবিরুদ্ধ কর্মের ফল সদ্যই দেখা যায় না। শস্যের পাকবার জন্য সময়ের অপেক্ষা যেমন করতে হয়, এই ক্ষেত্রেও কি তাই?।। ২৬।। তোমার চেতনা কালের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে। তাই তুমি এই কাজ করছো। রামের কাছ থেকে প্রাণ বিনাশক ভীষণ বিপদ তুমি পাবে।। ২৭ ।। হায়, এখন বান্ধবদের নিয়ে কৈকেয়ীর কামনা পূর্ণ হলো। ধর্মকামী যশস্বী রামের ধর্মপত্নী আমি। আজ অপহৃতা হচ্ছি।। ২৮ ।। এই জনস্থানে পুষ্পিত কর্ণিকার বৃক্ষদের আমি আবেদন জানাচ্ছি, তোমরা শীগ্‌গির রামকে জানাও, রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে।। ২৯ ।। হাঁস এবং সারসের ধ্বনিতে পূর্ণ গোদাবরী নদীকে আমি বন্দনা করছি। তুমি সত্বর রামকে জানাও, রাবণ সীতাকে হরণ করছে।। ৩০ ।। বিবিধ বৃক্ষরাজিতে পরিশোভিত এই বনে যতো দেবতা আছেন, তাঁদের আমি প্রণাম করছি। আমার স্বামীকে সংবাদ দিন, আমি অপহৃতা হচ্ছি।।৩১ ।। হরিণ এবং পাখীসমেত যত প্রাণী এখানে আছে তাদের সকলেরই আশ্রয় আমি প্রার্থনা করছি।।৩২ ।। রামের প্রাণের চেয়েও প্রিয়তরা যে পত্নী সীতা, সে আজ অপহৃতা হচ্ছে। অসহায়া তাকে রাবণ জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। সবাই গিয়ে বলুন।।৩৩ ।। সেই মহাবীর যদি জানতে পারেন যম আমায় হরণ করে পরলোকে নিয়ে গেছেন, সেই মহাবল পরাক্রমের দ্বারা আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবেন।।৩৪ ।। অত্যন্ত দুঃখে এইভাবে করুণ বিলাপ করতে করতে বিশাললোচনা তিনি একটি বড়ো গাছের ওপর গৃধ্র তথা পক্ষিরাজ জটায়ুকে দেখলেন।।৩৫ ।। তাঁকে দেখে রাবণের দ্বারা কবলিতা সুন্দরী সীতা ভয়ে, দুঃখে কেঁদে বললেন—।।৩৬।। পূজনীয় জটায়ো, আপনি দেখুন এই পাপাচারী রাক্ষসরাজ অনাথার মতো আমায় নির্দয়ভাবে টেনে নিয়ে হরণ করছে।। ৩৭ ।। এই রাক্ষস নিষ্ঠুর। শক্তিশালী। সশস্ত্র। এবং পুণ্যস্থান কাশীকে পর্যন্ত জয় করেছে। এই দুর্মতিকে আপনি বাধা দিতে পারলেন না।। ৩৮ ।। হে মাননীয় জটায়ো, রাম এবং লক্ষ্মণকে যথাযথভাবে বৃত্তান্তসকল আপনি পুরোপুরি জানান।। ৩৯-৪০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ঊনপঞ্চাশ (৪৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

সীতাহরণরূপ দুষ্কর্মতঃ প্রতিনিবৃত্তয়ে রাবণং প্রতি জটায়োঃ সাবধানবাক্যম্, রামহস্তেন তস্য মৃত্যুরবশ্যম্ভাবীতি জ্ঞাপনম্, যুদ্ধায়ামন্ত্রণঞ্চ।

তং শব্দমবসুপ্তস্তু জটায়ুরথ শুশ্রুবে। নিরৈক্ষন্ রাবণং ক্ষিপ্রং বৈদেহীঞ্চ দদর্শ সঃ।। ১
ততঃ পর্বতশৃঙ্গাভস্তীক্ষ্ণতুণ্ডঃ খগোত্তমঃ। বনস্পতিগতঃ শ্রীমান্ ব্যাজহারঃ শুভাং গিরম্।। ২
দশগ্রীব স্থিতো ধর্মে পুরাণে সত্যসংশ্রয়। ভ্রাতস্ত্বং নিন্দিতং কর্ম কর্তুং নার্হসি সাম্প্রতম্।। ৩
জটায়ুর্নাম নাম্নাহং গৃধ্ররাজো মহাবলঃ। রাজা সর্বস্য লোকস্য মহেন্দ্রবরুণোপমঃ।। ৪
লোকানাঞ্চ হিতে যুক্তো রামো দশরথাত্মজঃ। তস্যৈষা লোকনাথস্য ধর্মপত্নী যশস্বিনী।। ৫
সীতা নাম বরারোহা যং ত্বং হর্তুমিহেচ্ছসি। কথং রাজা স্থিতো ধর্মে পরদারান্ পরামৃশেৎ।। ৬
রক্ষণীয়া বিশেষেণ রাজদারা মহাবল। নিবর্তয় গতিং নীচাং পরদারাভিমর্শনাৎ।। ৭
ন তৎ সমাচরেদ্ধীরো যৎপরোঽস্য বিগর্হয়েৎ। যথাত্মনস্তথান্যেষাং দারা রক্ষ্যা বিমর্শনাৎ।। ৮
অর্থং বা যদি বা কামং শিষ্টাঃ শাস্ত্রেষ্বনাগতম্। ব্যবস্যন্ত্যনু রাজানং ধর্মং পৌলস্ত্যনন্দন।। ৯
রাজা ধর্মশ্চ কামশ্চ দ্রব্যাণাং চোত্তমো নিধিঃ। ধর্মঃ শুভং বা পাপং বা রাজমূলং প্রবর্ততে।। ১০
পাপস্বভাবশ্চপলঃ কথং ত্বং রক্ষসাং বর। ঐশ্বর্যমভিসম্প্রাপ্তো বিমানমিব দুষ্কৃতী।। ১১
কামস্বভাবো যঃ সোঽসৌ ন শক্যস্তং প্রমার্জিতুম। নহি দুষ্টাত্মনামার্যমাবসত্যালয়ে চিরম্।। ১২
বিষয়ে বা পুরে বা তে যদা রামো মহাবলঃ। নাপরাধ্যতি ধর্মাত্মা কথং তস্যাপরাধ্যসি।। ১৩

পঞ্চাশ (৫০) সর্গ

সীতাহরণরূপ দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত হবার জন্য রাবণের প্রতি জটায়ুর সাবধান বাণী। রামের হাতে তার মৃত্যু নিশ্চিতজ্ঞাপন। যুদ্ধের জন্য আহ্বান।

নিদ্রিত জটায়ু এই কথা শুনে জেগে উঠলেন। দ্রুত দেখতে পেলেন রাবণ এবং সীতাকে।। ১ ।। এই শ্রীমান শ্রেষ্ঠপক্ষীর দেহ ছিলো পর্বতশৃঙ্গের মতো। ধারালো তাঁর ঠোঁট। সেই বিরাট গাছের মধ্য থেকেই এই মঙ্গলময় কথা তিনি বললেন—।। ২ ।। হে দশগ্রীব রাবণ, আমি সনাতন ধর্মে স্থিত হয়ে সত্যকে আশ্রয় করে আছি। তাই বলছি, এই নিন্দিত কর্ম কোরো না।।৩ ।। জটায়ু আমার নাম। গৃধ্রদের আমি মহাবলশালী অধিপতি। শোনো, সকল লোকের যিনি রাজা, যিনি মহেন্দ্র এবং বরুণের তুল্য,...।। ৪ ।। জগৎ কল্যাণে নিরত রাম হলেন দশরথের পুত্র। সেই জনগণনাথের যশস্বিনী ধর্মপত্নী হলেন...।। ৫ ।। এই সুন্দরী সীতা, যাঁকে তুমি এখানে হরণ করতে চাইছো। ধর্মে যে রাজা স্থিত থাকেন, তিনি কি করে অপরের পত্নীকে স্পর্শ করেন?।।৬ ।। হে মহাবীর, রাজপত্নীকে বিশেষভাবে রক্ষা করা উচিত। পরস্ত্রী ধর্ষণরূপ হীনকর্ম থেকে তুমি নিরত হও।। ৭ ।। অন্যে যা নিন্দা করে, ধীরব্যক্তিরা তা করেন না। যেমন নিজের তেমনি অন্যদের পত্নীকেও অত্যাচার থেকে রক্ষা করা উচিত।। ৮।। হে পৌলস্ত্যনন্দন, ধর্ম, অর্থ বা কাম, যা শাস্ত্রে বলা হয় নি, শিষ্ট-ব্যক্তিরা ঐ বিষয়ে রাজাকেই অনুসরণ করে।। ৯।। দ্রব্যসমূহের মধ্যে রাজা, ধর্ম এবং কাম উত্তমনিধি। ধর্ম, মঙ্গল এবং পাপ রাজার কাছ থেকেই প্রবর্তিত হয়। তিনিই এ সবের মূল।। ১০।। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, কি করে তুমি এমন পাপস্বভাব ও চঞ্চল হলে? দুষ্কার্যকারী হয়েও কি করে বিমানের মতো ঐশ্বর্যলাভ করলে?।। ১১ ।। কামস্বভাব যে, সে কখনো তা ঝেঁটিয়ে ফেলে দিতে পারে না। দুষ্টাত্মাদের মধ্যে আর্যধর্ম বেশী সময় থাকতে পারে না।। ১২ ।। তোমার রাজ্যে বা রাজপুরীতে মহাবীর, ধর্মাত্মা রাম যখন কোনো অপরাধ করেন নি তখন তুমি কেন তাঁর প্রতি অপরাধ করছো?।। ১৩।। যদিও শূর্পণখার জন্য

যদি শূর্পণখাহেতোর্জনস্থানগতঃ খরঃ। অতিবৃত্তো হতঃ পূর্বং রামেণাক্লিষ্টকর্মণা।। ১৪
অত্র ব্রূহি যথাতত্ত্বং কো রামস্য ব্যতিক্রমঃ। যস্য ত্বং লোকনাথস্য হৃত্বা ভার্যাং গমিষ্যসি।। ১৫
ক্ষিপ্রং বিসৃজ বৈদেহীং মা ত্বা ঘোরেণ চক্ষুষা। দহেদ্দহনভূতেন বৃত্রমিন্দ্রাশনির্যথা।। ১৬
সর্পমাশীবিষং বদ্ধা বস্ত্রান্তে নাববুধ্যসে। গ্রীবায়াং প্রতিমুক্তঞ্চ কালপাশং ন পশ্যসি।। ১৭
স ভারঃ সৌম্য ভর্তব্যো যো নরং নাবসাদয়েৎ। তদন্নমপি ভোক্তব্যং জীর্যতে যদনাময়ম্।। ১৮
যৎকৃত্বা ন ভবেদ্ধর্মো ন কীর্তির্ন যশো ধ্রুবম্। শরীরস্য ভবেৎ খেদঃ কস্তৎ কর্ম সমাচরেৎ।। ১৯
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি জাতস্য মম রাবণ। পিতৃ-পৈতামহং রাজ্যং যথাবদনুতিষ্ঠতঃ।। ২০
বৃদ্ধোঽহং ত্বং যুবা ধন্বী সরথঃ কবচী শরী। ন চাপ্যাদায় কুশলী বৈদেহীং মে গমিষ্যসি।। ২১
ন শক্তস্ত্বং বলাদ্ধর্তুং বৈদেহীং মম পশ্যতঃ। হেতুভির্ন্যায়সংযুক্তৈর্ধ্রুবাং বেদশ্রুতিমিব।। ২২
যুধ্যস্ব যদি শূরোঽসি মুহূর্তং তিষ্ঠ রাবণ। শয়িষ্যসে হতো ভূমৌ যথা পূর্বং খরস্তথা।। ২৩
অসকৃৎ সংযুগে যেন নিহতা দৈত্যদানবাঃ। ন চিরাচ্চীরবাসাস্ত্বাং রামো যুধি বধিষ্যতি।। ২৪
কিং নু শক্যং ময়া কর্তুং গতৌ দূরং নৃপাত্মজৌ। ক্ষিপ্রং ত্বং নশ্যসে নীচ তয়োর্ভীতো ন সংশয়ঃ।। ২৫
নহি মে জীবমানস্য নয়িষ্যসি শুভামিমাম্। সীতাং কমলপত্রাক্ষীং রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্।। ২৬
অবশ্যং তু ময়া কার্যং প্রিয়ং তস্য মহাত্মনঃ। জীবিতেনাপি রামস্য তথা দশরথস্য চ।। ২৭
তিষ্ঠ তিষ্ঠ দশগ্রীব মুহূর্তং পশ্য রাবণ। বৃন্তাদিব ফলং ত্বাং তু পাতয়েয়ং রথোত্তমাৎ।।
যুদ্ধাতিথ্যং প্রদাস্যামি যথাপ্রাণাং নিশাচর।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

জনস্থানে এসে অত্যাচারে রত খরকে পূর্বে অক্লান্তকর্মা রাম নিহত করেছেন...।। ১৪।। এতে ঠিক করে বল তো, রামের দোষ কোথায়? কি জন্যে তুমি সেই নরনাথের পত্নীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছো?।। ১৫।। সীতাকে এখুনি ছেড়ে দাও। ইন্দ্রের বজ্র যেমন বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করেছিলো, তেমনি তাঁর দাহকারী ভীষণ চোখ তোমায় না দগ্ধ করে!।। ১৬ ।। বিষাক্ত সাপকে কাপড়ের আঁচলে বেঁধে নেবার গুরুত্ব তুমি বুঝতে পারছো না। ঘাড়ের ওপর কালপাশ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। তাও তুমি দেখছো না!।। ১৭ ।। হে সৌম্য, সেই ভারই বহন করা উচিত যা ক্লান্ত করে না। সেই অন্নই ভোজন করা উচিত, যা হজম হয়। যাতে অসুখ করবে না।। ১৮।। যে কাজ করলে নিশ্চিতভাবেই ধর্ম হবে না, কীর্তি থাকবে না, যশ হবে না, হবে শুধু শরীরের ক্লান্তি, সেই কর্মের অনুষ্ঠান করবে?।। ১৯ ।। ওহে রাবণ, ষাট হাজার বছর ধরে পিতৃপিতামহের রাজ্য আমি যথাযথভাবে পালন করেছি।। ২০ ।। আমি বৃদ্ধ। তুমি যুবা। ধনুর্ধর। রথারোহী। বর্মধারী। এবং বাণধারী। তবুও আমার সামনে সীতাকে নিয়ে নিরাপদে তুমি যেতে পারবে না।। ২১ ।। আমার চোখের সামনে সীতাকে তুমি জোর করে হরণ করে নিয়ে যেতে পারবে না। যেমন ন্যায়-দর্শকের হেতুবাদের দ্বারা চিরন্তন বেদশ্রুতিকে ব্যর্থ করা যায় না।। ২২ ।। রাবণ, তুমি যদি বীর হও, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো। ক্ষণকাল অপেক্ষা করো। পূর্বে যেমন খর ধরাশায়ী হয়েছিলো, এখন হত হয়ে তোমাকেও সেই অবস্থায় যেতে হবে।। ২৩।। যুদ্ধে যিনি বহুবার দৈত্য এবং দানবদের নিহত করেছেন, চীর-বসনধারী সেই রাম যুদ্ধে তোমায় হত্যা করতে দেরী করবেন না।। ২৪ ।। রাজ কুমার দু'জন দূরে চলে গেছেন। আমি একা কি করতে পারি? ওরে নীচকর্মা, সত্বর তুমি ধ্বংস হবে। এতে কোনো সংশয় নেই। তাদের দু'জনকে ভয় করে না?।। ২৫ ।। আমি বেঁচে থাকতে রামের প্রিয় মহিষী কমলনয়না কল্যাণমূর্তি এই সীতাকে তুমি নিয়ে যেতে পারবে না।। ২৬ ।। মহাত্মা রামের এবং দশরথের প্রিয় কার্য প্রাণের বিনিময়েও আমাকে করতে হবে।। ২৭ ।। ওরে দশগ্রীব রাবণ, দাঁড়াও, দাঁড়াও। বোঁটা থেকে ফলের মতো ঐ উত্তম রথ থেকে তোমাকে আমি টেনে নামাচ্ছি। ওরে, রাক্ষস, প্রাণ দিয়েও তোমাকে আমি যুদ্ধের আতিথ্য প্রদান করবো (*প্রাণ দিয়েও যুদ্ধ করবো*)।। ২৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের পঞ্চাশ (৫০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

জটায়ু-রাবণয়োর্মহাযুদ্ধারম্ভঃ, রাবণস্য জটায়ুবধশ্চ।

ইত্যুক্তঃ ক্রোধতাম্রাক্ষস্তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলঃ। রাক্ষসেন্দ্রোঽভিদুদ্রাব পতগেন্দ্রমমর্ষণঃ।। ১
স সম্প্রহারস্তুমুলস্তয়োস্তস্মিন্ মহামৃধে। বভূব বাতোদ্ধুতয়োর্মেঘয়োর্গগনে যথা।। ২
তদ্ বভূবাদ্ভুতং যুদ্ধং গৃধ্র-রাক্ষসয়োস্তদা। সপক্ষয়োর্মাল্যবতোর্মহাপর্বতয়োরিব।। ৩
ততো নালীক-নারাচৈস্তীক্ষ্ণাগ্রৈশ্চ বিকর্ণিভিঃ। অভ্যবর্ষন্মহাঘোরৈর্গৃধ্ররাজং মহাবলম্।। ৪
স তানি শরজালানি গৃধ্রঃ পত্ররথেশ্বরঃ। জটায়ুঃ প্রতিজগ্রাহ রাবণাস্ত্রাণি সংযুগে।। ৫
তস্য তীক্ষ্ণ-নখাভ্যাস্তু চরণাভ্যাং মহাবলঃ। চকার বহুধা গাত্রে ব্রণান্ পতগসত্তমঃ।। ৬
অথ ক্রোধাদ্দশগ্রীবো জগ্রাহ দশ মার্গণান্। মৃত্যুদণ্ডনিভান্ ঘোরান্ শত্রোর্নিধনকাঙ্ক্ষয়া।। ৭
স তৈর্বাণৈর্মহাবীর্যঃ পূর্ণমুক্তৈরজিহ্মগৈঃ। বিভেদ নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্গৃধ্রং ঘোরৈঃ শিলীমুখৈঃ।। ৮
স রাক্ষসরথে পশ্যন্ জানকীং বাষ্পলোচনাম্। অচিন্তয়িত্বা বাণাংস্তান্ রাক্ষসং সমভিদ্রবৎ।। ৯
ততোঽস্য সশরং চাপং মুক্তামণিবিভূষিতম্। চরণাভ্যাং মহাতেজা বভঞ্জ পতগোত্তমঃ।। ১০
ততোঽন্যদ্ধনুরাদায় রাবণঃ ক্রোধমূর্ছিতঃ। ববর্ষ শরবর্ষাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।। ১১
শরৈরাবারিতস্তস্য সংযুগে পতগেশ্বরঃ। কুলায়মভিসম্প্রাপ্তঃ পক্ষিবচ্চ বভৌ তদা।। ১২
স তানি শরজালানি পক্ষাভ্যাং তু বিধূয় হ। চরণাভ্যাং মহাতেজা বভঞ্জাস্য মহদ্ধনুঃ।। ১৩
তচ্চাগ্নিসদৃশং দীপ্তং রাবণস্য শরাবরম্। পক্ষাভ্যাঞ্চ মহাতেজা ব্যধুনোৎ পতগেশ্বরঃ।। ১৪

একপঞ্চাশ (৫১) সর্গ

জটায়ু এবং রাবণের মধ্যে মহাযুদ্ধ। রাবণের দ্বারা জটায়ুবধ।

জটায়ু এইরকম বললে উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডল পরিহিত ক্রুদ্ধ রাবণ ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে পক্ষিরাজ জটায়ুর দিকে ধাবিত হলো।। ১ ।। আকাশে বায়ুতাড়িত মেঘের মতো ঐ মহাযুদ্ধে পরস্পর তারা একে অপরকে প্রবল প্রহার করতে লাগলো।। ২ ।। গৃধ্র এবং রাক্ষসের মধ্যে এমন অদ্ভুত যুদ্ধ হচ্ছিলো যেন পক্ষধারী দু'টি মাল্যবান পর্বতের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে।। ৩ ।। রাবণ এবার ভীষণ নালীক, নারাচ, তীক্ষ্ণাগ্র বিকর্ণি প্রভৃতি মহাবলশালী অস্ত্র গৃধ্ররাজের ওপর বর্ষণ করতে লাগলো।। ৪ ।। গৃধ্র পক্ষিরাজ জটায়ুও রাবণের সেই সব অস্ত্র এবং শরজাল গ্রহণ করতে লাগলো।। ৫ ।। মহাবীর সেই পক্ষিশ্রেষ্ঠ তাঁর ধারালো নখ এবং পায়ের দ্বারা রাবণের গাত্র ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো।।৬ ।। দশগ্রীব রাবণ এবার রেগে শত্রুকে ধ্বংস করার ইচ্ছায় মৃত্যুদণ্ডের মতো দশটি ভীষণ বাণ গ্রহণ করলো।। ৭ ।। সেই মহাবীর্যবান রাবণ ধারালো সব ঘোরতর বাণ সোজাসুজি পূর্ণবেগে নিক্ষেপ করে গৃধ্ররাজকে বিদ্ধ করলো *(শিলীমুখ—বাণ)*।। ৮ ।। রাক্ষসের রথে জল-ভরা চোখে সীতাকে দেখে সে সেই সব বাণকে অগ্রাহ্য করে রাক্ষসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।।৯।। মহাতেজস্বী পক্ষিরাজ তার চরণ দু'টি দিয়ে রাবণের মুক্তামণি বিভূষিত ধনু এবং বাণ ভেঙে দিলো।। ১০।। রাবণ তখন ক্রোধে অজ্ঞান হয়ে অন্য একটি ধনু নিয়ে শত সহস্র শর বর্ষণ করতে লাগলো।। ১১ ।। যুদ্ধে নিক্ষিপ্ত বাণের দ্বারা পক্ষিরাজের দেহ গেলো ঢেকে। তাঁকে তখন নীড়ে অবস্থানরত পাখীর মতোই দেখাচ্ছিলো *(কুলায়—পাখীর বাসা, নীড়)*।। ১২ ।। মহাতেজস্বী জটায়ু পাখার দ্বারা বাণরাজি দূরে নিক্ষেপ করে পা-দু'টি দিয়ে তার বিরাট ধনু ভেঙে দিলো।। ১৩ ।। মহাতেজা পক্ষিরাজ রাবণের আগুনের মতো উজ্জ্বল বর্ম পাখা দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো।। ১৪ ।। বলবান জটায়ু রাবণের সোনার বর্ম-পরা,

কাঞ্চনোরশ্ছদান্ দিব্যান্ পিশাচবদনান্ খরান্। তাংশ্চাস্য জবসম্পন্নান্ জঘান সমরে বলী।। ১৫
অথ ত্রিবেণুসম্পন্নং কামগং পাবকার্চিষম্। মণিসোপানচিত্রাঙ্গং বভঞ্জ চ মহারথম্।। ১৬
পূর্ণচন্দ্রপ্রতীকাশং ছত্রঞ্চ ব্যজনৈঃ সহ। পাতয়ামাস বেগেন গ্রাহিভী রাক্ষসৈঃ সহ।। ১৭
সারথেশ্চাস্য বেগেন তুণ্ডেন চ মহচ্ছিরঃ। পুনর্ব্যপহনচ্ছ্রীমান্ পক্ষিরাজো মহাবলঃ।। ১৮
স ভগ্নধন্বা বিরথো হতাশ্বো হতসারথিঃ। অঙ্কেনাদায় বৈদেহীং পপাত ভুবি রাবণঃ।। ১৯
দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভূমৌ রাবণং ভগ্নবাহনম্। সাধু সাধ্বিতি ভূতানি গৃধ্ররাজমপূজয়ন্।। ২০
পরিশ্রান্তং তু তং দৃষ্ট্বা জরয়া পক্ষিযূথপম্। উৎপপাত পুনর্হৃষ্টো মৈথিলীং গৃহ্য রাবণঃ।। ২১
তং প্রহৃষ্টং নিধায়াঙ্কে রাবণং জনকাত্মজাম্। গচ্ছন্তং খড়্গশেষঞ্চ প্রণষ্টহতসাধনম্।। ২২
গৃধ্ররাজঃ সমুৎপত্য রাবণং সমভিদ্রবৎ। সমাবার্য মহাতেজা জটায়ুরিদমব্রবীৎ।। ২৩
বজ্রসংস্পর্শবানস্য ভার্যাং রামস্য রাবণ। অল্পবুদ্ধে হরস্যেনাং বধায় খলু রক্ষসাম্।। ২৪
সমিত্রবন্ধুঃ সামাত্যঃ সবলঃ সপরিচ্ছদঃ। বিষপানং পিবস্যেতৎ পিপাসিত ইবোদকম্।। ২৫
অনুবন্ধমজানন্তঃ কর্মণামবিচক্ষণাঃ। শীঘ্রমেব বিনশ্যন্তি যথা ত্বং বিনশিষ্যসি।। ২৬
বদ্ধস্ত্বং কালপাশেন ক্ব গতস্তস্য মোক্ষ্যসে। বধায় বড়িশং গৃহ্য সামিষং জলজো যথা।। ২৭
ন হি জাতু দুরাধর্ষৌ কাকুৎস্থৌ তব রাবণ। ধর্ষণং চাশ্রমস্যাস্য ক্ষমিষ্যেতে তু রাঘবৌ।। ২৮
যথা ত্বয়া কৃতং কর্ম ভীরুণা লোকগর্হিতম্। তস্করাচরিতো মার্গো নৈষ বীরনিষেবিতঃ।। ২৯
যুধ্যস্ব যদি শূরোঽসি মুহূর্তং তিষ্ঠ রাবণ। শয়িষ্যসে হতো ভূমৌ যথা ভ্রাতা খরস্তথা।। ৩০
পরেতকালে পুরুষো যৎকর্ম প্রতিপদ্যতে। বিনাশায়াত্মনোঽধর্ম্যং প্রতিপন্নোঽসি কর্ম তৎ।। ৩১

পিশাচের মতো মুখ, বেগবান, দিব্য গাধাগুলোকে যুদ্ধে নিহত করলো।। ১৫ ।। তারপর, তিনটি বেণুযুক্ত, ইচ্ছামতো গমনকারী, অগ্নির মতো দীপ্ত মণিনির্মিত, সিঁড়িযুক্ত, চিত্রশোভিত তার মহারথকে সে ভেঙে ফেললো।। ১৬ ।। পূর্ণচন্দ্রের মতো ছত্র, ব্যজন এবং ঐসকল উপকরণ ধারণকারী রাক্ষসদের তিনি জোরে ফেলে দিলেন।। ১৭ ।। মহাবলশালী শ্রীমান পক্ষিরাজ ঠোঁট দিয়ে পুনরায় তীব্রবেগে তার সারথির বিরাট মাথায় বিশেষভাবে আঘাত করতে লাগলো *(তুণ্ড—ঠোঁট)*।। ১৮ ।। রাবণের ধনু গেলো ভেঙে। ঘোড়া মরে গেলো। সারথি হলো হত। সে সীতাকে কোলে নিয়ে ভাঙা রথ থেকে মাটিতে গেলো পড়ে।। ১৯।। ভাঙা রথ নিয়ে রাবণকে মাটিতে পড়ে যেতে দেখে সমস্ত প্রাণী "বেশ" "বেশ" বলে পক্ষিরাজকে নন্দিত করলো।। ২০ ।। পাখীদের দলপতি সেই জটায়ুকে বার্ধক্যবশতঃ পরিশ্রান্ত দেখে আবার বেশ খুশী হয়ে রাবণ সীতাকে নিয়ে পুনর্বার আকাশে উঠে গেলো।। ২১ ।। সীতাকে কোলে করে সানন্দে যখন রাবণ চলে যাচ্ছিলো তখন রাবণের সব অস্ত্রই নষ্ট হয়ে গেছে। খড়্গমাত্র অবশিষ্ট।। ২২ ।। গৃধ্ররাজ মহাতেজা জটায়ু রাবণের ওপর আকাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে সম্যগ্‌ভাবে বাধা দিয়ে এই কথা বললো—।। ২৩ ।। ওরে অল্পবুদ্ধি রাবণ, বজ্রবাণধারী রামের এই ভার্যাকে তুমি হরণ করছো রাক্ষসকুলের বিনাশের জন্যই।। ২৪ ।। মিত্র, বন্ধু, অমাত্য, সৈন্য ও ভৃত্যদের নিয়ে পিপাসিত হয়ে জল মনে করে তুমি বিষপান করতে চলেছো।।২৫।। ফল না জেনে যারা কাজ করে, কর্মে যারা বিচক্ষণ নয়, তাদের মতোই শীগ্‌গিরই তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।। ২৬ ।। জলে মাছ যেমন বঁড়শির টোপ গিললে মৃত্যু থেকে মুক্তি পায় না, তেমনি কালের পাশে বদ্ধ হয়েছো তুমি। তোমারো মুক্তি নেই।। ২৭ ।। ওরে রাবণ, ককুৎস্থের বংশধর তথা রঘুবংশধর ঐ দু'জন দুষ্‌পরাজয়। তোমার দ্বারা আশ্রমের ওপর এই অত্যাচার কখনো ক্ষমা করবেন না। *(জাতু—কদাপি)*।। ২৮ ।। ভীরু তুমি। জনগণ-নিন্দিত যে কাজ তুমি করলে তা চোরেরা করে। বীরদের আচরণের যোগ্য এটি নয়।। ২৯ ।। ওরে রাবণ, তুমি যদি বীর হও তবে যুদ্ধ করো। একটু অপেক্ষা করো। তোমার ভাই খরের মতো তুমিও ভূতলেই শুয়ে পড়বে।। ৩০ ।। মৃত্যুকালে মানুষ যে কর্ম করে থাকে, নিজের বিনাশের জন্য সেই অধর্মই তুমি আজ করে চলেছো।।৩১ ।। যে কর্মের ফলে পাপ হয়, ইন্দ্রাদি লোকপাল

পাপানুবন্ধো বৈ যস্য কর্মণঃ কো নু তৎ পুমান্। কুর্বীত লোকাধিপতিঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানপি।। ৩২
এবমুক্ত্বা শুভং বাক্যং জটায়ুস্তস্য রক্ষসঃ। নিপপাত ভৃশং পৃষ্ঠে দশগ্রীবস্য বীর্যবান্।। ৩৩
তং গৃহীত্বা নখৈস্তীক্ষ্ণৈর্বিদদার সমন্ততঃ। অধিরূঢো গজারোহে যথা স্যাদ্দুষ্টবারণম্।। ৩৪
বিদদার নখৈরস্য তুণ্ডং পৃষ্ঠে সমর্পয়ন্। কেশাংশ্চোৎপাটয়ামাস নখ-পক্ষমুখায়ুধঃ।। ৩৫
স তদা গৃধ্ররাজেন ক্লিশ্যমানো মুহুর্মুহুঃ। অমর্ষস্ফুরিতোষ্ঠঃ সন্ প্রাকম্পত চ রাক্ষসঃ।। ৩৬
সম্পরিষ্বজ্য বৈদেহীং বামেনাঙ্কেন রাবণঃ। তলেনাভিজঘানার্তো জটায়ুং ক্রোধমূর্ছিতঃ।। ৩৭
জটায়ুস্তমতিক্রম্য তুণ্ডেনাস্য খগাধিপঃ। বামবাহূন্ দশ তদা ব্যপাহরদরিন্দমঃ।। ৩৮
সংছিন্নবাহোঃ সদ্যো বৈ বাহবঃ সহসাঽভবন্। বিষজ্বালাবলীযুক্তা বল্মীকাদিব পন্নগাঃ।। ৩৯
ততঃ ক্রোধাদ্দশগ্রীবঃ সীতামুৎসৃজ্য বীর্যবান্। মুষ্টিভ্যাং চরণাভ্যাঞ্চ গৃধ্ররাজমপোথয়ৎ।। ৪০
ততো মুহূর্তং সংগ্রামো বভূবাতুলবীর্যয়োঃ। রাক্ষসানাঞ্চ মুখ্যস্য পক্ষিণাং প্রবরস্য চ।। ৪১
তস্য ব্যায়চ্ছমানস্য রামস্যার্থে স রাবণঃ। পক্ষৌ পাদৌ চ পার্শ্বৌ চ খড়গমুদ্ধৃত্য সোঽচ্ছিনৎ।। ৪২
স ছিন্নপক্ষঃ সহসা রক্ষসা রৌদ্রকর্মণা। নিপপাত মহাগৃধ্রো ধরণ্যামল্পজীবিতঃ।। ৪৩
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ ক্ষতজার্দ্রং জটায়ুষম্। অভ্যধাবত বৈদেহী স্ববন্ধুমিবদুঃখিতা।। ৪৪
তং নীলজীমুতনিকাশকল্পং সপাণ্ডুরোরস্কমুদারবীর্যম্।
দদর্শ লঙ্কাধিপতিঃ পৃথিব্যাং জটায়ুষং শান্তমিবাগ্নিদাবম্।। ৪৫
ততস্তু তং পত্ররথং মহীতলে নিপাতিতং রাবণবেগমর্দিতম্।
পুনশ্চ সংগৃহ্য শশিপ্রভাননা রুরোদ সীতা জনকাত্মজা তদা।। ৪৬

ইত্যার্যে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

প্রধান, এমন কি স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাও করেন না। মানুষ তো দূরের কথা।।৩২।। বীর্যবান জটায়ু এইরকম মঙ্গলজনক কথা বলে সেই রাক্ষসের পিঠের ওপর জোরে গিয়ে পড়লো।।৩৩।। দুষ্ট হাতীর ওপর উঠে মাহুত যেমন করে, তেমনি তার পিঠের ওপর চড়ে ধারালো নখ দিয়ে তার সর্ব অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে ফেললো।।৩৪।। তার পিঠে চঞ্চু রেখে নখ দিয়ে তাকে বিদীর্ণ করলো। কেশরাশি করলে উৎপাটন। নখ, পাখা আর ঠোঁটই হলো তাঁর অস্ত্র।।৩৫।। গৃধ্ররাজের আক্রমণে পীড়িত হয়ে রাক্ষস রাবণের ওষ্ঠ রাগে ফুলে উঠলো। দেহ কাঁপতে লাগলো।।৩৬।। রাবণ সীতাকে জড়িয়ে ধরে কোলে বামদিকে রেখে রেগে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ব্যাকুলভাবে হাত দিয়ে আঘাত করতে লাগলো।। ৩৭ ।। শত্রুদমনকারী পক্ষিরাজ জটায়ু তাকে অতিক্রম করে তখন মুখ দিয়ে তার দশ বাহু ছেদন করে দিলে।।৩৮।। বল্মীকের স্তূপ থেকে যেমন বিষের জ্বালায় সাপগুলি বেরিয়ে আসে তেমনি ছিন্নবাহু রাবণের দেহ থেকে নূতন বাহু সব উদ্‌গত হলো।।৩৯।। এবার বীর্যবান দশগ্রীব রাবণ সীতাকে ছেড়ে দিয়ে মুষ্টির আঘাতে আর পায়ে দলে তাকে বিপর্যস্ত করতে লাগলো।।৪০।। পক্ষিরাজ এবং রাক্ষস এই দুই অতুলনীয় পরাক্রমীর মধ্যে মুহূর্তেই তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো।।৪১।। রাবণ এবার খড়্গ তুলে রামের জন্য যুদ্ধরত পক্ষিরাজের পাখা, পা এবং পার্শ্বদেশ দু'টি কেটে ফেললো।।৪২।। সেই ভীষণকর্মা রাক্ষসের দ্বারা ছিন্নপক্ষ হয়ে হঠাৎ সেই পক্ষিরাজ মৃতপ্রায় হয়ে মাটিতে পড়ে গেলো।।৪৩।। জটায়ুকে রক্তভেজা দেহে পড়ে যেতে দেখে সীতা পরমাত্মীয়দের মতো দুঃখিতা হয়ে দৌড়ে গেলেন।।৪৪।। লঙ্কাধিপতি রাবণ মাটিতে জটায়ুকে শান্ত দাবাগ্নির মতো পড়ে থাকতে দেখলো। তার বুকটি ছিলো পাণ্ডুর বর্ণ। তাকে দেখাচ্ছিলো নীল মেঘের মতো।।৪৫।। তারপর যে জনকরাজকন্যার মুখটি ছিলো চাঁদের কিরণের মতো, তিনি রাবণের দ্বারা ভীষণ নির্যাতিত, মাটিতে পতিত পক্ষিরাজকে তুলে ধরে কাঁদতে লাগলেন।।৪৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের একপঞ্চাশ (৫১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

রাবণস্য সীতাহরণম্।

সা তু তারাধিপমুখী রাবণেন নিরীক্ষ্য তম্। গৃধ্ররাজং বিনিহতং বিললাপ সুদুঃখিতা।। ১
নিমিত্তং লক্ষণং স্বপ্নং শকুনিস্বরদর্শনম্। অবশ্যং সুখদুঃখেষু নরাণাং পরিদৃশ্যতে।। ২
ন নূনং রাম জানাসি মহদ্ব্যসনমাত্মনঃ। ধাবন্তি নূনং কাকুৎস্থ মদর্থং মৃগপক্ষিণঃ।। ৩
অয়ং হি কৃপয়া রাম মাং ত্রাতুমিহ সঙ্গতঃ। শেতে বিনিহতো ভূমৌ মমাভাগ্যাদ্ বিহঙ্গমঃ।। ৪
ত্রাহি মামদ্য কাকুৎস্থ লক্ষ্মণেতি বরাঙ্গনা। সুসন্ত্রস্তা সমাক্রন্দচ্ছৃণ্বতাং তু যথান্তিকে।। ৫
তাং ক্লিষ্টমাল্যাভরণাং বিলপন্তীমনাথবৎ। অভ্যধাবত বৈদেহীং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।। ৬
তাং লতামিব বেষ্টন্তীমালিঙ্গন্তীং মহাদ্রুমান্। মুঞ্চ মুঞ্চেতি বহুশঃ প্রাপ তাং রাক্ষসাধিপঃ।। ৭
ক্রোশন্তীং রাম রামেতি রামেণ রহিতাং বনে। জীবিতান্তায় কেশেষু জগ্রাহান্তকসন্নিভঃ।। ৮
প্রধর্ষিতায়াং বৈদেহ্যাং বভূব সচরাচরম্। জগৎসর্বমমর্যাদং তমসান্ধেন সংবৃতম্।। ৯
ন বাতি মারুতস্তত্র নিষ্প্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ। দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দেবো দিব্যেন চক্ষুষা।। ১০
কৃতং কার্যমিতি শ্রীমান্ ব্যাজহার পিতামহঃ। প্রহৃষ্টা ব্যথিতাশ্চাসন্ সর্বে তে পরমর্ষয়ঃ।। ১১
দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। রাবণস্য বিনাশঞ্চ প্রাপ্তং বুদ্ধ্বা যদৃচ্ছয়া।। ১২
স তু তাং রাম রামেতি রুদতীং লক্ষ্মণেতি চ। জগামাদায় চাকাশং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।। ১৩

দ্বিপঞ্চাশ (৫২) সর্গ

রাবণের সীতাহরণ।

আকাশের তারাদের অধিপতি হলেন চন্দ্র। সেই চন্দ্রের মতো মুখবিশিষ্টা সীতা গৃধ্ররাজকে নিহত হতে দেখে অত্যন্ত দুঃখে বিলাপ করতে লাগলেন।। ১ ।। দুঃস্বপ্ন, শকুনি দেখা, তার শব্দ শোনা এইসব নিমিত্ত-লক্ষণ বা ঘটনা মানুষের আসন্ন সুখ-দুঃখকে সূচিত করে।। ২ ।। হে রাম, আমার ভীষণ বিপদের কথা তুমি নিশ্চয়ই জানতে পারছো। আমার দিকে হে কাকুৎস্থ, হরিণ, পাখী সব দৌড়ে আসছে।।৩ ।। হে রাম, এই পক্ষিরাজ জটায়ু কৃপা করে আমাকে রক্ষা করতে এসেছিলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যের জন্য নিহত হয়ে তিনি মাটিতে শুয়ে আছেন।। ৪ ।। কাছের সবাই যাতে শুনতে পায় এই ভেবে অত্যন্ত ভীতা, সুন্দর অঙ্গবিশিষ্টা সীতা কাঁদতে কাঁদতে চীৎকার করে বললেন, কাকুৎস্থ লক্ষ্মণ, আজ আমাকে বাঁচাও।। ৫ ।। রাক্ষসরাজ রাবণ তখন মাল্যভূষিতা অলঙ্কৃতা সেই বিলাপরতা সীতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।।৬ ।। সীতা তখন বড়ো বড়ো গাছগুলিকে লতার মতো জড়িয়ে ধরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন। রাক্ষসরাজ তাঁকে ধরে টানাটানি করে বলছে, ছাড়ো, ছাড়ো।। ৭ ।। রামরহিত বনে "রাম", "রাম"করে চীৎকার করে সীতা কাঁদছিলেন। রাবণ এসে যমের মতো তাঁর চুলের গোছা ধরলো।।৮ ।। সীতাদেবী এইভাবে অত্যাচারিতা হতে থাকলে স্থাবর -জঙ্গম সকল প্রাণীই মর্যাদাহীন হয়ে গেলো। সমগ্র জগৎ অন্ধকারে গেলো ঢেকে।। ৯ ।। বায়ু সেখানে প্রবাহিত হলো না। সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। সীতাকে এইভাবে অত্যাচারিতা হতে দেখে দিব্যদৃষ্টিতে....।। ১০ ।। পিতামহ শ্রীমন্ ব্রহ্মা বললেন, কাজ হয়ে গেলো। পরম ঋষিরা রাবণের এই পাপে বিনাশ আসন্ন বুঝে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আর দুঃখিত হলেন....।। ১১ ।। সীতাকে অত্যাচারিতা হতে দেখে দণ্ডকারণ্যবাসী সবাই। তাঁরা যথাযথভাবে বুঝে নিলেন, রাবণের বিনাশ এসে গেছে।। ১২ ।। সেই রাক্ষসরাজ রাবণ তখন সীতাকে নিয়ে আকাশে উঠে গেলো। সীতা "হে রাম", "হে লক্ষ্মণ"—বলে চীৎকার করে কেঁদে ডাকতে লাগলেন।। ১৩ ।। তপ্ত সোনার মতো বর্ণ তাঁর। হলুদরঙের পট্টবস্ত্র তাঁর পরনে।

তপ্তাভরণবর্ণাঙ্গী পীতকৌশেয়বাসিনী। ররাজ রাজপুত্রী তু বিদ্যুৎসৌদামনী যথা।। ১৪
উদ্ধুতেন চ বস্ত্রেণ তস্যাঃ পীতেন রাবণং। অধিকং পরিবভ্রাজ গিবির্দীপ্ত ইবাগ্নিনা।। ১৫
তস্যাঃ পরমকল্যাণ্যাস্তাম্রাণি সুরভীণি চ। পদ্মপত্রাণি বৈদেহ্যা অভ্যকীর্যন্ত রাবণম্।। ১৬
তস্যাঃ কৌশেয়মুদ্ধৃতমাকাশে কনকপ্রভম্। বভৌ চাদিত্যরাগেণ তাম্রমভ্রমিবাতপে।। ১৭
তস্যাস্তদ্বিমলং বক্ত্রমাকাশে রাবণাঙ্কগম্। ন ররাজ বিনা রামং বিনালমিব পঙ্কজম্।। ১৮
বভূব জলদং নীলং ভিত্ত্বা চন্দ্র ইবোদিতঃ। সুললাটং সুকেশান্তং পদ্মগর্ভাভমব্রণম্।। ১৯
শুক্লৈঃ সুবিমলৈর্দন্তৈঃ প্রভাবদ্ভিরলঙ্কৃতম্। তস্যাঃ সুনয়নং বক্ত্রমাকাশে রাবণাঙ্কগম্।। ২০
রুদিতং ব্যপমৃষ্টাস্রং চন্দ্রবৎপ্রিয়দর্শনম্। সুনাসং চারুতাম্রোষ্ঠমাকাশে হাটকপ্রভম্।। ২১
রাক্ষসেন্দ্রসমাধূতং তস্যাস্তদ্বদনং শুভম্। শুশুভে ন বিনা রামং দিবা চন্দ্র ইবোদিতঃ।। ২২
সা হেমবর্ণা নীলাঙ্গং মৈথিলী রাক্ষসাধিপম্। শুশুভে কাঞ্চনী কাঞ্চী নীলং গজমিবাশ্রিতা।। ২৩
সা পদ্মপীতা হেমাভা রাবণং জনকাত্মজা। বিদ্যুদ্‌ঘনমিবাবিশ্য শুশুভে তপ্তভূষণা।। ২৪
তস্যা ভূষণঘোষেণ বৈদেহ্যা রাক্ষসেশ্বরঃ। বভূব বিমলো নীলঃ সঘোষ ইব তোয়দঃ।। ২৫
উত্তমাঙ্গচ্যুতা তস্যাঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ। সীতায়া হ্রিয়মাণায়াঃ পপাত ধরণীতলে।। ২৬
সা তু রাবণবেগেন পুষ্পবৃষ্টিঃ সমন্ততঃ। সমাধূতা দশগ্রীবং পুনরেবাভ্যবর্তত।। ২৭
অভ্যবর্তত পুষ্পাণাং ধারা বৈশ্রবণানুজম্। নক্ষত্রমালা বিমলা মেরুং নগমিবোন্নতম্।। ২৮

আকাশপথে স্বর্ণবর্ণ-বিদ্যুতের মতো দেখাচ্ছিলো রাজদুহিতা সীতাকে।। ১৪ ।। সীতার পীতবস্ত্র উড়ছে। রাবণকে তখন দাবানলে দীপ্ত পর্বতের মতো দেখাচ্ছিলো।। ১৫ ।। সীতার গলায় পরা ছিলো পদ্মের মালা। ঐ সময় বৈদেহী সীতার অঙ্গ থেকে খসে-পড়া রক্তবর্ণ সুগন্ধি পাপড়িগুলি রাবণের দেহকে ছেয়ে ফেলছে।।১৬ ।। গ্রীষ্মকালে তাম্রবর্ণ মেঘ যেমন সূর্যকিরণে উজ্জ্বল হয়ে শোভা পায় তেমনি তাঁর সোনার বরণ পট্টবস্ত্র আকাশে উড়ন্ত অবস্থায় শোভা পাচ্ছিলো।। ১৭ ।। নাল-দণ্ড ছাড়া পদ্ম যেমন শোভা পায় না, তেমনি আকাশে রাবণের কোলের আড়ালে থাকায় সীতার নির্মল মুখটি শোভা পাচ্ছিলো না।। ১৮ ।। সীতার ললাট সুন্দর। সুন্দর তাঁর চুলের ডগা। পদ্মগর্ভের মতো তাঁর চোখ। অক্ষত তাঁর মুখ। শুভ্র উজ্জ্বল দন্তপংক্তি। রাবণের অঙ্কে স্থিত তাঁর মুখটি নীল. মেঘের মধ্য হতে উদিত চাঁদের মতোই দেখাচ্ছিলো।। ১৯-২০ ।। কাঁদছিলেন বলে সীতার চন্দ্রের মতো মুখটি চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিলো। সুন্দর তাঁর নাক। সুন্দর লাল তাঁর ওষ্ঠ। সোনার মতো গায়ের বর্ণ।। ২১ ।। রাক্ষসরাজ তাঁর মুখকে আকর্ষণ করছিলো। রাম কাছে না থাকায় তাঁর অতো সুন্দর মুখটি দিনেরবেলায় ওঠা চাঁদের মতোই শোভা পাচ্ছিলো না। ম্লান দেখাচ্ছিলো।। ২২ ।। নীলবর্ণ হস্তীকে বেষ্টন করে সোনার কাঞ্চী যেমন শোভা পায় ঐসময়ে নীলদেহ রাক্ষসরাজের দেহকে আশ্রয় করে সোনার রমণী সীতা তেমনিই শোভা পাচ্ছিলেন।। ২৩ ।। পদ্মের কেশরের মতো পীতবর্ণা স্বর্ণদীপ্তি উজ্জ্বল স্বর্ণালঙ্কারে-ভূষিতা সীতা রাবণের অঙ্কে মেঘের কোলে বিদ্যুতের মতোই শোভা পাচ্ছিলেন। ২৪ ।। ধস্তাধস্তিতে সীতার অলঙ্কারের শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। রাবণের দেহের আড়াল থেকে সেই শব্দটি আসছিলো। যেন নির্মল নীল মেঘের ধ্বনি।। ২৫ ।। সীতা যখন এইভাবে অপহৃতা হচ্ছিলেন তখন তাঁর মস্তক হতে পুষ্পরাশি বৃষ্টির মতো সবদিকে ঝরে পড়ছিলো।। ২৬ ।। রাবণ অত্যন্ত বেগে যাচ্ছিলো। ফলে চারপাশ থেকে সেই ফুলগুলি উড়ে এসে রাবণের দেহের ওপরই আবার পড়ছিলো।। ২৭ ।। নির্মল নক্ষত্রমালা যেমন উন্নত মেরুপর্বতকে শোভিত করে তেমনি এই পুষ্পরাশি কুবেরের অনুজ রাবণকে করছিলো সুশোভিত।। ২৮ ।। বৈদেহীর রত্নভূষিত নূপুর চরণ থেকে বিদ্যুতের

চরণান্নূপুরং ভ্রষ্টং বৈদেহ্যা রত্নভূষিতম্। বিদ্যুন্মণ্ডলসংকাশং পপাত ধরণীতলে।। ২৯
তরুপ্রবালরক্তা সা নীলাঙ্গং রাক্ষসেশ্বরম্। প্রাশোভয়ত বৈদেহী গজং কক্ষ্যেব কাঞ্চনী।। ৩০
তাং মহোল্কামিবাকাশে দীপ্যমানাং স্বতেজসা। জহারাকাশমাবিশ্য সীতাং বৈশ্রবণানুজঃ।। ৩১
তস্যাস্তান্যগ্নিবর্ণানি ভূষণানি মহীতলে। সঘোষাণ্যবশীর্যন্ত ক্ষীণাস্তারা ইবাম্বরাৎ।। ৩২
তস্যাঃ স্তনান্তারাদ্‌ভ্রষ্টো হারস্তারাধিপদ্যুতিঃ। বৈদেহ্যা নিপতন্ ভাতি গঙ্গেব গগনচ্যুতা।। ৩৩
উৎপাতবাতাভিরতা নানাদ্বিজগণাযুতাঃ। মা ভৈরিতি বিধূতাগ্রা ব্যাজহ্রু রিব পাদপাঃ।। ৩৪
নলিন্যো ধ্বস্তকমলাস্ত্রস্তমীনজলেচরাঃ। সখীমিব গতোৎসাহাং শোচন্তীব স্ম মৈথিলীম্।। ৩৫
সমন্তাদভিসম্পত্য সিংহব্যাঘ্রমৃগদ্বিজাঃ। অন্বধাবংস্তদা রোষাৎ সীতাচ্ছায়ানুগামিনঃ।। ৩৬
জলপ্রপাতাস্রমুখাঃ শৃঙ্গৈরুচ্ছ্রিতবাহুভিঃ। সীতায়াং হ্রিয়মাণায়াং বিক্রোশন্তীব পর্বতাঃ।। ৩৭
হ্রিয়মাণাং তু বৈদেহীং দৃষ্ট্বা দীনো দিবাকরঃ। প্রবিধ্বস্তপ্রভঃ শ্রীমানাসীৎপাণ্ডুরমণ্ডলঃ।। ৩৮
নাস্তি ধর্ম কুতঃ সত্যং নার্জবং নানৃশংসতা। যত্র রামস্য বৈদেহীং সীতাং হরতি রাবণঃ।। ৩৯
ইতি ভূতানি সর্বাণি গণশঃ পর্যদেবয়ন্। বিত্রস্তকা দীনমুখা রুরুদুর্মৃগপোতকাঃ।। ৪০
উদ্বীক্ষ্যোদ্বীক্ষ্য নয়নৈর্ভয়াদিব বিলক্ষণৈঃ। সুপ্রবেপিতগাত্রাশ্চ বভূবুর্বনদেবতাঃ।। ৪১
বিক্রোশন্তীং দৃঢং সীতাং দৃষ্ট্বা দুঃখং তথাগতাম্। তাং তু লক্ষ্মণ রামেতি ক্রোশন্তীং মধুরস্বরাম্।। ৪২
অবেক্ষমাণাং বহুশো বৈদেহীং ধরণীতলম্। স তামাকূলকেশান্তাং বিপ্রমৃষ্টবিশেষকাম্।
জহারাত্মবিনাশয় দশগ্রীবো মনস্বিণীম্ ।। ৪৩

মতো মাটিতে খসে পড়ছিলো।। ২৯ ।। সোনার তৈরী আচ্ছাদন যেমন হাতীকে শোভিত করে তেমনি তরুপল্লবের মতো উজ্জ্বল রক্তবর্ণ সীতা নীলদেহী রাক্ষসরাজকে শোভিত করছিলেন।। ৩০ ।। কুবেরের ভ্রাতা রাবণ আকাশে উল্কার মতো নিজের তেজেই প্রদীপ্তা সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেলো।। ৩১ ।। ক্ষীণ তারার মতো তাঁর অগ্নিবর্ণ অলঙ্কারগুলি শব্দ করে আকাশ থেকে ভূতলে পড়ছিলো।। ৩২ ।। সেই বিদেহীর স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ হতে চন্দ্রের মতো দীপ্তিবিশিষ্ট হারটি যখন খসে পড়ছিলো মনে হচ্ছিলো যেন আকাশ হতে গঙ্গা নেমে আসছে *(হারঃ + তারাধিপ-দ্যুতিঃ। তারাধিপ—তারাদের অধিপতি চন্দ্র)*।। ৩৩ ।। রাবণের গতিবেগে পক্ষি-সমাকুল তরুরাজির অগ্রভাগ কম্পিত হচ্ছিলো। তারা যেন সীতাকে হাত নেড়ে বলছে, ভয় নেই।। ৩৪ ।। পদ্মসরোবরের পদ্মগুলি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। জলচর জীব এবং মাছগুলি ভয় পেয়ে গেছে। তারা যেন আনন্দ ত্যাগ করে উৎসাহহীনা সখী সীতাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।। ৩৫ ।। সিংহ, ব্যাঘ্র, হরিণ এবং পাখীরা সকল দিক থেকে ছুটে এসে সীতার ছায়ার অনুগমন করছিলো *(সীতার শোকে নিসর্গজগৎ এবং প্রাণিকুলের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়)*।। ৩৬ ।। রাবণ সীতাকে যখন অপহরণ করছিলো, তখন পর্বতগুলিও যেন হাহাকার করে কাঁদছিলো। তাদের চূড়াগুলি যেন উত্তোলিত বাহু। নির্ঝরের জল যেন তাদের উদ্‌গত অশ্রু। তাতেই যেন সেই পাহাড়ের মুখ ভেসে যাচ্ছে।। ৩৭ ।। সীতাকে অপহৃতা হতে দেখে শ্রীমান সূর্যও যেন শ্রীহীন হয়ে গেলো। প্রভা বিধ্বস্ত হয়ে গেলো। মণ্ডল হয়ে গেলো পাণ্ডুর।। ৩৮ ।। রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে তখন— ধর্ম নেই, কোথায় সত্য, কোথায় সরলতা, কোথায় করুণা ?...।। ৩৯ ।। সবাই দলে দলে এই বলে বিলাপ করতে লাগলো। ভয়ে করুণমুখে মৃগশিশুগুলি পর্যন্ত কাঁদছিলো *(পোতক—শিশু)*।। ৪০ ।। ওপরের দিকে তাকিয়ে ভয়ে বনদেবতারা ভীষণ কাঁপতে লাগলেন।। ৪১ ।। তাঁরা দেখলেন, ঐরকম শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়ে সীতা ভীষণ চীৎকার করে কাঁদছেন। মধুরস্বরে তিনি কোথায় রাম, কোথায় লক্ষ্মণ এইভাবে ডাকছেন।। ৪২ ।। সীতা বারবার ভূতলের দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর চুল সব এলোমেলো। কপালের টিপ গেছে মুছে। নিজের ধ্বংসের জন্যই যেন দশগ্রীব রাবণ এই মনস্বিনীকে হরণ করছে।। ৪৩ ।।

ততস্তু সা চারুদতী শুচিস্মিতা বিনাকৃতা বন্ধুজনেন মৈথিলী।
অপশ্যতী রাঘবলক্ষ্মণাবুভৌ বিবর্ণবক্ত্রা ভয়ভার-পীড়িতা।। ৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

সীতার দাঁতগুলো খুবই সুন্দর। পবিত্রচিত্তাও স্মিতহাস্যযুক্তা তিনি। আত্মজনদের কাছ থেকে তিনি আজ বিচ্ছিন্না। রাম-লক্ষ্মণ উভয়কেই না দেখে ভয়ে তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো।। ৪৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের দ্বি-পঞ্চাশ (৫২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

রাবণং প্রতি সীতায়া ধিক্কারঃ।

খমুৎপতন্তং তং দৃষ্ট্বা মৈথিলী জনকাত্মজা। দুঃখিতা পরমোদ্বিগ্না ভয়ে মহতি বর্তিনী।। ১
রোষরোদনতাম্রাক্ষী ভীমাক্ষং রাক্ষসাধিপম্। রুদতী করুণং সীতা হ্রিয়মাণা তমব্রবীৎ।। ২
ন ব্যপত্রপসে নীচ কর্মণানেন রাবণ। জ্ঞাত্বা বিরহিতাং যো মাং চোরয়িত্বা পলায়সে।। ৩
ত্বয়ৈব নূনং দুষ্টাত্মন্ ভীরুণা হর্তুমিচ্ছতা। মমাপবাহিতো ভর্তা মৃগরূপেণ মায়য়া।। ৪
যো হি মামুদ্যতস্ত্রাতুং সোঽপ্যয়ং বিনিপাতিতঃ। গৃধ্ররাজঃ পুরাণোঽসৌ শ্বশুরস্য সখা মম।। ৫
পরমং খলু তে বীর্যং দৃশ্যতে রাক্ষসাধম। বিশ্রাব্য নামধেয়ং হি যুদ্ধে নাস্মি জিতা ত্বয়া।। ৬
ঈদৃশং গর্হিতং কর্ম কথং কৃত্বা ন লজ্জসে। স্ত্রিয়াশ্চাহরণং নীচ রহিতে চ পরস্য চ।। ৭
কথয়িষ্যন্তি লোকেষু পুরুষাঃ কর্ম কুৎসিতম্। সুনৃশংসমধর্মিষ্ঠং তব শৌটীর্যমানিনঃ।। ৮
ধিক্ তে শৌর্যঞ্চ সত্ত্বঞ্চ যত্ত্বয়া কথিতং তদা। কুলাক্রোশকরং লোকে ধিক্ তে চারিত্রমীদৃশম্।। ৯
কিং শক্যং কর্তুমেবং হি যজ্জবেনৈব ধাবসি। মুহূর্তমপি তিষ্ঠ ত্বং ন জীবন্ প্রতিযাস্যসি।। ১০

ত্রিপঞ্চাশ (৫৩) সর্গ

রাবণের প্রতি সীতার ধিক্কার।

মিথিলারাজ জনকের কন্যা সীতা দেখলেন তাঁকে আকাশপথে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাতে দুঃখিত হয়ে অত্যন্ত উদ্‌বেগের সঙ্গে তিনি ভীষণ ভয়ে কাঁদতে লাগলেন। ।। ১ ।। ক্রোধে কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখ লাল হয়ে গেছে। এইভাবে অপহৃতা হবার সময় করুণভাবে কাঁদতে কাঁদতে তিনি ভীষণনেত্র রাক্ষসরাজকে বললেন—।। ২ ।। ওরে নীচ রাবণ, আমাকে রাম-লক্ষ্মণ-বিরহিতা দেখে চুরি করে নিয়ে তুমি যে পালিয়ে যাচ্ছো, এতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না?।। ৩ ।। ওরে দুরাত্মন্, তুমি ভীরু। আমাকে হরণ করার ইচ্ছায় ছল করে মৃগের রূপ ধরে আমার স্বামীকে দূরে নিয়ে গেছো।। ৪ ।। আমার শ্বশুরমশায়ের পুরানো বন্ধু যে গৃধ্ররাজ অস্ত্র নিয়ে আমাকে রক্ষা করতে এসেছিলেন, তাঁকেও তুমি নিপাতিত করেছো।।৫।। হে রাক্ষসাধম, তোমার বীরত্ব বেশ দেখা গেলো! নিজের নামে যুদ্ধ করে তুমি আমায় জয় করে নিতে পারলে না! *(ছদ্মবেশে এসেছিলো রাবণ। নিজের পরিচয় দিয়ে এলেই বীরত্ব বোঝা যেতো)*।। ৬ ।। ওরে নীচ, স্বামিরহিতা পরস্ত্রীকে তুমি হরণ করেছো। এইরকম নিন্দিত কাজ করেও তোমার লজ্জা হচ্ছে না?।। ৭ ।। সর্বলোকেই কুৎসিত বলে নিন্দা করবেন *(শৌবীর্য—বীর্য)*।। ৮ ।। তুমি যে শৌর্যবীর্যের কথা তখন বলেছো, তাকে ধিক্। কুলের কলঙ্কস্বরূপ তুমি। হীনচরিত্র। তোমায় ধিক্।। ৯ ।। দ্রুতগতিতে তুমি পালাচ্ছো। এই অবস্থায় আমি কি করতে পারি? মুহূর্তের জন্যও যদি তুমি থাকো, তাহলে আর জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।। ১০ ।। সেই রাজপুত্র দু'জনের দৃষ্টিপথে তুমি যদি পড়ো, তাহলে সসৈন্যেও তুমি বাঁচাতে

ন হি চক্ষুঃপথং প্রাপ্য তয়োঃ পার্থিবপুত্রয়োঃ। সসৈন্যোঽপি সমর্থস্ত্বং মুহূর্তমপি জীবিতুম্।। ১১
ন ত্বং তয়োঃ শরস্পর্শং সোঢুং শক্তঃ কথঞ্চন। বনে প্রজ্বলিতস্যেব স্পর্শমগ্নের্বিহঙ্গমঃ।। ১২
সাধু কৃত্বাত্মনঃ পথ্যং সাধু মাং মুঞ্চ রাবণ। মৎপ্রধর্ষণসংক্রুদ্ধো ভ্রাত্রা সহ পতির্মম।। ১৩
বিধাস্যতি বিনাশায় ত্বং মাং যদি ন মুঞ্চসি। যেন ত্বং ব্যবসায়েন বলান্মাং হর্তুমিচ্ছসি।। ১৪
ব্যবসায়স্তু তে নীচ ভবিষ্যতি নিরর্থকঃ। নহ্যহং তমপশ্যন্তী ভর্তারং বিবুধোপমম্।। ১৫
উৎসহে শত্রুবশগা প্রাণান্ ধারয়িতুং চিরম্। ন নূনং চাত্মনঃ শ্রেয়ঃ পথ্যং বা সমবেক্ষসে।। ১৬
মৃত্যুকালে যথা মর্ত্যো বিপরীতানি সেবতে। মুমূর্ষূণাং তু সর্বেষাং যৎ পথ্যং তন্ন রোচতে।। ১৭
পশ্যামীহ হি কণ্ঠে ত্বাং কালপাশাবপাশিতম্। যথা চাস্মিন্ ভয়স্থানে ন বিভেষি নিশাচর।। ১৮
ব্যক্তং হিরণ্ময়াংস্ত্বং হি সম্পশ্যসি মহীরুহান্। নদীং বৈতরণীং ঘোরাং রুধিরৌঘবিবাহিনীম্।। ১৯
খড়গপত্রবনঞ্চৈব ভীমং পশ্যসি রাবণ। তপ্তকাঞ্চনপুষ্পাঞ্চ বৈদূর্যপ্রবরচ্ছদাম্।। ২০
দ্রক্ষ্যসে শাল্মলীং তীক্ষ্ণামায়সৈঃ কণ্টকৈশ্চিতাম্। ন হি ত্বমীদৃশং কৃত্বা তস্যালীকং মহাত্মনঃ।। ২১
ধারিতুং শক্ষ্যসি চিরং বিষং পীত্বেব নির্ঘৃণ। বদ্ধস্ত্বং কালপাশেন দুর্নিবারেণ রাবণ।। ২২
ক্ব গতো লপ্স্যসে শর্ম মম ভর্তুর্মহাত্মনঃ। নিমেষান্তরমাত্রেণ বিনা ভ্রাতরমাহবে।। ২৩
রাক্ষসা নিহতা যেন সহস্রাণি চতুর্দশ। কথং স রাঘবো বীরঃ সর্বাস্ত্রকুশলো বলী।
ন ত্বাং হন্যাচ্ছরৈস্তীক্ষ্ণৈরিষ্টভার্যাপহারিণম্।। ২৪
এতচ্চান্যচ্চ পরুষং বৈদেহীং রাবণাঙ্কগা। ভয়শোকসমাবিষ্টা করুণং বিললাপ হ।। ২৫
তদা ভৃশার্তাং বহু চৈব ভাষিণীং বিলাপপূর্বং করুণঞ্চ ভামিনীম্।
জহার পাপস্তরুণীং বিচেষ্টতীং নৃপাত্মজামাগতগাত্রবেপথুঃ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

পারবে না।। ১১ ।। বনে প্রজ্জ্বলিত আগুনের স্পর্শ যেমন পাখী স্পর্শ করতে পারে না, তেমনি তাঁদের বাণের স্পর্শ তুমি কোনোভাবেই সইতে পারবে না।। ১২ ।। যদি তুমি নিজের মঙ্গল চাও, সৎকাজ করো। রাবণ, আমায় ছেড়ে দাও। আমার ওপর অত্যাচারের কারণে ভ্রাতাসহ আমার পতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবেন।। ১৩ ।। যদি তুমি আমায় ছেড়ে না দাও, তাহলে তোমার ধ্বংসবিধান করবেন। যেভাবে জোর করে তুমি আমাকে হরণ করতে চাইছো...।। ১৪ ।। ওরে নীচ, তোমার সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। দেবতার মতো আমার সেই স্বামীকে না দেখে...।। ১৫ ।। শত্রুর বশীভূত হয়ে বেশীদিন আমি প্রাণধারণ করতে চাই না। তুমি নিশ্চয়ই নিজের শ্রেয় বা কল্যাণ দেখতে পাচ্ছো না।। ১৬ ।। মরণকালে মানুষ যেমন বিপরীত আচরণ করে, তুমিও তেমনিই করছো। মরতে যারা ইচ্ছুক, তাদের সবারই হিতকর পথ্যে রুচি হয় না।। ১৭ ।। এখানে আজ তোমার গলাটি দেখছি যমের পাশে আবদ্ধ। যে জন্যে ওরে রাক্ষস, ভয়ের স্থানেও ভয় করছো না।। ১৮ ।। নিশ্চয়ই স্পষ্ট তুমি দেখতে পাচ্ছো স্বর্ণময় তরুরাজি। ভীষণ রক্ত বইছে যে নদীতে সেই বৈতরণী নদীও।। ১৯ ।। রাবণ, দেখতে পাচ্ছো সেই বন যার গাছের পাতাগুলি সব হলো খড়্গ। ফুলগুলি তার তপ্ত সোনার মতো। পাতাগুলি সব বৈদূর্যমণির।।২০ ।। দেখবে সেই শাল্মলীতরুকে, যাতে রয়েছে ধারালো সব লোহার কাঁটা, তুমি সেই মহাপ্রাণ সজ্জনের এইরকম ক্ষতি করে...।।২১ ।। হে নিষ্ঠুর, বিষপান করে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারবে না। রাবণ, দুর্নিবার যমের পাশে তুমি আবদ্ধ হয়েছো।। ২২ ।। আমার মহাপ্রাণ স্বামীর ক্ষতি করে কোথায় গিয়ে তুমি সুখ পাবে? যুদ্ধে ভাইকে ছাড়াই তিনি একা চৌদ্দ হাজার রাক্ষসকে হত্যা করেছেন। সেই সর্বঅস্ত্রে-নিপুণ বীর বলবান রাম তাঁর প্রিয় ভার্যার হরণকারীর তোমাকে তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা হত্যা করবেন না?।। ২৩-২৪ ।। এইভাবে রাবণের অঙ্কগতা সীতা ভয়ে এবং শোকে আবিষ্টা হয়ে কর্কশবাক্যে বিলাপ করলেন।। ২৫ ।। ভীষণভাবে আর্তা হয়ে সুন্দরী সীতা বহুভাবে করুণ বিলাপ করলেন। তিনি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তবুও রাবণ সেই তরুণী রাজকন্যাকে হরণ করে নিলো। কিন্তু তার দেহ তখন ভয়ে কাঁপছিলোও বটে।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ত্রিপঞ্চাশ (৫৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুষ্পঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

পঞ্চবানরমধ্যেযু সীতায়া বস্ত্রালঙ্কারক্ষেপনম্, লঙ্কায়ামুপস্থিতেন রাবণেন অন্তঃপুরমধ্যে সীতায়াঃ স্থাপনম্, জনস্থানস্থিতরামসমীপে গুপ্তচরবৃত্তয়ে অষ্টরাক্ষসপ্রেষণঞ্চ।

হ্রিয়মাণা তু বৈদেহী কঞ্চিন্নাথমপশ্যতী। দদর্শ গিরিশৃঙ্গস্থান্ পঞ্চ বানরপুঙ্গবান্।। ১
তেযাং মধ্যে বিশালাক্ষী কৌশেয়ং কনকপ্রভম্। উত্তরীয়ং বরারোহা শুভান্যাভরণানি চ।। ২
মুমোচ যদি রামায় শংসেয়ুরিতি ভামিনী। বস্ত্রমুৎসৃজ্য তন্মাধ্যে নিক্ষিপ্তং সহভূষণম্।। ৩
সম্ভ্রমাত্তু দশগ্রীবস্তৎকর্ম চ ন বুদ্ধবান্। পিঙ্গাক্ষাস্তাং বিশালাক্ষীং নেত্রৈরনিমিযৈরিব।। ৪
বিক্রোশন্তীং তদা সীতাং দদৃশুর্বানরোত্তমাঃ। স চ পম্পামতিক্রম্য লঙ্কামভিমুখঃ পুরীম্।। ৫
জগাম মৈথিলীং গৃহ্য রুদতীং রাক্ষসেশ্বরঃ। তাং জহার সুসংহৃষ্টো রাবণো মৃত্যুমাত্মনঃ।। ৬
উৎসঙ্গেনৈব ভুজগীং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাং মহাবিষাম্। বনানি সরিতঃ শৈলান্ সরাংসি চ বিহায়সা।। ৭
স ক্ষিপ্রং সমতীয়ায় শরশ্চাপাদিব চ্যুতঃ। তিমি-নক্রনিকেতন্তু বরুণালয়মক্ষয়ম্।। ৮
সরিতাং শরণং গত্বা সমতীয়ায় সাগরম্। সম্ভ্রমাৎ পরিবৃত্তোর্মী রুদ্ধমীনমহোরগঃ।। ৯
বৈদেহ্যাং হ্রিয়মাণায়াং বভূব বরুণালয়ঃ। অন্তরিক্ষগতা বাচঃ সসৃজুশ্চারণাস্তদা।। ১০
এতদন্তো দশগ্রীব ইতি সিদ্ধাস্তথাব্রুবন্। স তু সীতাং বিচেষ্টন্তীমঙ্কেনাদায় রাবণঃ।। ১১
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং রূপিণীং মৃত্যুমাত্মনঃ। সোঽভিগম্য পুরীং লঙ্কাং সুবিভক্তমহাপথাম্।। ১২

চতুষ্পঞ্চাশ (৫৪) সর্গ

পাঁচটি বানরের মধ্যে সীতার বস্ত্র এবং অলঙ্কার নিক্ষেপ। লঙ্কায় উপস্থিতি ও রাবণের দ্বারা সীতাকে অন্তঃপুর মধ্যে স্থাপন। জনস্থানেস্থিত রামের কাছে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য আটজন রাক্ষসকে প্রেরণ।

রাবণ যখন সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন তাঁকে রক্ষা করতে পারে এমন কাউকে সীতা দেখতে পেলেন না। শুধু দেখলেন পাহাড়ের চূড়ায় পাঁচটি বানর বসে আছে।। ১ ।। আয়তলোচনা সুন্দরী সীতা সোনার মতো উজ্জ্বল তাঁর রেশমী ওড়না এবং সুন্দর অলঙ্কারগুলি..।। ২ ।। ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। যদি তারা সীতাকে এইদিকে অপহরণ করে নিয়ে যাবার সংবাদ রামকে জানায়! এই আশায় সুন্দরী সীতা বস্ত্র ও অলঙ্কার তাদের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।।৩ ।। উদ্‌বেগের কারণে রাবণ সীতার এই কাজটি বুঝতে পারলো না। পিঙ্গলনয়ন শ্রেষ্ঠ সেই বানরেরা পলকহীন চোখে...।। ৪ ।। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনরতা সীতাকে তখন দেখলো। রাবণ এবার পম্পা অতিক্রম করে লঙ্কাপুরীর দিকে চলতে লাগলো।।৫ ।। মৈথিলীকে সঙ্গে নিয়ে রাক্ষসরাজ সেখানে উপস্থিত হলো। নিজের মৃত্যুকেই যেন সে আনন্দের সঙ্গে হরণ করে নিয়ে এলো।।৬।। ধারালো দাঁতের ভীষণ বিষাক্ত সর্পিণীকেই যেন কোলে নিয়ে রাবণ আকাশপথে বন, নদী, পাহাড়, সরোবর—সব কিছুকে অতিক্রম করে চলছিলো।। ৭ ।। ধনু থেকে চ্যুত বাণের মতোই তীব্রগতিতে সে অনন্তসাগর অতিক্রম করে গেলো। সাগরটি তিমি, কুমীর প্রভৃতি জলজন্তুর আবাসস্থল। জলধিপতি বরুণদেবের বাসগৃহ।।৮ ।। নদীসমূহের আশ্রয় সাগরকে সে পার হয়ে গেলো। এই ভয়ঙ্কর অপকর্ম দেখে ভয়ে সাগরের তরঙ্গ গেলো স্তব্ধ হয়ে। মাছ আর জলে বাস-করা বিশাল বিশাল সাপগুলি নিশ্চল হয়ে গেলো।। ৯ ।। সীতাকে অপহৃতা হতে দেখে বরুণালয় সমুদ্রের হলো ঐরকম অবস্থা। অন্তরিক্ষ থেকে চারণেরা বলতে লাগলেন...।। ১০ ।। সিদ্ধেরাও বললেন, রাবণের শেষসময় এসে গেলো। এদিকে ছাড়া পাবার জন্য ছটফট করছেন সীতা। রাবণ এই অবস্থায় সীতাকে কোলে তুলে নিয়ে...।। ১১ ।। লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলো। যেন নিজের মৃত্যুকেই সে নিয়ে এলো। লঙ্কাপুরীতে সে গেলো। ওখানকার পথগুলি বেশ প্রশস্ত। এবং সুন্দরভাবে বিভক্ত।।১২ ।। অন্তঃপুরে ছিলো একের পর এক সংলগ্ন বহু কক্ষ। শোকে-মোহে

সংরূঢ়কক্ষ্যাং বহুলাং স্বমন্তঃপুরমাবিশৎ। তত্র তামসিতাপাঙ্গীং শোকমোহসমন্বিতাম্।। ১৩
নিদধে রাবণঃ সীতাং ময়ো মায়ামিবাসুরীম্। অব্রবীচ্চ দশগ্রীবঃ পিশাচীর্ঘোরদর্শনাঃ।। ১৪
যথা নৈনাং পুমান্ স্ত্রী বা সীতাং পশ্যত্যসম্মতঃ। মুক্তা-মণি-সুবর্ণানি বস্ত্রণ্যাভরণানি চ।। ১৫
যদ্ যদিচ্ছেত্তদেবাস্যা দেয়ং মচ্ছন্দতো যথা। যা চ বক্ষ্যতি বৈদেহীং বচনং কিঞ্চিদপ্রিয়ম্।। ১৬
অজ্ঞানাদ্ যদি বা জ্ঞানান্ন তস্যা জীবিতং প্রিয়ম্। তথোক্ত্বা রাক্ষসীস্তাস্তু রাক্ষসেন্দ্রঃ প্রতাপবান্।। ১৭
নিষ্ক্রম্যান্তঃপুরাত্তস্মাৎ কিং কৃত্যমিতি চিন্তয়ন্। দদর্শাষ্টৌ মহাবীর্যান্ রাক্ষসান্ পিশিতাশনান্।। ১৮
স তান্ দৃষ্ট্বা মহাবীর্যো বরদানেন মোহিতঃ। উবাচ তানিদং বাক্যং প্রশস্য বলবীর্যতঃ।। ১৯
নানাপ্রহরণাঃ ক্ষিপ্রমিতো গচ্ছত সত্বরাঃ। জনস্থানং হতস্থানং ভূতং পূর্বং খরালয়ম্।। ২০
তত্রাস্যতাং জনস্থানে শূন্যে নিহতরাক্ষসে। পৌরুষং বলমাশ্রিত্য ত্রাসমুৎসৃজ্য দূরতঃ।। ২১
বহুসৈন্যং মহাবীর্যং জনস্থানে নিবেশিতম্। সদূষণখরং যুদ্ধে নিহতংরামসায়কৈঃ।। ২২
ততঃ ক্রোধো মমাপূর্বো ধৈর্যস্যোপরি বর্ধতে। বৈরঞ্চ সুমহজ্জাতং রামং প্রতি সুদারুণম্।। ২৩
নির্যাতয়িতুমিচ্ছামি তচ্চ বৈরং মহারিপোঃ। নহি লপ্স্যাম্যহং নিদ্রামহত্বা সংযুগে রিপুম্।। ২৪
ত্বং ত্বিদানীমহং হত্বা খর-দূষণঘাতিনম্। রামং শর্মোপলপ্স্যামি ধনং লব্ধেব নির্ধনঃ।। ২৫
জনস্থানে বসদ্ভিস্তু ভবদ্ভী রামমাশ্রিতা। প্রবৃত্তিরুপনেতব্যা কিং করোতীতি তত্ত্বতঃ।। ২৬
অপ্রমাদাচ্চ গন্তব্যং সর্বৈরেব নিশাচরৈঃ। কর্তব্যশ্চ সদা যত্নো রাঘবস্য বধং প্রতি।। ২৭
যুষ্মাকং তু বলং জ্ঞাতং বহুশো রণমূর্ধনি। অতশ্চাস্মিন্ জনস্থানে ময়া যূয়ং নিবেশিতাঃ।। ২৮

সীতার চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে। *(অসিতাপাঙ্গী—যাঁর চোখের কোণে কালি পড়ে গেছে)*।। ১৩ ।। ময়দানব যেমন অসুরী-মায়াপুরী স্থাপন করেছিলো, রাবণ সেরকমই সীতাকে লঙ্কাপুরীর অন্তঃপুরে স্থাপন করলো। দেখতে ভীষণ পিশাচীদেরকে রাবণ বললো—।। ১৪ ।। দেখো, আমার অনুমতি ছাড়া কোনো পুরুষ বা স্ত্রী যেন সীতাকে দেখতে না পায়। মুক্তা, মণি, সোনার অলঙ্কার, বস্ত্র—এইসব...।। ১৫ ।। যা যা তাঁর ইচ্ছা হবে আমার আজ্ঞানুসারে সবই তাঁকে দেবে। যদি কেউ সীতাকে কোনো অপ্রিয় কথা বলে,...।। ১৬ ।। তা সে জ্ঞানেই হোক বা অজ্ঞানেই হোক, তাকে আমি প্রাণে মেরে ফেলবো। প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ রাক্ষসীদেরকে ঐরকম বলে...।। ১৭ ।। অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে চিন্তা করতে লাগলো, এখন করণীয় কি ? ঠিক সেইসময়ে মাংসাশী আটটি মহাবীর্যবান রাক্ষসকে সে দেখলো।। ১৮ ।। ব্রহ্মার বরে মোহিত হয়ে মহাবীর্যবান রাবণ বলবীর্যের জন্য তাদের প্রশংসা করে বললো—।। ১৯ ।। পূর্বে খরের বাসস্থান ছিলো যে জনস্থান, রাক্ষসদের বিনাশে তা এখন হতস্থানে পরিণত হয়েছে। নানাবিধ অস্ত্র নিয়ে সত্বর এখান থেকে সেইস্থানে তোমরা চলে যাও।। ২০ ।। রাক্ষসেরা নিহত হওয়ায় জনস্থান আজ শূন্য। বল ও পৌরুষ অবলম্বন করে দূর থেকে অন্যদের ভয় উৎপাদন করে সেখানে তোমরা অবস্থান করো।।২১।। একসময় জনস্থানে খর এবং দূষণসহ বহু বীরসৈন্যকে আমি সন্নিবেশিত করেছিলাম। যুদ্ধে রামের বাণে তারা সব নিহত হয়েছে।। ২২ ।। তাই ধৈর্যের সীমা আমার অতিক্রান্ত। এমন ক্রোধ আমার উৎপন্ন হয়েছে যা পূর্বে কখনো হয় নি। রামের প্রতি ভীষণ শত্রুতার ভাব আমার জাগ্রত হয়েছে।। ২৩ ।। সেই মহাশত্রুর শত্রুতার প্রতিশোধ আমি নিতে চাই। যুদ্ধে সেই শত্রুকে হত্যা না করে আমি ঘুমুতে পারবো না।। ২৪ ।। খর এবং দূষণের হত্যাকারী রামকে এখন হত্যা করে আমি ঠিক তেমনিই সুখী হবো ধনলাভ করলে দরিদ্র যেমন সুখী হয়।। ২৫ ।। জনস্থানে বাস করে তোমরা ভালোমতো জেনে আমাকে জানাবে রাম কি চিন্তা করছে, কি করছে।। ২৬ ।। তোমরা সকলে সাবধানে সেখানে যাও। রামকে হত্যার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থেকো।। ২৭ ।। যুদ্ধে তোমাদের শক্তির পরিচয় আমি বহুবার পেয়েছি। সেজন্যই ঐ জনস্থানে তোমাদেরকে আমি সন্নিবেশিত করছি।। ২৮ ।। সেই আটজন রাক্ষস তখন প্রিয়বাক্য মেনে নিয়ে

ততঃ প্রিয়ং বাক্যমুপেত্য রাক্ষসা মহার্থমষ্টাবভিবাদ্য রাবণম্।
বিহায় লঙ্কাং সহিতাঃ প্রতস্থিরে যতো জনস্থানমলক্ষ্যদর্শনাঃ।। ২৯
ততস্তু সীতামুপলভ্য রাবণঃ সুসংপ্রহৃষ্টঃ পরিগৃহ্য মৈথিলীম্।
প্রসজ্য রামেণ চ বৈরমুত্তমং বভূব মোহান্মুদিতঃ স রাবণঃ।। ৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুষ্পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

রাবণকে প্রণাম করে লঙ্কা ছেড়ে অদৃশ্যভাবে জনস্থানের দিকে যাত্রা করলো।। ২৯ ।। সীতাকে পেয়ে রাবণ এবার অতীব আনন্দিত হলো। সীতাকে বলপূর্বক হরণ করে রামের সঙ্গে শত্রুতা-সৃষ্টি করার পরও মোহগ্রস্ত হয়ে রাবণ আনন্দলাভ করলো।। ৩০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের চতুষ্পঞ্চাশ (৫৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

রাবণেন সীতায়া অন্তঃপুরপরিদর্শনম্, ভার্যাত্বগ্রহণায় অনুরোধজ্ঞাপনঞ্চ।

সন্দিশ্য রাক্ষসান্ ঘোরান্ রাবণোঽষ্টৌ মহাবলান্। আত্মানং বুদ্ধিবৈক্লব্যাৎ কৃতকৃত্যমমন্যত।। ১
স চিন্তয়ানো বৈদেহীং কামবাণৈঃ প্রপীড়িতঃ। প্রবিবেশ গৃহং রম্যং সীতাং দ্রষ্টুমভিত্বরন্।। ২
স প্রবিশ্য তু তদ্বেশ্ম রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। অপশ্যদ্ রাক্ষসীমধ্যে সীতাং দুঃখপরায়ণাম্।। ৩
অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং শোকভারাবপীড়িতাম্। বায়ুবেগৈরিবাক্রান্তাং মজ্জন্তীং নাবমর্ণবে।। ৪
মৃগযূথপরিভ্রষ্টাং মৃগীং শ্বভিরিবাবৃতাম্। অধোগতমুখীং সীতাং তামভ্যেত্য নিশাচরঃ।। ৫
তাং তু শোকবশাদ্দীনামবশাং রাক্ষসাধিপঃ। স বলাদ্দর্শয়ামাস গৃহং দেবগৃহোপমম্।। ৬
হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধং স্ত্রীসহস্রনিষেবিতম্। নানাপক্ষিগণৈর্জুষ্টং নানারত্নসমন্বিতম্।। ৭
দান্তকৈস্তাপনীয়ৈশ্চ স্ফাটিকৈ রাজতৈস্তথা। বজ্রবৈদূর্যচিত্রৈশ্চ স্তম্ভৈর্দৃষ্টিমনোরমৈঃ।। ৮
দিব্যদুন্দুভিনির্ঘোষং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্। সোপানং কাঞ্চনং চিত্রমারুরোহ তয়া সহ।। ৯

পঞ্চপঞ্চাশ (৫৫) সর্গ

রাবণ কর্তৃক সীতাকে অন্তঃপুর-প্রদর্শন। পত্নীত্বগ্রহণের জন্য অনুরোধজ্ঞাপন।

মহাবলশালী ভীষণ দর্শন সেই আটটি রাক্ষসকে আদেশ দিয়ে বুদ্ধি-বৈকল্যের বশে রাবণ নিজেকে কৃতার্থ মনে করলো।। ১ ।। সীতাকে চিন্তা করতে করতে কামবাণে অত্যন্ত পীড়িত হলো সে। সীতাকে দেখবার জন্য রমণীয় গৃহে ত্বরায় প্রবেশ করলো।। ২ ।। গৃহে প্রবেশ করে রাক্ষসীদের প্রহরাবেষ্টিত দুঃখমগ্না সীতাকে দেখতে পেলো।।৩ ।। শোকভারে অত্যন্ত পীড়িতা তিনি। দৈন্যদশাগ্রস্তা। চোখের জলে তাঁর মুখ ভেসে যাচ্ছে। সমুদ্রের ঝড়ে-পড়া ডুবন্ত নৌকার মতোই দেখাচ্ছে সীতাকে।। ৪ ।। হরিণের দল থেকে ভ্রষ্টা, কুকুরগুলির দ্বারা পরিবৃতা হরিণীর মতো মুখ নীচু করে সীতা বসে আছেন। রাক্ষস রাবণ তাঁর কাছে গেলো।। ৫ ।। শোকার্তা সীতাকে সে দেবগৃহের মতো সুসজ্জিত নিজের অন্তঃপুর জোর করে দেখালো।। ৬ ।। রাবণের অন্তঃপুর মনোহর প্রাসাদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। হাজার হাজার মহিলা সেখানে রয়েছে। নানা পাখী সেখানে পালিত হচ্ছে। নানান রত্নে শোভিত ঐ রাজগৃহ।।৭ ।। হস্তিদন্ত, স্বর্ণ, স্ফটিক এবং রৌপ্যের দ্বারা নির্মিত মনোরম স্তম্ভগুলি বজ্রমণি এবং বৈদুর্যমণির চিত্রের দ্বারা শোভিত।।৮ ।। দিব্য দুন্দুভির শব্দ সেখানে শোনা যাচ্ছে। সিঁড়িগুলি উজ্জ্বল স্বর্ণে শোভিত। সীতাকে সঙ্গে নিয়ে রাবণ সেই সুন্দর সিঁড়ি দিয়ে উঠলো।। ৯ ।। অট্টালিকাশ্রেণীতে জানালাগুলি ছিলো ভারি সুন্দর। হাতীর দাঁত আর

দান্তকা রাজতাশ্চৈব গবাক্ষাঃ প্রিয়দর্শনাঃ। হেমজালাবৃতাশ্চাসংস্তত্র প্রাসাদপঙ্ক্তয়ঃ।। ১০
সুধামণিবিচিত্রাণি ভূমিভাগানি সর্বশঃ। দশগ্রীবঃ স্বভবনে প্রাদর্শয়ত মৈথিলীম্।। ১১
দীর্ঘিকাঃ পুষ্করিণ্যশ্চ নানাপুষ্পসমাবৃতাঃ। রাবণো দর্শয়ামাস সীতাং শোকপরায়ণাম্।। ১২
দর্শয়িত্বা তু বৈদেহীং কৃৎস্নং তদ্ভবনোত্তমম্। উবাচ বাক্যং পাপাত্মা সীতাং লোভিতুমিচ্ছয়া।। ১৩
দশ রাক্ষসকোট্যশ্চ দ্বাবিংশতিরথাপরাঃ। বর্জয়িত্বা জরাবৃদ্ধান্ বালাংশ্চ রজনীচরান্।। ১৪
তেষাং প্রভুরহং সীতে সর্বেষাং ভীমকর্মণাম্। সহস্রমেকমেকস্য মম কার্যপুরঃসরম্।। ১৫
যদিদং রাজ্যতন্ত্রং মে ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। জীবিতঞ্চ বিশালাক্ষি ত্বং মে প্রাণৈর্গরীয়সী।। ১৬
বহ্বীনামুত্তমস্ত্রীণাং মম যোঽসৌ পরিগ্রহঃ। তাসাং ত্বমীশ্বরী সীতে মম ভার্যা ভব প্রিয়ে।। ১৭
সাধু কিং তেঽন্যথাবুদ্ধ্যা রোচয়স্ব বচো মম। ভজস্ব মাভিতপ্তস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি।। ১৮
পরিক্ষিপ্তা সমুদ্রেণ লঙ্কেয়ং শতযোজনা। নেয়ং ধর্ষয়িতুং শক্যা সেন্দ্রৈরপি সুরাসুরৈঃ।। ১৯
ন দেবেষু ন যক্ষেষু ন গন্ধর্বেষু ন ষষু। অহং পশ্যামি লোকেষু যো মে বীর্যসমো ভবেৎ।। ২০
রাজ্যভ্রষ্টেন দীনেন তাপসেন পদাতিনা। কিং করিষ্যসি রামেণ মানুষেনাল্পতেজসা।। ২১
ভজস্ব সীতে মামেব ভর্তাহং সদৃশস্তব। যৌবনং ত্বধ্রুবং ভীরু রমস্বেহ ময়া সহ।। ২২
দর্শনে মা কৃথা বুদ্ধিং রাঘবস্য বরাননে। কাস্য শক্তিরিহাগন্তুমপি সীতে মনোরথৈঃ।। ২৩
ন শক্যো বায়ুরাকাশে পাশৈর্বদ্ধুং মহাজবঃ। দীপ্যমানস্য বাপ্যগ্নের্গ্রহীতুং বিমলাঃ শিখাঃ।। ২৪
ত্রয়াণামপি লোকানাং ন তং পশ্যামি শোভনে। বিক্রমেণ নয়েদ্ যস্ত্বাং মদ্বাহুপরিপালিতাম্।। ২৫
লঙ্কায়াঃ সুমহদ্রাজ্যমিদং ত্বমনুপালয়। তৎপ্রেষ্যা মদ্বিধাশ্চৈব দেবাশ্চাপি চরাচরম্।। ২৬

রূপোর তৈরী সেগুলি। সোনার জাল দিয়ে ঘেরা ছিলো প্রাসাদগুলি।। ১০ ।। রাবণ নিজের গৃহের সবদিকে চূণকাম করা মণিখচিত ভূভাগগুলি সীতাকে দেখালো।। ১১ ।। শোকার্তা সীতাকে সে দেখালো নানা স্থলে সাজানো দীঘি। পুকুরগুলিও।। ১২ ।। উত্তম প্রাসাদটি পূরো দেখিয়ে সীতাকে প্রলুব্ধ করার জন্যই পাপাত্মা রাবণ বললো---।। ১৩ ।। জরায় বৃদ্ধ আর বালক রাক্ষস বাদে বত্রিশ কোটি রাক্ষস এখানে আছে।। ১৪ ।। তারা সবাই ভীষণকর্মকারী। সীতে, তাদের তুমি প্রভু। আর আমার ব্যক্তিগত ভৃত্য আছে এক হাজার।। ১৫ ।। হে বিশালনয়নে, তুমি আমার চেয়েও অধিক। এই রাজ্যতন্ত্র, আমার এই প্রাণ এখন তোমারি অধীন।। ১৬ ।। আমার বহু উত্তম স্ত্রী রয়েছে। প্রিয়ে সীতে, তুমি তাদের কর্ত্রী হও।। ১৭ ।। অন্য চিন্তা করে তোমার ভালো কি হবে? আমার কথাই পছন্দ করো। কামার্ত আমি। আমাকে তুমি ভজনা করো। আমার প্রতি প্রসন্ন হও।। ১৮ ।। এই লঙ্কাপুরী শতযোজন বিস্তৃত। সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিতা। ইন্দ্রের সঙ্গে দেবতারা এবং দেবতারা সকলে মিলেও একে উৎপীড়িত করতে পারে না।। ১৯ ।। দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব, ঋষি, ত্রিলোকের মধ্যে এমন কাউকেও আমি দেখছি না যে বীরত্বে আমার সমান হবে।। ২০।। রাজ্য হতে ভ্রষ্ট, দীন, তপস্বী, পদাতি, ক্ষীণতেজা মানুষ রামকে নিয়ে তুমি কি করবে? ।। ২১ ।। সীতে, তুমি আমাকেই ভজনা করো। আমিই তোমার যোগ্য স্বামী হতে পারি। ওহে ভীরু, যৌবন তো চিরন্তন নয়! আমার সঙ্গে এইখানে তাই তুমি বিহার করো।। ২২ ।। সীতে, ওহে সুন্দরমুখি, রামকে দেখার জন্য ব্যর্থবুদ্ধি হয়ো না। মনে মনেও তার এখানে আসার শক্তি কোথায়?।। ২৩ ।। আকাশে মহাবেগবান বায়ুকে কেউ পাশের দ্বারা বেঁধে রাখতে পারে না। প্রদীপ্ত অগ্নির উজ্জ্বল শিখা কেউ হাতে ধরতে পারে না। রামেরও এখানে আসার সম্ভাবনা তেমনিই ক্ষীণ।। ২৪ ।। হে সুন্দরি, আমি ত্রিভুবনে এমন কাউকেও দেখছি না আমার বাহুর আশ্রয় থেকে জোর করে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে।। ২৫ ।। লঙ্কার এই বিরাট সমৃদ্ধ রাজ্য তুমি আমার সঙ্গে থেকে পালন করো। এই বিশ্বচরাচর এবং দেবতারা আমার মতোই তোমার চাকর হয়ে থাকবে।। ২৬ ।। অভিষেকের জলে বিধৌত সন্তুষ্টচিত্তে তুমি আমার সঙ্গে রমণ করো। পাপ

অভিষেকজলক্লিন্না তুষ্টা চ রময়স্ব চ। দুষ্কৃতং যৎ পুরা কর্ম বনবাসেন তদ্গতম্।। ২৭
যচ্চ তে সুকৃতং কর্ম তস্যেহ ফলমাপ্নুহি। ইহ সর্বাণি মাল্যানি দিব্যগন্ধানি মৈথিলি।। ২৮
ভূষণানি চ মুখ্যানি তানি সেব ময়া সহ। পুষ্পকং নাম সুশ্রোণি ভ্রাতুর্বৈশ্রবণস্য মে।। ২৯
বিমানং সূর্যসঙ্কাশং তরসা নির্জিতং রণে। বিশালং রমণীয়ঞ্চ তদ্বিমানং মনোজবম্।। ৩০
তত্র সীতে ময়া সার্ধং বিহরস্ব যথাসুখম্। বদনং পদ্মসঙ্কাশং বিমলং চারুদর্শনম্।। ৩১
শোকার্তং তু বরারোহে ন ভ্রাজতি বরাননে। এবং বদতি তস্মিন্ সা বস্ত্রান্তেন বরাঙ্গনা।। ৩২
পিধায়েন্দুনিভং সীতা মন্দমশ্রুণ্যবর্তয়ৎ। ধ্যায়ন্তীং তামিবাস্বস্থাং সীতাং চিন্তাহতপ্রভাম্।। ৩৩
উবাচ বচনং বীরো রাবণো রজনীচরঃ। অলং ব্রীডেন বৈদেহি ধর্মলোপকৃতেন তে।। ৩৪
আর্ষোঽয়ং দেবি নিষ্পন্দো যস্ত্বামভিভবিষ্যতি। এতৌ পাদৌ ময়া স্নিগ্ধৌ শিরোভিঃ পরিপীড়িতৌ।। ৩৫
প্রসাদং কুরু মে ক্ষিপ্রং বশ্যো দাসোঽহমস্মি তে। ইমাঃ শূন্যা ময়া বাচঃ শুষ্যমাণেন ভাষিতা।। ৩৬
ন চাপি রাবণঃ কাঞ্চিন্মূর্ধ্না স্ত্রীং প্রণমেত হ। এবমুক্ত্বা দশগ্রীবো মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।।
কৃতান্তবশমাপন্নো মমেয়মিতি মন্যতে।। ৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

যা তোমার ছিলো, তা বনবাসের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে গেছে।। ২৭ ।। আর তোমার পুণ্য যা ছিলো, তার ফল এখানে ভোগ করো। মৈথিলি সীতে, এখানকার সব মালা, দিব্যগন্ধ...।। ২৮ ।। শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, যা সব আছে তা সবই আমার সঙ্গে ভোগ করো। হে সুন্দরি, আমার ভাই কুবেরের পুষ্পক নামে একটি বিমান ছিলো।।২৯ ।। সেটি সূর্যের মতো উজ্জ্বল। বিশাল। এবং রমণীয়। মনের মতো তার গতিবেগ। যুদ্ধে বাহুবলে আমি সেটি জয় করেছি।।।৩০ ।। সেটিতে চড়ে তুমি আমার সঙ্গে মনের সুখে ঘুরে বেড়াও। পদ্মের মতো সুন্দর, উজ্জ্বল তোমার মুখখানি।।৩১ ।। হে সুন্দরদেহি, সুন্দরমুখি, শোকার্তা বলে তা শোভা পাচ্ছে না। তাঁকে এই কথা বললে, সুন্দরী সীতা কাপড়ের আঁচল দিয়ে...।।৩২ ।। চাঁদের মতো মুখখানি ঢেকে ধীরে ধীরে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। এইরকম দুরবস্থার কথা চিন্তা করতে করতে সীতা অস্থির হয়ে উঠলেন। দুশ্চিন্তায় তাঁর মুখ ম্লান হয়ে গেলো।। ৩৩ ।। বীর রাক্ষস রাবণ বললো, সীতে, তুমি ধর্মলোপের কথা ভেবে লজ্জা কোরো না।। ৩৪ ।। তোমার সঙ্গে আমার যে বিয়ে হবে তা তো ঋষি -সম্মত। আমার এই মস্তকের দ্বারা বার বার তোমার এই স্নিগ্ধ চরণযুগল আমি প্রণাম করছি।।৩৫ ।। আমি তোমার বশীভূত। তোমার দাস। শীগ্গির আমার প্রতি প্রসন্ন হও। দুঃখে শুকিয়ে যাচ্ছি আমি। এইসব কথা সেজন্যই বললাম।। ৩৬ ।। রাবণ কখনো কোনো নারীকে প্রণাম করেন নি। দশগ্রীব রাবণ জনকদুহিতা সীতাকে এইরকম বলে যেন যমের বশীভূত হয়েই মনে করলো এই সীতা আমারি হয়ে গেছে।। ৩৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের পঞ্চপঞ্চাশ (৫৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামং প্রতি সীতায়া অনন্যানুরাগং দৃষ্ট্বা তাং প্রতি রাবণস্য ভীতিপ্রদর্শনম্, সীতামশোকবনং নীত্বা ভীতিপ্রদর্শনায় রাক্ষসীঃ প্রতি আদেশশ্চ।

সা তথোক্তা তু বৈদেহী নির্ভয়া শোককর্শিতা। তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা রাবণং প্রত্যভাষত।। ১

ষট্পঞ্চাশ (৫৬) সর্গ

শ্রীরামের প্রতি সীতার অনন্য-সাধারণ অনুরাগ দেখে রাবণের দ্বারা ভীতিপ্রদর্শন। সীতাকে অশোক বনে নিয়ে ভয় দেখাবার জন্য রাক্ষসীদের প্রতি আদেশ।

রাবণ এই কথা বলায় শোকার্তা অথচ নির্ভীক সীতা একটি তৃণ মধ্যিখানে রেখে রাবণকে প্রত্যুত্তরে

রাজা দশরথো নাম ধর্মসেতুরিবাচলঃ। সত্যসন্ধঃ পরিজ্ঞাতো যস্য পুত্রঃ স রাঘবঃ।। ২
রামো নাম স ধর্মাত্মা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ। দীর্ঘবাহুর্বিশালাক্ষো দৈবতং স পতির্মম।। ৩
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সিংহস্কন্ধো মহাদ্যুতিঃ। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা যস্তে প্রাণান্ বধিষ্যতি।। ৪
প্রত্যক্ষং যদ্যহং তস্য ত্বয়া বৈ ধর্ষিতা বলাৎ। শয়িতা ত্বং হতঃ সংখ্যে জনস্থানে যথা খরঃ।। ৫
য এতে রাক্ষসাঃ প্রোক্তা ঘোররূপা মহাবলাঃ। রাঘবে নির্বিষাঃ সর্বে সুপর্ণে পন্নগা যথা।। ৬
তস্য জ্যাবিপ্রমুক্তাস্তে শরাঃ কাঞ্চনভূষণাঃ। শরীরং বিধমিষ্যন্তি গঙ্গাকূলমিবোর্ময়ঃ।। ৭
অসুরৈর্বা সুরৈর্বা ত্বং যদ্যবধ্যোঽসি রাবণ। উৎপাদ্য সুমহদ্বৈরং জীবংস্তস্য ন মোক্ষ্যসে।। ৮
স তে জীবিতশেষস্য রাঘবোঽন্তকরো বলী। পশোর্যূপগতস্যেব জীবিতং তব দুর্লভম্।। ৯
যদি পশ্যেৎ স রামস্ত্বাং রোষদীপ্তেন চক্ষুষা। রক্ষস্ত্বমদ্য নির্দগ্ধো যথা রুদ্রেণ মন্মথঃ।। ১০
যশ্চন্দ্রং নভসো ভূমৌ পাতয়েন্নাশয়েত বা। সাগরং শোষয়েদ্ বাপি স সীতাং মোচয়েদিহ।। ১১
গতাসুস্ত্বং গতশ্রীকো গতসত্ত্বো গতেন্দ্রিয়ঃ। লঙ্কা বৈধব্যসংযুক্তা ত্বৎকৃতেন ভবিষ্যতি।। ১২
ন তে পাপমিদং কর্ম সুখোদর্কং ভবিষ্যতি। যাহং নীতা বিনাভাবং পতিপার্শ্বাৎ ত্বয়া বলাৎ।। ১৩
স হি দেবরসংযুক্তো মম ভর্তা মহাদ্যুতিঃ। নির্ভয়ে বীর্যমাশ্রিত্য শূন্যে বসতি দণ্ডকে।। ১৪
স তে বীর্যং বলং দর্পমুৎসেকঞ্চ তথাবিধম্। ব্যপনেষ্যতি গাত্রেভ্যঃ শরবর্ষেণ সংযুগে।। ১৫
যদা বিনাশো ভূতানাং দৃশ্যতে কালচোদিতঃ। তদা কার্যে প্রমাদ্যন্তি নরাঃ কালবশং গতাঃ।। ১৬
মাং প্রধৃষ্য স তে কালঃ প্রাপ্তোঽয়ং রাক্ষসাধম। আত্মনো রাক্ষসানাঞ্চ বধায়ান্তঃপুরস্য চ।। ১৭

বললেন—।। ১ ।। রাজা দশরথ ধর্মের অচল সেতুর মতো ছিলেন। তিনি সত্যসন্ধ বলে প্রখ্যাত। তাঁরই পুত্র হলেন রাম।। ২ ।। রূপে রাম ত্রিভুবনে সুবিদিত। তাঁর বাহু দীর্ঘ। নয়ন বিশাল। তিনি আমার পতিদেবতা।। ৩ ।। ইক্ষ্বাকুদের বংশে তাঁর জন্ম। সিংহের মতো স্কন্ধ তাঁর। সমুজ্জ্বল তাঁর মূর্তি। ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে তিনি তোমার প্রাণ বিনাশ করবেন।। ৪ ।। যদি তাঁর চোখের সামনে তুমি আমাকে জোর করে অত্যাচার করতে তাহলে জনস্থানে যুদ্ধে খরের মতো তুমিও নিহত হয়ে ভূমিতেই শয্যা নিতে।। ৫ ।। ভীষণদর্শন মহাশক্তিশালী যে রাক্ষসদের তুমি আদেশ দিয়ে রামের বিরুদ্ধে নিয়োগ করবে তারাও সকলে গরুড়ের কাছে সাপের মতো বিষহীন হয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়বে।। ৬ ।। ঢেউগুলি যেমন গঙ্গার কূলকে বিধ্বস্ত করে তেমনি তাঁর জ্যা-মুক্ত সোনায়-সাজানো বাণরাশি তোমার শরীরকে বিদীর্ণ করবে।। ৭ ।। ওহে রাবণ, দেবতার দ্বারা বা দানবের দ্বারা যতই তুমি অবধ্য হও না কেন, এই ভীষণ শত্রুতা করে জীবিতাবস্থায় তাঁর হাত থেকে তুমি মুক্তি পাবে না।। ৮ ।। বলবান রাম তোমার অবশিষ্ট জীবনের বিনাশসাধন করবেন। হাড়কাঠে বদ্ধ পশুর মতো তোমার প্রাণও দুর্লভ হয়ে উঠবে।। ৯ ।। রাম যদি ক্রোধদীপ্ত চোখে তাকানও তাহলে মদনদেব যেমন মহাদেবের রোষানলে নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো তেমনি, ওহে রাক্ষস, তুমিও আজ একেবারে ভস্ম হয়ে যাবে।। ১০ ।। আকাশ থেকে যিনি চাঁদকে টেনে নামাতে পারেন, বা ধ্বংস করতে পারেন কিংবা সাগরকে করতে পারেন শোষিত সেই রাম আমাকেও এখান থেকে মুক্ত করবেন।। ১১ ।। তোমার প্রাণ শেষ হয়ে গেছে। শ্রী গেছে চলে। শক্তিও নিঃশেষিত। আর ইন্দ্রিয়ও তোমার বিকল হয়ে গেছে। তোমার অপকর্মেই লঙ্কানগরী বিধবা হয়ে যাবে ।। ১২ ।। তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার পতির কাছ থেকে জোর করে আমাকে ছিনিয়ে এনেছো। তোমার এই পাপকর্ম ভবিষ্যতে সুখের হবে না (*উদর্ক—ভাবিকাল, ভাবিফল*)।। ১৩ ।। আমার স্বামী রাম মহাদীপ্তিমান। আমার দেবর লক্ষ্মণকে নিয়ে বীর্যবত্তার সঙ্গে নির্ভয়ে শূন্য দণ্ডকারণ্যে তিনি বাস করতেন।। ১৪ ।। যুদ্ধে তিনি বাণবর্ষণ করে তোমার শরীর থেকে বীর্যবত্তা, শক্তি, ঔদ্ধত্য আর ঐরকম দম্ভ দূর করে দেবেন।। ১৫ ।। যখন প্রাণীদের কালপ্রেরিত মৃত্যু আসন্ন হয় কালের বশীভূত হয়ে তখন তারা ভুল করে থাকে।। ১৬ ।। ওহে রাক্ষসাধম, আমার ওপর অত্যাচার করে তোমার নিজের, রাক্ষসকুলের এবং অন্তঃপুরবাসীদের সেই বিনাশকালকে তুমি ডেকে এনেছো।। ১৭ ।। স্রুগ প্রভৃতি

ন শক্যা যজ্ঞমধ্যস্থা বেদিঃ স্রুগ্‌ভাণ্ডমণ্ডিতা। দ্বিজাতিমন্ত্রসম্পূতা চণ্ডালেনাবমর্দিতুম্।। ১৮
তথাহং ধর্মনিত্যস্য ধর্মপত্নী দৃঢ়ব্রতা। ত্বয়া স্প্রষ্টুং ন শক্যাহং রাক্ষসাধম পাপিনা।। ১৯
ক্রীডন্তী রাজহংসেন পদ্মষণ্ডেষু নিত্যশঃ। হংসী সা তৃণমধ্যস্থং কথং দ্রক্ষ্যেত মদ্‌গুকম্।। ২০
ইদং শরীরং নিঃসঙ্গং বন্ধ বা ঘাতয়স্ব বা। নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবিতং বাপি রাক্ষস।। ২১
ন তু শক্যমপক্রোশং পৃথিব্যাং দাতুমাত্মনঃ। এবমুক্ত্বা তু বৈদেহী ক্রোধাৎ সুপরুষং বচঃ।। ২২
রাবণং জানকী তত্র পুনর্নোবাচ কিঞ্চন। সীতায়া বচনং শ্রুত্বা পরুষং রোমহর্ষণম্।। ২৩
প্রত্যুবাচ ততঃ সীতাং ভয়সন্দর্শনং বচঃ। শৃণু মৈথিলি মদ্বাক্যং মাসান্ দ্বাদশ ভামিনি।। ২৪
কালেনানেন নাভ্যেষি যদি মাং চারুহাসিনি। ততস্ত্বাং প্রাতরাশার্থং সূদাশ্ছেৎস্যন্তি লেশশঃ।। ২৫
ইত্যুক্ত্বা পরুষং বাক্যং রাবণঃ শত্রুরাবণঃ। রাক্ষসীশ্চ ততঃ ক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ।। ২৬
শীঘ্রমেব হি রাক্ষস্যো বিরূপা ঘোরদর্শনাঃ। দর্পমস্যাপনেষ্যন্তু মাংসশোণিতভোজনাঃ।। ২৭
বচনাদেব তাস্তস্য সুঘোরা ঘোরদর্শনাঃ। কৃতপ্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা মৈথিলীং পর্যবারয়ন্।। ২৮
স তাঃ প্রোবাচ রাজসৌ রাবণো ঘোরদর্শনাঃ। প্রচল্য চরণোৎকর্ষৈর্দারয়ন্নিব মেদিনীম্।। ২৯
অশোকবনিকামধ্যে মৈথিলী নীয়তামিতি। তত্রেয়ং রক্ষ্যতাং গূঢং যুষ্মাভিঃ পরিবারিতা।। ৩০
তত্রৈনাং তর্জনৈর্ঘোরৈঃ পুনঃ সান্ত্বৈশ্চ মৈথিলীম্। আনয়ধ্বং বশং সর্বা বন্যাং গজবধূমিব।। ৩১
ইতি প্রতিসমাদিষ্টা রাক্ষস্যো রাবণেন তাঃ। অশোকবনিকাং জগ্মুর্মৈথিলীং পরিগৃহ্য তু।। ৩২
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈর্নানাপুষ্পফলৈর্বৃতাম্। সর্বকালমদৈশ্চাপি দ্বিজৈঃ সমুপসেবিতাম্।। ৩৩
সা তু শোকপরীতাঙ্গী মৈথিলী জনকাত্মজা। রাক্ষসী বশমাপন্না ব্যাঘ্রীণাং হরিণী যথা।। ৩৪

যজ্ঞীয় ভাণ্ডে সুশোভিত যজ্ঞবেদি ব্রাহ্মণের দ্বারা মন্ত্রপূত হলে চণ্ডালে তা নষ্ট করতে পারে না।। ১৮।। সেইরকমই ধর্মে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত রামের ধর্মপত্নী, দৃঢ়তার সঙ্গে ব্রতচারিণী এই আমাকে, ওহে রাক্ষসাধম, পাপী তুমি স্পর্শও করতে পারবে না।। ১৯ ।। যে হংসী পদ্মবনে রাজহংসের সঙ্গে নিত্য খেলা করে সে কি করে ঘাসের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো মদ্‌গু পাখীকে দেখবে?।। ২০ ।। ওরে রাক্ষস, এই অচেতন শরীরকে তুমি বেঁধে রাখো। নৈলে বিনাশ করো। আমার এই শরীর আমি রাখতে চাই না। প্রাণও না।। ২১ ।। পৃথিবীতে আমার নিন্দা আমি ছড়াতে দিতে পারি না। এই বলে সীতা রেগে অত্যন্ত কর্কশ কথা বললেন।। ২২ ।। রাবণকে এই কথা বলার পর সীতা আর কিছুই বললেন না। সীতার কঠোর এই রোমহর্ষক বাক্য শুনে...।। ২৩ ।। রাবণ, ভয় দেখাবার জন্য প্রত্যুত্তরে বললো, ওহে মিথিলা-রাজনন্দিনি, আমার কথা শোনো।। ২৪ ।। দেখো সুন্দরি, বারো মাসের মধ্যে যদি আমার কাছে না আসো, হে সুন্দরহাস্যকারিণি, আমার পাচকেরা তাহলে আমার প্রাতঃরাশের জন্য তোমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে।। ২৫ ।। শত্রুদের প্রতি আক্রোশকারী রাবণ রেগে রাক্ষসীদের এই কথা বললে—।। ২৬।। হে ভয়ঙ্করদর্শন, বিরূপা রাক্ষসীগণ, তোমরা তো মাংস এবং রক্তভোজন করে থাকো। সীতার এই দর্প তোমরা শীগগির চূর্ণ করো।। ২৭ ।। তার এই আদেশে ভীষণদর্শন ভয়ঙ্করী রাক্ষসীরা করজোড়ে সম্মতি জানিয়ে সীতাকে ঘিরে ফেললো।। ২৮ ।। তারপর বিকটদর্শন সেই রাজা রাবণ চরণ আস্ফালনে যেন ধরণীকে বিদীর্ণ করে তাদের বললো—।। ২৯ ।। অশোকবনে সীতাকে নিয়ে যা। সেখানে তোরা ঘিরে তাকে গোপনে রাখবি।। ৩০ ।। সেখানে কখনো ভীষণ তর্জন করে, কখনো বা সান্ত্বনাবাক্যে বন্য হস্তিবধূর মতো সীতাকে বশে আনিস।। ৩১ ।। রাবণের দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে আদিষ্ট হয়ে সেই রাক্ষসীরা মৈথিলী সীতাকে নিয়ে অশোকবনে চলে গেলো।। ৩২ ।। সেই বনে রয়েছে কাম্য সকল ফলের অসংখ্য গাছ। নানারকমের ফুলের গাছে শোভিত এই কানন। সব ঋতুতেই আনন্দমত্ত পাখীরা সেখানে কূজন করে চলেছে।। ৩৩ ।। অনেকগুলি বাঘিনীর মধ্যে হরিণীকে যেমন বাধ্য হয়ে বশীভূতা হতে হয় তেমনি সর্বাঙ্গে শোকক্লিষ্টা জনকরাজদুহিতা সীতা রাক্ষসীদের বশীভূতা হয়ে রৈলেন।। ৩৪ ।। ভীরু, পাশবদ্ধা মৃগীর

শোকেন মহতা গ্রস্তা মৈথিলী জনকাত্মজা। ন শর্ম লভতে ভীরুঃ পাশবদ্ধা মৃগী যথা।। ৩৫
ন বিন্দতে তত্র তু শর্ম মৈথিলী বিরূপনেত্রাভিরতীব তর্জিতা।
পতিং স্মরন্তী দয়িতং চ দেবরং বিচেতনাভূদ্ভয়শোক-পীড়িতা।। ৩৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

মতো জনককন্যা মিথিলারাজদুহিতা সীতা গভীর শোকে শান্তি লাভ করতে পারলেন না।। ৩৫ ।। বিকটনয়না রাক্ষসীরা অত্যন্ত তর্জন করায় সেখানে সীতা শান্তি পেলেন না। প্রিয় পতি এবং দেবরকে স্মরণ করে ভয়ে শোকে পীড়িত হয়ে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।। ৩৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ষট্‌পঞ্চাশ (৫৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ ।।

ব্রহ্মাজ্ঞয়া নিদ্রয়াসহ লঙ্কাগমনপূর্বকং দেবরাজস্য সীতায়ৈ দিব্যহবিঃ প্রদানং, আমন্ত্র্য প্রত্যাগমনঞ্চ।

প্রবেশিতায়াং সীতায়াং লঙ্কাং প্রতি পিতামহঃ। তদা প্রোবাচ দেবেন্দ্রং পরিতুষ্টং শতক্রতুম্।। ১
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় রক্ষসামহিতায় চ। লঙ্কাং প্রবেশিতা সীতা রাবণেন দুরাত্মনা।। ২
পতিব্রতা মহাভাগা নিত্যং চৈব সুখৈধিতা। অপশ্যন্তী চ ভর্তারং পশ্যন্তী রাক্ষসীজনম্।। ৩
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা ভর্তৃদর্শনলালসা। নিবিষ্টা হি পুরী লঙ্কা তীরে নদনদীপতেঃ।। ৪
কথং জ্ঞাস্যতি তাং রামস্তত্রস্থাং তামনিন্দিতাম্। দুঃখং সঞ্চিন্তয়ন্তী সা বহুশঃ পরিদুর্লভা।। ৫
প্রাণযাত্রামকুর্বাণা প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যত্যসংশয়ম্। স ভূয়ঃ সংশয়ো জাতঃ সীতায়াঃ প্রাণসংক্ষয়ে।। ৬
স ত্বং শীঘ্রমিতো গত্বা সীতাং পশ্য শুভাননাম্। প্রবিশ্য নগরীং লঙ্কাং প্রযচ্ছ হবিরুত্তমম্।। ৭
এবমুক্তোঽথ দেবেন্দ্রঃ পুরীং রাবণপালিতাম্। আগচ্ছন্নিদ্রয়া সার্দ্ধং ভগবান্ পাকশাসনঃ।। ৮

প্রক্ষিপ্ত সর্গ

ব্রহ্মার নির্দেশে নিদ্রাদেবীসহ দেবরাজ ইন্দ্রের লঙ্কায় গমন ও সীতাকে দিব্য হবি-প্রদান ও বিদায় নিয়ে প্রত্যাগমন।

(এই সর্গটি তিলক টীকাদি এবং আরো কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় না। অন্য কোনো কোনো পাণ্ডুলিপিতে এই সর্গটি আছে। ঘটনার অনুকূল বিবেচনায় আমরা এই প্রক্ষিপ্ত সর্গকে গ্রহণ করেছি)

সীতা লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। তখন পিতামহ ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিতুষ্ট করে বললেন—।। ১ ।। ত্রিভুবনের কল্যাণের জন্য এবং রাক্ষসদের ধ্বংসের জন্য দুরাত্মা রাবণ সীতাকে নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করলো।। ২ ।। পতিব্রতা মহাভাগা সীতা সুখেই পরিবর্ধিতা। এখন তিনি স্বামীকে দেখতে পাচ্ছেন না। অথচ রাক্ষসীদেরই তাঁকে এখন দেখতে হচ্ছে।।৩ ।। রাক্ষসীদের দ্বারা পরিবৃতা সীতার একমাত্র লালসা পতি রামের দর্শন। অথচ সীতা আছেন দূরে; লঙ্কাপুরীতে। সমুদ্রের তীরে এই লঙ্কাপুরী।। ৪ ।। অনিন্দিতা সীতাকে কি করে রাম দেখতে পাবেন দুঃখে এই চিন্তাই তিনি করছেন। এমন সঙ্গোপনে এবং সুরক্ষায় তাঁকে রাখা হয়েছে যে, সহজে কেউ তাঁকে দেখতে পায় না।। ৫ ।। প্রাণরক্ষার জন্য সীতা কিছুই আহার করছেন না। নিঃসংশয়ে মনে হচ্ছে তিনি প্রাণত্যাগ করবেন। সীতার প্রাণ চলে গেলে দেবতাদের ইচ্ছা সফল হবে কিনা সংশয় উপস্থিত হলো।।৬ ।। তাই তুমি সত্বর এখান থেকে গিয়ে সীতাকে দর্শন করো। লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করে সেই শুভাননাকে উত্তম হবি প্রদান করো।। ৭ ।। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে এইরকম বলার পর ভগবান পাকশাসন দেবরাজ ইন্দ্র নিদ্রাদেবীর সঙ্গে রাবণ-পালিতা লঙ্কাপুরীতে এলেন।। ৮ ।। লঙ্কাতে এসে ইন্দ্র

নিদ্রাং চোবাচ গচ্ছ ত্বং রাক্ষসান্ সংপ্রমোহয়। সা তথোক্তা মঘবতা দেবী পরমহর্ষিতা।। ৯
দেবকার্যার্থসিদ্ধ্যর্থং প্রামোহয়ত রাক্ষসান্। এতস্মিন্নন্তরে দেবঃ সহস্রাক্ষঃ শচীপতিঃ।। ১০
আসসাদ বনস্থাং তাং বচনং চেদমব্রবীৎ। দেবরাজোঽস্মি ভদ্রং তে ইহ চাস্মি শুচিস্মিতে।। ১১
অহং ত্বাং কার্যসিদ্ধ্যর্থং রাঘবস্য মহাত্মনঃ। সাহায্যং কল্পয়িষ্যামি মা শুচো জনকাত্মজে।। ১২
মৎপ্রসাদাৎ সমুদ্রং স তরিষ্যতি বলৈঃ সহ। ময়ৈবেহ চ রাক্ষস্যো মায়য়া মোহিতাঃ শুভে।। ১৩
তস্মাদন্নমিদং সীতে হবিষ্যান্নমহং স্বয়ম্। স ত্বাং সংগৃহ্য বৈদেহি আগতঃ সহ নিদ্রয়া।। ১৪
এতদৎস্যসি মদ্ধস্তান্ন ত্বাং বাধিষ্যতে শুভে। ক্ষুধা তৃষ্ণা চ রম্ভোরু বর্ষাণামযুতৈরপি।। ১৫
এবমুক্তা তু দেবেন্দ্রমুবাচ পরিশঙ্কিতা। কথং জানামি দেবেন্দ্রং ত্বামিহস্থং শচীপতিম্।। ১৬
দেবলিঙ্গানি দৃষ্টানি রাম-লক্ষ্মণসন্নিধৌ। তানি দর্শয় দেবেন্দ্র যদি ত্বং দেবরাট্ স্বয়ম্।। ১৭
সীতায়া বচনং শ্রুত্বা তথা চক্রে শচীপতিঃ। পৃথিবীং ন স্পৃশেৎ পদ্ভ্যামনিমেষেক্ষণানি চ।। ১৮
অরজোঽম্বরধারী চ নম্লানকুসুমস্তথা। তং জ্ঞাত্বা লক্ষ্মণৈঃ সীতা বাসবং পরিহর্ষিতা।। ১৯
উবাচ বাক্যং রুদতী ভগবন্ রাঘবং প্রতি। সহ ভ্রাত্রা মহাবাহুর্দিষ্ট্যা মে শ্রুতিমাগতঃ।। ২০
যথা মে শ্বশুরো রাজা যথা চ মিথিলাধিপঃ। তথ ত্বামদ্য পশ্যামি সনাথো মে পতিস্ত্বয়া।। ২১
তবাজ্ঞয়া চ দেবেন্দ্র পয়োভূতমিদং হবিঃ। অশিষ্যামি ত্বয়া দত্তং রঘূণাং কুলবর্দ্ধনম্।। ২২
ইন্দ্রহস্তাদ্ গৃহীত্বা তৎ পায়সং সা শুচিস্মিতা। ন্যবেদয়ত ভর্ত্রে সা লক্ষ্মণায় চ মৈথিলী।। ২৩
যদি জীবতি মে ভর্তা সহ ভ্রাত্রা মহাবলঃ। ইদমস্তু তয়োর্ভক্ত্যা তদাশ্নাৎ পায়সং স্বয়ম্।। ২৪

নিদ্রাদেবীকে বললেন, তুমি যাও। রাক্ষসদেরকে সম্যগ্‌ভাবে মোহিত করো। দেবরাজ ইন্দ্রের কথায় নিদ্রাদেবী অত্যন্ত অনন্দিতা হলেন।। ৯ ।। দেবকার্য সিদ্ধির জন্য তিনি রাক্ষসদের সবাইকে মোহিত করে ফেললেন। এই অবসরে শচীপতি সহস্রলোচন ইন্দ্র ...।। ১০ ।। অশোকবনে স্থিতা সীতার কাছে এসে বললেন, পবিত্রহাস্যকারিণি সীতে, আপনার কল্যাণ হোক। আমি দেবরাজ ইন্দ্র।। ১১ ।। আপনার উদ্ধাররূপ কার্যে মহাত্মা আমি সাহায্য করবো। হে জনকরাজকন্যে, আপনি দুঃখ করবেন না।। ১২ ।। রাম সৈন্যদের নিয়ে আমার প্রসাদে সমুদ্র অতিক্রম করবেন। হে শুভে, আমি এইখানে রাক্ষসীদের মোহিত করে রেখেছি।। ১৩ ।। বৈদেহি সীতে, আমি নিদ্রাদেবীসহ আপনার আহারের জন্য এই হবিষ্যান্ন সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছি।। ১৪ ।। হে কল্যাণি, আমার হাত থেকে এই অন্ন নিয়ে আপনি যদি ভোজন করেন, তাহলে হে সুন্দরি, অযুত বৎসর ধরে ক্ষুধা, তৃষ্ণা আপনাকে কাতর করতে পারবে না।। ১৫ ।। দেবরাজ ইন্দ্র এই কথা বলার পর সীতা অত্যন্ত আতঙ্কিতা হয়ে বললেন, আপনি যে এখানে শচীপতি ইন্দ্র এসেছেন, তা আমি কি করে জানবো?।। ১৬ ।। আমি রাম-লক্ষ্মণের কাছে দেবতাদের লক্ষণ জানতে পেরেছি। আপনি যদি স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র হন, তাহলে সেইসব লক্ষণ আমাকে দেখান।। ১৭ ।। সীতার কথা শুনে ইন্দ্র তাইই করলেন। তিনি মাটিতে পাদস্পর্শ না করে শূন্যে দাঁড়িয়ে রৈলেন। আর তাঁর চোখের পলকও পড়ছিলো না।। ১৮ ।। কাপড়ে ধূলো লাগছে না তাঁর। গলার মালার ফুল ম্লান হলো না। এইসব লক্ষণের দ্বারা তাঁকে ইন্দ্র বলে চিনতে পেরে সীতা অত্যন্ত আনন্দিতা হলেন।। ১৯ ।। সীতা রামচন্দ্রের জন্য কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ভগবন্, ভাগ্যিস্ আজ ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে সেই মহাবীর রামচন্দ্রের নাম আমার কানে এলো!।। ২০ ।। আমার শ্বশুর মহারাজ দশরথ যেমন, আমার বাবা রাজর্ষি জনক যেমন, তেমনি আপনাকেও আমি আজ সেইরকমই দেখছি। আমার স্বামী আজ আপনাকে একজন স্নেহশীল অভিভাবক হিসাবে পেলেন।। ২১ ।। হে দেবেন্দ্র, আপনার প্রদত্ত পায়স আমি আপনার আজ্ঞায় আহার করবো। এ যে রঘুবংশের কুলবর্ধক!।। ২২ ।। সেই পায়স নিয়ে সীতা পতিদেবতা রাম ও প্রিয় দেবর লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন।। ২৩ ।। যদি ভ্রাতাসহ আমার ভর্তা বেঁচে থাকেন তাহলে আমি ভক্তিভরে এই যে পায়স নিবেদন করলাম, তা তাঁরা গ্রহণ করুন। তারপর নিজে তিনি পায়স ভোজন করলেন।। ২৪।।

ইতীব তৎ প্রাশ্য হবির্বরাননা জহৌ ক্ষুধাদুঃখসমুদ্ভবঞ্চ তম্।
ইন্দ্রাৎ প্রবৃত্তিমুপলভ্য জানকী কাকুৎস্থয়োঃ প্রীতমনা বভূব। ২৫
স চাপি শক্রস্ত্রিদিবালয়ং তদা প্রীতো যযৌ রাঘবকার্যসিদ্ধয়ে।
আমন্ত্র্য সীতাং স ততো মহাত্মা জগাম নিদ্রাসহিতঃ স্বমালয়ম্।। ২৬

ইতি অরণ্যকাণ্ডে প্রক্ষিপ্তঃ সর্গঃ।

সুন্দরমুখী সীতা এইভাবে সেই পায়স আহার করে ক্ষুধাতৃষ্ণার কষ্ট পরিত্যাগ করলেন। সীতা রাম-লক্ষ্মণের সমূহ সংবাদ ইন্দ্রের কাছ থেকে জেনে মনে আনন্দলাভ করলেন।।২৫ ।। তারপর মহাত্মা ইন্দ্রও প্রীত হয়ে নিদ্রাদেবীসহ সীতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের স্থান স্বর্গে চলে গেলেন।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

রাক্ষসবধানন্তরং প্রতিনিবর্তনকালে পথে বিঘ্নসূচক শকুনিমবলোক্য শ্রীরামস্য চিন্তা,
লক্ষ্মণেন সহ মার্গমধ্যে দর্শনলাভাৎ পরং সীতা বিষয়ক বিবিধশঙ্কা চ।

রাক্ষসং মৃগরূপেণ চরন্তং কামরূপিণম্। নিহত্য রামো মারীচং তূর্ণং পথি ন্যবর্তত।। ১
তস্য সন্ত্বরমাণস্য দ্রষ্টুকামস্য মৈথিলীম্। ক্রূরস্বনোঽথ গোমায়ুর্বিননাদাস্য পৃষ্ঠতঃ।। ২
স তস্য স্বরমাজ্ঞায় দারুণং রোমহর্ষণম্। চিন্তয়ামাস গোমায়োঃ স্বরেণ পরিশঙ্কিতঃ।। ৩
অশুভং বত মন্যেঽহং গোমায়ুর্বাশ্যতে যথা। স্বস্তি স্যাদপি বৈদেহ্যা রাক্ষসৈর্ভক্ষণং বিনা।। ৪
মারীচেন তু বিজ্ঞায় স্বরমালক্ষ্য মামকম্। বিক্রুষ্টং মৃগরূপেণ লক্ষ্মণঃ শৃণুয়াদ্ যদি।। ৫
স সৌমিত্রিঃ স্বরং শ্রুত্বা তাঞ্চ হিত্বাথ মৈথিলীম্। তয়ৈব প্রহিতঃ ক্ষিপ্রং মৎসকাশমিহৈষ্যতি।। ৬
রাক্ষসৈঃ সহিতৈর্নূনং সীতায়া ঈপ্সিতো বধঃ। কাঞ্চনশ্চ মৃগো ভূত্বা ব্যপনীয়াশ্রমাত্তু মাম্।। ৭
দূরং নীত্বাঽথ মারীচো রাক্ষসোঽভূচ্ছরাহতঃ। হা লক্ষ্মণ হতোঽস্মীতি যদ্বাক্যং ব্যাজহার হ।। ৮
অপি স্বস্তি ভবেদ্দ্বাভ্যাং রহিতাভ্যাং ময়া বনে। জনস্থাননিমিত্তং হি কৃতবৈরোঽস্মি রাক্ষসৈঃ।। ৯

সপ্তপঞ্চাশ (৫৭) সর্গ

রাক্ষস বধ করে ফেরার পথে বিঘ্নসূচক শকুনি দেখে শ্রীরামের চিন্তা।
পথে লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ পাওয়ায় সীতাকে নিয়ে নানা আতঙ্ক।

স্বেচ্ছায় মৃগরূপধারী রাক্ষস মারীচকে হত্যা করে রাম তাড়াতাড়ি আশ্রমের পথ ধরলেন।। ১ ।। সীতাকে দেখার জন্য খুব তাড়াতাড়ি করছিলেন। এমন সময় তাঁর পেছন থেকে একটি শৃগাল বিকৃতস্বরে ডেকে উঠলো।। ২ ।। শৃগালের শব্দে রাম অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে রোমহর্ষক ভীষণ শব্দের পরিণতি চিন্তা করলেন।।৩ ।। শৃগাল যেভাবে শব্দ করছে, তাতে আমার অমঙ্গলই মনে হচ্ছে। রাক্ষসেরা সীতাকে খেয়ে না ফেললেই মঙ্গল।। ৪ ।। হরিণরূপধারী মারীচ আমার স্বর অবিকল লক্ষ্য করে যে ভাবে সজোরে শব্দ করেছে লক্ষ্মণ যদি তা শুনে থাকে—।। ৫ ।। তবে সে সীতাকে ছেড়ে, বা সীতার দ্বারাই প্রেরিত হয়ে দ্রুত আমার কাছে এসে যাবে।। ৬ ।। রাক্ষসেরা মিলিত হয়ে নিশ্চয়ই সীতাকে হত্যা করতে চাইছে। কারণ সোনার হরিণ হয়ে আমাকে আশ্রম থেকে বহুদূরে নিয়ে এসেছে।। ৭ ।। আমাকে দূরে নিয়ে এসে রাক্ষস মারীচ আমার শরে আহত হয়ে—'হায় লক্ষ্মণ, আমি মারা গেলাম'—এইবাক্য উচ্চারণ করেছে।। ৮ ।। আমি বনে না থাকাতে তারা দু'জনে যদি ভালো থাকে তবেই মঙ্গল। জনস্থানে থাকার জন্য আমি রাক্ষসদের সঙ্গে শত্রুতা করেছি।। ৯ ।। আজ বহু ভীষণ অশুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। রাম শৃগালের ধ্বনি শুনে নিজের

নিমিত্তানি চ ঘোরাণি দৃশ্যন্তেঽদ্য বহূনি চ। ইত্যেবং চিন্তয়ন্ রামঃ শ্রুত্বা গোমায়ুনিঃস্বনম্।। ১০
নিবর্তমানস্ত্বরিতো জগামাশ্রমমাত্মবান্। আত্মনশ্চাপনয়নং মৃগরূপেণ রক্ষসা।। ১১
আজগাম জনস্থানং রাঘবঃ পরিশঙ্কিতঃ। তং দীনমানসং দীনমাসেদুর্মৃগপক্ষিণঃ।। ১২
সব্যং কৃত্বা মহাত্মানং ঘোরাংশ্চ সসৃজুঃ স্বরান্। তানি দৃষ্ট্বা নিমিত্তানি মহাঘোরাণি রাঘবঃ।। ১৩
ন্যবর্ততাথ ত্বরিতো জবেনাশ্রমমাত্মনঃ। ততো লক্ষ্মণমায়ান্তং দদর্শ বিগতপ্রভম্।
ততোঽবিদূরে রামেণ সমীয়ায় স লক্ষ্মণঃ।। ১৪
বিষণ্ণঃ সন্ বিষণ্ণেন দুঃখিতো দুঃখভাগিনা। স জগর্হেঽথ তং ভ্রাতা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাগতম্।। ১৫
বিহায় সীতাং বিজনে বনে রাক্ষসসেবিতে। গৃহীত্বা চ করং সব্যং লক্ষ্মণং রঘুনন্দনঃ।। ১৬
উবাচ মধুরোদর্কমিদং পরুষমার্তবৎ। অহো লক্ষ্মণ গর্হ্যং তে কৃতং যত্ত্বং বিহায় তাম্।। ১৭
সীতামিহাগতঃ সৌম্য কচ্চিৎ স্বস্তি ভবেদিতি। ন মেঽস্তি সংশয়ে বীর সর্বথা জনকাত্মজা।। ১৮
বিনষ্টা ভক্ষিতা বাপি রাক্ষসৈর্বনচারিভিঃ। অশুভান্যেব ভূয়িষ্ঠং যথা প্রাদুর্ভবন্তি মে।। ১৯
অপি লক্ষ্মণ সীতায়াঃ সামগ্র্যং প্রাপ্নুয়ামহে। জীবন্ত্যাঃ পুরুষব্যাঘ্র সুতায়া জনকস্য বৈ।। ২০
যথা বৈ মৃগসঙ্ঘাশ্চ গোমায়ুশ্চৈব ভৈরবম্। বাশ্যন্তে শকুনাশ্চাপি প্রদীপ্তামভিতো দিশম্।।
অপি স্বস্তি ভবেত্তস্যা রাজপুত্র্যা মহাবল।। ২১
ইদং হি রক্ষো মৃগসন্নিকাশং প্রলোভ্য মাং দূরমনুপ্রয়াতম্।
হতং কথঞ্চিন্মহতা শ্রমেণ স রাক্ষসোঽভূন্ ম্রিয়মাণ এব।। ২২
মনশ্চ মে দীনমিহাপ্রহৃষ্টং চক্ষুশ্চ সব্যং কুরুতে বিকারম্।
অসংশয়ং লক্ষ্মণ নাস্তি সীতা হৃতা মৃতা বা পথি বর্ততে বা। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

মনে মনে এইরকম চিন্তা করে...।। ১০ ।। তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরে চলে এলেন। রাক্ষস মৃগের রূপ ধরে তাঁকে দূরে নিয়ে গিয়েছিলো।। ১১ ।। এই সব ভাবতে ভাবতে রাম অত্যন্ত দীনচিত্তে দুশ্চিন্তার সঙ্গে জনস্থানে এলেন। তখন মৃগ ও পক্ষীরা...।। ১২ ।। সেই মহাত্মাকে বামে রেখে বিকট চীৎকার করতে লাগলো। রাম এইসব ভীষণ অমঙ্গলের চিহ্ন দেখে...।। ১৩ ।। দ্রুত নিজের আশ্রমে ফিরে চললেন। দেখলেন, নিষ্প্রভভাবে লক্ষ্মণ আসছেন। কিছুটা দূরে তিনি রামের সঙ্গে মিলিত হলেন।। ১৪ ।। তাঁকে বিষণ্ণ এবং দুঃখিত দেখে রামও অত্যন্ত বিষণ্ণ হলেন। তিরস্কারও করলেন।। ১৫ ।। রাক্ষসে-ভরা নির্জনবনে সীতাকে ছেড়ে চলে আসতে দেখে লক্ষ্মণের বাম হাত ধরে রাম বাক্যালাপ করতে লাগলেন।। ১৬ ।। আর্তের মতো কর্কশস্বরে তিনি বাক্যে বলছিলেন। যদিও পরিণামে ঐ বাক্যগুলি মধুর পরিণামই সূচিত করবে। রাম বললেন, তুমি যে সীতাকে ছেড়ে চলে এসেছো, অহো লক্ষ্মণ, এই কাজ অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে।। ১৭ ।। হে সৌম্য সীতাকে ফেলে তুমি চলে এসেছো। এখন মঙ্গল হলেই বাঁচি। হে বীর, আমার আর সন্দেহ নেই সীতা নিশ্চয়ই বনচারী রাক্ষসদের দ্বারা ভক্ষিত বা বিনষ্ট হয়েছে। আমার চারদিকে অশুভ সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে!।। ১৮-১৯ ।। ভাই, পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ, জনকরাজকন্যা সীতাকে আদৌ আমরা জীবিত দেখতে পাবো কি?।। ২০ ।। যেভাবে হরিণের দল, শৃগালগুলি আর পাখীরা সকলে ভীষণ চীৎকার করছে, দিক্‌গুলি সব আমাদের দিকে হঠাৎ ঝলসে উঠছে, হে মহাবীর, তাতে সীতার মঙ্গল হবে কি?।। ২১ ।। মৃগের রূপ ধরে ঐ রাক্ষসটি আমাকে প্রলুব্ধ করে দূরে টেনে এনেছে। বহু কষ্টে তাকে আমি মারার পর মরণকালে সে রাক্ষসের রূপ ধরলো।। ২২ ।। ভাই লক্ষ্মণ, আমার মন কেমন দুর্বল হয়ে গেছে। আনন্দ চলে যাচ্ছে। বাম চোখ কেমন বিকৃত হয়ে কাঁপছে! নিশ্চয়ই সীতা মরে গেছে বা হৃতা হয়ে পথে আছে।। ২৩।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের সপ্তপঞ্চাশ (৫৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

মার্গমধ্যে বহু আশঙ্ক্য লক্ষ্মণেন সহ শ্রীরামস্যাশ্রমাগমনম্, সীতামনবলোক্য দুঃখবোধশ্চ।

স দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং দীনং শূন্যং দশরথাত্মজঃ। পর্যপৃচ্ছত ধর্মাত্মা বৈদেহীমাগতং বিনা।। ১
প্রস্থিতং দণ্ডকারণ্যং যা মামনুজগাম হ। ক্ব সা লক্ষ্মণ বৈদেহী যাং হিত্বা ত্বমিহাগতঃ।। ২
রাজ্যভ্রষ্টস্য দীনস্য দণ্ডকান্ পরিধাবতঃ। ক্ব সা দুঃখসহায়া মে বৈদেহী তনুমধ্যমা।। ৩
যাং বিনা নোৎসহে বীর মুহূর্তমপি জীবিতুম্। ক্ব সা প্রাণসহায়া মে সীতা সুরসুতোপমা।। ৪
পতিত্বমমরাণাং হি পৃথিব্যাশ্চাপি লক্ষ্মণ। বিনা তাং তপনীয়াভাং নেচ্ছেয়ং জনকাত্মজাম্।। ৫
কচ্চিজ্জীবতি বৈদেহী প্রাণৈঃ প্রিয়তরা মম। কচ্চিৎ প্রব্রাজনং বীর ন মে মিথ্যা ভবিষ্যতি।। ৬
সীতানিমিত্তং সৌমিত্রে মৃতে ময়ি গতে ত্বয়ি। কচ্চিৎ সকামা কৈকেয়ী সুখিতা সা ভবিষ্যতি।। ৭
সপুত্ররাজ্যাং সিদ্ধার্থাং মৃতপুত্রা তপস্বিনী। উপস্থাস্যতি কৌসল্যা কচ্চিৎ সৌম্যেন কৈকয়ীম্।। ৮
যদি জীবতি বৈদেহী গমিষ্যাম্যাশ্রমং পুনঃ। সংবৃত্তা যদি বৃত্তা সা প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি লক্ষ্মণ।। ৯
যদি মমাশ্রমগতং বৈদেহী নাভিভাষতে। পুরঃ প্রহসিতা সীতা বিনশিষ্যামি লক্ষ্মণ।। ১০
ব্রূহি লক্ষ্মণ বৈদেহী যদি জীবতি বা ন বা। ত্বয়ি প্রমত্তে রক্ষোভির্ভক্ষিতা বা তপস্বিনী।। ১১
সুকুমারী চ বালা চ নিত্যঞ্চাদুঃখভাগিনী। মদ্বিয়োগেন বৈদেহী ব্যক্তং শোচতি দুর্মনাঃ।। ১২
সর্বথা রক্ষসা তেন জিহ্মেন সুদুরাত্মনা। বদতা লক্ষ্মণেত্যুচ্চৈস্তবাপি জনিতং ভয়ম্।। ১৩

অষ্টপঞ্চাশ (৫৮) সর্গ

পথের মধ্যে বহু আশঙ্কা করে লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন। সীতাকে দেখতে না পেয়ে দুঃখপ্রকাশ।

দশরথপুত্র ধর্মাত্মা রাম সীতাকে ছেড়ে বিষণ্ণভাবে শূন্যমনে লক্ষ্মণকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—।। ১ ।। রাজ্য ছেড়ে এসে দণ্ডকারণ্যে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই দুঃসময়েও যিনি আমার অনুগমন করছেন, লক্ষ্মণ, সেই সীতা এখন কোথায়? যাঁকে তুমি ছেড়ে এসেছো?।। ২ ।। রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে দীনভাবে দণ্ডকায় আমায় ঘুরতে হচ্ছে। সুন্দরী সীতা এইসময়ে আমার দুঃখের সহায়। তিনি এখন কোথায়? ।।৩ ।। হে বীর, যাঁকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্তও বাঁচতে চাই না, আমার প্রাণের যিনি সহায়, সেই দেবকন্যাতুল্যা সীতা এখন কোথায়?।। ৪ ।। হে লক্ষ্মণ, তপ্তস্বর্ণবর্ণা সেই সীতাকে ছেড়ে দেবতাদের ওপর অধিপত্য বা পৃথিবীর ওপর প্রভুত্ব আমি চাই না।। ৫ ।। আমার প্রাণের চেয়েও যিনি অধিক প্রিয় সেই সীতা প্রাণে বেঁচে আছেন কি? হে বীর, যে জন্যে আমি নির্বাসনে এসেছি, সেটা মিথ্যা হবেনা তো?।।৬ ।। ভাই লক্ষ্মণ, সীতার জন্য যদি আমি মারা যাই, আর তুমি যদি অযোধ্যায় ফিরে যাও, মাতা কৈকেয়ীর ইচ্ছা কি পূর্ণ হবে; তিনি কি সুখী হবেন?।। ৭ ।। মৃতপুত্রা আমার বেচারী মা কি পুত্র এবং রাজ্যলাভে আপ্তকামা স-পুত্রা কৈকেয়ীকে বিনতভাবে সেবা করবেন?।। ৮ ।। সীতা যদি বেঁচে থাকেন, তবেই আমি আশ্রমে যাবো। যদি তিনি বেঁচে না থাকেন, তাহলে লক্ষ্মণ, আমি প্রাণ পরিত্যাগ করবো।।৯ ।। লক্ষ্মণ, আমি আশ্রমে যাবারপর সীতা সামনে এসে হেসে যদি আমার সঙ্গে কথা না বলেন, তাহলে আমি নিজেকেই বিনাশ করবো।। ১০ ।। লক্ষ্মণ, বলো, সীতা বেঁচে আছেন কি নেই? তুমি অনবহিত হলে রাক্ষসেরা সেই তপস্বিনীকে খেয়ে ফেলেছে কি?।। ১১ ।। তিনি সুকুমারী। বয়সে বালিকামাত্র। কখনো দুঃখভোগ করেন নি। আমার বিচ্ছেদে বৈদেহী মনের দুঃখে নিশ্চয়ই শোকপ্রকাশ করছেন।। ১২ ।। অত্যন্ত দুরাত্মা কুটিল সেই রাক্ষস উচ্চৈঃস্বরে—'লক্ষ্মণ' বলে ডেকে সর্বপ্রকারে তোমারও কি ভয় উৎপাদন করেছে?।। ১৩ ।। মনে করছি, আমারি মতো সেই স্বর সীতা শুনেছেন।

শ্রুতশ্চ মন্যে বৈদেহ্যা স স্বরঃ সদৃশো মম। ত্রস্তয়া প্রেষিতস্ত্বঞ্চ দ্রষ্টুং মাং শীঘ্রমাগতঃ।। ১৪
সর্বথা তু কৃতং কষ্টং সীতামুৎসৃজতা বনে। প্রতিকর্তুং নৃশংসানাং রক্ষসাং দত্তমন্তরম্।। ১৫
দুঃখিতাঃ খরঘাতেন রাক্ষসা পিশিতাশনাঃ। তৈঃ সীতা নিহতা ঘোরৈর্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।। ১৬
অহোঽস্মি ব্যসনে মগ্নঃ সর্বথা রিপুনাশন। কিং ত্বিদানীং করিষ্যামি শঙ্কে প্রাপ্তব্যমীদৃশম্।। ১৭
ইতি সীতাং বরারোহাং চিন্তয়ন্নেব রাঘবঃ। আজগাম জনস্থানং ত্বরয়া সহলক্ষ্মণঃ।। ১৮
বিগর্হমাণোঽনুজমার্তরূপং ক্ষুধাশ্রমেণৈব পিপাসয়া চ।
বিনিঃশ্বসন্ শুষ্কমুখো বিষণ্ণঃ প্রতিশ্রয়ং প্রাপ্য সমীক্ষ্য শূন্যম্।। ১৯
স্বমাশ্রমং স প্রবিগাহ্য বীরো বিহারদেশাননুসৃত্য কাংশ্চিৎ।
এতত্তদিত্যেব নিবাসভূমৌ প্রহৃষ্টরোমা ব্যথিতো বভূব।। ২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

উদ্‌বিগ্না হয়ে তিনি তোমায় আমাকে দেখার জন্য পাঠিয়েছেন। তাই তুমি শীগ্‌গির এসে গেছো।।১৪।। সীতাকে বনে ফেলে রেখে এসে তুমি দুঃখেরই কাজ করেছো। প্রতিশোধগ্রহণের জন্য নিষ্ঠুর রাক্ষসদের তুমি সুযোগ দিয়েছো।। ১৫ ।। খরের হত্যায় মাংসভোজী রাক্ষসেরা দুঃখিত হয়েছে। ভীষণ সেই রাক্ষসেরা সীতাকে মেরে ফেলবে। এতে কোনোই সংশয় নেই।। ১৬ ।। ওহে শত্রুনাশন লক্ষ্মণ, আমি সর্বপ্রকারেই বিপদে পড়লাম। আমার মনে হচ্ছে আমারো এইরকম বিপদ আসবে। আমি এখন কি করবো?।। ১৭ ।। সুন্দরী সীতাকে চিন্তা করতে করতে রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে জনস্থানে এসে গেলেন।।১৮।। ক্ষুধা, পরিশ্রম এবং পিপাসায় কাতর হয়ে শুকনো মুখে বিষণ্ণ রাম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আর্ত ছোটোভাইকে তিরস্কার করতে করতে এসে আশ্রমে প্রবেশ করে অনুসন্ধান করে দেখলেন, সব শূন্য *(প্রতিশ্রয়—আশ্রম। সমীক্ষ্য—ভালো করে দেখে)*।। ১৯ ।। বীর রাম নিজের আশ্রমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিহারস্থানগুলি খুঁজে দেখলেন। এই আবাসস্থলীতেই সীতা আমার সঙ্গে খেলা করতেন—এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি রোমাঞ্চিত এবং বেদনাহত হলেন *(পূর্বের আনন্দ উপভোগের স্মরণে রোমাঞ্চিত। বর্তমানের শূন্যতায় ব্যথিত। 'উদ্দীপন বিভাবে'র কাজ করেছে এই আশ্রম। রামের দৃষ্টিতে 'উদ্দীপন বিভাবে'র স্থান অপরিহার্য)*।। ২০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশতম (৫৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ কথোপকথনম্।

অথাশ্রমাদুপাবৃত্তমন্তরা রঘুনন্দনঃ। পরিপপ্রচ্ছ সৌমিত্রিং রামো দুঃখার্দিতং বচঃ।। ১
তমুবাচ কিমর্থং ত্বমাগতোঽপাস্য মৈথিলীম্। যদা সা তব বিশ্বাসাদ্ বনে বিরহিতা ময়া।। ২
দৃষ্টেবাভ্যাগতং ত্বং মে মৈথিলীং ত্যজ্য লক্ষ্মণ। শঙ্কমানং মহৎ পাপং যৎ সত্যং ব্যথিতং মনঃ।।৩

ঊনষষ্টিতম (৫৯) সর্গ

শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের কথোপকথন।

আশ্রম থেকে আসা লক্ষ্মণকে রাম দুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন—।। ১ ।। আমি যখন তোমার ওপরই বিশ্বাস করে বনে সীতাকে রেখে এসেছি, তখন তুমি তাঁকে ছেড়ে কোন্ প্রয়োজনে এখানে এলে?।।২।। লক্ষ্মণ, মৈথিলীকে ত্যাগ করে তোমাকে আসতে দেখেই আমার মনে বিরাট পাপের আশঙ্কা হচ্ছে। আমার মন সত্যই বেদনাহত।।৩ ।। দূর থেকেই, লক্ষ্মণ, পথে সীতা ছাড়া তোমায় দেখে আমার বাম চোখ, বাম

স্ফুরতে নয়নং সব্যং বাহুশ্চ হৃদয়ঞ্চ মে। দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণ দূরে ত্বাং সীতাবিরহিতং পথি।। ৪
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রির্লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ। ভূয়ো দুঃখসমাবিষ্টো দুঃখিতং রামমব্রবীৎ।। ৫
ন স্বয়ং কামকারেণ তাং ত্যক্ত্বাহমিহাগতঃ। প্রচোদিতস্তয়ৈবোগ্রৈস্ত্বৎসকাশমিহাগতঃ।। ৬
আর্যেণেব পরিক্রুষ্টং লক্ষ্মণেতি সুবিস্বরম্। পরিত্রাহীতি যদ্বাক্যং মৈথিল্যাস্তচ্ছ্রুতিং গতম্।। ৭
সা তমার্তস্বরং শ্রুত্বা তব স্নেহেন মৈথিলী। গচ্ছ গচ্ছেতি মামাশু রুদতী ভয়বিক্লবা।। ৮
প্রচোদ্যমানেন ময়া গচ্ছেতি বহুশস্তয়া। প্রত্যুক্তা মৈথিলী বাক্যমিদন্তৎ প্রত্যয়ান্বিতম্।। ৯
ন তৎপশ্যাম্যহং রক্ষো যদস্য ভয়মাবহেৎ। নির্বৃতা ভব নাস্ত্যেতৎ কেনাপ্যেতদুদাহৃতম্।। ১০
বিগর্হিতঞ্চ নীচঞ্চ কথামার্যোঽভিধাস্যতি। ত্রাহীতি বচনং সীতে যস্ত্রায়েৎ ত্রিদশানপি।। ১১
কিং নিমিত্তন্তু কেনাপি ভ্রাতুরালম্ব্য মে স্বরম্। বিস্বরং ব্যাহৃতং বাক্যং লক্ষ্মণ ত্রাহি মামিতি।। ১২
রাক্ষসেনেরিতং বাক্যং ত্রাসাৎ ত্রাহীতি শোভনে। ন ভবত্যা ব্যথা কার্যা কুনারীজনসেবিতা।। ১৩
অলং বিক্লবতাং গন্তুং স্বস্থা ভব নিরুৎসুকা। ন চাস্তি ত্রিষু লোকেষু পুমান্ যে রাঘবং রণে।। ১৪
জাতো বা জায়মানো বা সংযুগে যঃ পরাজয়েৎ। অজেয়ো রাঘবো যুদ্ধে দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ।। ১৫
এবমুক্তা তু বৈদেহী পরিমোহিতচেতনা। উবাচাশ্রূণি মুঞ্চন্তী দারুণং মামিদং বচঃ।। ১৬
ভাবো ময়ি তবাত্যর্থং পাপ এব নিবেশিতঃ। বিনষ্টে ভ্রাতরি প্রাপ্তুং ন চ ত্বং মামবাপ্স্যসে।। ১৭
সঙ্কেতাদ্ভরতেন ত্বং রামং সমনুগচ্ছসি। ক্রোশন্তং হি যথাত্যর্থং নৈনমভ্যবপদ্যসে।। ১৮
রিপুঃ প্রচ্ছন্নচারী ত্বং মদর্থমনুগচ্ছসি। রাঘবস্যান্তরং প্রেপ্সুস্তথৈনং নাভিপদ্যসে।। ১৯

বাহু, আর বুক কাঁপছে।। ৪ ।। এই কথা বলায় শুভলক্ষণযুক্ত সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ আবার দুঃখে কাতর হয়ে রামকে বললেন—।। ৫ ।। আমি নিজের ইচ্ছায় তাঁকে ফেলে রেখে এখানে আসি নি। তিনি তীব্র বহু কটূক্তিতে আমাকে এখানে আসার জন্য প্রণোদিত করেছেন।। ৬ ।। 'লক্ষ্মণ, আমায় বাঁচাও'—আপনার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর মৈথিলীর কানে গিয়েছিলো।। ৭ ।। সীতা সেই আর্তস্বর শুনে, আপনারই জন্যে ভয়ে ব্যাকুল হয়ে আমাকে বললেন, শীগ্‌গির যাও। যাও।। ৮ ।। মৈথিলী "যাও, যাও"—বলে আমাকে বহুবার প্রণোদিত করেন। প্রত্যুত্তরে আমি বলেছিলাম—।। ৯ ।। এমন কোনো রাক্ষসকে আমি দেখছি না যে রামকে ভয় দেখাতে পারে। আপনি নিশ্চিন্ত হোন। এ কিছুই নয়। অন্য কেউ এই রকম শব্দ করেছে।। ১০।। যিনি দেবতাদের ত্রাণ করেন, আমার দাদা সেই রাম—"সীতে, আমায় বাঁচাও"—এইরকম নিন্দিত এবং নীচ কথা কি করে বলবেন? ।। ১১ ।। বিশেষ কোনো কারণে রাক্ষসদের কেউ আমার দাদার স্বর অনুকরণ করে—"লক্ষ্মণ, আমায় বাঁচাও"—বলে চীৎকার করেছিলো।। ১২ ।। হে শোভনে, ভয় পেয়ে 'বাঁচাও' বলে রাক্ষসই এই কথা উচ্চারণ করেছে। অজ্ঞ মহিলার মতো আপনার এতে বিচলিত হওয়া উচিত নয়।। ১৩ ।। আপনি ব্যাকুল হবেন না। সুস্থ হোন। আমাকে পাঠাবার ঔৎসুক্য ত্যাগ করুন। যুদ্ধে রামকে পরাজিত করতে পারেন এমন কোনো লোক ত্রিলোকে... ।। ১৪ ।। জন্মান নি। বা জন্মাবেনও না। দেবগণও যদি ইন্দ্রকে সামনে নিয়ে যুদ্ধ করেন, তাতেও রামকে পরাজিত করা যাবে না।। ১৫ ।। আমি এতো করে বলার পরও সীতার চেতনা সর্বতোভাবে মোহিত হয়ে ছিলো। তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে মর্মান্তিক বাক্যে আমাকে বললেন—।। ১৬ ।। আমার প্রতি তোমার মনে অত্যন্ত পাপভাব এসেছে। দাদা মারা গেলেও তুমি যা ভাবছো তা হবে না। আমায় পাবে না।। ১৭ ।। ভরতের ইঙ্গিতেই তুমি রামকে অনুগমন করছো। কেননা তিনি এমন আর্তভাবে চীৎকার করে ডাকলেও তুমি তাঁর কাছে এগিয়ে যাচ্ছো না।। ১৮ ।। তুমি শত্রু। প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করছো। আমাকে পাবার জন্যই তুমি তাঁর অনুগমন করছো। রামের থেকে দূরে রাখার ছল খুঁজে বেড়াচ্ছো। তাই তাঁর দিকে যাচ্ছো না।। ১৯ ।। বৌদি বৈদেহী

এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা সংরব্ধো রক্তলোচনঃ। ক্রোধাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠ আশ্রমাদভিনির্গতঃ।। ২০
এবং ব্রুবাণং সৌমিত্রিং রামঃ সন্তাপমোহিতঃ। অব্রবীদ্দুষ্কৃতং সৌম্য তাং বিনা ত্বমিহাগতঃ।। ২১
জানন্নপি সমর্থং মাং রক্ষসামপবারণে। অনেন ক্রোধমাক্যেন মৈথিল্যা নির্গতো ভবান্।। ২২
ন হি তে পরিতুষ্যামি ত্যক্ত্বা যদসি মৈথিলীম্। ক্রুদ্ধায়াঃ পরুষং শ্রুত্বা স্ত্রিয়া সত্ত্বমিহাগতঃ।। ২৩
সর্বথা ত্বপনীতং তে সীতয়া যৎ প্রচোদিতঃ। ক্রোধস্য বশমাগম্য নাকরোঃ শাসনং মম।। ২৪
অসৌ হি রাক্ষসঃ শেতে শরেণাভিহতো ময়া। মৃগরূপেণ যেনাহমাশ্রমাদপবাহিতঃ।। ২৫
বিকৃষ্য চাপং পরিধায় সায়কা সলীলবাণেন চ তাডিতো ময়া।
মার্গীং তনুং ত্যজ্য চ বিক্লবস্বরো বভূব কেয়ূরধরঃ স রাক্ষসঃ।। ২৬
শরাহতেনৈব তদার্তয়া গিরা স্বরং মমালম্ব্য সুদূরসুশ্রমবম্।
উদাহৃতং তদ্বচনং সুদারুণং ত্বমাগতো যেন বিহায় মৈথিলীম্।। ২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

এইরকম বলায় রাগে আমার চোখ লাল হয়ে গেলো। ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। তাই আমি আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলাম।। ২০ ।। লক্ষ্মণ এইরকম বলায় রাম অত্যন্ত দুঃখে মোহিত হলেন। বললেন, তবুও সীতাকে ছেড়ে এখানে এসে তুমি অন্যায়ই করেছো।। ২১ ।। রাক্ষসদের প্রতিহত করতে আমি সমর্থ। এ তুমি জানো। তা সত্ত্বেও সীতার রাগের কথায় তুমি বেরিয়ে এলে?।। ২২ ।। ক্রুদ্ধা স্ত্রীলোকের কঠোরবাক্য শুনে সীতাকে ছেড়ে তুমি যে এখানে এসেছো, তাতে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারছি না।। ২৩ ।। সীতার কথায় উত্তেজিত হয়ে রাগের বশে তুমি আমার আদেশ পালন করো নি। এটি সর্বতোভাবেই নীতিবিরুদ্ধ।। ২৪ ।। হরিণের রূপধারণ করে যে আমাকে আশ্রম থেকে দূরে নিয়ে এসেছিলো, ঐ দেখো, সেই রাক্ষস আমার বাণে নিহত হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে।। ২৫ ।। আমি ধনু আকর্ষণ করে বাণসন্ধান করলাম। অবলীলাক্রমে নিক্ষিপ্ত আমার বাণে সে তাড়িত হলো। তখন সে তার ঐ ছলনার শরীরটি ত্যাগ করে ভয়ঙ্কর শব্দ করে কেয়ূরধারী রাক্ষসে পরিণত হলো।। ২৬ ।। শরাহত হয়ে আমার স্বর অনুকরণ করে সে চীৎকার করেছিলো। বহু দূর থেকে সেই ভীষণ স্বর শুনেই সীতাকে ছেড়ে তুমি এখানে চলে এসেছো!।। ২৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ঊনষষ্টিতম (৫৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

বিলপতো রামস্য বৃক্ষ-পশুগণসমীপে সীতাসন্দেশজিজ্ঞাসা, ভ্রান্তবদ্ রুদতো রামস্য সীতান্বেষণঞ্চ।

ভৃশমাব্রজমানস্য তস্যাধো বামলোচনম্। প্রাস্ফুরচ্চাস্খলদ্ রামো বেপথুশ্চাস্য জায়তে।। ১
উপালক্ষ্য নিমিত্তানি সোঽশুভানি মুহুর্মুহুঃ। অপি ক্ষেমং তু সীতয়া ইতি বৈ ব্যাজহার হ।। ২

ষষ্টিতম (৬০) সর্গ

বিলাপ করতে করতে গাছপালা এবং পশুদের কাছে শ্রীরামের সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা। পাগলের মতো কাঁদতে কাঁদতে রামের দ্বারা সীতার অন্বেষণ।

রাম ছুটে চলেছেন। তাঁর বাম চোখের নীচে কাঁপতে লাগলো। চলতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছেন। শরীরও কাঁপছে।।১।। মুহুর্মুহুঃ এই দুর্লক্ষণগুলি দেখে তিনি বললেন, সীতার মঙ্গল তো?।।২।। সীতাকে দর্শনের

ত্বরমাণো জগামাথ সীতাদর্শনলালসঃ। শূন্যমাবসথং দৃষ্ট্বা বভূবোদ্বিগ্নমানসঃ।। ৩
উদ্ভ্রমন্নিব বেগেন বিক্ষিপন্ রঘুনন্দনঃ। তত্র তত্রোটজস্থানমভিবীক্ষ্য সমন্ততঃ।। ৪
দদর্শ পর্ণশালাঞ্চ সীতয়া রহিতাং তদা। শ্রিয়া বিরহিতাং ধ্বস্তাং হেমন্তে পদ্মিনীমিব।। ৫
রুদন্তমিব বৃক্ষৈশ্চ ম্লানপুষ্পমৃগদ্বিজম্। শ্রিয়াবিহীনং বিধ্বস্তং সন্ত্যক্তং বনদৈবতৈঃ।। ৬
বিপ্রকীর্ণাজিনকুশং বিপ্রবিদ্ধবৃসীকটম্। দৃষ্ট্বা শূন্যোটজস্থানং বিললাপ পুনঃ পুনঃ।। ৭
হৃতা মৃতা বা নষ্টা বা ভক্ষিতা বা ভবিষ্যতি। নিলীনাপ্যথবা ভীরুরথবা বনমাশ্রিতা।। ৮
গতা বিচেতুং পুষ্পাণি ফলান্যপি চ বা পুনঃ। অথবা পদ্মিনীং যাতা জলার্থং বা নদীং গতা।। ৯
যত্নান্মৃগয়মাণস্তু নাসসাদ বনে প্রিয়াম্। শোকরক্তেক্ষণঃ শ্রীমানুন্মত্ত ইব লক্ষ্যতে।। ১০
বৃক্ষাদ্ বৃক্ষং প্রধাবন্ স গিরীংশ্চাপি নদীনদম্। বভ্রাম বিলপন্ রামঃ শোকপঙ্কার্ণবপ্লুতঃ।। ১১
অস্তি কচ্চিত্ত্বয়া দৃষ্টা সা কদম্বপ্রিয়া প্রিয়া। কদম্ব যদি জানীষে শংস সীতাং শুভাননাম্।। ১২
স্নিগ্ধপল্লবসঙ্কাশাং পীতকৌশেয়বাসিনীম্। শংসস্ব যদি সা দৃষ্টা বিল্ব বিল্বোপমস্তনী।। ১৩
অথবাঽর্জুন শংস ত্বং প্রিয়াং তামর্জুনপ্রিয়াম্। জনকস্য সুতা তন্বী যদি জীবতি বা ন বা।। ১৪
ককুভঃ ককুভোরুং তাং ব্যক্তং জানাতি মৈথিলীম্। লতাপল্লবপুষ্পাঢ্যো ভাতি হ্যেষ বনস্পতিঃ।। ১৫
ভ্রমরৈরুপগীতশ্চ যথা দ্রুমবরো হ্যসি। এষ ব্যক্তং বিজানাতি তিলকস্তিলকপ্রিয়াম্।। ১৬

প্রবল আগ্রহে তিনি দ্রুতবেগে এলেন। বাসস্থানটি শূন্য দেখে তাঁর মন অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হলো *(অবসথ—আশ্রম, আবাস)*।।৩ ।। উদ্‌ভ্রান্তভাবে যেন হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে তিনি পর্ণশালার সবদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন।। ৪ ।। পর্ণশালায় দেখলেন, সীতা নেই। তাই হেমন্ত ঋতুতে বিধ্বস্ত পদ্মপুকুরের মতো শ্রীহীন দেখাচ্ছে পর্ণশালাকে।। ৫ ।। গাছগুলি যেন কাঁদছে। ফুল আর হরিণাদি পশুপাখী সব যেন ম্লান হয়ে গেছে। বনদেবতারাও চলে গেছেন। বিধ্বস্ত আশ্রমকে শ্রীহীন বোধ হচ্ছে।। ৬ ।। মৃগচর্ম আর কুশ সব ছড়িয়ে আছে। কুশাসন আর মাদুর এলোমেলো। পর্ণশালাকে শূন্য দেখে রাম বার বার বিলাপ করতে লাগলেন *(কট—মাদুর)*।। ৭ ।। হায়, সীতা অপহৃতা না মৃতা? তিনি কোথাও হারিয়ে গেলেন না রাক্ষসেরা তাঁকে খেয়ে ফেলেছে? ভীরু তিনি। কোথাও লুকিয়ে নেই তো? বনের মধ্যে চলে যান নি তো?।। ৮ ।। আবার ফুল তুলতে বা ফল আনতে যান নি তো? কিংবা জল আনতে? পদ্মপুকুরে বা নদীতে?।। ৯ ।। বহু যত্ন করে খুঁজেও বনে সীতাকে রাম পেলেন না। শোকে তাঁর চোখ লাল হয়ে গেছে, সুন্দর রামকে আজ পাগলের মতো দেখাচ্ছে। ।। ১০ ।। রাম যেন শোকরূপ কাদার সাগরে ডুবে গেলেন। তিনি গাছের পর গাছ, পাহাড়ের পর পাহাড়, আর নদীর পর নদীর কাছে বিলাপ করতে করতে ছুটছেন *(কালিদাস বলেছেন, বিরহের প্রাবল্যে মানুষ চেতন-অচেতনের ভেদ ভুলে যায়। "কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণা-চেতনাচেতনেষু"। রামও তাই এইখানে তরুরাজিকে জিজ্ঞেস করছেন)*।। ১১ ।। ওহে কদমগাছ, তিনি তো কদমফুল খুব ভালোবাসতেন। তুমি কি তাঁকে দেখেছো? কদমগাছ, শুভাননা সীতার সন্ধান যদি জানো তা আমায় জানাও।। ১২ ।। স্নিগ্ধপল্লবের মতো সুন্দর, চকচকে এবং কোমল ছিলো তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। হলুদ রেশমী বস্ত্র ছিলো তাঁর পরিধানে। ওহে বেলগাছ, তোমার ফলের মতো ছিলো তাঁর স্তন। যদি তাঁকে দেখে থাকো, বলো।। ১৩ ।। তিনি অর্জুন ফলকে ভালোবাসতেন, হে অর্জুনগাছ, তুমি বলো আমার প্রিয়া জনক-রাজদুহিতা হালকাদেহী সীতা বেঁচে আছেন কি নেই?।। ১৪ ।। হে কুটজ বৃক্ষ, সীতার উরু ছিলো তোমার মতোই সুন্দর। সেই সীতার সংবাদ তুমি নিশ্চয়ই জানো। বনস্পতি, লতা-পল্লব আর পুষ্পে সমৃদ্ধ হয়ে শোভা পাচ্ছো তুমি।। ১৫ ।। যেহেতু তুমি বৃক্ষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভ্রমরেরা তোমার চারপাশে গুঞ্জন করছে। তিলকফুল যাঁর প্রিয় ছিলো সেই সীতাকে এই তিলকবৃক্ষ নিশ্চয়ই জানে।। ১৬ ।। ওগো

অশোক শোকাপনুদ শোকোপহতচেতনম্। ত্বন্নামানং কুরু ক্ষিপ্রং প্রিয়াসন্দর্শনেন মাম্।। ১৭
যদি তাল ত্বয়া দৃষ্টা পক্বতালোপমস্তনী। কথয়স্ব বরারোহাং কারুণ্যং যদি তে ময়ি।। ১৮
যদি দৃষ্টা ত্বয়া জম্বো জাম্বুনদসমপ্রভা। প্রিয়াং যদি বিজানাসি নিঃশঙ্কং কথয়স্ব মে।। ১৯
অহো ত্বং কর্ণিকারাদ্য পুষ্পিতঃ শোভসে ভৃশম্। কর্ণিকারপ্রিয়াং সাধ্বীং শংস দৃষ্টা যদি প্রিয়া।। ২০
চূত-নীপ-মহাসালান্ পনসান্ কুরবাংস্তথা। দাড়িমানপি তান্ গত্বা দৃষ্টা রামো মহাযশাঃ।। ২১
বকুলানাথ পুন্নাগাংশ্চন্দনান্ কেতকাংস্তথা। পৃচ্ছন্ রামো বনে ভ্রান্ত উন্মত্ত ইব লক্ষ্যতে।। ২২
অথবা মৃগশাবাক্ষীং মৃগ জানাসি মৈথিলীম্। মৃগবিপ্রেক্ষণী কান্তা মৃগীভিঃ সহিতা ভবেৎ।। ২৩
গজ সা গজনাসোরুর্যদি দৃষ্টা ত্বয়া ভবেৎ। তাং মন্যে বিদিতাং তুভ্যমাখ্যাহি বরবারণ।। ২৪
শার্দূল যদি সা দৃষ্টা প্রিয়া চন্দ্রনিভাননা। মৈথিলী মম বিস্রব্ধঃ কথয়স্ব ন তে ভয়ম্।। ২৫
কিং ধাবসি প্রিয়ে নূনং দৃষ্টাসি কমলেক্ষণে। বৃক্ষৈরাচ্ছাদ্য চাত্মানং কিং মাং ন প্রতিভাষসে।। ২৬
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বরারোহে ন তেঽস্তি করুণাময়ি। নাত্যর্থং হাস্যশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে।। ২৭
পীত-কৌশেয়কেনাসি সূচিতা বরবর্ণিনি। ধাবন্ত্যপি ময়া দৃষ্টা তিষ্ঠ যদ্যস্তি সৌহৃদম্।। ২৮
নৈব সা নূনমথবা হিংসিতা চারুহাসিনী। কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তং হি মাং নূনং যথোপক্ষিতুমর্হতি।। ২৯

অশোকতরু, তুমি তো শোক বিদূরিত করে থাকো। শোকে অচেতন আমি। আমায় তুমি আমার প্রিয়াকে শীগ্‌গির দেখিয়ে দিয়ে তোমার নামকে সার্থক করো।। ১৭ ।। ওহে তালগাছ, পাকা তালের মতো তাঁর স্তন। যদি আমার প্রতি তোমার করুণা থেকে থাকে, তাহলে সেই সুন্দরীকে তুমি দেখেছো কিনা আমায় বলো।। ১৮ ।। ওগো জামগাছ, তুমি তো জানো সীতার বর্ণ জাম্বূনদ তথা সোনার মতো। তুমি যদি আমার প্রিয়া কোথায় গেছেন জানো, তা আমায় নিঃশঙ্কভাবে বলো।। ১৯ ।। অহো কর্ণিকার বৃক্ষ, ফুল ফুটিয়ে তুমি আজ খুবই শোভাবিস্তার করছো। কর্ণিকার ফুল আমার প্রিয়ার ছিলো অতি প্রিয়। যদি সেই সাধ্বীনারীকে দেখে থাকো, তাহলে বলো।। ২০ ।। আম, কদম, বিরাট বিরাট সালগাছ, কাঁঠাল, কুরব, ডালিম—এইসব গাছ দেখে মহাযশস্বী রাম তাদের কাছে ছুটে গিয়ে সীতার সন্ধান জিজ্ঞেস করছেন। *(মহাযশস্বী রামকে বলা হলো এই জন্যে যে রাম শৌর্যবীর্যে এতো যশস্বী, আজ পত্নীবিরহে তিনি যেন পাগল হয়ে গেছেন। এই শোচনীয়তার গভীরতা দেখাবার জন্য মহাযশস্বী এই বিশেষণ)*।। ২১ ।। বকুল, পুন্নাগ, চন্দন, কেতক—এইসব গাছকে ঘুরে ঘুরে সীতার কথা জিজ্ঞেস করছেন রাম। তাকে পাগলের মতো দেখাচ্ছে।। ২২ ।। ওহে মৃগ, সীতার চোখ ছিলো মৃগশিশুর চোখের মতো চঞ্চল এবং সরল। মৃগনয়না আমার প্রিয়া সীতা মৃগীদের সঙ্গে অবস্থান করতেন। তিনি এখন কোথায় তুমি জানো?।। ২৩ ।। ওহে গজ, গজনাসা তথা হাতীর শুঁড়ের মতো সুন্দর সীতার উরু। তাকে যদি তুমি দেখে থাকো, আমায় বলো। হে শ্রেষ্ঠ হস্তিন্, মনে হয় তুমি তাঁকে জানতে।। ২৪ ।। হে ব্যাঘ্র, প্রিয়া মৈথিলীর চন্দ্রের মতো মুখ। যদি তুমি তাঁকে দেখে থাকো, আমায় নিশ্চিন্তে বলো। তোমার কোনো ভয় নেই। প্রিয়ে, তুমি দৌড়ে পালাচ্ছো কেন? পদ্মনয়নে, তোমায় আমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে তুমি আমার উত্তর দিচ্ছোনা *(প্রেমের দশ দশার মধ্যে উন্মাদাবস্থা অন্যতম। রাম এখন সেই অবস্থায় উপনীত। তাই গাছের সঙ্গেও কথা বলছেন)*।। ২৫-২৬ ।। ওগো সুন্দরি, দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমার প্রতি কি তোমার করুণা নেই? বেশী তুমি হাসতে না। তাই তোমায় সংযত বলে জানি। কেন তুমি আমাকে উপেক্ষা করছো?।। ২৭ ।। ওগো সুন্দরি, হলুদ রেশমী বসনে তোমায় চেনা যাচ্ছে। দৌড়ালেও তোমায় আমি দেখছি। যদি আমার প্রতি তোমার প্রেম থাকে, তাহলে থামো।। ২৮ ।। না, ইনি নিশ্চয়ই সেই সুন্দর হাসি-ছড়ানো সীতা নন। তিনি নিশ্চয়ই কারো দ্বারা নিহত হয়েছেন। আমি কষ্ট পাচ্ছি দেখলে তিনি কখনোই আমায় উপেক্ষা করতে পারেন না।। ২৯ ।। বেশ বোঝা যাচ্ছে, মাংসভোজী রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই তাঁকে খেয়ে ফেলেছে।

ব্যক্তং সা ভক্ষিতা বালা রাক্ষসৈঃ পিশিতাশনৈঃ। বিভজ্যাঙ্গানি সর্বাণি ময়া বিরহিতা প্রিয়া।। ৩০
নূনং তচ্ছুভদন্তোষ্ঠং সুনাসং শুভকুণ্ডলম্। পূর্ণচন্দ্রনিভং গ্রস্তং মুখং নিষ্প্রভতাং গতম্।। ৩১
সা হি চম্পকবর্ণাভা গ্রীবা গ্রৈবেয়কোচিতা। কোমলা বিলপন্ত্যাস্তু কান্তায়া ভক্ষিতা শুভা।। ৩২
নূনং বিক্ষিপ্যমাণৌ তৌ বাহূ পল্লবকোমলৌ। ভক্ষিতৌ বেপমানাগ্রৌ সহস্তাভরণাঙ্গদৌ।। ৩৩
ময়া বিরহিতা বালা রক্ষসাং ভক্ষণায় বৈ। সার্থেনেব পরিত্যক্তা ভক্ষিতা বহুবান্ধবা।। ৩৪
হা লক্ষ্মণ মহাবাহো পশ্যসে ত্বং প্রিয়াং ক্বচিৎ। হা প্রিয়ে ক্ব গতা ভদ্রে হা সীতেতি পুনঃ পুনঃ।। ৩৫
ইত্যেবং বিলপন্ রামঃ পরিধাবন্ বনাদ্ বনম্। ক্বচিদুদ্‌ভ্রমতে যোগাৎ ক্বচিদ্ বিভ্রমতে বলাৎ।। ৩৬
ক্বচিন্মত্ত ইবাভাতি কান্তান্বেষণতৎপরঃ। স বনানি নদীঃ শৈলান্ গিরিপ্রস্রবণানি চ।।
কাননানি চ বেগেন ভ্রমত্যপরিসংস্থিতঃ।। ৩৭
তদা স গত্বা বিপুলং মহদ্ বনং পরীত্য সর্বং ত্বথ মৈথিলীং প্রতি।
অনিষ্ঠিতাশঃ স চকার মার্গণে পুনঃ প্রিয়ায়াঃ পরমং পরিশ্রমম্।। ৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করেছে। তিনি যে তখন আমায় ছাড়া ছিলেন! তাঁর দাঁতগুলি সুন্দর। সুন্দর তাঁর ঠোঁট আর নাক। সুন্দর কুণ্ডল ছিলো তাঁর কানে। পূর্ণচন্দ্রের মতো তাঁর মুখখানি নিশ্চয় নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।। ৩০-৩১ ।। তাঁর গ্রীবার রঙ্ ছিলো চাঁপাফুলের মতো। তাতে পরা থাকতো হাঁসুলী। আমার কল্যাণী কমনীয়া প্রিয়া সীতা কাঁদছিলেন। আর তাঁর কোমল অঙ্গগুলি রাক্ষসেরা খাচ্ছিলো।।৩২ ।। তাঁকে যখন রাক্ষসেরা খাচ্ছিলো তখন পল্লবের মতো তাঁর কোমল বাহু দু'টি নিশ্চয়ই ঝুলে পড়েছে। অঙ্গদাদি অলঙ্কার পরা তাঁর হাত দু'টি কাঁপছিলো।।৩৩ ।। বহু আত্মীয় থাকলেও তারা যদি কোনো বালাকে নির্জনে বনে ত্যাগ করে, তাহলে তাঁকে রাক্ষসেরা ভোজন করে। তেমনি আমি যেন সীতাকে রাক্ষসদের ভোজনের জন্যই ত্যাগ করেছিলাম।। ৩৪ ।। মহাবীর, হা লক্ষ্মণ, আমার সেই প্রিয়াকে তুমি কি কোথাও দেখতে পাচ্ছো? "হা প্রিয়ে, তুমি কোথায় গেলে! হা ভদ্রে সীতে"—এইভাবে... ।।৩৫ ।। বার বার বিলাপ করতে করতে রাম বন থেকে বনে ছুটছেন। কখনো পাগলের মতো দৌড়াচ্ছেন। কখনো বা জোরে লাফ দিয়ে চলেছেন।। ৩৬ ।। কমনীয়া পত্নীর সন্ধানে তৎপর হয়ে তিনি কখনো পাগলের মতো আচরণ করছেন। কখনো দ্রুতগতিতে বন, নদী, পাহাড়, পার্বত্য ঝর্ণা, বাগান সব স্থানে ব্যাকুলভাবে ঘুরছেন।। ৩৭ ।। তারপরে তিনি এক বিরাট বনে গিয়ে বহু খোঁজ করেও সীতাকে পেলেন না। তাতে হতাশ না হয়ে আবার তিনি প্রভূত শ্রমে প্রেয়সী সীতার সন্ধান করতে লাগলেন।। ৩৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ষষ্টিতম (৬০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ সীতান্বেষণম্, তামপ্রাপ্য রামস্য ব্যাকুলতা চ।

দৃষ্ট্বাশ্রমপদং শূন্যং রামো দশরথাত্মজঃ। রহিতাং পর্ণশালাঞ্চ প্রবিদ্ধান্যাসনানি চ।। ১
অদৃষ্ট্বা তত্র বৈদেহীং সন্নিরীক্ষ্য চ সর্বশঃ। উবাচ রামঃ প্রাক্রুশ্য প্রগৃহ্য রুচিরৌ ভুজৌ।। ২

একষষ্টিতম (৬১) সর্গ

শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের দ্বারা সীতার অন্বেষণ। তাঁকে না পেয়ে রামের ব্যাকুলতা।

দশরথপুত্র রাম আশ্রমস্থান দেখলেন শূন্য। পর্ণশালাতেও সীতা নেই। আসনগুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো।। ১।। সবদিকে ভালো করে দেখে সীতাকে না পেয়ে রাম সুন্দর বাহু দু'টি আস্ফালন করে বললেন— ।। ২ ।।

ক্ক নু লক্ষ্মণ বৈদেহী কং বা দেশমিতো গতা। কেনাহৃতা বা সৌমিত্রে ভক্ষিতা কেন বা প্রিয়া।। ৩
বৃক্ষেণাবার্য যদি মাং সীতে হসিতুমিচ্ছসি। অলং তে হসিতেনাদ্য মাং ভজস্ব সুদুঃখিতম্।। ৪
যৈঃ পরিক্রীডসে সীতে বিশ্বস্তৈর্মৃগপোতকৈঃ। এতে হীনাস্ত্বয়া সৌম্যে ধ্যায়ন্ত্যস্রাবিলেক্ষণাঃ।। ৫
সীতয়া রহিতোঽহং বৈ নহি জীবামি লক্ষ্মণ। মৃতং শোকেন মহতা সীতাহরণজেন মাম্।। ৬
পরলোকে মহারাজো নূনং দ্রক্ষ্যতি মে পিতা। কথং প্রতিজ্ঞাং সংশ্রুত্য ময়া ত্বমভিযোজিতঃ।। ৭
অপূরয়িত্বা তং কালং মৎসকাশমিহাগতঃ। কামবৃত্তমনার্যং বা মৃষাবাদিনমেব চ।। ৮
ধিক্‌ত্বামিতি পরে লোকে ব্যক্তং বক্ষ্যতি মে পিতা। বিবশং শোকসন্তপ্তং দীনং ভগ্নমনোরথম্।। ৯
মামিহোৎসৃজ্য করুণং কীর্তির্নরমিবানৃজুম্। ক্ক গচ্ছসি বরারোহে মা মোৎসৃজ সুমধ্যমে।। ১০
ত্বয়া বিরহিতশ্চাহং ত্যক্ষ্যে জীবিতমাত্মনঃ। ইতীব বিলপন্ রামঃ সীতাদর্শনলালসঃ।। ১১
ন দদর্শ সুদুঃখার্তো রাঘবো জনকাত্মজাম্। অনাসাদয়মানং তং সীতাং শোকপরায়ণম্।। ১২
পঙ্কমাসাদ্য বিপুলং সীদন্তমিব কুঞ্জরম্। লক্ষ্মণো রামমত্যর্থমুবাচ হিতকাম্যয়া।। ১৩
মা বিষাদং মহাবুদ্ধে কুরু যত্নং ময়া সহ। ইদং গিরিবনং বীর বহুকন্দরশোভিতম্।। ১৪
প্রিয়কাননসঞ্চারা বনোন্মত্তা চ মৈথিলী। সা বনং বা প্রবিষ্টা স্যান্নলিনীং বা সুপুষ্পিতাম্।। ১৫
সরিতং বাপি সম্প্রাপ্তা মীনবঞ্জুলসেবিতাম্। বিত্রাসয়িতুকামা বা লীনা স্যাৎ কাননে ক্কচিৎ।। ১৬
জিজ্ঞাসমানা বৈদেহী ত্বাং মাঞ্চ পুরুষর্ষভ। তস্যা হ্যন্বেষণে শ্রীমন্ ক্ষিপ্রমেব যতাবহে।। ১৭

লক্ষ্মণ, সীতা কোথায়? এখান থেকে কোন্ দেশে চলে গেলেন? সৌমিত্রে; তাঁকে হরণ করলো কে? কেইবা আমার প্রিয়াকে খেয়ে ফেললো?।।৩ ।। সীতে, তুমি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমার সঙ্গে উপহাস করতে চাও। সেই উপহাসে আজ আর প্রয়োজন নেই। অত্যন্ত দুঃখিত আমি। আমার সঙ্গে তুমি চলে এসো।। ৪ ।। স্নিগ্ধে, যে বিশ্বাসী হরিণশিশুদের সঙ্গে তুমি খেলতে আজ তুমি কাছে না থাকায় তারা তোমার কথা চিন্তা করতে করতে চোখের জলে ভাসছে।। ৫ ।। লক্ষ্মণ, সীতাকে ছেড়ে আমি বাঁচবো না। সীতাকে হরণের কারণে যে গভীর শোক উপস্থিত হবে তাতে আমি মারাই যাবো।।৬ ।। পরলোকে পিতা মহারাজ দশরথ নিশ্চয়ই তখন আমাকে দেখতে পাবেন। প্রতিজ্ঞা করে তা না রেখে কি করে তুমি আমার কাছে এলে?।। ৭ ।। প্রতিজ্ঞাপূরণ না করেই তুমি আমার কাছে এসেছো। তুমি স্বেচ্ছাচারী। অনার্য এবং মিথ্যাবাদী।।৮ ।। তোমায় ধিক্। পরলোকে আমার বাবা তোমাকে স্পষ্টভাবেই এইকথা বলবেন। বিবশ, শোকসন্তপ্ত, দীন, হতাশাগ্রস্ত—।। ৯ ।। করুণ অবস্থায় আমাকে এখানে পরিত্যাগ করে, কীর্তি যেমন জটিল ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, তেমনি তুমিও, হে সুন্দরি, কোথায় যাচ্ছো? সুমধ্যমে, আমায় ত্যাগ কোরো না।। ১০ ।। তোমার বিরহে আমি নিজের জীবন ত্যাগ করবো। সীতাকে দেখার প্রবল ইচ্ছায় রাম এইরকম বিলাপ করতে লাগলেন।। ১১ ।। কিন্তু শোকার্ত রাম সীতাকে দেখতে পেলেন না। না পেয়ে নিদারুণ শোকগ্রস্ত হলেন। বিরাটকায় হাতী কাদায় পড়ে গেলে যেমন অবসন্ন হয়ে পড়ে, রামের অবস্থাও তেমনি। লক্ষ্মণ তখন কল্যাণকামনা করে গভীর অর্থযুক্ত বাক্যে রামকে বললেন—।। ১২-১৩ ।। মহাবুদ্ধিশালী আপনি। দুঃখ করবেন না। আমার সঙ্গে একযোগে তাঁর সন্ধানের প্রয়াস করুন। হে বীর, এই পার্বত্য বন বহু গুহার দ্বারা পরিশোভিত।। ১৪ ।। সীতা বন দেখলেই পাগল হয়ে যেতেন। বনে ঘুরে বেড়াতে তিনি ভালোবাসতেন। হয়তো তিনি কোনো বনে ঢুকে গিয়ে থাকবেন। কিংবা পুষ্পিত কোনো উত্তম পদ্মসরোবরে।। ১৫ ।। মাছ আর বঞ্জুল পাখী খেলে বেড়াচ্ছে এমন কোনো সরোবরে গিয়ে থাকবেন তিনি। কিংবা আমাদের ভয় দেখাবার জন্যই কোনো বনে হয়তো লুকিয়ে আছেন।। ১৬ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনি এবং আমি তাঁকে কতোটা সমাদর করি তা পরীক্ষা করার জন্যই তিনি হয়তো বা লুকিয়ে আছেন। হে শ্রীমন্, তাঁর সন্ধানে আমরা দ্রুত চেষ্টা করবো।। ১৭ ।। আপনি চাইলে, সারা বন আমরা খুঁজে দেখবো।

বনং সর্বং বিচিনুবো যত্র সা জনকাত্মজা। মন্যসে যদি কাকুৎস্থ মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ।। ১৮
এবমুক্তঃ স সৌহার্দাল্লক্ষ্মণেন সমাহিতঃ। সহ সৌমিত্রিণা রামো বিচেতুমুপচক্রমে।। ১৯
তৌ বনানি গিরীংশ্চৈব সরিতশ্চ সরাংসি চ। নিখিলেন বিচিন্বন্তৌ সীতাং দশরথাত্মজৌ।। ২০
তস্য শৈলস্য সানূনি শিলাশ্চ শিখরাণি চ। নিখিলেন বিচিন্বন্তৌ নৈব তামভিজগ্মতুঃ।। ২১
বিচিত্য সর্বতঃ শৈলং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ। নেহ পশ্যামি সৌমিত্রে বৈদেহীং পর্বতে শুভাম্।। ২২
ততো দুঃখাভিসন্তপ্তো লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ। বিচরন্ দণ্ডকারণ্যং ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্।। ২৩
প্রাপ্স্যসে ত্বং মহাপ্রাজ্ঞ মৈথিলীং জনকাত্মজাম্। যথা বিষ্ণুর্মহাবাহুর্বলিং বদ্ধা মহীমিমাম্।। ২৪
এবমুক্তস্তু বীরেণ লক্ষ্মণেন স রাঘবঃ। উবাচ দীনয়া বাচা দুঃখাভিহতচেতনঃ।। ২৫
বনং সুবিচিতং সর্বং পদ্মিন্যঃ ফুল্লপঙ্কজাঃ। গিরিশ্চায়ং মহাপ্রাজ্ঞ বহুকন্দরনির্ঝরঃ।
ন হি পশ্যামি বৈদেহীং প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।। ২৬
এবং স বিলপন্ রামঃ সীতাহরণকর্শিতঃ। দীনশোকসমাবিষ্টো মুহূর্তং বিহ্বলোঽভবৎ।। ২৭
স বিহ্বলিতসর্বাঙ্গো গতবুদ্ধির্বিচেতনঃ। বিষসাদাপুরো দীনো নিঃশ্বস্যাশীতমায়তম্।। ২৮
বহুশঃ স তু নিঃশ্বস্য রামো রাজীবলোচনঃ। হা প্রিয়েতি বিচুক্রোশ বহুশো বাষ্পগদ্গদঃ।। ২৯
তং সান্ত্বয়ামাস ততো লক্ষ্মণঃ প্রিয়বান্ধবম্। বহুপ্রকারং শোকার্তঃ প্রশ্রিতঃ প্রশ্রিতাঞ্জলিঃ।। ৩০
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং লক্ষ্মণোষ্ঠপুটচ্যুতম্। অপশ্যংস্তাং প্রিয়াং সীতাং প্রাক্রোশৎ স পুনঃ পুনঃ।। ৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

দেখবো কোথায় সেই জনকদুহিতা রয়েছেন। হে কাকুৎস্থ, আপনি শোক করবেন না।। ১৮ ।। সোহার্দ্যবশতঃ লক্ষ্মণ, এই কথা বললে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রাম যত্নের সঙ্গে সীতার সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।। ১৯ ।। দশরথের পুত্র দু'জন বন, পাহাড়, নদী, সরোবর সব পাতি পাতি করে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন।। ২০ ।। পর্বতের সানু, শিলাময় সমতল এবং চূড়াগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁরা সীতাকে পেলেন না।। ২১ ।। পাহাড়ের সর্বত্র খুঁজে দেখে লক্ষ্মণকে রাম বললেন, এই পাহাড়ে কল্যাণমূর্তি সীতাকে দেখতে পাচ্ছি না।। ২২ ।। এবার দুঃখে অত্যন্ত সন্তপ্ত লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করতে করতে দীপ্ততেজা ভাইকে বললেন—।। ২৩ ।। হে মহাপ্রাজ্ঞ, মহাবাহু বিষ্ণু যেমন বলিকে বন্ধন করে এই পৃথিবীকে পেয়েছিলেন, তেমনি জনকদুহিতা সীতাকে আপনি নিশ্চয়ই পাবেন।। ২৪ ।। বীর লক্ষ্মণ এইকথা বলায় রাম দুঃখের আঘাতে ব্যথিত হয়ে কাতরবাক্যে বললেন—।। ২৫ ।। হে মহাপ্রাজ্ঞ, বন তো ভালো করে খুঁজে দেখলাম! দেখলাম পদ্মসরোবরে পদ্ম ফুটে আছে। গুহাসমূহ, নির্ঝর নিয়ে এই পর্বতকেও খুঁজে দেখলাম। কিন্তু আমার প্রাণের চেয়েও শ্রেষ্ঠা বৈদেহীকে পেলাম না।।২৬ ।। সীতাহরণে বেদনাহত রাম শোকে ব্যাকুল হয়ে দৈন্যের সঙ্গে এইরকম বিলাপ করতে করতে মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হয়ে গেলেন।। ২৭ ।। তাঁর সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেলো। সাধারণ বুদ্ধি চলে গেলো। তিনি চেতনা হারিয়ে ফেললেন। দৈন্যের সঙ্গে দীর্ঘ উষ্ণ-নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বিষাদে ভেঙে পড়লেন।। ২৮ ।। পদ্মনয়ন রাম এইভাবে বারংবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বাষ্পগদগদস্বরে বহুবার—"হা প্রিয়ে" বলে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।। ২৯ ।। শোকার্ত লক্ষ্মণ এবার করজোড়ে করুণভাবে প্রিয় আত্মজন রামকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।।৩০ ।। প্রিয় সীতাকে না দেখে লক্ষ্মণের ওষ্ঠপুট হতে নির্গত সেই বাক্যকে উপেক্ষা করে তিনি বার বার চীৎকার করতে লাগলেন।। ৩১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের একষষ্টিতম (৬১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামস্য বিলাপঃ।

সীতামপশ্যন্ ধর্মাত্মা শোকোপহতচেতনঃ। বিললাপ মহাবাহু রামঃ কমললোচনঃ।। ১
পশ্যন্নিব চ তাং সীতামপশ্যন্মন্মথার্দিতঃ। উবাচ রাঘবো বাক্যং বিলাপাশ্রয়দুর্বচম্।। ২
ত্বমশোকস্য শাখাভিঃ পুষ্পপ্রিয়তরা প্রিয়ে। আবৃণোষি শরীরং তে মম শোকবিবর্ধনী।। ৩
কদলীকান্তসদৃশৌ কদল্যা সংবৃতাবুভৌ। উরূ পশ্যামি তে দেবি নাসি শক্তা নিগূহিতুম্।। ৪
কর্ণিকারবনং ভদ্রে হসন্তী দেবি সেবসে। অলং তে পরিহাসেন মম বাধাবহেন বৈ।। ৫
বিশেষণাশ্রমস্থানে হাসোঽয়ং ন প্রশস্যতে। অবগচ্ছামি তে শীলং পরিহাসপ্রিয়ং প্রিয়ে।। ৬
আগচ্ছ ত্বং বিশালাক্ষি শূন্যোঽয়মুটজস্তব। সুব্যক্তং রাক্ষসৈঃ সীতা ভক্ষিতা বা হৃতাপি বা।। ৭
ন হি সা বিলপন্তং মামুপসংপ্রৈতি লক্ষ্মণ। এতানি মৃগযূথানি সাশ্রুনেত্রাণি লক্ষ্মণ।। ৮
শংসন্তীব হি মে দেবীং ভক্ষিতাং রজনীচরৈঃ। হা মমার্যে ক্ব যাতাঽসি হা সাধ্বি বরবর্ণিনি।। ৯
হা সকামাদ্য কৈকেয়ী দেবি মেঽদ্য ভবিষ্যতি। সীতয়া সহ নির্যাতো বিনা সীতামুপাগতঃ।। ১০
কথং নাম প্রবেক্ষ্যামি শূন্যমন্তঃপুরং মম। নির্বীর্য ইতি লোকে মাং নির্দয়শ্চেতি বক্ষ্যতি।। ১১
কাতরত্বং প্রকাশং হি সীতাপনয়নেন মে। নিবৃত্তবনবাসশ্চ জনকং মিথিলাধিপম্।। ১২
কুশলং পরিপৃচ্ছন্তং কথং শক্ষ্যে নিরীক্ষিতুম্। বিদেহরাজো নূনং মাং দৃষ্ট্বা বিরহিতং তয়া।। ১৩

দ্বি-ষষ্টিতম (৬২) সর্গ

শ্রীরামের বিলাপ।

পদ্মলোচন, মহাবীর, ধর্মাত্মা রাম শোকে চেতনাহারা হয়ে সীতাকে দেখতে না পেয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।। ১ ।। কামে পীড়িত হয়ে তিনি সীতাকে না দেখেও দেখছেন মনে করে কাতরভাবে বিলাপ করতে করতে বলছেন—।।২ ।। প্রিয়ে, অশোক পুষ্প তোমার অত্যন্ত প্রিয়। সেই অশোকের শাখা দিয়ে নিজের শরীর আবৃত করে তুমি আমার শোক বাড়িয়ে তুলছো।। ৩ ।। কদলী কাণ্ডের মতো তোমার সুন্দর উরু। কদলীতরুর দ্বারা উরু দু'টিকে ঢেকে তুমি দাঁড়িয়ে আছো। তুমি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না।। ৪ ।। হে দেবি, হেসে হেসে তুমি কর্ণিকার বনে ঘুরে বেড়াচ্ছো। এইভাবে তুমি আমায় পরিহাস কোরো না। এতে আমার বড়োই কষ্ট হয়।। ৫ ।। প্রিয়ে, আমি জানি তোমার স্বভাব পরিহাস -প্রিয়। তবুও বলি, বিশেষ করে আশ্রমস্থানে পরিহাস ভালো নয়।। ৬ ।। হে বিশালনয়নে, তোমার এই পর্ণশালা শূন্য হয়ে আছে। এখানে এসো। এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে—রাক্ষসেরা সীতাকে খেয়ে ফেলেছে কিংবা হরণ করে নিয়ে গেছে।। ৭ ।। লক্ষ্মণ, আমি বিলাপ করতে থাকলে সে কখনো আমায় উপেক্ষা করতো না। লক্ষ্মণ, দেখো, জোড়ায় জোড়ায় এই যে হরিণেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের চোখে জল।।৮।। এরা যেন আমায় জানাচ্ছে যে রাক্ষসেরা সীতাকে খেয়ে ফেলেছে। হা আর্যে, হা সাধ্বি, সুন্দরি, আমায় ছেড়ে কোথায় তুমি গেলে?।।৯ ।। হায়, কৈকেয়ীর কামনা আজ পূর্ণ হলো, দেবি, আমার আজ কি হবে? সীতার সঙ্গে অযোধ্যা থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। আর এখন সীতাকে ছেড়ে ফিরে যাবো?।। ১০ ।। আমার শূন্য অন্তঃপুরে কি করে এখন প্রবেশ করবো? লোকে আমায় বলবে নির্বীর্য। এবং নির্দয়।। ১১।। সীতার অপহরণে আমার দুর্বলতাই প্রকাশ পাচ্ছে। বনবাস শেষ হলে মিথিলারাজ জনক যখন...।। ১২।। আমায় কুশল জিজ্ঞেস করবেন তখন কি করে তাঁর দিকে তাকাবো? বিদেহরাজ সীতাকে ছাড়া আমায় দেখে নিশ্চয়ই কন্যার বিনাশে শোকার্ত হবেন। মূর্ছিত হয়ে পড়বেন। অথবা ভারতের দ্বারা পালিতা অযোধ্যাপুরীতে আমি যাবোই না।। ১৩ ।। সীতা না থাকলে স্বর্গও আমার কাছে শূন্য বলেই মনে হবে।

সুতাবিনাশসন্তপ্তো মোহস্য বশমেষ্যতি। অথবা ন গমিষ্যামি পুরীং ভরতপালিতাম্।। ১৪
স্বর্গোঽপি হি ত্বয়া হীনঃ শূন্য এব মতো মম। তন্মামুৎসৃজ্য হি বনে গচ্ছাযোধ্যাপুরীং শুভাম্।। ১৫
ন ত্বং তাং বিনা সীতাং জীবেয়ং হি কথঞ্চন। গাঢ়মাশ্লিষ্য ভরতো বচ্যো মদ্বচনাৎ ত্বয়া।। ১৬
অনুজ্ঞাতোঽসি রামেণ পালয়েতি বসুন্ধরাম্। অম্বা চ মম কৈকেয়ী সুমিত্রা চ ত্বয়া বিভো।। ১৭
কৌসল্যা চ যথান্যায়মভিবাদ্যা মমাজ্ঞয়া। রক্ষণীয়া প্রযত্নেন ভবতা সূক্তচারিণা।। ১৮
সীতায়াশ্চ বিনাশোঽয়ং মম চামিত্রসূদন। বিস্তরেণ জনন্যা মে বিনিবেদ্যস্ত্বয়া ভবেৎ।। ১৯
ইতি বিলপিত রাঘবে তু দীনে বনমুপগম্য তয়া বিনা সুকেশ্যা।
ভয়বিকলমুখস্তু লক্ষ্মণোঽপি ব্যথিতমনা ভৃশমাতুরো বভূব।। ২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ।

তাই, লক্ষ্মণ, তুমি আমায় বনে ত্যাগ করে কল্যাণপুরী অযোধ্যায় চলে যাও।। ১৪ ।। সেই সীতা ছাড়া আমি কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারবো না। ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন করে আমার কথায় তুমি বলো—।। ১৫।। রাম তোমায় অনুমতি দিয়েছে। তুমি রাজ্যপালন করো। আমার মা কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রাকে, হে শক্তিমান, শাস্ত্রবিধি অনুসারে প্রণাম করবে *(সু + উক্ত—সূক্ত, ভালোকথা)*।। ১৬ ।। হে শত্রুবিনাশক, সীতার বিনাশের কথা আমার মাকে বিস্তৃতভাবে তুমি নিবেদন করবে।। ১৮।। সুন্দরকেশী সীতাকে হারিয়ে বনে গিয়ে রাম যখন দৈন্যের সঙ্গে বিলাপ করছিলেন, লক্ষ্মণের...।। ১৯ ।। মুখ তখন ভয়ে ম্লান হয়ে গেলো। ব্যথিতচিত্তে তিনিও অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন।। ২০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের দ্বি-ষষ্ঠিতম (৬২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামস্য বিলাপঃ।

স রাজপুত্রঃ প্রিয়য়া বিহীনঃ শোকেন মোহেন চ পীড্যমানঃ।
বিষাদয়ন্ ভ্রাতরমার্তরূপৌ ভূয়ো বিষাদং প্রবিবেশ তীব্রম্।। ১
স লক্ষ্মণং শোকবশাভিপন্নং শোকে নিমগ্নো বিপুলে তু রামঃ।
উবাচ বাক্যং ব্যসনানুরূপমুষ্ণং বিনিঃশ্বস্য রুদন্ সশোকম্।। ২
ন মদ্বিধো দুষ্কৃতকর্মকারী মন্যে দ্বিতীয়োঽস্তি বসুন্ধরায়াম্।
শোকানুশোকো হি পরম্পরায়া মামেতি ভিন্দন্ হৃদয়ং মনশ্চ।। ৩
পূর্বং ময়া নূনমভীপ্সিতানি পাপানি কর্মাণ্যসকৃৎকৃতানি।
তত্রায়মদ্যাপতিতো বিপাকো দুঃখেন দুঃখং যদহং বিশামি।। ৪

ত্রিষষ্ঠিতম (৬৩) সর্গ

শ্রীরামের বিলাপ।

রাজপুত্র রাম আজ প্রিয়া-হীন। শোকে মোহে পীড়িত। ব্যাকুল হয়ে ভাই লক্ষ্মণকে বিষণ্ণ করে নিজে আরো তীব্র বিষাদে মগ্ন হলেন।। ১ ।। রাম বিপুল শোকে নিমগ্ন। দুঃখের অনুরূপ উষ্ণ-নিঃশ্বাস ফেলে কেঁদে কেঁদে শোকার্ত লক্ষ্মণকে শোকসূচক বাক্যে বললেন—।। ২ ।। মনে হয় পৃথিবীতে আমার মতো পাপকর্মকারী দ্বিতীয় কেউ নেই। একের পর এক শোক এসে আমার হৃদয় এবং মনকে বিদীর্ণ করছে। *(জীবনে দুঃখ যখন আসে, একা আসে না। পর পরই আছে। ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' নাটকে রামেরই কথা— 'সন্তানবাহিন্যপি মানুষাণাং দুঃখানি সদ্বন্ধুবিয়োগদর্শন'—দুঃখ এবং গোরুর গাড়ী জীবনের পথে দল বেঁধেই আসে—সৈয়দ মুজতবা আলী)*।।৩ ।। আগে নিশ্চয়ই ইচ্ছা করে বার বার আমি বহু পাপ আচরণ করেছি। তারই ফল আজ এসে পড়েছে। দুঃখের পর দুঃখেই আমি প্রবেশ করছি।। ৪ ।। রাজ্যের বিনাশ, স্বজন

রাজ্যপ্রণাশঃ স্বজনৈর্বিয়োগঃ পিতুর্বিনাশো জননীবিয়োগঃ।
সর্বাণি মে লক্ষ্মণ শোকবেগমাপূরয়ন্তি প্রবিচিন্তিতানি।। ৫
সর্বং তু দুঃখং মম লক্ষ্মণেদং শান্তং শরীরে বনমেত্য ক্লেশম্।
সীতাবিয়োগাৎ পুনরভ্যুদীর্ণং কাষ্ঠৈরিবাগ্নিঃ সহসোপদীপ্তঃ।। ৬
সা নূনমার্যা মম রাক্ষসেন হ্যভ্যাহৃতা খং সমুপেত্য ভীরুঃ।
অপস্বরং সুস্বরবিপ্রলাপা ভয়েন বিক্রন্দিতবত্যভীক্ষ্ণম্।। ৭
তৌ লোহিতস্য প্রিয়দর্শনস্য সদোচিতাবুত্তমচন্দনস্য।
বৃত্তৌ স্তনৌ শোণিতপঙ্কদিগ্ধৌ নূনং প্রিয়ায়া মম নাভিপাতঃ।। ৮
তচ্ছ্লক্ষ্ণসুব্যক্তমৃদুপ্রলাপং তস্যা মুখং কুঞ্চিতকেশভারম্।
রক্ষোবশং নূনমুপাগতায়া ন ভ্রাজতে রাহুমুখে যথেন্দুঃ।। ৯
তাং হারপাশস্য সদোচিতান্তাং গ্রীবাং প্রিয়ায়া মম সুব্রতায়াঃ।
রক্ষাংসি নূনং পরিপীতবন্তি শূন্যে হি ভিত্ত্বা রুধিরাশনানি।। ১০
ময়া বিহীনা বিজনে বনে সা রক্ষোভিরাবৃত্য বিকৃষ্যমাণা।
নূনং বিনাদং কুররীব দীনা সা মুক্তবত্যায়তকান্তনেত্রা।। ১১
অস্মিন্ময়া সার্ধমুদারশীলা শিলাতলে পূর্বমুপোপবিষ্টা।
কান্তস্মিতা লক্ষ্মণ জাতহাসা ত্বমাহ সীতা বহুবাক্যজাতম্।। ১২
গোদাবরীয়ং সরিতাং বরিষ্ঠা প্রিয়া প্রিয়ায়া মম নিত্যকালম্।
অপ্যত্র গচ্ছেদিতি চিন্তয়ামি নৈকাকিনী যাতি হি সা কদাচিৎ।। ১৩
পদ্মাননা পদ্মপলাশনেত্রা পদ্মানি বানেতুমভিপ্রয়াতা।
তদপ্যযুক্তং নহি সা কদাচিন্ময়া বিনা গচ্ছতি পঙ্কজানি।। ১৪
কামং ত্বিদং পুষ্পিতবৃক্ষ ষণ্ডং নানাবিধৈঃ পক্ষিগণৈরুপেতম্।

-বিচ্ছেদ, পিতার মৃত্যু, মাতার বিয়োগ—লক্ষ্মণ, এইসব চিন্তা করে যে আমার শোক-উদ্‌বেল হয়ে উঠছে।। ৫ ।। লক্ষ্মণ, বনে এসে শরীরে কষ্ট হলেও সকল দুঃখ প্রশমিত হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সীতার বিয়োগে তা আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। যেমন কাঠের দ্বারা আগুন হঠাৎ করে খুব জ্বলে ওঠে। তেমনি।। ৬।। আমার সতী, ভীরু পত্নী সীতাকে নিশ্চয়ই রাক্ষসেরা আকাশপথে হরণ করে নিয়ে গেছে। মধুরভাষিণী তিনি। সে সময়ে নিশ্চয়ই বিকৃতস্বরে বার বার চীৎকার করে কেঁদেছেন।। ৭।। দেখতে সুন্দর লাল চন্দন দিয়ে তাঁর গোল স্তন দু'টি সর্বদা রঞ্জিত করা হতো। সে দু'টি নিশ্চয়ই তখন রক্তপঙ্কে লিপ্ত হয়েছিলো। প্রিয়ার এই দুর্দশায় আমার মৃত্যু হলো না কেন?।।৮।। তাঁর মুখটি ছিলো সুন্দর। মৃদু সুন্দর কথা বলতেন তিনি। ছিলো তাঁর কোঁকড়ানো ঘন চুলের ভার। রাহুর মুখে প্রবিষ্ট চন্দ্র যেমন শোভা পায় না, তেমনি রাক্ষসের কবলে-পড়া ঐ সুন্দরী সীতাও শোভা পাচ্ছিলেন না।। ৯ ।। আমার প্রিয়া সুব্রতা সীতার গ্রীবাদেশে সর্বদাই হার শোভা পেতো। রক্তপায়ী রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই আকাশপথে তাঁর সেই ঘাড় ভেঙে রক্তপান করেছে।। ১০ ।। আমি ছিলাম না। নির্জন বনে রাক্ষসেরা দল বেঁধে তাঁকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। সেই বিশালনয়না সীতা নিজেকে মুক্ত করার জন্য বিপন্না চিলপাখীর মতো নিশ্চয়ই বিলাপ করেছিলেন।। ১১ ।। লক্ষ্মণ, এই শিলাতলে পূর্বে উদারচরিত্রা সীতা আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বসতেন। সেই কমনীয় হাস্যমুখী কতো কথা হাসতে হাসতে তোমায় বলতেন।। ১২ ।। নদীশ্রেষ্ঠা এই গোদাবরী আমার প্রিয়ার ছিলো নিত্যকালের প্রিয়। চিন্তা করছি সেখানে তিনি গেছেন কি? তিনি তো কখনো একাকী যেতেন না।। ১৩ ।। তাঁর মুখ ছিলো পদ্মের মতো। পদ্মের পাপড়ির মতো তাঁর চোখ। পদ্মফুল আনতে তিনি যান নি তো? তাও তো ঠিক নয়! তিনি আমায় ছাড়া পদ্মফুল তুলতে তো যেতেন না।। ১৪ ।। বনের গাছে গাছে আজ ফুল ফুটেছে। নানাবিধ পাখী সেখানে কূজন করছে। সেই বনেই কি

বনং প্রযাতা নু তদপ্যযুক্তমেকাকিনী সাতিবিভেতি ভীরুঃ।। ১৫
আদিত্য ভো লোককৃতাকৃতজ্ঞ লোকস্য সত্যানৃত-কর্মসাক্ষিন্।
মম প্রিয়া সা ক্ব গতা হৃতা বা শংসস্ব মে শোকহতস্য সর্বম্।। ১৬
লোকেষু সর্বেষু ন নাস্তি কিঞ্চিৎ তেন নিত্যং বিদিতং ভবেত্তৎ।
শংসস্ব বায়ো কুলপালিনীং তাং মৃতা হৃতা বা পথি বর্ততে বা।। ১৭
ইতীব তং শোকবিধেয়দেহং রামং বিসংজ্ঞং বিলপন্তমেব।
উবাচ সৌমিত্রিরদীনসত্ত্বো ন্যায্যে স্থিতঃ কালযুতঞ্চ বাক্যম্।। ১৮
শোকং বিসৃজ্যাদ্য ধৃতিং ভজস্ব সোৎসাহতা চাস্তু বিমার্গণেঽস্যাঃ।
উৎসাহবন্তো হি নরা ন লোকে সীদন্তি কর্মস্বতিদুষ্করেষু।। ১৯
ইতীব সৌমিত্রিমুদগ্রপৌরুষং ব্রুবন্তমার্তং রঘুবংশসত্তমঃ।
ন চিন্তয়ামাস ধৃতিং বিমুক্তবান্ পুনশ্চ দুঃখং মহদপ্যুপাগমৎ।। ২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

তিনি গেলেন? কিন্তু তিনি তো ভীরু! একাকিনী তিনি তো যান না!।। ১৫ ।। হে সূর্যদেব, মানুষেরা কে কি করে না করে সবই তুমি জানো। সত্য এবং মিথ্যা সব কর্মেরই তুমি সাক্ষী। আমার প্রিয়া সীতা কোথায় গেলেন, কেই বা তাঁকে হরণ করলো, শোকাহত আমায় সব বলো।। ১৬ ।। হে পবনদেব, জগতে এমন কিছু নেই, নিত্য যা তুমি জানো না। সেই কুলধর্মপালনকারিণী সীতা মৃতা, হৃতা বা পথে কোথাও রয়েছেন, আমাকে তা জানাও।। ১৭ ।। এইরকমভাবে শোকার্ত, বিলাপরত, অচেতন রামকে সবলচিত্ত, ন্যায়নিষ্ঠ লক্ষ্মণ তৎকালোচিত বাক্যে বললেন—।। ১৮ ।। শোক ত্যাগ করে আপনি ধৈর্য অবলম্বন করুন। তাঁর সন্ধানে উৎসাহী হোন। যাঁদের উৎসাহ আছে, তাঁরা দুষ্কর কর্মেও কখনো অবসন্ন হন না।। ১৯ ।। অতীব বীর্যবান লক্ষ্মণকে এইরকম বলতে দেখেও রঘুকুলশ্রেষ্ঠ রাম চিন্তা করলেন না। ধৈর্য ত্যাগ করে আবার তিনি গভীর দুঃখেই পতিত হলেন।। ২০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ত্রিষষ্টিতম (৬৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ সীতান্বেষণম্, শ্রীরামস্য শোকাবেগবৃদ্ধিঃ, মৃগসঙ্কেতমনুসৃত্য ভ্রাতৃদ্বয়স্য দক্ষিণদিশি গমনম্, পর্বতং প্রতি শ্রীরামস্য ক্রোধঃ, সীতায়া অন্বেষণম্, সীতায়া অলঙ্কারচিহ্নং যুদ্ধচিহ্নঞ্চাবলোক্য দেবতাপ্রভৃতীন্ প্রতি শ্রীরামস্য ক্রোধশ্চ।

স দীনো দীনয়া বাচা লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ। শীঘ্রং লক্ষ্মণ জানীহি গত্বা গোদাবরীং নদীম্।। ১
অপি গোদাবীরং সীতা পদ্মান্যানয়িতুং গতা। এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণঃ পুনরেব হি।। ২
নদীং গোদাবরীং রম্যাং জগাম লঘুবিক্রমঃ। তাং লক্ষ্মণস্তীর্থবতীং বিচিত্বা রামমব্রবীৎ।। ৩

চতুঃষষ্টিতম (৬৪) সর্গ

শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের সীতার অন্বেষণ। শ্রীরামের শোকাবেগ বৃদ্ধি। মৃগের সঙ্কেত অনুসরণ করে দুই ভাইয়ের দক্ষিণে গমন। পর্বতের প্রতি শ্রীরামের ক্রোধ। সীতার অন্বেষণ। সীতার অলঙ্কার-চিহ্ন এবং যুদ্ধের নিদর্শন দেখে দেবতা প্রভৃতির প্রতি শ্রীরামের ক্রোধ।

রাম দীন হয়ে দীনবাক্যে বললেন—লক্ষ্মণ, শীগ্‌গির গোদাবরীনদীতে গিয়ে জেনে এসো...।। ১ ।। সীতা গোদাবরীতে পদ্ম আনতে গেছেন কিনা। রাম এই কথা বললে লক্ষ্মণ আবার...।। ২ ।। ত্বরিদ্‌গতিতে রমণীয়া গোদাবরী নদীতে চলে গেলেন। লক্ষ্মণ সেখানে ঘাটে ঘাটে খুঁজে এসে রামকে বললেন—

নৈনাং পশ্যামি তীর্থেষু ক্রোশতো ন শৃণোতি মে। কং নু সা দেশমাপন্না বৈদেহী ক্লেশনাশিনী।। ৪
ন হি তং বেদ্মি বৈ রাম যত্র সা তনুমধ্যমা। লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা দীনঃ সন্তাপমোহিতঃ।। ৫
রামঃ সমভিচক্রাম স্বয়ং গোদাবরীং নদীম্। স তামুপস্থিতো রামঃ ক্ব সীতেত্যেবমব্রবীৎ।। ৬
ভূতানি রাক্ষসেন্দ্রেণ বধার্হেণ হৃতামপি। ন তাং শশংসূ রামায় তথা গোদাবরী নদী।। ৭
ততঃ প্রচোদিতা ভূতৈঃ শংস চাস্মৈ প্রিয়ামিতি। ন চ সা হ্যবদৎ সীতাং পৃষ্টা রামেণ শোচতা।। ৮
রাবণস্য চ তদ্রূপং কর্মাপি চ দুরাত্মনঃ। ধ্যাত্বা ভয়াত্তু বৈদেহীং সা নদী ন শশংস হ।। ৯
নিরাশস্তু তয়া নদ্যা সীতায়া দর্শনে কৃতঃ। উবাচ রামঃ সৌমিত্রিং সীতাদর্শনকর্শিতঃ।। ১০
এষা গোদাবরী সৌম্য কিঞ্চিন্ন প্রতিভাষতে। কিং তু লক্ষ্মণ বক্ষ্যামি সমেত্য জনকং বচঃ।। ১১
মাতরং চৈব বৈদেহ্যা বিনা তমহমপ্রিয়ম্। যা মে রাজ্যবিহীনস্য বনে বন্যেন জীবতঃ।। ১২
সর্বং ব্যপনয়চ্ছোকং বৈদেহী ক্ব নু সা গতা। জ্ঞাতিবর্গবিহীনস্য বৈদেহীমপ্যপশ্যতঃ।। ১৩
মন্যে দীর্ঘা ভবিষ্যন্তি রাত্রয়ো মম জাগ্রতঃ। মন্দাকিনীং জনস্থানমিমং প্রস্রবণং গিরিম্।। ১৪
সর্বাণ্যনুচরিষ্যামি যদি সীতা হি লভ্যতে। এতে মহামৃগা বীর মামীক্ষ্যন্তে পুনঃ পুনঃ।। ১৫
বক্তুকামা ইহ হি মে ইঙ্গিতান্যুপলক্ষয়ে। তাংস্তু দৃষ্ট্বা নরব্যাঘ্রো রাঘবঃ প্রত্যুবাচ হ।। ১৬
ক্ব সীতেতি নিরীক্ষন্ বৈ বাষ্পসংরুদ্ধয়া গিরা। এবমুক্তা নরেন্দ্রেণ তে মৃগাঃ সহসোত্থিতাঃ।। ১৭
দক্ষিণাভিমুখাঃ সর্বে দর্শয়ন্তো নভঃস্থলম্। মৈথিলী হ্রিয়মাণা সা দিশং যামভ্যপদ্যত।। ১৮
তেন মার্গেণ গচ্ছন্তো নিরীক্ষন্তে নরাধিপম্। যেন মার্গঞ্চ ভূমিঞ্চ নিরীক্ষন্তে স্ম তে মৃগাঃ।। ১৯

(বিচিত্বা = বি-চি-ত্বা—খুঁজে)।।৩ ।। ঘাটে ঘাটে খুঁজেও তাঁকে দেখতে পেলাম না। চীৎকার করে ডাকলাম। কেউ সাড়া দিলো না। সবার দুঃখ যিনি দূর করতেন সেই বৈদেহী কোন দেশে যে চলে গেলেন বুঝতে পারছি না।। ৪ ।। দাদা রাম, সেই ক্ষীণকটি বৌদি কোথায় যে গেলেন, তা জানতে পারলাম না। লক্ষ্মণের কথা শুনে রাম দৈন্যের সন্তাপে মোহগ্রস্ত হলেন।। ৫ ।। রাম এবার নিজেই গোদাবরীনদীতে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন, কোথায় সীতা?।।৬ ।। সকল প্রাণীর মতো গোদাবরীনদীও তাঁকে বললো না যে, পরবর্তীকালে যে বধের যোগ্য হবে, সেই রাক্ষসরাজ রাবণ সীতাকে হরণ করেছে।।৭ ।। শোক করতে করতে রাম গোদাবরীকে সীতার সন্ধান জিজ্ঞেস করলেন। সমস্ত প্রাণীরা "এঁকে প্রিয়া সীতার সংবাদ বলো"—বলে প্রণোদিত করলেও গোদাবরী তা বললে না।।৮ ।। দুরাত্মা রাবণের ঐ ভীষণ চেহারা এবং তদ্‌বৎ কর্মের কথা চিন্তা করে ভয়ে সেই নদী সীতার কথা বললেন না।। ৯ ।। সীতাকে দেখার জন্য উৎসুক রাম। কিন্তু সেই নদীর দ্বারা নিরাশ হয়ে লক্ষ্মণকে রাম বললেন—।। ১০ ।। হে সৌম্য, এই গোদাবরী কিছুই বলছে না যে! কিন্তু লক্ষ্মণ, জনকের কাছে গিয়ে কি করে এই কথা আমি বলবো?।।১১।। বৈদেহীর মায়ের কাছেও গিয়ে এই অপ্রিয় সংবাদ আমি কি করে দেবো? আমি যখন রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে বনে বন্যফলে জীবনধারণ করছিলাম...।। ১২ ।। তখন আমার সকল শোক যিনি দূর করে দিয়েছিলেন, সেই বৈদেহী এখন কোথায় গেলেন? জ্ঞাতিবর্গের কেউ এখন আমার কাছে নেই। এই অবস্থায় সীতাকেও যদি দেখতে না পাই...।। ১৩ ।। তাহলে মনে হচ্ছে দুশ্চিন্তায় জেগে কাটাবার জন্য রাতগুলি আমার কাছে দীর্ঘ হয়ে যাবে। মন্দাকিনী, এই জনস্থান, প্রস্রবণগিরি...।। ১৪ ।। সর্বত্রই আমি বিচরণ করবো। যদি সীতাকে পাওয়া যায়! দেখছি এই মহামৃগগুলি বার বার আমায় দেখছে।। ১৫ ।। তাদের দেখে নরশ্রেষ্ঠ রাম বললেন, এদের ইঙ্গিত দেখে মনে হচ্ছে এরা কিছু বলতে চাইছে।। ১৬ ।। নরেন্দ্র রাম তাদের দিকে তাকিয়ে বাষ্পরুদ্ধবাক্যে বললেন, কোথায় সীতা? তখন হরিণগুলি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।। ১৭ ।। তারা সবাই দক্ষিণদিকে মুখ তুলে আকাশকে দেখছিলো। যে দিক দিয়ে সীতাকে হরণ করা হয়েছিলো—সেটি সূচিত হলো।। ১৮ ।। মৃগেরা যে পথ এবং ভূমিকে দেখছিলো সেই পথেই নরপতি রামকে তারা যেতে দেখলো।। ১৯ ।। হরিণগুলি আবার শব্দ করে যে পথে চলছে, লক্ষ্মণ তার ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন।

পুনর্নদন্তো গচ্ছন্তি লক্ষ্মণেনোপলক্ষিতাঃ। তেষাং বচনসর্বস্বং লক্ষয়ামাস চেঙ্গিতম্।। ২০
উবাচ লক্ষ্মণো ধীমান্ জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমার্তবৎ। ক্ব সীতেতি ত্বয়া পৃষ্টা যদি মে সহসোত্থিতাঃ।। ২১
দর্শয়ন্তি ক্ষিতিং চৈব দক্ষিণাঞ্চ দিশং মৃগাঃ। সাধু গচ্ছাবহে দেব দিশমেতাঞ্চ নৈর্ঋতীম্।। ২২
যদি তস্যাগমঃ কশ্চিদার্যা বা সাঽথ লক্ষ্যতে। বাঢমিত্যেব কাকুৎস্থঃ প্রস্থিতো দক্ষিণাং দিশম্।। ২৩
লক্ষ্মণানুগতঃ শ্রীমান্ বীক্ষমাণো বসুন্ধরাম্। এবং সম্ভাষমাণৌ তাবন্যোন্যং ভ্রাতরাবুভৌ।। ২৪
বসুন্ধরায়াং পতিতপুষ্পমার্গেণ পশ্যতাম্। পুষ্পবৃষ্টিং নিপতিতাং দৃষ্ট্বা রামো মহীতলে।। ২৫
উবাচ লক্ষ্মণং বীরো দুঃখিতো দুঃখিতং বচঃ। অভিজানামি পুষ্পাণি তানীমানীহ লক্ষ্মণ।। ২৬
অপিনদ্ধানি বৈদেহ্যা ময়া দত্তানি কাননে। মন্যে সূর্যশ্চ বায়ুশ্চ মেদিনী চ যশস্বিনী।। ২৭
অভিরক্ষন্তি পুষ্পাণি প্রকুর্বন্তো মম প্রিয়ম্। এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্লক্ষ্মণং পুরুষর্ষভম্।। ২৮
উবাচ রামো ধর্মাত্মা গিরিং প্রস্রবণাকুলম্। কচ্চিৎ ক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দরী।। ২৯
রামা রম্যে বনোদ্দেশে ময়া বিরহিতা ত্বয়া। ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্ গিরিং তত্র সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা।। ৩০
তাং হেমবর্ণাং হেমাঙ্গীং সীতাং দর্শয় পর্বত। যাবৎ সানূনি সর্বাণি ন তে বিধ্বংসয়াম্যহম্।। ৩১
এবমুক্তস্তু রামেণ পর্বতো মৈথিলীং প্রতি। দর্শয়ন্নিব তাং সীতাং নাদর্শয়ত রাঘবে।। ৩২
ততো দাশরথী রাম উবাচ চ শিলোচ্চয়ম্। মম বাণাগ্নিনির্দগ্ধো ভস্মীভূতো ভবিষ্যসি।। ৩৩
অসেব্যঃ সর্বতশ্চৈব নিস্তৃণ-দ্রুমপল্লবঃ। ইমাং বা সরিতং চাদ্য শোষয়িষ্যামি লক্ষ্মণ।। ৩৪
যদি নাখ্যাতি মে সীতামদ্যচন্দ্রনিভাননাম্। এবং প্ররুষিতো রামো দিধক্ষন্নিব চক্ষুষা।। ৩৫

হরিণদের ঐ শব্দই তাদের একমাত্র কথা।। ২০ ।। ধীমান লক্ষ্মণ আর্তের মতো বড়ো ভাইকে বললেন, 'কোথায় সীতা'—আপনি যখন জিজ্ঞেস করলেন তখন মৃগেরা চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে—।। ২১ ।। মাটি এবং দক্ষিণদিককে দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা তাহলে এই দক্ষিণদিকেই চলি *(নৈর্ঋতী—দক্ষিণদিক)*।। ২৩।। লক্ষ্মণের অনুগত হয়ে শ্রীমান রাম মাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলেছেন। দুই ভাই এইভাবে পরস্পর কথা বলতে বলতে চললেন।। ২৪ ।। দু'জনে দেখলেন পথের মাটিতে ফুল ছড়িয়ে আছে। রাম দেখলেন ভূতলে যেন পুষ্পবৃষ্টি হয়েছে।। ২৫ ।। দুঃখিত বীর রাম শোকে পীড়িত হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন, লক্ষ্মণ, আমি চিনতে পারছি, এগুলিই সেই ফুল...।। ২৬ ।। যেগুলি বনে আমি সীতাকে দিয়েছিলাম। এবং সে সেগুলি পরেছিলো। মনে হচ্ছে সূর্যদেব, পবনদেব এবং যশস্বিনী ধরিত্রীদেবী...।। ২৭ ।। ফুলগুলিকে রক্ষা করে আমার প্রিয় কর্ম-সম্পাদন করেছেন। মহাবীর রামচন্দ্র নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে এইরকম বললেন।। ২৮ ।। ধর্মাত্মা রাম এবার ঝরণাবাহী প্রস্রবণপর্বতকে বললেন, ওগো পর্বতরাজ, তুমি কি সর্বাঙ্গসুন্দরী সেই সীতাকে দেখেছো? *(ক্ষিতিভৃৎ—পর্বত)*।।২৯ ।। সেই সুন্দরী বনের রমণীয় পথে-প্রান্তরে আমা-বিরহিত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে বলে তেমনি কোনো উত্তর না পেয়ে রেগে গিয়ে তিনি সেই পর্বতকে বললেন—।।৩০।। হে পর্বত, স্বর্ণবর্ণা, স্বর্ণাঙ্গী সীতাকে দেখাও। নৈলে তোমার সকল সানুই আমি ধ্বংস করে ফেলবো।। ৩১ ।। মৈথিলী সীতা প্রসঙ্গে রাম প্রস্রবণপর্বতকে এই কথা বললেও এবং পর্বত সীতাকে দেখাতে চাইলেও রামকে দেখাতে পারলো না।। ৩২ ।। তখন দশরথনন্দন রাম শিলারাশিযুক্ত প্রস্রবণ-শৈলকে বললেন, আমার বাণের আগুনে তুমি নিঃশেষে দগ্ধ হবে। ভস্মীভূত হয়ে যাবে।।৩৩ ।। সর্বদিকে তোমার তৃণরাশি জ্বলে যাবে। গাছে পাতা থাকবে না। লক্ষ্মণ, চন্দ্রমুখী সীতার খবর যদি না বলে তাহলে এই গোদাবরীনদীকেও আমি শুকিয়ে ফেলবো। এইভাবে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে রাম যেন চোখের আগুনে সব পুড়িয়ে দিচ্ছেন *(চন্দ্র-নিভাননা—চন্দ্র + নিভ + আননা—চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ ও সুন্দর যার মুখ। দিধক্ষন্—দগ্ধ করার ইচ্ছায়)*।।৩৪-৩৫।। রাম এবার মাটিতে দেখতে পেলেন ছুটে যাচ্ছে এমন সব রাক্ষসের বিরাট বিরাট পায়ের দাগ। রামের কাছে ছুটে যাবার

দদর্শ ভূমৌ নিষ্ক্রান্তং রাক্ষসস্য পদং মহৎ। ত্রস্তায়া রামকাঙ্ক্ষিণ্যাঃ প্রধাবন্ত্যা ইতস্ততঃ।। ৩৬
রাক্ষসেনানুসৃপ্তায়া বৈদেহ্যাশ্চ পদানি তু। স সমীক্ষ্য পরিক্রান্তং সীতায়া রাক্ষসস্য চ।। ৩৭
ভগ্নং ধনুশ্চ তূণী চ বিকীর্ণং বহুধা রথম্। সম্ভ্রান্তহৃদয়ো রামঃ শশংস ভ্রাতরং প্রিয়ম্।। ৩৮
পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা কীর্ণাঃ কনকবিন্দবঃ। ভূষাণানাং হি সৌমিত্রে মাল্যানি বিবিধানি চ।। ৩৯
তপ্তবিন্দুনিকাশৈশ্চ চিত্রৈঃ ক্ষতজবিন্দুভিঃ। আবৃতং পশ্য সৌমিত্রে সর্বতো ধরণীতলম্।। ৪০
মন্যে লক্ষ্মণ বৈদেহী রাক্ষসৈঃ কামরূপিভিঃ। ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা বিভক্তা বা ভক্ষিতা বা ভবিষ্যতি।। ৪১
তস্যা নিমিত্তং সীতায়া দ্বয়োর্বিবদমানয়োঃ। বভূব যুদ্ধং সৌমিত্রে ঘোরং রাক্ষসয়োরিহ।। ৪২
মুক্তামণিচিতং চেদং রমণীয়ং বিভূষিতম্। ধরণ্যাং পতিতং সৌম্য কস্য ভগ্নং মহদ্ধনুঃ।। ৪৩
রাক্ষসানামিদং বৎস সুরাণামথবাপি বা। তরুণাদিত্যসঙ্কাশং বৈদূর্যগুলিকাচিতম্।। ৪৪
বিশীর্ণং পতিতং ভূমৌ কবচং কস্য কাঞ্চনম্। ছত্রং শতশলাকঞ্চ দিব্যমাল্যোপশোভিতম্।। ৪৫
ভগ্নদণ্ডমিদং সৌম্য ভূমৌ কস্য নিপাতিতম্। কাঞ্চনোরশ্ছদাশ্চেমে পিশাচবদনাঃ খরাঃ।। ৪৬
ভীমরূপা মহাকায়াঃ কস্য বা নিহতা রণে। দীপ্তপাবকসঙ্কাশো দ্যুতিমান্দ্যুসমরধ্বজঃ।। ৪৭
অপবিদ্ধশ্চ ভগ্নশ্চ কস্য সাঙ্গ্রামিকো রথঃ। রথাক্ষমাত্রা বিশিখাস্তপনীয়ধিভূষণাঃ।। ৪৮
কস্যেমে নিহতা বাণাঃ প্রকীর্ণা ঘোরদশনাঃ। শরাবরৌ শরৈঃ পূর্ণৌ বিধ্বস্তৌ পশ্য লক্ষ্মণ।। ৪৯
প্রতোদাভীষুহস্তোঽয়ং কস্য বা সারথির্হতঃ। পদবী পুরুষস্যৈষা ব্যক্তং কস্যাপি রক্ষসঃ।। ৫০
বৈরং শতগুণং পশ্য মম তৈর্জীবিতান্তকম্। সুঘোরহৃদয়ৈঃ সৌম্য রাক্ষসৈঃ কামরূপিভিঃ।। ৫১

ইচ্ছায় ভীতা সীতা ইতস্ততঃ যে ছুটছিলেন তারও পদচিহ্ন তিনি দেখতে পেলেন।।৩৬।। সীতার পশ্চাতে রাক্ষসেরা ছুটেছে, এই পদচিহ্নগুলি দেখে তিনি সীতা এবং রাক্ষসদের ছোটাছুটি অনুমান করলেন।।৩৭।। দেখলেন ভাঙা ধনু, তূণী এবং রথ বহুভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অস্থির হৃদয়ে রাম প্রিয় ভাইকে বললেন—।। ৩৮ ।। লক্ষ্মণ, ঐ দেখো, দেখা যাচ্ছে সোনার বিন্দুর মতো সীতার বিন্দুবিন্দু রক্তচিহ্ন। লক্ষ্মণ, দেখো, তাঁর নানা অলঙ্কার আর গলঃমালা।।৩৯ ।। সৌমিত্রে, দেখো, গলিত সোনার বিন্দুর মতো বিচিত্র সব রক্তবিন্দুর দ্বারা সর্বত্র ভূতল যেন ঢেকে গেছে।। ৪০ ।। লক্ষ্মণ, আমার মনে হচ্ছে, স্বেচ্ছারূপধারী রাক্ষসেরা হয়তো সীতাকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে খেয়েছে।। ৪১ ।। হয়তো সেই সীতার জন্যই ঝগড়া করে দুষ্টরাক্ষস এখানে ঘোরতর যুদ্ধ করেছে।। ৪২ ।। হে সৌম্য, মাটিতে ভেঙে পড়ে আছে মণিমুক্তাখচিত, অলঙ্কারভূষিত সুন্দর, এই বিশাল ধনুটি কার?।। ৪৩ ।। বৎস, নবীন সূর্যের মতো উজ্জ্বল, বৈদূর্যমণির মতো গুলিকাযুক্ত এই ধনু হয় রাক্ষসদের নয় দেবতাদেরি হবে।।৪৪ ।। মাটিতে বিদীর্ণভাবে পড়ে আছে কার এই সোনার কবচ? শত শলাকাযুক্ত স্বর্গীয় মাল্যশোভিত এই ছত্রটিই বা কার?।। ৪৫ ।। হে সৌম্য, দণ্ড ভেঙে গেছে, মাটিতে পড়ে রয়েছে কার এই রথ? পিশাচের মতো মুখ এমন সব গাধা এই যে এখানে পড়ে আছে। তাদের বুকের বর্ম দেখছি সোনা দিয়ে তৈরী।। ৪৬ ।। ভীষণ তাদের রূপ। বিশাল তাদের আকার। যুদ্ধে নিহত হয়ে পড়ে আছে। কার রথের এরা বাহন ছিলো? এই রথটিই বা কার? দীপ্ত আগুনের মতো উজ্জ্বল, দীপ্তিসম্পন্ন, যুদ্ধের পতাকায় শোভিত...।। ৪৭ ।। ক্ষতবিক্ষত এবং ভাঙা এই যুদ্ধরথটি কার? রামের চাকার লোহার শিকের মতো সূঁচালো, অলঙ্কৃত, তাপদানকারী...।। ৪৮ ।। দেখতে ভীষণ এই যে বাণগুলি ছড়িয়ে আছে, এইগুলি কার? লক্ষ্মণ, দেখো, বাণে ভরা দু'টি তূণ কিরকম বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে আছে।। ৪৯ ।। হাতে চাবুক এবং লাগাম ধরা কার এই সারথি এখানে মরে পড়ে আছে? কোন্ পুরুষের এই পায়ের ছাপ? নিশ্চয়ই কোনো রাক্ষসের (*পতোদ—চাবুক। অভীষু—লাগাম*)।।৫০ ।। হে সৌম্য, রাক্ষসেরা ইচ্ছেমতো রূপধারণ করে। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তাদের অন্তর। তাদের সঙ্গে আমার প্রাণান্তকর শত্রুতা শতগুণে বেড়ে গেলো।।৫১ ।। হয়তো বেচারী সীতা ঘোর অরণ্যে অপহৃতা হয়েছেন বা মারা গেছেন কিংবা রাক্ষসেরা তাঁকে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু ধর্ম তাঁকে রক্ষা

হৃতা মৃতা বা বৈদেহী ভক্ষিতা বা তপস্বিনী। ন ধর্মস্ত্রায়তে সীতাং হ্রিয়মাণাং মহাবনে।। ৫২
ভক্ষিতায়াং হি বৈদেহ্যাং হৃতায়ামপি লক্ষ্মণ। কে হি লোকে প্রিয়ং কর্তুং শক্তাঃ সৌম্য মমেশ্বরাঃ।। ৫৩
কর্তারমপি লোকানাং শূরং করুণবেদিনম্। অজ্ঞানাদবমন্যেরন্ সর্বভূতানি লক্ষ্মণ।। ৫৪
মৃদুং লোকহিতে যুক্তং দান্তং করুণবেদিতম্। নির্বীর্য ইতি মন্যন্তে নূনং মাং ত্রিদশেশ্বরাঃ।। ৫৫
মাং প্রাপ্য হি গুণো দোষঃ সংবৃত্তঃ পশ্য লক্ষ্মণ। অদ্যৈব সর্বভূতানাং রক্ষসামভবায় চ।। ৫৬
সংহৃত্যেব শশিজ্যোৎস্নাং মহান্ সূর্য ইবোদিতঃ। সংহৃত্যেব গুণান্ সর্বান মম তেজঃ প্রকাশতে।। ৫৭
নৈব যক্ষ্যা ন গন্ধর্বা ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ। কিন্নরা বা মনুষ্যা বা সুখং প্রাপ্স্যন্তি লক্ষ্মণ।। ৫৮
মমাস্ত্রবাণসম্পূর্ণমাকাশং পশ্য লক্ষ্মণ। অসম্পাতং করিষ্যামি হ্যদ্য ত্রৈলোক্যচারিণাম্।। ৫৯
সন্নিরুদ্ধগ্রহগণমাবারিতনিশাকরম্। বিপ্রনষ্টানলমরুদ্ভাস্করদ্যুতিসংবৃতম্।। ৬০
বিনির্মথিতশৈলাগ্রং শুষ্যমাণজলাশয়ম্। ধ্বস্তদ্রুমলতাগুল্মং বিপ্রণাশিতসাগরম্।। ৬১
ত্রৈলোক্যং তু করিষ্যামি সংযুক্তং কালকর্মণা। ন তে কুশলিনীং সীতাং প্রদাস্যন্তি মমেশ্বরাঃ।। ৬২
অস্মিন্মুহূর্তে সৌমিত্রে মম দ্রক্ষ্যন্তি বিক্রমম্। নাকাশমুৎপতিষ্যন্তি সর্বভূতানি লক্ষ্মণ।। ৬৩
মম চাপগুণোন্মুক্তৈর্বাণজালৈর্নিরন্তরম্। মর্দিতং মম নারাচৈর্ধ্বস্তভ্রান্তমিব দ্বিজম্।। ৬৪
সমাকুলমমর্যাদং জগৎ পশ্যাদ্য লক্ষ্মণ। আকর্ণপূর্ণৈরিষুভির্জীবলোকদুরাবরৈঃ।। ৬৫
করিষ্যে মৈথিলীহেতোরপিশাচমরাক্ষসম্। মম রোষপ্রযুক্তানাং বিশিখানাং বলং সুরাঃ।। ৬৬
দ্রক্ষ্যন্ত্যদ্য বিমুক্তানামমর্যাদ্দূরগামিনাম্। নৈব দেবা ন দৈতেয়া ন পিশাচা ন রাক্ষসাঃ।। ৬৭
ভবিষ্যন্তি মম ক্রোধাৎ ত্রৈলোক্যে বিপ্রণাশিতে। দেব-দানব-যক্ষাণাং লোকা যে রক্ষসামপি।। ৬৮

করলেন না!।। ৫২ ।। লক্ষ্মণ, সীতাকে যদি রাক্ষসেরা হরণ করে থাকে বা খেয়ে ফেলে তাহলে হে সৌম্য, জগতে দেবতারা আমার আর কি প্রিয় কাজ করতে পারবেন?।। ৫৩ ।। লক্ষ্মণ, দেখো, ত্রিলোকের যিনি স্রষ্টা, যিনি বীর, যিনি করুণাঘন তিনি নিষ্ক্রিয় থাকলে সকল প্রাণী অজ্ঞতাবশতঃ তাঁকে অবজ্ঞা করে।। ৫৪।। মৃদুচরিত্র, লোকহিতে মুক্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং কারুণ্যপূর্ণ দেখে দেবতারা আমাকে আজ শক্তিহীন বলে মনে করছেন ।। ৫৫ ।। দেখো লক্ষ্মণ, আমাকে আশ্রয় করে গুণগুলি যেন দোষে পরিণত হলো। আজই সকলপ্রাণীর এবং রাক্ষসদের বিনাশের জন্য...।। ৫৬ ।। গুণ সকলকে গুটিয়ে নিয়ে আমার তেজ প্রকাশিত হবে। চাঁদের কিরণকে যেমন সংহৃত করে মহান সূর্য উদিত হয় তেমনি...।। ৫৭ ।। লক্ষ্মণ, যক্ষ, গন্ধর্ব, পিশাচ, রাক্ষস, কিন্নর বা মনুষ্য—কেউই সুখ পাবে না।। ৫৮ ।। লক্ষ্মণ, দেখো, আমার অস্ত্র হলো বাণ। সেই বাণে আকাশমণ্ডল পূরো আচ্ছন্ন করবো। আজই আমি ত্রৈলোক্যচারীদের গমনাগমন রুদ্ধ করে দেবো।।৫৯ ।। গতিরুদ্ধ করে দেবো গ্রহদের। চন্দ্রের উদয়ে বাধা দেবো। নিভিয়ে দেবো আগুন। বায়ুকে দেবো স্তব্ধ করে। সূর্যের দীপ্তি ঢেকে দেবো।। ৬০ ।। পাহাড়ের চূড়া করে দেবো তছনছ। জলাশয় শুকিয়ে ফেলবো। গাছ, লতা এবং গুল্ম সব বিধ্বস্ত করে দেবো। ধ্বংস করে দেবো সাগরকে।। ৬১।। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই ত্রিলোককে মহাকালের ধ্বংসলীলার সঙ্গে যুক্ত করবো। দেবগণ যদি ভালোয় ভালোয় আমার সীতাকে ফিরিয়ে না দেন...।। ৬২ ।। লক্ষ্মণ, এই মুহূর্তেই তাঁরা আমার বিক্রম দেখতে পাবেন। আকাশচারীরা আর আকাশে উড়তে পারবে না।। ৬৩ ।। আমার ধনুর্গুণ থেকে রাশি রাশি বাণ নিরন্তর নিক্ষিপ্ত হবে। আমার নিক্ষিপ্ত লৌহময় অস্ত্রের দ্বারা পাখীগুলি হবে বিধ্বস্ত। এবং বিভ্রান্ত।। ৬৪ ।। লক্ষ্মণ, দেখো, জগৎ আজ এলোমেলো হয়ে যাবে। হবে মর্যাদাহীন। আমি ধনুর্গুণ কর্ণ পর্যন্ত পূরো টেনে বাণ নিক্ষিপ্ত করবো। তাকে কেউ আটকাতে পারবে না।।৬৫ ।। সীতার জন্যই এইভাবে জগৎকে আমি পিশাচ আর রাক্ষসরহিত করবো। আজ দেবতারা আমার ক্রোধপ্রযুক্ত বাণের শক্তি দেখুন।। ৬৬ ।। রেগে আমি যে দূরগামী বাণ ছুঁড়ছি তা তাঁরা দেখুন। আমার ক্রোধে ত্রৈলোক্য ধ্বংস হলে দেব, দৈত্য, পিশাচ, রাক্ষস কেউই বাঁচবে না। দেবতা, দানব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের যারা আছে...।। ৬৭-৬৮ ।। আমার ঝাঁকে ঝাঁকে বাণের দ্বারা তারা সব খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে যাবে।

বহুধা নিপতিষ্যন্তি বাণৌঘৈঃ শকলীকৃতাঃ। নির্মর্যাদানিমাঁল্লোকান্ করিষ্যামদ্য সায়কৈঃ।। ৬৯
হৃতাং মৃতাং বা সৌমিত্রে ন দাস্যন্তি মমেশ্বরাঃ। তথারূপাং হি বৈদেহীং ন দাস্যন্তি যদি প্রিয়াম্।। ৭০
নাশয়ামি জগৎসর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। যাবদ্দর্শনমস্যা বৈ তাপয়ামি চ সায়কৈঃ।। ৭১
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষঃ স্ফুরমাণোষ্ঠসম্পুটঃ। বল্কলাজিনমাবদ্ধ্য জটাভারমবন্ধয়ৎ।। ৭২
তস্য ক্রুদ্ধস্য রামস্য তথাভূতস্য ধীমতঃ। ত্রিপুরং জঘ্নুষঃ পূর্বং রুদ্রস্যেব বভৌ তনুঃ।। ৭৩
লক্ষ্মণাদথ চাদায় রামো নিষ্পীড্য কার্মুকম্। শরমাদায় সন্দীপ্তং ঘোরমাশীবিষোপমম্।। ৭৪
সন্দধে ধনুষি শ্রীমান্ রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ। যুগান্তাগ্নিরিব ক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ।। ৭৫
যথা জরা যথা মৃত্যুর্যথা কালো যথা বিধিঃ। নিত্যং ন প্রতিহন্যন্তে সর্বভূতেষু লক্ষ্মণ।।
তথাহং ক্রোধসংযুক্তো ন নিবার্যোঽস্ম্যসংশয়ম্।। ৭৬
পুরেব মে চারুদতীমনিন্দিতাং বিশন্তি সীতাং যদি নাদ্য মৈথিলীম্।
সদেব-গন্ধর্ব-মনুষ্য-পন্নগং জগৎ সশৈলং পরিমর্দ্দয়াম্যহম্।। ৭৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

বাণের দ্বারা আজ আমি এই ত্রিলোককে মর্যাদাহীন করে তুলবো।।৬৯ ।। দেবতারা মৃতাই বা হৃতাই হোন আমার রূপবতী প্রিয়া সীতাকে যদি ফিরিয়ে না দেন...।।৭০ ।। তাহলে স্থাবর, জঙ্গম—সবকিছু নিয়েই শুধু এই জগৎ কেন, স্বয়ং ত্রৈলোক্যকেই আমি ধ্বংস করবো। তাঁর দেখা না-পাওয়া পর্যন্ত সায়কের দ্বারা জগৎকে আমি উৎপীড়িত করবো।।৭১ ।। এই বলার পর তাঁর চোখ রাগে লাল হয়ে গেলো। ঠোঁট দু'টি কাঁপতে লাগলো। বল্কল এবং মৃগচর্ম দেহে বেঁধে মাথায় জটাভার বাঁধতে লাগলেন।। ৭২ ।। ধীমান রাম তখন ক্রোধে এই রূপ ধরলেন যে, পূর্বে ত্রিপুরধ্বংসধারী রুদ্রের মতোই তাঁকে দেখাচ্ছিলো।। ৭৩।। এবার লক্ষ্মণের কাছ থেকে রাম ধনু নিয়ে জোরে পীড়ন করে ভীষণ সর্পের মতো সমজ্জ্বল বাণ টেনে নিয়ে নিক্ষেপ করতে গেলেন।। ৭৪ ।। ধীমান শত্রুপুরজয়ী রাম তখন প্রলয়কালীন অগ্নির মতো ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—।। ৭৫ ।। লক্ষ্মণ, যেমন জরা, মৃত্যু, যম, নিয়তি প্রাণিদের প্রতি প্রযুক্ত হলে তাকে যেমন প্রতিরোধ করা যায় না, সেইরকমই ক্রুদ্ধ আমাকেও নিঃসন্দেহে নিবারণ করা যাবে না।। ৭৬ ।। যদি দেবতারা আমার সামনে সুন্দরদন্তযুক্তা মিথিলারাজকন্যা সুন্দরী সীতাকে এনে না দেন, তাহলে দেবতা গন্ধর্ব, মনুষ্য, সর্প, শৈলসমেত সমগ্র জগতকে আমি ধ্বংস করবো।। ৭৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের চতুঃষষ্টিতম (৬৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামায় লক্ষ্মণস্য সান্ত্বনাদানম্।

তপ্যমানং তদা রামং সীতাহরণকর্শিতম্। লোকানামভবে যুক্তং সাংবর্তকমিবানলম্।। ১
বীক্ষমাণং ধনুঃ সজ্যং নিঃশ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ। দগ্ধুকামং জগৎ সর্বং যুগান্তে চ যথা হরম্।। ২

পঞ্চষষ্টি (৬৫) সর্গ

শ্রীরামকে লক্ষ্মণের সান্ত্বনাদান।

সীতাহরণের শোকে রাম কাতর। এবং সন্তপ্ত। ত্রিলোককে ধ্বংস করার জন্য যেন প্রলয়কালীন অগ্নির মতো তিনি প্রদীপ্ত।। ১ ।। ধনুকে তিনি জ্যা-যুক্ত করে দেখতে দেখতে বার বার নিঃশ্বাস ফেলছেন। যুগাবসানে জগতকে দগ্ধ করার জন্য যেন মহেশ্বর এসে দাঁড়িয়েছেন।।। ২ ।। রামের এইরকম ক্রুদ্ধমূর্তি

অদৃষ্টপূর্বং সংক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা রামং স লক্ষ্মণঃ। অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং মুখেন পরিশুষ্যতা।। ৩
পুরা ভূত্বা মৃদুর্দান্তঃ সর্বভূতহিতে রতঃ। ন ক্রোধবশমাপন্নঃ প্রকৃতিং হাতুমর্হসি।। ৪
চন্দ্রে লক্ষ্মীঃ প্রভা সূর্যে গতির্বায়ৌ ভুবি ক্ষমা। এতচ্চ নিয়তং নিত্যং ত্বয়ি চানুত্তমং যশঃ।। ৫
একস্য নাপরাধেন লোকান্ হন্তুং ত্বমর্হসি। ননু জানামি কস্যায়াং ভগ্নঃ সাংগ্রামিকো রথঃ।। ৬
কেন বা কস্য বা হেতোঃ সযুগঃ সপরিচ্ছদঃ। খুরনেমিক্ষতশ্চায়ং সিক্তো রুধিরবিন্দুভিঃ।। ৭
দেশো নিবৃত্তসংগ্রামঃ সুঘোরঃ পার্থিবাত্মজঃ। একস্য তু বিমর্দোঽয়ং ন দ্বয়োর্বদতাং বর।। ৮
ন হি বৃত্তং হি পশ্যামি বলস্য মহতঃ পদম্। নৈকস্য তু কৃতে লোকান্ বিনাশয়িতুমর্হসি।। ৯
যুক্তদণ্ডা হি মৃদবঃ প্রশান্তা বসুধাধিপাঃ। সদা ত্বং সর্বভূতানাং শরণ্যঃ পরমা গতিঃ।। ১০
কো নু দারপ্রণাশং তে সাধু মন্যতে রাঘব। সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ।। ১১
নালং তে বিপ্রিয়ং কর্তুং দীক্ষিতস্যেব সাধবঃ। যেন রাজন্ হৃতা সীতা তমন্বেষিতুমর্হসি।। ১২
মদ্দ্বিতীয়ো ধনুষ্পাণিঃ সহায়ৈঃ পরমর্ষিভিঃ। সমুদ্রং বা বিচেষ্যামঃ পর্বতাংশ্চ বনানি চ।। ১৩
গুহাশ্চ বিবিধা ঘোরাঃ পদ্মিন্যো বিবিধাস্তথা। দেব-গন্ধর্ব-লোকাংশ্চ বিচেষ্যামঃ সমাহিতাঃ।। ১৪
যাবন্নাধিগমিষ্যামস্তব ভার্যাপহারিণম্। ন চেৎ সাম্না প্রদাস্যন্তি পত্নীং তে ত্রিদশেশ্বরাঃ।।
কোশলেন্দ্র তত পশ্চাৎ প্রাপ্তকালং করিষ্যসি।। ১৫
শীলেন সাম্না বিনয়েন সীতাং নয়েন ন প্রাপ্স্যসি চেন্নরেন্দ্র।
ততঃ সমুৎসাদয় হেমপুঙ্খৈর্মহেন্দ্রবজ্রপ্রতিমৈঃ শরৌঘৈঃ।। ১৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

পূর্বে কখনো না দেখায় লক্ষ্মণের মুখ শুকিয়ে গেলো। তিনি করজোড়ে বললেন—।।৩ ।। আপনি আগে ছিলেন কোমল প্রকৃতির। জিতেন্দ্রিয়। এবং সকল প্রাণীর কল্যাণে নিরত। এখন ক্রোধের বশীভূত হয়ে আপনার স্বকীয় স্বভাব ত্যাগ করা উচিত নয়।।৪ ।। চন্দ্রে সৌন্দর্য, সূর্যে প্রভা, বায়ুতে গতি এবং ধরিত্রীতে ক্ষমা যেমন নিরতই থাকে তেমনি আপনাতেও রয়েছে নিত্য রয়েছে উত্তম যশ।।৫ ।। একজনের অপরাধে আপনি ত্রিলোককে ধ্বংস করতে পারেন না। আমি জানছি, কার এই যুদ্ধরথ ভেঙে পড়ে আছে?।।৬ ।। কেনই বা কার সঙ্গে যুদ্ধের এই সুসজ্জিত রথ? এই স্থানটি ঘোড়ার ক্ষুরের এবং রথের চাকার দ্বারা ক্ষতবিক্ষত। রক্তবিন্দুতে ভিজে গেছে।। ৭ ।। হে রাজপুত্র, বুঝতেই পারছেন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধটিও ছিলো বেশ ঘোরতর। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ, এখানে একজনের সঙ্গে একজনেরই যুদ্ধ হয়েছে। দু'জনের নয়।।৮ ।। বিরাট সৈন্যবাহিনীর পদচিহ্ন এখানে দেখা যাচ্ছে না। একজনের জন্য বহুলোককে আপনি ধ্বংস করতে পারেন না।।৯ ।। রাজারা কোমলস্বভাব এবং প্রশস্তচিত্ত হবেন। যোগ্যতা বিচার করেই তাঁরা দণ্ড দেবেন। আপনি তো সর্বদাই সর্বজীবের আশ্রয় ও পরমগতি।। ১০ ।। দাদা রাম, আপনার পত্নীকে বিনাশ করা কে ভালো মনে করছে? নদী, সাগর, পর্বত, দেবতা, গন্ধর্ব এবং দানব কেউই আপনার অপ্রিয় কাজ করতে চায় না। যেমন যজ্ঞে দীক্ষিত সাধুরা করেন না, তেমনি। যে সীতাকে হরণ করেছে তারই সন্ধান করা আপনার উচিত।। ১১-১২ ।। আসুন, আমি ধনু হাতে আপনার সঙ্গে দ্বিতীয়জন হয়ে থাকি। সহায়ক মহর্ষিদের নিয়ে সমুদ্র, পর্বত এবং বনগুলি অন্বেষণ করি।। ১৩ ।। ভীষণ গুহাগুলি, বিভিন্ন পদ্মপূর্ণ জলাশয়, দেবলোক, গন্ধর্বলোক সবকিছুই আমরা একাগ্রভাবে সন্ধান করবো।। ১৪ ।। যতোক্ষণ আপনার পত্নীর অপহরণকারীকে না পাবো, ততোক্ষণ আমরা সন্ধান চালিয়ে যাবো। যদি দেবতারা আপনার পত্নীকে ভালোভাবে প্রদান না করেন, হে কোশলরাজ, তাহলে যা করণীয় তখন তাই করবেন।। ১৫ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, যদি আপনি চরিত্রবত্তা, সাম, বিনয় এবং নীতির দ্বারা সীতাকে না পান তাহলে মহেন্দ্রের বজ্রের মতো কঠিন স্বর্ণপুঙ্খ শরজালের দ্বারা জগতকে ধ্বংস করবেন।। ১৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের পঞ্চষষ্টিতম (৬৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামং প্রতি লক্ষ্মণস্য সান্ত্বনাবাক্যম্।

তং তথা শোকসন্তপ্তং বিলপন্তমনাথবৎ। মোহেন মহতা যুক্তং পরিদ্যূনমচেতসম্।। ১
ততঃ সৌমিত্রিরাশ্বাস্য মুহূর্তাদিব লক্ষ্মণঃ। রামং সম্বোধয়ামাস চরণৌ চাভিপীডয়ন্।। ২
মহতা তপসা চাপি মহতা চাপি কর্মণা। রাজ্ঞা দশরথেনাসিল্লব্ধোঽমৃতামিবামরৈঃ।। ৩
তব চৈব গুণৈর্বদ্ধস্ত্বদ্ বিয়োগান্ মহীপতিঃ। রাজা দেবত্বমাপন্নো ভরতস্য যথা শ্রুতম্।। ৪
যদি দুঃখমিদং প্রাপ্তং কাকুৎস্থ ন সহিষ্যসে। প্রাকৃতশ্চাল্পসত্ত্বশ্চ ইতরঃ কঃ সহিষ্যতি।। ৫
আশ্বসিহি নরশ্রেষ্ঠ প্রাণিনঃ কস্য নাপদঃ। সংস্পৃশন্ত্যগ্নিবদ্ রাজন্ ক্ষণেন ব্যপযান্তি চ।। ৬
দুঃখিতো হি ভবাঁল্লোকাংস্তেজসা যদি ধক্ষ্যতে। আর্তঃ প্রজা নরব্যাঘ্র ক্ব নু যাস্যন্তি নির্বৃতিম্।। ৭
লোকস্বভাব এবৈষ যযাতির্নহুষাত্মজঃ। গতঃ শক্রেণ সালোক্যমনয়স্তং সমস্পৃশৎ।। ৮
মহর্ষির্যো বসিষ্ঠস্তু যঃ পিতুর্নঃ পুরোহিতঃ। অহ্না পুত্রশতং জজ্ঞে তথৈবাস্য পুনর্হতম্।। ৯
যা চেয়ং জগতো মাতা সর্বলোকনমস্কৃতা। অস্যাশ্চ চলনং ভূমের্দৃশ্যতে কোশলেশ্বর।। ১০
যৌ ধর্মৌ জগতো নেত্রৌ যত্র সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। আদিত্য-চন্দ্রৌ গ্রহণমভ্যুপেতৌ মহাবলৌ।। ১১
সুমহান্ত্যপি ভূতানি দেবাশ্চ পুরুষর্ষভ। ন দৈবস্য প্রমুঞ্চন্তি সর্বভূতানি দেহিনঃ।। ১২
শক্রাদিষ্বপি দেবেষু বর্তমানৌ নয়ানয়ৌ। শ্রূয়তে নরশার্দূল ন ত্বং ব্যথিতুমর্হসি।। ১৩

ষট্‌ষষ্টিতম (৬৬) সর্গ

শ্রীরামের প্রতি লক্ষ্মণের সান্ত্বনাবাক্য।

শোকে সন্তপ্ত রাম বিলাপ করতে করতে অনাথের মতো হয়ে গেলেন। মহা মোহগ্রস্ত হলেন। কাতর হয়ে গেলেন অচেতন হয়ে।। ১ ।। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এবার মুহূর্তের মধ্যেই তাঁকে আশ্বাস দিয়ে তাঁর পা টিপতে টিপতে বললেন—।। ২ ।। দেবতারা যেভাবে অমৃতলাভ করেন সেভাবেই কঠোর তপস্যা এবং মহৎকর্মের দ্বারা রাজা দশরথ আপনাকে পেয়েছিলেন।। ৩ ।। আপনারই গুণে বদ্ধ হয়ে তিনি আপনারই বিচ্ছেদে দেবত্ব-প্রাপ্ত হয়েছেন। আমি ভরতের কাছে শুনেছি।। ৪ ।। হে কাকুৎস্থ, প্রাপ্ত এই দুঃখ যদি আপনি সইতে না পারেন, তাহলে অতি সাধারণ, অল্পশক্তিসম্পন্ন অন্য কেইবা এই ধরনের দুঃখ সহ্য করতে পারবে?।। ৫ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনি আশ্বস্ত হোন। কোন্ প্রাণীর না আপদ আসে? হে রাজন্, আপদ আগুনের মতো সবাইকে স্পর্শ করে। ক্ষণকাল পরে আবার চলেও যায়।। ৬ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, দুঃখিত হয়ে আপনি যদি তেজে জগতকে দগ্ধ করেন তাহলে আর্ত প্রজারা কার কাছেই বা গিয়ে শান্তি পাবে?।। ৭ ।। দেখুন, দুঃখ পাওয়া লোকের কাছে স্বাভাবিক। নহুষের পুত্র যযাতি ইন্দ্রত্বলাভ করেছিলেন। নীতিহীন হওয়ায় দুঃখ তাকে স্পর্শ করেছিলো।। ৮ ।। যে মহর্ষি বশিষ্ঠ আমাদের বাবার পুরোহিত, একদিনেই তাঁর শতপুত্র জন্মে ছিলো। আবার একদিনেই সকলে মারাও গিয়ে ছিলো।। ৯ ।। হে কোশলেশ্বর, এই জগতে সবারই যিনি মাতা, সবাই যাঁকে নমস্কার করে, সেই ধরিত্রীরও কাঁপন দেখা যায়।। ১০ ।। যে দু'জন জগতের নয়নস্বরূপ, যাঁদের ওপর সবকিছু নির্ভর করে, সেই মহাশক্তিধর সূর্য এবং চন্দ্রও গ্রহণকালে রাহুর গ্রাসে পতিত হন।। ১১ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, দেহধারী মানুষ এবং সাধারণ প্রাণীর কথা দূরে থাকুক, দেবতা এবং অত্যন্ত মহান প্রাণীরাও দৈবের হাত থেকে মুক্তিলাভ করেন না।। ১২।। হে নরশ্রেষ্ঠ, শোনা যায় ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যেও নীতি ও অনীতি দুইই বর্তমান। তাই বলছি, আপনি ব্যথিত হবেন না।। ১৩ ।। বৈদেহী যদি মারা যান, অথবা অপহৃতা হন তবুও হে রঘুবংশধর, বীর,

মৃতায়ামপি বৈদেহ্যাং নষ্টায়ামপি রাঘব। শোচিতুং নার্হসে বীর যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা।। ১৪
ত্বদ্বিধা ন হি শোচন্তি সততং সর্বদর্শনাঃ। সুমহৎস্বপি কৃচ্ছ্রেষু রামানির্বিণ্ণদর্শনাঃ।। ১৫
তত্ত্বতো হি নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধ্যা সমনুচিন্তয়। বুদ্ধ্যা যুক্তা মহাপ্রাজ্ঞ বিজানন্তি শুভাশুভে।। ১৬
অদৃষ্টগুণদোষাণামধ্রুবাণাং তু কর্মণাম্। নান্তরেণ ক্রিয়াং তেষাং ফলমিষ্টঞ্চ বর্ততে।। ১৭
মামেবং হি পুরা বীর ত্বমেব বহুশোক্তবান্। অনুশিষ্যাদ্ধি কো নু ত্বামপি সাক্ষাদ্ বৃহস্পতিঃ।। ১৮
বুদ্ধিশ্চ তে মহাপ্রাজ্ঞ দেবৈরপি দুরন্বয়া। শোকেনাভিপ্রসুপ্তং তে জ্ঞানং সম্বোধয়াম্যহম্।। ১৯
দিব্যঞ্চ মানুষঞ্চৈবমাত্মনশ্চ পরাক্রমম্। ইক্ষ্বাকুবৃষভাবেক্ষ্য যতস্ব দ্বিষতাং বধে।। ২০
কিং তে সর্ববিনাশেন কৃতেন পুরুষর্ষভ। তমেব তু রিপুং পাপং বিজ্ঞায়োদ্ধর্তুমর্হসি।। ২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ষট্‌ষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ।

অতি সাধারণ মানুষের মতো আপনার শোক করা উচিত নয়।। ১৪ ।। হে রাম, আপনি তো জীবনের সবকিছুই দেখেছেন, সর্বদর্শনে আপনি সম্প্রবিষ্ট। দুঃখ অত্যন্ত গভীর হলেও আপনার মতো ব্যক্তিরা শোক করেন না।। ১৫ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনি ভালোভাবে চিন্তা করুন। মহান প্রাজ্ঞব্যক্তিরা বুদ্ধিপ্রয়োগ করেই কোনটি শুভ কোনটি অশুভ তা জানেন।। ১৬ ।। যে সব কর্ম ক্ষণকালীন, যাদের গুণ এবং দোষ প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, সেগুলির অনুষ্ঠান না করলে তাদের সুফল বা কুফল পাওয়া যায় না।। ১৭।। হে বীর, এইরকম উপদেশ আগে বহুবার আপনি আমাকে দিয়েছেন। আপনাকে কে উপদেশ দেবে? আপনি তো জ্ঞানে সাক্ষাদ্ বৃহস্পতি।। ১৮ ।। হে মহাপ্রাজ্ঞ, দেবতারাও আপনার বুদ্ধির পরিমাপ করতে পারেন না। আপনার জ্ঞান শোকে ঘুমিয়ে আছে! তাঁকেই আমি জাগাচ্ছি।। ১৯ ।। হে ইক্ষ্বাকুশ্রেষ্ঠ, আপনি নিজের দিব্য-পরাক্রম এবং মানুষের পরাক্রম বিচার করে শত্রুবধে চেষ্টা করুন।। ২০ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, সমগ্র ধরিত্রীর বিনাশে আপনার কি প্রয়োজন? পাপী যে, সেই শত্রু কে জেনে নিয়ে তাকেই বিনাশ করে সীতাদেবীকে উদ্ধার করুন।। ২১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ষট্‌ষষ্ঠিতম (৬৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণাভ্যাং সহ জটায়োর্দর্শনলাভঃ, তস্যাকণ্ঠধারণপূর্বকং রামস্য ক্রন্দনঞ্চ।

পূর্বজোঽপ্যুক্তবাক্যস্তু লক্ষ্মণেন সুভাষিতম্। সারগ্রাহী মহাসারং প্রতিজগ্রাহ রাঘবঃ।। ১
স নিগৃহ্য মহাবাহুঃ প্রবৃদ্ধং রোষমাত্মনঃ। অবষ্টভ্য ধনুশ্চিত্রং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।। ২
কিং করিষ্যাবহে বৎস ক্ব বা গচ্ছাব লক্ষ্মণ। কেনোপায়েন পশ্যাবঃ সীতামিহ বিচিন্তয়।। ৩
তং তথা পরিতাপার্তং লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ। ইদমেব জনস্থানং ত্বমন্বেষিতুমর্হসি।। ৪

সপ্তষষ্টিতম (৬৭) সর্গ

শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে জটায়ুর সাক্ষাৎ। তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে রামের ক্রন্দন।

সারগ্রাহী রাম লক্ষ্মণের বড়ো ভাই। তা হলেও তিনি অনুজ লক্ষ্মণের সদ্‌বাক্যের সার-নির্যাস গ্রহণ করলেন।। ১ ।। সেই মহাবীর নিজের বর্ধিত ক্রোধকে নিরুদ্ধ করলেন। চিত্রিত ধনুটি ধারণ করে লক্ষ্মণকে বললেন—।। ২ ।। বৎস লক্ষ্মণ, আমরা কি করবো? কোথায় যাবো? কিভাবে সীতাকে দেখতে পাবো? ভালো করে চিন্তা করো।। ৩ ।। লক্ষ্মণ তখন শোকার্ত রামকে বললেন, এই তো জনস্থান। আপনি এখানেই সন্ধান করতে পারেন।। ৪ ।। বহু রাক্ষসের দ্বারা আকীর্ণ এই স্থান। নানান গাছপালায় ভরা। এখানে রয়েছে

রাক্ষসৈর্বহুভিঃ কীর্ণং নানাদ্রুমলতাযুতম্। সন্তীহ গিরিদুর্গাণি নির্দরাঃ কন্দরাণি চ।। ৫
গুহাশ্চ বিবিধা ঘোরা নানামৃগগণাকুলাঃ। আবাসাঃ কিন্নরাণাঞ্চ গন্ধর্বভবনানি চ।। ৬
তানি যুক্তো ময়া সার্ধং সমন্বেষিতুমর্হসি। ত্বদ্বিধা বুদ্ধিসম্পন্না মহাত্মানো নরর্ষভাঃ।। ৭
আপৎসু ন প্রকম্পন্তে বায়ুবেগৈরিবাচলাঃ। ইত্যুক্তস্তদ্বনং সর্বং বিচচার সলক্ষ্মণঃ।। ৮
ক্রুদ্ধো রামঃ শরং ঘোরং সন্ধায় ধনুষি ক্ষুরম্। ততঃ পর্বতকূটাভং মহাভাগং দ্বিজোত্তমম্।। ৯
দদর্শ পতিতং ভূমৌ ক্ষতজার্দ্রং জটায়ুষম্। তং দৃষ্ট্বা গিরিশৃঙ্গাভং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।। ১০
অনেন সীতা বৈদেহী ভক্ষিতা নাত্র সংশয়ঃ। গৃধ্ররূপমিদং ব্যক্তং রক্ষো ভ্রমতি কাননম্।। ১১
ভক্ষয়িত্বা বিশালাক্ষীমাস্তে সীতাং যথাসুখম্। এনং বধিষ্যে দীপ্তাগ্রৈঃ শরৈর্ঘোরৈরজিহ্মগৈঃ।। ১২
ইত্যুক্ত্বাভ্যপতদ্দ্রষ্টুং সন্ধায় ধনুষি ক্ষুরম্। ক্রুদ্ধো রামঃ সমুদ্রান্তাং চালয়ন্নিব মেদিনীম্।। ১৩
তাং দীনদীনয়া বাচা সফেনং রুধিরং বমন্। অভ্যভাষত পক্ষী স রামং দশরথাত্মজম্।। ১৪
যামোষধীমিবায়ুষ্মন্নন্বেষসি মহাবনে। সা দেবী মম চ প্রাণা রাবণেনোভয়ং হৃতম্।। ১৫
ত্বয়া বিরহিতা দেবী লক্ষ্মণেন চ রাঘব। হ্রিয়মাণা ময়া দৃষ্টা রাবণেন বলীয়সা।। ১৬
সীতামভ্যপন্নোঽহং রাবণশ্চ রণে প্রভো। বিধ্বংসিতরথচ্ছত্রঃ পতিতো ধরণীতলে। ১৭
এতদস্য ধনুর্ভগ্নমেতে চাস্য শরাস্তথা। অয়মস্য রণে রাম ভগ্নঃ সাংগ্রামিকো রথঃ।। ১৮
অয়ং তু সারথিস্তস্য মৎপক্ষনিহতো ভুবি। পরিশ্রান্তস্য মে পক্ষৌ ছিত্ত্বা খড়্গেন রাবণঃ।। ১৯
সীতামাদায় বৈদেহীমুৎপপাত বিহায়সম্। রক্ষসা নিহতং পূর্বং মাং ন হন্তুং ত্বমর্হসি।। ২০
রামস্তস্য তু বিজ্ঞায় বাষ্পপূর্ণমুখস্তদা। গৃধ্ররাজং পরিষ্বজ্য পরিত্যজ্য মহদ্ধনুঃ।। ২১

বহু গিরিদুর্গ। আছে বড়ো বড়ো গর্ত আর গুহা *(নির্দর—বড়ো গর্ত)*।। ৫ ।। গুহাগুলি সংখ্যায় অনেক। এবং ভীষণ। নানান জীবজন্তু তাতে থাকে। কিন্নরদের আবাস এবং গন্ধর্বদের বাড়ীও তাতে আছে।। ৬ ।। আমরা একযোগে সেগুলি ভালো করে সন্ধান করতে পারি। আপনার মতো বুদ্ধিমান নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মারা...।। ৭ ।। বিপদে কখনো কম্পিত হন না। বায়ুর বেগে পাহাড় যেমন কাঁপে না, তেমনি লক্ষ্মণ রামকে এই কথা বলার পর তাঁরা দু'জনে ঘুরতে লাগলেন।। ৮ ।। রাম রেগে গিয়ে ধনুতে ভীষণ ধারালো শরসন্ধান করলেন। তারপর পাহাড়ের চূড়ার মতো মহাকায় মহাভাগ পক্ষিরাজ জটায়ুকে মাটিতে রক্তাক্ত দেহে পড়ে যেতে দেখলেন। পর্বতশৃঙ্গের মতো সেই জটায়ুকে দেখে রাম লক্ষ্মণকে বাক্য বললেন।।৯।। সেই রক্তাক্ত পর্বতশৃঙ্গের মতো বিশালকায় জটায়ুকে দেখে লক্ষ্মণকে বললেন—।। ১০ ।। এই পাখীই বৈদেহী সীতাকে খেয়েছে। এতে কোনোই সন্দেহ নেই। রাক্ষস এইরকমভাবে গৃধ্রের রূপধারণ করে বনে ভ্রমণ করছে।। ১১ ।। বিশালনয়না সীতাকে খেয়ে দেয়ে সে এখন আরামে বিশ্রাম করছে। আমার বাণের অগ্রভাগে আগুন জ্বলে। ঐগুলি সোজা ছুটে যায়। আমি বাণরাশির দ্বারা একে হত্যা করবো।। ১২ ।। এই বলে ক্রুদ্ধ রাম ধনুতে ধারালো শর স্থাপন করে সমুদ্র পর্যন্ত সারা পৃথিবীকে কম্পিত করে গৃধ্রকে দেখবার জন্য এগিয়ে গেলেন।। ১৩ ।। দেখলেন পাখীটি রক্তবমন করছে, তাতে ফেনা উঠছে। অত্যন্ত দীনভাবে সেই পাখী দশরথ পুত্র রামকে বল্লো—।। ১৪ ।। আয়ুষ্মান, এই বিশাল বনে ওষধির মতো যাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছো, সেই দেবী এবং আমার প্রাণ দুইই রাবণ হরণ করেছে।। ১৫ ।। রাম, তুমি আর লক্ষ্মণ কাছে না থাকায় বলবান রাবণ তাঁকে হরণ করে নিয়ে গেলো। আমি দেখেছি।। ১৬ ।। প্রভো, সীতাকে রক্ষার জন্য আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলাম। তার রথ এবং ছত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় সে ভূতলে পড়ে গেলো।। ১৭ ।। দেখো, এই যে তার ভাঙা ধনু। ঐগুলি হলো তার বাণ। রাম, আর এই হলো তার যুদ্ধের ভাঙা রথ।। ১৮ ।। আমার পাখার আঘাতে নিহত হয়েছে তার সারথি। এই যে মাটিতে সে পড়ে রয়েছে। আমি যখন অত্যন্ত শ্রান্ত রাবণ তখন খড়্গ দিয়ে আমার পাখা দু'টি ছেদন করলো।।১৯।। তারপর সে সীতাকে নিয়ে আকাশপথে উড়ে গেলো। রাক্ষস তো আমাকে আগেই মেরে রেখেছে। তোমার আর আমাকে মারা উচিত হবে না।। ২০ ।। রাম, তাঁর কাছ থেকে এই সব জানতে পেরে বিরাট ধনু ফেলে দিয়ে চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে গৃধ্ররাজকে আলিঙ্গন করলেন।। ২১ ।। অবশ হয়ে তিনি

নিপপাতাবশো ভূমৌ রুরোদ সহলক্ষ্মণঃ। দ্বিগুণীকৃততাপার্তো রামো ধীরতরোঽপি সন্ ।। ২২
একমেকায়নে কৃচ্ছ্রে নিঃশ্বসন্তং মুহুর্মুহুঃ। সমীক্ষ্য দুঃখিতো রামঃ সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ।। ২৩
রাজ্যং ভ্রষ্টং বনে বাসঃ সীতা নষ্টা মৃতো দ্বিজঃ। ঈদৃশীয়ং মমালক্ষ্মীর্দহেদপি হি পাবকম্।। ২৪
সম্পূর্ণমপি চেদদ্য প্রতরেয়ং মহোদধিম্। সোঽপি নূনং মমালক্ষ্ম্যা বিশুষ্যেৎ সরিতাং পতিঃ।। ২৫
নাস্ত্যভাগ্যতরো লোকে মত্তোঽস্মিন্ সচরাচরে। যেনেয়ং মহতী প্রাপ্তা ময়া ব্যসনবাগুরা।। ২৬
অয়ং পিতুর্বয়স্যো মে গৃধ্ররাজো মহাবলঃ। শেতে বিনিহতো ভূমৌ মম ভাগ্যবিপর্যয়াৎ।। ২৭
ইত্যেবমুক্ত্বা বহুশো রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ। জটায়ুষঞ্চ পস্পর্শ পিতৃস্নেহং নিদর্শয়ন্।। ২৮
নিকৃত্তপক্ষং রুধিরাবসিক্তং তং গৃধ্ররাজং পরিগৃহ্য রাঘবঃ।
ক্ব মৈথিলী প্রাণসমা গতেতি বিমুচ্য বাচং নিপপাত ভূমৌ।। ২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

মাটিতে পড়ে গেলেন। লক্ষ্মণকে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। অত্যন্ত ধৈর্যশীল হলেও রাম শোকে দ্বিগুণ আর্ত হয়ে উঠলেন।। ২২ ।। একাগ্রভাবে তিনি দেখলেন, গৃধ্ররাজ মুহুর্মুহুঃ নিঃশ্বাস ফেলে কষ্ট পাচ্ছেন। তাতে দুঃখিত রাম লক্ষ্মণকে বললেন—*(একায়ন—একাগ্রভাবে)*।। ২৩ ।। রাজ্য ভ্রষ্ট হলো। বনবাস চলছে। সীতা অপহৃতা হলেন। এই পক্ষিরাজও মারা গেলেন। আমার দুর্ভাগ্য এমনই যে, আগুনকেও যেন সে দগ্ধ করতে পারে।। ২৪ ।। আমি যদি আজ সাগর পার হতে যাই, তাহলে আমার দুর্ভাগ্যে সেই সরিৎপতি সাগরও যেন শুকিয়ে যাবে।। ২৫ ।। এই জগতে আমার চেয়ে ভাগ্যহীন লোক আর নেই যে এইরকম বিপদের পাশে আবদ্ধ হয়েছে *(বাগুর—পাশ)*।। ২৬ ।। এই মহাবীর গৃধ্ররাজ আমার বাবার বন্ধু। আমারি ভাগ্যদোষে নিহত হয়ে তিনি মাটিতে শুয়ে আছেন।। ২৭ ।। রাম এইভাবে বহু বিলাপ করে লক্ষ্মণকে নিয়ে পিতৃস্নেহ প্রদর্শন করে জটায়ুকে স্পর্শ করলেন।। ২৮ ।। পাখা-কাটা রক্তলিপ্ত সেই গৃধ্ররাজকে জড়িয়ে ধরে রাম "আমার প্রাণসমা সীতা কোথায় গেছেন"—এই কথা জিজ্ঞেস করে মাটিতে পড়ে গেলেন।। ২৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের সপ্তষষ্টিতম (৬৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

জটায়োঃ প্রাণত্যাগঃ, শ্রীরামেণ তস্য শেষসংস্কারশ্চ।

রামঃ প্রেক্ষ্য তু তং গৃধ্রং ভুবি রৌদ্রেণ পাতিতম্। সৌমিত্রিং মিত্রসম্পন্নমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১
মমায়ং নূনমর্থেষু যতমানো বিহঙ্গমঃ। রাক্ষসেন হতঃ সংখ্যে প্রাণাংস্ত্যজতি মৎকৃতে।। ২
অতিখিন্নঃ শরীরেঽস্মিন্ প্রাণো লক্ষ্মণ বিদ্যতে। তথা স্বরবিহীনোঽয়ং বিক্লবং সমুদীক্ষতে।। ৩
জটায়ো যদি শক্নোষি বাক্যং ব্যাহরিতুং পুনঃ। সীতামাখ্যাহি ভদ্রং তে বধমাখ্যাহি চাত্মনঃ।। ৪

অষ্টষষ্টিতম (৬৮) সর্গ

জটায়ুর প্রাণত্যাগ। শ্রীরামের দ্বারা তাঁর অন্তিম-সংস্কার।

ভয়ঙ্কর রাক্ষসের দ্বারা গৃধ্ররাজ ভূতলে পতিত। রাম তা দেখে মৈত্রীযুক্ত সৌমিত্রি লক্ষ্মণকে বললেন—।। ১ ।। নিশ্চয়ই আমার প্রয়োজনে প্রচেষ্টা করে যুদ্ধে রাক্ষসের দ্বারা আহত হয়ে এই পক্ষিরাজ প্রাণত্যাগ করেছেন।। ২ ।। লক্ষ্মণ, ইনি অত্যন্ত খিন্ন হয়ে গেছেন। এঁর এই শরীরে এখনো প্রাণের লক্ষ্মণ রয়েছে। স্বর স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতি কষ্টে চোখ মেলে তাকাচ্ছেন।। ৩ ।। পূজনীয় জটায়ো, যদি আপনি কথা বলতে পারেন, তাহলে আবার সীতার কথা বলুন। আপনার বধের কথা বলুন। আপনার মঙ্গল হোক।। ৪ ।। রাবণ সীতাকে কি কারণে হরণ করলো, তার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি যা দেখে রাবণ

কিং নিমিত্তো জহারার্যাং রাবণস্তস্য কিং ময়া। অপরাধং তু যং দৃষ্ট্বা রাবণেন হৃতা প্রিয়া।। ৫
কথং তচ্চন্দ্রসঙ্কাশং মুখমাসীন্মনোহরম্। সীতয়া কানি চোক্তানি তস্মিন্ কালে দ্বিজোত্তম।। ৬
কথংবীর্যঃ কথংরূপঃ কিংকর্মা স চ রাক্ষসঃ। ক্ক চাস্য ভবনং তাত ব্রূহি মে পরিপৃচ্ছতঃ।। ৭
তমুদ্বীক্ষ্য স ধর্মাত্মা বিলপন্তমনাথবৎ। বাচা বিক্লবয়া রামমিদং বচনমব্রবীৎ।। ৮
সা হৃতা রাক্ষসেন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা। মায়ামাস্থায় বিপুলাং বাতদুর্দিনসঙ্কুলাম্।। ৯
পরিক্লান্তস্য মে তাত পক্ষৌ ছিত্ত্বা নিশাচরঃ। সীতামাদায় বৈদেহীং প্রযাতো দক্ষিণামুখঃ।। ১০
উপরুধ্যন্তি মে প্রাণা দৃষ্টির্ভ্রমতি রাঘব। পশ্যামি বৃক্ষান্ সৌবর্ণানুশীরকৃতমূর্ধজান্।। ১১
যেন যাতি মুহূর্তেন সীতামাদায় রাবণঃ। বিপ্রনষ্টং ধনং ক্ষিপ্রং তৎস্বামী প্রতিপদ্যতে।। ১২
বিন্দো নাম মুহূর্তোঽসৌ ন চ কাকুৎস্থ সোঽবুধৎ। ত্বৎপ্রিয়াং জানকীং হৃত্বা রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ঝষবদ্বড়িশং গৃহ্য ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি।। ১৩
ন চ ত্বয়া ব্যথা কার্যা জনকস্য সুতাং প্রতি। বৈদেহ্যাং রংস্যসে ক্ষিপ্রং হত্বা তং রণমূর্ধনি।। ১৪
অসংমূঢ়স্য গৃধ্রস্য প্রত্যনুভাষতঃ। আস্যাৎ সুস্রাব রুধিরং ম্রিয়মাণস্য সামিষম্।। ১৫
পুত্রো বিশ্রবসঃ সাক্ষাদ্ভ্রাতা বৈশ্রবণস্য চ। ইত্যুক্ত্বা দুর্লভান্ প্রাণান্মুমোচ পতগেশ্বরঃ।। ১৬
ব্রূহি ব্রূহীতি রামস্য ব্রুবাণস্য কৃতাঞ্জলেঃ। ত্যক্ত্বা শরীরং গৃধ্রস্য প্রাণা জগ্মুর্বিহায়সম্।। ১৭
স নিক্ষিপ্য শিরো ভূমৌ প্রসার্য চরণৌ তথা। বিক্ষিপ্য চ শরীরং স্বং পপাত ধরণীতলে।। ১৮
তং গৃধ্রং প্রেক্ষ্য তাম্রাক্ষং গতাসুমচলোপমম্। রামঃ সুবহুভির্দুঃখৈর্দীনঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ।। ১৯

আমার প্রিয়াকে হরণ করলো?।। ৫ ।। হে পক্ষিরাজ, তার চন্দ্রের মতো সুন্দর মুখখানি তখন কিরকম হয়েছিলো? সেইসময় সীতা কীই বা বলেছিলো?।।৬ ।। তাত, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, কিরকম তার শক্তি? দেখতেই বা কিরকম সেই রাক্ষস? কোথায় তার বাড়ী? সব বলুন।। ৭ ।। তখন ধর্মপ্রাণ জটায়ু চোখ মেলে দেখলেন, রাম অনাথের মতো বিলাপ করছেন। তিনি অতি ক্ষীণস্বরে রামকে বললেন—।। ৮ ।। রাক্ষসরাজ দুরাত্মা রাবণ মায়ার দ্বারা ভীষণ ঝড় সৃষ্টি করে সীতাকে হরণ করেছে।।৯।। বৎস, বাধা দিতে দিতে আমি যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, তখন সেই রাক্ষস আমার পাখাদু'টি ছেদন করে, বৈদেহী সীতাকে নিয়ে দক্ষিণদিকে চলে গেলো।। ১০ ।। হে রঘুবংশধর, আমার প্রাণ যেন বেধে যাচ্ছে! চোখের দৃষ্টি যেন ঘুরছে! আমি বেণামূলের কেশরযুক্ত সোনার সব গাছ দেখতে পাচ্ছি *(উশীর—বেণামূল)*।। ১১।। রাবণ যে মুহূর্তে সীতাকে নিয়ে গেছে সেই মুহূর্তকে বলা হয় বিন্দ। সেইসময় ধন হারিয়ে গেলে ধনস্বামী সত্বর সেটি ফিরে পায়।। ১২ ।। হে রাম, ঐ মুহূর্তটি যে বিন্দ রাবণ তা জানতে পারে নি। বঁড়শি গিলে ফেললে মাছ যেমন শীগ্‌গির ধ্বংস হয়ে যায়, তেমনি তোমার প্রিয়া জানকীকে হরণ করে রাক্ষসরাজ রাবণ দ্রুতই ধ্বংস হয়ে যাবে *(বিন্দ—বিশেষ একটি মুহূর্ত, জীবনের সর্বত্রই কালের একটা প্রভাব আছে। কালবিবেচনা না করে কাজের ফলে রাবণের ধ্বংস অনিবার্য। স্থান এবং পাত্রও সে বিবেচনা করে নি। বড়িশ—বঁড়শি। সে যুগেও বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরা হতো জানা যাচ্ছে)*।। ১৩ ।। জনকদুহিতা সীতার জন্য তুমি দুঃখ কোরো না। শীগ্‌গির যুদ্ধে রাবণকে হত্যা করে তুমি সীতার সঙ্গে আনন্দে মিলিত হবে। ।। ১৪ ।। গৃধ্ররাজ জটায়ু মরণের মুখে উপস্থিত। তাঁর মুখ দিয়ে মাংসযুক্ত রক্ত ক্ষরিত হচ্ছিলো। তবুও তিনি অবিচলচিত্তে রামকে সব কিছু বললেন *(আমিষ— মাংস)*।।১৫।। 'ঐ রাবণ বিশ্রবার সাক্ষাৎ পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা'—এইটুকু বলেই পক্ষিরাজ দুর্লভ প্রাণ পরিত্যাগ করলেন *(পতগ—পক্ষী)*।।১৬।। কৃতাঞ্জলি হয়ে রাম বলছিলেন, বলুন, বলুন। কিন্তু তখন শরীর ত্যাগ করে গৃধ্রের প্রাণ আকাশপথে চলে গেলো। ।। ১৭ ।। তিনি মাটিতে মাথাটি রেখে চরণ দু'টি প্রসারিত করে শরীরটি ধরণীর বুকে ছেড়ে দিলেন।। ১৮ ।। রক্তনেত্র পর্বতপ্রমাণ সেই গৃধ্রকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখে রাম বহুল দুঃখে দীনভাবে লক্ষ্মণকে বললেন—।। ১৯ ।। রাক্ষসদের বাসভূমি দণ্ডকারণ্যে সুখে বহু বর্ষ বাস করে এই পক্ষিরাজ

বহূনি রক্ষসাং বাসে বর্ষাণি বসতা সুখম্। অনেন দণ্ডকারণ্যে বিশীর্ণমিহ পক্ষিণা।। ২০
অনেকবার্ষিকো যস্তু চিরকালসমুত্থিতঃ। সোঽয়মদ্য হতঃ শেতে কালো হি দুরতিক্রমঃ।। ২১
পশ্য লক্ষ্মণ গৃধ্রোঽয়মুপকারী হতশ্চ মে। সীতামভ্যবপন্নো হি রাবণেন বলীয়সা।। ২২
গৃধ্ররাজ্যং পরিত্যজ্য পিতৃপৈতামহং মহৎ। মম হেতোরয়ং প্রাণান্ মুমোচ পতগেশ্বরঃ।। ২৩
সর্বত্র খলু দৃশ্যন্তে সাধবো ধর্মচারিণঃ। শূরাঃ শরণ্যাঃ সৌমিত্রে তির্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি।। ২৪
সীতাহরণজং দুঃখং ন মে সৌম্য তথাগতম্। যথা বিনাশো গৃধ্রস্য মৎকৃতে চ পরন্তপ।। ২৫
রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ মম যথা মহাযশাঃ। পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ তথায়ং পতগেশ্বরঃ।। ২৬
সৌমিত্রে হর কাষ্ঠানি নির্মথিষ্যামি পাবকম্। গৃধ্ররাজং দিধক্ষ্যামি মৎকৃতে নিধনং গতম্।। ২৭
নাথং পতগলোকস্য চিতিমারোপয়াম্যহম্। ইমং ধক্ষ্যামি সৌমিত্রে হতং রৌদ্রেণ রক্ষসা।। ২৮
যা গতির্যজ্ঞশীলানামাহিতাগ্নেশ্চ যা গতিঃ। অপরাবর্তিনাং যা চ যা চ ভূমিপ্রদায়িনাম্।। ২৯
ময়া ত্বং সমনুজ্ঞাতো গচ্ছ লোকাননুত্তমান্। গৃধ্ররাজ মহাসত্ত্ব সংস্কৃতশ্চ ময়া ব্রজ।। ৩০
এবমুক্ত্বা চিতাং দীপ্তামারোপ্য পতগেশ্বরম্। দদাহ রামো ধর্মাত্মা স্ববন্ধুমিব দুঃখিতঃ।। ৩১
রামোঽথ সহসৌমিত্রির্বনং গত্বা স বীর্যবান্। স্থূলান্ হত্বা মহারোহীননুতস্তার তং দ্বিজম্।। ৩২
রোহিমাংসানি চোদ্ধৃত্য পেশীকৃত্বা মহাযশাঃ। শকুনায় দদৌ রামো রম্যে হরিতশাদ্বলে।। ৩৩
যত্তৎপ্রেতস্য মর্ত্যস্য কথয়ন্তি দ্বিজাতয়ঃ। তৎস্বর্গগমনং পিত্র্যং তস্য রামো জজাপ হ।। ৩৪
ততো গোদাবরীং গত্বা নদীং নরবরাত্মজৌ। উদকং চক্রতুস্তস্মৈ গৃধ্ররাজায় তাবুভৌ।। ৩৫
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা জলং গৃধ্রায় রাঘবৌ। স্নাত্বা তৌ গৃধ্ররাজায় উদকং চক্রতুস্তদা।। ৩৬

এখন শীর্ণ দেহটি ত্যাগ করলেন।। ২০ ।। অনেক বৎসর হলো তাঁর জন্ম হয়েছিলো। আজ তিনি নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করে আছেন। 'কাল'কে সহজে অতিক্রম করা যায় না।। ২১ ।। লক্ষ্মণ, দেখো, আমার উপকারী এই গৃধ্ররাজ সীতাকে রক্ষা করতে গিয়ে বলবান রাবণের দ্বারা নিহত হলেন।। ২২ ।। এই পক্ষিরাজ পিতৃপিতামহের গৃধ্ররাজ্য পরিত্যাগ করে আমার জন্যই প্রাণত্যাগ করলেন।। ২৩ ।। লক্ষ্মণ সর্বত্রই পক্ষিজাতির মধ্যেও সচ্চরিত্র, ধার্মিক, বীর এবং জীবের আশ্রয়যোগ্য প্রাণী দেখা যায়।। ২৪ ।। হে সৌম্য, পরন্তপ, সীতাহরণের জন্য আমার দুঃখ ততোটা নয়, যতোটা এই গৃধ্ররাজের মৃত্যুর জন্য।। ২৫।। মহাযশা, শ্রীমান, রাজা দশরথ যেমন আমার পূজনীয় এবং মাননীয় এই পক্ষিরাজও ঠিক তেমনি।। ২৬।। ভাই সৌমিত্রে, কাষ্ঠ আহরণ করো। আমি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করি। আমার জন্যই গৃধ্ররাজ মৃত্যুবরণ করেছেন। আমিই তাঁর সৎকার করবো।। ২৭ ।। পক্ষিকুলের এই অধিপতিকে আমিই চিতায় স্থাপন করবো। সৌমিত্রে, রাক্ষসের দ্বারা নিহত ইনি। আমিই এঁর দাহকার্য সমাধা করবো।। ২৮ ।। যজ্ঞপরায়ণদের, অগ্নিহোত্রীদের, যুদ্ধ হতে যাঁরা ফিরে আসেন না তাঁদের এবং যাঁরা ভূমিদান করেন তাঁদেরও যে লোকে গতি হয়, আমার দ্বারা সম্যগ্‌ভাবে অনুজ্ঞাত হয়ে সেই মহনীয় লোকেই আপনি গমন করুন। হে গৃধ্ররাজ, মহাপ্রাণ, আমার দ্বারা অগ্নিতে সংস্কৃত হয়ে আপনি উত্তম পরলোকে গমন করুন।। ২৯-৩০ ।। ধর্মমূর্তি রাম এইরকম বলে পক্ষিরাজকে প্রদীপ্ত চিতায় তুলে দিয়ে দুঃখের সঙ্গে নিজের আত্মীয়ের মতো তাঁর শব-সৎকার করলেন *(অত্যাগসহনো বন্ধুঃ—বধ্নাতি ইতি বন্ধুঃ)*।। ৩১ ।। বীর্যবান রাম এবং সৌমিত্রিকে সঙ্গে নিয়ে বিরাটকায় হরিণগুলি মেরে সেই পক্ষিরাজের শ্রাদ্ধের জন্য নিয়ে এলেন। ভূমিতে কুশ বিছিয়ে দিলেন।। ৩২ ।। মহাযশা রাম। হরিণের মাংসগুলিকে পিণ্ড করে তিনি শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত রমণীয় ভূমিতে কুশের আস্তরণের ওপর স্থাপন করলেন।। ৩৩ ।। ব্রাহ্মণগণ মৃত মানুষের ঊর্ধ্বগতির জন্য যে সকল মন্ত্র জপ করেন, রাম গৃধ্ররাজের স্বর্গগমনের জন্য সেই পিতৃকর্মোচিত মন্ত্রই জপ করলেন।।৩৪ ।। এবার গোদাবরীনদীতে গিয়ে সেই রাজপুত্র দু'জন গৃধ্ররাজের জন্য উভয়েই তর্পণ করলেন।।৩৫ ।। রঘুবংশের এই দুই সন্তান স্নান সেরে শাস্ত্রীয়বিধিতে পক্ষিরাজের জন্য জল নিয়ে তর্পণ করলেন।।৩৬ ।। গৃধ্ররাজ যশস্কর। তিনি অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম সম্পাদন করে যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন।

সগৃধ্ররাজঃ কৃতবান্ যশস্করং সুদুষ্করং কর্ম রণে নিপাতিতঃ।
মহর্ষিকল্পেন চ সংস্কৃতস্তদা জগাম পুণ্যাং গতিমাত্মনঃ শুভাম্।। ৩৭
কৃতোদকৌ তাবপি পক্ষিসত্তমে স্থিরাঞ্চ বুদ্ধিং প্রণিদায় জগ্মতুঃ।
প্রবেশ্য সীতাধিগমে ততো মনো বনং সুরেন্দ্রাবিব বিষ্ণু-বাসবৌ।। ৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে অষ্টষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

মহর্ষিকল্প রাম তাঁর পারলৌকিক সংস্কার সম্পন্ন করলেন। ফলে আত্মার শুভঙ্কর পুণ্যগতি তিনি লাভ করলেন।। ৩৭ ।। রাম-লক্ষ্মণ দু'জনেই পক্ষিরাজের প্রতি স্থির পিতৃবুদ্ধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে চলে গেলেন। সীতাকে লাভ করার জন্য তারপর তাঁরা দু'জনে দেবশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু এবং ইন্দ্রের মতো বনে প্রবেশ করে এগিয়ে চললেন।। ৩৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের অষ্টষষ্টিতম (৬৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

লক্ষ্মণস্য অয়োমুখ্যে দণ্ডদানম্, কবন্ধবাহুবন্ধনপতিত-রামলক্ষ্মণয়োশ্চিন্তা চ।

কৃত্বৈবমুদকং তস্মৈ প্রস্থিতৌ রাঘবৌ তদা। অবেক্ষন্তৌ বনে সীতাং জগ্মতুঃ পশ্চিমাং দিশম্।। ১
তাং দিশং দক্ষিণাং গত্বা শর-চাপাসিধারিণৌ। অবিপ্রহতমৈক্ষ্বাকৌ পন্থানং প্রতিপেদতুঃ।। ২
গুল্মৈর্বৃক্ষৈশ্চ বহুভির্লতাভিশ্চ প্রবেষ্টিতম্। আবৃতং সর্বতো দুর্গং গহনং ঘোরদর্শনম্।। ৩
ব্যতিক্রম্য তু বেগেন গৃহীত্বা দক্ষিণাং দিশম্। সুভীমং তন্মহারণ্যং ব্যতিযাতৌ মহাবলৌ।। ৪
ততঃ পরং জনস্থানাৎ ত্রিক্রোশং গম্য রাঘবৌ। ক্রৌঞ্চারণ্যং বিবিশতুর্গহনং তৌ মহৌজসৌ।। ৫
নানামেঘঘনপ্রখ্যং প্রহৃষ্টমিব সর্বতঃ। নানাবর্ণৈঃ শুভৈঃ পুষ্পৈর্মৃগপক্ষিগণৈর্যুতম্।। ৬
দিদৃক্ষমাণৌ বৈদেহীং তদ্বনং তৌ বিচিক্যতুঃ। তত্র তত্রাবতিষ্ঠন্তৌ সীতাহরণদুঃখিতৌ।। ৭
ততঃ পূর্বেণ তৌ গত্বা ত্রিক্রোশং ভ্রাতরৌ তদা। ক্রৌঞ্চারণ্যমতিক্রম্য মতঙ্গাশ্রমমন্তরে।। ৮
দৃষ্ট্বা তু তদ্বনং ঘোরং বহুভীমমৃগদ্বিজম্। নানাবৃক্ষসমাকীর্ণং সর্বং গহনপাদপম্।। ৯
দদৃশাতে গিরৌ তত্র দরীং দশরথাত্মজৌ। পাতালসমগম্ভীরাং তমসা নিত্যসংবৃতাম্।। ১০

ঊনসপ্ততিতম (৬৯) সর্গ

লক্ষ্মণের অয়োমুখীকে দণ্ড-দান। কবন্ধের বাহুবন্ধনে পতিত হয়ে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের চিন্তা।

রঘুবংশ নন্দন দু'জনে জটায়ুর উদ্দেশ্যে তর্পণ করে বনে সীতাকে সন্ধান করতে করতে পশ্চিমদিকে চলতে লাগলেন।। ১ ।। ধনু, বাণ এবং খড়্গধারণ করে ইক্ষ্বাকুবংশধর তাঁরা দু'জন দক্ষিণদিকে গিয়ে এমন পথ এক পেলেন যে পথে কেউই চলে না।। ২ ।। পথটি বহু বৃক্ষ, লতা এবং গুল্মে আচ্ছন্ন। সর্বপ্রকারে দুর্গম। গহন। এবং ভীষণদর্শন ।। ৩ ।। দক্ষিণদিক ধরে মহাবলশালী সেই দু'জন দ্রুতগতিতে ভীষণ মহারণ্য অতিক্রম করে গেলেন।। ৪ ।। মহাওজস্বী এই রাঘব দু'জন জনস্থান থেকে তিন ক্রোশ গিয়ে গভীর ক্রৌঞ্চারণ্যে প্রবেশ করলেন।।৫ ।। বনটি পুঞ্জীভূত মেঘের মতো ঘন নীল। সবদিকে যেন আনন্দ! নানা বর্ণের সুন্দর সব ফুল ফুটে আছে। হরিণ আর পাখীরা সেখানে বিচরণ করছে।। ৬ ।। তাঁরা দু'জনে সীতাহরণের দুঃখিত। বনে অবস্থান করে সীতাকে সন্ধান করতে লাগলেন।। ৭ ।। পূর্বদিকে তিন ক্রোশ গিয়ে দুই ভাই মিলে ক্রৌঞ্চারণ্য অতিক্রম করে মতঙ্গমুনির আশ্রমে প্রবেশ করলেন।। ৮ ।। ভীষণ বনে তাঁরা দেখলেন, ভয়ঙ্কর সব জীবজন্তু। আর বহু পাখী। নানাধরনের গাছপালায় দুর্গম ঐ বন।। ৯ ।। দশরথ-পুত্র দু'জন সেখানে এক পাহাড়ে একটি গুহা দেখলেন। গুহাটি পাতালের মতো গভীর। আর অন্ধকারে নিত্য-সমাচ্ছন্ন।। ১০ ।। নরশ্রেষ্ঠ দু'জন ঐ গুহার কাছে এসে অদূরেই দেখতে পেলেন বিকৃতমুখী এক

আসাদ্য চ নরব্যাঘ্রৌ দর্যাস্তস্যাবিদূরতঃ। দদর্শতুর্মহারূপাং রাক্ষসীং বিকৃতাননাম্।। ১১
ভয়দামল্পসত্ত্বানাং বীভৎসাং রৌদ্রদর্শনাম্। লম্বোদরীং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রাং করালীং পরুষত্বচম্।। ১২
ভক্ষয়ন্তীং মৃগান্‌ভীমান্ বিকটাং মুক্তমূর্ধজাম্। অবৈক্ষতাং তু তৌ তত্র ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ১৩
সা সমাসাদ্য তৌ বীরৌ ব্রজন্তং ভ্রাতুরগ্রতঃ। এহি রংস্যাবহেত্যুক্ত্বা সমালম্ভত লক্ষ্মণম্।। ১৪
উবাচ চৈনং বচনং সৌমিত্রিমুপগুহ্য চ। অহং ত্বয়োমুখী নাম লাভস্তে ত্বমসি প্রিয়ঃ।। ১৫
নাথ পর্বতদুর্গেষু নদীনাং পুলিনেষু চ। আয়ুশ্চিরমিদং বীর ত্বং ময়া সহ রংস্যসে।। ১৬
এবমুক্তস্তু কুপিতঃ খড়্গমুদ্ধৃত্য লক্ষ্মণঃ। কর্ণনাসস্তনং তস্যা নিচকর্তারিসূদনঃ।। ১৭
কর্ণনাসে নিকৃত্তে তু বিস্বরং বিননাদ সা। যথাগতং প্রদুদ্রাব রাক্ষসী ঘোরদর্শনা।। ১৮
তস্যাং গতায়াং গহনং ব্রজন্তৌ বনমোজসা। আসেদতুরমিত্রঘ্নৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ১৯
লক্ষ্মণস্তু মহাতেজাঃ সত্ত্ববান্ শীলবান্ শুচিঃ। অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্।। ২০
স্পন্দতে মে দৃঢ়ং বাহুরুদ্বিগ্নমিব মে মনঃ। প্রায়শশ্চাপ্যনিষ্টানি নিমিত্তান্যুপলক্ষয়ে।। ২১
তস্মাৎ সজ্জীভবার্য ত্বং কুরুষ্ব বচনং মম। মমৈব হি নিমিত্তানি সদ্যঃ শংসন্তি সম্ভ্রমম্।। ২২
এষ বঞ্জুলকো নাম পক্ষী পরমদারুণঃ। আবয়োর্বিজয়ং যুদ্ধে শংসন্নিব বিনর্দতি।। ২৩
তয়োরন্বেষতোরেবং সর্বং তদ্বনমোজসা। সংজজ্ঞে বিপুলঃ শব্দঃ প্রভঞ্জন্নিব তদ্বনম্।। ২৪
সংবেষ্টিতমিবাত্যর্থং গহনং মাতরিশ্বনা। বনস্য তস্য শব্দোঽভূদ্ বনমাপূরয়ন্নিব।। ২৫
তং শব্দং কাঙ্ক্ষমাণস্তু রামঃ খড়্গী সহানুজঃ। দদর্শ সুমহাকায়ং রাক্ষসং বিপুলোরসম্।। ২৬
আসেদতুশ্চ তদ্রক্ষস্তাবুভৌ প্রমুখে স্থিতম্। বিবৃদ্ধমশিরোগ্রীবং কবন্ধমুদরেমুখম্।। ২৭

ভীষণ রাক্ষসী।। ১১ ।। সে ছিলো দুর্বলদের ভয়প্রদা। বীভৎসা এবং ভীষণদর্শনা। উদরটি তার লম্বা। দাঁতগুলি ধারালো। দেখতে বিকট। গায়ের চামড়া খসখসে।। ১২ ।। বিরাট বিরাট হরিণ ধরে সে খাচ্ছে। চুলগুলি তার এলোমেলো। রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাই মিলে সেখানে তাকে দেখলেন।। ১৩ ।। রাক্ষসীটি বীর দুই ভাইকে আসতে দেখে কাছে গেলো। আগে আগে চলছিলো লক্ষ্মণ। 'এসো, তোমার সঙ্গে আমি বিহার করবো'—এই বলে সে লক্ষ্মণকে গিয়ে ধরলো।। ১৪ ।। লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করে সে বললো—আমার নাম অয়োমুখী। তুমি আমার প্রিয় হবে। তোমার লাভ হলো।। ১৫ ।। হে বীর, হে নাথ, তুমি দীর্ঘ আয়ুলাভ করে পর্বতের দুর্গে, নদীর তীরে আমার সঙ্গে বিহার করবে।। ১৬ ।। রাক্ষসী এই কথা বলায় শত্রুবিনাশী লক্ষ্মণ রেগে খড়্গ তুলে তার কান, নাক আর স্তন কেটে দিলেন।। ১৭ ।। কান আর নাক কাটা গেলে সেই ভীষণদর্শনা রাক্ষসী ভীষণ গর্জন করে যেদিক থেকে এসেছিলো সেইদিকেই দৌড়ে পালিয়ে গেলো।। ১৮।। সে চলে গেলে শত্রুঘাতী রাম-লক্ষ্মণ দ্রুতবেগে গিয়ে আর একটি গহনবনে প্রবেশ করলেন।। ১৯ ।। মহাতেজস্বী, বলবান, চরিত্রবান, পবিত্রচিত্ত লক্ষ্মণ করজোড়ে দীপ্ততেজা ভ্রাতা রামকে বললেন—।। ২০ ।। আমার দৃঢ় বাহু স্পন্দিত হচ্ছে। মনও যেন উদ্‌বিগ্ন। প্রায়ই অনিষ্টকর দুর্লক্ষণ সব দেখা যাচ্ছে।। ২১ ।। তাই, দাদা, আপনি যুদ্ধের জন্য অস্ত্র নিয়ে তৈরী হোন। আমার কথা শুনুন। এই নিমিত্তগুলি আমার কাছে আশু ভয়ের সম্ভাবনা সূচিত করছে।। ২২ ।। এই যে অত্যন্ত ভীষণ বঞ্জুলক নামক পাখীকে দেখা যাচ্ছে, সে যেন আমাদের দু'জনের যুদ্ধে বিজয়ের বার্তা জানাচ্ছে।। ২৩ ।। তাঁরা যখন অন্বেষণ করছেন, তখন সেই বনে ভীষণ ঝড়ের মতো একটি বিরাট শব্দ হলো।। ২৪ ।। সেই গহন বন যেন পবনদেব ভীষণভাবে ঘিরে ফেলেছেন। সমস্ত বন যেন এক বিরাট শব্দে পূর্ণ হয়ে গেলো।। ২৫ ।। সেই শব্দের সন্ধান করতে গিয়ে রাম খড়্গ নিয়ে লক্ষ্মণসহ এগিয়ে গেলে বিরাটকায় এক রাক্ষসকে দেখতে পেলেন। তার বুকটি ছিলো বিশাল।। ২৬ ।। তাঁরা দু'জনে সামনেই পেলেন সেই রাক্ষসকে। বিশাল তার আকার। মাথা আর ঘাড় তার নেই। মুখটা তার উদরে। এটি একটি কবন্ধ।। ২৭ ।। ধারালো আর খাড়া

রোমভির্নিশিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্মহাগিরিমিবোচ্ছ্রিতম্। নীলমেঘনিভং রৌদ্রং মেঘস্তনিতনিঃস্বনম্।। ২৮
অগ্নিজ্বালানিকাশেন ললাটস্থেন দীপ্যতা। মহাপক্ষেণ পিঙ্গেন বিপুলেনায়তেন চ।। ২৯
একেনোরসি ঘোরেণ নয়নেন সুদর্শিনা। মহাদংষ্ট্রোপপন্নং তং লেলিহানং মহামুখম্।। ৩০
ভক্ষয়ন্তং মহাঘোরান্ ঋক্ষ-সিংহ-মৃগ-দ্বিজান্। ঘোরৌ ভুজৌ বিকুর্বাণমুভৌ যোজনমায়তৌ।। ৩১
করাভ্যাং বিবিধান্ গৃহ্য ঋক্ষান্ পক্ষিগণান্ মৃগান্। আকর্ষন্তং বিকর্ষন্তমনেকান্ মৃগযূথপান্।। ৩২
স্থিতমাবৃত্য পন্থানং তয়োর্ভ্রাত্রোঃ প্রপন্নয়োঃ। অথ তং সমতিক্রম্য ক্রোশমাত্রং দদর্শতুঃ।। ৩৩
মহান্তং দারুণং ভীমং কবন্ধং ভুজসংবৃতম্। কবন্ধমিব সংস্থানাদতিঘোরপ্রদর্শনম্।। ৩৪
স মহাবাহুরত্যর্থং প্রসার্য বিপুলৌ ভুজৌ। জগ্রাহ সহিতাবেব রাঘবৌ পীড়য়ন্ বলাৎ।। ৩৫
খড়্গিনৌ দৃঢ়ধন্বানৌ তিগ্মতেজৌ মহাভুজৌ। ভ্রাতরৌ বিবশং প্রাপ্তৌ কৃষ্যমাণৌ মহাবলৌ।। ৩৬
তত্র ধৈর্যাচ্চ শূরস্তু রাঘবো নৈব বিব্যথে। বাল্যাদনাশ্রয়াচ্চৈব লক্ষ্মণস্ত্বভিবিব্যথে।। ৩৭
উবাচ চ বিষণ্ণঃ সন্ রাঘবং রাঘবানুজঃ। পশ্য মাং বিবশং বীর রাক্ষসস্য বশংগতম্।। ৩৮
ময়ৈকেন তু নির্যুক্তঃ পরিমুচ্যস্ব রাঘব। মাং হি ভূতবলিং দত্ত্বা পলায়স্ব যথাসুখম্।। ৩৯
অধিগন্তাসি বৈদেহীমচিরেণেতি মে মতিঃ। প্রতিলভ্য চ কাকুৎস্থ পিতৃপৈতামহীং মহীম্।। ৪০
তত্র মাং রাম রাজ্যস্থঃ স্মর্তুমর্হসি সর্বদা। লক্ষ্মণেনৈবমুক্তস্তু রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ।। ৪১
মা স্ম ত্রাসং বৃথা বীর নহি ত্বাদৃগ্‌বিষীদতি। এতস্মিন্নন্তরে ক্রূরো ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৪২

তার রোমরাজি। বিরাট পাহাড়ের মতো সে উঁচু। নীলমেঘের মতো তার বর্ণ। দেখতে সে ভীষণ। মেঘের মতো তার গর্জন।। ২৮ ।। ললাটে তাঁর উজ্জ্বল আগুন জ্বলছে। বিশাল আর পিঙ্গলবর্ণ তার চোখের পাতাগুলিও বিশাল।। ২৯ ।। বুকের মধ্যে বসানো একটি ভীষণ চোখে সে অনেকদূর পর্যন্ত দেখছে। বিরাট বিরাট তার দাঁত। আগুনের মতো বিশাল তার মুখ।। ৩০ ।। তার যোজন-বিস্তৃত ভীষণ দু'টি হাত দিয়ে সে ভয়ঙ্কর সব ভল্লুক, সিংহ, হরিণ, পাখী ধরে ধরে খাচ্ছে।। ৩১ ।। লম্বা হাত দু'টি দিয়ে সে নানাধরনের ভল্লুক, পাখী, আরো সব পশু এবং জোড়ায় জোড়ায় হরিণ টেনে আনছে। ছুঁড়ে দিচ্ছে।। ৩২ ।। সেই রাক্ষস পরস্পর পরস্পরের শরণাগত রাম-লক্ষ্মণ—এই দুই ভাইয়ের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছিলো। তাকে অতিক্রম করে এক ক্রোশ গিয়ে তাঁরা দুই ভাই তাকে ভালো করে দেখলেন *(সে এতো বিশালকায় ছিলো যে সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ভালো করে পূরো দেখাই যাচ্ছিলো না। তাই এক ক্রোশ গিয়ে দেখতে হলো)*।।৩৩।। রাক্ষসটি এক কবন্ধ। বিরাট তার দেহ। বিশাল তার বাহু। দূর থেকে তাকে অত্যন্ত ভীষণ দেখাচ্ছিলো।।৩৪।। মহাবাহু কবন্ধ তার বিশাল বাহু দু'টি বেশী করে বাড়িয়ে জোর করে রাম-লক্ষ্মণকে পীড়ন করে ধরলো।। ৩৫ ।। তাঁরা দু'জনেই খড়্গ ধারণ করেছিলেন। কঠিন ধনু ছিলো তাঁদের হাতে। বিশাল বাহু এই দু'জনের তেজও ছিলো তীব্র। মহাবলশালী দু'জনে। তবুও ঐ রাক্ষসের পীড়নে অবশ হয়ে গেলেন।। ৩৬ ।। তখন রামচন্দ্র ধৈর্যধারণ করে থাকায় বেশী ব্যথা পেলেন না। আর লক্ষ্মণ বালকবুদ্ধিবশতঃ ধৈর্যের আশ্রয় না করায় বেশ ব্যথা পেলেন।।৩৭ ।। রাঘবের ছোটোভাই লক্ষ্মণ বিষণ্ণ হয়ে বললেন, হে বীর, দেখুন, রাক্ষসের কবলে পড়ে আমি অবশ হয়ে পড়েছি।।৩৮ ।। আমাকে একা এখানে সমর্পণ করে হে রাঘব, আপনি মুক্তিলাভ করুন। আমাকে ভূতবলিরূপে দিয়ে আপনি স্বচ্ছন্দে স্থানান্তরে গমন করুন।।৩৯ ।। হে কাকুৎস্থ, আপনি অচিরেই সীতাকে পেয়ে যাবেন। আর পিতৃপিতামহের রাজ্যও লাভ করবেন।। ৪০ ।। হে রাম, রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে সর্বদা আপনি আমায় স্মরণ করবেন। লক্ষ্মণ এই কথা বলার পর, লক্ষ্মণকে রাম বললেন—।। ৪১ ।। হে বীর, বৃথা ভয় কোরো না। তোমার মতো ব্যক্তিরা এইরকম বিষণ্ণ হন না। এই অবসরে নিষ্ঠুর, মহাবীর, দানবশ্রেষ্ঠ কবন্ধ রাম ও লক্ষ্মণ এই

তাবুবাচ মহাবাহুঃ কবন্ধো দানবোত্তমঃ। কৌ যুবাং বৃষভস্কন্ধৌ মহাখড়্গধনুর্ধরৌ।। ৪৩
ঘোরং দেশমিমং প্রাপ্তৌ দৈবেন মম চাক্ষুষৌ। বদতং কার্যমিহ বাং কিমর্থং চাগতৌ যুবাম্।। ৪৪
ইমং দেশমনুপ্রাপ্তৌ ক্ষুধার্তস্যেহ তিষ্ঠতঃ। সবাণ-চাপ-খড়্গৌ চ তীক্ষ্ণশৃঙ্গাবিবর্ষভৌ।। ৪৫
মাং তূর্ণমনুসম্প্রাপ্তৌ দুর্লভং জীবিতং হি বাম্। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কবন্ধস্য দুরাত্মনঃ।। ৪৬
উবাচ লক্ষ্মণং রামো মুখেন পরিশুষ্যতা। কৃচ্ছ্রাৎ কৃচ্ছ্রতরং প্রাপ্য দারুণং সত্যবিক্রম।। ৪৭
ব্যসনং জীবিতান্তায় প্রাপ্তমপ্রাপ্য তাং প্রিয়াম্। কালস্য সুমহদ্বীর্যং সর্বভূতেষু লক্ষ্মণ।। ৪৮
ত্বাঞ্চ মাঞ্চ নরব্যাঘ্র ব্যসনৈঃ পশ্য মোহিতৌ। ন হি ভারোঽস্তি দৈবস্য সর্বভূতেষু লক্ষ্মণ।। ৪৯
শূরাশ্চ বলবন্তশ্চ কৃতাস্ত্রাশ্চ রণাজিরে। কালাভিপন্নাঃ সীদন্তি যথা বালুকসেতবঃ।। ৫০
ইতিব্রুবাণো দৃঢসত্যবিক্রমো মহাযশা দাশরথিঃ প্রতাপবান্।
অবেক্ষ্য সৌমিত্রিমুদগ্রবিক্রমঃ স্থিরাং তদা স্বাং মতিমাত্মনাঽকরোৎ।। ৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ঊনসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

ভাই দু'জনকে বললো, বৃষের মতো স্কন্ধ বিরাট খড়্গ আর ধনু ধারণ করে এসেছো। তোমরা দু'জন কে হে?।। ৪২-৪৩।। তোমরা দৈবানুসারেই এই দেশে এসে আমার চোখে পড়ে গেছো। বলো, তোমাদের এখানে কি কাজ? কেন দু'জনে এসেছো?।। ৪৪ ।। আমি ক্ষুধার্ত হয়ে এখানে অবস্থান করছি। ধনু, বাণ, খড়্গ নিয়ে তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষের মতো তোমরা কেন এসেছো?।। ৪৫ ।। আমার কাছে যখন এসেছো তখন তোমাদের দু'জনের জীবন শীগ্গিরই দুর্লভ হয়ে পড়বে *(অর্থাৎ তোমরা সত্বর মারা যাবে। আমি খেয়ে ফেলবো)* দুরাত্মা সেই কবন্ধের কথা শুনে রামের মুখ শুকিয়ে গেলো। তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, হে সত্যবিক্রম, আমি যে দুঃখ থেকে আরো বেশী দুঃখে পড়ে গেলাম।। ৪৬-৪৭ ।। লক্ষ্মণ, প্রিয়া সীতাকে তো পেলাম না। তদুপরি মৃত্যুর বিপদ এসে উপস্থিত হলো। প্রাণিসকলের চেয়েও 'কাল'ই দেখছি অধিক শক্তিশালী।। ৪৮ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, দেখো, দুঃখের দ্বারা তুমি এবং আমিও বিমূঢ় হলাম। প্রাণিসকলকে দুঃখ দিতে কালের কোনো কাঠিন্য নেই।। ৪৯ ।। বালুকার দ্বারা তৈরী সেতু সহজেই ভেঙে পড়ে। তেমনি শৌর্যরাশি বলবান এবং অস্ত্রনিপুণ যোদ্ধারাও কালের বশে রণাঙ্গনে অবসন্ন হয়ে পড়েন। *(অজির—অঙ্গন)*।। ৫০ ।। এই কথা বলে সত্যে দৃঢ়চিত্ত, পরাক্রমশালী, মহাযশস্বী, প্রতাপী, অত্যন্ত বিক্রমী দশরথপুত্র রাম লক্ষ্মণকে দেখে নিজের চিত্তকে স্থির করলেন।। ৫১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ঊনসপ্ততিতম (৬৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

সংমন্ত্র্য শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ কবন্ধস্য হস্তদ্বয়চ্ছেদনম্। তেন তয়োঃ স্বাগতসম্ভাষণঞ্চ।

তৌ তু তত্র স্থিতৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। বাহুপাশপরিক্ষিপ্তৌ কবন্ধো বাক্যমব্রবীৎ।। ১
তিষ্ঠতঃ কিং নু মাং দৃষ্ট্বা ক্ষুধার্তং ক্ষত্রিয়র্ষভৌ। আহারার্থং তু সন্দিষ্টৌ দৈবেন হতচেতনৌ।। ২
তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণো বাক্যং প্রাপ্তকালং হিতং তদা। উবাচার্তিসমাপন্নো বিক্রমে কৃতনিশ্চয়ঃ।। ৩

সপ্ততিতম (৭০) সর্গ

মন্ত্রণা করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণের দ্বারা কবন্ধের হাত দু'টির ছেদন। কবন্ধের দ্বারা তাঁদের দু'জনের স্বাগত ভাষণ।

রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে তার বাহুপাশে আবদ্ধ করে কবন্ধ বললো—।। ১ ।। ওরে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ দু'জন, আমাকে ক্ষুধার্ত দেখে তোমরা কি বসে আছো? দৈবের দ্বারা চেতনাহারা হয়ে তোমরা আমার আহারের জন্য আনীত হয়েছো।। ২ ।। তা শুনে লক্ষ্মণ অত্যন্ত আর্ত হয়ে বীর্যপ্রকাশে সঙ্কল্প করে তৎকালোচিত হিতকর বাক্যে বললেন—।।৩ ।। এই রাক্ষসাধম আমাকেও আপনাকে শীগ্গির খেয়ে ফেলবে। তাই

ত্বাঞ্চ মাঞ্চ পুরা তূর্ণামাদত্তে রাক্ষসাধমঃ। তস্মাদসিভ্যামস্যাশু বাহূ ছিন্দাবহে গুরূ।। ৪
ভীষণোঽয়ং মহাকায়ো রাক্ষসো ভুজবিক্রমঃ। লোকং হ্যতিজিতং কৃত্বা হ্যাবাং হন্তুমিহেচ্ছতি।। ৫
নিশ্চেষ্টানাং বধো রাজন্ কুৎসিতো জগতীপতেঃ। ক্রতুমধ্যোপনীতানাং পশূনামিব রাঘব।। ৬
এতৎ সঞ্জল্পিতং শ্রুত্বা তয়োঃ ক্রুদ্ধস্তু রাক্ষসঃ। বিদার্যস্যং ততো রৌদ্রং তৌ ভক্ষয়িতুমারভৎ।। ৭
ততস্তৌ দেশ-কালজ্ঞৌ খড়্গাভ্যামেব রাঘবৌ। অচ্ছিন্দস্তাং সুসংহৃষ্টৌ বাহূ তস্যাংসদেশয়োঃ।। ৮
দক্ষিণো দক্ষিণং বাহুমসক্তমসিনা ততঃ। বিচ্ছেদ রামো বেগেন সব্যং বীরস্তু লক্ষ্মণঃ।। ৯
স পপাত মহাবাহুশ্ছিন্নবাহুর্মহাস্বনঃ। খঞ্চ গাঞ্চ দিশশ্চৈব নাদয়ঞ্জলদো যথা।। ১০
স নিকৃত্তৌ ভুজৌ দৃষ্ট্বা শোণিতৌঘপরিপ্লুতঃ। দীনঃ পপ্রচ্ছ তৌ বীরৌ কৌ যুবামিতি দানবঃ।। ১১
ইতি তস্য ব্রুবাণস্য লক্ষণঃ শুভলক্ষ্মণঃ। শশংস তস্য কাকুৎস্থং কবন্ধস্য মহাবলঃ।। ১২
অয়মিক্ষ্বাকুদায়াদো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ। তস্যৈবাবরজং বিদ্ধি ভ্রাতরং মাঞ্চ লক্ষ্মণম্।। ১৩
মাত্রা প্রতিহতে রাজ্যে রামঃ প্রব্রাজিতো বনম্। ময়া সহ চরত্যেষ ভার্যয়া চ মহদ্বনম্।। ১৪
অস্য দেবপ্রভাবস্য বসতো বিজনে বনে। রক্ষসাপহৃতা ভার্যা যামিচ্ছন্তাবিহাগতৌ।। ১৫
তং তু কো বা কিমর্থং বা কবন্ধসদৃশে বনে। আস্যেনোরসি দীপ্তেন ভগ্নজঙ্ঘো বিচেষ্টসে।। ১৬
এবমুক্তঃ কবন্ধস্তু লক্ষ্মণেনোত্তরং বচঃ। উবাচ বচনং প্রীতস্তদিন্দ্রবচনং স্মরন্।। ১৭
স্বাগতং বাং নরব্যাঘ্রৌ দিষ্ট্যা পশ্যামি বামহম্। দিষ্ট্যা চেমৌ নিকৃত্তৌ মে যুবাভ্যাং বাহুবন্ধনৌ।। ১৮
বিরূপং যচ্চ মে রূপং প্রাপ্তং হ্যবিনয়াদ্ যথা। তন্মে শৃণু নরব্যাঘ্র তত্ত্বতঃ শংসতস্তব।। ১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে সপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

আসুন, আমাদের অসি দু'টি দিয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ বাহু দু'টিকে ছেদন করে ফেলি।। ৪ ।। ভীষণ সেই মহাকায় রাক্ষসের বাহুর শক্তি প্রভূত। জগৎকে পরাজিত করে সে এখন আমাদেরকে হত্যা করতে চাইছে।।৫ ।। হে রঘুবংশধর, হে জগৎপালক রাজন্, যজ্ঞে আনীত পশুর মতো নিশ্চেষ্টভাবে নিহত হওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয়।।৬ ।। তাদের এইসব জল্পনা-কল্পনা শুনে রাক্ষস রেগে তার ভীষণ মুখটি হাঁ-করে তাদের দু'জনকে খেতে আরম্ভ করলো।। ৭ ।। তখন দেশ-কালোচিত কর্মসম্পাদনে নিপুণ রাম ও লক্ষ্মণ খড়্গ দু'টি দিয়ে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তার কাঁধ থেকে বাহু দু'টিকে কেটে ফেললেন।।৮ ।। দক্ষ রাম তরবারি দিয়ে দক্ষিণ বাহু এবং বীর লক্ষ্মণ বেগে বাম বাহু ছেদন করে দিলেন।। ৯ ।। ছিন্নবাহু হয়ে সেই মহাবীর কবন্ধ ভীষণ গর্জন করে পড়ে গেলো। মেঘের মতো তার গর্জনে আকাশ, পৃথিবী এবং দিগ্‌বিদিক প্রতিধ্বনিত হলো।। ১০ ।। বাহু দু'টিকে ছিন্ন হতে দেখে ভীষণভাবে রক্তাপ্লুত হয়ে সেই দানব অতি দৈন্যের সঙ্গে বীর দু'জনকে জিজ্ঞেস করলো, কে তোমরা?।। ১১ ।। কবন্ধ এইরকম বললে বীর, শুভলক্ষণ লক্ষ্মণ রামকে অবলম্বন করে বললেন—।। ১২ ।। ইনি ইক্ষ্বাকুবংশের সন্তান। জনগণের কাছে রাম নামে খ্যাত। তাঁরই ছোটোভাই আমি। লক্ষ্মণ বলে আমাকে জেনো *(দায়াদ—পুত্র, বংশধর)*।। ১৩।। রাজ্যপ্রাপ্তিতে মা বাধা দেওয়ায় ইনি বনবাসে এসেছেন। পত্নী এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে গভীর বনে ইনি বিচরণ করছেন।। ১৪ ।। দেবতুল্য ইনি। বনে যখন বাস করছিলেন, তখন রাক্ষস এঁর পত্নীকে অপহরণ করে। তাঁরই সন্ধানে আমরা দু'জনে এখানে এসেছি।। ১৫ ।। তুমিই বা কে? কেনই বা বনে কবন্ধের রূপে এসেছো? তোমার মুখ এবং বুক দেখছি উজ্জ্বল। তোমার জঙ্ঘা ভগ্ন হলেও দেখছি তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো *(আস্য—মুখ)*।। ১৬ ।। লক্ষ্মণ এইরকম বললে কবন্ধ ইন্দ্রের বাক্য স্মরণ করে প্রীতচিত্তে উত্তরে বললো—।।১৭ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়, আপনাদের স্বাগতি জানাই। ভাগ্যিস্ আপনাদের দু'জনকে আমি দেখলাম। সৌভাগ্যবশতঃই আপনারা আমার বন্ধনস্বরূপ এই বাহু দু'টি কেটে দিয়েছেন।। ১৮ ।। ঔদ্ধত্যের জন্য আমি এই যে বিকৃত রূপ পেয়েছি, হে নরশ্রেষ্ঠ তার কারণ আমি যথাযথভাবে বলছি। শুনুন।। ১৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের সপ্ততিতম (৭০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

কবন্ধস্য স্বীয়বৃত্তান্ত কথনম্, স্বশরীরদগ্ধানন্তরং সীতান্বেষণে সহায়তাবিধানায় শ্রীরামায় কবন্ধস্যাশ্বাসদানঞ্চ।

পুরা রাম মহাবাহো মহাবলপরাক্রমম্। রূপমাসীন্মমাচিন্ত্যং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।। ১
যথা সূর্যস্য সোমস্য শক্রস্য চ যথা বপুঃ। সোঽহং রূপমিদং কৃত্বা লোকবিত্রাসনং মহৎ।। ২
ঋষীন্ বনগতান্ রাম ত্রাসয়ামি ততস্ততঃ। ততঃ স্থূলশিরা নাম মহর্ষিঃ কোপিতো ময়া।। ৩
স চিন্বন্ বিবিধং বন্যং রূপেণানেন ধর্ষিতঃ। তেনাহমুক্তঃ প্রেক্ষ্যৈবং ঘোরশাপাভিধায়িনা।। ৪
এতদেবং নৃশংসং তে রূপমস্তু বিগর্হিতম্। স ময়া যাচিতঃ ক্রুদ্ধঃ শাপস্যান্তো ভবেদিতি।। ৫
অভিশাপকৃতস্যেতি তেনেদং ভাষিতং বচঃ। যদা ছিত্ত্বা ভুজৌ রামস্ত্বাং দহেদ্ বিজনে বনে।। ৬
তদা ত্বং প্রাপ্স্যসে রূপং স্বমেব বিপুলং শুভম্। শ্রিয়া বিরাজিতং পুত্রং দনোস্ত্বং বিদ্ধি লক্ষ্মণ।। ৭
ইন্দ্রকোপাদিদং রূপং প্রাপ্তমেবং রণাজিরে। অহং হি তপসোগ্রেণ পিতামহমতোষয়ম্।। ৮
দীর্ঘমায়ুঃ স মে প্রাদাত্ততো মাং বিভ্রমোঽস্পৃশৎ। দীর্ঘমায়ুর্ময়া প্রাপ্তং কিং মাং শক্রঃ করিষ্যতি।। ৯
ইত্যেবং বুদ্ধিমাস্থায় রণে শক্রমধর্ষয়ম্। তস্য বাহুপ্রমুক্তেন বজ্রেণ শতপর্বণা।। ১০
সক্থিনী চ শিরশ্চৈব শরীরে সম্প্রবেশিতম্। স ময়া যাচ্যমানঃ সন্নানয়দ্ যমসাদনম্।। ১১
পিতামহবচঃ সত্যং তদস্ত্বিতি মমাব্রবীৎ। অনাহারঃ কথং শক্তো ভগ্নসক্থিশিরোমুখঃ।। ১২
বজ্রিণাভিহতঃ কালং সুদীর্ঘমপি জীবিতুম্। স এবমুক্তঃ শক্রো মে বাহূ যোজনমায়তৌ।। ১৩

একসপ্ততিতম (৭১) সর্গ

কবন্ধের নিজের বৃত্তান্ত কথন। নিজের শরীর দগ্ধ হলে সীতার অন্বেষণে সহায়তার জন্য শ্রীরামের প্রতি কবন্ধের আশ্বাসদান।

হে মহাবীর রাম, পূর্বে আমার বল ছিলো প্রভূত। পরাক্রম ছিলো অচিন্তনীয়। অত্যন্ত রূপবান ছিলাম আমি। ত্রিলোকে আমি ছিলাম প্রখ্যাত।। ১ ।। আমার রূপ ছিলো সূর্য, চন্দ্র এবং ইন্দ্রেরই মতো। আমি এইরকম ভীষণরূপ ধারণ করে মানুষকে খুব ভয় দেখাতাম।। ২ ।। বনবাসী ঋষিদের ত্রাস উৎপাদন করতাম। তারপর একদিন হলো কি, স্থূলশিরা নামক এক মহর্ষিকে ভয় দেখাতে গিয়ে আমি রাগিয়ে দিলাম।।৩।। তিনি যখন বিবিধ বনজাত ফুল-ফল সংগ্রহ করছিলেন, তখন এই ভীষণ রূপে তাঁকে আমি ভয় দেখিয়ে কষ্ট দিয়েছিলাম। ভীষণ এই রূপ দেখে তিনি এক কঠোর অভিশাপ প্রদান করলেন।। ৪ ।। নিষ্ঠুর নিন্দিত এই রূপই তোমার স্থায়ী হোক। ক্রুদ্ধ ঋষিকে আমি প্রার্থনা করে বললাম, কিভাবে আমার শাপের অবসান হবে?।। ৫ ।। আপনি আমাকে অভিশাপ দিলেন। মুক্ত হবো কি করে? তখন তিনি বলেছিলেন, যখন রাম তোমার বাহু দু'টি ছেদন করে নির্জন বনে তোমায় দগ্ধ করবেন...।। ৬ ।। তখন তুমি নিজের সুন্দর কল্যাণকর রূপ বিপুলভাবেই ফিরে পাবে। জেনে রাখুন, হে লক্ষ্মণ, আমি দনুর পুত্র। খুবই সুন্দর ছিলাম।।৭।। রণাঙ্গনে ইন্দ্রের কোপে আমি এই বিকৃত-রূপ পেয়েছিলাম। আমি কঠোর তপস্যার দ্বারা পিতামহ ব্রহ্মাকে তুষ্ট করেছিলাম।।৮ ।। তিনি আমায় দীর্ঘ আয়ু দান করেছিলেন। তাতেই আমার মতিভ্রম হলো। দীর্ঘ আয়ু যখন পেয়েছি তখন ইন্দ্র আমার কি করতে পারে?।। ৯ ।। এইরকম বুদ্ধি করে যুদ্ধে ইন্দ্রকে আমি পীড়িত করি। তখন তিনি বাহু প্রসারিত করে শতপর্ব বজ্রের দ্বারা আমার জানুদ্বয় ভেঙে দিলেন, আর মাথাটি দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। আমি তখন তাঁকে অনুনয় করে বললাম, আমাকে এখনই যমালয়ে পাঠিয়ে দিন (*সক্থি—ঊরু, জানু*)।। ১০-১১ ।। তিনি তখন আমাকে বললেন, পিতামহ ব্রহ্মার যে বাক্য, তাই সত্য হোক। বজ্রধারী ইন্দ্রের দ্বারা আহত হয়ে অনাহারে দীর্ঘকাল কিভাবে আমি বেঁচে থাকবো!...।। ১২১/২ ।। আমি এই কথা বলায় ইন্দ্র আমার বাহু দু'টিকে যোজন-প্রমাণ বিস্তৃত করে দিলেন।। ১৩ ।। আমার পেটের মধ্যে মুখ বসিয়ে দিয়ে তাতে দিলেন ধারালো দাঁত। সেই জন্যই আমি

তদা চাস্যঞ্চ মে কুক্ষৌ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রমকল্পয়ৎ। সোঽহং ভুজাভ্যাং দীর্ঘাভ্যাং সংক্ষিপ্যাস্মিন্ বনেচরান্।। ১৪
সিংহ-দ্বীপি-মৃগ-ব্যাঘ্রান্ ভক্ষয়ামি সমন্ততঃ। স তু মামব্রবীদিন্দ্রো যদা রামঃ সলক্ষ্মণঃ।। ১৫
ছেৎস্যতে সমরে বাহূ তদা স্বর্গং গমিষ্যসি। অনেন বপুষা তাত বনেঽস্মিন্ রাজসত্তম।। ১৬
যদ্ যৎ পশ্যামি সর্বস্য গ্রহণং সাধু রোচয়ে। অবশ্যং গ্রহণং রামো মন্যেঽহং সমুপৈষ্যতি।। ১৭
ইমং বুদ্ধিং পুরস্কৃত্য দেহন্যাসকৃতশ্রমঃ। স ত্বং রামোঽসি ভদ্রং তে নাহমন্যেন রাঘব।। ১৮
শক্যো হন্তুং যথা তত্ত্বমেবমুক্তং মহর্ষিণা। অহং হি মতিসাচিব্যং করিষ্যামি নরর্ষভ।। ১৯
মিত্রং চৈবোপদেক্ষ্যামি যুবাভ্যাং সংস্কৃতোঽগ্নিনা। এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা দনুনা তেন রাঘবঃ।। ২০
ইদং জগাদ বচনং লক্ষ্মণস্য চ পশ্যতঃ। রাবণেন হৃতা ভার্যা সীতা মম যশস্বিনী।। ২১
নিষ্ক্রান্তস্য জনস্থানাৎ সহ ভ্রাত্রা যথাসুখম্। নামমাত্রং তু জানামি ন রূপং তস্য রক্ষসঃ।। ২২
নিবাসং বা প্রভাবং বা বয়ং তস্য ন বিদ্মহে। শোকার্তানামনাথানামেবং বিপরিধাবতাম্।। ২৩
কারুণ্যং সদৃশং কর্তুমুপকারেণ বর্ততাম্। কাষ্ঠান্যানীয় ভগ্নানি কালে শুষ্কাণি কুঞ্জরৈঃ।। ২৪
ধক্ষ্যামস্ত্বাং বয়ং বীরঃ শ্বভ্রে মহতি কল্পিতে। স ত্বং সীতাং সমাচক্ষ্ব যেন বা যত্র বা হৃতা।। ২৫
কুরু কল্যাণমত্যর্থং যদি জানাসি তত্ত্বতঃ। এবমুক্তস্তু রামেণ বাক্যং দনুরনুত্তমম্।। ২৬
প্রোবাচ কুশলো বক্তা বক্তারমপি রাঘবম্। দিব্যমস্তি ন মে জ্ঞানং নাভিজানামি মৈথিলীম্।। ২৭
যস্তাং বক্ষ্যতি তং বক্ষ্যে দগ্ধঃ স্বং রূপমাস্থিতঃ। যোঽভিজানাতি তদ্রক্ষস্তদ্বক্ষ্যে রাম তৎপরম্।। ২৮
অদগ্ধস্য হি বিজ্ঞাতুং শক্তিরস্তি ন মে প্রভো। রাক্ষসং তু মহাবীর্যং সীতা যেন হৃতা তব।। ২৯

দীর্ঘ বাহুর দ্বারা বনে বিচরণকারী পশুদের আকর্ষণ করি।। ১৪ ।। সিংহ, হস্তী, হরিণ, ব্যাঘ্র—চারদিক থেকে টেনে এনে খাই। ইন্দ্র আমায় বলেছিলেন, যখন রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে...।। ১৫ ।। যুদ্ধে তোমার বাহু দু'টিকে ছিন্ন করবেন, তখন তুমি স্বর্গে যাবে। হে রাজশ্রেষ্ঠ, বৎস; সেই থেকে এই দেহ নিয়ে এই বনে...।। ১৬ ।। যা যা আমি দেখি, তা সবই আমি অনায়াসে গ্রহণ করি। আমি মনে করছি রাম অবশ্যই আমাকে গ্রহণ করবেন। কাছে আসবেন।। ১৭ ।। এই বুদ্ধিকে সামনে নিয়ে দেহত্যাগের জন্য আমি চেষ্টা করছিলাম। আপনিই তো সেই রাম। আপনার কল্যাণ হোক। হে রাঘব, আমি অন্য কারো দ্বারা...।। ১৮।। নিহত হবো না—মহর্ষি যথার্থই এই কথা বলেছিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ, আমি আপনার কাজ করার বুদ্ধিকে সাহায্য করবো।। ১৯ ।। আমাকে আপনারা অগ্নিতে সংস্কৃত করুন। এখন আপনাদের আমি মিত্রতা বিষয়ে উপদেশ দেবো। রামকে দানব এই কথা বললো।। ২০ ।। লক্ষ্মণের চোখের সামনে রাম তখন বললেন, আমার যশোমতী পত্নী সীতাকে রাবণ অনায়াসে হরণ করেছে।। ২১ ।। তখন ভাই লক্ষ্মণসহ জনস্থান থেকে আমি বাইরে গিয়েছিলাম। রাক্ষসের শুধু নামটা জানি। তার চেহারা জানি না।। ২২ ।। তার বাসস্থান এবং শক্তি কতো তাও আমাদের জানা নেই। শোকার্ত হয়ে অনাথের মতো আমরা এইভাবে দৌড়ুচ্ছি।।২৩।। আমাদের উপযুক্ত করুণা তুমি করো। হস্তীরা যে সব কাষ্ঠ পূর্বে ভেঙে ফেলেছিলো, কালে কালে সেগুলি শুকিয়ে গেলো। সেগুলি সংগ্রহ করে এনে,...।। ২৪ ।। বিরাট চিতা খুঁড়ে, হে বীর, তাতে তোমাকে আমরা দগ্ধ করবো। যে এবং যেখানে সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, তুমি আমাদের বলো (*শ্বভ্র—গর্ত*)।। ২৫ ।। যদি জানো, তাহলে যথাযথভাবে বলে আমাদের পরম কল্যাণ সাধন করো। রাম এই কথা বলার পর নিপুণ বক্তা সেই দানবশ্রেষ্ঠ বললো, এখন আমার দিব্যজ্ঞান নেই। তাই মৈথিলী এখন কোথায় আছেন জানতে পারছি না।। ২৭ ।। হে রাম, আপনি আমায় দগ্ধ করুন। তারপর আমি আমার নিজস্ব রূপ ধারণ করতে পারবো।। ২৮।। হে প্রভো, দগ্ধ না হলে আমার বলার ক্ষমতা আসবে না। সেই ক্ষমতা না এলে, যার দ্বারা আপনার সীতা হৃতা হয়েছেন সেই মহাশক্তিশালী রাক্ষসের কথা বলতে পারবো না।। ২৯ ।। হে রাম, অভিশাপের ফলে আমার মহদ্ জ্ঞান বিনষ্ট হয়ে গেছে। নিজের

বিজ্ঞানং হি মহদ্‌ভ্রষ্টং শাপদোষেণ রাঘব। স্বকৃতেন ময়া প্রাপ্তং রূপং লোকবিগর্হিতম্।। ৩০
কিং তু যাবন্ন যাত্যস্তং সুবিতা শ্রান্তবাহনঃ। তাবন্মামবটে ক্ষিপ্ত্ব দহ রাম যথাবিধি।। ৩১
দগ্ধস্ত্বয়াঽহমবধে ন্যায়েন রঘুনন্দন। বক্ষ্যামি তং মহাবীর যস্তং বেৎস্যতি রাক্ষসম্।। ৩২
তেন সখ্যঞ্চ কর্তব্যং ন্যায্যবৃত্তেন রাঘব। কল্পয়িষ্যতি তে বীর সাহায্যং লঘুবিক্রম।। ৩৩
ন হি তস্যাস্ত্যবিজ্ঞাতং ত্রিষু লোকেষু রাঘব। সর্বান্ পরিবৃতো লোকান্ পুরা বৈ কারণান্তরে।। ৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে একসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

কর্মফলেই আমি এই লোক-নিন্দিত রূপ লাভ করেছি।। ৩০ ।। সূর্য সপ্তাশ্ববাহিত রথে চলেন। তাঁর বাহনেরা যতোক্ষণ পর্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে থেমে না যায় তথা যতোক্ষণ সূর্য অস্ত না যাচ্ছেন, ততোক্ষণ হে রাম, আমায় চিতার গর্ভে নিক্ষেপ করে দগ্ধ করুন।। ৩১ ।। হে রঘুনন্দন, ঐ গর্তে শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে আমি দগ্ধ হলে, হে মহাবীর, সেই রাক্ষসকে যে জানে, তার কথা আমি বলতে পারবো।। ৩২ ।। হে রাঘব, আপনি ন্যায়পূর্বক কার্য করে থাকেন। আপনি সহজেই বিক্রম-প্রকাশ করতে পারেন। তাঁরই সঙ্গে আপনাকে মৈত্রীস্থাপন করতে হবে। হে বীর, যিনি আপনাকে সাহায্য করবেন।। ৩৩ ।। হে রাম, ত্রিলোকে তাঁর অজানা কিছুই নেই। পূর্বে অন্য কারণে সকল লোকই তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন।। ৩৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের একসপ্ততিতম (৭১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণাভ্যাং চিতামধ্যে কবন্ধস্য দাহঃ, তস্য দিব্যরূপলাভঃ, সুগ্রীবেণ সহ মিত্রতাবিধানায় কবন্ধস্য পরামর্শদানঞ্চ।

এবমুক্তৌ তু তৌ বীরৌ কবন্ধেন নরেশ্বরৌ। গিরিপ্রদরমাসাদ্য পাবকং বিসসর্জতুঃ।। ১
লক্ষ্মণস্তু মহোল্কাভির্জ্বলিতাভিঃ সমন্ততঃ। চিতামাদীপয়ামাস সা প্রজজ্বাল সর্বতঃ।। ২
তচ্ছরীরং কবন্ধস্য ঘৃতপিণ্ডোপমং মহৎ। মেদসা পচ্যমানস্য মন্দং দহত পাবকঃ।। ৩
স বিধূয় চিতামাশু বিধূমোঽগ্নিরিবোত্থিতঃ। অরজে বাসসী বিভ্রন্মাল্যং দিব্যং মহাবলঃ।। ৪
ততশ্চিতায়া বেগেন ভাস্বরো বিরজাম্বরঃ। উৎপপাতাশু সংহৃষ্টঃ সর্বপ্রত্যঙ্গভূষণঃ।। ৫
বিমানে ভাস্বরে তিষ্ঠন্ হংসযুক্তে যশস্করে। প্রভয়া চ মহাতেজা দিশো দশ বিরাজয়ন্।। ৬
সোঽন্তরিক্ষগতো বাক্যং কবন্ধো রামমব্রবীৎ। শৃণু রাঘব তত্ত্বেন যথা সীতামবাপ্স্যসি।। ৭

দ্বিসপ্ততিতম (৭২) সর্গ

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের দ্বারা চিতার মধ্যে কবন্ধের দেহ। তাঁর দিব্যরূপ-লাভ।
সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের জন্য কবন্ধের পরামর্শ-দান।

নরশ্রেষ্ঠ ঐ দুই বীরকে কবন্ধ এরকম বলার পর তাঁরা পর্বতের গহ্বর খুঁজে নিয়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলেন।। ১ ।। লক্ষ্মণ বিশাল জ্বলন্ত মশালসমূহের দ্বারা চিতার সবদিকে আগুন দিলেন। চিতা ভালো করে জ্বলে উঠলো *(উল্কা—মশাল)*।। ২ ।। কবন্ধের মেদপূর্ণ শরীর অগ্নি ঘৃতপিণ্ডের মতো ধীরে ধীরে দগ্ধ করলো।। ৩ ।। ধূমহীন অগ্নির মতো সে সত্বর চিতা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো। পরনে তার নির্মল বস্ত্র। দিব্যমাল্যে সে শোভিত। মহাবীরের রূপ তার।। ৪ ।। এইভাবে শুভ্রবসনে, ভাস্বরমূর্তিতে, সকল অঙ্গ -প্রত্যঙ্গে অলঙ্কার পরে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দ্রুত চিতা থেকে উঠে এলেন তিনি।। ৫ ।। তাঁর উজ্জ্বল, হংসযুক্ত, যশস্কর বিমানে আরোহণ করে তিনি অবস্থান করলেন। সেই মহাতেজস্বীর প্রভায় দশ দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।। ৬ ।। কবন্ধ তখন অন্তরিক্ষ থেকে রামকে বললেন, রামচন্দ্র, শুনুন, যেভাবে সীতাকে পাবেন।। ৭ ।। হে রাম, জগতে ছয়টি উপায়ের দ্বারা মানুষ সবকিছু বিচার করে থাকে। সেগুলি

রাম ষড়্‌যুক্তয়ো লোকে যাভিঃ সর্বং বিমৃশ্যতে। পরিভ্রষ্টো দশান্তেন দশাভাগেন সেব্যতে।। ৮
দশাভাগগতো হীনস্ত্বং হি রাম সলক্ষ্মণঃ। যৎকৃতে ব্যসনং প্রাপ্তং ত্বয়া দারপ্রধর্ষণম্।। ৯
তদবশ্যং ত্বয়া কার্যঃ স সুহৃৎ সুহৃদাং বর। অকৃত্বা নহি তে সিদ্ধিমহং পশ্যামি চিন্তয়ন্।। ১০
শ্রূয়তাং রাম বক্ষ্যামি সুগ্রীবো নাম বানরঃ। ভ্রাত্রা নিরস্তঃ ক্রুদ্ধেন বালিনা শক্রসূনুনা।। ১১
ঋষ্যমূকে গিরিবরে পম্পাপর্যন্তশোভিতে। নিবসত্যাত্মবান্ বীরশ্চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ।। ১২
বানরেন্দ্রো মহাবীর্যস্তেজোবানমিতপ্রভঃ। সত্যসন্ধো বিনীতশ্চ ধৃতিমান্ মতিমান্ মহান্।। ১৩
দক্ষঃ প্রগল্‌ভো দ্যুতিমান্ মহাবলপরাক্রমঃ। ভ্রাত্রা বিবাসিতো বীর রাজ্যহেতোর্মহাত্মনা।। ১৪
স তে সহায়ো মিত্রঞ্চ সীতায়াঃ পরিমার্গণে। ভবিষ্যতি হি তে রাম মা চ শোকে মনঃ কৃথাঃ।। ১৫
ভবিতব্যং হি তচ্চাপি ন তচ্ছক্যমিহান্যথা। কর্তুমিক্ষ্বাকুশার্দূল কালো হি দুরতিক্রমঃ।। ১৬
গচ্ছ শীঘ্রমিতো বীর সুগ্রীবং তং মহাবলম্। বয়স্যং তং কুরু ক্ষিপ্রমিতো গত্বাহদ্য রাঘব।। ১৭
অদ্রোহায় সমাগম্য দীপ্যমানে বিভাবসৌ। ন চ তে সোঽবমন্তব্যঃ সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।। ১৮
কৃতজ্ঞঃ কামরূপী চ সহায়ার্থী চ বীর্যবান্। শক্তৌ হ্যদ্য যুবাং কর্তুং কার্যং তস্য চিকীর্ষিতম্।। ১৯
কৃতার্থো বাঽকৃতার্থো বা তব কৃত্যং করিষ্যতি। স ঋক্ষরজসঃ পুত্রঃ পম্পামটতি শঙ্কিতঃ।। ২০
ভাস্করস্যৌরসঃ পুত্রো বালিনা কৃতকিল্বিষঃ। সন্নিধায়ায়ুধং ক্ষিপ্রমৃষ্যমূকালয়ং কপিম্।। ২১
কুরু রাঘব সত্যেন বয়স্যং বনচারিণম্। স হি স্থানানি কার্ৎস্ন্যেন সর্বাণি কপিকুঞ্জরঃ।। ২২
নরমাংসাশিনাং লোকে নৈপুণ্যাদধিগচ্ছতি। ন তস্যা বিদিতং লোকে কিঞ্চিদস্তি হি রাঘব।। ২৩

হলো— সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয়। দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দুর্দশাগ্রস্তই সেবা করে থাকে।। ৮ ।। আপনিও লক্ষ্মণের সঙ্গে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে হীনাবস্থায় উপনীত হয়েছেন। যে জন্যে পত্নীর ওপর অত্যাচার-রূপ বিপদে আপনি বিপন্ন।। ৯ ।। বন্ধুশ্রেষ্ঠ, আমি যার কথা বলবো, সেই সুহৃদের সঙ্গে সখ্যস্থাপন আপনার একান্ত কর্তব্য। চিন্তা করে দেখলাম, এ না করলে আপনার কার্যসিদ্ধ হবে না।। ১০।। রাম, শুনুন, আমি বলছি। সুগ্রীব নামে এক বানর আছে। তার ভাই হলো বালি। ইন্দ্রপুত্র এই বালি ক্রুদ্ধ হয়ে সুগ্রীবকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।। ১১ ।। পর্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূক পম্পাসরোবর পর্যন্ত প্রসারিত। ভারি সুন্দর ঐ স্থান। আত্মাভিমানী সুগ্রীব চারজন বানরসহ সেখানে অবস্থান করছে।। ১২ ।। এই বানরশ্রেষ্ঠ মহাবীর্যবান। তেজস্বী। অমিত প্রভাসম্পন্ন। সে সত্যসন্ধ। বিনীত। ধৈর্যশীল। বুদ্ধিমান। এবং মহাপ্রাণ।। ১৩ ।। সে দক্ষ। উদার। দীপ্তিমান। অত্যন্ত বলশালী ও পরাক্রমী। রাজ্যের জন্য ভ্রাতা মহাত্মা বালির দ্বারা নির্বাসিত হয়েছে এই বীর।। ১৪ ।। সীতার অনুসন্ধানে সে আপনার সহায়ক এবং বান্ধব হবে। হে রাম, মনে শোক করবেন না।। ১৫ ।। হে ইক্ষ্বাকুশ্রেষ্ঠ, যেটা ভবিতব্য তাকে এখানে কেউ ব্যর্থ করতে পারে না। 'কাল'কে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য।।। ১৬ ।। হে বীর রঘুনন্দন রাম, আপনি শীগ্‌গির এখান থেকে মহাবলশালী সুগ্রীবের কাছে চলে যান। দ্রুত। আজই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করুন।। ১৭ ।। অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে সাক্ষী রেখে পরস্পর কখনো দ্রোহ করবেন না বলে শপথ নিন। বানরাধিপতি সুগ্রীবকে কখনো আপনি অবজ্ঞা করবেন না।। ১৮ ।। তিনি কৃতজ্ঞ। ইচ্ছামতো রূপধারী। সহায়তায় সমুৎসুক। এবং বীর্যবান। আপনারা দু'জনে তার অভিপ্রেত কাজ করতে সমর্থ *(কর্তুম্—ইচ্ছ চিকীর্ষা। চিকীর্ষিত—অভিপ্রেত)*।।১৯।। তার কাজ হোক বা না হোক, আপনার কাজ সে করবেই। সে ঋক্ষরাজের পুত্র। মনে হচ্ছে এখন পম্পাসরোবরের তীরে ভ্রমণ করছে।।২০ ।। ঋক্ষরাজার পত্নীর গর্ভে ভাস্করের ঔরসজাত পুত্র সে। বালি তার প্রতি পাপ করেছে। ঋষ্যমূকবাসী সশস্ত্র সেই বানরের সঙ্গে আপনি মৈত্রী স্থাপিত করুন।। ২১ ।। হে রাঘব, সত্য করে তাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করুন। সেই কপিশ্রেষ্ঠ, জগতে নরমাংসাশী রাক্ষসদের বাসস্থান সকল ভালোভাবেই জানে। রাম, এই জগতে তার কোনো স্থানই অজ্ঞাত নয়।। ২২-২৩ ।। হে শত্রুতাপন,

যাবৎ সূর্যঃ প্রতপতি সহস্রাংশুঃ পরন্তপ। স নদীর্বিপুলান্ শৈলান্ গিরিদুর্গাণি কন্দরান্।। ২৪
অন্বিষ্য বানরৈঃ সার্ধং পত্নীন্তেঽধিগমিষ্যতি। বানরাংশ্চ মহাকায়ান্ প্রেষয়িষ্যতি রাঘব।। ২৫
দিশো বিচেতুং তাং সীতাং ত্বদ্বিয়োগেন শোচতীম্। অন্বেষ্যতি বরারোহাং মৈথিলীং রাবণালয়ে।। ২৬
স মেরুশৃঙ্গাগ্রগতামনিন্দিতাং প্রবিশ্য পাতালতলেঽপি বাশ্রিতাম্।
প্লবঙ্গমানামৃষভস্তব প্রিয়াং নিহত্য রক্ষাংসি পুনঃ প্রদাস্যতি।

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

যতোক্ষণ সহস্রকিরণ সূর্য তাপ বিতরণ করবেন তার মধ্যেই সে বানরদের নিয়ে নদী, বিশাল সব পর্বত, গিরি-দুর্গ, গুহা অন্বেষণ করে আপনার পত্নীর সংবাদ জানতে পারবেন। হে রাঘব, সে বিশালকায় বানরদের প্রেরণ করবে।।২৫।। আপনার বিচ্ছেদে সুন্দরী শোকার্তা সীতাকে দিকে দিকে সন্ধানের জন্য রাবণালয়েও সে তাদের প্রেরণ করবে।। ২৬ ।। আপনার পত্নী সুন্দরী সীতাদেবী মেরুপর্বতের সমুচ্চ শিখরেই থাকুন বা পাতালেই আশ্রয় নিন, সেই কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব রাক্ষসদের হত্যা করে আপনার প্রিয়াকে পুনরায় ফিরিয়ে দেবে।। ২৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের দ্বি-সপ্ততিতম (৭২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

দিব্যরূপধরকবন্ধেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়ো সমীপে ঋষ্যমূকপর্বতস্য পম্পাসরোবরস্য চ পরিচয়কথনম্, মতঙ্গমুনের্বনস্যাশ্রমস্য চ পরিচয়দানানন্তরং প্রস্থানঞ্চ।

দর্শয়িত্বা তু রামায় সীতায়াঃ পরিমার্গণে। বাক্যমন্বর্থমর্থজ্ঞঃ কবন্ধঃ পুনরব্রবীৎ।। ১
এষ রাম শিবঃ পন্থা যত্রৈতে পুষ্পিতা দ্রুমাঃ। প্রতিচীং দিশমাশ্রিত্য প্রকাশন্তে মনোরমাঃ।। ২
জম্বু-প্রিয়াল-পনসা ন্যগ্রোধ-প্লক্ষ-তিন্দুকাঃ। অশ্বত্থাঃ কর্ণিকারাশ্চ চূতাশ্চান্যে চ পাদপাঃ।। ৩
ধন্বনা নাগবৃক্ষাশ্চ তিলকা নক্তমালকাঃ। নীলাশোকাঃ কদম্বাশ্চ করবীরাশ্চ পুষ্পিতাঃ।। ৪
অগ্নিমুখ্যা অশোকাশ্চ সুরক্তাঃ পারিভদ্রকাঃ। নানারুহ্যাথবা ভূমৌ পাতয়িত্বা চ তান্ বলাৎ।। ৫
ফলান্যমৃতকল্পানি ভক্ষয়িত্বা গমিষ্যথঃ। তদতিক্রম্য কাকুৎস্থ বনং পুষ্পিতপাদপম্।। ৬
নন্দনপ্রতিমং ত্বা ন্যৎ কুরবস্তূত্তরা ইব। সর্বকালফলা যত্র পাদপা মধুরস্রবাঃ।। ৭

ত্রিসপ্ততিতম (৭৩) সর্গ

শ্রীরাম-লক্ষ্মণের কাছে দিব্যরূপধারী কবন্ধের দ্বারা ঋষ্যমূক পর্বত এবং পম্পাসরোবরের বর্ণনা। মতঙ্গমুনির অরণ্য ও আশ্রমের পরিচয় দিয়ে প্রস্থান।

সীতার সন্ধানের উপায় বলে দিয়ে, পথ দেখিয়ে বাক্যের অর্থবেত্তা কবন্ধ আবার বললে—।। ১ ।। হে রাম, যেখানে পুষ্পিত বৃক্ষগুলি পশ্চিমদিককে আশ্রয় করে মনোরমভাবে শোভা পাচ্ছে, সেটিই পম্পার দিকে যাবার কল্যাণকর পথ।। ২ ।। সেখানে রয়েছে জাম, পিয়াল, কাঁঠাল, বট, পাকুড়, গাব, অশ্বত্থ, কর্ণিকার, আম, প্রভৃতি গাছ *(জম্বু—জাম। পনস—কাঁঠাল। ন্যগ্রোধ—বট। প্লক্ষ—পাকুড়। তিন্দুক—গাব। চূত—আম)*।।৩ ।। রয়েছে ধন্বন, নাগকেশর, তিলক, নক্তমাল, নীল অশোক, কদম্ব, করবী প্রভৃতি ফুলের গাছ।। ৪ ।। রক্তচন্দন, রক্ত-অশোক, পারিজাতবৃক্ষও রয়েছে। বলপূর্বক সেগুলিতে উঠে বা মাটিতে ফেলে...।। ৫ ।। তাদের অমৃতময় ফল খেতে খেতে যাবেন। হে কাকুৎস্থ, তারপর ফুলগাছে ভরা সেই বন অতিক্রম করবেন।। ৬ ।। পাবেন আর একটি বন। সেটি নন্দনকানন এবং উত্তর কুরুদেশের মতোই রমণীয়। যেখানকার গাছে সব ঋতুর ফল একসঙ্গে মেলে। ফলগুলি যেন মধুক্ষরণ করে!।। ৭ ।। চৈত্ররথ

সর্বে চ ঋতবস্তত্র বনে চৈত্ররথে যথা। ফলভারনতাস্তত্র মহাবিটপধারিণঃ।। ৮
শোভন্তে সর্বতস্তত্র মেঘপর্বতসন্নিভাঃ। তানারুহ্যাথবা ভূমৌ পাতয়িত্বাথবা সুখম্।। ৯
ফলান্যমৃতকল্পানি লক্ষ্মণস্তে প্রদাস্যতি। চংক্রমন্তৌ বরান্ শৈলান্ শৈলাচ্ছৈলং বনাদ্ বনম্।। ১০
ততঃ পুষ্করিণীং বীরৌ পম্পাং নাম গমিষ্যথঃ। অশর্করামবিভ্রংশাং সমতীর্থামশৈবলাম্।। ১১
রাম সঞ্জাতবালুকাং কমলোৎপলশোভিতাম্। তত্র হংসাঃ প্লবাঃ ক্রৌঞ্চাঃ কুররাশ্চৈব রাঘব।। ১২
বল্গুস্বরা নিকূজন্তি পম্পাসলিলগোচরাঃ। নোদ্বিজন্তে নরান্ দৃষ্ট্বা বধস্যাকোবিদাঃ শুভাঃ।। ১৩
ঘৃতপিণ্ডোপমান্ স্থূলাংস্তান্ দ্বিজান্ ভক্ষয়িষ্যথঃ। রোহিতাংশ্চক্রতুণ্ডাংশ্চ নলমীনাংশ্চ রাঘব।। ১৪
পম্পায়ামিষুভির্মৎস্যাংস্তত্র রাম বরান্ হতান্। নিস্ত্বক্‌পক্ষানয়স্তপ্তান্ কৃশানৈককণ্টকান্।। ১৫
তব ভক্ত্যা সমাযুক্তো লক্ষ্মণঃ সম্প্রদাস্যতি। ভৃশং তান্ খাদতো মৎস্যান্ পম্পায়াঃ পুষ্পসঞ্চয়ে।। ১৬
পদ্মগন্ধি শিবং বারি সুখশীতমনাময়ম্। উদ্ধৃত্য স তদা ক্লিষ্টং রূপ্য-স্ফটিকসন্নিভম্।। ১৭
অথ পুষ্করপর্ণেন লক্ষ্মণঃ পায়য়িষ্যতি। স্থূলান্ গিরিগুহাশয্যান্ বানরান্ বনচারিণঃ।। ১৮
সায়াহ্নে বিচরন্ রাম দর্শয়িষ্যতি লক্ষ্মণঃ। অপাং লোভাদুপবৃত্তান্ বৃষভানিব নর্দতঃ।। ১৯
স্থূলান্ পীতাংশ্চ পম্পায়াং দ্রক্ষ্যসি ত্বং নরোত্তম। সায়াহ্নে বিচরন্ রাম বিটপী মাল্যধারিণঃ।। ২০
শিবোদকঞ্চ পম্পায়াং দৃষ্ট্বা শোকং বিহাস্যসি। সুমনোভিশ্চিতাস্তত্র তিলকা নক্তমালকাঃ।। ২১
উৎপলানি চ ফুল্লানি পঙ্কজানি চ রাঘব। ন তানি কশ্চিন্মাল্যানি তত্রারোপয়িতা নরঃ।। ২২
ন চ বৈ ম্লানতাং যান্তি ন চ শীর্যন্তি রাঘব। মতঙ্গশিষ্যাস্তত্রাসন্ ঋষয়ঃ সুসমাহিতাঃ।। ২৩

বনের মতো সকল ঋতুই সেখানে একসঙ্গে বিরাজ করে। বিরাট বিরাট সব গাছ সেখানে। সেগুলি ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে।। ৮ ।। মেঘ আর পর্বতের মতো সমুচ্চ গাছগুলি দিকে দিকে শোভা পাচ্ছে। তাতে উঠে বা মাটিতে টেনে নামিয়ে ইচ্ছেমতো...।। ৯ ।। অমৃতের মতো ফলগুলি আহরণ করে লক্ষ্মণ আপনাকে দেবেন। বড়ো বড়ো পর্বতের পর পর্বত, বনের পর বন অতিক্রম করে...।। ১০ ।। হে বীরদ্বয়, পম্পা নামক সরোবরে আপনারা যাবেন। সেই সরোবরে কাঁকর নেই। পিছলে পড়ে যাবার শঙ্কাও সেখানে নেই। ঘাটগুলি সব সমান। শ্যাওলাশূন্য *(শর্করা—কাঁকর)*।। ১১ ।। রাম, সেখানকার বেলাভূমি বালুকাময়। শ্বেত ও নীল পদ্মে সেই সরোবর পরিশোভিত। হে রাম, সেখানে হাঁস, প্লব নামক পক্ষিবিশেষ, ক্রৌঞ্চ ও কুরর পাখীরা মধুরস্বরে কূজন করছে। পম্পার জলে তাদের দেখা যাচ্ছে। সুন্দর সেই পাখীগুলিকে কেউ হত্যা করে না। তারা মানুষ দেখেও তাই উদ্‌বিগ্ন হয় না।। ১৩ ।। হে রাঘব, ঘৃতের ঢ্যালার মতো বড়ো বড়ো সেই পাখীদের, রুই মাছ, চক্রতুণ্ড ও নলমীন নামক মাছ আপনারা ভোজন করবেন।। ১৪।। হে রাম, পম্পায় বাণের দ্বারা বড়ো বড়ো মাছ মেরে তাদের পাখনা, আঁশ ও কাঁটা ছাড়িয়ে আগুনে সেঁকে এবং রান্না করে...।। ১৫ ।। আপনার প্রতি ভক্তিমান লক্ষ্মণ আপনাকে দেবেন। এইভাবে প্রচুর মাছ খাবার পর পুষ্পসমৃদ্ধ পম্পার...।। ১৬ ।। পদ্মগন্ধি, কল্যাণকর, সুখশীতল, রোগাপহারক, ক্লেশনিবারক, স্ফটিক স্বচ্ছ জল সে তুলে এনে...।। ১৭।। পদ্মপাতার পাত্রে করে আপনাকে পান করাবে। তারপর পর্বতের গুহায় শুয়ে-থাকা বনচারী বিশালকায় বানরদের সন্ধ্যায় বেড়াতে বেড়াতে লক্ষ্মণ আপনাকে দেখবে।। ১৮½ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, জলপানের লোভে বিশালকায় হলুদ সেইসব বানর বৃক্ষের মতো গর্জন করছে দেখবেন। রাম, সন্ধ্যায়, আপনি দেখবেন, গাছগুলি যেন ফুলের মালা পরে দাঁড়িয়ে আছে।। ২০ ।। সেই দৃশ্য এবং পম্পায় কল্যাণজনক জল দেখে আপনি শোক-পরিত্যাগ করবেন। দেখবেন, সেই বনভূমি তিলক এবং নক্তমাল বৃক্ষে সুশোভিত। নানা ফুলে সেজে যেন হাসছে।। ২১ ।। রাম, দেখবেন, সেখানে নীলপদ্ম আর শ্বেতপদ্ম ফুটে আছে। কেউই সেখানে এই ফুলগুলি দিয়ে মালা তৈরী করে পরে না।। ২২ ।। রাম, ফুলগুলি সেখানে ম্লানও হয় না। শুকিয়ে ও যায় না। মতঙ্গঋষির শিষ্যেরা সেখানে অত্যন্ত সমাহিতচিত্তে অবস্থান করছেন।। ২৩ ।। তাঁরা একদিন গুরুর জন্য বন্য ফল

তেষাং ভারাভিতপ্তানাং বন্যমাহরতাং গুরোঃ। যে প্রপেতুর্মহীং তূর্ণং শরীরাৎ স্বেদবিন্দবঃ।। ২৪
তানি মাল্যানি জাতানি মুনীনাং তপসা সদা। স্বেদবিন্দুসমুত্থানি ন বিনশ্যন্তি রাঘব।। ২৫
তেষাং গতানামদ্যাপি দৃশ্যতে পরিচারিণী। শ্রমণী শবরী নাম কাকুৎস্থ চিরজীবিনী।। ২৬
ত্বাং তু ধর্মে স্থিতা নিত্যং সর্বভূতনমস্কৃতম্। দৃষ্ট্বা দেবোপমং রাম স্বর্গলোকং গমিষ্যতি।। ২৭
ততস্তদ্ রাম পম্পায়াস্তীরমাশ্রিত্য পশ্চিমম্। আশ্রমস্থানমতুলং গুহ্যং কাকুৎস্থ পশ্যসি।। ২৮
ন তত্রাক্রমিতুং নাগাঃ শক্নুবন্তি তদাশ্রমে। ঋষেস্তস্য মতঙ্গস্য বিধানাত্তচ্চ কাননম্।। ২৯
মতঙ্গবনমিত্যের বিশ্রুতং রঘুনন্দন। তস্মিন্ নন্দনসঙ্কাশে দেবারণ্যোপমে বনে।। ৩০
নানাবিহগসঙ্কীর্ণে রংস্যসে রাম নির্বৃতঃ। ঋষ্যমূকস্তু পম্পায়াঃ পুরস্তাৎ পুষ্পিতদ্রুমঃ।। ৩১
সুদুঃখারোহণশ্চৈব শিশুনাগাভিরক্ষিতঃ। উদারো ব্রহ্মণা চৈব পূর্বকালেঽভিনির্মিতঃ।। ৩২
শয়ানঃ পুরুষো রাম তস্য শৈলস্য মূর্ধনি। যঃ স্বপ্নং লভতে চিত্তং তৎপ্রবুদ্ধোঽধিগচ্ছতি।। ৩৩
যস্ত্বেনং বিষমাচারঃ পাপকর্মাধিরোহতি। তত্রৈব প্রহরন্ত্যেনং সুপ্তমাদায় রাক্ষসাঃ।। ৩৪
তত্রাপি শিশুনাগানামাক্রন্দঃ শ্রূয়তে মহান্। ক্রীডতাং রাম পম্পায়াং মতঙ্গাশ্রমবাসিনাম্।। ৩৫
সক্তা রুধিরধারাভিঃ সংহত্য পরমদ্বিপাঃ। প্রচরন্তি পৃথক্কীর্ণা মেঘবর্ণাস্তরস্বিনঃ।। ৩৬
তে তত্র পীত্বা পানীয়ং বিমলং চারু শোভনম্। অত্যন্তসুখসংস্পর্শং সর্বগন্ধসমন্বিতম্।। ৩৭
নির্বৃত্তাঃ সংবিগাহন্তে বনানি বনগোচরাঃ। ঋক্ষাংশ্চ দীপিনশ্চৈব নীলকোমলকপ্রভান্।। ৩৮
রুরূনপেতানজয়ান্ দৃষ্ট্বা শোকং প্রহাস্যসি। রাম তস্য তু শৈলস্য মহতী শোভতে গুহা।। ৩৯

-মূল -কাষ্ঠাদি আহরণ করছিলেন, ফলে তাঁদের শরীরে ঘাম দেখা গেলো সেই ঘর্মবিন্দুগুলি দ্রুত মাটিতে ঝরে পড়লো।। ২৪ ।। মুনিদের সর্বদা তপস্যার প্রভাবে সেগুলিই মালায় পরিণত হলো। রাঘব, ঘর্মবিন্দু হতে উপন্ন সেই মালাগুলি বিনষ্ট হয় না।। ২৫ ।। তাঁরা সব এখন স্বর্গে চলে গেছেন। কিন্তু, হে কাকুস্থ, শবরী নাম্নী চিরজীবিনী এক শ্রমণী সেখানে এখনো সেবায় নিরত রয়েছেন দেখা যায়।।২৬ ।। প্রাণিসকল প্রণম্য, দেবতুল্য আপনাকে দেখে নিত্য ধর্মে রতা সেই শবরী স্বর্গলোকে চলে যাবে।। ২৭ ।। হে ককুৎস্থ -বংশধর রাম, আপনি এবার পম্পার পশ্চিমতীরে অতুলনীয়া একটি গুপ্ত আশ্রম দেখতে পাবেন।। ২৮।। মতঙ্গ ঋষির প্রভাবে সেই বনটি এমনি যে, আশ্রমে হাতীরা আক্রমণ করতে পারে না।। ২৯ ।। হে রঘুনন্দন, মতঙ্গবন নামে এটি খ্যাত। দেবারণ্যতুল্য সেই বনে আশ্রমটি ঠিক নন্দনকাননের মতো।।৩০ ।। নানা পাখী কূজন করছে। আপনি সেখানে শান্তির সঙ্গে আনন্দে বেড়াতে পারবেন। পম্পার সামনেই রয়েছে ফুলে ভরা গাছ নিয়ে ঋষ্যমূক পর্বত।। ৩১ ।। কষ্টেই তাতে আরোহণ করা যায়। শিশুনাগেরা তাকে পাহারা দিচ্ছে। পূর্বকালে ব্রহ্মা এই রমণীয় পর্বতটি নির্মাণ করেছিলেন।। ৩২ ।। হে রাম, সেই পাহাড়ের চূড়ায় মানুষ শুয়ে মনে মনে যে স্বপ্ন দেখে, জেগে উঠে তাই সে পেয়ে থাকে।।৩৩ ।। যদি কোনো দুরাচারী পাপকর্মা এতে আরোহণ করে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন রাক্ষসেরা তাকে ধরে প্রহার করে।। ৩৪ ।। হে রাম, পম্পাসরোবরে মতঙ্গাশ্রমবাসী শিশুনাগেরা খেলা করে থাকে। তাদের তুমুল-ধ্বনি সেখানেও শোনা যায়।।৩৫ ।। বিশাল বিশাল হাতী, যাদের মদধারা ক্ষরিত হয়, মেঘের মতো বর্ণ যাদের, তারা গর্জন করতে করতে সেখানে কখনো দল বেঁধে, কখনো বা এককভাবে বিচরণ করে।।৩৬ ।। তারা সেখানে নির্মল সুন্দর, অত্যন্ত সুখশীতল এবং সর্বপ্রকার সুগন্ধি জল পম্পাসরোবর থেকে পান করে।। ৩৭ ।। পানান্তে বনের মধ্যে তারা প্রবেশ করে। আপনি সেখানে ভল্লুক, নীলমণির প্রভাযুক্ত হাতী...।।৩৮ ।। মৃত্যুভয়হীন, পলায়নোদ্যত রুরু নামক হরিণদের দেখে শোক-পরিত্যাগ করবেন। রাম, সেই পর্বতে বিরাট এক গুহা শোভা পাচ্ছে *(অপেত—অপ + ইত = মৃত্যুভয় বিচ্যুত)*।। ৩৯ ।। হে কাকুৎস্থ, সেই গুহা পাথরের দ্বারা

শিলাপিধানা কাকুৎস্থ দুঃখং চাস্যাঃ প্রবেশনম্। তস্যা গুহায়াঃ প্রাগ্দ্বারে মহান্ শীতোদকো হ্রদঃ।। ৪০
বহুমূলফলো রম্যো নানানগসমাকুলঃ। তস্যাং বসতি ধর্মাত্মা সুগ্রীবঃ সহ বানরৈঃ।। ৪১
কদাচিচ্ছিখরে তস্য পর্বতস্যাপি তিষ্ঠতি। কবন্ধস্ত্বনুশাস্যৈবং তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৪২
স্রগ্বী ভাস্করবর্ণাভঃ খে ব্যরোচত বীর্যবান্। তং তু খস্থং মহাভাগং তাবুভৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৪৩
প্রস্থিতৌ ত্বং ব্রজস্বেতি বাক্যমূচতুরন্তিকে। গম্যতাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমিতি তাবব্রবীৎ স চ।। ৪৪
সুপ্রীতৌ তাবনুজ্ঞাপ্য কবন্ধঃ প্রস্থিতস্তদা।। ৪৫
স তৎকবন্ধঃ প্রতিপদ্য রূপং বৃতঃ শ্রিয়া ভাস্বরসর্বদেহঃ।
নিদর্শয়ন্ রামমবেক্ষ্য খস্থঃ সখ্যং কুরুষ্বেতি তদাভ্যুবাচ।। ৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

আচ্ছাদিত। তাতে প্রবেশ করতে বেশ কষ্ট হয়। তার সামনের দ্বারেই একটি বিরাট হ্রদ রয়েছে। তার জল খুবই শীতল।। ৪০ ।। বহু ফলমূলে রম্য সেই স্থান। নানান বৃক্ষ-সমাকুল সেই প্রদেশ। সেখানেই ধর্মাত্মা সুগ্রীব বানরদের নিয়ে বাস করে।। ৪১ ।। কখনো বা সে পর্বতের চূড়াতেও অবস্থান করে। রাম-লক্ষ্মণ দু'জনকে কবন্ধ এইরকম নির্দেশ দিলো।।। ৪২ ।। মাল্যধারী, সূর্যের মতো উজ্জ্বল বর্ণ, বীর্যবান কবন্ধ আকাশে উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছিলো। রাম-লক্ষ্মণ উভয়েই আকাশস্থ সেই মহাভাগকে...।।৪৩।। তার কাছে গিয়ে নিজেরা যাবার সময় বলে গেলেন, তুমি এবার স্বর্গে গমন করো। কবন্ধও তখন দুই ভাইকে বললো, কার্যসিদ্ধির জন্য আপনারাও এবার যান।। ৪৪ ।। অত্যন্ত প্রীত হয়ে তাঁরা অনুমতি দিলে কবন্ধ চলে গেলো।। ৪৫ ।। পূর্বের রূপ লাভ করে কবন্ধ উজ্জ্বলদেহে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আকাশে স্থিত হয়ে রামের দিকে তাকিয়ে পথ দেখিয়ে বললো, সুগ্রীবের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করুন।। ৪৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের ত্রিসপ্ততিতম (৭৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ শবর্যা পম্পাসরোবরতটস্থ-মতঙ্গবনস্থিতাশ্রমগমনম্, তস্যা আতিথ্যগ্রহণম্, তয়া সহ মতঙ্গবনদর্শনঞ্চ শবর্যা আত্মাহুতিঃ দিব্যে ধাম্নি প্রস্থানঞ্চ।

তৌ কবন্ধেন তং মার্গং পম্পায়া দর্শিতং বনে। আতস্থতুর্দিশং গৃহ্য প্রতীচীং নৃবরাত্মজৌ।। ১
তৌ শৈলেম্বাচিতানেকান্ ক্ষৌদ্রপুষ্পফলদ্রুমান্। বীক্ষন্তৌ জগ্মতুর্দ্রষ্টুং সুগ্রীব রাম-লক্ষ্মণৌ।। ২
কৃত্বা তু শৈলপৃষ্ঠে তু তৌ বাসং রঘুনন্দনৌ। পম্পায়াঃ পশ্চিমং তীরং রাঘবাবুপতস্থতুঃ।। ৩
তৌ পুষ্করিণ্যাঃ পম্পায়াস্তীরমাসাদ্য পশ্চিমম্। অপশ্যতাং ততস্তত্র শবর্যারম্যমাশ্রমম্।। ৪

চতুঃসপ্ততিতম (৭৪) সর্গ

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের শবরীর আবাসস্থল পম্পাসরোবরের তীরে মতঙ্গমুনির আশ্রমে গমন। তার আতিথ্যগ্রহণ। তার সঙ্গে মতঙ্গবন দর্শন। শবরীর আত্মাহুতি এবং দিব্যলোকে গমন।

কবন্ধ পম্পাসরোবরের যাবার যে পথ দেখিয়ে দিয়েছিলো, রাজপুত্র দু'জন সেই মতো পশ্চিমদিক ধরে এগিয়ে চললেন।। ১ ।। রাম এবং লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে দর্শন করার জন্য পাহাড়ের বুকে বহু তরু দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন। গাছগুলিতে ফুল ফুটেছে। মধুর মতো সুমিষ্ট ফল তাতে ফলেছে।। ২ ।। পাহাড়ের সানুতে এক রাত কাটিয়ে রঘুনন্দন দু'জনে পম্পার পশ্চিমতীরে উপস্থিত হলেন।।৩ ।। পম্পাসরোবরের তীরে এসে তাঁরা সেখানে শবরীর রমণীয় আশ্রম দেখতে পেলেন।। ৪ ।। বহু গাছপালায়-ঘেরা সেই

তৌ তমাশ্রমমাসাদ্য দ্রুমৈর্বহুভিরাবৃতম্। সুরম্যমভিবীক্ষন্তৌ শবরীমভ্যুপেয়তুঃ।। ৫
তৌ দৃষ্ট্বা তু তদা সিদ্ধা সমুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ। পাদৌ জগ্রাহ রামস্য লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ।। ৬
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ সর্বং প্রাদাদ্ যথাবিধি। তামুবাচ ততো রামঃ শ্রমণীং ধর্মসংস্থিতাম্।। ৭
কচ্চিত্তে নির্জিতা বিঘ্নাঃ কচ্চিত্তে বর্ধতে তপঃ। কচ্চিত্তে নিয়তঃ কোপ আহারশ্চ তপোধনে।। ৮
কচ্চিত্তে নিয়মাঃ প্রাপ্তাঃ কচ্চিত্তে মনসঃ সুখম্। কচ্চিত্তে গুরুশুশ্রূষা সফলা চারুভাষিণি।। ৯
রামেণ তাপসী পৃষ্টা সা সিদ্ধা সিদ্ধসম্মতা। শশংস শবরীবৃদ্ধা রামায় প্রত্যবস্থিতা।। ১০
অদ্যপ্রাপ্তা তপঃসিদ্ধিস্তব সন্দর্শনান্ময়া। অদ্য মে সফলং জন্ম গুরবশ্চ সুপূজিতাঃ।। ১১
অদ্য মে সফলং তপ্তং স্বর্গশ্চৈব ভবিষ্যতি। ত্বয়ি দেববরে রাম পূজিতে পুরুষর্ষভ।। ১২
তবাহং চক্ষুষা সৌম্য পূতা সৌম্যেন মানদ। গমিষ্যাম্যক্ষয়াংল্লোঁকাংস্ত্বৎপ্রসাদাদরিন্দম।। ১৩
চিত্রকূটং ত্বয়ি প্রাপ্তে বিমানৈরতুলপ্রভৈঃ। ইতস্তে দিবমারূঢা যানহং পর্যচারিষম্।। ১৪
তৈশ্চাহমুক্তা ধর্মজ্ঞৈর্মহাভাগৈর্মহর্ষিভিঃ। আগমিষ্যতি তে রামঃ সুপুণ্যমিমমাশ্রমম্।। ১৫
স তে প্রতিগ্রহীতব্যঃ সৌমিত্রিসহিতোঽতিথিঃ। তঞ্চ দৃষ্ট্বা বরাঁল্লোকানক্ষয়াংস্ত্বং গমিষ্যসি।। ১৬
এবমুক্তা মহাভাগৈস্ত্বদাহং পুরুষর্ষভ। ময়া তু সঞ্চিতং বন্যং বিবিধং পুরুষর্ষভ।। ১৭
তবার্থে পুরুষব্যাঘ্র পম্পায়াস্তীরসম্ভবম্। এবমুক্তঃ স ধর্মাত্মা শবর্যা শবরীমিদম্।। ১৮
রাঘবঃ প্রাহ বিজ্ঞানে তাং নিত্যমবহিষ্কৃতাম্। দনোঃ সকাশাৎ তত্ত্বেন প্রভাবং তে মহাত্মনাম্।। ১৯

আশ্রমের সৌন্দর্য দেখার পর তাঁরা শবরীর কাছে উপস্থিত হলেন।।৫।। তাঁদের দেখে তপঃসিদ্ধা শবরী কৃতাঞ্জলি হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ধীমান রাম এবং লক্ষ্মণের চরণবন্দনা করলেন।।৬।। শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে পা-ধোয়ার পর এবং আচমনের জল দিলেন। যা যা করণীয় সবই করলেন। রাম এবার ধর্মরতা শ্রমণী শবরীকে বললেন—।। ৭ ।। হে তপোধনে, তোমার তপস্যার বিঘ্নসকল নিবারিত হয়েছে তো? তোমার তপস্যা বর্ধিত হচ্ছে তো? তোমার ক্রোধ এবং আহার দুইই সংযত হয়েছে তো? *(ক্রোধ এবং অনুচিত আহার এই দু'টি তপস্যার বড়ো শত্রু। তাই, রাম তার খোঁজ নিচ্ছেন)*।। ৮ ।। তপস্যার নিয়ম সব তুমি পালন করছো তো? মনে আনন্দ হচ্ছে তো? হে সুন্দরভাষিণি, তোমার গুরু-শুশ্রূষা সফল হয়েছে তো?।।৯।। রাম সেই তাপসীকে এইসব জিজ্ঞেস করার পর তপঃসিদ্ধা, সিদ্ধদের দ্বারা সমাদৃতা, বৃদ্ধা শবরী রামকে প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ১০ ।। আজ আপনাকে সম্যগ্‌ভাবে দর্শন করে আমার তপঃসিদ্ধি হলো। আমার জন্ম হলো সফল। গুরুমণ্ডলী সুপূজিত হলেন।। ১১ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম, আপনার ন্যায় দেবশ্রেষ্ঠকে পূজা করায় আমার তপস্যা সফল হলো। স্বর্গলাভও আমার হবে।। ১২ ।। হে মানদ, হে সৌম্য, আপনার দৃষ্টিগোচরে এসে আজ আমি পবিত্র হলাম। হে শত্রুদমনকারিন্, আপনার প্রসাদে আমি অক্ষয়লোকে গমন করবো।। ১৩ ।। আপনি যখন চিত্রকূটে এসেছিলেন তখন আমি এখানে যে তপস্বীদের পরিচর্যা করতাম তাঁরা সকলে এখান থেকে অতুলনীয় প্রভাসম্পন্ন বিমানে চড়ে স্বর্গে আরোহণ করেছেন।। ১৪ ।। ধর্মজ্ঞ, মহাভাগ, সেইসব মহর্ষি আমাকে বলেছিলেন, অতি পবিত্র এই আশ্রমে রাম তোমার কাছে আসবেন।। ১৫ ।। লক্ষ্মণসহ সেই অতিথি রামকে তুমি সম্বর্ধনা জানিয়ো। তাঁকে দেখে অক্ষয় সব লোক তুমি লাভ করবে।। ১৬ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, মহাত্মারা সকলে আমাকে এইরকমই বলেছিলেন। তাই আমি আপনার জন্য পম্পাতীরে যা পাওয়া যায় এমন সব বন্য ফল সঞ্চয় করে রেখেছি। মহাত্মা রামকে শবরী এইরকম বললেন। প্রত্যুত্তরে রাম বললেন—।। ১৭ -১৮ ।। জন্মগত জাতিতে চতুর্বর্ণের বাইরে হলেও শবরী আত্মতত্ত্বরূপ বিমানে ছিলেন নিত্য অধিষ্ঠিতা। রাম তাঁকে বললেন, আমি দনুর কাছ থেকে তোমার গুরু সেই মহাত্মাদের প্রভাব ভালোভাবে জেনেছি *(সমাজের সুস্থ বিন্যাসের জন্য*

শ্রুতং প্রত্যক্ষমিচ্ছামি সংদ্রষ্টুং যদি মন্যসে। এতত্তু বচনং শ্রুত্বা রামবক্ত্রেবিনিঃসৃতম্।। ২০
শবরী দর্শয়ামাস তাবুভৌ তদ্বনং মহৎ। পশ্য মেঘঘনপ্রখ্যং মৃগ-পক্ষিসমাকুলম্।। ২১
মতঙ্গবনমিত্যেব বিশ্রুতং রঘুনন্দন। ইহ তে ভাবিতাত্মানো গুরবো মে মহাদ্যুতে।।
জুহুবাংশ্চক্রিরে নীডং মন্ত্রবন্মন্ত্রপূজিতম্।। ২২
ইয়ং প্রত্যক্স্থলী বেদী যত্র তে মে সুসৎকৃতাঃ। পুষ্পোপহারং কুর্বন্তি শ্রমাদুদ্বেপিভিঃ করৈঃ।। ২৩
তেষাং তপঃপ্রভাবেণ পশ্যাদ্যাপি রঘূত্তম। দ্যোতয়ন্তী দিশঃ সর্বাঃ শ্রিয়া বেদ্যতুলপ্রভা।। ২৪
অশক্নুবদ্ভিস্তৈর্গন্তুমুপবাসশ্রমালসৈঃ। চিন্তিতেনাগতান্ পশ্য সমেতান্ সপ্ত সাগরান্।। ২৫
কৃতাভিষেকৈস্তৈর্ন্যস্তা বল্কলাঃ পাদপেষ্বিহ। অদ্যাপি ন বিশুষ্যন্তি প্রদেশে রঘুনন্দন।। ২৬
দেবকার্যাণি কুর্বদ্ভির্যানীমানী কৃতানি বৈ। পুষ্পৈঃ কুবলয়ৈঃ সার্দ্ধং ম্লানত্বং ন তু যান্তি বৈ।। ২৭
কৃৎস্নং বনমিদং দৃষ্টং শ্রোতব্যঞ্চ শ্রুতং ত্বয়া। তদিচ্ছাম্যভ্যনুজ্ঞাতা ত্যক্ষ্যাম্যেতৎ কলেবরম্।। ২৮
তেষামিচ্ছাম্যহং গন্তুং সমীপং ভাবিতাত্মনাম্। মুনীনামাশ্রমো যেষামহঞ্চ পরিচারিণী।। ২৯

চাতুর্বর্ণ্য তথা জাতিবিন্যাস। জাতিভেদ নয়। তপস্যার দ্বারা সবাই ব্রহ্মকে জানতে পারেন। পেতে পারেন। ভগবৎ-লাভে এবং তপস্যায় সবারই অধিকার স্বীকৃত। শুধু নয় করণীয়। জন্মোচিত কর্মই তার তপস্যা। তপস্যা হলো পথ। লক্ষ্য হলেন ভগবান। সাধ্য অনুসারে কর্মের দ্বারা লক্ষ্যে উপনীত তথা ভগবানকে লাভ সহজ। তাই নীচ জাতির শবরীর তপস্যায় আত্মবিজ্ঞানে জ্ঞান হয়েছে। ভগবানও তাঁকে দর্শন দিয়েছেন। হিন্দুশাস্ত্রে প্রতিটি ব্যক্তিরই সামর্থ অনুসারে অধিকার বিচার করা হয়েছে। এটি লক্ষ্যে সহজে উপনীত হবার জন্য। এতে বিদ্বেষের কোনো অবকাশ নেই। জাতিবিন্যাসকে জাতিভেদরূপে দেখে আত্মকলহে আমরা শক্তিহীন হয়ে পড়েছি। পদ্মপুরাণেও শবরীর উপাখ্যান রয়েছে। ভক্তির এবং প্রেমের একাগ্রতায়, সারল্যে শবরী ফলমূল নিজে খেয়ে দেখে মিষ্টি কিনা পরীক্ষা করে সেই উচ্ছিষ্ট ফলমূল ভগবানকে নিবেদন করেছিলেন। প্রেমময় ভগবানও ভক্তের সারল্যে মুগ্ধ সেই উচ্ছিষ্ট ফল গ্রহণ করে তৃপ্ত হয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।—"প্রত্যুদ্গম্য প্রণম্যাথ নিবেশ্যাকুশবিষ্টারে।/পাদপ্রক্ষালনং কৃত্বা তৎ তোয়ং পাপনাশকম্।।/শিরসা ধার্য পীত্বা চ বন্যৈঃ পুষ্পৈরথার্চয়েৎ।/ফলানি চ সুপক্কানি মূলানি মধুরাণি চ।।/স্বয়মস্বাদ্য মাধুর্যং পরীক্ষ্য পরিভক্ষ্য চ।/পশ্চান্নিবেদয়ামাস রাঘবাভ্যাং দৃঢ়ব্রতা।।/ফলান্যাস্বাদ্য কাকুৎস্থস্তসৌ মুক্তিং পরাং দদৌ।।)।। ১৯ ।। যদি তোমার মত হয়, তাহলে যা শুনেছি, তা প্রত্যক্ষ দেখতে আমি চাই। রামের মুখ থেকে নির্গত এই বাক্য শুনে—।। ২০ ।। শবরী তাঁদের দু'জনকে সেই মহদ্ বন দেখালেন। দেখুন, ঘন মেঘের মতো মৃগ-পক্ষি-পূর্ণ এই বন।। ২১ ।। মহাদীপ্তিমান হে রঘুনন্দন, মতঙ্গবন নামে এটি খ্যাত। এখানেই আত্মার ধ্যানে নিবিষ্ট আমার গুরুমণ্ডলী কুটীর-নির্মাণ করে থাকতেন। মন্ত্র উচ্চারণ করে মন্ত্রপূজিত দেহটিকে তাঁরা এখানে অগ্নিতে আহুতি দিয়েছিলেন।। ২২ ।। আর এই হচ্ছে প্রত্যক্স্থলী বেদি। এখানে আমার পূজনীয় গুরুজন পরিশ্রমের ফলে কম্পিত হস্তে পুষ্পের উপহার দেবচরণে তর্পণ করতেন।। ২৩ ।। হে রঘূত্তম, দেখুন, তাদের তপস্যার প্রভাবে এই বেদি অতুলনীয় জ্যোতিতে সকল দিককে আজও উজ্জ্বল করে তুলেছে।। ২৪ ।। উপোসের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ায় তাঁরা যেতে না পেরে চিন্তা করা মাত্রই সাতটি সাগর এক সঙ্গে এসে এখানে উপস্থিত হয়েছিলো।। ২৫ ।। স্নান করে এইস্থানে গাছের ওপর যে বল্কলগুলি তাঁরা শুকোতে দিয়েছিলেন, সেগুলি আজো শুকোয় নি।। ২৬ ।। দেবপূজা করতে গিয়ে তাঁরা যে সব কাজ করেছিলেন তার ফলে তাঁদের দেওয়া সেই নীলপদ্ম এবং ফুলগুলি আজো ম্লান হচ্ছে না।। ২৭ ।। সারা বন আপনি দেখলেন। যা শোনার তাও শুনলেন। এখন আপনার অনুমতি চাইছি। এই দেহ এখন ত্যাগ করবো।। ২৮ ।। এই আশ্রমটি যাঁদের, যাঁদের আমি সেবা করতাম, সেই আত্মধ্যানী মুনিদের কাছে আমি যেতে চাইছি।। ২৯ ।। লক্ষ্মণসহ রাম ধর্মনিষ্ঠ এই বাক্য শুনে অতুলনীয়

ধর্মিষ্ঠং তু বচঃ শ্রুত্বা রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ। প্রহর্ষমতুলং লেভে আশ্চর্যমিতি চাব্রবীৎ।। ৩০
তমুবাচ ততো রামঃ শবরীং সংশিতব্রতাম্। অর্চিতোঽহং ত্বয়া ভদ্রে গচ্ছ কামং যথাসুখম্।। ৩১
ইত্যেবমুক্তা জটিলা চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরা। অনুজ্ঞাতা তু রামেণ হুত্বাত্মানং হুতাশনে।। ৩২
জ্বলৎপাবকসঙ্কাশা স্বর্গমেব জগাম হ। দিব্যাভরণসংযুক্তা দিব্যমাল্যানুলেপনা।। ৩৩
দিব্যাম্বরধরা তত্র বভূব প্রিয়দর্শনা। বিরাজয়ন্তী তং দেশং বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা।। ৩৪
যত্র তে সুকৃতাত্মানো বিহরন্তি মহর্ষয়ঃ। তৎপুণ্যং শবরীস্থানং জগামাত্মসমাধিনা।। ৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে চতুঃসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

আনন্দলাভ করলেন। বললেন, এতো আশ্চর্য!।। ৩০ ।। রাম তখন ব্রতচারিণী শবরীকে বললেন, ভদ্রে, তোমার দ্বারা আমি অর্চিত হলাম। এবার সুখে ইচ্ছামতো স্থানে তুমি গমন করো।। ৩১ ।। জটাধারিণী, চীর এবং কৃষ্ণাজিন-পরিহিতা শবরীকে রাম অনুমতিদান করায় অগ্নিতে তিনি আত্মাহুতি দিলেন।।৩২।। জ্বলন্ত অগ্নির মতো তিনি স্বর্গেই চলে গেলেন। তখন গায়ে দেখা গেলো তাঁর দিব্য অলঙ্কার। দিব্যমাল্য এবং অনুলেপনে তিনি তখন ভূষিতা।। ৩৩ ।। দিব্যবসন পরিধান করে তিনি তখন প্রিয়দর্শনা। স্বর্ণময়ী বিদ্যুতের মতো সেই স্থানে তিনি বিরাজ করছিলেন।। ৩৪ ।। পুণ্যাত্মা মহির্ষিরা যেখানে আনন্দে বাস করছিলেন, শবরী আত্মসমাধির প্রভাবে সেই পুণ্যস্থানেই চলে গেলেন।। ৩৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের চতুঃসপ্ততিতম (৭৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োঃ কথোপকথনম্, ভ্রাতৃদ্বয়স্য পম্পাসরোবরতটগমনঞ্চ।

দিবং তু তস্যাং যাতায়াং শবর্যাং স্বেন তেজসা। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা চিন্তয়ামাস রাঘবঃ।। ১
চিন্তয়িত্বা তু ধর্মাত্মা প্রভাবং তং মহাত্মনাম্। হিতকারিণমেকাগ্রং লক্ষ্মণং রাঘবোঽব্রবীৎ।। ২
দৃষ্টো ময়াশ্রমঃ সৌম্য বহ্বাশ্চর্যঃ কৃতাত্মনাম্। বিশ্বস্তমৃগ-শার্দুলো নানাবিহগসেবিতঃ।। ৩
সপ্তানাঞ্চ সমুদ্রাণাং তেষাং তীর্থেষু লক্ষ্মণ। উপস্পৃষ্টঞ্চ বিধিবৎ পিতরশ্চাপি তর্পিতাঃ।। ৪
প্রনষ্টমশুভং যন্নঃ কল্যাণং সমুপস্থিতম্। তেন ত্বেতৎ প্রহৃষ্টং মে মনো লক্ষ্মণ সম্প্রতি।। ৫
হৃদয়ে মে নরব্যাঘ্র শুভমাবির্ভবিষ্যতি। তদাগচ্ছ গমিষ্যাবঃ পম্পাং তাং প্রিয়দর্শনাম্।। ৬
ঋষ্যমূকো গিরির্যত্র নাতিদূরে প্রকাশতে। যস্মিন্ বসতি ধর্মাত্মা সুগ্রীবোঽংশুমতঃ সুতঃ।। ৭

পঞ্চ সপ্ততিতম (৭৫) সর্গ

শ্রীরাম এবং লক্ষ্মণের বার্তালাপ। দুই ভাইয়ের পম্পাসরোবরের তীরে গমন।

শবরী নিজের তপস্তেজে স্বর্গে চলে গেলে রাম ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে চিন্তা করতে লাগলেন—।। ১ ।। ধর্মাত্মা রাম মহাত্মাদের সেই প্রভাবের কথা চিন্তা করে একান্ত হিতকারী লক্ষ্মণকে বললেন—।। ২ ।। সৌম্য, পুণ্যাত্মা মহর্ষিদের আশ্রম আমি দেখলাম। কতো আশ্চর্য হরিণ, বাঘ, নানা পাখী এখানে আছে পরস্পরকে বিশ্বাস করে সবাই এখানে বাস করছে।।৩ ।। লক্ষ্মণ, তাঁদের সেই সপ্তসাগর ঘাটে স্নান করে শাস্ত্রীয়বিধিতে আমি পিতৃপুরুষের তর্পণ করেছি।। ৪ ।। লক্ষ্মণ, আমার মনে হচ্ছে আমাদের অশুভ যেন কেটে গেলো! কল্যাণ এসে উপস্থিত হয়েছে।। ৫ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, মঙ্গলের আবির্ভাব হবে বলে আমার মনে হচ্ছে। তাই চলো, যার দর্শনে শুভ হয় সেই পম্পাতেই যাই।। ৬ ।। ঐ তো ঋষ্যমূক পর্বত দেখা যাচ্ছে। বেশী দূরে নয়। সূর্যপুত্র সুগ্রীব ঐখানে বাস করছে।। ৭ ।। বালির ভয়ে নিত্য ভীত হয়ে চারটি

নিত্যং বালিভয়াৎ ত্রস্তশ্চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ। অহং ত্বরে চ তং দ্রষ্টুং সুগ্রীবং বানরর্ষভম্।। ৮
তদধীনং হি মে কার্যং সীতায়াঃ পরিমার্গণম্। ইতি ব্রুবাণং তং বীরং সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ।। ৯
গচ্ছাবস্ত্বরিতং তত্র মমাপি ত্বরতে মনঃ। আশ্রমাত্তু ততস্তস্মান্নিষ্ক্রম্য স বিশাংপতিঃ।। ১০
আজগাম ততঃ পম্পাং লক্ষ্মণেন সহ প্রভুঃ। সমীক্ষমাণঃ পুষ্পাঢ্যং সর্বতো বিপুলদ্রুমম্।। ১১
কোয়ষ্টিভিশ্চার্জুনকৈঃ শতপত্রৈশ্চ কীচকৈঃ। এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভির্নাদিতং তদ্বনং মহৎ।। ১২
সমাজগ্মতুরব্যগ্রৌ রাঘবৌ সুসমাহিতৌ। স রামো বিবিধান্ বৃক্ষান্ সরাংসি বিবিধানি চ।
পশ্যন্ কামাভিসন্তপ্তো জগাম পরমং হ্রদম্।। ১৩
স তামাসাদ্য বৈ রামো দূরাৎ পানীয়বাহিনীম্। মতঙ্গসরসং নাম হ্রদং সমবগাহত।। ১৪
তত্র জগ্মতুরব্যগ্রৌ রাঘবৌ হি সমাহিতৌ। স তু শোকসমাবিষ্টো রামো দশরথাত্মজঃ।। ১৫
বিবেশ নলিনীং রম্যাং পঙ্কজৈশ্চ সমাবৃতাম্। তিলকাশোক-পুন্নাগ-বকুলোদ্দাল-কাশিনীম্।। ১৬
রম্যোপবনসংবাধাং রম্যসংপীডিতোদকাম্। স্ফটিকোপমতোয়াং তাং শ্লক্ষ্ণবালুকসন্ততাম্।। ১৭
মৎস্য-কচ্ছপসংবাধাং তীরস্থদ্রুমশোভিতাম্। সখীভিরেব সংযুক্তাং লতাভিরনুবেষ্টিতাম্।। ১৮
কিন্নরোরগ-গন্ধর্ব-যক্ষ-রাক্ষসসেবিতাম্। নানাদ্রুমলতাকীর্ণাং শীতবারিনিধিং শুভাম্।। ১৯
পদ্মসৌগন্ধিকৈস্তাম্রাং শুক্লাং কুমুদমণ্ডলৈঃ। নীলাং কুবলয়োদ্ঘাটৈর্বহুবর্ণাং কুথামিব।। ২০
অরবিন্দোৎপলবতীং পদ্মসৌগন্ধিকাযুতাম্। পুষ্পিতাম্রবণোপেতাং বর্হিণোদ্ঘুষ্টনাদিতাম্।। ২১

বানরকে সে সঙ্গে রেখেছে। বানর শ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে দেখার জন্য আমি ত্বরা করছি।। ৮ ।। আমার সীতা সন্ধানের কাজ তারই অধীন। বীর রাম যখন এই কথা বলছিলেন তখন লক্ষ্মণ বললেন—।। ৯ ।। শীগ্‌গির আমরা সেখানে যাবো। আমার মনও ত্বরা করছে। প্রভু, রাজা রামচন্দ্র তারপর সেই আশ্রম থেকে বেরিয়ে...।। ১০ ।। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে পম্পা-সরোবরের তীরে এলেন। সেখানে দেখছিলেন বিরাট বিরাট সব গাছ। সবদিকে ফুলের সমারোহ।। ১১ ।। গভীর বনে কোযষ্টি, অর্জুনক এবং শতপত্র প্রভৃতি পাখী কূজন করছে। শোনা যাচ্ছে বাঁশের শব্দ *(কোযষ্টি— টিট্টিভ পাখী। অর্জুনক—ময়ূর। শতপত্র—সারস। কীচক—বাঁশ)*।। ১২ ।। শান্তভাবে রামও লক্ষ্মণ দু'ভাই এলেন। নানা গাছপালা এবং বিবিধ সরোবর দেখে কামসন্তপ্ত হয়ে রাম এই বিশাল হ্রদের কাছে এলেন *(কামসন্তপ্ত—এইসব উপভোগ্য সুন্দর স্থান দেখে সীতার কথা তাঁর মনে এলো। তাঁকে নিয়ে এইরকম রম্য পরিবেশে তিনি আনন্দ উপভোগ করতেন। অলঙ্কারের ভাষায় "উদ্দীপন বিভাব" সৃষ্টি হলো এই রম্য পরিবেশ যেটা রসসৃষ্টির পথে সহায়ক)*।। ১৩ ।। দূর থেকে রাম পানীয় জলের সেই প্রবাহিনীকে দেখালেন। এসে তিনি সুন্দর মতঙ্গ সরোবরে ভালোভাবে স্নান করলেন।। ১৪।। একাগ্রচিত্তে রঘুবংশধর দু'জন শান্তভাবে চলতে লাগলেন। কিন্তু একটু পরে দশরথ পুত্র রাম শোকে সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।। ১৫ ।। তিনি পদ্মফুলে ঢাকা পম্পায় প্রবেশ করলেন। সেখানে রয়েছে তিলক, অশোক, পুন্নাগ, বকুল, উদ্‌দাল ও কাশ।। ১৬ ।। তটিনীর তীরের রমণীয় উপবন রয়েছে। সুন্দর জলে ঊর্মি উঠছে। জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। সূক্ষ্ম বালুকারাশি ছড়িয়ে আছে।। ১৭ ।। মাছ আর কচ্ছপ জলে খেলা করছে। তীরভূমি তরুরাজির দ্বারা সুশোভিত। সখীদের মতো লতারাজি সেখানে সবকিছুকে জড়িয়ে আছে।। ১৮ ।। কিন্নর, উরগ, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস সেখানে বাস করছে। নানা দ্রুম এবং লতার দ্বারা সেই স্থান আকীর্ণ। জলরাশি শীতল। এবং মঙ্গলদায়ক।। ১৯ ।। শ্বেদ এবং রক্তপদ্মের সৌরভ আমোদিত পম্পা। প্রভূত শাদা শাপলা ফুল সেখানে ফুটেছে। ফুটেছে নীলপদ্ম। মনে হচ্ছে পম্পা যেন বহুবিধ বর্ণের দ্বারা আবৃত। ।। ২০ ।। অরবিন্দ এবং উৎপলে সমৃদ্ধা পম্পা। পদ্মের সুগন্ধে সুরভিতা। আমের বন তার তীরে। আম গাছে দেখা যাচ্ছে মুকুল। ময়ূরের কেকাধ্বনিতে মুখরিত পম্পাক্ষেত্র।। ২১ ।। দশরথপুত্র

স তাং দৃষ্ট্বা ততঃ পম্পাং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ। বিললাপ চ তেজস্বী রামো দশরথাত্মজঃ।। ২২
তিলকৈবীজপুরৈশ্চ বটৈঃ শুক্লদ্রুমৈস্তথা। পুষ্পিতৈঃ করবীরৈশ্চ পুন্নাগৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ।। ২৩
মালতী-কুন্দ-গুল্মৈশ্চ ভণ্ডীরৈর্নিচুলৈস্তথা। অশোকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কেতকৈরতিমুক্তকৈঃ।। ২৪
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ প্রমদামিবশোভিতাম্। অস্যাস্তীরে তু পূর্বোক্তঃ পর্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ।। ২৫
ঋষ্যমূক ইতি খ্যাতশ্চিত্রপুষ্পিতপাদপঃ। হরিঋক্ষরজোনাম্নঃ পুত্রস্তস্য মহাত্মনঃ।। ২৬
অধ্যাস্তে তু মহাবীর্যঃ সুগ্রীব ইতি বিশ্রুতঃ। সুগ্রীবমভিগচ্ছ ত্বং বানরেন্দ্রং নরর্ষভ।। ২৭
ইত্যুবাচ পুনর্বাক্যং লক্ষ্মণং সত্যবিক্রমঃ। কথং ময়া বিনা সীতাং শক্যং লক্ষ্মণ জীবিতুম্।। ২৮
ইত্যেবমুক্ত্বা মদনাভিপীড়িতঃ স লক্ষ্মণং বাক্যমনন্যচেতনঃ।
বিবেশ পম্পাং নলিনীং মনোরমাং তমুত্তমং শোকমুদীরয়াণঃ।। ২৯
ক্রমেণ গত্বা প্রবিলোকয়ন্ বনং দদর্শ পম্পাং শুভদর্শকাননাম্।
অনেকনানাবিধপক্ষিসঙ্কুলাং বিবেশ রামঃ সহ লক্ষ্মণেন।। ৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

তেজস্বী রাম লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে পম্পাকে দেখে বিলাপ করতে লাগলেন।। ২২ ।। তিলক, লেবু, বট এবং শুভ্র বৃক্ষের দ্বারা শোভিত এই স্থান। পরবীর আর পুন্নাগ বৃক্ষে ফুলের সমারোহ।। ২৩ ।। কতো ধরনের লতা সেখানে রয়েছে। মালতী, কুন্দ, নানা গুল্ম, শিরীষ এবং স্থলবেতসে পূর্ণ এই স্থান। রয়েছে অশোক, ছাতিম, কেতকী আর মাধবী।। ২৪ ।। বিবিধ বৃক্ষ ঐখানে রয়েছে। পম্পাকে দেখে মনে হচ্ছে সেজেগুজে একজন নারী যেন দাঁড়িয়ে আছেন। এরই তীরে দাঁড়িয়ে ধাতুমণ্ডিত পাহাড়টি যার কথা আগেই বলা হয়েছে।। ২৫ ।। ঋষ্যমূক নামে সেটি খ্যাত। সুন্দর সব ফুলে-ভরা গাছে সেটি শোভিত। মহাত্মা যক্ষরাজের বানরপুত্র,...।। ২৬ ।। যে মহাবীর্যবান সুগ্রীব নামে পরিচিত, সে ঐখানে বাস করছে। হে মানবশ্রেষ্ঠ, সেই বানরপতি সুগ্রীবের কাছে তুমি যাও।। ২৭ ।। সত্যনিষ্ঠ, পরাক্রমশালী রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলে আবার বললেন, লক্ষ্মণ, সীতাকে ছেড়ে আমি কি করে বেঁচে থাকবো?।। ২৮ ।। রাম লক্ষ্মণকে এইরকম বলে কামপীড়িত হয়ে জ্ঞানহারা হয়ে গভীর শোকপ্রকাশ করতে করতে পদ্মপূর্ণ মনোরম পম্পাসরোবরে প্রবেশ করলেন।। ২৯ ।। রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে ক্রমে বনে চলতে চলতে পম্পাকে দর্শন করলেন। সুন্দর কাননে শোভিত এবং মঙ্গলাবহ এই পম্পা। বিচিত্র সব পাখীতে পূর্ণ ঐ স্থান। এবার তিনি স্নানের জন্য পম্পাসরোবরের জলে নামলেন।। ৩০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের পঞ্চসপ্ততিতম (৭৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

গোবিন্দরাজসম্মতঃ পাঠঃ—

স দদর্শ ততঃ পুণ্যামুদারজনসেবিতাম্। নানাদ্রুমলতাকীর্ণাং পম্পাং পানীয়বাহিনীম্।। ১২
পদ্মৈঃ সৌগন্ধিকৈস্তাম্রাং শুক্লাং কুমুদমণ্ডলৈঃ। নীলাং কুবলয়োদ্‌ঘাটৈর্বহুবর্ণাং কুথামিব।। ১৩
স তামাসাদ্য বৈ রামো দূরাদুদকবাহিনীম্। মতঙ্গসরসং নাম হ্রদং সমবগাহত।। ১৪
অরবিন্দোৎপলবতীং পদ্মসৌগন্ধিকায়ুতাম্। পুষ্পিতাম্রবনোপেতাং বর্হিণোদ্‌ঘুষ্টনাদিতাম্।। ১৫
তিলকৈবীজপূরৈশ্চ ধবৈঃ শুক্লদ্রুমৈস্তথা। পুষ্পিতৈঃ করবীরৈশ্চ পুন্নাগৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ।। ১৬
মালতী-কুন্দ-গুল্মৈশ্চ ভাণ্ডীরৈর্নিচুলৈস্তথা। অশোকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কেতকৈরতিমুক্তকৈঃ।। ১৭
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ প্রমদামিব ভূষিতাম্। সমীক্ষমাণৌ পুষ্পাঢ্যং সর্বতো বিপুলদ্রুমম্।। ১৮
কোয়ষ্টিকৈশ্চার্জুনকৈঃ শতপত্রৈশ্চ কীরকৈঃ। এতৈশ্চান্যৈশ্চ বিহগৈর্নাদিতং তু বনং মহৎ।। ১৯

ততো জগ্মতুরব্যগ্রৌ রাঘবৌ সুসমাহিতৌ। তদ্বনং চৈব সরসঃ পশ্যন্তৌ শকুনৈর্যুতম্।। ২০
স দদর্শ ততঃ পম্পাং শীতবারিনিধিং শুভাম্। প্রহৃষ্টনানাশকুনাং পাদপৈরুপশোভিতাম্।
তিলকাশোক-পুন্নাগ-বকুলোদ্দালকাশিনীম্।। ২১
স রামো বিবিধান্ বৃক্ষান্ সরাংসি বিবিধানি চ। পশ্যন্ কামাভিসন্তপ্তো জগাম পরমং হ্রদম্।। ২২
পুষ্পিতোপবনোপেতাং-সাল চম্পকশোভিতাম্। ষট্‌পরৌঘসমাবিষ্টাং শ্রীমতীমতুলপ্রভাম্।। ২৩
স্ফটিকোপমতোয়াঢ্যাং শ্লক্ষ্ণবালুকসন্ততাম্। স তাং দৃষ্ট্বা পুনঃ পম্পাং পদ্মসৌগন্ধিকৈর্যুতাম্।। ২৪
অস্যাস্তীরে তু পূর্বোক্তঃ পর্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ। ঋষ্যমূক ইতি খ্যাতঃ পুণ্যঃ পুষ্পিতপাদপঃ।। ২৫
হরেঋক্ষরজোনাম্নঃ পুত্রস্তস্য মহাত্মনঃ। অধ্যাস্তে তং মহাবীর্যঃ সুগ্রীব ইতি বিশ্রুতঃ।। ২৬
সুগ্রীবমভিগচ্ছ ত্বং বানরেন্দ্রং নরর্ষভ। ইত্যুবাচ পুনর্বাক্যং লক্ষ্মণং সত্যবিক্রমম্।। ২৭
রাজ্যভ্রষ্টেন দীনেন তস্যামাসক্তচেতসা। কথং ময়া বিনা সীতাং শক্যং লক্ষ্মণ জীবিতুম্।। ২৮
ইত্যেবমুক্ত্বা মদনাভিপীড়িতঃ স লক্ষ্মণং বাক্যমনন্যচেতসম্।
বিবেশ পম্পাং নলিনীং মনোহরাং রঘূত্তমঃ শোকবিষাদমন্ত্রিত।। ২৯
ততো মহদ্বর্ত্ম সুদূরসংক্রমঃ ক্রমেণ গত্বা প্রতিকূলয়ন্ বনম্।
দদর্শ পম্পাং শুভদর্শকাননামনেকনানাবিধপক্ষিজালকাম্।। ৩০

(এই সর্গে ১২ নং শ্লোক থেকে ৩০ নং শ্লোক পর্যন্ত শ্রীগোবিন্দ রাজের সম্মত পাঠে কিছু পার্থক্য আছে। বর্ণনা একই। শুধু শব্দের হেরফের। আমরা মুখ্যাত পরমপুরুষ শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব সম্মত পাঠই অনুসরণ করছি। বাংলার বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ মনীষীরা এই পাঠই স্বীকার করে নিয়ে ছিলেন)

অরণ্যকাণ্ডং সমাপ্তম্।



কিষ্কিন্ধাকাণ্ডম্



"ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করা সত্ত্বযুক্ত ব্যক্তিদের উচিত নয়। বিষাদ, অর্থকষ্ট, বা প্রাণসংশয়ের ভয়ে পতিত হয়ে নিজের বুদ্ধির দ্বারা ধৈর্য ধরে যিনি তা নিবারণের চেষ্টা করেন, তিনি দুঃখভোগ করেন না। যে মূর্খ মানুষ নিত্যই শোকে পরিচালিত হন, তিনি জলে ভারী নৌকার মতো অবশ্যই শোক-সাগরে ডুবে যান.........বিষাদে মন দেবে না। বিষাদ অধিকতর দূষণীয়। সাপ যেমন বালককে হত্যা করে, তেমনি বিষাদও মানুষকে বিনাশ করে। বিক্রম-প্রদর্শনের সময়ে যে বিষাদগ্রস্ত হয়, তার তেজ তখন ধ্বংস হয়ে যায়। তার পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না।"



কিষ্কিন্ধাকাণ্ডম্

।। প্রথমঃ সর্গঃ ।।

পম্পাসরোবরদর্শনেন শ্রীরামস্য ব্যাকুলতা, শ্রীরামেণ লক্ষ্মণসমীপে পম্পাশোভায়াঃ কামোদ্দীপকবিবিধদ্রব্যাণাং বর্ণনম্, লক্ষ্মণেন শ্রীরামায় সান্ত্বনাদানম্, ঋষ্যমূকপর্বতমভি আগতৌ ভ্রাতরৌ দৃষ্ট্বা সুগ্রীবস্যান্যেষাঞ্চ বানরাণাং ভীতিশ্চ।

স তাং পুষ্করিণীং গত্বা পদ্মোৎপল-ঝষাকুলাম্। রামঃ সৌমিত্রিসহিতো বিললাপ কুলেন্দ্রিয়ঃ।। ১
তত্র দৃষ্ট্বৈব তাং হর্ষাদিন্দ্রিয়াণি চকম্পিরে। স কামবশমাপন্নঃ সৌমিত্রিমিদমব্রবীৎ।। ২
সৌমিত্রে শোভতে পম্পাবৈদূর্যবিমলোদকা। ফুল্লপদ্মোৎপলবতী শোভিতা বিবিধৈর্দ্রুমৈঃ।। ৩
সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়াঃ কাননং শুভদর্শনম্। যত্র রাজন্তি শৈলা বা দ্রুমাঃ সশিখরা ইব।। ৪
মাং তু শোকাভিসন্তপ্তমাধয়ঃ পীড়য়ন্তি বৈ। ভরতস্য চ দুঃখেন বৈদেহ্যা হরণেন চ।। ৫
শোকার্তস্যাপি মে পম্পা শোভতে চিত্রকাননা। ব্যবকীর্ণা বহুবিধৈঃ পুষ্পৈঃ শীতোদকা শিবা।। ৬
নলিনৈরপিসংচ্ছন্না হ্যত্যর্থশুভদর্শনা। সর্প-ব্যালানুচরিতা মৃগ-দ্বিজসমাকুলা।। ৭
অধিকং প্রবিভাত্যেতন্নীলপীতং তু শাদ্বলম্। দ্রুমাণাং বিবিধৈঃ পুষ্পৈঃ পরিস্তোমৈরিবার্পিতম্।। ৮
পুষ্পভারসমৃদ্ধানি শিখরাণি সমন্ততঃ। লতাভিঃ পুষ্পিতাগ্রাভিরুপগূঢানি সর্বতঃ।। ৯
সুখানিলোঽয়ং সৌমিত্রে কালঃ প্রচুরমন্মথঃ। গন্ধবান্ সুরভির্মাসো জাতপুষ্পফলদ্রুমঃ।। ১০
পশ্য রূপাণি সৌমিত্রে বনানাং পুষ্পশালিনাম্। সৃজতাং পুষ্পবর্ষাণি বর্ষং তোয়মুচামিব।। ১১

পম্পা সরোবর দর্শনের ফলে শ্রীরামচন্দ্রের ব্যাকুলতা। লক্ষ্মণের কাছে শ্রীরামের দ্বারা পম্পার সৌন্দর্য এবং কামোদ্দীপক বিবিধদ্রব্যের বর্ণনা। লক্ষ্মণের দ্বারা শ্রীরামকে সান্ত্বনাদান। ঋষ্যমূকপর্বতের দিকে দুই ভাইকে আসতে দেখে সুগ্রীব এবং অন্য বানরদের ভয়।

শ্বেতপদ্ম এবং নীল পদ্মে শোভিত মাছে-ভরা সেই পম্পাসরোবরে লক্ষ্মণসহ গিয়ে রাম ব্যাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন।। ১ ।। আনন্দে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি চঞ্চল হয়ে উঠলো। কামের বশীভূত হয়ে লক্ষ্মণকে বললেন—*(এই নিসর্গ সৌন্দর্যরস-সৃষ্টিতে 'উদ্দীপন বিভাবের' কাজ করছে)*।। ২ ।। লক্ষ্মণ, পম্পাকে দেখো। বৈদূর্যমণির মতো স্বচ্ছ এর জল। শ্বেতপদ্ম আর নীলপদ্ম ফুটে রয়েছে। থরে থরে। নানা গাছপালায় কী সুন্দর দেখাচ্ছে!।। ৩ ।। ভাই সৌমিত্র, পম্পার কানন দেখো। এ দেখলেও মঙ্গল হয়। এখানে চূড়াসহ পাহাড়গুলি শোভা পাচ্ছে। সুন্দর দেখাচ্ছে গাছগুলিকে।। ৪ ।। একে তো আমি শোকে সন্তপ্ত, তায় আবার ভরতের বিচ্ছেদে আর সীতার হরণে মানসিক দুঃখে পীড়িত. *(আধি—মনের রোগ)*।। ৫।। আমি শোকার্ত হলেও সুন্দর কানন নিয়ে পম্পা আমার কাছে বেশ সুন্দরই দেখাচ্ছে! কতোরকমের ফুল এখানে ছড়িয়ে আছে! পম্পায় জল শীতল! এবং মঙ্গলপ্রদ।। ৬ ।। পদ্মে ঢাকা পড়ে গেছে জলরাশি। এর দর্শনে অত্যন্ত মঙ্গল হয়। সাপ আর হিংস্রপশুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। হরিণ এবং পাখীতে পূর্ণ এই বনাঞ্চল।। ৭ ।। ভূতলে নীল এবং হলুদ তৃণরাশি। তার ওপর ঝরে পড়েছে নানা বর্ণের ফুল। যেন গালচে পেতে দেওয়া হয়েছে।।৮ ।। চারদিকে গাছের মাথাগুলি লতায়-জড়ানো। লতাগুলির ডগায় আবার ফুল ফুটেছে। ফলে গাছের ডগাগুলি যেন ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে।। ৯ ।। সৌমিত্রে, এখন বসন্তকাল এসেছে। বাতাস বেশ আরামের। কামভাবের প্রচুর উদ্দীপনা অনুভূত হচ্ছে। মধুমাস ফুলের গন্ধে সুরভিত। গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। ফল ধরেছে।। ১০ ।। লক্ষ্মণ, দেখো, দেখো, ফুলে-ভরা বনের সৌন্দর্য! বর্ষাকালের বৃষ্টির মতো ঐ ফুলগাছগুলি অঝোরে ফুল-বর্ষণ করছে *(তোয়মুচ—মেঘ)*।। ১১।।

প্রস্তরেষু চ রম্যেষু বিবিধাঃ কাননদ্রুমাঃ। বায়ুবেগপ্রচলিতাঃ পুষ্পৈরবকিরন্তি গাম্।। ১২
পতিতৈঃ পতমানৈশ্চ পাদপস্থৈশ্চ মারুতঃ। কুসুমৈঃ পশ্য সৌমিত্রে ক্রীড়তীব সমন্ততঃ।। ১৩
বিক্ষিপন্ বিবিধাঃ শাখা নগানাং কুসুমোৎকটাঃ। মারুতশ্চলিতঃ স্থানৈঃ ষট্‌পদৈরনুগীয়তে।। ১৪
মত্তকোকিলসন্নাদৈর্নর্তয়ন্নিব পাদপান্। শৈলকন্দরনিষ্ক্রান্তঃ প্রগীত ইব বানিলঃ।। ১৫
তেন বিক্ষিপতাঽত্যর্থং পবনেন সমন্ততঃ। অমী সংসক্তশাখাগ্রা গ্রথিতা ইব পাদপাঃ।। ১৬
স এব সুখসংস্পর্শো বাতি চন্দনশীতলঃ। গন্ধমভ্যবহন্ পুণ্যং শ্রমাপনয়নোঽনিলঃ।। ১৭
অমী পবনবিক্ষিপ্তা বিনদন্তীব পাদপাঃ। ষট্‌পদৈরনুকুজদ্ভির্বনেষু মধুগন্ধিষু।। ১৮
গিরিপ্রস্থেষু রম্যেষু পুষ্পবদ্ভির্মনোরমৈঃ। সংসক্তশিখরাঃ শৈলা বিরাজন্তি মহাদ্রুমৈঃ।। ১৯
পুষ্পসংছন্নশিখরা মারুতোৎক্ষেপচঞ্চলাঃ। অমী মধুকরোত্তংসাঃ প্রগীতা ইব পাদপাঃ।। ২০
সুপুষ্পিতাংস্তু পশ্যৈতান্ কর্ণিকারান্ সমন্ততঃ। হাটকপ্রতিসংছন্নান্নরান্ পীতাম্বরানিব।। ২১
অয়ং বসন্তঃ সৌমিত্রে নানাবিহগনাদিতঃ। সীতয়া বিপ্রহীনস্য শোকসন্দীপনো মম।। ২২
মাং হি শোকসমাক্রান্তং সন্তাপয়তি মন্মথঃ। হৃষ্টং প্রবদমানশ্চ সমাহ্বয়তি কোকিলঃ।। ২৩
এষ দাত্যূহকো হৃষ্টো রম্যে মাং বননির্ঝরে। প্রনদন্ মন্মথাবিষ্টং শোষয়িষ্যতি লক্ষ্মণ।। ২৪
শ্রুত্বৈতস্য পুরা শব্দমাশ্রমস্থা মম প্রিয়া। মামাহূয় প্রমুদিতা পরমং প্রত্যনন্দত।। ২৫
এবং বিচিত্রাঃ পতগা নানারাববিরাবিনঃ। বৃক্ষ-গুল্মলতাঃ পশ্য সন্তপন্তি সমন্ততঃ।। ২৬

বনে রমণীয় পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বহু গাছ। বাতাসের বেগে কেঁপে কেঁপে মাটির ওপর ফুল ঝরাচ্ছে।।১২।। লক্ষ্মণ, বাতাস যেন এখানে খেলা করছে! চারদিকে গাছ থেকে কোথাও ফুল ঝরতে যাচ্ছে, কোথাও বা ঝরে পড়ে গেছে।। ১৩ ।। পুষ্পিত বৃক্ষশাখাগুলি বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। ভ্রমরগুলি তার পেছনে পেছনে। গুঞ্জন করে করে ঘুরছে।। ১৪ ।। মত্ত কোকিল কূজন করছে। গাছগুলি আন্দোলিত হচ্ছে। পর্বতের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে বায়ু যেন কোকিলের গানের মাধ্যমে গাছগুলিকে নাচ শেখাচ্ছে।। ১৫ ।। গাছের শাখাগুলি আন্দোলিত হয়ে একটা আর একটার কাছে চলে আসছে। পবনদেব যেন তরুশাখাগুলিকে একটির সঙ্গে অন্যটিকে গেঁথে দিচ্ছেন।। ১৬ ।। চন্দনের মতো শীতল সুখস্পর্শ পবিত্র বায়ু সুগন্ধ বহন করে এনে শ্রম দূর করে দিচ্ছে।। ১৭ ।। বনে বনে মধুগন্ধী গাছগুলি বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে। ভ্রমর গুঞ্জন করছে। বায়ুর তাড়নায় তারা যেন অব্যক্ত শব্দ করছে।। ১৮ ।। রমণীয় গিরিসানুতে সুন্দর সব বিশাল বিশাল বৃক্ষ। তাতে মনোহর ফুল ফুটেছে। ঐগুলিই যেন পর্বতের সুন্দর চূড়া!।।১৯ ।। গাছেদের ডগাগুলি ফুলে ভরে গেছে। বায়ুর তাড়নায় তারা উৎক্ষিপ্ত। চঞ্চল। মৌমাছিগুলি গুঞ্জন করছে। গাছগুলি যেন নাচ-গান করছে!।। ২০ ।। দেখো ভাই, চারদিকে কর্ণিকার বৃক্ষগুলিতে ফুল ফুটেছে। যেন কতোগুলি মানুষ হলুদ কাপড় পরেছে। আর সেজেছে সোনায়।। ২১ ।। লক্ষ্মণ, দেখো, নানান পাখীর গানের মধ্য দিয়ে ধরায় বসন্ত এসেছে। সীতা না থাকায় আমার শোক যেন আরো উদ্দীপিত হয়েছে *(বর্ষায় এবং বসন্তে প্রকৃতিই মানুষের মনে মিলনের আর্তি জাগ্রত করে। এটাই সাহিত্যতাত্ত্বিকদের ভাষায় 'উদ্দীপন বিভাব'। কিন্তু মিলনের পাত্র বা পাত্রী তথা 'আলম্বন বিভাব' না থাকলে সেই আর্তি তীব্র দুঃখে পরিণত হয়। আলম্বন হলো আশ্রয়। এখানে মিলনের অনুকূল ঋতু এবং পরিবেশ। পাত্র আছেন। পাত্রী নেই। তাই বিরহের ব্যাকুলতা আজ রামের মনে)*।। ২২ ।। একে আমি শোকার্ত। তদুপরি মন্মথ তথা মিলনের অধিদেবতা আমায় সন্তপ্ত করছেন। কোকিলেরা আনন্দে কূজন করে যেন আমাকে ডাকছে।। ২৩ ।। লক্ষ্মণ, রমণীয় বন-নির্ঝরে এই যে ডাহুক মনের আনন্দে ডেকে চলেছে, তা কামার্ত আমাকে যেন আরো শুকিয়ে মারছে।। ২৪ ।। কেননা আগে আমার প্রিয়া সীতা আশ্রমের ভেতর থেকে এইরকম শব্দ করে আমায় ডেকে নিজে খুবই আনন্দিত হতেন। আমাকেও আনন্দ দিতেন।। ২৫ ।। দেখো, এইভাবে বিচিত্র সব পাখী নানারকমের শব্দ করে চারদিকের বৃক্ষ, গুল্ম এবং লতাগুলিকেও সন্তপ্ত করছে।। ২৬ ।। সৌমিত্রে,

বিমিশ্রা বিহগাঃ পুংভিরাত্মব্যূহাভিনন্দিতাঃ। ভৃঙ্গরাজপ্রমুদিতাঃ সৌমিত্রে মধুরস্বরাঃ।। ২৭
অস্যাঃ কূলে প্রমুদিতাঃ সঙ্ঘশঃ শকুনাস্ত্বিহ। দাত্যূহরতিবিক্রন্দৈঃ পুংস্কোকিলরুতৈরপি।। ২৮
স্বনন্তি পাদপাশ্চেমে মমানঙ্গপ্রদীপকাঃ। অশোকস্তবকাঙ্গারঃ ষট্পদস্বননিস্বনঃ।। ২৯
মাং হি পল্লবতাম্রার্চির্বসন্তাগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি। নহি তাং সূক্ষ্মপক্ষ্মাক্ষীং সুকেশীং মৃদুভাষিণীম্।। ৩০
অপশ্যতো মে সৌমিত্রে জীবিতেঽস্তি প্রয়োজনম্। অহং হি রুচিরস্তস্যাঃ কালো রুচিরকাননঃ।। ৩১
কোকিলাকুলসীমান্তে দয়িতায়া মমানঘ। মন্মথায়াসসংভূতো বসন্তগুণবর্ধিতঃ।। ৩২
অয়ং মাং ধক্ষ্যতি ক্ষিপ্রং শোকাগ্নির্নচিরাদিব। অপশ্যতস্তাং বনিতাং পশ্যতো রুচিরান্ দ্রুমান্।। ৩৩
মমায়মাত্মপ্রভবো ভূয়স্ত্বমুপযাস্যতি। অদৃশ্যমানা বৈদেহী শোকং বর্দ্ধয়তীহ মে।। ৩৪
দৃশ্যমানো বসন্তশ্চ স্বেদসংসর্গদূষকঃ। মাং হি সা মৃগশাবাক্ষীচিন্তাশোকবলাৎকৃতম্।। ৩৫
সন্তাপয়তি সৌমিত্রে ক্রূরশ্চৈত্রবনানিলঃ। অমী ময়ূরাঃ শোভন্তে প্রনৃত্যন্তস্ততস্ততঃ।। ৩৬
স্বৈঃ পক্ষৈঃ পবনোদ্ধূতৈর্গবাক্ষৈঃ স্ফাটিকৈরিব। শিখিনীভিঃ পরিবৃতাস্ত এতে মদমূর্চ্ছিতাঃ।। ৩৭
মন্মথাভিপরীতস্য মম মন্মথবর্দ্ধনাঃ। পশ্য লক্ষ্মণ নৃত্যন্তং ময়ূরমুপনৃত্যতি।। ৩৮
শিখিনী মন্মথার্তৈষা ভর্তারং গিরিসানুনি। তামেব মনসা রামাং ময়ূরোঽপ্যনুধাবতি।। ৩৯
বিতত্য রুচিরৌ পক্ষৌ রুতৈরুপহসন্নিব। ময়ূরস্য বনে নূনং রক্ষসা ন হৃতা প্রিয়া।। ৪০
তস্মান্নৃত্যতি রম্যেষু বনেষু সহ কান্তয়া। মম ত্বয়ং বিনা বাসঃ পুষ্পমাসে সুদুঃসহঃ।। ৪১
পশ্যলক্ষ্মণ সংরাগস্তির্যগ্‌যোনিগতেষ্বপি। অধুনা শিখিনী কামাদ্ভর্তারমভিবর্ততে।। ৪২

মৌমাছির গুঞ্জনে আনন্দিত হয়ে নানাজাতের স্ত্রীপাখী মধুরস্বরে নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষপাখীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অভিনন্দিত হচ্ছে।। ২৭ ।। পম্পার তীরে পাখীরা দলে দলে আনন্দিত হয়ে শব্দ করছে। ডাহুক আর পুরুষ-কোকিলেরা তুলছে ধ্বনি।। ২৮ ।। গাছগুলি যেন শব্দ করছে! আমার কামভাবকে এরা সব উদ্দীপিত করছে। অশোকফুলের লালস্তবক যার অঙ্গার, ভ্রমরের গুঞ্জন যার ধ্বনি,... ।।২৯ ।। পল্লবের রক্তিমা যার দীপ্তি, সেই বসন্তরূপ অগ্নি আমায় যেন দগ্ধ করছে!।। ২৯১/২ ।। চোখের পাতা যাঁর অতি সূক্ষ্ম, সুন্দর যাঁর কেশরাশি, যাঁর কথা ছিলো মৃদু, তাঁকে না দেখে, হে লক্ষ্মণ আমার বাঁচার প্রয়োজন নেই। এই সুন্দর কানন, এই বসন্তকাল এবং আমিও যে তাঁর অত্যন্ত প্রিয়।। ২৯১/২-৩১ ।। হে নিষ্পাপ, আমার প্রেয়সীর প্রিয় এই বসন্তকালে কাননের অন্তভাগগুলি কোকিলে পূর্ণ থাকে। কন্দর্পের প্রচেষ্টায় বসন্তের গুণে বর্ধিত হয়ে...।। ৩২ ।। এই শোকাগ্নি আমাকে অচিরেই দগ্ধ করে ফেলবে। সুন্দর গাছগুলি দেখে, অথচ আমার সেই প্রেয়সীকে না দেখে আমার শোক আপনা-থেকেই আবার বেড়ে যাচ্ছে। সীতা অদৃশ্যা থেকেই আমার শোককে পরিবর্ধিত করছেন।। ৩৪ ।। মৃগশিশুর মতো সুন্দরনয়না সীতার চিন্তা এবং শোক আমাকে নিপীড়িত করছে। প্রকৃতিতে ঘর্মনাশক বসন্তকে দেখা যাচ্ছে।। ৩৫ ।। সৌমিত্রে, এই দুই আর চৈত্রমাসের নিষ্ঠুর বনবায়ু তথা বাসন্তীবায়ু আমার কামভাবকে অত্যন্ত তপ্ত করছে। ঐ যে ময়ূরেরা নৃত্য করছে! কী সুন্দর দেখাচ্ছে তাদের!।। ৩৬ ।। স্ফটিক-নির্মিত জানালার মতো তাদের পাখাগুলি। বাতাসে কাঁপছে। ময়ূরীদের দ্বারা পরিবৃত হওয়ায় তারা আনন্দে মূর্ছিত।। ৩৭ ।। একে আমি কামবাণে পীড়িত। তার উপর ময়ূরেরা আমার কামকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। লক্ষ্মণ, দেখো, ময়ূর নাচছে।। ৩৮।। পর্বতসানুতে ময়ূরী নাচছে। তার পতিকে ঘিরে। ময়ূরও প্রিয়া ময়ূরীটির পেছনে দৌড়াচ্ছে।। ৩৯ ।। যেন সুন্দর পাখা মেলে শব্দ করে আমাকে উপহাস করতে এই রমণীয় বনে প্রেয়সীর সঙ্গে নৃত্য করছে। এই বসন্তমাসে সীতাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হচ্ছে। *(পুষ্পমাস—বসন্তঋতুর মাস)*।।৪১।। লক্ষ্মণ; দেখো, এই বসন্তের প্রভাবে পশুপাখীর মধ্যেও প্রেমজনিত কামভাব জেগে উঠেছে। এই যে ময়ূরী, সেও কামের জন্য তার পতি ময়ূরের কাছে ঘুরঘুর করছে *(তির্যগযোনি—মানুষের নীচে পশুপাখী। নিসর্গের অপরিসীম প্রভাব প্রাণীর আচরণে। ভারতীয় দৃষ্টিতে প্রকৃতি নিষ্প্রাণ নয়। তার মধ্যে ও প্রাণসত্তা আছে। তাই তার প্রভাব মানুষের এবং পশুপাখীর জীবনেও পড়ে। "সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" ভারতীয় দৃষ্টি। ব্রহ্ম চৈতন্য-স্বরূপ। তরুলতা,*

মমাপ্যেবং বিশালাক্ষী জানকী জাতসম্ভ্রমা। মদনেনাভিবর্তেত যদি নাপহৃতা ভবেৎ।। ৪৩
পশ্য লক্ষ্মণ পুষ্পাণি নিষ্ফলানি ভবন্তি মে। পুষ্পতারসমৃদ্ধানাং বনানাং শিশিরাত্যয়ে।। ৪৪
রুচিরাণ্যপি পুষ্পাণি পাদপানামতিশ্রিয়া। নিষ্ফলানি মহীং যান্ত সমং মধুকরোৎকরৈঃ।। ৪৫
নদন্তি কামং শকুনা মুদিতাঃ সঙ্ঘশঃ কলম্। আহ্বয়ন্ত ইবান্যোন্যং কামোন্মদকরা মম।। ৪৬
বসন্তো যদি তত্রাপি যত্র মে বসতি প্রিয়া। নূনং পরবশা সীতা সাপি শোচত্যহং যথা।। ৪৭
নূনং ন তু বসন্তস্তং দেশং স্পৃশতি যত্র সা। কথং হ্যসিতপদ্মাক্ষী বর্তয়েৎ সা ময়া বিনা।। ৪৮
অথবা বর্ততে তত্র বসন্তো যত্র মে প্রিয়া। কিং করিষ্যতি সুশ্রোণি সা তু নির্ভর্ৎসিতাপরৈঃ।। ৪৯
শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী মৃদুভাষা চ মে প্রিয়া। নূনং বসন্তমাসাদ্য পরিত্যক্ষতি জীবিতম্।। ৫০
দৃঢং হি হৃদয়ে বুদ্ধির্মম সম্পরিবর্ততে। নালং বর্তয়িতুং সীতা সাধ্বী মদ্বিরহং গতা।। ৫১
ময়ি ভাবো হি বৈদেহ্যাস্তত্ত্বতো বিনিবেশিতঃ। মমাপি ভাবঃ সীতায়াং সর্বথা বিনিবেশিতঃ।। ৫২
এষ পুষ্পবহো বায়ুঃ সুখস্পর্শো হিমাবহঃ। তাং বিচিন্তয়তঃ কান্তাং পাবকপ্রতিমো মম।। ৫৩
সদা সুখমহং মন্যে যং পুরা সহ সীতয়া। মারুতঃ স বিনা সীতাং শোকসংজননো মম।। ৫৪
তাং বিনাঽথ বিহঙ্গোঽসৌ পক্ষী প্রণদিতস্তদা। বায়সঃ পাদপগতঃ প্রহৃষ্টমভিকূজতি।। ৫৫
এষ বৈ তত্র বৈদেহ্যা বিহগঃ প্রতিহারকঃ। পক্ষী মাং তু বিশালাক্ষ্যাঃ সমীপমুপনেষ্যতি।। ৫৬

আকাশ-বাতাস সর্বত্রই সেই চৈতন্য প্রসারিত। তাই সংস্কৃত-কবিরা আর্যদৃষ্টিতে প্রকৃতি এবং মানুষকে সহমর্মী করে দেখেছেন)।। ৪২ ।। বিশালনয়না জানকী যদি অপহৃতা না হতেন, তাহলে তিনিও কামের তাড়নায় আমার কাছে সত্বর চলে আসতেন।। ৪৩ ।। লক্ষ্মণ, দেখো, শীত চলে গেছে। বসন্ত এসেছে। বনে বনে অসংখ্য ফুল ফুটেছে। তারার মতো সুন্দর দেখাচ্ছে তাদের। কিন্তু, সীতা কাছে নেই বলে এই ফুলগুলি আমার কাছে নিষ্ফল বলেই মনে হচ্ছে।। ৪৪ ।। গাছে গাছে প্রচুর ফুল! ভারি সুন্দর সেগুলি! দলে দলে মৌমাছি তাদের উপর বসছে। তাতে তাদের আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। মাটিতে তারা ঝরে পড়ছে। আমার মতো তাদেরও জীবনে বসন্ত ব্যর্থ।। ৪৫ ।। পাখীগুলি আনন্দে দলে দলে উড়ছে। মধুর শব্দ করছে। যেন একে অন্যকে আহ্বান করছে। এতে আমার কাম উদ্দীপিত হচ্ছে *(কল—অব্যক্ত মধুর স্বর)*।। ৪৬ ।। আমার প্রিয়া সীতা যেখানে বাস করছেন সেখানেও যদি বসন্ত আসে, অপরের বশীভূতা থাকায় তাঁরও জীবনে বসন্ত ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে তিনিও নিশ্চয়ই আমার জন্য শোক করছেন।। ৪৭ ।। তিনি যেখানে আছেন, বসন্ত নিশ্চয়ই সেই দেশকে স্পর্শও করছে না। নৈলে সেই নীলপদ্ম-নয়না আমায় ছাড়া কিভাবে সেখানে আছেন?।।৪৮।। অথবা আমার প্রিয়া সীতা যেখানে আছেন, সেখানে যদি বসন্ত আসে, তবে সেই সুন্দরী কিভাবে সেখানে বসন্তকে উপভোগ করবেন? *(নির্ভৎসিত—পীড়িত)*।। ৪৯ ।। আমার প্রিয়া সীতা শ্যামাজাতীয়া নারী। পদ্মের পাপড়ির মতো তাঁর চোখ। মৃদুভাষিণী তিনি। বসন্ত এসেছে দেখে বিরহের বেদনায় সেই কোমলহৃদয়া নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করবেন।। ৫০ ।। মনে এই কথাই দৃঢ়ভাবে জাগছে যে, আমার বিরহে পতিব্রতা সীতা এমতো বসন্তে বাঁচতে পারবেন না।। ৫১ ।। কারণ, বৈদেহী সীতা তাঁর প্রেমভাব যথার্থভাবে আমার ওপর স্থাপিত করেছেন। আমার প্রেমও সর্বতোভাবে সীতায় সমর্পিত।।৫২ ।। কমনীয় হৃদয়া সীতার কথা চিন্তা করছি বলেই এই পুষ্প-গন্ধবাহী এবং সুখস্পর্শ শীতল সমীরণ আমার কাছে আগুনের মতো মনে হচ্ছে।।৫৩।। সীতা সঙ্গে থাকায় যে বসন্তবায়ুকে আমি সুখকর মনে করতাম, সীতা বিনা তা এখন আমার শোক-উৎপাদন করছে।।৫৪ ।। তিনি আমার কাছে নেই বলে ঐ যে কাকটি উড়ছে। এখন সে একটি গাছের উপর বসে আনন্দে কূজন করছে। লক্ষ্য বোধহয় আমিই।। ৫৫ ।। মনে হচ্ছে, এই পাখীটি আমার বার্তা নিয়ে সেই বিশালাক্ষী সীতার কাছে যাবে।। ৫৬ ।। লক্ষ্মণ, দেখো, বনে ফুলে-ভরা গাছগুলোর ডগায় বসে পাখীগুলি কামোদ্দীপক কূজন

পশ্য লক্ষ্মণ সন্নাদং বনে মদবিবর্ধনম্। পুষ্পিতাগ্রেষু বৃক্ষেষু দ্বিজানামবকূজতাম্।। ৫৭
বিক্ষিপ্তাং পবনেনৈতামসৌ তিলকমঞ্জুরীম্। ষট্পদঃ সহসাভ্যেতি মদোদ্ধুতামিব প্রিয়াম্।। ৫৮
কামিনাময়মত্যন্তমশোকঃ শোকবর্ধনঃ। স্তবকৈঃ পবনোৎক্ষিপ্তৈস্তর্জয়ন্নিব মাং স্থিতঃ।। ৫৯
অমী লক্ষ্মণ দৃশ্যন্তে চূতাঃ কুসুমশালিনঃ। বিভ্রমোৎসিক্তমনসঃ সাঙ্গরাগা ময়া ইব।। ৬০
সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়াশ্চিত্রাসু বনরাজিষু। কিন্নরা নরশার্দূল বিকরন্তি যতস্ততঃ।। ৬১
ইমানি শুভগন্ধীনি পশ্য লক্ষ্মণ সর্বশঃ। নলিনানি প্রকাশন্তে জলে তরুণসূর্যবৎ।। ৬২
এষা প্রসন্নসলিলা পদ্মনীলোৎপলাযুতা। হংসকারণ্ডবাকীর্ণা পম্পা সৌগন্ধিকাযুতা।। ৬৩
জলে তরুণসূর্যাভৈঃ ষট্পদাহতকেশরৈঃ। পঙ্কজৈঃ শোভতে পম্পা সমন্তাদভিসংবৃতা।। ৬৪
চক্রবাকযুতা নিত্যং চিত্রপ্রস্থবনান্তরা। মাতঙ্গমৃগযুথৈশ্চ শোভতে সলিলার্থিভিঃ।। ৬৫
পবনাহতবেগাভিরূর্মিভির্বিমলেঽম্ভসি। পঙ্কজানি বিরাজন্তে তাড্যমানানি লক্ষ্মণ।। ৬৬
পদ্মপত্রবিশালাক্ষীং সততং প্রিয়পঙ্কজাম্। অপশ্যতো মে বৈদেহীং জীবিতং নাভিরোচতে।। ৬৭
অহো কামস্য বামত্বং যো গতামপি দুর্লভাম্। স্মারয়িষ্যতি কল্যাণীং কল্যাণতরবাদিনীম্।। ৬৮
শক্যো ধারয়িতুং কামো ভবেদভ্যাগতো ময়া। যদি ভূয়ো বসন্তো মাং ন হন্যাৎ পুষ্পিতদ্রুমঃ।। ৬৯
যানি স্ম রমণীয়ানি তয়া সহ ভবন্তি মে। তান্যেবারমণীয়ানি জায়ন্তে মে তয়া বিনা।। ৭০
পদ্মকোশ-পলাশানি দ্রষ্টুং দৃষ্টির্হি মন্যতে। সীতায়া নেত্রকোশাভ্যাং সদৃশানীতি লক্ষ্মণ।। ৭১
পদ্মকেসরসংসৃষ্টো বৃক্ষান্তরবিনিঃসৃতঃ। নিঃশ্বাস ইব সীতায়া বাতি বায়ুর্মনোহরঃ।। ৭২
সৌমিত্রে পশ্য পম্পায়া দক্ষিণে গিরিসানুষু। পুষ্পিতাং কর্ণিকারস্য যষ্টিং পরমশোভিতাং।। ৭৩

করছে।। ৫৭ ।। ঐ ভ্রমরটিও দেখছি বায়ুভরে আন্দোলিত তিলকমঞ্জরীর কাছে সহসা উড়ে যাচ্ছে। যেন কামোদ্দীপ্তা প্রেয়সীর কাছে সে গেলো!।। ৫৮ ।। কামীদের অত্যন্ত শোকবর্ধক অশোকবৃক্ষ বায়ুভরে উৎক্ষিপ্ত তার স্তবকের দ্বারা যেন আমার প্রতি তর্জন করছে।।৫৯ ।। লক্ষ্মণ, ঐ যে মঞ্জরীসহ আমগাছগুলি দেখা যাচ্ছে, তারা যেন অঙ্গরাগ মেখে আমাকে বিভ্রম দেখাবার প্রয়াস করছে।।৬০ ।। নরশ্রেষ্ঠ সৌমিত্রে, দেখো, পম্পার সুন্দর বনে কিন্নরেরা যত্র-তত্র ছড়িয়ে আছে।। ৬১ ।। লক্ষ্মণ, দেখো, জলে দিকে দিকে নবোদিত সূর্যের মতো পবিত্র গন্ধযুক্ত পদ্মগুলি! ফুটে আছে।। ৬২ ।। পম্পার জল বেশ স্বচ্ছ। শ্বেত ও নীল পদ্ম তাতে ফুটে রয়েছে। হংস এবং কারণ্ডবেরা তাতে সাঁতার কাটছে। পম্পা পুষ্প-গন্ধে সুরভিতা।। ৬৩ ।। তরুণ সূর্যের বর্ণের আভাযুক্ত পদ্মে চারদিকে সুশোভিতা হচ্ছে পম্পা। ভ্রমরের দ্বারা বিমর্দিত তাদের কেশর।। ৬৪ ।। পম্পাসরোবর চক্রবাক পাখীতে পরিপূর্ণ। রমণীয় বনভূমির মধ্যে এই হ্রদ অবস্থিত। জলপানে উৎসুক হস্তী এবং হরিণীরা দলে দলে এসে শোভাসৃষ্টি করেছে (*মাতঙ্গ—হাতী*)।। ৬৫ ।। লক্ষ্মণ, দেখো, বাতাসের বেগে নির্মলজলে ঢেউ উঠছে। ঢেউগুলি পম্পার বুকের পদ্মগুলিকে আঘাত করছে।। ৬৭ ।। যিনি অধিকতর কল্যাণের কথা বলতেন, যিনি ছিলেন কল্যাণমূর্তি, তিনি তো আজ অপহৃতা! দুষ্প্রাপ্যা! হায়, কামদেবের কি বিরূপতা! তিনি আজ তাঁকেই আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছেন।। ৬৮ ।। ফুলে-ভরা গাছ নিয়ে বসন্ত এসেছে। সে যদি আমায় আবার পীড়ন না করে তাহলে কামবেগ আমি ধারণ করতে পারবো।। ৬৯ ।। সীতা সঙ্গে থাকায় যেগুলি আমার কাছে রমণীয় মনে হতো, আজ তিনি কাছে নেই বলে সেগুলি অ-রমণীয় বোধ হচ্ছে!।। ৭০ ।। লক্ষ্মণ, ঐ পদ্মকেশরের পাপড়িগুলি দেখার জন্য আমার দৃষ্টি উৎসুক। সীতার চোখের সঙ্গে যে তাদের সাদৃশ্য রয়েছে!।। ৭১ ।। গাছপালার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসে পদ্মকেশরের সংসর্গে সুরভিত হয়ে এই বায়ু আজ প্রবাহিত হচ্ছে। এ যেন সীতার সুরভিযুক্ত নিঃশ্বাস!।। ৭২ ।। সৌমিত্রে, দেখো, পম্পার দক্ষিণে পর্বতসানুতে পুষ্পিত কর্ণিকারের কী সুন্দর একটি শাখা!।। ৭৩ ।। পর্বতরাজ ধাতুসমূহের দ্বারা যেন অধিক শোভিত!

অধিকং শৈলরাজোঽয়ং ধাতুভিস্তু বিভূষিতঃ। বিচিত্রং সৃজতে রেণুং বায়ুবেগবিঘট্টিতম্।। ৭৪
গিরিপ্রস্থাস্তু সৌমিত্রে সর্বতঃ সম্প্রপুষ্পিতৈঃ। নিষ্পত্রৈঃ সর্বতো রম্যৈঃ প্রদীপ্তা ইব কিংশুকৈঃ।। ৭৫
পম্পাতীররুহাশ্চেমে সংসিক্তা মধুগন্ধিনঃ। মালতী-মল্লিকা-পদ্ম-করবীরাশ্চ পুষ্পিতাঃ।। ৭৬
কেতক্যঃ সিন্দুবারাশ্চ বাসন্ত্যশ্চ সুপুষ্পিতাঃ। মাধব্যো গন্ধপূর্ণাশ্চ কুন্দগুল্মাশ্চ সর্বশঃ।। ৭৭
চিরিবিল্বা মধূকাশ্চ বঞ্জুলা বকুলাস্তথা। চম্পকাস্তিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ।। ৭৮
পদ্মকাশ্চৈব শোভন্তে নীলাশোকাশ্চ পুষ্পিতাঃ। লোধ্রাশ্চ গিরিপৃষ্ঠেষু সিংহকেশর-পিঞ্জরাঃ।। ৭৯
অঙ্কোলাশ্চ কুরণ্টাশ্চ চূর্ণকাঃ পারিভদ্রকাঃ। চূতাঃ পাটলয়শ্চাপি কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ।। ৮০
মুচুকুন্দার্জুনাশ্চৈব দৃশ্যন্তে গিরিসানুষু। কেতকোদ্দালকাশ্চৈব শিরীষাঃ শিংশপা ধবাঃ।। ৮১
শাল্মল্যঃ কিংশুকাশ্চৈব রক্তাঃ কুরবকাস্তথা। তিনিশা নক্তমালাশ্চ চন্দনাঃ স্যন্দনাস্তথা।। ৮২
হিন্তালাস্তিলকাশ্চৈব নাগবৃক্ষাশ্চ পুষ্পিতাঃ। পুষ্পিতান্ পুষ্পিতাগ্রাভির্লতাভিঃ পরিবেষ্টিতান্।। ৮৩
দ্রুমান্ পশ্যেহ সৌমিত্রে পম্পায়া রুচিবান্ বহূন্। বাতবিক্ষিপ্তবিটপান্ যথাসন্নান্ দ্রুমানিমান্।। ৮৪
লতাঃ সমনুবর্তন্তে মত্তা ইব বরস্ত্রিয়ঃ। পাদপাৎ পাদপং গচ্ছন্ শৈলাৎ শৈলং বনাদ্ বনম্।। ৮৫
বাতি নৈকরসাস্বাদসম্মোদিত ইবানিলঃ। কেচিৎ পর্যাপ্তকুসুমাঃ পাদপা মধুগন্ধিনঃ।। ৮৬
কেচিন্ মুকুলসংবীতাঃ শ্যামবর্ণা ইবাবভুঃ। ইদং মৃষ্টমিদং স্বাদু প্রফুল্লমিদমিত্যপি।। ৮৭
রাগরক্তো মধুকরঃ কুসুমেষ্বেবলীয়তে। নিলীয় পুনরুৎপত্য সহসান্যত্র গচ্ছতি।। ৮৮
মধুলুব্ধো মধুকরঃ পম্পাতীরদ্রুমেষ্বসৌ। ইয়ং কুসুমসংঘাতৈরুপস্তীর্ণা সুখাকৃতা।
স্বয়ং নিপতিতৈর্ভূমিঃ শয়নপ্রস্তরৈরিব। ৮৯

বায়ুবেগে তার নানারঙের ধূলো উড়ছে।। ৭৪ ।। পর্বতের প্রস্থরাজি কুসুমিত পলাশের দ্বারা শোভিত। গাছগুলিতে শুধু ফুলই আছে। পাতা নেই। তাই তাদেরকে আগুনের মতো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে *(কিংশুক—পলাশ)*।। ৭৫ ।। পম্পাতীরে জলসিক্ত মধুগন্ধী পুষ্পিত মালতী, মল্লিকা, পদ্ম এবং করবী তরুগুলি শোভা পাচ্ছে।। ৭৬ ।। দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে কেতকী, সিন্দুবার এবং বাসন্তীলতা। তারা ফুলে ফুলে ভরে আছে। দেখা যাচ্ছে সুগন্ধী মাধবী। এবং কুন্দলতা।। ৭৭ ।। দেখা যাচ্ছে চিরবিল্ব। মধুক। বঞ্জুল। বকুল। চাঁপা। তিলক ও নাগকেশর। তারা সব ফুলে ফুলে ভরে আছে।। ৭৮ ।। প্রভূত পদ্ম শোভা পাচ্ছে। নীল অশোকবৃক্ষগুলি পুষ্পিত হয়েছে। পর্বতপৃষ্ঠে সিংহের কেশরের মতো দেখাচ্ছে লোধ্রফুল-গুলিকে।। ৭৯ ।। অঙ্কোল, কুরণ্ড, চূর্ণক, পরিভদ্রক, আম্র, পাটল, কোবিদার গাছগুলি সব পুষ্পিত হয়ে আছে।। ৮০ ।। মুচকুন্দ, অর্জুন, কেতক, উদ্দালক, শিরীষ, শিংশপ এবং ধব গিরিগাত্রে শোভা পাচ্ছে।। ৮১ ।। দেখা যাচ্ছে শাল্মলী। কিংশুক। রক্ত কুরবক। তিনিশ। নক্তমাল। চন্দন এবং স্যন্দন গাছ।। ৮২ ।। ফুল ফুটেছে হিন্তাল, তিলক, নাগকেশর বৃক্ষে। গাছগুলিকে বেষ্টন করে আছে কতো রকমের লতা! লতাগুলির অগ্রভাগ ফুলে-ভরা।। ৮৩ ।। সৌমিত্রে, এইখানে দেখো, পম্পাতীরের সুন্দর তরুরাজি! বায়ুতে আন্দোলিত হচ্ছে।। ৮৪ ।। আন্দোলিত লতাগুলি সন্নিকটবর্তী গাছগুলির অনুবর্তন করছে। যেন মদমত্তা বারস্ত্রী। প্রেমিকের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে।। ৮৪½ ।। গাছ থেকে গাছে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে এবং বন থেকে বনে বায়ু প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যেন একজনের প্রেমরস আস্বাদনে সে সম্যগ্ আনন্দ পাচ্ছে না।। ৮৫½ ।। কতোগুলি গাছ প্রভূত কুসুমে শোভিত। তারা সব মধুগন্ধী।। ৮৬ ।। কতোগুলি গাছ মুকুলে ঢেকে গেছে। শ্যাম তাদের বর্ণ। এটা বেশ মিষ্টি, এটা বেশ স্বাদু, এটা বেশ ফুটেছে—এই ভেবে ভেবে অনুরক্ত মৌমাছি ফুলগুলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ঢুকে আবার বেরিয়ে এসে হঠাৎ অন্যত্র উড়ে যাচ্ছে।। ৮৭-৮৮ ।। পম্পাতীরে গাছগুলিতে ঐ মধুলুব্ধ ভ্রমর যাচ্ছে। ফুলগুলি আপনা থেকেই ঝরে পড়ে মাটিতেই যেন শয্যার চাদর বিছিয়ে দিয়েছে।। ৮৯ ।। সৌমিত্রে দেখো, পর্বতসানুতে নানারকমের

বিবিধা বিবিধৈঃ পুষ্পৈস্তৈরেব নগসানুষু। বিস্তীর্ণাঃ পীতরক্তাভাঃ সৌমিত্রে প্রস্তরাঃ কৃতাঃ।। ৯০
হিমান্তে পশ্য সৌমিত্রে বৃক্ষাণাং পুষ্পাসম্ভবম্। পুষ্পমাসে হি তরবঃ সঙ্ঘর্ষাদিব পুষ্পিতাঃ।। ৯১
আহ্বয়ন্ত ইবান্যোন্যং নগাঃ ষট্পদনাদিতাঃ। কুসুমোত্তংসবিটপাঃ শোভন্তে বহু লক্ষ্মণ।। ৯২
এষ কারণ্ডবঃ পক্ষী বিগাহ্য সলিলং শুভম্। রমতে কান্তয়া সার্দ্ধং কামমুদ্দীপয়ন্নিব।। ৯৩
মন্দাকিন্যাস্তু যদিদং রূপমেতন্মনোরমম্। স্থানে জগতি বিখ্যাতা গুণাস্তস্যা মনোরমাঃ।। ৯৪
যদি দৃশ্যতে সা সাধ্বী যদি চেহ বসেমহি। স্পৃহয়েয়ং ন শক্রায় নাযোধ্যায়ৈ রঘূত্তম।। ৯৫
নহ্যেবং রমণীয়েষু শাদ্বলেষু তয়া সহ। রমতো মে ভবেচ্চিন্তা ন স্পৃহান্যেষু বা ভবেৎ।। ৯৬
অমী হি বিবিধৈঃ পুষ্পৈস্তরবো বিবিধচ্ছদাঃ। কাননেঽস্মিন্ বিনা কান্তাং চিন্তামুৎপাদয়ন্তি মে।। ৯৭
পশ্য শীতজলাং চেমাং সৌমিত্রে পুষ্করাযুতাম্। চক্রবাকানুচরিতাং কারণ্ডবনিষেবিতাম্।। ৯৮
প্লবৈঃ ক্রৌঞ্চৈশ্চ সম্পূর্ণাং মহামৃগনিষেবিতাম্। অধিকং শোভতে পম্পা বিকূজদ্ভির্বিহঙ্গমৈঃ।। ৯৯
দীপয়ন্তীব মে কামং বিবিধা মুদিতা দ্বিজাঃ। শ্যামাং চন্দ্রমুখীং স্মৃত্বা প্রিয়াং পদ্মনিভেক্ষণাম্।। ১০০
পশ্য সানুষু চিত্রেষু মৃগীভিঃ সহিতান্ মৃগান্। মাং পুনর্মৃগশাবাক্ষ্যা বৈদেহ্যা বিরহীকৃতম্।
ব্যথয়ন্তীব মে চিত্তং সঞ্চরন্তস্ততস্ততঃ।। ১০১
অস্মিন্ সানুনি রম্যে হি মত্তদ্বিজগণাকুলে। পশ্যেয়ং যদি তাং কান্তাং ততঃ স্বস্তি ভবেন্মম।। ১০২
জীবেয়ং খলু সৌমিত্রে ময়া সহ সুমধ্যমা। সেবেত যদি বৈদেহী পম্পায়াঃ পবনং শুভম্।। ১০৩

ফুল ছড়িয়ে আছে। যেন হলুদ আর লাল রঙের চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।। ৯০ ।। দেখো, শীতের পর বসন্ত এসেছে। গাছে গাছে কতো ফুল। বসন্তঋতুতে গাছগুলি যেন পরস্পর প্রতিযোগিতা করে ফুল ফুটিয়ে চলেছে (*ঋষি কবির বসন্ত-বর্ণনা অনবদ্য। কতো বিচিত্র ফুলের নাম তাঁরা জানা। তরুতে, লতায় মানব-স্বভাব আরোপ করে ঋষি বসন্তের বর্ণনাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। পরবর্তীকালের বসন্ত-বর্ণনায় বাল্মীকির এই বর্ণনার প্রভাব লক্ষণীয়। ভারতে "না ঋষি কুরুতে কাব্যম্"—পদ্মপুরাণের উক্তি স্মরণীয়। ঋষি যিনি নয়, তিনি কাব্যরচনা করতে পারেন না। এখানে তাই ঋষি বাল্মীকির হাতে কাব্যের এই উৎকর্ষ*)।। ৯১ ।। লক্ষ্মণ, গাছগুলির শাখায় ফুল শোভা পাচ্ছে। সেখানে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছে। মনে হচ্ছে গান গেয়ে গেয়ে গাছগুলি একে অপরকে ডাকছে।। ৯২ ।। এই দেখো, কারণ্ডব পাখীটি কমনীয়দেহা পত্নীকে নিয়ে স্বচ্ছ জলে স্নান করে আমার কামভাবকে যেন উদ্দীপিত করছে।। ৯৩ ।। মন্দাকিনীর মনোরম রূপ জগতে বিখ্যাত। এইখানে রূপে গুণে পম্পারও সেইরকমেরই সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে।। ৯৪ ।। হে রঘূত্তম, সাধ্বী সীতাকে যদি দেখা যায়, আর অথবা যদি এইখানে বাস করতে পারি, তাহলে ইন্দ্রত্বও চাইনা। অযোধ্যায়ও যেতে চাই না।। ৯৫ ।। এইরকম রমণীয় তৃণভূমিতে সীতাকে নিয়ে যদি বিহার করতে পারি, তাহলে আমার আর কোনো চিন্তাই হবে না। অন্য ভোগ্যবস্তুতে বাসনাও হবে না।। ৯৬ ।। ঐ যে দেখা যাচ্ছে, ফুলে ফুলে ঢাকা পড়ে গেছে গাছগুলি। কান্তা সীতাকে ছেড়ে এই কাননে থাকছি বলেই তারা আমার চিন্তা উৎপাদন করছে।। ৯৭ ।। সৌমিত্রে, পম্পাকে দেখো। তার জল কতো শীতল! তাতে পদ্ম ফুটে আছে। চক্রবাক তাতে চরে বেড়াচ্ছে। কারণ্ডব দেখা যাচ্ছে প্রভূত।। ৯৮ ।। পম্পাতে রয়েছে অনেক ভেলা। ক্রৌঞ্চ উড়ে বেড়াচ্ছে। বড়ো বড়ো হরিণ বিচরণ করছে। পাখীরা কূজন করছে। সমধিক শোভা সব দিকে।। ৯৯ ।। পদ্মনয়না, শ্যামা, চন্দ্রমুখী আমার প্রিয়াকে আনন্দিত বিভিন্ন পক্ষী স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমার কামভাবকে করছে উদ্দীপিত।। ১০০ ।। দেখো, সুন্দর পর্বতসানুতে মৃগীদের নিয়ে মৃগেরা ইতস্ততঃ বিচরণ করছে।। ১০১ ।। এই মদমত্ত পাখীদের দ্বারা রমণীয় সানুপ্রদেশে যদি আমার কান্তা সীতাকে দেখতে পাই, তবেই আমার শান্তি।। ১০২ ।। সৌমিত্রে, সুন্দরী সীতা যদি পম্পার এই সুন্দর বায়ু আমার সঙ্গে সেবন করে, তাহলেই আমি বাঁচতে পারি।। ১০৩ ।। লক্ষ্মণ, পম্পার বনবায়ু পদ্মের সুগন্ধ বহন করে চলেছে।

পদ্মসৌগিন্ধিকবহং শিবং শোকবিনাশনম্। ধন্যা লক্ষ্মণ সেবন্তে পম্পায়া বনমারুতম্।। ১০৪
শ্যামা পদ্মপলাশাক্ষী প্রিয়া বিরহিতা ময়া। কথং ধারয়তি প্রাণান্ বিবশা জনকাত্মজা।। ১০৫
কিং নু বক্ষ্যামি ধর্মজ্ঞং রাজানং সত্যবাদিনম্। জনকং পৃষ্টসীতং তং কুশলং জনসংসদি।। ১০৬
যা মামনুগতা মন্দং পিত্রা প্রস্থাপিতং বনম্। সীতা ধর্মং সমাস্থায় ক্ব নু সা বর্ততে প্রিয়া।। ১০৭
তয়া বিহীনঃ কৃপণঃ কথং লক্ষ্মণ ধারয়ে। যা মামনুগতা রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টং বিহতচেতসম্।। ১০৮
তচ্চার্বঞ্চিতপদ্মাক্ষং সুগন্ধি শুভমব্রণম্। অপশ্যতো মুখং তস্যাঃ সীদতীব মতির্মম।। ১০৯
স্মিতহাস্যান্তরযুতং গুণবন্মধুরং হি তম্। বৈদেহ্যা বাক্যমতুলং কদা শ্রোষ্যামিলক্ষ্মণ।। ১১০
প্রাপ্য দুঃখং বনে শ্যামা মাং মন্মথবিকর্শিতম্। নষ্টদুঃখেব হৃষ্টেব সাধ্বী সাধ্বভ্যভাষত।। ১১১
কিং নু বক্ষ্যাম্যযোধ্যায়াং কৌশল্যাং হি নৃপাত্মজ। ক্ব সা স্নুষেতি পৃচ্ছন্তীং কথং চাপি মনস্বিনীম্।। ১১২
গচ্ছ লক্ষ্মণ পশ্য ত্বং ভরতং ভ্রাতৃবৎসলম্। নহ্যহং জীবিতুং শক্তস্তামৃতে জনকাত্মজাম্।। ১১৩
ইতি রামং মহাত্মানং বিলপন্তমনাথবৎ। উবাচ লক্ষ্মণো ভ্রাতা বচনং যুক্তমব্যয়ম্।। ১১৪
সংস্তম্ভ রাম ভদ্রং তে মা শুচঃ পুরুষোত্তম। নেদৃশানাং মতির্মন্দা ভবত্যকলুষাত্মনাম্।। ১১৫
স্মৃত্বা বিয়োগজং দুঃখং ত্যজ স্নেহং প্রিয়ে জনে। অতিস্নেহপরিষ্বঙ্গাদ্ বর্তিরার্দ্রাপি দহ্যতে।। ১১৬
যদি গচ্ছতি পাতালং ততোঽভ্যধিকমেব বা। সর্বথা রাবণস্তাত ন ভবিষ্যতি রাঘব।। ১১৭
প্রবৃত্তির্লভ্যতাং তাবত্তস্য পাপস্য রক্ষসঃ। ততো হাস্যতি বা সীতাং নিধনং বা গমিষ্যতি।। ১১৮

মঙ্গলপ্রদ ও শোকনাশক এই বায়ু যারা সেবন করে তারাই ধন্য।। ১০৪ ।। শ্যামা, পদ্মপলাশ-নয়না সীতা আমায় বিরহিতা অবস্থায় রয়েছেন। সেই জনকদুহিতা অবসন্না হয়ে কি করে প্রাণে বেঁচে আছেন জানি না।। ১০৫ ।। ধর্মজ্ঞ, সত্যবাদী, রাজা জনক সীতার কুশল জিজ্ঞেস করলে জনসমক্ষে আমি কি বলবো?।। ১০৬ ।। আমি বনে পিতার দ্বারা নির্বাসিত হলে যে সীতা ধর্মকে আশ্রয় করে আমার অনুগমন করেছিলেন, আমার সেই প্রিয়া এখন কোথায়?।। ১০৭ ।। আমি রাজ্য হতে ভ্রষ্ট হয়ে যখন আহতচিত্ত হয়েছিলাম, তখন যিনি আমার অনুগমন করেছিলেন, লক্ষ্মণ, তাঁকে ছেড়ে দীনভাবে কি করে আমি বেঁচে থাকবো?।। ১০৮ ।। সীতার মুখটি সুগন্ধি। সুন্দর। ব্রণরহিত। তাঁর চোখ পদ্মের মতো। তাঁর সেই মুখটি না দেখে আমার চিত্ত যেন বিষণ্ণ হচ্ছে।। ১০৯ ।। লক্ষ্মণ, স্মিতহাসির ফাঁকে ফাঁকে সীতা কথা বলতেন। অতুলনীয় গুণযুক্ত বৈদেহীর সেই মধুরবাক্য কবে আমি শুনতে পাবো?।। ১১০ ।। বনে আমি কামজনিত কষ্ট পেলে সীতা দুঃখ পেলেও যেন কষ্ট পান নি এরকম আনন্দিত-ভাব দেখিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতেন।। ১১১ ।। হে রাজপুত্র, অযোধ্যায় ফিরে গেলে মনস্বিনী মাতা কৌশল্যা যখন জিজ্ঞেস করবেন, আমার বৌমা কোথায়—তখন আমি কি বলবো?।। ১১২ ।। ভাই লক্ষ্মণ, তুমি যাও। ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে দেখো। জনকদুহিতা সীতাকে ছেড়ে আমি আর বাঁচতে পারবো না।। ১১৩ ।। মহাত্মা রাম অনাথের মতো এইরকম বিলাপ করতে থাকলে ভাই লক্ষ্মণ তাঁকে যুক্তিগর্ভ বাক্য বললেন। সেই বাক্য কখনো নষ্ট হয় না।। ১১৪ ।। হে পুরুষোত্তম রাম, আপনার মঙ্গল হোক। মনস্থির করুন। শোক করবেন না। আপনার মতো বিশুদ্ধচিত্ত মানুষের বুদ্ধি কখনো এইরকম বিষণ্ণ হয় না।। ১১৫ ।। প্রিয়জনের বিচ্ছেদে দুঃখ হয় মনে করে আপনি প্রিয়জনের প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করুন। দেখুন তেল *(স্নেহ)* বেশী দিলে পলতেও পুড়ে যায় *(রামেরও এখানে স্নেহাধিক্যের জন্য এই দুর্দশা)*।। ১১৬ ।। রাবণ যদি পাতালে কিংবা তার চেয়েও গভীরে কোথাও যায়, তাহলেও হে রাঘব, সে বিনষ্ট হবেই।। ১১৭ ।। এখন সেই পাপী রাক্ষসের বাসস্থান সন্ধান করুন। তাহলে সে সীতাকে পরিত্যাগ করবে। নৈলে ধ্বংস হয়ে যাবে।। ১১৮ ।। যদি রাবণ সীতাকে নিয়ে অসুরজননী দিতির গর্ভেও প্রবেশ করে, যদি মৈথিলী সীতাকে সে ফিরিয়ে না দেয়, তাহলে সেখানে

যদি যাতি দিতের্গর্ভং রাবণং সহ সীতয়া। তত্রাপ্যেনং হনিষ্যামি ন চেদ্দাস্যতি মৈথীলিম্।। ১১৯
স্বাস্থ্যং ভদ্রং ভজস্বার্য ত্যজ্যতাং কৃপণা মতিঃ। অর্থো হি নষ্টকার্যার্থৈরযত্নেনাধিগম্যতে।। ১২০
উৎসাহো বলবানার্য নাস্ত্যুৎসাহাৎ পরং বলম্। সোৎসাহস্য হি লোকেষু ন কিঞ্চিদপি দুর্লভম্।। ১২১
উৎসাহবন্তঃ পুরুষা নাবসীদন্তি কর্মসু। উৎসাহমাত্রমাশ্রিত্য প্রতিলপ্স্যাম জানকীম্।। ১২২
ত্যজ্যতাং কামবৃত্তত্বং শোকং সন্ন্যস্য পৃষ্ঠতঃ। মহাত্মানং কৃতাত্মানমাত্মানং নাববুধ্যসে।। ১২৩
এবং সম্বোধিতস্তেন শোকোপহতচেতনঃ। ত্যজ্য শোকঞ্চ মোহঞ্চ রামো ধৈর্যমুপাগতম্।। ১২৪
সোঽভ্যতিক্রামদব্যগ্রস্তামচিন্ত্যপরাক্রমঃ। রামঃ পম্পাং সুরুচিরাং রম্যাং পারিপ্লবদ্রুমাম্।। ১২৫
নিরীক্ষমাণঃ সহসা মহাত্মা সর্বং বনং নির্ঝর-কন্দরঞ্চ।
উদ্বিগ্নচেতাঃ সহ লক্ষ্মণেন বিচার্য দুঃখোপহতঃ প্রতস্থে।। ১২৬
তং মত্তমাতঙ্গবিলাসগামী গচ্ছন্তমব্যগ্রমনা মহাত্মা।
স লক্ষ্মণো রাঘবমিষ্টচেষ্টো ররক্ষ ধর্মেণ বলেন নৈব।। ১২৭
তাবৃষ্যমূকস্য সমীপচারী চরন্ দদর্শাদ্ভুতদর্শনীয়ৌ।
শাখামৃগাণামধিপস্তরস্বী বিতত্রসে নৈব বিচেষ্টচেষ্টাম্।। ১২৮
স তৌ মহাত্মা গজমন্দগামী শাখামৃগস্তত্র চরংশ্চরন্তৌ।
দৃষ্ট্বা বিষাদং পরমং জগাম চিন্তাপরীতো ভয়ভারভগ্নঃ।। ১২৯
তমাশ্রমং পুণ্যসুখং শরণ্যং সদৈব শাখামৃগসেবিতান্তম্।
ত্রস্তাশ্চ দৃষ্ট্বা হরয়োঽভিজগ্মুর্মহৌজসৌ রাঘব-লক্ষ্মণৌ তৌ।। ১৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে প্রথমঃ সর্গঃ।

গিয়েও আমি তাকে হত্যা করবো।। ১১৯ ।। হে আর্য, আপনি সুস্থ হোন। আপনার মঙ্গল হোক। দুর্বল বুদ্ধি ত্যাগ করুন। প্রয়োজনীয় দ্রব্য হারিয়ে গেলে যত্ন না করলে তা ফিরে পাওয়া যায় না।। ১২০ ।। আর্য, উৎসাহই পরমশক্তি। উৎসাহের চেয়ে অধিকতর শক্তি আর কোনো কিছুই নেই। উৎসাহসম্পন্ন লোকের কাছে কিছুই দুর্লভ নয়।। ১২১ ।। উৎসাহসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখনো অবসন্ন হন না। একমাত্র উৎসাহকে আশ্রয় করেই আমরা জানকীকে ফিরে পাবো।। ১২২ ।। কামজনিত শোক আপনি ত্যাগ করুন। আপনি নিজে যে মহাত্মা, বিশুদ্ধকর্মা, তা কি বুঝতে পারছেন না?।। ১২৩ ।। শোকাহতচিত্ত রামকে লক্ষ্মণ এইভাবে বোঝালেন। রাম তখন শোক এবং মোহ ত্যাগ করে প্রকৃতিস্থ হলেন।। ১২৪ ।। অচিন্তনীয় পরাক্রমী রাম ধৈর্যের সঙ্গে বায়ুভরে আন্দোলিত তরুরাজি-সমন্বিতা রমণীয়া সুশোভিতা পম্পাকে অতিক্রম করলেন।। ১২৫ ।। উদ্‌বিগ্নচিত্ত, দুঃখাহত মহাত্মা রাম তখন বিশেষ বিচার করে লক্ষ্মণসহ নির্ঝর, গুহা, বনসমূহ দেখতে দেখতে প্রস্থান করলেন।। ১২৬ ।। মত্ত মাতঙ্গের মতো বিলাসগামী লক্ষ্মণ তখন শান্তচিত্তে রামের কল্যাণসাধনে নিরত হয়ে ধর্ম এবং শক্তির দ্বারা তাঁকে রক্ষা করলেন।। ১২৭ ।। ঋষ্যমূকপর্বতের কাছে বিচরণ করতে করতে বানরদের অধিপতি বেগশালী সুগ্রীব অদ্‌ভুতদর্শন রাম -লক্ষ্মণকে দেখে ভয় পেয়ে গেলো। খাওয়া-দাওয়ার মতো অভীষ্ট কাজও ছেড়ে দিলো।। ১২৮ ।। গজের মতো দ্রুতগতিতে ঐ দু'জনকে ঘুরে বেড়াতে দেখে মহাপ্রাণ বানর সুগ্রীবও ঘুরতে ঘুরতে চিন্তাবিষ্ট হয়ে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হলো। ভয়ে ভেঙে পড়লো।। ১২৯ ।। বানরেরা ঐ মতঙ্গাশ্রমকে পুণ্যস্থান এবং সুখের জায়গা ভেবে বাস করতে আরম্ভ করেছিলো। মহাতেজস্বী রাম ও লক্ষ্মণকে দেখে তারা ভয়ে অন্যত্র চলে গেলো।। ১৩০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের প্রথম (১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।।

রাম-লক্ষ্মণদর্শনেন সুগ্রীবস্য বানরাণাঞ্চ ভীতিঃ হনুমতাঽভয়দানম্, রাম-লক্ষ্মণয়োঃ পরিচয়ং জ্ঞাতুকামেন সুগ্রীবেণ তয়োঃ সমীপে হনুমতঃ পেরণঞ্চ।

তৌ তু দৃষ্ট্বা মহাত্মানৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। বরায়ুধ-ধরৌ বীরৌ সুগ্রীবঃ শঙ্কিতোঽভবৎ।। ১
উদ্বিগ্নহৃদয়ঃ সর্বা দিশঃ সমবলোকয়ন্। ন ব্যতিষ্ঠত কস্মিংশ্চিদ্দেশে বানরপুঙ্গবঃ।। ২
নৈব চক্রে মনঃ স্থাতুং বীক্ষমাণৌ মহাবলৌ। কপেঃ পরমভীতস্য চিত্তং ব্যবসসাদ হ।। ৩
চিন্তয়িত্বা স ধর্মাত্মা বিমৃষ্য গুরুলাঘবম্। সুগ্রীবঃ পরমোদ্বিগ্নঃ সর্বৈস্তৈর্বানরৈঃ সহ।। ৪
ততঃ স সচিবেভ্যস্তু সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ। শশংস পরমোদ্বিগ্নঃ পশ্যংস্তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ৫
এতৌ বনমিদং দুর্গং বালিপ্রণিহিতৌ ধ্রুবম্। ছদ্মনা চীরবসনৌ প্রচরন্তাবিহাগতৌ।। ৬
ততঃ সুগ্রীবসচিবা দৃষ্ট্বা পরমধন্বিনৌ। জগ্মুর্গিরিতটাত্তস্মাদন্যচ্ছিখরমুত্তমম্।। ৭
তে ক্ষিপ্রমভিগম্যাথ যূপথা যূথপর্যভম্। হরয়ো বানরশ্রেষ্ঠং পরিবার্যোপতস্থিরে।। ৮
এবমেকায়নগতাঃ প্লবমানা গিরেগির্রিম্। প্রকম্পয়ন্তো বেগেন গিরীণাং শিখরাণি চ।। ৯
ততঃ শাখামৃগাঃ সর্বে প্লবমানা মহাবলাঃ। বভঞ্জুশ্চ নগাংস্তত্র পুষ্পিতান্ দুর্গমাশ্রিতান্।। ১০
আপ্লবন্তো হরিবরাঃ সর্বতস্তং মহাগিরিম্। মৃগ-মার্জার-শার্দূলাংস্ত্রাসয়ন্তো যযুস্তদা।। ১১
ততঃ সুগ্রীবসচিবাঃ পর্বতেন্দ্রে সমাহিতাঃ। সংগম্য কপিমুখ্যেন সর্বে প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ।। ১২
ততস্তু ভয়সন্ত্রস্তং বালিকিল্বিষশঙ্কিতম্। উবাচ হনুমান্ বাক্যং সুগ্রীবং বাক্যকোবিদঃ।। ১৩
সম্ভ্রমস্ত্যজ্যতামেষ সর্বৈর্বালিকৃতে মহান্। মলয়োঽয়ংগিরিবরো ভয়ং নেহাস্তি বালিনঃ।। ১৪

দ্বিতীয় (২) সর্গ

রাম-লক্ষ্মণকে দেখে বানরদের ভয়। হনুমানের দ্বারা অভয়দান। রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় জানার জন্য সুগ্রীবের দ্বারা তাঁদের কাছে হনুমানকে প্রেরণ।

শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারী সেই দুই ভাই রাম আর লক্ষ্মণকে দেখে সুগ্রীব শঙ্কিত হলো।। ১ ।। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব উদ্‌বিগ্নচিত্তে সব দিকে তাকাতে তাকাতে চলেছে। কোথাও বেশীক্ষণ থাকছে না।। ২ ।। মহাবলশালী সেই দু'জনকে দেখে এক জায়গায় মনস্থির করে থাকতে পারছে না। অত্যন্ত ভীত সেই বানরের চিত্ত অবসন্ন হয়ে গেলো।। ৩ ।। ধর্মাত্মা সুগ্রীব। ভালোমন্দ চিন্তা করে বানরদের নিয়ে অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়লো।। ৪ ।। রাম-লক্ষ্মণকে দেখে অত্যন্ত উদ্‌বেগের সঙ্গে অমাত্যদেরকে বললো—।। ৫ ।। নিশ্চয়ই বালি এই দু'জনকে দুর্গম এই বনে পাঠিয়েছে। ছদ্মবেশে চীর-বসনে ঘুরতে ঘুরতে এরা এখানে এসেছে *(প্রচরন্তৌ+ইহ+আগতৌ—প্রচরন্তাবিহাগতৌ)*।।৬ ।। এবার সুগ্রীবের অমত্যেরা বিশাল সেই ধনুর্ধরধারীদের দেখে ঐ পাহাড়ের সানুদেশ থেকে অন্য একটি পর্বত শিখরে গেলো।। ৭ ।। যূথরক্ষক বানরেরা ত্বরিদ্‌গতিতে গিয়ে যূথপতি বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে বেষ্টন করে দাঁড়ালো।। ৮ ।। এইভাবে বানরেরা একইরকম গতি-গ্রহণ করে পর্বতশিখরগুলিকে কাঁপিয়ে এক পর্বতে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে লাগলো। *(প্লবমানা—লাফিয়ে চলা বানর)*।। ৯ ।। তারপর মহাশক্তিশালী বানরেরা দুর্গমস্থানে স্থিত ফুলে-ভরা গাছগুলি তছনছ করে ভেঙে ফেললো।। ১০ ।। ঐ বানরমুখ্যেরা মহাপর্বতের সবদিকেই হরিণ, বিড়াল, বাঘ—সবাইকে ত্রস্ত করে চলতে লাগলো।। ১১ ।। সুগ্রীবের সচিবেরা সবাই এবার পর্বতরাজ্যে গিয়ে বানরাধিপতি সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হয়ে একাগ্রচিত্তে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো।। ১২ ।। বালির পাপে শঙ্কিত, ভয়ে ত্রস্ত সুগ্রীবকে বাক্যবিশারদ হনুমান বললেন—।। ১৩ ।। বালির কারণে যে ভয়, আপনারা সকলে তা ত্যাগ করুন। এটি হচ্ছে পর্বতশ্রেষ্ঠ মলয়। বালির দিক থেকে এখানে কোনো ভয় নেই।। ১৪।।

যস্মাদুদ্বিগ্নচেতাস্ত্বং বিদ্রুতো হরিপুঙ্গব। তং ক্রূরদর্শনং ক্রূরং নেহ পশ্যামি বালিনম্।। ১৫
যস্মাত্তব ভয়ং সৌম্যং পূর্বজাৎ পাপকর্মণঃ। স নেহ বালী দুষ্টাত্মা নতে পশ্যাম্যহং ভয়ম্।। ১৬
অহো শাখামৃগত্বং তে ব্যক্তমেব প্লবঙ্গম। লঘুচিত্ততয়াত্মানং ন স্থাপয়সি যো মতৌ।। ১৭
বুদ্ধিবিজ্ঞানসম্পন্ন ইঙ্গিতৈঃ সর্বমাচর। নহ্যবুদ্ধিং গতোরাজা সর্বভূতানি শাস্তি হি।। ১৮
সুগ্রীবস্তু শুভং বাক্যং শ্রুত্বা সর্বং হনুমতঃ। ততঃ শুভতরং বাক্যং হনুমন্তমুবাচ হ।। ১৯
দীর্ঘবাহূ বিশালাক্ষৌ শর-চাপাসিধারিণৌ। কস্য ন স্যাদ্ভয়ং দৃষ্ট্বা হ্যেতৌ সুরসুতোপমৌ।। ২০
বালিপ্রণিহিতাবেব শঙ্কেঽহং পুরুষোত্তমৌ। রাজানো বহুমিত্রাশ্চ বিশ্বাসো নাত্র হি ক্ষমঃ।। ২১
অরয়শ্চ মনুষ্যেণ বিজ্ঞেয়াশ্ছদ্মচারিণঃ। বিশ্বস্তানামবিশ্বস্তাশ্ছিদ্রেষু প্রহরন্ত্যপি।। ২২
কৃত্যেষু বালী মেধাবী রাজানো বহুদর্শিনঃ। ভবন্তি পরহন্তারস্তে জ্ঞেয়াঃ প্রাকৃতৈর্নরৈঃ।। ২৩
তৌ ত্বয়া প্রাকৃতেনেব গত্বা জ্ঞেয়ৌ প্লবঙ্গম। ইঙ্গিতানাং প্রকারৈশ্চ রূপব্যাভাষণেন চ।। ২৪
লক্ষয়স্ব তয়োর্ভাবং প্রহৃষ্টমনসৌ যদি। বিশ্বাসয়ন্ প্রশংসাভিরিঙ্গিতৈশ্চ পুনঃ পুনঃ।। ২৫
মমৈবাভিমুখং স্থিত্বা পৃচ্ছ ত্বং হরিপুঙ্গব। প্রয়োজনং প্রবেশস্য বনস্যাস্য ধনুর্ধরৌ।। ২৬
শুদ্ধাত্মানৌ যদি ত্বেতৌ জানীহি ত্বং প্লবঙ্গম। ব্যাভাষিতৈর্বা রূপৈর্বা বিজ্ঞেয়া দুষ্টতানয়োঃ।। ২৭
ইত্যেবং কপিরাজেন সন্দিষ্টো মারুতাত্মজঃ। চকার গমনে বুদ্ধিং যত্র তৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ২৮
তথেতি সম্পূজ্য বচস্তু তস্য কপেঃ সুভীতস্য দুরাসদস্য।
মহানুভাবো হনুমান্ যযৌ তদা স যত্র রামোঽতিবলী সলক্ষ্মণঃ।। ২৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

হে বানরশ্রেষ্ঠ, যার কাছ থেকে আশঙ্কা করে আপনি পালিয়ে যেতে মনস্থ করেছেন, সেই নিষ্ঠুরদর্শন ও নিষ্ঠুরকর্মা বালিকে তো আমি এখানে দেখছিনা।। ১৫ ।। হে সৌম্য, পাপকর্মা আপনার যে বড়ো ভাইয়ের জন্য আপনার ভয়, সেই দুষ্টাত্মা বালি এখানে নেই। তাই আপনার ভয়ের কোনো কারণ আমি দেখছি না।। ১৬ ।। হে বানর, হায়, নিজের শাখামৃগত্ব তথা বানরত্বই আপনি এখানে প্রকাশ করছেন। চিত্তের চাঞ্চল্যের জন্য আপনি সদ্‌বুদ্ধিতে নিজেকে স্থাপন করতে পারছেন না।। ১৭ ।। বুদ্ধি এবং বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন আপনি। ইঙ্গিতের দ্বারাই সব কাজ সম্পন্ন করুন। বুদ্ধিহীন রাজারা প্রাণীকে শাসন করতে পারেন না।। ১৮ ।। সুগ্রীব হনুমানের মঙ্গলকর এই বাক্য শুনে তাকে অধিকতর মঙ্গলময় বাক্যে বললো—।। ১৯ ।। ঐ দু'জন দীর্ঘবাহু। চোখ তাঁদের বিশাল। ধনু, বাণ আর তরবারি তাঁরা ধারণ করে আছেন। দেবপুত্রের মতো এঁরা। এঁদের দু'জনকে দেখলে কার না ভয় হয়?।।২০ ।। আমার সন্দেহ হচ্ছে, এই উত্তম দুই পুরুষকে বালিই পাঠিয়েছেন। রাজাদের বহু বন্ধু থাকে। এদের ওপর আমাদের বিশ্বাস রাখা ঠিক হবে না।।২১ ।। বিশ্বাসের অযোগ্য শত্রুরা ছদ্মবেশে এসে, যারা বিশ্বাস করে তাদের ছিদ্র দেখে প্রহার করে। তাদেরকে জেনে রাখা উচিত।। ২২ ।। বালি কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানী। রাজারা অনেককিছু জানেন। যাঁরা শত্রুকে ধ্বংস করতে জানেন সাধারণ মানুষের চর নিযুক্ত করে তাঁদের অভিপ্রায় জেনে নিতে হবে।। ২৩ ।। হে বানর, তুমি সাধারণভাবে ঐ দু'জনের কাছে গিয়ে ইঙ্গিত, আকার, প্রকার এবং কথার দ্বারা তাঁদের অভিপ্রায় জেনে নাও।। ২৪ ।। ইঙ্গিত ও বারংবার প্রশংসার দ্বারা তাঁদের দু'জনকে তুষ্ট করে তাদের অভিপ্রায় সম্যগ্‌ভাবে জানো।। ২৫ ।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, আমার হয়ে ধনুর্ধর সেই দু'জনকে তুমি জিজ্ঞেস করো, এই বনে তাঁদের প্রবেশের প্রয়োজন কি?।।২৬ ।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি যদি এই দু'জনকে পবিত্রচিত্ত বলে জানতে পারো, তাহলে কথাবার্তা বা রূপের দ্বারা তারা যে দুষ্ট নন, তা ভালোভাবে জেনে নাও।। ২৭ ।। কপিরাজ সুগ্রীবের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে বায়ুপুত্র হনুমান যেখানে রাম-লক্ষ্মণ রয়েছেন সেখানে যেতে মনঃস্থ করলেন।। ২৮ ।। 'তাই হবে'—এইকথা বলে মহানুভব হনুমান সুগ্রীবের ভীত এবং দুর্জয় বাক্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত করে লক্ষ্মণসহ অতি বলশালী রাম যেখানে বাস করছেন সেখানে চলে গেলেন।। ২৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের দ্বিতীয় (২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।।

হনুমতা রাম-লক্ষ্মণসমীপে তয়োর্বনাগমনকারণজিজ্ঞাসা, স্বস্য সুগ্রীবস্য চ পরিচয়দানম্, শ্রীরামেণ তস্য বাক্যস্য প্রশংসা, তেন সহালপনায় লক্ষ্মণং প্রতি আদেশঃ, রামানুজ্ঞয়া হনুমতা সহ লক্ষ্মণস্যালাপঃ, তেন হনুমত আনন্দশ্চ।

বচো বিজ্ঞায় হনুমান্ সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ। পর্বতাদৃষ্যমূকাত্তু পুপ্লুবে যত্র রাঘবৌ।। ১
কপিরূপং পরিত্যজ্য হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। ভিক্ষুরূপং ততো ভেজে শঠবুদ্ধিতয়া কপিঃ।। ২
ততশ্চ হনুমান্ বাচা শ্লক্ষ্ণয়া সুমনোজ্ঞয়া। বিনীতবদুপাগম্য রাঘবৌ প্রণিপত্য চ।। ৩
আবভাষে চ তৌ বীরৌ যথাবৎ প্রশশংস চ। সম্পূজ্য বিধিবদ্ বীরৌ হনুমান্ বানরোত্তমঃ।। ৪
উবাচ কামতো বাক্যং মৃদু সত্যপরাক্রমৌ। রাজর্ষিদেবপ্রতিমৌ তাপসৌ সংশিতব্রতৌ।। ৫
দেশং কথমিমং প্রাপ্তৌ ভবন্তৌ বরবর্ণিনৌ। ত্রাসয়ন্তৌ মৃগগণানন্যাংশ্চ বনচারিণঃ।। ৬
পম্পাতীররুহান্ বৃক্ষান্ বীক্ষমাণৌ সমন্ততঃ। ইমাং নদীং শুভজলাং শোভয়ন্তৌ তরস্বিনৌ।। ৭
ধৈর্যবন্তৌ সুবর্ণাভৌ কৌ যুবাং চীরবাসসৌ। নিঃশ্বসন্তৌ বরভুজৌ পীড়য়ন্তাবিমাঃ প্রজাঃ।। ৮
সিংহবিপ্রেক্ষিতৌ বীরৌ মহাবলপরাক্রমৌ। শক্রচাপনিভে চাপে গৃহীত্বা শত্রুনাশনৌ।। ৯
শ্রীমন্তৌ রূপসম্পন্নৌ বৃষভশ্রেষ্ঠবিক্রমৌ। হস্তিহস্তোপমভুজৌ দ্যুতিমন্তৌ নরর্ষভৌ।। ১০
প্রভয়া পর্বতেন্দ্রোঽসৌ যুবয়োরবভাসিতঃ। রাজ্যার্হাবমরপ্রখ্যৌ কথং দেশমিহাগতৌ।। ১১

তৃতীয় (৩) সর্গ

হনুমান কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণকে বনাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা। নিজের এবং সুগ্রীবের পরিচয়দান। শ্রীরাম কর্তৃক তাঁর বাক্যের প্রশংসা। তাঁর সঙ্গে আলাপের জন্য লক্ষ্মণকে আদেশদান। রামের আদেশে হনুমানের সঙ্গে লক্ষ্মণের আলাপ। তাতে হনুমানের আনন্দ।

মহাপ্রাণ সুগ্রীবের বাক্য মেনে হনুমান ঋষ্যমূকপর্বত থেকে সেখানেই লাফিয়ে চলে গেলেন যেখানে রঘুবংশধর দু'জন রয়েছেন।। ১ ।। পবনপুত্র হনুমান। ছল করে বুদ্ধির সঙ্গে বানরের-রূপ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী ভিক্ষুর রূপধারণ করলেন।। ২ ।। বিনম্রভাবে তিনি রঘুবংশধর দু'জনকে প্রণাম করে অত্যন্ত মনোরম মধুরভাষায় বাক্যালাপ করলেন।। ৩ ।। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সেই বীর দু'জনকে বিধি অনুসারে পূজা করলেন। প্রশংসা করলেন।। ৪ ।। ইচ্ছানুসারে মৃদুবাক্যে বললেন, আপনারা দু'জন দেখছি সত্যনিষ্ঠ। অথচ পরাক্রমী। আপনারা রাজর্ষির মতো। দেবতুল্য। ব্রতে যুক্ত হয়ে আপনারা তপস্বী।। ৫ ।। আপনারা উভয়ে দেখতে কী সুন্দর! হঠাৎ কেন এই দেশে এলেন? কেনই বা বনচারী হরিণ আর অন্য জন্তুদের ভয় -উৎপাদন করছেন?।। ৬ ।। পম্পাতীরের চারদিকের তরুরাজিকে দেখছেন। এই শুভজলা নদীকে দেখছেন। সবেগে আপনারা চলছেন। এই বনভূমিতে আপনারা বেশ শোভা পাচ্ছেন।। ৭ ।। আপনারা দু'জনে ধৈর্যশীল। সোনার মতো আপনাদের বর্ণ। বল্কল-বাস আপনাদের পরিধানে। আপনারা দু'জন কে? দীর্ঘবাহু নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে এই বনবাসীদের আপনারা পীড়ন করছেন।। ৮ ।। আপনাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে সিংহের মতো। মহাবলশালী পরাক্রমী আপনারা। বীর। ইন্দ্রের মতো ধনুধারণ করে আপনারা শত্রুবিনাশে সমর্থ দেখছি।। ৯ ।। কী সুন্দর আপনাদের রূপ! আপনারা কান্তিমান। শ্রেষ্ঠ বৃষের মতো আপনাদের বিক্রম একাগ্র। হাতীর শুঁড়ের মতো আপনাদের বাহু দু'টি। দীপ্তিমান আপনারা। দু'জনকে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলেই মনে হয়।। ১০ ।। আপনাদের দু'জনের দেহের দীপ্তিতে ঐ পর্বতরাজ ঋষ্যমূক উদ্ভাসিত। আপনারা দেবতুল্য। রাজ্যে রাজা হবার যোগ্য। এই দেশে কি কারণেই বা এলেন?।। ১১ ।। হে বীরযুগল, পদ্মের পাপড়ির মতো আপনাদের চোখ। একে অপরের যোগ্য আপনারা। যেন দেবলোক

পদ্মপত্রেক্ষণৌ বীরৌ জটামণ্ডলধারিণৌ। অন্যোন্যসদৃশৌ বীরৌ দেবলোকাদিহাগতৌ।। ১২
যদৃচ্ছয়েব সম্প্রাপ্তৌ চন্দ্র-সূর্যৌ বসুন্ধরাম্। বিশালবক্ষসৌ বীরৌ মানুষৌ দেবরূপিণৌ।। ১৩
সিংহস্কন্ধৌ মহোৎসাহৌ সমদাবিব গোবৃষৌ। আয়তাশ্চ সুবৃত্তাশ্চ বাহবঃ পরিঘোপমাঃ।। ১৪
সর্বভূষণভূষার্হাঃ কিমর্থং ন বিভূষিতাঃ। উভৌ যোগ্যাবহং মন্যে রক্ষিতুং পৃথিবীমিমাম্।। ১৫
সসাগরবনাং কৃৎস্নাং বিন্ধ্যমেরুবিভূষিতাম্। ইমে চ ধনুষী চিত্রে শ্লক্ষ্ণে চিত্রানুলেপনে।। ১৬
প্রকাশেতে যথেন্দ্রস্য বজ্রে হেমবিভূষিতে। সম্পূর্ণাশ্চ শিতৈর্বাণৈস্তূণাশ্চ শুভদর্শনাঃ।। ১৭
জীবিতান্তকরৈর্ঘোরৈ র্জ্বলদ্ভিরিব পন্নগৈঃ। মহাপ্রমাণৌ বিপুলৌ তপ্তহাটকভূষণৌ।। ১৮
খড়্গাবেতৌ বিরাজেতে নির্মুক্তভুজগাবিব। এবং মাং পরিভাষন্তং কস্মাদ্ বৈ নাভিভাষতঃ।। ১৯
সুগ্রীবো নাম ধর্মাত্মা কশ্চিদ্ বানরপুঙ্গবঃ। বীরো বিনিকৃতো ভ্রাত্রা জগদ্ভ্রমতিদুঃখিতঃ।। ২০
প্রাপ্তোঽহং প্রেষিতস্তেন সুগ্রীবেণ মহাত্মনা। রাজ্ঞা-বানরমুখ্যানাং হনুমান্ নাম বানরঃ।। ২১
যুবাভ্যাং স হি ধর্মাত্মা সুগ্রীব সখ্যমিচ্ছতি। তস্য মাং সচিবং বিত্তং বানরং পবনাত্মজম্।। ২২
ভিক্ষুরূপপ্রতিচ্ছন্নং সুগ্রীবপ্রিয়কারণাৎ। ঋষ্যমূকাদিহ প্রাপ্তং কামগং কামচারিণম্।। ২৩
এবমুক্ত্বা তু হনুমাংস্তৌ বীরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। বাক্যজ্ঞো বাক্যকুশলঃ পুনর্নোবাচ কিঞ্চন।। ২৪
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ। প্রহৃষ্টবদনঃ শ্রীমান্ ভ্রাতরং পার্শ্বতঃ স্থিতম্।। ২৫
সচিবোঽয়ং কপীন্দ্রস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ। তমেব কাঙ্ক্ষমাণস্য মমান্তিকমিহাগতঃ।। ২৬
তমভ্যভাষ সৌমিত্রে সুগ্রীবসচিবং কপিম্। বাক্যজ্ঞং মধুরৈর্বাক্যৈঃ স্নেহযুক্তমরিন্দমম্।। ২৭

থেকে দু'জন বীর এখানে নেমে এসেছেন!।। ১২ ।। যেন চন্দ্র এবং সূর্য ইচ্ছে করে আকাশ থেকে ধরার বুকে নেমে এসেছে! বিশাল আপনাদের বক্ষ! আপনারা যেন দেবরূপী দু'টি মানুষ।। ১৩ ।। স্কন্ধ আপনাদের সিংহের মতো। মহা উৎসাহসম্পন্ন আপনারা। মদমত্ত বৃষের মতো আপনারা গর্বান্বিত। আপনাদের বাহুগুলি বেশ প্রসারিত। এবং গোলাকার। যেন দরজার বিরাট পরিঘ *(পরিঘ—দরজার বড়ো খিল বা বার)*।। ১৪ ।। আপনারা তো সকল প্রকার অলঙ্কারের যোগ্য। অথচ কেন অলঙ্কার পরেন নি? মনে করি, এই পৃথিবীকে রক্ষা করার যোগ্য আপনারা দু'জন।। ১৫ ।। সমগ্রা সেই পৃথিবী সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বনশোভিত। এবং বিন্ধ্য ও মেরুপর্বতের দ্বারা বিভূষিত। আপনাদের এই ধনু দু'টি সুন্দর। এবং চিত্রিত।।১৬।। ইন্দ্রের স্বর্ণভূষিত বজ্রের মতো শোভা পাচ্ছে আপনার এই ধনু দু'টি। তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা পরিপূর্ণ আপনাদের তূণগুলি। দেখতে সুন্দর।। ১৭ ।। বাণগুলি প্রাণঘাতী। জ্বলন্ত সর্পের মতো ভীষণ। বিশাল-প্রমাণ, বিরাট এবং তপ্তসোনায় মোড়া...।। ১৮ ।। আপনাদের এই খড়্গ দু'টি খোলসহীন সাপের মতো চকচক করছে। আমি আপনাদের এইরকম বলছি, অথচ আপনারা কোনো উত্তর দিচ্ছেন না কেন?।। ১৯ ।। শুনুন। ধর্মপ্রাণ সুগ্রীব হলেন বানরদের মধ্যে একজন প্রধান। ভাইয়ের দ্বারা বহিষ্কৃত হয়ে অতি দুঃখে জগতে ভ্রমণে বেরিয়েছেন।। ২০ ।। বানরশ্রেষ্ঠদের রাজা মহাত্মা সুগ্রীব আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি জাতিতে বানর। হনুমান আমার নাম।।২১ ।। ধর্মাত্মা সুগ্রীব আপনাদের দু'জনের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করতে চান। আমি পবনপুত্র। আমাকে সুগ্রীবের মন্ত্রীরূপেই জানুন।। ২২ ।। আমি ইচ্ছামতো রূপধারণ করতে পারি। ইচ্ছামতো চলতেও পারি। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সুগ্রীবের প্রিয়কর্ম সাধনের জন্যেই ঋষ্যমূক থেকে এখানে এসেছি।। ২৩ ।। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করে যিনি কথা বলতে জানেন, সেই বাক্যকুশল হনুমান বীর রাম ও লক্ষ্মণকে এই অবধি বলে থামলেন।। ২৪ ।। তাঁর এই কথা শুনে শ্রীমান রাম আনন্দোজ্জ্বল মুখে পাশে দাঁড়ালেন। ভাই লক্ষ্মণকে বললেন—।। ২৫ ।। আমি যাঁর আকাঙ্ক্ষা করছিলাম বানরপতি সেই মহাত্মা সুগ্রীবের মন্ত্রী ইনি। আমার কাছে এসেছেন।। ২৬ ।। সৌমিত্রেঃ সুগ্রীবের সচিব, শত্রুদমনকারী, বাক্যজ্ঞ স্নেহশীল এই বানরের সঙ্গে মধুরবাক্য তুমি বলো—।। ২৭ ।।

নানৃগ্‌বেদবিনীতস্য নাযজুর্বেদধারিণঃ। নাসামবেদবিদুষঃ শক্যমেবং বিভাষিতুম্।। ২৮
নূনং ব্যাকরণং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্। বহুব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্।। ২৯
ন মুখে নেত্রয়োশ্চাপি ললাটে চ ভ্রুবোস্তথা। অন্যেষ্বপি চ সর্বেষু দোষঃ সংবিদিতঃ ক্বচিৎ।। ৩০
অবিস্তরমসংদিগ্ধমবিলম্বিতমব্যথম্। উরঃস্থং কণ্ঠগং বাক্যং বর্ততে মধ্যমস্বরম্।। ৩১
সংস্কারক্রমসম্পন্নামদ্রুতামবিলম্বিতাম্। উচ্চারয়তি কল্যাণীং বাচং হৃদয়হর্ষিণীম্।। ৩২
অনয়া চিত্রয়া বাচা ত্রিস্থানব্যঞ্জনস্থয়া। কস্য নারাধ্যতে চিত্তমুদ্যতাসেররেরপি।। ৩৩
এবং বিধো যস্য দূতো ন ভবেৎ পার্থিবস্য তু। সিধ্যন্তি হি কথং তস্য কার্যাণাং গতয়োঽনঘ।। ৩৪
এবং গুণগণৈর্যুক্তা যস্য স্যুঃ কার্যসাধকাঃ। তস্য সিধ্যন্তি সর্বেঽর্থাদূতবাক্যপ্রচোদিতাঃ।। ৩৫
এবমুক্তস্তু সৌমিত্রিঃ সুগ্রীবসচিবং কপিম্। অভ্যভাষত বাক্যজ্ঞো বাক্যজ্ঞং পবনাত্মজম্।। ৩৬
বিদিতা নৌ গুণা বিদ্বন্ সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ। তমেব চাবাং মার্গাবঃ সুগ্রীবং প্লবগেশ্বরম্।। ৩৭
যথা ব্রবীষি হনুমন্ সুগ্রীববচনাদিহ। তত্তথা হি করিষ্যাবো বচনাত্তব সত্তম।। ৩৮
তত্তস্য বাক্যং নিপুণং নিশম্য প্রহৃষ্টরূপঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ।
মনঃ সমাধায় জয়োপপত্তৌ সখ্যং তদা কর্তুমিয়েষ তাভ্যাম্।। ৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

ঋগ্‌বেদ যিনি শিক্ষিত নন, যজুর্বেদ যিনি অধিগত করেন নি, সামবেদে যিনি বিদ্বান্ নন, তিনি কখনো এইরকম কথা বলতে পারেন না *(হনুমানের বৈদগ্ধ্য লক্ষণীয়। তিনি বেদত্রয়ে অভিজ্ঞ—রামের সাক্ষ্য। বানরেরা হলো সুশিক্ষিত ও সুসভ্য গিরিজনবাসী)*।। ২৮ ।। সমগ্র ব্যাকরণ নিশ্চয়ই ইনি বহুভাবে পড়েছেন। বহুকথা বললেন তবু ইনি একটিও অপশব্দ ব্যবহার করেন নি *(সংস্কৃত যে সর্বজনের তথা শিষ্টজনের কথা ভাষা ছিলো হনুমানের বাক্য এবং রামের সাক্ষ্যে তা প্রমাণিত)*।। ২৯ ।। ইনি যখন কথা বলছিলেন, তখন তাঁর মুখে, চোখে, ললাটে, ভ্রূ-যুগলে, এমন কি অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনো বিকৃতি দেখা যায়নি *(সংস্কৃত ভাষা এঁর রক্তেই মিশে আছে। তাই অবলীলাক্রমে দেবভাষা বলার ক্ষেত্রে কোনো কৃত্রিমতা নেই)*।। ৩০ ।। ইনি যখন কথা বললেন, তাতে বাড়িয়ে-বলা কিছু নেই। অর্থে কোথাও সন্দেহ নেই। টেনে টেনে কথা বলেন নি। উচ্চারণে আড়ষ্টভাব নেই কোথাও। বক্ষ এবং কণ্ঠ থেকে মধ্যমস্বরে ইনি বাক্য বললেন।। ৩১ ।। ইনি যে কল্যাণকর বাক্য উচ্চারণ করলেন, তাতে রয়েছে ব্যাকরণের সংস্কার। পদবিন্যাসে ক্রম সুরক্ষিত হয়েছে। অশোভনভাবে টেনে টেনে না বলে যথাযথভাবে উচ্চারণ করেছেন শব্দরাজি। এঁর বাক্য হৃদয়ে অদ্‌ভুত আনন্দ দিয়েছে।। ৩২ ।। হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্ধা—ঐ তিনস্থানে উচ্চারিত এই সুন্দর বাক্যে কার চিত্তই না প্রসন্ন হয়? যে শত্রু উদ্যত তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে আসছে, সেও এই মনোহর বাক্য শুনলে প্রসন্ন হয়ে পড়বে *(উদাতাসেঃ+আরঃ+অপি—উদ্যতাসেররেরপি। অরি—শত্রু)*।। ৩৩ ।। হে নিষ্‌পাপ লক্ষ্মণ, যে রাজার এইরকমের দূত না থাকে তাঁর কার্যাবলী কিভাবে সিদ্ধ হবে?।। ৩৪ ।। এই রকমের বহুগুণযুক্ত কার্যসাধক দূত যাঁর আছে, সেই দূতের বাক্য দ্বারাই তাঁর সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে যায়।।৩৫ ।। লক্ষ্মণকে রাম এইরকম বললে, বাক্যজ্ঞ লক্ষ্মণ সুগ্রীবের মন্ত্রী বাক্যজ্ঞ হনুমানকে বললেন—।। ৩৬ ।। হে বিদ্বন্, মহাত্মা সুগ্রীবের গুণরাজি আমরা দু'জনে জেনেছি। আমরা উভয়ে সেই বানররাজ সুগ্রীবকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।। ৩৭ ।। হে হনুমন্, সুগ্রীবের কথানুসারে এখানে আপনি বললেন, হে সজ্জন-প্রধান, আপনার কথায় আমরা তাই করবো।। ৩৮ ।। পবনপুত্র বানরমুখ্য হনুমান তাঁর সেই নিপুণ বাক্য শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি সুগ্রীবের জয়লাভ বিষয়ে মনোনিবেশ করে তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বস্থাপনের ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন।। ৩৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের তৃতীয় (৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্থঃ সর্গঃ ।।

লক্ষ্মণেন হনুমৎসমীপে শ্রীরামস্য বনাগমনবৃত্তান্তস্য সীতাহরণবৃত্তান্তস্য চ বর্ণনম্, সীতোদ্ধারায় সুগ্রীবস্য সহায়তাপ্রয়োজনকথনম্, হনুমতা তত্রাশ্বাসদানম্, ভ্রাতৃদ্বয়ং সংবাহ্য সুগ্রীবসমীপে হনুমতো গমনঞ্চ।

ততঃ প্রহৃষ্টো হনুমান্ কৃত্যবানিতি তদ্বচঃ। শ্রুত্বা মধুরভাবঞ্চ সুগ্রীবং মনসা গতঃ।। ১
ভাব্যো রাজ্যাগমস্তস্য সুগ্রীবস্যমহাত্মনঃ। যদয়ং কৃত্যবান্ প্রাপ্তঃ কৃত্যং চৈতদুপাগতম্।। ২
ততঃ পরমসংহৃষ্টো হনুমান্ প্লবগোত্তমঃ। প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং রামং বাক্যবিশারদঃ।। ৩
কিমর্থং ত্বং বনং ঘোরং পম্পাকাননমণ্ডিতম্। আগতঃ সানুজো দুর্গং নানাব্যালমৃগযুতম্।। ৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণো রামচোদিতঃ। আচচক্ষে মহাত্মানং রামং দশরথাত্মজম্।। ৫
রাজা দশরথো নাম দ্যুতিমান্ ধর্মবৎসলঃ। চাতুর্বর্ণ্যং স্বধর্মেণ নিত্যমেবাভিপালয়ন্।। ৬
ন দ্বেষ্টা বিদ্যতে তস্য স তু দ্বেষ্টি ন কঞ্চন। স তু সর্বেষু ভূতেষু পিতামহ ইবাপরঃ।। ৭
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্টবানাপ্তদক্ষিণৈঃ। তস্যায়ং পূর্বজঃ পুত্রো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ।। ৮
শরণ্যঃ সর্বভূতানাং পিতুর্নির্দেশপারগঃ। জ্যেষ্ঠো দশরথস্যায়ং পুত্রাণাং গুণবত্তর।। ৯
রাজলক্ষণসংযুক্তঃ সংযুক্তো রাজ্যসম্পদা। রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টো ময়া বস্তুং বনে সার্ধমিহাগতঃ।। ১০
ভার্যয়া চ মহাভাগ সীতয়ানুগতো বশী। দিনক্ষয়ে মহাতেজাঃ প্রভয়েব দিবাকরঃ।। ১১
অহমস্যাবরো ভ্রাতা গুণৈর্দাস্যমুপাগতঃ। কৃতজ্ঞস্য বহুজ্ঞস্য লক্ষ্মণো নাম নামতঃ।। ১২

চতুর্থ (৪) সর্গ

লক্ষ্মণের দ্বারা হনুমানের কাছে শ্রীরামের বনগমনে এবং রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের বৃত্তান্ত-বর্ণনা। সীতার উদ্ধারে সুগ্রীবের সাহায্যের প্রয়োজন-কথন। সেই বিষয়ে হনুমানের আশ্বাসদান। রাম-লক্ষ্মণ দুই ভাইকে নিয়ে হনুমানের সুগ্রীবের কাছে গমন।

শ্রীরামের কথা শুনে এবং মধুরভাবে দেখে সুগ্রীবের কথা মনে করে হনুমান খুবই আনন্দিত হলেন।। ১।। মহাত্মা সুগ্রীবের রাজ্যলাভ নিশ্চয়ই হবে। যেহেতু এই কৃত্যে সহায়ককে তিনি পেলেন, করণীয়ও এখন এসে গেলো।। ২ ।। বাক্যবিশারদ বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান তখন অত্যন্ত হৃষ্ট হয়ে রামকে বললেন—।। ৩ ।। পম্পার কানন শোভিত হলেও নানা হিংস্র জীবজন্তুপূর্ণ এই দুর্গম ভীষণ বনে। ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আপনি কেন এলেন ?।। ৪ ।। তাঁর কথা শুনে রামের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে লক্ষ্মণ দশরথ-নন্দন মহাত্মা রামের বিষয়ে বলতে আরম্ভ করলেন।। ৫ ।। দীপ্তিমান রাজা দশরথ ধর্মপরায়ণ। স্বধর্মের মাধ্যমে চাতুর্বর্ণ্যের জনগণকে নিত্য পালন করতেন।। ৬ ।। তাঁর প্রতি কেউ বিদ্বেষপরায়ণ ছিলো না। তিনিও কাউকে দ্বেষ করতেন না। সকল প্রাণীর কাছে তিনি ছিলেন যেন আর একজন পিতামহ ব্রহ্মা,...।। ৭ ।। তিনি প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে অগ্নিষ্টোমাদি বহু যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র রাম। জনসমাজে তিনি বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন।। ৮ ।। প্রা)ক্লিষ্টসকলের তিনি আশ্রয়। পিতার আজ্ঞা তিনি পালন করেন। দশরথের এই জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁর অন্যপুত্রদের থেকে অধিকতর গুণসম্পন্ন।। ৯ ।। তাঁর দেহে রাজলক্ষণ রয়েছে। রাজসম্পদেও তিনি যুক্ত ছিলেন। হঠাৎ রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে বনে বাস করার জন্যে তিনি আমাকে সঙ্গে করে এখানে এসেছেন।। ১০ ।। হে মহাভাগ, বশীভূতেন্দ্রিয় রামের অনুগমন করেছিলেন তাঁর পত্নী সীতাও। দিনের শেষে মহাতেজস্বী সূর্যের মতো ইনি আজ মহাবনে প্রবেশ করেছেন।। ১১ ।। কৃতজ্ঞ এবং বহুশাস্ত্রজ্ঞ রামের ছোটো ভাই আমি অগ্রজের গুণরাজির জন্য তাঁর দাসত্ব গ্রহণ করেছি। লক্ষ্মণ আমার নাম।। ১২ ।। সুখভোগের যোগ্য এবং মহজ্জনের দ্বারা সম্মানের যোগ্য এই রাম। সকল প্রাণীর কল্যাণে

সুখার্হস্য মহার্হস্য সর্বভূতহিতাত্মনঃ। ঐশ্বর্যেণ বিহীনস্য বনবাসে রতস্য চ।। ১৩
রক্ষসাপহৃতা ভার্যা রহিতে কামরূপিণা। তচ্চ ন জ্ঞায়তে রক্ষঃ পত্নী যেনাস্য বা হৃতা।। ১৪
দনুর্নাম দিতেঃ পুত্রঃ শাপাদ্ রাক্ষসতাং গতঃ। আখ্যাতস্তেন সুগ্রীবঃ সমর্থো বানরাধিপঃ।। ১৫
স জ্ঞাস্যতি মহাবীর্যস্তব ভার্যাপহারিণম্। এবমুক্ত্বা দনুঃ স্বর্গং ভ্রাজমানো দিবং গতঃ।। ১৬
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যাথাতথ্যেন পৃচ্ছতঃ। অহঞ্চৈব চ রামশ্চ সুগ্রীবং শরণং গতৌ।। ১৭
এষ দত্ত্বা চ বিত্তানি প্রাপ্য বানুত্তমং যশঃ। লোকনাথঃ পুরা ভূত্বা সুগ্রীবং নাথমিচ্ছতি।। ১৮
সীতা যস্য স্নুষা চাসীচ্ছরণ্যো ধর্মবৎসলঃ। তস্য পুত্রঃ শরণ্যস্য সুগ্রীবং শরণং গতঃ।। ১৯
সর্বলোকস্য ধর্মাত্মা শরণ্যঃ শরণং পুরা। গুরুর্মে রাঘবঃ সোঽয়ং সুগ্রীবং শরণং গতঃ।। ২০
যস্য প্রসাদে সততং প্রসীদেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ। স রামো বানরেন্দ্রস্য প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষতে।। ২১
যেন সর্বগুণোপেতাঃ পৃথিব্যাং সর্বপার্থিবাঃ। মানিতাঃ সততং রাজ্ঞা সদা দশরথেন বৈ।। ২২
তস্যায়ং পূর্বজঃ পুত্রস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ। সুগ্রীবং বানরেন্দ্রং তু রামঃ শরণমাগতঃ।। ২৩
শোকাভিভূতে রামে তু শোকার্তে শরণং গতে। কর্তুমর্হতি সুগ্রীবঃ প্রসাদং সহ যূথপৈঃ।। ২৪
এবং ব্রুবাণং সৌমিত্রিং করুণং সাশ্রুপাতনম্। হনুমান্ প্রত্যুবাচেদং বাক্যং বাক্যবিশারদঃ।। ২৫
ঈদৃশা বুদ্ধিসম্পন্না জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ। দ্রষ্টব্যা বানরেন্দ্রেণ দিষ্ট্যা দর্শনমাগতাঃ।। ২৬
স হি রাজ্যাচ্চ বিভ্রষ্টঃ কৃতবৈরশ্চ বালিনা। হৃতদারো বনে ত্রস্তো ভ্রাত্রা বিনিকৃতো ভৃশম্।। ২৭
করিষ্যতি স সাহায্যং যুবয়োর্ভাস্করাত্মজঃ। সুগ্রীবঃ সহ চাস্মাভিঃ সীতায়াঃ পরিমার্গণে।। ২৮

আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ঐশ্বর্যহীন হয়ে তিনি ছিলেন বনবাসে নিরত।। ১৩ ।। কামরূপী এক রাক্ষস তাঁর ভার্যাকে হরণ করেছে। যে রাক্ষস তাঁর পত্নীকে হরণ করেছে তাকে আমরা জানি না।। ১৪ ।। দিতির পুত্র দনু ঋষির অভিশাপে রাক্ষস হয়ে গিয়েছিলো। সে বলেছে, বানরাধিপতি সুগ্রীব এই বিষয়ে জানাতে সমর্থ।। ১৫ ।। 'সেই মহাবীর্যবান আপনার পত্নীর অপহরণকারীকে জানতে সমর্থ'—এই বলে দনু উজ্জ্বলমূর্তিতে স্বর্গে যাবার জন্য আকাশে উঠে গেলো।। ১৬ ।। হে হনুমন্, আপনি যা জিজ্ঞেস করেছেন, তা সবই যথাযথভাবে বলা গেলো। আমি এবং রাম এখন সুগ্রীবের শরণাগত হলাম।। ১৭ ।। ইনি বহু ধনসম্পদ দান করে একসময় উত্তম খ্যাতিলাভ করেছিলেন। হয়েছিলেন জগতের নাথ। এখন তিনি সুগ্রীবকেই নাথরূপে পেতে চাইছেন।। ১৮ ।। সীতা রাজা দশরথের গৃহবধূ। ধর্মবৎসল ঐ রাজা ছিলেন সকলেরই শরণ। শরণ্য সেই রাজার পুত্র রাম আজ সুগ্রীবের শরণাগত।। ১৯ ।। একাধারে আমার গুরু এবং দাদা ধর্মাত্মা রাম পূর্বে ছিলেন সর্বলোকের শরণ। তিনি আজ সুগ্রীবের শরণাগত হলেন।। ২০।। যাঁর প্রসাদে সদাসর্বদা প্রজারা প্রসন্ন হতো সেই রাম আজ বানরাধিপের প্রসাদ-প্রার্থনা করছেন।। ২১ ।। রাজা দশরথ ছিলেন সর্বগুণসম্পন্ন। পৃথিবীর সকল রাজাকেই সম্মান দিতেন।। ২২ ।। তাঁরই জ্যেষ্ঠপুত্র, ত্রিলোকে বিখ্যাত রাম আজ বানর-রাজ সুগ্রীবের শরণাগত।। ২৩ ।। শোকে অভিভূত, শোকার্ত রাম আপনার শরণাগত। সুগ্রীব নিজের দলবল নিয়ে তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে সাহায্য করুন।। ২৪ ।। লক্ষ্মণ চোখের জলে করুণভাবে এই কথা বললে প্রত্যুত্তরে বাক্যবিশারদ হনুমান বললেন—।। ২৫ ।। আপনাদের মতো বুদ্ধিমান, ক্রোধজয়ী এবং জিতেন্দ্রিয় সজ্জনদের কাছে গিয়ে দর্শন করাই যুক্তিযুক্ত। ভাগ্যবশতঃ আপনারাই আজ এখানে দর্শনে এসেছেন।। ২৬ ।। সুগ্রীবও আজ রাজ্য থেকে ভ্রষ্ট। বালির সঙ্গে তাঁর বিরোধ হওয়ায় বালি তাঁর পত্নীকে হরণ করে সুগ্রীবকে বনে তাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে এখানেই রয়েছেন।।২৭ ।। সূর্যপুত্র সুগ্রীব আমাদেরকে নিয়ে সীতার সন্ধানে তিনি আপনাদের দু'জনকে সাহায্য করবেন।। ২৮ ।। হনুমান মনোহর এবং মধুরভাবে এইকথা বলে লক্ষ্মণকে পুনরায়

ইত্যেবমুক্ত্বা হনুমান্ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা। বভাষে সাধু গচ্ছামঃ সুগ্রীবমিতি রাঘবম্।। ২৯
এবং ব্রুবন্তং ধর্মাত্মা হনুমন্তং স লক্ষ্মণঃ। প্রতিপূজ্য যথান্যায়মিদং প্রোবাচ রাঘবম্।। ৩০
কপিঃ কথয়তে হৃষ্টো যথায়ং মারুতাত্মজঃ। কৃত্যবান্ সোঽপি সম্প্রাপ্তঃ কৃতকৃত্যোঽসি রাঘব।। ৩১
প্রসন্নমুখবর্ণশ্চ ব্যক্তং হৃষ্টশ্চ ভাষতে। নানৃতং বক্ষ্যতে বীরো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।। ৩২
ততঃ স সুমহাপ্রাজ্ঞো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ। জগামাদায় তৌ বীরৌ হরিরাজায় রাঘবৌ।। ৩৩
ভিক্ষুরূপং পরিত্যজ্য বানরং রূপমাস্থিতঃ। পৃষ্ঠমারোপ্য তৌ বীরৌ জগাম কপিকুঞ্জরঃ।। ৩৪
স তু বিপুলযশাঃ কপিপ্রবীরঃ পবনসুতঃ কৃতকৃত্যবৎপ্রহৃষ্টঃ।
গিরিবরমুরুবিক্রমঃ প্রয়াত স শুভমতিঃ সহ রাম-লক্ষ্মণাভ্যাম্।। ৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ।

বললেন, বেশ, চলুন, আমরা সুগ্রীবের কাছে যাই।। ২৯ ।। হনুমান এইরকম বললে ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ তাঁকে যথাযথভাবে অভিনন্দিত করে রামকে বললেন—।। ৩০ ।। এই পবননন্দন হনুমান আনন্দিত হয়ে যা বললেন, তাতে মনে হয় তিনিও কোনো কাজের জন্যই এখানে এসেছেন। রঘুনন্দন, দাদা, আপনি তাই কৃতকার্য হবেন।। ৩১ ।। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তাঁর মুখবর্ণ বেশ প্রসন্ন। বাক্য বলছেন আনন্দেরই সঙ্গে। পবন-নন্দন বীর হনুমান মিথ্যা বলেন না।।৩২ ।। অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, মারুতনন্দন, বীর হনুমান এবার সেই বীর ভাই দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে বানরাধিপতি সুগ্রীবের কাছে চলে গেলেন।।৩৩ ।। কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান সন্ন্যাসী ভিক্ষুর রূপ পরিত্যাগ করে বানরের রূপ ধরে বীর দু'জনকে নিজের পীঠে তুলে নিয়ে চললেন।। ৩৪ ।। বিশালকীর্তি, পবনপুত্র, বানর-প্রবর সেই হনুমানের বিক্রম পর্বতরাজের মতোই বিপুল। তাঁর বুদ্ধিও শুদ্ধ। কর্তব্য সমাপ্ত হলে মানুষ যেমন আনন্দিত হয়, তিনিও ঠিক সেইভাবে আনন্দিত হয়ে রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রস্থান করলেন।। ৩৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের চতুর্থ (৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরাম-সুগ্রীবয়োর্মিত্রতা, বালি-বধায় শ্রীরামস্য প্রতিজ্ঞা চ।

ঋষ্যমূকাৎ তু হনুমান্ গত্বা তং মলয়ং গিরিম্। আচচক্ষে তদা বীরৌ কপিরাজায় রাঘবৌ।। ১
অয়ং রামো মহাপ্রাজ্ঞ সম্প্রাপ্তো দৃঢবিক্রমঃ। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা রামোঽয়ং সত্যবিক্রমঃ।। ২
ইক্ষ্বাকুণাং কুলে জাতো রামো দশরথাত্মজঃ। ধর্মে নিগদিতশ্চৈব পিতুর্নির্দেশকারকঃ।। ৩
রাজসূয়াশ্বমেধৈশ্চ বহ্নির্যেনাভিতর্পিতঃ। দক্ষিণাশ্চ তথোৎসৃষ্টা গাবঃ শতসহস্রশঃ।। ৪

পঞ্চম (৫) সর্গ

শ্রীরাম এবং সুগ্রীবের মিত্রতা। বালি-বধের জন্য শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা।

ঋষ্যমূক থেকে হনুমান মলয়পর্বতে গেলেন। কপিরাজ সুগ্রীবের কাছে বীর রঘুনন্দন দু'জনের কথা বলতে লাগলেন—।। ১ ।। হে মহাপ্রাজ্ঞ; অবিচল বিক্রমী, সত্যসন্ধ, পরাক্রমশালী এই যে রাম ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে এসেছেন।। ২ ।। রাম ইক্ষ্বাকুদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইনি দশরথের পুত্র। ধর্মে ইনি প্রতিষ্ঠিত। পিতার নির্দেশ ইনি পালন করেন।।৩ ।। রাজা দশরথ বহু অশ্বমেধ এবং রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে অগ্নিকে তৃপ্ত করেছেন। শত-সহস্র গাভী তিনি দক্ষিণারূপে উৎসর্গ করেছেন।। ৪ ।। তপস্যা এবং সত্যবাক্যের দ্বারা তিনি পৃথিবীকে পালন করেছেন। পত্নীর কারণে তাঁর পুত্র এই রাম অরণ্যে

তপসা সত্যবাক্যেন বসুধা যেন পালিতা। স্ত্রীহেতোস্তস্য পুত্রোঽয়ং রামোঽরণ্যং সমাগতঃ।। ৫
তস্যাস্য বসতোঽরণ্যে নিয়তস্য মহাত্মনঃ। রাবণেন হৃতা ভার্যা স ত্বাং শরণমাগতঃ।। ৬
ভবতা সত্যকামৌ তৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। প্রগৃহ্য চার্চয়স্বৈতৌ পূজনীয়তমাবুভৌ।। ৭
শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং সুগ্রীবো বানরাধিপঃ। দর্শনীয়তমো ভুত্বা প্রীত্যোবাচ চ রাঘবম্।। ৮
ভবান্ ধর্মাবনীতশ্চ সুতপাঃ সর্ববৎসলঃ। আখ্যাতা বায়ুপুত্রেণ তত্ত্বতো মে ভবদ্গুণাঃ।। ৯
তন্মমৈবৈষ সৎকারো লাভশ্চৈবোত্তমঃ প্রভো। যত্ত্বমিচ্ছসি সৌহার্দং বানরেণ ময়া সহ।। ১০
রোচতে যদি মে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিতঃ। গৃহ্যতাং পাণিনা পাণির্মর্যাদা বধ্যতাং ধ্রুবা।। ১১
এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবস্য সুভাষিতম্। সম্প্রহৃষ্টমনা হস্তং পীডয়ামাস পাণিনা।। ১২
হৃষ্টঃ সৌহৃদমালম্ব্য পর্যষ্বজত পীডিতম্। ততো হনুমান্ সন্ত্যজ্য ভিক্ষুরূপমরিন্দমঃ।। ১৩
কাষ্ঠয়োঃ স্বেন রূপেণ জনয়ামাস পাবকম্। দীপ্যমানং ততো বহ্নিং পুষ্পৈরভ্যর্চ্য সৎকৃতম্।। ১৪
তয়োর্মধ্যে তু সুপ্রীতো নিদধৌ সুসমাহিতঃ। ততোঽগ্নিং দীপ্যমানং তৌ চক্রতুশ্চ প্রদক্ষিণম্।। ১৫
সুগ্রীবো রাঘবশ্চৈব বয়স্যত্বমুপাগতৌ। ততঃ সুপ্রীতমনসৌ তাবুভৌ হরি-রাঘবৌ।। ১৬
অন্যোন্যমভিবীক্ষন্তৌ ন তৃপ্তিমভিজগ্মতুঃ। ত্বং বয়স্যোঽসি হৃদ্যো মে হ্যেকং দুঃখং সুখঞ্চ নৌ।। ১৭
সুগ্রীবো রাঘবং বাক্যমিত্যুবাচ প্রহৃষ্টবৎ। ততঃ সুপর্ণবহুলাং ভঙ্ক্ত্বা শাখাং সুপুষ্পিতাম্।। ১৮

এসেছেন।।৫।। এই মহাত্মা যখন অরণ্যে তপশ্চরণের মাধ্যমে বাস করছিলেন রাবণ তখন তাঁর পত্নীকে হরণ করেছে। তাই তিনি আপনার শরণে এসেছেন।।৬ ।। সত্যরক্ষাই যাঁদের কামনা সেই দুই ভাই হলেন এই রাম ও লক্ষ্মণ। এঁরা দু'জনেই পূজনীয়। এঁদের দু'জনকে আপনি বন্ধুত্বের জন্য গ্রহণ করে অর্চনা করুন।। ৭ ।। হনুমানের বাক্য শুনে বানরাধিপতি সুগ্রীব দেখতে অত্যন্ত সুন্দর রূপ ধারণ করে প্রীতির সঙ্গে রামকে বললেন—।। ৮ ।। আপনি ধর্মনিষ্ঠ। সুতপস্বী ও সর্বলোকপ্রিয়। বায়ুপুত্র হনুমান আপনার গুণাবলী যথাযথভাবে আমাকে বলেছেন।।৯ ।। আমি বানর।প্রভো, আপনি যে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছেন এতো আমার উত্তম লাভ এবং সম্মান।। ১০ ।। আমার বন্ধুত্ব যদি আপনার পছন্দ হয় তাহলে এই আমার বাহু প্রসারিত করলাম। হাতে হাত মিলিয়ে নিন। স্থাপন করুন স্থায়ী বন্ধুত্ব।। ১১ ।। সুগ্রীবের এমন সুন্দর বাক্য শুনে রামের মন অত্যন্ত আনন্দিত হলো। তিনি গভীরভাবে হাতে হাত মেলালেন।।১২।। সানন্দ বন্ধুত্বে আনন্দাপ্লুত সুগ্রীবকে গাঢ়ভাবে তিনি আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর শত্রুদমনকারী হনুমানও সন্ন্যাসী-ভিক্ষুর রূপ পরিত্যাগ করলেন।। ১৩ ।। নিজের বানর-রূপ ধারণান্তে কাষ্ঠ ঘর্ষণ করে আগুন জ্বালালেন। প্রদীপ্ত সেই অগ্নিকে পুষ্পের দ্বারা অর্চনা করলেন *(হনুমান-প্রমুখ বানরেরা গিরিজনই ছিলেন। তারা আর্যাচারী। তাই যজ্ঞে তাঁদের অধিকার আছে। এবং যজ্ঞও তাঁরা করেন। প্রাচীন ভারতের বনবাসী এবং গিরিবাসীরাও সুসভ্য ছিলেন। বর্তমানে "সিডিউলড্ ট্রাইব" নামে তাঁদের মূল সমাজ থেকে পৃথক্ করে অনুন্নত বলে চিহ্নিত করে শ্রেণীবিদ্বেষের বীজবপন করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে নগর, পল্লী, জনপদ, প্রান্তর, গিরি-বন -নির্বিশেষে একই মূল্যবোধ এবং সামাজিক আদর্শে জনগণকে বৈচিত্র্য রক্ষা করেই ঐক্যবদ্ধ করা হয়েছিলো। তাই নগরবাসী রাজকুমার রামের সঙ্গে বনবাসী সুগ্রীবের মৈত্রী হয়। চরিত্রবান হনুমানের সঙ্গে হয় সৌহৃদ্য)*।। ১৪ ।। রাম ও সুগ্রীবের মধ্যে হনুমান অতি সমাহিতচিত্তে ঐ অগ্নিকে স্থাপন করলেন। তাঁরা দু'জনে প্রদীপ্ত অগ্নিকে করলেন প্রদক্ষিণ।। ১৫ ।। অগ্নি সাক্ষী করে সুগ্রীব এবং রাম এইভাবে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। অতঃপর বানর এবং রঘুনন্দন উভয়ে মনে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করলেন।। ১৬ ।। দু'জনে দু'জনকে দেখেও যেন আশ মিটছেনা। সুগ্রীব রামকে বললেন, আজ থেকে আপনি আমার হৃদয়ের বন্ধু। আমাদের দু'জনেরই সুখ দুঃখ এক।। ১৭ ।। সুগ্রীব রামকে অত্যন্ত আনন্দময় বাক্য বললেন। তারপর ভালো পাতায়-ভরা পুষ্পিত একটি ডালা—।। ১৮ ।। সালগাছ থেকে ভেঙে নিয়ে বিছিয়ে রামকে নিয়ে তিনি ভালোভাবে

সালস্যাস্তীর্য সুগ্রীবো নিষসাদ স রাঘবঃ। লক্ষ্মণায়াথ সংহৃষ্টো হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।। ১৯
শাখাং চন্দনবৃক্ষস্য দদৌ পরমপুষ্পিতাম্। ততঃ প্রহৃষ্টঃ সুগ্রীবঃ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা।। ২০
প্রত্যুবাচ তদা রামং হর্ষব্যাকুললোচনঃ। অহং বিনিকৃতো রাম চরামীহ ভয়ার্দিতঃ।। ২১
হৃতভার্যো বনে ত্রস্তো দুর্গমেতদুপাশ্রিতঃ। সোঽহং ত্রস্তো বনে ভীতো বসাম্যুদ্‌ভ্রান্তচেতনঃ।। ২২
বালিনা নিকৃতো ভ্রাত্রা কৃতবৈরশ্চ রাঘব। বালিনো মে মহাভাগ ভয়ার্ত্তস্যাভয়ং কুরু।। ২৩
কর্তুমর্হসি কাকুৎস্থ ভয়ং মে ন ভবেদ্ যথা। এবমুক্তস্তু তেজস্বী ধর্মজ্ঞো ধর্মবৎসলঃ।। ২৪
প্রত্যভাষত কাকুৎস্থঃ সুগ্রীবং প্রহসন্নিব। উপকারফলং মিত্রং বিদিতং মে মহাকপে।। ২৫
বালিনং তং বধিষ্যামি তব ভার্য্যাপহারিণম্। অমোঘাঃ সূর্যসঙ্কাশা মমেমে নিশিতাঃ শরাঃ।। ২৬
তস্মিন্ বালিনি দুর্বৃত্তে নিপতিষ্যন্তি বেগিতাঃ। কঙ্কপত্রপ্রতিচ্ছন্না মহেন্দ্রাশনিসন্নিভাঃ।। ২৭
তীক্ষ্ণাগ্রা ঋজুপর্বাণঃ সরোষা ভুজগা ইব। তমদ্য বালিনং পশ্য তীক্ষ্ণৈরাশীবিষোপমৈঃ।। ২৮
শরৈর্বিনিহতং ভূমৌ প্রকীর্ণমিব পর্বতম্। স তু তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্যাত্মনো হিতম্।।
সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতঃ পরমং বাক্যমব্রবীৎ।। ২৯
তব প্রসাদেন নৃসিংহ বীর প্রিয়াঞ্চ রাজ্যং সমাপ্নুয়ামহম্।
তথা কুরু ত্বং নরদেব বৈরিণং যথা ন হিংস্যাৎ সপুনর্মমাগ্রজম্।। ৩০
সীতা-কপীন্দ্র-ক্ষণদাচরাণাং রাজীব-হেম-জ্বলনোপমানি।
সুগ্রীব-রামপ্রণয়প্রসঙ্গে বামানি নেত্রাণি সমং স্ফুরন্তি।। ৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চমঃ সর্গঃ।

বসলেন। পবনপুত্র হনুমান অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্মণকে বসার জন্য দিলেন চন্দনগাছের আর একটি বহু ফুলে-ভরা শাখা। তারপর অত্যন্ত আনন্দিত সুগ্রীব মনোরম মধুরভাষায়—।। ১৯-২০ ।। আনন্দোজ্জ্বল চোখে রামকে বললেন, রাম আমি বিপর্যস্ত হয়ে ভয়ে এখানে বিচরণ করছি।। ২১ ।। আমার ভার্যা অপহৃতা হয়েছে। ভয়ে এই দুর্গম বনে আমি আশ্রয় নিয়েছি। আমি ত্রস্ত। ভীত। উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে বনেই বাস করছি।। ২২ ।। রাম, বালি আমায় বিতাড়িত করেছে। আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে। হে মহাভাগ, বালির ভয়ে আর্ত আমি। আমাকে আপনি অভয় দান করুন। হে কাকুৎস্থ, আপনি এমন কাজ করুন যাতে আমার ভয় না হয়। এই কথা বলার পর তেজস্বী, ধর্মবৎসল, ধর্মজ্ঞ—।।২৩-২৪।। রাম হেসেই যেন সুগ্রীবকে উত্তর দিলেন। হে মহাবানর, বন্ধু উপকারের ফল দিয়ে থাকে এ আমার জানা আছে।। ২৫ ।। তোমার পত্নীর অপহরণকারী বালিকে আমি হত্যা করবো। আমার এই ধারালো বাণগুলি সূর্যের মতো অব্যর্থ।। ২৬ ।। কঙ্কপক্ষীর পক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত আমার এই বাণসমূহ মহেন্দ্রের বজ্রের মতো। তীব্রবেগে এই বাণ দুর্বৃত্ত বালির উপর নিপতিত হবে।। ২৭ ।। বাণগুলির অগ্রভাগ খুবই তীক্ষ্ণ। এর পর্বগুলি সরল। ক্রুদ্ধ সর্পের মতো তারা। দেখো, আজই বিষাক্ত সাপের মতো তীক্ষ্ণশরের দ্বারা বালিকে—।। ২৮ ।। নিহত করে ইন্দ্রের শরে বিকীর্ণ পর্বতের মতো মাটিতে শুইয়ে দেবো। সুগ্রীব তখন তাঁর নিজের পক্ষে মঙ্গলকর রামের সেই কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন—।। ২৯ ।। হে বীর, নৃসিংহের মতো আপনি। আপনার প্রসাদে প্রিয়া পত্নী এবং রাজ্য যাতে আমি ফিরে পাই তাই করুন। হে নরদেব, আপনি সেই ব্যবস্থাই করুন যাতে আমার বড়ো ভাই আমাকে আর হিংসা না করতে পারে।।৩০।। সুগ্রীব এবং রামের এই মৈত্রীর ফলে সীতার নয়ন দু'টি পদ্মের মতো, কপিরাজ সুগ্রীবের নয়ন দু'টি সোনার মতো, আর রাক্ষস রাবণের নয়ন দু'টি আগুনের মতো জ্বলে উঠলো। সঙ্গে তাদের বাম চোখ স্ফুরিত হতে লাগলো।। ৩১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের পঞ্চম (৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষষ্ঠঃ সর্গঃ ।।

সুগ্রীবেণ সীতায়া অলঙ্কারপ্রদর্শনম্, তদ্দর্শনেন শ্রীরামস্য শোকঃ, রোষপূর্ণোক্তিশ্চ।

পুনরেবাব্রবীৎ প্রীতো রাঘবং রঘুনন্দনম্। অয়মাখ্যাতি তে রাম সেবকো মন্ত্রিসত্তমঃ।। ১
হনুমান্ যন্নিমিত্তং ত্বং নির্জনং বনমাগতঃ। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বসতশ্চ বনে তব।। ২
রক্ষসাপহৃতা ভার্যা মৈথিলী জনকাত্মজা। ত্বয়া বিযুক্তা রুদতী লক্ষ্মণেন চ ধীমতা।। ৩
অন্তরং প্রেপ্সুনা তেন হত্বা গৃধ্রং জটায়ুষম্। ভার্যাবিয়োগজং দুঃখং প্রাপিতস্তেন রক্ষসা।। ৪
ভার্যাবিয়োগজং দুঃখং নচিরাৎ ত্বং বিমোক্ষ্যসে। অহং তামানয়িষ্যামি নষ্টাং দেবশ্রুতীমিব।। ৫
রসাতলে বা বর্তন্তীং বর্তন্তীং বা নভস্তলে। অহমানীয় দাস্যামি তব ভার্যামরিন্দম।। ৬
ইদং তথ্যং মম বচস্ত্বমবেহি চ রাঘব। ন শক্যা সা জরয়িতুমপি সেন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ।। ৭
তব ভার্যা মহাবাহো ভক্ষ্যং বিষকৃতং যথা। ত্যজ শোকং মহাবাহো তাং কান্তামানয়ামি তে।। ৮
অনুমানাত্তু জানামি মৈথিলী সা ন সংশয়ঃ। হ্রিয়মাণা ময়া দৃষ্টা রক্ষসা রৌদ্রকর্মণা।। ৯
ক্রোশন্তী রাম-রামেতি লক্ষ্মণেতি চ বিস্বরম্। স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে পন্নগেন্দ্রবধূর্যথা।। ১০
আত্মনা পঞ্চমং মাং হি দৃষ্ট্বা শৈলতলে স্থিতম্। উত্তরীয়ং তয়া ত্যক্তং শুভান্যাভরণানি চ।। ১১
তান্যস্মাভিগৃহীতানি নিহিতানি চ রাঘব। আনয়িষ্যাম্যহং তানি প্রত্যভিজ্ঞাতুমর্হসি।। ১২
তমব্রবীৎ ততো রামঃ সুগ্রীবং প্রিয়বাদিনম্। আনয়স্ব সখে শীঘ্রং কিমর্থং প্রবিলম্বসে।। ১৩

ষষ্ঠ (৬) সর্গ

সুগ্রীবের দ্বারা সীতার অলঙ্কার-প্রদর্শন। তা দেখে শ্রীরামের শোক ও রোষপূর্ণ উক্তি।

সুগ্রীব রঘুবংশধর রামকে পুনরায় প্রীতিভরে বললেন, রাম, আমার প্রধানমন্ত্রী এবং আপনার সেবক এই হনুমান আমাকে সব কিছুই বলেছে।। ১ ।। বলেছে কি জন্যে আপনি নির্জন বনে এসেছেন। এবং কেন ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে বনে বাস করছেন।। ২ ।। মিথিলারাজ জনকের কন্যা সীতা আপনার পত্নী। রাক্ষস তাঁকে হরণ করেছে। আপনার এবং ধীমান লক্ষ্মণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্না হয়ে তিনি কাঁদছেন।।৩ ।। সেই রাক্ষস আপনাদের দু'জনকে ছল করে দূরে সরিয়ে দিয়ে পক্ষিরাজ জটায়ুকে হত্যা করেছে। আপনাকে দিয়েছে ভার্যা-বিচ্ছেদের দুঃখ।। ৪ ।। পত্নীবিচ্ছেদজনিত দুঃখ থেকে মুক্ত হতে আপনার বিলম্ব হবে না। অপহৃতা দেবশ্রুতির মতো আমি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবো *(পৌরাণিক কাহিনী হলো—বেদমাতা শ্রুতি ব্রহ্মার মুখ থেকে নির্গতা হবার পর অসুর তাঁকে হরণ করে। বিষ্ণু তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন)*।। ৫ ।। তিনি পাতালেই থাকুন কিংবা আকাশেই থাকুন, হে শত্রুদমনকারী রাম, আমি আপনার ভার্যাকে উদ্ধার করে এনে আপনাকে সমর্পণ করবো।। ৬ ।। হে রাঘব, আমার কথার যথার্থতা আপনি জেনে রাখুন। ইন্দ্র, দেবতা, দানব—কেউই তাঁকে হজম করতে পারবে না।। ৭ ।। আপনার ভার্যা বিষমিশ্রিত খাদ্যের মতো। হে মহাবীর আপনি শোক ত্যাগ করুন। আপনার প্রিয় পত্নীকে আমি এনে দেবো।। ৮ ।। কয়েকদিন আগে আমি দেখেছি ভীষণকর্মা এক রাক্ষস এক নারীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। অনুমানে আমি বুঝতে পারছি তিনি নিশ্চয়ই সীতা। এতে কোনো সংশয় নেই।। ৯ ।। "রাম", "রাম", "লক্ষ্মণ"—বলে তিনি বিকৃতস্বরে চীৎকার করছিলেন। রাবণের কোলে তিনি সর্পরাজবধূর মতো ছটফট করছিলেন।। ১০ ।। আমাকে নিয়ে পাঁচজন তখন পর্বতসানুতে বসেছিলাম। আমাদেরকে দেখে তিনি ওড়না আর সুন্দর অলঙ্কারগুলি নীচে ফেলে দিলেন *(৪ জন মন্ত্রীকে নিয়ে সুগ্রীব বসে ছিলেন। তাই তিনি পঞ্চম ব্যক্তি)*।। ১১ ।। হে রাম, আমরা সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে রেখে দিয়েছি। আমি নিয়ে আসছি সেগুলি। যদি আপনি চিনতে পারেন।।। ১২।। রাম তখন প্রিয়ভাষী সুগ্রীবকে বললেন, বন্ধো, শীগগির নিয়ে এসো। দেরী করছো কেন?।। ১৩ ।। এই

এবমুক্তস্তু সুগ্রীবঃ শৈলস্য গহনাং গুহাম্। প্রবিবেশ ততঃ শীঘ্রং রাঘবপ্রিয়কাম্যয়া।। ১৪
উত্তরীয়ং গৃহীত্বা তু স তান্যাভরণানি চ। ইদং পশ্যেতি রামায় দর্শয়ামাস বানরঃ।। ১৫
ততো গৃহীত্বা বাসস্তু শুভান্যাভরণানি চ। অভবদ্ বাক্‌সংরুদ্ধো নীহারেণেব চন্দ্রমাঃ।। ১৬
সীতাস্নেহপ্রবৃত্তেন স তু বাষ্পেণ দূষিতঃ। হা প্রিয়েতি রুদন্ ধৈর্যমুৎসৃজ্য ন্যপতৎ ক্ষিতৌ।। ১৭
হৃদি কৃত্বা স বহুশস্তমলঙ্কারমুত্তমম্। নিঃশশ্বাস ভৃশং সর্পো বিলস্থ ইব রোষিতঃ।। ১৮
অবিচ্ছিন্নাশ্রুবেগস্তু সৌমিত্রিং প্রেক্ষ্য পার্শ্বতঃ। পরিদেবয়িতুং দীনং রামঃ সমুপচক্রমে।। ১৯
পশ্য লক্ষ্মণ বৈদেহ্যা সংত্যক্তং হ্রিয়মাণয়া। উত্তরীয়মিদং ভূমৌ শরীরাদ্ভূষণানি চ।। ২০
শাদ্বলিন্যাং ধ্রুবং ভূম্যাং সীতয়া হ্রীয়মাণয়া। উৎসৃষ্টং ভূষণমিদং তথা রূপং হি দৃশ্যতে।। ২১
এবমুক্তস্তু রামেণ লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ। নাহং জানামি কেয়ূরে নাহং জানামি কুণ্ডলে।। ২২
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদভিবন্দনাৎ। ততস্তু রাঘবো বাক্যং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ।। ২৩
ব্রূহি সুগ্রীব কং দেশং হ্রিয়ন্তী লক্ষিতা ত্বয়া। রক্ষসা রৌদ্ররূপেণ মম প্রাণপ্রিয়া হৃতা।। ২৪
ক্ব বা বসতি তদ্রক্ষো মহদ্‌ব্যসনদং মম। যন্নিমিত্তমহং সর্বান্নাশয়িষ্যামি রাক্ষসান্।। ২৫
হরতা মৈথিলীং যেন মাঞ্চ রোষয়তা ধ্রুবম্। আত্মনো জীবিতান্তায় মৃত্যুদ্বারমপাবৃতম্।। ২৬
মম দয়িততমা হৃতা বনাদ্ রজনিচরেণ বিমথ্য যেন সা।
কথয় মম রিপুং তমদ্য বৈ প্লবগপতে যমসন্নিধিং নয়ামি।। ২৭

ইত্যার্যে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

কথা বলায় সুগ্রীব রামের প্রিয়কার্য সাধনের জন্য পাহাড়ের গভীর গুহায় প্রবেশ করলেন।। ১৪ ।। ওড়না এবং অলঙ্কারগুলি এনে বানর সুগ্রীব রামকে দেখিয়ে বললেন, এগুলি দেখুন তো দেখি!।। ১৫ ।। তারপর বসন আর সুন্দর অলঙ্কারগুলি দেখে তিনি বাগ্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন। তখন তাঁকে দেখে মনে হলো যেন কুয়াশায় ঢাকা চাঁদ।। ১৬ ।। সীতার স্নেহে চোখের জলে রাম ভেসে গেলেন। "হা প্রিয়ে"—বলে কাঁদতে কাঁদতে ধৈর্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।। ১৭ ।। অলঙ্কারগুলিকে বারবার বুকে জড়িয়ে ধরে গর্তে রুদ্ধ রুষ্ট সাপের মতো তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন।। ১৮ ।। রামের চোখে অশ্রুর অবিচ্ছিন্ন ধারা বইছে। পাশে দেখলেন লক্ষ্মণও কাতর। রাম তাকে দেখে বিলাপ করতে লাগলেন।। ১৯ ।। ভাই লক্ষ্মণ, দেখো, সীতাকে যখন ক্রূরকর্মা রাক্ষস ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন দেহ থেকে ঐ ওড়না আর অলঙ্কারগুলি তিনি মাটিতে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। দেখো এগুলি।। ২০ ।। হরণ করে নিয়ে যাবার সময় সীতা ঘাসে ঢাকা মাটিতে নিশ্চয়ই এইগুলি ফেলেছিলেন। তাই, অলঙ্কারগুলি অক্ষত রয়ে গেছে।। ২১ ।। রাম এইকথা বলার পর লক্ষ্মণ বললেন, কেয়ূরের দ্বারা আমি তাঁকে জানি না। জানি না কুণ্ডলের দ্বারাও। নিত্য তাঁকে প্রণাম করতাম। তাই নূপুরের দ্বারাই তাঁকে আমি জানি। রাম এবার সুগ্রীবকে বললেন—*(লক্ষ্মণ সীতার মুখের দিকে তাকাতেন না। ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ তাই সীতার ঊর্ধ্বাঙ্গের অলঙ্কার তথা বাহুর কেয়ূর এবং কানের কুণ্ডল তো দেখেন নি। তিনি নিত্য দাদা বৌদির চরণ বন্দনা করতেন। তাই বৌদি সীতার পায়ের নূপুর তাঁর দেখা। তাতেই তিনি চিনতে পারছেন)*।। ২২-২৩ ।। হে সুগ্রীব, বলুন, ভীষণকর্মা সেই রাক্ষস কে? আমার প্রাণপ্রিয়া সীতাকে কোন্ দেশে হরণ করে নিয়ে যেতে তাকে আপনি দেখেছেন?।। ২৪ ।। আমাকে যে এতো কষ্ট দিলো সেই রাক্ষস কোথায় বা থাকে? সে কে যার জন্যে আমি সকল রাক্ষসকেই বিনাশ করবো!।। ২৫।। সীতাকে হরণ করে সে আমাকে ক্রুদ্ধ করেছে। নিশ্চয়ই নিজের ধ্বংসের জন্য যমের দুয়ারকে সে খুলে দিলো।। ২৬ ।। সীতা আমার প্রিয়তমা। নিশাচর তাকে জোর করে বন থেকে হরণ করেছে। হে বানরপতে, বলুন আমার সেই শত্রু এখন কোথায়? তাকে আজই আমি যমালয়ে পাঠিয়ে দেবো।। ২৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের ষষ্ঠ (৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তমঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামায় সুগ্রীবস্য সান্ত্বনাদানম্, সুগ্রীবায়াপি শ্রীরামস্য কার্যসিদ্ধেরাশ্বাসদানঞ্চ।

এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো রামেণার্তেন বানরঃ। অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং সবাষ্পং বাষ্পগদ্গদঃ।। ১
ন জানে নিলয়ং তস্য সর্বথা পাপরক্ষসঃ। সামর্থ্যং বিক্রমং বাপি দৌষ্কুলেয়স্য বা কুলম্।। ২
সত্যং তু প্রতিজানামি ত্যজ শোকমরিন্দম্। করিষ্যামি তথা যত্নং যথা প্রাপ্স্যসি মৈথিলীম্।। ৩
রাবণং সগণং হত্বা পরিতোষ্যাত্মপৌরুষম্। তথাঽস্মি কর্তা নচিরাদ্ যথা প্রীতো ভবিষ্যসি।। ৪
অলং বৈক্লব্যমালম্ব্য ধৈর্যমাত্মগতং স্মর। তদ্বিধানাং ন সদৃশমীদৃশং বুদ্ধিলাঘবম্।। ৫
ময়াপি ব্যসনং প্রাপ্তং ভার্যাবিরহজং মহৎ। নাহমেবং হি শোচামি ধৈর্যং ন চ পরিত্যজে।। ৬
নাহং ত্বামনুশোচামি প্রাকৃতো বানরেঽপি সন্। মহাত্মা চ বিনীতশ্চ কিং পুনর্ধৃতিমান্ মহান্।। ৭
বাষ্পমাপতিতং ধৈর্যান্নিগৃহীতুং ত্বমর্হসি। মর্যাদাং সত্ত্বযুক্তানাং ধৃতিং নোৎস্রষ্টুমর্হসি।। ৮
ব্যসনে বার্থকৃচ্ছ্রে বা ভয়ে বা জীবিতান্তগে। বিমৃশংশ্চ স্বয়া বুদ্ধ্যা ধৃতিমান্নাবসীদতি।। ৯
বালিশস্তু নরো নিত্যং বৈক্লব্যং যোঽনুবর্ততে। স মজ্জত্যবশঃ শোকে ভারাক্রান্তেব নৌর্জলে।। ১০
এষোঽঞ্জলির্ময়া বদ্ধঃ প্রণয়াৎ ত্বাং প্রসাদয়ে। পৌরুষং শ্রয় শোকস্য নান্তরং দাতুমর্হসি।। ১১
যে শোকমনুবর্তন্তে ন তেষাং বিদ্যতে সুখম্। তেজশ্চ ক্ষীয়তে তেষাং ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।। ১২
শোকেনাভিপ্রপন্নস্য জীবিতে চাপি সংশয়ঃ। স শোকং ত্যজ রাজেন্দ্র ধৈর্যমাশ্রয় কেবলম্।। ১৩

সপ্তম (৭) সর্গ

শ্রীরামকে সুগ্রীবের সান্ত্বনাদান। সুগ্রীবকেও কার্যসিদ্ধির জন্য শ্রীরামের আশ্বাসদান।

শোকবিহ্বল রাম এই কথা বলার পর বানর সুগ্রীব করজোড়ে জল-ভরা চোখে কেঁদে কেঁদে বললেন—।। ১ ।। পাপী সেই রাক্ষসের আবাস কোথায় তা আমি জানি না। তার সামর্থ্য কি, পরাক্রমই বা কি, কিংবা সেই অধম-কুলজাত রাক্ষসের বংশই বা কি, তাও আমার অজানা।। ২ ।। হে অরিন্দম, আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আমি সীতার নামে প্রতিজ্ঞা করে বলছি, সীতাকে যাতে পেয়ে যান সেই ভাবে আমি প্রয়াস করবো।। ৩ ।। রাবণকে তার দলবলসমেত হত্যা করে আমি আমার পৌরুষের দ্বারা আপনাকে এমনভাবে পরিতুষ্ট করবো যে, অচিরেই আপনি তাতে প্রীত হবেন।। ৪ ।। আপনি দুর্বলতা ত্যাগ করুন। নিজের অন্তর্নিহিত ধৈর্যকে স্মরণ করুন। আপনাদের মতো মহজ্জনের এইরকম নিজের বুদ্ধিকে ছোটো করা শোভা পায় না।। ৫ ।। আমিও পত্নীবিচ্ছেদজনিত গভীর দুঃখ পেয়েছি। আমি তো এইরকম শোক করছি না। ধৈর্যও ছাড়ি নি।। ৬ ।। আমি নগণ্য বানর হয়েও পত্নীর জন্য এইরকম শোক করি নি। আর, আপনি তো মহাত্মা। বিনীত। ধৈর্যশীল এবং মহান!।। ৭ ।। আপনার চোখ থেকে যে জলের ধারা ঝরে পড়ছে, তা আপনি ধৈর্যের দ্বারা সংবরণ করুন। ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করা সত্ত্বযুক্ত ব্যক্তিদের উচিত নয়।। ৮ ।। বিপদ, অর্থকষ্ট বা প্রাণসংশয়ের ভয়ে পতিত হয়ে নিজের বুদ্ধির দ্বারা ধৈর্য ধরে যিনি তা নিবারণের চেষ্টা করেন, তিনি দুঃখভোগ করেন না।। ৯ ।। যে মুর্খ মানুষ নিত্যই শোকে পরিচালিত হন, তিনি জলে ভারী নৌকার মতো অবশ্যই শোকসাগরে ডুবে যান।। ১০ ।। এই আমি করজোড়ে আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি পৌরুষের আশ্রয় নিন। শোকের অবকাশ রাখবেন না।। ১১।। যিনি শোকের অনুসরণ করেন, তাঁদের সুখ থাকে না। তাঁদের তেজও ক্ষীণ হয়ে যায়। শোক করা আপনার সাজে না।। ১২ ।। হে রাজশ্রেষ্ঠ, শোকে অত্যন্ত কাতর হলে তার প্রাণের সংশয় দেখা যায়। আপনি শোক ত্যাগ করুন। ধৈর্যকেই কেবল আশ্রয় করুন।। ১৩ ।। আপনার মঙ্গল যাতে হয় বন্ধুভাবে তাই বলছি।

হিতং বয়স্যভাবেন ব্রূহি নোপদিশামি তে। বয়স্যতাং পূজয়ন্মে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।। ১৪
মধুরং সান্ত্বিতস্তেন সুগ্রীবেণ স রাঘবঃ। মুখমশ্রুপরিক্লিন্নং বস্ত্রান্তেন প্রমার্জয়ৎ।। ১৫
প্রকৃতিস্থস্তু কাকুৎস্থঃ সুগ্রীববচনাৎ প্রভুঃ। সংপরিষ্বজ্য সুগ্রীবমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১৬
কর্তব্যং যদ্ বয়স্যেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ। অনুরূপঞ্চ যুক্তঞ্চ কৃতং সুগ্রীব তত্ত্বয়া।। ১৭
এষ চ প্রকৃতিস্থোঽহমনুনীতস্ত্বয়া সখে। দুর্লভোহীদৃশো বন্ধুরস্মিন্ কালে বিশেষতঃ।। ১৮
কিন্তু যত্নস্ত্বয়া কার্যো মৈথিল্যাঃ পরিমার্গণে। রাক্ষসস্য চ রৌদ্রস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।। ১৯
ময়া চ যদনুষ্ঠেয়ং বিস্রব্ধেন তদুচ্যতাম্। বর্ষাস্বিব চ সুক্ষেত্রে সর্বং সম্পদ্যতে তব।। ২০
ময়া চ যদিদং বাক্যমভিমানাৎ সমীরিতম্। তত্ত্বয়া হরিশার্দূল তত্ত্বমিত্যুপধার্যতাম্।। ২১
অনৃতং নোক্তপূর্বং মে ন চ বক্ষ্যে কদাচন। এতৎ তে প্রতিজানামি সত্যেনৈব শপাম্যহম্।। ২২
ততঃ প্রহৃষ্টঃ সুগ্রীবো বানরৈঃ সচিবৈঃ সহ। রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রতিজ্ঞাতং বিশেষতঃ।। ২৩
এবমেকান্তসংপৃক্তৌ ততস্তৌ নর-বানরৌ। উভাবন্যোন্যসদৃশং সুখং দুঃখমভাষতাম্।। ২৪
মহানুভাবস্য বচো নিশম্য হরির্নৃপাণামধিপস্য তস্য।
কৃতং স মেনে হরিবীরমুখ্যস্তদা চ কার্যং হৃদয়েন বিদ্বান্।। ২৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তমঃ সর্গঃ।

উপদেশ দিচ্ছি না। আপনার বন্ধুত্বকে সমাদর করে আপনি শোক ত্যাগ করুন।। ১৪ ।। সুগ্রীব মধুরভাবে রামকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনি জল-ভরা নিজের মুখটি কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছে নিলেন।।১৫।। সুগ্রীবের কথায় প্রভু রাম প্রকৃতিস্থ হলেন। তিনি সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করে বললেন—।। ১৬ ।। হে সুগ্রীব, প্রীতিসম্পন্ন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর যা করা উচিত আপনি তাই করেছেন।। ১৭ ।। হে বন্ধো, আপনার সান্ত্বনাবাক্যে আমি এবার প্রকৃতিস্থ হয়েছি। এইরকম বন্ধু দুর্লভই বটে। বিশেষতঃ এইসময়ে।। ১৮ ।। সীতার এবং দুরাত্মা দুরাচারী রাবণের সন্ধানে এখন আপনাকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।। ১৯ ।। আমারও যা করতে হবে তা বিশ্বস্তভাবে আমায় বলুন। ভালো জমিতে বর্ষাকালেই বীজবপন করলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।। ২০ ।। হে কপিশ্রেষ্ঠ, আমি অভিমানভরে এই যে কথা বললাম তার মূল তাৎপর্য আপনি গ্রহণ করুন।। ২১ ।। আপনাকে সত্যের নামে প্রতিজ্ঞা করে আমি বলছি, আমি আগে কখনো মিথ্যা কথা বলি নি। ভবিষ্যতেও বলবো না।। ২২ ।। রামের কথাবার্তা, বিশেষতঃ প্রতিজ্ঞা শুনে বানর এবং মন্ত্রীদের নিয়ে সুগ্রীব অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।।২৩ ।। সেই নর রাম এবং বানর সুগ্রীব তারপর একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হয়ে পরস্পরের সুখ-দুঃখের কথা বলতে লাগলেন।। ২৪ ।। বানরবীরদের প্রধান এবং বিদ্বান্ বানর সুগ্রীব রাজাদের তার কার্য সিদ্ধ হয়ে গেছে।। ২৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের সপ্তম (৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টমঃ সর্গঃ ।।

রামসমীপে সুগ্রীবস্যাত্মদুঃখজ্ঞাপনম্, শ্রীরামস্যসুগ্রীবায়াশ্বাসদানম্, ভ্রাতৃদ্বয়স্য শত্রুতায়াঃ কারণজিজ্ঞাসা চ।

পরিতুষ্টস্তু সুগ্রীবস্তেন বাক্যেন হর্ষিতঃ। লক্ষ্মণস্যাগ্রজং শূরমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১
সর্বথাহমনুগ্রাহ্যো দেবতানাং ন সংশয়ঃ। উপপন্নো গুণোপেতঃ যথা যস্য ভবান্মম।। ২

অষ্টম (৮) সর্গ

রামের কাছে সুগ্রীবের নিজের দুঃখজ্ঞাপন। শ্রীরামের দ্বারা সুগ্রীবকে আশ্বাসদান।
বালি এবং সুগ্রীব এই দুই ভাই দু'জনের শত্রুতার কারণ জিজ্ঞাসা।

সুগ্রীব রামের বাক্যে পরিতুষ্ট হয়ে আনন্দিত হলেন। লক্ষ্মণের অগ্রজ বীর রামকে তিনি বললেন—।। ১ ।। যে দেবগুণে আপনি যুক্ত আমায় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, তাতে আমি দেবতাদের অনুগ্রহই লাভ করেছি। এতে কোনো সন্দেহই নেই।।২ ।। হে নিষ্পাপ রাম, আপনি আমার সহায় হলে দেবরাজ্যও আমি পেতে

শক্যং খলু ভবেদ্ রাম সহায়েন ত্বয়াঽনঘ। বররাজ্যমপি প্রাপ্তুং স্বরাজ্যং কিমুত প্রভো।। ৩
সোঽহং সভাজ্যো বন্ধূনাং সুহৃদাং চৈব রাঘব। যস্যাগ্নিসাক্ষিকং মিত্রং লব্ধং রাঘববংশজম্।। ৪
অহমপ্যনুরূপস্তে বয়স্যো জ্ঞাস্যসে শনৈঃ। ন তু বক্তুং সমর্থোঽহং ত্বয়ি আত্মগতান্ গুণান্।। ৫
মহাত্মনাং তু ভূয়িষ্ঠং ত্বদ্বিধানাং কৃতাত্মনাম্। নিশ্চলা ভবতি প্রীতির্ধৈর্যমাত্মবতাং বর।। ৬
রজতং বা সুবর্ণং বা শুভান্যাভরণানি চ। অবিভক্তানি সাধূনামবগচ্ছন্তি সাধবঃ।। ৭
আঢ্যো বাপি দরিদ্রো বা দুঃখিতঃ সুখিতোঽপি বা। নির্দোষশ্চ সদোষশ্চ বয়স্যঃ পরমা গতিঃ।। ৮
ধনত্যাগঃ সুখত্যাগো দেশত্যাগোঽপি বাঽনঘ। বয়স্যার্থে প্রবর্তন্তে স্নেহং দৃষ্ট্বা তথাবিধম্।। ৯
তত্তথেত্যব্রবীদ্ রামঃ সুগ্রীবং প্রিয়দর্শনম্। লক্ষ্মণস্যাগ্রতো লক্ষ্ম্যা বাসবস্যেব ধীমতঃ।। ১০
ততো রামং স্থিতং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্। সুগ্রীবঃ সর্বতশ্চক্ষুর্বনে লোলমপাতয়ৎ।। ১১
স দদর্শ ততং সালমবিদূরে হরীশ্বরঃ। সুপুষ্পমীষৎপত্রাঢ্যং ভ্রমরৈরুপশোভিতম্।। ১২
তস্যৈকাং পর্ণবহুলাং শাখাং ভঙ্‌ক্ত্বা সুশোভিতাম্। রামস্যাস্তীর্য সুগ্রীবো নিষসাদ স রাঘবঃ।। ১৩
তাবাসীনৌ ততো দৃষ্ট্বা হনুমানপি লক্ষ্মণম্। শালশাখাং সমুৎপাট্য বিনীতমুপবেশয়ৎ।। ১৪
সুখোপবিষ্টং রামং তু প্রসন্নমুদধিং যথা। সালপুষ্পাবসঙ্কীর্ণে তস্মিন্ গিরিবরোত্তমে।। ১৫
ততঃ প্রহৃষ্টঃ সুগ্রীবঃ শ্লক্ষ্ণয়া শুভয়া গিরা। উবাচ প্রণয়াদ্ রামং হর্ষব্যাকুলিতাক্ষরম্।। ১৬
অহং বিনিকৃতো ভ্রাতা চরাম্যেষ ভয়ার্দিতঃ। ঋষ্যমূকং গিরিবরং হৃতভার্যঃ সুদুঃখিতঃ।। ১৭
সোঽহং ত্রস্তো ভয়ে মগ্নো বনে সম্ভ্রান্তচেতনঃ। বালিনা নিকৃতো ভ্রাত্রা কৃতবৈরশ্চ রাঘব।। ১৮
বালিনো মে ভয়ার্তস্য সর্বলোকাভয়ঙ্কর। মমাপি ত্বমনাথস্য প্রসাদং কর্তুমর্হসি।। ১৯

পারি। নিজের রাজ্য আর এমন বিশেষ কি?।।৩ ।। হে রঘুবংশধর, রঘুবংশে-জাত আপনাকে অগ্নিসাক্ষী করে বন্ধুরূপে পেয়ে আমি আত্মীয় ও সুহৃদবর্গের কাছে প্রশংসার যোগ্য হয়েছি।। ৪ ।। আমার নিজের গুণ আমি নিজে বলতে পারবো না। ক্রমে আপনি জানতে পারবেন। আমিও আপনার যোগ্য বন্ধু।। ৫ ।। হে আত্মনিষ্ঠ প্রধান, আপনার মতো আত্মজ্ঞানী মহাত্মাদের প্রীতি এবং ধৈর্য ভালোভাবে অবিচল থাকে।। ৬ ।। সজ্জনদের মঙ্গলকর অলঙ্কারগুলি রূপোর হোক বা সোনারই হোক, সাধুরা তাকে সমান বলেই বলে থাকেন।। ৭ ।। ধনী হোন, গরীবই বা হোন, দুঃখী হোন কিংবা সুখীই হোন, নির্দোষ হোন বা দোষীই হোন, বন্ধুই বন্ধুর পরম আশ্রয়।। ৮ ।। হে পূতচরিত্র, ঐরকম গভীর প্রীতি দেখে বন্ধুর জন্য লোকে ধনত্যাগ, সুখত্যাগ বা দেশত্যাগও পর্যন্ত করে থাকে।। ৯ ।। সৌন্দর্যে ইন্দ্রের মতো, ধীমান লক্ষ্মণের সামনে রাম প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে বললেন, ঠিক তাই তো।। ১০ ।। সুগ্রীব একদিন রাম এবং মহাবলবান লক্ষ্মণকে বনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চঞ্চল নয়নে সবদিকে তাকিয়ে দেখলেন।। ১১ ।। অচিরেই বানরপতি সুগ্রীব সন্নিকটস্থ একটি সালগাছ দেখতে পেলেন। সেটি ফুলে-ভরা। কিছুটা আবার পাতাতেও ঢাকা। মৌমাছি তার শোভাবর্ধন করছে।। ১২ ।। গাছটির একটি পাতায়-ভরা সুন্দর ডাল ভেঙে রামের জন্য তিনি মাটিতে বিছিয়ে দিলেন। রাম তাতে বসলেন। সুগ্রীবও বসলেন।। ১৩ ।। তাঁদের দু'জনকে ঐভাবে বসতে দেখে হনুমানও আর একটি সালশাখা ভেঙে এনে বিনয়-গুণান্বিত লক্ষ্মণকে বসালো।। ১৪ ।। শ্রেষ্ঠ সেই পর্বতের সালগাছগুলিতে প্রভূত ফুল ফুটেছে। রাম সেখানে সুখে বসে আছেন। যেন প্রশান্ত এক সমুদ্র!।। ১৫ ।। অত্যন্ত আনন্দে সুগ্রীব প্রীতিবশতঃ মধুর মঙ্গলময়বাক্য রামকে বললো। আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে উঠেছে তার বাক্যের অক্ষরগুলি পর্যন্ত।।১৬ ।। হে রাম, দাদা বালি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার সঙ্গে শত্রুতা করেছে। আমার ভার্যাকে করেছে হরণ। তাই ভয়ে ঐখান থেকে চলে এসে অত্যন্ত দুঃখে ঋষ্যমূকপর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছি।। ১৭ ।। আমি আজ ত্রস্ত। ভয়ে ডুবে গেছি। ভীতচিত্তে বনে বাস করছি। রাম, বড়ো ভাই বালি আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আমার সঙ্গে করেছে শত্রুতা।। ১৮ ।। সবাইকে আপনি অভয় দিয়ে থাকেন। বালির ভয়ে আর্ত আমি। অনাথ। আমাকে আপনি কৃপা করুন।। ১৯ ।। এইরকম বলার পর

এবমুক্তস্তু তেজস্বী ধর্মজ্ঞ ধর্মবৎসলঃ। প্রত্যুবাচ স কাকুৎস্থঃ সুগ্রীবং প্রহসন্নিব।। ২০
উপকারফলং মিত্রমপকারোঽরিলক্ষণম্। অদ্যৈব তং বধিষ্যামি তব ভার্যাপহারিণম্।। ২১
ইমে হি মে মহাভাগ পত্রিণস্তিগ্মতেজসঃ। কার্তিকেয়বনোদ্ভূতাঃ শরা হেমবিভূষিতাঃ।। ২২
কঙ্কপত্রপরিচ্ছন্না মহেন্দ্রাশনিসন্নিভাঃ। সুপর্বাণঃ সুতীক্ষ্ণাগ্রাঃ সরোষা ভুজগা ইব।। ২৩
বালিসংজ্ঞমমিত্রং তে ভ্রাতরং কৃতকিল্বিষম্। শরৈর্বিনিহতং পশ্য বিকীর্ণমিব পর্বতম্।। ২৪
রাঘবস্য বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো বাহিনীপতিঃ। প্রহর্ষমতুলং লেভে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ।। ২৫
রাম শোকাভিভূতোঽহং শোকার্তানাং ভবান্ গতিঃ। বয়স্য ইতি কৃত্বা হি ত্বয্যহং পরিদেবয়ে।। ২৬
তং হি পাণিপ্রদানেন বয়স্যো মেঽগ্নিসাক্ষিকম্। কৃতঃ প্রাণৈর্বহুমতঃ সত্যেন চ শপাম্যহম্।। ২৭
বয়স্য ইতি কৃত্বা চ বিস্রব্ধঃ প্রবদাম্যহম্। দুঃখমন্তর্গতং তন্মে মনো হরতি নিত্যশঃ।। ২৮
এতাবদুক্ত্বা বচনং বাষ্পদূষিতলোচনঃ। বাষ্পদূষিতয়া বাচা নোচ্চৈঃ শক্নোতি ভাষিতুম্।। ২৯
বাষ্পবেগং তু সহসা নদীবেগমিবাগতম্। ধারয়ামাস ধৈর্যেণ সুগ্রীবো রামসন্নিধৌ।। ৩০
স নিগৃহ্য তু তং বাষ্পং প্রমৃজ্য নয়নে শুভে। বিনিঃশ্বস্য চ তেজস্বি রাঘবং পুনরুচিবান্।। ৩১
পুরাহং বালিনা রাম রাজ্যাৎ স্বাদবরোপিতঃ। পুরুষাণি চ সংশ্রাব্য নির্ধূতোঽস্মি বলীয়সা।। ৩২
হৃতা ভার্যা চ মে তেন প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। সুহৃদশ্চ মদীয়া যে সংযতা বন্ধনেষু তে।। ৩৩
যত্নবাংশ্চ স দুষ্টাত্মা মদ্বিনাশায় রাঘব। বহুশস্তৎপ্রযুক্তাশ্চ বানরা নিহতা ময়া।। ৩৪
শঙ্কয়াত্বেত যাহঞ্চ দৃষ্ট্বা ত্বামপি রাঘব। নোপসর্পাম্যহং ভীতো ভয়ে সর্বে হি বিভ্যতি।। ৩৫

তেজস্বী, ধর্মজ্ঞ, ধর্মপ্রিয় রাম একটু যেন হেসে সুগ্রীবকে বললেন—।। ২০ ।। উপকারের ফলে হয় মিত্রতা। অপকারে শত্রুতা। আপনার পত্নীহরণকারীকে আজই আমি হত্যা করবো।। ২১ ।। মহাভাগ, দেখুন আমার এই ধারালো তেজঃসম্পন্ন বাণগুলি সোনায়-মোড়া। কার্ত্তিকেয়র জন্মস্থান শরবন থেকে উদ্ভূত। বাণগুলি কঙ্কপত্রের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। এবং মহেন্দ্রের বজ্রের...।। ২২ ।। মতো অব্যর্থ। সুন্দর পর্বে পর্বে সজ্জিত এই বাণগুলির অগ্রভাগ খুবই তীক্ষ্ণ। ক্রুদ্ধ সর্পের মতো এই বাণরাজি।। ২৩ ।। বালি নামক আপনার যে ভাই পাপ আচরণ করে শত্রুতা করেছে, দেখুন বাণের আঘাতে তাকে আজ আমি বিদীর্ণ পাহাড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলে দেবো।। ২৪ ।। বানরবাহিনীর অধিপতি সুগ্রীব রামের এই কথা শুনে অতুলনীয় আনন্দলাভ করলো। বললো, বাঃ, বেশ, বেশ।। ২৫ ।। হে রাম, আমি শোকে অভিভূত। শোকার্তদের আপনিই আশ্রয়। আপনাকে বন্ধু জেনেই আপনার কাছে শোকপ্রকাশ করছি।। ২৬ ।। হাত ধরে অগ্নিকে সাক্ষী করে আপনাকে আমি বন্ধু করেছি। সত্যের নামে শপথ করে বলছি, আপনি আমার প্রাণের চেয়েও বেশী।। ২৭ ।। ভেতরের যে দুঃখ আমার মনকে নিত্য হরণ করছে, বন্ধু বলে আপনাকে তা একান্তে বলছি।। ২৮ ।। এইটুকু বলতেই সুগ্রীবের চোখ জলে ভরে এলো। চোখের জলে তার বাগ্‌রুদ্ধ হয়ে গেলো। উচ্চস্বরে তা আর সে বলতে পারলে না।। ২৯ ।। নদীর বেগের মতো তার চোখের জলের ধারা নেমে এলো। রামের কাছে থাকায় সুগ্রীব তা ধৈর্যের সঙ্গে ধারণ করলো।। ৩০ ।। চোখের জল চেপে রেখে সুন্দর চোখ দু'টি সে মুছে নিলো। তেজস্বী সুগ্রীব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রামকে বলতে লাগলো—।। ৩১ ।। হে রাম, পূর্বে বলবান বালি কঠোর তিরস্কার করে আমাকে রাজ্য থেকে উৎখাত ও বিতাড়িত করেছে।। ৩২ ।। আমার প্রাণের চেয়েও বেশী যে পত্নী, তাকে সে অপহরণ করেছে। আমার যারা সুহৃদ্, তাদেরকে কারাগারে বেঁধে রেখেছে।। ৩৩ ।। হে রাম, আমাকে সরাবার জন্য সেই দুষ্টাত্মা বহু চেষ্টা করেছে। বহুবার আমাকে মারার জন্য সে বানর পাঠিয়েছিলো। তাদের আমি হত্যা করেছি।। ৩৪ ।। রাম, আপনাকে দেখে ভয়েই আমি আপনার কাছে যাই নি। ভীত হলে সবাই সবখানে ভয় পায়।। ৩৫ ।। হনুমান-প্রমুখ এই চার জন কেবল আমার সহায় আছে। ফলে, কষ্টে পড়লেও আমি

কেবলং হি সহায়া মে হনুমৎপ্রমুখাস্ত্বিমে। অতোঽহং ধারয়াম্যদ্য প্রাণান্ কৃচ্ছ্রগতোঽপি সন্।। ৩৬
এতে হি কপয়ঃ স্নিগ্ধা মাং রক্ষন্তি সমন্ততঃ। সহ গচ্ছন্তি গন্তব্যে নিত্যং তিষ্ঠন্তি চাস্থিতে।। ৩৭
সংক্ষেপস্ত্বেষ মে রাম কিমুক্ত্বা বিস্তরং হি তে। স মে জ্যেষ্ঠো রিপুর্ভ্রাতা বালী বিশ্রুতপৌরুষঃ।। ৩৮
তদ্বিনাশেঽপি মে দুঃখং প্রমৃষ্টং স্যাদনন্তরম্। সুখং মে জীবিতঞ্চৈব তদ্বিনাশনিবন্ধনম্।। ৩৯
এষ মে রাম শোকান্তঃ শোকার্তেন নিবেদিতঃ। দুঃখিতঃ সুখিনো বাপি সখ্যুর্নিত্যং সখা গতিঃ।। ৪০
শ্রুত্বৈতচ্চ বচো রামঃ সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ। কিং নিমিত্তমভূদ্ বৈরং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।। ৪১
সুখং হি কারণং শ্রুত্বা বৈরস্য তব বানর। আনন্তর্যাদ্ বিধাস্যামি সম্প্রধার্য বলাবলম্।। ৪২
বলবান্ হি মমামর্ষঃ শ্রুত্বা ত্বামবমানিতম্। বর্ধতে হৃদয়াৎ কম্পী প্রাবৃড়্বেগ ইবাম্ভসঃ।। ৪৩
হৃষ্টঃ কথয় বিস্রব্ধো যাবদারোপ্যতে ধনুঃ। সৃষ্টশ্চ হি ময়া বাণো নিরস্তশ্চ রিপুস্তব।। ৪৪
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবঃ কাকুৎস্থেন মহাত্মনা। প্রহর্ষমতুলং লেভে চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ।। ৪৫
ততঃ প্রহৃষ্টবদনঃ সুগ্রীবো লক্ষ্মণাগ্রজে। বৈরস্য কারণং তত্ত্বমাখ্যাতুমপচক্রমে।। ৪৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টমঃ সর্গঃ।

এখানে প্রাণধারণ করে আছি।। ৩৬ ।। এই স্নেহপরায়ণ বানরেরা চারদিক থেকেই আমাকে রক্ষা করে। আমি যেখানে যাই, আমার সঙ্গে সঙ্গে তারাও সেখানে যায়। যেখানে আমি থাকি, সেখানে তারাও থাকে।। ৩৭ ।। রাম, এই হলো সংক্ষেপে আমার কথা। বেশী বলে কি লাভ? আমার বড়ো ভাই বালি আমার শত্রু। বীরত্বের জন্য সে খ্যাত।। ৩৮ ।। এখন তার বিনাশেই আমার দুঃখও ঘুচে যাবে। তার ধ্বংসের ওপরই নির্ভর করছে আমার সুখ ও প্রাণ।। ৩৯ ।। রাম, আমি শোকার্ত হয়েই আমার শোক কিভাবে যেতে পারে তা আপনাকে বললাম। দুঃখেই থাকুন বা সুখেই থাকুন, বন্ধুই নিত্য আশ্রয়।।৪০।। রাম এই কথা শুনে সুগ্রীবকে বললেন, কিসের জন্য শত্রুতা হলো তা যথাযথভাবে আমি শুনতে চাই।।৪১।। হে বানর, আপনার কাছে শত্রুতার কারণ ভালোভাবে শুনে তারপর বলাবল বিচার করে যা করণীয় তাইই আমি করবো।। ৪২ ।। আপনি অপমানিত হয়েছেন শুনেই বর্ষাকালের জলের বেগের মতো আমার ক্রোধ ও পরিবর্ধিত হচ্ছে। বুক কাঁপছে।। ৪৩ ।। নিশ্চিন্তমনে আনন্দে সব কিছু বলুন, যতোক্ষণ আমি ধনুতে জ্যা আরোপ না করি। আমি বাণনিক্ষেপ করলেই আপনার শত্রু শেষ হয়ে যাবে।। ৪৪ ।। মহাত্মা রাম এই কথা বললে সুগ্রীব চার বানরসহ অতুলনীয় আনন্দলাভ করলো।। ৪৫ ।। অত্যন্ত আনন্দিত মুখে সুগ্রীব লক্ষ্মণের দাদা রামকে এবার বালির সঙ্গে তার শত্রুতার কারণ যথাযথভাবে বলতে আরম্ভ করলো।।৪৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের অষ্টম (৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। নবমঃ সর্গঃ ।।

সুগ্রীবস্য শ্রীরামসমীপে বালিনা সহ স্বস্য শত্রুতায়াঃ কারণবর্ণনম্।

বালী নাম মম ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ শত্রুনিষূদনঃ। পিতুর্বহুমতো নিত্যং মম চাপি তথা পুরা।। ১
পিতর্যুপরতে তস্মিন্ জ্যেষ্ঠোঽয়মিতি মন্ত্রিভিঃ। কপীনামীশ্বরো রাজ্যে কৃতঃ পরমসম্মতঃ।। ২
রাজ্যং প্রশাসতস্তস্য পিতৃপৈতামহং মহৎ। অহং সর্বেষু কালেষু প্রণতঃ প্রেষ্যবৎ স্থিতঃ।। ৩

নবম (৯) সর্গ

শ্রীরামের কাছে সুগ্রীবের দ্বারা বালির সঙ্গে তাঁর শত্রুতার কারণবর্ণনা।

শত্রুবিনাশী বালি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা। আমার বাবা তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। পূর্বে আমিও তাকে ভালোবাসতাম।। ১ ।। বাবা যখন মারা গেলেন মন্ত্রীরা মিলে ঠিক করলেন, বালি যেহেতু জ্যেষ্ঠপুত্র, তিনিই রাজ্যে বানরদের রাজা হবেন।। ২-৩ ।। দুন্দুভি নামে এক অসুর ছিলো। তার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলো

মায়াবী নাম তেজস্বী পূর্বজো দুন্দুভেঃ সুতঃ। তেন তস্য মহদ্ বৈরং বালিনঃ স্ত্রীকৃতং পুরা।। ৪
স তু সুপ্তে জনে রাত্রৌ কিষ্কিন্ধাদ্বারমাগতঃ। নর্দতি স্ম সুসংরব্ধো বালিনং চাহ্বয়দ্ রণে।। ৫
প্রসুপ্তস্তু মম ভ্রাতা নর্দতো ভৈরবস্বনম্। শ্রুত্বা ন মমৃষে বালী নিষ্পপাত জবাত্তদা।। ৬
স তু বৈ নিঃসৃতঃ ক্রোধাত্তং হন্তুমসুরোত্তমম্। বার্যমাণস্ততঃ স্ত্রীভির্ভয়ায় প্রণতাত্মনা।। ৭
স তু নির্ধূয় তাঃ সর্বা নির্জগাম মহাবলঃ। ততোঽহমপি সৌহার্দান্নিঃসৃতো বালিনা সহ।। ৮
স তু মে ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা মাঞ্চ দূরাদবস্থিতম্। অসুরো জাতসন্ত্রাসঃ প্রদুদ্রাব তদা ভৃশম্।। ৯
তস্মিন্ দ্রবতি সন্ত্রস্তে হ্যাবাং দ্রুততরং গতৌ। প্রকাশোঽপি কৃতো মার্গশ্চন্দ্রেণোদ্গচ্ছতা তদা।। ১০
স তৃণৈরাবৃতং দুর্গং ধরণ্যা বিবরং মহৎ। প্রবিবেশাসুরো বেগাদাবামাসাদ্য বিষ্ঠিতৌ।। ১১
তং প্রবিষ্টং রিপুং দৃষ্ট্বা বিলং রোষবশং গতঃ। মামুবাচ ততো বালী বচনং ক্ষুভিতেন্দ্রিয়ঃ।। ১২
ইহ তিষ্ঠাদ্য সুগ্রীব বিলদ্বারি সমাহিতঃ। যাবদত্র প্রবিশ্যাহং নিহন্মি সমরে রিপুম্।। ১৩
ময়া ত্বেতদ্বচঃ শ্রুত্বা যাচিতঃ স পরন্তপঃ। শাপয়িত্বা চ মাং পদ্ভ্যাং প্রবিবেশ বিলং ততঃ।। ১৪
তস্য প্রবিষ্টস্য বিলং সাগ্রঃ সংবৎসরো গতঃ। স্থিতস্য চ বিলদ্বারি স কালো ব্যত্যবর্তত।। ১৫
অহং তু নষ্টং তং জ্ঞাত্বা স্নেহাদাগতসম্ভ্রমঃ। ভ্রাতরং ন প্রপশ্যামি পাপশঙ্কি চ মে মনঃ।। ১৬
অথ দীর্ঘস্য কালস্য বিলাত্তস্মাদ্ বিনিঃসৃতম্। সফেনং রুধিরং দৃষ্ট্বা ততোঽহং ভৃশদুঃখিতঃ।। ১৭
নর্দতামসুরাণাঞ্চ ধ্বনির্মে শ্রোত্রমাগতঃ। ন রতস্য চ সংগ্রামে ক্রোশতোঽপি স্বনো গুরোঃ।। ১৮
অহং ত্ববগতো বুদ্ধ্যা চিহ্নৈস্তৈর্ভ্রাতরং হতম্। পিধায় চ বিলাদ্বারং শিলয়া গিরিমাত্রয়া।। ১৯

মায়াবী নামক এক অসুর। বালির স্ত্রীর জন্যই তার সঙ্গে বালির ভীষণ শত্রুতা হলো।। ৪ ।। রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে আছে, তখন সে কিষ্‌কিন্ধায় এলো। খুব রেগে বালিকে যুদ্ধে সে আহ্বান করলো।। ৫ ।। আমার ভ্রাতা বালি ঘুমিয়ে থাকার সময় তার সেই ভীষণ গর্জন শুনে সইতে না পেরে জেগে ওঠে দ্রুতগতিতে ছুটে গেলো।।৬ ।। ভয়ে আমি তাকে পায়ে ধরে বারণ করলাম। তার পত্নীরাও বারণ করলো। সে কিন্তু সেই দানবমুখ্যকে হত্যার জন্য রেগে বেরিয়ে গেলো।।৭ ।। বালি মহাবলবান। সবাইকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বহির্গত হলো। সৌহার্দ্যবশতঃ আমিও বালির সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।। ৮ ।। সেই অসুর দূর থেকেই আমার দাদাকে এবং আমাকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে দ্রুত পালিয়ে গেলো।।৯।। চাঁদ উঠেছিলো। তখন পথ দেখা যেতে লাগলো। ভয়ে সে যখন পালাচ্ছিলো, আমরাও আরো দ্রুতগতিতে তার পেছনে দৌড়াতে লাগলাম।। ১০।। সে মাটিতে ঘাসে-ঢাকা এক দুর্গম গর্তে সবেগে ঢুকে গেলো। আমরাও সেখানে দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে রৈলাম।। ১১ ।। শত্রুকে গর্তে ঢুকতে দেখে বালি ভীষণ রেগে গেলো। তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ক্ষুব্ধ হলো। তারপর বালি আমাকে বললো—।। ১২।। সুগ্রীব, যতোক্ষণ আমি এতে প্রবেশ করে যুদ্ধে শত্রুকে নিহত না করি, ততোক্ষণ তুমি এই গর্তের মুখে একাগ্রভাবে দাঁড়িয়ে থাকো।। ১৩ ।। তার এই কথা শুনে শত্রুপীড়ক সেই বালিকে আমিও তার সঙ্গে গর্তে যাবার জন্য প্রার্থনা করলাম। এক পা-ও আমি নড়তে পারবো না—আমাকে এই প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়ে সে গর্তে ঢুকে গেলো।। ১৪ ।। গর্তে সে ঢোকার পর ক্রমে একবৎসর কেটে গেলো। আমি তো গর্তের মুখে অপেক্ষা করতে রৈলাম।। ১৫ ।। আমার ধারণা হলো, সে মারাই গেছে। স্নেহবশতঃ আমি ব্যাকুল হয়ে পড়লাম। দাদাকে না দেখে আমার মন অনিষ্টই আশঙ্কা করতে লাগলো।। ১৬ ।। তারপর দীর্ঘকাল পরে সেই গর্ত থেকে ফেনাসহ রক্ত উঠতে দেখে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম।। ১৭ ।। আমার কানে এলো গর্জনকারী অসুরদেরই শুধু ধ্বনি। যুদ্ধে নিরত আমার দাদা বালির গর্জনধ্বনি শোনা গেলো না।। ১৮ ।। সেইসব চিহ্নের দ্বারা আমি বুঝলাম আমার দাদা বালি নিহতই হয়েছে। পর্বতপ্রমাণ এক শিলাখণ্ড দিয়ে সেই গর্তের মুখ আমি বন্ধ করে দিলাম।। ১৯ ।। বন্ধো, শোকার্ত হয়ে আমি তাঁর তর্পণাদি করে কিষ্‌কিন্ধায় চলে এলাম। অনেক চেষ্টা

শোকার্তশ্চোদকং কৃত্বা কিষ্কিন্ধামাগতঃ সখে। গূহমানস্য মে তত্ত্বং যত্নতো মন্ত্রিভিঃ শ্রুতম্।। ২০
ততোঽহং তৈঃ সমাগম্য সমেতৈরভিষেচিতঃ। রাজ্যং প্রশাসতস্তস্য ন্যায়তো মম রাঘব।। ২১
আজগাম রিপুং হত্বা দানবং স তু বানরঃ। অভিষিক্তং তু মাং দৃষ্ট্বা ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ।। ২২
মদীয়ান্ মন্ত্রিণো বদ্ধা পরুষং বাক্যমব্রবীৎ। নিগ্রহে চ সমর্থস্য তং পাপং প্রতি রাঘব।। ২৩
ন প্রাবর্তত মে বুদ্ধির্ভ্রাতৃগৌরবযন্ত্রিতা। হত্বা শত্রুং স মে ভ্রাতা প্রবিবেশ পুরং তদা।। ২৪
মানয়ংস্তং মহাত্মানং যথাবচ্চাভিবাদয়ম্। উক্তাশ্চ নাশিষস্তেন প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।। ২৫
নত্বা পাদাবহং তস্য মুকুটেনাস্পৃশং প্রভো। অপি বালী মম ক্রোধান্ন প্রসাদং চকার সঃ।। ২৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে নবমঃ সর্গঃ।

করে ঐখানে আমি নিজেকে গোপন করে রাখলেও মন্ত্রীরা জানি না কি করে তা শুনতে পেলেন।। ২০ ।। তারপর তাঁরা সবাই মিলিতভাবে এসে আমায় রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। রাম, সেই থেকে ন্যায় অনুসারে আমি রাজ্যশাসন করে আসছিলাম।। ২১ ।। ইতঃমধ্যে সেই দানবকে হত্যা করে বানর বালি ফিরে এলো। আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখায় রাগে তাঁর চোখ লাল হয়ে গেলো।। ২২ ।। সে আমার মন্ত্রীদের কারারুদ্ধ করে কঠোরবাক্যে ভর্ৎসনা করতে লাগলো। রাম, পাপাচারীকে তখন আমি নিগ্রহ করতে পারতাম।। ২৩ ।। কিন্তু তাকে দাদার গৌরবদানে আমি তো আবদ্ধ। তাই তা আর করলাম না। শত্রুকে হত্যা করে এসে আমার দাদা বালি রাজপুরীতে প্রবেশ করলো।। ২৪ ।। আমি তাকে মহাত্মাবোধে যথোচিতভাবে অভিবাদন করলাম। কিন্তু অন্তরের আনন্দের সঙ্গে সে আমায় আশীর্বাক্য বললে না।।২৫।। হে প্রভো, মুকুট তার চরণে নামিয়ে রেখে আমি প্রণাম করলাম। কিন্তু বালি রেগেই রৈলো। আমার ওপর প্রসন্ন হলো না।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের নবম (৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দশমঃ সর্গঃ ।।

ভ্রাতা সহ শত্রুতায়াঃ কারণজ্ঞাপনম্, প্রসঙ্গেন বলিনে সম্মানদানস্য চ স্বীয়বিতাডনস্য বৃত্তান্ত কথনম্।

ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টং সংরব্ধং তমুপাগতম্। অহং প্রসাদয়াঞ্চক্রে ভ্রাতরং হিতকাম্যয়া।। ১
দিষ্ট্যাসি কুশলী প্রাপ্তো নিহতশ্চ ত্বয়া রিপুঃ। অনাথস্য হি মে নাথস্ত্বমেকোঽনাথনন্দন।। ২
ইদং বহুশলাকং তে পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্। ছত্রং সবালব্যজনং প্রতীচ্ছস্ব ময়া ধৃতম্।। ৩
আর্তস্তস্য বিলদ্বারি স্থিতঃ সংবৎসরং নৃপ। দৃষ্ট্বা চ শোণিতং দ্বারি বিলাচ্চাপি সমুত্থিতম্।। ৪

দশম (১০) সর্গ

ভ্রাতা বালির সঙ্গে সুগ্রীবের শত্রুতার কারণজ্ঞাপন। প্রসঙ্গক্রমে সুগ্রীবের দ্বারা বালিকে সম্মানদানের সংবাদ। বালি কর্তৃক সুগ্রীবের বিতাড়ন-বৃত্তান্তজ্ঞাপন।

তারপর সে যখন অত্যন্ত রেগে চলে এলো তখন তার কল্যাণকামনা করে তাকে প্রসন্ন করার জন্য আমি বললাম—।। ১ ।। হে অনাথের আশ্রয়, ভাগ্যক্রমে তুমি ভালোভাবে ফিরে এসেছো। শত্রুকে তুমি হত্যা করেছো। আমি অনাথ। তুমিই আমার শরণ।। ২ ।। নবোদিত চন্দ্রের মতো দেখতে বহুশলাকাসমন্বিত এই যে রাজচ্ছত্র, চামর এবং পাখা, যেগুলি আমি তোমার অনুপস্থিতিতে এতোদিন ধারণ করেছিলাম, সেগুলি এবার গ্রহণ করো।।৩ ।। হে রাজন্, সেই গর্তের মুখে অত্যন্ত কাতর হয়ে আমি একটি বৎসর আপনার প্রতীক্ষায় অবস্থান করেছিলাম। দেখলাম গর্তের মুখ থেকে রক্ত উঠছে।। ৪ ।। শোকে আমার

শোকসংমগ্নহৃদয়ো ভৃশং ব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ। অপিধায় বিলদ্বারং শৈলশৃঙ্গেণ তত্তদা।। ৫
তস্মাদ্দেশাদপাক্রম্য কিষ্কিন্ধাং প্রাবিশং পুনঃ। বিষাদাত্ত্বিহ মাং দৃষ্ট্বা পৌরৈর্মন্ত্রিভিরেব চ।। ৬
অভিষিক্তো ন কামেন তন্মে ক্ষন্তুং ত্বমর্হসি। ত্বমেব রাজা মানার্হঃ সদা চাহং যথা পুরা।। ৭
রাজা ভাবে নিয়োগোঽয়ং মম ত্বদ্‌বিরহাৎ কৃতঃ। সামাত্যপৌরনগরং স্থিতং নিহতকণ্টকম্।। ৮
ন্যাসভূতমিদং রাজ্যং তব নির্যাতয়াম্যহম্। মা চ রোষং কৃথাঃ সৌম্য মম শত্রুনিষূদন।। ৯
যাচে ত্বাং শিরসা রাজন্ ময়া বদ্ধোঽয়মঞ্জলিঃ। বলাদস্মিন্ সমাগম্য মন্ত্রিভিঃ পুরবাসিভিঃ।। ১০
রাজভাবে নিযুক্তোঽহং শূন্যদেশজিগীষয়া। স্নিগ্ধমেবং ব্রুবাণং মাং স বিনির্ভর্ৎস্য বানরঃ।। ১১
ধিক্ ত্বামিতি চ মামুক্ত্বা বহু তত্তদুবাচ হ। প্রকৃতাশ্চ সমানীয় মন্ত্রিণশ্চৈব সম্মতান্।। ১২
মামাহ সুহৃদাং মধ্যে বাক্যং পরমগর্হিতম্। বিদিতং যো ময়া রাত্রৌ মায়াবী স মহাসুরঃ।। ১৩
মাং সমাহ্বয়ত ক্রুদ্ধো যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী তদা পুরা। তস্য তদ্ভাসিতং শ্রুত্বা নিঃসৃতোঽহং নৃপালয়াৎ।। ১৪
অনুজাতশ্চ মাং তূর্ণময়ং ভ্রাতা সুদারুণঃ। স তু দৃষ্ট্বৈব মাং রাত্রৌ সদ্বিতীয়ং মহাবলঃ।। ১৫
প্রাদ্রবদ্ভয়সন্ত্রস্তো বীক্ষ্যাবাং সমুপগতৌ। অভিদ্রুতস্তু বেগেন বিবেশ স মহাবিলম্।। ১৬
তং প্রবিষ্টং বিদিত্বা তু সুঘোরং সুমহদ্‌বিলম্। অয়মুক্তোঽথ মে ভ্রাতা ময়া তু ক্রূরদর্শনঃ।। ১৭
অহত্বা নাস্তি মে শক্তিঃ প্রতিগন্তুমিতঃ পুরীম্। বিলদ্বারি প্রতীক্ষ ত্বং যাবদেনং নিহন্ম্যহম্।। ১৮
স্থিতোঽয়মিতি মত্বাহং প্রবিষ্টস্তু দুরাসদম্। তং মে মার্গয়তস্তত্র গতঃ সংবৎসরস্তদা।। ১৯

হৃদয় মগ্ন হয়ে গেলো। আমার ইন্দ্রিয়গুলি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলো। আমি একটি পর্বতশৃঙ্গের দ্বারা তখন সেই গর্তের মুখটিকে চাপা দিলাম।। ৫ ।। সেখান থেকে ফিরে এসে আমি কিষ্‌কিন্ধায় প্রবেশ করলাম। আমি তখন বিষাদে মগ্ন। পুরবাসীরা এবং মন্ত্রীরা এই অবস্থা দেখে—।। ৬ ।। আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। আমি ইচ্ছা করে রাজা হই নি। তাই তুমি আমায় ক্ষমা কোরো। তুমিই আগের মতো মাননীয় রাজা হলে। আমি যেমন তোমার সেবক ছিলাম, তেমনিই রৈলাম।। ৭ ।। তুমি ছিলে না বলেই রাজারূপে আমার এই নিয়োগ হয়েছিলো। অমাত্য, পুরবাসী এবং নগরসমেত নিষ্‌কণ্টকে আমি রাজ্যরক্ষা করেছি।। ৮ ।। গচ্ছিতদ্রব্যের মতো রক্ষিত এই রাজ্য তোমাকে আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। হে শত্রুনিষূদন, সৌম্য, তুমি রাগ কোরো না।। ৯ ।। রাজন্, করজোড়েও অবনতমস্তকে তোমার করুণা আমি প্রার্থনা করছি। মন্ত্রী এবং পুরবাসীরা জোর করে এসে—।। ১০ ।। আমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। রাজাশূন্য দেশ শত্রুরা এসে জয় করতে পারে এই ছিলো তাদের আশঙ্কা। বিনম্রভাবে আমি এইকথা বলার পর সেই বানর বালি আমাকে খুবই তিরস্কার করে বললো—।। ১১ ।। "তোকে ধিক"। তারপর, আরো বহুভাবে আমায় গালাগালি করলো। প্রজা এবং অনুগত মন্ত্রীদেরকে ডেকে আনলো।। ১২ ।। সেই সুহৃদ্‌মণ্ডলীর মধ্যে অত্যন্ত গর্হিতবাক্যে আমাকে বললো, তোমরা জানো, মায়াবী এক মহা অসুর রাত্রে—।। ১৩ ।। পূর্বে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধকামনা করে আমাকে আহ্বান করেছিলো। তার সেই আহ্বান শুনে আমি রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলাম।। ১৪ ।। অতি দারুণ আমার এই ছোটোভাই তখন সত্বর আমার অনুগামী হলো। সেই মহাবলশালী রাক্ষস আমাকে সহায়সম্পন্ন দেখে সেই রাত্রিতে *(সদ্বিতয়ঃ—সহায়সম্পন্ন)*।। ১৫ ।। ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেলো। আমরা দু'জনে তার কাছে গিয়ে পৌঁচচ্ছি দেখে সে অত্যন্ত দ্রুত এক বিরাট গর্তে ঢুকে গেলো।। ১৬ ।। অতি ভীষণ সেই বিরাট গর্তে সে ঢুকে গেছে জেনে এই ভীষণদর্শন আমার ভাইকে আমি বললাম—।। ১৭ ।। একে হত্যা না করে এখান থেকে রাজপুরীতে ফিরে যাবার আমার সাধ্য নেই। একে হত্যা করে যতোক্ষণ না আমি ফিরে আসি গর্তের মুখে তুমি অপেক্ষা করবে।। ১৮।। সে এইখানে অবস্থান করছে মনে করে আমি দুর্গম সেই গর্তে প্রবেশ করে অসুরকে খুঁজে বেড়াতে লাগলাম। ঐভাবে একটি বৎসর চলে গেলো।। ১৯ ।। থেমে না থেকে সন্ধান করতে করতে তাকে একদিন আমি

স তু দৃষ্টো ময়া শক্রুরনির্বেদাদ্ভয়াবহঃ। নিহতশ্চ ময়া সদ্যঃ স সর্বৈঃ সহ বন্ধুভিঃ।। ২০
তস্যাস্যাত্তু প্রবৃত্তেন রুধিরৌঘেণতদ্বিলম্। পূর্মমাসীদ্দুরাক্রামং স্তনতস্তস্য ভূতলে।। ২১
সূদয়িত্বা তু তং শক্রুং বিক্রান্তং তমহং সুখম্। নিষ্ক্রামং নেহ পশ্যামি বিলস্য পিহিতং মুখম্।। ২২
বিক্রোশমানস্য তু মে সুগ্রীবেতি পুনঃ পুনঃ। যতঃ প্রতিবচো নাস্তি ততোঽহং ভৃশদুঃখিতঃ।। ২৩
পাদপ্রহারৈস্তু ময়া বহুভিঃ পরিপাতিতম্। ততোঽহং তেন নিষ্ক্রাম্য পথা পুরমুপাগতঃ।। ২৪
তত্রানেনাস্মি সংরুদ্ধো রাজ্যং মৃগয়তাত্মনঃ। সুগ্রীবেণ নৃশংসেন বিস্মৃত্য ভ্রাতৃসৌহৃদম্।। ২৫
এবমুক্ত্বা তু মাং তত্র বস্ত্রেণৈকেন বানরঃ। তদা নির্বাসয়ামাস বালী বিগতসাধ্বসঃ।। ২৬
তেনাহমপবিদ্ধশ্চ হৃতদারশ্চ রাঘব। তদ্ভয়াচ্চ মহীং সর্বাং ক্রান্তবান্ সবনার্ণবাম্।। ২৭
ঋষ্যমূকং গিরিবরং ভার্যাহরণদুঃখিতঃ। প্রবিষ্টোঽস্মি দুরাধর্ষং বালিনঃ কারণান্তরে।। ২৮
এতত্তে সর্বমাখ্যাতং বৈরানুকথনং মহৎ। অনাগসা ময়া প্রাপ্তং ব্যসনং পশ্য রাঘব।। ২৯
বালিনশ্চ ভয়াত্তস্য সর্বলোকভয়াপহ। কর্তুমর্হসি মে বীর প্রসাদং তস্য নিগ্রহম্।। ৩০
এবমুক্তঃ স তেজস্বী ধর্মজ্ঞো ধর্মসংহিতম্। বচনং বক্তুমারেভে সুগ্রীবং প্রহসন্নিব।। ৩১
অমোঘাঃ সূর্য্যসঙ্কাশা নিশিতা মে সরা ইমে। তস্মিন্ বালিনি দুর্বৃত্তে পতিষ্যন্তি রুষান্বিতাঃ।। ৩২
যাবত্তং নহি পশ্যেয়ং তব ভার্যাপহারিণম্। তাবৎ স জীবেৎ পাপাত্মা বালী চারিত্রদূষকঃ।। ৩৩
আত্মানুমানাৎ পশ্যামি মগ্নস্ত্বং শোকসাগরে। তামহং তারয়িষ্যামি বাঢং প্রাপ্স্যসি পুষ্কলম্।। ৩৪
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা হর্ষপৌরুষবর্ধনম্। সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতঃ সুমহদ্ বাক্যমব্রবীৎ।। ৩৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দশমঃ সর্গঃ।

পেয়েও গেলাম। ভয়ঙ্কর সেই অসুরকে তার বন্ধুবর্গসহ আমি নিহত করলাম।। ২০ ।। তাকে মেরে আমি যখন মাটিতে ফেলে দিয়েছি, তখন তার মুখ থেকে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে সেই গর্তকে পূর্ণ করে তুললো। দুর্গম হয়ে গেলো সেই গর্ত।। ২১ ।। পরাক্রান্ত সেই শত্রুকে হত্যা করে আমি আনন্দে যখন বেরিয়ে আসছি তখন দেখলাম গর্তের মুখটি বন্ধ *(পিহিত—আবৃত)*।। ২২ ।। "সুগ্রীব", "সুগ্রীব"—করে আমি বারংবার চীৎকার করে ডাকতে লাগলাম। তার কোনো উত্তর না পেয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম।। ২৩ ।। বহুবার পদাঘাত করে সেই পাথরটি আমি সরিয়ে দিলাম। তারপর সেই পথে বেরিয়ে এসে আমি রাজপুরীতে এসে পৌঁছেছি।। ২৪ ।। ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা ভুলে গিয়ে এই নিষ্ঠুর সুগ্রীব নিজের রাজ্যলাভের লোভে আমাকে সেখানে রুদ্ধ করে রেখেছিলো *(মৃগয়তা—সন্ধানকারীর দ্বারা)*।।২৫।। বানর বালি এই রকম বলে নির্ভীকভাবে সেখানে আমাকে একবস্ত্রে নির্বাসিত করলো। ।।২৬ ।। হে রাম, এইভাবে সে আমাকে নির্যাতিত করলো। আমার পত্নীকে হরণ করলো। তার ভয়ে বন এবং সাগরসহ সমগ্র পৃথিবী আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি।। ২৭ ।। পত্নীহরণের দুঃখে দুর্গম, পর্বতশ্রেষ্ঠ ঋষ্যমূকপর্বতে আমি প্রবেশ করেছি। কোনো কারণেই বালির এখানে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।। ২৮ ।। রাম, বালির সঙ্গে আমার গভীর শত্রুতার সব বৃত্তান্ত আপনাকে বললাম। দেখুন, বিনা অপরাধেই আমি এই কষ্ট পেলাম।। ২৯ ।। আপনি সকলের ভয় দূর করে থাকেন। হে বীর, আমি বালির ভয়ে ভীত। তাকে নিগৃহীত করে আপনি আমার প্রতি কৃপা করতে পারেন।। ৩০ ।। এই কথা বলার পর তেজস্বী ও ধর্মজ্ঞ রাম হেসেই যেন সুগ্রীবকে ধর্মসঙ্গত বাক্য বলতে আরম্ভ করলেন।। ৩১ ।। দেখুন, সূর্যের মতো অব্যর্থ তীক্ষ্ণ আমার এই বাণগুলি ক্রোধযুক্ত হয়ে দুর্বৃত্ত বালির উপর গিয়ে পতিত হবে।। ৩২ ।। বালি পাপাত্মা। দুশ্চরিত্র। আপনার ভার্যাকে সে অপহরণ করেছে। তাকে আমি যতোক্ষণ না দেখতে পাচ্ছি, ততোক্ষণই সে জীবিত থাকবে।। ৩৩ ।। আমি আমার নিজের কথা ভেবেই অনুমান করছি যে, আপনি শোকের সাগরে একেবারে ডুবে গেছেন। আপনাকে আমি নিশ্চয়ই উদ্ধার করবো। প্রভূত সুখ আপনি লাভ করবেন। ।।৩৪ ।। তাঁর সেই আনন্দ এবং বীর্যবর্ধক বাক্য শুনে সুগ্রীব অত্যন্ত প্রীত হয়ে অতি উত্তমবাক্য বললেন।। ৩৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের দশম (১০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

সুগ্রীবস্য বালি পরাক্রমবর্ণনম্, বালিনা দুন্দুভিদৈত্যস্য বিনাশঃ, তদীয়মৃতদেহস্য মতঙ্গমুনেরাশ্রমে নিক্ষেপঃ, মতঙ্গমুনের্বালিনে অভিশাপদানম্, শ্রীরামস্য দুন্দুভেরস্থ্নাং দূরে নিক্ষেপঃ, সুগ্রীবেণ শ্রীরামস্য সালবৃক্ষভেদনে উৎসাহবর্ধনস্য চেষ্টা চ।

রামস্য বচনং শ্রুত্বা হর্ষপৌরুষবর্ধনম্। সুগ্রীবঃ পূজয়াঞ্চক্রে রাঘবং প্রশশংস চ।। ১
অসংশয়ং প্রজ্বলিতৈস্তীক্ষ্ণৈর্মর্মাতিগৈঃ শরৈঃ। ত্বং দহেঃ কুপিতো লোকান্ যুগান্ত ইব ভাস্করঃ।। ২
বালিনঃ পৌরুষং যদ্যচ্ছ বীর্যং ধৃতশ্চ যা। তন্মমৈকমনাঃ শ্রুত্বা বিধৎস্ব যদনন্তরম্।। ৩
সমুদ্রাৎ পশ্চিমাৎ পূর্বং দক্ষিণাদপি চোত্তরম্। ক্রামত্যনুদিনে সূর্যে বালী ব্যপগতক্লমঃ।। ৪
অগ্রাণ্যারুহ্য শৈলানাং শিখরাণি মহান্ত্যপি। ঊর্ধ্বমুৎপাত্যতরসা প্রতিগৃহ্ণাতি বীর্যবান্।। ৫
বহবঃ সারবন্তশ্চ বনেষু বিবিধা দ্রুমাঃ। বালিনা তরসা ভগ্না বলং প্রথয়তাত্মনঃ।। ৬
মহিষো দুন্দুভির্নাম কৈলাসশিখরপ্রভঃ। বলং নাগসহস্রস্য ধারয়ামাস বীর্যবান্।। ৭
স বীর্যোৎসেকদুষ্টাত্মা বরদানেন মোহিতঃ। জগাম স মহাকায়ঃ সমুদ্রং সরিতাং পতিম্।। ৮
ঊর্মিমন্তমতিক্রম্য সাগরং রত্নসঞ্চয়ম্। মম যুদ্ধং প্রযচ্ছেতি তমুবাচ মহার্ণবম্।। ৯
ততঃ সমুদ্রো ধর্মাত্মা সমুত্থায় মহাবলঃ। অব্রবীদ্ বচনং রাজন্নসুরং কালচোদিতম্।। ১০
সমর্থো নাস্তি তে দাতুং যুদ্ধং যুদ্ধবিশারদ। শ্রূয়তাং ত্বভিধাস্যামি যস্তে যুদ্ধং প্রদাস্যতি।। ১১
শৈলরাজো মহারণ্যে তপস্বিশরণং পরম্। শঙ্করশ্বশুরো নাম্না হিমবানিতি বিশ্রুতঃ।। ১২

একাদশ (১১) সর্গ

সুগ্রীবের দ্বারা বালির পরাক্রম বর্ণনা। বালির দ্বারা দুন্দুভিদৈত্যের ধ্বংস। তার মৃতদেহের মতঙ্গমুনির আশ্রমে নিক্ষেপ। মতঙ্গমুনির দ্বারা বালিকে অভিশাপপ্রদান। শ্রীরামকর্তৃক দুন্দুভির অস্থি দূরে নিক্ষপ। সুগ্রীবের দ্বারা শ্রীরামের সালবৃক্ষ ভেঙে উৎসাহবর্ধনের চেষ্টা।

রামের আনন্দ ও বীর্যবর্ধক বাক্য শুনে সুগ্রীব রামকে পূজা ও প্রশংসা করলো।। ১ ।। আপনি কুপিত হলে জ্বলন্ত, তীক্ষ্ণ এবং মর্মভেদী বাণরাশির দ্বারা নিশ্চয়ই সমস্ত লোককে দগ্ধ করতে পারেন। যেমন প্রলয়কালে সূর্য জগতকে দগ্ধ করে। তেমনি।। ২ ।। বালির যেরকম পৌরুষ, বীর্য এবং ধৈর্য আছে তা আমার কাছ থেকে শুনুন। তারপর, যা করার করুন।।৩ ।। বালির কোনো ক্লান্তি নেই। সে সূর্য ওঠার পরে পরেই পশ্চিম সমুদ্র থেকে পূর্বসমুদ্র এবং দক্ষিণসমুদ্র থেকে উত্তর সমুদ্র পর্যন্ত পরিক্রমা করে।। ৪ ।। বীর্যবান সে। পাহাড়ের চূড়াগুলিতে উঠে বিরাট বিরাট শিখরগুলির ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি সেগুলিকে আবার ধরে নেয় *(পাহাড়ের চূড়া নিয়ে সে লোফালুফি করে। এমনই শক্তি ধরে সে)*।।৫ ।। নিজের শক্তি দেখাবার জন্য বনগুলিতে বালি সারবান নানাজাতীয় বৃক্ষ দ্রুত জোর করে ভেঙে ফেললো।। ৬ ।। দেখতে মহিষের মতো দুন্দুভি নামক এক দৈত্য ছিলো। কৈলাশপর্বতের চূড়ার মতো তার উচ্চতা। বীর্যবান সে। হাজার হাতীর শক্তি ধারণ করতো।। ৭ ।। বীর্যগর্বে গর্বিত সেই দুরাত্মা বরলাভ করে আত্মহারা হয়ে গেলো। বিশালকায় সেই অসুর একদিন সরিৎপতি সমুদ্রের কাছে গেলো।। ৮।। একদিন সে তরঙ্গসঙ্কুল রত্নের আকর সাগর অতিক্রম করে মহাসমুদ্রে বরুণদেবকে গিয়ে বললো, আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো।। ৯ ।। হে রাজন্, তারপর ধর্মপ্রাণ, মহাবলশালী সমুদ্রদেবতা বরুণ কাল-প্রেরিত অসুরকে বললেন—*(চোদিত—প্রেরিত)*।। ১০ ।। হে যুদ্ধবিশারদ, আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ নই। যিনি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবেন, আমি তাঁর কথা বলছি। শোনো।। ১১ ।। মহাদেবের শ্বশুর হিমবান নামে বিশেষভাবে পরিচিত। তিনি পর্বতসমূহের রাজা। মহারণ্যে তপস্বীদের তিনি পরম আশ্রয়।। ১২ ।। বিশাল প্রস্রবণ সেখানে রয়েছে। রয়েছে বহু গুহা। এবং নির্ঝরিণী। সেই তোমার

মহাপ্রস্রবণোপেতো বহুকন্দরনির্ঝরঃ। স সমর্থস্তব প্রীতিমতুলাং কর্তুমর্হতি।। ১৩
তং ভীতামিতি বিজ্ঞায় সমুদ্রমসুরোত্তমঃ। হিমবদ্বনমাগম্য শরশ্চাপাদিব চ্যুতঃ।। ১৪
ততস্তস্য গিরেঃ শ্বেতা গজেন্দ্রপ্রতিমাঃ শিলাঃ। চিক্ষেপ বহুধা ভূমৌ দুন্দুভির্বিননাদ চ।। ১৫
ততঃ শ্বেতাম্বুদাকারঃ সৌম্যঃ প্রীতিকরাকৃতিঃ। হিমবানব্রবীদ্ বাক্যং স্ব এব শিখরে স্থিতঃ।। ১৬
ক্লেষ্টুমর্হসি মাং ন ত্বং দুন্দুভে ধর্মবৎসল। রণকর্মস্বকুশলস্তপস্বিশরণো হ্যহম্।। ১৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা গিরিরাজস্য ধীমতঃ। উবাচ দুন্দুভির্বাক্যং ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ।। ১৮
যদি যুদ্ধেঽসমর্থস্ত্বং মদ্ভয়াদ্ বা নিরুদ্যমঃ। তমাচক্ষ্ব প্রদদ্যান্মে যো হি যুদ্ধং যুযুৎসতঃ।। ১৯
হিমবানব্রবীদ্ বাক্যং শ্রুত্বা বাক্যবিশারদঃ। অনুক্তপূর্বং ধর্মাত্মা ক্রোধাত্তমসুরোত্তমম্।। ২০
বালী নাম মহাপ্রাজ্ঞঃ শক্রপুত্রঃ প্রতাপবান্। অধ্যাস্তে বানরঃ শ্রীমান্ কিষ্কিন্ধামতুলপ্রভাম্।। ২১
স সমর্থো মহাপ্রাজ্ঞস্তব যুদ্ধবিশারদঃ। দ্বন্দ্বযুদ্ধং স দাতুং তে নমুচেরিব বাসবঃ।। ২২
তং শীঘ্রমভিগচ্ছ ত্বং যদি যুদ্ধমিহেচ্ছসি। স হি দুর্মর্ষণো নিত্যং শূরঃ সমরকর্মণি।। ২৩
শ্রুত্বা হিমবতো বাক্যং কোপাবিষ্টঃ স দুন্দুভিঃ। জগাম তাং পুরীং তস্য কিষ্কিন্ধাং বালিনস্তদা।। ২৪
ধারয়ন্মাহিষং বেশং তীক্ষ্ণশৃঙ্গো ভয়াবহঃ। প্রাবৃষীব মহামেঘস্তোয়পূর্ণো নভস্তলে।। ২৫
ততস্তু দ্বারমাগম্য কিষ্কিন্ধায়া মহাবলঃ। ননর্দ কম্পয়ন্ ভূমিং দুন্দুভির্দুন্দুভির্যথা।। ২৬
সমীপজান্ দ্রুমান্ ভঞ্জন্ বসুধাং দারয়ন্ খুরৈঃ। বিষানেনোল্লিখন্ দর্পাত্তদ্দ্বারং দ্বিরদো যথা।। ২৭
অন্তঃপুরগতো বালী শ্রুত্বা শব্দমমর্ষণঃ। নিষ্পপাত সহ স্ত্রীভিস্তারাভিরিব চন্দ্রমাঃ।। ২৮
মিতং ব্যক্তাক্ষরপদং তমুবাচ স দুন্দুভিম্। হরীণামীশ্বরো বালী সর্বেষাং বনচারিণাম্।। ২৯

অতুলনীয় প্রীতি-সম্পাদনে সমর্থ।। ১৩ ।। সেই অসুরশ্রেষ্ঠ তখন সমুদ্রদেবতা বরুণকে ভীত বলে মনে করে ধনু থেকে বিচ্যুত বাণের মতো ছুটে হিমালয়ের বনে চলে গেলো।। ১৪ ।। এবার দৈত্য দুন্দুভি বিরাট বিরাট হস্তীর মতো শুভ্র শিলখণ্ড ভূতলে নিক্ষেপ করতে লাগলো। করতে লাগলো গর্জন।। ১৫ ।। শুভ্রমেঘের মতো আকারবিশিষ্ট স্নিগ্ধ এবং প্রিয়দর্শন হিমবান তখন নিজের শিখরে দাঁড়িয়ে এই বাক্য বললেন।। ১৬ ।। হে ধর্মবৎসল দুন্দুভি, আমাকে কষ্ট দেওয়া তোমার উচিত নয়। যুদ্ধে আমি নিপুণ নই। আমি তপস্বীদের আশ্রয়।। ১৭ ।। রাগে দুন্দুভির চোখ লাল হয়ে গেলো। সে তখন বললে—।। ১৮ ।। যদি তোমার যুদ্ধে সামর্থ্য না থাকে কিংবা আমার ভয়ে নিরুৎসাহ হয়েছো, তাহলে তুমি বলো কে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক এবং যুদ্ধ করবে।। ১৯ ।। দুন্দুভির বাক্য শুনে বাক্যনিপুণ ধর্মপ্রাণ হিমবান পূর্বে যে কথা কখনো বলেন নি, তেমনই কথা ক্রোধের সঙ্গে অসুরশ্রেষ্ঠকে বললেন—।। ২০ ।। ইন্দ্রের পুত্র বালি মহাপ্রাজ্ঞ। এবং অত্যন্ত প্রতাপশালী। সেই ঐশ্বর্যশালী বানর অতুলনীয় প্রভাসম্পন্ন কিষ্‌কিন্ধা নগরীতে বাস করে।। ২১ ।। ইন্দ্র যেমন নমুচির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তেমনি সেই যুদ্ধনিপুণ মহাপ্রাজ্ঞ বালিই তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমর্থ।। ২২ ।। যদি তুমি যুদ্ধ চাও, তাহলে সত্বর তার কাছে যাও। সে যুদ্ধে সর্বদাই বীর। তাকে কেউ পরাজিত করতে পারে নি।। ২৩ ।। হিমবানের বাক্য শুনে দুন্দুভি তখন রেগে বালির কিষ্‌কিন্ধাপুরীতে চলে গেলো।। ২৪ ।। ভীষণ মহিষের রূপ সে ধারণ করলো। ধারালো তার শিঙ্। উঁচিয়ে আছে। বর্ষার আকাশে জল-ভরা মেঘপুঞ্জের মতো তাকে দেখাচ্ছিলো।। ২৫ ।। মহাবলবান দুন্দুভি কিষ্‌কিন্ধার দ্বারদেশে এসেই মাটি কাঁপিয়ে দুন্দুভির মতোই গর্জন করতে লাগলো।। ২৬ ।। কাছের গাছপালা ভেঙেচুরে, খুর দিয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ করে, দর্পে শিঙ্ দিয়ে হাতীর মতো কিষ্‌কিন্ধার দ্বারদেশকে সে ভেঙে ফেললো।। ২৭ ।। তখন অন্তঃপুরে ছিলো বালি। এই শব্দ সইতে না পেরে তারাগণ পরিবৃত চাঁদের মতো স্ত্রীদেরকে নিয়ে বালি বেরিয়ে এলো।। ২৮ ।। বনে বিচরণকারী বানরদের প্রভু বালি দুন্দুভির উদ্দেশ্যে পরিমিত ভাষায় ও পদের অক্ষর স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে বললো—।। ২৯ ।।

কিমর্থং নগরদ্বারমিদং রুদ্ধা বিনর্দসে। দুন্দুভে বিদিতো মেঽসি রক্ষপ্রাণান্ মহাবল।। ৩০
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা বানরেন্দ্রস্য ধীমতঃ। উবাচ দুন্দুভির্বাক্যং ক্রোধাৎ সংরক্তলোচনঃ।। ৩১
ন ত্বং স্ত্রীসন্নিধৌ বীর বচনং বক্তুমর্হসি। মম যুদ্ধং প্রযচ্ছাদ্য ততো জ্ঞাস্যামি তে বলম্।। ৩২
অথবা ধারয়িষ্যামি ক্রোধমদ্য নিশামিমাম্। গৃহ্যতামুদয়ঃ স্বৈরং কামভোগেষু বানর।। ৩৩
দীয়তাং সম্প্রদানঞ্চ পরিষ্বজ্য চ বানরান্। সর্বশাখামৃগেন্দ্রস্ত্বং সংসাধয় সুহৃজ্জনম্।। ৩৪
সুদৃষ্টাং কুরু কিষ্কিন্ধাং কুরুষ্বাৎ মসমং পুরে। ক্রীড়স্ব চ সমং স্ত্রীভিরহং তে দর্পশাসনঃ।। ৩৫
যো হি মত্তং প্রমত্তং বা ভগ্নং বা রহিতং কৃশম্। হন্যাৎ স ভ্রূণহা লোকে ত্বদ্বিধং মদমোহিতম্।। ৩৬
স প্রহস্যাব্রবীন্ মন্দং ক্রোধাত্তমসুরেশ্বরম্। বিসৃজ্য তাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বাস্তারাপ্রভৃতিকাস্তদা।। ৩৭
মত্তোঽয়মিতি মা মংস্থা যদ্যভীতোঽসি সংযুগে। মদোঽয়ং সম্প্রহারেঽস্মিন্ বীরপানং সমর্থ্যতাম্।। ৩৮
তমেবমুক্ত্বা সংক্রুদ্ধো মালামুৎক্ষিপ্য কাঞ্চনীম্। পিত্রা দত্তাং মহেন্দ্রেণ যুদ্ধায় ব্যবতিষ্ঠত। ৩৯
বিষাণয়োর্গৃহীত্বা তং দুন্দুভিং গিরিসন্নিভম্। অবিধ্যত তদা বালী বিনদন্ কপিকুঞ্জরঃ।। ৪০
বালী ব্যাপাদয়াঞ্চক্রে ননর্দ চ মহাস্বনম্। শ্রোত্রাভ্যামথ রক্তং তু তস্য সুস্রাব পাত্যতঃ।। ৪১
তয়োস্তু ক্রোধসংরম্ভাৎ পরস্পরজয়ৈষিণোঃ। যুদ্ধং সমভবদ্ ঘোরং দুন্দুভের্বালিনস্তথা।। ৪২
অযুধ্যত তদা বালী শক্রতুল্যপরাক্রমঃ। মুষ্টিভির্জানুভিঃ পদ্ভিঃ শিলাভিঃ পাদপৈস্তথা।। ৪৩
পরস্পরং ঘ্নতোস্তত্র বানরাসুরয়োস্তদা। আসীদ্ধীনোঽসুরো যুদ্ধেশক্রসূনুর্ব্যবর্ধত।। ৪৪
তং তু দুন্দুভিমুদ্যম্য ধরণ্যামভ্যপাতয়ৎ। যুদ্ধে প্রাণহরে তস্মিন্নিষ্পিষ্টো দুন্দুভিস্তদা।। ৪৫

ওরে, মহাবলশালী দুন্দুভি, নগরের দ্বার আটকে রেখে গর্জন করছো কেন? তোমায় আমি চিনতে পেরেছি। এবার নিজের প্রাণ বাঁচাও।।৩০।। ধীমান সেই বানরশ্রেষ্ঠের বাক্য শুনে রেগে চোখ লাল করে দুন্দুভি বললো—।। ৩১ ।। ওরে বীর, স্ত্রীলোকের কাছে এইরকম গর্ব করে কথা বলা তোমার উচিত নয়। আগে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করো। তারপর তোমার শক্তি জানতে পারবো।। ৩২ ।। অথবা, হে বানর, এই রাত ইচ্ছেমতো তুমি কামভোগ করো। সূর্যোদয় পর্যন্ত আমি আমার ক্রোধ ধারণ করে থাকবো।।৩৩।। বানরসকলের তুমি রাজা। বানরসমূহকে আলিঙ্গন করো। যা দেবার সবাইকে দান করো। সুহৃদ্‌বর্গকে সম্মানিত করো।। ৩৪ ।। কিষ্‌কিন্ধাকে ভালো করে দেখে নাও। পুরবাসীদের নিজের মতো সুখী করে নাও। স্ত্রীদের সঙ্গে বিহার করো। কাল আমি তোমার দর্প বিনাশ করবো।।৩৫ ।। যে তোমার মতো মত্ত, প্রমত্ত, রণে ভঙ্গ দিয়ে পালায়নোদ্যত অত্যন্ত সুপ্ত বা মদ্যপানে মোহগ্রস্ত ব্যক্তিকে হত্যা করে সে জগতে ভ্রূণহত্যাকারী বলে নিন্দিত হয়।।৩৬ ।। সেই বালি তখন তারা প্রভৃতি স্ত্রীদেরকে বিদায় দিয়ে রেগে একটু হেসে সেই অসুরাধিপতিকে বললো—।।৩৭ ।। আমাকে তুমি মত্ত বলে মনে করো না। আমার এই মদ্যপান যুদ্ধে বীরগণের উৎসাহজনক পান বলেই মনে করো। ভয় যদি না থাকে তবে যুদ্ধে এগিয়ে এসো।। ৩৮ ।। বালি তাকে এই কথা বলে পিতা ইন্দ্রদত্ত সোনার থালাটিকে রেগে আন্দোলিত করে যুদ্ধের জন্য উদ্যত হলো।। ৩৯ ।। শিঙ্ দু'টি ধরে কপিশ্রেষ্ঠ বালি গর্জন করতে করতে সেই পর্বতপ্রমাণ দুন্দুভিকে আঘাত করলো।।৪০।। বালি ভীষণ গর্জন করে তাকে যখন আঘাত করলো, তখন সেই দুন্দুভির কান দু'টি থেকে রক্ত নির্গত হতে লাগলো।। ৪১ ।। একে অপরকে জয় করার ইচ্ছায় দুন্দুভি এবং বালি দু'জনেই ক্রোধে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো।। ৪২ ।। ইন্দ্রের মতো পরাক্রমী বালি হাঁটু, পা, পাথর আর বড়ো গাছ নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলো।। ৪৩ ।। বানর আর অসুরের যুদ্ধে অসুর তখন হীনবল হয়ে পড়লো। আর ইন্দ্রপুত্র বালির বল গেলো বেড়ে।। ৪৪ ।। অচিরেই দুন্দুভিকে তুলে ধরে বালি ভূমিতে আছাড় মেরে ফেলে দিলো। প্রাণঘাতী যুদ্ধে দুন্দুভি তখন নিষ্পিষ্ট হয়ে পড়ে রৈলো।। ৪৫ ।। তার দেহের

স্রোতোভ্যো বহু রক্তং তু তস্য সুস্রাব পাত্যতঃ। পপাত চ মহাবাহুঃ ক্ষিতৌ পঞ্চত্বমাগতঃ।। ৪৬
তং তোলয়িত্বা বাহুভ্যাং গতসত্ত্বমচেতনম্। চিক্ষেপ বেগবান্ বালী বেগেনৈকেন যোজনম্।। ৪৭
তস্য বেগপ্রবিদ্ধস্য বক্ত্রাৎ ক্ষতজবিন্দবঃ। প্রপেতুর্মারুতোৎক্ষিপ্তা মতঙ্গস্যাশ্রমং প্রতি।। ৪৮
তান্ দৃষ্টা পতিতাংস্তত্র মুনিঃ শোণিতবিপ্রুষঃ। ক্রুদ্ধস্তস্য মহাভাগ চিন্তয়ামাস কো ন্বয়ম্।। ৪৯
যেনাহং সহসা স্পৃষ্টঃ শোণিতেন দুরাত্মনা। কোঽয়ং দুরাত্মা দুর্বুদ্ধিরকৃতাত্মা চ বালিশঃ।। ৫০
ইত্যুক্ত্বা স বিনিষ্ক্রম্য দদৃশে মুনিসত্তমঃ। মহিষং পর্বতাকারং গতাসুং পতিতং ভুবি।। ৫১
স তু বিজ্ঞায় তপসা বানরেণ কৃতং হি তৎ। উৎসসর্জ মহাশাপং ক্ষেপ্তারং বানরং প্রতি।। ৫২
ইহ তেনাপ্রবেষ্টব্যং প্রবিষ্টস্য বধো ভবেৎ। বনং মৎসংশ্রয়ং যেন দূষিতং রুধিরস্রবৈঃ।। ৫৩
ক্ষিপতা পাদপাশ্চেমে সম্ভগ্নাশ্চাসুরীং তনুম্। সমন্তাদাশ্রমং পূর্ণং যোজনং মামকং যদি।। ৫৪
আক্রমিষ্যতি দুর্বুদ্ধির্ব্যক্তং স ন ভবিষ্যতি। যে চাস্য সচিবাঃ কেচিৎ সংশ্রিতা মামকং বনম্।। ৫৫
ন চ তৈরিহ বস্তব্যং শ্রুত্বা যান্তু যথাসুখম্। তেঽপি বা যদি তিষ্ঠন্তি শপিষ্যে তানপি ধ্রুবম্।। ৫৬
বনেঽস্মিন্ মামকে নিত্যং পুত্রবৎ পরিরক্ষিতে। পত্রাঙ্কুরবিনাশায় ফল-মূলাভবায় চ।। ৫৭
দিবসশ্চাদ্য মর্যাদা যং দ্রষ্টা শ্বোঽস্মি বানরম্। বহুবর্ষসহস্রাণি স বৈ শৈলো ভবিষ্যতি।। ৫৮
ততস্তে বানরাঃ শ্রুত্বা গিরং মুনিসমীরিতাম্। নিশ্চক্রমুর্বনাত্তস্মাত্তান্ দৃষ্ট্বা বালিরব্রবীৎ।। ৫৯
কিং ভবন্তঃ সমস্তাশ্চ মতঙ্গবনবাসিনঃ। মৎসমীপমনুপ্রাপ্তা অপি স্বস্তি বনৌকসাম্।। ৬০

বিভিন্ন অংশ থেকে স্রোতের মতো রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। সেই মহাবীর মরে মাটিতে পড়ে রৈলো।।৪৬।। বালি বাহু দিয়ে চেতনাহীন নিষ্প্রাণ দেহটি তুলে নিয়ে সেটি এক যোজন দূরে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।। ৪৭।। দুন্দুভির মুখ থেকে নির্গত রক্তবিন্দুসমূহ বায়ুর বেগে ছিটকে এসে মতঙ্গের আশ্রমে এসে পতিত হলো।। ৪৮ ।। আশ্রমে রক্তবিন্দু পড়তে দেখে মতঙ্গমুনি ক্রুদ্ধ হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, কে এই অপকর্ম করেছে? *(বিপ্রুষঃ—বিন্দু)*।। ৪৯ ।। যে দুর্বল হঠাৎ আমায় রক্তের দ্বারা লিপ্ত করছে সেই মূর্খ, দুর্বুদ্ধি, পাপাত্মা, দুরাত্মাটি কে?।। ৫০ ।। এই বলে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বেরিয়ে এসেই দেখলেন পর্বতপ্রমাণ এক মহিষ মরে মাটিতে পড়ে আছে।। ৫১।। তিনি তপোবলে জানতে পারলেন, এটা বানরের কাজ। ঐ দুন্দুভির মৃতদেহনিক্ষেপকারী বানর বালির প্রতি তিনি অভিশাপ দিলেন।। ৫২।। রক্তধারায় আমার আবাসস্থল এই বনভূমিকে যে দূষিত করেছে এই বনে সে আর কখনো প্রবেশ করতে পারবে না। যদি করে, তাহলে সে নিহত হবে।। ৫৩।। অসুরের দেহকে যে এখানে ছুঁড়ে দিয়েছে, এইসব গাছপালা ভেঙেছে, আমার এই আশ্রমের চারপাশে এক যোজনের মধ্যে সে যদি ঢুকে পড়ে তাহলে...।। ৫৪।। সেই দুর্বুদ্ধিকে আর দেখা যাবে না *(অর্থাৎ ধ্বংস হয়ে যাবে)* আমার এই বনে তার মন্ত্রীরাও যদি কেউ আসে তাদেরও ধ্বংস অনিবার্য।। ৫৫ ।। তাদের এখানে বাস করা উচিত হবে না। আমার এই কথা শুনে যথাসুখে অন্যত্র তারা চলে যাক। তবুও যদি তারা এখানে থাকে, তাদের আমি নিশ্চয়ই অভিশাপ দেবো।।৫৬ ।। এই বনে যদি তারা নিত্য আমার পুত্রের মতোও থাকতে চায়, তাহলেও তারা আমার দ্বারা অভিশপ্ত হবে। কেননা তাদের দ্বারা পত্র, অঙ্কুর, ফল, মূল, সব এখানে বিনষ্ট হবে। *(বানরেরা ঋষিদের জীবনধারণের দ্রব্যসম্ভার ধ্বংস করে ফেলবে, এই আশঙ্কা)*।। ৫৭ ।। আজই এখানে তাদের থাকার শেষ দিন। কাল আমি যে বানরকে দেখবো, সে বহুহাজার বছর পাথরের পাহাড় হয়ে এখানে অবস্থান করবে।। ৫৮ ।। মুনির দ্বারা উচ্চারিত এই বাক্য শুনে বানরেরা অতঃপর সেই বন থেকে বেরিয়ে এলো। বালি তা দেখে বললো—।৫৯ ।। মতঙ্গ-বনবাসী তোমরা। আমার কাছে এলে কেন? বনবাসীদের কুশল তো? *(বন + ওক = বনৌকস—বনবাসী)*।।৬০।। বানরেরা তখন সবাই মিলে সোনার মালায়-ভূষিত

ততস্তে কারণং সর্বং তথা শাপঞ্চ বালিনঃ। শশংসর্বানরাঃ সর্বে বালিনে হেমমালিনে।। ৬১
এতচ্ছ্রুত্বা তদা বালী বচনং বানরেরিতম্। স মহর্ষিং সমাসাদ্য যাচতে স্ম কৃতাঞ্জলিঃ।। ৬২
মহর্ষিস্তমনাদৃত্য প্রবিবেশাশ্রমং প্রতি। শাপধারণভীতস্তু বালী বিহ্বলতাং গতঃ।। ৬৩
ততঃ শাপভয়াদ্ভীতো ঋষ্যমূকং মহাগিরিম্। প্রবেষ্টুং নেচ্ছতি হরির্দ্রষ্টুং বাঽপি নরেশ্বর।। ৬৪
তস্যাপ্রবেশং জ্ঞাত্বাঽমিদং রাম মহাবনম্। বিচরামি সহামাত্যো বিষাদেন বিরর্জিতঃ।। ৬৫
এষোঽস্থিনিচয়স্তস্য দুন্দুভেঃ সম্প্রকাশতে। বীর্যোৎসেকান্নিরস্তস্য গিরিকূটনিভো মহান্।। ৬৬
ইমে চ বিপুলাঃ সালাঃ সপ্তশাখাবলম্বিনঃ। যত্রৈকং ঘটতে বালী নিষ্পত্রয়িতুমোজসা।। ৬৭
এতদস্যা সমং বীর্যং ময়া রাম প্রকাশিতম্। কথং তং বালিনং হন্তুং সমরে শক্ষ্যসে নৃপ।। ৬৮
তথা ব্রুবাণং সুগ্রীবং প্রহসঁল্লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ। তস্মিন্ কর্মণি নির্বৃত্তে শ্রদ্দধ্যা বালিনো বধম্।। ৬৯
তমুবাচাথ সুগ্রীবঃ সপ্তসালানিমান্ পুরা। এবমেকৈকশো বালী বিব্যাথাথ স চাসকৃৎ।। ৭০
রামো নির্দারয়েদেষাং বাণেনৈকেন চ দ্রুমম্। বালিনং নিহতং মন্যে দৃষ্ট্বা রামস্য বিক্রমম্।। ৭১
হতস্য মহিষস্যাস্থি পাদেনৈকেন লক্ষ্মণ। উদ্যম্য প্রক্ষিপেচ্চাপি তরসা দ্বে ধনুঃশতে।। ৭২
এবমুক্ত্বা তু সুগ্রীবো রামং রক্তান্তলোচনঃ। ধ্যাত্বা মুহূর্তং কাকুৎস্থং পুনরেব বচোঽব্রবীৎ।। ৭৩
শূরশ্চ শূরমানী চ প্রখ্যাতবল-পৌরুষঃ। বলবান্ বানরো বালী সংযুগেষ্বপরাজিতঃ।। ৭৪
দৃশ্যন্তে চাস্য কর্মাণি দুষ্করাণি সুরৈরপি। যানি সঞ্চিন্ত্য ভীতোঽহমৃষ্যমূকমুপাশ্রিতঃ।। ৭৫
তমজয্যমধৃষ্যঞ্চ বানরেন্দ্রমমর্ষণম্। বিচিন্তয়ন্নমুং চাপি ঋষ্যমূকমমুং ত্বহম্।। ৭৬

বালিকে তাদের আসার সকল কারণ এবং বালিকে দেওয়া ঋষির অভিশাপের কথা জানালে।।৬১।। বানরদের এই কথা শুনে বালি সেই মহর্ষির কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা জানালো।। ৬২ ।। মহর্ষি তাকে উপেক্ষা করে আশ্রমে ঢুকে গেলেন। শাপের কথা হৃদয়ে ধারণ করে বালি ভয়ে বিহ্বল হলো।।৬৩।। সেই থেকে শাপের ভয়ে বানর বালি, হে রাজন্, ঋষ্যমূকপর্বতে আর প্রবেশ করতে চায় না।। ৬৪ ।। হে রাম, এই মহাবনে সে প্রবেশ করতে পারবে না জেনেই আমি মন্ত্রীদের নিয়ে নিশ্চিন্তে বিষাদশূন্য হয়ে এইখানে বিচরণ করি।। ৬৫।। বালির হাতে বীর্যবত্তার সঙ্গে নিহত হয়েছিলো দুন্দুভি। তার অস্থিগুলি এই তো এখানে দেখা যাচ্ছে। যেন পাহাড়ের চূড়া!।। ৬৬ ।। এই যে শাখাবিস্তারী সাতটি সালগাছ রয়েছে, বালি ওজঃশক্তিতে একটিমাত্র বাণ দ্বারাই ঐ সাতটি গাছকেই নিষ্‌পত্র করতে পারতো।। ৬৭ ।। হে রাম, তার শৌর্যের কথা আমি আপনাকে বললাম। হে রাজন্, বলুন কি করে যুদ্ধে এমতো বালিকে আপনি ধ্বংস করতে সমর্থ হবেন?।। ৬৮।। এই কথা শুনে লক্ষ্মণ হেসে সুগ্রীবকে জিজ্ঞেস করলেন, কি করলে রাম বালিকে বধ করতে পারবেন বলে তুমি বিশ্বাস করছো?।।৬৯।। সুগ্রীব তখন লক্ষ্মণকে বললেন, পূর্বে বালি এই সাতটি সালগাছকে এক এক করে পত্রশূন্য করেছিলো। আবার তাও বহুবার।। ৭০ ।। রাম যদি একটি বাণের দ্বারা এই সালগাছগুলির একটিকে বিদ্ধ করতে পারেন, এবং নিহত মহিষের অস্থি একপায়ে লাথি মেরে জোরে দু'শত ধনু দূরে ছুঁড়ে দিতে পারেন তাহলেই রামের পরাক্রম দেখে বুঝতে পারবো যে বালিকে নিহত করতে তিনি পারবেন।। ৭১-৭২ ।। সুগ্রীব লক্ষ্মণকে এই কথা বলে মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে রক্তলোচন রামকে বললেন—।। ৭৩ ।। বলবান বানর বালি বীর। বীরাভিমানী। বীর্যবত্তা এবং পৌরুষের জন্য প্রখ্যাত। যুদ্ধে সে অপরাজিত।। ৭৪ ।। তাকে এমন সব কাজ করতে দেখা গেছে যেগুলি দেবতাদের দ্বারাও দুষ্কর। আর সেইসব চিন্তা করেই ভীত হয়ে আমি ঋষ্যমূকপর্বত আশ্রয় করেছি।।৭৫।। সেই অজেয়, দুর্ধর্ষ, অসহিষ্ণু বালিকে চিন্তা করেই এই ঋষ্যমূকপর্বত আমি ত্যাগ করতে পারছিনা।।৭৬।। উদ্‌বিগ্ন এবং শঙ্কিত হয়ে হনুমান-প্রমুখ অনুরক্ত প্রধান প্রধান মন্ত্রীদের নিয়ে এই গভীর বনে আমি বিচরণ

উদ্বিগ্নঃ শঙ্কিতশ্চাহং বিচরামি মহাবনে। অনুরক্তৈঃ সহামাত্যৈর্হনুমৎপ্রমুখৈর্বরৈঃ।। ৭৭
উপলব্ধঞ্চ মে শ্লাঘ্যং সন্মিত্রং মিত্রবৎসল। ত্বামহং পুরুষব্যাঘ্র হিমবন্তমিবাশ্রিতঃ।। ৭৮
কিং তু তস্য বলজ্ঞোঽহং দুর্ভ্রাতুর্বলশালিনঃ। অপ্রত্যক্ষং তু মে ধার্যং সমরে তব রাঘব।। ৭৯
ন খল্বহং ত্বাং তুল্যে নাবমন্যে ন ভীষয়ে। কর্মভিস্তস্য ভীমৈশ্চ কাতর্যং জনিতং মম।। ৮০
কামং রাঘব তে বাণীপ্রমাণং ধৈর্যমাকৃতিঃ। সূচয়ন্তি পরং তেজো ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্।। ৮১
তস্য তদ্বচনম্ শ্রুত্বা সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ। স্মিতপূর্বমতো রামঃ প্রত্যুবাচ হরিং প্রতি।। ৮২
যদি ন প্রত্যয়োঽস্মাসু বিক্রমে তব বানর। প্রত্যয়ং সমরে শ্লাঘ্যমহমুৎপাদয়ামি তে।। ৮৩
এবমুক্ত্বা তু সুগ্রীবং সান্ত্বয়ঁল্লক্ষ্মণাগ্রজঃ। রাঘবো দুন্দুভেঃ কায়ং পাদাঙ্গুষ্ঠেন লীলয়া।। ৮৪
তোলয়িত্বা মহাবাহুশ্চিক্ষেপ দশযোজনম্। অসুরস্য তনুং শুষ্কাং পাদাঙ্গুষ্ঠেন বীর্যবান্।। ৮৫
ক্ষিপ্তং দৃষ্ট্বা ততঃ কায়ং সুগ্রীবঃ পুনরব্রবীৎ। লক্ষ্মণস্যাগ্রতো রামং তপন্তমিব ভাস্করম্।
হরীণামগ্রতো বীরমিদং বচনমর্থবৎ।। ৮৬
আর্দ্রঃ সমাংসঃ প্রত্যগ্রঃ ক্ষিপ্তঃকায়ঃ পুরা সখে। পরিশ্রান্তেন মত্তেন ভ্রাতা মে বালিনা তদা।। ৮৭
লঘুঃ সম্প্রতিনির্মাংসস্তৃণভূতশ্চ রাঘব। ক্ষিপ্ত এবং প্রহর্ষেণ ভবতা রঘুনন্দন।। ৮৮
নাত্র শক্যং বলং জ্ঞাতুং তব বা তস্য বাঽধিকম্। আদ্রং শুষ্কমিতি হ্যেতৎ সুমহদ্ রাঘবান্তরম্।। ৮৯
স এব সংশয়স্তাত তব তস্য চ যদ্বলম্। সালমেকং বিনির্ভিদ্য ভবেদ্ ব্যক্তির্বলাবলে।। ৯০
কৃত্বৈতৎ কার্মুকং সজ্যং হস্তিহস্তমিবাপরম্। আকর্ণপূর্ণমায়ম্য বিসৃজস্ব মহাশরম্।। ৯১

করি।। ৭৭ ।। হে বন্ধুবৎসল, পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনার মতো প্রশংসনীয় সদ্‌বন্ধু পেয়ে মনে হচ্ছে আমি যেন হিমালয়ের আশ্রয় পেয়েছি।। ৭৮ ।। আমি কিন্তু আমার এই বলশালী দুর্জন ভাইয়ের শক্তি প্রত্যক্ষ জানি। হে রাম, যুদ্ধে আপনার শৌর্য কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ দেখি নি।। ৭৯ ।। আমি তার সঙ্গে আপনার তুলনা করে আপনাকে অপমান করছি না। ভয়ও দেখাচ্ছি না। তার ভীষণ সব কার্যের কথা স্মরণ করে আমি কাতর হয়ে পড়ছি।। ৮০ ।। রাম, আপনি যে বালিকে ধ্বংস করতে পারবেন, আপনার কথাই তো এর প্রমাণ। আপনার ধৈর্য এবং চেহারা ভস্মাচ্ছন্ন আগুনের মতো। আপনার তেজকেই তা সূচিত করছে।। ৮১ ।। সেই কথা শুনে রাম আগে স্মিত হেসে মহাপ্রাণ বানর সুগ্রীবকে প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ৮২ ।। হে বানর, আমার শৌর্যে যদি আপনার বিশ্বাস না থাকে, তাহলে যুদ্ধেই আপনার প্রশংসনীয় বিশ্বাস আমি উৎপাদন করবো।। ৮৩ ।। সুগ্রীবকে এই কথা বলে সান্ত্বনা দিয়ে লক্ষ্মণের অগ্রজ মহাবীর রাম পায়ের বুড়ো আঙুলের দ্বারা দুন্দুভির দেহটি অবলীলায় তুলে—।। ৮৪ ।। দশ যোজন দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বীর্যবান রামকে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়েই অসুরের শুকনো দেহটিকেও ছুঁড়ে ফেলতে দেখে...।।৮৫।। সুগ্রীব আবার লক্ষ্মণের সামনে সূর্যের মতো প্রদীপ্ত বীর রামকে বানরদের সমক্ষেই অর্থযুক্তবাক্যে বললেন—।।৮৬ ।। হে সখে, পরিশ্রান্ত, মদমত্ত, আমার দাদা যখন দুন্দুভির দেহটি ছুঁড়ে ফেলে, তখন সেটি ছিলো তাজা রক্তে ভেজা। মাংস যুক্ত এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত।।৮৭ ।। হে রাম, এখন তো সেই দেহটি মাংসহীন। শুকিয়ে খড়ের মতো হয়ে গেছে। তার ওপর সুস্থ-সবল অবস্থায় আনন্দের সঙ্গে এটি আপনি নিক্ষেপ করলেন।।৮৮ ।। রাম, ভিজে আর শুকনোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য। তাই বলছি, আপনার কিংবা বালির শক্তি বেশী তা বুঝতে পারছি না।। ৮৯ ।। হে পুজ্য, তার না আপনার শক্তি বেশী—এই নিয়ে সংশয়ও হচ্ছে। একটি সালগাছ যদি আপনি বিদীর্ণ করতে পারেন তাহলেই বলাবল বোঝা যাবে।।৯০।। রাম ধনুতে জ্যা-যুক্ত করে টেনে কান পর্যন্ত আকর্ষণ করে হাতীর শুঁড়ের মতো আর একটি বাণ বিসর্জন করুন।।৯১।। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আপনি বাণনিক্ষেপ করলে সেটি সালগাছকে

ইমং হি সালং প্রহিতস্ত্বয়া শরো ন সংশয়োঽত্রাস্তি বিদারয়িষ্যতি।
অলং বিমর্ষেণ মম প্রিয়ং ধ্রুবং কুরুষ্ব রাজন্ প্রতিশাপিতো ময়া।। ৯২
যথা হি তেজঃসু বরঃ সদা রবি যথা হি শৈলো হিমবান্ মহাদ্রিষু।
যথা চতুষ্পাৎসু চ কেসরীবরস্তথা নরাণামসি বিক্রমে বরঃ।। ৯৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একাদশঃ সর্গঃ।

বিদীর্ণ করবেই। আর বিবেচনার প্রয়োজন নেই। হে রাজন্, আমার এই প্রিয় কাজ নিশ্চয়ই করুন। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি।। ৯২ ।। যেমন তেজস্বিগণের মধ্যে সূর্যই শ্রেষ্ঠ, পর্বতসমূহের মধ্যে হিমালয়ই শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সিংহই, তেমনি মানুষদের মধ্যে পরাক্রমে আপনিই শ্রেষ্ঠ।। ৯৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের একাদশ (১১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাদশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামেণ সপ্তানাং তালবৃক্ষাণাং ভেদঃ, তদনুজ্ঞয়া সুগ্রীবস্য কিষ্কিন্ধাগমনম্, বালিনা সহ যুদ্ধারম্ভঃ, যুদ্ধে পরাজিতস্য সুগ্রীবস্য মতঙ্গস্য মুনেরাশ্রমে পলায়নম্, শ্রীরামস্য পুনরাশ্বাসদানম্, গজপুষ্পীমাল্যং পরিধাপ্য পুনঃ সুগ্রীবস্য যুদ্ধায় প্রেষণঞ্চ।

এতচ্চ বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবস্য সুভাষিতম্। প্রত্যয়ার্থং মহাতেজা রামো জগ্রাহ কার্মুকম্।। ১
স গৃহীত্বা ধনুর্ঘোরং শরমেকঞ্চ মানদঃ। সালমুদ্দিশ্য চিক্ষেপ পূরয়ন্ স রবৈর্দিশঃ।। ২
সবিসৃষ্টো বলবতা বাণঃ স্বর্ণপরিষ্কৃতঃ। ভিত্ত্বা তালান্ গিরিপ্রস্থং সপ্তভূমিং বিবেশ হ।। ৩
সায়কস্তু মুহূর্তেন তালান্ ভিত্ত্বা মহাজবঃ। নিষ্পত্য চ পুনস্তূণং তমেব প্রবিবেশ হ।। ৪
তান্ দৃষ্ট্বা সপ্ত নির্ভিন্নান্ সালান্ বানরপুঙ্গবঃ। রামস্য শরবেগেন বিস্ময়ং পরমং গতঃ।। ৫
স মূর্ধ্না ন্যপতদ্ ভূমৌ প্রলম্বীকৃতভূষণঃ। সুগ্রীবঃ পরমঃ প্রীতো রাঘবায় কৃতাঞ্জলিঃ।। ৬
ইদং চোবাচ ধর্মজ্ঞং কর্মণা তেন হর্ষিতঃ। রামং সর্বাস্ত্রবিদুষাং শ্রেষ্ঠং শূরমবস্থিতম্।। ৭
সেন্দ্রানপি সুরান্ সর্বাংস্ত্বং বাণৈঃ পুরুষর্ষভ। সমর্থঃ সমরে হন্তুং কিং পুনর্বালিনং প্রভো।। ৮

দ্বাদশ (১২) সর্গ

শ্রীরামের দ্বারা সাতটি সালগাছ ভেদ। শ্রীরামের অনুজ্ঞায় সুগ্রীবের কিষ্কিন্ধায় গমন। বালির সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সুগ্রীবের মতঙ্গমুনির আশ্রমে পলায়ন। শ্রীরামের পুনরায় আশ্বাসদান। গজপুষ্পের মালা পরিয়ে শ্রীরামের দ্বারা পুনরায় সগ্রীবকে যুদ্ধে প্রেরণ।

সুগ্রীবের এইসব ভালো কথা শুনে মহাতেজস্বী রাম তার বিশ্বাস জন্মাবার জন্য হাতে ধনু তুলে নিলেন।। ১ ।। যিনি অন্যকে মান দান করেন সেই রাম ধনু তুলে নিয়ে সালগাছকে লক্ষ্য করে দিগ্‌বিদিক কাঁপিয়ে একটি শরনিক্ষপ করলেন।। ২ ।। বলবান রামের দ্বারা নিক্ষিপ্ত স্বর্ণভূষিত সেই বাণ সাত সাতটি সালগাছ বিদীর্ণ করে পর্বতের সানুদেশ ভেদ করে ভূতলের নীচে সপ্তমলোকে প্রবেশ করলো।। ৩ ।। বাণটি কিন্তু তীব্র বেগে সালবৃক্ষগুলিকে ভেদ করে মুহূর্তের মধ্যেই আবার তূণের মধ্যে প্রবেশ করলো।।৪।। রামের বাণের গতিতে সাতটি সালগাছ বিদীর্ণ হওয়ায় বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব অত্যন্ত বিস্মিত হলো।।৫।। অত্যন্ত প্রীত হয়ে সে এবার মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে করজোড়ে অবনতমস্তকে রামকে প্রণাম করলো। তার অলঙ্কারগুলিও তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।। ৬ ।। রামের ঐ কাজে আনন্দিত হয়ে সর্বশাস্ত্রে বিদ্বান্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ধর্মজ্ঞ বীর রামকে সে বললো—।। ৭ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, যুদ্ধে ইন্দ্রসহ দেবতাদেরকে আপনি হত্যা করতে সমর্থ। প্রভো, বালিকে বধ করা আর এমন বিশেষ কি?।। ৮ ।। হে

যেন সপ্ত মহাতালা গিরিভূমিশ্চ দারিতাঃ। বাণেনৈকেন কাকুৎস্থ স্থাতা তে কো রণাগ্রতঃ।। ৯
অদ্য মে বিগতঃ শোকঃ প্রীতিরদ্য পরা মম। সুহৃদং ত্বাং সমাসাদ্য মহেন্দ্রবরুণোপমম্।। ১০
তমদ্যৈব প্রিয়ার্থং মে বৈরিণং ভ্রাতৃরূপিণম্। বালিনং জহি কাকুৎস্থ ময়া বদ্ধোঽয়মঞ্জলিঃ।। ১১
ততো রামঃ পরিষ্বজ্য সুগ্রীবং প্রিয়দর্শনম্। প্রত্যুবাচ মহাপ্রাজ্ঞো লক্ষ্মণানুগতং বচঃ।। ১২
অস্মাদ্ গচ্ছাম কিষ্কিন্ধাং ক্ষিপ্রং গচ্ছ ত্বমগ্রতঃ। গত্বা চাহ্বয় সুগ্রীব বালিনং ভ্রাতৃগন্ধিনম্।। ১৩
সর্বে তে ত্বরিতং গত্বা কিষ্কিন্ধাং বালিনঃ পুরীম্। বৃক্ষৈরাত্মানমাবৃত্য হ্যতিষ্ঠন্ গহনে বনে।। ১৪
সুগ্রীবোঽপ্যনদদ্ ঘোরং বালিনো হ্বানকরণাৎ। গাঢ়ং পরিহিতো বেগান্নাদৈর্ভিন্দন্নিবাম্বরম্।। ১৫
তং শ্রুত্বা নিনদং ভ্রাতুঃ ক্রুদ্ধো বালী মহাবলঃ। নিষ্পপাত সুসংরব্ধো ভাস্করোঽস্ততটাদিব।। ১৬
ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধং বালি-সুগ্রীবয়োরভূৎ। গগনে গ্রহয়োর্ঘোরং বুধাঙ্গারকয়োরিব।। ১৭
তলৈরশনিকল্পৈশ্চ বজ্রকল্পৈশ্চ মুষ্টিভিঃ। জঘ্নতুঃ সমরেঽন্যোন্যং ভ্রাতরৌ ক্রোধমূর্ছিতৌ।। ১৮
ততো রামো ধনুষ্পাণিস্তাবুভৌ সমুদৈক্ষত। অন্যোন্যসদৃশৌ বীরাবুভৌ দেবাবিবাশ্বিনৌ।। ১৯
যন্নাবগচ্ছৎ সুগ্রীবং বালিনং বাপি রাঘবঃ। ততো ন কৃতবান্ বুদ্ধিং মোক্তুমন্তকরং শরম্।। ২০
এতস্মিন্নন্তরে ভগ্নঃ সুগ্রীবস্তেন বালিনা। অপশ্যন্ রাঘবং নাথমৃষ্যমূকং প্রদুদ্রুবে।। ২১
ক্লান্তো রুধিরসিক্তাঙ্গঃ প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ। বালিনাভিদ্রুতঃ ক্রোধাৎ প্রবিবেশ মহাবনম্।। ২২
তং প্রবিষ্টং বনং দৃষ্ট্বা বালী শাপভয়াত্ততঃ। মুক্তো হ্যসি ত্বমিত্যুক্ত্বা স নিবৃত্তো মহাবনঃ।। ২৩
রাঘবোঽপি সহ ভ্রাত্রা সহ চৈব হনুমতা। তদেব বনমাগচ্ছৎ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ।। ২৪

কাকুৎস্থ, সাতটি সালগাছ এবং পর্বতকে একটিমাত্র বাণেই আপনি যখন বিদীর্ণ করেছেন, তখন যুদ্ধে আপনার সামনে কে দাঁড়াতে পারে?।। ৯ ।। মহেন্দ্র, এবং বরুণের মতো আপনাকে সুহৃদ্‌রূপে পেয়ে আজ আমার শোক অপগত হলো। হলো প্রভূত আনন্দ।। ১০ ।। হে কাকুৎস্থ, আজই আপনি আমার প্রীতির জন্য ভ্রাতৃরূপ শত্রু বালিকে বধ করুন। করজোড়ে এই প্রার্থনাই আমি করছি।। ১১ ।। তারপর, মহাপ্রাজ্ঞ রাম, লক্ষণের অনুগত প্রিয়দর্শন সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করে বললেন—।। ১২ ।। আমরা এখান থেকে কিষ্‌কিন্ধায় যাবো।আমাদের আগেই সত্বর আপনি সেখানে চলে যান।সুগ্রীব, আপনি সেখানে গিয়ে গর্বিত ভাই বালিকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করুন।। ১৩।। তাঁরা সকলে এবার দ্রুত বালির পুরী কিষ্‌কিন্ধায় চলে গেলেন। গভীর বনে গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে তাঁরা অবস্থান করতে লাগলেন।। ১৪ ।। সুগ্রীব তখন কষে কাপড় বেঁধে নিয়ে জোরে যেন আকাশ ফাটিয়ে বালিকে ডাকার জন্যই ভীষণ গর্জন করতে লাগলো।। ১৫ ।। ভাইয়ের সেই গর্জন শুনে মহাশক্তিশালী বালি রেগে অত্যন্ত বেগে অস্তাচল থেকে সূর্যের মতো নগরী থেকে বেরিয়ে এলো।। ১৬ ।। বালি এবং সুগ্রীবের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হলো। আকাশে বুঝি বুধ আর মঙ্গলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলছে।।১৭ ।। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ভাই দু'জন পরস্পর বজ্রের মতো হস্ততল এবং বজ্রকল্প মুষ্টির দ্বারা যুদ্ধে একে অপরকে আঘাত করতে লাগলো।। ১৮ ।। রাম তখন ধনু হাতে নিয়ে তাদের দু'জনকেই ভালোভাবে দেখছিলেন। উভয় বীরই একে অন্যের মতোই দেখতে। যেন অশ্বিনীকুমার দু'জন!।। ১৯ ।। এইরকম আকৃতি বলে কে সুগ্রীব এবং কেই বা বালি রাম বুঝতে পারছিলেন না। তাই তিনি প্রাণঘাতী শরনিক্ষেপ করার কথা ভাবতে পারছিলেন না।। ২০ ।। এই অবসরে বালির দ্বারা আহত হয়ে সুগ্রীব পরিত্রাতা রামকে দেখতে না পেয়ে ঋষ্যমূকপর্বতে পালিয়ে গেলো।।২১।। বালি ক্রোধে তার পশ্চাদ্ধাবন করছে। সুগ্রীবের সারা অঙ্গ রক্তে সিক্ত। প্রহারে তাঁর দেহ জর্জর হয়ে গেছে। ক্লান্ত হয়ে সে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলো।। ২২ ।। সেটি ছিলো মাতঙ্গ বন। সেই বনে প্রবেশ করতে দেখে শাপের ভয়ে বালি বললো,তোকে ছেড়ে দিলাম। তারপর সে সেই মহাবন থেকে ফিরে এলো।।২৩।। বানর সুগ্রীব যেখানে অবস্থান করছিলেন, রামও ভাই এবং হনুমানকে নিয়ে সেই বনে চলে এলেন।। ২৪ ।। সুগ্রীব লক্ষ্মণসহ রামকে আসতে দেখে মাটির দিকে তাকিয়ে লজ্জিত হয়ে দীনভাবে

তং সমীক্ষ্যাগতং রামং সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণম্। হ্রীমান্ দীনমুবাচেদং বসুধামবলোকয়ন্।। ২৫
আহ্বয়স্বেতি মামুক্ত্বা দর্শয়িত্বা চ বিক্রমম্। বৈরিণা ঘাতয়িত্বা চ কিমিদানীং ত্বয়া কৃতম্।। ২৬
তামেব বেলাং বক্তব্যং ত্বয়া রাঘব তত্ত্বতঃ। বালিনং ন নিহন্মীতি ততো নাহমিতো ব্রজে।। ২৭
তস্য চৈবং ব্রুবাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ। করুণং দীনয়া বাচা রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ।। ২৮
সুগ্রীব শ্রূয়তাং তাত ক্রোধশ্চ ব্যপনীয়তাম্। কারণং যেন বাণোঽয়ং স ময়া ন বিসর্জিতঃ।। ২৯
অলঙ্কারেণ বেষেণ প্রমাণেন গতেন চ। ত্বঞ্চ সুগ্রীব বালী চ সদৃশৌ স্থঃ পরস্পরম্।। ৩০
স্বরেণ বর্চসা চৈব প্রেক্ষিতেন চ বানর। বিক্রমেণ চ বাক্যৈশ্চ ব্যক্তিং বাং নোপলক্ষয়ে।। ৩১
ততোঽহং রূপসাদৃশ্যান্ মোহিতো বানরোত্তম। নোৎসৃজামি মহাবেগং শরং শত্রুনিবর্হণম্।। ৩২
জীবিতান্তকরং ঘোরং সাদৃশ্যাত্তু বিশঙ্কিতঃ। মূলঘাতো ন নৌ স্যাদ্ধি দ্বয়োরিতি কৃতো ময়া।। ৩৩
ত্বয়ি বীর বিপন্নে হি অজ্ঞানাল্লাঘবান্ ময়া। মৌঢ্যঞ্চ মম বাল্যঞ্চ খ্যাপিতং স্যাৎ কপীশ্বর।। ৩৪
দত্তাভয়বধো নাম পাতকং মহদদ্ভুতম্। অহঞ্চ লক্ষ্মণশ্চৈব সীতা চ বরবর্ণিনী।। ৩৫
ত্বদধীনা বয়ং সর্বে বনেঽস্মিন্ শরণং ভবান্। তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভূয়স্ত্বং মা মা শঙ্কীশ্চ বানর।। ৩৬
এতন্মুহূর্তে তু ময়া পশ্য বালিনমাহবে। নিরস্তমিষুণৈকেন চেষ্টমানং মহীতলে।। ৩৭
অভিজ্ঞানং কুরুষ্ব ত্বমাত্মনো বানরেশ্বর। যেন ত্বামভিজানীয়াং দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতম্।। ৩৮
গজপুষ্পীমিমাং ফুল্লামুৎপাট্য শুভলক্ষ্মণম্। কুরু লক্ষ্মণ কণ্ঠেঽস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।। ৩৯
ততো গিরিতটে জাতামুৎপাট্য কুসুমায়ুতাম্। লক্ষ্মণো গজপুষ্পীং তাং তস্য কণ্ঠে ব্যসর্জয়ৎ।। ৪০
স তয়া শুশুভে শ্রীমান্ লতয়া কণ্ঠসক্তয়া। বিপরীত ইবাকাশে সূর্যো নক্ষত্রমালয়া।

বললো—।। ২৫ ।। আপনি বিক্রম দেখিয়ে আমাকে বললেন, বালিকে ডাকো। অথচ শত্রু-বালির দ্বারা আমাকে আহত করিয়ে এ আপনি কী করলেন?।। ২৬ ।। হে রাম, আগেই আপনার স্পষ্ট করে বলা উচিত ছিলো যে, 'আমি বালিকে হত্যা করবো না'। তাহলে আমি আর এখান থেকে যেতাম না।। ২৭ ।। মহাত্মা সুগ্রীব করুণভাবে এইরকম বললে, রাম তাকে বিনম্রভাবে বললেন—।। ২৮ ।। শ্রীমন্ সুগ্রীব, শুনুন। ক্রোধ পরিত্যাগ করুন। কি কারণে আমি বাণনিক্ষেপ করি নি শুনুন।। ২৯ ।। দেখুন সুগ্রীব; অলঙ্কার, পরিচ্ছদ, দেহের আকৃতি এবং চলাফেরায় আপনি আর বালি পরস্পর একইরকম ভাবে অবস্থান করছিলেন।। ৩০ ।। হে বানর, কণ্ঠস্বর, তেজস্বিতা, দৃষ্টি, পরাক্রম এবং বাক্যের দ্বারা আপনাদের কোনো পার্থক্যই আমি দেখতে পাই নি।। ৩১ ।। তাই হে বানরশ্রেষ্ঠ, আপনাদের রূপ-সাদৃশ্যে মোহিত হয়ে শত্রুবিনাশী, মহাবেগবান বাণ আমি নিক্ষেপ করি নি।। ৩২ ।। উভয়ের চেহারায় সাদৃশ্য দেখে আমি শঙ্কিত হয়েছিলাম। সীতা-উদ্ধারের মূল ব্যক্তি আপনি। যদি মারা পড়েন এই ভয়ে প্রাণবিনাশী বাণ আমি আপনাদের কারোর প্রতিই প্রয়োগ করি নি।। ৩৩ ।। হে বীর কপিরাজ, আমি যদি অজ্ঞানতাবশতঃ লঘুতার জন্য আপনাকে বিনাশ করতাম তাহলে আমার মূঢ়তা এবং বালসুলভ অজ্ঞতাই জগতে ছড়িয়ে পড়তো।। ৩৪ ।। প্রথমে অভয় দিয়ে পরে বধ করার জন্য আমার ভীষণ পাপ হতো। এখন আমি, লক্ষ্মণ এবং সুন্দরী সীতা...।। ৩৫ ।। আমরা সবাই আপনার অধীনে আছি। এই বনে আপনিই আমাদের আশ্রয়। তাই আবার আপনি যুদ্ধ করুন। হে বানর, ভয় একেবারেই আপনি করবেন না।। ৩৬ ।। মুহূর্তেই আপনি দেখবেন যুদ্ধে আমার নিক্ষিপ্ত একটি বাণেই বালি যুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।। ৩৭ ।। হে বানরাধিপতে, এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আপনাকে আমি যাতে চিনতে পারি এমন কিছু চিহ্ন আপনি ধারণ করুন।। ৩৮ ।। লক্ষ্মণ, এই গজপুষ্পী নাম্নী ফুলে-ভরা শুভলক্ষণযুক্ত লতাটিকে তুলে নিয়ে মহাত্মা সুগ্রীবের গলায় পরিয়ে দাও।। ৩৯ ।। লক্ষ্মণ তাখন পাহাড়ের সানুদেশে উৎপন্ন গজপুষ্পী নামক ফুলে -ভরা লতাটি ছিঁড়ে নিয়ে কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন।। ৪০ ।। ধীমান সুগ্রীব গলায় সেই লতা নিয়ে দেখতে

মালয়েব বলাকানাং সসন্ধ্য ইব তোয়দঃ।। ৪১
বিভ্রাজমানো বপুষা রামবাক্যসমাহিতঃ। জগাম সহ রামেণ কিষ্কিন্ধাং পুনরাপ সঃ।। ৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বাদশঃ সর্গঃ।

খুবই সুন্দর হয়ে উঠলেন। পশ্চিমগগনে নক্ষত্রমালায় শোভিত সূর্যের মতো তাঁকে দেখাচ্ছিলো। সন্ধ্যায় বলাকার মালায় শোভিত মেঘের মতো দেখতে লাগছিলো তাঁকে।। ৪১ ।। রামের বাক্যে প্রবুদ্ধ হয়ে দেহের শান্তিতে সবদিক আলোকিত করে রামের সঙ্গে আবার তিনি কিষ্‌কিন্ধায় চলে গেলেন।। ৪২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের দ্বাদশ (১২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।।

মার্গমধ্যে বৃক্ষ-নানাবিধজন্তু-তড়াগ-সপ্তজনপদাশ্রমান্ পশ্যতাং শ্রীরামপ্রভৃতীনাং পুনঃ কিষ্কিন্ধাগমনম্।

ঋষ্যমূকাৎ স ধর্মাত্মা কিষ্কিন্ধাং লক্ষ্মণাগ্রজঃ। জগাম সহসুগ্রীবো বালিবিক্রমপালিতাম্।। ১
সমুদ্যম্য মহচ্চাপং রামঃ কাঞ্চনভূষিতম্। শরাংশ্চাদিত্যসঙ্কাশান্ গৃহীত্বা রণসাধকান্।। ২
অগ্রতস্তু যযৌ তস্য রাঘবস্য মহাত্মনঃ। সুগ্রীবঃ সংহতগ্রীবো লক্ষ্মণস্য মহাবলঃ।। ৩
পৃষ্ঠতো হনুমান্ বীরো নলো নীলশ্চ বীর্যবান্। তারশ্চৈব মহাতেজা হরিযূথপযূথপঃ।। ৪
তে বীক্ষমাণা বৃক্ষাংশ্চ পুষ্পভারাবলম্বিনঃ। প্রসন্নাম্বুবহাশ্চৈব সরিতঃ সাগরঙ্গমাঃ।। ৫
কন্দরাণি চ শৈলাংশ্চ নির্দরাণি গুহাস্তথা। শিখরাণি চ মুখ্যানি দরীশ্চ প্রিয়দর্শনাঃ।। ৬
বৈদূর্যবিমলৈস্তোয়ৈঃ পদ্মৈশ্চাকোশকুড্‌নলৈঃ। শোভিতান্ সজলান্ মার্গে তটাকাংশ্চাবলোকয়ন্।। ৭
কারণ্ডৈঃ সারসৈর্হংসৈর্বঞ্জুলৈর্জলকুক্কুটৈঃ। চক্রবাকৈস্তথা চান্যৈঃ শকুনৈঃ প্রতিনাদিতান্।। ৮
মৃদুশষ্পাঙ্কুরাহারান্নির্ভয়ান্ বনচারিণাম্। চরতাং সর্বতঃ পশ্যন্ স্থলীষু হরিণান্ স্থিতান্।। ৯
তটাকবৈরিণশ্চাপি শুক্লদন্তবিভূষিতান্। ঘোরানেকচরান্ বন্যান্ দ্বিরদান্ কুলঘাতিনঃ।। ১০
মত্তান্ গিরিতটোদ্‌ঘুষ্টান্ পর্বতানিব জঙ্গমান্। বানরান্ দ্বিরদপ্রক্ষান্ মহীরেণুসমুক্ষিতান্।। ১১

ত্রয়োদশ (১৩) সর্গ

পথের মধ্যে নানা গাছপালা জন্তু সরোবর, সপ্তজনপদ আশ্রমে প্রভৃতি দেখতে দেখতে শ্রীরাম প্রমুখের কিষ্‌কিন্ধায় গমন।

লক্ষ্মণের বড়ো ভাই সেই ধর্মাত্মা রাম সুগ্রীবকে নিয়ে ঋষ্যমূক থেকে বালির বিক্রমে পালিতা কিষ্‌কিন্ধা নগরীতে চলে গেলেন।। ১ ।। রাম তখন সোনায়-মোড়া বিরাট ধনু হাতে তুলে নিয়ে চলেছেন। সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল তিনি। যুদ্ধযোগ্য বাণগুলিও তিনি সঙ্গে নিয়েছেন।। ২ ।। সুগঠিত গ্রীবাসম্পন্ন সুগ্রীব মহাত্মা রাম এবং মহাবীর লক্ষ্মণের আগে আগে চলছিলো।।৩ ।। পেছনে আসছিলেন বীর হনুমান, নল, নীল এবং বানরদলের দলপতি মহাতেজস্বী তার।। ৪ ।। যেতে যেতে তাঁরা দেখলেন ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে গাছগুলি। স্বচ্ছ জল বয়ে নিয়ে চলেছে নদীগুলি। সাগরের দিকে।। ৫ ।। কতো সুন্দর পাহাড়। শিলাখণ্ডের মধ্যে বড়ো বড়ো ফাঁক। রয়েছে প্রধান প্রধান চূড়া এবং দেখতে সুন্দর সব গুহা।।৬ ।। রয়েছে সরোবর গুলি। বৈদূর্যমণির মতো বিমল তাদের জল। পদ্মের কলিতে শোভিত সেই সরোবর -গুলি—।।৭।। কারণ্ডব, সারস, হাঁস, সুন্দর জলকুক্কুট *(পানকৌড়ি)*, চক্রবাক এবং নানা পাখীর কলকাকলিতে মুখরিত ঐ স্থান।। ৮ ।। দেখলেন, কোমলঘাসের অঙ্কুর খেতে খেতে হরিণগুলি নির্ভয়ে বনস্থলীর সর্বত্র বিচরণ করছে।। ৯ ।। দেখলেন ভীষণ সব বুনো হাতী। তারা একাকী বিচরণ করছে। শাদা দাঁত দিয়ে তারা তীরভূমিকে আঘাত করে শত্রুতা করছে *(রদ—দাঁত। দ্বিরদ—হাতী। তাদের বাইরে দু'টি দাঁত, ভেতরেও দাঁত। দু'রকমের দাঁত তাদের বলা হয় দ্বিরদ)*।। ১০ ।। মত্ত এই হাতীগুলিকে দেখতে জঙ্গমপর্বতের মতো। তাঁরা দেখলেন, মাটিতে ধূলো উড়িয়ে চলছে হাতীর মতো বড়ো বড়ো বানর।।১১।।

বনে বনচরাংশ্চান্যান্ খেচরাংশ্চ বিহঙ্গমান্। পশ্যন্তস্ত্বরিতং জগ্মুঃ সুগ্রীববশবর্তিনঃ।। ১২
তেষাং তু গচ্ছতাং তত্র ত্বরিতং রঘুনন্দনঃ। দ্রুমখণ্ডবনং দৃষ্ট্বা রামঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ।। ১৩
এষ মেঘ ইবাকাশে বৃক্ষখণ্ডঃ প্রকাশতে। মেঘসঙ্ঘাতবিপুলং পর্যন্তকদলীবৃতম্।। ১৪
কিমেতজ্জ্ঞাতুমিচ্ছামি সখে কৌতূহলং মম। কৌতূহলাপনয়নং কর্তুমিচ্ছাম্যহং ত্বয়া।। ১৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ। গচ্ছন্নেবাচচক্ষেঽথ সুগ্রীবস্তন্মহদ্বনম্।। ১৬
এতদ্ রাঘব বিস্তীর্ণমাশ্রমং শ্রমনাশনম্। উদ্যানবনসম্পন্নং স্বাদুমূলফলোদকম্।। ১৭
অত্র সপ্তজনা নাম মুনয়ঃ শংসিতব্রতাঃ। সপ্তৈবাসন্নধঃশীর্ষা নিয়তং জলশায়িনঃ।। ১৮
সপ্তরাত্রে কৃতাহারা বায়ুনাচলবাসিনঃ। দিবং বর্ষশতৈর্যাতাঃ সপ্তভিঃ সকলেবরাঃ।। ১৯
তেষামেতৎ প্রভাবেণ দ্রুমপ্রাকারসংবৃতম্। আশ্রমং সুদুরাধর্ষমপি সেন্দ্রৈঃ সুরাসুরৈঃ।। ২০
পক্ষিণো বর্জয়ন্ত্যেতত্তথান্যে বনচারিণঃ। বিশন্তি মোহাদ্ যেঽপ্যত্র ন নিবর্তন্তি তে পুনঃ।। ২১
বিভূষণরবাশ্চাত্র শ্রূয়ন্তে সকলাক্ষরাঃ। তূর্যগতস্বনশ্চাপি গন্ধো দিব্যশ্চ রাঘব।। ২২
ত্রেতাগ্নয়োঽপি দীপ্যন্তে ধূমো হ্যেষ প্রদৃশ্যতে। বেষ্টয়ন্নিব বৃক্ষাগ্রান্ কপোতাঙ্গারুণো ঘনঃ।। ২৩
এতে বৃক্ষাঃ প্রকাশন্তে ধূমসংসক্তমস্তকাঃ। মেঘজালপ্রতিচ্ছন্না বৈদূর্যগিরয়ো যথা।। ২৪
কুরু প্রণামং ধর্মাত্মংস্তেষামুদ্দিশ্য রাঘব। লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা প্রযতঃ সংহতাঞ্জলিঃ।। ২৫
প্রণমন্তি হি যে তেষামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্। ন তেষামশুভং কিঞ্চিচ্ছরীরে রাম বিদ্যতে।। ২৬
ততো রামঃ সহ ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন কৃতাঞ্জলিঃ। সমুদ্দিশ্য মহাত্মানস্তানৃষীনভ্যবাদয়ৎ।। ২৭

দেখলেন বনে বিচরণকারী নানা জন্তু। আকাশে পাখী উড়ছে। এই সব দেখতে দেখেতে সুগ্রীবের বশবর্তী হয়ে তাঁরা দ্রুত গমন করছেন।। ১২ ।। তাড়াতাড়ি যাবার পথে রঘুনন্দন রাম গাছপালায় ভরা একটি অখণ্ড বন দেখে সুগ্রীবকে বললেন—।। ১৩ ।। এই বনের গাছগুলোকে আকাশের মেঘের মতো দেখাচ্ছে। এই মেঘপুঞ্জের মতো গাছপালায় পূর্ণ স্থানের প্রান্তদেশে রয়েছে কলাগাছে-ঘেরা সুন্দর অঞ্চল।। ১৪ ।। বন্ধো, এটা কি জানবার জন্য আমার কৌতূহল হচ্ছে। আমি চাইছি আপনি আমার কৌতূহল দূর করুন।। ১৫ ।। মহাত্মা রামের এই কথা শুনে সুগ্রীব সেই মহারণ্যে যেতে যেতে বললো—।। ১৬ ।। হে রাম, এই বিস্তীর্ণ আশ্রমে এলে শ্রম দূর হয়ে যায়। সুন্দর উদ্যান রয়েছে এই বনে। সুস্বাদু ফল, মূল এবং জল এখানে মেলে।। ১৭ ।। সপ্তজন নামে এখানে সাতজন মুনি তপস্যায় নিরত ছিলেন। তাঁরা জলের মধ্যে সর্বদাই মাথা নীচের দিকে রেখে তপস্যা করতেন।। ১৮ ।। সারা রাত কেটে গেলে তাঁরা বায়ুমাত্র ভোজন করতেন। একই স্থানে অচল হয়ে অবস্থান করতেন। শত শত বছরের পর তাঁরা সশরীরে স্বর্গে চলে গেলেন।। ১৯ ।। তাঁদেরই প্রভাবে গাছের প্রাচীরে ঘেরা এই আশ্রম ইন্দ্রসহ দেবতা এবং অসুর সকলের কাছেই অতীব দুর্গম।। ২০ ।। পাখীরা যেমন তেমনি অন্য বনচারীরাও এই আশ্রম বর্জন করেছে। আর মোহবশতঃ এখানে যারা প্রবেশ করে তারা আর ফেরে না।। ২১ ।। বাণীবদ্ধ সঙ্গীতের সঙ্গে এখানে অলঙ্কারের শব্দ শোনা যায়। শোনা যায় বাদ্যযন্ত্রের এবং কণ্ঠ সঙ্গীতের ধ্বনি। পাওয়া যায় দিব্য গন্ধ।।২২।। যজ্ঞের তিনরকমের অগ্নিও এখানে জ্বলছে। দেখা যাচ্ছে ধূমও। পায়রার অঙ্গের মতো ধূসর-ধোঁয়া গাছের মাথাগুলিকে বেষ্টন করে ওপরে উঠে যাচ্ছে (*ত্রেতাগ্নি—প্রাচীন আর্য তথা হিন্দুরা নিত্য তিনবেলা যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞশালায় তিনটি বেদিতে, আহ্বানীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণ নামে তিনটি অগ্নি পৃথগ্‌ভাবে রক্ষিত হতো। যজ্ঞের এই তিনটি অগ্নিকেই একসঙ্গে বলা যায় ত্রেতাগ্নি*)।। ২৩ ।। গাছের মাথাগুলি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। মেঘের আড়ালে বৈদূর্যমণির পর্বতের মতো তারা শোভা পাচ্ছে।।২৪।। হে ধর্মাত্মন রাম, ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে সংযত হয়ে করজোড়ে সেই মহর্ষিদের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করুন।। ২৫ ।। হে রাম, সেই আত্মজ্ঞানী ঋষিদের যে প্রণাম করবে তাদের শরীরের কোনো অশুভ থাকবে না।। ২৬ ।। রাম তখন ভাই লক্ষ্মণের সঙ্গে কৃতাঞ্জলি হয়ে মহাত্মা সেই ঋষিদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করলেন।।২৭।।

অভিবাদ্য চ ধর্মাত্মা রামো ভ্রাতা চ লক্ষ্মণঃ। সুগ্রীবো বানরাশ্চৈব জগ্মুঃ সংহৃষ্টমানসাঃ।। ২৮
তে গত্বা দূরমধ্বানং তস্মাৎ সপ্তজনাশ্রমাৎ। দদৃশুস্তাং দুরাধর্ষাং কিষ্কিন্ধাং বালিপালিতাম্।। ২৯
ততস্তু রামানুজরামবানরাঃ প্রগৃহ্য শস্ত্রাণ্যুদিতোগ্রতেজসঃ।
পুরীং সুরেশাত্মজবীর্যপালিতা বধায় শত্রোঃ পুনরাগতাস্ত্বিহ।। ৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

সুগ্রীব এবং বানরেরা সবাই কৃতাঞ্জলি হয়ে সেই ঋষিদের প্রণাম জানালো। অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে এবার তাঁরা পথ চলতে লাগলেন।। ২৮ ।। সপ্তজন নামক সেই আশ্রম থেকে তাঁরা দূরে গিয়ে বালির দ্বারা প্রতিপালিত দুষ্‌পরাজেয় কিষ্‌কিন্ধাকে দেখতে পেলেন।। ২৯ ।। শস্ত্র নিয়ে রাম, লক্ষ্মণ, এবং বানরেরা সকলে নিজেদেরই তেজে উদ্দীপ্ত হয়ে শত্রু বালিকে বধ করার জন্য ইন্দ্রপুত্র বালির বীর্যে প্রতিপালিতা কিষ্‌কিন্ধানগরীতে উপনীত হলেন।। ৩০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের ত্রয়োদশ (১৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্দশঃ সর্গঃ ।।

বালিবধে শ্রীরামত আশ্বাসং প্রাপ্য সুগ্রীবস্যোৎকটগর্জনম্।

সর্বে তে ত্বরিতং গত্বা কিষ্কিন্ধাং বালিনঃ পুরীম্। বৃক্ষৈরাত্মানমাবৃত্য ব্যতিষ্ঠন্ গহনে বনে।। ১
বিসার্য সর্বতো দৃষ্টিং কাননে কাননপ্রিয়ঃ। সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবঃ ক্রোধমাহারয়দ্ভৃশম্।। ২
ততস্তু নিনদং ঘোরং কৃত্বা যুদ্ধায় চাহ্বয়ৎ. পরিবারৈঃ পরিবৃতো নাদৈর্ভিন্দন্নিবাম্বরম্।। ৩
গর্জন্নিব মহামেঘো বায়ুবেগপুরঃসরঃ। অথ বালার্কসদৃশো দৃপ্তসিংহগতিস্ততঃ।। ৪
দৃষ্ট্বা রামং ক্রিয়াদক্ষং সুগ্রীবো বাক্যমব্রবীৎ। হরিবাগুরয়া ব্যাপ্তাং তপ্তকাঞ্চনতোরণাম্।। ৫
প্রাপ্তাঃ স্ম ধ্বজযন্ত্রাঢ্যাং কিষ্কিন্ধাং বালিনঃ পুরীম্। প্রতিজ্ঞা যা কৃতা বীর ত্বয়া বালিবধে পুরা।। ৬
সফলাং কুরু তাং ক্ষিপ্রং লতাং কাল ইবাগতঃ। এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা সুগ্রীবেণ স রাঘবঃ।। ৭

চতুর্দশ (১৪) সর্গ

বালির বধে শ্রীরামের আশ্বাস পেয়ে সুগ্রীবের উৎকট গর্জন।

তাঁরা সবাই দ্রুত বালির বাসস্থান কিষ্‌কিন্ধাপুরীতে গিয়ে গাছের আড়ালে নিজের নিজের দেহ ঢেকে অবস্থান করতে লাগলেন।। ১ ।। কানন খুব প্রিয় ছিলো সুগ্রীবের। তাই বিশাল গ্রীবাসম্পন্ন সুগ্রীব বনভূমির সবদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে এগিয়ে গেলো। ক্রমে ভীষণ ক্রোধ অবলম্বন করলো।। ২ ।। সঙ্গীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে এবার সে ভীষণ গর্জন করে বালিকে যুদ্ধে আহ্বান করলো। তার সেই গর্জনে আকাশ যেন ফেটে যাচ্ছে।। ৩ ।। যেন ঝড়ের সঙ্গে মেঘ গর্জন করে চলছে! নবোদিত সূর্যের মতো লাল হয়ে গেছে সে। দৃপ্ত সিংহের মতো তখন তার চলার গতি।। ৪ ।। যুদ্ধকর্মে নিপুণ রামকে দেখে সুগ্রীব বললো, এই যে আমরা কিষ্‌কিন্ধায় এসে পড়েছি। তপ্ত সোনার মতো উজ্জ্বল এর তোরণ। জালের মতো বানরেরা দাঁড়িয়ে আছে *(হরি—বানর)*।। ৫ ।। পতাকা উড়ছে। প্রতিরক্ষার বহু যন্ত্র দিকে দিকে বসানো আছে। হে বীর, বালিকে বধের জন্য পূর্বে যে আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তা মনে আছে তো?।।৬ ।। অনুকূল সময় এলে লতা যেমন ফলবতী হয়, তেমনি আপনার প্রতিজ্ঞাপালনের অনুকূল সময় এসে গেছে। সত্বর তা আপনি সফল করুন। সুগ্রীব ধর্মাত্মা রামকে নিয়ে কথা বলছে।। ৭ ।। শত্রুনাশক রাম তখন সুগ্রীবকে

তমেবোবাচ বচনং সুগ্রীবং শক্রসূদনঃ। কৃতাভিজ্ঞানচিহ্নস্ত্বমনয়া গজসাহ্বয়া।। ৮
লক্ষ্মণেন সমুৎপাট্য এষা কণ্ঠে কৃতা তব। শোভসেঽপ্যধিকং বীর লতয়া কণ্ঠসক্তয়া।। ৯
বিপরীত ইবাকাশে সূর্যো নক্ষত্রমালয়া। অদ্য বালিসমুত্থং তে ভয়ং বৈরঞ্চ বানর।। ১০
একেনাহং প্রমোক্ষ্যামি বাণমোক্ষেণ সংযুগে। মম দর্শয় সুগ্রীব বৈরিণং ভ্রাতৃরূপিণম্।। ১১
বালী বিনিহতো যাবদ্ বনে পাংশুষু চেষ্টতে। যদি দৃষ্টিপথং প্রাপ্তো জীবন্ স বিনিবর্ততে।। ১২
ততো দোষেণ মা গচ্ছেৎ সদ্যো গর্হেচ্চ মাং ভবান্। প্রত্যক্ষং সপ্ত তে সালা ময়া বাণেন দারিতাঃ।। ১৩
তেনাবেহি বলেনাদ্য বালিনং নিহতং রণে। অনৃতং নোক্তপূর্বং মে চিরং কৃচ্ছ্রেঽপি তিষ্ঠতা।। ১৪
ধর্মলোভপরীতেন ন চ বক্ষ্যে কথঞ্চন। সফলাঞ্চ করিষ্যামি প্রতিজ্ঞাং জহি সম্ভ্রমম্।। ১৫
প্রসূতং কলমক্ষেত্রং বর্ষেণেব শতক্রতুঃ। তদাহ্বাননিমিত্তঞ্চ বালিনো হেমমালিনঃ।। ১৬
সুগ্রীব কুরু তং শব্দং নিষ্পতেদ্ যেন বানরঃ। জিতকাশী জয়শ্লাঘী ত্বয়া চাধর্ষিতঃ পুরাৎ।। ১৭
নিষ্পতিষ্যত্যসঙ্গেন বালী স প্রিয়সংযুগঃ। রিপূণাং ধর্ষিতং শ্রুত্বা মর্ষয়ন্তি ন সংযুগে।। ১৮
জানন্তস্তু স্বকং বীর্যং স্ত্রীসমক্ষং বিশেষতঃ। স তু রামবচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ।। ১৯
ননর্দ ক্রূরনাদেন বিনির্ভিন্দন্নিবাম্বরম্। তত্র শব্দেন বিত্রস্তা গাবো যান্তি হতপ্রভাঃ।। ২০
রাজদোষপরামৃষ্টাঃ কুলস্ত্রিয় ইবাকুলাঃ। দ্রবন্তি চ মৃগাঃ শীঘ্রং ভগ্না ইব রণে হয়াঃ।
পতন্তি চ খগা ভূমৌ ক্ষীণপুণ্যা ইব গ্রহাঃ।। ২১

বললেন, এই গজপুষ্পী নামক লতা আপনার চিহ্নরূপে দেওয়া হয়েছে।। ৮ ।। লক্ষ্মণ ছিঁড়ে তুলে এনে আপনার গলায় পরিয়ে দিয়েছে। হে বীর, এই লতা আপনার গলায় লগ্ন হওয়ায় অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে।। ৯ ।। আকাশে এইরকম বিপরীত অবস্থা যদি দেখা দেয় যে, নক্ষত্রমালার দ্বারা সূর্য শোভা পাচ্ছে, এই লতার মালায় তেমনি আপনিও আজ শোভা পাচ্ছেন। হে বানর, আজ বালির কাছ থেকে সমুদ্ভূত ভয় এবং শত্রুতা থেকে।। ১০ ।। যুদ্ধে একটিমাত্র বাণ ছুঁড়েই আমি আপনাকে মুক্ত করবো। সুগ্রীব, ভ্রাতৃরূপ-শত্রুকে আমায় দেখিয়ে দিন।। ১১ ।। আমার বাণাঘাতে সে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে ছটফট করবে। আর যদি সে জীবন নিয়ে ফিরে গেছে দেখতে পান...।। ১২ ।। তাহলে আপনি আমায় দোষ দিন, তৎক্ষণাৎ আমাকে তিরস্কার করুন। আপনার চোখের সামনেই আমি সাতটি সালগাছ একটিমাত্র বাণেই বিদীর্ণ করেছি।। ১৩ ।। সেই শক্তিতেই, জেনে রাখুন , আজ আমি যুদ্ধে বালিকে বধ করবোই। অনেক কষ্টে পড়েও আমি পূর্বে কখনো মিথ্যা কথা বলি নি।। ১৪ ।। ধর্মের লোভে পড়েও আমি এই সব কথা বলছি না। আমার প্রতিজ্ঞা আমি সফল করবোই। আপনি ভয় ত্যাগ করুন।। ১৫ ।। ইন্দ্র যেমন বর্ষণের দ্বারা ধানক্ষেতকে ফলবান করেন, পরাক্রম দ্বারা আমিও তেমনি আমার প্রতিজ্ঞাকে সফল করবো। সোনার মালায় ভূষিত বালি সেই ডাক শুনে...।। ১৬ ।। হে সুগ্রীব, পুরী থেকে যাতে বেরিয়ে আসে, তেমনি শব্দ আপনি করুন। যুদ্ধে সে জয়কামনা করে। বিজয়গর্বী সে। আপনার দ্বারা অপরাজিত।। ১৭ ।। বালি যুদ্ধ ভালোবাসে। তাই আপনার আহ্বান শুনলে সে স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসবেই। বীরেরা শত্রুর আক্রমণের সংবাদে স্থির থাকতে পারে না।। ১৮ ।। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সামনে নিজের বীর্য নিয়ে আহ্বান এসেছে জেনে সে স্থির থাকতে পারবে না। রামের বাক্য শুনে সোনার মতো পিঙ্গলবর্ণ সুগ্রীব...।। ১৯ ।। গগনবিদারী ভীষণ গর্জন করলো। শব্দ শুনে বৃষেরা ভয় পেয়ে গেলো। শক্তিহীন হয়ে হলো।। ২০ ।। রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে পরপুরুষেরা কুলস্ত্রীদেরকে অত্যাচার করতে এলে তাঁরা যেমন ব্যাকুল হয়ে আত্মরক্ষার জন্য ছুটে পালায়, তেমনি অবস্থা আজ এই ভীত বৃষগুলির। যুদ্ধে পরাজিত আহত অশ্বের মতো। পশুরা আজ ভয়ে পালাচ্ছে। পুণ্য শেষ হয়ে গেলে গ্রহেরা যেমন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তেমনিভাবে পাখীগুলি ভয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।। ২১ ।। সূর্যপুত্র সুগ্রীব অতঃপর মেঘের

ততঃ স জীমূতকৃতপ্রণাদো নাদং হ্যমুঞ্চ ত্বরয়াপ্রতীতঃ।
সূর্যাত্মজঃ শৌর্যবিবৃদ্ধতেজাঃ সরিৎপতির্বানিলচঞ্চলোর্মিঃ।। ২২

ইত্যার্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুর্দশঃ সর্গঃ।

মতো গর্জন করতে লাগলে। সে বুঝলো সত্বর তাহলে রাম বালিকে হত্যা করতে পারবেন, শৌর্যে তার তেজ বেড়ে গেছে। বায়ুবেগে ঝড় উঠলে উত্তাল তরঙ্গে সমুদ্র যেমন গর্জন করে তেমনি গর্জন করতে লাগলো *(ঝড়ের মেঘ আর উত্তাল সমুদ্রের মতো তর্জন—অপূর্ব তুলনা। ভীষণের বর্ণনায় কবির দক্ষতা)*।।২২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের চতুর্দশ (১৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চদশঃ সর্গঃ ।।

সুগ্রীবগর্জনং শ্রুত্বা যুদ্ধায় গৃহাদ্ বহির্গতং বালিনং নিবার্য সুগ্রীবেণ শ্রীরামেণ চ সহ মিত্রতাস্থাপনায় তারায়া অনুরোধঃ।

অথ তস্য নিনাদং তং সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ। শুশ্রাবান্তঃপুরগতো বালী ভ্রাতুরমর্ষণঃ।। ১
শ্রুত্বা তু তস্য নিনদং সর্বভূতপ্রকম্পনম্। মদশ্চৈকপদে নষ্টঃ ক্রোধশ্চাপাদিতো মহান্।। ২
ততো রোষপরীতাঙ্গো বালী স কনকপ্রভঃ। উপরক্ত ইবাদিত্যঃ সদ্যো নিষ্প্রভতাং গতঃ।। ৩
বালী দংষ্ট্রাকরালস্তু ক্রোধাদ্দীপ্তাগ্নিলোচনঃ। ভাত্যুৎপতিতপদ্মাভঃ সমৃণাল ইব হ্রদঃ।। ৪
শব্দং দুর্মর্ষণং শ্রুত্বা নিষ্পপাত ততো হরিঃ। বেগেন চ পদন্যাসৈর্দারয়ন্নিব মেদিনীম্।। ৫
তং তু তারা পরিষ্বজ্য স্নেহাদ্দর্শিতসৌহৃদা। উবাচ ত্রস্তসম্ভ্রান্তা হিতোদর্কমিদং বচঃ।। ৬
সাধু ক্রোধমিমং বীর নদীবেগমিবাগতম্। শয়নাদুত্থিতঃ কাল্যং ত্যজ ভুক্তামিব স্রজম্।। ৭
কাল্যমেতেন সংগ্রামং করিষ্যসি চ বানর। বীর তে শত্রুবাহুল্যং ফল্গুতা বা ন বিদ্যতে।। ৮
সহসা তব নিষ্ক্রামো মম তাবন্ন রোচতে। শ্রূয়তামভিধাস্যামি যন্নিমিত্তং নিবার্যতে।। ৯

পঞ্চদশ (১৫) সর্গ

সুগ্রীবের গর্জন শুনে যুদ্ধের জন্য বালির বেরিয়ে আসার উদ্যোগ। তাকে নিবারণ করে সুগ্রীব এবং শ্রীরামের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের জন্য তারার অনুরোধ।

অন্তঃপুরে থেকেই এবার অসহিষ্ণু বালি মহাত্মা সুগ্রীবের সেই গর্জন শুনতে পেলো।। ১ ।। তার সেই ধ্বনি শুনলে প্রাণিসকল কেঁপে ওঠে। তা শুনে একদিকে যেমন বালির মত্ততা কেটে গেলো অন্যদিকে তেমনি তার ক্রোধ হলো প্রচণ্ড।।২ ।। সোনার-বরণ বালির অঙ্গ তখন রাগে যেন জ্বলছে! রাহুগ্রস্ত সূর্যের মতো সে নিষ্প্রভ হয়ে গেলো *(উপরক্ত—রাহুগ্রস্ত)*।।৩ ।। বালির দাঁতগুলি ভীষণ। রাগে তার চোখগুলি আগুনের মতো জ্বলছে। যে সরোবরের পদ্মগুলি তুলে নেওয়া হয়েছে। রয়ে গেছে শুধুই মৃণাল। তারই মতো শ্রীহীন দেখাচ্ছে সুগ্রীবকে।। ৪ ।। এই অসহ্য শব্দ শুনে বেগে বানর বালি বেরিয়ে এলো। তার পদক্ষেপে ধরণী যেন বিদীর্ণ হচ্ছে!।। ৫ ।। পত্নী তারা তখন বালিকে আলিঙ্গন করে প্রেমের দ্বারা সৌহৃদ্যপ্রকাশ করে ব্যস্ত এবং ব্যাকুলভাবে ভবিষ্যতের ভালোর জন্য বললো—।।৬ ।। হে বীর, বিছানা থেকে উঠে উপভোগের মালাটি যেমন ছেড়ে ফেলো, তেমনই নদীর বেগের মতো আগত এই ক্রোধ তুমি ত্যাগ করো।। ৭ ।। হে বানর, কাল তুমি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করো। হে বীর, শত্রু যদিও তোমার চেয়ে বেশী শক্তিসম্পন্ন নয় কিংবা তোমার বীরত্বও কম নয়।। ৮ ।। তবুও হঠাৎ করে তোমার বেরিয়ে-যাওয়া আমার যথোচিত মনে হচ্ছে না। যে জন্য মানা করছি শোনো।। ৯ ।। পূর্বে সুগ্রীব ক্রোধে তোমাকে যুদ্ধে

পূর্বমাপতিতঃ ক্রোধাৎ স ত্বামাহ্বয়তে যুধি। নিষ্পত্য চ নিরস্তস্তে হন্যমানো দিশো গতঃ।। ১০
ত্বয়া তস্য নিরস্তস্য পীড়িতস্য বিশেষতঃ। ইহৈত্য পুনরাহ্বানং শঙ্কাং জনয়তীব মে।। ১১
দর্পশ্চ ব্যবসায়শ্চ যাদৃশস্তস্য নর্দতঃ। নিনাদস্য চ সংরম্ভো নৈতদল্পং হি কারণম্।। ১২
নাসহায়মহং মন্যে সুগ্রীবং তমিহাগতম্। অবষ্টব্ধসহায়শ্চ যমাশ্রিত্যৈষ গর্জতি।। ১৩
প্রকৃত্যা নিপুণশ্চৈব বুদ্ধিমাংশ্চৈব বানরঃ। নাপরিক্ষিতবীর্যেণ সুগ্রীবঃ সখ্যমেষ্যতি।। ১৪
পূর্বমেব ময়া বীর শ্রুতং কথয়তো বচঃ। অঙ্গদস্য কুমারস্য বক্ষ্যাম্যদ্য হিতং বচঃ।। ১৫
অঙ্গদস্তু কুমারোঽয়ং বনান্তমুপনির্গতঃ। প্রবৃত্তিস্তেন কথিতা চারৈরাসীন্নিবেসিতা।। ১৬
অযোধ্যাধিপতেঃ পুত্রৌ শূরৌ সমরদুর্জয়ৌ। ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতৌ প্রস্থিতৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ১৭
সুগ্রীবং প্রিয়কামার্থং প্রাপ্তৌ তত্র দুরাসদৌ। স তে ভ্রাতুর্হি বিখ্যাতঃ সহায়ো রণকর্মণি।। ১৮
রামঃ পরবলামর্দী যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ। নিবাসবৃক্ষঃ সাধূনামাপন্নানাং পরা গতিঃ।। ১৯
আর্তানাং সংশ্রয়শ্চৈব যশসশ্চৈকভাজনম্। জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্নো নিদেশে নিরতঃ পিতুঃ।। ২০
ধাতূনামিব শৈলেন্দ্রো ধনানামাকরো মহান্। তৎক্ষমো ন বিরোধস্তে সহ তেন মহাত্মনা।। ২১
দুর্জেয়েনাপ্রমেয়েণ রামেণ রণকর্মণি। শূর বক্ষ্যামি তে কিঞ্চিন্ন চেচ্ছাম্যভ্যসূয়িতুম্।। ২২
শ্রূয়তাং ক্রিয়তাং চৈব তব বক্ষ্যামি যদ্ধিতম্। যৌবরাজ্যেন সুগ্রীবং তূর্ণং সাধ্বভিষেচয়।। ২৩
বিগ্রহং মা কৃথা বীর ভ্রাত্রা রাজন্ যবীয়সা। অহং হি তে ক্ষমং মন্যে তেন রামেণ সৌহৃদম্।। ২৪
সুগ্রীবেণ চ সম্প্রীতিং বৈরমুৎসৃজ্য দূরতঃ। লালনীয়ো হি তে ভ্রাতা যবীয়ানেষ বানরঃ।। ২৫

আহ্বান করেছিলো। তুমি তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে নিরস্ত করেছিলে। মরতে মরতে সে এদিক-ওদিক পালিয়ে গেলো।। ১০ ।। সবিশেষ পীড়িতও করেছিলে তাকে। এখন এসে আবার সে আহ্বান করছে। এতে আমার ভয় হচ্ছে।। ১১ ।। তার গর্জনে যেরকম গর্ব এবং উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তাতে তার এই উদ্যোগের কারণ তুচ্ছ বলে বোধ হচ্ছে না।। ১২ ।। সুগ্রীব এখানে সহায় ছাড়া এসেছে বলে আমি মনে করি না। নিশ্চয়ই সে সাহায্যকারীর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তাকেই অবলম্বন করে এমতো গর্জন করছে।। ১৩ ।। বানর সুগ্রীব স্বভাবতঃই দক্ষ। এবং বুদ্ধিমানও। শক্তি পরীক্ষা না করে সে কখনো বন্ধুত্ব করে নি।। ১৪ ।। হে বীর, কুমার অঙ্গদের কাছ থেকে পূর্বে আমি যে কথা শুনেছি, তোমার কল্যাণের জন্য সেই কথাই বলছি।। ১৫ ।। কুমার অঙ্গদ বনের বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলো। গুপ্তচরেরা এসে তাকে যে বার্তা জানিয়েছিলো তা হলো এই...।। ১৬ ।। অযোধ্যার রাজার রাম ও লক্ষ্মণ বলে দু'টি পুত্র আছে। তারা বীর। এবং যুদ্ধে দুর্জয়। ইক্ষ্বাকুরাজাদের বংশে তাদের জন্ম।। ১৭ ।। সহজে যাঁদের পাওয়া যায় না সেই দু'জন সুগ্রীবের প্রিয় কার্যসাধনের জন্য এখানে এসেছেন। বিখ্যাত রাম যুদ্ধের কাজে তোমার ভাইয়ের সহায় হয়েছেন।। ১৮ ।। শত্রুর শক্তিকে রাম ধ্বংস করতে সমর্থ। প্রলয়কালীন অগ্নির মতোই তিনি উঠে এসেছেন। সাধুদের আশ্রয়দানকারী বৃক্ষের মতো তিনি। শরণাগতদের তিনি পরম আশ্রয়।। ১৯।। আর্তদের তিনি অবলম্বন। অত্যন্ত যশস্বী তিনি। জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্ন। পিতার নির্দেশপালনে সদাই নিরত।। ২০ ।। পর্বতরাজ যেমন ধাতুসমূহের আধার, তেমনি সমস্তগুণের আকর এই রাম। সেই মহাত্মার সঙ্গে তোমার বিরোধ করা উচিত নয়।। ২১ ।। হে বীর, আমি তোমায় বলছি যে, তুমি অসূয়াপ্রকাশ কোরো না।। ২২ ।। তোমার যাতে ভালো হয়, তা বলছি। শোনো। এবং তাই করো। সুগ্রীবকে শীগ্‌গির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করো।। ২৩ ।। হে বীর রাজন্, ছোটোভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ কোরো না। তার সঙ্গে আর রামের সঙ্গে তোমার মৈত্রীবন্ধনই উচিত বলে আমি মনে করি।। ২৪ ।। শত্রুতা ছেড়ে সুগ্রীবের সঙ্গে সম্প্রীতিই তুমি স্থাপন করো। বানর সুগ্রীব তোমার চেয়ে ছোটো। তাকে লালন করাই তোমার উচিত।।২৫।। ঋষ্যমূকপর্বতেই সে যাক কিংবা তোমার কাছে কিষ্কিন্ধাতেই থাক, সর্বদাই সে

তত্র বা সন্নিহিতস্থো বা সর্বথা বন্ধুরেব তে। ন হি তেন সমং বন্ধুং ভুবি পশ্যামি কঞ্চন।। ২৬
দান-মানাদিসৎকারৈঃ কুরুষ্ব প্রত্যনন্তরম্। বৈরমেতৎ সমুৎসৃজ্য তব পার্শ্বে স তিষ্ঠতু।। ২৭
সুগ্রীবো বিপুলগ্রীবো মহাবন্ধুর্মতস্তব। ভ্রাতৃসৌহৃদমালম্ব্য নান্যা গতিরিহাস্তি তে।। ২৮
যদি তে মৎপ্রিয়ং কার্যং যদি চাবৈষি মাং হিতাম্। যাচ্যমানঃ প্রিয়ত্বেন সাধু বাক্যং কুরুষ্ব মে।। ২৯
প্রসীদ পথ্যং শৃণু জল্পিতং হি মে ন রোষমেবানুবিধাতুমর্হসি।
ক্ষমো হি তে কোশলরাজসূনুনা ন বিগ্রহঃ শক্রসমানতেজসা।। ৩০
তদা হি তারা হিতমেব বাক্যং তং বালিনঃ পথ্যমিদং বভাষে।
ন রোচতে তদ্বচনং হি তস্য কালাভিপন্নস্য বিনাশকালে।। ৩১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

সবদিক থেকেই তোমার বন্ধু। পৃথিবীকে তার মতো কোনো বন্ধু তোমার আর দেখছি না।। ২৬ ।। দান, মান এবং সৎকারের দ্বারা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করো। শত্রুতা ত্যাগ করে সে ও তোমার পাশেই থাকুক।। ২৭।। বিশাল গ্রীবাধর সুগ্রীবকে তোমার মহাবন্ধু বলে মেনে নাও। ভ্রাতার প্রীতি ছাড়া এই জগতে তোমার আর কোনো গতি নেই।।২৮ ।। আমাকে যদি তুমি তোমার মঙ্গলকামিনী বলে মনে করো, তাহলে আমার এই প্রিয় কাজটি করো। প্রিয় বলেই তোমার কাছে আমি এইভাবে প্রার্থনা করছি। আমার কথানুসারে কাজ করো।।২৯ ।। আমি প্রসন্ন হও। তোমার জীবনপথে যাতে ভালো হয় তাই আমি বলছি। শোনো। রাগ করা তোমার উচিত হবে না। ইন্দ্রের মতো তেজস্বী কোশলরাজপুত্র রামের সঙ্গে যুদ্ধ করা তোমার উচিত নয়।।৩০ ।। বালির যাতে ভালো হয় তখন সেই কল্যাণকর কথাই তারা বললেন। সেকথা বালির পছন্দ হলো না। কালের বশীভূত হয়ে আছে সে। তার বিনাশকাল যে সমাসন্ন!।। ৩১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের পঞ্চদশ (১৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষোড়শঃ সর্গঃ ।।

গর্বেণ সহ বালিনা তারায়াঃ প্রত্যাখানম্, সুগ্রীবেণ সহ যুদ্ধারম্ভঃ, শ্রীরামবাণেন বালিনো ভূতলে শয়নঞ্চ।

তামেবং ব্রুবতীং তারাং তারাধিপনিভাননাম্। বালী নির্ভর্ৎসয়ামাস বচনং চেদমব্রবীৎ।। ১
গর্জতোঽস্য সুসংরব্ধং ভ্রাতুঃ শত্রোর্বিশেষতঃ। মর্ষয়িষ্যামি কেনাপি কারণেন বরাননে।। ২
অধর্ষিতানাং শূরাণাং সমরেষ্বনিবর্তিনাম্। ধর্ষণামর্ষণং ভীরু মরণাদতিরিচ্যতে।। ৩
সোঢুং ন চ সমর্থোঽহং যুদ্ধকামস্য সংযুগে। সুগ্রীবস্য চ সংরম্ভং হীনগ্রীবস্য গর্জিতম্।। ৪

ষোড়শ (১৬) সর্গ

বালির দ্বারা তারার প্রস্তাব গর্বের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান। সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধের আরম্ভ। শ্রীরামের বাণে বালির ভূতলে পতন।

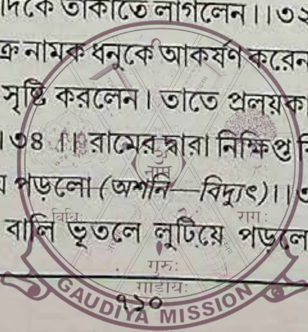
চাঁদ আকাশের তারাদের অধিপতি। চাঁদের মতোই মুখ এই তারার। তারা এইরকম বলার পর বালি তাকে তিরস্কার করে বললো—।। ১ ।। ছোটোভাই গর্জন করছে। বিশেষতঃ সে এখন শত্রু। ওহে সুন্দরমুখি, বলো, কোন্ কারণে আমি তাকে ক্ষমা করবো?।। ২ ।। যে বীরেরা কখনো পরাজিত হয়নি, যুদ্ধ থেকে বিজয়ী না হয়ে ফিরে আসে নি, হে ভীরু, তাদের পক্ষে আক্রমণকারীদের সহ্য করা মৃত্যুর চেয়েও বেশী *(গীতায় আছে—সম্ভাবিতস্য চা কীর্তিং মরণাদিরিচ্যতে—প্রায় সদৃশ কথা)*।।৩ ।। যুদ্ধকামী, হীনগ্রীব সুগ্রীবের ক্রোধ এবং গর্জন যুদ্ধে আমি সহ্য করতে পারবো না।।৪ ।। আমার জন্য রামের দিক থেকে কোনো ক্ষতির

ন চ কার্যো বিষাদস্তে রাঘবং প্রতি মৎকৃতে। ধর্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ কথং পাপং করিষ্যতি।। ৫
নিবর্তস্ব সহ স্ত্রীভিঃ কথং ভূয়োঽনুগচ্ছসি। সৌহৃদং দর্শিতং তাবন্ময়ি ভক্তিস্ত্বয়া কৃতা।। ৬
প্রতিযোৎস্যাম্যহং গত্বা সুগ্রীবং জহি সম্ভ্রমম্। দর্পং চাস্য বিনেষ্যামি ন চ প্রাণৈর্বিমোক্ষ্যতে।। ৭
অহং হ্যাজিস্থিতস্যাস্য করিষ্যামি যদীপ্সিতম্। বৃক্ষৈর্মুষ্টিপ্রহারৈশ্চ পীড়িতঃ প্রতিযাস্যতি।। ৮
ন মে গর্বিতমায়ন্তং সহিষ্যতি দুরাত্মবান্। কৃতং তারে সহায়ত্বং দর্শিতং সৌহৃদং ময়ি।। ৯
শাপিতাঽসি মম প্রাণৈর্নিবর্তস্ব জনেন চ। অলং জিত্বা নিবর্তিষ্যে তমহং ভ্রাতরং রণে।। ১০
তং তু তারা পরিষ্বজ্য বালিনং প্রিয়বাদিনী। চকার রুদতী মন্দং দক্ষিণা সা প্রদক্ষিণম্।। ১১
ততঃ স্বস্ত্যয়নং কৃত্বা মন্ত্রবিদ্ বিজয়ৈষিণী। অন্তঃপুরং সহ স্ত্রীভিঃ প্রবিষ্টা শোকমোহিতা।। ১২
প্রবিষ্টায়াং তু তারায়াং সহ স্ত্রীভিঃ স্বমালয়ম্। নগর্যা নির্যযৌ ক্রুদ্ধো মহাসর্প ইব শ্বসন্।। ১৩
স নিঃশ্বস্য মহারোষো বালী পরমবেগবান্। সর্বতশ্চারয়ন্ দৃষ্টিং শত্রুদর্শনকাঙ্ক্ষয়া।। ১৪
স দদর্শ ততঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবং হেমপিঙ্গলম্। সুসংবীতমবষ্টব্ধং দীপ্যমানমিবানলম্।। ১৫
তং স দৃষ্ট্বা মহাবাহুঃ সুগ্রীবং পর্যবস্থিতম্। গাঢ়ং পরিদধে বাসো বালী পরমকোপনঃ।। ১৬
স বালী গাঢ়সংবীতো মুষ্টিমুদ্যম্য বীর্যবান্। সুগ্রীবমেবাভিমুখো যযৌ যোদ্ধুং কৃতক্ষণঃ।। ১৭
শ্লিষ্টং মুষ্টিং সমুদ্যম্য সংরব্ধতরমাগতঃ। সুগ্রীবোঽপি সমুদ্দিশ্য বালিনং হেমমালিনম্।। ১৮
তং বালী ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সুগ্রীবং রণকোবিদম্। আপতন্তং মহাবেগমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১৯
এষ মুষ্টির্মহান্ বদ্ধো গাঢ়ং সুনিয়তাঙ্গুলিঃ। ময়া বেগবিমুক্তস্তে প্রাণানাদায় যাস্যতি।। ২০
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবঃ ক্রুদ্ধো বালিনমব্রবীৎ। তব চৈষ হরন্ প্রাণান্ মুষ্টিঃ পততু মূর্ধনি।। ২১

আশঙ্কা তুমি কোরো না। তিনি ধর্মজ্ঞ। এবং কৃতজ্ঞ। কি করে পাপ করবেন?।। ৫ ।। সঙ্গী স্ত্রীদের নিয়ে তুমি ফিরে যাও। কেন আবার তুমি আমার অনুগমন করবে? আমার প্রতি সৌহৃদ্য দেখিয়েছো। ভক্তি দেখিয়েছো।। ৬ ।। আমি গিয়ে সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। তুমি ভয় ত্যাগ করো। তার দর্প আমি চূর্ণ করবো। প্রাণ তার যাবে না (*সম্ভ্রম—ভয়*)।। ৭ ।। যুদ্ধে যখন সে এসেছে তার সাধ আমি মিটিয়ে দেবো। বৃক্ষ এবং মুষ্টির দ্বারা তাকে এমনভাবে প্রহার করবো যে সে ফিরে যেতে কূল পাবে না।। ৮।। হে তারে, গর্বের সঙ্গে আমি যখন যাবো, তখন সেই দুরাত্মা আমায় সহ্য করতে পারবে না। আমায় সাহায্য এবং সৌহৃদ্য তুমি ঢের দেখিয়েছো।। ৯ ।। আমার প্রাণের দিব্যি দিয়ে বলছি, তুমি লোকজন নিয়ে ফিরে যাও। আমি যুদ্ধে ভাইকে পরাজিত করে তারপর ফিরবো।। ১০ ।। বালিপত্নী তারা উদারহৃদয়া। প্রিয়ভাষিণী। বালিকে আলিঙ্গন করে তখন কাঁদতে কাঁদতে ধীরে ধীরে তাকে প্রদক্ষিণ করলো।। ১১ ।। এবার স্বামীর বিজয়কামনায় মন্ত্রজ্ঞা তারা স্বস্ত্যয়ন করে শোকব্যাকুলচিত্তে সঙ্গী রমণীদেরকে নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলো।। ১২ ।। মহিলাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সে নিজের প্রাসাদে প্রবেশ করলে বালি মহাসর্পের মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে নগরী থেকে নির্গত হলো।। ১৩ ।। দ্রুতগামী বালি অত্যন্ত ক্রোধে শত্রুকে দেখার জন্য সকল দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগলো।। ১৪ ।। শ্রীমান বালি স্বর্ণবর্ণ সুগ্রীবকে দেখতে পেলো। আঁটোসাঁটো করে কাপড় পরা তার। তাকে জ্বলন্ত অগ্নির মতো দেখাচ্ছিলো।। ১৫ ।। মহাবীর বালি আবার অত্যন্ত কোপনস্বভাবের। সে শক্ত করে কাপড় পরেছে।। ১৬ ।। আঁটোসাঁটো করে পরা কাপড়ে সেই বীর্যবান বালি সময় ঠিক করে মুষ্টি উঁচিয়ে সুগ্রীবের দিকে ছুটে গেলো।। ১৭ ।। সুগ্রীবও বদ্ধমুষ্টি উত্তোলন করে সোনার মালা পরিহিত বালির দিকে অধিক বেগে এগিয়ে গেলো।। ১৮ ।। তার চোখ রাগে লাল হয়ে গেছে। অত্যন্ত রেগে সে বালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে। বালি তখন তাকে বললো—।। ১৯ ।। আঙুলগুলোকে সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত করে দৃঢ়ভাবে বিরাট এই মুষ্টি আমি বদ্ধ করেছি। জোরে এটি আমি প্রয়োগ করছি। তোমার প্রাণ নিয়েই এটি যাবে।। ২০ ।। বালি এই কথা বলার পর সুগ্রীব রেগে বালিকে বললো, তোমার প্রাণ হরণ করার জন্য আমার এই মুষ্টিই তোমার মাথায় পড়ুক।। ২১ ।।

তাডিতস্তেন তং ক্রুদ্ধঃ সমভিক্রম্য বেগতঃ। অভবচ্ছোণিতোদ্‌গারী সাপীড ইব পর্বতঃ।। ২২
সুগ্রীবেণ তু নিঃশঙ্কং সালমুৎপাট্য তেজসা। গাত্রেষ্বভিহতো বালী বজ্রেণেব মহাগিরিঃ।। ২৩
স তু বৃক্ষেণ নির্ভগ্নঃ সালতাডনবিহ্বলঃ। গুরুভারভরাক্রান্তা নৌঃ সসার্থেব সাগরে।। ২৪
তৌ ভীমবলবিক্রান্তৌ সুপর্ণসমবেগিতৌ। প্রযুদ্ধৌ ঘোরবপুসৌ চন্দ্র-সূর্যাবিবাম্বরে।। ২৫
পরস্পরমমিত্রঘ্নৌ ছিদ্রান্বেষণতৎপরৌ। ততোঽবর্ধত বালী তু বলবীর্যসমন্বিতঃ।। ২৬
সূর্যপুত্রো মহাবীর্যঃ সুগ্রীবঃ পরিহীয়ত। বালিনা ভগ্নদর্পস্তু সুগ্রীবো মন্দবিক্রমঃ।। ২৭
বালিনং প্রতি সামর্ষো দর্শয়ামাস রাঘবম্। বৃক্ষৈঃ সশাখৈঃ শিখরৈর্বজ্রকোটিনিভৈর্নখৈঃ।। ২৮
মুষ্টিভির্জানুভিঃ পদ্ভির্বাহুভিশ্চ পুনঃ পুনঃ। তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং বৃত্র-বাসবয়োরিব।। ২৯
তৌ শোণিতাক্তৌ যুধ্যেতাং বানরৌ বনচারিণৌ। মেঘাবিব মহাশব্দৈস্তর্জমানৌ পরস্পরম্।। ৩০
হীয়মানমথাপশ্যৎ সুগ্রীবং বানরেশ্বরম্। প্রেক্ষমাণং দিশশ্চৈব রাঘবঃ স মহুর্মুহুঃ।। ৩১
ততো রামো মহাতেজা আর্তঃদৃষ্টা হরীশ্বরম্। সশরং বীক্ষতে বীরো বালিনো বধকাঙ্ক্ষয়া।। ৩২
ততো ধনুষি সন্ধায় শরমাশীবিষোপমম্। পুরয়ামাস তচ্চাপং কালচক্রমিবান্তকঃ।। ৩৩
তস্য জ্যাতলঘোষেণ ত্রস্তাঃ পত্ররথেশ্বরাঃ। প্রদুদ্রুবুর্মৃগাশ্চৈব যুগান্ত ইব মোহিতাঃ।। ৩৪
মুক্তস্তু বজ্রনির্ঘোষঃ প্রদীপ্তাশনিসন্নিভঃ। রাঘবেন মহাবাণো বালিবক্ষসি পাতিতঃ।। ৩৫
ততস্তেন মহাতেজা বীর্যযুক্তঃ কপীশ্বরঃ। বেগেনাভিহতো বালী নিপপাত মহীতলে।। ৩৬
ইন্দ্রধ্বজ ইবোদ্ধৃতঃ পৌর্ণমাস্যাং মহীতলে। আশ্বযুক্‌সময়ে মাসি গতসত্ত্বো বিচেতনঃ।

বালি তখন রেগে ক্রুদ্ধ সুগ্রীবকে আক্রমণ করে জোরে আঘাত করলো। মুখ দিয়ে তাঁর তখন ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগলো। তাঁকে তখন মনে হচ্ছিলো, উজ্জ্বল ঝর্ণার মুকুট পরা একটি পাহাড় বলে।। ২২ ।। সুগ্রীব তখন নির্ভীকভাবে তেজের সঙ্গে সালগাছ উৎপাটন করে বালির সর্বাঙ্গে আঘাত করতে লাগলো। যেন ইন্দ্র বজ্র দিয়ে বিশাল পর্বতকে আঘাত করছে!।। ২৩ ।। সালগাছের আঘাতে জর্জরিত হয়ে বালি বিহ্বল হয়ে পড়েছে। সাগরের দ্রব্যসম্ভারের গুরুভারে ব্যাকুল নৌকার মতো তার অবস্থা।। ২৪ ।। তারা দু'জনেই ভীষণ বলশালী। এবং পরাক্রমী। দু'জনেই গরুড়ের মতো বেগবান। ভীষণ-দেহ নিয়ে আকাশে সূর্য-চন্দ্রের মতো তারা দু'জনে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত। ।। ২৫ ।। দু'জনেই শত্রুঘাতী। একে অপরের ছিদ্র অন্বেষণে তৎপর। ক্রমে বল-বীর্যসমন্বিত বালির পরাক্রম বেড়ে গেলো।।২৬।। সূর্যপুত্র সুগ্রীব মহাবীর্যবান হলেও দুর্বল হয়ে পড়েছে। বিক্রম কমে যাওয়ায় বালি তার দর্প চূর্ণ করে দিলো।। ২৭ ।। বালির প্রতি ক্রোধবশতঃ সুগ্রীব রামকে নিয়ে নিজের অবস্থা দেখালো। ডালসমেত গাছ, পাহাড়ের চূড়া আর কোটি বজ্রের মতো তীক্ষ্ণ এবং শক্ত নখের দ্বারা উভয়ের যুদ্ধ চলতে লাগলো।। ২৮ ।। মুষ্টি, হাঁটু, পা আর বাহুর মাধ্যমে দু'জনের যুদ্ধ ঘোরতর হয়ে উঠেছে। বৃত্রাসুর এবং ইন্দ্রের মধ্যে বুঝি যুদ্ধ হচ্ছে!।। ২৯ ।। বনচারী এই দুই বানর রক্তাক্ত হয়ে মেঘের মতো ভীষণ গর্জন করতে করতে পরস্পর যুদ্ধ করতে লাগলো।।৩০ ।। বানরপতি সুগ্রীবকে ক্ষীণবল হয়ে দিগ্‌বিদিকে বার বার তাকাতে দেখলেন রাম।।৩১ ।। মহাতেজস্বী বীর রাম তখন সুগ্রীবের শোচনীয় দুর্দশায় আর্ত হয়ে বালিকে বধ করার আকাঙ্ক্ষায় বাণের দিকে তাকাতে লাগলেন।।৩২ ।। ধনুতে এবার তিনি সর্পের মতো শরযোজনা করলেন। যম যেমন কালচক্র নামক ধনুকে আকর্ষণ করেন, তিনিও যেন তাই করলেন।।৩৩।। ধনুর ছিলাতে বাণযোজনা করে টঙ্কার সৃষ্টি করলেন। তাতে প্রলয়কালে মোহিত হবার মতো হয়ে পাখী আর হরিণগুলি ভয়ে পালিয়ে গেলো।।৩৪ ।। রামের দ্বারা নিক্ষিপ্ত বিশাল বাণটি বজ্রের মতো ধ্বনি করে জ্বলন্ত বিদ্যুতের মতো বালির বুকে গিয়ে পড়লো (*অশনি—বিদ্যুৎ*)।।৩৫ ।। সেই বাণের দ্বারা বেগে আহত হয়ে মহাতেজস্বী, বীর্যবান কপিরাজ বালি ভূতলে লুটিয়ে পড়লো।। ৩৬ ।। আশ্বিনমাসে পূর্ণিমায়



বাষ্পসংরুদ্ধকণ্ঠস্তু বালী চার্তস্বরঃ শনৈঃ।। ৩৭
নরোত্তমঃ কাল যুগান্তকোপমং শরোত্তমং কাঞ্চনরূপ্যভূষিতম্।
সসর্জ দীপ্তং তমমিত্রমর্দনম্ সধূমমগ্নিং মুখতো যথা হরঃ।। ৩৮
অথোক্ষিতঃ শোণিততোয়বিস্রবৈঃ সুপুষ্পিতাশোক ইবানিলোদ্ধতঃ।
বিচেতনো বাসবসূনুরাহবে প্রভ্রংশিতেন্দ্রধ্বজবৎ ক্ষিতিং গতঃ।। ৩৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষোড়শঃ সর্গঃ।

উত্তোলিত ইন্দ্রধ্বজ যেমন পতিত হয় তেমনি বালিও প্রাণহীন হয়ে অচেতনভাবে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে আর্তনাদ করে ক্রমে ভূতলে পড়ে গেলো।।৩৭ ।। কন্দর্প বিনাশের জন্য মহেশ্বর মুখমণ্ডল-স্থিত ললাট থেকে ধূমসহ অগ্নি উদ্গীরণ করেছিলেন, নরশ্রেষ্ঠ রাম তেমনি সোনায় এবং রূপোয় সজ্জিত উজ্জ্বল প্রলয়ান্তকর শত্রুবিনাশক বাণ নিক্ষেপ করলেন *(মহাদেবের নেত্রাগ্নি যেমন অব্যর্থ হয়েছিলো, তেমনি রামের বাণও হবে অব্যর্থ)*।।৩৮ ।। ইন্দ্রের পুত্র বালি যুদ্ধে অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তার দেহ থেকে জলধারে মতো রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে। যেন ঝড়ে ভেঙে পড়েছে রক্তাশোকের একটি গাছ। ওপর থেকে খসে পড়েছে ইন্দ্রের ধ্বজা।। ৩৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ষোড়শ (১৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তদশঃ সর্গঃ ।।

বালিনঃ শ্রীরামং প্রতি ভর্ৎসনবাক্যম্।

ততঃ শরেণাভিহতো রামেণ রণকর্কশঃ। পপাত সহসা বালী নিকৃত্ত ইব পাদপঃ।। ১
স ভূমৌ ন্যস্তসর্বাঙ্গস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ। অপতদ্দেবরাজস্য মুক্তরশ্মিরিব ধ্বজঃ।। ২
অস্মিন্নিপতিতে ভূমৌ হর্যৃক্ষাণাং গণেশ্বরে। নষ্টচন্দ্রমিব ব্যোম ন ব্যরাজত মেদিনী।। ৩
ভূমৌ নিপতিতস্যাপি তস্যদেহং মহাত্মনঃ। ন শ্রীর্জহাতি ন প্রাণা ন তেজো ন পরাক্রমঃ।। ৪
শক্রদত্তা বরা মালা কাঞ্চনী রত্নভূষিতা। দধার হরিমুখ্যস্য প্রাণাংস্তেজঃ শ্রিয়ঞ্চ সা।। ৫
স তয়া মালয়া বীরো হৈময়া হরিযূথপঃ। সন্ধ্যানুগতপর্যন্তঃ পয়োধর ইবাভবৎ।। ৬

সপ্তদশ (১৭) সর্গ

বালির দ্বারা শ্রীরামের প্রতি তিরস্কার।

রণদুর্মদ বালি তারপর রামের শরে আহত হয়ে কাটাগাছের মতো তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে গেলো *(নিকৃত্ত—যাকে কেটে ফেলা হয়েছে)*।। ১ ।। বালির সর্বাঙ্গে ছিলো উজ্জ্বল সোনার অলঙ্কার। তার দেহ আজ ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। দড়ি ছিঁড়ে গেলে ইন্দ্রের উজ্জ্বল পতাকা যেমন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, তেমনি দশা আজ বালির অলঙ্কৃত দেহের।। ২ ।। বানর এবং ভল্লুকদের অধিপতিবালি ভূপতিত হওয়ায় চন্দ্রহীন আকাশের মতো শ্রীহীন হয়ে গেলো পৃথিবী।। ৩ ।। মাটিতে পড়ে গেলেও সেই মহাত্মার দেহ তার সৌন্দর্য, প্রাণ, তেজ এবং শৌর্য দেহকে ছেড়ে গেলো না।। ৪ ।। তখনো তার গলায় শোভা পাচ্ছিলো ইন্দ্রের দেওয়া রত্নখচিত সোনার হার। সেই মালাই বানরপ্রধানের প্রাণ, তেজ এবং সৌন্দর্যকে ধারণ করে আছে।। ৫ ।। বানরপতি বালি সোনার সেই মালার দ্বারা সন্ধ্যাকালীন মেঘের মতো শোভা পাচ্ছিলো। *(পয়োধর—মেঘ, স্তন। পয়—জল, দুগ্ধ)*।। ৬ ।। ভূতলে পড়ে গেলেও বালির সৌন্দর্য যেন তার মালা, দেহ

তস্য মালা চ দেহশ্চ মর্মঘাতী চ যঃ শরঃ। ত্রিধেব রচিতা লক্ষ্মীঃ পতিতস্যাপি শোভতে।। ৭
তদস্ত্রং তস্য বীরস্য স্বর্গমার্গপ্রভাবনম্। রামবাণাসনক্ষিপ্তমাবহৎ পরমাং গতিম্।। ৮
তং তথা পতিতং সংখ্যে গতার্চিষমিবানলম্। যযাতিমিব পুণ্যান্তে দেবলোকাদিহ চ্যুতম্।। ৯
আদিত্যমিব কালেন যুগান্তে ভুবি পাতিতম্। মহেন্দ্রমিব দুর্ধর্ষমুপেন্দ্রমিবদুঃসহম্।। ১০
মহেন্দ্রপুত্রং পতিতং বালিনং হেমমালিনম্। ব্যূঢোরস্কং মহাবাহুং দীপ্তাস্যং হরিলোচনম্।। ১১
লক্ষ্মণানুচরো রামো দদর্শোপসসর্প চ। তং তথা পতিতং বীরং গতার্চিষমিবানলম্।। ১২
বহুমান্য চ তং বীরং বীক্ষমাণং শনৈরিব। উপযাতৌ মহাবীর্যৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।। ১৩
তং দৃষ্ট্বা রাঘবং বালী লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্। অব্রবীৎ পরুষং বাক্যং প্রশ্রিতং ধর্মসংহিতম্।। ১৪
স ভূমাবল্পতেজোঽসুর্নিহিতো নষ্টচেতনঃ। অর্থসংহিতয়া বাচা গর্বিতং রণগর্বিতম্।। ১৫
ত্বং নরাধিপতেঃ পুত্রঃ প্রথিতঃ প্রিয়দর্শনঃ। পরাঙ্মুখবধং কৃত্বা কোঽত্র প্রাপ্তস্ত্বয়া গুণঃ।
যদহং যুদ্ধসংরব্ধস্ত্বৎকৃতে নিধনং গতঃ।। ১৬
কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তেজস্বী চরিতব্রতঃ। রামঃ করুণবেদী চ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ।। ১৭
সানুক্রোশো মহোৎসাহঃ সময়জ্ঞো দৃঢব্রতঃ। ইত্যেতৎ সর্বভূতানি কথয়ন্তি যশো ভুবি।। ১৮
দমঃ শমঃ ক্ষমা ধর্মো ধৃতিঃ সত্যং পরাক্রমঃ। পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু।। ১৯
তান্ গুণান্ সংপ্রধার্যাহমগ্র্যং চাভিজনং তব। তারয়া প্রতিষিদ্ধঃ সন্ সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।। ২০
ন মামন্যেন সংরব্ধং প্রমত্তং বেদ্ধুমর্হসি। ইতি মে বুদ্ধিরুৎপন্না বভূবাদর্শনে তব।। ২১

এবং মর্মঘাতী শরে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে শোভা পাচ্ছিলো।। ৭ ।। রাম বাণ ছুঁড়েছিলেন যে ধনুতে আজ তা বীর বালির স্বর্গগমনের ব্যবস্থা করায় পরমগতি লাভ করলো *(কাউকে যে স্বর্গে গমনের সাহায্য করে, সেই স্বর্গে যায়)*।। ৮ ।। যুদ্ধে পতিত বালিকে শিখাহীন আগুনের মতো এবং পুণ্যক্ষয়ে দেবলোক থেকে পতিত যযাতির মতো দেখাচ্ছিলো।। ৯ ।। প্রলয়কালে সূর্য যেন আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে গেছে! বালি কিন্তু মহেন্দ্রের মতো দুর্ধর্ষ এবং উপেন্দ্রের মতো দুঃসহ ছিলো *(মহেন্দ্র—দেবরাজ ইন্দ্র। উপেন্দ্র—বিষ্ণু)*।। ১০।। সোনার মালা-পরিহিত, বিশাল-বক্ষা, মহাবাহু, প্রদীপ্তমুখ সিংহনেত্র বালি আজ ভূতলে পতিত *(হরি—সিংহ)*।। ১১ ।। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাম কাছে গিয়ে দেখলেন দীপ্তিহীন অগ্নির মতো ভূপতিত বীর বালিকে।।১২ ।। মহাবীর দুই ভাই রাম ও লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে বহুজনমান্য বীর বালিকে দেখতে লাগলেন।। ১৩ ।। বালি রাম এবং মহাবলবান লক্ষ্মণকে দেখে ধর্ম ও বিনয়ান্বিত অথচ শুনতে কর্কশবাক্য বললো।। ১৪ ।। সে তখন মাটিতে পড়ে আছে। তেজ তার অল্পই অবশিষ্ট। প্রাণ যায় যায় অবস্থা। জ্ঞানও নেই। তবুও যুদ্ধগর্বিত অভিমানী বালি রামকে অর্থযুক্ত বাক্যে বললো—।। ১৫ ।। রাজার পুত্র তুমি। বিখ্যাত ব্যক্তি। দেখতে সুন্দর। যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে হত্যা করে কোন গুণ তুমি লাভ করলে? আমি তো অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলাম। ইত্যবসরে তুমি আমাকে হত্যা করেছো।। ১৬ ।। তুমি তো সৎকুলজাত! সত্ত্বগুণসম্পন্ন। তেজস্বী। চরিত্রবান। তুমি দয়ালু এবং প্রজাদের কল্যাণে নিরত।। ১৭।। দয়াশীল তুমি। অত্যন্ত উৎসাহসম্পন্ন। যজ্ঞাদি ব্রতপরায়ণ ও দৃঢ়ব্রত। জগতে প্রাণীসকল তোমার সম্বন্ধে এইসব যশস্কর কথা বলে থাকে।।।১৮ ।। দম, শম, ক্ষমা, ধর্ম, ধৈর্য, সত্য, পরাক্রম এবং অপকারীর প্রতি দণ্ডদান—রাজাদের এইসব গুণ থাকা উচিত।। ১৯ ।। তুমি অভিজাত রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছো। রাজার সব গুণই তোমার মধ্যে আছে বলে আমার পত্নী তারা মনে করেছিলো। তবুও আমি যুদ্ধ করতে এসেছিলাম। তোমার সঙ্গে নয়। সুগ্রীবের সঙ্গে।। ২০ ।। তোমাকে তো আমি আগে দেখি নি! অন্যের সঙ্গে ক্রোধের বশে আমি যুদ্ধ যদি করি, তাহলে তুমি আমায় বাণের দ্বারা বিদ্ধ করবে না এই ধারণাই আমার হয়েছিলো।। ২১ ।। আমি তো জানতে পারি নি যে তুমি আমার বিনাশকারী পাপাত্মা। ধর্মের বেশ ধরে

স ত্বাং বিনিহতাত্মানং ধর্মধ্বজমধার্মিকম্। জানে পাপসমাচারং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্।। ২২
সতাং বেষধরং পাপং প্রচ্ছন্নমিব পাবকম্। নাহং ত্বামভিজানাসি ধর্মচ্ছদ্মাভিসংবৃতম্।। ২৩
বিষয়ে বা পুরে বা তে যদা পাপং করোম্যহম্। ন চ ত্বামবজানেঽহং কস্মাত্ত্বং হংস্যকিল্বিষম্।। ২৪
ফলমূলাশনং নিত্য বানরং বনগোচরম্। মামিহাপ্রতিযুধ্যন্তমন্যেন চ সমাগতম্।। ২৫
ত্বং নরাধিপতেঃ পুত্রঃ প্রতীতঃ প্রিয়দর্শনঃ। লিঙ্গমপ্যস্তি তে রাজন্ দৃশ্যতে ধর্মসংহিতম্।। ২৬
কঃ ক্ষত্রিয়কুলে জাতঃ শ্রুতবান্নষ্টসংশয়ঃ। ধর্মলিঙ্গপ্রতিচ্ছন্নঃ ক্রূরং কর্ম সমাচরেৎ।। ২৭
ত্বং রাঘবকুলে জাতো ধর্মবানিতি বিশ্রুতঃ। অভব্যো ভব্যরূপেণ কিমর্থং পরিধাবসে।। ২৮
সাম দানং ক্ষমা ধর্মঃ সত্যং ধৃতিপরাক্রমৌ। পার্থিবানাং গুণা রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু।। ২৯
বয়ং বনচরা রাম মৃগা মূলফলাশিনঃ। এষা প্রকৃতিরস্মাকং পুরুষস্ত্বং নরেশ্বর।। ৩০
ভূমির্হিরণ্যং রূপঞ্চ বিগ্রহে কারণানি চ। তত্র কস্তে বনে লোভো মদীয়েষু ফলেষু বা।। ৩১
নয়শ্চ বিনয়শ্চোভৌ নিগ্রহানুগ্রহাবপি। রাজবৃত্তিরসঙ্কীর্ণা ন নৃপাঃ কামবৃত্তয়ঃ।। ৩২
ত্বং তু কামপ্রধানশ্চ কোপনশ্চানবস্থিতঃ। রাজবৃত্তেষু সংকীর্ণঃ শরাসনপরায়ণঃ।। ৩৩
ন তেঽস্ত্যপচিতিধর্মে নার্থে বুদ্ধিরবস্থিতা। ইন্দ্রিয়ৈঃ কামবৃত্তঃ সন্ কৃষ্যসে মনুজেশ্বর।। ৩৪
হত্বা বাণেন কাকুৎস্থ মামিহানপরাধিনম্। কিং বক্ষ্যসি সতাং মধ্যে কর্ম কৃত্বা জুগুপ্সিতম্।। ৩৫
রাজহা ব্রহ্মহা গোঘ্নশ্চোরঃ প্রাণিবধে রতঃ। নাস্তিকঃ পরিবেত্তা চ সর্বে নিরয়গামিনঃ।। ৩৬

অধার্মিক। পাপাচারী। তৃণাচ্ছন্ন কূপের মতোই তুমি ভয়ঙ্কর।।২২।। তুমি সজ্জনের বেশ ধরে পাপ, ভস্মে ঢাকা আগুন এবং ধর্মের ছদ্মবেশ ধারণ করে আছো। তোমাকে এভাবে তো আমি জানি নি।।২৩।। তোমার দেশে বা নগরে আমি কোনো পাপ করি নি। আমি অবজ্ঞাও করি নি তোমাকে। তবুও তুমি নিষ্পাপ আমাকে কেন হত্যা করছো?।।২৪।। নিত্য ফলমূলই আমি খেয়ে থাকি। বনে বাস করি। এখানে এসে আমি তো অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম।।২৫।। তুমি তো রাজার পুত্র। সকলের বিশ্বাসভাজন। দেখতেও সুন্দর। হে রাজন্, তুমি যে ধার্মিক, তার চিহ্ন ও তোমাতে রয়েছে।।২৬।। পবিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মে বেদজ্ঞানের দ্বারা যার সব সংশয় বিনষ্ট হয়ে গেছে এমন কোন্ ব্যক্তি ধার্মিকের ছদ্মবেশে এমন নিষ্ঠুরকর্ম সম্পাদন করতে পারে?।।২৭।। তুমি তো রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করেছো। ধার্মিক বলে খ্যাত। অথচ হয়েছো অশান্ত। আবার শান্তের মতো ভান করে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছো?।।২৮।। হে রাজন্, সাম, দান, ক্ষমা, ধর্ম, সত্য, ধৈর্য, পরাক্রম এবং অন্যায়কারীদের প্রতি দণ্ডবিধান—এইগুলিই তো রাজার গুণ।।২৯।। হে রাম, আমরা ফলমূলভোজী বনের মৃগমাত্র। এই তো আমাদের স্বভাব। তুমি নরদের মধ্যে প্রধান।।৩০।। জমি, সোনা আর রূপ—এইসব হলো যুদ্ধের কারণ। বনভূমিতে আমাদের আহার্য ফলমূলে তোমার লোভ কি করেই বা হবে?।।৩১।। নীতি, বিনয়, নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ—এই রাজধর্মগুলি অসংকোচে পালন করাই উচিত। রাজাদের ইচ্ছেমতো চলা উচিত নয়।।৩২।। তুমি দেখছি স্বেচ্ছাচারী। কোপনস্বভাব এবং অনবস্থিত-চিত্ত। রাজকর্তব্য পালনে অনুদার। ধনুর্বাণই তোমার পরম আশ্রয়।।৩৩।। ধর্মে তোমার শ্রদ্ধা নেই। অর্থসাধনেও বুদ্ধিবৃত্তি তোমার সুস্থিত নয়। হে মানবপ্রধান, কামাচারী হওয়ায় ইন্দ্রিয়গুলিও তোমাকে আকর্ষণ করছে।।৩৪।। ওহে কাকুৎস্থ, আমি কোনো অপরাধ করি নি। অথচ বাণের দ্বারা তুমি আমায় হত্যা করছো। এই ঘৃণ্য কাজ করে সজ্জনদের মধ্যে তুমি কি বলবে?।।৩৫।। রাজঘাতী, ব্রাহ্মণঘাতী, গো-হত্যাকারী, চোর, জীবহত্যাকারী, আত্মা ও পরলোকে অবিশ্বাসী এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার বিবাহের পূর্বে যে কনিষ্ঠভ্রাতা বিবাহ করে—এরা সবাই নরকগামী *(পরিবেত্তা—বড়ো ভাইয়ের বিবাহের আগে যে ছোটোভাই বিবাহ করে)*।।৩৬।। খল, কৃপণ, বন্ধুহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী—এইসকল

সূচকশ্চ কদর্যশ্চ মিত্রঘ্নো গুরুতল্পগঃ। লোকং পাপাত্মনামেতে গচ্ছন্তে নাত্র সংশয়ঃ।। ৩৭
অধার্যং চর্ম মে সদ্ভী রোমাণ্যস্থি চ বর্জিতম্। অভক্ষ্যাণি চ মাংসানি ত্বদ্বিধৈর্ধর্মচারিভিঃ।। ৩৮
পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব। শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কূর্মশ্চ পঞ্চমঃ।। ৩৯
চর্ম চাস্থি চ মে রাম ন স্পৃশন্তি মনীষিণঃ। অভক্ষ্যাণি চ মাংসানি সোঽহং পঞ্চনখো হতঃ।। ৪০
তারয়া বাক্যমুক্তোঽহং সত্যং সর্বজ্ঞয়া হিতম্। তদতিক্রম্য মোহেন কালস্য বশমাগতঃ।। ৪১
ত্বয়া নাথেন কাকুৎস্থ ন সনাথা বসুন্ধরা। প্রমদা শীলসম্পূর্ণা পত্যেব চ বিধর্মণা।। ৪২
শঠো নৈষ্কৃতিকঃ ক্ষুদ্রো মিথ্যাপ্রশ্রিতমানসঃ। কথং দশরথেন ত্বং জাতঃ পাপো মহাত্মনা।। ৪৩
ছিন্নচারিত্র্যকক্ষেণ সতাং ধর্মাতিবর্তিনা। ত্যক্তধর্মাঙ্কুশেনাহং নিহতো রামহস্তিনা।। ৪৪
অশুভং চাপ্যযুক্তঞ্চ সতাং চৈব বিগর্হিতম্। বক্ষ্যসে চেদৃশং কৃত্বা সদ্ভিঃ সহ সমাগতঃ।। ৪৫
উদাসীনেষু যোঽস্মাসু বিক্রমোঽয়ং প্রকাশিতঃ। অপকারিষু তে রাম নৈবং পশ্যামি বিক্রমম্।। ৪৬
দৃশ্যমানস্তু যুধ্যেথা ময়া যুধি নৃপাত্মজ। অদ্য বৈবস্বতং দেবং পশ্যেস্ত্বং নিহতো ময়া।। ৪৭
ত্বয়াদৃশ্যেন তু রণে নিহতোঽহং দুরাসদঃ। প্রসুপ্তঃ পন্নগেনৈব নরঃ পাপবশং গতঃ।। ৪৮
সুগ্রীবপ্রিয়কামেন যদহং নিহতস্ত্বয়া। মামেব যদি পূর্বং ত্বমেতদর্থমচোদয়ঃ।। ৪৯

পাপাত্মাদের যে নরকে গমন ঘটে, এতে সংশয়ের কিছু নেই।। ৩৭ ।। তোমার মতো ধর্মাচরণকারীদের দ্বারা আমার চর্ম, রোম এবং অস্থিসমূহ পরিবর্জন করা উচিত। মাংসও ভোজন করা উচিত নয়।। ৩৮ ।। হে রাম, পাঁচটি করে নখ আছে এমন সব প্রাণীই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা ভোজন করতে পারে। সেই পাঁচটি হলো—শল্যক, শজারু, গোসাপ, খরগোশ এবং পঞ্চমতঃ কচ্ছপ।। ৩৯ ।। মনীষীরা আমার অস্থি এবং চর্ম স্পর্শ করবেন না। অভক্ষ্য মাংসও তাঁরা গ্রহণ করবেন না। অথচ পঞ্চনখ প্রাণী আমি আমাকে তুমি হত্যা করলে! *(বানরের প্রতি হাতে পাঁচটি করে নখ থাকায় তারাও পঞ্চনখ)*।। ৪০ ।। সত্যিই দেখছি পত্নী তারা সর্বজ্ঞা। যে হিত কথা সে আমায় বলেছিলো, তা সবই দেখছি সত্য। মোহবশতঃ তার কথা উল্লঙ্ঘন করে আমি আজ মৃত্যুর বশীভূত হলাম।। ৪১ ।। চরিত্রবতী মহিলাকে বিধর্মী বিবাহ করলে সেই মহিলা যেমন নাথবতী হয় না, তেমনি হে কাকুৎস্থ, ক্ষাত্রধর্মবিরোধী তোমার দ্বারা পৃথিবীও সনাথা হলো না। *(বিধর্মীর দ্বারা জোর করে সতী নারীকে বিবাহের ঘটনা ঐ যুগেও হতো। তাই এই উপমা। জোর করে বিবাহ করলেও বিধর্মীর পতিত্ব স্বীকৃত হলো না)*।। ৪২ ।। তুমি শঠ। স্বার্থপর। নীচ। প্রতারকও। কি করে দশরথের মতো মহাত্মা তোমার মতো পাপীকে জন্ম দিলেন? *(নৈষ্কৃতিক—স্বার্থপর। প্রশ্রিত—মধুর। মিথ্যা-প্রশ্রিত মানসঃ—মধুর কথা মিথ্যে করে বলে প্রবঞ্চনা করার মন যার)*।। ৪৩ ।। যে সচ্চরিত্ররূপ রজ্জু বন্ধন ছিন্ন করেছে, ধর্মরূপ অঙ্কুশকে ত্যাগ করে ধর্মপথের বাইরে চলে গেছে সেই রামরূপ হস্তীর দ্বারা, হায়, আজ আমি নিহত হলাম *(কক্ষা—কাঞ্চী, রজ্জু বন্ধন। রজ্জু হস্তীকে বেঁধে রাখে। অঙ্কুশ তাকে বিপথে যেতে দেয় না। মানুষকে ও ধর্ম বিপথে যেতে দেয় না। এখানে বালির মতে রাম ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত। তাই এই সার্থক উপমা)*।। ৪৪ ।। অশুভ, অনুচিত, সজ্জনগণের দ্বারা নিন্দনীয় এইরকমের কাজ করে তুমি সজ্জনদের সঙ্গে মিলিত হলে কি বলবে?।। ৪৫ ।। রাম, তোমার প্রতি আমি তো উদাসীন! তোমার কোনো অপকারই আমি করি নি! অথচ আমার উপরই তুমি এই বিক্রম প্রকাশিত করলে! কৈ, অপকারীদের প্রতি তো তা করতে দেখছি না।। ৪৬।। হে রাজকুমার, তুমি দেখা দিয়ে সামনাসামনি যদি যুদ্ধ করতে, তাহলে আমার হাতে নিহত হয়ে আজই যমদেবকে দেখতে পেতে।। ৪৭।। ঘুমন্ত মানুষকে সাপ যেমন দংশন করে, তেমনি প্রচ্ছন্ন থেকে আমার মতো দুর্জয়ব্যক্তিকে তুমি হত্যা করেছো। হয়েছো পাপের বশীভূত।। ৪৮।। সুগ্রীবের প্রিয়কর্ম সাধন করতে গিয়ে যে জন্যে তুমি আমায় হত্যা করলে, পূর্বেই যদি তুমি আমাকে তা বলতে, তা হলে ভালো হতো।। ৪৯।। একদিনেই আমি মৈথিলীকে উদ্ধার করে এনে দিতাম। তোমার ভার্যাহরণকারী,

মৈথিলীমহমেকাহ্না তব চানীতবান্ ভবেঃ। রাক্ষসঞ্চ দুরাত্মানং তব ভার্যাপহারিণম্।
কণ্ঠে বদ্ধা প্রদদ্যাং তেঽনিহতং রাবণং রণে।। ৫০
ন্যস্তাং সাগরতোয়ে বা পাতালে বাঽপি মৈথিলীম্। আনয়েয়ং তবাদেশাচ্ছ্বেতামশ্বতরীমিব।। ৫১
যুক্তং যৎ প্রাপ্নুয়াদ্রাজ্যং সুগ্রীবঃ স্বর্গতে ময়িঃ। অযুক্তং যদধর্মেণ ত্বয়াঽহং নিহতো রণে।। ৫২
কামমেবংবিধো লোকঃ কালেন বিনিযুজ্যতে। ক্ষমং চেদ্ভবতা প্রাপ্তমুত্তরং সাধু চিন্ত্যতাম্।। ৫৩
ইত্যেবমুক্ত্বা পরিশুষ্কবক্রং শরাভিঘাতাদ্ ব্যথিতো মহাত্মা।
সমীক্ষ্য রামং রবিসন্নিকাশং তূষ্ণীং বভৌ বানররাজসূনুঃ।। ৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তদশঃ সর্গঃ।

দুরাত্মা রাক্ষস রাবণকে যুদ্ধে হত্যা করে গলায় দড়ি বেঁধে টেনে এনে তোমায় উপহার দিতাম।। ৫০ ।। সাগরের জলে বা পাতালে যেখানেই সীতাকে সে রাখুক না কেন, তোমার আদেশে শ্বেত অশ্বতরীর মতো তাকে আমি নিয়েই আসতাম *(মধু এবং কৈটভ নামে দুই দৈত্য শ্বেত অশ্বতরী শ্রুতিকে হরণ করেছিলো। ভগবান বিষ্ণু হয়গ্রীব রূপধারণ করে তাঁকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। অশ্বতরী-অশ্বের ঔরসে গর্দভীর গর্ভে জাত জীববিশেষ, গন্ধর্ব, খচ্চর। হয়গ্রীব—অশ্বের মতো গ্রীবাবিশিষ্ট। ভগবান বিষ্ণু বেদ রক্ষার জন্য ঐ রূপ ধারণ করেছিলেন)*।। ৫১ ।। আমি স্বর্গে গেলে সুগ্রীব রাজ্য করবে। এটা উচিতই বটে। কিন্তু অধর্মের দ্বারা তুমি যে আমাকে হত্যা করলে এটা তো অনুচিত!।। ৫২ ।। এটা ঠিকই যে, কালক্রমে মানুষ এইভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হবেই। যদি তুমি মনে করো ঠিকই করেছো, তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর ভালোভাবে চিন্তা করো।। ৫৩ ।। বাণের আঘাতে বানররাজপুত্র বালির মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে। অত্যন্ত বেদনার্ত সে। এই মতো বলে বালি সূর্যের মতো সপ্রভ রামের দিকে তাকিয়ে নীরব হয়ে গেলো।। ৫৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের সপ্তদশ (১৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামেণ বালিবাক্যস্যোত্তরদানম্, তৎপ্রতি দণ্ডদানস্যৌচিত্যজ্ঞাপনম্, তচ্ছ্রুত্বা শ্রীরামসমীপে বালিনঃ স্বীয়মপরাধস্য ক্ষমাপ্রার্থনা, অঙ্গদং রক্ষিতুং স্বাভিপ্রায়জ্ঞাপনম্, বালিনে শ্রীরামস্যাশ্বাসদানঞ্চ।

ইত্যুক্তঃ প্রশ্রিতং বাক্যং ধর্মার্থসহিতং হিতম্। পরুষং বালিনা রামো নিহতেন বিচেতসা।। ১
তং নিষ্প্রভমিবাদিত্যং মুক্ততোয়মিবাম্বুদম্। উক্তবাক্যং হরিশ্রেষ্ঠমুপশান্তমিবানলম্।। ২
ধর্মার্থগুণসম্পন্নং হরীশ্বরমনুত্তমম্। অধিক্ষিপ্তস্তদা রামঃ পশ্চাদ্ বালিনমব্রবীৎ।। ৩
ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ সময়ং চাপি লৌকিকম্। অবিজ্ঞায় কথং বাল্যান্মামিহাদ্য বিগর্হসে।। ৪

অষ্টাদশ (১৮) সর্গ

শ্রীরামের দ্বারা বালির বাক্যের উত্তর-প্রদান। তার প্রতি দণ্ডদানের ঔচিত্যজ্ঞাপন। তা শুনে শ্রীরামের কাছে বালির নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা। অঙ্গদকে রক্ষা করার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ। বালির প্রতি শ্রীরামের আশ্বাস।

অচেতন মৃতপ্রায় বালি ধর্ম এবং সদর্থযুক্ত, কল্যাণকর, মধুরবাক্য রুক্ষভাবে রামকে বললো।। ১ ।। বানরাধিপতি বালি তখন জ্যোতিহীন সূর্যের মতো এবং জলহীন মেঘের মতো বিরাজ করছিলো। তাকে দেখাচ্ছিলো নির্বাণ প্রায় অগ্নির মতো *(তোয়—জল। অম্বুদ—মেঘ)*।। ২ ।। ঐভাবে বালির দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে রাম ধর্মযুক্ত, অর্থসম্পন্ন, গুণঋদ্ধ, অর্থ, কাম এবং লৌকিক সদাচার না জেনে বালকের মতো আমাকে আজ এখানে গালাগালি দিচ্ছো কেন?।। ৩-৪ ।। হে সৌম্য, পরম্পরাগতভাবে আচার্যদের কাছ থেকে

অপৃষ্ট্বা বুদ্ধিসম্পন্নান্ বৃদ্ধানাচার্যসম্মতান্। সৌম্য বানরচাপল্যাত্ত্বং মাং বক্তুমিহেচ্ছসি।। ৫
ইক্ষ্বাকুণামিয়ং ভূমিঃ সশৈল-বন-কাননা। মৃগপক্ষিমনুষ্যাণাং নিগ্রহানুগ্রহেষ্বপি।। ৬
তাং পালয়তি ধর্মাত্মা ভরতঃ সত্যবানৃজুঃ। ধর্ম-কামার্থতত্ত্বজ্ঞো নিগ্রহানুগ্রহে রতঃ।। ৭
নয়শ্চ বিনয়শ্চোভৌ যস্মিন্ সত্যঞ্চ সুস্থিতম্। বিক্রমশ্চ যথা দৃষ্টঃ স রাজা দেশ-কালবিৎ।। ৮
তস্য ধর্ম্মকৃতাদেশা বয়মন্যে চ পার্থিবাঃ। চরামো বসুধাং কৃৎস্নাং ধর্মসন্তানমিচ্ছবঃ।। ৯
তস্মিন্নৃপতিশার্দূলে ভরতে ধর্মবৎসলে। পালয়ত্যখিলাং পৃথ্বীং কশ্চরেদ্ধর্মবিপ্রিয়ম্।। ১০
তে বয়ং মার্গবিভ্রষ্টং স্বধর্মে পরমে স্থিতাঃ। ভরতাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নিগৃহ্ণীমো যথাবিধি।। ১১
ত্বং তু সংক্লিষ্টধর্মশ্চ কর্মণা চ বিগর্হিতঃ। কামতন্ত্রপ্রধানশ্চ ন স্থিতো রাজবর্ত্মনি।। ১২
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতা বাপি যশ্চ বিদ্যাং প্রযচ্ছতি। ত্রয়স্তে পিতরো জ্ঞেয়া ধর্মে চ পথিবর্তিনঃ।। ১৩
যবীয়ানাত্মনঃ পুত্রঃ শিষ্যশ্চাপি গুণোদিতঃ। পুত্রবত্তে ত্রয়শ্চিন্ত্যা ধর্মশ্চৈবাত্র কারণম্।। ১৪
সূক্ষ্মঃ পরমদুর্জ্ঞেয় সতাং ধর্মঃ প্লবঙ্গম। হৃদিস্থঃ সর্বভূতানামাত্মা বেদ শুভাশুভম্।। ১৫
চপলশ্চপলৈঃ সার্ধং বানরৈরকৃতাত্মভিঃ। জাত্যন্ধ ইব জাত্যন্ধৈর্মন্ত্রয়ন্ প্রেক্ষসে নু কিম্।। ১৬
অহং তু ব্যক্ততামস্য বচনস্য ব্রবীমি তে। ন হি মাং কেবলং রোষাত্ত্বং বিগর্হিতুমর্হসি।। ১৭
তদেতৎকারণং পশ্য যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ। ভ্রাতুর্বর্তসি ভার্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্মং সনাতনম্।। ১৮
অস্য ত্বং ধরমাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ। রুমায়াং বর্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপকর্মকৃৎ।। ১৯

জ্ঞানপ্রাপ্ত, অনুমোদিত, বুদ্ধিমান বৃদ্ধদের জিজ্ঞেস না করে বানরের চাপল্যবশতঃ তুমি এখন আমায় এইরকমভাবে যা তা বলতে চাইছো!।। ৫ ।। পর্বত, বন এবং উদ্যানসহ এই ভূমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদেরই। তাই এখানে পশু, পাখী, মানুষ সবারই অনুগ্রহ এবং নিগ্রহে তাঁদেরই অধিকার রয়েছে।।৬।। সত্যনিষ্ঠ, ঋজুচরিত্র, ধর্মপ্রাণ ভরত এখন এই ভূমিকে পালন করছেন। ধর্ম, কাম এবং অর্থ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ ভরত প্রয়োজন মতো নিগ্রহে এবং অনুগ্রহে নিরত।। ৭ ।। রাজনীতি এবং বিনয়ের সঙ্গে সত্য যাঁর মধ্যে সুস্থিত, যাঁর পরাক্রমও দেখা যায়, দেশকালবিচার করে কার্যে নিপুণ যিনি, সেই ভরত এখন দেশের রাজা।।৮ ।। ধর্মানুসারে তাঁর আদেশ নিয়ে আমরা এবং অন্য রাজারাও ধর্মপ্রসারের জন্য সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণ করছি।।৯ ।। ধর্মবৎসল রাজশ্রেষ্ঠ ভরত যখন সমগ্রা ধরিত্রীকে পালন করছেন, তখন কে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ করবে?।।১০ ।। পরম স্বধর্মে স্থিত হয়ে, ভরতের নির্দেশকে সামনে রেখে ধর্মপথভ্রষ্টদের আমরা শাস্ত্রবিধি অনুসারে দণ্ড দিয়ে থাকি।। ১১ ।। তুমি কিন্তু রাজোচিত ধর্মপথে থাকো নি। নিন্দিত কর্ম করেছো। কামাচারীদের প্রধান হয়েছো। রাজার যথোচিত পথে অবস্থান করো নি।। ১২ ।। যারা ধর্মের পথে থাকবে তারা জ্যেষ্ঠভ্রাতা, জন্মদাতা এবং বিদ্যাদাতা এই তিনজনকে পিতা বলে জানবে।। ১৩ ।। ছোটোভাই, ঔরসজাত পুত্র ও গুণী শিষ্যকে পুত্রের মতো মনে করবে। ধর্মই এই সম্বন্ধের কারণ।। ১৪।। হে বানর, সাধুদের আচরিত ধর্মকে সহজে বোঝা যায় না। সকলপ্রাণীর হৃদয়ের মধ্যে যে আত্মা বিরাজ করছেন, তিনিই জানেন কোনটা ভালো। মন্দই বা কোনটা।। ১৫ ।। চঞ্চল তুমি। কলুষিতচিত্ত। চঞ্চল বানরদের সঙ্গে মন্ত্রণা করেছো। এক আজন্ম অন্ধ যদি আর এক আজন্ম অন্ধের সঙ্গে মন্ত্রণা করে, তাহলে সে কি কিছু দেখতে পায়?।। ১৬ ।। আমি শুধু এইকথার সারমর্মটাই বলছি। কেবল রাগ করে আমাকে নিন্দা করা তোমার উচিত হবে না।। ১৭ ।। তোমাকে, আমি যে জন্য হত্যা করতে গেছি, তার কারণ তুমি শোনো। তুমি সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ছোটোভাইয়ের ভার্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছো।। ১৮ ।। এই তো তোমার ভাই মহাত্মা সুগ্রীব বেঁচে আছেন। তাঁর পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূর মতো। পাপকর্মা তুমি। কামের দৃষ্টিতে তুমি তার কাছে অবস্থান করেছো।। ১৯ ।। হে বানর, ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে তুমি কামে প্রবৃত্ত

তদ্ব্যতীতস্য তে ধর্মাৎ কামবৃত্তস্য বানর। ভ্রাতৃভার্যাভিমর্শেঽস্মিন্ দণ্ডোঽয়ং প্রতিপাদিতঃ।। ২০
ন হি লোকবিরুদ্ধস্য লোকবৃত্তাদপেয়ুষঃ। দণ্ডাদন্যত্র পশ্যামি নিগ্রহং হরিযূথপ।। ২১
ন চ তে মর্ষয়ে পাপং ক্ষত্রিয়োঽহং কুলোদ্‌গতঃ। ঔরসীং ভগিনীং বাপি ভার্যাং বাপ্যনুজস্য যঃ।। ২২
প্রচরেত নরঃ কামাত্তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ। ভরতস্তু মহীপালো বয়ং ত্বাদেশবর্তিনঃ।। ২৩
ত্বঞ্চ ধর্মাদতিক্রান্তঃ কথং শক্যমুপেক্ষিতুম্। গুরুধর্মব্যতিক্রান্তং প্রাজ্ঞো ধর্মেণ পালয়ন্।। ২৪
ভরতঃ কামমুক্তানাং নিগ্রহে পর্যবস্থিতঃ। বয়ং তু ভরতাদেশাবধিং কৃত্বা হরীশ্বর।
ত্বদ্বিধান্ ভিন্নমর্যাদান্নিগ্রহীতুং ব্যবস্থিতাঃ।। ২৫
সুগ্রীবেণ চ মে সখ্যং লক্ষ্মণেন যথা তথা। দার-রাজ্যনিমিত্তঞ্চ নিঃশ্রেয়সকরঃ স মে।। ২৬
প্রতিজ্ঞা চ ময়া দত্তা তদা বানরসন্নিধৌ। প্রতিজ্ঞা চ কথং শক্যা মদ্বিধেনানবেক্ষিতুম্।। ২৭
তদেভিঃ কারণৈঃ সর্বৈর্মহদ্ভির্ধর্মসংশ্রিতৈঃ। শাসনং তব যদ্ যুক্তং তদ্ভবাননুমন্যতাম্।। ২৮
সর্বথা ধর্ম ইত্যেব দ্রষ্টব্যস্তব নিগ্রহঃ। বয়স্যস্যোপকর্তব্যং ধর্মমেবানুপশ্যতা।। ২৯
শক্যং ত্বয়াঽপি তৎকার্যং ধর্মমেবানুবর্ততা। শ্রূয়তে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্রবৎসলৌ।
গৃহীতৌ ধর্মকুশলৈস্তথা তচ্চরিতং ময়া।। ৩০
রাজভির্ধৃতদণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ। নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা।। ৩১
শাসনাদ্ বাপি মোক্ষাদ্ বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। রাজা ত্বশাসন্ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষম্।। ৩২
আর্যেণ মম মান্ধাত্রা ব্যসনং ঘোরমীপ্সিতম্। শ্রমণেন কৃতে পাপে যথা পাপং কৃতং ত্বয়া।। ৩৩

হয়েছো। ছোটোভাইয়ের ভার্যাকে তুমি কামভাবে অত্যাচার করেছো। তাই এই শাস্তি তোমায় দেওয়া গেলো।। ২০ ।। হে বানর দলপতি, তুমি লৌকিক সদাচার পরিত্যাগ করেছো। সমাজবিরুদ্ধ তোমার এই দণ্ড ছাড়া আর কোনো শাস্তি আমি যোগ্য বলে মনে করছি না।। ২১ ।। রাজকুলজাত আমি। ক্ষত্রিয়। তোমার পাপকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। যে ব্যক্তি কামের তাড়নায় নিজের কন্যা, ভগ্নী, বা ছোটোভাইয়ের পত্নীতে গমন করে তাকে বধ দণ্ড দেওয়াই শাস্ত্রের বিধান। ভরত হলেন রাজা। আমরা তাঁরই আদেশ পালন করি *(পতিপত্নীর সম্বন্ধ পবিত্র এবং অবিচ্ছেদ্য। বর্তমানে আইনের আশ্রয় নিয়ে বিবাহ ভাঙা এবং পরস্ত্রীকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলতা হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। বালি ভ্রাতৃবধূকে রক্ষা না করে ভোগের জন্য গ্রহণ করেছে। তাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলো)*।। ২২-২৩ ।। তুমি ধর্মকে ত্যাগ করেছো। তোমাকে কি করে উপেক্ষা করি? ভরত প্রাজ্ঞ। ধর্মকে নিয়ত পালন করে চলেন। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মকে অতিক্রম করে যারা কামে প্রবৃত্ত, তিনি তাদের নিগ্রহে সমুদ্যত থাকেন। হে বানরেশ্বর, আমরাও ভরতের আদেশকে অবলম্বন করে তোমার মতো ধর্মমর্যাদা লঙ্ঘনকারীদের নিগ্রহই করে থাকি।। ২৪-২৫ ।। লক্ষ্মণের সঙ্গে আমার যেরকম সখ্য রয়েছে তেমনি সখ্য পত্নী এবং রাজ্য-উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সঙ্গেও রয়েছে। তিনি আমার পরমকল্যাণকারী।। ২৬ ।। বানর সুগ্রীবের কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তাঁকে সাহায্যে করবো। আমার মতো লোক কোন্ শক্তিতে তা না করে পারে?।। ২৭ ।। এইসব মহৎ এবং ধর্মসঙ্গত কারণে তোমার প্রতি আমি যে দণ্ড দিয়েছি তা তুমি মেনে নাও।। ২৮ ।। তোমার যে নিগ্রহ হলো, এটা সর্বপ্রকারেই ধর্মসম্মত বলে মনে করবে। ধর্ম যে পালন করে তার অবশ্য কর্তব্য হলো বয়স্যের উপকার করা।। ২৯ ।। ধর্ম অনুসরণ করলে তুমিও সেই কাজ করতে পারবে। শোনা যায় চরিত্রের উৎকর্ষসাধক দু'টি শ্লোক মনু বলেছিলেন। ধর্মকুশল রাজারা সেই শ্লোক-নির্দেশ মেনে নিয়েছেন। আমিও তাই করেছি।।৩০ ।। মানুষ পাপ করলে রাজারা দণ্ডদান করেন। তাতে পুণ্যবান ব্যক্তিদের মতো নির্মল হয়ে তারা পুণ্যবানদের মতো স্বর্গে গমন করেন।।৩১ ।। নিগ্রহে বা অন্যভাবে মুক্তিতে পাপী পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু রাজা যদি শাসন না করেন সেই পাপ তখন তাঁকেই স্পর্শ করে।।৩২ ।। তুমি যেমন পাপ করেছো, সমান পাপ একসময়ে এক জৈন সন্ন্যাসী করেছিলেন। আমার পূজনীয় পূর্বপুরুষ মান্ধাতা তাঁকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন।।৩৩ ।। প্রমত্ত হয়ে অন্যেরাও যে পাপ করেছিলো, রাজারা তার দণ্ড

অন্যৈরপি কৃতং পাপং প্রমত্তৈর্বসুধাধিপৈঃ। প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কুর্বন্তি তেন তচ্ছাম্যতে রজঃ।। ৩৪
তদলং পরিতাপেন ধর্মতঃ পরিকল্পিতঃ। বধো বানরশার্দূল ন বয়ং স্ববশে স্থিতাঃ।। ৩৫
শৃণু চাপ্যপরং ভূয়ঃ কারণং হরিপুঙ্গব। তচ্ছ্রুত্বা হি মহদ্বীর ন মন্যুং কর্তুমর্হসি।। ৩৬
ন মে তত্র মনস্তাপো ন মন্যুর্হরিপুঙ্গব। বাগুরাভিশ্চ পাশৈশ্চ কূটৈশ্চ বিবিধৈর্নরাঃ।। ৩৭
প্রতিচ্ছন্নাশ্চ দৃশ্যাশ্চ গৃহ্ণন্তি সুবহূন্ মৃগান্। প্রধাবিতান্ বা বিত্রস্তান্ বিস্রব্ধানতিবিষ্ঠিতান্।। ৩৮
প্রমত্তানপ্রমত্তান্ বা নরা মাংসাশিনো ভৃশম্। বিধ্যন্তি বিমুখাংশ্চাপি ন চ দোষোঽত্র বিদ্যতে।। ৩৯
যান্তি রাজর্ষয়শ্চাত্র মৃগয়াং ধর্মকোবিদাঃ। তস্মাত্ত্বং নিহতো যুদ্ধে ময়া বাণেন বানর।
অযুধ্যন্ প্রতিযুধ্যন্ বা যস্মাচ্ছাখামৃগো হ্যসি।। ৪০
দুর্লভস্য চ ধর্মস্য জীবিতস্য শুভস্য চ। রাজানো বানরশ্রেষ্ঠ প্রদাতারো ন সংশয়ঃ।। ৪১
তন্ন হিংস্যান্ন চাক্রোশেন্নাক্ষিপেন্নাপ্রিয়ং বদেৎ। দেবা মানুষরূপেণ চরন্ত্যেতে মহীতলে।। ৪২
ত্বং তু ধর্মমবিজ্ঞায় কেবলং রোষমাস্থিতঃ। বিদূষয়সি মাং ধর্মে পিতৃপৈতামহে স্থিতম্।। ৪৩
এবমুক্তস্তু রামেণ বালী প্রব্যথিতো ভৃশম্। ন দোষং রাঘবে দধ্যৌ ধর্মেঽধিগতনিশ্চয়ঃ।। ৪৪
প্রত্যুবাচ ততো রামং প্রাঞ্জলির্বানরেশ্বরঃ। যত্ত্বমাত্থ নরশ্রেষ্ঠ তত্তথৈব ন সংশয়ঃ।। ৪৫
প্রতিবক্তুং প্রকৃষ্টে হি নাপকৃষ্টস্তু শক্নুয়াৎ। যদযুক্তং ময়া পূর্বং প্রমাদাদ্ বাক্যমপ্রিয়ম্।। ৪৬
তত্রাপি খলু মাং দোষং কর্তুং নার্হসি রাঘব। ত্বং হি দৃষ্টার্থতত্ত্বজ্ঞঃ প্রজানাঞ্চ হিতে রতঃ।
কার্য-কারণসিদ্ধৌ চ প্রসন্না বুদ্ধিরব্যয়া।। ৪৭
মামপ্যবগতং ধর্মাদ্ ব্যতিক্রান্তপুরস্কৃতম্। ধর্মসংহিতয়া বাচা ধর্মজ্ঞ পরিপালয়।। ৪৮

দিয়েছিলেন। যারা প্রায়শ্চিত্ত করে, তাতে তাদের পাপ প্রশমিত হয়।।৩৪।। বানরশ্রেষ্ঠ, দুঃখ কোরো না। ধর্মের নিয়মেই তোমার এই বধ হয়েছে। আমরা কেউই নিজের অধীন নই।।৩৫ ।। হে বানরমুখ্য, আর একটি কারণও শোনো, যেটি শুনলে হে মহাবীর আর তুমি রাগ করতে পারবে না।।৩৬ ।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, এই বধে আমারো কোনো মনস্তাপ নেই। দেখো, কতো লোক জাল, পাশ এইসব কূটকৌশলের ব্যবহার করে।।৩৭।। যারা মোটেই ধরা পড়তে চায় না, আড়ালে লুকিয়ে থেকে ঐভাবে দৌড়ে ভয়ে পালিয়ে -যাওয়া সতর্ক এবং অসতর্ক, প্রমত্ত এবং অপ্রমত্ত সেই সব পশুকে, মাংসাশী মানুষেরা জোর করে বিদ্ধ করে। তাতে কোনো দোষ নেই।।৩৮-৩৯।। অত্যন্ত ধর্মজ্ঞ রাজর্ষিরাও মৃগয়ায় যান। তুমি তো শাখামৃগ। তাই হে বানর, তোমায় আমি যুদ্ধে বাণের দ্বারা হত্যা করেছি। সেটা যুদ্ধ করেই হোক বা যুদ্ধ না করেই হোক। *(ক্ষত্রিয়ের মৃগয়ায় দোষ নেই। তাই মৃগবোধেই শাখামৃগ তোমায় ক্ষত্রিয় আমি হত্যা করেছি)*।।৪০।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, ধর্ম, জীবন এবং কল্যাণ—এই দুর্লভ বস্তুগুলি রাজারাই দিয়ে থাকেন। এতে কোনো সংশয় নেই।। ৪১ ।। সেই জন্য হিংসা করবে না। রাগে নিন্দা করবে না। অপ্রিয় কথাও বলবে না। দেবতারা মানুষরূপে এই ভূতলে বিচরণ করেন।। ৪২ ।। তুমি ধর্ম না জেনে কেবল রেগে গিয়ে পিতৃ-পিতামহের ধর্মে আমি থাকায় আমাকে দোষারোপ করছো।। ৪৩ ।। রাম এই কথা বলায় বালি অত্যন্ত বেদনাহত হলো। ধর্মে সুমতি হওয়ায় রামের ওপর আর দোষারোপ করলো না।। ৪৪ ।। বানরপতি বালি প্রত্যুত্তরে করজোড় হয়ে তখন বললো, হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনি যা বললেন তা ঠিকই। এতে কোনো সংশয় নেই।।৪৫।। আমার মতো অধম ব্যক্তি আপনার ন্যায় উত্তমব্যক্তিকে উত্তর দিতে সক্ষম নয়। ভুল করে অনেক অপ্রিয়বাক্য আমি আপনাকে পূর্বে বলেছি। তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।। ৪৬।। হে রামচন্দ্র, তাতে আপনি আমার দোষ গ্রহণ করবেন না। আপনি ধর্মের তত্ত্ব জানেন। প্রজাবর্গের কল্যাণে আপনি নিরত। কার্য -কারণের সিদ্ধিতে আপনার বুদ্ধি স্বচ্ছ। এবং অক্ষয়।।৪৭।। যারা ধর্মলঙ্ঘন করেছে তাদের মধ্যে আমাকে অগ্রগণ্য বলে জানুন। হে ধর্মজ্ঞ, ধর্মসম্মত বাক্যের দ্বারা আমাকে আপনি সর্বতোভাবে রক্ষা করুন।।৪৮।। বালির কণ্ঠ বাষ্পে অবরুদ্ধ। রামের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে কাদায় আটকে-যাওয়া হাতীর মতো

বাষ্পসংরুদ্ধকণ্ঠস্তু বালী সার্তরবঃ শনৈঃ। উবাচ রামং সম্প্রেক্ষ্য পঙ্কলগ্ন ইব দ্বিপঃ।। ৪৯
ন চাত্মানমহং শোচে ন তারাংনাপি বান্ধবান্। যতা পুত্রং গুণজ্যেষ্ঠমঙ্গদং কনকাঙ্গদম্।। ৫০
স মমাদর্শনাদ্দীনো বাল্যাৎ প্রভৃতি লালিতঃ। তটাক ইব পীতাম্বুরুপশোষং গমিষ্যতি।। ৫১
বালশ্চাকৃতবুদ্ধিশ্চ একপুত্রশ্চ মে প্রিয়ঃ। তারেয়ো রাম ভবতা রক্ষণীয়ো মহাবলঃ।। ৫২
সুগ্রীবে চাঙ্গদে চৈব বিধৎস্ব মতিমুত্তমাম্। ত্বং হি গোপ্তা চ শাস্তা চ কার্যাকার্যবিধৌ স্থিতঃ।। ৫৩
যা তে নরপতে বৃত্তির্ভরতে লক্ষ্মণে চ যা। সুগ্রীবে চাঙ্গদে রাজংস্তাং চিন্তয়িতুমর্হসি।। ৫৪
মদ্দোষকৃতদোযাং তাং যথা তারাং তপস্বিনীম্। সুগ্রীবো নাবমন্যেত তথাঽবস্থাতুমর্হসি।। ৫৫
ত্বয়া হ্যনুগৃহীতেন শক্যং রাজমুপাসিতুম্। ত্বদ্বশে বর্তমানেন তব চিত্তানুবর্তিনা।। ৫৬
শক্যং দিবং চার্জয়িতুং বসুধাং চাপি শাসিতুম্। ত্বত্তোঽহং বধমাকাঙ্ক্ষন্ বার্যমাণোঽপি তারয়া।। ৫৭
সুগ্রীবেণ সহ ভ্রাত্রা দ্বন্দ্বযুদ্ধমুপাগতঃ। ইত্যুক্ত্বা বানরো রামং বিররাম হরীশ্বর।। ৫৮
স তমাশ্বাসয়দ্ রামো বালিনং ব্যক্তদর্শনম্। সাধুসম্মতয়া বাচা ধর্মতত্ত্বার্থযুক্তয়া।। ৫৯
ন বয়ং ভবতা চিন্ত্যা নাপ্যাত্মা হরিসত্তম। বয়ং ভবদ্বিশেষেণ ধর্মতঃ কৃতনিশ্চয়ঃ।। ৬০
দণ্ড্যে যঃ পাতয়েদ্দণ্ড দণ্ড্যো যশ্চাপি দণ্ড্যতে। কার্যকারণসিদ্ধার্থাবুভৌ তৌ নাবসীদতঃ।। ৬১
তদ্ভবান্ দণ্ডসংযোগাদস্মাদ্ বিগতকল্মষঃ। গতঃ স্বাং প্রকৃতিং ধর্ম্যাং দণ্ডদিষ্টেন বর্ত্মনা।। ৬২
ত্যজ শোকঞ্চ মোহঞ্চ ভয়ঞ্চ হৃদয়ে স্থিতম্। ত্বয়া বিধানং হর্যগ্র্য ন শক্যমতিবর্তিতুম্।। ৬৩

করুণভাবে সে বললো—।। ৪৯ ।। আমি নিজের জন্য শোক করছি না। পত্নী তারা বা বন্ধুদের জন্যও নয়। গুণের দ্বারাই যে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, সোনার অলঙ্কার রয়েছে যার অঙ্গে, সেই অঙ্গদের জন্যই শোক করছি।।৫০ ।। বাল্যকাল থেকে আমিই তাকে পালন করেছি। আমাকে না দেখে সে অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়বে। সবাই মিলে জলপান করে ফেললে সরোবর যেমন শুকিয়ে, যায় সেও সেইভাবে শুকিয়ে যাবে।। ৫১।। হে রাম, তারার এবং আমার এই একমাত্র প্রিয় পুত্র বয়সে বালকমাত্র। তাতে আবার তার বুদ্ধিও তেমন পাকা হয় নি। মহাবলশালী রাম, আপনি তাকে রক্ষা করুন।। ৫২ ।। সুগ্রীব এবং অঙ্গদের প্রতি আপনি উত্তম বুদ্ধি রক্ষা করবেন। তারা কি করবে এবং কি করবে না—এই নিয়ে আপনি হবেন রক্ষক ও শাসক।। ৫৩ ।। হে রাজন্, ভরত এবং লক্ষ্মণকে আপনি যেভাবে দেখেন, সুগ্রীব এবং অঙ্গদকেও আপনি সেইভাবে দেখবেন।। ৫৪ ।। আমারি দোষে অপরাধিনী বেচারী তারাকে সুগ্রীব যাতে অপমান না করে তার ব্যবস্থা আপনি করবেন।। ৫৫ ।। আপনার দ্বারা যে অনুগৃহীত হবে সেইই এই রাজ্যশাসন করতে পারবে। আপনার বশীভূত থেকে, আপনার চিত্তের অনুবর্তী হতে আমি চেয়েছিলাম।। ৫৬ ।। তাতে স্বর্গলাভ এবং রাজ্য শাসন দুইই করতে পেরেছি। তারা বারণ করলেও, আপনার হাতে বধ কামনা করে...।। ৫৭ ।। ভাই সুগ্রীবের সঙ্গে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। বানরপতি বালি রামকে এই কথা বলে থেমে গেলো।। ৫৮ ।। তখন রাম, দার্শনিক সত্য যার কাছে ব্যক্ত হয়েছে সেই বালিকে সাধুসম্মত ধর্ম ও তত্ত্বার্থযুক্ত বাক্যে আশ্বাস দিলেন—।। ৫৯ ।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি এই কথা নিজে ভেবো না যে, আমরা তোমার প্রতি অন্যায় করেছি। তোমার জন্যও আমরা ধর্মরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প।। ৬০ ।। যিনি দণ্ডনীয়ের প্রতি দণ্ডদান করেন, এবং যিনি দোষ অনুসারে দণ্ডলাভ করেন কার্যকারণ সিদ্ধির জন্য তাঁরা উভয়েই কখনো অবসন্ন হন না।। ৬১ ।। তুমি এখন আমাদের কাছ থেকে দণ্ড লাভ করে পাপমুক্ত হলে! ধর্ম অনুসারে দণ্ড প্রদর্শিত পথে তুমি নিজের নির্মল প্রকৃতি লাভ করলে।। ৬২ ।। হৃদয়ে যে শোক, মোহ এবং ভয় বাসা বেঁধেছিলো তা ত্যাগ করো! হে বানরমুখ্য, বিধাতার বিধান তুমি অতিক্রম করতে পারবে না।। ৬৩ ।। হে বানরশ্বের, তুমি সর্বদা অঙ্গদকে যেভাবে দেখতে, আমি আর সুগ্রীব সেইভাবেই

যথা ত্বয্যঙ্গদো নিত্যং বর্ততে বানরেশ্বর। তথা বর্তেত সুগ্রীবে ময়ি চাপি ন সংশয়ঃ।। ৬৪
স তস্য বাক্যং মধুরং মহাত্মনঃ সমাহিতং ধর্মপথানুবর্তিতম্।
নিশম্য রামস্য রণাবমর্দিনো বচঃ সুযুক্তং নিজগাদ বানরঃ।। ৬৫
শরাভিতপ্তেন বিচেতসা ময়া প্রভাসিতস্ত্বং যদজানতা বিভো।
ইদং মহেন্দ্রোপমভীমবিক্রম প্রসাদিতস্ত্বং ক্ষম মে হরীশ্বর।। ৬৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টাদশঃ সর্গঃ।

তাকে দেখবো। এতে কোনো সংশয় নেই।। ৬৪ ।। রণদুর্মদ মহাত্মা রামের ধর্মসম্মত, প্রশান্ত সেই মধুর বাক্য শুনে, বালি সমুচিত বাক্যে বললেন—।। ৬৫ ।। প্রভো, মহেন্দ্রের মতো পরাক্রমশালী আপনি! শরাঘাতে অজ্ঞান হয়ে আমি না জেনে যা বলেছি, হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনি প্রসন্ন হয়ে এর জন্য আমাকে ক্ষমা করুন।। ৬৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের অষ্টাদশ (১৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনবিংশঃ সর্গঃ ।।

পত্যুর্বালিনো মৃত্যুবার্তাং শ্রুত্বা তারায়াঃ শোকঃ, পুত্রেণ সহ রণস্থলে মৃত-পতিসমীপে গমনঞ্চ।

স বানরমহারাজঃ শয়ানঃ শরপীড়িতঃ। প্রত্যুক্তো হেতুমদ্বাক্যৈর্নোত্তরং প্রতিপদ্যতে।। ১
অশ্মভিঃ পরিভিন্নাঙ্গঃ পাদপৈরাহতো ভৃশম্। রামবাণেন চাক্রান্তো জীবিতান্তে মুমোহ সঃ।। ২
তং ভার্যা বাণমোক্ষেণ রামদত্তেন সংযুগে। হতং প্লবগশার্দূলং তারা শুশ্রাব বালিনম্।। ৩
সা সপুত্রা২প্রিয়ং শ্রুত্বা বধং ভর্তুঃ সুদারুণম্। নিষ্পপাত ভৃশং তস্মাদুদ্বিগ্না গিরিকন্দরাৎ।। ৪
যে ত্বঙ্গদপরীবারা বানরা হি মহাবলাঃ। তে সকার্মুকমালোক্য রামং ত্রস্তাঃ প্রদুদ্রুবুঃ।। ৫
সা দদর্শ ততস্ত্রস্তান্ হরীনাপততো দ্রুতম্। যূথাদেব পরিভ্রষ্টান্ মৃগান্নিহতযূথপান্।। ৬
তানুবাচ সমাসাদ্য দুঃখিতান্ দুঃখিতা সতী। রামবিত্রাসিতান্ সর্বাননুবদ্ধানিবেষুভিঃ।। ৭
বানরা রাজসিংহস্য যস্য যূয়ং পুরঃসরাঃ। তং বিহায় সুবিত্রস্তাঃ কস্মাদ্ দ্রবত দুর্গতাঃ।। ৮

ঊনবিংশ (১৯) সর্গ

পতি বালির মৃত্যু-সংবাদ শুনে তারার শোক। পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত পতির কাছে গমন।

বাণাঘাতে সেই বানরাধিপতি আহত হয়ে ভূতলে শুয়ে আছেন। রাম তাকে যুক্তিযুক্ত উপদেশ দেবার পর তিনি আর কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।। ১ ।। নিক্ষিপ্ত পাথরের ঘায়ে বালির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভগ্ন। বৃক্ষের আঘাতে আহত। রামের বাণে জর্জরিত। এখন প্রাণত্যাগের সময় এসে গেছে। তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন।। ২ ।। বালিপত্নী তারা শুনলেন, যুদ্ধে রামের নিক্ষিপ্ত বাণে বানরশ্রেষ্ঠ বালি আজ নিহত।। ৩ ।। পুত্রকে নিয়ে তারা স্বামীর মর্মান্তিক সেই নিধন-বার্তা শুনলেন যা তাঁর একান্তই অপ্রিয়। ব্যাকুল হয়ে তিনি পর্বতকন্দর থেকে নীচে পড়ে গেলেন।। ৪ ।। অঙ্গদকে বেষ্টন করে মহাবলশালী যে বানরের ছিলো, তারা ধনুর্ধারী রামকে দেখে সবাই পালিয়ে গেলো।। ৫ ।। তারা দেখলেন, দলপতি মারা গেলে মৃগরা যেমন দলভ্রষ্ট হয়ে পালিয়ে যায়, তেমনিই বানরেরা ভয়ে দ্রুত পালিয়ে গেলো।। ৬ ।। এমনভাবে সেই বানরেরা ভয় পেয়েছিলো যে, রামের বাণ যেন তাদের তাড়া করছে। পতিব্রতা দুঃখিতা তারা তাদের দুঃখিতভাবে ফিরে আসতে দেখে বললেন—।। ৭ ।। ওহে বানরবৃন্দ, তোমরা যে রাজসিংহের সামনে থাকতে, তাঁকে ত্যাগ করে ভয়ে দুর্গতিগ্রস্ত হয়ে কেন পালিয়ে যাচ্ছো?।। ৮ ।। রাজ্যের জন্য নিষ্ঠুর ভাই সুগ্রীব বড়ো

রাজ্যহেতোঃ স চেদ্ ভ্রাতা ভ্রাত্রা ক্রুরেণ পাতিতঃ। রামেণ প্রহিতৈর্দূরান্ মার্গণৈর্দূরপাতিভিঃ।। ৯
কপিপত্ন্যা বচঃ শ্রুত্বা কপয়ঃ কামরূপিণঃ। প্রাপ্তকালমবিশ্লিষ্টমুচুর্বচনমঙ্গনাম্।। ১০
জীবপুত্রে নিবর্তস্ব পুত্রং রক্ষস্ব চাঙ্গদম্। অন্তকো রামরূপেণ হত্বা নয়তি বালিনম্।। ১১
ক্ষিপ্তান্ বৃক্ষান্ সমাবিধ্য বিপুলাশ্চ তথা শিলাঃ। বালী বজ্রসমৈর্বাণৈর্বজ্রেণেব নিপাতিতঃ।। ১২
অভিভূতমিদং সর্বং বিদ্রুতং বানরং বলম্। অস্মিন্ প্লবগশার্দূলে হতে শক্রসমপ্রভে।। ১৩
রক্ষতাং নগরী শূরৈরঙ্গদশ্চাভিষিচ্যতাম্। পদস্থং বালিনঃ পুত্রং ভজিষ্যন্তি প্লবঙ্গমাঃ।। ১৪
অথবা রুচিরং স্থানমিহ তে রুচিরাননে। আবিশন্তি চ দুর্গাণি ক্ষিপ্রমদ্যৈব বানরাঃ।। ১৫
অভার্যাঃ মহভার্যাশ্চ সন্ত্যত্র বনচারিণঃ। লুব্ধেভ্যো বিপ্রলব্ধেভ্যস্তেভ্যো নঃ সুমহদ্ভয়ম্।। ১৬
অল্পান্তরগতানাং তু শ্রুত্বা বচনমঙ্গনা। আত্মনঃ প্রতিরূপং সা বভাষে চারুহাসিনী।। ১৭
পুত্রেণ মম কিং কার্যং রাজ্যেনাপি কিমাত্মনা। কপিসিংহে মহাভাগে তস্মিন্ ভর্তরি নশ্যতি।। ১৮
পাদমূলং গমিষ্যামি তস্যৈবাহং মহাত্মনঃ। যোঽসৌ রামপ্রযুক্তেন শরেণ বিনিপাতিতঃ।। ১৯
এবমুক্ত্বা প্রদুদ্রাব রুদতী শোকমূর্ছিতা। শিরশ্চোরশ্চ বাহুভ্যাং দুঃখেন সমভিঘ্নতী।। ২০
সা ব্রজন্তী দদর্শাথ পতিং নিপতিতং ভুবি। হন্তারং বানরেন্দ্রাণাং সমরেষ্বনিবর্তিনাম্।। ২১
ক্ষেপ্তারং পর্বতেন্দ্রাণাং বজ্রাণামিব বাসবম্। মহাবাতসমাবিষ্টং মহামেঘৌঘনিঃস্বনম্।। ২২
শক্রতুল্যপরাক্রান্তং বৃষ্টেবোপরতং ধনম্। নর্দন্তং নর্দতাং ভীমং শূরং শূরেণ পাতিতম্।। ২৩

ভাই বালিকে দূরস্থিত রামের দূরগামী বাণ দিয়ে হত্যা করলো।। ৯ ।। বানরপত্নী তারার কথা শুনে ইচ্ছামতো রূপধারণকারী বানরেরা সুন্দরী তারাকে সম্মিলিতভাবে সময়োচিত বাক্যে বললো—।।১০।। হে পুত্রবতি, তুমি ফিরে চলো। পুত্র অঙ্গদকে রক্ষা করো। মৃত্যুর দেবতা যম রামের রূপধারণ করে এসে বালিকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন।। ১১ ।। বালি, বিরাট বিরাট গাছ, আর বিশাল বিশাল শিলা ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। বজ্রের মতো বাণের দ্বারা রাম সেগুলিকে বিদীর্ণ করে বালিকে নিপতিত করলো।। ১২ ।। ইন্দ্রের মতো তেজস্বী এই বানর প্রধান নিহত হওয়ায় বানরসৈন্যেরা ভয়ে অভিভূত হয়ে গেছে। তাই তারা পালাচ্ছে।। ১৩ ।। তোমরা বীর বানরদের দ্বারা এই নগরীকে রক্ষা করো। অঙ্গদকে রাজপদে অভিষিক্ত করো। সিংহাসনে অভিষিক্ত হলে বালির পুত্রকে সকল বানর সেবা করবে।। ১৪ ।। অথবা হে সুন্দরি, তাতেও কীই বা হবে? রাম ও সুগ্রীবের পক্ষের বানরেরা শীগ্গিরই এসে দুর্গগুলি সব অধিকার করে নেবে।। ১৫ ।। যেসব বনচারী বানর এখানে অপত্নীক এবং সপত্নীকভাবে আছে, তাদেরকে আমরা আগে বঞ্চনা করেছিলাম। তাদের কাছ থেকেই আমাদের ভীষণ ভয়।। ১৬ ।। নিকট আত্মীয়দের এই কথা শুনে সেই সুন্দরী নিজের কর্তব্য সুন্দরভাবে হেসেই বললো—।। ১৭ ।। বানরশ্রেষ্ঠ ছিলেন আমার পতিদেবতা! সেই পূজনীয় যখন যমালয়ে চলে গেলেন তখন পুত্র রাজ্য এবং আমার জীবনেরই বা কী প্রয়োজন?।। ১৮ ।। যিনি রামের নিক্ষিপ্ত শরে নিহত হয়েছেন, সেই মহাত্মার চরণতলেই তাই আমি চলে যাবো।। ১৯ ।। এইরকম বলে দুঃখে বাহু দিয়ে নিজের মাথা এবং বুকে চাপড়াতে চাপড়াতে শোকে মূর্ছিতা হয়ে তারা কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে চলে গেলেন।। ২০ ।। যিনি ছিলেন অন্য সব বানরমুখ্যদের হন্তা, যিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কখনো ফিরে আসতেন না, যেতে যেতে তারা দেখতে পেলেন তাঁর সেই পতিদেবতা, আজ মাটিতে পড়ে আছেন।। ২১ ।। ইন্দ্র যেমন বিশাল বজ্রনিক্ষেপ করতেন, তেমনি যিনি বড়ো বড়ো পাহাড় ছুঁড়ে ফেলতে পারতেন, প্রবল বায়ুর মতো যিনি ছিলেন বেগবান, মহামেঘপুঞ্জের মতো যিনি গর্জন করতেন,...।। ২২ ।। যিনি ছিলেন ইন্দ্রের মতো পরাক্রমী, তিনি আজ বর্ষণান্তে মেঘের মতো পড়ে আছেন। গর্জনকারী এক বীর আর এক গর্জনকারী বীরের দ্বারা পাতিত হয়েছে।। ২৩ ।। যেন একটি

শার্দূলেনামিষস্যার্থে মৃগরাজমিবাহতম্। অর্চিতং সর্বলোকস্য সপতাকং সবেদিকম্।
নাগহেতোঃ সুপর্ণেন চৈত্যমুন্মথিতং যথা।। ২৪
অবষ্টভ্যাবতিষ্ঠন্তং দদর্শ ধনুরূর্জিতম্। রামং রামানুজঞ্চৈব ভর্তুশ্চৈব তথানুজম্।। ২৫
তানতীত্য সমাসাদ্য ভর্তারং নিহতং রণে। সমীক্ষ্য ব্যথিতা ভূমৌ সম্ভ্রান্তা নিপপাত হ।। ২৬
সুপ্তেব পুনরুত্থায় আর্যপুত্রেতি বাদিনী। রুরোদ সা পতিং দৃষ্ট্বা সংবীতং মৃত্যুদামভিঃ।। ২৭
তামবেক্ষ্য তু সুগ্রীবঃ ক্রোশন্তীং কুররীমিব। বিষাদমগমৎ কষ্টং দৃষ্ট্বা চাঙ্গদমাগতম্।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনবিংশঃ সর্গঃ।

বাঘ মাংসের জন্য আর একটি বাঘকে আঘাত করেছে! যে পবিত্র-বৃক্ষ সর্বজনের দ্বারা পূজিত, পতাকা এবং বেদিসমন্বিত, সাপকে মারার জন্য খোঁজ করতে গিয়ে গরুড় সেই বৃক্ষকেই যেন বিপর্যস্ত করেছে! ।।২৪।। তারা দেখতে পেলেন ধনু তুলে ধরে রাম, তাঁর ভাই লক্ষ্মণ এবং স্বামীর ছোটোভাই সুগ্রীবকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন।। ২৫ ।। তাঁদের অতিক্রম করে যুদ্ধে নিহত স্বামীর কাছে গিয়ে তাঁর ঐ শোচনীয় অবস্থা দেখে ব্যাকুলা হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।। ২৬ ।। কিছুক্ষণ যেমন ঘুমের ঘোরে থেকে, তারপর জেগে উঠে পতিকে মৃত্যুর রজ্জুতে আবদ্ধ দেখে তিনি "আর্যপুত্র" বলে চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন *(দাম—রজ্জু)*।। ২৭ ।। তাঁকে কুররীর মতো করুণ ক্রন্দন করতে এবং অঙ্গদকে সেখানে আসতে দেখে সুগ্রীব অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হলো *(কুররী—চিলজাতীয় বড়ো পাখী। তীক্ষ্ণ আর উচ্চ এদের ধ্বনি)*।। ২৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্‌ডের ঊনবিংশ (১৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। বিংশঃ সর্গঃ ।।

তারায়া বিলাপঃ।

রামচাপবিসৃষ্টেন শরেণান্তকরেণ তম্। দৃষ্ট্বা বিনিহতং ভূমৌ তারা তারাধিপাননা।। ১
সা সমাসাদ্য ভর্তারং পর্যষ্বজত ভামিনী। ইষুর্ণাভিহতং দৃষ্ট্বা বালিনং কুঞ্জরোপমম্।। ২
বানরং পর্বতেন্দ্রাভং শোকসন্তপ্তমানসা। তারা তরুমিবোন্মূলং পর্যদেবয়তাতুরা।। ৩
রণে দারুণবিক্রান্ত প্রবীর প্লবতাং বর। কিমিদানীং পুরোভাগামদ্য ত্বং নাভিভাষসে।। ৪
উত্তিষ্ঠ হরিশার্দূল ভজস্ব শয়নোত্তমম্। নৈবংবিধাঃ শেরতে হি ভূমৌ নৃপতিসত্তমাঃ।। ৫
অতীব খলু তে কান্তা বসুধা বসুধাধিপ। গতাসুরপি তাং গাত্রৈর্মাং বিহায় নিষেবসে।। ৬

বিংশ (২০) সর্গ

তারার বিলাপ।

রামের প্রাণঘাতী শরে বালি নিহত হয়েছে। তারাদের অধিপতি যে চাঁদ, তারই মতো মুখ হলো এই তারার। সে দেখলো বালি মটিতে পড়ে আছে।। ১ ।। পতিকে পেয়ে সেই সুন্দরী আলিঙ্গন করলো। বালিকে দেখাচ্ছিলো বাণাহত হাতীর মতো।। ২ ।। পর্বতরাজের মতো বিশালদেহী বালিকে ছিন্নমূল তরুর মতো ভূলুণ্ঠিত দেখে শোকে বিহ্বল হয়ে তারা দুঃখে বিলাপ করতে লাগলো।।৩ ।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রকৃষ্ট বীর। যুদ্ধে তুমি ছিলে পরম-পরাক্রান্ত। আমি তোমার সামনে এসেছি। অথচ তুমি কথা বলছো না কেন?।। ৪।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, ওঠো। ভালো শয্যায় শয়ন করো। তোমার মতো শ্রেষ্ঠরাজারা এইরকমভাবে মাটিতে শয়ন করেন না।। ৫।। হে বসুধারাজ, বসুধা তথা মাটি মনে হচ্ছে তোমার অতি প্রিয়। তাই প্রাণত্যাগের পরও আমাকে ছেড়ে তাকে অঙ্গে আলিঙ্গন করছো তুমি।।৬ ।। বেশ বোঝা যাচ্ছে, তুমি বীর।

ব্যক্তমদ্য ত্বয়া বীর ধর্মতঃ সম্প্রবর্ততা। কিষ্কিন্ধেব পুরী রম্যা স্বর্গমার্গে বিনির্মিতা।। ৭
যান্যস্মাভিস্ত্বয়া সার্ধং বনেষু মধুগন্ধিষু। বিহৃতানি ত্বয়া কালে তেষামুপরমঃ কৃতঃ।। ৮
নিরানন্দা নিরাশাহং নিমগ্না শোকসাগরে। ত্বয়ি পঞ্চত্বমাপন্নে মহাযূথপযূথপে।। ৯
হৃদয়ং সুস্থিতং মহ্যং দৃষ্ট্বা নিপতিতং ভুবি। যন্ন শোকাভিসন্তপ্তং স্ফুটতেঽদ্য সহস্রধা।। ১০
সুগ্রীবস্য ত্বয়া ভার্যা হৃতা স চ বিবাসিতঃ। যত্তত্তস্য ত্বয়া ব্যুষ্টিঃ প্রাপ্তেয়ং প্লবগাধিপ।। ১১
নিঃশ্রেয়সপরা মোহাত্ত্বয়া চাহং বিগর্হিতা। যষাব্রুবং হিতং বাক্যং বানরেন্দ্র হিতৈষিণী।। ১২
রূপ-যৌবনদৃপ্তানাং দক্ষিণানাঞ্চ মানদ। নূনমপ্সরসামার্য চিত্তানি প্রমথিষ্যসি।। ১৩
কালো নিঃসংশয়ো নূনং জীবিতান্তকরস্তব। বলাদ্ যেনাবপন্নোঽসি সুগ্রীবস্যাবশো বশম্।। ১৪
অস্থানে বালিনং হত্বা যুধ্যমানং পরেণ চ। ন সন্তপ্যতি কাকুৎস্থঃ কৃত্বা কর্ম সুগর্হিতম্।। ১৫
বৈধব্যং শোকসন্তাপং কৃপণাকৃপণা সতী। অদুঃখোপচিতা পূর্বং বর্তয়িষ্যাম্যনাথবৎ।। ১৬
লালিতশ্চাঙ্গদো বীরঃ সুকুমারঃ সুখোচিতঃ। বৎস্যতে কামবস্থাং মে পিতৃব্যে ক্রোধমূর্ছিতে।। ১৭
কুরুষ্ব পিতরং পুত্র সুদৃষ্টং ধর্মবৎসলম্। দুর্লভং দর্শনং তস্য তব বৎস ভবিষ্যতি।। ১৮
সমাশ্বাসয় পুত্রং ত্বং সন্দেশং সন্দিশস্ব মে। মূর্ধ্নি চৈনং সমাঘ্রায় প্রবাসং প্রস্থিতো হ্যসি।। ১৯
রামেণ হি মহৎ কর্ম কৃতং ত্বামভিনিঘ্নতা। আনৃণ্যং তু গতং তস্য সুগ্রীবস্য প্রতিশ্রবে।। ২০
সকামো ভব সুগ্রীব রুমাং ত্বং প্রতিপৎস্যসে। ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যমনুদ্বিগ্নঃ শস্তো ভ্রাতা রিপুস্তব।। ২১
কিং মামেবং প্রলপতীং প্রিয়াং ত্বং নাভিভাষসে। ইমাঃ পশ্য বরা বহ্ব্যো ভার্যাস্তে বানরেশ্বর।। ২২

ধর্ম মেনে যুদ্ধ করেছো। ফলে স্বর্গের পথে তোমার জন্য কিষ্‌কিন্ধার মতো রমণীয় পুরী বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছে।। ৭ ।। মধুগন্ধি বনে বনে তোমার সঙ্গে এককালে যেভাবে বিহার করেছিলাম, সে সবই আজ শেষ হয়ে গেলো।। ৮ ।। তুমি ছিলে মহাযূথপতিদেরো যূথপতি অর্থাৎ রাজার রাজা। সেই আশা সবই চলে গেলো! আমি যে শোকের সাগরে ডুবে গেলাম!।। ৯ ।। তুমি মাটিতে লুটিয়ে আছো দেখেও শোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত হয়ে আমার হৃদয় যে হাজার টুকরো হয়ে বিদীর্ণ হয় নি, তাতে মনে হচ্ছে আমার হৃদয়টি অত্যন্ত কঠিন।। ১০ ।। হে বানরপতে, একসময় তুমি সুগ্রীবের পত্নীকে হরণ করেছিলে, সুগ্রীবকে নির্বাসিতও করেছিলে তারই ফল এইভাবে মৃত্যুর মাধ্যমে পেলে! *(ব্যুষ্টিঃ—ফল)*।। ১১ ।। হে বানরেন্দ্র, তোমার কল্যাণের জন্য কল্যাণকামিনী আমি যে বলেছিলাম মোহের বশে তুমি তার উত্তরে আমায় তিরস্কার করেছিলে।। ১২ ।। হে মাননীয়, তুমি অপরকে মান দান করে থাকো। স্বর্গে গিয়ে তুমি রূপ -যৌবনে গর্বিত, কলাবতী অপ্‌সরাদের মনকে আপনার রূপ এবং আচরণের দ্বারা নিশ্চয়ই কামভাবে পীড়িত করবে।।১৩।। সুগ্রীব তোমাকে বশীভূত করতে পারে না। জীবনের অন্ত ঘটান যে কাল, নিশ্চয়ই তিনিই জোর করে তোমাকে বশীভূত করেছেন।। ১৪ ।। অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে অস্থানে বালিকে হত্যা করেছেন রাম। এইরকম অতি নিন্দনীয় কর্ম করেও রাম সন্তাপ করছেন না।। ১৫ ।। আগে তো দুঃখ না পেয়েই বেড়ে উঠেছিলাম। এখন দুঃখিনী আমি। বৈধব্যের মাধ্যমে প্রভূতভাবে শোকে সন্তপ্ত হয়ে অনাথার মতো বেঁচে থাকবো!।। ১৬ ।। সুকুমার বালক অঙ্গদ বীর। সে সুখেই লালিত হয়েছে। তার কাকা যদি এখন খুব রেগে যান, তাহলে আমার বাছার কি অবস্থা হবে, জানি না।। ১৭ ।। বাছা, ধর্মপরায়ণ বাবাকে ভালোভাবে দেখে নাও। পরে তাঁকে তো আর দেখতে পাবে না!।। ১৮ ।। হে আর্যপুত্র, পুত্রকে তুমি আশ্বস্ত করো। তাকে উপদেশ দাও। তার মস্তক আঘ্রাণ করে স্নেহ জানিয়ে তুমি প্রবাসে গিয়েছিলে!।।১৯।। তোমাকে হত্যা করে রাম মহৎ কর্মই করেছেন। তিনি সুগ্রীবকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই ঋণ থেকে মুক্ত হলেন।। ২০ ।। সুগ্রীব, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হলো! রুমাকে তুমি ফিরে পাবে! নির্বিঘ্নে রাজ্য ভোগ করো! তোমার শত্রু যে ভাই, সে আজ নিহত হয়েছে!।। ২১ ।। হে বানরেশ্বর, আমি এতো বিলাপ করছি! তোমার প্রিয়া আমি। আমাকে তুমি কিছুই বলছো না! এই যে তোমার সুন্দরী বহু পত্নী এখানে এসেছে! তাদের দেখো!।। ২২ ।। তারার এই বিলাপ শুনে বানরেরা সবাই চারদিকে তাঁকে ঘিরে ধরে দৈন্যের সঙ্গে

তস্যা বিলপিতং শ্রুত্বা বানর্যঃ সর্বতশ্চ তাঃ। পরিগৃহ্যাঙ্গদং দীনা দুঃখার্তাঃ প্রতিচুক্রুশুঃ।। ২৩
কিমঙ্গদং সাঙ্গদবীরবাহো! বিহায় যাতোঽসি চিরং প্রবাসম্।
ন যুক্তমেবং গুণসন্নিকৃষ্টং বিহায় পুত্রং প্রিয়চারুবেষম্ ।। ২৪
যদ্যপ্রিয়ং কিঞ্চিদসম্প্রধার্য কৃতং ময়া স্যাত্তবদীর্ঘবাহো।
ক্ষমস্ব মে তদ্ধরিবংশনাথ ব্রজামি মূর্ধ্না তব বীর পাদৌ।। ২৫
তথা তু তারা করুণং রুদন্তী ভর্তুঃ সমীপে সহ বানরীভিঃ।
ব্যবস্যত প্রায়মনিন্দ্যবর্ণা উপোপবেষ্টুং ভুবি যত্র বালী।। ২৬

ইত্যার্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে বিংশঃ সর্গঃ।

দুঃখে ব্যাকুল হয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলো।। ২৩।। হে অঙ্গরাজিতে অলঙ্কৃত বীরবাহো, পুত্র অঙ্গদকে ছেড়ে চিরকালের জন্য তুমি প্রবাসে চলেছো! সুন্দর বেশে-ভূষিত এই প্রিয় পুত্রকে ছেড়ে চলে উচিত নয়।। ২৪ ।। হে দীর্ঘবাহু বীর, না বুঝে যদি কোনো অপরাধ তোমার কাছে করে থাকি, হে বানর -বংশনাথ, তা আমার ক্ষমা করো। হে বীর, তোমার পায়ে পড়ে আমি ক্ষমা চাইছি।। ২৫ ।। বানরীদের নিয়ে স্বামীর কাছে, ঐভাবে করুণ ক্রন্দন করতে লাগলো তারা। বালি যেখানে পড়ে আছে সেইখানে ঐ রূপবতী তারা বানরীদের নিয়ে প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প গ্রহণ করলো।। ২৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের বিংশতম (২০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একবিংশঃ সর্গঃ ।।

হনুমতস্তারায়ৈ সান্ত্বনাদানম্, তস্যাঃ পত্যাসহানুগমনে সিদ্ধান্তশ্চ।

ততো নিপতিতাং তারাং চ্যুতাং তারামিবম্বারাৎ। শনৈরাশ্বাসয়ামাস হনুমান্ হরিযূথপঃ।। ১
গুণদোষকৃতং জন্তুঃ স্বকর্মফলহেতুকম্। অব্যগ্রস্তদবাপ্নোতি সর্বং প্রেত্য শুভাশুভম্।। ২
শোচ্যা শোচসি কং শোচ্যং দীনং দীনানুকম্পসে। কশ্চ কস্যানুশোচ্যোঽস্তি দেহেঽস্মিন্ বুদ্বুদোপমে।।৩
অঙ্গদস্তু কুমারোঽয়ং দ্রষ্টব্যো জীবপুত্রয়া। আয়ত্যাঞ্চ বিধেয়ানি সমর্থান্যস্য চিন্তয়।। ৪
জানাস্যনিয়তামেবং ভূতানামাগতিং গতিম্। তস্মাচ্ছুভং হি কর্তব্যং পণ্ডিতে নেহ লৌকিকম্।। ৫
যস্মিন্ হরিসহস্রাণি শতানি নিযুতানি চ। বর্তয়ন্তি কৃতাশানি সোঽয়ং দিষ্টান্তমাগতঃ।। ৬

একবিংশ (২১) সর্গ

হনুমানের দ্বারা তারাকে সান্ত্বনাদান। পতির সঙ্গে সহমরণে তারার সিদ্ধান্তগ্রহণ।

আকাশ থেকে খসে-পড়া তারার মতোই শোচনীয় দেখাচ্ছিলো তারাকে। বানরযূথপতি হনুমান ধীরে ধীরে তাকে আশ্বাসদান করছিলেন।। ১ ।। জীব নিজের গুণ এবং দোষ অনুসারে কর্ম করে। তার ফলও লাভ করে। ইহলোকে এসে ব্যগ্র না হলেও সেই শুভ এবং অশুভ ফল সে ভোগ করেই থাকে।। ২ ।। শোকগ্রস্তা তুমি। শোচনীয়ভাবে মৃত পতির জন্য করুণভাবে শোক করেছো। ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদের মতো এই দেহ! তাকে নিয়ে কে কার জন্য শোক করবে?।।৩ ।। তোমার পুত্র অঙ্গদ বেঁচে আছে। তাকে তোমার দেখতে হবে। তার ভবিষ্যতের জন্য যা কিছু করতে হবে, সেইসব চিন্তা করো।। ৪ ।। এইরকম অস্থিরভাবে প্রাণীদের গমনাগমনের কথা তুমি তো জানো। জগতের যাতে ভালো হয় জ্ঞানীদের কর্তব্য হলো তাই করা।। ৫ ।। যাঁকে অবলম্বন করে শ'য়ে, শ'য়ে হাজার হাজার, নিযুত নিযুত বানর আশা নিয়ে অবস্থান করতো তাঁরই জীবন আজ শেষ হয়ে গেলো।। ৬ ।। বালি ছিলেন সাম, দান এবং ক্ষমাশীল। নীতি অনুসারে তিনি রাজ্যপালন করেছেন। আর তার ফলে যে স্বর্গলোককে জয় করা যায়, সেই লোকই তিনি

যদয়ং ন্যায়দৃষ্টার্থঃ সাম-দান-ক্ষমাপরঃ। গতো ধর্মজিতাং ভূমিং নৈনং শোচিতুমর্হসি।। ৭
সর্বে চ হরিশার্দূলাঃ পুত্রাশ্চায়ং তবাঙ্গদঃ। হর্যৃক্ষপতিরাজ্যঞ্চ ত্বৎসনাথমনিন্দিতে।। ৮
তাবিমৌ শোকসন্তপ্তৌ শনৈঃ প্রেরয় ভামিনি। ত্বয়া পরিগৃহীতোঽয়মঙ্গদঃ শাস্তু মেদিনীম্।। ৯
সন্ততিশ্চ যথা দৃষ্টা কৃত্যং যচ্চাপি সাম্প্রতম্। রাজ্ঞস্তৎক্রিয়তাং সর্বমেষ কালস্য নিশ্চয়ঃ।। ১০
সংস্কার্যো হরিরাজস্তু অঙ্গদশ্চাভিষিচ্যতাম্। সিংহাসনগতং পুত্রং পশ্যন্তী শান্তিমেষ্যসি।। ১১
সা তস্য বচনং শ্রুত্বা ভর্তৃব্যসনপীড়িতা। অব্রবীদুত্তরং তারা হনুমন্তমবস্থিতম্।। ১২
অঙ্গদপ্রতিরূপাণাং পুত্রাণামেকতঃ শতম্। হতস্যাপ্যস্য বীরস্য গাত্রসংশ্লেষণং বরম্।। ১৩
ন চাহং হরিরাজস্য প্রভবাম্যঙ্গদস্য বা। পিতৃব্যস্তস্য সুগ্রীবঃ সর্বকার্যেষ্বনন্তরঃ।। ১৪
নহ্যেষা বুদ্ধিরাস্থেয়া হনুমন্নঙ্গদং প্রতি। পিতা হি বন্ধুঃ পুত্রস্য ন মাতা হরিসত্তম।। ১৫
ন হি মম হরিরাজসংশ্রয়াৎ ক্ষমতরমস্তি পরত্র চেহ বা।
অভিমুখহতবীরসেবিতং শয়নমিদং মম সেবিতুং ক্ষমম্।। ১৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একবিংশঃ সর্গঃ।

লাভ করেছেন। এখন এঁর জন্য আপনার শোক করা উচিত নয়।। ৭ ।। বানরবীর সকল, তোমার পুত্র অঙ্গদ, বানর এবং ভল্লুকপতি, তোমার পতির এই রাজ্য, হে অনিন্দিতে তুমিই এখন এই সবের অধীশ্বরী।। ৮।। হে মহীয়সি, সুগ্রীব এবং অঙ্গদ, শোকসন্তপ্ত এই দু'জনকে যথোচিত কার্যের জন্য পাঠিয়ে দাও। অঙ্গদ তোমার আনুগত্যে রাজ্যপালন করুক।। ৯ ।। রাজার পারলৌকিক এখন যা করণীয়, শাস্ত্রবিধান অনুসারে অঙ্গদ এখন তাই করুক। এইটাই তো কালের বিধান!।। ১০ ।। বানর-রাজ বালির অগ্নিসংস্কার করো। অঙ্গদকে রাজ্যে করো অভিষিক্ত। পুত্রকে সিংহাসনে দেখে তুমি শান্তিলাভ করবে।। ১১।। স্বামীর মৃত্যুতে বিষণ্ণা তারা ঐসব কথা শুনে সামনে অবস্থিত হনুমানকে উত্তরে বললো—।। ১২ ।। অঙ্গদের মতো এক'শ পুত্রের চেয়েও নিহত এই বীর পতির গাত্র আলিঙ্গন আমার কাছে অধিকতর প্রিয়।। ১৩ ।। বানররাজ্য এবং অঙ্গদের প্রভুত্ব আমি করতে পারি না। অঙ্গদের কাকা সুগ্রীব রয়েছেন। তিনি সর্বকার্যেই সমর্থ।। ১৪ ।। হে হনুমন্, অঙ্গদের প্রতি আমার প্রভুত্ববুদ্ধি স্থাপন করা উচিত হবে না। হে বানরপ্রধান, পিতাই হচ্ছেন পুত্রের বন্ধু। মাতা নয়।। ১৫ ।। এখন বানররাজ বালির সহগমন ছাড়া ঐহিক এবং পারলৌকিক আমার অধিকতর কর্তব্য আর কিছুই নেই। সম্মুখে বীর পতি নিহত হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর চিতায় শয়নই আমার এখন একমাত্র কর্তব্য।। ১৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের একবিংশ (২১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাবিংশঃ সর্গঃ ।।

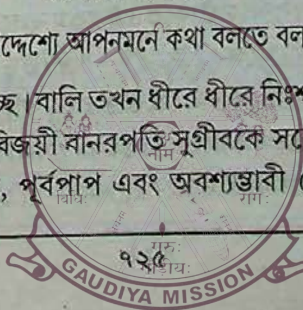
সুগ্রীবমঙ্গদঞ্চোদ্দিশ্য স্বগতং কথয়তো বালিনঃ প্রাণত্যাগঃ।

বীক্ষমাণস্তু মন্দাসুঃ সর্বতো মন্দমুচ্ছ্বসন্। আদাবেব তু সুগ্রীবং দদর্শানুজমগ্রতঃ।। ১
তং প্রাপ্তবিজয়ং বালী সুগ্রীবং প্লবগেশ্বরম্। আভাষ্যব্যক্তয়া বাচা সস্নেহমিদমব্রবীৎ।। ২

দ্বাবিংশ (২২) সর্গ

সুগ্রীব এবং অঙ্গদের উদ্দেশ্যে আপনমনে কথা বলতে বলতে বালির প্রাণত্যাগ।

সর্বতোভাবে প্রাণবায়ু নির্গত হতে যাচ্ছে। বালি তখন ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলে প্রথমে সামনে দণ্ডায়মান সুগ্রীবকে দেখতে লাগলেন।। ১ ।। বিজয়ী বানরপতি সুগ্রীবকে সম্বোধন করে স্পষ্টবাক্যে স্নেহের সঙ্গে বালি বললেন—।।২।। ভাই সুগ্রীব, পূর্বপাপ এবং অবশ্যম্ভাবী মোহ জোর করে আমাকে দিয়ে যা



সুগ্রীব দোষেণ ন মাং গন্তুমর্হসি কিল্বিষাৎ। কৃষ্যমাণং ভবিষ্যেণ বুদ্ধিমোহেন মাং বলাৎ।। ৩
যুগপদ্ বিহিতং তাত ন মন্যে সুখমাবয়োঃ। সৌহার্দং ভ্রাতৃযুক্তং হি তদিদং জাতমন্যথা।। ৪
প্রতিপদ্য ত্বমদ্যৈব রাজ্যমেষাং বনৌকসাম্। মামপ্যদ্যৈব গচ্ছতং বিদ্ধি বৈবস্বতক্ষয়ম্।। ৫
জীবিতঞ্চ হি রাজ্যঞ্চ শ্রিয়ঞ্চ বিপুলাং তথা। প্রজহাম্যেষ বৈ তূর্ণমহং চাগর্হিতং যশঃ।। ৬
অস্যাং ত্বহমবস্থায়াং বীর বক্ষ্যামি যদ্বচঃ। যদ্যপ্যসুকরং রাজন্ কর্তুমেব ত্বমর্হসি।। ৭
সুখার্হং সুখসংবৃদ্ধং বালমেনমবালিশম্। বাষ্পপূর্ণমুখং পশ্য ভূমৌ পতিতমঙ্গদম্।। ৮
মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরং পুত্রং পুত্রমিবৌরসম্। ময়া হীনমহীনার্থং সর্বতঃ পরিপালয়।। ৯
ত্বমপ্যস্য পিতা দাতা পরিত্রাতা চ সর্বশঃ। ভয়েষ্বভয়দশ্চৈব যথাহং প্লবগেশ্বর।। ১০
এষ তারাত্মজঃ শ্রীমাংস্ত্বয়া তুল্যপরাক্রমঃ। রক্ষসাঞ্চ বধে তেষামগ্রতস্তে ভবিষ্যতি।। ১১
অনুরূপাণি কর্মাণি বিক্রম্য বলবান্ রণে। করিষ্যত্যেষ তারেয়স্তেজস্বী তরুণোঽঙ্গদঃ।। ১২
সুষেণ দুহিতা চেয়মর্থসূক্ষ্মবিনিশ্চয়ে। ঔৎপাতিকে চ বিবিধে সর্বতঃ পরিনিষ্ঠিতা।। ১৩
যদেষা সাধ্বিতি ব্রূয়াৎ কার্যং তন্মুক্তসংশয়ম্। নহি তারামতং কিঞ্চিদন্যথা পরিবর্ততে।। ১৪
রাঘবস্য চ তে কার্যং কর্তব্যমবিশঙ্কয়া। স্যাদধর্মো হ্যকরণে ত্বাঞ্চ হিংস্যাদমানিতঃ।। ১৫
ইমাঞ্চ মালামাধৎস্ব দিব্যাং সুগ্রীব কাঞ্চনীম্। উদারা শ্রীঃ স্থিতা হ্যস্যাং সম্প্রজহ্যান্মৃতে ময়ি।। ১৬
ইত্যেবমুক্তঃ সুগ্রীবো বালিনা ভ্রাতৃসৌহৃদাৎ। হর্ষং ত্যক্ত্বা পুনর্দীনো গ্রহগ্রস্ত ইবোডুরাট্।। ১৭
তদ্বালিবচনাচ্ছান্তঃ কুর্বন্ যুক্তমতন্দ্রিতঃ। জগ্রাহ সোঽভ্যনুজ্ঞাতো মালাং তাঞ্চৈব কাঞ্চনীম্।। ১৮
তাং মালাং কাঞ্চনীং দত্ত্বা দৃষ্ট্বা চৈবাত্মজংস্থিতম্। সংসিদ্ধঃ প্রেত্যভাবায় স্নেহাদঙ্গদমব্রবীৎ।। ১৯

করিয়েছে তার জন্য আমাকে দোষী কোরো না।। ৩ ।। মনে হয় ভ্রাতৃসৌহৃদ্য এবং রাজ্যসুখ—দু'টিই একসঙ্গে আমাদের হবার নয়। তাই সব অন্যরকম হয়ে গেলো!।। ৪ ।। এই বনবাসীদের রাজ্য তুমি আজই গ্রহণ করো। আজই আমি যমালয়ে যাচ্ছি।।। ৫ ।। প্রাণ, রাজ্য, বিপুল বৈভব এবং অনিন্দনীয় যশ, সবই আমি শীগ্‌গির ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।। ৬ ।। হে বীর, এই অবস্থায় আমি যা বলবো, হে রাজন্, সেটা কঠিন হলেও তোমার করা উচিত।। ৭ ।। দেখো ভাই, সুখে বর্ধিত, সুখেই থাকার যোগ্য বুদ্ধিমান বালক অঙ্গদের মুখ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে! সে মাটিতে লুটোচ্ছে।। ৮ ।। আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়তর এই পুত্রকে আমার অবর্তমানে তোমার নিজের ঔরসজাত পুত্রের মতো তুমি সর্বপ্রকারে পালন কোরো!।। ৯।। হে বানররাজ, আমার মতোই তুমি এর পিতা, দাতা, সর্বপ্রকারে পরিত্রাতা এবং ভয়ে অভয়দাতা হয়ে থেকো!।। ১০ ।। তারার পুত্র এই শ্রীমান তোমারই মতো বীর। রাক্ষসদের বধে তোমার সামনেই সে থাকবে।। ১১ ।। তারাপুত্র তেজস্বী তরুণ এই অঙ্গদ বলবান। সে যুদ্ধবিক্রমের দ্বারা যোগ্যকর্মই সম্পাদন করবে।। ১২ ।। সুষেণের কণ্যা এই তারা। যে কোনো বিষয়ে সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম নির্ণয়ে সুনিপুণা সে। আশু উৎপাতের বিষয়ে কর্তব্য নিরূপণে সে সমর্থা।। ১৩ ।। সে যা ভালো বলে বলবে তা নিঃসন্দেহে ফলবে। তারার মত কিছুতেই অন্যথা হয় না।। ১৪ ।। রামচন্দ্রের যা কাজ তা তুমি নিঃশব্দভাবে করবে। যদি না করো অধর্ম হবে। তিনি অপমানিত হলে তোমাকে তিনি ধ্বংস করে ফেলবেন।। ১৫ ।। ভাই সুগ্রীব, এই স্বর্গীয় সোনার মালাটি গ্রহণ করো। সমুদার বিজয়লক্ষ্মী এতে অবস্থান করছেন। আমি মারা গেলে শবদেহের স্পর্শে মালা থেকে চলে যাবেন *(তাই জীবিতাবস্থাতেই এই মালা আমার কাছ থেকে তুমি নিয়ে নাও)*।। ১৬।। ভ্রাতৃসৌহৃদ্যে বালি সুগ্রীবকে এইরকম বললে সুগ্রীবের আনন্দ চলে গেলো। তিনি আবার রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের মতো ম্লান হয়ে গেলেন *(উডুরাট্—চন্দ্র। উডু—নক্ষত্র, জল)*।। ১৭ ।। বালির বচন শুনে সুগ্রীব শত্রুভাব ত্যাগ করে শান্ত হয়ে গেলেন। অতন্দ্রভাবে বালির আদিষ্টকার্য সব সম্পাদন করলেন। তাঁর আদেশে সোনার সেই মালাটিও গ্রহণ করলেন।। ১৮ ।। সোনার মালাটি নেবার পর মৃত্যুকাল সমাসন্ন বুঝে স্নেহের সঙ্গে সামনে স্থিত পুত্র অঙ্গদকে বালি বললেন—।। ১৯ ।। শ্রীমন্, দেশ এবং কালবিবেচনা

দেশকালৌ ভজস্বাদ্য ক্ষমমাণঃ প্রিয়াপ্রিয়ে। সুখদুঃখসহঃ কালে সুগ্রীববশগো ভব।। ২০
যথা হি ত্বং মহাবাহো লালিতঃ সততং ময়া। ন তথা বর্তমানং ত্বাং সুগ্রীবো বহু মন্যতে।। ২১
নাস্যামিত্রৈর্গতিং গচ্ছের্মা শত্রুভিররিন্দম। ভর্তরর্থপরো দান্তঃ সুগ্রীববশগো ভব।। ২২
ন চাতিপ্রণয়ঃ কার্যঃ কর্তব্যোঽপ্রণয়শ্চ তে। উভয়ং হি মহাদোষং তস্মাদন্তরদৃগ্ ভব।। ২৩
ইত্যুক্ত্বাথ বিবৃত্তাক্ষঃ শরসংপীড়িতো ভৃশম্। বিবৃতৈর্দশনৈর্ভীমৈর্বভূবোৎক্রান্তজীবিতঃ।। ২৪
ততো বিচুক্রুশুস্তত্র বানরা হতযূথপাঃ। পরিদেবয়মানাস্তে সর্বে প্লবগসত্তমাঃ।। ২৫
কিষ্কিন্ধা হ্যদ্য শূন্যা চ স্বর্গতে বানরেশ্বরে। উদ্যানানি চ শূন্যানি পর্বতাঃ কাননানি চ।। ২৬
হতে প্লবগশার্দূলে নিষ্প্রভা বানরাঃ কৃতাঃ। যস্য বেগেন মহতা কাননানি বনানি চ।। ২৭
পুষ্পৌঘেনানুবধ্যন্তে করিষ্যতি তদদ্যকঃ। যেন দত্তং মহদ্‌যুদ্ধং গন্ধর্বস্য মহাত্মনঃ।। ২৮
গোলভস্য মহাবাহোর্দশবর্ষাণি পঞ্চ চ। নৈব রাত্রৌ ন দিবসে তদ্‌যুদ্ধমুপশাম্যতি।। ২৯
ততঃ ষোড়শমে বর্ষে গোলভো বিনিপাতিতঃ। তং হত্বা দুর্বিনীতন্তু বালী দংষ্ট্রাকরালবান্।
সর্বাভয়ঙ্করোঽস্মাকং কথমেষ্ব নিপাতিতঃ।। ৩০
হতে তু বীরে প্লবগাধিপে তদা বনেচরাস্তত্র ন শর্ম লেভিরে।
বনেচরাঃ সিংহযুতে মহাবনে যথা হি গাবো নিহতে গবাং পতৌ।। ৩১
ততস্তু তারা ব্যসনার্ণবপ্লুতা মৃতস্য ভর্তুর্বদনং সমীক্ষ্য সা।
জগাম ভূমিং পরিরভ্য বালিনং মহাদ্রুমং ছিন্নমিবাশ্রিতা লতা।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বাবিংশঃ সর্গঃ।

করে প্রিয় এবং অপ্রিয়কে সমানভাবে নিয়ে, সুখ এবং দুঃখকে সমান ভাবে সহ্য করে সুগ্রীবের অনুবর্তী হয়ে থেকো।। ২০ ।। বাছা, মহাবীর তুমি। তোমায় আমি যেভাবে সর্বদা লালন করেছি এখন যদি সর্বদা তুমি সেইভাবে থাকো সুগ্রীব সেটা ভালোভাবে নেবে না।। ২১ ।। এই শত্রুদমনকারিন্ সুগ্রীবের যারা মিত্র নয়, তাদের সঙ্গে যাবে না। তার শত্রুদের সঙ্গে মিশবে না। সুগ্রীবকে প্রভু বলে মনে করে তারই শত্রুগণের অনিষ্টসাধনে তৎপর হবে। ইন্দ্রিয়কে দমন করবে। সুগ্রীবের বশীভূত থাকবে।। ২২ ।। কারো সঙ্গে বেশী ভালোবাসা করবে না। একেবারে অপ্রীতিও করবে না। দু'টিই ভীষণ দোষের। তাই মধ্যপথে থাকবে।। ২৩।। এইরকম বলার পর শরাঘাতে পীড়িত বালির চোখগুলি ঘূর্ণিত হলো। ভীষণ দাঁতগুলি বেরিয়ে এলো। তার প্রাণ গেলো চলে।। ২৪ ।। যূথপতির প্রাণ চলে যাওয়ায় ঐখানে উপস্থিত বানরেরা চীৎকার করে কাঁদতে লাগলো। বানরমুখ্যেরা সকলে বিলাপ করতে লাগলো।। ২৫ ।। বানরাধিপতি বালি স্বর্গত হওয়ায় কিষ্‌কিন্ধা আজ শূন্য হয়ে গেলো। তার উদ্যান, পর্বত, কানন সবই গেলো শূন্য হয়ে।। ২৬।। বানরবীর নিহত হওয়ায় বানরেরা সকলে নিষ্প্রভ হলো। যাঁর বিশেষ প্রভাবে বন এবং কাননগুলি পুষ্পরাশিতে সমৃদ্ধ থাকতো...।। ২৭ ।। আজ তা আর কে করবে? মহাত্মা এক গন্ধর্বের সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন।। ২৮ ।। গোলভ নামক সেই মহাবীরের সঙ্গে পনেরো বৎসর যুদ্ধ হয়েছিলো। রাতে এবং দিনে কখনোই সেই যুদ্ধের বিরাম ছিলো না।। ২৯ ।। তারপর ষোড়শ বৎসরে গোলভ নিহত হলো। ভীষণ দণ্ডধারী বালি সেই দুর্বিনীতকে হত্যা করে আমাদের সকলকে অভয় দিয়ে ছিলেন। সেই মহাবীর বালি কি করে এখন নিহত হলেন!।।৩০ ।। বানরাধিপতি বীর বালি নিহত হওয়ায় সেখানে বনে বিচরণকারী সবাই আর সুখে থাকতে পেলো না! সিংহসমন্বিত মহাবনে গোযূথপতি নিহত হলে গোরুগুলির যেমন শোচনীয় দশা হয়, তেমনি দশা হলো তাদের।। ৩১ ।। বিশাল বনস্পতি উৎপাটিত হলে যেমন তাকে আশ্রয় করে থাকা লতাটি ছিঁড়ে যায় তেমনি মৃতপতির মুখখানি দেখে দুঃখের সাগরে নিমগ্না তারা বালিকে আলিঙ্গন করে ভূতলে লুটিয়ে পড়লো।। ৩২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের দ্বাবিংশ (২২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

তারায়া বিলাপঃ।

ততঃ সমুপজিঘ্রন্তী কপিরাজস্য তন্মুখম্। পতিং লোকশ্রুতা তারা মৃতং বচনমব্রবীৎ।। ১
শেষে ত্বং বিষমে দুঃখমকৃত্বা বচনং মম। উপলোপচিতে বীর সুদুঃখে বসুধাতলে।। ২
মত্তঃ প্রিয়তরা নূনং বানরেন্দ্র মহী তব। শেষে হি তাং পরিষ্বজ্য মাঞ্চ ন প্রতিভাষসে।। ৩
সুগ্রীবস্য বশং প্রাপ্তো বিধিরেষ ভবত্যহো। সুগ্রীব এব বিক্রান্তো বীর সাহসিকপ্রিয়।। ৪
ঋক্ষ-বানরমুখ্যাস্ত্বাং বলিনং পর্যুপাসতে। তেষাং বিলপিতং কৃচ্ছ্রমঙ্গদস্য চ শোচতঃ।। ৫
মম চেমা গিরঃ শ্রুত্বা কিং ত্বং ন প্রতিবুধ্যসে। ইদং তদ্ বীর শয়নং তত্র শেষে হতো যুধি।। ৬
শায়িতা নিহতা যত্র ত্বয়ৈব রিপবঃ পুরা। বিশুদ্ধসত্ত্বাভিজন প্রিয়যুদ্ধ মম প্রিয়।। ৭
মামনাথাং বিহায়ৈকাং গতস্ত্বমসি মানদ। শূরায় ন প্রদাতব্যা কন্যা খলু বিপশ্চিতা।। ৮
শূরভার্যাং হতাং পশ্য সদ্যো মাং বিধবাং কৃতাম্। অবভগ্নশ্চ মে মানো ভগ্না মে শাশ্বতী গতিঃ।। ৯
অগাধে চ নিমগ্নাস্মি বিপুলে শোকসাগরে। অশ্মসারময়ং নূনমিদং মে হৃদয়ং দৃঢম্।। ১০
ভর্তারং নিহতং দৃষ্ট্বা যন্নাদ্য শতধা কৃতম্। সুহৃচ্চৈব চ ভর্তা চ প্রকৃত্যা চ মম প্রিয়ঃ।। ১১
প্রহারে চ পরাক্রান্তঃ শূরঃ পঞ্চত্বমাগতঃ। পতিহীনা তু যা নারী কামং ভবতু পুত্রিণী।। ১২
ধন-ধান্যসমৃদ্ধাপি বিধবেত্যুচ্যতে জনৈঃ। স্বগাত্রপ্রভবে বীর শেষে রুধিরমণ্ডলে।। ১৩
কৃমিরাগপরিস্তোমে স্বকীয়ে শয়নে যথা। রেণুশোণিতসংবীতং গাত্রং তব সমন্ততঃ।। ১৪

ত্রয়োবিংশ (২৩) সর্গ

তারার বিলাপ।

জগদ্‌বিখ্যাত তারা বানররাজ বালির মুখ আঘ্রাণ করে তারপর মৃত পতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন—।।১।। হে বীর, দুঃখের বিষয় যে, তুমি আমার কথা না শুনে, প্রস্তরাকীর্ণ উঁচু নীচু ভূমিতে ভূতলে আজ শুয়ে আছো।। ২ ।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, নিশ্চয়ই আমার চেয়েও ভূমিই তোমার অধিক প্রিয়। তাই তাকেই আলিঙ্গন করে শুয়ে আছো। আমায় কোনো উত্তরও দিচ্ছো না!।।৩ ।। হে বীর, সাহসিকদের প্রিয় হয়ে বিধি আজ সুগ্রীবের বশীভূত হয়েছে। সুগ্রীবই আজ পরাক্রান্ত।। ৪ ।। ভল্লুক এবং বানরদের প্রধানেরা বলশালী তোমাকে উপাসনা করতো। তাঁদের বিলাপ এবং শোকার্ত অঙ্গদের আর্তস্বর তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না?।।৫ ।। আমার এতো কথা শুনেও তুমি জেগে উঠছো না কেন? এই রণশয্যাতেই পূর্বে শত্রুদের তুমি শয়ন করাতে। এই সেই বীরশয্যা সেখানে তুমি শয়ন নিয়েছো। হে বিশুদ্ধসত্ত্ব, অভিজাত বীর, যুদ্ধপ্রিয়, আমার প্রিয়তম তুমি।।৬-৭ ।। তুমি তো অন্যদের মান দান করে থাকো। আমাকে একা অসহায়া রেখে তুমি চলে গেলে! জ্ঞানীব্যক্তিরা বীরকে আর কন্যাদান করবেন না।। ৮ ।। দেখো, বীরের ভার্যা হয়েও সদ্য বিধবা হওয়ায় আমি মৃত্যুমুখে পতিত হলাম। বীরপত্নীরূপে আমার যে মর্যাদা ছিলো তা আজ বিনষ্ট হয়ে গেলো। নষ্ট হয়ে গেলো আমার স্থায়ী সুখ।। ৯ ।। শোকের বিশাল সাগরের অতলে আমি তলিয়ে গেলাম। নিশ্চয়ই আমার হৃদয়টি পাথর দিয়ে তৈরী।। ১০ ।। যেহেতু, স্বামীকে নিহত দেখেও তা আজ শতধা-বিদীর্ণ হলো না! যিনি ছিলেন আমার সুহৃদ, স্বামী এবং স্বভাবের জন্য আমার প্রিয়—।। ১১ ।। অপরকে প্রহারে যিনি ছিলেন পরাক্রান্ত বীর, তিনি আজ মারা গেলেন। যে নারী পতিহীনা, তার পুত্র থাকলেও,... ।। ১২ ।। ধনধান্যে সে সমৃদ্ধা হলেও তাকে জনসাধারণ "বিধবা"ই বলে। হে বীর, নিজের গায়ের রক্তের মধ্যেই তুমি শুয়ে আছো।। ১৩ ।। মনে হচ্ছে যেন রঙীন কীটের বর্ণবিশিষ্ট চাদরে আচ্ছাদিত শয্যায় তুমি শয়ান। ধূলো আর রক্তে তোমার সারা গা মাখামাখি।। ১৪ ।। তাই হে

পরিরব্ধুং ন শক্নোমি ভুজাভ্যাং প্লবগর্ষভ। কৃতকৃত্যোঽদ্য সুগ্রীবো বৈরেঽস্মিন্নতিদারুণে।। ১৫
যস্য রামবিমুক্তেন হৃতমেকেষুণা ভয়ম্। শরেণ হৃদিলগ্নেন গাত্র সংস্পর্শনে তব।। ১৬
বার্যামি ত্বাং নিরীক্ষন্তী ত্বয়ি পঞ্চত্বমাগতে। উদ্ববর্হ শরং নীলস্তস্য গাত্রগতং তদা।। ১৭
গিরিগহ্বরসংলীনং দীপ্তমাশীবিষং যথা। তস্য নিষ্কৃষ্যমাণস্য বাণস্যাপি বভৌ দ্যুতিঃ।। ১৮
অস্তমস্তকসংরুদ্ধরশ্মের্দিনকরাদিব। পেতুঃ ক্ষতজধারাস্তু ব্রণেভ্যস্তস্য সর্বশঃ।। ১৯
তাম্রগৈরিকসম্পৃক্তা ধারা ইব ধরাধরাৎ। অবকীর্ণং বিমার্জন্তী ভর্তারং রণরেণুনা।। ২০
অস্রৈর্নয়নজৈঃ শূরং সিষেচাস্রসমাহতম্। রুধিরোক্ষিতসর্বাঙ্গং দৃষ্ট্বা বিনিহিতং পতিম্।। ২১
উবাচ তারা পিঙ্গাক্ষং পুত্রমঙ্গদমঙ্গনা। অবস্থাং পশ্চিমাং পশ্য পিতুঃ পুত্র সুদারুণাম্।। ২২
সম্প্রসক্তস্য বৈরস্য গতোঽন্তঃ পাপকর্মণা। বালসূর্যোজ্জ্বলতনুং প্রযাতং যমসাদনম্।। ২৩
অভিবাদয় রাজানং পিতরং পুত্র মানদম্। এবমুক্তঃ সমুত্থায় জগ্রাহ চরণৌ পিতুঃ।। ২৪
ভুজাভ্যাং পীনবৃত্তাভ্যামঙ্গদোঽহমিতি ব্রুবন্। অভিবাদয়মানং ত্বামঙ্গদং ত্বং যথা পুরা।। ২৫
দীর্ঘায়ুর্ভব পুত্রেতি কিমর্থং নাভিভাষসে। অহং পুত্রসহায়া ত্বামুপাসে গতচেতনম্।
সিংহেন পাতিতং সদ্যো গৌঃ সবৎসেব গোবৃষম্।। ২৬
ইষ্ট্বা সংগ্রামযজ্ঞেন রামপ্রহরণাম্ভসা। তস্মিন্নবভৃথে স্নাতঃ কথং পত্ন্যা ময়া বিনা।। ২৭
যা দত্তা দেবরাজেন তব তুষ্টেন সংযুগে। শাতকৌম্ভীং প্রিয়াং মালাং তান্তে পশ্যামি নেহ কিম্।। ২৮

বানরশ্রেষ্ঠ, আমি আমার বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করতে পারছি না। এই ভীষণ শত্রুতার মধ্যে সুগ্রীবই আজ কৃতকৃত্য হয়েছে।। ১৫ ।। রামের দ্বারা নিক্ষিপ্ত একটি বাণের দ্বারাই সুগ্রীবের ভয় চলে গেছে। তোমার বুকে বাণটি লগ্ন থাকায় তোমার দেহ আমি ধরতে পারছি না।। ১৬ ।। তুমি মারা গেলেও তোমার দিকে আমি তাকাতে পারছি না। এমন সময় নীল বালির শরীর থেকে বাণটি তুলে নিলো।। ১৭ ।। মনে হলো, পর্বতগুহায় প্রবিষ্ট উজ্জ্বল সাপকে যেন তুলে নেওয়া হলো! বাণটি যখন নিষ্কাসিত করা হচ্ছিলো, তখন তার দীপ্তি ঠিকরে পড়ছিলো।। ১৮।। সেই দীপ্তি অস্তগামী সূর্যের মৃদু রক্তিম কিরণের মতো। বালির দেহের সমস্ত ক্ষতস্থান থেকে রক্তধারা ক্ষরিত হচ্ছিলো।। ১৯ ।। পর্বত থেকে লাল আর গৈরিকমিশ্রিত ধারা যেন গড়িয়ে আসছে! তারা তখন যুদ্ধের ধূলোতে ধূসরিত স্বামীর দেহটি মার্জনা করে দিচ্ছিলো।।২০।। নিহত পতির সর্ব অঙ্গ রক্তলিপ্ত দেখে চোখের জলের ধারায় যেন তারা অস্ত্রাহত দেহটিকে ধুয়ে দিচ্ছিলো।। ২১ ।। সুন্দরী তারা পিঙ্গলচোখ পুত্র অঙ্গদকে বললো, বাছা, তোমার বাবার মর্মান্তিক শেষ অবস্থাটি দেখো।। ২২ ।। পাপকর্মের ফলে যে বৈরিতা এসেছিলো, তার শেষ হলো। নবোদিত সূর্যের মতো উজ্জ্বলদেহে তোমার বাবা আজ যমালয়ে যাত্রা করেছেন।। ২৩ ।। বাছা, রাজা হয়েও তোমার বাবা সবাইকে সম্মান দিতেন। আজ তাঁকে প্রণাম করো। এই কথা বলায় অঙ্গদ উঠে বাবার চরণদু'টি জড়িয়ে ধরলো।।২৪।। তার বাহু দু'টি বেশ পুষ্ট। এবং গোলাকার। বললে—আমি অঙ্গদ। তারা বললেন, আগে অঙ্গদ যখন প্রণাম করতো, তুমি বলতে, পুত্র দীর্ঘায়ু হও। এখন তা বলছো না কেন! আমি পুত্রকে নিয়ে অচেতন তোমার কাছে অবস্থান করছি। সিংহ যদি বৃষকে হত্যা করে, তখন বাছুরকে নিয়ে যখন সেই মৃত বৃষের কাছে যায়, আমিও আজ তাই করছি।। ২৫-২৬।। সংগ্রামরূপ যজ্ঞ তুমি করেছো। রামের প্রহরণ স্নানীয়জলের কাজ করেছে। যজ্ঞান্তের সেই অবভৃত স্নান তুমি পত্নী ছাড়া কি করে করলে? *(যজ্ঞান্তের স্নানকে বলা হয় অবভৃত স্নান। "পত্যুর্নো যজ্ঞ-সংযোগে" সূত্রে পতির সঙ্গে যজ্ঞে যুক্ত থাকেন বলে পতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "পত্নী" শব্দ সিদ্ধ হয়। যজ্ঞে যজমানকে সঙ্গে নিতেই হবে পত্নীকে। তাই রাম অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বর্ণসীতা নিয়েছিলেন। পত্নী বিলাস-সঙ্গিনী নন, তিনি সহধর্মচারিণী। আর এই ধর্মাচরণই জীবনের মুখ্য কর্ম। তাতে পত্নী অপরিহার্য। তাই পত্নীর স্থান ভারতীয় হিন্দুর জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)*।। ২৭।। যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে যে সোনার মালা তোমাকে দিয়েছিলেন, প্রিয় সেই মালাকে এখন কি দেখতে পাবো না?।। ২৮।।

রাজ্যশ্রীর্ন জহাতি ত্বাং গতাসুমপি মানদ। সূর্যস্যাবর্তমানস্য শৈলরাজমিব প্রভা।। ২৯
ন মে বচঃ পথ্যমিদং ত্বয়া কৃতং ন চাস্মি শক্তা হি নিবারণে তব।
হতা সপুত্রাস্মি হতেন সংযুগে সহ ত্বয়া শ্রীর্বিজহাতি মামপি।। ৩০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রয়োবিংশঃ সর্গঃ।

হে মানদ, তুমি মৃত্যুমুখে পতিত হলেও রাজলক্ষ্মী তোমাকে ত্যাগ করছেন না। সূর্য অস্ত গেলেও হিমাচলের চূড়ায় যেমন তার আভাটি থেকে যায়, তেমনি...।। ২৯ ।। আগে আমার হিতকর কথা তুমি শোনো নি। আমিও তোমায় নিবারণ করতে পারি নি। যুদ্ধে তুমি নিহত হলে। সপুত্র আমিও হলাম হত। তোমারই সঙ্গে রাজলক্ষ্মী আমাকেও ছেড়ে গেলেন।। ৩০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের ত্রয়োবিংশ (২৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুর্বিংশঃ সর্গঃ ।।

প্রাণত্যাগায় শোকসাগরমগ্ন-সুগ্রীবস্য শ্রীরামসমীপে অনুজ্ঞাপ্রার্থনম্, স্বীয়বধায়
রামসমীপে তারায়া প্রার্থনা, তস্যৈ শ্রীরামস্য সান্ত্বনাদানঞ্চ।

তামাশুবেগেন দুরাসদেন ত্বভিপ্লুতাং শোকমহার্ণবেন।
পশ্যংস্তদা বাল্যনুজস্তরস্বী ভ্রাতুর্বধেনাপ্রতিমেন তেপে।। ১
সবাষ্পপূর্ণেন মুখেন পশ্যন্ ক্ষণেন নির্বিণ্ণমনা মনস্বী।
জগাম রামস্য শনৈঃ সমীপং ভৃত্যৈর্বৃতঃ সম্পরিদূয়মানঃ।। ২
স তং সমাসাদ্য গৃহীতচাপমুদাত্তমাশীবিষতুল্যবাণম্।
যশস্বিনং লক্ষণলক্ষিতাঙ্গমবস্থিতং রাঘবমিত্যুবাচ।। ৩
যথা প্রতিজ্ঞাতমিদং নরেন্দ্র কৃতং ত্বয়া দৃষ্টফলঞ্চ কর্ম।
মমাদ্য ভোগেষু নরেন্দ্রসূনো মনো নিবৃত্তং হতজীবিতেন।। ৪
অস্যাং মহিষ্যাং তু ভৃশং রুদত্যাং পুরেঽতি বিক্রোশতি দুঃখতপ্তে।
হতে নৃপে সংশয়িতেঽঙ্গদে চ ন রাম রাজ্যে রমতে মনো মে।। ৫

চতুর্বিংশ (২৪) সর্গ

শোকসাগরে মগ্ন সুগ্রীবের প্রাণত্যাগের জন্য রামের অনুমতি-প্রার্থনা।
নিজের বধের জন্য তারার রামের কাছে প্রার্থনা। তারাকে শ্রীরামের সান্ত্বনাদান।

তারাকে গভীর শোকসমুদ্রে নিমগ্না দেখে বালির মনস্বী ছোটোভাই সুগ্রীব ভ্রাতার বধের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন।। ১ ।। তারার চোখের জলে ভেসে-যাওয়া মুখখানি ক্ষণেকের জন্য দেখে মনস্বী সুগ্রীব অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে ভৃত্যদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে অনুতাপ করতে ধীরে ধীরে রামের কাছে গেলেন।। ২।। যাঁর বাণ সাপের মতো সেই ধনুর্ধর, যশস্বী, সুলক্ষণযুক্ত অঙ্গসম্পন্ন, রামের কাছে গিয়ে সুগ্রীব বললেন—।।৩ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, আমাকে রাজ্যলাভ করাবার জন্য আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই কর্ম আপনি সম্পন্ন করেছেন। তার ফলও দেখলাম। হে রাজপুত্র, হতভাগ্য আমার মন এখন ভোগের বিষয়ে নিবৃত্ত হয়ে গেছে।। ৪ ।। হে রাম, রাজা বালি নিহত হয়েছেন। তাঁর এই মহিষী তারা ভীষণভাবে কাঁদছেন। পুরবাসীরা সবাই দুঃখে আহত হয়ে ক্রন্দন করছে। কুমার অঙ্গদের জীবনও আজ শোকে-দুঃখে সংশয়াপন্ন। এই অবস্থায় রাজ্যে আমার মন আনন্দ পাচ্ছে না।। ৫ ।। আমাকে অত্যাচার করায়

ক্রোধাদমর্যাদতিবিপ্রধর্ষাদ্ ভ্রাতুর্বধো মেঽনুমতঃ পুরস্তাৎ।
হতে ত্বিদানীং হরিযূথপেঽস্মিন্ সুতীক্ষ্ণমিক্ষ্বাকুবর প্রতপ্স্যে।। ৬
শ্রেয়োঽদ্য মন্যে মম শৈলমুখ্যে তস্মিন্ হি বাসশ্চিরমৃষ্যমূকে।
যথা তথা বর্তয়তঃ স্ববৃত্ত্যা নেমং নিহত্য ত্রিদিবস্য লাভঃ।। ৭
ন ত্বা জিঘাংসামি চরেতি যন্মাময়ং মহাত্মা মতিমানুবাচ।
তস্যৈব তদ্ রাম বচোঽনুরূপমিদং বচঃ কর্ম চ মেঽনুরূপম্।। ৮
ভ্রাতা কথং নাম মহাগুণস্য ভ্রাতুর্বধং রাম বিরোচয়েত।
রাজ্যস্য দুঃখস্য চ বীর সারং বিচিন্তয়ন্ কামপুরস্কৃতোঽপি।। ৯
বধো হি মে মতো নাসীৎ স্বমাহাত্ম্যব্যতিক্রমাৎ। মমাসীদ্‌বুদ্ধিদৌরাত্ম্যাৎ প্রাণহারী ব্যতিক্রমঃ।। ১০
দ্রুমশাখাবভগ্নোঽহং মুহূর্তং পরিনিষ্টনন্। সান্ত্বয়িত্বা ত্বনেনোক্তো ন পুনঃ কর্তুমর্হসি।। ১১
ভ্রাতৃত্বমার্যভাবশ্চ ধর্মশ্চানেন রক্ষিতঃ। ময়া ক্রোধশ্চ কামশ্চ কপিত্বঞ্চ প্রদর্শিতম্।। ১২
অচিন্তনীয়ং পরিবর্জনীয়মনীপ্সনীয়ং স্বনবেক্ষণীয়ম্।
প্রাপ্তোঽস্মি পাপ্মানমিদং বয়স্য ভ্রাতুর্বধাত্ত্বাষ্ট্রবধাদিবেন্দ্রঃ।। ১৩
পাপ্মানমিন্দ্রস্য মহী জলঞ্চ বৃক্ষাশ্চ কামং জগৃহুঃ স্ত্রিয়শ্চ।
কো নাম পাপ্মানমিমং সহেত শাখামৃগস্য প্রতিপত্তুমিচ্ছেৎ।। ১৪
নার্হামি সম্মানমিমং প্রজানাং ন যৌবরাজ্যং কুত এব রাজ্যম্।
অধর্মযুক্তং কুলনাশযুক্তমেবংবিধং রাঘব কর্ম কৃত্বা।। ১৫
পাপস্য কর্তাস্মি বিগর্হিতস্য ক্ষুদ্রস্য লোকাপকৃতস্য লোকে।
শোকো মহান্ মামভিবর্ততেঽয়ং বৃষ্টের্যথা নিম্নমিবাম্বুবেগঃ।। ১৬

রেগে অসহিষ্ণু হয়ে পূর্বে আমি ভ্রাতৃবধ অনুমোদন করেছিলাম। সেই বানরাধিপতি নিহত হওয়ায় এখন, হে ইক্ষ্বাকুশ্রেষ্ঠ, আমি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করছি।। ৬ ।। এখন মনে করছি পর্বতপ্রধান ঋষ্যমূকে বাস করাই আমার পক্ষে ভালো। যে কোনোভাবে নিজেদের বংশগত বৃত্তি অবলম্বন করে থাকবো। এঁকে হত্যা করে স্বর্গলাভও আমার কাম্য নয়।। ৭ ।। সেই বুদ্ধিমান মহাত্মা আমাকে যদি ডেকে বলতেন, যে আমি তোমাকে হত্যা করবো না, ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াও, হে রাম, এই কথাই হতো তাঁর যোগ্য। আর এখন এই বাক্য কর্ম হচ্ছে আমারই অনুরূপ।।৮ ।। হে বীর রাম, এক ভাই কি করে মহাগুণবান আর এক ভাইয়ের বিনাশ পছন্দ করতে পারে? যার ভোগকামনা প্রবল সেও কি রাজসুখ এবং ভ্রাতৃবধের দুঃখ এই দুঃখের মধ্যে কোনটা সার অর্থাৎ ভালো চিন্তা করে না?।। ৯ ।। মাহাত্ম্য নষ্ট হবে বলে তিনি আমাকে বধ করতে চান নি। আমার বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। তাই তাঁর প্রাণহরণের মতো ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটে গেলো।। ১০ ।। আমি গাছের ডালা ভেঙে মুহূর্তের জন্যেও যদি আক্রমণের চেষ্টা করতাম, তিনি আমায় সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, এরকম আর করা তোমার উচিত হবে না।। ১১ ।। তিনি ভ্রাতৃভাব, আর্যভাব এবং ধর্মভাব রক্ষা করেছেন। আর আমি ক্রোধ, কাম, এবং কপিত্বই প্রকাশ করলাম।। ১২ ।। হে বন্ধো, যেটা অচিন্তনীয়, পরিবর্জনীয়, অবাঞ্ছিত এবং দেখাও অনুচিত, ভ্রাতার বধে সেই পাপই আমি পেলাম। ত্বষ্টার পুত্র বৃত্রকে মেরে ইন্দ্র এইরকমই পাপ লাভ করেছিলেন।। ১৩ ।। ধরিত্রী, জল, বৃক্ষ এবং স্ত্রীরা ইন্দ্রের পাপ যথোচিতভাবে গ্রহণ করেছিলো, কিন্তু এই বানরের পাপ কেই বা সইবে? কেই বা গ্রহণ করবে?।।১৪।। আমি প্রজাদের কাছ থেকে এমন সম্মান পাবার যোগ্য নই। যৌবরাজ্য বা রাজ্যলাভের তো কথাই নেই। হে রাম, আমি যে ধর্মবিরোধী এবং কুলনাশী কাজ করেছি...।। ১৫ ।। নিন্দিত এবং পাপকর্ম আমি করেছি। জগতে সেটা নীচ এবং অপকারী বলেই চিহ্নিত। বৃষ্টির জল যেমন বেগে নীচের দিকে যায়, তেমনি এই মহান শোক আমাকে নীচে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।। ১৬ ।। পাপময়, দর্পিত, বিশালদেহ

সোদর্যঘাতাপরগাত্রবালঃ সন্তাপহস্তাক্ষিশিরোবিষাণঃ।
এনোময়ো মামভিহন্তি হস্তী দৃপ্তো নদীকুলমিব প্রবৃদ্ধঃ।। ১৭
অংহো বতেদং নৃবরাবিষহ্যং নিবর্ততে মে হৃদি সাধুবৃত্তম্।
অগ্নৌ বিবর্ণং পরিতপ্যমানং কিট্টং যথা রাঘব জাতরূপম্।। ১৮
মহাবলানাং হরিযূথপানামিদং কুলং রাঘব মন্নিমিত্তম্।
অস্যাঙ্গদস্যাপি চ শোকতাপাদর্ধস্থিত প্রাণমিতীব মন্যে।। ১৯
সুতঃ সুলভ্যঃ সুজনঃ সুবশ্যঃ কুতস্তু পুত্রঃ সদৃশোঽঙ্গদেন।
ন চাপি বিদ্যেত স বীর দেশো যস্মিন্ ভবেৎ সোদরসন্নিকর্ষঃ।। ২০
অদ্যাঙ্গদো বীরবরো ন জীবেজ্জীবেত মাতা পরিপালনার্থম্।
বিনা তু পুত্রং পরিতাপদীনা সা নৈব জীবেদিতি নিশ্চিতং মে।। ২১
সোঽহং প্রবেক্ষ্যাম্যতিদীপ্তমগ্নিং ভ্রাত্রা চ পুত্রেণ চ সখ্যমিচ্ছন্।
ইমে বিচেষ্যন্তি হরিপ্রবীরাঃ সীতাং নিদেশে পরিবর্তমানাঃ।। ২২
কৃৎস্নং তু তে সেৎস্যতি কার্যমেতন্ময্যপ্যতীতে মনুজেন্দ্রপুত্র।
কুলস্য হন্তারমজীবনার্হং রামানুজানীহি কৃতাগসং মাম্।। ২৩
ইত্যেবমার্তস্য রঘুপ্রবীরঃ শ্রুত্বা বচো বালিজঘন্যজস্য।
সঞ্জাতবাষ্পঃ পরবীরহন্তা রামো মুহূর্তং বিমনা বভূব।। ২৪

হস্তী যেন নদীতীরের মতো আমায় আঘাত করছে। সহোদর ভাইকে আঘাত করাই যেন সেই হস্তীর গাত্র-লোম। সন্তাপ হলো তার শুণ্ড, চক্ষু, মস্তক এবং দন্ত *(বিষাণ—হস্তীদন্ত, পশুশৃঙ্গ। এন—পাপ)*।। ১৭।। হে রঘুবংশধর রাম, হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, আগুনে প্রতপ্ত হলে বিবর্ণ সোনার খাদ তথা ময়লা যেমন বেরিয়ে যায়, তেমনি মনে হচ্ছে, দুঃসহ পাপের তাপে আমার সৎকর্মজনিত পুণ্য হৃদয় থেকে বের হয়ে গেলো। *(কিট্ট—খাদ, ময়লা। জাতরূপ—সোনা)*।। ১৮ ।। মনে হচ্ছে আমারই কৃতকার্যের জন্য শোকে তাপে অতি বলশীল বানর দলপতিদের এবং অঙ্গদের প্রাণ যেন আধখানা হয়ে গেছে।। ১৯ ।। অঙ্গদের মতো ভালোভাবে বনে থাকা, সজ্জন, সৎপুত্র কোথায় সহজে পাওয়া যায়? হে বীর, সহোদর ভাইয়ের সান্নিধ্য পাওয়া যায় এমন দেশও তেমন নেই *(পরবর্তীকালে রামের মুখেও শোনা যায়—দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবঃ।/তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতৃঃ সহোদরঃ।।)*।। ২০ ।। আমার মনে হচ্ছে, আজ বীরবর অঙ্গদ আর বাঁচবে না। মা বেঁচে থাকেন সন্তানকে পালন করার জন্যই। পুত্রকে ছেড়ে মাতা তারা শোকার্ত হয়ে বাঁচবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।। ২১ ।। ভ্রাতা এবং পুত্রের সঙ্গে সৌহৃদ্যকামনা করে আমি আজ প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবো। এই বীর বানরেরা সীতার সন্ধানে ছোটাছুটি করবে।। ২২ ।। হে রাজপুত্র, আমি চলে গেলেও আপনার সব কাজ সিদ্ধ হবে। আমি কুলহন্তা। বেঁচে থাকার অযোগ্য। আমি পাপ করেছি। হে রাম, আমাকে অগ্নি প্রবেশের অনুমতি দিন।। ২৩ ।। বালির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আর্ত সুগ্রীবের কথা শুনে বীর শত্রুদের হন্তা রঘুশ্রেষ্ঠ রামের চোখ জলে ভরে গেলো। মুহূর্তের জন্য তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন *(জঘন্যজ—শূদ্র, কনিষ্ঠ। জঘন—নিম্নাঙ্গ হতে জাত। পরব্রহ্মের নিম্নাঙ্গ তথা জঘন থেকে জাত বলে শূদ্রকে বলা হয় জঘন্যজ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের পর শূদ্রের জন্ম বলে তিনি কনিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র সবাই ব্রহ্মের পবিত্র অঙ্গ হতে উৎপন্ন। কেউ ক্ষুদ্র নয়। দেহকে সচল রাখার জন্য সর্ব অঙ্গের যেমন প্রয়োজন তেমনি সমাজরূপী ব্রহ্মের কার্যের জন্য সমাজের অঙ্গ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চাতুর্বর্ণ্যের প্রয়োজন স্বীকারযোগ্য। কর্মবিভাগের মাধ্যমে সুপরিকল্পিত সমাজ বিন্যাসের জন্য এই বর্ণবিভাগ। মতভেদ নয়, বর্ণবিন্যাসই হিন্দুর লক্ষ্য)*।।২৪ ।। সেই মুহূর্তে ধরিত্রীর মতো ক্ষমাশীল, ভুবনের রক্ষক রাম অত্যন্ত উৎসুক হয়ে শোকমগ্ন,

তস্মিন্ ক্ষণেঽভীক্ষ্ণমবেক্ষ্যমাণঃ ক্ষিতিক্ষমাবান্ ভুবনস্য গোপ্তা।
রামো রুদন্তীং ব্যসনে নিমগ্নাং সমুৎসুকঃ সোঽথ দদর্শ তারাম্।। ২৫
তাং চারুনেত্রাং কপিসিংহনাথাং পতিং সমাশ্লিষ্য তদা শয়ানাম্।
উত্থাপয়ামাসুরদীনসত্ত্বাং মন্ত্রিপ্রধানাঃ কপিরাজপত্নীম্।। ২৬
সা বিস্ফুরন্তী পরিরভ্যমাণা ভর্তুঃ সমীপাদপনীয়মানা।
দদর্শ রামং শরচাপপাণিং স্বতেজসা সূর্যমিব জ্বলন্তম্।। ২৭
সুসংবৃতং পার্থিবলক্ষণৈশ্চ তং চারুনেত্রং মৃগশাবনেত্রা।
অদৃষ্টপূর্বং পুরুষপ্রধানময়ং স কাকুৎস্থ ইতি প্রজজ্ঞে।। ২৮
তস্যেন্দ্রকল্পস্য দুরাসদস্য মহানুভাবস্য সমীপমার্যা।
আর্তাতিতূর্ণং ব্যসনং প্রপন্না জগাম তারা পরিবিহ্বলন্তী।। ২৯
তং সা সমাসাদ্য বিশুদ্ধসত্ত্বং শোকেন সম্ভ্রান্তশরীরভাবা।
মনস্বিনী বাক্যমুবাচ তারা রামং রণোৎকর্ষণলব্ধলক্ষ্যম্।। ৩০
ত্বমপ্রমেয়শ্চ দুরাসদশ্চ জিতেন্দ্রিয়শ্চোত্তমধর্মকশ্চ।
অক্ষীণকীর্তিশ্চ বিচক্ষণশ্চ ক্ষিতিক্ষমাবান্ ক্ষতজোপমাক্ষঃ।। ৩১
ত্বমাত্তবাণাসনবাণপাণির্মহাবলঃ সংহননোপপন্নঃ।
মনুষ্যদেহাভ্যুদয়ং বিহায় দিব্যেন দেহাভ্যুদয়েন যুক্তঃ।। ৩২
যেনৈব বাণেন হতঃ প্রিয়ো মে তেনৈব বাণেন হি মাং জহীহি।
হতা গমিষ্যামি সমীপমস্য ন মাং বিনা বীর রমেত বালী।। ৩৩
স্বর্গেঽপি পদ্মামলপত্রনেত্র সমেত্য সম্প্রেক্ষ্য চ মামপশ্যন্।
ন হ্যেষ উচ্চাবচতাম্রচূড়া বিচিত্রবেষাপ্সরসোঽভজিষ্যৎ।। ৩৪
স্বর্গেঽপি শোকঞ্চ বিবর্ণতাঞ্চ ময়া বিনা প্রাপ্স্যতি বীর বালী।
রম্যে নগেন্দ্রস্য তটাবকাশে বিদেহকন্যারহিতো যথা ত্বম্।। ৩৫

ক্রন্দনরতা তারাকে বার বার দেখলেন।।২৫।। সুন্দর-নয়না সেই বানরবীর মহিষী পতিকে আলিঙ্গন করে ভূতলে পড়ে রয়েছেন। প্রধান প্রধান মন্ত্রীরা উদারচিত্তা বানর রাজপত্নীকে তুলে ধরলেন।।২৬।। তারা, তেজে সমুজ্জ্বল সতী। আলিঙ্গন করে আছেন পতিকে। তাঁকে যখন পতির কাছ থেকে সরিয়ে আনা হচ্ছিলো, তখন নিজের তেজে সূর্যের মতো উজ্জ্বল ধনুর্বাণধারী রামকে তিনি দেখতে পেলেন।। ২৭ ।। হরিণশাবকের মতো সরল এবং সুন্দর নয়না তারা রাজলক্ষণে সমন্বিত এই পুরুষপ্রধানকে রাম বলে জানতে পারলেন। এঁকে তিনি পূর্বে কখনো দেখেন নি।। ২৮ ।। বিপন্না, মাননীয়া, মহিষী আর্তা তারা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে ইন্দ্রকল্প, দুর্লভদর্শন, মহানুভব রামের কাছে দ্রুত ছুটে গেলেন।। ২৯ ।। শোকপীড়িতদেহা, মনস্বিনী তারা বিশুদ্ধসত্ত্ব, যুদ্ধে লক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থাপনে উৎকর্ষ-বিশিষ্ট রামকে বললেন—।।৩০।। হে রাম, তুমি অজ্ঞেয়। দুরধিগম্য। জিতেন্দ্রিয় এবং উত্তম ধর্মমূর্তি। তোমার কীর্তি কখনো ক্ষীণ হয় না। তুমি বিচক্ষণ। পৃথিবীর মতো ক্ষমাশীল। এবং রক্তনেত্র। *(ক্ষতজ—রক্ত)*।।৩১।। ধনুর্বাণ তুমি হস্তে গ্রহণ করেছো। মহাবলশালী তুমি। এবং আক্রমণক্ষম। মানুষের দেহজনিত অভ্যুদয় ত্যাগ করে দিব্যদেহের অভ্যুদয়ে তুমি যুক্ত।।৩২।। হে বীর, যে বাণের দ্বারা আমার প্রিয় পতি নিহত হয়েছেন, সেই বাণ দিয়েই তুমি আমায় হত্যা করো। মরে আমি তাঁর কাছে যাবো। আমাকে ছাড়া বালি যে আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন না।।৩৩।। পদ্মের অমল পাপড়ির মতো নয়নবিশিষ্ট হে রাম, তিনি তো স্বর্গে গেছেন! আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। সেখানে উঁচু নীচু করে চুলের চূড়া বেঁধে তাতে রক্ত বর্ণ ফুলে সেজে বিচিত্রবেশে অপ্সরারা এলেও তাদের তিনি ভজনা করবেন না।।৩৪।। হে বীর, আমাকে ছেড়ে বালি স্বর্গে গিয়েও শোকে বিবর্ণ হয়ে গেছেন। বিদেহকন্যা সীতাকে ছেড়ে পাহাড়ের রমণীয় সানুপ্রদেশে তোমারও সেই অবস্থাই দেখছি।।৩৫।। যুবাপুরুষ পত্নীবিহীন হলে দুঃখ পেয়ে থাকে। তা

ত্বং বেত্থ তাবদ্ বনিতাবিহীনঃ প্রাপ্নোতি দুঃখং পুরুষঃ কুমারঃ।
তত্ত্বং প্রজানঞ্জহি মাং ন বালী দুঃখং মমাদর্শনজং ভজেত।। ৩৬
যচ্চাপি মন্যেত ভবান্ মহাত্মা স্ত্রীঘাতদোষস্তু ভবেন্ন মহাম্।
আত্মেয়মস্যেতি হি মাং জহি ত্বং ন স্ত্রীবধঃ স্যান্মনুজেন্দ্রপুত্র।। ৩৭
শাস্ত্রপ্রয়োগাদ্ বিবিধাচ্চ বেদাদনন্যরূপাঃ পুরুষস্য দারাঃ।
দারপ্রদানাদ্ধি ন দানমন্যৎ প্রদৃশ্যতে জ্ঞানবতাং হি লোকে।। ৩৮
ত্বং চাপি মাং তস্য মম প্রিয়স্য প্রদাস্যসে ধর্মমবেক্ষ্য বীর।
অনেন দানেন ন লপ্স্যসে ত্বমধর্মযোগং মম বীর ঘাতাৎ।। ৩৯
আর্তামনাথামপনীয়মানামেবং গতাং নার্হসি মামহন্তুম্।
অহং হি মাতঙ্গবিলাসগামিনা প্লবঙ্গমানামৃষভেণ ধীমতা।। ৪০
বিনা বরাহোত্তম-হেমমালিনা চিরং ন শক্ষ্যামি নরেন্দ্র জীবিতুম্।
ইত্যেবমুক্তস্তু বিভুর্মহাত্মা তারাং সমাশ্বাস্য হিতং বভাষে।। ৪১
মা বীরভার্যে বিমতিং কুরুষ্ব লোকে হি সর্বো বিহিতো বিধাত্রা।
তং চৈব সর্বং সুখদুঃখযোগং লোকোঽব্রবীত্তেন কৃতং বিধাত্রা।। ৪২
ত্রয়োঽপি লোকা বিহিতং বিধানং নাতিক্রমন্তে বশগা হি তস্য।
প্রীতিং পরাং প্রাপ্স্যসি তাং তথৈব পুত্রশ্চ তে প্রাপ্স্যতি যৌবরাজ্যম্।। ৪৩
ধাত্রা বিধানং বিহিতং তথৈব ন শূরপত্ন্যঃ পরিদেবয়ন্তি।
আশ্বাসিতা তেন মহাত্মনা তু প্রভাবযুক্তেন পরন্তপেন।
সা বীরপত্নী ধ্বনতা মুখেন সুবেষরূপা বিররাম তারা।। ৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুর্বিংশঃ সর্গঃ।

তুমি জানো। তাই বালি আমাকে দেখতে না পেয়ে যেন দুঃখ না পান তা জেনে তুমি আমায় হত্যা করো।। ৩৬ ।। হে মহাত্মন্, যদি তুমি মনে করো, স্ত্রীহত্যাজনিত পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে, তাহলে আমার এ আত্মা বালিরই এই কথা মনে করে আমায় তুমি বধ করো। হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠের পুত্র, এতে তোমার স্ত্রীবধ হবে না।।৩৭ ।। শাস্ত্রবিহিত কর্মাদির প্রয়োগের ফলে এবং বিভিন্ন বেদের নির্দেশে পত্নীরা পুরুষের অভিন্ন রূপ। জগতে জ্ঞানীরা বলে থাকেন যে, পত্নীদানের চেয়ে আর বড়ো দান নেই।। ৩৮ ।। হে বীর, ধর্মানুসারেই তুমিও আমার প্রিয়জনের কাছে আমায় দান করো। হে বীর, এই দানের দ্বারা আমার বিনাশ হলে, স্ত্রীবধজনিত অধর্মের জন্য তোমার পাপ হবে না।। ৩৯ ।। আমি আর্তা। অনাথা। এবং পতির কাছ থেকে স্থানান্তরিতা। এই অবস্থায় তুমি কি আমায় হত্যা করতে পারো না? হে রাজন্, আমি তো তাঁকে ছাড়া আর বেশী বেঁচে থাকতে পারবো না। তিনি ধীমান। হস্তীর মতো সুন্দর মন্দ মন্দ তাঁর গমনের গতি। তিনি উল্লম্ফনকারী বানরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি মহার্ঘ সোনার মালা পরে আছেন। তারা এই কথা বলার পর প্রভু মহাত্মা রাম তারাকে সম্যগ্‌ভাবে আশ্বস্ত করে কল্যাণকর বাক্যে বললেন—।। ৪০-৪১ ।। বীর পত্নী তুমি! বিচলিত হয়ো না। জগতে বিধাতাই সব কিছু ঠিক করে রেখেছেন। বিধাতার দ্বারা ব্যবস্থাপিত সুখ-দুঃখ মানুষ অতিক্রম করতে পারে না।। ৪২ ।। ত্রিলোক তাঁরই বশীভূত। তাঁর বিহিত বিধান কেউই অতিক্রম করতে পারে না। সুগ্রীবের পরম প্রীতি তুমি ইহলোকেই লাভ করবে। তোমার পুত্রও হবে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত।। ৪৩ ।। দেখো, বীরের পত্নীরা বিধাতার বিহিত বিধানকে নিয়ে ঐভাবে বিলাপ করে না। প্রভাবশালী শত্রুতাপনকারী মহাত্মা রাম তাকে ঐভাবে সান্ত্বনা দিলেন। সুন্দর বেশধারিণী, বীরপত্নী এখন মুখে বিলাপধ্বনি করা থেকে নিরত হলেন।। ৪৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের চতুর্বিংশ (২৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ ।।

সলক্ষণ-শ্রীরামস্য তারা-সুগ্রীবাঙ্গদেভ্যঃ সান্ত্বনাদানম্, বালিনোঽন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানিষ্পাদনায়ানুজ্ঞাপ্রদানঞ্চ, বালিনো মৃতদেহং গৃহীত্বা বানরাণাং তারায়াশ্চ শ্মশানভূমিগমনম্, অঙ্গদেন তস্য দাহসংস্কারসাধনম্, তর্পণঞ্চ।

স সুগ্রীবঞ্চ তারাঞ্চ সাঙ্গদাং সহলক্ষ্মণঃ। সমানশোকঃ কাকুৎস্থঃ সান্ত্বয়ন্নিদমব্রবীৎ।। ১
ন শোকপরিতাপেন শ্রেয়সা যুজ্যতে মৃতঃ। যদত্রানন্তরং কার্যং তৎ সমাধাতুমর্হথ।। ২
লোকবৃত্তমনুষ্ঠেয়ং কৃতং বো বাষ্পমোক্ষণম্। ন কালাদুত্তরং কিঞ্চিৎ কর্ম শক্যমুপাসিতুম্।। ৩
নিয়তিঃ কারণং লোকে নিয়তিঃ কর্মসাধনম্। নিয়তিঃ সর্বভূতানাং নিয়োগেষ্বিহ কারণম্।। ৪
ন কর্তা কস্যচিৎ কশ্চিন্নিয়োগে নাপি চেশ্বরঃ। স্বভাবে বর্ততে লোকস্তস্য কালঃ পরায়ণম্।। ৫
ন কালঃ কালমত্যেতি ন কালঃ পরিহীয়তে। স্বভাবঞ্চ সমাসাদ্য ন কিঞ্চিদতিবর্ততে।। ৬
ন কালস্যাস্তি বন্ধুত্বং ন হেতুর্ন পরাক্রমঃ। ন মিত্রজ্ঞাতিসম্বন্ধঃ কারণং নাত্মনো বশঃ।। ৭
কিং তু কালপরীণামো দ্রষ্টব্যঃ সাধু পশ্যতা। ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ কালক্রমসমাহিতাঃ।। ৮
ইতঃ স্বাং প্রকৃতিং বালী গতঃ প্রাপ্তঃ ক্রিয়াফলম্। সামদানার্থসংযোগৈঃ পবিত্রং প্লবগেশ্বরঃ।। ৯
স্বধর্মস্য চ সংযোগাজ্জিতস্তেন মহাত্মনা। স্বর্গঃ পরিগৃহীতশ্চ প্রাণানপরিরক্ষতা।। ১০
এষা বৈ নিয়তিঃ শ্রেষ্ঠা যাং গতো হরিযূথপঃ। তদলং পরিতাপেন প্রাপ্তকালমুপাস্যতাম্।। ১১
বচনান্তে তু রামস্য লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। অবদৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সুগ্রীবং গতচেতসম্।। ১২
কুরু ত্বমস্য সুগ্রীব প্রেতকার্যমনন্তরম্। তারাঙ্গদাভ্যাং সহিতো বালিনো দহনং প্রতি।। ১৩

পঞ্চবিংশ (২৫) সর্গ

লক্ষ্মণসহ শ্রীরামের সুগ্রীব, তারা ও অঙ্গদকে সান্ত্বনাদান। বালির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য অনুমতিদান। বালির মৃতদেহ নিয়ে তারা এবং বানরদের শ্মশানে গমন। অঙ্গদের দ্বারা দাহসংস্কার ও তর্পণ সম্পাদন।

সুগ্রীব, তারা ও অঙ্গদের যে রকম শোক, সেই রকম শোকই হলো লক্ষ্মণসহ রামের। রাম তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—।। ১ ।। শোকে বিলাপ করলেই মৃতের কল্যাণ হয় না। এর পরে যা কাজ তোমাদের এখন তা করতে হবে।। ২ ।। লোকাচারের জন্য যা করণীয় সেই চোখের জল ফেলা, তা তোমরা করেছো। সময়ের পর কোনো কাজ করা উচিত নয়। জগতে সব কিছুরই কারণ হলো নিয়তি। নিয়তির ফলেই সব কাজ সম্পন্ন হয়। এইজগতে সকল প্রাণীর কর্মে নিয়োগের কারণও নিয়তি।। ৩-৪ ।। কেউই কোনো কর্মের কর্তা নয়। কর্মে নিয়োগের ব্যাপারেও কেউই কর্তা নয়। মানুষ স্বভাব অনুসারেই অবস্থান করে। কালই তার পরম আশ্রয় *(পরায়ণ—পরমাশ্রয়)*।। ৫ ।। কাল নিজেও কালকে অতিক্রম করতে পারে না। ক্ষীণ ও হয় না। স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে কাল তার বন্ধুত্বের জন্য কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় না।। ৬ ।। কালের কাছে বন্ধুত্ব নেই। নেই কোনো হেতু। এবং পরাক্রমও। মিত্র এবং জ্ঞাতির কোনো সম্বন্ধ কালের সঙ্গে নেই। তার কারণ সে নিজেরো বশে নেই।। ৭ ।। সজ্জনেরা সব ভালোভাবে দেখে বলে থাকেন সবকিছু কালেরই পরিণাম। ধর্ম, অর্থ এবং কাম—কালের ক্রম অনুসারেই সাজানো থাকে।। ৮ ।। বানরাধিপতি বালি কাম-দান-অর্থাদি যথোচিত প্রয়োগ করে এই সংসার থেকে গিয়ে পবিত্র কর্মফল অনুসারে নিজের প্রকৃতিই প্রাপ্ত হয়েছেন।। ৯ ।। এই মহাত্মা বালি পূর্বে স্বধর্মের অনুষ্ঠান করে স্বর্গ জয় করেছিলেন। এখন প্রাণত্যাগ করেও স্বর্গই পেলেন।। ১০ ।। বানরশ্রেষ্ঠ বালি উত্তমগতিই লাভ করেছেন। তাই, আর শোকের প্রয়োজন নেই। কালোচিত কর্ম এখন সম্পাদন করো।। ১১ ।। রামের কথা শেষ হলে শত্রুহন্তা লক্ষ্মণ শোকে অজ্ঞান সুগ্রীবকে বিনীতবাক্যে বললেন—*(পরবীরহা—বীর শত্রুকে যিনি হত্যা করেন)*।। ১২ ।। সুগ্রীব, এখন তারা ও অঙ্গদকে নিয়ে বালির দাহাদি অন্তিমকার্যের অনুষ্ঠান করো *(প্র + ইত—প্রেত। দেহ থেকে প্রাণ চলে যাবার পরের কার্য অর্থাৎ চিতায় দাহ হচ্ছে প্রেতকার্য, তারপর, শ্রাদ্ধ তর্পণাদিও প্রেতকার্য)*।। ১৩ ।। বালির দেহের

সমাজ্ঞাপয় কাষ্ঠানি শুষ্কানি চ বহূনি চ। চন্দনানি চ দিব্যানি বালিসংস্কারকারণাৎ।। ১৪
সমাশ্বাসয় দীনং ত্বমঙ্গদং দীনচেতসম্। মা ভূর্বালিশবুদ্ধিস্ত্বং ত্বদধীনমিদং পুরম্।। ১৫
অঙ্গদস্ত্বানয়েন্মাল্যং বস্ত্রাণি বিবিধানি চ। ঘৃতং তৈলমথো গন্ধান্ যচ্চাত্র সমনন্তরম্।। ১৬
ত্বং তার শিবিকাং শীঘ্রমাদায়গচ্ছ সম্ভ্রমাৎ। ত্বরা গুণবতী যুক্তা হ্যস্মিন্ কালে বিশেষতঃ।। ১৭
সজ্জীভবন্তু প্লবগাঃ শিবিকাবাহনোচিতাঃ। সমর্থা বলিনশ্চৈব নির্হরিষ্যন্তি বালিনম্।। ১৮
এবমুক্ত্বা তু সুগ্রীবং সুমিত্রানন্দবর্ধনঃ। তস্থৌ ভ্রাতৃসমীপস্থো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।। ১৯
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা তারং সম্ভ্রান্তমানসঃ। প্রবিবেশ গুহাং শীঘ্রং শিবিকাসক্তমানসঃ।। ২০
আদায় শিবিকাং তারঃ স তু পর্যাপতৎ পুনঃ। বানরৈরুহ্যমানাং তাং শূরৈরুদ্বহনোচিতৈঃ।। ২১
দিব্যাং ভদ্রাসনযুতাং শিবিকাং স্যন্দনোপমাম্। পক্ষিকর্মভিরাচিত্রাং দ্রুমকর্মবিভূষিতাম্।। ২২
আচিতাং চিত্রপত্তীভিঃ সুনিবিষ্টাং সমন্ততঃ। বিমানমিব সিদ্ধানাং জালবাতায়নাযুতাম্।। ২৩
সুনিযুক্তাং বিশালাঞ্চ সুকৃতাং শিল্পিভিঃ কৃতাম্। দারুপর্বতকোপেতাং চারুকর্মপরিষ্কৃতাম্।। ২৪
বরাভরণহারৈশ্চ চিত্রমাল্যোপশোভিতাম্। গুহাগহনসঞ্ছন্নাং রক্তচন্দনভূষিতাম্।। ২৫
পুষ্পৌঘৈঃ সমভিচ্ছন্নাং পদ্মমালাভিরেব চ। তরুণাদিত্যবর্ণাভির্ভ্রাজমানাভিরাবৃতাম্।। ২৬
ঈদৃশীং শিবিকাং দৃষ্ট্বা রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ। ক্ষিপ্রং বিনীয়তাং বালী প্রেতকার্যং বিধীয়তাম্।। ২৭
ততো বালিনমুদ্যম্য সুগ্রীবঃ শিবিকাং তদা। আরোপয়ত বিক্রোশন্নঙ্গদেন সহৈব তু।। ২৮
আরোপ্য শিবিকাঞ্চৈব বালিনং গতিজীবিতম্। অলঙ্কারৈশ্চ বিবিধৈর্মাল্যৈর্বস্ত্রৈশ্চ ভূষিতম্।। ২৯
আজ্ঞাপয়ত্তদা রাজা সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ। ঔর্ধ্বদেহিকমার্যস্য ক্রিয়তামনুকূলতঃ।। ৩০

অগ্নিসংস্কারের জন্য প্রভূত শুকনো কাঠ এবং দিব্যচন্দন কাষ্ঠাদি আনার জন্য আদেশ দাও।। ১৪ ।। এখন রাজপুরী তোমার অধীন। তুমি বোকা হয়ে থেকো না। কাতরচিত্ত শোকাকুল অঙ্গদকে ভালোভাবে আশ্বস্ত করো *(বালিশ—জড়বুদ্ধি, বোকা, মূর্খ)*।। ১৫ ।। অঙ্গদ বিবিধ মাল্য ও বস্ত্র নিয়ে আসুক। পর পর এখানে সে নিয়ে আসুক ঘৃত, তৈল এবং গন্ধদ্রব্য সব।। ১৬ ।। ওহে বানর-সচিব তার, শীগ্‌গির শিবিকা-সংগ্রহ করে চলে এসো। এই বিশেষসময়ে দ্রুততার গুণ অনেক *(তার—বানর, বালির জনৈক সচিব)*।। ১৭ ।। পালকী বহনযোগ্য বানরেরা তৈরি হোক। বলবান বানরেরা বালিকে শ্মশানে নিয়ে চলুক।। ১৮ ।। মাতা সুমিত্রার আনন্দবর্ধক, বীরশত্রুঘাতী লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে এইরকম বলে ভ্রাতা রামের সন্নিধানে অবস্থান করতে লাগলেন।। ১৯ ।। লক্ষ্মণের কথা শুনে ব্যস্তচিত্তে তার নামক সচিব পালকী নিয়ে আসার জন্য গুহায় দ্রুত প্রবেশ করলো।। ২০ ।। পালকী যোগাড় করে বহন সমর্থ বীর বানরদের দ্বারা বহন করিয়ে তার আবার ফিরে এলো।। ২১ ।। সুন্দর আসনযুক্ত সেই পালকীটি ছিলো স্বর্গীয় রথের মতো। তাতে আঁকা আছে নানা পাখী আর গাছপালা।। ২২ ।। চারদিকে নানাচিত্র তাতে সুন্দরভাবে চিত্রিত। জাল দেওয়া জানালাযুক্ত এই পালকীকে স্বর্গীয় বিমানের মতোই মনে হচ্ছিলো।। ২৩ ।। শিল্পীদের দ্বারা সুন্দরভাবে নির্মিত এই পালকী। আকারেও বিশাল। তাতে সুন্দর কাঠের পর্বত তৈরী করা হয়েছে। বিচিত্র সব কারুকার্য করা হয়েছে পালকীর গায়ে।। ২৪ ।। সুন্দর অলঙ্কার এবং দ্বারলতায় সুসজ্জিত। সুন্দর মালা দিয়ে সাজানো। গুহা এবং গহন বন তাতে আঁকা আছে। রক্তচন্দনে ভূষিত করা হয়েছে। প্রভূত ফুল আর পদ্মমালায় সজ্জিত এই পালকী নবোদিত সূর্যের বর্ণের মতো উজ্জ্বল।। ২৫-২৬ ।। এইরকম শিবিকা দেখে রাম লক্ষ্মণকে বললেন, সত্বর বালিকে দাহস্থানে নিয়ে যাও। অন্ত্যেষ্টিকর্মের ব্যবস্থা করো।। ২৭ ।। সুগ্রীব তখন অঙ্গদের সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে বালিকে তুলে পালকীতে স্থাপন করলেন।। ২৮ ।। শিবিকায় তাঁকে বিবিধ মাল্য, বস্ত্র এবং অলঙ্কার ভূষিত করলেন।। ২৯ ।। অনন্তর বানরপতি রাজা সুগ্রীব নির্দেশ দিলেন, শাস্ত্রীয়বিধান অনুসারে মাননীয় হে বানরাধিশ্বর, বালির ঊর্ধ্বদেহিক কার্য সম্পাদন করো।।৩০।। বানরেরা

বিশ্রাণয়ন্তো রত্নানি বিবিধানি বহূনি চ। অগ্রতঃ প্লবগা যান্তু শিবিকা তদনন্তরম্।। ৩১
রাজ্ঞামৃদ্ধিবিশেষা হি দৃশ্যন্তে ভুবি মাদৃশাঃ। তাদৃশৈরিহ কুর্বন্তু বানরা ভর্তৃসৎক্রিয়াম্।। ৩২
তাদৃশং বালিনঃ ক্ষিপ্রং প্রাকুর্বন্নৌর্ধ্বদেহিকম্। অঙ্গদং পরিরভ্যাশু তারপ্রভৃতয়স্তথা।। ৩৩
ক্রোশন্তঃ প্রযযুঃ সর্বে বানরা হতবান্ধবাঃ। ততঃ প্রণিহিতাঃ সর্বা বানর্যোঽস্য বশানুগাঃ।। ৩৪
চুক্রুশুর্বীরবীরেতি ভূয়ঃ ক্রোশন্তি তাঃ প্রিয়ম্। তারাপ্রভৃতয়ঃ সর্বা বানর্যো হতবান্ধবাঃ।। ৩৫
অনুজগ্মুশ্চ ভর্তারং ক্রোশন্ত্যঃ করুণাস্বনাঃ। তাসাং রুদিতশব্দেন বানরীণাং বনান্তরে।। ৩৬
বনানি গিরয়শ্চৈব বিক্রোশন্তীব সর্বতঃ। পুলিনে গিরিনদ্যাস্তু বিবিক্তে জলসংবৃতে।। ৩৭
চিতাং চক্রুঃ সুবহবো বানরা বনচারিণঃ। অবরোপ্য ততঃ স্কন্ধাচ্ছিবিকাং বানরোত্তমাঃ।। ৩৮
তস্থুরেকান্তমাশ্রিত্য সর্বে শোকপরায়ণাঃ। ততস্তারা পতিং দৃষ্ট্বা শিবিকাতলশায়িনম্।। ৩৯
আরোপ্যাঙ্কে শিরস্তস্য বিললাপ সুদুঃখিতা। হা বানর মহারাজ হা নাথ মম বৎসল।। ৪০
হা মহার্হ মহাবাহো হা মম প্রিয় পশ্য মাম্। জনং ন পশ্যসীমং ত্বং কস্মাচ্ছোকাভিপীডিতম্।। ৪১
প্রহৃষ্টমিহ তে বক্ত্রং গতাসোরপি মানদ। অস্তার্কসমবর্ণঞ্চ দৃশ্যতে জীবতো যথা।। ৪২
এষ ত্বাং রামরূপেণ কালঃ কর্ষতি বানর। যেন স্ম বিধবা সর্বাঃ কৃতা একেষুণা রণে।। ৪৩
ইমাস্তাস্তব রাজেন্দ্র বানর্যোঽপ্লবগাস্তব। পাদৈর্বিকৃষ্টমধ্বানমাগতাঃ কিং ন বুধ্যসে।। ৪৪
তবেষ্টা ননু চৈবেমা ভার্যাশ্চন্দ্রনিভাননাঃ। ইদানীং নেক্ষসে কস্মাৎ সুগ্রীবং প্লবগেশ্বরঃ।। ৪৫

আগে আগে নানাবিধ রত্ন ছড়াতে ছড়াতে গমন করুক। তার পেছনে শিবিকা চলুক *(শবদেহ নিয়ে যাবার সময় এখনও খৈ এবং টাকা-পয়সা ছড়ানো হয়। সেই যুগেও বানর তথা গিরিজন সমাজেও এই আর্যাচার ছিলো। দাহকার্য শাস্ত্রসম্মতভাবেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সমাজে, জনপদে এবং বনাঞ্চলে প্রায় একই সংস্কৃতি অব্যাহত)*।।৩১।। হে বানরবৃন্দ, দেখো, পৃথিবীতে রাজাদের অন্তিম সংস্কার আমরা যেরকম জাঁকজমকের সঙ্গে দেখে থাকি, এইখানে তোমাদের প্রভুর সংস্কার ও সেভাবেই করো।।৩২ ।। তার-প্রমুখ বানরসচিবেরা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রাজোচিতভাবে বালির ঔর্ধ্বদেহিক কৃত্যসম্পন্ন করে তাড়াতাড়ি অঙ্গদকে জড়িয়ে ধরলো।। ৩৩।। প্রিয়জন বালি নিহত-হওয়া বানরেরা সবাই এবার চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে চলতে লাগলো। বালির অনুগত বানরীরাও তাই করতে লাগলো।।৩৪ ।। প্রিয়জনের মৃত্যুতে তারা-প্রমুখ সকল বানরী প্রিয়জনকে উদ্দেশ করে "হে বীর", "হে বীর"—বলে বারবার চীৎকার করে রোদন করতে লাগলো *(যাদের বিচ্ছেদ সহ্য করা যায় না তারাই বন্ধু। এখানে বালির বিচ্ছেদ এরা সহ্য করতে পারছে না বলে অন্যশব্দের পরিবর্তে "বান্ধব" শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে)*।।৩৫ ।। তারা সবাই করুণ ক্রন্দন করতে করতে প্রভুর অনুগমন করছিলো। বানরীদের ক্রন্দনের শব্দে অন্যখানেও যেন...।।৩৬ ।। বন এবং পাহাড়গুলি ক্রন্দন করছিলো। পার্বত্যনদীর তীরে জলবেষ্টিত নির্জন স্থানে...।।৩৭।। বহু বনচারী বানর একযোগে চিতা-রচনা করলো। বানরমুখ্যেরা কাঁধ থেকে পালকীটি সেখানে নামালো।। ৩৮ ।। সবাই শোকার্ত তারা। একপাশে গিয়ে অবস্থান করতে লাগলো। তারপর তারা পালকীতে শুয়ে-থাকা পতিকে দেখে তাঁর মাথাটি নিজের কোলে টেনে নিয়ে অত্যন্ত দুঃখে বিলাপ করতে লাগলেন। হা বানর, মহারাজ, হা নাথ, হা আমার প্রিয়।। ৩৯-৪০।। হা মহাপূজনীয়, মহাবীর, হা আমার প্রিয়, আমায় দেখো। শোকে নিদারুণভাবে পীড়িত আমায় তুমি কেন দেখছো না?।।৪১।। হে মানদানকারিন্, তোমার প্রাণ চলে গেলেও অস্তসূর্যের বর্ণের মতো আনন্দোজ্জ্বল এবং জীবন্ত দেখাচ্ছে তোমার মুখটি।।৪২ ।। হে বানর, 'কাল'ই রামরূপে এসে তোমায় বিনাশ করলেন। যুদ্ধে তাঁর একটি বাণেই আমরা সবাই স্বামীহীন হয়ে গেলাম।।৪৩।। হে রাজশ্রেষ্ঠ, তোমার প্রিয় বানরীরা দ্রুতপদে এতো দূর পথ ছুটে এসেছে। তাদের তুমি দেখতে পাচ্ছো না।।৪৪।। চন্দ্রের মতো সুন্দরীমুখী এরা। সবাই তোমারই প্রিয় পত্নী। হে বানরেশ্বর তাদের এবং সুগ্রীবকে কেন তুমি তাকিয়ে দেখছো না?।।৪৫।।

এতে হি সচিবা রাজংস্তারপ্রভৃতয়স্তব। পুরবাসিজনশ্চায়ং পরিবার্য বিষীদতি।। ৪৬
বিসর্জয়ৈনান্ সচিবান্ যথা পুরমরিন্দম। ততঃ ক্রীডামহে সর্বা বনেষু মদনোৎকটাঃ।। ৪৭
এবং বিলপতীং তারাং পতিশোকপরীবৃতাম্। উত্থাপয়ন্তি স্ম তদা বানর্যঃ শোককর্শিতাঃ।। ৪৮
সুগ্রীবেণ ততঃ সার্ধং সোঽঙ্গদঃ পিতরং রুদন্। চিতামারোপয়ামাস শোকেনাভিপ্লুতেন্দ্রিয়ঃ।। ৪৯
ততোঽগ্নিং বিধিবদ্দত্ত্বা সোঽপসব্যং চকার হ। পিতরং দীর্ঘমাধ্বানং প্রস্থিতং ব্যাকুলেন্দ্রিয়ঃ।। ৫০
সংস্কৃত্য বালিনং তং তু বিধিবৎ প্লবগর্ষভাঃ। আজগ্মুরুদকং কর্তুং নদীং শুভজলাং শিবাম্।। ৫১
ততস্তে সহিতাস্তত্র হ্যঙ্গদং স্থাপ্য চাগ্রতঃ। সুগ্রীবতারাসহিতাঃ সিষিচুর্বানরা জলম্।। ৫২
সুগ্রীবেণেব দীনেন দীনো ভূত্বা মহাবলঃ। সমানশোকঃ কাকুৎস্থঃ প্রেতকার্যাণ্যকারয়ৎ।। ৫৩
ততোঽথ তং বালিনমগ্র্যপৌরুষং প্রকাশমিক্ষ্বাকুবরেষুণা হতম্।
প্রদীপ্য দীপ্তাগ্নিসমৌজসং তদা সলক্ষ্মণং রামমুপেয়িবান্ হরিঃ।। ৫৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চবিংশঃ সর্গঃ।

রাজন্, এই দেখো, তার-প্রমুখ তোমার সচিবেরা এবং পুরবাসী বানরেরা তোমাকে ঘিরে বিষাদ-প্রকাশ করছে।। ৪৬ ।। হে শত্রুদমনকারিন্, এই সচিবদের তুমি বিদায় দাও। তারপর এই বনে আমরা সবাই কামোন্মত্ত হয়ে তোমার সঙ্গে বিহার করবো।। ৪৭ ।। শোকে বিহ্বল হয়ে তারা এইভাবে বিলাপ করছিলেন। তখন শোকার্তা বানবীরা তারাকে ধরে ওঠালো।। ৪৮ ।। সুগ্রীবের সঙ্গে শোকে বিহ্বল অঙ্গদ কাঁদতে কাঁদতে পিতাকে চিতায় স্থাপন করলেন।। ৪৯ ।। বিধি অনুসারে তারপর অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত করে তিনি চিতা-পরিক্রমা করলেন। সুদূর-পথে বাবা চলে গেলেন। অঙ্গদের ইন্দ্রিয়সমূহ ব্যাকুল হয়ে গেলো।। ৫০।। বানরমুখ্যেরা বিধি অনুসারে বালিকে সৎকার করে তর্পণ করার জন্য পুণ্যসলিলা পবিত্র তুঙ্গভদ্রানদীতে এলেন।। ৫১ ।। বানরেরা সবাই মিলে এবার অঙ্গদকে সামনে নিয়ে সুগ্রীব এবং তারার সঙ্গে জলসিঞ্চন করে তর্পণ করলেন।। ৫২ ।। দীন সুগ্রীবের মতো নিজেও দীন হয়ে সমভাবে শোকাক্রান্ত মহাবলবান রাম তৎকালোচিত প্রেতকার্যাদি করলেন।। ৫৩ ।। বানর সুগ্রীব ইক্ষ্বাকুবংশধর রামের বাণে নিহত বিখ্যাত বীরাগ্রগণ্য বালিকে অগ্নি দ্বারা প্রদীপ্ত করে সৎকার করলেন। অনন্তর অগ্নির মতো সমুজ্জ্বল রাম লক্ষ্মণসহ যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর কাছে সুগ্রীব উপস্থিত হলেন।। ৫৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের পঞ্চবিংশ (২৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষড্‌বিংশঃ সর্গঃ ।।

সুগ্রীবাভিষেকায় হনুমতঃ শ্রীরামসমীপে কিষ্কিন্ধাগমনপ্রার্থনম্। পুরীমপ্রবিশ্য শ্রীরামস্য কেবলমভিষেকানুমতিদানম্। ততঃ সুগ্রীবাঙ্গদয়োরভিষেকশ্চ।

ততঃ শোকাভিসন্তপ্তং সুগ্রীবং ক্লিন্নবাসসম্। শাখামৃগমহামাত্রাঃ পরিবার্যোপতস্থিরে।। ১
অভিগম্য মহাবাহুং রামমক্লিষ্টকারিণম্। স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে পিতামহমিবর্ষয়ঃ।। ২

ষড়বিংশ (২৬) সর্গ

সুগ্রীবের অভিষেকের জন্য কিষ্কিন্ধা গমনার্থে শ্রীরামের নিকট হনুমানের প্রার্থনা। পুরীতে প্রবেশ না করে শ্রীরামের কেবল অভিষেকের জন্য অনুমতিদান। তারপর সুগ্রীব এবং অঙ্গদের অভিষেক।

সুগ্রীব তখন শোকে নিতান্ত সন্তপ্ত। তর্পণান্তে তখনো তাঁর বসন সিক্ত। বানরপ্রধানেরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।। ১ ।। অক্লিষ্টকর্মা মহাবীর রামের কাছে গিয়ে করজোড়ে তারা সব দাঁড়ালো। সঙ্কটে পড়লে যেমন ঋষিরা পিতামহ ব্রহ্মার কাছে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে গিয়ে দাঁড়ান তেমনি।। ২ ।। পবনপুত্র হনুমানের মুখটি

ততঃ কাঞ্চনশৈলাভস্তরুণাকনিভাননঃ। অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।। ৩
ভবৎ প্রসাদাৎ কাকুৎস্থ পিতৃপৈতামহং মহৎ। বানরাণাং সুদংষ্ট্রাণাং সম্পন্নবলশালিনাম্।। ৪
মহাত্মনাং সুদুষ্প্রাপং প্রাপ্তং রাজ্যমিদং প্রভো। ভবতা সমনুজ্ঞাতঃ প্রবিশ্য নগরং শুভম্।। ৫
সংবিধাস্যতি কার্যাণি সর্বাণি স সুহৃদগণঃ। স্নাতোঽয়ং বিবিধৈর্গন্ধৈরৌষধৈশ্চ যথাবিধি।। ৬
অর্চয়িষ্যতি মাল্যৈশ্চ রত্নৈশ্চ ত্বাং বিশেষতঃ। ইমাং গিরিগুহাং রম্যামভিগন্তুং ত্বমর্হসি।। ৭
কুরুষ্ব স্বামিসম্বন্ধং বানরান্ সম্প্রহর্ষয়। এবমুক্তো হনুমতা রাঘবঃ পরবীরহা।। ৮
প্রত্যুবাচ হনুমন্তং বুদ্ধিমান্ বাক্যকোবিদঃ। চতুর্দশ সমাঃ সৌম্য গ্রামং বা যদি বা পুরম্।। ৯
ন প্রবেক্ষ্যামি হনুমন্ পিতুর্নির্দেশপালকঃ। সুসমৃদ্ধাং গুহাং দিব্যাং সুগ্রীবো বানরর্ষভঃ।। ১০
প্রবিষ্টো বিধিবদ্ বীরঃ ক্ষিপ্রং রাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্। এবমুক্ত্বা হনুমন্তং রামঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ।। ১১
বৃত্তজ্ঞো বৃত্তসম্পন্নমুদারবলবিক্রমম্। ইমমপ্যঙ্গদং বীরং যৌবরাজ্যেঽভিষেচয়।। ১২
জ্যেষ্ঠস্য হি সুতো জ্যেষ্ঠঃ সদৃশো বিক্রমেণ চ। অঙ্গদোঽয়মদীনাত্মা যৌবরাজ্যস্য ভাজনম্।। ১৩
পূর্বোঽয়ং বার্ষিকো মাসঃ শ্রাবণঃ সলিলাগমঃ। প্রবৃত্তাঃ সৌম্য চত্বারো মাসা বার্ষিকসংজ্ঞিতাঃ।। ১৪
নায়মুদ্যোগসময়ঃ প্রবিশ ত্বং পুরাং শুভাম্। অস্মিন্ বৎস্যাম্যহং সৌম্য পর্বতে সহলক্ষ্মণঃ।। ১৫
ইয়ং গিরিগুহা রম্যা বিশালা যুক্তমারুতা। প্রভূতসলিলা সৌম্য প্রভূতকমলোৎপলা।। ১৬
কার্তিকে সমনুপ্রাপ্তে ত্বং রাবণবধে যত। এষ নঃ সময়ঃ সৌম্য প্রবিশ ত্বং স্বমালয়ম্।। ১৭
অভিষিঞ্চস্ব রাজ্যে চ সুহৃদঃ সম্প্রহর্ষয়। ইতি রামাভ্যনুজ্ঞাতঃ সুগ্রীবো বানরর্ষভঃ।। ১৮
প্রবিবেশ পুরীং রম্যাং কিষ্কিন্ধাং বালিপালিতাম্। তং বানরসহস্রাণি প্রবিষ্টং বানরেশ্বরম্।। ১৯

সোনার পাহাড় এবং নবোদিত সূর্যের মতো রক্তিমোজ্জ্বল। তিনি অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বললেন—।।৩ ।। হে কাকুৎস্থ, পিতৃপিতামহের এই রাজ্য বিশাল। আপনার অনুমতি নিয়ে তাহলে সুগ্রীব এই কল্যাণময় নগরে প্রবেশ করুক ।। ৪-৫ ।। সুহৃদবর্গকে নিয়ে সর্বপ্রকার রাজকার্য তিনি সম্পাদন করুন। শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে বিবিধ গন্ধদ্রব্য এবং ওষধির দ্বারা তিনি স্নাত হয়েছেন।। ৬ ।। এখন তিনি মাল্য এবং রত্নের দ্বারা বিশেষভাবে আপনাকে পূজা করবেন। এই রমণীয় গিরিগুহার মধ্যে আপনি কৃপা করে প্রবেশ করুন ।।৭।। আপনি তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করুন। বানরবৃন্দকে সম্যগ্‌ভাবে করুন আনন্দিত। বীরশত্রুনিধনকারী রামকে হনুমান এইরকম বললেন।। ৮ ।। বুদ্ধিমান, বাক্যকুশল রাম হনুমানকে প্রত্যুত্তরে বললেন, হে সৌম্য, চৌদ্দবছর গ্রাম বা নগরে...।। ৯ ।। আমি প্রবেশ করবো না। হে হনুমন্, এইভাবে আমি পিতার নির্দেশ পালন করবো। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব সুসমৃদ্ধ দিব্যগুহায় প্রবেশ করুন।। ১০ ।। শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে দ্রুত সেই বীরকে রাজ্যে অভিষিক্ত করো। হনুমানকে এইকথা বলে রাম সুগ্রীবকে বললেন—।। ১১ ।। সুগ্রীব, আপনি সদাচার জানেন। চরিত্রবান, বলবান, বিক্রমশালী বীর এই অঙ্গদকে আপনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন।। ১২ ।। আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্র এই অঙ্গদ বিক্রমে তার বাবারই মতো। উদার হৃদয় সে। যৌবরাজ্যের যোগ্য পাত্র।। ১৩ ।। হে সৌম্য, চারটি মাস নিয়ে যে বর্ষাকাল, তা আরম্ভ হয়েছে। এর প্রথম মাস শ্রাবণ। ফলে জলবর্ষণ শুরু হয়েছে।। ১৪ ।। হে সৌম্য, এখন যুদ্ধযাত্রার সময় নয়। আপনি রমণীয় পুরীতে এখন প্রবেশ করুন। আমিও লক্ষ্মণের সঙ্গে এই পর্বতে বাস করবো।। ১৫ ।। এই গিরিগুহা বেশ রমণীয়। এবং বিশাল। এখানে বেশ বাতাস বইছে। হে সৌম্য, অনেক জলাশয় কাছে আছে। তাতে প্রচুর পদ্মফুল ফুটেছে।। ১৬ ।। কার্তিক মাস এলে রাবণের বধের উদ্যোগ নেবেন। এখন তার সময় নয়। আপনি নিজের গৃহে প্রবেশ করুন।। ১৭ ।। রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে সুহৃদবর্গকে আনন্দ দান করুন। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব এইভাবে রামের দ্বারা আদিষ্ট হলেন।। ১৮ ।। এক সময়ে বালির দ্বারা প্রতিপালিতা সেই রমণীয় কিষ্‌কিন্ধাপুরীতে সুগ্রীব তখন প্রবেশ করলো। হাজার হাজার বানরও বানরেশ্বর সুগ্রীবকে বেষ্টন করে প্রবেশ করলো।। ১৯ ।। চতুর্দিক থেকেই তারা এলো। প্রজারা সকলে কপীশ্বর সুগ্রীবকে দেখে

অভিবার্য প্রবিষ্টানি সর্বতঃ প্লবগেশ্বরম্। ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বা দৃষ্ট্বা হরিগণেশ্বরম্।। ২০
প্রণম্য মূর্ধ্না পতিতা বসুধায়াং সমাহিতাঃ। সুগ্রীবঃ প্রকৃতীঃ সর্বাঃ সম্ভাষ্যোত্থাপ্য বীর্যবান্।। ২১
ভ্রাতুরন্তঃপুরং সৌম্যং প্রবিবেশ মহাবলঃ। প্রবিষ্টং ভীমবিক্রান্তং সুগ্রীবং বানরর্ষভম্।। ২২
অভ্যষিঞ্চন্ত সুহৃদঃ সহস্রাক্ষমিবামরাঃ। তস্য পাণ্ডুরমাজহ্রুশ্ছত্রং হেমপরিষ্কৃতম্।। ২৩
শুক্লে চ বালব্যজনে হেমদণ্ডে যশস্করে। তথা রত্নানি সর্বাণি সর্ববীজৌষধানি চ।। ২৪
সক্ষীরাণাঞ্চ বৃক্ষাণাং প্ররোহান্ কুসুমানি চ। শুক্লানি চৈব বস্ত্রাণি শ্বেতং চৈবানুলেপনম্।। ২৫
সুগন্ধীনি চ মাল্যানি স্থলজান্যম্বুজানি চ। চন্দনানি চ দিব্যানি গন্ধাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্।। ২৬
অক্ষতং জাতরূপঞ্চ প্রিয়ঙ্গুং মধুসর্পিষী। দধি চর্ম চ বৈয়াঘ্রং পরার্ধ্যৌ চাপ্যুপানহৌ।। ২৭
সমালম্ভনমাদায় গোরচনং মনঃশিলাম্। আজগ্মুস্তত্র মুদিতা বরাঃ কন্যাশ্চ ষোড়শ।। ২৮
ততস্তে বানরশ্রেষ্ঠমভিষেক্তুং যথাবিধি। রত্নৈর্বস্ত্রৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ তোষয়িত্বা দ্বিজর্ষভান্।। ২৯
ততঃ কুশপরিস্তীর্ণং সমিদ্ধং জাতবেদসম্। মন্ত্রপূতেন হবিষা হুত্বা মন্ত্রবিদো জনাঃ।। ৩০
ততো হেমপ্রতিষ্ঠানে বরাস্তরণসংবৃতে। প্রাসাদশিখরে রম্যে চিত্রমাল্যোপশোভিতে।। ৩১
প্রাঙ্মুখং বিধিবন্মন্ত্রৈঃ স্থাপয়িত্বা বরাসনে। নদী-নদেভ্যঃ সংহৃত্য তীর্থেভ্যশ্চ সমন্ততঃ।। ৩২
আহৃত্য চ সমুদ্রেভ্যঃ সর্বেভ্যো বানরর্ষভাঃ। অপঃ কনককুম্ভেষু নিধায় বিমলং জলম্।। ৩৩
শুভৈর্ঋষভশৃঙ্গৈশ্চ কলশৈশ্চৈব কাঞ্চনৈঃ। শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা মহর্ষি-বিহিতেন চ।। ৩৪
গয়ো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ। মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব হনুমান্ জাম্ববাংস্তথা।। ৩৫
অভ্যষিঞ্চত সুগ্রীবং প্রসন্নেন সুগন্ধিনা। সলিলেন সহস্রাক্ষং বসবো বাসবং যথা।। ৩৬

মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে নিশ্চল হয়ে রৈলো। বীর্যবান সুগ্রীব তখন প্রজাকে তুলে নিয়ে সম্ভাষণ করলেন।। ২০-২১ ।। মহাবলবান সুগ্রীব দাদা বালির সুশোভিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। মহাপরাক্রমী বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে প্রবেশ করতে দেখে তখন...।। ২২ ।। দেবতাদের দ্বারা ইন্দ্রের মতো সুহৃদবর্গ তাঁকে অভিষিক্ত করলো। তাঁর জন্য স্বর্ণোজ্জ্বল দণ্ডসমন্বিত শুভ্র ছত্র তারা সংগ্রহ করলো।। ২৩ ।। তারা সংগ্রহ করলো সোনার দণ্ডের বিখ্যাত দু'টি চামর ও পাখা। তারপর সর্বপ্রকার রত্ন আর সবরকমের বীজ। এবং ওষধি।। ২৪।। ক্ষীর গড়িয়ে পড়ে এমন সব গাছের পল্লব আর ফুল। শুভ্র বস্ত্র এবং শ্বেত অনুলেপন।। ২৫।। সুগন্ধি মালা, স্থলপদ্ম, চন্দন এবং নানারকমের স্বর্গীয় গন্ধদ্রব্য...।। ২৬।। আনা হয়েছে। আনা হয়েছে আতপ চাল। স্বর্ণ। প্রিয়ঙ্গু। মধু। ঘৃত। দধি। ব্যাঘ্রচর্ম এবং মূল্যবান পাদুকাযুগল *(প্রিয়ঙ্গু—পিপ্পলীলতা)*।।২৭।। সুন্দরী ষোলোটি কন্যা, অনুলেপন, দ্রব্যরাজি, গোরোচনা এবং মনঃশিলা নিয়ে আনন্দের সঙ্গে এলো *(সমালম্ভন—অনুলেপন দ্রব্য যেগুলি দিয়ে সাজানো হবে সুগ্রীবের দেহ। গো-রোচনা—গো-হতে জাত উজ্জ্বল করার জন্য পবিত্র বস্তুবিশেষ। মনঃশিলা-ক্ষীর গড়িয়ে পড়ে এমন সব গাছের পল্লব আর ফুল)*।। ২৮ ।। শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের রত্ন বস্ত্র এবং ভোজনের দ্বারা সন্তুষ্ট করলো।। ২৯।। মন্ত্রজ্ঞ পুরোহিতেরা এবার কুশ-পরিপূর্ণ জ্বলন্ত অগ্নিতে মন্ত্রপূত ঘৃতের দ্বারা আহুতি দিলেন।।৩০ ।। পরে সুন্দর মাল্যশোভিত রমণীয় প্রাসাদ-শিখরে সোনার সিংহাসনে সুন্দর আস্তরণ পেতে দিলেন। বানরমুখ্যেরা...।। ৩১ ।। পূর্বমুখ করে সুন্দর আসনে শাস্ত্রবিধি অনুসারে মন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে বসালেন। পুণ্যসলিলা নদ-নদীর এবং পবিত্র তীর্থ থেকে জল এনে কলশে ভরে তাঁর চারদিকে সেই কলশগুলি স্থাপন করলেন।। ৩২ ।। বানরমুখ্যেরা সমুদ্র সকল থেকেও নির্মল জল সংগ্রহ করে সোনার কলশগুলি পূর্ণ করে সেখানে রাখলেন।।৩৩ ।। মঙ্গলসূচক বৃষ-শৃঙ্গ এবং স্বর্ণ-কলশের জলের দ্বারা শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে মহর্ষি-নির্দেশে তাঁরা সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করলেন।। ৩৪ ।। গয়, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান, জাম্ববান-এবং আরো সব বানরেরা স্বচ্ছ সুগন্ধি জলের দ্বারা অভিষেক সম্পন্ন করলেন। যেমনটি দেবতারা ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করার সময় করেছিলেন, ঠিক তেমনি।।৩৫-৩৬ ।। সুগ্রীব অভিষিক্ত হলে শতসহস্র মহাপ্রাণ, বানর-বৃন্দ হৃষ্ট হয়ে

অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে সর্বে বানরপুঙ্গবাঃ। প্রচুক্রুশুর্মহাত্মানো হৃষ্টাঃ শতসহস্রশঃ।। ৩৭
রামস্য তু বচঃ কুর্বন্ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ। অঙ্গদং সম্পরিষ্বজ্য যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ।। ৩৮
অঙ্গদে চাভিষিক্তে তু সানুক্রোশাঃ প্লবঙ্গমাঃ। সাধু সাধ্বিতি সুগ্রীবং মহাত্মানো হ্যপূজয়ন্।। ৩৯
রামঞ্চৈব মহাত্মানং লক্ষ্মণঞ্চ পুনঃ পুনঃ। প্রীতাশ্চ তুষ্টুবুঃ সর্বে তাদৃশে তত্র বর্তিনি।। ৪০
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা পতাকাধ্বজশোভিতা। বভূব নগরী রম্যা কিষ্কিন্ধা গিরিগহ্বরে।। ৪১
নিবেদ্য রামায় তদা মহাত্মনে মহাভিষেকং কপিবাহিনীপতিঃ।
রুমাঞ্চ ভার্যামুপলভ্য বীর্যমান্ অবাপ রাজ্যং ত্রিদশাধিপো যথা।। ৪২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষড়্বিংশঃ সর্গঃ।

তুমুল আনন্দধ্বনি করতে লাগলো। *(চুক্রুশুঃ—চীৎকার করলো)*।। ৩৭ ।। রামের কথা মেনে নিয়ে বানরেশ্বর সুগ্রীব অঙ্গদকে আলিঙ্গন করে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।।৩৮।। অঙ্গদ অভিষিক্ত হলে দয়াবান বানরেরা—'সাধু' 'সাধু'—বলে মহাত্মা সুগ্রীবকে অর্চনা করলেন।। ৩৯ ।। সুগ্রীব এবং অঙ্গদ ঐভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে বানরেরা সবাই প্রীত হয়ে রাম এবং লক্ষ্মণকে বার বার স্তুতির দ্বারা তুষ্ট করলেন।। ৪০ ।। পর্বতগহ্বরের মধ্যে কিষ্কিন্ধানগরী স্বাস্থ্যবান এবং আনন্দিত জনগণে পূর্ণ হয়ে সুন্দর পতাকাদিতে সুশোভিত হয়ে রমণীয় দেখাচ্ছিলো।। ৪১ ।। বানরবাহিনীর অধিপতি সুগ্রীব এবার পত্নী রুমাকে লাভ করে দেবরাজ ইন্দ্রের মতো রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন।। ৪২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের যোড়শ (২৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তবিংশঃ সর্গঃ ।।

প্রস্রবণগিরিশিখরে রাম-লক্ষ্মণয়োঃ কথোপকথনম্।

অভিষিক্তে তু সুগ্রীবে প্রবিষ্টে বানরে গুহাম্। আজগাম সহ ভ্রাত্রা রামঃ প্রস্রবণং গিরিম্।। ১
শার্দূলমৃগসঙ্ঘুষ্টং সিংহৈর্ভীমরবৈর্বৃতম্। নানাগুল্মলতাগূঢ়ং বহুপাদপসঙ্কুলম্।। ২
ঋক্ষ-বানর-গোপুচ্ছৈর্মার্জারৈশ্চ নিষেবিতম্। মেঘরাশিনিভং শৈলং নিত্যং শুচিকরং শিবম্।। ৩
তস্য শৈলস্য শিখরে মহতীমায়তাং গুহাম্। প্রত্যগৃহ্ণীত বাসার্থং রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।। ৪
কৃত্বা চ সময়ং রামঃ সুগ্রীবেণ সহানঘঃ। কালযুক্তং মহদ্বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ।। ৫
বিনীতং ভ্রাতরং ভ্রাতা লক্ষ্মণং লক্ষ্মীবর্ধনম্। ইয়ং গিরিগুহা রম্যা বিশালা যুক্তমারুতা।। ৬

সপ্তবিংশ (২৭) সর্গ

প্রস্রবণপর্বতের শিখরে রাম এবং লক্ষ্মণের কথোপকথন।

সুগ্রীব অভিষিক্ত হলেন। বানরেরা নিজ নিজ গুহায় প্রবেশ করলো। রাম ভাই লক্ষ্মণকে নিয়ে প্রস্রবণগিরিতে চলে এলেন।। ১ ।। বাঘ এবং বহুবিধ পশু দ্বারা পূর্ণ এই প্রস্রবণ। সিংহগুলি সেখানে ভীষণ গর্জন করছে। স্থানে স্থানে নানাবিধ লতাগুল্ম জড়িয়ে আছে। গাছপালায়- ভরা এই পর্বত।। ২ ।। ভল্লুক, বানর, গো-পুচ্ছ নামক আর এক রকমের বানর এবং বন-বিড়ালেরা সেখানে বাস করছে। সর্বদাই পবিত্র এবং মঙ্গলময় এই পর্বত। দেখতে ঠিক পুঞ্জীভূত মেঘের মতো।।৩ ।। পাহাড়ের শিখরে বিস্তৃত একটি গুহা। লক্ষ্মণকে নিয়ে রাম বনবাসের জন্য তা গ্রহণ করলেন।। ৪ ।। নিষ্পাপ রাম। সুগ্রীবের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। এখন রঘুনন্দন রাম লক্ষ্মণকে কালোচিত সুন্দর কথা বলতে আরম্ভ করলেন।।৫ ।। লক্ষ্মীবর্ধক বিনীত ভাই লক্ষ্মণকে রাম বললেন, এই পর্বতগুহাটি বেশ রমণীয়। আকারে বিশাল। বায়ু ভালোভাবেই চলাচল করে।। ৬ ।। হে শত্রুদমন লক্ষ্মণ, বর্ষার রাতগুলিতে এখানেই বাস করবো।

অস্যাং বৎস্যাম সৌমিত্রে বর্ষরাত্রমরিন্দম। গিরিশৃঙ্গমিদং রম্যমুত্তমং পার্থিবাত্মজ।। ৭
শ্বেতাভিঃ কৃষ্ণতাম্রাভিঃ শিলাভিরুপশোভিতম্। নানাধাতুসমাকীর্ণং নদীদর্দুরসংযুতম্।। ৮
বিবিধৈর্বৃক্ষষণ্ডৈশ্চ চারুচিত্রলতাযুতম্। নানাবিহগসঙ্ঘুষ্টং ময়ূরবরনাদিতম্।। ৯
মালতীকুন্দগুল্মৈশ্চ সিন্দুবারৈঃ শিরীষকৈঃ। কদম্বার্জুনসর্জৈশ্চ পুষ্পিতৈরুপশোভিতম্।। ১০
ইয়ঞ্চ নলিনী রম্যা ফুল্লপঙ্কজমণ্ডিতা। নাতিদূরে গুহায়া নৌ ভবিষ্যতি নৃপাত্মজ।। ১১
প্রাগুদক্‌প্রবণে দেশে গুহা সাধু ভবিষ্যতি। পশ্চাচ্চৈবোন্নতা সৌম্য নিবাতেয়ং ভবিষ্যতি।। ১২
গুহাদ্বারে চ সৌমিত্রে শিলা সমতলা শিবা। কৃষ্ণা চৈবায়তা চৈব ভিন্নাঞ্জনচয়োপমা।। ১৩
গিরিশৃঙ্গমিদং তাত পশ্য চোত্তরতঃ শুভম্। ভিন্নাঞ্জনচয়াকারমম্ভোধরমিবোদিতম্।। ১৪
দক্ষিণস্যামপি দিশি স্থিতং শ্বেতমিবাম্বরম্। কৈলাসশিখরপ্রখ্যং নানাধাতুবিরাজিতম্।। ১৫
প্রাচীনবাহিনীং চৈব নদীং ভৃশমকর্দমাম্। গুহায়াঃ পরতঃ পশ্য ত্রিকূটে জাহ্নবীমিব।। ১৬
চন্দনৈস্তিলকৈঃ সালৈস্তমালৈরতিমুক্তকৈঃ। পদ্মকৈঃ সরলৈশ্চৈব অশোকৈশ্চৈব শোভিতাম্।। ১৭
বানীরৈস্তিমিদৈশ্চৈব বকুলৈঃ কেতকৈরপি। হিন্তালৈস্তিনিশৈর্নীপৈর্বেতসৈঃ কৃতমালকৈঃ।। ১৮
তীরজৈঃ শোভিতা ভাতি নানারূপৈস্ততস্ততঃ। বসনাভরণোপেতা প্রমদেবাভ্যলঙ্কৃতা।। ১৯
শতশঃ পক্ষিসঙ্ঘৈশ্চ নানানাদবিনাদিতা। একৈকমনুরক্তৈশ্চ চক্রবাকৈরলঙ্কৃতা।। ২০
পুলিনৈরতিরম্যৈশ্চ্য হংস-সারসসেবিতা। প্রহসন্ত্যেব ভাত্যেষা নানারত্নসমন্বিতা।। ২১
ক্বচিন্নীলোৎপলৈশ্ছন্না ভাতি রক্তোৎপলৈঃ ক্বচিৎ। ক্বচিদাভাতি শুক্লৈশ্চ দিব্যৈঃ কুমুদকুড়্মলৈঃ।। ২২
পারিপ্লবশতৈর্জুষ্টা বর্হি-ক্রৌঞ্চবিনাদিতা। রমণীয়া নদী সৌম্য মুনিসঙ্ঘনিষেবিতা।। ২৩

হে রাজপুত্র, এই পর্বতশৃঙ্গটিও উত্তম। এবং রমণীয়।। ৭ ।। শাদা, কালো এবং লাল পাথরে শোভিত এই গুহাটি। বিভিন্ন ধাতু এতে মেলে। এখানে নদী আছে। ব্যাঙও আছে।। ৮ ।। নানাধরনের পাখীতে এটি পূর্ণ। বড়ো বড়ো বহু গাছ এতে রয়েছে। সুন্দর সব লতা তাদেরকে বেড়িয়ে উঠেছে। সুন্দর ময়ূরের কেকাধ্বনিতে মুখরিত এই স্থান।। ৯ ।। মালতী আর কুন্দলতা, নানারকমের গুল্ম, কুসুমিত সিন্দুবার, শিরীষ, কদম অর্জুন এবং সালগাছে শোভিত এই স্থানটি!।। ১০ ।। দেখো, কী সুন্দর সরোবর! ফুটন্ত পদ্মফুলে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! হে রাজকুমার, এটি আমাদের গুহা থেকে বেশী দূরে নয়।। ১১ ।। আগে থেকেই যেখানে জল মেলে, সেখানে গুহা বেশ ভালো হয়। এর পশ্চিমদিক বেশ উন্নত। সৌম্য, বাসের পক্ষে এই গুহা বেশ সুখকর আশ্রয় হবে *(নিবাত—আশ্রয়)*।। ১২ ।। গুহার দ্বারদেশে একটি সমতল শিলা রয়েছে। সেটি কালো। বিদলিত কাজলের মতো। বেশ প্রশস্তও। *(ফলে এতে বসতে সুবিধে হবে)*।। ১৩ ।। উত্তরদিকে এই পাহাড়ের চূড়াটিকে দেখো। দলিত কাজলের মেঘের মতো যেন উদিত হয়েছে।। ১৪ ।। দক্ষিণদিকে তাকে শ্বেতবস্ত্রের মতো দেখাচ্ছে। নানা ধাতুরঞ্জিত কৈলাশপর্বতের শিখরের মতোই দেখতে।। ১৫ ।। গুহা যেখানে শেষ হয়েছে, ঐ দেখো এক পূর্ববাহিনী নদী। তাতে একেবারেই কাদা নেই। ত্রিকূটপর্বতে জাহ্নবীর মতো। মনে হয়...।। ১৬ ।। দুই তীরে নদীটি চন্দন, তিলক, সাল, তমাল এবং অশোকের দ্বারা শোভিত।। ১৭ ।। জলবেতস, তিমিদ, বকুল, কেতক, হিন্তাল, তিনিশ, কদম, স্থলবেতসের মালা যেন পরেছে এই নদীটি।। ১৮ ।। তীরে জাত নানান তরুতে শোভিতা এই নদী। যেন সে সুন্দর বসন এবং অলঙ্কারে শোভিতা এক সুন্দরী নারী!।। ১৯ ।। শ'য়ে শ'য়ে পাখীর কূজনে নদীতীর নিনাদিত। পরস্পর অনুরক্ত চক্রবাকসমূহের দ্বারা নদীটি অলঙ্কৃত।। ২০ ।। তার অতি রমণীয় পুলিনে হাঁস আর সারসেরা খেলা করছে। নদীটি যেন নানা রত্নে ভূষিতা হয়ে সুন্দরী নারীর মতো হাসছে *(পুলিন—তীরভূমি)*।। ২১ ।। কোথাও নীলপদ্ম ছেয়ে আছে। কোথাও বা ফুটে রয়েছে রক্তপদ্ম। কোথাও শোভা পাচ্ছে শুভ্র দিব্য কুসুমের কলি *(কুমুদ—শাপলা ফুল। কুড্মল—কলি)*।। ২২ ।। শত শত পরিপ্লব পাখীর দ্বারা পূর্ণ এই স্থান। ময়ূর আর ক্রৌঞ্চের ধ্বনিতে মুখরিত। মুনিরা দল বেঁধে নদীতীরে বাস করেন। রমণীয় এই নদী।। ২৩ ।। দেখো, সারি সারি সুন্দর চন্দনের গাছ। ককুভবৃক্ষগুলি আপনমনে বেড়ে

পশ্য চন্দনবৃক্ষাণাং পঙ্‌ক্তীঃ সুরুচিরা ইব। ককুভানাঞ্চ দৃশ্যন্তে মনসৈবোদিতাঃ সমম্।। ২৪
অহো সুরমণীয়োঽয়ং দেশঃ শত্রুনিষূদন। দৃঢ়ং রংস্যাব সৌমিত্রে সাধ্বত্র নিবসাবহে।। ২৫
ইতশ্চ নাতিদূরে সা কিষ্কিন্ধা চিত্রকাননা। সুগ্রীবস্য পুরী রম্যা ভবিষ্যতি নৃপাত্মজ।। ২৬
গীত-বাদিত্রনির্ঘোষঃ শ্রূয়তে জয়তাং বর। নদতাং বানরাণাঞ্চ মৃদঙ্গাডম্বরৈঃ সহ।। ২৭
লব্ধ্বা ভার্যাং কপিবরঃ প্রাপ্য রাজ্যং সুহৃদ্বৃতঃ। ধ্রুবং নন্দতি সুগ্রীবঃ সম্প্রাপ্য মহতীং শ্রিয়ম্।। ২৮
ইত্যুক্ত্বা ন্যবসত্তত্র রাঘবঃ সহলক্ষ্মণঃ। বহুদৃশ্যদরীকুঞ্জে তস্মিন্ প্রস্রবণে গিরৌ।। ২৯
সুসুখে হি বহুদ্রব্যে তস্মিন্ হি ধরণীধরে। বসতস্তস্য রামস্য রতিরল্পাঽপি নাভবৎ।। ৩০
হৃতাং হি ভার্যাং স্মরতঃ প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্। উদয়াভ্যুদিতং দৃষ্ট্বা শশাঙ্কঞ্চ বিশেষতঃ।। ৩১
আবিবেশ ন তং নিদ্রা নিশাসু শয়নং গতম্। তৎসমুত্থেন শোকেন বাষ্পোপহতচেতনম্।। ৩২
তং শোচমানং কাকুৎস্থং নিত্য শোকপরায়ণম্। তুল্যদুঃখোঽব্রবীদ্ ভ্রাতা লক্ষ্মণোঽনুনয়ং বচঃ।। ৩৩
অলং বীর ব্যথাং গত্বা ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। শোচতো হ্যবসীদন্তি সর্বথা বিদিতং হি তে।। ৩৪
ভবান্ ক্রিয়াপরো লোকে ভবান্ দেবপরায়ণঃ। আস্তিকো ধর্মশীলশ্চ ব্যবসায়ী চ রাঘবঃ।। ৩৫
ন হ্যব্যবসিতঃ শত্রুং রাক্ষসং তং বিশেষতঃ। সমর্থস্ত্বং রণে হন্তুং বিক্রমে জিহ্মকারিণম্।। ৩৬
সমুন্মূলয় শোকং ত্বং ব্যবসায়ং স্থিরীকুরু। ততঃ সপরিবারং তং রাক্ষসং হন্তুমর্হসি।। ৩৭
পৃথিবীমপি কাকুৎস্থ সসাগরবনাচলাম্। পরিবর্তয়িতুং শক্তঃ কিং পুনস্তং হি রাবণম্।। ৩৮
শরৎকালং প্রতীক্ষস্ব প্রাবৃট্‌কালোঽয়মাগতঃ। ততঃ সরাষ্ট্রং সগণং রাবণং তং বধিষ্যসি।। ৩৯

উঠেছে।। ২৪ ।। শত্রুসূদন লক্ষ্মণ, দেখো, কী সুন্দর এই দেশ! আমরা বেশ আনন্দ পাবো এখানে! ভালোভাবেই এখানে থাকতে পারবে।। ২৫ ।। হে রাজকুমার, সুগ্রীবের সুন্দর পুরী কিষ্‌কিন্ধাও এর কাছেই হবে।। ২৬ ।। হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ, ঐ তো শোনা যাচ্ছে গান-বাজনার ধ্বনি! মৃদঙ্গাদি যন্ত্রযোগে বানরদের তুমুল সঙ্গীত চলেছে।। ২৭ ।। কপিবর সুগ্রীব ভার্যাকে পেয়ে মহতী রাজশ্রী লাভ করে বন্ধুবর্গের সঙ্গে পরিবৃত হয়ে নিশ্চয়ই আনন্দ করছে।। ২৮ ।। এইরকম বলে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে নিয়ে বহু গুহা ও কুঞ্জ-সমন্বিত সুন্দর সেই প্রস্রবণগিরিতে বাস করতে শুরু করলেন।।২৯ ।। বহু দ্রব্যসমন্বিত অত্যন্ত সুখকর সেই পাহাড়ে থেকেও রামের একটুকুও সুখ হলো না।।৩০ ।। প্রাণের চেয়েও বেশী যিনি সেই হৃতা পত্নীর কথা স্মরণ করে চাঁদকে উঠতে দেখেও তাঁর আনন্দ হলো না।।৩১ ।। রাত্রে শয্যায় গেলেও তাঁর ঘুম এলো না। সীতার শোকে চোখ জলে ভরে আসে। তিনি অচেতন হয়ে পড়েন।। ৩২ ।। শোকপরায়ণ রামকে নিত্য এইভাবে শোক করতে দেখে সহমর্মী ভাই লক্ষ্মণ অনুনয় করে তাঁকে বললেন—।।৩৩ ।। হে বীর, বৃথাই আপনি ব্যথিত হবেন না। শোক করা আপনার সাজে না। আপনি তো ভালোভাবেই জানেন, শোক করলে লোক অবসন্ন হয়ে পড়ে।। ৩৪ ।। হে রঘুবংশতিলক রাম, আপনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। জগতে দেবতাকেই পরম আশ্রয় আপনি মনে করেন। আপনি আস্তিক। ধর্মশীল এবং উদ্যোগী *(ভারতে চিন্তা সঙ্গে চর্যার সমন্বয়ের গুরুত্ব সমধিক। তাই এতো আচার-বিচার। "যস্ত ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিত"। ধর্মচিন্তার সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠান করতে হবে। কায়-মনো-বাক্যে ঐক্যই হিন্দুর আদর্শ ছিলো)*।। ৩৫ ।। উৎসাহ চলে গেলে আপনি বিক্রমপ্রকাশে কুটিলকর্মা শত্রু রাক্ষসকে বিশেষভাবে যুদ্ধে হত্যা করতে পারবেন না *(জিহ্ম—কুটিল)*।। ৩৬ ।। আপনি শোককে সম্যগ্‌ভাবে উন্মূলিত করুন। অধ্যবসায়কে স্থির করুন। তাহলেই সপরিবারে সেই রাক্ষসকে হত্যা করতে পারবেন।। ৩৭ ।। হে কাকুৎস্থ; সাগর, বন এবং পর্বতসমেত সমগ্র পৃথিবীকে আপনি পরিবর্তিত করতে পারেন। রাবণ আর বেশী কি?।।৩৮ ।। এখন বর্ষাকাল এসেছে। শরৎকালের প্রতীক্ষা করুন। তখন সবংশ, স-রাষ্ট্র রাবণকে বিনাশ করবেন।। ৩৯ ।। ভস্মাচ্ছন্ন হোমাগ্নিকে যেমন যথাকালে দীপ্ত আহুতির দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করতে হয়,

অহং তু খলু তে বীর্যং প্রসুপ্তং প্রতিবোধয়ে। দীপ্তৈরাহুতিভিঃ কালে ভস্মাচ্ছন্নমিবানলম্।। ৪০
লক্ষ্মণস্য হি তদ্বাক্যং প্রতিপূজ্য হিতং শুভম্। রাঘবঃ সুহৃদং স্নিগ্ধমিদং বচনমব্রবীৎ।। ৪১
বাচ্যং যদনুরক্তেন স্নিগ্ধেন চ হিতেন চ। সত্যবিক্রমযুক্তেন তদুক্তং লক্ষ্মণ ত্বয়া।। ৪২
এষ শোকঃ পরিত্যক্তঃ সর্বকার্যাবসাদকঃ। বিক্রমেষ্বপ্রতিহতং তেজঃ প্রোৎসাহয়াম্যহম্।। ৪৩
শরৎকালং প্রতীক্ষিষ্যে স্থিতোঽস্মি বচনে তব। সুগ্রীবস্য নদীনাঞ্চ প্রসাদমনুপালয়ন্।। ৪৪
উপকারেণ বীরস্তু প্রতিকারেণ যুজ্যতে। অকৃতজ্ঞোঽপ্রতিকৃতো হন্তি সত্ত্ববতাং মনঃ।। ৪৫
তদেব যুক্তং প্রণিধায় লক্ষ্মণঃ কৃতাঞ্জলিস্তৎ প্রতিপূজ্য ভাষিতম্।
উবাচ রামং স্বভিরামদর্শনং প্রদর্শয়ন্ দর্শনমাত্মনঃ শুভম্।। ৪৬
যথোক্তমেতত্তব সর্বমীপ্সিতং নরেন্দ্র কর্তা নচিরাত্তু বানরঃ।
শরৎপ্রতীক্ষঃ ক্ষমতামিমং ভবান্ জলপ্রপাতং রিপুনিগ্রহে ধৃতঃ।। ৪৭
নিয়ম্য কোপং পরিপাল্যতাং শরৎ ক্ষমস্ব মাসাংশ্চতুরো ময়া সহ।
বসাচলেঽস্মিন্ মৃগরাজসেবিতে সংবর্তয়ন্ শত্রুবধে সমর্থঃ।। ৪৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

তেমনি আমিও এইসব কথা বলে আপনার প্রসুপ্ত বীর্যকে জাগাতে চাইছি।। ৪০ ।। লক্ষ্মণের কল্যাণকর এই পবিত্রবাক্যকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করে রাম সৌহার্দের সঙ্গে এই স্নিগ্ধবাক্য সহমর্মী লক্ষ্মণকে বললেন—।। ৪১ ।। ভাই লক্ষ্মণ, সত্যনিষ্ঠ এবং পরাক্রমী তুমি! স্নেহশীল, শুভার্থী অনুরক্তের দ্বারা যা বলা উচিত তাইই তুমি বললে।। ৪২ ।। দেখো, সর্বকার্যের অবসাদকারী এই শোককে আমি পরিত্যাগ করলাম। বিক্রমকে অপ্রতিহত করে যে তেজস্বিতা, সেই তেজকেই এখন উৎসাহের সঙ্গে আমি জাগিয়ে তুলছি।। ৪৩ ।। তোমার বাক্যে আমি স্থির হলাম। সুগ্রীব এবং নদীর প্রসন্নতার আশায় শরৎকালের জন্য আমি প্রতীক্ষা করবো *(শরৎকাল যুদ্ধযাত্রায় প্রকৃষ্ট সময়। তখন যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন সুগ্রীবের সহায়তা। সুগ্রীবের প্রসন্নতা না হলে তো সহায়তা হবে না। তাই শঙ্কিত। সুগ্রীবের প্রসন্নতার জন্য অপেক্ষা। শরতে নদীর জল স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। ওটাই নদীর প্রসন্নতা)*।। ৪৪ ।। বীরেরা উপকারের প্রতিদানে প্রত্যুপকারই করে থাকেন। অকৃতজ্ঞতা এবং অ-প্রত্যুপকারিতা সাত্ত্বিক লোকেদেরও মন ভেঙে দেয়।। ৪৫ ।। তাই ঠিক, এই কথা হৃদয়ঙ্গম করে লক্ষ্মণ করজোড়ে প্রিয়দর্শন রামকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। তাতে তিনি নিজের মঙ্গলও প্রদর্শন করলেন।। ৪৬ ।। বললেন, হে নরনাথ, আপনার যা ঈপ্সিত তা সবই বললেন। বানরনাথ সুগ্রীবও অচিরেই তা করতে পারবেন। তাই শত্রুনিগ্রহ নিশ্চয় করে এবং শরৎকালের প্রতীক্ষা করে বর্ষার এই কয়টা দিন সহ্য করে কাটিয়ে দিন।। ৪৭ ।। ক্রোধ সংযত করে শরৎকালের অপেক্ষায় থাকুন। সিংহ-সেবিত এই পর্বতে চারমাস আমার সঙ্গে কাটান। সময়ে শত্রুবধে আপনি সমর্থ হবেন।। ৪৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের সপ্তবিংশ (২৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামেণ বর্ষর্তোর্বর্ণনম্।

স তদা বালিনং হত্বা সুগ্রীবমভিষিচ্য চ। বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।। ১

অষ্টাবিংশ (২৮) সর্গ

শ্রীরামের দ্বারা বর্ষা ঋতুর বর্ণনা।

বালিকে হত্যা করে এবং সুগ্রীবকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে রাম এইভাবে মাল্যবানপর্বতের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করলেন। লক্ষ্মণকে বললেন—।। ১ ।। দেখো, বর্ষাকাল এসে গেলো। আকাশের দিকে ভালো

অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তঃ সময়োঽদ্য জলাগমঃ। সম্পশ্য ত্বং নভো মেঘৈঃ সংবৃতং গিরিসন্নিভৈঃ।। ২
নবমাসধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ। পীত্বা রসং সমুদ্রাণাং দ্যৌঃ প্রসূতে রসায়নম্।। ৩
শক্যমম্বরমারুহ্য মেঘসোপানপঙ্‌ক্তিভিঃ। কুটজার্জুনমালাভিরলঙ্কর্তুং দিবাকরঃ।। ৪
সন্ধ্যারাগোত্থিতৈস্তাম্রৈরন্তেষ্বপি চ পাণ্ডুভিঃ। স্নিগ্ধৈরভ্রপটচ্ছেদৈর্বদ্ধব্রণমিবাম্বরম্।। ৫
মন্দমারুতনিঃশ্বাসং সন্ধ্যাচন্দনরঞ্জিতম্। আপাণ্ডুজলদং ভাতি কামাতুরমিবাম্বরম্।। ৬
এষা ঘর্মপরিক্লিষ্টা নববারিপরিপ্লুতা। সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি।। ৭
মেঘোদরবিনির্মুক্তাঃ কর্পূরদলশীতলাঃ। শক্যমঞ্জলিভিঃ পাতুং বাতাঃ কেতকগন্ধিনঃ।। ৮
এষ ফুল্লার্জুনঃ শৈলঃ কেতকৈরভিবাসিতঃ। সুগ্রীব ইব শান্তারির্ধারাভিরভিষিচ্যতে।। ৯
মেঘকৃষ্ণাজিনধরা ধারাযজ্ঞোপবীতিনঃ। মারুতাপূরিতগুহাঃ প্রাধীতা ইব পর্বতাঃ।। ১০
কশাভিরিব হৈমীভির্বিদ্যুদ্ভিরভিতাড়িতম্। অন্তঃস্তনিতনির্ঘোষং সবেদনমিবাম্বরম্।। ১১
নীলমেঘাশ্রিতা বিদ্যুৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে। স্ফুরন্তী রাবণস্যাঙ্কে বৈদেহীব তপস্বিনী।। ১২
ইমাস্তা মন্মথবতাং হিতাঃ প্রতিহতা দিশঃ। অনুলিপ্তা ইব ঘনৈর্নষ্টগ্রহনিশাকরাঃ।। ১৩
ক্বচিদ্ বাষ্পাভিসংরুদ্ধান্ বর্ষাগমসমুৎসুকান্। কুটজান্ পশ্য সৌমিত্র পুষ্পিতান্ গিরিসানুষু।

করে তাকিয়ে দেখো, পাহাড়ের মতো মেঘপুঞ্জের দ্বারা যেন ঢাকা পড়ে গেছে।। ২ ।। আকাশ যেন এক নারী! সূর্যের কিরণের দ্বারা সমুদ্রের জলপান করে নয় মাস ধরে তা গর্ভে ধারণ করে এখন সেই জল বর্ষণের মাধ্যমে যেন প্রসব করছে *(কার্তিক থেকে আষাঢ় এই নয় মাস সমুদ্রের জল সূর্যকিরণের মাধ্যমে বাষ্পাকারে আকাশ টেনে নিয়েছে। শ্রাবণে তা পৃথিবীতে বর্ষণ করছে। এই জলে পৃথিবী শস্যশালিনী হবে। তাই এই রসায়ন তথা ঔষধস্বরূপ মানুষের আচরণ প্রকৃতির উপর আরোপ করে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে কবিরা আকর্ষণীয় করে তোলেন)*।। ৩ ।। গিরিমল্লিকা আর অর্জুনগাছে ফুল ফুটেছে। গাছগুলি আছে পাহাড়ের গায়ে। যেন মেঘের সিঁড়ি বেয়ে তারা আকাশে উঠে সূর্যকে ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছে!।। ৪ ।। সন্ধ্যায় আকাশ রক্তবর্ণ। তার আড়ালে দেখা যাচ্ছে শুভ্র এবং জলস্নিগ্ধ মেঘ। ওপরে লাল এবং আড়ালে শাদার আভা দেখা যাওয়ায় মনে হচ্ছে আকাশে ক্ষত হয়েছে। তার সেই রক্তাক্ত ক্ষতকে শাদামেঘের কাপড়ের টুকরোয় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।। ৫।। আকাশ যেন একটি নারী! বর্ষায় মন্দ মন্দ বায়ু বইছে। ঐ বায়ুই যেন তার নিঃশ্বাস। সন্ধ্যার রক্তিমা যেন তার রক্তচন্দনের অনুলেপন। মেঘগুলো ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। এই সব দেখে লক্ষ্মণের মনে হচ্ছে আকাশ যেন এক কামাতুরা নারী।।৬ ।। ধরণী গ্রীষ্মের তাপে সন্তপ্তা। নূতন জলের বর্ষণে প্লাবিতা। মনে হচ্ছে, শোক-সন্তপ্তা সীতার মতোই যেন সে চোখের জলে ভাসছে।। ৭ ।। মেঘের মধ্যে থেকে বাতাস বেরিয়ে আসছে। ফলে তা কর্পূরের মতো শীতল। বয়ে আনছে কেতকীফুলের গন্ধ। এই বায়ুকে যেন অঞ্জলি ভরে পান করা যায়?।। ৮ ।। পাহাড়ের অর্জুনগাছে ফুল ফুটেছে। কেতকীফুলের সৌরভে সুরভিত পর্বত-প্রদেশ। তার ওপর বর্ষিত হচ্ছে জলের ধারা। যেন শত্রুবিনাশের পর সুগ্রীব জলের ধারায় অভিষিক্ত হচ্ছেন!।।৯ ।। কালো মেঘের মৃগচর্মই যেন ধারণ করেছে এই পর্বত। জলের ধারা যেন তার শুভ্র উপবীত। গুহায় বায়ুর শব্দ যেন বেদমন্ত্রধ্বনি। পর্বত যেন এক বেদপাঠী ব্রহ্মচারী *(বেদপাঠী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বর্ষার পর্বতের তুলনা অপূর্ব। ঋষির কবিদৃষ্টি প্রমাণিত)*।। ১০ ।। বিদ্যুতের ঝলকানি এবং মেঘের শব্দে মনে হচ্ছে সোনার চাবুকের ঘায়ে আকাশ আর্তনাদ করে উঠছে আজ।। ১১।। নীলকমলের বুকে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হচ্ছে। যেন কালো রাবণের অঙ্কে স্বর্ণবর্ণা তপস্বিনী সীতা!।। ১২ ।। মেঘের ঘনঘটায় গভীর আঁধারের জন্য দিকগুলি বোঝা যাচ্ছে না। চাঁদ আর অন্য গ্রহগুলোকে দেখা যাচ্ছে না। যেন কামীদের উপভোগের সুবিধার জন্য এই ঘনান্ধকার নেমে এসেছে।। ১৩ ।। লক্ষ্মণ, দেখো, পাহাড়ের গায়ে থরে থরে কুটজ ফুল ফুটেছে। শোকে অভিভূত আমি। আমার কামভাবনাকে যেন এই

মম শোকাভিভূতস্য কামসন্দীপনান্ স্থিতান্।। ১৪
রজঃ প্রশান্তং সহিমোঽদ্য বায়ুর্নিদাঘদোষপ্রসরাঃ প্রশান্তাঃ।
স্থিতা হি যাত্রা বসুধাধিপানাং প্রবাসিনো যান্তি নরাঃ স্বদেশান্।। ১৫
সম্প্রস্থিতা মানসবাসলুব্ধাঃ প্রিয়ান্বিতাঃ সম্প্রতি চক্রবাকাঃ।
অভীক্ষ্ণবর্ষোদকবিক্ষতেষু যানানি মার্গেষু ন সম্পতন্তি।। ১৬
ক্বচিৎ প্রকাশং ক্বচিদপ্রকাশং নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্বতসন্নিরুদ্ধং রূপং যথা শান্তমহার্ণবস্য।। ১৭
ব্যামিশ্রিতং সর্জ-কদম্বপুষ্পৈর্নবং জলং পর্বতধাতুতাম্রম্।
ময়ূরকেকাভিরনুপ্রয়াতং শৈলাপগাঃ শীঘ্রতরং বহন্তি।। ১৮
রসাকুলং ষট্পদসন্নিকাশং প্রভুজ্যতে জম্বুফলং প্রকামম্।
অনেকবর্ণং পবনাবধূতং ভূমৌ পতত্যাম্রফলং বিপক্কম্।। ১৯
বিদ্যুৎপতাকাঃ সবলাকমালাঃ শৈলেন্দ্রকূটাকৃতিসন্নিকাশাঃ।
গর্জন্তি মেঘাঃ সমুদীর্ণনাদা মত্তা গজেন্দ্রা ইব সংযুগস্থাঃ।। ২০
বর্ষোদকাপ্যায়িতশাদ্বলানি প্রবৃত্তনৃত্তোৎসববর্হিণানি।
বনানি নির্বৃষ্টবলাহকানি পশ্যাপরাহ্নেষ্বধিকং বিভান্তি।। ২১
সমুদ্বহন্তঃ সলিলাতিভারং বলাকিনো বারিধরা নদন্তঃ।
মহৎসু শৃঙ্গেষু মহীধরাণাং বিশ্রম্য বিশ্রম্য পুনঃ প্রয়ান্তি।। ২২
মেঘাভিকামা পরিসম্পতন্তী সম্মোদিতা ভাতি বলাকপঙ্ক্তিঃ।

ফুলের সমারোহ আজ সবিশেষ উদ্দীপিত করছে।। ১৪ ।। ধূলো আজ বসে গেছে। বাতাস শীতল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরম যে বেড়ে যায়, তা প্রশমিত হয়েছে। রাজাদের যুদ্ধযাত্রা বন্ধ হয়ে গেছে। প্রবাসী মানুষেরা স্বদেশে ফিরে যাচ্ছে *(কর্মরতদের তখন বর্ষায় ছুটি হতো। প্রবাসীরা বর্ষার ছুটিতে নিজের বাড়ীতে ফিরে আসতেন। এখনো পশ্চিমবঙ্গে বর্ষায় চলাফেরায় অসুবিধার জন্য দক্ষিণবঙ্গে বর্ষায় ছুটি হয়। শীতের আধিক্যে দার্জিলিং-এ শীতের ছুটি হয়, অন্যত্র গ্রীষ্মের অধিক্যের জন্য গ্রীষ্মের ছুটি হয়)*।। ১৫ ।। চক্রবাক পাখীগুলি প্রিয়াপত্নীদেরকে সঙ্গে করে মানস-সরোবরে বাসের জন্য প্রলুব্ধ হয়ে সেখানে যাত্রা করেছে। নিরন্তর বর্ষণের জলে রাস্তাঘাট ক্ষতবিক্ষত। পথে গাড়ীঘোড়া চলছে না।।১৬ ।। মেঘগুলি ছড়িয়ে থাকায় আকাশ কোথাও দেখা যাচ্ছে, কোথাও বা মেঘে ঢেকে আছে। স্থানে স্থানে পর্বতের দ্বারা অবরুদ্ধ শান্ত সমুদ্রের মতো দেখাচ্ছে আজ আকাশকে।। ১৭ ।। বর্ষার নতুন জল পর্বতের ধাতুরাগে রঞ্জিত হয়ে গেছে। সর্জ এবং কদমফুল তাতে ভাসছে। পার্বত্য নির্ঝরিণী দ্রুতগতিতে বয়ে যাচ্ছে।। ১৮ ।। কালো জামফলগুলি পেকে রসে টসটসে হয়ে ভ্রমরের মতো দেখাচ্ছে। জনসাধারণ সেই জাম প্রচুরভাবে খাচ্ছে। নানাবর্ণের আম পেকে গেছে। বাতাসে সেগুলি মাটিতে ঝরে পড়ছে।। ১৯ ।। যুদ্ধের মত্ত-হাতীর মতো মেঘেরা গর্জন করছে। বিদ্যুৎ যেন তাদের পতাকা। বলাকাশ্রেণী যেন তার মালা। মেঘেরা দেখতে পাহাড়ের চূড়ার মতো।। ২০ ।। বর্ষার জলে ঘাসেরা যেন আপ্যায়িত হয়েছে। ময়ূরেরা মেতে উঠেছে নাচের উৎসবে। মেঘ বনের ওপর নিঃশেষে বর্ষণ করছে। বিকেলবেলায় বনাঞ্চলগুলি বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে *(শাদ্বল—ঘাস, তৃণ। কূট—চূড়া। বর্হ—ময়ূরের পাখা। বর্হিন—ময়ূর। বলাকে—মেঘ)*।। ২১ ।। মেঘগুলি জলের গুরুভার বহন করে গর্জন করতে করতে চলেছে। বকের শ্রেণী তাদের ঘিরে উড়ছে। পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় বারংবার বিশ্রাম করতে করতে মেঘের দল উড়ে চলেছে।। ২২ ।। বলাকাশ্রেণী মেঘের কাছে গর্ভধারণের আড়াল কামনা করে আনন্দে বাতাসে ভেসে চলেছে। বাতাসে কম্পমান সুন্দর এক

বাতাবধূতা বরপৌণ্ডরীকী লম্বেব মালা রুচিরাম্বরস্য।। ২৩
বালেন্দ্রগোপান্তরচিত্রিতেন বিভাতি ভূমির্নবশাদ্বলেন।
গাত্রানুপৃক্তেন শুকপ্রভেণ নারীব লাক্ষোক্ষিতকম্বলেন।। ২৪
নিদ্রা শনৈঃ কেশবমভ্যুপৈতি দ্রুতং নদী সাগরমভ্যুপৈতি।
হৃষ্টা বলাকা ঘনমভ্যুপৈতি কান্তা সকামা প্রিয়মভ্যুপৈতি।। ২৫
জাতা বনান্তাঃ শিখিসুপ্রনৃত্তা জাতাঃ কদম্বাঃ সকদম্বশাখাঃ।
জাতা বৃষা গোষু সমানকামা জাতা মহী শস্যবনাভিরামা।। ২৬
বহন্তি বর্ষন্তি নদন্তি ভান্তি ধ্যায়ন্তি নৃত্যন্তি সমাশ্বসন্তি।
নদ্যো ঘনা মত্তগজা বনান্তাঃ প্রিয়াবিহীনাঃ শিখিনঃ প্লবঙ্গমাঃ।। ২৭
প্রহর্ষিতাঃ কেতকিপুষ্পগন্ধমাঘ্রায় মত্তা বননির্ঝরেষু।
প্রপাতশব্দাকুলিতা গজেন্দ্রাঃ সার্ধং ময়ূরৈঃ সমদা নদন্তি।। ২৮
ধারানিপাতৈরভিহন্যমানাঃ কদম্বশাখাসু বিলম্বমানাঃ।
ক্ষণার্জিতং পুষ্পরসাবগাঢং শনৈর্মদং ষট্চরণাস্ত্যজন্তি।। ২৯
অঙ্গারচূর্ণোৎকরসন্নিকাশৈঃ ফলৈঃ সুপর্যাপ্তরসৈঃ সমৃদ্ধৈঃ।
জম্বুদ্রুমাণাং প্রবিভান্তি শাখা নিপীয়মানা ইব ষট্পদৌঘৈঃ।। ৩০
তড়িৎপতাকাভিরলঙ্কৃতানামুদীর্ণগম্ভীরমহারবাণাম্।
বিভান্তি রূপাণি বলাহকানাং রণোৎসুকানামিব বারণানাম্।। ৩১
মার্গানুগঃ শৈলবনানুসারী সম্প্রস্থিতো মেঘরবং নিশম্য।
যুদ্ধাভিকামঃ প্রতিনাদশঙ্কী মত্তো গজেন্দ্রঃ প্রতি সন্নিবৃত্তঃ।। ৩২

শ্বেতপদ্মের লম্বা মালার মতোই আকাশে তাদের দেখাচ্ছে *(বাত—বাতাস। অবধূত—কম্পিত)*।।২৩।। নূতন গজানো ঘাসের প্রান্তরে ছোটো ছোটো কাঁচপোকাগুলি বিকীর্ণ হয়ে আছে। ধরিত্রীকে দেখাচ্ছে একটি নারীর মতো। যেন শুকপাখীর বর্ণের একটি কম্বল গায়ে দিয়ে এসেছে। কম্বলটির গায়ে রয়েছে লাক্ষার লাল।। ২৪ ।। নিদ্রা ধীরে ধীরে কেশবের দিকে এগিয়ে চলেছে। বলাকাগুলি আনন্দে মেঘের দিকে উড়ে চলেছে। বেগে ছুটে চলেছে নদী। সাগরের দিকে। মিলনের কামনা নিয়ে সুন্দরী রমণী প্রিয়ের কাছে অভিসারযাত্রা করেছে *(কান্তা—কমনীয়দর্শন প্রেয়সী)*।। ২৫ ।। বনের প্রান্তে ময়ূরেরা নাচছে। কদমের শাখায় শাখায় ফুটেছে ফুল। থরে থরে। বৃষ এবং গাভী পরস্পর সমানভাবেই কামের বশীভূত। শস্যের সমারোহে এবং বনের শ্যামলিমায় ধরিত্রী অত্যন্ত রমণীয় হয়ে উঠেছে।। ২৬ ।। নদীগুলি বয়ে চলেছে। মেঘ বর্ষণ করছে। উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করছে মত্ত মাতঙ্গেরা। বনের প্রান্তগুলি হয়ে উঠেছে সুশোভিত। এমনি বর্ষায় প্রিয়াহীন পুরুষেরা চিন্তামগ্ন। ময়ূরেরা আনন্দে নৃত্যরত। বানরেরা সুগ্রীবের রাজ্যলাভে সম্যগ্ভাবে আশ্বস্ত।।২৭।। বড়ো বড়ো হাতীগুলি কেতকীফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করে আনন্দে মত্ত। বনের নির্ঝরিণীর জলপতনের শব্দে আকুল হয়ে তারা ময়ূরের সঙ্গে আনন্দে নেচে চলেছে।। ২৮ ।। ভ্রমরপুঞ্জ কদমগাছের ডালে বসেছিলো। বৃষ্টির ধারায় তারা আহত হয়েছে। ক্ষণিক পূর্বে ফুলের মধু পান করায় যে ভাবের ঘোর তাদের এসেছিলো, এখন জলের ঝাপ্টায় ধীরে ধীরে তা কেটে যাচ্ছে।। ২৯ ।। বড়ো বড়ো জামগুলি পর্যাপ্ত রসে পরিপূর্ণ। অঙ্গারচূর্ণের কালো ডেলার মতো দেখতে। জামগাছের ডালায় ডালায় পুঞ্জ পুঞ্জ জাম ফলে থাকায় মনে হচ্ছে যেন ভ্রমরেরা দল বেঁধে বসে ঐ ডালাগুলির রসপান করতে বসেছে।।৩০।। মেঘেরা যেন বিদ্যুতের পতাকায় অলঙ্কৃত। তারা গম্ভীর গর্জন করছে। যুদ্ধে উৎসুক হস্তীর রূপধারণ করেছে।।৩১ ।। পর্বতপ্রদেশের বনান্তরে যাত্রা করেছে একটি হাতী। হঠাৎ শুনলো মেঘের গর্জন। প্রতিদ্বন্দ্বী হাতীর গর্জন মনে করে সেই হস্তিরাজ যুদ্ধের জন্য ফিরে দাঁড়িয়ে গেলো।। ৩২ ।। কোথাও ভ্রমরপুঞ্জ গুঞ্জন করে চলেছে। কোথাও বা নেচে চলেছে ময়ূরেরা।

ক্বচিৎ প্রগীতা ইব ষট্‌পদৌঘৈঃ ক্বচিৎ প্রনৃত্তা ইব নীলকণ্ঠৈঃ।
ক্বচিৎ প্রমত্তা ইব বারণেন্দ্রৈর্বিভান্ত্যনেকাশ্রয়িণো বনান্তাঃ।। ৩৩
কদম্বসর্জার্জুনকন্দলাঢ্যা বনান্তভূমির্মধুবারিপূর্ণা।
ময়ূরমত্তাভিরুতপ্রনৃত্তৈরাপানভূমিপ্রতিমা বিভাতি।। ৩৪
মুক্তাসমাভং সলিলং পতদ্ বৈ সুনির্মলং পত্রপুটেষু লগ্নম্।
হৃষ্টা বিবর্ণচ্ছদনা বিহঙ্গাঃ সুরেন্দ্রদত্তং তৃষিতাঃ পিবন্তি।। ৩৫
ষট্‌পাদতন্ত্রীমধুরাভিধানং প্লবঙ্গমোদীরিতকণ্ঠতালম্।
আবিষ্কৃতং মেঘমৃদঙ্গনাদৈর্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্।। ৩৬
ক্বচিৎ প্রনৃত্তৈঃ ক্বচিদুন্নদদ্ভিঃ ক্বচিচ্চ বৃক্ষাগ্রনিষণ্ণকায়ৈঃ।
ব্যালম্ববর্হাভরণৈর্ময়ূরৈর্বনেষু সঙ্গীতমিব প্রবৃত্তম্।। ৩৭
স্বনৈর্ঘনানাং প্লবগাঃ প্রবুদ্ধা বিহায় নিদ্রাং চিরসন্নিরুদ্ধাম্।
অনেকরূপাকৃতিবর্ণনাদা নবাম্বুধারাভিহতা নদন্তি।। ৩৮
নদ্যঃ সমুদ্বাহিতচক্রবাকাস্তটানি শীর্ণান্যপবাহয়িত্বা।
দৃপ্তা নবপ্রাবৃতপূর্ণভোগাদ্রুতং সভর্তারমুপোপযান্তি।। ৩৯
নীলেষু নীলা নববারিপূর্ণা মেঘেষু মেঘাঃ প্রতিভান্তি সক্তাঃ।
দবাগ্নিদগ্ধেষু দবাগ্নিদগ্ধাঃ শৈলেষু শৈলা ইব বদ্ধমূলাঃ।। ৪০
প্রমত্তসন্নাদিতবর্হিণানি সশক্রগোপাকুলশাদ্বলানি।

কোথাও আবার বড়ো বড়ো হাতীগুলি মদমত্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বনের প্রান্তভাগগুলি এইভাবে অনেককিছুকে আশ্রয় করে সুন্দর হয়ে উঠেছে।।৩৩ ।। প্রভূত কদম, সর্জ, অর্জুন এবং স্থলপদ্মে সেজেছে আজ বনভূমি। মধুর মতো জলে ভেসে চলেছে বনান্ত। চলেছে ময়ূরের কেকাধ্বনি এবং নৃত্য। পানশালার রূপধারণ করেছে বর্ষার বনানী।। ৩৪ ।। মুক্তার মতো উজ্জ্বল জলবিন্দু পত্রপুটে আটকে গেছে। বৃষ্টিতে পাখীদের পালকগুলি গেছে বিবর্ণ হয়ে। যেন ইন্দ্রপ্রদত্ত পত্রপুটের ঐ জল তৃষ্ণার্ত পাখীরা আনন্দে পান করছে।। ৩৫ ।। ভ্রমরের গুঞ্জন বীণার ধ্বনির মতো শোনা যাচ্ছে। ব্যাঙের শব্দ যেন কণ্ঠের তাল! মেঘের গুরু গুরু নাদ যেন মৃদঙ্গের ধ্বনি! সব মিলে বনে আজ যেন গানের জলসা বসেছে! *(তন্ত্রীধ্বনি, তালবাদ্য এবং কণ্ঠসঙ্গীত—এই তিন নিয়েই সঙ্গীত তথা জলসা। বর্ষার প্রকৃতি ঐ ভাবে সেই জলসাই যেন এখানে সৃষ্টি করেছে। মৃচ্ছকটিকে আছে—তালীষু তারং বিটপেষু মন্দ্রং শিলাসু রূক্ষং সলিলেষু চণ্ডম্।/ সঙ্গীতবীণা ইব তাড্যমানাস্তালানুসারে ণ পতন্তি ধারাঃ।।—রবীন্দ্রনাথ—"শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে/ধ্বনিয়া তুলেছে মত্তমদির বাতাসে/শতেকযুগের গীতিকা/শত শত গীত-মুখরিত বন-বীথিকা)*।।৩৬।। কোথাও নাচছে। কোথাও উচ্চৈঃস্বরে কূজন করছে। পুচ্ছের অলঙ্কার ছড়িয়ে ময়ূরগুলি নাচছে। গাছের আড়ালে ওপরে কোথাও আবার নিজেদের শরীরকে লুকিয়ে রাখছে।। ৩৭ ।। মেঘের গর্জন শুনে ব্যাঙগুলি জেগে উঠেছে। বহুদিনের ঘুম ছেড়ে। বিচিত্র রূপ আর আকৃতি তাদের। নূতন জলধারায় আহত হয়ে তারা ডাকছে *(প্লবগ—লাফিয়ে চলে বলে ব্যাঙ এবং বানর দুইকেই প্লবগ বলা হয়। 'প্লব' মানে লাফিয়ে চলা)*।।৩৮ ।। পূর্ণবেগে নদী বয়ে চলেছে সাগরের দিকে। তার ওপর ভাসছে চক্রবাকগুলি। শীর্ণ তটভূমি প্লাবিত হচ্ছে। যেন কোনো যৌবনোদ্ধতা নারী জীর্ণা নারীকে অবজ্ঞা করে পূর্ণভাবে ভোগের জন্য পতির কাছে দৃপ্তভাবে ছুটে চলেছে। নদীরূপিণী নারীর উদ্ধত বক্ষ হচ্ছে ঐ চক্রবাক পাখীগুলি। শীর্ণ তটভূমি যেন জীর্ণা নারী।। ৩৯ ।। নূতন জলে-ভরা মেঘ নীলমেঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নীল-ভাবেই প্রতিভাত। দাবাগ্নি দগ্ধ পাহাড়গুলিতে যখন সংলগ্ন হচ্ছে তখন পর্বতের মতো হয়ে যাচ্ছে ঐ মেঘরাজি।। ৪০ ।। কোনো কোনো বনে প্রমত্ত হয়ে ময়ূর কেকাধ্বনি করছে। ঘাসগুলি ইন্দ্রগোপকীট তথা কাঁচপোকায় আচ্ছাদিত।

চরন্তি নীপার্জুনবাসিতানি গজাঃ সুরম্যাণি বনান্তরাণি।। ৪১
নবাম্বুধারাহতকেসরাণি দ্রুতং পরিত্যজ্য সরোরুহাণি।
কদম্বপুষ্পাণি সকেসরাণি নবানি হৃষ্টা ভ্রমরাঃ পিবন্তি।। ৪২
মত্তা গজেন্দ্রা মুদিতা গবেন্দ্রা বনেষু বিক্রান্ততরা মৃগেন্দ্রাঃ।
রম্যা নগেন্দ্রা নিভৃতা নরেন্দ্রাঃ প্রক্রীড়িতো বারিধরৈঃ সুরেন্দ্রঃ।। ৪৩
মেঘাঃ সমুদ্ভূতসমুদ্রনাদামহাজলৌঘৈর্গগনাবলম্বাঃ।
নদীস্তটাকানি সরাংসি বাপীর্মহীঞ্চ কৃৎস্নামপবাহয়ন্তি।। ৪৪
বর্ষপ্রবেগাঃ বিপুলাঃ পতন্তি প্রবান্তি বাতাঃ সমুদীর্ণবেগাঃ।
প্রণষ্টকুলাঃ প্রবহন্তি শীঘ্রং নদ্যো জলং বিপ্রতিপন্নমার্গাঃ।। ৪৫
নরৈর্নরেন্দ্রা ইব পর্বতেন্দ্রাঃ সুরেন্দ্রদত্তৈঃ পবনোপনীতৈঃ।
ঘনাম্বুকুম্ভৈরভিষিচ্যমানা রূপং শ্রিয়ং স্বামিব দর্শয়ন্তি।। ৪৬
ঘনোপগূঢ়ং গগনং ন তারা ন ভাস্করোদর্শনমভ্যুপৈতি।
নবৈর্জলৌঘৈর্ধরণী বিতৃপ্তা তমোবিলিপ্তা ন দিশঃ প্রকাশাঃ।। ৪৭
মহান্তি কূটানি মহীধরাণাং ধারাবিধৌতান্যধিকং বিভান্তি।
মহাপ্রমাণৈর্বিপুলৈঃ প্রপাতৈর্মুক্তাকলাপৈরিব লম্বমানৈঃ।। ৪৮
শৈলোপলপ্রস্খলমানবেগাঃ শৈলোত্তমানাং বিপুলাঃ প্রপাতাঃ।
গুহাসু সন্নাদিতবর্হিণাসু হারা বিকীর্যন্ত ইবাবভান্তি।। ৪৯
শীঘ্রপ্রবেগা বিপুলাঃ প্রপাতা নির্ধৌতশৃঙ্গোপতলা গিরীণাম্।
মুক্তাকলাপপ্রতিমাঃ প্রতন্তো মহাগুহোৎসঙ্গতলৈর্ধ্রিয়ন্তে।। ৫০
সুরতামর্দবিচ্ছিন্নাঃ স্বর্গস্ত্রীহারমৌক্তিকাঃ। পতন্তি চাতুলা দিক্ষু তোয়ধারাঃ সমন্ততঃ।। ৫১

কদম আর অর্জুনফুলের গন্ধে অমোদিত, সুরম্য সেই বনভূমিতে হাতীরা বিচরণ করছে। *(হাতীর ঘ্রাণশক্তি প্রবল। তাই বর্ষার ফুলের গন্ধে সুরভিত স্থানে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে)।।* ৪১ ।। পদ্মফুলগুলির ওপর মধুপানে বসেছিলো ভ্রমরকুল। বৃষ্টির ধারায় পদ্মের কেশরগুলি বিশীর্ণ হওয়ায় পদ্ম ত্যাগ করে তারা তাড়াতাড়ি কেশরযুক্ত নূতন কদমফুলে এসে বসেছে। আনন্দে তারা সেখানে মধুপান করছে।। ৪২ ।। বড়ো বড়ো হাতীগুলি আজ মত্ত। বড়ো বড়ো গোরুগুলি আনন্দিত। বনে বনে সিংহগুলি অধিক বিক্রম প্রকাশ করছে। বড়ো বড়ো পাহাড়গুলি সুন্দর হয়ে উঠেছে। রাজারা এখন নিভৃতে চলে গেছে। দেবরাজ ইন্দ্র যেন মেঘের সঙ্গে এখন খেলা করছেন।। ৪৩ ।। মেঘ থেকে উত্থিত হচ্ছে আজ সাগরের গর্জন। জলপুঞ্জ নিয়ে আকাশে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। নদীর তীর, সরোবর, পুকুর, এবং সমগ্র পৃথিবীকে তারা জলবর্ষণ করে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে *(ওঘ—সমূহ। মহাজল + ওঘ—মহাজলৌঘ)*।। ৪৪ ।। বিপুলবেগে বৃষ্টি হচ্ছে। ঝড়ের বেগে বইছে বায়ু। কূল-ভাসিয়ে বিপথে ছুটে চলেছে নদীর জল।। ৪৫ ।। কলশের জলে স্নান করিয়ে অভিষিক্ত করলে রাজাকে সুন্দর দেখায়। তেমনি শ্রেষ্ঠপর্বতগুলি ইন্দ্রের প্রেরিত, বায়ুর দ্বারা আনীত, মেঘরূপ কলশের জলে অভিষিক্ত হয়ে যেন নিজেদের সৌন্দর্যকে তুলে ধরছে।। ৪৬ ।। মেঘে আকাশ গেছে ঢেকে। তারা দেখা যাচ্ছে না। সূর্যও উঠছে না। প্রভূত নূতন জলের ধারায় যেন বেশ তৃপ্ত। ঘন অন্ধকারে দিক বোঝা যাচ্ছে না।। ৪৭ ।। পাহাড়ে উঁচু চূড়াগুলি জলের ধারায় ভালোভাবে ধুয়ে যাওয়ায় অন্যরকম দেখাচ্ছে। বিরাট সব জলের ধারা মুক্তার মালার মতো পাহাড়ের গায়ে নেমে আসছে।। ৪৮।। পাহাড়ের পাথর বেগে খসে পড়ছে। বড়ো বড়ো পাহাড় থেকে নেমে আসা জলের প্রপাত গুহায় মধ্যে ঢুকে ময়ূরের মতো ধ্বনি করছে। আর হারের মুক্তার মতো যেন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।। ৪৯।। বিশাল জলপ্রপাত দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। পাহাড়গুলির নীচের দিকগুলি ভালোভাবে ধুয়ে দিচ্ছে। মুক্তার মালার মতো নেমে আসছে। বড়ো বড়ো গুহাগুলি ঐ জলধারাকে কোলে করে ধরে নিচ্ছে।। ৫০।। প্রণয়ীর সঙ্গে উদ্দাম মিলনের কালে স্বর্গের স্ত্রীদের মুক্তার মালা ছিঁড়ে যায়। মুক্তাগুলি তখন ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক সেইরকম ভাবে ঝর্ণার জলের ধারা সবদিকে এখন ছড়িয়ে পড়ছে।। ৫১ ।।

বিলীয়মানৈর্বিহগৈর্নিমীলদ্ভিশ্চ পঙ্কজৈঃ। বিকসন্ত্যা চ মালত্যা গতোঽস্তং জ্ঞায়তে রবিঃ।। ৫২
বৃত্তা যাত্রা নরেন্দ্রাণাং সেনা পথ্যেব বর্ততে। বৈরাণি চৈব মার্গাশ্চ সলিলেন সমীকৃতাঃ।। ৫৩
মাসি প্রৌষ্ঠপদে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণানাং বিবক্ষতাম্। অয়মধ্যায়সময়ঃ সামগানামুপস্থিতঃ।। ৫৪
বিবৃত্তকর্মাযতনো নূনং সঞ্চিতসঞ্চয়ঃ। আষাঢীমভ্যুপগতো ভরতঃ কোসলাধিপঃ।। ৫৫
নূনমাপূর্যমাণায়াঃ সরয্বা বর্ধতে রয়ঃ। মাং সমীক্ষ্য সমায়ান্তমযোধ্যায়া ইব স্বনঃ।। ৫৬
ইমাঃ স্ফীতগুণা বর্ষাঃ সুগ্রীবঃ সুখমশ্নুতে। বিজিতারিঃ সদারশ্চ রাজ্যে মহতি চ স্থিতঃ।। ৫৭
অহং তু হৃতদারশ্চ রাজ্যাচ্চ মহতশ্চ্যুতঃ। নদীকুলমিব ক্লিন্নমবসীদামি লক্ষ্মণ।। ৫৮
শোকশ্চ মম বিস্তীর্ণো বর্ষাশ্চ ভৃশদুর্গমাঃ। রাবণশ্চ মহাঞ্ছত্রুরপারঃ প্রতিভাতি মে।। ৫৯
অযাত্রাঞ্চৈব দৃষ্ট্বেমাং মার্গাংশ্চ ভৃশদুর্গমান্। প্রণতে চৈব সুগ্রীবে ন ময়া কিঞ্চিদীরিতম্।। ৬০
অপি চাপি পরিক্লিষ্টং চিরাদ্দারৈঃ সমাগতম্। আত্মকার্যগরীয়স্ত্বাদ্ বক্তুং নেচ্ছামি বানরম্।। ৬১
স্বয়মেব হি বিশ্রম্য জ্ঞাত্বা কালমুপাগতম্। উপকারঞ্চ সুগ্রীবো বেৎস্যতে নাত্র সংশয়ঃ।। ৬২
তস্মাৎ কালপ্রতীক্ষোঽহং স্থিতোঽস্মি শুভলক্ষণ। সুগ্রীবস্য নদীনাঞ্চ প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষয়ন্।। ৬৩
উপকারেণ বীরো হি প্রতীকারেণ যুজ্যতে। অকৃতজ্ঞোঽপ্রতিকৃতো হন্তি সত্ত্ববতাং মনঃ।। ৬৪
অথৈবমুক্তঃ প্রণিধায় লক্ষ্মণঃ কৃতাঞ্জলিস্তৎ প্রতিপূজ্য ভাষিতম্।
উবাচ রামং স্বভিরামদর্শনং প্রদর্শয়ন্ দর্শনমাত্মনঃ শুভম্।। ৬৫
যদুক্তমেতত্তব সর্বমীপ্সিতং নরেন্দ্র কর্তা ন চিরাদ্ধরীশ্বরঃ।
শরৎপ্রতীক্ষঃ ক্ষমতামিদং ভবান্ জলপ্রপাতং রিপুনিগ্রহে ধৃতঃ।। ৬৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টাবিংশঃ সর্গঃ।

পাখীগুলি গাছের আড়ালে বিলীন হয়ে আছে। পদ্মগুলি গেছে বুঁজে। মালতী ফুল ফুটেছে। এইসব কারণেই জানা যাচ্ছে, সূর্য অস্ত গেছে।। ৫২ ।। রাজাদের যুদ্ধযাত্রা গেছে থেমে। সেনারা যারা যাত্রা করেছিলো, তারা পথেই রুদ্ধ হয়ে আছে। শত্রু এবং পথঘাট একইভাবে বিপর্যস্ত।। ৫৩ ।। ভাদ্রমাসে বেদপাঠেচ্ছু সাম-বেদী ব্রাহ্মণদের অধ্যয়নের এটিই সময় *(প্রৌষ্ঠপদ—ভাদ্র মাস)*।। ৫৪ ।। কোশলপতি ভরত আষাঢ়মাস এসে-যাওয়ায় নিশ্চয়ই যজ্ঞস্থলের উপর আচ্ছাদন দেবার কাজ সেরে নিয়ে প্রজাদের কল্যানসাধনে তৎপর হয়েছেন।। ৫৫।। আমাকে অযোধ্যা থেকে চলে আসতে দেখে জনগণের কোলাহল যেমন ক্রমে বাড়ছিলো, তেমনি জলপূর্ণা সরযূরও জলস্রোতের শব্দ ক্রমেই বেড়ে চলেছে *(রয়ঃ—বেগ)*।। ৫৬ ।। বর্ষা এখন অনেকগুণ বেড়ে উঠেছে। সুগ্রীব শত্রু জয় করে বিশাল রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পত্নীকে নিয়ে সুখ উপভোগ করছেন।। ৫৭ ।। লক্ষ্মণ, আর আমি পত্নীকে হারিয়ে, বিরাট রাজ্য হতে বিচ্যুত হয়ে জলের তোড়ে ভেঙে-যাওয়া নদীতীরের মতো অবসন্ন হয়ে অবস্থান করছি।। ৫৮।। শোক আমার বেড়ে চলেছে। বর্ষাও অত্যন্ত দুর্গম হয়ে উঠেছে। মহাশত্রু রাবণকে অপরাজেয় বলে আমার মনে হচ্ছে।। ৫৯ ।। দেখলাম, পথঘাট অত্যন্ত দুর্গম। এইসময়ে যুদ্ধযাত্রা সম্ভব নয়। তাই সুগ্রীবকে আমি কিছু বলি নি।। ৬০ ।। সুগ্রীবকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখেছি। বহুদিন পরে বেচারা পত্নীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আমার কাজটাও বেশ কঠিন বলে সেই বানরকে কিছু বলতে আর চাই না।। ৬১ ।। এখন বিশ্রাম করে উপযুক্ত সময় এসেছে বুঝতে পেরে সুগ্রীব আমার উপকার করতে চাইবে। এতে কোনো সংশয় নেই।। ৬২।। কল্যাণকর্মা ভাই লক্ষ্মণ, এ জন্যেই সুগ্রীবের প্রসন্নতা ও নদীর স্বচ্ছতা আকাঙ্ক্ষা করে আমি উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করছি।। ৬৩ ।। বীরেরা উপকারের দ্বারাই উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে। অকৃতজ্ঞরা প্রত্যুপকার করে না। তারা সাত্ত্বিক ব্যক্তির মনকে আহত করে।। ৬৪ ।। লক্ষ্মণকে এইরকম বলার পর লক্ষ্মণ তা হৃদয়ে গ্রহণ করে কৃতাঞ্জলি হয়ে সুন্দরদর্শন রামকে পুনরায় পূজা করলেন। নিজের শুভদৃষ্টির পরিচয় দিয়ে বললেন—।। ৬৫ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনার যা বাঞ্ছিত ছিলো, তার সবই আপনি বললেন। বানরাধিপতি সুগ্রীবও সেইভাবে কাজ করতে দেরী করবেন না। শত্রুর বিনাশের জন্য সংকল্প করে শরৎকালের প্রতীক্ষা করে আপনি এই বর্ষাকাল কাটিয়ে দিন।। ৬৬।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের অষ্টাবিংশ (২৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

হনুমতা প্রবুদ্ধস্য সুগ্রীবস্য বানরসৈন্যানামেকত্র স্থাপনায় নীলং প্রতি আদেশঃ।

সমীক্ষ্য বিমলং ব্যোম গতবিদ্যুদ্-বলাহকম্। সারসাকুলসঙ্ঘুষ্টং রম্যজ্যোৎস্নানুলেপনম্।। ১
সমৃদ্ধার্থঞ্চ সুগ্রীবং মন্দধর্মার্থসংগ্রহম্। অত্যর্থং চাসতাং মার্গমেকান্তগতমানসম্।। ২
নিবৃত্তকার্যং সিদ্ধার্থং প্রমদাভিরতং সদা। প্রাপ্তবন্তমভিপ্রেতান্ সর্বানেব মনোরথান্।। ৩
স্বাঞ্চ পত্নীমভিপ্রেতাং তারাং চাপি সমীপ্সিতাম্। বিহরন্তমহোরাত্রং কৃতার্থং বিগতজ্বরম্।। ৪
ক্রীড়ন্তমিব দেবেশং গন্ধর্বাপ্সরসাং গণৈঃ। মন্ত্রিষু ন্যস্তকার্যঞ্চ মন্ত্রিণামনবেক্ষকম্।। ৫
উচ্ছিন্নরাজ্যসন্দেহং কামবৃত্তমিব স্থিতম্। নিশ্চিতার্থোঽর্থতত্ত্বজ্ঞঃ কালধর্মবিশেষবিৎ।। ৬
প্রসাদ্য বাক্যৈর্বিবিধৈর্হেতুমদ্ভির্মনোরমৈঃ। বাক্যবিদ্ বাক্যতত্ত্বজ্ঞং হরীশং মারুতাত্মজঃ।। ৭
হিতং তথ্যঞ্চ পথ্যঞ্চ সাম-ধর্মার্থ-নীতিমৎ। প্রণয়প্রীতিসংযুক্তং বিশ্বাসকৃতনিশ্চয়ম্।। ৮
হরীশ্বরমুপাগম্য হনূমান্ বাক্যমব্রবীৎ। রাজ্যং প্রাপ্তং যশশ্চৈব কৌলী শ্রীরভিবর্ধিতা।। ৯
মিত্রাণাং সংগ্রহঃ শেষস্তদ্ ভবান্ কর্তুমর্হতি। যো হি মিত্রেষু কালজ্ঞঃ সততং সাধু বর্ততে।। ১০
তস্য রাজ্যঞ্চ কীর্তিশ্চ প্রতাপশ্চাপি বর্ধতে। যস্য কোশশ্চ দণ্ডশ্চ মিত্রাণ্যাত্মা চ ভূমিপ।
সমান্যেতানি সর্বাণি স রাজ্যং মহদশ্নুতে।। ১১
তদ্ভবান্ বৃত্তসম্পন্নঃ স্থিতঃ পথি নিরত্যয়ে। মিত্রার্থমভিনীতার্থং যথাবৎ কর্তুমর্হতি।। ১২

ঊনত্রিংশ (২৯) সর্গ

হনুমানের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে বানর-সৈন্যদের একত্রিত করার জন্য নীলের প্রতি সুগ্রীবের আদেশ।

হনুমান দেখলেন আকাশ নির্মল। তাতে বিদ্যুতের ঝিলিক আর মেঘ নেই। আনন্দে সারসেরা দল বেঁধে উড়ছে। সুন্দর জ্যোৎস্না যেন আকাশকে চন্দন মাখিয়ে দিয়েছে!।। ১ ।। সুগ্রীবকে দেখলেন সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় ধর্ম এবং অর্থসংগ্রহে তিনি শিথিল হয়ে গেছেন। অসজ্জনের পথেই তাঁর মন একেবারে আসক্ত হয়ে রয়েছে।। ২ ।। বালিকে বধ করে কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং রাজ্যলাভ করে অভিলাষ চরিতার্থ হয়েছে এই ভেবে তিনি সর্বদাই কামিনীদেরকে নিয়ে উপভোগে নিরত। যেন তাঁর অভিপ্রেত সব কিছুই তিনি পেয়ে গেছেন।। ৩ ।। সম্যগ্রূপে তাঁর বাঞ্ছিত যে পত্নী তারা, তাঁর সঙ্গে দিবারাত্র বিহার করে তিনি আজ কৃতার্থ। দুঃখ তাঁর চলে গেছে।। ৪ ।। দেবরাজ যেমন গন্ধর্বী ও অপ্সরাদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন, তিনিও রমণীদের সঙ্গে তাইই শুধু করে চলেছেন। মন্ত্রীদের ওপর রাজকার্য ছেড়ে দিয়েছেন। মন্ত্রীদের দিকেও আর তাঁর দৃষ্টি নেই।। ৫ ।। রাজকার্য উচ্ছন্নে দিয়ে কামোপভোগেই এখন তিনি নিরত। শাস্ত্রের অর্থ এবং তত্ত্ব যিনি নিশ্চিতভাবে জানেন, যিনি কাল এবং ধর্ম বিচার করে কার্য করতে পারেন,...।। ৬ ।। পবন-পুত্র বাক্যবিদ্ সেই বানরাধীশ হনুমান বাক্য তত্ত্বজ্ঞ বাক্যের দ্বারা সুগ্রীবকে প্রসন্ন করলেন।। ৭ ।। কল্যাণকর, যথার্থ উপকারী, সাম-ধর্ম-অর্থ এবং নীতিযুক্ত দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত ও প্রেমপ্রীতিপূর্ণ বাক্য হনুমান বানরাধিপ সুগ্রীবের সকাশে বললেন, তুমি রাজ্য পেয়েছো। খ্যাতিও পেয়েছো। তোমার কুলপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত রাজ্যশ্রী বেশ বর্ধিত হয়েছে।। ৮-৯ ।। বন্ধুর কাজ তোমার এখনো বাকী আছে। সেই অবশিষ্ট কাজ এখন তোমায় করতে হবে। যিনি মিত্রের কোন্ কাজ কখন করতে হবে জানেন, তিনি সর্বদা সুখেই থাকেন।। ১০ ।। হে রাজন্, তাঁর রাজ্য, যশ এবং প্রতাপ বেড়েই চলে। তাঁর কোষ, দণ্ড এবং মিত্র গোষ্ঠীও বেড়ে চলে। এই সবকেই যিনি সমান বলে জেনেছেন, তিনি কালক্রমে বিরাট রাজ্য উপভোগ করতে পারবেন।। ১১ ।। আপনি সদাচারসম্পন্ন। ধর্মপথেই আপনি অবস্থান করেন। তাই, বন্ধুর জন্য আগে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা যথাযথভাবে সম্পাদন করুন।। ১২।।

সন্ত্যজ্য সর্বকর্মাণি মিত্রার্থে যো ন বর্ততে। সম্ভ্রমাদ্ বিকৃতোৎসাহঃ সোঽনর্থেনাবরুধ্যতে।। ১৩
যো হি কালব্যতীতেষু মিত্রকার্যেষু বর্ততে। স কৃত্বা মহতোঽপ্যর্থান্ন মিত্রার্থেন যুজ্যতে।। ১৪
তদিদং মিত্রকার্যং ন কালাতীতমরিন্দম। ক্রিয়তাং রাঘবস্যৈতদ্ বৈদেহ্যাঃ পরিমার্গণম্।। ১৫
ন চ কালমতীতং তে নিবেদয়তি কালবিৎ। ত্বরমাণোঽপি স প্রাজ্ঞস্তব রাজন্ বশানুগঃ।। ১৬
কুলস্য হেতুঃ স্ফীতস্য দীর্ঘবন্ধুশ্চ রাঘবঃ। অপ্রমেয়প্রভাবশ্চ স্বয়ং চাপ্রতিমো গুণৈঃ।। ১৭
তস্য ত্বং কুরু বৈ কার্যং পূর্বং তে কৃতং তব। হরীশ্বর কপিশ্রেষ্ঠানাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি।। ১৮
ন হি তাবদ্ ভবেৎ কালো ব্যতীতশ্চোদনাদৃতে। চোদিতস্য হি কার্যস্য ভবেৎ কালব্যতিক্রমঃ।। ১৯
অকর্তুরপি কার্যস্য ভবান্ কর্তা হরীশ্বর। কিং পুনঃ প্রতিকর্তুস্তে রাজ্যেন চ ধনেন চ।। ২০
শক্তিমানতিবিক্রান্তো বানরক্ষ গণেশ্বর। কর্তুং দাশরথেঃ প্রীতিমাজ্ঞায়াং কিং নু সজ্জসে।। ২১
কামং খলু শরৈঃ শক্তঃ সুরাসুর-মহোরগান্। বশে দাশরথিঃ কর্তুং ত্বৎপ্রতিজ্ঞামবেক্ষতে।। ২২
প্রাণাত্যাগার্বিশঙ্কেন কৃতং তেন মহৎ প্রিয়ম্। তস্য মার্গাম বৈদেহীং পৃথিব্যামপি চাম্বরে।। ২৩
দেব-দানব-গন্ধর্বা অসুরাঃ সমরুদ্গণাঃ। ন চ যক্ষা ভয়ং তস্য কুর্যুঃ কিমিব রাক্ষসাঃ।। ২৪
তদেবং শক্তিযুক্তস্য পূর্বং প্রতিকৃতস্তথা। রামস্যার্হসি পিঙ্গেশ কর্তুং সর্বাত্মনা প্রিয়ম্।। ২৫
নাধস্তাদবনৌ নাপ্সু গতির্নোপরি চাম্বরে। কস্যচিৎ সজ্জতেঽস্মাকং কপীশ্বর তবাজ্ঞয়া।। ২৬
তদা জ্ঞাপয় কঃ কিং তে কুতো বাপি ব্যবস্যতু। হরয়ো হ্যপ্রধৃষ্যাস্তে সন্তি কোট্যগ্রতোঽনঘ।। ২৭
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কালে সাধু নিরূপিতম্। সুগ্রীবঃ সত্ত্বসম্পন্নশ্চকার মতিমুত্তমাম্।। ২৮

সব কাজ ছেড়ে মিত্রের জন্য যিনি দ্রুত উৎসাহের সঙ্গে কাজ না করেন, তিনি অনর্থের জন্য নিজের ইষ্টসাধনেও আটকে যান।। ১৩ ।। সময় অতিক্রান্ত হবার পর যিনি বন্ধুর কাজ করতে যান, তিনি মহৎ কাজ করলেও সেটা বন্ধুকৃত্য হয় না।। ১৪ ।। হে শত্রুদমন, তুমি যদি মিত্রকার্য করার জন্য কাল অতিক্রম করতে না চাও, তাহলে রামের সীতার জন্য সন্ধান আরম্ভ করো।। ১৫ ।। হে রাজন্, তোমার সেই মহৎ কার্যের সময় যে এখনো শেষ হয়ে যায় নি, তা তোমারই বশবর্তী, কালবিদ্, প্রাজ্ঞ এই হনুমান তাড়া নিয়ে এলেও তোমাকে তা নিবেদন করছে।। ১৬ ।। রাম, তোমাদের বংশের অভ্যুদয়ের কারণ। তিনি তোমাদের দীর্ঘকালের বন্ধু। অপ্রমেয় তাঁর প্রভাব। গুণে তিনি অতুলনীয়।। ১৭ ।। তাঁর কাজ তুমি করো। আগে তিনি তোমার কাজ করেছেন। হে বানর-রাজ, শ্রেষ্ঠ বানরদেরকে তুমি এই বিষয়ে আজ্ঞাদান করো।। ১৮ ।। তিনি বলার পূর্বেই তাঁর অভিলষিত কাজ যদি করা হয়, তাহলে কালাতিক্রমের দোষ আর হবে না।। ১৯।। হে বানরেশ্বর, যারা কখনো তোমার উপকার করে না, তুমি তাদেরও উপকার করে থাকো। রাম তোমার উপকারী। তাঁর প্রত্যুপকার যদি না করো, তাহলে তোমার রাজ্যেই কি হবে, আর ধনেই বা কি হবে?।। ২০ ।। তুমি শক্তিমান। অত্যন্ত পরাক্রমী। বানর এবং ভল্লুকদের অধিপতি। দশরথ-নন্দন রামের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য কার্য-সম্পাদনে অনুচরদের নির্দেশদান করছো না কেন?।। ২১ ।। রাম একাই বাণের দ্বারা দেবতা, দানব এবং বিশালকায় উরগদের বশীভূত করতে সমর্থ। তুমি নিজের প্রতিজ্ঞাপালন করতে পারো কিনা, এটাই তিনি দেখছেন।। ২২ ।। পৃথিবীতে এবং অন্তরিক্ষে বৈদেহী সীতাকে খুঁজে দেবে বলে নিঃশঙ্কচিত্তে বালির প্রাণ বিনাশ করে তিনি তোমার বড়ো উপকার করেছিলেন।। ২৩ ।। শুধু রাক্ষসেরা কেন, দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, অসুর, মরুদ্গণ এবং যক্ষেরাও তাঁর ভয়-উৎপাদন করতে পারে না।। ২৪ ।। হে পিঙ্গলবর্ণ বানরপ্রধান, পূর্বে তাঁর দ্বারা তুমি উপকৃত হয়েছো। এখন শক্তিমান রামের প্রিয়কার্য সর্বতোভাবে তোমার সম্পাদন করা উচিত।। ২৫ ।। হে বানরশ্বের, আমাদের মধ্যে যে বানরেরা তোমার নির্দেশপালন করবে না, তারা পৃথিবীতে, আধোভাগে, পাতালে বা জলে কিংবা ওপরে ঐ আকাশে—কোথাও ঠাঁই পাবে না।।২৬।। হে নিষ্পাপ, আপনার অধীনে কোটিরও বেশী বীর বানর রয়েছে। তাদের মধ্যে কে কোথায় কি করবে, তার নির্দেশ আপনি দান করুন।।২৭।। হনুমানের কালোচিত সুচিন্তিত সেই কথা শুনে সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন সুগ্রীবের সদ্বুদ্ধি হলো।। ২৮ ।। সুগ্রীব অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

সন্দিদেশাতিমতিমান্ নীলং নিত্যকৃতোদ্যমম্। দিক্ষু সর্বাসু সর্বেষাং সৈন্যানামুপসংগ্রহে।। ২৯
যথা সেনা সমগ্রা মে যূথপালাশ্চ সর্বশঃ। সমাগচ্ছন্ত্যসঙ্গেন সেনাগ্রেণ তথা কুরু।। ৩০
যে ত্বন্তপালাঃ প্লবগাঃ শীঘ্রগা ব্যবসায়িনঃ। সমানয়ন্তু তে শীঘ্রং ত্বরিতাঃ শাসনান্মম।
স্বয়ং চানন্তরং কার্যং ভবানেবানুপশ্যতু।। ৩১
ত্রি-পঞ্চরাত্রাদূর্ধ্বং যঃ প্রাপ্নুয়াদিহ বানরঃ। তস্য প্রাণান্তিকো দণ্ডো নাত্র কার্যা বিচারণা।। ৩২
হরীংশ্চ বৃদ্ধানুপযাতু সাঙ্গদোভবান্ মমাজ্ঞামধিকৃত্য নিশ্চিতম্।
ইতি ব্যবস্থাং হরিপুঙ্গবেশ্বরোবিধায় বেশ্ম প্রবিবেশ বীর্যবান্।। ৩৩

ইত্যার্যে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে উনত্রিংশঃ সর্গঃ।

তখন সকল দিক থেকেই সৈন্যসংগ্রহের জন্য নিত্য-উৎসাহী নীলকে নির্দেশ দিলেন।। ২৯ ।। যূথপতি ও সেনাপতিরা পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বিভিন্ন দিক থেকে সমগ্র সেনাবাহিনী নিয়ে যাতে উপস্থিত হয়, তাই করো।।৩০ ।। যে বানরেরা সীমারক্ষক, দ্রুতগামী এবং যুদ্ধোদ্যমী, আমার আদেশে তাদের সবাইকে সত্বর নিয়ে এসো। তারপরের যা কাজ, তা তুমি নিজেই দেখো।।৩১ ।। পনেরো রাতের পর যে বানরই এখানে আসবে, তার প্রাণদণ্ড দেবে। এতে আর কোনো বিচারের প্রয়োজন নেই।। ৩২ ।। আমার নির্দেশ মেনে অঙ্গদকে নিয়ে তুমি বৃদ্ধ বানরদের কাছে যাও। সে ব্যবস্থাই করে বীর্যবান বানর রাজ সুগ্রীব অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।। ৩৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের উনত্রিংশ (২৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

শরদৃতোর্বর্ণনম্, সুগ্রীবসমীপে গমনায় লক্ষ্মণং প্রতি শ্রীরামস্যাদেশশ্চ।

গৃহং প্রবিষ্টে সুগ্রীবে বিমুক্তে গগনে ঘনৈঃ। বর্ষরাত্রে স্থিতো রামঃ কামশোকাভিপীড়িতঃ।। ১
পাণ্ডুরং গগনং দৃষ্ট্বা বিমলং চন্দ্রমণ্ডলম্। শারদীং রজনীং চৈব দৃষ্ট্বা জ্যোৎস্নানুলেপনাম্।। ২
কামবৃত্তঞ্চ সুগ্রীবং নষ্টাঞ্চ জনকাত্মজাম্। দৃষ্ট্বা কালমতীতঞ্চ মুমোহ পরমাতুরঃ।। ৩
স তু সংজ্ঞামুপাগম্য মুহূর্তান্মতিমান্নৃপঃ। মনঃস্থামপি বৈদেহীং চিন্তয়ামাস রাঘবঃ।। ৪
দৃষ্ট্বা চ বিমলং ব্যোম গতবিদ্যুদ্ বলাহকহম্। সারসারাবসঙ্ঘুষ্টং বিললাপার্তয়া গিরা।। ৫
আসীনঃ পর্বতস্যাগ্রে হেমধাতুবিভূষিতে। শারদং গগনং দৃষ্ট্বা জগাম মনসা প্রিয়াম্।। ৬

ত্রিংশ (৩০) সর্গ

শরৎকালের বর্ণনা। সুগ্রীবের কাছে যাবার জন্য লক্ষ্মণের প্রতি শ্রীরামের আদেশ।

সুগ্রীব অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। আকাশ এখন মেঘমুক্ত। বর্ষণ ক্ষান্ত। সীতার কামনায় শোকে রাম নিতান্ত পীড়িত।। ১ ।। রাম দেখলেন আকাশ পাণ্ডুর বর্ণ। চন্দ্রমণ্ডল বিমল। শরতের রাত্রি যেন জ্যোৎস্নার চন্দনে সেজেছে।। ২ ।। সুগ্রীব উপভোগে মগ্ন। সীতার কোনো সন্ধান নেই। সময় বয়ে যাচ্ছে। এইসব দেখে অত্যন্ত বিষণ্ন রাম প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়ছেন।।৩ ।। স্থিতধী রাজা রাম মুহূর্তের মধ্যেই চেতনালাভ করে মনের মধ্যে রৈলেও সীতা এখন কোথায় আছেন ভেবে চিন্তিত হলেন।।৪ ।। নির্মল আকাশ। বিদ্যুৎ নেই। মেঘও চলে গেছে। সারসের ধ্বনিতে মুখরিত সব দিক। এইসব দেখে ব্যাকুল বচনে রাম বিলাপ করতে লাগলেন *(সারস + আরাব + সঙ্ঘুষ্টন। আরাব—ধ্বনি। সঙ্ঘুষ্টন—পূর্ণ, মুখরিত। শরতের নিসর্গ সৌন্দর্য সীতার অভাবকে বেশী করে রামকে মনে করিয়ে দিচ্ছে)*।। ৫ ।। সোনার বরণ ধাতুতে পাহাড়ের চূড়া ঝকমক করছে। তার সামনের দিকে বসে শরতের আকাশকে দেখে রাম মনে মনে সীতার ভাবনায় তলিয়ে গেলেন।। ৬ ।। সীতার কণ্ঠস্বরও সারসের মতোই। সারসের মতো শব্দ করে যে বালিকা সীতা আশ্রমে

সারসারাবসন্নাদৈঃ সারসারাবনাদিনী। যাশ্রমে রমতে বালা সাদ্য মে রমতে কথম্।। ৭
পুষ্পিতাংশ্চাসনান্ দৃষ্ট্বা কাঞ্চনানিব নির্মলান্। কথং সা রমতে বালা পশ্যন্তী মামপশ্যতী।। ৮
যা পুরা কলহংসানাং কলেন কলভাষিণী। বুধ্যতে চারু সর্বাঙ্গী সাদ্য মে রমতে কথম্।। ৯
নিঃস্বনং চক্রবাকানাং নিশম্য সহচারিণাম্। পুণ্ডরীকবিশালাক্ষী কথমেষা ভবিষ্যতি।। ১০
সরাংসি সরিতো বাপীঃ কাননানি বনানি চ। তাং বিনা মৃগশাবাক্ষীং চরন্নাদ্য সুখং লভে।। ১১
অপি তাং মদ্বিয়োগাচ্চ সৌকুমার্যাচ্চ ভামিনীম্। সুদূরং পীডয়েৎ কামঃ শরদ্গুণনিরন্তরঃ।। ১২
এবমাদি নরশ্রেষ্ঠো বিললাপ নৃপাত্মজঃ। বিহঙ্গ ইব সারঙ্গঃ সলিলং ত্রিদশেশ্বরাৎ।। ১৩
ততশ্চঞ্চূর্য রম্যেষু ফলার্থী গিরিসানুষু। দদর্শ পর্যুপাবৃত্তো লক্ষ্মীবাঁল্লক্ষ্মণোঽগ্রজম্।। ১৪
স চিন্তয়া দুঃসহয়া পরীতং বিসংজ্ঞমেকং বিজনে মনস্বী।
ভ্রাতুর্বিষাদাত্ত্বরিতোঽতিদীনঃ সমীক্ষ্য সৌমিত্রিরুবাচ দীনম্।। ১৫
কিমার্য কামস্য বশংগতেন কিমাত্মপৌরুষ্যপরাভবেন।
অয়ং হ্রিয়া সংহ্রিয়তে সমাধিঃ কিমত্র যোগেন নিবর্ততে ন।। ১৬
ক্রিয়াভিযোগং মনসঃ প্রসাদং সমাধিযোগানুগতঞ্চ কালম্।
সহায়সামর্থ্যমদীনসত্ত্বঃ স্বকর্মহেতুঞ্চ কুরুষ্ব তাত।। ১৭
ন জানকী মানববংশনাথ ত্বয়া সনাথা সুলভা পরেণ।

খেলা করে বেড়াতেন আমার সেই সীতা আজ কোথায় আনন্দ করে বেড়াচ্ছেন? *(সারস + আরাব + সৎ + নাদৈঃ। সারস + আরাব - নাদিনী)*।। ৭ ।। কাঞ্চনের মতো শুভ্র পুষ্পিত অসন বৃক্ষ দেখে সীতা আনন্দ পেতেন। অপহৃতা সীতা এখন তো তা আর দেখতে পাচ্ছেন না। দেখতে পাচ্ছেন না আমাকেও। কি করে যে আজ আনন্দ পাচ্ছেন?।। ৮ ।। সীতা সর্বাঙ্গসুন্দরী। তাঁর কণ্ঠধ্বনি মধুর। হংসের মধুর শব্দে তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠতেন। এখন অপহৃতা তিনি। কিভাবে আনন্দ পাচ্ছেন! *(কল—অব্যক্ত মধুর শব্দ)*।। ৯ ।। চক্রবাকীগুলি ছিলো তাঁর খেলার সাথী। তাদের ধ্বনি শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। শ্বেতপদ্মের মতো বিশাল তাঁর চোখ। না জানি, এখন তিনি কিভাবে কাল কাটাচ্ছেন?।। ১০ ।। সরোবরে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, বনে, বাগানে সেই মৃগশিশুর মতো চোখ-সমন্বিতা সীতাকে ছেড়ে বেড়াতে গিয়ে আজ আমি কোনো সুখই পাচ্ছি না।। ১১ ।। শরতের এই সৌন্দর্য নিশ্চয়ই তাঁকে অত্যন্ত পীড়িত করছে। কারণ, তাঁকে আজ আমায় ছেড়ে কাল কাটাতে হচ্ছে। সেই সুন্দরী অত্যন্ত কোমল-হৃদয়া।। ১২ ।। নরশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র রাম এইভাবে বিলাপ করছেন। যেন দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে চাতক পাখী আর্ত হয়ে জল-প্রার্থনা করছে *(বিহঙ্গ—পাখী। সারঙ্গ—চাতক)*।। ১৩ ।। রমণীয় পর্বতসানুতে ফলসংগ্রহ করে শ্রীমান লক্ষ্মণ যখন ফিরে এলেন, তখন দাদাকে তিনি এইভাবে বিলাপরত দেখলেন।। ১৪ ।। নির্জন বনে দুঃসহ চিন্তায় রামকে দেখলেন করুণ অবস্থায় অজ্ঞানপ্রায়। সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণ তাঁকে দেখে দুঃখে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে অতি· দীনভাবে দৈন্যদশাপ্রাপ্ত দাদাকে বললেন—।। ১৫ ।। আর্য, কামের বশীভূত হয়ে আপনি নিজের পৌরুষকে কেন অপমান করছেন? এই শোক আপনার চিত্তের একাগ্রতাকে জোর করে বিনষ্ট করেছে। ভেবে দেখুন, যোগ অবলম্বন করলে কি এর নিবারণ হবে না?।। ১৬ ।। দাদা, আপনি এক কাজ করুন। দেখুন যাতে সমাধিযোগে মনের প্রসন্নতা লাভ করতে পারেন। আপনি ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করুন। আপনার চিত্তে দৈন্য থাকবে না। সহায় এবং সামর্থ্য আপনি লাভ করবেন। স্বীয় কর্মের ফললাভের জন্য এই কাজ আপনি করুন *(ক্রিয়াযোগ—সংযত আহারে, চিত্তশুদ্ধ করে পাতঞ্জল যোগদর্শনের পথে প্রাণায়ামের দ্বারা সাধনা বিশেষ। বর্তমান যুগে যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর শিষ্যপরম্পরা এই ক্রিয়াযোগের ওপরই বেশী জোর দেন)*।। ১৭।। হে মানব-বংশের রক্ষক, হে বীরবরপূজ্য, আপনি যাঁর রক্ষক, সেই সীতাকে কোনো শত্রু

ন চাগ্নিচূডাং জ্বলিতামুপেত্য ন দহ্যতে বীরবরার্হ কশ্চিৎ।। ১৮
সলক্ষ্মণং লক্ষ্মণমপ্রধৃষ্যং স্বভাবজং বাক্যমুবাচ রামঃ।
হিতঞ্চ পথ্যঞ্চ নয়প্রসক্তং সসাম-ধর্মার্থ-সমাহিতঞ্চ।। ১৯
নিঃসংশয়ং কার্যমবেক্ষিতব্যং ক্রিয়াবিশেষোঽপ্যনুবর্তিতব্যঃ।
ন তু প্রবৃদ্ধস্য দুরাসদস্য কুমার বীর্যস্য ফলঞ্চ চিন্ত্যম্।। ২০
অথ পদ্মপলাশাক্ষীং মৈথিলীমনুচিন্তয়ন্। উবাচ লক্ষ্মণং রামো মুখেন পরিশুষ্যতা।। ২১
তর্পয়িত্বা সহস্রাক্ষঃ সলিলেন বসুন্ধরাম্। নির্বর্তয়িত্বা শস্যানি কৃতকর্মা ব্যবস্থিতঃ।। ২২
দীর্ঘগম্ভীরনির্ঘোষাঃ শৈল-দ্রুমপুরোগমাঃ। বিসৃজ্য সলিলং মেঘাঃ পরিশান্তা নৃপাত্মজঃ।। ২৩
নীলোৎপলদলশ্যামাঃ শ্যামীকৃত্বা দিশো দশ। বিমদা ইব মাতঙ্গাঃ শান্তবেগাঃ পয়োধরাঃ।। ২৪
জলগর্ভা মহাবেগাঃ কুটজার্জুনগন্ধিনঃ। চরিত্বা বিরতাঃ সৌম্য বৃষ্টিবাতাঃ সমুদ্যতাঃ।। ২৫
ঘনানাং বারণানাঞ্চ ময়ূরাণাঞ্চ লক্ষ্মণ। নাদঃ প্রস্রবণানাঞ্চ প্রশান্তঃ সহসানঘ।। ২৬
অভিবৃষ্টা মহামেঘৈর্নির্মলাশ্চিত্রসানবঃ। অনুলিপ্তা ইবাভান্তি গিরয়শ্চন্দ্ররশ্মিভিঃ।। ২৭
শাখাসু সপ্তচ্ছদপাদপানাং প্রভাসু তারার্ক-নিশাকরাণাম্।
লীলাসু চৈবোত্তমবারণানাং শ্রিয়ং বিভজ্যাদ্য শরৎ প্রবৃত্তা।। ২৮
সম্প্রত্যনেকাশ্রয়চিত্রশোভা লক্ষ্মীঃ শরৎকালগুণোপপন্না।
সূর্যাগ্রহস্তপ্রতিবোধিতেষু পদ্মাকরেষ্বভ্যধিকং বিভাতি।। ২৯
সপ্তচ্ছদানাং কুসুমোপগন্ধী ষট্‌পাদবৃন্দৈরনুগীয়মানঃ।

সহজে ছিনিয়ে নিতে পারে না। আগুনের জ্বলন্তশিখাকে ধরতে গেলে কে না দগ্ধ হবে? *(সতী সীতা অগ্নির মতো পবিত্রা। তাঁকে অন্যায়ভাবে যে ধরতে যাবে, সেইই তো পুড়ে মরবে। রাবণের তো পরে তাই হলো)*।।১৮।। শুভলক্ষণযুক্ত লক্ষ্মণ স্বভাবতঃই অস্ত্র গর্বে গর্বিত। রাম তখন তাঁকে কল্যাণকর, উপকারী, নীতিগর্ভ, সামসহিত ও ধর্মার্থসঙ্গত বাক্যে বললেন—।। ১৯ ।। হে কুমার, তোমার উপদিষ্ট কার্য নিশ্চয়ই আমার অবলম্বন করা উচিত। যোগক্রিয়া বিশেষ অনুসরণ করাও উচিত। তাকে ছেড়ে দুরতিক্রমণীয়, বিবর্ধিত, কর্মের ফলের কথা চিন্তা করাও ঠিক নয়।। ২০ ।। পদ্মের পাপড়ির মতো যাঁর চোখ, সেই সীতাকে মনে মনে চিন্তা করে শুকনো মুখে রাম লক্ষ্মণকে বললেন—।।২১ ।। ভাই, দেখো, সহস্রলোচন ইন্দ্র ধরিত্রীকে তৃপ্ত করে শস্যরাশি উৎপাদন করে কর্তব্যান্তে অবস্থান করছেন *(বৃষ্টির দেবতা হলেন ইন্দ্র)*।। ২২ ।। হে রাজপুত্র, দেখো, মেঘরাজি আজ দীর্ঘ গম্ভীর গর্জন করতে করতে জল বর্ষণ করে পাহাড় আর গাছপালা সবকে আবৃত করে যেন এখন পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম করছে।।২৩ ।। মেঘগুলি নীলপদ্মের পাপড়ির মতো শ্যামবর্ণ। তারা দশদিককে শ্যামবর্ণে ঢেকে দিয়েছিলো। মত্ত মাতঙ্গ যেমন এক সময়ে শান্ত হয়ে যায়, এদেরও অবস্থা এখন তাই। ।।২৪ ।। হে সৌম্য, দেখো, এক সময় বর্ষণের সঙ্গে যে জলগর্ভ, কুটজ এবং অর্জুনফুলের গন্ধবহ বর্ষার বায়ু মহাবেগে দাপট দেখিয়েছিলো, তারা এখন বিরত হয়ে গেছে।। ২৫ ।। হে লক্ষ্মণ, হে পুণ্যাত্মন, মেঘরাজির, হাতীগুলোর, ময়ূর-সমূহের, এবং ঝর্ণাগুলির ধ্বনি এখন হঠাৎ শান্ত হয়ে গেছে।।২৬ ।। পর্বতের নির্মল সুন্দর সানুদেশে মেঘের পুঞ্জ বেশ বর্ষণ করেছিলো। যেন পাহাড়গুলি আজ চাঁদের কিরণে শুভ্র-সমুজ্জ্বল!।। ২৭ ।। সপ্তপর্ণী তরুর শাখায়, তারা, সূর্য এবং চাঁদের কিরণে বড়ো বড়ো হাতীর আনন্দলীলায় শরৎ ঋতু যেন তার সৌন্দর্যকে ভাগ ভাগ করে পরিবেশন করছে।। ২৮ ।। শরৎকালের গুণযুক্তা লক্ষ্মী সম্প্রতি অনেক কিছুতেই সুন্দর শোভা ছড়িয়ে দিয়েছে। তবুও, পদ্মসরোবরে যেন তা বেশী করে দেখা যাচ্ছে। কারণ, সূর্য ও তার কিরণরূপ হস্তের দ্বারা সেখানে পদ্মফুলগুলিকে ফুটিয়ে দিচ্ছে *(সূর্যকিরণে পদ্মফুল ফোটে। তারই ব্যঞ্জনা)*।। ২৯ ।। শরৎকাল ছাতিমফুলের গন্ধ বহন করছে। ভ্রমরেরা তার পেছনে গুঞ্জন করে গান গেয়ে গেয়ে চলেছে। অনুকূল বায়ুকে করছে অনুসরণ। আর

মত্তদ্বিপানাং পবনানুসারী দর্পং বিনেষ্যন্নধিকং বিভাতি।। ৩০
অভ্যাগতৈশ্চারুবিশালপক্ষৈঃ স্মরপ্রিয়ৈঃ পদ্মরজোঽবকীর্ণৈঃ।
মহানদীনাং পুলিনোপযাতৈঃ ক্রীডন্তি হংসাঃ সহ চক্রবাকৈঃ।। ৩১
মদপ্রগল্ভেষু চ বারণেষু গবাং সমূহেষু চ দর্পিতেষু।
প্রসন্নতোয়াসু চ নিম্নগাসু বিভাতি লক্ষ্মীর্বহুধা বিভক্তা।। ৩২
নভঃ সমীক্ষ্যাম্বুধরৈর্বিমুক্তং বিমুক্তবর্হাভরণা বনেষু।
প্রিয়াস্বরক্তা বিনিবৃত্তশোভা গতোৎসবা ধ্যানপরা ময়ূরাঃ।। ৩৩
মনোজ্ঞগন্ধৈঃ প্রিয়কৈরনল্পৈঃ পুষ্পাতিভারাবনতাগ্রশাখৈঃ।
সুবর্ণগৌরৈর্নয়নাভিরামৈরুদ্যোতিতানীব বনান্তরাণি।। ৩৪
প্রিয়ান্বিতানাং নলিনীপ্রিয়াণাং বনে প্রিয়াণাং কুসুমোদ্গতানাম্।
মদোৎকটানাং মদলালসানং গজোত্তমানাং গতয়োঽদ্য মন্দাঃ।। ৩৫
ব্যক্তং নভঃ শস্ত্রবিধৌতবর্ণং কৃশপ্রবাহানি নদীজলানি।
কহ্লারশীতাঃ পবনাঃ প্রবান্তি তমো বিমুক্তাশ্চ দিশঃ প্রকাশাঃ।। ৩৬
সূর্যাতপক্রামণনষ্টপঙ্কা ভূমিশ্চিরোদ্ঘাটিতসান্দ্ররেণুঃ।
অন্যোন্যাবৈরেণ সমাযুতানা মুদ্যোগকালোঽদ্য নরাধিপানাম্।। ৩৭
শরদ্গুণাপ্যায়িতরূপশোভাঃ প্রহর্ষিতাঃ পাংসুসমুত্থিতাঙ্গাঃ।
মদোৎকটাঃ সম্প্রতিযুদ্ধলুব্ধা বৃষা গবাং মধ্যগতা নদন্তি।। ৩৮
সমন্মথা তীব্রতরানুরাগা কুলান্বিতা মন্দগতিঃ করেণুঃ।
মদ্যান্বিতং সম্পরিবার্য যান্তং বনেষু ভর্তারমনুপ্রয়াতি।। ৩৯

মত্ত হস্তীদের দর্প যেন বেশী করেই বাড়িয়ে তুলছে *(বর্ষায় তো হাতীরা চলতে পারতো না। তখন আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পথঘাট যেন চলার অনুকূল)*।। ৩০ ।। মহানদীর বেলাভূমিতে এসেছে সুন্দর এবং বিশাল পাখার সব চক্রবাক। তারা কামকলার খুব প্রিয়। পদ্মের পরাগ তাদের গায়ে লেগে আছে। হাঁসগুলি তাদের সঙ্গে খেলছে।। ৩১ ।। হাতীগুলি আজ মদ্-প্রগল্ভ। গোরুগুলি বেশ দর্পিত। নিম্নগামিনী নদীর জল স্বচ্ছ। শরতের সৌন্দর্য এই সবের মধ্যেই বিভক্ত হয়ে বিরাজ করছে।। ৩২ ।। আকাশকে আজ মেঘমুক্ত দেখে বনে বনে ময়ূরেরা তাদের পুচ্ছরূপ অলঙ্কার ছেড়ে দিয়েছে। প্রিয়ার প্রতি তারা অনাসক্ত। আনন্দোৎসব থেকে তারা আজ বিরত। সৌন্দর্য থেকে তারা মুক্ত। যেন এখন ধ্যানে বসেছে!।। ৩৩ ।। বনপ্রান্ত আজ প্রভূত প্রিয়ক তরুর দ্বারা প্রোজ্জ্বল। মনোজ্ঞ তাদের ফুলের গন্ধ। ফুলও ফুটেছে প্রচুর। তাদের ভারে সামনের ডালাগুলি নেমে এসেছে। সোনার মতো গৌর তাদের বর্ণ। দেখতে ভারি সুন্দর।। ৩৪ ।। পদ্মের মৃণাল খেতে ভালোবাসে যে বিশালকায় হাতীগুলি, তারা আজ ছাতিমফুলের মন-মাতানো গন্ধে মাতাল। তাদের কানের পাশ দিয়ে উৎকট মদ-ধারা ক্ষরিত হচ্ছে। প্রিয়া হস্তিনীদের নিয়ে তাদের গতি আজ মন্দ।। ৩৫ ।। শাণিত অস্ত্র ধুয়ে ফেলার পর যেমন ঝকঝক করে তেমনি উজ্জ্বল বর্ণ আজ আকাশের। নদীর জলের প্রবাহ শীর্ণ হয়ে গেছে। কহ্লার ফুলের গন্ধে সুরভিত এবং শীতল হয়ে বায়ু বইছে। অন্ধকার চলে যাওয়ায় সব দিক আজ সমুদ্ভাসিত।। ৩৬ ।। সূর্যের তাপে কাদা শুকিয়ে গেছে। অনেক দিনের ধূলো ঘনীভূত হয়ে গেছে। পরস্পর শত্রুতায় আবদ্ধ রাজাদের এখন যুদ্ধযাত্রার সময়।। ৩৭ ।। শরতের গুণে বৃষগুলির রূপশোভা বেড়ে গেছে। তাদের অঙ্গ ধূলায় ধূসর। গাভীগুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে মদমত্ত হয়ে তারা লড়াই করার জন্য সম্প্রতি লুব্ধ হয়ে ডাক পাড়ছে *(পাংশু—ধূলি)*।। ৩৮ ।। হস্তিনীরা আজ কামভাবে তীব্রতর অনুরাগযুক্ত হয়ে দল বেঁধে মদমত্ত পুরুষহস্তীকে ঘিরে ধরে শুঁড় দিয়ে বেশ করে জড়িয়ে বনে মন্দ মন্দ গতিতে স্বামীর পেছনে পেছনে চলেছে।। ৩৯ ।। ময়ূরেরা তাদের পুচ্ছের সুন্দর

ত্যক্ত্বা বরাণ্যাত্মবিভূষিতানি বর্হাণি তীরোপগতা নদীনাম্।
নির্ভর্ৎস্যমানা ইব সারসৌঘৈঃ প্রয়ান্তি দীনা বিমনা ময়ূরাঃ।। ৪০
বিত্রাস্য কারণ্ডবচক্রবাকান্ মহারবৈর্ভিন্নকটা গজেন্দ্রাঃ।
সরস্সু বদ্ধাম্বুজভূষণেষু বিক্ষোভ্য বিক্ষোভ্য জলং পিবন্তি।। ৪১
ব্যপেতপঙ্কাসু সবালুকাসু প্রসন্নতোয়াসু সগোকুলাসু।
সসারসারাববিনাদিতাসু নদীষু হংসা নিপতন্তি হৃষ্টাঃ।। ৪২
নদীঘনপ্রস্রবণোদকানামতিপ্রবৃদ্ধানিলবর্হিণানাম্।
প্লবঙ্গমানাঞ্চ গতোৎসবানাং ধ্রুবং রবাঃ সম্প্রতি সম্প্রণষ্টাঃ।। ৪৩
অনেকবর্ণাঃ সুবিনষ্টকায়া নবোদিতেষ্বম্বুধরেষু নষ্টাঃ।
ক্ষুধার্দিতা ঘোরবিষা বিলেভ্যশ্চিরোষিতা বিপ্রসরন্তি সর্পাঃ।। ৪৪
চঞ্চচ্চন্দ্রকরস্পর্শহর্ষোন্মীলিততারকা। অহো রাগবতী সন্ধ্যা জহাতি স্বয়মম্বরম্।। ৪৫
রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিতসৌম্যবক্ত্রা তারাগণোন্মীলিতচারুনেত্রা।
জ্যোৎস্নাংশুকপ্রাবরণা বিভাতি নারীব শুক্লাংশুকসংবৃতাঙ্গী।। ৪৬
বিপক্বশালিপ্রসবানি ভুক্ত্বা প্রহর্ষিতা সারসচারুপঙ্ক্তিঃ।
নভঃ সমাক্রামতি শীঘ্রবেগা বাতাবধূতা গ্রথিতেব মালা।। ৪৭

অলঙ্কার ত্যাগ করেছে। মনের দুঃখে নদীর তীর দিয়ে দীনভাবে চলছে। সারসের দল যেন তাদের তিরস্কার করছে *(বর্ষায় মেঘের শব্দে ময়ূরেরা আনন্দে নেচেছে। তখন শরতে তো মেঘের ডাক নেই। শরতের জল-ভরা নদীতে সারসেরা আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে। তারা যেন দুর্দিনে ময়ূরদের ভৎর্সনা করছে। এখন যে সারসদের সুদিন। দুর্দিন ময়ূরদের)*।। ৪০ ।। সরোবর পদ্মের অলঙ্কারে সজ্জিত। কারণ্ডব আর চক্রবাকেরা সেখানে খেলা করছে। বড়ো বড়ো হাতীরা এসেছে। তাদের গণ্ডস্থল কেটে মদ্ধারা ক্ষরিত হচ্ছে। ভীষণ গর্জন করে, কারণ্ডব আর চক্রবাকদের ত্রাস উৎপন্ন করে সরোবর আলোড়িত করে তারা জল পান করছে *(কট—গণ্ডদেশ। অম্বুজ—পদ্ম)*।। ৪১ ।। নদীর জলে পাঁক নেই। বালুকায় পূর্ণ থাকায় জল স্বচ্ছ। গোরুর পাল তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সারসদের ধ্বনিতে নদীগুলি আজ মুখরিত। হাঁসগুলি আনন্দে তাতে লাফিয়ে পড়ছে।। ৪২ ।। নদী, মেঘ এবং ঝর্ণার জলের শব্দ, অত্যন্ত বেগবান বায়ু এবং উৎসবহীন ব্যাঙের দলের ধ্বনি নিশ্চয়ই সম্প্রতি বিনষ্ট হয়ে গেছে *(প্লবঙ্গ—ব্যাঙ, বানর। ঘন—মেঘ। বর্হিন—ময়ূর)*।। ৪৩ ।। অনেকদিন ধরে গর্তের মধ্যে বাস করেছিলো সাপগুলি। তারা এখন বেরিয়ে আসছে। শরতের নতুন মেঘ তারা দেখেছে। নানারকমের বর্ণ তাদের। তাদের শরীর প্রায় যেতে বসেছে। ক্ষুধার্ত তারা। ভীষণ তাদের বিষ *(শরৎ ঋতুর সমাগমে বিশ্ব-প্রকৃতি, মানুষ, জীবজন্তু, সবারই জীবনে একটা পরিবর্তন আসে। তাকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ঋষিকবি)*।। ৪৪ ।। চাঁদের সুন্দর কিরণে আকাশে তারকাগুলিকে দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা আকাশকে ত্যাগ করছে। নায়ক সুন্দর হাত দিয়ে নায়িকার মুদিত চোখ খুলে দিলে লজ্জা ভেঙে-যাওয়ায় নায়িকা যেমন নিজেই বসন খুলে ফেলে ত্যাগ করে *(মনুষ্যস্বভাব প্রকৃতিতে আরোপ করে রসিক কবির অপূর্ব তুলনা টেনে আনা। 'কর' মানে কিরণ ও হাত। অম্বর মানে আকাশ ও বসন। উভয় অর্থের প্রয়োগ-কৌশল লক্ষণীয়)*।। ৪৫ ।। উদিত চন্দ্র যেন সুন্দর মুখ। তারাগুলি যেন উন্মীলিত সুন্দর চোখ। জ্যোৎস্নার আলো যেন রেশমী ওড়না। রাত্রি যেন একটি নায়িকা। শুভ্র রেশমী বসনে অঙ্গ ঢেকে সে যেন এসেছে *(অংশুক—সূক্ষ্মবস্ত্র। প্রাবরণ—ওড়না)*।। ৪৬ ।। পাকা আউশ ধান খেয়েছে সুন্দর সারসগুলি। তারপর পরম আনন্দে দ্রুতবেগে সারিবদ্ধভাবে তারা আকাশে উড়ে যাচ্ছে। যেন বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে একটি মালা।। ৪৭ ।। রাত্রে বিরাট হ্রদের জলে একটি হাঁস ঘুমিয়ে আছে। অনেক শাপলাফুল ফুটেছে। যেন তা

সুপ্তৈকহংসং কুমুদৈরুপেতং মহাহ্রদস্থং সলিলং বিভাতি।
ঘনৈর্বিমুক্তং নিশি পূর্ণচন্দ্রং তারাগণাকীর্ণমিবান্তরিক্ষম্।। ৪৮
প্রকীর্ণহংসাকুলমেখলানাং প্রবুদ্ধপদ্মোৎপলমালিনীনাম্।
বাপ্যুত্তমানামধিকাদ্য লক্ষ্মীর্বারাঙ্গনানামিব ভূষিতানাম্।। ৪৯
বেণুস্বরব্যঞ্জিততূর্যমিশ্রঃ প্রত্যূষকালেঽনিলসংপ্রবৃত্তঃ।
সম্মূর্ছিতো গর্গরগোবৃষাণা-মন্যোন্যমাপূরয়তীব শব্দঃ।। ৫০
নবৈর্নদীনাং কুসুমপ্রহাসৈর্বাধূয়মানৈর্মৃদুমারুতেন।
ধৌতামলক্ষৌমপটপ্রকাশৈঃ কূলানি কাশৈরুপশোভিতানি।। ৫১
বনপ্রচণ্ডা মধুমানশৌণ্ডাঃ প্রিয়ান্বিতা ষট্‌চরণাঃ প্রহৃষ্টাঃ।
বনেষু মত্তাঃ পবনানুযাত্রাং কুর্বন্তি পদ্মাসনরেণুগৌরাঃ।। ৫২
জলং প্রসন্নং কুসুমপ্রহাসং ক্রৌঞ্চস্বনং শালিবনং বিপক্কম্।
মৃদুশ্চ বায়ুর্বিমলশ্চ চন্দ্রঃ শংসন্তি বর্ষব্যপনীতকালম্।। ৫৩
মীনোপসন্দর্শিতমেখলানাং নদীবধূনাং গতয়োঽদ্য মন্দাঃ।
কান্তোপভুক্তালসগামিনীনাং প্রভাতকালেষ্বিব কামিনীনাম্।। ৫৪
সচক্রবাকানি সশৈবালানি কাশৈর্দুকূলৈরিব সংবৃতানি।
সপত্ররেখাণি সরোচনানি বধূমুখানীব নদীমুখানি।। ৫৫
প্রফুল্লবাণাসনচিত্রিতেষু প্রহৃষ্টষট্‌পাদ্রনিকূজিতেষু।
গৃহীতচাপোদ্যতদণ্ডচণ্ডঃ প্রচণ্ডচাপোঽদ্য বনেষু কামঃ।। ৫৬

রাতের মেঘমুক্ত আকাশ! তাতে চাঁদ উঠেছে। আর তারাগুলি তাতে জ্বলজ্বল করছে *(শরতের রাতে ভূতলে আকাশের শোভা। শান্ত হ্রদের ঘুমিয়ে থাকা হাঁসটি যেন চাঁদ। রাতে কুমুদ তথা শাপলাফুল ফোটে। রাতে বুঁজে যায়। তাই কবিরা চাঁদ ও কুমুদের মধ্যে, সূর্য ও পদ্মের মধ্যে নায়ক-নায়িকা ভাব আরোপ করেন)*।। ৪৮ ।। জলাশয়গুলিতে হাঁসেরা দল বেঁধে থাকায় মনে হচ্ছে যেন মেখলা তথা কোমরের হারলতা। শ্বেতপদ্ম এবং রক্তপদ্ম এতো ফুটেছে যে মনে হচ্ছে পদ্মের মালা পরে যেনসেজেছে জলাশয়গুলি। উত্তম জলাশয়গুলিকে মনে হচ্ছে নানা অলঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী এক বিলাসিনী।। ৪৯ ।। ভোরের বেলায় বাতাসে ভেসে আসছে বাঁশীর ধ্বনির মতো ধ্বনি। কলশী, গাভী এবং বৃষদের শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে। যেন একে অপরের শব্দকে পূর্ণ করে দিচ্ছে *(যেন একটা যন্ত্রবদ্ধ ঐকতান-সঙ্গীত শোনা যাচ্ছে)*।। ৫০ ।। নদীর তীরে নূতন সব ফুল ফুটেছে। তারা যেন হাসছে। মৃদু-মন্দ বায়ুতে আন্দোলিত হচ্ছে তারা। কাশের সমারোহে তটভূমি শোভিত। নদীতীর যেন ধোয়া, পরিষ্কার একটি রেশমী কাপড় পরে আছে *(ক্ষৌম—রেশমী কাপড়)*।। ৫১ ।। বনে বেশ শক্তিশালী, মধুপানে প্রমত্ত, পূর্বে পদ্মে মধুপানে বসায় তাদের পরাগে গৌরবর্ণ, ভ্রমরকুল প্রেয়সীদেরকে সঙ্গে নিয়ে সানন্দে মত্ত হয়ে বায়ুর অনুগমন করছে *(ষট্‌চরণ—ভ্রমর। শৌণ্ড—দক্ষ, মত্ত)*।। ৫২ ।। জল স্বচ্ছ হয়ে গেছে। ফুল ফুটে যেন হাসছে। ক্রৌঞ্চেরা আনন্দে শব্দ করছে। আউশধান পেকে গেছে। বাতাস বইছে ধীরে ধীরে। চন্দ্রকে নির্মল দেখাচ্ছে। এই সব লক্ষণই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে বর্ষা চলে গেছে।।৫৩ ।। নদীগুলি ধীর লয়ে প্রবাহিতা। মধ্যে মধ্যে তাতে লাফিয়ে উঠছে মাছের ঝাঁক। যেন একটি বধূ মেখলায় সেজে আস্তে আস্তে চলছে। রাতে প্রিয় পতির দ্বারা উপভোগ-ক্লান্ত হয়ে প্রভাতে অলসভাবে চলছে যেন সেই কামিনী।।৫৪ ।। নদীমুখগুলিতে খেলা করছে চক্রবাকের দল। শৈবালও তাতে দেখা যাচ্ছে। কাশের পশরায় সজ্জিত তার তীরভূমি। যেন বর্ণে ভূষিত, পত্রলেখায় চিত্রিত, বসনের ঘোমটা-পরা বধূদের মুখ *(রোচনা—রঙীন অনুলেপন। পত্ররেখা চন্দন দিয়ে মুখে এবং হাতে যে রেখচিত্র সাজাবার জন্য আঁকা হয়)*।। ৫৫ ।। আজ কন্দর্পদেব প্রফুল্ল ফুলের বাণাসনে চিত্রিত, আনন্দিত ভ্রমরকুলের দ্বারা মুখরিত বনগুলিতে প্রচণ্ড ধনু উত্তোলন করে বিরহীদের দণ্ড দেবার জন্য উদ্যত *(ভালোবাসার যিনি অধিদেবতা, সেই কন্দর্পদেব ফুলের ধনুতে কামীদের বিদ্ধ করেন। পাঁচটি ফুল যেন তাঁর পাঁচটি শর। অরবিন্দম অশোকং চ চূতং চ নবমল্লিকা। রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কা। শ্বেতপদ্ম,*

লোকং সুবৃষ্ট্যা পরিতোষয়িত্বা নদীস্তটাকানি চ পূরয়িত্বা।
নিষ্পন্নশস্যাং বসুধাঞ্চ কৃত্বা ত্যক্ত্বা নভস্তোয়ধরাঃ প্রণষ্টাঃ।। ৫৭
দর্শয়ন্তি শরন্নদ্যঃ পুলিনানি শনৈঃ শনৈঃ। নবসঙ্গমসব্রীডা জঘনানীব যোষিতঃ।। ৫৮
প্রসন্নসলিলাঃ সৌম্য কুররাভিবিনাদিতাঃ। চক্রবাকগণাকীর্ণা বিভান্তি সলিলাশয়াঃ।। ৫৯
অন্যোন্যবদ্ধবৈরাণাং জিগীষূণাং নৃপাত্মজ। উদ্যোগসময়ঃ সৌম্য পার্থিবানামুপস্থিতঃ।। ৬০
ইয়ং সা প্রথমা যাত্রা পার্থিবানাং নৃপাত্মজ। ন চ পশ্যামি সুগ্রীবমুদ্যোগঞ্চ তথাবিধম্।। ৬১
অসনাঃ সপ্তপর্ণাশ্চ কোবিদারাশ্চ পুষ্পিতাঃ। দৃশ্যন্তে বন্ধুজীবাশ্চ শ্যামাশ্চ গিরিসানুষু।। ৬২
হংস-সারস-চক্রাহ্বৈঃ কুররৈশ্চ সমন্ততঃ। পুলিনান্যবকীর্ণানি নদীনাং পশ্য লক্ষ্মণ।। ৬৩
চত্বারো বার্ষিকা মাসা গতা বর্ষশতোপমাঃ। মম শোকাভিতপ্তস্য তথা সীতামপশ্যতঃ।। ৬৪
চক্রাবাকীব ভর্তারং পৃষ্ঠতোঽনুগতা বনম্। বিষমং দণ্ডকারণ্যমুদ্যানমিব চাঙ্গনা।। ৬৫
প্রিয়াবিহীনে দুঃখার্তে হৃতরাজ্যে বিবাসিতে। কৃপাং ন কুরুতে রাজা সুগ্রীবো ময়ি লক্ষ্মণ।। ৬৬
অনাথো হৃতরাজ্যোঽহং রাবণেন চ ধর্ষিতঃ। দীনো দূরগৃহঃ কামী মাং চৈব শরণং গতঃ।। ৬৭
ইত্যেতৈঃ কারণৈঃ সৌম্য সুগ্রীবস্য দুরাত্মনঃ। অহং বানররাজস্য পরিভূতঃ পরন্তপঃ।। ৬৮
স কালং পরিসংখ্যায় সীতায়াঃ পরিমার্গণে। কৃতার্থঃ সময়ং কৃত্বা দুর্মতির্নাববুধ্যতে।। ৬৯
স কিষ্কিন্ধাং প্রবিশ্য ত্বং ব্রূহি বানরপুঙ্গবম্। মূর্খং গ্রাম্যসুখে সক্তং সুগ্রীবং বচনান্মম।। ৭০
অর্থিনামুপপন্নানাং পূর্বং চাপ্যুপকারিণাম্। আশাং সংশ্রুত্য যো হন্তি স লোকে পুরুষাধমঃ।। ৭১

অশোক, আমের মুকুল, নবমল্লিকা এবং রক্তপদ্ম এই হলো পাঁচটি শর। আর সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন-এই পাঁচটিও কামদেবের পাঁচটি শর)।। ৫৬ ।। মেঘরাজির ভালো বর্ষণের দ্বারা জগতকে সন্তুষ্ট করে, নদী এবং জলাশয়গুলি জলে পূর্ণ করে, পৃথিবীকে শস্যে সমৃদ্ধ করে এখন আকাশ ত্যাগ করে অদৃশ্য হয়ে গেছে।। ৫৭ ।। শরতের নদীগুলিতে এখন ক্রমে ক্রমে পুলিন দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, কোনো নারী যেন নূতন পতিসঙ্গমে লজ্জিতা হয়ে ধীরে ধীরে জঘন-প্রদর্শন করাচ্ছে *(পুলিন—নদীতীর। বর্ষায় তীর ডুবে গিয়েছিলো। এখন শরতে জলে টান ধরায় ধীরে ধীরে তটভূমি প্রকাশ পাচ্ছে। শরতের-ভরা নদীকে নবযৌবনা নারীর সঙ্গে কবি তুলনা করে তার ওপর মনুষ্যের স্বভাব আরোপ করে নিসর্গ বর্ণনাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন)।। ৫৮ ।।* হে সৌম্য, জলাশয়সমূহ আজ স্বচ্ছসলিলা। কুররপাখীরা সেখানে কূজন করছে। চক্রবাকেরা ছড়িয়ে আছে। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।। ৫৯ ।। ভ্রাতঃ, রাজপুত্র, পরস্পর শত্রুতায় আবদ্ধ যে সব রাজা, তাদের যুদ্ধযাত্রার সময় এখন উপস্থিত হয়েছে।। ৬০ ।। হে রাজকুমার, রাজাদের যুদ্ধযাত্রার এটিই হলো প্রথম সময়। অথচ সুগ্রীবকেও দেখছি না। যুদ্ধে যাবার তার সেরকম উদ্যোগও দেখছি না।। ৬১ ।। দেখো, পর্বতগাত্রে অসন, ছাতিম, কোবিদার, বন্ধুজীব, শ্যাম—এইসব গাছে কি রকম ফুল ফুটেছে।। ৬২ ।। লক্ষ্মণ দেখো, নদীর তীরগুলি সব দিকেই হাঁস, সারস, চক্রবাক, কুররপাখীতে আকীর্ণ হয়ে আছে।। ৬৩ ।। চার মাস গত হলো। সীতাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। শোকে আমি নিদারুণ তপ্ত। যেন এক'শ বছর কেটে গেছে।। ৬৪ ।। বনে চক্রবাকী যেমন তার পতিকে অনুগমন করে, তেমনি এই ভীষণ দণ্ডকারণ্যকে সেই সুন্দরী সীতা বাগানের মতোই মনে করে আমার অনুগমন করলো।। ৬৫ ।। প্রিয়াকে ছাড়া আমি আজ দুঃখে আর্ত। রাজ্য আমার অপহৃত। নির্বাসিত আমি। তবুও রাজা সুগ্রীব আমাকে কৃপা করছে না।। ৬৬ ।। আমি অনাথ হয়ে গেছি। রাজ্য আমার হৃত। রাবণের দ্বারা আমি অত্যাচারিত। আমি দীন। বাড়ী আমার দূরে। আমি কামীও। সুগ্রীব ভাবছে, আমি তার শরণাগত।। ৬৭ ।। হে সৌম্য, হে শত্রুনাশন, এই সব কারণেই বানরাধিপতি সুগ্রীবের দ্বারা আমি অবজ্ঞাত হচ্ছি।। ৬৮ ।। সীতাকে সন্ধান করার জন্য সে প্রতিজ্ঞা করে সময় স্থির করেছিলো। এখন নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করে সেই দুর্মতি সব কিছু ভুলে গেছে।। ৬৯ ।। তুমি কিষ্‌কিন্ধায় প্রবেশ করে মুর্খ, গ্রাম্য সুখে মত্ত, বানরপ্রধান সুগ্রীবকে আমার কথানুসারে বলো *(গ্রাম্যসুখ—নিম্নস্তরের ইন্দ্রিয়ভোগ সুখ)।। ৭০ ।।* পূর্বে যিনি উপকার করেছেন, তিনি যদি প্রার্থী হয়ে আসেন, তাঁকে তাঁর আশাপূরণে প্রতিশ্রুতি দিয়েও যে তা রক্ষা না করে, সে জগতে অধম পুরুষ বলেই বিবেচিত হয়।। ৭১ ।। শুভই হোক কিংবা অশুভই হোক যিনি উচ্চারিত বাক্যকে সত্যরূপে

শুভং বা যদি বা পাপং যো হি বাক্যমুদীরিতম্। সত্যেন পরিগৃহ্লাতি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ।। ৭২
কৃতার্থা হ্যকৃতার্থানাং মিত্রাণাং ন ভবন্তি যে। তান্মৃতানপি ক্রব্যাদাঃ কৃতঘ্নান্ নোপভুঞ্জতে।। ৭৩
নূনং কাঞ্চনপৃষ্ঠস্য বিকৃষ্টস্য ময়া রণে। দ্রষ্টুমিচ্ছসি চাপস্য রূপং বিদ্যুদ্গণোপমম্।। ৭৪
ঘোরং জ্যাতলনির্ঘোষং ক্রুদ্ধস্য মম সংযুগে। নির্ঘোষমিব বজ্রস্য পুনঃ সংশ্রোতুমিচ্ছসি।। ৭৫
কামমেবংগতেঽপ্যস্য পরিজ্ঞাতে পরাক্রমে। ত্বৎসহায়স্য মে বীর ন চিন্তা স্যান্নৃপাত্মজ।। ৭৬
যদর্থময়মারম্ভঃ কৃতঃ পরপুরঞ্জয়। সময়ং নাভিজানাতি কৃতার্থঃ প্লবগেশ্বরঃ।। ৭৭
বর্ষাঃ সময়কালং তু প্রতিজ্ঞায় হরীশ্বরঃ। ব্যতীতাংশ্চতুরো মাসান্ বিহরন্নাববুধ্যতে।। ৭৮
সামাত্যপরিষৎক্রীডন্ পানমেবোপসেবতে। শোকদীনেষু নাস্মাসু সুগ্রীবঃ কুরুতে দয়াম্।। ৭৯
উচ্যতাং গচ্ছ সুগ্রীবস্ত্বয়া বীর মহাবল। মম রোষস্য যদ্রূপং ব্রূয়াশ্চৈনমিদং বচঃ।। ৮০
ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ। সময়ে তিষ্ঠ সুগ্রীব মা বালিপথমন্বগাঃ।। ৮১
এক এব রণে বালী শরেণ নিহতো ময়া। ত্বাং তু সত্যাদতিক্রান্তং হনিষ্যামি সবান্ধবম্।। ৮২
যদেবং বিহিতে কার্যে যদ্ধিতং পুরুষর্ষভ। তত্তদ্ ব্রূহি নরশ্রেষ্ঠ ত্বর কালব্যতিক্রমঃ।। ৮৩
কুরুষ্ব সত্যং মম বানরেশ্বর প্রতিশ্রুতং ধর্মমবেক্ষ্য শাশ্বতম্।
মা বালিনং প্রেতগতো যমক্ষয়ে ত্বমদ্য পশ্যের্মম চোদিতঃ শরৈঃ।। ৮৪
স পূর্বজং তীব্রবিবৃদ্ধকোপং লালপ্যমানং প্রসমীক্ষ্য দীনম্।
চকার তীব্রাং মতিমুগ্রতেজা হরীশ্বরে মানবংশবর্ধনঃ।। ৮৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিংশঃ সর্গঃ।

প্রতিপালন করেন, তিনিই বীর। এবং শ্রেষ্ঠপুরুষ।। ৭২ ।। নিজেরা কৃতার্থ হয়ে অকৃতার্থ মিত্রদের কার্য যারা সাধন না করে তারা কৃতঘ্ন। মৃত্যুর পর জন্তুরাও তাদের ভোজন করে না *(ক্রব্য—কাঁচা মাংস। ক্রব্যাদ—ক্রব্যম্ অত্তি ভক্ষয়িত ইতি ক্রব্যাদঃ। বাঘ, কুকুর, শেয়াল প্রভৃতি জীবজন্তু যারা কাঁচা মাংস খায়)*।।৭৩।। তাকে বলবে, সোনায়-মোড়া আমার ধনু যদি আমি আকর্ষণ করি তাহলে বিদ্যুতের মতো তার যে রূপ ঝলসে উঠবে, সেটা কি তুমি দেখতে চাইছো?।। ৭৪ ।। যুদ্ধে আমি রেগে গেলে আমার ধনুর ছিলার বজ্রের ধ্বনির মতো যে শব্দ হবে তাই কি তুমি শুনতে চাইছো?।। ৭৫ ।। হে বীর রাজকুমার, আমার পরাক্রমের কথা এই ভাবে সে জানতে পারলে তোমার সহায়ে আমি কি করতে পারি, এই চিন্তা কি তার হবে না? *(বালিকে তো এই ভাবেই বধ করেছি। তাকেও যে বধ করতে পারি এই চিন্তা)*।। ৭৬ ।। হে শত্রুপুরী বিজয়কারিন্, যার জন্য তাকে যুদ্ধ করে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছি, সেই বানরপতি সুগ্রীব কৃতার্থ হয়েই নিজের প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলো?।। ৭৭ ।। বানরেশ্বর সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা করেছিলো বর্ষার পর সীতার সন্ধানে প্রবৃত্ত হবে। কিন্তু চার মাস চলে গেলো। পত্নীর সঙ্গে আনন্দোপভোগে নিরত থাকায় সে তা বুঝতে পারছে না।। ৭৮ ।। অমাত্য এবং পারিষদবর্গ নিয়ে সে এখন আনন্দে মগ্ন। মদ্যপানে মত্ত। শোকার্ত আমরা আমাদের প্রতি দয়াও করছে না।। ৭৯ ।। হে মহাশক্তিশালী বীর, তুমি যাও। সুগ্রীবকে বলো। আমার ক্রোধের রূপ কি হতে পারে, সে কথাও তাকে জানাও—।।৮০ ।। বালি যে পথে গেছে সেই পথ এখনো সঙ্কুচিত হয় নি। বলো, প্রতিজ্ঞাপালন করো। সুগ্রীব, বালির পথে যেয়ো না।। ৮১ ।। যুদ্ধে একটি মাত্র বাণেই আমি বালিকে হত্যা করেছি। তুমি যদি সত্য হতে ভ্রষ্ট হও, তাহলে তোমাকেও সবান্ধবে ধ্বংস করবো।। ৮২ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এই কথা শুনেও যা করণীয় তা যদি সে করতে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে হে নরশ্রেষ্ঠ, তাকে বলো আর সময় নষ্ট না করে সে যেন তার যাতে ভালো হয় তাই করে।। ৮৩ ।। তাকে বলবে, হে বানরেশ্বর, যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছো, শাশ্বত ধর্মের কথা চিন্তা করে তাকেই সত্য করো। আমার বাণের দ্বারা নিহত হয়ে প্রেতলোকে গিয়ে যমালয়ে বালিকে আর দর্শন করো না *(যম-ক্ষয়—যমের বাড়ী)*।। ৮৪ ।। মানবশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ দেখলেন, তাঁর অগ্রজ রামের ক্রোধ পরিবর্ধিত হয়েছে। বিলাপ করছেন তিনি। তাঁর এই শোচনীয় অবস্থা দেখে তেজস্বী লক্ষ্মণ বানরাধিপতি সুগ্রীবের ওপর তীব্র ক্রোধপ্রকাশ করলেন।। ৮৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ত্রিংশ (৩০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

সুগ্রীবং প্রতি লক্ষ্মণস্য ক্রোধঃ, কিষ্কিন্ধায়া দ্বারদেশং গত্বা সুগ্রীব সমীপে লক্ষ্মণেনাঙ্গদস্য প্রেষণম্, বানরাণাং ভীতিঃ, সুগ্রীবং প্রতি লক্ষ্মণস্যোপদেশশ্চ।

স কামিনং দীনমদীনসত্ত্বং শোকাভিপন্নং সমুদীর্ণকোপম্।
নরেন্দ্রসূনুর্নরদেবপুত্রং রামানুজঃ পূর্বজমিত্যুবাচ।। ১
ন বানরঃ স্থাস্যতি সাধুবৃত্তে ন মন্যতে কর্মফলানুষঙ্গান্।
ন ভোক্ষ্যতে বানররাজ্যলক্ষ্মীং তথা হি নাতিক্রমতেঽস্য বুদ্ধিঃ।। ২
মতিক্ষয়াদ্ গ্রাম্যসুখেষু সক্তস্তব প্রসাদাৎ প্রতিকারবুদ্ধিঃ।
হতোঽগ্রজং পশ্যতু বীর বালিনং ন রাজ্যমেবং বিগুণস্য দেয়ম্।। ৩
ন ধারয়ে কোপমুদীর্ণবেগং নিহন্মি সুগ্রীবমসত্যমদ্য।
হরিপ্রবীরৈঃ সহ বালিপুত্রো নরেন্দ্রপুত্র্যা বিচয়ং করোতু।। ৪
তমাত্তবাণাসনমুৎপতন্তং নিবেদিতার্থং রণচণ্ডকোপম্।
উবাচ রামঃ পরবীরহন্তা স্ববীক্ষিতং সানুনয়ঞ্চ বাক্যম্।। ৫
ন হি বৈ তদ্বিধো লোকে পাপমেবং সমাচরেৎ। কোপমার্যেণ যো হন্তি স বীরঃ পুরুষোত্তমঃ।। ৬
নেদমত্র ত্বয়া গ্রাহ্যং সাধুবৃত্তেন লক্ষ্মণ। তাং প্রীতিমনুবর্তস্ব পূর্ববৃত্তঞ্চ সঙ্গতম্।। ৭
সামোপহিতয়া বাচা রূক্ষাণি পরিবর্জয়ন্। বক্তুমর্হসি সুগ্রীবং ব্যতীতং কালপর্যয়ে।। ৮
সোঽগ্রজেনানুশিষ্টার্থো যথাবৎ পুরুষর্ষভঃ। প্রবিবেশ পুরীং বীরো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা।। ৯

একত্রিংশ (৩১) সর্গ

সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের ক্রোধ। কিষ্‌কিন্ধার দ্বারদেশে গিয়ে লক্ষ্মণের সুগ্রীবের কাছে অঙ্গদকে প্রেরণ। বানরের ভয়। সুগ্রীবের প্রতি লক্ষ্মণের উপদেশ।

রামানুজ লক্ষ্মণ রাজপুত্র দাদা রামের সঙ্গে বার্তালাপ করলেন। সীতার কামনায় রাম দীন। তিনি শোকার্ত। ও ক্রুদ্ধ। আবার তাঁর হৃদয় উদারও।। ১ ।। বানর সুগ্রীব সৎকর্মে নিরত থাকবে মনে হয় না । আপনার সহায়তাতেই যে যুদ্ধকর্ম হয়েছিলো, তারই ফল সে এখন ভোগ করছে। এটাও সে এখন বুঝতে পারছে না। তার বুদ্ধি যে এখন ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করতে পারছে না। তাই সে বানর-রাজলক্ষ্মীকে ভোগ করতে পারবে না।। ২ ।। আপনারই প্রসাদে সে আজ সাংসারিক সুখে মত্ত থাকতে পারছে। বুদ্ধিনাশের জন্য প্রত্যুপকারের চেতনা তার চলে গেছে। সে আজ নিহত হয়ে, হে বীর, বড়ো ভাই বালিকে দেখুক। এমন গুণহীন ব্যক্তিকে রাজ্য দেওয়া ঠিক হয় নি।।৩ ।। আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে। তা চেপে রাখতেও আমি পারছি না। মিথ্যাচারী সুগ্রীবকে আজই আমি হত্যা করবো। বালির পুত্র অঙ্গদ বানরবীরদের সঙ্গে নিয়ে রাজকন্যা সীতার সন্ধান করুক।। ৪ ।। এই রকম নিবেদন করে যুদ্ধের জন্য প্রচণ্ড ক্রোধে ধনুর্বাণ নিয়ে লক্ষ্মণ ছুটে যাচ্ছিলেন, শত্রু-বীরহন্তা রাম নিজে ভালোভাবে বিবেচনা করে অনুনয়ের সঙ্গে লক্ষ্মণকে বললেন—।।৫।। তোমার মতো ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা জগতে এইরকম পাপ আচরণ করেন না। বিবেচনায় যিনি ক্রোধকে বিনষ্ট করতে পারেন, তিনিই বীর। তিনিই শ্রেষ্ঠপুরুষ।। ৬ ।। ভাই লক্ষ্মণ, তুমি তো সদাচরণ করে থাকো। এই কাজ তোমার করা উচিত হবে না। পূর্বের আচরণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তুমি প্রীতির পথেই চলো।। ৭ ।। রূক্ষবাক্য ত্যাগ করে শান্তবাক্যে সুগ্রীবকে তুমি বলো যে, সময় চলে যাচ্ছে।। ৮।। অগ্রজের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে শত্রুবীরহন্তা, পুরুষশ্রেষ্ঠ, বীর লক্ষ্মণ কিষ্‌কিন্ধাপুরীতে প্রবেশ করলেন।। ৯।।

ততঃ শুভমতিঃ প্রাজ্ঞো ভ্রাতুঃ প্রিয়হিতে রতঃ। লক্ষ্মণঃ প্রতিসংরব্ধো জগাম ভবনং কপেঃ।। ১০
শক্রবাণাসনপ্রখ্যং ধনুঃ কালান্তকোপমম্। প্রগৃহ্য গিরিশৃঙ্গাভং মন্দরঃ সানুমানিব।। ১১
যথোক্তকারী বচনমুত্তরঞ্চৈব সোত্তরম্। বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা মত্বা রামানুজস্তদা।। ১২
কামক্রোধসমুত্থেন ভ্রাতুঃ ক্রোধাগ্নিনা বৃতঃ। প্রভঞ্জন ইবাপ্রীতঃ প্রযযৌ লক্ষ্মণস্ততঃ।। ১৩
সাল-তালাশ্চকর্ণাংশ্চ তরসা পাতয়ন্ বলাৎ। পর্যস্যন্ গিরিকূটানি দ্রুমানন্যাংশ্চ বেগিতঃ।। ১৪
শিলাশ্চ শকলীকুর্বন্ পদ্ভ্যাং গজ ইবাংশুগঃ। দূরমেকপদং ত্যক্ত্বা যযৌ কার্যবশাদ্ দ্রুতম্।। ১৫
তামপশ্যদ্ বলাকীর্ণং হরিরাজমহাপুরীম্। দুর্গামিক্ষ্বাকুশার্দূলঃ কিষ্কিন্ধাং গিরিসঙ্কটে।। ১৬
রোষাৎ প্রস্ফুরমাণোষ্ঠঃ সুগ্রীবং প্রতি লক্ষ্মণঃ। দদর্শ বানরান্ ভীমান্ কিষ্কিন্ধায়াং বহিশ্চরান্।। ১৭
তং দৃষ্ট্বা বানরাঃ সর্বে লক্ষ্মণং পুরুষর্ষভম্। শৈলশৃঙ্গাণি শতশঃ প্রবৃদ্ধাংশ্চ মহীরুহান্।
জগৃহুঃ কুঞ্জরপ্রখ্যা বানরাঃ পর্বতান্তরে।। ১৮
তান্ গৃহীতপ্রহরণান্ সর্বান্ দৃষ্ট্বা তু লক্ষ্মণঃ। বভূব দ্বিগুণং ক্রুদ্ধো বহ্বিন্ধন ইবানলঃ।। ১৯
তং তে ভয়পরীতাঙ্গাঃ ক্ষুব্ধং দৃষ্ট্বা প্লবঙ্গমাঃ। কালমৃত্যুযুগান্তাভং শতশো বিদ্রুতা দিশঃ।। ২০
ততঃ সুগ্রীবভবনং প্রবিশ্য হরিপুঙ্গবাঃ। ক্রোধমাগমনঞ্চৈব লক্ষ্মণস্য ন্যবেদয়ন্।। ২১
তারয়া সহিতঃ কামী সক্তঃ কপিবৃষস্তদা। ন তেষাং কপিসিংহানাং শুশ্রাব বচনং তদা।। ২২
ততঃ সচিবসন্দিষ্টা হরয়ো রোমহর্ষণাঃ। গিরিকুঞ্জরমেঘাভা নগরান্নির্যযুস্তদা।। ২৩
নখদংষ্ট্রায়ুধাঃ সর্বে বীরা বিকৃতদর্শনাঃ। সর্বে শার্দূলদংষ্ট্রশ্চ সর্বে বিবৃতদর্শনাঃ।। ২৪
দশনাগবলাঃ কেচিৎ কেচিদ্দশগুণোত্তরাঃ। কেচিন্নাগসহস্রস্য বভূবুস্তুল্যবর্চসঃ।। ২৫

কল্যাণবুদ্ধি, প্রাজ্ঞ, ভ্রাতার প্রিয় কর্মসাধনে রত লক্ষ্মণ অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে বানর সুগ্রীবের ভবনে চললেন।। ১০ ।। ইন্দ্রের ধনুর মতো বিশাল ধনু হাতে তুলে নিয়েছেন তিনি। মৃত্যুর মতো সেটি ভয়ঙ্কর। এবং পাহাড়ের চূড়ার মতো বিরাটকায়। ও উঁচু। বিশালদেহী সশস্ত্র লক্ষ্মণকে দেখাচ্ছে সানুমান মন্দর পর্বতের মতো।। ১১ ।। লক্ষ্মণ বুদ্ধিতে বৃহস্পতির তুল্য। যেতে যেতে তিনি সুগ্রীবের প্রতি তাঁর বাক্য, সুগ্রীবের উত্তর, আবার তাঁর প্রত্যুত্তর—এই সব ভাবছিলেন।। ১২ ।। জ্যেষ্ঠভ্রাতার কাম এবং ক্রোধ থেকে সমুত্থিত অগ্নির দ্বারা সমাবৃত হয়েছেন তিনি। সুগ্রীবের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মণ যেন ঝড়ের বেগে চলেছে।। ১৩ ।। সাল, তাল, অশ্বকর্ণ প্রভৃতি বড়ো বড়ো গাছপালা জোর করে ভেঙেচূরে সবেগে তিনি চলেছেন। তাঁর চলার গতিতে অন্য গাছপালাও ভেঙে পড়ছে। পাহাড়ের চূড়াগুলি বিপর্যস্ত হচ্ছে।। ১৪।। কাজের তাড়ায় এক পা ফেলে আর এক পা অনেক দূরে ফেলছেন। দ্রুতগামী হাতীর মতো তাঁর পায়ের আঘাতে পাথরগুলি টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে।। ১৫ ।। ইক্ষ্বাকুবীর লক্ষ্মণ পর্বতমধ্যে বানর-রাজ সুগ্রীবের দুর্গম পুরীকে দেখতে পেলেন। দেখলেন বানরসৈন্যে পরিব্যাপ্ত ঐ পুরী।।১৬ ।। সুগ্রীবের প্রতি রাগে লক্ষ্মণের ঠোঁট কাঁপছে। কিষ্কিন্ধার বাইরে ভীষণ-দর্শন বানরদের প্রহরারত দেখলেন।।১৭।। পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে দেখে হাতীর মতো বিশালদেহী বানরেরা সবাই পর্বতের মধ্যবর্তী চূড়াগুলিতে এবং বড়ো বড়ো গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।। ১৮ ।। তাদের সবাইকে অস্ত্র তুলে নিতে দেখে লক্ষ্মণ রাগে জ্বালানীযুক্ত আগুনের মতো দ্বিগুণ জ্বলে উঠলেন।। ১৯ ।। তাঁকে ক্ষুব্ধ এবং প্রলয়কালীন মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর দেখে ভয়ে সর্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করে শরে শরে বানর দিগ্‌বিদিকে পালিয়ে গেলো।। ২০ ।। বানরমুখ্যেরা তখন সুগ্রীবের ভবনে প্রবেশ করে লক্ষ্মণের আগমন এবং ক্রোধের সংবাদ নিবেদন করলো।।২১ ।। বানরশ্রেষ্ঠ কামী সুগ্রীব তখন তারার সঙ্গে ভোগে প্রমত্ত। সে তখন বানরপ্রধানদের এই সব কথা শুনলো না।। ২২ ।। সুগ্রীবের সচিবের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে পার্বত্য হাতী এবং মেঘের মতো ভয়ঙ্কর সেই বানরেরা নগর থেকে বেরিয়ে এলো।। ২৩ ।। বিকটদর্শন বীর সেই বানরদের বিরাট বিরাট নখ। এবং দাঁত। অস্ত্রের কাজ করতো সেগুলি। বাঘের মতো ছিলো তাদের দাঁত। দেখতে তারা ভীষণ।। ২৪।। তাদের কারো বল ছিলো দশটি হাতীর সমান। কারো আবার তারও বেশী। কারো কারো ছিলো হাজার হাতীর সমান শক্তি।। ২৫ ।। মহাবলশালী সেই বানরেরা হাতে গাছ নিয়ে কিষ্কিন্ধাপুরীকে ব্যাপ্ত হয়ে

ততস্তৈঃ কপিভির্ব্যাপ্তাং দ্রুমহস্তৈর্মহাবলৈঃ। অপশ্যল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধঃ কিষ্কিন্ধাং তাং দুরাসদাম্।। ২৬
ততস্তে হরয়ঃ সর্বে প্রাকারপরিখান্তরাৎ। নিষ্ক্রম্যোদগ্রসত্ত্বাস্তু তস্থুরাবিষ্কৃতং তদা।। ২৭
সুগ্রীবস্য প্রমাদঞ্চ পূর্বজস্যার্থমাত্মবান্। দৃষ্ট্বা ক্রোধবশং বীরঃ পুনরেব জগাম সঃ।। ২৮
স দীর্ঘোষ্ণমহোচ্ছ্বাসঃ কোপসংরক্তলোচনঃ। বভূব নরশার্দূলঃ সধূম ইব পাবকঃ।। ২৯
বাণশল্যস্ফুরজ্জিহ্বঃ সায়কাসনভোগবান্। স্বতেজোবিষসম্ভূতঃ পঞ্চাস্য ইব পন্নগঃ।। ৩০
তং দীপ্তমিব কালাগ্নিং নাগেন্দ্রমিব কোপিতম্। সমাসাদ্যাঙ্গদস্ত্রাসাদ্ বিষাদমগমৎ পরম্।। ৩১
সোঽঙ্গদং রোষতাম্রাক্ষঃ সন্দিদেশ মহাযশাঃ। সুগ্রীবঃ কথ্যতাং বৎস মমাগমনমিত্যুত।। ৩২
এষ রামানুজঃ প্রাপ্তস্ত্বৎসকাশমরিন্দম। ভ্রাতুর্ব্যসনসন্তপ্তো দ্বারি তিষ্ঠতি লক্ষ্মণঃ।। ৩৩
তস্য বাক্যং যদি রুচিঃ ক্রিয়তাং সাধু বানর। ইত্যুক্ত্বা শীঘ্রমাগচ্ছ বৎস বাক্যমরিন্দম।। ৩৪
লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা শোকাবিষ্টোঽঙ্গদোঽব্রবীৎ। পিতুঃ সমীপমাগম্য সৌমিত্রিরয়মাগতঃ।। ৩৫
অথাঙ্গদস্তস্য সুতীব্রবাচা সম্ভ্রান্তভাবঃ পরিদীনবক্ত্রঃ।
নির্গত্য পূর্বং নৃপতেস্তরস্বী ততো রুমায়াশ্চরণৌ ববন্দে।। ৩৬
সংগৃহ্য পাদৌ পিতুরুগ্রতেজা জগ্রাহ মাতুঃ পুনরেব পাদৌ।
পাদৌ রুমায়াশ্চ নিপীডয়িত্বা নিবেদয়ামাস ততস্তদর্থম্।। ৩৭
স নিদ্রাক্লান্তসংবীতো বানরো ন বিবুদ্ধবান্। বভূব মদমত্তশ্চ মদনেন চ মোহিতঃ।। ৩৮
ততঃ কিলকিলাং চক্রুর্লক্ষ্মণং প্রেক্ষ্য বানরাঃ। প্রসাদয়ন্তস্তং ক্রুদ্ধং ভয়মোহিতচেতসঃ।। ৩৯
তে মহৌঘনিভং দৃষ্ট্বা বজ্রাশনিসমস্বনম্। সিংহনাদং সমং চক্রুর্লক্ষ্মণস্য সমীপতঃ।। ৪০

পাহারা দিচ্ছে। এই অবস্থায় দুর্গম সেই পুরীকে দেখে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হলেন *(দুরাসদ—দুর্গম)*।। ২৬।। বানরেরা এবার প্রাকারের বাইরের পরিখা থেকে বেরিয়ে এসে ভীষণমূর্তি ধারণ করে অবস্থান করতে লাগলো *(প্রাচীন ভারতে রাজধানীগুলি সুরক্ষার জন্য উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকতো। প্রাচীরের বাইরে থাকতো গভীরভাবে খনন করা খাত তথা পরিখা। এই পার্বত্য রাজধানীও সেইভাবেই পরিকল্পিত)*।। ২৭ ।। সুগ্রীবের প্রমাদ এবং অগ্রজ রামের অভীষ্ট কাজের কথা চিন্তা করে জ্ঞানী বীর লক্ষ্মণ আবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন।।২৮।। তিনি দীর্ঘ এবং উষ্ণ শ্বাস ফেলতে লাগলেন। ক্রোধে তাঁর চোখ একেবারে লাল হয়ে গেলো। নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে ধূম-সমন্বিত আগুনের মতো দেখাচ্ছিলো *(দীর্ঘশ্বাস যেন ধোঁয়া এবং লাল চোখ যেন আগুন)*।। ২৯ ।। তাঁকে তখন পাঁচমুখো সাপের মতো ভীষণ দেখাচ্ছিলো। বাণ ও শল্য যেন সাপের জিহ্বা। বাণের আসন তথা ধনুর্মণ্ডল যেন সাপের ফণা। তাঁর তেজ যেন সাপের বিষ *(সায়ক—বাণ ভোগ—ফণা। আস্য—মুখ)*।।৩০ ।। মৃত্যুকালীন দীপ্ত অগ্নির মতো কুপিত সর্পরাজের মতো তাঁকে দেখে ভয়ে অঙ্গদ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়লো।। ৩১ ।। মহাযশস্বী লক্ষ্মণের চোখ রাগে লাল। তিনি অঙ্গদকে বললেন; বাছা, সুগ্রীবকে আমার আগমনের কথা জানাও।।৩২ ।। হে শত্রুদমন, তাকে বলো, রামের ভাই লক্ষ্মণ এসেছে। ভাইয়ের দুঃখে তপ্ত হয়ে লক্ষ্মণ দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে।। ৩৩ ।। হে বানর, তাঁর কথা যদি আপনার রুচিকর মনে হয়, তাহলে তা ভালোভাবে পালন করুন। বাছা, হে শত্রুদমন অঙ্গদ, এইকথা বলেই তুমি শীগ্‌গির ফিরে এসো।।৩৪ ।। শোকাবিষ্ট অঙ্গদ তাঁর বাক্য শুনে পিতৃব্য সুগ্রীবের কাছে এসে বললো; পিতঃ ,এই যে লক্ষ্মণ এসেছেন *(পিতা বালি নেই বলে পিতৃব্য সুগ্রীবকেই অঙ্গদ পিতা বলে সম্বোধন করতো)*।। ৩৫ ।। তারপর অঙ্গদ তাঁর এই সুতীক্ষ্ণবাক্যে অত্যন্ত ভয় পেয়ে দীনবদনে সত্বর তাঁর কাছ থেকে এসে প্রথমেই রাজা সুগ্রীবের এবং পরে রুমার চরণ বন্দনা করলো।।৩৬ ।। অঙ্গদ অতি তেজস্বী। পিতার চরণবন্দনা করার পর সে মাতা তারার চরণেও প্রণত হলো। রুমারও পায়ে প্রণাম করে তারপর যে জন্য সে এসেছে তা নিবেদন করলো।।৩৭ ।। বানর সুগ্রীব তখন ঘুমের ঘোরে ক্লান্ত থাকায় জাগলো না। কামে মোহিত এবং মদ্যপানে তখন মত্ত।। ৩৮ ।। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণকে দেখে বানরেরা তাঁকে প্রসন্ন করার জন্য ভয়ে মোহিত-চিত্ত হয়ে তখন 'কিলকিলা' শব্দ করতে লাগলো।।৩৯ ।। তারা লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে জলের মহাপ্রবাহের মতো বজ্র এবং বিদ্যুতের মতো সিংহগর্জন করলো।। ৪০ ।। সেই তুমুলশব্দে

তেন শব্দেন মহতা প্রত্যবুধ্যত বানরঃ। মদবিহ্বলতাম্রাক্ষো ব্যাকুলঃ স্রগ্বিভূষণঃ।। ৪১
অথাঙ্গদবচঃ শ্রুত্বা তেনৈব চ সমাগতৌ। মন্ত্রিণৌ বানরেন্দ্রস্য সম্মতোদারদর্শনৌ।। ৪২
প্লক্ষশ্চৈব প্রভাবশ্চ মন্ত্রিণাবর্থ-ধর্মযোঃ। বক্তুমুচ্চাবচং প্রাপ্তং লক্ষ্মণং তৌ শশংসতুঃ।। ৪৩
প্রসাদয়িত্বা সুগ্রীবং বচনৈঃ সার্থনিশ্চিতৈঃ। আসীনং পর্যুপাসীনৌ যথা শক্রং মরুৎপতিম্।। ৪৪
সত্যসন্ধৌ মহাভাগৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। মনুষ্যভাবং সম্প্রাপ্তৌ রাজ্যার্হৌ রাজ্যদায়িনৌ।। ৪৫
তয়োরেকো ধনুষ্পাণির্দ্বারি তিষ্ঠতি লক্ষ্মণঃ। যস্য ভীতাঃ প্রবেপন্তো নাদান্ মুঞ্চতি বানরাঃ।। ৪৬
স এষ রাঘবভ্রাতা লক্ষ্মণো বাক্যসারথিঃ। ব্যবসায়রথঃ প্রাপ্তস্তস্য রামস্য শাসনাৎ।। ৪৭
অয়ঞ্চ তনয়ো রাজংস্তারায়া দয়িতোঽঙ্গদঃ। লক্ষ্মণেন সকাশং তে প্রেষিতস্ত্বরয়ানঘ।। ৪৮
সোঽয়ং রোষপরীতাক্ষো দ্বারি তিষ্ঠতি বীর্যবান্। বানরান্ বানরপতে চক্ষুসা নির্দহন্নিব।। ৪৯
তস্য মূর্দ্ধা প্রণামং ত্বং সপুত্রঃ সহবান্ধবঃ। গচ্ছ শীঘ্রং মহারাজ রোষো হ্যদ্যোপশাম্যতাম্।। ৫০
যথা হি রামো ধর্মাত্মা তৎকুরুষ্ব সমাহিতঃ। রাজংস্তিষ্ঠ স্বসময়ে ভব সত্যপ্রতিশ্রবঃ।। ৫১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একত্রিংশঃ সর্গঃ।

সুগ্রীব জেগে উঠলো। মদ্যের বিহ্বলতায় তার চোখ তখনও লাল। অলঙ্কার রূপে যে ফুলের মালা সে পরেছিলো, সেটিও ছিন্ন ভিন্ন।।। ৪১ ।। অতঃপর অঙ্গদের কথা শুনে বানরাধিপতি সুগ্রীবের দুই মন্ত্রী সুগ্রীবের কাছে উপস্থিত হলো। তারা দু'জনেই উদারচরিত্র। এবং রাজার অনুগত।। ৪২ ।। অর্থ এবং ধর্মবিষয়ক মন্ত্রী ছিলো তারা। নাম যথাক্রমে প্লক্ষ এবং প্রভাব। তারা এসেছিলো কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ বলার জন্য। দু'জনেই তারা লক্ষ্মণের আসার সংবাদ সুগ্রীবকে নিবেদন করলো।। ৪৩ ।। মরুদ্ দেবগণের অধিপতি ইন্দ্রের মতো উপবিষ্ট সুগ্রীবকে সার্থক বাক্যের দ্বারা তারা বন্দনা করে প্রসন্ন করলো।।৪৪ ।। বললো, রাম এবং লক্ষ্মণ এই দুই ভাই মহাভাগ্যবান। এবং সত্যনিষ্ঠ। মানুষের বেশে এসে তাঁরা রাজ্যলাভের যোগ্য। আবার রাজ্য-দান করারও যোগ্য।। ৪৫ ।। তাঁদের একজন লক্ষ্মণ। ধনু হাতে নিয়ে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। বানরেরা তাঁরই ভয়ে কেঁপে উঠে গর্জন করলো।। ৪৬ ।। রামের ভ্রাতা লক্ষ্মণ রামের আদেশেই এখানে এসে কার্যরত। সারথির মতো বাক্যই তাঁকে এখানে টেনে এনেছে।। ৪৭।। হে নিষ্পাপ, হে রাজন্, তারার প্রিয় পুত্র অঙ্গদকে লক্ষ্মণ আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।। ৪৮ ।। হে বানরপতে, সেই বীর লক্ষ্মণ ক্রোধে চক্ষু লাল করে বানরদের যেন দগ্ধ করে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন।।৪৯।। হে মহারাজ, সপুত্র এবং সবান্ধবে শীগ্‌গির তাঁর কাছে গিয়ে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে তাঁর ক্রোধকে শান্ত করুন।। ৫০ ।। হে রাজন্, ধর্মপ্রাণ রাম যা আদেশ করেছেন, একাগ্রচিত্তে তা পালন করুন। নিজের প্রতিজ্ঞাপালন করে সত্যরক্ষা করুন।। ৫১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের একত্রিংশ (৩১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

সুগ্রীবং প্রতি হনুমত উপদেশবাক্যম্।

অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবঃ সচিবৈঃ সহ। লক্ষ্মণং কুপিতং শ্রুত্বা মুমোচাসনমাত্মবান্।। ১
স চ তানব্রবীদ্ বাক্যং নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্। মন্ত্রজ্ঞান্ মন্ত্রকুশলো মন্ত্রেষু পরিনিষ্ঠিতঃ।। ২

দ্বাত্রিংশ (৩২) সর্গ

সুগ্রীবের প্রতি হনুমানের উপদেশ।

অঙ্গদের বচন শুনে এবং লক্ষ্মণের ক্রোধের বার্তা জেনে সচেতন সুগ্রীব সচিবদের নিয়ে আসন পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো।। ১ ।। মন্ত্রণায় কুশল এবং অভিজ্ঞ সুগ্রীব গুরু-লঘু বিবেচনা করে মন্ত্রজ্ঞ সেই সচিবদেরকে বললো—।। ২ ।। আমি তো রামকে দুর্বাক্য বলি নি। তাঁর প্রতি খারাপ ব্যবহারও কিছু করি

ন মে দুর্ব্যাহৃতং কিঞ্চিন্নাপি মে দুরনুষ্ঠিতম্। লক্ষ্মণো রাঘবভ্রাতা ক্রুদ্ধঃ কিমিতি চিন্তয়ে।। ৩
অসুহৃদ্ভির্মমামিত্রৈর্নিত্যমন্তরদর্শিভিঃ। মম দোষানসম্ভূতান্ শ্রাবিতো রাঘবানুজঃ।। ৪
অত্র তাবদ্ যথাবুদ্ধিঃ সর্বৈরেব যথাবিধি। ভাবস্য নিশ্চয়স্তাবদ্ বিজ্ঞেয়ো নিপুণং শনৈঃ।। ৫
ন খল্বস্তি মম ত্রাসো লক্ষ্মণান্নাপি রাঘবাৎ। মিত্রং স্বস্থানকুপিতং জনয়ত্যেব সম্ভ্রমম্।। ৬
সর্বথা সুকরং মিত্রং দুষ্করং প্রতিপালনম্। অনিত্যত্বাত্তু চিত্তানাং প্রীতিরল্পেঽপি ভিদ্যতে।। ৭
অতো নিমিত্তং ত্রস্তোঽহং রামেণ তু মহাত্মনা। যন্মমোপকৃতং শক্যং প্রতিকর্তুং ন তন্ময়া।। ৮
সুগ্রীবেণৈবমুক্তে তু হনুমান্ হরিপুঙ্গবঃ। উবাচ স্বেন তর্কেণ মধ্যে বানরমন্ত্রিণাম্।। ৯
সর্বথা নৈতদাশ্চর্যং যৎ ত্বং হরিগণেশ্বর। ন বিস্মরসি সুস্নিগ্ধমুপকারং কৃতং শুভম্।। ১০
রাঘবেণ তু বীরেণ ভয়মুৎসৃজ্য দূরতঃ। ত্বৎপ্রিয়ার্থং হতো বালী শক্রতুল্যপরাক্রমঃ।। ১১
সর্বথা প্রণয়াৎ ক্রুদ্ধো রাঘবো নাত্র সংশয়ঃ। ভ্রাতরং সংপ্রহিতবাঁল্লক্ষ্মণং লক্ষ্মিবর্ধনম্।। ১২
ত্বং প্রমত্তো ন জানীষে কালং কালবিদাং বর। ফুল্লসপ্তচ্ছদশ্যামা প্রবৃত্তা তু শরচ্ছুভা।। ১৩
নির্মলগ্রহনক্ষত্রা দ্যৌঃ প্রণষ্টবলাহকা। প্রসন্নাশ্চ দিশঃ সর্বাঃ সরিতশ্চ সরাংসি চ।। ১৪
প্রাপ্তমুদ্যোগকালং তু নাবৈষি হরিপুঙ্গব। ত্বং প্রমত্ত ইতি ব্যক্তং লক্ষ্মণোঽয়মিহাগতঃ।। ১৫
আর্তস্য হৃতদারস্য পরুষং পুরুষান্তরাৎ। বচনং মর্ষণীয়ং তে রাঘবস্য মহাত্মনঃ।। ১৬
কৃতাপরাধস্য হি তে নান্যৎ পশ্যাম্যহং ক্ষমম্। অন্তরেণাঞ্জলিং বদ্ধ্বা লক্ষ্মণস্য প্রসাদনাৎ।। ১৭
নিযুক্তৈর্মন্ত্রিভির্বাচ্যো হ্যবশ্যং পার্থিবো হিতম্। ইত এব ভয়ং ত্যক্ত্বা ব্রবীম্যবধৃতং বচঃ।। ১৮

নি। তবুও রামের ভাই লক্ষ্মণ আমার ওপর কেন রেগে আছেন চিন্তা করছি।। ৩ ।। যারা আমার সুহৃদ্ নয়, এমন ছিদ্রন্বেষী শত্রুরা আমার যে সব দোষ নেই, তাই আমার ওপর আরোপ করে লক্ষ্মণকে শুনিয়েছে।। ৪ ।। এখন তাই সবারই উচিত নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে ক্রমে ক্রমে ক্রোধের কারণ নির্ণয় করা।। ৫ ।। রাম বা লক্ষ্মণের কাছ থেকে আমার কোনো ভয় নেই। কিন্তু মিত্র যদি অকারণে কুপিত হন, তাহলে তো ভয়ই করে।।৬ ।। সর্বদাই বন্ধুত্ব করা চলে। সহজেই। কিন্তু তাকে রক্ষা করাই দুষ্কর। চিত্তের চাঞ্চল্যের জন্য সামান্য কারণেই প্রীতি নষ্ট হয়ে যায়।। ৭ ।। সেজন্যেই আমি ভয় করছি। রাম যে ভাবে আমার উপকার করেছেন, আমি তো তেমন কোনো প্রত্যুপকার করে উঠতে পারি নি।।৮ ।। সুগ্রীব এই রকম বললে বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান বানর-মন্ত্রীদের মধ্যে নিজের যুক্তি অনুসারে বললেন—।। ৯ ।। হে বানরগণাধিরাজ, রাম স্নেহবশতঃ আপনার যে উপকার করেছেন এবং আপনিও যে তা ভুলে যান নি এ আর আশ্চর্য কি?।। ১০ ।। বীর রাম ভয়কে দূরে ফেলে দিয়ে ইন্দ্রের মতো পরাক্রমশালী বালিকে আপনার প্রিয়কার্যের জন্যই হত্যা করেছেন।। ১১ ।। আপনাকে ভালোবাসেন বলেই রাম আপনার ওপর রেগে গেছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই জন্যেই শোভাবর্ধন ভাই লক্ষ্মণকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।। ১২ ।। কালজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েও প্রমত্ততাবশতঃ তা আপনি জানতে পারেন নি। শুভ শরৎকাল এসে গেছে। বিকশিত ছাতিমফুলের পশরা সবদিক শ্যামল হয়ে গেছে *(সপ্তচ্ছদ— ছাতিম)*।।১৩।। মেঘ চলে যাওয়ায় আকাশে গ্রহ নক্ষত্রকে নির্মল দেখাচ্ছে। সব দিক প্রসন্ন। নদী আর সরোবর সব স্বচ্ছ।। ১৪ ।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, আপনি ভোগে ডুবে থাকায় যুদ্ধযাত্রার এই সময়টি বুঝে উঠতে পারেন নি। তা জানাবার জন্যই লক্ষ্মণ এখানে এসেছেন।। ১৫ ।। মহাত্মা রাম হৃতদার। ও আর্ত। তিনি কঠোর যে বাক্য বলবেন, তা আপনাকে সহ্য করতে হবে।। ১৬ ।। আপনি রামের কাছে অপরাধী হয়েছেন। তাই হাতজোড় করে লক্ষ্মণের প্রসন্নতা-বিধান ছাড়া আপনার আর কোনো উপায় নেই।। ১৭।। যাঁরা মন্ত্রী নিযুক্ত হন, তাঁদের তো রাজাদের যাতে ভালো হয় সেই কথাই অবশ্যভাবে বলা উচিত। এই জন্য ভয় ত্যাগ করে আপনাকে আমি নিশ্চিত বাক্য বলছি।। ১৮ ।। রাম ক্রুদ্ধ হলে ধনু তুলে নিয়ে দেবতা,

অভিক্রুদ্ধঃ সমর্থো হি চাপমুদ্যম্য রাঘবঃ। সদেবাসুরগন্ধর্বং বশে স্থাপয়িতুং জগৎ।। ১৯
ন স ক্ষমঃ কোপয়িতুং যঃ প্রসাদ্যঃ পুনর্ভবেৎ। পূর্বোপকারং স্মরতা কৃতজ্ঞেন বিশেষতঃ।। ২০
তস্য মূর্ধ্না প্রণম্য ত্বং সপুত্রঃ সসুহৃজ্জনঃ। রাজংস্তিষ্ঠ স্বসময়ে ভর্তুর্ভার্যেব তদ্বশে।। ২১
ন রাম রামানুজশাসনং ত্বয়া কপীন্দ্র যুক্তং মনসাপ্যপোহিতুম্।
মনো হি তে জ্ঞাস্যতি মানুষং বলম্ সরাঘবস্যাস্য সুরেন্দ্রবর্চসঃ।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বাত্রিংশঃ সর্গঃ।

অসুর এবং গন্ধর্বসমন্বিত এই জগৎকে বশীভূত করতে পারেন।। ১৯ ।। যাঁকে প্রসন্ন করা উচিত, তাঁকে রাগিয়ে দেওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে পূর্বের উপকার স্মরণ করে যে কৃতজ্ঞ তার পক্ষে তো মোটেই নয়।।২০ ।। হে রাজন্, আপনি সপুত্র এবং সবান্ধবে অবনতমস্তকে তাঁকে প্রণাম করে পতির কাছে পত্নীর মতোই তাঁর বশবর্তী হয়ে থাকুন।। ২১ ।। হে কপিরাজ, আপনি মনে মনেও রাম এবং লক্ষ্মণের শাসন উল্লঙ্ঘন করতে পারবেন না। কারণ ইন্দ্রের মতো তেজস্বী রাম এবং লক্ষ্মণের অমানুষিক শক্তির কথা আপনার জানা।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ (৩২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

অঙ্গদমুখেন স্ব-গমনবিষয়ে প্রত্যুত্তরং প্রাপ্য কিষ্কিন্ধানগর্যাঃ শোভাং পশ্যতো লক্ষ্মণস্য সুগ্রীবান্তঃপুরপ্রবেশঃ, ক্রোধেন ধনুষ্টঙ্কারদানম্, তেন ভীতেন সুগ্রীবেণ লক্ষ্মণং প্রশাময়িতুং তৎসমীপে তারায়াঃ প্রেষণম্, তারায়া লক্ষ্মণায় সান্ত্বনাদানম্, অন্তঃপুরানয়নঞ্চ।

অথ প্রতিসমাদিষ্টো লক্ষ্মণঃ পরবীরহা। প্রবিবেশ গুহাং রম্যাং কিষ্কিন্ধাং রামশাসনাৎ।। ১
দ্বারস্থা হরয়স্তত্র মহাকায়া মহাবলাঃ। বভূবুর্লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা সর্বে প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ।। ২
নিঃশ্বসন্তং তু তং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধং দশরথাত্মজম্। বভূবুর্হরয়স্ত্রস্তা ন চৈনং পর্যবারয়ন্।। ৩
স তাং রত্নময়ীং দিব্যাং শ্রীমান্ পুষ্পিতকাননাম্। রম্যাং রত্নসমাকীর্ণাং দদর্শ মহতীং গুহাম্।। ৪
হর্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং নানারত্নোপশোভিতাম্। সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পিতৈরুপশোভিতাম্।। ৫

ত্রয়ত্রিংশ (৩৩) সর্গ

অঙ্গদের মুখে নিজের গমন বিষয়ে প্রত্যুত্তর পেয়ে কিষ্কিন্ধানগরীর শোভা দেখতে দেখতে লক্ষ্মণের সুগ্রীবের অন্তঃপুরে প্রবেশ। ক্রোধে ধনুর টঙ্কারদান। লক্ষ্মণকে প্রশমিত করার জন্য ভীত সুগ্রীবের তারাকে প্রেরণ। তারার দ্বারা লক্ষ্মণকে সান্ত্বনাদান। এবং অন্তঃপুরে আনয়ন।

অনুমতি পেয়ে শত্রুবীরঘাতী লক্ষ্মণ রামের নির্দেশ মতো গুহার মধ্যে রমণীয়া কিষ্কিন্ধানগরীতে প্রবেশ করলেন।। ১ ।। বিশালকায়, মহাশক্তিশালী বানরেরা লক্ষ্মণকে দেখে সবাই করজোড়ে দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে রৈলো।। ২ ।। দশরথপুত্র লক্ষ্মণকে তারা রেগে নিঃশ্বাস ফেললো দেখলো। বানরেরা ভয়ে তাঁকে আর বেষ্টন করতে পারলো না।।৩ ।। রত্নময়ী স্বর্গতুল্যা সেই বিরাট গুহাকে শ্রীমান লক্ষ্মণ দেখলেন। রত্নরাজি সেখানে ছড়িয়ে আছে। রয়েছে বাগান। তাতে বিবিধ ফুল ফুটে আছে।। ৪ ।। মনোহর অট্টালিকা এবং সমুচ্চ প্রাসাদে এই নগরী পরিপূর্ণা। নানাবিধ রত্নে শোভিতা। প্রত্যাশিত সকল ফলের গাছ সেখানে আছে। রয়েছে ফুলে-ভরা গাছ।। ৫ ।। দেবতা এবং গন্ধর্বদের ঔরসজাত সুন্দরদর্শন বানরদের দ্বারা শোভিত এই

দেবগন্ধর্বপুত্রৈশ্চ বানরৈঃ কামরূপিভিঃ। দিব্যমাল্যাম্বরধরৈঃ শোভিতাং প্রিয়দর্শনৈঃ।। ৬
চন্দনাগুরুপদ্মানাং গন্ধৈঃ সুরভিগন্ধিতাম্। মৈরেয়াণাং মধূনাঞ্চ সম্মোদিতমহাপথাম্।। ৭
বিন্ধ্যমেরুগিরিপ্রখ্যৈঃ প্রাসাদৈর্নৈকভূমিভিঃ। দদর্শ গিরিনদ্যশ্চ বিমলাস্তত্র রাঘবঃ।। ৮
অঙ্গদস্য গৃহং রম্যং মৈন্দস্য দ্বিবিদস্য চ। গবয়স্য গবাক্ষস্য গয়স্য শরভস্য চ।। ৯
বিদ্যুন্মালেশ্চ সম্পাতেঃ সূর্যাক্ষস্য হনূমতঃ। বীরবাহোঃ সুবাহোশ্চ নলস্য চ মহাত্মনঃ।। ১০
কুমুদস্য সুষেণস্য তার-জাম্ববতোস্তথা। দধিবক্ত্রস্য নীলস্য সুপাটলসুনেত্রয়োঃ।। ১১
এতেষাং কপিমুখ্যানাং রাজমার্গে মহাত্মনাম্। দদর্শ গৃহমুখ্যানি মহাসারাণি লক্ষ্মণঃ।। ১২
পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশানি গন্ধমাল্যযুতানি চ। প্রভূতধনধান্যানি স্ত্রীরত্নৈঃ শোভিতানি চ।। ১৩
পাণ্ডুরেণ তু শৈলেন পরিক্ষিপ্তং দুরাসদম। বানরেন্দ্রগৃহং রম্যং মহেন্দ্রসদনোপমম্।। ১৪
শুক্লৈঃ প্রাসাদশিখরৈঃ কৈলাসশিখরোপমৈঃ। সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ পুষ্পিতৈরুপশোভিতম্।। ১৫
মহেন্দ্রদত্তৈঃ শ্রীমদ্ভির্নীলজীমূতসন্নিভৈঃ। দিব্যপুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈঃ শীতচ্ছায়ৈর্মনোরমৈঃ।। ১৬
হরিভিঃ সংবৃতদ্বারং বলিভিঃ শাস্ত্রপাণিভিঃ। দিব্যমাল্যাবৃতং শুভ্রং তপ্তকাঞ্চনতোরণম্।। ১৭
সুগ্রীবস্য গৃহং রম্যং প্রবিবেশ মহাবলঃ। অবার্যমাণঃ সৌমিত্রির্মহাভ্রমিব ভাস্করঃ।। ১৮
স সপ্ত কক্ষ্যা ধর্মাত্মা যানাসনসমাবৃতাঃ। দদর্শ সুমহদ্ গুপ্তং দদর্শান্তঃপুরং মহৎ।। ১৯
হৈমরাজতপর্যঙ্কৈর্বহুভিশ্চ বরাসনৈঃ। মহার্হাস্তরণোপেতৈস্তত্র তত্র সমাবৃতম্।। ২০
প্রবিশন্নেব সততং শুশ্রাব মধুরস্বনম্। তন্ত্রীগীতসমাকীর্ণং সমতালপদাক্ষরাম্।। ২১

পুরী। বানরেরা সকলে স্বর্গীয় ফুলের মালা আর বসন পরিধান করেছে। ইচ্ছেমতো রূপ তারা ধারণ করতে পারে।। ৬ ।। চন্দন, অগুরু এবং পদ্মের গন্ধে সুরভিত এই নগরী। রাস্তাগুলি প্রশস্ত। মৈরেয় নামক মহার্ঘ মদ্য এবং মধুর গন্ধে সম্যগ্‌ভাবে আমোদিত সেই পথরাজি।। ৭ ।। রঘুবংশধর লক্ষ্মণ সেখানে বহুতলবিশিষ্ট প্রাসাদ সব দেখলেন। সেগুলি বিন্ধ্য এবং মেরুগিরির মতো সমুচ্চ।। ৮ ।। অঙ্গদ, মৈন্দ এবং দ্বিবিদের রমণীয় গৃহ তিনি দেখতে পেলেন। দেখলেন গবয়, গবাক্ষ, গয় এবং শরভের গৃহ।। ৯ ।। বিদ্যুন্মাবলী, সম্পাতি, সূর্যাক্ষ, হনুমান, বীরবাহু, সুবাহু এবং মহাত্মা নলের গৃহও তিনি দেখলেন।। ১০ ।। দেখলেন কুমুদ, সুষেণ, জাম্ববান, দধিবক্ত্র, নীল, সুপাটল এবং সুনেত্রের গৃহ।। ১১ ।। রাজপথে লক্ষ্মণ মহাত্মা এই সব বানরপ্রধানের সুদৃঢ় প্রধান প্রধান প্রাসাদগুলি দেখলেন।। ১২ ।। সেগুলি শ্বেত-পীত মিশ্রিত বর্ণের মেঘের মতো। তাতে সুগন্ধ নির্যাস ছড়ানো। ফুলের মালায় সজ্জিত হলো গৃহগুলি। প্রভূত ধনধান্যযুক্ত গৃহগুলি সুন্দরী রমণীদের দ্বারা সুশোভিত *(অভ্র—মেঘ)*।। ১৩ ।। বানররাজ সুগ্রীবের বাসগৃহ ইন্দ্রপুরীর রমণীয়। পাণ্ডুবর্ণ পাহাড় দিয়ে ঘেরা। দুর্গম।। ১৪ ।। প্রাসাদের শিখরগুলি শুভ্র। যেন কৈলাশপর্বতের চূড়া। সবধরনের কাম্য ফল মেলে এমন সব গাছ এবং পুষ্পিত তরুতে শোভিত ছিলো সেই গৃহ।। ১৫ ।। মহেন্দ্রের দেওয়া সুন্দর গাছগুলি সেখানে শোভাবৃদ্ধি করছিলো। সেগুলি নীল মেঘের মতো। তারা স্বর্গীয় পুষ্প এবং ফল দিতো। বিস্তার করতো উপভোগ্য শীতল ছায়া।। ১৬ ।। গৃহের তোরণ তপ্ত সোনার মতো বর্ণের। স্বর্গীয় শুভ্রফুলের মালায় ঐ দ্বারদেশ সজ্জিত। উপহারের বস্তু এবং অস্ত্র হাতে নিয়ে বানরেরা সেখানে দাঁড়িয়ে। ।। ১৭ ।। সূর্য যেমন মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে তেমনি সুমিত্রা-নন্দন মহাবীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের রমণীয় প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। তাঁকে কেউ বাধা দিলে না।। ১৮ ।। ধর্মাত্মা লক্ষ্মণ ক্রমে ক্রমে প্রাসাদের সাতটি মহল অতিক্রম করলেন। সেগুলি যান এবং আসনে সমন্বিত। তিনি দেখলেন বিশাল গুপ্ত অন্তঃপুরটিও।। ১৯ ।। তাতে রয়েছে সোনার এবং রূপোর বহু খাট। আছে সুন্দর সব বসার আসন। বহুমূল্য চাদরে সেগুলি ঢাকা।। ২০ ।। প্রবেশমাত্রই শুনতে পেলেন নিরন্তর সঙ্গীতের ধ্বনি। সমতাল, পদ এবং অক্ষরযুক্ত সেই সঙ্গীত। অনুষঙ্গ ছিলো বীণাদি যন্ত্রের তন্ত্রীধ্বনি।।২১।।

বহ্বীশ্চ বিবিধাকারা রূপযৌবনগর্বিতাঃ। স্ত্রিয়ঃ সুগ্রীবভবনে দদর্শ স মহাবল।। ২২
দৃষ্ট্বাভিজনসম্পন্নাস্তত্র মাল্যকৃতস্রজঃ। বরমাল্যকৃতব্যগ্রা ভূষণোত্তমভূষিতাঃ।। ২৩
নাতৃপ্তান্নাতি চাব্যগ্রান্নানুদাত্তপরিচ্ছদান্। সুগ্রীবানুচরাংশ্চাপি লক্ষয়ামাস লক্ষ্মণঃ।। ২৪
কূজিতং নূপুরাণাঞ্চ কাঞ্চীনাং নিঃস্বনং তথা। স নিশম্য ততঃ শ্রীমান্ সৌমিত্রির্লজ্জিতোঽভবৎ।। ২৫
রোষবেগপ্রকুপিতঃ শ্রুত্বা চাভরণস্বনম্। চকার জ্যাস্বনং বীরো দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্।। ২৬
চারিত্রেণ মহাবাহুরপকৃষ্টঃ স লক্ষ্মণঃ। তস্থাবেকান্তমাশ্রিত্য রামকোপসমন্বিতঃ।। ২৭
তেন চাপস্বনেনাথ সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ। বিজ্ঞায়াগমনং ত্রস্তঃ স চচাল বরাসনাৎ।। ২৮
অঙ্গদেন যথা মহ্যং পুরস্তাৎ প্রতিবেদিতম্। সুব্যক্তমেষ সম্প্রাপ্তঃ সৌমিত্রির্ভ্রাতৃবৎসলঃ।। ২৯
অঙ্গদেন সমাখ্যাতো জ্যাস্বনেন চ বানরঃ। বুবুধে লক্ষ্মণং প্রাপ্তং মুখং চাস্যে ব্যশুষ্যত।। ৩০
ততস্তারাং হরিশ্রেষ্ঠঃ সুগ্রীবঃ প্রিয়দর্শনাম্। উবাচ হিতমব্যগ্রস্ত্রাসসম্ভ্রান্তমানসঃ।। ৩১
কিন্নু রুট্‌কারণং সুভ্রু প্রকৃত্যা মৃদুমানসঃ। সরোষ ইব সম্প্রাপ্তো যেনায়ং রাঘবানুজঃ।। ৩২
কিং পশ্যসি কুমারস্য রোষস্থানমনিন্দিতে। ন খল্বকারণে কোপমাহরেন্নরপুঙ্গবঃ।। ৩৩
যদ্যস্য কৃতমস্মাভির্বুধ্যসে কিঞ্চিদপ্রিয়ম্। তদ্বুদ্ধ্যা সম্প্রধার্যাশু ক্ষিপ্রমেবাভিধীয়তাম্।। ৩৪
অথবা স্বয়মেবৈনং দ্রষ্টুমর্হসি ভামিনি। বচনৈঃ সান্ত্বযুক্তৈশ্চ প্রসাদয়িতুমর্হসি।। ৩৫
ত্বদ্দর্শনে বিশুদ্ধাত্মা ন স্ম কোপং করিষ্যতি। ন হি স্ত্রীষু মহাত্মানঃ ক্বচিৎ কুর্বন্তি দারুণম্।। ৩৬

মহাবীর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের অন্তঃপুরে রূপযৌবন গর্বিত বিভিন্ন আকারের বহু রমণীকে দেখতে পেলেন *(অন্তঃপুরের প্রহরায় নারীবাহিনীই তখন নিযুক্ত হতো। রাজাদের দেহরক্ষীও থাকতো নারী)*।। ২২ ।। দেখলেন উত্তম অলঙ্কারে-সজ্জিতা অভিজাত বংশে-জাতা রমণীরা সুন্দর মালা গেঁথে চলেছেন।। ২৩ ।। লক্ষ্মণ দেখলেন সুগ্রীবের অনুচরদের। তারা সব সন্তুপ্ত। এবং কর্মব্যগ্রও। পরিচ্ছদে তাদের বাড়াবাড়ি নেই।।২৪।। শ্রীমান লক্ষ্মণ এবার নূপুরের শিঞ্জন এবং কাঞ্চীর নিঃস্বন শুনে লজ্জিত হলেন। *(অন্তঃপুরে নারীর স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছেন। ফলে পায়ের নূপুরের এবং কোমরের কাঞ্চীর শব্দ শোনা যাচ্ছে। বহিরাগত লক্ষ্মণ হঠাৎ মেয়েদের সামনে পড়ে যাওয়ায় লজ্জা পেলেন)*।। ২৫ ।। অলঙ্কারের শব্দ শুনে বীর লক্ষ্মণ রেগে ধনুর জ্যা-র শব্দে সব দিক মুখরিত করে তুললেন *(সুগ্রীব কর্তব্য ভুলে রমণীদের নিয়ে ভোগে প্রমত্ত অনুমান করলেন। তাই রেগে ধনুর টঙ্কারে সবাইকে সচকিত করলেন)*।। ২৬ ।। রামের ক্রোধে যুক্ত হয়ে মহাবীর লক্ষ্মণ চরিত্রের সৌজন্যবশতঃ একেবারে অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে বাইরে একান্তে অবস্থান করলেন।।২৭।। সেই ধনুর টঙ্কারে লক্ষ্মণের আগমন বুঝতে পেরে বানরপতি সুগ্রীব ভয় পেয়ে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।। ২৮ ।। ভাবলো, অঙ্গদ আমাকে আগে যা জানিয়েছিলো তাই হয়েছে। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ এখানে এসে গেছেন।। ২৯ ।। ধনুর জ্যা-ধ্বনিতে বানর সুগ্রীব বুঝে গেলো যে লক্ষ্মণ এসে গেছেন। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেলো।। ৩০ ।। মনে মনে ভয়ে ত্রস্ত হয়ে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব ধৈর্য ধরে সুন্দরী তারাকে কল্যাণকর বাক্য বললেন।।৩১ ।। হে সুন্দর ভ্রূ-যুক্তা সুন্দরি, লক্ষ্মণ তো স্বভাবে কোমল মনের ব্যক্তি। অথচ মনে হচ্ছে যেন রেগে এসেছেন।। ৩২ ।। হে সুন্দরি, রাগের কারণ কিছু অনুমান করতে পারছো কি? এই নরশ্রেষ্ঠ তো বিনা কারণে রাগেন না।।৩৩।। যদি তুমি বুঝতে পারো যে আমি অপ্রিয় কিছু করেছি, তা বিবেচনা করে শীগগির আমায় বলো।।৩৪।। অথবা, হে ব্যক্তিত্ব-সম্পন্নে সুন্দরি, তুমি নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করো। ভালো কথায় তাঁকে প্রসন্ন করো।।৩৫।। লক্ষ্মণ বিশুদ্ধাত্মা। তোমাকে দেখে আর রাগ করবেন না। কারণ মহাত্মা ব্যক্তিরা নারীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন না *(রাজনৈতিক সঙ্কটে নারীর নেতৃত্ব লক্ষণীয়। আর মহজ্জনেরা নারীকে মর্যাদা দিয়ে থাকেন। সেই যুগে বনবাসীদের মধ্যেও এই প্রত্যয়)*।। ৩৬ ।। তুমি তাঁকে শান্ত করো। তারপরে আমি প্রসন্নচিত্ত, কমলনয়ন, শত্রুদমন লক্ষ্মণের সঙ্গে

ত্বয়া সান্ত্বৈরুপক্রান্তং প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসম্। ততঃ কমলপত্রাক্ষং দ্রক্ষ্যাম্যহমরিন্দমম্।। ৩৭
সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী প্রলম্বকাঞ্চী গুণহেমসূত্রা।
সলক্ষ্মণা লক্ষ্মণসন্নিধানং জগাম তারা নমিতাঙ্গযষ্টিঃ।। ৩৮
স তাং সমীক্ষ্যৈব হরীশপত্নীং তস্থাবুদাসীনতয়া মহাত্মা।
অবাঙমুখোঽভূন্মনুজেন্দ্রপুত্রঃ স্ত্রীসন্নিকর্ষাদ্ বিনিবৃত্তকোপঃ।। ৩৯
সা পানযোগাচ্চ নিবৃত্তলজ্জা দৃষ্টিপ্রসাদাচ্চ নরেন্দ্রসূনোঃ।
উবাচ তারা প্রণয়প্রগল্‌ভং বাক্যং মহার্থং পরিসান্ত্বরূপম্।। ৪০
কিং কোপমূলং মনুজেন্দ্রপুত্র কস্তে ন সন্তিষ্ঠতি বাঙনিদেশে।
কঃ শুষ্কবৃক্ষং বনমাপতন্তং দাবাগ্নিমাসীদতি নির্বিশঙ্কঃ।। ৪১
স তস্যা বচনং শ্রুত্বা সান্ত্বপূর্বমশঙ্কিতঃ। ভূয়ঃ প্রণয়দৃষ্টার্থং লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।। ৪২
কিময়ং কামবৃত্তস্তে লুপ্তধর্মার্থসংগ্রহঃ। ভর্তা ভর্তৃহিতে যুক্তে ন চৈনমববুধ্যসে।। ৪৩
ন চিন্তয়তি রাজ্যার্থং সোঽস্মান্ শোকপরায়ণান্। সামাত্যপরিষৎ তারে কামমেবোপসেবতে।। ৪৪
স মাসাংশ্চতুরঃ কৃত্বা প্রমাণং প্লবগেশ্বরঃ। ব্যতীতাংস্তান্ মদোদগ্রো বিহরন্নাববুধ্যতে।। ৪৫
নহি ধর্মার্থসিদ্ধ্যর্থং পানমেবং প্রশস্যতে। পানাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্মশ্চ পরিহীয়তে।। ৪৬
ধর্মলোপো মহাংস্তাবৎ কৃতে হ্যপ্রতিকুর্বতঃ। অর্থলোপশ্চ মিত্রস্য নাশে গুণবতো মহান্।। ৪৭
মিত্রং হ্যর্থগুণশ্রেষ্ঠং সত্যধর্মপরায়ণম্। তদ্দ্বয়ং তু পরিত্যক্তং ন তু ধর্মে ব্যবস্থিতম্।। ৪৮
তদেবং প্রস্তুতে কার্যে কার্যমস্মাভিরুত্তরম্। তৎকার্যং কার্যতত্ত্বজ্ঞে ত্বমুদাহর্তুমর্হসি।। ৪৯
সা তস্য ধর্মার্থসমাধিযুক্তং নিশম্য বাক্যং মধুরস্বভাবম্।
তারা গতার্থে মনুজেন্দ্রকার্যে বিশ্বাসযুক্তং তমুবাচ ভূয়ঃ।। ৫০

সাক্ষাৎ করবো।। ৩৭ ।। শুভলক্ষণযুক্তা তারা তখন লক্ষ্মণের কাছে গেলেন। সুন্দরী চলেছেন স্খলিত নয়নে। মদ-বিহ্বল তাঁর চোখ। সোনার সুতোয় গাঁথা কাঞ্চী। তাঁর কোমরে ঝুলছে। বিনয়ে তাঁর অঙ্গযষ্টি বিনম্র।। ৩৮ ।। বানর রাজপত্নীকে দেখে রাজপুত্র মহাত্মা লক্ষ্মণ উদাসীন হয়ে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রৈলেন। স্ত্রীলোক কাছে থাকায় ক্রোধকে তিনি সংযত করে নিলেন *(নারীর প্রতি ব্যবহারের দ্বারা মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। লক্ষ্মণের আচরণে তাই প্রকট হয়ে উঠলো)*।। ৩৯ ।। মদ্যপানের জন্য তারার লজ্জা অপগত। রাজকুমার লক্ষ্মণের দৃষ্টি বেশ প্রসন্ন। তাই সান্ত্বনা দিয়ে মহদ্‌র্থযুক্ত বাক্য প্রীতিভরে খোলাখুলিভাবে তারা তাঁকে বললেন—।। ৪০ ।। হে রাজপুত্র, আপনার রাগের কারণ কি? কে আপনার কথা শুনছে না? শুকনো গাছের বনে দাবানল জ্বলে উঠেছে দেখে কে নিঃশঙ্ক থাকতে পারে?।। ৪১ ।। নির্ভীক লক্ষ্মণ তাঁর সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্য শুনলেন। প্রীতির সঙ্গে তিনি এবার বললেন—।। ৪২ ।। তুমি তো পতির কল্যাণে নিরত আছো। কিন্তু তোমার পতি কামভোগে প্রবৃত্ত হয়ে ধর্ম এবং অর্থ যে বিলোপ করতে চলেছেন, এটা কি তুমি বুঝতে পারছো না?।। ৪৩ ।। হে তারে, তিনি অমাত্য এবং পারিবষদবর্গ দিয়ে কামেরই সেবা করছেন। রাজ্যের প্রয়োজন চিন্তা করছেন না। ভাবছেন না শোকার্ত আমাদের কথাও।। ৪৪।। বানরপতি সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন চার মাস পরে সীতার অন্বেষণে আমাদের সহায় হবেন। চার মাস চলে গেলো। সুরায় ডুবে থেকে কামভোগে তিনি মত্ত থাকায় সব ভুলে গেছেন।। ৪৫।। ধর্ম এবং অর্থসিদ্ধির জন্য সুরাপান প্রশস্ত নয়। পানের ফলে একে একে অর্থ, কাম এবং ধর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়।। ৪৬ ।। উপকারীর উপকার না করলে ধর্মলোপ হয়ে থাকে। গুণী যদি মিত্রের সঙ্গে মৈত্রী ছিন্ন করে, তাহলে হয় অর্থলোপ।। ৪৭ ।। অর্থগুণে শ্রেষ্ঠ মিত্র এবং সত্য ধর্ম পরায়ণতা—দুইই তিনি পরিত্যাগ করেছেন। তিনি আর এখন ধর্মপথে নেই।। ৪৮ ।। তারে, কর্তব্য কি তুমি তা জানো। এই অবস্থায় আমাদের পরবর্তী কাজ কি করা উচিত তা তুমি বলো।। ৪৯ ।। ধর্ম, অর্থ, নীতিযুক্ত তাঁর সেই মধুরবাক্য সুন্দরী তারা শুনলেন। রাজশ্রেষ্ঠ রামের কার্য সম্পাদনের জন্য আবার তাঁকে তিনি বিশ্বাসের সঙ্গে বললেন—।। ৫০।।

ন কোপকালঃ ক্ষিতিপালপুত্র ন চাপি কোপঃ স্বজনে বিধেয়ঃ।
ত্বদর্থকামস্য জনস্য তস্য প্রমাদমপ্যর্হসি বীর সোঢুম্।। ৫১
কোপং কথং নাম গুণপ্রকৃষ্টঃ কুমার কুর্যাদপকৃষ্টসত্ত্বে।
কস্ত্বদ্বিধঃ কোপবশং হি গচ্ছেৎ সত্ত্বাবরুদ্ধস্তপসঃ প্রসূতিঃ।। ৫২
জানামি কোপং হরিবীরবন্ধোর্জানামি কার্যস্য চ কালসঙ্গম্।
জানামি কার্যং ত্বয়ি যৎকৃতং নস্তচ্চাপি জানামি যদত্র কার্যম্।। ৫৩
তচ্চাপি জানামি তথা বিষহ্যং বলং নরশ্রেষ্ঠ শরীরজস্য।
জানামি যস্মিংশ্চ জনেঽববদ্ধং কামেন সুগ্রীবমসক্তমদ্য।। ৫৪
ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি ত্বং বৈ যথা মন্যুবশং প্রপন্নঃ।
ন দেশ-কালৌ হি যথার্থধর্মাববেক্ষতে কামরতির্মনুষ্যঃ।। ৫৫
ন কামবৃত্তং মম সন্নিকৃষ্টং কামাভিযোগাচ্চ বিমুক্তলজ্জম্।
ক্ষমস্ব তাবৎ পরবীরহন্তস্তদ্‌ভ্রাতরং বানরবংশনাথম্।। ৫৬
মহর্ষয়ো ধর্মতপোঽভিরামাঃ কামানুকামাঃ প্রতিবদ্ধমোহাঃ।
অয়ং প্রকৃত্যা চপলঃ কপিস্তু কথং ন সজ্জেত সুখেষু রাজা।। ৫৭
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং মহার্থং সা বানরী লক্ষ্মণমপ্রেয়ম্।
পুনঃ সখেদং মদবিহ্বলাক্ষী ভর্তুর্হিতং বাক্যমিদং বভাষে।। ৫৮
উদ্যোগস্তু চিরাজ্ঞপ্তঃ সুগ্রীবেণ নরোত্তম। কামস্যাপি বিধেয়েন তবার্থপ্রতিসাধনে।। ৫৯
আগতা হি মহাবীর্যা হরয়ঃ কামরূপিণঃ। কোটীঃ শতসহস্রাণি নানানগনিবাসিনঃ।। ৬০
তদাগচ্ছ মহাবাহো চারিত্রং রক্ষিতং ত্বয়া। অচ্ছলং মিত্রভাবেন সতাং দারাবলোকনম্।। ৬১

হে রাজপুত্র, এখন আপনার ক্রোধ করার সময় নয়। আবার আত্মজনের প্রতি রাগ করাও উচিত নয়। তাই, হে বীর, আপনার অভিলষিত কার্যের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েও সে যে ভুল আপাততঃ করেছে, তা আপনার সহ্য করতেই হবে।। ৫১ ।। হে কুমার, বলুন তো দেখি, কোন্ গুণী ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত গুণহীন ব্যক্তির প্রতি রাগ করে থাকেন? কোন্ তপস্বীব্যক্তি সত্ত্বগুণ ত্যাগ করে আপনার মতো ক্রোধের বশীভূত হন?।। ৫২ ।। বানরবীর সুগ্রীবের বন্ধু রামের কোপের কথা আমি জানি। সীতা-সন্ধানের উপযুক্ত কালের কথাও আমার অজানিত নয়। আপনি আমার জন্য যা করেছেন, তাও আমার জানা। এখন কি করতে হবে, তাও অজ্ঞাত নয়।। ৫৩ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, দেহের ভোগকামনায় যে অসহ্য কামবেগের শক্তি, তাও আমি জ্ঞাত। সুগ্রীব যে কামাসক্ত হয়ে প্রিয়জনে আবদ্ধ হয়ে ছিলেন, তাও আমার জানা আছে।। ৫৪ ।। কামতন্ত্রে আপনার বুদ্ধি কখনো যায় নি। আর সে জন্যেই আপনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। মানুষ কামাসক্ত হলে দেশ, কাল, অর্থ এবং ধর্ম যথাযথভাবে বিচার করতে পারে না।। ৫৫ ।। হে শত্রুবীরহন্তা, কামের আকর্ষণে লজ্জা ত্যাগ করে সে আমাতেই কামে প্রবৃত্ত হয়েছিলো। সেই বানরাধিপতিকে ভাইয়ের মতোই আপনি ক্ষমা করুন।। ৫৬ ।। ধর্মপ্রাণ, তপোনিষ্ঠ মহর্ষিরাও কামে আকৃষ্ট হয়ে মোহগ্রস্ত হন। এ তো স্বভাব চঞ্চল বানর। রাজা সে। কামসুখে কেনই বা আসক্ত হবে না?।। ৫৭ ।। অতুলনীয়-চরিত্র লক্ষ্মণকে বানরী তারা এই রকম মহা দর্পগর্ভ বাক্যসকল বললেন। মদবিহ্বল-নয়না সুন্দরী তারা অতঃপর দুঃখের সঙ্গে পতির হিতকর এই বাক্য উচ্চারণ করলেন।। ৫৮ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, কামের বশীভূত থাকলেও বহুপূর্বেই সুগ্রীব আপনাদের অভীষ্টসাধনের জন্য উদ্যোগ নিতে অনুচরদের আদেশ দিয়েছেন।। ৫৯ ।। ইচ্ছামতো রূপধারী, অত্যন্ত বলশালী, বিভিন্ন পর্বতবাসী বানরেরা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি সংখ্যায় এসে গেছে।। ৬০ ।। হে মহাবীর, আপনি চরিত্রবান। সজ্জনেরা মিত্রভাবে অকপটেই পরস্ত্রীকে দেখেন। তাই, আপনি আমার সঙ্গে অন্তঃপুরে আসুন।। ৬১ ।। মহাবীর শত্রুদমন সেই লক্ষ্মণ তারার অনুরোধে এবং প্রেরণায় সত্বর অভ্যন্তরে প্রবেশ

তারয়া চাপ্যনুজ্ঞাতস্ত্বরয়া বাপি চোদিতঃ। প্রবিবেশ মহাবাহুরভ্যন্তরমরিন্দমঃ।। ৬২
ততঃ সুগ্রীবমাসীনং কাঞ্চনে পরমাসনে। মহার্হাস্তরণোপেতে দদর্শাদিত্যসন্নিভম্।। ৬৩
দিব্যাভরণচিত্রাঙ্গং দিব্যরূপং যশস্বিনম্। দিব্যমাল্যাম্বরধরং মহেন্দ্রমিব দুর্জয়ম্।। ৬৪
দিব্যাভরণমাল্যাভিঃ প্রামদাভিঃ সমাবৃতম্। সংরব্ধতররক্তাক্ষো বভূবান্তকসন্নিভঃ।। ৬৫
রুমাং তু বীরঃ পরিরভ্য গাঢং বরাসনাস্থো বরহেমবর্ণঃ।
দদর্শ সৌমিত্রিমদীনসত্ত্বং বিশালনেত্রঃ স বিশালনেত্রম্।। ৬৬

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রয়স্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

করলেন।। ৬২ ।। তিনি এবার সুগ্রীবকে দেখতে পেলেন। মহামূল্যবান আস্তরণে শোভিত সোনার বিরাট আসনে সূর্যের মতো বসে আছে সুগ্রীব।। ৬৩ ।। দিব্য রূপ সেই যশস্বী সুগ্রীবের। দিব্যমাল্য এবং বস্ত্র তার পরিধানে। দিব্য অলঙ্কারে শোভিত সে। তাকে দুর্জয় মহেন্দ্রের মতো দেখাচ্ছিলো।। ৬৪ ।। দিব্য অলঙ্কার এবং মাল্যশোভিতা সুন্দরীরা তাকে বেষ্টন তকে আছে। এই অবস্থায় তাকে দেখে লক্ষণের লাল চোখ আরো লাল হয়ে উঠলো। তাকে দেখাচ্ছিলো যমের মতো।। ৬৫ ।। বিশালনেত্র, স্বর্ণবর্ণ, বীর, সুগ্রীব সিংহাসনে বসেই রুমাকে আলিঙ্গন করে উদারচরিত্রের, বিশালনেত্র লক্ষ্মণকে দেখলো।। ৬৬ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের ত্রয়স্ত্রিংশ (৩৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

লক্ষ্মণসমীপে সুগ্রীবস্য গমনম্, তস্মৈ লক্ষ্মণস্য ধিক্কারদানঞ্চ।

তমপ্রতিহতং ক্রুদ্ধং প্রবিষ্টং পুরুষর্ষভম্। সুগ্রীবো লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা বভূব ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।। ১
ক্রুদ্ধং নিঃশ্বসমানং তং প্রদীপ্তমিব তেজসা। ভ্রাতুর্ব্যসনসন্তপ্তং দৃষ্ট্বা দশরথাত্মজম্।। ২
উৎপপাত হরিশ্রেষ্ঠো হিত্বা সৌবর্ণমাসনম্। মহান্ মহেন্দ্রস্য যথা স্বলঙ্কৃত ইব ধ্বজঃ।। ৩
উৎপতন্তমনূৎপেতু রুমা প্রভৃতয়ঃ স্ত্রিয়ঃ। সুগ্রীবং গগনে পূর্ণং চন্দ্রং তারাগণা ইব।। ৪
সংরক্তনয়নঃ শ্রীমান্ সঞ্চচার কৃতাঞ্জলিঃ। বভূবাবস্থিতস্তত্র কল্পবৃক্ষো মহানিব।। ৫
রুমাদ্বিতীয়ং সুগ্রীবং নারী মধ্যগতং স্থিতম্। অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধঃ সতারং শশিনং যথা।। ৬
সত্ত্বাভিজনসম্পন্নঃ সানুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ। কৃতজ্ঞঃ সত্যবাদী চ রাজা লোকে মহীয়তে।। ৭

চতুস্ত্রিংশ (৩৪) সর্গ

লক্ষ্মণের কাছে সুগ্রীবের গমন। তাঁকে লক্ষ্মণের ধিক্কারদান।

পুরুষশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে অপ্রতিহতগতিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেখে সুগ্রীবের ইন্দ্রিয়রাজি ভয়ে কুঁকড়ে গেলো।। ১ ।। সে দেখলো, দাদার দুঃখে সন্তপ্ত হয়ে দশরথপুত্র লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন। নিজের তেজে তিনি প্রদীপ্ত।। ২ ।। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব স্বর্ণসিংহাসন ত্যাগ করে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। যেন দেবরাজ ইন্দ্রের অলঙ্কৃত পতাকাটি উত্থিত হলো।। ৩ ।। আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠলে তারাগুলি যেমন একে একে উদিত হয়, তেমনি সুগ্রীবের উঠে দাঁড়াবার পর রুমা প্রভৃতি স্ত্রী পর পর উঠে দাঁড়ালো।। ৪ ।। শ্রীমান সুগ্রীবের চোখ তখনো সুরাপানে লাল। লক্ষ্মণের কাছে সে গেলো। তাকে বিরাট কল্পবৃক্ষের মতো দেখাচ্ছিলো।। ৫ ।। লক্ষ্মণ দেখলেন, সুগ্রীব নারী-পরিবৃত হয়ে রুমাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন তারাদের নিয়ে চাঁদ। ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ তাকে বললেন—।। ৬ ।। যে রাজার সঙ্গীরা অভিজাত এবং বলশালী, যিনি দয়াশীল, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ এবং সত্যবাদী, তিনিই জগতে মহীয়ান হয়ে ওঠেন।। ৭ ।। আর যে

যস্তু রাজা স্থিতোঽধর্মে মিত্রাণামুপকারিণাম্। মিথ্যা প্রতিজ্ঞাং কুরুতে কো নৃশংসতরস্ততঃ।। ৮
শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং তু গবানৃতে। আত্মানং স্বজনং হন্তি পুরুষঃ পুরুষানৃতে।। ৯
পূর্বং কৃতার্থো মিত্রাণাং ন তৎপ্রতি করোতি যঃ। কৃতঘ্নঃ সর্বভূতানাং স বধ্যঃ প্লবগেশ্বরঃ।। ১০
গীতোঽয়ং ব্রহ্মণা শ্লোকঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ। দৃষ্ট্বা কৃতঘ্নং ক্রুদ্ধেন তন্নিবোধ প্লবঙ্গম।। ১১
গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা। নিষ্কৃতির্নিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ।। ১২
অনার্যস্ত্বং কৃতঘ্নশ্চ মিথ্যাবাদী চ বানর। পূর্বং কৃতার্থো রামস্য ন তৎপ্রতিকরোষি যৎ।। ১৩
ননু নাম কৃতার্থেন ত্বয়া রামস্য বানর। সীতায়া মার্গণে যত্নঃ কর্তব্যঃ কৃতমিচ্ছতা।। ১৪
স ত্বাং গ্রাম্যেষু ভোগেষু সক্তো মিথ্যাপ্রতিশ্রবঃ। ন ত্বাং রামো বিজানীতে সর্পং মণ্ডুকরাবিণম্।। ১৫
মহাভাগেন রামেণ পাপঃ করুণবেদিনা। হরীণাং প্রাপ্রিতো রাজ্যং ত্বং দুরাত্মা মহাত্মনা।। ১৬
কৃতং চেন্নাতিজানীষে রাঘবস্য মহাত্মনঃ। সদ্যস্ত্বং নিশিতৈর্বাণৈর্হতো দ্রক্ষ্যসি বালিনম্।। ১৭
ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ। সময়ে তিষ্ঠ সুগ্রীব মা বালীপথমন্বগাঃ।। ১৮
ন নূনমিক্ষ্বাকুবরস্য কার্মুকাচ্ছরাংশ্চ তান্ পশ্যসি বজ্রসন্নিভান্।
ততঃ সুখং নাম বিষেবসে সুখী ন রামকার্যং মনসাঽপ্যবেক্ষসে।। ১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুস্ত্রিংশঃ সর্গঃ।

রাজা উপকারী মিত্রদের উপকার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেটি মিথ্যা করেন, তিনি অধর্মই পালন করেন। তাঁর চেয়ে অধিক নৃশংস আর কে আছে?।। ৮ ।। একটি অশ্বদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পালন না করলে তাকে শত অশ্বহত্যার পাপে পাপী হতে হয়। একটি গাভী দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেটি পালন না করলে সহস্র গাভীহত্যার পাপ হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তির প্রতি প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেটি পালন না করলে আত্মহত্যা এবং স্বজনবধের পাপভোগী হতে হয়।। ৯ ।। হে বানররাজ, দেখো, মিত্রের দ্বারা উপকৃত হয়ে তার প্রতি প্রত্যুপকার যে করে না, সে কৃতঘ্ন। সর্বপ্রাণীর বধ্য।। ১০ ।। সর্বলোকের নমস্কার যোগ্য ব্রহ্মা এই শ্লোক গান করেছেন। হে বানর, তোমাকে কৃতঘ্ন দেখে রাম ক্রুদ্ধ হয়ে যা বলেছেন, তা শোনো।। ১১ ।। যে গো-হত্যা করেছে, সুরাপান করেছে যে, যে চুরি করেছে এবং যে ব্রত শেষ পর্যন্ত করতে পারে নি— তাদের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা পণ্ডিতেরা করেছেন। কিন্তু কৃতঘ্নের নিষ্কৃতির কোনো বিধান দান করেন নি *(কৃতাঘ্ন নাস্তি নিষ্কৃতি—প্রবাদের মতো বহুশ্রুত বাক্য)*।। ১২ ।। হে বানর, তুমি অনার্য। কৃতঘ্ন। এবং মিথ্যাবাদী। কারণ, পূর্বে রামের দ্বারা তুমি কৃতার্থ হয়েও তাঁর প্রত্যুপকার এ যাবৎ করছো না।। ১৩ ।। হে বানর, রামের দ্বারা নিশ্চয়ই তোমার ইষ্টসিদ্ধি হয়েছে। তোমার যদি এখন কৃতজ্ঞতা জানাতে ইচ্ছা হয়, তাহলে সীতার সন্ধানে তোমার সবিশেষ চেষ্টা করা উচিত।। ১৪ ।। গ্রাম্যভোগে ডুবে থেকে তুমি এখন প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা করে দিচ্ছো। কোনো সাপ যদি ব্যাঙের মতো শব্দ করে তখন তাকে অন্যেরা সাপ বলে জানতে পারে না। তেমনি রামও তোমায় জানতে পারেন নি *(মণ্ডুক—ব্যাঙ। বারিণ—রবকারী, শব্দকারী)*।। ১৫ ।। তুমি দুরাত্মা। মহাত্মা, মহাভাগ রাম কারুণ্যের জন্যই বানরদের রাজ্যটি তোমায় পাইয়ে দিয়েছেন।। ১৬।। মহাত্মা রামের কৃত উপকার এখন যদি তুমি স্মরণ না করো, তাহলে সদ্যই তীক্ষ্ণবাণের দ্বারা নিহত হয়ে বালিকে দেখতে পাবে *(অর্থাৎ পরলোকে যাবে। পরলোকগত বালির সাক্ষৎ পাবে)*।। ১৭ ।। যে পথে বালি স্বর্গে গেছেন, সেই পথ এখনো সঙ্কুচিত হয় নি। সুগ্রীব, প্রতিজ্ঞাপালন করো। বালির পথে যেয়ো না।। ১৮ ।। হে সৌম্য, তুমি নিশ্চয়ই ইক্ষ্বাকুপ্রবর রামের বজ্রের মতো বাণ এবং শর দেখো নি। আর সেই জন্যেই তুমি ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগে নিরত। এবং রাজকার্যের বিষয়ে ভেবেও দেখছো না।। ১৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের চতুস্ত্রিংশ (৩৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

যুক্তিযুক্তবাক্যেন তারয়া লক্ষ্মণায় শান্তিদানম্।

তথা ব্রুবাণং সৌমিত্রিং প্রদীপ্তমিব তেজসা। অব্রবীল্লক্ষ্মণং তারা তারাধিপনিভাননা।। ১
নৈবং লক্ষ্মণ বক্তব্যো নায়ং পরুষমর্হতি। হরীণামীশ্বরঃ শ্রোতুং তব বক্ত্রাদ্ বিশেষতঃ।। ২
নৈবাকৃতজ্ঞঃ সুগ্রীবো ন শঠো নাপি দারুণঃ। নৈবানৃতকথো বীর ন জিহ্মশ্চ কপীশ্বরঃ।। ৩
উপকারং কৃতং বীরো নাপ্যয়ং বিস্মৃতঃ কপিঃ। রামেণ বীর সুগ্রীবো যদন্যৈর্দুষ্করং রণে।। ৪
রামপ্রসাদাৎ কীর্তিঞ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্। প্রাপ্তবানিহ সুগ্রীবো রুমাং মাঞ্চ পরন্তপ।। ৫
সদুঃখশায়িতঃ পূর্বং প্রাপ্যেদং সুখমুত্তমম্। প্রাপ্তকালং ন জানীতে বিশ্বামিত্রো যথা মুনিঃ।। ৬
ঘৃতাচ্যাং কিল সংসক্তো দশ বর্ষাণি লক্ষ্মণ। অহোঽমন্যত ধর্মাত্মা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।। ৭
স হি প্রাপ্তং ন জানীতে কালং কালবিদাং বরঃ। বিশ্বামিত্রো মহাতেজাঃ কিং পুনর্যঃ পৃথগ্‌জনঃ।। ৮
দেহধর্মগতস্যাস্য পরিশ্রান্তস্য লক্ষ্মণ। অবিতৃপ্তস্য কামেষু রামঃ ক্ষন্তুমিহার্হতি।। ৯
ন চ রোষবশং তাত গন্তুমর্হসি লক্ষ্মণ। নিশ্চয়ার্থমবিজ্ঞায় সহসা প্রাকৃতো যথা।। ১০
সাবযুক্তা হি পুরুষাস্ত্বদ্বিধাঃ পুরুষর্ষভ। অবিমৃশ্য ন রোষস্য সহসা যান্তি বশ্যতাম্।। ১১
প্রসাদয়ে ত্বাং ধর্মজ্ঞ সুগ্রীবার্থং সমাহিতা। মহান্ রোষসমুৎপন্নঃ সংরম্ভস্ত্যজ্যতাময়ম্।। ১২
রুমাং মাং চাঙ্গদং রাজ্যং ধন-ধান্য-পশূনি চ। রামপ্রিয়ার্থং সুগ্রীবস্ত্যজেদিতি মতির্মম।। ১৩

পঞ্চত্রিংশ (৩৫) সর্গ

যুক্তিযুক্তবাক্যে তারার দ্বারা লক্ষ্মণকে শান্তিদান।

সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণ। খুবই রেগে গিয়েছিলেন। যেন নিজের তেজেই তিনি তখন ভাস্বর। সুগ্রীবকে ঐভাবে কাঠোরবাক্য বলতে থাকলে চন্দ্রমুখী তারা তাঁকে বললেন *(তারাধিপ—তারা + অধিপ—চন্দ্র)*।। ১ ।। লক্ষ্মণ, এঁকে এইভাবে কঠোরবাক্য বলা উচিত নয়। সুগ্রীব বানরাধিপতি। তাঁর উদ্দেশে এই রকম জয়বাক্য বিশেষ করে আপনার মুখে মানায় না।। ২ ।। হে বীর, কপিরাজ সুগ্রীব কখনোই অকৃতজ্ঞ নন। প্রবঞ্চকও। নিষ্ঠুর, মিথ্যাবাদী বা কুটিলও তিনি নন।।৩ ।। হে বীর, রাম যুদ্ধে দুষ্কর কর্মের মাধ্যমে তাঁর প্রতি যে উপকার করেছিলেন এই বীরবানর সুগ্রীব তা কখনো ভুলে যান নি।। ৪ ।। হে পরন্তপ, রামের কৃপাতেই সুগ্রীব কীর্তি, চিরন্তন কপিরাজ্য, রুমা ও আমাকে পেয়েছেন।। ৫ ।। তিনি আগে দুঃখভোগ করেছেন। সীতার সন্ধানের সময় এসে গেলেও এখন উত্তম সুখ পেয়ে তিনি তা জানতে পারেন নি। যেমন বিশ্বামিত্র মুনি...।।৬ ।। ঘৃতাচীর প্রতি আসক্ত হয়ে, হে লক্ষ্মণ, দশবছরকে একদিন মাত্র মনে করেছিলেন! তিনি তো ধর্মাত্মা মহর্ষি ছিলেন।। ৭ ।। কালজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠব্যক্তি তিনি। সেই মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রই যখন উপযুক্ত কাল এসে গেছে জানতে পারেন নি, তখন সাধারণ কেউ কিভাবে যোগ্য সময় জানতে পারবে?।। ৮ ।। হে লক্ষ্মণ, দেহধর্মের অধীন, পরিশ্রান্ত, কামভোগে অতৃপ্ত সুগ্রীবকে রাম ক্ষমা করতে পারেন।। ৯ ।। লক্ষ্মণ, আসল বিষয় না জেনে সাধারণলোকের মতো হঠাৎ তোমার রাগ করা উচিত নয়।। ১০ ।। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আপনার মতো সত্ত্বগুণযুক্তব্যক্তিরা বিবেচনা না করে হঠাৎ ক্রোধের বশীভূত হন না *(সাবযুক্ত—সত্ত্বগুণযুক্ত)*।। ১১ ।। হে ধর্মজ্ঞ, সুগ্রীবের জন্য একাগ্রভাবে আপনাকে প্রার্থনা করছি। ভীষণ রাগে আপনার যে ক্ষোভ হয়েছে তা আপনি ত্যাগ করুন।। ১২ ।। রামের প্রিয়কর্ম-সাধনের জন্য রুমাকে, আমাকে, অঙ্গদকে রাজ্যধন, ধন-ধান্য ও পশুসম্পদ—এই সবকিছুই সুগ্রীব ত্যাগ করতে পারেন। এ আমার বিশ্বাস।। ১৩ ।। সেই অধম রাক্ষসকে হত্যা করে রোহিণীর সঙ্গে সীতার মতো সীতাসহ রামকে

সমানেষ্যতি সুগ্রীবঃ সীতয়া সহ রাঘবম্। শশাঙ্কমিব রোহিণ্যা হত্বা তং রাক্ষসাধমম্।। ১৪
শতকোটিসহস্রাণি লঙ্কায়াং কিল রক্ষসাম্। অযুতানি চ ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্রাণি শতানি চ।। ১৫
অহত্বা তাংশ্চ দুর্ধর্ষান্ রাক্ষসান্ কামরূপিণঃ। ন শক্যো রাবণো হন্তুং যেন সা মৈথিলী হৃতা।। ১৬
তে ন শক্যা রণে হন্তুমসহায়েন লক্ষ্মণ। রাবণঃ ক্রূরকর্মা চ সুগ্রীবেণ বিশেষতঃ।। ১৭
এবমাখ্যাতবান্ বালী স হ্যভিজ্ঞো হরীশ্বরঃ। আগমস্তু ন মে ব্যক্তঃ শ্রবাত্তস্য ব্রবীম্যহম্।। ১৮
ত্বৎসহায়নিমিত্তং হি প্রেষিতা হরিপুঙ্গবাঃ। আনেতুং বানরান্ যুদ্ধে সুবহূন্ হরিপুঙ্গবান্।। ১৯
তাংশ্চ প্রতীক্ষমাণোঽয়ং বিক্রান্তান্ সুমহাবলান্। রাঘবস্যার্থসিদ্ধ্যর্থং ন নির্যাতি হরীশ্বরঃ।। ২০
কৃতা সুসংস্থা সৌমিত্রে সুগ্রীবেণ পুরা যথা। অদ্য তৈর্বানরৈঃ সর্বৈরাগন্তব্যং মহাবলৈঃ।। ২১
ঋক্ষকোটিসহস্রাণি গোলাঙ্গুলশতানি চ। অদ্য ত্বামুপযাস্যন্তি জহি কোপমরিন্দম।
কোট্যোঽনেকাস্তু কাকুৎস্থ কপীনাং দীপ্ততেজসাম্।। ২২
তব হি মুখমিদং নিরীক্ষ্য কোপাৎ ক্ষতজসমে নয়নে নিরীক্ষমাণাঃ।
হরিবরবনিতা ন যান্তি শান্তিং প্রথমভয়স্য হি শঙ্কিতাঃ স্ম সর্বাঃ।। ২৩

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশঃ সর্গঃ।

সুগ্রীব নিয়ে আসবেন।। ১৪ ।। লঙ্কায় রয়েছে এক শত কোটি সহস্র, ছত্রিশ অযুত, ছত্রিশ হাজার, ছত্রিশ শত রাক্ষস-সৈন্য।। ১৫ ।। সেই রাক্ষসেরা দুর্ধর্ষ। তারা ইচ্ছামতো রূপধারণ করতে পারে। তাদের বিনাশ না করে, যে সীতাকে হরণ করেছে, সেই রাবণকে বিনাশ করা যাবে না।। ১৬ ।। হে লক্ষ্মণ, ক্রূরকর্মা সেই রাবণকে বিশেষ করে সুগ্রীবও সহায়হীন হয়ে যুদ্ধে হত্যা করতে পারবে না।। ১৭ ।। অভিজ্ঞ বানরেশ্বর বালি আমায় এইরকম বলেছিলেন। ঐ সংখ্যা আমার দেখা হয় নি বটে, কিন্তু শুনে আমি বলছি।। ১৮ ।। আপনাদের সাহয্যের জন্য সুগ্রীব যুদ্ধের জন্য বহুসংখ্যক বানরবীর সংগ্রহ করে নিয়ে আসার জন্য বানরপ্রধানদের পাঠিয়েছেন।। ১৯ ।। পরাক্রমী অত্যন্ত বলবান সেই বানরসৈন্যদের জন্য সুগ্রীব প্রতীক্ষা করছেন। তাই, রামের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বানরাধিপতি এখনো বের হতে পারছেন না।। ২০ ।। হে সুমিত্রাপুত্র, সুগ্রীব সেই মিত্র বানরদের আদেশ দিয়েছিলেন, আজ তোমরা বানরদেরকে নিয়েই চলে আসবে।। ২১ ।। সহস্রকোটি ভল্লুক, গোলাঙ্গুল নামক শত কোটি বিশেষ বানর আজই আপনার কাছে চলে যাবে। হে শত্রুদমন, আপনি ক্রোধ ত্যাগ করুন। হে কাকুৎস্থ, তেজোদীপ্ত অনেক কোটি বানর আপনার সঙ্গে গমন করবে।। ২২ ।। রেগে আপনার মুখ রক্তের মতো লাল হয়ে গেছে। বানর-রমণীরা সবাই পূর্বে বালির বধে যেমন ভয় পেয়েছিলো, তেমনি আজও তারা শঙ্কিত। কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না।। ২৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের পঞ্চত্রিংশ (৩৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

সুগ্রীবস্য স্বলাঘব-রামগৌরবকথনম্, লক্ষ্মণসমীপে ক্ষমাপ্রার্থনম্, লক্ষ্মণেন সুগ্রীবস্য প্রশংসা, রামসমীপে গমনানুরোধশ্চ।

ইত্যুক্তস্তারয়া বাক্যং প্রশ্রিতং ধর্মসংহিতম্। মৃদুস্বভাবঃ সৌমিত্রিঃ প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ।। ১
তস্মিন্ প্রতিগৃহীতে তু বাক্যে হরিগণেশ্বরঃ। লক্ষ্মণাৎ সুমহৎত্রাসং বস্ত্রং ক্লিন্নমিবাত্যজৎ।। ২

ষট্‌ত্রিংশ (৩৬) সর্গ

সুগ্রীবের দ্বারা নিজের লঘুত্ব এবং রামের গুরুত্ব কথন। লক্ষ্মণের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা। লক্ষ্মণের দ্বারা সুগ্রীবের প্রশংসা। রামের কাছে যাবার জন্য অনুরোধ।

এইভাবে তারা বিনয়ান্বিত এবং ধর্মসঙ্গত বাক্য বললেন। শান্তস্বভাব লক্ষ্মণ সেই বাক্য শুনলেন।। ১ ।। লক্ষ্মণ সেই বাক্য অনুমোদন করলে বানরগণেশ্বর সুগ্রীব ভিজে কাপড়ের মতোই লক্ষ্মণের কাছ থেকে

ততঃ কণ্ঠগতং মাল্যং চিত্রং বহুগুণং মহৎ। চিচ্ছেদ বিমদশ্চাসীৎ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।। ৩
স লক্ষ্মণং ভীমবলং সর্ববানরসত্তমঃ। অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সুগ্রীবঃ সংপ্রহর্ষয়ন্।। ৪
প্রণষ্টা শ্রীশ্চ কীর্তিশ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্। রামপ্রসাদাৎ সৌমিত্রে পুনশ্চাপ্তমিদং ময়া।। ৫
কঃ শক্তস্তস্য দেবস্য খ্যাতস্য স্বেন কর্মণা। তাদৃশং প্রতিকুর্বীত অংশেনাপি নৃপাত্মজ।। ৬
সীতাং প্রাপ্স্যতি ধর্মাত্মা বধিষ্যতি চ রাবণম্। সহায়মাত্রেণ ময়া রাঘবঃ স্বেন তেজসা।। ৭
সহায়কৃত্যং কিং তস্য যেন সপ্ত মহাদ্রুমাঃ। গিরিশ্চ বসুধা চৈব বাণেনৈকেন দারিতাঃ।। ৮
ধনুর্বিস্ফারমাণস্য যস্য শব্দেন লক্ষ্মণ। সশৈলা কম্পিতা ভূমিঃ সহায়ৈঃ কিন্নু তস্য বৈ।। ৯
অনুযাত্রাং নরেন্দ্রস্য করিষ্যেঽহং নরর্ষভ। গচ্ছতো রাবণং হন্তুং বৈরিণং সপুরঃসরম্।। ১০
যদি কিঞ্চিদতিক্রান্তং বিশ্বাসাৎ প্রণয়েন বা। প্রেষ্যস্য ক্ষমিতব্যং মে ন কশ্চিন্নাপরাধ্যতি।। ১১
ইতি তস্য ব্রুবাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ। অভবল্লক্ষ্মণঃ প্রীতঃ প্রেম্না চেদমুবাচ হ।। ১২
সর্বথা হি মম ভ্রাতা সনাথো বানরেশ্বর। ত্বয়া নাথেন সুগ্রীব প্রশ্রিতেন বিশেষতঃ।। ১৩
যস্তে প্রভাবঃ সুগ্রীব যচ্চ তে শৌচমীদৃশম্। অর্হস্ত্বং কপিরাজ্যস্য শ্রিয়ং ভোক্তুমনুত্তমাম্।। ১৪
সহায়েন চ সুগ্রীব ত্বয়া রামঃ প্রতাপবান্। বধিষ্যতি রণে শত্রূনচিরান্নাত্র সংশয়ঃ।। ১৫
ধর্মজ্ঞস্য কৃতজ্ঞস্য সংগ্রামেষ্বনিবর্তিনঃ। উপপন্নঞ্চ যুক্তঞ্চ সুগ্রীব তব ভাষিতম্।। ১৬
দোষজ্ঞঃ সতি সামর্থ্যে কোঽন্যো ভাষিতুমর্হতি। বর্জয়িত্বা মম জ্যেষ্ঠং ত্বাঞ্চ বানরসত্তম।। ১৭
সদৃশশ্চাসি রামেণ বিক্রমেণ বলেন চ। সহায়ো দৈবতৈর্দত্তশ্চিরায় হরিপুঙ্গব।। ১৮

পাওয়া ভয় পরিত্যাগ করলেন *(ভিজে-কাপড় ছেড়ে ফেললে আরাম হয়। এতক্ষণ লক্ষ্মণের ভয়ে সুগ্রীব আতঙ্কিত ছিলেন। এখন সব শুনে তিনি প্রসন্ন। তাই দেখে সুগ্রীবেরও ভয় ছেড়ে গেলো। তিনিও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছেন এখন। উপমায় বাল্মীকি কালিদাসেরও অগ্রগামী)*।। ২ ।। বানরাধিপতি সুগ্রীব তারপর মত্ততা-মুক্ত হয়ে নিজের গলার বহুগুণযুক্ত মনোহর বিরাট মালাটি ছিঁড়ে ফেললেন।। ৩ ।। বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ভীষণ বলশালী লক্ষ্মণকে বিনীতভাবে বললেন—।। ৪ ।। হে লক্ষ্মণ, রাজসম্পদ, কীর্তি এবং পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত চিরন্তন বানর-রাজ্য—সবই আমার নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। রামের প্রসাদেই আমি আবার এগুলি ফিরে পেলাম।। ৫ ।। হরধনু ভঙ্গ করে এবং বালি বধ করে নিজের কর্মের দ্বারাই তিনি প্রখ্যাত। হে রাজপুত্র, তাঁর সেই কাজের একটি অংশেরও প্রত্যুপকার কেউ করতে পারবে না।। ৬ ।। ধর্মাত্মা রাম নিজের তেজেই সীতাকে পেয়ে যাবেন। রাবণকেও বধ করবেন। আমি কেবল সহায় হবো।। ৭ ।। যিনি সাতটি বিরাট গাছ, পাহাড় এবং পৃথিবীকে একটিমাত্র বাণে বিদীর্ণ করেছেন, তাঁর আর সহায়ের প্রয়োজন কি?।। ৮ ।। লক্ষ্মণ, যিনি ধনু আস্ফালন করলে তার টঙ্কারে পাহাড়সমেত মাটি কেঁপে ওঠে, তাঁর আর সহায়ের প্রয়োজন কি?।। ৯ ।। হে নরশ্রেষ্ঠ, নরেন্দ্র রাম শত্রু রাবণকে হত্যা করার জন্য আগে আগে যাবেন। আমি যাবো পেছনে পেছনে।। ১০ ।। বিশ্বাসে বা প্রণয়ে যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তবে তা ক্ষমা করবেন। দাস কখনো প্রভুর প্রতি অন্যায় আচরণ করতে পারে না।। ১১ ।। মহাপ্রাণ সুগ্রীব এই কথা বললে লক্ষ্মণ প্রীত হয়ে প্রেমের সঙ্গে তাঁকে বললেন—।। ১২ ।। হে বানরেশ্বর সুগ্রীব, বিশেষভাবে বিনয়ী তুমি। আমার দাদার বান্ধব হওয়ায় তিনি বিশেষভাবে সহায়সম্পন্ন হয়েছেন *(প্রশ্রিত—বিনয়ী)*।। ১৩ ।। হে সুগ্রীব, তোমার যে রকম পরাক্রম, যে রকম পবিত্রভাব, বানর-রাজ্যের অনুপম ঐশ্বর্যভোগ করার তুমিই যোগ্যব্যক্তি।। ১৪ ।। সুগ্রীব, তোমার সাহায্যে রাম বিক্রমশালী হয়ে অচিরেই যুদ্ধে শত্রুকে বিনাশ করবেন। এতে কোনোই সংশয় নেই।। ১৫ ।। তুমি ধর্মজ্ঞ। কৃতজ্ঞ। সংগ্রাম থেকে তুমি কখনো ফিরে আসো না। সুগ্রীব, তুমি যা বললে তা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত।। ১৬ ।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তুমি বা আমার দাদা ছাড়া আর কোন্ বিদ্বান্ই বা সামর্থ্য থাকলেও এইরকম বলতে পারেন? *(দোষজ্ঞ—বিদ্বান্, যিনি দোষ ধরতে পারেন)*।। ১৭ ।। পরাক্রম এবং শক্তিতে তুমি রামেরই তুল্য। তাই হে বানরশ্রেষ্ঠ, দৈবের প্রভাবেই তুমি রামের সহায় হয়েছো।। ১৮ ।। এখন হে বীর, আমার সঙ্গে সত্বর তুমি বেরিয়ে

কিং তু শীঘ্রমিতো বীর নিষ্ক্রম ত্বং ময়া সহ। সান্ত্বয়স্ব বয়স্যঞ্চ ভার্যাহরণদুঃখিতম্।। ১৯
যচ্চ শোকাভিভূতস্য শ্রুত্বা রামস্য ভাষিতম্। ময়া ত্বং পরুষাণ্যুক্তস্তৎ ক্ষমস্ব সখে মম। ২০

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশঃ সর্গঃ।

এসো। পত্নী অপহৃত হওয়ায় দুঃখিত বন্ধুকে তুমি সান্ত্বনা দাও।। ১৯ ।। শোকার্ত রামের বিলাপ শুনে আমি তোমাকে যে সব কঠোর কথা বলেছি, হে বন্ধো, তার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো।। ২০ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের ষট্‌ত্রিংশ (৩৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

বানরসেনাসংগ্রাহায় হনুমন্তং প্রতি দূতপ্রেষণে সুগ্রীবস্য নির্দেশঃ, বানরসৈন্যানাং কিষ্কিন্ধায়ামাগমনঞ্চ।

এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা। হনুমন্তং স্থিতং পার্শ্বে বচনং চেদমব্রবীৎ।। ১
মহেন্দ্র-হিমবদ্-বিন্ধ্য-কৈলাসশিখরেষু চ। মন্দরে পাণ্ডুশিখরে পঞ্চশৈলেষু যে স্থিতাঃ।। ২
তরুণাদিত্যবর্ণেষু ভ্রাজমানেষু নিত্যশঃ। পর্বতেষু সমুদ্রান্তে পশ্চিমস্যাং তু যে দিশি।। ৩
আদিত্যভবনে চৈব গিরৌ সন্ধ্যাভ্রসন্নিভে। পদ্মাচলবনং ভীমাঃ সংশ্রিতা হরিপুঙ্গবাঃ।। ৪
অঞ্জনাম্বুদসঙ্কাশাঃ কুঞ্জরেন্দ্রমহৌজসঃ। অঞ্জনে পর্বতে চৈব যে বসন্তি প্লবঙ্গমাঃ।। ৫
মহাশৈলগুহাবাসা বানরাঃ কনকপ্রভাঃ। মেরুপার্শ্বগতাশ্চৈব যে চ ধূম্রগিরিং শ্রিতাঃ।। ৬
তরুণাদিত্যবর্ণাশ্চ পর্বতে যে মহারুণে। পিবন্তো মধু মৈরেয়ং ভীমবেগাঃ প্লবঙ্গমাঃ।। ৭
বনেষু চ সুরম্যেষু সুগন্ধিষু মহৎসু চ। তাপসাশ্রমরম্যেষু বনান্তেষু সমন্ততঃ।। ৮
তাংস্তাংস্ত্বমানয় ক্ষিপ্রং পৃথিব্যাং সর্ববানরান্। সামদানাদিভিঃ কল্পৈর্বানরৈর্বেগবত্তরৈঃ।। ৯
প্রেষিতাঃ প্রথমং যে চ ময়াজ্ঞাতা মহাজবাঃ। ত্বরণার্থং তু ভূয়স্ত্বং সম্প্রেষয় হরীশ্বরান্।। ১০
যে প্রসক্তাশ্চ কামেষু দীর্ঘসূত্রাশ্চ বানরাঃ। ইহানয়স্ব তান্ শীঘ্রং সর্বানেব কপীশ্বরান্।। ১১
অহোভির্দশভির্যে চ নাগচ্ছন্তি মমাজ্ঞয়া। হন্তব্যাস্তে দুরাত্মানো রাজশাসনদূষকাঃ।। ১২

সপ্তত্রিংশ (৩৭) সর্গ

বানরসেনা-সংগ্রহের জন্য হনুমানের প্রতি দূতপ্রেরণ সুগ্রীবের নির্দেশ। বানরসেনাদের কিষ্‌কিন্ধায় আগমন।

লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে এই কথা বললেন। সুগ্রীব তখন পাশে-বসা হনুমানকে বললেন—।। ১ ।। মহেন্দ্র, হিমালয়, বিন্ধ্য, কৈলাশ এবং মন্দর—এই পাঁচটি পর্বতের শুভ্র শিখরে বানরেরা বাস করছে।। ২ ।। নবীন সূর্যের মতো বর্ণে সমুজ্জ্বল পর্বতগুলিতে, সমুদ্রতীরে এবং পশ্চিমদিকেও বাস করছে তাদের অনেকে।।৩।। সন্ধ্যাকালীন মেঘের মতো অস্তাচল ভবনে এবং পদ্মাচল বনে ভীষণদর্শন বানর-বীরেরা বাস করছে। কাজলের মেঘের মতো তাদের বর্ণ। হস্তিপতির মতো তারা মহাতেজস্বী। অনেক বানর অঞ্জনপর্বতেও বাস করে।। ৪-৫ ।। মহাশৈলের গুহায় বাস করছে সোনার বরণ বানরেরা। মেরুপর্বতের পাশে ধূম্রগিরি আশ্রয় করে বাস করছে অনেকে।।৬ ।। মহারুণপর্বতে যে বানরেরা বাস করছে তাদের বর্ণ নবোদিত সূর্যের মতো। ভীষণ বেগবান তারা। মৈরেয় মধু পান করে।। ৭ ।। অত্যন্ত রমণীয় সুগন্ধি গভীর অরণ্যে এবং মনোরম তাপসাশ্রমে ও নানা বনান্তে চারদিকে বানরেরা রয়েছে।। ৮ ।। দ্রুতগামী বানরদের পাঠিয়ে সাম-দানাদির দ্বারা তাদের সবাইকে আনিয়ে নাও ।। ৯।। মহাবেগশালী যে বানরদের আমি আগে পাঠিয়ে দিয়েছি, আবার তাদের তাড়া দেবার জন্য তুমি বড়ো বড়ো বানরদের পাঠিয়ে দাও।। ১০ ।। যে বানরেরা কামে আসক্ত এবং দীর্ঘসূত্র সেইসব বানরশ্রেষ্ঠকে শীগ্‌গির এখানে নিয়ে এসো।। ১১ ।। আমার আজ্ঞায় দশ দিনের মধ্যে যারা আসবে না, রাজনির্দেশ উল্লঙ্ঘনকারী সেই দুরাত্মাদের হত্যা করবে।। ১২ ।। যারা

শতান্যথ সহস্রাণি কোট্যশ্চ মম শাসনাৎ। প্রয়ান্তু কপিসিংহানাং নিদেশে মম যে স্থিতাঃ।। ১৩
মেঘপর্বতসঙ্কাশাশ্ছাদয়ন্ত ইবাম্বরম্। ঘোররূপাঃ কপিশ্রেষ্ঠা যান্তু মচ্ছাসনাদিতঃ।। ১৪
তে গতিজ্ঞা গতিং গত্বা পৃথিব্যাং সর্ববানরাঃ। আনয়ন্তু হরীন্ সর্বাংস্ত্বরিতাঃ শাসনান্মম।। ১৫
তস্য বানররাজস্য শ্রুত্বা বায়ুসুতো বচঃ। দিক্ষু সর্বাসু বিক্রান্তান্ প্রেষয়ামাস বানরান্।। ১৬
তে পদং বিষ্ণুবিক্রান্তং পতৎত্রিজ্যোতিরধ্বগাঃ। প্রযাতাঃ প্রহিতা রাজ্ঞা হরয়স্তু ক্ষণেন বৈ। ১৭
তে সমুদ্রেষু গিরিষু বনেষু চ সরঃসু চ। বানরা বানরান্ সর্বান্ রামহেতোরচোদয়ন্।। ১৮
মৃত্যুকালোপমস্যাজ্ঞাং রাজরাজস্য বানরাঃ। সুগ্রীবস্যাযযুঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবভয়শঙ্কিতাঃ।। ১৯
ততস্তেঽঞ্জনসঙ্কাশা গিরেস্তস্মান্মহাবলাঃ। তিস্রঃ কোট্যঃ প্লবঙ্গানাং নিযযুর্যত্র রাঘবঃ।। ২০
অস্তং গচ্ছতি যত্রাকস্তস্মিন্ গিরিবরে রতাঃ। সন্তপ্তহেমবর্ণাভাস্তস্মাৎ কোট্যো দশ চ্যুতাঃ।। ২১
কৈলাসশিখরেভ্যশ্চ সিংহকেসরবর্চসাম্। ততঃ কোটিসহস্রাণি বানরাণাং সমাগমন্।। ২২
ফলমূলেন জীবন্তো হিমবন্তমুপাশ্রিতাঃ। তেষাং কোটিসহস্রাণাং সহস্রং সমবর্তত।। ২৩
অঙ্গারকসমানানাং ভীমানাং ভীমকর্মণাম্। বিন্ধ্যাদ্ বানরকোটীনাং সহস্রাণ্যপতন্ দ্রুতম্।। ২৪
ক্ষিরোদবেলানিলয়াস্তমালবনবাসিনঃ। নারিকেলাশনাশ্চৈব তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে।। ২৫
বনেভ্যো গহ্বরেভ্যশ্চ সরিদ্ভ্যশ্চ মহাবলাঃ। আগচ্ছদ্ বানরী সেনা পিবন্তীব দিবাকরম্।। ২৬
যে তু ত্বরয়িতুং যাতা বানরাঃ সর্ববানরান্। তে বীরা হিমবচ্ছৈলে দদৃশুস্তং মহাদ্রুমম্।। ২৭
তস্মিন্ গিরিবরে পুণ্যে যজ্ঞো মাহেশ্বরঃ পুরা। সর্বদেবমনস্তোষো বভূব সুমনোরমঃ।। ২৮

আমার নির্দেশ মানছে, সেই বানরবীরদের শত, সহস্র, কোটি সংখ্যায় আমার আদেশে আজই চলে যাক।। ১৩ ।। ভীষণাকার কপিশ্রেষ্ঠেরা মেঘ এবং পর্বতের মতো আকাশকে ছেয়ে ফেলুক।। ১৪ ।। পথঘাট চেনে এমন সব বানরকে শীগ্গির এখানে নিয়ে আসুক।। ১৫ ।। বানরপতি সুগ্রীবের কথা শুনে পবনপুত্র হনুমান পরাক্রমী বানরদের সকল দিকে পাঠিয়ে দিলেন।। ১৬ ।। রাজার দ্বারা প্রেরিত হয়ে ক্ষণকালের মধ্যেই বানরেরা সকলে আকাশপথে যাত্রা করলো। আকাশপথে পাখীরা চলে। নক্ষত্রেরা আলো দেয় *(বিষ্ণুক্রান্ত—আকাশপথ। বলিরাজার দর্প খর্ব করার জন্য বিষ্ণু বামনরূপে এসে তিন পদক্ষেপের সমান ভূমিপ্রার্থনা করে ১ম পদে পৃথিবী, ২য় পদে আকাশ ও ৩য় পদে পাতাল অধিকার করেন। পতৎত্রি—পাখী। অধ্বন—পথ)*।। ১৭ ।। তারা গিয়ে সমুদ্র, পর্বত, বন, সরোবর প্রভৃতি স্থান থেকে বানরদেরকে রামের কার্যের জন্য পাঠিয়ে দিলো।। ১৮ ।। মৃত্যুর অধিদেবতা যমের মতো বানর সম্রাট সুগ্রীব। তাঁর আজ্ঞা শুনে শঙ্কিত হয়ে সবাই চলে এলো।। ১৯ ।। সেই পর্বত থেকে কাজল-কালো, মহাবীর তিন কোটি বানর যেখানে রাম রয়েছেন, সেইখানে চলে গেলো।। ২০ ।। সূর্য যেখানে অস্ত যান, সেই পর্বতশ্রেষ্ঠ অস্তাচলে যারা ছিলো, সেই তপ্ত সোনার বরণ দশকোটি বানর চলে এলো।। ২১ ।। কৈলাশপর্বতের শিখর থেকে হাজার কোটি বানর এলো। তাদের বর্ণ সিংহের কেশরের মতো উজ্জ্বল।। ২২ ।। ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করে হিমালয়ে যারা থাকে, তাদের সহস্র কোটি সহস্র অর্থাৎ পদ্ম সংখ্যক বানর চলে এলো।। ২৩ ।। বিন্ধ্যপর্বত থেকে অঙ্গারের বর্ণবিশিষ্ট ভীষণদর্শন ভীষণকর্মা সহস্রকোটি বানর দ্রুত ঝাঁপিয়ে এলো।। ২৪ ।। ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে তমালবনে বাস করে যারা নারকেল খেয়ে থাকে তারা যে কতো এলো তার সংখ্যা গোণা যায় না।। ২৫ ।। বন থেকে, গুহা থেকে এবং নদী থেকে মহাবলশালী বানরসেনারা যেন সূর্যকে গ্রাস করতে করতে এলো *(বিশাল বানরবাহিনী দিগন্ত আচ্ছন্ন করে আসতে থাকায় সূর্যকেও ঢেকে ফেলেছে। যেন সূর্যগ্রহণ হচ্ছে)*।। ২৬ ।। বানরদেরকে যারা তাড়া দিতে গিয়েছিলো, সেই বীরেরা বিশাল তরুকে দেখতে পেলো।। ২৭ ।। পবিত্র সেই পর্বতে ঐ তরুমূলে মহাদেব পূর্বে এমন যজ্ঞ করেছিলেন, যাতে দেবতাসকলের মন অতীব সন্তুষ্ট হয়ে ছিলো।। ২৮ ।। সেখানে আহুতিরূপে প্রদত্ত

অন্ননিস্যন্দজাতানি মূলানি চ ফলানি চ। অমৃতস্বাদুকল্পানি দদৃশুস্তত্র বানরাঃ।। ২৯
তদন্নসম্ভবং দিব্যং ফলমূলং মনোহরম্। যঃ কশ্চিৎ সকৃদশ্নাতি মাসং ভবতি তর্পিতঃ।। ৩০
তানি মূলানি দিব্যানি ফলানি চ ফলাশনাঃ। ঔষধানি চ দিব্যানি জগৃহুর্হরিপুঙ্গবাঃ।। ৩১
তস্মাচ্চ যজ্ঞায়তনাৎ পুষ্পাণি সুরভীণি চ। আনিন্যুর্বানরাঃ গত্বা সুগ্রীবপ্রিয়কারণাৎ।। ৩২
তে তু সর্বে হরিবরাঃ পৃথিব্যাং সর্ববানরান্। সঞ্চোদয়িত্বা ত্বরিতং যূথানাং জগ্মুরগ্রতঃ।। ৩৩
তে তু তেন মুহূর্তেন কপয়ঃ শীঘ্রচারিণঃ। কিষ্কিন্ধাং ত্বরয়া প্রাপ্তাঃ সুগ্রীবো যত্র বানরঃ।। ৩৪
তে গৃহীত্বৌষধীঃ সর্বাঃ ফলমূলঞ্চ বানরাঃ। তং প্রতিগ্রাহয়ামাসুর্বচনং চেদমব্রুবন্।। ৩৫
সর্বে পরিসৃতাঃ শৈলাঃ সরিতশ্চ বনানি চ। পৃথিব্যাং বানরাঃ সর্বে শাসনাদুপযান্তি তে।। ৩৬
এবং শ্রুত্বা ততো হৃষ্টাঃ সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ। প্রতিজগ্রাহ চ প্রীতস্তেষাং সর্বমুপায়নম্।। ৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তত্রিংশঃ সর্গঃ।

ঘৃতের ক্ষরণ থেকে যে সব ফলমূল জন্মেছে, তাদের স্বাদ অমৃতের মতো। বানরেরা সেই সব দেখলো।। ২৯।। যজ্ঞীয় ঘৃত থেকে উৎপন্ন স্বর্গীয় মনোহর ফলমূল যদি কেউ একবার খেতে পারে, তাহলে সে একমাস ক্ষুধা-তৃষ্ণাশূন্য হয়ে তৃপ্ত হয়ে থাকবে।।৩০ ।। সেই ফলভোজী বানরশ্রেষ্ঠেরা দিব্য মনোহর ফলমূল এবং দিব্য ঔষধি-সমূহ সংগ্রহ করলো।। ৩১ ।। সুগ্রীবের প্রীতির জন্য বানরেরা যজ্ঞায়তনে গিয়ে সুগন্ধি পুষ্পরাশি নিয়ে এলো।।৩২ ।। বানরমুখ্যেরা পৃথিবীর সকল বানরকে পাঠিয়ে দিয়ে সেই দলের আগেই নিজেরা দ্রুত এসে উপস্থিত হলো।। ৩৩ ।। বানর সুগ্রীব যেখানে রয়েছেন দ্রুতগামী বানরেরা মুহূর্তের মধ্যেই সেখানে চলে এলো।।৩৪ ।। ফল-মূল-ওষধি বানরেরা সবাই তাঁকে সমর্পণ করলো। বললো—।। ৩৫ ।। পৃথিবীর পর্বত, নদী, বন, সব স্থান থেকে নির্গত হয়ে বানরেরা আপনার নির্দেশে এখানে এসে গেছে।।৩৬ ।। এই কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বানরাধিপতি সুগ্রীব প্রীতির সঙ্গে তাদের উপহার সব গ্রহণ করলেন।। ৩৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের সপ্তত্রিংশ (৩৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ ।।

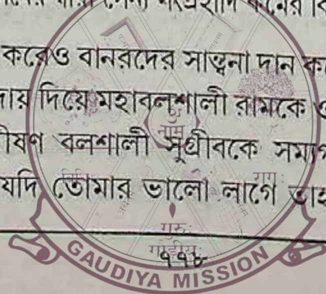
লক্ষ্মণেন সহাগম্য শ্রীরামচরণে সুগ্রীবস্য প্রণামজ্ঞাপনম্, তস্মৈ শ্রীরামস্যোপদেশদানম্, সুগ্রীবেণ কৃতানাং সৈন্য-সংগ্রহণাদিকর্মণাং বিজ্ঞাপনঞ্চ।

প্রতিগৃহ্য চ তৎ সর্বমুপায়নমুপাহৃতম্। বানরান্ সান্ত্বয়িত্বা চ সর্বানেব ব্যসর্জয়ৎ।। ১
বিসর্জয়িত্বা স হরীন্ সহস্রান্ কৃতকর্মণঃ। মেনে কৃতার্থমাত্মানং রাঘবঞ্চ মহাবলম্।। ২
স লক্ষ্মণো ভীমবলং সর্ববানরসত্তমম্। অব্রবীৎ প্রশ্রিতং বাক্যং সুগ্রীবং সম্প্রহর্ষয়ন্।। ৩

অষ্টাত্রিংশ (৩৮) সর্গ

লক্ষ্মণের সঙ্গে এসে শ্রীরামের চরণে সুগ্রীবের প্রণাম নিবেদন। তাঁকে শ্রীরামের উপদেশদান। সুগ্রীবের দ্বারা সৈন্য সংগ্রহাদি কর্মের বিজ্ঞাপন।

বানরদের প্রদত্ত উপহার সব গ্রহণ করেও বানরদের সান্ত্বনা দান করে সুগ্রীব তাদের বিদায় দিলেন।। ১।। তিনি কৃতকর্মা হাজার বানরকে বিদায় দিয়ে মহাবলশালী রামকে ও নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন।। ২।। লক্ষ্মণ বানরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভীষণ বলশালী সুগ্রীবকে সম্যগ্‌রূপে আনন্দিত করে বিনয়ের সঙ্গে বললেন—।। ৩ ।। হে সৌম্য, যদি তোমার ভালো লাগে তাহলে কিষ্‌কিন্ধা থেকে বেরিয়ে চলো।



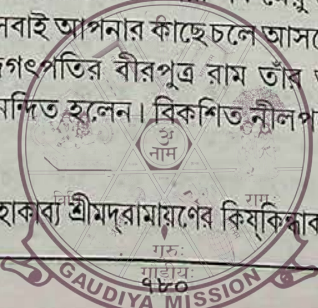
কিষ্কিন্ধায়া বিনিষ্ক্রাম যদি তে সৌম্য রোচতে। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণস্য সুভাষিতম্।। ৪
সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতো বাক্যমেতদুবাচ হ। এবং ভবতু গচ্ছাম স্থেয়ং ত্বচ্ছাসনে ময়া।। ৫
তমেবমুক্ত্বা সুগ্রীবো লক্ষ্মণং শুভলক্ষ্মণম্। বিসর্জয়ামাস তদা তারাদ্যাশ্চৈব যোষিতঃ।। ৬
এহীত্যুচ্চৈর্হরিবরান্ সুগ্রীবঃ সমুদাহরৎ। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা হরয়ঃ শীঘ্রমাযযুঃ।। ৭
বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্বে যে স্যুঃ স্ত্রীদর্শনক্ষমাঃ। তানুবাচ ততঃ প্রাপ্তান্ রাজার্কসদৃশপ্রভঃ।। ৮
উপস্থাপয়ত ক্ষিপ্রং শিবিকাং মম বানরাঃ। শ্রুত্বা তু বচনং তস্য হরয়ঃ শীঘ্রবিক্রমাঃ।। ৯
সমুপস্থাপয়ামাসঃ শিবিকাং প্রিয়দর্শনাম্। তামুপস্থাপিতাং দৃষ্ট্বা শিবিকাং বানরাধিপঃ।। ১০
লক্ষ্মণারুহ্যতাং শীঘ্রমিতি সৌমিত্রিমব্রবীৎ। ইতুক্ত্বা কাঞ্চনং যানং সুগ্রীবঃ সূর্যসন্নিভম্।। ১১
বহুভির্হরিভির্যুক্তমারুরোহ সলক্ষ্মণঃ। পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্ধনি।। ১২
শুক্লৈশ্চ বালব্যজনৈর্ধূয়ামানৈঃ সমন্ততঃ। শঙ্খ-ভেরীনিনাদৈশ্চ বন্দিভিশ্চাভিনন্দিতঃ।। ১৩
নির্যযৌ প্রাপ্য সুগ্রীবো রাজ্যশ্রিয়মনুত্তমাম্। স বানরশতৈস্তীক্ষ্ণৈর্বহুভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ।। ১৪
পরিকীর্ণো যযৌ তত্র যত্র রামো ব্যবস্থিতঃ। স তং দেশমনুপ্রাপ্য শ্রেষ্ঠং রামনিষেবিতম্।। ১৫
অবাতরন্মহাতেজাঃ শিবিকায়াঃ সলক্ষ্মণঃ। আসাদ্য চ ততো রামং কৃতাঞ্জলিপুটোঽভবৎ।। ১৬
কৃতাঞ্জলৌ স্থিতে তস্মিন্ বানরাশ্চাভবংস্তথা। তটাকমিব তং দৃষ্ট্বা রামঃ কুড়্মলপঙ্কজম্।। ১৭
বানরাণাং মহৎ সৈন্যং সুগ্রীবে প্রীতিমানভূৎ। পাদয়োঃ পতিতং মূর্ধ্না তমুত্থাপ্য হরীশ্বরম্।। ১৮
প্রেম্না চ বহুমানাচ্চ রাঘবঃ পরিষস্বজে। পরিষ্বজ্য চ ধর্মাত্মা নিষীদেতি ততোঽব্রবীৎ।। ১৯
নিষণ্ণং তং ততো দৃষ্ট্বা ক্ষিতৌ রামোঽব্রবীত্ততঃ। ধর্মমর্থঞ্চ কামঞ্চ কালে যস্তু নিষেবতে।। ২০

লক্ষ্মণের সেই শোভনবাক্য শুনে—।। ৪ ।। সুগ্রীব অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললো, বেশ, তাই হোক। যাবো। আপনার অধীনে থাকাই আমার কর্তব্য।।৫ ।। সুগ্রীব শুভলক্ষণ যুক্ত লক্ষ্মণকে এইরকম বলে তারা-প্রমুখ রমণীদের অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলো।।৬ ।। তারপর বানরশ্রেষ্ঠদেরকে সে উচ্চৈঃস্বরে ডাকলো। তোমরা সব এসো। তার ডাক শুনে বানরেরা দ্রুত চলে এলো।। ৭ ।। যারা অন্তঃপুরে রমণীদের দেখার জন্য অনুমোদিত, তারা সবাই করজোড়ে এসে দাঁড়ালো। সূর্যের মতো ভাস্বর বানরাধিপতি সুগ্রীব সমাগত সকলকে বললো—।।৮ ।। হে বানরবর্গ, দেখতে সুন্দর একটি শিবিকা শীগ্‌গির আমার জন্য নিয়ে এসো। তার কথা শুনে শীঘ্রগামী বানরেরা সুন্দর শিবিকা নিয়ে এলো। পালকী আনা হয়েছে দেখে বানরাধিপতি—।। ৯-১০ ।। সুমিত্রাপুত্রকে বললো, লক্ষ্মণ সত্বর আরোহণ করুন। এই কথা বলে সুগ্রীব সূর্যের মতো উজ্জ্বল সোনার রথের মতো সেই শিবিকায় বহু বানরকে সঙ্গে নিয়ে লক্ষ্মণসহ আরোহণ করলো। মাথার ওপর শুভ্র ছত্র ধরা আছে।। ১১-১২ ।। চারদিক থেকে তাঁদের চামর আন্দোলিত করে হাওয়া করা হচ্ছে। শঙ্খ ও ভেরীর শব্দে এবং বৈতালিকদের দ্বারা তিনি অভিনন্দিত হলেন।। ১৩ ।। সর্বোত্তম রাজ্যশ্রী লাভ করে সুগ্রীব বের হলো। যেখানে রাম অবস্থান করছেন সেখানে গেলেন। সঙ্গে গেলো বহু শত বানর। তাদের হাতে রয়েছে তীক্ষ্ণ সব অস্ত্র। রামের দ্বারা নিয়োজিত সেই শ্রেষ্ঠ দেশে তিনি গেলেন।। ১৪-১৫ ।। শিবিকা থেকে লক্ষ্মণকে নিয়ে তিনি এবার নেমে এলেন। রামের কাছে গিয়ে করজোড়ে দাঁড়ালেন।। ১৬ ।। করজোড়ে বানরেরা সেখানে অবস্থান করছে। যেন বুঁজে-থাকা পদ্মসমূহে সুশোভিত সরোবর দেখলেন রামচন্দ্র।। ১৭ ।। বানরদের বিরাট বাহিনী দেখে রাম সুগ্রীবের প্রতি প্রীত হলেন। বানরপতি সুগ্রীব তাঁর চরণে পতিত হলে তিনি তাকে তুলে নিলেন।। ১৮ ।। প্রেম এবং সম্মান দিয়ে রাম তাকে আলিঙ্গন করলেন। ধর্মপ্রাণ রাম। আলিঙ্গন করে বললেন, বসুন।। ১৯ ।। ভূমিতলে তাঁকে উপবেশন করতে দেখে রাম তাকে বললেন, ধর্ম, অর্থ এবং কাম যথোচিতকালে যিনি সেবা করেন...।।২০।। হে বীর, হে বানরপ্রধান, ঠিক মতো ভাগ করে যিনি ব্যবহার করেন, তিনিই যথার্থ রাজা।

বিভজ্য সততং বীর স রাজা হরিসত্তম। হিত্বা ধর্মং তথার্থঞ্চ কামং যস্তু নিষেবতে।। ২১
স বৃক্ষাগ্রে যথা সুপ্তঃ পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে। অমিত্রাণাং বধে যুক্তো মিত্রাণাং সংগ্রহে রতঃ।। ২২
ত্রিবর্গফলভোক্তা চ রাজা ধর্মেণ যুজ্যতে। উদ্যোগসময়স্ত্বেষ প্রাপ্তঃ শত্রুনিষূদনঃ।। ২৩
সঞ্চিন্ত্যতাং হি পিঙ্গেশ হরিভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ। এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো রামং বচনমব্রবীৎ।। ২৪
প্রণষ্টা শ্রীশ্চ কীর্তিশ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্। ত্বৎপ্রসাদান্মহাবাহো পুনঃ প্রাপ্তমিদং ময়া।। ২৫
তব দেব প্রসাদাচ্চ ভ্রাতুশ্চ জয়তাং বর। যৎ কৃতং ন প্রতিকুর্যাঃ পুরুষাণাং হি দূষকঃ।। ২৬
এতে বানরমুখ্যাশ্চ শতশঃ শত্রুসূদন। প্রাপ্তাশ্চাদায় বলিনঃ পৃথিব্যাং সর্ববানরান্।। ২৭
ঋক্ষাশ্চ বানরাঃ শূরা গোলাঙ্গুলাশ্চ রাঘব। কান্তার-বনদুর্গাণামভিজ্ঞা ঘোরদর্শনাঃ।। ২৮
দেবগন্ধর্বপুত্রাশ্চ বানরাঃ কামরূপিণঃ। স্বৈঃ স্বৈঃ পরিবৃতাঃ সৈন্যৈর্বর্তন্তে পথি রাঘব।। ২৯
শতৈঃ শতসহস্রৈশ্চ বর্তন্তে কোটিভিস্তথা। অযুতৈশ্চাবৃতা বীর শঙ্কুভিশ্চ পরন্তপ।। ৩০
অর্বুদৈরর্বুদশতৈর্মধ্যৈশ্চান্ত্যৈশ্চ বানরাঃ। সমুদ্রাশ্চ পরার্ধাশ্চ হরয়ো হরিযূথপাঃ।। ৩১
আগমিষ্যন্তি তে রাজন্ মহেন্দ্রসমবিক্রমাঃ। মেঘপর্বতসঙ্কাশা মেরুবিন্ধ্যকৃতালয়াঃ।। ৩২
তে ত্বামভিগমিষ্যন্তি রাক্ষসং যোদ্ধুমাহবে। নিহত্য রাবণং যুদ্ধে হ্যানয়িষ্যন্তি মৈথিলীম্।। ৩৩
ততঃ সমুদ্যোগমবেক্ষ্য বীর্যবান্ হরিপ্রবীরস্য নিদেশবর্তিনঃ।
বভূব হর্ষাদ্ বসুধাধিপাত্মজঃ প্রবুদ্ধনীলোৎপলতুল্যদর্শনঃ।। ৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টাত্রিংশঃ সর্গঃ।

কিন্তু ধর্মকে ত্যাগ করে কেবল অর্থ এবং কামের যিনি সেবা করেন...।। ২১ ।। তিনি যেন গাছের ওপরে ঘুমিয়েই আছেন। পড়ে গেলে বুঝতে পারবেন কি ভুল করেছিলেন। আর যিনি শত্রুদের বধে এবং মিত্রদের সংগ্রহে নিরত থাকেন—।। ২২ ।। সেই রাজা ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধর্ম, অর্থ এবং কাম, এই ত্রিবর্গের ফলভোগ করতে পারেন। শত্রুবিনাশের জন্য যুদ্ধযাত্রার এই তো যোগ্য সময়।। ২৩ ।। হে বানরেশ, বানরমন্ত্রীদের সঙ্গে বসে যথোচিত উপায় উদ্ভাবন করুন। রাম সুগ্রীবকে এইকথা বললেন। এবার সুগ্রীব রামকে বললেন—।। ২৪ ।। আমার ঐশ্বর্য, কীর্তি এবং পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত চিরন্তন কপিরাজ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। হে মহাবীর, আপনার কারণে তা আমি আবার ফিরে পেয়েছি।। ২৫ ।। হে বিজয়িশ্রেষ্ঠ, হে দেব, আপনার এবং আপনার ভ্রাতার প্রসাদে আমি সব কিছু ফিরে পেয়েছি। আপনারা যা করেছেন, তার প্রতিদানে আমি যদি কিছু না করি তাহলে মানুষের মধ্যে ধর্মের দূষক বলে আমি পরিগণিত হবো।। ২৬।। হে শত্রুবিনাশক, বানরমুখ্যেরা পৃথিবীতে যতো বলবান বানর রয়েছে তাদের সবাইকে সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে।। ২৭ ।। এনেছে ভল্লুক, অন্য সব বীর বানর এবং গোলাঙ্গুল বানর। হে রাম, দেখতে এরা ভীষণ। কান্তার, বন, দুর্গ—সবকিছু এদের ভালোভাবে জানা আছে।। ২৮ ।। হে রাঘব, দেবতা এবং গন্ধর্বদের ঔরসজাত, ইচ্ছেমতো রূপধারী বানরেরা নিজ নিজ সৈন্যদের নিয়ে পথে রয়েছে।। ২৯ ।। হে শত্রুতাপন, হে বীর, তারা কেউ রয়েছে শত, কেউ বা শত সহস্র, কেউ বা অযুত সংখ্যক বানরের দ্বারা পরিবৃত।।৩০।। কেউ অর্বুদ, কেউ বা অর্বুদশত, কেউ মধ্য, কেউ বা আবার অন্ত্যসংখ্যক বানর সৈন্যের দ্বারা বেষ্টিত। সেই বানর-দলপতিদের সংখ্যাও সমুদ্র এবং পরার্ধ *(পৃথিবীর অন্য দেশে কোটির পর আর সংখ্যা নেই। হিন্দুভারতে সংখ্যা গণনা কতো প্রসারিত এই সংখ্যাবাচক শব্দগুলি দেখেই অনুমান করা যায়)*।।৩১ ।। হে রাজন্, মহেন্দ্রের মতো পরাক্রমী, মেঘ আর পর্বতের মতো দেখতে এরা সব মেরু এবং বিন্ধ্যপর্বতে বাস করে।। ৩২ ।। রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য এরা সবাই আপনার কাছে চলে আসবে। যুদ্ধে রাবণকে হত্যা করে সীতাকে উদ্ধার করে এরা নিয়ে আসবে। জগৎপতির বীরপুত্র রাম তাঁর আজ্ঞাপালনকারী বানরবীর সুগ্রীবের এইরকম উদ্যোগ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বিকশিত নীলপদ্মের মতো তিনি। তাঁকে তখন প্রফুল্ল দেখাচ্ছিলো।। ৩৩-৩৪. ।।



আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের অষ্টত্রিংশ (৩৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। উনচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

সুগ্রীবং প্রতি শ্রীরামস্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশঃ, স্বীয়সৈন্যৈঃ সহ সুগ্রীবস্য পুনঃ রামসমীপে আগমনঞ্চ।

ইতি ব্রুবাণং সুগ্রীবং রামো ধর্মভৃতাং বরঃ। বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য প্রত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিম্।। ১
যদিন্দ্রো বর্ষতে বর্ষং ন তচ্চিত্রং ভবিষ্যতি। আদিত্যোঽসৌ সহস্রাংশুঃ কুর্যাদ্ বিতিমিরং নভঃ।। ২
চন্দ্রমা রজনীং কুর্যাৎ প্রভয়া সৌম্য নির্মলাম্। ত্বদ্বিধো বাপি মিত্রাণাং প্রীতিং কুর্যাৎ পরন্তপ।। ৩
এবং ত্বয়ি ন তচ্চিত্রং ভবেৎ যৎ সৌম্য শোভনম্। জানাম্যহং ত্বাং সুগ্রীব সততং প্রিয়বাদিনম্।। ৪
ত্বৎসনাথঃ সখে সংখ্যে জেতাস্মি সকলানরীন্। ত্বমেব মে সুহৃন্মিত্রং সাহায্যং কর্তুমর্হসি।। ৫
জহারাত্মবিনাশায় মৈথিলীং রাক্ষসাধমঃ। বঞ্চয়িত্বা তু পৌলোমীমনুহ্লাদো যথা শচীম্।। ৬
নচিরাত্তং বধিষ্যামি রাবণং নিশিতৈঃ শরৈঃ। পৌলম্যাঃ পিতরং দৃপ্তং শতক্রতুরিবারিহা।। ৭
এতস্মিন্নন্তরে চৈব রজঃ সমভিবর্তত। উষ্ণতীব্রাং সহস্রাংশোশ্ছাদয়দ্ গগনে প্রভাম্।। ৮
দিশঃ পর্যাকুলাশ্চাসংস্তমসা তেন দূষিতাঃ। চচাল চ মহী সর্বা সশৈল-বন-কাননা।। ৯
ততো নগেন্দ্রসঙ্কাশৈতীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈর্মহাবলৈঃ। কৃৎস্না সঞ্ছাদিতা ভূমিরসংখ্যেয়ৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ।। ১০
নিমেষান্তরমাত্রেণ ততস্তৈর্হরিযূথপৈঃ। কোটীশতপরীবারৈর্বানরৈর্হরিযূথপৈঃ।। ১১

উনচত্বারিংশ (৩৯) সর্গ

সুগ্রীবের প্রতি শ্রীরামের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ। নিজের সৈন্যদের নিয়ে সুগ্রীবের পুনরায় রামের কাছে আগমন।

করজোড়ে সুগ্রীব এইরকম বলতে থাকলে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ রাম বাহু দু'টি দিয়ে সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করে প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ১ ।। ইন্দ্র যে বৃষ্টি বর্ষণ করে, ঐ সহস্রকিরণ সূর্য আকাশ কে যে অন্ধকারমুক্ত করে, তাতে আর আশ্চর্য কি? হে সৌম্য, পরন্তপ, চাঁদ তার প্রভার দ্বারা রাতকে নির্মল করে তোলে। এ তো স্বাভাবিক। তোমার মতো সজ্জন মিত্রের প্রীতির জন্য কাজ করবে, এ তো স্বাভাবিক।। ২-৩ ।। হে সৌম্য, তোমার পক্ষে এই ধরনের শোভন কাজ করা তথা এইভাবে বন্ধুর সহায়তার জন্য সৈন্য সমাবেশ করা, এ আর আশ্চর্য কি? সুগ্রীব, তুমি যে সর্বদা প্রিয়ভাষী, তা আমি জানি।। ৪ ।। তুমি সহায় থাকলে যুদ্ধে আমি সকল শত্রুকেই পরাজিত করতে পারবো। তুমিই আমার একমাত্র সুহৃদ্। তাই, আমাকে তোমার সাহায্য করা উচিত।। ৫ ।। পূর্বে অনুহ্লাদ ইন্দ্রকে বঞ্চনা করে পুলোমাকন্যা শচীকে যেমন হরণ করেছিলো, তেমনি এই রাক্ষসাধম রাবণ নিজের ধ্বংসের জন্যই মিথিলারাজকন্যা সীতাকে হরণ করেছে।। ৬ ।। শত্রুঘাতী ইন্দ্র যেমন তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা পৌলমীর পিতা গর্বিত পুলোমাকে হত্যা করেছিলেন, তেমনি আমিও তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা সত্বরই রাবণকে বধ করবো *(শতক্রতু—ইন্দ্র। শতসংখ্যক ক্রতু অর্থাৎ যজ্ঞ করেছিলেন বলে ইন্দ্র শতক্রতু। পুরাণের কাহিনী হলো, পুলোমা নামে এক দানব ছিলেন। তাঁর কন্যা শচী ছিলেন ইন্দ্রের প্রতি অনুরক্তা। কিন্তু অনুহ্লাদ পুলোমাকে কৌশল করে হাতে এনে শচীকে হরণ করে। ইন্দ্র এই ঘটনা জেনে পুলোমা এবং অনুহ্লাদকে হত্যা করে শচীকে নিজের অন্তঃপুরে নিয়ে আসেন)*।। ৭ ।। এই অবকাশে সৈন্যদের পদোত্থিত ধূলিরাশি আকাশে উঠে সূর্যের উষ্ণ এবং তীব্র কিরণকে আচ্ছাদিত করে ফেললো *(সহস্রাংশু—সূর্য)*।। ৮ ।। সেই ধূলিরাশির দ্বারা চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেলো। হয়ে গেলো কলুষিত। তাঁদের পদভারে পাহাড়, বন, বাগানসমূহ সহ সারা পৃথিবী কেঁপে উঠলো।। ৯ ।। বিশাল হাতীর মতো মহাবলশালী, ধারালো, দাঁত, অসংখ্য বানরের দ্বারা ভূতল একেবারে ছেয়ে গেলো।। ১০ ।। কোটি কোটি বানর। বানর-দলপতিদের সঙ্গে নিমেষের মধ্যেই তারা চলে এলো।। ১১ ।। বীর শ্রীমান শতবলি নামে এক বানরকে দেখা গেলো। তাকে পরিবেষ্টন করে যে বানরেরা রয়েছে তারা সব গর্জন করছে। নদী, পর্বত এবং সমুদ্রতীর

নাদেয়ৈঃ পার্বতেয়ৈশ্চ সামুদ্রৈশ্চ মহাবলৈঃ। হরিভির্মেঘনির্হ্রাদৈরন্যৈশ্চ বনবাসিভিঃ।। ১২
তরুণাদিত্যবর্ণৈশ্চ শশিগৌরৈশ্চ বানরৈঃ। পদ্মকেসরবর্ণৈশ্চ শ্বেতৈর্হেমকৃতালয়ৈঃ।। ১৩
কোটীসহস্রৈর্দশভিঃ শ্রীমান্ পরিবৃতস্তদা। বীরঃ শতবলির্নাম বানরঃ প্রত্যদৃশ্যত।। ১৪
ততঃ কাঞ্চনশৈলাভস্তারায়া বীর্যবান্ পিতা। অনেকৈর্বহুসাহস্রৈঃ কোটিভিঃ প্রত্যদৃশ্যত।। ১৫
তথাপরেণ কোটীনাং সহস্রেণ সমন্বিতঃ। পিতা রুমায়াঃ সম্প্রাপ্তঃ সুগ্রীবশ্বশুরো বিভুঃ।। ১৬
পদ্মকেসরসঙ্কাশস্তরুণার্কনিভাননঃ। বুদ্ধিমান্ বানরশ্রেষ্ঠঃ সর্ববানরসত্তমঃ।। ১৭
অনেকৈর্বহুসাহস্রৈর্বানরাণাং সমন্বিতঃ। পিতা হনুমতঃ শ্রীমান্ কেসরী প্রত্যদৃশ্যত।। ১৮
গোলাঙ্গুলমহারাজো গবাক্ষো ভীমবিক্রমঃ। বৃতঃ কোটিসহস্রেণ বানরাণামদৃশ্যত।। ১৯
ঋক্ষাণাং ভীমবেগানাং ধূম্রঃ শত্রুনিবর্হণঃ। বৃতঃ কোটিসহস্রাভ্যাং দ্বাভ্যাং সমভিবর্তত।। ২০
মহাচলনিভৈর্ঘোরৈঃ পনসো নাম যূথপঃ। অদৃশ্যত মহাকায়ঃ কোটিভিস্তিসৃভির্ধৃতঃ।। ২১
নীলাঞ্জনচয়াকারো নীলো নামৈষ যূথপঃ। আজগাম মহাবীর্যঃ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ।। ২২
ততঃ কাঞ্চনশৈলাভো গবয়ো নাম যূথপঃ। আজগাম মহাবীর্যঃ পঞ্চভিঃ কোটিভির্বৃতঃ।। ২৩
দরীমুখশ্চ বলবান্ যূথপোঽভ্যাযযৌ তদা। বৃতঃ কোটিসহস্রেণ সুগ্রীবং সমবস্থিতঃ।। ২৪
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চোভাবশ্বিপুত্রৌ মহাবলৌ। কোটিকোটিসহস্রেণ বানরাণামদৃশ্যতাম্।। ২৫
গজশ্চ বলবান্ বীরস্তিসৃভিঃ কোটিভির্বৃতঃ। আজগাম মহাতেজাঃ সুগ্রীবস্য সমীপতঃ।। ২৬
ঋক্ষরাজো মহাতেজা জাম্ববান্নাম নামতঃ। কোটিভির্দশভির্ব্যাপ্তঃ সুগ্রীবস্য বশে স্থিতঃ।। ২৭
রুমণো নাম তেজস্বী বিক্রান্তৈর্বানরৈর্বৃতঃ। আগতো বলবাংস্তূর্ণং কোটীশতসমাবৃতঃ।। ২৮
ততঃ কোটিসহস্রাণাং সহস্রেণ শতেন চ। পৃষ্ঠতোঽনুগতঃ প্রাপ্তো হরিভির্গন্ধমাদনঃ।। ২৯

থেকে ঐ মহাবলশালী বানরেরা এসেছে। অনেকে আবার বনবাসী। মেঘের মতো তাদের গর্জন।। ১২ ।। বানরের অনেকের বর্ণ আবার নবোদিত সূর্যের মতো। কেউ বা চাঁদের মতো শাদা। আবার কারো বর্ণ পদ্মের কেশরের মতো। হেমপর্বত থেকে এসেছে শুভ্রবর্ণের বানরেরা... ।। ১৩ ।। এই বীর শতবলি নামক বানর দশ কোটি সহস্র বানরের দ্বারা পরিবৃত দেখা যাচ্ছে।। ১৪ ।। এসেছে তারার বীর্যবান পিতা। দেখতে সোনার পাহাড়ের মতো। অনেক হাজার কোটি বানরে সে পরিবৃত।। ১৫ ।। সুগ্রীবের শ্বশুর তথা রুমার বাবা বেশ প্রভাবশালী। আরো কোটি সহস্র বানর সঙ্গে নিয়ে সে এসেছে।। ১৬ ।। সেখানে একজন এসেছে যার বর্ণ পদ্মের কেশরের মতো। নবোদিত সূর্যের মতো তার মুখটি। সে বুদ্ধিমান। বানরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী।। ১৭ ।। বহু হাজার বানর তাঁর সঙ্গে। এইভাবে দেখা গেলো হনুমানের পিতা শ্রীমান কেশরীকে।। ১৮ ।। দেখা গেলো গোলাঙ্গুল নামক বানরদের অধিপতি ভীষণ পরাক্রমী গবাক্ষকে। সেও ছিলো কোটি সহস্র বানরে পরিবৃত।। ১৯ ।। অত্যন্ত বেগবান ভল্লুকদের অধিপতি, শত্রুবিনাশী ধূম্র দু'হাজার কোটি সৈন্য নিয়ে উপস্থিত।। ২০ ।। বিশালদেহী পনস নামক যূথপতি তিন কোটি সৈন্য নিয়ে এলো। তারা দেখতে বিরাট বিরাট পর্বতের মতো। এবং ভয়ঙ্কর।। ২১ ।। নামে নীল। দেখতেও নীল কাজলের পাহাড়ের মতো। মহাবীর্যবান সেই দলপতি। সেও এলো দশ কোটি সৈন্য নিয়ে।। ২২ ।। এলো সোনার পাহাড়ের মতো দেখতে গবয় নামক যূথপতি। সেও মহাবীর। সে এলো পাঁচ কোটি বানরসেনা সঙ্গে করে।। ২৩ ।। দরীমুখ নামক বলবান যূথপতি কোটি সহস্র সৈন্য নিয়ে সুগ্রীবের কাছে উপস্থিত হলো।। ২৪।। অশ্বিপুত্র, অত্যন্ত বলশালী মৈন্দ এবং দ্বিবিদকে কোটি কোটি, হাজার হাজার বানর নিয়ে দেখা গেলো।। ২৫-২৬ ।। গজ নামক মহাতেজস্বী বানর তিনকোটি বানরসহ এবং জাম্ববান নামক ভল্লুকরাজ দশ কোটি সৈন্য নিয়ে সুগ্রীবের কাছে বশীভূত হয়ে আছে।। ২৭ ।। রুমণ নামক তেজস্বী, পরাক্রমী, বলবান বানরনেতা শত কোটি সৈন্যসহ সত্বর চলে এলো।। ২৮ ।। তাদের পেছু পেছুই গন্ধমাদন নামক বানরবীর এক পদ্মসংখ্যক বীরসেনা নিয়ে চলে এলো।। ২৯ ।। পিতৃতুল্য পরাক্রমী

ততঃ পদ্মসহস্রেণ বৃতঃ শঙ্কুশতেন চ। যুবরাজোঽঙ্গদঃ প্রাপ্তঃ পিতুস্তুল্য পরাক্রমঃ।। ৩০
ততস্তারাদ্যুতিস্তারো হরিভির্ভীমবিক্রমৈঃ। পঞ্চভির্হরিকোটিভির্দূরতঃ পর্যদৃশ্যত।। ৩১
ইন্দ্রজানুঃ কবির্বীরো যূথপঃ প্রত্যদৃশ্যত। একাদশানাং কোটীনামীশ্বরস্তৈশ্চ সংবৃতঃ।। ৩২
ততো রম্ভস্ত্বনুপ্রাপ্তস্তরুণাদিত্যসন্নিভঃ। অযুতেন বৃতশ্চৈব সহস্রেণ শতেন চ।। ৩৩
ততো যূথপতির্বীরো দুর্মুখো নাম বানরঃ। প্রত্যদৃশ্যত কোটীভ্যাং দ্বাভ্যাং পরিবৃতো বলী।। ৩৪
কৈলাসশিখরাকারৈর্বানরৈর্ভীমবিক্রমৈঃ। বৃতঃ কোটিসহস্রেণ হনুমান্ প্রত্যদৃশ্যত।। ৩৫
নলশ্চাপি মহাবীর্যঃ সংবৃতো দ্রুমবাসিভিঃ। কোটীশতেন সম্প্রাপ্তঃ সহস্রেণশতেন চ।। ৩৬
ততো দধীমুখঃ শ্রীমান্ কোটিভির্দশভির্বৃতঃ। সম্প্রাপ্তোঽভিনদংস্তস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।। ৩৭
শরভঃ কুমুদো বহ্নির্বানরো রম্ভ এব চ। এতে চান্যে চ বহবো বানরাঃ কামরূপিণঃ।
আবৃত্য পৃথিবীং সর্বাং পর্বতাংশ্চ বনানি চ।। ৩৮
যূথপাঃ সমনুপ্রাপ্তা যেষাং সংখ্যা নবিদ্যতে। আগতাশ্চ নিবিষ্টাশ্চ পৃথিব্যাং সর্ব বানরাঃ।। ৩৯
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ। অভ্যবর্তন্ত সুগ্রীবং সূর্যমভ্রগণা ইব।। ৪০
কুর্বাণা বহুশব্দাংশ্চ প্রকৃষ্টা বাহুশালিনঃ। শিরোভির্বানরেন্দ্রায় সুগ্রীবায় ন্যবেদয়ন্।। ৪১
অপরে বানরশ্রেষ্ঠাঃ সঙ্গম্য চ যথোচিতম্। সুগ্রীবেণ সমাগম্য স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা।। ৪২
সুগ্রীবস্ত্বরিতো রামে সর্বাংস্তান্ বানরর্ষভান্। নিবেদয়িত্বা ধর্মজ্ঞঃ স্থিতঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।। ৪৩
যথাসুখং পর্বতনির্ঝরেষু বনেষু সর্বেষু চ বানরেন্দ্রাঃ।
নিবেশয়িত্বা বিধিবদ্ বলানি বলং বলজ্ঞঃ প্রতিপত্তুমীষ্টে।। ৪৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

যুবরাজ অঙ্গদ সহস্র পদ্ম ও শত শঙ্কু তথা এক পদ্ম সৈন্য নিয়ে এসে উপস্থিত হলো।।৩০ ।। তারার মতো দীপ্তি নিয়ে তার নামক বানরপতিকে দূর থেকে আসতে দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে রয়েছে পাঁচ কোটি ভীষণ পরাক্রমী বানরসেনা।।৩১ ।। এগারো কোটি বানরের অধিপতি ইন্দ্রজানু। তিনি কবি। এবং বীর। তাঁকেও দেখা যাচ্ছে ঐ বানরদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছেন।।৩২।। নবোদিত সূর্যের মতো এলেন রম্ভ। এবং তিনি অযুত, এক হাজার এক শত সৈন্যে সমাবৃত।।৩৩।। দুর্মুখ নামক যূথপতি বীর। বলবান। দু'কোটি সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হলো সে।।৩৪।। এবারে দেখা গেলো হনুমানকে। তিনি কৈলাশ-শিখরের মতো উঁচু ভয়ঙ্কর পরাক্রমশীল কোটি সহস্র বানরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আসছেন।।৩৫ ।। মহাবীর্যবান নল এলেন বৃক্ষবাসী এক শত কোটি একহাজার এক শত সৈন্য নিয়ে।।৩৬ ।। ঐশ্বর্যশালী দধীমুখ দশ কোটি সৈন্য নিয়ে গর্জন করতে করতে মহাত্মা সুগ্রীবের কাছে এলেন।।৩৭ ।। শরভ, কুমুদ, বহ্নি, রম্ভ এবং ইচ্ছামতো রূপধারী আরো বহু বানর এবং যূথপতি সকল বন, পাহাড় এবং পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলে চলে এলো।।৩৮।। তাদের সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না। যেন পৃথিবীর সমূহ বানর এখানে এসে সমবেত হয়েছে।।৩৯ ।। মেঘ যেমন সূর্যকে ঘিরে ধরে, তেমনি এই বানরেরাও লাফিয়ে লাফিয়ে গর্জন করতে করতে সুগ্রীবকে ঘিরে দাঁড়ালো।।৪০ ।। বাহুবলধারী সেই বিশিষ্ট বানরেরা বহুরকমের শব্দ করতে করতে মাথা নুইয়ে সুগ্রীবকে প্রণতি নিবেদন করলো।।৪১ ।। অন্যান্য প্রধান বানরেরাও সুগ্রীবের কাছে এসে অন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যথোচিতভাবে অঞ্জলি রচনা করে দাঁড়িয়ে রৈলো।।৪২।। ধর্মজ্ঞ সুগ্রীবও তাড়াতাড়ি সেই বানরশ্রেষ্ঠদের উপস্থিতি-সংবাদ রামকে নিবেদন করে করজোড়ে বললেন—।।৪৩ ।। বানরমুখ্যেরা সকল বনে এবং পর্বত-নির্ঝর প্রদেশে যথাবিধি পরমানন্দে সৈন্য-সমাবেশ করে আপনার আদেশের প্রতীক্ষায় অবস্থান করছে। সামরিক শক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ আপনি। এদের বলাবল নিরূপণ করতে পারবেন।।৪৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষকিন্ধাকাণ্ডের উনচত্বারিংশ (৩৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামানুজ্ঞয়া সীতান্বেষণায় সুগ্রীবস্য পূর্বদিশি বানরাণাং প্রেষণম্, বিবিধস্থানানাং বর্ণনঞ্চ।

অথ রাজা সমৃদ্ধার্থঃ সুগ্রীবঃ প্লবগেশ্বরঃ। উবাচ নরশার্দূলং রামং পরবলার্দনম্।। ১
আগতা বিনিবিষ্টাশ্চ বলিনঃ কামরূপিণঃ। বানরেন্দ্রা মহেন্দ্রাভা যে মদ্বিষয়বাসিনঃ।। ২
ত ইমে বহুবিক্রান্তৈর্বলিভির্ভীমবিক্রমৈঃ। আগতা বানরা ঘোরা দৈত্য-দানবসন্নিভাঃ।। ৩
খ্যাতকর্মাপদানাশ্চ বলবন্তো জিতক্লমাঃ। পরাক্রমেষু বিখ্যাতা ব্যবসায়েষু চোত্তমাঃ।। ৪
পৃথিব্যম্বুচরা রাম নানানগনিবাসিনঃ। কোট্যোঘাশ্চ ইমে প্রাপ্তা বানরাস্তব কিঙ্করাঃ।। ৫
নিদেশবর্তিনঃ সর্বে সর্বে গুরুহিতে স্থিতাঃ। অভিপ্রেতমনুষ্ঠাতুং তব শক্ষ্যন্ত্যরিন্দম।। ৬
ত ইমে বহুসাহস্রৈরনেকৈর্বহুবিক্রমৈঃ। আগতা বানরা ঘোরা দৈত্য-দানবসন্নিভাঃ।। ৭
যন্মন্যসে নরব্যাঘ্র প্রাপ্তকালং তদুচ্যতাম্। তৎসৈন্যং তদ্বশে যুক্তমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি।। ৮
কামমেষামিদং কার্যং বিদিতং মম তত্ত্বতঃ। তথাপি তু যথাযুক্তমাজ্ঞাপয়িতুমর্হসি।। ৯
তথা ব্রুবাণং সুগ্রীবং রামো দশরথাত্মজঃ। বাহুভ্যাং সম্পরিষ্বজ্য ইদং বচনমব্রবীৎ।। ১০
জ্ঞায়তাং সৌম্য বৈদেহী যদি জীবতি বা ন বা। স চ দেশো মহাপ্রাজ্ঞ যস্মিন্ বসতি রাবণঃ।। ১১
অভিগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ। প্রাপ্তকালং বিধাস্যামি তস্মিন্ কালে সহ ত্বয়া।। ১২
নাহমস্মিন্ প্রভুঃ কার্যে বানরেন্দ্র ন লক্ষ্মণঃ। ত্বমস্য হেতুঃ কার্যস্য প্রভুশ্চ প্লবগেশ্বর।। ১৩
ত্বমেবাজ্ঞাপয় বিভো মম কার্যবিনিশ্চয়ম্। ত্বং হি জানাসি মে কার্যং মম বীর ন সংশয়ঃ।। ১৪

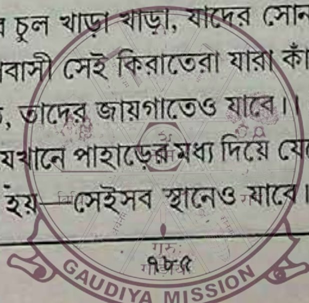
চত্বারিংশ (৪০) সর্গ

শ্রীরামের আদেশে সীতাকে অন্বেষণের জন্য সুগ্রীবের পূর্বদিকে বানরদের প্রেরণ। বিভিন্ন স্থানের বর্ণনা।

বানরাধিপতি ঐশ্বর্যশালী রাজা সুগ্রীব শত্রুশক্তিবিনাশক নরশ্রেষ্ঠ রামকে তারপর বললেন—।। ১ ।। আমার রাজ্যে যারা বাস করে, সেই বলবান, ইচ্ছামতো রূপধারী, মহেন্দ্রের মতো পরাক্রমী বানরশ্রেষ্ঠেরা এখানে এসে সমবেত হয়েছে।। ২ ।। যে বানরেরা এখানে এসেছে তারা সবাই বলবান। এবং ভীষণ পরাক্রমী। যুদ্ধে বহু বিক্রম এরা দেখিয়েছে। দেখতে দৈত্য-দানবদের মতো ভয়ঙ্কর।।৩ ।। এরা যুদ্ধকর্মে প্রখ্যাত। বলশালী। এবং ক্লান্তিবিহীন। যুদ্ধে এদের পরাক্রম প্রমাণিত। কর্মোদ্যোগেও এরা উত্তম।। ৪ ।। হে রাম, ভূচর, জলচর, নানা পর্বতবাসী এই যে বহু কোটি বানর এসেছে, এরা সবাই আপনার কিঙ্কর।।৫।। আজ্ঞাপালনে ব্রতী। গুরুজনের কল্যাণে তৎপর। হে শত্রুদমন, আপনার অভিপ্রায়ানুসারে এরা কার্য সম্পাদন করবে।।৬ ।। দৈত্য এবং দানবের মতো এই ভীষণ বানরেরা খুবই সাহসী। এবং বহু বিক্রমশালী আরো সব বানরকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।।৭ ।। হে নরবীর, এই বিরাট সেনাবাহিনী আপনারই অধীনে রৈলো। সময় মতো এদের আপনি কাজ করার কথা বলুন। যথোচিত নির্দেশ এদের দিতে পারেন।।৮ ।। এদের কার্যকলাপ আমি ভালোভাবে জানি। সেই জন্য আপনি এদেরকে যথোচিতভাবেই আদেশ দিতে পারেন।। ৯ ।। সুগ্রীব এই কথা বললে দশরথপুত্র বাহু বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন—।।১০।। হে মহাপ্রাজ্ঞ, সৌম্য সুগ্রীব, আগে জেনে নিন বিদেহরাজকন্যা সীতা বেঁচে আছেন কিনা। রাবণ যে দেশে বাস করছে তাও জানুন।। ১১ ।। সীতা কোথায় আছেন এবং রাবণের বাসস্থান কোথায় তা জেনে আপনার সঙ্গে কালোচিত কর্ম আমি করবো।। ১২ ।। হে বানররাজ, আমি বা লক্ষ্মণ বানরদের এই কাজে পাঠাতে যোগ্য অধিকারী নই। হে বানরাধিপতি, আপনিই এই কাজের কারণ। এবং কর্তাও।। ১৩ ।। হে রাজন্, আমার কাজ নির্ণয় করে আপনিই এদের নির্দেশ দান করুন। হে বীর, আমার কাজ কি হবে আপনি তা জানেন। এতে কোনোই সংশয় নেই।। ১৪ ।। আপনিই আমার দ্বিতীয় সুহৃদ্। পরাক্রমী। এবং প্রাজ্ঞ।

সুহৃদ্দ্বিতীয়ো বিক্রান্তঃ প্রাজ্ঞঃ কালবিশেষবিৎ। ভবানস্মদ্ধিতে যুক্তঃ সুহৃদাপ্তোঽর্থবিত্তমঃ।। ১৫
এবমুক্তস্তু সুগ্রীবো বিনতং নাম যূথপম্। অব্রবীদ্ রামসান্নিধ্যে লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ।। ১৬
শৈলাভং মেঘনির্ঘোষমূর্জিতং প্লবগেশ্বরম্। সোম-সূর্যনিভৈঃ সার্ধং বানরৈর্বানরোত্তম।। ১৭
দেশ-কাল-নয়ৈর্যুক্তো বিজ্ঞঃ কার্যবিনিশ্চয়ে। বৃতঃ শতসহস্রেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্।। ১৮
অধিগচ্ছ দিশং পূর্বাং সশৈল-বন-কাননাম্। তত্র সীতাঞ্চ বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ।। ১৯
মার্গধ্বং গিরিদুর্গেষু বনেষু চ নদীষু চ। নদীং ভাগীরথীং রম্যাং সরযূং কৌশিকীং তথা।। ২০
কালিন্দীং যমুনাং রম্যাং যামুনঞ্চ মহাগিরিম্। সরস্বতীঞ্চ সিন্ধুঞ্চ শোণং মণিনিভোদকম্।। ২১
মহীং কালমহীং চাপি শৈল-কাননশোভিতাম্। ব্রহ্মমালান্ বিদেহাংশ্চ মালবান্ কাশিকোসলান্।। ২২
মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাংস্ত্বঙ্গাংস্তথৈব চ। ভূমিঞ্চ কোশকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাম্।। ২৩
সর্বঞ্চ তদ্বিচেতব্যং মার্গয়দ্ভিস্ততস্ততঃ। রামস্য দয়িতাং ভার্যাং সীতাং দশরথস্নুষাম্।। ২৪
সমুদ্রমবগাঢাংশ্চ পর্বতান্ পত্তনানি চ। মন্দরস্য চ যে কোটিং সংশ্রিতাঃ কেচিদালয়াঃ।। ২৫
কর্ণপ্রাবরণাশ্চৈব তথা চাপ্যোষ্ঠকর্ণকাঃ। ঘোরলোহমুখাশ্চৈব জবনাশ্চৈকপাদকাঃ।। ২৬
অক্ষয়া বলবন্তশ্চ তথৈব পুরুষাদকাঃ। কিরাতাস্তীক্ষ্ণচূডাশ্চ হেমাভাঃ প্রিয়দর্শনাঃ।। ২৭
আমমীনাশনাশ্চাপি কিরাতা দ্বিপবাসিনঃ। অন্তর্জলচরা ঘোরা নরব্যাঘ্রা ইতি স্মৃতাঃ।। ২৮
এতেষামাশ্রয়াঃ সর্বে বিচেয়াঃ কাননৌকসঃ। গিরিভির্যে চ গম্যন্তে প্লবনেন প্লবেন চ।। ২৯

কালজ্ঞও। আপনিই আমার বিশ্বস্ত সুহৃদ্। আমার প্রয়োজন কি তা আপনিই সবার চেয়ে ভালো জানেন।। ১৫ ।। সুগ্রীবকে এইরকম বললে—সুগ্রীব, ধীমান লক্ষ্মণ এবং রামের কাছে বিনত নামক বানর -দলপতিকে নির্দেশ দান করলেন...।। ১৬ ।। বিনত ছিলেন পাহাড়ের মতো উন্নতকায়। এই বানরপতির ধ্বনি ছিলো মেঘের গর্জনের মতো। তিনি বিনতকে বললেন—হে বানরোত্তম, তুমি চন্দ্র এবং সূর্যের মতো বানরদের নিয়ে এগিয়ে চলো।। ১৭ ।। তুমি দেশ, কাল ও নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ। এবং কর্তব্য-নির্ধারণে বিজ্ঞ। শত সহস্র বানরের দ্বারা তুমি পরিবৃত।। ১৮ ।। বৈদেহী সীতার এবং রাবণের বাসস্থানের সন্ধানে পাহাড়, বন, এবং বাগানসমন্বিত পূর্বদিকে তুমি চলে যাও।। ১৯ ।। পার্বত্য দুর্গগুলিতে, বনে, বিভিন্ন নদীতে, যেমন ভাগীরথীনদী, রমণীয় সরযূনদী এবং কৌশিকীনদীর তীরে তীরে তুমি সন্ধান করো।।২০।। সন্ধানের জন্য ঐ সব স্থানেও যাবে। যেমন রমণীয় কলিন্দ কন্যা যমুনা নদী, যামুন মহাগিরি, মণির মতো উজ্জ্বল-জলা সরস্বতী, সিন্ধু এবং শোণনদী।।২১ ।। পাহাড় এবং কাননে শোভিত মহী, কালমহী প্রভৃতি নদীর তীরে তীরে সন্ধান করবে। তারপর যাবে ব্রহ্ম, মাল, বিদেহ, মালব, কাশি এবং কোশলদেশে।।২২।। তারপর যেয়ো মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গ প্রভৃতি দেশে। যাবে সমৃদ্ধ দেশে যেখানে লোকে কোশ-সংগ্রহ করে। যেখানে রূপোর খনি আছে সেখানে যাবে।। ২৩ ।। দশরথের পুত্রবধূ রামের প্রিয় পত্নী সীতা কোথায় আছেন, সর্বত্র তার সন্ধান করবে।। ২৪ ।। সমুদ্রমধ্যবর্তী পর্বত এবং বাণিজ্য কেন্দ্রাদিতে যাবে। মন্দরপর্বতের প্রান্তে যে সব জনপদ আছে, সেখানেও যাবে।। ২৫ ।। যারা কান ঢেকে চলে, কান যাদের ওষ্ঠ পর্যন্ত প্রসারিত, যাদের মুখ লোহার মতো ভীষণ কঠিন, যারা এক পায়ে দ্রুত চলতে পারে, তাদের দেশেও যাবে।। ২৬ ।। শরীর যাদের সাধারণতঃ না ভেঙ্গে অক্ষয় হয়ে থাকে, যারা শক্তিশালী, যারা নর -মাংসভোজী, যারা কিরাত, যাদের চুল খাড়া খাড়া, যাদের সোনার মতো রঙ্, যারা দেখতে সুন্দর—সবারই দেশে যাবে।। ২৭ ।। দ্বীপবাসী সেই কিরাতেরা যারা কাঁচামাংস খায়, যারা জলে চরে বেড়ায়, ভীষণ নরব্যাঘ্র বলে যারা পরিচিত, তাদের জায়গাতেও যাবে।। ২৮ ।। বনেই যারা বাস করে, তাদের সকলের আবাসেই খুঁজে দেখবে। যেখানে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যেখানে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে হয়, যেখানে ভেলায় করে যেতে হয়—সেইসব স্থানেও যাবে।। ২৯ ।। তোমরা সপ্তরাজ্যের দ্বারা

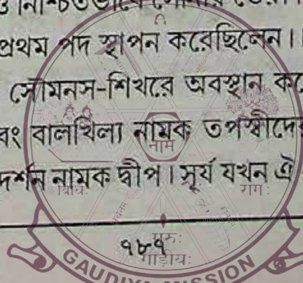


যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্। সুবর্ণ-রূপ্যকদ্বীপং সুবর্ণ-করমণ্ডিতম্।। ৩০
যবদ্বীপমতিক্রম্য শিশিরো নাম পর্বতঃ। দিবং স্পৃশতি শৃঙ্গেণ দেবদানবসেবিতঃ।। ৩১
এতেষাং গিরিদুর্গেষু প্রপাতেষু বনেষু চ। মার্গধ্বং সহিতাঃ সর্বে রামপত্নীং যশস্বিনীম্।। ৩২
ততো রক্তজলং প্রাপ্য শোণাখ্যং শীঘ্রবাহিনম্। গত্বা পারং সমুদ্রস্য সিদ্ধচারণসেবিতম্।। ৩৩
তস্য তীর্থেষু রম্যেষু বিচিত্রেষু বনেষু চ। রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ।। ৩৪
পর্বতপ্রভবা নদ্যঃ সুভীমবহুনিষ্কুটাঃ। মার্গিতব্যা দরীমন্তঃ পর্বতাশ্চ বনানি চ।। ৩৫
ততঃ সমুদ্রদ্বীপাংশ্চ সুভীমান্ দ্রষ্টুমর্হথ। ঊর্মিমন্তং মহারৌদ্রং ক্রোশন্তমনিলোদ্ধতম্।। ৩৬
তত্রাসুরা মহাকায়াশ্ছায়াং গৃহ্ণন্তি নিত্যশঃ। ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা দীর্ঘকালং বুভুক্ষিতা।। ৩৭
তং কালমেঘপ্রতিমং মহোরগনিষেবিতম্। অভিগম্য মহানাদং তীর্থেনৈব মহোদধিম্।। ৩৮
ততো রক্তজলং ভীমং লোহিতং নাম সাগরম্। গত্বা প্রেক্ষ্যথ তাং চৈব বৃহতীং কূটশাল্মলীম্।। ৩৯
গৃহঞ্চ বৈনতেয়স্য নানারত্নবিভূষিতম্। তত্র কৈলাসসঙ্কাশং বিহিতং বিশ্বকর্মণা।। ৪০
তত্র শৈলনিভা ভীমা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ। শৈলশৃঙ্গেষু লম্বন্তে নানারূপা ভয়াবহাঃ।। ৪১
তে পতন্তি জলে নিত্যং সূর্যস্যোদয়নং প্রতি। অভিতপ্তাস্মঃ সূর্যেণ লম্বন্তে স্ম পুনঃ পুনঃ।। ৪২
নিহতা ব্রহ্মতেজোভিরহন্যহনি রাক্ষসাঃ। ততঃ পাণ্ডুরমেঘাভং ক্ষিরোদং নাম সাগরম্।। ৪৩
গত্বা দ্রক্ষ্যথ দুর্ধর্ষা মুক্তহারামিবোর্মিভিঃ। তস্য মধ্যে মহান্ শ্বেতো ঋষভো নাম পর্বতঃ।। ৪৪
দিব্যগন্ধৈঃ কুসুমিতৈরাচিতৈশ্চ নগৈর্বৃতাঃ। সরশ্চ রাজতৈঃ পদ্মৈর্জ্বলিতৈর্হেমকেসরৈঃ।। ৪৫

পরিশোভিত যবদ্বীপে, স্বর্ণকার শোভিত সুবর্ণদ্বীপ ও রূপ্যক দ্বীপেও যাবে।। ৩০ ।। যবদ্বীপ অতিক্রম করে পাবে শিশির নামক পর্বত। তার উন্নত শিখর স্বর্গকে যেন স্পর্শ করছে। দেব এবং দানব দুইই সেখানে থাকে *(কবির ভৌগোলিক জ্ঞান লক্ষণীয়। সমুদ্রের যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ প্রভৃতি তিনি জানেন)*।। ৩১ ।। তোমরা সবাই মিলে এই সব গিরিদুর্গ, জলপ্রপাত এবং বনে যশস্বিনী রামপত্নী সীতাকে অনুসন্ধান করবে।। ৩২।। তারপর দ্রুতগামী কোনো নদী পার হবে। তার জল রক্তবর্ণ। সিদ্ধ এবং চারণেরা ঐ পবিত্র নদীকে সেবা করে।। ৩৩ ।। তার সুন্দর ঘাটে ঘাটে আর বিচিত্র বনে বনে সীতাসহ রাবণের সন্ধান করবে।। ৩৪ ।। যাবে পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে যে সব নদী, সেইগুলিতেও। ভীষণ সব অরণ্যে, গুহাসমন্বিত পর্বত এবং বনেও যাবে।। ৩৫ ।। সমুদ্রমধ্যবর্তী ভীষণ সব দ্বীপ দেখতে পাবে। সেখানে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ভীষণ রোদ সেখানে। বাতাসের আঘাতে সেই দ্বীপ যেন ফুঁসছে।। ৩৬ ।। সেখানে বিশালদেহী অসুরেরা রয়েছে। দীর্ঘকাল উপোসে থাকায় ব্রহ্মার দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে নিত্যই তারা তাদের ছায়াকেই ভোজন করছে।। ৩৭ ।। সেই মহাসাগর তোমরা অতিক্রম করবে। সেটি দেখতে ঘনীভূত কালো মেঘের মতো। বিশাল বিশাল সাপ সেখানে বাস করে। প্রচণ্ড তার গর্জন।। ৩৮ ।। পাবে রক্তের মতো লালজলের লোহিত নামক সাগর। সেখানে গিয়ে দেখবে একটি বিরাট কূট শাল্মলী বৃক্ষ।। ৩৯ ।। বিশ্বকর্মা বিনতাপুত্র গরুড়ের জন্য সেখানে কৈলাশের মতো শুভ্র-সমুজ্জ্বল সমুচ্চ একটি গৃহ নির্মাণ করেছেন।। ৪০ ।। সেখানে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বাস করে মন্দেহ নামক ভীষণ রাক্ষসেরা। তারা পাহাড়ের মতো দেখতে। নানারকমের রূপ তারা ধারণ করতে পারে। ভয়ঙ্কর তারা।। ৪১ ।। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পর সূর্যের তাপে অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয়ে তারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার ঐ পাহাড়ের চূড়ায় চলে যায়। বার বার চলে তাদের এই রকমের ওঠা -পড়া।। ৪২ ।। এই রাক্ষসেরা সূর্যমণ্ডলের মধ্যবর্তী ব্রহ্মতেজে প্রতিদিন নিহত হয়। আবার জলে পড়ে বেঁচেও ওঠে। তারপর দেখবে শুভ্র মেঘের মতো দেখতে ক্ষীরোদ নামক সাগর।। ৪৩ ।। মুক্তার মালার মতো তার তরঙ্গমালা। দুর্ধর্ষ সেই সাগর। তার মধ্যে রয়েছে ঋষভ নামক এক বিরাট শাদা পর্বত।। ৪৪।। দিব্যগন্ধসমন্বিত ফুলে শোভিত পাহাড়গুলির দ্বারা পরিবৃত একটি সরোবর রয়েছে। সেখানে ফুটে আছে অনেক পদ্ম। তাদের কেশরগুলির বর্ণ উজ্জ্বল সোনার মতো।। ৪৫ ।। সরোবরের নাম সুদর্শন। সেটি

নাম্না সুদর্শনং নাম রাজহংসৈঃ সমাকুলম্। বিবুধাশ্চারণা যক্ষাঃ কিন্নরাশ্চাপ্সরোগণাঃ।। ৪৬
হৃষ্টাঃ সমধিগচ্ছন্তি নলিনীং তাং রিরংসবঃ। ক্ষীরোদং সমতিক্রম্য তদা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ। ৪৭
জলোদং সাগরং শীঘ্রং সর্বভূতভয়াবহম্। তত্র তৎকোপজং তেজঃ কৃতং হয়মুখং মহৎ।। ৪৮
অস্যাহুস্তন্মহাবেগমোদনং সচরাচরম্। তত্র বিক্রোশতাং নাদো ভূতানাং সাগরৌকসাম্।
শ্রূয়তে চাসমর্থানাং দৃষ্ট্বাভূদ্ বড়বামুখম্।। ৪৯
স্বাদূদস্যোত্তরে তীরে যোজনানি ত্রয়োদশ। জাতরূপশীলো নাম সুমহান্ কনকপ্রভঃ।। ৫০
তত্র চন্দ্রপ্রতীকাশং পন্নগং ধরণীধরম্। পদ্মপত্রবিশালাক্ষং ততো দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।। ৫১
আসীনং পর্বতস্যাগ্রে সর্বদেবনমস্কৃতম্। সহস্রশিরসং দেবমনন্তং নীলবাসসম্।। ৫২
ত্রিশিরাঃ কাঞ্চনঃ কেতুস্তালস্তস্য মহাত্মনঃ। স্থাপিতঃ পর্বতস্যাগ্রে বিরাজতি সবেদিকঃ।। ৫৩
পূর্বস্যাং দিশি নির্মাণং কৃতং তৎ ত্রিদশেশ্বরৈঃ। ততঃ পরং হেমময়ঃ শ্রীমানুদয়পর্বতঃ।। ৫৪
তস্য কোটির্দিবং স্পৃষ্ট্বা শতযোজনমায়তা। জাতরূপময়ী দিব্যা বিরাজতি সবেদিকা।। ৫৫
সালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ। জাতরূপময়ৈর্দিব্যৈঃ শোভতে সূর্যসন্নিভৈঃ।। ৫৬
তত্র যোজনবিস্তারমুচ্ছ্রিতং দশযোজনম্। শৃঙ্গং সৌমনসং নাম জাতরূপময়ং ধ্রুবম্।। ৫৭
তত্র পূর্বং পদং কৃত্বা পুরা বিষ্ণুস্ত্রিবিক্রমে। দ্বিতীয়ং শিখরে মেরোশ্চকার পুরুষোত্তমঃ।। ৫৮
উত্তরেণ পরিক্রম্য জম্বুদ্বীপং দিবাকরঃ। দৃশ্যো ভবতি ভূয়িষ্ঠং শিখরং তন্মহোচ্ছ্রয়ম্।। ৫৯
তত্র বৈখানসা নাম বালখিল্যা মহর্ষয়ঃ। প্রকাশমানা দৃশ্যন্তে সূর্যবর্ণাস্তপস্বিনঃ।। ৬০

রাজহংসে পূর্ণ। দেবগণ, চারণ, যক্ষ, কিন্নর, এবং অপ্সরারা আনন্দে বিহার করার জন্য সেই পদ্মসরোবরে আসে। সেই সব স্থানে সীতাকে খুঁজে দেখবে। ওহে, বানরগণ, তারপর তোমরা ক্ষীরোদ সাগর অতিক্রম করে দেখবে আর একটি সাগর।। ৪৬-৪৭ ।। সত্বর গিয়ে যাকে দেখবে সেটি হলো সকল প্রাণীর ভয়াবহ জলোদসাগর। সেখানে তার কোপ থেকে জাত তেজ বিরাট অশ্বের মুখ হয়ে বিরাজ করছে।। ৪৮ ।। প্রলয়কালে ঐ প্রবল জলরাশি এবং স্থাবর-জঙ্গম সবই এই বড়বারা আহার্যরূপে গ্রহণ করে থাকে। সেই বড়বার মুখ দেখে সহ্য করতে না পেরে সাগরবাসী প্রাণীরা যে আর্তনাদ করছে তা শোনা যাচ্ছে।। ৪৯।। স্বাদুজলের ঐ সরোবরের উত্তরদিকে তেরো যোজন দূরে সোনার মতো উজ্জ্বল "জাতরূপশীল" নামে এক বিশাল পর্বত রয়েছে।।৫০ ।। সেখানে, ওহে বানরবৃন্দ, চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল একটি সাপকে দেখতে পাবে। পদ্মের পাপড়ির মতো বিশাল তাঁর চোখ। তিনি ধরণীকে ধারণ করে আছেন।। ৫১ ।। পর্বতের চূড়ায় তিনি বসে আছেন। সহস্র তাঁর শির। নীলবসন তাঁর পরিধানে। দেবতারা তাঁকে নমস্কার করেন। তিনিই অনন্তদেব।। ৫২ ।। সেই মহাত্মা অনন্তদেবের চিহ্নস্বরূপ পাহাড়ের ওপরে তিনটি মাথাযুক্ত একটি সোনার তালগাছ বিরাজ করছে। তার নীচে রয়েছে একটি বেদি।। ৫৩ ।। দেবরাজ ইন্দ্র পূর্বদিকে ঐটি নির্মাণ করে রেখেছেন। তারপর দেখবে সুন্দর সোনার পাহাড়। উদয় তার নাম।। ৫৪ ।। শতযোজন পরিব্যাপ্ত ঐ উদয়াচলের চূড়া যেন স্বর্গকে স্পর্শ করছে। সোনায় তৈরী সেই চূড়াটিও যেন স্বর্গীয়। তারও নীচে রয়েছে একটি বেদি।। ৫৫ ।। সূর্যের মতো উজ্জ্বল। যেন সোনার তৈরী। স্বর্গীয় পুষ্পে সমৃদ্ধ সাল, তাল, তমাল এবং কর্ণিকার গাছে শোভিত সেই পর্বত।। ৫৬ ।। সৌমনসনামে তার একটি শিখর আছে। এক যোজন তার বিস্তার। উচ্চতা দশযোজন। তাও নিশ্চিতভাবে সোনায় তৈরী।। ৫৭ ।। পুরাকালে পুরুষোত্তম বিষ্ণু তিনবার পাদক্ষেপণকালে এই স্থানে প্রথম পদ স্থাপন করেছিলেন।। ৫৮ ।। সূর্য যখন উত্তরদিক থেকে জম্বুদ্বীপ পরিক্রমা করে সেই সমুচ্চ সৌমনস-শিখরে অবস্থান করেন, তখন তাঁকে ভালোভাবে দেখা যায়।। ৫৯ ।। সেখানে বৈখানস এবং বালখিল্য নামক তপস্বীদের দেখা যায়। সূর্যের মতো তাঁদের বর্ণ।। ৬০ ।। তারই সামনে রয়েছে সুদর্শন নামক দ্বীপ। সূর্য যখন ঐ সৌমনস-শিখরে ওঠেন, তখন সকল



অয়ং সুদর্শনো দ্বীপঃ পুরো যস্য প্রকাশতে। তস্মিংস্তেজশ্চ চক্ষুশ্চ সর্বপ্রাণভৃতামপি।। ৬১
শৈলস্য তস্য পৃষ্ঠেষু কন্দরেষু বনেষু চ। রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ।।৬২
কাঞ্চনস্য চ শৈলস্য সূর্যস্য চ মহাত্মনঃ। আবিষ্টা তেজসা সন্ধ্যা পূর্বা রক্তা প্রকাশতে।। ৬৩
পূর্বমেতৎ কৃতং দ্বারং পৃথিব্যা ভুবনস্য চ। সূর্যস্যোদয়নং চৈব পূর্বা হ্যেষা দিগুচ্যতে।। ৬৪
তস্য শৈলস্য পৃষ্ঠেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ। রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ।। ৬৫
ততঃ পরমগম্যা স্যাদ্দিক্পূর্বা ত্রিদশাবৃতা। রহিতা চন্দ্রসূর্যাভ্যামদৃশ্যা তমসাবৃতা।। ৬৬
শৈলেষু তেষু সর্বেষু কন্দরেষু নদীষু চ। যে চ নোক্তা ময়োদ্দেশা বিচেয়া তেষু জানকী।। ৬৭
এতাবদ্ বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ। অভাস্করমমর্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্।। ৬৮
অভিগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ। মাসে পূর্ণে নিবর্তধ্বমুদয়ং প্রাপ্য পর্বতম্।। ৬৯
ঊর্ধ্বং মাসান্ন বস্তব্যং বসন্ বধ্যো ভবেন্মম। সিদ্ধার্থাঃ সন্নিবর্তধ্বমধিগম্য চ মৈথিলীম্।। ৭০
মহেন্দ্রকান্তাং বনষণ্ডমণ্ডিতাং দিশং চরিত্বা নিপুণেন বানরাঃ।
অবাপ্য সীতাং রঘুবংশজপ্রিয়াং ততো নিবৃত্তাঃ সুখিনো ভবিষ্যথ।। ৭১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

প্রাণীর তেজ বিচ্ছুরিত হয়। চোখ উন্মীলিত হয়।।৬১ ।। সেই পর্বতের প্রস্থদেশে, গুহায়, এবং বনে বনে সীতাসহ রাবণের সন্ধান করবে পরপর।। ৬২ ।। পূর্ব সন্ধ্যা অর্থাৎ প্রাতঃকাল মহাত্মা সূর্যদেবের এবং স্বর্ণশৈলের কিরণে রঞ্জিত হয়ে লাল হয়ে দেখা যায়।। ৬৩ ।। পৃথিবীর প্রথম দ্বার এবং সূর্যের উদয়ের স্থান হওয়া ঐ দিককে ভুবনের পূর্ব দিক বলা হয়।। ৬৪ ।। সেই পাহাড়ের সানুদেশে, নির্ঝরে এবং গুহাগুলিতে এক এক করে সীতাসহ রাবণের খোঁজ করতে হবে।।৬৫ ।। তারপর আর পূর্বদিকে যাওয়া যায় না। সেখানে দেবতারা থাকেন। চন্দ্র-সূর্য না থাকায় সেই স্থান অন্ধকারে আবৃত। কিছুই সেখানে দেখা যায় না।। ৬৬ ।। যাদের কথা আমি বলি নি, সেই সব পাহাড়, গুহা এবং নদীতেও সীতাকে খুঁজে দেখবে।। ৬৭ ।। হে বানরশ্রেষ্ঠগণ, এই পর্যন্তই বানরেরা যেতে পারে। তারপর যেখানে সূর্য নেই, সীমা নেই, সেই সব স্থানের কথা আমি আর জানি না।। ৬৮ ।। উদয়াচল পর্যন্ত গিয়ে রাবণের বাসস্থান এবং সীতার সন্ধান করতে করতে একমাস পূর্ণ হলেই তোমরা ফিরে আসবে।।৬৯ ।। একমাসের বেশী থাকবে না, যদি থাকো, তাহলে তোমাদের আমি হত্যা করবো। অভীষ্ট সিদ্ধ করে, সীতার সংবাদ নিয়ে ফিরে এসো।।৭০ ।। হে বানরবৃন্দ, সুন্দর বনশোভিত মহেন্দ্রপ্রিয় পূর্বদিকে ভালোভাবে বিচরণ করে রঘুবংশ-জাত রামের প্রিয়া সীতাকে সন্ধান করে না পেলেও তোমরা ফিরে এলে সুখীই হবে *(নিষ্কাম কর্মযোগের মাহাত্ম্য ঘোষিত হলো)*।। ৭১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের চত্বারিংশ (৪০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

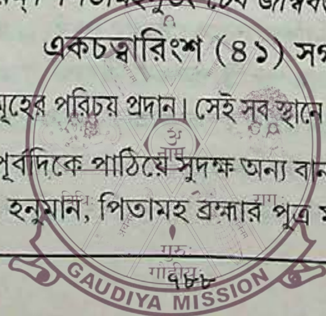
সুগ্রীবেণ দক্ষিণদিক্স্থিতস্থানসমূহানাং পরিচয়জ্ঞাপনম্, তত্র প্রধান-বীর-বানরাণাং নিয়োগশ্চ।

ততঃ প্রস্থাপ্য সুগ্রীবস্তন্মহদ্বানরং বলম্। দক্ষিণাং প্রেষয়ামাস বানরানভিলক্ষিতান্।। ১
নীলমগ্নিসুতং চৈব হনূমন্তঞ্চ বানরম্। পিতামহসুতং চৈব জাম্ববন্তং মহৌজসম্।। ২

একচত্বারিংশ (৪১) সর্গ

সুগ্রীবের দ্বারা দক্ষিণদিকে স্থিত স্থানসমূহের পরিচয় প্রদান। সেই সব স্থানে সন্ধানের জন্য প্রধান বীর বানরদের নিয়োগ।

সুগ্রীব সেই বিরাট বানরসেনাকে পূর্বদিকে পাঠিয়ে সুদক্ষ অন্য বানরবৃন্দকে দক্ষিণদিকে পাঠালেন।। ১ ।। তাঁরা হলেন অগ্নিপুত্র নীল, বানর হনুমান, পিতামহ ব্রহ্মার পুত্র মহাতেজস্বী জাম্ববান।। ২ ।। সুহোত্র,



সুহোত্রঞ্চ শরারিঞ্চ শরগুল্মং তথৈব চ। গজং গবাক্ষং গবয়ং সুষেণং বৃষভং তথা।। ৩
মৈন্দঞ্চ দ্বিবিদং চৈব সুষেণং গন্ধমাদনম্। উল্কামুখমনঙ্গঞ্চ হুতাশনসুতাবুভৌ।। ৪
অঙ্গদপ্রমুখান্ বীরান্ বীরঃ কপিগণেশ্বরঃ। বেগবিক্রমসম্পন্নান্ সন্দিদেশ বিশেষবিৎ।। ৫
তেষামগ্রেসরং চৈব বৃহদ্বলমথাঙ্গদম্। বিধায় হরিবীরাণামাদিশদ্দক্ষিণাং দিশম্।। ৬
যে কেচন সমুদ্দেশাস্তস্যাং দিশি সুদুর্গমাঃ। কপীশঃ কপিমুখ্যানাং স তেষাং সমুদাহরৎ।। ৭
সহস্রশিরসং বিন্ধ্যং নানাদ্রুমলতাযুতম্। নর্মদাঞ্চ নদীং রম্যাং মহোরগনিষেবিতাম্।। ৮
ততো গোদাবরীং রম্যাং কৃষ্ণবেণীং মহানদীম্। বরদাঞ্চ মহাভাগাং মহোরগনিসেবিতাম্।। ৯
মেকলানুৎ কলাংশ্চৈব দশার্ণনগরাণ্যপি। আব্রবন্তীমবন্তীঞ্চ সর্বমেবানুপশ্যত।
বিদর্ভানৃষ্টিকাংশ্চৈব রম্যান্মাহিষকানপি।। ১০
তথা বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ কৌশিকাংশ্চ সমন্ততঃ। অন্বীক্ষ্য দণ্ডকারণ্যং সপর্বত-নদী-গুহম্।। ১১
নদীং গোদাবরীং চৈব সর্বমেবানুপশ্যত। তথৈবান্ধ্রাংশ্চ পুণ্ড্রাংশ্চ চোলান্ পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলান্।। ১২
অয়োমুখশ্চ গন্তব্যঃ পর্বতো ধাতুমণ্ডিতঃ। বিচিত্রশিখরঃ শ্রীমাংশ্চিত্রপুষ্পিতকাননঃ।। ১৩
সুচন্দনবনোদ্দেশো মার্গিতব্যো মহাগিরিঃ। ততস্তামাপগাং দিব্যাং প্রসন্নসলিলাশয়াম্।। ১৪
তত্র দ্রক্ষ্যথ কাবেরীং বিহৃতামপ্সরোগণৈঃ। তস্যাসীনং নগস্যাগ্রে মলয়স্য মহৌজসম্।। ১৫
দ্রক্ষ্যথাদিত্যসঙ্কাশমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্। ততস্তেনাভ্যনুজ্ঞাতাঃ প্রসন্নেন মহাত্মনা।। ১৬
তাম্রপর্ণীং গ্রাহজুষ্টাং তরিষ্যথ মহানদীম্। সা চন্দনবনৈশ্চিত্রৈঃ প্রচ্ছন্নদ্বীপবারিণী।। ১৭
কান্তেব যুবতী কান্তং সমুদ্রমবগাহতে। ততো হেমময়ং দিব্যং মুক্তামণিবিভূষিতম্।। ১৮

শরারি এবং শরগুল্ম, গজ, গবাক্ষ, গবয় সুষেণ, এবং বৃষভ।।৩ ।। মৈন্দ, দ্বিবিদ, বিজয়, গন্ধমাদন, এবং দুই অগ্নিপুত্র—উল্কামুখ ও অনঙ্গ।। ৪ ।। আরো পাঠালেন অঙ্গদ-প্রমুখ বীরবৃন্দকে। বীর, বানরপতি বিশেষজ্ঞ সুগ্রীব বেগবান ও পরাক্রমশালী এই সব বানরকে পাঠালেন।।৫ ।। সেই দক্ষিণদিকে যে সব অত্যন্ত দুর্গম দেশ আছে কপিরাজ সুগ্রীব কপিশ্রেষ্ঠদের সেইগুলি বলতে লাগলেন।। ৭ ।। বিন্ধ্যপর্বতের হাজার শিখর রয়েছে। সেগুলি নানান গাছপালা আর লতায় আকীর্ণ। রয়েছে রমণীয়া নদী নর্মদা। তাতে বাস করে বহুরকমের সাপ।। ৮ ।। তারপর আছে রমণীয়া গোদাবরীনদী। কৃষ্ণবেণী এবং মহানদী। সেইসব নদীতে বিশাল বিশাল সাপ থাকলেও, তারা বরদায়িনী এবং মহাভাগা।। ৯ ।। তারপর রয়েছে মেকল এবং উৎকলদেশ, দশার্ণ নগরী, আব্রবন্তী এবং অবন্তী নগরী। বিদর্ভদেশ, ঋষ্টিক, এবং সুন্দর মাহিষিক দেশ।। ১০ ।। তারপর বঙ্গ, কলিঙ্গ, কৌশিক।নদী, পর্বত, এবং গুহাসহ দণ্ডকারণ্য। সর্বপ্রকারে সবদিকে এই সব দেশে ভালোভাবে তাদের সন্ধান করবে *(বাল্মীকি "বঙ্গদেশের" উল্লেখ করলেন। সেই সময়ে বঙ্গ একটি বিখ্যাত দেশ। কালিদাস রঘুবংশে রঘুর দিগ্‌বিজয়ে নৌবাহিনী-সমন্বিত বঙ্গদেশের উল্লেখ করেছেন)*।। ১১ ।। তারপর গোদাবরী নদী, অন্ধ্র, পুণ্ড্র চোল, পাণ্ড্য এবং কেরলদেশ খুঁজে দেখবে *(ঋষি কবির ভৌগোলিক জ্ঞান লক্ষণীয়)*।। ১২ ।। এবার অয়োমুখপর্বতে যাবে। সেই পর্বত ধাতুভূষিত। সুন্দর তার শিখর। বনে বনে সেখানে ফুল ফুটেছে। ফলে সুন্দর দেখাচ্ছে ঐ পবর্তকে।। ১৩ ।। তারপর সুন্দর চন্দনবনের মহাগিরিতে সন্ধান করবে। স্বচ্ছসলিলা একটি দিব্যনদীকে দেখবে।। ১৪ ।। সেটি কাবেরীনদী।অপ্সরারা সেখানে বিহার করে। সেইখানেই রয়েছে মলয়পর্বত। তার শীর্ষদেশে মহাতেজস্বী এক ঋষি বসে আছেন।। ১৫ ।। সূর্যের মতো সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ হলেন অগস্ত্য। সেই মহাত্মাকে প্রসন্ন করে তাঁর অনুমতি নেবে।। ১৬ ।। তাঁর অনুমতি নিয়ে জলজন্তু পূর্ণ মহানদী তাম্রপর্ণী পার হয়ে যাবে। সেই তাম্রপর্ণী চন্দনবনের দ্বারা শোভিত। মাঝে মাঝে তাতে রয়েছে দ্বীপ।। ১৭ ।। কমনীয়দেহা প্রেমিকা পত্নীর মতো সে সমুদ্রকে আলিঙ্গন করছে। তারপর মুক্তামণি-বিভূষিত সুন্দর সোনার কপটিযুক্ত...।। ১৮ ।। পাণ্ড্যদেশে যাবে। হে বানরগণ, সেখানে সমুদ্রকে দেখে সাঁতার দিয়ে তা পার

যুক্তং কবাটং পাণ্ড্যানাং গত্বা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ। ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য সম্প্রধার্যার্থনিশ্চয়ম্।। ১৯
অগস্ত্যেনান্তরে তত্র সাগরে বিনিবেশিতঃ। চিত্রসানুনগঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রঃ পর্বতোত্তমঃ।। ২০
জাতরূপময়ঃ শ্রীমানবগাঢো মহার্ণবম্। নানাবিধৈর্নগৈঃ ফুল্লৈর্লতাভিশ্চোপশোভিতম্।। ২১
দেবর্ষি-যক্ষপ্রবরৈরপ্সরোভিশ্চ শোভিতম্। সিদ্ধ-চারণসঙ্ঘৈশ্চ প্রকীর্ণং সুমনোরমম্।। ২২
তমুপৈতি সহস্রাক্ষঃ সদা পর্বসু পর্বসু। দ্বীপস্তস্যাপরে পারে শতযোজনবিস্তৃতঃ।। ২৩
অগম্যো মানুষৈর্দীপ্তস্তং মার্গধ্বং সমন্ততঃ। তত্র সর্বাত্মনা সীতা মার্গিতব্যা বিশেষতঃ।। ২৪
স হি দেশস্তু বধ্যস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ। রাক্ষসাধিপতের্বাসঃ সহস্রাক্ষসমদ্যুতেঃ।। ২৫
দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য মধ্যে তস্য তু রাক্ষসী। অঙ্গারকেতি বিখ্যাতা ছায়ামাক্ষিপ্য ভোজিনী।। ২৬
এবং নিঃসংশয়ান্ কৃত্বা সংশয়ান্নষ্টসংশয়াঃ। মৃগয়ধ্বং নরেন্দ্রস্য পত্নীমমিততেজসঃ।। ২৭
তমতিক্রম্য লক্ষ্মীবান্ সমুদ্রে শতযোজনে। গিরিঃ পুষ্পিতকো নাম সিদ্ধ-চারণ-সেবিতঃ।। ২৮
চন্দ্র-সূর্যাংশুসঙ্কাশঃ সাগরাম্বুসমাশ্রয়ঃ। ভ্রাজতে বিপুলৈঃ শৃঙ্গৈরম্বরং বিলিখন্নিব।। ২৯
তস্যৈকং কাঞ্চনং শৃঙ্গং সেবতে যং দিবাকরঃ। শ্বেতং রাজতমেকঞ্চ সেবতে যন্নিশাকরঃ।
ন তং কৃতঘ্নাঃ পশ্যন্তি ন নৃশংসা ন নাস্তিকাঃ।। ৩০
প্রণম্য শিরসা শৈলং তং বিমার্গথ বানরাঃ। তমতিক্রম্য দুর্ধর্ষং সূর্যবান্নাম পর্বতঃ।। ৩১
অধ্বনা দুর্বিগাহেন যোজনানি চতুর্দশ। ততস্তমপ্যতিক্রম্য বৈদ্যুতো নাম পর্বতঃ।। ৩২
সর্বকামফলৈর্বৃক্ষৈঃ সর্বকালমনোহরৈঃ। তত্র ভুক্ত্বা বরার্হাণি মূলানি চ ফলানি চ।। ৩৩
মধূনি পীত্বা জুষ্টানি পরং গচ্ছত বানরাঃ। তত্র নেত্র-মনঃক্রান্তঃ কুঞ্জরো নাম পর্বতঃ।। ৩৪

হবার কথা বিশেষকরে চিন্তা করবে।। ১৯ ।। সেখানে সাগরের মধ্যে অগস্ত্য সুন্দর সানু-সমন্বিত, রমণীয় পর্বতশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রকে সন্নিবেশিত করেছেন।।২০ ।। সোনার তৈরী সেই পর্বত অত্যন্ত সুন্দর। মহাসমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। তাতে রয়েছে নানাবিধ পাহাড়। ফুলে-ভরা লতায় পাহাড়টি শোভিত। সিদ্ধ এবং চারণ প্রভৃতি গায়ক উপদেবতারা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ফলে অতি রমণীয় দেখাচ্ছে।। ২১ ।। দেবর্ষি, যক্ষপ্রধান এবং অপ্সরাদের দ্বারা শোভিত ঐ পর্বত। সিদ্ধ এবং চারণদের দ্বারা প্রকীর্ণ ঐ স্থান অতি মনোরম।। ২২ ।। সহস্রনয়ন ইন্দ্র সর্বদাই প্রতি পর্ব দিনে ঐখানে আসেন। সাগরের অপর পারে শতযোজনবিস্তৃত একটি দ্বীপ আছে।। ২৩ ।। উজ্জ্বল ঐ দ্বীপে মানুষেরা যেতে পারে না। সেখানে সব দিকে খোঁজ করবে। বিশেষ করে সীতাকে সর্বপ্রকারে সন্ধান করবে।। ২৪ ।। আমাদের বধ্য দুরাত্মা রাবণ রাক্ষসদের অধিপতি। ইন্দ্রের মতো তার দীপ্তি। তারই দেশ হলো এটি।।২৫ ।। সেই দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যে অঙ্গারক নামে এক রাক্ষসী আছে। সেই প্রখ্যাতা রাক্ষসী ছায়া আকর্ষণ করে মানুষকে ভোজন করে।।২৬।। এই সংশয়সম্পন্ন দেশে সংশয় ত্যাগ করে অমিত তেজস্বী রাজা রামের পত্নী সীতাকে অন্বেষণ করবে।। ২৭ ।। শতযোজন-ব্যাপী সমুদ্রের সেই দ্বীপ অতিক্রম করে পুষ্পিতজ নামে এক ঐশ্বর্য-সম্পন্ন পাহাড়কে দেখতে পাবে। সেই পাহাড়ে সিদ্ধ ও চারণেরা বাস করে।। ২৮ ।। চন্দ্র ও সূর্যের সম্মিলিত কিরণের মতো ঐ পাহাড় সাগরের জলকে আশ্রয় করে আছে। সমুচ্চ শৃঙ্গের দ্বারা আকাশকে যেন স্পর্শ করছে ঐ পর্বত।।২৯ ।। সূর্যদেব তারই একটি সোনার শিখর আশ্রয় করে থাকেন। শুভ্ররূপের আর একটি শিখর আশ্রয় করেছেন চন্দ্র। কৃতঘ্নেরা সেই পাহাড়কে দেখতে পায় না। নিষ্ঠুরেরা এবং নাস্তিকেরাও না।।৩০ ।। হে বানরমণ্ডলী, মাথা নুইয়ে প্রণাম করে সেই পাহাড়ে সীতার সন্ধান করবে। তাকে অতিক্রম করে সূর্যবান নামক পর্বতে পৌঁছাবে।।৩১ ।। ঐ পর্বতের বিস্তার চৌদ্দ যোজন। পথ অতি দুর্গম। তাকে অতিক্রম করে পাবে বৈদ্যুত নামক পর্বত।।৩২ ।। সব সময়েই ভালো লাগে এমন সব কাম্য ফলের গাছ ঐ পর্বতে প্রভূত। সেখানে উৎকৃষ্ট ফল-মূল ভোজন করবে।।৩৩ ।। ওহে বানরবৃন্দ, ঐ বৃক্ষগুলির ফুলের মাধ্যমে পরিবেশিত মধুপান করে কুঞ্জর নামক পর্বতে যাবে। ঐ পর্বত চোখ আর মন দুইকেই আনন্দ দেবে।।৩৪ ।। বিশ্বকর্মা ঐখানে অগস্ত্যের জন্য বাড়ি তৈরী করেছেন। তার বিস্তার এক যোজন। আর

অগস্ত্যভবনং যত্র নির্মিতং বিশ্বকর্মণা। তত্র যোজনবিস্তারমুচ্ছ্রিতং দশযোজনম্।। ৩৫
শরণং কাঞ্চনং দিব্যং নানারত্নবিভূষিতম্। তত্র ভোগবতী নাম সর্পাণামালয়ঃ পুরী।। ৩৬
বিশালরথ্যা দুর্ধর্ষা সর্বতঃ পরিরক্ষিতা। রক্ষিতা পন্নগৈর্ঘোরৈস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রৈর্মহাবিষৈঃ।। ৩৭
সর্পরাজো মহাঘোরো যস্যাং বসতি বাসুকিঃ। নির্যায় মার্গিতব্যা চ সা চ ভোগবতী পুরী।। ৩৮
তত্র চানন্তরোদ্দেশা যে কেচন সমাবৃতাঃ। তঞ্চ দেশমতিক্রম্য মহানৃষভসংস্থিতিঃ।। ৩৯
সর্বরত্নময়ঃ শ্রীমানৃষভো নাম পর্বতঃ। গোশীর্ষকং পদ্মকঞ্চ হরিশ্যামঞ্চ চন্দনম্।। ৪০
দিব্যমুৎপদ্যতে যত্র তচ্চৈবাগ্নিসমপ্রভম্। ন তু তচ্চন্দনং দৃষ্ট্বা স্প্রষ্টব্যং তু কদাচন।। ৪১
রোহিতা নাম গন্ধর্বা ঘোরং রক্ষন্তি তদ্বনম্। তত্র গন্ধর্ব্যপতয়ঃ পঞ্চ সূর্যসম প্রভাঃ।। ৪২
শৈলূযো গ্রামণীঃ শিক্ষঃ শুকো বভ্রুস্তথৈব চ। রবি-সোমাগ্নিবপুষাং নিবাসঃ পুণ্যকর্মণাম্।। ৪৩
অন্তে পৃথিব্যা দুর্ধর্ষাস্ততঃ স্বর্গজিতঃ স্থিতাঃ। ততঃ পরং ন বঃ সেব্যঃ পিতৃলোকঃ সুদারুণঃ।। ৪৪
রাজধানী যমস্যৈষা কষ্টেন তমসাবৃতা। এতাবদেব যুস্মাভির্বীরা বানরপুঙ্গবাঃ।
শক্যং বিচেতুং গন্তুং বা নাতো গতিমতাং গতিঃ।। ৪৫
সর্বমেতৎ সমালোক্য যচ্চান্যদপি দৃশ্যতে। গতিং বিদিত্বা বৈদেহ্যাঃ সন্নিবর্তিতুমর্হথ।। ৪৬
যশ্চ মাসান্নিবৃত্তোঽগ্রে দৃষ্টা সীতেতি বক্ষ্যতি। মত্তুল্যবিভবো ভোগৈঃ সুখং স বিহরিষ্যতি।। ৪৭
ততঃ প্রিয়তরো নাস্তি মম প্রাণাদ্ বিশেষতঃ। কৃতাপরাধো বহুশো মম বন্ধুর্ভবিষ্যতি।। ৪৮
অমিতবলপরাক্রমা ভবন্তো বিপুলগুণেষু কুলেষু প্রসূতাঃ।
মনুজপতিসুতাং যথা লভধ্বং তদধিগুণং পুরুষার্থমারভধ্বম্।। ৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

উচ্চতা হলো দশ যোজন।। ৩৫ ।। সোনায় এবং নানা রত্নে বিভূষিত ঐ গৃহ ছিলো সকলেরই আশ্রয়। সেখানে ভোগবতী নামে একটি পুরী আছে। সাপেরাও অবস্থান করে সেখানে।।৩৬ ।। দুর্গম অথচ বিশাল সব পথ সেখানে রয়েছে। ভীষণ বিষধর সাপ ঐ পুরীকে পাহারা দিচ্ছে। ধারালো তাদের দাঁত।। ৩৭ ।। ভীষণ সর্পরাজ বাসুকি ঐখানে বাস করেন। সেই ভোগবতীপুরীতে প্রবেশ করে তোমরা সীতার সন্ধান করবে।।৩৮ ।। সেখানে আরও যেসব গুপ্ত-স্থান আছে, সেইসব স্থানে সন্ধান করে অতিক্রম করে, বিশাল ঋষভপর্বতে যাবে।। ৩৯ ।। সুন্দর ঋষভপর্বত রত্নসকলের আকর। সেখানে গোশীর্ষক, পদ্মক এবং হরিশ্যাম নামক চন্দন গাছ আছে।। ৪০ ।। অগ্নির মতো উজ্জ্বল দিব্য চন্দন সেখানে উৎপন্ন হয়। সেই চন্দন দেখবে কিন্তু কখনো ছোঁবে না।। ৪১ ।। রোহিত নামক এক ভীষণ গন্ধর্ব সেই বনকে পাহারা দেয়। সেখানে সূর্যের মতো ভাস্বর পাঁচজন গন্ধর্বপতি বাস করেন।। ৪২ ।। তাঁদের নাম হলো—শৈলূষ, গ্রামণী, শিক্ষ, শুক এবং বভ্রু। রবি, সোম এবং অগ্নির মতো দেহধারী পুণ্যকর্মা মহাত্মারা...।। ৪৩ ।। পৃথিবীর শেষ সীমায় বাস করেন। তাঁরা দুর্ধর্ষ। স্বর্গকে জয় করে তাঁরা সেখানে বাস করছেন। তারপরই হলো অত্যন্ত ভীষণ পিতৃলোক। তারপর আর তোমরা যেতে পারবে না।। ৪৪ ।। ঐটিই যমের রাজধানী। কষ্টকর আঁধারে তা আবৃত। বীর, হে বানরশ্রেষ্ঠবৃন্দ, সীতার সন্ধানে এই পর্যন্তই তোমরা যেতে পারবে। এরপর পৃথিবীবাসী প্রাণীরা আর যেতে পারে না।। ৪৫ ।। ঐ সব স্থান এবং আরো যে সব জায়গা দেখবে, সেই সব স্থানে সীতা গেছেন কিনা জেনে ফিরে আসবে।। ৪৬ ।। যে একমাসের মধ্যে বা আরও আগে যে 'আমি সীতাকে দেখে এসেছি' বলবে সে আমার মতোই ঐশ্বর্যসম্পন্ন হবে। বহুভাবে সুখভোগ করে আনন্দে জীবন কাটাবে।। ৪৭ ।। তার চেয়ে আমার প্রিয় কেউই থাকবে না। এমন কি আমার প্রাণের চেয়েও সে বেশী প্রিয় হবে। বহু অপরাধ করলেও সে আমার বন্ধুই হবে।। ৪৮ ।। তোমরা শক্তিতে ও পরাক্রমে অজেয়। প্রভূত গুণসম্পন্ন বংশে তোমরা জন্মেছো। রাজকন্যা সীতাকে যাতে পেতে পারো তার জন্যে বেশী চেষ্টা শুরু করো।। ৪৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের একচত্বারিংশ (৪১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

সুগ্রীরেণ পশ্চিমদিক্স্থিতস্থানসমূহানাং বর্ণনম্, তত্র সুষেনাদীনাং বানরাণাং প্রেষণঞ্চ।

অথ প্রস্থাপ্য স হরীন্ সুগ্রীবো দক্ষিণাং দিশম্। অব্রবীন্মেঘসঙ্কাশং সুষেণং নাম বানরম্।। ১
তারায়াঃ পিতরং রাজা শ্বশুরং ভীমবিক্রমম্। অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যমভিগম্য প্রণম্য চ।। ২
মহর্ষিপুত্রং মারীচমর্চিষ্মন্তং মহাকপিম্। বৃতং কপিবরৈঃ শূরৈর্মহেন্দ্রসদৃশদ্যুতিম্।। ৩
বুদ্ধিবিক্রমসম্পন্নং বৈনতেয়সমদ্যুতিম্। মরীচিপুত্রান্মারীচানর্চির্মাল্যান্মহাবলান্।। ৪
ঋষিপুত্রাংশ্চ তান্ সর্বান্ প্রতীচীমাদিশদ্দিশম্। দ্বাভ্যাং শতসহস্রাভ্যাং কপীনাং কপিসত্তমাঃ।। ৫
সুষেণপ্রমুখা যূয়ং বৈদেহীং পরিমার্গথ। সৌরাষ্ট্রান্ সহবাহ্লীকাংশ্চন্দ্রচিত্রাংস্তথৈব চ।। ৬
স্ফীতাঞ্জনপদান্ রম্যান্ বিপুলানি পুরাণি চ। পুন্নাগগহনং কুক্ষিং বকুলোদ্দালকাকুলম্।। ৭
তথা কেতকখণ্ডাংশ্চ মার্গধ্বং হরিপুঙ্গবাঃ। প্রত্যক্স্রোতোবহাশ্চৈব নদ্যঃ শীতজলাঃ শিবাঃ।। ৮
তাপসানামরণ্যানি কান্তারগিরয়শ্চ যে। তত্র স্থলীর্মরুপ্রায়া অত্যুচ্চশিশিরাঃ শিলাঃ।। ৯
গিরিজালাবৃতাং দুর্গাং মার্গিত্বা পশ্চিমাং দিশম্। ততঃ পশ্চিমমাগম্য সমুদ্রং দ্রষ্টুমর্হথ।। ১০
তিমি-নক্রাকুলজলং গত্বা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ। ততঃ কেতকখণ্ডেষু তমালগহনেষু চ।। ১১
কপয়ো বিহরিষ্যন্তি নারিকেলবনেষু চ। তত্র সীতাঞ্চ মার্গধ্বং নিলয়ং রাবণস্য চ।। ১২
বেলাতলনিবিষ্টেষু পর্বতেষু বনেষু চ। মুরবীপত্তনং চৈব রম্যং চৈব জটাপুরম।। ১৩
অবন্তীমঙ্গলেপাঞ্চ তথা চালক্ষিতং বনম্। রাষ্ট্রাণি চ বিশালানি পত্তনানি ততস্ততঃ।। ১৪

দ্বিচত্বারিংশ (৪২) সর্গ

সুগ্রীবের দ্বারা পশ্চিমদিকের স্থানসমূহের বর্ণনা। সেই দিকে সুষেণাদি বানরদের প্রেরণ।

সুগ্রীব ঐ বানরদের দক্ষিণদিকে পাঠিয়ে মেঘের মতো দেখতে সুষেণ নামক বানরকে বাক্য বললেন—।।১।। তারার পিতা এবং নিজের শ্বশুর এই ভীষণ পরাক্রমী সুষেণকে রাজা সুগ্রীব কাছে গিয়ে প্রণাম করে করজোড়ে বার্তা বললেন।। ২ ।। মহর্ষি মরীচির পুত্র এই সুষেণ। তিনি মহান। দীপ্তিমান। মহেন্দ্রের মতো তাঁর জ্যোতি। বীরশ্রেষ্ঠ বানরদের দ্বারা তিনি পরিবৃত।।৩ ।। তিনি বেশ বুদ্ধিমান। এবং পরাক্রমশালী। বিনতাপুত্র গরুড়ের মতো তিনি দীপ্তিমান। তাঁকে এবং মহাবলশালী মরীচির পুত্র মারীচগণ এবং অর্চির্মাল্যবৃন্দ ও অন্য সব ঋষিপুত্র বানরদের তিনি পশ্চিমদিকে যেতে বললেন। তোমরা বানরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দুই শত সহস্র বানরসেনা নিয়ে তোমরা বেরিয়ে পড়ো।। ৪-৫ ।। সুষেণকে দলপতি করে তোমরা সীতাকে সন্ধান করো। সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক, চন্দ্রচিত্র প্রভৃতি দেশে তোমরা যাও।।৬ ।। রমণীয় সমৃদ্ধ জনপদ অঞ্জনপদে যাবে। বড়ো বড়ো শহরে যাবে। পুন্নাগ, বকুল এবং উদ্দালক প্রভৃতি গাছপালায়-ভরা কুক্ষি দেশে যাবে।।৭।। হে বানরশ্রেষ্ঠ বৃন্দ, সেইভাবে কেতকবনে গিয়েও সন্ধান করবে। শীতল ও মঙ্গলজলা পশ্চিমবাহিনী নদীগুলিতেও যাবে *(প্রত্যক্ — পশ্চিম)*।।৮ ।। তপস্বীরা সমতলে যে সব অরণ্যে এবং পাহাড়ের যে সব অরণ্যে তপস্যা করছেন, তাতে যাবে। সেখানকার মরুপ্রায় ঊষর ভূমি এবং অত্যন্ত শীতল উচ্চ শিলাময় স্থানের সর্বত্রই যাবে।। ৯ ।। পাহাড়-ঘেরা দুর্গম স্থানগুলি খুঁজে যাবে পশ্চিমদিকে। আরো পশ্চিমে এসে সমুদ্র দেখতে পাবে।। ১০ ।। হে বানরগণ, তিমি এবং কুমীরাদিপূর্ণ সেই সাগরের পর তমালতরুতে দুর্গম কেতকদেশে যাবে।। ১১ ।। সেখানে দেখবে নারকেলকুঞ্জে বানরেরা আনন্দে বিহার করছে। সেখানে সীতাকে সন্ধান করবে। খুঁজে দেখবে রাবণের বাড়ি আছে কি না?।। ১২ ।। সমুদ্রতীরে, পর্বতে এবং বনে বনে সন্ধান করবে। তারপর রমণীয় মুরবীপত্তন এবং জটাপুরে খুঁজে দেখবে।। ১৩ ।। অবন্তী, অঙ্গলেপা এবং যে সব বনে এখনও কেউ যায় নি, দেখে নি, সেই সব স্থানে দেখবে। ঐ দিকের সব রাজ্য এবং বড়ো বড়ো শহরগুলিতে পর পর খুঁজে দেখবে।। ১৪ ।। সিন্ধুনদ

সিন্ধু-সাগরয়োশ্চৈব সঙ্গমে তত্র পর্বতঃ। মহান্ সোমগিরির্নাম শতশৃঙ্গো মহাদ্রুমঃ।। ১৫
তত্র প্রস্থেষু রম্যেষু সিংহাঃ পক্ষগমাঃ স্থিতাঃ। তিমি-মৎস্য-গজাংশ্চৈব নীডান্যারোপয়ন্তি তে।। ১৬
তানি নীডানি সিংহানাং গিরিশৃঙ্গগতাশ্চ যে। দৃপ্তাস্তৃপ্তাশ্চ মাতঙ্গাস্তোয়দস্বননিঃস্বনাঃ।। ১৭
বিচরন্তি বিশালেঽস্মিংস্তোয়পূর্ণে সমন্ততঃ। তস্য শৃঙ্গং দিবস্পর্শং কাঞ্চনং চিত্রপাদপম্।। ১৮
সর্বমাশু বিচেতব্যং কপিভিঃ কামরূপিভিঃ। কোটিং তত্র সমুদ্রস্য কাঞ্চনীং শতযোজনাম্।। ১৯
দুর্দর্শাং পারিযাত্রস্য গত্বা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ। কোট্যস্তত্রশ্চতুর্বিংশদ্‌গন্ধর্বাণাং তপস্বিনাম্।। ২০
বসন্ত্যগ্নিনিকাশানাং ঘোরাণাং কামরূপিণাম্। পাবকার্চিঃপ্রতীকাশাঃ সমবেতাঃ সমন্ততঃ।। ২১
নাত্যাসাদয়িতব্যাস্তে বানরৈর্ভীমবিক্রমৈঃ। নাদেয়ঞ্চ ফলং তস্মাদ্দেশাৎ কিঞ্চিৎ প্লবঙ্গমৈঃ।। ২২
দুরাসদা হি তে বীরাঃ সত্ত্ববন্তো মহাবলাঃ। ফলমূলানি তে তত্র রক্ষন্তে ভীমবিক্রমাঃ।। ২৩
তত্র যত্নশ্চ কর্তব্যো মার্গিতব্যা চ জানকী। ন হি তেভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ কপিত্বমনুবর্ততাম্।। ২৪
তত্র বৈদূর্যবর্ণাভো বজ্রসংস্থানসংস্থিতঃ। নানাদ্রুমলতাকীর্ণো বজ্রো নাম মহাগিরিঃ।। ২৫
শ্রীমান্ সমুদিতস্তত্র যোজনানং শতং সমম্। গুহাস্তত্র বিচেতব্যাঃ প্রযত্নেন প্লবঙ্গমাঃ।। ২৬
চতুর্ভাগে সমুদ্রস্য চক্রবান্নাম পর্বতঃ। তত্র চক্রং সহস্রারং নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।। ২৭
তত্র পঞ্চজনং হত্বা হয়গ্রীবঞ্চ দানবম্। আজহার ততশ্চক্রং শঙ্খঞ্চ পুরুষোত্তমঃ।। ২৮
তস্য সানুষু রম্যেষু বিশালাসু গুহাসু চ। রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ।। ২৯

যেখানে সাগরে গিয়ে পড়েছে সেখানে দেখবে একটি বিশাল পর্বত। সোমগিরি তার নাম। তার চূড়া রয়েছে এক শত। বড়ো গাছ সেখানে দেখা যায়।। ১৫ ।। তার রমণীয় সানুতে কতোগুলি অদ্‌ভুত সিংহ আছে যাদের পাখা রয়েছে। পাখীর মতো নীড়-নির্মাণ করে তারা থাকে। তিমি মাছ, এমন কি হাতীকেও তারা ধরে নিজেদের নীড়ে নিয়ে আসে।। ১৬ ।। সব দিক যখন জলে প্লাবিত হয়ে যায় তখন সিংহদের ঐ পাহাড়ের চূড়ার বাসাগুলিতে গিয়ে দৃপ্ত এবং তৃপ্ত হাতীরা মেঘের মতো গর্জন করতে করতে বিচরণ করে। সেই পর্বতের শৃঙ্গটি হলো সোনার। সেটি স্বর্গকে স্পর্শ করেছে। সুন্দর গাছপালায়-ভরা ঐ শৃঙ্গ।। ১৭-১৮ ।। স্বেচ্ছারূপধারী বানরেরা সত্বর সেখানে সব খুঁজে দেখবে। তারপর সেই পর্বত থেকে চলে গিয়ে তোমরা সমুদ্রের মধ্যে শত যোজন-বিস্তৃত একটি পাহাড়ের সোনার শিখর দেখবে।। ১৯ ।। তার দিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়। পর্বতটি হলো পারিযাত্র। সেই শিখরে চব্বিশ কোটি তপস্বী গন্ধর্ব বসবাস করে।। ২০।। দেখতে তারা ভীষণ আগুনের মতো। ইচ্ছেমতো রূপ তারা ধারণ করতে পারে। পবিত্র অগ্নিশিখার মতো তারা। সব দিকে সমবেত।। ২১ ।। ভীমবিক্রম বানরেরা যেন তাদের কোনো অপকার না করে। সেই স্থান থেকে বানরেরা যেন কোনো ফল গ্রহণ না করে *(ন + অতি + আসৎ দয়িতব্যায়ঃ + তে)*।। ২২ ।। দুর্ধর্ষ, শক্তিশালী, ভয়ঙ্কর পরাক্রমী, বীর মহাবলবান গন্ধর্বেরা সেখানে ফলমূল সব রক্ষণাবেক্ষণ করে।। ২৩ ।। সেখানে তোমাদের সন্ধানের জন্য চেষ্টা করতে হবে। সীতাকে খুঁজে দেখতে হবে। বানরধর্ম পালনকারীদের তাদের কাছ থেকে কোনো ভয় নেই।। ২৪ ।। সেখানে বৈদূর্যমণির মতো নীল, বজ্রের মতো কঠিন, নানা গাছপালায় পূর্ণ, নানা লতায় আবৃত বজ্র নামে এক বড়ো পাহাড় রয়েছে।। ২৫ ।। অত্যন্ত সুন্দর সেই পাহাড়টি উঠে দাঁড়িয়েছে। দৈর্ঘে এবং প্রস্থে শত যোজন। হে বানরকুল, সেই পাহাড়ের গুহাগুলি ভালো করে খুঁজে দেখবে।। ২৬ ।। সমুদ্রের চতুর্থভাগে চক্রবান নামে একটি পর্বত আছে। বিশ্বকর্মা সেখানে সহস্র -অর-সমন্বিত একটি চক্রনির্মাণ করেছেন *(বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত শলাকা হলো অর)*।। ২৭ ।। পুরুষোত্তম বিষ্ণু সেখানে পঞ্চজন এবং হয়গ্রীব নামক দানবকে হত্যা করে শঙ্খ এবং চক্র হরণ করেছিলেন।। ২৮ ।। তার সানুগুলিতে এবং বিশাল গুহাসমূহে পর পর সীতার সঙ্গে রাবণকে সন্ধান করে দেখবে।। ২৯ ।। বরুণদেবের আলয় গভীর সমুদ্রে চৌষট্টি যোজন বিস্তৃত স্বর্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট বরাহ নামক পর্বত

যোজনানি চতুঃষষ্টির্বরাহো নাম পর্বতঃ। সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে।। ৩০
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্‌। যস্মিন্‌ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ।। ৩১
তত্র সানুষু রম্যেষু বিশালাসু গুহাসু চ। রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ।। ৩২
তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং কাঞ্চনান্তরদর্শনম্‌। পর্বতঃ সর্বসৌবর্ণো ধারা-প্রস্রবণাযুতঃ।। ৩৩
তং গজাশ্চ বরাহাশ্চ সিংহা ব্যাঘ্রাশ্চ সর্বতঃ। অভিগর্জন্তি সততং তেন শব্দেন দর্পিতাঃ।। ৩৪
যস্মিন্‌ হরিহয়ঃ শ্রীমান্মহেন্দ্রঃ পাকশাসনঃ। অভিষিক্তঃ সুরৈ রাজা মেঘো নাম স পর্বতঃ।। ৩৫
তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং মহেন্দ্রপরিপালিতম্‌। ষষ্টিং গিরিসহস্রাণি কঞ্চনানি গমিষ্যথ।। ৩৬
তরুণাদিত্যবর্ণানি ভ্রাজমানানি সর্বতঃ। জাতরূপময়ৈর্বৃক্ষৈঃ শোভিতানি সুপুষ্পিতৈঃ।। ৩৭
তেষাং মধ্যে স্থিতো রাজা মেরুরুত্তমপর্বতঃ। আদিত্যেন প্রসন্নেন শৈলো দত্তবরঃ পুরা।। ৩৮
তেনৈবমুক্তঃ শৈলেন্দ্রঃ সর্ব এব ত্বদাশ্রয়াঃ। মৎপ্রসাদাদ্ভবিষ্যন্তি দিবারাত্রৌ চ কাঞ্চনাঃ।। ৩৯
ত্বয়ি যে চাপি বৎস্যন্তি দেব-গন্ধর্ব-দানবাঃ। তে ভবিষ্যন্তি ভক্তাশ্চ প্রভয়া কাঞ্চনপ্রভাঃ।। ৪০
বিশ্বেদেবাশ্চ বসবো মরুতশ্চ দিবৌকসঃ। আগত্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং মেরুমুত্তমপর্বতম্‌।। ৪১
আদিত্যমুপতিষ্ঠন্তি তৈশ্চ সূর্যোঽভিপূজিতঃ। অদৃশ্যঃ সর্বভূতানামস্তং গচ্ছতি পর্বতম্‌।। ৪২
যোজনানাং সহস্রাণি দশ তানি দিবাকরঃ। মুহূর্তার্ধেন তং শীঘ্রমভিযাতি শিলোচ্চয়ম্‌।। ৪৩
শৃঙ্গে তস্য মহদ্দিব্যং ভবনং সূর্যসন্নিভম্‌। প্রাসাদগণসম্বাধং বিহিতং বিশ্বকর্মণা।। ৪৪
শোভিতং তরুভিশ্চিত্রৈর্নানাপক্ষিসমাকুলৈঃ। নিকেতং পাশহস্তস্য বরুণস্য মহাত্মনঃ।। ৪৫

দেখবে।।৩০ ।। সেখানে সোনার তৈরী একটি নগর আছে। তার নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ। সেখানে নরক নামে দুষ্টাত্মা দানব বাস করে।।৩১ ।। রমণীয় পর্বতসানুতে এবং বিশাল সব গুহাতে সীতাসহ সেখানে রাবণকে সন্ধান করবে *(বর্তমান আসাম হলো প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। নরকাসুরের এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের কাহিনী কালিকা পুরাণেও আছে)*।।৩২ ।। ঐ বরাহপর্বতের মধ্যভাগ সোনার। তাকে অতিক্রম করে সবটাই সোনার এমন এক পর্বত পাবে। সেখানে নির্ঝরের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। রয়েছে প্রস্রবণ।।৩৩ ।। সেখানে দর্পিত হাতী, শূকর, সিংহ এবং বাঘ গর্জন করছে। তাতে সবদিক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।।৩৪ ।। সেখানে পাকশাসন ঐশ্বর্যবান ইন্দ্র দেবগণের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে ছিলেন। তাঁর ঘোড়াগুলির বর্ণ ছিলো হরিৎ। সেই পর্বতরাজের নাম মেঘ। ।।৩৫ ।। মহেন্দ্র প্রতিপালিত সেই গিরিরাজ মেঘকে অতিক্রম করে ষাটহাজার সোনার পাহাড় পাবে।।৩৬ ।। নবোদিত সূর্যের মতো সেইগুলি সব দিকে ঝকমক করছে। সোনার গাছে সুন্দর দেখাচ্ছে সেই পর্বতগুলিকে। গাছগুলিতে সুন্দর সব ফুল ফুটেছে।।৩৭ ।। পাহাড়গুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতের রাজা উত্তর মেরুপর্বত। প্রসন্ন হয়ে সূর্যদেব পূর্বে তাকে বর দিয়েছিলেন।।৩৮।। তিনি সেই পর্বতরাজকে বলেছিলেন, যাঁরা দিনরাত তোমার আশ্রয়ে থাকবেন, তাঁদের দেহ সোনা হয়ে যাবে।।৩৯ ।। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যাঁরাই তোমাতে বাস করবেন তাঁরাই আমার ভক্ত হয়ে যাবেন এবং তাঁরা লাভ করবেন সোনার দীপ্তি। বিশ্বদেব, বসু, মরুদ্‌গণ এবং অন্যান্য দেবতারা পশ্চিমদিকে...।।৪০।। দিবাশেষের সন্ধ্যায় উত্তম মেরুপর্বতে আসেন *(বিশ্বদেব, বসু, এবং মরুদ্‌গণ—এঁরা গোষ্ঠীবদ্ধ দেবতা, সর্বদা দল বেঁধে এঁরা চলেন)*।।৪১ ।। এঁরা এসে সূর্যদেবকে পূজা করেন। তাঁদের দ্বারা ভালোভাবে পূজিত হয়ে সূর্যদেব সকল প্রাণীর কাছে অদৃশ্য হয়ে সেই পর্বতে অস্ত যান।।৪২ ।। মেরুপর্বত থেকে অস্তাচলপর্বত দশ সহস্র যোজন। সূর্য সেই শিলাসঙ্কুল পথ অর্ধমুহূর্তেই অতিক্রম করেন *(আধুনিক বিজ্ঞানও বলে সূর্যের আলোর গতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। অঙ্ক করে দেখা যায় প্রাচীন ভারতীয় ধারণাও তাই)*।। ৪৩ ।। সেই অস্তাচলের শিখরে বিশ্বকর্মা সূর্যেরই মতো উজ্জ্বল বহু প্রাসাদসমন্বিত এবং স্বর্গীয় বিশাল ভবন তৈরী করেছেন।। ৪৪ ।। নানা গাছপালায় সাজানো সেই বাড়ি। সুন্দর সব পাখীর দ্বারা পূর্ণ। পাশহস্ত মহাত্মা বরুণ সেই ভবনে বাস করেন।। ৪৫ ।। সেই মেরুপর্বত এবং অস্তাচলের মধ্যে একটি

অন্তরা মেরুমস্তশ্চ তালো দশশিরা মহান্। জাতরূপময়ঃ শ্রীমান্ ভ্রাজতে চিত্রবেদিকঃ।। ৪৬
তেষু সর্বেষু দুর্গেষু সরস্সু চ সরিৎসু চ। রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ।। ৪৭
যত্র তিষ্ঠতি ধর্মজ্ঞস্তপসা স্বেন ভাবিতঃ। মেরুসাবর্ণিরিত্যেষ খ্যাতো বৈব্রহ্মণা সমঃ।। ৪৮
প্রষ্টব্যো মেরুসাবর্ণির্মহর্ষিঃ সূর্যসন্নিভঃ। প্রণম্য শিরসা ভূমৌ প্রবৃত্তিং মৈথিলীং প্রতি।। ৪৯
এতাবজ্জীবলোকস্য ভাস্করো রজনীক্ষয়ে। কৃত্বা বিতিমিরং সর্বমস্তং গচ্ছতি পর্বতম্।। ৫০
এতাবদ্ বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ। অভাস্করমমর্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্।। ৫১
অবগম্য তু বৈদেহীং নিলয়ং রাবণস্য চ। অস্তং পর্বতমাসাদ্য পূর্ণে মাসে নিবর্তত।। ৫২
ঊর্ধ্বং মাসান্ন বস্তব্যং বসন্ বধ্যো ভবেন্মম। সহৈব শূরো যুষ্মাভিঃ শ্বশুরো মে গমিষ্যতি।। ৫৩
শ্রোতব্যং সর্বমেতস্য ভবদ্ভির্দিষ্টকারিভিঃ। গুরুরেষ মহাবাহুঃ শ্বশুরো মে মহাবলঃ।। ৫৪
ভবন্তশ্চাপি বিক্রান্তাঃ প্রমাণং সর্ব এব হি। প্রমাণমেনং সংস্থাপ্য পশ্যধ্বং পশ্চিমাং দিশম্।। ৫৫
দৃষ্টায়াং তু নরেন্দ্রস্য পত্ন্যামমিততেজসঃ। কৃতকৃত্যা ভবিষ্যামঃ কৃতস্য প্রতিকর্মণা।। ৫৬
অতোঽন্যদপি যৎকার্যং কার্যস্যাস্য প্রিয়ং ভবেৎ। সম্প্রধার্য ভবদ্ভিশ্চ দেশ-কালার্থসংহিতম্।। ৫৭
ততঃ সুষেণপ্রমুখাঃ প্লবঙ্গাঃ সুগ্রীববাক্যং নিপুণং নিশম্য।
আমন্ত্র্য সর্বে প্লবগাধিপং তে জগ্মুর্দিশং তাং বরুণাভিগুপ্তাম্।। ৫৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

সোনার সুন্দর বিশাল তালগাছ আছে। তার দশটি মাথা। তার নীচে শোভা পাচ্ছে সুন্দর একটি বেদি।।৪৬।। সেখানেও সকল দুর্গে, সরোবরে এবং নদীতে সীতাসহ রাবণের সন্ধান করবে।। ৪৭ ।। সেখানে মেরুসাবর্ণি নামে ধর্মজ্ঞ এক তপস্বী বাস করেন। তিনি নিজের তপস্যায় নিমগ্ন। তিনি ব্রহ্মারই তুল্য।। ৪৮ ।। সূর্যের মতো মহর্ষি সেই মেরুসাবর্ণিকে ভূতলে নত হয়ে প্রণাম করে সীতার সংবাদ জিজ্ঞেস করবে।। ৪৯ ।। রাত্রি শেষ হলে সূর্যদেব এই উদয়াচল থেকে এই মেরুপর্বত পর্যন্ত সমগ্র জীবলোকের অন্ধকার বিনাশ করে মেরুপর্বতেই অস্ত যান।। ৫০ ।। হে বানরশ্রেষ্ঠগণ, বানরগণ এই পর্যন্তই যেতে পারে। তারপর সূর্যের গতি নেই, সীমাও নেই। তারপর আমিও কিছুই জানি না।। ৫১ ।। অস্তাচলে গিয়ে সীতার সংবাদ এবং রাবণের আবাস জেনে একমাস পূর্ণ হবার মধ্যেই ফিরে আসবে।। ৫২ ।। একমাসের পরে আর থাকবে না। যদি থাকো, তাহলে আমি তোমাদের হত্যা করবো। তোমাদের সঙ্গেই আমার শ্বশুর বীর সুষেণও যাবেন।। ৫৩ ।। তিনি যা আদেশ করবেন তোমরা সব শুনবে। এই মহাবাহু মহাবীর আমার শ্বশুর ও গুরুজন।। ৫৪ ।। তোমরা সকলেই পরাক্রমী। তার প্রমাণ সর্বত্রই আছে। এবার পশ্চিমদিকে গিয়ে তার প্রমাণ স্থাপন করো।। ৫৫ ।। সীতার সন্ধানের দ্বারা অমিততেজা রাজা রামের প্রত্যুপকার করে আমরা কৃতকৃতার্থ হবো।। ৫৬ ।। তাই এই কার্যের জন্য আরো যা অনুকূল হবে তা ভালোভাবে বিবেচনা করে দেশ, কালও প্রয়োজন অনুসারে তা করবে।। ৫৭ ।। তখন সুষেণ-প্রমুখ বানরেরা সুগ্রীবের কথা ভালোভাবে শুনে, সবাই বানরপতি সুগ্রীবের নিকট অনুমতি নিয়ে বরুণ-পালিত পশ্চিমদিকে চলে গেলো।। ৫৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের দ্বিচত্বারিংশ (৪২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

সুগ্রীবেণ উত্তরদিক্স্থিতস্থানসমূহানাং বর্ণনম্, তত্র শতবলিপ্রভৃতীনাং বানরাণাং প্রেষণঞ্চ।

ততঃ সন্দিশ্য সুগ্রীবঃ শ্বশুরং পশ্চিমাং দিশম্। বীরং শতবলিং নাম বানরং বানরেশ্বরঃ।। ১

ত্রিচত্বারিংশ (৪৩) সর্গ

সুগ্রীবের দ্বারা উত্তরদিকের স্থানসমূহের বর্ণনা। সেইদিকে শতবলি-প্রমুখ বানরদের প্রেরণ।

সুগ্রীব শ্বশুর সুষেণকে পশ্চিমদিকে প্রেরণ করলেন। এবার বানরেশ্বর সুগ্রীব শতবলি নামক বীর বানরকে

উবাচ রাজা সর্বজ্ঞঃ সর্ববানরসত্তমঃ। বাক্যমাত্মহিতং চৈব রামস্য চ হিতং তদা।। ২
বৃতঃ শতসহস্রেণ ত্বদ্বিধানাং বনৌকসাম্। বৈবস্বতসুতৈঃ সার্ধং প্রবিষ্টঃ সর্বমন্ত্রিভিঃ।। ৩
দিশং হ্যুদীচীং বিক্রান্ত হিমশৈলাবতাংসিকাম্। সর্বতঃ পরিমার্গধ্বং রামপত্নীং যশস্বিনীম্।। ৪
অস্মিন্ কার্যে বিনির্বৃত্তে কৃতে দাশরথেঃ প্রিয়ে। ঋণান্মুক্তা ভবিষ্যামঃ কৃতার্থার্থবিদাং বরাঃ।। ৫
কৃতং হি প্রিয়মস্মাকং রাঘবেণ মহাত্মনা। তস্য চেৎ প্রতিকারোঽস্তি সফলং জীবিতং ভবেৎ।। ৬
অর্থিনঃ কার্যনির্বৃত্তিমকর্তুরপি যশ্চরেৎ। তস্য স্যাৎ সফলং জন্ম কিং পুনঃ পূর্বকারিণঃ।। ৭
এতাং বুদ্ধিং সমাস্থায় দৃশ্যতে জানকী যথা। তথা ভবদ্ভিঃ কর্তব্যমস্মাৎপ্রিয়হিতৈষিভিঃ।। ৮
অয়ং হি সর্বভূতানাং মান্যস্তু নরসত্তমঃ। অস্মাসু চ গতঃ প্রীতিং রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।। ৯
ইমানি বহুদুর্গাণি নদ্যঃ শৈলান্তরাণি চ। ভবন্তঃ পরিমার্গন্তু বুদ্ধি-বিক্রমসম্পদা।। ১০
তত্র ম্লেচ্ছান্ পুলিন্দাংশ্চ শূরসেনাংস্তথৈব চ। প্রস্থলান্ ভরতাংশ্চৈব কুরূংশ্চ সহ মদ্রকৈঃ।। ১১
কাম্বোজ-যবনাংশ্চৈব শকানাং পত্তনানি চ। বাহ্লীকানৃষিকাংশ্চৈব পৌর বানথ টঙ্কনান্।
চীনান্ পরম চীনাংশ্চ নীহারাংশ্চ পুনঃ পুনঃ। অন্বীক্ষ্য বরদাংশ্চৈব হিমবন্তং বিচিন্বথ।। ১২
লোধ্র-পদ্মকখণ্ডেষু দেবদারুবনেষু চ। রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ।। ১৩
ততঃ সোমাশ্রমং গত্বা দেব-গন্ধর্বসেবিতম্। কালং নাম মহাসানুং পর্বতং তং গমিষ্যথ।। ১৪
মহৎসু তস্য শৈলেষু পর্বতেষু গুহাসু চ। বিচিন্বত মহাভাগাং রামপত্নীমনিন্দিতাম্।। ১৫
তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রং হেমগর্ভং মহাগিরিম্। ততঃ সুদর্শনং নাম পর্বতং গন্তুমর্হথ।। ১৬
ততো দেবসখো নাম পর্বতঃ পতগালয়ঃ। নানাপক্ষিসমাকীর্ণো বিবিধদ্রুমভূষিতঃ।। ১৭
তস্য কাঞ্চনখণ্ডেষু নির্ঝরেষু গুহাসু চ। রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ।। ১৮

নির্দেশ দিলেন।। ১ ।। সুগ্রীব সকল বানরের মধ্যে প্রধান। সর্বজ্ঞ। রাজা তিনি। রামের কল্যাণ এবং নিজেরও কল্যাণের জন্য বললেন—।। ২ ।। তোমার মতো বনবাসী এক লক্ষ যমপুত্র বানর এবং সকল মন্ত্রীর সঙ্গে প্রবেশ করবে।। ৩ ।। হিমালয়ের অলঙ্কারস্বরূপ উত্তরদিকে, হে পরাক্রমশীল, গিয়ে যশস্বিনী রামপত্নী সীতাকে সবদিকে সন্ধান করবে।। ৪ ।। তোমরা তো কৃতার্থ হওয়ার অর্থ ভালোভাবে জানো। দশরথপুত্র রামের এই প্রিয় কার্য সম্পাদিত হলে আমরা ঋণ থেকে মুক্ত হবো—এটা বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই।। ৫ ।। মহাত্মা রাম আমাদের প্রিয় কাজ সম্পাদন করেছেন। তার যদি প্রত্যুপকার করতে পারি তবেই আমাদের জীবন সফল হবে।। ৬ ।। যিনি আগে উপকার করেন নি, অথচ তাঁর যদি প্রয়োজন হয় এবং তিনি প্রার্থী হন তাহলে তাঁর উপকার যিনি করেন, তাঁর জন্ম সফলই হয়ে থাকে। আর যিনি পূর্বে উপকার করেছেন, তার প্রত্যুপকার করলে আরো কতো যে ভালো হয়, তা বলাই যায় না।। ৭ ।। তোমরা আমার প্রিয় হিতৈষী। যাতে জানকীকে দেখা যায়, সেই বুদ্ধি নিয়েই তোমরা কাজ করবে।। ৮ ।। এই নরশ্রেষ্ঠ রাম সকল প্রাণীরই মান্য। শত্রুপুরজয়ী এই মহাত্মা আমাদের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন।। ৯ ।। বুদ্ধি এবং বিক্রম দুই সম্পদেই তোমরা বলীয়ান। এই যে বন্ধু দুর্গ, নদী এবং পর্বত সব তোমরা খুঁজে দেখো।। ১০।। উত্তরদিকে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, প্রস্থল, ভরত, কুরুদেশের মদ্রকদেশের সঙ্গে তোমরা সন্ধান করো।। ১১ ।। তারপর কম্বোজ, যবন, শকদের দেশ, বাহ্লীক, ঋষিক, পৌরব, টঙ্কনন, চীন, মহাচীন এবং নীহারদেশ, তারপর বরদ এবং হিমালয় তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখো।। ১২ ।। হিমালয়ের লোধ্রফুলের, পদ্মের এবং দেবদারুর বনগুলিতে সীতাসহ রাবণের সন্ধান করবে।। ১৩ ।। তারপর সোমাশ্রমে গিয়ে কাল নামক প্রশস্ত সানু-সমন্বিত পর্বত পাবে। সেখানে দেবতা এবং গন্ধর্বেরা বাস করেন।। ১৪ ।। সেই বিশালপর্বতে এবং তার গুহাগুলির মধ্যে মাননীয়া পূতচরিত্রা রামপত্নী সীতার সন্ধান করবে।। ১৫ ।। সেই কাল নামক শৈলরাজ এক বিশাল পর্বত। তার মধ্যে সোনা মেলে। তাকে অতিক্রম করে সুদর্শন নামক পর্বতে চলে যাবে।। ১৬ ।। পাখীদের আলয় দেবসখ নামক পর্বতে তারপর যাবে। নানাবিধ পাখীতে পূর্ণ এবং বিভিন্ন রকমের গাছপালায় সজ্জিত ঐ পাহাড়।। ১৭ ।। তার মধ্যে সোনা মেলে এমন যে সব স্থান আছে সেগুলিতে, নির্ঝরসমূহে আর গুহাগুলির মধ্যে সীতাসহ রাবণকে খুঁজে দেখবে।। ১৮ ।। তাকে

তমতিক্রম্য চাকাশং সর্বতঃ শতযোজনম্। অপর্বতনদীবৃক্ষং সর্বসত্ত্ববিবর্জিতম্।। ১৯
তত্তু শীঘ্রমতিক্রম্য কান্তারং রোমহর্ষণম্। কৈলাসং পাণ্ডুরং প্রাপ্য হৃষ্টা যূয়ং ভবিষ্যথ।। ২০
তত্র পাণ্ডুরমেঘাভং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্। কুবেরভবনং রম্যং নির্মিতং বিশ্বকর্মণা।। ২১
বিশালা নলিনী যত্র প্রভূতকমলোৎপলা। হংস-কারণ্ডবাকীর্ণা অপ্সরোগণসেবিতা।। ২২
তত্র বৈশ্রবণো-রাজা সর্বলোকনমস্কৃতঃ। ধনদো রমতে শ্রীমান্ গুহ্যকৈঃ সহ যক্ষরাট্।। ২৩
তস্য চন্দ্রনিকাশেষু পর্বতেষু গুহাসু চ। রাবণঃ সহ বৈদেহ্যা মার্গিতব্যস্ততস্ততঃ।। ২৪
ক্রৌঞ্চং তু গিরিমাসাদ্য বিলং তস্য সুদুর্গমম্। অপ্রমত্তৈঃ প্রবেষ্টব্যং দুষ্প্রবেশং হি তৎ স্মৃতম্।। ২৫
বসন্তি হি মহাত্মানস্তত্র সূর্যসমপ্রভাঃ। দেবৈরভ্যর্থিতাঃ সম্যগ্ দেবরূপা মহর্ষয়ঃ।। ২৬
ক্রৌঞ্চস্য তু গুহাশ্চান্যাঃ সানূনি শিখরাণি চ। নির্দরাশ্চ নিতম্বাশ্চ বিচেতব্যাস্ততস্ততঃ।। ২৭
অবৃক্ষং কামশৈলঞ্চ মানসং বিহগালয়ম্। ন গতিস্তত্র ভূতানাং দেবানাং ন চ রক্ষসাম্।। ২৮
স চ সর্বৈর্বিচেতব্যঃ সসানু-প্রস্থ-ভূধরঃ। ক্রৌঞ্চং গিরিমতিক্রম্য মৈনাকো নাম পর্বতঃ।। ২৯
ময়স্য ভবনং তত্র দানবস্য স্বয়ংকৃতম্। মৈনাকস্তু বিচেতব্যঃ সসানু-প্রস্থ-কন্দরঃ।। ৩০
স্ত্রীণামশ্বমুখীনাং তু নিকেতস্তত্র তত্র তু। তং দেশং সমতিক্রম্য আশ্রমঃ সিদ্ধসেবিতম্।। ৩১
সিদ্ধা বৈখানসা তত্র বালখিল্যাশ্চ তাপসাঃ। বন্দিতব্যাস্ততঃ সিদ্ধাস্তপসা বীতকল্মষাঃ।। ৩২
প্রষ্টব্যা চাপি সীতায়াঃ প্রবৃত্তির্বিনয়ান্বিতৈঃ। হিমপুষ্করসঞ্ছন্নং তত্র বৈখানসং সরঃ।। ৩৩
তরুণাদিত্যসঙ্কাশৈর্হংসৈর্বিচরিতং শুভৈঃ। ঔপবাহ্যঃ কুবেরস্য সার্বভৌম ইতি স্মৃতঃ।। ৩৪

অতিক্রম করে একটি এমন স্থানে যাবে যেটি সবদিক দিয়ে শত যোজন বিস্তৃত। সেখানে পাহাড় নেই। নদী নেই গাছপালা নেই। কোনো প্রাণীও নেই।। ১৯ ।। রোমহর্ষণকারী সেই অঞ্চল সত্বর পার হয়েই শুভ্র কৈলাশপর্বতকে দেখে তোমরা আনন্দিত হবে।।২০ ।। সেখানে রয়েছে কুবেরের রমণীয় ভবন। বিশ্বকর্মা সেটি নির্মাণ করেছেন। শুভ্রমেঘের মতো তার বর্ণ। সোনায় সাজানো।। ২১ ।। সেখানে রয়েছে বিশাল সরোবর। প্রচুর শ্বেত আর নীলপদ্ম সেখানে ফুটেছে। হংস আর কারণ্ডবেরা সেখানে খেলছে। অপ্সরারা বাস করে।। ২২ ।। বিশ্রবামুনির পুত্র ধনপতি যক্ষরাজ ঐশ্বর্য নিয়ে সেখানে বাস করেন। সকলে তাঁকে প্রণাম করে। গুহ্যক নামক উপদেবতাদের সঙ্গে তিনি সেখানে বিহার করেন।। ২৩ ।। সেখানে চন্দ্রোজ্জ্বল পাহাড়গুলিতে ও গাছগুলিতে সীতাসহ রাবণকে খুঁজে দেখবে।। ২৪ ।। তারপর ক্রৌঞ্চগিরি পেয়ে তার অতি দুর্গম গুহায় সাবধানে প্রবেশ করবে। শোনা যায় ঐখানে প্রবেশ করা অত্যন্ত কষ্টকর *(মেঘদূতে কালিদাস মেঘের যাত্রাপথে এই ক্রৌঞ্চপর্বত এবং তার সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথের কথা বলেছেন)*।। ২৫ ।। সেই গুহাতে সূর্যের উজ্জ্বল, দেবকল্প, মহাত্মা মহর্ষিরা বাস করেন। দেবতারাও তাঁদের সম্যগ্‌ভাবে অর্চনা করেন।।২৬ ।। ক্রৌঞ্চপর্বতের অন্য সব গুহা, সানু, শিখর, গর্ত— মধ্যবর্তী স্থান সর্বত্র সন্ধান করে দেখবে *(নির্দর—গর্ত)*।। ২৭ ।। কাছেই রয়েছে গাছপালাহীন কামশৈল এবং পাখীদের আলয় মানসপর্বত। সেখানে কোনো প্রাণী, দেবতা এবং রাক্ষসেরাও যেতে পারে না।। ২৮ ।। তাই তোমরা সবাই মিলে যেখানে সানু এবং সমতলসহ সেই পর্বতে খোঁজ করবে। ক্রৌঞ্চপর্বত ছাড়িয়ে তারপরে পাবে মৈনাকপর্বত।। ২৯ ।। সেখানে ময়দানব নিজেই নিজের বাড়ী তৈরী করেছে। তারও সানু, চত্বর ও গুহা অনুসন্ধান করে দেখবে।। ৩০ ।। অশ্বের মতো মুখ দেখবে কিন্নরীদের। তাদের আবাসভূমিতে সন্ধান করবে। তারপর সেই দেশ অতিক্রম করে পাবে সিদ্ধ নামক উপদেবতা-সবিত আশ্রম।। ৩১ ।। সিদ্ধদের সঙ্গে বৈখানস এবং বালখিল্য প্রভৃতি তপস্বীরাও বাস করেন। ঐখানে গিয়ে পাপমুক্ত পুণ্যাত্মা ঐ তপস্বীদের বন্দনা করবে।। ৩২ ।। বিনয়-নম্রভাবে সীতার গতিবিধি তাঁদের কাছে জিজ্ঞেস করবে। সেখানে বৈখানস নামে একটি সরোবর আছে। শীতল জলে সেটি পূর্ণ। স্বর্ণপদ্মে সেই সরোবর সমাচ্ছন্ন *(পুষ্কর—স্বর্ণপদ্ম)*।। ৩৩ ।। সুন্দর হংসেরা সেখানে বিচরণ করে। নবোদিত সূর্যের মতো তাদের বর্ণ। কুবেরের বাহন যে হস্তী তাকে বলা হয় সার্বভৌম *(ঔপবাহ্য—বাহন)*।। ৩৪ ।। হস্তিনীকে নিয়ে সেই হস্তী

গজঃ পর্যেতি তং দেশং সদা সহ করেণুভিঃ। তৎ সরঃ সমতিক্রম্য নষ্টচন্দ্রদিবাকরম্।
অনক্ষত্রগণং ব্যোম নিষ্পয়োদমনাদিতম্।। ৩৫
গভস্তিভিরিবার্কস্য স তু দেশঃ প্রকাশ্যতে। বিশ্রাম্যদ্ভিস্তপঃ সিদ্ধৈর্দেবকল্পৈঃ স্বয়ম্প্রভৈঃ। ৩৬
তং তু দেশমতিক্রম্য শৈলোদা নাম নিম্নগা। উভয়োস্তীরয়োস্তস্যাঃ কীচকা নাম বেণবঃ।। ৩৭
তে নয়ন্তি পরং তীরং সিদ্ধান্ প্রত্যানয়ন্তি চ। উত্তরকুরবস্তত্র কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ।। ৩৮
ততঃ কাঞ্চনপদ্মাভিঃ পদ্মিনীভিঃ কৃতোদকাঃ। নীলবৈদূর্যপত্রাঢ্যা নদ্যস্তত্র সহস্রশঃ।। ৩৯
রক্তোৎপলবনৈশ্চাত্র মণ্ডিতাশ্চ হিরণ্ময়ৈঃ। তরুণাদিত্যসঙ্কাশা ভান্তি তত্র জলাশয়াঃ।। ৪০
মহার্হমণিপত্রৈশ্চ কাঞ্চনপ্রভকেসরৈঃ। নীলোৎপলবনৈশ্চিত্রৈঃ স দেশঃ সর্বতো বৃতঃ।। ৪১
নিস্তুলাভিশ্চ মুক্তাভির্মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ। উদ্ভূতপুলিনাস্তত্র জাতরূপৈশ্চ নিম্নগাঃ।। ৪২
সর্বরত্নময়ৈশ্চিত্রৈরবগাঢা নগোত্তমৈঃ। জাতরূপময়ৈশ্চাপি হুতাশনসমপ্রভৈঃ।। ৪৩
নিত্যপুষ্পফলাস্তত্র নগাঃ পত্ররথাকুলাঃ। দিব্যগন্ধরসস্পর্শাঃ সর্বকামান্ স্রবন্তি চ।। ৪৪
নানাকারাণি বাসাংসি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ। মুক্তাবৈদূর্যচিত্রাণি ভূষণানি তথৈব চ।
স্ত্রীণাং যান্যনুরূপাণি পুরুষাণাং তথৈব চ।। ৪৫
সর্বর্তুসুখসেব্যানি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ। মহার্হমণিচিত্রাণি ফলন্ত্যন্যে নগোত্তমাঃ।। ৪৬
শয়নানি প্রসূয়ন্তে চিত্রাস্তরণবন্তি চ। মনঃকান্তানি মাল্যানি ফলন্ত্যত্রাপরে দ্রুমাঃ।। ৪৭
পানানি চ মহার্হাণি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ। স্ত্রিয়শ্চ গুণসম্পন্না রূপযৌবনলক্ষিতাঃ।। ৪৮
গন্ধর্বাঃ কিন্নরাঃ সিদ্ধা নাগা বিদ্যাধরাস্তথা। রমন্তে সততং তত্র নারীভির্ভাস্বরপ্রভাঃ।। ৪৯

সরোবরটিতে আনন্দে বিহার করে। সেই সরোবর পার হয়ে তোমরা এমন এক দেশে যাবে, সেখানে চন্দ্র এবং সূর্য নেই। সেখানে আকাশে নক্ষত্র নেই। মেঘ নেই। মেঘের গর্জনও নেই *(পয়োদ—মেঘ। নিষ্পয়োদম্ + অনাদিতম্। মেঘ না থাকায় গর্জন নেই)*।।৩৫ ।। তপ-সিদ্ধ দেবকল্প সিদ্ধেরা সেখানে আছেন। আপনা থেকেই তাদের দেহ থেকে জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সূর্যের কিরণের মতো। তাতেই সে দেশ আলোকিত।। ৩৬ ।। সেই দেশ ছেড়ে গিয়ে দেখবে শৈলোদা নামে এক নদী। তার দুই তীরেই রয়েছে কীচক নামে বাঁশ *(নিম্নগা—নদী)*।।৩৭ ।। সেই বাঁশের ভেলাতেই সিদ্ধেরা অন্য পারে যান। এবং ফিরেও আসেন। তার তীরেই উত্তর কুরুদেশ। পুণ্যাত্মারা সেখানে বাস করেন।। ৩৮ ।। সেখানে হাজার হাজার নদী। তার জলে সোনার পদ্ম এবং অন্য সব পদ্ম আছে। নীল বৈদূর্যমণির মতো তাদের পাপড়ি।। ৩৯ ।। সেখানে নবোদিত সূর্যের মতো ঝকঝক করছে জলাশয়গুলি। সোনার রক্তোৎপল বনে সেজে আছে সেই জলাশয়রাজি।। ৪০ ।। সুন্দর নীলপদ্মের বনে সেই দেশ সর্বতোভাবে পরিবৃত। সেই পদ্মগুলির পাপড়ি হলো মহামূল্যবান মণির মতো। পরাগ হলো সোনার বরণ।। ৪১ ।। সেখানকার নদীর তীরগুলি অতুলনীয় মহামূল্যবান মুক্তা-মণি এবং সোনা দিয়ে বাঁধানো।। ৪২ ।। নদীতে কিছুটা ডুবে উত্তম সুন্দর সব পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। সবরকমের রত্ন এবং সোনা দিয়ে গড়া ঐ পাহাড়। আগুনের মতো তার ঔজ্জ্বল্য।। ৪৩ ।। সেখানের গাছগুলি নিত্যই ফুল এবং ফল দান করে। নানা ধরনের পাখী সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছে। ঐ গাছগুলি স্বর্গীয় গন্ধ, রস এবং স্পর্শযুক্ত। সকলের কামনাপূরণ করে তারা *(পত্ররথ—পাখী)*।। ৪৪ ।। অন্য উত্তম গাছগুলি স্ত্রী এবং পুরুষদের যোগ্য মুক্তা এবং বৈদূর্যমণিযুক্ত অলঙ্কার প্রসব করে থাকে।।৪৫ ।। অন্য উত্তম গাছগুলি এমন সব ফল প্রসব করছে, সেগুলি সব ঋতুতেই সুখে ভোজন করা যায়। আবার অন্য কিছু উত্তম গাছ, মহার্ঘ মণির মতো দেখতে সুন্দর এমন সব ফলদান করছে।। ৪৬।। আর কিছু গাছ প্রসব করছে শয্যা এবং সুন্দর চাদর। অন্যগাছেরা প্রসব করছে মনোরম সব মালা।। ৪৭ ।। কিছু গাছ দান করছে পানীয়, মহামূল্যবান নানারকমের খাবার। এবং রূপ-যৌবন ও গুণবতী রমণী।। ৪৮।। উজ্জ্বল বর্ণের গন্ধর্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, নাগ এবং বিদ্যাধরেরা সর্বদাই সেখানে নারীদের নিয়ে আনন্দে বিহার

সর্বে সুকৃতকর্মাণঃ সর্বে রতিপরায়ণাঃ। সর্ব কামার্থসহিতা বসন্তি সহ যোষিতঃ।। ৫০
গীতবাদিত্রনির্ঘোষঃ সোৎকৃষ্টহসিতস্বনঃ। শ্রূয়তে সততং তত্র সর্বভূতমনোরমঃ।। ৫১
তত্র নামুদিতঃ কশ্চিন্নাত্র কশ্চিদসৎপ্রিয়ঃ। অহন্যহনি বর্ধন্তে গুণাস্তত্র মনোরমাঃ।। ৫২
সমতিক্রম্য তং দেশমুত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ। তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্।। ৫৩
ইন্দ্রলোকগতা যে চ ব্রহ্মলোকগতাশ্চ যে। দেবাস্তং সমবেক্ষন্তে গিরিরাজং দিবং গতাঃ।। ৫৪
স তু দেশো বিসূর্যোঽপি তস্য ভাসা প্রকাশতে। সূর্যলক্ষ্যাভিবিজ্ঞেয়স্তপতেব বিবস্বতা।। ৫৫
ভগবাংস্তত্র বিশ্বাত্মা শম্ভুরেকাদশাত্মকঃ। ব্রহ্মা বসতি দেবেশো ব্রহ্মর্ষিপরিবারিতঃ।। ৫৬
ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরূণামুত্তরেণ বঃ। অন্যেষামপি ভূতানাং নানুক্রামতি বৈ গতিঃ।। ৫৭
স হি সোমগিরির্নাম দেবানামপি দুর্গমঃ। তমালোক্য ততঃ ক্ষিপ্রমুপাবর্তিতুমর্হথ।। ৫৮
এতাবদ্ বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ। অভাস্করমমর্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্।। ৫৯
সর্বমেতদ্ বিচেতব্যং যন্ময়া পরিকীর্তিতম্। যদন্যদপি নোক্তঞ্চ তত্রাপি ক্রিয়তাং মতিঃ।। ৬০
ততঃ কৃতং দাশরথের্মহৎ প্রিয়ং মহৎপ্রিয়ং চাপি ততো মম প্রিয়ম্।
কৃতং ভবিষ্যত্যনিলানলোপমা বিদেহজাদর্শনজেন কর্মণা।। ৬১
ততঃ কৃতার্থাঃ সহিতাঃ সবান্ধবা ময়ার্চিতাঃ সর্বগুণৈর্মনোরমৈঃ।
চরিষ্যথোর্বীং প্রতি শান্তশত্রবঃ সহপ্রিয়া ভূতধরাঃ প্লবঙ্গমাঃ।। ৬২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

করছেন *(কালিদাসের মেঘদূতের উত্তরমেঘে অলকার বর্ণনা এইরকমের)*।। ৪৯ ।। সেখানকার অধিবাসীরা সবাই পুণ্যকর্মা। আবার তাঁরা ইন্দ্রিয়ভোগীও বটে। কামসম্পন্ন এবং অর্থশালী তাঁরা নিজ রমণীদের সঙ্গে সেখানে বাস করেন।। ৫০ ।। সকল প্রাণীর মনকে আনন্দিত করে এমন সব গান-বাজনার শব্দ পরিশীলিত হাসির সঙ্গে ঐখানে শোনা যায়।। ৫১ ।। সেখানে নিরানন্দ কোনো ব্যক্তি নেই। অসদ্‌বস্তু ভালোবাসে এমন কোনো লোক নেই। দিনে দিনে সেখানে মনোহর গুণগুলি বেড়েই চলে।। ৫২ ।। সেইস্থান অতিক্রম করে উত্তরে দেখবে সমুদ্র। তার মধ্যে দেখবে সোমগিরি নামক সোনার বিরাট পাহাড়।। ৫৩ ।। স্বর্গে যাঁরা গেছেন তাঁরা, ইন্দ্রলোকগত এবং ব্রহ্মলোকগত প্রাণীরা এবং দেবগণ তাঁকে দেখতে পারেন।। ৫৪ ।। সেই দেশে সূর্য নেই। সেই পর্বতের প্রভা দ্বারাই সব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। যেন সূর্যেরই কিরণে উদ্‌ভাসিত।। ৫৫ ।। সেই পর্বতে বিশ্বের আত্মা ভগবান বিষ্ণু, একাদশ রুদ্ররূপী ভগবান শম্ভু এবং ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ব্রহ্মা বাস করেন।। ৫৬ ।। তোমরা উত্তর কুরুর সোমগিরি পর্যন্ত গিয়ে আর যাবে না। তাকে দেখে সত্বর ফিরে আসবে।। ৫৭ ।। হে বানরশ্রেষ্ঠ বর্গ, এই পর্যন্তই বানরেরা যেতে পারে। তারপর সূর্যও নেই, সীমাও নেই। আমি আর তারপরের খবর জানি না।। ৫৯ ।। আমি যে সব দেশের কথা বললাম, সেইসব স্থান খুঁজে দেখবে। অন্য যে সব দেশের কথা বলি নি, সেগুলিও খুঁজে দেখার প্রয়াস করবে।। ৬০ ।। বায়ু এবং অগ্নির মতো দ্রুতগামী এবং তেজস্বী তোমরা। বিদেহ-রাজপুত্রী সীতা হারিয়ে যাওয়ায় তাঁর সন্ধানের কাজ করে দশরথপুত্র রামের অতি প্রিয় কাজই তোমরা করবে। তাতে আমারো অতি প্রিয় কাজ করা হবে *(ভবিষ্যতি + অনিল + অনল + উপমা। বিদেহজ + আদর্শনদেন)*।। ৬১ ।। হে উল্লম্ফন করে গমনশীল বানরবৃন্দ, তোমরা সীতার সন্ধান নিয়ে, কৃতার্থ হয়ে সবান্ধবে সম্মিলিত হয়ে ফিরে এলে সকল গুণসম্পন্ন মনোরম ভোগ্যবস্তুর দ্বারা তোমাদের আমি অর্চনা করবো। তখন তোমরা শত্রুনিধন করে প্রাণীদের আশ্রয়স্বরূপ হয়ে প্রিয়াদের নিয়ে পৃথিবীতে আনন্দে বিহার করবে *(ভূত—প্রাণী। ভূতধরা—প্রাণীদের ধারণ করে তথা আশ্রয়স্বরূপ হয়ে। শুধু নিজে সুখে থাকা নয়, অপরের কল্যাণসাধন ভারতের চিরন্তন আদর্শ। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"—বানরদের জীবনেরও আদর্শ বলে স্মরণ করাচ্ছেন গিরিজনরাজ সুগ্রীব)*।। ৬২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ত্রিচত্বারিংশ (৪৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

অঙ্গুরীয়কং প্রদায় শ্রীরামেণ হনুমতঃ প্রেষণম্।

বিশেষেণ তু সুগ্রীবো হনুমত্যর্থমুক্তবান্। স হি তস্মিন্ হরিশ্রেষ্ঠ নিশ্চিতার্থোঽর্থসাধনে।। ১
অব্রবীচ্চ হনূমন্তং বিক্রান্তমনিলাত্মজম্। সুগ্রীবঃ পরমপ্রীতঃ প্রভুঃ সর্ববলৌকসাম্।। ২
ন ভূমৌ নান্তরীক্ষে বা নাম্বরে নামরালয়ে। নাপ্সু বা গতিসঙ্গং তে পশ্যামি হরিপুঙ্গব।। ৩
সাসুরাঃ সহগন্ধর্বাঃ সনাগনরদেবতাঃ। বিদিতাঃ সর্বলোকাস্তে সসাগর-ধরাধরাঃ।। ৪
গতির্বেগশ্চ তেজশ্চ লাঘবঞ্চ মহাকপে। পিতুস্তে সদৃশং বীর মারুতস্য মহৌজসঃ।। ৫
তেজসা বাপি তে ভূতং ন সমং ভূতি বিদ্যতে। তদ্‌যথা লভ্যতে সীতা তৎ ত্বমেবানুচিন্তয়।। ৬
ত্বয্যেব হনুমন্নস্তি বলং বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ। দেশকালানুবৃত্তিশ্চ নয়শ্চ নয়পণ্ডিত।। ৭
ততঃ কার্যসমাসঙ্গমবগস্য হনূমতি। বিদিতা হনুমন্তঞ্চ চিন্তয়ামাস রাঘবঃ।। ৮
সর্বথা নিশ্চতার্থোঽয়ং হনুমতি হরীশ্বরঃ। নিশ্চিতার্থতরশ্চাপি হনূমান্ কার্যসাধনে।। ৯
তদেব প্রস্থিতস্যাস্য পরিজ্ঞাতস্য কর্মভিঃ। ভর্ত্রা পরিগৃহীতস্য ধ্রুবঃ কার্যফলোদয়ঃ।। ১০
তং সমীক্ষ্য মহাতেজা ব্যবসায়োত্তরং হরিম্। কৃতার্থ ইব সংহৃষ্টঃ প্রহৃষ্টেন্দ্রিয়মানসঃ।। ১১
দদৌ তস্য ততঃ প্রীতঃ স্বনামাঙ্কোপশোভিতম্। অঙ্গুলীয়মভিজ্ঞানং রাজপুত্র্যা পরন্তপঃ।। ১২
অনেন তাং হরিশ্রেষ্ঠ চিহ্নেন জনকাত্মজা। মৎসকাশাদনুপ্রাপ্তমনুদ্বিগ্নানুপশ্যাতি।। ১৩
ব্যবসায়শ্চ তে বীর সত্ত্বমুক্তশ্চ বিক্রমঃ। সুগ্রীবস্য চ সন্দেশঃ সিদ্ধিং কথয়তীব মে।। ১৪

চতুচত্বারিংশ (৪৪) সর্গ

আংটি দিয়ে শ্রীরামের দ্বারা হনুমানের প্রেরণ।

বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব বিশেষ করে নিশ্চিতভাবে বাঞ্ছিত কর্মসাধনের জন্য হনুমানকে বললেন— ।। ১ ।। সকল বীরের প্রভু সুগ্রীব পরম প্রীত হয়ে পরাক্রমশীল বায়ুপুত্র হনুমানকে বললেন—*(বলৌকস—বলবান)*।। ২।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, আকাশ, দেবলোক বা জল— কোথাও তোমার গতি নেই এমন তো দেখছিনা।।৩ ।। অসুর, গন্ধর্ব, নাগ, মনুষ্য, দেবতাসহ সকল লোক এবং সাগর ও পর্বতসহ সমগ্রা ধরণী তোমার জানা আছে।। ৪ ।। হে মহাবানর, বীর, তোমার পিতা মহাতেজস্বী বায়ুদেবতার মতোই তোমার গতিবেগ, তেজ এবং লঘুত্ব।।৫ ।। পৃথিবীতে তোমার মতো তেজস্বী অন্য কোনো প্রাণী নেই। তাই যাতে সীতাকে পাওয়া যেতে পারে, তাই তুমি চিন্তা করো।।৬ ।। হে হনুমন্, তুমি নীতি-পণ্ডিত। বল-বুদ্ধি, পরাক্রম এবং দেশ-কালোচিত কর্মসাধন তোমাতেই আছে।। ৭ ।। তারপর, হনুমানের কার্যসাধনের সামর্থ্য জেনে এবং হনুমানকে চিন্তা করে রাম ভাবলেন।।৮ ।। বানরপতি সুগ্রীব যখন হনুমানের ওপর নিশ্চিতভাবে আস্থাশীল, তখন হনুমান যে কার্যসাধন করতে পারবেন, তাতে আরো নিশ্চিত হওয়া গেলো।। ৯ ।। কর্মের দ্বারা পরীক্ষিত এই হনুমানকে বানর প্রভু সুগ্রীব যখন কর্মসাধনের জন্য গ্রহণ করেছে, তখন নিশ্চয়ই কর্মফলের উদয় হবে।।১০ ।। মহাতেজস্বী রাম বানর হনুমানকে কর্ম-সম্পাদনে প্রবৃত্ত দেখে কৃতার্থ হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁর ইন্দ্রিয় ও মন আনন্দে নেচে উঠলো।। ১১ ।। তারপর শত্রুতাপন রাম রাজপুত্রী সীতাকে চিহ্ন দেখিয়ে চেনবার জন্য নিজের নামাঙ্কিত সুন্দর আংটিটি হনুমানকে দিলেন।। ১২ ।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, এই চিহ্ন দেখেই তুমি আমার কাছ থেকে গেছো জেনে জনকরাজকন্যা সীতা নিরুদ্‌বেগে তোমায় দেখবে।। ১৩ ।। হে বীর, তোমার কর্মোদ্যোগ, সাত্ত্বিক বিক্রম এবং সুগ্রীবের সংবাদ আমায় যেন কার্য সিদ্ধির কথাই বলে দিচ্ছে।। ১৪ ।। সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান

স তদ্ গৃহ্য হরিশ্রেষ্ঠঃ কৃত্বা মূর্ধ্নি কৃতাঞ্জলিঃ। বন্দিত্বা চরণৌ চৈব প্রস্থিতঃ প্লবগর্ষভঃ।। ১৫
স তৎ প্রকর্ষন্ হরীণাং মহদ্ বলং বভূব বীরঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ।
গতাম্বুদে ব্যোম্নি বিশুদ্ধমণ্ডলঃ শশীব নক্ষত্রগণোপশোভিতঃ।। ১৬
অতিবল বলমাশ্রিতস্তবাহং হরিবর বিক্রম বিক্রমৈরনল্পৈঃ।
পবনসুত যথাধিগম্যতে সা জনকসুতা হনুমংস্তথা কুরুষ্ব।। ১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুশ্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

তখন কৃতাঞ্জলি হয়ে সেই আংটিটি গ্রহণ করে রামের চরণযুগল বন্দনা করে প্রস্থান করলেন।। ১৫ ।। বায়ুপুত্র বীর হনুমান তখন বিশাল বানরবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে উঠে পড়লেন। তখন তাঁকে নির্মেঘ আকাশে নক্ষত্ররাজির দ্বারা শোভিত শুভ্রমণ্ডল চাঁদের মতো দেখাচ্ছিলো।। ১৬ ।। হে পবনপুত্র হনুমন্, তুমি অতিশয় বলশালী। তুমি বানরপ্রধান। এবং বিক্রমী। প্রভূত বলশালী তুমি। তোমার বলের আশ্রয় আমি গ্রহণ করলাম। জনকসুতা সীতাকে যাতে পাওয়া যায় তাই তুমি করো।। ১৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের চতুশ্চত্বারিংশ (৪৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

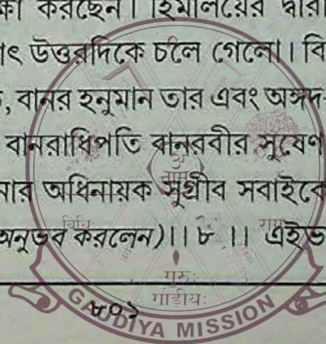
নানাদিক্ষু গমনকারিণাং বানরাণাং সুগ্রীবসমীপে উৎসাহসূচক-বাক্যকথনম্।

সর্বাংশ্চাহূয় সুগ্রীবঃ প্লবগান্ প্লবগর্ষভঃ। সমস্তাংশ্চাব্রবীদ্ রাজা রামকার্যার্থসিদ্ধয়ে।। ১
এবমেতদ্ বিচেতব্যং ভবদ্ভির্বানরোত্তমৈঃ। তদুগ্রশাসনং ভর্তুর্বিজ্ঞায় হরিপুঙ্গবাঃ।। ২
শলভা ইব সঞ্ছাদ্য মেদিনীং সম্প্রতস্থিরে। রামঃ প্রস্রবণে তস্মিন্ন্যবসৎ সহ লক্ষ্মণঃ।। ৩
প্রতীক্ষমাণস্তং মাসং সীতাধিগমনে কৃতঃ। উত্তরাং তু দিশং রম্যাং গিরিরাজসমাবৃতাম্।। ৪
প্রতস্থে সহসা বীরো হরিঃ শতবলিস্তদা। পূর্বাং দিশং প্রতিযযৌ বিনতো হরিযূথপঃ।। ৫
তারাঙ্গদাদিসহিতঃ প্লবগঃ পবনাত্মজঃ। অগস্ত্যাচরিতামাশাং দক্ষিণাং হরিযূথপঃ।। ৬
পশ্চিমাঞ্চ দিশং ঘোরাং সুষেণঃ প্লবগেশ্বরঃ। প্রতস্থে হরিশার্দূলো দিশং বরুণপালিতাম্।। ৭
ততঃ সর্বা দিশো রাজা চোদয়িত্বা যথাতথম্। কপিসেনাপতির্বীরো মুমোদ সুখিতঃ সুখম্।। ৮

পঞ্চচত্বারিংশ (৪৫) সর্গ

নানাদিকে গমনকারী বানরদের সুগ্রীবের কাছে উৎসাহসূচক বাক্যকথন।

বানররাজ, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তখন রামের কার্যসিদ্ধির জন্য বানরদের সকলকে আহ্বান করে বললো—।। ১ ।। হে বানরোত্তমগণ, আমরা যেভাবে বলেছি সেইভাবেই তোমরা অনুসন্ধান করবে। বানরশ্রেষ্ঠেরা প্রভুর সেই কড়া নির্দেশ জেনে দলে দলে পতঙ্গের মতো ধরণীকে আচ্ছাদন করে চলতে লাগলো। রাম তখন প্রস্রবণপর্বতে লক্ষ্মণের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছেন।। ২-৩ ।। সীতার সংবাদ জানার জন্য তিনি একমাস ধরে প্রতীক্ষা করছেন। হিমালয়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত উত্তরদিকটি ভারি মনোরম।। ৪ ।। বীর বানর শতবলি হঠাৎ উত্তরদিকে চলে গেলো। বিনত নামক বানর দলপতি গেলো পূর্বদিকে।। ৫ ।। বায়ুপুত্র, বানর-যূথপতি, বানর হনুমান তার এবং অঙ্গদ-প্রমুখকে নিয়ে অগস্ত্যের বিচরণ-স্থল দক্ষিণদিকে গমন করলেন।। ৬ ।। বানরাধিপতি বানরবীর সুষেণ বরুণপালিত ভীষণ পশ্চিমদিকে করলেন প্রস্থান।।৭।। তারপর বানরসেনার অধিনায়ক সুগ্রীব সবাইকে যথাযথদিকে পাঠিয়ে পরমসুখ অনুভব করতে লাগলেন (*সুমোদ—সুখ অনুভব করলেন*)।। ৮ ।। এইভাবে বানরদের দলপতিরা সকলে



এবং সঞ্চোদিতাঃ সর্বে রাজ্ঞা বানরযূথপাঃ। স্বাং স্বাং দিশমভিপ্রেত্য ত্বরিতাঃ সম্প্রতস্থিরে।। ৯
নন্দন্তশ্চোন্নদন্তশ্চ গর্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ। ক্ষ্বেডন্তো ধাবমানাশ্চ বিনদন্তো মহাবলাঃ।। ১০
এবং সঞ্চোদিতাঃ সর্বে রাজ্ঞা বানরযূথপাঃ। আনয়িষ্যামহে সীতাং হনিষ্যামশ্চ রাবণম্।। ১১
অহমেকো বধিষ্যামি প্রাপ্তং রাবণমাহবে। ততশ্চোন্মথ্য সহসা হরিষ্যে জনকাত্মজাম্।। ১২
বেপমানাং শ্রমেণাদ্য ভবদ্ভিঃ স্থীয়তামিতি। এক এবাহরিষ্যামি পাতালদপি জানকীম্।। ১৩
বিধমিষ্যাম্যহং বৃক্ষান্ দারয়িষ্যাম্যহং গিরীন্। ধরণীং দারয়িষ্যামি ক্ষোভয়িষ্যামি সাগরান্।। ১৪
অহং যোজনসংখ্যায়ঃ প্লবেয়ং নাত্র সংশয়ঃ। শতযোজনসংখ্যায়াঃ শতং সমধিকং হ্যহম্।। ১৫
ভূতলে সাগরে বাপি শৈলেষু চ বনেষু চ। পাতালস্যাপি বা মধ্যে ন মমাচ্ছিদ্যতে গতিঃ।। ১৬
ইত্যেকৈকস্তদা তত্র বানরা বলদর্পিতাঃ। উচুশ্চ বচনং তস্য হরিরাজস্য সন্নিধৌ।। ১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

রাজা সুগ্রীবের দ্বারা প্রেরিত হয়ে তাড়াতাড়ি নিজের নিজের নির্দিষ্ট দিকে চলে গেলো।। ৯ ।। মহাবলশালী বানরেরা আনন্দের সঙ্গে লাফাতে লাগলো। গর্জন করতে লাগলো। শব্দ করতে করতে দৌড়াতে লাগলো। করতে লাগলো সিংহের মতো গর্জন *(ক্ষ্বেড— সিংহ-গর্জন)*।। ১০ ।। রাজা সুগ্রীবের দ্বারা এইভাবে প্রেরিত হয়ে বানর-নায়ক সকলে বলতে লাগলো, সীতাকে আমরা নিয়ে আসবো। রাবণকে হত্যা করবো। তারপর সব দিক আলোড়িত করে সীতাকে নিয়ে আসবো।। ১১-১২ ।। তোমরা দাঁড়াও। ভয়ে কম্পিতা সীতাকে, যদি পাতালে থাকেন, যেখান থেকে আমি নিয়ে আসবো।। ১৩ ।। গাছপালা আমি তছনছ করে ফেলবো। পাহাড় ভেঙেচূরে দেবো। পৃথিবীকে করবো বিদীর্ণ। সাগরকে করবো ক্ষুব্ধ।।১৪।। আমি লাফিয়ে এক যোজন পার হয়ে যাবো। এতে কোনোই সংশয় নেই। কেউ বললো, আমি এক শত যোজন লাফিয়ে যাবো। কেউ বললো, আমি শতাধিক যোজন লাফিয়ে পার হবো।। ১৫ ।। পৃথিবীতে, সাগরে, পর্বতে, বনে বা পাতালের মধ্যে কোথাও আমার গতিরুদ্ধ হবে না।। ১৬ ।। বলদর্পী বানরেরা বানর-পতি সুগ্রীবের কাছে একে একে ঐ ধরণের স্পর্ধার কথা বলতে লাগলো।। ১৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্‌ডের পঞ্চচত্বারিংশ (৪৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌চত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

শ্রীরামসমীপে সুগ্রীবস্য স্বীয়ভূমণ্ডলভ্রমণবৃত্তান্তকথনম্।

গতেষু বানরেন্দ্রেষু রামঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ। কথং ভবান্ বিজানীতে সর্বং বৈ মণ্ডলং ভুবঃ।। ১
সুগ্রীবশ্চ ততো রামমুবাচ প্রণতাত্মবান্। শ্রূয়তাং সর্বমাখ্যাস্যে বিস্তরেণ বচো মম।। ২
যদা তু দুন্দুভিং নাম দানবং মহিষাকৃতিম্। প্রতিকালয়তে বালী মলয়ং প্রতি পর্বতম্।। ৩

ষট্‌চত্বারিংশ (৪৬) সর্গ

শ্রীরামের কাছে সুগ্রীবের নিজের ভূমণ্ডলভ্রমণ বৃত্তান্ত-কথন।

বানরপতিরা চলে গেলে রাম সুগ্রীবকে বললেন, আপনি কি করে সারা পৃথিবীর খবর জানলেন?।। ১ ।। আত্মজ্ঞানী সুগ্রীব এবার প্রণত হয়ে রামকে বললো, শুনুন। সবিস্তারে বলছি।। ২ ।। দুন্দুভি নামে এক দানব ছিলো। তার পুত্র ছিলো মহিষের মতো। নামও ছিলো মহিষ। বালি সেই মহিষকে মলয়পর্বতে ধরে আনেন।। ৩ ।। ভয়ে মহিষ মলয়পর্বতের গুহায় পালিয়ে প্রবেশ করে। বালিও তাকে হত্যার জন্য

তদা বিবেশ মহিষো মলয়স্য গুহাং প্রতি। বিবেশ বালী তত্রাপি মলয়ং তজ্জিঘাংসয়া।। ৪
ততোঽহং তত্র নিক্ষিপ্তো গুহাদ্বারি বিনীতবৎ। ন চ নিষ্ক্রামতে বালী তদা সংবৎসরে গতে।। ৫
ততঃ ক্ষতজবেগেন আপুপূরে তদা বিলম্। তদহং বিস্মিতো দৃষ্ট্বা ভ্রাতুঃ শোকবিষার্দিতঃ।। ৬
অথাহং গতবুদ্ধিস্তু সুব্যক্তং নিহতো গুরুঃ। শিলা পর্বতসঙ্কাশা বিলদ্বারি ময়া কৃতা।। ৭
অশক্নুবন্নিষ্ক্রমিতুং মহিষো বিনশিষ্যতি। ততোঽহমাগাং কিষ্কিন্ধাং নিরাশস্তস্য জীবিতে।। ৮
রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়া সহ। মিত্রৈশ্চ সহিতস্তত্র বসামি বিগতজ্বরঃ।। ৯
আজগাম ততো বালী হত্বা তং বানরর্ষভঃ। ততোঽহমদদাং রাজ্যং গৌরবাদ্ভয়যন্ত্রিতঃ।। ১০
স মাং জিঘাংসুর্দুষ্টাত্মা বালী প্রব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ। পরিকালয়তে বালী ধাবন্তং সচিবৈঃ সহ।। ১১
ততোঽহং বালিনা তেন সোঽনুবদ্ধঃ প্রধাবিতঃ। নদীশ্চ বিবিধাঃ পশ্যন্ বনানি নগরাণি চ।। ১২
আদর্শতলসঙ্কাশা ততো বৈ পৃথিবী ময়া। অলাতচক্রপ্রতিমা দৃষ্টা গোষ্পদবৎ কৃতা।। ১৩
পূর্বাং দিশং ততো গত্বা পশ্যামি বিবিধান্ দ্রুমান্। পর্বতান্ সদরীন্ রম্যান্ সরাংসি বিবিধানি চ।। ১৪
উদয়ং তত্র পশ্যামি পর্বতং ধাতুমণ্ডিতম্। ক্ষীরোদং সাগরং চৈব নিত্যমপ্সরসালয়ম্।। ১৫
পরিকাল্যমানস্তদা বালিনাভিদ্রুতো হ্যহম্। পুনরাবৃত্য সহসা প্রস্থিতোঽহং তদা বিভো।। ১৬
দিশস্তস্যাস্ততা ভূয়ঃ প্রস্থিতো দক্ষিণাং দিশম্। বিন্ধ্যপাদপসঙ্কীর্ণাং চন্দনদ্রুমশোভিতাম্। ১৭
দ্রুমশৈলান্তরে পশ্যন্ ভূয়ো দক্ষিণতোঽপরাম্। অপরাঞ্চ দিশং প্রাপ্তো বালিনা সমভিদ্রুতঃ।। ১৮
স পশ্যন্ বিবিধান্ দেশানস্তঞ্চ গিরিসত্তমম্। প্রাপ্য চাস্তং গিরিশ্রেষ্ঠমুত্তরং সম্প্রধাবিতঃ।। ১৯
হিমবন্তঞ্চ মেরুঞ্চ সমুদ্রঞ্চ তথোত্তরম্। যদা ন বিন্দে শরণং বালিনা সমভিদ্রুতঃ।। ২০

মলয়পর্বতে প্রবেশ করলো।। ৪ ।। আমাকে সে গুহার দ্বারদেশে পাহারায় রেখে গেলো। বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রৈলাম আমি। একবৎসর চলে গেলো। বালি আর বেরিয়ে এলো না।। ৫ ।। অনন্তর ক্ষত থেকে উৎপন্ন রক্তে গুহার গর্ভ ভরে গেলো। তা দেখে আমি বিস্মিত হলাম। দাদার শোকে বিষণ্ণ হয়ে পড়লাম।। ৬ ।। শোকে হতবুদ্ধি আমি। ভাবলাম, দাদা নিহত হয়েছে। এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে। পাহাড়ের মতো বিশাল একটি শিলা দিয়ে আমি গুহার মুখ আটকে দিলাম।। ৭ ।। বের হতে না পেরে মহিষ মরে যাবে। তার প্রাণ সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে অতঃপর আমি কিষ্‌কিন্ধায় ফিরে এলাম।। ৮ ।। তারা এবং রুমার সঙ্গে বিরাট রাজ্য পেয়ে মিত্রদের নিয়ে নিশ্চিন্তে আমি সেখানে বাস করছি।। ৯ ।। কিছুদিন পরে বানরশ্রেষ্ঠ বালি মহিষ নামক সেই দানবকে হত্যা করে ফিরে এলো। আমি ভয়ে এবং গৌরবে রাজ্য তাঁকেই সমর্পণ করলাম।। ১০ ।। বালি আমার ওপর ক্ষুব্ধ হলো। আমাকে হত্যা করতে চাইলো। সচিবদের নিয়ে আমি দৌড়ে পালাতে লাগলাম। বালিও আমার পেছনে পেছনে ধেয়ে আসছিলো।। ১১।। বালির তাড়া খেয়ে আমি বিবিধ নদী, বন এবং নগর দেখতে দেখতে ছুটতে লাগলাম।। ১২ ।। পৃথিবীকে আমার তখন আয়নার মতো এবং জ্বলন্ত অঙ্গারের চাকার মতো মনে হচ্ছিলো। বিশাল পৃথিবী যেন গোষ্পদ! *(আদর্শ—আয়না। অলাত—জ্বলন্ত অঙ্গার। গোষ্পদ—গোরুর পদচিহ্ন, ক্ষুদ্র)*।। ১৩ ।। পূর্বদিকে গিয়ে আমি দেখলাম নানারকমের গাছপালা। গুহাসহ পাহাড়। সুন্দর সব সরোবর।। ১৪ ।। ধাতুশোভিত উদয়াচল, ক্ষীরোদসাগর এবং অপ্সরাদের নিত্যকালের বাসস্থানও দেখলাম।। ১৫ ।। হে প্রভো, তখনো বালি আমায় তাড়া করছে। তা দেখে আমি দ্রুত ফিরে অন্যদিকে ছুটতে লাগলাম।। ১৬ ।। আমি দক্ষিণ দিকে গেলাম। সেদিকে ছিলো বিন্ধ্যপর্বতের পাদদেশ। চন্দনগাছে পরিশোভিত।। ১৭ ।। পাহাড় এবং গাছের আড়ালে বালিকে দেখে সেই দক্ষিণদিক থেকে আমি পশ্চিমদিকে ছুটলাম। বালি তখনো আমায় তাড়া করেই বেড়াচ্ছে।। ১৮ ।। সেই দিকেও নানা দেশ দেখার পর পর্বতশ্রেষ্ঠ অস্তাচলের দিকে দৌড়োতে লাগলাম।। ১৯ ।। বালির তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে আমি হিমালয়, উত্তরমেরু এবং উত্তরসমুদ্র দর্শন করেও কোথাও আশ্রয় পেলাম না।। ২০ ।। তখন বুদ্ধিমান হনুমান এই কথা আমায় বললো, রাজন্,

ততো মাং বুদ্ধিসম্পন্নো হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ। ইদানীং মে স্মৃতং রাজন্ যথা বালী হরীশ্বরঃ।। ২১
মতঙ্গেন তদা শপ্তো হ্যস্মিন্নাশ্রমমণ্ডলে। প্রবিশেদ্ যদি বৈ বালী মূর্ধাস্য শতধা ভবেৎ।। ২২
তত্র বাসঃ সুখোঽস্মাকং নিরুদ্বিগ্নো ভবিষ্যতি। ততঃ বাসঃ পর্বতমাসাদ্য ঋষ্যমূকং নৃপাত্মজ।
ন বিবেশ তদা বালী মতঙ্গস্য ভয়াত্তদা।। ২৩
এবং ময়া তদা রাজন্ প্রত্যক্ষমুপলক্ষিতম্। পৃথিবীমণ্ডলং সর্বং গুহামস্যাগতস্ততঃ।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্চত্বারিংশঃ সর্গঃ।

এইবার আমার মনে পড়েছে। বানরপতি বালি মতঙ্গের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলো। তাঁর আশ্রমের পরিধির মধ্যে যদি বালি প্রবেশ করে তাহলে তার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে।। ২১-২২ ।। তাই সেখানেই আমাদের বসবাস নিরুদ্‌বিগ্ন হবে। সুখেরও। হে রাজপুত্র, আমি ঋষ্যমূকপর্বত পেয়ে তাতে প্রবেশ করলাম। বালি তখন আর মতঙ্গের ভয়ে সেখানে যেতে পারলো না।। ২৩ ।। রাজন্, এইভাবে সমগ্র পৃথিবী আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করেছি। শেষে ঋষ্যমূকপর্বতে এই গুহায় প্রবেশ করলাম।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের ষট্-চত্বারিংশ (৪৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

পূর্বাদিদিক্‌ত্রয়ং গত্বা তত্র চান্বিষ্য বিফলমনোরথানাং বানরাণাং প্রত্যাবর্তনম্।

দর্শনার্থং তু বৈদেহ্যাঃ সর্বতঃ কপিকুঞ্জরাঃ। ব্যাদিষ্টাঃ কপিরাজেন যথোক্তং জগ্মুরঞ্জসা।। ১
তে সরাংসি সরিৎকক্ষানাকাশং নগরাণি চ। নদীদুর্গাংস্তথা দেশান্ বিচিন্বন্তি সমন্ততঃ।। ২
সুগ্রীবেণ সমাখ্যাতাঃ সর্বে বানরযূথপাঃ। তত্র দেশান্ বিচিন্বন্তি সশৈল-বন-কাননান্।। ৩
বিচিত্য দিবসং সর্বে সীতাধিগমনে ধৃতাঃ। সমাযান্তি স্ম মেদিন্যাং নিশাকালেষু বানরাঃ।। ৪
সর্বর্তুকাংশ্চ দেশেষু বানরাঃ সফলদ্রুমান্। আসাদ্য রজনীং শয্যাং চক্রুঃ সর্বেষ্বহঃসু তে।। ৫
তদহঃ প্রথমং কৃত্বা মাসে প্রস্রবণং গতাঃ। কপিরাজেন সঙ্গম্য নিরাশাঃ কপিকুঞ্জরাঃ।। ৬
বিচিত্য তু দিশং পূর্বাং যথোক্তাং সচিবৈঃ সহ। অদৃষ্ট্বা বিনতঃ সীতামাজগাম মহাবলঃ।। ৭
দিশমপ্যুত্তরাং সর্বাং বিচিত্য স মহাকপিঃ। আগতঃ সহ সৈন্যেন ভীতঃ শতবলিস্তদা।। ৮
সুষেণঃ পশ্চিমামাশাং বিবিচ্য সহ বানরৈঃ। সমেত্য মাসে পূর্ণে তু সুগ্রীবমুপচক্রমে।। ৯

সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) সর্গ

পূর্বাদি তিনদিকে গিয়ে অন্বেষণ করে বিফল-মনোরথ হয়ে বানরদের প্রত্যাবর্তন।

বানরাধিপতি সুগ্রীবের দ্বারা বিশেষরূপে আদিষ্ট হয়ে বানরবীরেরা বিদেহ রাজকন্যা সীতার সন্ধানে দ্রুত গমন করলো।।। ১ ।। তারা সরোবর, নদী, জনপদ, আকাশ, নগর, দুর্গ এবং বিভিন্নদেশ ভালোভাবে খুঁজে দেখতে লাগলো।। ২ ।। সুগ্রীবের দ্বারা সম্যগ্‌রূপে আদিষ্ট বানরদলপতিরা দেশে দেশে গিয়ে পাহাড়, বন, বাগান সব সন্ধান করতে লাগলো।। ৩ ।। সীতাকে পাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ভূতলে সারা দিন সন্ধান করে রাত্রের বানরেরা একসঙ্গে মিলিত হতো।। ৪ ।। তারপর সকল ঋতুতেই ফলদান করে এমন সব গাছের নীচে তারা আশ্রয়ে নিতো। ফল খেয়ে রাত্রিতে তারা সেখানেই ঘুমিয়ে নিতো *(সর্ব + ঋতু = সর্বর্তু)*।। ৫ ।। কপিশ্রেষ্ঠেরা বের হবার প্রথম দিন থেকে এক মাস ধরে সন্ধান করে প্রস্রবণপর্বতে এসে কপিরাজ সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হলো।। ৬ ।। মহাবলবান বিনত নামক বানরদলপতি সুগ্রীবের কথামতো সচিবদের নিয়ে পূর্বদিকে খোঁজ করে সীতাকে দেখতে না পেয়ে ফিরে এলো।। ৭ ।। শতবলি নামক বিরাট বানরনেতা সমগ্র উত্তরদিক সন্ধান করে ভীত হয়ে সৈন্যদের নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলো।। ৮ ।। এক মাস পূর্ণ হলে সুষেণ বানরদের নিয়ে পশ্চিমদিকে খোঁজ করে ফিরে এলো সুগ্রীবের কাছে।। ৯ ।। প্রস্রবণপর্বত

তং প্রস্রবণপৃষ্ঠস্থং সমাসাদ্যাভিবাদ্য চ। আসীনং সহ রামেণ সুগ্রীবমিদমব্রুবন্।। ১০
বিচিতাঃ পর্বতাঃ সর্বে বনানি গহনানি চ। নিম্নগাঃ সাগরান্তাশ্চ সর্বে জনপদাশ্চ যে।। ১১
গুহাশ্চ বিচিতাঃ সর্বা যাশ্চ তে পরিকীর্তিতাঃ। বিচিতাশ্চ মহাগুল্মা লতাবিততসন্ততা।। ১২
গহনেষু চ দেশেষু দুর্গেষু বিষমেষু চ। সত্ত্বান্যতিপ্রমাণানি বিচিতানি হতানি চ।
যে চৈব গহনা দেশা বিচিতাস্তে পুনঃপুনঃ।। ১৩
উদারসত্ত্বাভিজনো হনুমান্ স মৈথিলীং জ্ঞাস্যতি বানরেন্দ্র।
দিশং তু যামেব গতা তু সীতা তামাস্থিতো বায়ুসুতো হনূমান্।। ১৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

-পৃষ্ঠে রামের সঙ্গে উপবিষ্ট সুগ্রীবের কাছে এসে প্রণাম করে বানরেরা বললো—।। ১০ ।। আপনি আমাদের যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই সব পর্বত, গহন বন, সাগর পর্যন্ত প্রবাহিত নদী এবং জনপদ সকল খুঁজে দেখেছি।। ১১ ।। গুহাগুলিতেও সন্ধান করেছি। সন্ধান করেছি বিরাট সব ঝোপ-ঝাড় এবং লতাকুঞ্জ।। ১২ ।। যে সব স্থান অত্যন্ত গহন, দুর্গম ও উঁচুনীচু, যেখানে বিশাল সব জীবজন্তু বাস করে, সেই সব জায়গা খুঁজে দেখেছি। নিহত করেছি ভয়ঙ্কর সব প্রাণীদের।। ১৩ ।। হে বানরেন্দ্র, হনুমান মহাশক্তিশালী। এবং উচ্চবংশজাত। সীতা কোন্ দিকে গেছেন হে রাজপুত্র, হনুমানই তা জানতে পারবেন।। ১৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের সপ্তচত্বারিংশ (৪৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ ।।

দক্ষিণদিক্‌প্রস্থিতানাং বানরাণাং সীতান্বেষণারম্ভঃ।

সহ তারাঙ্গদাভ্যাং তু সহসা হনুমান্ কপিঃ। সুগ্রীবেণ যথোদ্দিষ্টং গন্তুং দেশং প্রচক্রমে।। ১
স তু দূরমুপাগম্য সর্বৈস্তৈঃ কপিসত্তমৈঃ। ততো বিচিত্য বিন্ধ্যস্য গুহাশ্চ গহনানি চ।। ২
পর্বতাগ্র-নদীদুর্গান্ সরাংসি বিপুলদ্রুমান্। বৃক্ষখণ্ডাংশ্চ বিবিধান্ পর্বতান্ বনপাদপান্।। ৩
অন্বেষমাণাস্তে সর্বে বানরাঃ সর্বতো দিশম্। ন সীতাং দদৃশুর্বীরা মৈথিলীং জনকাত্মজাম্।। ৪
তে ভক্ষয়ন্তো মূলানি ফলানি বিবিধান্যপি। অন্বেষমাণা দুর্ধর্ষা ন্যবসংস্তত্র তত্র হ।। ৫
স তু দেশো দুরন্বেষো গুহাগহনবান্ মহান্। নির্জলং নির্জনং শূন্যং গহনং ঘোরদর্শনম্ ।। ৬
তাদৃশান্যপ্যরণ্যানি বিচিত্য ভৃশপীড়িতাঃ। স তু দেশশ্চ দুরন্বেষ্যো গুহাগহনবান্ মহান্।। ৭
ত্যক্ত্বা তু তং ততো দেশং সর্বে বৈ হরিযূথপাঃ। দেশমন্যং দুরাধর্ষং বিবিশুশ্চাকুতোভয়াঃ।। ৮

অষ্টচত্বারিংশ (৪৮) সর্গ

দক্ষিণদিকে প্রস্থিত বানরদের সীতার সন্ধান আরম্ভ।

বানর হনুমান তার এবং অঙ্গদের সঙ্গে সুগ্রীব যে দেশের কথা বলেছিলেন সেই দক্ষিণদেশে যেতে আরম্ভ করলেন।। ১ ।। কিছু দূর গিয়ে তিনি বানরশ্রেষ্ঠদের সঙ্গে বিন্ধ্যপর্বতের গহন গুহাগুলি খুঁজে দেখলেন।। ২ ।। সন্ধান করলেন পাহাড়ের চূড়া। নদী। দুর্গ। সরোবর। বিশাল সব বন্যবৃক্ষ এবং সকল দিকে।। ৩ ।। বীর সেই বানরেরা সকল দিক খুঁজেও জনকরাজকন্যা মৈথিলী সীতাকে দেখতে পেলো না।। ৪ ।। সন্ধানকালে তারা সেখানে নানা ফল এবং মূল খেয়ে বাস করতে আরম্ভ করলো।। ৫ ।। সেই অঞ্চল ছিলো বিশাল। সেখানে আছে গহন সব গুহা। জল নেই। জনমানবশূন্য। ভয়ঙ্কর।। ৬ ।। ঐ রকমের অরণ্যগুলিতে খুঁজতে গিয়ে তারা অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়লো। গুহার গহন সেই সব স্থানে অন্বেষণ করা খুবই দুষ্কর।। ৭ ।। এবার সেই বানরদলপতিরা সেখান থেকে নির্ভীকভাবে অন্য দেশে প্রবেশ করলো।।৮।। সেখানে গাছগুলি ফল দেয় না। সব বন্ধ্যা। তাতে ফুল নেই। পাতাও নেই। নদীতে জল

যত্র বন্ধ্যফলা বৃক্ষা বিপুষ্পা পর্ণবর্জিতাঃ। নিস্তোয়াঃ সরিতো যত্র মূলং যত্র সুদুর্লভম্।। ৯
ন সন্তি মহিষা যত্র ন মৃগা ন চ হস্তিনঃ। শার্দূলাঃ পক্ষিণো বাপি যে চান্যে বনগোচরাঃ।। ১০
ন চাত্র বৃক্ষা নৌষধ্যো ন বল্ল্যো নাপি বীরুধঃ। স্নিগ্ধপত্রাঃ স্থলে যত্র পদ্মিন্যঃ ফুল্লপঙ্কজাঃ।। ১১
প্রেক্ষণীয়াঃ সুগন্ধাশ্চ ভ্রমরৈশ্চ বিবর্জিতাঃ। কণ্ডুর্নাম মহাভাগঃ সত্যবাদী তপোধনঃ।। ১২
মহর্ষিঃ পরমামর্ষী নিয়মৈর্দুষ্প্রধর্ষণঃ। তস্য তস্মিন্ বনে পুত্রো বালকো দশবার্ষিকঃ।। ১৩
প্রণষ্টো জীবিতান্তায় ক্রুদ্ধস্তেন মহামুনিঃ। তেন ধর্মাত্মনা শপ্তং কৃৎস্নং তত্র মহদ্বনম্।। ১৪
অশরণ্যং দুরাধর্ষং মৃগ-পক্ষিবিবর্জিতম্। তস্য তে কাননান্তাংস্তু গিরীণাং কন্দরাণি চ।। ১৫
প্রভবাণি নদীনাঞ্চ বিচিন্বন্তি সমাহিতাঃ। তত্র চাপি মহাত্মানো নাপশ্যঞ্জনকাত্মজাম্।। ১৬
হর্তারং রাবণং বাঽপি সুগ্রীব প্রিয়কারিণঃ। তে প্রবিশ্য তু তং ভীমং লতাগুল্মসমাবৃতম্।। ১৭
দদৃশুর্ভীমকর্মাণমসুরং সুরনির্ভয়ম্। তং দৃষ্ট্বা বানরা ঘোরং স্থিতং শৈলমিবাসুরম্।। ১৮
গাঢ়ং পরিহিতাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা তং পর্বতোপমম্। সোঽপি তান্ বানরান্ সর্বান্নষ্টাঃ স্থেত্যব্রবীদ্ বলী।। ১৯
অভ্যধাবত সংক্রুদ্ধো মুষ্টিমুদ্যম্য সঙ্গতম্। তমাপতন্তং সহসা বালিপুত্রোঽঙ্গদস্তথা।। ২০
রাবণোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা তলেনাভিজঘান হ। স বালিপুত্রাভিহতো বক্ত্রাচ্ছোর্ণিতমুদ্বমন্।। ২১
অসুরো ন্যপতদ্ভূমৌ পর্যস্ত ইব পর্বতঃ। তে তু তস্মিন্নিরুচ্ছ্বাসে বানরা জিতকাশিনঃ।। ২২
বিচিন্বন্ প্রায়শস্তত্র সর্বং তে গিরিগহ্বরম্। বিচিতং তু ততঃ সর্বং সর্বে তে কাননৌকসঃ।। ২৩
অন্যদেবাপরং ঘোরং বিবিশুর্গিরিগহ্বরম্। তে বিচিত্য পুনঃ খিন্না বিনিষ্পত্য সমাগতাঃ।
একান্তে বৃক্ষমূলে তু নিষেদুর্দীনমানসঃ।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টচত্বারিংশঃ সর্গঃ।

নেই। মূলও অত্যন্ত দুর্লভ।। ৯ ।। সেখান মোষ, হরিণ, হাতী, বাঘ কিছুই নেই। বুনো পাখী পর্যন্ত নেই।। ১০ ।। সেখানে গাছ নেই। ওষধি নেই। ছোটো বড়ো লতাও নেই। সেখানে পদ্মসরোবরে শ্যামল পাতা নেই। পদ্মও ফোটে নি।। ১১ ।। ফলে সুগন্ধ নেই। নেই ভ্রমর। দর্শনীয় কিছুই সেখানে নেই। আছেন কণ্ডু নামে এক সত্যবাদী মহাশক্তিশালী তপস্বী।। ১২ ।। সেই মহর্ষি অত্যন্ত ক্রোধী। আচারাদি পালনে দুর্ধর্ষ। বনে তাঁর একটি দশ বৎসরের বালক ছিলো।।। ১৩ ।। অকালে সে মারা যাওয়ায় মহর্ষি হলেন ক্রুদ্ধ। সেই ধর্মপ্রাণ মহাত্মা অভিশাপ দিলেন।। ১৪ ।। এই বিরাট বনে কেউই আশ্রয় নেবে না। দুষ্প্রবেশ্য হবে এই বন। পশু-পাখী থাকবে না। সেই পাহাড়ের বনান্ত এবং গুহাগুলিও তারা খুঁজে দেখলো।। ১৫।। মহাপ্রাণ বানরেরা সেই পাহাড় থেকে উৎপন্ন নদীগুলিও একাগ্রচিত্তে খুঁজে দেখলো। কিন্তু সীতাকে দেখতে পেলে না।। ১৬ ।। হে সুগ্রীব, সেই প্রিয়কর্মকারী বানরেরা সীতাহরণকারী রাবণকে দেখতে পেলো না। তারা এবার লতা-গুল্মে আচ্ছন্ন সেই ভয়ঙ্কর স্থানে প্রবেশ করলো।। ১৭ ।। সেখানে দেখলে দেবতাদের চেয়েও নির্ভীক, ভীষণকর্মা এক অসুরকে। পাহাড়ের মতো অটলভাবে দাঁড়ানো। ঐ বিশালকায় ভীষণ অসুরকে দেখে বানরেরা তাকে আক্রমণের জন্য তৈরী হলো।। ১৮ ।। পর্বতপ্রমাণ অসুরকে দেখে বানরেরা সবাই পরনের কাপড় আঁটোসাঁটো করে বেঁধে নিলো। বলবান অসুরও বানরদের দেখে বললো, তোমরা সবাই ধ্বংস হও।। ১৯ ।। মুষ্টি তুলে সে যখন তাঁদের প্রতি ধেয়ে আসছে, তখন বালিপুত্র অঙ্গদ অত্যন্ত রেগে দ্রুত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।। ২০ ।। এই তো রাবণ, এই মনে করে সে তল নামক অস্ত্রের দ্বারা তাকে আঘাত করলো। বালিপুত্র অঙ্গদের দ্বারা আহত হয়ে সেই অসুর মুখ দিয়ে রক্তবমন করতে লাগলো।। ২১ ।। বিপর্যস্ত পর্বতের মতো সেই অসুর মাটিতে পড়ে গেলো। তার প্রাণ চলে গেলে বিজয়ী বানরেরা...।। ২২ ।। সেখানে গিরিগুহায় সর্বত্র সন্ধান করতে লাগলো। বনবাসী বানরেরা সব খুঁজে দেখে...।। ২৩ ।। আর একটি ভীষণ পর্বত গহ্বরে প্রবেশ করলো। সেখানে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে তারা বেরিয়ে এলো। দুঃখিতচিত্তে নির্জনে গাছের নীচে তারা তখন এসে বসলো।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের অষ্টচত্বারিংশ (৪৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

অঙ্গদ-গন্ধমাদনত আশ্বাসং লব্ধ্বা পুনরুৎসাহেন বানরাণাং সীতান্বেষণে প্রবৃত্তিঃ।

অথাঙ্গদস্তথা সর্বান্ বানরানিদমব্রবীৎ। পরিশ্রান্তো মহাপ্রাজ্ঞঃ সমাশ্বাস্য শনৈর্বচঃ।। ১
বনানি গিরয়ো নদ্যো দুর্গাণি গহনানি চ। দরী গিরিগুহাশ্চৈব বিচিতাঃ সর্বমন্ততঃ।। ২
তত্র তত্র সহাস্মাভির্জানকী ন চ দৃশ্যতে। তথা রক্ষোঽপহর্তা চ সীতায়াশ্চৈব দুষ্কৃতী।। ৩
কালশ্চ নো মহান্ যাতঃ সুগ্রীবশ্চোগ্রশাসনঃ। তস্মাদ্ভবন্তঃ সহিতা বিচিন্বন্তু সমন্ততঃ।। ৪
বিহায় তন্দ্রীং শোকঞ্চ নিদ্রাং চৈব সমুত্থিতাম্। বিচিনুধ্বং তথা সীতাং পশ্যামো জনকাত্মজাম্।। ৫
অনির্বেদঞ্চ দাক্ষ্যঞ্চ মনসশ্চাপরাজয়ম্। কার্যসিদ্ধিকরাণ্যাহুস্তস্মাদেতদ্ ব্রবীম্যহম্।। ৬
অদ্যাপীদং বনং দুর্গং বিচিন্বন্তু বনৌকসঃ। খেদং ত্যক্ত্বা পুনঃ সর্বং বনমেব বিচিন্বতাম্।। ৭
অবশ্যং কুর্বতাং তস্য দৃশ্যতে কর্মণঃ ফলম্। পরং নির্বেদমাগম্য নহি নোন্মীলনং ক্ষমম্।। ৮
সুগ্রীবঃ ক্রোধনো রাজা তীক্ষ্ণদণ্ডশ্চ বানরাঃ। ভেতব্যঃ তস্য সততং রামস্য চ মহাত্মনঃ।। ৯
হিতার্থমেতদুক্তং বঃ ক্রিয়তাং যদি রোচতে। উচ্যতাং হি ক্ষমং যত্তৎ সর্বেষামেব বানরাঃ।। ১০
অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা বচনং গন্ধমাদনঃ। উবাচ ব্যক্তয়া বাচা পিপাসাশ্রমখিন্নয়া।। ১১
সদৃশং খলু বো বাক্যমঙ্গদো যদুবাচ হ। হিতং চৈবানুকূলঞ্চ ক্রিয়তামস্য ভাষিতম্।। ১২
পুনর্মার্গামহে শৈলান্ কন্দরাংশ্চ শিলাস্তথা। কাননানি চ শূন্যানি গিরিপ্রস্রবণানি চ।। ১৩
যথোদ্দিষ্টানি সর্বাণি সুগ্রীবেণ মহাত্মনা। বিচিন্বন্তু বনং সর্বে গিরিদুর্গাণি সঙ্গতাঃ।। ১৪
ততঃ সমুত্থায় পুনর্বানরাস্তে মহাবলাঃ। বিন্ধ্যকাননসঙ্কীর্ণাং বিচেরুর্দক্ষিণাং দিশম্।। ১৫

ঊনপঞ্চাশ (৪৯) সর্গ

অঙ্গদ এবং গন্ধমাদনের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে আবার উৎসাহের সঙ্গে বানরদের সীতার সন্ধানে আত্মনিয়োগ।

অত্যন্ত ক্লান্ত মহাজ্ঞানী অঙ্গদ তখন বানর সকলকে সম্যগ্‌রূপে আশ্বাস দিয়ে ধীরে ধীরে বললো— ।। ১।। বন, পাহাড়, নদী, দুর্গম গহন স্থান, দীর্ঘ গুহা, পর্বতের গুহা, সবই শেষ পর্যন্ত আমরা খুঁজে দেখেছি ।। ২।। সীতাকে দেখা গেলো না। দেখা গেলো না সীতার অপহরণকর্তা দুষ্কৃতি সেই রাবণকেও ।। ৩ ।। আমাদের সময় অনেক চলে গেছে। সুগ্রীবও খুব কড়া শাসক। তাই তোমরা সবাই মিলিত হয়ে একযোগে সবদিকে সন্ধান করো।। ৪ ।। তন্দ্রা, শোক এবং ঘুম এলে সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এমন করে সবাই সন্ধান করো, যাতে জনকদুহিতা সীতাকে আমরা দেখতে পাই।।৫ ।। অনির্বেদ তথা উৎসাহ, নৈপুণ্য এবং মনের জোর কার্যসিদ্ধির কারণ। সেজন্যই আমি এই কথা বলছি।।৬ ।। হে বনবাসী বানরবৃন্দ, খেদ ত্যাগ করে আবার সবাই এই দুর্গম বনে সন্ধান করো।। ৭ ।। কাজ করলে তার ফল অবশ্যই পাওয়া যায়। খিন্ন হয়ে নিরাশ হয়ে যাওয়া তোমাদের উচিত হবে না।। ৮ ।। হে বানরগণ, রাজা সুগ্রীব ক্রোধী। তিনি কঠোর দণ্ডদান করেন। তাই মহাত্মা রাম এবং তাঁকে ভয় করতে হবে।। ৯ ।। হে বানরবৃন্দ, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমি এই কথা বলছি। যদি ভালো লাগে, তাহলে যা বললাম তাই করো। কিংবা তোমরাই বলো কি করতে হবে!।।১০।। অঙ্গদের কথা শুনে গন্ধমাদন পিপাসা এবং শ্রমে ক্লান্ত হলেও স্পষ্টভাবে বললো— ।।১১।। অঙ্গদ যা বললেন, তা কল্যাণকর। এবং অনুকূল। ইনি যা বললেন, সকলে তাই করো।। ১২ ।। আমরা আবার গিয়ে শৈল, কন্দর, শিলা, কানন, শূন্যস্থান এবং পার্বত্য ঝরণাগুলি খুঁজে দেখবো।। ১৩ ।। মহাত্মা সুগ্রীব যে সব দুর্গম বন এবং পাহাড়ের কথা বলেছেন, তোমরা সবাই সে সব স্থান সন্ধান করে দেখো।।১৪।। মহাবলশালী বানরেরা তখন গাছের নীচ থেকে উঠে বিন্ধ্যাচলের বনাকীর্ণ দক্ষিণদিকে বিচরণ করতে লাগলো।। ১৫ ।। তারা এবার শরৎকালের মেঘের মতো সুন্দর রজতপর্বতে আরোহণ

তে শারদাভ্রপ্রতিমং শ্রীমদ্‌রজতপর্বতম্। শৃঙ্গবন্তং দরীবন্তমধিরুহ্য চ বানরাঃ।। ১৬
তত্র লোধ্রবনং রম্যং সপ্তপর্ণবনানি চ। বিচিন্বন্তো হরিবরাঃ সীতাদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।। ১৭
তস্যাগ্রমধিরূঢ়াস্তে শ্রান্তা বিপুলবিক্রমাঃ। ন পশ্যন্তি স্ম বৈদেহীং রামস্য মহিষীং প্রিয়াম্।। ১৮
তে তু দৃষ্টিগতং দৃষ্ট্বা তং শৈলং বহুকন্দরম্। অধ্যারোহন্ত হরয়ো বীক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ।। ১৯
অবরুহ্য ততো ভূমিং ভ্রান্তা বিগতচেতসঃ। স্থিতা মুহূর্তং তত্রাথ বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতাঃ।। ২০
তে মুহূর্তং সমাশ্বস্তাঃ কিঞ্চিদ্ভগ্নপরিশ্রমাঃ। পুনরেবোদ্যতাঃ কৃৎস্নাং মার্গিতুং দক্ষিণাং দিশম্।। ২১
হনুমৎপ্রমুখাস্তাবৎ প্রস্থিতাঃ প্লবগর্ষভাঃ। বিন্ধ্যমেবাদিতঃ কৃত্বা বিচেরুশ্চ সমন্ততঃ।। ২২

ইত্যার্যে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

করলো। সেই পাহাড়ে চূড়া আছে। আছে গুহা।। ১৬ ।। সীতাকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় সেই বানরশ্রেষ্ঠেরা সুন্দর লোধ্রবনে এবং ছাতিমগাছের বনের মধ্যে সীতাকে খুঁজতে লাগলো।। ১৭ ।। বিপুলবিক্রমে তারা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে শ্রান্ত হয়ে পড়লো। কিন্তু রামের প্রিয় মহিষী বিদেহরাজকন্যা সীতাকে দেখতে পেলো না।। ১৮ ।। বহু গুহা-সমন্বিত সেই পাহাড় থেকে নামতে গিয়ে বানরদের চারদিকে যা যা চোখে পড়ছিলো দেখলো।। ১৯ ।। পাহাড় থেকে নীচে মাটিতে নেমে এসে ঘোরাঘুরি করে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে গেলো। গাছের নীচে তারা মুহূর্তের জন্য অবস্থান করলো।। ২০ ।। মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করে ক্লান্তি দূর করে আবার সমগ্র দক্ষিণদিকে খোঁজ করতে উদ্যত হলো।। ২১ ।। হনুমান-প্রমুখ বানরবীরেরা বিন্ধ্যপর্বত থেকে শুরু করে পুনরায় দিকে দিকে অনুসন্ধানের জন্য প্রস্থান করলেন।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের ঊনপঞ্চাশ (৪৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

ক্ষুৎ-পিপসার্তানাং বানরাণাং কস্যাঞ্চিদ্ গুহায়াং প্রবেশঃ, তত্র দিব্যবৃক্ষ-সরোবর-ভবনানাং কস্যাশ্চিদ্ বৃদ্ধায়াস্তপস্বিন্যা দর্শনম্, হনুমতে বৃদ্ধাসমীপে তদীয়পরিচয়জিজ্ঞাসা চ।

সহ তারাঙ্গদাভ্যাং তু সঙ্গম্য হনুমান্ কপিঃ। বিচিনোতি চ বিন্ধ্যস্য গুহাশ্চ গহনানি চ।। ১
সিংহ-শার্দূলজুষ্টাশ্চ গুহাশ্চ পরিতস্তদা। বিষমেষু নগেন্দ্রস্য মহাপ্রস্রবণেষু চ।। ২
আসেদুস্তস্য শৈলস্য কোটিং দক্ষিণপশ্চিমাম্। তেষাং তত্রৈব বসতাং স কালো ব্যত্যবর্তত।। ৩
স হি দেশো দুরন্বেষ্যো গুহাগহনবান্মহান্। তত্র বায়ুসুতঃ সর্বং বিচিনোতি স্ম পর্বতম্।। ৪

পঞ্চাশ (৫০) সর্গ

ক্ষুধা ও পিপাসায় আর্ত বানরদের কোনো এক গুহায় প্রবেশ। সেখানে স্বর্গীয় বৃক্ষ, সরোবর, ভবন এবং এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর দর্শন। হনুমানের দ্বারা সেই বৃদ্ধার কাছে পরিচয়-জিজ্ঞাসা।

তার এবং অঙ্গদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বানর হনুমান বিন্ধ্যপর্বতের গুহা এবং দুর্গম স্থানসমূহে সন্ধান করতে লাগলেন।। ১ ।। সেখানে গুহাগুলিতে বাঘ এবং সিংহেরা বাস করে। চারদিকের স্থানসমূহ উঁচুনীচু। এই পর্বতরাজ্যে রয়েছে বিরাট বিরাট সব প্রস্রবণ। সেগুলি তিনি খুঁজে দেখলেন।। ২ ।। পাহাড়ের দক্ষিণ -পশ্চিম তথা নৈর্ঋত -কোণে তাঁরা উপস্থিত হলেন। সেখানে অবস্থান করতে করতেই তাঁদেরকে দেওয়া সুগ্রীবের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলো।। ৩ ।। গহন সব গুহা নিয়ে সেই ঘন বনাঞ্চলে সন্ধান করা ছিলো দুঃসাধ্য। তবুও পবনপুত্র হনুমান পর্বতের সর্বত্র বিশেষভাবে সন্ধান করলেন।। ৪ ।। কখনো একে

পরস্পরেণ রহিতা অন্যোন্যস্যাবিদূরতঃ। গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ।। ৫
মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব হনুমান্ জাম্ববানপি। অঙ্গদো যুবরাজস্য তারশ্চ বনগোচরঃ।। ৬
গিরিজালাবৃতান্ দেশান্ মার্গিত্বা দক্ষিণাং দিশম্। বিচিন্বন্তস্ততস্তত্র দদৃশুর্বিবৃতং বিলম্।। ৭
দুর্গমৃক্ষবিলং নাম দানবেনাভিরক্ষিতম্। ক্ষুৎপিপাসাপরীতাস্তু শ্রান্তাস্তু সলিলার্থিনঃ।। ৮
অবকীর্ণং লতাবৃক্ষৈর্দদৃশুস্তে মহাবিলম্। তত্র ক্রৌঞ্চাশ্চ হংসাশ্চ সারসাশ্চাপি নিষ্ক্রমন্।। ৯
জলার্দ্রাশ্চক্রবাকাশ্চ রক্তাঙ্গাঃ পদ্মরেণুভিঃ। ততস্তদ্বিলমাসাদ্য সুগন্ধি দুরতিক্রমম্।। ১০
বিস্ময়ব্যগ্রমনসো বভূবুর্বানরর্ষভাঃ। সঞ্জাতপরিশঙ্কাস্তে তদ্বিলং প্লবগোত্তমাম্।। ১১
অভ্যপদ্যন্ত সংহৃষ্টাস্তেজোবন্তো মহাবলাঃ। নানাসত্ত্বসমাকীর্ণং দৈত্যেন্দ্রনিলয়োপমম্।। ১২
দুর্দশমিব ঘোরঞ্চ দুর্বিগাহ্যঞ্চ সর্বশঃ। ততঃ পর্বতকূটাভো হনুমান্মারুতাত্মজঃ।। ১৩
অব্রবীদ্ বানরান্ ঘোরান্ কান্তারবনকোবিদঃ। গিরিজালাবৃতান্ দেশান্ মার্গিত্বা দক্ষিণাং দিশম্।। ১৪
বয়ং সর্বে পরিশ্রান্তা ন চ পশ্যাম মৈথিলীম্। অস্মাচ্চাপি বিলাদ্ধংসাঃ ক্রৌঞ্চাশ্চ সহ সারসৈঃ।। ১৫
জলার্দ্রাশ্চক্রবাকাশ্চ নিষ্পতন্তি স্ম সর্বশঃ। নূনং সলিলবানত্র কূপো বা যদি বা হ্রদঃ।। ১৬
তথা চেমে বিলদ্বারে স্নিগ্ধাস্তিষ্ঠন্তি পাদপাঃ। ইত্যুক্তাস্তদ্বিলং সর্বে বিবিশুস্তিমিরাবৃতম্।। ১৭
অচন্দ্রসূর্যং হরয়ো দদৃশূ রোমহর্ষণম্। নিশাম্য তস্মাৎ সিংহাশ্চ তাংস্তাংশ্চ মৃগপক্ষিণঃ।। ১৮
প্রবিষ্টা হরিশার্দূলা বিলং তিমির সংবৃতম্।
ন তেষাং সজ্জতে দৃষ্টির্ন তেজো ন পরাক্রমঃ।। ১৯

অপর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে, কখনো বা পরস্পর মিলিত হয়ে। সন্ধানে রত হলেন গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ এবং গন্ধমাদন।। ৫ ।। মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনুমান এবং জাম্ববানও তাই করছেন। যুবরাজ অঙ্গদ এবং 'তার'ও বনে ঘুরতে লাগলেন।। ৬ ।। পর্বতমালায়-ঘেরা দক্ষিণদিকে অনুসন্ধান করতে করতে তাঁরা একটি বিরাট গর্ত দেখলেন। তার মুখটি ছিলো খোলা।। ৭ ।। গর্তটির নাম ছিলো "ঋক্ষ বিল"। দুর্গম সেই বিলটি দানবেরা পাহারা দিতো। ক্ষুধা এবং পিপাসায় কাতর হয়ে ক্লান্ত ঐ বানরবৃন্দ জল খেতে চাইলে।। ৮ ।। তারা লতাপাতা এবং গাছে-ঘেরা ঐ বিলটি দেখতে পেলো। দেখলো, হাঁস, ক্রৌঞ্চ এবং সারসেরা এই মহা বিল থেকে বেরিয়ে আসছে।। ৯ ।। বেরিয়ে-আসা চক্রবাকদের দেখলো। জলে ভেজা। পদ্মের পরাগ লেগে তাদের অঙ্গ অরুণ-বর্ণ ধারণ করেছে। বিলটি এতো বিশাল এবং গভীর যে তা সহজে অতিক্রম করা যায় না।। ১০ ।। বানর বীরেরা ব্যগ্র হয়ে সেই বিল দেখে বিস্মিত হলো। হলো অত্যন্ত শঙ্কিতও।। ১১।। মহাবলশালী তেজস্বী সেই বানরেরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে *(জল পানের আশায়)* সেই বিলের কাছে উপস্থিত হলো। নানা প্রাণীতে পূর্ণ সেই বিল। দৈত্যাধিপতির আবাস বলে মনে হতো সেটিকে।। ১২ ।। দেখতে সব দিক থেকেই সেটি ছিলো ভীষণ। তাতে নামা দুঃসাধ্য। তারপর পর্বত শিখরের মতো দেখতে, রাজপুত্র হনুমান,... ।। ১৩ ।। কান্তার এবং বন সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন যিনি, শৈলমালা-পরিবৃত দক্ষিণদিকে সন্ধান করে বিশালদেহী বানরদের তিনি বললেন—।। ১৪ ।। আমরা সবাই খুঁজে খুঁজে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তবুও মিথিলা রাজপুত্রী সীতাকে দেখতে পেলাম না। এই বিল থেকে হাঁস আর ক্রৌঞ্চেরা সারসদের নিয়ে বেরিয়ে আসছে।। ১৫ ।। জলে-ভেজা চক্রবাকেরাও বেরিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে এই বিলের মধ্যে জলপূর্ণ কূপ বা হ্রদ আছে।। ১৬ ।। দেখা যাচ্ছে, এই বিলের দ্বারদেশে স্নিগ্ধ সব তরুরাজি দাঁড়িয়ে আছে। এই বলে তাঁরা সবাই আঁধারে-ভরা সেই বিলে প্রবেশ করলেন।। ১৭ ।। হনুমানের কথা শুনে প্রবেশ করে বানরেরা দেখলো সেই বিল চন্দ্র-সূর্যহীন। রোমহর্ষণকারী। সিংহ, পশু এবং পাখীরা সেখানে বিচরণ করছে।। ১৮ ।। বানরবীরেরা সেই অন্ধকারাবৃত বিলে প্রবেশ করলো। কিন্তু তাদের দৃষ্টি, তেজ ও পরাক্রম কোথাও ব্যাহত হলো না।। ১৯ ।। অন্ধকারে বায়ুর মতো তাঁদের দৃষ্টি

বায়োরিব গতিস্তেসাং দৃষ্টিস্তমসি বর্ততে। তে প্রবিষ্টাস্তু বেগেন তদ্বিলং কপিকুঞ্জরাঃ।। ২০
প্রকাশং চাভিরামঞ্চ দদৃশুর্দেশমুত্তমম্। ততস্তস্মিন্ বিলে ভীমে নানাপাদপসঙ্কুলে।। ২১
অন্যোন্যং সম্পরিষ্বজ্য জগ্মুর্যোজনমন্তরম্। তে নষ্টসংজ্ঞাস্তৃষিতাঃ সম্ভ্রান্তাঃ সলিলার্থিনঃ।। ২২
পরিপেতুর্বিলে তস্মিন্ কঞ্চিৎ কালমতন্দ্রিতাঃ। তে কৃশা দীনবদনাঃ পরিশ্রান্তাঃ প্লবঙ্গমাঃ।। ২৩
আলোকং দদৃশুর্বীরা নিরাশা জীবিতে যদা। ততস্তং দেশমাগম্য সৌম্যা বিতিমিরং বনম্ ।। ২৪
দদৃশুঃ কাঞ্চনানং বৃক্ষান্ দীপ্তবৈশ্বানর প্রভান্। শালাংস্তালাংস্তমালাংশ্চ পূন্নাগান্ বঞ্জুলান্ ধবান্ ।। ২৫
চম্পকান্নাগবৃক্ষাংশ্চ কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
স্তবকৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিত্রৈ রক্তৈঃ কিশলয়ৈস্তথা।। ২৬
আপীড়ৈশ্চ লতাভিশ্চ হেমাভরণভূষিতাম্। তরুণাদিত্যসঙ্কাশান্ বৈদূর্যময়বেদিকান্।। ২৭
বিভ্রাজমানান্ বপুষা পাদপাংশ্চ হিরণ্ময়ান্। নীলবৈদূর্যবর্ণাশ্চ পদ্মিনীঃ পতগৈর্বৃতাঃ।। ২৮
মহদ্ভিঃ কাঞ্চনৈর্বৃক্ষৈর্বৃতং বালার্কসন্নিভৈঃ। জাতরূপময়ৈর্মৎস্যৈর্মহদ্ভিশ্চাথ পঙ্কজৈঃ।। ২৯
নলিনীস্তত্র দদৃশুঃ প্রসন্নসলিলাযুতাঃ। কাঞ্চনানি বিমানানি রাজতানি তথৈব চ।। ৩০
তপনীয়গবাক্ষাপি মুক্তাজালাবৃতানি চ। হৈম-রাজত-ভৌমানি বৈদূর্যমণিমন্তি চ।। ৩১
দদৃশুস্তত্র হরয়ো গৃহমুখ্যানি সর্বশঃ। পুষ্পিতান্ ফলিনো বৃক্ষান্ প্রবালমণিসন্নিভান্।। ৩২
কাঞ্চনভ্রমরাংশ্চৈব মধূনি চ সমন্ততঃ। মণিকাঞ্চনচিত্রাণি শয়নান্যাসনানি চ।। ৩৩
বিবিধানি বিশালানি দদৃশুস্তে সমন্ততঃ। হৈম-রাজত-কাস্যানাং ভাজনানাঞ্চ রাশয়ঃ।। ৩৪

তীব্রগতি লাভ করলো। বানরশ্রেষ্ঠেরা দ্রুত সেই বিলে প্রবেশ করলেন *(হরিশার্দূল—বানরবীর। বানর হয়েও যারা বাঘের মতো বীর। কপিকুঞ্জর—বানরশ্রেষ্ঠ। কুঞ্জরহস্তী। বানর হয়েও যারা হস্তীর মতো বিশাল এবং বলশালী)*।। ২০ ।। নানাগাছে-ভরা সেই ভীষণ বিলে তাঁরা সুন্দর একটি খোলা জায়গা দেখলেন।। ২১।। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে তাঁরা এক যোজন ভিতরে চলে গেলেন। তারপর তাঁরা ভীত হয়ে, তৃষ্ণার্ত হয়ে জল খেতে চেয়ে না পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।। ২২ ।। কৃশ হয়ে গিয়েছেন তাঁরা। মুখ তাঁদের শুকিয়ে গেছে। বানরেরা অত্যন্ত শ্রান্ত। কিছুকাল তন্দ্রাহীন হয়ে তারা কাটালো।। ২৩ ।। যখন প্রাণ সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে গেছে, তখন সেই বীর বানরেরা হঠাৎ আলো দেখতে পেলো। তারপর সেই স্থানে এসে সৌম্য বানরেরা দেখলো বনে আর অন্ধকার নেই।। ২৪ ।। অদ্ভুত সেই দেশে দেখলো প্রদীপ্ত অগ্নির মতো উজ্জ্বল সোনার সব গাছ। দেখলো সাল, তাল, তমাল, পুন্নাগ, বকুল এবং ধব বৃক্ষ।। ২৫ ।। দেখলে চাঁপা, নাগকেশর, কর্ণিকার তরু। ফুলে ফুলে ভরা। সোনার বরণ, লাল সুন্দর ফুলের স্তবক এবং কিশলয়ে সেজেছে গাছগুলি।। ২৬ ।। গাছগুলির নীচে রয়েছে সোনায় ভূষিত লতা-জড়ানো বৈদূর্যমণির বেদি। নবোদিত সূর্যের মতো তাদের দীপ্তি।। ২৭ ।। সোনার গাছগুলি উজ্জ্বলদেহে শোভা পাচ্ছে। রয়েছে অনেক পদ্মপুকুর। নীল বৈদূর্যমণির মতো তাদের জল। পাখীতে পরিপূর্ণ।। ২৮ ।। পুকুরগুলি ঘিরে রয়েছে সোনার সব বিশাল গাছ। নবোদিত সূর্যের মতো তারা দেখতে। সোনালী মাছ এবং বড়ো বড়ো পদ্ম সেখানে রয়েছে।। ২৯ ।। স্বচ্ছসলিল সেই পদ্মসরোবরগুলি তারা দেখলো। দেখলো সেখানে শোভা পাচ্ছে সোনার এবং রূপোর সাততলা সব বাড়ী।। ৩০ ।। বাড়ীগুলির জানালাগুলিও সব সোনায় তৈরী। মুক্তার জালের পর্দা তাতে ঝুলছে। মেঝেও সোনার। রূপোর বৈদূর্যমণিও তাতে খচিত।। ৩১ ।। বানরেরা সবদিকে দেখলো এই সব সুন্দর সুন্দর বাড়ী। সেই সব বাড়ীতে আছে ফুল-ফলে ভরা গাছ। প্রবালমণির মতো দেখাচ্ছে সেই ফুল এবং ফলকে।। ৩২ ।। সোনার ভ্রমর সব দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মধু পান করছে। শয্যা আর বসার আসনগুলি মণি এবং সোনায় তৈরী। ভারি সুন্দর দেখতে।। ৩৩ ।। চারদিকে তারা দেখলো সোনা, রূপো এবং কাঁসার রাশি রাশি পাত্র।। ৩৪ ।। ব্যবহারের জন্য পবিত্র স্বর্গীয় অগুরু এবং

অগুরূণাঞ্চ দিব্যানাং চন্দনানাঞ্চ সঞ্চয়ান্। শুচীন্যভ্যবহারাণি মূলানি চ ফলানি চ।। ৩৫
মহার্হাণি চ যানানি মধূনি রসবন্তি চ। দিব্যানামম্বরাণাঞ্চ মহার্হাণাঞ্চ সঞ্চয়ান্।। ৩৬
কম্বলানাঞ্চ চিত্রাণামজিনানাঞ্চ সঞ্চয়ান্। তত্র তত্র চ বিন্যস্তান্ দীপ্তান্ বৈশ্বানরপ্রভান্।। ৩৭
দদৃশুর্বানরাঃ শুভ্রান্ জাতরূপস্য সঞ্চয়ান্। তত্র তত্র বিচিন্বন্তো বিলে তত্র মহাপ্রভাঃ।। ৩৮
দদৃশুর্বানরাঃ শূরাস্ত্রিয়ং কাঞ্চিদদূরতঃ। তাঞ্চ তে দদৃশুস্তত্র চীর-কৃষ্ণাজিনাম্বরাম্।। ৩৯
তাপসীং নিয়তাহারাং জ্বলন্তীমিব তেজসা। বিস্মিতা হরয়স্তত্র ব্যবতিষ্ঠন্ত সর্বশঃ।
পপ্রচ্ছ হনুমাংস্তত্র কাসি ত্বং কস্য বা বিলম্।। ৪০
ততো হনুমান্ গিরিসন্নিকাশঃ কৃতাঞ্জলিস্তামভিপদ্য বৃদ্ধাম্।।
পপ্রচ্ছ কা ত্বং ভবনং বিলঞ্চ রত্নানি চেমানি বদস্ব কস্য।। ৪১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

চন্দন সেখানে সঞ্চিত রয়েছে। আছে ফল এবং মূল।। ৩৫ ।। সেগুলি মধুর। এবং রসালো। মহামূল্যবান শিবিকাদি যানও রয়েছে। দিব্য মূল্যবান বসন আছে সঞ্চিত।। ৩৬ ।। সুন্দর কম্বল ও মৃগচর্ম থরে থরে সাজানো। তাদের থেকে অগ্নির মতো দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।। ৩৭ ।। বানরেরা উজ্জ্বল সোনার সঞ্চয় সেখানে দেখলো। সেই বিলে খুঁজতে খুঁজতে বীর বানরেরা অদূরে বস্ত্রখণ্ড কৃষ্ণাজিন পরিহিতা এক নারীকে দেখলো।। ৩৮ ।। তিনি তপস্বিনী। আহার তাঁর সংযত। তেজে তিনি সমুজ্জ্বলা। সেখানে তাঁকে দেখে বানরেরা বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রৈলো।। ৩৯ ।। হনুমান তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? কারই বা এই বিল?।। ৪০ ।। পর্বতের মতো দেখতে হনুমান কৃতাঞ্জলি হয়ে সেই বর্ষীয়সী তপস্বিনীকে বন্দনা করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? বলুন, এই ভবন, বিল এবং এই সব রত্নরাজি কার?।। ৪১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের পঞ্চাশ (৫০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

হনুমতা জিজ্ঞাসিতায়াস্তাপস্যাঃ স্বস্যা দিব্য-স্থানস্য চ পরিচয়দানম্, বানরান্ প্রতি ভোজননির্দেশশ্চ।

ইত্যুক্ত্বা হনুমাংস্তত্র চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরাম্। অব্রবীৎ তাং মহাভাগাং তাপসীং ধর্মচারিণীম্।। ১
ইদং প্রবিষ্টাঃ সহসা বিলং তিমিরসংবৃতম্। ক্ষুৎ-পিপাসাপরিশ্রান্তাঃ পরিখিন্নাশ্চ সর্বশঃ।। ২
মহদ্ধরণ্যা বিবরং প্রবিষ্টাঃ স্ম পিপাসিতাঃ। ইমাংস্ত্বেবংবিধান্ ভাবান্ বিবিধানদ্ভুতোপমান্।। ৩
দৃষ্ট্বা বয়ং প্রব্যথিতাঃ সম্ভ্রান্তা নষ্টচেতসঃ। কস্যৈতে কাঞ্চনা বৃক্ষাস্তরুণাদিত্যসন্নিভাঃ।। ৪
শুচীন্যভ্যবহারাণি মূলানি চ ফলানি চ। কাঞ্চনানি বিমানানি রাজতানি গৃহাণি চ।। ৫

একপঞ্চাশ (৫১) সর্গ

হনুমানের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে তাপসীর দ্বারা নিজের ও সেই দিব্যস্থানের পরিচয়দান। বানরদের প্রতি ভোজনের নির্দেশ।

অতঃপর বস্ত্রখণ্ড এবং কৃষ্ণমৃগচর্ম-পরিহিতা ধর্মচারিণী পরমপূজ্যা সেই তাপসীকে হনুমান বললেন—।। ১ ।। অজান্তে আমরা হঠাৎই এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বিলে প্রবেশ করেছি। আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। তৃষ্ণার্ত। এবং পরিশ্রান্ত। সর্বপ্রকারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।। ২ ।। আমরা পিপাসিত হয়ে ধরণীর বুকে এই বিরাট গর্তে প্রবেশ করে ছিলাম। দেখলাম অদ্ভুত সব দৃশ্য।। ৩ ।। দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। ব্যথিত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। বলুন তো, নবোদিত সূর্যের মতো উজ্জ্বল এই সোনার গাছগুলি কার?।। ৪ ।। পবিত্র আহার্য, ফল, মূল, সোনার এবং রূপোর সপ্ততল এই বাড়ীগুলিই বা কার?।। ৫ ।।

তপনীয়গবাক্ষাপি মণিজালাবৃতানি চ। পুষ্পিতাঃ ফলবন্তশ্চ পুণ্যাঃ সুরভিগন্ধয়ঃ।। ৬
ইমে জাম্বুনদময়াঃ পাদপাঃ কস্য তেজসা। কাঞ্চনানি চ পদ্মানি জাতানি বিমলে জলে।। ৭
কথং মৎস্যাশ্চ সৌবর্ণা দৃশ্যন্তে সহ কচ্ছপৈঃ। আত্মনস্ত্বনুভাবাদ্ বা কস্য বৈতত্তপোবলম্।। ৮
অজানতাং নঃ সর্বেষাং সর্বমাখ্যাতুমর্হসি। এবমুক্তা হনুমতা তাপসী ধর্মচারিণী।। ৯
প্রত্যুবাচ হনূমন্তং সর্বভূতহিতে রতা। ময়ো নাম মহাতেজা মায়াবী বানরর্ষভ।। ১০
তেনেদং নির্মিতং সর্বং মায়য়া কাঞ্চনং বনম্। পুরা দানবমুখ্যানাং বিশ্বকর্মা বভূব হ।। ১১
যেনেদং কাঞ্চনং দিব্যং নির্মিতং ভবনোত্তমম্। স তু বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহদ্বনে।। ১২
পিতামহাদ্ বরং লেভে সর্বমৌশনসং ধনম্। বিধায় সর্বং বলবান্ সর্বকামেশ্বরস্তদা।। ১৩
উবাস সুখিতঃ কালং কঞ্চিদস্মিন্ মহাবনে। তমপ্সরসি হেমায়াং সক্তং দানবপুঙ্গবম্।। ১৪
বিক্রম্যৈবাশনিং গৃহ্য জঘানেশঃ পুরন্দরঃ। ইদঞ্চ ব্রহ্মণা দত্তং হেমায়ৈ বনমুত্তমম্।। ১৫
শাশ্বতঃ কামভোগশ্চ গৃহং চেদং হিরণ্ময়ম্। দুহিতা মেরুসাবর্ণেরহং তস্যাঃ স্বয়ম্প্রভা ।। ১৬
ইদং রক্ষামি ভবনং হেমায়া বানরোত্তম। মম প্রিয়সখী হেমা নৃত্য-গীতবিশারদা।। ১৭
তয়াদত্তবরা চাস্মি রক্ষামি ভবনং মহৎ। কিং কার্যং কস্য বা হেতোঃ কান্তারাণি প্রপদ্যথ।। ১৮
কথং চেদং বনং দুর্গং যুষ্মাভিরুপলক্ষিতম্। শুচীন্যভ্যবহারাণি মূলানি চ ফলানি চ।
ভুক্ত্বা পীত্বা চ পানীয়ং সর্বং মে বক্তুমর্হসি।। ১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

বাড়ীগুলিতে রয়েছে সোনার জানালা। ঝুলছে মণির ঝালর। রয়েছে সোনার গাছ। তাতে ফুল আছে। ফল আছে। সুন্দর গন্ধও তাতে রয়েছে। পবিত্র এই সব গাছপালা।। ৬ ।। এই সোনার গাছগুলি কার? কারই কিরণে এই নির্মল জলে সোনার পদ্মগুলি ফুটেছে?।। ৭ ।। কচ্ছপগুলির সঙ্গে মাছগুলিকেও কেন সোনালী দেখাচ্ছে? আপনার নিজের তপঃপ্রভাবে বা অন্য কারো তপোবলে এগুলি এরকম হয়েছে?।। ৮ ।। আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি বলুন। ধর্মচারিণী তাপসীকে হনুমান এই রকম বললেন।। ৯।। সেই তপস্বিনী তখন সকল প্রাণীর কল্যাণে নিরত হনুমানকে বললেন, হে বানরবীর, মহাতেজস্বী মায়াবী এক দানব আছেন। তাঁর নাম ময়।। ১০ ।। তিনি মায়াশক্তিতে এই সব সোনার বন তৈরী করেছেন। পুরাকালে দানব শ্রেষ্ঠদের তিনিই হয়েছিলেন বিশ্বকর্মা তথা যন্ত্রবিদ্ তথা ইঞ্জিনিয়ার।। ১১ ।। তিনিই এই উত্তম সোনার দিব্য ভবনগুলি নির্মাণ করেছেন। এই বিরাট বনে তিনি হাজার বছর ধরে তপস্যা করেছিলেন।। ১২ ।। পিতামহ ব্রহ্মার কাছ থেকে বরলাভ করে শুক্রাচার্যের জ্ঞান সম্পদ, শিল্পশাস্ত্রের জ্ঞান ও প্রয়োগ সামর্থ্য তিনি লাভ করেন। সকল কাম্যবস্তু নির্মাণে সমর্থ বলশালী সেই ময় এই সব নির্মাণ করেছেন *(উশনস্—শুক্রাচার্য, শিল্পশাস্ত্রের আচার্য)*।। ১৩ ।। এই মহারণ্যে তিনি কিছুকাল সুখে বসবাসও করেন। সে সময়ে দানবশ্রেষ্ঠ ময় হেমা নামক অপ্সরার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন।। ১৪ ।। দৈত্যপুরী বিদারণকারী দেবতাদের প্রভু ইন্দ্র যুদ্ধ করে বজ্র নিয়ে তাঁকে হত্যা করেন। ব্রহ্মা তখন হেমাকে এই উত্তম বন দান করেন।। ১৫ ।। সোনার এই বাড়ী এবং চিরন্তন ভোগের সামর্থ্য এবং দ্রব্যরাজিও তাকে দান করেন। মেরুসাবর্ণির কন্যা আমি। নাম হলো স্বয়ম্প্রভা।। ১৬ ।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, নৃত্যগীত-কুশল হেমা আমার প্রিয় বান্ধবী। আমি হেমার এই বাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ করছি।। ১৭ ।। সে আমায় ভার দেওয়ায় এই বিশাল ভবন আমি পাহারা দিচ্ছি। আচ্ছা এবার বলো, তোমাদের কি কাজ? কি কারণে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছো?।। ১৮।। পবিত্র আহার্য ফলমূল ভোজন করে, পানীয় পান করে, তোমরা কেন এই বনে এসেছো সব আমায় বলো।। ১৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের একপঞ্চাশ (৫১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

তাপসীজিজ্ঞাসিতেন হনুমতা স্বেষাং বৃত্তান্তকথনম্, ততস্তস্যা দিব্যপ্রভাবেণ গুহাতো
নিষ্ক্রান্তানাং বানরাণাং সমুদ্রতীরে গমনঞ্চ।

অথ তানব্রবীৎ সর্বান্ বিশ্রান্তান্ হরিযূথপান্। ইদং বচনমেকাগ্রা তাপসী ধর্মচারিণী।। ১
বানরা যদি বঃ খেদং প্রণষ্টঃ ফলভক্ষণাৎ। যদি চৈতন্ময়া শ্রাব্যং শ্রোতুমিচ্ছসি তাং কথম্।। ২
তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা হনুমান্মারুতাত্মজঃ। আর্জবেন যথতত্ত্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে।। ৩
রাজা সর্বস্য লোকস্য মহেন্দ্র-বরুণোপমঃ। রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্।। ৪
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা সহ ভার্যয়া। তস্য ভার্যা জনস্থানাদ্ রাবণেন হৃতা বলাৎ।। ৫
বীরস্তস্য সখা রাজ্ঞঃ সুগ্রীবো নাম বানরঃ। রাজা বানরমুখ্যানাং যেন প্রস্থাপিতা বয়ম্।। ৬
অগস্ত্যচরিতামাশাং দক্ষিণাং যমরক্ষিতাম্। সহৈভির্বানরৈর্মুখ্যৈরঙ্গদপ্রমুখৈর্বয়ম্।। ৭
রাবণং সহিতাঃ সর্বে রাক্ষসং কামরূপিণম্। সীতয়া সহ বৈদেহ্যা মার্গধ্বমিতি চোদিতাঃ।। ৮
বিচিত্য তু বনং সর্বং সমুদ্রং দক্ষিণাং দিশম্। বয়ং বুভুক্ষিতাঃ সর্বে বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতাঃ।। ৯
বিবর্ণবদনাঃ সর্বে সর্বে ধ্যানপরায়ণাঃ। নাধিগচ্ছামহে পারং মগ্নাশ্চিন্তামহার্ণবে।। ১০
চারয়ন্তস্ততশ্চক্ষুর্দৃষ্টবন্তো মহদ্বিলম্। লতাপাদপসম্পন্নং তিমিরেণ সমাবৃতম্।। ১১
অস্মাদ্ধংসা জলক্লিন্নাঃ পক্ষৈঃ সলিলরেণুভিঃ। কুররা সারসাশ্চৈব নিষ্পতন্তি পতত্রিণঃ।। ১২
সাধ্বত্র প্রতিশামেতি ময়া তূক্তাঃ প্লবঙ্গমাঃ। তেষামপি হি সর্বেষামনুমানমুপাগতম্।। ১৩

দ্বিপঞ্চাশ (৫২) সর্গ

তাপসী স্বয়ম্প্রভার জিজ্ঞাসার উত্তরে হনুমানের দ্বারা নিজের বৃত্তান্ত বর্ণনা। তারপর সেই তাপসীর দিব্য প্রভাবে গুহা থেকে বানরদের নিষ্ক্রমণ এবং সমদ্রতীরে গমন।

বানরদলপতিরা সবাই যখন বিশ্রাম করছিলেন, তখন ধর্মচারিণী তপস্বিনী স্বয়ম্প্রভা তাঁদের বললেন—।। ১ ।। ওহে বানরবৃন্দ, ফলাহারের পর যদি তোমাদের ক্লান্তি চলে যায় এবং আমাকে শোনাতে যদি কোনো বাধা না থাকে, তাহলে তোমরা কেন এখানে এসেছো, তা আমি শুনতে চাই।। ২।। বায়ুপুত্র হনুমান তাঁর সেই কথা শুনে সরলভাবে যথাযথভাবে সব বলতে আরম্ভ করলেন—।। ৩ ।। দশরথপুত্র রাম সর্ব লোকের অধিপতি। কর্মে এবং রূপে তিনি মহেন্দ্র ও বরুণের মতো। সেই শ্রীমান দণ্ডকবনে প্রবেশ করেছিলেন।। ৪ ।। সঙ্গে ছিলো ভাই লক্ষ্মণ। এবং ভার্যা সীতা। জনস্থান থেকে তাঁর পত্নী সীতাকে রাবণ জোর করে হরণ করে।। ৫ ।। বীরবানর সুগ্রীব সেই রাজার বন্ধু। তিনি সকল বানর-প্রধানের রাজা। তিনিই আমাদের পাঠিয়েছেন।। ৬ ।। পাঠিয়েছেন দক্ষিণদিকে। যমের দ্বারা রক্ষিত এই দিক। অগস্ত্য এইখানে বিচরণ করতেন। অঙ্গদ-প্রমুখ এই সব বানরেরা আমার সঙ্গে আছে।। ৭ ।। বলেছেন, তোমরা সবাই মিলে ইচ্ছামতো রূপধারণকারী রাক্ষস রাবণ এবং বিদেহ রাজপুত্রী সীতাকে সন্ধান করো।। ৮ ।। সমগ্র বন, সাগর এবং দক্ষিণদিকে খুঁজে খুঁজে আমরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম। তারপর সবাই মিলে গাছের নীচে আশ্রয় নিলাম।। ৯ ।। মুখ সব বিবর্ণ হয়ে গেছে। সকলেই চিন্তামগ্ন। চিন্তাসমুদ্রে ডুবে গেছি। কি করে পার হবো বুঝতে পারছি না।। ১০ ।। হঠাৎই নানা দিকে তাকাতে গিয়ে এই বিরাট বিল আমরা দেখতে পেলাম। গাছপালা এবং লতায়-ঘেরা এই বিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন।। ১১ ।। দেখলাম, হাঁস, কুরর এবং সারস পাখীগুলি এই বিল থেকে উড়ে বেরিয়ে আসছে। তাদের পাখাগুলি জলে ভেজা। পদ্মের পরাগ তাতে লেগে রয়েছে।। ১২ ।। এখানে জল রয়েছে এই ভেবে আমি বানরদেরকে বললাম। কাজের জন্য তাড়াতাড়ি করে আমরা সবাই এই তাদের সবার অনুমানও আমি বুঝতে পারলাম।। ১৩ ।।

অস্মিন্নিপতিতাঃ সর্বেऽপ্যথ কার্য্যত্বরান্বিতাঃ। ততো গাঢ়ং নিপতিতা গৃহ্য হস্তৈঃ পরস্পরম্।। ১৪
ইদং প্রবিষ্টাঃ সহসা বিলং তিমিরসংবৃতম্। এতন্নঃ কার্যমেতেন কৃতেন বয়মাগতাঃ।। ১৫
ত্বাং চৈবোপগতাঃ সর্বে পরিদ্যূনা বুভুক্ষিতাঃ। আতিথ্যধর্মদত্তানি মূলানি চ ফলানি চ।। ১৬
অস্মাভিরুপযুক্তানি বুভুক্ষাপরিপীডিতৈঃ। যত্ত্বয়া রক্ষিতাঃ সর্বে ম্রিয়মাণা বুভুক্ষয়া।। ১৭
ব্রূহি প্রত্যুপকারার্থং কিং তে কুর্বন্তু বানরাঃ। এবমুক্তা তু সর্বজ্ঞা বানরৈস্তৈঃ স্বয়ম্প্রভা।। ১৮
প্রত্যুবাচ ততঃ সর্বানিদং বানরযূথপান্। সর্বেষাং পরিতুষ্টাস্মি বানরাণাং তরস্বিনাম্।। ১৯
চরন্ত্যা মম ধর্মেণ ন কার্যমিহ কেনচিৎ। এবমুক্তঃ শুভং বাক্যং তাপস্যা ধর্মসংহিতম্।। ২০
উবাচ হনুমান্ বাক্যং তামনিন্দিতলোচনাম্। শরণং ত্বাং প্রপন্নাঃ স্মঃ সর্বে বৈ ধর্মচারিণীম্।। ২১
যঃ কৃতঃ সময়োऽস্মাসু সুগ্রীবেণ মহাত্মনা। স তু কালো ব্যতিক্রান্তো বিলে চ পরিবর্ততাম্।। ২২
সা ত্বমস্মাদ্ বিলাদস্মানুত্তারয়িতুমর্হসি। তস্মাৎ সুগ্রীববচনাদতিক্রান্তান্ গতায়ুষঃ।। ২৩
ত্রাতুমর্হসি নঃ সর্বান্ সুগ্রীবভয়শঙ্কিতান্। মহচ্চ কার্যমস্মাভিঃ কর্তব্যং ধর্মচারিণি।। ২৪
তচ্চাপি ন কৃতং কার্যমস্মাভিরিহ বাসিভিঃ। এবমুক্তা হনুমতা তাপসী বাক্যমব্রবীৎ।। ২৫
জীবিতা দুষ্করং মন্যে প্রবিষ্টেন নিবর্তিতুম্। তপসঃ সুপ্রভাবেণ নিয়মোপার্জিতেন চ।। ২৬
সর্বানেব বিলাদস্মাত্তারয়িষ্যামি বানরান্। নিমীলয়ত চক্ষূংষি সর্বে বানরপুঙ্গবাঃ।। ২৭
নহি নিষ্ক্রমিতুং শক্যমনিমীলিতলোচনৈঃ। ততো নিমীলিতাঃ সর্বে সুকুমারাঙ্গুলৈঃ করৈঃ।। ২৮
সহসা পিদধুর্দৃষ্টিং হৃষ্টা গমনকাঙ্ক্ষয়া। বানরাস্তু মহাত্মানো হস্তরুদ্ধমুখাস্তদা।। ২৯
নিমেষান্তরমাত্রেণ বিলাদুত্তারিতাস্তয়া। উবাচ সর্বাংস্তাংস্তত্র তাপসী ধর্মচারিণী।। ৩০

গর্তে প্রবেশ করলাম। গভীর অন্ধকার দেখে আমরা পরস্পর হাত ধরে চলতে লাগলাম।। ১৪ ।। হঠাৎ এইভাবে আমরা হঠাৎ অন্ধকার বিলে প্রবেশ করেছি। সীতা এবং রাবণের সন্ধান আমাদের কাজ। এই জন্যই আমরা এসেছি।। ১৫ ।। পীড়িত ও ক্ষুধার্ত হয়ে আমরা সবাই আপনার কাছে এসেছি। আতিথ্যধর্ম পালনের জন্য আপনি আমাদের ফলমূল দিয়েছিলেন।। ১৬ ।। ক্ষুধার্ত আমাদের জন্য ঐগুলি উপযুক্তই ছিলো। ক্ষুধায় পীড়িত ম্রিয়মাণ বানরদের আপনি বাঁচিয়েছেন।। ১৭ ।। এবার বলুন, বানরেরা প্রত্যুপকারে আপনার জন্য কি করবে? বানরেরা সর্বজ্ঞা স্বয়ম্প্রভাকে এইরকম বললেন।। ১৮ ।। তিনি তখন বানরদলপতিদের প্রত্যুত্তরে বললেন, বেগবান সব বানরদের ওপর আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।। ১৯ ।। আমি ধর্মাচরণে জীবন কাটাই। আমার জন্য কোনো কিছু করার প্রয়োজন নেই। তপস্বিনী স্বয়ম্প্রভা এই রকমের ধর্মসঙ্গত মঙ্গলজনক বাক্য বললেন।। ২০ ।। তখন হনুমান সুন্দর-নয়না তাপসীকে বললেন, আমরা সবাই আপনার আশ্রয় নিয়েছি। ধর্মচারিণী আপনি।। ২১ ।। শুনুন। মহাত্মা সুগ্রীব আমাদের জন্য যে সময় বেঁধে দিয়েছিলেন এই বিলে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে আমাদের সেই সময় পার হয়ে গেছে।। ২২ ।। সেইজন্য সুগ্রীবের বাক্য অতিক্রম করায় আমাদের প্রাণ সংশয়াপন্ন। আপনিই আমাদের এই বিল থেকে বের করে দিয়ে রক্ষা করতে পারেন।। ২৩ ।। হে ধর্মচারিণী, সুগ্রীবের ভয়ে আমরা সবাই শঙ্কিত। আপনিই আমাদের রক্ষা করতে পারেন। বিরাট কাজ আমাদের করতে হবে।। ২৪।। আমরা এখানে থেকে গেলে সেই কাজ হবে না। হনুমান এই কথা বললে, তাপসী বললেন—।। ২৫ ।। এখানে প্রবেশ করলে জীবিত ব্যক্তিদের বের হওয়া দুষ্কর। সংযমের দ্বারা উপার্জিত তপস্যার মহান প্রভাব আমার আছে।। ২৬ ।। তার দ্বারাই সকলকে আমি এখান থেকে বের করে দেবো। ওহে বানরশ্রেষ্ঠগণ, তোমরা সবাই চোখ বুঁজে ফেলো।।২৭।। খোলা চোখে এখান থেকে বের হতে পারবে না। তারপর সবাই কোমল আঙুলসহ হাত দিয়ে...।। ২৮ ।। তৎক্ষণাৎ বের হবার বাসনায় আনন্দিত হয়ে চোখ ঢেকে ফেললেন। মহাপ্রাণ বানরদের মুখ তখন হাতে ঢাকা পড়ে গেলো।। ২৯ ।। নিমেষের মধ্যেই তিনি তাদের বিল থেকে বের করে দিলেন। ধর্মাচারিণী সেই তপস্বিনী তখন সবাইকে বাক্য বললেন।।৩০।। বিসদৃশ এই অবস্থা থেকে মুক্ত হবার

নিসৃতান্ বিযমাত্তস্মাৎ সমাশ্বাস্যেদমব্রবীৎ। এষ বিন্ধ্যো গিরিঃ শ্রীমান্নানাদ্রুমলতাযুতঃ।। ৩১
এষ প্রস্রবণঃ শৈলঃ সাগরোঽয়ং মহোদধিঃ। স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি ভবনং বানরর্ষভাঃ।
ইত্যুক্ত্বা তদ্বিলং শ্রীমৎ প্রবিবেশ স্বয়ম্প্রভা।। ৩২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

পর বানরদের ভালোভাবে আশ্বস্ত করে তিনি বললেন, তরুলতাযুক্ত সুন্দর এই পর্বতটি হলো বিন্ধ্যগিরি।।৩১।। ঐ হলো প্রস্রবণপর্বত। আর এই হলো মহাসমুদ্র। তোমাদের কল্যাণ হোক। হে বানরবীর-বৃন্দ, এবার আমি আমার ভবনে চলে যাই। এই বলে স্বয়ম্প্রভা সেই সুন্দর বিলে প্রবেশ করলেন।।৩২।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের দ্বি-পঞ্চাশ (৫২) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

বিলাৎ প্রত্যাবর্তনানন্তরং সময়ো ব্যতিক্রান্তঃ কার্যসিদ্ধেরভাবশ্চেতি দৃষ্ট্বা অঙ্গদাদিবানরাণাং প্রায়োপবেশননিশ্চয়ঃ।

ততস্তে দদৃশুর্ঘোরং সাগরং বরুণালয়ম্। অপারমভিগর্জন্তং ঘোরৈরূর্মিভিরাকুলম্।। ১
ময়স্য মায়াবিহিতং গিরিদুর্গং বিচিন্বতাম্। তেষাং মাসো ব্যতিক্রান্তো যো রাজ্ঞা সময়ঃ কৃতঃ।। ২
বিন্ধ্যস্য তু গিরেঃ পাদে সম্প্রপুষ্পিতপাদপে। উপবিশ্য মহাত্মানশ্চিন্তামাপেদিরে তদা।। ৩
ততঃ পুষ্পাতিভারাগ্রাংল্লতাশতসমাবৃতান্। দ্রুমান্ বাসন্তিকান্ দৃষ্ট্বা বভূবুর্ভয়শঙ্কিতাঃ।। ৪
তে বসন্তমনুপ্রাপ্তং প্রতিবেদ্য পরস্পরম্। নষ্টসন্দেশকালার্থা নিপেতুর্ধরণীতলে।। ৫
ততস্তান্ কপিবৃদ্ধাংশ্চ শিষ্টাংশ্চৈব বনৌকসঃ। বাচা মধুরয়াভাষ্য যথাবদনুমান্য চ।। ৬
স তু সিংহ-বৃষস্কন্ধঃ পীনায়তভুজঃ কপিঃ। যুবরাজো মহাপ্রাজ্ঞ অঙ্গদো বাক্যমব্রবীৎ।। ৭
শাসনাৎ কপিরাজস্য বয়ং সর্বে বিনির্গতাঃ। মাসঃ পূর্ণো বিলস্থানাং হরয়ঃ কিং ন বুধ্যত।। ৮
বয়মাশ্বযুজে মাসি কালসঙ্খ্যা ব্যবস্থিতাঃ। প্রস্থিতাঃ সোঽপি চাতীতঃ কিমতঃ কার্যমুত্তরম্।। ৯

ত্রিপঞ্চাশ (৫৩) সর্গ

বিল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে এবং কার্যসিদ্ধির অভাব দেখে অঙ্গদাদি বানরগণের প্রায়োপবেশনের তথা আমরণ উপবাসে বসার সঙ্কল্প।

সেই বানরেরা তারপর চোখ খুলে বরুণের আলয় ভীষণ অপার সমুদ্রকে দেখলো। উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে ভয়ঙ্কর গর্জন করছে সমুদ্র।। ১ ।। ময়দানবের মায়ায় নির্মিত পর্বত এবং দুর্গাদিতে সন্ধান করতে করতে, রাজা সুগ্রীব তাদের জন্য সে সময় ধার্য করেছিলেন তা চলে গেলো।। ২ ।। বিন্ধ্যপর্বতের পাদমূলে পুষ্পিত পাদপের নীচে বসে মহাপ্রাণ বানরেরা চিন্তা করতে লাগলো।। ৩ ।। তারপর তারা দেখলো গাছগুলিতে শত শত লতা বেড়িয়ে উঠেছে। লতাগুলি ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে। ফলে বসন্তকাল এসেছে ভেবে তারা ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়লো।। ৪ ।। বসন্ত এসেছে বুঝতে পেরে তারা মনে করলো যে, আদিষ্ট-কাল চলে গেছে। ফলে, ভয়ে তারা মাটিতে পড়ে গেলো।। ৫ ।। তখন সেই সজ্জন, বনবাসী, বানরবৃদ্ধদের যথোচিতভাবে সম্মানপ্রদর্শন করে মধুরভাষায়...।। ৬ ।। বানর-যুবরাজ অঙ্গদ বাক্য বললেন। তাঁর স্কন্ধ সিংহ এবং বৃষের মতো সুগঠিত। পুষ্ট এবং প্রসারিত তাঁর বাহু। জ্ঞানও তাঁর প্রভূত।।৭।। কপিরাজ সুগ্রীবের নির্দেশে আমরা সবাই বের হয়ে এসেছি। এই বিলেই অবস্থান করে এক মাস আমাদের পূর্ণ হয়ে গেছে—বানরবৃন্দ, তোমরা কি তা বুঝতে পারছো না?।। ৮ ।। আশ্বিনমাস আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করা ছিলো। সেইভাবে আমরা বেরিয়েছিলাম। সেই মাস তো চলে গেছে। এর পর কি করতে হবে?।। ৯ ।। তোমরা সকলেই বিশ্বস্ত। এবং নীতি-নিপুণ। প্রভুর কল্যাণ সাধনে নিরত।

ভবন্তঃ প্রত্যয়ং প্রাপ্তা নীতিমার্গবিশারদাঃ। হিতেষ্বভিরতা ভর্তুর্নিসৃষ্টাঃ সর্বকর্মসু।। ১০
কর্মস্বপ্রতিমঃ সর্বে দিক্ষু বিশ্রুতপৌরুষাঃ। মাং পুরস্কৃত্য নির্যাতাঃ পিঙ্গাক্ষপ্রতিচোদিতাঃ।। ১১
ইদানীমকৃতার্থানাং মর্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ। হরিরাজস্য সন্দেশমকৃত্বা কঃ সুখী ভবেৎ।। ১২
অস্মিন্নতীতে কালে তু সুগ্রীবেণ কৃতে স্বয়ম্। প্রায়োপবেশনং যুক্তং সর্বেষাঞ্চ বনৌকসাম্।। ১৩
তীক্ষ্ণঃ প্রকৃত্যা সুগ্রীবঃ স্বামীভাবে ব্যবস্থিতঃ। ন ক্ষমিষ্যতি নঃ সর্বানপরাধকৃতো গতান্।। ১৪
অপ্রবৃত্তৌ চ সীতায়াঃ পাপমেব করিষ্যতি। তস্মাৎ ক্ষমমিহাদ্যৈব গন্তুং প্রায়োপবেশনম্।। ১৫
তক্ত্বা পুত্রাংশ্চ দারাংশ্চ ধনানি চ গৃহাণি চ। ধ্রুবং নো হিংসতে রাজা সর্বান্ প্রতিগতানিতঃ।। ১৬
বধেনাপ্রতিরূপেণ শ্রেয়ান্মৃত্যুরিহৈব নঃ। ন চাহং যৌবরাজ্যেন সুগ্রীবেণাভিষেচিতঃ।। ১৭
নরেন্দ্রেণাভিষিক্তোঽস্মি রামেণাক্লিষ্টকর্মণা। ন পূর্বং বদ্ধবৈরো মাং রাজা দৃষ্ট্বা ব্যতিক্রমম্।। ১৮
ঘাতয়িষ্যতি দণ্ডেন তীক্ষ্ণেন কৃতনিশ্চয়ঃ। কিং মে সুহৃদ্ভির্ব্যসনং পশ্যদ্ভির্জীবিতান্তরে।
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে পুণ্যে সাগররোধসি।। ১৯
এতচ্ছ্রুত্বা কুমারেণ যুবরাজেন ভাষিতম্। সর্বে তে বানরশ্রেষ্ঠাঃ করুণং বাক্যমব্রুবন্।। ২০
তীক্ষ্ণঃ প্রকৃত্যা সুগ্রীবঃ প্রিয়ারক্তশ্চ রাঘবঃ। সমীক্ষ্যাকৃতকার্যাংস্তু তস্মিংশ্চ সময়ে গতে।। ২১
অদৃষ্টায়াঞ্চ বৈদেহ্যাং দৃষ্ট্বা চৈব সমাগতান্। রাঘবপ্রিয়কামায় ঘাতয়িষ্যত্যসংশয়ম্।। ২২
ন ক্ষমং চাপরাদ্ধানাং গমনং স্বামিপার্শ্বতঃ। প্রধানভূতাশ্চ বয়ং সুগ্রীবস্য সমাগতাঃ।। ২৩
ইহৈব সীতামন্বীক্ষ্য প্রবৃত্তিমুপলভ্য বা। নো চেদ্ গচ্ছাম তং বীরং গমিষ্যামো যমক্ষয়ম্।। ২৪
প্লবঙ্গমানাং তু ভয়ার্দিতানাং শ্রুত্বা বচস্তার ইদং বভাষে।

সর্বকর্মে দক্ষ।। ১০ ।। তোমরা সর্বকর্মে অতুলনীয়। দিগ্‌বিদিকে তোমাদের বীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। পিঙ্গলনেত্র সুগ্রীব আমাকে সামনে রেখে তোমাদেরকে প্রেরণ করেছেন।। ১১ ।। সফল না হওয়ায় তোমাদেরকে যে মরতে হবে এতে কোনোই সংশয় নেই। বানরাধিপতির আদেশ পালন না করে কে সুখী হতে পারে?।। ১২ ।। সুগ্রীব যেই সময়ের কথা বলেছিলেন, সেটা তো শেষ হয়ে গেলো। এখন বনবাসী সকল বানরেরই উচিত আমরণ উপবাস করে অবস্থান করা।। ১৩ ।। সুগ্রীব স্বভাবতঃই কঠোর। তিনি এখন রাজপদে অবস্থান করছেন। অপরাধ করে তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন না।। ১৪।। সীতাকে না পেলে তিনি আমাদের বিনাশই করে ফেলবেন। তাই আজই আমাদের প্রায়োপবেশনেই বসা উপযুক্ত।। ১৫ ।। পুত্র, কলত্র, ধন এবং গৃহ সবই ত্যাগ করা ভালো। এখান থেকে যারা ফিরে যাবে রাজা সুগ্রীব নিশ্চয়ই তাদের ধ্বংস করবেন।। ১৬ ।। অনুচিতভাবে মৃত্যুর চেয়েও প্রায়োপবেশনে মৃত্যুই এখানে ভালো। তাছাড়া সুগ্রীব আমায় যৌবরাজ্যেও অভিষিক্ত করেন নি।। ১৭ ।। মহৎকর্মকারী রাজা রাম আমাকে অভিষিক্ত করেছেন। রাজা সুগ্রীব পূর্ব থেকেই আমার প্রতি শত্রুতাসম্পন্ন। এখন তাঁর আদেশ ব্যতিক্রম করছি দেখে...।। ১৮ ।। তিনি নিশ্চয়ই তীক্ষ্ণ দণ্ডদান করে আমায় হত্যা করবেন। আমার সুহৃদ্‌বর্গ তাঁদের জীবিতাবস্থাতেই আমার এই বিপদ দেখে কি করবেন? তাই, এই পুণ্য সাগরসৈকতে আমি প্রায়োপবেশনে মৃত্যুর জন্যে শয়ন করি।। ১৯।। যুবরাজ কুমার অঙ্গদের এই বাক্য শুনে বানরশ্রেষ্ঠরা সকলেই করুণভাবে বললেন—।। ২০।। সুগ্রীব স্বভাবতঃই কঠোর। রাম প্রিয়া সীতার অনুরক্ত। নির্দিষ্ট সময় চলে যাবার পর আমরা অকৃতকার্য হয়ে ফিরলে তিনি তা ভালো করেই দেখবেন।। ২১।। আমরা এসেছি অথচ সীতা নেই দেখে তিনি যে রামকে খুশী করার জন্য আমাদের হত্যাই করবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।। ২২ ।। অপরাধীদের প্রভুর পাশে যাওয়া উচিত নয়। আমরা সুগ্রীবের প্রধান সহকারী হয়েও ব্যর্থ হয়ে এসেছি।। ২৩।। এখনই যদি সীতাকে দেখে বা তাঁর সংবাদ নিয়ে সেই বীরের কাছে আমরা না যাই, তাহলে আমাদের যমালয়েই যেতে হবে।। ২৪ ।। ভয়ার্ত বানরদের এই সব কথা শুনে তার নামক বানর বললো—দুঃখ কোরো না। যদি তোমাদের ভালো মনে হয়—চলো, আমরা সবাই ঐ বিলে প্রবেশ

অলং বিষাদেন বিলং প্রবিশ্য বসাম সর্বে যদি রোচতে বঃ।। ২৫
ইদং হি মায়াবিহিতং সুদুর্গমং প্রভূতপুষ্পোদকভোজ্যপেয়ম্।
ইহাস্তি নো নৈব ভয়ং পুরন্দরান্ন রাঘবাদ্ বানররাজতোঽপি বা।। ২৬
শ্রুত্বাঙ্গদস্যাপি বচোঽনুকূলমূচুশ্চ সর্বে হরয়ঃ প্রতীতাঃ।
যথা ন হন্যেম তথা বিধানমসক্তমদ্যৈব বিধীয়তাং নঃ।। ২৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

করে বাস করি।। ২৫ ।। বিলটি মায়া-বিনির্মিত। অত্যন্ত দুর্গম। ফুল, জল, ভোজ্য পানীয় প্রচুর পাওয়া যাবে। ঐখানে ইন্দ্র, রাম, বা বানরাধিপতি সুগ্রীবের কাছে থেকে কোনো ভয় নেই।। ২৬ ।। অঙ্গদের এইরকম অনুকূল বাক্য শুনে বানর সকল তাতে বিশ্বাস করলো। বললো, আমরা যাতে মরে না যাই, তার ব্যবস্থা আজই করা উচিত।। ২৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ত্রিপঞ্চাশ (৫৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

ভেদনীত্যা স্বপক্ষং বানরানানীয় হনুমতঃ স্বেন সহ গন্তুমঙ্গদং বোধয়িতুমুদ্যমঃ।

তথা ব্রুবতি তারে তু তারাধিপতিবর্চসি। অথ মেনে হৃতং রাজ্যং হনুমানঙ্গদেন তৎ।। ১
বুদ্ধ্যা হ্যষ্টাঙ্গয়া যুক্তং চতুর্বলসমন্বিতম্। চতুর্দশগুণং মেনে হনুমান্ বালিনঃ সুতম্।। ২
আপূর্যমাণং শশ্বচ্চ তেজো-বল-পরাক্রমৈঃ। শশিনং শুক্লপক্ষাদৌ বর্ধমানমিব শ্রিয়া।। ৩
বৃহস্পতিসমং বুদ্ধ্যা বিক্রমে সদৃশং পিতুঃ। শুশ্রূষমাণং তারস্য শুক্রস্যেব পুরন্দরম্।। ৪
ভর্তুরর্থে পরিশ্রান্তং সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ। অভিসন্ধাতুমারেভে হনুমানঙ্গদং ততঃ।। ৫
স চতুর্ণামুপায়ানাং দ্বিতীয়মুপবর্ণয়ন্। ভেদয়ামাস তান্ সর্বান্ বানরান্ বাক্যসম্পদা। ৬

চতুঃপঞ্চাশ (৫৪) সর্গ

ভেদনীতির দ্বারা নিজের পক্ষে বানরদের এনে অঙ্গদকে নিজের সঙ্গে যাবার জন্য হনুমানের বোঝাবার চেষ্টা।

স্নিগ্ধ জ্যোতিতে তারাধিপতি চন্দ্রের মতো দেখতে এই তার নামক বানর এই রকম বললে হনুমান অনুমান করলেন যে, অঙ্গদ সুগ্রীবের রাজ্যহরণ করে নেবে।। ১ ।। হনুমান জানতেন বালির পুত্র অঙ্গদ অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি, বল এবং চতুর্দশ-গুণ সম্পন্ন *(অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি = শোনার ইচ্ছা, শোনানো, শুনে সারাংশ-গ্রহণ করে তা ধারণ করা, তর্ক-বিতর্ক করা, অর্থ এবং তাৎপর্যের প্রকৃত বোধ এবং তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। চতুর্বিধ বল সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড। চতুর্দশগুণ = দেশ ও কালের জ্ঞান, দৃঢ়তা, সমস্ত ক্লেশ সইবার ক্ষমতা, সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা, চতুরতা, উৎসাহ, বল, মন্ত্রণা বিষয় গোপন রাখা, পরস্পরবিরোধী বাক্য না বলা, বীরত্ব, নিজের এবং শত্রুর সম্বন্ধে জ্ঞান, শরণাগত বাৎসল্য, অমর্ষশীলতা এবং অচঞ্চলতা তথা স্থিরতা ও গম্ভীরতা)*।। ২ ।। অঙ্গদ তেজ, শক্তি এবং পরাক্রমে সর্বদাই পূর্ণ। শুক্লপক্ষের প্রথম থেকে চন্দ্রের সৌন্দর্য যেমন ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়, তাঁরও শ্রী দিন দিন বর্ধিত হচ্ছে।। ৩ ।। অঙ্গদ বুদ্ধিতে বৃহস্পতি তুল্য। এবং পরাক্রমে পিতা বালির মতো। ইন্দ্র যেমন দেবগুরু বৃহস্পতির কথা শোনেন, তেমনি অঙ্গদ তারের কথা শুনতে লাগলো *(তিলক টীকাতে বলা হয়েছে—বিপরীতোপদেশগ্রহে উপমৈষ। শুক্রশব্দো ত্র বৃহস্পতির ইতি কশ্চিৎ। শুক্র বলতে এখানে বৃহস্পতিকেই বোঝানো হয়েছে)*।। ৪ ।। প্রভু সুগ্রীবের কাজ করতে গিয়ে অঙ্গদ অত্যন্ত শ্রান্ত। তাই সর্বশাস্ত্রবিশারদ হনুমান অঙ্গদকে তার-প্রমুখ সঙ্গী বানরদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা শুরু করলেন।। ৫ ।। তিনি সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারটি রাজনৈতিক উপায়ের মধ্যে তৃতীয় তথা ভেদ বর্ণনা করে বাগ্‌বিভূতিতে বানরদের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করলেন।। ৬ ।। সেই বানরেরা যখন পরস্পর ভিন্ন হয়ে গেলো তখন হনুমান

তেষু সর্বেষু ভিন্নেষু ততোঽভীষয়দঙ্গদম্। ভীষণৈর্বিবিধৈর্বাক্যৈঃ কোপোপায়সমন্বিতৈঃ।। ৭
ত্বং সমর্থতরঃ পিত্রা যুদ্ধে তারেয় বৈ ধ্রুবম্। দৃঢ়ং ধারয়িতুং শক্তঃ কপিরাজ্যং যথা পিতা।। ৮
নিত্যমস্থিরচিত্তা হি কপয়ো হরিপুঙ্গব। নাজ্ঞাপ্যং বিসহিষ্যন্তি পুত্রদারং বিনা ত্বয়া।। ৯
ত্বাং নৈতে হ্যনুরজ্যেয়ুঃ প্রত্যক্ষং প্রবদামি তে। যথায়ং জাম্ববান্নীলঃ সুহোত্রশ্চ মহাকপিঃ।। ১০
নহ্যহং তে ইমে সর্বে সাম-দানাদিভির্গুণৈঃ। দণ্ডেন ন ত্বয়া শক্যাঃ সুগ্রীবাদপকর্ষিতুম্।। ১১
বিগৃহ্যাসনমপ্যাহুর্দুর্বলেন বলীয়সা। আত্মরক্ষাকরস্তস্মান্ন বিগৃহ্ণীত দুর্বলঃ।। ১২
যাং চেমাং মন্যসে ধাত্রীমেতদ্ বিলমিতি শ্রুতম্। এতল্লক্ষ্মণবাণানামীষৎকার্যং বিদারণম্।। ১৩
স্বল্পং হি কৃতমিন্দ্রেণ ক্ষিপতা হ্যশনিং পুরা। লক্ষ্মণো নিশিতৈর্বাণৈর্ভিন্দ্যাৎ পত্রপুটং যথা।। ১৪
লক্ষ্মণস্য চ নারাচা বহবঃ সন্তি তদ্বিধাঃ। বজ্রাশনিসমস্পর্শা গিরীণামপি দারকাঃ।। ১৫
অবস্থানং যদৈব ত্বমাসিষ্যসি পরন্তপ। তদৈব হরয়ঃ সর্বে ত্যক্ষ্যন্তি কৃতনিশ্চয়াঃ।। ১৬
স্মরন্তঃ পুত্রদারাণাং নিত্যোদ্বিগ্না বুভুক্ষিতাঃ। খেদিতা দুঃখশয্যাভিস্ত্বাং করিষ্যন্তি পৃষ্ঠতঃ।। ১৭
স ত্বং হীনঃ সুহৃদ্ভিশ্চ হিতকামৈশ্চ বন্ধুভিঃ। তৃণাদপি ভৃশোদ্বিগ্নঃ স্পন্দমানাদ্ভবিষ্যসি।। ১৮
অত্যুগ্রবেগা নিশিতা ঘোরা লক্ষ্মণসায়কাঃ। অপাবৃত্তং জিঘাংসন্তো মহাবেগা দুরাসদা।। ১৯
অস্মাভিস্তু গতং সার্ধং বিনীতবদুপাস্থিতম্। আনুপূর্ব্যাত্তু সুগ্রীবো রাজ্যে ত্বাং স্থাপয়িষ্যতি।। ২০
ধর্মরাজঃ পিতৃব্যস্তে প্রীতিকামো দৃঢ়ব্রতঃ। শুচিঃ সত্যপ্রতিজ্ঞশ্চ স ত্বাং জাতু ন নাশয়েৎ। ২১
প্রিয়কামশ্চ তে মাতুস্তদর্থং চাস্য জীবিতম্। তস্যাপত্যঞ্চ নাস্ত্যন্যৎ তস্মাদঙ্গদ গম্যতাম্। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুঃপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

ক্রোধরূপ উপায় অবলম্বন করলেন। নানারকমের ভয়ঙ্কর বাক্যের দ্বারা অঙ্গদকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন।। ৭ ।। তুমি তারার পুত্র। যুদ্ধে তুমি নিশ্চিতভাবে পিতার চেয়ে বেশি সমর্থ। তোমার পিতার মতো তুমিও এই কপিরাজ্য দৃঢ়ভাবে পালন করতে সমর্থ।। ৮ ।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, বানরেরা নিত্যই চঞ্চলচিত্ত। পুত্র কলত্রকে ছেড়ে এরা তোমার আজ্ঞা পালন করতে পারবে না।। ৯ ।। তোমাকে আমি সোজাসুজি বলছি, সুগ্রীবকে ছেড়ে এরা তোমাকে সেবা করে সন্তুষ্ট করবে না। দেখো, যেমন এই জাম্ববান, নীল, মহাকপি সুহোত্র—।। ১০ ।। তেমনি আমাকেও সাম-দানাদি গুণের দ্বারা কিংবা দণ্ডের দ্বারা তুমি সুগ্রীবের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে না।। ১১ ।। দুর্বলের সঙ্গে বিরোধ করে বলবান স্থির থাকতে পারে। বলবানের সঙ্গে বিরোধ করে দুর্বল কিন্তু কখনো আত্মরক্ষা করতে পারে না। তাই দুর্বল কখনো ঐ রকমের বিরোধে যাবে না।। ১২ ।। তুমি যে বিলকে আশ্রয়দাত্রী ধাত্রী মনে করছো, লক্ষ্মণের বাণের সামান্য সঞ্চালনেই সেটি বিদীর্ণ হয়ে যাবে।। ১৩ ।। পুরাকালে বজ্রনিক্ষেপ করে ইন্দ্র এই বিলের সামান্য অংশই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পেরেছেন। লক্ষ্মণ কিন্তু তীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা পাতায় তৈরী পাত্রের মতো একে বিদীর্ণ করে ফেলবেন।। ১৪ ।। লক্ষ্মণের এই রকমের বহু বাণ আছে। সেগুলি ইন্দ্রের হাতের বজ্রের এবং মেঘের অশনির মতো। ঐগুলি পাহাড়কে বিদীর্ণ করে।। ১৫ ।। হে শত্রুতাপন, তুমি যখন এই বিলে বাস করা আরম্ভ করবে, তখন বানরেরা সবাই সঙ্কল্প করেই তোমাকে ত্যাগ করবে।। ১৬ ।। পুত্র-পত্নীদের কথা স্মরণ করে এরা উদ্‌বিগ্ন হবে। নিত্য হবে ক্ষুধায় কাতর। শোবার কষ্ট সইতে পারবে না। এরকম হলেই তারা তোমাকে পেছনে রেখে চলে যাবে।। ১৭ ।। এই অবস্থায় তোমার কোনো সুহৃদ্ থাকবে না। থাকবে না কল্যাণকামী কোনো বন্ধুও। তখন উদ্‌বেগে তুমি তৃণের চেয়েও বেশী করে কাঁপতে থাকবে।। ১৮ ।। লক্ষ্মণের বাণ ভীষণ তীক্ষ্ণ। এবং অত্যন্ত বেগশালী। তুমি যদি রামের কাজ না করে ফিরে যাও, তাহলে সেই মহাবেগবান দুর্জয় বাণ তোমায় হত্যা করবে।। ১৯ ।। আর আমাদের সঙ্গে বিনীতভাবে যদি উপস্থিত হও, তাহলে ক্রমে সুগ্রীব তোমাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করবেন।। ২০ ।। তোমার কাকা ধার্মিক। এবং ব্রতপালনে দৃঢ়চিত্ত। তিনি তোমার প্রীতিকামনা করেন। তিনি পবিত্রচিত্ত। এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ। তিনি কখনো তোমায় বিনাশ করবেন না।।। ২১ ।। তোমার মায়ের প্রিয়কর্ম তিনি সাধন করতে চান। সেই জন্যই তাঁর জীবন। তাঁর আর কোনো সন্তানও নেই। সেইজন্য ওহে অঙ্গদ, তুমি তাঁর কাছেই চলো।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের চতুঃপঞ্চাশ (৫৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

অঙ্গদেন সহ বানরাণাং প্রায়োপবেশনম্।

শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং প্রশ্রিতং ধর্মসংহিতম্। স্বামিসৎকারসংযুক্তমঙ্গদো বাক্যমব্রবীৎ।। ১
স্থৈর্যমাত্ম-মনঃশৌচমানৃশংস্যমথার্জবম্। বিক্রমশ্চৈব ধৈর্যঞ্চ সুগ্রীবে নোপপদ্যতে।। ২
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য যো ভার্যাং জীবতো মহিষীং প্রিয়াম্। ধর্মেণ মাতরং যস্তু স্বীকরোতি জুগুপ্সিতঃ।। ৩
কথং স ধর্ম জানীতে যেন ভ্রাতা দুরাত্মনা। যুদ্ধায়াভিনিযুক্তেন বিলস্য পিহিতং মুখম্।। ৪
সত্যাৎ পাণিগৃহীতশ্চ কৃতকর্মা মহাযশাঃ। বিস্মৃতো রাঘবো যেন স কস্য সুকৃতং স্মরেৎ।। ৫
লক্ষ্মণস্য ভয়েনেহ নাধর্মভয়ভীরুণা। আদিষ্টা মার্গিতুং সীতা ধর্মশ্চাস্মিন্ কথং ভবেৎ।। ৬
তস্মিন্ পাপে কৃতঘ্নে তু স্মৃতিভিন্নে চলাত্মনি। আর্যঃ কো বিশ্বসেজ্জাতু তৎকুলীনো বিশেষতঃ।। ৭
রাজ্যে পুত্রং প্রতিষ্ঠাপ্য সগুণো নির্গুণোঽপি বা। কথং শত্রুকুলীনং মাং সুগ্রীবো জীবয়িষ্যতি।। ৮
ভিন্নমন্ত্রোঽপরাদ্ধশ্চ ভিন্নশক্তিঃ কথং হ্যহম্। কিষ্কিন্ধাং প্রাপ্য জীবেয়মনাথ ইব দুর্বলঃ।। ৯
উপাংশুদণ্ডেন হি মাং বন্ধনেনোপপাদয়েৎ। শঠঃ ক্রুরো নৃশংসশ্চ সুগ্রীবো রাজ্যকারণাৎ।। ১০
বন্ধনাচ্চাবসাদান্মে শ্রেয়ঃ প্রায়োপবেশনম্। অনুজানন্তু মাং সর্বে গৃহং গচ্ছন্তু বানরাঃ।। ১১
অহং বঃ প্রতিজানামি ন গমিষ্যাম্যহং পুরীম্। ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে শ্রেয়ো মরণমেব মে।। ১২
অভিবাদনপূর্বং তু রাজা কুশলমেব চ। অভিবাদনপূর্বং তু রাঘবৌ বলশালিনৌ।। ১৩

পঞ্চ-পঞ্চাশ (৫৫) সর্গ

অঙ্গদের সঙ্গে বানরদের প্রায়োপবেশন।

হনুমানের বাক্য ছিলো বিনয়ান্বিত। এবং ধর্মসঙ্গত। প্রভুর প্রতি সম্মানযুক্ত এই বাক্য শুনে অঙ্গদ বললেন—।। ১ ।। স্থৈর্য, দেহ মনের পবিত্রতা, অক্রূরতা, সারল্য, পরাক্রম এবং ধৈর্য সুগ্রীবের মধ্যে নেই।। ২ ।। বড়ো ভাইয়ের প্রিয়া-মহিষী, ধর্মানুসারে যিনি মায়ের মতো, ভাই জীবিত থাকা অবস্থাতেই সুগ্রীব তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করায় তিনি আজ ঘৃণার যোগ্য।।৩ ।। যুদ্ধকালে বিলের মুখ পাহারা দেবার জন্য যে ভাইকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো, তিনি যখন সেই বিলের মুখ পাথর-চাপা দিয়ে বন্ধ করে চলে আসেন, তখন সেই দুরাত্মা কি করে ধর্ম জানেন?।।৪ ।। যে রামচন্দ্র সত্যসাক্ষী করে বন্ধুরূপে এঁর হস্তগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর কর্মসম্পাদন করে দিয়েছিলেন, যিনি মহাযশস্বী, তাঁকেই যিনি ভুলে গেছেন, তিনি আর কার উপকার স্মরণ করবেন?।।৫ ।। যিনি অধর্মের ভয়ে নয়, লক্ষ্মণের ভয়েই আমাদের সীতার সন্ধানে পাঠিয়েছেন। তাঁর মধ্যে ধর্মের সম্ভাবনা কোথায়?।। ৬ ।। সেই পাপী, কৃতঘ্ন, স্মৃতিশক্তিহীন এবং চঞ্চলচিত্ত সুগ্রীবকে কোন্ সদাচারী ব্যক্তি বিশ্বাস করবে, বিশেষ করে যে সৎকুলে জন্মেছে?।। ৭ ।। গুণবান হোক বা গুণহীন হোক, রাজ্যে নিজের পুত্রকেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই সৎকুলজাত আমাকে সুগ্রীব কি করে জীবিত রাখবেন?।।৮ ।। আমার মন্ত্র ভিন্ন। শক্তিও ভিন্ন। তাই তাঁর কাছে আমি অপরাধী। অনাথের মতো আমি দুর্বল। তাই কিষ্‌কিন্ধায় গিয়ে আমি কি করে বেঁচে থাকবো?।। ৯ ।। সুগ্রীব শঠ, ক্রূর এবং নৃশংস। রাজ্যের জন্য তিনি আমায় তীক্ষ্ণ দণ্ড দিয়ে বন্ধনেই রাখবেন।। ১০ ।। কারাগারে কষ্টভোগের চেয়ে প্রায়োপবেশন তথা উপবাসে প্রাণত্যাগই ভালো। বানরবৃন্দ, আপনারা সবাই আমায় অনুমতি দিয়ে গৃহে গমন করুন।। ১১।। কিষ্‌কিন্ধাপুরীতে ফিরে যাবো না। এইখানেই মৃত্যুর জন্য অবস্থান করবো। মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয় (*প্রায়—মরণ*)।। ১২ ।। রাজা সুগ্রীবকে প্রণাম করে আপনারা আমার কুশল জানাবেন। রঘুবংশধর দু'জন বলবান রাম-লক্ষ্মণকেও আমার প্রণাম জানিয়ে আমার কুশল নিবেদন করবেন।। ১৩ ।। বানরেশ্বর সুগ্রীব আমার কনিষ্ঠ পিতা। আর আমার মাতা হলেন দেবী রুমা। তাঁদেরকেও

বাচ্যস্তাতো যবীয়াম্মে সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ। আরোগ্যপূর্বং কুশলং বাচ্যা মাতা রুমা চ মে।। ১৪
মাতরং চৈব মে তারামাশ্বাসয়িতুমর্হথ। প্রকৃত্যা প্রিয়পুত্রা সা সানুক্রোশা তপস্বিনী।। ১৫
বিনষ্টমিহ মাং শ্রুত্বা ব্যক্তং হাস্যতি জীবিতম্। এতাবদুক্ত্বা বচনং বৃদ্ধাংস্তানভিবাদ্য চ।। ১৬
বিবেশ চাঙ্গদো ভূমৌ রুদন্ দর্ভেষু দুর্মুখঃ। তস্য সংবিশতস্তত্র রুদন্তো বানরর্ষভাঃ।। ১৭
নয়নেভ্যঃ প্রমুমুচুরুষ্ণং বৈ বারি দুঃখিতাঃ। সুগ্রীবং চৈব নিন্দন্তঃ প্রশংসন্তশ্চ বালিনম্।। ১৮
পরিপর্যাঙ্গদং সর্বে ব্যবসন্ প্রায়মাসিতুম্। তদ্বাক্যং বালিপুত্রস্য বিজ্ঞায় প্লবগর্ষভাঃ।। ১৯
উপস্পৃশ্যোদকং সর্বে প্রাঙ্মুখাঃ সমুপাবিশন্। দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেষু উদক্তীরং সমাশ্রিতাঃ।। ২০
মুমূর্ষবো হরিশ্রেষ্ঠা এতৎক্ষমমিতি স্ম হ। রামস্য বনবাসঞ্চ ক্ষয়ং দশরথস্য চ।। ২১
জনস্থানবধং চৈব বধং চৈব জটায়ুষঃ। হরণং চৈব বৈদেহ্যা বালিনশ্চ বধং তথা।
রামকোপঞ্চ বদতাং হরীণাং ভয়মাগতম্।। ২২
স সংবিশদ্ভির্বহুভির্মহীধরো মহাদ্রিকূটপ্রতিমৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
বভূব সংনাদিতনির্দরান্তরো ভৃশং নদদ্ভির্জলদৈরিবাম্বরম্।। ২৩

ইত্যার্যে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

আমার আরোগ্যের সংবাদ জানিয়ে কুশল বলবেন।। ১৪ ।। আমার মা তারাদেবীকেও আশ্বস্ত করবেন। আমার দুঃখিনী মাতা পুত্রবৎসলা। এবং দয়াশীলা *(তপস্বিনী—এখানে তাপসী নয়, বেচারী। পতিহীনা বলে তারা দুঃখিতা, হতভাগিনী)*।। ১৫ ।। আমি মারা গেছি শুনলে আমার মা নিশ্চিতই জীবন ত্যাগ করবেন। বর্ষীয়ান বানরদের অঙ্গদ এই রকম বলে প্রণাম করলেন।। ১৬ ।। অঙ্গদ এই বলে কাঁদতে কাঁদতে দুঃখিতবদনে মাটিতে কুশের আসনে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় উপবাসে বসে পড়লেন।। ১৭ ।। তাঁরা সুগ্রীবকে নিন্দা এবং বালিকে প্রশংসা করতে করতে দুঃখে চোখ থেকে উষ্ণ-জল বর্ষণ করতে লাগলেন।। ১৮ ।। বানরশ্রেষ্ঠেরা বালিপুত্র অঙ্গদের বাক্য বিবেচনা করে তাঁকে ঘিরে বসে নিজেরাও উপবাসে প্রাণত্যাগের সঙ্কল্পগ্রহণ করলেন।। ১৯ ।। সমুদ্রের উত্তরতীরে কুশের ডগাগুলি দক্ষিণদিক করে বিছিয়ে তার উপর পূর্বমুখ হয়ে বসে তাঁরাও সবাই জলস্পর্শ করে আচমন করলেন।। ২০।। প্রাণত্যাগে ইচ্ছুক বানরশ্রেষ্ঠেরা এইভাবে মৃত্যুই সমুচিত মনে করলেন। তাঁরা আলোচনা করতে লাগলেন রামের বনবাস এবং দশরথের মৃত্যুর কথা।। ২১ ।। তারপর জনস্থানবাসী রাক্ষসদের বধ, জটায়ুর মৃত্যু, সীতার হরণ, বালির হত্যা এবং রামের ক্রোধের কথা আলোচনা করতে করতে তাঁদের ভয় এসে গেলো।। ২২ ।। বিশাল পাহাড়ের মতো বিরাটকায় এই বানরেরা বসে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। পর্বতের গুহায় সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। ফলে, মনে হচ্ছিলো আকাশে মেঘ যেন ভীষণ গর্জন করছে।। ২৩ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের পঞ্চপঞ্চাশ (৫৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

সম্পাতিসমীপাদ্ বানরাণাং ভীতিঃ, তেষাং মুখতো জটায়ুযো মৃত্যুসন্দেশং শ্রুত্বা সম্পাতেঃ শোকঃ, গিরিশিখরাদবতারয়িতুং বানরাণাং সমীপে অনুরোধশ্চ।

উপবিষ্টাস্তু তে সর্বে যস্মিন্ প্রায়ং গিরিস্থলে। হরয়ো গৃধ্ররাজশ্চ তং দেশমুপচক্রমে।। ১
সম্পাতির্নাম নাম্না তু চীরজীবী বিহঙ্গমঃ। ভ্রাতা জটায়ুষঃ শ্রীমান্ বিখ্যাতবল-পৌরুষঃ।। ২

ষট্পঞ্চাশ (৫৬) সর্গ

সম্পাতির কাছ থেকে বানরদের ভয়। তাদের মুখে জটায়ুর মৃত্যুসংবাদ শুনে সম্পাতির শোক। পর্বতের চূড়া থেকে তাঁকে নীচে নামিয়ে আনার জন্য বানরদের কাছে সম্পাতির অনুরোধ।

বানরেরা পাহাড়ের যেই স্থানে প্রায়োপবেশনের জন্য বসেছিলো, সেইখানে এক গৃধ্ররাজ এসে উপস্থিত হলো।।১ ।। নাম সম্পাতি। সে চিরজীবী পক্ষী। জটায়ুর সে ভাই। শক্তি এবং পরাক্রমে সে শ্রীমান।।২।।

কন্দরাদভিনিষ্ক্রম্য স বিন্ধ্যস্য মহাগিরেঃ। উপবিষ্টান্ হরীন্ দৃষ্ট্বা হৃষ্টাত্মা গিরমব্রবীৎ।। ৩
বিধিঃ কিল নরং লোকে বিধানেনানুবর্ততে। যথায়ং বিহিতো ভক্ষ্যশ্চিরান্ মহ্যমুপাগতঃ।। ৪
পরম্পরাণাং ভক্ষিষ্যে বানরাণাং মৃতং মৃতম্। উবাচৈতদ্বচঃ পক্ষী তন্নিরীক্ষ্য প্লবঙ্গমান্।। ৫
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভক্ষ্যলুব্ধস্য পক্ষিণঃ। অঙ্গদঃ পরমায়স্তো হনূমন্তমথাব্রবীৎ।। ৬
পশ্য সীতাপদেশেন সাক্ষাদ্ বৈবস্বতো যমঃ। ইমং দেশমনুপ্রাপ্তো বানরাণাং বিপত্তয়ে।। ৭
রামস্য ন কৃতং কার্যং ন কৃতং রাজশাসনম্। হরীণামিয়মজ্ঞাতা বিপত্তিঃ সহসাগতা।। ৮
বৈদেহ্যাঃ প্রিয়কামেন কৃতং কর্ম জটায়ুষা। গৃধ্ররাজেন যত্তত্র শ্রুতং বস্তদশেষতঃ।। ৯
তথা সর্বাণি ভূতানি তির্যগ্যোনিগতান্যপি। প্রিয়ং কুর্বন্তি রামস্য ত্যক্ত্বা প্রাণান্ যথা বয়ম্।। ১০
অন্যোন্যমুপকুর্বন্তি স্নেহ-কারুণ্যযন্ত্রিতাঃ। ততস্তস্যোপকারার্থং ত্যজতাত্মানমাত্মনা।। ১১
প্রিয়ং কৃতং হি রামস্য ধর্মজ্ঞেন জটায়ুষা। রাঘবার্থে পরিশ্রান্তা বয়ং সংত্যক্তজীবিতাঃ।। ১২
কান্তারাণি প্রপন্নাঃ স্ম ন চ পশ্যাম মৈথিলীম্। স সুখী গৃধ্ররাজস্তু রাবণেন হতো রণে।
মুক্তশ্চ সুগ্রীবভয়াদ্ গতশ্চ পরমাং গতিম্।। ১৩
জটায়ুষো বিনাশেন রাজ্ঞো দশরথস্য চ। হরণেন চ বৈদেহ্যাঃ সংশয়ং হরয়ো গতাঃ।। ১৪
রাম-লক্ষ্মণয়োর্বাসমরণ্যে সহ সীতয়া। রাঘবস্য চ বাণেন বালিনশ্চ তথা বধম্।। ১৫
রামকোপাদশেষাণাং রক্ষসাঞ্চ তথা বধম্। কৈকেয্যা বরদানেন ইদঞ্চ বিকৃতং কৃতম্।। ১৬
তদসুখমনুকীর্তিতং বচো ভুবি পতিতাংশ্চ নিরীক্ষ্য বানরান্।
ভৃশচকিতমতির্মহামতিঃ কৃপণমুদাহৃতবান্ স গৃধ্ররাজঃ। ১৭

মহাগিরি বিন্ধ্যের গুহা থেকে বের হয়ে এসে সে দেখলো বানরেরা বসে আছে। তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সে বললো—।।৩ ।। পূর্বজন্মের কর্মানুসারে ভাগ্য ইহজন্মে মানুষকে অনুসরণ করে। তাই বহুকাল পরে আমি এই ভালো খাবার জিনিষ এখানে পেলাম।। ৪ ।। এই সম্পাতি পাখী ঐ বানরদের দেখে বললো, এই বানরেরা যখন মারা যাবে তখন আমি একের পর এক তাদের ভোজন করবো।। ৫ ।। ভোজনের বস্তু দেখে লুব্ধ সেই পাখী সম্পাতি তার ঐ কথা শুনে অঙ্গদ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে হনুমানকে বললো—।।৬ ।। দেখো, সীতাকে নিমিত্ত করে বানরদের বিপদে ফেলার জন্য বিবস্বানের পুত্র যম সাক্ষাৎ এই স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছে।।৭ ।। রামের কাজ করা হলো না। রাজা সুগ্রীবের আদেশও পালন করা গেলো না। অজান্তেই বানরদের হঠাৎ এই বিপদ এসে উপস্থিত হলো।।৮ ।। বিদেহরাজ-দুহিতা সীতার প্রিয়কর্ম সম্পাদন করেছিলো জটায়ু। গৃধ্ররাজ তখন সেখানে যা করেছিলেন, তা আপনারা সবাই পূরো শুনেছেন।। ৯ ।। সকল প্রাণী এমন কি পশুপাখীদের মধ্যেও কেউই নেই যে আমাদের মতো প্রাণত্যাগ করে রামের কাজ করবো।। ১০ ।। সজ্জনেরা স্নেহ এবং করুণার বশীভূত হয়ে একে অপরের উপকার করেন। তাই, আপনারা রামের উপকার করার জন্য নিজেরাই নিজেদের শরীর বিসর্জন দিন।। ১১ ।। ধর্মজ্ঞ জটায়ু। রামের প্রিয়কর্ম সম্পাদন করেছেন। রামের জন্য পরিশ্রম করে আমরাও জীবনের মোহ ত্যাগ করেছি।। ১২।। আমরা বনে ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু সীতাকে দেখতে পেলাম না। গৃধ্ররাজ জটায়ুই সুখী। কারণ, যুদ্ধে রাবণের দ্বারা তিনি নিহত হয়েছেন। সুগ্রীবের ভয় থেকেও তাঁরা মুক্ত হয়েছেন, লাভও করেছেন পরম গতি।।১৩।। জটায়ুর বিনাশ, রাজা দশরথের মৃত্যু, সীতার অপহরণ—এই তিনটি ঘটনার দ্বারা বানরদের জীবন আজ সংশয়াপন্ন।। ১৪ ।। দেখলাম, সীতাকে নিয়ে রাম-লক্ষ্মণের বনে বাস এবং রামের বাণে বালির বধ।। ১৫ ।। রামের ক্রোধে অসংখ্য রাক্ষসের হয়েছে নিধন। কৈকেয়ীকে বরদানের ফলে এই সব বিকৃত ঘটনা ঘটে গেলো।। ১৬ ।। গৃধ্ররাজ সম্পাতি সেই দুঃখকর সংবাদ শুনলেন। বানরদেরকে দেখলেন মাটিতে লুটিয়ে আছে। তখন সেই মহাবুদ্ধিমান গৃধ্ররাজ হঠাৎ সচকিত হয়ে দীনভাবে বললেন—।। ১৭।। অঙ্গদের মুখ থেকে উদ্গীর্ণ সেই কথা শুনে তীক্ষ্ণ-চঞ্চু, উচ্চশব্দকারী গৃধ্র

তত্তু শ্রুত্বা তথা বাক্যমঙ্গদস্য মুখোদ্গতম্। অব্রবীদ্ বচনং গৃধ্রস্তীক্ষ্ণতুণ্ডো মহাস্বনঃ। ১৮
কোঽয়ং গিরা ঘোষয়তি প্রাণৈঃ প্রিয়তরস্য মে। জটায়ুযো বধং ভ্রাতুঃ কম্পয়ন্নিব মে মনঃ।। ১৯
কথমাসীজ্জনস্থানে যুদ্ধং রাক্ষস-গৃধ্রয়োঃ। নামধেয়মিদং ভ্রাতুশ্চিরস্যাদ্য ময়া শ্রুতম্।। ২০
ইচ্ছেয়ং গিরিদুর্গাচ্চ ভবদ্ভিরবতারিতুম্। যবীয়সো গুণজ্ঞস্য শ্লাঘনীয়স্য বিক্রমৈঃ।। ২১
অতিদীর্ঘস্য কালস্য পরিতুষ্টোঽস্মি কীর্তনাৎ। তদিচ্ছেয়মহং শ্রোতুং বিনাশং বানরর্ষভাঃ।। ২২
ভ্রাতুর্জটায়ুষস্তস্য জনস্থাননিবাসিনঃ। তস্যৈব চ মম ভ্রাতুঃ সখা দশরথঃ কথম্। ২৩
যস্য রামঃ প্রিয়ঃ পুত্রো জ্যেষ্ঠো গুরুজনপ্রিয়ঃ। সূর্যাংশুদগ্ধপক্ষত্বান্ন শক্নোমি বিসর্পিতুম্।
ইচ্ছেয়ং পর্বতাদস্মাদবতর্তুমরিন্দমাঃ।। ২৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্পঞ্চাশঃ সর্গঃ।

বললেন—।। ১৮ ।। এ কে আমার মনকে কাঁপিয়ে দিয়ে আমার ভাই জটায়ুর বধের কথা ঘোষণা করছে? সে যে আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিলো।। ১৯।। জনস্থানে রাক্ষসের সঙ্গে গৃধ্রের যুদ্ধ কেন হয়েছিলো? বহুদিন পর আজ আমি ভাইয়ের নাম শুনতে পেলাম।। ২০ ।। জটায়ু আমার ছোটোভাই। সে গুণজ্ঞ। এবং পরাক্রমে প্রশংসনীয়। আমি চাইছি, আমাকে তোমরা পার্বত্য দুর্গে নামিয়ে দাও।। ২১।। হে বানরশ্রেষ্ঠবৃন্দ, দীর্ঘকাল পরে তার নাম শুনে আমি সন্তুপ্ত। তার মৃত্যুর কারণটি আমি শুনতে চাইছি।। ২২।। ভ্রাতা জটায়ু জনস্থানে বাস করতেন। গুরুজন-প্রিয় রাম হলেন যার জ্যেষ্ঠ এবং প্রিয় পুত্র সেই রাজা দশরথ আমার ভাই জটায়ুর বন্ধু হলেন কি করে?।। ২৩ ।। হে বীরবৃন্দ, আমার পাখা সূর্যের কিরণে পুড়ে গেছে। সেই জন্য আর উড়তে পারি না। কিন্তু আমি এখন এই পর্বতের নীচে নামতে চাইছি।। ২৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ষট্পঞ্চাশ (৫৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

অঙ্গদেন পর্বতশিখরাৎ সম্পাতেরবতারণম্, জটায়ুষো বধবৃত্তান্তকথনম্, বালিবধস্য
রাম-সুগ্রীবয়োশ্চো মিত্রতায়াঃ কথাজ্ঞাপনম্, স্বস্যামরণোপবাসবিষয়নিবেদনঞ্চ

শোকাদ্ ভ্রষ্টস্বরমপি শ্রুত্বা বানরযূথপাঃ। শ্রদ্দধুর্নৈব তদ্বাক্যং কর্মণা তস্য শঙ্কিতাঃ।। ১
তে প্রায়মুপবিষ্টাস্তু দৃষ্ট্বা গৃধ্রং প্লবঙ্গমাঃ। চক্রুর্বুদ্ধিং তদা রৌদ্রাং সর্বান্নো ভক্ষয়িষ্যতি।। ২
সর্বথা প্রায়মাসীনান্ যদি নো ভক্ষয়িষ্যতি। কৃতকৃত্যা ভবিষ্যামঃ ক্ষিপ্রং সিদ্ধিমিতো গতাঃ।। ৩
এতাং বুদ্ধিং ততশ্চক্রুঃ সর্বে তে হরিযূথপাঃ। অবতার্য গিরেঃ শৃঙ্গাদ্ গৃধ্রমাহাঙ্গদস্তথা।। ৪

সপ্ত-পঞ্চাশ (৫৭) সর্গ

অঙ্গদের দ্বারা পর্বতশিখর থেকে সম্পাতিকে নীচে আনয়ন। জটায়ুবধের ঘটনা-বর্ণনা। বালি-বধ এবং রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতার কথা জ্ঞাপন। উপবাসের দ্বারা নিজের মৃতুবরণের সঙ্কল্প-বর্ণনা।

ভ্রাতা জটায়ুর শোকে সম্পাতির কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়ে গিয়েছিলো। বানরদলপতিরা তাঁকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কারণ, তাঁর একটু পূর্বের কাণ্ডকারখানা দেখে তাঁরা ভীত হয়ে পড়েছিলেন।। ১ ।। সেই বানরেরা তো মৃত্যুর প্রতীক্ষায় উপবাসে বসে আছে। তাদের মনে ভয় হলো যে এই সম্পাতি আমাদের সবাইকে খেয়ে ফেলবে।। ২ ।। আমরা তো সর্বতোভাবে মরণের প্রতীক্ষায় বসে আছি। এ যদি আমাদের খেয়ে ফেলে তাহলে আমরা তো কৃতার্থই হবো। সত্বর আমাদের অভীষ্টসিদ্ধি হবে।। ৩ ।। বানর -দলপতিরা তখন এইটিই স্থির করলো। তখন পর্বতশৃঙ্গ থেকে নামিয়ে অঙ্গদ গৃধ্র-সম্পাতিকে বললো—*(গৃধ্রম্ + আহ + অঙ্গদঃ + তথা)*।। ৪ ।। পূর্বে ঋক্ষরজা নামে এক বানররাজ ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত

বভূবর্ক্ষরজো নাম বানরেন্দ্রঃ প্রতাপবান্। মমার্যঃ পার্থিবঃ পক্ষিন্ ধার্মিকৌ তস্য চাত্মজৌ।। ৫
সুগ্রীবশ্চৈব বালী চ পুত্রৌ ঘনবলাবুভৌ। লোকে বিশ্রুতকর্মাভূদ্ রাজা বালী পিতা মম।। ৬
রাজা কৃৎস্নস্য জগত ইক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ। রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ প্রবিষ্টো দণ্ডকাবনম্।। ৭
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বৈদেহ্যা সহ ভার্যয়া। পিতুর্নির্দেশনিরতো ধর্মং পন্থানমাশ্রিতঃ।। ৮
তস্য ভার্যা জনস্থানাদ্ রাবণেন হৃতা বলাৎ। রামস্য তু পিতুর্মিত্রং জটায়ুর্নাম গৃধ্ররাট্।। ৯
দদর্শ সীতাং বৈদেহীং হ্রিয়মাণাং বিহায়সা। রাবণং বিরথং কৃত্বা স্থাপয়িত্বা চ মৈথিলীম্।
পরিশ্রান্তশ্চ বৃদ্ধশ্চ রাবণেন হতো রণে।। ১০
এবং গৃধ্রো হতস্তেন রাবণেন বলীয়সা। সংস্কৃতশ্চাপি রামেণ জগাম গতিমুত্তমম্।। ১১
ততো মম পিতৃব্যেণ সুগ্রীবেণ মহাত্মনা। চকার রাঘবঃ সখ্যং সোঽবধীৎ পিতরং মম।। ১২
মম পিত্রা নিরুদ্ধো হি সুগ্রীবঃ সচিবৈঃ সহ। নিহত্য বালিনং রামস্ততস্তমভিষেচয়ৎ।। ১৩
স রাজ্যে স্থাপিতস্তেন সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ। রাজা বানরমুখ্যানাং তেন প্রস্থাপিতা বয়ম্।। ১৪
এবং রামপ্রযুক্তাস্তু মার্গমাণাস্ততস্ততঃ। বৈদেহীং নাধিগচ্ছামো রাত্রৌ সূর্যপ্রভামিব।। ১৫
তে বয়ং দণ্ডকারণ্যং বিচিত্য সুসমাহিতাঃ। অজ্ঞানাত্তু প্রবিষ্টাঃ স্ম ধরণ্যা বিবৃতং বিলম্।। ১৬
ময়স্য মায়াবিহিতং তদ্বিলঞ্চ বিচিন্বতাম্। ব্যতীতস্তত্র নো মাসো যো রাজা সময়ঃ কৃতঃ।। ১৭
তে বয়ং কপিরাজস্য সর্বে বচনকারিণঃ। কৃতাং সংস্থামতিক্রান্তা ভয়াৎ প্রায়মুপাসিতাঃ।। ১৮
ক্রুদ্ধে তস্মিংস্তু কাকুৎস্থে সুগ্রীবে চ সলক্ষ্মণে। গতানামপি সর্বেষাং তত্র নো নাস্তি জীবিতম্।। ১৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

প্রতাপশালী। আমার পিতামহ তিনি। হে পক্ষিন্, তাঁর দু'জন ধার্মিক পুত্র ছিলেন।। ৫ ।। সুগ্রীব এবং বালি। দু'জনেই অত্যন্ত বলশালী। কর্মের দ্বারা জগতে বিখ্যাত হয়েছিলেন বালি। তিনিই আমার বাবা।। ৬ ।। দশরথপুত্র রাম ইক্ষ্বাকুবংশের মহাবীর। সমগ্র জগতের তিনি অধিপতি। সেই শ্রীমান রাম দণ্ডকাবনে এসেছিলেন।। ৭ ।। সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভাই লক্ষ্মণ এবং পত্নী বিদেহ রাজদুহিতা সীতা। পিতার আদেশ পালনের দ্বারা ধর্মের পথ আশ্রয় করার জন্য তিনি এই বনে এসেছিলেন।। ৮ ।। জনস্থান থেকে তাঁর পত্নীকে রাবণ জোর করে হরণ করে। গৃধ্ররাজ জটায়ু ছিলেন রামের বাবার বন্ধু।। ৯ ।। জটায়ু দেখলেন আকাশপথে বিদেহরাজপুত্রী সীতাকে রাবণ জোর করে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তখন রাবণকে রথচ্যুত করে মিথিলা রাজনন্দিনী সীতাকে ভূতলে নামিয়ে এনে স্থাপন করলেন। বৃদ্ধ জটায়ু যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে রাবণের দ্বারা নিহত হলেন।। ১০ ।। বলবান রাবণের দ্বারা এইভাবে গৃধ্ররাজ জটায়ু নিহত হলেন। রাম তাঁর দাহাদি সংস্কার করলেন। জটায়ু লাভ করলেন উত্তম বীরগতি।। ১১ ।। তারপর আমার কাকা মহাত্মা সুগ্রীবের সঙ্গে রাম বন্ধুত্ব করলেন। রাম আমার বাবাকে বধ করেন।। ১২ ।। আমার বাবা বালি কাকা সুগ্রীবকে সচিবদের সঙ্গে নিরুদ্ধ করেছিলেন। আমার বাবা বালিকে হত্যা করে রাম সুগ্রীবকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।। ১৩ ।। সেই বানরপতি সুগ্রীব এখন রাজ্যে রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত। তিনি বানরপ্রধানদের রাজা। আমাদেরকে এখানে তিনিই পাঠিয়েছেন।। ১৪ ।। রামের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে আমরা নানা দিকে সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সীতাকে পেলাম না। রাতে যেমন সূর্যকিরণকে দেখা যায় না, এও ঠিক তেমনি।। ১৫ ।। একাগ্রভাবে দণ্ডকারণ্যে অনুসন্ধানের পর অজান্তে পৃথিবীর অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা এক বিরাট বিলের মধ্যে আমরা এসে পড়েছি। ।। ১৬ ।। ময়দানবের মায়াবিদ্যায় এই বিল নির্মিত। রাজা সুগ্রীব এক মাস সময় দিয়েছিলেন। সীতার সন্ধানের জন্য। আমাদের সেই এক মাস চলে গেলো।। ১৭ ।। আমরা সবাই বানরাধিপতি সুগ্রীবের আজ্ঞার বশবর্তী। তাঁর বেঁধে-দেওয়া সময় চলে যাওয়ার ভয়ে আমরা প্রায়োপবেশনে বসেছি।। ১৮ ।। লক্ষ্মণসহ রাম এবং সুগ্রীবের কাছে যদি আমরা সীতার সংবাদ নিয়ে যেতে না পারি, তাহলে আর আমাদের প্রাণ থাকবে না।। ১৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের সপ্তপঞ্চাশ (৫৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ ।।

সম্পাতেঃ স্বীয়পক্ষজ্বলনবৃত্তান্তকথনম্, সীতায়া রাবণস্য চ সন্দেশজ্ঞাপনম্, বানারাণাং
সহায়েন সমুদ্রতীরং গত্বা ভ্রাত্রে জলাঞ্জলিদানঞ্চ।

ইত্যুক্তঃ করুণং বাক্যং বানরৈস্ত্যক্তজীবিতৈঃ। সবাষ্পো বানরান্ গৃধ্রঃ প্রত্যুবাচ মহাস্বনঃ।। ১
যবীয়ান্ স মম ভ্রাতা জটায়ুর্নাম বানরাঃ। যমাখ্যাত হতং যুদ্ধে রাবণেন বলীয়সা।। ২
বৃদ্ধভাবাদপক্ষত্বাচ্ছৃণ্বংস্তদপি মর্ষয়ে। ন হি মে শক্তিবস্ত্যদ্য ভ্রাতুর্বৈরবিমোক্ষণে।। ৩
পুরা বৃত্রবধে বৃত্তে স চাহঞ্চ জয়ৈষিণৌ। আদিত্যমুপযাতৌ খে জ্বলন্তং রশ্মিমালিনম্।। ৪
আবৃত্যাকাশমার্গেণ জবেন স্বর্গতৌ ভৃশম্। মধ্যং প্রাপ্তে তু সূর্যে তু জটায়ুরবসীদতি।। ৫
তমহং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা সূর্যরশ্মিভিরর্দিতম্। পক্ষাভ্যাং ছাদয়ামাস স্নেহাৎ পরমবিহ্বলম্।। ৬
নির্দগ্ধপক্ষঃ পতিতো বিন্ধ্যেঽহং বানরর্ষভাঃ। অহমস্মিন্ বসন্ ভ্রাতুঃ প্রবৃত্তিং নোপলক্ষয়ে।। ৭
জটায়ুষস্তে বিমুক্তৌ ভ্রাত্রা সম্পাতিনা তদা। যুবরাজো মহাপ্রাজ্ঞঃ প্রত্যুবাচাঙ্গদস্তদা।। ৮
জটায়ুষো যদি ভ্রাতা শ্রুতং তে গদিতং ময়া। আখ্যাহি যদি জানাসি নিলয়ং তস্য রক্ষসঃ ।। ৯
অদীর্ঘদর্শিনং তং বৈ রাবনং রাক্ষসাধমম্। অন্তিকে যদি বা দূরে যদি জানাসি শংস নঃ।। ১০
ততোঽব্রবীন্মহাতেজা ভ্রাতা জ্যেষ্ঠো জটায়ুষঃ। আত্মানুরূপং বচনং বানরান্ সংপ্রহর্ষয়ন্।। ১১
নির্দগ্ধপক্ষো গৃধ্রোঽহং গতবীর্যঃ প্লবঙ্গমাঃ। বাঙ্মাত্রেণাপি রামস্য করিষ্যে সাহ্যমুত্তমম্।। ১২

অষ্টপঞ্চাশ (৫৮) সর্গ

সম্পাতির নিজের পাখা জ্বলে যাবার বর্ণনা। সীতা ও রাবণের সংবাদ-জ্ঞাপন।
বানরদের সাহায্যে সমুদ্রতীরে গিয়ে মৃত ভ্রাতা জটায়ুর উদ্দেশে তর্পণ।

প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে বানরেরা গৃধ্র সম্পাতিকে করুণভাবে এই কথা বললো। তখন সেই গৃধ্র চোখের জলে উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিলেন।। ১ ।। হে বানরবৃন্দ, যুদ্ধে বলবান রাবণের দ্বারা যে জটায়ু নিহত হয়েছে বলে তোমরা বললে সে আমার ছোটোভাই।। ২ ।। বুড়ো হয়ে গেছি। আমার পাখাও নষ্ট হয়ে গেছে। ভাইয়ের শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেবার আজ আর আমার শক্তি নেই। শুনেও তাই সব সহ্য করছি।।৩ ।। অনেকদিন আগে বৃত্র বধের ঘটনার সময় সে আর আমি ইন্দ্রকে জয় করার জন্য আকাশে উঠে গিয়ে কিরণমালী জ্বলন্ত সূর্যের কাছে চলে গিয়েছিলাম।। ৪ ।। সূর্যের মধ্যাহ্নকালীন কিরণের তাপে জটায়ু অবসন্ন হয়ে পড়লো।।৫ ।। দেখো, ভাইকে সূর্যকিরণে পীড়িত এবং অত্যন্ত ব্যাকুল দেখে স্নেহে আমার পাখাদু'টি দিয়ে তাকে আমি ঢেকে দিলাম।।৬ ।। হে বানরবীরবৃন্দ, শোনো, তখন আমার কি হলো? পাখা দু'টি গেলো পুড়ে। আমি পড়ে গেলাম বিন্ধ্যপর্বতে। আমি এইখানে বাস করতে থাকায় তার কোনো খবর রাখতে পারি নি *(আজ তোমাদের কাছেই শুনলাম তার মৃত্যুর কথা)*।।৭ ।। জটায়ুর ভাই সম্পাতি তখন এই কথা বললে মহাপ্রাজ্ঞ যুবরাজ অঙ্গদ প্রত্যুত্তরে বললেন—।। ৮ ।। আপনি যদি জটায়ুর ভাই-ই হয়ে থাকেন এবং আমি যা বলেছি তা শুনে থাকেন, তাহলে সেই রাক্ষসের আবাস যদি আপনি জানেন, আমায় বলুন।। ৯ ।। সেই অদূরদর্শী অধম রাক্ষস রাবণ কাছে বা দূরে যেখানেই থাকুক, যদি তা জানেন, তাহলে তা আমাকে বলুন।। ১০ ।। তখন জটায়ুর বড়ো ভাই মহাতেজস্বী সম্পাতি বানরবৃন্দকে সম্যগ্‌রূপে আনন্দিত করে, যে কথা বললেন তা তাঁরই যোগ্য।। ১১ ।। হে বানরগণ, দেখো, আমি বীর্যহীন এক গৃধ্র। তদুপরি আমার পাখা পুড়ে গেছে *(তাই শক্তি দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে কোনো সাহায্য করতে পারছিনা)*। কেবলমাত্র বাক্যের দ্বারা হলেও রামের প্রতি উত্তমভাবে সাহায্য করবো।। ১২ ।। আমি বরুণের বাসস্থানসমূহ জানি।

জানামি বারুণাঁল্লোকান্ বিষ্ণোস্ত্রৈবিক্রমানপি। দেবাসুরবিমর্দাংশ্চ হ্যমৃতস্য বিমন্থনম্।। ১৩
রামস্য যদিদং কার্যং কর্তব্যং প্রথমং ময়া। জরয়া চ হৃতং তেজঃ প্রাণাশ্চ শিথিলা মম।। ১৪
তরুণী রূপসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা। হ্রিয়মাণা ময়া দৃষ্টা রাবণেন দুরাত্মনা।। ১৫
ক্রোশন্তী রাম রামেতি লক্ষ্মণেতি চ ভামিনি। ভূষণান্যপবিধ্যন্তী গাত্রাণি চ বিধুন্বতি।। ১৬
সূর্যপ্রভেব শৈলাগ্রে তস্যাঃ কৌশেয়মুত্তমম্। অসিতে রাক্ষসে ভাতি যথা বিদ্যুদিবাম্বরে ।। ১৭
তাং তু সীতামহং মন্যে রামস্য পরিকীর্তনাৎ। শ্রূয়তাং মে কথয়তো নিলয়ং তস্য রক্ষসঃ।। ১৮
পুত্রো বিশ্রবসঃ সাক্ষাদ্ ভ্রাতা বৈশ্রবণস্য চ। অধ্যাস্তে নগরীং লঙ্কাং রাবণো নাম রাক্ষসঃ।। ১৯
ইতো দ্বীপে সমুদ্রস্য সম্পূর্ণে শতযোজনে। তস্মিংল্লঙ্কাপুরী রম্যা নির্মিতা বিশ্বকর্মণা।। ২০
জাম্বূনদময়ৈর্দ্বারৈশ্চিত্রৈঃ কাঞ্চনবেদিকৈঃ। প্রাসাদৈর্হেমবর্ণৈশ্চ মহদ্ভিঃ সুসমাকৃতা।। ২১
প্রাকারেণার্কবর্ণেন মহতা চ সমন্বিতা। তস্যাং বসতি বৈদেহী দীনা কৌশেয়বাসিনী।। ২২
রাবণান্তঃপুরে রুদ্ধা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা। জনকস্যাত্মজাং রাজ্ঞস্তস্যাং দ্রক্ষ্যথ মৈথিলীম্।। ২৩
লঙ্কায়ামথ গুপ্তায়াং সাগরেণ সমন্ততঃ। সম্প্রাপ্য সাগরস্যান্তং সম্পূর্ণং শতযোজনম্।। ২৪
আসাদ্য দক্ষিণং তীরং ততো দ্রক্ষ্যথ রাবণম্। তত্রৈব ত্বরিতাঃ ক্ষিপ্রং বিক্রমধ্বং প্লবঙ্গমাঃ।। ২৫
জ্ঞানেন খলু পশ্যামি দৃষ্ট্বা প্রত্যাগমিষ্যথ। আদ্যঃ পন্থাঃ কুলিঙ্গানাং যে চান্যে ধান্যজীবিনঃ।। ২৬
দ্বিতীয়ো বলিভোজানাং যে চ বৃক্ষফলাশনাঃ। ভাসাস্তৃতীয়ং গচ্ছন্তি ক্রৌঞ্চাশ্চ কুররৈঃ সহ।। ২৭

বিষ্ণু বিক্রম দেখিয়ে তিনটি পা যেখানে রেখেছিলেন সেই সব স্থানও আমি জানি। দেবাসুর সংগ্রাম এবং অমৃতমন্থনও আমার জানা।। ১৩ ।। বার্ধক্যে আমার তেজ নষ্ট হলেও, প্রাণ শিথিল হলেও রামের এই যে কাজ, তা আমার সর্বাগ্রে করণীয়।। ১৪ ।। দুরাত্মা রাবণ অলঙ্কারভূষিতা, রূপবতী এক তরুণীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে—এ আমি দেখেছি।। ১৫ ।। দেখলাম, সেই মানিনী "রাম, রাম, লক্ষ্মণ" বলে চীৎকার করছেন আর অলঙ্কারগুলি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন। তাঁর দেহের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাঁপছে।। ১৬ ।। পাহাড়ের চূড়ায় সূর্যের কিরণের মতো তাঁর রেশমী ওড়না উড়ছিলো। কালো সেই রাক্ষসের কাছে তাঁকে দেখাচ্ছিলো আকাশে বিদ্যুতের মতো।। ১৭ ।। তোমরা রামের কথা বলায় আমি বুঝতে পারলাম তিনিই সীতা। সেই রাক্ষস কোথায় আছে তা আমি বলছি। শোনো।। ১৮ ।। রাবণ নামক রাক্ষস লঙ্কানগরীতে থাকে। সে মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র এবং কুবেরের সাক্ষাদ্ ভাই।। ১৯ ।। এখান থেকে পূরোপুরি এক 'শ যোজন দূরে সমুদ্রের মধ্যে একটি দ্বীপ আছে। সেখানে বিশ্বকর্মা লঙ্কা নামে একটি রমণীয় পুরী নির্মাণ করেছেন।। ২০ ।। সেই পুরীর চিত্রিত সুন্দর দ্বারগুলি সব সোনায় তৈরী। রয়েছে বহু সোনার বেদি। সোনার বরণ বিশাল প্রাসাদসমূহে সজ্জিত ঐ নগরী।। ২১ ।। বিশাল প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ঐ নগরী। সূর্যের মতো উজ্জ্বল প্রাচীরের বর্ণ। সীতা দীনভাবে সেখানে বাস করছে। রেশমী কাপড় তার পরনে। ।। ২২ ।। রাবণের অন্তঃপুরে রাক্ষসীরা তাঁকে নজরবন্দী করে রেখেছে। সেখানে জনকের কন্যা সীতাকে তোমরা দেখতে পাবে।। ২৩ ।। লঙ্কা সব দিকে সাগরের দ্বারা সুরক্ষিত। এখান থেকে পূরোপুরি এক 'শত যোজন সমুদ্র তোমরা পার হবে।। ২৪ ।। তারপর তার দক্ষিণতীরে পৌঁছে তোমরা রাবণকে দেখতে পাবে। হে বানরবৃন্দ, শীগ্‌গির সেখানে গিয়ে তোমরা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বিক্রম-প্রকাশ করো।। ২৫ ।। আমি জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখছি, তোমরা সীতাকে দেখে ফিরে আসবে। আকাশের প্রথম স্তরের এই যে পথ, তা হলো পায়রা প্রভৃতি পাখীর (*কুলিঙ্গ—ফিঙে পাখী। আকাশের বিভিন্ন স্তরে শক্তি অনুসারে বিভিন্ন পাখীদের উড়ে চলার পথ সম্বন্ধে আলোচনায় ঋষিকবি যে পক্ষিতত্ত্ববিশারদও ছিলেন, প্রমাণিত হয়*)।। ২৬ ।। আকাশের দ্বিতীয়স্তরের পথ হলো গৃহীদের নিত্য করণীয় পঞ্চ-মহাযজ্ঞের অন্যতম যে ভূতযজ্ঞ, তাতে যে বলি তথা উপহাররূপে যে সব শস্য এবং ভোজ্য উৎসর্গ করা হয়, সেইগুলি যে কাক প্রভৃতি ভোজন করে তাদের আর শুক প্রভৃতি পাখীর যারা গাছের ফল খেয়ে থাকে। তাদের তৃতীয় পথে চলে শকুন, ক্রৌঞ্চ এবং চিল প্রভৃতি পাখী।। ২৭ ।। বাজপাখীরা চলে চতুর্থ পথে। আর বুড়ো শকুনেরা চলে পঞ্চম পথে। ষষ্ঠ স্তরের পথে

শ্যেনাশ্চতুর্থং গচ্ছন্তি গৃধ্রা গচ্ছন্তি পঞ্চমম্। বলবীর্যোপপন্নানাং রূপ-যৌবনশালিনাম্।। ২৮
ষষ্ঠস্তু পন্থা হংসানাং বৈনতেয়গতিঃ পরা। বৈনতেয়াচ্চ নো জন্ম সর্বেষাং বানরর্ষভাঃ।। ২৯
গর্হিতং তু কৃতং কর্ম যেন স্ম পিশিতাশিনঃ। প্রতিকার্যঞ্চ মে তস্য বৈরং ভ্রাতৃকৃতং ভবেৎ।। ৩০
ইহস্থোঽহং প্রপশ্যামি রাবণং জানকীং তথা। অস্মাকমপি সৌপর্ণং দিব্যং চক্ষুর্বলং তথা।। ৩১
তস্মাদাহারবীর্যেণ নিসর্গেন চ বানরাঃ। আ যোজনশতাৎ সাগ্রাদ্ বয়ং পশ্যাম নিত্যশঃ।। ৩২
অস্মাকং বিহিতা বৃত্তির্নিসর্গেণ চ দূরতঃ। বিহিতা বৃক্ষমূলে তু বৃত্তিশ্চরণযোধিনাম্।। ৩৩
উপায়ো দৃশ্যতাং কশ্চিল্লঙ্ঘনে লবণাম্ভসঃ। অভিগম্য তু বৈদেহীং সমৃদ্ধার্থা গমিষ্যথ।। ৩৪
সমুদ্রং নেতুমিচ্ছামি ভবদ্ভির্বরুণালয়ম্। প্রদাস্যাম্যুদকং ভ্রাতুঃ স্বর্গতস্য মহাত্মনঃ।। ৩৫
ততো নীত্বা তু তং দেশং তীরে নদনদীপতেঃ। নির্দগ্ধপক্ষং সম্পাতিং বানরাঃ সুমহৌজসঃ।। ৩৬
তং পুনঃ প্রাপয়িত্বা চ তং দেশং পতগেশ্বরম্। বভূবুর্বানরা হৃষ্টাঃ প্রবৃত্তিমুপলভ্য তে।। ৩৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে অষ্টপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

উড়ে চলে বলবীর্যসম্পন্ন, রূপযৌবনশালী হাঁসেরা। তার ওপরের পথে চলে গরুড়। হে বানরবীরেরা, শোনো, আমাদের সবারই জন্ম গরুড় পাখী হতে। ।। ২৯ ।। পূর্বজন্মে আমরা নিন্দিত কর্ম করেছিলাম। তার ফলে আমরা এখন মাংসাহারী রাক্ষসে পরিণত হয়েছি। তোমাদের সাহায্য করে আমি আমার ভাইয়ের প্রতি শত্রুতার প্রতিশোধ নেবো।। ৩০ ।। আমি এইখানে বসেই রাবণ আর সীতাকে দেখতে পাচ্ছি। আমাদেরও গরুড়ের মতো বহুদূর পর্যন্ত দেখার দিব্য দৃষ্টিশক্তি আছে *(সৌপর্ণ—সুপর্ণী তথা বিনতার পুত্র গরুড়)*।। ৩১।। হে বানরবৃন্দ, সেই জন্য আমার আহারের শক্তিতে এবং স্বাভাবিকভাবেই শত যোজনের অগ্রভাগ থেকেই সর্বদা সব কিছু দেখতে পাই।। ৩২ ।। আমাদের জীবিকাবৃত্তি হিসেবে দূর থেকে দেখার শক্তি বিধাতা আমাদের দিয়েছেন। মুরগী প্রভৃতির দৃষ্টি গাছের গোড়া পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন *(চরণযোধী—কুক্কুট, মুরগী। পা দিয়েই মুরগীরা লড়াই করে, তাই চরণযোধী)*।। ৩৩ ।। এখন এই লবণাক্ত জলের সমুদ্র পার হবার কোনো উপায় দেখো। সীতার কাছে গিয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ করে ফিরে আসবে।। ৩৪ ।। তোমাদের সঙ্গে আমি এখন সমুদ্র পর্যন্ত যেতে চাইছি। আমার স্বর্গত মহাপ্রাণ ভাই জটায়ুর জন্যে সেখানে জল দিয়ে তর্পণ করবো।। ৩৫।। মহাতেজস্বী বানরেরা তখন পাখা পুড়ে-যাওয়া সম্পাতিকে নদ এবং নদীদের পতি সমুদ্রের তীরদেশে নিয়ে গেলেন।। ৩৬ ।। তর্পণান্তে তাঁকে তাঁরা আবার তার পূর্বস্থানে এনে রেখে গেলেন। সীতা এবং রাবণের সন্ধান জেনে বানরেরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।। ৩৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ (৫৮) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

স্বপুত্র-সুপার্শ্বসমীপতঃ সীতা-রাবণদর্শনবৃত্তান্তমবগম্য সম্পাতেস্তদ্বর্ণনম্।

ততস্তদমৃতাস্বাদং গৃধ্ররাজেন ভাষিতম্। নিশম্য বদতো হৃষ্টাস্তে বচঃ প্লবগর্ষভাঃ।। ১
জাম্ববান্ বানরশ্রেষ্ঠঃ সহ সর্বৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ। ভূতলাৎ সহসোত্থায় গৃধ্ররাজানমব্রবীৎ।। ২

ঊনষষ্টিতম (৫৯) সর্গ

নিজের পুত্র সুপার্শ্বের কাছ থেকে সীতা ও রাবণের দর্শন বৃত্তান্ত জেনে সম্পাতি কর্তৃক তার বর্ণনা।

এইভাবে বানরশ্রেষ্ঠেরা গৃধ্ররাজ সম্পাতির কথা শুনলেন। সেই কথা তাঁদের কাছে অমৃতের মতো সুস্বাদু মনে হলো। তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।। ১ ।। বানরশ্রেষ্ঠ জাম্ববান বানরদের সকলকে নিয়ে ঝটকা মেরে মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গৃধ্ররাজ সম্পাতিকে জিজ্ঞেস করলেন...।। ২ ।। কোথায় সীতা? কে

ক্ব সীতা কেন বা দৃষ্টা কো বা হরতি মৈথিলীম্। তদাখ্যাতু ভবান্ সর্বং গতির্ভব বনৌকসাম্।। ৩
কো দাশরথিবাণানাং বজ্রবেগনিপাতিনাম্। স্বয়ং লক্ষ্মণমুক্তানাং ন চিন্তয়তি বিক্রমম্।। ৪
স হরীন্ প্রতিসম্মুক্তান্ সীতাশ্রুতিসমাহিতান্। পুনরাশ্বাসয়ন্ প্রীত ইদং বচনমব্রবীৎ।। ৫
শ্রূয়তামিহ বৈদেহ্যা যথা মে হরণং শ্রুতম্। যেন চাপি মমাখ্যাতং যত্র চায়তলোচনা।। ৬
অহমস্মিন্ গিরৌ দুর্গে বহুযোজনমায়তে। চিরান্নিপতিতো বৃদ্ধঃ ক্ষীণপ্রাণপরাক্রমঃ।। ৭
তং মামেবংগতং পুত্রঃ সুপার্শ্বো নাম নামতঃ। আহারেণ যথাকালং বিভর্তি পততাং বরঃ।। ৮
তীক্ষ্ণকামাস্তু গন্ধর্বাস্তীক্ষ্ণকোপা ভুজঙ্গমাঃ। মৃগাণাং তু ভয়ং তীক্ষ্ণং ততস্তীক্ষ্ণক্ষুধা বয়ম্।। ৯
স কদাচিৎ ক্ষুধার্তস্য মমাহারাভিকাঙ্ক্ষিণঃ। গতসূর্যেঽহনি প্রাপ্তো মম পুত্রো হ্যনামিষঃ।। ১০
স ময়াহারসংরোধাৎ পীডিতঃ প্রীতিবর্ধনঃ। অনুমান্য যথাতত্ত্বমিদং বচনমব্রবীৎ।। ১১
অহং তাত যথাকালমামিষার্থী মমাপ্লুতঃ। মহেন্দ্রস্য গিরের্দ্বারমাবৃত্য সুসমাশ্রিতঃ।। ১২
তত্র সত্ত্বসহস্রাণাং সাগরান্তরচারিণাম্। পন্থানমেকোঽধ্যবসং সংনিবোদ্ধুমবাঙ্মুখঃ।। ১৩
তত্র কশ্চিন্ময়া দৃষ্টঃ সূর্যোদয়সমপ্রভাম্। স্ত্রিয়মাদায় গচ্ছন্ বৈ ভিন্নঞ্জনচয়োপমঃ।। ১৪
সোঽহমভ্যবহারার্থং তৌ দৃষ্ট্বা কৃতনিশ্চয়ঃ। তেন সাম্না বিনীতেন পন্থানমনুযাচিতঃ।। ১৫
নহি সামোপপন্নানাং প্রহর্তা বিদ্যতে ভুবি। নীচেষ্বপি জনঃ কশ্চিৎ কিমঙ্গ বত মদ্বিধঃ।। ১৬
স জাতস্তেজসা ব্যোম সংক্ষিপন্নিব বেগিতঃ। অথাহং খেচরৈর্ভূতৈরভিগম্য সভাজিতঃ।। ১৭

দেখেছে? কেই বা এই মিথিলারাজপুত্রী সীতাকে হরণ করেছে? আপনি আমাদের সব বলুন। আমরা বনবাসী। আপনি আমাদের আশ্রয়দাতা হোন।। ৩ ।। দশরথনন্দন রামের বাণ বজ্রের মতো বেগে গিয়ে লক্ষ্যের ওপরে পড়ে। স্বয়ং লক্ষ্মণের বাণও তাই। কে এইসব বাণের পরাক্রমের কথা চিন্তা করে না?।। ৪ ।। বানরেরা উপবাস ত্যাগ করে সীতার কথা শুনতে একাগ্রচিত্ত। প্রীত সম্পাতি তাঁদের আবার আশ্বাস দিয়ে বললেন...।। ৫ ।। তোমরা সব এখন শোনো সুন্দর বিশালনেত্রা সীতা যে ভাবে অপহৃতা হয়েছেন, আর যে আমাকে সব বলেছে।। ৬ ।। আমি বৃদ্ধ। প্রাণ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। পরাক্রমও তাই। এই দুর্গম পাহাড়ে আমি বহুদিন ধরে পড়ে আছি *(পাখা পুড়ে গেছে বলে উড়ে কোথাও যেতে পারে না)*।। ৭ ।। আমি এই অবস্থায় পড়ায় পক্ষিপ্রবর সুপার্শ্ব নামে আমার পুত্র যথাকালে আহার জুগিয়ে আমায় বাঁচিয়ে রাখে *(পাখীদের মধ্যেও পিতৃসেবা)*।। ৮ ।। যেমন গন্ধর্বদের মধ্যে কামভাব প্রবল, সাপেদের মধ্যে কোপ অত্যন্ত উগ্র, হরিণদের মধ্যে ভয় খুব বেশী, তেমনি আমাদের মধ্যেও ক্ষুধা অত্যন্ত তীব্র।। ৯ ।। একদিন ক্ষুধার্ত হয়ে আমি আহারের আকাঙ্ক্ষায় প্রহর কাটাচ্ছি। সারাদিন ঘুরে সূর্য অস্ত গেলে আমার ছেলে কোনো মাংস না পেয়ে শূন্যহাতে ফিরে এলো।। ১০ ।। এই ছেলে আমার প্রীতিবর্ধন করতো। কিন্তু আমার আহার না আনায় তাকে আমি কটুকথায় পীড়িত করেছিলাম। তা সে মেনে নিয়ে আমাকে যথোচিত এই বাক্য বলেছিলো...।। ১১ ।। বাবা, মাংস প্রার্থী হয়ে আমি যথাসময়ে আকাশে উড়ছিলাম। মহেন্দ্রপর্বতের দ্বারদেশ আবৃত করে দাঁড়িয়ে রৈলাম।। ১২ ।। সেখানে সাগরের মধ্যে বিচরণকারী হাজার হাজার প্রাণীর পথ অবরুদ্ধ করে, নীচের দিকে মুখ রেখে আমি একাই অবস্থান করতে লাগলাম *(অবাঙ্মুখ—নীচের দিকে মুখ)*।। ১৩ ।। সেইখানে আমি দেখতে পেলাম—সূর্যোদয়ের মতো প্রভাসম্পন্ন একজন স্ত্রীকে ঘাঁটা-কাজলের মতো দেখতে একজন পুরুষ নিয়ে চলে যাচ্ছে *(অঞ্জন—কাজল)*।। ১৪ ।। তাদের দু'জনকে দেখে আমি ভোজনের জন্য নিয়ে আসার সঙ্কল্প করলাম। কিন্তু সেই পুরুষটি আমাকে মধুরভাষায় বিনীতভাবে তাদের চলে যাবার পথ-প্রার্থনা করলে *(সাম্না—মধুরবাক্যে)*।। ১৫ ।। মধুরভাষী ব্যক্তির প্রতি প্রহার করতে পারে জগতে নীচকর্মাদের মধ্যেও এমন কোনো মানুষ মেলে না। আর আমার পক্ষে তা করা কি ভাবে সম্ভব, বল তো দেখি!।। ১৬ ।। সে তখন তেজে আকাশ ব্যাপ্ত করে বেগে চলে গেলো। তারপর গগনচারী প্রাণীরা এসে আমাকে সম্মান জানালো।। ১৭ ।। মহর্ষিরা আমাকে বললেন, সৌভাগ্যবশতঃ

দিষ্ট্যা জীবতি সীতেতি অব্রুবন্মাং মহর্ষয়ঃ। কথঞ্চিৎ সকলত্রোঽহং তৈঃ সিদ্ধৈঃ পরমশোভনৈঃ।
স চ মে রাবণো রাজা রক্ষসাং প্রতিবেদিতঃ।। ১৮
পশ্যন্ দশরথের্ভার্যাং রামস্য জনকাত্মজাম্। ভ্রষ্টাভরণকৌশেয়াং শোকবেগপরাজিতাম্।। ১৯
পশ্যন্ দাশরথের্ভার্য্যাং রামস্য জনকাত্মজাম্। ভ্রষ্টাভরণকৌশেয়াং শোকবেগপরাজিতাম্।। ২০
রাম-লক্ষ্মণয়োর্নাম ক্রোশন্তীং মুক্তমূর্ধজাম্। এষ কালাত্যয়স্তাত ইতি বাক্যবিদাং বরঃ।। ২১
এতদর্থং সমগ্রং মে সুপার্শ্বঃ প্রত্যবেদয়ৎ। তচ্ছ্রুত্বাপি হি মে বুদ্ধির্নাসীৎ কাচিৎ পরাক্রমে।। ২২
অপক্ষো হি কথং পক্ষী কর্ম কিঞ্চিৎ সমারভেৎ। যত্তু শাক্যং ময়া কর্তুং বাগ্‌বুদ্ধিগুণবর্তিনা।। ২৩
শ্রূয়তাং তত্র বক্ষ্যামি ভবতাং পৌরুষাশ্রয়ম্। বাঙ্মতিভ্যাং হি সর্বেষাং করিষ্যামি প্রিয়ং হি বঃ ।। ২৪
যদ্ধি দাশরথেঃ কার্যং মম তন্নাত্র সংশয়ঃ। তদ্ভবন্তো মতিশ্রেষ্ঠা বলবন্তো মনস্বিনঃ ।। ২৫
প্রহিতাঃ কপিরাজেন দেবৈরপি দুরাসদাঃ। রাম-লক্ষ্মণবাণাশ্চ বিহিতাঃ কঙ্কপত্রিণঃ।। ২৬
ত্রয়াণামপি লোকানাং পর্যাপ্তাস্ত্রাণনিগ্রহে। কামং খলু দশগ্রীবস্তেজোবলসমন্বিতঃ।
ভবতাং তু সমর্থানাং ন কিঞ্চিদপি দুষ্করম্।। ২৭
তদলং কালসঙ্গেন ক্রিয়তাং বুদ্ধিনিশ্চয়ঃ। ন হি কর্মসু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ।। ২৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ঊনষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

সীতা বেঁচে আছেন। তোমার দৃষ্টিতে পড়েও স্ত্রীকে নিয়ে সেই ব্যক্তি কোনও রকমে বেঁচে গেলো। পরমশোভন সেই সিদ্ধ নামক উপদেবতারা জানালেন যে—ঐ পুরুষটি হলো রাক্ষসদের রাজা রাবণ।। ১৮ ।। বাবা, দেখলাম, দশরথপুত্র রামের পত্নী জনকদুহিতা সীতা শোকে অত্যন্ত অভিভূতা। তাঁর অলঙ্কার আর রেশমী ওড়না খসে পড়ে যাচ্ছে।। ১৯ ।। তিনি রাম-লক্ষ্মণের নাম ধরে চীৎকার করে কাঁদছেন। চুল তাঁর এলোমেলো। এই জন্যে আমার দেরী হয়ে গেছে।। ২০ ।। বাগ্‌ব্যবহারে নিপুণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমার পুত্র সুপার্শ্ব এই সমগ্র ঘটনা আমায় জানালো। তা শুনেও পরাক্রম-প্রদর্শনের জন্য আমার কোনো বুদ্ধি হয় নি।। ২১ ।। পাখাছাড়া পাখী আমি। আমি কি করে বীর্যবত্তার কাজ করবো? বাক্য ও বুদ্ধির দ্বারা সদ্‌গুণের আশ্রয় নিয়ে আমি যা করতে পারি, তাই শোনো।। ২২ ।। শোনো, আমি যা বলছি তা তোমরা বীরত্বের সঙ্গে করতে পারবে। বাক্য এবং বুদ্ধি দিয়ে তোমাদের সকলের প্রিয় কাজ আমি করবো।। ২৩ ।। দশরথপুত্র রামের যা কাজ, তা আমারই—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমরা বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ। বলবান এবং মনস্বী।। ২৪ ।। দেবতাদের দ্বারাও তোমরা দুর্জয়। বানরপতি সুগ্রীবের দ্বারা তোমরা প্রেরিত হয়েছো। রাম-লক্ষ্মণের কঙ্কপত্রযুক্ত যে বাণ তা বিধাতারই নির্মিত *(কঙ্ক—সাঁড়াশি। কঙ্কপত্রবাণ—সাঁড়াশির মতো অব্যর্থ বাণ)*।। ২৫ ।। ঐ বাণরাজি ত্রিলোককে রক্ষা করতে পারে। ধ্বংসও করতে পারে। যদিও দশগ্রীব রাবণ তেজ এবং বলসমন্বিত, তবুও তোমাদের যেরকম শক্তি, তাতে তাকে পরাজিত করা তোমাদের পক্ষে কঠিন হবে না।। ২৬-২৭ ।। তাই, এখন সময় নষ্ট কোরো না। বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্কল্প গ্রহণ করো। তোমাদের মতো বুদ্ধিমান যারা, তারা কাজে বিলম্ব করে না।। ২৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের ঊনষষ্টিতম (৫৯) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

সম্পাতেরাত্মকথা।

ততঃ কৃতোদকং স্নাতং তং গৃধ্রং হরিযূথপাঃ। উপবিষ্টা গিরৌ রম্যে পরিবার্য সমন্ততঃ।। ১

ষষ্টিতম (৬০) সর্গ

সম্পাতির আত্মকথা।

তারপর সম্পাতি যখন তর্পণ শেষ করে স্নান সমাপন করলেন তখন বানরযূথপতিরা সেই রমণীয় পর্বতে তাঁকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে উপবেশন করলেন।। ১ ।। বানরদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে অঙ্গদ সম্পাতির

তমঙ্গদমুপাসীনং তৈঃ সর্বৈর্হরিভির্বৃতম্। জনিতপ্রত্যয়ো হর্ষাৎ সম্পাতিঃ পুনরব্রবীৎ।। ২
কৃত্বা নিঃশব্দমেকাগ্রাঃ শৃণ্বন্তু হরয়ো মম। তথ্যং সঙ্কীর্তয়িষ্যামি যথা জানামি মৈথিলীম্।। ৩
অস্য বিন্ধ্যস্য শিখরে পতিতোঽস্মি পুরামঘ। সূর্যতাপপরীতাঙ্গো নির্দগ্ধঃ সূর্যরশ্মিভিঃ।। ৪
লব্ধসংজ্ঞস্তু ষড্রাত্রাদ্ বিবশো বিহ্বলন্নিব। বীক্ষমাণো দিশঃ সর্বা নাভিজানামি কিঞ্চন।। ৫
ততস্তু সাগরান্ শৈলান্নদীঃ সর্বাঃ সরাংসি চ। বনানি চ প্রদেশাংশ্চ নিরীক্ষ্য মতিরাগতা।। ৬
হৃষ্টপক্ষিগণাকীর্ণঃ কন্দরোদরকূটবান্। দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে বিন্ধ্যোঽয়মিতি নিশ্চিতঃ।। ৭
আসীচ্চাত্রাশ্রমং পুণ্যং সুরৈরপি সুপূজিতম্। ঋষির্নিশাকরো নাম যস্মিন্নুগ্রতপাঽভবৎ।। ৮
অষ্টৌ বর্ষসহস্রাণি তেনাস্মিন্নৃষিণা গিরৌ। বসতো মম ধর্মজ্ঞে স্বর্গতে তু নিশাকরে।। ৯
অবতীর্য চ বিন্ধ্যাগ্রাৎ কৃচ্ছ্রেণ বিষমাচ্ছনৈঃ। তীক্ষ্ণদর্ভাং বসুমতীং দুঃখেন পুনরাগতঃ।। ১০
তমৃষিং দ্রষ্টুকামোঽস্মি দুঃখেনাভ্যাগতো ভৃশম্। জটায়ুষা ময়াচৈব বহুশোঽধিগতো হি সঃ।। ১১
তদাশ্রমপদাভ্যাশে ববুর্বাতাঃ সুগন্ধিনঃ। বৃক্ষো নাপুষ্পিতঃ কশ্চিদফলো বা ন বিদ্যতে।। ১২
উপেত্য চাশ্রমং পুণ্যং বৃক্ষমূলমুপাশ্রিতঃ। দ্রষ্টুকামঃ প্রতীক্ষে চ ভগবন্তং নিশাকরম্।। ১৩
অথ পশ্যামি দূরস্থমৃষিং জ্বলিততেজসম্। কৃতাভিষেকং দুর্ধর্ষমুপাবৃত্তমুদঙ্মুখম্।। ১৪
তমৃক্ষাঃ সৃমরা ব্যাঘ্রাঃ সিংহা নানাসরীসৃপাঃ। পরিবার্যোপগচ্ছন্তি দাতারং প্রাণিনো যথা।। ১৫
ততঃ প্রাপ্তমৃষিং জ্ঞাত্বা তানি সত্ত্বানি বৈ যযুঃ। প্রবিষ্টে রাজনি যথা সর্বং সামাত্যকং বলম্ ।। ১৬
ঋষিস্তু দৃষ্ট্বা মাং তুষ্টঃ প্রবিষ্টশ্চাশ্রমং পুনঃ। মুহূর্তমাত্রান্নির্গম্য ততঃ কার্যমপৃচ্ছত।। ১৭

কাছে বসেছেন। সম্পাতি পূর্বেই কথাবার্তার দ্বারা বিশ্বাস-উৎপাদন করেছেন। এখন আনন্দের সঙ্গে আবার বললেন—।। ২ ।। ওহে বানরবৃন্দ, নিঃশব্দে মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনো। সীতা সম্বন্ধে আমি যা জানি যথাযথরূপে তা আমি তোমাদের বলছি।। ৩ ।। হে নিষ্পাপ অঙ্গদ, শোনো। এই বিন্ধ্যপর্বতের চূড়ায় বহুপূর্বে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। তখন সূর্যের তপ্তকিরণে আমার সব অঙ্গ পুড়ে গিয়েছিলো।। ৪।। ছয় রাত্রের পর যখন আমার জ্ঞান এলো তখনো আমি বিবশ। এবং বিহ্বল। চারদিকে তাকিয়ে কিছুই চিনতে পারছি না।। ৫ ।। তারপর যখন আস্তে আস্তে সাগর, নদী, পাহাড়, সরোবর, বন এবং সব অঞ্চলের দিকে তাকালাম তখন আমার স্মরণশক্তি ফিরে এলো।। ৬ ।। পাখীরা আনন্দে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়াচ্ছে। ছোটো বড়ো অনেক গুহা এবং চূড়া রয়েছে। বুঝলাম দক্ষিণসমুদ্রের তীরে নিশ্চিতই এটি বিন্ধ্যপর্বত।।৭।। এইখানে আগে একটি পবিত্র আশ্রম ছিলো। দেবতারাও এই আশ্রমকে মর্যাদা দিতেন। এক কঠোরতপা ঋষি থাকতেন এখানে। নাম ছিলো নিশাকর।। ৮ ।। সেই ধর্মজ্ঞ ঋষি নিশাকর স্বর্গত হবার পর এই পর্বতে আমার বাসের আট হাজার বৎসর পার হয়ে গেছে।। ৯ ।। বিন্ধ্যের উঁচু-নীচু শিখর থেকে ক্রমে অতি কষ্টে আমি নেমে এলাম। ভূতলে যেখানে নেমে এলাম সেখানে রয়েছে ধারালো সব কুশ *(বিষমাৎ + শনৈঃ = বিষমাচ্ছনৈঃ)*।। ১০ ।। সেই ঋষিকে দর্শন করার জন্য অতি কষ্টে আমি আশ্রমে গেলাম। জটায়ুর সঙ্গে আমি পূর্বে তাঁর কাছে বহুবার গেছি।। ১১ ।। সেই আশ্রমের নিকটে সুগন্ধি বাতাস বইছিলো। ফুল নেই, ফল ধরে নি, এমন কোনো গাছ সেখানে ছিলো না *(অভ্যাস—নিকটে)*।। ১২।। ঐ পুণ্য আশ্রমে গিয়ে একটি গাছের নীচে আমি আশ্রয় নিলাম। ভগবান নিশাকরকে দেখার জন্য আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।। ১৩ ।। তারপর দূর থেকে ঋষিকে স্নান সেরে আসতে দেখলাম। তেজে তিনি যেন জ্বলছেন। উত্তরদিক থেকে তিনি আসছেন। তপস্যায় তাঁকে কেউ সহজে পরাজিত করতে পারে না।। ১৪।। প্রার্থী প্রাণীরা যেমন দাতাকে ঘিরে ধরে চলে, তেমনি ভল্লুক, হরিণ, বাঘ, সিংহ এবং নানা ধরনের সাপ তাঁকে ঘিরে ধরে আসছিলো।। ১৫ ।। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করলে যেমন সৈন্যদের নিয়ে অমাত্যেরা চলে যান, তেমনি ঋষি আশ্রমে এসে গেছেন দেখে সেই সব প্রাণীরা চলে গেলো।। ১৬ ।। আমাকে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে আশ্রমে প্রবেশ করে মুহূর্তের মধ্যেই আবার বেরিয়ে এলেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাজটা কি?।। ১৭ ।। হে সৌম্য, তোমার দেহে বৈকল্য দেখছি। রোমরাজি

সৌম্য বৈকল্যতাং দৃষ্ট্বা রোম্নাং তে নাব্যগমতে। অগ্নিদগ্ধাবিমৌ পক্ষৌ প্রাণাশ্চাপি শরীরকে।। ১৮
গৃধ্রৌ দ্বৌ দৃষ্টপূর্বৌ মে মাতরিশ্বসমৌ জবে। গৃধ্রাণাং চৈব রাজানৌ ভ্রাতরৌ কামরূপিণৌ।। ১৯
জ্যেষ্ঠোঽবিতস্ত্বং সম্পাতে জটায়ুরনুজস্তব। মানুষং রূপমাস্থায় গৃহীতাং চরণৌ মম।। ২০
কিং তে ব্যাধিসমুত্থানং পক্ষয়োঃ পতনং কথম্। দণ্ডো বায়ং ধৃতঃ কেন সর্বমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ।। ২১

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। আমার এই পাখা দু'টি আগুনে পুড়ে গেছে। প্রাণটা কোনো রকমে শরীরে রয়েছে।। ১৮ ।। হে সম্পাতে, বেগে মাতরিশ্বার সমান দু'টি গৃধ্রকে আমি পূর্বেই দেখেছি। তাঁরা গৃধ্রদের রাজা। পরস্পর ভাই। এবং ইচ্ছামতো রূপধারী।। ১৯ ।। হে সম্পাতে, তুমি ছিলে জ্যেষ্ঠ। জটায়ু তোমার ছোটোভাই। তোমরা দু'জনে মানুষের রূপ ধারণ করে আমার চরণ দু'টি বন্দনা করেছিলে।।২০ ।। তোমার কি কোনো রোগ হয়েছে? পাখাগুলি পুড়ে গেলো কি করে? অথবা কোনো দণ্ডের ফলে এই অবস্থা? সেই দণ্ডই বা কে দিয়েছে? এই সব জিজ্ঞাসার উত্তরে সব বলো।। ২১ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ষষ্টিতম (৬০) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। একষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

সম্পাতিনা নিশাকরসমীপে স্বীয়দগ্ধবৃত্তান্তস্য কথনম্।

ততস্তদ্দারুণং কর্ম দুষ্করং সহসা কৃতম্। আচচক্ষে মুনেঃসর্ক সূর্যানুগমনং তথা।। ১
ভগবান্ ব্রণযুক্তত্বাল্লজ্জয়া চাকুলেন্দ্রিয়ঃ। পরিশ্রান্তো ন শক্নোমি বচনং পরিভাষিতুম্।। ২
অহং চৈব জটায়ুশ্চ সঙ্ঘর্ষাদ্ গর্বমোহিতৌ। আকাশং পতিতৌ দূরাজ্জিজ্ঞাসন্তৌ পরাক্রমম্।। ৩
কৈলাসশিখরে বদ্ধা মুনীনামগ্রতঃ পণম্। রবিঃ স্যাদনুযাতব্যো যাবদস্তং মহাগিরিম্।। ৪
অপ্যাবাং যুগপৎ প্রাপ্তাবপশ্যাব মহীতলে। রথচক্রপ্রমাণানি নগরাণি পৃথক্ পৃথক্।। ৫
ক্বচিদ্ বাদিত্রঘোষশ্চ ক্বচিদ্ ভূষণনিঃস্বনঃ। গায়ন্তীঃ স্মাঙ্গনা বহ্বীঃ পশ্যাবো রক্তবাসসঃ।। ৬
তূর্ণমুৎপত্য চাকাশমাদিত্যপদমাস্থিতৌ। আবামালোকয়াবস্তদ্বনং শাদ্বলসংস্থিতম্।। ৭

একষষ্টিতম (৬১) সর্গ

সম্পাতির দ্বারা নিশাকর ঋষির কাছে নিজের পাখা জ্বলে যাবার ঘটনা বর্ণনা।

ঋষি নিশাকর, জিজ্ঞেস করার পর আমি তাঁকে আমার সহসা সব দুষ্কর কর্মের কথা বললাম। বললাম সূর্যের অনুগমনের কথা।। ১ ।। বললাম, ভগবন্, আমার শরীর ক্ষতযুক্ত হওয়ায় আমার ইন্দ্রিয়গুলি লজ্জায় ব্যাকুল। আমি অত্যন্ত শ্রান্ত। ভালোভাবে সব বলতে পারবো না।। ২ ।। আমি এবং জটায়ু যুদ্ধে দেবগণকে পরাজিত করার সাফল্যে গর্বে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।।৩ ।। আমাদের পরাক্রম কতদূরে পৌঁছেছে জানবার জন্য আকাশে উড়তে লাগলাম। কৈলাশপর্বত শিখরে মুনিদের সামনে আমরা পণ করেছিলাম যে সূর্য অস্তাচলে যাবার পূর্বেই আমরা দু'জনে তাঁর কাছে পৌঁছে যাবো।।৪ ।। আমরা দু'জনেই আকাশে উড়ে চলেছি। তখন ভূতলের নগরগুলোকে এক একটি পথক্ পৃথক্ রথের চাকার মতো দেখাচ্ছিলো *(বিমান চড়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে এই বর্ণনা হয় না। ওপরের বিমান থেকে পৃথিবীর শহরগুলোকে ঠিক এই রকমই দেখায়)*।। ৫ ।। উর্ধ্বলোকে কোত্থেকে যেন বাজনার শব্দ, কোথা থেকে নূপুররাজি, অলঙ্কারের ধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো। দেখছিলাম রক্তবসন পরে বহু সুন্দরী গাইছেন *(প্রশস্ত অঙ্গসম্পন্না নারী তথা সুন্দরী হলেন অঙ্গনা)*।। ৬ ।। তীব্রবেগে আমরা আকাশে আরো উঠে সূর্যের গতিপথে এসে গেলাম। সেখান থেকে নীচে আমরা দেখতে পেলাম শ্যাম তৃণাচ্ছন্ন বনভূমি।। ৭ ।। পাথরের পাহাড়ের অবস্থানের জন্য

উপলৈরিব সঞ্ছন্না দৃশ্যতে ভূঃ শিলোচ্চয়ৈঃ। আপগাভিশ্চ সংবীতা সূত্রৈরিব বসুন্ধরা।। ৮
হিমবাংশ্চৈব বিন্ধ্যশ্চ মেরুশ্চ সুমহাগিরিঃ। ভূতলে সম্প্রকাশন্তে নাগা ইব জলাশয়ে।। ৯
তীব্রঃ স্বেদশ্চ খেদশ্চ ভয়ং চাসীৎ তদাবয়োঃ। সমাবিশত মোহশ্চ ততো মূর্চ্ছা চ দারুণা।। ১০
ন চ দিগ্‌জ্ঞায়তে যাম্যা ন চাগ্নেয়ী ন বারুণী। যুগান্তে নিয়তো লোকো হতো দগ্ধ ইবাগ্নিনা।। ১১
মনশ্চ মে হতং ভূয়শ্চক্ষুঃ প্রাপ্য তু সংশ্রয়ম্। যত্নেন মহতা হ্যস্মিন্মনঃ সন্ধায় চক্ষুষী।। ১২
যত্নেন মহতা ভূয়ো ভাস্করঃ প্রতিলোকিতঃ। তুল্যপৃথ্বীপ্রমাণেন ভাস্করঃ প্রতিভাতি নৌ।। ১৩
জটায়ুর্মামনাপৃচ্ছ্য নিপপাত মহীং ততঃ। তং দৃষ্ট্বা তূর্ণমাকাশাদাত্মানং মুক্তবানহম্।। ১৪
পক্ষাভ্যাঞ্চ ময়া গুপ্তো জটায়ুর্ন প্রদহ্যত। প্রমাদাত্তত্র নির্দগ্ধঃ পতন্ বায়ুপথাদহম্।। ১৫
আশঙ্কে তং নিপতিতং জনস্থানে জটায়ুষম্। অহং তু পতিতো বিন্ধ্যে দগ্ধপক্ষো জড়ীকৃতঃ।। ১৬
রাজ্যাচ্চ হীনো ভ্রাত্রা চ পক্ষাভ্যাং বিক্রমেণ চ। সর্বথা মর্তুমেবেচ্ছন্ পতিষ্যে শিখরাদ্ গিরেঃ।। ১৭

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে একষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

পৃথিবীকে মনে হচ্ছিলো যেন পাথরে ঢাকা। নদীধারার জন্য মনে হচ্ছিলো ধরিত্রী যেন সুতোর পৈতে পরে সেজেছেন।। ৮ ।। পৃথিবীর ওপরে দাঁড়ানো হিমালয়, বিন্ধ্য এবং মেরু প্রভৃতি সুন্দর পর্বত সরোবরের বুকে হাতির মতো দাঁড়িয়েছিলো।। ৯ ।। তখন আমাদের দু'জনের ভীষণ ঘাম হচ্ছিলো। ভয় হলো, কষ্টও হচ্ছিলো খুব। মোহ আমাদের আবিষ্ট করলো। তারপর হলো দারুণ মূর্ছা।। ১০ ।। তখন কোনটা দক্ষিণদিক, কোনটা অগ্নিকোণ, কোনটাই বা পশ্চিম, জ্ঞান ছিলো না। মনে হচ্ছিলো মহাপ্রলয়ে জগৎ যেন অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে গেছে *(যামী—দক্ষিণ। বারুণী—পশ্চিম)*।। ১১ ।। আমার মনটি তখন চোখে আশ্রয় পেয়েও যেন নষ্ট হয়ে গেলো তথা দৃষ্টিশক্তি চলে গেলো। তারপর আমি মন এবং চোখ দু'টিকে কার্যক্ষম করার জন্য খুবই চেষ্টা করলাম।। ১২।। অনেক চেষ্টা করে আবার সূর্যের দিকে তাকালাম। তখন সূর্যদেবকে পৃথিবীর প্রমাণ বলেই আমাদের মনে হলো।। ১৩ ।। তারপর জটায়ু আমাকে জিজ্ঞেস না করেই নীচে নেমে এলো। তাকে দেখে আমিও দ্রুত আকাশ থেকে নিজেকে নীচের দিকে ছেড়ে দিলাম।। ১৪ ।। পাখা দু'টি দিয়ে আমি জটায়ুকে ঢেকে রাখলাম। তাই সে দগ্ধ হলো না। অসাবধানতার জন্য আমি নিঃশেষে দগ্ধ হয়ে গেলাম। বায়ুপথ থেকে আমি নীচে পড়ে যাচ্ছিলাম।। ১৫ ।। তখন আমার আশঙ্কা হলো যে জটায়ু জনস্থানে পড়ে গেছে। আর আমি পড়ে গেলাম এই বিন্ধ্যপর্বতে। পাখা পুড়ে গেছে। জড়ের মতো এখন এখানে পড়ে আছি।। ১৬ ।। আমি রাজ্য, ভাই, পাখা এবং বিক্রম হারিয়ে একেবারে মরবার ইচ্ছা করে পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করলাম।। ১৭ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের একষষ্টিতম (৬১) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

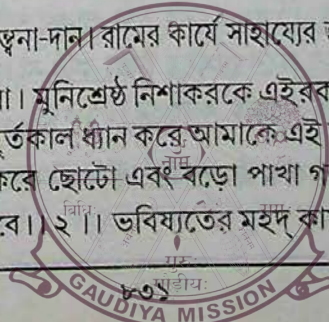
মুনের্নিশাকরস্য সম্পাতয়ে সান্ত্বনাদানম্, রামকার্যস্য সহায়তাবিধানায় জীবিতুমাদেশশ্চ।

এবমুক্ত্বা মুনিশ্রেষ্ঠমরুদং ভৃশদুঃখিতঃ। অথ ধ্যাত্বা মুহূর্তঞ্চ ভগবানিদমব্রবীৎ।। ১
পক্ষৌ চ তে প্রপক্ষৌ চ পুনরন্যৌ ভবিষ্যতঃ। চক্ষুষী চৈব প্রাণাশ্চ বিক্রমশ্চ বলঞ্চ তে।। ২

দ্বিষষ্টিতম (৬২) সর্গ

নিশাকর মুনির দ্বারা সম্পাতিকে সান্ত্বনা-দান। রামের কার্যে সাহায্যের জন্য বেঁচে থাকতে আদেশদান।

ওহে বানরগণ, তারপর কি হলো শোনো। মুনিশ্রেষ্ঠ নিশাকরকে এইরকম বলে আমি অত্যন্ত দুঃখে কাঁদতে লাগলাম। তখন সেই পূজনীয় ঋষি মুহূর্তকাল ধ্যান করে আমাকে এই কথা বললেন—।। ১ ।। সম্পাতে, চিন্তা করো না। তোমার আবার দু'টি করে ছোটো এবং বড়ো পাখা গজাবে। দৃষ্টি এবং প্রাণশক্তিও ফিরে পাবে। পরাক্রম এবং শক্তিও লাভ করবে।। ২ ।। ভবিষ্যতের মহদ্ কার্যাবলীর কথা আমি পুরাণে শুনেছি।

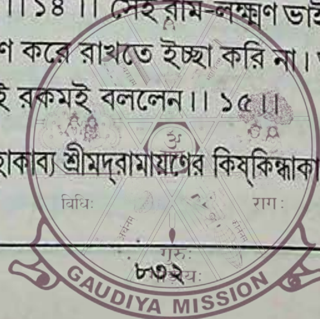


পুরাণে সুমহৎকার্যং ভবিষ্যং হি ময়া শ্রুতম্। দৃষ্টং মে তপসা চৈব শ্রুত্বা চ বিদিতং মম।। ৩
রাজা দশরথো নাম কশ্চিদিক্ষ্বাকুবর্ধনঃ। তস্য পুত্রো মহাতেজা রামো নাম ভবিষ্যতি।। ৪
অরণ্যঞ্চ সহ ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন গমিষ্যতি। তস্মিন্নর্থে নিযুক্তঃ সন্ পিত্রা সত্যপরাক্রমঃ।। ৫
নৈর্ঋতো রাবণো নাম তস্য ভার্যাং হরিষ্যতি। রাক্ষসেন্দ্রো জনস্থানে অবধ্যঃ সুর-দানবৈঃ।। ৬
সা চ কামৈঃ প্রলোভ্যন্তী ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ মৈথিলী। ন ভোক্ষ্যতি মহাভাগা দুঃখমগ্না যশস্বিনী।। ৭
পরমান্নঞ্চ বৈদেহ্যা জ্ঞাত্বা দাস্যতি বাসবঃ। যদন্নমমৃতপ্রখ্যং সুরাণামপি দুর্লভম্।। ৮
তদন্নং মৈথিলী প্রাপ্য বিজ্ঞায়েন্দ্রাদিদং ত্বিতি। অগ্রমুদ্ধৃত্য রামায় ভূতলে নির্বপিষ্যতি।। ৯
যদি জীবতি মে ভর্তা লক্ষ্মণো বাঽপি দেবরঃ। দেবত্বং গচ্ছতোর্বাঽপি তয়োরন্নমিদং ত্বিতি।। ১০
এষ্যন্তি প্রেষিতাস্তত্র রামদূতাঃ প্লবঙ্গমাঃ। আখ্যেয়া রামমহিষী ত্বয়া তেভ্যো বিহঙ্গমঃ।। ১১
সর্বথা তু ন গন্তব্যমীদৃশঃ ক গমিষ্যসি। দেশ-কালৌ প্রতীক্ষস্ব পক্ষৌ ত্বং প্রতিপৎস্যতে।। ১২
উৎসহেয়মহং কর্তুমদ্যৈব ত্বাং সপক্ষকম্। ইহস্থস্ত্বং হি লোকানাং হিতং কার্যং করিষ্যসি।। ১৩
ত্বয়াঽপি খলু তৎকার্যং তয়োশ্চ নৃপপুত্রয়োঃ। ব্রাহ্মণানাং গুরূণাঞ্চ মুনীনাং বাসবস্য চ।। ১৪
ইচ্ছাম্যহমপি দ্রষ্টুং ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ। নেচ্ছেচ্চিরং ধারায়িতুং প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্।
মহার্ষিস্ত্বব্রবীদেবং দৃষ্টতত্ত্বার্থদর্শনঃ।। ১৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে দ্বিষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ।

শুনে তপস্যার দ্বারা সেই সব আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি। জেনেওছি সব।। ৩ ।। ইক্ষ্বাকুবংশের গৌরব-বর্ধনকারী দশরথ নামে এক রাজা জগতে আবির্ভূত হবেন। তাঁর এক মহাতেজস্বী পুত্র হবে। তার নাম হবে রাম।। ৪।। পিতার নির্দেশ তাঁরই কার্যে সত্যনিষ্ঠ ও পরাক্রমী রাম ভাই লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে বনে গমন করবেন।। ৫ ।। তখন রাক্ষস রাবণ তাঁর পত্নীকে হরণ করবে। সেই রাবণ হলো রাক্ষসদের রাজা। জনস্থানে দেবতা দানবদের দ্বারা সে অবধ্য *(নৈর্ঋত—রাক্ষস।)*।।৬ ।। রামপত্নী সেই সীতাকে নানাবিধ কাম্যবস্তু এবং ভোজ্যদ্রব্যের দ্বারা প্রলুব্ধ করা হবে। কিন্তু মিথিলার রাজদুহিতা সীতা ছিলেন মহাভাগ্যবতী। এবং যশস্বিনী। তিনি ঐ সময়ে দুঃখে নিমগ্ন থাকবেন এবং ভোজ্যাদি কিছুই গ্রহণ করবেন না।। ৭ ।। অশুদ্ধ ব্যক্তির অন্ন তিনি গ্রহণ করবেন না জেনে ইন্দ্র তাঁকে পরমান্ন দেবেন। অমৃততুল্য সেই পরমান্ন দেবতাদের কাছেও দুর্লভ।।৮ ।। ইন্দ্র হতে এই অন্ন এসেছে জেনে সীতা তার অগ্রভাগ ভূতলে রেখে রামের উদ্দেশ্যে নিবেদন করবেন। তিনি বলবেন, যদি আমার স্বামী রাম এবং দেবর লক্ষ্মণ বেঁচে থাকেন বা দেবত্বলাভ করে থাকেন, তবুও এই অন্ন তাঁদের জন্যই উৎসর্গিত হলো।। ৯-১০ ।। রামের দ্বারা দূতরূপে প্রেরিত হয়ে অনেক বানর সেখানে আসবে। হে পক্ষিরাজ, তুমি তাঁদের রামের মহিষী সীতার কথা জানাবে।। ১১ ।। কোথাও তুমি আর এখান থেকে যাবে না। আর এই দেহে কোথায় বা যাবে? সমুচিত দেশ এবং কালের জন্য প্রতীক্ষা করো। নূতনভাবে পাখা তুমি আবার লাভ করবে।। ১২ ।। আজই আমি তোমায় পাখাযুক্ত করতে পারতাম *(তাহলে তুমি তো চলে যাবে)*। তুমি এইখানে থেকে লোকের কল্যাণ-কার্য সম্পাদন করবে।। ১৩।। তুমি সেই রাজপুত্র দু'জন রাম ও লক্ষ্মণের সাহায্যে করবে। তাতে ব্রাহ্মণবর্গ, গুরুমণ্ডলী, মুনিগণ এবং ইন্দ্রের সেবাই করা হবে।। ১৪ ।। সেই রাম-লক্ষ্মণ ভাই দু'জনকে আমিও দর্শন করতে চাই। কিন্তু, অনেকদিন ধরে এই দেহ-ধারণ করে রাখতে ইচ্ছা করি না। তাই প্রাণত্যাগই আমার সঙ্কল্প। সেই তত্ত্বদর্শী মহর্ষি নিশাকর আমাকে এই রকমই বললেন।। ১৫।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের দ্বিষষ্ঠিতম (৬২) সর্গ সমাপ্ত হলো।



।। ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

সম্পাতেঃ পক্ষলাভঃ, তস্য বানরেভ্য উৎসাহদানম্, ততস্তস্মাৎ স্থানাদ্ বানরাণাং দক্ষিণদিশি গমনঞ্চ।

এতৈরন্যৈশ্চ বহুভির্বাক্যৈর্বাক্যবিশারদঃ। মাং প্রশস্যাভ্যনুজ্ঞাপ্য প্রবিষ্টঃ স স্বমালয়ম্।। ১
কন্দরাত্তু বিসর্পিত্বা পর্বতস্য শনৈঃ শনৈঃ। অহং বিন্ধ্যং সমারুহ্য ভবতঃ প্রতিপালয়ে।। ২
অদ্য ত্বেতস্য কালস্য বর্ষং সাগ্রশতং গতম্। দেশকালপ্রতীক্ষোঽস্মি হৃদি কৃত্বা মুনের্বচঃ।। ৩
মহাপ্রস্থানমাসাদ্য স্বর্গতে তু নিশাকরে। মাং নির্দহতি সন্তাপো বিতর্কৈর্বহুভির্বৃতম্।। ৪
উদিতাং মরণে বুদ্ধিং মুনিবাক্যৈর্নিবর্তয়ে। বুদ্ধির্যা তেন মে দত্তা প্রাণানাং রক্ষণে মম।। ৫
সা মেঽপনয়তে দুঃখং দীপ্তেবাগ্নিশিখা তমঃ। বুধ্যতা চ ময়া বীর্যং রাবণস্য দুরাত্মনঃ।। ৬
পুত্রঃ সন্তর্জিতো বাগ্‌ভির্ন ত্রাতা মৈথিলী কথম্। তস্যা বিলপিতং শ্রুত্বা তৌ চ সীতা বিযোজিতৌ।। ৭
ন মে দশরথস্নেহাৎ পুত্রেণোৎপাদিতং প্রিয়ম্। তস্য ত্বেবং ব্রুবাণস্য সংহতৈর্বানরৈঃ সহ।। ৮
উৎপেততুস্তদা পক্ষৌ সমক্ষং বনচারিণাম্। স দৃষ্ট্বা স্বাং তনুং পক্ষৈরুদ্‌গতৈররুণচ্ছদৈঃ।। ৯
প্রহর্ষমতুলং লেভে বানরাংশ্চেদমব্রবীৎ। নিশাকরস্য রাজর্ষেঃ প্রসাদাদমিতৌজসঃ।। ১০
আদিত্যরশ্মিনির্দগ্ধৌ পক্ষৌ পুনরুপস্থিতৌ। যৌবনে বর্তমানস্য মমাসীদ্ যঃ পরাক্রমঃ।। ১১
তমেবাদ্যাবগচ্ছামি বলং পৌরুষমেব চ। সর্বথা ক্রিয়তাং যত্নঃ সীতামধিগমিষ্যথ।। ১২

ত্রিষষ্টিতম (৬৩) সর্গ

সম্পাতির পাখালাভ। তাঁর দ্বারা বানরদের উৎসাহদান। তারপর সেই স্থান থেকে বানরদের দক্ষিণদিকে গমন।

বাক্যনিপুণ সেই মহর্ষি এই রকম এবং আরো বহু বাক্যের দ্বারা আমাকে ভবিষ্যৎ রামকার্যে সাহায্যের জন্য সম্মতি গ্রহণ করে ও প্রশংসান্তে নিজের গৃহে প্রবেশ করলেন।। ১ ।। আমি এখন পর্বতের কন্দর থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে বিন্ধ্যের শিখরে আরোহণ করে তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছি।। ২ ।। মুনির বাক্য হৃদয়ে ধারণ করে সোওয়া এক শত বৎসর ধরে উপযুক্ত দেশ ও কালের জন্য আমার প্রতীক্ষা আজ শেষ হলো *(সাগ্রশত অর্থাৎ সোওয়া এক শত বৎসর। কিন্তু ষষ্টিসর্গের নবম শ্লোকে আট হাজার বছর গত হবার কথা বলা হয়েছে। তাই সাগ্রশত এখানে আট হাজারকেও বুঝিয়েছে ধরে নিতে হবে, অনেক বিদ্বানের এই হলো সিদ্ধান্ত)*।। ৩ ।। হিমালয়ের মহাপ্রস্থানে এসে মহর্ষি নিশাকর স্বর্গে চলে গেলেন। তখন থেকেই বহুবিধ বিতর্কে আমি বিব্রত এবং সন্তাপে দগ্ধ হচ্ছি।। ৪ ।। মরবার কথা মনে এলেই মুনির বাক্য স্মরণ করে নিবৃত্ত হই। প্রাণরক্ষার জন্য তিনি আমাকে যে বুদ্ধি দিয়েছিলেন...।। ৫ ।। দীপ্ত অগ্নিশিখা যেমন অন্ধকারকে দূর করে তেমনি ঐ বুদ্ধি আমার দুঃখকে বিনষ্ট করেছে। আমি জানতাম, দুরাত্মা রাবণের বীর্যবত্তা কি রকম।। ৬।। কিন্তু আমার পুত্র সুপার্শ্ব সীতাকে রক্ষা করে নি বলে তাকে বাক্যের দ্বারা আমি খুব তিরস্কার করি। সীতা এখন কেমন আছেন জানি না। তাঁর বিলাপ এবং সীতা-বিরহিত রাম-লক্ষ্মণের কথা শুনে...।। ৭।। আমার প্রতি দশরথের স্নেহ স্মরণ করে আমারপুত্র প্রিয়কার্য সম্পাদন না করায় আমি প্রীতিলাভ করতে পারি নি। সম্মিলিত বানরদের সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে বলতেই...।। ৮ ।। সেই বনচারীদের সামনেই তাঁর দু'টি পাখা গজিয়ে গেলো। তিনি নিজের দেহকে অরুণবর্ণের পাখার দ্বারা আচ্ছাদিত দেখে...।। ৯ ।। অতুলনীয় আনন্দলাভ করলেন। বানরদের তখন তিনি এই কথা বললেন। অমিততেজা রাজর্ষি নিশাকরের প্রসাদেই...।। ১০ ।। সূর্যকিরণে ভস্মীভূত আমার পাখা দু'টি আবার গজিয়ে গেলো। যৌবনে আমার যেরকম পরাক্রম ছিলো...।। ১১ ।। সেই রকমই শক্তি ও পরাক্রম আজ আমি লাভ করলাম। তোমরা সর্বপ্রকারে চেষ্টা করো। সীতাকে পাবেই।। ১২ ।। আমার এই পক্ষলাভ

পক্ষলাভো মমায়ং বঃ সিদ্ধিপ্রত্যয়কারকঃ। ইত্যুক্ত্বা তান্ হরীন্ সর্বান্ সম্পাতিঃ পতগোত্তমঃ।। ১৩
উৎপপাত গিরেঃ শৃঙ্গাজ্জিজ্ঞাসুঃ খগমো গতিম্। তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রতিসংহৃষ্টমানসাঃ।।
বভূবুর্হরিশার্দূলা বিক্রমাভ্যুদয়োন্মুখাঃ।। ১৪
অথ পবনসমানবিক্রমাঃ প্লবগবরাঃ প্রতিলব্ধপৌরুষাঃ।
অভিজিদভিমুখাং দিশং যযুর্জনকসুতাপরিমার্গতোন্মুখাঃ।। ১৫

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্‌রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

করা তোমাদের কার্যসিদ্ধিতেই বিশ্বাস-উৎপাদন করছে। বানরসকলকে এই কথা বলে পক্ষিশ্রেষ্ঠ সম্পাতি...।। ১৩ ।। আগের মতো গতিলাভ তথা উড়তে পারেন কিনা জানতে গিয়ে পর্বতশৃঙ্গ থেকে উড়ে গেলেন। তাঁর সেই কথা শুনে বানরবীরেরা মনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তখন তাঁরা সীতাকে সন্ধানের জন্য বিক্রম-প্রকাশে উদ্যোগী হলেন।। ১৪ ।। বায়ুর মতো গতিশীল বানরবীরেরা এবার হারানো বিক্রম লাভ করে সীতার সন্ধানে উন্মুখ হয়ে অভিজিৎ নক্ষত্রযুক্ত দক্ষিণদিকে যাত্রা করলেন *(অভিজিৎ—যাত্রার অনুকূল নক্ষত্রবিশেষ)*।। ১৫ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্‌রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের ত্রি-ষষ্ঠিতম (৬৩) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

সমুদ্রস্য বিশালতাং দৃষ্ট্বা বানরাণাং বিষাদঃ, অঙ্গদস্য তেভ্য আশ্বাসদানম্, সমুদ্রলঙ্ঘনায় পৃথগ্‌ভাবেন সমেষাং সবিধে শক্তিজিজ্ঞাসা চ।

আখ্যাতা গৃধ্ররাজেন সমুৎপ্লুত্য প্লবঙ্গমাঃ। সঙ্গতাঃ প্রীতিসংযুক্তা বিনেদুঃ সিংহবিক্রমাঃ।। ১
সম্পাতের্বচনং শ্রুত্বা হরয়ো রাবণক্ষয়ম্। হৃষ্টাঃ সাগরমাজগ্মুঃ সীতাদর্শনকাঙ্‌ক্ষিণঃ।। ২
অভিগম্য তু তং দেশং দদৃশুর্ভীমবিক্রমাঃ। কৃৎস্নং লোকস্য মহতঃ প্রতিবিম্বমবস্থিতম্।। ৩
দক্ষিণস্য সমুদ্রস্য সমাসাদ্যোত্তরাং দিশম্। সংনিবেশং ততশ্চক্রুর্হরিবীরা মহাবলাঃ।। ৪
প্রসুপ্তমিব চান্যত্র ক্রীডন্তমিব চান্যতঃ। ক্বচিৎ পর্বতমাত্রৈশ্চ জলরাশিভিরাবৃতম্ ।। ৫
সঙ্কুলং দানবেন্দ্রৈশ্চ পাতালতলবাসিভিঃ। রোমহর্ষকরং দৃষ্ট্বা বিষেদুঃ কপিকুঞ্জরাঃ।। ৬
আকাশমিব দুষ্পারং সাগরং প্রেক্ষ্য বানরাঃ। বিষেদুঃ সহিতাঃ সর্বে কথং কার্যমিতি ব্রুবন্।। ৭

চতুঃষষ্টিতম (৬৪) সর্গ

সমুদ্রের বিশালতা দেখে বানরদের বিষাদ। অঙ্গদকর্তৃক তাদের আশ্বাসদান। সমুদ্র লঙ্‌ঘনের জন্য সবার কাছে পৃথক্-পৃথগ্‌ভাবে শক্তি-জিজ্ঞাসা।

গৃধ্ররাজ সম্পাতির কাছে সীতার সন্ধান জেনে সিংহবিক্রম বানরেরা সম্মিলিত হয়ে আনন্দের সঙ্গে উল্লম্ফন করতে করতে গর্জন করতে লাগলো।। ১ ।। সম্পাতির কথা শুনে বানরেরা আনন্দিত হয়ে সীতাদেবীকে দর্শনের বাসনায় রাবণের ভবনে যাবার উদ্দেশ্যে সাগরতীরে এসে সমবেত হলো। ।। ২ ।। ভীষণ বিক্রমশালী বানরেরা দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তরদিকে ঐ দেশে গিয়ে দেখলো সাগরের মধ্যে সমগ্র জগতের বিরাট প্রতিবিম্ব।।৩ ।। তারপর সেই মহাবলশালী বানরবীরেরা দক্ষিণসমুদ্রের উত্তরদিকে গিয়ে সন্নিবিষ্ট হলো।। ৪ ।। সমুদ্র যেন কোথাও ঘুমিয়ে আছে। কোথাও যেন খেলা করছে। কোথাও আবার পাহাড়ের মতো ঢেউ উঠে তাকে ঢেকে দিচ্ছে।। ৫ ।। তারপর বানরবীরবৃন্দ দেখলো পাতালবাসী দানবশ্রেষ্ঠদের দ্বারা সমুদ্রসঙ্কুল। সেই রোমহর্ষকর সাগর দেখে তারা বিষণ্ণ হয়ে পড়লো।। ৬ ।। আকাশের মতো দুষ্‌পার সাগরকে দেখে বানরেরা বিষাদগ্রস্ত হলো। তারা তখন সবাই মিলিত হয়ে বলতে লাগলো, কি করে কাজ করা যাবে?।।৭ ।। সাগর দেখে বানরবাহিনী বিষণ্ণ। তখন বানরপ্রধান অঙ্গদ ভয়ার্ত

বিষণ্ণাং বাহিনীং দৃষ্ট্বা সাগরস্য নিরীক্ষণাৎ। আশ্বাসয়ামাস হরীন্ ভয়ার্তান্ হরিসত্তমঃ।। ৮
ন বিষাদে মনঃ কার্যং বিষাদো দোষবত্তরঃ। বিষাদো হন্তি পুরুষং বালং ক্রুদ্ধ ইবোরগঃ।। ৯
যো বিষাদং প্রসহতে বিক্রমে সমুপস্থিতে। তেজসা তস্য হীনস্য পুরুষার্থো ন সিধ্যতি।। ১০
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতয়ামঙ্গদো বানরৈঃ সহ। হরিবৃদ্ধৈঃ সমাগম্য পুনর্মন্ত্রমমন্ত্রয়ৎ।। ১১
সা বানরাণাং ধ্বজিনী পরিবার্যাঙ্গদং বভৌ। বাসবং পরিবার্যেব মরুতাং বাহিনী স্থিতা।। ১২
কোঽন্যস্তাং বানরীং সেনাং শক্তঃ স্তম্ভয়িতুং ভবেৎ। অন্যত্র বালিতনয়াদন্যত্র চ হনূমতঃ।। ১৩
ততস্তান্ হরিবৃদ্ধাংশ্চ তচ্চ সৈন্যমরিন্দমঃ। অনুমান্যাঙ্গদঃ শ্রীমান্ বাক্যমর্থবদব্রবীৎ।। ১৪
ক ইদানীং মহাতেজা লঙ্ঘয়িষ্যতি সাগরম্। কঃ করিষ্যতি সুগ্রীবং সত্যসন্ধমরিন্দমম্।। ১৫
কো বীরো যোজনশতং লঙ্ঘয়েত প্লবঙ্গমঃ। ইমাংশ্চ যূথপান্ সর্বান্ মোচয়েৎ কো মহাভয়াৎ।। ১৬
কস্য প্রাসাদাদ্দারাশ্চ পুত্রাংশ্চৈব গৃহাণি চ। ইতো নিবৃত্তাঃ পশ্যেম সিদ্ধার্থাঃ সুখিনো বয়ম্।। ১৭
কস্য প্রসাদাদ্ রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্। অভিগচ্ছেম সংহৃষ্টাঃ সুগ্রীবঞ্চ বনৌকসম্।। ১৮
যদি কশ্চিৎ সমর্থো বঃ সাগরপ্লবনে হরিঃ। স দদাত্বিহ নঃ শীঘ্রং পুণ্যামভয়দক্ষিণাম্।। ১৯
অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা ন কশ্চিৎ কিঞ্চিদব্রবীৎ। স্তিমিতেবাভবৎ সর্বা সা তত্র হরিবাহিনী।। ২০
পুনরেবাঙ্গদঃ প্রাহ তান্ হরীন্ হরিসত্তমঃ। সর্বে বলবতাং শ্রেষ্ঠা ভবন্তো দৃঢবিক্রমাঃ।। ২১
ব্যপদেশকুলে জাতাঃ পূজিতাশ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ। নহি বো গমনে সঙ্গঃ কদাচিৎ কস্যচিদ্ ভবেৎ।
ব্রুবধ্বং যস্য যা শক্তিঃ প্লবনে প্লবগর্ষভাঃ।। ২২

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে চতুঃষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

বানরদের আশ্বাস দিয়ে বললেন—।।৮।। বিষাদে মন দেবে না। বিষাদ অধিকতর দূষণীয়। সাপ যেমন বালককে হত্যা করে, তেমনি বিষাদও মানুষকে বিনাশ করে।।৯।। বিক্রম-প্রদর্শনের সময়ে যে বিষাদগ্রস্ত হয়, তার তেজ তখন ধ্বংস হয়ে যায়। তার পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না।। ১০ ।। সেই রাত কেটে গেলো। অঙ্গদ তখন বানরপ্রধানদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আবার মন্ত্রণা করতে লাগলেন।। ১১ ।। ইন্দ্রকে ঘিরে দেবতাদের বাহিনী যেমন শোভা পায়, তেমনি অঙ্গদকেও বেষ্টন করে বানরদের বাহিনী শোভা পাচ্ছিলো।। ১২ ।। বালিপুত্র অঙ্গদ এবং হনুমান ছাড়া আর কেই বা এই বানরবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে! *(কঃ + অন্যঃ + তাং—কো নাস্তাং)*।। ১৩ ।। শত্রুদমনকারী শ্রীমান অঙ্গদ এবার সেই সৈন্য এবং বানরবৃন্দকে সম্মান জানিয়ে অর্থযুক্ত বাক্যে বললেন—।। ১৪ ।। কোন্ মহাতেজস্বী এখন এই সাগর লঙ্ঘন করবেন? কে শত্রুদমন সুগ্রীবকে সত্যরক্ষায় সমর্থ করতে পারবে?।। ১৫ ।। কোন বীর-বানর আছেন যিনি এই এক শত যোজন লাফিয়ে পার হতে পারবেন? কে এই দলপতিদের মহাভীতি থেকে ত্রাণ করতে পারবেন?।। ১৬ ।। কার প্রসাদে এই ঋণ থেকে সফল হয়ে ফিরে গিয়ে আমরা পত্নী, পুত্র, গৃহ দেখে সুখী হতে পারবো?।। ১৭।। কারই বা অনুগ্রহে আমরা আনন্দের সঙ্গে বনবাসী রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবের সঙ্গে মিলিত হতে পারবো?।। ১৮ ।। আপনাদের মধ্যে যদি কোনো বানর সাগর অতিক্রমে সমর্থ থাকেন, তাহলে শীগ্‌গির আমাদের পুণ্য অভয় দিয়ে দাক্ষিণ্য-প্রদর্শন করুন।। ১৯ ।। অঙ্গদের কথা শুনে কেউ কিছুই বললেন না। সমগ্র বানরবাহিনী স্তব্ধ হয়ে রৈলো।।২০।। তখন বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ তাঁদের আবার বললেন, আপনারা সবাই তো বলশালীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পরাক্রমে দৃঢ়।। ২১ ।। আপনারা মহদ্‌বংশে জন্মেছেন। সর্বদা আপনারা সম্মানিত হয়ে থাকেন। কখনো কারো দ্বারাই আপনাদের গতিরুদ্ধ হবে না। হে বানর বীরবৃন্দ, আপনারা বলুন, সাগর অতিক্রমে আপনাদের যার যা শক্তি আছে।। ২২ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের চতুঃষষ্টিতম (৬৪) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

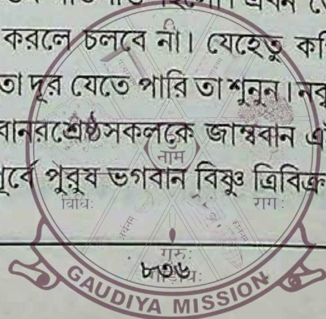
বীর-বানরাণাং স্ব-স্বগমনশক্তিবর্ণনম্, অঙ্গদ-জাম্ববতোঃ কথোপকথনম্, হনূমন্তং প্রেরয়িতুং তৎসমীপে গমনঞ্চ।

অথাঙ্গদবচঃ শ্রুত্বা তে সর্বে বানরর্ষভাঃ। স্বং স্বং গতৌ সমুৎসাহমূচুস্তত্র যথাক্রমম্।। ১
গজো গবাক্ষো গবয়ঃ শরভো গন্ধমাদনঃ। মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব অঙ্গদো জাম্ববাংস্তদা।। ২
আবভাষে গজস্তত্র প্লবেয়ং দশযোজনম্। গবাক্ষো যোজনান্যহং গমিষ্যামীতি বিংশতিম্।। ৩
শরভো বানরস্তত্র বানরাংস্তানুবাচ হ। চত্বারিংশদ্গমিষ্যামি যোজনানাং ন সংশয়ঃ।। ৪
বানরাংস্তু মহাতেজা অব্রবীদ্ গন্ধমাদনম্। যোজনানাং গমিষ্যামি পঞ্চাশত্তু ন সংশয়ঃ।। ৫
মৈন্দস্তু বানরস্তত্র বানরাংস্তানুবাচ হ। যোজনানাং পরং ষষ্টিমহং প্লবিতুমুৎসহে।। ৬
ততস্তত্র মহাতেজা দ্বিবিদঃ প্রত্যভাষত। গমিষ্যামি ন সন্দেহঃ সপ্ততিং যোজনান্যহম্।। ৭
সুষেণস্তু মহাতেজাঃ সত্ত্ববান্ কপিসত্তমঃ। অশীতিং প্রতিজানেঽহং যোজনানাং পরাক্রমে।। ৮
তেষাং কথয়তাং তত্র সর্বাংস্তাননুমান্য চ। ততো বৃদ্ধতমস্তেষাং জাম্ববান্ প্রত্যভাষত।। ৯
পূর্বমস্মাকমপ্যাসীৎ কশ্চিদ্ গতিপরাক্রমঃ। তে বয়ং বয়সঃ পারমনুপ্রাপ্তাঃ স্ম সাম্প্রতম্।। ১০
কিং তু নৈবং গতে শক্যমিদং কার্যমুপেক্ষিতুম্। যদর্থং কপিরাজশ্চ রামশ্চ কৃতনিশ্চয়ৌ।। ১১
সাম্প্রতং কালমস্মাকং যা গতিস্তাং নিবোধত। নবতিং যোজনানাং তু গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ।। ১২
তাংশ্চ সর্বান্ হরিশ্রেষ্ঠান্ জাম্ববানিদমব্রবীৎ। ন খল্বেতাবদেবাসীদ্ গমনে মে পরাক্রমঃ।। ১৩

পঞ্চষষ্টিতম (৬৫) সর্গ

বীর-বানরদের নিজের নিজের গমন-শক্তি বর্ণনা। অঙ্গদ এবং জাম্ববানের কথোপকথন। হনুমানকে পাঠাবার জন্য তাঁর কাছে গমন।

অঙ্গদের বাক্য শুনে বানরবীরেরা সকলে নিজের নিজের গমন-শক্তির কথা যথাক্রমে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলতে শুরু করলেন—।। ১ ।। তাঁরা হলেন গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবিদ, অঙ্গদ এবং জাম্ববান *(গন্ধমাদন যেমন এক বানরপতি, তেমনি একটি পর্বতও আছে এই নামে)*।। ২ ।। তাঁদের মধ্যে গজ বললেন, আমি দশ যোজন লাফিয়ে পার হতে পারি। গবাক্ষ বললেন, আমি বিশ যোজন লাফিয়ে যেতে পারি।। ৩ ।। বানর শরভ তখন বানরদের বললেন, চল্লিশ যোজন আমি যেতে পারবো। এতে কোনো সংশয় নেই।।৪।। মহাতেজস্বী গন্ধমাদন বানরদের বললেন, আমি নিঃসংশয়ে পঞ্চাশ যোজন যাবো।। ৫।। তারপর মৈন্দ নামক বানর সেই বানরদের বললেন, আমি ষাট যোজন লাফিয়ে যেতে উৎসাহী।। ৬।। তখন মহাতেজস্বী দ্বিবিদ বললেন, সত্তর যোজন আমি যাবো, এতে কোনো সন্দেহ নেই।। ৭ ।। মহাতেজস্বী, শক্তিশালী, কপিশ্রেষ্ঠ সুষেণ বললেন, পরাক্রমের সঙ্গে আমি আশী যোজন যাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।। ৮ ।। বানরদের এই সব কথার পর সকলের অনুমতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বৃদ্ধ জাম্ববান বললেন—।। ৯।। পূর্বে আমার উত্তম গতিশক্তি ছিলো। এখন তো বয়স পার হয়ে এসেছি।। ১০ ।। কিন্তু এই কাজ আমাদের উপেক্ষা করলে চলবে না। যেহেতু কপিরাজ সুগ্রীব এবং রাম এতে সঙ্কল্প করেছেন।।। ১১ ।। এখন আমি যতো দূর যেতে পারি তা শুনুন। নব্বই যোজন আমি যেতে পারবো, এতে কোন সংশয় নেই।। ১২ ।। সেই বানরশ্রেষ্ঠসকলকে জাম্ববান এই কথা বললেন। আমার গমন শক্তি এইটুকুই ছিলো তা নয়।। ১৩ ।। পূর্বে পুরুষ ভগবান বিষ্ণু ত্রিবিক্রম হয়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ব্যাপ্ত করে



ময়া বৈরোচনে যজ্ঞে প্রভবিষ্ণুঃ সনাতনঃ। প্রদক্ষিণীকৃতঃ পূর্বং ক্রমমাণস্ত্রিবিক্রমঃ।। ১৪
স ইদানীমহং বৃদ্ধঃ প্লবনে মন্দবিক্রমঃ। যৌবনে চ তদাসীন্মে বলমপ্রতিমং পরম্।। ১৫
সম্প্রত্যেতাবদেবাদ্য শক্যং মে গমনে স্বতঃ। নৈতাবতা চ সংসিদ্ধিঃ কার্যস্যাস্য ভবিষ্যতি।। ১৬
অথোত্তরমুদারার্থমব্রবীদঙ্গদস্তদা। অনুমান্য তদা প্রাজ্ঞো জাম্ববন্তং মহাকপিম্।। ১৭
অহমেতদ্ গমিষ্যামি যোজনানাং শতং মহৎ। নিবর্তনে তু মে শক্তিঃ স্যান্ন বেতি ন নিশ্চিতম্।। ১৮
তমুবাচ হরিশ্রেষ্ঠং জাম্ববান্ বাক্যকোবিদঃ। জ্ঞায়তে গমনে শক্তিস্তব হর্যৃক্ষসত্তম।। ১৯
কামং শতসহস্রং বা নহ্যেষ বিধিরুচ্যতে। যোজনানাং ভবান্ শক্তো গন্তুং প্রতিনিবর্তিতুম্।। ২০
ন হি প্রেষয়িতা তাত স্বামী প্রেষ্যঃ কথঞ্চন। ভবতাঽয়ং জনঃ সর্বঃ প্রেষ্যঃ প্লবগসত্তম।। ২১
ভবান্ কলত্রমস্মাকং স্বামিভাবে ব্যবস্থিতঃ। স্বামী কলত্রং সৈন্যস্য গতিরেকা পরন্তপ।। ২২
অপি বৈ তস্য কার্যস্য ভবান্ মূলমরিন্দম। তস্মাৎ কলত্রবত্তাত প্রতিপাল্যঃ সদা ভবান্।। ২৩
মূলমর্থস্য সংরক্ষ্যমেষ কার্যবিদাং নয়ঃ। মূলে হি সতি সিধ্যন্তি গুণাঃ সর্বে ফলোদয়াঃ।। ২৪
তদ্ভবানস্য কার্যস্য সাধনং সত্যবিক্রম। বুদ্ধিবিক্রমসম্পন্নো হেতুরত্র পরন্তপ।। ২৫
গুরুশ্চ গুরুপুত্রশ্চত্বং হি নঃ কপিসত্তম। ভবন্তমাশ্রিত্য বয়ং সমর্থা হ্যর্থসাধনে।। ২৬
উক্তবাক্যং মহাপ্রাজ্ঞং জাম্ববন্তং মহাকপিঃ। প্রত্যুবাচোত্তরং বাক্যং বালিসূনুরথাঙ্গদঃ।। ২৭
যদি নাহং গমিষ্যামি নান্যো বানরপুঙ্গবঃ। পুনঃ খল্বিদমস্মাভিঃ কার্যং প্রায়োপবেশনম্।। ২৮
নহ্যকৃত্বা হরিপতেঃ সন্দেশং তস্য ধীমতঃ। তত্রাপি গত্বা প্রাণানাং ন পশ্যে পরিরক্ষণম্।। ২৯
স হি প্রসাদে চাত্যর্থকোপে চ হরিরীশ্বরঃ। অতীত্য তস্য সন্দেশং বিনাশো গমনে ভবেৎ।। ৩০

দাঁড়িয়েছিলেন। তখন তাঁকেও আমি পরিক্রমা করেছিলাম।। ১৪ ।। এখন আমি বুড়ো হয়েছি। লাফাবার তেমন শক্তি নেই। যৌবনে আমার অতুলনীয় পরমশক্তি ছিলো।। ১৫ ।। এখন এই পর্যন্তই গমনে আমার স্বাভাবিক শক্তি। কিন্তু তার দ্বারা এই কাজ তো সিদ্ধ হবে না!।। ১৬ ।। এরপর এখন প্রাজ্ঞ অঙ্গদ মহাকপি জাম্ববানকে সম্মান দিয়ে অনুমতি নিয়ে উদার অর্থযুক্ত বাক্যে বললেন—।। ১৭ ।। আমি এই বিশাল একশত যোজন লাফিয়ে চলে যাবো, ফিরে আসার শক্তি থাকবে কি থাকবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।। ১৮ ।। বাক্যবিশারদ জাম্ববান তখন বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদকে বললেন, তুমি বানর ও ভল্লুকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমার গমনশক্তি আমি জানি (*হরি + ঋক্ষ = হর্যৃক্ষ*)।। ১৯ ।। জানি আপনি এক লক্ষ যোজন যেতে পারেন। ফিরে আসতেও পারেন। সেটা এখন আমাদের কর্তব্য নয়।। ২০ ।। বৎস, হে বানরশ্রেষ্ঠ, প্রভু আপনি। আপনি আপনার অধীনস্থদের পাঠাতে পারেন। কিন্তু ভৃত্যেরা তো আপনাকে পাঠাতে পারে না।। ২১ ।। আপনি প্রভুভাবে থাকায় আমাদের কলত্রস্বরূপ। সৈনিকদের কাছে প্রভু কলত্রের মতো। হে শত্রুতাপন, সৈন্যদের একমাত্র গতি হলেন প্রভু।। ২২ ।। হে অরিন্দম, এই কাজের আপনিই মূল। তাই রাজা আপনাকে পত্নীর মতোই সৈনিকদের রক্ষা করা উচিত।। ২৩ ।। কাজের মূল্যকে ভালোভাবে রক্ষা করতে হবে। এটাই কার্যকুশল ব্যক্তিদের নীতি। মূল যদি রক্ষা পায় তখন সব গুণই ফলদান করে।। ২৪ ।। হে সত্যবিক্রম, হে শত্রুতাপন, আপনি বুদ্ধিমান ও বিক্রমশালী। আপনিই এই কার্যের হেতুস্বরূপ হবেন।। ২৫ ।। হে কপিশ্রেষ্ঠ, আপনি আমাদের গুরু ও গুরুপুত্র দুইই। আপনাকে আশ্রয় করেই আমরা অভীষ্টসাধনে সমর্থ হবো।। ২৬ ।। মহাপ্রাজ্ঞ জাম্ববান এই কথা বলার পর মহাকপি, বালিপুত্র উত্তরে বললেন—।। ২৭ ।। আমি যদি না যাই, বা অন্য কোন বানরবীর না যান, তাহলে আমাদের কর্তব্য হবে উপবাসে প্রাণত্যাগ।। ২৮ ।। ধীমান বানরপতি সুগ্রীবের আদেশপালন না করে কিষ্কিন্ধায় যদি আমরা ফিরে যাই, তাহলে প্রাণ বাঁচাবার উপায় আমি আর কিছু দেখছি না।। ২৯ ।। সেই বানর সুগ্রীব আমাদের প্রতি অনুগ্রহে, কোপেও সবকিছুই বেশী করে করতে পারেন। তাঁর আদেশ পালন না করে কিষ্কিন্ধায় গেলে বিনাশই হবে।। ৩০ ।। তাই এই কাজের অন্যথা যাতে না হয়, তার চিন্তা

তত্তথা হ্যস্য কার্যস্য ন ভবত্যন্যথা গতিঃ। তদ্ ভবানেব দৃষ্টার্থঃ সংচিন্তয়িতুমর্হতি।। ৩১
সোঽঙ্গদেন তদা বীরঃ প্রত্যুক্তঃ প্লবগর্ষভঃ। জাম্ববানুত্তমং বাক্যং প্রোবাচেদং ততোঽঙ্গদম্।। ৩২
তস্য তে বীর কার্যস্য ন কিঞ্চিৎ পরিহাস্যতে। এষ সঞ্চোদয়াম্যেনং যঃ কার্যং সাধয়িষ্যতি।। ৩৩
ততঃ প্রতীতং প্লবতাং বরিষ্ঠমেকান্তমাশ্রিত্য সুখোপবিষ্টম্।
সঞ্চোদয়ামাস হরিপ্রবীরো হরিপ্রবীরং হনুমন্তমেব।। ৩৪

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে পঞ্চষষ্টিতমঃ সর্গঃ।

আপনিই করতে পারেন। আপনিই সর্ব বিষয়ে জানেন।। ৩১ ।। সেই অঙ্গদ এই কথা বললে বীর, বানরশ্রেষ্ঠ জাম্ববান অঙ্গদকে উত্তমবাক্যে বললেন—।। ৩২ ।। হে বীর, আপনার সেই কাজের কোনো ক্ষতি হবে না। যে এই কাজ করতে পারবে তাকেই আমি পাঠাচ্ছি।। ৩৩ ।। তারপর বানরশ্রেষ্ঠ জাম্ববান একান্তে সুখে উপবিষ্ট, বানরশ্রেষ্ঠ, বানরবীর বিশ্বস্ত হনুমানকে এই কাজে প্রেরণ করলেন।। ৩৪ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের পঞ্চষষ্টিতম (৬৫) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। ষট্‌ষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

হনুমত উৎপত্তিবর্ণনম্, ততঃ সমুদ্রলঙ্ঘনে জাম্ববতা তস্মৈ উৎসাহদানঞ্চ।

অনেকশতসাহস্রীং বিষণ্ণাং হরিবাহিনীম্। জাম্ববান্ সমুদীক্ষ্যৈবং হনুমন্তমথাব্রবীৎ।। ১
বীর বানরলোকস্য সর্বশাস্ত্রবিদাং বর। তূষ্ণীমেকান্তমাশ্রিত্য হনূমন্ কিং ন জল্পসি।। ২
হনূমন্ হরিরাজস্য সুগ্রীবস্য সমো হ্যসি। রাম-লক্ষ্মণয়োশ্চাপি তেজসা চ বলেন চ।। ৩
অরিষ্টনেমিনঃ পুত্রো বৈনতেয়ো মহাবলঃ। গরুত্মানিব বিখ্যাত উত্তমঃ সর্বপক্ষিণাম্।। ৪
বহুশো হি ময়া দৃষ্টঃ সাগরে স মহাবলঃ। ভুজঙ্গানুদ্ধরন্ পক্ষী মহাবাহুর্মহাবলঃ।। ৫
পক্ষয়োর্যদ্ বলং তস্য ভুজবীর্যবলং তব। বিক্রমশ্চাপি তেজশ্চ ন তে তেনাপহীয়তে।। ৬
বলং বুদ্ধিশ্চ তেজশ্চ সত্ত্বঞ্চ হরিপুঙ্গব। বিশিষ্টং সর্বভূতেষু কিমাত্মানং ন সজ্জসে।। ৭
অপ্সরাঽপ্সরসাং শ্রেষ্ঠা বিখ্যাতা পুঞ্জিকস্থলা। অঞ্জনেতি পরিখ্যাতা পত্নী কেসরিণো হরেঃ।। ৮

ষট্‌ষষ্টিতম (৬৬) সর্গ

হনুমানের উৎপত্তির বর্ণনা। তাঁকে সমুদ্র লঙ্ঘন করার জন্য জাম্ববানের উৎসাহদান।

বহু লক্ষ বানরের বাহিনী উপস্থিত। সবাইকে বিষণ্ণ দেখে জাম্ববান হনুমানকে বললেন—।। ১ ।। হে হনুমন্, বানরজগতে আপনি বীর। সর্বশাস্ত্রজ্ঞদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ। নীরবে একান্তে বসে আছেন কেন? কেনই বা কথা বলছেন না?।। ২ ।। হে হনুমন্, বানররাজ সুগ্রীবের আপনি সমতুল। তেজস্বিতায় এবং শক্তিতে আপনি রাম ও লক্ষ্মণের মতো।। ৩ ।। অরিষ্টনেমি তথা কশ্যপের পুত্র হলেন মহাবলশালী বিনতানন্দন গরুড়। তিনি যেমন উত্তমরূপে বিখ্যাত, তেমনি আপনিও পাখীদের মধ্যে উত্তমরূপে প্রখ্যাত।। ৪ ।। আমি বহুবার দেখেছি। সেই মহাবলশালী, মহাযশস্বী গরুড়পক্ষী সমুদ্র থেকে সাপেদের তুলে নিচ্ছে।। ৫।। তার পাখাদু'টির যে শক্তি, আপনারও বাহুর শক্তি সেই রকম। আপনার বিক্রম ও তেজ তার থেকে কম নয়।। ৬।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, বল, বুদ্ধি, তেজ এবং প্রাণশক্তিতে প্রাণিসকলের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ। সমুদ্র লঙ্ঘনের জন্য আপনি তৈরী হচ্ছেন না কেন?।। ৭ ।। অপ্সরাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এক অপ্সরা ছিলেন। পুঞ্জিকস্থলা নামে তিনি ছিলেন বিখ্যাতা। অঞ্জনা নামেও তিনি পরিচিতা ছিলেন। বানর কেশরীর

বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু রূপেণাপ্রতিমা ভুবি। অভিশাপাদভূত্তাত কপিত্বে কামরূপিণী।। ৯
দুহিতা বানরেন্দ্রস্য কুঞ্জরস্য মহাত্মনঃ। মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা রূপ-যৌবনশালিনী।। ১০
বিচিত্রমাল্যাভরণা কদাচিৎ ক্ষৌমধারিণী। অচরৎ পর্বতস্যাগ্রে প্রাবৃডম্বুদসন্নিভে।। ১১
তস্যা বস্ত্রং বিশালাক্ষ্যাঃ পীতং রক্তদশং শুভম্। স্থিতায়াঃ পর্বতস্যাগ্রে মারুতোঽপহরচ্ছনৈঃ।। ১২
স দদর্শ ততস্তস্যা বৃত্তাবূরূ সুসংহতৌ। স্তনৌ চ পীনৌ সহিতৌ সুজাতং চারু চাননম্।। ১৩
তাং বলাদায়তশ্রোণীং তনুমধ্যাং যশস্বিনীম্। দৃষ্ট্বৈব শুভসর্বাঙ্গী পবনঃ কামমোহিতঃ।। ১৪
স তাং ভুজাভ্যাং দীর্ঘাভ্যাং পর্যম্বজত মারুতঃ। মন্মথাবিষ্টসর্বাঙ্গো গতাত্মা তামনিন্দিতাম্।। ১৫
সা তু তত্রৈব সম্ভ্রান্তা সুব্রতা বাক্যমব্রবীৎ। একপত্নীব্রতমিদং কো নাশয়িতুমিচ্ছতি।। ১৬
অঞ্জনায়া বচঃ শ্রুত্বা মারুতঃ প্রত্যভাষত। ন ত্বাং হিংসামি সুশ্রোণি মা ভূৎ তে মনসো ভয়ম্।। ১৭
মনসাঽস্মি গতো যৎ ত্বাং পরিষ্বজ্য যশস্বিনী। বীর্যবান্ বুদ্ধিসম্পন্নস্তব পুত্রো ভবিষ্যতি।। ১৮
মহাসত্ত্বো মহাতেজা মহাবলপরাক্রমঃ। লঙ্ঘনে প্লবনে চৈব ভবিষ্যতি ময়া সমঃ।। ১৯
এবমুক্তা ততস্তুষ্টা জননী তে মহাকপে। গুহায়াং ত্বাং মহাবাহো প্রজজ্ঞে প্লবগর্ষভ।। ২০
অভ্যুত্থিতং ততঃ সূর্যং বালো দৃষ্ট্বা মহাবনে। ফলং চেতি জিঘৃক্ষুস্ত্বমুৎপ্লুত্যাভ্যুৎ পতো দিবম্।। ২১
শতানি ত্রীণি গত্বাথ যোজনানাং মহাকপে। তেজসা তস্য নির্ধূতো ন বিষাদং গতস্ততঃ।। ২২
ত্বামপ্যুপগতং তূর্ণমন্তরিক্ষং মহাকপে। ক্ষিপ্তমিন্দ্রেণ তে বজ্রং কোপাবিষ্টেন তেজসা।। ২৩
তদা শৈলাগ্রশিখরে বামো হনুরভজ্যত। ততোঽভিনামধেয়ং তে হনুমানিতি কীর্তিতম্।। ২৪

তিনি পত্নী।। ৮ ।। অতুলনীয় রূপের জন্য তিনি জগতে শুধু নয়, ত্রিলোকেই বিখ্যাত ছিলেন। বৎস, অভিশাপে তিনি বানরী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারতেন।। ৯ ।। বানরপতি মহাত্মা কুঞ্জরের তিনি দুহিতা। তিনি কোনো এক সময়ে রূপযৌবনশালিনী মানুষীর রূপধারণ করেন।। ১০ ।। বর্ষার মেঘের মতো দেখতে পর্বতের শিখরে সুন্দর মালা গলায় দিয়ে অলঙ্কারে সেজে রেশমী কাপড় পরে তিনি বেড়াচ্ছিলেন।। ১১ ।। পবনদেব সেই পর্বতশিখরস্থিতা বিশালনয়না অঞ্জনার লাল পেড়ে, সুন্দর, হলুদ কাপড়টি ধীরে ধীরে অপহরণ করে নেন *(রক্তদশং-লাল পাড়। অপহরৎ + শনৈ = অপহরচ্ছনৈঃ)*।। ১২ ।। তখন তিনি তাঁর সুগোল ঊরু দু'টি, ঘনসন্নিবিষ্ট সুপুষ্ট স্তনদ্বয় আর রম্য-সুন্দর মুখটি দেখলেন।। ১৩ ।। সেই যশস্বিনীর শ্রোণিদেশ তথা পশ্চাদ্দেশ ছিলো আয়ত। কটিদেশ ক্ষীণ। সকল অঙ্গই ছিলো সুন্দর। পবনদেব তাকে দেখামাত্রই প্রবলভাবে কামে মুগ্ধ হয়ে গেলেন।। ১৪।। মারুত তথা পবন দীর্ঘ বাহু দু'টি দিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। সেই সুন্দরীকে পেয়ে তাঁর সকল অঙ্গ কামভাবে আবিষ্ট হয়ে গেলো।। ১৫ ।। সেই সুব্রতা তখনই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন—আমার পাতিব্রত্যকে কে নষ্ট করতে চাইছে! *(একপত্নীব্রত—পাতিব্রত্য, সতীত্ব)*।। ১৬ ।। অঞ্জনার কথা শুনে পবন বললেন, হে সুন্দর শ্রোণিযুক্তা রমণি, আমি তোমার ক্ষতি করছি না। মানে তুমি ভয় কোরো না।। ১৭ ।। হে যশস্বিনি, তোমাকে আলিঙ্গন করে মনে মনে আমি তোমায় উপগত হয়েছি। তাই বীর্যবান, বুদ্ধিমান একটি পুত্র তোমার জন্মগ্রহণ করবে।। ১৮ ।। সে হবে মহাশক্তিধর, মহাতেজস্বী, বলে এবং পরাক্রমেও মহান। অতিক্রমে এবং উল্লম্ফনে হবে আমারই সমান।। ১৯ ।। হে মহাবানর, এই কথা বলায় তোমার জননী তুষ্টা হলেন। হে বানরশ্রেষ্ঠ, তারপর তিনি একটি গুহায় তোমায় জন্মদান করলেন।।২০ ।। সূর্যকে উঠতে দেখে মহাবনে ফল মনে করে অতি বালক তুমি তা নেবার জন্য আকাশে লাফ দিয়েছিলে।। ২১ ।। হে মহাবানর, তিন শত যোজন ওপরে উঠে যাবার পর সূর্যের তেজে তুমি নীচে নিক্ষিপ্ত হলে। তাতেও কিন্তু তুমি বিষণ্ণ হওনি।। ২২ ।। হে কপিশ্রেষ্ঠ, তোমাকে অন্তরিক্ষে ক্ষিপ্রগতিতে যেতে দেখে ইন্দ্র রেগে গিয়ে তোমার ওপর তেজের সঙ্গে বজ্রনিক্ষেপ করেন।। ২৩ ।। তাতে পাহাড়ের চূড়ায় লেগে তোমার বাম হনু তথা চোয়াল ভেঙে যায়। সেই থেকে হনুমান নামে তুমি পরিচিত হলে।। ২৪ ।। তখন তোমাকে নিহত

ততস্তং নিহতং দৃষ্ট্বা বায়ুর্গন্ধবহঃ স্বয়ম্। ত্রৈলোক্যং ভৃশসংক্রুদ্ধো ন ববৌ বৈ প্রভঞ্জনঃ।। ২৫
সম্ভ্রান্তাশ্চ সুরাঃ সর্বে ত্রৈলোক্যে ক্ষুভিতে সতি। প্রসাদয়ন্তি সংক্রুদ্ধং মারুতং ভুবনেশ্বরাঃ।। ২৬
প্রসাদিতে চ পবনে ব্রহ্মা তুভ্যং বরং দদৌ। অশস্ত্রবধ্যতাং তাত সমরে সত্যবিক্রম।। ২৭
বজ্রস্য চ নিপাতেন বিরুজং ত্বাং সমীক্ষ্য চ। সহস্রনেত্রঃ প্রীতাত্মা দদৌ তে বরমুত্তমম্।। ২৮
স্বচ্ছন্দতশ্চ মরণং তব স্যাদিতি বৈ প্রভো। স ত্বং কেসরিণঃ পুত্রঃ ক্ষেত্রজো ভীমবিক্রমঃ।। ২৯
মারুতস্যৌরসঃ পুত্রস্তেজসা চাপি তৎসমঃ। ত্বং হি বায়ুসুতো বৎস প্লবনে চাপি তৎসমঃ।। ৩০
বয়মদ্যগতপ্রাণা ভবানস্মাসু সাম্প্রতম্। দক্ষ্যো বিক্রমসপন্নঃ কপিরাজ ইবাপরঃ।। ৩১
ত্রিবিক্রমে ময়া তাত সশৈল-বন-কাননা। ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবী পরিক্রান্তা প্রদক্ষিণম্।। ৩২
তদা চোষ ধয়োঽস্মাভিঃ সঞ্চিতা দেবশাসনাৎ। নির্মথ্যমমৃতং যাভিস্তদানীং নো মহদ্বলম্।। ৩৩
স ইদানীমহং বৃদ্ধঃ পরিহীনপরাক্রমঃ। সাম্প্রতং কালমস্মাকং ভবান্ সর্বগুণান্বিতঃ।। ৩৪
তদ্ বিজৃম্ভস্ব বিক্রান্ত প্লবতামুত্তমো হ্যসি। ত্বদ্বীর্যং দ্রষ্টুকামা হি সর্বা বানরবাহিনী।। ৩৫
উত্তিষ্ঠ হরিশার্দূল লঙ্ঘয়স্ব মহার্ণবম্। পরাহি সর্বভূতানাং হনুমতা গতিস্তব।। ৩৬
বিষণ্ণা হরয়ঃ সর্বে হনুমন্ কিমুপেক্ষসে। বিক্রমস্ব মহাবেগ বিষ্ণুস্ত্রীন্ বিক্রমানিব।। ৩৭
ততঃ কপিনামৃষভেন চোদিতঃ প্রতীতবেগঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ।
প্রহর্ষয়ংস্তাং হরিবীরবাহিনীং চকার রূপং পবনাত্মজস্তদা।। ৩৮

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে ষট্‌ষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ।

দেখে গন্ধবহ বায়ু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। প্রভঞ্জন হয়ে যেই বায়ু সব ভেঙে ফেলতে পারে, সেই বায়ু স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে আর প্রবাহিত হলো না।। ২৫ ।। এইভাবে ত্রৈলোক্য ক্ষুব্ধ হলে ভুবনের ঈশ্বর-স্বরূপ দেবতারা সবাই ভয়ে পবনদেবকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করতে লাগলেন।। ২৬ ।। পবনদেব প্রসন্ন হবার পর তোমাকে বর দিয়েছিলেন। হে সত্যনিষ্ঠ বিক্রমশালী বৎস, যুদ্ধে তোমায় কেউ অস্ত্রের দ্বারা নিহত করতে পারবে না।। ২৭ ।। বজ্রের আঘাতেও তোমাকে অক্ষত দেখে সহস্রলোচন ইন্দ্র অন্তরে প্রীত হয়ে তোমাকে উত্তম একটি বরদান করেছিলেন।। ২৮ ।। হে প্রভো, সেই বরটি হলো, ইচ্ছানুসারেই তোমার মৃত্যু হবে। তুমি হলে কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র এবং ভীষণ পরাক্রমশালী।। ২৯ ।। আবার মারুতের ঔরসপুত্র এবং তেজে তাঁরই সমান। বায়ুপুত্র তুমি উল্লম্ফনেও, বাছা, তাঁরই তুল্য।। ৩০ ।। আমরা তো এখন জীবনমৃত হয়ে আছি। আমাদের মধ্যে তুমিই এখন কুশলী এবং বিক্রমশীল। দ্বিতীয় কপিরাজের মতো তুমি বিরাজ করছো।। ৩১ ।। বাছা, ভগবান বিষ্ণু যখন ত্রিবিক্রম অবতার রূপে অবতীর্ণ হন, তখন পাহাড়-বন এবং বাগানসহ পৃথিবীকে একুশ বার আমি পরিক্রমা করেছিলাম।। ৩২ ।। সমুদ্র মন্থনের সময় দেবতাদের নির্দেশে ওষধিগুলি সঞ্চয় করে আমরা সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলাম। তখন সেগুলি মথিত অত্যন্ত বলাধায়ক পরিণত হয়।। ৩৩ ।। সেই আমি এখন বৃদ্ধ। এবং পরাক্রমহীন। আমাদের সময় চলে গেছে। তুমি সর্বগুণযুক্ত।। ৩৪ ।। বানরদের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ। হে পরাক্রমিন্, তুমি তোমার বলপ্রকাশ করো। এই সমগ্র বানরবাহিনী তোমার বীর্যবত্তা দেখার জন্য উৎসুক হয়ে আছে।। ৩৫ ।। হে বানরশ্রেষ্ঠ, ওঠো। মহাসমুদ্র তুমি লঙ্ঘন করো। সর্বপ্রাণীর পরম গতি হচ্ছো তুমিই হনুমান।। ৩৬ ।। হে হনুমন্, বানরসকল বিষণ্ণ হয়ে আছে। তুমি তাদের উপেক্ষা করছো কেন? ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর মতো, হে মহাবেগবান, তুমিও বিক্রমপ্রকাশ করো।। ৩৭ ।। তারপর, বানরশ্রেষ্ঠ জাম্ববানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের গতিশক্তিতে আস্থাশীল হয়ে পবন-নন্দন বানর হনুমান সেই বানরবাহিনীকে আনন্দিত করে, অনুরূপ রূপধারণ করলেন।। ৩৮ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের ষট্‌ষষ্ঠিতম (৬৬) সর্গ সমাপ্ত হলো।

।। সপ্তষষ্টিতমঃ সর্গঃ ।।

সমুদ্রলঙ্ঘনে হনুমত উৎসাহঃ, লম্ফনায় মহেন্দ্রপর্বতে আরোহণঞ্চ।

তং দৃষ্ট্বা জৃম্ভমাণং তে ক্রমিতুং শতযোজনম্। বেগেনাপূর্যমাণঞ্চ সহসা বানরোত্তমম্।। ১
সহসা শোকমুৎসৃজ্য প্রহর্ষেণ সমন্বিতাঃ। বিনেদুস্তুষ্টুবুশ্চাপি হনূমন্তং মহাবলম্।। ২
প্রহৃষ্টা বিস্মিতাশ্চাপি তে বীক্ষন্তে সমন্ততঃ। ত্রিবিক্রমং কৃতোৎসাহং নারায়ণমিব প্রজাঃ।। ৩
সংস্তূয়মানো হমুমান্ ব্যবর্ধত মহাবলঃ। সমাবিধ্য চ লাঙ্গূলং হর্ষাদ্ বলমুপেয়িবান্।। ৪
তস্য সংস্তূয়মানস্য বৃদ্ধৈর্বানরপুঙ্গবৈঃ। তেজসা পূর্যমাণস্য রূপমাসীদনুত্তমম্।। ৫
যথা বিজৃম্ভতে সিংহো বিবৃতে গিরিগহ্বরে। মারুতস্যৌরসঃ পুত্রস্তথা সম্প্রতি জৃম্ভতে।। ৬
অশোভত মুখং তস্য জৃম্ভমাণস্য ধীমতঃ। অম্বরীষোপমং দীপ্তং বিধূম ইব পাবকঃ।। ৭
হরীণামুত্থিতো মধ্যাৎ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ। অভিবাদ্য হরীন্ বৃদ্ধান্ হনুমানিদমব্রবীৎ।। ৮
আরুজন্ পর্বতাগ্রাণি হুতাশনসখোঽনিলঃ। বলবানপ্রমেয়শ্চ বায়ুরাকাশগোচরঃ ।। ৯
তস্যাহং শীঘ্রবেগস্য শীঘ্রগস্য মহাত্মনঃ। মারুতস্যৌরসঃ পুত্রঃ প্লবনেনাস্মি তৎসমঃ।। ১০
উৎসহেয়ং হি বিস্তীর্ণমালিখন্তমিবাম্বরম্। মেরুং গিরিমসঙ্গেন পরিগন্তুং সহস্রশঃ।। ১১
বাহুবেগপ্রণুন্নেন সাগরেণাহমুৎসহে। সমাপ্লাবয়িতুং লোকং সপর্বতনদী-হ্রদম্।। ১২
মমোরুজঙ্ঘাবেগেন ভবিষ্যতি সমুত্থিতঃ। সমুত্থিতমহাগ্রাহঃ সমুদ্রো বরুণালয়ঃ।। ১৩

সপ্তষষ্টিতম (৬৭) সর্গ

হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘনে উৎসাহ। লাফদেবার জন্য মহেন্দ্রপর্বতে আরোহণ।

তারা সবাই দেখলো, হনুমান শত যোজন লাফিয়ে পার হবার জন্য সত্বর দেহ-প্রেসারিত করেছেন। সেই বানরশ্রেষ্ঠ বেগে পরিপূর্ণ।। ১ ।। এই দেখে বানরকুল সত্বর শোক-ত্যাগ করে অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হলো। তারা মহাবলশালী হনুমানকে অভিনন্দিত করলো। করলো স্তুতি।। ২ ।। আনন্দিত এবং বিস্মিত হয়ে বানরেরা সবদিকে দেখতে লাগলো। প্রজাবর্গ পূর্বকালে ত্রিপাদের দ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণে উদ্যত ত্রিবিক্রম নারায়ণকে যেমন দেখেছিলো, ঠিক তেমনি।। ৩ ।। এইরকম সম্যগ্‌ভাবে স্তুত হয়ে হনুমান শরীরকে আরো বিশেষভাবে বাড়াতে লাগলেন। লাঙ্গুল ঘোরাতে ঘোরাতে আনন্দে নিজের বহু স্মরণ করতে লাগলেন।।৪ ।। বর্ষীয়ান বানরমুখ্যেরা তাঁর স্তব করতে লাগলেন। তথা তেজে প্রদীপ্ত হয়ে তাঁর রূপ হলো সবচেয়ে উত্তম।। ৫ ।। সিংহ যেমন প্রশস্ত পর্বতগুহাকে মুখে বিরাট হাঁ করে, তেমনি মারুতের ঔরসজাত পুত্র হনুমানও তখন বিশেষভাবে মুখ বিকশিত করতে লাগলেন। ।।৬ ।। সেই ধীমান হনুমান যখন বিরাট হাঁ করলেন, তখন তাঁর মুখটিকে জ্বলন্ত লৌহ কড়াইয়ের মতো এবং তাঁকে ধূমহীন আগুনের মতো মনে হতে লাগলো *(অম্বরীষ—যাতে ভাজা হয় এমন লোহার কড়াই)*।। ৭ ।। হনুমানের রোমরাজি অত্যন্ত আনন্দে খাড়া হয়ে উঠলো। বানরদের মধ্য থেকে উঠে বৃদ্ধ বানরদের প্রণাম করে হনুমান বলতে লাগলেন।। ৮ ।। অগ্নির বন্ধু অনিল পাহাড়ের চূড়াকে বিদীর্ণ করেন। এই বায়ু অতুলনীয় বলবান এবং আকাশে বিচরণ করেন।। ৯ ।। সেই তীব্র বেগবান শীঘ্রগামী মহাত্মা মারুতের আমি ঔরসজাত পুত্র। উল্লম্ফনেও আমি তাঁরই সমান।। ১০ ।। গগনচুম্বী, বিস্তীর্ণ মেরুপর্বতকে বিশ্রাম না করেই আমি হাজারবার অতিক্রম করতে পারি।। ১১ ।। আমি বাহুবলে সমুদ্রকে আলোড়িত করে পাহাড়, নদী, হ্রদসহ সমগ্র পৃথিবীকে প্লাবিত করতে পারি।। ১২ ।। আমার ঊরু এবং জঙ্ঘার বেগে বরুণালয় সমুদ্র এমনভাবে আলোড়িত হবে যে বিরাট সব জলজন্তুগুলি ওপরে উঠে আসবে।। ১৩ ।। পক্ষিগণসেবিত, সর্পভক্ষক,

পন্নগাশনমাকাশে পতন্তং পক্ষিসেবিতম্। বৈনতেয়মহং শক্তঃ পরিগন্তুং সহস্রশঃ।। ১৪
উদয়াৎ প্রস্থিতং বাপি জ্বলন্তং রশ্মিমালিনম্। অনস্তমিতমাদিত্যমহং গন্তুং সমুৎসহে।। ১৫
ততো ভূমিমসংস্পৃষ্ট্বা পুনরাগন্তুমুৎসহে। প্রবেগেনৈব মহতা ভীমেন প্লবগর্ষভাঃ।। ১৬
উৎসহেয়মতিক্রান্তুং সর্বানাকাশগোচরান্। সাগরান্ শোষয়িষ্যামি দারয়িষ্যামি মেদিনীম্।। ১৭
পর্বতাংশ্চূর্ণয়িষ্যামি প্লবমানঃ প্লবঙ্গমঃ। হরিষ্যাম্যূরুবেগেণ প্লবমানো মহার্ণবম্।। ১৮
লতানাং বিবিধং পুষ্পং পাদপানাঞ্চ সর্বশঃ। অনুযাস্যতি মামদ্য প্লবমানং বিহায়সা।। ১৯
ভবিষ্যতি হি মে পন্থা স্বাতেঃ পন্থা ইবাম্বরে। চরন্তং ঘোরমাকাশমুৎপতিষ্যন্তমেব চ।। ২০
দ্রক্ষ্যন্তি নিপতন্তঞ্চ সর্বভূতানি বানরাঃ। মহামেরুপ্রতীকাশং মাং দ্রক্ষ্যধ্বং প্লবঙ্গমাঃ।। ২১
দিবমাবৃত্য গচ্ছন্তং গ্রসমানমিবাম্বরম্। বিধমিষ্যামি জীমূতান্ কম্পয়িষ্যামি পর্বতান্।
সাগরং শোষয়িষ্যামি প্লবমানঃ সমাহিতঃ।। ২২
বৈনতেয়স্য যা শক্তির্মম বা মারুতস্য বা। ঋতে সুপর্ণরাজানং মারুতং বা মহাবলম্।
ন তদ্ ভূতং প্রপশ্যামি যন্মাং প্লুতমনুব্রজেৎ ।। ২৩
নিমেষান্তরমাত্রেণ নিরালম্বনমম্বরম্। সহসা নিপতিষ্যামি ঘনাদ্ বিদ্যুদিবোত্থিতা।। ২৪
ভবিষ্যতি হি মে রূপং প্লবমানস্য সাগরম্। বিষ্ণোঃ প্রক্রমমাণস্য তদা ত্রীন্ বিক্রমানিব।। ২৫
বুদ্ধ্যা চাহং প্রপশ্যামি মনশ্চেষ্টা চ মে তথা। অহং দ্রক্ষ্যামি বৈদেহীং প্রমোদধ্বং প্লবঙ্গমাঃ।। ২৬
মারুতস্য সমো বেগে গরুড়স্য সমো জবে। অযুতং যোজনানাং তু গমিষ্যামীতি মে মতিঃ।। ২৭

পক্ষিরাজ, বিনতানন্দন গরুড় আকাশে উড়তে থাকলে, আমি তাকে হাজারবার অতিক্রম করে যেতে পারি।। ১৪ ।। কিরণমালী জলন্ত সূর্যের কাছে উদয়ের পর অস্তগমনের পূর্বেই আমি যেতে উৎসাহী।। ১৫ ।। হে বানরবৃন্দ, তারপর নেমে এসে মাটি না ছুঁয়েই ভীষণবেগে আবার আমি সূর্যের কাছে ফিরে যেতে পারি।। ১৬ ।। হে বানরগণ, আকাশগামী সকল গ্রহকে আমি অতিক্রম করতে পারি। সাগরকে শোষণ করতে পারি এবং ধরণীকে করতে পারি বিদীর্ণ।। ১৭ ।। আমি লাফিয়ে পাহাড় চূর্ণ করতে পারি। লাফালাফি করে ঊরুর বেগে মহাসমুদ্রকে আমি লঙ্ঘন করতে পারি।। ১৮ ।। আমি যখন আকাশ পথে লাফিয়ে চলবো তখন গাছের লতা ও ফুল আমার অনুগমন করবে।। ১৯ ।। আমি যখন উত্তুঙ্গ আকাশে উড়ে যাবো, তখন ফুলে ফুলে আকাশকে ছায়াপথের মতোই দেখাবে।। ২০ ।। প্রাণিসকল এবং বানরেরা আমাকে উঠতে এবং পড়তে দেখে মহান মেরুপর্বত বলেই দেখবে।। ২১ ।। দেখবে, আমি চলেছি দ্যুলোককে আবৃত করে। আকাশকে যেন গ্রাস করে। মেঘরাজিকে ছিন্নভিন্ন করে। পাহাড়গুলিকে কাঁপিয়ে। আমি যখন সমাহিত হয়ে সাগরের উপর দিয়ে লাফিয়ে চলবো, তখন সাগরকেও শোষণ করে ফেলবো।। ২২ ।। বিনতানন্দন গরুড়, পবনদেব এবং আমার শক্তি একইরকম। সুপর্ণরাজ গরুড় বা মহাবলশালী পবনদেব ছাড়া আর কোনও প্রাণীকে দেখছি না যে আমি লাফিয়ে চলার সময় আমার অনুগমন করতে পারে।। ২৩ ।। মেঘ থেকে বিদ্যুৎ যেমন নিমেষের মধ্যেই চমকিত হয়, তেমনি অবলম্বনহীন আকাশে আমিও নিমেষের মধ্যেই লাফিয়ে উঠবো।। ২৪ ।। বিষ্ণুর যখন ত্রিবিক্রমরূপ প্রকাশের সময় তিনটি বিক্রম প্রকাশিত হয়েছিলো, তেমনি লাফ দিয়ে সাগর পার হবার সময় আমারও সেইরকম ভয়ঙ্কর রূপ হবে।। ২৫ ।। বুদ্ধি এবং মনের চেষ্টায় আমি বুঝতে পারছি, সীতাকে আমি দেখবোই। তাই ওহে বানরবৃন্দ, তোমরা সবাই আনন্দ করো।। ২৬ ।। বায়ুর মতো আমার গতি। এবং গরুড়ের মতো আমার বেগ। অযুত যোজন আমি লাফিয়ে চলে যেতে পারবো—এ আমার বিশ্বাস।। ২৭।। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, ত্বরিদ্‌গতিতে বিক্রমপ্রকাশ করে বজ্রধারী ইন্দ্র এবং স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার হাত থেকে অমৃত

বাসবস্য সবজ্রস্য ব্রহ্মণো বা স্বয়ম্ভুবঃ। বিক্রম্য সহসা হস্তাদমৃতং তদিহানয়ে।। ২৮
লঙ্কাং বাপি সমুৎক্ষিপ্য গচ্ছেয়মিতি মে মতিঃ। তমেবং বানরশ্রেষ্ঠং গর্জন্তমমিতপ্রভম্।। ২৯
প্রহৃষ্টা হরয়স্তত্র সমুদৈক্ষন্ত বিস্মিতাঃ। তচ্চাস্য বচনং শ্রুত্বা জ্ঞাতীনাং শোকনাশনম্।। ৩০
উবাচ পরিসংহৃষ্টো জাম্ববান্ প্লবগেশ্বরঃ। বীর কেসরিণঃ পুত্র বেগবন্ মারুতাত্মজ।। ৩১
জ্ঞাতীনাং বিপুলঃ শোকস্ত্বয়া তাত প্রণাশিতঃ। তব কল্যাণরুচয়ঃ কপিমুখ্যাঃ সমাগতাঃ।। ৩২
মঙ্গলান্যর্থসিদ্ধ্যর্থং করিষ্যন্তি সমাহিতাঃ। ঋষীণাঞ্চ প্রসাদেন কপিবৃদ্ধমতেন চ।। ৩৩
গুরূণাঞ্চ প্রসাদেন সংপ্লব ত্বং মহার্ণবম্। স্থাস্যামশ্চৈকপাদেন যাবদাগমনং তব।। ৩৪
ত্বদ্‌গতানি চ সর্বেষাং জীবনানি বনৌকসাম্। ততশ্চ হরিশার্দূলস্তানুবাচ বনৌকসঃ।। ৩৫
কোঽপি লোকে ন মে বেগং প্লবনে ধারয়িষ্যতি। এতানীহ নগস্যাস্য শিলাসঙ্কটশালিনঃ।। ৩৬
শিখরাণি মহেন্দ্রস্য স্থিরাণি চ মহান্তি চ। যেষু বেগং গমিষ্যামি মহেন্দ্রশিখরেষ্বহম্ ।। ৩৭
নানাদ্রুমবিকীর্ণেষু ধাতুনিষ্পন্দশোভিষু। এতানি মম বেগং হি শিখরাণি মহান্তি চ।। ৩৮
প্লবতো ধারয়িষ্যন্তি যোজনানামিতঃ শতম্। ততস্তু মারুতপ্রখ্যঃ স হরির্মারুতাত্মজঃ
আরুরোহ নগশ্রেষ্ঠং মহেন্দ্রমরিমর্দনঃ।। ৩৯
বৃতং নানাবিধৈঃ পুষ্পৈর্মৃগসেবিতশাদ্বলম্। লতাকুসুমসম্বাধং নিত্যপুষ্পফলদ্রুমম্।। ৪০
সিংহশার্দূলসহিতং মত্তমাতঙ্গসেবিতম্। মত্তদ্বিজগণোদ্‌ঘুষ্টং সলিলোৎপীডসঙ্কুলম্।। ৪১
মহদ্ভিরুচ্ছ্রিতং শৃঙ্গৈর্মহেন্দ্রং স মহাবলঃ। বিচচার হরিশ্রেষ্ঠো মহেন্দ্রসমবিক্রমঃ।। ৪২

ছিনিয়ে আনি।। ২৮ ।। কিংবা লঙ্কাকে তুলে নিয়ে যাই। অমিত প্রভাবশালী বানরশ্রেষ্ঠ এইরকম গর্জন করছিলেন।। ২৯ ।। বানরেরা সকলে সানন্দে তাঁকে বিস্মিত হয়ে দেখছিলো। জ্ঞাতি বানরদের শোকনাশক এই বাণী।।৩০ ।। বানরপতি জাম্ববান এই সব শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন, হে বীর, তুমি কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র, বেগবান এবং মারুতের ঔরসজাত পুত্র।।৩১ ।। বাছা, জ্ঞাতিদের বিপুল শোক তুমি আজ প্রশমিত করলে। তোমার কল্যাণকামী কপিপ্রধানেরা এখন সমবেত হয়েছেন।।৩২ ।। তাঁরা একাগ্রচিত্তে তোমার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করবেন। ঋষিদের প্রসাদে, কপিবৃদ্ধদের আশীর্বাদে—।। ৩৩ ।। এবং গুরুমণ্ডলীর করুণায় তুমি এই মহাসমুদ্র উত্তরণ করো। তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এক পায়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো।। ৩৪ ।। বনবাসী সকলের জীবন তোমারই অধীন। তখন বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সেই বানরদের বললেন—।। ৩৫ ।। আমি লাফাতে গেলে জগতে কেউই আমার বেগধারণ করতে পারবে না। শিলাময় এই মহেন্দ্রপর্বতের শিখরগুলি—।। ৩৬ ।। দৃঢ় এবং বিশাল। মহেন্দ্রপর্বতের এই শিখরগুলির মধ্যে দিয়ে আমি দ্রুতবেগে ছুটে যাবো।। ৩৭ ।। সেই সমুচ্চশিখরে রয়েছে নানাধরণের গাছপালা। বিচিত্র সব ধাতুর দ্বারা এখান থেকে শত যোজন আমি লাফিয়ে পার হতে চাইলে এই উঁচু শিখরগুলি আমার বেগ সইতে পারবে। তারপর বায়ুর মতোই সেই বায়ুপুত্র শত্রুমর্দন বানর হনুমান পর্বতশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রে আরোহণ করলেন।। ৩৮-৩৯ ।। ঐ মহেন্দ্রপর্বতে নানারকমের ফুলে ফুটেছে। বিচরণ করছে বিভিন্ন ধরণের হরিণ। শ্যামল তৃণে সমাচ্ছন্ন সেই শিখর। পাতা আর কুসুমে সমাকীর্ণ। গাছগুলি নিত্যই ফুল ফোটায়। ফল দান করে।। ৪০ ।। বাঘ আর সিংহ সেখানে একসঙ্গেই আছে। মত্ত হস্তীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখীগুলি আনন্দে কূজন করছে। রয়েছে জলের অনেক ঝর্ণা *(সলিলোৎপীড়—জলের ঝর্ণা)*।। ৪১ ।। খুব উঁচু শৃঙ্গ নিয়ে মহেন্দ্রপর্বত দাঁড়িয়ে। মহেন্দ্রের মতো বিক্রমশালী মহাবলবান বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান সেই মহেন্দ্রপর্বতে বিচরণ করলেন।। ৪২ ।। মহাত্মা হনুমানের বাহু দু'টি দিয়ে পীড়িত হয়ে সেই মহাপর্বত সিংহাহত বিশাল মত্ত হাতীর মতো

বাহুভ্যাং পীড়িতস্তেন মহাশৈলো মহাত্মনা। ররাস সিংহাভিহতো মহান্ মত্ত ইব দ্বিপঃ।। ৪৩
মুমোচ সলিলোৎপীডান্ বিপ্রকীর্ণশিলোচ্চয়ঃ। বিত্রস্তমৃগ-মাতঙ্গঃ প্রকম্পিতমহাদ্রুমঃ।। ৪৪
নানাগন্ধর্বমিথুনৈঃ পানসংসর্গকর্কশৈঃ। উৎপতদ্ভির্বিহঙ্গৈশ্চ বিদ্যাধরগণৈরপি।। ৪৫
ত্যজ্যমানমহাসানুঃ সন্নিলীনমহোরগঃ। শৈলশৃঙ্গশিলোৎপাতস্তদাভূৎ স মহাগিরিঃ।। ৪৬
নিঃশ্বসদ্ভিস্তদা তৈস্তু ভুজগৈরর্ধনিঃসৃতৈঃ। সপতাক ইবাভাতি স তদা ধরণীধরঃ।। ৪৭
ঋষিভিস্ত্রাসসম্ভ্রান্তৈস্ত্যজ্যমানঃ শিলোচ্চয়ঃ। সীদন্মহতি কান্তারে সার্থহীন ইবাধ্বগঃ।। ৪৮
স বেগবান্ বেগসমাহিতাত্মা হরিপ্রবীরঃ পরবীরহন্তা।
মনঃ সমাধায় মহানুভাবো জগাম লঙ্কাং মনসা মনস্বী।। ৪৯

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মীকীয়ে আদিকাব্যে কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে সপ্তষষ্ঠিতমঃ সর্গঃ।

আর্তনাদ করছিলো।। ৪৩ ।। ঝর্ণাগুলি জলের ধারা প্রবাহিত করলো। পাথরগুলি ছড়িয়ে পড়লো। হরিণ আর হাতীরা ভয় পেয়ে গেলো। বড়ো বড়ো গাছগুলি লাগলো কাঁপতে।। ৪৪ ।। গন্ধর্ব মিথুনেরা দলে দলে মদ্যপানে বেসামাল হয়েছিলো। তারা এবং বিদ্যাধরেরা পর্বতের সানুদেশ ছেড়ে চলে গেলো। পাখীর সব উড়ে গেলো।। ৪৫ ।। বড়ো বড়ো সাপগুলি গর্তে লুকিয়ে পড়লো। সেই মহাশৈলের চূড়া থেকে পাথর খসে পড়তে লাগলো।। ৪৬ ।। সে সময়ে সাপগুলি অর্ধেকটা বের হয়ে নিঃশ্বাস ফেলছিলো। পাহাড়ের পাতাকার মতো তাদের মনে হচ্ছিলো।। ৪৭ ।। ভীষণ বনপথে পথিক সঙ্গীহীন হলে যেমন শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়, তেমনি ঋষিরা ভয়ে চলে যাওয়ায় ঐ শিলাময় পর্বতের অবস্থাও হলো শোচনীয়।। ৪৮ ।। পরে বেগবান, দ্রুতগমনের জন্য একাগ্র, শত্রুহন্তা, মহানুভব, মনস্বী, বানরবীর হনুমান মনস্থির করে মনে মনে লঙ্কায় গমন করলেন।। ৪৯ ।।

আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি-বিরচিত আদিমহাকাব্য শ্রীমদ্রামায়ণের কিষ্‌কিন্ধাকাণ্ডের সপ্তষষ্ঠিতম (৬৭) সর্গ সমাপ্ত হলো।

অনন্ত শ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ-পাদপঙ্কজ-মধুপ
শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীকৃত অনুবাদ ও আলোচনাসহ
কিষকিন্ধাকাণ্ড সমাপ্ত।



মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥



রামায়ণম্

মহাকালের পরিমাপে যে মহাকাব্য ত্বরিত তুরঙ্গম হয়ে উঠেছে তার নাম রামায়ণম্। ভারতীয়মাত্রেই এ নিয়ে গর্বিত হবেন। দেশকালের বেড়াজাল অতিক্রম করে তার ব্যাপ্তি ঘটেছে বাহির বিশ্বে। ঋষিকবির বিশ্বজয়ী আখ্যানমঞ্জরী অনিবার্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে মানুষের জীবন ও সমাজচেতনাকে। ভারত ভূখণ্ডের জীবনচর্যা ও চর্চার অদৃশ্য নিয়ামক হিসেবে এর কোনো বিকল্প নাম আজও নেই। হৃদয়তন্ত্রীতে সনাতনী ভারতবর্ষের প্রাণশিহরণ অনুভবের ক্ষেত্রে রামায়ণম্ এক সর্বপ্লাবী নাম। বিগত পাঁচ হাজার বছর ধরে যার অখন্ড আধিপত্য, সেই অমর গাথাকাব্যের সাহিত্যমান আজও নবীন মসীজীবীদের কাছে অনুপ্রেরণাস্থল। অনুকরণীয় সৃষ্টিকলা।



নিউলাইট
১০/২ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০০০৯,